আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

(৭ম বর্ষ)

বর্ষ সূচীপত্র নির্ঘণ্ট-সূচী

(মে, ১৯৪৪—এপ্রিল, ১৯৪৫)

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

প্রকাশক
২২৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

—বিষয়-সূচী—

বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্যাঙ্ক	
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক	৩৮৪
ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া ও ইহার কার্য	৩৮৫
দেশীয় ব্যবস্থা পরিষদে ব্যাঙ্ক বিষয়ক আলোচনা	১০৭৫
ছোট ছোট ব্যাঙ্কের দুর্দশা (প্র)	৩৯৯
ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (প্র)—ইহার কার্য ব্যাঙ্ক	১০৮
দেশীয় শিল্প বাণিজ্য ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (প্র)	১০৭
ব্যাঙ্কিং ব্যাঙ্ক আইন	১২৯, ৩৯৯
ব্যাঙ্কিং ব্যাঙ্ক আইন (প্র)	৩৯৫, ৭১৫
ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্কের উপকারিতা	৩৮৩
ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়ে বাঙ্গালী	১০১
ব্যাঙ্কে আমানতের অধিকার	৩৯৯
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বিজ্ঞান আইন	৩১৮
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর ত্রুটি (প্র)	৫৩৯
ভারতে নূতন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা	১০৪৩
ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	৩১৮
ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থাপত্তি	৫০৫
ব্যাঙ্ক ও ভারতীয় ব্যাঙ্ক (প্র) —অমীরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৮৬
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (প্র)	৩৯৮
বীমা	
এক্সচেঞ্জের অধিমূল্য হ্রাসের প্রস্তাব	৮৭০
ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়ে বাঙ্গালী	১৩১
বীমা ব্যবসায়ের সমালোচনা	২৩১
বীমা আইনের সংশোধন	৫৯৯
বীমা ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি (প্র)	৭৫১
বীমা কর্মীদের অধিমূল্য হ্রাসের প্রস্তাব	৮৫১
বীমা কর্মীদের অধিমূল্য	৩৩৬
বীমা আইন সংশোধন বিল	১০২৩
বীমা কোম্পানীর নালী ঘা (প্র) —সাধিরীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	৫১
ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের প্রসার	৫৯০
ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের অধিমূল্য, ইত্যাদি (প্র)	৩৩৪
ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের কয়েকটী সমস্যা (প্র)	৩৮৭
ভারতীয় জীবন বীমার সমূহীন সমস্যা (প্র) —প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র	১০৪
মুক্তমিত অক্ষিপুরণ বীমা	৭৩১, ৯০৮
স্বাস্থ্য বীমা সম্বন্ধে পরিকল্পনা	৬১৭

রাজস্ব ও রাজনীতি

আয়কর আইনের সংশোধন	৯৬৫
আর্থিক পরিকল্পনা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যয়	৭৬৫
কৌশী স্যেসের টাকা	৮৪৯
ইংরাজনীতি ও শিল্প ব্যবসায়	৫৬৫
বাঙ্গলা সরকারের বাজেট (প্র)	৮৭৯, ৮৯৭
বাঙ্গলার দুর্দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য	৭৭১
বাজিলের আয়ের উপর আয়কর	১০৩৩
মুদ্রীন বাজেট	১৩৫
ভারতবর্ষীয় উপর সুদের হার	৮৬৮
ভারতবর্ষীয় ব্যাঙ্কে সুদের দোকা	৯৫৭
ভারত সরকারের মূলধন অভিবৃদ্ধি	৭৫৮
ভারত সরকারের বাজেট (প্র)	৯৯১
ভারত সরকারের মুদ্রাস্ফীতি রাজনীতি (প্র)	৯৭৩
ভারত সরকারের সাময়িক ঋণ	৯৯৯
ভারতীয় আয়কর আইনের সংশোধন	৭৪৩
ভারতে মুদ্রাস্ফীতি প্রসারের প্রস্তাব	৮৭৪
মুদ্রাস্ফীতির পরিণতি	৯৯৯
মুদ্রাস্ফীতির প্রস্তাব	৯৯৯
বিদেশে উপর টাকা	৭৯৩
লভ্যাংশে ঋণ সাধারণ সম্বন্ধে পরিষ্কৃতি	৮৭৯
লভ্যাংশী ব্যবসায়ের অবস্থা	৫৯৩
'সস্তা টাকার যুগ'	১০৪৩
সমিতির ঋণ ও রাজনীতি	৯৯৯

অর্থ, মুদ্রাস্ফীতি, ইত্যাদি

আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির মূলে পরিকল্পনা (প্র)	১৯৯
আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির পরিকল্পনা	৫৯৩
আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি সম্মেলন	৯৯৭
আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি সম্মেলন	৯৯৯
ইন্দ্রোনেশিয়ার পক্ষে বিপ্লবদান	১৮৯
ইন্দ্রোনেশিয়ার পক্ষে আন্তর্জাতিক সাহায্য (প্র)	৮৯৯
ইংরাজ ও ইংলিশ ও ভারতের অধিকার (প্র)	৯৯৭
ইংলণ্ডের বিভিন্ন মূল্য	৯৯৯
ইউরোপের বর্ণ সমস্যাসমূহের চেষ্টা	৯৯৯
ভারতে মুদ্রাস্ফীতি	৭৯১
ভারতের প্রকৃত ইংলিশ ও ইহার অধিকার (প্র)	৯৯৩
মুদ্রাস্ফীতি কি নিয়ন্ত্রণযোগ্য ? (প্র)	৯৯৩
বিদেশের উৎপন্ন ইংলিশ	৭৯১
বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি হইতে রক্ষা আবশ্যক	৫৯১
ইংলিশের পাওনা আদায়ের উপায়	৩৯৯
ইংলিশ ব্যাঙ্কসমূহের ক্ষমতা (প্র)	৩৯৩
ইংলিশ প্রদেশের রীতি নয় ব্যবসায় প্রসার	৩৯৯
ইংলিশ পাওনার অধিকার	৯৯৮
ইংলিশ প্রদেশের বেলাভূমি	১০৩৩
ইংলিশ পাওনার অধিকার	৫৩৯
ইংলিশ পাওনার একটী বিষ	৫৯৫
মূল্যের হ্রাস ও তাহার অনাবশ্যক	৩৩৯
স্বর্ণের মূল্য	৭৮৭
স্বর্ণের মূল্য	৭৯৯

ব্যবসা বাণিজ্য

"অর্থনিতিয়ার ব্যবসা" আবশ্যকীয় ঘোষণার কথা	১০৩৫
"অর্থনিতিয়ার ব্যবসা" আবশ্যকী সম্পর্কে বিবরণ	৭৯৭
অমৃতসর হইতে ইরাক আবশ্যকী	৫৮৫
অর্থীন্দ্রর আবশ্যকী ব্যবসা	৯৯৯
অভিবাণিজ্যের বিবরণীর	১৮৩
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র-বাণিজ্য ওজন ও মাপের আবশ্যকতা (প্র) —ব্রজেন্দ্রলাল সরকার	৬৯
বিদেশস্থানের ব্যবসা-বাণিজ্য (প্র) —প্রভাতকুমার মোখার্জী	৫১৭
ব্যবসা-বাণিজ্যে বিভিন্নমিক	৯০৮
ব্যবসায়ীদের অসাধুতা	৩১৭
মুদ্রিত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের পরিকল্পনা	৯৯৩
মুদ্রিত ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা	১০৯৫
মুদ্রিতের মূল্যবান বাণিজ্য রীতি	৭৯৮
ভারতীয় বণিকসমিতির ৫৭ বছর	৮৮০
ভারতে বিদেশী প্রবেশ আবশ্যকী	৯৯৯
ভারতের বিদেশী ব্যবসা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা	৭৯৯, ৮৯৯
ভারতের বিদেশী মূল্যে আবশ্যকী	৯৯৭
ভারতের মুদ্রিত বাণিজ্য সম্প্রসারণে বীমা ব্যবস্থা	১০৩৫
ভারতের বণিকসমিতি (প্র)	৩৯৩
ভারতের বণিকসমিতি	৯৯৭
ভারতের সাধুমিক বাণিজ্য	৫৯৭
বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি ও ভারতবর্ষ	৫৯৩
বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি হইতে রক্ষা আবশ্যকী	৭৯৯
স্বদেশি আবশ্যকীয় প্রসার	১০৫৫
স্বদেশি আবশ্যকী সম্পর্কে আপত্তি	১০৫৫
স্বদেশি আবশ্যকী সম্পর্কে বিবরণ	৭৯৮
হাওয়ার্ড বিশ্বিদ্যের দাবদাহ	১০৫৮
১৯৪০-৪১ সালে ভারতের বণিকসমিতি (প্র)	৯৯৩

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন

আর্থিক উন্নতির ব্যাপারে রাষ্ট্র কর্তৃক ও নিয়ন্ত্রণ নীতির গ্রহণ (প্র) (Bombay Plan II)	৮৯৭
আর্থিক পরিকল্পনা ও ভারতীয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন	৭৯৫
আর্থিক পরিকল্পনা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন (প্র)	৭৯৩
অমৃতসরের ও ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমিতির মতামত (প্র) (Bombay Plan II)	৮৯৩
ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তার বেলাভূমি	৯৯৮
ভারতীয় পরিকল্পনা ও যুদ্ধোত্তরকি (প্র) —অমল চট্টোপাধ্যায়	৯৯
ইংরাজ-বিদ্যা-পরিকল্পনা (প্র) —বাসুদেব ভারতী	৯৯
বাঙ্গলার পুনর্গঠন	৭৯৫
বাঙ্গলার পুনর্গঠনের পরিকল্পনা (প্র)	১০৫৭

বিষয় | পৃষ্ঠা

বীমা ব্যবসায়ের তুলনায় উন্নতি (প্র) ৭৫১
বেকার সমস্যা সমাধানের তুলনায় পরিকল্পনা ৪৯০
বোম্বাই পরিকল্পনা ও অনুসৃতিকা ৬১৮
মুদ্রিত শিল্প ব্যবসায়ে তুলনায় উন্নতির পরিকল্পনা ৮১৫
ভারত সরকারের তুলনায় রাজনীতি (প্র) ৫৭৩
ভারতীয় রেলওয়ের তুলনায় পরিকল্পনা ৪৭৪
ভারতে তুলনায় পুনর্গঠন ৪৮৯
ভারতে তুলনায় পুনর্গঠন পরিকল্পনা ৮৯০
ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের ভূমিকা (প্র)
—ব্রাজমুন্দর মুখোপাধ্যায় ১৭
ভারতের সরকারী পরিকল্পনার পটভূমি (প্র) — ৮১৮
তুলনায় জগতে ভারতের স্থান (প্র) —সত্যেন্দ্রনাথ বসুমল্লার ৮
তুলনায় ন্যূ আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা (প্র) —অমাচরণলাল সেন ৪
তুলনায় পুনর্গঠন সম্পর্কে ত্রিপক্ষ সরকার ৭৪০
তুলনায় রেলের সমস্যা ৯৪৭
তুলনায় ভারত ও অন্যান্য দেশ (প্র) —গোপালচন্দ্র নিয়োগী ৪৭
সমবায়ের মূল সমস্যা (প্র) —জ্ঞানেন্দু ঘোষ ৬৭

কৃষি

আর্থিক উন্নতি ও সমবায় নীতি ১০৫৩
কৃষি উন্নতিতে অধিকারভা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৫১
কৃষি উন্নতির পরিকল্পনা ৭৪১
কৃষি উন্নতির পরিকল্পনা ও মুদ্রিত পাবিত্র ব্যাপ ৫৪১
কৃষি ও শিল্পে উন্নতি সম্পর্কে সরকারী বিবিধব্যয়ের আইন ৫০১
কৃষি ঋণের শিল্প ৭১৬
কৃষি বিষয়ক সমস্যা বিবরণ ১৭৭
খাদ্য উৎপাদনে উৎপাদন কৃষির তুলনায় (প্র) ৭৬৮
কৃষক ঋণগ্রস্ত সম্পর্কে আর্থিক সরকারের নীতি ৬৬১
কৃষকের উৎপাদন ও চাহিদা ৭৪৯
কৃষকের ঋণ হ্রাসের চেষ্টা ৫৩৪
কৃষি সমস্যা ৫০৪
বাংলার জমীদারী প্রথার অবসান ১৪৭
ভারতে ত্রৈমাসিক সার প্রচলনের উদ্যোগ ৫০৫
ভারতে বাণিজ্যিক সার প্রচলনের চেষ্টা ৫০৭
ভারতের কৃষক (প্র) —ব্রজ মোহন উপাধ্যায় ৯৩
ভারতের চাষ ও চাষী (প্র) —বিমলচন্দ্র সিংহ ১০
ভারতের সম্পদ (প্র) —সুধী প্রধান ৩৭
আফ্রিকার কৃষি (প্র) —বসন্ত বন্ত রাও ৬৫
বাজারে সমবায়ের সাফল্য ১২৮

খাদ্য-সমস্যা

আসন্ন খাদ্য সমস্যা (প্র) ২৫৪
কলিকাতা অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব ৭১৭
খাদ্য উৎপাদনে উৎপাদন কৃষির তুলনায় (প্র) ৭৬৮
খাদ্যদ্রব্য ক্রয় ও সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে তুর্কীতি ৪৯৮
খাদ্য সমস্যা ও সরকারী দায়িত্ব (প্র) ৪৯৭
খাদ্য সমস্যা ও সরকারী দায়িত্ব প্রশ্ন ৫৪৪
খাদ্য সমস্যার সমাধান ঘোড়া পালন (প্র) —অমাচরণ সেন ২৫
চাউল বিক্রয়ে সরকারী তুলনায়ন্ত্রণ ৮৭৯
ফি-রাইডেন্টের খাদ্য শিল্প ৮৮৫
তুলনায় সমস্যা ৮৯৯
তুলনায় সমস্যা ও রেলীয় সরকার ১০৫৪
তুলিক কমিশনের রিপোর্ট ৭৪৭
তুলিক তুলনা কমিশন ৫০৫
তুলিক সম্পর্কে তুলনা কমিশন (প্র) ৫০৫
তুলিক সম্বন্ধে প্রচার কার্য ৫০৯
বাংলার চাউলের মূল্য ১৩১
বাংলার তুলিকের কারণ ও উহার প্রতিকার (প্র) ৫৭০
খাদ্য বন্টনে চাউল সরবরাহ ৭৩১, ৭৪৯
ভারতে তুল সমস্যা ৯৭৬
ভারতের খাদ্য সমস্যা ৩৩১
ভারতের রেশনিং ব্যবস্থার গলদ ৪৪১
রেশন প্রথার রেহাই ৬১৬
রেশন ব্যবস্থার গলদ ১২১
রেশনের খাদ্য ৫৯০
রেশনিং-এর রেহাই ৩৩৪
শিল্পাঞ্চলী খাদ্যনীতিতে গলদ ৭৩৩
ঠৈল বিক্রয়ের জন্য খাদ্যদ্রব্যের তুলনায় নীতি ৪০১

শিল্প ও শিল্প সংরক্ষণ

আর্থিক পরিকল্পনা ও শিল্পোন্নতির প্রশ্ন ৭৩৪
উন্নতির তুলনায় শিল্প ১০৪৪
উন্নতির তৈল শিল্প (প্র)—আন্তরোষ ঘোষ ১৮৩
ঔষধ শিল্পের বিকাশ ৫৮৩
কৃষি ও শিল্পে উন্নতি সম্পর্কে সরকারী বিবিধব্যয়ের আইন ৫০১
কৃষি ভিত্তিক শিল্প ৭১৬
ক্ষিতিজ তেলের ও চাহিদা ১০৭৬
ক্ষৌতিক তুলনায় নাবনিতি ১৪৮
ক্ষৌয়ার শীতি ও শিল্প ব্যবস্থা ৫৪৪
ফি-রাইডেন্টের খাদ্য শিল্প ৮৮৫
বেশীয় শিল্প-পরিষদ ও বিজ্ঞান প্রচার (প্র) ১৮৫
নূতন শিল্পে মূলধন সরবরাহ (প্র) —আন্তরোষ ঘোষ ৭৭
পরিকল্পনা বিবরণ (প্র) —তারকদাস মিত্র ৫১৮
পাউরুটী ও বিস্কুট শিল্প (প্র) —আন্তরোষ ঘোষ ৫৩৩
প্লাইউড শিল্পের সম্প্রসারণ ৫৭৮
পল্লীর তুলনায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতার পরামর্শ ৬৮৩
বাংলার তুলনায় তৈলবীজের শিল্প ৭০৫
বাংলার নূতন শিল্প ৪৪০
বাংলার পরিকল্পনা শিল্পের অবস্থিতি ৪৫১
বিদ্যুৎ তোপাদনী তুলনায় প্রভাব ৬৪৩
ভূমিক শিল্প ব্যবসায়ে মূলধনের উৎসের পরিকল্পনা ৮১৪
ভূমিক শিল্পে সরকারী সাহায্য ৫০৮
ভারত শাসন আইনের ২১১-১৯১ ধারা ৯৮৮
ভারতীয় তাঁত ও তাহার ব্যবহার (প্র)
—সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় ১১০
ভারতীয় শিল্প ও সংরক্ষণ নীতি (প্র) —তেজেশচন্দ্র ঘোষ ৮
ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের অধিকার সমস্যা (প্র) ৯৩১
ভারতীয় শিল্পের তুলনায় (প্র) ৭৮৭
ভারতে তুলনায় শিল্পে মূলধন সরবরাহ ৫৭৩
ভারতে চেম্বারলিন শিল্পের মূলধন (প্র) —আন্তরোষ ঘোষ ৭৪০
ভারতে ফ্রাইউড শিল্পের পরিচয় ৭১১
ভারতে ফিল্ম শিল্প ৯৩৩
ভারতে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান ৭৪৭
ভারতে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠা (প্র) ৯১৩
ভারতে মোটর নির্মাণের উদ্যোগ ৮১৫
ভারতে মূলধনের ব্যবসায় সম্পর্কে তুলনা সহযোগিতা ৮৩৬
ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন (প্র) ঐ—; ১১৩
ভারতে শিল্প ব্যবসায়ের অগ্রগতি (প্র) ৪৪৩
ভারতে শিল্পোন্নতির পরিচয় ১৭৮, ৭১৮
ভারতে শিল্পোন্নতির মূলধন সরবরাহ ৮৫৯
ভারতের বৈদেশিক শিল্পের প্রসার সম্ভাবনা ৭০১
ভারতের শিল্প প্রসারে বিদেশী বিশেষজ্ঞ ৬৬৬
ভারতের শিল্পোন্নতি ও তুলনা সহযোগিতার প্রশ্ন ১০৪৪
ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তুলনা মন্তব্য ১০৪৪
ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তুলনা পরিকল্পনা মূল্য ৫৪৪
ভারতের সাইকেল শিল্প ৭০১
ভারতের সাধারণ শিল্প ৮১৫
বাংলাদেশে শিল্পের প্রসার ৫১৮
বাংলাদেশে আমদানী সম্পর্কে বিধান ৭৪৮
ব্যবসায়িক লাভ বৈজ্ঞানীয় আইনের ৮৩৯, ৮৩৯
ব্রিটোলিয়ম শিল্পের সমস্যা ৫৫১
মূলধন শিল্প ও সরকারনীতি ৭৩৭
মূলধনের তুলনায় ৫৩৮
মূলধনের মূলধন সমস্যা ৫৫৭
শিল্প ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ৮৩৮
শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান নির্বাচন ৭৩৫
শিল্পোন্নয়নে আর্থিক তুলনা ৫৩৫
শিল্প সংরক্ষণে সাময়িকভাবে প্রতিবন্ধক ৮৩৭
শিল্পে ভারতের মূলধন মূলধন (প্র) —আন্তরোষ ঘোষ ৭৬৮
শিল্পের ঔদ্যোগ ৭৩৩
শিল্পোন্নয়নে ব্যবসায়ীর পরামর্শদাতা ৭৩৩
শিল্পোন্নতিতে তুলনা সাহায্য ৫৩৯
শিল্পোন্নতি সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি (প্র) ৯৩৭
শিল্পোন্নয়নে আর্থিক ব্যবসায়ীর প্রশ্ন ৭৩৫
সমিতির তৈলের মূলধন ৮৭৩
তুলনায় শিল্প ও মূলধনের ৯৩৭
হাতবরী শিল্পের সাফল্য (প্র) ১০৫৮

বিষয় | পৃষ্ঠা

বস্ত্র শিল্প ও বস্ত্র সমস্যা

অনুন্নত দেশে বস্ত্র শিল্পের প্রসার ২০৫
ইতিহাসের সূত্রপাতি ১০৫৩
কাপড় পরীক্ষার সরকারী রীতি ১০৫৩
তাঁত শিল্পের দুর্দশা ৬১১
তাঁত শিল্পের জন্য মোট সঙ্কটের প্রভাব ২০৩
বিভিন্ন রাজ্যে তাঁত মোট ২৬১
বস্ত্র শিল্প সোভাত (প্র) —প্রভাতকুমার মোখার্জী ৫৮
বস্ত্র সমস্যা ও মিল মেজোরিটি ১০৪৪
বস্ত্র শিল্প নিয়ন্ত্রণের এক বৎসর ৩৯১
বস্ত্র সমস্যা ও তাহার সমাধান (প্র) ৮৯০
বস্ত্র পরীক্ষার পরিকল্পনা ১০০৪
বস্ত্র সমস্যার একদিক ১০৪৫
বস্ত্র সমস্যা ও বাংলার কাপড়ের কল ৮১৪
বস্ত্র শিল্পে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড ৮৩০
বস্ত্র সমস্যার প্রতিকার ৮৫০
বাংলার সমস্যা বস্ত্র সমস্যা ১৪৯
বাংলায় বস্ত্র উৎপাদনের প্রসার ৯৬৪
বস্ত্র শিল্প নিয়ন্ত্রণের ফের ৭০০
কাপড়ের কল ও তাহার সমস্যা ৭৯৫
বস্ত্র শিল্পের অভিযোগ ৫১১
বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী ৫১১
বাংলার কাপড়ের দুর্দিন (প্র) ৫৬৯
বাংলার বস্ত্র সমস্যা ৫৬৯
ভারতীয় বস্ত্র শিল্পে সঙ্কট ৫৭১
ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের অভিযোগ ৫৭৪
পাকিস্তান তুলা ও বস্ত্র সঙ্কট ৫৮৮
সরকারী ব্যবস্থার ফল ৮০৮

কাগজ শিল্প

কাগজ সমস্যা ১৬৫
কাগজের রেশনিং ১৭৮
কাগজ সঙ্কট ২০৫
কাগজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ৩৭১

শ্রমিক সমস্যা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন ও ভারতবর্ষ (প্র) ১৪৪
ভারতে শ্রমিক অসন্তোষ আইন ৪৯৬

পাট ও পাট শিল্প

চটকল শ্রমিকের দাবিদাওয়া ৪৪৫
চটকলের লাভ ৪৫৮
পাটচাষ ও বাংলার ভাগী ৫৩৩
পাটচাষের সমস্যা ৫৩৩
পাট চাষ ও পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে-সরিষাকলীর রীতি ৫৯৬
পাট চাষ বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই ৬৯০
পাট চাষের জমী ৭৮২
পাটের মূল্যায়ন ৩৪০
পাটের অভিযোগ ৩৬৮
পাটের অভিযোগ (প্র) ৩৭৩
পাটের মূল্য ও চাষীর স্বার্থ ৩৯৪, ৯৩৪
পাটের যোগান ও চাহিদা ৪১৯

পণ্যমূল্য

অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য ১৫১
পাঞ্জাবিদের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ৪১৯
মূল্য নিয়ন্ত্রণের ঔষধের ব্যবস্থা ৪৪৬
পণ্যমূল্য ও বিনিয়োগী মুদ্রাস্ফীতি ১৭৭
মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ভোক্তাসভার (প্র) —গোপালচন্দ্র নিয়োগী ১৮০১
মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ৫৩৪
মুদ্রাস্ফীত পণ্যমূল্য ১৮৫৪

যানবাহন

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী এবং যানবাহনে বাংলা সরকারের হস্তক্ষেপ ৮৫০
ট্রামবাহনে পরিচালনার এক এজেন্সী নিয়ন্ত্রণের সার্থকতা ৬২৯
ট্রাম কোম্পানী এবং ধর্মঘট ও তাহার পরিণতি ৬৩৬
যান বাহিনীর সরকারী কর্তৃত্ব ৪৪৪
ব্রহ্মদেশ হইতে বিতাড়িত ১০০৩
ভারতীয় রেলওয়ের পুনর্গঠন পরিকল্পনা ৪৪৪
ভারতে যানবাহনের অবনতি ৮০৬
ভারতের রেলের ঐতিহ্য পরিকল্পনা ৪৪৪

বিষয় | পৃষ্ঠা

রেল পরিকল্পনার ভারতীয়দের কর্তৃত্ব ৮৮৯
রেল বিভাগের বাজেট (প্র) ৮৭৪

রেকার সমস্যা

রেকার সমস্যা সমাধানের উপায় ৮
রেকার সমস্যা সমাধানের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা (প্র) ৪
যুদ্ধীন পর্যবেক্ষকের নিয়োগ রীতি ৮
যুদ্ধোত্তর রেকার সমস্যা ৮

জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য ও বাসস্থান

ইংলণ্ডের জনস্বাস্থ্য ৮
কলিকাতার জনস্বাস্থ্য ৮
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা ৮
জনসংখ্যা ও খাদ্য সমস্যা ৮
জনস্বাস্থ্য ও তাহার ঐতিহ্য সমস্যা (প্র) —অমল চট্টোপাধ্যায় ৮
জনস্বাস্থ্য রক্ষার সরকারী ঔদাসীন্য ৮
জনস্বাস্থ্যের যুদ্ধোত্তর প্রসার ৮
জনসংখ্যা বাংলা ৮
বাংলার জন্য বৃদ্ধির হার ৮
বাংলার জনস্বাস্থ্য ৮
বাংলার মহামারী ৮
ভারতের চিকিৎসা সমস্যা ৮
স্বরাজীয় শাসনে স্বাস্থ্য ৮
রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ৮
হাসপাতালের অভাবে কলিকাতা ৮
সমবেতের যুদ্ধ সমস্যা (প্র) —অতেন্দু ঘোষ ৮
স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে পরিকল্পনা ৮
যুদ্ধকালীন বাসস্থান সমস্যা (প্র) —সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ৮

সমাজকল্যাণ ও সমাজতন্ত্রবাদ

ইংলণ্ডের জনকল্যাণের ব্যাপক ব্যবস্থা ৮
জনকল্যাণ ও জাতীয় আয় বর্ধনের সমস্যা (প্র)
(Bombay Plan II)
রাজনীতি সমস্যার ও সমাজকল্যাণ ৮
সোভিয়েট অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (প্র) —বিভিন্ন চক্রবর্তী ৮

বিবিধ

আমেরিকা প্রসঙ্গে (প্র) ৫৮৪
আমেরিকার বিমানের ৫৮৮
ইকোয়া ও বল (প্র) —অধ্যাপক অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায় ৫৯
কলেজে পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা ৭৩৬
কমনিউইয়ার্ল ফাউণ্ডিলের বৈঠক ৫৮৪
কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তব্য ও সামর্থ্য ৮৩৭
কেরোসিন (প্র) ১০১
খাদ্য-শিল্প সাক্ষাৎকার ৪০৯, ৪৯৭
খাদ্য-শিল্প বৈঠকের সাফল্যবিচার ৪৯৭
খাদ্য-শিল্প বৈঠক ৪৯৭
খুন ও দুর্নীতির সম্বন্ধে অভিযোগ ১০৪৪
চিনির অভাবের আশঙ্কা ৮০৪
জাতীয় আয় বর্ধনের প্রশ্ন (প্র) ১৪৪
জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির সমস্যা ৭৪৭
জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ (প্র) ৮৫৬
জরুরী আবশ্যক ৮৮৯
দু উৎসবে ৮৭৫
দরদাম্বরের বরাদ্দ প্রতিকার ৭৪০, ৭৪৪
দুর্নীতি ও অভাব ৪৭৫
ধর্ম সমাজ বিজ্ঞান ৭১৭
নবদ্বীপের বিপ্লবের ১
বিপ্লবের সাধারণের ঢেউ ৮৪৫
পলিসী ও প্রেরণা কমিটি ৮৪৬
পুরুষ সেবার বাজার ১০৪৪
পরলোকে সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য ৮৪১
পরলোক বিবরণ (প্র) —জ্ঞানরঞ্জন মিত্র ৪১৯
পাইনিয়ার মূলের চাষ (প্র) —বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ৫৩
বেতারের ঘোষণা ও জনীয় সরকার আইন (প্র)
—সুধীরকুমার রায় ১০৭৯
বাংলার প্রতি অবিচার ৮৪৮
বাংলার সংখ্যালঘু সংগ্রহ ৮১৭
বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ ৫৫৮
বাজারী মাসুলমূল্য ৪০৭

বিষয় পৃষ্ঠা

ভারতীয় হিন্দু নারীসমাজের ঐতিহাসিক উৎপত্তি বিষয়ে (প্র)
—ধীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গ ১০৫৯
শকুন্তলাটের আদর্শ ১০৫৪
দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ১০৫৬
বাঙালী জাতি ও অনুন্নত হিন্দু সমাজ (প্র) —কুমুদনাথ মিত্র ৩৪
বিজ্ঞানের সার্বজনীন বিচারে (প্র) —রাধারমণ চক্রবর্তী ১১১
দেশের সরকারের নূতন আইন ১৩৫
বিভিন্নপ্রদেশের সরকার আমেরিকা ১১৪
বাঙালার পুলিশ ১১৫
দেশাই ইস্টেটের পত্র ৪৪৫
দেশাইদের ঘর ভূমিকা ৪৪৭
ভারতে ভূমিকম্প তথ্যের প্রকাশ (প্র) —অমল ভট্টোপাধ্যায় ৩১৪
মি বি এম বিড়লার অভিভাষণ ১৪৯
মি ভাইসিমের অভিভাষণ ৫৩১
দেশীয় কলমুল বস্তের উক্তি ১০১
অন্তরালীয় প্রভাব ৩৮৭
অন্তরালীয় প্রভাব ও ভূমিক অবোধার ৩৮৩
অন্তরিক্ষ রেলীয় দুর্ঘটনা ৪১৯
ভূমীভূত ভারত (প্র) —কালীচরণ ঘোষ ৮৯
ভারতে আর্থিক উন্নতির সমস্যা ৩৯৮
ভারতবাসীর আর্থ ভারতের জন্য ৪৪৭
ভারতের ভূমিক ভূমনয় ৮১৭
ভারতের ভূতপূর্বীয় অর্থনীতির অবোধটী বিষয় (প্র) ৪১৮
ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৪৩৩
ভূতোত্তরকালের নৈতিকের সাধারণ ২৯৩
রাজনীতি অন্তর অর্থনীতি ৪৯৮
লর্ড ব্রাবিনারের সমালিত্য ৪৯৭
শ্রীযুক্ত বিড়লার অভিভাষণ ১৮৩
সমাধার প্রকাশ অবের আবেদন ৩৪১
সৈন্য বিভাগের পুনর্গঠন ৭৪৮
সেনা আধিনীয় প্রধানমন্ত্রীর উক্তির ৫১৩
স্বাধীন ও পরাধীন দেশের পার্থক্য ৫৩৫
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মূল কারণ ৫৩৯
সরকারী শ্রেণীদের মহিমা (প্র) ১০৭
সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও সীমা মেকোনের উক্তি ৩৮৩
ষ্টীম কোম্পানী ঝরের প্রভাব ও আমার পরিস্থিতি ৩৩৩
ষ্টীম কোম্পানী ঝরের প্রভাব ৫৪৭
স্যা মুসলিম-ই-মুসলিম কামমুল শরুতা ৭৪৯
স্যাক ও স্যার বিভাগের আয় ৯৭৭
স্যাক বিভাগের আয় ৯৪৩

কয়লা ও কয়লা শিল্প

কয়লা সমস্যা ২৮৩
কয়লা সম্পদের সোভনীয় অপচয় ৯৭৯

যৌথ কোম্পানী

কোম্পানী আইনের সংশোধন ১০৩৩
সেয়ার বিক্রয়ের বিধি নিষেধ ১২৯, ১৪০
হিন্দুস্থান ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন ৪৪৫

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

১৩৪, ১৪৭, ১৭০, ১৭৯, ২০৪, ২৩৭, ২৪৩, ৩১৯, ৩৪৯, ৪৪৯, ৪৬০, ৪৮৩, ৪৯৭, ৪৯৯, ৫১৯, ৫৪৭, ৫৪৯, ৬১৮, ৬৩৩, ৬৩৯, ৬৪৯, ৬৫৯, ৬৬৯, ৬৭৯, ৬৮৯, ৭০৯, ৭১৯, ৭২৯, ৭৩৯, ৭৪৯, ৭৫৯, ৭৬৯, ৭৭৯, ৭৮৯, ৭৯৯, ৮০৯, ৮১৯, ৮২৯, ৮৩৯, ৮৪৯, ৮৫৯, ৮৬৯, ৮৭৯, ৮৮৯, ৮৯৯, ৯০৯, ৯১৯, ৯২৯, ৯৩৯, ৯৪৯, ৯৫৯, ৯৬৯, ৯৭৯, ৯৮৯, ৯৯৯, ১০০৯, ১০১৯, ১০২৯, ১০৩৯, ১০৪৯, ১০৫৯, ১০৬৯ ।

অন্যান্য প্রসঙ্গ

৩১০, ৩৩৫, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৯, ৩৫৮, ৩৬৯, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯৮, ৪১৩, ৪৩৯, ৪৪৮, ৪৬৯, ৪৭৯, ৪৮৯, ৪৯৯, ৫০৯, ৫১৯, ৫৩৯, ৫৪৯, ৫৫৯, ৫৬৯, ৫৭৯, ৫৮৯, ৫৯৯, ৬০৯, ৬১৯, ৬২৯, ৬৩৯, ৬৪৯, ৬৫৯, ৬৬৯, ৬৭৯, ৬৮৯, ৬৯৯, ৭০৯, ৭১৯, ৭২৯, ৭৩৯, ৭৪৯, ৭৫৯, ৭৬৯, ৭৭৯, ৭৮৯, ৭৯৯, ৮০৯, ৮১৯, ৮২৯, ৮৩৯, ৮৪৯, ৮৫৯, ৮৬৯, ৮৭৯, ৮৮৯, ৮৯৯, ৯০৯, ৯১৯, ৯২৯, ৯৩৯, ৯৪৯, ৯৫৯, ৯৬৯, ৯৭৯, ৯৮৯, ৯৯৯, ১০০৯, ১০১৯, ১০২৯, ১০৩৯ ।

নানা কথা

পুস্তক পরিচয়

১৯১, ২২৯, ২৪৮, ৪২৯, ৪৪৯, ৪৯৮, ৫০৭, ৫১৩, ৭৩৩, ৮৩৮, ৯৫৭ ।

খেয়ালীর খাতা

৮৩৩, ৮৫৯, ৮৭৯, ৮৯৪, ৯১৩, ৯৩৩, ৯৫১, ৯৭৭, ৯৯১, ১০১৯, ১০৩৩, ১০৪৩, ১০৭৩ ।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

১৩৩, ১৪১, ১৭৫, ২১৩, ২৩৩, ২৬৯, ২৯৩, ৩১৩, ৩৪৯, ৩৭৩, ৪০৩, ৪৭৫, ৪৮৩, ৪৯৩, ৫১৩, ৫৩৩, ৫৪৩, ৫৬৩, ৫৭৩, ৫৯৩, ৬০১, ৬১৩, ৬৩৩, ৬৪৩, ৬৬৩, ৬৭৩, ৬৯৩, ৭১৩, ৭৩৩, ৭৬৩, ৭৭৩, ৭৯৩, ৮০১, ৮১৩, ৮৩৩, ৮৪৩, ৮৬৩, ৮৭৩, ৮৯৩, ৯০১, ৯১৩, ৯৩৩, ৯৪৩, ৯৬৩, ৯৭৩, ৯৯৩, ১০১৩, ১০৩৩, ১০৪৩, ১০৬৩, ১০৭৩ ।

বাজারের হালচাল

১৯৩, ১৯৭, ১৯৯, ২১৩, ২২১, ২৭৯, ৩০৭, ৩১১, ৩৩৯, ৩৪৭, ৩৭১, ৩৭৯, ৩৯১, ৪১৯, ৪২৩, ৪৩১, ৪৪৩, ৪৫৩, ৪৬১, ৪৭৩, ৪৮৩, ৪৯১, ৫০৭, ৫৭৩, ৫৯৩, ৬১৩, ৬২৩, ৬৩৩, ৬৪৩, ৬৫৩, ৬৬৩, ৬৭৩, ৬৮৩, ৬৯৩, ৭০৩, ৭১৩, ৭২৩, ৭৩৩, ৭৪৩, ৭৫৩, ৭৬৩, ৭৭৩, ৭৮৩, ৭৯৩, ৮০৩, ৮১৩, ৮২৩, ৮৩৩, ৮৪৩, ৮৫৩, ৮৬৩, ৮৭৩, ৮৮৩, ৮৯৩, ৯০৩, ৯১৩, ৯২৩, ৯৩৩, ৯৪৩, ৯৫৩, ৯৬৩, ৯৭৩, ৯৮৩, ৯৯৩, ১০০৩, ১০১৩, ১০২৩, ১০৩৩, ১০৪৩, ১০৫৩, ১০৬৩, ১০৭৩ ।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

আদুর্বেদ ঔষধ লিঃ ১১৯
ইউনাইটেড ইণ্ডেমনিটি কেম্প ম্যানেজমেণ্টাল কোং লিঃ ৮৩৭
ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ৭৯৭
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ১৮৩, ৬৩৩, ৭০৭, ৮০৫
ইউনিয়ান ফ্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ ১০৭৩
ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক কোম্পানী লিঃ ৯৯৭
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ ৯১৩, ৯৪৩
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ৬৯, ৭৯৩, ৮৩৭, ৮৭১, ৯১৩, ১৭৩
ইষ্ট বেঙ্গল ব্রডকাষ্টিং ব্যাঙ্ক লিঃ ১১৯
ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ ১৫৩
ইম্পার্ল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ৭৯৩, ৭৯৩
ইম্পার্ল ফিনান্স-কোম্পানী লিঃ ১৫৩
ইম্পার্ল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ৬৭৩, ৭৯৫
ইণ্ডিয়ান সিমিটেড ১১৯
ইণ্ডিয়া এসোসের ব্যাঙ্ক লিঃ ১১৯, ১০৭৯
ইণ্ডিয়া কমুনেকটিভ ব্যাঙ্কিং লিঃ ৪৩৩
ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ ১৪৩
ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট এসোসিয়েশন লিঃ ১১৯
ইণ্ডিয়ান ফিনান্সের ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ১১৯
ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কিং ব্যাঙ্ক লিঃ ১১৯
ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ ৪৩৩
ইণ্ডিয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট এসোসিয়েশন লিঃ ১৩৩
ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ১৩৭, ৭১৫
ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯৫, ৬৪৫
ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ এসোসিয়েশন কোং লিঃ ১৯৩
ওরিয়েণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ ৭৯৩
ওরিয়েণ্টাল এসোসিয়েশন (কালকাটা) লিঃ ১৯৫
ওরিয়েণ্টাল ফিনান্স ১৯৩
ওরিয়েণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ ৭৯৫
ক্যালকাটা ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ ৮৯৩
ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯১
ক্যালকাটা ফাইনান্স ব্যাঙ্ক লিঃ ৫৪৭
ক্যালকাটা মেন ডিপোজিট কোং লিঃ ১৯১
ক্যালকাটা ষ্টাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯৫
কুবের ব্যাঙ্ক লিঃ ৫৯৩, ১৯১
কুবিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯১
কুবিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ ১৯১, ৬৪৩, ৮৩৫
কুমুদ ইনভিনেবাল কোং লিঃ ১৯১
কুবিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯১, ১৯৩, ৬৯৯, ৫৯৭
কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাস (ইণ্ডিয়া) লিঃ ১৯৫
সিমিল ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯৫, ১০১৯
কোঠারী ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯৯
কোঠা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ৯৯৩, ১৯৯, ৯০৩
কোঠা কেমিক্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯৫
কোঠা ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ ১০১৯
কোম্পানী ইনভেষ্টমেণ্ট ১৯৭
কোম্পানী ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯৯, ৮৯১, ১০৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
চাংদোলা ভ্যালী টী এস্টেট্স্ লিঃ	১২৭, ১০৭৩
চিত্তোরা ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ	১২০, ৩১৫, ৭৩৭
ছোটানাগপুর এমেলিয়োরেটিভ বিনার্ভেন্স্ লিঃ	৯৯৯
জি এস্ এস্পোরিয়াম লিঃ	১২৫,৯৯৩
জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ	৯৯৮
জেনারেল ট্রেডিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিঃ	৩৯৯
জোরা আন্ডুমানীর ব্রাদার্স লিঃ	১২৩
জ্যাকা এস্টেট্স্ ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৪৭
ঝাড়ুরিয়া খনিজ কর্পোরেশন লিঃ	১২৩
ঝিনুক বন্দর্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৩১১, ৭৭৫
টার্বাইনিয়া ব্যাঙ্ক লিঃ	১৫৩, ৩১৫, ৯৯৯, ৭৪০
টাগ ব্যাঙ্ক লিঃ	১৫৩
টাটিলাবাদ কোম্পানী লিঃ	১২৩
টবলীন ব্যাঙ্ক লিঃ	৯৪৭
টাগ ব্যাঙ্ক লিঃ	৩০৫, ৯৪১
ডিস্ট্রি ইন্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ	৫৩৯
ডিস্ট্রি এসিওরেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৭৫
ডিস্ট্রি ট্রাস্টার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৯৭৩
ডিস্ট্রি ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৩৩
ডেলফাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	১৩৩
ডেলফাস ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৩৯৯, ৯৯১
ডেলফাস ফ্রেয়ার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৬৯
দক্ষিণ-বিহার ব্যাঙ্কার্স লিঃ	১৭৪
দাজার ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	১০৭৩
দ্যাশনাল ইন্সিওরেন্স এসোসিয়েশন কোং লিঃ	১২৪, ১৪৭
দি এস ব্যাঙ্কার্স এন্ড কোং লিঃ	১২৩
দিয়ত কুক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ	১৫৯
ধনবাদ ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৯৩
ধ্রুব ইন্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৫৪৯, ৮০৫
নওরঙ্গ সিমেন্ট কোং লিঃ	১৫৫
নবদ্বীপ ইন্ডিয়ান্স কোং লিঃ	১৫৮
নবাবী ব্রোমিকারী এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডস্ লিঃ	১৭৩
নর্থ ঈ কোং লিঃ	৯১৯
নাসরী এসিওরেন্স ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	১৫৩
ন্যাশ এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিঃ	৯৯৭
ন্যাশ এন্ড ফ্যারেল লিঃ	১৫৩
ন্যাশ এন্ড ব্যাবকক লিঃ	৯১৮, ১৪৭
ন্যাশ এন্ড ব্যাবকক লিঃ	১৫৩, ৭৪০
পিয়ারলেস ওভেন বিল্ডস্ লিঃ	১৭৩
পেজল ইঞ্জিনিয়ার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	১৫৩, ৯৪১, ৯৫৭
পেজল ইন্ডিয়ান্সি কোং লিঃ	১৫৩
পেজল ওয়াটার এন্ড ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ	১৭৫, ৩১০, ৯৯৭
পেজল অফিসার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	১৭৮
পেজল ফাইন কার্পেটিংস্ এন্ড বিল্ডস্ লিঃ	১৫৩
পেজল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ	৯৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা
পেজল ব্যাঙ্ক লিঃ	১৭৫
পেজল লন্ট কোং লিঃ	১৭৫
পেজল স্টেট্স্ ব্যাঙ্ক লিঃ	১১৩, ৫৯৮, ১০১৩
পেজল ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৭৩
পেলিটারাই ইন্ডিয়ান্সিয়ার ওয়ার্কস্	১৭৩
পোর্ট ব্রিস্টল্যান্ড লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ	৯৪৫
প্রভাতীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	১৯৩
প্রাবক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৯৩৭
প্রাবক স্টুট বিল্ডস্ লিঃ	৪৩৭
প্রাবতী স্টেট্স্ ব্যাঙ্ক লিঃ	১১৩, ৫৯৩, ৯৭৩
বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কার্স কোং (ইন্ডিয়া) লিঃ	৯৭৮
বন্দর্স ন্যাশনেলাইজ লিঃ	১৫৩
বরীন্দ্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	১৫৮, ৯৫১, ৯১৮
বরানসী ব্যাঙ্ক লিঃ	৯১৮
বিলাস এন্ড কোং লিঃ	১৫৩
বৃন্দাবনরা নন্দুবাব ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৩৩
বোহিনী বিল্ডস্ লিঃ	৭০৭
ব্রেক্টোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৩৩৭
ভিমল প্রধান (ফুলেরা কালী)	১৫৭
মণোহর-পুকুর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	৯৩১
মাজনাথী ব্যাঙ্কিং এন্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ	১০১৯
মাজস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ	১৫৭
মিলি বিস্কুট কোং	১১৭, ৭৩৩
মন্ত্রি ইন্সিওরেন্স লিঃ	১১৭
মিলস ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	৩৭৩, ৪৩১
মহীন নন্দুলাল ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৭৩
মহেন্দ্র বিস্কুট কোং	১৫৭
মুরারবন্দ ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৯৫
মহিলা ইন্সিওরেন্স ট্রাস্ট ওয়ার্কস্	১১৮
মিন্সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	১৫৭, ৯৯৭
মিলী ব্যাঙ্ক লিঃ	১৩৩, ৯৫১
মুরারবন্দ ব্যাঙ্ক লিঃ	১৫৮
মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কার্স লিঃ	১৫৮, ৯৭৮
মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক এন্ড ইন্ডিয়া লিঃ	৯৭৭
মোনাপুর ব্যাঙ্ক লিঃ	১৫৮, ৫৯০
ঐক এন্ডারে এসোসিয়েশন এন্ড মেজল লিঃ	১০৯৩
রাজস্থা ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	১৫৩, ৩৭৩
রাজস্থানী ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৫৯
রিপুদমন কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ	১৫৮, ৯৫৭, ৯৫৭
রিপুদমন ব্যাঙ্কিংস্যান্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৯০৩
রিপুদমন ব্রাদার্স লিঃ	৪৩
রিপুদমন ট্রাস্টার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	১০৫৬
রিপুদমন লন্ট ওয়ার্কস্ লিঃ	৫৭৬
রিপুদমন ওয়ার্কস্	৫৯৩
রূপসী ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৭৩

বিষয়-সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়	
	সম্পাদকের নিবেদন	১	৮। 'ইলোরা ও অজ'	
২।	যুদ্ধোত্তর, না প্রাক-যুদ্ধ পরিবেশন		—অধ্যাপক শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ	
	—অধ্যাপক অমিয়গোপাল সেন	৪	৯। সভ্যতার জাতি ও সমৃদ্ধ হিন্দু সমাজ	
৩।	ভারতীয় শিল্প ও সাম্রাজ্য-নীতি		—সুধাংশু মিত্র	
	—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ	৬	১০। আমাদের সম্পদ	
৪।	যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি ও ভারতের স্থান		—সুধী প্রধান	
	—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়		১১। সোভিয়েটের অর্থনৈতিক পরিবেশন	
৫।	ভারতের চাষ ও চাষী : দুর্দিন ও যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি		—বিনীত চক্রবর্তী	
	—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	৮৮	১২। যুদ্ধোত্তর ভারত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী	
৬।	ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের ভূমিকা		—শ্রীযোগানন্দ মিত্রোগী, বি-এল	
	—অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ		১৩। পাইরিথ্রাম ফুলের চাষ	
৭।	খাদ্য-সমস্যার সমাধানে কোন্ পথে		—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, এম এস সি	
	—অমলী সেন	৯৩	১৪। বীমা-কোম্পানীর নবী-প্রথা	
			—শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৯৭

যেখানে অর্থ রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন—

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—চাঁদপুর হেড অফিস :—ঢাকা।

শাখাসমূহ
পুরাণবাজার, ঢাকা, লৌহজঙ্গ,
দীঘিরপার, শ্রীনগর, তেজগাঁও

স্থায়ী আমানত ৪ হইতে ৬ পর্য্যন্ত

কলিকাতা অফিস—৫৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট

মিঃ এম চক্রবর্তী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ এম দত্ত
কলিকাতা এজেন্ট।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪। অন্ধ-শিল্পে মূলধন —শ্রীসতীন্দ্রকুমার ঘোষাল, এম-এ	
১৫। সমবায়ের মূল-নীতি —শ্রীসুরেন্দ্র ঘোষ	৩২
১৬। মহাজনের কথা —শ্রীবিমলা বসু রায়, এম-এ	৩৪
১৮। বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসার ও মানের অবনতির —মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম-এ	৩৯
১৯। আধুনিক পরিচালনা ও মূল-প্রকৃতি —শ্রীসতীন মুখোপাধ্যায়, এম-এস-সি	৭৫
২৮। মূলধন বিনিয়োগ সুযোগ সম্প্রসারণ —শ্রীনাগেন্দ্রনাথ দাস	
২৯। মূল ও আধুনিক ব্যাঙ্ক —শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-কম, সি এ আই, আই বি	৮৩
৩২। মূলধনের ব্যবহার —কালীচরণ ঘোষ	৮৯
৩৩। টাকা-বিনিময় পরিবর্ত্তন —রামমূর্ত্তি চক্রবর্ত্তী	
৩৪। আমেরিকার মূলধন (দুর্বলতা ও প্রতিকার) —মহম্মদ ওয়াজেদ্ চৌধুরী	
৩৫। বেকারী —শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মিত্র	
৩৬। আধুনিক শৌখিন-দ্রব্যের সম্ভাবনীয় সম্ভার —শ্রীব্রজনাথ মিত্র	
৩৭। সমবায়ী শ্রেণীদের মহিমা —অমায়ী	
৩৮। আধুনিক কাঠ ও কাগজের ব্যবহার —শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ	
৩৯। বিজ্ঞাপন সার্থক হয় কি ভাবে —রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী	
৪০। আমেরিকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন —ঐ—	১১৩
৪১। বাংলার ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা	১১৯

টাকা আয় করা কঠিন—আয় থেকে জমানো আরও কঠিন—জমানো টাকা খাটিয়ে বাড়ানো সব চেয়ে কঠিন।

টাকাকড়ির ব্যাপারে
আমাদের বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থা চেয়ে পাঠান—

ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২০।১ সি লালবাজার, কলিকাতা

৫০৲ শেয়ার মূলধনের উপর শতকরা ৬০৲ লভ্যাংশ ঘোষণা হইয়াছে।

হিন্দুস্থান সল্ট্ ওয়ার্কস লিঃ

সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের অভিমত :—

"আমার সকল প্রকারের সহযোগিতা করার আমি সর্ব্বতোভাবে হিন্দুস্থান সল্ট ওয়ার্কস লিঃএর সমৃদ্ধি কামনা করিতেছি।...আমি আশা করি যে, হিন্দুস্থান সল্ট ওয়ার্কস লিঃ এমনভাবে কাজ করিয়া যাইবে, যাহার ফলে তাহারা অনায়াসেই দেশবাসীর সমর্থন ও আস্থা লাভ করিবে"। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

"হিন্দুস্থান সল্ট ওয়ার্কস লিঃ সর্ব্বাধারণের আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠান হিসাবে যে ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা আমি সানন্দে ঘোষণা করিতেছি।...এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় পারিপার্শ্বিক বিশেষত্বগুলি যথাযথ উহার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।" স্যার নৈলেশ সরকার

"বাঙ্গলার সকল শিল্পের বিরাট সম্ভাবনা বিদ্যমান, পরন্তু এই শিল্পের প্রসারের জন্য আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা-নিরত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিরলই বলা চলিলে হয়। বাঙ্গলীর যে, এক্ষেত্রের ফলদায়ী প্রচেষ্টাকে দেশবাসীকে সহানুভূতির সহিত সমর্থন করিবেন। আমি দেশবাসীর পূর্ণ সাফল্য কামনা করি"। স্যার সি এচ বক্সওয়ালা,

বাঙ্গলার আবগারী ও ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি।

"সমবেত চাহিদা সম্বন্ধে আন্তর্জাতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করিবার যে প্রচেষ্টায় আপ গ্রহণ করিয়াছে হিন্দুস্থান সল্ট ওয়ার্কস্ লিমিটেড্, সে দেশবাসী সকলকেই সাহায্য করিবেন—এই কামনা করি।"

স্যার এম এন দাস,

সভাপতি, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স।

ম্যানেজিং এজেণ্ট—শ্রীসুরেশ্বর ঘোষ,
৩৭।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
অফিসী—কাঁথি, মেদিনীপুর (১০ পরগণা)।

বিজ্ঞাপন-সূচী

কোম্পানীর নাম		বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সমালোচনা পৃষ্ঠা
অমৃত বেঙ্গল ওয়ার্কস	পৃষ্ঠা	৶৹	
অশোক মাল্টী আর্ট ইণ্ডিয়া	পৃষ্ঠা	৸৹	
আশুতোষ ওষধ মিঃ		৯৩	
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ		৭৮	
ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ			
ইউনিভার্সাল ষ্টোর্স লিঃ		৪৪	
ইউনিভার্সাল ব্যাঙ্কিং ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিঃ		৪৮	
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ		৪৩	
ইণ্ডিয়া বেঙ্গল ম্যাগনেটাইন ব্যাঙ্ক লিঃ	পৃষ্ঠা	।৹	
ইণ্ডি এ্যাণ্ড এষ্টেট ইন্সি কোং লিঃ		১০৩	
ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ		১১৪	
ইষ্টার্ণ কমিসেন্টারাল ব্যাঙ্ক লিঃ	পৃষ্ঠা	৶৹	
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এ্যাণ্ড এডেলিয়াল ইন্সি কোং লিঃ		৮৩	
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিরিক্টরী		৬১	১১৯
ইণ্ডিয়া এষ্টেটের ব্যাঙ্ক লিঃ		২৩	১১৯
ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল		১০৭	
ইণ্ডিয়ান ঐ ব্যাঙ্কার্স এসোসিয়েশন কোং			
ইণ্ডিয়ান ফিউচারাল লাইফ এসোঃ লিঃ		৪৩	
ইণ্ডিয়ান মিনারেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ		১০১	
ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ		৫৫	
ইণ্ডিয়ান সিল্ক ষ্টোর্স		৮৮	
ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রি ব্যাঙ্ক লিঃ		৭১	
ইণ্ডি-ষ্টিয়াল ঐ	পৃষ্ঠা	৮৮	
এটার বস এণ্ড সন্স		১৪ মলাটে	
এলাহের এষ্টেটের ব্যাঙ্ক লিঃ			
এম বি সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ		৬৩	১২০

মডার্ণ ল্যাবোরেটরীজ লিমিটেড

হেড অফিস :—৪৪-সি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারখানা :—৯২০, হাজরা রোড, কালীঘাট।,

ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী, এম-সি, মহোদয় আমাদের ইনজেকসন বিভাগের উদ্বোধন করিয়াছেন।

শক্তি বর্দ্ধক : রক্ত পরিষ্কারক
আয়র্ণ টনিক

"নিউব্লাড"
NEOBLOOD

S. DAVEE & CO.
MANUFACTURERS REPRESENTATIVES,
44C, AMHERST STREET, CALCUTTA.

স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবনরক্ষার অধিতীয়

'মডোটোন'
MODOTONE

ডাঃ মুরারিমোহন চট্টোপাধ্যায়,
ডাঃ বিপিন ভট্টাচার্য্য,
এম-অফিসিও ডিরেক্টরস্।

নিয়মিত ক্লুইনাইন বা ই-হা ই ক্লো ক্লো রা ই ড, এমিটিন হাইড্রোক্লোরাইড ও অন্যান্য এল্কিউল তৈরী হইয়া যাহাতে সাধারণে পাইতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা		বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সমালোচনা পৃষ্ঠা
এম কি খান এণ্ড কোং	৯৪	কেমিক্যালস্ এণ্ড ড্রাগস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ	১২০	
ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ		বিবিধ ব্যাঙ্ক লিঃ		
কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল (ভারতবর্ষ) লিঃ	সূচী ৯৮	মেসার্স বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ		
ভারতীয় বিউটিফায়ার		মোর বিলাস ইনস্টিটিউট	সূচী ৬৮	
ভারতীয় ব্যাঙ্ক		ব্যাঙ্গালোর ভাসলী ষ্টীল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ		
ভারতশ্রী ষ্টোর্স		বিহার ইণ্ডিস্ট্রিয়াল এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ		
ভালকাটা ইন্সিওরেন্স লিঃ		বিহার লেদার মার্কিট কর্পোরেশন লিঃ		
ভালকাটা ভারতীয় ব্যাঙ্ক লিঃ		বি এন এক্সপোরিয়ম লিঃ		
ভালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ		বেঙ্গল কেমিক্যাল কোং		
ভালকাটা ব্যাঙ্কার্স লিঃ		বৌবাজার ট্রেডার্স লিঃ		
ভালকাটা লেদার ফিনিশার্স কোং লিঃ		বি এন কোং কোম্পানির		
ভালকাটা মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ		বেঙ্গলিয়ন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ		
ভূবন ব্যাঙ্ক লিঃ		ভারত আন্তর্জাতীয় ভাণ্ডারী লিঃ		
ভূপিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ		ভাদুড়িয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ		
ভূপিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ		বিশ্বরূপা ষ্টার্চ ব্যাঙ্ক লিঃ		
ভূবন ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ		ব্যাঙ্কিং ব্যাঙ্ক লিঃ	৯৭	১২০
ভূপিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ	৩য় কভার ১২১			

১৩৫১

এ গৃহে শান্তি কলক বিরাজ মন্ত্র-বচন বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘৃণা যাক্ দূরে চলে।
পুত্র-পিতায় মাতা-দুহিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী-পতির মধুর মিলন হউক আরো সুমধুর।
ভাইয়ে ভাইয়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা' হোক আজি অবসান
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান।
জনে জনে যেন কর্ম্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ।
বিবিধ যত্ন-ধ্বনিটি মিলিয়া উঠুক একটি গান।

—অথর্ব্ববেদ

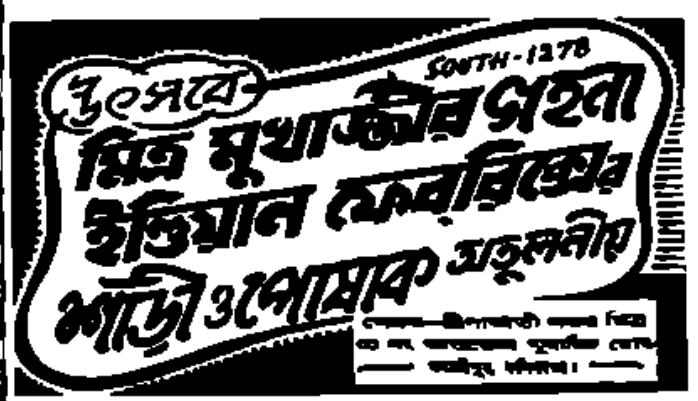

আজ বিশ্বভারতীর বুক জুড়ে বিরহের ব্যথা ছুটেছে। মানুষ আজ নতমাথা বিধিছে। নতুন বৈশাখ এলো শুভ আত্মশক্তি নিয়ে ভারতকে আবার একসূত্রে গ্রথিত করতে, আমাদের দিয়ে গেছেন তার শুভ আশীর্ব্বাদ। তাই আমাদের দেশবাসী সর্ব্বসাধারণকে জানাই এই নব-বর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি-সম্ভাষণ।

বিনীত—

শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর মিত্র

INDIAN FABRICS—House of Graceful & Sarees

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সমালোচনা পৃষ্ঠা
বান ব্যাঙ্ক লিঃ		১৪৩
বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ		১৪৩
বার্ড এণ্ড কোং লিঃ		
বিউ ভালকানাইজিং ওয়ার্কস লিঃ		
বিউ ইয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ		
ভালকান ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ		
ভালকান কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া) লিঃ		
বেঙ্গোয়ানি ইউনিভার্সাল ব্যাঙ্ক লিঃ		
পলিটিনিক্যাল সেক্রেটারি লিঃ		
পল্লী ব্যাঙ্ক লিঃ		
পাওয়ারফিয়ার এলিভেটর কোং লিঃ		
পি এম বাগচি এণ্ড কোং	ফুটী-৮/০	
পিনলস্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ		
প্রগ্রেসিভ ব্যাঙ্ক লিঃ		
প্রভিডেন্সিয়াল ইন্সিওরেন্স এসোসিয়েশন লিঃ		
প্রসাদ এণ্ড কোং লিঃ		
ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্রেটারিয়েট (ইণ্ডিয়া) লিঃ		
বঙ্গশ্রী সিল্ক ওয়ার্কস লিঃ		
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ		
বঙ্গলক্ষ্মী মোটরিয়ারী এণ্ড জেনারেল বিমলস লিঃ		
বাণিজ্য ব্যাঙ্ক লিঃ		
বাসন্তী এভিয়েশন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ		
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাস্ট্রান লিঃ		
ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ	৭৮	১৫৩
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ	৭৯	১৫৩
বিদ্যাসাগর কটন মিলস্ লিঃ	১০৫	১৫৫
বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	ফুটী-৬/০	১৫৫
বেঙ্গল ইনিউনিটি কোং লিঃ	৪৭	১৫৫
বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ	৫৩, ৮৯	১৫৪
বেঙ্গল ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ	১১৮	১৫৮
বেঙ্গল কটন কার্পেটেশন এণ্ড মিলস লিঃ	৪৯	১৫৫
বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ		
বেঙ্গল বর্মান এণ্ড ফাইবার্স কোং লিঃ		

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সমালোচনা পৃষ্ঠা	কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সমালোচনা পৃষ্ঠা
ফেডারল ব্যাঙ্ক লিঃ	৯১	১৯৫	ফোনেক্স রিইন্সুরেন্স লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ		
ফেডারল বেঙ্গল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ	৯৭		ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ		
ফেডারল লন্ট কোং লিঃ			ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ		
ফেডারল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ			ভারত সেক্রেটারিয়েল লিঃ		
বেঙ্গলিয়াটা ইন্ডিস্ট্রিয়াল ওয়ার্কস			মজুমদার ব্রাদার্স		
বোস সাহা লিঃ			বিজয় এণ্ড কোং লিঃ		৮৮-৯১-১০৬-১১৮

আমার লেখনী ব্যবহার করে আনন্দ পাচ্ছি। ইহা লেখনীর নাম করেছি। ইহা লেখনীর নিজস্ব লেখনী সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আমি ইহা ব্যবহার করে আনন্দ পাচ্ছি।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়

ইম্পিরিয়াল চা

বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিকর পানীয়—

ইম্পিরিয়াল চা

৪নং রাজা উডস্ট্রীট, কলিকাতা

উচিৎ মূল্যে প্রথম শ্রেণীর

অশোক বাগচীর আর্ট ষ্টুডিও

ব্লক, ডিজাইন, সিনেমাস্লাইড, সাইনবোর্ড, পোষ্টার, কলার প্রিন্টিং ইত্যাদি করাই আমাদের বিশেষত্ব। ব্যবসায়িগণের সহানুভূতি কামনা করি।

১০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (কলেজস্কোয়ার ষ্টার সিনেমার নিকট), কলিকাতা।

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সমালোচনা পৃষ্ঠা
বিশ্ব মুদ্রাঙ্কি এণ্ড কোং	সূচী ।৶৹	
বৈদ্য ব্রাদার্স (ফলেরা কালী)		
ভোরিমী লিমিটেড		
ভাগ্যকুল ঔষধালয়		
ভাগ্যলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ		
মহাবীর ব্যাঙ্ক লিঃ		
মার্ক টী কোং		
মিলি বিস্কুট কোং		
মিলার ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ		
যক্তি ঔষধালয় লিঃ		
যীশু ফেরিক্যাল ওয়ার্কস		
রত্নোদয় বিস্কুট কোং		
রক্ষিতা ইলেক্ট্রিক ওয়ার্কস		
লোহাইয়া আয়রন মিলস্ লিঃ		
সাধারণ ব্যাঙ্ক লিঃ		
সিটী ব্যাঙ্ক লিঃ	৸৹	
সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং লিঃ		
সিমলা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ		
সিমিল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ		
সুবল বস্ত্র এণ্ড সন্স লিঃ		
সুধাবর্ষণ ব্যাঙ্ক লিঃ		
ষ্টেট্স ব্যাঙ্কিংকাং ব্যাঙ্ক লিঃ		
হোসাপুর ব্যাঙ্ক লিঃ		
হাওড়া ইণ্ডিয়েরেন্স কোং লিঃ		
হাওড়া মোটর কোং লিঃ		
হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিঃ		
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ	৸৹	
হিন্দুস্থান ডাবরার্স লিঃ		
হিন্দুস্থান ষ্টল ওয়ার্কস	সূচী ।৶৹	
হিরণ্ময়াণ ওয়ার্কস		

জাতীয় সম্পদ

অন্নপূর্ণা মেটাল ওয়ার্কস

আজ এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের জন্য যখন বিদেশী মালের আমদানী হ্রাস পেয়েছে, তখন দেশের দুর্ভিক্ষ মোচন করতে "অন্নপূর্ণা"র সুবৃহৎ কারখানা তাদের অভাব পরিপূরণ নিয়ে দেশের সেবা করছে।

অন্নপূর্ণা মেটাল ওয়ার্কস

শুধু বাংলার নয়, সমস্ত ভারতের গৌরব

এ শুধু কথার কথাই নয়

তাই

- ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেন্ট
- ইণ্ডিয়ান ষ্টেট রেলওয়েসমূহ
- বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে

•

অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের কাছে আজ অন্নপূর্ণা মেটাল ওয়ার্কসের প্রত্যাদি গুণের জোরেই সমাদর লাভ করিয়াছে।

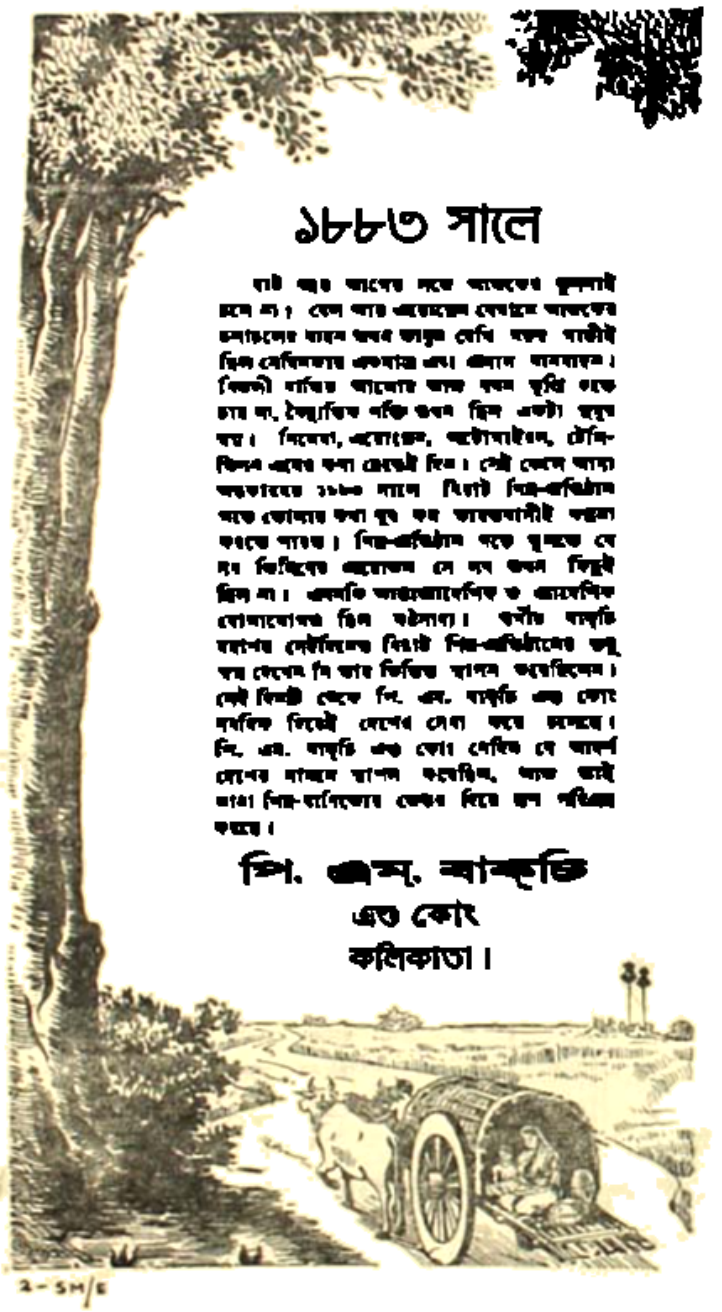
১৮৮৩ সালে
যাই আর আগের সঙ্গে আজকের তুলনাই হয় না। যেন আর এরোপ্লেন যেমনের আজকের চলাচলের যান তখন তাকুর যেমি বড় গাড়ীই ছিল মেডিসনার একমাত্র এবং এলাদে যানবাহন। বিজলী বাতির আলোর আজ যখন দুনিয়া ভরে গেছে তার না, বৈদ্যুতিক পাখি তখন ছিল একটা অদ্ভুত বস্তু। সিনেমা, এরোপ্লেন, অটোমাইবল, টেলিফিলম এসব কথা কেউই ভাবে। সেই যেমন আজ অক্টোবরের ১১৮৩ সালে ডিগাই শিল্প-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তোমার কথা খুব কম আমেরিকানই কল্পনা করতে পারত। শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে যে সব জিনিষের প্রয়োজন সে সব তখন কিছুই ছিল না। এমনকি আন্তঃপ্রাদেশিক ও প্রাদেশিক যোগাযোগও ছিল কষ্টসাধ্য। কর্ণার বাদুটি মহাশয় সেইজন্যে ডিগাই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য যখন যেখানে যি আর জিনিষ স্থাপন করেছিলেন। সেই জিনিষ থেকে পি. এম. বাদুটি এণ্ড কোং যথেষ্ট লিখেই দেশের সেবা করে চলেছে। পি. এম. বাদুটি এণ্ড কোং দেখিয়ে যে আদর্শ দেশের মানুষ স্থাপন করেছিল, আজ তাই তারা শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দিয়ে চলে পরিচয় করছে।
পি. এম. বাদুটি
এণ্ড কোং
কলিকাতা।
2-SM/E

মূল্য—সডাকমাশুল ৩৩০ বার্ষিক সংখ্যা বার্ষিক—১২।০ আনা মাত্র ছুই

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৭ম বর্ষ | কলিকাতা, ১লা মে, সোমবার, ১৯৪৪ | ১ম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে 'আর্থিক জগৎ' সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। ছয় বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩৮ সালের যে মাসে যখন 'আর্থিক জগৎ' জন্মলাভের প্রথম আত্মপ্রকাশ করে তখন আমরা জানাইয়াছিলাম যে, বাঙ্গলা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসুচিত্তের জাগরণ সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালী যাহাতে দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পে উহার যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে পারে তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করাই 'আর্থিক জগতের' উদ্দেশ্য। অন্য কথায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিধান, বর্ত্তমানের ব্যবসা-সমস্যার সমাধান এবং জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নয়নের পথে সাহায্য করাই ছিল 'আর্থিক জগতের' মূলমন্ত্র।

সুদূরবিস্তৃত বিরাশীটা সপ্তাহকালের মধ্যে এই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনে 'আর্থিক জগৎ' কতখানি সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া আমরা দেশের দৌরবের দাবী করিতে চাহি না। 'আর্থিক জগৎ' প্রকাশিত হইবার বিভিন্নদিকে এক বৎসর সময়ের মধ্যে যে জগদ্ব্যাপী মহা-সমরের সূত্রপাত হয় তাহার প্রভাবে আজ বাঙ্গালীর অর্থনীতি বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলা দেশের পক্ষে বর্ত্তমান যুগ নিদারুণ অনর্থকর হইয়াছে—একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এই যুদ্ধের ফলে বাঙ্গলা দেশের স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে, সরকারী কর্ম্মচারী ও অস্ত্র-নির্ম্মাণিদের সহায়ে বহু বাঙ্গালী প্রভূত অর্থো-পার্জ্জন করিয়াছেন এবং বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়, বস্ত্র-শিল্প, ঔষধ ও রাসায়নিক-শিল্প প্রভৃতি কতিপয় বিভাগের সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার ফলে দেশের বহু-সংখ্যক ব্যক্তি উপযুক্ত খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ এবং বিদেশবাসে জীবনধারণের পক্ষে অত্যা-বশ্যকীয় ও অপরিহার্য্য সমস্ত জিনিষের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হেতু আজ দেশের অধি-কাংশ ব্যক্তির অবস্থা বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৪০ সালে বাঙ্গলা দেশের উপর দিয়া যে মন্বন্তর চলিয়া গেল তাহার ফলে আমাদের, অর্থাভাব, রোগ, শোক ও দুশ্চিন্তার বাঙ্গলার জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ লোক হ্রাস পাইয়াছে। বাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের অধো অধি-কাংশ ব্যক্তি জীবনের সমস্ত সম্বল—জমির পাত্র, জমি, তৈজসপত্র গহনা, বাসনকোসন সমস্ত হারাইয়াছে। অনেকে বাস্তুভিটে জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য অবশেষে এগুলিও বিক্রয় করিয়াছে। ফলতঃ যে বাঙ্গালী একদিন ভোরবেলায় গরম ঘাটাইয়া প্রাণসঞ্চারের সাথে সঙ্গে সংসার আরম্ভ করিতেছিল বীর্য্যবতী ধরিত্রী আজ তাহার অভাব, অভাব ও দুর্ভাব প্রকট এবং রোগের আক্রমণে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ বর্ত্তমানে দুরবস্থার—ভোরবেলার পরিচয় করিতে অক্ষম। দেশে অন্নের হাহাকার গ্রামের পর গ্রাম নিঃস্ব করিয়া দিয়াছে। সমাজ-জীবনের উপর এই ভোগীর অবস্থার বাহ্য প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। পাড়াপ্রতিবেশীর সাহায্য দূরে থাকুক—আজ বোধ হয় বাঙ্গালী মাতা নিজের সন্তানের, বাঙ্গালী স্ত্রী নিজের স্বামীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইতে সঙ্কোচবোধ করে। বাঙ্গলার জনসাধারণের একটা বড় অংশ ছিন্ন-বস্ত্র ও অন্নচিন্তাতুর। বাঙ্গলার কৃষকদের অধিকাংশের জন্মগত জমির পরিমাণ এত সামান্য যে, উহারা নিজ জমি হইতে সমৎসরের খোরাক সংগ্রহ করিতে পারে না। বর্ত্তমানে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে উহাদের সমস্যাই দুরূহ-ভাবে বিপন্ন। অধিকাংশ ব্যক্তি ধানের পরিমাণ কমাইয়াছে, বিঘাই ধানের আবাদ লইয়াছে, রোপে ঔষধ পাওয়া শক্ত হইয়াছে, পরিশ্রম কমাইয়া প্রায় উপবাসের পর্য্যায়ে আসিয়াছে, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বন্ধ করিয়াছে

এবং কোনওরূপে বাঁচিয়া থাকিবার আশায় আশান্বিত হইয়াছে। কিন্তু উহাদের জীবনরক্ষার সমস্যার সমাধান হইতেছে না। আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—বাঙ্গলার যদি জীবিকা-নির্ব্বাহের বায় ১৯৩৭-৩৮ সালের তোহার কিরাইয়া না দেওয়া যায় এবং আরও ১।০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় যদি খাদ্য, পরিচ্ছদ, ঔষধ প্রভৃতির মূল্য বর্ত্তমানের মত চড়া ভাবে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে অনশন, অর্দ্ধাশন, রোগ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতির ফলে বাঙ্গলার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ লোক ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বাঙ্গলায় ২৫ লক্ষ লোক মরিয়াছে এবং আরও অন্ততঃ দুই কোটি লোক ভিল ভিল করিয়া মরিতেছে। এই সংগ্রামে আর ২।০ বৎসর পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকা উহাদের কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

বিলম্বের ফলে ও বিধানসভাস্থ বিধায়কগণ উপলব্ধি করিয়া আজ আমরা মৃতোন্মুখ জাতির পুনর্গঠন, মৃতোন্মুখ বেকার-সমস্যা, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নতি ইত্যাদি কোন মূলক ব্যাপারেই উৎসাহ বোধ করিতেছি না। মানুষকে বাঁচিয়া থাকিবার—মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এই সমস্যের সন্তোষজনক পরিণতি আমরা চাই। কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ সালের মধ্যে যাহারা ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবার নিশ্চিত আশঙ্কায় ত্রিয়মান তাহাদের কাছে ১৯৪৮-৪৯ সালের বঙ্গ অর্থ পরিকল্পনা কি আশার বাণী শুনাইবে?

প্রতিকারের কথা কি বলিব? প্রকৃতপক্ষে আমার বাণী কি শুনাইব? দেশের রাজশক্তি অযোগ্য ও অকর্ম্মণ্য, রাজকর্ম্মচারী অসাধু ঘুষখোর, সমাজের উচ্চস্তরে যাহারা অধিষ্ঠিত—বর্ত্তমান যুদ্ধ বাজারের কেনা-বেচা করে তাই যারা অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ নিয়াছে—তাহারা নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত, দেশের জন-সমষ্টি নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কা দেখিয়াও সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, দলাদলী প্রভৃতির ঘোর কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। বর্ত্তমানের মত কিছু ছুঃখ, ক্লৈব্য ও অনর্থ—জাতীয় চরিত্রের অবনতি, আমার সমস্তের অভাব যে দেশের শাসন-ব্যবস্থা খানা ভাল অনুভব করিয়া এই শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা ঐকান্তিক হইতেছে না। যাঁহারা অর্থ ও মূলধন দ্বারা জনসাধারণের আত্মবিশ্বাস ও দুঃসাহসের বলিষ্ঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেশের ভেদবিদ্বেষ দূরীকরণে অগ্রণী নহেন—পরন্তু তাঁহাদের প্রচার-প্রতিষ্ঠানটি ও অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ মিলিত হয়। দেখে যে মূলীয়ের ব্যাপী ও ক্ষমী দেশকে সুসংঘে চালিত করিতে, দেশবাসীর মধ্যে ভেদবিদ্বেষের দূর করিতে এবং উহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইতে আন্তরিকভাবে আগ্রহশীল, আজ তাঁহারা কারাগারের অন্তরালে আবদ্ধ। ফল এই হইয়াছে যে, দেশবাসী কেবল মরিতেছে না—এই মৃত্যুর, এই রোগ-শোকের জন্য যারী যে তাহা পর্য্যন্ত তাহাদের ধারণার মধ্যে আসিতেছে না। পূর্ব্বজন্মের পাপ অথবা ভগবান্ একক যারী ভাবেন। যদি ভগবান উহার জন্য যারী হন তাহা হইলে নরহত্যার বলি—এই ভগবান ভগবান নহে—শয়তান।

আমরা রাজনীতিক নহি। অর্থনীতিক ব্যাপারে জনমত গঠনেই আমাদের ব্রত। কিন্তু আজ একথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, পরাধীন দেশে অথবা যে দেশে শাসকের স্বার্থ ও শাসিতের স্বার্থ এক ও অভিন্ন নহে সে দেশে অর্থনীতিক আলোচনার কোন মূল্য নাই। আজ আমাদিগকে বুঝিতে হইবে আমাদের এই দুঃখকষ্ট মানুষের সৃষ্টি এবং উহার প্রতিকারও মানুষের আয়ত্তের বাহিরে নহে। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সর্ব্বদেশেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের মধ্যে আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সব দেশের জনসাধারণ অনাহারে রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে না—উহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যয় বাড়িতেছে না—স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতেছে না। যারা ইংলণ্ড বা আমেরিকার সম্বন্ধে এদেশেও তাহা সম্ভবপর না হইবার কোন কারণ নাই। ভগবান এদেশবাসীকে অফুরন্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের স্বার্থ-পরতা, মূঢ়তা ও অকর্ম্মণ্যতা দেশের জন-সাধারণকে এই ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে দারিদ্র্যের চরম স্তরে অবনত করিয়া রাখিয়াছে। এই স্বার্থপরতা, মূঢ়তা ও অকর্ম্মণ্যতাকে আজ দমন করিতে হইবে। দেশ হইতে দারিদ্র্য, রোগ, অজ্ঞান-ভূয়া, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ভেদবিদ্বেষ দূর করিবার পক্ষে উহা ছাড়া আর কোন পন্থা নাই। 'আর্থিক জগতের' মারফৎ দেশবাসীর সমক্ষে আমরা উহাই বিশেষভাবে নিবেদন করিতে চাই।

আরও শেয়ার বিক্রয়ের জন্য

কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিয়াছেন

শিলং ব্যাঙ্কিং

—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—১৯০১ ইং

হেড অফিস — শিলং

গ্রাম : "Shillibank" — ফোন : শিলং ১৬৩

ব্রাঞ্চ—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ

কলিকাতা ব্যাঙ্কার্স

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

প্রথম বর্ষ হইতেই সন্তোষজনক লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

১৯৪০ সালের জন্য শতকরা ১০৲ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইবে।

এখনও শেয়ারের মূল্যেই শেয়ার বিক্রয় হইতেছে।

বিস্তৃত বিবরণ ও শেয়ার-আবেদন ফর্ম্মের জন্য

হেড অফিস অথবা আমাদের যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখুন।

সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

[কেন্দ্রীয় সরকার ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া আইনের ৪৪-এ ধারা অনুসারে শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। এই অনুমতিদানকালে ভারত সরকার এতৎসম্পর্কে এখনও কোন রিপোর্ট বা বক্তব্যের দাবি করেন নাই।]

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮৬ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলি—কেণ্ট্রাল (কলি) স্থাপিত—১৯১৮ ফোন—ক্যাল ৭০০ (৩টী লাইন)

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ টাকা	আদায়ীকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	৫০,০০,০০০৲ টাকা	মজুত তহবিল	৬,০০,০০০৲ টাকা

ঃ শক্তিশালী ডিরেক্টর বোর্ড ঃ

মিঃ এন আর সরকার, চেয়ারম্যান, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব, ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্য-সচিব।

মিঃ এস সি লাহা, সেণ্ট্রাল চেয়ারম্যান, ব্যাঙ্কার ও জমিদার

ভাগ্যকুলের কুমার প্রমথনাথ রায়, ব্যাঙ্কার ও জমিদার।

মিঃ বি এন চতুর্ব্বেদী, প্রেসিডেণ্ট, ব্যাঙ্কার্স ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন।

মিঃ আই বি সেন, ভাইস প্রেসিডেণ্ট, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স।

মিঃ এন দত্ত, সেক্রেটারী, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ।

ডাঃ আর আমেদ, ডি ডি এস, এফ আই সি ডি (ইউ এস এ); প্রিন্সিপাল, ডেণ্টাল কলেজ, কলিকাতা।

মিঃ আর সি শেঠ, বি এল, ডিরেক্টর, বেঙ্গল হোসিয়ারী এণ্ড হাউস এসোসিয়েশন লিঃ।

মিঃ জে সি দাশ, বি এস সি (ইউ এস এ), আর ই, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ঃ শাখা সমূহ ঃ

কলিকাতা কেন্দ্র		বাংলা কেন্দ্র		বিহার কেন্দ্র
হারিসন রোড	বড়বাজার	ঢাকা	বহরমপুর	রাঁচি
শ্যামবাজার	ভবানীপুর	নারায়ণগঞ্জ	বাঁকুড়া	বাজারীবাগ
মাণিকতলা	হাওড়া	রংপুর	কৃষ্ণনগর	কোডারমা
জোড়াসাঁকো	শালকিয়া	বগুড়া	নবদ্বীপ	গিরিডি
		পাবনা		

লণ্ডন এজেণ্টস্ঃ মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মুক্তোফসল, না প্রোফেশনাল পরিচালনা

(অধ্যাপক আশুতোষ সেন)

মুক্তোফল পরিচালনা লইয়া বিভিন্ন মহলে, বিশেষ-শক্তি অর্থাৎ এক্সপার্ট-অপিনিয়নের নিমিত্তে যেসব আলোচনা চলিয়াছে এবং তাহার সামগ্রিক পর্যালোচনার প্রয়াসিক হইয়াছে। যদিও আমরা অনুকরণপ্রিয় জাতি, তথাপি এই সব বীজ ও প্রাণের কথা তলিয়ানাজাই আমরাও নাচিয়া উঠিয়েছি ইহা: অনেকদিন যাবৎবিভূতির সাহায্যে তথায় ব্যাপারটা বিচার করিয়া সামগ্রিক মত দেখিয়েছি। আমাদের জলবায়ুর জাতীয় প্রকৃতি,তবু স্বাধীন মৃত্তিকা উপর নষ্ট হইয়া অবশ্য-making বা নয় পরীক্ষা যেসব বিষয়ের সার্থক জ্ঞান জন্মিয়েছে। এই যে অবশ্যক intellectuals, ইহা আমাদের তত্ত্ব ভক্তি বিদ্যা ও পরিবেশের ভিতর দিয়া আমাদের এমনি অভ্যাসে হইয়া গিয়াছে যে, ইহার নিষ্ফলতা ও নিষ্ফল পরিণাম মৃত্তিকার অবস্থাটুকু পর্যন্ত আমরা আজ ছাড়াইয়া ফেলিয়াছি। কারণের লোকেরা যখন নিজ নিজ কাজ চালিল করিতে থাকে, আমরা তখন বক্তৃতা করিয়া বা প্রবন্ধ রচনা করিয়া জীব তৈরী করিতেছি, মরুর অন্তরের জীবের সমালোচনা করিতেছি এবং ইহা করিয়াই নিজ পাণ্ডিত্যের ও লেখোয়াড়ের গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। আমাদের সমস্যা যে জীব বা পরিচালনার অভাব নহে, তত্ত্ব-উপলব্ধির ও অবস্থার নিয়ন্ত্রণ প্রাকৃতিক কর্ত্তব্যগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা-শক্তির অভাব, ইহা আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিচালক ও মোক্তারেরাজারা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না। মুক্তোফল পরিচালনা ব্যাপারেই সকল লোকে পায় যাঁহারা নিজ-মুক্তোর চরম সীমায় উপনিত হইয়া আজ নূতন নূতন প্রকরণ ও সাধারণ সমবায় সম্মুখীন হইয়াছেন এবং নিজ নিজ বিলাস-সৌধের ভিত্তি দৃঢ় করা প্রতিনিয়ত অবস্থার বাড় হইয়া উঠিয়াছেন। আমাদের দেশ-অবশ্য-মহা-মুক্তোর, এবংবিধ আধির মুক্তোফলপরিচালনা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই, এই কথা অবীকার করিবার উপায় নাই। এই বিলাস সমাবেশের প্রতি-পক্ষের সমান দেখিয়া ও তাহাদের অধিবাসী হইয়া আমরা যদি এই সমস্যা ও তাহার অভি-ব্যক্তিসমূহকে বিচার করিয়াই পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে চাহি, তাহাদের ব্যাপারের মূলনীতি ও আমার অবৈজ্ঞানিক মানসিক পরিণামগুলিকে উপেক্ষা করিয়া চলি, তাহা হইলে দেশের স্বাস্থ্যহীন, নিরানন্দ, অসহায়, দুরবস্থ জড়গুলি দেশ-বাসীকে আমাদের ভাবনাহীন পশু হিসাবে আমরা আমাদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইতে পারিব। বিভূতির সমস্ত হইব বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা আমাদের মোদনই তবু বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের অধিকাংশ অধিবাসী যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি আমরা দেশে নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠার বিরোধী এবং শিল্পের আবহের উপকারিতা ও কার্য্যকারিতার অবিশ্বাসী? আমার উক্তি-বিষয় বক্তব্য হইতে এইরূপ অনুমান করিলে ভুল করা হইবে। শিল্প প্রতিষ্ঠার আমরা একেবারেই বিরোধী নই। দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, আমার সুযোগ আমরা যদি গ্রহণ করিতে না পারি, তবে আমার জন্য আমাদিগকেই দুষিতে হইবে। কিন্তু সেই "আমরা" আমরা? —মুষ্টিমেয় সংখ্যক শিক্ষিত ও পুঁজিবাদী সম্প্রদায়। অর্থাৎ সেই বুভুক্ষা ও বুভুক্ষু শ্রেণী। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়েক সহস্র বা কয়েক লক্ষ লোকের আয়ত্তের সম্বন্ধে এই দেশের ৩ আমার ৩১ কোটি অধিবাসীর কতটুকু সাহায্য হইবে? সমগ্র দেশ দুর্গতির যে চরম সীমায় সর্ব্বদিকের বঞ্চিত হইয়া আমাদের বিচার বিচার সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব ক্রীতদাস-শাসন ভঙ্গি-য়েছে তাহার কতটুকু প্রতিকার হইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, শ্রেণী বুভুক্ষা এবং বুভুক্ষার ও এই দেশেরই লোক, তাহা-দের অনেকের বেকারত্ব অবস্থা ও দুর্দশা যদি মোচন করে তবে সেইটুকুও ত লাভ। লাভ নিশ্চয়ই। কিন্তু তাহা হইতে লোকের নিজ পরিচালনা আসে দুরূহ পরিচালনা প্রয়াস, যে মূল পাশ্চাত্য দেশসমূহ পুরোধা করিয়া তুলিয়া আসে এবং আমার দেশে টানিতেছে। —ইহার ফলে দুর্বল শিল্পের উপর অধিকতর চাপ পড়িবে এবং সেই চাপ সহ্য করিতে দেশ ও জাতিকে অযথা শক্তি ও সামর্থ্য দান করিতে পারিবে না। সেই হইতে যা পড়িবে উপর ইহাতে শক্তি-শালী এই যে প্রয়াস ইহার মধ্যে ব্রিটিশের পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের মত একটা দুর্নিবার্য্য লক্ষ্য, যাহার ফলে সমগ্র প্রয়াস ব্যবসায় এবং শিল্পের ও অধিবাসের মেরু-দণ্ড বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জাতিকে বিভূতিই সমবেত ও শক্তিশালী হইতে দিতেছে না। এজন্য আজ ভাল করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা যাহারা এই সব সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়া থাকি আমরা সকলেই বুভুক্ষা ও শ্রেণী বুভুক্ষার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিংবা তাহাদেরই আশ্রিত ও প্রতিপাল্য। দেশ ও দেশবাসী হইতে আমরা বহুদূরে অবস্থান করিয়া অভ্রান্ত অভিজ্ঞ লইয়া বাস করি। দেশ-বাসীর বিভূতি অসহায়তার অবস্থার সহিত আমাদের সহানুভূতির পরিচয় অতি সামান্য। সেই জন্যই দেশীয় শিল্পপতিদের টাকা তীব্র-ভিত্তি এলো-আমেরিকার ব্যাঙ্কের ইউনিটাস তীব্র, —একটা কিছু পাইলেই তাহাকে আশ্রয় করিয়া মুখর হইয়া উঠি এবং তাহাদেরই মধ্যে মুক্তির আশ্বাস পাইতে চেষ্টা করি।

টাকা তীব্রের সহিত আমার কোনরূপ তুলনা নাই। এই তীব্রটি সম্বন্ধে আমার শুধু এইটুকুই বক্তব্য যে, ইহা আমাদের জাতীয় তীব্র নহে, ইহা পুঁজিবাদীদের অন্তরীয় তীব্র। ইহার সহিত দেশের বিভাজিতের সম্বন্ধ যোটেই সাক্ষাৎ নহে, পরোক্ষ। ইহার প্রতিষ্ঠাকল্পে করিবার যেমন কোনই প্রয়োজন নাই, তেমনি ইহাকে লইয়া দেশের ৩৯ কোটি দরিদ্র সর্ব্বসাধারণের মাথিয়া উঠিবারও কিছু-মাত্র কারণ নাই। দেশের যদি সত্যকার মুখের এই সঙ্কট-পাওয়া কলঙ্কিত মন লইয়া এই যে ইন্ডাষ্ট্রিয়েলাইজেশনের দিকে ঝুঁকিয়া-ছেন, ইহা মোটেই আমাদের মুক্তির পথ নহে, বিদেশের স্বার্থের পথই। এই বিষ-তীব্রতা আজকের মহাযুদ্ধে আমরা, ইহাদের আমা-দের আবশ্যক নাই। দ্বিতীয়, ইহাদেরই যেন আজকের মুক্তোফল মুক্তি-তীব্রতাকে আমরা ভুল না করি, ইহাই আমার বক্তব্য। এই তীব্র সম্বন্ধে দেশবাসীর সাধারণের কথা উঠিতে পারে যে, কারণ, এই বাক্য যারা বলিলাম, ইহা আকাঙ্ক্ষারীদের তীব্র। স্বার্থের তীব্রে তীব্রের সমবায়ের এবং সেইটার যারে পরিচা-লনাধিকারের মতবাদি সাহায্যকারিতা ও বিলম্ব সম্বন্ধে আমার আপত্তি রহিবে। দেশবাসীর সোয়াই এদেশে নিজাতই অবাস্তব ও অসম্ভব-পরিচয়।

আপনার দোকানে
আলোকে তোমার
লোভনীয় স্বপন বিলাস
হাওয়া
HIMKALYAN
HAIR OIL
হিমকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী
হিমস্নিগ্ধ কেশ-তৈল
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস কলিকাতা
UPCO

জাতীয় সৌভাগ্যের জীবন্ত প্রতীক

বাঙালীর জাতীয় জীবনে দাশ ব্যাঙ্কের অভ্যুদয়, ক্রমোন্নতি এবং জনপ্রিয়তা অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যেরি অনিবার্য বিধান।

বৈজ্ঞানিক সংগঠন-পদ্ধতি এবং সুদৃঢ়ল সঞ্চালন-প্রক্রিয়ার কল্যাণে দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিরাপত্তা এবং সক্ষমতা উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ।

বাঙালীর সুদৃঢ়ীভূতব্যাপী স্বপ্ন এবং সাধনার ফলেই দাশ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। বাঙালীর জাতীয় সংস্কার, সংহতি এবং সামর্থ্যের কল্যাণেই দাশ ব্যাঙ্ক সবল, সফল এবং সার্থক।

বিশ্বব্যাপী বিপ্লবেরও সাধ্য নাই যে জাগ্রত বাঙালীর জাতীয়-সৌভাগ্যের প্রতীক-স্বরূপ এই অনুপম প্রতিষ্ঠানটির প্রগতির পন্থা প্রতিরোধ করে।

বস্তুতঃ, দেশবাসীমাত্রেরই বিশ্বাসভাজন কর্ণধীর আশুতোষ দাশের সিদ্ধহস্ত পরিচালনার গুণে, নূতন কর্তব্যপ্রাণ কর্মিবৃন্দের ঐকান্তিক পরিশ্রম ও সেবাপরায়ণতার ফলে—এবং আপনাদের অটল বিশ্বাস ও অবারিত সহযোগিতার কল্যাণেই দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ব্যাঙ্কিং-জগতে বাঙালীর সৃষ্টি, অধিকার এবং যোগ্যতাকে আজ প্রমাণিত, সম্মানিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

দাশ ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির পরিচয়

বৎসর	আদায়ী মূলধন	ডিপোজিট
এপ্রিল ১৯৪০ (ইস্যুর সময়)	৩,০৯,০০০৲ (ইউ)	১০০০৲ (ইউ)
ডিসেম্বর ১৯৪০	৫,৭২,০০০৲	৩,১৯,০০০৲
ডিসেম্বর ১৯৪১	৮,৯৮,০০০৲	২৪,৮২,০০০৲ „
ডিসেম্বর ১৯৪২	৯,৪৭,০০০৲	৪০,০০,০০০৲ „
ডিসেম্বর ১৯৪৩	১০,০০,০০০৲ „	১,১০,০০,০০০৲ „ (চিলিং সাপেক্ষে)

বোর্ড অব ডিরেক্টরস
কর্ণধীর আশুতোষ দাশ
চেয়ারম্যান
মিঃ শ্রীপতি মুখার্জি
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ
বিমলাপতি মুখার্জি
নরসিং দাস
„ শিশিরকুমার দাশ

দেশবাসী মাত্রেরই বিশ্বাসভাজন

দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ

৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অবশ্য এই লোভাই যে ইতিহাসের ধারা সত্য এবং স্বাভাবিকও বটে। দেশীয় পুঁজিবাদীদের হইতে উহার প্রয়োজনও আছে। বিদেশী পুঁজিবাদীদের অন্যায় সুবিধা ও সুযোগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিলে স্বদেশ-প্রেমের লোভাই উদ্দীপনার দিতে হয়, স্বদেশী-দের অর্থ-সাহায্য করিতে হয়, স্বরাজের জন্য আন্দোলন দেশ করিতে হয়। সুযোগ পেলে বিদেশী পুঁজিবাদীরা এদেশের শিল্পক্ষেত্রে ইহাদের সহিত আর আঁটিয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া সম্ভবতঃ ভরসা পাইতেছে না। অন্য পক্ষে "স্বাধীন ভারতে" পুঁজিবাদের কোন্ রূপ হইবে তাহাদের ভারতীয় পুঁজিবাদীরাও সম্ভবতঃ সন্দিহান। সুতরাং এখন একটা অবস্থার উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয় যাহার ফলে ভারতের ঔপনিবেশিক সংগ্রাম, বাজার অধিকার ও মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে ভারতীয় ও ইউরোপীয় বণিক-দের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা হইয়া ভারতীয় স্বরাজের ভিত্তি তাহারাই উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। অবশ্য লেজ-শিখের পুরাতন্ত্রিক-ঠাকুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দর্শক হিসাবে তবু আমরা দুটিকের ইহা আশা করা যায় না। আমাদের বলে রাখিতে হইবে। সেইজন্যই গোলমাল। মিলনের মিলিয়া আসল ব্যবস্থা হয়। অতদূর সম্ভবপর তাহা এখন অনুমান করা কঠিন। তবে তিনের মধ্যে সামরিক ব্যবস্থাই চলুক, আর প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাই চলুক, শিল্পীয় বিপ্লবের প্রথম পর্যায় অবশ্য ও পল্লী-বাসীদের পক্ষে প্রতিকূল এবং আমাদের সমাজিক জীবন ও সংস্কৃতির পরিপন্থী, ইহা আমরা দেশের বর্তমান দুর্গতি ও বিদেশের ঐতিহাসিক নজির হইতে ভালরূপেই অবগত আছি। পাশ্চাত্য জগতের নিজ প্রদেশের নিজের বিরা স্বাধীন জাতিসমূহের যে প্রগতি আমরা দেখিতে পাই তাহা ও সর্বসাধারণ নহে, এবং ও অবশ্যম্ভাবী এমন নৈতিকই শ্রেণী-বিদ্বেষ ও জাতি-বিদ্বেষের বীজাণু তাহা বিশ্বের প্রথম পরিণামে বহুদের জন্য চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। পরাধীন জাতির নিজ-প্রদেশের আহরণের অধিকতর প্রতিকূলতা হইতে আমা এবং বর্ধিত। তাহা হইতে পল্লী-সমাজ ও পল্লী-জীবনের অনেক আশাপ্রদ কথা উদ্ভিত হইয়াছে, তাহা রোগিক অবস্থেষ্য (planned parish) ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ফলে যেখানে স্বাভাবিক নিয়মে শিল্পবিপ্লবের সহিত কৃষক-শ্রমিকের গাঢ়-বাঁধন সম্পর্ক, সেখানে এই পরাধীনতার প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন ভূমিষার উপযুক্ত সাধ্য কাহারো নাই। সেই কারণেই আমরা তাহা জীবনে ভবনো জাতীয় জীবনরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। তবে পল্লীসংগঠনী হিসাবে "আমাদের" জীবন বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

অর্থনীতি আলোচনায় অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি। মূল বিষয়ে এখন প্রত্যাবর্তন করা যাক। সুযোগের জীবন করিবার উদ্দেশ্য সরকারী অধিকারী তাহারা তিন দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতেছেন—লড়াইয়ের three pronged advance-এর মতন। প্রথমতঃ, উহাদের মধ্যে এক দল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা ও তাহার ফেরা-পাওনা মিটাইবার সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক-দির গঠন নির্দেশ আছ-নিয়োগ করিয়াছেন। এই ব্যাঙ্ক ও সরঞ্জাম-বিরোধী সমস্যার বিশ্লেষণে এখনো আমেরিকা উহাদের নিজ নিজ ব্যাঙ্ক ও ইউনিটাস ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে এখনো একমত হইতে পারেন নাই। দুইটিই পরিচালক হইয়া মূলধন প্রত্যয় গৃহীত হইয়াছে বর্তমান বর্তমান সমস্যাটি সমাধান নিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, দুনিয়া সম্পূর্কে মূল্যমান মেনেমূলের জন্যে রাষ্ট্রিয় ও সামাজিক আদর্শানুযায়ী দল পরিচালনা অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যিক ব্যাপারে-গুলোরও ব্যাপক চলিয়াছে: কে পৃথিবীর কোন্ মূল প্রদেশে কোন্ কোন্ বিষয়গুলি ও কখন পাইবে, কাহার কর্তৃত্বাধীনে কোন্ মালু-পত্র ও জল-পথ থাকিবে তাহার ফুলফেরা চিন্তা চলিয়াছে। 'ভালমানুষি লড়া ভাল' মনে করিয়া বলিয়া থাকিবার লোক ইঁহারা নহেন। ইঁহারা কাজের লোক, তাই যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই কাজ অগ্রসর করিয়া রাখিতেছেন। তৃতীয়তঃ, নিজ নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ সর্বসাধারণ উন্নতির পরিকল্পনা। এই পরি-কল্পনার প্রথম ও প্রধান কথাই হইল দেশের আপামর-সাধারণের নিম্ন, আয়ু ও জীবন-যাত্রা স্তরের (standard of living-এর) আরো উন্নতকর ও ব্যাপক ব্যবস্থা করা। পথ ও পৌছিল, বেকার ও দুঃস্থ, প্রসূতি ও শিশু, প্রত্যেকের জন্য এমন সুযোগসাধন করা হইবে যাহাতে মানবের প্রথম পক্ষ 'অভাব' সে সব দেশের কোন অধিবাসীকে আর ভাবনা করিতে না পারে। Freedom from want and higher standard of living are being guaranteed to all citizens." তবু তাই নয়, প্রত্যেকের জন্য অতি সহজলভ্য পূর্তি-বিলাস, প্রত্যেক পল্লীকুরে সহায় করিয়া সমবয়স, সকলের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ, স্কুল ও সন্তান-দেশের সর্বত্র যাতায়াতের সুবিধার জন্য পথঘাট ও যানবাহনের ব্যবস্থা, এই সকল পরিকল্পনার অন্তর্গত। ইহাই হইল আধুনিক ভীম। নিজনিজের ভীম যেখানে চলিয়াছে সেখানে,—তাহাকে আধুনিক ভীম বলিয়া কেহ মনে করিয়া ভুল করে না।

আমরা জীবন অনেক কিছু পাইয়াছে এবং লড়াই করিয়াছে তাহা তখন করিবার জন্য এবং সুযোগ পরে আরো কিছু পাইবার জন্য। সেই "কিছু"র মধ্যে আমাদের সুযোগের পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনার সার্থকতার সৌধোদয়ে। কিন্তু এই প্রেমের আগত ভিন দেশী বাসনাতী জীবনে কিছুই পায় নাই, লড়াইও আমরা সবার নাই, সঞ্চিত আমাদের ইচ্ছায় হইবে না। আমরা আমাদের দুর্দিন সাময়িকের আমলে আমাদের জন্য পরিকল্পনা —বিশ্বের লড়াই উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া আছে। আমাদের লড়াই অনিশ্চয়-মুনিশ্চয়ের বিরুদ্ধে লড়াই, সুখ ও উপবাসের মধ্যে লড়াই, সেন-উপজাতীয় ব্যাধি ও মহামারীর প্রতি-রোধ করিবার লড়াই। আমাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বাসোপযোগী ঘর নাই, পানীয় জল নাই, আলো নাই, ওষধ নাই, এক কথায় মানুষের মত বাঁচিবার জন্য কিছুই আমাদের নাই। এই সব অভাব বিরুদ্ধে আমাদের লড়িতে হইবে, কিন্তু সেই লড়াই আমরা আজ করিয়া শুরু করিতেই পারিব না। শুরু হইবে কি করিয়া? এই দুরবস্থার মধ্যেও প্রভুদের লড়াই এক জীবনে দুইবার লড়িতে হইল। সুতরাং এখন যে, ভীম ইতিহাস পালা-আরম্ভ হইয়াছে তাহা অন্যের পক্ষে যেমন সুযোগের পরিকল্পনা, আমাদের পক্ষে ঠিকই তেমনি প্রকৃত-পূর্ব পরিকল্পনা। কারণ আমাদের নিজের লড়াই সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক অন্যদের এই লড়াইয়ের ফল হইতে যেটুকু পাওয়া সম্ভব আমাদের নিজেদের সেই লড়াই শুরু করিতে হইবে। তাহার জন্য যেমন যেমন প্রয়োজন হইবে না যেমন প্রয়োজন হইবে আনুষঙ্গিক সমিতি ও কর্মপদ্ধতির। কারণ প্রাথমিক সব কাজই পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি পরিচালনার বিশেষ আবশ্যক নাই। আবশ্যক শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, আর এই-জন্য যাহা বলিলাম, ইচ্ছা ও কর্মপদ্ধতির। অর্থের অভাবও এই লড়াইয়ের জন্য আমাদের হইতে পারে না। এত অর্থ ও ঐশ্বর্য অন্যের লড়াইয়ের অগ্নি-হবনে ঢালিতে পারিয়াছি, আর আমাদের সুখ, স্বাস্থ্য, শক্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য আমাদের অর্থের অভাব হইবে? অর্থাভাবের এই অজুহাতে আমরা চির পঙ্গু হইয়া রহিয়া আছি। কিন্তু অন্যের জন্য আমরা কি পর্যন্ত দিতে পারি তাহার পরিচয় আজ ভাল করিয়া পাইয়াছি। অর্থের অভাবের অজুহাত আর আমরা তুলিতে প্রস্তুত নই।

প্রস্তুত নই, এখনই বা কি করিয়া বলি? লড়াই ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও এই দেশের মুক্তিকামী মানুষের উপর নির্ভর করিতেছে। তবে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, স্বাধীন বা পরাধীন, কংগ্রেসিই, কংগ্রেসি, মহাসভাই বা গান্ধীজীই, যাহারই হউ না কেন, আমরা আমাদের প্রকৃত লড়াই কোন্ দিকে এবং তাহার পরিকল্পনা কিরূপ হইবে তাহাসম্বন্ধে ভুলেই যেন ভ্রান্ত পথে পরিচালিত না হই। আমরা একথা যেন না ভুলি যে, আমাদের পরিকল্পনা হইবে—মুক্তিকামী মনে, প্রাণ-মূল এবং আমরা শুরু হইবে সহর হইতে নয়, পল্লী হইতে; আমার ভিত্তি হইবে সার্বজনীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং তাহার প্রথম পর্যায়ের হইবে কৃষির উন্নতি ও কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জী-বন। অর্থের অভাব হইলে আমাদের যেন জানিয়া পাঠায়। আমরা কুড়াবো ও আমার করিয়া নিয়া সেই অভাব পূরণ করিয়া দিব জানিব, অন্য উপায়ের ধরিবও না। সর্ব-শেষ বক্তব্য এই—

The plan to be national should be "first and foremost a plan *for Distributing income, so as to put first things first*—money for bread for all at all times, before there is money for cake for any body.". "It is not so much to cut our coat according to our cloth, as in the old adage, but to see that there is some covering for all."

জাতীয় শিল্প ও সংরক্ষণ-নীতি

[শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ]

যুদ্ধারম্ভের দিন যতই ঘনাইয়া আসিতেছে ততই দেশের মধ্যে আশঙ্কা হইতেছে যুদ্ধান্তে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা না জানি কিরূপ দাঁড়ায়। বর্তমানে যুদ্ধের আওতায় অনেক শিল্পের সুযোগ ঘটিয়াছে এবং নূতন নূতন দিকে শিল্প-গঠনও কিছু কিছু হইয়াছে বা হইতেছে। কিন্তু দেশের শিল্পোন্নতির যে ক্রমবর্ধমান সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি অনুসারে হইতেছে বা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। যুদ্ধ-প্রয়োজনে সরকারী আওতায় যতটুকু শিল্পগঠন ঘটিয়াছে, দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে যতটুকু শিল্পগঠন তাহাদের আওতায় হয় নাই বা হইতেছে না। ভারত সরকারের যুদ্ধকালীন শিল্প ও বাণিজ্য-নীতি এ বিষয়ে যে সহায়ক হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য। আজ তাই যুদ্ধান্তর কালের অবস্থার কথা ভাবিয়া আশঙ্কা জাগিতেছে : যুদ্ধ-সময়ে শিল্প-প্রগতি যতটুকু হইয়াছে তাহা যুদ্ধের পরবর্তীকালে অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি এবং মুক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে তখন সরকারী শিল্প-বাণিজ্য-নীতি দেশের শিল্পগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইবে কি ? যুদ্ধ-সময়ের এবং যুদ্ধের পূর্ববর্তী কালের অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয় যে এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক নয়।

সোজাসুজিভাবে দেখিতে গেলে একথা বলা চলে যে, ভারত সরকার শিল্প প্রসারের জন্য কোনরূপ ব্যাপক কর্মনীতি এ-পর্যন্ত অনুসরণ করেন নাই। ১৯২৩ সন হইতে যে Discriminating Protection বা বিশেষ-মূলক সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার দ্বারা বহু সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠিতও হয় নাই এবং প্রয়োজনের অনুপাতে সম্প্রসারিতও হয় নাই। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা মুলতুবী এবং যুদ্ধ-প্রয়োজন এবং আত্মরক্ষার জন্য নূতন নূতন শিল্প-গঠনের আবশ্যক হইল, তখনও সরকারী কর্মনীতি নূতন ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ভারত সরকার শুধু কিছু কিছু শিল্প-বিস্তারের সহায়তার জন্য আয়োজন-উদ্যোগ করিয়াছেন এবং একান্ত যুদ্ধ-প্রয়োজনের জন্য কিছু কিছু যুদ্ধ-শিল্পের প্রসার ব্যতীত আর কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই। জনসাধারণের আগ্রহের মূলে নূতন নূতন শিল্পের অবস্থা যুদ্ধাবসানে কি দাঁড়াইবে এ বিষয়ে ভারত সরকার অবশ্য আশ্বাস দিয়াছেন যে, যুদ্ধের পর এই সব শিল্প যাহাতে অসংরক্ষিত না হয় সে জন্য উপযুক্ত সহায়তার ব্যবস্থা করা হইবে ; বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণ-শুল্ক প্রবর্তনসহায়তার আশ্বাস করা হইবে ; কিন্তু এই সহায়তার সুযোগ পাইতে হইলে শিল্পগুলিকে সুপরিচালিত করিতে হইবে। "Provided they are run on sound lines"—এই সর্তের তাৎপর্য যদি সেই সুপরিচিত Discriminating Protectionই হয় তাহা হইলে ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ যে খুব উজ্জ্বল নয় তাহা বলা যাইতে পারে। তাই যুদ্ধান্তে সরকারী শিল্প-নীতি কোন্ পথে অগ্রসর হইবে তাহা লইয়া জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী মহলে জল্পনা-কল্পনা এবং আলোচনাদি উদ্বেগের সৃষ্টি করা স্বাভাবিক।

সম্প্রতি ডাঃ জন্ মাথাই (Dr. J. Mathai)—যিনি Tariff Board-এর সভাপতি হিসাবে অনেকদিন সরকারী সংরক্ষণ-নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন—"Tariffs and Industry" নামে ছোট একখানি পুস্তকে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ডাঃ জন্ মাথাই-এর বক্তব্য-বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গী এই বক্তব্যগুলি হইতে অনেকটা বুঝা যাইবে :—

"If the foregoing estimate is correct, the assistance which Indian Industries will require from the State will be direct assistance in such essential matters as finance for capital requirements, scientific research, transport education and public health rather than the kind of indirect assistance which protective tariffs afford. Tariff assistance has its uses under certain conditions, but it serves no purpose and may prove worse than useless if the conditions required for efficient and successful operation of industries are lacking. The chief abuse to which a protective policy is liable is that the immediate relief which it affords is apt to make both the Government and industrialists oblivious to the fundamental factors which determine the growth of virile and healthy industries. From this point of view it is fortunate that in the years which lie immediately ahead, Indian Industries, freed from the fear of uneconomic competition from abroad, will be in a position to direct their attention to the vital question of internal reorganisation. In the accomplishment of this task, the State will necessarily have to play a very important part. But the State will not fulfil its part as it ought to unless it learns to think in large and more constructive terms of its responsibilities and to quicken the pace of its activities. Protection by tariffs is a matter which even the stalest bureaucracy can handle with apparent success. But the internal reconstruction necessary for a vigorous, forward-looking policy and industrial development will call for energy and vision such as only a National Government responsible to the people and sensitive to their aspirations can possess."

ডাঃ জন মাথাইর প্রধান বক্তিগত বিষয় হইল :—(ক) ভারতের অগ্রগামী শিল্প-প্রগতির জন্য জাতীয় গবর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজনীয় ; (খ) যুদ্ধোত্তর-অবস্থাবহিত-সময়ে ভারতীয় শিল্প-প্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য সংরক্ষণ-নীতির তেমন প্রয়োজন হইবে না এবং (গ) ভারতীয় শিল্পের আশুপ্রয়োজনীয় সাহায্যদান করিতে হইবে। প্রথম বিষয়টী দেশের মূলতঃ রাজনৈতিক সমস্যার সহিত সম্পর্কিত হইলেও একটী জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করিতে হইলে জাতীয় গবর্নমেণ্টের একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ভারতের বর্তমান সংরক্ষণপ্রণালীর বিরুদ্ধে একটী বিশেষ অভিযোগ এই যে, উহার সহিত ভারতবাসীদের যথার্থ ঘনিষ্ঠতা-ভিত্তিতে যোগসূত্র নাই। দেশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদ্ যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (15 year's plan) দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতেও এই বিষয়টীর উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহা যে খুবই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমান প্রবন্ধ রাজনৈতিক সমস্যার সহিত সম্পর্কিত নয় ; তাহাই যুদ্ধান্তে শিল্প-সংরক্ষণ-নীতি সম্বন্ধে ডাঃ মাথাই যাহা বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। যুদ্ধের পরে সংরক্ষণ-নীতির যেরূপ প্রয়োজন হইবে বা সে সম্বন্ধে তিনি এই কারণগুলি উল্লেখ করিয়াছেন :—

(ক) যেহেতু যুদ্ধের অব্যবহিত পরে অধিকাংশ দেশের পক্ষে ভারতে পণ্য আমদানী করা সম্ভব হইবে না এবং তাহাদের ক্রোড়োপরি অবস্থানের জন্য বিদেশ হইতে পণ্য আদি সম্ভবে আশিতে পারিবে না, তাহাদের শিল্পগুলি তেমন বেশী বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে না।

(খ) যুদ্ধের পর ভারতের পক্ষে বেশী প্রয়োজন হইবে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও শিল্প-প্রসারের সহায়ক অন্যান্য আমদানী

করা; যেহেতু এই সব দ্রব্যাদি না আমিয়ে পারিলে শিল্প-প্রসারে অসেকাংশে ব্যাঘাত হইবে, ভারতের পক্ষে এই সব দ্রব্যের উপর সংরক্ষণ-শুল্ক স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

(খ) যুদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি বিনিয়ন্ত্রণের ফলে সব পরিবর্তনের কথা এখন শোনা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে প্রত্যেক দেশের আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্য সম পরিমাণে বাড়িবার জন্য চেষ্টা চলিবে। যেহেতু ভারতের উদ্বৃত্ত ট্রার্লিং সংস্থান অনেক বেশী থাকিবে সেইজন্য হয়ত ভারতকে বিদেশ হইতে তাহার বিনিময়ে ক্রমশঃ অনেক পণ্য গ্রহণ করিতে হইবে; ফলে সংরক্ষণ-শুল্ক স্থাপনের সুযোগ সীমাবদ্ধ হইতে পারে।

(গ) বিভিন্ন দেশের মধ্যে শুল্ক হ্রাস করিয়া বাণিজ্যের সহজ পথ যাহাতে সুগম না হয় সেজন্য ইতিপূর্বেই অনেক মহলে ঔপনিবেশিক বাণিজ্য-যুক্তির পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে এইরূপ মতবাদের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করা সম্ভব হইবে তাহা বলা যায় না।

এই কারণগুলির বিচারে যে বিশেষ বিশেষ যুক্তি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সংরক্ষণ-নীতির প্রয়োজন হয়তো না হইতে পারে, কিন্তু এমন একটি অবস্থার একদিন সৃষ্টি হইবে যখন ভারতের শিল্পপ্রসার অব্যাহত রাখিবার জন্য সংরক্ষণ-নীতির অনুসরণ ব্যতীত উপায় থাকিবে না। যুদ্ধের পরে বিদেশ হইতে শিল্পসাহায্য মঞ্জুরাদি ইত্যাদি আমদানী করিয়া যদি একটি যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ না করা হয় তবে ভারতের শিল্প-প্রসারের পথ কখনও সরল হইবে না, কারণ যুদ্ধের অবসানে ও শান্তি ভাটাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বাজার দখল করিবার জন্য প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইয়া উঠিবে। তাহাতে ভারতের পক্ষে শুধু যে অগ্রগামী শিল্প-প্রসারের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা করিয়া তাকে লাগিয়ে হইবে তাহা নয়, শিল্প-সংগঠন ও প্রসারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি যথাযোগ্যভাবে নিয়োজিত করিবার জন্যও উদ্যোগ ও আয়োজন করিতে হইবে।

সংরক্ষণ-নীতি বিদেশের কুপ্রভাব অর্জনের পক্ষে সম্পূর্ণ সহায়ক না হইতে পারে, কিন্তু প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন যেমন অনন্যায় আছে এমন একমাত্র সম্পর্ক, সেবা ও অনুরূপ মধ্য দিয়াই তাহার জীবন সফল ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, তেমনি শিল্পের দৈনন্দিন ও বৈশেষিকের সমন্বয় সাধারণের প্রয়োজন। উপযুক্ত শাসন ও নিয়ন্ত্রণের আয়োজন থাকিলে প্রতিটি শিল্প প্রতিটি মানুষের মতই ক্রমে আত্মনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী হইয়া উঠিতে পারে। ভারতের নিয়োগশক্তি এখনও বৈদেশের অতিক্রম করে নাই; কাজেই সংরক্ষণ-নীতির প্রয়োজন তাহার পক্ষে শেষ হইয়া যায় নাই। Discriminating Protection-এর সীমাবদ্ধ প্রভাবেও ভারতের কতটা শিল্প কি পরিমাণে প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা এই বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে:—

	উৎপাদন	
	১৯৩৯-৪০	১৯৪৩-৪৪
ইস্পাত-শিল্প	১৩,১,০০০ টন	১০,৭৩,০০০ টন
বস্ত্র-শিল্প	১৭৭৫ কোটি গজ	৪০১৩ কোটি গজ
পাটকল-শিল্প	২৯,০০০ টন	১৫,৪৯,০০০ টন
দেশলাই-শিল্প	৮ লক্ষ গ্রোস্	২২০ লক্ষ গ্রোস্
কাগজ-শিল্প	২৪,০০০ টন	৭০,০০০ টন

বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও যদি এই ধরণের শিল্পের প্রসার একটা সম্ভব হইয়া থাকে, তবে আরও অনুকূল সংরক্ষণ-নীতি অনুসরণ করিলে যে ভারত শিল্প-প্রসারিতে ব্যাপক ও মহত্তর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ সংরক্ষণ-নীতির বিরুদ্ধে এই যুক্তি দিয়া থাকেন যে, এই নীতির ফলে দেশের লোকের উপর করভার শুল্ক করা হয়। এই যুক্তির যে ভিত্তি নাই তাহা নয়, কিন্তু বর্তমানের সমস্যার কথাই শুধু আমরা কেন বড় করিয়া দেখিব? ভবিষ্যতে যে শিল্প-প্রসারের ফলে দেশের যৌবন ও আর্থনৈতিক সম্পূর্ণতা বৃদ্ধি পাইবে তাহাই কি সব চেয়ে বাঞ্ছনীয় নয়? বর্তমানে যদি আমরা বিদেশের দ্রব্য সস্তা দরে লাভ করিতে পারাই বেশী লাভ মনে করি তবে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

এই সব বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, উপযুক্ত সংরক্ষণ-নীতিকে দেশের শিল্প-নীতির একটি বিশেষ অংশ হিসাবেই মনে করা উচিত। সংরক্ষিত শিল্প-গুলি যাহাতে সুপরিচালিত হয় এবং অনুরূপ ভবিষ্যতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে সেজন্য অবশ্যই উপযুক্ত চেষ্টা ও আয়োজন করিতে হইবে। তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারাবিশেষ যদি একদিন উল্টাইয়া যায় এবং ভারতবর্ষকে এক ঔপনিবেশিক শিল্প-নীতি গ্রহণ করিতে হয়, তবে সেইদিন ভারতবর্ষের পক্ষে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা রোধ করা অতি সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং যুদ্ধোত্তরকালে যে আমাদের শিল্প-নীতিকে সংরক্ষণ থাকিবে না এ কথা বলা ঠিক নয়।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস: ৫নং চার্চ ষ্ট্রীট, কলিঃ স্থাপিত—১৯২১

কার্য্যকরী তহবিল

৭,০০,০০,০০০৲

সাত কোটির উর্দ্ধে

কলিকাতা অফিস:—১১৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ১৩৯ বি, রসা রোড।

অপর শাখাসমূহ:

কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরববাজার, নরসিংদী, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালি, লোহাগাড়া, কক্সবাজার, বারাসতগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, পাবনা, পাটনা, রাজশাহী, পুরানবাজার, সিলেট।

অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্টস:—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি
আমেরিকান এজেন্টস:—গ্যারান্টি ট্রাস্ট কোং অব নিউইয়র্ক
লণ্ডন এজেন্টস:—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড.

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস বি বসু, এম-এ, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

যুদ্ধোত্তর অর্থনীতিতে ভারতের স্থান

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল মহাযুদ্ধের অবসানের কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের সময় ইহাকালে সমরোপকরণ তৈরীর করিতেছে, যুদ্ধ সামরিক ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তার করিয়া দেখিতেছে। সমরসম্ভার তত্ত্ব বিভিন্ন বিভাগ, নর এবং নারী সকলেরই প্রয়োজন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক প্রয়োজনের সকল দাবী হাসাইয়া যুদ্ধের দাবী প্রবল। কি গণতন্ত্র, কি রাষ্ট্রীয়তন্ত্র, কি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য, সর্বত্র সমরসম্ভারের গঠন ও পরিচালনা-পদ্ধতিতে কিছু তারতম্য থাকিলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সামরিকের অধিকার প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রের মুষ্টি তাহাদের হাতে জাতির উপর দেশের উপর এত সর্বব্যাপী ক্ষমতা তাহারা কখনো পায় নাই। মহাযুদ্ধের প্রথম যুগের তুলনায় রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিমুখী আন্দোলনগুলি কতদূরে ব্যাহত হইতেছে। যুদ্ধায়োজনে যিনি উৎপাদন করা জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল, অন্যদিকে ক্ষমতার বিরোধে বিরুদ্ধতা অসহনীয়। এই মোটামুটি পরিস্থিতি সকল দেশের সাধারণ নিরপেক্ষ অংশই যুদ্ধোত্তর জগতকে স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছেন না। অবশ্য সকলের সম্বন্ধে সমানভাবে এ কথা বলা চলে না। ১৯৯৮-৩৯-এর আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনা-সমাবেশগুলির সহিত যাঁহাদের সম্যক্ পরিচয় আছে এবং যাঁহারা এই যুদ্ধের মূল কারণগুলির সহিত সুপরিচিত তাঁহারা ধূলিসাৎ আজিকার বর্তমানের ধ্বংসাবশেষের পরবর্তী অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে নিরাশাবাদী নহেন। বর্তমান জগতের ঘটনাপ্রবাহকে গতানুগতিকতার দৃষ্টিতে না দেখিয়া যাঁহারা জনসাধারণের দিক হইতে দেখিতে অভ্যস্ত তাঁহাদের নিকটই আমরা ভবিষ্যতের ইঙ্গিতের প্রত্যাশা করিতে পারি।

ভারতে কয়েক বৎসর যুদ্ধ ও শান্তির লক্ষ্য লইয়া কথা কাটাকাটি, ফ্রেডারিক্স্ মিশন, কংগ্রেসের আপস প্রস্তাব, জাতীয় সেনাদলের বিনা বিচারে আটক এবং তাহার পরবর্তী দমন-নীতি এবং অন্যান্যগুলি অত্যাবশ্যকীয় বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। এই সকল ঘটনার ভিত্তি মূর্তি এবং ভারতের নীতিতে অভিব্যক্তিকারী ব্রাহ্মণেতরের উপস্থিতি ও সংগ্রাম অসহযোগপ্রতিরোধের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

স্বাধীনতাকামী অসহযোগ-প্রতিরোধের অধিকাংশই নৈরাশ্যজনক মনোবেদনায় বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন। লাঞ্ছিত-প্রবীণ মনোভাবের প্রতিক্রিয়ার ইহা। ধরিয়া লইয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর জগতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব ও বন্ধন তাহাদের অধিকতর দাপিয়া বসিবে, তাহার উপর আসিবে এদেশ-বাসিদের মূলধনের অর্থনৈতিক প্রভুত্ব। আর একদল যাঁহারা এতকাল বৃটিশ কারেমী স্বার্থের উৎখাতীয়ে অত্যন্ত তাহাদের ভিন্নও অনেকটা ঐ প্রকার, তবে তাঁহারা বিরক্ত বা বিন্ন নহেন। রাজনৈতিক পরাধীনতার অবসান বৃটেনের আসরে বন্ধুত্ব-সুবিধা পাওয়া সম্ভব ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য। বর্তমানে এই দেশোক্ত শ্রেণীর কৌশলের প্রচারকার্য্য ও আন্দোলন দেশের চিন্তাকে কলুষিত করিতেছে। ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন শাসকশ্রেণী। কেননা শাসকশ্রেণীও এই কল্পনায় বলগুল হইয়া আছেন যে, যুদ্ধাবসানে তাঁহারাই ভারতের নিরঙ্কুশ ভাগ্যবিধাতারূপে পুনর্বহালের সনদ পাইবে ও খুঁচি লইবেন। এই দুই দল মিলিয়া সাধারণ যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির প্রভুত্ব করিতেছেন। বড় বড় কমিটিতে বড় বড় মাথা একত্রিত হইয়াছে। ভারতীয় বণিকেরাও এই ব্যাপারে যোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের সুবৃহৎ পরিকল্পনাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সমস্তই এই সকল পরিকল্পনার বিষয়বস্তু। কিন্তু ইহাতে পরিবর্তিত জগতের ভাবী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা নাই—আছে, সমাজে কোন বৈপ্লবিক আমূল পরিবর্তন ঘটিতে পারে এমন কোন সম্ভাবনার কথা উল্লেখমাত্রের অবেশ পড়ে না। যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র ইঁহারা ১৯৩৯ সালে ফিরিয়া গিয়া সনাতন পদ্ধতিতে গতানুগতিক কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন।

ভৌগোলিক সীমা-সম্বন্ধ আর্থিক পুণ্যশ্লোক আদান-প্রদান ও শুল্ক-নীতি, ব্যাঙ্কারদের হাতবদল, অতীত জগতের জাতীয় ও উপনিবেশিক গভর্নমেন্টের পরিচিত ঢাঁচ, সংরক্ষণশীল সরকার-মূলক দীর্ঘ জাতীয়তাবাদ যুদ্ধোত্তর জগতে থাকিবে না—থাকিতে পারে না বলিয়াই থাকিবে না। একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদ নূতন মানব-সমাজ বহু পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইবে। প্রভু ও ভৃত্য, শোষক ও শোষিতের ব্যবধান রাশিয়ার মত সর্বত্র বিলুপ্ত না হইলেও তাহার তীব্রতা বহুলাংশে হ্রাস পাইবে। যাঁহারা মহার মতের মত লক্ষ কোটি সৈনিক যখন অস্ত্র ফেলিয়া সমাজে ফিরিয়া আসিবে, নিশ্চয়ই তাহারা বিনিদ্রচিত্তে চিন্তিতমনা, ক্ষেত্রমজুর ও কারখানা শ্রমিক হইয়া ফিরিবে না। অন্ত দিকে নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কলকারখানা ও উৎপাদন-প্রণালীর ক্ষেত্রেও বদলাইয়া দিবে। মহাযুদ্ধের বন্ধনমুক্ত মানবের দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ আবেগ কায়েমী স্বার্থের দুর্গপ্রাচীর ধূলিসাৎ করিয়া দিবে। পৃথিবীর ইতিহাসে ঘোর দুঃখ এমনটি মহাযুদ্ধ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বীরবাহু যায় নাই। অন্যান্য দেশের মত ভারতেও ইহাই ঘটিয়াছে। ভারতীয় যুবক মনুষ্যত্বের ইরোজ, মার্কিন, অস্ট্রেলিয়ান, ইটালীয়ান যুবকদের সহিত সমান মর্যাদার পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার মেয়ে-বৌরা ইহাদের অভিভূত করিয়াছে। বিমানের অবতরণে ইহারা কেবল যুদ্ধের বিবরণই পাঠ করে না, সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থাও ইহাদের চিন্তার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বেসামরিক জনসাধারণের উপরও যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া অল্প নহে। বৈজ্ঞানিক যীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণে অসামরিক শাসকগুলীর পশ্চাদ্ভূতা ও অক্ষমতার ফলে বাজনার একটা সমাজতান্ত্রিক মুক্তির সম্ভব হইল এবং সমাজের সর্বস্তরের মহলাধীর হইল তত্ত্ব শ্রেণ তত্ত্ব ক্ষতি। আজ দেশোদ্ধার পড়িয়া মানুষ ইহা সহ্য করিলেও কাল করিবে না। নাৎসী-পরাজয় ইয়োরোপ বা জাপ-অধিকৃত পূর্ব-এশিয়ার ভবিষ্যতে নর-নারীরা কি সহ্য করিয়াছে, তাহাদের মনোভাব কি, তাহা জানিবার সুযোগ না থাকিলেও তাহাদের ভাগ্য যে আমাদের অপেক্ষাও মন্দ, এ অনুমান করা যায়। অনুমান করা যায় শিক্ষিত ও কর্মিত মধ্যবিত্তরা সর্বপ্রথমই আমাদের মতই ভিন্ন করিয়াছে···আমাদের মতই সাম্রাজ্যে মুক্তির প্রতীক্ষা করিতেছে। অন্তত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জগতে আমরা নির্বান্ধব নহি। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, গভর্নমেন্টগুলির দিক হইতে নহে, জনসাধারণের দিক হইতে চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব চার্চিল-এমরী যেমন ইংলণ্ডের স্থায়ী ভাগ্যনিয়ন্তা নহেন, তেমনি ভারতেরও নহেন। আপসযোগ-নীতির প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য-নীতির সহিত অসহযোগ করিতে গিয়া আমরা যেন সমগ্র জগতের সহিত অসহযোগ করিতেছি। সেই কারণেই ভাবী স্বাধীন ও শক্তিপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ভারত আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। ভারতীয় সমাজের অন্তরেও যে বৈপ্লবিক পুনর্গঠন ঘুনিই হইবার প্রতীক্ষা করিতেছে ইহা আমরা বুঝি না বলিয়াই মূলত আদর্শ চিন্তা করিতে ভীত বা বিমুখ হই। অত্যন্ত ও প্রাচীন চিন্তাধারা, বিদেশীদের অভিরুচিমত থাকুক, বড় বড় শিল্পপতি ও ধনীরা পরিশীলিত অর্থ লইয়া অধিকতর নানাকার্যে ব্যস্ত থাকুক—মূলত ও নৈরাশ্যজনকভাবে তাহাদের সঙ্গের অধিকার লইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলুক, যুবক ভারত বিপ্লবাত্মকের সমষ্টি-কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধোত্তর জগতে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হউক।

দৈনন্দিন জীবন ও ব্যাঙ্ক

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাঙ্ক একটা বড় স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। বর্ত্তমান জীবনযাত্রার সঙ্গে যারা পরিচয় রাখেন তাঁরা জীবনযাত্রার যদি তুলনা করি তবে দেখব অবশ্যকার জীবনযাত্রা আজকের জীবনযাত্রার তুলনায় কত বিভিন্ন, কত সহজ। আজ আমাদের সমস্ত কার্য্যকরী ও কর্ম্মব্যাপারে ঘিরে এক বিরাট বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভিন্নতার মূলে রয়েছে অসংখ্য এবং জোরালো কার্য্যকরী। ব্যাঙ্ক এই বিভিন্ন এবং জোরালো কার্য্যকরীকে অনেকখানি সহজ করে দেয়, কারণ অনেক কিছুই ব্যাঙ্কের উপর ভার দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বাড়ীভাড়া, দুধির মাসকাবারী, ডাক্তার, ওষুধ, জীবন-বীমার প্রিমিয়াম—বিলের উপহার দেওয়া—সব কিছুই ব্যাঙ্কের সাহায্যে সুসম্পন্ন করা যায়। সরকারী কর্ম্মচারীরা তাদের মাইনে পাওয়ার ভার ব্যাঙ্কের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ব্যবসায়ীরা তাদের বিল আদায় করা নিয়ে আর মাথা ঘামান না, বিল করে ব্যাঙ্কে ডিস্কাউন্ট করে দিলে কোন ঝামেলা নেই। এক কথায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার লেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ ব্যাঙ্কের উপর দিয়ে জটিল কর্ম্মব্যাপারে অনেকখানি সরল করা নিশ্চয় সম্ভব। ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক গত সনের শুরু হতে বিশেষভাবে দেশের সেবা করে চলেছে। আপনার টাকাকড়ির হিসেব-নিকেশ ব্যাঙ্কের উপর ছেড়ে দিয়ে কোন কষ্ট হবে না। যদি ব্যাঙ্কের সঙ্গে আজ না খুলে করে থাকেন তবে আজই একটা একাউন্ট খুলে ফেলুন, কাজ করে কত নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ.

পৃষ্ঠপোষক :

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,
কে. সি. এস. আই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীহরিদাস আচার্য্য

আমাদের শাখা :

কলিকাতা, আগরতলা, ঈসমপুর, কৈলাসহর, মৌলভীবাজার, বাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, ঢাকা, বদিরপুর, সুরী, মেহেরকোণা, শিলচর, আমতলা, ত্রিপুরা, সাব্রিমপুর, যশলদই, আগরতলা, উদয়পুর (আগরতলা আগার), বিলোনিয়া, প্রেমিয়াকুলি, খোয়াই, বিশালগড়, মহকুমলিং, শিলং, চট্টগ্রাম, নবদ্বীপ, কুমারিয়া, কৈলাসহর (শিলং)।

হেড অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা), হীড অফিস—আগরতলা
কলিকাতা অফিস—৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

T. M. B. S 10/B

অনিশ্চিত ভবিষ্যত
ও
জীবন বীমা

বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কার মানুষকে যেমনই আরাম দিচ্ছে। সাধনের উল্লাসের মানুষ আজকে অনেক সে অগ্রসরের। সভ্যতাকে নূতন করে সাজাবে অবশ্যকারী যে প্রতিযোগিতা চলেছে তার ফলাফল যদি মানুষ মাঝে মাঝে এক একটা আকস্মিক ধাক্কা খাচ্ছে। কত বড় যখন একজনের অন্ন সমস্ত বাঙলাদেশেরকারী এক ভীষণ দুর্ভিক্ষে ঘটেছিল তখন বাঙলাদেশের লোক সবচেয়ে বেশী করে উপলব্ধি করেছিল মানুষ কত অসহায়। লোকের আমলা সুইবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মুখর মানুষ যখন হঠাৎ বন্যার প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়েছিল তখন সেই বিরাট দুর্ঘিপাকের মধ্যে মানুষ মনে মনে কতখানি অসহায় বোধ করেছিল। আজ আমরা আবেকটা দুর্ঘটনা সমস্ত ভারতবর্ষের বুকে বোমাই সহরের উপর নিয়ে করেছে। বোমাইয়ের বিস্ফোরণ একটা অভাবনীয় আকস্মিক দুর্ঘটনা। কিন্তু যারা এই দুর্ঘটনার প্রাণ বিসর্জন করেছে, যাদীরিক ক্ষতি ভোগ করেছে, তারা দুর্ঘটনার কয়েক সেকেণ্ড, আগের সময় নিশ্চয় একান্ত নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করছিল। মানুষ তার জন্য এতটুকু দুশ্চিন্তা নিয়ে আপনাদের ঘরে উঠেছে সন্ধ্যা, কিন্তু তাদের উপর তার কোন হাত নেই। তাদের নিয়ে খেলা না করে ভবিষ্যতকে প্রথম চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত করাই সুবুদ্ধিমানের। আপনি কি আপনার ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছেন? যদি ভবিষ্যতের কোন সুখস্বাচ্ছন্দ্য আজও না ক'রে থাকেন তবে আজই ডোমিনিয়নের জীবন বীমা করুন। ডোমিনিয়নের পলিসি আপনাকে অনিশ্চয়তার হাত থেকে নিশ্চয়তার এনে দেবে।

ডোমিনিয়ন
ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতের চাষ ও চাষী : দুর্ভিক্ষ ও সুযোগসন্ধান পরিস্থিতি

[শ্রীবিমলেন্দু মিত্র]

'আর্থিক জগতের' গত সংখ্যায় 'অরাজিয়া-বাস্তবতা-অর্থনৈতিক অভিযান' নামে একটী প্রবন্ধে আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে বাংলাদেশে ১৯৪০ সালে যে মন্বন্তর ঘটেছে তার ফল আগামী কালে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। শুধু যে জন-সংখ্যার উপর তার প্রভাব পড়বে তাই নয়, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থা ও শ্রেণী-সংস্থানেরও বদল হবে। সে সময় বাংলার চাষীদের অবস্থা কি হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা অবান্তর নয়। ঐ প্রবন্ধে আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে, আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ বিধি হতে এমন কতকগুলি আঘাত আসার সম্ভাবনা আছে যে তার ফল অনেক ক্ষেত্রে সাংঘাতিক না হলে চাষ ও চাষীর অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটা বিচিত্র নয়।

তার পর ঘটনাস্রোত আরও এগিয়েছে। পক্ষান্তরে মন্বন্তর হতে উদ্ভূত সমস্যাগুলি অবশ্য আমাদের নিকটতর অতীতের সমস্যা, কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধ যত শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে ততই কতকগুলি সমস্যা নানা রূপরঙের ফুটে উঠেছে। খাদ্যসমস্যা তার অন্যতম সমস্যা। এখন দেশে দেশে যে খাদ্য-সমস্যা দেখা যাচ্ছে সেটা যে কেবল যুদ্ধকালীন ব্যাপার তাই নয়। যুদ্ধের পরও সমস্ত জগৎ-ব্যাপী খাদ্যসমস্যা জোর করার থাকবে এ আশঙ্কা অমূলক নয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে জগতের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্বন্ধও আলাদার সম্ভাবনা হয়েছে। সেক্ষেত্রে শিল্পপ্রধান দেশগুলির সঙ্গে কৃষিপ্রধান দেশগুলির কি সম্বন্ধ স্থাপিত হবে, জগতে খাদ্যদ্রব্য ও শীতবাসের লাহিদা কি রকম থাকবে, ভারতবর্ষ তার মধ্যে কি রকম সুবিধা পাবে, এসব সমস্যাগুলি এখন থেকেই ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের কৃষির অবস্থা কি হবে, আমাদের চাষবাস উন্নতির পথে না অবনতির পথে, জগতে খাদ্যদ্রব্যের ও শীতবাসের সরবরাহ করতে হলে সব চেয়ে আর্থিক সুবিধা কি উপায়ে পাওয়া যেতে পারে, এ সমস্ত আলোচনা আমাদের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মূল আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। বিশেষ এসব প্রবন্ধের সমস্যাগুলির কথা মনে রেখে আমরা বর্তমানে কোন্ দিকে অগ্রসর হচ্ছি এবং আমাদের কোন্ পথে অগ্রসর হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা এ প্রবন্ধে আলোচনা চেষ্টা করব।

সম্প্রতি বোম্বাই হতে ভারতীয় শিল্প-পতিরা ভারতবর্ষের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন সে পরিকল্পনার মধ্যে তাঁরা বলেছেন যে, পরের বছরের জন্যে তাদের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। তা করতে হলে, তাঁদের মতে, কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ এখনকার চেয়ে কিঞ্চিদধিক দ্বিগুণ করতে হবে, আর শিল্পজাত জিনিষ এখনকার চেয়ে পাঁচ গুণ করতে হবে। তাঁদের বাসনা যে নিয়ের এই অঙ্কগুলি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশ কৃষি-প্রধানই থাকবে, তবে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির উপর এখনকার নির্ভরতা কিছু কমবে। তা হলে মোট পরিবর্তন হিসাবটী এই রকম দাঁড়ায় :—

	১৯৩৯-৪০ সালে দেশের মোট পণ্যদ্রব্য		
	শীত আয় (কোটী টাকার হিসাব)	অর্থনিক আয় (কোটী টাকার হিসাব)	বৃদ্ধি
শিল্প	৩১৩	১,২৪০	৪০০
কৃষি	১,১৩৬	২,৩৭০	১৩৩
চাকরীজীবী ও	৪৮৩	১,৪৪০	২০০

কিন্তু তাঁদের বাসনা হচ্ছে যে, চাষবাসের উন্নতির উদ্দেশ্যে যতটা উচিত দেশের লোকের বাড়তি খাবারের সংস্থান করা। এইখানে তাহলেও কি আমরা আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে একেবারে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নীতি গ্রহণ করব? আর আন্তর্জাতিক ব্যবসায় যদি ক্ষেত্রে দিলেও আমাদের ব্যাপারের আমাদের কৃষির রূপ-বিবর্তন কোন্ দিকে এবং তার আনুমানিক উন্নতি কি ভাবে সম্ভব?

আভ্যন্তরীণ বিষয় থেকেই কথাটা প্রথমে আলোচ্য। শিল্পপতিদের পরিকল্পনায় চাষের উন্নতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের লোকের ভাল আহারের সংস্থান করা। কিন্তু উন্নতি কথাটা মুখের কথা, আমাদের কৃষি যে ক্রমশঃ অবনতির দিকেই চলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৮৯৯ সালের ফেমিন কমিশনের রিপোর্ট হতে জানা গিয়েছিল যে সে সময় প্রতি বছরে ব্রিটিশ ভারতে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ছিল ৫১৫০০০০০ টন (এর মধ্যে বর্মা হতে প্রতি বছর আমদানী ৬০০০০০ টন ধরা হয়নি), আর এদেশের মোট লোকসংখ্যা ছিল ২৭১৮৫০০০ টন। ফলে প্রতি বছর উদ্বৃত্ত থাকত প্রায় ৫১৮৫০০০ টন, এই উদ্বৃত্ত ফসল বছরাবী বন্ধ বা এদেশেই সঞ্চিত থাকত। ১৯৩৮ সালের ফেমিন কমিশনের রিপোর্ট হতে জানা যায়, অবস্থার অনেক বদল হয়েছে :—

জনসংখ্যা	খাবারের ফসলের চাষের পরিমাণ (একর)	উৎপন্ন খাদ্য-ফসলের পরিমাণ (টন)	খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য ফসলের জমির পরিমাণ (একর)	মোট খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজনের পরিমাণ (টন)	উদ্বৃত্ত
২১৩৯২১৩৭	১৮৮৪১১৪৫০	৪৮৮৩৯৩৭২	৩৬৭১৫৫৩০	৫৮৩৪৮৮৪৫	৯৫৩৪১৫৭

এই সম্বন্ধে ষোলজাতকের লেখার আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, ১৯৩৯ সালে যে যে প্রদেশ নিয়ে হিসেব করা হয়েছিল ঠিক সেই প্রদেশগুলি নিয়ে হিসেব করলে দেখা যায় যে, সেখানে জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১৭ জন (১৮ কোটী হতে ২১ কোটী হয়েছে) আর খাবারের চাহিদা ৪·৭ কোটী টন হতে ৫·৪ কোটী টন হয়েছে। অথচ এ সময় খাবারের বিনিময়ে, দেশের জমির পরিমাণ বেড়েছে শতকরা মাত্র ৮ জন (১৬ কোটী হতে ১৮ কোটী একর), আর এই বাড়তি জমি নিয়েও মোট ফসলের পরিমাণ ৫·৩ কোটী টনের বেশী নয়। সুতরাং পূর্বে যেখানে সকল রকম চাহিদা মিটিয়েও ৫১ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত থাকত, এখন

সেখানে মাত্র ১৭ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত থাকার সম্ভাবনা। অবশ্য সে সম্বন্ধেও কেমিন কমিশন মন্তব্য করেছিলেন যে, We think that the surplus produce of India taken as a whole, still furnishes ample means of meeting the demands of any part of the country likely to suffer from famine at any one time, supposing such famine to be not greater in extent and duration than any hitherto experienced.

তার পর কি অবস্থা হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। সম্প্রতি প্রকাশিত মূল গ্রেন পলিসি কমিটীর রিপোর্ট হতে দেখা যায়, আমাদের দেশে উৎপন্ন ফসল ও আমদানী ফসল বাদ দিয়ে মোট খাদ্যদ্রব্য যা পাওয়া যায় তার পরিমাণ মোটামুটী ৫'০ কোটী টনের কাছাকাছি (৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এ হতে আমদানী বা রপ্তানী ফসলের হিসাব বাদ দিলে এদেশে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এভাবে হিসেব করে দেখা যায় বিভিন্ন সনে নিম্নলিখিত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য এদেশে উৎপন্ন হয়েছে :—

১৯৩১-৩২	৫'১৮ কোটী টন
১৯৩২-৩৩	৫'৫৪ " "
১৯৩৩-৩৪	৫'৩৭ " "
১৯৩৪-৩৫	৫'৯৮ " "
১৯৩৫-৩৬	৫'৭০ " "
১৯৩৬-৩৭	৫'৩২ " "
১৯৩৭-৩৮	৫'৬১ " "
১৯৩৮-৩৯	৫'৭৩ " "

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ১৮৯৮ সালে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য এদেশে উৎপন্ন হত এখন উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ তা হতে বাড়ে নি, বরং কমেছে।

সেই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, আমাদের জনসংখ্যা বেড়েছে। সুতরাং পূর্বে জনসংখ্যা ১৮ কোটী থাকায় ৫'৪ কোটী টন খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী করার ফলে কেমিন কমিশন সিদ্ধান্ত করেছিলেন, জনসংখ্যা ৪৩ কোটী হলে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ এই হিসাবে অন্ততঃ ১২ কোটী টন হওয়া উচিত। কিন্তু পূর্বে যেখানে ৫'৩ কোটী টন খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হত, এখন সেখানে মাত্র ৫'২২ কোটী টন বার উৎপন্ন হচ্ছে। সুতরাং এ হতে আমরা দুটী সিদ্ধান্ত করতে পারি—(১) পূর্বের তুলনায় উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ আপেক্ষিক ভাবে বেড়েছে, (২) জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ফসলের অধিকতর পরিমাণ ভক্ষণের অভাবও বেড়েছে। মূল গ্রেন পলিসি কমিটী পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছেন যে, It is now doubtful that (a) the amount actually available out of the physical supply has decreased and (b) that demand, in relation to the availability of supply, has increased. যদিও অবশ্য এখনকার অবস্থার বিষয়ে সঠিক কোনো মন্তব্যই করেছেন, কিন্তু মন্তব্যগুলি সুস্পষ্ট ভাবেই বেদনাদায়ক।

কিন্তু উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ছাড়া আমাদের খাদ্যদ্রব্যের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না। জমির ফসলের পরিমাণ কত আছে সে কথাও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ১৮৯৮ সালের কেমিন কমিশনের হিসাব অনুসারে বাবদ ফসল উৎপন্ন হত মোট ১৮৩১১৫১০ একরে, আর অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হত ৬৮৯৭৫৫৮০ একরে। ইয়ার-বুক অব্ এগ্রিকালচার হতে জানা যায় ১৯৩৮-৩৯ সালে চাষের জমির পরিমাণ ছিল এই রকম :—খাদ্যের ফসল ১৮৯২৫৭৪৮২ একর, অন্য চাষ ২০১১২৪৯৮ একর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই পঞ্চাশ বছরে জমির পরিমাণ কিছু বেড়েছে, কিন্তু উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কমেছে। পূর্বে অল্প জমিতে যে পরিমাণ ফসল হতো এখন বেশী জমিতেও তার চেয়ে কম ফসল হচ্ছে—অর্থাৎ একর প্রতি ফসলের পরিমাণ কমছে। আর্থিক অনুসন্ধান সাধারণ লিখিত প্রবন্ধে বাংলার বাদের ফসলের পরিমাণ প্রতি বিঘায় কি ভাবে কমছে তার হিসাব উদ্ধৃত করা ছিল। সে হিসাব হতে জানা যায়, ১৯০০-০১ সালে বাংলার প্রতি একরে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ ছিল ৮৭০ পাউণ্ড, কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে তা কমে ৭০১ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছিল।

সুতরাং আমাদানীর দিক্ থেকে আমরা তিনটী প্রধান সিদ্ধান্ত করতে পারি। প্রথমতঃ জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাদ্যদ্রব্যের চাষ বাড়া উচিত ছিল, তা মোটেই বাড়ে নি। দ্বিতীয়তঃ, আগে যে পরিমাণ ফসল হত এখন তার চেয়ে ফসলের পরিমাণ কমেছে। তৃতীয়তঃ, জমির ফসল কমছে। জমির অবনতি সর্বত্রগামী; প্রত্যেক দিকেই চাষের অবনতি দেখা যাচ্ছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য। পূর্বে যে ফসলের পরিমাণের হিসাব করা হয়েছে সে কেবল এদেশে উৎপন্ন ফসলের। বলা যেতে পারে, যদি Principle of Comparative Advantage অনুসারে যাবার ফসল বাদে উৎপাদন করার চেয়ে বিদেশ থেকে আমদানী করাতে সুবিধা হত তাহলে এদেশে চাষের পরিমাণ কমলেই বা ক্ষতি কি? অবশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় এ যুক্তি চলে না, এমন কি অন্য সময়েও এরূপ আমদানীতে আমাদের আপেক্ষিক সুবিধা কি বা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও দেখা যায় আমদানীও বেশী কিছু হয় নি। এই কয় বছরের মধ্যে ১৯৩৯-৪০ সালে সবচেয়ে আমদানী সর্বাপেক্ষা বেশী হয়েছিল, কিন্তু তা-ও প্রথম প্রথম সব ফসল মিলিয়ে ২২ লক্ষ টনের বেশী নয়। (মূল গ্রেন পলিসি কমিটী রিপোর্ট ৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ যেখানে যাবার চাল আমদানী হত তা ১২ লক্ষ হতে ১৭ লক্ষ টনের মধ্যে। ১৮৯৮ সালের কেমিন কমিশনের রিপোর্টে জানা যায় যে সমস্ত বর্মা হতে ৫৫ লক্ষ টন চাল আমদানী হচ্ছিল। তাহলেই এদেশে উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে এদেশে আমদানী ফসল যোগ করলেও আমাদের খাদ্যাভাব কমে না। পূর্বের চেয়ে অবস্থার অবনতি হয়েছে এ কথা অনস্বীকার্য।

সুতরাং বিভাগভিত্তিক পরিবর্তমান চাষের উল্লিখিত প্রধান উপাদান যেটী দেখিছি হতে দেখা যায় আমাদের চাষের অবনতি ঘটেছে। অর্থাৎ ভাল খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনই যদি চাষের প্রাথমিক লক্ষ্য হয় তাহলে বলতে হয় আমরা ক্রমশঃ ক্রমশঃ অবনতির দিকেই এগিয়ে চলেছি।

এইবার অন্য দিক্ হতে চাষের অবস্থাটা আলোচনা করা যেতে পারে। দেশের চাষীদের ভাল আয়ের অবস্থা করতে হলে দেশে যেমন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের সুব্যবস্থা থাকা দরকার চাষীদের সেইরূপ ক্রয়ক্ষমতারও থাকা দরকার। এই ক্রয়ক্ষমতা তাদের দুভাবে বাড়ানো যেতে পারে। প্রথমতঃ তাদের চাষের উন্নতি করে অর্থাৎ তাদের কম খরচে বেশী ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করে; দ্বিতীয়তঃ কিছু খাবার ফসল বা অন্য ফসল বিশেষ কিছী করে অপেক্ষাকৃত সুবিধার অন্য জায়গা হতে ফসল সংগ্রহ করা বা আনুষঙ্গিক বিনিময় চালানো। ইটু, ফিক্ ফসকারেলে এই সিদ্ধান্তই করেছে। 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকার কথায়, The prior charge upon each country will be to provide the goods of high nutritional value—beyond this basic domestic priority "consumption needs must be met from the most effecient sources of production" in whatever areas, at home or abroad, those sources may be found. expansion and effeciency are the first two Hot Springs principles—the third is ease of exchange.

এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে এমন কিছু ব্যবস্থা হয় নি যাতে চাষীদের কম খরচে বেশী ফসল উৎপাদন সম্ভব হতে পারে। বরং জমি যত ভাগ ভাগ হয়ে যাবার ফলে, জমির উৎপাদিকা শক্তি কমবার ফলে, এবং খাজনা বাড়া হওয়ায় চাষের অবস্থা ক্রমশঃ হীনতর হচ্ছে। সেজন্যে আমদানে জিনিষ যাকে তাকে আনুষঙ্গিক বিনিময়ে ফসল থেকে আনুপাতিক সুবিধা করতে পেরেছে কি না। বিদেশ হতে আমাদের দেশের আনুষঙ্গিক বিনিময়ের হার (Net Barter Term of Trade) আলোচনা করলে দেখা যায় সে হারও ক্রমশঃ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে হচ্ছে। অবশ্য এই হার নির্ধারিত হচ্ছে মূলতঃ রপ্তানী আমদানী-দ্রব্যাদির হিসাবের উপর, কিন্তু তা হলেও এ হতে একটী আন্দাজ পাওয়া যায় :—

ভারতের আনুষঙ্গিক বস্তু-বিনিময়ের নীট হার (Net Barter Term of Trade)

১৯২৭-২৮ = ১০০

১৯২৮-২৯	১৯৩০-৩১	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৯-৪০
১০১'১	৮৯'৪	৮৮'৯	৯১'৬	৮৩'৮

(ডঃ যোশীলিখিত নিবন্ধ Indian Currency Problems in the Last Decade ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের Report on Currency & Finance হইতে সঙ্কলিত)

[তা হলে দেখা যাচ্ছে, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের দিকু থেকেও আমাদের চাষের অবনতি ঘটেছে, কলকারখানাতেও আমাদের লাভ হচ্ছে না। আমাদের কৃষি হতে আমাদের লোক ফিরছে না, অর্থব্যবস্থাও আপেক্ষিকভাবে কমছে। এক কথায়, আমাদের অবনতি সব দিকেই।

২

আমাদের কৃষি এই ভাবে অবনতির দিকে এগিয়েছে, এবার সমীক্ষা সুরু করা যাক। পূর্বোক্ত পটভূমিকা মনে রাখলে মন্বন্তরকালীন ঘটনাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য বোঝা সহজ হয়। ফলের ফলে খাদ্যদ্রব্যের উৎপন্ন অত্যন্ত হ্রাস পড়ল। চাষীরা দিশেহারা হল কৃষিকে ছেড়ে। প্রথমতঃ, আগে তাদের এমনে যৌথু খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত তাও আর পাওয়া সম্ভব হল না, দ্বিতীয়তঃ যৌথুও পাওয়া গেল তার দাম অত্যধিক বেশী। খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ কমবার কারণ আগেই বলেছি। অস্থায়ী হয়ে বহু পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দেশের বাইরে চলে যায়। সেই সঙ্গে সরকার বহু পরিমাণ বস্ত্র ত্রিপাত্রাল পলিসি ও নাবরিক প্রয়োজনে কিনে আনেন, সেজন্য জনসাধারণের জন্য খাদ্যবস্ত্র পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। দেশের ও অন্যান্য যানবাহন-ব্যবস্থার অসুবিধার জন্যে যেখানে কিছু খাদ্যদ্রব্য ছিল সেখান থেকে খাদ্যদ্রব্য আনবার খাদ্যও সহজ হয়ে উঠল না। এ ছাড়া কিছু চোরা বাজার, কিছু মজুত, কিছু মুনাফার লোভে মজুত ইত্যাদি নানা কারণে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ আরও কমেছিল। এর উপর আমদানী বন্ধ। মূল ফ্রেন পলিসি কমিটীর মতে খাদ্য-সঙ্কটের প্রধান কারণ এইগুলি :—(ক) সরবরাহের দিক হতে দেখা যায়, (১) জমি হতে আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি যে সব খাদ্যতি অঞ্চল সাধারণতঃ বর্ষার উপর নির্ভর করত সেই সব জায়গায় খাদ্যাভাব ঘটল। (২) বাংলার নষ্টিক খাদ্যের পরিমাণ কমে যাওয়ায় এবং ফলে খাদ্যাভাব বাড়ে। (খ) চাহিদার দিক হতে দেখা যায় (১) বাজারে খাদ্যাভাবের সঙ্গে মূল্য নিয়ন্ত্রণ হওয়ায় ফলে মানসিক অবস্থারও বিপর্য্যয় ঘটে, ফলে সমাই ক্রয় পায়। (২) বেশী মজুত করার ফলে এবং কোথাও কোথাও আমদানির পরিমাণ বাড়বার ফলে বাজারে যে পরিমাণ খাদ্য আসছে তা আগেকার। সেই অল্প সরবরাহের তুলনায় এই প্রভাব অত্যন্ত বেশী পড়ে। (৩) বাজার আর মূল্যের ফলায় এই সুযোগকে ফেরেরে ভাবের চাহিদাও বেড়েছে। (৪) সব রকমের উদ্বৃত্ত ধন বাজার সন্ধানের চীনরা বেড়েছে। (৫) চোরা বাজারে ইত্যাদিতে কিছু মাল লুকানো যাচ্ছে। (৬) নিলিম পাওয়া যাবে না এই ভয়ও চাহিদা বেড়েছে। মূল ফ্রেন পলিসি কমিটী যে সব ঘটনা ফলাও করেও বলে নি তা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক। তাঁরা বলেছেন, মূল্যের মধ্যে এমন কোন বাজারের আছে যাতে ভবিষ্যতে ইত্যাদি ইত্যাদি হবে, কিন্তু এই সকল প্রভাবান্বিত দ্বারা ভবিষ্যতে যে খাদ্য-সঙ্কটের একটা প্রধান কারণ সে কথা তাঁরা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নি। আর মুদ্রানীতি সম্বন্ধে তাঁরা কোন মন্তব্যই করেন নি। অথচ ইণ্ডিয়ার মনে আমাদের মুদ্রা সম্প্রসারণের অধিকার থাকায় ভারতবর্ষের অবস্থা সত্যিকারের ঘরে উঠেছে। প্রত্যেক আন্তর্জাতিক কারবারেরই নিয়ম মধ্যে কোনো বিদেশের মুদ্রা সংগ্রহ করে তাকে দাম দেয়, মুদ্রা সংগ্রহের উপায় না থাকলে কিনিষ কিনতে পারে না। কিন্তু এখানকার বিধান ঠিক বিপরীত। ভারত সরকার জিনিষ সরবরাহ করছেন, ব্রিটিশ সরকার তার বদলে ভারতী ইণ্ডিয়ার ভারত সরকারের নামে লিখে দিচ্ছেন, আর ভারত সরকার আবার সেই ইণ্ডিয়ার জোরে নোট ছেপে এখানে জিনিষ-পত্রের দাম দিচ্ছেন। ফলে দাম চড়তে থাকা। তাছাড়া দাম কমাবার যথোচিত কোনও চেষ্টাই সরকার করেন নি, ফলেও একেত্রে তা সফল হয় কি না সন্দেহ। 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকার কথায় এই অবস্থাটি বর্ণনা করা যেতে পারে :—

The story of India and every analysis of India's food position must be that there is not enough food available, and not enough purchasing power in the hands of the poor, to prevent tragically many deaths from starvation and disease, in good or bad times—in both this country (U. K.) and the United States even the austerest principles of war economy give the bare necessities of civilian life at least as high a priority as munitions themselves. In India the belt has been tightened when there was less than no slack to take in (Economist, Oct. 10, 1943)

এই মুদ্রাকালীন ঘটনাবলীর ফলে আমাদের দেশে কৃষির বহু পরিবর্তনের সম্ভাবনা। যদীয় পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বলবার চেষ্টা করেছিলাম, আমাদের দেশে মূল্যের ফলে শিল্প কিছু অগ্রসর হল ঘটে, কিন্তু চাষের কিছু অগ্রগতি হল না। যদি দেশের আর্থিক অগ্রগতির মধ্যে কৃষি ও শিল্পের সামঞ্জস্য করার যা থাকে তাহলে জাতীয় অর্থনৈতিক সংগঠনের দিক হতে তা অনিষ্টকর। নিয়ন্ত্রিতদের পরিকল্পনাতে এই জাতীয় চাষ ও শিল্পের মধ্যে অধিকতর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁরা অবশ্য আন্তর্জাতিক সমন্বয় স্থাপনের দিকে বেশী জোর দেন নি। ছাই ভিন্ন অবস্থাতেও আন্তর্জাতিক বিনিময়ের উপর অবশ্যই জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানেও খাদ্যের মূল্যের যে নানা অসঙ্গতি বিদ্যমান তখনও দেখা যায় আমাদের যে অঞ্চল খুরোপের যে অঞ্চলের কৃষি ও শিল্পের সামঞ্জস্য নেই। তাঁরা সমস্ত জগতের দিক থেকে এই কৃষি ও শিল্পের যে সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন (তাঁদের কথায় সমস্তাটী হচ্ছে—The establishment of optimum terms of world trading between farm production and manufacture) এদেশের নিয়ন্ত্রিতরা আমাদের দেশের অনুকূলতার অবশ্যই সেই সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে আন্তর্জাতিক লেনদেনেরই প্রাধান্য থাক, যা জাতীয় স্বয়ং-সম্পূর্ণতার উপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা অবশ্য প্রয়োজন। দেশের আর্থিক শক্তি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসার মধ্যে এমনভাবে বিভক্ত হওয়া উচিত যাতে আমাদের সব চেয়ে সুবিধা হয় এবং জাতীয় আয় সর্বাপেক্ষা বাড়ে। এই মূল্যের ফলে চাষ ও শিল্পের অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। কোনও কোনও শিল্পের কিছু অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু কোন কোন শিল্প, বিশেষতঃ ছোট শিল্প, অনেক লাভই আদায় দেয়েছে। অন্যদিকে মূল্যের ফলে চাষীর উন্নতি কোথাও কোথাও হয়েছে, কিন্তু 'আমার-কলম-আমার' আন্দোলনের প্রচলন সত্ত্বেও দেশের কোনও উন্নতিই হয় নি। চাষীর অবস্থাও সব জায়গায় সমান নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পাঞ্জাবের অবস্থা আর বাংলার অবস্থা আকাশ-পাতাল তফাৎ। বাংলাদেশে, বিশেষতঃ ১৩৫০ সালে, এমন একটা অবস্থা ঘটেছিল যে চাষীদের প্রায়শঃ কমিল। মূল ফ্রেন পলিসি কমিটীর হিসেব অনুসারে বাংলা সরকারি সাধারণতঃ ৩ লাখ টন খাবার নীচে আমদানি করে, কিন্তু পাঞ্জাবে সাধারণতঃ সাড়ে সাত লাখ টন খাবার উদ্বৃত্ত হয়। মূল ফ্রেন পলিসি কমিটীর মতে গত বছর বাংলার সাত লক্ষাধিক আমাদের বাইরে ছিল। এই বাইরের হিসাব নিয়ে তর্ক তুলতি যে। কিন্তু বাইরে যতটুকুই হোক, তার ফল সব চেয়ে সাংঘাতিক হয়েছিল চাষীদের পক্ষে; যদি চাষীদের হাতে খাদ্যদ্রব্য থাকতো তা হলে তাদের দুর্দিনে প্রাণহানি হত না, আর কিছু খাদ্যও তারা পেত। কিন্তু যে অবস্থায় তাদের সব পুরোনো আমাকাপড় কলল চাষীদের আমদানি হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের অবস্থাই সবচেয়ে সঙ্কটজনক হয়ে দাঁড়াল। : পাঞ্জাবে এ অবস্থা ছিল না। সেখানে কিছু যে চাষীদের হাতে শস্য ছিল এবং সেই শস্য প্রয়োজন মত ছেড়ে তারা কিছু বেশী দামও পেয়েছিল তাই নয়, আরও সাধারণ ভাবে তাদের এমন অবস্থাগুলি হয়ে কৃষি হয়েছিল যা বাংলার চাষীদের তাদের ছিল না। যেমন, পাঞ্জাবে সমবায়-পরিচালনের অভিজ্ঞতাই মূল্য যোগাবার করেছে, যা হতে তাদের আরও হয়েছে। পাঞ্জাব বিরোধী বা মূল্য এ সম্বন্ধে একটী চিঠে

দারুণ গ্রীষ্মে

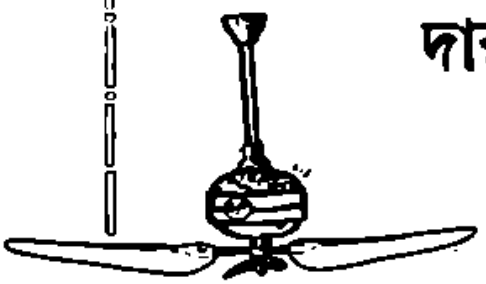

"কুলার"

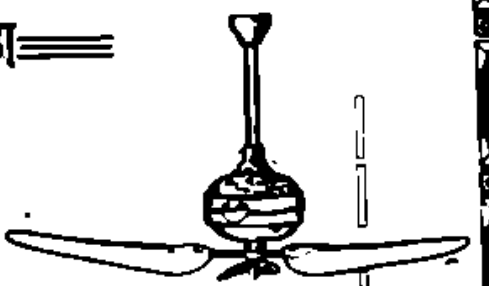

আপনার সহায়ক হউক

ডি, সি, সিলিং পাখা

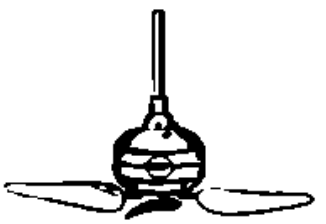

প্রস্তুতকারক :—

স্বস্তিকা ইলেক্‌ট্রিক ওয়ার্কস্

৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন
কলি : ৪৮৭৪

টেলি :
INDIGENOUS

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আমাদের সমস্ত শেয়ার বিলিকৃত হইয়া গিয়াছে।

অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত ও প্রচলনের একটি নির্ভরযোগ্য।

প্রতিষ্ঠান

দি আয়ুর্ব্বেদ ভবন লিঃ

হেড অফিস—পুরাণবাজার (চাঁদপুর), ত্রিপুরা।

দেশবরেণ্য প্রবীন জননায়ক

৺হরদয়াল নাগ মহাশয়ের অভিমত ঃ—

"...অতি অল্পকালের চেষ্টায় এই ঔষধালয়টী একটী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।..... সমগ্র দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছি যে, উক্ত আয়ুর্ব্বেদ ভবনটী যেন সকলেরই ভাবীকালী সহানুভূতি পাইয়া পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে উহার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।"

ঔষধ বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বত্র এজেন্সী খোলা হইতেছে। কতিপয় অভিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত করা হইবে, আবেদন করুন।

আউলিল অর্থ, ষ্টেটে বিশেষের. সেটি লক্ষণীয় :—

প্রদেশ	সশস্ত্রবাহিনীতে ভর্তির সংখ্যা	চাষী-পরিবার হতে সংগৃহীত খাদ্য	খাদ্যের জন্য ইস্যুকৃত এজেন্ট মহাজনের সংখ্যা	কিস্তির	মোট কৃষিঋণ	কোঅপারেটিভ	ব্যাঙ্কসমূহ থেকে ঋণ ইত্যাদি
পাঞ্জাব			৩০০০০০	১৫০০০	৩৫০০০		
মাদ্রাজ			৯৫০০০	৭০০০	৪৯০০০		
যুক্তপ্রদেশ			১৩০০০০	—	১৮০০০		
বাংলা			৪২০০০	২৩০০	৫০০০		
বোম্বাই			৫৩০০০	২২০০	৯৫০০		
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৭০০০০	৮৩	৪১০০০	—	৮০০০	—	—
বিহার	৪০০০০	—	—	—	—	—	—
মধ্যপ্রদেশ	২০০০০	নাই	—	—	—	—	—

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ অসম বিকাশের ফল ভাল হয় নি। যেখানে চাষীদের উপর আঘাত সব চেয়ে বেশী পড়েছে সেখানে চাষবাসের সমস্ত ব্যবস্থা আকুল হয়ে গিয়েছে। জমি চাষীদের হাত-ছাড়া হয়েছে, ভূমিভূক্ত মজুরদের আর্থিক সামর্থ্য ও মোট সংখ্যা উভয়ই কমেছে, সবের ওপরে জমির পতিত হয়েছে. চাষীদের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ হওয়ায় বীজের জন্য প্রয়োজন হাল বলদ টানাটানি সব কিছুরই অভাব ঘটেছে। অন্যদিকে যেখানে চাষীদের অবস্থা সচ্ছল হয়েছে সেখানে সেখানে সেই অর্থ ফসলের দাম অনাবশ্যকভাবে বাড়াবার সহায়তা করেছে। সেখানে সে অর্থ জমিতেই পুনর্বার বিনিয়োজিত হয়েছে, কিন্তু জমি সেখানে যেখানে ওপরে অত্যধিক চাপে। বিশেষ হতে দেখা যায় মোট জমির পরিমাণ যে বেড়েছে তা নয়। সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে অর্থ হচ্ছে শুধু জমি-বন্টনে, একজনের হাত হতে টাকা আর একজনের কাছে যাচ্ছে। সেইরূপ সমষ্টিগত দিক হতে যদিও আমাদের চাষের উন্নতি কিছুমাত্রই হচ্ছে না, চাষের মোট জমির পরিমাণও বাড়ছে না, নতুন নতুন উপায়ে নতুন নতুন ফসল চাষের ব্যবস্থাও হচ্ছে না, অথচ বহুক্ষেত্রে বেশী ফসল ফলাবার কোনও বাধ্যবাধকতা হচ্ছে না, শুধু ফ্রেডিসংস্থানের মধ্যেই আমাদের অনেক আর মূলধনীতির আকার ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে, তার প্রভাবও চাষবাসে ক্রমশঃই বাড়তে পড়ছে। এই অর্থ যদি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে কৃষিতে নিয়োজিত হত বা শিল্প গড়বার সহায়তা করত তাহলে আমাদের একটা স্থায়ী উন্নতির সম্ভাবনা ছিল। এখন শুধু ফসলের দাম বাড়ার ফলে জমির দাম বেড়েছে, পরে যখন ফসলের দাম কমবে তখন বর্তমান ঋণীদেরকে মোকদ্দমা করে করতে বা পাওনা জমি আবার হস্তান্তরিত হবে। আন্তর্জাতিকভাবে এতে আমাদের লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী, কেননা এখনকার মালিকেরা শেষ পর্যন্ত লাভবান হলেন কি না হলেন সে কথা ছেড়ে দিলেও শুধু জমির দিক থেকে বা কৃষির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এ রকম ঘন ঘন হস্তান্তরে চাষের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। একটা বা দুটো বড় জমিদারের কৃষির দোষও উন্নতি হয়নি, বরং ক্রমিক অবনতিই ঘটেছে। সেই জন্য এখন যেখানেও কোম্পানী ও মহাজনের হাতে কিছু টাকা এসেছে, সেখানেও আপনা আপনি কৃষির উন্নতি ঘটছে, এ আশা দুরাশা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শুধু কৃষির দিক্ থেকে কৃষির কথা আলোচনা করলে দেখা যায়, যুদ্ধের ফলে সেদিকে আমাদের কোনও উন্নতি হয় নি। বরং যুদ্ধের ফলে নানারকম অসুবিধা ও অনাবশ্যক সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শিল্পের দিক্ থেকে কৃষির কথা আলোচনা করলেও দেখা যাবে সেদিকেও আমাদের কোনও সুবিধা হয় নি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে শিল্পসংস্থিতির পরিবর্তনের জন্যদের যন্ত্র-সম্পূর্ণতার দিকেই ঝোঁক বেশী পড়েছে, এমনকি শিল্পের যাঁতা কালের সহায়তাও পড়ছে। এই পক্ষপাতিত্ব সম্পূর্ণ অসমর্থনযোগ্য। যে সব দেশ আমাদের বেশী শিল্পপ্রধান অথচ যাদের যাঁতা কাল তখন সেই সব দেশে বিশেষ হাত যাঁতা কাল আমদানী করে অনেকের শিল্প চালু রাখতে বাধ্য। কিন্তু যাঁতা কালের প্রবর্তনাই আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রধান বাধা, অথচ আমরা যদি আমাদের দেশের যাঁতা কাল নানা শিল্প সঙ্গে তুলে তার জন্য ব্যবস্থার না করতে পারি তাহলে আমাদের উন্নতি অসম্ভব। আমাদের চাষের অবস্থিতি হলে আমাদের উৎপন্ন যাঁতা কালের পরিমাণই কমবে তা নয়, যাঁতা কাল উৎপাদন যদি সুচারুরূপে না হয় তা হলে তার যাবও সস্তা হবে না, ফলে শিল্পের বিনিময়গুলিরও দাম চড়তে থাকে। এক কথায়, সব দিকে পূর্ণতা দেখতে হলে একটা সর্বব্যাপী সুনিয়ন্ত্রিত সুচিন্তিত পরিকল্পনার দরকার। আমাদের দেশে তার কোনও সম্ভাবনা নেই। এই প্রসঙ্গে একটী কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপারের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক বিবর্তনে দেখা যেতে, যখন চাষীদের অবস্থা স্বচ্ছল হয় তখনই সেখে উৎপন্ন কৃষির মূল্যের পরিমাণ কমতে থাকে। চাষীদের হাতে টাকা এলেই তারা কৃষির বিনিময় যেতে দিয়ে ও ব্যবসায়ে বিনিময় বিনিময় থাকে বেশী, ফলে ঐ বিনিময়গুলির চাহিদা বেড়ে যায়। সে সময় যদি শিল্পে বা ব্যবসায়ে অভাবগ্রস্ত লোক না থাকে তাহলে দেশের মজুরদেরই দল বেড়ে শিল্পে ও ব্যবসায়ে খাটতে আরম্ভ করে। তাতে চাষের পরিমাণ কমবার সম্ভাবনা। দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এরকম ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। ভারতবর্ষের অন্যরূপ ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। কিন্তু অনিবার্য্যের ভাবে এরকম পরিবর্তন ঘটার বিলম্ব আছে; ভারতবর্ষে শিল্প ও ব্যবসায় প্রসার হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু সে ভাবনে কৃষিরও অবহেলা করা চলে না। শিল্প প্রভৃতির জীয়ন কাল যোগাবার ভার আমাদের কৃষির উপর। তা ছাড়া বাজার বিশেষের কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসা আমাদের পক্ষে বড় লাভজনক হবে না, বিশেষতঃ যদি আমাদের কৃষির উন্নতি হয়। কিন্তু যুদ্ধের ফলে আমরা যে দিকে অগ্রসর হচ্ছি সে আমাদের উন্নতির পথ বলে মনে হয় না।

•

অন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যুদ্ধের ফলে এমন একটী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গঠিত হচ্ছে যে, যে সব দেশ কাঁচা মাল অল্প খরচে উৎপাদন করতে পারবে তাদের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় অনেক সুবিধা পাবার সম্ভাবনা। বিদ্যুতের আলো-জ্বার স্থান এখানে নেই, কিন্তু মোটামুটী কয়েকটী কথা আমরা বেশ বিচার করতে পারি। এ যুদ্ধের ফলে একটা প্রধান অর্থনৈতিক পরিবর্তন এই যে, এ পর্যন্ত যে যে দেশগুলির অনেক উদ্বৃত্ত ফসল থাকতো সে দেশগুলির ক্রমশঃ ক্রমশঃ শিল্পপ্রধান হয়ে উঠছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। পণ্ডিতেরা আশঙ্কা করেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের পর বাড়তি ফসল জন্মানো যুদ্ধের কথা, খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য অনেক পরিমাণে আমদানী করতে হবে। তা ছাড়া যুদ্ধের ফলে যে সব দেশ কাজে লেগে গেছে সে সব দেশে কৃষি আবার আগে যুদ্ধের সময় লাগবে। সেই জন্য মোটামুটী এ কথাও বলা যেতে পারে যে, যুদ্ধ শেষ হবার পরে সঙ্গেই কৃষিজ দ্রব্যের একটা জোর চাহিদা হবার সম্ভাবনা আছে।

ফসলের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক বিবর্তনের কয়েকটী নির্দিষ্ট রীতি আছে। যে সব দেশ আধুনিক বিজ্ঞানের আওতায় সে সব দেশে কৃষির প্রাধান্য যাবে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ কৃষি হবে শিল্পের প্রাধান্য স্থাপিত হয়, সব দেশে দেখা যায় শিল্পও সর্বপ্রধান নেই, তার প্রাধান্য ব্যবসায় তাকে করেছে। ইংলণ্ডে দেখা যায়, ১৮৭১ সালে আতা তাজ করে এমন জনসংখ্যার শতকরা ১৪'১ জন কৃষিতে নিযুক্ত ছিল, শিল্পে ছিল শতকরা ৪১'৪ জন, ব্যবসায় শতকরা ৪১'৫ জন। ১৯৩৯ সালে সংখ্যাগুলি যথাক্রমে হয়ে দাঁড়িয়েছে ৪'৯, ৪২'০, ৪৩'১। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা যায়, ১৮৭০ সালে সংখ্যাগুলি ছিল যথাক্রমে ৫৩'৮, ২২'৬, ২৩'৬। এখন ১৯৩৯ সালে সেগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫'৪,

২৮৮, ৪৫৮। ভারতবর্ষ এখন অনেকটা ১৮৭০ সালের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থায় আছে। তার কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যা তার ছোট ঘরে এখন মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৫% ভাগ, শিল্পে শতকরা ১৫% ভাগ, ব্যবসায় শতকরা ২০৮ ভাগ। যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের কৃষি অবশ্য কিছু বেড়েছে। 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকার মতে ক্যালরির হিসাবে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগ বেড়েছে। কিন্তু তাতে যে অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারা পরিবর্তিত হবে তা মনে হয় না। বিশেষতঃ, কৃষি আজকাল কলকব্জার সাহায্যে অনেক-খানি হয়, ইংলণ্ডেও তাই হচ্ছে। সুতরাং কৃষি বাড়লেও তার নিযুক্ত মোট জনসংখ্যা অল্পমাত্র পরিমাণে বাড়েনি। অন্য অন্য দিকে যে সব দেশ এ পর্যন্ত কৃষি ও শিল্প নিয়েই প্রধানতঃ ব্যস্ত ছিল সে সব দেশ ক্রমেই শিল্প ও ব্যবসায় নিয়ে অধিকতর ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এই বিবর্তনের গতিটা ইংলণ্ড ও আমেরিকার অবস্থা তুলনা করলেই বোঝা যায়। ইংলণ্ডে শিল্পে নিযুক্ত জনসংখ্যার শতকরা ৪২'০ ভাগ, ব্যবসায় ৪০'১, সেখানে আমেরিকার সংখ্যা-গুলি যথাক্রমে ২৮৮ ও ৪৪'৫। আমেরিকার কৃষি ভাগে নিযুক্ত জনসংখ্যা এখনও অনেক, ব্যবসায় নিযুক্ত জনসংখ্যা আপেক্ষিক হিসাবে কম। সে হিসাবে মনে হতে পারে আমেরিকা কৃষি ইংলণ্ডের তুলনায় অগ্রসর। এক হিসাবে কথাটা সত্য, এক হিসাবে আদপে সত্য নয়। কারণ, যারা শিল্প উৎপাদনে আমেরিকার বেশী। সেখানে ইংলণ্ডে কৃষিতে যারা শিল্প উৎপাদন ৪৭৫, শিল্পে ৮১৫, ব্যবসায় ১,৭৭৫—সেখানে আমেরিকার যথাক্রমে সংখ্যাগুলি হচ্ছে ৭০১, ১,৮৫২, ২,৭৮৫। এ থেকে বোঝা যায়, ইংলণ্ডের প্রাচীনত্ব এবং জরা কেন দিয়েছে। সে অর্থনৈতিক বিবর্তনে অগ্রসর হতে হতে এখন প্রায় শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে, ব্যবসাই তার প্রধান সম্বল। অথচ তার উৎপাদন-ক্ষমতা কোনো ক্ষেত্রেই আমেরিকার মত প্রচুর নয়, অনেক লোকের জীবিকা সন্ধান করতে গিয়ে তারা শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এজন্য-তার যুদ্ধের ফলে দেখা যাবে, ইংলণ্ডের অবস্থা হীনতর হয়ে পড়েছে, আর ইংলণ্ড যেমন তার অর্থনৈতিক বিবর্তনে একটা চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল, আমেরিকাও সেই সীমায় গিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তার ব্যবসা বৃহত্তর হয়ে উঠবে, কৃষি কমবে। যেমনি মত যুদ্ধে আমেরিকার যে যে পরিবর্তন হয়েছিল অন্য কতকগুলি দেশে অল্পমাত্র পরিবর্তন হবে। যেমন ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ আন্তর্জাতিক লেনদেনে কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্পপ্রধান দেশ হয়ে উঠবে। এ ছাড়া আরও কতকগুলি দেশে কৃষি কমবার সম্ভাবনা। এর মধ্যে স্পেন, পোর্টুগাল, আর্জেন্টাইন, পোলাণ্ড, রুমিনিয়া প্রভৃতি দেশ প্রধান।

যুদ্ধের দেখা যাচ্ছে জগতের অর্থ নৈতিক বিবর্তনের প্রধান ঝোঁক হচ্ছে কৃষি-শিল্প-ব্যবসায়। কৃষি থেকে অর্থনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়, ক্রমে শিল্প প্রধান হয়ে ওঠে, শেষে ব্যব-সায় প্রধান স্থান অধিকার করে। এই শেষ অবস্থায় আবার কৃষির অবনতি ঘটে। জগতের অর্থনৈতিক যোলআনার স্থায়ী সমাধান করতে হলে এই ক্রমিক চক্রবৎ বিবর্তন বন্ধ করে জগতের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় মধ্যে একটা সমতল স্থাপনা করতে হবে। কিন্তু এখনও তার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এই চক্রবৎ পরিবর্তনে ইংলণ্ড তার ব্যবসায় শেষ সীমায় পৌঁছেছে, এখন নতুন কিছু না করতে পারলে বা উৎপাদন-ক্ষমতা না বাড়াতে পারলে তার আপেক্ষিক হীনাবস্থা ঘটবারই সম্ভাবনা। আমেরিকা তার সমস্ত শক্তি এখন তাতে লাগাল, সে-ও ক্রমেই ব্যবসা-প্রধান হয়ে অর্থনৈতিক বিব-র্তনের দ্বিতীয় স্তর থেকে তৃতীয় স্তরে অগ্রসর হচ্ছে। যে দেশ প্রথম স্তরে ছিল সে দেশ দ্বিতীয় স্তরে এসেছে। কিন্তু মজার কথা এই যে, কোনও দেশই প্রথম স্তরে ফিরে আসতে চায় না, কেননা তাদের চেয়ে শিল্প-ব্যবসায় লাভ বেশী। সুতরাং সেদিক থেকে জগতের কৃষির অবনতির সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া বর্তমান যুদ্ধের সময় খনে ইত্যাদি তাহলেও কৃষির অবনতির যে সম্ভাবনা আছে সে কথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, যদি ভারতবর্ষ চিরা-চরিত অর্থনৈতিক ক্রমের ভোরে বিশ্বাস না হয়, অর্থাৎ সে যদি নিজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষির অবনতি ঘটতে না দেয় তাহলে যুদ্ধোত্তর জগতে তার একটা বিশেষ সুবিধা-জনক স্থান অধিকার করা মোটেই কঠিন নয়। বিশেষতঃ আজকে যেন ঘরোয়া শিল্পগুলিতে ব্যবসা পর্যন্ত পৌঁছবার পর কৃষির দিকে ফিরবার চেষ্টা করে তাহলে ততদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ একটা বিশেষ স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার করে থাকতে পারে এবং যদি ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে উন্নত প্রণালীতে কম খরচে বেশী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে পরবর্তী কৃষিদ্রব্যের সমস্যায় হতে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখের পক্ষে কঠিন হবে। অবশ্য ভারতবর্ষের অবস্থা থেকে সমস্যা সমাধান করা যদি সম্ভব নয়, কিন্তু এই সময় ভারতবর্ষ যদি কম খরচে বেশী উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে তার আসন বহুকাল সুদৃঢ় থাকা কঠিন নয়।

৪

আমাদের যুদ্ধোত্তরকালে আর্থিক উন্নতি করতে হলে প্রথমতঃ আমাদের অর্থ নৈতিক বিবর্তনের ধারাটা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দরকার, আর দ্বিতীয়তঃ দরকার আমাদের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্য কি সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত, আর কি ভাবে সেই উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করা যায় সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত। পূর্বের আলোচনায় এই দুটী কথা বলবার চেষ্টা করেছি। প্রথম কথা, আমাদের কৃষির অবনতি আজকের কথা নয়, অনেকদিন থেকেই এ অবনতি চলে আসছে। দ্বিতীয় কথা, যুদ্ধের সময় যে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন আমাদের দেশে হলো তার ফলে আমাদের কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা নেই, বরং অভিমুখের গতিবেগ বাড়বার সম্ভাবনা। তৃতীয় কথা, আমাদের কৃষির অবনতি দূরী করতে বহু কথা বলা দরকার। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের দেশের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য উৎপন্ন করা এবং সে উৎপাদন যথাসম্ভব অল্প খরচে সুচারুরূপে করা। এ বিষয়ে দুই দিক্ দিয়ে অনুসন্ধানের ও যোগাই পরিকল্পনা একদরকার। কিন্তু এ ছাড়াও আরও একটী ভাববার কথা এই যে, আমরা নিজের বহুই অগ্রসর হবার চেষ্টা করি না কেন, কৃষিকে যেন জোর করে জগৎ এ পর্যন্ত যে অর্থ-নৈতিক বিবর্তনের স্তরে বিন্যস্ত হয়েছে আমরাও সেই স্তরে বিন্যস্ত হব। আমাদের শিল্পগুলিকে বাঁচা মাল যোগাবার জন্য এবং বাঁচা মালের ও কৃষির দ্রব্যের বহির্বাণিজ্য হতেও লাভ করার জন্য আমাদের কৃষির উন্নতি দরকার। সুতরাং কৃষি সম্বন্ধে আমা-দের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার তিনটী দিকে প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথমতঃ শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও অগ্রগতি দরকার, কোনটীই অন্যের অগ্রগতিকে যেন পর্যন্ত আগুনি লাভ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষির উন্নতি হচ্ছে খাদ্য সরবরাহ, অবশ্যে এবং সন্তায়ের বিশেষে। তৃতীয়তঃ, লাভ-জনক সর্তে বাঁচা মালের ব্যবসা, অবশ্যে এবং বিশেষে। এদিকে যোগাযোগ পরিকল্পনার জোর দেওয়া হয় নি, কিন্তু মনে হয় এদিকেও জোর দেওয়া উচিত। *

* অবশ্য এমনটী নিয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। এখন আর আগে যখন ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মোড়াপত্তন হচ্ছিল তখনও যে কৃষির অবনতি বন্ধ হওয়া উচিত এসব ইংরেজ ছাড়া অন্য কারও কারও মনে হয়েছিল। অবশ্য ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যিক লেনদেনের স্বার্থে ভারতবর্ষে শিল্পের উন্নতি হওয়ার সম্ভব ছিল না, অন্য কৃষি সম্বন্ধেও এমন কোনও ব্যবস্থা হয়নি যাতে কৃষিরও যথাবিধি উন্নতি হতে পারে। উপরন্তু আন্তর্জাতিক লেনদেনের ব্যাপারে যখন ভারত-বর্ষের শিল্পজাত বা সোনা বা আরার সার্থে' হবে

সুতরাং কথা হচ্ছে, এই উদ্বৃত্ত কি ভাবে সঞ্চিত হতে পারে, কৃষির অবনতি কি ভাবে বন্ধ করে পরিবর্তনের অনুকূলভাবে অর্থ ফেলা যেতে পারে। এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ বিচার এখানে সম্ভব নয়; কেননা এ প্রশ্নের বিচার করতে গেলে কি কি কারণে কৃষির অবনতি ঘটেছে এবং কি কি ভাবে সেগুলি বন্ধ করা যেতে পারে তার সম্পূর্ণ আলোচনা করতে হয়। সে প্রসঙ্গে কৃষি-ব্যবস্থা, কৃষির অবস্থা, চাষের পদ্ধতি, সেচের বন্দোবস্ত, বনজঙ্গল ও বৃষ্টি ইত্যাদি চাষের নানা দিক; কৃষির আর্থিক বন্দোবস্ত, সস্তা সুদে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা, কৃষির প্রতি ভাল লোকের

আগে অবশ্য বিশেষ করে যখন ইংলণ্ডের শিল্প গড়ে তোলার জন্য সেকালের আমেরিকাতে রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ ও অন্য কৃষিজ দ্রব্য পাঠানো হত। তখন অবশ্য কয়েক বছরের জন্য আমেরিকার যুক্ত কৃষিজাত হারে এটা। তখন সব আলোচনা করলেও, এ সম্বন্ধে সেকালের ইংরেজ অর্থনীতিবিদেরা কিছু বলেননি। Even Sir John Malcolm did not see, or perhaps did not care to state, that the industrial prosperity of a subject population was impossible when the settled policy of the ruling nation was to convert India into a land of raw produce only, for the purpose "of rendering Great Britain independent of foreign countries for a considerable portion of raw material upon which her most valuable manufactures depend." Public men or public writers in England never spoke or wrote of this policy pursued in India. The great political economists of the time, headed by Ricardo, has nothing to say on the subject. The leaders of the agitation against the Corn Laws, who rightly and successfully fought against the landlords of England for a measure which would bring cheap bread to the workmen and labourer, said little or knew little of the policy which took the bread out of the mouths of millions of weavers and artisans in India...Continental economists were able to take a more unbiast view of the situation ---a German economist (Federick List) pointed out the graver injustice which had been perpetrated in India--- "England prohibited the import of the goods dealt in by her own factories, the Indian cotton and silk fabrics. The prohibition was complete and peremptory...Was England a fool in so doing? Most assuredly, according to the theories of Adam Smith and J. B. Say, the Theory of Values. For according to them, England should have bought what she required where she could buy them cheapest or best; the case is quite the contrary, according to one theory...The English Ministers cared not for the acquisition of low price and perishable articles of manufacture but for that of more costly and enduring Manufacturing Power." The above extract will show that while British Political Economists professed the principles of free trade from the latter end of the eighteenth century, the British Nation declined to adopt them till they had crushed the Manufacturing Power of India and reared their own Manufacturing Power.

বিভিন্ন বিভাগ

- চা
- পাট
- চিনি
- লবণ
- বিস্কুট
- টায়ার
- করলা
- তামাক
- ভিটামুড
- ষ্টেশনারী
- হোসিয়ারী
- রেডিও (Radio)
- ইলেকট্রিক্যালস্
- কনফেক্শনারী
- কনডেন্সড্ মিল্ক
- রিলায়েন্স বাটার
- সার (Manure)
- কেজিন (Casein)
- চায়ের বাক্স (Tea-Chest)
- চা-বাগানের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ

—ইত্যাদি

এজেন্স এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটার্স

১। ভারত হোসিয়ারী মিলস্ লিমিটেড
২। হ্যাণ্ডার্ড বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড
৩। স্যাণ্ডবাল কনফেক্শনারী ওয়ার্কস্
৪। রিলায়েন্স ফেয়ারী কার্ম
৫। ইণ্ডিয়া লাইটিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ
৬। কাউন্টার কনডেন্সড্ মিল্ক
৭। কেমিক্যাল রিসার্চ ইণ্ডাষ্ট্রিজ
৮। পূর্ণিয়াগুয়ার (ষ্টেশনারস্ ও অফিস সাপ্লায়ারস্)
৯। জেনারেল রেডিও এণ্ড মিউজিক্যাল এম্পোরিয়ম প্রভৃতি

দি জি, এস, এম্পোরিয়ম লিঃ
৭৭এ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা
শিলং :: কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি
টেলিগ্রাম - এম্পোরিয়াম, কলিকাতা : ফোন - বি.বি. ৩১১,৪৪৭৭

ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা আর্থিক কথা ; কৃষি-জমির ব্যবস্থা, জমি বন্দোবস্ত প্রণালী ইত্যাদি নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক কথা ; ইত্যাদি নানা কথাই আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। সে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু দু-একটী কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, আমাদের চাষের উন্নতি করতে হলে এবং তাতে কত লোকের সংস্থান হতে পারে তার হিসেব করে আগে লোক যাতে অন্য জীবিকা ছেড়ে জীবন নির্বাহ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ, কৃষি ও অন্যান্য জীবিকার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে। ভারতবর্ষের মত প্রাচীন দেশে কৃষির উন্নতি শেষ পর্যন্ত কতকগুলি লোকের সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। তবে বর্তমান জনসংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট জমি নেই, আর যা জমি আছে তা-ও খুব খুব বেশী বিস্তৃত। ফলে অনাবৃষ্টি (দুর্ভিক্ষের ইত্যাদি) নানাদোষে চাষবাস করবারও সুযোগ সীমাবদ্ধ। সুতরাং কৃষির কতটা উন্নতি করতে পারি তার একটা আন্দাজ স্থির করে তার জন্য প্রয়োজনীয় লোক-সংখ্যা কৃষিতে সীমাবদ্ধ রেখে অন্য সবাইর জন্য জীবিকার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। এ না হলে আমাদের কৃষিজ দ্রব্যের দাম কমবে না, আমরা এবং বিদেশে আমরা সস্তায় কৃষিজ দ্রব্য সরবরাহ করতে পারব না এবং তা না হলে আমাদের কৃষিজ দ্রব্যের কারবারে লাভও থাকবে না। এ পর্যন্ত ভারতবর্ষ যখনই কোনো বিষয়ে উন্নতি করেছে তখনই দেখা গেছে, তার ফলে আমাদের কৃষিজ দ্রব্যের দাম কমে গেছে—তা হয়েছে কারণ ভারতবর্ষের অন্য কোন জিনিষ নেই যার সাহায্যে সে আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। আমাদের কৃষিজ দ্রব্যের ব্যবসা সেকারণে বহু সময়েই আশাজনক হয়, সেটা অনেক সময় আমাদের দুর্ভাগ্যজনক। এই অস্বাভাবিক ব্যাপার বন্ধ না করতে পারলে কৃষিজ দ্রব্যের কারবারে আমাদের কোনও লাভ হবে না। মোটের হিসেব ধরে বোঝা যাবে আমাদের কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা কতটা সীমাবদ্ধ :—

	মাথা পিছু জমির বা জমি-বোঝা জমি (একর)	দেশ-চাষের জমি (একর)	মাথা পিছু উৎপাদন
বৃটেনের	০·৫৮	০·৫০	৩৭৪
পশ্চিম ইউরোপ	১·০৯	০·৫৭	৩৯৫
পূর্ব ইউরোপ	১·৩৬	০·৪১	২৪০
ইতা, এশ, এশ, আর	২·৩৪	৩·৭০	৮৮
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবা	৩·৩৯	১·৫০	৫৫১
ক্যানাডা ও নিউ জাউণ্ডল্যাণ্ড	৪·০৫	৩·৭৮	৩১৮
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড	৩·৭৪	১৭·৩০	১৭১৮
আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, চিলি	৪·৩৫	১৮·৭০	১৫০১
ভারতবর্ষ	১·৪৯	০·৪৫	১৫৮
চীন	০·৪২	১·৭৮	১৫০

সুতরাং কৃষির উন্নতির জন্য শুধু কৃষি-বিশেষজ্ঞের হাতে ছেড়ে দেওয়া চলে না, কেননা তাঁরা কৃষি-জমির পরিমাণের কতটা পরিবর্তন করতে পারেন, সেচের পরিবর্তন করতে পারেন, কিন্তু কোনও মৌলিক পরিবর্তন করতে পারেন না। অথচ মৌলিক পরিবর্তন না হলে প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। চাষে যাদের জীবিকা-অর্জন সম্ভব নয় তাদের অন্য জীবিকার সন্ধান করে দেওয়া যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন যারা চাষের উপর নির্ভর করবে তাদেরও যথাযথ ব্যবস্থা করা। এ সম্বন্ধে একটী কথা বলা দরকার। চাষে আরও মূলধন নিয়োগ দরকার। এদেশের চাষের বিশেষত্ব হচ্ছে তার অধিকাংশই আত্মপোষণের জন্য করা—কৃষিজ, চাষ (Subsistence farming). লাভের জন্য বড় বড় চাষ (business farming) নয়। কিন্তু এভাবে চললে চাষও বজায় থাকবে না, লাভ হবার সম্ভাবনা কম। নীচের হিসেব থেকে বোঝা যাবে অন্যান্য দেশে কি পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত হয়েছে :—

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্রম	মোট নিয়োজিত মূলধন (কাজ-করা জনসংখ্যার মাথা পিছু আই. ইউ-এর হিসাব)	চাষের নিয়োজিত মূলধন	শিল্প ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত মূলধন
প্রথম ক্রম।	প্রায় ৫০০ (১৯১০ সালের আমেরিকা, ১৯৮০ সালের সুইডেন, নরওয়ে, হল্যাণ্ড)		১০০-৪০০
দ্বিতীয় ক্রম।	১০০০-২০০০ (১৯৩৪, ১৮৭৫ সালের ইংলণ্ড, ১৮৮০ সালের আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া যেমন ; ১৯১০ সালের অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, ইটালী ও স্পেন)	১০০-৪০০	
তৃতীয় ক্রম।	প্রায় ৩০০০ (১৯৩৪, ১৯০০ ও ১৯১৩ সালের ইংলণ্ড ; ১৯১৩ সালের জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইডেন)		
চতুর্থ ক্রম।	৪০০০-৫০০০ (১৯৩৪ সালের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা)	৩০০-৫০০	১৫০০-২০০০

ভারতবর্ষ একালের উন্নত দেশগুলি হতে বহু যুগে পেছিয়ে রয়েছে। সুতরাং চাষের জন্য আরও মূলধন নিয়োগ না করতে পারলে উন্নতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা এই যে, যতদিন পর্যন্ত আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্থানে পরিবর্তন হয় ততদিন পর্যন্ত চাষের সুব্যবস্থা বা মূলধন নিয়োগ কোনোটিরই কৃষির প্রকৃত স্থায়ী উন্নতি করতে পারবে, সেচের পরিব্যবস্থা করতে পারবে, কিন্তু কোনও মৌলিক পরিবর্তন করতে পারবে না। অথচ মৌলিক পরিবর্তন না হলে প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। চাষে যাদের জীবিকা-অর্জন সম্ভব নয় তাদের অন্য জীবিকার সন্ধান করে দেওয়া যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন যারা চাষের উপর নির্ভর করবে তাদেরও যথাযথ ব্যবস্থা করা। এ সম্বন্ধে একটী কথা বলা দরকার। চাষে আরও মূলধন নিয়োগ দরকার। এদেশের চাষের বিশেষত্ব হচ্ছে তার অধিকাংশই আত্মপোষণের জন্য করা—কৃষিজ, চাষ (Subsistence farming). লাভের জন্য বড় বড় চাষ (business farming) নয়। কিন্তু এভাবে চললে চাষও বজায় থাকবে না, লাভ হবার সম্ভাবনা কম। নীচের হিসেব থেকে বোঝা যাবে অন্যান্য দেশে কি পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত হয়েছে :—

আমাদের দেশের উন্নতি বিশেষতঃ কৃষির উন্নতি করতে চাষ ওদের লাভজনক করে এই ভারতের বাজে লোক কমবার জন্য আগ্রহ হতে হবে। কিন্তু বর্তমান শ্রেণীসংস্থানে তা সম্ভব নয়, কেননা যদি অন্য শ্রেণীগুলির বিশেষ বিশেষ শ্রেণীগত অধিকার ও অর্থনৈতিক সুবিধা বজায় রাখে তা হলে চাষীদের বিভিন্ন শ্রেণীগুলিরও অধিকার বৃদ্ধি করা ছাড়া অন্যান্য নেই। চাষীদের ব্যক্তিগত অধিকার কমান বা বিলোপ করা তখনই হতে পারে যখন চাষীদের স্বার্থ ও সমাজ বা রাষ্ট্রের স্বার্থের সমীকরণ সম্ভব হয়েছে। তা না হলে চাষীর উন্নতি বা চাষের উন্নতি দুদিনও চালও উন্নত থাকবে না বা উন্নতিও হবে না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটী রাজনীতির ক্ষেত্রে পৌঁছয়। সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে বিশুদ্ধ অর্থনীতির আলোচনা বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আজকের বর্তমানের আবর্তনীর মধ্যে নিরর্থক ও অসম্ভব ; কেননা অর্থনীতির যৌলগুলি কোনও একটী মৌলিক উন্নয়ন সাধনের উপায় মাত্র—নিজেই উদ্দেশ্য নয়।

ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের ভূমিকা

(অধ্যাপক শ্রীরামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ)

যুদ্ধ যখনই কোন দেশে ঘটিয়াছে, সেখানে যা অভিজ্ঞতা সেই দেশের অবস্থাপন্নকে লইয়া হইয়াছে বহু তর্কাতর্কি। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্র-নায়কগণ সমর পরিচালনায় এমনি ব্যস্ত থাকেন যে সামরিক প্রয়োজন মিটানোই তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায় এবং তাঁহারা সেজন্য অবসর সম্বন্ধে মনোযোগ দিবার সময় তাঁহারা পান না। ভারতবর্ষ যুদ্ধে যোগ দিয়াছে এবং ভারতবর্ষে হউক বা অন্যত্রই হউক, এই যোগদানের ফলে তাহার আপেক্ষিক মূল্যগুলির অনেক বিপর্যয় ঘটিয়াছে। প্রথম পাঁচ বৎসরের যুদ্ধে ভারতের প্রায় ১,১০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, বেসরকারী জন-সাধারণকে প্রাণ ধারণোপযোগী অন্ন পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে দুষ্প্রাপ্য অনুভবিত যোগ করিতে হইয়াছে, এমনকি খাদ্যশস্য পর্যন্ত সরকারী আশ্রয়ে ও আয়ত্তাধীন অভাবে কম পড়ায় বাজারে অনেক লোকক্ষয়কারী জীবন মৃত্যুর খেলা চলিয়াছে। ভারত সরকার জানেন ভালো এখন ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মূলধন, উহার জনসাধারণকে সুখী রাখার অনেক স্বার্থ ছিল, তবু সবদিকে কিছু করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া বাজারে মুদ্রাস্ফীতিকে ঘুণাক্ষরে যা মৃতপ্রায় হেলের হাত হইতে কিনারের দাম কাড়িয়া খাইয়াছে, প্রকাশ্য বাজারে উপর সমরের অন্ত কৌতূহলী সৃষ্টির লাভের মনে মনে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে আত্মরক্ষা।

ইউরোপের অবস্থানে জার্মানীর অন্তর্ম পতনের অব্যবহিত পরেই ভারতের সত্যকার দুর্দিন সুরু হইবে। যুদ্ধ সামলাইবার প্রয়োজন তখন একেবারেই থাকিবে না, অভিযোগী ভাবার দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তখনই সম্ভব। তবে তখনার কথা এই যে সে দুর্দিন ঘোর হয় দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। ভারতের সামরিক অবস্থা ১৯৪৯ সালের তুলনায় এখন অনেক উন্নত। আমেরিকা ও ব্রিটেনের সেন্যের এখানে সমবেশ আজ অনেক পরিমাণে আবশ্যকী হইয়াছে, সৈন্যও আসিয়াছে অনেক। যুদ্ধে মারাত্মক বেশী লোক যোগ দেয় এমন সরকারের পক্ষ হইতে প্রচারের ত্রুটী ছিল না এবং অনেকটা অভাবে ও অনেকটা সহানুভূতিতে ভারতবর্ষ হইতে বিপুল সংখ্যক সৈন্য বিভাগভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। মাসিক প্রায় ৭০,০০০ লোক এদেশ হইতে সৈন্য বিভাগে যোগ দিতেছে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের মত যুদ্ধোপলক্ষে বহু অর্থ পাইতেছে না সত্য, কিন্তু যে দেশে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ৭৫ টাকার নীচে সে দেশের ১৯৩৯-৪০ সালের ৭৬৮ কোটি টাকার স্থানে ১৯৪২-৪৩ সালে ২৩৮৯ কোটিতে সামরিক ব্যয় উঠিয়াছে, ইহার বিরাট অর্থোদয়ের কথা বলা বাহুল্য। ভারতবর্ষ বলিয়া রেখা, এ যুদ্ধের মারাত্মক মূল্যোপলব্ধি ভারতের পক্ষে এমনিই সম্ভব নহে; সুষ্ঠু-ভাবে ব্যবস্থা করিয়া আক্রমণকারীকে বাধা দিয়ে হইলে তাহাকে বিরাট হইয়া পরের সাহায্য লইতে হয়। তাছাড়া ব্রিটেন যুদ্ধের জন্য ভারতকে সাহায্য করিতে নীতির দিক দিয়াও বাধ্য, কারণ ভারতকে হারাইতে পারিলে ভারতবর্ষ যত লাভবানই হউক ভারতবাসক ইংরাজের লাভ তাহা হইতে অনেক বেশী। সকলের মুক্তির জন্য বহু প্রচারিত এই সমষ্টিগত সাহায্যে ভারত নিজ পক্ষে যোগ দিয়া নিজেদের মুক্তির দাবী দলিলভুক্ত করিয়া তুলিতে চায়, তাহার সাহায্য ব্রিটেনের স্বীকৃতিও পাইয়াছে। এ অবস্থায় রাশিয়ার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতের মধ্যে মধ্যে ব্রিটেনের যে মানসিক পরিবর্তন আসা যায় যাইতেছে, তাহা ভারতের পক্ষে শুভ হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য এ যুদ্ধের পরিণামের অনেকে ভারতের ভাগ্য অনির্দিষ্ট বলিয়া বহু প্রকাশ করিয়াছেন। যে উপায় ব্রিটিশ অনেকাংশে আটলান্টিক চার্টারের রাজনৈতিক দাবাগুলিকে তুলিয়া উঠিয়াছে এবং যে চার্টার ইতিমধ্যেই ভারতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ব্রিটিশ মুখপাত্র-

---

* India has a stake in victory. The proper approach to this question is this: India has made certain contribution to the war effort of the United Nations. If these efforts result in victory, then India will have certain claims to make on the Post-war world on the basis of her contribution to victory. Nothing that India can do can put her claim on a higher level than that.

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিবের বক্তৃতা
২রা মার্চ, ১৯৪৩]

যেন মধ্যে কেহ কেহ ঘোষণা করিয়াছেন, সেই অজুহাতে যদি সত্যই তাঁরা পার্লিমেণ্টারি-দের মধ্যে ইংলণ্ড সরকারের পক্ষে স্থায়ী হয়, তবেই আমাদের ভয় সার্থক হইতে পারে।

যেভাবার্থ সরকারের মোট কিলকীন বিয়া ব্রিটিশ সরকার যে ভারতের মুখের পানে চাহিয়া এতদূর শাসন করিবেন,—ইহা সম্পূর্ণ আশাতীতের কথা। যুদ্ধ বহু বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে, এখনও পর্যন্ত ভারতের অসংলগ্নতা এ যুদ্ধের কোন অংশ এহণের অধিকার পাইয়েছেন না। তবে বিলাতী ট্রেণিংয়ের বদলে বিলাতী বেশা পোষে যুদ্ধের আট কোটি টাকা বাঁচায়, তবু আন্তর্জাতিক বিমোহবন্ধনের মত সমবোকজনের স্থানে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের প্রচুর সম্ভার হওয়ায়, এবং লোকের জীবন-যাত্রার অনিবার্য প্রয়োজনে কিছিৎ বাড়িয়া যাওয়ায় আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ আশা করিয়েছি। ভারত সরকার ভারতীয় শিল্প প্রসার কোনদিনই ভাল নজরে দেখেন নাই; এবার প্রয়োজনের তাগিদে যে সকল শিল্প ভারতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হইয়াছে তারা ভারতের সরকারের তুলনায় সামান্য হইতে পারে, কিন্তু শিল্প-বিহীন আমাদিগের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে এগুলিরও মূল্য অসীম। যুদ্ধারম্ভের কারখানা এই যুদ্ধের মধ্যে অসংখ্য প্রসারিত হইয়াছে, লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের ঐতিহ্য ঘটিয়াছে বহুল পরিমাণে। এলুমিনিয়াম, সিমেণ্ট, ম্যাচ, ঔষধপত্র, কাগজ, ষ্টার্চ, ষ্টার্চ, ষ্টার্চ

ব্রিটিশের ভারতত্যাগ বেলিয়া মনে হয় বুদ্ধ এখন শেষ পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। লোকের সমাবেশের প্রথম দিকে মহাযুদ্ধ ঘুলিয়া যাইবারও প্রেরণা ছিল সত্য, কিন্তু সুদীর্ঘ ছয় বৎসরে অসংখ্য প্রাণ ও অর্থের সম্পদ ঢালে করিয়া যে মহাযুদ্ধ উত্তিহাস সৃষ্টি করিল, তাহার সমাপ্তি আজ প্রায় সকলেই চাহিতেছে। ভারতবর্ষ যুদ্ধের মধ্যে কিছু করিতে পারে নাই, যুদ্ধের শেষ অবস্থায় আজ তাহারও শেষ সুযোগ আসিয়াছে। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে বিশে সভ্যতার গুরুত্বে বাঁচিয়া থাকার কোনো মূল্য নাই। ভারতের মাথাপিছু আয় বেলীসংখ্যে ৭৮ টাকা হইলেও যদি দরিদ্রের আয় হিসাব করিলে দেখা যাইবে শতকরা ৯০ জন লোকের আদৌ উহার অর্দ্ধেকও পড়ে না। দুর্ভাগ্য হইয়ে বলিয়া জীবনের সাধনা করার দিন আসিয়াছে, আজ সুযোগ বেলিয়া পথ চলিলে হইবে। আমাদের গতি হইতে পারে, না হইলে সবার নিম্নে এবং নীচে পড়িয়া থাকিবার আত্মগ্লানিকে এ সংসারে বাস্তব বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার আমাদের থাকিবে না। যাঁহারা ভারতবর্ষ শাসন করেন, আমাদের ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব তাঁহাদের, কিন্তু মানুষ হিসাবে এ সংসারে বাঁচার দাবীর মূল্যে আমাদের কম দাবী থাকিবে না। যুদ্ধের শেষে আমাদের কি হইবে, কি ভাবে আমাদের বাঁচিতে হইবে, এ সম্বন্ধে আমাদের কম দায়িত্ব

হইয়াছে, অথচ খাদ্য ও কাঁচামালের জন্য বিদেশের উপর তাহাদের নির্ভর না করিলে চলে না। ইংলণ্ডের একমাত্র ভরসা তাহার শিল্প-প্রতিষ্ঠান। যদি কাঁচামালের যোগান ঠিকমত হয় এবং উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য লাভজনক বাজার পাওয়া যায়, তবেই ইংলণ্ডের পক্ষে বাঁচা সম্ভব। আমেরিকা নৈরাশ্যের মধ্য দিয়াও ক্রমাগত বাড়াইয়া তোলে আজ নৈষেধিক শক্তিরূপে ইংলণ্ডের শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। আজ করিয়া আটলান্টিক চার্টারের অর্থনৈতিক ধারাগুলি পড়িলে মনে হয়—চীন, তাহাদের প্রভৃতি অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশের কাঁচামাল ও বাজারের সুবিধা গ্রহণই বিজয়ী আমেরিকা ও ইংলণ্ডের আসল লক্ষ্য। একেতো সাম্রাজ্য-মূলক দেশগুলি প্রায় স্বাধীনতা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর স্বাধীনতার ৩৫ লক্ষ ও কানাডার এক কোটি ও দাবীর আফ্রিকার মাত্র ৮০ লক্ষ লোক নিজেদের দেশের পণ্য দ্বারা ব্রিটেনের পণ্য কতটুকুই বা ব্যবহার করিতে পারে? তাহার বাহে বরিল আমেরিকার বাজার আমেরিকার পক্ষেই রক্ষা করা সম্ভব; তাহেই ইংলণ্ডের একমাত্র আশা ভারতবর্ষ ও চীন। ভারতের প্রয়োজন অনেক, লোকসংখ্যা বিরাট বাড়িতেছে, নিত্য নতুন উন্নতি সাধন করিয়া বাড়ুক, পর পর কয়েকের লোক-বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিবার পর তাহার উৎপাদন অবশ্যই কিছু উদ্বৃত্ত থাকে কি না সন্দেহ।

তথা বিরাট শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীকারী তথা হয়ে নাই, আমাদের বহু অবস্থার জাতির ইতিহাসে এমন ঘটনা অবশ্যই ঘটিয়াছে। পরিবর্তনের বহু উপায় দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই আলোচনা করা চলিল, পৃথিবীর সমস্ত দুর্বল দেশের আপেক্ষিক সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ করিয়া এবং তাহাদের প্রয়োজনের মত সন্ধান সন্ধানের দাবির প্রশ্ন করিয়া একটি শক্তিশালী সর্বজাতীয় প্রতিষ্ঠান যদি মূল্যমানের পুনর্গঠনের ব্যবস্থা পরিচালনা না করে, তাহা হইলে বাজারটী করিবার অধিকার যে সকল জাতির হাতে থাকিবে, তাহাদের স্বার্থপরতার চাপে শক্তিহীন জাতিগুলির দুর্দশার আর অন্ত থাকিবে না। উপনিবেশের লাভীয়ে অন্য দেশের কারবার পণ্য না করিয়া যদি কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতির অনুমোদনক্রমে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি কারবার মূল দেশের বাড়তি লোকগুলি লাইন আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা প্রভৃতি জনহীন দেশে পাঠাইয়া দিবে, তাহা হইলে সেই সব দেশের উপর হইতে অর্থনৈতিক চাপ অনেকটা কমিয়া যাইতে পারে। তাহাড়াও সঙ্গে আটলান্টিক চার্টারের তাত্ত্বিক ধারাগুলি যদি প্রয়োগ্য হয়, অর্থাৎ তাহাদের উপর হইতে ইংরাজ তাহার বাণী ত্যাগ করে, তাহা হইলে অবশ্য বিশ্বব্যাপী সৌভ্রাত্রের সূত্রে তাহাদের পক্ষে অন্য দেশকে বাণিজ্যিক সুবিধা ও প্রাকৃতিক সম্পদের একাংশ দিতে বিশেষ আপত্তি হইবে না; কিন্তু যদি তাত্ত্বিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলই সন্তোষজনক থাকে, তাহা হইলে আটলান্টিক চার্টারের অর্থনৈতিক ধারাগুলি জোর করিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া আমাদের আর্থিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া এবং চিরকাল অন্যান্য জাতির লোকদের চাপে ভারতকে থাকিতে বাধ্য করা শুধু দুর্নীতি নয়, রীতিমত অপরাধ হইবে।

যুদ্ধোত্তর অবস্থার ফল কি হইবে তাহা লইয়া এখন হইতে জনসাধারণ জল্পনা-কল্পনা সুরু করিয়াছে। অন্যান্য দেশের আর্থিক ব্যবস্থার অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহেই তাহাদের পক্ষে পরিবর্তনের কথা অনেকটা সহজ। এতে ভারতের সমস্যা বহুমুখী, তাহাড়া ভারতবাসীর জীবন-যাত্রার অন্যান্য দেশ হইতে যথেষ্ট নীচে বলিয়া যুদ্ধের অব্যবহিত পরে যুদ্ধজয়ের যে মোহ জনিয়া যাইবে, তখন জিনিষপত্রের দাম সঙ্গে সঙ্গে কমিবে না বলিয়া ভারতবাসীর পক্ষে বাঁচাই সেদিন দুষ্কর। আজ মুদ্রানীতির অব্যবস্থার যে ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা বিরাজে তাহার ফল আমাদের পক্ষে অন্যত্র হইবে বলিয়াই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।* পর যুদ্ধের পর মুদ্রাস্ফীতির ফলে ইংলণ্ডে ২০ লক্ষ যুদ্ধ সম্পর্কিত বেকারজীবন যাপনে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাদের অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। আগে প্রায় ডেড় আনা যে মাকের মূল্য ছিল, মুদ্রাস্ফীতির ফলে সেইরূপ কিনা হাজার মার্ক দিয়া এক কাপ চা পর্যন্ত জার্মানীবাসীকে কিনিয়া খাইতে হইয়াছে। ভারতবর্ষের ঔর্ণ আর্থিক পরিবারের কথা আজ সকলেই জানেন, এখন হইতে পূর্ণভাবে পরিচালনা করিলে হয়তো আমরা অনেকের দুর্দশার ভয়াবহতা কিছু পরিমাণ কমাইতে পারি।

উপস্থিত আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে আমেরিকা। আমেরিকা ভারতে সৈন্য পাঠাইয়াছে, অস্ত্র পাঠাইয়াছে, অনেক অর্থও ব্যয় করিয়াছে —এ সকল অবশ্যই ভারতের বা ইংরেজের স্বার্থের জন্য নয়। পৃথিবীর বর্তমান শক্তিগুলির মধ্যে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার সম্বন্ধে আমেরিকা যেরূপ সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, এমন আত্মোপলব্ধি আজ আর কাহারও নাই। ব্রিটেনের সহিত যুদ্ধের সময় সামরিক ব্যাপারে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, তখন ব্রিটেনের ছেয়ে অধিকসংখ্যক এবং ফ্রান্সের চেয়ে অধিকশক্তিতে বড় হওয়া ছিল তাহার সাধনা। ফ্রান্সের অপেক্ষা বৃহত্তরী বহুগুণ বৃহৎ যুদ্ধজাহাজের অধিকারী হইয়াছে, যুদ্ধের পরে তাহার অধিক প্রভাবে সে ইংলণ্ডের চেয়ে বড় বাণিজ্য-চেষ্টা করিয়া লইয়াছে। ইংলণ্ড ফ্রান্সের অবস্থার উপর প্রভুত্ব আমেরিকার আদেশ সহিতে পারে নাই। ১৯১৯-২০ সালে আমেরিকার পেট্রোলিয়াম যখন নিঃশেষপ্রায় হইয়াছিল তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যপ্রাচ্যে একচেটিয়া পেট্রোল অধিকার লইয়া যুদ্ধরাষ্ট্রের সহিত তাহাদের মনোমালিন্য হয়, এবং শেষ পর্যন্ত আমেরিকার দাবী স্বীকার করিয়া ইরাক ও তথাকথিত বাণিজ্যের মধ্যস্থল বিখ্যাত পেট্রোল খনির উত্তোলিত পেট্রোলিয়ামের; অংশ আমেরিকাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতে আমেরিকা তুলা ও উহারা বিদেশ বরাদ্দ বিরাট পরিমাণ পণ্য পাঠাইতেছে, ১৯৪৪-৪৫ সালে এই পণ্যের মূল্য ৬৫০ কোটী টাকায় দাঁড়াইবে। যুদ্ধের পরে মোদ বিদায় সময় উহার বিদায় সামর্থ্য যখন আমাদের নাই এবং জিনিষ দিয়া জিনিষের দাম বিদায় ব্যবস্থা যখন এই তুলা ও উহারা আইনে দাঁড়াইয়াছে তখন নিজে অন্যান্য এই দেশকে বাধ্য হইয়া কৃষিপণ্য দিয়া দেনা শোধ করিতে হইবে। ভারতের সমস্ত উৎপাদন তাহার সমস্ত অধিবাসীর পক্ষে যথেষ্ট নয়, সমস্যা প্রায় ২৫ ভাগ খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়, ইহার উপর যদি আমেরিকার জন্য রপ্তানী করে, আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা-জনিত অসুবিধার সীমা থাকিবে না। সেদিন আমাদের অবস্থার অবস্থা আমেরিকাকে এখনে প্রতিরোধ করিতে বহু সাহায্য করিবে। যুদ্ধের সুযোগে ইংলণ্ডকে সাহায্য করিবার ছলে আমেরিকা ভারতের বাজারটী দখল করিবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়াছে। একদিকে বর্ণ বিনিময় সাপেক্ষ মূল্যমান পৃথিবীতে চালাইবার আলোচনা করিয়া যুদ্ধরাষ্ট্র তার নিজেদের বিরাট

---

* What is still more dangerous is that inflation will inevitably be followed by an equally drastic process of deflation and the whole cycle of misery, privation and injustice will be reversed.

Ama, S. Peerbhoy: Inflation in India, p.—

কলিকাতার আর্থিক মূল্য বৃদ্ধি করিতে এবং তাহারই ফলিতার পৃথিবীর সব দেশের উপর অর্থাকর্ষণের সুবিধা লইতে, অন্যদিকে যুদ্ধের কাজে মজিল আমেরিকার ক্রমবর্দ্ধমান বাজার হাতাও নিজে অন্যান্য অনুন্নত কৃষিপ্রধান ভারতের বিস্তীর্ণ বাজার দখল করিয়া নিজের উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রয় করিতে চায়। মুদ্ধিত দেশের আমেরিকার বিরুদ্ধ হইলেও যে এবার পরাজিত হইয়াছে বা আরও হইবে ইহা প্রমাণীত সত্য। এ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ভারতীয় অর্থনীতিবিদ যথার্থই বলিয়াছেন :—The yankee has not proved himself to be less shrewd a bargainer than the John Bull. (K. T. Shah, How India pays for the war p.55).

ভারতের এক নম্বরোত্তর যে কোন পরিকল্পনাই করা হউক তাহাতে সব চেয়ে বড় করিয়া কৃষি ও শিল্পের দিক দেখিতে হইবে। কৃষি এদেশের প্রধান উপজীবিকা, শতকরা ৬৭'২ ভাগ লোক কৃষিকর্ম করিয়া থাকে এবং শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত বলিয়া শিল্প নির্ভরশীল লোকসংখ্যা মাত্র শতকরা ১০'২ ভাগ। তবু শিল্পোন্নতি করিয়া জাপানী ও ইংলণ্ড বড় হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবন যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে কৃষিকে বাদ দিলে বা অবহেলা করিলে ভারতবাসীর পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই সম্ভব নহে। কৃষির সহিত দেশের এমনি নিবিড় সম্পর্ক আছে যে কৃষিকর্মের উন্নতিবিধানের দ্বারা খাদ্যাদির মূল্য বৃদ্ধি না পরিবার বৃদ্ধিতে কৃষকের আয় বাড়াইতে পারিলে অবশ্যই এখানকার সকল লোক অল্পের স্বচ্ছলতার লাভ করিতে পারিবে। কলকব্জার পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ লোক বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতের কৃষিক্ষেত্রের উপর চাপও বাড়িয়াছে যথেষ্ট পরিমাণে। অনেকে অনেক ভারতে যে ১১ কোটি একর পতিত জমি আছে সেগুলি চাষ করিতে পারিলে এবং কৃষিকর্মে সমবায়ের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক রীতি চালাইতে পারিলে কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পাদিত হইতে পারে। বাংলার প্রস্তাবিত ৬ বৎসরের পরিকল্পনা, এই বৃদ্ধি একদে কাজ করিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমবায়ী ভাবিতে কৃষিজাত পণ্যের দর বাঁধিয়া দিলে ভারতীয় কৃষক অনেক স্বচ্ছলতার হইতে ধীরে ধীরে মুক্তি পাইবে। তাহাড়া বর্তমান যুদ্ধে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষকদের কম কিছু পরিমাণে পরিশোধ

হ্যানিবলের বিজয়-বাহিনী

হ্যানিবলের বিজয়-বাহিনী তখন আল্পস্ পর্ব্বত পার হয়ে গেছে—চারিদিকে ভয়ার্ত্তের কোলাহল, জনপদ সন্ত্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ। সেই সময় একজন বয়োবৃদ্ধ গ্রাম্য রোমান নাগরিক উপদেশ দিলেন—**"ভাগ্যের সাময়িক বিপর্য্যয়ে অভিভূত হইও না।** তোমার কর্ম্ম ও সাধনার যথার্থ মূল্য আছে—এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হও, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে যাহা স্থায়ী তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাক।"

জীবনবীমা—

মৃত্যু, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও মহামারী প্রভৃতি প্রতিবিধানের মধ্য দিয়ে সকল বাধা-বিপত্তি অনায়াসে অতিক্রম ক'রে অবিরাম উন্নতির পথে চলেছে। যে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর আজ জীবনবীমা সুপ্রতিষ্ঠিত, তাই আজ নব-নারী-শিশু-নির্ব্বিশেষে সকলের স্থায়ী আশ্রয়। 'হিন্দুস্থান' তার ৩৬ বৎসরের কর্ম্ম-সাধনায় সেই আশ্রয়ের ভিত্তি-ভূমিকে আরো সুদৃঢ় করেছে। গত বৎসর হিন্দুস্থানের নূতন বীমার পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৮৫% বৃদ্ধি পেয়েছে—বীমা তহবিল, রিসিবারের আয় ইত্যাদিও সেই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ বেড়েছে। এ থেকেই হিন্দুস্থানের জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

বাঙ্গালীর এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা কোম্পানীতে জীবনবীমা করে আপনি এই সঙ্কটের দিনে স্থায়ী আশ্রয়কেই অবলম্বন করে থাকুন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

দোষিত হইয়াছে। তাহের জমির খাজনার হার কমান ও কৃষকশিল্পের অল্প সুদে টাকা ধার দিবার ব্যাপক ব্যবস্থা করাও কৃষির উন্নতিবিধানের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য।

এই কৃষকদের মধ্য হইতেই ভারতে শিল্প প্রসারের প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাইতেছে। বর্তমানে ৫০ লক্ষ লোক যেখানে মাত্র এক কৃষির স্বাভাবিক বিস্তারে যেখানে জমির উৎপাদন শক্তি দিনের পর দিন কমিয়া যায়, সেখানে শিল্প প্রসার দ্বারা কৃষি-জনতার একাংশকে শিল্পে নিয়োগ না করিলে কৃষি-প্রসার এই দেশের ভবিষ্যৎ গঠন করা একেবারেই অসম্ভব। আমে মুদ্রা-শিল্প কৃষকের সারগুলি আনের ব্যবস্থা করিল, বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় যে শিল্প আজ প্রায় লোপ পাইয়াছে। মন্টেগুর চেম্স-ফার্ড রচনার মোহ যে দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই ফলে ১৯১৮ সালের ইনকাম্বীয়াল কমিশনের অনুমোদনগুলি বর্তমান সপ্তাহ পর্যন্ত আজ পর্যন্ত ভারতের শিল্পের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় কোন উন্নতিই দেখা যায় নাই। এই যুদ্ধে ভারতের প্রচুর সুযোগ ছিল, কিন্তু কতকটা সরবোপকরণ উৎপাদন ব্যাহত হইবার ভয়ে এবং কতকটা চিন্তাশীলতার অভাবে সেসকলীয় আগ্রহ সত্ত্বেও সে সুযোগ গৃহীত হইতে পারে নাই। যদিও ইংরাজদের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগের দুর্নীতির জন্যই ভারতবর্ষে তাহাদের নামে দোষারোপ করা যায়, না হ'লে ভারতের স্বার্থে ইংলণ্ডের বাণিজ্য-স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার ইতিহাস আছে, তবু বস্তুতান্ত্রিক বর্তমান জগতের আসরে ভারতকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের স্থান অস্বীকার না করিয়াও একথা বলা যায় যে, অতীত ভারতের দুর্নীতি-নিষ্ঠ নষ্ট করিয়া দিয়া ভারতকে ইংলণ্ড যতখানি পরমুখাপেক্ষী করিয়া তুলিয়াছে, সে অনুপাতে মূলধন বাহির নিয়োগ প্রসারণ করিয়া এদেশকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য ইংলণ্ড বিশেষ কিছুই করে নাই। ৩ শিল্প প্রসারের চেষ্টা করিলে ৬ কোটি লোকের দেশে শ্রমিকের অভাব হইত না, অথচ প্রাকৃতিক সম্পদের শিল্প ব্যবহার করা যাইত। আমার ইউরোপের আদর্শে ৫০ বৎসরের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর শিল্প-প্রধান দেশরূপে পরিণতি হইতে পারে, অবশ্য আমাদের সহিত তাহাদের অবস্থার বিশেষ প্রভেদ ছিল না। জাপান জাপানীয় ব্যবসা বাণিজ্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ের সুবিধাটুকুই গ্রহণ করিয়াছে, আমরা বিদেশের জাতীয়তা তুলিয়াছিলাম বলিয়া ইউরোপের জাতিসমূহ আমাদের দুর্বলতার চরম সুযোগ লইয়াছে। ইচ্ছা করিলে আমরা বিদেশ হইতে ঋণ করিয়াও শিল্প প্রসার করিতে পারিতাম। ফলার ফলে চালিবার মত অজস্র টাকা পড়িয়া পাঁচ টাকা সুদে বিলাত হইতে অর্থাগমন আনিয়া আমরা রেলপথ তৈয়ারী করিয়াছি অথচ খাদ্যশস্য বাহিরের লাভে তুলিয়া দিয়া সর্বস্বান্ত বিক্রয়ের বন্ধ করিতে, কিন্তু সেই রেলপথ আমাদের সঙ্গে কল্যাণকারক করিয়া তুলিতে আরও কিছু বেশী টাকা আনিয়া দেশে কলকারখানা স্থাপন-ব্যবস্থা করি নাই।

আশার কথা, বর্তমান যুদ্ধ আমাদের মত নির্ধীর পরমাত্মাভক্তী জাতির প্রাণের ধাঁচিবার প্রেরণা আনিয়াছে। এই অন্তির সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া আমাদের একান্ত উচিত এ সময়ে যতটুকু সম্ভব আর্থিক উন্নতিসাধন করা। শিল্প দ্বারা যখন ভারতীয় কৃষি বাঁচিতে পারে না তখন কৃষির সহায়তা উন্নতিবিধানের সহিত শিল্পপ্রসারের ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়া ভারতকে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এখন বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য বলাবোতে ভারত সরকারের ভারতীয় শিল্পপ্রসার সম্বন্ধে অনুদার দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করার কোন মূল্য নাই এবং তাঁহারা ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষার মোহে যাহা করিতেন আমেরিকার তাহা সে নীতি অবলম্বন করার কোন অর্থ হয় না।

স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, বিড়লা, টাটা প্রভৃতি বোম্বাইয়ের আট জন শিল্পপতি যুদ্ধোত্তর ভারতের আর্থিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে শিল্প কৃষির চেয়ে বড় স্থান পাইয়াছে এবং কালক্রমে বলা হইয়াছে কৃষির আয় প্রায় দ্বিগুণ শিল্প শিল্পের আয় শিল্প প্রসার ও পরিচালনা-যোগ্যতার দ্বারা অত্যাবশ্যকভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে। তাহাদের এ পরিকল্পনা যদি কার্য্যকরী হয় শিল্প-শ্রমিকদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য কৃষিশ্রমিকদের মধ্যেই প্রভাবিত করিবে এবং তাহাতে ভারতীয় কৃষির আমূল হইবারই সম্ভাবনা। অবশ্য Indian Federation of Labour (মিঃ এম এন রায় যাহার সাধারণ সম্পাদক) 'People's Plan' নামে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে কৃষির উপর যে জোর দেওয়া হইয়াছে তাহার কার্য্যকরীতা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং শিল্প- ভাগ্যের দিনে আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের এই কৃষি-কেন্দ্রিক পরিকল্পনার চেয়ে বহুলাংশে শিল্পশ্রমিকের উৎসাহ সৃষ্টি করিতে দিবে। কৃষির বর্তমান উৎপাদন নানা উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা তাঁহারা চারগুণ বৃদ্ধির আশা রাখেন। তাহাদের পরিকল্পনায় কৃষির স্থান তফসিল দ্বারা নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতেই বুঝা যাইবে :—"An attempt to increase the purchasing Power of the People will have to start by concentrating on agriculture which affords the main channel of employment to a majority of People. Agriculture thus constitutes the Proper foundation of a planned economy for the country.

কিন্তু দেশের সত্যকার উন্নতি সাধন করিতে হইলে একই সঙ্গে কৃষির উন্নতি ও শিল্পের প্রসার করার প্রয়োজন। শিল্প না বাড়িলে কৃষির উপর নির্ভরশীল জনতার চাপ কমান যাইবে না এবং কৃষির উপর অতি নির্ভরশীলতা কমাইতে না পারিলে কৃষক প্রণালীতে ব্যাপকভাবে ফল ফলিবার আশা

* মাদেমোয়াজেল মিস কেট মিচেল এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন। No one can deny the vital and constructive role played by Britain in laying the foundations for Indian material progress in the modern world, but the fact remains that the British did not complete their work. They destroyed the foundations of the old self-sufficient economy, but were unwilling to construct a new one.

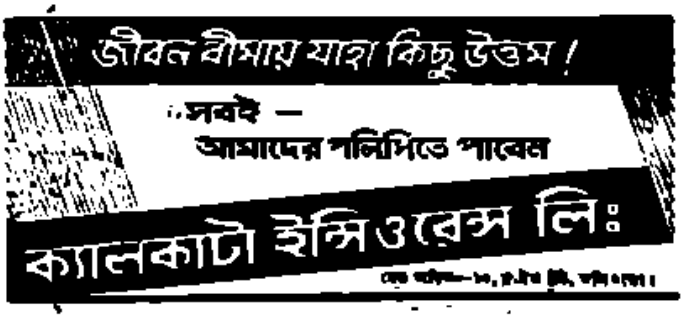

লওয়া কৃষকদের পক্ষে অসম্ভব। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পরিচালনাধীনে যে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহারা প্রথম হইতেই শিল্প ও কৃষি—এই দুই বিভাগেই পুনর্গঠন-ব্যবস্থা শুরু করিবার বিধান দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে যে সকল শিল্পের অভাবে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় সেগুলি পরিচালনার ভার রাষ্ট্রের হাতেই থাকা উচিত এবং যে কোন মতবাদীকে দিয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পূর্ণমাত্রায় থাকিলে ভাল হয়। বর্তমানে মাত্র দুইশত আশ্বাস শিল্পপতি ভারতের সমগ্র শিল্প-প্রচেষ্টার শতকরা ৮০ ভাগ পরিচালনা করিতেছেন, বাকী দুই কোটি লোকের উপরও তাহাদের প্রভাব আছে যথেষ্ট পরিমাণ। এইরূপ ব্যক্তিদের স্বার্থের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করান কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। তাঁহাদের পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতি যেমন পাঁচ বৎসরে পঞ্চাশোর্দ্ধ্বে জনসাধারণের প্রসন্ন মনে সম্ভব হইবে, শিল্পপ্রসারের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি অন্যান্য ব্যক্তিদের সাহায্যে কেন্দ্রীয় জাতীয় ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। সাধারণের উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টিতে লাভের পর খুলিয়া দেলে স্বার্থ রক্ষার সম্ভাবনা করিয়া যায়। আদর্শের উপর স্থাপিত People Plan-এ কোন দিনেই ব্যক্তিগত মুনাফা ভোগ চলিবে না। প্রথম হইতে জনসাধারণ মাত্র ৩ টাকা সুদে ঋণ দিবেন এবং শিল্প চলিবে রাষ্ট্রের পরিচালনায়। ভোগ্যবস্তু (Consumers goods) উৎপাদনে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি যেটুকু ব্যক্তিদের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, People's Plan-এ তাহাও স্বীকৃত হয় নাই। ট্রাস্টগুলির স্থানে নিয়ে যাই নিয়ন্ত্রণের আকাশ আছে সত্য, কিন্তু—সেখানে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-শ্রেণীর অধিকার যাই কাড়িয়া লইতে পারিবে না। কঠিন সময়ে এই পরিকল্পনা নির্মাণ বলিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানে লক্ষপতির যেমন কোটিপতি হইবার সম্ভাবনা আছে সেই অনুপাতে বাৎসরিক মাথাপিছু ৬৮ হইতে ৭৪ টাকার আয়বৃদ্ধির জন্যটা শেষ অবধি হিসাবের বোঁকা হইয়া যাইতে পারে। National Planning Committee-র মতে কঠিন-সমস্যাই ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং তাঁহারা সকলের স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির সহিত কঠিন ব্যবস্থার সমতা রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। • ১১৩:

• Distribution is the vital cornerstone of any planned economy and evils of industrialisation can and should be avoided if there is any equitable system of distribution. In the National Plan for India, a proper scheme of distribution must, therefore, be considered as essential.

Handbook for the guidence of Sub-Committees. I. পৃ ৯৯।

সালের করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী যে সকল ভারতবাসী শিল্পপ্রসারের পর কৃষি না দেওয়ার জীবন তাহিয়া নিয়ে যোগ দিবে, জনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মত তাহাদের মানসিক নিরাপত্তা সৃষ্টি না করিয়া তাহাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাও অবশ্যই করিতে হইবে। যোগদান না করিয়া তাহাদের জীবন-মান বাড়াইবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র আইনের দ্বারা শ্রমিকদের স্বার্থ, যেমন, শ্রমের সময়, মজুরী ও আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। মালিক এবং শ্রমিকদের মতবৈধতা মিটাইবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে নিযোজিত থাকিবেন এবং শ্রমিকেরা বৃদ্ধ বয়সে, অসুখে বা বেকার অবস্থায় সময় যাহাতে সাহায্য পায়, তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করিতে হইবে। স্ত্রী-শ্রমিকদের রক্ষা করিবার এবং প্রসবকালে ছুটি দিবার বন্দোবস্ত করাও দরকার। যে-

আর্থিক সঙ্গতিই সচ্ছলতার প্রতীক!

অর্থ-সামর্থ্য মানুষকে শুধু আভিজাত্যের মর্য্যাদাই এনে দেয় না, এনে দেয় সেই সঙ্গে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং সামাজিক ও বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা!

হাণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল—২৪৯২

স্থাপিত—১৯৩৫

—ও ব্রাঞ্চ ও—
বালাগঞ্জ, বৌবাজার, বড়বাজার, ঢাকা, বরিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস (ইষ্ট পি)।
সেঃ অফিস : ঘোড়াবাজার-বহরমপুর (বেঙ্গল)

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এন বি ঘোষ দস্তিদার।

সকল দেশের উন্নতির পথে যাইবার পক্ষে, তাহাদের কোন অসুবিধাকেই বর্তমান কালে প্রতিবন্ধক হিসাবে গ্রহণ করা হইবে না। ফলতঃ এরূপ নিজ-প্রতিষ্ঠের পরিধি বাড়িয়া তাহাদের স্বার্থের সিদ্ধির প্রতিবাদ জানাইতে পারিবে।

National Planning Committee-র পরিকল্পনার ও Peoples Plan-এ বিশেষভাবে এই কথাটিই বলা হইয়াছে যে, ভারতের মূলধন ও সম্পদ যাহাই বা যা-ই থাকুক, জনসাধারণের ক্রয়শক্তি না বাড়িলে শেষ পর্যন্ত সমস্ত উদ্যোগই বিফল হইয়া যাইবে। ভারতের জনসাধারণ যদি উৎপাদন, বন্টন ও ভোগাধিকার আহরণের জন্যে পাইয়া সার্থক হইতে পারে, তাহা হইলে অন্যান্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাহারাও মানসিক উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা করিবে। তাহাদের এই শুভনীয় উন্নয়ন হইবার সাধনার ভারতেরও বড় হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। Anti-Dühring গ্রন্থে Engels এই কথাটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—The ultimate causes of all social changes and political revolutions are to be sought, not in the minds of men, in their increasing insight into truth and justice, but in the changes in the mode of production and exchange, they are to be sought not in the Philosophy but in the Economics of the epoch concerned. (E. Burns. A handbook of Marxism. P. 279)

ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের সব পরিকল্পনার মূলেই রহিয়াছে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আশা। সরকারী উদ্যোগ আমেরিকার ও রাশিয়ার উৎপাদনে বিস্ময়কর পরিবর্তন আনিয়াছে; ভারতে শিল্প প্রসার হইলে এবং সরকারী উদ্যোগ থাকিলে এদেশের অধিকাংশ উৎপাদন হইবারই সম্ভাবনা। এখানে এদেশের যে শোষণ-মনোবৃত্তি লইয়া শিল্পপতিরা ব্যবসা চালাইতেছেন, শিল্পপরিচালনা কার্যকরী হইলে সমাজতান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন লোক যদি সেই ব্যক্তিদের স্বার্থের গণ্ডী হইতে নিজকে উদ্ধার করিয়া দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারেন, তবেই দেশের সত্যকার কল্যাণ সাধিত হইবে। ভারতের অর্থনিতিক প্রতিভ যদি বুঝিতে পারে যে তাহারা অতিরিক্ত মুনাফাবৃদ্ধির জন্য বাড়িয়া উঠিতেছে না, দারিদ্র্যের অবসানের নিমিত্তের জন্য, তাহা হইলে তাহাদের কর্মপদ্ধতির বিধিনিষেধ তাহারা মূলত ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

ভারতের অবস্থা প্রতিকূল করিয়া ভারত সরকার যদি ইন্সিতের প্রয়োজনমূলক একটি বিকল্প মুদ্রানীতি রাখিতে পারেন এবং আইন করিয়া কৃষি ও শিল্প আধুনিক উৎপাদন কৌশলগুলি কাজে লাগাইবার ব্যবস্থার সহিত প্রয়োজনমত ব্যক্তি ও দেশী ব্যবসায়ের সুযোগ দেন তাহা হইলে ভারতের দুঃখ-দুর্দশা দূর সহজেই দূর হইবে। বিদেশী মুদ্রানীতিতে যদি লাভের সম্ভাবনা দেখিতে পাবে, বিদেশের কল্যাণ সম্ভাবনার এখনকার জনসাধারণ তাহা কিনা বিচার প্রথম করিবে। ভারতবর্ষ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিলে অন্য জাতিকে এখানে ব্যবসা করিতে দিতে তাহার আপত্তি থাকার কথা নয় এবং তখন মূলধনের ও দোষের সুযোগ করিয়া দেশে বৈদেশিক বাণিজ্য এখনো আসবে হইতেই করিয়া আসিবে। ভারতের নব জাগরণ ইতিহাসে দৃষ্টিও আকর্ষণ করিয়াছে। একদেশে কংগ্রেসী আন্দোলনের ফলে ১৯১৯ সালের ভারতে আমদানী শতকরা ৬১ ভাগ বিলাতী মালের স্থানে ১৯৩৯ সালে শতকরা ২৫ ভাগে নামিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আমার ভারতবাসীর মন যদি মূল্যবহারের দ্বারা বিদেশী সরকার আসর করিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ সামান্য বাজারটুকুও তাহাকে হারাইতে হইবে। ব্রিটেনের বৈদেশিক সম্পত্তির অধিকাংশ বিক্রি হইয়া গিয়াছে, যুদ্ধের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যভুক্ত প্রায় সকল দেশই আজ স্বাধীনতা, এ অবস্থায় ব্রিটেনের আমদানী সমাধানের-একমাত্র আশা ভীন ও ভারতবর্ষ। এদিকে ভারতের বাজারে আমেরিকা যখন দৃষ্টি দান করিয়াছে, তাহাদিগের তুলনায় ব্রিটেন তাহা সেখানে উপযুক্ত সঙ্গে ব্যবসা চালাইয়া যাওয়া অবশ্য খুবই ব্যাপার। এখন অন্ততঃ বন্ধুত্বের ভান না করিলে লোকসান তাহাদেরই। ভারত-সচিব মিঃ আমেরি এ বিষয়ে তাঁহার দেশবাসীকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন :—The man who will direct India's business enterprises or who will control her economic Policy will only be willing to accept British co ordination and Participation if they are clearly convinced that there is behind it no assertion of implication of British domination either of British firms or of British economic Policy.

—এবং ভারতীয়দের তেমনভাবে প্রমাণ করিয়া এদেশ সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক Mr. Alfred watson ১৯৪৮ সালের ১৪ই আগষ্ট লণ্ডনের Institute of Export-এর সভায় বলিয়াছিলেন :—

Our People in the Country will have no privilege not enjoyed by others. The future British Community in India has to recognise the Indians as an equal and themselves as guests.... In plain language we have to abandon any attitude of superiority.

অপব্যয় নিবারণ করা—

আর্থিক সুব্যবস্থার উপর নির্ভর করে এবং সে ব্যবস্থা সহজসাধ্য করে একমাত্র ব্যাঙ্ক।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

আপনার ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়গত আর্থিকস্থিতি সুদৃঢ় করে দিয়ে আপনার ঐশ্বর্য ও সম্পদ বাড়াতে সাহায্য করবে।

হেড অফিস :—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—বোম্বাই, রাইপুর, অমৃতসর, চাইবাসা, ডালা, নবদ্বীপ, দীঘিরপাড়, আলাহাবাদ, বড়বাজার ও দক্ষিণ কলিকাতা।

তার "CLEARING" ফোন : কলাপ ৪৪০১

আর রায়, বি-এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

খাদ্য-সঙ্কটের সমাধান কোন্ পথে

(জনৈক সেন)

এ বছর দুর্ভিক্ষের ছয় মাসে কি না তাহা লইয়া বছরের সোড়া হইতেই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। সমগ্র ভারত বেশে এবার মোট উৎপন্ন আমন চাউলের পরিমাণ ২৭ কোটি মণ। সরকারী হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বাৎসরিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে গড়ে মাথাপিছু ৩৯৫ পাউণ্ড বা ৯০১৮ মণ। এই হিসাবে বাংলার জন্য বছরে ২৫ কোটি মণ চাউল প্রয়োজনীয়। সুতরাং শুধু এক আমন হইতেই ২ কোটি মণ চাউল উদ্বৃত্ত হইবার কথা। যদি প্রয়োজনীয়তার সাত মাথা পিছু ৫ মণ ধরা হয় তাহা হইলে আমাদের দরকার ৩০ কোটি মণ। আউস এবং আমন মিলাইয়া এবার আমরা পাইয়াছি মোট ৩৩ কোটি মণ। কাজেই এই হিসাবে বেশে এবার বাড়তি যাই, বহু উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। সরকারের বাড়তিটা যদি দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে বীকার করিতেই হইবে যে এ বৎসর দুর্ভিক্ষ অসম্ভব। এই ধারণা লইয়াই বছরের প্রথম হইতে বাংলার অর্থনীতিবিদগণ দাবী করেন যে, স্বাধীন বাণিজ্যের গতি অব্যাহত রাখা হউক। এই দাবীর সার্থকতা বিচার করিতে হইলে গত বৎসরের দুর্ভিক্ষ কেন হইয়াছিল তাহা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

গত বৎসর দুর্ভিক্ষ কেন হইয়াছিল

গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৪২-৪৩ সালে আউস, আউস এবং বোরো লইয়া বাংলার মোট ১৮ কোটি ৮৩ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার আগে পর পর দশ বছর যে-হারে এ দেশে চাউল উৎপন্ন হইয়াছে সেই তুলনায় এ বছরের উৎপাদন ছয় ভাগের এক ভাগ কম হইয়াছে। এই বিরাট ঘাটতি যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিতে যথেষ্ট সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ ঘাটতি গত বছরই নূতন নয়; ইহার আগেও কোন কোন বছর ইহার চেয়েও বেশী ঘাটতি এদেশে হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে মাত্র ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ গত বৎসরের অপেক্ষাও ২ কোটি ৩০ লক্ষ মণ কম; কিন্তু তখনি ১৯৪০-৪১ সালে দুর্ভিক্ষের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই।

অর্থনীতিবিদেরা সকলে বলিতেছেন যে ১৯৪০-৪১ সালে বিদেশ হইতে বিদেশজাত দ্রব্য হইতে চাউল আমদানির ব্যবস্থা ছিল, গত বছর সে-পথ ছিল রুদ্ধ, সুতরাং স্বাভাবিক আমদানি-রপ্তানির ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকিলে দুর্ভিক্ষ হইবার কোন কারণ গত বৎসরও থাকিত না। কিন্তু বাংলার উৎপাদন ও চাহিদার উপর বিদেশ হইতে আমদানির প্রভাব খুব কম, সুতরাং চাউলের দামের উপর তাহার প্রভাবও এত সামান্য যে দুর্ভিক্ষ হওয়া না হওয়ার সঙ্গে বিদেশ হইতে আমদানি করা চাউলের পরিমাণের কোন সম্বন্ধ নাই। এই ঐতিহ্য সম্বন্ধে প্রমাণ করিবার জন্য সাধারণবুদ্ধির স্বাভাবিক অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের এক প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত তথ্য উদ্বৃত করিলাম :—

বাংলার চাউল আমদানি ও রপ্তানির বিবরণ (লক্ষ টনের হিসাব)

বৎসর	মোট আমদানী	মোট রপ্তানী	নীট্ আমদানী	উৎপন্ন চাউল	শতকরা কত ভাগ নীট আমদানী	শতকরা কত ভাগ নীট উৎপন্ন বা ঘাটতি	প্রতিদিন চাউলের মাথাপিছু লভ্যতা আউন্স
১৯৩৯-৪০	৩·৫১	৩·৬০	—০·৯১	৯৬·৯১	—০·৯৩	+ ০·৫১	৯৬ টাকা
—৪১	৮·৭৪	৩·১৪	+৫·৩৪	৯২·১৩	+৫·৪০	—০·৬৯	৩·০ „
—৪২	৪·৫৪	৩·৩৩	+১·৩১	৭৫·৩৮	+১·৩৭	—১৩·৯৯	৩·৩ „
—৪৩	৩·৭১	৩·৬১	+১·১৩	১০৩·৩৮	+৩·৯৯	+১১·৩৭	৩·৫ „
—৪৪	৩·১২	৫·৩৩	—৩·৩১	৯০·৩৪	—৩·৫৬	—৩·৭৪	৩·৯ „
—৪৫	৫·৬৪	৫·৬১	+০·০৩	৭৫·৯৭	+০·০৪	—১৭·৬৭	৩·৩ „
—৪৬	১০·৬০	৩·৯৮	+৩·৩৯	৯৪·৫৪	+৩·৯৯	—৩·৭০	৩·৩ „
৭ বৎসরের গড়পড়তা হিসাব	৩·৩৭	৫·৫০	+০·৯৪	৯৩·৫৪	+০·৯৯	—৩·৭৮	৩·৪ „

গত সাত বৎসরের গড় পড়তা হিসাব লইলে দেখা যায় যে মোট উৎপাদনের গড়-পড়তা ১ ভাগ মাত্র নীট আমদানি। বছর বছর নীট্ আমদানির ও ঘাটতির তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে দামের তারতম্য খুব সামান্যই ঘটিয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে নীট্ আমদানি মোট উৎপাদনের মাত্র ০·৭৪ ভাগ এবং ঘাটতি ১৭·৬৭ ভাগে, অথচ দাম মাত্র ৫·৩ টাকা। এই তথ্যের সঙ্গে ১৯৪১-৪২ সালের ঘটনাবলীর তুলনা করুন। ১৯৪২-৪৩ সালে ব্রহ্মদেশের আমদানি বন্ধ, এবং ঘাটতি মোট ১৬·৮ ভাগে, অথচ চাউলের দাম কি ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক ভাবে বাড়িয়াছে।

১৯৪০ সালে কলিকাতায় প্রতি মণ চাউলের গড়পড়তা দাম

(ইণ্ডিয়ান্ ষ্টেট্ ষ্যাটিস্টিক্স হইতে)

জানুয়ারী	১৪৩	জুন	৩১৯৲
ফেব্রুয়ারী	১৪৯৲	জুলাই	৩৫৩৲
মার্চ	২০৩৲	আগষ্ট	৩৩৲
এপ্রিল	২২৩৲	সেপ্টেম্বর	৩৪৲
মে	২৪৩৲		

আমদানি বন্ধ হওয়া এবং উৎপাদন কম হওয়ার সঙ্গে দামের বাজার কি বিরাট পার্থক্য!

আমদানি বন্ধ কিংবা উৎপাদনের ঘাটতি দুর্ভিক্ষের মূল কারণ নয়, দুর্ভিক্ষের মূল কারণ অন্যত্র। তাহার অর্থ এই নয় যে, গত বৎসর সমস্ত দেশ হইতে যত আমদানি হইত তাহা আমদানির কোন বাধার সরকারের ছিল না। সমস্ত দেশ হইতে অন্তত আরও আমদানি করিয়া বাজারের ব্যবস্থা করিলে ৫৫ লক্ষ মরনশীল মৃত্যু বন্ধ হইত না; সে-বাধার দরকার প্রতিপালন করিতে পারে হইয়াছে বলিয়া দুর্ভিক্ষ সমর্থন করা কঠিন হইবে, চোরাবাজারের প্রশ্রয় দিয়াছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের মূল কারণ যে চোরাবাজারের প্রশ্রয় তাহা অর্থনীতির কষিতে সমাজ-স্বার্থ-বিরোধী মনুষ্যত্বকেই সাহায্য করা হয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের অবকাশ অন্তত এই বছর ব্যবসায়ীরা খুব পুলিয়াছেন, স্বাভাবিক বাণিজ্যের গতি অব্যাহত রাখিলেই দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দূর হইবে। মনুষ্যত্ব এবং চোরাবাজার যদি বন্ধ করা না যায়, তাহা হইলে এ বছর প্রাচুর্য সত্ত্বেও গত বৎসরের ঘটনাবলীর পুনরাবর্তন হওয়া খুবই সম্ভব। স্বাধীন বাণিজ্যই এই চোরাবাজার পরিপন্থী কষিবে। বাংলার বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তের সত্যতা খুব সম্ভব হইবে।

বাংলায় স্বাভাবিক বৎসরে ২৩ কোটি মণ চাউল উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই সমস্ত চাউলই বাজারে বেচা-কেনা হয় না। বাজারের নিকট যদি আসে তাহারা উদ্বৃত্তাংশ বাদ রাখিয়া বাকিটা কিনিয়া লয়। অবশ্য এখন অনেক

পরীক্ষা করা যাবে যাহারা বাজারে প্রথম দিকে টাকার জন্য নিজের প্রয়োজনীয় মালের অংশ বিক্রী করিয়া দেবে, আবার বাজারে দেরের দিকে নিজেরাই কিনিতে বাধ্য হয়। মোটের উপর সমস্ত উৎপন্ন চালানের একটা অংশই বাজারে আসে। ইন্ডিয়ান্ অবজার্ভার কমিটির হিসাবে অনুসারে যুদ্ধারম্ভে বাজারে ৩ কোটি মণ চাউল বাজারে কেনা বেচা হয়। এই ৩ কোটি মণ চাউল যদি কোথাও মজুত হইয়া যায়, তাহা হইলেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে; কারণ বেতনে মজুর, গরীব প্রজা, শিল্প-ব্যবসায়ী, কলকারখানা প্রভৃতি শ্রেণীতে বাজারের সরবরাহের উপর নির্ভর করিতে হয়, যায় ৩ কোটি মণ চাউল যদি কোথাও মজুত হইয়া থাকে তাহা হইলেই এই সমস্ত শ্রেণীর জিনিস অন্যায়ভাবে চড়াদামে বিক্রয় হইবে। গত বছর মোট উৎপাদন হইয়াছিল ৬ কোটির ১ আনা কম, সুতরাং বাজারে ৫ কোটি মণের বেশী আসিতে পারে না। এই চাউল মজুতদারের নিকট বন্ধ ছিল বলিয়া চোরাবাজারে আধিপত্য এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল।

মজুত কেন হয়?

লক্ষ লক্ষ লোক যখন অনাহারে মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে তখন যে মুষ্টিমেয় লোক চাউল মজুত করিয়া বসিয়া থাকে তাহারা সমাজের শত্রুর কাজ করে। শুধু চাউল নয়, চাউল, চিনি, ঘৃত এমন কি জীবন পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় বস্তু লইয়া মজুত এবং অতিরিক্ত মুনাফা সংগ্রহ চলিতেছে। আমাদের সমাজজীবনে এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার উৎপত্তি কেন হইল? সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রের অর্থনৈতিক কার্য্যক্রম বিশ্লেষণ করিলে ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

যুদ্ধের ব্যয় চালাইবার জন্য অর্থ চাই, কিন্তু সরকার জনসাধারণের সঙ্গে সরবরাহিতার পথ অবলম্বন করিয়া চলিবার পথ অবলম্বন করিয়া চলে। সেজন্যই জনসাধারণের নিকট হইতে যুদ্ধের খরচ উঠে না, এ খরচ সরকারী ঋণকারী হইতে চালান হয়। ইংলণ্ডে জাতীয়ের হিসাবে যুদ্ধ-ব্যবসায়ের জিনিস যে টাকা জমা হইতেছে তাহার বিভিন্নের এখনো প্রচুর পরিমাণে মোট বাকির করা হইয়াছে। গত জিনিসের মাসের শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে ৮৪০ কোটি টাকার মোট খরচ হইয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর প্রতি বৎসর মোটের পরিমাণ কি ভাবে বাড়িয়াছে :—

বৎসর	খরচ কত টাকার মোট বাকিতে
১৯৩৯-৪০	৪৯.৪৫
১৯৪০-৪১	১৯.১১
১৯৪১-৪২	৬৪.২৪০
১৯৪২-৪৩	৭৭.৭৩৩
১৯৪৩-৪৪	৯৭.১১৫

বাজারে এই ভাবে মুদ্রামান যে হারে হ্রাস পড়িতেছে তাহা যায় কোথায়? তাহা যায় ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক ও কারখানার মালিকের হাতে। যেখে যদি শিল্পবিস্তারের ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে এই স্ফীত মুদ্রা মূলধন বাড়াইত, উৎপাদন বাড়াইত, জনসাধারণের স্বচ্ছলতা বাড়াইত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি ভারতবর্ষকে নিয়ে অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে। যে কয় বৎসর বিপুলভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে সেই কয় বৎসর উৎপাদন বাড়ে নাই, বরং কমিয়াছে :—

শিল্প-উৎপাদনের বাৎসরিক গড়পড়তা ইনডেক্স

(এপ্রিল ১৯৩৯—মার্চ ১৯৪৬=১০০)

১৯৩৯—৪০	১৯৪১-৪২
১১৫'৭	১৪৪'৩
খুলনা ৫০	১১৬'৯
মুলাই "	১৭৫'৩
আগ্রা "	৯৮'৫
মেদেইয়ার "	৯৯'৩
আট্টাবর "	১০৫'৯
এলেবর "	১১৮'৯
ডিসেবর "	১০০'৯

শিল্প-ব্যবসায়ীদের হাতে যথেষ্ট বেশী মুদ্রা আসিয়া জমিতেছে, অথচ শিল্পবিস্তারের পথ বন্ধ। এরা ব্যবসায়ীদের এই অর্থ অলস ভাবে বসিয়া নাই এবং থাকিতে পারে না। শিল্পবিস্তারের স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হইতে না পারিয়া এই অর্থপ্লাবন জীবনধারণের উপযোগী বস্তুসমূহের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতেছে। গায়োবরের উৎপত্তিস্থানে জলের আধিক্য যখন গায়োবরের সহীর্ণ খাত ছাপাইয়া উঠিল তখনই তাহা মাঠ, গ্রাম, রাস্তা সমস্ত ছাপাইয়া লইয়া গিয়াছিল। সরকারী আমলাতান্ত্রিক নীতি ঠিক সেই রকম ভাবে ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গায়োবরের বন্যার মত অনেকগুলি সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে।

ব্যাঙ্ক, কারখানার মালিক এবং ধনী ব্যক্তিরা তাহাদের প্রচুর নিজ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খাটাইতে পারিতেছে, অথচ উৎপাদন বাড়িতেছে না বলিয়া বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্য বেশী আসে না। একই পরিমাণ পণ্য লইয়া ব্যবসায় করিবার জন্য যখন বেশী পরিমাণ মূলধনের আমদানি হয় তখন ব্যবসায়ীদের নিজের প্রতিযোগিতায় ফলে যে কয় বেশী পরিমাণ পণ্য বেশী দিন মজুত করিয়া বেশী মূল্যলাভ করিতে পারে। স্বাধীন বাণিজ্য ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থা। স্বাধীন বাণিজ্যের অর্থ এই যে বাজারে প্রয়োজন বেশী পণ্য আসিতেছে, প্রত্যেক ব্যবসায়ীর চেষ্টা হয় তাহার মূলধন কম আড়াআড়ি যার যার খাটাইতে পারে, কম আড়াআড়ি এবং কম কম লাভে পণ্য বিক্রী করিয়া অল্পদিনে বাজার বদল করিতে পারে এবং নিয়তম মূলধন মূলধনে পরিণত করিয়া বিনিময়ের মূলধন পর্য্যায় আরম্ভ করিতে পারে। স্বাধীন বাণিজ্যের এই বাস্তব পটভূমি এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, পণ্যের মজুতের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তে সেখা দিয়াছে তাহার আপেক্ষিক দীর্ঘস্থায়িত্ব, অর্থ-মূলধনের আপেক্ষিক দীর্ঘস্থায়িত্বের পরিবর্ত্তে সেখা দিয়াছে ফোড়নের স্রোতের মত অর্থ-মূলধনের অস্বাভাবিক আমদানি। সুতরাং বিনিময়ের ক্ষেত্রে মূলধনের ক্রয় চলাচলের পরিবর্ত্তে সেখা দিয়াছে পণ্য মজুতের প্রবৃত্তি. ইহার ফলে মূল্যবৃদ্ধির ব্যবসায়ী হইয়াছে অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির মজুতদার, স্বাভাবিক বাণিজ্য-স্রোতের মাঝে দাঁড়াইয়াছে অস্বাভাবিক মজুতের অস্বাভাবিক অধিকার।

যানবাহনের সঙ্গেও ঠিক এই অবস্থাটিকেই দাঁড়াইয়া তুলিতেছে। স্বাধীন বাণিজ্যের অন্তরঙ্গ প্রথম ভিত্তি যানবাহনের স্বচ্ছলতা। স্বচ্ছল যানবাহনের ব্যবস্থা থাকিলে তাহার কোন ব্যাপারী যদি দাম অতিরিক্ত চড়াইবার জন্য কোন পণ্য অস্বাভাবিক ভাবে আটকাইয়া রাখে, তাহা হইলে বিক্রয়যোগ্যের ব্যাপারী তৎক্ষণাৎ তাহা। সেই পণ্য নয় দামে তাহার সেই স্থান সরবরাহ করিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু যুদ্ধের ফলে দেশের যানবাহন এমনভাবে লাটপ্রস্ত হইয়াছে যে, কেহ এক জায়গায় বিস্তর পণ্য মজুত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও অন্য জায়গা হইতে সরবরাহ আসিবার সম্ভাবনা নাই।

ব্যবসাতান্ত্রিক ব্যবস্থা এইভাবে দেশের ভিতর মজুতদার সৃষ্টি করিয়াছে। মজুতদার কখনও চিনি, কখনও ঘৃত, কখনও চাউল এইভাবে এক এক পণ্য এক এক সময় অবরোধ করিতেছে। বাণিজ্য-অঞ্চলের নৈতিক ধারা একদিন ছিল জনসাধারণের নিকট ব্যবহার্য্য বস্তু পৌঁছাইয়া দেওয়ার সেবা করা, এখন হইয়াছে জনসাধারণকে ব্যবহার্য্য বস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়ার ভিতর দিয়া ও মহাজনী সৃষ্টি করা। গত বৎসর বাংলার চাউলের উৎপাদন কম হওয়ায় এই তাত চাউল লইয়া অত সহজে হইতে পারিল। এ বৎসর মুদ্রাস্ফীতি সমস্ত দিক হইতেই বাড়িয়াছে; কাজেই

জাতীয় উন্নতির শিখরে উঠিবার তিনটী প্রধান ধাপ

=ব্যাঙ্ক=
=ইন্সিওরেন্স=
=উৎপাদন=

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড
বাসন্তী প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিমিটেড
চরগোলা ভ্যালী টী এষ্টেটস্ লিমিটেড

আজ সকল দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

দুর্দ্দিনের কালোমেঘ দিগন্তে দেখা দিয়েছে—এই অস্থিতির দিনে আপনার প্রাণপাত পরিশ্রমে সঞ্চিত অর্থ যদি নিরাপদে রাখতে ও ক্রমশঃ বাড়াতে চান—আমাদের বিশ্বস্ত ও ক্রমোন্নত প্রতিষ্ঠান কয়টীর অংশীদার হউন।

——ব্রাঞ্চ ঃ——

কলিকাতা	বাংলা	আসাম
ডালহৌসী—বঙ্গ বিল্ডিংস্ বড়বাজার—২৭৯, হারিসন রোড শিয়ালদহ—বৈঠকখানা বাজার হাওড়া—বেলিলিয়াস রোড	ঢাকা, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাঁকুড়া, শিরাইগঞ্জ, জলপাইগুড়ী, ইছাপুর (হাওড়া), আমাগোলা	তেজপুর, গৌহাটী, শ্রীহট্ট, চাঙ্গাণী (খাসিয়া)

বিহার	উড়িষ্যা	ইষ্ট, পি	সি, পি
রাঁচী, জামসেদপুর, পুরুলিয়া, সাক্চী, ধানবাদ, ঝুমরীতলাই, সাকচী (সোনেপুর), কলাঝরিয়া (সাঁওতাল), ঝরিয়া, কাতরাসগড়, গোমোহ	বরহমপুর (গঞ্জাম), ভুবনেশ্বর, কটক—চৌমুহানীবাজার ও মজলাবাগ, পুরী	বেনারস, জৌনপুর	রায়পুর

এজেন্সী—মাদ্রাজ, দিল্লী ও আগ্রাতে।

মিঃ বি মুখার্জ্জী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও
ম্যানেজিং এজেন্টস।

হেড অফিস—
৩১, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন: সি. কে—২৬৮১ : : গ্রাম—"রেমবো" কলিকাতা।

এবছর যদি মজুতের বিরুদ্ধে সকল ব্যবস্থা না হলে, তাহা হইলে চাউলের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও দর আজ যাহা দাঁড়াইয়াছে এ বছরও তাহা হইতে পারে।

এ বছর ধানের অবস্থা

স্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় ৬ কোটি মণ চাউল বাজারে বেনামেনা হয়। এ বৎসর ফলন এত বেশী হইয়াছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় অন্ততঃ ১০ কোটি মণ চাউল বাজারে আসিবার কথা। কিন্তু গত বছরের দুর্ভিক্ষে এবং রাজনৈতিক অঙ্গন অবস্থায় ফলাফল প্রত্যেকের মনে ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছে। যাহারই কিছু অবশিষ্ট আছে সে-ই এবার চেষ্টা করিতেছে যথাসম্ভব কম বিক্রী করিতে এবং যথাসম্ভব বেশী মজুত করিয়া রাখিতে। বাংলা দেশে এখন ৬০ লক্ষ পরিবার আছে যাহাদের অবশ্যম্ভাবিরূপে কোন-না-কোন রকম ঘাটতিপূরণ আছে। ইহাদের প্রত্যেক পরিবার যদি অন্ততঃ ১০ মণ চাউল অতিরিক্ত মজুত করে, তাহা হইলে ৬ কোটি মণ চাউল বাজারে আসিবে না। বাকি ৪ কোটি মণ চাউল ধরিয়া লইয়া ব্যবসায়ীরা মধ্যে প্রতিযোগিতা হইলে চাউলের দর অসম্ভব রকমে বাড়িতে পারে। ঠিক এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া চাউলের দর এখনও খুব বেশী। গত বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে চাউলের দর ছিল ২০ টাকা হইতে ২৫ টাকার ভিতর। এ বৎসর এত প্রচুর ফলন উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও চাউলের দর বিভিন্ন জেলায় ১৪ টাকা হইতে ১৮ টাকার ভিতর, কোন কোন জেলায় ২০ টাকা ২২ টাকা পর্য্যন্ত আছে। বাজারে যে চাউল বিক্রীর জন্য আসিতেছে তাহারও অধিকাংশ যাইতেছে মজুতদার ব্যাপারীদের হাতে। প্রচুর উৎপাদন সত্ত্বেও বাজারে সরবরাহের প্রাচুর্য্য নাই।

এ অবস্থায় উহাতি না হইলে বাজারের কিনিয়া খাইতে হয় তাহাদের পক্ষে বছরের শেষ দিকে দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। গরীব চাষীদের অধিকাংশ এবার কিনিয়া খাইতেছে, কারণ দুর্ভিক্ষের সময় তাহারা জমাজমি হারাইয়া নিঃস্ব হইয়াছিল। এবছরে বাজারদর পরিবেশের সাময়িকের দাঁড়া বাড়াইয়া দিয়াছে। গত বৎসর যাহারা ৩০ টাকা দরে চাউল কিনিতে পারিয়াছে এবার তাহারা ১৪ টাকা দরেও কিনিতে অক্ষম। স্বাধীন ব্যবিজ্য তাহাদের হাত দিয়ে পারে না, স্বাধীন ব্যবিজ্য তাহাদের হাত হইতে রক্ষিত করে, তাহার স্বাভাবিক ব্যবিজ্যব্যবস্থার স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমরা দেখিলাম যে, প্রচুর আমন ফসল সত্ত্বেও মজুতের জন্য বাজার হইতে চাউল উধাও হওয়া খুবই সম্ভব। বাজারের সরবরাহের সমস্যা মাটতি অঞ্চলগুলিতে এখনই সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলা দেশে কলিকাতা ছাড়া অন্ততঃ ১৮টি মাটতি মজুমা আছে। এই মজুমাগুলিতে অন্তর হইতে চাউল আমদানির সমস্যা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, অন্য যানবাহনের অবস্থা এ বৎসর আরও সঙ্কটজনক। কাজেই সারা বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা না দিলেও মজুমাগুলির এই ১৮টি মজুমার চোরাবাজারের রাজত্ব চালাইতেছে। এই ৩২টি মজুমার সর্ব্বনাশকারী মুনাফা দুর্ভিক্ষের চাপ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাতীয় অর্থনীতি আজ তাহাদের অত্যন্ত ভাজিয়া পড়িতেছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এই ভাঙনেরই অভিব্যক্তি।

এই অবস্থা প্রতিকারের একমাত্র উপায় সরকারী ক্রয় এবং সরবরাহের ব্যবস্থা। মাটতি অঞ্চলে সরকারী সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে অন্ততঃ ৫ কোটি মণ চাউল প্রয়োজন। সরকার যদি ৫ কোটি মণ চাউল ক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে সমস্ত বছরে বেশিদিন চালু হইতে পারে এবং মাটতি অঞ্চলের গ্রামেও সরকারী সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই চোরাবাজার বন্ধ হইবে এবং এ বৎসর দুর্ভিক্ষের আঘাত আকাশেও পাইতে হইবে না। কিন্তু এই নীতি যদি অবলম্বিত না হয়, তাহা হইলে বছরই মজুতবিরোধী আইন হইবে, বছরই মূল্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইবে, তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। সরকার-পক্ষ হইতে যদি ৫ কোটি মণ চাউল ক্রয় না করা হয়, তাহা হইলে মূল্য নির্দ্ধারণের ক্ষমতা তাহার থাকিবে না, সে-ক্ষমতা থাকিবে মজুতদারদের হাতে।

সরকারের পক্ষে ৫ কোটি মণ চাউল ক্রয় করা ও সুষ্ঠুভাবে তাহা বণ্টন করা সম্ভব, যদি জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। সরকারের অন্ততঃকয়েকজন ব্যবসায়ী লইয়া ক্রয়-বোর্ড গঠন করিয়া ধান-চাউল কিনিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করে নাই। এমন ক্রয়-বোর্ডের সাহায্যে ব্যাপারীদের গতি রোধ করা সম্ভব নয়, কারণ জনসাধারণের সেবাসহযোগ এই ক্রয়-বোর্ড আয়ত্ত করিতে অক্ষম। জনসাধারণের সেবাসহযোগ আয়ত্ত করিতে না পারিলে সরকারের পক্ষে ৫ কোটি মণ চাউল ক্রয় করাও অসম্ভব। বেসরকারী পরিমহে শ্রীযুক্ত অধিনীকুমার দত্ত এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বাংলার ক্রয়-বোর্ড এ বৎসরের উদ্বৃত্ত চাউলের চার আনার একআনাও কিনিতে পারে নাই। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ৫০ লক্ষ মণের বেশী চাউল সরকারী সরবরাহ বিভাগের দখলে আসে নাই। ব্যবসায়ীদের ক্রয়-বোর্ড দ্বারা উহার বেশী সম্ভব হইতে পারে না। সকল স্তরের সম্মিলিত কমিটিসমূহ গঠন করিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক কমিটীর হাতে খাদ্য ক্রয় ও বণ্টন তত্ত্বাবধান করিবার ভার দিলে অবশ্যই জনসাধারণের সেবাসহযোগ এবং তৎপরতা আশ্রয় করিবে এবং তাহার ফলে দুর্ভিক্ষের গতি রোধ করা সম্ভব হইবে। সর্ব্বশেষে যাহাতে এই পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয় সে-জন্য এখনো ও রাজনৈতিক ফলের অপেক্ষা হওয়া কর্ত্তব্য। স্বাভাবিক ব্যবিজ্য-স্রোতের আশা আজ তবর দুঁড়িয়া মুষ্টিমেয় ব্যক্তির গলিত দেহ টানিয়া বাহির করিয়া তাহাকে সঞ্জীবন করিবার দুরাশামাত্র। এ গলিত শব আজ সমাজের জন্য, রাষ্ট্র দুর্ভিক্ষ বিষবাষ্প ছড়াইতেছে। যখন দেখি দেশের সাধু ব্যক্তিরাও খাদ্য ও ঔষধ জমাইয়া জনসাধারণকে মৃত্যু সইয়া কেনাবেচা করেন, এই কথাই তখন মনে জাগে।

যে-সমস্যার বিষয় নিয়া আমরা আলোচনা করিয়াছি আমা ইংলণ্ডের নিত্য আহারসিদ্ধির খাদ্য-সংগ্রহের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমাদের সমাজ-সৌধের প্রতিটী স্তম্ভ ভাঙিয়া পড়িতেছে, সৌধচূড়া এখন আমাদের মাথায় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম। দিকে দিকে হুহুঙ্কার আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। যে আমদানীরাজনীতি বর্ত্তমান সমাজ-সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে তাহার আমূল পরিবর্ত্তনই সঙ্কট সমাধানের পথ। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাই তাহার একমাত্র উপায়। কিন্তু জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের কিছুই করিবার নাই এই অসহায়তা মেনের পক্ষে মারাত্মক। মজুতের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন পরিচালনা না করিলে যে-সঙ্কট দেখা দিবে তাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। গত বৎসর দুর্ভিক্ষের ফলাফল এই কথাই প্রমাণ করিয়াছে। জনমতের স্বার্থে সমস্ত সমরে বেশনিং চাই, জনমতের স্বার্থে সর্ব্বত্র যাঁরা বড়ের দোকান চাই, জনমতের স্বার্থে সর্ব্বত্র চোরাবাজার বন্ধ করা চাই। কাজেই জনমতের স্বার্থে আমরা দাবী করি, গভর্ণমেণ্ট খাদ্যশস্য ক্রয় করুক এবং তাহা নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রী করুক। যাহারা মজুত করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা করিতে চায় তবু মাত্র জনসাধারণের সমাজবিরোধী স্বার্থই এই দাবীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে। গভর্ণমেণ্টের প্রতি অসহযোগ মজুতের স্পৃহা বাড়াইতেছে; কিন্তু জনসাধারণের দাবী করে যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুত না করিয়া বাজারের সরবরাহ সহজ এবং সরল রাখিতে হইবে। মজুতের বিরুদ্ধে সহজ এবং সরল অবস্থায় জন-সেবাযোগ লইয়া সকল দল একত্রাবদ্ধ হইলে; তাহা হইলে সেই ঐক্যের চাপে গভর্ণমেণ্টও সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে। জনমতের স্বার্থের জন্য বাংলার এই ঐক্য গড়িয়া তুলিতে সমিতির অস্তিত্বের সময় অবসর থাকিবে না। এই ঐক্যই বাংলার ভরসা।

'ইজারা ও ঋণ'

[অধ্যাপক শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ]

পাঁচ বৎসর হইল যুদ্ধমান যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে এবং আজ অনেকটা নিঃসন্দিগ্ধেই বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়ের সম্ভাবনা অধিক। উত্তর আফ্রিকায়, ভূমধ্যসাগরে এবং সিসিলিতে মিত্রশক্তির সাফল্য এবং ইতালির যুদ্ধের অক্ষশক্তির অন্যতমের পরিবর্তন মিত্রপক্ষের জয়লাভ যে অনেকটা নিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। কিন্তু যে কারণে আজ মিত্রপক্ষ অক্ষশক্তিকে একতরফে আক্রমণ করিতে সাহসী ও অগ্রগামী হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে মার্কিন উদ্ভাবিত 'ইজারা ও ঋণ' ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য মিত্রপক্ষীয় জাতিসমূহকে অতিপ্রয়োজনীয় যুদ্ধদ্রব্য ও রসদাদি দ্বারা সাহায্য করিয়া উহাদিগকে যুদ্ধের জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য বলীয়ান করিয়া তোলা। মিত্রপক্ষীয় সামরিক এবং অসামরিক দেশগুলি তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্যাদি চাহিলে 'ইজারা ও ঋণ' ব্যবস্থা অনুযায়ী ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি অতি শীঘ্রই সেই সমস্ত দেশে পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যথায় এত বা এতাধিক অক্ষশক্তির সহিত যুদ্ধদান এতদিনই (৩১) আসি, পশ্চিম ইয়োরোপের প্রায় সমুদয় সাধারণতন্ত্র রাজ্য, ফিনল্যান্ড, তুর্কিস্থান, আইসলান্ড, ইরাণ, আরব ইত্যাদি মোট চুয়াল্লিশটি দেশ 'ইজারা ও ঋণ' ব্যবস্থা অনুসারে সাহায্য পাইবার যোগ্য বলিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে।

১৯৪১ সালের ১১ই মার্চ তারিখে আমেরিকায় 'ইজারা ও ঋণ' আইনটি পাশ হয়। প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণাদি দ্বারা ব্রুটেনকে এই যুদ্ধে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই এই আইনের প্রবর্তন। তবে এই ব্যবস্থার মূলে যে ইতিহাস রহিয়াছে তাহা একটু আলোচনা করিলেই এই আইন প্রবর্তনের উদ্দেশ্য স্বচ্ছন্দ হইয়া পড়িবে। এক্ষণে সেই ইতিহাসই আলোচনা করা যাইক।

প্রথমেই দেখা যাইক ডলারবিহনের দ্বারা যেসব পণ্যাদি ক্রয় করিতে সক্ষম, কিন্তু ডলার-বিহনের চলতি মুদ্রার দ্বারা সেই দেশ হইতে অন্য দেশের দ্রব্য ক্রয় করা যায় না। যেমন ব্রুটেনের চলতি মুদ্রা পাউণ্ড দ্বারা ব্রুটেন যাহাতে অন্য দেশে দ্রব্যাদি ক্রয় করা যায় না, তাহার চলতি মুদ্রা ডলার দ্বারা আমেরিকা যাহাতে অন্য কোন দেশে দ্রব্যাদি ক্রয় করা যায় না। অর্থাৎ আমেরিকাবাসী ব্রুটেন হইতে দ্রব্য আমদানী করিলে সেই আমদানীর দামে ব্রুটেনকে পাউণ্ড দিতে হইবে, ডলার দিলে চলিবে না। অনুরূপভাবে ব্রুটেনবাসী আমেরিকা হইতে দ্রব্য আমদানী করিলে সেই আমদানীর দামে আমেরিকাকে উপযুক্ত পরিমাণ ডলার দিতে হইবে, পাউণ্ড দিলে

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবিধাজনক সর্তে আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা এই ব্যাঙ্ক দিয়া থাকেন। আবেদনপত্র আমাদের নিকট পাঠাইলে এবং আমাদের একটি চেক পাইলে হিসাব খোলা হয়।

চলতি হিসাব, মেয়াদী, সাধী আমানত, ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট এবং অতিরিক্ত হিসাবটি একাউন্ট খোলা হয়।

পূর্ব আফ্রিকার প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে এবং অন্যান্য স্থানের আমাদের শাখা আছে। আমরা আমাদের ব্যাঙ্ক মারফৎ ব্যক্তিগত হিসাব টাকা আদায় করিয়া দেওয়ার ভার লইয়া থাকি।

শাখাসমূহ :—

কলিকাতা	বাঙ্গলা	বাঙ্গলা	বিহার	বিহার	আসাম
১। বড়বাজার	৮। জলপাইগুড়ি	১৬। রাজসাহী	২৩। মুঙ্গের	৩১। হাজীপুর (জামালপুর)	৪৭। করিমগঞ্জ
২। হাওড়া	৯। দিনাজপুর	১৭। রংপুর	২৪। পাটনা	৩২। মজঃফরপুর	৪৮। শিলচর
৩। কলেজস্কোয়ার	১০। কুষ্টিয়া	১৮। সিরাজগঞ্জ	২৫। রাজেন্দ্রবাজার	আসাম	৪৯। শিলচর
৪। বালিগঞ্জ	১১। খালনা	১৯। বগুড়া	২৬। জামালপুর	৩৩। ডিব্রুগড়	৫০। ডিব্রুগড়
বাঙ্গলা	১২। ময়মনসিংহ	বিহার	২৭। মুজঃ	৩৪। ডিব্রুগড়	৫১। তেজপুর
৫। কলাকর	১৩। নবদ্বীপ	২০। ভাগলপুর	২৮। মজঃফরপুর	৩৫। শিলং	৫২। তেজপুর
৬। বরিশাল	১৪। বাজারপাকড়	২১। চাইবাসা	২৯। পাটনা	৩৬। ধুবড়ী	যুক্ত প্রদেশ
৭। ঢাকা	১৫। মানিকগঞ্জ	২২। দেওঘর	৩০। রাঁচী	৩৭। গৌহাটী	৫৩। মোরাদাবাদ
					৫৪। লক্ষ্ণৌ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর এইচ দত্ত

চলিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে আমেরিকা, আর্জেন্টিনা অথবা ক্রান্স হইতে যদি ফুটেন দ্রব্য ক্রয় করে তাহা হইলে আমেরিকাকে ডলার, আর্জেন্টিনাকে পেসো এবং ফ্রান্সকে ফ্রাঁ দিয়া ফুটেনকে তাহার ক্রীত দ্রব্যের দাম মিটাইতে হইবে। কিন্তু ফুটেনে ত' ডলার, পেসো, ফ্রাঁ অথবা অন্য কোন বৈদেশিক মুদ্রা চলে না। উক্ত দেশের চলতি মুদ্রা পাইবে। অতএব সমস্যা দাঁড়াইল কি উপায়ে ফুটেন বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া উক্ত দেশগুলির পাওনা মিটাইবে। সমস্যাটি অবশ্য খুব গুরুতর নহে, সমাধান করা যাইতে পারে। কারণ মোট ফুটেন যদি আমেরিকাকে কিছু দ্রব্য রপ্তানী করে তাহা হইলে আমেরিকাকেও ফুটেনের নিকট রপ্তানীর দামে মূল্য পাঠাইতে হইবে; কিন্তু আমেরিকা শুধু ডলার পাঠাইতে পারে, কারণ উক্ত দেশের চলতি মুদ্রা ডলার। অতএব মোট বিষয়টি দাঁড়াইল এইরূপ: আমেরিকা তাহার আমদানীর দামে ফুটেনকে ডলার দিতেছে এবং ফুটেন তাহার আমদানীর দামে আমেরিকাকে পাউণ্ড দিতেছে। এইরূপ অবস্থায় উদ্বৃত্ত হইলে আমরা ডলার ও পাউণ্ডের বিনিময়-মূল্য নিরূপণ করিয়া বহির্বাণিজ্যের লেন-দেন ঠিক করিতে পারি এবং আমেরিকাকে ডলার ও ফুটেনকে পাউণ্ড দিয়া দ্বিপাক্ষিক ফুটেন ও আমেরিকা কারবার হইতে পারে। এইভাবে দেখিলে সমস্যাটি সরল বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু অর্থনীতির দিক বিশ্লেষণ করিলে সমস্যাটির জটিলতা সুস্পষ্টরূপে ধরা যাইবে। মনে করা যাউক, ফুটেনের রপ্তানী নিজের উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে এবং আমেরিকাকে ফুটেন দ্রব্যাদি রপ্তানী করিতে পারিতেছে না, অথচ আমেরিকা হইতে ফুটেন প্রচুর পরিমাণে দ্রব্যাদি আমদানী করিতেছে। এমতাবস্থায় আমেরিকাকে দ্রব্যমূল্য পরিশোধ করিবার নিমিত্ত ফুটেন তাহার সঞ্চিত ডলার তহবিল হইতে ডলার খুলিয়া লইয়া আমেরিকার দেনা মিটাইতে পারে; কিন্তু এই তহবিলের একটি নির্দিষ্ট সীমা রহিয়াছে এবং কিছুকাল পরে যখন এই তহবিল শেষ হইয়া যাইবে তখনই উক্ত-বাণিজ্য বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবে কারণ ফুটেনের আর দেনা পরিশোধ করিবার সামর্থ্য থাকিবে না। এইরূপ অবস্থাতেও ফুটেনের বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে গেলে নূতন কোন বিষয় প্রবর্তনের প্রয়োজন এবং বর্তমান 'ইজারা ও ঋণ' ব্যবস্থা উক্ত বিষয়েরই সমাধান মাত্র।

১৯৪৯ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার 'অব্যবহিত পরেই ব্রাজ আমেরিকার নিকট পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সমরোপকরণ এবং রসদাদির অর্ডার দিয়াছিল; কিন্তু অর্ডার অনুযায়ী রসদাদি ব্রাজে পৌঁছিবার পূর্বেই ব্রাজের পতন হইল। ব্রাজের পতন হইবার পর ফুটেন সেই মালগুলি নিজে লইতে স্বীকার করে, ফলে আমেরিকা হইতে ফুটেনে আমদানী প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এদিকে এক বৎসরের যুদ্ধের পর ফুটেনের নিজ ফ্যাক্টরীগুলি সামান্য রপ্তানী দ্রব্য জমাইয়া সমরোপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দিল, ফলে আমেরিকাকে ফুটেনের রপ্তানী কমিয়া গেল। রপ্তানী কমিল বটে, কিন্তু আমেরিকা হইতে আমদানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখন এখন ফুটেন তাহার সঞ্চিত ডলার তহবিল হইতে আমেরিকার দেনা মিটাইতে লাগিল; কিন্তু উক্ত তহবিল নিঃশেষ হইয়া গেলে ফুটেনের আর কোন দোষ দিবার কথা রহিল না এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ফুটেনের অবস্থা হইল অত্যন্ত শোচনীয়। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইতে ফুটেনকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই 'ইজারা ও ঋণ' ব্যবস্থার উৎপত্তি। বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক ঋণ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা গিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তির কেহই চাহে না; তাই 'ইজারা ও ঋণ' ব্যবস্থার কথা হইয়াছে যে,

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড আফিস ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল—৪১৮৯

ব্রাঞ্চ ঃ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা।

বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি, এম-এ, বি-এল, এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট, কলিকাতা ও সলিসিটর্স।

অধ্যাপক এস্ কে রায়চৌধুরী, এম-এ-বি-এল, বেঙ্গল ল' ইন্সটিটিউট।

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, এ্যাডভোকেট।

শ্রীযুক্ত ফুলানন্দ রায়চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, এ্যাডভোকেট।

শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায়চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, এ্যাডভোকেট।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মল্লিক, হাইকোর্ট, কলিকাতা ও সলিসিটর্স।

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-এ, ডক্টরেট ডিগ্রীধারী।

সুদের হার

কারেণ্ট ১% সেভিংস ২%

ফিক্সড ডিপোজিট ৩% হইতে ৪%

১৯৪২-৪৩ সালে শতকরা ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ (ইনকাম ট্যাক্স বর্জ্জিত) দেওয়া হইয়াছে।

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার—বিঃ নারায়ণচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, এম-এ

যে পরিমাণ 'সাহায্য অনুদান অন্যান্য দেশকে' দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা পাইলে ভালই, অন্যথা পণ্যাদির, সম্পত্তিবাবদ অথবা অন্যান্য উপায়ে তাহা করিতে পারে।

'ইজারা ও ঋণ' ব্যবস্থানুযায়ী মিত্রশক্তির আমিনসমূহকে কিরূপ সাহায্য দেওয়া হয় এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাউক। 'ইজারা ও ঋণ' ব্যবস্থার অন্তর্গত সমস্ত সাহায্যকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রথম—পণ্য সাহায্য এবং দ্বিতীয়—আনুষঙ্গিক কার্য্যের দ্বারা সাহায্য। তবে দ্বিতীয়ের মধ্যে পণ্য সাহায্যই প্রধান; আজ পর্য্যন্ত সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগই পণ্যাদি দ্বারা করা হইয়া থাকে। পণ্যগুলি আবার তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম—সামরিক, যথা বিমানপত্র, বিমান-ইঞ্জিন, কামান চক্র এবং বিমানের অন্যান্য অংশ, ট্যাঙ্ক, যোগানযন্ত্রী জাহাজ, যানাদি, বোমা, বিমান-বিধ্বংসী ও ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান, আনুষঙ্গিক অস্ত্রশস্ত্র, গুলি, আনুষঙ্গিক দ্রব্য ইত্যাদি। দ্বিতীয়—শিল্প, যথা ইস্পাত, তামা, দস্তা, এলুমিনিয়ম, পেট্রোলজাত দ্রব্য, তুলাদ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য ইত্যাদি। তৃতীয়—খাদ্যদ্রব্য, যথা গম, চাউল, শুষ্ক ফল, দুগ্ধজাত, মাংস, ধূমীকৃত মৎস, তুলা ডিম, মদের ও মাংস, ময়দা, অধিক আহারযুক্ত পশু, চর্ব্বি, ঘি, মাখন প্রভৃতি এবং অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য, যথা তুলা, তামাক ইত্যাদি।

'ইজারা ও ঋণ' ব্যবস্থা অনুযায়ী সাহায্য পাইতে ইচ্ছুক প্রত্যেক দেশকেই সেই দেশে উপস্থিত 'ইজারা ঋণ' প্রতিনিধি দ্বারা এক বৎসরের অথবা সেই বৎসরের উপযুক্ত করণগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একটি তালিকা বিবরণী প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিতে হয়। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড এবং অন্যান্য উক্ত বিবরণী প্রস্তুত করিতে মার্কিন সেনাপতি এবং নৌসচিবগণও সাহায্য করেন। বিবরণী প্রস্তুত হইলে পর উহা 'ওয়াশিংটনে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং উহা ওয়াশিংটনে পৌঁছিলে তখন যোগান সচিব, 'ইজারা ও ঋণ' ব্যবস্থার বৈদেশিক সংযোগ কর্ম্মচারিগণ ও শিল্প বিশেষজ্ঞগণ করুক উহা সম্যকরূপে আলোচিত হয়। তৎপর ঐ বিবরণীটিকে উহার প্রাথমিক বিচলন করিবার নিমিত্ত যুক্তরাষ্ট্রসরকার সমীপে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর বৈদেশিক যোগান সচিবগুলিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের জন্য একটি লিখিত প্রার্থনা পেশ করিতে হয়। উহাতে প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভারের পরিমাণ, যোগানকারের নাম এবং উক্ত দ্রব্যাদি কি কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে তাহার নির্দ্দেশ থাকে। লিখিত প্রার্থনাটি পেশ করা হইলে তাহাতে দেখিতে হয়ে, বাস্তবিকই প্রার্থিত দ্রব্যাদি 'ইজারা ও ঋণ' ব্যবস্থার অন্তর্গত কি না; তাহা একবার উক্ত ব্যবস্থার অন্তর্গত দ্রব্যাদিই মিত্রশক্তির দেশগুলিকে সাহায্য করা হইবে।

দ্বিতীয় প্রকারের সাহায্য অর্থাৎ কার্য্যাদি দ্বারা সাহায্য বিষয়ে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মকানুন নাই। উক্ত সাহায্যের শতকরা ৬৫ ভাগই মালবাহক জাহাজ। অবশিষ্টাংশের কিয়দংশ আমেরিকার যুদ্ধোপযোগী জাহাজ শিল্প প্রতিষ্ঠানের খাতে এবং বাকি অংশ মিত্রশক্তির যুদ্ধ-জাহাজ, পণ্যবাহী নৌবহরের মেরামত ও বৈমানিকদিগের শিক্ষার খাতে ব্যয়িত হয়।

১৯৪১ সালের ১১ই মার্চ্চ হইতে ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নানা খাতে আমেরিকা মিত্রশক্তির দেশগুলিকে যে পরিমাণ সাহায্য করিয়াছে তাহার পরিমাণ :—

(০০০,০০০ ডলার)

পণ্য সাহায্য	অন্যান্য সাহায্য	মোট
৯১০০	৩৩৬	১২৪৬
৩,৩৮০	১,৩৭১	৭,০০৯
৩,৭৪,৮০	১,৭৭,৪০	৮,৪৪,০০

উক্ত পণ্য সাহায্যের মধ্যে সামরিক দ্রব্য শতকরা ৫৫ ভাগ, শিল্পজ দ্রব্য শতকরা ২২ ভাগ এবং খাদ্য ও কৃষিজ দ্রব্য শতকরা ২১ ভাগ। অন্যান্য সাহায্যের পরিমাণ ১,৭০৪,০০০,০০০ ডলার—উহার মধ্যে :

অনিশ্চয়তার দিনে—
একমাত্র নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯৩৮ | হেড অফিস : কলিকাতা

শাখাসমূহ

ময়মনসিংহ, মেহেরকোণা, শেরপুর, জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ) ও মেহেরপুর (নদীয়া)

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য দক্ষতার সহিত করা হয়।

ডিরেক্টর এণ্ড ম্যানেজার এস আর রায়। | ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস কে রায়।

স্থাপিত ১৯২০ | ফোন : কলি ২২৪৮

দেশের সেবায়
নিয়োজিত
নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

হেড অফিস :—
৬, চার্চ্চ লেন,
কলিকাতা।

শাখা :—
ময়মনসিংহ

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
শ্যামবাজার শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

ম্যানেজার :—
বি এস বিশ্বাস

(১) রসদপত্রের খাতে—৮৬,৫০,০০,০০০ ডলার, (২) অস্ত্রশস্ত্রাদি ক্রয়ের-পাতের নিজ প্রতিষ্ঠানের খাতে—৫৫,৪০,০০,০০০ ডলার, (৩) বিভিন্নটির মূল আসবাব ও পণ্যবাহী নৌজাহাজ মেরামত ও রৈখাবিজিতের নিমিত্ত খাতে—৩১,৮০,০০,০০০ ডলার।

১৯৪৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট সাহায্যের পরিমাণ দিড়িয়াছিল ১১০০০,০০০,০০০ ডলার। ইহার মধ্যে সমরসম্ভার ৩৬ ভাগ সমরোপকরণ, ২২ ভাগ শিল্পজাত দ্রব্য, ১৫ ভাগ খাদ্য ও কৃষিজ দ্রব্য এবং ১৭ ভাগ অন্যান্য সাহায্য। ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত আমেরিকা ব্রিটেনিয়াকে মোট ১১,৯৫,৬০,০০,০০০ ডলার মূল্যের পণ্য সাহায্য করিয়াছে। পণ্য সাহায্যের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যাদির পরিমাণই অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত বর্ষের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ব্রিটেনকে মোট ১,০০০,০০০ টন খাদ্যদ্রব্য পাঠানো হইয়াছে। এই সমস্ত সাহায্যের দ্বারা শক্তিসম্পন্ন হইয়া আজ ব্রিটেনবাসি নব প্রজন্মটিকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনকীয় সেনাবাহিনীকে যেরূপ সন্ত্যাদি ও অন্যান্য সাহায্যের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া তুলিতেছে, অন্যদিকে তেমনি ১৯৪২ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত "পারস্পর ইজারা ও ঋণ সাহায্য" চুক্তি অনুসারে ব্রিটেনবাসিগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক মূল্য বিনিময় ক্ষেত্রে যেরূপ সুবিধা দান করিয়া ও ঋণ উৎপাদনাদির দ্বারা সাহায্য করিতেছে এবং ব্রিটেনবাসির মূল্যবান সাহায্যাদি করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড আমেরিকাকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়া আসিতেছে।

'ইজারা ও ঋণ' ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষ যে সাহায্য আমেরিকার নিকট হইতে পাইয়াছে তাহার পরিমাণও কম নহে। উক্ত ব্যবস্থার সুযোগানুসন্ধান হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভারত মোট ২৯৫,৫০১,৪০৪ ডলার মূল্যের সাহায্য আমেরিকার নিকট হইতে পাইয়াছে। মোট সাহায্যের দুই-তৃতীয়াংশেই সমরোপকরণ এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ কাঁচামাল ক্রয়ের উপযোগী কলকব্জা। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষ যখন 'ইজারা ও ঋণ' ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তখন আমেরিকা হইতে ভারতের আমদানীগুলি "নাই-কণ্ট্রাক্টে" পর্য্যবসিত না হইয়া যাহাতে ভবিষ্যত ভারতের নিজ গঠনের সহায়ক হয়—তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বাস্তবিক পক্ষে আজ অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা 'ইজারা ও ঋণ' সাহায্যের দ্বারা নিজেরই নিজ গঠনে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভারত সরকারের দৃষ্টি যদি এ দিকে আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে ভারতের বিদেশবাণিজ্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধ দেখা যায়। এক্ষেত্রে আর একটি কথাও বলা প্রয়োজন। আমেরিকা যেরূপ 'ইজারা ও ঋণ' ব্যবস্থা দ্বারা ভারতকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে অনুরূপ তেমনি 'পারস্পর ইজারা ও ঋণ' চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষও ব্রিটেনিকাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। আমরা আগে বলিয়াছি যে, উক্ত সাহায্যের পরিমাণ সঠিকভাবে এখনও মোটা টাকা হইবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও উক্ত সাহায্যের আর্থিক পরিমাণ আমরা জানি—কারণ ঐ সম্পর্কে সরকার আমাদের বা অন্য কোন সূত্র হইতে আমরা সেরূপ কিছুই পাই নাই। এই সম্পর্কে ইজারা অপেক্ষা পরিচালক মিঃ ষ্টেটিনিয়াসের কথা স্মরিয়া আমরা আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। মিঃ ষ্টেটিনিয়াস বলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকা যে সমস্ত সাহায্য লাভ করিয়াছে তাহার প্রত্যেকটির আর্থিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেও পরিমাণ দফতরের প্রয়োজন হইবে বলিয়া ঐ সমস্ত কার্য্যে ব্যয় করা সমীচীন হবে না। ভারত হইতে প্রকৃত সাহায্যের পরিচয় পাইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইত সন্দেহ নাই—কারণ আমদানী-রপ্তানীর খাতে আমরা আমেরিকার নিকট কি পরিমাণ দেনাদার হইয়া পড়িয়াছি তাহা জানা যাইত। বস্তুতঃ দেনার পরিমাণ ও কি প্রকারে ঐ দেনা পরিশোধ করা হইবে—এ সম্বন্ধে ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্‌গণ যথেষ্ট চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। এসম্বন্ধে উক্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত তথ্যাদি সত্বর প্রকাশ করা উচিত।

টাকা উড়ে যায়
তাকে ধরে রাখার একমাত্র উপায়
ব্যাঙ্কে হিসাব খোলা
আপনার উড়ে যাওয়া টাকা ধরে রাখার
ভার নিতে পারে

সোণাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—১৬, ক্যাসা লেন, কলিকাতা।

সুদের হার
চলতি হিসাব—১½% সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ১½%
স্থায়ী আমানত—০½% হইতে ৫½%

আধুনিক সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ জে সি চক্রবর্ত্তী, এ, বার

ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ অরবিন্দ রায়

বাঙ্গালী জাতি ও অনুন্নত হিন্দু সমাজ

[সুধাংশু বিশ্ব]

বাংলার মোট লোকসংখ্যা ১৯৪১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী প্রায় সাড়ে ছয় কোটি। সাড়ে ছয় কোটি লোক লইয়া গঠিত একটী জাতির গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু জাতি যদি আপন শক্তি লইয়া গড়িয়া উঠিতে না পারে, তাহা হইলে কেবলমাত্র লোক-সংখ্যার কোন মূল্য নাই। বাঙ্গালী যে আজও জাতি হিসাবে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই, জাতীয়তা-বোধ বলিতে আমরা যে গভীর দেশাত্মবোধ, যে গভীর ঐক্যানুভূতি বুঝি তাহা যে আজও বাংলার বিপুল জনসমষ্টির স্তরে স্তরে ছড়াইয়া পড়ে নাই, প্রতিদিন বিভিন্ন সম্প্রদায় বা শ্রেণীর স্বার্থসংঘর্ষের মধ্য দিয়া ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাইতেছি। ইহার জন্য আমাদের দুঃখ ও বেদনার অন্ত নাই; কিন্তু কি করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতি অতীত সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইবে, কি করিয়া বাঙ্গালী জাতি জাতিরূপে বিকশিত হইবে এবংবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া আমরা ভাবিতে পারি না। ঠিক এই কারণেই কেন এমন হইতেছে তাহার হদিশ খুঁজিয়া বা পাইয়া আমরা শ্রেণী বা সম্প্রদায়গত দৃষ্টি লইয়া জাতির সকল দুর্বলতার কারণ কোন না কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণীর উপর চাপাইয়া দিই এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিস্থিতিরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর মূলেই ইহার জন্য দায়ী এ কথা বলিয়া মুক্তিলাভ করি।

বাঙ্গালী এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য যে সকল জাতি গড়িয়া উঠিতেছে তাহাদের জাতি হিসাবে পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হইয়া উঠিবার পথে সর্বপ্রধান বাধা বিদেশী-শাসন এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, বিদেশী ধনিকতন্ত্রের আওতায় ভারতবর্ষের জাতিগুলি (Nationalities) গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে, ধনিকতন্ত্রের অন্যান্যের সহিত জাতীয়তাবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বৃটিশ শাসনেই ভারতবর্ষে ধনিকতন্ত্রের পত্তন হইয়াছে, কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে, রেল ষ্টীমার মোটর প্রভৃতি যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহারই ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতীয় ধনিক শ্রেণী এবং ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর সহিত বৃটিশ ধনিক শ্রেণীর শোষণের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষে জাতীয়তা বোধের উদ্রেক হইয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মানব গোষ্ঠী ভাষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন করিয়া এই জাতীয়তাবোধ বিভিন্নরূপে পরে পুষ্পে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই আমরা ভারতবর্ষকে আজ দেখিতে পাইতেছি এক মহাজাতিক দেশ রূপে (multi-national country)—বহু-জাতিক দেশ রূপে নহে।

কিন্তু আজ ভারতবর্ষের এই বিপুল জাতি-সমষ্টি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বিদেশী ধনিক শাসনের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ তাহারা গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহারা বাড়িয়া উঠিতে ইহা বিদেশী ধনিকতন্ত্রের কাম্য নহে। কাজেই পরাধীনতার মূলোচ্ছেদ না করিয়া ভারতীয় জাতিগুলির বিকাশ লাভের কোন উপায় নাই।

কিন্তু এই মূলোচ্ছেদের জন্য বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে; কেবলমাত্র সমাজোচনা, আন্দোলনের দ্বারা এই কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। সেই কর্মপন্থাকেই আমরা আজ এখানে বিবৃত করিব। মূল কর্মপন্থা জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তোলা। কিন্তু যে জাতিগুলি এখনও সচেতন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের গণ্ডী কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই সে জাতিগুলি কেমন করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইবে এবং কেমন করিয়াই বা সর্বভারতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিবে? ইহারই জন্য এখন প্রয়োজন প্রত্যেকটী জাতির বিভিন্ন অংশের দাবী-দাওয়া ও দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হইয়া জাতীয়তার দাবী দাওয়া যথাযথভাবে পূর্ণ করিয়া এবং দুর্বলতা দূর করিয়া জাতিকে শক্তিশালী করিয়া তোলা। এই কাজ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিকে।

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালীজাতির কথা আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাইব যে, বিপুল মুসলমান সম্প্রদায় ছাড়াও বাংলা দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অনগ্রসর জাতি-গুলিরও বিরাট এক বিশাল মানবগোষ্ঠী রহিয়াছে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইঁহারা বাস্তবে বর্ধিষ্ণুদের প্রয়োজনীয় রস এবং প্রকৃত বিপ্লবধর্মী রস উহাতে চলিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজনৈতিক ও আর্থিক দিক হইতে ইহাদের সংহত ও শক্তি-শালী করিবার কোন চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয় নাই। এই বিশাল মানবগোষ্ঠীকে বাঙ্গালী জাতির শক্তিশালী অঙ্গরূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা কৃষক-সভা দ্বারা অন্য কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান করেন নাই এবং কৃষক-সভাও যেটুকু করিয়াছেন সেটুকুও সংকীর্ণ করিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের সঙ্গে (এ পর্যন্ত অন্তত) অনুন্নত সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়

জীবন বীমার জন্য

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়্যাল
লাইফ্ এসোসিয়েশন লিঃ

১০নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

যাই। অনুন্নত সমাজের বিভিন্ন অংশের মুসলমানের সহিত মোশ স্থাপন করিয়া তাঁহারা রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রভেদ অনেকটা ভাসাইয়া তুলিয়াছেন মাত্র। ইহার ফল অনেক, কিন্তু ইহাই বাংলার বিশাল অনুন্নত সমাজের পক্ষে সব নহে।

বাংলার অনুন্নত সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে, অনুন্নত সমাজের প্রধান প্রধান মোষ্ঠীগুলির (১) নাম, অবস্থান ও সংখ্যা বৃদ্ধি (১৯০১-৩১) নিম্নরূপ :—

জাতি	অবস্থান	সংখ্যা বৃদ্ধি
বাগ্‌দী	পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যা ৭৫ বর্ধমানে সর্বাধিক, বাকী মধ্যভাগে	২.৮
বাগ্‌দী	বাংলার বিভিন্ন : মেদিনীপুর, চাকা, হুগলী, চব্বিশ-পরগণার অধিক সংখ্যক	২১.৯
নৌকুলিয়া	সংখ্যা ৮৪, চব্বিশ-পরগণা, খুলনা ও যশোহরে	৪৩.৭
সদ্‌গোপ	অধিকাংশ বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলায়ও সংখ্যায় অধিক	১৩.৩
রাজবংশী	সংখ্যা ৯০ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারে	৪.৮

১৯৩১ সালের আদম সুমারীতে দেখা যায় যে, অনুন্নত সমাজের উক্ত মোষ্ঠীগুলির মধ্যে বাগ্‌দী, সদ্‌গোপ ও রাজবংশী এই তিনটী মোষ্ঠীরই মোট লোকসংখ্যা ৬১ লক্ষ। এই সংখ্যা উচ্চ বা উচ্চবর্ণের হিন্দুমোষ্ঠী-সমূহের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মোট সংখ্যার দ্বিগুণেরও অধিক। এ ছাড়া অনুমান যে এক কোটি (১৯৩১) অবনত ও অস্পৃশ্য মোষ্ঠীসমূহ রহিয়াছে তাহাদের কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে। বাংলাদেশের খুলনা, ফরিদপুর, বীরভূম, অসমান, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় অনুন্নত হিন্দুর সংখ্যা সমস্ত হিন্দুর অর্ধেকেরও বেশী। ১৯৩১ সালে অনুন্নত সমাজের লোকসংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। বর্তমানে বাংলার অনুন্নত হিন্দু মোষ্ঠীসমূহের মোট লোকসংখ্যা অনুমান দুই কোটি হইবে।

(১) বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী—অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪।

এই বিশাল জনশক্তিকে বাদ দিয়া বাঙ্গালী জাতি গঠিত উঠিতে পারে না। অনুন্নত সমাজের মোষ্ঠীগুলিকে হিন্দুসমাজের উচ্চ মোষ্ঠীগুলির পাশ্চাত্যে রাখিয়া বা তাহাদের বাঁটি হিন্দুরূপে গণ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টার দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইবে না। কারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে এই সকল মোষ্ঠীর অবনতি (সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সকল দিকেই) মূল কারণ দারিদ্র্য। তাহাদের পেশা (occupations) আর্থিক দিক হইতে তাহাদের শোষিত শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছে। অনুন্নত সমাজের বিভিন্ন মোষ্ঠীগুলি প্রধানতঃ কৃষি-বনজ ব্যবসায় ও বিবিধপ্রকার ভূমিনির্ভর এমন সমূহের কাজ করিয়া জীবিকার্জন করিয়া থাকে। শোষিত বলিয়াই এই মোষ্ঠীগুলি অনুন্নত। আজ ইহাদের প্রকৃত হিন্দুত্বে পরিণত করিবার বা উচ্চবর্ণের পাশ্চাত্যে বা অনাচরণীয় করিবার যে সামাজিক প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার সার্থকতার দিক উল্লেখ না করিয়াও বলা চলে যে, প্রধানতঃ সে প্রচেষ্টা উক্ত অনুন্নত সমাজের লোকগুলিকে বাদ করিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দুদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কৌশলমাত্র। সেইজন্যই এই

ফোন ক্যাল ২৭৬৭ গ্রাম "অমরকল্প"

আপনার আত্মকের "সঞ্চয়ই" আপনার বার্দ্ধক্যের একা পরমাত্মীয়ের অভিজ্ঞের অবস্থায়।

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন
এসিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস—বিজা
=ফেডারেল অফিস=
৩ নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ অফিস, ডালহৌসী স্কোয়ারে

উপযুক্ত বেতন ও কমিশনে কর্মী এজেন্ট ও মর্ণিং মাইলার আবশ্যক

দেশের ও দশের সেবার একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান

গ্রেট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯২১ !!! হেড অফিস কলিকাতা

শাখাসমূহ
আরাজপথ, মতিহারী
ছবিলাল ও ভাগলপুর

চেয়ারম্যান্ বোর্ড অব ডিরেক্টার্স :
রায় বাহাদুর গুরুপ্রসন্ন রায়
ব্যারিষ্টার ও অধিবক্তা ভাগলপুর।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—অমলকৃষ্ণ ভাদুরী

সকল প্রচেষ্টার সহিত অনুন্নত সমাজভুক্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে আর্থিক ও রাজনৈতিক উন্নতি লাভের ক্ষেত্রে কর্মসূচী যুক্ত নাই।

প্রকৃতপক্ষে বাংলার বিশাল অনুন্নত সমাজকে বাঙালী জাতির শক্তিশালী অংশরূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে এক ভারতের মধ্যে দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করিয়া বাঙালী জাতিকে অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করিতে হইলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচী মিলাইয়া একটি সর্বাঙ্গীন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। এই কর্মসূচীর সর্বপ্রধান অংশ হইবে অর্থনৈতিক। এই সর্বাঙ্গীন কর্মসূচী অনুসরণ করিয়া অনুন্নত সমাজের যেসব তথা কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি যদি গ্রহণ করেন তাহা হইলে যে হিন্দু আর যে মুসলমান যে ইঙ্গবঙ্গ যে মিশ্রবঙ্গ উহা লইয়া আত্মবিস্মৃতার সৃষ্টি না হইয়া জাতি হিসাবে বাঙালী জাতি অতিকালের মধ্যেই বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে। যে সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবীর প্রশ্নে কেবল অনুন্নত সমাজের (মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গেও একথা খাটে) সমস্ত শ্রেণীগুলিকে মিলানো সম্ভব সর্বাগ্রে সেই সকল দাবী লইয়াই ব্যাপক গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং এই আন্দোলনের মধ্য দিয়াই বর্ণ ও শ্রেণী-নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণিবদ্ধের সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দাবীর কথাই বলা যাউক। জাতি, বর্ণ ও শ্রেণী-নির্বিশেষে বিদেশী শাসন হইতে মুক্তিলাভ করা সকলেরই সর্বাগ্রগণ্য উন্নতির জন্য প্রয়োজন, কাজেই অনুন্নত সমাজের সমস্ত শ্রেণীগুলিই জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবীকে রাজনৈতিক দাবী হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুন্নত সমাজের পক্ষে সেই দাবী একটা অসম্ভব (abstract) দাবী না হইয়া যাহাতে বাস্তব (concrete) দাবীতে পরিণত হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য বর্তমান অবস্থায় তফসীলভুক্ত অনুন্নত সম্প্রদায় বা শ্রেণীগুলির জন্য চাকুরীর হার, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা আছে সেগুলি বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মুসলিম লীগের পক্ষে অনুন্নত সমাজের দাবীগুলি সমর্থন করা সহজ ও স্বাভাবিক, কারণ তাঁহারাও মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য অনুরূপ দাবী করিতেছেন। এক্ষেত্রে মুসলিম লীগের সহিত অনুন্নত সমাজের ঐক্য স্থাপন করিয়া কাজ করিতে হইবে। বর্তমানে এই ব্যাপারে কিছুটা ঐক্য আছে, কিন্তু তাহা ব্যাপকতর রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ নহে। অনুন্নত সমাজের জননায়কগণের নেতারা যদি আরও অগ্রসর হইয়া কংগ্রেসের সহিত যোগ স্থাপন করেন তাহা হইলে তাঁহারা কংগ্রেস ও লীগের মিলন ব্যাপারে করিয়া সহজভাবে জাতীয় ঐক্য পথে সহায়তা করিতে পারিবেন। এ ব্যাপারে অনুন্নত সমাজ কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ণ-সমর্থন লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় গভর্নমেণ্টের দাবী অনুন্নত সমাজের পক্ষ হইতে করা হইলে কংগ্রেসের সহিত অনুন্নত সমাজের মিলনের কোন বাধা থাকিবে না। অবশ্য এক্ষেত্রে অনুন্নত সমাজ যাহাতে মিলনের ফলে জাতীয় গভর্নমেণ্টের দাবী জানায় তজ্জন্য কংগ্রেসেরই উচিত হইবে মিলনের অগ্রসর হইয়া অনুন্নত সমাজের দাবীগুলিও মানিয়া লওয়া। কংগ্রেস পুনা চুক্তি প্রভৃতির দ্বারা এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রগতিশীল মনোভাবের আভাষ পূর্বেই দিয়াছেন, কিন্তু লীগের সহিত মিলন না হওয়ায় কংগ্রেসের এই মনোভাবকে মুসলমান সম্প্রদায় এবং অনেকক্ষেত্রে অনুন্নত সমাজও রাজনৈতিক চালবাজী বলিয়াই সন্দেহ করিয়াছেন।

অনুন্নত সমাজের নেতারা মুসলিম জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইলে এবং কংগ্রেসও দ্বারাকে এই অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইতে উদ্যত হইলে এই দিক ও সংঘের অবসান হইয়া সহজেই জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে।

মোহিনী মিলের

ক্রমবর্দ্ধমান ইতিহাসের মূলে

আছে ইহার শিল্পচাতুর্য্য ও অর্থনীতি।

ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে ইহার বস্ত্র সমান আদরণীয়।

১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) ↔ ২নং মিল বেলেঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ভক্তপ্রদত্তী সন্স এণ্ড কোং

ম্যানেজিং এজেন্টস

দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক দাবীর কথা। অর্থনৈতিক দাবীর বিষয় চিন্তা করিলে প্রথমেই দেখা যাইবে যে, অনুন্নত সমাজের (যথা মুসলমান সম্প্রদায়ের) অনুমান শতকরা ৭০ জনই কৃষক এবং বাকী ৩০ জন প্রায় তাহিদার, কৃষিমজুর, কারুজীবী প্রভৃতি। এমন ক্ষেত্রে ঋণি-ব্যবস্থার সংশোধন, কৃষিঋণ, সেচ-ব্যবস্থা, সমবায় সমিতি,গ্রাম পুনর্গঠন প্রভৃতি সম্পর্কে কৃষক-সভার পক্ষ হইতে যে সকল দাবী ও কর্মপন্থা উপস্থিত করা হইয়াছে অনুন্নত সমাজের পক্ষ (তথা মুসলমান সম্প্রদায়ের) হইতে সেগুলি সর্বতোভাবে সমর্থন করা উচিত। কৃষক-সভা বা কৃষক-সমিতি শক্তিশালী হইলে অনুন্নত সমাজের অস্তিত্ব রহিবে অথবা অনুন্নত সমাজের নেতৃত্বের প্রভাব হ্রাস পাইবে বিশেষ কোন কারণে এরূপ ধারণা বৃদ্ধি পাইবে এরূপ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। প্রকৃতপক্ষে কৃষক-সভার সুসঙ্গত দাবীগুলি সমর্থন করিলে এবং কৃষক সমিতি গঠনে সহায়তা করিলে অনুন্নত সমাজের নেতারা অনুন্নত সমাজের সত্যকার নেতা বলিয়া জন-সাধারণের নিকট গণ্য হইবেন এবং জনগণের সহানুভূতি অর্জন ফলে তাঁহারা নিজ নিজ শ্রেণীর সত্যকার কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবেন। আজিকার দিনের মত শুধু জিন্নাহ জিন্নাহ একবার এই দলে একবার ঐ দলে যোগ দিয়া, এসেম্বলী-পলিটিক্স করিয়া সাধারণের অভিযোগ দূর ও স্বার্থ প্রসার হইবে বলিয়াছেন কিন্তু নিজ শ্রেণীর অবস্থা-গতিই তাহাদের বাঁচাইতে পারিবে।

তৃতীয় হইল সামাজিক দাবী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সহিত সামাজিকভাবে কোন সামাজিক দাবী উপস্থিত করা হইলে এবং সরকারী চাকুরী, স্কুল কলেজে পড়া প্রভৃতি ব্যাপারে অনুন্নত সমাজের সমান অধিকার ইতিপূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে। এ সম্পর্কে সাধারণভাবে যদি কিছু করার থাকে অনুন্নত সমাজের নেতাগণ তাহা স্থির করিতে পারেন। তবে এই সামাজিক দাবীর ক্ষেত্রে অনুন্নত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অনুন্নত হিন্দু শ্রেণীগুলির নিজ নিজ সমাজ রহিয়াছে। প্রগতিশীল বুদ্ধি লইয়া নিজ নিজ শ্রেণীর সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্য প্রগতিশীল বন্ধুত্ব, সৌভ্রাত্র, সাহিত্য, রাজবংশী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নেতাদের অগ্রসর হইতে হইবে এবং নিজ নিজ শ্রেণীর আত্মরক্ষার অবাধার ও কুসংস্কার দূর করিতে হইবে। ইহারই জন্য বন্ধুত্ব সমিতি, সাহিত্য সমিতি প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রগতিশীল নেতাদের নেতৃত্বে যদি এই সমিতি-গুলি সামাজিক সংস্কার সাধনে অগ্রসর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী আদায় করিবার উদ্যোগ আয়োজন হইলে বঙ্গ, বিহার, নীল, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ স্থাপন করে তাহা হইলে অনুন্নত সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে। অনুন্নত উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে অনুন্নত, আদিবাসী বা অনুন্নত সমাজের পরস্পরের বিভিন্ন ও অবস্থাপন্ন লোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উক্ত সমিতিগুলি ব্যবহৃত হইলে অনুন্নত সমাজ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে। একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বুঝা যাইবে। বাংলা সরকার অনুন্নত সমাজের শিক্ষার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর মঞ্জুর করিয়া থাকেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখের ও দুঃখের বিষয় যে, অনুন্নত সমাজের অধিকাংশ লোক যখন অশিক্ষিত এবং গ্রামের স্কুলগুলি যখন অর্থাভাবে চালানো কঠিন, হইয়া উঠিয়াছে সেই অবস্থাতেও এই সামান্য পরিমাণ টাকারও সবটা ব্যয় করার সুযোগ পাওয়া যায় নাই। ব্যবস্থাপক সভায় ও তাহার বাহিরে অনুন্নত সমাজের নেতারা কতটুকু কাজ করিতে পারিতেছেন ইহাই তাহার প্রমাণ। তাহাই প্রগতিশীল বুদ্ধি লইয়া এক সংগঠন ও আন্দোলনের সঙ্গে লইয়া যদি অনুন্নত সমাজের নেতারা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল অনুন্নত সমাজের বিশাল মানব-শ্রেণীর দিকে অগ্রসর না হন তাহা হইলে ঘোলায় তাদো বন্ধ হয় আছে।

সৎপ্রাম ও শান্তি
নূতন অবস্থাতেই আপনাদের সেবা করিবে এজন্য
কুবের ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস : কলিকাতা ৬৩১
ব্রাঞ্চ
ঢাকা, ফরিদপুর, শিলিগুড়ী, নাটোর, বাগী, রাজসাহী, বগুড়া, কুষ্টিয়া, তাহেরপুর, রাণাঘাট, নড়াইল, কাশিয়ানী, ডায়মণ্ড হারবার, বেহালা, বজবজ, ডায়মণ্ড হারবার,
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, কে, চক্রবর্তী

সম্রাটদের লোভনীয় মহীয়ান হিন্দু ভারত মহীয়ান হোক নয়। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ দেখে সেকালের বিদেশ সম্রাটদের মনে পরিকল্পনা জেগে উঠেছিল, ভারতকে যে উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত করতে। ভারতের মাটিতে, ভারতের জলে, ভারতের খনিতে, ভারতের বনে জঙ্গলে, দেশের যাযাবর যে সম্পদ লুকিয়ে আছে তাতেই লোভে আকৃষ্ট আকৃষ্ট মুক্ত হয়েছিলেন। শত অবশ্য শতাব্দী ধরে ভারতের সম্পদই ভারতবাসীদের—অধিবাসী, ব্যবসায় ও শ্রমের লাঞ্ছনার কারণ হয়েছে। এ যেন মহীয়ান বিপুল শক্তি—যা কেবল তার পরাধীনতাই নিয়েছে—তার নিজের স্বাধীনতার কোন কাজে লাগেনি।

১৭৫৭ সালে বাংলায় অবস্থানরত ফরাসী মুর্শিদাবাদে চুকে ক্লাইভ বলেছিল: "বিরাট এ শহর, জনসংখ্যায় লন্ডন এবং লন্ডন থেকে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী। তবে পার্থক্য এই যে, লন্ডন শহরের সাধারণ লোকের ব্যক্তিগত সম্পদ বহু এই শহরের লোকের তার থেকে অনেক বেশী সম্পদ আছে।" অনেকে অনেকের যে, ক্লাইভের এই কথায় একটু বেশী বাড়াবাড়ি আছে এবং সাম্রাজ্যবাদের পরবর্তী ঐতিহাসিকরা চেষ্টা করেছেন বোঝাতে যে ১৭ শতাব্দীতে সাধারণ ভারতবাসী যত গরীব ছিল আজও তেমনি আছে—সম্পদ কেবল অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই ছিল। এই মতের মধ্যে কর্জন, এইচ. মুকার্জি-এর "আকবরের মৃত্যুকালে ভারত" ও "আকবর থেকে আরঙ্গজেব" (India at the death of Akbar—1920, From Akbar to Aurangzeb—1923 by W. H. Moreland) বই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ক্লাইভের বাড়াবাড়ি বলে কিছুতে তেভার্নিয়ের ফরাসী ট্যাভার্নিয়েরের বক্তব্যে যে দোষ আরোপ করা কঠিন। তিনি লিখেছেন। "অন্যান্য শস্যদানের সঙ্গে-চাল, আটা, দুধ-মাখন, ঘাস, তরকারী, গুড়, তিসি, সিঁদোই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত।" (Tavernier, "Travels in India", Oxford University Press edition, 1925 Vol. I. P. 239)

এর পরে উল্লেখ করা যেতে পারে আকবরের প্রধান বৈদ্য মানুচীর (ভেনিসের অধিবাসী) মন্তব্য। তিনি অবশ্য উপনিবেশের সঙ্গে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের সম্পদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ক্লাইভের মৃত্যুর পরবর্তী কালে এসব বিবরণের আলোয় যে তুলনা করেছে তার সঙ্গে মানুচীর বাংলা-বৃত্তান্ত তুলনা করা যেতে।

"মোগলসাম্রাজ্যের মধ্যে বাংলাই অবশ্যই-সেরা সর্বাপেক্ষা পরিচিত। বাংলা থেকে ইউরোপে যে বিরাট সম্পদ চালান দেওয়া হয়েছে তাতেই বেশ বোঝা যায় বাংলার উর্বরাশক্তি কত বেশী। আমরা জোর করে বলতে পারি বাংলা জিনিষ থেকে কোন বিষয়ে বিহার কম, কম যেমন, তুলা, তিসি ও নীলের চাষে বাংলা অনেক বেশী উন্নত। ফলমূল, ধান, গম, চাল, মসলিন এবং রেশম ও সোনার জিনিষ সেখানে—এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।" (F. F. Catron, "The general History of Mogul Empire, Extracted from the memoirs of M. Manouchi, a Venetian and Chief Physician to Aurangzeb for about 40 Years" published by John Bowyer, London, 1709.)

ঠিক এই কথাই অবিকল প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ফরাসী ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের বক্তব্যে। তিনি ১৬৫০ সালের পর-পারিষদ ভাবে ছয়বার বাংলায় আসেন এবং মোগল সাম্রাজ্য বিপুল হওয়ার আগেকার অবস্থা দর্শন করেন। তিনি বলেছেন যে, বাংলা বিশ্বে থেকে বেশী সম্পদশালী।

এর থেকে বোঝা যায় যে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃটিশ শাসনের আগে কেন উঁচু ছিল। শুধু তাই নয়—ভারতের নিজ শাসনামলের বিভাগও যে তৎকালীন পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে অনেক বেশী ছিল—তার প্রমাণ পর্যন্ত আছে। এমন কি সরকারী Indian Industrial Commission (১৯১৬-১৮) এর রিপোর্টেও পাওয়া লিখতে হয়েছে:

"সপ্তদশ শিল্পবিপ্লবের অগ্রদূতের পশ্চিম ইউরোপ যখন অসভ্য জাতির বসবাস ছিল তখন ভারতের শাসকদের সম্পদ যেমন বিখ্যাত তেমনি বিখ্যাত ছিল তার কারিগরদের নিপুণতায়।—এবং অনেক পরেও যখন পশ্চিমের দেশগুলি থেকে ইংরেজরা ভারতের বুকে ঢালির ঢোল বাজাও ভারতের শিল্পবিকাশ—ইউরোপের চাইতে দেশগুলি

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্
১৯২৮ সনে প্রতিষ্ঠিত
হেড অফিস—১৪নং ক্লেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গত ২২শে মার্চ বিহার শরিফ শাখা খোলা হইয়াছে।
চাইবাসা, আসানসোল, রাঁচী ও হাজারিবাগ শাখা
শীঘ্রই খোলা হইবে।
●
ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস্:
চিত্তবিনোদ গুহ, বসন্তকুমার রায়।

থেকে কোনওক্রমে নিকৃষ্ট ছিল—তা' বলা যায় না।"

এই কমিশনের রেজারভ্যাস ছিলেন তার ইমাল হ্যাডফিল্ড। ইনি ভারতের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। ইনি ১৯০৮ সালে লিখেছিলেন। "খনিজ-বিভাগ কিরূপ ভাবে ভারত যে একদিন শীর্ষস্থানীয় ছিল তা ঘোষণা করে এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করে, আজকাল ইউরোপে উচ্চশ্রেণীর ইস্পাত যে কারখানায় তৈরী করা হয় সেই কারখানা সেখানে চলতে থাকা রেখে এবং তাদের এ সম্বন্ধে তথ্যের ভিত্তিবিষয়ক রেখে।" ("The mineral Resources of India", reported by T. H. Holland, 1908)

এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, লোহা ও ইস্পাত তৈরীর ব্যবস্থা ভারত উচ্চশ্রেণীর ছিল—এবং আধুনিক শিল্প বিকাশের ভিত্তিই সেই হিসাবে বর্তমান ছিল।

শিল্প উৎপাদন ও কৃষি উৎপাদন এই দুইটী যেখানে তালভাবে হবে সে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ শীঘ্রগামী হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? ভারতে যে এই দুইটী বিষয়ের সম্ভাবনা এখন যা' আছে পর্য্যন্ত কেহ অস্বীকার করতে পারেনি। তার অর্থকরীতাই ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার বিচারে সংরক্ষণযোগ্য ছিলেন। তিনি লিখেছেন। "একথা বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, জল-সেচের ব্যবস্থা উন্নত করা, যানবাহনের সুব্যবস্থা করা, কৃষি-ঋণদান ও সৌখনে আধুনিকতার আবশ্যকী করা হলে এর ফলের ফেল বাড়িয়ে দিলে ভারতের উৎপাদন শক্তিকে ৫০ ভাগ বেড়ে যাবে। তবু যদি সন্তাব্যতার হিসাব নেওয়া যায় তাহলে দেখা যায় ভারতের কৃষির যে প্রসারের উন্নতির আশা আছে তাহলে খুব অল্প দেশের সে আশা আছে।" (Sir George Watt, "Memorandum on the resources of British India," Calcutta, 1894. P. 5.)

শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা এর থেকেও বেশী। ভারতে কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, তেল, সোনা, সীসা, দস্তা ও তামার প্রাচুর্য্য আছে। ভারতের সরকারী ভূতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর স্যর এডুইন পাসকো ১৯০১ সালে লিখেছেন: "ভারতে কয়লার হিসাব হল ৩৮,০০০,০০০,০০০ টন—লোহা ও ইস্পাত তৈরী করা সম্পর্কে ভারতের সম্ভাবনা এখন শ্রেষ্ঠীর আছে। ইস্পাতকে শক্ত করতে গেলে যে ম্যাঙ্গানিজ লাগে, তারও তা' লাগে দুনিয়ার সবদেশের এক-তৃতীয়াংশ উৎপন্ন করে"। (Lecture at Imperial Institute, The times, March 13, 1931)

খনিজ লোহার ব্যাপারেও কম নয়। অবশ্য হিসাবী লোকের মত অনুযায়ী ভারতে ৩,০০০ মিলিয়ান (এক মিলিয়ন দশ লক্ষ) টন আছে। এই তুলনায় শ্রেষ্ঠ ব্রিটেনে ১,১৪৪ মিলিয়ান টন, জার্মানীতে ১,১৭৪ মিলিয়ান, আমেরিকায় ৯,৮০৫ এবং কানাডাতে ৩,৩৩৩ মিলিয়ান টন আছে। কিন্তু আর একজন ভারতের লৌহ-ভাণ্ডার সম্পর্কে আরও বেশী হিসাব দিয়েছেন। তিনি একজন আমেরিকান ভাইসি ইভিনিয়ারের (C.P. Perin) মন্তব্য তুলে ধরেন করেছেন যে, কলিকাতাকে উত্তর পূর্ব্ব কোন থেকে এই শহরের ৪০০ মাইল পশ্চিমে ২০০ মাইল দক্ষিণদিকে একটা চতুষ্কোণ স্থানে অবশ্য উচ্চশ্রেণীর খনিজ লোহা প্রায় ২০,০০০ মিলিয়ান টন আছে। (Report of the Indian Tariff Board regarding the Grant of Protection to the Steel Industry,

ইউনাইটেড্
ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড
হেড অফিস
২০।১ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
শাখাসমূহ
ঢাকা ও নোয়াখালী
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য
আমরা করিয়া থাকি।

ভারতের
প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান
বম্বে মিউচুয়াল
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃতে
(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)
বীমা করুন
এই কোম্পানীর বিশেষত্ব—
• কোম্পানীর লভ্য লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়
• অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অঙ্গহানির জন্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
• অল্পমাত্র প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়
• কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর
বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন
দক্ষিণাঞ্চল এজেন্সী সমূহ
চীফ এজেন্টস্।
৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

1924 by Dr. C. S. Fox, Officiating Supdt. of the Geological Survey of India)

কিন্তু এর থেকেও আরও স্পষ্ট করে বলে ভারতের জল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ শক্তি কত হতে পারে এবং কি ভাবে সে শক্তিকে কাজে লাগানো হয়নি তার বিবরণ দেখে। ১৯৪২ সালের World Almanac ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনা করে যে চার্ট দেওয়া হয়েছে তাই তুলে দেওয়া গেল।

সম্ভাব্য জল-শক্তির হিসাব (water power resources)

বিভিন্ন অশ্বশক্তির হিসাবে

দেশ	সম্ভাব্য	বিকাশ হয়েছে
আমেরিকা	৪৯.০	১১.৭
কানাডা	১৮.২	৪.৫
রুশিয়া	৫.৪	৪.১
জাপান	৪.৪	১.৭
ইটালী	৩.৮	১.৮
সুইজারল্যাণ্ড	২.৫	১.৮
জার্মানী	২.০	১.১
ভারত	২৭.০	১.৮

এখানে দেখা যাচ্ছে যে এত আমেরিকার পরেই ভারতের স্থান, অথচ ভারতের এই সম্পদের মাত্র একশো ভাগের তিন ভাগ আজ পর্য্যন্ত কাজে লাগানো হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রাথমিক কেবল দরিদ্র ভারতবাসীই ভবেমি আজ এই বিরাট্ বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহার করতে পারে নি। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুদ্ধের সমরোপকরণের জন্য আজ দেশ-বিদেশ থেকে সমরোপকরণের না আসলে চলে না।—এই কারণে কৃষি-ব্যবস্থার উপর পড়ায় ফলে কৃষি-ব্যবস্থা আজ বিপর্য্যস্ত। ইংলণ্ডের পুথিবী লোহা, সাম্রাজ্য চালাবার লোক এবং ভারতবাসীকে প্রবঞ্চনা করার রীতি আজ ভারতের দিয়ে ভারতের জোড়াতালি দেওয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আজ ভেঙ্গে পড়েছে। অথচ এই ভাঙ্গা ইমারত দিয়ে না যায় যুদ্ধ চেষ্টা, না যায় ভারতবাসীর প্রাণ রক্ষা করা। কয়েকজন লাভ না ভালো যুদ্ধব্যবসায়ীর পকেট ভুলে উঠতে পারে—কিন্তু তাতে অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃতি পরিবর্তন যায় না। আর তা না হলে সমাজ-ব্যবস্থা টিঁকিয়ে রাখা যায় না—মৃত্যুকেরা তো পরের কথা।

দেশের বাইরে থেকে নূতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুনিবাদ চাপ এবং ভিতরে পুরানো সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠিত দুর্ব্যবস্থার ফলে পড়ায় দিয়ে আজ ভারতবাসীকে নূতন সৃষ্টি দিয়ে, নূতন অর্থনীতির ভিত্তিতে সমাজগঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই-তার সুযোগ—তারা যারা দেশের শক্তি আজ দুর্বল, যারা আজ ভারতের উপর নির্ভরশীল এবং ভারতের বিদেশ বাঁচার তাগিদ আজ তাদের সাম্রাজ্য বাঁচাবোর তাগিদ থেকে অনেক বড়। অথচ ভারতে ব্যবসায়ীদের সৃষ্টি হল যুদ্ধের বাজারে কেবল নিজেদের লাভের উপর এবং তারা মনে করেন জাতিকে বাঁচাবার ভার ইংরেজের। তাই শ্রমিকশ্রেণী যখন যুদ্ধের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করছে—তখন মিলমালিকরা উৎপাদন কম করে অল্প জিনিষকে চোরা বাজারে বেচে লাভের পরিমাণ বেশী করতে চাই—কিন্তু তাদের যা রয়েছে ভারতীয় নিজের বুদ্ধি, যা রয়েছে দেশের লোকের জীবন রক্ষা ও রাজনৈতিক লক্ষ্য লাভ। এর বড় সুযোগ তবু এই হচ্ছে না—দেশের সর্ব্বনাশ দেখা দিচ্ছে।

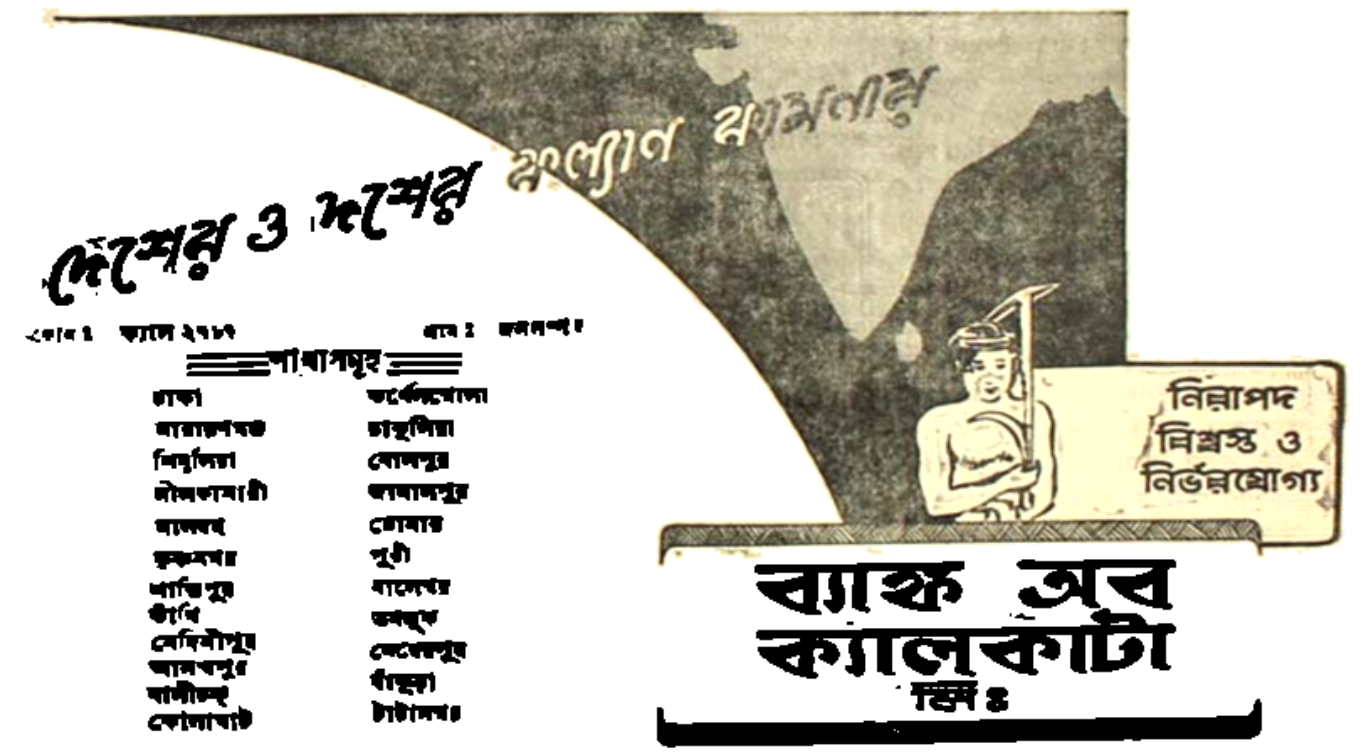

কোন ২ কলে ২৭৮৭　　গ্রাম ২ জনসন্স।

শাখাসমূহ

ঢাকা　　আর্কেডেরোড়া
নারায়ণগঞ্জ　　চাকুলিয়া
শিমুলিয়া　　যোলপুর
নীলকামারী　　জামালপুর
মানিকগঞ্জ　　জোমার
কুষ্টিয়া　　পুরী
শান্তিপুর　　বালেশ্বর
তাঁতি　　ভদ্রক
মেদিনীপুর　　মেদেনীপুর
আসানসোল　　বাঁকুড়া
বার্নপুর　　চাইবাসা
খোলাবাটী

হেডঅফিস :—৬৩, নং ক্যানো লেন. কলিকাতা.

সোভিয়েট অর্থনীতির আলোকে ইঙ্গ-মার্কিন পরিকল্পনা

[বিনীত সরকার]

আমাদের ধারণা যে, সোভিয়েট এবং আমেরিকার প্রেসারেই ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে: আর এই ধারণা থেকেই আমরা দৃঢ় প্রতীতি করে যে, সে দেশের সঙ্গে অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অর্থনীতির কোনই পার্থক্য নেই। কিন্তু আমাদের এ ধারণা ভুল। এরই ফাঁক দিয়ে বিদেশে মোকদ্দমাকারক প্রেসারের সঙ্গে লাভের প্রেসার ধারণা গুলিয়ে ফেলে এই ভুল করেন।

সোভিয়েট ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আর্থিক কাঠামোর অনেক তফাৎ। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে বড় বড় পুঁজিপতি তাদের লাভের অঙ্কের দিকে নজর রেখে ব্যবসা চালায়। যে শিল্পে সব চেয়ে বেশী লাভের আশা—সে দিকেই এরা তাদের টাকা চালনার চেষ্টা। এতে জনসাধারণের ভালমন্দ বা স্বার্থের কোনও প্রশ্নই তাঁরা বিচার করেন না। বড় বড় দেশে যেমন একদিকে বাজার নানা নানা লোক অন্যের আদায় অন্য দিকে তেমনি ব্যবসার ইতিহাসে সব চেয়ে বেশী টাকা ঐ সময়ে মোটর ব্যবসায়ের কারবারে।

সোভিয়েটের তা হয় না। এখানের রাষ্ট্র জনসাধারণের অধিকারে থাকায় তাদের স্বার্থ অনুসারেই সব কাজ হয়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে কি পরিমাণ আয় ব্যয় হবে—কোন্ শিল্প অত বেশী উচিত বা অনুচিত এ সবই নির্দ্ধারিত হয় রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দিয়ে। এখানে প্রতিটি আর পুঁজি দুইই রাষ্ট্রের অধীনে [illegible] থেকে উৎপাদনের উপর [illegible] রাখা সম্ভব। আর রাষ্ট্রের হাতে ব্যক্তিগত টাকা খাটিয়ে বড় লোক হবার উপায় নয়। ব্যক্তিগত আয় হচ্ছে শুধুমাত্র মজুরী। প্রত্যেকেই কোন না কোন কাজে নিযুক্ত থেকে মজুরী পাচ্ছে। কেউ হচ্ছেন কলকারখানার কাজ করে, কেউ অফিসারী করে, কেউ লেখে, কিরোটার করে, ডাক্তারী করে—যে যাই করুক না কেন তারা সকলেই তাদের ভাবশক্তি ও প্রকৃতি অনুপাতে বিভিন্ন হারে মজুরী পায়। অর্থাৎ আমাদের দেশে যেমন কেউ শারীরিক কায়ক্লেশ খাটুনী খাটিয়ে ফলে কারখানার আয়ের অংশের সেই কল-কারখানার মালিক বলে আমাদের তাদের শোষণ করছে—এ বিষয় সোভিয়েটে নেই। আমাদের দেশে এই বিষয় আয়ে অসমতা দূরীভূত (classless) আয়ে এখানে। আর সোভিয়েটে ব্যক্তিগত মালিকানা খুব না থাকায় সেখানে কোনও বর্গ বিভেদ নেই। সবাই এক শ্রেণীর, সবাইকেই খাটতে হয় সবাই মজুরী পায়।

এ বিষয়ের সামান্য ব্যতিক্রম অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েটে পাশাপাশি রাষ্ট্রিক ও সমবায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রচলিত আছে। কারিগরেরা এক হয়ে সমবায়ী ভাবে ব্যবসা করতে পারে কিংবা কেউ আলাদা চলতে পারে। তাদের উপর রাষ্ট্রের প্রভাব কড়া নেই। কিন্তু তাদের কতগুলি রাষ্ট্রিক অনুশাসনের গণ্ডীর ভেতর কাজ করতে হয় আর ও কতগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা পায় বলে তাদের কাজও রাষ্ট্রের সাধারণ পরিকল্পনার ভেতরেই পড়ে। এখানের বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধনা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন সরকারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান না হলেও সবগুলিকে সরকারেরই কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু সোভিয়েটে সমবায়ী ব্যাপারেও খাটুনীর পাওনা দেবতা হয় তাদের অনুপাতে। কাজেই তাদেরও এক রকমের মাহিনা বললে কিছু ভুল বলা হবে না। সমবায়ী ব্যাপার ছাড়াও সোভিয়েটে আর আমাদের একরকম ছুটো আলাদা শ্রেণী আছে। এখন সেখানে রাষ্ট্রিক ভাবের উপর মুখ্যত দেওয়া হয়। কিন্তু তবু সংখ্যায় অনেক লক্ষ হলেও ঐ সব আলাদা চাষীদের মোট জমীর পরিমাণ-সমতলতা এক-তৃতীয়াংশ কম। রাষ্ট্রিক ভাবের পরিমাণ নির্দ্ধারণ একজনের আয়ের সমতলতা চায় কি পাঁচ ভাগ বাড়ে হয়। খুব বেশী হলে চতুর্থ সমতলতা পর্যন্ত ভাগ হবে। তাছাড়াই এই আয়ের উপর নির্ভর করে কেউ জীবন যাপন করতে পারে না। এ ছাড়া আলাদা চাষীদের কারোর নানা বিভিন্নমুখী আয়ে, তাদের উপর রাষ্ট্রের নজরও খুব কড়া। এদের দিক থেকে কোন ভয়েরই কারণ নেই। এরা আর কখনই আয়ের বড় অত্যাচার করতে পারবে না।

অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে লাভের প্রেসারের কাজ হয় বলে সবাইকে বাজারের উপর নির্ভর করতে হয়। বাজারের বাস অনুসারে পুঁজিবাদীরা নিজেদের কারবার নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু সোভিয়েটে উল্টো ব্যবস্থা। এখানে মোটেই বাজারের উপর নির্ভর করতে হয় না। প্রত্যেক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-সূচীর উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রিক পরিকল্পনা গড়ে উঠে হয়। কোন্ প্রতিষ্ঠানে কতটা উৎপাদন হবে তা স্থির করার আগেই সোভিয়েটের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-সূচী তৈরী হয়ে যায়। পরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তার নিজ

"সমাজতন্ত্র" অর্থশাস্ত্রের নীতি

•

অথচ সঞ্চিত অর্থ ন্যস্ত করিবার পন্থাগুলি এখন অনিশ্চয়তায় পূর্ণ

•

দেয়ার অথবা সম্পত্তির মূল্য যুদ্ধের পর হ্রাস হইতে পারে

•

কিন্তু

জীবন-বীমায় ন্যস্ত অর্থের মূল্য

অথবা

জীবন-বীমার সর্ত্ত ও সুবিধাগুলি

অপরিবর্ত্তনীয়

•

প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোং লিঃ

৯১, ক্যানিটাট্ট ষ্ট্রী, কলিকাতা ফোন: ক্যাল—৮৭২

নিজ কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করবে। সমস্ত দেশের সব রকম প্রতিষ্ঠানের কাজের ভার হয়ে যাবার পর নতুন পরিকল্পনা অনুসারে তাদের হাত দেওয়া হয়। যখন দেশের বিভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনাগুলোকে সব বাদ বাইরে রেখে তখনই সুরু করা যায় কাজ। তার আগে নয়।

অনেকের মনে হতে পারে যে কাজ না হতেই পরিকল্পনা কি? হাতে কলমে কাজের সময় অনেক খুঁটিনাটি যে বের হবে না তার নিশ্চয়তা কি? বাস্তবিক পক্ষে এভাবে পরিকল্পনার সার্থকতা নির্ভর করে দুটী বিষয়ের উপর: প্রথমতঃ কর্মীর খাঁটি ও সঠিক অভিজ্ঞতার উপর। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মসূচী প্রণয়ন করেছেন ও দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিটি কতটা যোগাযোগ সহকারে সারা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীর ভেতর সমন্বয় সাধন করতে পারেন। অর্থাৎ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কর্মসূচী প্রণয়ন করলে (কার্যক্ষমতাকে না বাঁশিয়ে বা অথথা কমিয়ে) ও প্রত্যেকের সঙ্গে অন্য বিভাগের ভিন যোগাযোগ থাকলেই পরিকল্পনা সফল হবে। ধরুন্না কোনও কারখানা হাজারটি জিনিষ মাসে বানাবে শ্যামে—সে যদি অথবা বেশ হাজার তিনিষ বানাবার ক্ষমতা রাখে তবে কিছুতে এগিয়েই তুল করা পড়বে এবং সমস্ত পরিকল্পনার ভেতরেই তুল হবে।

এও ঠিক যে, কোনও পরিকল্পনাই শতকরা ১০০ ভাগই ঠিক হয় না—প্রকৃতির প্রতিকূলতা বা মানুষের স্বভাবজ যোগাযোগীতে কিছু ঘাটতি হতে বাধ্য। তাই প্রত্যেক পরিকল্পনার ভেতরেই এমন ব্যবস্থা রাখতে হয় যেন অতিরিক্ত দরকার হলে কিছু অদল-বদল করা সম্ভব হয়। আর এক কথা: পরিকল্পনার সফলতা করা অবশ্য দরকার, কিন্তু পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলা তত দরকার নয়। কাজে এগিয়ে যাবার অতিরিক্ত-ক্ষমতা-সম্ভাবনা রাখতে দেখা যায়, তার জন্যে কাজের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে তৈরী করে না নিলে কখনোই পরিকল্পনা সফল করা যায় না।

বিপ্লবের পরে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সোভিয়েট পরিকল্পনার জন্ম হয়। সেই সময় ও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-দুর্দ্দশার ভেতর দিয়ে এর জীবন। বিদেশ যুদ্ধ ও অন্তর্যুদ্ধের ফলের ভার থেকে সোভিয়েট তখন কেবল মুক্তি পেয়েছে। সারা দেশে তখনো তেমন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশা-পাশিই তখন ছোট ছোট ব্যক্তীরা দেশের ক্ষুদ্র জমীর মালিকানার ভরসায় যখন করে যাচ্ছে। পাইকারী ও খুচরা দুই রকম ব্যবসাতেই ব্যক্তিগত মালিকানা আছে। এই সব ব্যবস্থা সাধারণতঃ দেশীয়রাষ্ট্র ও ছোট ছোট মূলী-ধারা হিসেবে চললেও সমস্ত ব্যবসাদের মোট প্রায় অর্দ্ধেকই তাদের হাতে। সেখানে ১৯২৯-এর পরে সোভিয়েট রাষ্ট্র সমস্ত ব্যাপারেই প্রধান স্থান অধিকার করল। কিন্তু দেশ শুধু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দিক থেকে তেমন অগ্রসর হতে পারল না। চারিদিকে অন্তর্ঘ্ন ও স্বাধীন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান চলতে থাকায় শিল্প ও কৃষির সঙ্গে একসঙ্গে যোগসূত্র হইল বাজারে বিভিন্নের দামের ব্যবধান। চলতি দাম ও ভবিষ্যতের দামের আশা অনুপাতে চাষীরা কৃষির পণ্য বাজারে যায় করত। এ রকম ক্ষেত্রে কোনও কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনাই সফল হতে পারে না। এ কারণেই পৃথিবীর কোনও পুঁজিবাদী দেশেই রাষ্ট্রিক পরিকল্পনা সর্ব্বাঙ্গীন সফল হয়নি। সোভিয়েট রাষ্ট্র অবশ্য কখনো কৃষির পণ্যের উপর ট্যাক্স বসিয়ে বা পণ্য কিনে আরও নানাভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে পারত। কিন্তু তাও পরোক্ষে বাজার দামের মধ্যে দিয়েই তাকে করতে হত। সোভিয়েটে তখনো কৃষি-ব্যবস্থায় প্রধান এবং তার উপরই রাষ্ট্রের কোনও হাত না থাকায় শিল্প-ক্ষেত্রের কোনও স্বার্থকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার-দরের উপর কৃষক-দের কি প্রতিক্রিয়া হয়—তা আগে থেকে জানবার উপায় না থাকায় এসব পরিকল্পনার সার্থকতা ছিল কম। কৃষির পণ্য কোন্ বছরে বাজারে কতটা আসবে তা যেমন অজানা, তেমনি গ্রামে গ্রামে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের উপায় ছিল না। দেশের এটুকুই প্রধান চাহিদা ও আমদানী জানা না থাকায় সমস্ত ব্যবসায়ীরাও সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারত না—বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানীরও কোনই আশ্বাস ছিল না। ১৯২৯ সালে শিল্পজাত দ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের দামের ভীষণ অসঙ্গতি দেখা দিয়ে প্রায় কৃষিক ধর্মঘটের উপক্রম করেছিল। তাড়াতাড়ি রাষ্ট্র থেকে শিল্পজাত দ্রব্যের দাম কমিয়ে ও কৃষির পণ্যের দাম বাড়িয়ে সে যাত্রা কোনও রকমে ফিরে যায়। এর পরেই এল আর এক বাধাবন্ধ। সোভিয়েটে ভবিষ্যতী প্রথা আগে দেশেও জোতদারী ব্যবস্থা লোপ পায়নি। এই জোতদারেরা সংখ্যায় কম হলেও বাজারে আমদানীকারী সমস্ত দেশীয় তাদেই ছিল

তাহলে হাতে। বিদেশের প্রয়োজন কম হলে এবং টাকার অভাব নেই ব'লে এরা ইচ্ছেমত আমদানি মাল ছাড়ত—আজকে মালের পর মাল ঘরে মাল আসতে থাকত। সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভয় থেকে যারা বাজারে সস্তা কিনতে বেরোত—তারা এই জোয়ারে যা মুনাফার হাতে থেকে পড়ত। মুনাফাও আসত ইচ্ছেমত বাজার নিয়ন্ত্রণ করত। অথচ সোভিয়েটে তখন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ এসার হচ্ছে, মজুরও আর কড়ে উঠেছে এবং বাজারও প্রকৃতির চাহিদাও বেশী হচ্ছে। তাই ঠিক হয়ে ১৯২৩ সালে রাষ্ট্রকে এই মুনাফাপ্রথা কমে কমী ক'রে আনা হল। তখন বাজেট নিয়ে ব্যবস্থা করা হয়ে থেকে হল। তার উপরও বাদ রেখে দেওয়া হল ও বলে বলে প্রত্যেক লাইনে সরকারী নীতিতে গরীব চাষীদের এক তফাতে ঠেলা করা হল। সোভিয়েটে সরকারের কমারক ব্যবস্থার ফলে দেশে আসার শান্তি ফিরে আসে। এর পরেই ১৯২৭-২৮ সালে জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রণাধীনের ভার রাষ্ট্র থেকে অর্থ নিয়োগ আরম্ভ করা হল।

১৯২০ খৃঃ অব্দের শেষ হবার আগেই লেনিনের পরামর্শ অনুসারে ইঞ্জিনীয়ার কি-শানভস্কী একটী বিদ্যুৎ সরবরাহ সমিতি স্থাপন করেন। আগামী পনেরো বছরের মধ্যে রাশিয়াতে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করা এর প্রধান কাজ হয়। এর আগেও দুএকটা ফুলো ভাবে সর্বোচ্চ আর্থিক সংঘের (Supreme Economic Council) বিভিন্ন অংশ থেকে নানা পরিকল্পনা তৈরী করানো হ'ত, কিন্তু তার বেশীর-ভাগই কার্য্যকরী হত না। একটীর সঙ্গে অন্যটীর সম্পর্ক ছিল কম ও কাজের বাজে সব সময় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, তৈল ইত্যাদির সরবরাহ ব্যবস্থাও ভাল ছিল না। সোভিয়েটের অধীন অভিজ্ঞতার একটী মজুর 'জ্ঞান ও যোগাযোগ সমিতি গঠিত করা হয়। রাষ্ট্রের সব তখন অর্থনৈতিক ব্যাপারে এদের হুকুম করতে থাকে। শুধু শিল্পবাণিজ্যেই নয় দেশের সমস্তরকম ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরই এদের অধিকার করতে দেওয়া হয়। ১৯২১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী Gosplan (জাতীয় পরিকল্পনা সংসদ) স্থাপন করা হয়। এটী উপদেষ্টা সমিতি হিসাবে তখন কাজ করত। কোনও ক্ষমতা-ক্ষমতা এদের হাতে ছিল না। কি-শানভস্কী এই সংসদের সভাপতি হন। প্রথমে মাত্র ৪০ জন অর্থনীতিজ্ঞ ও ইঞ্জিনীয়ারই এর সভ্য ছিলেন। ১৯২৩ সালে আরও সংখ্যায় বাড়িয়ে ৩০০ জন সভ্য নেওয়া হয়। ১৯২৫ সালে সব দিক দিয়ে সাধারণতন্ত্রে, অঞ্চলে ও প্রদেশে Gosplan-এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৩ সালে পার্টী অধিবেশনে স্থির হয় যে, ভবিষ্যতে সরকারের যে কোন আর্থিক কাজ থাকবে তাই Gosplan-এর মুখাপেক্ষি করতে হবে। সেখানেই লেনিন এদের সাবধান করে দেন যে খুব ধীরে ও সতর্কভাবে কাজে নামতে হবে। কোন্ জিনিষের উপর কোন্‌টী নির্ভর করে তা স্পষ্টভাবে অনুধাবন ক'রে কোন্‌টীর পর কোন্ কাজ করতে হয় ঠিক করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ 'আমার-সংগ্রহ' নিয়ে তিনি ওঁদের দু বছরের পরিকল্পনা দিয়ে ছেলেন।

সোজার দিকে Gosplan তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি। আলানী, বৈদ্যুতিক যান্ত্রিকা, যান এসবই নিয়ে কতগুলো আর্থিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তখন বাণী জাতীয় স্থানীয় অর্থনৈতিক স্থাপন অর্থের এর কৃষিত। এদের দেশের বিভিন্নাঞ্চলে অবশ্যক পরিকল্পনা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় ও নানা বিষয়ের সাধ্যাতত্ত্ব সেবকার' ব্যবস্থা হয়। তখনকার কাজের মধ্য দিয়ে একটী জিনিষ বোঝা গেল যে, কোনও পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করতে হলেই রাষ্ট্রের দৃষ্টি প্রধান পাচনলা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বস্তুর দিকে হবে। সমস্ত অভাবগুলি ধরে ফেলে অবশেষে ১৯২৭-২৮ সালে Gosplan প্রথম পাচনলা পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

আমাদের অনেকের মনে হবে যে, হঠাৎ হয়তো একদিন ট্রানিন ফতোয়া দিলেন পাচনলার অভাবমোচন, আর অমনি সোভিয়েটে পাচনলা অভাবমোচন কার্য্যকরী হয়ে গেল। মোটেই তা নয়। ধীরে ধীরে সমস্ত দেশকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে অভ্যস্ত করিয়ে তবেই সেখানে পাচনলা অভাবমোচন কার্য্যকরী করা সম্ভব হয়েছিল।

সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ নিয়ন্ত্রণ করার উপরেই সোভিয়েট সরকার বিশেষ দৃষ্টি দেয়। প্রত্যেক পরিকল্পনারই রাজনীতিক ও বাস্তব দুটী দিক আছে। এমন কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে এ দুটো দিকেরই সমান উন্নতি চাই। রাজনৈতিক দিকের কাজ হচ্ছে দেশে যাতে কত টাকা লাগানো হবে তা ঠিক করা, যুদ্ধে শিল্প বা রাজ্য শিল্প সংগঠনের ভারসাম্য বজায় রাখা, কোন্ শিল্প কোথায় গড়ে তোলা হবে তার অনুধাবন। মজুরী নেবার নীতিও এই সঙ্গেই আসে। মজুরীর সাধারণ মান বজায় রাখার জন্য মাত্র কত টাকা মজুরী-খাতে লাগিয়ে হবে তাই। কিন্তু কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কি মজুরী হবে কিংবা সেই প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট গঠন, অভাবানুযায়ী মজুরীর তারতম্য, বিভিন্ন স্তরের শিল্প ও স্থানের মজুরীর পার্থক্য এই সব নিয়ে যে মজুরী-নীতি গড়িয়ে উৎপাদন-ক্ষেত্রে তার প্রভাব খুব বেশী। উৎপাদনক্ষেত্রে মৌলিক সংখ্যা (basic data) আহরণ করে ও নানা দিক দিয়ে বিভাগীয় পরিকল্পনার খসড়াকে যাচাই করে আলাদা-ভাবে এক সাধারণ পরিকল্পনার কাঠামোতে দাঁড় করিয়ে তবে সব কাজ সুরু করা হয়। প্রথমে যার করে নিতে হয় উৎপাদন, যন্ত্রপাতি, আলানী, যন্ত্র প্রভৃতি উৎপাদনের উপকরণের পরিমাণের সঙ্গে (Output programme)। তার পরে উৎপাদন-সূচীর বিভিন্ন জিনিষগুলি বিশ্লেষণ করে পরিমাণের গতীকরণের সমীকরণ (equation) সমস্ত ব্যাপারটিকেই বাঁধা হয়। কোন্ দ্রব্যের যা চাহিদা তাকে মেলানো হয় নানা প্রতিষ্ঠান থেকে সেই জিনিষ তত উৎপন্ন হবে তার মূল্য

"The Starting point consists of the relevant technical co-efficients of various lines of production, showing the quantitative ratio between various productive factors (raw materials, labour, fuel, wear & tear of machinery) and a given output programme. On the basis of these crucial constants the complex of output programme is analysed in the form of balances or equations for each type of product, to see whether the total supply of each from all sources fits

রাজবৈদ্য ঔষধালয়
(সিদ্ধহস্ত) সিং ভূমিহার
আইবেটার মেডেল প্রিন্সপ্রাপ্তিপ্রাপ্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের সেক্রেটারী মেডেল মুবারক পি, পি, মেডেলধারী মহারাজ যোধপুর ও বিকানের,
আয়ুর্বেদ : সিটি ইলেক্ট্রিক্যাল লিঃ
মফঃস্বলের রোগীগণ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা পাইবেন।
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ
বালেশ্বর, উড়িষ্যা।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : কলি : ১৭৪৪

শতকরা বার্ষিক সুদ—
চলতি হিসাব ...
সেভিংস ব্যাঙ্ক ... ...
স্থায়ী আমানত ৩০০ হইতে ৫ টাকা

ব্রাঞ্চ :—
ঔরঙ্গাবাদ ও ঢাকুরিয়া

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মিঃ ডি, এন, চ্যাটার্জী

স্থাপিত—১৯৩০

বেঙ্গল কটন কাল্টিভেশন এণ্ড মিলস লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লভ্যাংশ
এ বৎসর শতকরা ২৫৲ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে।

স্থায়ী আমানত
স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়।
শতকরা বার্ষিক সুদ—
৩ বৎসরের জন্য ৭৷৷০

অন্যান্য বিবরণের জন্য লিখুন
প্ল্যাণ্টার্স সিণ্ডিকেট লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্ট।

হিন্দুস্থান ফারমার্স লিমিটেড

উপরোক্ত কোম্পানীর সমস্ত শেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র অল্প সংখ্যক ট্রান্সফার শেয়ার আমাদের হাতে বিক্রয়ার্থ আছে। শেয়ারের সমমূল্যেই উহা বিক্রয় করা হইবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন

প্ল্যাণ্টার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহা প্রস্পেক্টস্ নহে—ঘোষণা মাত্র।

আরও শেয়ার বিক্রয়ার্থ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

বঙ্গশ্রী হোসিয়ারী এণ্ড উইভিং মিলস্ লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিগ্রাম—Sirocotton ফাইবী।
ফোন—ক্যাল ১৭৪৪ ঢাকুরিয়া, কলিকাতা

লভ্যাংশ
এ বৎসরে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কার্য্যের উপর লভ্যাংশ দেওয়ার আশা করা যায়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন
প্ল্যাণ্টার্স সিণ্ডিকেট লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্ট।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বিক্রেয় অব ইণ্ডিয়া রুলের ৩৪-এ ধারা অনুসারে এই কোম্পানীর অন্যান্য শেয়ার বিক্রয়ের আদেশ দিয়েছেন। এই আদেশ দ্বারা ইহার অইনসিদ্ধ ক্ষমতা, কোনক বিধিতে সন্তাতা বা কোনক বহুযোগ সম্বন্ধে কোনক প্রকার বাধিত প্রশ্ন উত্থিত হয় না।

the requirements for it—whether the programme of current steel supply fits the aggregate requirements of steel that the various programmes of construction and repair involve etc. (M. Dobb : Soviet Planning & Labour P. 3.)

শুধু মাত্র উৎপাদন পরিকল্পনার অসারতা-ভাব প্রমাণ করবার জন্যেই যে উপরোক্ত মন্তব্যটি করা হয় তা নয়—প্রয়োজনের সম্ভার-সামগ্রী (consumers goods) ও তার সরিবার মূলধন ভিত্তি উৎপাদন ও টাকার যোগান-এর ক্ষেত্রেও ঐ মন্তব্যটি করা হয়। বিভিন্ন দ্রব্য প্রতিষ্ঠান থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সোভিয়েটের সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই উপরোক্ত ব্যবস্থা প্রযোজ্য। মূলতঃ এটা হচ্ছে উৎপাদন-সূচীর নিয়ন্ত্রণ পাকা করিবার ব্যাপার। পরে এক একটি অংশকে সাধারণ উৎপাদন-পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ক্রমে নেওয়া হয়।

কৃষির ক্ষেত্রে সব ব্যাপারে পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভবপর ছিল না। কতটা কৃষির পণ্য বাজারে আসবে তার কোনও স্থিরতা ছিল না। কারণ তখন কৃষকদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে কতটা শস্য বাজারে আসবে। কিন্তু সমবায়ের ব্যাপক আন্দোলন সফল হবার ফলে এখন কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করা অনেক সহজ হয়েছে। খামারের আয়তন, জমির উৎপাদিকা-শক্তি অনুযায়ী কাঁচা শস্য উৎপাদন করতে হবে খামারের গোড়াতেই সেটা রাষ্ট্র থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়। তাকে কোটা বলে। সেই কোটা অনুপাতে প্রত্যেক খামারকে রাষ্ট্রের হাতে তাদের উৎপন্ন ফসলের অংশ তুলে দিতে হয়। ১৯৩০ সালের আগে এপ্রথা ছিল আধার কৃষির মত। কিন্তু এর পর থেকে এসব খামারগুলিকে করা হয়। রাষ্ট্রের হাতে দেবার পরে যে অংশ খামারের হাতে থাকে তা ইচ্ছে করলে সভ্যরা নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নিতে পারে কিংবা বাজারে বিক্রী করতে পারে।

উৎপাদন-পরিকল্পনার মেরুদণ্ড হচ্ছে "একালীন কলকারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা (Plan of Capital Construction) অর্থাৎ নতুন নতুন কলকারখানা করা আর পুরানো কলকে আরো বাড়ান। পাঁচসালা পরিকল্পনার আমল থেকে আজ পর্যন্ত আগে এই পরিকল্পনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই বিভাগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্য সব বিভাগের পরিকল্পনা করা হয়।

সাধারণ পরিকল্পনার ভেতর টাকাকড়ির পরিকল্পনাও থাকে (Financial Plan)। টাকাকড়ির পরিকল্পনার সময় আমাদের অন্য দুটো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য দিতে হয়। এর উপর ভিত্তি করে খাতের ও সময়ের পরিকল্পনা এবং দাম নির্ধারিত হয়। দামের ব্যাপার অবশ্যই সহজ। উৎপাদনের খরচার সঙ্গে সামান্য লাভ যোগ দেওয়া হয় (পরিকল্পিত লাভ Planned Profit)। এ দুটো মিলিয়ে যে সংখ্যা হল —সমস্ত কারখানাকে ঐ টাকা দিয়ে তার কাজ থেকে সমস্ত মাল নিয়ে এর পরের মাপে এগিয়ে দেওয়া হয়। পরিকল্পিত লাভ যখন আদায় হয় তখন তাকে প্রধান তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটা অংশ যায় ট্যাক্স হিসাবে রাষ্ট্রের হাতে, আর এক অংশ সঞ্চিত থাকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের কাছে। এ থেকেই ভবিষ্যতে একালীন খরচ করে কারখানার উন্নতি বিধান হয়। অবশিষ্ট অংশ কারখানার হাতেই থাকে। যদি কারখানার কাজ কমতে পরিকল্পনার চেয়ে বেশী হয় তাহলে সেটা লাভের ভেতর থেকে কাটা যায়। আর যদি কম খরচে কাজ শেষ হয় তবে তার কারখানার লাভ আরও বেশী হবে। সঞ্চিত লাভের অংশও প্রধানতঃ রাষ্ট্রের হাতে, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের হাতে ও কারখানার হাতে থাকে। কারখানার হাতে যেটা থাকে তা থেকে সভ্যদের বোনাস, কাজের সুবিধার জন্য নানা ব্যবস্থা, ক্লাব, খাবার-ঘর ইত্যাদি করা হয়। এছাড়াই কারখানার সভ্যদের কাজে সামগ্রিক প্রেরণা আসে (collective incentive)।

ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের খাতের সঙ্গে আরও দুটি জিনিষ যোগ দিয়ে তবে বাজার দাম ঠিক হয়। ঐ সমস্ত জিনিষ খাতের মারফৎ বিলি করা হবে সেই সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার খরচ ও উৎপাদনের হারে টাকের মাত্রা যোগ দিয়ে তবে দামটা ঠিক হবে। ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের হারে ট্যাক্স বসান হয়। জনসাধারণের অবস্থার সঙ্গে জিনিষপত্রের দামের সঙ্গতি বজায় রাখবার জন্যেই প্রধানতঃ এই ট্যাক্সের ব্যবহার।

যখন কোনও প্রতিষ্ঠান নিজের টাকা থেকে উৎপাদন-পরিকল্পনানুযায়ী কাজ চালাতে পারবে না—তখনই কেবল তাকে টাকা ধার দেওয়া হয়। এই ধার আবার বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করা থাকে —যন্ত্র মজুরী, বন্ধ কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য। কোনও কাপড়ের কলের জন্য সুতো কিনতে হলে ব্যাঙ্ক থেকে এ উদ্দেশ্যে টাকা ধার নিতে পারে। ব্যাঙ্কের খাতায় তখন ঐ কারখানার নামে ধার লেখা হবে এবং যে সুতো-সাপ্লাই প্রতিষ্ঠান থেকে সুতো সরবরাহ করা হবে তার নামে ঐ পরিমাণের টাকাই জমা করা হবে। যখন অপর উৎপাদন-পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ প্রতিষ্ঠান তার জিনিষ উৎপন্ন করে দেবে তখন আপনা থেকেই তার ধার কাটা পড়বে। অর্থাৎ উৎপাদন-পরি-

ইকনমিক ব্যাঙ্ক
লিমিটেড্
স্থাপিত—১৯২৯

ফোন : অফি—৫১৪৪

হেড অফিস—
৮৩-বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
ক লি কা তা

শাখাসমূহ :—
বাঁশড়া, ঘাটাল, চাঁচাবেড়
ও
মেদিনীপুর

—সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যাদি করা হয়—

করলে সকল ব্যাঙ্ক উপরে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের ঋণ শোধের মাত্রা নির্ণয় করবে। রাষ্ট্রিক ব্যাঙ্ক যে শুধু ঋণ দেবার ব্যাপারেই নিয়ন্ত্রণ করে তা নয়—ঋণ শোধের মাত্রা থেকে তারা বুঝতে পারে যে, উৎপাদন সত্যিকারের কতটা কার্যকরী হচ্ছে। যখনই কোন অসঙ্গতি তাদের নজরে পড়ে তখনই তারা সেটা যথাস্থানে জানায়। কোনও অপ্রত্যাশিত কারণ ঘটলে পরিকল্পনার বাইরেও রাষ্ট্রিক ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে পারে। কোনও কারণে যাতায়াত-ব্যবস্থার দেরী হলে ধরতে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী দিনও মালপত্র ধরে রাখতে হয়। তখন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দিয়ে সে প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হয়। কিন্তু সে ঋণও খুব অল্প মেয়াদে দেওয়া হয়—কখনই এক-মাসের বেশীর জন্য নয়। আবার পরিকল্পনার সংশোধন হলেও ব্যাঙ্ক ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

ঋণ পরিকল্পনার মত সময় পরিকল্পনা দ্বারা ঠিক হয় কত টাকা রাষ্ট্র থেকে বাজারে ছাড়া হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক লেনদেন সবই রাষ্ট্রিক ব্যাঙ্কের খাতায় হিসেবে হয় বলে টাকার লেনদেন হয় কম। কেবল মজুরী দেবার সময়,জনসাধারণের পরস্পরের সঙ্গে ও জনসাধারণ আর রাষ্ট্রের সঙ্গে টাকার সম্পর্ক থাকে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এমন পরি-কল্পনার মাত্রা হচ্ছে শুধু মজুরী আর মাহিনার হিসাব। কৃষিক্ষেত্রে যে টাকার মাত্রা হচ্ছে খামারের চাষীদের মজুরী, আর তাদের ফাল থেকে মাল কিনে নেবার সময়কার দাম। সোভিয়েট দেশে টাকার কোনও নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। সাধারণ পরিকল্পনার নানা বিভাগের সঙ্গেই এর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। পরিকল্পনার খসড়া তৈরার সময় কিছু শুধু ঋণ মাহিনা ও মজুরী দিতে হবে তা ঠিক করলেই

ব্যাঙ্ক এর হিসেবরাজ্যের জন্যে নিম্ন প্রতি-ষ্ঠানের দায়িত্বের জন্য পৃথক এক্সএর ব্যবহার : যথা—মার্কি (মূলধন), মার্কেট (নিম্ন প্রতি-ষ্ঠানে উৎপন্ন বিক্রয়যোগ্য বিক্রয়ের সুযোগ), ফেরেক্সেন্ট (মূলধিকারিনা), মেশিনারী (কল-কব্জা), মোটিভ পাওয়ার (কলকারখানা চালাইবার উপযুক্ত বিদ্যুৎ, স্যাস বা বাষ্প-শক্তি), মেটিরিয়াল (কাঁচামাল) এবং লেবর (শ্রমিক)।

সময় হয় না। ঐ সময়ের মধ্যে কত টাকা আবার রাষ্ট্রের হাতে ফিরে আসবে—তাও ঠিক করে নিতে হয়। মোটা সোভিয়েট দেশ ও বিভিন্ন সাধারণতন্ত্রের প্রয়োজনের জন্য আলাদা আলাদা ভাবেও এ হিসাব করা হয়।

মোট ঋণ কমবেশী ঐ একই সাধারণ পরিকল্পনা দ্বারা পরিচালিত হবে। টাকা খাটাবার পরিমাণ ও মজুরীর মাত্রার উপরে ঋণ-কমতা নির্ভর করবে।

জিনিষের যোগানের উপর চাহিদার প্রভাব সোভিয়েট রাষ্ট্রেও কম বেশী দেখা যায়। কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপন্ন সম্ভোগ-সামগ্রীর পরিমাণ ঠিক থাকে, খুচরা দাম অদল-বদল করে চাহিদার সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়। তখন দাম যোগান হয় তার চাহিদা থেকে বেড়ে যায়। নানা কারণে কোনও জিনিষের যোগানের কমবেশী হয়। আমদানী করা জিনিষ হলে আমদানীর সুযোগ কমে গেলেই অনটন ঘটে। কি-না অনেক সময় সে সব জিনিষ বানাতে হবে এমন অনেক উপাদান লাগে যা আরও বেশী দরকারী কাজের জন্য লাগে। তখন সে জিনিষ খরচাবড়াই কম উৎপন্ন হয়। যখন এমন কোনও ভাগ থাকে না—তখন অবশ্যই একমাত্রের চাহিদা অনুপাতে পরের পরিকল্পনায় সে জিনিষ বেশী করে বানাবার ব্যবস্থা করা হয়। পরিকল্পনা সম্পর্কে কর্তাদের কাছে চরমপত্র যাবার আগে কোন্ জিনিষের কেমন চাহিদা, কোনটার কি পাইটার্স লোকে পছন্দ করে, কোনটার চলন বেশী—এ ব্যাঙ্ক লোকান, ক্রেতাদের সমবায় সমিতি প্রভৃতি থেকেই এই সব খবর উপরে যায়।

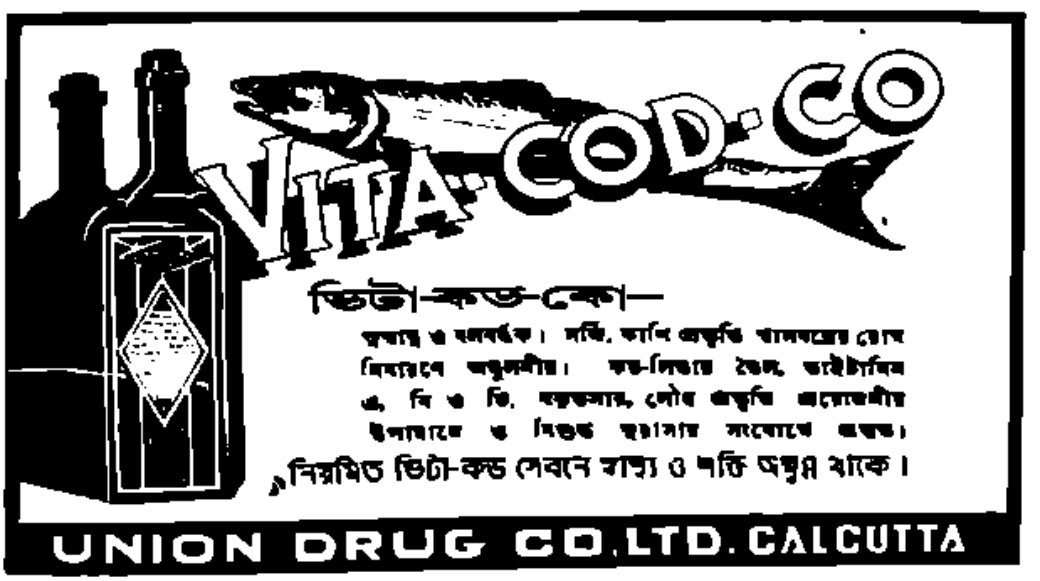

যুদ্ধোত্তর ভারত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী

[শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল]

যুদ্ধের পরে নূতন যুগ আসিবে কি না, সে সম্পর্কে দুই মত আছে। কেহ কেহ মনে করেন, যুদ্ধের সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি পরিপূর্ণ সমাধানের অভাবে ইহার সমস্যাগুলির সূত্রপাত হইবে। আমাদের আমার এই মতে বিশ্বাসী নহেন। উভয় পক্ষ নিজ নিজ মতবাদ বা বিশ্বাসের সমর্থনে যে সকল যুক্তি প্রদান করেন, তাহার আলোচনা এখানে করা নিষ্প্রয়োজন। যুদ্ধের পরে সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করা যখন সম্ভব নহে, তখন যুদ্ধের পরে নূতন যুগ 'আসিবে' এবং 'আসিবে না' এই দুই মতের পক্ষেই সমান জোরাল যুক্তি উপস্থিত করা যায়—অর্থাৎ সমস্যা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা উভয় মতের সমর্থনোপযোগী করিয়াই করা যাইতে পারে। বীর মতবাদের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়া বাস্তব পরিস্থিতিকে একটা ভাসমান রূপ দিবার সম্ভাবনাও অধিকতর সম্পর্কে অনেক নূতন বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে সমর্থ। যুদ্ধোত্তর নূতন যুগ সম্বন্ধে দুই মত থাকিলেও যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে এরূপ বলা চলে না। যুদ্ধের প্রয়োজনে পৃথিবীর স্বাভাবিক শিল্প-বাণিজ্য ব্যবস্থার অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। আমদানী-রপ্তানি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হওয়ায় যুদ্ধের মধ্যেই অনেক দেশ নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইয়াছে। শুধু সাময়িক প্রয়োজনে যে-সকল শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে, যুদ্ধের পরে উহাদের এই প্রসার আর থাকিবে না বটে, কিন্তু যে শক্তি দ্বারা এই প্রসার সম্ভব হইয়াছে, তাহাকে যুদ্ধের পরেও কাজে লাগাইতে না পারিলে একটা ভয়ঙ্কর আর্থিক সঙ্কট দেখা দিবার আশঙ্কা আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সৌভাগ্যক্রমে এখন হইতেই যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই পুনর্গঠনে ভারতের স্থান কোথায় হইবে ভারতীয় শিল্পপতিরাও তাহা নির্ধারণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস প্রমুখ ভারতের আটজন প্রধানতম অর্থনীতিবিদ ও শিল্পপতি মিলিত পরিকল্পনা পরিষদের কথা আমরা সকলেই জানি। যুদ্ধোত্তর যুগে ভারত সম্পর্কে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা। যুদ্ধের পরে ভারতবাসী যাহাতে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্বভার লাভ করিতে পারে, সে-সম্বন্ধে আমরা শুনিতেছি। এই শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গণপরিষদ গঠনের দাবীও উঠিয়াছে। সুতরাং যুদ্ধোত্তর যুগের তিনটী সমস্যা এখনই আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম যুদ্ধোত্তর সমস্যা, দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং তৃতীয় ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা। গণপরিষদ শাসনতন্ত্র রচনারই অপেক্ষায় থাকে। এই তিনটী সমস্যার সমাধানের সহিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিন্নাধারা, কর্মপ্রচেষ্টা এবং ভবিষ্যৎ ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুদ্ধোত্তর নূতন যুগ গঠন আন্তর্জাতিক ব্যাপার। বিশ্বের স্বাধীন ভারতের সঙ্গেই যুদ্ধোত্তর সমস্যা গঠনে কার্যকরী অংশ গ্রহণ করা সম্ভব। ভারতের নিজস্বোক্তি আমরা উহার উপযোগী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অপেক্ষা করে। ভারতীয় শিল্পপতিদের রচিত পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা ভারতীয় সমস্যাগুলি ব্যতীত কার্যকরী করা যে সম্ভব নয়, উক্ত পরিকল্পনার রচয়িতাগণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা এবং আর্থিক পুনর্গঠন সমস্যায় ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী কি ভূমিকা গ্রহণ করিবেন এবং কি ভূমিকা উঁহাদের গ্রহণ করা উচিত তাহা আলোচনা নির্ধারণ করা দরকার। ভবিষ্যৎ ভারতে কোন্ শ্রেণীর সহিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহার ভাগ্যকে গ্রথিত করিবে বা করা তাহার পক্ষে শ্রেয় ও প্রেয় তাহা স্থির করাই হইবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্তব্য নির্ণয়ের দিগ্‌নির্দেশক যন্ত্র।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিতে কাহারা আমাদের লক্ষ্যস্থল, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় উঁহাদের স্থান কোথায়, কোন্ পথে উঁহাদের অনুপ্রবেশ ও বিকাশের লাভ হইবে, সে-সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা পূর্ব না হইলে ভবিষ্যৎ ভারত গঠনে কি ভূমিকা উঁহারা গ্রহণ করিবেন, তাহা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই পথে বাধাও বড় কম নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিরূপ হইলেও বুদ্ধিতে উঁহারা শ্রেষ্ঠ, এই কথা আমরা অবেক্ষণিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। এই কথাই মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরূপে সাধারণের মনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ বুদ্ধিটা সকলের মধ্যেই সাধারণ কি না, সে-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু পদমর্যাদা-সম্পন্ন, প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তিদের মতবাদ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে আদৌ পর্যাপ্ত উপেক্ষা করা তত্তদানি কঠিন যত-খানি কঠিন উপরওয়ালার মতবাদ অগ্রাহ্য করা অধীন কর্মচারীর পক্ষে। সে-মতবাদ আমার জীবিকা অর্জনের সহায়, জীবনের পথপ্রদর্শনের মান-সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি অর্জনের পরিপোষক, মানুষ তাহাকে অত্যন্ত সহজ ভাবেই গ্রহণ করে। একদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানব-ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছিন্ন শ্রীবৃদ্ধি, আর একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবিকার ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তাই উহার জন্য দায়ী। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারতের গঠন-কার্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্তব্য নির্ধারণে এই শ্রেণীর কথা সর্বপ্রকারেই আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। ভারতের বর্তমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী কি ভাবে গড়িয়া উঠিল, সংক্ষেপে বর্তমানে উঁহাদের অবস্থা

বাংলার শিল্পোন্নয়ন ও সংগঠনের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায়
আপনার সহায়তা কামনা করি।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা—ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও ডায়মণ্ডহারবার।
ম্যানেজার—শ্রীমতিলাল রায় (প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা)
যাবতীয় সওদার সর্বপ্রকার কার্য করা হয়।
সুদ :—সেভিংস ডিপার্টমেণ্ট—৪৲ মেয়াদি—২৲
পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়।
টেলি—"প্রবর্ত্তক" স্থাপিত—১৯২৯ ফোন বি বি ৪১৮

মানবের হিতকল্পে উৎসর্গীকৃত

আধুনিক যন্ত্র-সজ্জায় সুসজ্জিত ক্রম-বর্দ্ধনশীল

জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিরাট গবেষণাগারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গত কয়েক মুগের বহুজন উদ্যম বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের অনুন্নত শিল্প-বিপ্লব এবং দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ হিতের সহায়ক বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে সায়েন্টিফিক্যাল ও আর্থ্যানিটিক্যাল জগৎ প্রভৃতির বাঙ্গালীর অধিকারের মধ্যে বেঙ্গল ইমিউনিটির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে পারা যায়। এই কোম্পানীর বিশেষ চেষ্টায় ভুলাল ও ছুঁচো ঔষধসমূহ সহজলভ্য হইয়াছে এবং ভারতের সকল বিদেশী ঔষধের আমদানী বন্ধ হইলেও ভারতবর্ষ নিজের প্রয়োজন জন্য যথেষ্ট পরিমাণে এবং সুলভে সকল বিদেশী ঔষধের আমদানী বন্ধ হইলেও ভারতবর্ষ নিজের প্রয়োজন জন্য যথেষ্ট পরিমাণে এবং সুলভে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে। ইহাদের [illegible] বিশেষভাবে বিজ্ঞানাগারে বিশেষভাবে বিজ্ঞানাগার অথবা বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধানে ঔষধসমূহের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বৃহৎ অংশের অস্তিত্বভাবে বর্ত্তমান।

—উপর—
বামে—আন্ত্রাক্স
দক্ষিণে—মিনিনজিস্

—মধ্য—
আলবুমিনের ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অব-প্রবেশের নিম্ন হক ব্যাক

—নিম্ন—
বামে—মেডিক্যাল গবেষণাগারের সভ্যগণ ল্যাবরেটরি ও ডিস্টিলারি প্রভৃতি
মধ্যস্থলে—গবেষণাগারের একটি দৃশ্য
দক্ষিণে—মেডিক্যাল গবেষণাগারের একটি বিভাগ যেখানে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে।

কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে মহাসমারোহের এক সুরম্য ও আধুনিক সজ্জাতে বেঙ্গল ইমিউনিটির ঔষধিক গবেষণাগার অবস্থিত। দেশের ও দশের কল্যাণ কামনায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গবেষণা কার্য্য চালাইবার জন্য ইহাদের নিজস্ব পশুশালা আছে—যাহাতে অশ্ব মিনিনজিস্ প্রভৃতি বহু প্রাণী সুরক্ষিতভাবে রাখা হয়।

পাইকপাড়ের বিশেষ অবস্থিতির জন্য এখানে অনেকগুলি আলোকচিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল।

● রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঔষধ ও জৈবিক পদার্থ নির্ণয়।

● জৈবিক পদার্থ নির্ণয়ের শক্তি পরিমাপক বিভাগের একটি দৃশ্য

বেঙ্গল ইমিউনিটির সিরাম, ভাই-থেরাপিউটিক, ভাই-ব্যাইপারভিলেন্যাস, ভুইমাইল ভাই-ব্যাইক্লোরোব্যাইড প্রভৃতি ঔষধাবলী ভারত সরকারের চিকিৎসা বিভাগে, দেশীয় রাজন্যবৃন্দ এবং প্রায় সকল সওদাগরী ও বেসরকারী হাসপাতালে ব্যবহৃত হইতেছে। ঔষধের ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধে ইহাদের ঔষধাবলী চিকিৎসকগণের ও হাসপাতালসমূহের সম্পূর্ণ আস্থা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালনায় ইহা বিশেষ যোগ্যতা ও কৃতিত্বেরই নিদর্শন।

কি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে তাহা বিশ্লেষণ না করিয়া স্থায়ী ভারত গঠনে তাঁহাদের ভূমিকাকেও বুঝিবার উপায় নাই।

ভারতের বর্তমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৃটীশ শাসনেরই যে প্রত্যক্ষ ফল, ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিলে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরেজ অধিকারের পূর্বেও ভারতে তথা বাংলার এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ছিলেন। তাঁহাদের বৃত্তি-ভিত্তি পল্লীতে এখনও কিছু কিছু বাঁচিয়া রহিয়াছে। প্রাক্ বৃটীশ-শাসন-যুগের ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তি সম্বন্ধে পরিচয়ই আমাদের জানা আছে। কবি কঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বাংলার তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। পলাশী-যুদ্ধ হইতে কবি ঈশ্বর গুপ্তের যুগ পর্যন্ত বাংলার সমাজ-ব্যবস্থার একটা ওলট-পালট—একটা ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছিল। এই ভাঙ্গাগড়ার ফলেই নূতন জমীদারী ও নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। সাধারণভাবে সমগ্র ভারত সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য, তবে অন্যান্য প্রদেশে এই পরিবর্তন-ধারা সুরু হইতে অপেক্ষাকৃত কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। ইংরেজ শাসন ভারতে যে-সমাজ-বিপ্লব লইয়া আসিয়াছিল তাহারই প্রভাবে ভারতের পুরাতন সামন্ত-তান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন সুরু হয়। কিন্তু আমাদের শাসকবর্গ এই ভাঙ্গন সম্পূর্ণ হইতে দেন নাই। সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থা ভারতে এখনও শক্তিমান হইয়াও বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু আজিকার নূতন জমীদারী ইতিমধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অপেক্ষাকৃত সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার এবং নূতন-গড়া জমীদারীর জাতীয়তাবাদী নূতন শিক্ষাধারার অপূর্ব সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সমৃদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে হিন্দুস্থানীর উচ্চ বর্ণ পাওয়ার ভারত ভারতের সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা বহুদিন পূর্বেই হিন্দু ও মুসলিম এই দুই ধারে প্রবাহিত হইতে সুরু করিয়াছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে হিন্দু সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা তাহাই অনুপ্রাণিত হওয়া ছিল স্বাভাবিক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যখন বীর অভিনব বীতিতে বাংলার সাহিত্যাকাশে ভাস্বর হইয়া উঠিলেন তখন ভারতের নূতন জমীদারী শ্রেণী তাহা সানন্দচিত্তে সমাদর করিয়াছেন। কিন্তু বিদেশী পুঁজির প্রতিযোগিতা এবং রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতার জন্য পুরাপুরি মূলধনী ধনতান্ত্রিক বিকাশ ভারতে সম্ভব হয় নাই, এখনও এখনও পর্যন্ত না। তথাপি অল্পসংখ্যক সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে নূতন জমীদারীর একটা আপোষ-মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা কোথাও কোথাও অনুভূত হইতেছিল। হিন্দু অভিজাত ও মুসলিম অভিজাতের পীঠস্থিতের ঈর্ষা ও অবিশ্বাস দূর না হইলে এইরূপ আপোষ-মীমাংসার কোন উপায় নাই। সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত সম্প্রদায় একমাত্র অর্থের বিনিময়ে জমীদারগণের সহিত সহযোগ স্থাপন করিতে পারেন। তাই হিন্দু অভিজাত ও মুসলিম অভিজাতের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা ও অবিশ্বাসকে অন্তর্হিত করিয়া তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবণ করা হইল। অর্থের দিক দিয়া বাস্তবিক পরস্পরসাপেক্ষ হইয়াও 'ঘর হতে শত্রু পরে' সমন্বয়-বাণী ঘোষণা করিলেন, তথাপি উপযুক্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অভাবে উহা আজ পর্যন্তও ভারতবাসীর জীবনে কার্যকরী হইতে পারে নাই। তাঁহার উপযুক্ত দিয়া স্থায়ী বিদেশশাসনের অনুকূলতার প্রভাব শুধু হিন্দুমুসলমানদিগকেই কেন প্রভাবিত করিতে পারিয়াছিল, রামমোহন রায়ের মত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যুবকদিগকে কেন প্রভাবিত করিতে পারে নাই, তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যকে আমরা পাই মূলতঃ গণতান্ত্রিক ভাবধারার সহিত সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার অপূর্ব সমন্বয়ের মোহ অবদানরূপে। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনেও উহার ভাবধারাই সমন্বয় খুঁজিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার রচিত সাহিত্যেও তাহা সম্ভব হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং জাতীয়তাবাদের উদ্রেককে রোমান্সের করিয়া রূপ বিশ্লেষণ তাই তাঁহার সাহিত্যের প্রধান সুর।

অর্থনৈতিক বাস্তব ক্ষেত্রের অভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই সমন্বয়-বাণী আমাদের বাস্তব জীবনে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই, উহা শুধু আর্থিক ও মানসিক বৈলাসিতা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাল্পনিক ভাববিলাসের খোরাক হইয়াই রহিয়াছে আজ পর্যন্তও। সামন্ততন্ত্র আজও ভারতে বাঁচিয়া রহিয়াছে, ধনতন্ত্রও ক্রমবর্ধমান। কিন্তু দুর্ভাগ্য রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের ফলে ধনতন্ত্রের সহিত সামন্ততন্ত্রের যে সমন্বয়, তাহা আর্থিক দুরবগাহী। এদিকে বিশ শতাব্দীর প্রথম পাদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা আনিয়া ভারতীয় সমাজচৈতন্যকে নাড়া দিতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর দিয়া খাঁটীয় সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসার সম্ভব নয়। তথাকথিত একটু অদ্ভুত ঠেকিলেও একথা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে, সবুজ-সাহিত্যই মধ্যবিত্তের মনোজীবনকে সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল। 'সেষ প্রশ্ন' লেখার পরের 'বিপ্লবাত্মক' মধ্যে অন্নদাশঙ্করের সামন্ততান্ত্রিক benevolent despotism প্রীতির পরিচয় যেন পাওয়া যায়, তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয়। সবুজ-সাহিত্যের উপাদান—হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী একথা সত্য, কিন্তু কতকগুলি বাহ্যিক আচার নিয়ম ও সংস্কার ইত্যাদি

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯২৮ সন

হেড অফিস :

৯৯৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডিরেক্টার-ইন-চার্জ—
মিঃ জে সি সরকার

ম্যানেজিং ডিরেক্টারস্—
মিঃ এস আর মোতারেদ্
এন্ জি দত্তরায়

বর্তমান যে-অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সত্যসত্যই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিয়া গণ্য, সে-সকল বিষয়ে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই যে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তর পার্থক্য তাহার মূলে রহিয়াছে সমগ্রভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ অবস্থা। তাহার দ্বারা হিন্দু অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দশা সমস্তই তাহার শিক্ষা-দীক্ষার মৌলিকতা অবস্থার অঙ্গ। তাহার এই অন্তর্নিহিত অবস্থার প্রতিফলন করিবার জন্য বিশেষভাবে যে একটা ভূমিকা প্রদান করিবার আছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এতদিন তাহার দিকে দেখেন নাই। ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী এবং নূতন ধনীশ্রেণীর নিকট যাহা ছিল শিক্ষা ও বিলাসের বোলআনা অভিজাত্যের উপাদান অথবা। এই দুইটি শ্রেণীর প্রয়োজন-টুকু মিটাইবার শ্রেণীগত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন। উভয় শ্রেণীই তাহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিজ নিজ শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে চায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উভয় শ্রেণীই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অল্পবিস্তর ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। দোটানায় পড়িয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিভ্রান্ত। যে-মুক্ত ও সবীজ চিন্তাবৃত্তি তাঁহাদিগকে পথ নির্দেশ করিতে পারে তাহাকে সমগ্রে বর্জন করা ব্যতীত আর কোন পথও তাঁহারা দেখিতে পান না। ফলে, মুক্ত ও সবল চিন্তাবৃত্তির আশ্রয় লইতে গেলেই অভিজাত শ্রেণী এবং ধনী শ্রেণী তাঁহাদের মনে যে-সকল মূলগত পরিবর্তন করিয়া বিসিয়াছেন সেগুলিকে বর্জন করিবার আশঙ্কা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনকে সেবাদাসে করিয়া তোলে। অন্ধ দুঃখদুর্দশা হইতে মুক্তির পথও গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাহাদের মধ্যে জাগিয়াছে পরাজয়ের মনোবৃত্তি। সমর-সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই সকল দুর্বলতার এবং পরাজয়ের মনোবৃত্তিকে প্রবল আঘাত করিয়াছে সত্য, কিন্তু হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে মূলগত ঐক্যের জন্য মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজও সমর-সাহিত্য দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে না হইয়া পরোক্ষে লাভবান হইয়াছে। সুতরাং সমর-সাহিত্য বাদ দিলে ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সমগ্রভাবে মুক্ত ও সবল চিন্তাধারার পথ প্রদর্শন করিবার আরও অনেক দায়িত্ব আছে। ভবিষ্যৎ ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী যদি তাহার দায়িত্বের ভূমিকা পূর্ণভাবে গ্রহণ করে, তাহা হইলে অভিজাত শ্রেণী ও ধনী শ্রেণী তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের একটী প্রধান অঙ্গ হারাইবে। এই জন্যই সমর-সাহিত্যের উপর অন্তরালভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া উহাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা কি না, তাহা তাবিয়া দেখিবার বিষয়। [illegible] নবি প্রাচীন ভারতীয় অভিজাত ও নূতন ধনী-শ্রেণীর সমস্ত-মূলক সংস্কৃতির মোহ অপসারিত হয়, তাহা হইলে সমর-সাহিত্যের আবশ্যকতা থাকিতে পারে জীবন-সংগ্রামে মূল্যনির্ধারণে, বিপ্লবের প্রকৃত ভূমিকা চিনিতে ও গ্রহণ করিতে উদাসীন এবং পরাজয়ের মনোবৃত্তি-সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াকে ও তাহার পথভ্রষ্টকে।

আমাদের এই আলোচনার একটা প্রধান কথা এ পর্যন্ত আমরা বাদ দিয়া আসিয়াছি যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সত্যই কোন শ্রেণী-সংজ্ঞার ভূমিকা গ্রহণ করিবার আছে কি না। শ্রেণী কি, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার এখানে স্থানাভাব। বর্তমান অবস্থাতন্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় আমরা মালিক, পুঁজির মালিক এবং ভূমির মালিক অর্থাৎ শ্রমিক, পুঁজিপতি এবং ভূম্যধিকারী এই তিনটীই প্রধান শ্রেণী। এই তিনটী শ্রেণীর মধ্যে পুঁজিপতি এবং শ্রমিক এই দুই শ্রেণীই অর্থনৈতিক সমাজের মূল ভিত্তি। যে-প্রকার সমাজের পূর্ণ বিকাশ লাভের ফলে সে-দেশে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণীর অস্তিত্ব যে একেবারেই থাকে না তাহা নয়। তাই ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাহাদের স্থান অনেক গৌণ হইয়া দাঁড়ায়, পুঁজিপতিদের সহিত আপোষ করিয়া তাঁহাদিগকে টিকিয়া থাকিতে হয়। এই তিনটী শ্রেণী ছাড়া আরও একটী শ্রেণী আছে যাহাকে বলা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইংরাজীতে বলা যায় পেটি বুর্জোয়া। মধ্যবিত্ত বলায় এই শ্রেণী যে বিত্তবানদেরই অ-পোষ তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আভিজাত্য-গৌরব ইঁহাদের নাই। মধ্যবিত্ত কৃষক, দোকানদার হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের তালুকদার, মহাজন, সহরের উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, প্রফেসর, ডাক্তার, প্রভৃতি সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাঁচমিশালী শ্রেণী বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না। তাহাদের আয়ের মূল্যনির্ধারণীর ভূমি রাজস্ব, পুঁজিপতির লাভ বা শ্রমিকের মজুরীর মত কোন নির্দিষ্ট পর্য্যায়ভুক্ত করিবার উপায় নাই। তালুকদারদের আয়কে মজুরীর পরিবর্তে মাসিকানা আয়ের সৌকর্য-সূচক আখ্যায় অভিহিত করা হয়। কি তালুকদার, কি উকীল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি ইঁহাদের অনেকেরই গ্রামে তালুক-মুলুক, জমিজিরাত এবং মহাজনী কারবারও কিছু না কিছু আছে। তালুকদার, মহাজন বা দোকানদার শুধু তালুকদার মহাজন বা দোকানদারই নহেন, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তালুকদারী করেন, কেহ ওকালতী বা তালতলী করেন এরূপও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাশাপাশি থাকার ফল মধ্যবিত্ত

উন্নতিশীল ভারতীয় জীবনবীমা
প্রতিষ্ঠান
ভাগ্যলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স লিঃ
পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা
এজেন্সীর সর্ত্তাদির জন্য আবেদন করুন
কে ডি ব্যানার্জী
ম্যানেজার

শ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবেই পরিচুট। যিনি সমরে প্রস্তুতী করেন এবং সেই সঙ্গে যাঁহার প্রয়োজন অনুযায়ী আয়ের, সে অনুযায়ী ব্যয় যোগ হইতে সেইটুকুর বাহিরেই, তিনি নিজেকে অধিকাংশ শ্রেণীর সহিত সমযোগ-সম্পন্ন মনে না করিয়া পারেন না। অথচ আমুষ্ঠানিক ভাঁহারই সমান বিজ্ঞানিসম্পন্ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার অপেক্ষাও কম বিজ্ঞানিসম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুসরণকারী তাঁহার মনে স্বভাবতঃই অসন্তোষ আনাইয়া তোলে। আমার সম্মুখে যখন একজন মোটা মাহিনাধারী ভাল প্রস্তুতী করেন, তাঁহার স্বাধীন কর্মচারীদের অধ্য যখন অনেক অনুযায়ীও আছেন, কিন্তু প্রায়ন তিনি যখন তাঁহার অপেক্ষা কম বিজ্ঞানি ও অর্থসম্পত্তি-সম্পন্ন অনুযায়ীদের প্রথা হওয়ার হীনতা স্বীকার না করিয়া পারেন না। দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। কিন্তু মোটামুটি বলা যাইতে পারেই বুঝা যাইতেছে যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকল ব্যক্তির এমন কোন একটা সাধারণ স্বার্থ নাই যাহা তাহাদিগকে একটা সাধারণ শ্রেণীতে পরিণত করিতে পারে। একদিকে সাধারণ কোন স্বার্থ নাই, অন্যদিকে সামন্ত-তান্ত্রিক অভিজাত ও নূতন ধনীশ্রেণী পাশা-পাশিই বর্তমান রহিয়াছে, সর্বোপরি ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রমাগত শোষণে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমেই দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য এই শ্রেণী হইতে কেহ কেহ পুঁজিপতি শ্রেণীতে যে উন্নীত হইতেছেন না, তাহা নয়, কতক শ্রমিকের পর্যায়েও নামিয়া যাইতেছে, কিন্তু শ্রেণীর আকারেই মূলধনীদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়। আর্থিক এই অবস্থার জন্য ইহাদের নৈতিক পুষ্টি যাহাতে এবং মনের দিক হইতে বৃদ্ধি ও শক্তিদের পুষ্ট ও সবল বিকাশ ব্যাহত-প্রাপ্ত হইতেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখর বিদ্যাবিদ্যালয়ের সংখ্যাও পরীক্ষা পাশ করিয়াও বেকার পান বাহির হইয়া অর্থাভাবের কোন পথই তাঁহার জন্য খোলা নাই। সকলেই তাঁহাকে বিমুখ করিয়া দেয়—বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারের স্বীকৃতিটুকুও কোথাও তাঁহার মিলে না। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন সাধারণ স্বার্থ না থাকায় এই দুরবস্থা দূর করিবার জন্য ইহাদের নিজেদের কোন ভূমিকা গ্রহণ করিবার আছে কি না, সে সম্বন্ধে চিন্তাও তাঁহারা খুব কম করিয়াছেন।

ভারতের সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী এবং নূতন বড় ধনীশ্রেণী অর্থাৎ পুঁজিপতিদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ স্বার্থ কি, তাহার সুযোগটা ভাল হওয়েই এখন আলোচনা করা যাইতে পারে। আমরা শ্রেণী মোটামুটি ভাবে তিন বিভাগ। অভিজাত শ্রেণীর মেরুদণ্ড এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর মেরুদণ্ড মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য হইতেই এক একজন নিজ অনুযায়ী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্বের তাঁহারা অনুযায়ী তাঁহাদের স্বার্থ হইল অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থেরই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ বলিয়া প্রচার করা। পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ বলিয়া প্রচার করা হইল পুঁজিপতি শ্রেণীর নেতৃত্বকারী অনুযায়ীদের কাজ। অভিজাত শ্রেণী আবার সাম্প্রদায়িক স্বার্থের খাতিরে মুসলিম লীগ এবং হিন্দুমহাসভা এই দুই রাজনৈতিক দলে বিভক্ত। তাহাতেই মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কতক মুসলিম লীগের অনুযায়ী, হিন্দু মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর কতক আবার অনুযায়ী হিন্দু মহাসভার। পুঁজিপতিরা সমগ্রভাবেই জাতীয়তা-বাদী এবং ভারতের স্বাধীনতাকামী। ভারতের অধিকাংশ অসাম্প্রদায়িক জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের ইঁহারাই পরিচালক। হিন্দু ও মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশীর ভাগই কংগ্রেসের অনুযায়ী অথবা কংগ্রেসের ভাব-ধারার অনুপ্রাণিত। ইহাতে আশ্চর্য হইবার অবশ্য কিছুই নাই। স্বাধীন ভারতের কল্পনা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুখার্ত মনে একটা রঙীন আশার সৃষ্টি করে। কল্পনার স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ হইতে সুখ-শান্তি-ঐশ্বর্যের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতে তাঁহারা দেখিতে পায়। অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মুসলিম লীগ এবং হিন্দুমহাসভাও একথাটা বেশ ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। স্বাধীনতার নামে না ভাঙ্গ দিলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে অনুযায়ী পাওয়া কঠিন। তাই মুসলিম লীগ ও হিন্দুমহাসভাকেও স্বাধীনতার দাবী উপস্থিত করিতে হইয়াছে, যদিও স্বাধীন ভারত সম্পর্কে উহাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বতন্ত্র। দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বাদ দিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন, হিন্দু-মুসলিম বড় বড় অভিজাত এবং পুঁজি-পতিরা ভারতের স্বাধীনতা চান কেন? বর্তমানে তাঁহারা যথেষ্ট সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিলেও ভারত স্বাধীন হইলে অতিরিক্ত কি কি সুখ-সুবিধা তাঁহারা পাইবার আশা করেন, আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই বা বর্তমান দুরবস্থা কতখানি দূর হইবার সম্ভাবনা? তাহা স্বাধীন ভারতের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনে অথনীতি ব্যবস্থা এবং সামুক্ত অনুসরণ হইতে বিভিন্ন ইউনিয়ন-অভিজাতদের স্বীকৃতিতেও কি ভিন্ন স্বাধিকারের দাবী পূরণ হইয়েছে না হেন, মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সে-কথাও বিশেষ করিয়াই জানিয়া রাখিতে হইবে। ভারতের সুষ্ঠুভাবে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পূর্বতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে কিরূপ নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করা হইবে, তাহার পরিকল্পনা করেছেন. লীগ ও মহাসভার নেতৃবর্গ বিচারেন কি? ভারতীয় শিল্পপতিরা যে পরিকল্পনা জানা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রমিক-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। বিশেষতঃ এই পরিকল্পনা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী হইবে, কি শিল্পপতিদের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী হইবে, পরিষ্কারভাবে তাহা-রিভাগণ সে-সম্পর্কেও নীরব। যদি অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত না হয়, যদি বর্তমানের মত সর্বাত্মক অর্থনৈতিক বিভিন্ন উপরেই সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভাগ্যের রাষ্ট্রীয় পরিচালনা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে এই পরিকল্পনা যাহা কার্যকর নিয়ন্ত্রিত হইলেও শ্রেণী-সম্বন্ধের পরিবর্তন হইবে না, জাতীয় সম্পদের বর্তমান কার্যকরীভাবেই সর্বাংশ শোষণ অব্যাহত থাকিবে। সম্প্রতি অভিজ্ঞতার কংগ্রেস পদ-পরিষদের দাবী স্বীকার করিয়াছেন। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই পদ-পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে। উহা পদ-পরিষদের সোলন আমে, উহার কর্ম-সূচী কি হইবে উহাই আসল কথা। কিন্তু কংগ্রেস কোথাও এই কর্মসূচীর কথা বলে নাই। বৈজ্ঞানিক-প্রস্তাব এবং ওয়ার্ক-কর্মসূচীর কথা আমরা জানি, আমার কংগ্রেসী বক্তি-সভাতে সমাজতন্ত্রবাদের ভয়ে অভিজাত-সম্প্রদায়ের সহিত হাত মিলাইতেও আমরা দেখিয়াছি। তেমনি পাকিস্তানের কর্মসূচী সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করা না হইলে কি উদ্দেশ্যে মুসলিম পদ-পরিষদ পাকিস্তানের দাবী না-মঞ্জুর বা মঞ্জুর করিবে, তাহা বুঝিয়া উঠাও অসম্ভব।

ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নাই, একথা কেহ-ই বলিবে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মুসলিম অভিজাত ও হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা ও অধিষ্ঠান হইতেই এই সমস্যার উৎপত্তি তাহাও আমরা জানি। ভারতবাসী হিসাবে এই সমস্যার সমাধান আমরা করিতে পারি নাই, কারণ আমরা নিজেরাই স্পষ্ট করিয়া জানি না আমরা কি চাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কতক মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষাদায়ের শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, কতক আবার শিক্ষা করিতে অগ্রসর হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষাদায়ের। পুঁজিপতিদের

শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। বর্তমান পরিস্থিতির প্রকৃত কারণের দিকে তাকাইলে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার আবশ্যকতা হইয়াছে এক শত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে এই শিক্ষাধারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশকে নিঃসন্দেহভাবেই প্রভাবিত করিয়াছে।

ভারত স্বাধীন হইলেও, ভারতের আর্থিক অবস্থার পুনর্গঠন হইলেও বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই যদি টিকিয়া থাকে, পাকিস্তানের যদি বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা হইলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থার পরিবর্তন কিরূপে হইতে পারে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজের স্বার্থের দিক হইতে তাহা ভাবিয়া না দেখিলে তাহার হইয়া ভাবিবার কেহ নাই। বর্তমান দুর্দিনে যা খাইয়া বাঁচিয়াছে, তাহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেহ নয়, এই শিক্ষা তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাহারও সান্ত্বনা লাভ করিবার কিছু নাই। বর্তমান অভাব যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রকৃত-ভাবেই আঘাত করিয়াছে সে বিষয়ে এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই মুক্তকণ্ঠী। জমি-দার ও বণিকশ্রেণী চাউলের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধিতে একটুকুও বিচলিত হন নাই। এক দিকে লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া মরিয়াছে, আর একদিকে মজুতদারের ঘরে ঘরে ধোক-লক্ষ মণ-মূল্য-লেনদেনের প্রাচুর্যের অন্ত নাই। তাহাদের মূল্য মধ্যবিত্ত টাকা নয় হইলেও উহাদের এই ঐশ্বর্য-বিলাসের সামান্য ক্ষতি হয় না। অন্যভাবে ঠিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কত পরিমাণ উপার্জন যে আমরা দেখি নাই তাহা নয়। কিন্তু কত লক্ষ টাকা বেশী লাভ হইলে কত সামান্য মধ্যবিত্ত পরিবারকে অন্ন-সুলভ চাউল জোটান সরকারের কত কত হাজার টাকা ব্যয় করা সম্ভব, ইহাই যেখানে সমস্যার মূল উৎস সেখানে উহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব মোচনের চেষ্টা, না অধিকতর লোকের সুবিধার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সাহায্য করিবার আয়োজন আয়ত্ত করিয়া আরও অধিক অভাব সৃষ্টির প্রয়াস, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সে কথা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থান কোথায়, এখানের অভাবের যদি তাঁহাদের মনে এই চিন্তা আরম্ভ না হয়, তাঁহারা নিজেরা যদি নিজেদের কল্যাণের পথ বাহির না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কল্যাণ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। এই পথে যে প্রকৃত অন্ন আছে তাহাও আমরা জানি। ইহাদের সাধারণ শ্রেণী-স্বার্থ এক থাকায় এই শ্রেণী স্বভাবতই বিপ্লব-বিরোধী। বর্তমান ভারতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেরূপ অসম্ভবের উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে চালুনীই ইহাদের একমাত্র জীবিকা। অথচ চালুনীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। আমাদের এক বন্ধু আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি চালুনীর যে কৃপাকণা বণ্টন করেন, তাহার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। তাঁর প্রতিষ্ঠানের হিন্দু কোন কর্ম-প্রার্থী আজীবন যদি প্রার্থিত চালুনীটি না পায় এবং একজন মুসলমান মধ্যবিত্তের ভাগ্যে যদি চালুনীটি জুটিয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের একটা উপায়ে পর্যবসিত করা হয়। কিন্তু হিন্দু মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর অভাব কর্মপ্রার্থীরা আজিও বোধহয় না বে, ঐ মুসলমান অজ্ঞানোকটী চালুনী না পাইলেও তাঁহাদের সকলের জন্যে ঐ চালুনীটি জুটিত না, তবু একজনই উহা পাইত। চালুনীর ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন অপেক্ষা বাজার-সমস্যাটাই বড় কম নয়। আজ যুদ্ধের প্রয়োজনে মধ্য-বিত্তের বেকার-সমস্যার সাময়িক সমাধান হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের পরে আবার উহাদের

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

শাখা সমূহ
টালা, দমদম, বরাহনগর,
আলমবাজার ও
বেহালায়।

ফোন :
ক্যাল—৪৮৬১

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—
মিঃ বি সি দাস, এম,এ; বি, এল

ছাড়িয়া দিলেও যদি যুদ্ধোত্তর যুগের জন্য এখন হইতে উপায় অবলম্বন না হয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন সাহায্য আর না আসিলেও বৃটিশবাসী বলিয়া তাঁহাদের নিজস্ব ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যাখ্যান করা খুবই আশ্চর্য্যজনক। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তাঁহারা দিতে পারেন নাই। বীর সাভারকর এবং মিঃ জিন্নার মতই বৃটিশ ভারতকে স্বাধীনতা দিতে পারিতেছে না, একথা আমরা সকলেই বুঝিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে বিশ্বিত ও বৃটিশমাত্র হইবার এই অনুপযুক্ততাকে তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতেছেন কেন? এজন্য কি, কেন এজন্য প্রয়োজন, কি ভাবে এজন্য অর্জ্জন করা যায়, তাহা কি তাঁহারা জানেন না? হিন্দু-মুসলমান যদি দুই জাতিই হয়, তাহা হইলেও তাহাদের এক ভারতীয় রাষ্ট্রজাতি হওয়ার বাধা কোথায়? মিঃ এইচ. জি. ওয়েলস তাঁহার "The outline of world's History"তে বলিয়াছেন:

"Are the English a nation or have they merged into a British nationality? Scotsmen do not seem believe very much in the British nationality."

প্রাচীন ভারতে একদিন যাহা সম্ভব হইয়াছে, ইংলণ্ডে যাহা সম্ভব হইয়াছে, ভারতে আবার তাহা অনায়াসেই সম্ভব হইতে পারে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য এই ভারতী সম্ভব করার ব্যাপারে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইচ্ছা করিলেই একটা মূলধন ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন। মহাত্মা গান্ধী, মিঃ জিন্না এবং বীর সাভারকর স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি সমূহের পরিচয় গুরুত্ব ভাল করিয়াই জানেন। রাষ্ট্রশক্তি একবার যদি অভিজাত ও ধনীশ্রেণীর মুষ্টি হতে মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে পুনরায় তাঁহাদের হাত হইতে উহা কাড়িয়া লওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব হইবে না। কারণ অভিজাত ও ধনীশ্রেণী মূলতঃভাবে সংখ্যালঘু, তাঁহাদের হাতেই রহিয়াছে ভারতের সমগ্র অর্থনৈতিক শক্তি। ধনিক-শ্রমিক, জমিদার প্রজা এবং সাম্প্রদায়গুলীর কথা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভাল করিয়াই অবগত আছেন। ভারতের সমগ্র অর্থনৈতিক শক্তি ইহাদেরই করায়ত্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষাদীক্ষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ইঁহাদের ধারাই এখন পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

প্রায় দুইশতের কাছাকাছি বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে আরও বেশী ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। এই যুদ্ধে আরও অনেক নূতন ধনীরও উদ্ভব হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে ধনীশ্রেণী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান আরও ব্যাপক ও বিপুল হইয়া উঠিবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে সকল যুবক বর্ত্তমানে যুদ্ধ সম্ভারের কাজে চাকরিনিয়োগ করিতেছেন, যুদ্ধের পরে তাঁহাদের অনেকেরই বেকার হইয়া পড়া

গত ১৯৩০ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রথম ইস্পাত প্রস্তুতের কোম্পানী দি ইউনাইটেড ষ্টেটস ষ্টীল কর্পোরেশনের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৫০ কোটি ডলার—আমাদের দেশের হিসাবে ৮০০ কোটি টাকা। এই কোম্পানীর অধীনে তখনকার কালে ১৮৭টী ইস্পাত প্রস্তুতের কল ছিল এবং এই সব কলে বৎসরে ১ কোটী ৬০ লক্ষ টন ঢালা লোহা এবং ২ কোটী টন ইস্পাত প্রস্তুত হইত। বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য এই কোম্পানীর কাজ আরও অনেক সম্প্রসারিত হইয়াছে।

ছাড়া আর উপায় থাকিবে না। সুতরাং যুদ্ধের পরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক সমস্যা আরও বেশী গুরুতর হইয়া পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে। যুদ্ধের বাজারে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানই খুব বেশী হারে লভ্যাংশ বিতরণেছে, শেয়ারের দামও খুব বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পরে এই অবস্থা অবশ্যই থাকিবে না। কিন্তু যুদ্ধের সুযোগে সহজে বিস্তর অর্থ যে সকল শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারা যুদ্ধের পরে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে রক্ষিত করিবেন এবং নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবেন। ইহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকে জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধা পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকারের সংখ্যার তুলনায় চাকুরীর সংখ্যা কমই হইবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সাময়িক বেকার-বাহিনীর (reserve force of unemployed) অস্তিত্বের সুযোগে প্রায় যুদ্ধ-পূর্ব্বকালের মূল্যস্তরে মূল মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে শোষণ করা ধনীশ্রেণীর পক্ষে আরও বেশী সহজ হইবে। ভারতীয় পুঁজিপতিদের আজকের বাহিরে কোন দেশে মূলধন খাটাইবার সুযোগ পাইবেন না, আবার নিজের দেশেও তাঁহাদিগকে বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। তাহাতেই শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অধিকতর শোষণ করা ব্যতীত লাভের হার হ্রাস করা কিম্বা বেতন বৃদ্ধি করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। সুতরাং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাগ্যসূত্র শ্রমিক-শ্রমিকদের ভাগ্যের সহিত গ্রথিত করা প্রয়োজন। ইহাই হইবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা। যদি তাঁহারা তাহা না করিতে পারেন, তবে যুদ্ধোত্তর সমস্যার আঘাতে, যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য গণ-শক্তিসমূহের কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণে নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থীতাহেতুই অভিজাত ও ধনীশ্রেণী দ্বারা তাঁহাদের পরিচালিত হওয়া ছাড়া আর উপায় থাকিবে না।

টাকা আয় করা কঠিন—
আয় থেকে জমানো আরও কঠিন—
জমানো টাকা খাটিয়ে বাড়ানো
সব চেয়ে কঠিন।
টাকাকড়ির ব্যাপারে
আমাদের বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থা চেয়ে পাঠান—
ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
২০।১ সি লালবাজার, কলিকাতা
৫০৲ এরেঞ্জ মূলধনের উপর সাড়ে ৬৮৲ লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

পাইরিথ্রাম ফুলের চাষ

[শ্রীবীরেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য্য, এম. এস. সি]

বর্ত্তমানে এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করিয়া পরিকল্পনা অনুসারে কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি-সাধিত হয় সেদিকে অনেকেই দৃষ্টি দিতেছেন। সম্প্রতি বোম্বাই হইতে একটী এবং মেট্রিকেল মেমোরেণ্ডিম পার্টির দল হইতে আর একটী পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে। দুই পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য অনেক বিষয়ে রহিয়াছে; কিন্তু উভয় পরিকল্পনাই উপেক্ষা কৃষি এবং শিল্পের উন্নতিসাধন। আমরা এই প্রবন্ধে এই পরিকল্পনা দুইটী সম্বন্ধে কিছুই বলিব না। তবে কৃষি এবং শিল্প এই উভয় ক্ষেত্রেই যে সমধিক উন্নতি প্রয়োজন সেই-দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। অধিকাংশ লোকই কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ইহার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, চিরকাল ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধানই থাকিবে এবং ভবি-ষ্যতেও উহা জাল বিস্তার করিয়া আপন প্রয়োজনীয় শিল্পসম্ভার গ্রাস করিবে। বর্ত্তমান জগতে যে দেশ কেবল কৃষির উপর দাঁড়াইতে চায়ে সে দেশের ভবিষ্যৎ কোনক্রমেই উজ্জ্বল নহে। সুতরাং শিল্পের উন্নতিসাধনের আমাদিগকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে।

কৃষিক্ষেত্রেও আমরা এতাবৎকাল গতানু-গতিকভাবেই চলিয়া আসিয়াছি। পূর্ব্ব-পুরুষেরা যে যেভাবে যে জাতে উৎপন্ন করিয়াছেন আমরাও সেই ভিন্নির সেই ভাবেই উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু এই ভাবে চলিলে আমাদিগকে অনেক বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী থাকিয়া যাইতে হইবে এবং আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর না হইয়া পশ্চাৎ হটিতেই থাকিব। বিজ্ঞানের সাহায্যে নূতন নূতন উৎপন্ন করিবার প্রয়োজন অনেক দেশেই ক্রমেই বৃদ্ধিতে পাইয়াছে এবং তদনুসারে সচেষ্টও হইয়াছে। কিন্তু আমরা এই সকল বিষয়ে মোটেই অগ্রসর হই নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাইরিথ্রামের চাষ উল্লেখ করিতেছি।

মানবের কীট-পতঙ্গ প্রতিষেধক পদার্থের অভাব, জনস্বাস্থ্যরক্ষা এবং শস্য বিষয়ে মানব-দিগের উৎপাত করিয়া থাকে। হিসাব করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, শস্য ও ফলমূল ইত্যাদির অভাব এই কারণেই এই কারণেই দুইশত কোটী টাকার উপর হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া, প্লেগ ইত্যাদি কীট-পতঙ্গবাহিত রোগের ঔষধাদির লোভ প্রতি বৎসর প্রাণ হারাইয়া থাকে। যাঁহারা এই রোগাক্রান্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকেন তাঁহারাও সমাজের কাজ ভাল করিয়া উঠিতে পারেন না। এই সিধ বিষাক্ত অভাব পরিমাণ অনেক। কাজেই এই সমস্ত কীট-পতঙ্গ নাশের সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে একদিকে কৃষির উন্নতি, অপরদিকে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির পথ রোধ করিয়া আমরা কিছুতেই পারিব না। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং কার্য্যতঃও প্রকাশ পাইয়াছে যে, পাইরি-থ্রাম জাতীয় ফুল হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার দ্রব্যের দ্বারা এই সমস্ত কীট-পতঙ্গের প্রাণ-নাশ হইতে পারে। এই কারণে আজকাল জাপান, যুক্ত আফ্রিকা, ডালমেসিয়া প্রভৃতি দেশে ও অন্যদেশে পাইরিথ্রাম চাষের সুব্যবস্থা হইয়াছে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই ফুল আমদানী হইয়া সেইগুলি হইতে নানাপ্রকার কীটনাশক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রথমে ডালমেসিয়া অঞ্চলেই এই ফুল উৎপন্ন করিবার ব্যাপক চেষ্টা হয়। তারপর জাপান এইদিকে অনেকখানি দেয়। ১৯৩১ সনে দেখিতে পাওয়া যায়, জাপান হইতে আমেরিকায় প্রায় সাত হাজার টন পাইরি-থ্রাম ফুল রপ্তানী হইয়াছে। ইহার মূল্য ত্রিশ লক্ষ টাকার। অন্য সনের মধ্যে বাদ পূর্ব্ব আফ্রিকায় কেনিয়া অঞ্চলেও এই ফুলের চাষ হইয়া আসিতেছে। ১৯৩২ সনে প্রায় ছয় হাজার টন ফুল উৎপন্ন হইয়াছে।

সাধারণতঃ সাত হাজার হইতে দশ হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে পাইরিথ্রাম ফুল উৎপন্ন হইতে পারে। নিম্নভূমিতে এই ফুল ভিন্নের হয় না এবং হইলেও তাহাতে বীজাণু-নাশক গুণ ভিন্নের পরিলক্ষিত হয় না। কাজেই এই

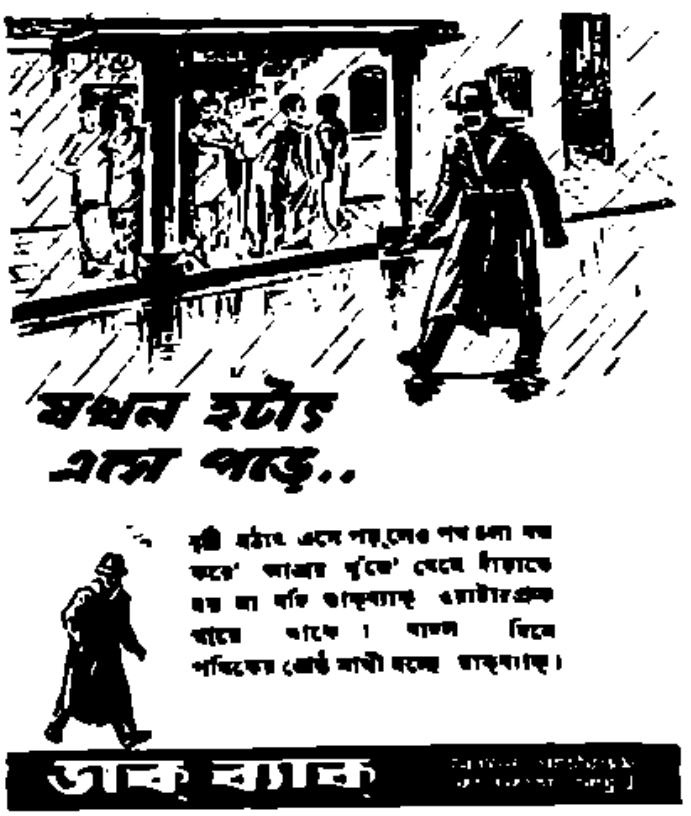

মূল গাছের উপরই স্থান উচ্চ মালভূমি। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমই এই মূল হইতে প্রস্তুত "ক্রিম" প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্যাদির প্রয়োজন। সকলেই জানেন বোগের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য এবং কীটের হাত হইতে শস্য রক্ষা করিবার জন্য সর্বপ্রথমই এই সমস্ত কীট-নাশক দ্রব্যের এখানে অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্তমানে যুদ্ধ-পরিস্থিতির জন্য এই সকল দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক অনেক-জঙ্গলে খাটিয়া সন্ধান করিতেছে। এই অনেক-জঙ্গল নানা প্রকৃতির উৎপাতের হাত হইতে আমাদের রক্ষা করিতে হইলে পাইরিথ্রাম হইতে প্রস্তুত জিনিষের আবশ্যক। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, অন্ততঃ বাজার টন উচ্চশ্রেণীর পাইরিথ্রাম মূল উৎপন্ন হইলে এই চাহিদা মোটামুটি মিটাইতে পারা যাইতে পারে।

কেহ কেহ আবার মনে করেন যে, এই দেশে বোধ হয় পাইরিথ্রাম মূল চাষ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতবর্ষে উপযুক্ত মালভূমির অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ নীলগিরি অঞ্চল এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী প্রকৃতি পাহাড় অঞ্চলের উল্লেখ করিতে পারা যায়।

আমাদের দেশে গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কৃষি-বিভাগ দ্বারা কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতিসাধিত হইয়াছে তাহা কেহই বলিবেন না। অন্যান্য দেশে কৃষক ও কৃষি-বিভাগের মধ্যে যোগ-সূত্র বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং সেই কারণেই কৃষির উন্নতি আমাদিকে অল্প সময় হয়। কেমিক্যাল এই পাইরিথ্রাম চাষ অত সহজে অত অল্পদিনের মধ্যে কখনই হইতে পারিত না যদি কৃষি-বিভাগের সহায়তা প্রথম হইতেই না পাওয়া যাইত। মূল উৎপন্ন করিবার সময় যেমন কৃষি-বিভাগের সহায়তা প্রয়োজন হইয়াছে, তেমনই ঐ মূল বিদেশে বিক্রয় করিবার সময়ও গভর্ণমেণ্টের সাহায্য বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে।

আমাদের দেশে কৃষকদিগের সহিত কৃষি-বিভাগের এই প্রকার সামঞ্জস্য মোটেই পরিলক্ষিত হয় না। কৃষি-বিভাগের কর্মচারীরা নিজেদের খেয়ালমত গবেষণা করিয়া যান। সেই গবেষণার ফলে সত্যিকার কৃষির উন্নতি হইতেছে কি না দেখিতে মন দেওয়ার সময় তাঁহাদের হয় না। কৃষকদিগের সহিত যোগা-যোগ না থাকায় সকলই কৃষি-বিভাগের কাজ এ যাবৎ কেতাবের কাগজে-কলমেই হইয়া গিয়াছে। যা উৎপন্ন করিবার ব্যাপারে, বা উৎপন্ন-দ্রব্য বিক্রয় ব্যাপারে কৃষি-বিভাগের সাহায্য বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, বর্তমানে অনেকটী প্রাদে-শিক গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ পাইরিথ্রাম মূল উৎপন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। আমাদের উপযুক্ত মালভূমি উপযুক্ত কার্যকার-কেতা ইজারা লইয়া এবং কৃষি-বিভাগের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া ঐ মূল উৎ-পন্ন করিতে পারে সেই দিকে অনেকটী সজাগ-দৃষ্টি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। আমাদের ধারণা আছে যে, ইহাতে কৃষির উন্নতির একটী নূতন ধার উন্মুক্ত হইবে এবং তাহা হইতে ভারত-বর্ষের কল্যাণ সাধিত হইবে।

ডাক্তার বসুরবাবুর

ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্সী প্রজা-পাল
শ্রীযুক্ত ব্রজানন্দ ঘাষী

মহোদয় শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার নকলরূপ :—

"এই কারখানার আনুষঙ্গীক ঔষধপত্র এইরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে (manufactured) প্রস্তুত হয় দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিলাম।
(Sd/.) "ব্রজানন্দ ঘাষী"

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি :—

শক্তি ঔষধালয়ে বহু মূল্যবান ধাতু যথা—স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ইত্যাদির দ্বারা অতি যত্নসহকারে ঔষধ তৈয়ারী হয়।

মৃতসঞ্জীবনী সুরা

অম্ল, বর্দ্ধিতকার যকৃৎ রোগ, মাথাধরা লৌকিক ইত্যাদির সর্বশ্রেষ্ঠ আনুষঙ্গীক মহৌষধী শক্তিবর্দ্ধক সুরা। যাবতীয় রোগ রোগাক্রান্ত উহা সেবনে আশু উপকার পাওয়া যায়। মূল্য পাইট বোতল ৬ টাকা, বোতলী বোতল ৩৷০ টাকা। আধুনিক যে কোন মৃত সঞ্জীবনী অপেক্ষা বহু গুণ।

শক্তি ঔষধালয়, লিঃ, কলিকাতা
ব্রোঞ্চাইটীস—ডাক্তার বসুরবাবু, ডাক্তার ঘোষ,
ডাঃ ব্যানার্জি, ডাক্তার মুখার্জি, ডাক্তার।

পারফিউমড
ক্যাস্টর অয়েল

কেশের পালনে ও প্রসাধনে অনুপম

পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ ক্যাষ্টর অয়েলের সহিত সুরভি গন্ধ সংযোগে প্রস্তুত হোমটেলস। ব্যবহারে মা মা যো ৪।, মুক্তকি, কেশের অকালপক্ক প্রভৃতি দূর করিয়া প্রচুর কেশোদ্গমে সাহায্য করে।

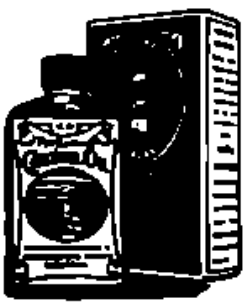

হোমেল কেমিক্যাল

বীমা-কোম্পানীর লক্ষ্মী-প্রতিমা

[ঈশানিবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

"প্রিমিয়াম" বা বীমার টাকা যাইবার ফল কি ভাবে ?

সাধারণ লোকের ধারণা থাকতে পারে যে, বীমা কোম্পানীতে বীমাকারীরা প্রিমিয়াম বা টাকা যাবৎ যে টাকা দিয়ে যান—সে সব টাকা তালাচাবি বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়। এইজন্যই বীমা-কোম্পানী যে কি উপায়ে এই সব টাকা লক্ষ্মী করেন সেটা জানতে পারলে বীমাকারী তথা জনসাধারণ খুসীই হবে।

বীমার টাকা যাবৎ যে টাকা আদায় হয় তার কিছুটা অংশ "রিজার্ভ" বা ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য আলাদা করে রেখে অন্যান্য খাতের টাকার সঙ্গে বাকি অংশটা এমন-ভাবে লক্ষ্মীতে খাটান হয় যার দুনাকায় বীমাকারীরও দুনাফা বা লাভ হ'তে থাকে। প্রিমিয়াম বা চাঁদার টাকার এই প্রকার লক্ষ্মী-প্রথা না থাকলে চাঁদার হারের পরিমাণ আরো বেশী হত, কারণ ঐ টাকা লক্ষ্মী করে একটা আনুমানিক মুদ পাওয়া যাবেই এই ধরে চাঁদার হারের হিসাব করা হয়। চাঁদা-প্রিমিয়ামের পরতা এই ভাবেই ধরা হয়ে থাকে। প্রত্যেক বৎসর এই হিসাবে যা সংরক্ষিত তহবিলের টাকা অধিক সুদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে বৃদ্ধি পেয়ে যাবে যাতে করে বীমাকৃত টাকার বার বিচার সহজ হবে, এই ধারণাতেই এরূপ ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

সেই জন্যই যে টাকায় এই অধিক আয়ের সৃষ্টি হয় সেটা বাজারে বাজারে বিভিন্ন প্রকারের বিনোদিত করা হয়—কিন্তু তাও নিরাপত্তার দিকে থাকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি।

যদি কারো ইউনাইটেড ষ্টেট ও ক্যানাডার বিস্তৃতভাবে ভ্রমণ করার সুযোগ হয় তাহলে তিনি দেখতে পাবেন, বিজ্ঞানের নির্দেশে হয়েছে, জল ও বিদ্যুৎ-শক্তির যন্ত্রের দ্বারা কারখানা চলছে, খালসমূহ, তৈরী হয়েছে, কৃষিক্ষেত্র ও গোলাবাড়ীর কাজ চলছে, অহিতে অনাবশ্যক জল প্রতিরোধ করার জন্য বৃহৎ বৃহৎ আলোড় তৈরী হয়েছে, পয়ঃপ্রণালী নির্মিত হয়েছে, জলপায়াল নির্মিত ও পরিচালিত হচ্ছে, বড় বড় রাস্তা তৈরী হয়ে চলেছে, যার ব্যয়ের টাকার অধিকাংশই সরবরাহ হয়েছে জন-সাধারণের কাছ থেকে প্রিমিয়াম বাবদ যে টাকা আদায় হয়েছে তারই থেকে।

প্রিমিয়ামের টাকা তৈরীকল্পে আবশ্য বিভিন্ন ষ্টেটের ও মিউনিসিপ্যালিটি থেকে লক্ষ্মী হয়ে ইউনাইটেড ষ্টেট ও ক্যানাডার সুন্দর সুন্দর সেতু ও রাস্তা তৈরীতে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের-সুখের স্থাপনা প্রভৃতিতে জনসাধারণ কল্যাণ সাধনে বিশেষভাবে সহায়তা করছে। রাস্তায় চলতে চলতে তিনি দেখতে পাবেন যে সহরের সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্মাণ, প্রাসাদ ও বিল্ডিং, জলাধার, বড় বড় অফিসের বাড়ী, তৈরী হয়েছে বীমা কোম্পানীর লক্ষ্মী করা-যায়ে; কৃষিবাড়ী থেকে টাকা নিয়ে কৃষক কৃষিকার্য্য চালাচ্ছে, কৃষিবাড়ী গোলা-

রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—২২ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

শাখা অফিসসমূহ

শ্যামবাজার, বালীগঞ্জ, ডাকা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মাল (জলপাইগুড়ি), ময়নাগুড়ি, রামাকৃষ্ণহাট (জলপাইগুড়ি), সৈদপুর ও বসিরহাট।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন ঃ

ক্যাল—৪০৩৮

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—

পি, ভদ্র

পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এক্সেসমেন্টের তারিখের মধ্যেই তা দেওয়ার ব্যবস্থা করে—অধিক উৎপাদনের ফলে ও প্রচুর ফসল ফলানোর সুযোগ দিয়ে প্রিমিয়ামের পরিমাণও বাড়ে। যে টাকার মেয়াদ ধরা ছোঁয়া যায় না, উপরন্তু যিনি কারবারের দেখা করেন, সেই কারবারের নিজস্ব মূলধন ব্যবস্থাপনা আইনানুগ সম্ভাবনা করে থাকে এই প্রিমিয়ামের টাকা। সেই কারবারের যে সব লোক লক্ষ লক্ষ মজুরীর মজুরী করছে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পারিশ্রমিক পাচ্ছে তার নিজেদের জন্যেও বড় বড় বীমা কোম্পানীর আর্থিক সহায়তা। লোকসানের ঝামেলায়, দুর্বিপাকে, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে যে আগুন ও দৈহিক শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে তার ক্ষতিপূরণ করছে বীমার টাকা। আজ কাল বড় বড় কল বসছে, কারখানার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, আধুনিক যন্ত্রপাতির সৃষ্টি হচ্ছে, দিন দিন যে ক্ষতির প্রণালীতে উৎপাদন উৎপাদন সম্ভাবনা বৈড়ী হচ্ছে তারও মূলে আছে প্রিমিয়ামের টাকা।

বীমাকারীর জ্ঞাতব্য কি ?

বীমাকারীর প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে এই যে, তাঁর প্রদত্ত টাকার প্রিমিয়ম নিরাপদ লগ্নীতে বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং তাতে সুদ যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে না। স্বার্থের দিক দিয়ে একটিই তাঁর প্রধান স্বার্থ। এটাই তাঁর দেখবার বিষয় যে, তাঁর কোম্পানী লগ্নীর সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করে সর্বোচ্চ হারে সুদ অর্জন করে, তারপর পূর্ণ-বার্ষিক সুদ অপেক্ষা বেশী সুদ পাওয়া গেলে যে লাভ দাঁড়াবে তা উদ্বৃত্ত হবে তা থেকে বোনাস বা লভ্যাংশ যে পরিমাণ তিনি পাবেন সেই পরিমাণে তাঁর প্রিমিয়ামও কমতে থাকে। একথা বলেও তিনি জানা রাখা দরকার যে, তাঁর প্রদত্ত প্রিমিয়ম টাকার অল্প উদ্বৃত্ত অবশ্যকালীন সম্ভাবনার নিমুক্ত থাকে। কারণ এই ভাবে জাতির সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির পথ সহজ ও সুগম হয়।

এই প্রকার জীবনবীমা লাভ ব্যাপারে ডিরেক্টরস লয়েড্স মেট্রোপলিটান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রদেয় ও দেয়

বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণায় মোটামুটি দুইটী উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ কি ভাবে সুদাসলে প্রিমিয়ামের টাকা পাটান হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে আলোচনাপূর্বক ওয়াকিবহাল করা। দ্বিতীয়তঃ এই লগ্নী ব্যাপারে ভারতীয় ও বৈদেশিক কোম্পানীর নীতি সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করা। আমেরিকা ও ব্যতীতের বীমা কোম্পানীগুলি লগ্নী-নীতির দিক দিয়ে খুবই প্রগতিশীল। এই ব্যাপারে ও আমেরিকা এ বিষয়ে কিছু অগ্রসরী হলেও, বর্তমান ভারতবর্ষীয় কোম্পানীগুলির অগ্রগতি ,তারা অনেকাংশে প্রগতিশীল। তাদের,এদেশের বীমার টাকা অগ্রিমিকদের অনুকূলে ও প্রতিষ্ঠানে লগ্নী করে থাকেন। সরকারী ঋণ-পত্রে, মিউনিসিপ্যাল ঋণ প্রভৃতিতেও তাঁদের টাকা খাটে।

এখন ভারতীয় কোম্পানীগুলির কথা বলা যাক। বীমা কোম্পানীর লগ্নী ব্যাপারে কতকগুলি নীতি ও রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এই নীতি ও পদ্ধতি স্থির করে দিয়েছেন আমিন আক্তারুজ্জামান। এই অনুসারে বৈদেশিক কোম্পানীর লগ্নী পদ্ধতিগুলির ব্যবস্থার উপযোগী নীতি ও পদ্ধতির অনেক উৎকর্ষ সাধন হয়েছে। আমরা এখনে আমাদের বীমা কোম্পানীর লগ্নী ব্যাপারে সেই নীতি ও পদ্ধতির যথাসম্ভব অনুসরণ করার চেষ্টা করে এসেছি। বৈদেশিক কোম্পানীর তুলনায় আমাদের উপার্জন অনেক কম বলেই আমরা মনে করি লগ্নী ব্যাপারে আমেরিকার মত সাহস দেখাবার সময় এখনো আমাদের আসেনি। ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে যাঁরা লগ্নী ব্যাপারে অগ্রগতির সাহস প্রদর্শন করে আসছিলেন, বর্তমানে মূলধন বীমা আইনের উদ্যোক্তারা নিজেদের কার্যপদ্ধতিকে তাঁদেরকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। সাধারণ বীমা পরিচালকমণ্ডলী এবং হিসেবরক্ষক প্রগতিশীল বীমা কোম্পানীগুলি গঠন করেন. এই আইনের দ্বারা ভারতীয় কোম্পানীগুলির আর্থিক উন্নতির পথে অন্তরায় যাতে লগ্নী করা হয়েছে।

লগ্নীর বিধিনিয়ন্ত্রক নীতি কি ?

বিশেষজ্ঞের মতে বীমা কোম্পানীর টাকার লগ্নী সম্বন্ধে কয়েকটী সর্বজনস্বীকৃত নীতি আছে, যথা :

(১) মূলধনের নিরাপত্তা।

(২) সর্বোচ্চ হারে সুদ অর্জন, কিন্তু এ প্রসঙ্গে মূলধনের নিরাপত্তার কথাই প্রথমতঃ বিবেচ্য।

(৩) মূল সম্পত্তির কিছুটা অংশ এমনভাবে লগ্নী করতে হবে যাতে দাবী উপস্থিত হলে তৎক্ষণাৎ উহা নগদ টাকায় রূপান্তরিত করতে পারা যায়।

(৪) বাকী অংশ—অবশ্য এই অংশই সর্বাপেক্ষা বেশী দিনের ওয়াস্তায় এমনভাবে লগ্নী করতে হবে যা ইচ্ছা করলেই নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যায় না বটে, কিন্তু সুদ অর্জন যেন তাতে সর্বোচ্চ হারে।

(৫) সর্বশেষ এবং বীমা কোম্পানীর দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি হচ্ছে এই যে, এমনভাবে টাকা খাটাতে হবে যাতে উহার দ্বারা বীমা ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা সম্ভব হয়।

বিশেষজ্ঞ কর্তৃক বিধিবদ্ধ ও সুচিন্তিত এই সকল নীতির দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে নূতন বীমা আইন দ্বারা প্রবর্তন করেছেন

শেয়ার মার্কেটে মূলধন অটুট রাখিয়া
নিশ্চিতরূপে টাকা উপার্জনের একমাত্র
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ক্যালকাটা শেয়ার এণ্ড ষ্টক ডিলার্স

এসোসিয়েশন্ (পঃ বেঙ্গল রেজিঃ)

ম্যানেজার্স :—
বোস সাহা লিঃ
মার্চেন্টস্, ব্রোকার্স,
কমিশন এজেন্ট এবং
সর্বপ্রকার দ্রব্যের পরিবেশক.
২নং ডালহাউসী স্কোয়ার ইষ্ট,
কলিকাতা।

টেলি :—বোসাহিক্যাসম্
ফোন : ক্যাল ২৮৩৭

অবিলম্বে মেম্বার হউন :—: বার্ষিক চাঁদা ১৲ টাকা মাত্র

টাকা বীমা দিয়ে অবশ্যই উচিত হবে। নূতন বীমা আইনের উদ্দেশ্য অনেক দিক দিয়ে ভাল থাকলেও লগ্নী ব্যাপারে এই আইনে তেমন যে বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যায় না।

বীমা-আইনের প্রতিবন্ধকতা

এই আইন অনুসারে মজুরি যে সকল কোম্পানী কারবারে কাজ করছে তাদেরকে উপার্জনের ৫০% ভাগ গভর্ণমেণ্ট ও গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত আমানতে লগ্নী করতে হয়। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, এই প্রকার লগ্নীতে খুব পাওনা যায় সর্ব্বনিম্ন হারে। সুতরাং ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি তাদের আয়ের বেশীর ভাগ ভাগ দরকারী কারবারে লগ্নী করতে এবং তাতে খুব পাওনা যেন সর্ব্বোচ্চ হারে। এখন নূতন বীমা আইনের ফলে বেশীর ভাগ টাকা লগ্নী করতে হয় সর্ব্বনিম্নহারে কোম্পানীর কাজে। এতে করে কোম্পানীগুলির আর্থিক উন্নতির পথ অনেকটা রুদ্ধ হয়ে গেছে।

লগ্নীর নিরাপত্তার কথা বিচার করে দেখতে গেলে একথা অবশ্যই বলা যায় যে, নিখাদ নিরাপত্তা কোনো প্রকারের লগ্নীতে: যেই থাকতে পারে না। নিরাপত্তার পরিমাণ সকল স্থলেই কেবল আপেক্ষিক—অর্থাৎ বেশী বা কম পরিমাণ মাত্র। তবে জনসাধারণের অর্থের রক্ষক হিসাবে বীমাকোম্পানীগুলির অবশ্যই দেখা কর্ত্তব্য যে, তাদের তাঁদের কৃত লগ্নীর নিরাপত্তা পরিমাণে, সর্ব্বাধিক এবং উহাতে খুব অর্থাগমের নিশ্চয়তাও যাতে সর্ব্বোচ্চ হারে।

জমিজমা ও গৃহ-সম্পত্তির মূল্য সাময়িকভাবে হ্রাস পেলেও সেগুলির বাজার "দর" হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সব সময়েই। কিন্তু সরকারী কোম্পানীর কাগজের নামমাত্র নির্দ্দিষ্ট করে বাজারের ওঠানামার উপর। তাছাড়া যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়, অন্তর্বিপ্লব প্রভৃতি কোম্পানীর কাগজের খুব অর্থাগমের অবস্থাকে হ্রাস করে থাকে।

স্যার জিরাল্ড রায়ন একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। এ সব বিষয়ে তাঁর মতামত সকলেই নিরোধার্য্য করে থাকেন। তাঁর অভিমত হচ্ছে এই যে, বীমা তহবিলের একটা মোটা অংশ দরকারী কারবার এবং পত্তনি সম্পত্তিতে খাটান উচিত। তিনি বলেন,—

A substantial portion of the funds of a life office should be employed in mortgages of freehold and leasehold properties, —to lend stability to the assets in times of monetary crisis. (Sir Gerald Ryan).

মিঃ [illegible] এক প্রবন্ধে [illegible] একথাই বিশেষ করে বীমাকারীকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন,—

"Advances upon mortgages and real estate in the most suitable and long established cities in the colonies in America, and in foreign countries are deservedly advancing in assurance recognition and adoption" (T. E. Young.)

অর্থাৎ, অভিজ্ঞতার সুপরিচিত উপযুক্ত সহর বাজারে দরকারী কারবারে অথবা জমিজমার জামিনে টাকা খাটান বেশভাল প্রথাটা আমেরিকার উপনিবেশে এবং বিদেশের দরদোস্তাজারে বীমা কারবারে স্বীকৃত ও অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু হলে কি হয়—আমাদের দেশের বীমা-আইন-প্রণেতারা সেদিকে লক্ষ্য করার প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

আমাদের দেশী কোম্পানীগুলির অধিকাংশের ব্যালেন্সশিট (Balance Sheet) বা উদ্বৃত্ত পত্রেই একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে—আমাদের দেশীয় কোম্পানীগুলি অধিক পরিমাণ নিরাপত্তা রক্ষা করে বীমাগ্রাহকদের টাকা উচ্চ হারে খাটছে খুব পাওনা যায় এমন সব বিভিন্ন ব্যাপারে লগ্নী করে হিসেবমতো লাভবান হতে পারেন বা হচ্ছেন। সেই কারণেই আমরা বলতে চাই, নূতন বীমা আইনে লগ্নীসংক্রান্ত ব্যবস্থা আমাদের আর্থিক উন্নতির পথে দুর্ভাগ্যের সূচনা করেছে।

প্রচারকার্য্যে কথা প্রকাশ

আজকের দিনে তাই এই ব্যবস্থাজনক লগ্নীতেই লক্ষ্য রাখা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। বীমাতহবিলের বেশী টাকা যেন যায় আইন-নির্দ্দিষ্ট লগ্নীতে, বাকীটা আমরা লগ্নী করি পলিসি বা বীমাদলের উপর যাতে এবং বিভিন্ন প্রকার জমিজমা সম্পত্তির। এতে করে এই ফল হচ্ছে যে,—বীমার টাকা লগ্নী করে নিরাপত্তার খুব পাওনা যাবে বলে পূর্ব্ব থেকেই আমাদের মনে নিশ্চয় হয় এবং: সঙ্গতঃ খুব অল্প হারের পরিমাণ বলেই ধরা হয়ে থাকে—বোনাস বা লভ্যাংশের হারও তেমনি ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকছে না। লভ্যাংশের প্রকৃতপক্ষে কথা বীমাগ্রাহকের পক্ষে যথার্থিক এবং একান্ত তাঁরা ন্যায়সঙ্গত উচ্চ হারে বোনাস দেয়ের আশ্বাসিদেন: কিন্তু যখন বোনাসের হার কমতে থাকবে তখনই কোম্পানীর উপর তাঁদের মন অত্যধিক বিরূপ হয়ের পড়বে। এই কারণে ভারতীয় বীমাকোম্পানীর আজকার দিনে অত্যন্ত কর্ত্তব্য হচ্ছে জনসাধারণকে এই ব্যাপারের প্রকৃত কথা সম্বন্ধে অবহিত করা। কেন আজ বীমাকোম্পানীগুলির পক্ষে আর পূর্ব্বের হারে বোনাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না—একথা প্রচারে, বিজ্ঞাপনে এবং পত্রিকা-সম্পাদকদের মন্তব্যের সমাবেশের প্রচার করার একান্ত প্রয়োজন আছে। একজন সাধারণ ব্যক্তি জানতে চায় তার টাকা কি ভাবে খাটান হচ্ছে, কি পরিমাণ লাভ তাতে আসছে, লাভের অংশের অধিকারিই বা তার আগে পড়ছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি আমরা বিভিন্ন প্রচারকার্য্যের দ্বারা জনসাধারণকে এ বিষয় জ্ঞাত করাই তা হলে তাঁদের মনে অকারণ ও অমূলক সন্দেহ বা বিরুদ্ধ-মনোভাব কখনই আসবে না। এ বিষয়ে অবহিত হয়ে ভারতীয় বীমাকোম্পানীরা এ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই করেন নি। কেন করেন নি তার কারণ খুঁজে বার করা—একথা আমাদের আজ বলাই হবে যে, অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করাই বীমাব্যবসায়ীদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। বীমা সে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত আছেন—তা তাঁদের কাজই বলে দিতে পারবে।

Telegrams—"LACTIC" Calcutta. Factory: Telephone No. B. B. 77

Belliaghatta Engineering Works

MECHANICAL STRUCTURAL ENGINEERS AND MACHINE MANUFACTURERS

144, DHARMATALLA STREET, Calcutta.

Expert & Specialists in the manufacture of complete machineries & equipments of the following lines. We do undertake to design & construct and deliver running factories with guaranteed efficiency with regard to consumption of raw materials and production yields.

I. (a) ALCOHOL DISTILLING PLANT up to 200 gals. daily from molasses or from any other Suitable Cereals.
(b) BREWARY MACHINERIES.

II. COAL TAR DISTILLATION PLANT with different fractions.

III. CERAMIC MACHINERIES for Complete Plant.

IV. CITRIC AND TARTARIC ACID manufacturing Plant.

Send your problem for confidential and expert technical advice.

বস্ত্র-শিল্পের অগ্রগতি

[প্রভাতকুমার গোস্বামী, এম-এ]

বর্তমান যুগের একটি থেকে যেমন দেখে দেখে নিত্যনতুন প্রয়োজন মিটাই অনুভব করেছে, অন্যদিক থেকে তেমনি শিল্প-জগতেও নব নব দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। একথা আজ আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে, এই যুগ ভবিষ্যতের জন্য অফুরন্তসম্ভাবনা মিটাই সৃষ্টি করে রাখতে যেতে দিয়ে যাবে না—শিল্প ও বিজ্ঞান-জগতে সে নব নব ক্ষেত্র সন্ধানায়িত করে রেখে। এ প্রবন্ধে আমি শিল্পজগতের সেই সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কিছুটা আভাস দিতে বসি মাত্র।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর যখন যাবতীয় প্রয়োজন তেমু বা আমদানী-রপ্তানীর কাজে মিটাই ঘটবার দরুন অনেক জিনিসের অভাব ঘটলো, তখন মানুষের সন্ধানী মন নিত্য নূতন অনুভব আবিষ্কার করতে লাগলো। এই অনুভব আবিষ্কারের পথেই রেয়ন (Rayon) নামক বস্তুটির সৃষ্টি হয়েছে এবং এটি আবিষ্কারের ফলে বস্ত্র-শিল্পে এনেছে বৃগান্তকারী পরিবর্তন ও বিরাট সম্ভাবনা। এই তন্তুকে রাসায়নিক উপাদানে মিশ্রণের ব্যবস্থার ক'রবার একটী অত্যাশ্চর্য উপায়ও রেয়নের আবিষ্কার।

রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে কাঠের মধ্যে পাওয়া যাবে শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ 'cellulose' (লম্বা তুলোর মত থাকে), 'lignin' (আঁশগুলি একত্রীভূতকরে রাখে একপ্রকার আঠা) এবং সামান্য পরিমাণ খনিজাম্লজাতীয় উপাদান ও সবজার বা তনরস।

Cellulose নাম থেকে বেশী ব্যবহার হয় আজ এক রেয়ন তৈরীর কাজে। রেয়ন উৎপাদনের পরিমাণ ১৯১২ সালে ছিল ২,৫০,০০০ পাউণ্ড, ১৯৪১ সালে দাঁড়িয়েছিল ৭,৬০,০০,০০০ পাউণ্ড. বর্তমান সময়ে এই পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। Cellulose থেকে যে রেয়ন-উল তৈরী হয়ে তা সাধারণ উলের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট হয়। এই উল রাসায়নিক শিল্প, সেলোফেন, প্লাস্টিকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যে ল্যাকোরের এবং বাইট্রোস সেলুলোজ (প্রচণ্ড বিস্ফোরকের মূল উপাদান) প্রভৃতির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়া এটি বর্তমানে অগ্নি উৎপাদনে সাহায্য, রাস্তা নির্মাণে এবং সুরাসার, অ্যানিলিন প্রভৃতি রঞ্জা উৎপাদনের জন্যেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই-ভাবে সেলুলোজের ব্যাপক ব্যবহার থেকে রাসায়নিকেরা ভবিষ্যৎ-বাণী করেছেন যে, অদূরভবিষ্যতে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্র থেকে একদিন প্রচুর অর্থ আসার সম্ভাবনা আছে। যাই হোক আমাদের আলোচনা সে নিয়ে নয়, আমরা শুধু সেলুলোজজাত রেয়ন বস্ত্র-শিল্পে কতখানি স্থান অধিকার করতে সক্ষম তার সম্বন্ধেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের সংখ্যাতত্ত্বমূলক হিসেব থেকে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে তখন থেকেই আর্ট সিল্ক তৈরীর কারখানা প্রসার লাভ করতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত যে রেয়নের ওপরে এই আর্ট সিল্ক-শিল্প নির্ভর করতো, যুদ্ধের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ায় এই শিল্প-প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। সেই সময়ে ভারতের অর্থ-নৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা প্রসঙ্গে যে সমস্ত সভাসমিতি হয়েছিল তা'তে এই আর্ট সিল্ক-উন্নয়ন প্রসঙ্গে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। 'দি বোর্ড অব সায়েন্টীফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ' সিদ্ধান্ত করে যে, এর অধীন 'সেলুলোজ রিসার্চ কমিটির' কার্যক্রম আপাতত রেয়ন উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ঐ সময়ে ভারতের 'সেণ্ট্রাল কটন্ কমিটি' আর যোগাই অংশগ্রহণে, লিনটার, তাজ, অপচয়কৃত তুলো এবং তুলা বীজসিদ্ধি তুলো প্রভৃতি থেকে রাসায়নিক তুলোর উৎপাদনের বিষয় আলোচনা করেন। উক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী ক'রবার জন্য কমিটি আবেদিকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য আবেদন নিবেদন এবং আমাদী করেক মাসের মধ্যেই কাজ চালু হবে বলে স্থির হয়। এই কমিটি 'বোর্ড অব সায়েন্টি-ফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ কমিটি' যে ভারতীয় তুলো ছাড়া অন্যান্য কাঁচা মাল থেকে আলফা সেলুলোজ উৎপাদনের যন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব করেন তাতে সমর্থন জানায়; অবশ্য যদি সেই যন্ত্র বোম্বাইয়ের টেক্সটাইল্স ল্যাবরেটরীতে স্থাপনের ব্যবস্থা হয়।

যাই হোক এই সমস্ত পরিকল্পনা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে কোনটি ধারণা পাইনে না কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসবারও সুযোগ পাইনে। তবুও এতদূর জোর করেই বলা চলে যে, ভারতবর্ষে কৃত্রিম সিল্ক-বস্ত্র উৎপাদনের সময় এসেছে এবং বর্তমান অবস্থা তার অনুকূল। ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে বস্ত্র-শিল্পে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কাপাস তুলো যোগদান করার ফলে যে অব-স্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভারতীয় শিল্পের এ তুল বিস্তারটীর ওপরে বাইরে থেকে কাঁচা মাল আমদানীর ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় রেয়ন নামক কৃত্রিম তন্তুটী উৎ-পাদনের চাহিদা যে বেড়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি! বড়ই সুখের বিষয় যে, দে-দেশে কৃত্রিম সিল্কের এত চাহিদা হয়েছে সে দেশের লোকদের বাইরে থেকে আমদানী করা কৃত্রিম সিল্ক বা রেয়নের দ্বারা অভাব মেটাতে হয়। এমনি করে বস্ত্র-শিল্পের বিরাট অব-হেলা করার ফলে এর উন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়ে এবং ভারতবর্ষ এর বাজার থেকেও হয়েছে বিতাড়িত। সুতরাং যুদ্ধোত্তর যুগের যাতে আমরা এদিক থেকে পিছিয়ে না থাকি তার জন্যে এখন থেকেই পরিকল্পনা গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বোম্বাই সরকার থেকে 'অল্ ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কিংকমিশন অরগানিজেশন' যে পুস্তিকা বের করেছেন তাতে এই কথাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে বাইরে থেকে ভারত-বর্ষে যে কৃত্রিম সিল্ক-তন্তু এসেছে তার পরিমাণ ছিল ১,১৭১,০০০ পাউণ্ড, তার পর ১৯৩৯-৪০-এ আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০,৭১৪,০০০ পাউণ্ড। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের বস্ত্র-শিল্প ক্রমশঃ বিদেশ থেকে আমদানীকৃত তাঁতবস্ত্রের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এটা শুধু একটা ভয়াবহ উদাহরণই নয়, এ থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশীয় শিল্পের উন্নতির পথ রুদ্ধ হচ্ছে—দেশের অর্থনৈতিক পরিমাণে এটা একটা প্রকাণ্ড আঘাতও বটে। এবারকার দেশীয় তুল শিল্পকে পরমুখাপেক্ষী করে তোলা হচ্ছে, দ্বিতীয়তঃ যদি কোন রাজ-নৈতিক কারণে কোন দেশ থেকে আমদানী বন্ধ হয়ে যায় তবে বস্ত্র অনুবিধার সৃষ্টি হবে। জাপান যুদ্ধে যোগদানের ফলে আমরা এই ব্যাপারই দেখতে পেলাম—এরই কারণে ইণ্ডিগোর তুলো আমদানীও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে বিদেশ থেকে ভারত-বর্ষে কৃত্রিম সিল্ক-তন্তু এসেছে ১৮,০৬,৮০০ পাউণ্ড-এর সঙ্গে অন্যান্য প্রকারের যে

বর্ত্তমান জীবন ও গতিবিধি [illegible] আমাদের দৈনিক শক্তি ক্ষয় করিয়াই কাজ করিতে হয়। সুস্থ ও সবল জীবনের আদর্শের প্রতিকূল হইয়াই আছে। কিন্তু যেখানে রহিয়াছে [illegible] সেখানে শক্তি সঞ্চয় হয়, সেখানে শরীর যে কোন ধারাবিষ্ট সহজে অপরাজিত হইয়া যায়।

দীর্ঘ বৎসরের অভিজ্ঞতার মাঝে বুঝিয়াছে যেখানকার আলোই স্বাস্থ্যের সৌধ। এই আলোকেই আমাদের সকলাপেক্ষা অধিক বিক্রয় [illegible] অর্থের সঙ্গে সঙ্গে এই আলোকই আমাদের কত বিস্তার লাভ করিয়াছে।

পবিত্রতা ও উৎকর্ষতায় অগ্রগামী

দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ

ভারতের সর্ব্বাধিকারী বিলাতী বিশেষজ্ঞ, কলিকাতা

৩১,৫৮১,০০০ পাউণ্ড ঐ বৎসরেই আমদানী করা হয়েছিল তা যোগ করলে তাহলের অঙ্কটা—অর্থাৎ রেয়নের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই ভাবে দেশের অর্থের একটা বিরাট অংশ বিদেশীর পুঁজি-পতির পকেট ভর্তি করছে প্রতি বৎসর। এই খোলস বন্ধ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে রেয়ন উৎপাদক শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে গড়ে তোলা। 'অল ইণ্ডিয়া অ্যাড্ভান্সমেন্ট অব্ সায়েন্স'-এর প্রকাশিত পুস্তিকায় বলা হয়েছে,—"একথা সকলেই জানতাবে জানেন যে, তাহলের বস্ত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে অন্ত ও আমের পাতায় তুলির শিল্পের উপযোগিকা সাধারণ তুলো এবং শিল্পের সবই সৃষ্টি পাচ্ছে। জাপান এবং ইউরোপীয় দেশগুলিতে 'রেয়ন ফাইবার' (যে তন্তুর মধ্যে সংকৃত তুলোর অংশগুলি জল ও রেয়ন আসাতন্তুটিতে প্রতিস্থাপন হয়) সাধারণ তুলোর বদলে মধ্যে কিছুটা সংকৃত করে তৈরী করা যায়। আমাদের দেশের কটন মিলগুলিতে এই একই প্রকার কার্য্য সাধন করা সম্ভব। অবশ্য এখনও আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ইজিপ্টের তুলো দিয়েই আমাদের সে কাজ করতে হচ্ছে। এই একই ভাবে দেশে রেয়ন উৎপাদন করে বিদেশ থেকে আমদানী বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। এই ভাবে দেশে রেয়ন উৎপাদক কারখানা এবং তার আনুষঙ্গিক 'রেয়ন ফাইবার' উৎপাদক যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বাইরে থেকে উচ্চ শুল্কের যে কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে প্রতি বৎসর আমদানী হয় তা বন্ধ করে দিতে পারে। তাছাড়া রেয়ন-তন্তু উৎপাদিত হলে রেয়ন-বস্ত্রের মিলও গড়ে উঠবে—সঙ্গে সঙ্গে রেয়ন-জাত দ্রব্যের আমদানীও যাবে বন্ধ হয়ে।"

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও চিন্তা করবার আছে। দেশে রেয়ন-শিল্পের উন্নতি হলে তুলোচাষী সিনটার-এর পরিমাণ কমাবে হবে না। সুতরাং রেয়ন উৎপাদনের কাঁচা মালের ব্যাপারে বাঁশের মতের কথাও চিন্তা করতে হবে।

রেয়ন তৈরীর আর একটি কাঁচা মাল হতে পারে তিসি তৈরী ক'রবার পরে আঁশের যে ছিবড়ে পড়ে থাকে সেইগুলি। কাঠ-মণ্ডের সঙ্গে তুলোর তুলনায় কাঠ-মণ্ডের দামই কম। আভাবিক সময়ে প্রতি পাউণ্ড রাসায়নিক তুলোর দাম পড়ে দুই আনা; অন্যদিকে বিদেশ থেকে কাঠ-মণ্ড আমদানী করলেও প্রতি পাউণ্ড হিসেবে তার দাম পড়ে এক আনা মাত্র পাই। কাঠ-মণ্ডে সাধারণ ৮৭ ভাগ আলফা-সেলুলোজ থাকে আর রাসায়নিক তুলোতে থাকে সাধারণ ৯৯ ভাগ। সুতরাং বাঁকী আলফা-সেলুলোজের দিক থেকে বিচার করলে রাসায়নিক তুলোর তোল উপরেই আবশ্যকীয় কাঠ-মণ্ডের ওজন বেশী হয় না। গুণের দিক থেকে বিচার করলে রাসায়নিক তুলো থেকে উৎপাদনের তন্তু প্রস্তুত হয়। অবশ্য একথাও মনে রাখা দরকার যে, কাঠ-মণ্ডের থেকে নিমটার-এর মাত্রাতের ঝাঁ-নাশা হয় খুব বেশী পরিমাণ। কারণ তুলোর তন্তুর সঙ্গে সঙ্গে লিগ্নিনের ভাগ ওঠানামা করে এবং একথা সকলেই জানেন যে, তুলোর বাজারে উঠতি-পড়তি হয় অনাধারণ।

কাঠ-মণ্ড দিয়ে রেয়ন উৎপাদন করতে হলেও আরও কয়েকটী সমস্যার সমাধান করতে হ'বে। এই কাজ সহজসাধ্য করতে হলে ক্যানাডা, সুইডেন, নরওয়ে, সুইটজেন প্রভৃতি স্থান থেকে একেবারে তৈরী কাঠ-মণ্ড আমদানী করতে হবে। অবশ্য তা সম্ভব না হলে দেখেই কাঠ-মণ্ড তৈরীর ব্যবস্থা করা উচিত। হিমালয় পর্বতের নীচু শৃঙ্গগুলিতে একপ্রকার সরল বৃক্ষ (সুরদারু) পাওয়া যায়। সেগুলি থেকে বেশ ভাল সেলুলোজ তৈরী হতে পারে।

কাঁচামালের পর দেশের আবহাওয়া এবং জল সরবরাহের সুব্যবস্থাও চিন্তা করা দরকার। কাঁচা মাল অনুবিধা সত্ত্বেও কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা চলে, তবে প্রয়োজনানুযায়ী ও ভাল ফলের জন্য ভাল জায়গা নির্বাচন প্রয়োজন। এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখানে রাসায়নিক পরীক্ষা অনুযায়ী বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় এবং জল ব্যবহারের পর সেটা ফিরে সহজেই নদীতে পড়তে পারে। কারণ জল ব্যবহারের পর রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে বিষাক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষে রেয়ন-কারখানা স্থাপন করতে হলে সেটা নদীতের উপকূলভাগের সন্নিকটে স্রোতস্বতী নদীর তীরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'অল-ইণ্ডিয়া অ্যাড্ভান্সমেন্ট অব্ সায়েন্স' প্রকাশিত পুস্তিকা অনুযায়ী বোম্বাই-এর নিকটস্থ অরঙ্গাবাদ, বিহারের ডেহরি-অন-সোন অথবা বাঙ্গালার দামোদর নদীর তীরবর্তী কোন বড় সহরে কারখানা স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

রেয়ন কারখানার জন্যে অনেকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োজন হয়, বিশেষ করে 'কার্বন ডি সালফেট', কষ্টিক সোডা, সালফিউরিক এসিড—প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে রাসায়নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত জিনিষগুলি আর দুষ্প্রাপ্য নয়। ভারতবর্ষেও ঐ জিনিষগুলো প্রয়োজনমত পাওয়া সম্ভব। দেশে রেয়ন কারখানা চালু রাখতে পারে—এমন প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই এবং রাসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ থেকে যন্ত্র আনিয়ে আনবারও আজ অসুবিধে নেই। হিসেব করে দেখা গেছে যে, যে কারখানা প্রতিদিন ৪ টন করে রেয়ন উৎপাদন করে তাতে ৭৫০ জন লোক হলেই যথেষ্ট। তা' ছাড়া রেয়ন উৎপাদন কার্য্য এমন কিছু জটিল নয়—অতি সহজেই তা শ্রমিকদের শেখানো চলে। চার টন উৎপাদন উপযোগী যন্ত্র স্থাপন করে বিশেষ লাভ নাই, কমপক্ষে দৈনিক ছয় টন পরিমাণ রেয়ন উৎপাদন সক্ষম এইরূপ যন্ত্র দিয়েই কাজ আরম্ভ করা উচিত। অবশ্য যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা যত বেশী থাকবে,

একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় ব্যাঙ্ক

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

স্থাপিত ১৯৩০ ইং | হেড অফিস—১৫নং ষ্ট্রাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। | টেলিগ্রাম Paymost.
টেলিফোন :—কলি ২৫৪৬

অন্যান্য শাখা

ডালহাউসী, ঢাকা,	বড়বাজার, নারায়ণগঞ্জ,	বালীগঞ্জ, শিয়ালদহ,	কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
রাজবাড়ী,	মুন্সীগঞ্জ,	খোলাবদি,	কুমিল্লা,
রাজেন্দ্রবাড়িয়া	আলমনেোল,	খোলা,	গৌহাটী,
টাংগেল,	জোড়হাট,	খরমপুর,	শিলেটী,
করিমগঞ্জ,	গোলাঘাট,	আলমপুর,	ষ্টেশনরোড়
রাজমহল,	রাজমহলবর্ষাও,	বেনারস,	সোনারপুর,
পাটনা,	গয়া,	পাবনা,	

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি মল্লিক, এম-এ, বি-এল।

বাজারে লাভের আশা থাকবে তত বেশী। 'অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের' বিশেষজ্ঞগণ হিসেব করে দেখিয়েছেন যে যদি দৈনিক ১০ টন পরিমাণ রেয়ন উৎপাদক যন্ত্র স্থাপন করা যায় তা' হলে ভারতবর্ষে পর পর কয়েক বৎসরে যে পরিমাণ রেয়ন বস্ত্রকার যন্ত্রে তার শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ উৎপাদন হতে পারে। সুতরাং এই ধরণের যন্ত্রের উৎপাদিত রেয়ন কোনদিনই প্রয়োজনকে ছাপিয়ে উঠতে পারবে না। তারপর রেয়ন একবার চালু হয়ে গেলে লোকে এর প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং প্রয়োজনকে যদি একেবারে মিটিয়ে ফেলা না যায় তা হলে দেশে এবং আশেপাশে রেয়ন তন্তু যাতে বিক্রি করে বেশ লাভবান হওয়া যাবে। দেশে উৎপাদিত রেয়নকে আমদানী-শুল্ক দিতে হবে না, তাই বিদেশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে বিদেশী রেয়নের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ কোন প্রতিযোগিতা গড়ে উঠলে তখন তাকে গলা টিপে মেরে ফেলা যাবে।

হিসেব করে দেখা গেছে যে, এই ধরণের কোন কারখানা চালু করতে গেলে এক কোটিরও বেশী টাকা প্রয়োজন এবং প্রথম শ্রেণীর ১৪০ ডেনিয়ার ফুটির শিল্প-তন্তুর গড়পড়তা মূল্য হবে প্রতি পাউণ্ড ১২ আনা ৩ পাই। তা হলে প্রতি পাউণ্ডে শতকরা ৫০ ভাগ কারাক না হয়ে আনা করে লাভ থাকবে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে বৎসরে ৩০০ দিন কাজ করে প্রতিদিন ৩,০০০ টন বা ৬৬,৭০,০০০ পাউণ্ড রেয়ন উৎপাদন করে তা হলে বৎসরের শেষে লাভের অঙ্ক উঠবে ১৮ লক্ষ টাকা। এর সঙ্গে যদি আরও কারখানা এবং 'কেমিক্যাল ম্যাটিরিয়ল' উৎপাদনকারী যন্ত্র থাকে তা' হলে ঐ কারখানা থেকেই আরও ৫ লক্ষ টাকা লাভ হতে পারবে। এ অবশ্য মোটামুটি একটা হিসেব—কারখানা চালু হলে পরবর্তীকালে এই কারখানা থেকে যথেষ্ট টাকা লাভ করা সম্ভব।

উপরোক্ত পরিকল্পনা দেশের পুঁজি-পতিদের স্বার্থের দিক থেকে বলা করা হয়েছে। উৎপাদন বিক্রয় করে তন্তু মূল্যের শতকরা হারের উপযুক্ত মূল্যে রেয়ন বিক্রয় করে কি ভাবে প্রচুর মুনাফা করা যায় —পরিকল্পনা-রচয়িতারা সেই দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। সুতরাং এভাবে পরিকল্পনা কার্যকরী হলে দেশে রেয়ন উৎপাদন ভারসাম্য চালু হয়েছে হলে তবে তবে বর্তমান অনুযায়ী কৃষকের প্রয়োজন পূরণ-সাধারণ তার ফল ভোগ করতে পারবে না। সাধারণ শিল্প, পরন প্রভৃতি যেমন বিলাসী ধনিক শ্রেণীরই ব্যবহারের সামগ্রী—রেয়নও তেমনি তাদের বিলাসোপকরণের আর একটী সংখ্যা বৃদ্ধি করবে।

দেশের পুঁজিপতিদের সজাই যদি এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত থাকে তবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গাজিনের রিপোর্টের রোগাক্রান্ত রোগাক্রান্ত স্থান ভর্তি কি রোগা বর্তমান মহামারী আরম্ভ হইবার পূর্বে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে শতকরা ৬৯ জন লোক উপযুক্তরূপ পুষ্টিকর আহার্য-দ্রব্য পাইতে পারে, শতকরা ৩১ জন নিম্নশ্রেণীর খাদ্য পাইতে বাধ্য হয় এবং শতকরা ২০ জনের একপ্রকার কোন রূপ পুষ্টিকর আহারই জোটে না। বর্তমানে খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হেতু এই অবস্থা যে আরও অধিকতর শোচনীয় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেশের পুঁজিপতি, ব্যবসায়িক ও যন্ত্রশিল্পের অধিনায়কগণ যদি এবিষয়ে একটা সুষ্ঠুভাব পরিপ্রেক্ষিতে এই কার্যে অগ্রসর হন তবে সত্বর আমরা রেয়নজাত দ্রব্য ব্যবহার করতে পারবো। আমরা জানি যে সুতোর আমে আমাদের দেশের কতকগুলি সুতো কারখানা, আমেরিকা থেকে রেয়ন উৎপাদনে সফলতা অর্জন করে এসে বেশীর ভাগ লাভ করছে। এক কোটি টাকা খরচ করে ঐ সমস্ত সুতোকলের সমাহারের অবসানেই দেশে এই ভূমিকা শিল্পের প্রসার ঘটানো যেতে পারে।

অবশ্য এ বিষয়ে সরকারের দিক থেকেও সহানুভূতি প্রদর্শনের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। যারা দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রচেষ্টার ধারা অধিকার করেছে বিদেশের দিক থেকে মুখ ফেরে অন্যের দৃষ্টি নিয়ে সুদূর সাম্রাজ্যের থেকে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করে সুতোর প্রয়োজন মেটাচ্ছেন তাঁরা কি দেশের এই নূতন প্রচেষ্টা অভিনন্দন দেবেন?

কলিকাতা ও দিল্লীর কয়েকটি খবরে প্রকাশ যে, দেশের কয়েকজন পুঁজিপতি মিঃ বিড়লার নেতৃত্বে কয়েকটি নূতন শিল্প-প্রচেষ্টার জন্মী হয়েছেন। এতে তাঁরা ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকার মূলধন নিয়োগ করবেন। বিড়লা ব্রাদার্স মোটরগাড়ী শিল্প চালু করবার ব্যবস্থা করেছেন বলে প্রকাশ। এ ছাড়া ঐক্য পুঁজিপতিরা বিমান-শিল্প, সিমেন্টের কারখানা, তুলির শিল্প এবং রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতেরও পরিকল্পনা করেছেন। রেয়ন উৎপাদনের জন্যে ২ কোটি টাকা বিনিয়োজিত হয়েছে বলে প্রকাশ। এর মধ্যে এক কোটি টাকা সাধারণ শেয়ার (প্রতিটি শেয়ার ১০০ টাকা হিসেবে) এবং অপর এক কোটি প্রত্যেকটি ১০০ টাকা হিসেবে শতকরা ৪; ভাগ ট্যাক্স-মুক্ত ডিবেঞ্চারের শেয়ার বিক্রী করা হবে বলে স্থির হয়েছে।

এই প্রচেষ্টার মধ্যেও আমরা একটী ভীত আশার রশ্মি দেখতে পাচ্ছি। সুতোর চাহিদা মেটে মেটে যখন অনুকূল তৈরী করে আসল জিনিষের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা হবে তখন ভারতবর্ষেও সে প্রচেষ্টা না হবার কারণ নেই। আমরা আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে অপরাপর পুঁজিপতিরা শিল্পগুলির ক্ষেত্রেও এইরূপ অগ্রগতির দেখতে পাব।

জাগ্রত ভারতের স্বর্ণ যুগে

আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা

নিশ্চয়ই জনসমাজের সহায়ক হইবে

আমাদেরই হাতে গড়া :—
● অয়েল ষ্টোভ
● লেবার ষ্টোভ
প্রভৃতি।

সর্বপ্রকার দ্রব্যের
একমাত্র
সরবরাহকারী

আমাদেরই নিজস্ব তৈরী।—
ধনপিটারা সিরিঞ্জ
● রবার স্পুন
ওয়াটারবটল

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট

ফোন : বি. বি. ৩৪৯২ ৩২।১ জ্যাকসন লেন, কলিকাতা ফোন: ২য় ৮০

সমস্যোত্তর গৃহ-সমস্যা

[শ্রীতরুণ বোস]

যুদ্ধ-সমস্যা আজ যেমন যেমন একটা জাতীয় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। আজ এ সমস্যাটা যত সমস্যাটাকে একটা ব্যক্তিগত সমস্যা মাত্র ছিল। দুনিয়া যে জমশই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মূল উপড়িয়ে ফেলে এ তারই লক্ষণ। যত সভ্যদেশের সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ল লোকের, খাদ্যের ও বেসরকার : এ সভ্যতাতে আর বাকী রইল যে : জাতির সর্বপ্রকার ব্যক্তিবিশ্বাসের ভার পড়েছে তার উপর। দুনিয়া নিঃসন্দেহে সমাজতন্ত্রের দিকে চলেছে।

দেশের লোকের উপযুক্ত আহার-স্থান আছে ত? বাড়ী-ঘরের সংখ্যা কম নয় ত? সেগুলি স্বাস্থ্যকর, সুন্দর ত? এই হচ্ছে সমসাময়িক গৃহ-সমস্যা। এ-সমস্যা নিয়ে আজ মাথা ঘামাচ্ছে, যে-সব দেশের উপর দিয়ে যুদ্ধের ঝড় এবং ইস্পাতের স্রোত অহ বিয়ে বয়ে গিয়ে ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত করেছে শুধু সে-সব দেশে নয়, আমাদের দেশেও যত যে-সব দেশ যুদ্ধের আওতায় পড়ে সমরোপোযোগ এর ও ভার নিরোধ করছে শুধু সে-সব দেশেও নয়, যে-সব দেশ যুদ্ধের প্রত্যেক অব্যবহিত পরেই ভবিষ্যতে হচ্ছে সে-সব দেশেও। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, গৃহ-সমস্যাটা যুদ্ধ-কালীন একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়, এটা ঠিক যুদ্ধজাত নয়। এটা মানব-সভ্যতার স্রোত-ফেরার একটা লক্ষণ।

সমরোত্তর গৃহ-সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা বানাবেশে আরম্ভ হয়েছে। ব্রিটেনের স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী মিঃ ষ্টেফেন্স কিছুদিন আগে বলেছেন, "যুদ্ধের পরে, প্রথম দুই বছর একটা সাময়িক বিধান জারী করে, সাধারণ প্রয়োজন মেটাবার মত ৩ লক্ষ বাড়ী তৈরী করার উপযুক্ত জমি—প্রয়োজন হলে আবশ্যিকভাবে—সংগ্রহ করে রাখার শক্তি স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের হাতে (মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতিকে) দেওয়া হবে।"

ইন্দিপেন্ডেন্ট নিউজ পত্রে এক প্রবন্ধে আমরা পাই, "যুদ্ধের ফলে জমির দরে, মেরামতের কাজ যেমে রাখার ফলে, আর বহু পাঁচ বছর নতুন বাড়ী একরকম তৈরী হয়নি বলে, ব্রিটেনে এখন যে সংখ্যক লোক বাস করে তাদের একটু আরামে পারিবারিক জীবন যাপন করতে দিতে হলে প্রায় ৯০ লক্ষ নতুন বাড়ীর প্রয়োজন হবে।"

"ব্রিটিশ সরকার স্থির করেছেন, তাদের যে কর্মসূচী তৈরী হয়েছে তদনুযায়ী এই সব নতুন বাড়ী তৈরী করতে সময় লাগবে দশ বছর। দশ বছর ধরে, এর আগে ও-পেশে যে-রোজো-এক বছরে তৈরী বাড়ীর উৎপাদন সংখ্যার চেয়ে পনের হাজার বেশি বাড়ী প্রতি বছর তৈরী করা হবে। যত যুদ্ধের পর, প্রথম বছরে বাড়ী তৈরী হয়েছিল মাত্র ৭১৪ খানা, দ্বিতীয় বছরে প্রায় ৩০ হাজার খানা। বর্তমান যুদ্ধ লাগবার সময় এই সংখ্যা দুগুণ হয়েছিল—৩ লক্ষ ৫০ হাজার।

দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধের পর দুটোনে প্রতি বছরে বাড়ী তৈরী হবে ৩ লক্ষ খানা করে; দশ বছর ধরে এমনি চলবে। এই বাড়ী তৈরী করার জন্যে প্রয়োজন—রাজমিস্ত্রী, শ্রমিকের। বাড়ী তৈরীর ব্যাপারে ব্রিটেনে শ্রমিক-সমস্যাই বড় করে দেখা দিচ্ছে। শ্রমিকদের বেশির ভাগ ফিরেছে যুদ্ধে; ফিরে এসে এদের সকলেই যে যার-পূর্বের কাজে যোগ দেবে, এমন নয়; ও-দেশে যুদ্ধে যাওয়া খুব শক্ত নয়। এই কথা ভেবে স্থির করা হয়েছে যে, ২ থেকে ৩ লক্ষ নতুন লোককে অল্পদিনের মধ্যে কাজ শিখিয়ে নিতে হবে। (ব্রিটেনে রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখতে প্রায় ৬-মাস বছর লাগে।)

এ প্রসঙ্গে শ্রমিক-সমস্যার আর একটা দিক মনকে পড়েছে। সেটা মজুরীর দিক। ব্রিটেনে মজুরীর হার যেরকম সরকার ১০৫ ভাগ; মজুরী বিভাগের বেশি হার দিয়েছে। যুদ্ধ থামলে এই মজুরী খানিক একটা কমান, কিন্তু যুদ্ধের ফলে বিশেষ অবস্থা বাদ বিশেষ মজুরী। হার বাড়বেই—বিশেষ করে দেখা দিয়েছে—সরকার প্রায় ৭০ ভাগ। বাড়ী তৈরী করতে তাদেরই খরচ পড়বে বেশি, সুতরাং বাড়ী ভাড়াও বাড়বে নিশ্চিত। ব্রিটেনে সরকার ৭৫ ভাগ লোক মজুরী করে, তাদের মজুরী না বাড়ালে এই বেশি ভাড়া তারা দিতে পারবে কি? বিশেষজ্ঞেরা বলেন, সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

সুতরাং বাড়ী তৈরী সমস্যা সর্বত্র দাঁড়াচ্ছে; সস্তায় বাড়ী তৈরী করতে হবে। কম খরচের বাড়ী চাই। বাড়ীর মালমশলা যন্ত্রপ্রসাদে কারখানা হতে তৈরী হয়ে আসবে—সেগুলো জোড়া দিলেই বাড়ী খাড়া হয়ে যাবে—এমনি ব্যবস্থা চাই। তাতে খরচ কম পড়বে, আর, বিশেষজ্ঞদের মতে, বাড়ীর স্থায়িত্ব কমবে না অথচ বাড়ীর আয়ুও ডাবল হবে। একজন বড় ইঞ্জিনীয়ার বলেছেন, "সমস্তলীয় ১০০ ইঞ্চি আয়তন একটা বাড়ীর জায়গায় ৪০ ইঞ্চি আয়তন বাড়ী খাড়া করা চলবে—আরাম কমবে না একটুও, অথচ খরচ পড়বে হাজার পাউণ্ডের জায়গায় মাত্র ৬০০ পাউণ্ড।"

ব্রিটেন জোড়া-বিলাত; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা নয়। সেখানে কিন্তু গৃহ-সমস্যার দিকে লোকের নজর পড়েছে অনেক দিন। সেখানকার ডাকনাম হাউজিং এজেন্সির (জাতীয় গৃহ-নির্মাণ সমবায়) হিসাবে দেখি, ১৯৪০-সালের গ্রীষ্মকাল থেকে ১৫ লক্ষ বাড়ী তৈরী দেখ করা হয়েছে, আরও তিন লক্ষ তৈরী হচ্ছে বা আরম্ভ হবে। এখানে বাড়ী বলতে অবশ্য বাগান জোড়াচ্ছে না—একই বাগানে অনেক বাড়ী থাকতে পারে—বাড়ী বলতে জোড়াচ্ছে একটা পরিবার থাকবার মত ব্যবস্থা আছাড়ন।

যুদ্ধের আগেকার ডাকনামের মার্কিন দেশের ডাইরেক্টর সাহেবের সাথে আমরা দেখেছি—এখন তিনি যুদ্ধের অন্তে আমাদের পর আমাদের বানাচ্ছেন। তিনি আরও বলেছেন, যুদ্ধের পর সস্তা-বাড়ী তৈরীর কারখানা খুলবেন। তাঁর কারখানা থেকে প্রায়-তৈরী-ঘরে-আসা বাড়ীর দাম হবে ২০ শো ডলার থেকে ২৪ শো ডলার। যুদ্ধের আগে আমেরিকায় সাধারণ ছোট বাড়ীর দাম পড়ত এর দ্বিগুণ।

বলা হয়েছে, যুদ্ধ সমস্যাটা ঠিক যুদ্ধ-কালীন সমস্যা নয়, যদিও এটা যুদ্ধের সময় অত্যন্ত উৎকট আকারে দেখা দিয়েছে। আজকাল সব দেশেই জাতীয় পরিকল্পনার গৃহনির্মাণ স্থান পেয়েছে। যে যেসে সত্যি সত্যিই জাতীয় পরিকল্পনা করা হয় জাতির সর্বজনের কল্যাণে, সে-দেশে এ সমস্যা কী ভাবে গ্রহণ করা হয় দেখা যাক। সোভিয়েট রুশিয়ার তৃতীয়-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ করার সময় মোলোটভ্ বলেন, "দ্বিতীয়-

ডিজাইনের
সৌষ্ঠব
এম বি সরকার এণ্ড সন্স
একমাত্র লিমি স্প্রীংয়ের অলঙ্কার নির্ম্মাতা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হলে দেখা গেল, ২ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গ গীটার আয়তনস্থান তৈরী হয়েছে।" তৃতীয়-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশকালে, মোলেটভ বলেন, এই পরিকল্পনা কালে পরিসর করার সময়ে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গ গীটার নতুন আয়তনস্থান লোকের ব্যবহারে এসে যাবে। এ ছাড়া আরও ১ কোটি বর্গ গীটার পরিমাণ বাড়ী নির্দিষ্ট ভাড়ায় দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।" ভবিষ্যতে এ-সব পরিকল্পনা হয়েছিল গার্হিত সম্বন্ধে। সে দেখে, গার্হিত সম্বন্ধেও লোকের অন্তে বাড়ী অন্তর ব্যবস্থা করার ভার সরকারের। যুদ্ধে অর্থিতে থাকায় তৃতীয়-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্থগিত হয়েছে; এখন ভবিষ্যতে সর্বপ্রথমেই যুদ্ধের জন্যে নিয়োজিত।

বিদেশের কথা যথেষ্ট হল। এখন দেশের দিকে তাকান যাক। আমাদের অন্তের সমস্যারও পরিকল্পনা করা হয়েছে। বোম্বাইয়ের শিল্পপতিদের পরিকল্পনার কথা হয়েছে, গৃহ-সমস্যা সমাধানে এখানকার আগে মনে রাখা উচিত যে, প্রতি মানুষের জন্যে প্রয়োজন ৩ হাজার কিউবিক ফুট তাজা হাওয়া আর ১০০ বর্গ ফুট ভূমিস্থান। এ কথাটা মেনে নিলে আমাদের গৃহ-সমস্যা যে সত্যিই কত বড় সমস্যা তা বোঝা যাবে। ১৯৪১ সালের লোকসংখ্যা. আমরা দেখি তাদের মোট গৃহ-সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬০ লক্ষ, আর তার মধ্যে কলু সহরেরই গৃহসংখ্যা প্রায় এক কোটি। ১৯৪১ সালে গৃহ-প্রতি লোকের সংখ্যা ছিল ৫ জন করে, ১৯৪১ সালে দাঁড়িয়েছিল ৫'১ জন।

বিভিন্নপ্রদেশ অনুসারে গৃহের তুলনায় জন-সংখ্যা অবশ্য দেখি। বোম্বাই প্রদেশের কথা বলা যাক। ১৯৪৮ সালে বোম্বাই সহরে জন প্রতি আয়তনস্থান ছিল ৫'৭৫৮ বর্গ ফুট, আমেদাবাদে ৪০'৪ বর্গ ফুট, আর সোলাপুরে ২৪'৯০ বর্গ ফুট মাত্র।

এ থেকে আয়তনস্থানের গৃহ সমস্যার অবস্থা সহজে একটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। বোম্বাইএর শিল্পপতিরা তাঁদের পরিকল্পনায় বলছেন, এদেশে যে-সব নতুন বাড়ী তৈরী হবার ও পুরানো বাড়ীকে নতুন করে গড়ার প্রয়োজন, সেগুলো সব তৈরী করতে গেলে খরচ পড়বে মোটামুটি ১৪০০ কোটি টাকা, আর বাড়ীগুলোকে ভালো অবস্থায় রাখবার জন্যে খরচ পড়বে বছরে ২৫৮ কোটি টাকা।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে আজকে বাড়ী তৈরী হয়েছে অল্পই; তৈরী বাড়ী আগেও মেরামত অভাবে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—মালমশলা দুর্মূল্য, মজুর দুষ্প্রাপ্য। এ ব্যাপার শুধু সহরে নয়, গ্রামেও। সহরে অনেক বাড়ীর সমস্যা অবশ্য উৎকট হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের ফলে বিশেষ অবস্থার সহরে লোকসংখ্যা কমেই গেছে কিন্তু নতুন বাড়ী তৈরী হয়নি বা বললে কম; অনেক বাড়ী একেবারে অব্যবহার্য হয়ে আছে। সরকার যদি সে বাড়ীগুলোর নির্মাণ নিজের হাতে নেন তবে ভাড়া খাটিয়ে খরচটা উঠিয়ে নেন তাহলে কিছু সুবিধা হয়। কিন্তু আমাদের সরকার সে দিকে মোটেই অবহিত নন, বাড়ীর সংখ্যা যা বাড়িয়ে তাঁরা চাইছেন বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ করেও।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা গৃহ-সমস্যার কয়েকটা দিক দেখতে পেলাম। প্রথমতঃ, দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও নৈতিক মান রাখতে হলে উপযুক্ত সংখ্যায় আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, সে বাড়ী হওয়া চাই বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরী—সে বাড়ী হওয়া চাই স্বাস্থ্যকর, সুরুচিকর কথা না হয় আপাততঃ বাদই দেওয়া গেল। তৃতীয়তঃ, যে বাড়ী তৈরী হবে, তা সস্তা হওয়া চাই। ব্রিটেনে ভবিষ্যতে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কারখানায় তৈরী বাড়ীর প্রচলন হতে চলল; আমাদের এই কর্মশীল দেশে তা হতে অনেক বিলম্ব হবে। অন্য দেশের চেয়ে আমাদের দেশেই কিন্তু সস্তা বাড়ীর বেশি দরকার, কারণ আমরা দরিদ্র।

'যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা'

এস্থলে আমরা চিরন্তন জীবন-যুদ্ধেরই কথা বলিতেছি। এই অখণ্ড জীবন-যুদ্ধ একাধারে ব্যক্তিগত এবং বংশগত ব্যাপার। আর্থিক সচ্ছলতাই এই বংশানুক্রমিক জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার একমাত্র উপায়।

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

চেয়ারম্যান—অর্দ্ধেন্দুশেখর আশুতোষ দাশ

হেড অফিস: ৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড :: কলিকাতা।

ফোন—বড়বাজার ১৪৭

মহাচীনের কৃষি

[জীবনযাত্রা ৪র্থ-এ]

মহাচীনের পঞ্চাশ কোটি অধিবাসীর জীবন-ধারণের একমাত্র উপায় কৃষি। ইং ১৯৩৭ সাল হইতে চীন-জাপান যুদ্ধের জন্য অবশ্য চীনের বহু লোক লাঙ্গল-কাস্তে ছাড়িয়া রাইফেল ধরিতে বাধ্য হইলেও চীনের শতকরা আশীজন লোক চাষ-আবাদ করিয়া জীবন-ধারণ করে। অথচ ইহাদের চাষের বহু প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই আদিম লাঙ্গল। জমি—সমীর আদিম প্রভাতে যারা মনুষ্যবর্গ হইতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল—সেই জমি। ইহা লাল-চীন, উইঘি-চীন; মঙ্গোলিয়ার এবং অন্যান্য খুলি-মুড়ি-পরিবর্জিত ভূমিখণ্ড। তবু, যেখানে অন্যান্য দেশে (অবশ্য জাপান ছাড়া) প্রতি একরে ধানের ফলন পাওয়া যায় মাত্র ২০০০ পাউণ্ড কিংবা তাহার কমী, সেখানে চীনের জমিতে প্রতি একরে উৎপন্ন হয় মাত্র ৭০০ হইতে ৮০০ পাউণ্ড। অথচ চীনা চাষীদের পরিশ্রমের বিরাম নাই, চেষ্টার ত্রুটী নাই—ইহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিবারাত্র খেটে খাবারে কাজ করে—তবু ইহাদের পেট, ভরিয়া অন্ন জোটে না—দেহের বস্ত্রও মেলে না—এক মুঠো খুদ হয় না।

আজকের আদিম মনোবৃত্তি নাম্ ইহাদের চোখের চেতনায় ইহাদের আসন। সেই আসনের ফলে ইহারা বুঝিয়াছে যে, চীনের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে কিংবা চীনকে অন্যের সমকক্ষ করিয়া দাঁড়াইতে হইলে আগাছে এক দিকে দেহের শিল্প-সাধনা করিতে হইবে, অন্য দিকে তেমনি অন্ন-ব্যবস্থাও করিতে হইবে। অন্যথা, কেবল অন্ন-ব্যবস্থা কিংবা কেবল শিল্প-সম্ভার লইয়া এই মহাজাতি দাঁড়াইতে পারিবে না। চাষেরই যে সব উন্নতির অভাব হইয়াছিল নাম্ ইহাং সেনের আমলে তাহার পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায় ইং ১৯৩৭ সালের পরে অর্থাৎ সিনো-জাপানী যুদ্ধ সুরু হইবার পর। চীনদেশে জাতীয় কৃষি-অন্বেষণা-সমিতি (National Agricultural Research Bureau) প্রতিষ্ঠিত হয় ইং ১৯৩০ সালে। ইহার কাজ ছিল চীনের অধিবাসীদের জন্য অধিক খাদ্য-সম্ভার ব্যবস্থা করা, অধিক বিভিন্ন অধিক ও উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন করা এবং চাষের ও অন্যান্য নূতন জমিতে জন্য তৈলবাহীর বীজের চাষ করা। ইহাদের কাজ ছোট হইলে তখিতেছিল এমন সময়ে বাধিয়া উঠিল মহাযুদ্ধের ঢেউ। ফলে এই যুদ্ধের ফলে সমিতিকে যারা হইয়া ইহার নূতন আফিস-গৃহ সামরিক প্রয়োজনে ছাড়িয়া দিতে হইল, ইহার সভ্যগণ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তবু ইহারা ইহাদের কাজ ছাড়া আর কিছু করিতে রাজী হইলেন না। ইহারা বিভিন্ন স্থানে "NPK TEST" নাম দিয়া চীনের মাটি পরীক্ষা করিয়া উহাতে রাসায়নিক সারের কোন্ কোন্ উপকরণের অভাব আছে, তাহা বুঝাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : কলি : ২৮০৭ টেলিগ্রাম :—সিণ্ডাষ্ট্রীয়াল

রেজিঃ অফিস : সিলেট
ফোন সিলেট : ১৯ টেলিগ্রাম : ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল

অনুমোদিত মূলধন	১০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	৫,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	৩,২৫,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন	৭৫,০০,০০০৲ টাকার উপর

অন্যান্য শাখাসমূহ
ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, চট্টগ্রাম, শিলং, গৌহাটী, নওগাঁও, শিলচর, করিমগঞ্জ, করিমগঞ্জ বাজার, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও হাফলং

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
পত্র লিখিলে সর্ত্তাদি জানান হয়

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ জে, এম, দাস
জেনারেল ম্যানেজার।

তাঁহাদের পরীক্ষায় জানা গেছে যে, পূর্বে যাহাদিগকে যে জমিকে উর্বরা ও শস্য-শ্যামলা বলিয়া জনসাধারণ বিশ্বাস করিত, তাহা সত্যসত্যই উর্বরা নহে। চীনের প্রায় বারো আনা জমি অনুর্বর বিধায় কৃষির উৎপাদনের সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। সেচুয়ান (Szechwan) প্রদেশের লাল মাটি এবং নদীর মোহনার পলি মাটি বাদ দিয়া অন্য চীনের অধিকাংশ মাটিই রাসায়নিক সারবিহীন, তন্মধ্যে প্রায় বারো আনা মাটিতে নাইট্রোজেন (Nitrogen) এবং পাঁচ আনা মাটিতে ফসফেট (Phosphate) এবং দুই-আনা মাটিতে পটাশের (Potash) অভাব দেখা যায়। দক্ষিণ চীনে যেখানে বাঁশ জন্মে, সেখানে ফসফেট ও পটাশের অভাব এত বেশী যে, এই সব রাসায়নিক সার ভিন্ন সেই সব স্থানে বাঁশ ভালো হওয়া সম্ভবপর নহে। এই সব পরীক্ষার ফল যে কতখানি নির্ভুল-প্রণালী তাহা অনুমেয়। চীনাদের অনুমানি যে, জমির যোগানুযায়ী চিকিৎসা হইলে চীনদেশে বর্তমান সময়ে যে-জমিতে ধানের চাষ হয়, সেই জমিতেই আরও ১০ (দশ) কোটি বেশী লোকের খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে। সেইজন্য এখন হইতেই য়ুনান (Yunnan) উপত্যকার জন্যই যুক্ত রাসায়নিক সার প্রস্তুতির মিল গড়িয়া উঠিতেছে। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে তখন ঐ সার ব্যবহার করিয়া কৃষি-কার্য যে কি রকম প্রসারের পথিকে উন্নতির পথে চলিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

জমির উৎকর্ষ প্রসঙ্গে জাল বীজ ও "লোক্যা-ধানকের" কথা আসে। জাতীয় কৃষি-অন্বেষণা-সমিতি এ দিকে এক দিনের জন্যও কোন ত্রুটী করেন নাই। তাঁহারা বিদেশ হইতে ভাল ভাল বীজ আনিয়া চীনা মাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং যে সকলটীর চীনা মাটিতে সুফল মিলিয়াছে তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। বীজের বেলায় চীনা আবহাওয়া এবং মাটির সঙ্গে খাপ খায় নাই, সেগুলি চীন দেশীয় বীজের সঙ্গে মিলাইয়া এক নূতন বীজের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ভাবে আজ বীজ চীনা মাটি ও আবহাওয়ার অনুকূল হোয়া গিয়াছে; এই বীজ হইতে ফসলও প্রচুর হয়।" লোক্যা-ধানকের, যাহা আদিম ভাল হইতে উদ্ভাবনের প্রেরণাদাত্রী বলিয়া পূর্ব ও পশ্চিম দেশে পরিচিত, আরও সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহারা উদ্যোগ করিয়াছেন। আমেরিকার রকফেলার ফাউণ্ডেশন (Rockfeller Foundation)-এর সাহায্যে ইঁহারা কার্পাস ও রবারের চাষের বীজ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এজন্যই স্থানীয় অনেক স্থান পরিদর্শন হইতেও ইঁহারা কীট-বিনাশক ঔষধাদি প্রস্তুত করিতেছেন।

কিন্তু কেবল বীজ ও কার্পাসের রোগ নিবারণ করিলেই কৃষি-সমস্যার সমাধান হয় না। চীনদেশে উইপোকা, বিশেষ করিয়া তার-দেশের মত ম্যালেরিয়ার মূর্তিমান-দূত। চীনের আলো দেশের মত অঞ্চলের ৮০ ভাগ লোক ম্যালেরিয়ার ভুগিয়া থাকে। চীনের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে এই রোগের বেশী প্রকোপ। চীনের জাতীয় স্বাস্থ্যের আরোগ্যের রকফেলার ফাউণ্ডেশন এই সঙ্গে তিন বৎসর যাবৎ সহযোগিতা করিয়া মুকাম প্রদেশে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহাদের কার্যসূচী সেচুয়ান প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশেও আস্তে আস্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ১৯৪১ ইং সালের বিবরণীতে দেখা যায় যে, এই পরীক্ষার ফল চীনের নানাস্থানে ৬৮টী প্রথম-কেন্দ্র এবং ৩১৪টী দেশী-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, ৩০টী ভ্রাম্যমান চিকিৎসা-বাহিনী গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাজ করিতেছেন; এই সব কাজে অভিজ্ঞ প্রাচীন চিকিৎসক আছেন ১৮০ জন, তাঁহাদের সহকারী চিকিৎসক আছেন ৫০০ জন; শিক্ষিকা সেবিকার সংখ্যা ৩০০। ইঁহারা গ্রামে গিয়া তথাকার পায়খানার অবস্থা, রান্না-বান্নার অবস্থা, পাতকুয়া এবং পানীয় জলের অবস্থা খুঁটিনাটিরূপে অনুসন্ধান করেন এবং রোগী ও প্রতি রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ইত্যাদির বিবরণ প্রধান আস্থা-কেন্দ্রে পাঠাইয়া দেন। আরও প্রধান আস্থা-কেন্দ্র হইতে ঔষধ, পথ্যাদি লইয়া তাঁহারা ম্যালেরিয়া-নিধনে বাহির হন। এই সব কাজ পরিচালন করিবার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে একজন ডিরেক্টার ও পাঁচজন ইন্সপেক্টার নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সত্যসত্যই দেশ-সিদ্ধকের রত্নী এবং কাজের জন্য প্রায় প্রতি মাসেই রাজধানী হাজার মাইল ভ্রমণ করেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতার এক স্থানীয় তথ্যসমূহ মন্থাবক পাব্লিক হেল্থ বুলেটিন (Public Health Bulletin) নামক কাগজে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়। ইহা শুধু চীনের ও রোগের বিষয় নিয়াই নিরস্ত কর্তব্য সমাপ্ত করে না, ইহার মন্তব্যসমূহ সাধারণকে স্বাস্থ্য-নীতিও শিক্ষা দেওয়া হয়।

কৃষির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্যও অনেক চীন শিক্ষকে অবহেলা করে নাই। সেচুয়ান, নানকিং, সেচু (পশ্চিম চীন) ইত্যাদি স্থানে কৃষি-কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ঘরে ঘরে গিয়া মেয়েদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে মেয়েদের পাঠ্যসূচীতে লেখাপড়া, গণিত, নাগরিক-বিদ্যা (Civics), সাধারণ-জ্ঞান এবং সঙ্গীত বাধ্যতামূলক। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে গিয়া রোগ-আরোগ্যের কথা শিক্ষা দেওয়া, মেয়েদীক্ষা পালন, মেয়ে-মুমূর্ষ শিক্ষা দেওয়াও চলে। এক একটী প্রদেশেই প্রতি বৎসর ৭০০ থেকে ১০০০ হাজার পরিবারকে উন্নত ধরনের রেশম তোলার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই ভাবে প্রতি প্রদেশে, প্রতি মহকুমার প্রতি বৎসর শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই সব ব্যাপার শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষা ফলবতী হইতেছে কি না দেখিবার জন্য ও কৃষির উন্নতি বিধান করিবার জন্য প্রতি একদল পরিদর্শকের উপর একজন করিয়া স্থানীয় নেতা আছেন, তাঁহার চীনা নাম পাও-চাং (Pao-Chang) এবং তাঁহার অধীনে প্রতি দশটী পরিবারের উপর একজন করিয়া স্থানীয় নেতা আছেন, তাঁহার চীনা নাম চীয়া-চং (Chia-Chang)। পাও-চা সপ্তাহে একদিন যুবকদিগকে নৈশ-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেন এবং তাঁহার পত্নী ঘুরে ঘুরে নিম্ন শ্রেণী-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার জন্য এইরূপ আগ্রহ দেখা গিয়াছে।

চীনের কৃষি-উন্নতির মূলে ব্যাঙ্কসমূহের সাহায্যের কথা না বলিলে এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। চীনের বড় যে বারটী ব্যাঙ্ক আছে তাহাদের মধ্যে ফার্মার্স ব্যাঙ্ক (Farmer's Bank) সর্ব-কনিষ্ঠ। চীনের হপী (Hopi), হিয়াসি, হোনান এই কয়টী প্রদেশ লইয়া এই ব্যাঙ্কটীর প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩৩ সালে। তখন ইহার কর্মসূচী ছিল শুধু বারটী প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার মূলধন তখন ছিল মাত্র ৫০ লক্ষ ডলার। ইং ১৯৪০ সালে আবার ইহার মূলধন পরিবর্তন করা হয় নূতন ভাবে। তখন ইহার নাম রাখা হয় চীনের কৃষক ব্যাঙ্ক (Farmer's Bank of China) এবং ইহার মূলধন হয় এক কোটি ডলার। বর্তমান সময়ে ইহার ৮০ (আশী)টী শাখা-প্রশাখা চীনের নানাস্থানে কাজ করিতেছে। এখন ইহার কর্মী-সংখ্যা ১৯টী প্রদেশে এবং ১৪৩টী মহকুমায় বিস্তৃত। প্রায় ৬০ (ষাট) লক্ষ চাষী এই ব্যাঙ্কের মিত্রতা হইতে টাকা ধার লইয়া উপকৃত হইয়াছে।

চীনে সমবায়-প্রথাও যথেষ্ট প্রসার পাইয়াছে। সমবায় সমিতিগুলি তিন প্রকারের।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৩০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জাতীয়তার প্রতীক

দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড দেশের শিল্প ও বাণিজ্য। জাতির উন্নতি নির্ভর করে শিল্প ও আর্থিক দৃঢ়তার উপর। আপনি ও দেশবাসী যত বেশী ব্যাঙ্কের সহিত কারবার করিবেন ততই দেশীয় ব্যাঙ্কের উন্নতির কাজে সাহায্য করিবেন। আজ জগৎব্যাপী এই দুর্দ্দিনে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেশের দুর্গতি মোচনে সচেষ্ট হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দেশীয় ব্যাঙ্কের দান কোন ক্রমেই নগণ্য নয়। এইরূপ একটী উন্নতিশীল ও নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক আজ আপনাদের সহযোগিতা কামনা করে।

দেশের সেবায় নিয়োজিত আমাদের শাখাসমূহ

বৈদ্যনাথ (দেওঘর), (এস, পি), রায়সড় (বি, এন, আর), চম্পা (সি, পি), হিলাসপুর (সি, পি), আটাগাড়া (সি, পি), বাগপুর (দমঃ), নাগপুর (সিটী), চিন্দওয়ারা (সি, পি), বেতুল (সি, পি), সাগর (সি, পি), চান্দা (সি, পি)।

বোম্বাই, পুণা, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে আমাদের এজেন্সী আছে।

সকল প্রকার সুষ্ঠু ও সুবিধাজনক সর্ত্তে ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার ঃ—এস এম বসু

সমবায়ের কর্মপদ্ধতির অন্যতম হইতেছে সমবায়-ভাবে সর্বসাধারণের প্রয়োজন কার্য্য করিয়া তুলিতে হইবে। কৃষির কাজ বৃদ্ধি করা এবং উন্নত ধরণের জন্য সমবায় সমিতিরা (কো-অপারেটিভ) সস্তা সুদে টাকা ধার পাইতে পারে। প্রতি ক্ষেত্রেতে পড়ে ২০ (কুড়ি) টাকার করিয়া টাকা ধার দেওয়া হয়। যে টাকা লাভ-আদায়ের উন্নতির জন্য সমিতিগুলি হইতে দাদন করা হইয়াছে, তাহার শতকরা ৪৩ ভাগ বাদন দেওয়া হইয়াছে ভাল বীজের জন্য, শতকরা ২৩ ভাগ ভাল যন্ত্রপাতির জন্য, শতকরা ৫২ ভাগ সেচ-সমিতির জন্য, শতকরা ৩ ভাগ ধানিয়া ও ভাড়া দেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য কাজে শতকরা ১১ ভাগ ধার দেওয়া হইয়াছে। লেনদেন প্রসঙ্গে কৃষকের এক উন্নতি হইয়াছে যে, আজ-কাল মেয়াদকালে কৃষক মিজেকে আর কেবল চাষী বলিয়াই মনে করে না। কার্যকরী ব্যাঙ্ক ও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কল্যাণে চীনা চাষী এখন সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করিয়া বীজ-সার কেনে, জমি কেনে এবং নিজেকে একাধারে চাষী ও ব্যবসায়ী বলিয়া মনে করে।

এই সমস্ত উন্নতির মূলে চীনের জাতীয় সরকারের শুভ উদ্যোগ যাদ অবশ্যই বর্তমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধের পূর্বে কৃষি-বিভাগ শিল্প-বিভাগের মন্ত্রীর অধীনে ছিল। যুদ্ধ বাধিবার পর অর্থনৈতিক সচিব দপ্তরের (Ministry of Economic Affairs) সৃষ্টি হয়। উহার অধীনে কৃষি-বিভাগ, কৃষি-ঋণ-দান-বিভাগ এবং জাতীয় কৃষি-সুরক্ষণ-সমিতির সৃষ্টি হয়। ইং ১৯৪৮ সালে কৃষির উন্নত কৃষি করিবার জন্য 'কৃষি-উন্নয়ন-বৃদ্ধি-সমিতি'র (Agricultural Production Promotion Committee) সৃষ্টি হয়। তাহার পর আসে খাদ্য-সংস্থান (Food-Administration)-এর সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ যত ভীষণাকার ধারণ করিল, তখন চীনও অভাবের আশঙ্কার জন্য তত প্রস্তুত হইতে থাকিল। ইং ১৯৪০ সালে কৃষি ও বন-বিভাগের সচিবের পদের সৃষ্টি হয়। ইঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে চীনে কৃষির যে অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে, তবে যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, চীনে খাদ্য-শস্য উৎপাদন শতকরা ৪২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, লোকা-সংকট ও পশুপালন শতকরা ৩২ ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে, বিশ কোটি নূতন গাছ রোপণ করা হইয়াছে, ১০০০০ মাইল পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ করিবার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করা হইয়াছে এবং ১৩০০০ পুকুর খোঁড়া হইয়াছে। নূতন ক্ষেত্রে প্রস্তুত করিবার জন্য ৭৬ লক্ষ কুড়ি হাজার একর জমি চাষের আওতায় আনা হইয়াছে।

বিভিন্ন-ক্ষেত্রে আর্থিক-যোগ আর্থিকার উন্নতির দিকে তাকাইলে আমাদের মনে বাস্তু-সংঘর্ষ জাগিয়া উঠিবে কি না জানি না।

গত ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ নোট চলতি ছিল তাহা তাকাইলে জার্মান ছিলাবে গবর্মেণ্টের হাতে মোট নোটের শতকরা ৮০'৯ ভাগ স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুত ছিল। ১৯৪৫ সালে উহা কমিয়া শতকরা ৭০'৯ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উহা আরও কমিয়া শতকরা ২০ ভাগ এবং ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে শতকরা ১৫ ভাগে পরিণত হয়। ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাসে উহা শতকরা মাত্র ৬ ভাগ ছিল। বর্তমানে চলতি নোটের তুলনায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ আরও হ্রাস পাইয়াছে।

দি চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক

সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস :—১ গঙ্গারাম পালিত লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর ও সিরাজগঞ্জ।

অনুমোদিত মূলধন :—২,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত মূলধন :—৯২,০০,০০০৲

আদায়ীকৃত মূলধন দশ লক্ষ টাকার উপর

বাংলার ও বাঙ্গালীর এই সাফল্যমণ্ডিত কোম্পানী সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম সহরে ২৩।৩।২৭ তারিখে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ আরম্ভ করে। তৎপরে এই কোম্পানী বাংলার নানাস্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ভার গ্রহণ করিয়াছে।

কোম্পানীর অগ্রগতি এবং সাফল্যের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন

কার্য্যকরী বৎসর	শতকরা মুনাফার হার
১ম বৎসর ১৯২৮ ইং হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত	৬% ইনকাম ট্যাক্স বাদ
২য় বৎসর ১৯৩০	৬% ,, ,,
৩য় বৎসর ১৯৩১	৭% ইনকাম ট্যাক্স সহ
৪র্থ বৎসর ১৯৩২	৬% ইনকাম ট্যাক্স বাদ
৫ম বৎসর ১৯৩৩	৬% ,, ,,
৬ষ্ঠ বৎসর ১৯৩৪	৬% ,, ,,
৭ম বৎসর ১৯৩৫	৬% ,, ,,
৮ম বৎসর ১৯৩৬	৬% ,, ,,

কার্য্যকরী বৎসর	শতকরা মুনাফার হার
৯ম বৎসর ১৯৩৭ ইং হইতে ১৯৪৩ পর্য্যন্ত	৬% ইনকাম ট্যাক্স বাদ
১০ম বৎসর ১৯৩৮	৬% ,, ,,
১১শ বৎসর ১৯৩৯	৬% ,, ,,
১২শ বৎসর ১৯৪০	৬% ,, ,,
১৩শ বৎসর ১৯৪১	৬% ,, ,,
১৪শ বৎসর ১৯৪২	৬% ,, ,,
১৫শ বৎসর ১৯৪৩	৬% ,, ,,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ কে কে সেন

আইনসঙ্গত ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজন ও মাপের তাৎপর্য

[সংবাদদাতা সরকার, এম-এ]

প্রমাণ ওজন ও মাপের প্রয়োজনীয়তা

বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রমাণ ওজন ও মাপের অভাব আমাদের ভাবিবার অবিদিত নয়। জনসাধারণের পক্ষে ইহা মারাত্মক হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। সাধারণভাবে ক্রয়-বিক্রয়ে প্রচলিত ও স্বীকৃত ওজন ব্যবস্থার বিলম্ব দূর করা তাহাও স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সুবিধাজনের জন্য প্রমাণ ওজন ও মাপের প্রচলন থাকা একান্ত উচিত। ওজন ও মাপের প্রমাণ দ্বারা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেশে অনেক দিন হইতেই অনুভূত হইতেছে। পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী ব্যাপারেও প্রমাণ ওজন ও মাপের অভাব দেশে বিশেষ গোলযোগ ও অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাহা ছাড়া প্রচলিত মুদ্রার বিনিময়ে নির্দ্ধারিত ওজনের পণ্য-দ্রব্য পাওয়ার সুব্যবস্থা না থাকিলে সহজাত ও প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ অর্থলোভী ব্যবসায়ীদের হস্তে ক্রমি পীড়িত হইতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অবিলম্বে তাহাতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বহুল পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট লাভ করিয়াছে। প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ওজন-মাপের তারতম্য থাকায় এই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে অসুবিধা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

বাংলার প্রমাণ ওজন ও মাপ প্রচলন বিষয়ে এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু করা হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি বাংলা সরকার বাংলার বিভিন্ন স্থানের প্রচলিত ওজন সম্পর্কে তথ্য ও মাপ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটী কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। প্রচলিত অসুবিধাজনক ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের কোন অসুবিধা অথবা বিক্ষোভের সৃষ্টি না করিয়া কি ভাবে ভারত সরকারের প্রবর্ত্তিত ১৯৩৩ সনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড্স অব ওয়েট এ্যাণ্ড (Standards of Weight Act, 1939) এর ধারাগুলি সহজ বাংলাদেশে অথবা পরীক্ষামূলক হিসাবে নির্দ্ধারিত ২।১টী জিলায় প্রবর্ত্তন করা যায় সে বিষয়ে কমিটী সুপারিশ করিবেন। বাংলা সরকারের পক্ষে উক্ত কমিটী নিয়োগ যে খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাধারণতঃ আমরা জানা যেন যে, বাংলা সরকারের উক্ত কমিটীর অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। বিভিন্ন স্থানের ওজন-মাপ সম্বন্ধে প্রচলিত ধার ইত্যাদি নির্ণয় করিবার জন্য প্রদেশের সর্ব্বত্র বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নাবলী প্রেরণ করা হইয়াছে এবং প্রধান প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্রগুলিতে যথার্থ তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য কর্ম্মচারী প্রেরণ করা হইতেছে। ওজন ও মাপের প্রমাণ-ধার নির্দ্ধারণ করিবার সহিত দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বহু সমস্যা বিশেষভাবে জড়িত। সুতরাং সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া খুব সতর্কতার সহিত কমিটী সুপারিশ করিবেন আমরা এই আশা করি।

বিভিন্ন ব্যবসাক্ষেত্রে ওজন ও মাপের তারতম্য ভারত সরকারের ষ্ট্যাণ্ডার্ড্স অব ওয়েট এ্যাক্ট দ্বারা ১৮০ গ্রেনে তোলা, ৮০ তোলায় সের ও ৪০ সেরে মণ ও ইংরাজী ৭০০ গ্রেনে পাউণ্ড প্রমাণ-ধার বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। সাধারণতঃ ভাবনগরে, আদালতের দলিল পত্রাদিতে অবশ্য উক্ত ধারেই প্রমাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ বিভিন্ন ব্যবসায়ে এবং একই ব্যবসায়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়-কেন্দ্রাদিতে ওজন-মাপের তারতম্য খুব বেশী।

বাংলাদেশের কেরলময় জিলায় জিলায় শুধু নয়, সহরে সহরেও এবং এমনকি গ্রামে গ্রামেও ওজন এবং মাপের তারতম্য বর্ত্তমান। সেরের ওজন ৮০ তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া আরও নানাস্থানে উর্দ্ধে ১৪০ তোলায় প্রচলিত। যদিও তোলার ওজন ১৮০ গ্রেন ও ৪০ সেরে মণ প্রথা সর্ব্বত্রই আছে, তথাপি বিভিন্ন প্রমাণ হিসাব হইতে সেরের বিভিন্ন ধারে মণের তারতম্য বুঝা যাইবে :—

সের	তোলা	গ্রেন
৪০	৮০	৫৭৬,০০০
৪০	৯০	৬৪৮,০০০
৪০	৮৮	৬৩৩,৬০০

উদ্ধৃতাংশ পূর্ব্বের হইতে দেখা যায়, প্রমাণ ৮০ তোলায় সেরের মণ হইতে ৬০ তোলায় "

হেড অফিস :—
কুমিল্লা
শাখা ও এজেন্সী অফিস
ভারতের সর্ব্বত্র

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

কলিকাতা প্রধান অফিস : ৫২৯৫ ক্যানিং ষ্ট্রীট।

কলিকাতার অন্যান্য অফিসসমূহ :—
১৬২, রাসবিহারী এভিনিউ
৬৮, কলেজ ষ্ট্রীট
১৪০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

—আর্থিক অবস্থা, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩—

মোট দায়

মূলধন ও রিজার্ভ	১১,০০,০০০৲
আমানত	১,১১,০০,০০০৲
অন্যান্য	১৫,০০,০০০৲
	১,৩৮,০০,০০০৲ টাকা

মোট সম্পত্তি

নগদে ও ব্যাঙ্কে জমা		৫০,১৪,০০০৲
গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি		২৪,৪৭,০০০৲
অন্যান্য জমা—	...	৫১,২২,০০০৲
জামিন মূল্য	৩৯,৪৭,০০০৲	
বিনা জামিনে	১,৭৫,০০০৲	
ঋণ, আমদানপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য		১৩,১৭,০০০৲
		১,৩৮,০০,০০০৲ টাকা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি কে দত্ত

৮৮ তোলায় সেরের মণের আইনসঙ্গত ব্যবহারের ২৫% কম ও ১০% বেশী।

ফেলদরে ও সরকারী বিজ্ঞাপ্তিতে অবশ্য ৮৮ তোলায় সেরে প্রমাণ ধরিয়া বিভিন্ন পূর্ণ হইতে প্রকৃত করিবারে এবং বহু বহু স্থানের ব্যবসা-বাণিজ্যে এই রীতি মানিয়া লওয়া হইয়াছে—তথাপি সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান আজও হয় নাই। কারণ সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী মফঃস্বল অঞ্চলের অবস্থা পূর্ববৎ রহিয়াই গিয়াছে।

প্রমাণ-বাটখারা: বর্তমানে বিভিন্ন স্থানীয় ওজন-মানের ব্যবহার বাজার মধ্যে কৃষক-সম্প্রদায় বেপারী ও দোকানদারের মধ্যে বিশেষ-ভাবে প্রবর্তিত ও উৎপীড়িত হয়। ব্যবসায়িগণ স্থানীয় বাজার হইতে ৮৫৸৴০ আনা হইতে ১২০ তোলা পর্যন্ত সের হিসাবে পণ্যাদি ক্রয় করিয়া বহু বহু দলের ও মণের ৮০ তোলা সের হিসাবে বিক্রয় করিয়া থাকে। আমার উলর ছালতা, ডাবেলি, তামাকী ইত্যাদি দ্রব্য অনুযায়ে বহির্গত ব্যবসায়ের কাছ হইতে মণ প্রতি ২ সের হইতে ৪৷০ সের পর্যন্তও আদায় করে।

তথা বাঙ্গলা, বাঙ্গলা সেরের চাষী সম্প্রদায় অধিকাংশ ও আছে। ৮৮ তোলায় সেরের পণ্যের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা হইলে ৬০ তোলায় সেরের পণ্যের মূল্য যে ৫ আনা কম হইবে তাহাও তাহারা সব সময় বুঝিতে পারে না এবং যে ওজনের মানে তিনিস ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহা ঠিক কত তোলায় সমান তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মত বুদ্ধি বা সুযোগও তাহাদের নাই। কাজেই মুনফার ব্যবসায়িগণ ক্রেতাদের এই অসহায়তার সুবিধা নিয়া তাহাদের বিশেষভাবে প্রতারিত করে। তাহা ছাড়া প্রমাণ ওজন-মান সর্বত্র প্রচলিত না থাকায় এবং পরিবর্তন করিবার জন্য কোন কর্তৃপক্ষও না থাকায় অতি-লোভী ব্যবসায়ী ৮৮৷০ ওজনের দুই প্রকারের বাটখারা রাখে। অনেক সময় দেখা যায় ৮০ তোলা সের হিসাবে মূল্য প্রদান করিয়া ৬০ তোলায় ওজন করিয়া সের এবং তাহাতেই আবার পণ্যাদি ক্রয় করিবার সময় ৬০ তোলায় ওজনে সাধারণ বেশী মূল্য সেরদার লোক দেখাইয়া ৮০৷ মানে ওজন করিয়া নেয়। বিক্রয়ের সময় সম্প্রদায় প্রায় সর্বত্রই এইভাবে প্রতারিত ও বঞ্চিত হইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ওজনমানের .ওজন সাধারণ ওজন-মানের প্রচলন পণ্য-বিক্রয়ের মূল্যের হারে অতিরিক্ত আদায় করে এবং ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের বিরোধের সূত্রপাত করিয়া থাকে।

বাটখারার ব্যবহারে ওজন-মানের ব্যবস্থাটি পরীক্ষা করিবার জন্য আজও কোন বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা নাই। বাটখারার ব্যবহার ওজনের বস্তুটি বাহিরেও ওজনযোগ্য নিক্ষিপ্ত ধরিয়া আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা ঠকাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। বাটখারার ব্যবহারের ফলে বহুদিনের পর অনেক ওজনযন্ত্রটি অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে। বাটখারা-ব্যবহারে সন্তোষজনক ওজন আদায়ের ব্যবস্থা হইতে দেখা যায়। এমনকি ইহাও শোনা যায়, অনেক অসাধু ব্যবসায়ী নূতনের হইতে নূতন বাটখারা ক্রয় করিয়া বাঁচের বিক্রয়ী করিয়া সাধারণতঃ ঠকাইবার বেশী লাভের আশায় ওজন করাইয়া নেয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন ১১৪টি বাটখারা এবং বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যবসায়ে ওজন ও মানের ত্রুটিবিমুক্ত ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। ঢাকা জিলার সাধারণতঃ পাটের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। অনেক দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান এখানে অনেক কাল হইতে উক্ত ব্যবসা করিয়া আসিতেছে। অথচ স্থানীয় ক্রেতাদের পূর্ববৎসরে অনেক সংস্থার সাধন হইয়াছে; কিন্তু সাধারণতঃ এলাকাধীন ওজনের বাজার-নমুনে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। স্থানীয় ক্রেতাদের এখনও নমুনা-বাটখারা হিসাবে ১০০ ওজন ২৫ সের পাই দেওয়া হয়। উক্ত জিলার মহাজিনী ও ডাকবাইরে এখনও ৮২ ও ৮৮ তোলায় সের হিসাবে যথাক্রমে পাটের ওজন চলতি আছে। রিয়াজপুরে পাটের ওজন ৬০ হইতে ১২০ তোলা পর্যন্ত আছে এবং মফস্বলের প্রায় সব বাণিজ্যেই সেরের ওজন ৮০ তোলায় ধরা হয়। ফরিদপুরে ৮৷৷৸৴০ ওজনে চাউল, ধান ও পাট বিক্রয় হয় এবং প্রকারান্তরে মুনাফা যথাক্রমে ১০ ও ৮৷৷৸৴০ তোলায় সের হিসাবে দেওয়া হয়। ফরিদপুরের গ্রামাঞ্চলে ও বাজারে সময়ে ধান চাউল ১০০ তোলা সেরে বিক্রয় হয়।

আজকাল অনেক জায়গায় ৮০ তোলায় প্রমাণ সের প্রচলন করিবার জন্য সরকারেরই আগ্রহ লক্ষিত হয়। কারণ, প্রমাণ ওজন-মান অসুবিধা এত বেশী যে ধীরে ধীরে সকলেই তাহা উপলব্ধি করিতেছে।

দুধ ও তৈল ব্যবসায়ের জন্য সাধারণতঃ আমাদের দেশে 'মাপের' ব্যবহার প্রচলন আছে। উক্ত মাপগুলি ব্যবসায়িগণ মাটি-তেলের মাপ, বাঁশের চোঙ ও মাটির হাঁড়ির সাহায্যে তৈয়ারী করিয়া নেয়। অনেক সময় দেখা যায়, মাপের পরিমাণ ওজনে কম হয়। দুধ ও তৈলের মাপেও তারতম্য সামান্য নয়, সাধারণতঃ ৬০ হইতে ১২০ তোলা পর্যন্ত সেরের মাপে বিক্রয় হয়। পাবনা জিলার কোন কোন অঞ্চলে ৬২০ তোলায় সেরের মাপেও দুধ বিক্রয় করা হয়।

প্রমাণ ওজন প্রচলন নাই বলিয়া সোনা, রূপা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর ব্যবসায়েও দুর্নীতি দৃষ্টিগোচর হয়। সৌদাগরুরা, জহুরী, সিকি ইত্যাদি তোলার ওজন হিসাবে ব্যবহার হয়। টাকার ওজন ১৮০ গ্রেন সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকিলেও সাধারণ ব্যবহারে যে উহা কম-প্রাপ্ত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু টাকা ইত্যাদির অসম্পূর্ণ সাধারণভাবে লক্ষ্য হয়, তাহা আমরা সকলেই জানি। তাহা ছাড়া সুবর্ণ ব্যবসায়ের জন্য 'রতি' বলিয়া এক-প্রকার ওজন-ব্যবস্থার প্রচলিত, এই ওজন-বিধির তারতম্য বিশেষ ব্যবসায়ী যাচাই অন্যান্য অন্য সোনেরেরই দোষণীয় হয় এবং এই কারণেই জনসাধারণ আইনের সাহায্যে এই ওজনের বিলোপ সাধন করিয়া গ্রেনের ওজন প্রবর্তনের পক্ষপাতী। ঔষধাদি সাধারণতঃ গাইত ও আউন্সে বেচাকেনা করা হয়। এই ব্যবসায়েও দুই প্রকার ওজনের প্রচলন আছে। এভয়ডুপয়ের আউন্স=৪৩৭·৫ গ্রেন এবং ট্রয় আউন্স=৪৮০ গ্রেন। সুবিধামত ব্যবসায়িগণ দুই ওজনেই বেচাকেনা করে।

ওজন-মাপাদির পর্যায়ের যে সকল 'স্কেল' বা Scale সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবসায়ের জন্য

উন্নতিশীল—

ফোন—কলি: ২৮৩৯
গ্রাম—সেভিংব্যাঙ্ক

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এলায়েড এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

৯, ডালহৌসি স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা।

মেয়াদে একাউন্টে বিভিন্ন হারে বিশ টাকা ডুপ্লিকেট ও সুবিধাজনক সর্তে বিশ ডিপোজিটের ব্যবস্থা আছে।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ জে. এল. সাহা

ব্যবহার করা হয়, সে সকল প্রায়ই বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে তৈরী নয়। চাষী-মহাজনে 'কাঠের বাটি' বা 'ভারি' ব্যবহার প্রায়শেষে দেখা যায়। সঠিক ওজন পাওয়ার জন্য আদর্শ ভারির (Ideal Scale) যে সকল আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তাহার সামান্যই এই সকল বাটিতে দেখা যায়। কারণ, সাধারণ দেশী মিস্ত্রীরা কাঁসের বাটি-পাল্লা তৈরী করিয়া হাট-বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে।

কেবল যে বাংলাদেশেই এ সকল অসুবিধা ও দুর্নীতি দেখা যায় তাহা নহে। ভারতবর্ষের যে-কোন প্রদেশ বাজীত, যেখানে প্রমাণ ওজন-মাপ প্রবর্তনকারী আইন নাই, সেখানেই উপরোক্ত অসুবিধা ও দুর্নীতি বিদ্যমান।

প্রমাণ ওজন ও মাপের প্রবর্তন করিবার দিক দিয়া বোম্বাই সরকার ভারতবর্ষে অগ্রণী। ১৯২৪ সনে নিয়োজিত একটী অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশে ১৯৩১ সালে বোম্বাই সরকার একটী আইন পাশ করেন। ১৯৩৯ সাল হইতে সমগ্র বোম্বাই ও সিন্ধুদেশে বিশেষ মূল্যবান্ধারের সহিত উক্ত আইন কার্যকরী হইয়াছে। বর্তমান লেখকের খুব ঘনিষ্ঠভাবে ঐ আইনের কার্যকারিতা দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। এই আইনের ফলে বোম্বাই প্রদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষভাবে সুবিধাজনক হইয়াছে এবং আইনটির খুব জনপ্রিয় হইয়াছে। পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের বিষয় ২১৪ বৎসর হইতে প্রমাণ ওজন ও মাপের আইন প্রচলিত হইয়াছে।

বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগ ১৯৩৯ সাল হইতে কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যাদির কেনা-বেচায় প্রমাণ ওজন-মাপের প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাহাদের সুপারিশে ব্যবস্থা পরিষদ Agriculsural Produce Marketing Act নামে যে আইন পাশ করিয়াছেন, তাহার ধারাগুলি কার্যে পরিণত করিতে হইলে আইনের সাহায্যে ওজন ও মাপের প্রবর্তনের প্রয়োজন করা একান্ত প্রয়োজন। ১৯২৮ সনে কৃষি কমিশন (Royal Commission on Agriculture in India) প্রমাণ ওজন-মাপ সম্বন্ধে কৃষকদের অসুবিধা ও সকল বাজারের উপর উহার অভিজ্ঞের প্রভাব বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রমাণ ওজন-মাপ প্রবর্তন করিয়া ক্রয়-বিক্রয় সুবিধাজনক করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। ১৯৩৫ সালে পাট তদন্ত কমিটীও অনুরূপ সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন।

বাংলাদেশেও বোম্বাই-এর অনুরূপ প্রমাণ ওজন ও মাপের একটী আইন একান্তই দরকার।

আমরা কৃষি মন্ত্রী ওজন ও মাপ তদন্ত কমিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে কেন্দ্রকে যথাসত্বর সময় তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়া প্রমাণ ওজন ও মাপ প্রবর্তন করিবার জন্য বাংলা সরকারকে বিশেষভাবে সুপারিশ করিতে।

যে-কোনো কারখানার মালিকদের আজ যে উৎপাদন সম্প্রসারণ সমস্যা দেখা দিয়েছে, ১৯৪৯ সালে যদি ঠিক সেই সমস্যারই সমাধান করতে হাতে তবে তারা হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইতেন যে এ একেবারেই অসম্ভব। প্রতিদিন যাদের নতুন কারখানায় কারখানায় যে-পরিমাণ মাল তৈরি হচ্ছে তা এক-এক কারখানার পাতাবিক উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণের চেয়ে ঢের বেশি। এত অল্প একটা কৃতিত্বকে সম্ভব করে তুলতে কারখানার দিন-রাত কম সাহায্য করেনি। পৃথিবীর সবচেয়ে চা-এর বিশেষ অভাব যাদের-তারা পানীয় বলে সমাদৃত। তাই আজ ভারতের পর পর কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের চা খেতে দেওয়া হচ্ছে। ফলে তারা নতুন উদ্যম আর অমর উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে পারছে এবং মূলের প্রয়োজনানুযায়ী বেশি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

চা খেয়ে
ক্লান্তি দূর করুন

বিভিন্ন চা সংস্থের এক কারখানার সেরা কর্মীর একটি দিনচর্যা

জাতীয় পরিকল্পনা ও ভূ-প্রকৃতি

[শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায়, এম-এস-সি]

আজ উইয়োপের মানচিত্র খোলা হচ্ছে প্রতি ঘরে নতুন করে। সুতরাং আমরা যে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে মানচিত্র দেখে ভূগোল পড়বো তারও উপায় নেই। কাল দেখলাম বিদেশীরা ভূল সৈন্যেরা অধিকার করেছে। আজ আবার দেখছি বিদেশীরা আফগানের হাতে। কারাকাস আর মানচিত্রে আটকাবে বলা যায়। এক এক সময় মনে হয়, ভূগোল ভূগোল পড়া ছেড়ে দিলেই হয়। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় তো আর হাড়িকাঠ থেকে ছাগলের মুক্তি দেবে না। তার সেই চিরাচরিত প্রশ্নের where, what and where are the following :—Zimmir, Missina··· ইত্যাদি। কাল পাস ছেলের সঙ্গে সঙ্গে যে হাজারের বিদ্যা ঝাড়াই করার প্রবাহে বদলে গেছে এমন ইচ্ছা তার নেই। সুতরাং 'হাজার হাজার মুক্ত হয় উইথড্রের প্রাণ যায়'। তাছাড়া ভূগোলের যা যা পড়ানো হয় তার মূল্য এবং কার্যোপযোগিতা কতটুকুই বা? কি ভাবে ভূগোল পড়তে হয়, ভূগোল বিষয়ের প্রকৃত রূপ কি, এবং সে বিষয়ে শিক্ষালয়ে ছেলের কি উন্নতি করা যেতে পারে, এ সব পাঠ্য তালিকার মধ্যেই পড়ে না। তোতা বিদ্যার আলোকেই ছেলের পরীক্ষা প্রতিফলিত হয়ে তার ফল যাচাই করে নেওয়া হয় না, ভূগোলের খেলাই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? তাই আজও দেশে যে অল্পগুলো প্রধান পাঠ্য আমাদের দেশে ঠিক সেই গুলোকে ঘাস দিয়ে ছেলেরা পড়ে। অথচ Convocation বক্তৃতায় শিক্ষাব্রতী ও রাষ্ট্রনেতার ভোটারদের দরদ বিষয়ের কথা বলতে কেউ কম যান না।

জাতীয় পরিকল্পনায় ভূগোলবিদ্যা আমাদের অনেকখানি সাহায্য করতে পারে। ভূবিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যা এবং অর্থনীতির ওপর পৃথিবীর অবস্থানকে নির্ভর করতে হয়। তাই অধ্যাপক এলাস্কুয়ার্থ বলেছেন, "ভূগোল আন্তর্জাতিক বিষয়ক ভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে; একটী হচ্ছে প্রাকৃতিক জ্ঞান দিয়ে, আর একটী ঐতিহাসিক জ্ঞান দিয়ে এবং আর একটী হোল বর্তমান অবস্থার জ্ঞান দিয়ে।"

জাতীয় পরিকল্পনা করতে হলে আমাদের আগতে হবে দেশের ভূ-প্রকৃতি সর্বপ্রথম; তার পর আসা দরকার দেশের খনিজ সম্পদ কতখানি এবং অর্থনীতি (অর্থাৎ production) বা কতটা; মাটি কি রকম এবং তার ভূগর্ভস্থ চাষবাস কি রকম। এই সব বিষয়ে সন্ধান দিতে পারেন ভৌমবিদ। তার পর দেশের শিল্পবাণিজ্য ও নগর যদি নতুন পরিকল্পনায় গড়তে হয়, সেখানেও চাই ভৌমবিদকে। তিনিই জানেন দেশে কবে কোথায় কি শিল্প বাণিজ্য ছিল। কোথায় কি ভাবে নগর গড়ে উঠেছিল। শিল্প, বাণিজ্য, গ্রাম ও নগরের ভূমে ভূমে ভৌমবিদের ঐতিহাসিক জ্ঞান লাভ করা যায় ভূগোলেরই সাহায্যে। সমদেশে দেশের বর্তমান ভৌমবিদ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলেও ভৌমবিদকে কাছেই ডেকে নিতে হবে।

এতদূর বেশ বোঝা গেল। আজ পর্যন্ত আধুনিক প্রণালীতে ভৌমবিদ অনুসন্ধান ভারতে খুব বেশী হয়েছে বলা চলে না। বাংলার কথাই ধরা যাক্। বাংলার মাটির তলেই হচ্ছে অবস্থিতি; তার সে উৎপাদিকা শক্তি আজ আর নেই। নদী কোথাও যাচ্ছে ভরিয়ে, কোথাও বা যাচ্ছে সব ভাসিয়ে নিয়ে। পোড়ো জমা গ্রাস করছে উর্বর ভূভাগকে। ফলে বহু লোক অর্ধভুক্ত অবস্থায় রোগমুক্তে কাল কাটাচ্ছে। অন্যান্য প্রদেশগুলোরও অন্য নানারকম সমস্যা! এই সব সমস্যার সমাধান যদি করতে হয় তাহলে সবচেয়ে আগে চাই প্রত্যেকটী প্রদেশের ভৌমবিদ অনুসন্ধান (Geographical Survey), যার থেকে আমরা জানতে পারবো প্রদেশগুলোর কৃষি ও ব্যবসায়িক জীবনে সম্ভাবনা কতটা আছে। তবে তো আমরা পরিকল্পনা করে কাজে এগুতে পারবো। ফ্রান্সের মতো দেশে যেখানে শতকরা মাত্র সাত জন কৃষি-জীবী সেখানেও ভূমি-সমস্যার অভিধিটি আজ আট নয় বছর ধরে ভৌমবিদ অনুসন্ধান করে যাচ্ছে। যার ফলে জানা যাবে সেখানকার অতীত ও বর্তমান অবস্থার একটা তুলনামূলক সমালোচনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে। আর আমাদের সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে সমস্যা আমীমাংসিত চাষী। অথচ এই সব কাজ বিশেষ কিছুই হয়নি। যদি তোত্ত কাজে কাজকে যেতে ছুটিতে তোত্ত না। যেখানে বিশের পাঁচভাগের একভাগ লোক বাস করে, সেই সমগ্র ভারতের দুর্ভিক্ষও বাংলারই হয়। সুতরাং আজকের 'Grow more food campaign' কে আমরা তোমার ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে!

কালি বিলাতী হইলেই সকল সময়ে উৎকৃষ্ট হয় না!

সুলেখা কালি

সর্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট বিদেশী ফাউনটেনপেন কালির সমকক্ষ

দেশী কালির তুলনায় সুলেখা কালির মূল্য সামান্য বেশী।

বিদেশী কালির তুলনায় সুলেখা কালির মূল্য অনেক কম।

এখন আপনি যে কোন স্থান হইতে বিনা খরচায় ডাকযোগে সুলেখা কালি পাইবেন:

মূল্য-তালিকার জন্য পোষ্টকার্ডে বিজ্ঞাপন লিখুন।

মৈত্র ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড

— ম্যা ন জে —

হেড অফিস—কলেজ স্কোয়ার, পো: হাজরিবাগ, কলিকাতা

সিটী অফিস—৩৯ সোয়ালো লেন, ডিমারহাজার, কলিকাতা

ভারতের কোন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী যুক্তরাষ্ট্রে সম্পূর্ণভাবে নিজের উপর নির্ভর করতে পারে। অবশ্যই এখানে এখনো বিশেষ অবস্থায় রাখা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ইন্সিওর কোটি লোকের নিজের করতে হয় এজন্যই তৃপ্তি সম্পাদের কথা। তার ওপর লক্ষ কোম্পানীর ব্যাপার তো আছেই। কারণ তাদের নিজেরই একটি ইন্সিওরেন্স। নিজের পূর্বাবস্থা ইন্সিওর তার হয়নি; তা সত্ত্বেও তার নিজের ব্যবস্থা তাকে নিজেদের করতে হয়। তাদের রক্ষা নেই। তার কারণ তার ভারতে বিদেশী শাসনের ফল—যাকে পুরতে হয় তাদের। ফল যা দাঁড়াবে কোন আলাই তার নেই। কিন্তু দাঁড়াবে কে? বর্তমান দেখা যেতে না এমনে!

ভারতের দোষগুলি দু ভাগে ভাগ করা যায়:—পুঁজি-ভারত ও শ্রমজীবি-ভারত অর্থাৎ ধনী ও গরীব। দেখা যেতে যে, শ্রমজীবি ভারতের চাহিদা দোষা কৃষির ওপর আসতে চায় যে, পুঁজি ভারতের চাহিদা সেই তুলনায় কম। যুক্তরাষ্ট্রে চাহিদা অনুযায়ী করে দেওয়া যায়, অন্ত চাহিদা এখনো করা যায় না, এমন আমির পরিমাণ পুঁজি-ভারতের বেশী। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, এক হিসাবের ছাড়া অন্য বাজারগুলিতে পুঁজি-পাত, উৎপাদ ও আমির চাহিদার খুব উৎসাহজনক নয়। হিসাবের বছরে প্রতিপাদ হয় ৫০ ইঞ্চি। কিন্তু অন্যান্য বাজারে হয় ১০ থেকে ৩০ ইঞ্চির মধ্যে। আর বাজেপুড়াবার তো কথাই নেই। কেননা এই অঞ্চলটি অত্যন্ত শীত ও বরফ হয়ে এবং অঞ্চলে অত্যন্ত বেশী আমির পরিমাণটি কিনে পড়া এই এই সব কিছুর অবস্থা পুঁজি-ভারতের অনেক কম। তবু পুঁজি ভারতে বীজ বপন করা হয় অনেকাংশে কম আসে। শ্রমজীবি বাজারগুলির আমি যে পুঁজি-ভারতের আমির চেয়ে বাড়বে, এর প্রধান হচ্ছে প্রথমোক্ত অঞ্চলগুলিতে বেশী হয় তোরাই এবং শেষোক্তগুলিতে বেশী হয় বাস বাস।

উত্তর-ভারতে এবং সিন্ধুদেশের অঞ্চলে অন্যান্য আমির তুলনায় আমির ক্ষেত্রে বাস পড়ে এরূপ বলা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামে আমির ক্ষেত্রের বাস অনেক কম এবং বিশেষ (পুঁজিপাত মাত্র ১০ ইঞ্চি) সব চেয়ে কম। বোম্বাই প্রদেশ, মাদ্রিজাজ,

বাঙ্গালোর ও মহীশূরে জমির ক্ষেত্রের হার সব চেয়ে বেশী। মাদ্রাজ, মহীশূর, মধ্য-প্রদেশ ও যোধপুরে মোট জমির মাত্র ২ ভাগ চাষ হয়ে থাকে। হিমাচলে আরো কম এবং উড়িষ্যায় কিছু বেশী।

আসাম থেকে বাংলা, বিহার ও যুক্ত-প্রদেশ হয়ে যত উত্তর-পশ্চিমে যাওয়া যায়, দেখা যায় যে, বৃষ্টিপাত কমলে কিন্তু জল-সেচনের ব্যবস্থা বাড়ছে। জল-সেচনের ব্যবস্থা সিন্ধু প্রদেশে খুব ব্যাপক—পাঞ্জাবের স্থান তার পরেই। ঠিক এই ভাবে আসাম থেকে যদি বাংলা, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের মধ্যে দিয়ে হিমাচলের দিকে যাওয়া যায়, দেখা যায় জল-সেচন ব্যবস্থার ক্রমবৃদ্ধি; অথচ এই সব অঞ্চলে বিশেষ করে হিমাচলে, প্রচুর বৃষ্টি হয়ে থাকে। তবু এখানে মোট জমির অর্দ্ধেক জল-সেচনের সাহায্যে চাষ হয়ে থাকে। সুতরাং আসামে বৃষ্টিপাত প্রচুর বলেই যে জল-সেচনের ব্যবস্থার দরকার নেই এমন কথা বলা চলে না। তাছাড়া জলাধিক্য নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাও এখানে অত্যন্ত প্রয়োজন, যার কথা এর পরে বলা হয়। এই সব ব্যবস্থার অভাবে দক্ষিণ-পাঞ্জাবের প্রদেশ অর্থাৎ বাংলার উত্তর-পাঞ্জাবের প্রদেশগুলোর চেয়ে অনাবৃষ্টি জমি অনেক বেশী—যার ফলে এসকলের অধিক জমির চাষ প্রায় নিম্নের সঙ্গে সমান অথচ নিম্নে জল হয় প্রচুরপরিমাণে! দুঃখের বিষয় কাশ্মীরেও অধিক ক্ষেত্রের হার এত কম নয়। আসামের অবস্থা বাংলার চেয়েও খারাপ। রাজপুতানা অঞ্চলেও অনাবৃষ্টি ভূমি পড়ে আছে প্রচুর। এই সব জায়গায় কেন চাষ করা হয় না, কেন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয় না, উপায় অবলম্বন করতে গেলে কি কি করতে হবে, এসব বুঝতে হলে অনুসন্ধান করা আগে দরকার।

আরো দেখা গেছে যে, চাষ করা যায় এমন প্রকারের জমির পরও আরো বহু জমি পড়ে আছে। এই ধরণের জমি আসামে সব চেয়ে বেশী এবং বোম্বাই প্রদেশে সব চেয়ে কম। পাঞ্জাবের অঞ্চলে এই ধরণের জমির পরিমাণ হচ্ছে মোট জমির প্রায় ½ ভাগ।

সব অঞ্চলেই চাষ করার অনুপযোগী অনেক বন্য জমি পড়ে আছে দেখা যায়। কিন্তু জমিগুলোর দূরত্ব ও উৎপাদন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অনুসন্ধান এখনো হোল না এই কথা মনে রেখে মনে পড়বে আমাদের সেচিয়েই কৃষির কথা। মাদ্রাজের অঞ্চলের এবং কুর্গ পার্বত্য অঞ্চলের মহকুমাগুলিতে কোন দিন চাষ হতে পারে এমনটা কেহ কোনদিন ভাবেনি। আজ সেখানে বেহাইন আদিবা সেচিয়েই সরকারের সাহায্যে জল সেচনের এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে, চাষের হাজার বিঘা জমিতে সফল ফলাচ্ছে। অথচ আজ সরকারের কাছে সেসব উপায় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। কিন্তু কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও মহীশূরে এই ধরণের পড়ো জমির আবিষ্কার লক্ষ্য করার বিষয়।

আর্দ্রাঞ্চল থেকে জঙ্গল কেটে শস্য ক্ষেত্র করার ব্যবস্থা চলে আসছে। কিন্তু জঙ্গলের প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। জঙ্গল থাকলে বৃষ্টি ভাল হয় এবং আবহাওয়ার জলীয় ভাগ থাকে। বিরীহাল জঙ্গল থাকলে ভূপৃষ্ঠ জল-প্রাপ্ত হতে পারে না। পাহাড়ে-ঢালায় বৃষ্টির জলে যাতে উর্বর জমির মাটি না ধুয়ে যেতে পারে তার জন্য জঙ্গল থাকা বিশেষ দরকার। জঙ্গল মাটিকে শক্ত করে। কাশ্মীরের উপত্যকা অঞ্চলে, বিহার ও দাক্ষিণাত্যে অঞ্চলে এখনো প্রচুর জঙ্গল আছে। হিমাচলের একচতুর্থাংশে এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজেরও ! অংশে জঙ্গল পরিপূর্ণ। গাছের জঙ্গলে এখনো সুন্দরবনের নামই উল্লেখযোগ্য।

বাংলা থেকে যত উত্তর-পশ্চিমে যাওয়া যায় গাছের জঙ্গলে অনেক চাষ আরেই ছেড়ে চলে অর্থাৎ লতাগুল্মের জঙ্গলই বেড়ে যত দূরে যাওয়া যায়, গাছের চাষ দেখা যায় কম বেশী। দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যভারতে গাছের স্থান অধিকার করেছে ঝোপঝাড় এবং ঝোপঝাড়ের জঙ্গল তৃণের পরিবর্তে দেখা। তার পর উল্লেখযোগ্য চাষ হচ্ছে তৃণের। পাট বাংলারই একমাত্র চাষ,—এর চাষ আসামে ও বাহিরে অঞ্চলে। তাছাড়া প্রত্যেক অঞ্চলের সঙ্গের উপযোগী, আবহাওয়া, ভূমি ও গঠন ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে মানচিত্র আঁকলে কৃষি-প্রধান ভারতের সমস্যা মোচনে ও সমাধানে অনেকখানি সুবিধা হতে পারে।

এবার লোকসংখ্যার হিসাব করলে দেখা যাবে যে, গাছের অঞ্চলেই বসতি খুব কম। এদের ভালভাবে খেতে পরে বেঁচে থাকবার কোন অসুবিধা নেই। নানা সমস্যা এদের ঘিরে আছে, অন্ন সমস্যার চিহ্ন খুব বেশী। উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চল বা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি থেকে বরঞ্চ আশ্চর্য্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে, লোক দেখা যাবে অনেক বেশী। কিন্তু গাছের অঞ্চলের লোকসংখ্যা সব জায়গার সমান নয়। তার মধ্যে কলিকাতা অঞ্চলে লোকসংখ্যা খুব বেশী—তার কারণ এখানে শিল্প ও বাণিজ্যের আধিক্য। আরো ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ঘন বসতি ও অল্প বসতি যেন পালা করে পরপর একটির পর আর একটি স্থান দখল করে আছে। তাই Vidal de la Blache বলেছিলেন, "Population does not spread like oil but spreads out in swims like bees."

মানচিত্রের সাহায্যে মোট জনসংখ্যা ও উপার্জনক্ষম লোকসংখ্যার তুলনা করলে, দেখা যায় যে, বাংলার গাছের অঞ্চলে, উত্তর

প্রতিপত্তিশালী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিচালিত
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৫নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

প্রধান বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রসমূহে শীঘ্রই শাখা-অফিস খোলা হইবে। স্থানীয় সওদা ও ব্যাঙ্কিং কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

এস, সি, বসু, বি-এল-সি, বি-টি.
সেক্রেটারী

এস, কে, চক্রবর্ত্তী
জেনারেল ম্যানেজার

যাবের অবলের ক্ষেত্রে উপার্জনক্ষম লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম—অবশ্য কলিকাতা ও তার উপকণ্ঠকে বাদ দিয়েই বলা হোল।

যে সব অঞ্চলে চাষ বেশী হচ্ছে, সেই সব জায়গায়ই লোকের বসতি বেশী। অন্য জায়গায় কেন এত অধিক সংখ্যক আসে, সেটা আমরা দেখতে পাবে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের দ্বারা। অনেক চাষের উন্নতির পরিকল্পনা করা যেতে পারে ও জনসংখ্যাকে মুক্তিসঙ্গত সামঞ্জস্যের সঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

এবার বাংলাদেশ সম্বন্ধে একটু পুঁটিয়ে বলতে চাই। কারণ বাংলার দুর্ভিক্ষই আজ সব চেয়ে বেশী; দ্বিতীয়তঃ আমি বাঙালী।

বাংলার সমস্যা অনেক। যেমন, প্রতি জেলার বাস সমস্যা, জল সরবরাহের সমস্যা, শিল্পবাণিজ্য ও কৃষি সমস্যা, নদী ও জল-নেমন সমস্যা, বন্যা, মহামারী, ম্যালেরিয়া ও কচুরীপানা সমস্যা। সমস্যাটি সমস্যাকে বুঝতে হলে বাংলার ভূবিন্যাস পারদর্শিতা চাই সবচেয়ে আগে।

১। বাংলার উচ্চ-ভূমি—

(ক) হিমালয় অঞ্চল—এর কাছাকাছি পর্যন্ত কিছু না কিছু চাষ হয়ে থাকে—যেমন চা। পশ্চিম দুয়ার থেকে জেলাই অঞ্চল পর্যন্ত হিমালয়ের নীচে কিছু উর্বর ভূমি আছে। এই অঞ্চলটিতে বেশ বৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলে বালুময় জমি আছে এক রকম; তা থেকে ফুলপাতের বাগান খুব উঠেছে। এর উত্তরের জমিতেও হয় চা। তিস্তা নদী এখানেই প্রবাহিত। তিস্তাকে কাজে লাগাতে পারলে বাংলার জলবিদ্যুৎ বাড়িয়ে তোলা যায়, বিদ্যুৎশক্তি খুব সস্তা এবং নিত্য হয় উচ্চ। কিন্তু সে চেষ্টার বিশেষ কোন লক্ষণ নেই।

(খ) চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল—অনেকগুলি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী ও উপত্যকা এই অঞ্চলে আছে—জঙ্গলও আছে প্রচুর। কয়েকটি উপত্যকায় কিছু কিছু চাষ হচ্ছে। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত অন্তে ১০০ ইঞ্চি। অঞ্চলটি শ্রীহট্টের প্রায়। এখানেও কর্ণফুলি নদীর জলকে শক্তি হিসাবে ব্যবহার করলে কাজে লাগানো যেতে পারে। এখানকার জমি আর চাষের খুব উপযুক্ত।

(গ) মাঢ় অঞ্চল—এটি হচ্ছে পশ্চিম-বঙ্গ। দেখতে অনেকটা মালভূমির মত। এই অঞ্চলে পলিমাটি আছে প্রচুর। ভাগীরথী ও দামোদরের মাঝামাঝি অঞ্চলে রেনাইট ও বেলেই পাথরের ছোট ছোট পাহাড় আছে। ছত্রাজপুরের পশ্চিমে রেনাইট পাহাড়ের মধ্যে দুটি উচ্চ প্রস্রবণ আছে। এই অঞ্চলের মাঠগুলি খুব ভাল অথচ মাঠগুলির ব্যবস্থা নেই—বসতিও কম। দামোদরের উত্তরে ওখাল ও শালবন। এখানে বৃষ্টি খুব কম অথচ জল নেমনের ব্যবস্থা নেই। নদীগুলোর মত। বড় বৃষ্টির সময়ে। সেই জলকে জমা করে রাখতে পারলে বা খাল কেটে নিয়ে যেতে পারলে (Inundation canal) জল নেমনের ব্যবস্থা হতে পারে।

২। বাংলার নিম্ন-ভূমি—

(ক) বাংলার অঞ্চল—এটি হচ্ছে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহানা অঞ্চল। পলিমাটি এই অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী। মাঝে মাঝে ছোটাও ছোটাও ছোট ছোট টিলার মত আছে। টিলাগুলোর গায়ে ধান ও আখাড়া ছাড়া আর কিছু হয় না। নীচের জমিগুলোতে শীতকালে ভাল ধান হতে পারে। পলিমাটিতে তুলার জঙ্গল হয়। কিন্তু বাংলাদেশের পশ্চিম অংশে বৃষ্টি সব সময় ভাল হয় না; জল-নেমনের ব্যবস্থাও নেই। সুতরাং অনাবৃষ্টি হলেই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সুন্দরও এদিকে বেশী নেই। নদীর জলও এর নীচে যে, সে জল তুলে ফেলে দেওয়া কঠিন। মধুমতীর ধারে বালুময় জমি। এ অঞ্চলেও এক আমাদের চাষ ছাড়া অন্য কোন রকম কৃষির উপায়ে জল-নেমনের ব্যবস্থা নেই। তামাকের জমি বেশ উর্বর। মাটীর ও বজরার জমি তৈরী হচ্ছে এঁটেল মাটী দিয়ে তৈরী। সুতরাং জল ছাড়া আর কিছু হবার উপায় নেই। তামাকের মাটীরের খাদ্য ভাল নয়—তাই লোকের বসতি এখানে কম।

(খ) ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অঞ্চল—ময়মনসিংহ, ঢাকা ও ত্রিপুরা নিয়ে এই অঞ্চল। ঢাকা থেকে জামালপুর পর্যন্ত জমি খুব উর্বর। অনেকগুলি ছোটখাট নদী এই অংশে বয়ে গিয়েছে। এর উত্তরের লাল জমিকে চাষের অনুপযুক্ত বলে ফেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু ভেবে করলে লাল নিয়ে চাষ করা যেতে পারে। তাছাড়া জলের তো রেটেই অভাব নেই। যমুনা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, অগণতী ইত্যাদি নদীগুলোতে সারা বছরই জল থাকে। এখানে যে কয়টি মৎস্যচাষের (Fishery) আছে সেগুলোর আরো অনেক উন্নতি করা যায়। আমলের গায়ে পাহাড়ের নদীর জল থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যায়।

পাটের এবং আখের পক্ষে এই অঞ্চল হচ্ছে আদর্শভূমি। বাংলার মোট পাটজমির ½ ভাগ ও আখের চাষের ½ ভাগ এইখানেই হয়েছে। ভেবে করলে আরো উন্নতি সম্ভব। ধান ও তৈলবীজও এ অঞ্চলে কম হয় না। বাংলার তিলের চাষের ½ ভাগ ও সরষের চাষের ½ ভাগ হয় এই অংশে। চালও হয় প্রায় ½ ভাগ। পদ্মার দক্ষিণদিকে বাংলার

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা :: স্থাপিত—১৯১৪ সন।

শাখাসমূহ

কলিকাতা, কাশীপুর, দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ, সিরাজগঞ্জ, ফটিক, জলপাইগুড়ী, বাজার (কুমিল্লা), বাজারী (বোম্বে), নরবাজার, হাইকোর্ট (অফিস), সাউথ কলিকাতা, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়িয়া, শিলাইদহ, বরিশাল, কাদকাটী, টাঙ্গাইল, পুরাণবাজার, বালিগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

এজেন্সী—ভারতের প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহে।
লণ্ডন এজেন্সী—আলেই হিল্টোর ব্যাঙ্ক লিঃ।
নিউইয়র্ক এজেন্সী—ন্যাশনাল ষ্ট্রীট কোং অব নিউইয়র্ক।

মূলধন

অনুমোদিত	১০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত	৩০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত শেয়ার মূলধন।	৩২,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ তহবিল	১৩,০০,০০০৲ টাকা

সভ্যাংশ— শতকরা—
অডিনারী শেয়ার ১২৸০ টাকা
প্রেফারেন্স ৸ টাকা

ব্যাঙ্কি ও বিদেশী হুণ্ডীর বিনিময় সাক্ষাৎ সর্বপ্রকার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, বসু, এম্ এ, বি (ক্যান্টাব)

সমুদ্রের উর্ধ্বে অবস্থিত। এই অঞ্চলে আবহাওয়ার গুণের দৌসুমীবায়ুর আধিপত্য খুব বেশী। বার্ষিক তাপমাত্রার তাপাংশ ৬৬°র নীচে নামে না। বৃষ্টিপাত হয় ৭৫ থেকে ৮৯ ইঞ্চি পর্য্যন্ত।

এই অঞ্চলে ফোল চাষ করার মত কিছু জমি আছে ৩৫৯৫ বর্গ মাইল পর্য্যন্ত। অবশ্য ফসলের এখানে আরো বাস্তবানেক সম্ভাবনা নেই, তবু পাট, তৈলবীজ ও আখ চাষ করে শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর রয়েছে এবং কারখানার ফসলের বদলে, নদীপ্রধান বিদ্যুৎশক্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারতো। কিন্তু সে চেষ্টা আজও দেখা যায়নি।

(খ) বাদ্‌লী অঞ্চল—এই অঞ্চলটি বাকেরগঞ্জ বরিশাল ও বাঘের পূর্ব্বে। এর ওপর দিয়ে বয়ে গেছে আড়িয়লখাঁ, তেলকী ও আরো অনেক নদী। নদীগুলোই আগে বরিশাল ও উত্তর-পাশের অঞ্চলগুলোর একমাত্র পরিবহণ ছিল। কিন্তু চর জমে জমে আজ আর নৌকা বা ষ্টীমার চলার উপায় নেই। একমাত্র বর্ষার কিছুদিন নৌকা চলে। জল-নিকাশের ব্যবস্থা না থাকায় প্রচুর জলা জমে আছে এবং প্রায়ই হয় বন্যা। ধান হয় বটে কিন্তু সে রকম প্রচুর পরিমাণে হয় না অন্য এখানে পলিমাটির অভাব নেই। সুন্দরী উৎপাদনের আশা যে শুধু জমি এলাকা বলে না অন্য কারণগুলোকে খুঁজে পাওয়া ফোল চেষ্টা নেই। আবহাওয়া আর জলবায়ুর বাস্তবানে 'আলাস্কার' মত একটি জায়গা আছে যেখানে ফোল উৎপাদনই হয় না। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা এখানেই সবচেয়ে আগে চের পাওয়া যায়।

(গ) খাল্‌লী অঞ্চল—এইটিই হচ্ছে বাংলার একমাত্র শিল্পাঞ্চল। বছরে ৫৭ থেকে ৬১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত হয় বটে কিন্তু জানুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে মোট ৪ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হয় না। নদীর ধারে এঁটেল মাটি এবং অন্য জায়গায় সাধারণ কাদামাটি বা বেলেমাটি দেখা যায়। খিল্‌লী অঞ্চলে লাঙল-ঈষের ফালি জমিতে উল্টে উল্টে দেশের মধ্যে ছিপে খালিমাটি তৈরী করছে, যে খালি-মাটির কথা আমরা পাই বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল-কুণ্ডলার গল্পে। সমুদ্রের প্রায় থেকে গ্রামগুলোকে বাঁচাবার জন্য বাঁধ তৈরী করা হয়েছে সমুদ্রের তীরে। বাঁধ ও পাট নেহাৎ মন্দ হয় না তবে জল-নিকাশের ভালো ব্যবস্থা থাকলে আরো অনেক বেশী উৎপাদন হতে পারতো।

(ঘ) দক্ষিণ-পাশের অঞ্চল—খুলনা ও ফরিদপুরের খানিকটা নিয়ে এই অঞ্চলে পড়ে। নদীগুলোর জল বাকে এবং তাদের গতি পরিবর্ত্তনশীল, এই পরিবর্ত্তনশীলতার ফলে হচ্ছে, নিত্য নতুন ভূমি গঠন করা (Land-building)। এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যা হচ্ছে পানীয় জলের অভাব। অধিকাংশে নদীর জল লোনা। জলাও আছে প্রচুর। এই সব জলায় জল বার করে দিয়ে চাষের জমি করা যেতে পারে। সমস্ত অঞ্চলটিই এত নীচু যে কলার জোরে লোকের বসতি ভাল ভাবে গড়ে উঠতে পারেনি।

(ঙ) পদ্মা-মেঘনা অঞ্চল (দক্ষিণ)—এই অঞ্চলে বৃষ্টি হয় বছরে ১১৪ ইঞ্চি। তাই নীচু ইলেও বাঁধের সুরক্ষা-ব্যবস্থা এখনো করা হয়নি—সুতরাং লোনা জল সহজেই ঢুকি পড়ে। বেষবার মোহনার কাছাকাছি দ্বীপ মাঝা তুলেছে পলিমাটির সাহায্যে—দ্বীপগুলো এখনো নাবাল; দ্বীপগুলোর সম্প্রতি বসবাস হচ্ছে।

(চ) সুন্দরবন অঞ্চল—খুলনা ও চব্বিশ-পরগণার দক্ষিণ অঞ্চল সুন্দরবনের এলাকা। বহু ছোট ছোট নদী, খাল এবং বিল আছে এখানে। এখানের ভাল পানীয় জল পাওয়া দুষ্কর। সুন্দরবনের জমি অত্যন্ত উর্ব্বর কিন্তু চাষের সুব্যবস্থা মোটেই হয়নি।

এই ফোল অতি সংক্ষেপে বাংলার জাত দুর্ভিক্ষ। দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়াকে সজ্ঞানে দরকার মত পরিবর্ত্তন করে নিয়ে জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করাতেই এক কথায় জাতীয় পরিকল্পনা বলতে পারে। দুর্ভোগ বা দুর্বিপাই আমাদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সব কিছু মেনে নিতে পারে। অর্থনীতিবিদ্‌রা যাতে ভুলে বিভোর না হয়ে, জাতীয় পরিকল্পনা করতে গিয়ে তাঁদের না যাতে বাস্তবক্ষেত্রের ওপর বিভোর করতে পারে এটা দেখাই হচ্ছে ভৌগোলিকের কাজ। কল্পনারাজ্যে বিভোর হয়ে তো আর জাতীয় পরিকল্পনা করা যায় না। অন্য দেশের সব কিছু ব্যবস্থাকে তুলে এনে এখানে জুড়ে বসিয়ে দিলেও ফল ফলবে না। আমাদের দেশের মাটীর সঙ্গে মানিয়ে পরিচয় তাই আগে চাই। ঠিক এইখানেই হচ্ছে দু-বিভায় অবদানিক প্রয়োগ।

গত ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ তারিখে তারতবর্ষে মোট ৭০টী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ছিল এবং তের অফিস, ব্রাঞ্চ অফিস, সাব অফিস, পে অফিস মিলিয়া মোট ১৪২০টী অফিসে এই সব ব্যাঙ্কের কাজকর্ম চলিয়াছিল। ১৯৪৩ সালের শেষ তারিখে তারতে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭৩ এবং সমস্ত ব্যাঙ্কের মোট অফিসের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৭২৫। এই সব হিসাব হইতে অবশ্যদেশের ব্যাঙ্কসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪২ সালের শেষে সমস্ত ব্যাঙ্কে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪১০ কোটি টাকা—১৯৪৩ সালের শেষে আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৭৮ কোটি টাকা।

সততা ও দক্ষতার সহিত সেবাই আমাদের মূলমন্ত্র

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি : ১৫০৯

আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাধিক টাকা
কার্য্যকরী মূলধন ১৪ ,, ,,

শাখাসমূহ
দক্ষিণ কলিকাতা, ঘোড়াই (মিলন চৌ), আটঘরবাড়ী, বাণিয়া, গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবেড়ী, মোহনগঞ্জ, ঢাকা ও কটক

স্বর্ণ, রৌপ্য ও গবর্ণমেণ্ট বিলের তাদিনে টাকা ধার দেওয়া হয়
আমানতের সুদের হার অধিবাসনক

চেয়ারম্যান—
শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী,
জমিদার, আটঘরবাড়ী।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
শ্রীগোবিন্দ চৌধুরী।

নূতন শিল্পে সুযোগ সম্ভাবনা

[শ্রীআশুতোষ দাস]

যুদ্ধের ফলে ভারতে ছোট বড় বহু নূতন শিল্পের সুযোগ দেখা দিয়াছে। যদিও সেই সুযোগের কোনরূপ ব্যাপক ও পূর্ণ সদ্ব্যবহার আজও হয় নাই, তবুও অনেকগুলি নূতন শিল্পের গড়ি ও সম্প্রসারণের সুবিধা এখনও এদেশে বর্ত্তমান আছে। ভারতের অনেকটা এদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে এইরূপ নূতন নূতন শিল্প সম্প্রসারণের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা বিপুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলা দেশে এরূপ উদ্যোগের কোনরূপ ভাব আলোও দেখা যাইতেছে না। অথচ বাঙ্গলা দেশে এমন অনেক কাঁচামাল আছে যাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কাজে লাগাইলে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় শিল্প এই প্রদেশে অনায়াসেই গড়িয়া উঠিতে পারে। উহার জন্য মূলধনও খুব বেশী দরকার নাই। বাঙ্গলা দেশে যে সকল প্রচুর ও অফুরন্ত শাকসব্জী, ফলমূল, বাঙ্গলার এবং বাঙ্গালীরা সচরাচর উহাদের তাজা পরিলক্ষিত হয়, তাহাই উহা লাভ হিসাবে এই সকল শিল্প তাজে লাগান যায়। উপযুক্ত মজুতদারি আইন করিতে পারিলেই অনেকগুলি নূতন শিল্প বাঙ্গলাদেশে স্থাপন করা চলে। এই প্রবন্ধে এইরূপ অনেকগুলি অতি প্রয়োজনীয় এবং লাভজনক শিল্পের বিষয় ও মোটামুটিভাবে শিল্পগুলি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। চারিটী বিভিন্ন শিল্প যথা—(১) খেলনার শিল্প, (২) চীনামাটির তৈজস শিল্প, (৩) ফলের শিল্প এবং (৪) শাকসব্জী সংরক্ষণ শিল্প—এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

খেলনার শিল্প

শাকসব্জী এবং বিভিন্ন শস্যের মধ্যে 'কার্বহাইড্রেট' নামক যেটী পাওয়া সম্ভব থাকে তাহা হইতেই চালাবলিক প্রক্রিয়ায় খেলনার উৎপন্ন করা যায়। ইহা হইতে যে সকল জিনিষ উৎপন্ন হয় তাহা কোন না কোন আকারে মানুষের ব্যবহারে ও খাদ্য হিসাবে প্রয়োজন হয়। গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবেও খেলনারের কোন কোন জিনিষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চালাবলিক শিল্পের একটী প্রধান অঙ্গ খেলনার। বস্ত্র-শিল্প, কাগজ-শিল্প, মুরোপ প্রস্তুত করণ, আঠা প্রস্তুত করণ, ঔষধাদি পরিষ্কৃত করা, মিঠাই করা ইত্যাদি করা এবং ঔষধপত্রাদি ও প্রসাধনের সামগ্রী প্রস্তুত করা ব্যাপারে খেলনার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতে খেলনারের বিশেষ চাহিদা সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমানে অনেকগুলি শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য এইরূপ খেলনারের চাহিদা খুবই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাইতেছে। যদিও ভারতে খেলনারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে এবং ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশন' (শিল্প কমিশন) ভারতে খেলনার উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকারী সাহায্য আবশ্যক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, তথাপি অদ্যাবধি ভারতে দুই একটীর বেশী খেলনার উৎপাদনের কারখানা গড়িয়া উঠে নাই। এইজন্য বিদেশ হইতে খেলনার আমদানী করিয়া ভারতের প্রয়োজন মিটাইতে হইতেছে। ভারতে কি পরিমাণ এবং কত টাকা মূল্যের খেলনার আমদানী হয় তাহার একটী হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বৎসর	খেলনার আমদানী (সংখ্যার হিসাবে)	টাকা
১৯৩৯-৪০	৬৮০,৫১১	৩,৩১৯,০০০৲
১৯৪০-৪১	৮৪১,৭৪৫	৩,৯৪৫,০০০৲
১৯৪১-৪২	৭৬৫,০৫২	৪,৮০৫,০০০৲
১৯৪২-৪৩	৭৯৮,৩১০	৭,০০৭,০০০৲

এই হিসাব হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, ভারতে বিদেশ হইতে খেলনার আমদানীও পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। কিন্তু উপযুক্ত মজুতদারি সদ্ব্যবহার যদি খেলনার উৎপাদনের চেষ্টা এদেশে করা হয়, তাহা হইলে শুধু যে ভারতের খেলনার সম্প্রসারণ ব্যাপারে আমদানী হইতে পারে তাহাই নহে; অধিকন্তু বিদেশেও খেলনার ও খেলনালাত দ্রব্যাদি চালান দিতে পারে। বাঙ্গলা দেশও খেলনার উৎপাদন ব্যাপারে অনায়াসেই একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিতে পারে।

খেলনারের কাঁচামাল—খেলনার প্রস্তুতে গোলআলু, চাউল, গম, ভুট্টা, মিঠে আলু, মটী, জলার প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমানে কৌতুলের বীথি হইতেও খেলনার উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। উহার মধ্যে গোলআলুর খেলনারের চাহিদা অনেক বেশী। মটী ও লাক্ষারস দ্বারা খেলনারেরও কতকটা চাহিদা রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য খেলনারের তুলনায় ভারতে এবং বাকিন যুক্তরাষ্ট্রে গমের খেলনারের চাহিদা অনেক অধিক।

আলুর খেলনার—আলুর খেলনার উৎপাদন করিতে আলু বিশেষভাবে তাজে লাগে। জার্মানীতে প্রধানতঃ আলুর খেলনারই বেশি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্রেণীভেদে আলুর খেলনার উৎপাদনের আনুপাতিক তারতম্য ঘটে। খেলনারের অংশ উহার

—BUY—

PERFECT & RELIABLE

POTTERY MACHINES

—MAKERS—

Kusum Engineering

Company, Limited.

Managing Agents :

H. P. BOSE & BROTHERS LIMITED.

Registered Office :

25, SWALLOW LANE, CALCUTTA.

Factory :—54, B. T. Road, Baighuria, Calcutta.

পরিমাণের মতোই দেখীয় ভাল লক্ষিত হবে। বড় বড় আলুর মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং ইহার ভিতরে জলীয় পদার্থটি বেশী থাকে। আলু হইতে সেদ্ধসার বাহির করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। এজন্যে আলুর উপরিভাগের মলমূত্র, ধূলা, বালি প্রভৃতি উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিতে হয়। তাহা না করিলে আলুর সেদ্ধসারের সাদা রং অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। আলুর উপরিভাগের মলমূত্রাদি নির্মূল করিবার জন্য এক একবার সমস্ত বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। পরিষ্কৃত আলুকে ইহার পরে ভাঙ্গিতে হয় এবং এজন্যে ইহাকে কিছু ক্ষণ রন্ধিতে হয় যে, ইহার কোঁড়াগুলি খুব নরম হয়। তাহা হইলে আলুর প্রত্যেক কণাটির কোষের মধ্যের সেদ্ধসারের সমস্ত অংশ অনায়াসেই বাহির হইয়া আসিতে পারে। এইরূপ সেদ্ধসার উৎপাদন করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক হইতে হয়। আলুর অন্তর্গত অম্লজান উপাদান হইতে সেদ্ধসার পৃথক করিয়া বাহির করিবার জন্য এমনই পদার্থের কল আবিষ্কার করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই আবশ্যক হয়। তাহার জন্য কিছু খুব খুব সেদ্ধসার কণা প্রস্তুত ও পরিষ্কৃত হইয়া পাত্রের তলদেশে যাইয়া জমা হয়। এই ভাবে খুব কম যে ওজন পদার্থ পৃথক হইয়া পড়ে তাহাকে ঠিক ধরে লাভ করা যায়। ইহার পরে সেদ্ধসারকে পরিশোধিত এবং বিশুদ্ধ করা হয়।

গমের সেদ্ধসার—গম হইতে সেদ্ধসার উৎপাদন করিবার দুইটি প্রকার উপায় আছে। প্রথম পন্থা অবলম্বনে গমকে জলে ভিজাইয়া নরম করিতে হয় এবং পরে গুঁড়ার আকারে গুঁড়া করিতে হয়। তারপরে ইহাকে জলের সঙ্গে মিশাইয়া পিষ্টে পরিণত করিতে হয়। ইহার পর এই পিষ্টকে এক বা দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঠিক অবস্থায় রাখিতে হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা আটা বা ময়দা হইতে সেদ্ধসার বাহির করা হয়। সমস্তের উপর ওজনের অনুপাতে সমস্তের ৫০ ভাগ জলে মিশাইয়া সেই তরলিত করিতে হয়। এই সেইকে যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সেদ্ধসার বাহির করা হইয়া থাকে। ইহার পরে উপযুক্ত সেদ্ধসারকে বিশুদ্ধ এবং শুষ্ক করা হয়।

চাউলের সেদ্ধসার—অন্যান্য শস্যের তুলনায় চাউলের মধ্যে সেদ্ধসারের ভাগ অনেক বেশী। কিন্তু চাউলের অন্তর্গত সেদ্ধসার বাহির করা অত্যন্ত দুরূহ। ইহা ছাড়া চাউলের অন্যান্য উপাদান হইতে সেদ্ধসারকে পৃথক করিয়া লইবার জন্য অনেক কঠিন ও জটিল প্রক্রিয়ার আবশ্যক হয়। এই জন্য চাউল হইতে সেদ্ধসার বাহির করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সম্প্রতি অবশ্য উপায়ে চাউল হইতে সেদ্ধসার বাহির করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। চাউল হইতে বিশুদ্ধ সেদ্ধসার বাহির করিয়া আনার জন্য প্রস্তুত করিতে হইলে অনেকগুলি পর্য্যায়ে তাহার প্রক্রিয়া সাধন করিতে হয়। যথা :—চাউলকে ভিজাইয়া রাখা, জলে গুঁড়াই করা, সেদ্ধসার জল বাহির করা, গুঁড়া করা, পিষ্টকে পরিণত করা এবং শুষ্ক করা।

চাউলের সেদ্ধসার বাহির করিবার প্রাথমিক বিধি ব্যবস্থা বিশেষ সতর্কতার সহিত সম্পাদন করিতে হয়। কেন চাউলকে গুঁড়া করিবার পূর্ব্বে তাহা হইতে কাঁকর, বালি; অবিকল রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহাকে তদ্রূপভাবে করিতে হইবে। এইরূপ 'ওয়েট মেথড' ব্যবস্থায়। চাউলের অন্তর্গত সেদ্ধসার তোলকে যে 'এলবুমিন' পদার্থ সমূহ করিয়া রাখে তাহা তাহাদের ঘনাইয়া রেখে এজন্যও চাউলকে খুব ভাল করিয়া ধুইয়া ইহাকে অতি সূক্ষ্ম কিরূপ পাত্রে রাখিয়া গরম জলে ভিজাইতে হয়। ইহার পর জল ফেলিয়া দিয়া চাউলের উপর আর কিছুক্ষণ দিতে হয়। ইহার পরে চাউল নরম হয় এবং গুঁড়া হইবার উপযুক্ত হয়। চাউল গুঁড়া করিতে হইলে গুঁড়াকে ভাজিতে হয়। এইরূপে চাউলের অন্তর্গত সেদ্ধসার কণিকাকে যে আটা সমূহ করিয়া রাখে তাহা পৃথক হইয়া যায়। চাউলের গুঁড়া জলের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহাতে সাদা দুধের মত চাউলের তরলসার পাওয়া যায়। অতএব ইহা হইতে সরাসরি সেদ্ধসার বাহির করা যায় না। ইহার সঙ্গে পূর্ব্বসার জল মিশাইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা খুব সূক্ষ্ম চলুনিতে ছাকিয়া সেদ্ধসার বাহির করা হয়। ইহার পরে এই সেদ্ধসারকে ১৬ হইতে ১৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রৌদ্রে শুকাইতে হয়। শুকাইবার পর সেদ্ধসারের উপর কতকটা পীতাভ বর্ণ

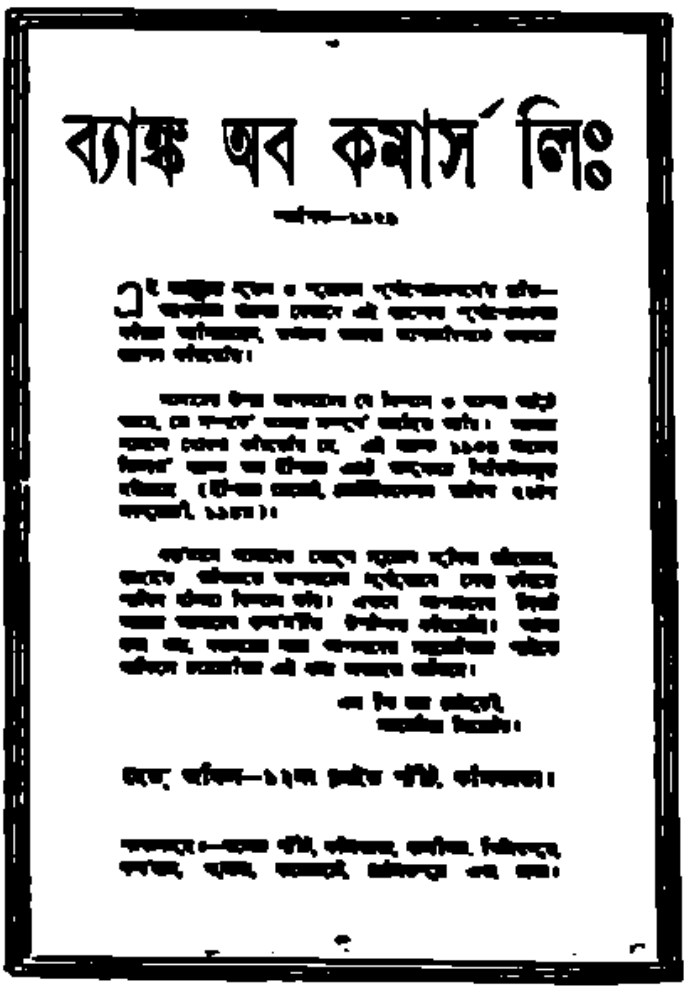
ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

দেখা যায়। ইহা দূর করিতে হইলে পুনরায় ইহাকে ফুটাইয়া যে খোসাগুলি ভাসিয়া উঠে তাহাকে তুলিয়া ফেলিতে হয়।

ফুটাইয়া খোসাছাড়ান—ফুটাইয়া লইলে খোসাগুলি কতকটা 'জেলির' ন্যায় নরম হইয়া যায়। এই জন্য ফুটাইয়া লইলে যে সকল খোসাগুলি সহজে বাহির করা যাইতে পারে তাহাকে 'ফ্রি' অথবা 'মেকানিক্যালি এসিড' বলা হয়। ফুটাইয়া খোসাগুলি বাহির করিতে হয়। 'মেকানিক্যালি এসিড' প্রয়োগে যে খোসাগুলি উৎপন্ন হয় তাহার ন্যায় অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। ইহার সহযোগে উৎপন্ন খোসাগুলি সিদ্ধান্ত প্রস্তুতি পুনরায় বিশ্বাস প্রস্তুত করিতে সর্বদা ব্যবহার হয়। তাহা সাধারণ খোসাগুলি সহজেই দোষ করিবার জন্য প্রয়োজন হয়। ফুটাইতে পাশাপাশি অবস্থা খোসাগুলি ইহার উপরিভাগে ভূপাকারে এবং ফুটাইতে উপরোক্ত খোসাগুলি ব্যবস্থা করা হয়, পরে ইহাকে অল্প বিশ্বাসে বিভিন্ন হইতে প্রথমিক পর্যায় 'ফ্রেমেন্টেশন' অবস্থার সময় ৭০ ডিগ্রি হইতে ১০০ ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তাপ দিতে হয়। এইভাবে ফুটা বন্ধ হইলে পরে তাহাকে জলে পিষিয়া গুঁড়া করিতে হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা ফুটাইয়া অবস্থাভেদে তৈলাক্ত ভাগ পৃথক হইয়া পড়ে এবং 'এসেন্সিয়াল' ও 'ফ্যাটাইন'-এর ভাগ উপরে ভাসিয়া উঠে। ইহার পরে ফলের শক্তির উপরে নির্ভাইতে হয় ও নিম্নে পরিষ্কার করিতে হয়। ইহা প্রস্তুতির ধাঁচিকা সুবিধার গুঁড়া করিতে হয়। পরিষ্কার 'ফ্যাটাইন' জাতীয় পদার্থ ইহার পরে ছেলা করিয়া তুলাইয়া অবশ্যই পরিষ্কার ব্যবহারে ব্যবহার করা যায়। অপরিশোধিত খোসাগুলি হইতে ইহার পরে দূরের জন্য তুলাসাহায্যে শক্তির করিয়া নিতে হয়। অপরিষ্কার খোসাগুলিকে দূরীকরণ পরিষ্কার করে দূরীকরণ একটী পাত্রে রাখিতে হয়। অবশ্যই বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা খোসাগুলিকে শোধন করিয়া তুলাইতে হয়।

শক্তির খোসাগুলি—শক্তির মূল এবং মূলের উপরস্থ ডাঁটা হইতে এক্সপ্রেস গুঁড়া পাওয়া যায়। তাহাকে বাসি বা রক্ষা করে। আধুনিক প্রণালীতে শক্তির মূলকে উপযুক্তরূপে গুঁড়া করিয়া তলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া দূরীকরণ হয়। অবশ্যই উহাকে একটী তাপের পাত্রে রাখিতে হয়। এই তাপের পাত্রের উপরে ছিদ্রযুক্ত লোহার পরদা থাকে। তাহার উপর জল ঢালিয়া দিতে হয়, ইহাকে শক্তির ভিজাইয়া যে খোসাগুলি জলে থাকে তাহা চলুনির ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া পড়ে। শক্তির খোসাগুলি যে জলে খোসাগুলি বাহির হইয়া সেখানে অবশ্যই থাকে, তাহা অধিক সাবধানে ব্যবহার হয়। পাত্রের তলার খোসাগুলিকে আলিয়া রাখা হয়। খোসাগুলির সহজে যে জল থাকে তাহা একটী জল দ্বারা বাহির করিয়া ফেলা হয়। ইহার পরে খোসাগুলি আহরণ জল ঢালিয়া সাধারণভাবে অধিকার পর পাতলা খোসাগুলি ব্যবহারযুক্ত চলুনির মধ্য দিয়া ছাঁকিতে হয়। পরে ইহা পরিষ্কার করিয়া তুলাইতে হয়। খোসাগুলি বাহির হইবার পর শক্তির পরিষ্কার যে গুঁড়া থাকে, তাহার সহজে 'এসিলিয়' অবস্থা একটু বা একটে কিছু তাহির সহিত মিলাইয়া আলি তৈয়ার করা হয়। ইহা লোশি খোসার জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে।

তেঁতুল বীচির খোসাগুলি—তেঁতুল বীচি নরম জলে দুই একদিন ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ইহাকে তেঁতুলবীচির পরিষ্কারের খোসা বলেও বলা হয়। তখন তেঁতুলবীচি ভালিয়া ভিজিলে লাল খাঁস বাহির করিয়া লইতে হয়। এই অবস্থায় লাল খাঁসকে ভালিয়া গুঁড়া করিতে হয় এবং ঠাণ্ডা জলপূর্ণ পাত্রে রাখিতে হয়। তাহা হইলে পৃথক খোসাগুলি জলাধারের তলদেশে আসিয়া জমাট বাঁধে। এইভাবে যে পিচ্ছিল জল তাহার ভিজরে

India's Strength In Indian Enterprise

For Economy & Quality service you will do well to specify

'JEDY' Products:

JEDY TAPE the best Black Adhesive Tape

(Tested from Govt. Test House)

Flexible Micanite Sheet, Cloth & Paper, Hard Moulding Micanite, Heat Resisting Pressed Micanite Sheet, Mica Tube, Mica Tape, Rubber Solution, Sticking Plaster, etc., etc.

MANUFACTURERS

COMMERCIAL BUREAU

(Registered Contractors to the Department of Supply, Government of India)

28, STRAND ROAD, CALCUTTA.

Phone : CAL. 3027. Gram : BLAKTAPE

'সেলুলস্' আবরণ উপাদান সঞ্চিত থাকে। সূতা তৈরী এই জন্যই শিশু হাঁসিয়া সূতাকে ফুলিতে হয়। তাহা হইলে আঁশ সূতা হোসা-সমেতনা ঐ কাপড়ের ভিতর দিয়া পরিষ্কার দীঘে জলা হয়। তখন উহাকে শুকাইতে হয়।

হোসারের নানুবালা—আন্তর্জাতিক উপায়ে যে নানুবালা পাওয়া যায় তাহা সাধারণতঃ তালুক জাতীয় এককোষ গাছ হইতে উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে এইরূপ গাছ অল্প পরিমাণে দেখা যায়। মুসাম্মা, বাজ্জ, মোর্শিও, সেনিসিয়ন, বালাকা, মিউসিসি প্রভৃতি স্থানে এই জাতীয় বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কিন্তু এইপ্রকার নানুবালার গাছ হইতে যে নানুবালা পাওয়া যায় তাহা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এইজন্য বৈজ্ঞানিকেরা আসুর হোসারা হইতে কৃত্রিম উপায়ে নানুবালা প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। আসুর হোসার হইতে এইরূপ কৃত্রিম নানুবালা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহাই ভারতীয় নানুবালা বলিয়া আখ্যা লাভ করিয়াছে। আসুর হোসারকে সাধারণতঃ এককোষে জলে ভিজান হয় যে তাহা হইতে ছোট ছোট দানা প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু একটা দানার সঙ্গে আর একটা দানা মিশিয়া যায় না। এইরূপ দানা বাহির করিতে হইলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত বাসনের উপর জলসিঞ্চিত আসুর হোসারাকে চাপ দিতে হয়। তাহা হইলে ঐ হোসারার ভিতরের আঠালযুক্ত দানা বাহির হইয়া আসে। ইহার পর ইহাকে একটী ঘূর্ণায়মান ড্রামের মধ্যে রাখিয়া আহাকে শুকাইতে হয়। বাহাতে নানুবালাগুলি একটা আর একটার সহিত লাগিয়া না যায় তজ্জন্য ইহার মধ্যে কতকটা গুঁড়া হোসারা দিতে হয়। ইহার পরে ইহাকে উত্তাপের উপর রাখিয়া ধরম করিতে হয়। দানাগুলি ইহাতে কঠিন হয়। পরে একটী যন্ত্রে ফেলিয়া ইহাকে মসৃণ করিতে হয়।

বিভিন্ন শিল্পকার্য্যে হোসারার ব্যবহারিতা। জলের সঙ্গে হোসারা মিশাইয়া শিল্পকার্য্যে ইহার নানারূপ ব্যবহারিক প্রয়োগ করা হয়। কাপড় ছাপা এবং পালাবন্ধ প্রভৃতিকে শক্ত করার ব্যাপারে হোসারার প্রয়োজন হয়। আঠা হিসাবে কাপড় জোড়া দিতে, নক্সী বাঁধিতে এবং কাপড়ের উপর নানা রঙের ছাপ দিয়া তাহাকে দৃঢ়ভাবে আই-কাইতে হইলে হোসারার প্রয়োজন। কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য হোসারার মোট লাগে। ইহা ছাড়া, হোসারা হইতে সূতা এবং রাবার-দ্রব্যাদিও প্রস্তুত হয়। হোসারা হইতে 'ভেজাই-ট' নামক এককোষীয় আঠা পাওয়া যায়। ইহা হোসারা এবং গুকোসের মাঝামাঝি একটী জিনিষ। এককোষীয় হোসারা হইতে এককোষীয় পর্যবসায়ীয় পদার্থ উৎপন্ন করিতে পারা যায়। ইহার ডিমির আশ হইতে গুঁড়া অথবা তরল গুকোস প্রস্তুত হয়। ইহা করিবার জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়। হোসারা হইতে এসাংসের জন্য পাউডার, পেষক, আইসক্রিম পাউডার প্রভৃতিও প্রস্তুত করা যায়।

হোসারা উৎপাদনের যাঁরা ভাল হিসাবে গম, ভুট্টা এবং জনারের বিশেষ চাষ বাঙ্গলা দেশে হয় না। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই পশ্চিমবঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গে ইহার প্রচুর চাষ হইতে পারে। সুতরাং যদি বাঙ্গলা দেশে কয়েকটী হোসারা শিল্প গড়িয়া উঠে তাহা হইলে এই প্রদেশে ইহার কাঁচামালের অভাব হইবে না।

চীনাবাদাম তৈলশিল্প

বর্ত্তমানে চীনাবাদাম নানারূপ শিল্প-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক মানিনীতেই দেশের চীনাবাদামের চাষ হইয়া থাকে। বালুকা মেলেবাটি অথবা মেলেমেরোসযুক্ত মাটিতে সার দিয়া চীনা বাদামের চাষ করা যায়। চীনাবাদামের চাষের জন্য উত্তমভূমি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু যে সময় চীনাবাদামের চাষ হয় তখন যে সকল স্থানে ২৬ ইঞ্চির বেশী বারিপাত হয় না সেই সকল স্থানেই ইহার চাষের পক্ষে প্রশস্ত।

পৃথিবীর মোট চীনাবাদাম উৎপন্নের অর্দ্ধেক হয় ভারতবর্ষে। ইহার পরেই চীনা, পশ্চিম আফ্রিকা, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওলন্দাজ পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং নাইজেরিয়ার স্থান। ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতের কয়েকটী প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যের চীনাবাদামের চাষের জমির আয়তন এবং ইহার উৎপন্নের পরিমাণের একটী হিসাব দেওয়া হইল :—

১৯৪২-৪২ সাল

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	জমির আয়তন (একর হিসাবে)	মোট উৎপাদন (টন হিসাবে)
মাদ্রাজ	৩,৫৩১,০০০	১,৫৩৩,০০০
বোম্বাই প্রদেশ	১,৩০৯,০০০	৯৪৫,০০০
অন্যান্য প্রদেশ ও		
দেশীয় রাজ্য	২৫৯,০০০	১৯,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৮৩৩,০০০	৫৯,০০০
উড়িষ্যা	১৮,০০০	৭,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৮৯,০০০	২৭,০০০
হায়দ্রাবাদ	১,৪৯৩,০০০	৯১৯,০০০
মহীশূর	২৯৩,০০০	৫০,০০০
পাঞ্জাব	৪৩,০০০	৮,০০০

চীনাবাদামের বহির্ত্বকের খোসা ইহার শতকরা ২১ ভাগ হইতে ৩৬ ভাগ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া থাকে। খোসাগুলিকে আগুনে পোড়াইয়া একরূপ ভস্মরাশি প্রস্তুত করা হয়। ইহার দ্বারা বিভিন্ন রাসায়নিক জিনিষপত্রাদি পরিষ্কার করা যায়। চীনা-বাদামের শাঁসের ভিতরে ৭'২৮ ভাগ জলীয় অংশ, ২'২৭ ভাগ ভস্ম, ২'৩৮ ভাগ আঁশ, ৩৫'২৬ ভাগ প্রোটিন, ৪৬'১৭ ভাগ তৈলের অংশ ও ১০'৩৪ ভাগ কার্ব্বোহাইড্রেট রহিয়াছে।

উপরের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় চীনা-বাদামের শাঁসের ভিতরে প্রোটিন এবং তৈল ও তৈলজাতীয় পদার্থ খুব বেশী পরিমাণে রহিয়াছে। মানুষের পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে ইহার প্রয়োজন। ভারতবর্ষে তাজা চীনা-বাদাম বিশেষভাবে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইয়োরোপ ও আমেরিকাবাসীরা চীনা-বাদামের শাঁসের সহিত মিষ্টি মিশাইয়া ইহাকে চিনাদিল অথবা চোকোলেটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। আমেরিকায় চীনাবাদাম হইতে উৎপন্ন মাখন বিশেষভাবে আদৃত হয়। ইহা ছাড়া গবেষণা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, চীনাবাদাম হইতে বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন রকম জিনিষ উৎপাদন করা যায়। চীনা-বাদামের তৈল জমির সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এককোষীয় চীনাবাদামের ভস্মও সারস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত
বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিঃ
রেজিঃ অফিস—৬ ও ৭নং ক্লাইভ ঘাট, কলিকাতা
মিহি লবণ, কলকট, বাই-প্রডাক্ট,
বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

চীনাবাদামের তৈলের ব্যবহার—তৈল উৎপাদন করিবার জন্যই চীনাবাদামের বেশী চাষ করা হয়। চীনাবাদাম শাঁসের প্রায় শতকরা ৪১ হইতে ৫১ ভাগ অংশে তৈল থাকে। পূর্বে চীনাবাদামের খোসা না ছাড়াইয়া তৈল বাহির করিবার জন্য পেষণ করা হইত। ইহাতে তৈলের একটা নিম্নশ্রেণী রঙ্গ-প্রলেপ সহিত তরিয়া যাইত। কিন্তু বর্তমানে খোসা-সহ খোসা ছাড়ান চীনাবাদামকেই অল্প ভাঙ্গিয়া তৈল বাহির করিবার জন্য পেষণ করা হয়। ভারতে বাদাম যাহাই অধিকাংশ চীনা-বাদাম তৈল বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ইহার জন্য তৈলের শতকরা ১৪ হইতে ১০ ভাগ পর্যন্ত তৈলের ভিতরে থাকিয়া যায়। চীনাবাদামের তৈল অন্যান্য তৈল অপেক্ষা শীঘ্র বর্ণহীন হয়। তাই লবণজলে ইহাকে পরিশোধিত এবং লাল করা হয়। বোম্বাই এবং মাদ্রাজের অনেক স্থানে চীনাবাদামের তৈল খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

চীনাবাদাম তৈল এবং অলিভ (জলপাই) তৈলের মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য আছে। চীনা-বাদাম তৈল রঙ্গন-কার্যে, ঔষধপত্র প্রস্তুত করিতে এবং টীনে সংরক্ষণাদি করিবার প্রয়োজন হয়। জলপাইয়ের তৈলে অনেক সময় চীনাবাদাম তৈল মিশানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চীনাবাদামের সঙ্গে কতকটা জল মিশাইয়া বিভিন্ন প্রকার ঘানাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া দ্বারা 'মার্গারিন' (উদ্ভিজ্জ মাখন) প্রস্তুত করা হইতেছে। ভারতবর্ষেও বি-এর অনুকল্প হিসাবে চীনাবাদাম তৈলকে ব্যবহার করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

বিভিন্ন শিল্পকার্যের মধ্যে প্রথমতঃ সাবান প্রস্তুত করিতে চীনাবাদাম তৈলকে কাজে লাগান হয়। তুলোর কাপড় কালিবার দেশীয় ভাপ সাবান চীনাবাদামের তৈল হইতে উৎপন্ন করা হয়। ভারতে চীনাবাদাম তৈল হইতে অলিভ এসিড প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহা ওজন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয়। চীনাবাদাম তৈল হইতে বর্তমানে কয়েক প্রকারের ঘানাতাত্ত্বিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি ঘানাতাত্ত্বিক পদার্থকে বর্ণাক্তি, বার্নিশ, লোকা মিশানক এবং অন্যান্য প্রকার আবহন প্রস্তুত করিবার উপযুক্তরূপ হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। বিশুদ্ধ চীনাবাদাম তৈল বেড়ির তৈলের সঙ্গে মিশাইয়া ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশকে পরিষ্কার ও মসৃণ করিতে ব্যবহার করা হইতেছে। খনিজ তৈলের পরিবর্তে এরোপ্লেনের চীনা-বাদাম তৈল ইঞ্জিন চালনা করিতে ও ঘালানী তৈল হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

কেরোসিন তৈলের অনুকল্প—বর্তমান যুদ্ধের জন্য কেরোসিন তৈলের হিসাব অভাব দেখা দিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা অবেষণাগারে দেখা গিয়াছে যে, চীনাবাদাম তৈলের সঙ্গে অল্প দুই-একটী উদ্ভিজ্জ তৈল মিশাইলে উহা 'ডীজ' জাতিকের লইবে এবং খনির মধ্যে যে 'সেফটী ল্যাম্প' ব্যবহৃত হয় তাহার তৈল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ইহার আলো কেরোসিন তৈলের আলো অপেক্ষা কোন-রকমেই নিকৃষ্টতর নহে। চীনাবাদাম তৈল ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত বিভিন্নকার্যেও লাগান যায় :—(১) জালানি তৈল, (২) চর্বি ছাড়ান, (৩) বার্নিশ, (৪) সাবলফোনেটেড তৈল।

অন্যান্য তৈলবীজের তৈলের তুলনায় চীনাবাদামের তৈলে প্রোটিনের মাত্রা অনেক বেশী। গবাদি পশু এবং শূকরের খাদ্য হিসাবে চীনাবাদামের তৈল বিশেষ উপযোগী। ইহা ছাড়া চীনাবাদামের তৈলের সঙ্গে কোন কোন খাদ্যশস্য মিশাইয়া ভাল বিস্কুট তৈরী করা যায়। চীনাবাদামের প্রোটিন হইতে এক প্রকার ফিব্রিন (আঠা) পাওয়া যায়। ছাপাইবার প্রস্তুত কাজে ইহার প্রয়োজন হয়। পশমের বস্ত্র

TECHNO TRADERS
LIMITED
3, MANGOE LANE, CALCUTTA.
For Everything Electrical and Machinery :
MOTORS, SWITCHES, ALTERNATORS,
SWITCH-GEARS, BULBS, WIRES,
CABLES Etc.
AVAILABLE FROM STOCK.
Head Office :
P-311, Southern Avenue
Phone : South 2081.
Gram : ASARDAS.
A. Das,
Managing Director.

এক প্রকার তৃষ্ণিন পদার্থযুক্ত বিভিন্নরূপ চীনা-বাদামের তেলোক্ত হইতে উৎপাদিত হয়। চীনাবাদামের তৈল হইতে তেলোক্ত বাহির করিয়া লইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে এক প্রকার মার্কিন তৈয়ার করা যায়।

ভারতবর্ষে যাবতীয় প্রদেশেই চীনা-বাদামের খেতী চলা হইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশে ইহার চাষের জমির পরিমাণ অবশ্য অধিক। অন্যান্য খাদ্যশস্য ও ডালের এবং তরিতরকারির মত চীনাবাদামের চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু মোট তরিতে বাঙ্গলা দেশে ব্যাপকভাবে চীনা-বাদামের চাষ প্রবর্তন করা যায়। চীনাবাদাম চাষের সবচেয় সুবিধাজনক হেমন্তের-মাঝামাঝি সময়। বাঙ্গলা দেশের অনেকগুলি জিলায়—বিশেষতঃ বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া জিলার কতকাংশে এবং উত্তর-বঙ্গের দুই একটি জিলায় চীনাবাদামের চাষ ভালভাবে প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে। ইহার মাটিও চীনাবাদাম চাষের উপযোগী। বাঙ্গলা দেশে চীনা-বাদামকে বিভিন্ন শিল্পকার্যে লাগাইবার জন্য অন্ততঃপক্ষে ১ লক্ষ একর জমিতে চীনা-বাদামের চাষ হওয়া দরকার।

রঙ্গন শিল্প

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতে রঙ্গন দ্রব্যের বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে। বিদেশ হইতে রঙ্গন দ্রব্য এদেশে আসা বন্ধ হইয়া যাওয়ার জন্য ইহা ঘটিয়াছে। রঙ্গন দ্রব্যের একটা বিশিষ্টরূপ শ্রেণীর জমিতে ব্যবহার হয়। কিছুদিন হইল ভারতকে রঙ্গন দ্রব্য উৎপাদন ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের অধীন বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (Council of Scientific and Industrial Research)-এর তরফ হইতে একটী পঞ্চবর্ষব্যাপী পরি-কল্পনা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে রঙ্গন দ্রব্যের যে অভাব দেখা দিয়াছে, তাহা পূরণ করিবার জন্য এই পরিকল্পনার বাস্তব কার্যা-কারিতা সুদূরপরাহত। বাঙ্গলা দেশের বন-জঙ্গলে এমন অনেক গাছপালা এখনও আছে, যাহা হইতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমরা রঙ্গন দ্রব্য করিবার বিধি প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপ অনেকগুলি গাছপালা হইতে কি ভাবে উৎকৃষ্ট রঙ্গন দ্রব্য তৈয়ার করা যায় তাহার বিষয়ে এখানে সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি দেওয়া হইল।

বাবলা গাছ—এই গাছটী বাঙ্গলার বহু স্থানে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সময় সময় ইহা আপনাআপনি হয়। ইহার ছাল, পাতা এবং বীজের খোসা হইতে বিশেষ মূল্যবান রঙ্গন দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। বাবলা গাছের ছাল লম্বা করিয়া কাটিয়া এবং পাতা ও বীজের ছাল গুঁড়া করিয়া একত্রে মিশাইয়া অল্প লিম্ব করিলে যে রঙ নির্যাস বাহির হয়, তাহা তুলা এবং রেশমের রঞ্জাদি রঞ্জনে লাগে। বাবলা গাছ হইতে কালো, বাদামী এবং খাকী বর্ণের রঙ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে লাক্ষা মিশাইলে তাহার দ্বারা রেশমে ইহার রং-এর প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে।

খদির গাছ—এই বৃক্ষটী বাঙ্গলার উত্তরাঞ্চলে পার্বত্য দেশে বিস্তর পাওয়া যায়। দার্জিলিং এবং সিকিমে ইহা খুব বেশী জন্মে। খদির গাছের কাঠের ছোবলানো এবং বীজের খোসার ছোবলানো একত্র করিয়া গরম জলে লিম্ব করিয়া রং উৎপন্ন করা হয়। খদিরের সঙ্গে 'ষ্ট্যানিক এসিড'-এর প্রভৃতি-বেশী থাকায় ইহা রঙ্গন দ্রব্য উৎপাদন ব্যাপারে একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। সবুজ রঙ্গন দ্রব্যের সহিত মিশাইলে পর্যায়-ক্রমে ঘোরালী, খাকী বাদামী এবং লোহিত বাদামী রং উৎপন্ন করে।

অর্জুন—হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে এবং বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানেও এই গাছটী প্রচুর জন্মে। ইহার মূল হইতে সাধারণতঃ হলদে পদার্থ প্রস্তুত করা হয়। এই রঙ্গন দ্রব্যটীর বর্ণ লাল এবং পীত হয়। অর্জুনের মূলকে গরম জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় এবং পরে ইহাকে আগুনের উপর রাখিয়া লিম্ব করিলে যে নির্যাস বাহির হয়, তাহাই রঙ্গন দ্রব্য। অর্জুনের বীচি গরম জলে লিম্ব করিয়াও রং উৎপন্ন করা যায়। সাধারণতঃ ইহার রঙকে বাদামী রং বলে।

লোধ গাছ—এই শ্রেণীর বৃক্ষ বাঙ্গলা দেশের পর্বতের সানুদেশে, সমতল ক্ষেত্রে এবং আসামে খুব বেশী দেখা যায়। এই গাছের বল্কল ও পাতা জলের সঙ্গে মিশাইয়া প্রায় ৮ ঘণ্টা সময় পর্যন্ত লিম্ব করিতে হয়। ইহার রং পীত বর্ণের। কিন্তু বাদামী আভাযুক্ত পীত বর্ণ করিতে হইলে ইহার সহিত 'আইয়োডোসেট অব পটাশ' রাসায়নিক উপায়ে মিশ্রিত করিতে হয়।

মঞ্জিষ্ঠা—ইহা এক প্রকার লতা। ইহা হইতে একটী প্রকার শ্রেষ্ঠ রঙ্গন দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। বর্তমানে তৃষ্ণিন 'এলিজারিন' রং ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে। দার্জিলিং, সিকিম, খাসিয়া এবং নাগা পর্বতে এই লতাটী প্রচুর পাওয়া যায়। মঞ্জিষ্ঠার মূলের বহির্ভাগে ইহার রঞ্জন দ্রব্যের উপাদান সঞ্চিত থাকে। ইহা হইতে সাধারণতঃ রক্তবর্ণ, লাল, নীল লোহিত, লাল বাদামী, পীত এবং লাল কমলালেবু বর্ণের রং পাওয়া যায়। ফোসি-ফাই, এলুমিনিয়ম, ক্রোম, তামা এবং টিন প্রভৃতি বাতব লেবণের সঙ্গে মঞ্জিষ্ঠার রং মিশাইয়া উপযোগী বিভিন্ন প্রকার রঞ্জন দ্রব্য উৎপন্ন করা যায়। মঞ্জিষ্ঠার মূল গুঁড়া করিয়া জলে মিশাইয়া আগুনের উপর প্রায় তিনঘণ্টা কাল ফুটাইতে হয়। ইহা ছাড়া মঞ্জিষ্ঠার মূল হইতে রং বাহির হইয়া আসে।

কুসুম ফুল—পূর্ববঙ্গে এই ফুল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ঢাকার কুসুম ফুল বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার গাছে কাঁটা আছে। কুসুম ফুল গাছের কল হইতে রং প্রস্তুত করিতে হয়। কুসুম ফুল হইতে সাধারণতঃ গাঢ় লাল রং পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া পীত রং-এর উপাদানও ইহার ভিতরে আছে। কুসুম ফুল হইতে লাল রং বাহির করিতে হইলে ইহার কুসুমাভরণ পীত রং-এর উপাদানকে কার সংযোগে বিদূরিত করিতে হয়। ইহার সঙ্গে লোহা জলও মিশান যায়। তাহা হলে ফুল-গুলি মাখিয়া রং বাহির করিতে হয়। গরম জলে মাখিলে ইহার রং-এর উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়া যায়।

পলাশ ও শিমুল—এই গাছ বাঙ্গলা দেশের সকল স্থানেই পাওয়া যায়। ইহার ফুল হইতে লাল রং প্রস্তুত করিতে পারা যায়। এই গাছের ফুল শুকাইয়া কমলা লেবুর রং-এর মত পীত রং প্রস্তুত করা যায়। ইহার ফুল এবং ফুলকে গরম জলে লিম্ব করিতে হয়। ইহার পর জলকে ঠাণ্ডা করিতে হয়। এই জলের সঙ্গে আম, কিটকারী, ফুল, আল-কাতরা অথবা সাজিমাটী মিশাইলে ইহার রং-এর গাঢ়তা বৃদ্ধি পায়।

মহুয়া—ইহার চাষ বাঙ্গলার সর্বত্র হইয়া থাকে। মহুয়া হইতে যে রং বাহির করা হয় তাহার বর্ণ সাধারণতঃ উজ্জ্বল পীত। 'ক্রোম' ধাতুর রং-এর সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। ইহাকে গরম জলে লিম্ব করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রং বাহির হইয়া আসে। এই রং-এর সহিত ফিটকারী অথবা 'এলিউমিনিয়ম এসিড' মিশানো হয়। ইহাতে বর্ণের উজ্জ্বলতা বেশী বাড়ে। সাধারণতঃ ৬০০ সি উত্তাপমান পর্যন্ত গরম জলে লিম্ব করিতে হয়। সাজিমাটীর সঙ্গে মহুয়ার রং মিশাইয়া

পত্রে লেবুর রস মিশাইলে বাসন্তী রং উৎপন্ন করা যায়।

আমলকী বা এমাস্থ—ইহা একপ্রকার মনোরম ফল। ইহার ফুল দানা। বাঙ্গলা দেশে ইহার চাষ হয়। ইহার বীচি এবং খেজুর কোমলাংশে হইতে যে উৎপন্ন করা যায়। বীচি পরম জলে সিদ্ধ করিয়া ক্ষার-বর্জিত করিতে হয়। এমাস্থুল বীচি এবং খেজুর কোমলাংশে সিদ্ধ করিয়া পিষ্টকে পরিণত করিতে হয়। ইহা মেরিটে কতকটা লাক্ষা অথবা গীলের মত। ইহার সঙ্গে লেবুর রস এবং আয়োডিন মিশাইলে গাঢ় বাদামী রং উৎপন্ন করা যায়। আমলকীর বীচি এবং খেজুর কোমলাংশের সহিত সোডাজল মিশাইয়া জলে ফুটাইতে হয়। বর্তমানে রেশমী বস্ত্র এবং চোকোলেটে রং করিতে এমাস্থুল রঞ্জন দ্রব্যের ব্যবহার হইয়া থাকে।

লাক্ষা—এক শ্রেণীর পোকা গাছের রস হইতে নির্য্যাস বাহির করিয়া লাক্ষার উপাদান সৃষ্টি করে। পলাশ এবং কুলগাছে এই পোকা ছাড়িয়া দিলে পোকাগুলি ঐ গাছের মুকুল এবং ডালের উপর এক প্রকার আঠা উৎপন্ন করে, তাহা হইতে লাক্ষা উৎপাদিত হয়। যে সমস্ত লাক্ষার রং খুব গাঢ় লাল, তাহা হইতে সাধারণতঃ রং বাহির করা হয়। আজকাল 'এলিজারিন' নামক রঞ্জন পদার্থে লাক্ষা রং-এর অনুকরণ রিসাবে ব্যবহার হইতেছে।

খুঁত গাছ—বাঙ্গলাদেশের সকল স্থানেই খুঁত গাছ জন্মান যায়। মুর্শিদাবাদ জিলায় ইহার বেশীর ভাগ চাষ হয়। ইহা একটী ছোট আকারের গাছ। ইহা জন্মিবার ৪ বৎসরের মধ্যেই রং উৎপন্ন করিবার উপযুক্ত হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা খুঁতগাছের মূলকে রঞ্জন দ্রব্যে পরিণত করা যায়। ইহার রং লাল। 'এলিজারিন' রং ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

হরিতকী ও বহেরা—ইহা হরিতকী জাতীয় গাছের ফল। এই ফল হইতে কালো এবং খাকী রং প্রস্তুত করা যায়। ইহার ফলের ফলের সহিত 'ফেরাস সালফেট' মিশাইয়া যায় কালো রং উৎপন্ন করা যায়। হরিতকী এবং বহেরাকে ভাঙ্গিয়া ইহার ভিতরের আঁটিগুলিকে যায় ফিকে হয়। খোসাকে গুঁড়া করিয়া পরম জলে সিদ্ধকরিলে কালো অথবা খাকী রং পাওয়া যায়।

রক্তচন্দন—এই বৃক্ষ বাঙ্গলাদেশে পাওয়া যায়। ইহার কাঠের বর্ণ সাধারণতঃ হিঁকে লাল। কাঠগুলি খুব সরু করিয়া ইহা হইতে রং বাহির করা হইয়া থাকে। কাঠকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া গুঁড়া করিতে হয়। এই গুঁড়াকে কিছু দিন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। যে পর্য্যন্ত গুঁড়া হইতে সমস্ত রঞ্জন পদার্থ নিষ্কাশিত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাকে পরম জলে সিদ্ধ করিতে হয়। ইহার পরে যে রং উৎপন্ন হয়, তাহার আভা লাল-বাদামী।

শাকসব্জী সংরক্ষণ-শিল্প

আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র শাকসব্জী রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শুকাইয়া টিনে সংরক্ষণ করিবার শিল্প অনুষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে ডিহাইড্রেশন বলে। বর্তমান যুদ্ধের সময় শাকসব্জী এইভাবে সংরক্ষণ করিয়া বিভিন্ন রণাঙ্গনে সৈন্যদের প্রয়োজন মিটাইতে প্রেরিত হইতেছে। ভারতবর্ষেও এই শিল্পটী গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি একটী সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার খাদ্যদ্রব্যাদি শুকাইয়া সংরক্ষণ করিবার জন্য কয়েকটী আধুনিক কারখানা স্থাপন করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পুনার হইতে একটী 'ডিহাইড্রেশন মিশন' ভারতে এই শিল্পের সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে

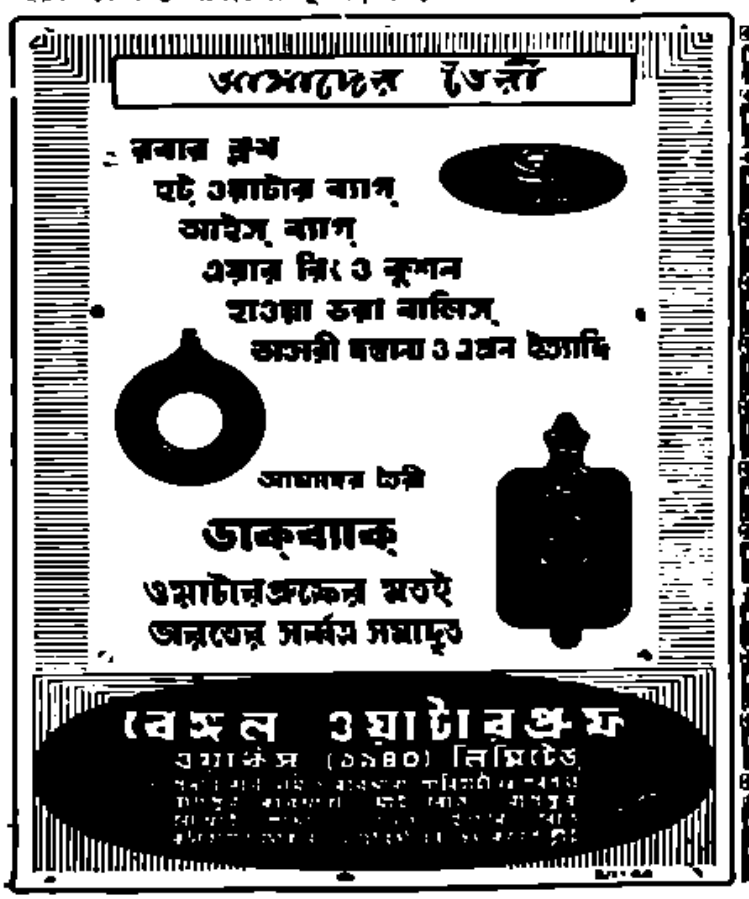

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল
এ্যাসুরেন্স কোং লিঃ

স্থাপিত—১৯১০

হেড অফিস ঃ বোম্বাই

১৯৪৩ সালের নূতন বীমার পরিমাণ
১ (এক) কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

কলিকাতা আফিস ঃ—
১২, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

আনিয়াছিল। ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং অন্যান্য বিভাগ সংযুক্তে এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

শাকসব্জী শুকাইয়া সংরক্ষণ করিতে হইলে উহার বিভিন্নভাগ জলীয় অংশ এমনভাবে নিষ্কাশন করিতে হয়, যাহাতে সেই শাকসব্জীর মধ্যে অল্প কোনরূপ পীলাণু, পচনি অথবা ঘুণ ধরা ছাড়ার মত কোন কিছু সঞ্চারিত হইতে না পারে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃত্রিম উপায়ে তাপ এবং বায়ু সঞ্চালন ও টানা করিয়া শাকসব্জীর ওজন এবং আয়তনকে এমনভাবে কমান যায় যে, তাহা টিন প্রভৃতির উপযুক্তরূপে সংরক্ষণ করিয়া অনায়াসে চালান দেওয়া সম্ভব হয়। টিনে এইরূপে সংরক্ষিত শাকসব্জী অনেক দিন তাজা থাকে। ফল সাধারণতঃ রোদে শুকানো যায়। কিন্তু শাকসব্জী রোদে শুকাইলে তাহা শক্ত, বেঁবিতে বিশ্রী এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়। পক্ষান্তরে শাকসব্জীকে কৃত্রিম প্রক্রিয়া দ্বারা সংরক্ষণ করা খুবই সহজসাধ্য। শাকসব্জীকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। উহার মধ্যে মিষ্টে আলু, কচুর ডাঁটা, টমেটো, বাঁধাকপি, পালং ও বীটকে অনায়াসেই শুকাইয়া সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া কতগুলি শাকসব্জী আছে যাহাকে সাধারণ প্রণালীতে টিনে সংরক্ষণ করা যায় না। উহার মধ্যে গোল আলু, পেঁয়াজ, গাজর, শালগম, পালং শাক প্রভৃতি পড়ে। শাকসব্জী শুকাইয়া সংরক্ষণ করিলে উহার রাসায়নিক উপাদানের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। শুধু উহার জলীয় অংশ উবিয়া যায়।

আলু, গাজর, শালগম প্রভৃতি মূলযুক্ত সব্জী এবং টমেটো শুকাইয়া সংরক্ষিত করিবার পূর্বে উহাদিগকে আধুনিক দুর্গন্ধনাশক যৌগকরণ দ্রব্যে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ইষ্টক-নির্মিত জলাধারে উহাদিগকে ভিজাইয়া রাখা হয়। এই সকল জলাধারের উপর তারের একটি আবরণ দিতে হয়। এই সকল সব্জী জলে ভিজাইবার পর উহার খোসা ছাড়াইতে হয়। আলু প্রভৃতি মূলযুক্ত সব্জীর খোসা ছাড়াইতে সরল যন্ত্র ব্যবহার করা যায়। কিন্তু অনেক সময় হাত দিয়া খোসা প্রভৃতি ছাড়ান অপরিহার্য হইয়া পড়ে। 'খোসা-ছাড়ানো' কলের যন্ত্রে ৪০ মণেরও বেশী পরিমাণ আলু ১ মিনিটে ছাড়ান যায়। ইহাতে এই সকল সব্জীর শতকরা ৩৬ ভাগ বাহির হইয়া যায়। পেঁয়াজের খোসা সাধারণতঃ হাত দিয়া ছাড়ান হলে, জলের মধ্যে উহার খোসা ছাড়াইতে দেওয়া হইয়া যায় এবং বাহিরের খোসা ভালভাবে ছাড়ান যায় না। বীট, মিষ্টে আলু প্রভৃতি প্রথমতঃ গরম জলে সিদ্ধ করিয়া উহাদের বহিরাবরণ হাত দ্বারা ছাড়াইতে হয়। এজন্যই গাজর এবং মিষ্টে আলুর খোসা জলের সহিত উহার শতকরা ১০ ভাগ তরল সোডা মিশাইয়া সিদ্ধ করিলে সুফল পাওয়া যায়। টমেটোর খোসাও উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা ছাড়ান যায়। কিন্তু উহা না করিয়া প্রায়ই টমেটোকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটা হয়। বাঁধা কপির বাহিরগুলি কাটিয়া ফেলা হয় এবং বাহিরের পাতাগুলি ছাড়ান হয়।

অনেক শাকসব্জীর বর্ণ এবং স্বাদ শুকাইলে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু শুকাইবার পূর্বে উহাকে গরম জলে কতকটা সিদ্ধ করিলে আর তাহা হয় না; কিন্তু টমেটো, লঙ্কা অথবা পেঁয়াজ গরম জলে সিদ্ধ করিলে উহার স্বাদ-সুধার বিশেষ কোনরূপ উন্নতি হয় না। বাঁধা কপি 'সোডিয়াম কার্বনেট'-এর লঘিষ্ঠ মিশ্রিত দুই গরম জলে সিদ্ধ করিলে ভাল হয়। 'বাইকার্বনেট' দ্বারা শাকসব্জীর স্বাভাবিক বর্ণ রক্ষিত হয় এবং শুকানোও সহজ হয়।

শাকসব্জী শুকাইবার জন্য সাধারণতঃ দুই প্রকার যন্ত্র আছে, এক প্রকার যন্ত্রকে 'ব্যাচ টাইপ' বলে; উহার তলদেশ ছিদ্রযুক্ত এবং ওজনে ১২ মণ এবং উচ্চতায় ৯ ফুট। যন্ত্রের যে প্রকোষ্ঠে শাকসব্জী শুকাইবার জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হয় তাহা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে যথাক্রমে ১০ ফুট। উহার দুই পার্শ্বে ২ ফুট অন্তর দুইটী দুয়ার আছে। এইরূপ যন্ত্রে যে কোন শ্রেণীর শাকসব্জী অনায়াসে শুকান যাইতে পারে। উহার সঙ্গে একখানা পাখা সংযুক্ত থাকে। এই পাখা শাকসব্জী শুকাইবার জন্য যে বায়ু-প্রবাহের প্রয়োজন হয় তাহা প্রতি মিনিটে ২ হাজার ঘনফুট হারে প্রেরণ করিতে পারে। যন্ত্রের ভাপকেশে যে নল বসান থাকে তাহার ছিদ্র দিয়া এই বায়ু বাহির হয়। উহার পর আরও কয়েকটী পর্য্যায়ে শাকসব্জীকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শুকাইতে হয়।

শাকসব্জী শুকাইবার আরও একপ্রকার যন্ত্র আছে। তাহাকে 'টানেল টাইপ' বলা হয়। এইরূপ যন্ত্রের প্রকোষ্ঠ খুব আঁটা-আঁটিভাবে নির্ম্মাণ করিতে হয়। উহার প্রত্যেক কোণের দেওয়ালে হাওয়া আটকাইবার জন্য ফালপথ থাকে। উহার নির্ম্মাণে আলানী কাঠ, তৈল অথবা কয়লা দ্বারা গরম করিতে হয়। এই যন্ত্রের প্রকোষ্ঠের মধ্যে শাকসব্জী সাজাইয়া একটার উপর একটা রাখিতে হয়। উহার মধ্যে যে ফাঁকা জায়গা থাকে তাহার পথ দিয়া গরম হাওয়া বহিয়া যাইতে পারে। এই যন্ত্রকে সকল

সময়ই গরম করিয়া রাখিতে হয়। তাহা হইলে অল্প খরচে অধিক পরিমাণ শাকসব্জী শুকানো যায়।

অল্পের শাকসব্জীর ভিতরকার জলীয়াংশ অতি সহজেই উড়িয়া যায়। শাকসব্জী বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শুকাইতে হইলে প্রথমতঃ ১৮০ ডিগ্রি হইতে ১৮৫ ডিগ্রি 'ফ্যারেনহাইট' এবং পরিশেষে ১৪০ ডিগ্রি হইতে ১৪৫ ডিগ্রি পরিমাণ তাপ বিশেষ প্রয়োজন। দেশীয় তাপ শাকসব্জীই ৬ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে সংরক্ষণের উপযোগী করিয়া শুকাইতে পারা যায়। আলু শুকাইতে প্রায় ৮ ঘণ্টা সময় লাগে।

শাকসব্জী টিনে সংরক্ষণ করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে, শুকানো শাকসব্জীতে যেন উহার স্বাভাবিক জলীয় ভাগের শতকরা ৬ ভাগের বেশী না থাকে। ইহাতে বেশী জলীয় অংশ থাকিলে শাকসব্জীর বর্ণ এবং স্বাদ উভয়ই নষ্ট হইবে।

আলু সংরক্ষণ—আলু সংরক্ষণ করিতে হইলে ইহাকে ভাল করিয়া ধুইতে হয়, বেশী বিলম্ব করিতে হয়, যন্ত্র দ্বারা অথবা হাতে লম্বালম্বি সরিষা খোসা ছাড়াইতে হয়। ইহাকে $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি পরিমাণে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিতে হয়। তারপর ইহাকে ২ হইতে ৫ মিনিটকাল পর্য্যন্ত ১৮০ ডিগ্রি হইতে ২১২ ডিগ্রি 'ফ্যারেনহাইট' তাপমান যন্ত্রের মাত্রায় গরম করিতে হয়। পরে ইহাকে ঠাণ্ডা জলে ডিজাইতে হয়। গরম জলে ডিজানো আলু যখন যন্ত্রে শুকানো হয় তখন যদি ইহাতে তাওয়ার জলীয় অংশ কম থাকে তাহা হইলে ইহা শক্ত হইয়া যায় এবং যদি ১৫০ ডিগ্রি 'ফ্যারেনহাইট'-এর বেশী মাত্রা তাপ পায় তাহা হইলে ইহার বর্ণ লাল-কালচে যুক্ত হইয়া যায়। আলু যদি ঠিকমত শুকানো এবং রন্ধন করা হয় তাহা হইলে ইহার রং সাদা অথবা অত্যন্ত হাল্কা পীত হইবে।

মিঠে আলু সংরক্ষণ করিতে হইলে উহাদের ধুইয়া একটী লোহার পাত্রে রাখিতে হয়। ইহার পর ৯ হইতে ১২ মিনিট পর্য্যন্ত ২৪০ ডিগ্রি 'ফ্যারেনহাইট' তাপমাত্রায় ইহাকে গরম করিলে ইহার ছাল ঢিলা ও নরম হইয়া যায়। পরে হাত দিয়া ছাল ছাড়াইতে হয়। খোসা ছাড়ানো মিঠে আলু বিভিন্ন উপায়ে শুকানো যায়। ইহাকে লম্বালম্বিভাবে অথবা পরিমাণে অথবা ইহার আকারের এক-চতুর্থাংশ হিসাবে কাটা হয়। পরে ইহাকে সিদ্ধ, সেঁকা অথবা ভাজিতে হয়। ইহা সোজা আলুর মত নয়। অতএব ইহাকে ১৭৫ ডিগ্রি 'ফ্যারেনহাইট' তাপমাত্রায় উষ্ণ করা যায়।

পেঁয়াজ—পেঁয়াজ সংরক্ষণ করিতে হইলে উহার খোসা ছাড়াইয়া ছাড়াইতে হয়। পরে উহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করিতে হয়। তাহা না হইলে পেঁয়াজের মোটা খণ্ডগুলি শক্ত হইয়া যায় এবং উহার রং কালো হয়। ঠাণ্ডা জলে উহার সরঞ্জাম ৫ ভাগ লবণ মিশাইয়া ৩ মিনিট হইতে ৫ মিনিট পর্য্যন্ত ভিজিতে হয়। তাহা হইলে উহা শুকাইবার সময় অথবা টিনে সংরক্ষণ করিবার পর উহার রং কালো হইবে না। পেঁয়াজ শুকাইবার সময় ১৪০ ডিগ্রি 'ফ্যারেনহাইট' তাপমান যন্ত্রের মাত্রার বেশী গরম করা উচিত নয়। শুকনো পেঁয়াজ গুঁড়া করিয়া মসলার জন্য করা যায় এবং উহাকে ঝোল, ঝাড়ন প্রভৃতি খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবহার করা যায়।

বাঁধা কপি—ইয়োরোপে ব্যাপকভাবে বাঁধা কপি শুকাইবার ব্যবস্থা আছে। এই জন্য বাঁধা কপির বাহিরের ডালিগুলি ছাড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার পরে ভিতরের পাতাগুলিকে খুলে খুলে করিয়া কাটিতে হয়। পরে ইহাকে ২ মিনিট কাল পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিতে হয়। জলের শতকরা ১ ভাগ পরিমাণ 'সোডা কার্ব্বনেট' মিশ্রিত করা উচিত। ইহাতে কপির রং ভাল থাকে। শুকাইবার সময় ইহাকে ১৪৫ ডিগ্রি 'ফ্যারেনহাইট' তাপের বেশী দেওয়া উচিত নয়। বাঁধা কপি যে পর্য্যন্ত ভঙ্গুর না হয় সে পর্য্যন্ত শুষ্ক করা উচিত। হাওয়া লাগিলে কপি কালো বর্ণ ধারণ করে এবং ইহার স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়। ফুলকপি শুকনো অবস্থায় বেশ ভাল থাকে। ফুলকপিকে রান্নাদি রন্ধন করিবার উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার মাথাগুলি ছোট ছোট খণ্ড করিয়া শুকানো হয়। এইগুলিকে গরম জলে ৩ হইতে ৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখা উচিত। শুকনো করিবার সময় উহাকে ১৪০ ডিগ্রি 'ফ্যারেনহাইট' মাত্রার বেশী উত্তাপ দেওয়া উচিত নয়।

কড়াই শুঁটী—কড়াইশুঁটী সংরক্ষণ করিতে হইলে উহা অবশ্যই শুকানোর ব্যবস্থা করা উচিত। খোসা ছাড়ানো শুঁটীগুলি উহার ভিতরের বেজসমেত উপাদানগুলি শক্ত হইয়া যায় এবং শুকাইবার সময় উহা গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যায়। শুঁটীগুলি খোসা হইতে ছাড়াইবার পর ১০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত গরম জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। উহার শুকাইবার উত্তাপের মাত্রা 'ফ্যারেনহাইট' তাপমান যন্ত্রের ১৪৫ ডিগ্রির অধিক না হওয়া উচিত। বেশী উত্তাপ পাইলে শুঁটীগুলি বাদামী রং ধারণ করে এবং উহার স্বাদ নষ্ট হয়।

শাকসব্জী শুকাইয়া সংরক্ষণ করিবার শিল্প প্রতিষ্ঠানে আজকে দুই একটী কথা লিখিতে হইতেছে। এই নূতন শিল্পটীর মধ্যেই সম্ভাবনা বাঙ্গলাদেশে রহিয়াছে।

যে কয়টী নূতন শিল্পের সুযোগ-সম্ভাবনার কথা আলোচনা করা হইয়াছে তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গড়িয়া তুলিতে হইলে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নূতন নূতন অন্বেষণা চালান একান্ত বিধেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগার এবং সরকারী ও বে-সরকারী যে সকল শিল্প-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাঁহারা যদি এ বিষয় অবহিত হন তাহা হইলে এই সকল শিল্প বাঙ্গলা দেশে প্রসার লাভ করিতে পারে। বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিকাশের উদ্যম হইতে এই সকল বিষয়ে অন্বেষণা চালান উচিত এবং বিভিন্ন দিকে কি কি সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা আবিষ্কার করার জন্য বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গলাদেশের শিক্ষিত যুবক এবং শিল্পপতিগণের এই সকল নূতন শিল্পের বিষয় চিন্তা করার সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে।

স্থাপিত—১৯৩৮　　ফোন : ক্যাল্ ৪৭৩১ ও ৪২৭৫

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড্ অফিস : ২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিষ্ঠা
রাপতা
গুপ্তমোপাধ্যায়

আমাদের সমস্ত শাখা ও কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য

শাখা সমূহ— আমহার্ষ্ট, বেলঘরিয়া, ভাদুয়াড়, জগদীশপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী, রাইগঞ্জ, রাঁচী, শিউড়ী, শ্রীরামপুর, ঢাকা, বরিশাল, বৈদ্যনাথ, নিউমার্কেট, উত্তরপাড়া, পুরিয়া, জগদীশপুর (পুরিয়া)।

ব্যাঙ্কিং কার্য্যে অতুলনীয় সুবিধা এখানে পাইবেন

ডিরেক্টর-ইন্‌চার্জ : মিঃ জগদীশচন্দ্র মুখার্জ্জি

টেলিগ্রাম : ব্যাঙ্ক অফ্ এন্ড্ মুখার্জ্জি কলিকাতা, সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং ও পাবলিক এক্সচেঞ্জের, হুগলী।

যুদ্ধ ও ভারতীয় ব্যাঙ্ক

[শ্রীঅনীলনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বি. কম্ ; সি. এ. আই. আই. বি]

সম্প্রতি যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা লইয়া দেশের মধ্যে নানা প্রকার আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধের সুযোগ লইয়া দেশের অর্থ যে সমস্ত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে যুদ্ধের পর বাজারে সেগুলির বিক্রয় সামর্থ্য না হয় তাহা সেই সমস্ত বাজারে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্বিপ্রবাহ ভারতে নিয়ন্ত্রণ প্রসার লাভিক হয় ইহার জন্য দেশীয় শিল্পপতিগণ ইতিমধ্যেই নানা প্রকার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। কিন্তু ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিকে এ পর্যন্ত প্রয়োজনানুরূপ লক্ষ্য দেওয়া হয় নাই। অথচ যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা-প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্কের কার্যকারিতার উপরই অনেকাংশে নির্ভর করিবে।

এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইলে যুদ্ধের প্রথমাংশ হইতেই সুরু করা কর্তব্য। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে যুদ্ধের প্রভাবে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে।

(কোটী টাকা হিসাবে)

	১৯৩৯	১৯৪১	১৯৪৩
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা	৫৪	৫৮	৭৪
মোট আদায়ীকৃত	২৫৩·৩০	৩১১·২৫	৩৫৮·১০
চলতি আদায়ীকৃত	১৭৪·৩৬	২১১·৩৫	৫০০·৯২
স্থায়ী আদায়ীকৃত	১৩৪·৭৪	১০৮·৪৫	১৫৭·৫৮
আমানতের পরিমাণ	৮৮৫·০৯	১৫৫·২৪	৯৯৭·৮০

উপরোক্ত সংখ্যাগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার পূর্বে ভারতীয় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় বলা কর্তব্য। ১৯০৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সংগঠনের পূর্বে ভারতে কোনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল না। এই সময় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াই সরকারের রাজস্ব কার্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক নিজেই একটী কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক; সুতরাং অন্যান্য কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সাথে উহার যে তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল উহা বলা বাহুল্য। ফলে দেশের আর্থিক অবস্থার মধ্যে যে একটা অস্বাস্থ্যকর ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সকলেই অনুমেয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সৃষ্টির পর হইতেই অর্থনীতিক্ষেত্রে সুশৃঙ্খলার ভাব পরিলক্ষিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের ৪২(৬) ধারা অনুযায়ী কতকগুলি ব্যাঙ্ক উহার তালিকাভুক্ত হয় এবং তাহাদের আদায়ের অবস্থার উন্নতির জন্য ক্রমশঃই তৎপর হইয়া উঠে। যে সব ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত হইবার সুযোগ পায় নাই তাহাদের যাহাতে তালিকাভুক্ত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ তহ বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যারম্ভ অনধিক চারি বৎসর কাল অতিবাহিত হইবার পরই এই মহাযুদ্ধ সুরু হয়। আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে, ইহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা ভীষণ দোলাচলের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুশৃঙ্খলিত কর্মপদ্ধতির ফলে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। বরং ব্যাঙ্কগুলির আদায়ের পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। উপরের তালিকা হইতেই ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকের মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং এই কারণে ১৯৩৯ সালের শেষাংশে ব্যাঙ্ক হইতে জমা টাকা তুলিবার হিড়িক পড়িয়া যায়। কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯৪০ সালের প্রথমার্ধ হইতেই লোকের মানসিক ভয় অনেকটা কাটিয়া আসে; ফলে ক্রমশঃ ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সালের শেষ ভাগে ব্যাঙ্কসমূহের মোট আমানত দাঁড়ায় ২৬৩ কোটী টাকা। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, স্থায়ী আমানতের পরিমাণ চলতি আমানত অপেক্ষা অধিক বেশী বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯ সালের শেষে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল ১০৪ কোটী টাকা; কিন্তু ১৯৪০ সালের যে মাসে উহা ১১০ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। অথচ চলতি আমানত ঐ সময় ১৪৮ কোটী টাকা হইতে মাত্র ১৪৭ কোটী টাকায় বর্ধিত হয়। ইহার কারণ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অধিকতর সাহায্য করিবার জন্য ব্যাঙ্কগুলি স্থায়ী আমানত বৃদ্ধি করিবার দিকে বিশেষ মনোযোগী ছিল। যে মাস হইতে সুদহার যুদ্ধের দায়ভার বাড়িয়া উঠিলে লোকের মনে শঙ্কা উপস্থিত হয় এবং এই কারণেই ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত ২৬৩ কোটী টাকা হইতে দুইবার সেখে ২৫১ কোটীতে নামিয়া আসে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে উহা পুনরায় ২৭৫ কোটীতে উঠে। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় বস্তু এই যে, স্থায়ী আমানত ১০৭ কোটী হইতে ১০০ কোটীতে নামিয়া যায়, অথচ চলতি আমানত ১৪৪ কোটী টাকা হইতে ৮৭৫ কোটীতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এইতো গেল আমানতের কথা; এখন ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের দিকে লক্ষ্য করা যাউক।

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স

লিমিটেড

হেড অফিস—৩৮নং ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা।

ফোন ঃ ক্যাল—৩৩০৫

ব্রাঞ্চ—পি-২, হাওড়া ব্রীজ এপ্রোচ, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডিরেক্টরগণ—

মিঃ টি এন ব্যানার্জ্জি

মিঃ এ কে মুখার্জ্জী

যুদ্ধের অব্যবহিত পরের ব্যবসায়-বাণিজ্য তাণ্ডিয়া উঠাতে ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ১৪৭ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। ইহা ক্রমাগত বাড়িতেই থাকে এবং মার্চ মাসে ১৮০ কোটী টাকা পর্য্যন্ত উঠে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠিত হইবার পর হইতে আমানতের পরিমাণের এতদূর বৃদ্ধি আর হয় নাই। এই সময়ে অবস্থা বিবেচনা করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক বাজারে মুদ্রা বাড়াইতে চাওয়ার অভাব তখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এপ্রিল মাস হইতে বাজার মন্দা হওয়ায় এবং ব্যবসায় শৈথিল্য হেতু ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিতে থাকে। এই অবস্থা সেপ্টেম্বর মাস অবধি চলে। আশা করা গিয়াছিল যে, অক্টোবর মাস হইতে ব্যবসায়-কার্য্যে তৎপরতা সুরু হইলে পুনরায় ইহা বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ঘটিল না। নভেম্বর মাসে আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইল ১০১ কোটী টাকা, অথচ ১৯৪৯ সালে এই সময় ইহার পরিমাণ ছিল ১২০ কোটী টাকা। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের শাখাও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই, ব্যাঙ্কের শাখা ১৭৭৭টি হইতে মাত্র ১৩৩৪টিতে দাঁড়ায়।

১৯৪১ সালে যুদ্ধ তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। দুই বৎসর বিভিন্ন প্রকার বাধা-বিঘ্ন ও বাধ-প্রতিবাধ সহ্য করিয়া ব্যাঙ্কগুলির ভিত্তি দৃঢ়তর হইল। ফলে ১৯৪১ সালে তাহারা যে শুধু সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া সাঁজের যুদ্ধের অতিরিক্ত সহ্য করিল তাহাই নহে, এই বৎসর তাহারা উন্নতির পথে অনেকটা অগ্রসর হইল। এই বৎসর ২১শে নভেম্বর তারিখের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪৭'৪০ কোটী টাকা, অথচ পর বৎসর ২৭শে ডিসেম্বর ছিল মাত্র ২৭৫'৮৩ কোটী টাকা এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল ১৪৭'৮৬ কোটী টাকা। সুতরাং দেখা যায়, যুদ্ধ-পূর্ব্বকাল হইতে এই সময় আমানতের পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটী টাকা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আরও একটা লইয়া বিষয় এই যে, স্থায়ী আমানত অপেক্ষা চলতি আমানতের পরিমাণই বেশীরূপে বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ-পূর্ব্বে চলতি আমানতের পরিমাণ ছিল ১৪১'৪০ কোটী টাকা, আর এখন দাঁড়াইয়াছে ২৪৪'৮০ কোটী টাকা অর্থাৎ প্রায় ১৪'২০ কোটী টাকা বেশী। অথচ এই সময় স্থায়ী আমানতের পরিমাণ মাত্র ৮'৪৭ কোটী টাকা বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের জন্য লোকের মনে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। অবশ্য ব্যাঙ্কগুলিও শিল্প-কার্য্যে ঋণদানের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়ায় স্থায়ী আমানতও এখন কমিতে অনেকটা অবকাশ করে। আলোচ্য বৎসরে প্রথম আট মাস ঋণদানের পরিমাণ বিগত বৎসর অপেক্ষা অনেক কম হয়। গত বৎসর মোট ঋণদানের পরিমাণ ছিল ১৪৫'০০ কোটী টাকা, আর এই বৎসর উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৬'৮৮ কোটী টাকা। সেপ্টেম্বর মাস হইতে অবশ্য উহার উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হয় এবং ২১শে নভেম্বর ১১২'১৭ কোটী টাকা পর্য্যন্ত উঠে। পূর্ব্ব বৎসর এই সময় ছিল মাত্র ১০০'৬৪ কোটী টাকা। যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থা সত্ত্বেও এই বৎসর ব্যাঙ্কগুলির শাখা ১৯৪১ হইতে ১৯২১টিতে দাঁড়ায়।

১৯৪২ সাল যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর। জাপানের সক্রিয় যুদ্ধ ঘোষণার ফলে এই বৎসর আমানতকারীরা ব্যাঙ্ক হইতে এতদ্বারে টাকা তুলিতে সুরু করিল। অনুমতি জাহাজের অপ্রাচুর্য্যের দরুণ মাল আমদানীর অসুবিধা হেতু ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা আরও অসোয়াস্ত হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু যে মাস হইতে ব্যাঙ্ক আমদানী জাপানীদের তৎপরতা করিয়া আসিলে ব্যাঙ্কগুলির অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। এই সময় হইতেই দেশের মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যবসায়-কার্য্যের সঙ্কোচ হেতু দেশের লক্ষিত অর্থের অসদ্ভাব সৃষ্টি হয়। এই বৎসর ব্যাঙ্কগুলির চলতি আমানতের পরিমাণ ১২৫ কোটী টাকা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু স্থায়ী আমানতের পরিমাণ মাত্র ১৯ লক্ষ টাকা। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যুদ্ধের পূর্ব্বেও চলতি আমানতের পরিমাণ স্থায়ী আমানত অপেক্ষা বেশী ছিল—কিন্তু উহাদের ব্যবধান ছিল মাত্র ৩২'১২ কোটী টাকা; অথচ এই বৎসর উহা দাঁড়ায় ১৪২'৩০ কোটী টাকা। এই অস্বাভাবিক ব্যবধানের কারণ সহজেই অনুমান করা চলে। যুদ্ধের সময় সাধারণ লোকের মনে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় এবং সেই কারণে তাহারা দীর্ঘকালের জন্য ব্যাঙ্কে টাকা খাটাইতে না রাখিয়া চলতি আমানত হিসাবেই টাকা রাখা নিরাপদ মনে করে। এই কারণে ব্যাঙ্কগুলিও তাহাদের নগদ টাকা (cash) ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত টাকার পরিমাণ বর্দ্ধিত করে। পূর্ব্বাপেক্ষা এই বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে ৪'৩০ কোটী টাকা ও ২১'৮৩ কোটী টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ৪২ ধারা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির উপর নিকট তাহাদের চলতি আমানতের শতকরা ৫ টাকা ও স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ টাকা রাখিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বৎসর ৪ঠা ডিসেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট তাহারা নিয়ম অপেক্ষা ৪১'৬৩ কোটী টাকা অধিক রক্ষিত রাখে। সুতরাং এই বৎসর ব্যবসায়-কার্য্যের অপ্রসারতা হেতু ব্যাঙ্কের ঋণদানের পরিমাণও প্রায় ২৩ কোটী টাকা কমিয়া যায়। যুদ্ধের ফলে গবর্ণমেণ্ট বেশী পরিমাণ ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবার ফলে দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের অনেক প্রসারতা ঘটে নাই। কিন্তু যেহেতু এই সময় শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় টাকা সরকারই যোগান দিতেছিলেন সেই জন্য দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির ইহাতে কোনও আর্থিক সুবিধা হয় নাই। সুতরাং ব্যাঙ্ক-

"এক গাছি তৃণ আমি সযত্নে ছিঁড়ি
তুচ্ছ তুচ্ছ করি তারে, বাঁধি মত করী"

অতি ক্ষুদ্র হিসাবের সমষ্টিই বৃহৎ হিসাব সৃষ্টি করে। সুদসমেত সামান্য সামান্য সঞ্চয় ভবিষ্যতের বহু বিঘ্ন হইতে রক্ষা করে। এখন হইতে নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাস করুন।

দি চিটাগঙ্

সেনট্রাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। ফোন ক্যাল : ৩৪৬৭

শাখা—মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, ভাগা, চিটাগঙ্, ও কাটিহার।

গভর্ণমেণ্ট বিল ও অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়।

বোম্বাইবাজী, আগিকমত, জলপাইগুড়ি, কুমারখালি, খুলিয়ান, বহরমপুর, রাণাঘাট ও কাটোয়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন—

দেবব্রতোষ দাশগুপ্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

গুলি এই সময় প্রধানতঃ সরকারী জমানুহই (Govt. Securities) টাকা লগ্নী করিতেছিল। এই কারণেই সরকারের পক্ষে এই বৎসর এত অধিক টাকা ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এই বৎসর সাপ্তাহিক ট্রেজারী বিল-এর টেণ্ডার ২ কোটী টাকা হইতে ১০ কোটীতে বৃদ্ধি পাইয়া ট্রেজারী বিল-এর ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করে।

ব্যাঙ্কের আমানত ও লগ্নী বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিলে ১৯৪০ সালকে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ইতিহাসে স্মরণীয় বৎসর বলা যাইতে পারে। যুদ্ধের গতির পরিবর্তন, লোকের মনে বিশ্বাসের পুনঃ প্রবর্তন এবং অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি ও যুদ্ধের সুযোগ লইয়া নানা প্রকার ব্যবসায়ে অর্থাগমই ইহার প্রধান কারণ। গত দুই বৎসর অপেক্ষা ঐ বৎসর ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যধারা কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতেই অনুমান করা যাইবে।

(কোটী টাকা হিসাবে)

	১৯৩৯	১৯৪১	১৯৪৩
চলতি আমানত	৪০০'৫২	৬৪৮'০৩	১০৩'৩৩
স্থায়ী আমানত	১৫৭'৯৫	১৯১'৭১	১৯৫'২৯
সময় টাকা	২৭'৪৯	১৯'০০	৮'৭৩
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জমা	৩৮'৭২	৪৪'১৫	৫৪'১৭
ঋণদান	১৮০'৮৯	১৮৭'৪৩	১০১'৫২
বিল ডাঙ্গান	৩'৭৪	২'৯৮	৩'৫৭

(Bills discounted)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যদিও যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ কিছুটা কমিয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহার পর হইতে উহা ক্রমাগতই বাড়িয়াছে। অবশ্য পক্ষে দায়ের চার ক্রমশঃই নিম্নগামী হইতেছে। ইহার কারণ (১) সুদের হারের হ্রাসগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় উহাদের অবস্থিতি স্থায়ীত্ব আনয়ন, (২) অস্বাভাবিক অবস্থা হেতু লোকের মনে সদা উপস্থিত ও ক্রমবর্দ্ধমান চলতি আমানতের সম্ভাবনা, (৩) যুদ্ধ-প্রয়োজনীয় শিল্পগুলি সরকার কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে টাকা লগ্নী সম্পর্কে ব্যাঙ্কের অনুপস্থিতি, (৪) অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি, (৫) বীমা ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি, (৬) নূতন শিল্প গঠনে সরকারী বাধা ও (৭) আমদানী এবং রিপ্তানির বিরোধ।

এইবার দেখা যাউক যুদ্ধকালীন ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা। এখন যুদ্ধোত্তর কালে ব্যাঙ্কগুলির কর্মসূচী ও কার্য্যকারিতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমানে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় বিভাগে ও তৎসম্পর্কীয় নানা-বিধ প্রতিষ্ঠানে যে লক্ষ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইয়াছে যুদ্ধের পরের মাহাতে তাহাদিগকে কোন না কোন কাজে নিযুক্ত রাখা যাইতে পারে তাহার জন্য এখন হইতেই পরিকল্পনা সুরু করা হইয়াছে। কারণ তাহা না হইলে যে ব্যাপক বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে দেশের সমস্ত আর্থিক ভিত্তি বিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু এই বিরাট জনসমূহকে কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইলে প্রয়োজন দেশে শিল্পের প্রসার। ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ; সুতরাং কাঁচামালের অভাব হইবে না। বহু শিল্পের উন্নতির সঙ্গে কৃষিরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। এই শিল্প ও কৃষির উন্নতি নির্ভর করিবে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির সাহায্যের উপর। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলির যে বিশাল কর্মক্ষেত্র সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা একমাত্র বাহিরের প্রতিবন্ধকতার। তাই সরকার যদি এই সময় রক্ষণ-নীতি অনুসরণ না করেন তাহা হইলে দেশীয় শিল্পগুলি প্রভূত আঘাত পাইবে এবং ফলে ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইবে। শ্রীযুক্ত বি এল মেটা মহাশয় কেন্দ্রীয় পরিষদে অর্থ ইতিহাস বেসরকারী বিলের অধিবেশনে এই আশঙ্কার কথাই জানাইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ বিরাট দেশ—মহাযেশ বলিলেও চলে। তাই জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার মান যদি সামান্য উন্নীত করা যায় তাহা হইলেই দেশীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে না বা বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। প্রত্যেক বলিষ্ঠ-চেতন সরকার মহাশয়ও এই কথা বুঝাইতে যাইয়াই উদাহরণস্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, যদি চীনারা তাহাদের মাটের মূল এক ইঞ্চি মাত্র বাড়ায় তাহা হইলে চীন ও মাঞ্চেষ্টারে প্রস্তুত সমস্ত কাপড় দিয়াও তাহাদের চাহিদা মিটান যাইবে না।

যুদ্ধোত্তর কালে দেশের উন্নতি ও তৎসহ ব্যাঙ্কগুলির উন্নতির জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটী বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ দেশের কারেন্সী ও ক্রেডিটের ভার তাহার উপরই ন্যস্ত; পরন্তু দেশীয় ব্যাঙ্ক ও কৃষি বিষয়ে উন্নতি সাধনের জন্য এগ্রিকাল্-চারাল্ ক্রেডিট ডিপার্টমেণ্ট নামে ইহার একটী স্বতন্ত্র বিভাগ রহিয়াছে। নিম্নের তালিকা হইতেই দেখা যাইবে যে, প্রতি বৎসরই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অধিকতর লাভ করিয়া আসিতেছে। এই অতিরিক্ত লাভের একটা সামান্য অংশ মাত্র অংশীদারদিগকে দেওয়া হয়; বাকী সমস্ত টাকাই সরকারী তহবিলে জমা থাকে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ

(লক্ষ টাকা হিসাবে)

	অংশীদারদিগকে প্রদত্ত লভ্যাংশ	সরকারকে প্রদত্ত টাকা	মোট লাভ
১৯৩৫	১৩'১০	১২'৯০	২৬'০০
১৯৩৬	১৭'৫০	৩৮'৯৭	৫৬'৯৭
১৯৩৭	১৭'৫০	১৩'৩১	৩০'৮১
১৯৩৮	১৭'৫০	৫০'৫৪	৬৮'৫৪
১৯৩৯	১৭'৫০	৫'১০	২২'৫০
১৯৪০	৮'৭৫	২০'৪৪	২৯'১৯
(অর্দ্ধ বৎসর)			
১৯৪১	১৭'৫০	২৯১'৭৫	২৭৯'২৫
১৯৪২	১৭'৫০	৩৫৩'০৪	৩৭১'৫৪
১৯৪৩	২০'০০	৭৪৯'৮১	৭৬৯'৮১

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ যে আরও কয়েক বৎসর এইভাবে বৃদ্ধি পাইবে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত অংশীদারদিগকে শতকরা মাত্র ৩½ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দিয়া বাকী সমস্ত টাকাটাই সরকারী তহবিলে দেওয়া হইয়াছে, শুধু ১৯৪০ সালে শতকরা ৪ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান সোসাইটী অব এগ্রিকাল্চারাল্ ইকনমিক্স্-এর বিগত অধিবেশনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডেপুটী গভর্ণর স্যর বনিলাল নানাবতি সরকারের এই নীতির তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, এই অতিরিক্ত লাভের একটা অংশ লইয়া একটা ফণ্ড গঠন করা উচিত এবং উহা এগ্রি-কাল্চারাল্ ক্রেডিট ডিপার্টমেণ্টের তত্ত্বাবধানে দেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যয় করা কর্ত্তব্য। অষ্ট্রেলিয়াতেও এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের লাভের শতকরা ২৫ টাকা কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইয়া থাকে।

মূলীভূত কারণ

[কালীচরণ ঘোষ]

বিশ্বের ব্যক্তিকে ভাঙাইয়া গোনা সম্ভব; কিন্তু যে আশিয়া ফুরাইবে, তাহার হিসাবও করা কখনও তাহারও লাভ নহে। আজ ভারতবর্ষ "পরিবহনার" সৃষ্টিতে কিছিয়া উঠিয়াছে। এমন কিছু নাই, যেখানে ভবিষ্যতের একটা না একটা "কার্যকরী" পরিবহনা সরকারী বা বে-সরকারী মহলে লাফাইয়া না উঠিতেছে। সরকার এই সকল "সুযোগের" পরিবহনায় খুবই উৎসাহ দিতেছেন; তাঁহারা কখনও প্রকাশ্যভাবে বলেন না, যুদ্ধকালে এই সকল পরিবহনাকে কিভাবে রূপ দেওয়া যায়। তাঁহারা জানিয়া আসেন, তাঁহাদের ১৯৭০ সালের পরিবহনাই কাজ করিতেছে—ভারতবর্ষের মধ্যে যাহার শিল্প গড়িয়া উঠিতে দেওয়া যায় না, তাহা হইলে তাহারা কেবল যে শিল্পে নিরস্ত্র হইবে তাহা নহে, লৌহ-ইস্পাত-শিল্পে অক্ষ হইলে তাহারা দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্যে গোপনে কামান-বন্দুক গোলাগুলী তৈয়ারী করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম বাধাইয়া দিবে। এ পরিবহনা ভারতের রাজশক্তি কখনও ভুলেন নাই। তাঁহারা এই বিষয়ে 'আশিয়া' আছেন, আর তুষের আগুনের মধ্যে যাহাতে শিল্প গড়িয়া উঠিবার পরিবহনাকে চিরকাল নানা উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা যেন কোনও "কার্যকরী" পরিবহনার কথা কোনও দিন ভুলেন নাই।

যে সকল শিল্প ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছে, উহাদের প্রয়োজনে তাহারা তাহা গড়িয়াছে। তাহারা সর্বদাই সজাগ ছিল যাহাতে নূতন কোনও শিল্প গড়িয়া না ওঠে। যুদ্ধারম্ভের পরও তাহারা জলযান, বিমানপোত ও মোটর-গাড়ী সম্পর্কিত শিল্পের গঠন সম্পর্কে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে এদেশে কোনও শিল্প গড়িয়া এই সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল অবস্থায়, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত না দিলে যে পরিবহনাই থাক, তাহা কাগজে পরিণত করা হইবে হইবে।

আজ দুইশত বৎসর ধরিয়া ভারতের এই মনোভাব তাহাদের ঔপনিবেশিক শাসন ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। মানুষ বাঁচিতে হইলে, সবল-সুস্থ চিত্ত ও দেহ লইয়া জীবনের সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহা কাহার জানা নাই? এখন তাহার জন্য আবার নানা পরিবহনা গড়িয়াছে করিতেছে

খাইতে না পাইলে মানুষ বাঁচে না,—এ কথা বলিবার দিন, পরিকার প্রবন্ধ দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই খাইতে না পাওয়াটা এখনকার দৈনন্দিন ঘটনা। দেশ হইতে খাদ্য-উদ্বৃত্ত বন্যার মত বহিয়া গেলে যদি কেহ মনে করেন যে, লোকের আহারের পরিমাণের উদ্বৃত্ত অংশ বিদেশে যায়, তাহা হইলে বুঝিব, তিনি ভ্রান্ত। যাহারা প্রথম দুইকিস্তিকালে, অর্থাৎ ১৯৭০, ১৯৭৯, ১৯৪৭, ১৯৪৩ সালে দরাবরই প্রচুর রপ্তানী হইয়াছে। "পেট পুরিয়া" খাইয়া বাঁচিবার অবস্থার কথা রাজপুরুষরা ভাবে নাই, এ কথা মনে করা ভুল। কারণ ১৯৭০ সাল হইতে কোনও উদ্বেগ এমন কি কিস্তিকি পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোনও দুর্ভিক্ষে মরে নাই। উপরুক্ত আমার যাহাতে পাওয়া যায়, তাহার জন্য উদ্বেগ ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বেতনের হার অধিক। দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তখনের বৃদ্ধির চেষ্টা হয় নাই। তাহাতে কি করিয়া কিছু হইবে, ১৯৪৩-৪৪ সালে পরিবহনা যাহা আরম্ভ করিয়া যুদ্ধোত্তরকালে তাহা কার্যকরী করিবার জন্য এখন চলন হইতে বৃদ্ধি-পরিবহনা সমিতি বা কমিটী প্রয়োজন?

বৃদ্ধির আজ সময়ে দেশ এখনই যদি সম্পূর্ণ আমার হাতের ছোট না, তাহাদের বৃদ্ধির আমার আমার পরিবহনা সমিতির প্রয়োজন কি? সর্বপ্রথমে তাহাতে সকল প্রয়োজনানুরূপ যত শস্য এবং তাহার জন্য জমি, হল-লাঙ্গল, ভার ও সার আমাদের দেশে তাহার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে, তখন কিস্তিকি, কালাজী প্রভৃতির বিদেশে সরিয়া যাহা দেখিতে পাইবে

বস্ত্র সম্বন্ধে এক চলিতেছে যে দেশের চেষ্টায় মন্ত্রী বলেন যে, পরিধেয় চাষের-এর প্রয়োজন নাই, তাহারা চাষ না করে চাষ সকল কাজই করে, তাহাদের জীবন কেহ পরিচালনা না সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে উপস্থিত হইতে হইলে বস্ত্রের একখানি ছাড়া আবরণ দিবার প্রয়োজন নাই, দেশের বস্ত্রাদির পরিবহনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে কি বলিতে হইবে, বাবু-পুরুষরা শীতাতপ ভেদে বস্ত্রের প্রয়োজন বুঝেন না? তাহা হইলে তাঁহারা প্রতি বৎসর অত্যধিক শস্য বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না এদেশে তাঁহারা বলে করেন, তাঁহারা কি কখনও নহেন (নগরাদে এবং আই হাত বস্ত্রের পরিবর্তে) একটী ছোট গামছা বা খানি undies-wear পরিয়া চলাফেরা

করেন? অতএব প্রয়োজন নাই বলিয়া বাতিল দিলে "মরকে চাষ আবাদ" হয়।

শিক্ষা সম্বন্ধে এখনও পরিকল্পনার অন্ত নাই। কিন্তু দেখিলে মনের যে পরিকল্পনা বিদ্যমান, তাহাই এখনও বলবৎ। এখনে এখন শিক্ষা-বিস্তারের সময় ইংরেজ রাজপুরুষ কবিয়াছিলেন যাহাতে শিক্ষা শিক্ষা করিয়া ভারতবাসী ইংরেজকে ভালবাসে, নিজের শিক্ষা ও সংস্কারের প্রতি বীতরাগ হয় এবং সরকারী কাজের জন্য দেশীয়ের অভাব না হয়—ইহাই মোটা পরিকল্পনা। শিল্প-শিক্ষার বিষয় আমাদের রাজপুরুষেরা জানেন না যদি কেহ বলেন, তাঁহারা যেন ইংরেজের দেশের শিল্প-বিদ্যালয়ের তালিকা এবং শিক্ষা-প্রণালীর ধারা ও ব্যবস্থার বিষয় বেশ খোঁজ করিয়া জানিয়া লন। আজ "বেঙ্গল বয়েজ" (Bengal Boys) নেওয়া হইতেছে কেন? আজ R. I. N. Military Workshop Technicians, Factory Apprentice প্রভৃতি নানা রকমের ডাক পড়িতেছে কেন? এতদিন কারখানা বৃদ্ধি পায় নাই, যাহা ছিল তাহার মালিকদের সহিত ইংরেজ যুবক পরিচিত ছিল; ভারতবাসীর শিক্ষার অভাব কি ইংরেজের বুদ্ধি এড়াইয়া গিয়াছে? তাহা নহে, সমস্তই পরিকল্পনা মত চলিয়াছে। ১৪ই জুন ১৮৩৩ সালে যে এক পার্লামেন্ট House of Lords-এর Select committee-র সদস্যকে মেকলে বলেন যে, আমেরিকায় তুলা জন্মের স্থাপন করিয়া তুলা করার ফলে আমেরিকা স্বাধীনতা হইয়াছে, তাহাকে সেই তুলা করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। ইহাই আসল পরিকল্পনা। তাহা না হইলে কোনও ভারতবাসী তাহার প্রয়োজনের উপযোগী শিক্ষা-বিস্তারের পরিকল্পনা করেন নাই, তাহা নহে। তাহা সেদিনও যেমন কাজে লাগে নাই, আজিকার পরিকল্পনাও তেমনিই কাজে লাগিবে না। ভারতবর্ষেই ইংরেজ পুলক-বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য ভারতীয় সরকারী তাহার হইতে যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে কি না একবার অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া লইলে ভাল হয়।

স্বাস্থ্যের প্রয়োজন আছে কি না, ইহা কি কেহ বলিয়া দিবে? তাহা হইলে ইংরেজ তাহার দেশে, এমনকি এদেশেও কেন ৫০-৬০ বৎসর পরে বাঁচে, আমরা পঞ্চাশ্ব তখন ২৩ বৎসর ৭ মাস কেন? তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা আছে, তাহা একবার দেখিলেই ও পরিকল্পনাকারীদের যত পরিশ্রমের লাঘব হয়; (তাহাতে অবশ্য আর্থিক লোকসানের সম্ভাবনা সমধিক)। স্বাস্থ্যের সঙ্গে পুষ্টিকর আহার জীবনযাত্রার স্বাস্থ্যকর আনুষঙ্গিক উপায়, ব্যায়াম, ক্রীড়া এবং রোগকালে চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু এদেশের পরিকল্পনা কি? যে দেশে ম্যালেরিয়ায় প্রতি বৎসর দশ লক্ষাধিক লোক মরে, সে দেশে অনুকূল জমি ও আবহাওয়া বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সিনকোনার চাষ হয় নাই। দেশীয় ঔষধ লোপ পাইয়াছে, আয়ুর্বেদ উপেক্ষা পাইয়া মৃতকল্প হইয়াছে। ঔষধমূল প্রচারের ফলে এখন আমরা বিদেশী ঔষধ ছাড়া সকল চিকিৎসা-বিধির উপর আস্থা হারাইয়াছি। ইহাই মূল পরিকল্পনা; ইহা প্রচলিত হইবার পর ইংরেজ আসিয়া ঘুচাইয়াছে; আর তাহাকে দোষও দেওয়া যাইতেছে না। দেশের শস্যপ্রণালী দিয়াছে, খাদ্য জোগা অঞ্চলে পানার জমি হইয়াছে, ইহাতে দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, ইহা কি পরিকল্পনা করিয়া ঘুচাইতে হয়? পরিকল্পনা মতে দেশের মধ্যে রেল বিস্তার, বাঁধ সৃষ্টি, জল নিষ্কাশনের পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়া দেশের স্বাস্থ্য গিয়াছে; মজার জল অমিতে উঠিয়া লাভ হইয়া যাইত, তাহাতে ভাল চাষ হইত; এখন সেই মজা জমাগুলি ভরাইতেছে। কারণ প্রতি পদে বাধা পাইয়া সে দুষ্টপ্রণালী হইয়াছে, গ্রাম জল-পথ ভালাইয়া লইয়া এখন ভীষণ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কি কোনও কথা উঠে নাই? লর্ড আর্থার হটন পয়ঃপ্রণালী উপেক্ষা করিয়া রেল বিস্তারকে মারাত্মক বিপজ্জনক ব্যাপার বলিয়া দিয়াছেন; সে ১৮৬৮ সাল। তাহার পর শত বৎসর গত হইয়াছে, কিন্তু সেই অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নাই। যদি যেখানে সত্য সত্যই 'পরিকল্পনা' ছিল, সাময়িক প্রয়োজনে দেশের অঙ্গচ্ছেদে বিদেশী মাল পৌঁছান এবং তথা হইতে যাহা মাল বাহির করিয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে রেল বিস্তারের যে সকলন ছিল, তাহাই সফল হইয়াছে। আর দেশে রেল সংক্রান্ত দ্রব্যাদি, রেল ইঞ্জিন, রেল লাইন, চাকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে দিবার যে সকলন ছিল না, তাহা শতাব্দির বৎসর উৎসাহ করিয়াও আমরা ইংরেজকে সজাগ করা যায় নাই। কেবল গত যুদ্ধের ফলে মাল-গাড়ীর কতক পরিবার আর রেল লাইন প্রস্তুত করিতে দিয়াছে; এবার যুদ্ধের ফলে আরও কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের পরিস্থিতি ইংরেজকে অনেক বিষয়ে জাগাইয়া তুলিতেছে।

আজ যে সকল ব্যাপার লইয়া পরিকল্পনা সৃষ্টি হইতেছে, যুদ্ধোত্তরকালে যাহা কার্যকরী হইবে, তাহা পূর্বে আলোচিত হয় নাই এমন নহে। দেশের কৃষি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির সহিত খনাদি সম্পদ উন্নতি হওয়া প্রয়োজন; লর্ড লিনলিথগো বক্তৃতাই হইয়া সাত বৎসরে কত উন্নতি করিয়া দিয়াছেন, তাহা সকলেই জানে। কৃষি, বন্দর, শ্রমিক, ব্যাঙ্কি, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি কত কমিশন আসিয়াছে, গিয়াছে; যতটুকু নিতান্ত না হইলে নয় এবং তাহার পরিমাণ অতিশয় কম, তাহাই হইয়াছে।

একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান
দি সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন
কোং লিঃ
ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্যে,
ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত।
ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—
কলিকাতা ম্যানেজার,
৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পূর্ণ পরিবর্ত্তনের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়; তালিকা বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। আমাদের দুরবস্থার কারণ হিসাবে শুনিতে পাই, দেশ অধিক, বাজারে কিছুই কেনা যায় না। প্রশ্ন উঠে, দেশ কি এমনিই ছিল? না দেশের লোকের সংখ্যা লইয়া হঠাৎ দেশ ধনী হইয়া গেল, কেবল আমাদের দেশে হওয়া সম্ভব হয় নাই। দেশ পরিবর্ত্তনশীল হইয়াছে। যদি দেশ অধিকই হয়, তবে এদেশের লোক এত অধিক কেনই বা জীবনযুদ্ধে কোথাও নাই কেন? লোক-পুরুষদের বাসের জন্য যে ইমারত-অট্টালিকা আছে, তাহা কি দারিদ্র্যের পরিচায়ক? পল্লী-বিদ্বেষ-তাড়নায় দূর করিবার জন্য মহাত্মা লী (Lee) কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত বিলাতি লোক-পুরুষদের যাতায়াতের যে ব্যবস্থা দেওয়া আছে, তাহা কি নিম্ন দেশের উপযুক্ত? ইহারও তালিকা কত বৃদ্ধি করা যায়।

দেশ দরিদ্র না হইয়া উপায় কি? দেশের লোকের আয় বৃদ্ধির পথ সকলই রুদ্ধ করা হইয়াছে। যে দেশে সকল সুবিধা থাকিতে বিশ্ব প্রসারে লাভ করে নাই, অথচ লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে দেশের লোকের আয় বৃদ্ধির উপায় নাই। যে যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমুলায় ব্যয় না, তখন দেশের উন্নতি সম্বন্ধে আশা করা যায় না। আমরা শুনিতেছি বর্ত্তমান যুদ্ধ উপলক্ষে লোকের প্রচুর আয় বাড়িয়াছে। যাঁহারা যুদ্ধ-সংক্রান্ত কাজে প্রথম হইতেই যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের আয় বাড়িয়াছে, কৃষিজাত দ্রব্যের যা অন্যান্য যুদ্ধসংক্রান্ত বস্তুর যখন যত্রতত্রভাবে চাহিদা পড়িয়া উঠিতেছিল, তখন বিক্রয় করিয়া গ্রাম্য লোকেরও যে আয় বাড়ে নাই, তাহা নহে। কিন্তু আমার-পর যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সে কথা আর ইহাদের মুখে উচ্চারণ করে না। যাঁহারা প্রচুর লাভ করিলেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু বাকী লোকের অবস্থা কি দাঁড়াইল? চাষীর ধান পাট বিক্রয় করিয়া ২৫ লাভ হইতেছিল, আমার পর ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যের চাপে যখন তাহাকে অন্যান্য দ্রব্য কিনিবার জন্য অত্যধিক ব্যয় করিতে হইল, তখন অবস্থা যে কি দাঁড়াইল, তাহা বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। অন্নের অভাবে লোক না খাইয়া, বিনা অন্নে, বিনা চিকিৎসায় মরিল। যাহারা শিল্প, ছোট-খাটো শিল্প, দোকান ব্যবসা, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি হইতে আয় করিত, অর্থাৎ যাহারা মধ্যবিত্ত বলিয়া পরিচিত, তাহাদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিল। জনপ্রতি ২৫৲ টাকা কম হইলে ৪ কোটী মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ১০০ কোটী টাকা কম হইয়া গিয়াছে। আমার মনে হয়, যে-অবস্থায় লোকে জমি জমা, ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়াছে, ঘরের তৈজস, স্ত্রী পরিজনের সামান্য অলঙ্কার বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাতে এই অল্পের পরিমাণ জনপ্রতি ২৫৲ টাকারও অধিক। তাহা ছাড়া যে খাদ্য মূল্য দিয়া খাইতে হইতেছে, তাহাতে লোকের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইতেছে এবং ফলে, গড়পড়তা প্রকৃতি জেলা হইতে রোগ অন্তরায় হ্রাস, মৃত্যুহার বৃদ্ধি এবং মোট জন্ম ও মৃত্যু-সংখ্যার সমাজতন্ত্রে হ্রাস ও বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, সমস্ত বাঙ্গলা ব্যাপিয়া এই কাহিনী শীঘ্রই শুনিতে পাওয়া যাইবে।

আমাদের সমস্যারই পরিবর্ত্তনা নাই, বলিব না। ইহাতে সাময়িক সুব্যবস্থা নাই, আছে "ফলাও-মলাও" করিবার। এই ব্যবস্থা মতে যে-দাতা টাকার যৌচ্ছ দান করিতেছে, তাহাকে কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতেছে। আমাদের আশুতোষ থাকিতেছে, মহিম-কোতয়ালের "আয়া-ভোম্বা"র চাক-চিক্য মালিকের উন্নতি প্রভাব করিতেছে। আর অন্নের জিন, ব্রাস, বুটের লোভা (bits), চোরের ঠুলি অর্থাৎ ১৯১৮ সালের ৪ আইন, Defence of India Rules, Control, Ordinance প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করিতেছে। ইহার সম্ভাবে পরি-কল্পনা নাই, কেহ বলিতে পারিবে না। যুদ্ধ আমাদের জন্য করা চাই; যে দেশে অর্থাভাবে কোনও কাজ করা যায় না, সেই দেশেই এই যুদ্ধে ৩০০ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছে, আরও কত করিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

দরিদ্রের ও কথাই নাই, মধ্যবিত্ত সমাজ লইয়া বলিয়াছে। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাস প্রভৃতির জন্য যে অর্থ বা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন তাহার জন্য বড় বড় কমিটীর প্রয়োজন নাই। কেবল মালিক শাসা-পাসি দিতে সম্মত হইলে সকল বাধা আপনিই উন্মুক্ত হইবে।

দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে
ও
জাতির সেবায়

দি ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ

২৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড
কলিকাতা।

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করা হয়।

ফোন—১১০৪　　ফোন কলি—৪৮৮০

ঔপনিবেশিক শিল্পায়নের পরিকল্পনা

(রামমূর্তি সরকার)

দুই বছরের দুটিন শাসনের অবসান ঘনায়-কাহিনী হচ্ছে ভারতের শিল্প-প্রসারের ইতিহাস। দুটিন শিল্প-স্বার্থের প্রভুত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যখনই এদেশে নিজস্ব যন্ত্র-শিল্প প্রসারের দাবী উঠেছে, তখনই আছে নানা অজুহাতে তার গতি রুদ্ধ করা হয়েছে। এই বাধাদান-দাবা নীতির ইতিহাসের প্রতিটি স্তর দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের কোন দিনই ভুলবার নয়। 'বোম্বাই' মিশন' এদেশে দুটিন ধনিক-স্বার্থ ঘোষণা করেছিল, দুশো বছরের ভারতবাসে তারাই এখন কোন নূতন ও প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মুক্তিযুক্ত হবে না। এবারকি নবরূপধারী 'বোম্বাই মিশন'কেও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরও মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলধনের যন্ত্র-পাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থাকে কিছুদের মুঠি পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। কায়েমী স্বার্থের স্বার্থিরে এই যে হীন নীতি অনুসরণ, তা' আজ প্রত্যেক ন্যায়ী-বিবেকী স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সম্প্রতি কি কি বিষয়, যে আর কি চাই, এ আর পালাল প্রভৃতি ভারতীয় শিল্প-পতিদের একটি বিরাট পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য, পনের বছরে মৌলিক ও প্রধান শিল্পে বিনিয়োগে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন। এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আর্থিকার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিকল্পনার মারাত্মক আক্রমণের প্রধানিত হল, ভারতবাসীকে দীক্ষা দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

উপরোক্ত পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে, ভারতের বর্তমান জাতীয় আয় ২,২০০ কোটি টাকাকে পনের বছরে তিন গুণ বা ৬,৬০০ কোটি টাকায় পরিণত করা হবে। পনের বছরে স্বাভাবিক লোক-বৃদ্ধির পর আজকে প্রতি লোকের আয় বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ হবে।

পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তরা বিভিন্নবিধ মৌলিক ও প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সাধনের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। যেমন বিদ্যুৎ, খনি, ধাতু পরিষ্কার (Metallurgy), যন্ত্রপাতি মেরামত ও নির্মাণ, রাসায়নিক কারখানা, জাহাজ নির্মাণ, যানবাহন, লোহার ইস্পাত, রেলওয়ে ইঞ্জিন, জাহাজ নির্মাণ, বিমানপোত নির্মাণ ইত্যাদি। এগুলির সঙ্গে অন্যান্য আরও অনেকগুলি সাধারণ শিল্প-উদ্যমের কথা বলা হয়েছে : যেমন কাগজ, চর্ম, কাপড়, তৈল প্রভৃতি। ২,২৩০ কোটি টাকা মূল্যের বর্তমান শিল্পজাত উৎপাদনের হিসাবকে সামনে রেখে পরিকল্পনার প্রস্তাবকরা ঘোষণা করেছেন। নিম্নোক্তরূপের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন, তার পরিমাণ হচ্ছে ১৪৮০ কোটি টাকা। কৃষিজাত উৎপাদনে শতকরা ১০০ ভাগ উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজন ১,২৪০ কোটি টাকার। তেমনি যানবাহন ব্যবস্থায় ৯৪০ কোটি টাকার, শিক্ষাব্যবস্থায় (বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা, মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল শিক্ষা প্রভৃতি) ৪৯০ কোটি টাকার, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় (সাধারণ ও মানুষজন হাসপাতাল, ঔষধালয়, হিলস বিলেষ রোগের চিকিৎসা) ৪৪০ কোটি টাকার, গৃহ নির্মাণ ব্যবস্থায় ২,১০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। অর্থাৎ মোট পরিকল্পনায় ১০,০০০ কোটি টাকার মূলধনের প্রয়োজন হবে।

পরিকল্পনাটির কার্যকারিতা সম্পর্কে যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই পরিকল্পনার বিষয় নিয়ে সমগ্র ভারতবাসীর একটা বিশেষ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বিশেষভাবে প্রকাশ হয়েছে। পরিকল্পনার প্রস্তাবকরা সমগ্র জাতির একটা বিশেষ দাবীকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

এখন পরিকল্পনাটির আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এক প্রশ্ন আসে, 'অভিজ্ঞতারা' একে জাতীয় পরিকল্পনা বলে যে দাবী করতে চেয়েছেন, তা কি ভারসঙ্গত ? 'জাতীয়' বলে সমগ্র পরিকল্পনাটির কোথাও সত্যি সত্যি কিছুই পাওয়া যায় না। সমগ্র জাতির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বাস্তবিকই এই পরিকল্পনা রচিত হয়নি।

জাতির জীবনযাত্রার মান উন্নত করা পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বণ্টন-ব্যবস্থা ভবিষ্যত পরিকল্পনার জন্য তুলে রাখা হয়েছে। আমরা জানি, বণ্টন ব্যাপারে নৈরাজ্যিক দায়ানীতি ও সুব্যবস্থা না থাকলে সমগ্রভাবে জাতির জীবনযাত্রার মান উন্নতর করা অসীম কল্পনা মাত্র। বণ্টন সম্পর্কে একেবারেই উদ্দেশ্য দিয়ে নিয়োজিত চেষ্টা করার অর্থ সমাজের একদিকে অতিলোভের হাতে সমস্ত ধন-সম্পদকে কেন্দ্রীভূত করে দেওয়া এবং অন্যদিকে বিরাট জন-সমষ্টিকে সোচনীয় দুরবস্থা ও অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দেওয়া। কলকারখানার বণ্টন-পদ্ধতির অভিজ্ঞতাই তাই। এই সত্যটি মনে রেখেই বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদপত্র

টেলিগ্রাম 'ব্যাঙ্ক' কলিকাতা। টেলিফোন ২০৭৩ ক্যাল

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯২৬ সাল
২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

মূলধন

অনুমোদিত	২৫,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত	১২,৫০,০০০৲	টাকা
গৃহীত	১২,৫০,০০৪৲	টাকা
আদায়ীকৃত	৬,২৫,০০০৲	টাকার উপর

১৯৪৩ সালে শতকরা ১০৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

এ পর্যন্ত অংশীদারদের আর্বের শতকরা ১০০৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি কঠিন ব্যাপারের একটা সুসমঞ্জস বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করবার প্রয়াস এখন করেছিলেন।

কঠিন-সমস্যার মূল বিশ্লেষণ প্রসূত সম্পর্কের পরিকল্পনা-কমিটিরা গ্রহণ নীতির অনুসরণ করেছেন। দ্রব্যাদির উৎপাদন ও কঠিন-নীতির বর্তমান পোষণীয় পলিসি থেকে আর আমাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে, সমগ্র শিল্প-ব্যবস্থার যদি জাতীয় কর্তৃত্ব না থাকে, তবে সমগ্রভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়া ও মূলের কথা, অর্থনৈতিক সমষ্টিই আবার মানুষের সমাজে দেখা দিবে। ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থার সুপরিকল্পিত উৎকর্ষ লাভ অসম্ভব যদি কর্তৃত্ব ও অধিকারের প্রশ্ন আগে থেকেই নির্দিষ্টভাবে স্থির করা না হয়। অন্ততঃ মূল শিল্পগুলির উপর দৃষ্টিবের বলিকের হাতে সমগ্র জাতির কর্তৃত্ব স্থাপিত করতে হবে, ইহাই ছিল পণ্ডিত নেহেরুর নির্দেশ। কিন্তু শিল্পপতিরা আত্মোন্নতির ফলে ফলগুলি হয়ে জাতির এই কার্য দাবীটিকে ভুলে গেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন, জাতির শিল্প-ব্যবস্থায় অনুচ্চ ব্যক্তিদের কর্তৃত্বাধিকার স্থাপনের অর্থ জাতীয় আর্থিক উন্নতিসাধন নয়, জাতীয় বিশৃঙ্খলাকে কায়েম করে রাখা।

কৃষি সম্পর্কেও পরিকল্পনা-কর্তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী সোভনীয়। সেচ, জমির উৎপাদনী-শক্তি, বীজ, সার প্রভৃতি সমস্যাগুলিকে যথাযথভাবে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। টুকরো টুকরো করে জমি চাষ করার প্রথার বীতিকেও তাঁরা স্পষ্টভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির পথে বিশেষভাবে বাধা সৃষ্টি করে এমন কতকগুলি জাতীয় আর্থ-ও ব্যবস্থাকে তাঁরা পরিবর্তন করার আগ্রহ দেখান নি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির যথাযথভাবে মোহ ও স্নেহের বশে তাঁরা মনে রাখতে পারেন নি যে, জমিদার ও মহাজনশ্রেণীই কৃষি-উন্নতির আসল অন্তরায়—যতদিন এই দুইটি শ্রেণী আছে ততদিন কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতকল্পে কোন বৈজ্ঞানিক সংস্কার সম্ভব নয়। অন্ধ যদকাল অবধি প্রচলিত অনেকটা বিরাট শোষণ-কাহিনীর কথা তাঁদের মনেই আসেনি। কিন্তু কৃষি-ঋণের ব্যাপারটা তাঁরা কি ভাবে করলেন? গোড় ঋণ মহাজন ও জমিদারদের সহায়তায়। কৃষিজীবির আশ্রিত থাকবে জমিদার-মহাজনের হাতে। মূলধন সরবরাহ করবেন জমিদার-মহাজন। কৃষক হবে আরও মূলধন শোষণ-যন্ত্রের চূড়ান্তিক। এমন যে প্রত্যাবির কৃষি-ব্যবস্থার মূল আঘাতের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, তার অধিকাংশ কোথায়? বর্তমান জমি-সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন করে যে পর্যন্ত না সুসমঞ্জস বৈজ্ঞানিক কৃষি-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে, সেপর্যন্ত ভারতের কোন উন্নয়ন সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ নেই—ভারতের কৃষকশ্রেণীর কোন উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নেই।

সমগ্র পরিকল্পনার জন্য যে ১০,০০০ কোটি টাকা মূলধনের কথা বলা হয়েছে, তার সমবয়বের যতটা উপায়ের কথা বলা হয়েছে, তার অধিকাংশই মুদ্রা-স্ফীতি। মুদ্রা-স্ফীতির সোজা অর্থ ক্রয়-ক্ষমতার মোট প্রবর্তন। অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্যের ক্রয়-মূল্য বর্তমান মূল্য পড়ি। এই মূল্য-বৃদ্ধি আমাদের জনসমাজকে দুটো এক সংকটের সম্মুখে টেনে আনবে। কারণ, মুদ্রা-স্ফীতির ফলে মূল্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতা সমান-তালে বাড়তে পারে না। ফলে সমাজের একটা বিরাট অংশকে হয় অপর্যাপ্ত বেতন, না হয় অনাহারের মরণ—এই দুই পন্থার একটিকে বেছে নিতে হয়। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, দেশের ও জাতির ভাগ্যে উল্লিখিত বিরাট পরিবর্তন সাধন করতে হলে দেশবাসীকে অনেকখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু দেখতে হবে, এই ত্যাগের যেন একটা সীমার মধ্যেই থাকে। এই ত্যাগের ভারভার যেন সমাজের সমস্ত শ্রেণী-গুলির মধ্যে একটা সুসমঞ্জস ও প্রগতিপন্থী নীতি অনুসারে বন্টন করে দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় মুদ্রা-স্ফীতির অভিশাপ নিম্নশ্রেণীর জনসমষ্টিকেই বহন করতে হয়। এই দিক দিয়ে মুদ্রা-স্ফীতি প্রকারান্তরে শোষ্য-বৃদ্ধিরই নামান্তর। এবারের দুর্ভিক্ষে এই শোষ্যবৃদ্ধির যে বিরাট কলঙ্ক-রেখা পঞ্জি জন-সমাজকে দায়ন করেছে গেল, তার পুনরাবৃত্তি কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির প্রস্তাব ও সুপারিশগুলি মনে রাখলে ভারতীয় শিল্প-পতিদের এই পরিকল্পনার সুদূরপ্রসারিত ফল-গুলি আজি সহজেই ধরা পড়ে যায়। প্রগতি-পন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে ও প্রাচীনপন্থী মোহাচ্ছন্নতার ফলে সমগ্র পরিকল্পনাটি শোষণীয়ভাবে ব্যর্থ হতে যায়।

উপরোক্ত সাবধানের কথাগুলি থাকা সত্ত্বেও আমরা আশাবাদীর মনোবৃত্তি নিয়েই বলব, পরিকল্পনার মূল সুর ভাবীবংশধারী ভারতীয়েরই সুর। কারণ শিল্প-প্রতিষ্ঠার ও শিল্প-প্রসারের বিরাট জাতীয় সংগ্রাম ছাড়া ভারতের মুক্তি অসম্ভব।

সর্বশেষে আবার আমরা বলব প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিপন্থী জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সার্থক প্রচেষ্টা তখনই সম্ভব, যখন পরিকল্পনার উদ্যোক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণতার আচ্ছন্ন থাকবে না, যখন তাঁরা মুক্তমন জন-সমষ্টির সত্যিকারের কল্যাণ-কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুনফাখোর প্রভাবকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার করে নেবেন। জাতীয় পরিকল্পনা-কমিটি ভারতের কল্যাণ-কামীদের মনে এই আশাই জাগিয়েছিলেন।

কেশের জন্য
রস্ সং ফ্রো রস্

সুবাসিত নারিকেল তৈল

ঘাট এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিশোধিত। ইহা কেশ পতন বন্ধ করে এবং কেশের শ্রী বৃদ্ধি করে।

ফ্রাঙ্ক রস্ কোম্পানী লিঃ
কলিকাতা।

ভারতের মুক্তিসংগ্রাম

(চর্চা ও প্রতিকার)

[মজলুম হকপন্থী ইত্যাদি]

যে কৃষক জাতির মেরুদণ্ড বলিয়া আমরা ছোট বয়সেই গান গাহিয়া খাঁচায় ভরি, আধুনিক দুনিয়ার তারাদের স্থান কোথায় সেই সম্বন্ধে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই লজ্জায় ও দুঃখে মস্তক অবনত হইয়া আসে। তাহাদের মুখে হাসি নাই, প্রাণে স্নেহ নাই, বুকে সাহস নাই, দেহে শক্তি নাই, পেটে অন্ন নাই ও পরিধানে বস্ত্র নাই। বহুদিন অনাবৃষ্টির পর দিন ঊর্দ্ধে-দিগন্তে আকাশ তাকিয়েছিল, তখন তাহাদের দরিদ্রদল শুধু দুচ্ছর ফ্যাল ফ্যাল চোখের দিকে অসহায় হইয়া চাহিয়েছিল। আজও তাহাদের সেই গতির মোড় ফিরিল না। গত ১৯৩০ সালের দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া যাহারা জীবন্ত কঙ্কাল বেশে সহরে-বন্দরে এক মুষ্টি অন্নের জন্য "মার দুধা দু" "মার দুধা দু" বলিয়া দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়াইয়াছে—পরিণামে দুঃখকে বরণ করিয়াছে, তাহাদের শতকরা ৯৯ জনই ছোট কৃষক ও ভূমি-জমা হীন কৃষি মজুর। এই পর্যন্ত দুনিয়ার দুর্যোগে বিপর্যয়ের যত বড় বড়াই আসিয়াছে, এই অন্ন, নিম্নে চাষীদের বুকের উপর দিয়াই তাহাদের বিজয়-রথটি অবাধে চলিয়া গিয়াছে। এই ভাবে ভারতীয় চাষী যুগে যুগে কালে কালে কত শত শত প্রকারের কালের অত্যাচার উৎপীড়ন নীরবে বুক পাতিয়া সহ্য করিয়া নিয়াছে। তথাপি আজও তাহাদের মুক্তি আসিল না। নিষ্কৃতিই বুঝি এই নিদারুণ পরিহাস। মজুরা যে দেশের কর্ণধার মজদুরদের শতকরা ৭৪ জন কৃষি-কর্মে নিয়োজিত এবং যাহাদের অন্ন-বস্ত্র আজ বড় কর্তাদের উদর পূর্তি হয় ও দেশের মুক্তি সম্পদ্রিক (?) সমস্যাগুলি যাহারা বীতির পক্ষাঘাতগ্রস্থল করিয়া চলিয়াছে, সেই দেশের কৃষক এত দরিদ্র কেন? তাহাদের এই দারিদ্র্য দূরীকরণে কি কোন পন্থা নাই বা ছিল না? ইহারা কি বিধাতার এমনই অভিশপ্ত জীব? দুনিয়ার কৃষক মজদুরের তারদের স্থান কোথায়, এই সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের চাষিদলের আয়ের একটী তুলনামূলক হিসাব দেখাইতেছি। কৃষ-পূর্ব্ব সময়ে দুনিয়ার কয়েকটী প্রধান দেশে চাষীদের দৈনিক মাথা পিছু আয় ছিল নিম্নরূপ :—

আমেরিকা	৫৪০ আনা
ইংলণ্ড	৩৪০ "
জাপান	২৪০ "
ভারতবর্ষ	৵১০ পয়সা

এই দেখ দুনিয়ার দরবারে ভারতীয় চাষীদের স্থান।

এবারের কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থার কথা চিন্তা করিলে যে সব কারণ লক্ষ্য করা যায় তাহা এই :—

(১) "ভারতের জনসংবৃদ্ধির বিপুল জনসংখ্যা, (২) কৃষক ও কৃষির অনগ্রসর অবস্থা (৩) কৃষির উপর অধিকারী শ্রেণীর ক্রমিক প্রসার, (৪) আবাদী জমির খণ্ড খণ্ড সংস্থান, (৫) অনাবাদি জমির অল্পতা, (৬) উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস, (৭) কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষার অভাব (৮) সরকারী কৃষি ঋণের অত্যধিক চাপ, (৯) গ্রাম্য ভূমীক-শিল্পের বিলোপ, (১০) চাষোপযোগের পক্ষে সরাসরি উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রচলনে বিলম্ব ও কৃষি যন্ত্রপাতির অভাব, (১১) দো-পাল্লে কৃষকের অনভিজ্ঞতা, (১২) কৃষকদের উপযুক্ত খাদ্যাভাব, (১৩) কৃষকদের শস্য বিক্রয় করিয়া ন্যায্য মূল্য না পাওয়া (১৪) চাষীদিগের অশিক্ষা (১৫) কৃষকদের উপযুক্ত সস্তা অবোভাবাপন্ন মেয়াদ অভাব (১৬) সমাজের ধনীয় ব্যক্তিদের চাষীদের প্রতি বিরূপ অবোভাব ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইবার উপরোক্ত কারণগুলি যথাযথভাবে আলোচনা করা যাউক।—ভারতের জনসংবৃদ্ধির অস্বাভাবিক বিপুলতা প্রতিপন্ন করিতে বেশী দূর না গিয়া ১৯০১-৪১ সালের আদম সুমারীর হিসাবের দিকে চাহিলেই বিষয়টী প্রকট হইয়া পড়ে। নিম্নে একটী হিসাব দিলাম :—

সাল	লোক সংখ্যা
১৯৪১ সাল	৩৮,১৯,৩৭,৯৪৪ জন
১৯৩১ "	৩৩,৩১,২৯,৯৪৪ "
১৯০১	২৮,৩৮,১১,০৪৯ "

পূর্বোক্ত ১৯০১ হইতে ১৯৪১ সন পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা ৫ কোটী ৮ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত একজন বাড়িয়াছে। সরাসরি ১৯০১ হইতে ১৯৪১ সন পর্য্যন্ত হিসাব করিলে দেখা যায় যে, মোট ১০ কোটী ১৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৭ শত ৭ জন বাড়িয়াছে। পূর্ববর্তী সেন্সাস্ হইতে এইবার সেন্সাসে জনবৃদ্ধির অনুপাত সত্যই বিস্ময়কর। নিম্নে সেই অনুপাত দেখান হইল।

সাল	শতকরা বার বৃদ্ধি
১৯০১-১১	১২ জন
১৯১১-২১	১০৮ "
১৯২১-৩১	৯ "
১৯৩১-৪১	৮৭ "

স্থায়ী স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী

পণ্ডিত জহরলাল বলিয়া গিয়াছেন—
"এমন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভারতে আর দ্বিতীয়টি নাই"

আসুন
দেখুন
শিখুন

জাতির শিল্প-প্রতিভার অদ্ভুত নিদর্শন
শিল্প-নৈপুণ্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ
শিল্প-প্রসারের বীরত্ব সাধনা
বাঙ্গলার : বাঙ্গালীর
বেকার-সমস্যা সমাধানের
অপূর্ব্ব ইঙ্গিত।

কমার্শিয়াল মিউজিয়াম

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট : কলিকাতা।

ভারতের এই ক্রমবর্দ্ধিত বিপুল জনসংখ্যার অনুপাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদনও যদি বাড়াইতে আমাদের মুক্তি নাই। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় উন্নত কৃষি-প্রণালী অবলম্বন করিলেই তাহিয়া আশিক খাদ্য সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বিগত ১৯৪০ সালের মে মাসে আর্থিক যুদ্ধকালে মিত্রশক্তির প্রেরণগুলির প্রতিনিধিবৃন্দের এক সম্মিলনীতে স্থিরীকৃত হয় যে, যুদ্ধোত্তর কৃষ্ণ লোকের খাদ্য-সমস্যার নিরিখ উৎপাদনের পরিমাণ বর্ত্তমানের তুলনায় নিম্নলিখিত হারে বাড়াইতে হইবে।

চাউল	শতকরা ৫০ ভাগ
দুধ	শতকরা ৫০ ভাগ
ডাইল	শতকরা ৫০ ভাগ
মাংস	শতকরা ৯০ ভাগ
ডিম	শতকরা ১৫০ ভাগ

ফলমূল শাক-সব্জী ইত্যাদি শতকরা ৩০০ ভাগ।

ভারতে কৃষক ও কৃষির অবনতির অবস্থা বুঝাইবার জন্য মোটামুটিভাবে কৃষিজীবী অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় আয়ের একটী তুলনামূলক হিসাব প্রদর্শন করা চলে। বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষক পরিবারের বাৎসরিক আয়ের তালিকা নিম্নরূপ :—

শ্রেণীর নাম	প্রতি কৃষক পরিবার পিছু আয় (গোটা বছর)
ছোট জিটেন	১২০৯৲ টাকা
আসাম	৫৩৪৲
মাদ্রাজ (কৃষক)	১৯৩১৲
বোম্বাই	৬৮৭৲
বাংলা	৬৪২৲
যুক্তপ্রদেশ	১৯৯৲

উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতীয় কৃষী পরিবারের বাৎসরিক আয় নানা বিষয়ে কৃষকগণের পরিবার পিছু আয়ের চেয়ে ন্যূনতম। ভারতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে এই উপার্জ্জনের মাত্রাকে কিভাবেও উন্নতত করিতে প্রয়াসী হইতে হইবে।

কৃষির উপর অধিকাংশ লোকের প্রসার অনুপাত হারে ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু তাহা এত সামান্য যে তাহাতে কৃষি ব্যবস্থার কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। গ্রামী সমাজ নিরক্ষর। তাই অধিবাসীরা সুযোগ পাইয়া কৃষিজমির ৬৬-৯৯ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছিল। মাত্র কয়েক বৎসর হইল কৃষি হস্তান্তরের নজর-সেলামী রহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কোন স্থানে অধিবাসের অনুমতি থাকাও পুরুষ, কূপ ও বাগ ইত্যাদি খনন করা যাইতে পারিত না। প্রয়োগন থাকলে দিতে গেলে থাকলেও উপর আয়ের কর আরোপের ইত্যাদি পরিশোধ করিতে হইত। দাখিলা আদিতে হইলে আমলা বাকুলের তহরী, মুহুরী বাকুলের তহরী, নিয়ামার রোজ ইত্যাদি কত প্রকারের খরচ দিতে হইত। এইগুলি দিতে আপত্তি করিলে বা খাজনা দিতে বিলম্ব করিলে অনেক প্রজাকেই জমিদারের আদায়ী মহল ভোগে দিবের পর দিন রায়ত কৃষিতে হইত। অনেক প্রজার খাদ্যির ব্যবস্থাও হইত। সেই সময় কৃষকপক্ষে জমিদারদের তাহাদের ক্ষেত্র কর্ত্তনকারী জন-মজুর হিসাবে যারা পাইতে পারে, আর দিয়া বাকীটুকু তাহাদের দুঃখের আদিবার নিশ্চয়ই ব্যবস্থার করিয়া লইয়াছিল। আজও সেই গুলি সমাক্ পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

উপরোক্ত ব্যবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। যেমন (ক) অতিরিক্ত খাজনার হার হ্রাস করা, (খ) খাজ জমার পরিবর্ত্তে শস্য ভাগে টাকা জমা ধার্য্য করা, (গ) অবৈধ আবওয়াব ইত্যাদি কঠোর হস্তে দমন করা (ঘ) খাজনার জন্য অন্যায় উৎপীড়ন বন্ধ করা; ইত্যাদি।

অন্যায়ী জমির যত যত সংস্থান বড়ই অধিকর ও চাষের পক্ষে প্রতিকূল। গ্রামের কৃষি-ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এক বিঘা হইতে তাহি

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট : কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ৫১৩০ (৪ লাইন)

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত

গ্রাম : হেমন্তী কলিকাতা।

—: শাখাসমূহ :—

কলিকাতা	বাঙ্গলা		বিহার		আসাম		ইউ. পি
বড়বাজার	ঢাকা	রঙ্গপুর	ভাগলপুর	পাটনা	শিলং	ধুবড়ী	বেনারস
আলীবাগ	নারায়ণগঞ্জ	বরিশাল	মুঙ্গের	ডাইরাম।	করিমগঞ্জ	গৌহাটী	
বাগবাজার	জলপাইগুড়ি	কিশোরগঞ্জ	দেওঘর	সাহেবগঞ্জ	শ্রীহট্ট	শিলচর	
হাওড়া	বগুড়ার	রাজসাহী	গয়া	আরিয়ার	লোহারাই	ডিব্রুগড়	
	ময়মনসিংহী	সিরাজগঞ্জ	হাজারীবাগ	নাসরী			
			রাঁচী	মজাফরপুর	জেলপুর		

প্রভিডেণ্ট ডিপোজিট

মাসিক ১৲ জমায় ৩ বছরে ৪৮৲, ৮ বছরে ১২০৲, ১০ বছরে ১৬০০৲ দেওয়া হয়।
মাসিক ২৪৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত জমা লওয়া হয়।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

এইচ বসু,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বিঘা পরিমাণ যত ভূমি দৃষ্ট হয়। উহা হইতে অধিক মূল্যে বহু এক বিঘার ক্ষেত্রের জন্য পরিমিত যত ভূমিই অধিক। একটী ক্ষেত্রের আইল এক ফুট হইতে তিন ফুট পর্য্যন্ত থাকে। যাতায়াতি এক হস্ত ধরিয়া এক কাঠা জমির (১০ পরগণে, ৩০,৪০০ বর্গ হাত) আইল বাদ দিলে প্রত্যেক কাঠায় ১৯৬ বর্গ হাত জমি অনাবাদী থাকিবে এবং ১৯৬০ বর্গ হাত (১০২ পরগণে) জমি অনাবাদী থাকে। গত ১৯৪০-৪১ সনে ভারতে যত লোক মরিয়াছিল ২৪ কোটী ৮০ লক্ষ একর জমিতে। সুতরাং পড়ে একর পিছু অন্ততঃ এক কাঠা করিয়া জমি বরিয়া আইল বাদ দেলে ২ কোটী ৪০ লক্ষ একর জমি অনাবাদী থাকে। এই হিসাবে বাদ দিয়া ধরিলে ভারতে ২২ কোটী ৬২ লক্ষ একর জমি আবাদী বলিয়া ধরিতে হয়। ইহাতে বুঝা যেল যে, আইলে ফসলের যে ক্ষতি করে তাহা একেবারে উপেক্ষনীয় নহে। ইহার পরিপূরণ উপায় অনুসন্ধান করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে এই পরিমাণের জন্য বেশী হইতে পারে। যত যত ভূমি ব্যবহার ফলকল্পে যে যে কর্ষণ ও বহু চেষ্টা অনুসারে ভূমির ফসল হয়। অনেকে দারিদ্র্যের তাড়নায় হালের বলদের অভাবে হাতিমত হাল চাষ না করিয়াই ফেলে ফেলে বীজগুলি ছিটাইয়া দেলিয়া রাখে। আইল তুলিয়া দিয়া সমস্ত গ্রাম ব্যাপী একটী বা দুল বিস্তৃত একাধিক যত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া চাষ করিলে ফসল চাষের সুবিধা খুব বাড়িত, ফসলের ফলনও বেশী হইত। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ইঞ্জিন বা ট্রাক্টর দ্বারা ক্ষেত্র তৈরী করিতে বর্ণিত আইলের অনুবিধাই হইতেছে প্রধান অন্তরায়।

এই সব অসুবিধা দূরীকরণপূর্ব্বক উপরোক্ত ব্যবস্থা প্রচলন করিতে হইলে আবাদী জমির যত যত সম্ভাব দিলোপ করিয়া রাষ্ট্রিয় চাষীদের মত সমবায় নীতিতে কতিপয় কৃষকের জমি একত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কর্ষণপ্রথা প্রচলিত করিতে হইবে।

মাথা পিছু জমির অল্পতা ভারতীয় চাষীদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। ভারতের কোন চাষী পরিবারই আর এক একিমীর নহে। নিম্নে বিভিন্ন সভ্যদেশের চাষীদের মাথাপিছু জমির একটী তালিকা দিলাম।

দেশ	মাথাপিছু জমি (একর হিসাবে)
গ্রেট ব্রিটেন	২৩
হাঙ্গেরি যুক্তরাষ্ট্র	৮৭
কানাডা	১৪০
আর্জ্জেন্টী	১৭
ফ্রান্স	১০
জাপান	৪
চীন ভারত	৪

ভারতে মাথাপিছু যে তিন একর জমি পড়ে আমার মতে মাত্র ১·৫ একর জমি আবাদ করা হয়। বাকী অংশটুকু মাত্র ভারতে পতিত থাকে।

ভারতে বর্ত্তমান উপযোগী জমির পরিমাণ ৪৩ কোটী ৮০ লক্ষ একর কিন্তু তদুপযোগ নানা অসুবিধায় অধিক হয় না এমন জমির পরিমাণও কম নহে ;—১১ কোটী একর। এই ভূমি অনাবাদী থাকাও মাথাপিছু জমি হ্রাসের আংশিক কারণ। অবশ্য কারণ হইতেছে ভারতে ইংরেজ আগমনের প্রারম্ভিক যুগে বহু লোক দুর্ভিক্ষ-নিয়ে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু পরে যন্ত্রশিল্পের মারাত্মক প্রতিযোগীতায় প্রায় কুটীর-শিল্পগুলি বহু পরিমাণে অস্তিত্বহীন হইতে থাকে। অনন্যোপায় হইয়া তখন সকলে চাষীদলের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে। তখনকার জমির তুলনায় অধিক দিনের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় মাথাপিছু জমির হ্রাসও আরও বর্দ্ধিত হয়।

উপরোক্ত মাথাপিছু জমির হ্রাসতা দূরীকরণকল্পে নিম্নোক্ত তিনটী পন্থা অবলম্বিত হইতে পারে। (ক) অনাবাদী ১১ কোটী একর জমিও আবাদ করিতে হইবে। (খ) আবাদী ২৪ কোটী ৮০ লক্ষ একর জমিতে বর্ত্তমানের তুলনায় ফসলের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে।

হিন্দুস্থান
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২৮
হেড অফিস :—
৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শাখা সমূহ
আমীনপুর, বড়দহ, বহরমপুর
কাটোয়া, নলহাটীপুর, ঢাকা (Dacca)
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য
সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা হয়।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—
মিঃ এস, এস, রায়চৌধুরী।
ডাইরেক্টর-ইন্-চার্জ—
এস, আর, গুহ।

নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান
নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২৯
হেড অফিস :—
৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ
সমরপুর, মেহিনীপুর, পাবনা, হাওড়া,
বালিগঞ্জ, কমরডলা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
মিঃ এ, রায়, চৌধুরী।

জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইবার কারণ অবশ্যিক চাষীরা "বাবা আদমের" কাল হইতে আমাদের নিয়ন্ত্রিত সেই একই প্রণালীতে জমি চাষাবাদ করিয়া আসিতেছে। উপযুক্ত সারের যোগ অথবাবশ্যক তাহারা জমিতে জানে না এবং করে নাই। জমির স্বাভাবিক শক্তি না জমিয়া বীর্যবিহীন একই জমিতে একই জাতীয় ফসলের চাষ করার ফলে জমির উর্বরতা শক্তি হীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় সাত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের জনৈক কৃষি বিশেষজ্ঞ ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—কৃষির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসই ভারতীয় চাষীদের আর্থিক জীবনে গুরুতর সমস্যা।

ভারতে কৃষি-জমির উৎপাদিকা শক্তি যে কিরূপ কম, অন্যান্য দেশের তুলনায় একরে প্রতি ফসল উৎপাদনের কথা আলোচনা করিলে তাহা আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি—

একরে উৎপন্ন গমের পরিমাণ
(১৯৩৩ সাল)

দেশের নাম	পাউণ্ড হিসাবে
ইউরোপ (সমগ্রভাবে)	১৯৩৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৮৫৬
আর্জেন্টিনা	৭৮৩
অষ্ট্রেলিয়া	৭১৪
ভারতবর্ষ	৫৩৬

একরে উৎপন্ন চাউলের হিসাব
(১৯৩৮-৩৯ সাল)

দেশ	পাউণ্ড হিসাবে
স্পেন	৩৮৩
ইতালী	২৯৩৩
জাপান	২২৭৬
মিশর	২১৬৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৩৬৬
ব্রহ্মদেশ	৯৪৯
থাইল্যাণ্ড	৯৬৩
ভারতবর্ষ	৯১৮

একরে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ
(১৯৩৬ সাল)

দেশ	পাউণ্ড হিসাবে
মিশর	৪১৫
রাশিয়া	২৬৯
মেক্সিকো	২২০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৯৭
পেরু	১৬৩
ভারতবর্ষ	১০০

প্রতি একরে আলুর উৎপাদন
(১৯৩৩ সাল)

দেশের নাম	মণ হিসাবে
বেলজিয়াম	২১৩
গ্রেটব্রিটেন	১৮৩
জার্মানী	১৭৩
অষ্ট্রিয়া	১৪৪
চেকোশ্লোভাকিয়া	১৩৩
পোলাণ্ড	১৩৭
রুশিয়া	১১৩
ভারতবর্ষ	১০৯

একরে ইক্ষু উৎপাদন
(১৯৩৪-৩৫ সাল)

দেশের নাম	মণ হিসাবে
বাতাভিয়া	১৪১১
পেরু	১১৩৩
জাভা	১০১৬
পোর্টোরিকো	৬৩৬
কিউবা	৪৩৭
অষ্ট্রেলিয়া	৩৩৭
ভারতবর্ষ	৩০৭

একরে তামাক উৎপাদন
(১৯৩৩ সাল)

দেশের নাম	পাউণ্ডের হিসাবে
জাপান	১৩৩৯
বাতাভিয়া	১০১৮
ইতালী	৯১৩
ভারতবর্ষ	৯০০

ভারতের চাষী সমাজী সকলেরই অল্পসময়ের মধ্যে সমাধান করিতে হইলে মোটামুটি ভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ হইতে হইবে। (ক) চাষাবাদে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী প্রবর্তনপূর্বক সত্বর ভাবে জমি উর্বর করিতে হইবে। আজকাল আমাদের দেশে গৃহস্থগণ কাঠের লাঙ্গল দিয়া জমি চাষ করে। তাহাতে মৃত্তিকা মাত্র ৩।৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত কর্ষিত হয়। কিন্তু বিলাতে যে লাঙ্গল ব্যবহার করে।

সঞ্চয়

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বিন্দু বিন্দু জলে
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতলে
মুহূর্ত নিমেষ কাল তুচ্ছ পরিমাণ
রচে যুগ যুগান্তর অনন্ত মহান্।"

আপনার আয়ের সামান্য অংশও নিয়মিত সঞ্চয়ে এক বিরাট ধনভাণ্ডার রচিত হইতে পারে। কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া এই শুভ কাজ আরম্ভ করুন।

বিশুদ্ধ জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

বেঙ্গল মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—হাওড়া ও কুষ্টিয়ায়।

সেভিংস একাউণ্ট—২০৲ টাকায় খোলা যায় এবং ১০ আনা হারে সুদ দেওয়া হয়।
সেভিংস একাউণ্ট—৫৲ টাকায় খোলা যায় এবং ১৷৷০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।
চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়।
ফিক্সড ডিপোজিট—১০০৲ টাকায় খোলা যায় এবং ৬৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা সুদ দেওয়া হয়।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

অন্যান্য বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

আর, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

জাতীয় বৃদ্ধিতা এক হইতে বেড় ফিট পর্যন্ত গভীরভাবে কর্ষিত হয়। (খ) জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিতে হইবে। এইগুলির মধ্যে "সাইলেট", "অমনেট", "অমনুরাস" ইত্যাদি বেশ উপযোগী। তবে "এমোনিয়াম সালফেট"ই মৃত্তিকার পক্ষে বিশেষ উপকারী। ভারতের কৃষকে "এমোনাইট" ও "অমনুরাসে"র অনেক খনি আছে তথাপি এইগুলি ভারতের চাহিদার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ভারতের জমিতে বাৎসরিক একর পিছু ২০ পাউণ্ড করিয়া হিসাব করিলে ২০ লক্ষ ২০ হাজার টন "এমোনিয়াম সালফেট"এর প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু ভারতে বাৎসরিক মাত্র ২৮ হাজার টন প্রস্তুত হয় এবং বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেও ভারতের কারখানায় মাত্র ৩৩ হাজার টন "এমোনিয়াম সালফেট" তৈয়ারী হইতে পারে। ভারত সরকার গঠিত খাদ্য-শস্য সম্পর্কিত নীতি নির্দ্ধারণ কমিটীর (Food-grains Policy Committee) মতে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে বাৎসরিক অন্ততঃ ৫০ লক্ষ ৫০ হাজার টন "এমোনিয়াম সালফেট" ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে ভারতের শস্যোৎপাদন অনেকাংশে লাভজনক হইতে পারে। যুদ্ধ-পূর্ব্ব সময়ে ভারতে মাত্র ১৬ হাজার টন "এমোনিয়াম সালফেট" ব্যবহৃত হইত। তাহার কতকাংশ বহির্দেশ হইতে আসিত। কিন্তু যুদ্ধে সেই আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতের জন্য রাসায়নিক সারের এত প্রয়োজন সত্ত্বেও ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারত হইতে ৪৮ লক্ষ টাকা মূল্যের সার ও ২২ লক্ষ টাকা মূল্যের তাঁত (bone) অতিরিক্তে রপ্তানী করা হইয়াছিল। অবিলম্বে এই রপ্তানী বন্ধ করিতে হইবে। ভারতে রাসায়নিক সার প্রস্তুতের জন্য যন্ত্রপাতির বিশেষ অভাব। তথাপি গবর্ণমেণ্ট এইদিকে লক্ষ্য না করিয়া সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে কোটী কোটী টাকা মূল্যের সার কিনিলেন, যব ইত্যাদি এই দেশে আমদানী করিতেছেন। এইগুলির পরিবর্ত্তে উপরোক্ত সার প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি, ও অন্য যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। (গ) ভারতীয় চাষীরা খুব অসাবধানতার সঙ্গে খোলা স্থানে গোবর সংরক্ষিত করে। ইহাতে গোবরের সারাংশ রৌদ্রে পুড়িয়া ও বৃষ্টির জলে দ্বিতীয় হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাহা উহার প্রণালীতে সংরক্ষণ করিতে হইবে। (ঘ) আজকাল গবর্ণমেণ্ট "কম্পোষ্ট" সার তৈয়ার করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। এই দিকে চাষীদের অনেকেরই আকর্ষণ করিতে হইবে। (ঙ) মৃত্তিকে প্রয়োজন মত জল-সেচের ব্যবস্থা। করিবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কূপ, নলকূপ বা খাল খনন করিতে হইবে। যুদ্ধ-পূর্ব্ব সময়ে বাংলার ১০০টী জল-সেচন সমিতিতে ১১৮০৪ জন লোকে ১৪৮১৪৭ বিঘা জমিতে জল সেচন করিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এই ব্যবস্থাকে আরও উন্নতভর করিয়া জলসেচের ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে হইবে। (চ) অনেক স্থলে জলে দ্বিতীয় হইয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি ও পলিমাটী নষ্ট হইয়া যায়। সেই সব স্থলে বাঁধ দ্বারা জমির উর্ব্বরা শক্তি ও পলিমাটী রক্ষা করিয়া পরে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (ছ) ভাল বীজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়া তাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বীজগুলি পরীক্ষা করিয়া দিবেন বা গবর্ণমেণ্ট প্রতি মহকুমে পরীক্ষিত বীজ নিজেদের তত্ত্বাবধান হইতে সরবরাহ করিবেন এক বৎসরের পর হইতে কৃষি-বিভাগের দ্বারা ক্ষেতে ফসল পরীক্ষা করাইবেন। (জ) বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় জমির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া কোন্ এলাকায় কোন্ ফসল উপযোগী গবর্ণমেণ্ট তৎসম্পর্কে কার্য্যকরী নির্দ্দেশ দিবেন। গবর্ণমেণ্ট এদেশে কৃষি সম্বন্ধে কিছু গবেষণা পরিচালনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান শুধু সরকারী দপ্তরেই নিবদ্ধ থাকে। সম্প্রতি চীনা কৃষি-বিশেষজ্ঞ ডেক্টর হি: পাং এই দেশের কৃষি বিষয়ক গবেষণাগার ও অন্যান্য ভারতের বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া এই সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন :—"এ দেশের কৃষি গবেষণা উচ্চ ও প্রশংসনীয়, কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কেবল বিশেষজ্ঞের করা হয় না, উহাই দুঃখ"। কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য হাট, মাঠ, রেল ষ্টেশন, চলন্ত গাড়ী ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে "মডেল ফার্ম" (Model farm) প্রস্তুত করিয়া চাষীদিগকে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হইবে। এই সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণকে ব্যাপকভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

গ্রাম্য শিল্পের বিলোপ সাধন এতদিনে হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (East India Co.) এই বাংলা দেশের মুখে আসন পাতিয়া বস্ত্র-শিল্পসহ অন্যান্য এই দেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিতে থাকে। ফলে দেশীয় কুটীর-শিল্পগুলি প্রতিযোগীতায় হারিয়া যায়। আজই এই সমস্ত শিল্পের লোপ ভারতের শিল্প ব্যবসায়ে বিশেষ ভাবে অভিশাপ হইয়া কৃষি-কার্য্যের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাতেই কুটীর-শিল্পের ক্রমশঃ বিলোপ সাধিত হইয়া চাষীদের অনুপাত

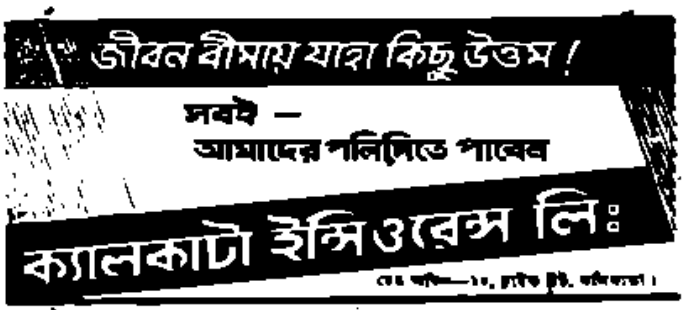

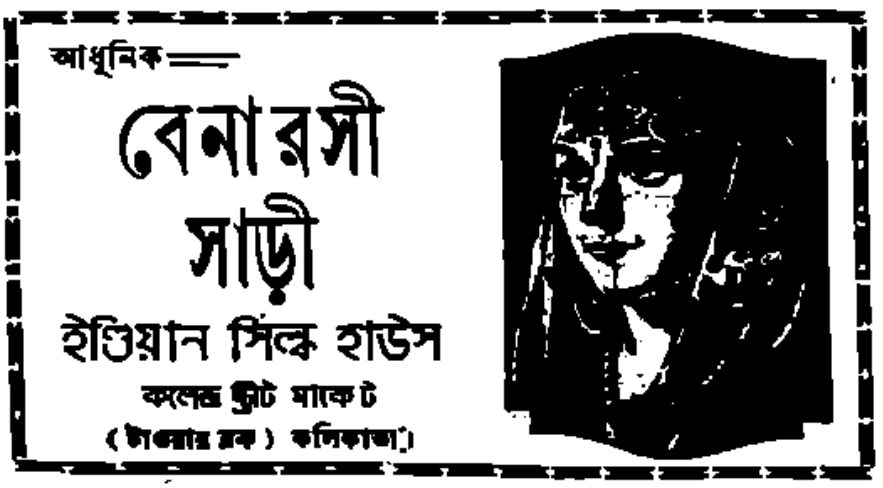

বাড়িয়া উঠে। ১৮৮১ সালে ভারতে গরুরগাড়ী ৫৮ লক্ষ ছাড়ী ছিল, সেই স্থলে আজ ৭৪ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে।

শিল্পক্ষেত্রে ভারত নানা ঘুনিয়ার শিরমে। কিন্তু ভারতের কৃষিকার্য্যে বল লোকের সংখ্যা এত বাশিয়া ছাড়া অন্যান্য দেশের চাইতে বেশী। রাশিয়ার শতকরা ৮৬ জন কৃষক। কৃষির-বিজ্ঞের অবস্থাকে উন্নততর না করিলে কৃষির উপর লোকের এই একান্ত নির্ভরতা কমান যাইবে না।

ভারতের কৃষক গো-পালনের অবহিত। ইহারা অনেক স্থলে গাভী দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া থাকে। ইহা বড়ই অন্যায়। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বল আকারে বেশ বড়; কিন্তু পূর্ব্ব-ভারতীয় গোজাতির আকার ছোট। ভারতীয় প্রায়ই এইগুলি যেমনই অপারগ। বিলাতের একটী গাভী যে-স্থলে বৎস হইতে পরিত্রিশ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়, ভারতীয় গাভী সেই স্থলে বড় জোর পনর সের পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। পূর্ব্ব-ভারতে—বিশেষতঃ বাংলার একটী গাভী দোহন করিলে বৎস সেবের বেশী দুগ্ধ পাওয়া যায় না। উপযুক্ত প্রজননের অভাবে এ দেশের গোজাতির উন্নতি অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। আমাদের দেশে মহিষের সংখ্যা খুব বড়। বিস্তীর্ণ জলাভূমির পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ মাত্রই মহিষ বড় একটা দুই হয় না। পূর্ব্বে এদেশে প্রতি গ্রামেই গো-চারণ মাঠ ছিল, কিন্তু আজ তাহার বড় অভাব। কৃষকগণ দেশের চারে অরণ্যস্থানের বহুল সমস্ত গো-চারণভূমি সমাজক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। তথাপি সমাজ অরণ্যস্থান হয় নাই। গো-জাতির অবনতির জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি দায়ী। এইগুলির আশু প্রতিকার করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। (১) গো-জাতির উপযুক্ত আহারের সংস্থান নাই। (২) গো-চারণ মাঠ নাই। (৩) উপযুক্ত খোরাক নাই। (৪) নিয়মিত স্নান পান না,—গো-স্থানের পুকুর নাই। (৫) রোগে উপযুক্ত প্রতিকার পায় না। (৬) উপযুক্ত বাঁড়ের অভাব।

উপযুক্ত ডাক্তারের নিয়মিত এ দেশের চাষীরা কল্প ও কাহিল। অনিয়মিত পরিশ্রমে তাহারা অকালে বার্দ্ধক্য বরণ করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহারা রোগে ভুগিতে পারে, জীবন দান করিতে পারে, কিন্তু রোগের প্রতিকার করিতে পারে না।—তাহাদের সেই আর্থিক সংস্থান নাই। তাহাদের কাহারও থাকিলেও নিকটে উপযুক্ত ডাক্তার বা ডাক্তারখানা নাই। টাকা দিয়াও ঔষধ সংগ্রহ করিতে পারে না; পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বংসর ম্যালেরিয়া ও কালা-জ্বরের কবলে পড়িয়া বাঙ্গলা প্রায় ধ্বংসের মুখে যাইতেছে এবং কেহ কেহ জীবন্ত কঙ্কাল হেমে আজও সেই রোগের প্রকোপে পড়িয়া আছে, তাহাদের শতকরা ৯৫ জনই কৃষক বা কৃষকের উপর নির্ভরশীল। সমগ্র ভারতবাসীর বড় আয়ু যেখানে ২৭ বৎসর, শুধু কৃষক সম্প্রদায়ের বড় হিসাব করিলে তাহাদের আয়ুকাল নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে না।

ভারতের মৃত্যুসংখ্যা হিসাব করিলে তাহার অধিক হিসাব চাষীদের ঘাড়েই পড়ে। কারণ দেশের শতকরা ৫ জন লোক সহরে বাস করে এবং আরও ৫ জন এমন স্থানে বাস করে, যেখানে তাহারা উপযুক্তরূপে চিকিৎসিত হইতে পারে, প্রসূতির অধিক উপযুক্ত ধাত্রী ছিলে। তাহাই এই দশ জন লোকের মধ্যে শিশু-মৃত্যুর হার বা অন্যদের মৃত্যু-হার বিশেষ কোন চিন্তনীয় নহে। নিম্নে ১৯৩৭ সালের বাৎসরিক মৃত্যু-হারের একটী তালিকা দিলাম।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ইহা প্রসপেক্টাস বা শেয়ার বিক্রয়ের আমন্ত্রণ নহে)

[মহামান্য ভারত-সরকার ভারতীয় আইনের ৮৬-এ ধারা মতে মাত্র লক্ষ টাকার মূলধন শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। ইহা পরিচালকমণ্ডলী জানা আবশ্যক যে, এই অনুমতি প্রদান করিয়া ভারত সরকার কোম্পানীর কোন পরিচালকের অধিকারিত্ব বিধির সুপারিশ অথবা সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য বা মতামত প্রকাশের যথার্থতা সম্পর্কে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।)

ন্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট

ওয়ার্কস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—৫নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, কলিকাতা

কারখানা—১নং ওলবাই (চিল্কা, উড়িষ্যা), ২নং নৌপদা (ভিজাগাপটম, মাদ্রাজ)

এই কোম্পানী ভারত সরকার আইনের ২৬-এ ধারা অনুযায়ী ভারত সরকারের অনুমতি ক্রমে ৯,০০,০০০৲ টাকার মূলধন শেয়ার ইস্যু করিতেছে। ইহা প্রতি অংশ ১০৲ টাকা হিসাব ৯০০০০ অংশে বিভক্ত।

এই কোম্পানী অত্যন্ত মূলধন নিয়াও অবশ্যাবধি উৎপাদনের উপযোগী সবে অবলম্বন হইতেছে এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে নিম্নলিখিত হারে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে :

১৯৪০ খৃঃ—	শতকরা ৬০	১৯৪৫ খৃঃ—	শতকরা ৭৫
১৯৪১ ,,	,, ৬০	১৯৪৬ ,,	,, ৫৲ (ইন্টেরিম)

সম্প্রতি এই কোম্পানীর প্রস্তুত টেবিল্ সল্ট বাজারে বিশেষ আদৃত হইয়াছে।

ভারতের বাজারে এদেশের তালাবা হইতে লবণ আনা বিশেষ অসুবিধা কিন্তু তাহা দেখে আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত একটী কারখানায় অন্তত করার জন্য এই কোম্পানী পরিচালকমণ্ডলী ব্রত অবলম্বন হইয়াছেন।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

ফোন—কলিকাতা ৪৫৮৪
টেলি—NACHALT, Calcutta.

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ট্রেডার্স
জেনারেল এজেন্টস্
৫নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

মাথাপিছু খরচা হার

দেশ	প্রতি হাজারে মৃত্যু সংখ্যা	প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যু সংখ্যা
অষ্ট্রেলিয়া	৮·৪	৩৮
বার্মিংহাম যুক্তরাষ্ট্র	১১·২	৫৩
জার্মানী	১১·৬	৪
চেকোস্লোভাক	১৫·৩	৭৮
জাপান	১৭·১২	১০৬
ভারত	২২·৩	১৮১ ৬

উপরোক্ত দেশগুলোর মধ্যে কোনটাই কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন না করিলে দেশের কল্যাণ নাই। দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ফল-মূল, তরিতরকারী, মাছ মাংস ইত্যাদি খাদ্যের অত্যন্তুত প্রয়োজন, স্বাস্থ্যের অনুকূল ভাবে উপযুক্ত মত জোগান দিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বা ইউনিয়নে ইউনিয়নে স্বাস্থ্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া কৃষকদের চিকিৎসার জন্য সুব্যবস্থা করিবার দায়িত্বও একমাত্র গবর্ণমেণ্টেরই।

ভারতের চাষীরা চাড়ভাঙ্গা খাটুনী দিয়া যে বিনিময় উৎপাদন করে তাহারা তাহার ন্যায্য মূল্য পায় না। তাহাদের আর্থিক প্রয়োজনে তিনিয় বিক্রয়কাল করে তাহারা ধারিতে পারে না বলিয়াই ব্যবসায়ীরা তাহাদিগকে কম মূল্য দিয়াই তাহাদের মুখের রক্ত-পুষ্ট বিনিময় করিয়া নিয়া যায়। যুদ্ধপূর্ব সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় কৃষক অঞ্চলের চাষীরা প্রধান ফসলী ফসল হিসাবে পাটের চাষ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত ও একজাতীয় ফলিয়া উহার ন্যায্য মূল্য পায় নাই। আজ হয়ত মহাসমরের কল্যাণে ধান চাউলের মূল্য বাড়িয়াছে। কিন্তু চাষীরা উপকৃত হয় নাই, বরং এই বর্দ্ধিত মূল্যের বলাই বাহুল্য লক্ষ লক্ষ মহাজনী ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে অত্যন্তাবে অকালে প্রাণ হারাইয়াছে। প্রধান ফসল পাটের দর না পাইয়াই বাংলার চাষী দিনের পর দিন শুধু অনেকদিনের দিকেই ঠেলিয়া দিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের এই দিকে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা চাষীদের উৎপন্ন জিনিষ বৈষম্যমূলকভাবে ধরে মজুদ থাকিয়া মূল্য আদায় করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। গবর্ণমেণ্টের হাতে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। বিক্রয়ের পূর্ব-মুহূর্ত পর্য্যন্ত চাষীদের আর্থিক অনটন হইলে গবর্ণমেণ্ট নিজ তহবিল হইতে দিয়া তাহা জিনিষ বিক্রয়ের পর মূল্য হইতে কর্ত্তন করিয়া রাখিবেন।

ভারতের চাষীরা নিরক্ষর। মহাজন-বণিকরা অনেকেই লেখাপড়া জানে। কিন্তু মহাজন-বণিকরা ও পল্লীবাসী কৃষক সকলকে দিয়া খত বিলাইয়া হিসাব করিলে আমাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের হার হয় শতকরা ১১ জনের অনধিক।

উপরোক্ত শিক্ষিতের হার দিয়া কৃষকের মহাজনের নিকট আমাদের স্থান কোথায় চিন্তা করিলে লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া আসে। চাষীরা যে তাহাদের চাষ আবাদে মন দিতে জানে না, উহা প্রণালীতে চাষ করিতে জানে না, উপযুক্ত সময় মত বীজ বপন করিতে জানে না, উপযুক্ত সময় মত নিড়ান দিতে জানে না, উপযুক্ত সময় মত ফসল কাটিতে জানে না, তাহা নহে। তাহারা সকল সময় মূলীভূত করিতে জানে বলিয়াই তাহাদের নিজেদের অপ্রয়োজনীয় হওয়া দ্বারা সমস্যার সৃষ্টি হয়। যতদিন ইহাদের নিকট নিকায় আলোক বিকীর্ণ না হয়, ততদিন তাহাদের জীবনযাত্রার কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়া কঠিন। কাজেই কৃষির উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষকদের নিজের স্বার্থের জন্য শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে নানা প্রকারের ব্যাঙ্ক রহিয়াছে : যথা—(১) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (একটী বিশেষ আইন বলে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক), (২) ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক (বিশেষ আইন বলে প্রতিষ্ঠিত এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যাঙ্ক), (৩) অন্যান্য ব্যাঙ্ক—ব্যাঙ্কসমূহ যারা সাধারণতঃ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক নামে অভিহিত এবং যারা ভারতীয় কোম্পানী আইন দ্বারা শাসিত, (৪) বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহ—যে সমস্ত ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ মুদ্রা-বিনিময়ের কাজ করিয়া থাকে, (৫) সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ—এই সমস্ত ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সমবায় আইন দ্বারা শাসিত, (৬) দেশীয় ব্যাঙ্ক বা কুঠি—এই সব ব্যাঙ্ক রেজেষ্টীকৃত নহে, তবে উহারা অনেকটা আধুনিক প্রণালীতে ব্যাঙ্ক ব্যবসা পরিচালনা করে, (৭) পোষ্ট আফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক—এই সব ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের ডাক বিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত। দেশের বহু আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে আমানত গ্রহণের মধ্যেই এই সব ব্যাঙ্কের কাজ সীমাবদ্ধ।

পিপলস্ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ ফোন : কলি ৩৪৩৩

(ক্যানিং ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে)

পৃষ্ঠপোষক

"হাতোয়ার" মহারাজা বাহাদুর

শাখা :—শ্যামবাজার, রঘুনাথপুর (মেদিনীপুর)

স্থায়ী আমানতের সুদের হার ৩৲ হইতে ৫৲

এ সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্যামবাজারের নিকটে ১৫ বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে। শীঘ্রই ছোট ছোট প্লট বিক্রয় করা হইবে।

এস চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৭৩

হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২২,১২,৪০০৲ ,,

আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৩৭,২১৫৲ ,,

আমানত—৮৫,০০,০০০৲ টাকার উপর

(১৯৪৩ সালের ৩১শে আগষ্টের পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

অভিজ্ঞতাসহ সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সকল প্রকার কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং ঢাকা

সে-অফিস। নিয়োগাদি

নিরঞ্জন রায়—ডিরেক্টর ইন্‌চার্জ

কেরাণী

[শ্রীতারাদাস সিংহ]

বর্ত্তমান সভ্যতা যাহারা অত্যন্ত-ভাবে সুখের বস্তু মনে করিয়াছে, সর্ব্বজন-স্বীকৃত কেরাণী তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কলকারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার ভবিষ্য সৃষ্টি ও সঞ্চালন বহু-বিস্তৃতভাবে করিতেছে। মজুর, মালিক ও সরকার—ইহারাই যে শুধু বাহুশক্তি, মূলধন ও বুদ্ধিপরিচালনার সাহায্যে বিরাটরূপ ভবিষ্য সৃষ্টি ও সঞ্চালনে নিযুক্ত তাহা নহে। তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া অলক্ষ্যে কেরাণীও লেখনী-সাহায্যে আর্থিক জগৎকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিতেছে। তাহাকে বাদ দিলে বিশ্বের সৃষ্টি ও বিশ্বে দিনে দিনে সঞ্চালন একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

দুঃখের বিষয় এই যে, বিশ্বজগতের সম্পদ্ সৃষ্টিতে কেরাণী যে কতখানি অপরিহার্য তাহা সে নিজেই জানে না; উপরন্তু অনেক নির্বোধ ব্যক্তি তাহাকে পরশ্রীকাতরী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই অজ্ঞতার জন্য সে নিজেদের সোজা করিয়া চলিতে অক্ষম এবং ব্যক্তির হইতে কোন সাহায্য আদায় দিতে আসে না। আজ এইটী বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, (১) বর্ত্তমানে কেরাণীর স্থান আছে, (২) সে মনুষ্যত্বই একটী শ্রেণী, (৩) তাহার কাজে সমাজ বিশেষভাবে ক্ষতি-গ্রস্ত হইবে এবং (৪) বর্ত্তমান যুদ্ধ তাহার যে অবস্থা আনিয়াছে তাহার আশু প্রতীকার একান্তভাবে দরকার।

বহুর কথনও আগে কোনো এক বিখ্যাত কোম্পানীর বহুর লক্ষ টাকার বিল বেলওয়ে বোর্ডের নিকট না-মঞ্জুর হইয়া পড়িয়া থাকে। উহাতে মালের ওজন সংক্রান্ত কিছু ভুল ছিল। উক্ত কোম্পানীর বড়সাহেব ছোট সাহেবকে লিখিলেন, "কোন্ বাবু এই ভুল করিয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির কর ও যথোচিত শাস্তি দাও।" ছোটসাহেব অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া লিখিলেন, "অপরাধীকে পাইয়াছি। কিন্তু তাহাকে শাস্তি দিবার আগে জানিতে চাই যে, বাবার ভুলের জন্য লক্ষ টাকা আটকাইয়া যায় তাহার তিন টাকা মাহিনা বাবা করা দরকার কি?"

১৯০৫ সালে একটী বণিক-প্রতিষ্ঠানে কেরাণী-বর্গটী মাসিক ৩০ টাকা স্থায়ী হইয়া যায়। ঐ সময় অনেকের মুখে শোনা যাইত টাকাকড়ি আদায়ের এত অসুবিধা হইয়াছিল যে, প্রভুর লোকদের মাসান্তে লইয়া বাড়িতেরা প্রতিষ্ঠানটী বিক্রয় করিতে বাধ্য হন।

এই দুইটী ঘটনা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কেরাণীর স্থান কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বর্ত্তমান যুগে তুলনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সরস্বতীর সাহায্য চাই। কেরাণীর লেখনী সেই সাহায্যই করিয়া থাকে। কারখানার মালিক অর্থের জন্যই কারবার করেন। যদি আয় না হয়, লাভ না পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রব্যাদি উৎপাদনের কোনো সার্থকতাই থাকে না। তাহার কাজে কত পাওয়া যাইবে সেই সমস্ত হিসাব কেরাণীই রাখে। সাধারণ-

An Announcement under Section 93 (I C) 3

INDIAN MINERAL INDUSTRIES LIMITED.

MANUFACTURERS OF
MINERALS & MINERAL PRODUCTS

22-1, Dum Dum Road, Calcutta. Phone : B. B. 6465

Paid-up Capital Exceeds Rs. 1,00,000.

DIVIDEND

Paid on Ordinary Shares (Free of Income Tax)	
In 1942	7½%
In 1943	9%

Limited number of 6½ Cumulative Preference Shares of Rs. 50/- each are available.

Consent of the Central Government has been obtained under Defence of India Rules for further issue of Capital. Government of India do not take any responsibility for the financial soundness of any scheme or the correctness of any statement made or opinion expressed with regard to them.

সাহেব অভিমান নেই করে। তাহার জন্যই টাকাকড়ি আদায়পত্র হয়। শিল্প-বাণিজ্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় "ক্রেডিট"। এই "ক্রেডিট" কে চিরন্তন করিয়া টাকার আবিষ্কারক কেরানী। আইনসঙ্গত খাঁটিয়া সে এই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া দ্রব্যাদি নির্মাণের সময় অনুমোদন (Order Sheet) নির্দেশনামা (Drawing List), নক্সা (Drawing) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে তাহাকে যথেষ্ট প্রয়োজন (ব্লাডপ্রিন্ট্যান্স, টাইপিং প্রভৃতি কেরানী দ্বারা আজ কিছুই নয়)।

আজ কথায় বলিতে বলিতে হয় যদি মালের খাতাপত্র নষ্ট করিয়া ফেলা হয় তাহা হইলে সমস্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। নক্সা না হইলে কারিগর কিছুই নির্মাণ করিতে পারিবে না। বিলপত্র না করিলে টাকা আদায় অসম্ভব। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অর্থের প্রবাহকে কেরানী সুগম রাখে নক্সা, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার কার্যকে আমরা বিক্রয়শীলতা (Productive) কি হিসাবে বলিব ? অর্থনীতিতে উৎপাদক ও অনুৎপাদক শ্রম লইয়া বহু তর্ক-বিতর্ক আছে। তাহার বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া শুধু এইটুকু বলি সেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্তমান উৎপাদন-প্রণালীর বৈচিত্র্য এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়াছে যে, কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে বস্তুবিশেষের উৎপাদক না বলিয়া যে সমস্ত ব্যক্তির সম্মিলিত শ্রমে উহা উৎপাদিত হইয়াছে সেই সমস্ত ব্যক্তিকেই উহার উৎপাদক বলা উচিত। একটী রোলারের (Road Roller) প্রকৃত নির্মাতা তাহাকে বলিব ? একজন নক্সা করিয়াছে, আর একজন কলা গড়িয়াছে, অপর ব্যক্তি চালাই করিয়াছে। এই তিন জনের কোনো একজনকেও বাদ দেওয়া অসম্ভব। যে মেশিনে ফেল দেয় বিক্রয়শ্রী হইতে তাহাকে বাদ দিতে পারি না। সেইরূপ যে শ্রমের সাহায্যে অর্থের গমনাগমন সুগম রাখিয়া, চার্ট ও নির্দেশনামা প্রস্তুত করিয়া দ্রব্যাদির নির্মাণে সহায়তা করিতেছে সেই কেরানীকে বিক্রয়শ্রীর অঙ্গস্বরূপ কর্মী না বলিব কেন ?

কেরানীকে অনেক ব্যক্তিই শ্রমিকশ্রেণী-ভুক্ত করিতে নারাজ। তাঁহাদের যুক্তি হইতেছে এই যে, যাহারা মৈথিক শ্রম করে তাহারাই শ্রমিক। কেরানী মানসিক বা বুদ্ধি-সম্বন্ধীয় শ্রম করে, সুতরাং সে শ্রমিক হইতে পারে না। এইরূপ পার্থক্য নির্দেশ অযৌক্তিক। মজুরের সুদক্ষ মৈথিক শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শ্রমও করিতে হইতেছে। কারিগরকে যেমন মোট ও মজুরি দুইটীই খাটাইতে হয় কেরানীকেও ঠিক তেমনি। টাইপরাইটার, কম্পটোমিটার প্রভৃতি যেসিনে যাহারা কাজ করে, এবং যাহারা কলম পেশে, তাহাদের মৈথিক পরিশ্রম যথেষ্ট হয়।

আর একদল বলেন, উৎপাদিত দ্রব্যে আমরা মজুরের ঘর্মাক্ততার শ্রম উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু কেরানীর কোনো শ্রম উপলব্ধি করা যায় না। ইহার উত্তরে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এখন বহু শ্রেণীর শ্রমিক আছে যাহাদের শ্রম-উপাদান ধরা যায় না। যে যান্ত্রিক দক্ষতে পাঁয়ত কাটিয়াছে তাহার মেহনত উহার পরিবর্তন ঘটাইয়াছে ; কিন্তু যে লোহার রড (Rod) ধরিয়াছে বা চালাই করিয়া পরাইয়াছে তাহার মেহনতের কোনো ছাপই ঐ দক্ষতে পাওয়া যাইবে না।

ইহা ছাড়া যদি আর্থিক অবস্থার দিক দিয়া বিচার করি তাহা হইলে দেখিব, কেরানী-মজুরে বিশেষ পার্থক্য নাই। মজুরের মত অনেক স্থানে কেরানীরও মৈথিক হারে মাহিনা নির্ধারণ হইতেছে। কি আর্থিক অবস্থা, কি উৎপাদনে আজ এমন যে দিক দিয়াই দেখি না কেন কেরানী মজুরেরই একটী শাখা-শ্রেণী মাত্র। "মিস্ত্রি" ও "মুন্সিতে" যেরূপ পার্থক্য সেরূপ তাহারা শ্রমিক, কেরানীও ঠিক সেইরূপ।

ভারতের বাজার জনসংখ্যায় কেরানীর সংখ্যা অল্প নহে, তথাপি তাহার একটা স্থান আছে (কারখানার যেখানে মজুরের স্থান শতকরা ৮৮·৫%, কেরানীর স্থান সেখানে ৬·৫%)। বিদ্যালয়ে যাহারা লেখাপড়া করে তাহাদের বেশীর ভাগই হইতেছে কেরানীর ছেলেদের। ইহাদের (কেরানী) আয় হইলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বেশীর ভাগ অর্থ-শূন্য হইবে। বাঙ্গলার অধিকাংশ হাসপাতাল সমূহে ইহারাই কৃষকদের লইয়া, সিনেমা দেখিয়া, পোষাক-আসাক পরিধান করিয়া নভেল নাটক পাঠ করে। বেশীর ভাগ ইহাদের চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া অনেক ছোটোখাটো ব্যবসায়ী ব্যাপারী জীবিকা আছে। ইহাদের অভাবে তাহারাও অর্থাভাবগ্রস্ত হইবে ; সে অর্থের অভাব হইবে সুদূরপ্রসারী।

বর্তমান যুদ্ধে প্রায় সকল শ্রেণীই অল্প-বিস্তর অর্থাভাবগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু কেরানী যে কি ভাবে দিন দিন অকূলের গহ্বরে নামিয়া যাইতেছে তাহা অনেকেই ভাবিতে পারিতেছে না। ইহা বলিতে চাহি না যে, কৃষক-শ্রমিকের অবস্থা খুবই ভাল। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কেরানীর অবস্থা এমন ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির এই দিকে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

মূলা সাধারণ মধ্যবিত্তের মতন নিজের অবস্থা সে যতদূর সম্ভব চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। তাহার আয়-ব্যয়ের হিসাব লইলে বেশ বুঝা যাইবে যে, সে কি ভাবে ঋণগ্রস্ত ও সর্বস্বান্ত হইতেছে। আগুনী ভাতা এ অবস্থার কোনো প্রতীকারই করিতে পারিবে না। তাহার মাসিক আয় ধরে ৫০৲ ও খোরাকের সংখ্যা ধরে ৬টী করিয়া বলিলে বেশী যাইবে

যে, বর্ত্তমান রেশনিং প্রথা অনুযায়ী চাউল, আটা ও চিনি বিলিতেই তাহার ৪০৲ খরচ হইয়া যাইবে। কয়লা ও তৈল বাবদ ১০টী টাকা পৃথক করিবে। বাড়ী ভাড়া বা খাজনা, ট্যাক্স, মেরামতী, খুচরা, জামা, ছেলেদের স্কুল মাহিনা প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করা তাহার পক্ষে এখন দুরূহ সমস্যার বিষয়। প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পাইতে যারা হওয়ায় কেরাণী ও তাহার পরিবারবর্গ রোগগ্রস্ত হইতেছে। চিকিৎসা করাইবার সামর্থ্য তাহার নাই।

অর্থনৈতিক দুরবস্থার সহিত রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতার যোগ রহিয়াছে। শুধু যে চিকিৎসার জন্য পয়সা খরচ হয় তাহা নহে, অনুপস্থিতির দরুণ আয় কম হয়, মাহিনার অঙ্কও কমিয়া যায়, অকাল-মৃত্যু পরিবার-বর্গকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলিয়া দেয়। ভবিষ্যৎ দুর্ভাবনার দাহিয়া ও দুরদৃষ্টিতা অশান্তিদায়ী হইয়া দাঁড়ায়।

বাংলার কেরাণী-সমাজ আজ এমন অবিচারের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত যাহা কল্পনাতীত। কেহ কেহ পুত্রের বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেছেন। কেহ কেহ এ আর পিতে ছেলেদের নিযুক্ত করিতেছেন। অনেকে পরিবার ও আত্মীয়-বিজন সুদ্ধ করিয়াছেন। যেরূপ দ্রুতগতিতে দৈন্য-দুর্দ্দশা এই সমাজকে আক্রমণ করিতেছে তাহা যদি আর বেশী দিন চলে তাহা হইলে এক বিশাল সর্ব্বহারা সমাজের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। কেরাণীদের নৈতিক ও মানসিক অবনতি শুধু যে তাহাদের নিজেদের জীবনকে অতিষ্ঠ করিতেছে তাহা নয়, দেশের আর্থিক জীবনে অতি জটিল আকার ধারণ করিতেছে। তাহাদের ব্যাপক অসন্তোষ কোম্পানী ও কারখানার অপ্রত্যক্ষ খরচ (overhead charges) বাড়াইয়া দিতেছে।

স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এ অবস্থার প্রতীকার হইতে পারে না। সরকারকে উহার দায়িত্ব লইতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় যারা সম্ভব ও সুসাধ্য সেইরূপ কয়েকটী উপায় আমরা এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি :—

(১) খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহের ব্যবস্থা। রেশনিং প্রথায় বহু ত্রুটী থাকা সত্ত্বেও তাহা এখন অত্যন্ত কার্য্যকরী। অবশ্য উহার সংশোধন আবশ্যক। যথা জাল কার্ডের ব্যবস্থা করা দরকার। অসাধুতাগ্রস্থের সরবরাহ ভাণ্ডার স্থাপন আর একটী কল্যাণকর পন্থা।

(২) দুর্গতি-নিবারক তহবিল সৃষ্টি। সরকার ও মালিকেরা মোটা টাকা দান করিয়া একটী তহবিল সৃষ্টি করিবেন এবং মাসে কেরাণীর মোট টাকা বাদ দিয়া ঐ তহবিলে অর্থ আদায় করিবেন। ঐ টাকা হইতে কেরাণীরা প্রয়োজনমত ধার পাইবে। কোম্পানী যারা দান করিবেন তারা সাধারণ খরচার মধ্যে না ফেলিয়া খাতায় "এসেট" হিসাবেই এখন ধরা হইবে। পরে যখন ভাল সময় আসিবে তখন যা খরচের কিছু কিছু অংশ খরচার হিসাবে লিখিয়া উহার ব্যবস্থা করা যাইবে।

(৩) কেরাণী সমিতির প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠান সংঘের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বা পৃথকভাবে কেরাণী সংঘের আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। তাহাদের অভাব-অভিযোগ জিজ্ঞাসা অনুসন্ধানেরও থাকিয়া যেতে। দিন দিন মালিকেরা কেরাণীদের অধিকার ও দাবীসমূহ এমনভাবে লঙ্ঘন করিতেছেন যে, কেরাণীরা এখন সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে তাহাদের দুরবস্থার সীমা থাকিবে না।

"জাতীয় ব্যাঙ্ক মানে 'স্বজাতি দ্বারা পরিচালিত'—শুধু এই নয়। জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে যারা সাহায্য করে তারাই-----"

আপনার টাকা আপনার ছাত্রদের সন্তান হয়ে থেকেও দেশের ও জনের কাজ করতে পারে, জাতির অর্থ-নৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করতে পারে—

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বিলীত মূলধন　　— ১০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ী মূলধন　　— ৪,৩১,১২৮৷৵৯ পাই

১৯৪১ সালে ৭½٪ ও ১৯৪২ এবং ১৯৪৩ সালে ৭½٪ আয়কর-মুক্ত লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

হেড অফিস :—
১৩, ক্লাইভ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
দেবীদাস রায়, বি এ

ভারতীয় জীবন-বীমার সাম্প্রতিক সমস্যা

(শ্রীপ্রভাকর মিত্র)

সম্প্রতি বোম্বাই সহরে ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেস্ এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মিঃ ডে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে ভারতীয় জীবন-বীমা ব্যবসায় সম্মুখে যে দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার বিশদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "১৯৪৯ সালের জীবন-বীমা আইনের সাহায্যে আভিজাত্য বাহাতে আমাদের দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন না হয় তৎসম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা আমি কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। এ ব্যবসা অবস্থিবিলম্বে যে সঙ্কীর্ণ অবস্থায় উপনীত হইবে তাহার সম্যক উপলব্ধি এখনই হিতের। জীবন-বীমা ব্যবসার অগ্রগতির পথে বাধা স্বরূপের উপকরণগুলি আমা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। এতদবস্থায় ব্যবসা পরিচালনার অনুকূলসাধারণ বিক্রয়-কার্য্যের অনুষ্ঠিত না হইলে আপাতসুন্দর লাভ-ক্ষতির ভবিষ্যৎ দ্রুত-পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

"আমী কালের ক্রম বর্ধমানি বর্ধনপ্রাপ্ত আমাদের মনে হয় ভারতীয় বীমা ব্যবসা আজের বহু শক্তির ও ব্যয়ের দুরূহ বহনের উপর সফলের সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। বস্তুতঃ এখন হইতেই এই প্রতিকূল কারণগুলি কার্যকরী হইয়াছে। ইহাদের যে কোন একটি কালেই যথেষ্ট অস্বস্তিকর।"

সমস্যার জটিলতা ও গুরুত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে জীবন-বীমা ব্যবসার বিশেষত্ব ও কি কি উপাদানে এই ব্যবসা গঠিত তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। সাধারণ ব্যবসা বা কারবারে মালের বিক্রয়-মূল্য ও ক্রয়-মূল্যের যে পার্থক্য তাহা হইতে খরচপত্র ইত্যাদি বাদ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই লাভরূপে লাভ তুলিয়া অভিহিত। যদি বিক্রয়-মূল্য ক্রয়-মূল্য হইতে কম হয় তাহা হইলে কারবারে লোকসান সুনিশ্চিত। খরচপত্রের পরিমাণ ও মালের বিক্রয়-মূল্য হইতে ক্রয়-মূল্যের পার্থক্যের উপর কারবারের লাভের পরিমাণ নির্ভর করে। কিন্তু খরচপত্রের স্থানবিশেষ দেশের আর্থিক অবস্থার সহিত জড়িত। কোন খরচের এ তারতম্য খরচপত্র বেশী ও কোনও খরচের কম হইতে পারে, তখন লাভের পরিমাণও কম ও বেশী হইবে; এ বিষয়ে ব্যবসায়ী কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। কিন্তু জীবন-বীমা ব্যবসার গঠন এ প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। এখানে মালের বিক্রয়-মূল্য পূর্বাহ্নেই নির্ধারিত হয়। মাল বাজারে আসিবার পূর্বেই তাহার মূল্য নিরূপিত হইয়া যায়। ব্যবসায়ী মালের বিক্রয়-মূল্যের অতিরিক্ত ব্যবস্থায় অন্যান্য খরচপত্র নিয়োজিত করিতে পারে, নতুবা লোকসান। এ আধার সাধারণ ব্যবসার ন্যায় সাময়িক বাৎসরিক লোকসানে নয়—ব্যবস্থার অতিরিক্ত খরচপত্র করিয়া চলিলে "অ্যাডুয়েলনে" বাইতি ঘটিবে। এই হইল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, সাধারণ ব্যবসায়ী খরচের খরচপত্র বাদে উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগ করিয়া মূল অর্জন করিতে থাকে। যদি অবশ্য সেটা তাহার অভিপ্রেত। কিন্তু জীবন-বীমা ব্যবসার প্রকৃতি এইরূপ যে, খরচের উদ্বৃত্ত অর্থ পৃথক করা বা তহবিলে তলাতুলির করিয়া সমূহ তহবিলের উপর ব্যবস্থানুযায়ী সুদ অর্জন অবশ্য কর্তব্য। নতুবা এক্ষেত্রেও 'অ্যাডুয়েলনে' বাইতি ঘটিবার আশঙ্কা। সুতরাং দেখা যাইবে, 'অ্যাডুয়েলন' কি এবং জীবন-বীমা ব্যবসায় উহার গুরুত্ব কতখানি। বাৎসরিক প্রিমিয়ম বা টাকা দিয়া জীবন-বীমা ক্রয় করা হয়। তাহাতে মৃত্যু ঘটিলে বা নির্দিষ্ট পরিমিত কাল উত্তীর্ণ হইলে জীবন-বীমার অর্থ পাওয়া যায়। যাবৎ না ঐটা পর্যন্ত প্রিমিয়ম দিতে হয়। এই প্রিমিয়ম গঠনে মানুষের মৃত্যু-হার, ভাবী খরচের ও সুদের হার নির্ধারিত থাকে। প্রতি খরচের বা অন্ততঃ পাঁচ খরচের অন্তর একবার কোম্পানীর গতি ব্যবসায় অ্যাডুয়েলন করিয়া বাড়তি বিতরণ করিতে হয়। তাহাতে গতি জীবন-বীমার মোট বাড়তি নিরূপিত হয়। যদি উপরি-উক্ত তহবিল (যাহা জীবন-বীমা তহবিল নামে খ্যাত) হইতে নিরূপিত মোট বাড়তি কম হয় তাহা হইলে উদ্বৃত্ত অর্থ কোম্পানীর 'লাভ্যাল্' বা লাভ। এই লাভ হইতে কোম্পানী জীবন-বীমাকারীদের ও অংশীদারদের বোনাস ও ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ দিয়া থাকেন। অবশ্য এটি দেখা গিয়াছে যে, কোম্পানীর মোট বাড়তি তাহার তহবিলে গচ্ছিত মোট সম্পত্তি হইতে বেশী তাহা হইলে অ্যাডুয়েলনে বাইতি ঘটিয়াছে বলিতে হবে।

ভারতের অধিকাংশ কোম্পানীগুলিরই প্রিমিয়মের হার ৪%—৫½% সুদে বাঁধা। তাহারা গড়পড়তা এই হারেই ভ্যালুয়েশন সুদ ধার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। বর্তমানে হ্রাসকৃত সম্ভা-মূল্য-নীতি অবলম্বনের ফলে সুদ অর্জনের পথ ক্রমশঃ বন্ধুর হইয়া উঠিয়াছে। এখনে অনেক সময়ে ৫৫০ টাকায় সুদ পাওয়া যায় না। ১৯৪২ সালের

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৭৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য কলিকাতা অফিস—

বাগবাজার, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, ফিদোরেগঞ্জ, নয়াগ্রামবাজ, নোয়াখালী, লোনাপুর, চৌমুহনী, টাঁদপুর, পুরাণবাজার, বেলী, কুমিল্লা, নবাবপুর, বর্ধমান, চৌমুহনী, পূর্ণিয়া, পাটনা, বেনারস, আরা, রাঁচী, তাজপুর, আসানসোল, জলপাইগুড়ী ও শিবসাগর।

কার্য্যকরী তহবিল—

১,০০,০০,০০০৲ এক কোটি টাকার উপর

এতদ্দেশী ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

এজেন্সি দিবেন। :—মিঃ এস, সি, পাল।

ইহার মূলে মুনাফাসিকারীগণই অধ ইণ্ডিয়েবেল লভ্যাংশবৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বর্তমানে সাধারণভাবে ডিভিডেণ্ডের লভ্যতা ৫০ টাকার বেশী মূল্য অনুমান করা সঙ্গত নয়। তবে আয়কর ইত্যাদি বাদ দিলে অনেক ক্ষেত্রে এই হার দাঁড়ায় ৩% মূল্যে মাত্র সহকার। তাহা হইলে লভ্যতা কতখানি অকিঞ্চিৎকর একবার ভাবিয়া দেখুন। ১৯৪১ সালের শেষে দেখা গেল ভারতীয় কোম্পানীগুলির ব্যাঙ্কার মোট ২৩৭·২৪ কোটি টাকার দায়ী দেনা আছে। তাহার প্রিমিয়াম প্রায় ১১·২৭ কোটি টাকা। এই প্রচুর প্রিমিয়ম আয়ের বিতরণে বাধ দিলেও যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের উদ্ধার কোম্পানীগুলির অন্ততঃ ৪% মূল্য অর্জন করা ব্যবসা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয়। এখন মুনাফাসিকারীদের অর্থনৈতিক ৫% বিদ্যা ৩½% মূল্যে ডিবেঞ্চার-গুলি ভাঙ্গিলে অনেক কোম্পানীরই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবার সম্ভাবনা। সর্বসম্মুখ ফিলিপ্টাস কোম্পানীর অংশই ৩½% মূল্য হইতে ৩% মূল্যে ডিবেঞ্চারগুলি করার ফলে তাহাদের মোট বাড়তি ৪৪ লক্ষ টাকা দায়ীদারী বা পলিসি-হোল্ডারগণের জন্য সঞ্চিত রাখিতে হইয়াছে। কোম্পানীর হাতে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত না থাকিলে নিম্ন সুদের হারে ডিবেঞ্চারগুলির প্রতিস্থাপনা করা কোম্পানীর পক্ষে অসম্ভব। তাই মি: নায়েক বলিয়াছেন—"বাড়তি আয়ের পথ, সম্ভবতঃ পরিবর্তিত অবস্থানুযায়ী প্রিমিয়ম-হার, সংশোধন করিয়া আয়ত্তে না আনা হইলে লভ্যাংশ যে সম্পূর্ণে আসিবে তাহা অনুমান করিতে বিশেষ কিছু বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্যক হয় না।" এক্ষেত্রে আমরা প্রিমিয়মের হার বৃদ্ধি পাইলেই যে কোম্পানীগুলি লভ্যাংশযুক্ত হইবে তাহার আশ্বাস দিতে ভরসা পাই না। কারণ অবস্থানুযায়ী প্রিমিয়ম-হার বর্ধিত হইলে কোম্পানীগুলির নূতন আয়ের বেলায় যে প্রিমিয়ম-আয় তাহারই সুবিধা হইবে। কিন্তু চলতি আয়ের বেলায় যে প্রিমিয়ম-আয় দাঁড়াবে ৩½% মূল্যে জমা আছে তাহার বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে হয়ত বর্ধিত প্রিমিয়ম ধরণের হারের ব্যবস্থায় কিছু উন্নতি-বিশেষ ঘটিতে পারে। সুতরাং যে ভারবাদে সুদের হার ইতিপ্রোভাবে ধরিয়া লেই সুদের কোন হানি ঘটিলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

একেত সুদের আয় ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তাহার উপর আবার ট্যাক্সের চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৩৯-৪০ সালে টাকায় ৪২ পাই মোট ট্যাক্স ছিল।

বর্তমানে মিঃ এস আর রায়, বি-এল, ডিরেক্টর বেঙ্গলের তেরোমাসাধিকে আমাদের প্রতিষ্ঠান যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে সুপরিচিত হইয়াছে। মূল্য ডিরিজ উপর অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করা সম্পর্কে তাঁহার প্রাপ্তি আমাদের সহিত আলোচনা ও সহযোগিতা করিতেছেন।

আজ সকলের সর্বোপরি প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। ব্যবসায় বহিয়া আনা করার সঙ্গে ইহা বাস্তবিকই একটি উত্তম প্রতিষ্ঠান। আমাদের ব্যয়ের টাকা যথাযথ ভাবিলে আপনি নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন, কারণ আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের মূলে: ডিরিজ উপর এই ব্যাঙ্কটী স্থাপিত; আর প্রচুর অর্থ লইয়া পরিচালনা, বিশেষ ও বর্তী ডিরেক্টর বেঙ্গলের অর্থনে এই ব্যাঙ্কটী পরিচালিত হইতেছে।

বাণীয়ন ও প্রবাসবাসীদের প্রয়োজনীয় সাধার (যাহা শীঘ্রই খোলা হইবে) প্রাক আমেরিকার সহিত ক্রমক ও প্রবাস-প্রতিনিধিদানী ব্যাঙ্কিং যাবতীয় বিষয় হইতে যথাযথ আশ্বাস করা যাইতেছে। সর্বাধি উন্নত। আমন্ত্রণ জানী।

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের প্রতিটি ব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহে শীঘ্রই শাখা অফিস স্থাপন করা হইবে। যোগ্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

সিভিল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

৩৯নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

কেবল: বনাগার

১৯৫০-৫১ সালে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ৬৫½ পাই-এ উঠিল। ১৯৫১-৫২ সালে তাহা ৫৬ পাই, ১৯৫২-৫৩ সালে ৬৩ পাই এবং অবশেষে ১৯৫৩-৫৪ সালে মোট ট্যাক্সের ভার দিয়া ৭৯ পাই দাঁড়াইল। বর্ত্তমানে ট্যাক্সের ভার টাকায় সর্ব্বোচ্চ ৬৩ পাই ধার্য্য করা হইবে বলিয়া অর্থমন্ত্রী স্থির করিয়াছেন। এখানেও জীবন-বীমা যে সাধারণ ব্যাপার নয়, সমাজ-সেবা ও লোকের সঞ্চিত অর্থের তত্ত্বাবধান যে তাহার কর্ম্ম ও কার্য্য তাহা বিশেষভাবে করা হইয়াছে। সে কথা বিবেচনা করিলে সর্ব্বোচ্চ ট্যাক্সের হার আরও কম করিয়া নির্দ্ধারণ করাই পরামর্শদাতাদের পক্ষে সঙ্গত ছিল।

এইত গেল বর্ত্তমানের সুদের সমস্যা। ভবিষ্যতে অর্থের যে অবস্থার উন্নতি ঘটিবে তাহা অনেকে মনে করেন না। পুনর্গঠনের যে খরচ দেখা যাইতেছে তাহাতে 'সস্তা-মুদ্রা'-নীতি যে সুদের পরের প্রভাবিত করিবে সন্দেহ নাই। বর্দ্ধিত প্রিমিয়ম হইলে বীমা কোম্পানীর সমস্যার কথঞ্চিৎ উপশম ঘটিবে বটে। তবে ভারতীয়ের গড়ে আয় অতি অল্প, সে হিসাবে সমাজ-সেবা ও জনপ্রিয়তার দিক দিয়া জীবন-বীমার মূল্য বৃদ্ধি কোন প্রকারেই পরিমাণ খুব হইবার আশঙ্কা নিরবধান।

মানবিধির অবস্থাভেদে খরচের হার অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক মৃত্যুপূর্ব-কালীন অবস্থা কোম্পানীরাই খরচের হার সন্তোষজনক ছিল না, তবে তখন মন্দাবাজি খুব অর্জনের পর প্রকৃত আয়ের আভিমুখ্য কথঞ্চিৎ পরিপূরণ হইত। বর্ত্তমানে খুব অর্জনের পর কীণ হইয়া আসায় অনেক কোম্পানীই খরচের হার হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা অবশ্য আশাপ্রদ, কিন্তু খরচের হার হ্রাস করিবারও একটা সীমা নিশ্চই আছে। ব্যবসা পরিচালনার পক্ষে মূলধনের যে কর্ম্মকুশলতা আবশ্যক তাহার লাভকল্পে অযোচিত খরচ অবশ্যত্যাগী।

সুতরাং ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানী-গুলি যে বর্ত্তমানে উন্নতি-সমৃদ্ধির সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক দিকে যেমন সুদের আয় কীয়মান, অপরদিকে তেমনি খরচের বহর বর্দ্ধমান। অনেকে মনে করেন যে, সুদের মূলতা ও খরচের আভিমুখ্য সন্তোষজনক মৃত্যু-হারের দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিপূরণ হইতেছে। যথার্থ বলিতে গেলে, এক সর্ব্বগ্রহণ এডিয়েটাল ব্যতীত কোন ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীর বাস্তবিক মৃত্যু-হারের অভিজ্ঞতা নাই। এতদ্ব্যতিরেকে ভারতের সীমান্তে মুদ্রের যে বর্ত্তমান পরিস্থিতি তাহাতে মৃত্যু-জনিত মৃত্যুদাবের অভিজ্ঞতা ভারতীয় কোম্পানীগুলির ভাগ্যে কিরূপ ঘটিবে তাহা পূর্ব্বাহ্নে বলা কঠিন। সকল দিক দিয়া ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সম্মুখে যে সব সমস্যা মুর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে তাহার সুসমাধানের জন্য দেশের বীমাব্যবসায়ীদের সম্মুখে এখন হইতে একযোগে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

মুদ্রাস্ফীতি (inflation) ভারতীয় সমস্যা। মুদ্রাস্ফীতির জন্য বাঁহারা দায়ী তাঁহারা এক জায়গায় উহারই অবসানাবাসনের সম্ভাবি করিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে জায়গাকে কেহ দেখা যায়—কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি চর্ম্মচক্ষুর অগোচর থাকে। জায়গা সমুদ্রের সমস্ত জায়গাটি করে—কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি সর্ব্বসাধারণ লোকের অনিষ্ট করে; জায়গাটির ফলে অল্প বা একাধিক ব্যক্তির অনিষ্ট হয়—মুদ্রাস্ফীতির জন্য সমগ্র জাতির অনিষ্ট হইয়া থাকে; জায়গাকে ধরিয়া আদালতে বিচারার্থ প্রেরণ করা যায়—কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি একটা আইনসঙ্গত পন্থা (অধ্যাপক সি এন ভকীল প্রণীত ইণ্ডিয়া ডিপি শীর্ষক পুস্তক, ১৪ পৃষ্ঠা)।

বেঙ্গল ববীন এ্যাণ্ড
প্লাইউড্ কোং লিঃ
সর্ব্বপ্রকার—
ববীন, প্লাইউড, চায়ের বাক্স প্রস্তুতকারক।

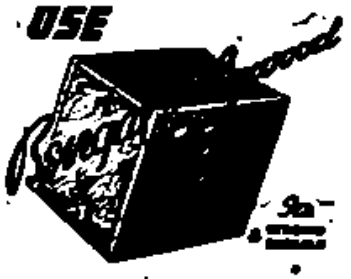

সর্ব্বপ্রকার
কাঠের
জন্য
যোগ করুন
কমার্শিয়াল টিম্বার

ম্যানেজিং এজেন্টস—
মেসার্স—সন্তোষ চাটার্জ্জি এ্যাণ্ড কোং
৪৪-৫৯, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাম :—ব্যবসাদী
ফোন :—কলিকাতা ১৮৩৭

সমসাময়ী প্রেসিডেন্সের মহিমা

[অমনী]

সর্বপ্রথমেই প্রেসিডেন্সের কথা মনে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে আমার কবি বান্ধবের "লেডি"-র কথাই মনে পড়ে যায়। কিছুতেই রাজী হবেন না—বাইবার 'না' 'না' 'না', তবু অবশেষে রাজী হবে যান,—যখন 'হাঁ' 'হাঁ' 'হাঁ'।

ইনফ্লুয়েঞ্জার কথাটাই বলা যাক্। কিছু-দিন আগেই ঐ মারাত্মক ব্যাধির লক্ষণগুলি দেখে সর্বপ্রথমেই সতর্ক হয়েছিলেন। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির অপরাধের কথা অভিমানী সরকার কিছুতেই স্বীকার করবেন না। স্থির-বুদ্ধি অর্থনীতিবিশারদরা বরাবরই বলছিলেন, ইনফ্লেশনের লক্ষণ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠ্‌ছে, সিটিন ও নরাদিল্লীর বড় বড় মুখপাত্ররা তবুই তারস্বরে ঘোষণা করছেন "নহে নহে নহে"। তাদের মতিমের উক্তিতে, তাদের বক্তৃতায়, তাদের বাণিজ্য-সচিব ও অর্থ-সচিবের বিবৃতি-বিজ্ঞপ্তিতে কেবলি বারবারে ঘুঘের জোরে অস্বীকারের সে কী অক্লান্ত প্রয়াস! সত্য কথা স্বীকার করলে প্রেস্টিজ নষ্ট হয়, দুনিয়ার বাজারে অকারণে কথা ছোট হয়ে যায়!

• • •

কিন্তু মাস কয়েক যেতে না যেতে সরকার পক্ষ থেকেই হঠাৎ সঙ্গে কথার ওঁতে ওঁতে স্বকৌশলে ঘোষণা-করা কথাটিকে একটু-আধটু করে চালু করার চাতুরময় প্রয়াস দেখা দিল। সেখানে কেবল অনুষ্ঠ খীকৃতিই নয়, বহু বহু মূল্য আইনে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের চেষ্টার কথা বিবিধবার্তা পর্যন্ত ঘোষণা করতে হল। ইনফ্লেশনই যদি "নয় নয় নয়," তবে "এ্যান্টি-ইনফ্লেশনারী মেজারস্"-এর অকারণ প্রয়োজন পড়ল কেন। জবাব খুবই সরল এবং "এক্সেডেন্ট অভিযোগের"। প্রেস্টিজ! প্রেস্টিজ!!

• • •

অসহায়তা ও অনুসন্ধিৎসার অনাবশ্যক "ডাক ছাড়" অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও নাইই প্রেস্টিজ। এই দুরন্ত অভিমান ছাড়ে তবু ফসকায় না। এই বঙ্গ-জলাভূমি কলাকৌশল যে কোন থেকে আমদানী হয়েছে, সে-দেশের একখানি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের অনুসন্ধানীয় আগ্রহ এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল। শুনেছি ঐ বিখ্যাত বিদেশী সংবাদপত্রে একটি ছোট্ট প্রথাত ইংরেজ ভদ্রলোকের মৃত্যু-সংবাদ বার হল। ভদ্রলোক যে-ক্ষেত্রে দশটাতে তবুও ছেড়েই আসেন সেক্ষেত্রে তিনি সম্পাদকের কাছে তাঁর মৃত্যু-সংবাদের বিরুদ্ধে লিখিত এক প্রতিবাদ-পত্র পাঠালেন। সম্পাদক ঘাবড়ে গেলেন। মস্ত একটা ভুল করে ফেলে বসেছি, তাই বলে ঐ সংবাদপত্র তার প্রেস্টিজ হারাতে পারে না। তাঁরা ভুল লেখাই দিয়েছে এমন কথা স্পষ্ট-ভাবে কিছুতেই স্বীকার করা চলে না। এদিকে জীবিত লোককে মেরে ফেলার অধিকার নেই। এখন উপায়? প্রেস্টিজ রক্ষারও একটা সমস্যার সামনে পড়তে হল। সম্পাদক ঐ সংবাদপত্রে ছোট্ট একটু সংশোধন বার করলেন: অমুক স্থানের অমুক বিখ্যাত লোকটি অমুক

পরীক্ষা করবার ছাইতে পরীক্ষিত ঔষধ ব্যবহার করুন

রেক্যালসিন—ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট, ক্যালসিয়াম ল্যাকটোবিওনেট প্রভৃতি সংমিশ্রণে গঠিত ঔষধ। ক্যালসিয়ামের অভাবে জনিত রোগের চিকিৎসায় ইহা বিশেষ উপযোগী। অম্বরোগ, পেপ্টিক, ডিউডেনাল, ডায়াবেটিস বা গ্যাস্ট্রো, নার্ভি, ব্রঙ্কাইটিস, ইত্যাদি, রক্তহীনতা, ছুর্বলতা, ইনফেকশাস ডিজিজ, ম্যালেরিয়াজনিত রক্তহীনতা প্রভৃতি রোগে রেক্যালসিন অত্যন্ত ফলপ্রদ।

ইনজেকশনের জন্য—৩ ও ৫ সি, সি, এম্পুল সপ্তাহে দুইবার করিয়া (ইন্ট্রাভেনাস) দেয়। প্রথম ডোজ ২।৩ সি, সি, পরে সহ্যমত ডোজ বৃদ্ধি করা উচিত।
অন্যান্যঔষধের সঙ্গে ও দুর্বল রোগীদের পক্ষে এর ব্যবস্থা।

পানের জন্য—সিরাপ রেক্যালসিন। মাত্র ডাকমাশুল, বিনে ২।৩ বার অথবা ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী।

পলিটোন—রোগ ভোগের পর রক্ত স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে ইহা অতিশয় উপযোগী। পলিটোন ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমে সাহায্য করে, দেহের রক্ত বাড়ায় এবং ক্লান্তি অবসাদ দূর করে। রোগ ভোগের পর, অস্ত্রোপচার অবসাদ ও উহার পরে পলিটোন বিশেষ উপকারী। পলিটোনে শতকরা ১৪ ভাগ আয়ুর্বেদীয় বিশ্বাস থাকে।

উপাদান—ভিটামিন 'বি' সমবেত, ফিনাইল গ্লুকোর্সেট, থাইল ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, লেসিথিন, আয়রন (লৌহ), ইনসিলিন, পেপ্‌সিন, পেপ্‌টোন, ডায়াস্টেসিস ইত্যাদি, সালসাপ্যারিলা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, অমৃতমূল, অর্জুন, তুলসী ইত্যাদি।

ম্যালোসিড—ম্যালোসিড ম্যালেরিয়ার মহৌষধ ও রিল্যাপ্সের ঔষধ।

উপাদান—নিম্নলিখিত উপাদান (কুইনাইন, কুইনিডাইন, সিঙ্কোনিডিন), আর্সেনিক, লৌহ, সিকেল, কোরাণ্ডী, ম্যাগ্নেসিয়া, ডায়ু, বাসকপিতা, এবং ফোরাইড, ডায়াটিমিয় যন্ত্র ও অন্যান্য রোগে পরিচালক ও রক্তের ঔষধ এবং ম্যালিয়া, অম্বল, শাটা প্রভৃতি ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক শ্রেষ্ঠ ভেষজাবলী সমবেত ম্যালোসিড প্রধান ঘর।

ম্যালোসিন—ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক জ্বরে।

বেরীসাইড—আঙ্গুর-পুদিনা, বাসক-সার, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম, ফিনুগ্রোগ্লুকেট, ইনসিন, এসেন্সিয়াল ইত্যাদি উপাদানে প্রস্তুত। ইহা যাবতীয় যকৃদ্রোগের, পা ফুলা এবং দৌর্বল্যে অনিদ্র রোগীর যেমনধান ও পুরাতন উদরাময়ে অত্যন্ত উপযোগী।

পলিক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি লিঃ
১নং মতি শীল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সালে অর্থমন্ত্রণ করেছিলেন : তাঁর বয়েস এখন এত ; তিনি এখনো সুস্থ শরীরে বেঁচেই আছেন ; ইতিমধ্যে তাঁকে বৈধব্যযন্ত্রণার সম্মুখে হয়েছিল বলে কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায় কি ইত্যাদি !

* * *

দুর্ভিক্ষ শ্রেণীর কথা তাদের সরকারের আত্মরক্ষাব্যাপারের আমরি ভীতিপ্রসূত। তাই তার মতের "আর্থিক জগৎ"-এর এই বার্ষিক সংখ্যায় লিখতে গিয়ে ভয় হয়। দুর্ভিক্ষে পড়েছিলাম। আমার আলোচ্য বিষয় ছিল বাঙলার আসন্ন দুর্ভিক্ষ। মন্বন্তরের সব লক্ষণ তখন আর ঢাকা নেই, সর্বত্র পুরোদমে প্রকট হয়ে পড়ছে। তবু সেই প্রথমে 'দুর্ভিক্ষ' এই শব্দটা ব্যবহার করার জো ছিল না। পেনাল কোডের ধারা খুলছে। মনে আছে ভয়ে ভয়ে লিখতে হয়েছিল। বাস্তব সত্য বলতে হয়েছিল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরোক্ষ ভাষায়। আসল কথা অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের কথা আমাকে বাড়ি নি, কিন্তু কলমের মুখে 'দুর্ভিক্ষ' শব্দটা এসে গেলেই তাবলদের অবাধ্যতে প্রয়োগের চিহ্ন দিয়েছি। কখনো বা ঐ অপরিহার্য শব্দের সঙ্গে 'যদি' 'তা হলে' ইত্যাদির সংযোজন করে তার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে মনের কথাকে কেবলি ইঙ্গিতে পৌঁছে দিতে হয়েছে। সরকারী শ্রেণীদের গায় আঁচড় লাগে এমন কিছু লেখা নয়।

* * *

সংবাদপত্রগুলি সব ঠিক সময়ে সঠিক শব্দটা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারছিল না। অবশেষে কী করে যেন অমন কঠিন কাজ সহজ হয়ে গেল। সর্বশেষেও "বলতে হবে-না বলে-না" ভাবের ভেতর দিয়ে যেন বলতে না দিতে আর পারলেন না। ওদিকে অবশ্য লাভ-লোভের নদীর পারের দিকে আবেদি থেকে শুরু করে অনেক মধ্যে মন্ত্রিসভার মহারথীরা পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে জানাচ্ছেন : "বাঙলায় দুর্ভিক্ষ যেমা যেমনি—যেমেও না। যেমন শুনছ যা, তা দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষ মাত্র—দুর্ভিক্ষ নয়।" পরে জানিয়ে জানান হচ্ছিল, যেমে চালের মাইনি নেই—যানবাহন-ব্যবস্থার অনিবার্য বিশ্রাটের ফলে সরবরাহে কিছুটা অসুবিধা ঘটছে এই যা। কথার কথা নয়। মন্ত্রাবিদ্রী সংখ্যাতত্ত্ব যেঁটে অঙ্ক কষে ঘণ্টা মিনিটে হিসাব দাখিল করে জানান : না খেয়ে কেউ যদি মরে তো সে হবে কেবল অর্থাভাবে, খাদ্যাভাবে নয়। অবশ্য আমেরের গাইডে চলে যাচ্ছে, তবু সরকার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে না যে, সেটা বেআইনী মারণ দুর্ভিক্ষ। শ্রেণীতে যায় যে !

* * *

'মা' অক্ষরের 'ভী' হল—অনেক পরে অবশ্য। কিন্তু ঘাটবড় দুর্ভিক্ষে মেরের লোকের কথাটা আদায় করে নিতে হল। 'দুর্ভিক্ষ' সরকারী দুষ্পাচ্যের মতন ও বিদ্যুটে চালু হয়ে গেল। অবশ্যই ভাজ-শব্দিতেও অবাধ্যির শব্দটা বিশেষণে দুর্ভিক্ষ হয়ে অনেকটা নরম হয়ে এসে বড় দুরবেই ব্যবহার হতে হল। এদিকে তখন 'দুর্ভিক্ষের' ছড়াছড়ি—সাংবাদে, সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্যে, ছবিতে-ছটোতে, প্রকাশ্যসভা, অবশেষে বেতারেও পর্যন্ত। দেখে শুনে মনেহই হয় : সেই তো হল বসালি, তবে কেন লোক হাসালি ?

* * *

বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গন অক্ষুণ্ণ রাখার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাও দুর্ভিক্ষ শ্রেণীদের গায় আঁচড় খেয়ে খেয়ে কেবলি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। একশ্রেণীর মুখরক্ষা যেনতেনপ্রকার হলেও বড় ! কাগজকে দিয়ে আগে তৈরী

INDIAN FABRICS—House of Graceful & Sarees

বিবাহে, পূজায় ও ঈদ-সবে—

প্রিয়জনকে উপহার দিতে

"ইণ্ডিয়ান ফেবরিকসের"

আধুনিক ডিজাইনের সিল্ক ও সুতীর

বে না র সী

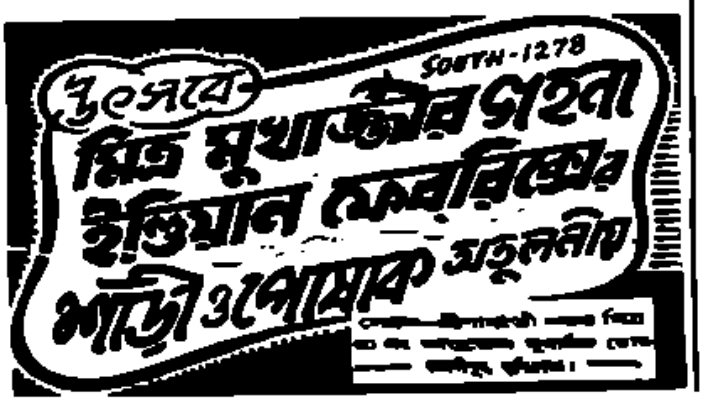

আনবার্তীয়

ঢাকাই, টাসাইল, বালুচর, মাদ্রাজ, বোম্বে-দাপা ও ক্রেপ শাড়ী, শান্তিপুর মস্লিনডামার

ধুতি ও শাড়ী ইত্যাদি

সস্তায় পাইবেন ..

সকলের সহানুভূতি ও পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

অভিযোগ করুন অভিযে নিয়ে হবে, এইসব ক্ষেত্র-বিশেষের দক্ষ অনুযোগ উপদেশের "নৈব নৈব চ"। কিন্তু এই শ্রেণীর বা সর্বাঙ্গীণভাবে একটির আক্রমণে—যেমন করে ইতিমধ্যে দিনতে হয়েছে, উপভোক্তাদের অভিযোগ যখন করতে হয়েছে, তেমনি করে আলোচ্য-সীমানার পরেও আসতে হবেই। কিন্তু ইতিমধ্যে সরকারী মুরুব্বির হাল ধিয়ে নিয়ে বিদেশীরা যেন উজোড় হতে বসেছে। আমাদের আর্থ-বিধাতাদের ধরণ-ধারণই এই যে, তাঁরা অনেক কিছুই যেতে যেন—কিন্তু যেতে নেন খুব দেরীতে। ইতিমধ্যে ঔদাসীন্যের ফলে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়, তার পূরণ করতে ঢের সময় চলে যায়। চোর পালালে পর যাদের বুদ্ধি খোলে তাদেরকে আমাবিধাতারা অবশ্য আদৌ বলে মনে করেন। তাঁরা অত অল্প নন। বহু আগে থেকেই জানেন সবই, বোঝেন সবই—শুধু কিছু জানেন না, বোঝেন না। তাঁরা জানেশানী! এই সত্যেরও মুরুব্বীই নাম শ্রেণীর!

* * *

কায়েমী স্বার্থের ঔরসে ও অন্যান্য অবশ্যম্ভাব গর্ভে এই সরকারী শ্রেণীরও জন্ম। তাই বার বার ক্ষমতা জাহির করতে হয়—অন্তত ক্ষমতার জান বজায় রাখতে হয়। ফলে এরই প্রচুর প্রাক্তন বিভিন্ন হয়ে যে বহুকাল বহু লোকের অবসর বিনোদনের খোরাক হয়ে থাকে। ট্রাওার্ড ফ্লুর বাজারে "এই এল, এই এল" করতে করতে এক বছর পার হয়ে গেল। তার পর যখন এল, তার পরিমাণ এতই কম যে একটানা খবার পরে কিছুকালের পরেলা খাকতে যেমন করে দুকার্ড মুষ্টিভিক্ষা টেনে নেয়, তেমনি বাজারে আসতে না আসতে গরীব-মারা কালোরা আর দেরী নেই। পরে ট্রাওার্ড ফ্লুর সম্পর্কে যা-হক একটা ব্যবস্থা হল। কিন্তু চালের সমস্যা মিটছে না। যেমনি "ঘরে ঘরে" করতে করতে কয়েক মাস নির্বিবাদে কেটে যায়। বিস্তর পরিষদি ও টালবাহানার পরে অবশেষে সেদিন সুরু হল—এখনো ঠিক ভালভাবে সারু হয়েছে বলতে পারি না। বলতে পারলে খুশীই হতাম। তালে কাঁকর বহু টাৎকারের পর কলে আসতে থাকে তো আগের চালের ভাল ও আটা খারাপ হতে আরম্ভ করে। পূর্ণ প্রতিশ্রুত কেরোসিন ও সরিষার তৈল এখনো প্রতিশ্রুতই হয়েই রইল। আবার কলা বিস্কুট! কলাও মিলছিল সরবরাহের সুখবর আর লোকে বিশ্বাস করছে না। সর্বনেশেটার কী জোর? ওঁরা এত কম দিয়ে সামলাবেন? সমস্যাটা পুরনো হেঁড়া কাপড়ে তালি দেওয়ার মতো। এদিকে একটু জোড়া দিয়ে চালালেই অমনিই ওখানে আবার নতুন করে ফাঁক দেখা দেয়। বহু-দিনের অনাদৃত-এ সে জাতি আপাতত একটু চাঙা পড়তেই আর এক ক্ষেত্রে আর এক নতুন উপসর্গ দেখা দেয়। অবস্থাটা যেন ছোট জামা-কাপড় পরে বৃদ্ধি ফুলবেন্ড তার আরু রক্ষা করতে চাইছে, তাই তাঁর লজ্জা ঢাকতে গেলে খোলটা ঢাকে না, আবার মাথার আঁচল টানতে গেলেই কোমরটি বার!

* * *

শুধু শ্রেণীর; শুধু জনসাধারণের আস্থা-ভাজন যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতায় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কেউ। নিজেরা পারবেন না, অন্তত যাঁরা অনায়াসে করতে পারেন তাঁদের কথাটা ভেবে-চিন্তে এবং মনে মনে মেনেও তাঁদের হাত দিতে বাধা কাটা যায়; সর্বজন-প্রমাণ অক্ষমতা একান্ত দিবালোকের মতই পরিষ্কার—সাক্ষিদের তরফে, লাল দুনিয়ার কাছেই। শুধু মুখে পরাজয় মানলে না। শুধু যুক্তির ও তর্কিবের অভাব ঘটে না। কবি গোল্ড-স্মিথের ফুল মাস্টারের মতো though vanquished could argue still. তখন পাবেন জনমত অধীকার করে, অনাদেরও সভা-সমাবেশ অভ্যাস করে "the lady protests too much." কিন্তু পেটে ভোজ সুখে লাজ! কথাটা তখন খাঁটিয়ে করতেই হয়, কি যে সুরুত অভিমানে লাগে যে! তখন লজ্জা সরম পথ ছেড়ে ধরিত্রীর আশ্রয় নিতে হয়—সরাসরি স্বীকার না করে মানা ভাবে নানান কৌশলে আস্তে ধীরে একটু একটু করে "না-না"কে "হা" করাতে হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থা আরো জটিল আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়। তখন আবার নতুন করে মান-মর্যাদার বজায় রাখার চিন্তাকর্ষক খেলা। নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে আমরা এই অবশ্য প্রয়োজন বেশ উপভোগ করেই যেতে পারতাম, যদি না ঐ প্রক্রিয়ার অভিনয়ের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের জীবন-মরণ অস্তিত্বের কার্যকারণ সম্পর্ক থাকত—যদি না লক্ষ লক্ষ লোকের ক্ষুধার গ্রাস ঐ ছলনাময়ীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে থাকত!

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইনসিওরেন্স কোং
স্থাপিত—১৯১৩ লিমিটেড কোন—ক্যাল ২৭৪৪
হেড অফিস—ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট বিল্ডিংস্, বোম্বাই
সুপরিকল্পিত অর্থনীতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রগতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠান
—সর্বত্র সম্ভ্রান্ত এজেন্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক—
আবেদন করুন :
চীফ এজেন্টস্ :—মোহন এণ্ড চৌধুরী
১০৫২ চার্চ রো, কলিকাতা

ভারতীয় কাঠ ও তাহার ব্যবহার

[শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ]

বর্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভকাল হইতেই রেলওয়ে ও সৈন্য বিভাগের তাগিদে ভারতীয় কাঠের চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে যে পরিমাণ কেতা কাঠ উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই উপরোক্ত দুইটি বিভাগ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আমাদিগকে চাহিদা দিয়া মাল আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। সাধারণতঃ সেনাবিভাগের কাজে যে কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহা 'কমিসেরাল' জাতীয় গাছের কাঠ। কল কোম্পানির আকৃতি এবং বর্ণিমা এই গাছকে বলা হয় 'কমিসেরাল'। গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই জাতীয় গাছের প্রতি ভারতীয় বন-বিভাগ দৃষ্টি রাখিয়াছেন, সেই কারণেই আজ ভারতের এই বন-সম্পদ প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের কাজে লাগান হইতেছে। অল্পকাল স্থায়ী অথচ খুবই তাড়াতাড়ি বেশী ঘোট-ঘাট ঘর তৈরী করার প্রয়োজন আসিয়া পড়ে সেই প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে 'কমিসেরাল' জাতীয় কাঠ যথেষ্টই মূল্যবান। এই কাঠের তক্তাগুলি লম্ব লম্ব আর পাওয়া, সেজন্য অতি সহজেই এই তক্তাগুলিকে পেরেক দুঁকিয়া ঘরে পরিণত করা যাইতে পারে।

বাড়ী ঘর তৈরীর জন্য এইদেশে দেবদারু, চির, পাইন, নানাজাতীয় ফার ইত্যাদির কাঠ ব্যবহার হইতে পারে। হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় এই সকল গাছ জন্মায় এবং উহাদের সংখ্যা অনেক। ৬০ হইতে নয় হাজার ফুট উচ্চে দেবদারু বন পাহাড়ের গায়ে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত দেখা যায়। তারপর, যার তাহার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত কেবল ফার গাছের জন্য। দেবদারু এবং ফার, এই উচ্চতা শ্রেণীর গাছই এতদঞ্চল হইতে দেড়শত ফুটের বেশী পর্যন্ত আস্তরনে বাড়িয়া চলে, এই সমস্তের পর গাছগুলির বেশী বাড়িলেও তাহাদের আস্তরন পূর্বের তুলনায় বেশীর অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। এই বয়সে কেবল যে আস্তরন-বৃদ্ধি করিয়া আসে তাহাই নয়, গাছের ভিতরে পচন সুরু হইয়া যায়। তবে দেবদারুর কথা অন্য; এই গাছ পচিতে আরম্ভ হইবার পূর্বেই অনেক বেশী কাটিয়া যায়।

হিমালয়ের অভ্যন্তরদেশ হইতে গাছ কাটিয়া লোকালয়ে আনিয়া কোথায় কাজ বন-বিভাগের কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে। অল্প গাছের কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া সাবধানে গাছ কাটিয়া যাওয়ার কাজে দক্ষতার প্রয়োজন আছে যথেষ্ট। সাধারণতঃ শীতকালে কোমলী পাহাড়িয়ারা এই কাজ করে। কর্তিত গাছ অনেকের উপর পড়িলে তাহার কোন ক্ষতিই হয় না। কাঠুরিয়ারা গাছে উঠিয়া প্রথমে সমস্ত ডালপালা কাটিয়া ফেলে, তারপর আসল গাছটী কাটা হয়। গাছটী কাটা হইয়া গেলে সেই গাছটিকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করা হয়; পাহাড়িয়া মজুরেরা সেই খণ্ডগুলি পাহাড় হইতে বাহিয়া আনে সমতলভূমিতে। নদীতে ভাসাইয়া দেওয়ার জন্যে বড়িয় সেতু আর লোকালয়ের প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

ভারতবর্ষে যেসব কাঠের বাজার আছে তাহাদের মধ্যে পাঞ্জাবের বিলাস নদীর তীরের বাজারই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে বৎসরে প্রায় ৪ লক্ষ ঘন ফুট কাঠ বিক্রয় হইয়া থাকে। এই সব কাঠ প্রধানতঃ কাশ্মীরের বন হইতে আমদানী করা হয়। সরকারী সামরিক এবং বে-সামরিক কাঠ-পরিদর্শক বিভাগ কাঠ পছন্দ করিয়া দেওয়ার পর তাহা সরকারী কাঠ-কেতা কলে পাঠান হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর সরকারী সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক ১৯৪২ সাল পর্যন্ত যে-পরিমাণ কাঠ এবং কাঠের জিনিস ক্রয় করা হইয়াছে তাহার মূল্য ১০ কোটী টাকারও অধিক। ১৯৪১-৪২ সালে প্রায় সাড়ে নয় কোটী টাকার কাঠ এবং কাঠের জিনিস ভারত সরকার ক্রয় করিয়াছেন। ১৯৪০-৪১ সালে এই টাকার পরিমাণ ছিল মাত্র তিন কোটী। জিনিস বাঁধিবার তার, কোদালের হাতল, ছোট-ছোট মুগুরের বাঁট, হাতুড়ির কাঠ ইত্যাদি কাজের জন্য ১৯৪২ সালেই প্রায় ১০ লক্ষ ঘন ফুট কাঠের চাহিদা দেখা দেয়।

ব্রহ্মদেশ ও আন্দামানদ্বীপ হইতে কাঠের আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর ভারতীয় সেগুন কাঠের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটর গাড়ীর কাজে, সোলাগুলি পাঠাইবার প্রয়োজনে এবং অন্যান্য যুদ্ধের দরুণকে সেগুন কাঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। পুরাতন বন হইতে বেশী সংখ্যক গাছ কাটিয়া নামান হইতেছে; অনেক নূতন বনের সন্ধান দেওয়া হইতেছে।

যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মহীশুর ও পূর্ব ভারতীয় স্বাধীন রাজ্যগুলির বন-বিভাগ তৎপরতা দেখা দিয়াছেন।

বর্তমান যুদ্ধের প্রভাবে ভারতবর্ষে যে কয়টি নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে প্লাইউড্-শিল্প তাহাদের একটি। প্লাই-উড্ সাধারণতঃ তিন খণ্ড কাঠের চির দ্বারা অথবা আঠার সাহায্যে একত্র করিয়া তৈরী করা হয়, এই কাঠ ছাড়া অন্যান্য মজবুত। চায়ের বাক্স, প্যাকিং বাক্স, আসবাবপত্র এবং নরজা জানালার জন্য এই কাঠ প্রচুর ব্যবহার হয়, যুদ্ধের আগে প্লাইউড্ বিলেতের, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং জাপান হইতে আসিত। বর্তমানে বাংলা এবং আসাম প্রদেশে এই কাঠ যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী হইতেছে; প্রধানতঃ শিমুল কাঠের চির হইতেই এই কাঠ প্রস্তুত হয়। শিমুল ছাড়া আম এবং জামাই কাঠের চিরও কাজে আসে। ভারতবর্ষে প্লাইউডের শিল্পকে উন্নত করিয়া তোলার পথে এখনও বহুদূর অগ্রসর হইতে হইবে। কাঠে ঘাতাতে পোকা না লাগে তাহার ব্যবস্থা করা, জোড়া লাগাইবার পদ্ধতি উন্নত করা ইত্যাদি অনেক বিষয়ই এখনও বিবেচ্য আছে।

ভারতীয় কাঠের চাহিদা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেরাদুনের বন-সম্পদ গবেষণা বিভাগ সাধারণের নূতন বন-বিভিন্ন-অঞ্চলে বালবাবলিয়া ও নিম গাছের জন্মি-আবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। গাছ কিনা কাঠ ব্যবহারে লোকের হাত হইতে সহজে ছকা পায় তাহার ব্যবস্থার উপরোক্ত গবেষণা বিভাগ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

ফোন কলি :—৫১৪১

ন্যাশনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ১৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ

ভ্রাম্যবাজার, আমতা, মধুপুর।

অত ১লা মে হাওড়া শাখা খোলা হইয়াছে

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বিজ্ঞাপন সার্থক হয় কি ভাবে

[রাধালদাস চক্রবর্তী]

প্রত্যহ খুম হইতে উঠিয়া মুখ-হাত ধোয়ার পর আমরা প্রায় সকলেই খবরের কাগজের উপর একবার চোখ বুলাইয়া লই। কিন্তু খবরের কাগজে কেবলমাত্র সংবাদই থাকে না, আরো অনেক কিছু থাকে। বিজ্ঞাপন তাহাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ। পণ্য-ব্যবসায়ীরা বহু অর্থ ব্যয়ে এই সব বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। কিন্তু এই সব বিজ্ঞাপনের সবগুলি আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে পারে না। ইহার দোষ বিজ্ঞাপনের স্থান বা আকারের নয়—প্রধান দোষ বিজ্ঞাপনের ভাষায় এবং সজ্জায়। অবশ্য কর্পূরঘটিত বিজ্ঞাপন, সরকারী বা ব্যবসা সংক্রান্ত নোটিশ, টেণ্ডার আহ্বান প্রভৃতি বিজ্ঞাপন সংগ্রহে ব্যক্তি বিশেষই খুঁজিয়া লেন। কিন্তু পণ্য-দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে এই কথা মোটেই খাটে না।

পণ্য-দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হইল, বিজ্ঞাপনের ভাষা এবং সজ্জায় পাঠক-সমাজের দৃষ্টি ঠকিতে আকর্ষণ করা এবং সেই সঙ্গে বিশেষ জিনিষটি সম্বন্ধে তাঁহাদের ঔৎসুক্য জাগাইয়া তোলা। আমি অনেকের মুখেই শুনিয়াছি, "বিজ্ঞাপন দিয়ে কি হবে? ও দিয়ে আর ব্যবসার প্রসার হয় না।" ইহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ বিজ্ঞাপন জিনিষটা রীতিমত আর্টের অধীভূত।

পূর্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞাপন জিনিষটা সম্পূর্ণরূপে আর্টের অধীভূত। দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা, রুচির সুপরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্য-বোধের নিপুণতা যদি না থাকে তবে বিজ্ঞাপনকে সাজাইয়া তোলা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাহার কতকগুলি নিয়ম থাকিলেই এক বিজ্ঞাপনের আকার বড় হইলেই পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি তাহে আকর্ষিত হয় না।

ভালো ভালো বিজ্ঞাপন দেখিলেই বোঝা যাইবে—বিজ্ঞাপনের কতকগুলি নির্দিষ্ট অংশ আছে। এই অংশগুলির সমাবেশেই বিজ্ঞাপন সার্থক ও আকর্ষণীয় হইয়া উঠে। অংশগুলি সাধারণতঃ—শিরোনামা (Headline), চিত্র (Illustration), জিনিষের নাম, বিজ্ঞাপনের বক্তব্য বিষয় (Body matter), জিনিষের মূল্য এবং কোম্পানী বা বিজ্ঞাপনের দাতার নাম। তবে এই সবগুলিই যে প্রত্যেক বিজ্ঞাপনে নিয়মিতভাবে নিয়মে সন্নিবেশ থাকিবে এমন নয়। প্রয়োজন-সিদ্ধির সুকৌশল যোজনার উপর ইহা নির্ভর করে।

শিরোনামার কথাই বলা যাউক। শিরোনামার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে পাঠকের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিয়া বিজ্ঞাপনটি সম্বন্ধে তাঁহাকে কৌতূহলী করিয়া তোলা। কাজেই প্রথম দৃষ্টিতেই যেন পাঠক বিরক্ত না হইয়া উঠেন—শিরোনামাটি কাটা হইবে অল্প ২।৩টি কথায় এবং এমনভাবে সজ্জিত যে পাঠক বিজ্ঞাপনের বক্তব্য বিষয়টি পড়িবার জন্য আগ্রহান্বিত হন।

তারপর শিরোনামাটি মূলতঃ থাকিবে বিজ্ঞাপনের বক্তব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সার—এক কথায় সকলেই যেন বিজ্ঞাপনটি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠেন। বক্তব্য মুটামুটি বিলা হইলাম। একটী ট্রাক ছবি করিয়া তুলিয়া

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৮৭নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

স্থাপিত—১৯৩৩

টেলিগ্রাম—বিল্ড সোসাইটী ফোন—পি কে ৩৯১০ ও ১৯৪

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রয়ার্থ ... ১০,০০,০০০৲ "

বিক্রীত ... ৮,৫০,০০০৲ "

আদায়ীকৃত ... ৩,৫০,৩৫৫৲ "

বোর্ড অব ডিরেক্টরস

(১) মিঃ কে এন বসু, এম-পি (৫) মিঃ সতীশচন্দ্র দাস

(২) মিঃ সুনিলকৃষ্ণ রায় (৬) প্রোঃ এস সি মৈত্র এম এ, বি-এল

(৩) মিঃ কে সি ঘোষ (৭) মিঃ সুধীরচন্দ্র সাহা

(৪) ডাঃ এন এন সিংহ, এম-বি

কেবলমাত্র স্থায়ী আমানতই গ্রহণ করা হয়।

স্থায়ী আমানতের সুদের হার

৩ মাস ২½%
৬ মাস ৩%
৯ মাস ৩½%
১ বৎসর ৪½%
৩ বৎসর ৪৩%
৫ বৎসর ৫%
৭ বৎসর ৫½%
৮ বৎসর ৫½%
৯ বৎসর ৫৩%
১০ বৎসর ৬%

সুদ প্রতি তিন মাসে দেওয়া হয়।

জমি বিক্রয়

১। গড়িয়া স্যাণ্ড ষ্টেশন—২৫০০৲ টাকা হইতে ৩০০০৲ টাকা।

২। বালিগঞ্জ গ্রেস স্যাণ্ড ষ্টেশন—১৫০০৲ টাকা হইতে ২০০০৲ টাকা।

৩। খোলা-মুক্তা-শিবতলা স্যাণ্ড ষ্টেশন—৫০০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা

৪। কোর্ট অফ কোর্ট ষ্টেশন—৩০০০৲ টাকা হইতে ৩০০০৲

শিশুদের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যই
আনন্দের অমৃতধারা আপনার
গৃহকেও প্লাবিত করিবে—

যদি আপনি
নিয়মিতভাবে খেতে দিন—
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
বিশেষভাবে মিশ্র
তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত—

সুপারভীট মল্টেড মিল্ক

খাঁটি গোদুগ্ধের সহিত খাটি ও সবের মল্ট সংমিশ্রণে প্রস্তুত। দুধ ও মল্টের সমস্ত গুণ ইহাতে পূর্ণ মাত্রায় আছে ইহা সহজ পাচনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

প্রসূতি ও রোগীর পক্ষে মহা উপকারী

খাদ্যের জন্য দুধের পরিবর্তে স্বাভাবিক অবস্থায়ও ইহার ব্যবহার প্রশস্ত ও নিরাপদ। সর্বত্র পাওয়া যায়।

ব্রীশ কেমিকেল ওয়ার্কস্

১৭৯নং, আর জি কর রোড, কলিকাতা।

দেন। ইহাদের গায়ে বিজ্ঞাপন আছে, কিন্তু পড়িলেন না বা পড়িতে পারিলেন না। এই যে ত্রুটি ইহা চলন্ত ট্রামের নয়, ত্রুটি বিজ্ঞাপন-কৌশলের। বিজ্ঞাপনের বিষোপযোগী আপনার কৌতূহলকে আকর্ষণ করিতে পারিল না বা বিষোপযোগীর দৃষ্টিগোচর হয় তাহা পড়িতে পারিলেন না। তাহেই বিষোপযোগী এমন হইবে যাহে চলন্ত অবস্থায় তা অতি সহজে পড়া যায়।

তারপর আসে চিত্রের (Illustration) কথা। চিত্র যে বিজ্ঞাপনের অর্থেক কার্য সম্পন্ন করে তাহা বলাই বাহুল্য। অনেক সময় দেখা যায় বিজ্ঞাপনের অন্য সব কিছু চমৎকার কিন্তু চিত্রটিকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিলে বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্য সফল হয়। সুতরাং চিত্রটি এমন হইবে যাহে বিজ্ঞাপিতব্য দ্রব্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক পূর্ণ মাত্রায় থাকে। বিজ্ঞাপনের বক্তব্য বিষয়টি দেখার সঙ্গেই প্রচার-শিল্পীর সমস্ত কৌশল নিয়োজিত করিতে হয়। কারণ, বিজ্ঞাপনে একবার চিত্রে আকৃষ্ট হইয়া যে পাঠক বক্তব্য বিষয় পড়িতে আরম্ভ করিলেন তিনি যদি ইহার ভাষা এবং রচনা-কৌশলে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন তবে বিজ্ঞাপনের সমস্ত প্রচেষ্টা সার্থক হইয়া গেল। তাহেই এক্ষেত্রেও দেখা যায় এই ব্যাপারে সাংবাদিক বা সাহিত্যিকদের সহযোগিতা অপরিহার্য। কারণ, সাংবাদিকগণ সাধারণ একটি সংবাদকে তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে পারেন। সাহিত্যিকগণও তাঁহাদের রচনা-কৌশলে একটি বিষয় বস্তুকে বা জিনিষের বিবরণ সুখপাঠ্য করিয়া তুলিতে পারেন। তাহেই কোন প্রতিষ্ঠানের প্রচার-কর্মী নিয়োগকালে সাংবাদিক বা সাহিত্যিকের দিকে তাহের সন্ধান করা উচিত। কারণ, কারখানার বা প্রতিষ্ঠানের যান্ত্রিক প্রচারশিল্পের ভার হইলেও, এদের কোন বিপদ্ধতা নাই। তাঁহারা একাগ্রতা নিয়োজিত হয় উৎপন্ন দ্রব্যের সৌষ্ঠব সাধনে। কিন্তু তার প্রচারে তিনি বক্তব্য বিষয়টি ফোটাইতে পারেন না। ইহাতে সংবাদ বা সাময়িকের কিছু যায়, যেমন সংবাদ নাই কোন সাহিত্যিকের পক্ষে কাব্যিক বা ধরণের জন্য। সাধারণের বিশ্বাসের দৃষ্টি থাকে তৈরী জিনিষের সৌন্দর্যের দিকে। কিন্তু প্রচার-শিল্পীর লক্ষ্য হয় মানুষের মন—কি ভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের নাম ও পরিচয় সাধারণের মনে দৃঢ় করিয়া তুলিবে।

তবে প্রচার-শিল্পীকেও একটা জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা হইতেছে, বিজ্ঞাপনের ভাষা যেন যাদুমন্ত্রমণ্ডিত হয়, আকর্ষক ও অলঙ্কার করকগুলি বিশেষণে যেন বিজ্ঞাপিত জিনিষের মাহাত্ম্যকে কণ্টকিত না করিয়া তোলা হয়। এইভাবেই সাধারণের মনে বিশ্বাস স্থাপনে অধিকতর সুবিধা হয়।

বিজ্ঞাপনদাতার নাম বিজ্ঞাপনের কোন-জায়গায় থাকিবে, সে সম্বন্ধে কথা বলার নাই। তাহাতে সাধারণতঃ দুই রকমের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। একটি উৎপাদকের পক্ষ হইতে, অপরটি বিক্রেতার পক্ষ হইতে। উৎপাদকের বিজ্ঞাপন দেওয়ার উদ্দেশ্য হইতেছে তাঁহার উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে জন-সাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়া। এই ক্ষেত্রে দ্রব্যের নামটাই প্রধান। যেমন ধরুন, 'পাইরেক্স'—সুদৃশ্য গৃহস্থালীদেরও এই নামটির সঙ্গে অনিষ্ঠ পরিচয় আছে। এই পাইরেক্সের নির্মাতা কে তাহারা জানে না বা জানিবার জন্য কোন আগ্রহও তাহাদের নাই। অথচ এই পাইরেক্সের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে তখন ইহার নির্মাতার নামটা মুখ্য নয়। 'পাইরেক্স' কথাটিকেই এমন জায়গায় এমন ভাবে সাজানো হইবে যাহাতে সকলের দৃষ্টি সেদিকে পতিত হয়। কিন্তু যখন ঔষধটি বিক্রির যাইব তখন দোকানের নামটাই আমার কাছে প্রধান হইয়া উঠিবে এবং সেই নামটি এমনভাবে লক্ষিত থাকা চাই বিজ্ঞাপনের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত করিলেই যেন তাহা চোখে পড়ে।

আমার যদি কোন বিশেষ দোকানের কোন বিশেষ একটি দ্রব্য বিক্রয়ের প্রধান অধিকার (sole right) পাইয়া থাকেন তখন সেক্ষেত্রে হইবে, জিনিষের এবং বিক্রেতার নাম যেন সুস্পষ্টরূপে করা হয়। তাহা না হইলে বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

এইবারে যে বিষয়টি বলিব, তাহাতে খুব বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপনদাতা অনেক সময় ঠিক করিতে পারেন না, কোন্ কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে তাহা সার্থক হইবে। তাহেই বিজ্ঞাপনদাতার প্রথমেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাঁহার জিনিষের গ্রাহক কোন্ শ্রেণীর লোক, আর যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে যাইতেছেন তাহা তাঁহার পাঠকবর্গ পড়েন কি না। তারপর তিনি মোটার মাহীর বিজ্ঞাপন দিবেন। কিন্তু তিনি যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে যাইতেছেন তাহার পাঠকবর্গ যদি সাইকেল মাহীর নয় তাহার কোন দাম জিনিষের সামর্থ্য না হয়ে যা তাহারা না করে তবে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল এবং কয়েকটি টাকাও অযথা খরচ হইল। সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতার লক্ষ্য রাখিতে হইবে পত্রিকার পাঠকদের উপর, তাহার বিক্রয়-সংখ্যার উপর নয়। আমাদের দেশে পত্রিকা কেনে একজনে, কিন্তু পাঠ করে দশ-জনে। তাহেই পত্রিকার বিক্রয়-সংখ্যা দিয়া তাহার প্রচার নির্ণয় করিতে যাওয়া ভুল।

তারপর একদিন একটা বিজ্ঞাপন দিলেই যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞাপনের সার্থকতা নির্ভর করে ইহার অনবরত প্রচারে, বিভিন্ন স্থানে প্রচার এবং সময় এবং স্থানের ঔৎকর্ষের উপর। বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই কথাটাই মনে রাখিবেন।

তারপর যদি, বিজ্ঞাপন একটি আর্ট, অন্যান্য সব আর্টের মতই ইহার বিশিষ্ট রীতি এবং ধারাবাহ আছে। আমার সার্থক বিজ্ঞাপনকে লক্ষিত-কলাই অন্তর্ভুক্ত গ্রহণ করা যায়।

"অন্নবিনা ঘরভরে বাঁচা চলে 'সন্তোষে',
সেতে তা'রে হয় না খুঁজে, আপনি ধরা দেয় যে সে।"
—প্রবাদ-কবি।

কবির বাণী ব্যর্থ হয় না।

"সন্তোষ-বিস্কুট কোম্পানীর"

কলে প্রস্তুত বিশুদ্ধ রুটী ও নানা জাতীয় কেক্ ও বিস্কুট যা' খাবে ও স্বাস্থ্যে অনুকূলীয়, শিশু-বৃদ্ধ-যুবের স্বাস্থ্য রক্ষা করে ও পুষ্টিকর হয়ে থাকে, সেখানকার ঠিকানা—

৮নং মুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন নং বি বি ৪৫৭৬

মনে রাখবেন, প্রতিষ্ঠানের নাম—

সন্তোষ-বিস্কুট কোম্পানী

ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন

[ঐ —]

ইংরেজ আমলের পূর্বে ভারতের নানা-বিধ কীর্তনের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল স্থানীয় মুষ্টিং-শিল্প। কৃষি ছিল জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা। গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। কুটীর শিল্পের অবশ্য কতকটা ছিল, কিন্তু পণ্যের বদলে পণ্যের বিনিময়ই ছিল প্রধান। ইংরেজ আমলের অভ্যুদয়ের সঙ্গে উৎপত্তি হইল পুরাপুরি মধ্যস্বত্বভোগের। বিদেশী বণিকদের প্রতিযোগিতার মুখে ভারতের মুষ্টিং-শিল্পের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল বিপর্যয়। প্রথম প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং বৃটিশ সরকার এদেশীয় শিল্পগুলিকে অর্থ দাদন করিয়া ইহাদের উৎপাদিত পণ্যাদি ইংলণ্ডে চালান দিত। কিন্তু যন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী পণ্য আসিয়া ভারতের বাজার অধিকার করিল। ভারত সরকারও বাণিজ্যে নিরঙ্কুশ অবাধ-নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ফলে বিদেশী একচাটিয়া ব্যবস্থা ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব বিস্তার করিল।

ইংরাজ বণিকেরা ভারতের কাঁচামাল আহরণ করিয়া এদেশে তাহার শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি করিতে লাগিয়াছে; অপরদিকে তাহাদের মূলধনের জোরে এদেশেই কলকারখানা গঠন করিয়া এদেশের কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমিক শক্তিকে লইয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। সেইজন্য ভারতের শিল্পের অভ্যুত্থানের সঙ্গে বৃটিশ ও বৈদেশিক মূলধনের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতের বাণিজ্য-শিল্প ও মূলধনের উপর বৃটিশ-শাসনের সূত্র ধরিয়া। ভারতের শিল্প-অভ্যুদয়ের ইতিহাসের ক্রম-পরিণতির পথে বিদেশী মূলধন ও দেশীয় মূলধন উভয়ই পাশাপাশি স্থান অধিকার করিয়াছে; কিন্তু প্রারম্ভে বিদেশী সওদাগর এবং বিদেশী মূলধনের হাতে ছিল ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের একচেটিয়া আধিপত্য।

১৮১৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হইতে আমেরিকার পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত ভারতের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনতঃ একাধিপত্যের অধিকার লাভ করিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ব্যাপারেও কতকগুলি বিষয়ে এই কোম্পানীর কর্মচারিগণ একাধিপত্য করিত এবং বেসরকারী ইংরেজদের এইজন্য ভারতে বাণিজ্য করিতে বিশেষ অসুবিধার পড়িতে হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এইরূপ একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব করিবার জন্য কোম্পানীর অনেক কর্মচারী কর্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় কতকগুলি সওদাগরী অফিস স্থাপন করিল। তাহারা মহাজন, ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসায়ী হিসাবে নীলকুঠি, খাদ্যশস্য এবং শিল্প অর্থ দাদন করিতে লাগিল এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চালাইতে আরম্ভ করিল। তুলা, রেশম, অফিমের প্রভৃতি ব্যাপারে তাহারা অর্থ দাদন করিয়া এই সকল ব্যবসাকে কুক্ষিগত করিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ দিত এবং শতকরা শত-করা ১০ হইতে ১২ ভাগ অর্থ বাৎসরী অর্থের সুদরূপে গ্রহণ করিত। এই ভাবে ভারতে ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া অর্থ দাদন করিবার জন্য প্রথম ব্যাঙ্কের সূত্রপাত হইল ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। যাহা হউক, ১৮০৬ সালে 'দি ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল' নামে প্রথম ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল।

ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতে প্রথম যৌথ কোম্পানী গঠনের সূত্রপাত হয়। প্রথম কয়েকজন ইউরোপীয় দেশীয় ব্যবসায়ী কলিকাতার উপকণ্ঠে একটী চটকল স্থাপন করে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ইহার কতকটা সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে বোম্বাই সহরে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কয়েকটী কাপড়ের কল স্থাপন করে। কিন্তু অধিকাংশ শিল্পগুলি বিদেশীদের হাতেই গড়িয়া যায়। কাপড়ের কল এবং তুলা-শিল্প ছাড়া পাট, চা, কয়লা, তেল প্রভৃতি শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশীদের কবলিত হয়। ভারতের শিল্পের মূলধন যোগান দিয়াছে সাধারণতঃ যৌথ ব্যাঙ্ক-সমূহ, ম্যানেজিং এজেন্টস, সওদাগরী ফুলধন-সমিতিসমূহ, দেশীয় মহাজন প্রভৃতি। ইহার মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্টসরাই শিল্পের কর্ণধার-রূপে মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছে বেশী।

ভারতের শিল্প বিকাশের ক্রমিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের পূর্বে ভারতের শিল্প একটী অত্যন্ত অনুন্নত স্তরে ছিল। ১৯০১ সাল পর্যন্ত ভারতে ১ হাজার ৪ শত যৌথ কোম্পানী ছিল এবং ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি টাকা। প্রত্যেক কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের আনুমানিক হার ছিল ২ লক্ষ

অশান্তি ও অনিশ্চয়তার দিনে ভবিষ্যতের সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী সে কথা প্রত্যেকেই জানেন

কোথায় এবং কি করে সব চেয়ে নিরাপদ ও বাঞ্ছনীয় ব্যবস্থা সম্ভব সে কথা আপনাকে বলে দেবে

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

৮৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন: ক্যাল: ৩৩১৯

৫০ হাজার টাকা। এই সময়ে যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে তাহাদের আদায় ছিল কম। পক্ষান্তরে এই ৩৭ কোটি টাকা মূলধনের মধ্যে ১৫ কোটি টাকা কারবারের কলকব্জায় বিনিয়োগ করা হইয়াছিল এবং ইহা ছাড়া মূলধন সেবন করার নিমিত্ত ২ কোটি টাকার মত থাকিয়া গিয়াছিল। অতএব মূলধনের শতকরা ৪০ ভাগ বিনিয়োগ করা হইয়াছিল মূলধনাগত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণে নিমিত্ত। এতদ্ভিন্ন চা, কয়লা, তামাক এবং কাগজ-শিল্পের মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি টাকা। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর শিল্প এতদূর প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, ইহার দেশীয় ভাগ মূলধন টাকাতে পৃথীত হইয়াছিল। তাহা এই ৬ কোটি টাকার মধ্যে ধরা হয় নাই। এতদ্ভিন্ন বিদেশীরা ব্রহ্মদেশে এবং আসামের তৈলখনিতে বিরাট মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা গঠন করিবার একটা চেষ্টা হইয়াছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কিন্তু এ প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্টিন কোম্পানীর অধীনে প্রথমে বেঙ্গল আয়রন কোম্পানী স্থাপিত হয়। ১৯০৭ সালে সাকচীতে টাটা কোম্পানী স্থাপিত হইবার পর ভারতে স্থায়ীভাবে প্রথম শ্রেণীর লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা গড়িয়া উঠে। মাদ্রাজে ১৯০৯ সালে পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট উৎপাদন আরম্ভ হয়। ১৯১৪ সালে ডিগবই সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত হয়।

১৯০১ সালে ভারতের যৌথ কোম্পানী-সমূহের মূলধনের পরিমাণ যে স্থলে ছিল ৩৭ কোটি টাকা, সেস্থলে ১৯১৮ সালে এইরূপ আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬ কোটি টাকা। বস্ত্র, পাট, কয়লা, চা এবং তৈল-শিল্পের প্রসারের ফলে এইরূপ মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯০১ সাল হইতে ১৯১৮ সালের মধ্যে যে ৪০ কোটি টাকা মূলধন বাড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে ৩০ কোটি টাকা পৃথীত হইয়াছিল উপরোক্ত শিল্পগুলির জন্য। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময় ভারতের শিল্পের নবজন্মের সূচনা হয়। তাহার পূর্বে ইহার ক্রমবিকাশের গতি ছিল মন্থর।

ভারতে আধুনিক যন্ত্র-শিল্পের সূত্রপাত হয় বিদেশী মূলধনের সাহায্যে এবং আজ পর্য্যন্ত বিদেশী মূলধনই অনেকাংশে ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রধান অবলম্বন হিসাবে ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ভারতে যে সকল বিদেশী কোম্পানী রেজিষ্টী করা হয় এবং তাহাদের কর্তৃপক্ষ বিদেশী ব্যবসায়ী, তাহা ছাড়াও বহু বিদেশী কোম্পানী ভারতের বাহিরে গঠিত হইয়া এদেশে শিল্পকার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকে। ১৯১৩ সালে এইরূপ বিদেশে গঠিত কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৫৭৯টী এবং ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০ কোটী পাউণ্ড অথবা ৩ শত কোটী টাকা। এতদ্ভিন্ন কোম্পানীর মাধ্যমিতু গঠনপত্রের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে এই সময়ে যে সকল ভারতীয় কোম্পানী এদেশে গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের গঠনপত্রের মাধ্যমিতু আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ টাকা।

ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিদেশী মূলধনের দেশীয় ভাগ এদেশে আসে ভারত সরকারের ঋণের আকারে। এদেশে রেলপথ স্থাপন করিবার জন্য ভারত সরকার ইংলণ্ডে যে ঋণ গ্রহণ করেন, তাহাই বিদেশী মূলধনের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে। ১৯২৯-৩০ সাল পর্য্যন্ত ভারতের রেলপথসমূহের জন্য ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৩৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া যে সকল কোম্পানীকে এদেশে রেলপথ পরিচালনা করিতে দেওয়া হয়, তাহাদের একটা সুনির্দ্দিষ্ট লভ্যাংশ বৎসর বৎসর দিবেন বলিয়া ভারত সরকার নিশ্চয়তা দেন এবং সেই সকল রেলপথ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ভারত সরকারের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এতদ্ভিন্ন ১৯২৮-২৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতে সেচ-ব্যবস্থা এবং বন্দর নির্ম্মাণের জন্য সরকার যে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেন, তাহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৩ কোটি ২ লক্ষ টাকা।

ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিদেশী মূলধনের সঠিক পরিমাণ বলা সম্ভব নয়, তবে কেহ কেহ এ বিষয়ে একটা আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ ডি এল ঘুবের মতে ১৯৩১ সালে ভারতে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ হইবে ৬০ কোটী পাউণ্ড এবং তাঃ এইচ আর সোমির মতে ৮০ কোটী পাউণ্ড। এতদ্ভিন্ন এদেশে নিজেই কেহার অব ফরেন ইনভেষ্টমেণ্ট কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিবার সময় যে বিদেশী মূলধনের হিসাব দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ ১ শত কোটী পাউণ্ড বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল।

ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানে দেশীয় মূলধনও কতকটা অংশ গ্রহণ করিয়াছে। বিশেষতঃ ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময় হইতে একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে দেশী মূলধনের প্রসার সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়। ১৯১৩-১৪ সালে ভারত সরকারের মেয়াদী ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪৬ কোটী টাকা, সেস্থলে ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬৭৪ কোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৯১৩-১৪ সালে ভারতে রেজিষ্ট্রীকৃত যৌথ-কোম্পানীসমূহের মূলধনের পরিমাণ ছিল মেয়াদে ৮০ কোটী টাকা, ১৯৩৯-৪০ সালের মধ্যে উহার পরিমাণ মেয়াদে হইয়াছে ২৯০ কোটী টাকা। বিগত যুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে ভারত সরকার ভারতে শিল্প প্রসা-

নিরাপত্তা ও কার্য্যতৎপরতার জন্য—
দি ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড্ অফিস :—ঢাকা স্থাপিত—১৯২৮
শাখাসমূহ :—
ভোলা, পাইবান্ধা, চট্টগ্রাম, চরমুগুরিয়া, শ্রীহট্ট, ও নারায়ণগঞ্জ।
কলিকাতা শাখা :—
১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
ফোন : কলি : ৪৪০১
রাজসাহী ও বরিশাল ব্রাঞ্চ শীঘ্র খোলা হইবে।
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এন ভট্টাচার্য্য।

যের দিকে লক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়। ১৯১৯ সাল হইতে ১৯২৮ সালের মধ্যে ভারতে শিল্প সম্প্রসারণের একটী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়ের হয়। ১৯১৯, ১৯২০ এবং ১৯২১ সাল—এই তিন বৎসরে ভারতে সড়পড়তায় বৎসরে ৯ নয় যৌথ কোম্পানী রেজিষ্ট্রী হইয়াছিল। মোটামুটী ১৯১৯ সাল হইতে ১৯২৮ সালের মধ্যে ভারতে ৭ হাজার নূতন যৌথ কোম্পানী রেজিষ্ট্রী হইয়াছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতীয় যৌথ কোম্পানীর মধ্যে' অনেকগুলি স্থায়ীভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে নাই। ১৯১৯ সালে ভারতে ৩ হাজার যৌথ কোম্পানী কাজকারবার চালাইতেছিল এবং উহার পরবর্ত্তী দশ বৎসরে উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৭ হাজারে দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯২৮ সালে যৌথ কোম্পানীর মোট সংখ্যা ছিল ৬ হাজার। সুতরাং এই দশ বৎসরের মধ্যে ৪ হাজার যৌথ কোম্পানী মেটলিয়া হইয়া যায়। এই সকল কোম্পানী মেটলিয়া হওয়ায় ৬৪ কোটী টাকার মূলধন ক্ষতিয়া যায়। ১৯০২ সালে ভারতীয় যৌথ কোম্পানীসমূহের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৭০ কোটী টাকা। উহার মধ্যে ৫৯ কোটী টাকার মূলধন ছিল ব্যাঙ্ক এবং বীমা কোম্পানীসমূহের। এই সময়ে মোট আদায়ীকৃত মূলধনের এক-চতুর্থাংশ কাপড়ের কল, চটকল, পশম ও রেশম শিল্পে বিনিয়োগ করা হইয়াছিল। খনিজাত কোম্পানীসমূহের মূলধনের পরিমাণ ছিল ২২ কোটী টাকা, রাবার প্রভৃতির ১৩ কোটী টাকা এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন ৯৬ কোটী টাকা। পক্ষান্তরে ১৯৩১ সালে যে-সকল বিদেশী কোম্পানী ভারতে কাজকারবার চালাইতেছিল (কিন্তু যাহারা ভারতের বাহিরে গঠিত ও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে) তাহাদের সংখ্যা ছিল ৯০৬টী এবং আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮৮ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১২ শত কোটী টাকা। বড় বড় শিল্প প্রত্যেক বিদেশী কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা।

সরকারী ঔদাসীন্য, ভারতের দারিদ্র্য, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অনভিজ্ঞতা অনেকাংশে, শিল্পে ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগের অনেকটা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকন্তু ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের আকার ও উৎপাদন-ক্ষমতা অন্যান্য দীনাবস্থ। কিন্তু এসত্ত্বেও ১৯১৯-২৪ সালে এবং ১৯৪৬-৪৮ সালে ভারতে যে সকল যৌথ কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে তাহাদের তথ্যাদি সংগ্রহ করিলে ভারতীয় মূলধনের সম্প্রসারণের কথাই প্রমাণিত হয়।

ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিদেশী মূলধনের প্রভাব প্রকৃতপক্ষে ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে বিদেশী বণিক্ ও শিল্পপতিদের অনেকটা সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছে। অন্যান্য দেশের যে বিদেশী মূলধন শিল্পে বিনিয়োগ করা না হইয়াছে তাহা নহে। জাপান এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন খাটিতেছে। ভারতে বিদেশী মূলধন আমদানী সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুই রকম মতবাদ দেখা দিয়াছে। একদলের মতে বিদেশী মূলধন ভারতীয় রাজনীতিক ও অর্থনীতিক স্বার্থের পরিপন্থী। এইরূপ মোটামুটি বিশ্বাস তাহাদের উহার বিরোধিতা করেন। প্রথমতঃ বিদেশী মূলধন দেখিয়া যাবার উহার লভ্যাংশ বিদেশে চলিয়া যায়। ইহা ছাড়া দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিদেশীদের স্বার্থের জন্য ব্যবহৃত হয়

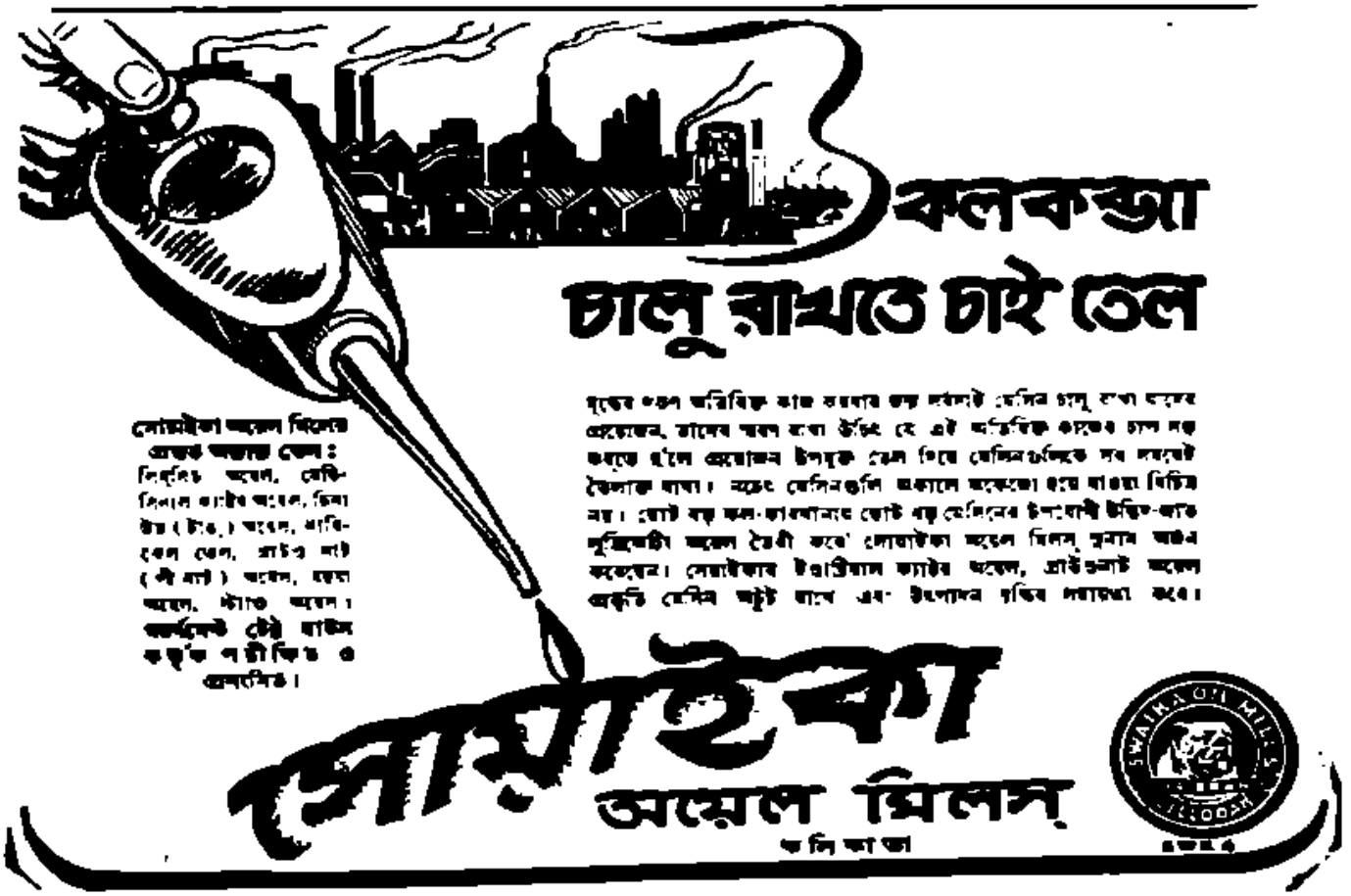

এবং ভারতের মূল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মাথা ঘামায়। বিটীশের বিদেশী ব্যবসা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতের পরিচালকমণ্ডলের নিয়ন্ত্রণের বেশ বাহিরে এবন করে। ভারতীয়-দের ইহার মধ্যে দেওয়া হয় না। অধিকন্তু শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ভারতীয়দিগকে উচ্চ কার্য্যকরী বিভাগে চাকরীর সুযোগ দেওয়া হয় না। ফলতঃ বিদেশী মূলধন এদেশে কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য বৈদেশিক রাজ নীতিকে ভারতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতিমূলক আন্দোলনকে বাধা দিতে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে বিদেশী মূলধনকে এক-শ্রেণীর দেশের এদেশের নিয়ন্ত্রণকারির পক্ষে সহায়ক বলিয়া মনে করে। ভারতের অন্য ভারতবর্ষকে মূলধন যদি কম সুদে বিদেশ হতে এখন করা যায় তাহা হইলে এদেশের নিজে তাহা বিনিয়োগ করিয়া অল্প সময়ে দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করার সুবিধা হয়। ইহা ছাড়া যখন ভারতে মূলধন পাওয়া যায় তাই তখন বিদেশ হইতে মূলধন এখন করিয়াই এদেশে শিল্প স্থাপন করা সহজসাধ্য হইয়াছে, ইহাতে দেশের শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের কাজে লাগান যিয়াছে। ভারতের শিল্প-ক্ষেত্রে দেশীয় মূলধন আসায় পরও ইহা দ্বারা সুবিধা হইয়াছে।

ভারতে বিদেশী মূলধনের কার্য্যকারিতা এবং সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে যে পরস্পর-বিরোধী মতবাদ দেখা যিয়াছে, তাহা ছাড়া আর একটী মতও দেখা যায়। ইহারা এই দুই মতের মিলনে একটী সামঞ্জস্য বিধান করিতে চাহেন। কয়েকটী বিধিনিষেধ এবং সর্ত আরোপ করিয়া তাহারা বিদেশী মূলধন এদেশে আমদানী করার পক্ষপাতী। ভারতের মধ্যে বিদেশী কোম্পানীসমূহ ভারতে রেজিষ্ট্রী করাইতে হইবে এবং ইহার মূলধন টাকায় রূপান্তরিত করিতে হইবে। ভারতের জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক হিসাবে ভারতের জন-সাধারণকে এই সকল কোম্পানীতে মূলধন বিনিয়োগ করিবার সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে। ভারতীয়দিগকে বিদেশী কোম্পানী পরিচালনা করিবার জন্য উপযুক্ত রূপ সুযোগ দিতে হইবে। এই সকল কোম্পানীর হিসাব-নিকাশের জন্য ভারতীয়দের জন্য একটী নির্দিষ্ট সংখ্যক স্থান সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া এই সকল কোম্পানীতে ভারতীয়দের কারিগরী এবং অন্যান্য শিক্ষা-দিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাধ্যতামূলক আইন করিতে হইবে।

আশা করিতে পরিমান মূল ভারত হইবার পর বিদেশী রূপ ও মূলধন সম্পর্কে নূতন পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে। ভারত সোভিয়েট দেশ হইতে পাওনাদার দেশে পরিণত হইয়াছে। ইংলণ্ডের ভারতের যে ষ্টার্লিং রূপ ছিল তাহার একটী বিরাট অংশ পরিশোধ করা হইয়াছে। ১৯২০ সাল হইতে ১৯২৫ সালের মধ্যে ভারতে বিদেশী মূলধনের মধ্যে ২৬ কোটী পাউণ্ড তুলিয়া লওয়া হয়। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত ভারতের মোট ষ্টার্লিং ঋণ ছিল ৩৪ কোটী ৬০ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড। ইহার মধ্যে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত ৩০ কোটী ৭ লক্ষ ২৬ হাজার পাউণ্ড পরিশোধ করা হয়। ভারত সরকার বৃটিশ সরকারকে বেলওয়ের যাবতীয় প্রাপ্য একালীন পরিশোধ করিবার জন্য ৩ কোটী ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার পাউণ্ড প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রেলওয়ের ১ কোটী ৮০ লক্ষ ৫৮ হাজার পাউণ্ডের ডিবেঞ্চারও পরিশোধ করা হইয়াছে। এইরূপ ১ কোটী ১০ লক্ষ ১ হাজার পাউণ্ডের আরও ডিবেঞ্চার এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিবার মেয়াদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়াও ইংলণ্ডের ৪৫ কোটী পাউণ্ডের মূলধন ভারতের বিভিন্ন শিল্পে খাটিতেছে, ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করিবার পরিপূরক হিসাবে ভারত সরকারের ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাই-য়াছে। ১৯৪২-৪৩ সাল পর্য্যন্ত ভারত সর-কারের ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ হাজার ৩০৫ কোটী টাকা। অপর দিকে বৃটিশ সরকারের নিকট ভারতের যে ষ্টার্লিং-সম্পদ জমা হইয়াছে তাহার পরিমাণ হইবে ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ৭৭৯ কোটী ৮০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যে সকল বৃটিশ মূলধন খাটিতেছে সেগুলি যাহাতে ভারত হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করিবার ব্যবস্থা করে তজ্জন্য ভারতে প্রবল জনমত দেখা দিয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ভারতের শিল্প-সমস্যা বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যুদ্ধের সাময়িক সুযোগে ভারতে কিছু কিছু বৃহৎ শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন হইয়াছে। কিন্তু বিরাট সম্ভাবনার সামান্য অংশই আজ পর্য্যন্ত কাজে লাগান হইয়াছে। ভারত সরকারের ঔদাসীন্য এবং বিরূপ মনোভাবই এজন্য দায়ী। ভারতের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে বর্ত্তমানের তুলনায় ভারতের অন্ততঃপক্ষে শিল্প সম্প্রসারণ করা এবং কৃষিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নীত করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা সকলেই স্বীকার করেন। যত গুলি পরিকল্পনা রচিত হই-য়াছে, ইহার মধ্যে সর্ব্বসম্মতে ১০ হাজার কোটী টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব লইয়া যে সর্ব্বপ্রথম বার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তাহাই ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মূলধন-সমস্যাকে একটী নিশ্চিত স্থান প্রদান করি-য়াছে।

ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়া একটী অনুন্নত দেশ। কৃষিকে প্রাথমিক ও মূল শিল্প ধরিয়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাস্তব সাম-

টেলিগ্রাম : মেসোয়েন্তাম টেলিফোন : ক্যাল ৫৭৬৬

দি ক্যালকা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—ঊদয়পুর (ত্রিপুরা)

শাখা :—পুরানবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ

সুদের হার—সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ২½%, কারেণ্ট ১%

যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

কলিকাতা অফিস—২১, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিঃ

মিঃ অমরেন্দ্র নাথ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর। মিঃ এইচ চক্রবর্ত্তী, বি-এল, কলিকাতা এজেন্ট।

সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভারতে নিজের সন্দেহলাভ করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে বিস্তারিত মূলধনের প্রয়োজন হইবে। সেই মূলধন যোগাড় করিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে অত্যন্তভাবে তথ্যের ভারতের শিল্পোন্নতির প্রশ্ন।

অনেকগুলি শিল্পোন্নত দেশের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের জন্য মূলধন যোগাড় করিয়া সেই সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট শিল্পোন্নতি সাধন করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। জাপানের বর্ত্তমান শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে জাপান গভর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্য। তথাকার গবর্ণমেণ্ট শিল্পে সাহায্য দান ছাড়াও নিজেরা অনেকগুলি বৃহৎ শিল্প স্থাপন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া জাহাজ-শিল্প এবং অন্যান্য বৃহৎ শিল্পের অনেক সেয়ারও গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়াছেন। জাপানে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যন্ত্র-শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প, রেলপথ, জাহাজ-শিল্প, খনি ও তরলায় খনি প্রভৃতিতে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপ জাপানে গবর্ণমেণ্ট শিল্পে মূলধন যোগান দেওয়ার একটী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন। ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকেও সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। জার্মাণ রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ছোট বড় সকল শিল্পকে সাহায্যদান করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। এইরূপ জার্মাণে কতকগুলি সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। ১৯০৩ সালে এইরূপ শ্রেণীর সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৯৫টী এবং ইহাদের শাখা ৩ শত। ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কিছু দিন হইল বৃহৎ শিল্পগুলিকে অল্পসুদে পরিমাণে সাহায্য করা হইয়াছে। অনেক স্থলে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের অর্দ্ধেক দেওয়ার বৃটীশ সরকার ভার করিয়াছেন। ১৯৩০-৩১ সালে বৃটীশ সরকার বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ৫৪ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্যদান করিয়াছেন।

ভারতের অনেকগুলি প্রাদেশিক সরকার স্থানীয় কুটীর-শিল্পগুলিকে অল্পসুদে সাহায্যদান করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গালী সিলাবাস, শিল্পে অর্থ সাহায্য এক্ট প্রভৃতি সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহ করার এইরূপ সাহায্যদানের অন্যতম। বাঙ্গলা সরকার এইরূপ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং ১৯৩৯ সালে স্থানীয় ব্যবস্থা পরিষদ একটী অর্থ দাদন সালস স্থাপন করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। ১৯২৯ সালে বাঙ্গালা, পাঞ্জাব, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে শিল্পে সরকারী সাহায্যদান নীতি সম্পর্কিত আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অনুরূপ আইন বাঙ্গলা দেশে এবং অন্যান্য প্রদেশে যথাক্রমে ১৯৩১ ও ১৯৩৩ সালে পাশ হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশেও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সাহায্যদান করার নীতি ১৯৩৪ সাল হইতে অবলম্বিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারত সরকারও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সাহায্যদান অতি সামান্য। ইহা ভারতের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধীয় ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

ভারতবর্ষ একটী বিশাল দেশ। ইহার জনসংখ্যা অধিক। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যশালী

ইহা গ্রেস্লীজ নহে—একটী ঘোষণা মাত্র

ফার্ম্মাসিউটিকেল লেবরেটরিজ্

অব্দ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

(মূল ব্রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস : ১৩৩নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। ফ্যাক্টরী : ৩৯এ নেবু বাগান রোড, হাওড়া।

প্রথম আর্থিক বৎসর পূর্ণ হওয়া মাত্র এই ১৯৪৩ সালে শতকরা ৩৫ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে।

কোম্পানী বর্ত্তমানে ক্যালসিয়াম ল্যাক্টেট এবং অ্যাসপ্রিন এসিড প্রস্তুত করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, বাইজ্মিথ এসিড বাইয়ম ইত্যাদি অন্যান্য মূল রাসায়নিক দ্রব্যাদির আরও বহু প্রস্তুত করার পরিকল্পনা কোম্পানীর আছে। অর্থ ফেব্রুয়ারী হইতে যে মূলধন দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা কারখানা ও অন্যান্য যাবতীয় স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে এবং কোম্পানীর সরকারের অনুমোদন পাইয়াছে। ইহার হিসাবে এই কয়েকটী নাম বোর্ডভুক্ত করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বিক্রয়ার্থ

প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা করিয়া ১৪,৪৬৫টি অভিনারী শেয়ার ছাড়া হইয়াছে।

ডিরেক্টরবর্গ :

১। স্যার এস্ বি মুখার্জ্জী আই এম এস (অবসরপ্রাপ্ত, মেডিকেল অ্যাডভাইসার, ৩৭এ বেনেডক্স লেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। ভূপেন্দ্রকুমার ব্যানার্জ্জি, এডভোকেট, এম এস্ সি, লণ্ডিনিয়ং, বেনার্স এল এ পাবলী এণ্ড বোর (লণ্ডিনিয়ং), ৩৮এ আশু বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। মথুরানাথ বি প্যাটেল, এম্ বি, বি-এস, মেডিকেল অ্যাডভাইসার, রাজীবাজারবাজার, আগ্রা।

৪। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মেন, এম্ বি, বি-এস, মেডিকেল অ্যাডভাইসার, বোম্বে অফিস, বম্বে, সাবপুর।

৫। স্যার মনুভূষণ সাহা, এম বি, মেডিকেল অ্যাডভাইসার, ডিরেক্টর—ফ্রাসম্ এণ্ড কেমিক্যালস্ (ক্যালকাটা) লিঃ, ঢাকা।

৬। ধরণীমোহন সেন, এডভোকেট, চৌধুরিক্যাম এজলাইনার এণ্ড ব্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর অব ফ্রাসম্ এণ্ড কেমিক্যালস্ (ক্যালকাটা) লিঃ, ১৪নং কার্ণিভেল মেন্ট লেন, কলিকাতা।

৭। ইন্দ্রিসকুমার ব্যানার্জি এডভোকেট, এম, এস-সি (লিং), (এল-অক্সিনিয়), ডিরেক্টর—ফ্রাসম্ এণ্ড কেমিক্যালস্ (ক্যালকাটা) লিঃ, ৩৯এ ফ্রাট, ১৩৩নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

৮। নন্দলাল দত্ত এডভোকেট, বার-এট, (এল-অক্সিনিয়), ডিরেক্টর—ফ্রাসম্ এণ্ড কেমিক্যালস্ (ক্যাল) লিঃ, ৩৯এ আশুতোষ মাখার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯। অমিয়কুমার ব্যানার্জি, এডভোকেট, অক্সিবার (এল-অক্সিনিয়), ১৩ বি, বেনেডক্স লেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্পেক্টাস এবং অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণাদি বেলা অফিসে পাওয়া যাইবে।

ভারতবর্ষ আইনের ৮৬-এ ধারা মতে দেয়ারহল্ডার বিক্রয়ের জন্য দেওয়ার সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এই অনুমতি দ্বারা অনুক সরকার ইহাদের কোন পরিবর্ত্তনের আর্থিক মূল্য বিক্রয় অথবা ইহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ্রকার করা হইলে তাহার দায়ীত্ব সম্বন্ধে কোন দায়ীত্ব লইতেছেন না।

সরকারের নিকট সঞ্চিত ভারতের ষ্টার্লিং সম্পদ দ্বারা বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া ভারতে আবশ্যকীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারত সরকার নজর দেন, তাহা হইলে এই মূলধনের কতকটা অভাব মিটিতে পারে। অপরপক্ষে ভারত সরকার যদি অতিরিক্ত মুদ্রার্থে কর হিসাবে তাহা পাইতেছেন তাহার একটা বিশিষ্ট অংশ শিল্প সংস্থাপন করিবার জন্য ব্যয় করেন তাহা হইলেও মূলধনের অভাবটা দোষাড় হয়। ভারত সরকার মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার অছিলায় যেভাবে মূলধন বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে মূলধনের স্বাভাবিক গতি অনেকটা ব্যাহত হইয়া ভারতে নূতন নূতন শিল্পের উদ্ভবের পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতে শিল্পোন্নতির যে সুযোগ দেখা দিয়াছে লোকে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে না পারায় ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকটা ঘোলাটে হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের অর্থনৈতিক প্রশ্ন রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিয়া শিল্প ও কৃষির উন্নতি সাধন করিতে হইলে ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। জনসাধারণের বিভিন্ন স্বার্থের জন্য সমরাস্ত্রিক জাতীয় গবর্ণমেণ্টই যেমন প্রকৃত অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন করিতে সক্ষম। ভারতের সম্মুখে যুদ্ধোত্তরকালীন জটিল অর্থনৈতিক সমস্যা রহিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে একমাত্র ভারতের জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থা। ভারতের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ সেচ্ছাকৃত করিতে পারিলেই ইহার বিবিধ অর্থনৈতিক প্রশ্নের সুরাহা হইতে পারে। যুদ্ধোত্তর কালে ভারত স্বাধীন হইতে না পারিলে আশঙ্কা করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে, এদেশে বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করিবার জন্য ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করিবার চেষ্টা হইবে। স্বাধীন ভারতের যদি প্রয়োজন হয় তবে নির্দ্ধারিত সূদে বিদেশী মূলধন এদেশে আমদানী করা যাইবে। সেক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করিবার কাজেই লাগিবে—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ব্যবস্থাকে ডাকিয়া আনিবে না। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা, শিল্পোন্নতির প্রশ্ন এবং মূলধনের সমস্যা একসঙ্গে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে এবং এই সমস্যার তীব্রতা যুদ্ধোত্তরকালে আরও বৃদ্ধি পাইবে। সেই সব সমস্যার সুসমাধান করিতে হইলে এদেশে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

স্থান পরিবর্ত্তন

পী ব্যানার্জ্জি কোং লিঃ

ও তৎসংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি—

(১) মোহনপুর টি কোং লিঃ. (২) সিমলা টি এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃ. (৩) দেশবন্ধু প্রভিডেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ. (৪) ইক এণ্ড শেয়ার ব্রিলাস এসোসিয়েশন লিঃ.

(৫) পল্লী ব্যাঙ্ক লিঃ

নূতন অফিস :—৬নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে।

উক্ত ব্যাঙ্কের মৌলভীবাজার শাখার উদ্বোধন ২৯শে এপ্রিল খুলনা জিলা বোর্ডের সভাপতি মোহাম্মদ রায় সৈয়েদুজ্জামান মোদক মহাশয় কর্ত্তৃক শুভ উদ্বোধন হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপনের জন্য সত্বর মূলধনের প্রয়োজন। দেশবন্ধু প্রভিডেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটীতে বীমা করুন এবং অবসর সময়ে এজেন্সির কার্য্য করিয়া লাভবান হউন

জে ব্যানার্জ্জি, সেক্রেটারী।

পী ব্যানার্জ্জি, এম এল এ, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

নিঃ

বেঙ্গল ওরিয়েণ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯৩৬ সন রেজিষ্টার্ড অফিস : কুমিল্লা

সেণ্ট্রাল অফিস :

পি-২৯, মিশন রো এক্সটেনসান, কলিকাতা

বিস্তৃত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন :

জেনারেল ম্যানেজার এ বি ঘোষ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস কে ভট্টাচার্য্য, বি-এল।

বাঙ্গলায় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচয়

দি আয়ুর্বেদ ঔষধ লিমিটেড

হেড অফিস—পুরাণবাজার (ঢাকাস্থ)

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আয়ুর্বেদের বিশিষ্ট স্থান আধুনিক কালেও সর্বজন-স্বীকৃত। ত্রিপুরা জেলায় পুরাণ-বাজারের (ঢাকাস্থ) দি আয়ুর্বেদ ঔষধ লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানী শাস্ত্রীয় ঔষধসমূহ বাজারে চালাইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবহারকারীদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ইহার পরিচালকগণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ। মুদ্রণাদির কাগজাভাবের অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে চলিয়াও ১৯৪০ সালে দি আয়ুর্বেদ ঔষধ লিমিটেড, অংশীদারগণকে বার্ষিক শতকরা ১০৲ টাকা (আয়কর রহিত) লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিকে এই বড় করিয়া তুলিবার যে প্রচেষ্টা চলিতেছে আমরা সর্বান্তঃকরণে তাহার সাফল্য কামনা করিতেছি।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট

৩২-ই, আক্‌রুদ্দন লেন, কলিকাতা।

জাতীয় শিল্পের উন্নতি করিবার শুভ ইচ্ছা লইয়া এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছে। ইঁহারা নানাবিধ দ্রব্যের সহযোগে কয়েকটি বিশেষ কারখানার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। যথা—মুক্তাভস্ম ওষধির এসেন্স, অরেঞ্জ স্কোয়াশ, এসেন্সের ফুল প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইঁহাদের ইচ্ছা শুভ এবং উদ্যম প্রশংসনীয়। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ইণ্ডিয়া এষ্টেটস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৬১, ব্যাণ্ডেল লেন, কলিকাতা।

ইংরেজি ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইণ্ডিয়া এষ্টেটস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কলিকাতার হেড অফিস ছাড়া বালীগঞ্জ, বৌবাজার, বড়বাজার, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন ও বরদমপুরে এই ব্যাঙ্ক শাখা অফিস খোলা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কটির ক্রমোন্নতির মূলে রহিয়াছে মিঃ এস বি ঘোষ বর্তমানের বিজ্ঞান পরিচালনা। আমরা এই নবীন ব্যাঙ্কটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮৩এ লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নাম অল্পদিনের মধ্যে। এই ব্যাঙ্কের গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হিসাবপত্র হইতে জানা যায় ঐ তারিখে ব্যাঙ্কটির আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৩৬ টাকা। ঐ তারিখে উহাদের সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল ২১ লক্ষ ১৪ হাজার ৫৯৪ টাকা ৩ আনা ৭ পাই। আলোচ্য বৎসরে পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ২ হাজার টাকা সহ ব্যাঙ্কটির মিট লাভ হইয়াছে ২০ হাজার ৮৯৮ টাকা। ঐ টাকা হইতে পরিচালকগণ অংশীদারগণকে প্রতি প্রেফারেন্স শেয়ারে বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা ও প্রতি সাধারণ শেয়ারে বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। উপরোক্ত হিসাবপত্র হইতে ব্যাঙ্কটির ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়। হেড অফিস ছাড়া বোম্বাই, ব্রাঞ্চ-পুর, মোকলবসুর, চাইবাসা, রাঁচা, মজঃফরপুর, আসানসোল, আলমোরা, বড়বাজার ও দক্ষিণ কলিকাতায় এই ব্যাঙ্কটির শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ আর লাহা ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে যোগ্যতার সহিত এই ব্যাঙ্কটির পরিচালনা করিতেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ইণ্ডিয়ান মিনারেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

২২-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই কোম্পানীটি গত ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কার্য্য সুরু করিবার পর প্রথম বৎসরে এই কোম্পানীর বিক্রীত বিক্রিবাটনের পরিমাণ ছিল কম। আমাদের হিসাবে ঐ বৎসরে কোম্পানীর বিশু লোকসানের দেখা মিলিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর হইতে সকল দিক দিয়াই এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিযোগ্য শ্রীবৃদ্ধিলাভ লক্ষ্য করা যাইতেছে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের এক বৎসরে এই কোম্পানী ৮৩ হাজার ৫৮১ টাকার জিনিষ বিক্রয় করে এবং বরচপত্র বাদ দিয়া ঐ বৎসর কোম্পানীর ১৬ হাজার টাকা মিট লাভ হয়। ঐ লাভ হইতে কোম্পানী সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ৬০ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করেন। ১৯৪২ সালের ৩১শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বৎসরে কোম্পানী ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার জিনিষ বিক্রয় করিয়াছে। ঐ বৎসরে কোম্পানীর ২১ হাজার ৯৮২ টাকা মিট লাভ হইয়াছে এবং উহা হইতে সাধারণ অংশীদারদিগকে শতকরা ১ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২০।১ সি লালবাজার, কলিকাতা

১৯২৬ সালে কতিপয় ব্যবসায়ীর নেতৃত্বে এই ব্যাঙ্ক কাজ আরম্ভ করে। বঙ্গদেশের ও কলিকাতার কতকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লাভ করিয়া এই ব্যাঙ্ক উহার কার্য্যক্ষেত্র বাড়াইয়া তুলিয়াছে এবং আমানত-কারীদের আস্থা অর্জ্জন করিতেছে। এখানে প্রথম ১০০ টাকা মূলধনের উপর এই ব্যাঙ্ক সর্ব্বসাকুল্যে ৬৪ টাকা লভ্যাংশ প্রদানে সক্ষম হইয়াছে। কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বর্তমানে ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণের ফলে ইহার পুনরুজ্জীবনকল্পে উৎসাহিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ

হেড অফিস—মাদ্রাজ

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন লিমিটেড গত ১৯২৯ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সুযোগ্য জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ সি এস শ্রীনিবাসনের সুদক্ষ পরিচালনার গুণে ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল উন্নতিলাভের উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। গত ১৯৪১ সালে এই কোম্পানী ১,০৩৭টি প্রস্তাবে মোট ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ব্যবসা পরিচালনা করিতে গিয়া দেশের অনেক কোম্পানীরই আয় বেশী রকম বরচপত্র করিতে হইতেছে। উহাতে ডিভিডেণ্ডের অনুপাতে মূলধন হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু এই কোম্পানী ডিসেম্বর ১৯৪২ সালে ডিভিডেণ্ড-বণ্টনের সময়ে ৪৮ ভাগ বাদ করিয়াই আয় নির্ণয় করিয়াছে।

ইষ্টার্ণ কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইষ্টার্ণ কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিমিটেড বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান কঠিন দিনের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এই প্রতিষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষক। তাহা ছাড়া বাঙ্গলার বোধহয় বাহাদুর এক আর কি এমন প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি ইষ্টার্ণ কমার্শিয়েল ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশের অনেক বাণিজ্য-কেন্দ্রে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস ও এজেন্সি অফিস স্থাপিত হইয়াছে। আমরা আশা করি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ সুনিলবিহারী গুহের সুপরিচালনার গুণে এই প্রতিষ্ঠানটি অদূর ভবিষ্যতে আরও উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়া বাঙ্গলাদেশের শিল্পবাণি প্রসারে প্রভূত সহায়তা করিবে।

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেড

হেড অফিস—ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট বিল্ডিংস, বোম্বাই

ভীমা-বীমা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্টের নাম সুপরিচিত। ইহার চলতি বীমার পরিমাণ ৯ কোটি টাকার উপর, বার্ষিক আয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা, বীমা তহবিল ৪৫ লক্ষ টাকার উপর ও মোট সম্পত্তি ৫৬ লক্ষ টাকার উপর। ইহার স্থানীয় চীফ এজেন্টস হইয়াছেন মেসার্স এস চৌধুরী, ১০, ক্লাইভ রো। কোম্পানীর অবস্থা দৃষ্টে আশা করা যায় ইহা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

এইচ বসু এণ্ড সন্স লিঃ

হেড অফিস—১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গলার ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে মেসার্স এইচ বসু এণ্ড সন্সের নাম আজ সুপরিচিত। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বসু বীর অন্যান্য চেষ্টা ও কর্মনৈপুণ্যে অতি ছোটখাট কাজ হইতে ইহা ক্রমে ক্রমে আজ এক বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন। ম্যানেজিং এজেন্টস, এজেন্টস ও চীফ এজেন্টস্ রূপে এই কার্য্য বহু কোম্পানীর ব্যবসা সম্প্রসারণে ও উন্নতি-সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। ইঁহাদের পরিচালনায় বহু কোম্পানী ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সুনামের অধিকারী হইয়াছে। নিজ-ব্যবসায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বসুর এই কৃতিত্বের দাম বাস্তবিকই অনুসরণীয়। তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া আরও বহু কৃতিত্ব সুদূর ইহাই আমাদের কামনা।

এম বি সরকার এণ্ড সন্স

১২৮, ১২৯-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার, শুধু কলিকাতার কেন, সমগ্র বাঙ্গলা দেশে, অলঙ্কার-শিল্পে যে কয়টী প্রতিষ্ঠান অসাধারণের বিশ্বাসভাজন হইয়া বিরাজ করিতেছেন, এম বি সরকার এণ্ড সন্স সেগুলির মধ্যে অন্যতম। স্বর্ণের ন্যায় বহু মূল্য ধাতুর অলঙ্কার নির্ম্মাণে যাহা বিশেষভাবে সুবিধা থাকায় এ শিল্পে লোকের বিশ্বাস স্থাপন করা সাধুতার প্রয়োজন। স্বর্ণের বিশুদ্ধতা এম বি সরকার এণ্ড সন্সের বৈশিষ্ট্য বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে আজিকার বাজারে অলঙ্কারাদির বিক্রয় ও আয় অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইয়াছে। ইঁহারা কেবলমাত্র নিজ কারখানার প্রস্তুত যিনি স্বর্ণের গহনাই বিক্রয় করেন। অলঙ্কার ব্যবসায়ীর পুঁজি থাকাও একান্ত প্রয়োজন, এম বি সরকার এণ্ড সন্সের সে ভয় নাই বলিয়া তাঁহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারেই পাওয়া যায়। সুন্দর ডিজাইন, অবাধন তাজা নমুনা ক্রেতাদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কোম্পানী বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বদা নানা ডিজাইনের অলঙ্কার এবং রৌপ্যের নানা সামগ্রী মজুত রাখেন, অর্ডার দিলে অল্প সময়ের মধ্যে পছন্দসই তৈয়ারী করিয়াও দেন। মফঃস্বলের অর্ডার যি পি ডাকযোগে পাঠাইবার ব্যবস্থাও ইঁহারা করিয়াছেন।

সুরুচি ও স্বর্ণের বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট খ্যাতি থাকিলেও এই কোম্পানী কাজের তুলনায় মজুরীর হার যথাসম্ভব সুলভ রাখিয়াছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড অল্প কালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাইয়াছে। ইহার আদায়ী মূলধন এখন ৬ লক্ষ টাকার দাঁড়াইয়াছে এবং মোট কার্য্যকরী মূলধন ১৪ লক্ষাধিক টাকায় পৌঁছিয়াছে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের হেড অফিস ব্যতীত বর্ত্তমান কলিকাতায় (ডিপুজা ষ্ট্রীট-এ) বোবাই, আঠারবাড়ী, নালিবা, গোপালপুর, আমলাপুর, নরিয়াবাড়ী, মোহনপুর, ঢাকা ও হবিগঞ্জে এই ব্যাঙ্কটির শাখা অফিস আছে। এই ব্যাঙ্কের বিশেষত্ব এই যে, ইহা স্বর্ণ-রৌপ্য ও অলঙ্কারের বিলের জামিনে টাকা ধার দিয়া থাকেন। ইঁহাদের আমানতের সুদের হারও বেশ সুবিধাজনক। শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় ইহার চেয়ারম্যানরূপে এবং শ্রীগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টররূপে ব্যাঙ্কের কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন। আমরা ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

কমারশিয়াল ব্যুরো

২৮, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

কমারশিয়াল ব্যুরো একটী ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ইঁহারা বিভিন্নপ্রকার মাইকানাইট চাদর, তাপ-প্রতিরোধক শক্ত মাইকানাইট চাদর, মাইকা ষ্টীভস, অভ্রের ফিতা, ঘষার পলিস্টন, ষ্টীকিং প্লাষ্টার প্রভৃতি প্রস্তুত

শেয়ার বিক্রয়ার্থ

ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে

সি. ডিস্ প্রস্তুত ঔষধ ও ইমুলেক্সানস

সর্ব্বত্র বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

কেমিক্যালস্ এণ্ড ড্রাগস্

ইণ্ডিয়া লিমিটেড

২৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল ১১৫৮

যেহেতু কর্ণধারেরা বিশেষ ভাবে ইহাতে মনোযোগ দান করায় এই কোম্পানীর আয়ের পথের বিঘ্নের আশঙ্কা নিঃশেষ হইয়াছে। এই কারণে ডাঃ ইহার অগ্রিমাংশের মাসুল, ফোনের বিলটির সরাসরি বা কোন্দ ভাবে কোনও প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

করিয়া থাকেন। ইঁহাদের প্রত্যেক কর্মচারীর এ্যাকোমিক টেস্ট সরকারী টেষ্ট হাউসে পরীক্ষিত হইয়াছে। এই কোম্পানী ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের রেজিষ্টীকৃত কন্ট্রাক্টর। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

মুর্শিদা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়টী ব্যাঙ্ক দেশবাসীর অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও আস্থা লাভ করিয়া সমধিক সাফল্য প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছে মুর্শিদা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক তাহাদের অন্যতম। বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কের সম্মিলিত কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে লাভ কোটী টাকারও উপর। বাঙ্গালী পরিচালিত কোন ব্যাঙ্কের ৭ কোটী টাকার উপর কার্য্যকরী মূলধন দেখার সৌভাগ্য হইবে এবং ইহার কার্য্যধারা দেখে ও দেশের বাহিরে এতদূর পরিমাণে প্রসারিত হইবে ইহা পূর্ব্বে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাঙ্ক পরিচালনা, সতর্কতামূলক আয়নীতি, সমর টাকার সদ্ব্যবহার, যে কোন হিসাবে বিবেচনা করা যাউক না কেন এই ব্যাঙ্কের সুদৃঢ় ভিত্তি সম্বন্ধে কোন দ্বিমত বিরাট কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাই শান্তিভূষণ দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টরক্রপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় ব্যাঙ্কটী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই কৃতিত্বের জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

মুর্শিদা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

হেড অফিস—মুর্শিদা

বাঙ্গালী পরিচালিত প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মুর্শিদা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ অন্যতম। শান্তিনীতি ও নগদ টাকার সদ্ব্যবহার দ্বিগুণ দিয়া হিসাব করিলে সে দ্বিগুণও উহাকে ভারতীয়দের পরিচালিত অন্যতম আদর্শ ব্যাঙ্ক বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। সন ১৯৩২ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ২২ লক্ষ টাকা (বর্ত্তমানে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৬২ লক্ষ টাকার উপর)। মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ টাকা (বর্ত্তমানে ৬৫ লক্ষ টাকারও উপর)। ১৯৩১ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা। কৃষী ও শিল্পের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টরক্রপে এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় ব্যাঙ্কটী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার গুণে মুর্শিদা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে।

সুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা

সুবের ব্যাঙ্ক বাঙ্গলার নূতন উন্নতিশীল ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মণ্ডলীতে যাঁহারা আছেন ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন, তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতায় ব্যাঙ্কটী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড, আধুনিক ব্যাঙ্কিং সাফল্যের যাবতীয় তথ্যের সহিত মিলিয়া থাকেন। হেড অফিস ছাড়া কলিকাতার বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভাওয়া, ভবানী, ভাটপ্রাম, বজবজ, রাজসাহী, কুষ্টিয়া, ঢাকা, সিলিগুড়ী, কালিম্পং প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে ইহার শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা আশা করি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ এস কে সরকারীর সুযোগ্য পরিচালনায় ব্যাঙ্কটী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিবে।

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড—ব্যাঙ্ক লিমিটেড এত অল্পদিন পূর্ব্বে উহার কার্য্য সুরু করে। প্রথম প্রথম উহার কাজ কারবার তেমন ভালভাবে নির্ব্বাহ হত না। ছয় মাস পূর্ব্বে মিঃ বি রায়চৌধুরী ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে উহার কার্য্যভার গ্রহণ করার পর হইতে ব্যাঙ্কটীর ক্রমে উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। তাঁহার চেষ্টায় ব্যাঙ্কটীর সাধারণের আমানতের পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় ৭৮ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গলা ও বিহারে এই প্রতিষ্ঠানের ৮টী নূতন শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। এইসব শাখা অফিসের সাধারণের ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা ভালরূপ প্রসারিত হইতেছে। কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক ছোট ব্যবসায়ীদিগকে সময়োচিত ঋণ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কুসুম ইণ্ডিয়ানারাজি কোং

রেজিষ্টার্ড অফিস—২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা

বহু বছরের অভাবের মধ্যে যে কয়টী ইণ্ডিয়ানারাজি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রবল উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে কুসুম ইণ্ডিয়ানারাজি তাহাদের অন্যতম। ১৯৯৮ সালে ইহা কুসুমফুলমুখী বন্দুকধারী এবং পাঞ্জাবী এজেন্সী ফার্ম্ম স্থাপিত হয়। ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাস অবধি কোম্পানী ইহারই পরিচালনাধীনে ছিল। এই সময়ে ইহা লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয়। কোম্পানী এখন রাইফেল বাদল প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তাহা তৈয়ার করেন এবং কুসুমের নিজস্ব প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকেন। আমরা এই কোম্পানীর ক্রমোন্নতি কামনা করি।

ক্যালকাটা ফ্যার্মাসিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্যালকাটা ফ্যার্মাসিয়াল ব্যাঙ্ক বাঙ্গলার মুসলিমদের উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান-সমূহের অন্যতম। ইহা ডিপার্ট ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ও ক্যালকাটা ক্লিয়ারিং হাউস্ এসোসিয়েশনের সাথে যোগ সংযুক্ত। সন ১৯৪১ সালে এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। ১৯৪২ সালের শেষে তাহা বাড়িয়া ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণও ৪৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা হইতে ৭৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯৪১ সালের শেষে ব্যাঙ্কে মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ১০ হাজার টাকা। ১৯৪২ সালের শেষে উহা ৬৪ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। সন্তোষজনকভাবে ১৯৪৩ সালের শেষে ব্যাঙ্কটীর কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৯২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মিঃ এইচ বক্স ম্যানেজিং ডিরেক্টরক্রপে এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় ব্যাঙ্কটী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে।

ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট কোং লিঃ

১০১এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আজ যুদ্ধ এবং যুদ্ধজনিত অরাজী অবস্থার ফলে মূল্যবান অলঙ্কার এবং দলিলপত্রাদির জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলের মূল্য বহুলাংশে বাড়িয়া গিয়াছে। ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট কোং লিঃ এদিক দিয়া জনসাধারণের একটী বিশেষ অভাব দূর করিয়াছে। কলিকাতার সেফ ডিপজিট ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পঞ্চমও এই কোম্পানীর আগাই হইয়াছে। মেসার্স অমৃতলাল ওঝা এণ্ড কোং লিঃ-এর পরিচালনাধীনে এই কোম্পানীর কার্য্য বিভিন্ন হইতেছে। এবং কোম্পানী ১০১এ ক্লাইভ ষ্ট্রীটে নিজস্ব বাড়ীর উপর একটী পাঁচতলা বিরাট ভবন নির্ম্মাণ করিয়া অবাধ নিরাপত্তার একটী সুবর্ণ সুযোগ এক্ষেত্রে নির্ম্মাণ করিয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত, মেজানাইন, বাসমেণ্ট

ভিত্তি এলাহাবাদে নির্দিষ্ট যে সব ক্ষেত্রেও লোন আদায়ের পক্ষে উহার অভাবে এই দেশে তথা সম্ভবপর নহে। এই প্রয়োজনীয় সত্যতার বেয়ালায় ভিত্তি করিয়া বহুসংখ্যক ইন্সিওর নির্দিষ্ট নিযুক্ত স্থাপিত হইয়াছে। অক্ষয়ারেন, ফোটোগ্রাফ ব্যাঙ্ক এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সমবায় কি ভিত্তি এই প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক নিযুক্ত মূল্যবান কাগজাদি পরিচ্ছন্ন রাখিতে এবং প্রয়োজনমত উহাদের লইতে পারেন।

ক্যালকাটা গ্রাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৫০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এ দেশের ব্যাঙ্কি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ক্যালকাটা গ্রাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক অবশ্যাবাদের অপরিচিত নহে। গত কয় বৎসর ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠানটী সফলতার সহিত কার্য্য চালাইয়াছে এবং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ হেড অফিস ছাড়া বৈদ্যনাথ, রায়গড়, চন্দন, বিলাসপুর, ভাটাপাড়া, মাথনুর, চিনসুরা, বেলুল, নগর এবং লক্ষ্মীতে একটী করিয়া শাখা স্থাপন করিয়া ব্যবসা প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছে। বোম্বাই, পুনা, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই কোম্পানীর এজেন্সী আছে। উপরোক্ত শাখা এবং এজেন্সী গুলির মধ্য দিয়া ক্যালকাটা গ্রাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক এই অল্পদিনের অভিজ্ঞতায় যথেষ্ট সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। আমরা আশা করি এই প্রতিষ্ঠানটী উহার ডেপোজিট ব্যবসায়ের দিকে এবং বন্ধক সুবিধাদি পরিচালনায় যথেষ্ট উন্নতির লাভ করিতে থাকিবে।

কোম্পেক্সেলস এণ্ড ষ্ট্রাসস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

মহাযুদ্ধ সুরু আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উহার প্রয়োজনীয় এলোপ্যাথিক ঔষধের জন্য বিদেশের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল। সুখের বিষয় যে, যুদ্ধের সুযোগে এদেশের ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানসমূহে ঔষধের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দেশে এই ঔষধের বহু নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। উহার ফলে ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে ঔষধের ব্যাপারে প্রায় স্বাবলম্বী হইয়াছে।

এখানে প্রতিষ্ঠিত ঔষধ প্রস্তুতের নূতন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কেমিক্সেলস এণ্ড ষ্ট্রাসস (ইণ্ডিয়া) লিঃ একটী উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। অল্পদিন এক বৎসর কাল পূর্ব্বে উহা প্রতিষ্ঠিত হইলেও অল্পদিনের মধ্যে উহা কার্য্যক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং ম্যালেরিয়া, আমাশয়, কলা, অম্লতা, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা, মস্তকের রোগ, ফোড়াফুসি প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত ঔষধপত্রাদি ও ঔষধ বাহির করিয়াছেন, তাহা ব্যবসা এবং ব্যবসার বাহিরে যথেষ্ট বিক্রয় হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানটী উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া একটী সুপ্রতিষ্ঠানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। ২৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতায় উহার হেড অফিস অবস্থিত এবং মেসার্স সেন মুখার্জ্জি এণ্ড কোং উহার পরিচালক।

কেমিকেল এক্সপোরিয়েশন (ক্যালকাটা) লিমিটেড

৪৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত 'কামল কালি' আমাদের দেশে সুপরিচিত। এদেশে এই শিল্প প্রতিষ্ঠার বাধাসমূহ পথ প্রদর্শক ইহারা উহাদের অন্যতম। ডাইংটেক্সটাইল কালি ছাড়াও লিখিবার কালি, বিভিন্ন রংএর ফুতার কালি, আলতা প্রভৃতি আরও অনেক বিবিধ ইহারা প্রস্তুত করিতেছেন। প্রতিষ্ঠানটীর আরও উন্নতি আমরা কামনা করি।

গিরিন্দ্র ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ২১-এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৩০ সালে স্থাপিত হইবার পর হইতে গিরিন্দ্র ব্যাঙ্ক বিশ্ব বিঘ্নের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আসানসোল, বেলঘরিয়া, রাজবাড়, ডায়মণ্ডহারবার, বর্দ্ধমান, চুঁচুড়া, হাইমচর, হাঁড়ি, শিউড়ী, শ্রীরামপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মহম্মদপুর, সিরাজগঞ্জ, উলুবেড়, গাইবান্ধা, মেহেরপুর, উত্তরপাড়া, পুর্ণিয়া, ডায়মণ্ডহারবার (পূর্ণিয়া) প্রভৃতি বাঙ্গলা দেশে উহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকটী ব্যাঙ্কটীর কার্য্যধারা জনসাধারণের প্রশংসা লাভ করিতেছে। বেলঘরিয়ার ব্যাঙ্ক বাহাদুর যে এক মুখার্জ্জির নেতৃত্বে এবং ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ্জ মিঃ জমীরেন মুখার্জ্জির সুদক্ষ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটীও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে।

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩।১ ব্যাঙ্কার্স লেন, কলিকাতা

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কটী ১৯২১ সালে স্থাপিত। একদিন ইহা একজন মফঃস্বলেরই ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনা করিত বলা চলে। বর্ত্তমানে অবশ্যই ভাল হইল ইহার হেড অফিস কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে এবং কার্য্যাদিও বহু গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আসানসোল ইন্ডিয়েন্সোই ব্রাঞ্চসমূহ (কলিকাতা), রাজিগঞ্জ, মাহারাজগঞ্জ ও ঝরিয়ায় ইহার শাখাটী শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থা বৃদ্ধি আশাপ্রদ হয়, অভিজ্ঞ পরিচালক মণ্ডলীর পরিচালনায় ইহা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

গ্রোব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

হেড অফিস—৩০-এ বর্ণওয়ালা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে সামান্য কয়েকজন লোক এক বিঘু মূলধন লইয়া ডাঃ বি সি সেন এই প্রতিষ্ঠানটী স্থাপন করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই কোম্পানীটী বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য বাজারে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। ডাঃ বি সি সেনের পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মকুশলতায় এই ছোট প্রতিষ্ঠানটী ডাক্তার, কবিরাজ এবং অন্যান্য অনেকসংখ্যকের মধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধি আকর্ষণ করিয়াছে ও তাঁহারা সকলেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঔষধগুলির বহুল প্রচারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

ব্যবসার বহুল প্রসার হেতু এই কোম্পানী লেবরেটরীর জন্য ৩য় সমাজন নীল লেবে একটী বিরাট নূতন বাড়ী লইয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

টিটাগড় ইণ্ডিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস : ১ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিঃ

দি টিটাগড় ইণ্ডিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী একটী লক্ষপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। কলিকাতার হেড অফিস ছাড়া চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজমহী, করিমগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে ইহাদের শাখা আছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা এবং বিলীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১২ লক্ষ টাকা। আদায়ীকৃত মূলধন দশ লক্ষেরও অধিক। এই বাঙ্গালী কোম্পানীটী ১৯২৭ সালে কার্য্যারম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলিয়াছে। ইহারই ২৭ সালে ইঁহারা চট্টগ্রামে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ সুরু করিয়া পরে বাঙ্গলার পূর্ব্বাঞ্চলীয় নগরে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা কোম্পানীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। ১৯৩৭ সাল হইতে মুনাফার হার নিয়মিতভাবে শতকরা ৬ টাকা হিসাবে হইয়াছে। ইহাই বাঙ্গালী দি ফে যে সেবের পরিচালনায় কোম্পানীর কার্য্যে উন্নতির দিকে দেখা যাইতেছে। আমরা এই কোম্পানীটীর সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

চাঙ্গড়পোতা অ্যাণ্ডী ষ্টি এষ্টেটস লিঃ

হেড অফিস—৩৩নং আহিরীটোলা মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা

চাঙ্গড়পোতা অ্যাণ্ডী ষ্টি এষ্টেটস লিমিটেড একটী উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান এবং পরিচালক

ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইহা বিশ বিশ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা। ইতিপূর্বে বিক্রীত শেয়ার দ্বারা কোম্পানী সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া মূলধন বাড়াইয়া ১০ টাকা মূল্যের ৫০০০০টি শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়াছেন। চা ও কয়লা শেয়ার বাজারে, উৎপন্ন চা এবং যন্ত্রপাতিতে কোম্পানীটির বর্তমানে ৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রহিয়াছে। ১৯৪৬ সাল নাগাদ চা বাগানের চারার উৎপাদন বাড়িয়া যেলে এই পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইবে। কোম্পানী বৎসরে ৪০০ মণ চা বাহিরে রপ্তানীর লাইসেন্স পাইয়াছেন, তাহাড়া এদেশেও তাঁহারা চা বিক্রয় করিতে পারিবেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করি।

বি এস এক্সপোরিয়াম লিঃ

রেজ অফিস—৩৭এ বিডন্সন এভেনিউ, কলিকাতা

কতিপয় সুশিক্ষিত যুবক কর্তৃক উদ্যোগে ১৯ বৎসর পূর্বে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। তার পর হইতে ক্রমে ক্রমে নানা দিক দিয়াই উহার উন্নতিযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। প্রথম কার্য্য সুরু করার সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন ছিল মাত্র ৪৪ টাকা। এখনে কোম্পানীর কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া ৭ লক্ষ টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে বর্তমানে ছয়টি প্রথমশ্রেণীর কর্মী কাজ করিতেছে এবং উহাদের অধীনস্থলে প্রায় সাত সহস্রাধিক লোকের উপার্জনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোম্পানী চা, পাট, চিনি, লবণ, বিস্কুট, কাঠ, কয়লা, ভাষাক, রেডিও, ফোনিয়ারী প্রভৃতি, বন্দুকের নিল, তারের দড়ি ও চা বাগানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির এজেন্সী ও ডিষ্ট্রীবিউটারের কাজ করিতেছেন। কলিকাতা ছাড়া অন্য অনেকগুলি ক্ষেত্রে উহার শাখা অফিস খুলিয়া উঠিয়াছে। সকল দিক দিয়া বি এস এক্সপোরিয়ামের এই দ্রুত উন্নতি উহার পরিচালকদের কর্মনিষ্ঠা ও সুপরিচালনার পরিচয় দিতেছে। আমরা উহার উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ঢাকা আন্তর্বেদীয় ফার্মেসী লিঃ

আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনী চেষ্টার প্রসার করিবার জন্য যে কয়টি সুদক্ষ প্রতিষ্ঠান আজ দেশে কাজ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে ঢাকা আন্তর্বেদীয় ফার্মেসী তাহাদের অন্যতম। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে পাঁচ শত টাকা মূলধন লইয়া কবিরাজ এই প্রতিষ্ঠানটি কার্য্য সুরু করে। এখনে এই কোম্পানীর উপর বিভিন্নের ভার তাহাদের সর্বময় শাখা না এজেন্সী আছে। প্রতি শাখার একজন করিয়া অভিজ্ঞ কবিরাজ চিকিৎসার ব্যবস্থা দিবার জন্য নিযুক্ত থাকেন। এই কোম্পানী সর্বপ্রকার বিহার ও বঙ্গদেশে ঔষধপত্রাদি প্রস্তুত করিবার অনুমতি পাইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি অনেকদিনের ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে ব্যবসা বিস্তার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আমরা উহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজ অফিস : ১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নূতন উদ্যোগশীল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের নাম উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাঙ্কটি ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে। এই ব্যাঙ্কের যাঁহারা পরিচালক তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যাঙ্ক বা অন্য ব্যবসায়ের সহিত সংযুক্ত থাকায় বিশেষ অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির দাবী করিতে পারেন। চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ডাইরেক্টরদের পক্ষাতে রহিয়াছে উহার সুযোগ্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি এস চাটার্জির দীর্ঘ দৃষ্টি, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও ব্যাঙ্কিং ব্যবসা সম্বন্ধে জ্ঞান। আমরা এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বার্ডিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজ অফিস—৩৮বা আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা

বাঙ্গালী পরিচালিত দ্রুত উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বার্ডিলিং ব্যাঙ্ক অন্যতম। ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই ক্ষেত্র বৎসর কাল মধ্যে বার্ডিলিং ব্যাঙ্ক বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাহিরে অনেকগুলি শাখা অফিস খুলিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছে। এইসব শাখা অফিসের ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা দিন দিন সম্প্রসারিত হইতেছে। মিঃ বি মুখার্জী, ম্যানেজিং ডিরেক্টরমণ্ডলে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্মকুশলতায় এই ব্যাঙ্কটি ভবিষ্যতে অভিনব প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জন করিতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

বাল ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজ অফিস—১৯ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মাত্র চারি বৎসর পূর্বে কার্য্য সুরু করিয়া বাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড এই অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছে।

গত ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। ১৯৪১ সালের শেষে তাহা বাড়িয়া ৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা হয়। ১৯৪২ সালের শেষে তাহা ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৪৩ সালের শেষে তাহা বাড়িয়া ১০ লক্ষ টাকার উপর পৌঁছিয়াছে। প্রাপ্ত আদায়ের দিক দিয়াও গত কয় বৎসর মধ্যে বাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ক্রমোন্নতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। গত ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ব্যাঙ্কের জনসাধারণের ৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকা পচ্ছিত ছিল। ক্রমে বাড়িয়া ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহা ৪০ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। ১৯৪৩ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ১ কোটী ১০ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। কেবল কার্য্য সম্প্রসারণের দিক দিয়াই বাল ব্যাঙ্কের কৃতিত্ব দেখা যায় নাই, অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কে সতর্ক ও বিবেচনাসহ কার্য্যনীতি অনুসরণ করিয়া সেদিক দিয়াও উহা আজ একটী জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কর্মবীর শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্মকুশলতায় অল্পেই ব্যাঙ্কটী এত অল্প সময়ে এরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমরা শ্রীযুক্ত দাসকে এই কৃতিত্বের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহার পরিচালনাধীনে ব্যাঙ্কটী যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রাধিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ

শিল্পায় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মেসার্স রাধিকা নাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিমিটেড কলিকাতার বহুদিন প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত মিষ্টান্নের বিশুদ্ধতা ও উৎকৃষ্টতা সুবিদিত। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহাদের অনেকগুলি শাখা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এই সমস্তের ভিতর দিয়া তাঁহারা বিভিন্ন এলাকার লোকদিগকে চাহিদামত মিষ্টান্ন সরবরাহের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রস্তুত মিষ্টান্ন খাদ্যে ও স্বাস্থ্যে সকল দিকের বলিয়া সর্বসাধারণ আদরের সহিত তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া মেসার্স রাধিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স বৎসরে ১০ লক্ষ টাকার উপর মিষ্টান্ন বিক্রয় করিতেছেন। সাধারণের এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া বহুলোক জীবিকা সংস্থানের সুযোগ পাইয়াছে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে মেসার্স রাধিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিমি-

টেবেল এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। তাঁহার কার্যকলাপের মূলসূত্র ও কার্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন।

সিউ চ্যাংতাই ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—মুক্তিয়া

সিউ চ্যাংতাই ব্যাঙ্ক বাঙ্গালী পরিচালিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম। গত ১৯৩৩ সালের বিবরণ হইতে জানা যায় ঐ সালের শেষে ব্যাঙ্কের মূলধন ও রক্ষিত তহবিলের মোট পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ টাকা। ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর উহাদের দায়সমূহের আয়তনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কের মোট লগ্নীকৃত অর্থের ২৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ঋণদানেই নিয়োজিত আছে, ১১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা জামিন স্বরূপ নিয়োজিত আছে, ৫০ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা নগদে ও ব্যাঙ্কে জমা রহিয়াছে। এই সকল বিবরণসূত্রে বর্তমান নিয়োগে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বিচক্ষণতাপূর্ণ কার্যনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মিঃ ঈ কে দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কার্যকুশলতার গুণে উত্তরোত্তর এই প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

পলিক্লিনিকেল লেবরেটরী লিঃ

১, ক্লিভল্যাণ্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৪০ সালের ৩০শে জুনের অর্দ্ধবর্ষে পলিক্লিনিক্যাল লেবরেটরী লিমিটেডের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ঐ বৎসরে কোম্পানী অনেকগুলি মূনাফা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ডিরেক্টরগণ শতকরা ২৫৲ টাকা আয়কর রক্ষিত লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। কাজ সুরু করিবার পর মাত্র তিন বৎসরের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটী যে আশাতীত সাফল্যলাভে সক্ষম হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে প্রবীণ শিল্পবিদ মিঃ ডি এন চৌধুরীর যোগ্যতম ও এম সি চৌধুরী বিএসসি ও বঃ পরিচালনা। এই প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি বিশিষ্ট যেমন পলিটোন, ভ্যালেসিড প্রভৃতি ইতিমধ্যেই সুনাম অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

সি এম বাকচী এণ্ড কোম্পানী

১৯, ওল্ড কোর্ট হাউস রো, কলিকাতা।

সি এম বাকচী এণ্ড কোম্পানী একটী প্রাচীন বাঙ্গালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ১৮৮৩ সালে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। তদবধি এই কোম্পানী সদর্পণে কার্য চলিয়া আসিতেছে। সি এম বাকচীর পরিবার কোন বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নহে। সি এম বাকচীর ক্যালিফ ব্যাঙ্কিং সুপ্রীম কোর্টের পরিচয় ও ক্যালি দ্বারাও এই কোম্পানী কলের নিশান, এনেল, ষ্টীল, পাইপ্রাস প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। অনুন্নত যুদ্ধের ফলে ভারতে বিদেশী ঔষধের আমদানী বন্ধ হওয়ায় এই কোম্পানী দেশবাসীর এই অভাব অনুমোদনের জন্য সুলভ ডাক্তারিক ও চিকিৎসকদের ব্যবহারোপযোগী নানাবিধ ঔষধ-প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং কতকটা সফলকামও হইয়াছেন। এই কোম্পানীর ব্যবসায়নীতি, উৎসাহ এবং সততা ব্যবসায়ি-সাধারণের অনুকরণীয়। আমরা ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

প্যালেডিয়াম এলিভেটর কোং লিঃ

১১১ ক্যানিংষ্ট্রীট রো, কলিকাতা

প্যালেডিয়াম এলিভেটর কোম্পানী বাঙ্গালার একটী অপেক্ষাকৃত নূতন বীমা প্রতিষ্ঠান। যুদ্ধের ফলে বীমা কোম্পানী-গুলিকে নানা বাধা ও অসুবিধার ভিতর দিয়া কার্য করিতে হইতেছে। তাহা সত্ত্বেও এই কোম্পানী ক্রমোন্নতি দেখাইয়া চলিয়াছে। কোম্পানীর ১৯৪০ সালের বিবরণী এখনও প্রকাশিত হয় নাই; তবে আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, পূর্ব বৎসরের তুলনায় ১৯৪০ সালে এই কোম্পানী প্রায় দ্বিগুণ পলিসি বিক্রয় করিয়াছে; কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি হইয়াছে ও খরচের হার কমিয়া আসিতেছে। ১৯৪০ সালে বাঙ্গালাপাশী যুদ্ধ ও মহামারী সত্ত্বেও কোম্পানীর মৃত্যু-জনিত দাবীর পরিমাণ মাত্র ১৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ইহা কোম্পানীর বিশেষ সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আমরা এই বাঙ্গালী বীমা প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

বঙ্গলক্ষ্মী লিমিটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোড ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই ব্যাঙ্কটী ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এযাবৎ লোন কোম্পানীর ন্যায় কার্য করিতেছিল। গত জানুয়ারী মাস হইতে উহা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিংয়ের কাজ সুরু করিয়াছে। এই ব্যাঙ্কের হেড অফিস বহুবাজার হইতে ১৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর হইতে ব্যাঙ্কের কার্য নানা দিক দিয়া প্রসারলাভ করিতেছে। আমরা এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

বঙ্গশ্রী হোসিয়ারী এণ্ড উইভিং মিলস্ লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—২১এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের দেশে বয়ন-শিল্পের প্রসার সর্ব-প্রকারে কাম্য, কারণ আমরা যে সব জোড়া, গেঞ্জি প্রভৃতি ব্যবহার করি, তাহার কিছু অংশ এখনও বিদেশী। অথচ এগুলি উপযুক্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইলে আমাদিগকে বিদেশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না। বঙ্গশ্রী হোসিয়ারী এণ্ড উইভিং মিলস্ লিমিটেড্ আমাদের এই অভাব মিটাইতে অগ্রসর হইয়াছেন। কোম্পানীটী নূতন কার্যারম্ভ করিয়াছেন, তথাপি এ বৎসরে ৩৯শে মার্চ পর্যন্ত কাজের উপর লভ্যাংশ ঘোষণার আশা করিতেছেন। এই কোম্পানী আরও শেয়ার বিক্রয়ার্থ সরকারের অনুমতি পাইয়াছেন। সেগুলি বিক্রয় হইলে কোম্পানীর কার্য আরও প্রসারিত হইবে আশা করা যায়।

খালিসপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৬৭ নং রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।

কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠে বসবাসি সদাশয় ব্যক্তিদের জন্য খালিসপুর ব্যাঙ্ক প্রয়োজন উপযোগী সুদ সংস্থান করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে তাঁহাদের উদ্যম শুধু প্রশংসা নয়, সফলতাও লাভ করিয়াছে। বর্তমানে ব্যাঙ্কটীর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উঁহারা জনসাধারণের নিকট হইতে স্থায়ী আমানতও গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সুদ প্রতি তিন মাসে দেওয়া হয়। খালিসপুর ব্যাঙ্ক যে শ্রেণীর ব্যবসা করেন তাহাতে লাভ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিলেও ইহা প্রচুর মূলধন সাপেক্ষ ব্যবসা। মিঃ জে এন বসু, মিঃ এস সি লাহা প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী, সুপরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানটী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করিতেছে। আমরা এই ব্যাঙ্কের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

বাসন্তী এষ্টেটস্ ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৩৯, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা।

এযাবৎ পরিচালনাধীনের মধ্যে প্রতিষ্ঠেতই বীমার প্রয়োজনের প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে। এই ব্যবসায়ে যে শুধু বীমা কোম্পানীই লাভ করে তাহা নহে, ব্যবসায়ের পক্ষে অযথা অর্থব্যয় বন্ধ করিয়া উহাকে যা তাহারাও অধিকতর সুবিধার জন্য বিশেষ সময় করিবার সুযোগ

পাইয়া থাকে। মূলধনশালিতা ও মূলধনীর উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিযোগীতা বীমা কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি এই কারণেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়েবেল কোম্পানী মাত্র ১৯১০ সাল হইতে এদেশে এই ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে ঢাকা, কটক, পুরী, দৈউলপুর, খাঁড়ি, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে ইঁহারা নানা অফিস স্থাপন করিয়াছেন। আমরা এই বীমা-কোম্পানীটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বিদ্যাসাগর কটন মিলস্ লিমিটেড

হেড অফিস ও কারখানা—পানিহাটি, কলিকাতা।

বর্ত্তমান সময়ে সাধারণতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রের চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠিত কলগুলি যথাশক্তি কাজ করিয়াও বাজারের চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না। হস্তচালী কাপড় তৈরী অনেক হ্রাস পাইলেও এদিক দিয়া বিদ্যাসাগর কটন মিলসের উদ্যম প্রশংসনীয়। উহাদের তৈরী ছাঁটা শাড়ীসমূহ অল্পসময়ের আকর্ষণের বস্তু। গত বৎসর এই মিল উহার সাধারণ অংশীদারদিগকে ডিভিডেণ্ড দিয়াছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্ মিঃ গুহ ও মিঃ বসিরের পরিচালনায় দিন দিন মিলটীর প্রসার হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস—টাঙ্গাইল, কলিকাতা অফিস—৫৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বাঙ্গলার একটী উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান। টাঙ্গাইল হেড অফিস ব্যতীত, ঢাকা, পুরাণবাজার, লৌহজঙ্গ, শ্রীনগর ও ভেলপুর প্রভৃতি স্থানে উহার শাখা আছে। কলিকাতা অফিস ৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে অবস্থিত। মূলের এই অফিসসমূহের আবহাওয়ায় মধ্যেও উক্ত প্রতিষ্ঠানটী বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কার্য্যকর্ম করিয়া যাইতেছে বলিয়া উহার ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এম্ এল্ চক্রবর্ত্তী একজন বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী ব্যক্তি। আমরা আশা করি মিঃ এম্ এল চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় ব্যাঙ্কটী দিন দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইবে।

বেঙ্গল ইন্ভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড

আধুনিক বিজ্ঞাপনদাতার উপায়ে ক্রেতৃসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার যে কয়টী মাত্র প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলাদেশে স্থাপিত হইয়াছে, বেঙ্গল ইন্ভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেডের স্থান তাহাদের মধ্যে সকল দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের এই বক্তিগতভাবে বোধের প্রাধান্য থাকিলেও বিদেশী উপর নির্ভর করিয়া চলিবার মনোবৃত্তি অধিকাংশ লোকেরই আছে এ অবস্থায় আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটীর মত মত অধিকসংখ্যক স্বদেশী কোম্পানী সাধারণের করিতে পারে সহজ আস্থার সঙ্গে গড়ে উঠা মঙ্গল। আমাদের জীবনযাত্রা প্রণালী-বর্ত্তমানে এমন একটী বিশেষ স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, রোগের সময় আমুষঙ্গিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য আর অপরিহার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে বেঙ্গল ইন্ভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেডের মত বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তৈয়ারী ঔষধসমূহের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মূলের দাম বিদেশী ঔষধের আমদানী লঘুক্রিয় হইয়াছে। এই মূলধনে বেঙ্গল ইন্ভেষ্টমেণ্টের বায়োলজিক্যাল ও অর্গানোথেরাপিক্যাল ঔষধগুলি এবং সিরাম প্রভৃতি জাতির সেবায় কল্যাণসাধন করিতেছে। বিজ্ঞানের ঔষধের মত এই প্রতিষ্ঠানের সিরাম, বাই-নোমিয়াল, মাই-রাইসাবলিভাস, ভুইনাইন, মাই-রাইজোপ্লাজাইড প্রভৃতি ঔষধ বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী হাসপাতালে ব্যবহৃত হইতেছে. জনসাধারণের কাছেও এই ঔষধগুলি আজ অত্যন্ত সমাদৃত। শ্রীযুক্ত অরেন্দ্রনাথ বসু ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই প্রতিষ্ঠানটী পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় এবং তাঁহার অধিকাংশ অংশধারীদের যত্নে বেঙ্গল ইন্ভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা ও সুনাম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস লিঃ

হেড অফিস ও কারখানা—পানিহাটি, কলিকাতা।

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে ওয়াটার-প্রুফ বা ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ের কোন কারখানা ছিল না। বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্ লিমিটেডের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু ১৯২১ সালে এইরূপ একটী নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প করেন। সামান্য মূলধন লইয়া ২০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন আজ তাহার পরিপুষ্টতায় শুধু বাঙ্গালাদেশে নয়, সমগ্র ভারতে এমনটি ভারতের বাহিরেও বড়াইয়া পড়িয়াছে। এই কারখানায় এখন অক্লান্ত ওয়াটারপ্রুফ (বর্ষাবরীণ ও অন্যান্য) বিদেশী জাতির সমকক্ষ। ইহাদের তৈরী ড্রেস, ইন্ভার্টার ব্যাগ, আইস ব্যাগ, এয়ার পিং ও মূলধন বাজারে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। উহাদের তাবুসমূহ সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠান যে আন্তরিকতার সহিত জনসাধারণের প্রতিটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছেন তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। প্রতিষ্ঠানের সুদক্ষ পরিচালনা প্রতি এই কোম্পানীর উন্নতিও অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে।

বেঙ্গল কটন ফার্ণিশেডেন এণ্ড মিলস লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—২৮-৫ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের দেশে বস্ত্র শিল্পের এখন প্রচুর সম্ভাবনা আছে, বিশেষ করিয়া এই যুদ্ধের সময় অস্ত্রের চাহিদার মূলধারা সরবরাহ করা ব্যতীত এই শিল্পের কোন প্রসারিত হইতেছে। বাঙ্গালার বস্ত্রশিল্পের প্রসারের পথে একটী বড় বাধা এই যে, এখানে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা জন্মে না; বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। গত ১৯৪০ সালে বেঙ্গল কটন ফার্ণিশেডেন এণ্ড মিলস লিঃ স্থাপিত হয় এবং ক্রমে উন্নতির পথে চলিয়াছে। কোম্পানী বাঙ্গালার অনেক স্থানে বিস্তর জমি লইয়া তুলা চাষ আরম্ভ করিয়াছে। সুফল হইলেও এই উদ্যোগী কোম্পানীটী এ বাবদ পরচরূপ ২৫, লক্ষাধিক টাকা ধরিয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

বাঙ্গলার উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক অন্যতম। গত ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় ঐ তারিখে ব্যাঙ্কটীর আদায়ীকৃত মূলধন ও সঞ্চয় তহবিলের পরিমাণ যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ও ৪৮ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৪৩ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কে দায়াধিনের আমানতী রাশির পরিমাণ ছিল ৫৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে আমানত ও আদায়ী মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ২৪০ ভাগ ও শতকরা ৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রকার উন্নতি ব্যাঙ্কের কর্ণধারদের উদ্যোগ-যোগ্য কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিঃ

রেজিঃ অফিস—৬ ও ৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃপক্ষ লভ্যাংশসমূহ আদায়ের বিরাট কারখানা স্থাপন করিয়া স্থানীয় আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটী

১৯১৬ সালে আমাদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অল্পদিন আমাদের দ্বারা উহার পরিচালক নির্বাচিত হইয়া উহার মূলধনে উল্লেখযোগ্য অংশীদার হিসাবে যোগদান করিয়াছেন। স্বল্পদিনের ভিতর প্রতিষ্ঠানটী জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং ১৯৪১ সাল হইতে উহারা অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ বিতরণ করিতেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটীর সুদিনের সাফল্য কামনা করি।

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৩৬এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বাঙ্গলার একটী শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। সকল দিক দিয়া বিশেষজ্ঞগণের কার্য্যনীতি অনুসরণ করিয়া এই ব্যাঙ্ক দেশে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ বর্ত্তমানে ৩০ লক্ষ টাকা ও ৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কে লাভাংশের আমানতের পরিমাণ ৪ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার পৌঁছিয়াছে। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত মণিলাল নানাভাই এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণের চেয়ারম্যান। তাহা ছাড়া মিঃ এস সি সাহা, ভাগ্যকুলের কুমার প্রমথনাথ রায়, মিঃ আই বি সেন, মিঃ এস সি বসু ও মিঃ এস সি দাস (ম্যানেজিং ডিরেক্টর) এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য। এইরূপ কৃতী ব্যবসায়ীদের পরিচালনায় বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে।

বেলিয়াঘাটা ইণ্ডিস্ট্রীয়াল্‌ ওয়ার্কস্‌

অফিস—১৪৪, বর্ণওয়ালা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের দেশে যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কারখানা প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকায় সাধারণ যন্ত্রপাতিও আমাদিগকে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। বিদেশ হইতে আনীত এই সব যন্ত্রপাতির মূল্যও অত্যন্ত উচ্চ হওয়ায় আমাদের বহু মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ের পক্ষে সেগুলি অধিক পরিমাণে ক্রয় করাও সম্ভব হয় না। এই সকল যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কারখানাগুলিতে আমাদের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতির প্রথম সোপান বলা যায়। বেলিয়াঘাটা ইণ্ডিস্ট্রীয়াল্‌ ওয়ার্কস্‌ প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীনে, বহু চেষ্টায়-এবং আন্তরিকতা পরিচালনায়, যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের এবং মোটর ও ট্রাক্টারের এ্যাক্সিল প্রভৃতির যে সব যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়াছেন, আমরা আশা করি সেগুলি দেশবাসীর নিকট আদর পাইবে।

ব্যাঙ্ক অব্‌ কমার্স

হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্যাঙ্ক অব্‌ কমার্স বাঙ্গালার সুপরিচালিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম। গত জানুয়ারী মাস হইতে এই ব্যাঙ্কটী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছে। ছোটখাট প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য্য সুরু করিয়া উহা আজ একটী বৃহৎ ইন্ডিয়ান হিসাবে পরিণতির হইয়াছে। গত ১৯৩০ সালে এই ব্যাঙ্কের মূলধন ছিল মাত্র ৩ হাজার টাকা। তৎস্থলে উহার বর্ত্তমান আদায়ী মূলধন ১০ লক্ষ টাকার মত দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩০ সালে উহাদের লাভাংশের আমানতের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫০ হাজার টাকা। বর্ত্তমানে তাহা বাড়িয়া ৩০ লক্ষ টাকার মত দাঁড়াইয়াছে। মিঃ এস পি রায় চৌধুরী ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ইহাদের সুচিন্তিত এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন।

ব্যাঙ্ক অব্‌ ক্যালকাটা লিঃ

হেড অফিস—৩৯এ ব্যাণ্ডো লেন—কলিকাতা

বহু তরুণ কর্ম্মীর এই ব্যাঙ্কটীর উন্নতি-যোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। গত ১৯৪১ সালে এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১ হাজার ৩০০ টাকা। ১৯৪২ সালে তাহা ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা হয়। ১৯৪৩ সালে তাহা আরও বাড়িয়া ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪২ সালে কোম্পানীর মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৫০০ টাকা, ১৯৪৩ সালের শেষে তাহা ১০ হাজার টাকা হইয়াছে। ১৯৪৪ সালে এই ব্যাঙ্কে লাভাংশের আমানতের পরিমাণ ছিল পাঁচ লক্ষ ৩১ হাজার ৩০০ টাকা। ১৯৪২ সালে তাহা বাড়িয়া ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা হয়। ১৯৪৩ সালের শেষে তাহা ৪০ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩০০ টাকায় পৌঁছিয়াছে। মিঃ এস ব্যানার্জ্জী ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণে ও মিঃ পি সি ঘোষাল জেনারেল ম্যানেজার রূপে এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন। উহাদের কর্ম্ম-কুশলতায় অল্পদিনে ব্যাঙ্কটী ক্রত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গলা দেশে যে কয়টী ব্যাঙ্ক অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক উহাদের অন্যতম। এই ব্যাঙ্কটী স্থাপিত হয় ১৯৪০ সালে। মিঃ এস পি বসু উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবার পর ব্যাঙ্কটী ক্রমেই উন্নতির পথে চলিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের শেষে ব্যাঙ্কটীর আদায়ী মূলধন ছিল ২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা, বর্ত্তমানে উহার আদায়ীকৃত মূলধন ৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। উহার কার্য্যকরী মূলধন আট লক্ষ টাকারও বেশী। পূর্ব্বে মুখিয়ার হেড অফিস ছাড়া উহার শাখা অফিস ছিল মাত্র তিনটী—বহুবাজার শাখা, আসাম, মধ্য-প্রদেশ, মুজফ্ফরপুর ও, উড়িষ্যা এই শাখাটী প্রদেশে উহার ৩২টী শাখা অফিস হইয়াছে। এই কোম্পানী গত তিন বৎসর ধরিয়া স্থায়ী-ভাবে ৭১০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছেন।

ফডাপ সেক্রেটারীজ লিঃ

৪৪-সি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

যুদ্ধের অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে বিদেশী এ্যাসুলারির আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ফলে ফোরাবাজারে এই সব জিনিষ যে দামে বিক্রীত হইতেছে তাহা সত্যই কল্পনা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত। অন্যান্য দামান কথা অবশ্য প্রতিষ্ঠান ফডাপ সেক্রেটারীজ লিমিটেড দেখবেন। এ অসুবিধা দূরীকরণার্থে প্রযুক্ত চেষ্টা করিতেছেন। এখানে প্রস্তুত ফুইসাইন, এন্টিটিন ও অন্যান্য এ্যাসুল সারা ভারতবর্ষে সমাদৃত হইয়াছে। অফসারোগী ব্যবহারে ক্লিনিক্যাল মূল্য নিজের ঔষধের পার্থক্য পারে, সে বিষয়ে ফডাপ সেক্রেটারীজ লিমিটেডের তত্ত্বাবধান সর্ব্বদাই সচেষ্ট। এই প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিপিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন কৃতী ব্যক্তি। উহার পরিচালনাধীনে এই প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানটী ভবিষ্যতে আরও উন্নতিলাভ করিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

বিলাস এণ্ড কোম্পানী

১০৩-১০ বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বৈদেশিক মালের আমদানী বন্ধ হওয়ায় আমাদের দেশে যেটি ও রোপিয়ারী শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উৎসাহ-ব্যঞ্জক এবং মালের চাহিদাও বেশী। রোপিয়ারী ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বিলাস এণ্ড কোম্পানী সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহে উহার প্রতিনিধিরা স্থায়ীর চাহিদা মিটাইতে তৎপর আছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শ্রীযুক্তবিলাসকুমার মজুমদারের পরিচালনায় উহা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হউক কামনা করি।

মোহিনী কিলম্ লিঃ

রেজ অফিস—কুষ্টিয়া

মোহিনী কিলম্ লিমিটেডের গত ১৯৪২ সালের কার্য্যবিবরণী হইতে এই মিলটির অবস্থা-সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ বৎসরে শুরু প্রতিষ্ঠানের মেসার্সিয়া ও কুষ্টিয়াস্থিত কারখানা হইতে যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, ওজার ও ইমারত প্রভৃতির মূল্য বাবদ ধরা হইয়াছে। মিল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কেবল সাময়িক সুযোগ-সন্ধানেরই মধ্যে নিবদ্ধ নহে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তাঁহারা এখন হইতে চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। মূলধনের সমতা ও নিজ প্রতিযোগিতার কথা ভাবিয়া মজুত তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি ও অন্যান্য উপায়ে তাঁহারা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভিত্তি দৃঢ়তর করিবার দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বড়ই সুখের বিষয় এইভাবে সাবধানে দিন্না ব্যবস্থার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসর কোম্পানীর লাভের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় বাড়িয়া মোট ৩৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। উহা হইতে আলোচ্য বৎসরের হিসাবে আশীর্ব্বাদস্বরূপে শতকরা বার্ষিক ২৫ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে। মেসার্স ব্যানার্জী মুখার্জী এণ্ড কোং অডীর তহবিলের সহিত এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করিতেছেন।

ভৈরব ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড

রেজ অফিস—কলুয়া রোড, পোঃ চাকুরিয়া, কলিকাতা

ভৈরব ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের তুলেখা কালি উৎপাদনের কাজ আজ অনেকটা এগিয়া গিয়াছে। সুফল অবশ্য বিদেশী কালির আমদানী বন্ধ হওয়ায় অনেক দেশী কারিগরের দেদার কালি বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই নিকৃষ্ট বলিয়া জনসাধারণের অসুবিধা দূর হয় নাই। সুলেখা কালি অল্প দেশী কালির তুলনায় সামান্য দেশী হইলেও বিদেশী কালির সহিত সমকক্ষ হওয়ায় উহা কারিগর শেণী ব্যবসায়ীদের কাছে সমাদৃত হইয়াছে। আমরা সুফল পরেও এই কালিটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ইউনিয়ান ষ্টোর্স কোং লিঃ, কলিকাতা

কলিকাতার যে কয়টী ঔষধ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্যাটেন্ট ঔষধেই প্রসার লাভ করিতেছে, ইউনিয়ান ষ্টোর্স কোম্পানী তাহাদের অন্যতম। এই কোম্পানীর প্রস্তুত ডিউ-কফ-কো আমাদের এই জীবনীশক্তিহীন দেশে শুধু দেশীবিদেশের কদর নয়, সাধারণ সুস্থ লোকেরও পরম উপকারে লাগিবে। সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি বালকদের রোগ প্রায় সব সময়েই লাগিয়া থাকে। ইউনিয়ান ষ্টোর্স কোম্পানীর প্রস্তুত ঔষধটী উহার প্রতিষেধক হিসাবে খুব কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয়; কারণ কফ্‌নাশক তৈল, এ, বি ও সি ব্যাণ্ডেজ, বক্ষলেপ, পুল্টিস প্রভৃতি পরিচালক বলিয়া আমরা উপাদান ও বিশুদ্ধ সুলালাদেশে ইহা তৈরারী হইয়া থাকে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ব্রাজলাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

এই ব্যাঙ্কটির সকল প্রকার ব্যাঙ্কি কার্য্য সুচারুরূপে হয়। হেড অফিস ছাড়াও কাশবাজার, বালীমহল, ডাকা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মাল (জলপাইগুড়ি), কার্শিয়াং, নামাবহাট (জলপাইগুড়ি), সৈদপুর ও বলিয়াঘাটে শাখা অফিস স্থাপিত হওয়াতে এই অফিসসমূহের মারফতে ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত হইতেছে। আমরা আশা করি ব্যাঙ্কটি সাফল্যের সঙ্গেই বিশেষ অভিজ্ঞ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পি ব্রহ্মের সুপরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানটী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

লিলি বিস্কুট কোং

স্বত্বাধিকারী সেন লেন, কলিকাতা

লিলি বিস্কুট কোম্পানীর বিস্কুট এখন বাজারে এমন ভাবে আসন সমস্ত ভারতবর্ষেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে অল্প কয়জন বাঙ্গালীর নাম লইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে, লিলি বিস্কুট কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় প্রকাশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। গত ১৯০৯ সালে তিনি এই বিস্কুটের কারখানা স্থাপন করেন। প্রথম হইতে পণ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি প্রকাশবাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন এবং তাঁহার অমায়িক কর্ম্মকুশলতা ও নিষ্ঠার ফলেই লিলি বিস্কুট কোম্পানী বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় সামরিক বিভাগের অর্ডার পাইয়া এই প্রতিষ্ঠান সেনে বিশেষ তাঁহাদের পণ্য যোগানের যথেষ্ট সুবিধা লাভ করেন। তাহার পর হইতে আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে লিলি বিস্কুট কোম্পানী যে উৎকৃষ্ট বিস্কুট বাজারে চালাইতেছে বিভক্তভাবে এবং বাস্তে যেগুলি বিদেশী বিস্কুট অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। এই কোম্পানীর মার্কিন ভারতবর্ষে অত্যাবশ্যকীয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হওয়া হাড়া সরকারী বে-সরকারী বহু হাসপাতালেও লিলি বার্লি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লিলি বিস্কুটের বিরাট কারখানার আধুনিকতম যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি বৎসর দুই কোটী পাউণ্ডের অধিক পরিমাণ বিস্কুট প্রস্তুত হয়। বিদেশী বিস্কুট অপেক্ষা কম মূল্যে লিলি বিস্কুট কোম্পানীর বিস্কুট সকলের পক্ষে সুলভ হওয়ায় ইহার চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শক্তি ঔষধালয়, ঢাকা

বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক উপায়ে ব্যাপকভাবে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া যে কয়টী প্রতিষ্ঠান এদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে শক্তি ঔষধালয় তাহাদের অন্যতম। ইহাদের কারখানায় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধপত্র বিপুল পরিমাণে প্রস্তুত হয়; স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতু হইতেও ইঁহারা আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। বাঙ্গলার তথা ভারতের নানা স্থানে ঔষধ বিক্রয়ার্থ এই কোম্পানী শাখা খুলিয়াছেন। ইঁহাদের প্রস্তুত বৃহন্নারায়ণী সুধা প্রভৃতি ঔষধ এখন সর্ব্বসাধারণের পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সুবোধ বিস্কুট কোম্পানী

৮২। বৃত্তিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কালচক্রের অমোঘমায়া ও ফচির পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের সমাজজীবনের এমন প্রাত্যহিক ও সর্ব্বাবশ্যকীয় জনযোগের ন ও বিস্কুট আজ অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজকাল সুফল বাজারে বিলাতী বিস্কুটের আমদানী কম, সুতরাং অনেকগুলি বিস্কুট কোম্পানীর নিত্য নূতন সুযোগ উপস্থিত। সুবোধ বিস্কুট কোম্পানী সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ বিস্কুট প্রস্তুত করিয়া পূর্ণ হইতেই সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে; আমরা আশা করি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বৈদ্য মহাশয়ের পরিচালনায় এই কোম্পানী সুফল বাজারে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অধিকতর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিবে।

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—শ্রীহট্ট

কলিকাতা অফিস—৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

১৯২৮ সালে স্থাপিত হওয়ার পর হইতে সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অল্প অল্প করিয়া ইহার কার্য্যধারা সম্প্রসারিত করিয়া অবশেষে

সহযোগিতায় ও উদ্যমশীলতার একটী বিশেষ উজ্জ্বলিত স্থানে পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ও আদায়কৃত মূলধন ৭৫ লক্ষ টাকার অধিক। শ্রীহট্ট ও কলিকাতার অভিস ব্যতীত ঢাকা, ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, নেত্রকোনা, ভৈরব, সিলেট, নৌয়াটি, নরসিংদি, সিলেট, ব্রহ্মিকুল, করিমগঞ্জবাজার, মৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ-এ ব্যাঙ্কের এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ সি কে গুহঠাকুরতা ম্যানেজিং ডিরেক্টরত্বে এবং মিঃ কে এম দত্ত ইহার সেক্রেটারী ম্যানেজার রূপে ডিরেক্টর-মণ্ডলীর পরিচালনা করিতেছেন। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সুবাহবন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২৯এ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

সুবহ সময় এই ব্যাঙ্কটী উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। গত ১৯৪০ সালের জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে এই ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ হাজার ৮৭৩ টাকা। এই মুনাফা হইতে ১ হাজার ২৫০ টাকা মজুত তহবিলে বাদিয়া বাকী টাকা হইতে অংশীদারদিগকে শতকরা সেয়ারের উপর বার্ষিক মজুরী ৬॥০ আনা হারে মোট ৩ হাজার ৫৫২ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে। টালা, বরাবন্দ, বরাবন্দ, আলমবাজার ও সেওফুলিতে এই ব্যাঙ্কটীর শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইসব শাখার মারফতে ব্যাঙ্কের কার্য্য উত্তোলক প্রসার লাভ করিতেছে। মিঃ বি বি ঘোষ ম্যানেজিং ডিরেক্টরত্বে এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন।

সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৯ নং ব্যাঙ্কশাল লেন, কলিকাতা

নূতন তত্ত্বাবধায়কের হাতে গিয়া এই ব্যাঙ্কটী ক্রমিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। শ্রীযুক্ত অমরীনাথ চক্রবর্ত্তী ম্যানেজিং ডিরেক্টরত্বে ও মিঃ অরবিন্দ বসি জেনারেল ম্যানেজিং ডিরেক্টরত্বে বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে এই দুইজনেরই অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। উহাদের কর্ম্মকুশলতায় ব্যাঙ্কটী ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

আফ্রিকা ইলেকট্রিক ওয়ার্কস

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা

বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে বিদেশাগত মালের আমদানী কম, তজ্জন্যই বাজে বিদ্যুৎ আলো প্রায় সর্ব্বত্রই ও সামরিক প্রয়োজনে বিটারডেট বিক্রয়ের হইয়া থাকে। এই অবস্থায় আফ্রিকা ইলেকট্রিক ওয়ার্কস 'ফুলদানি' বিজলী পাখার ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আফ্রিকার বিদ্যুৎ যখন কাঁচা মাল জুগানো ও দুষ্প্রাপ্য তখন ইহাদের এই প্রচেষ্টা কতকটা দূরদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়াই প্রথমে মনে হয়। যারা কোন অসুবিধা আদায় করি এই প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ীকে লাভজনক সুযোগ-সুবিধা দিবার প্রয়োজনে গ্রহণ না করিয়া মুনাফাবৃদ্ধিকালেও এই ব্যবসায়ে বাঁধাধরা বাজারের দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী থাকিবেন।

নেট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৯এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নেট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড বাঙ্গলার উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলার বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রে ও মোকাম ও এলাহাবাদে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সব শাখা অফিসের ভিতর ব্যাঙ্কের কার্য্যভার দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার ব্যয় নির্ব্বাহান্তে গত ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে এই কোম্পানীর নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৫ হাজার ২ শত টাকা। এই টাকা হইতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ বার্ষিক শতকরা ৭॥০ টাকা হারে অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

হেড অফিস—৬এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড কলিকাতা

অন্যান্য বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়াছে। মুনাফার লক্ষ্যে দেশের বীমা ব্যবসায়ের সঙ্কটে প্রায়োজন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই অবস্থায় হিন্দুস্থান তাহার নূতন কাজের পরিমাণ বাড়াইয়া অগ্রগামিত্ব পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। গত ১৯৭১ সালে এই সোসাইটী ২ কোটী ৭২ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪২ সালে এই সোসাইটীর প্রদত্ত নূতন বীমাপত্রের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা। আমরা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম গত ১৯৪০ সালে এই কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ৩ কোটী টাকারও উপর দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুস্থানের এই অভাবনীয় সাফল্য লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী-মাত্রেই গৌরব বোধ করিবেন সন্দেহ নাই।

হিন্দুস্থানের বাঙ্গালী ডাইরেক্টর কোন এক শ্রেণীর লিমিটেডিটিতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া সাধারণকে বিতরিত হইয়াছে। উহার মূলকথা এই যে, কোন একদিক দিয়া সাম্প্রদায়িকতাকে কিছু কর্ত্তৃত্ব মুনাফা দেওয়া হইলে তাহাতে সোসাইটীর আর্থিক দৃঢ়তা খুব হইবার আশঙ্কা নাই। ফলে হিন্দুস্থান আজ সকল দিক দিয়াই একটী বিশেষ নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠান।

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—৪০ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিঃ

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অল্পদিন পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসরেই হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ৫ লক্ষ টাকার নূতন কাজ সংগ্রহ করিয়াছিল। সম্প্রতি ভারতরক্ষা বিধানাবলীর ৯৭-এ ধারা অনুসারে এই কোম্পানী অবশিষ্ট আরও কয়েকলক্ষ টাকার নূতন বেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। এরূপ বাঙ্গলা উপরোক্ত অনুমোদন লাভের ফলে এই উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠানটীর আর্থিক ভিত্তি আরও দৃঢ় হইবে। কলিকাতার ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের চেয়ারম্যান। তাঁহার ন্যায় মুনসুদ্দিসম্পন্ন ব্যক্তির পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানটী পরিবর্ত্তিত ফলাফলে পরিপুষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে সমৃদ্ধির অগ্রগতি দেখাইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

বি বেঙ্গল ডিরেক্টরীল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫১ বিনয় বোস এভেনিউ, কলিকাতা

বেঙ্গল ডিরেক্টরীল ব্যাঙ্ক একবিন ভূমিষ্ঠার ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেছিল। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রসারিত হওয়াতে ইহা। সেন্ট্রাল অফিস কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস কে ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় ব্যাঙ্কটীর ক্রমে উন্নতি হইবে আমরা এই কামনা করি।

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

৯৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেডের নাম বীমা-বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুবিদিত। অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটী কার্য্যের বহুজন প্রসার করিতে সক্ষম হইয়াছে। সাম্প্রতিক অবস্থা বুঝে মনে হয় অভিজ্ঞ পরিচালনাধীনে এই প্রতিষ্ঠানটী জীবন-বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

১২১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

PHONE : CAL. 6382 REGD. NO. C. 2005

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

সপ্তম বর্ষ] Monday, 8th May, 1944, সোমবার, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫১ [২য় সংখ্যা

আয় ও আয়ু

অনেক আয়ু লইয়া কেহ জন্মায় নাই,—আয়ের অনেকের মানুষের চিরদিন থাকে না, আয়ের পরিমাণ চিরস্থায়ীও নয়। তাহাই আয় ও আয়ু থাকিতেই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। জীবন বীমা দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক, তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্মিগণ সর্বদাই আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। যদি অদ্যই পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার উপযোগী বীমাপত্র নির্বাচনের পরামর্শ পাইবেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস : কলিকাতা

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্রমোন্নতির পরিচয়

বৎসর	আদায়ী মূলধন	ডিপোজিট
এপ্রিল ১৯৪০	৩,০৯,০০০৲ (টাঃ)	১-৫০৲ (টাঃ)
(ইংরাজী মাস)		
ডিসেম্বর ১৯৪০	৫,৭১,০০০৲	৩,১৯,০০০৲
ডিসেম্বর ১৯৪১	৮,১৮,০০০৲	২৪,৮২,০০০৲
ডিসেম্বর ১৯৪২	৯,৪৭,০০০৲	৪০,০০,০০০৲
ডিসেম্বর ১৯৪৩	১০,০০,০০০৲	১,১০,০০,০০০৲

(হিসাব সাময়িক)

বাংলার প্রোটীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

মুক্তাগাছা ব্যাঙ্কিং

স্থাপিত ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-মেন অফিস : ময়মনসিংহ

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এক বৎসরের অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞ ও সতর্কতাই ব্যবসায়িগণের সুপরিচালনার পরিচয় বহিয়াছে ইহার প্রত্যেক লেন-দেন, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—

পাটনা, মোকামা, মাদ্রাজ, মজঃফরপুর (অফিস), জামালপুর (অফিস), মেমিয়াগাঁও (অফিস), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, নারিকেলডাঙ্গা, ময়মনসিংহ, পাবনা, নাটোর, জয়দীপ, কুষ্টিয়া, ভবানীপুর, শিলচর, নারিন্দুয়া ও ময়মনসিংহ

আমানতের হার ও সর্তাদি সুবিধাজনক

ব্যবসায়ীদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

দি হিন্দুস্থান সল্ট

ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা

হেড অফিস—
৩১ ম্যাঙ্গো লেন।

ফ্যাক্টরী—
ডায়মণ্ডহারবার,—২৪ পরগণা।

ফ্যাক্টরীর কার্য্য বর্ত্তমান এপ্রিল মাসের মধ্যেই শেষ হইবে।

শেয়ার বিক্রয় ও বিস্তৃত বিবরণের জন্য কোম্পানীর হেড্ অফিসে আবেদন করুন।

শ্রীসুরেশ্বর ঘোষ

ম্যানেজিং এজেন্টস্,
মেসার্স—অক্সফোর্ড এজেন্সী।

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী

আর্য্যস্থানে

বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরুভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ

এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৮৩ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ	৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ	১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ	৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অতিরিক্তকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের যাবতীয় দুঃখ দুর্দ্দশার হাত হইতে আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চীফ এজেন্টস্

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন কলিঃ ৪১৬৩

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ধর্ম্মতলা, আলীপুর, বজবজ, বসিরহাট, খুলনা।

পাইকা ব্রাঞ্চ :—মোহার মোড়, বাঁকীপুর।

সুদের হার

কারেণ্ট—১% সেভিংস—২%

ফিক্সড ডিপোজিট—৩% হইতে ৪% পর্য্যন্ত

সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা ধার দেওয়া হয় ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দি সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন

কোং লিমিঃ

ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্য্যে,
ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত।

ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কলিকাতা ম্যানেজার,
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা।

বাংলার বস্ত্র শিল্পের
অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ
ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল	২নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)	বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

টেলিগ্রাম "প্রবর্ত্তক" স্থাপিত—১৯২৯ ফোন: বি, বি ৪১৮

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

চেয়ারম্যান—শ্রীমতিলাল রায় (প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা)

হেড অফিস—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—চন্দননগর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও রাজসাহী।

চলতি ও সেভিংস হিসাবে সুদ যথাক্রমে ১৲ আনা ও ২৸৹ টাকা।

ফ্যাক্স ডিপোজিটে—প্রতি ২১৸, ৪৩৲, ৮৬৲ ও ৮৬০৲ টাকায় ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে যথাক্রমে ২৫৲, ৫০৲, ১০০৲ ও ১০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।

স্থায়ী আমানত, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, কারেন্ট একাউণ্ট ও লোন সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলেই জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সেভার ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়বিক্রয় করা হয়।

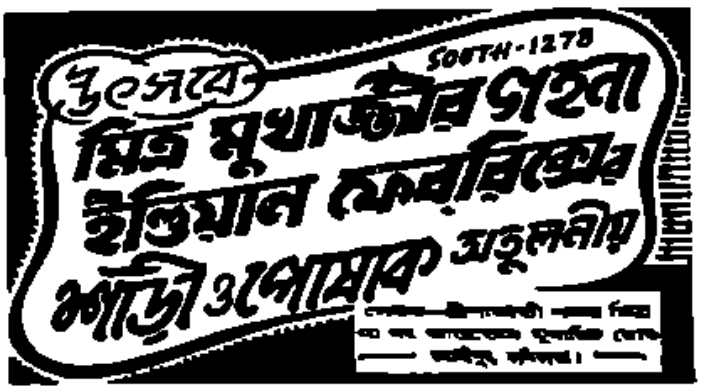

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JACAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৭ম বর্ষ	কলিকাতা, ৮ই মে, সোমবার, ১৯৪৪	৪র্থ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১২৯-১৩১	আর্থিক ত্রৈমাসিক ব্যবসাবাণিজ্য	১৩৫-৩৭
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১৩১	কোম্পানী প্রসঙ্গ	১৩৭
আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নীতির নূতন পরিকল্পনা	১৩৪	বাজারের হালচাল	১৩৯-৪৮
ভারতীয় আয়কর কর্মচারীদের দাবী	১৩৫-৩৫		

সাময়িক প্রসঙ্গ

পেয়ার বিক্রয়ের বিধিনিষেধ

ভারত সরকারের 'কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটেল ইস্যু'র অনুমতি না লইয়া কেহ নূতন পেয়ার বিক্রয় করিতে লিমিটেড কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবে না বলিয়া গত বৎসর যে আদেশ জারী হয় আমরা তখনই তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। এতদ্বারা সাধারণের হাতে অতিরিক্ত অর্থাগমহেতু ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়া পণ্যমূল্য বৃদ্ধির যে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রথমে করাই উপরোক্ত আদেশের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া তখন সরকারের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছিল। উহার জবাবে আমরা বলিয়াছিলাম যে, উক্ত আদেশের ফলে জনসাধারণের হস্তস্থিত অর্থ নিষ্ক্রিয়ভাবে নিয়োজিত হওয়ার পক্ষে বিঘ্ন ঘটিবে এবং উহা পণ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হইয়া যেমন পণ্যমূল্য বৃদ্ধির পক্ষেই আরও সাহায্য করিবে। আমাদের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার কোন জবাবদিহি আমাদের ঘাড়ে নাই বটে। কিন্তু সরকারের সরকারপক্ষই স্বীকার করিতেছেন যে, তাঁহারা পেয়ার বিক্রয়ের উপরোক্ত বিধিনিষেধ কতকটা শিথিল করিবেন এবং তাঁহাদের মতে উহার ফলে যেমন পণ্যমূল্য বৃদ্ধির হ্রাস অর্থাৎ ইনফ্লেশনের বিপদ প্রতিরোধের অনেকটা সমাধান হইবে। সরকারের যে এতদিন পরে তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা সুখের বিষয়।

কিন্তু সরকারের বর্তমানে যে প্রকার মনোভাব লইয়া তাঁহারা পূর্বোক্ত আদেশের বিধিনিষেধ বিধিদ করিতেছেন তাহাও সমর্থনযোগ্য নহে। তাঁহারা বলিতেছেন যে, বর্তমানে যুদ্ধের জন্য অনেকে সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সম্প্রসারণ করিতে পারিতেছেন না। যুদ্ধ-বিরতির অব্যবহিত পরেই ইঁহারা কলকব্জা আমদানী করিয়া উহার সুযোগ পাইবেন। কিন্তু তখন হয়ত ইঁহাদিগকে তাড়াতাড়ি পেয়ার বিক্রয় করিয়া বাজার হইতে উপযুক্তরূপ মূলধন সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হইবে। এইজন্য সরকারের এখন হইতেই এইরূপ শ্রেণীর নবপ্রতিষ্ঠিত অথবা পূর্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে পেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া রাখিতে সুযোগ প্রদান করিবেন। তবে সর্ত এই হইবে যে, উপরোক্তভাবে প্রাপ্ত মূলধনের অধিকাংশ যাহা ভারত সরকারের হিসেবে লোন জমা করিয়া রাখিতে হইবে। যুদ্ধ শেষ হইলে যখন শিল্প পরিচালকগণের কলকব্জা ক্রয়ের জন্য এই টাকার দরকার হইবে তখন সরকারই তাঁহাদিগকে এই টাকা ফেরৎ দিবেন।

সরকারের এই পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজেই প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই ভাবে মূলধন সংগ্রহের একটী সর্ত হইতেছে এই যে, মূলধন সংগ্রহকারিগণ নিজেরা এবং তাঁহাদের অনুমোদনক্রমে মোট মূলধনের একটী 'নির্দিষ্ট' অংশ প্রদান না করা পর্য্যন্ত তাঁহারা কোম্পানীর কোন প্রসপেক্টাস বাহির করিয়া জনসাধারণকে শেয়ার ক্রয়ের জন্য অনুরোধ করিতে সমর্থ হইবেন না। এই 'নির্দিষ্ট' অংশ মোট মূলধনের কতটা হইবে তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। কাজেই উহার ফলে অতীপ্সিত উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হইবে বলা কঠিন। তবে দেখিয়া মনে হয় যে, নিজের মূলধন সংগ্রহে সাহায্য করার নাম লইয়া হিসেবে লোন বিক্রয় করাই যেন সরকারের উদ্দেশ্য।

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন

ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কসমূহের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোন পৃথক আইন নাই। ভারতীয় কোম্পানী আইনের সাধারণ বিধিসমূহ এবং উক্ত আইনের ১০(এ) অধ্যায়ের ২৭৭ এফ হইতে ২৭৭ এন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষ বিধান বলিয়া রহিয়াছে তাহা দ্বারাই ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। অথচ এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা এত ব্যাপক এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহের স্থান এত গুরুত্বপূর্ণ যে এই ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষভাবে একটী ব্যাপক আইন প্রণয়ন অত্যধিক প্রয়োজনীয়—ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। দুই বৎসর পূর্বে এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য একটী ব্যাপক আইনের খসড়া রিজার্ভ

ব্যাঙ্ক অর্থাৎ জমাদানে প্রোৎসাহিত হইয়াছিল। কিন্তু উহা লইয়া দেশে নানা ভাষাসুবাদ সৃষ্টি হওয়ায় মূলের অন্যে এই আইন পাশ করা হইবে না বলিয়া স্থির করা হয়। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে সরকারেরই এই বিষয়ে উদ্যোগের পূর্ণ অধিকারের পরিবর্তন করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন বর্তমানে পুনরায় এই আইন সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন এবং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনের সময়ে অধিবেশনেই বা কি এই আইনের খসড়া পরিষদের বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হইবে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য একটী ব্যাপক আইনের প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষভাবে বীকার করি। কিন্তু দুই বৎসর পূর্বে এই বিষয়ে যে খসড়া প্রস্তাবিত হয় তাহাতে এমন অনেক বিধিবিধির ছিল যাহা দ্বারা বাঙ্গালাদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। এই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনোভাব বর্তমানে কিরূপ এবং নূতন আইনটী কি ভাবে পরিবর্তিত হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। যথাসময়ে আমরা তাহা প্রকাশ করিব। ইতিমধ্যে আমরা বাঙ্গালাদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়িগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া কর্তব্য বোধ করিতেছি। অবশ্যই বর্তমানে যত ব্যাঙ্ক আছে তাহার অধিকাংশই ক্ষুদ্রাবয়ব হইলেও উহারা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং এই প্রদেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির পথে এই সব ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। নূতন আইনে এই সব ব্যাঙ্কের স্বার্থ যাহাতে যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় তজ্জন্য এখন হইতেই বাঙ্গালার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া আবশ্যক। নূতন আইনের খসড়া প্রস্তাবিত হইলে তৎসম্বন্ধে অবশ্য পরে করা, এই বিষয়ে সরকারের নিজেদের পক্ষ হইতে বিবৃতি দাখিল করা এবং নিজেই কমিটীর সমক্ষেও পরিষদে স্বতন্ত্র পরিষদের সদস্যদলকে প্রভাবিত করা এখন কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে লজ্জাকর নহে। একটী শক্তিশালী ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান দ্বারাই উহা সম্ভবপর হইতে পারে। এই জন্য স্থানীয়ভাবে যা হউক অন্ততঃ প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য অন্যান্য-ভাবে একটী প্রতিনিধিমূলক সমিতি গঠনের জন্য আমরা বাঙ্গালার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীমাত্রকেই অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

কাগজ সমস্যা

যুদ্ধের জন্য জাহাজের বিদেশ হইতে কাগজ আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় কাগজের কলগুলি উৎপাদনের দিক হইতে অবশ্য সাফল্যলাভ করিলেও অধিকের ব্যবসায়ী মহে আমাদের অধিক উৎপাদন সমস্যা দেশের চাহিদা মিটাইতে পারে না। ইহার উপর আবার সাময়িক প্রয়োজনে জাহাজ সরকার এদেশে উৎপন্ন অধিকাংশ কাগজ গ্রহণ করায় ফলে কাগজের সমস্যা বর্তমানে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। ফোরাম ও চাহিদার প্রচুর অসামঞ্জস্য ঘটায় এবং অসাধারণের পার্শ্বে প্রতি সরকারের সহানুভূতির উদাসীন্যে কাগজের বাজারে অত্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইতেছে।

কাগজের অভাবে প্রকাশকগণ পুস্তক প্রকাশ বন্ধ রাখিয়া আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছেন; পত্রিকার পৃষ্ঠক ও লিখিবার কাগজের অভাবে গ্রাহকদিগের পক্ষে বর্তমানে লেখাপড়া শিখা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঠ্য-পুস্তক ছাড়াও অন্যান্য বহু ছাপা না হইবার ফলে জাতীয় দৃষ্টি এবং সভ্যতা বিলম্ব হইতে চলিয়াছে। কাগজের অভাব এবং দুর্মূল্যতা আজকাল সর্বসাধারণের যে দারুণ অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে, দেশের ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া তাহা সত্বর দূর করা বিশেষ প্রয়োজন।

যুদ্ধ বাধিবার পর সরকারই এদেশের মিলগুলিতে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ নিজেদের প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেন। গত বৎসর অনেক আবেদন-নিবেদনের পর সাধারণের জন্য ভারতীয় মিলে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ১০ ভাগের স্থানে শতকরা ৫০ ভাগ কাগজ ছাড়িতে তাঁহারা রাজী হন। কথা মাহলা ও ব্যবস্থাও এদেশের প্রয়োজনের তুলনায় এত সামান্য যে, অসাধারণের অসুবিধা ইহাতে মোটেই লাঘব হয় নাই। বর্তমান অবস্থায় ভারত সরকারের উচিত বিদেশ হইতে কাগজ আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় মিলে উৎপন্ন কাগজের উপর তাঁহাদের দাবির সমুচিত করা। গত বৎসর যে কলিকাতায় প্রদত্ত কাগজ ব্যবসায়ী প্রতিনিধি সম্মেলনের অধিবেশনে কেন্দ্রীয় পরিষদের ডেপুটি স্পীকার শ্রীযুক্ত অমিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সম্পর্কে এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাগজের অভাবে এদেশের শিক্ষা, ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতি ব্যাহত হইতেছে বলিয়া এই সভা ভারতীয় কাগজের উপর প্রস্তুত কাগজের শতকরা ৫০ ভাগ অধিকারে অসাধারণের ব্যবহারের জন্য মঞ্জুর করিয়া দিতে ভারত সরকারের নিকট দাবী জানাইয়াছেন। এই দাবী খুবই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। এদেশের মিলে যথেষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইবে, অথচ কাগজের অভাবে এখানকার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও অফিসগুলি ঠিক চলাইতে পারিবে না, এ ব্যবস্থা কোন সরকারেরই পক্ষেই গৌরবের পরিচায়ক নহে। মাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের মারফৎ অধিকারে সময়ে দেশে বিভিন্ন মূল্যে অল্পে পরিমাণ কাগজ প্রেরণের ব্যবস্থা করা ভারত সরকারের আশু কর্তব্য বলিয়া আমাদের একান্ত বিশ্বাস, সরকারেরই সহানুভূতির সহিত অবহেলা করিলে কাগজের উপর চোরাকারবারের উৎপাত বৃদ্ধি পাইবে।

অসাধারণের পার্শ্বের সহিত সংশ্লিষ্ট এই প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ভারত সরকার অবিলম্বে মনোযোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

বৃটিশ বাজেট

বিগত ২৫শে এপ্রিল বৃটেনের চ্যান্সেলর অব এক্সচেকার মাঃ জন এঙ্গারসন হাউস অব কমন্সে ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন। এই বাজেটে আলোচ্য বৎসরে মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ৫৯০ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং আনুমানিক প্রাপ্তব্য রাজস্বের পরিমাণ ধরাও করা হইয়াছে ৩১০ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড। বাকীটি ২৮০ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বাড়তি আয়কর দ্বারা ও জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া পূরণ করা হইবে। এ বৎসর বৃটেনে নূতন কোন উদ্বেগ যোগ্য কর বসাইবার প্রস্তাব করা হয় নাই।

যুদ্ধের জন্য বৃটেনের এখন উদ্বিগ্নতার শেষ নাই। ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিবার আয়োজনের সহিত সারা পৃথিবীতে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম চালাইবার দায়িত্ব এখন বৃটেনকে লইতে হইতেছে। এ অবস্থায় যুদ্ধোপলক্ষে দৈনিক দেড় কোটী পাউণ্ডের উপর খরচ করিবার আয়োজন করিয়াও চ্যান্সেলার দেশের আর্থিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমান বাজেটে যে সুসঙ্গত কার্য্যনীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি-কর বিধার নিয়ন্ত্রণ আইনের পরিবর্তন নূতন বাজেটে এক হাজার পাউণ্ড বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে ৩০ হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রক্ষা হইতে রেহাই পাইবে। এ ছাড়া চ্যান্সেলার এবারের বাজেটে নূতন ও পুরাতন শিল্পগুলির কল্যাণের বিষয়টীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। দেশের যান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সরকারী অর্থ সাহায্য দিয়া উৎপাদক ও ব্যবহারকারীদের সুবিধা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। দীর্ঘ সময়ে পরিশোধিতব্য কৃষি-ঋণ কিছু এখন সুদের হার কমাইয়া যুদ্ধের পরেও উহাদের ক্রমবর্ধিত উৎপাদনের দ্বারা অব্যাহত রাখা হইবে বলিয়া সরকারই সঙ্গত প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রাহকদের জন্য নূতন যে সব

দিয়ে ফুটবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেগুলি রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতিও বর্তমান বাজেটে স্থান পাইয়াছে। ফুটবলের জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ উপলব্ধি করিয়া তাহাদের উদ্বৃত্ত সমস্ত অর্থ বর্তমানে ফুটবল ক্লাব গঠন বিস্তারেচ্ছাসত্ত্বা, কিন্তু সরকারেরই দিক হইতে খেলোয়াড়ীর সুখ-সুবিধার প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টিদানের মূলাও কম নয়। খেলার ভূমি ও নিম্ন রক্ষার ব্যবস্থা ফুটবলের মত মুনাফাক্ষম খেলার মাঠেই যে উন্নয়যোগ্য স্থান পাইবার তাহার সহিত এ-শ্রেণীর ভূমি ও নিম্নের প্রতি তাহক সরকারের একান্ত উদাসীনতার তুলনা করিলে আমরা হতাশ হইয়া যাই। যুদ্ধের সময়ে নানা দিক দিয়া অত্যধিক পরিমাণে অর্থসম্পদ বাড়িয়া গিয়াছে, আর তাহক সরকার সেই অর্থসম্পদ বিটাইতে দিয়া নির্বিকারে ট্যাক্সের পর ট্যাক্স নির্ধারণ করিয়া চলিয়াছেন। দেশের কৃষি ও নিম্নের স্বার্থে কোন দিক দিয়া সাহায্য করিবার ব্যবস্থা নাই, তাহাদের উন্নতির পথে নানা প্রতিবন্ধক সৃষ্টিই সরকারী বাজেট ও সরকারী অর্থনীতির বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের কল্যাণ দেখিতে হইলে তাহক সরকারের এই মারাত্মক কার্যনীতি অচিরে পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন।

বাঙ্গলার চাউলের মূল্য

মোটা রেজনের লোক নিয়োগ করিয়া বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্টের কার্যধারা সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গ প্রচারকার্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চাউলের দর যে পঞ্জাবের তুলনায় এবার অনেক কম এবং দিন দিনই যে তাহা আরও নামিয়া যাইতেছে—ইহা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য নানারূপ বাক্যবিন্যাসের সঙ্গে একদল রেখা-চিত্রের (graph) ব্যবহারও সুরু হইয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাস হইতে চাউলের দর ক্রমাগত বাড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এবার ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাস হইতে চাউলের দর নেমে যাইতে দেখা যায় নাই। গত বৎসরের হিসাবে ফেব্রুয়ারী হইতে যে পর্যন্ত একটী ঊর্ধ্বাভিমুখী রেখা টানিয়া দিয়া এবং বর্তমান বৎসরের হিসাবে ফেব্রুয়ারী হইতে যে পর্যন্ত কম ও নিম্নাভিমুখী রেখা টানিয়া দিয়া সরকারের অবস্থার যে পার্থক্য তাহাতেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। খাদ্য সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের সুপরিকল্পিত বিলিব্যবস্থার জন্যই যে এই সুফল পাওয়া গিয়াছে এই সত্য তাহারও উল্লেখ করিতে তাঁহারা ভুলেন নাই।

গত বৎসর চাউলের মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্মূল্যতা বাড়িতে বাড়িতে যেদিন বিভাগীয় মুক্তিসেনার সংখ্যা বেশী ছিলাছিল। এবার কলিকাতার রেশনিং প্রথা মাত্র ৩ মাসের চাউলের আমদানি বাড়াই থাকুক না কেন এ সময়ের মাথাপিছু নির্ধারিত পরিমাণে তাহা সরবরাহ করিবার সুবিধা হইয়াছে। চাউলের উৎপাদন বেশী হওয়ার জন্য মফঃস্বলে উহার মূল্যও সরকারের তুলনায় কম দেখা যাইতেছে। তাহেই ১৯৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালে অবস্থার গতি যে খুবই আশাপ্রদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাকে আমরা বাঙ্গলা সরকারের সুপরিকল্পিত কার্যনীতির পরম সুফল বলিয়া মনে করিয়া লইতে পারি না। বাঙ্গলার এবার পঞ্জাবের তুলনায় অনেক বেশী চাউল উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহার উপর কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় বাকীর চাউলই সরবরাহ করিতেছেন। গত বৎসরের তুলনায় অবস্থার উন্নতি ঘটিবার ইহাই মূল কারণ। উপরোক্ত দুইভাবে চাউলের যোগান বেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা আশা করিয়াছিলাম বাঙ্গলা সরকার সুপরিকল্পিত কার্য-নীতি অবলম্বন করিয়া উহার দর এবার পূর্বেকার স্বাভাবিক স্তরে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু ১৯৪৩ সালের তুলনায় চাউলের দর বর্তমানে নিম্ন হইলেও বেশ উঁচুতে দর অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এখনও খুবই উচ্চ থাকিয়া যাইতেছে। সাধারণ সময়ে পূর্বে যে চাউলের দর ছিল মণপ্রতি ৪ টাকা, কলিকাতার তাহাই সরকারীভাবে ১৬।০ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। মফঃস্বলে চাউলের সরকারী নির্দ্ধারিত দর মণপ্রতি ১৫৲ টাকা। আসলে অনেক স্থলে উহার চেয়ে বেশী দরেই চাউল বিক্রয় হইতেছে. সরকারের যদিও চাউলের দর কমাইতে দিয়া সেই নিম্নস্থিত দরের ভিত্তিতেই নিম্নাভিমুখী রেখা টানিয়া দিতে কসুর করেন নাই। চাউলের মূল্য এখনও ঐরূপ চড়া থাকায় ফলে দেশে লোকের সুখ-সুবিধা বাড়িতেছে না। অনাহার, অর্দ্ধাহার ও সাময়িক দুর্ভিক্ষাবস্থার ফলে ভারতীয় অসন্তুষ্টির পথ প্রশস্ত হইতেছে। যে সরকার 'লোকের খাদ্য সম্বন্ধে একটা সুব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছি' বলিয়া দাবী করিতেছেন সাময়িক দিয়া চাউলের যোগান বৃদ্ধি সত্ত্বেও উহার দর কেন এখনও সাধারণের নাগালের বাহিরে থাকিয়া যাইতেছে তাহার সদুত্তর কৈফিয়ৎ তাঁহারা দিবেন কি?

ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

সম্প্রতি অর্থনৈতিক সম্মেলনের ব্যাঙ্ক ও বীমা বিভাগের সভাপতির করিতে গিয়া কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ জে সি দাস এই দুই ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অধিকন্তু ঐ দিক দিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে কতকগুলি সময়োপযোগী নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গলার লোন আফিসসমূহের যে মূলধন বর্তমানে বীমাকোম্পানী সমূহে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহার কথা স্মরণ করিয়া দিলেও এ প্রসঙ্গে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ বর্তমানে ৫০ কোটী টাকার কম নহে। এই প্রকার উক্তি খুব উল্লেখ-যোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু বিভিন্নের আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা খুব করিয়া মফঃস্বল অঞ্চলে ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিবার জন্য বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে এখনও সুপরিকল্পিতভাবে ছোট-বড় বিভাগের মধ্যে প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সেজন্য সরকার ও সুযোগমত এমালগমেশন বা একত্রীকরণ-নীতি অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব। বীমা ব্যবসায়ে এদেশীয়দের স্থান আলোচনা করিতে গিয়া মিঃ দাস বলেন, এদেশে বর্তমানে জীবন-বীমার যে সুফল কাজ হইতেছে তাহার বীমাকোম্পানীগুলিই তাহার শতকরা ৮০ ভাগ সংগ্রহ করিতেছে। বিদেশীয় কোম্পানীর অনুমতি প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বর্দ্ধ করিয়া বীমা-ব্যবসায়-ক্ষেত্রে দেশীয় কোম্পানীসমূহের এই অবস্থাটা খুবই সন্তোষের বিষয়। তবে সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে দেশীয় কোম্পানীসমূহের অগ্রগতি এখনও তত উল্লেখযোগ্য নহে। দেশে সাধারণ বীমার যে কাজ হইতেছে তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই বিদেশী কোম্পানীগুলি সংগ্রহ করিতেছে। বীমা-ব্যবসায়ে বাঙ্গলার স্থান উল্লেখ করিতে গিয়া মিঃ দাস বলেন, অধিক এ প্রদেশে কয়েকটী কোম্পানী জীবন-বীমার দিক দিয়া বড় উন্নতি দেখাইয়াছে, তথাপি বোম্বাইয়ের তুলনায় এখনও এ প্রদেশের অগ্রগতি তেমন উল্লেখযোগ্য হয় নাই বলা চলে। বোম্বাইয়ের কোম্পানীসমূহ যে পরিমাণ বীমার কাজ সংগ্রহ করিতেছে বাঙ্গলার কোম্পানীসমূহের মূলধন কারবারের পরিমাণ সে তুলনায় এখনও খুব কম। সাধারণ বীমার দিক দিয়া বাঙ্গলার অবস্থা বিহারেরই পশ্চাতে রহিয়াছে। সুখের বিষয় এই শ্রেণীর বীমার কাজ সুরু করিবার দিকে বর্তমানে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েকটী কোম্পানীও গড়িয়া উঠিয়াছে। বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়-ক্ষেত্রে জাতীয় প্রসার ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য এখন হইতে এ প্রদেশবাসীর বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। মিঃ দাসের এই সব মন্তব্য ও নির্দ্দেশ আমরা খুব যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযোগী বলিয়া মনে করি।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত দুই সপ্তাহের সমর-সংবাদ আলোচনা করিলে বিশেষ চাঞ্চল্যকর কিছু পাওয়া যায় না। মুকিনপুর দখলের পর হইতে জেনারেল চলিয়াছে; জাপানীরা এখনও তাহাদের অগ্রগতিকে মান—মোরিমা ও ইম্ফল পার হয় নাই। পুরাদমে লেগে গিয়াছে। তবে পূর্বেই ইম্ফল ও মোরিমা অঞ্চলে একটা মোকাবেলা যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ঐ যুদ্ধের ফলেই আসি জাপানীদের অগ্রিমপুর অভিযানের ভাগ্য নির্ণয় করিবে।

এদিকে মহাসাগরে মার্কিন-অষ্ট্রেলীয়া-বাহিনী নিউগিনির উত্তর তীর ধরিয়া একটা প্রবল অভিযান এবং জাপানীদিগকে ক্রমশঃ উত্তর দিকে ঠেলিয়া চলিয়াছে। ঐ যুদ্ধের গতিও অতি মন্থর।

উত্তর চীনে জাপানীরা একটা গুরুত্বপূর্ণ জেলায় প্রবল অভিযান চেষ্টা করিতেছে। আশঙ্কা হয়, উহাদের সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

এই ত গেল এশিয়াখণ্ডে যুদ্ধের সংবাদ। ইয়োরোপে যুদ্ধসংবাদও অনুরূপ। গত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে মিত্রশক্তি ইতালী আক্রমণ করে। এতদিন ধরিয়া ঐ দেশের মাত্র এক তৃতীয়াংশ অধিকৃত হইয়াছে। মিঃ চার্চিলও তাহাদের যুদ্ধের গতি-পরিণতিতে সন্তুষ্ট নহেন।

ফ্রান্সের চাঞ্চল্যকর বিষয় অভিযান আশানুরূপ হইতেছে—ইয়োরোপিয়া পত্রে জানা যায়, নূতন ও প্রবলতর আক্রমণের আয়োজন চলিতেছে। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধার ষ্টালিনের ১লা মে তারিখের বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশকে জার্মানীর পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য কেবল সোভিয়েটবাহিনীর শক্তি যথেষ্ট নয়; পূর্ব দিক হইতে সোভিয়েট বুশিয়ার এবং পশ্চিম দিক হইতে গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী জার্মানীকে আক্রমণ না করিলে উহা সম্ভব নয়। ষ্টালিন বলিয়াছেন, ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন ভিন্ন ইউরোপীয় যুদ্ধের শেষ হইবে না—যুদ্ধরত এশিয়া যতের যুদ্ধও চলিতে থাকিবে। জার্মানীকে পর্যুদস্ত না করিয়া মিত্রশক্তি জাপানকে হারাইতে পারিবে না বলিয়াই মনে করা হয়। ফ্রান্সে জার্মানীর যথেষ্ট শক্তি জমা হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহার সৈন্যবল এখনও প্রচুর। অস্ত্রশস্ত্র, বিমান প্রভৃতি জার্মানীর যথেষ্ট মজুত আছে। ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ কিছুকাল হইতে জার্মান রাজ্যে তীব্র বোমাবর্ষণ করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহাতেও অধিক বিশেষ ফল দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হইবে না। অসামরিক ও মূল্যবান স্থানের পরে ইঙ্গ-মার্কিন বিমানের দৃষ্টি এখনও ঘুরিয়া যখন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী জার্মানদের আক্রমণ করিবে, তখনই চলবে যুদ্ধ ও তাতে যুদ্ধ-শান্তির কথা বলা চলিবে।

ভেরোনায় অবস্থানরত মার্কি ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার কথাবার্তা হইয়াছিল। পৃথিবীর লোক উহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। উহার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার কথা আমরা এখন খুব বেশী শুনিতেছি। কিন্তু উহা আসিবে কবে?

* * *

গত ৬ই মে তারিখ প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তিতে সমগ্র ভারতবর্ষ আনন্দিত হইলেও তাঁহার আসন্ন মুক্তির অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাঃ গিলডার ও ডাঃ সুশীলা নায়ার যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মহাত্মাজি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সকলেই অস্বাভাবিক উদ্বিগ্ন থাকিবেন। উক্ত বিবৃতিতে প্রকাশ—"গত ১০ই এপ্রিল তারিখে মহাত্মাজি অনুস্থতা বোধ করেন এবং ১৪ই তারিখে তাঁহার কম্প দিয়া প্রবল জ্বর হয়। পরদিনও জ্বর থাকে এবং ১৬ই তারিখে জ্বর ও কম্পের বেগ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। রক্তপরীক্ষায় দেখা যায় যে, মহাত্মাজির শরীরে ম্যালেরিয়ার বীজ প্রবেশ করিয়াছে। এই জ্বরের ফলে মহাত্মাজির হৃদ্‌পিণ্ডের চাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, তাঁহার রক্তস্বল্পতা দেখা দিয়াছে এবং মূত্রাশয়ের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হইয়াছে। তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন এবং শয্যায় ও মনের দিক হইতে অবসাদগ্রস্ত হইয়াছেন। তবে তিনি প্রফুল্ল আছেন।" সুস্থ ও সবল ব্যক্তি এইরূপ শীড়িত হইলে কেমন চিন্তার কারণ হইত না। কিন্তু মহাত্মাজির বয়স প্রায় ৭৯ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। গত ২১ মাস কাল বন্দিয়া কারাগারের অন্তরালে আবদ্ধ থাকার ফলে তাঁহার শরীর ও মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ কারাগারে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার বন্ধু ও পার্শ্বচর মহাদেব দেশাই এবং তাঁহার ৩০ বৎসরের উর্দ্ধকালের প্রিয় জীবনসঙ্গিনী কস্তুরীবাই গান্ধীকে হারাইয়াছেন। আরও একটি কথা এই যে, ইতিপূর্বে মহাত্মাজি কখনও এই ধরনের গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন নাই। এই সব বিষয় চিন্তা করিলে মহাত্মাজি সারিয়া না উঠা পর্যন্ত দেশবাসীকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকিতে হইবে। মহাত্মাজির জীবন জাতির অমূল্য সম্পদ। পরাধীন ও উৎপীড়িত ভারতবাসীকে তিনি সমগ্র জগতে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—যদিও এখন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হন নাই। জাতির এই দুর্দিনে তিনিই জাতির সম্বল। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি অচিরেই নিরাময় হইয়া উঠুন।

* * *

মহাত্মাজির মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। মহাত্মাজির মুক্তি উপলক্ষে যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে 'একমাত্র' তাঁহার শীড়ার জন্যই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। ইহাতে মনে হয় যে, আইনতঃ কারাগারে মহাত্মাজির মৃত্যুর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সাহস পায় নাই বলিয়াই তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু মহাত্মাজির অসুস্থতার সময়ে লর্ড লিনলিথগো সমগ্র জাতির সমক্ষে দায়ী উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়াভেল মহাত্মাজি সম্বন্ধে সেইরূপ অবমাননীয় মনোভাব এখনও ত্যাগ করেন নাই—বরং সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজির চিকিৎসা ও শুশ্রূষার নিমিত্ত ডাঃ গিলডার, ডাঃ সুশীলা নায়ার, শ্রীযুক্ত শিরাজী লাল ও মুন্সাজী প্রভৃতিকেও মুক্তিদান করিয়া বিশেষ মুক্তিবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। জাতির আশীর্বাদে মহাত্মাজি যদি সারিয়া উঠেন এবং লর্ড ওয়াভেল রাজনীতিক ব্যাপারে যদি অনুরূপ সুবিবেচনার ও সুবুদ্ধির পরিচয় দেন তাহা হইলে মহাত্মাজির কারামুক্তি দেশের রাজনীতিক সমস্যার সমাধানের পূর্বাভাষ হইতে পারে। আমরা সেই আশাই পোষণ করিতেছি।

* * *

লীগমন্ত্রিত্ব মিঃ জিন্না কর্তৃক পাঞ্জাবের মিলিত মন্ত্রীমণ্ডল ভাঙ্গিয়া দিয়া তৎস্থলে লীগ মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের ব্যর্থ চেষ্টা এবং পাঞ্জাবের অন্যতম মন্ত্রী কাপ্তেন সৌকৎ হায়াৎ খানের পদচ্যুতি সমগ্র ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। পাঞ্জাবের মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল যে উক্ত প্রদেশের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর অধিবাসীর সহিত নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করিতেছেন না তাহা পাঞ্জাবের মিলিত হিন্দু ও শিখ নেতাগণ একাধিকবার ব্যক্ত করিয়া-

(১৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নীতির নূতন পরিকল্পনা

বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটান সম্পর্কে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মুদ্রা-নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যুদ্ধের পরে পৃথিবীর কল্যাণে কি সব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা সঙ্গত হইবে তাহা নিয়া কয়েকবৎসর যাবৎ একটা আলোচনা শুরু হইয়াছে। প্রধান বিজয়ী দেশ হিসাবে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই আলোচনার ব্যাপারে নেতৃত্ব করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নীতির ব্যাপারে বৃটেন ও আমেরিকার স্বার্থ এবং লক্ষ্য এক নহে বলিয়া প্রথমে এই আলোচনার গতি বিশেষ সন্তোষজনক ভাবে হয় নাই। 'হ্যারড' নামক একটি বিনিময়-মানকে ভিত্তি করিয়া বৃটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে লর্ড কীনস্ আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নীতির একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। অপরদিকে 'হোয়াইটিয়ান' নামক আন্তর্জাতিক বিনিময়-মান নীতির নির্দেশ দিয়া মার্কিন গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ মর্গেনথো একটি ভীন দেশ করিয়াছিলেন। 'হ্যারড' পরিকল্পনার একটি ইণ্টারন্যাশনেল ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন গঠন করিবার প্রস্তাব ছিল। অপরদিকে 'হোয়াইটিয়ান' পরিকল্পনায় একটি স্ট্যাবিলাইজেশন ফাণ্ড গঠন করিবার কথা বলা হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেনা-পাওনা নিয়ন্ত্রণের মাঝে এই দুইটি পরিকল্পনা পেশ করা হইলেও আন্তর্জাতিক সুখ-সুবিধার জন্যে প্রকারান্তরে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজয়ী স্বার্থ-রক্ষাই উহাদের ভিতর দিয়া আলাদা আলাভাবে দুনিয়ার সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছিল। সেজন্য কেবল মাত্র নহে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ভবিষ্যতে কোথায় স্থান কি হইবে, দেনাদার ও পাওনাদার দেশের দেন-দেন কি ভাবে মিটান হইবে এবং নিজ-সংরক্ষণ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের কার্যনীতি কি হইবে তাহা নিয়া ঐ দুইটি পরিকল্পনায় অনেক পার্থক্য ও বৈষম্য দেখা দিয়াছিল। নিয়ন্ত্রক জাতিসমূহ স্বার্থের ভিত্তিতে বলিয়া 'হ্যারড' ও 'হোয়াইটিয়ান' পরিকল্পনার কোনটাই আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেনা-পাওনা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে যথোপযোগী বলিয়া গণ্য হয় নাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদগণ তাঁহাদের অনেক বুদ্ধিতে পারিয়া সুদীর্ঘ আলোচনার পর বর্তমানে ঐ দুইটি পরিকল্পনাই প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং তৎপরিবর্তে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নীতিতে সম্মিলিতভাবে একটি নূতন আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নীতির পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। 'হ্যারড' ও 'হোয়াইটিয়ান' পরিকল্পনা দুইটি উপস্থাপিত হওয়ার সময় আমরা 'আর্থিক জগতে' তার বিস্তারিতভাবে সমালোচনা করিয়াছিলাম। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে তাঁহাদের জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের সঙ্গে মিলিয়া আন্তর্জাতিক কল্যাণের মাঝে ঐ দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে কোনটি যথাযথ প্রমাণ করিতে থাকায় অসুবিধা হইবে বলিয়া আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম। 'হ্যারড' ও 'হোয়াইটিয়ান' পরিকল্পনার ভিত্তিতে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্ভবপর নহে বুঝিয়া ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষ বর্তমানে এ সমস্ত বাদ দিয়া বিশেষজ্ঞদের এবং তাহার ফলে সম্মিলিতভাবে একটি নূতন পরিকল্পনা খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। এদেশের সংবাদপত্রে এই নূতন পরিকল্পনা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা খুবই সংক্ষিপ্ত। ফলে এ সমস্ত পাঠ করিয়া সকল দিক দিয়া উহার উৎকর্ষ ও কার্যনীতি বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া যায় না। প্রকাশিত বিবরণ হইতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নীতির নূতন পরিকল্পনার স্বরূপ যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মোটামুটিভাবে তাহাই আলোচনা করিব।

লর্ড কীনস্ ও মিঃ মর্গেনথো যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাতে একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুযায়ী যুদ্ধের পর দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রা-নীতি কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নীতির পরিকল্পনা যাহাতে বেশী সংখ্যক দেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে সেজন্য ইঙ্গ-মার্কিন বিশেষজ্ঞরা তাঁহাদের নূতন প্রস্তাবে সেই বন্ধনের কড়াকড়ি অনেক পরিমাণ শিথিল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন, দুনিয়ার কল্যাণে ভবিষ্যতে ২০০ কোটি হইতে ২৫০ কোটি পাউণ্ডের একটি ইণ্টারন্যাশনেল ষ্টেবিলাইজেশন ফাণ্ড বা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল গঠন করা হইবে। বিভিন্ন দেশের নিকট হইতে চাঁদা আকারে এই অর্থ সংগৃহীত হইবে। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি এই তহবিল পরিচালনা করিবেন। ভবিষ্যতে যাহাতে সুসঙ্গতভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সাধিত হয় এবং সুশৃঙ্খলভাবে যাহাতে বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটান সম্ভবপর হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই তহবিল কার্যনীতি নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। কিন্তু তহবিল সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হওয়া সম্বন্ধে কোন দেশের উপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইবে না। সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইলেও যে কোন দেশ আবার ইচ্ছামত যে কোন সময়ে উহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। যুদ্ধের সময়ে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দেনা-পাওনা জমিয়া গিয়া যে সব অস্বাভাবিক অবস্থার সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে যুদ্ধোত্তরকালে তাহা মিটান না যাওয়া পর্যন্ত ঐ ফাণ্ড যথাযথভাবে কার্যকরী অবস্থায় দেওয়া হইবে না। যে সব দেশ তহবিলের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইবে তাহাদের আভ্যন্তরীণ মুদ্রা-নীতি ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করাই হইবে ঐ ফাণ্ডের পরিচালক-বোর্ডের নীতি। ফাণ্ডের সদস্য হইবার যে কোন দেশ ইচ্ছা করিলে তাহার মুদ্রা-বিনিময়-হার শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তন করিতে পারিবে। ফাণ্ডের তহবিলের সঙ্গত মনে করিলে মাঝে মাঝে পরিবর্তন সম্পর্কে অধিকতর সুবিধাও তাহাকে দিতে পারিবেন। ইহাতে তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি লইয়া একটা ষ্টার্লিং ব্লক গড়িয়া তুলিয়াছে এবং একটা সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী বর্তমানে ঐ সব দেশের মুদ্রা-বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নীতির বর্তমান পরিকল্পনা গৃহীত হইলে সেই সাম্রাজ্যগত ব্যবস্থার অবসান হওয়া করিয়া চলা হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে পূর্বেকার পরিকল্পনা দুইটিতে পৃথক পৃথক ভাবের কার্যনীতি নির্দেশিত হইয়াছিল। বৃটিশ সরকারের হাতে সঞ্চিত সোনার পরিমাণ কম বলিয়া লর্ড কীনসের পরিকল্পনায় ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক বিনিময়ব্যবস্থায় অর্থের ব্যবহার কমাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। অর্থের অবলে ব্যবসা পাওনা সম্বন্ধে সকল দেশের অধিকার স্বীকারের ব্যাপারের ফলে অর্থ দেওয়া সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না বলিয়া উহাতে বলা হইয়াছিল। অপর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া মিঃ মর্গেনথোর উপস্থাপিত পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অর্থকে একটা বেশী রকম ব্যবহার দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। অর্থ দিয়া 'হোয়াইটিয়ান' পাওনার অধিকার যেমন বিভিন্ন দেশের থাকিবে তেমনই 'হোয়াইটিয়ানের' বলে ইচ্ছামত অর্থ পাওনার অধিকারও সকলকেই দিতে হইবে বলিয়া উহাতে উল্লেখ করা হইয়াছিল। এই পরস্পর-বিরোধী মনোভাব পরিবর্তন করিয়া নূতন সম্মিলিত প্রস্তাবে অর্থ সম্বন্ধে একটা আপোষ-মূলক নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ভবিষ্যতে

(৮৩৯ পৃষ্ঠার শেষে)

জাতীয় আয় বণ্টনের মান

[শ্রীবলাই দেবশর্মা]

কথাটা শুনিয়া হয়ত অনেকে মনে মনে হাসিবেন পাছুন আমাদের মুসলমান দেশিয়। কারণ, আজি হিসাবে আমাদের মাথাপিছু গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ৩০৷৩৫৲ টাকার অধিক নহে, সেই আজির কেহ যদি আমার আয়-বণ্টনের দাবী করে তাহা হইলে হাসি আসিবারই কথা। কারণ ভারতের মত কোন দেশে এত অল্প আয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজী ১৯৩১-৩২ সালে ভারতের (ব্রহ্ম বর্জিত) সর্বশ্রেণীর আয়ের পরিমাণ ছিল ২,০১৩ কোটী টাকা। তদানীন্তন লোকসংখ্যার মাপ দিলে ভারতের আয়ের পরিমাণ ছিল ১,৯৩১ কোটী টাকা। ঐ টাকাকে ভারতের মোট লোকসংখ্যা দিয়া ভাগ দিলে যাহা দাঁড়ায় তাহাই ছিল ভারতের জন-প্রতি বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ, অর্থাৎ মাথাপিছু মাত্র ৩৫৲ টাকা। যুদ্ধের চার বৎসরে আমাদের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। কোন বিশেষজ্ঞের মতে (Dr. V. K. R. V. Rao) ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতের মোট আয় ৩,৪২২ কোটী টাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কথাটা শুনিলে আনন্দ হয় বটে, কিন্তু যদি ১৯৩১-৩২ সালের দরে কৃষি ও শিল্প-পণ্যের মূল্য সমান করা হয় তাহা হইলে বর্তমান ভারতের আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,০৭৯ কোটী টাকা মাত্র। কারণ যুদ্ধজনিত পণ্য-মূল্য বৃদ্ধি শুধু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার মাত্র, অন্যান্য অন্যান্য দেশের মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় ইহা অস্বাভাবিক নহে। ১৯৩১-৩২ সালে চাষি আমার যে সব জিনিষ পাওয়া যাইত, এখন তাহা দ্বারা আমরাও পাওয়া যায় না এবং যদি পাওয়াও যায়, তাহাও মূল্য-সঙ্কটের (poor quality)। বলিয়া মানিয়া লওয়া। সুতরাং সেই হিসাবে বর্তমান কালের একটাকা যে সব দিকের বহু আবেদনের আঘাতেও তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং বর্তমান সময়ে ভারতের জাতীয় আয় চারি হাজার কোটীই হউক আর তিন হাজার কোটীই হউক, ইহা যে প্রকৃতপক্ষে ১৯৩১-৩২ সালের আয়ের অর্ধেক মূল্য-মূল্য হ্রাস করে সে কথা অনস্বীকার্য।

কেতাবী হিসাবে ভারতের জাতীয় আয় যাহাই হউক না কেন ঐ টাকার বণ্টন-ব্যবস্থার যে এক মস্ত গলদ আছে, তাহা অবশ্য অনেকেই জানেন। অর্থাৎ প্রতি ১০০৲ টাকা ১০০ লোকের মধ্যে বণ্টন করিলে দেখা যায় যে, ভারতের ধনীশ্রেণীর একজন লোক একাই ৫৫৲ টাকার মত ভোগ করে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ৩৩ জন লোক ৩৫৲ টাকার মত দখল করিতে পারে এবং বাকী টাকা আর মাত্র ৬৯ জন লোকের মধ্যে (Shahs of Khambatta: The wealth of the Tamble capacity of India)। সমাজের উপর স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই মোটা টাকা উপার্জন করিতে পারেন কিংবা আয় হিসাবে দেখাইতে পারেন, কিন্তু সমাজের দুই-তৃতীয়াংশ লোক অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬৫ জন লোকের অবস্থা কোন রকমেই ভাল বলা চলে না। ইহাতে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সমাজের এক তৃতীয়াংশ লোক প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ গড়াগড়ি দেয় এবং অন্য তৃতীয়াংশ লোক গড়পড়তা আয় অপেক্ষা অনেক অল্প অর্থই খরচ করিতে পারে, কিংবা যাহা পায় তাহা দ্বারা তাহাদের জীবন-ধারণোপযোগী সাধারণ প্রয়োজনও মিটে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই কথাও বলা যায় যে, জমীদার-শ্রেণী এবং আইন, ঔষধ প্রভৃতি লইয়া উচ্চস্তরের পেশা করিয়া যাঁহারা অর্থোপার্জন করেন তাঁহাদের গড়পড়তা আয় চাষী ও শিল্পী, মজুর শ্রেণীর আয় অপেক্ষা অনেক বেশী। দোকানদার ও ছোট খাট ব্যবসায়ীদের আয় মধ্যশ্রেণীর। ইহার ফলে ভারতের দারিদ্র্য শ্রেণীদের জীবনের অন্ধকারের মত ধীরে ধীরে বাড়িয়াই চলিয়াছে; কারণ ভারতের শতকরা ৭০ জন লোকই গড়পড়তা কৃষক, না হয় কৃষি-মজুর। ভারতের আয়ব্যয়ানী লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যত ১৯৩১-৩২ সাল হইতে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ৫০ লক্ষ লোক বাড়িতেছে। ঐ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের পনর আনা লোক ঐ কৃষক ও মজুর শ্রেণীর লোক-সংখ্যাই বৃদ্ধি করিতেছে মাত্র। ইহাতেও ভারতের জাতীয় আয় বণ্টনের যে খুব উন্নতি বিধান হইয়াছে এমন মনে হয় না।

কারণ, লোক-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথা স্বীকার করা যায় না। ডিঃ বে এর মত (১৯৩৪-১৯৩২) ভারতের মূল্য অনুসন্ধান রিপোর্ট (Prices inquiry report) মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন লোক-বৃদ্ধির মন্থর পশ্চাতে পড়িয়া আছে। তখন এই মত অনেকেই আনুমানিক এবং অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৯৪৮) তাঁহার চল্লিশ কোটীর খাদ্য-ব্যবস্থা (Food Planning for 40 Millions) পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, ভারতে প্রতি বৎসর শতকরা ১২ জন লোকের খাদ্যাভাব হয়। অধ্যাপক জন টাঁর তাঁহার পুস্তকে (India's Teeming Millions) বলিয়াছেন যে, ১৯০০-৩৯ সালে লোক বৃদ্ধি হইয়াছে প্রায় শতকরা ২১ জন হিসাবে, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১১ ভাগ মাত্র। সুতরাং ইহাকে যে-ভাবেই এবং যে-হিসাবেই গ্রহণ করা যায়, এ কথা বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, ভারতের দারিদ্র্যের মূলে রহিয়াছে জাতীয় আয়ের অভাব। খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধি অথবা খাদ্যদ্রব্যের বিতরণ-ব্যবস্থা হইলেই বোধ হয় জনসাধারণের আয় ও ক্রয়শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধির চাবি-কাঠি যে ঐ জাতীয় আয়-বৃদ্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত একথা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য শিল্প ও ব্যবসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয় যে ঊর্ধ্বগতি হইয়া শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের "ভেলা মাথায় তেল ঢালিবে" তাহাও সুবিদিত। ইহাতে ভারতের কোটী কোটী মহাজনী আকাঙ্ক্ষা ও সিদ্ধিলাভ যাইয়া পড়ুক জীবনধারণ করিতে বাধ্য হইবে মাত্র, কিন্তু আয়-বণ্টনেরও কোন সুব্যবস্থা হইবে না এবং দেশের দারিদ্র্যও ঘুচিবে না। কাজেই যাঁহারা আজ দেশের আর্থিক উন্নতির বিচারের মান নির্দ্ধারণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে কল্পতরু করিতে মনস্থ করিয়াছেন তাঁহাদিগকেই এ সব কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

অবশ্য, যাঁহারা ভারত এবং ভারতবাসীকে জানেন, তাঁহারা হয়ত এ কথাও জানেন যে, ভারতবাসীকে জাতি হিসাবে ধার্ম্মিক বা "পরলোকের যাত্রী" বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। অন্য দেশের লোক যেখানে জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিয়া সন্তুষ্ট হয়, ভারতবাসী সেখানে তাহাদের অতি প্রয়োজনীয় অভাবও পূর্ণ না করিয়া যাহা পায়, তাহাতেই 'ভগবানের দান' বলিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে। এজন্যেই প্রবাদ মতে দেখা যায়, 'সর্ব্বং আত্মকৃত সুখং, সর্ব্বং পরকৃত দুঃখং' বলিয়া বলা হয়। যে দেশে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও অতিথি জাতির আদর্শস্থানীয় বলিয়া গৃহীত ও সম্মানিত, সে দেশে লোকের পক্ষে জন-বিমুখ হওয়া কিংবা জনায়ত্তের হওয়া বিচিত্র নহে। কাজেই জাতীয় ধন-বণ্টনের কথা উঠিলেই মাত্রের গুরু এই আবেদন জানাইবে জীবিকা-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা এবং সামাজিক পরিস্থিতির কথাও বিবেচনা করিয়া জানাইতে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ জীবনের আদর্শ ও সন্তুষ্টি জানাইতে হবে, তাহাও বুঝাইতে হইবে। যখন তাহারা

বুঝিবে যে, তাহাদের ঐ সাময়িক সমৃদ্ধি প্রকৃত-পক্ষে জীবন উপভোগের আনন্দ নয়, অর্থের মানে অসন্তোষ ও অসন্তুষ্টতা প্রকৃত অর্থ নয়, ইহা আত্মহত্যার সামান্য মাত্র। তখন হয়ত তাহারা ভাল করিয়া নিজের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিতে সচেষ্ট হইবে। জন-সাধারণের সুখময় জীবনের উন্নতি করিবার কোন ব্যবস্থা না করিয়া কেবল কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের কোটি কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আয়-বণ্টনের কোন উন্নত-বিধান হইবে না।

(আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নীতির নূতন পরিকল্পনা —১৮৯ পৃষ্ঠার পর)

একটী আন্তর্জাতিক বর্ণমান গ্রহণ করিতে হইবে। সকল দেশের মুদ্রাকেই অর্ণের সহিত যুক্ত রাখিতে হইবে। তবে অর্ণের হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে ও ইক্যুয়েলাইজেশন রিজার্ভী ফাণ্ডের টাকা পরিশোধ সম্পর্কে কোন দেশের উপর সুদাসুদি ভাবে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইবে না। উক্ত ফাণ্ডের জন্য সদস্যদের নির্দ্ধারিত টাকার পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া হইবে। সদস্য-শ্রেণীভুক্ত দেশগুলি তাহাদের দেয় টাকার শতকরা ২৫ ভাগই শুধু অর্ণ দিয়া পরিশোধ করিবে। শতকরা ২৫ ভাগ পরিমাণ অর্ণ দেওয়ার সম্ভতি না থাকিলে মোট অর্ণ-সম্পদের শতকরা ১০ ভাগ দিয়াও যে কোন দেশ সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে।

অর্ণ প্রদান সম্বন্ধে এই উদার নির্দ্দেশ দেখিয়া স্পষ্টতই বুঝা যায় অধিকাংশ দেশ যাহাতে সহজে ইক্যুয়েলাইজেশন রিজার্ভী ফাণ্ডের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই বর্ত্তমান পরি-কল্পনাটী রচিত হইয়াছে। মুদ্রা-নীতি ও বিনি-ময়-নীতি সম্পর্কে উপরে যে স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার কথা বলা হইয়াছে উহাও একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলা চলে। কিন্তু অর্ণ সম্পর্কে যে ব্যবস্থাই অবলম্বিত হউক না কেন মুদ্রা-নীতি সম্পর্কে ও বিনিময়-হার সম্পর্কে কঠোর নিয়ন্ত্রণের নীতি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কতদূর সহায়ক হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক স্বাধী-নতা ও আর্থিক সামর্থ্যের মাত্রা সমান নহে, আর তাহারই সুযোগে ক্ষমতাশালী দেশসমূহ ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে জগতে নানা-ভাবে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আসে। কাজেই এদিক দিয়া আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও স্বাধীনতা প্রয়োজনমত খর্ব্ব করিয়া সকলকে একটা নিয়ন্ত্রণ-নীতির আওতায় না আনিতে পারিলে দুনিয়ার সকলের সমষ্টিগত কল্যাণের পথ প্রশস্ত হওয়া কঠিন। তবে একটা বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দিয়া কতিপয় বিশেষ উদ্যমী উদ্যোগীরা অনেকটী দেশের অর্থনৈতিক সুযোগ ও প্রাধান্য খাটিয়ে সে বিষয়ে বিশেষ কিছু ভোর বোধ নাই। এই দুর্বলতা দেখী করিয়া বহু পরিমাণে তথাকথিত 'ব্রেটন উডে'র মুদ্রা-বিনিময় নীতি ও তৎসংক্রান্ত ব্যবস্থা আগে রাখিয়া চলার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যপুষ্ট দেশগুলির উহার কবলে পড়িয়া সুবিধা পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই ব্যবস্থায় অন্যান্য দেশের জাতীয় ক্ষতি ও দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখী করিয়াই লক্ষিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নীতির পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে গিয়া বৃটেনের এই এজাধিপত্য যদি ভবিষ্যতে অযৌক্তিক ব্যবস্থা হিসাবে পরিগণিত হওয়া যায় তবে ঐ পরিকল্পনার ভারতের সুখ-সুবিধার কোন্ দিক দিয়া প্রকাশিত হইবার আশা নাই বলা চলে। ভারতের কল্যাণে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রা-নীতি বিনিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে প্রাকৃতিক প্রাধান্য ও একাধিপত্যের জোর দিয়া ভবিষ্যৎ সংস্কারের সম্ভাবিত সুখ-সুবিধার ভিত্তিতে এখন হইতে তাহা সুনির্দ্দিষ্ট করার ব্যবস্থা প্রয়োজন। মূলে বড় বড় দুনিয়া আওতাইয়া ও ভিতরে ভিতরে আভিধিক স্বার্থের জন্য খাটিয়া যে সকল ও সুবিধা ভোগের পথ রচিত হওয়া কঠিন।

১৯৪৩ নব পরিচয়পত্র

দি মিষ্টি ইণ্ডিয়া এ্যাস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ সাহসে ঘোষণা করছেন যে তাঁদের গত বছরের কার্য্যক্রমে তাঁদের কোম্পানীর বাস্তবিক বাৎসরিক অগ্র-গতিই অক্ষুণ্ণ রয়নি, উহা বহুল অধিকতর সাফল্য অর্জ্জন করেছে—

জীবন বীমা

১৯৪২	১৯৪৩	বৃদ্ধি
২,৩০,৮৬,৮৫০ টাকা	৪,৪৪,২১,৩০৭ টাকা	৯৪%

নূতন পলিসিসমূহ, বিক্রীত মূলধনের পরিমাণ, যা পৃথিবীর দ্রুতম মূলধনসংগ্রহকারী কোম্পানীর অন্যতম ও] টাকা বাটোরো সম্পর্কে তীব্র বৃদ্ধি—এ-সব কয়েকটী ব্যাপারে ফলেই মিষ্টি ইণ্ডিয়া ভারতের প্রধান বীমা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে।

১৯১৯ সালে এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মিষ্টি ইণ্ডিয়া ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিভাগে ১০ কোটি টাকারও উপরে দাবী পূরণ করেছে।

দি
মিষ্টি ইণ্ডিয়া এ্যাস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ
৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছয় কোটি টাকার উপর।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে বিমান-চালনার দ্রুতোন্নতির পরিকল্পনা

সুদূর পর ১০ বৎসরের মধ্যে সমর কোটি টাকা ব্যয়ে ভারতে বিমানযাত্রা ও বিমানপথ বৈজ্ঞানিক উন্নতির সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে ১১৯টি বিমানঘাঁটি ও বিমান-অবতরণ বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব করা হইয়াছে। সম্প্রতি ভারত ও বিমান সম্পর্কিত স্থায়ী-কমিটির বৈঠকে ঐ প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে। এই সঙ্গের উপর লোকের অধিকারের ১৩টি বিমানযাত্রা নির্মাণ করা হইবে। ঐরূপ যাত্রা ৩টি সহরে বিমান-ঘাঁটা থাকিবে না। ৫০ হাজার লোকের অধিক-সংখ্যক ৭৯টি সহরে এবং তদপেক্ষা কম লোকের অধিকাংশ ৩টি সহরে ঘাঁটী বিমানযাত্রা-ঘাঁটি নির্মিত হইবে। করাচী হইতে কলম্বো, কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন, করাচী হইতে দিল্লী, বোম্বাই হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে কলম্বো, দিল্লী হইতে মাদ্রাজ, বোম্বাই হইতে দিল্লী, কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন, করাচী হইতে কোয়েটার পথে লাহোর, কলিকাতা হইতে আসাম এবং মাদ্রাজ হইতে বাঙ্গালোরের পথে ভোজিন পর্যন্ত ১২টি রাজার বিভিন্ন বিমান-সার্ভিস খোলার প্রস্তাব হইয়াছে। প্রস্তাবিত ১১৯টি বিমানযাত্রার মধ্যে ৮১টি পূর্ণাঙ্গই তৈয়ার করা হইয়াছে, অবশিষ্ট ৩৮টি তৈয়ারী হইবে। বিভিন্ন বিমানপথের অন্তর্গতগুলি বিমানযাত্রার নক্সা হইবে। মোট ৭৯টি স্থানে বিমানের বিমান উঠিবার ব্যবস্থা থাকিবে। বিমানযাত্রা-গুলিতে মোট ৭ হাজার লোক নিযুক্ত হইবে। কমিটির মতে এ সঙ্গের জন্য ব্যয়ভার হইতে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

ফিলাডেলফিয়ার ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণের প্রস্তাব

২৫শে এপ্রিল তারিখের ফিলাডেলফিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিন শ্রমিক বিভাগের সেক্রেটারী মিস্ পার্কিন্স আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘের সম্মেলনের বৈঠকে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী একই হারে বাঁধিয়া দেওয়ার জন্য ঐ সঙ্ঘের তরফ হইতে চেষ্টা করিতে হইবে।

আদায়ে কৃষি-আয়করের হার

১৯৪৪ সালের আদায় কাইনাল হার অনুসারে ১৯৪৫ সালের কৃষি আয়করের হার নিম্নরূপ হইবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহ অন্য ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ট্যাক্সের হার একরূপ হইবে। ১৪৫০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর কোনো ট্যাক্স ধার্য হইবে না। ৫০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর টাকায় ৫৫ হিসাবে, ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৵৯ হিসাবে, ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ৵৩ আনা হিসাবে এবং অতিরিক্ত আয়ের উপর টাকায় ৵১০ হিসাবে ট্যাক্স ধার্য হইবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মোট আয়ের উপর টাকায় ৵১০ হারে ট্যাক্স ধার্য হইবে। কৃষি আয় ৩০০০ টাকার বেশী হইলে আয়কর দিতে হইবে না।

মোসবাতি ও করোসেট টীন

আলোচ্যসিডেটের ফেলের ২২শে এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, অসামরিক ব্যবহারের জন্য মোমবাতি যাহাতে সহজ মূল্যে পাওয়া যায়, বাঙ্গলা সরকার তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দরে বিক্রয়ের জন্য করোসেট টীন ও মোমবাতি সম্প্রতি প্রেরিত হইয়াছে।

সরিষা ও নারিকেল তৈল রপ্তানী নিষিদ্ধ

অসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক ঘোষণাতে প্রকাশ যে, বাঙ্গলা সরকার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের নির্দেশ অনুযায়ী বাঙ্গলা হইতে বাঙ্গলার বাহিরে সরিষা ও তাহা সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, চীনাবাদাম বা তাহার তৈল এবং নারিকেলের খাঁস বা তাহার তৈল রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া আবশ্যকীয় আইন অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশ অবিলম্বে বলবৎ হইল।

আমেদাবাদের কলওয়ালাদের লাভ

২৫শে এপ্রিল তারিখের আমেদাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে আমেদাবাদের মিলওয়ালারা সরকারকে আয়কর (ইন্‌কাম্‌-ট্যাক্স) ও অতিরিক্ত মুনাফা কর (এক্সেস্ প্রফিট্ ট্যাক্স) বাবদে ২২ কোটি হইতে ৩০ কোটি টাকা দিয়াছেন। এক্সেস্ প্রফিট্ ট্যাক্স হিসাবেই প্রায় ২০ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। দেখা যাইতেছে এ বৎসর আমেদাবাদের মিলওয়ালারা প্রচুর লাভ করিয়াছে।

বাংলায় নূতন সরবরাহ

অসামরিক সরবরাহ বিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়াছে যে, জানুয়ারী হইতে মার্চের মধ্যে সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী নির্মাণকার্য ব্যবসায়ীদিগের হাতে ১ লক্ষ ১৭ হাজার মণ নূতন দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৪৪ সাল হইতে ২২শে এপ্রিলের মধ্যে সরকারের মারফৎ ৪ লক্ষ ১৭ হাজার মণ নূতন বিভিন্ন মেলায় চালান দেওয়া হয় এবং যে মাসে ৭ লক্ষ মণ নূতন চালান দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ব্রিটেনের উপর অসাধুতার অভিযোগ

২২শে এপ্রিল তারিখের নিউইয়র্ক টাইম্‌স্ পত্রে প্রকাশ, মার্কিন রপ্তানী ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করিয়াছেন যে, ইহারা ও অন্যান্য মার্কিন ব্যবসায়ীরা আমেরিকা হইতে আনীত কাঁচা-মালের সাহায্যে ভালো মাল-এর সংবাদপত্র ছাপাইবার কালি তৈয়ার করিয়া ভারতে চালান দিতেছে—অথচ ভারতে আমদানী নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ আমেরিকা হইতে ঐরূপ কালি আমদানীর সার্টিফিকেট দিতে অসম্মত।

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই ধুতী ও শাড়ী পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং ধরমতলা ষ্ট্রীট, ঘাটবোলা, কলিকাতা।

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(১৯০০ সনে ভারতীয় কোম্পানী—ভারতের প্রাচীন ব্যাঙ্ক)

ভারতের সর্বপ্রাচীন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান বরোদা রাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত

অনুমোদিত মূলধন	৫,৪০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	"
আদায়ি দেওয়া মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	"
আদায়ীকৃত মূলধন (২৯-২-৪৪)	৯৯,৭৭,৪০০৲	"
মজুত তহবিল	১,০০,০০,০০০৲	"

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস :—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতার লোক্যাল কমিটি

চেয়ারম্যান (বেসরকারী ডিরেক্টরদের মধ্যে হইতে নির্বাচিত)

ডাঃ সত্যচরণ লাহা, এম, এ ; বি, এল ; পি, এইচ, ডি ; (বেসরকারী ডিরেক্টরদের নাম এক সো।)

চেয়ারম্যান মোটা (কুই ও পাশি কোম্পানি লিঃ)

ডিঃ কে এম জাহাঙ্গীর ; বি, ডি, এ ; আর, এ, (ব্যাঙ্কার্স, ব্রাঞ্চার্স ইণ্ডিয়ান্স কোং লিঃ)

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়

অফিসার ইন চার্জ (ক্লাইভ ষ্ট্রীট), এম এইচ জোষাকার,

[illegible], বরোদা। এজেন্ট ম্যানেজার, কলিকাতা।

ভারত-প্রাক্ত ভালো বা-এর সরবরাহের ব্যবস্থাই-বাদ আদি আমেরিকাতেই বাজ পাওয়া যায়।

সাধারণবিমের ট্রেড ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী-সংঘের সাধিক সাধারণ সভায় সভাপতি মিঃ ফ্রেড্রি ব্রুকওয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সাধারণবিমের ব্যাপারে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা হয় এবং ব্যাপারে ঐ ট্রেড ইউনিয়নকে শীঘ্রই রেজিষ্ট্রি করা হয়, সমাজতন্ত্র-সংঘের কার্যকরী সমিতি তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন। কার্যকরী সমিতি সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইউনিয়ন গঠন করার প্রস্তাব করেন। পরে একটী ফেডারী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা চলিতে পারে।

আয়ন উপগ্রহের তৈল

সম্প্রতি ফ্রান্সের 'ফেড, টাস' পত্রিকায় একটী প্রবন্ধে মিঃ পল্ল্যাম লিখিয়াছেন:—"আধিন তৈল ফোম্পানীগুলি শুধু মাটির আয়ন আছে, সমস্ত আয়ন উপগ্রহের তৈল সম্প্রদের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে। ঐ উপগ্রহের উপর বিমা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা—এই তিন মহাদেশে যাইবার পথ। সুতরাংসকলে বিভিন্ন মহাদেশে বিমান চালাইবার পরিকল্পনা করিয়া আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন পথের চৌমাথাগুলি আগলাইতে পারিতেছি।"

যুদ্ধোত্তর বিমান ব্যবস্থা

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান, ফ্রেমের আন্তর্জাতিক সমাধান-ব্যবস্থা জানাইয়াছেন, ব্রিটেনকে জানান হইয়াছে যে, আমেরিকা যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটেনের বিমান ঘাটিগুলির যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটেনের বিমান ব্যবস্থার ভার করা উচিত আমেরিকা ঐ সকল প্রয়োগ করিবে না। প্রতিবাদে ব্রিটেন্ অভিপ্রায় বিবাহে যে, সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিমানঘাঁটিগুলি সমান আন্তর্জাতিক বিমানযোগাযোগে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। সম্প্রতি লন্ডনে একটী বৈঠকে ব্রিটিশ প্রতিনিধি মিঃ বার্ণ ও ব্রিটিশ প্রতিনিধি সর্ব বীলফ্রেড্ এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন।

ভারতে দালদাড়ী তৈরারীর কারখানা

১৯৪ই বৈশাখ ভারিখে বেলল ডাকঘরে ডেলার পর, ফরাসীদের অধিনে ভার এক্সপোর্ট টুইলন অধিন। পরীক্ষার প্রয়োজন বিটোইনের অন্য অন্য মালদাড়ী আবশ্যকী করা হইলেও কুড়ের পরে ভারতে দালদাড়ী তৈরারীর কারখানা খোলা হইবে।

পাথুরে কয়লার নূতন দর

অসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, অদ্য ১৭ই পাথুরে কয়লার পশ্চিমবঙ্গে দর টুকি পাকবার বাংলা সরকার ভারত-রক্ষা আইন অনুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়া কলিকাতার অন্য ১৭৫ পাথুরে কয়লার বিভিন্নবিধ সর্বোচ্চ মূল্যের আদেশ দর ধার্য করিয়া দিয়াছেন। এই মূল্যের দর অতিরিক্ত কার্যকরী হইবে:—বেল ডিপো হইতে ১৭।০। সহরের ডিপো হইতে ১৮।০।

লিফটে গবাদি পশু বহন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

অতঃপর ৩০শে এপ্রিল তারিখের এক সরকারী প্রজ্ঞাপন, বিভিন্ন ডিপোর কর্মিসাধারণ এবং আদেশের ১৭ই মে হইতে লিফটে সহরে ৩ দিন মাসে অন্যন বিশিষ্ট করা হইয়াছে। এই আদেশে রবিবার, বুধবার ও শনিবার যাত্রীদের সহায়ের অন্য কোনরূপ বিশ্ব সম্পর্ক পশু, মহিষ, ছাগ ও ভেড়া বহন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সম্প্রতি মাসের লাকল অন্যান্য বহনের অন্যেই এই আদেশ জারী করা হইয়াছে।

কাগজ বাঁচানোর উপায়

অন্যান্য দেশ ও ইংরেজ ব্রিটিশ অনেক পাতলা কাগজে ছাপাইবার ফলে বৎসরে ৩০০ টন কাগজ বাঁচিয়াছে।

আমেরিকার ফুড়া

১৯৪৯ সালে আমেরিকার মাত্র ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ ডোজ ফুড়া প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইবে। পুরাতন ফুড়া মেয়াদোত্তর অন্য ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ ডোজ নূতন ফুড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে এই কোটি ডোজ ফুড়া প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রমিক-মঙ্গল অবিল পরিচালনা

গত জানুয়ারী মাসে প্রবর্তিত ওজনাবলি শ্রমিক-মঙ্গল অবিল পরিচালনার ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের ৮ জন পদস্থ কর্মচারী ছাড়াও ইউরোপীয়ান খনি-মালিকদের মুইজন প্রতিনিধি, ভারতীয় খনি-মালিকদের একজন প্রতিনিধি, কমিত খনি-মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি, মহাজনের ও বেসার খনি-মালিকদের একজন প্রতিনিধি, খনি-পরিচালনা-বিশেষজ্ঞ মুই জন ইঞ্জিনীয়ার, খনি-শ্রমিকদের মধ্য হইতে ৩ জন অসামরিক ব্যক্তি ও একজন মহিলাকে লইয়া উক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে। রবিবারের সাধারণভাবে অন্য ভারত সরকার শ্রীযুক্ত প্রমথ ঝাঁঝাণী, এইচ্, মোহান, বিমানের মুখ্যাতি ও চলন ঝাঁঝাণাকে অসামরিক অধিকারেন। প্রথমোক্ত মুইজন ভারতীয় সেনার সেনাবেশের ও শেষোক্ত মুইজন ট্রেড, ইউনিয়ন আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট।

ভারত সরকারের অস্থায়ী শ্রীজন-সচিব

বিশেষ কার্য উপলক্ষে ভার ফ্রেডেরি হেইমেন্ডর্ফ বিলাত যাইতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সময় মিঃ সি ই মোদক সরকারের এক্সিকিউটিভ, গাইডিনের অস্থায়ী সদস্য নিযুক্ত হইবেন।

বোম্বাই-এর শ্রমিকদের জীবিকার ব্যয়

১৯৩৩ সালের জুন মাসের ভিত্তিসংখ্যার পর হইতে মাসে মাসে বোম্বাই-এ শ্রমিক শ্রেণীর জীবিকার ব্যয়ের যে সংখ্যা হিসাবে দেওয়া হইতেছিল, ১২৩। মে মাসের সংখ্যা ইহার ৩ পয়েন্ট কম। বাজারদরের হ্রাস ৮ পয়েন্ট নামিয়াছে।

কয়লা ও স্যাস সরবরাহ

ব্রিটিশ লেবার পার্টির জাতীয় কার্যকরী সমিতি কুটীরের কাজের রীতি বিলাতে ব্রিটেনের কয়লা, গ্যাস্ ও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে একটী কমিশনের গঠনপ্রস্তাব করিয়া একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে, এখনকার মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

মুক্তীল তুলা

লোভিয়েট রুশিয়ার তুর্কি অঞ্চলসমূহে প্রভূত তুলা জন্মে। তাহাতে লাম এক লক্ষ গাঁইট তুলা

...জাতির স্বাস্থ্য ভরা—
সৈন্য, সুষ্টিক আর ন্যাশি...

মুখনা, মুখনা, পরস্পরনা ভারত যেমন করিয়া করুক না। তবু এক ভারতের এই মোটামুটি কথা বলে। কেন তার পথে, ঘাটে, প্রান্তরে, জঙ্গলে, সর্বত্র অজস্র অকালমৃত্যু ধাবমান জীব? কেন কোটি কোটি নরনারী আজ অপুষ্টিকর মুখে যেন ও অকালবার্ধক্যজীবিকে পশু হয়ে লইয়া কোনো রকমে জীবনের বেন প্রান্তরে ঘিরে ক্ষিতি-ক্ষিতি নয়ে আসাইয়া চলিয়াছে? এ প্রশ্ন আজ শুধু অরুণবাসীর নয়—পৃথিবীর সকল সভ্য মানুষের।

ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর অধিকাংশই আজ ক্ষয়িষ্ণুতার বাহিরের কলে অসাধারণ বা অর্ধাহারে দিন যাপন করে। আর যাহারা দু' বেলা দুটি পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তাহাদের যে খাদ্য গ্রহণ করে, তাহা শরীর গঠনের বা দেহ-রক্ষণের স্বাভাবিক সুষ্ঠু ও সবল রাখিবার পক্ষে প্রয়োজন পরিমাণে অনুকূল নয়। অধিকাংশ দেশের এই বৈজ্ঞানিকভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে দূর করিয়া আমরা খেয়ালীর ও অজ্ঞতার কবিতা ঘুচিয়াছে। অথচ্ছন্দে চলে আমরা হারিয়াছে প্রকৃতির নিয়মন ব্যবস্থা। ফলে, প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি সম্পূর্ণরূপে সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। দেশের অধিক জন-সাধারণ মূলের কথা ভাবিবার অর্থ আছে, অবসরও আছে, তাঁহারাও পুষ্টিকর প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। ফলে, সমস্ত জাতি পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া একদল বহিমাকে লইয়া উক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে। রবিবারের সাধারণভাবে অন্য ভারত সরকার শ্রীযুক্ত প্রমথ ঝাঁঝাণী, এইচ্, মোহান, বিমানের মুখ্যাতি ও চলন ঝাঁঝাণাকে অসামরিক অধিকারেন। প্রথমোক্ত মুইজন ভারতীয় সেনার সেনাবেশের ও শেষোক্ত মুইজন ট্রেড, ইউনিয়ন আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট।

ভারত সরকারের অস্থায়ী শ্রীজন-সচিব

বিশেষ কার্য উপলক্ষে ভার ফ্রেডেরি হেইমেন্ডর্ফ বিলাত যাইতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সময় মিঃ সি ই মোদক সরকারের এক্সিকিউটিভ, গাইডিনের অস্থায়ী সদস্য নিযুক্ত হইবেন।

বোম্বাই-এর শ্রমিকদের জীবিকার ব্যয়

১৯৩৩ সালের জুন মাসের ভিত্তিসংখ্যার পর হইতে মাসে মাসে বোম্বাই-এ শ্রমিক শ্রেণীর জীবিকার ব্যয়ের যে সংখ্যা হিসাবে দেওয়া হইতেছিল, ১২৩। মে মাসের সংখ্যা ইহার ৩ পয়েন্ট কম। বাজারদরের হ্রাস ৮ পয়েন্ট নামিয়াছে।

কয়লা ও স্যাস সরবরাহ

ব্রিটিশ লেবার পার্টির জাতীয় কার্যকরী সমিতি কুটীরের কাজের রীতি বিলাতে ব্রিটেনের কয়লা, গ্যাস্ ও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে একটী কমিশনের গঠনপ্রস্তাব করিয়া একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে, এখনকার মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

মুক্তীল তুলা

সোভিয়েট রুশিয়ার তুর্কি অঞ্চলসমূহে প্রভূত তুলা জন্মে। তাহাতে লাম এক লক্ষ গাঁইট তুলা

...জাতির স্বাস্থ্য ভরা—
সৈন্য, সুষ্টিক আর ন্যাশি...

মুখনা, মুখনা, পরস্পরনা ভারত যেমন করিয়া করুক না। তবু এক ভারতের এই মোটামুটি কথা বলে। কেন তার পথে, ঘাটে, প্রান্তরে, জঙ্গলে, সর্বত্র অজস্র অকালমৃত্যু ধাবমান জীব? কেন কোটি কোটি নরনারী আজ অপুষ্টিকর মুখে যেন ও অকালবার্ধক্যজীবিকে পশু হয়ে লইয়া কোনো রকমে জীবনের বেন প্রান্তরে ঘিরে ক্ষিতি-ক্ষিতি নয়ে আসাইয়া চলিয়াছে? এ প্রশ্ন আজ শুধু অরুণবাসীর নয়—পৃথিবীর সকল সভ্য মানুষের।

ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর অধিকাংশই আজ ক্ষয়িষ্ণুতার বাহিরের কলে অসাধারণ বা অর্ধাহারে দিন যাপন করে। আর যাহারা দু' বেলা দুটি পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তাহাদের যে খাদ্য গ্রহণ করে, তাহা শরীর গঠনের বা দেহ-রক্ষণের স্বাভাবিক সুষ্ঠু ও সবল রাখিবার পক্ষে প্রয়োজন পরিমাণে অনুকূল নয়। অধিকাংশ দেশের এই বৈজ্ঞানিকভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে দূর করিয়া আমরা খেয়ালীর ও অজ্ঞতার কবিতা ঘুচিয়াছে। অথচ্ছন্দে চলে আমরা হারিয়াছে প্রকৃতির নিয়মন ব্যবস্থা। ফলে, প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি সম্পূর্ণরূপে সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। দেশের অধিক জন-সাধারণ মূলের কথা ভাবিবার অর্থ আছে, অবসরও আছে, তাঁহারাও পুষ্টিকর প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। ফলে, সমস্ত জাতি পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া

পড়িতেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার এই অবদান লইয়া জাতীয় জীবনের দুর্গদ্বারে আঘাত হানিতেছে অন্যতম শত্রু—অন্যান্য ব্যাধি।

তাই আজ জাতীয় পরিষদ পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজন এমন খাদ্যের, যাহা দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া সহজাধীনে পূর্ণভাবে সক্ষেত্র, সবল ও পরিশ্রমী করিয়া তুলিতে পারে। পরীক্ষা-বিজ্ঞানীরা বলেন, এজন্য 'ভিটামিন বি' একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমরা বিদ্যা যে সকল খাদ্য আমাদের গ্রহণ করি তাহার অধিকের মধ্যে পর্যাপ্তমিন বি' আদৌ নাই এবং এই অভাব 'ভিটামিন বি' সমৃদ্ধ অধিক পুষ্টিকর উপাদানে প্রস্তুত 'আই-ভিটা-বি' দ্বারা করিলে সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয়। বিশ্বের বিভিন্নদেশের পুষ্টিবিজ্ঞানীরা 'আই-ভিটা-বি'কেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া থাকেন।

ইহাতে ভ্যানিলিয়ম, শর্করামিয়, ম্যাগ্নেসিয়ম, ফিসফোরাসযুক্তও এমন উপাদান আছে। এগুলি মানুষেরই পরিপোষক। ম্যাগ্নেসিয়ম স্নায়ুর ধাতুর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করে। 'আই-ভিটা-বি'তে নিউক্লিক এসিডও আছে। নিউক্লিক এসিড দেহের যেকণিকা গঠনে সহায়তা করে এবং ফলে অল্পের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 'আই-ভিটা-বি' পর্যায়ক্রমে, প্রাতঃরাশে এবং রোগভোগের পর ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক।

উৎপাদনের প্রতিটি উপাদান বর্ধিত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যয়ের ভার উৎপন্ন দ্রব্যের উপর চাপাইতে হইবে না।

পার্কার কলম বিক্রেতাদের প্রতি নির্দেশ

ভারত গভর্নমেণ্টের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের (পূর্তবিভাগ) ডেপুটি কন্ট্রোলার মেসার্স এস সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়াছেন, পার্কার ডিলক্স লীডা এবং আরও কয়েকটি জাহাজ যুদ্ধ বীমা আরম্ভ করাইয়া দিলেও বলিয়া মনে করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে, তিনি পার্কার কলম বিক্রেতাদের উৎপাদনের খরচের বর্তমানের সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য কলমগুলি বিক্রয় করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। বিক্রেতাদের জানান হইয়াছে, এই নির্দেশ পালিত না হইলে উৎপাদনের অধিক অন্য গভর্নমেণ্ট দায়ী হইবেন না এবং এ সম্পর্কে কোন প্রতিযোগিতার প্রেরিত হইলে গভর্নমেণ্ট উৎপাদনের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না।

শিল্প-প্রধান অঞ্চলে রেশনিং বিধির প্রবর্তন

গত ১লা মে'র কলিকাতা গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় বৃহত্তর কলিকাতায় নিম্ন অঞ্চলে রেশনিং বিধি প্রবর্তনের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। বারাকপুর ক্যান্টনমেণ্ট ও চব্বিশ পরগণার ১৫টি মিউনিসিপ্যালিটিতে এবং হুগলি জেলার ১০টি মিউনিসিপ্যালিটিতে এই বিধি বলবৎ হইয়াছে।

আর একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে, ঐ সব অঞ্চল বিভিন্ন অফিসারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে।

অতিরিক্ত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় বন্ধনীয়

বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টরের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পূর্ত অঞ্চলের অসামরিক সরবরাহের ডেপুটি কন্ট্রোলার জেনারেল অবনাবাসীদের নিকট হইতে অত্যধিক মূল্য দাবী করিবার ও নির্ধারিত মূল্যে বাজারে জিনিষ না পাওয়া যাইবার সম্পর্কে বহুসংখ্যক অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন অনেক জিনিষ আছে গভর্নমেণ্ট বাজার মূল্য নির্ধারণ করেন নাই। কিন্তু বন্দুক ও অফিসার নির্দেশক অর্ডিন্যান্সের ৩ ধারা অনুসারে যে সকল দ্রব্যের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই, ঐ সকল দ্রব্য উক্ত অর্ডিন্যান্সের ৬ক ধারার আমলে পড়ে। ঐ ধারার বিধান অনুযায়ী অন্যায্য মূল্যে অনির্দিষ্ট মূল্যে কোন দ্রব্য বিক্রয় করা চলিবে না। এ সম্পর্কে বিক্রেতারা যদি অভিযোগকে তাল-বেতাল দিতে আসক্তি করে, তাহা হইলে অন্যায্য মূল্য লওয়ার জন্য বিক্রয়কে যেরূপ অভিযুক্ত করা হইবে তেমনি আবার তাল-বেতাল না দেওয়ার জন্য ক্রেতাদেরও একইভাবে দোষী করা হইবে।

বিহার সরকারের ভোজ নিয়ন্ত্রণ

বিহার গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ, বিহার সরকার ভারতরক্ষা বিধান বলে বিহারের সরকারগণ যেন পার্টিতে বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে ৫০ জনের অধিক সংখ্যক অতিথিকে খাওয়ান নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশের শিল্প ও ভারতবর্ষ

গত ৭ই এপ্রিল অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফাকচারার্স অর্গানিজেশনের স্থায়ী সমিতির জরুরি অধিবেশনের সভাপতিত্বে তার এম বিড়লার অভিমত ব্যক্ত করে, ভারত সরকারের দেওয়ানক অবনোযোগিতা ও নমনীয়তার অভাবে ব্রহ্মদেশ সরকার ভারতের মূলধনের নিরাপত্তার প্রশ্নে সন্দিহান হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মধ্যে যাহাতে এমনভাবে যেন অভিযোগ না হয় তজ্জন্য নিরপেক্ষ ও অনুসন্ধানকারীকে তিনি অবহিত হইতে অনুরোধ জানান। সম্প্রতি বর্মার পরিস্থিতির প্রসঙ্গে তার বিশ্লেষণে অবশ্য, পরিস্থিতিটি সম্পর্কে তিনি আশা পোষণ করেন সম্ভব ছিল। তিনি যৌক্তিক নিরপেক্ষতার সহিত পরিস্থিতির যে ভোর দেওয়া হইয়াছে তাহা অনুযোধন করেন। ভারত সরকার যদি অবিলম্বে প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধিদের নির্দেশানুসারে পরিস্থিতির মুকাবিলার পূর্ণদায়িত্ব তাহার হাতে ১০ কোটি টাকা এই উপলক্ষে দান করেন, তাহা হইলেই পরিস্থিতিটির প্রতি তাঁহাদের সমর্থন প্রমাণিত হইতে পারে বলিয়া তার বিশ্লেষণে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

হুগলী জেলায় সরকারী সাহায্য

বন্যাদুর্গত এলাকে প্রতিকারের সাহায্যে প্রকাশ, এই জেলায় যাহে পরিস্থিতি ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। পর্যন্ত ১২৭ টাকা মূল্য এখানে ৪৪৯৯ ক্রিয়া হইয়াছে। গত বুধবারের সময় হুগলীর ১৮৪টি সাহায্যকারী ৮৮ হাজার ৯০০ জন লোককে খাওয়ান হইয়াছে। গভর্নমেণ্ট বরাদ্দকৃত ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭০০ টাকা এবং গত কিস্তিবার বন্ধ হিসাবে ৭৫ হাজার টাকা খরচ করিয়াছেন। একমাত্র গীল-

সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—
বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস
" :— ১৩৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"ক্টীমাবাদী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোসেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাকলস রো, কলিকাতা

ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিমিটেড হইতে জানাইতেছেন যে, ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফিসিয়াল ইয়ার বুক-এর ১৯৪৩ সালের সংস্করণ সমস্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বিক্রয়ের জন্য আর এক খণ্ড পাওয়া যাইবে না। যাঁহারা গ্রন্থখানি অগ্রিম ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন নাই তাঁহাদের জন্য কমিটি আন্তরিকতার দুঃখিত।
এই উপলক্ষে কমিটি তাঁহাদের গ্রাহকবর্গকে আগামী বৎসরের সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই সময় থাকিতে অগ্রীম দিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন।

সেক্রেটারী—
ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এ্যাসোসিয়েশন
লিমিটেড
৭, লায়ন রেঞ্জ, কলিকাতা।

একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় ব্যাঙ্ক

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

স্থাপিত ১৯৩০ ইং — হেড অফিস—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। — টেলিগ্রাফিক Payment.

অন্যান্য শাখা

শ্যামবাজার,	বড়বাজার,	বালীগঞ্জ,	কলেজ ষ্ট্রীট,
ঢাকা,	আরাবগঞ্জ,	ঝিরকাদিয়ি,	ভবিষ্যপুর,
রাজবাড়ী,	ভুরীয়া,	খোপালদি,	ঘুঘ্রিয়া,
আলমবাজার,	আলমবোল,	ভোলা,	মৌহাটি,
টাংগল,	ভোড়হাট,	বরহপুর,	সিলেট,
ভবিষ্যগঞ্জ,	খোলাঘাট,	নামপুর,	ইটওয়াটী,
রায়গড়,	রাজমহলগাঁও,	দেনা।ন,	সোনারপুর,
পাটনা,	বামরা,	পাবনা,	

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন সি বসু, এম-এ, বি-এল।

আমাদী বহুমুখ এক হাজার ২০০ টাকা ছবিবর দেওয়া হইয়াছে।

অভিট পরীক্ষা

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলিকাতা, লাহোর, এলাহাবাদ ও লিঙ্কনে ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউন্টস্ সার্ভিস এবং ইণ্ডিয়ান সেলসের একাউন্টস্ সার্ভিসে চাকুরী প্রার্থীদের একটী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।

সুইডেনের প্রতি আমেরিকার অসন্তোষ

সুইডেন জার্মাণীকে যে বন্দুকোবারি প্রেরণ করে তাহা বন্ধ করিবার জন্য আমেরিকা সুইডেন গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। ইহাতে প্রিন্স আর্থিক মাসিক মাইনরিক বিঃ ওর্ডেন হাল ওয়াশিংটনের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, সুইডেনের এই সম্পর্কে উত্তর মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই।

দুর্ভিক্ষে মৃত্যু

বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল বিঃ আরেবি মাকেঞ্জির বলেন যে, বিগত দুর্ভিক্ষে ১৯২৩ সালে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু উহা অপেক্ষা কোন একটী বিশেষ সংখ্যা। উপরোক্ত মৃত্যুর হিসাব বিভিন্নভাবে রাখা হয় না বলিয়া দুর্ভিক্ষের মৃত্যুর সংখ্যা নির্ণয় করা বিশেষই সম্ভব নহে।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার নূতন সম্পাদক

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মিঃ এ পি ওয়াইনআর্থ সম্প্রতিপদ্ধ হইয়াছে মিঃ স্কোফিল্ডের স্থলে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান এবং ইভনিং নিউজ লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের সেক্রেটারি করিয়াছেন।

শুল্কপ্রবেশে কয়লা সরবরাহ

উত্তর-ফ্রান্সের এসোসিয়েশনের সভাপতি এক বিজ্ঞপ্তিতে মিল ও কারখানার কয়লার ব্যবহার কমাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। কয়লা খনিগুলে প্রত্যেক মিল ও কারখানার সঙ্গে

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

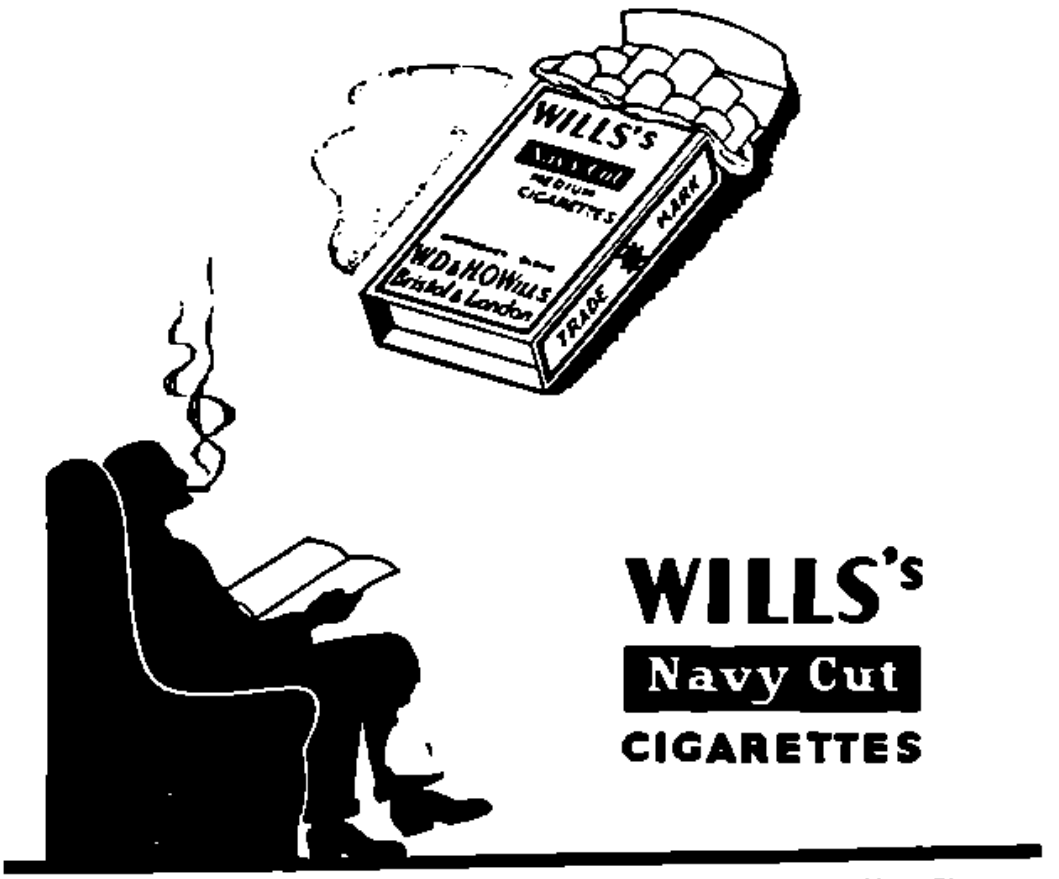

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

প্রকাশ পরলা হইবে উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া মুক্তহস্তের ও সাধারণের ব্যবসা সংরক্ষণের ব্যবস্থার আশায় অনেকটি ব্যক্তিকে বলিয়া উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আশঙ্কা করা হইয়াছে।

কলিকাতায় হাম

অধিকাংশ অভিজ্ঞতাদের সাহায্য করিবার জন্য বেঙ্গল গভর্মেন্ট হইতে কলিকাতার মেয়র মোহাইদের মেজরের কাছে ১০ হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও মোহাইদানী মহাশয়ের অধিনে কলিকাতার সাধারণিকদের পক্ষ হইতে সহানুভূতি জানাইয়া তিনি একটী তার করিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশে ছবির প্রসার

প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশের সরকারী চিকিৎসালয় হইতে ভুলাহুল পল্লীতে অধিকতর পাশ্চাত্য চাষের জন্য আলুবোরা এবং ইমিগ্রেশনে মোর প্রয়োজনীয় হালান হইয়াছে।

পাব্লিক সার্ভিস কমিশন, বেঙ্গল

আদেশের পাব্লিক সার্ভিস অধিনেতের অধীনে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের (ডুডিসিয়াল) ১০টী মূলস্থানের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হইয়াছে। উক্ত পদগুলির মধ্যে ৪টী আসন মুসলমানদের, ৭টী অহিন্দু শ্রেণীর এবং ৩টী অনুন্নতসম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত। ১০৲ টাকা ফ্রেঞ্চাইজে জমা দিবার তারিখ এবং প্রয়োজনীয় প্রশংসাপত্রাদি সহ দরখাস্ত আবেদন করিবার শেষ তারিখ ১৩ই মে, ১৯২৩ সাল।

কলিকাতার নূতন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র

মিঃ আব্দুলীলাল গোষের ও মিঃ বসন্ত চন্দ্র মল্লিক যথাক্রমে কলিকাতা কর্পোরেশনের যথাক্রমে মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন।

পরলোকে শরৎচন্দ্র ঘোষ

বিখ্যাত ব্যারিষ্টার অভিজাত ডোরাকিন এন্ড সন্সের মালিক বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষ গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতার ঘোরাম ডোরাকিন এন্ড সন্সের কার্য্যভার হাতে লইবার আগে তিনি নিজে ঘোষ এন্ড দত্ত নামে একটী ব্যারিষ্টারের ফোরাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; পরে উহা ডোরাকিন এন্ড সন্সের সহিত মিলিত হয়।

পুলিশের বিরুদ্ধে এন এল এর অভিযোগ

গত ২৩শে এপ্রিল ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল বড়বাজার অঞ্চলে পুলিশের দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে পরিষদের সভ্যমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাহাতেও তাইনের অমর্য্যাদা করিবার অভিযোগে বড়বাজার পুলিশ কয়েকটী অভ্যাসনাটীর ফোরাম তালাবন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ইহার অভিযোগ-কারক অন্যান্য বস্ত্র-বিক্রেতারা ফোরাম বন্ধ করে এবং ফলে অঞ্চলের কাপড় ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যায়।

সর্ব্বোচ্চ উপার্জ্জনশীল মার্কিন ব্যবসায়ী

২২শে এপ্রিলের আদেইরিকার সংবাদে ইহা প্রকাশ, ১৯২০ সালে মেসার্সমোবাইল মেজরের মুইন বি মেয়ার ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৯৯ ডলার উপার্জ্জন করিয়াছেন। এই বৎসর লইয়া তিন বৎসর তিনি আমেরিকার সর্ব্বোচ্চ উপার্জ্জনশীল মার্কিন ব্যবসায়ী রূপে পরিচিত হইবার অধিকারী হইলেন।

কৃত্রিম সার

ইউনাইটেড প্রেস বম্বাইয়ের একটী সংবাদে জানিতে পারিয়াছেন, ব্রিটিশ সিমলিমিত সাবমরিন এক হাজার টন কৃত্রিম সার প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে একটী বড় ইস্পাতী কারিবার স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা এখন হইতে দুই বৎসরের মধ্যে এই বড় কারখানে চালিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া আশা করেন।

ভারতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য-হ্রাস

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা সম্প্রতি সমগ্র ভারতে খাদ্যদ্রব্যের পাইকারী দরের পরিমাণসহক সংখ্যা সংকলন করিয়া একটী বিজ্ঞপ্তি বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণে গত ১৫ই ও ২৫ই এপ্রিল যে দুই সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই দুই সপ্তাহে খাদ্যদ্রব্যের পাইকারী দর (১৯১৩ সালের ১০০তে আশা যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহা ভিত্তি করিয়া) যথাক্রমে ২৩৪'১ এবং ২৩১৮ ছিল। পক্ষান্তরে গত ১লা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে উহা ২৩১৮ ছিল। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে, প্রধানতঃ কয়লাটনে ৩৩০ পাউন্ডের প্রতি বাক্তি দরের দর ৩৯৲ টাকা হইতে ৮৮৲ টাকায় উঠায় ১লা এপ্রিল হইতে ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে এইভাবে সমগ্র ভারতে খাদ্যদ্রব্যের পাইকারী দরে ৮ পয়েন্ট বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

নৌবাহনের জাহাজ নির্ম্মাণ

জাপানিদের ১লা মে সংবাদে প্রকাশ, ওসাকের ইউনিওন যে নৌবিভাগীয় বরাত দিন পাস করিয়াছে, তাহা ছাড়াও ইউনিয়ন অভিযান কালে নৌসরঞ্জাম ক্রয়ে খাদ্যদ্রব্যোপযোগী জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য ৩৮৫ কোটি টাকা ব্যয় অনুমোদন করা হইয়াছে।

রপ্তানী-বাণিজ্য ও সর্ত্ত জালিকায়

চাঁদপাইচে ২৩ে যে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিঃ বুক সর্ত্ত জালিকার বলিয়াছেন, সমঝোতাপত্রের ফলে রপ্তানী-বাণিজ্য বহুলাংশে কমাইয়া দিতে হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য মাল ও পণ্যসামগ্রী দুই-ই দরকার। মিত্রদের এজ অবশ্য ও সামগ্রী নাই যে, যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার প্রাক্-যুদ্ধকালীন বাণিজ্য অব্যাহত রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে।

বোম্বাই-এ জাহাজ নির্ম্মাণের নূতন কারখানা

ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বোম্বাই-এ জাহাজ নির্ম্মাণের এক নূতন কারখানার তাহা আরম্ভ করিয়াছে। এই কোম্পানীর আদায়কৃত: বহু লৌকা, মালবাহী লৌকা ও ষ্টীম-লঞ্চ তৈয়ার করিবে এবং যুদ্ধের পর যাহাতে সমুদ্রগামী জাহাজ তৈয়ার করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে থাকিবে।

মেসার্স বি এম বেন এন্ড কোম্পানীর মিঃ নারায়ণের পত্নী ও মিঃ বিনোদ চৌধুরী এই নূতন প্রচেষ্টার ভার লইয়াছেন।

মোট ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার টন খাদ্যশস্য গত চার মাসে বাংলায় আমদানী

ভারত সরকার হাল সনে শাসার ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টন খাদ্যশস্য প্রেরণ করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সরবরাহ পরিকল্পনা অনুসারে ১৯২৩ সালের ১লা ডিসেম্বর

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস কে রায়।

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস :—১০নং ক্যাসিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন ন্যাশ : ৪৪৪০, ৪৪৪৪

সেক্রেটারী :—মিঃ বাইরেন বি মহারাজা অব ত্রিপুরা

কলিকাতা শাখা :—কলুটোলা, চৌরঙ্গী ফোয়ার, পার্ক সার্কাস, শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখা :—ঢুলিয়া, হুগলী, জামালপুর, জিরাগঞ্জ, ঢাকা (চকবাজার এবং নয়রবাই), বর্দ্ধমান, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ।

৫ই জানুয়ারী ১৯২৩ তারিখে গত ২৩ এপ্রিল ব্যাঙ্কিংকরা (কলিকাতা) শাখার শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—শ্যামসুন্দর আগেয়ার, এম, এল, এ (বাংলা গভর্ণমেন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী)

হইতে ১৯৫৮ সালের ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত বাজারে মোট ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার টন বাজরা ছেড়িয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ১১ হাজার টন চাউল এবং ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টন গম আছে।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে খাদ্যসঙ্কট

ফোর্ড্ ফোয়ার তথা যে তাহিদের এক সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানে খাদ্যসঙ্কট তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি সেখানকার পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকার ত্রিটিশ ভারত হইতে কিছু চাউল আমদানী করিয়াছেন। বহু লোকে অনেক সন্ধান করিয়া কাজ পায় নাই। সেখানে সর্ব্বত্র রিলিফ ও সেচোদিন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রকাশ সহর ও গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

কাপড় ও সুতা বিক্রয়ের সময়

টেক্সটাইল কমিশনার এক প্রেস নোটে জানাইয়াছেন যে, আইনের ও সরকার বাদের সুতা বিক্রয় করিতে হইবে বলিয়া যে সব কাপড় ও সুতার মাল রেজা দিল, সেগুলি বিক্রয়ের সময় ১৯৫৮ সালের ৩০শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইল। বাণিজ্যমন্ত্রের অনুমিত্যা পাওয়ায় এই-রূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

বস্ত্র-শিল্প কমিশনারের নির্দ্দেশ

সরকারীর ২৮শে এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, সুতি-কাপড় ও সুতা বিক্রয় সম্পর্কে সাম্প্রতিক টেক্সটাইল কমিশনার নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, প্রতি মাসের রেজিষ্ট্রারী, যে, আগষ্ট ও নভেম্বর মাসের ১৫ই তারিখে বা তৎপূর্ব্বে প্রত্যেক বস্ত্র প্রস্তুতকারীকে ঐ মাসগুলির ৩১শে জানুয়ারী, ৩০শে এপ্রিল, ৩১শে জুলাই ও ৩১শে অক্টোবর তারিখে তাহার তাতাতে কি পরিমাণ কাপড় বা সুতা ছিল তাহার একটী বিবরণ দাখিল করিতে হইবে।

যেসেই এক ইস্তিহার প্রকাশিত আর একটী সম্প্রতি টেক্সটাইল কমিশনারের পক্ষি দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি যে-কোন লোকের নিকট হইতে যে কাপড়ের বা বস্ত্রাদির যে কাপড় বা সুতা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে পাঠাইতে চান তাহার সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিবার ক্ষমতা তিনি পাইবেন।

উৎকৃষ্ট চাউল

ইহা যে তারিখের কমিশনারের এক সংবাদে প্রকাশ, অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে প্রকাশিত একটী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, যেসব অঞ্চলে যে চাউল বিক্রয় হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে সুপ্রচারযোগ্য না হইলেও পর এর সপ্তাহে উহা যে যথেষ্ট ভাল হইয়াছে তাহা বলা যায়। ভাল চাউল পাওয়া যেসব অঞ্চলের বর্ত্তমান মূল্যের অপেক্ষা অধিক মূল্যে উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

কয়লা নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকার তথা খনি হইতে পরিমুক্ত কয়লা-অঞ্চলের সরবরাহ ব্যবস্থার দিয়া কমিটী নিযুক্ত এবং ঐ কমিটি হইতে সরবরাহ-পরিস্থিতি হইতে মাল রেলের সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

কয়লা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

কয়লা বিক্রয় করা যে তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিভিন্ন কমিশনার [illegible]

মিঃ ই এ শেষাদ্রিনাথ ও মেঃ আর্মিয়ার (ইন্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীর), মিঃ এস এস মুখার্জি (ইন্ডিয়ান আয়রন কোম্পানীর), মিঃ সত্যনারায়ণ তলা (ইন্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেডের), মিঃ আর রামাচন্দ্রন (মি: টি এস মেসার্স বার্ণ্ডেল কোম্পানীর), মিঃ এস পি ভট্টাচার্য্য (এসোসিয়েটেড সেমেন্ট কোং লিমিটেডের), মিঃ নরসীমন্ন শিবারিয়া (মেসার্সেন্স এস ইন্ডিয়ান মেসার্স এণ্ড কোম্পানী লিঃ), মিঃ জীবনলাল আগ্রা (ইন্ডিয়ান মেসার্স বার্ণ্ডেল এসোসিয়েটেড, ডাইরেক্টর), আছে সরকারের কোন কর্ম্মিসচিব, মেসার্সের মেসার্সের টীম ইন্ডিয়ানের এবং ডেপুটি সেক্রেটারী অব কোল ডিভিসিটিসন। মেসার্স ডিসচিব সরকারী সদস্য। কোল কমিশনার ১৯৫৪ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত এই বোর্ডের মেয়াদকাল বর্দ্ধিত করেছেন।

বাহির হইতে বীজ আমদানী

ইন্ডিয়ান্ এগ্রিকালচার এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় সভাপতির বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইহা বীজ আমদানীর জন্য সরকারকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিরোধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এর অবসান প্রার্থনা করা হয়। সভার মতে এরূপ প্রথমটী প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে অসংখ্য অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। সরকারের বীজ সম্বন্ধে অবাধ বপ্তানীর ব্যবস্থা করিয়া এর অবসান প্রার্থনা করা হয়। সেখানে যেসব বীজ উৎপন্ন করা হয়, সেখান হইতে তাহা অসি-ভারতে আমদানির ব্যবস্থা করা হয় না। সভা সরকারকে ঐ সকল অঞ্চল হইতে বীজ আমদানী করিবার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানায়।

সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ

সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ ব্যবহার সম্পর্কিত আদেশ পুনরায় সংশোধন করিয়া ভারত সরকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, যে-সকল পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ১৫ হাজার বা তাহার কম ছিল বলিয়া অনুমতি দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেকোন সময়ের অনুমতি ব্যতীত ঐ কাগজ ছাড়া অন্য কোনো কাগজ ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

সংবাদের পাইকারী দর

সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, সংবাদ-সংস্থা হইতে পাইকারী হিসাবে কাগজ ক্রয়ের ব্যবস্থা ও অন্যান্য খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ত্তমান মাসে সরকার কমিশনার সংবাদের পাইকারী দরের হার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ফলে দর অবশ্য বৃদ্ধি পাইবে। এখন হইতে প্রতিমাস সংবাদের পাইকারী দর (ফরমা হিসাবে) হইবে ৫৬/- আনা।

ডালেসহাউসে ফোর্ড-এর কারখানার দুর্ঘটনা

এতদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ কারণ সম্বন্ধে ডালেসহাউসে ফোর্ড-এর কারখানার প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ও সুদক্ষ প্রকৌশলী কর্তৃপক্ষ তদন্ত করিয়াছে। এরা যে

[illegible]

অধিকাংশ ডাক্তারই সমস্যে আসিয়া ডাক্তারীতে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁহারা আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাক্তারী অধীতবিদ্য হইয়া যান।

বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে চাকুরীলাভ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে (এক্সিকিউটিভ) পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

(১) বাবু অমলেন্দু ঘোষাল বি এ, (২) মৌলবী সমসুল হুদা এম এ, (৩) মৌলবী সিদ্দিকা হুসেন এম এ, (৪) বাবু সতীশচন্দ্র সরকার বি এ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বেঙ্গল জুডিশিয়াল সিভিল সার্ভিসে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া চাকুরী লাভ করিয়াছেন :—

(১) বাবু আশুতোষ মৌলিক এম এ, (২) বাবু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম এ, (৩) বাবু সুশীলকান্তি ঘোষ এম এ, (৪) বাবু চন্দ্রিকা-প্রসাদ খাসনবিশ এম এ, (৫) বাবু নাগেন্দ্রনাথ মুখার্জি বি এ, (৬) বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র রায় এম এ, (৭) বাবু অম্বিকেশ বিশ্বাস এম এ, (৮) বাবু বিনয়ভূষণ ভাদুড়ীবার বি এ, (৯) মৌলবী হাফিজুদ্দিন আহমেদ এম এ, (১০) মৌলবী মমতাজ আলামুদ্দিন এম এ, (১১) মৌলবী মজলুম আবদুল মজিদ এম এ, (১২) মৌলবী আবদুল বারীর আহমদ মাহমুদাবাদ হাসিম বি এ, (১৩) মৌলবী আবু নসর মহম্মদ মাহুদ বি এ, (১৪) মৌলবী মহম্মদ আবু নিসিফি এম এ, (১৫) মৌলবী ইসহাক আজিজ হোসেন সিদ্দিকী এম এ, (১৬) মৌলবী মোস্তফার হুসেনুর রহমান বি এ।

উপরোক্ত নিয়োগের সংবাদ ৪ঠা মে তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঔষধ ব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারকদের বৈঠক

কলিকাতার প্রধান প্রধান ঔষধ ব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন সম্প্রতি আয়ুর্বেদী বিভাগের কমিশনারের আফিস ঘরে হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ীসম্প্রদায়ের ও জনসাধারণের স্বার্থে ঔষধের বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়। সমস্যে ঔষধসংক্রান্ত সমিতি সমবায়িতা করিবার আয়োজন হয়। শীঘ্রই এবিষয়ে একটী পরিকল্পনা স্থির করা হইবে।

অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডেপুটী কন্ট্রোলার জেনারেলের কোন সন্ধান

ভারত সরকারের ইষ্টার্ণ রিজিয়নের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডেপুটী কন্ট্রোলার জেনারেল এক জেরুজালেটে জানাইয়াছেন।—অনুসন্ধানকালে জানান যাইতেছে যে, ভারত সরকারের কলিকাতায় ইষ্টার্ণ রিজিয়নের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলার জেনারেল এবং সহকারী কন্ট্রোলার জেনারেলদের টেলিফোন নম্বর হইতেছে যথাক্রমে ২২৭৭ এবং অতিরিক্ত টেলিফোন নম্বর হইতেছে যথাক্রমে ২৮৭৭।

অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন

বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগ চাহে যে ইহাকে ১৯৪৩ সালে যে পরিমাণ জমিতে একফসলী ধান অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের আন্দোলন চালাইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সময়ে পতিত অধিকে চাষ, জঙ্গলীধান স্থানে এক ফোঁটাই সেচ ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হইবে।

এবার খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলিয়াছিল। উহার ফলে মেদিনীপুর, রাজসাহী, ঢাকা, আলিপুর, চাঁদপুর এবং বিভাগসমূহে ৩৫,৭৭৮টী নূতন নলকূপ বসান হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, ১৯১,০০৩টী নূতন কূপ খনন করা হয় এবং ৫৪,৩০০ একর পতিত জমি আবাদযোগ্য করা হয়।

রপ্তানী-বিনিময়ে ভারতের পাওনা জমার

৪ঠা মে তারিখের সিটিজেন্স টাইম্‌স্ পত্রিকায় প্রকাশ, ভারত হইতে সম্প্রতি আমদানী এবং রপ্তানী বৈদেশিক লেনদেন ব্যবস্থার এক বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, বাস রপ্তানীর বিনিময়ে ভারতের যে পরিমাণ জমার পাওনা হইবে, উহা ভবিষ্যতে কাজে লাগানের জন্য জমা রাখার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন সরকারের সহিত এক চুক্তি করিয়াছেন। চুক্তিতে আমেরিকা হইতে মাল আমদানী করার ব্যাপারে বাকি আমদানী এইরূপ চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে।

তুলার বাণিজ্য

তুর্কি সরকারী দপ্তরের বেসরকারি অধিকর্তা এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, তুর্কির ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তুলার বাণিজ্যিক লেনদেন আলোচনা প্রক্রিয়াধীন হইয়াছে। তুলার যে সমস্ত বিভিন্ন প্রয়োজন দেখা, সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদিগকে সাহায্যের হিসাব

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বাংলার ২৩টী জেলার ৩ হাজার ৭ শতাধিক অধিক অধিবাসী দুর্ভিক্ষ সাহায্য বিতরণ করিতেছে। বিভিন্ন জেলায় ৪৩৩টী ইউনিয়নের জন্য ৪৩৩টী ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হইয়াছে।

জেলেদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

মধ্য ফেব্রুয়ারি আগামীদের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা হিসাবে জেলেদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া কর্ণফুলী নদীর মোহনার বাহ্য করা হয় তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। সম্প্রতি ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। মধ্য ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি অধিক পরিমাণে মাছ আসিতেছে।

ডাইল চলাচল

এই মহকুমার মহাজন হইতে ডাইল সরবরাহ ডাইল চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিবেন। এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য মাড়োয়ি অথবা এক পাইকি অথবা ডাইল যাহাতে যথাযথভাবে বিতরণ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। অর্থে হয় পাহাড়, বন্দর ও সিলেটজেলা ডাইল পাইবে মুক্তাগাছের মিলটি হইতে এবং ঘোড়াই ও ময়মনসিংহ পাইবে ময়মনসিংহ ও রাজসাহাবাদ হইতে। মুগ, মসুরী ও অড়হর ইত্যাদি ডাইল বিভিন্নের মধ্যে পড়িবে।

ঢাকায় মৃত্যুহার

ঢাকা জেলায় ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মোট ১৭ হাজার ১৩৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। গত বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে মৃত্যু-সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৬ শত ৭১। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ জেলায় মৃত্যু-সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৬ শত ৮৭ জন। এই বৎসর একমাত্র ম্যালেরিয়া অঞ্চলেই ৪ হাজার ৭ শত ৪৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

অর্থনীতি বিষয়ক নূতন পুস্তক

(1) Statistics By L. H. C. Tippett. Oxford University Press, B. I. Building, Nicol Road, Bombay. Price 3s-6d

(2) The India Charter By Jahangir F. Kotewal. 73 Garden Road, Sadar Karachi. Price Rs. 10/8

(3) Complete Income Tax Ready Reckoner, 1944 By R. C. Doodhwal. Bombay: Empire Terrace, Lamington Road. Price Re. 2/-

(4) Income Tax, Super Tax Ready Reckoner, 1944-45 By V. G. Mehta. Bombay 2. Court House, Carnac Road. Price Re 3/-

(5) Alphabet of Fascist Economics By G. D. Parikh and M. N. Roy. Renaissance Publishers. Post Box 580, Calcutta. Price Re. 1/-

(6) Poverty or Plenty? By M.N. Roy, Renaissance Publishers. Post Box 580, Calcutta. Price Re 2/8

(7) Economic Planning, Banking, and Cooperation in Hyderabad By Prof. Kesava Ayangar. The Nizams College, Hyderabad.

বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত
বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়
"মল্টোভোন"
অমার্থ খনিজ মহৌষধ
৮ আউন্স—২৷৷০, ১৬—আউন্স ৩৸০
ম্যালেরিয়া, পালাজ্বর, প্লীহার
"ম্যেপ্লুভোন"
ম্যালেরিয়া বিষ্কারক
৪ আউন্স—২।০, ৮ আউন্স—৩৸০
শক্তিবর্দ্ধক ও রক্তপরিষ্কারক
"নিওব্লাড"
আয়র্ণ টনিক
৮ আউন্স—২।০, ১৬ আউন্স—৩৸০
প্রত্যেক জিলায় ষ্টকিষ্ট আবশ্যক
পরিচালক—এস্ ভ্যাভী এণ্ড কোং
৪৯ সি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভূষিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গত বর্ষা যে বার্ষিক ব্যবসায়ীদের ত্রিলোকনাথ মাহতা ভূষিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ডেপোজিটার তাঁর যে দি চক্রবর্তী ইলেকট্রিসিটি স্যাপের মজঃফরপুর শাখার উদ্বোধন করেন। মজঃফরপুর সহরের সর্বজনীন বিশিষ্ট অভ্যর্থনাসমিতি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। সভায় ভূষিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের বিহার ও যুক্তপ্রদেশের শাখা-গুলির সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ এম এম ভর্মা এই ব্যাঙ্কের আদর্শ সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় শাখা উদ্বোধন করিবার পর মজঃফরপুরবাসীদের পক্ষ হইতে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তিনি বলেন, ভারতের বিপুল পরিধি ও বহুবিধ প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিলে এদেশের ব্যাঙ্কগুলিকে প্রতিযোগিতা করার ক্ষেত্রেরও অভাব নাই। দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহ এখনকার প্রয়োজন মিটাইবার আশানুরূপ সাহায্য করিতে পারে। পরে ভূষিকল্পের সময় মজঃফরপুর ভূষিয়ার নিকট হইতে যে সাহায্য পাইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বার্ষিকীর বাহতা মহাশয় আশা করেন যে, ভূষিয়ার পরে যখন সমস্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান অনুবিধার সম্মুখীন হইবে, তখনও এই প্রতি-ষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর কর্মকুশলতা ব্যাঙ্কের সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি রায় চৌধুরী, শাখা সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ এম এম ভার্মাসহ এম এ, অর্থাপাইজার মিঃ এম কে চ্যাটার্জি ও ডেপোজিট-ক্লার্ক অফিসার মিঃ এস পি ত্রিপাঠীর সহযোগে অভ্যর্থনাসমিতির সুধী-সুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

(গত সপ্তাহে আর্থিক জগতের বার্ষিক সংখ্যায় "ব্যবসায় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা" স্তম্ভে ভূষিয়া ইউ-নাইটেড ব্যাঙ্কের যে অফিস ভ্রমক্রমে ভূষিয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্কের যে অফিস কলিকাতা, ২৯৯ ট্রাস্ট হোমে অবস্থিত।)

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গত ২৯শে এপ্রিল সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ডায়মণ্ডহারবার শাখার উদ্বোধন প্রসঙ্গে বাংলার ভূতপূর্ব এডভোকেট জেনারেল মাননীয় মিঃ এ কে রায়চৌধুরী নিয়ন্ত্রণাধীনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন তাহা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। তিনি বলেন, এদেশে যে বিজ্ঞ-প্রসূতি সম্ভব হয় নাই এবং নিজের হিত হইতে এদেশ যে বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা লাভের সম্ভাবনা এদেশবাসীর নিজের পক্ষে একান্ত দুরূহ। সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড যে দিন দিন অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়া অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহাতে মিঃ রায় প্রতিষ্ঠান-টির প্রভূত সুখ্যাতি করেন।

সমবায় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার পর ব্যাঙ্কটী কিরূপে প্রসারিত হইতেছে, তাহার ব্যাখ্যা করেন শ্রীযুক্ত বিশিষ্টকুমার বিশ্বাস সম্বন্ধে অধিকতর কাজ আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে ডাঃ মুখোপাধ্যায় পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তৎস্থলে ডাঃ মুখোপাধ্যায় পদ গ্রহণের প্রধান অন্তরায় অফিসিয়েটিং সেক্রেটারীর কাজের যথাযথ ব্যবস্থাদির অভাবের উল্লেখ করেন এবং সভাস্থলে জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করিতে অনুরোধ জানান। অতঃপর সভার মেম, 'প্রবাসবন্ধু'-সম্পাদক কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রায় ব্যাঙ্কের শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ চ্যাটার্জি প্রভৃতি বক্তাগণ যথি সভার বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানটির শেষে সিটি ব্যাঙ্কের ডেপুটি মিঃ বিশেষ শ্রীযুক্ত ঘোষেশচন্দ্র সরকার সমবেত অভ্যর্থনাকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের পরিচালকগণ গত ১৭ই এপ্রিল কোম্পানীর অফিস ঘরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাবিনোদ পাল এম এ, বি এল, মহাশয়কে সম্বর্ধনা জানান। তদ্ব পাল ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি ইহার পরিচালক-সমিতির প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন।

কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক মিঃ বিজয়কৃষ্ণ রায় তাঁর সাদর অভ্যর্থনা প্রতিভাষণ ও উহার অনু-বাদের মুখবন্ধ প্রদান করেন। সেক্রেটারী মিঃ ইউ এন পাল সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে আন্তরিক আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোং লিঃ

গত সপ্তাহে আর্থিক জগতের বার্ষিক সংখ্যায় 'ব্যবসায় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা' স্তম্ভে প্রকাশিত ১৯৪৩ সালে উক্ত কোম্পানীর উপর মৃত্যু-দাবীর পরিমাণ ২৫ হাজার টাকা বলিয়া লেখা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ বৎসরে উক্ত কোম্পানীর উপর মৃত্যু-দাবীর পরিমাণ ছিল ২,৫০০ টাকা। আমরা এই ভ্রমের জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

রেঙ্গুন কোলফিল্ডস্ লিঃ :—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ৭½ আনা। সুমিদিয়ে ট্রী কোং লিঃ :—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৭½ আনা। মধ্যপ্রদেশ ম্যাঙ্গানিজ কোং লিঃ :—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত শতকরা ১৫৲ টাকা ফাইনাল ডিভিডেণ্ড সমেত এ বৎসরের জন্য মোট শতকরা ৩০৲ টাকা। বিজু কটন মিলস্ লিঃ :—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত শতকরা ২০৲ টাকা ফাইনাল ডিভিডেণ্ড সমেত এক বৎসরের জন্য মোট শতকরা ৩০৲ টাকা। ওরেন্টার্ন ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক কোং লিঃ :—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে বোনাস সমেত শতকরা ১৪৲ টাকা। ওরিয়েণ্টাল মিলস্ কোং লিঃ—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে বোনাস সমেত শতকরা ৩০৲ টাকা। ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড মিলস্ লিঃ :—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য—শতকরা ৩০ আনা হিসাবে বোনাস সমেত শত-করা ১১৲ আনা। আসাম ব্যাঙ্ক কোম্পানী লিঃ—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৭½ আনা হিসাবে বোনাস সমেত শতকরা ১৫৲ টাকা। ক্রিসিপ্ত মিলস্ লিঃ :—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৩০৲ টাকা। বোম্বাসো এ্যাণ্ড ব্রাদার্স লিঃ :—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ৫৲ টাকা। বেঙ্গল ক্যাপ্তায়ার মিলস্ কোং লিঃ—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ৪০ আনা। মেহ্‌টাস ভুবকেণ্ড কোল কোং লিঃ —গত বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা ও অন্যান্য অফিসারী শেয়ারে শতকরা ২১০ আনা। বি ব্রাদার্স ট্রী কোং লিঃ :—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ১২১০ আনা। বি বরাকর কোল কোং লিঃ :—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রেফারেন্স অফিসারী শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা ও প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৫১০ আনা।

—শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

ক্যালকাটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—রায়পুর, চন্দা, ভাটাপাড়া, রায়পুর, নাগপুর (সি. পি)

প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এজেন্ট এণ্ড ব্রোকার্স,

ক্লেবারেল ব্যাঙ্কার্স।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩০শে মে

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার প্রায় অপরিবর্তিত আছে। বোম্বাই ও কলিকাতা উভয় স্থানেই চাহিদাবাহুল্য পরিলক্ষিত হওয়ায় সুদের হারের হার ১০ আনাই রহিয়াছে।

এই সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের আহ্বানে যে পরিমাণ আবেদন পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব সপ্তাহের প্রায় দ্বিগুণ। দুদা যাইতেছে, কর্তৃপক্ষ ৯ কোটি টাকার ট্রেজারি আহ্বান করিয়া টেণ্ডার করিয়াছিলেন।

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ :—আগামী শুক্রবারের ৩ মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের আহ্বানে ১২ কোটি ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার আবেদন পাওয়া যায়। ৯৯৬/১০ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। ৯৯৬/৫ দরের প্রায় পঞ্চমাংশ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। উহা অপেক্ষা কম দরের আবেদন গ্রহণ করা হয় নাই। মোট গৃহীত ৪ কোটি টাকার ট্রেজারি বিলের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক সওয়া ৩/১১ পাই।

আগামী ৯ই মে (১৯৩৩) তারিখে বোম্বাই-এ দেনা ১১ কোটি (ট্রাজারী টাইল) পর্যন্ত ও অতিরিক্ত দেওয়া ৮টি মে তোমরের কার্যকারিতার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী আরও সরকারের ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইবে। ব্যাঙ্কের টেণ্ডার গ্রহণ যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১১ই মে তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত পূর্বের মত।

২৮শে এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের আরও সরকারের ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ইণ্ডিয়ার ইস্যু ডিপার্টমেণ্ট কর্তৃক ক্রয় করা হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী হইতে জানা যায়, ২৮শে এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র তারতে প্রদত্ত মোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৯৭ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৯৭ কোটি ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। ঐ সপ্তাহে তারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৭১ কোটি ২৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৮৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

ঐ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৯ কোটি ৩০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭৬ কোটি ১০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। ঐ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২০ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ২৮ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। ঐ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে প্রদেশ সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে ৪২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও ২১ কোটি ৭৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল তাহাতে ৫১ লক্ষ ৯০ হাজার ও ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩১শে মে

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় শেয়ার বাজারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত অপরিবর্তিত ছিল। গত দু দিন সপ্তাহ বহিয়া যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা দূর না হইলেও শেয়ারের মূল্য তেমন কিছু কমিতে দেখা যায় নাই। তবে এ সপ্তাহের শেয়ার বাজারে যথেষ্ট কর্মতৎপরতা ছিল এবং বাজারের অবস্থা স্থির থাকিলেও ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা যথেষ্ট হওয়ায় কাজ ভালই হইয়াছে বলা চলে। তাহার সরকার কর্তৃক সম্প্রতি প্রদত্ত বিক্রয়ের ক্ষমতা হাতে পাইবার পর হইতে ব্যবসায়ীরা যোগদা করার অবস্থা-পরিচয় শেয়ারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে কলকার যোগান বাড়িবার সম্ভাবনা থাকায় পাটের বাজারও বেশ গরম হইয়া উঠে। সুদ-নীতিরের সময় পরিস্থিতি আশাপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে বলে আশা করা যায় বাজারের বর্তমান তেজী ভাব দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে।

কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজারের অবস্থা আগেকার চেয়ে ভাল ছিল। এক সুদের তারতম্য ১১৬৵০ পর্যন্ত উঠিয়া শেষ পর্যন্ত কমবেশে ১১৬৲০ আনায় স্থগিত থাকে। অবশ্য ঐদিনের শেষ আনার উন্নতি রক্ষিত হইয়া ৫৪ ১১৬৲০ আনায় উঠিয়াছে। অন্যান্য তেজী কোম্পানীগুলির বেশ প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। ৭% সুদের বন্ধকপত্র (১৯৪৬-৪৮) ১১৮৵০ আনায়, ৬% সুদের ডিফেন্স বন্ড (১৯৪৩) ১০৭৲ টাকায়, ৪% সুদের ডাকপত্র (১৯৬০-৭০) ১১১৶০ আনায়, ৩½ সুদের ডাকপত্র (১৯৪৪-৬০) ১৯৫৲০ আনায়, ৫% সুদের বন্ধকপত্র (১৯৩৫-৪৫) ১০৪৶০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। প্রাদেশিক বন্ধকপত্রগুলির এ সপ্তাহেও কোন ভাল হয় নাই। ৫% সুদের বাঙ্গালা ডিম ডিবেঞ্চার ৯৯৲০ আনা হইতে বাড়িয়া বিভিন্নভাবে হইতে দেখা গিয়াছিল।

কাপড়ের কল

কাঁচা তুলার বাজারের অবস্থা ভাল না হওয়ায় এবং টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড কর্তৃক বন্ধের ঘণ্টার সর্বোচ্চ সংখ্যা আরও কমাইয়া দিবার সম্ভাবনা থাকায় কাপড়ের কলের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে তেমন কর্মতৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। বাসওয়ারা ১৭৲ টাকায়, বেঙ্গল-নাগপুর ৬৮৶০ আনায়, কানপুর টেক্সটাইলস্ ১০৶০ আনায়, বিটি ভিক্টোরিয়া ৯৸০ আনায় এবং বোম্বাইয়ার ১৬৬৲০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছিল।

কয়লা খনি

শেয়ার বাজারের মধ্যে আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ারেই সব চেয়ে অধিক পরিমাণ উন্নতি দেখা গিয়াছিল। দুই মাসের প্রবল হইতে

আরও শেয়ার বিক্রয়ের জন্য

কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিয়াছেন

শিলং ব্যাঙ্কিং

—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—১৯০১ ইং

হেড অফিস : শিলং

তার Shill Bank ফোন নিলং ১৪৬

ব্রাঞ্চ—শ্রীহট্ট, হুনিকাণ্ডা ও নকশিকাণ্ডা

কলিকাতা ব্যাঙ্কার্স

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

প্রথম বর্ষ হইতেই সন্তোষজনক লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৩ সালে সওকরা ১০৲ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইবে।

এখনও শেয়ারের মূল্যেই শেয়ার বিক্রয় হইতেছে।

বিস্তৃত বিবরণ ও শেয়ার-আবেদন ফর্মের জন্য

হেড অফিস অথবা আমাদের যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখুন।

সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

[কেন্দ্রীয় সরকার ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা অনুসারে শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। এই অনুমতিদানকালে ভারত সরকার এতৎসম্পর্কে এখন কোন রিপোর্ট বা সওয়াকের দাবি করিতেছেন না।]

...বেচাকীর সপ্তাহের গতি হইতে নির্দ্ধারিত মূল্যে কলা কিনিবার এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার সময়ে যোগিত করিবার কলার গতির লোকের সাহায্যে উপায় দেখা যায়। তাহা ছাড়া গতির উপযোগিতা কলার মূল্য বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা কলার গতির লোকের বাজারে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষিয়াছিল। উপরোক্ত দুইটী কারণের জন্যই কলার গতির লোকের দাম আলোচ্য সপ্তাহে বাড়িয়া গিয়াছে। লোকল পক্ষ পরিমাণ ৮০৭৯ টাকার বিক্রীত হইয়াছিল, শুক্রবার উহার মূল্য উঠিয়াছে ৬১৯৭ টাকা। এ সপ্তাহে লোক পর্যন্ত এগ্রেসমন্যাসেটেড ৪৯৫০ আনায়, বরাকর ৩৬৫/০ আনায়, চাইবাসা ৪৪।০ আনায়, বেঙ্গল-নাগপুর ৩৫৮/০ আনায় ও অন্যান্য আমদানিরা ৩৪৫০ আনায় লেনাবেচা হইয়াছে। ১

পাটজাত

পাটজাতের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে অধিকাংশ তলায় প্রায়ির আনায় সামান্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। হাজরা মিলস কোম্পানী লিমিটেড বর্ত্তমান বৎসরের মার্চ মাস অবধি ছয় মাসের জন্য যে সন্তোষজনক লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে, তাহা পাটজাতের লেয়ার বাজারের উপর অল্প বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে। কাঁচাবাড়ী মজুমদার ৫৮৭৯ টাকায় লেনাবেচা হইয়াছিল, ইহার পর বৃদ্ধি পাইয়া সপ্তাহ-শেষে ৫৯৭৯ টাকায় পৌঁছিয়াছে। হাজরার পর পক্ষ পরিমাণ মিল ৭১৯৫০ আনা, শুক্রবারে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৩৫/০ আনা পর্যন্ত উঠিয়া শেষ পর্যন্ত ৭২৯৫ আনায় লেনাবেচা হইয়াছে। ঔরিয়াণ্টার পর সপ্তাহের প্রথম দিকে ৫২২৫ টাকা হইতে ৫২৯৯ টাকায় উঠানামা করিতেছিল, সপ্তাহ-শেষে উহা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩৭৯ টাকায় পৌঁছিয়াছে।

ইন্ডিগো-মার্কিট

আলোচ্য সপ্তাহে ইন্ডিগো-মার্কিট বিভাগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থির ছিল। ইন্ডিগোর আমদানি ৩ মিল ৩৯০ আনায় আশেপাশে উঠানামা করিয়াছে। সপ্তাহের উল্লেখ্য বিক্রেতাদের আনায় মিল অর্ণোবেন্দের ৫৭৯৯ টাকা হইতে ৫৮১০ আনায় উঠিয়া যায়, কিন্তু শুক্রবার শেষ পর্যন্ত ইহা ৫৭৯৫/০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। আরবীয় ইলেকট্রিক মিল ১৫/০ আনায়, মার্ক এন্ড কোং ৩৯৯৭ টাকায়, বেঙ্গল এ্যাণ্ড কোং ৪৯৯/০ আনায় (ডিফিডেণ্ড বাদে) ও ক্যালকাটা আমদানি এ্যাণ্ড মিল ১৭৯৫০ আনায় লেনাবেচা হইয়াছে।

চিনির বাজার

চিনির বাজারে লেয়ারে আলোচ্য সপ্তাহে লাভাংশ উঠতি দেখা যায়। আলোচ্য পক্ষ পরিমাণের ১১।০ আনা হইতে এ সপ্তাহের মাঝামাঝি ৪১৯/০ উঠিয়াছিল। সপ্তাহ শেষে বলরামপুর ১৮/০ আনায়, লোক এক কোং ৩৯৯/০ আনায়, বেলসুন্দর ১৫।০ আনায় ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৩৯৯/০ আনায় লেনাবেচা হইয়াছে।

চা-বাজার

আলোচ্য সপ্তাহের চা বাজারের লেয়ারে খুব কম লেনাবেচা হইয়াছে। এখনও পর্যন্ত আলোচ্য চা-বাগানের লেয়ার দেখিয়া লেখিতে চাহেন। অবশ্য কম বিক্রয়ের দাম সপ্তাহে বাজারে লেয়ার পাল্টা পরিস্থিতি হইয়াছিল তাহাতে মনে হয় বিক্রেতারা লেয়ারের মূল্য আর একটু কমাইলে চা বাগানের লেয়ার বিক্রির লোকের অভাব হইবে না। আলোচ্য সপ্তাহে পুলিন্দি ১৩।০ আনায়, ডেলসুন ১৯৲ টাকায় এবং ফুলঝুরি ৭০৯৲ টাকায় লেনাবেচা হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার বর পক্ষ পরিমাণের ১৪।০ আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শুক্রবার শেষ পর্যন্ত ১৪।০ আনায় উঠিয়াছে।

এ-সপ্তাহের লেয়ার বাজারে বিক্রয়ন বিবিধিত হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৲ ছয়ের ঋণপত্র (১৯৪৩-৫৪) ২খণে এপ্রিল—৯৯৷৵০ ৯৯৷০ ; ৪খণে—৯৯৷০ ৯৯৷৵০ ৯৯৷০ ; ১মা মে—৯৯৷০ ৯৯৷৵০ ৯৯৷৵০ ; ২য়া—৯৯৷৵০ ; ৩য়া—৯৯৷৵০ । ৲ ছয়ের ঋণপত্র (১৯৬৬-৭৬) ২খণে এপ্রি—৯৬৷০ ; ২খণে—৯৬।০ ; ৪খণে—৯৬।৵০ ৯৬।০ ; ১মা মে—৯৬।৵০ ; ২য়া—৯৬।৵০ ; ৩য়া—৯৬।৵০ । ৲ ছয়ের ঋণপত্র (১৯৮১-৪৪) ১মা মে—৯৯৷০ ৯৯৷৵০ । ৲ ছয়ের ডিবেঞ্চার ৭৯ (১৯৪৩) ২য়া মে—১০১।৵০ ; ৩য়া—১০১৷০, ১০১৲ । ৲ ছয়ের ঋণপত্র (১৯৬৬-৭৬) ৩য়া মে—৯৯৲ । ৭৯০ ছয়ের কোম্পানীর কাগজ ২খণে এপ্রিল—৯৯৷৵০ ৯৯৷০ ৯৯।০ ; ৪খণে—৯৯৷০ ৯৯৷৵০ ৯৯৷৵০ ; ১মা মে—৯৯৷০ ৯৯৷৵০ ৯৯।০ ; ২য়া—৯৯৷৵০ ৯৯৷০ ৯৯৷৵০ ; ৩য়া—৯৯৷০ ৯৯৷৵০ । ৲ ছয়ের ঋণপত্র (১৯৪১-৪৪) ১মা মে—৯৯৷০ ১০০৷০ ; ২য়া—১০৪।৵০ ; ৩য়া—১০৪।৵০ ।

ডিবেঞ্চার

৭০ ছয়ের রাজস্ব মিল (১৯৪৩-৬৩) ২খণে এপ্রিল—৯৯৷০ ।

ব্যাঙ্ক

এলাহাবাদ (লোক) ২য়া মে—১৭০৲ ১৭৯৲ । ৩য়া—১৭৯৲ । ক্যালকাটা ক্যালকাল ২খণে এপ্রিল—১৪৴০ । লোকাল ২য়া মে—৭৭৯০ । মিল ২খণে এপ্র—৭৯০ ৩৯৲ । ইম্পিরিয়াল (পূর্ব্ব প্রদেশ) ১মা মে—১৩৯৯৲ । মিলার ২খণে এপ্র—১২৯১০ ১২৯৲ ১২৯৯৫ । ১মা মে—১২৯৲ ১২৯৫০ । ৩য়া—১২৯৲ । ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ২খণে এপ্র—২১১০ । ২খণে—২৯৲ । ২৯১০ ; ১মা মে—২৯৫০ । ৩য়া—২৯১০ ।

কয়লার খনি

এ্যাসানসোলেট ২য়া মে—৫৯৷৵০ ৫৯৯০ ৫৯৷০ । লোকল ২খণে এপ্র—৬০২৲ । ৩য়া মে—৬০৯৲ ৬০১৲ । লোকল বরাকর ২খণে এপ্র—৩৪৫০ ৩৩৯০ । লোবারো এন্ড হ্যামন্ড ২খণে এপ্র—৯৯।৵০ । ২য়া মে—৯৯৷০ । ব্যারাকর ২খণে এপ্র—৯৯।৵০ ৯৯৯৷০ ৯৯৯৷০ ৯৯৲ ৯৯৷০ ; ২খণে —৯৯৯৷০ ৯৯৲ ৯৯৷০ ৯৯৷০ । ২খণে—৯৯৯৷০ ৯৯৷০ । ১মা মে—৯৯৯৷০ ৯৯৷০ ; ২য়া—৯৯৷০ ৯৯৯৷০ ৯৯৯৷০ ৯৯৲ ; ৩য়া—৯৯৷০ ৯৯৯৷০ ৯৯৯৷০ ৯৯৲ । ইষ্টার্ণ কোল ২খণে এপ্র—৯৯৷০ ৯৯৯৷০ ৯৯৯৷০ ৯৯৲ ; ২খণে—৯৯৯৷০ ৯৯৯৷০ । ১মা মে—৯৯৯৷০ ৯৯৯৷০ ৯৯৯৷০ । ২য়া—৯৯৯৷০ ৯৯৯৷০ । ৩য়া—৯৯৯৷০ ৯৯৯৷০ । ইষ্টার্ণ মিলস (লোক) ২খণে এপ্র—১৯৯৲ । ইণ্ডিয়া লেদার ২খণে এপ্র—৯৯৷০ ৯৲ ; ২খণে—৯৯৷০ । ২খণে—৯৯৷০ ৯৯৷০ ; ১মা মে—৯৯৷০ ৯৯৷০ ; ২য়া—৯৯৷০ । কালাপাহাড়ী ২খণে এপ্র—২১৯০ ২১৯৷০ ৩০৲ ; ২খণে—২১১৷০ ২য়া মে—২১৯৷০ । কাজোরা কলিয়া ৩য়া মে—৫১৷০ । কলসপুর ২য়া মে—২২৲ ২১৯৷০ । সিঙ্গী বীরভূম ২খণে এপ্র—৩১৷০ ৩১৯৷০ ; ২খণে—৩১৯৷০ ৩১৯০ । ২খণে—৩১৯৷০ ; ১মা মে—৩১৯৷০ ; ২য়া—৩১৯৷০ । ৩য়া—৩১৯৷০ ৩১৯৷০ ৩১৯৷০ । হাবীবগঞ্জ ২খণে এপ্র—৩৯০ ৩৯৯০ ৩৯৯৷০ । ২খণে—৩৯৯৷০ ৩৯৯০ । ১মা মে—৩৯০ । ২য়া—৩৯৯৷০ ৩৯৯০ । সাহেবগুরিয়া

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা ফোন কলি—৩২৫৩ (৩ লাইন)

- চলতি হিসাব—৫০০৲ টাকা জমা দিয়া খোলা যায়, পাশবহি ।০ ডাকি আনা মূল্যে দেওয়া হয়।
- মেয়াদি একাউণ্ট—সুদের হার পাশবহি ১৷০ আনা, ফোন বারো টাকা খোলা যায়।
- স্থায়ী আমানত—বিশেষ সর্ত্তাধীনে নির্দ্ধারিত সর্ত্তানুসারে গ্রহণ করা হয়।
- সহজ সর্ত্তে জামিন রাখিয়া অল্প সুদে ঋণ দেওয়া হয়।
- মূল্যবান বস্তুর মূল্য, লভ্যাংশ, বিল, হুণ্ডি আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ব্যবসায়ের প্রত্যেক প্রকার বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য আছে।

কে এল দালাল,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

যেখানে অর্থ রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন—

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেডিয়ার্স অফিস :—টাঙ্গাপুর শেয়ার অফিস —ঢাকা।
কলিকাতা অফিস—৪৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

শাখাসমূহ :
পুরাণবাজার, ঢাকা, সোহাগল, বীরিচরাল, ত্রিশবল, ডেলসুর

সুদের হার—	ডিপোজিট	পাশবহি
	চলতি—	১৲
	মেয়াদি	২৷০
	স্থায়ী আমানত	৩৲ হইতে ৬৲ পর্যন্ত

মিঃ এম চক্রবর্ত্তী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ এম বসু
কলিকাতা এজেন্ট।

এড ভালাসনোস ২৭শে এপ্রিল—৪৯/০ ৪৮/০ ৪৲ ৪।০ ; ২৮শে—৪৯/০ ৫/০ ; ২৯শে—৪৮০ ৪।০ ; ৩রা মে—৪৯/০ ; ৭ই—৪৯/০ ৪৯/০ ৪৮/০ ; ৯ই—৪৮/০ ।

লাইট ফরেস্টস্ ২৭শে এপ্রিল—১৪৯/০ ১৪৯/০ ১৪৮/০ ; ২৮শে—১৪৯/০ ১৪৯/০ ১৪৯/০ ১৪৯/০ ; ৩রা মে—১৪৯/০ ১৪৯/০ ১৪৯/০ ১৪৯/০ ; ৭ই—১৪৯/০ ১৪৯/০ ১৪৯/০ ১৪৯/০ ; ৯ই—১৪৯/০ ১৪৯/০ ১৪৯/০ ১৪৯/০ ।

ভালকার ২৭শে এপ্রিল—৪৯/০ ৪৮/০ ; ২৮শে—৪৯/০ ; ৩রা মে—৪৯/০ ৪৮০ ; ৯ই—৪৯/০ ৪৮/০ । অরো ভাদুরিয়া ২৯এ মে—৪৩০ ২৯৲ ; ৯ই—২৯৲ ২২৲ ২৯৲ ২৭।০ ২৮৲ ২৮৯/০ ২৯৲ ২৯৯/০ ২৯৲ ।

কাশড়ের কল

বাসন্তী ২৭শে এপ্রিল—১৫৩০ ১৫৯০ ১৫৮/০ ; ২৮শে—১৫৯/০ ; ২৯শে—১৫৮/০ ১৫৮/০ ; ১লা মে—১৫৲ ; ২রা—১৫৮/০ । মোহাম ২৮শে এপ্রিল—১৩৯৯/০ ; ৩রা মে—১৩৯/০ ১৩৯/০ । মেঘনা ২৭শে এপ্রিল—৪৮/০ ; ১লা মে—৪৯ । ২রা—৪৮/০ । রাজপুত টেক্সটাইলস্ ২৭শে এপ্রিল—১৪৯/০ ১৪৯/০ ; ২৮শে—১৪৯/০ ১৪৯/০ ১৪৯৲—১৪৯ ১৪৯/০ ; ১লা মে—১৪৯/০ ১৪৯০ ; ২রা—১৪৯/০ ১৪৯০ ; ৩রা—১৪৯/০ ১৪৯/০ ; ৪ঠা—১৪৯/০ ১৪৯০ । রাজস্থান ২৭শে এপ্রিল—২৯৯৲ ; ২৮শে—২৯৯৲ ২৯৯৲ ; ২রা মে—২৯৯৲ ; ৩রা—২৯৯৲ । রেলিগিস মিলস্ ২৮শে এপ্রিল—২৯৲ ; ১লা মে—২৯৯/০ ; ২রা—২৯৯০ ৯৮৲ ; ৩রা—২৯৯/০ । মেঘোরাম ২৭শে এপ্রিল—১৮৯/০ ১৮৯/০ ; ২৮শে—১৮৯/০ ; ২রা মে—১৮/০ ১৮৯/০ । সিঙ্কি সিন্থেটিকস ২৭শে এপ্রিল—৪৮/০ ৪৯/০ ; ২৮শে—৪।০ ৪৯/০ ; ২৯শে—৪৯/০ ৪৯/০ ; ১লা মে—৪৯/০ ৪৮/০ ; ২রা—৪৮/০ ৪৮/০ ; ৩রা—৪৮/০ ৪।০ । সিঙ্কি সিন্থেটিকস (প্রেফ) ২৭শে এপ্রিল—১১৯৲ ; ২৮শে—১১৯/০ ; ১লা মে—১১৯/০ ; ৩রা—১১৯/০ । শ্রীরামপুর ২৭শে এপ্রিল—২৯৲ ২৯৯৲ ; ২৮শে—২৯৯৲ ২৯৲ ; ১লা মে—২৯৯০ ২৯৲ ।

ইলেকট্রিক

বাঙ্গালোর ২৭শে এপ্রিল—১৭১৲ । বেঙ্গলি ২৭শে এপ্রিল—১৯৯০ । পাটনা ২৭শে এপ্রিল—১৭ ১৯ ১লা মে—১৭৲ । সাঙ্গাবাসপুর ২৭শে এপ্রিল—১১৮০ ১৯৲ । ইষ্ট পি ২৮শে এপ্রিল—২৩১৲

ইঞ্জিনিয়ারিং

কানপুর ইলেকট্রিক ষ্টীল ২৭শে এপ্রিল—১৯৮/০ ; ২৮শে—১৯৮/০ ১৯৲ ; ১লা মে—১৯৲ (ডিভিডেণ্ড বন্ধ) । জেসপ ২৭শে এপ্রিল—১০৮/০ ; ২৮শে—১০৮/০ ; ১লা মে—১০৮/০ ; ৩রা—১০৮০ ১০৮/০ ১০৫/০ । মার্ক এণ্ড কোং ২৭শে এপ্রিল—৬৯৲ । মার্ক এণ্ড কোং (৯ মুদ্রণ প্রেফ) ১লা মে—১৪৮৲ (ডিভিডেণ্ড বন্ধ) । ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৭শে এপ্রিল—৪৯৮/০ ৪৯৮/০ ; ২৮শে—৪৯৯০ ৪৯৮/০ ; ২৯শে—৪৯৲ ৪৯৯/০ ; ১লা মে—৪৯৲ ৪৯৯০ ৪৯৮/০ ; ২রা—৪৯৮/০ ৪৯৮/০ ৪৯৮/০ ; ৩রা—৪৯৮/০ ৪৯৮/০ ৪৯৮০ । ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়্যার প্রডাক্টস্ ২৭শে এপ্রিল—৪৪৮/০ । ২৮শে—৪৪৮০ । মেসার্স এণ্ড কোং ২৭শে এপ্রিল—২৭৮০ ২৭৮/০ ; ২৮শে—২৭৮/০ ২৭৮/০ ; ২৯শে—২৭৮/০ ২৭৮/০ ২৭৮০ ; ১লা মে—২৭৮০ ২৭৮/০ ২৭৮/০ ২৭৮০ (ডিভিডেণ্ড বন্ধ) ; ২রা—২৭৮/০ (ডিভিডেণ্ড বন্ধ) ২৭৮/০ ২৮/০ ২৮/০ (ডিভিডেণ্ড বন্ধ) ; ৩রা—২৭৮০ ২৮৯০ ২৮৯/০ ২৯৲ (ডিভিডেণ্ড বন্ধ) । ভুবাভূদী ২৭শে এপ্রিল—১৯৮/০ । ২৮শে—১৯৮/০ ; ১লা মে—১৯৮/০ ১৯৯ ; ২রা—১৯৮/০ ; ৩রা—১৯৮/০ ১৯৲ । ভারবাম আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৭শে এপ্রিল—১৭৮/০ ১৭৯/০ ; ২৮শে—১৭৮/০ ১৭৮/০ । ২৯শে—১৭৯/০ ১৭৮/০ ১৭৯/০ ; ১লা মে—১৭৯/০ ১৭৮/০ ; ২রা—১৭৯/০ ; ৩রা—১৭৯/০ ১৭৮/০ । ষ্টীল কর্পোরেশন ২৭শে এপ্রিল—২৭৩ ২৭১০ ; ২৮শে—২৭৮/০ ২৭৯/০ ; ২৯শে—২৭৯/০ ; ১লা মে—২৭১/০ ; ২রা—২৭৯/০ ২৭৮/০ ২৮৲ ; ৩রা—২৮৯/০ ২৮৮/০ ২৮৲/০ ।

পাইকল

আসানসোল ২৭শে এপ্রিল—৩৯৮/০ ; ২৮শে—৩৯৯/০ ; ২৯শে—৩৮৯/০ ; ১লা মে—৩৯৲ ; ৩রা—৩৯৯/০ । এসোসিয়েটেড ২৮শে এপ্রিল—৫০৫৲ ; ২৯শে—৫০৫৲ ; ৩রা মে—৫১৯৲ ৫২৲ । বিড়লা ২৭শে এপ্রিল—৩৪৮০ ৪৯৲ । বিড়লা (প্রেফ) ২৮শে এপ্রিল—১৪৯৲ ; ওরিয়ন্ট ২৭শে এপ্রিল—৪৩৲ ৪৪৭৲ ; ২৮শে—৪৪৭৲ ; ১লা মে—৪৪৫৲ ৪৪৭৲ ; ২রা—৪৪৲ ; ৩রা—৪৪৲ । টাসকাদী ২৭শে এপ্রিল—২০৭৲ ২০৪৯০ ; ২৮শে—২০৪/০ ২০৪০ ২০৪৲ ; ২৯শে—২০৪৲ ; ১লা মে—২০৪৲ ২০৭৲ ; ২রা—২০৪৲ ২০৪৲ ২০৭/০ । ট্রাইড ২৭শে এপ্রিল—৪৯/০ ৪৯/০ । ২৮শে—৪৯৯/০ ৪৯০ ; ১লা মে—৪৯৲/০ ৪৯৮/০ ; ৩রা—৪৯০ ৪৭৲ ; ৪ঠা—৪৯৲ ; ৫ই—৪৯৲ (ডিভিডেণ্ড বন্ধ) । ভেষ্টা ফ্লাইং ২৭শে এপ্রিল—৪৯৲ ; ২৮শে—৪৯৲ ৪৯৲ ; ১লা মে—৪৯৲ ৪৯৮/০ ; ৩রা—৪৯০ ৪৭৲ ; ৪ঠা—৪৯৲ ; ৫ই—৪৯৲ (ডিভিডেণ্ড বন্ধ) । ভেষ্টা ফ্লাইং প্রেফ ২৭শে এপ্রিল—৪৯৲ ; ২৮শে—৪৯৲ ; ১লা মে—৪৯৲ ; ৩রা—৪৯৲ ; ৪ঠা—৪৯৲ ; ৫ই—৪৯৲ (ডিভিডেণ্ড বন্ধ) । ভেষ্টা ফ্লাইং ওয়ারেণ্ট ২৭শে এপ্রিল—৪৯৲ ; ২৮শে—৪৯৲ ; ১লা মে—৪৯৲ ; ৩রা—৪৯৲ ; ৪ঠা—৪৯৲ ; ৫ই—৪৯৲ (ডিভিডেণ্ড বন্ধ) । ভেষ্টা ফ্লাইং ডিবেঞ্চার ২৭শে এপ্রিল—৪৯৲ ; ২৮শে—৪৯৲ ; ১লা মে—৪৯৲ ; ৩রা—৪৯৲ ; ৪ঠা—৪৯৲ ; ৫ই—৪৯৲ (ডিভিডেণ্ড বন্ধ) । ভেষ্টা ফ্লাইং ডিবেঞ্চার ২৭শে এপ্রিল—৪৯৲ ; ২৮শে—৪৯৲ ; ১লা মে—৪৯৲ ; ৩রা—৪৯৲ ; ৪ঠা—৪৯৲ ; ৫ই—৪৯৲ (ডিভিডেণ্ড বন্ধ) । ভেষ্টা ফ্লাইং ডিবেঞ্চার ২৭শে এপ্রিল—৪৯৲ ; ২৮শে—৪৯৲ ; ১লা মে—৪৯৲ ; ৩রা—৪৯৲ ; ৪ঠা—৪৯৲ ; ৫ই—৪৯৲ (ডিভিডেণ্ড বন্ধ) ।

রেলপথ

আরা-সাসারাম ১লা মে—৮৯৲ ৮৯৯০ । বার্কিনিসা-বিহারসরাম (প্রেফ) ২৭শে এপ্রিল—১০৫৲ । ঘোসিয়ারপুর-ঘোরাঘ ১লা মে—১০৯৲ ১১০৲ । মরমলিহ-বৈদ্যবাবাজার ১লা মে—১১০৲ ১১১৲ ।

খনি

বরা ডালটেনগঞ্জ ২৭শে এপ্রিল—৪৯০ । ২৮শে—৪৯/০ ৪৮/০ । ১লা মে—৪৯/০ ; ৩রা—৪৮/০ । ইণ্ডিয়ান কপার ২৭শে এপ্রিল—২৪৯/০ ২৪৲ ; ২৮শে—২৪০ ২৩৮/০ । ১লা মে—২৪০ ২৩৮/০ ; ২রা—২৩/০ ২৩৮/০ । কুদরেমুখ আয়রেনস্টোন ২৮শে এপ্রিল—২৯৲ ; ১লা মে—২৭৲ । উষিয়া মিনারেলস্ ২৭শে এপ্রিল—২৩৮/০ । মোকেশিয়া কপার ২৭শে এপ্রিল—২৫/০ ২।০ । ২৮শে—২।০ ; ১লা মে—২৫/০ ; ২রা—২।০ ; ৩রা—২।০ ।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৫৮৭৩
হেড অফিস—৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৩৭,৫১৫৲ ,,
আমানত—৮৫,০০,০০০৲ টাকার উপর
(১৯৪৩ সালের ৩১শে আগষ্টের পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যজ্ঞনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

বিস্তারিত সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), বারাসতগঞ্জ, টাঙ্গাইল এবং ঢাকা

সে-অফিস। বিরাকাশিস

জিতেন্দ্রনাথ রায়—ডিরেক্টর ইন-চার্জ

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

কলিকাতা প্রধান অফিস : ৫১নং ক্লীভ্‌লিং ষ্ট্রীট।
হেড অফিস :—কুমিল্লা শাখা ও এজেন্সী অফিস ভারতের সর্ব্বত্র
কলিকাতার অন্যান্য অফিসসমূহ :—১৩২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, ৩৯, কলেজ ষ্ট্রীট, ৯৯০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

—আর্থিক অবস্থা, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩—

মোট দায়		মোট সম্পত্তি	
মূলধন ও রিজার্ভ	১৯,০০,০০০৲	নগদে ও ব্যাঙ্কে জমা ...	৩০,১৪,০০০৲
আমানত ...	১,১১,০০,০০০৲	সরকারী সিকিউরিটি	২৪,৪৭,০০০৲
অন্যান্য	১৩,০০,০০০৲	অন্যান্য জমা—	৩১,২২,০০০৲
		ব্যাঙ্কিং মূল	৯৯,৪৭,০০০৲
		বিনা জামিনে	১,৭৩,০০০৲
		ঋণ, আলমারসমূহ ও অন্যান্য জমা	১১,১৭,০০০৲
	১,৩৮,০০,০০০৲ টাকা		১,৩৮,০০,০০০৲ টাকা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মি বি কে দত্ত

কাপড়ের বাজার

সেপ্টেম্বর ৫মে এপ্রিল—৫২৫৲ ৫২৬৲। ইণ্ডিয়া সেপার্স লাম ৫মে এপ্রি—৫১৬৫। ৫মে—৫১৬৫ ৫২৭৲। ৫মা—৫১৭৲ ৫২৯৲ ৫২৬৲। জমা—৫১৯৲ ৫২৯৲ ৫২৯।০। ডরিয়েন্ট জমা মে—৪৯৬। ডরিয়েন্ট (প্রেফ) ৫মে এপ্রি—১১৪৫। ইণ্ডিয়ান ৫মে এপ্রি—৫৪৬। ১মা মে—৫৪৫৲ ৫১৲ ৫৪৬৲ ৫৪৬৲। ইষ্ট ৫মে এপ্রি—৫১৯৲। ৫মে—৫১৯৲ ৫১৯৲ ৫মে—৫১৯৲ ৫১৯৲ ; ১মা মে—৫১৯৲ ৫১৯৲ ৫১৯৲। জমা—৫১৯৲। ইউনাইটেড ৫মে এপ্রি—৫৮৬৲ ৫৮৬৲। ৫মে—৫৮৬৲ ৫৮৬৲। ৫মে—৫৮৬৲ ৫৮৬৲ ; ১মা মে—৫৮৬৲ ৫৮৬৲। জমা—৫৮৬৲ ৫৮৬৲ ৫৮৬৲।

চিনির বাজার

বেলবাবেদুর ৫মে এপ্রিল—১৮১৲ ১৮১৲ ; ১মা মে—১৮৮৲ ১৮৮৲। বেলঘরিয়া ৫মে এপ্রি—১৪৬৲ ১৪৬৲। ৫মে—১৪৬৲ ১৪৬৲। ৫মে—১৪৬৲ ১৪৬৲ ; ১মা মে—১৪৬৲ ১৪৬৲। জমা—১৪৬৲ ১৪৬৲। কেদ এন্ড কোং ৫মে এপ্রি—২৯৬৲ ২৯৬৲। ৫মে—২৯৬৲ ২৯৬৲ ; ৫মে—২৯৬৲ ২৯৬৲। ১মা মে—২৯৬৲ ২৯৬৲ ; ৫মা—২৯৬৲ ২৯৬৲ ২৯৬৲। জমা—২৯৬৲ ২৯৬৲ ২৯৬৲ ২৯৬৲। কামদুর ৫মে এপ্রি—৪১৬৲ ৪১৬৲ ; ১মা মে—৪১৬৲ ; ৫মা—৪১৬৲ ৪১৬৲ ; জমা—৪১৬৲ ৪১৬৲।

চা-বাজার

ঘাটেলি ১মা মে—১৬৬৲। সেণ্ট্রাল ডায়মণ্ড ২৮মে এপ্রিল—১৯৲ ; ১মা মে—১৯৲। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২৮মে এপ্রি—১৪১৲ ; ২৯মে—১৪১৲। গালিয়ারা ২৭মে এপ্রি—৯৯৲ ৯৭৯৲ ; ২৮মে—৯৭৯৲। লর্ড ডালহৌসি ডায়মণ্ড ২৭মে এপ্রি—৯৫৲। কেলমুর ২৮মে এপ্রি—১৯৲ ১৯৯৲ ; ১মা মে—১৯৯৲ ; ৫মা—১৯৯৲ ১৯৯৲ ; জমা—১৭৯৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৯শে মে

গত সপ্তাহে এক পাক্ষা পাট দ্বারা অন্য সকল বিভাগে কারবারের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। এবার নূতন প্রকার পাট-দ্রব্যাদি প্রস্তুত বিষয়ের এবং আমাদী অনেকের মার্ক মত পাওয়া যায় নাই বলিয়া ক্রেতারা অনেকে আসে নাই। কিন্তু কলিকাতার গত সপ্তাহ অপেক্ষা বর্তমান সপ্তাহে কিছু ক্রয় করিয়া এখন এরূপ না হিসাব বিরাজ করিতেছে। ফাটকা পাটের বাজারে ক্রেতারা ক্রয় করিয়াছে। পাকা পাটের বাজারে গত সপ্তাহের পূর্ব সপ্তাহে কিছু কমার ভাব ছিল। গত সপ্তাহে কিন্তু উহা ঠাস দাঁড়াইয়াছে। ফাটকা-বাজার ও কলিকাতায় এদিকে কিছু কুঁকিয়াছে দেখা যায়। ফাটকা পাটের বাজারে কারবারের এবার আলোচ্যকাল ৩৫ হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় কারণ ফাটকা পাট উৎপাদন স্থল হইতে কলিকাতার বাজারে আসার অবস্থা বলিয়া মনে হয়। আর এটা যে ফাটকা পাট মুনাফাকারীরা আর বাজারি ও মিলস এবং উহার বাজারে নিজস্ব পাটের প্রতিনিধি মনোনয়নে ১২৲, ১৫৲ ও ১৯৲ টাকা দরে সাধারণ কারবার হইয়াছে। আন্তর্জাতিক ফুটি কমিটির মুনোটিসের প্রতিনিধি সংখ্যার দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ফাটকা পাটের মজুতকারী ৭ টাকা বাড়িয়াছে। কিন্তু পাটের প্রকৃত মালের মজুতের প্রকৃত কিন্তু মালে কমার নাই।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৯শে মে

কলকারখানাদের কিনট হইতে ফোনো চাহিদা না আসায় বোম্বাই ও আহমদাবাদ তুলার বাজারে মন্দ প্রভাবান্বিত লক্ষিত যায়। বোম্বাই-এ তুলার বাজারের অবস্থা এখনই খারাপ হয় যে ইহা ইণ্ডিয়া কটন এগ্রোলেনিয়েশন সরকারকে তুলা উৎপাদকদিগের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দেয়। স্মরণ করিয়া দেন যে, সরকারের প্রতিনিধি বাজারে প্রকৃত অবিরাম তুলার দর নামা বন্ধ হয়। কমিটি বলে যে ৩১৯৲ টাকা হইতে ৩১৮৲ টাকায় নিয়া ৩৫৯। এত দর বৃদ্ধি কিন্তু ক্রেতিদল টিকে নাই। সরকারী কমিটির পরিমাণ অধিক হয় নাই, উহা বন্ধ হইলেই ফল-ভালারা ক্রয় বন্ধ করিয়া দেয়। মুনাফার তুলার দর এমনও খুব কমই কমিয়া বিরাজে। আমাদী ফসল খুব ভাল হইবে এই সংবাদে তুলার দর বৃদ্ধির সম্ভাবনা আরও কমিয়া বিরাজে। কমিটি বলে দেয় দর ছিল ৩১৯৲, মুনাই-এর ৩৯৬৲ এবং সেপ্টেম্বরের ৩৪৭।

বোম্বাই বাজারে তুলা কিনু বিক্রয় হইয়াছে। কিন্তু কোন তুলা ভারতবর্ষের কত পরিমাণ জমিতে কত পরিমাণে ফলে তাহার একটি হিসাব দেওয়া দেখা।—

তুলার নাম	জমির পরিমাণ একর	উৎপাদনের পরিমাণ গাঁইট
বাংলা	১৮,৩৯,০০০	৩,৫২,০০০
আমেরিকা	৩৮,৫০,০০০	১৫,৫৯,০০০
ইজিপ্ট	৫৫,৯৫,০০০	১০,২৯,০০০
ব্রোচ	৩,৭৯,০০০	৫,৪৯,০০০
ঘুটি	৫,০১,০০০	১,৩৯,০০০
বোম্বেরা	৯১,৩৫,০০০	২,৬৫,০০০
অন্য জাতীয়	৩৯,১৯,০০০	১৯,৯৯,০০০
মোট	২,০০,৯৮,০০০	৪০,৭৮,০০০

কাপড়

কলিকাতা, ১৯শে মে

কাপড়ের বাজার ক্রেতাভাব চলিয়াছে। বর্তমান সপ্তাহে বড় ছিলস বন্ধ থাকায় বাজারে কিছু বিক্রি হইয়াছে। ক্রেতা কারবার বন্ধ করিবার পর যে সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস হয় কাপড় সম্বন্ধে ক্রেতা বন্ধে পাওয়া যাইবে। ক্রেতারা অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে বলে, কিন্তু ব্যবসায়ীরা কারবার করিতে উৎসুক বলিয়া মনে হয়। তুলি-কাপড়ের ক্রেতা বিক্রয় হইতেছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৯শে মে

আমেরিকা সরকারের প্রথম ভাবে সোনার বাজারে ক্রেতাভাব ক্রেতা গিয়াছিল। সোনা ও বিনির দর পূর্ব সপ্তাহের ৭৯৲ ও ৫৯৲ টাকা হইতে বাড়িয়া ৭৭৲ ও ৫৯৮০ আনায় দাঁড়ায়। ঐ দরে বিশেষ বেচাকেনা হয় নাই, তবুও দর কমা যে তাহিরে ৭৯৮০ ও ৫৯৮০ আনায় দাঁড়ায়। পরবর্তী সোনা ও বিনি বাজারে ৭৯৲ ও ৫৯৮০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

আরব-প্রথম সীমারের দুইই এই ভাবে সোনার দর উঠার কারণ বলিয়া মনে হয়।

বোম্বাই-এর সোনা-রূপার বাজারে সোনা বা বিনির দর কলিকাতা হইতে কম দেখা যায়। এটা যে তাহিরে বোম্বাই-এ সোনার দর ছিল ৭৯৮০, সবে বাড়িয়া ৭৯।০ আনায় দাঁড়ায়।

রূপা

আমেরিকা সরকারের প্রথম ভাবে সোনার দাম রূপার বাজারেও ক্রেতাভাব ছিল, রূপার চাহিদাও ক্রেতা কম ছিল। প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ১৯৯৲ টাকা হইতে ১৯৮৲ টাকায় ওঠে। চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত দর দাঁড়ায় ১৩৯৮০। পরে দর বাড়িয়া এটা যে তাহিরে কলিকাতা টাকশালের দর পাওয়া যায় ১৯৯৲। এটা তাহিরে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর দেখা যায় ১৪০৬৲ ও মূল্য দর হয় ১৪১৲।

বোম্বাই-এ রূপার দর এটা যে তাহিরে দেখা যায় ১৩৯৲। সোনার দাম রূপারও বোম্বাই-এর সোনা-রূপার বাজারে চাহিদা কম দেখা যাইতেছে।

লন্ডনের রূপার বাজারের যে শেষ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় সেখানে রূপার দরে কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপার্জন করা সহজ কিন্তু সঞ্চয় করা কঠিন

আপনি যদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২১০ টাকা হইতে ১৯৲ টাকা জমা দেন, তবে আমরা আপনাকে ভাল রকম সঞ্চয়ের জন্য সাহায্য করিতে পারি। আপনার মৃত্যুর এই জমা অতি সামান্য হইলেও বন বৎসর পরে আপনার এই সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইবে এক লাখ টাকার ঊর্ধ্বে ঠিক টাকা।

সঞ্চয়ের জন্য আজ্ঞাপনপত্রে। সেই অনুযায়ী পরিমাণ মূলধনে আপনাকে আমরা সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

লক্ষিত]অর্থাই প্রকৃত অর্থের আনেজিং ডিরেক্টর—এইচ বসু।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস কুমিল্লা ঃ ঃ স্থাপিত ১৯১৯

মূলধনাংশ

অনুমোদিত ... ১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত ৬০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত
(অগ্রিম কল সহ) ৩২,০০,৪০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড ... ১৫,০০,০০০৲ ,, ,,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস সি বসু, এম, এল, সি

(সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—শেষ পৃষ্ঠার পর)

দেবে। তবে বাঁচির দিক হইতে নিরক্ষ সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিসভার অপেক্ষা পাঞ্জাবের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা যে অনেক ভাল ইহা আমরা স্বীকার করি এবং এই মন্ত্রিসভাকে ভাঙ্গিয়া দিতে যি: জিন্না যেরূপ তৎপরতা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তিনি যে কিরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাও আমরা বলিয়াছি। যি: জিন্নার এই তৎপরতা দেখিয়া যে তাঁহার অনুচরগণ ও তাঁহার পরিচালিত লীগের কর্মীরা খুব উৎসাহিত হইয়াছে তাহাই নহে, এই ব্যাপারে পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখগণ নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় অধিকতর সচেতন হইয়াছেন। যি: জিন্না পাঞ্জাবকে তাঁহার পাকিস্থান স্বপ্নের ভিত্তিভূমি বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাঁহার সংকল্প—পাঞ্জাবে পাকিস্থান প্রতিরোধের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কেন্দ্র বলিয়া মনে হয়। এই জন্য যে—পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখগণ অধিক বাঙ্গলার হিন্দুদের তুলনায় অধিকতর সংখ্যালঘু তথাপি উহাদের সংগঠন-শক্তি ও নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য ত্যাগ বুদ্ধি ভারতের অন্য সমস্ত অঞ্চলের অনুরূপ-ভাবের তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং, বাঙ্গলা প্রভৃতি অন্যান্য ব্যাপারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যিয়াছে। পাঞ্জাবের মুসলমানগণও তাহা জানেন এবং জানেন বলিয়াই সিকন্দর হায়াৎ খাঁ ও মাষ্টার তেজাসিংয়ের দ্বারাই তাঁরা সর্বদলসমন্বয়ের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভাগঠনের সমর্থন করিয়াছেন এবং বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মালিক খিজির হায়াৎ খান যি: জিন্নার বিভেদ-ভাজন হওয়া সত্ত্বেও নিরক্ষ লীগ মন্ত্রিসভা গঠনে সাহস পান নাই।

* * *

কিন্তু পাঞ্জাবে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা থাকিবে কি লীগ মন্ত্রিসভা হইবে সেই সমস্যা আলোচনা পাঞ্জাবের গভর্ণর কর্তৃক উক্ত প্রদেশের লীগনেতা মন্ত্রী কাজেল্লু সৌকত হায়াৎ খানের পদচ্যুতি আমরা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া মনে করি। তাজেল্লু সৌকত হায়াৎ খান কি অপরাধে অপরাধী তাহা এখনো জিজ্ঞাস্য নহে। তাঁহার অপরাধ যাহাই হউক না কেন তাহার বিরুদ্ধে মালিক পাঞ্জাবের গভর্ণর বলেন—পাঞ্জাবের মন্ত্রিসভাই তাঁহাকে জিজ্ঞা করিতে পারেন। এবং তাহাদের সেই ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজন তাই যে, প্রদেশে নিরক্ষ ইসলামের দ্বারা গঠিত লীগমন্ত্রিসভা, মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলি হইতে অনেকটা উপদেষ্টা কমিটী. সোলজেলিন নৈতিক, অস্থায়ী মন্ত্রিসভা ইত্যাদির সাহায্যে তাহাকে জাতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে আঁচল অথবা পুতুলে পরিণত করিয়া অনর্থ ঘটাইয়া ভারতের পূর্বতন বড়লাট লর্ড লিনলিথগো মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন যে, নিতান্ত অপরিহার্য না হইলে এবং দেশের দুরবস্থা সৃষ্টি দেখা না দিলে প্রাদেশিক গভর্ণরগণ কখনও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে এবং বস্তুতঃ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব ছিল ততদিন কোন গভর্ণর কোন প্রদেশে মন্ত্রিসভার কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পান নাই। বরং উড়িষ্যার গভর্ণর নিয়োগ প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে কংগ্রেসের দাবীর নিকট নতজানু অবনত করিতে হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের ফলে দীর্ঘবিধ সংগ্রামের পর দেশবাসীর প্রতিনিধিদের হাতে যে ক্ষমতা আসিয়াছিল কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলসমূহের পদত্যাগের পরে লীগ এবং লীগপ্রভাবিত মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে তাহা প্রতিপদে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। সিন্ধু, বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে বৃটিশ শাসকদের দ্বারা কেবল যে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে এমন নহে—প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রের খুটিনাটি ব্যাপারেও গভর্ণরগণ প্রতিপদে মন্ত্রিমণ্ডলের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। লীগ ও লীগপ্রভাবিত মন্ত্রিমণ্ডলের যদি কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের মত ডেমোক্রিটেসনা এবং লড অধিকার ক্ষমার দৃঢ়তা থাকিত তাহা হইলে কোন প্রদেশের কোন গভর্ণর প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে এরূপভাবে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পাইতেন না। সিন্ধু, বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে মুসলমান মন্ত্রীদের পদচ্যুতির ফলে এবং মন্ত্রিমণ্ডলের কার্যে গভর্ণরের অধিকার হস্তক্ষেপের ফল যে অনর্থকর রীতি (convention) প্রবর্তন পাইতেছে, তাহাতে দেশবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বহুদূর পিছাইয়া গেল। উহাই হক দেশের মুসলমান সম্প্রদায়েরও যে দুরবস্থা ঘটিল তাহা দূরদর্শিগণের মুসলমান মাত্রই স্বীকার করিবেন।

* * *

বাঙ্গলা দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনকালে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি যে প্রকার অসদাচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অনেকের মনে আশা হইয়াছিল যে, বাঙ্গলার সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান হইবে এবং হিন্দু মুসলমানের মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল বাঙ্গলার জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা অপনোদনে তাঁহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবেন। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী এই আশাকে ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। বাঙ্গলার বর্তমানের নিরঙ্কুশ সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমান মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে এবং উহাদের হাতে বাঙ্গলার হিন্দুদের স্বার্থ প্রতিপদে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। হিন্দু সম্প্রদায় এই মন্ত্রিমণ্ডলকে তাঁহাদের স্বার্থের প্রতিকূল ও ক্ষতিকর বলিয়া মনে করে না এবং এই কারণে হিন্দুদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যাপারে মন্ত্রিমণ্ডলকে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা দিতেও প্রস্তুত নহে। দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা বিনষ্টকল্পে তথা বর্তমানে যে আইন পাশ করিবার প্রয়াস হইতেছে তাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের অযাচিত ক্ষমতা তাহাদের করিবারই প্রয়াস হইতেছে এবং এই কারণেই হিন্দুদের তরফ হইতে তাহার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ হইতেছে। উপরিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে, পাঠ্যপুস্তকের আরম্ভে বাঙ্গলার হিন্দু বালকবালিকাকে 'মুক্তিপূজা পাঁচ', 'মোবারক অতি সুবাহ' ইত্যাদি কথা শিখান হইতেছে। তাহাই অন্য সমস্ত ব্যাপার উপেক্ষা করিলেও শিক্ষা ব্যাপারে সর্বসাধারণের অর্থাৎ উক্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমান মন্ত্রিমণ্ডলের হাতে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা ছাড়িতে হিন্দুসমাজ কিছুতেই রাজী হইবে না। কেননা শিক্ষাক্ষেত্রে এই মন্ত্রিমণ্ডলের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দুদের ধর্ম, সংস্কৃতি সমস্ত বিপন্ন হইবে। বাঙ্গলার হিন্দুগণ এই সব জানিয়াই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। কিন্তু মাত্র সভা-সমিতিতে প্রতিবাদ জানাইলে সমস্যার সমাধান হইবে না। হিন্দুদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও যদি এই আইন পাশ হয় তাহা হইলে প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে বালক বালিকাদিগকে সরকারী ও সরকার প্রভাবিত সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাহাইয়া সকলের এবং উহাদের শিক্ষার জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠন করা কর্তব্য হইবে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য হিন্দু জনসাধারণকে আমরা এই বিষয়টী বিশেষভাবে চিন্তা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

'মূল্যের বাজারে শুধু টাকাই সত্য এবং সত্য বলে জমানো সবিশেষ এবং আজ যা জমানো যাবে মুদ্রাস্ফীতি যখন চলে যাবে তখন শুধু সেই টাকার মূল্যই বাড়বে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।'

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৪নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা : বিহার শরীফ.

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্ :—চিত্তরঞ্জন গুহ
বসন্তকুমার রায়

কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক

অফ্ এশিয়া লিঃ

হেড অফিস—১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ৬৬৮০

পৃষ্ঠপোষক—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শাখাসমূহ—রাণীগঞ্জ, (কলিকাতা), ঢাকা, শিরোমণি, লৌহজঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ, গোপালদি (ঢাকা), ওয়ুধখোলা, বাহাদিয়ুর, (ফরিদপুর), কুষ্টিয়া (ষ্ট্রীট), শিলং (আসাম), কুষ্টিয়া (যশোর) ও ভোলা (বরিশাল)।

[ব্যাঙ্কের এক অংশের ১১-৫ বার্ষিক হারে লেখকদের বিতরণ করিবার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা পরিচালনের জন্য আমাদের ৭, এই অনুমতি কিরূপ ভাবে সদ্ব্যবহার করিলে সরকার সন্তুষ্ট হইবেন সম্প্রতি তাহার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নাই, এজন্য আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতেছি। ইহা সম্পূর্ণ হইলে আমরা আমাদের কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কে কোন বিবৃতি দিতে পারিব না।]

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কাজকারবার করা হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা সর্ত

অল্প খরচের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী (Schemes)

কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

ঠিক যেমনটি চান

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

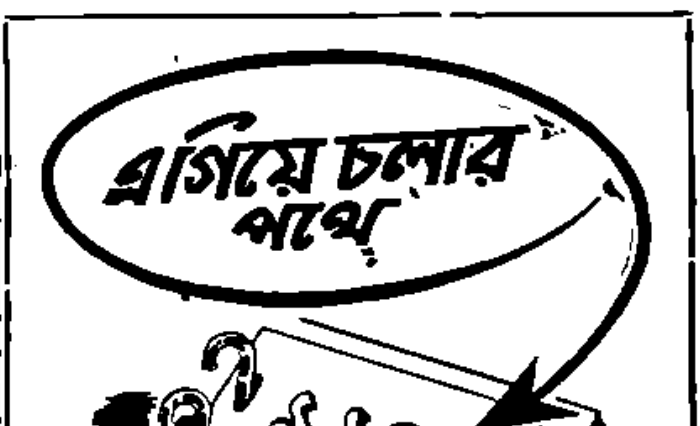

আর্থিক জগতের নিয়মাবলী

(১) 'আর্থিক জগৎ' প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

(২) ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা, বার্ষিক মূল্য সডাক ৯৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৪৷৷০ আনা। ছয় মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। কোন সংখ্যা না পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে, নতুবা আর পাওয়া যাইবে না।

(৩) গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই সপ্তাহ হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

(৪) নমুনা চাহিয়া পাঠাইলে তাহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

(৫) মূল্যাদি ব্যতীত টাকাকড়ি এবং অন্য সমস্ত চিঠিপত্র ম্যানেজার, 'আর্থিক জগৎ', ১২১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

লিখুন—
ম্যানেজার,
আর্থিক জগৎ,

ফোন—বহুবাজার ৩০৩৭ ১২১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এগিয়ে চলার পথে

১৯৩৩ নূতন বীমা ২৫৯৩৮ ৯০৭৯১ টাকার উপর

গত বৎসর হইতে ১০০৲ বীমা বৃদ্ধি

ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ

অসংখ্যের তৈরী

রবার ব্লথ
ফট ওয়াটার ব্যাগ
আইস ব্যাগ
এয়ার রিং ও কুশন
স্প্রাওয়া ডুস বালিস
ডেসরী দস্তানা ও এপ্রন ইত্যাদি

আমাদের তৈরী

ডাক্‌ব্যাক্

ওয়াটারব্রুকের মতই
ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ
ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

নিউ এশিয়াটিকের ক্রমোন্নতি—

বৎসর	মূল বীমা	প্রিমিয়াম বাবদ আয়
১৯৩৪	১৫,৩৮,৫০০	৫৫,৫৩৭
১৯৩৯	৫০,১১,০০০	৬,৫০,০০০
১৯৪২	৬০,৪০,৫৫৫	৯,৫১,১৩১
১৯৪৩	১,০০,০০,০০০	(এক কোটি টাকার উপর)

সর্ব্বপ্রকার বীমার জন্য—

দি নিউ এশিয়াটিক ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস
নিউ দিল্লী।

কলিকাতা অফিস
৮ নং হেয়ার ষ্ট্রীটের মোড়।

বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে প্রতিভাশালী কর্ম্মী আবশ্যক।

অনুমোদিত মূলধন—৭৫,০০,০০০৲ টাকা।
বিক্রীত মূলধন —২৮,০০,০০০৲ টাকা।

চেয়ারম্যান—বি এম বিড়লা (এক্সোয়ার)

শিশু ও রোগীর একাধারে পথ্য ও পানীয়।

BAAS. প্রেসিডেন্সী প্রেস, কলিকাতা—আশ্বিন মাসে জেনে ইন্দ্রনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

সপ্তম বর্ষ] Monday, 15th May, 1944, সোমবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ [৩য় সংখ্যা

আয় ও আয়ু

অযত্ন আয়ু লইয়া যেন অকালে যাই,—যাহার অবর্তমানে আত্মীয়ের চিত্তচিন্তা থাকে না, যাহার পরিবার নিরাশ্রয় নয়। অথচই আয় ও আয়ু বর্তিতেই অভিজ্ঞতার অভ্র সঞ্চয় করা অত্যাবশ্যক কর্তব্য। জীবন বীমা করা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক, তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের অভিজ্ঞ কর্মচারী আপনার নিকটেও আসিতে পারে। যেন অফিসে পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার উপযোগী বীমাপত্র নির্বাচনের সহায়তা পাইবেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস : কলিকাতা

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

অন্যান্য কলিকাতা অফিস—

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, ডিব্রুগড়, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, সোনাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ফেনী, ফতেহাবাদ, ব্রাহ্মণপুর, ডলপাইগুড়ি, বর্ধমান, শিলাগঞ্জ, মৌলভীবাজার, পূর্ণিয়া, পাটনা, মেহেরপুর, আরা, রাঁচী, জামসেদপুর, জামশেদপুর।

কার্যকরী অফিস—

১,০০,০০,০০০ এক কোটি টাকার উপর

এতদেশী ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি পাল।

দি হিন্দুস্থান সল্ট ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা

হেড অফিস—৩১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট।

ফ্যাক্টরী—ডায়মণ্ড হারবার, ডায়মণ্ড হারবার।

শ্রীসুরেশ্বর ঘোষ

ম্যানেজিং এজেন্টস্,

মেসার্স—অমলার্ড এজেন্সী।

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী

আর্য্যস্থানে

বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিংস

১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

কলিকাতা।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ

এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৮৩ সাল

●

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ	৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ	১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ	৮,৩৮,৪০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ দুর্দ্দশার হাত হইতে আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চীফ এজেন্টস

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৮১৫, লাইব্রেরী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন নং: [illegible]

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ধারবাজার, ধানবাদ, বরিশাল, খুলনা।

পাইকা ব্রাঞ্চ :—লোহারী রোড, বারাণসী।

[illegible] সুদের হার [illegible]

কারেন্ট—২% সেভিংস—২%

ফিক্সড ডিপোজিট—৩% হইতে ৪% পর্য্যন্ত

সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা প্লাস রেহন [illegible] সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডাঃ অবনীকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

একটী জাতীয়-প্রতিষ্ঠান

দি সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন

কোং লিঃ

ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্য্যে, ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত।

ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কলিকাতা ম্যানেজার,

৭, ওল্ডকোর্ট হাউস, কলিকাতা।

বাংলার বস্ত্র শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল	২নং মিল
মুটিয়া (মর্শিদা)	কেলবরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস :—

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ মুটিয়া বাজার (মর্শিদা)

রেজিষ্টার্ড প্রবর্ত্তক স্থাপিত—১৯২৯ ফোন: বি, বি ৪১৮

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

চেয়ারম্যান—শ্রীমতিলাল রায় (প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা)

হেড অফিস—৬১, বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—চন্দননগর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও রাজসাহী।

চলতি ও সেভিংস হিসাবে সুদ যথাক্রমে ২॥০ আনা ও ২৷৷০ টাকা।

ফ্যাস সার্টিফিকেট—প্রতি ২১৷০, ৪০৲, ৮০৲, ও ৮৪০৲ টাকায় ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদে যথাক্রমে ২০৲, ৫০৲, ১০০৲ ও ১০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।

স্থায়ী আমানত, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ওভারড্রাফ্‌ট ও লোন সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলেই জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে লেনদেন ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়বিক্রয় করা হয়।

SOUTH-1278

ডুপ্লেক্সে

মিত্র মুখার্জ্জীর গহনা

ইণ্ডিয়ান ফেব্রিক্সের

শাড়ী ও পোষাক অতুলনীয়

[illegible]

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৭ম বর্ষ	কলিকাতা, ১৫ই মে, সোমবার, ১৯৫৬	৩য় সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১৪৯-১৫১	অন্ন-বাস্থ্য ও আমার উন্নতির সমস্যা	১৫৫
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১৫২	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১৫৬-৬৭
মায়া কন্যা	১৫৩	কোম্পানী প্রসঙ্গ	১৬৮-৬৯
আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন ও ভারতবর্ষ	১৫৪	বাজারের হালচাল	১৭০-৭৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

'টৈক্সিক' বনাম 'সাবসিডি'

দুদ্ধের পরে এদেশে শিল্প-সংরক্ষণ সম্পর্কে কি নীতি অবলম্বিত হইবে তাহা নিয়া সরকারী মহলে গবেষণা সুরু হইয়াছে। মি আর কে নেহেরু এই বিষয়ে তাঁহার অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক অবস্থার ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি বুঝিয়া যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কমিটীর পরামর্শদাতৃরূপে তিনি ঐ সম্পর্কে উপযুক্ত সরকারী কার্য্যনীতি স্থির করিবার চেষ্টা করিবেন। শিল্প-সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্তমানে যথেষ্ট প্রশ্ন নিয়া আলোচনা হইতেছে। প্রকাশ বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে এদেশের শিল্প-ব্যবসায়কে রক্ষা করিবার জন্য সরকারীভাবে উহাদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করা যে একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে আজ আর কাহারও মনে বিশেষ কোন দ্বিধা নাই। প্রশ্ন কিন্তু বিষয় দাঁড়াইয়াছে টৈক্সিক বা রক্ষণ-শুল্ক দ্বারা দেশীয় শিল্প সম্পর্কে সে পৃষ্ঠপোষকতার ভার অবলম্বন করা হইবে, না সাবসিডি বা অর্থ সাহায্য দ্বারা তাহাদিগকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করা হইবে। অর্থনৈতিক নীতিবাদের দিক হইতে এই প্রশ্ন উঠিবার সঙ্গত কোন কারণ নাই। তবে এই বয়সের প্রশ্ন সমাধানের মধ্যে আপাতত শিল্পোন্নতির দাম ধার্য করিয়া কমিয়া যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। উন্নয়নের উন্নতিশীল দেশের গবর্ণমেন্টসমূহ, স্বাধীন শিল্প-প্রসারের জন্য টৈক্সিক ও সাবসিডি এই উভয়বিধ পন্থাই কার্য্যকরীভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

তাহাতে শিল্পোন্নতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইলে এদেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষেও সেভাবে কার্য্যধারা অবলম্বনের আর বাধা নাই। শিল্প ব্যবসায়ের উপর টৈক্সিক ও সাবসিডির প্রতিক্রিয়া প্রায় একই রূপ। দুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী শিল্প-ব্যবসায়গুলি কম খরচে মাল উৎপাদন করিয়া যেরূপ সস্তা দরে তাহা চালান ও বিক্রয় করিতে পারে কোন নব-প্রতিষ্ঠিত দেশীয় শিল্প কারখানার পক্ষে সেরূপ কম দরে মাল সরবরাহ করা সম্ভবপর নহে। এরূপ ক্ষেত্রে বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য বিদেশাগত মালের উপর উপযুক্ত পরিমাণ রক্ষণ-শুল্ক ধার্য্য করিতে হয়। রক্ষণ-শুল্ক দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে দেশীয় শিল্পের জন্য 'সাবসিডির' ব্যবস্থা করিয়াও সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন। পক্ষান্তরে শুল্ক বেশী ধরিয়া দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মত কম দরে মাল বিক্রয় করিতে সক্ষম হয় না। কম মূল্যে মালপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থার ফলে সরকারী অর্থ সাহায্যে পরিচালনের ব্যবস্থা হইলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এই অসুবিধা সহজেই কাটাইয়া উঠিতে পারে। তাহাতেই দেশীয় শিল্প-ব্যবসায়ের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিলে টৈক্সিক ও সাবসিডি এই দুইয়ের কোনটাকেই একরূপ বলা চলে। উহাদের মধ্যে যিনু পার্থক্য তাহা লক্ষিত হয় রক্ষণাবেক্ষণের উপর চাপ সৃষ্টির দিক দিয়া। কোন শিল্পকে টৈক্সিকের সুবিধা দিলে রক্ষণ-শুল্কের পরিমাণ অনুযায়ী দেশী মূল্য দিয়া ক্রেতাসাধারণকে সে শিল্প-দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়। দেশের ধনী ও মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর লোককেই ক্রেতা হিসাবে সে বোঝা বহন করিতে হয়। অন্যদিকে সাবসিডি বা অর্থ সাহায্য প্রদান করা হইলে গবর্ণমেন্ট সে টাকা আদায় করেন ট্যাক্স-দাতাদের নিকট হইতে। দেশের অপেক্ষাকৃত সচ্ছলশ্রেণীর লোকদের উপরই সরকারী ট্যাক্সের বোঝা বেশী করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কাজেই সাবসিডি বা অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থায় দেশের দরিদ্র লোকেরা উহার চাপ হইতে অনেকটা রেহাই পায়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে টৈক্সিকের তুলনায় সাবসিডিই অধিকতর উপযোগী বলা চলে। যাহা হউক, দেশের আর্থিক কল্যাণের জন্য শিল্পের প্রসার ও উন্নতি যখন একান্ত প্রয়োজন তখন টৈক্সিক ও সাবসিডির প্রশ্ন সমাধানের নামে সেই কর্ত্তব্য-কার্য্য উপেক্ষা করিয়া থাকা গবর্ণমেন্টের পক্ষে অনুচিত। টৈক্সিকই হউক আর সাবসিডিই হউক একটা কিছু সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্য-নীতি অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্ট অচিরে দেশীয় শিল্পের যথোচিত সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করিলে উহাই দেশের লোক তাঁহাদের নিকট প্রত্যাশা করে। নিছক আলোচনা ও গবেষণার সময় শেষ না করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি সেরূপ সুনির্দ্দিষ্টভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন তাহাই আমরা কামনা করিতেছি।

ইনফ্লেশনের পরে ডিফ্লেশন্

যুদ্ধের সময়ে ইনফ্লেশন সৃষ্টির ফলেই বর্তমানে দেশের লোকের যথেষ্ট ক্রয়শক্তি বর্তমান রহিয়াছে। ইনফ্লেশনের ফলে ডিফ্লেশন দেখা দিবে যুদ্ধের পরে মূলধন করিয়া আবার ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্বে প্রচলিত অবস্থায় আসিতে আরম্ভ করে। জাতীয় অর্থ নৈতিক সংগঠনের মূলোচ্ছেদ পুনর্গঠন বিভাগের সভাপতি করিতে গিয়া ব্যবসায়ীমহল বিশেষজ্ঞ মিঃ হি এল মেটা তাঁহার অভিভাষণে সেই সমস্যার কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধ-প্রচেষ্টা চালাইতে গিয়া বর্তমানে গভর্নমেণ্ট দেশে প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। যুদ্ধের পরে নাগরিক হিসাবে টাকার বর্তমান ক্রয়শক্তি বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে, আর অর্থ প্রদান-ক্ষমতা ফলে তখন অর্থ সংকোচনের আরম্ভ সুরু হইবে। এই ডিফ্লেশনের ফলে বিভিন্ন-পক্ষের হস্ত নাগরিক নিজ নিজ ব্যবসায়ে ক্ষয় দেখা দিবে। সেখে মূলধন করিয়া আবার অর্থোৎপাদন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হইবে। এই অবস্থার পরিণতি হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য মিঃ মেটা তাঁহার অভিভাষণে দুইটী পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন, নাগরিক ব্যবসায়ে হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সরকারী ব্যয়-নীতি বিশেষভাবে সংযত না করিয়া গভর্নমেণ্টকে মূলধন অর্থ ব্যবসায়ের নিজ-ব্যবসায়ে ঢালাইতে হইবে। Expansionist Policy অনুসারে গভর্নমেণ্ট যদি জাতি গঠনমূলক কার্য্যাদির উপর জোর দেন তবে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের পরে ডিফ্লেশন প্রতিরোধ করিতে হইলে দেশের নিয়োগকর্তা-দিগকেও মূলধন মূলধন পরিকল্পনা নিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়িয়া তোলার দিকে মনোযোগী হইতে হইবে। তবে এদিক দিয়া প্রকৃত উন্নতি অনেক পরিমাণে গভর্নমেণ্টের মনোভাব ও আর্থনীতিক উপরই নির্ভর করিবে। নিয়োগ সমূহের প্রসারের জন্য গভর্নমেণ্টকে সামাজিক নিজ সাহায্য প্রদানে প্রস্তুত হইতে হইবে। এ বিষয়ে নিয়োগকর্তাদিগকে যথোচিত সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে। জন-কল্যাণ ও জন-স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হইয়া গভর্নমেণ্ট যদি সেভাবে কাজে প্রবৃত্ত না হয় তবে নিয়োগকর্তার চেষ্টা সর্বত্র সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার আশা কম।

যুদ্ধের পরে ডিফ্লেশন প্রতিরোধ সম্পর্কে মিঃ হি এল মেটার উপরোক্ত নির্দেশ ও মন্তব্য আমরা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। ডিফ্লেশনের ভয়াবহ পরিণতি হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্য এখন হইতে গভর্নমেণ্ট ও দেশবাসীর সকলের এদিকে ঐ বিষয়ে নিয়োগকর্তা হওয়া প্রয়োজন।

বহির্বাণিজ্যের বিপর্যয়

সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের যে হিসেবের মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা আতঙ্কিত হইয়াছি। আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর আধিক্য হওয়ার হিসেবের সহিত থাকিলেও, এতদিন প্রতি মাসেই ভারতের একটা অনুকূল উদ্বৃত্ত দেখা যাইতেছিল। কিন্তু এবার হিসেবের মাসে সেদিক দিয়া একটা ব্যতিক্রম সূচিত হইয়াছে। ঐ মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১২ কোটী ১৯ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে, অন্যদিকে বাহির হইতে মোট ১২ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকার নীলপত্র এদেশে আমদানী হইয়াছে। ফলে ঐ মাসে বহির্বাণিজ্যের হিসাবে ভারত-বর্ষের মোট ৫৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখা দিয়াছে। এই যুদ্ধের সময়ে অনেক দিক দিয়া অনেক বিপর্যয় ভারতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। এক্ষণে রাজনীতিক্ষেত্রে যেরূপ যুদ্ধের গতি এবং যুদ্ধ-পরিস্থিতি যেরূপ জটিল হইয়াছে, তাহাতে বহির্বাণিজ্যের এই নূতন বিপর্যয় সম্ভাই খুব আশ্চর্য্যের বিষয়।

রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বেশী হইলেই তাহা সব সময় দোষনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যুদ্ধের সময়ে দেশে খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, কাগজ ও যন্ত্রপাতির যে বেশী রকম অভাব দেখা দিয়াছে তাহাতে বাহির হইতে এই সমস্তের চালান বাড়িয়া তাহাতে বহির্বাণিজ্যের খাতে কিছু ঘাটতি দেখা দিলেও আমরা তাহা কিছুমাত্র পরিতাপের বিষয় বলিয়া মনে করিতাম না। কিন্তু সেভাবে বর্তমান ঘাটতির সূচনা হয় নাই। আলোচ্য হিসেবের মাসে ভারতবর্ষে গত বছরের মাসের তুলনায় খাদ্যশস্য ও কাপড়ের আমদানী কম হইয়াছে। যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রের আমদানী বাড়িয়াছে; কিন্তু তাহা অতীব সামান্য পরিমাণে। হিসেবের মাসে একটা বিশেষ মূল্যবান তুলনায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখা যায়নীর বাহির হইতে আমদানী তাহা হইয়াছে। তাহা হইতেছে বিলাতী মদ। গতবছর মাসে ৩ লক্ষ টাকার মদ আসিয়াছিল। হিসেবের মাসে সেই স্থলে ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার মদ আসিয়াছে। যাহা হউক আমদানী-বাণিজ্যের এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও বহির্বাণিজ্যের হিসাবে এবার ঘাটতি দেখা যায় নাই। এবার ঘাটতি দেখা দিয়াছে রপ্তানী-বাণিজ্য অস্বাভাবিকভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ার জন্য। গত মার্চের মাসে ভারত হইতে বিদেশে ৫২ কোটী ৯০ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। হিসেবের মাসে সেই স্থলে যায় ১২ কোটী ১৯ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। বিভিন্ন পণ্যের দিক দিয়া রপ্তানী-বাণিজ্যের গতি আলোচনা করিলে দেখা যায়, এতদিন ভারত হইতে যে সব প্রধান প্রধান শ্রেণীর পণ্য রপ্তানী হইত এবার তাহাদের প্রায় সকলের রপ্তানীর পরিমাণই হ্রাস পাইয়াছে। গত মার্চের মাসে ভারত হইতে ৪ কোটী ১৬ লক্ষ টাকার চা, ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকার পাট ও ৪ কোটী ১৫ লক্ষ টাকার পাটের থলে ভারত হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। হিসেবের মাসে এ সমস্ত করিয়া যথাক্রমে ১ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকা, ৪৮ লক্ষ টাকা ও ৩ কোটী ২১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। প্রধান প্রধান জিনিষের আমদানী করিয়া গিয়া এইভাবে বহির্বাণিজ্যের খাতে ঘাটতি দেখা যাওয়া খুবই উদ্বেগের বিষয় সন্দেহ নাই। বহির্বাণিজ্যের এই প্রতিকূল গতি রোধ করিবার জন্য অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ বিশেষভাবে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন।

সোনার বিক্রয়ের বিধিনিষেধ

নূতন সোনার বিক্রয় বিষয়ে সাধারণ বিধিনিষেধ জারী করিয়া গত মে মাসে যে অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছিল বর্তমানে কোন কোন বিষয় তাহা কার্যকরী পরিমাণে শিথিল করার কথা উঠিয়াছে। গভর্নমেণ্ট জানাইয়াছেন, যুদ্ধের পরে বাহির হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর সুযোগ হইবে এবং তখন নূতন করিয়া শিল্প-কারখানা গড়িয়া তোলা যাইবে। ভবিষ্যতের সেই সুযোগ-সুবিধার কথা মনে করিয়া যে সব শিল্পোদ্যোগী পূর্ব হইতে কোম্পানী গঠন ও মূলধন সংগ্রহ করিয়া রাখিতে চান গভর্নমেণ্ট তাঁহাদিগকে অল্পসময়ের সুবিধা প্রদান করিবেন। তবে সর্ত এই থাকিবে যে, শিল্পোদ্যোগীরা যে মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন তাহা তাহা আপাততঃ তাঁহাদিগকে ভারত সরকারের নামমাত্র ঋণ-পত্র ক্রয় করিতে হইবে। যুদ্ধের পরে উপযুক্ত সময় ও সুযোগ আসিলে গভর্নমেণ্ট ঐ টাকা শিল্পোদ্যোগীদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন।

সোনার বিক্রয়ের বিধিনিষেধ শিথিল করা সম্পর্কে গভর্নমেণ্টের এই প্রস্তাব নিয়া গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করিয়াছি। শিল্পের মূলধন সংগ্রহে সাহায্যের চেয়ে নাগরিক ঋণ নিয়োগই যে গভর্নমেণ্টের এই প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। ব্যবসায়ীমহল মিঃ হি এল মেটার বিবৃতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিয়া আন্তরিকতার সহিতই প্রস্তাবটীর বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। শিল্পোদ্যোগীদের দিক হইতে বিশেষভাবে

করিয়া তিনি বর্তমান প্রস্তাবটিকে সর্বথা আপত্তিজনক বলিয়া মন্তব্য করিতেও কসুর করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, সর্বশেষে ভবিষ্যতে নিজ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে শিল্প-ব্যবসায়ীদিগকে মূলধন সংগ্রহ করিতে বাধিবে ও আপাতত সাময়িক ঋণ-পত্রে আদা বিক্রয় করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই মূলধন যে ভবিষ্যতে উদ্দেশ্যমতভাবে শিল্প-ব্যবসায়ে খাটান যাইবে সে বিষয়ে সর্বশেষে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিতেছেন না। ভবিষ্যতে ইতর শ্রেণীর শিল্প গড়িয়া তোলা সরকারী-ভাবে অনুমোদনযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে সর্বশেষে এখনও তদ্বিষয়ে কোন কিছু বলিতে পারিতেছেন না। তাহা ছাড়া বর্তমানে যাহারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন নিজের ব্যাপারে ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে কোন প্রাথমিক সুবিধা প্রদানের সর্বশেষে কোন নিশ্চয়তা দিতে অক্ষম। সুতরাং পরে শিল্প-ব্যবসায় সম্পর্কে যদি কোন নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রয়োগ করার নিদান হয় তবে পূর্বাহ্নে মূলধন সংগ্রহ করিয়া রাখা বা সাময়িক ঋণ-পত্র কিনিয়া রাখার অনুমানে সেই নিয়ন্ত্রণ-নীতির হাত হইতে নিস্তারোপায়কে অন্যায়ভাবে নিবারণ কোন কথা থাকিবে না। শিল্প-ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত টাকা প্রত্যর্পণের সময়ও সর্বশেষে তাঁহাদের ইচ্ছামত নির্ধারণ করিবেন। এই অবস্থায় সর্বশেষের বর্তমান প্রস্তাব দেখিয়া কোন নিস্তারোপায় অনুসন্ধানে নিজেদের আগ্রহশীল হইবেন না বলিয়াই মি: বিড়লা মনে করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধের সুরু হইতে সর্বশেষে এদেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। নানা বিভিন্নিষেধ প্রয়োগ করিয়া বর্তমানে শিল্প প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করা হইতেছে। শিল্পের জন্য মূলধন সংগ্রহ করিয়া রাখিবার যে নূতন প্রস্তাব তাঁহারা উপস্থিত করিয়াছেন উহা কার্যকরী হইলে যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির পক্ষেও তাহা বিষাট অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। মি: বিড়লার এই মন্তব্য খুব সমর্থনযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই।

অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ বণ্টনে গলদ

লবণ, তিসি, কয়লা, কেরোসিন ও সরিষার তৈল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ সম্পর্কে বাঙ্গলার লোকের দুঃখ-দুর্দশা অবর্ণনীয় হইয়া দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের সময় চাহিদার তুলনায়ত্রীয়ের যোগান কম হওয়ায় সর্বশেষে এগুলোর চলাচল ও ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ পেট্রল পরিবহণ করা যায় তাহার সমস্তই বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের ভিতর সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া তাঁহারা কথা দিয়াছিলেন। লবণ, তিসি, কয়লা ও কেরোসিন প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে লাইসেন্স দেওয়ার রীতি প্রবর্তন করিয়া সর্বশেষেই ব্যক্তিবিশেষে সেই ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে অগ্রসর হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সাধারণ দুর্নীতির ফলে জিনিষগুলি মুষ্টিমেয়ের হাতে বিক্রয়ের বিরা বর্তমানে একটি ফেঁপে ফেলা সুরু হইয়াছে। সরকারী অফিসের ও তাঁহাদের অনুগ্রহভাজীরা অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ বণ্টনে কড়ুত্ব ও তাগাদের সুবিধা পাইয়া মোটা মোনাফার একটা বেশী পরিমাণ অংশ অনেক স্থলে নিজেদের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত রাখিতেছেন। সরকারী অফিসের ও তাঁহাদের অনুগ্রহভাজনের অপরিমিত লাভী পূরণ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই শুধু জনসাধারণের ভিতর বণ্টনের জন্য নির্ধারিত করা হয়। ফলিকাতা ও মফঃস্বলে এই দুর্নীতি দীর্ঘকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। আর তাহার পরিণামে দেশের বহির্ভ ও অসহায় লোকেরা অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অসুস্থ ভাবে ক্ষোভ করিতেছে। সরকারী অফিসগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার সুবিধা জনসাধারণের কম, সহজে তাহার প্রতিকার পাওয়াও কঠিন। তাহেই ব্যাপারটি এতদিন শুধু কানাঘুষাতেই বিষয় ছিল। তার রহিমাক্ষ নারায়ণ সম্প্রতি কলীয় ব্যবস্থা পরিষদে এ সম্পর্কে একটা মুলতুবী প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া এই জেণীর অভিযোগ সম্পর্কে সর্বশেষের আশু মনোযোগ প্রদর্শন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। তিনি বলিয়াছেন, সর্বশেষে বিভিন্ন এলাকায় বণ্টনের জন্য লবণ, তিসি, কয়লা ও কেরোসিন প্রভৃতি যেসব অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ পাঠাইতেছেন সরকারী কর্তৃপক্ষদের পক্ষপাতিত্ব ও অব্যবস্থার জন্য এই দুর্দিনে আমার বেশী অংশ অসাধু-ব্যবসায়ীরা আত্মসাৎ করিতেছে। জিনিষপত্র বণ্টনের ব্যাপারে সাধারণের তুলনায় যেসব ব্যক্তিরা, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, মহকুমা হাকিম ও অন্য সরকারী বড় অফিসারেরা যেরূপ সুবিধা ভোগ করিতেছেন। সরকারী অফিসার ও তাঁহাদের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিরা অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের একটা বেশী পরিমাণ অংশ নিজেরা গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া উহাদের খুব কম অংশই সাধারণের কাছে পৌঁছিতেছে। ফলে মফঃস্বল অঞ্চলে লবণ, তিসি, কয়লা ও কেরোসিন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ দুষ্প্রাপ্য হইয়া দেখা দিয়াছে। ডাঃ নারায়ণ এই প্রসঙ্গে ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের বেসরকারী লোকের দুঃখ-দুর্দশার বিষয় করিয়া উল্লেখ করেন। বাঙ্গলার সরকার কয়লা বণ্টন নিয়ন্ত্রণ সম্প্রতি যে একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছিল সরকারী দুর্নীতির অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিষদ-সদস্যের অভিযোগের তদন্ত তোলা স্থানীয় পত্র হইতে তাহার তিনি উদ্ধৃত করেন। রাজধানী নগরে বহু বিলম্বে সম্প্রতি এক গাড়ী কয়লা পৌঁছিয়াছিল। যে পরিমাণ কয়লা পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে মুনাফাখোর নীতি অনুসরণ করা হইলে কালোবাজারে অন্তত দশ হাজার টাকা পাওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সরকারী অফিসারেরা পক্ষপাতিত্ব করিয়া উহা হইতে ২৫ মণ কয়লা পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে, ১৫ মণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ও ১০ মণ মহকুমা হাকিমকে বিনামূল্যে দিবার নির্দেশ দেন। কয়লা-বিক্রেতা মহকুমা হাকিমকে উপরোক্ত কোটা অনুযায়ী কয়লা না দেওয়ায় সর্বশেষে হইতে তাহার লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেওয়ার হুমকি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই জেণীর ব্যাপার উল্লেখ করিয়া ডাঃ নারায়ণ সরকারী অফিসারদের দুর্নীতি-প্রবণতার সম্বন্ধে সর্বশেষের অনুযোগ আকর্ষণ করেন এবং অত্যাবশ্যকীয় জিনিষগুলি যাহাতে সকল জেণীর লোকের ভিতর সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হয় সেজন্য তাঁহাদিগকে অধিক মনোযোগী বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন।

খেলাধূলার সময় সরকার বিভাগের মন্ত্রী মি: সুরাবর্দী এই সব অভিযোগের উত্তরে বলেন যে, সর্বশেষে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য যে সব মাল সরবরাহ করিতেছেন সরকারী ও বেসরকারী জনসাধারণের ভিতর উহা বণ্টন সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। জিনিষপত্র বণ্টনের ব্যাপারে যে দুর্নীতির অভিযোগ করা হইয়াছে তিনি তদন্তের জন্য অভিনব বলিয়াও করা দেন।

যুদ্ধের সময় নানা ক্ষেত্রে সরকারী অফিসারদের দুর্নীতির কথা আজ বেশী করিয়াই শুনা যাইতেছে। লোকে জানিলেও এই সবের ছোটখাট ব্যাপার আমাদের 'জনপ্রিয়' মন্ত্রীদের কানে নিত্য সাধারণতঃ পৌঁছে না, পৌঁছিলেও তৎপ্রতিকারের জন্য তাঁহারা সমুচিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে বেশীই আগ্রহ দেখান না। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রী বণ্টন সম্পর্কে ডাঃ নারায়ণের উপস্থাপিত অভিযোগগুলি মি: সুরাবর্দী তদন্ত করিবেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। জনসাধারণ এই সব দুর্নীতির কথা শুনিয়া যেরূপ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে ঐ তদন্তের ফলাফল বিস্তারিতভাবে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা সর্বশেষের পক্ষে এবার কর্তব্য বলিয়াই আমরা মনে করি।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

অট্টলোকা সপ্তাহে যুদ্ধের বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নাই। মণিপুর অঞ্চলে জাপানীরা অনেকটা হটিয়া যাইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মধ্য ব্রহ্মে চীনা-বাহিনী বাহিনী অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আকিয়াব ও প্রসাদ মহাসাগরে মিত্র-পক্ষের নৌবাহিনী আক্রমণাত্মক নেতি ধারণ করিয়াছে। চীনের যোগাযোগ ব্যবস্থার জাপানীরা আর পাইলেও অনেকটা আঘাত করিতেছে।

ইউরোপীয় রণাঙ্গনের অবস্থার কোনও উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে ইতালীয় মিত্রশক্তি অধিকতর কর্মতৎপর হইয়াছে। ফুলমাতিনের মার্শাল ভিক্টোর বাহিনী জার্মান সৈন্যদের দুই এক স্থানে পশ্চাদপদ করিয়াছে—ইহারও বিশেষ কোনো গুরুত্ব নাই। ফ্রেঞ্চবাহিনী সেনাবাহিনীর জার্মান-ইতালিয়ান্ বাহিনীকে পশ্চাদপদ করিয়া ঐ বিখ্যাত দখলটী অধিকার করিয়া লইয়াছে। ফলস্বরূপ এখন সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী আরও প্রবল হইয়া উঠিল এবং সোভিয়েট বাহিনীর দখলে আক্রমণের পথ পরিষ্কার হইল।

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যদের আড়ম্বরপূর্ণ মহড়ার সংবাদ আসিতেছে, কিন্তু দ্বিতীয় রণাঙ্গন যে কবে খোলা হইবে তাহার কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না।

• • •

কোন বৎসর পূর্বে জাপান চীনকে আক্রমণ করিয়া কাবুলিয়া দখল করিয়া লয়। তাহার পাঁচ বৎসর পরে আবার চীন আক্রান্ত হয়। তখনকার যুদ্ধ আরও ভীষণ হইয়াছে। নিয়ত চীন কোন অবস্থানের উপর নির্ভর করিয়া, অসুবিধাজনক স্থিতি স্বীকার করিয়া জাপানকে প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছে। কোন জটিল ভাষা চীনকে কেহ প্রথম হয় বৎসর কোনো সাহায্য করে নাই। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা জাপানকেই তখন অগ্রসর হোসাই-য়াছে—চীনকে নয়। পার্ল-হারবার প্রভৃতি আক্রান্ত হওয়ার পর ইংরেজ ও মার্কিনরা জাপানকে শত্রু ঘোষণা করিলেও চীনকে বিশেষ সাহায্য করে নাই। অবশেষে চীন সরকারের প্রতিনিধি ডাঃ সেন্ বলিয়াছেন, "এত আগাগোড়ায় একবিন্দু জল বর্ষণ করে, বিশ্ব-শক্তিবর্গের কাছে চীন যতটুকু আজ সাহায্য পাইয়াছে।" ব্রহ্ম-পথ বন্ধ হওয়ার পর হইতে চীন পূর্বাঞ্চলেরও কম সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। আজ এশিয়ার যুদ্ধে চীনের গুরুত্ব অত্যধিক। একথা বলা বাহুল্য প্রয়োজন যে, চীনেই জাপানের দেশীর ভাগ সৈন্য আটকাইয়া আছে—চীন পরাজিত হইলে এই সমস্ত সৈন্য অন্যত্র যুদ্ধের জন্য ছাড়া পাইবে।

চীনের সমস্যাসমূহের একটা দীর্ঘ—অন্ততঃগুলি জানানো যায় যাহ, সৈন্যদল আছুই রাখা চাই—চীন প্রস্তুত হইবার মত সময় চায়। এই কৌশল প্রথমিক চীনকে অসামান্য সাহায্য করিয়াছে। বর্তমানে জাপান যে নূতন আক্রমণ সুরু করিয়াছে তাহার লক্ষ্য চীনের এই কৌশল ব্যর্থ করা—চীনের সৈন্যবলকে পর্যুদস্ত করা।

ইউরোপে মিত্রশক্তিবর্গ যে সময় দ্বিতীয় রণাঙ্গনে ব্যাপৃত থাকিবে, সেই সময়ের মধ্যে জাপান যদি এই উপায়ে চীনকে পরাভূত করিতে পারে, তবে অনর্থ ঘটিবে। মিত্রপক্ষের ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ করিয়া প্রাচ্যদেশের সহিত চীন স্বল্প ব্যাপৃত হওয়ার নীতি একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইতেও পারে। চীনকে অক্ষিয়ে সাহায্য করা এইজন্যই মিত্রশক্তিবর্গের কর্তব্য।

যুদ্ধের বিষয় এতদিন পরে কুইন ও লাশিও যুদ্ধক্ষেত্রে চীনকে কল দিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে; তবুও অনেকটা চীনের বেশী প্রয়োজন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের। তাহারও ব্যবস্থা করা খুব প্রয়োজন।

• • •

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও ডাইরেক্টরের ডাঃ প্রমথনাথ বসুমল্লিক মহাশয় যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা দেশবাসী মাত্রেরই বিশেষ অনুধাবন যোগ্য। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষক-জীবন ও ছাত্র-জীবন কিরূপ সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জর হইয়া উঠিয়াছে, ডাঃ বসুমল্লিক তাহা বিস্তারিত ভাবে দেখাইয়াছেন। মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপকক্ষেত্রে এই প্রথা যে কী ভীষণ হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

কিন্তু বর্তমানে যাঁহারা আইন প্রণয়নের অধিকার লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ এরূপ সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের চৈতন্য হওয়া অসম্ভব। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে তাঁহারা হিন্দুসম্প্রদায়ের সর্বনাশের দায়ী হইবেন। অধিক এই আইন পাশ করিবেনই। আমরা গত সপ্তাহে বলিয়াছি যে বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল যদি সমস্ত দোষে এই আইন পাশ করিয়া লয় তাহা হইলে প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে বালক-বালিকাগণকে সরকারী ও সরকার প্রভাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাড়াইয়া লইতে হইবে এবং হিন্দু বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠনে মনোনিবেশ করা কর্তব্য হইবে। বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে বাঙ্গলায় একটী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যদি তাহা সম্ভবপর না হয় তবে হিন্দুসমাজকে মুসলিম ঐক্য ইসলামী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা যেমনভাবে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অন্য কোন প্রদেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এফিলিয়েটেড করিয়া লইতে হইবে। এই ভিন্ন বিদ্যা হিন্দুদের এখন হইতে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

• • •

মহাত্মাজির খাদ্য সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি তাহার তাঁহার খাদ্যের অবস্থার কোন অবনতি ঘটে নাই। তবে গত ১১ই মে তারিখে পুনা হইতে ডাঃ জীবরাজ মেহতা এবং বোম্বাই হইতে ডাঃ গিল্ডার ও ডাঃ সুশীলা নায়ার মহাত্মাজির খাদ্য সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মহাত্মাজির পক্ষে সুস্থ হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে যে সময় লাগিবে তাহা বুঝা যায়। ডাঃ মেহতা বলেন, "অ্যানেমিয়ার ফলে গান্ধীজীর রক্তহীনতা দেখা দিয়াছে এবং তাঁহার হৃৎপিণ্ডের কাজ সন্তোষ-জনক হইতেছে না। তাঁহার শরীর দুর্বল এবং স্নায়ুমণ্ডলের পেশীসমূহে তেমন শক্তি নাই। মহাত্মাজি অল্পক্ষণ কথাবার্তা বলিলে অথবা কথা শুনিলে ক্লান্ত হইয়া পড়েন। অবশ্য আমি বিশ্বাস করি যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মহাত্মাজি সারিয়া উঠিবেন। তবে এখন তাঁহাকে পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইবে।" তাঁহার পরে গত ১২ই তারিখে বোম্বাই হইতে ডাঃ গিল্ডার এবং ডাঃ সুশীলা নায়ার যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে ১১ই তারিখে রাত্রে মহাত্মাজির নিদ্রা হইয়াছে, তবে তিনি এখনও অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত আছেন। মহাত্মাজির স্বাস্থ্যের এই অবস্থার কথা শুনিয়া দেশবাসীকে আরও কিছু দিন পর্যন্ত উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইবে।

•

ইতিমধ্যে মহাত্মাজির কারামুক্তির ফলে দেশের রাজনীতিক অচল অবস্থার অবসান হইবে কি না তৎসম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। অন্তরবাজার পত্রিকার লণ্ডনস্থিত

(১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নানা কথা

ইংলণ্ডের অর্থসচিব সার জন এণ্ডারসন সম্প্রতি বৃটীশ পার্লামেণ্টে ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট সম্পর্কে জানাইয়াছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও উহারা ব্যবসায় সমর সম্ভারের সরবরাহ করিবার পূর্বে ইংলণ্ডকে ১০০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এবং এতদতিরিক্ত আরও ২০০ কোটী পাউণ্ড ঋণ করিয়া সমর সম্ভার সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে ইংলণ্ড যে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে তাহার মধ্যে বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিশ্ববিখ্যাত এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা পুস্তকের স্বত্বখানির বিক্রয় অন্যতম। বৃটীশ সাম্রাজ্য বলিয়া নহে এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার মত পুস্তক ইংরাজজাতির গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষ্যদান করিবে। এমন পুস্তকের স্বত্বখানির হস্তান্তর ব্যাপারে শিক্ষিত ইংরাজ মাত্রই ব্যস্তমুখ হইবেন। অথচ চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়াকে মূল্যদানের প্রকাশ করিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার স্বত্ব পুনরায় ইংলণ্ডের জন্য এখন হইতেই ইংলণ্ডে বিশেষভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

কর্মসংস্থান দিক হইতে বোম্বাই পরিকল্পনার অন্যতম বিশেষ সমালোচনা করিলেও উহার মূলনীতি অর্থাৎ কৃষি-শিল্প সমানে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নত করার যৌক্তিকতা সকলেই সমর্থন করিতেছেন। এমন কি কলিকাতায় মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি খান বাহাদুর মি এ মোসায়ীও উহা নীতির দিক হইতে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মুসলীম লীগ এই পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী। উহারা নিজস্ব মুসলমানদের জন্য একটী পরিকল্পনা প্রণয়ন মনোনিবেশ করিয়াছেন। দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সাময়িক পরিকল্পনা বিফল হইতে পারে তাহা আমাদের দৃষ্টির অনবিদিত। যারা হউক লীগ যদি এমন কোন অর্থনীতিক কর্মপন্থার নির্দেশ দিতে পারেন যাহা দ্বারা একমাত্র মুসলমানগণই উপকৃত হইবে তাহা হইলে তাহাদের হিন্দু, শিখ, ভারতীয় খৃষ্টান, এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিজেদের হিতার্থে এক একটী পরিকল্পনা স্থির করিয়া তাহা বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে না।

বর্তমান অর্থনীতিক সম্মেলনে বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মি জে সি দাস এমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্তমানে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৫০ কোটী টাকার কম নহে। ইদানীং বিভিন্ন বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের যে সমস্ত তথ্য জানিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মি: দাসের এই অনুমান বিশ্বাস করিতে মন চায় না। কয় বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী পরিচালিত সমস্ত ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধন (আদায়ী মূলধন, আদায়যোগ্য, সঞ্চয় তহবিল ইত্যাদি) ৫ কোটী টাকাও ছিল কিনা সন্দেহ। কয় বৎসরমধ্যে উহা ১০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ইদানীং বাঙ্গালার বাহিরের ব্যক্তিগণ যে ভাবে বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিতেছেন এবং বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের দেয়ার স্টক ক্রয় করিতেছেন তাহাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর এই সাফল্যে শেষ পরিণতি কোথায় তাহা এখনও বলা যায় না। বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কের বিলাসপনা খুব হইতেছে আশিয়া আমরা এতদূর অগ্রসর হইয়াছি না—সেই পর্যন্ত বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কে বাঙ্গালীর প্রভাব কতটা থাকিবে তাহা আশিয়াই একথা বলিতেছি।

মহীশূর রাজ্যে কৃষকদের কল্যাণের জন্য যে অর্থনীতিক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহা বোম্বাইয়ের সর্বজনপ্রিয় পরিকল্পনা অপেক্ষা অধিকতর আশাপ্রদ। বোম্বাইয়ের পরিকল্পনায় ১৫ বৎসর কালের মধ্যে দেশের আয় দ্বিগুণ আর দ্বিগুণ বর্ধিত করিবার আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু মহীশূরের পরিকল্পনায় ৫ বৎসর কালের মধ্যে উক্ত লক্ষ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির আয় দ্বিগুণ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করা হইয়াছে। এই জন্য মহীশূর সরকার মূলধনে প্রথম বৎসরে ১০ কোটী টাকা এবং তৎপরবর্তী ৪ বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে ২০ কোটী টাকা করিয়া মোট ১০০ কোটী টাকা ব্যয় করিবেন। মহীশূর সরকার অধিক করিয়া উক্ত রাজ্যের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং বিবিধ শিল্পের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত দেশের সরকারকে ৯০ কোটী টাকা অর্থ ব্যয় করিয়া বিশেষ সাহায্য অর্জন করিতেছেন। মূলতঃ উঁহারা যে অতীপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইবেন তাহা খুবই আশা করা যায়।

বরদার এক ভারতের প্রত্যেক রেলপথসমূহে ব্যবহারোপযোগী ইঞ্জিন প্রস্তুতের জন্য কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে টাটা কোম্পানী ও ভারত সরকারের মধ্যে পরামর্শ চলিতেছে শুনিয়া সকলেই সুখী হইবেন। এই কার্যের জন্য টাটা কোম্পানীর মত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে আর কেহ নাই। প্রকাশ যে, টাটা কোম্পানী গবর্ণমেণ্টের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন কালে ভারতীয় রেলপথসমূহের জন্য টাটা কোম্পানীর কারখানা হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইঞ্জিন ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুতি দিবেন। গবর্ণমেণ্ট নির্দ্বিধা বলিয়া এদেশে রেলের ইঞ্জিন প্রস্তুতের কোন সাহায্য না করিয়া বর্তমান যুদ্ধে রেলপথে সৈন্য ও সমর সম্ভার আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে যে প্রকার বিঘ্ন হইয়াছে এবং এই নির্দ্বিধার জন্য রেল ভ্রমণে ও মালপত্র আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে দেশবাসীর যে প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে টাটা কোম্পানীকে উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁহাদের কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

'ইউনাইটেড প্রেস' জানাইতেছেন যে, বোম্বাইয়ের সেনাপতি মি এম বেব এণ্ড কোম্পানীর মি: মাস্তাপ্পার পাইনী এবং মি: বিরেন চৌধুরীর উদ্যোগে বোম্বাইয়ে একটী জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপনের আয়োজন হইতেছে। উক্তিমধ্যেই কারখানার জন্য জমি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে কাজ সুরু করা হইয়াছে। এই কারখানায় প্রথমে ট্রলার, মালবাহী বজরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে এবং তৎপর উহাতে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণেরও ব্যবস্থা হইবে। ইতিপূর্বে মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টমে সুপ্রসিদ্ধ শিপিয়া ব্রিদ কোম্পানীর উদ্যোগে একটী ডিপো জাহাজ নির্মাণ শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যদিও গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা না পাওয়ার জন্য উহারা এখন পর্যন্ত কার্যক্ষেত্রে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বাঙ্গলায় এখনও এই বিষয়ে কোন আগ্রহের চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। সুখের বিষয় মহীশূরকে বাঙ্গলার মহীশূরে ট্রিবলকের সাহায্যে বাঙ্গী ও মাল জাহাজের এক জাহাজের সহিত বাঙ্গলায় সামুদ্রিক-বাণিজ্যের প্রসার হইবে। উহার ফলে বাঙ্গলার বহু ট্রিবলক, বজরা এবং সমুদ্রগামী জাহাজের প্রয়োজন হইবে। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী প্রধানগণ এই দিকে নজর দিতে পারেন। আমাদের মনে হয় ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটী কোম্পানীর মারফতে এই শিল্পের পত্তন করা যাইতে পারে।

কিছু দিন পূর্বে এক সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে যে, কলিকাতায় মোট ৭১০৬১টী বাড়ী আছে এবং উহার মধ্যে ৫২৪১৫টী বাড়ীই ভাড়াটিয়া বাড়ী। এই সংবাদে আরও প্রকাশ যে, কলিকাতায় অধি-

(১৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন ও ভারতবর্ষ

বড় আড়ম্বরের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া নগরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়া গেল। এবারের সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, কারণের অন্ত নাই। মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যে বেকার-সমস্যা দেখা দিবে, সেই সমস্যার উপযুক্ত কোন কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবারের সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল। ইহা ছাড়া পরাধীন জাতিসমূহের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং তাহাদের সামাজিক জীবন-যাপন লইয়াও এবারের সম্মেলনে আলোচনা হইবে বলিয়া শোনা গিয়াছিল। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘের সভ্য হিসাবে সম্মেলনের যাহাতে প্রত্যেক জাতি যাহাতে তাহাদের শ্রমিক-সমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করিবার প্রেরণা পায় এবং এই উদ্দেশ্যে সব দেশের সমর্থনযোগ্য একটী কর্মপন্থা গ্রহণ করে, তাহার জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ তাহার সুদীর্ঘ জীবনে জাতিকে বহু ভাল কথা শুনাইয়াছে, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের মত বৈদেশিক কর্তৃত্বাধীন জন্য তাহাদের মৌলিক সমবেদনার অন্ত ছিল না; কিন্তু কার্যতঃ এই প্রতিষ্ঠান ভারতের জন্য সেদ পর্যন্ত কোনদিনই মাথা ঘামায় নাই। আজ সর্বগ্রাসী মহাযুদ্ধের ফলে তাহার চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে সত্য, বর্তমানে সেই জাতিসমূহের অধিকাংশ জাতিদিগের প্রতি সহানুভূতিশীলতাও কিছু পরিমাণ প্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে; তবু মূলের ক্ষেত্রে এবারের মহাসম্মেলনে অধীন জাতিদিগের স্থান ও দান কেন কেন উল্লেখযোগ্য। এইরূপ আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে যুদ্ধের পরে রাজনৈতিক পরিবর্তন যদি খুব লক্ষণীয়ভাবে নাও হয়, শক্তিমান জাতির শোষণে তাহাদের যত অসহায় বিবাট দেশ যে দুর্ভাগ্য বহন করিতে একরূপ বাধ্য হইয়াছে, সেই অবস্থার নিরসন পড়িয়া থাকিবার লাঞ্ছনা হইতে তাহার এবার মুক্তি পাইবে। শ্রমিক-সম্মেলনে এবারও যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, শ্রমিক-জীবনে আন্তর্জাতিক সমতা স্থাপনের উদ্দেশ্য সেইগুলিতে সুপরিস্ফুট। সম্মেলনের সভাপতিরূপে লিটভিনফের প্রেরিত প্রতিনিধি মিনিষ্টার মি ওয়াল্টার তাঁর অভিভাষণে, শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য অধিবেশন উদ্দেশ্যসমূহের ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যাহা অসমাধানের নৈতিক ভূমিকা করিয়া তাহাদিগকে জীবন উন্নয়নের সুযোগ দিবে। তিনি আরও বলেন, ইউরোপীয়ানের অধিকারের বাহিরে আরও অনেক জাতি, কিন্তু তাহাদের সমস্যাই শ্রেষ্ঠতম জাতি বলিয়া কিছু নাই। তাহাদিগকে তাহারা যে সুযোগ, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য লাভ করিয়া বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের যে কোন জাতি সেই সব সুবিধার অধিকারী হইলে তাহাদের সমান হইতে পারিত। এই সুবিধাগুলি পৃথিবীর সব জাতির আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া বেকারী আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের একমাত্র লক্ষ্য। এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান শুধু ফোজাতিসমূহের স্বার্থরক্ষার জন্য নয়, পৃথিবীর সকলের কল্যাণের জন্য।

সভাপতি মি ব্রাউনের এই বাণী ভালোপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই এক আইনাতিক চার্টারের রাজনৈতিক বাক্যগুলির মত উহার অভিব্যক্তির অবোধ ভারতবাসীর মনে আশার সঞ্চার করিবার মত অনেক কথা আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে সব দুর্বলতা কারণে আটলান্টিক চার্টারের এই সব রাজনৈতিক আদর্শ ভারতের উপর প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন চার্টারের আক্রমণ হইয়া মি চার্চিল অস্বীকার করিয়াছেন, ঠিক সেই কারণেই বর্তমান আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলনের ফিলাডেলফিয়া চার্টারও ভারতের কার্যে প্রযোজ্য হইবে না।

ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য পরিচিতির সাধারণ সম্পাদক মি ডি পি খৈতানকার এই সম্মেলন সম্মেলন, যতদিন পর্যন্ত ভোগ হইতে জনসাধারণকে মুক্তি দিবার শুভ সংকল্প বিশ্বের সকল জাতি সৌজন্যের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়িয়া না তুলিবে, ততদিন আটলান্টিক চার্টারের যথার্থ প্রয়োগ কিছুতেই সম্ভব হইবে না। অবশ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও দেশবাসীর প্রচুর উৎসাহ সত্ত্বেও ভারতে শিল্পোন্নতি সম্ভব হয় নাই, অথচ এই শিল্পোন্নতি না হইলে যুদ্ধের পরে দারুণ বেকারসমস্যা তীব্র বেকার সমস্যা-সমাধানের কোন উপায় থাকিবে না।

এই সম্মেলনে মি ব্রাউনকার যথার্থই বলিয়াছেন যে ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আজ সব চেয়ে বেশী। এদেশের জাতীয় সরকারই ছাড়া এদেশবাসীর বেকার-সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। বিদেশী সরকারের অনুদার ও স্বার্থপর ব্যবস্থার জন্য ভারতবর্ষ এতকাল নিজের দিক হইতে কোন উন্নতি করিতে পারে নাই; অথচ ইংলণ্ড বা আমেরিকার চেয়ে নিম্ন প্রদেশের সুবিধা তাহার কম ছিল না। ভারতে নিম্ন প্রদেশের বাধা ছাড়াও মি ব্রাউনকার শ্রমিক-সম্মেলনে আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমানে ভারতকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য আমেরিকার ও ইংলণ্ডের মধ্যে উদ্যম দেখা যাইতেছে। এই আর্থিক সাহায্য পুরোপুরি ইংলণ্ড করিয়াছিল এবং তাহার সাহায্যের পশ্চাতে ভারতের সভ্যতার কল্যাণ করিবার ইচ্ছা অপেক্ষা নিজেদের স্থায়ী আয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বেশী ছিল বলিয়া ভারতবর্ষ অনেক ক্ষেত্রে বীতশ্রদ্ধ বহু আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়াছে। এবার যদি যায় যেকোনই হয় তবে একথা উল্লেখ করিয়া রাখা প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ তাহাদের নিকট হইতে কণ এহণ করিলেও ভারতের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক জীবনের উপর তাহাদের কোনরূপ অধিকার স্বীকার করিবে না এবং তাহাদের নিকট ঋণী বলিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাহারা কোন বিশেষ সুবিধাই গ্রহণ করিতে পারিবে না।

ভারতীয় প্রতিনিধির প্রতিনিধি মি বহুরাম মেহতা ফিলাডেলফিয়া-সম্মেলনে অভিযোগ করেন যে, পরাধীন দেশসমূহ হইতে সম্মেলনাদিতে যে সকল প্রতিনিধি পাঠান হয় তাহারা জনসাধারণের মনোনীত হন না, পরন্তু বিদেশী সরকার নিজেদের স্বার্থরক্ষার বিশ্বাসী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি করিয়া পাঠান। ইহাতে এই সব প্রতিনিধি দ্বারা কিছু করেন তাহা দ্বারা দেশের সত্যকার মঙ্গল সাধিত হয় না। সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ ছাড়াও মি মেহতা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সর্বাংশে প্রণিধানযোগ্য। এই সঙ্ঘ ২৫ বৎসর ধরিয়া জগতের সকল শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে ইহারা এই সুদীর্ঘ সময়ে এশিয়া বা আফ্রিকার জন্য বিশেষ কিছুই করে নাই। শ্রমিক-সমস্যা শত আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, আছে শুধু আন্তর্জাতিকতা। তাহাদের বিভিন্নবিভাগের পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব হইলে ভারতের শ্রমিক-জীবনে লক্ষণীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারিত। ভারতের শ্রমিকেরা আজও সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ করে। শিশু ও স্ত্রীলোকদের রক্ষা করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা এখানকার কারখানাগুলিতে আজও হয় নাই। ভারতের মত বিপুলায়তন দেশের প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের এই অনুদার ঔদাসীন্য প্রতিষ্ঠানটীর গৌরবের পরিচায়ক নহে।

এই সম্মেলনে পরাধীন দেশসমূহের জন্য মি লিটার রোমিন নামক প্রতিনিধি অনেকগুলি সভাপতি করিয়া একটী কমিটী গঠিত

(১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জন-স্বাস্থ্য ও তাহার উন্নতির সমস্যা

[শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এস-সি]

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অসুখ-বিসুখকে মানুষ ভগবানের মার বলে মেনে নিয়েছে এবং রোগ হলে প্রার্থনা, মানত, ইত্যাদি করে দেবদেবীর করুণাভিক্ষা করেছে। ফলে মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি লাখ লাখ লোককে পঙ্গু করে দিয়েছে। সমাজের শাসকশ্রেণীর বিলাস, আরাম, আমোদ-প্রমোদ, আর্থিক সচ্ছলতা ও সুস্থিরতা বাড়াবার জন্য পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ যতটা হয়, জন-স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োগ হয় তার চেয়ে অনেক কম। তবু সে সব ক্ষেত্রে যেটুকু উন্নতি হয়েছে আমাদের দেশে তাও হয় নি। তার ওপরে আমাদের অশিক্ষিত জনসাধারণের মন মধ্যযুগের কুসংস্কারের মায়া আজও কাটিয়ে উঠতে পারে নি এবং সরকার বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দিক থেকে সে সম্বন্ধে কোন চেষ্টাও নেই। একদিকে বন্যার ফলে অজস্র ফসলভরা অকালে প্রাণ হারায়, আর একদিকে কোলকাতার মত সহরের কুবেরও ব্যবসায়ের বাড়িকেরা না পাওয়ার মায় জানিয়ে পুজার ঘটা পরদা খরচ করে।

আমরা যে দুধে ধান জমির সে দুধের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আর্থিক উন্নতি। অন্য সব কিছু আদর্শ আর্থিক আদর্শের পরে আসতলি পেয়। জীবনের কৃতকার্যতার মাপকাঠি আমাদের টাকা। অধিকাংশ লোকের মধ্যেই দেখা যায় যে, তাঁদের আর্থিক লক্ষ্যটি যদি নিলে তাঁদের জীবন হয়ে যায় লক্ষ্যশূন্য। শাসক-শ্রেণীর এবং শাসকশ্রেণীদের অর্থলোকের উপাসনার সফলতার জন্য কোনরকম সহায় বা আত্মবলিদান থেকে শাসিত জনসাধারণ রক্ষা পায় না। তারা রৌদ্রাগ্নির জন্য পরিশ্রম করে মধু সঞ্চয় করে এই বড়লোকদের জন্য। তাদের শ্রম ভাঙিয়ে খাচ্ছেন তাঁরা আরাম করেন, খাচ্ছে টাকা জমান, শাসন-ব্যবস্থার সহায়তা দেবার অধিকার পান, কিন্তু তাদের খাদ্যের জন্য কোনদিনই তাঁরা মাথা ঘামান না। যদি বা ঘামান ঠিক ততটুকুই ঘামান যতটুকু ঘামায় সহজেরাল গরুর জন্য, পাছে গরুটার অসুখ হলে তার তাদের ক্ষতি হয়। শারিরিকালের সাধারণ জীবন-যাত্রায় লোকের রোগ ঠেকানো সম্ভব নয়। তবে যে বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের তাণ্ডব তাদেরই ফলে হয়তো প্রবাহিত হবে নতুন স্রোত, ফেরে যাবে মানুষের মূল্য। এই একটি বার ফলের জন্যই দুধের প্রয়োজন আজও এই পৃথিবীতে রয়েছে এবং যতদিন মানুষের ওপর মানুষের শোষণ সম্পূর্ণ থেকে বিলুপ্ত না হবে ততদিন দুধের প্রয়োজন থাকবে।

জনসাধারণের খাদ্যোপযোগিতার প্রধান বাধা হচ্ছে তাদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। দেখা গেছে যে, অধিক সন্তানের ইচ্ছা করলেই মাতৃস্বাস্থ্যরক্ষা করতে পারেন, কিন্তু দরিদ্রদের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হয় না। বেকার-সমস্যা প্রতি বছর বহু লোকের মৃত্যুর কারণ হয়। যে ডি বার্নাল বলেছেন যে, অধিকাংশ রোগের মূলেই রোগ অখাদ্য-প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বসনের অভাব এবং কর্মস্থানের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। ১৯৪৮ সালের ফুটবলে খেলার ছিল ১৭,১১,০০০ জন। এদের স্বাস্থ্য-রক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। আর যারা শ্রমিক হিসাবে কাজ করত তাদের আয়-ব্যয় যে কত কম ছিল তা একটি হিসাব দেখলেই বোঝা যাবে :—

সাপ্তাহিক হিসাব

খাদ্য	লোকসংখ্যা	লোক-সংখ্যার শতকরা হিসাব
১০ শিলিং পর্যন্ত	৪ শিলিং	৪৪০০০০০
১০-১৫ শিলিং	৬ „	১০০০০০০
১৫-২০ „	৮ „	৯
২০-৩০ „	১০ „	৩
৩০-৪৫ „	১২ „	৩
৪৫ শিলিং-এর বেশী	১৩ „	৪৪০০০০০ ১০

বয় = ৩০ শিলিং = ১ পাউণ্ড

ফুটবলের মোট লোক-সংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ শ্রমিক। তাদের খাদ্য পরীক্ষা করলে তাদের খাদ্যের অবস্থাটি কেন আলতাভাবেই উপলব্ধি করা যাবে :—

খাদ্য	সাপ্তাহিক খাদ্য-ব্যবস্থার
চাউল চর	৩০ পাউণ্ড
মাখন	৩০ আউন্স
মার্গারিন্	২০ „
মাংস	৩০ „
আলু	১০ „
ডিম	৩ পেন্স
তরকারী	৩০ পেন্স
দুধ	২০ পাউণ্ড
চর্বী	৩০ আউন্স

যে কয়টি খাদ্যের নাম করা হোল সবগুলিই প্রাণধারণের জন্য অপরিহার্য। খাদ্যগুলোর ব্যবহারকে শতকরা কত ভাগ অনুপাতে ধরে জনসাধারণের খাদ্য ঠিকতে পারে তারও একটা হিসাব দেওয়া যায় :—

দুধ	১০%
মাখন	১৫%
ডিম	১০%
ফল	২৫%
তরকারী	২৫%
মাংস	১৫%

অর্থাভাবের জন্য খাদ্যাভাবের ভাবও ঘটে। ফলে জনসাধারণ ভাইটামিন্ এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সবগুলোও পায় না ঠিকমত। এই ভাবে দেহের কর্মশক্তি ও রোগ-প্রতিরোধের শক্তি ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে।

দুধ এবং দুগ্ধজাতীয় খেকে পাওয়া যায় ক্যালসিয়াম। আমরা দেখেছি যে, দরিদ্র জনসাধারণ এই দুটী জিনিষ খুব কম পায়, যার ফলে ছোট শিশুদের হাড় ভাল করে গড়ে উঠতে পারে না এবং ছিকেই রোগ হয়; দৈর্ঘ্যেও তারা বেশী বাড়তে পায় না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তারা অন্ত পাঁচ বছর পর্যন্ত বেঁচে হয় বেশী সম্প্রদায়ের শিশুদের চেয়ে। ডাঃ স্পেন্স পরীক্ষা করে দেখেছেন—(১) শিশুদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগের অখাদ্যের কারণ হচ্ছে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। (২) অধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব নেই, তাই রোগও কম। (৩) শিশুদের দুর্বল দেহে সহজে সংক্রামক রোগ বাসা বাঁধে এবং খারাপ পারিপার্শ্বিকে থাকার জন্য রোগগুলো পাকা হয়। খাদ্যাভাবের ফলে সহরে যে কত প্রসূতি মারা যায় তার ইয়ত্তা নেই।

শিশু-মৃত্যু সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় অন্তঃসত্ত্বা মায়েকে যদি ভালভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্য দেওয়া হয় তাহলে মাতৃমৃত্যুর হারটি শিশু-মৃত্যুর ঘটে, কিন্তু উপযুক্ত খাদ্য না দিলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৪ থেকে ১২টী পর্যন্ত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভাল খাদ্যের অভাব ঘটলে হাজার চেষ্টা করলেও জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে না। খাদ্যে যদি সকলের অধিকার থাকে তাহলে উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ অধিকারও তাদের আসে। টাকা থাকে তবে ওষুধপত্র এবং চিকিৎসা দেয়ে স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখা যায় না। সেই সমস্যা বলা ভাল পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য খরচ করা উচিত। বিশেষের সরকার জনস্বাস্থ্য বিভাগের জন্য যতটা খরচ করেন, খাদ্য ডিপার্টমেন্টের জন্য ওষুধ কিনতে তার টাকা খরচ করেন, জাতীয় খাদ্যের উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করতে তার চেয়ে কম টাকাই খরচ হোক। দুধ, মাখন, ঘাস, ডিম, তরিতরকারী, ফলমূল, তেল, চর্বি, মাংস ইত্যাদি খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে অতি অল্প মূল্যে উৎপাদন এবং সরবরাহ করা যায়, সন্তায় বা বিনা পয়সায় ওষুধ বিতরণের চেয়ে আগে সেই ব্যবস্থার দরকার। আজ দুধের নামে জাতীয় পুষ্টিকর খাদ্যের

যেমন বৃটিশ সরকার নিজের হাতে নিয়েছেন, শান্তির সময়েও এই ব্যবস্থা বাঞ্ছা দরকার। খাদ্যের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা এখন চুলায়ার অপচয়টাকে বন্ধ করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

শুধু খাদ্য বিতরণ করলেই সরকারের কর্তব্য শেষ হোল না। বাড়ীর মেয়েরা, বিশেষ করে গরীব ঘরের মেয়েরা, খাদ্যের গুণাগুণ-মূল্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানে না। তারা খাদ্য নির্বাচন করতে পারে না এবং রান্না করতে গিয়ে ভাইটামিন নষ্ট করে ফেলে। তাই এ বিষয়ে জনসাধারণকে বিশেষ করে মেয়েদের হাতেকলমে শেখানোর ব্যবস্থা সরকারের করা উচিত।

খাদ্যের উপাদান ও তার উপযুক্ত খাদ্যের পরই দরকার হচ্ছে খাদ্যাভাব নিবারণ। দরিদ্র শিশুমৃত্যুর যেখানে বাড়ছে, সেখানে ঘরভাড়ার অস্বাভাবিক অবস্থা তীব্র খুব বেশী। এর ফলে শিশু-রোগের আধিক্য গ্রামাঞ্চলেই বেশী দেখা যায়, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে রোগ। ইংলণ্ডের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, সেখানে প্রতি ১০০ শিশু ১০১৫ জন লোক বাস করে সেখানে ১৯১১ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে গড়পড়তা ৭০ জন; কিন্তু যেখানে ঐ শিশু ০'৫৫ জন লোক বা আরো কম, সেখানে মৃত্যু-সংখ্যা গড়পড়তা ২৪ জন পর্যন্ত কমে গিয়েছে।

ঘর ভাড়ার ফলে কম্বা এবং খাদ্যাভাব বাদা রোগ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া গরিবেরা ভালো, বাতাস, সূর্য, শান্তি কিছুই পায় না। তার ফলে শিশুদের মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে পারে না এবং শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলে। প্রমাণ হিসাবে ব্লাসগোর কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে।

বাড়ীতে ঘরের সংখ্যা	হাজারকরা শিশু-মৃত্যু
১ খানি ঘর	২২'৯
২ ,, ,,	১৬'৫
৩ ,, ,,	১১'৫
৪ ,, ,,	১০'৮

কয়েক ঘরের হিসাবে	হাজারকরা
মেলা	শিশু-মৃত্যু
উইগান	৩৩
ব্যারো	৭২
সাউদ্দাম্পটন	৬৭
লেস্টার	৬৬
ব্রীস্টল	৫১
লিভার্স	৫৫
লিভারপুল	৯৯
বর্মিংহাম	৫৭

অস্বাভাবিক সময় একই কারখানায় নিযুক্ত থাকলে খাদ্যাভাব ঘটে হয়। কারখানা যদি ভারিক পরিশ্রমের হয় তাহলে মেয়েরা ক্ষতি হয়। কারখানায় যদি বেশী মজুরির প্রলোভনে হয় বা অন্য কোন রকম হয় যার জন্য সেখানে অনেক বসে থাকতে হয় তবে তাহলেও খাদ্যের ক্ষতি হয়। বড়লা-পরিচালিত বা কেন লাইন বিভাগে শ্রমিকদের দৈনিক সাড়ে সাত ঘণ্টা থেকে ১১ ঘণ্টা পর্যন্ত খাটান হয়। খাদ্যের জন্য বাদা রকম কারখানা-আইন যে নেই তা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আইনকে ফাঁকি দেওয়ারও বহু উপায় আছে; যেমন বলা যেতে পারে উপরি সময় খাটানোর (overtime) ব্যবস্থা আছে। শিশু বা স্ত্রীলোকদের খাদ্যের সময় কমানোর জন্য আইন আছে, কিন্তু তাদের জন্য আরো নানা রকম। এমনকি ১২ বছরের ছেলেদেরও দিনে ২ ঘণ্টা করে কাজ করানোর অনুমতি আছে। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডে ১৪ বছর বয়সের ওপরের ছেলে-মেয়েদের আইনের দ্বারা এক সপ্তাহে দ্বারা অন্য দিনে ১২ ঘণ্টা করে কারখানায় রাখা হয়েছে এবং শনিবারে ৮ ঘণ্টা রাখা হয়েছে। যে সময়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ-শিশু-বয়স্ক-নির্বিশেষে জনসাধারণের খাদ্য এই ভাবে বলি দেওয়া হচ্ছে সেই সময়ের সুফল কারা ভোগ করে? ধন-স্বাধীনতা এবং সমাধিকারকে রক্ষা করা যদি এই সময়ের লক্ষ্য হোল তাহলে জনসাধারণকে খাদ্য বলি দিয়ে এভাবে মূলধনী শাসকশ্রেণীর জন্য মধু সঞ্চয় করবার কোন মানে হয়। কারখানার কোন খাদ্যের সময় যদি সাপে এক ঘণ্টার বেশী হয় তাহলে যদি যে সব ঘণ্টা খাদ্যে সেই সময়ের মধ্যেই এই শ্রমিকদের খাদ্যাভাব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সব কিছু করতে হবে। খুলতে হবে এবং দোকান সেরে করতে হবে। তাহলে খাদ্যের অবসর ভোগার যে, তারা একটু লাভ থেকে বাঁচবে, দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইবে, বেড়াবে, বা পড়াশোনা করবে? কোন মালিক যদি কারখানা-আইন অমান্য করে শ্রমিকদের বেশী খাটায় তাতে তাঁর যা জরিমানা হয় তা এত কম যে সে জরিমানা দিয়েও বেশী লাভ খাটিয়ে তাঁদের মুনাফা থাকে প্রচুর। মনের ও দেহের ওপর এই নিদারুণ খাটুনীর প্রভাবে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহীনতা ঘটে এবং নানা রকম আকস্মিক রোগ দেখা যায়।

ইহা প্রুফপেটাস্ নহে—বোমাগাত্র।

ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারামতে সেন্সরসমূহ বিজ্ঞাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা পরিষ্কারভাবে জানা আবশ্যক যে, এই অনুমতি দিয়া আদৌ সরকার উহাদের কোন পরিচালনার আর্থিক মূল্য বিষয়ে অথবা উহাদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হইলে বা কোন ব্যবসায় প্রচার করা হইলে তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে কোন দায়িত্ব লইবেন না।

শিশুর ফুড সাপ্লাই
কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের বর্ত্তমান কার্য্যাবলী ঃ—

১। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের মুড সাপ্লাই।

২। লবণ, চা, ডাল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর ষ্টক রাখা এবং সরবরাহ করা।

৩। গুচরা খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ। (Ration-Shop)

আমাদের প্রস্তাবিত কার্য্যতালিকা ঃ—

১। ডেয়ারী ফার্ম ও কৃষিকার্য্যের প্রসার।

২। যানবাহন সরবরাহ।

৩। উটজ শিল্পের সাহায্যে চিনি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত

ফোন নং কলি ৫১৪৬

ম্যানেজিং ডিরেক্টর,
শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

সৌদি আরবের তৈল

'ফিউচার্স অফ দি ফিউচ' পত্রে প্রকাশ, বার্মিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ এডলফাস চেইলাস সম্প্রতি মিডিল ইস্টসমূহের সফরে যে আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছেন তাহাতে ইঙ্গ-মার্কিন তৈল-সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির হইয়াছে। সৌদি আরবের উপর দিয়া পাইপ-লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হইবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর মিডিল ও মার্সিল পর্যন্ত বিস্তার হইতে ঘোষণা করা হইবে। ইহাতে আন্তর্জাতিক তৈলের ব্যাপারে মূর্খেরার সমস্ত ব্যবস্থা বাতিল হইয়া যাইবে।

রেড়ির গাছ হইতে কাপড়

আমেরিকায় যে তাপমের অভাব দেখা দিয়াছে তাহা এক বৎসরের মধ্যে পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে এক বিরাট কেমিক্যাল কোম্পানীর উপ-সভাপতি ডিঃ ওয়াল্টার লন্ডারি একটি পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিন লক্ষ একর জমিতে রেড়ির চাষ করিলে এক বৎসরের মধ্যেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। রেড়ির বীজ হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈল পাওয়া যাইবে, পরন্তু খোসা ও বীজের খড় হইতে পাওয়া যাওয়ার কথা যাইতে পারিবে এবং ইহার ফল হইতে যে প্রচুর পরি-মাণ 'আলকা সেলুলোজ' পাওয়া যাইবে তাহাতে কাপড় তৈয়ার করা সম্ভব। একটি একর জমিতে রেড়ির গাছে গাছে চার টনের অধিক 'আলফা সেলুলোজ' পাওয়া যাইবে।

তুরস্কের সম্বন্ধে পররাষ্ট্রবিভাগ সমিতি

সুলতানীয় এনুসুলাই এাড্‌ভাইসরি কাউন্সিলের ইতিহাস্ লেখার পর তখন এক ইতালীর পদ হইতে তার তুর্কিলাস লি লেখা মিঃ লরেন্স ইবন পাঁয় প্রতিনিধি নিযুক্তিত হইয়াছেন।

সিংহলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অসুবিধা

আগামী ১২ই মে তারিখে সিংহলের ভারতীয় অধিবাসীদের এক প্রতিনিধিদল গভর্নরের সহিত দেখা করিবেন।

সিংহলের ভারতীয়রা ব্যবসা ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতেছে। প্রকাশ, ভারত হইতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সিংহলে যে মালপত্র যায়, তাহা অনেক সময় উহাদের সিংহলে পৌঁছিবার পূর্বেই বন্দর হইতে সিংহল সরকার খালাস করিয়া লইয়া যান। এই সম্পর্কে মিঃ আসে সিংহলী আধিকারিকের দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিনিধিদল এজন্য ভারত সরকারের কর্মচারীবৃন্দ, সিংহলস্থ বিভিন্ন সমিতির সহিত ও এবং মি বাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। পরে তাঁহারা গভর্নরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

গমনাগমনের পূর্ণাভাব

১৯৩৮-৩৯ সালের পর জনসংখ্যা যে পূর্ণাভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ১৯৩৯-৪০ সালের ৩ কোটি ৫১ লক্ষ ১১ হাজার এলাহের তুলনায় এই সালে ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ১১ হাজার এলাহে...ক্ষ...সংখ্যা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অনেক অধিক পরিমাণ লবণও এই বৎসর উৎপাদিত হইয়াছে। এবার ফসল ভাল হইবে আশায় ১ কোটি ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টন, ১৯৪০-৪১ সালে উহার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টন। এবার ফসল লম্বা হইবে ও তাল পর হইবে। বৃষ্টি, বিলা প্রভৃতিতে যে স্থানে লাভ অধিকার হইলেও মোটামুটি অনেক ফসল আশা হইবে মনে হয়।

বাজারে অতি-লাভ নিবারণ

লাভ-বিরোধী ও অতি-লাভ নিবারণ অভিযানে সহায়তার পথ সন্ধানের দেশে দুনিয়ার এক লাইসেন্সী পত্তির মোকাবেলা হাজা বিয়া পথ পথ হাজ-পত্তি ও বেচাকেনা-পত্তি আইন করিয়াছে। আইন হাজা-হাজারের ফলে ১৯৪২ সোনা সোনা এবং হাজার-হাজার মণের ১ হাজার লৌহ-মূল্য পাওয়া যায়। মোট মণের মূল্য টাকার বিনিময় আইন হাজা হইয়াছে। এবিষয়ে তদন্ত চলিতেছে।

বস্ত্র-মূল্য নিয়ন্ত্রণ

মোজাই-এর চট্টে যে আলিবের এক সম্মেলনে প্রকাশ, বস্ত্রের মোকাবেলার বস্ত্র তাহার মূল্য টেক্সটাইল অধিদপ্তর অধিদপ্তে অর্ডার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সম্প্রতি কয়েকটি মিল ও ব্যবসায়ীর উপর যে আদেশ জারী করা হইয়াছে তাহা হইতে এজাতীয় ব্যবস্থার কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইহার পর নিম্নের আদেশসমূহ সংশোধন করা হইয়াছে। বিলগুলি ১৯৪০—৪১ ও ৪২ সালে যে সমস্ত ব্যবসায়ীর নিকট বস্ত্র বিক্রয় করিয়া উক্ত সংশোধিত ব্যবস্থা দ্বারা বেচাকেনার সেই সেই সময় ব্যবসায়ীর নিকট বস্ত্র বিক্রয় করিতে বিলগুলিকে বাধ্য করা হইবে। যে ব্যবসায়ী স্থানীয় সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স না লইবেন তাঁহার নিকট বস্ত্র বিক্রয় করা চলিবে না। এই সমস্ত ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করিতে কিছু সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে সরকার ব্যবস্থায় অবলম্বিত হইবে।

বাংলায় শাকসব্জী চাষ

বঙ্গীয় আইন পরিষদের আলোচনা হইতে জানা যায়, বেসরকার নিযুক্ত বোর্ডের উপর শাকসব্জী চাষের পরিকল্পনা দ্বারা ১৯৪৩ সালে এখন অবধি বিলাতী শাকসব্জী চাষের পরিকল্পনার ৫৫ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়। ভারতীয় ও বিলাতী শাকসব্জীর বীজ বপন ও বিক্রয়ের জন্য আর একটি পরিকল্পনা বাবদ ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৫১০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। ১৯৪১ সালের জন্য শীতকালীন শাকসব্জী বপন ও বিক্রয়ের একটি পরিকল্পনা বাবদ ৫ হাজার ৬৯০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে। শীতকালীন শাকসব্জী সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ফলস বিক্রয় করিয়া অতি লাভ করিবার ফল

বিভিন্ন মূল্য ৫৵০ আনার ফলে ১৮৲ টাকার একটী পীতাবশেষ্ ফলস বিক্রয় করার অপরাধে বাজার স্পিনস্ কোম্পানীর এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানে-

"...আহা পাই কাহা তাই না"

এ-পৃথিবীতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রায় কথায়-কথায় অভাবই বলা চলে। আমরা যদি পাশের ঘরে আর একটা ঘর দেখতে পাই এই পৃথিবীর যেন শেষে দেখাচ্ছে, এই মহানগরীর রাজপথে আমরা খুব বেড়াই না কি? কেন খুঁজি, কিসের জন্যে? কি আমাদের উদ্দেশ্য? কি আমাদের লক্ষ্য? এসব কথার আমরা অনেকেই ঠিক উত্তর দিতে পারব না। বাজারিদের কর্মব্যস্ততার পর, ছুটোছুটি অফিসফেরির পর, বাজারাদি, কেনা-বেচা, ক্রয়-বিক্রয়ের পর সন্ধ্যাবেলা ঘরে আমরা যখন আমাদের নির্জন ঘরের কোণে ফিরে আসি, তখন প্রতিদিন না হলেও একটী দিনের কি এ-প্রশ্ন আমাদের মনে আসে না যে, কিসের জন্য এত ব্যস্ততা, এত প্রতিযোগিতা, এত কিংকিংবিমূঢ়তা মৌতাতোমি? নিশ্চয়ই আসে। কর্মব্যস্ত দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ায় এদিকে পড়ন্তের মন তখন বাহিরের জগৎ পরিত্যাগ করে ফেলার এক ঠিক তখনই তো আমাদের মনে মনে মনে হয় যে, জীবনে যা চাইলাম তা তুল করে চাইলাম, আর যা পেলাম তা তো-চাইলাম।

জীবনের মূলে রয়েছে এই অসন্তোষ, এই অপূর্ণতা, এই অতৃপ্তির উদ্রেক। জীবনের দুর্বল পথে মানুষের নিত্যকার অভিযানের অফুরন্ত প্রেরণা —এই উদ্রেক, এই ব্যাকুলতা। যে পরিপূর্ণ জীবনে তার প্রতিষ্ঠার থাকত সত্য। দৈনিক মুহূর্তা না হলেও তার বার্ষিক মুহূর্তা পূর্তিদিনে।

এই বার্ষিক অভাবমুহূর্তা বা অভাবমুহূর্তের হাত থেকে নিষ্কৃতি কোথায়? কীভাবে এই উদ্রেক, এই অপূর্ণতা, এই পরিপূর্ণতা পাই? কীভাবে হইলে সবার আগে সেবাব্রতীকে পাই কাছে হবে। কারণ সেবার সঙ্গে মনের নিবিড় অভিযোগ সম্পর্ক রয়েছে। অথচ এ কথাটি ভুলে গিয়ে আমরা আমরা ও অন্যেরা অন্য আমরা আমরাই এই সেবা-ব্রতীকে বিদায় করে ফেলি। অকর্মণ্য, দুর্বল দেহের দুর্ভোগ নিয়ে দুর্ভাবনায়, অন্যান্যতা প্রভৃতি নানারকম উদ্দীপনা থেকে যারি যখন অনেই দুরাবোগ্য হয়ে পড়ি তখন আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে তখন চালকে বলি, তারপর নিয়ন্ত্রণ যে?

কিন্তু তখনে তারাকে ডাকার আগে যদি একটু সাবধান হই, যদি একটু সচেতন হই, যদি নিজেকে একটু আত্মসচেতন গিয়ে তাহলেই তথা-কথিত অন্যায় নিজেকে আমরাই বাঁচাতে পারি। "আই-ব্যাঙ্কের" এ-কাজের হিসাব আমাদের তখনে।

আর মিঃ এ ও সেলস্-ট্যাক্স কমিশনার এডিশনাল সেক্রেটারি হ্যাভিল্যাণ্ড মিঃ লক্ষি বাঁ যথাক্রমে ৫০৭৲ ও ১৮৭৲ টাকা অতিরিক্ত অভিগ্রহণ করিয়াছেন। অভিযোগ অনুযায়ী মিঃ ঘোষ ৩ মাস ও কুমারী ঘোষকে ১ মাস জেল খাটিতে হইবে।

বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিলে রাত্রিকালে শ্রমিকের সংখ্যা

১৯৪৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধ মাসের প্রথম দিকে বোম্বাইয়ের ৬৩টি মিলে রাত্রিকালে ৮৩,৭২১ জন শ্রমিক কাজ করিত। ঐ সময় আমেদাবাদের ৩৩টি মিলের রাত্রিকালের শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩১,০১৪ জন।

সৈন্যদের জন্য বস্ত্রব্যবসায়ী মাংস

দিল্লী বিভাগীয় ঐ বোর্ড সম্প্রতি জানান, পাঞ্জাবীদের মুসলমান সৈন্যদের জন্য পাঁঠার মাংসের পরিবর্তে ভেড়ার মাংস সরবরাহ করা হইবে। এই মাংস লইয়া প্রথম ভারতের অন্যান্য অংশের সৈন্যদের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষ দেখা দিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ইহার দরিদ্র ডিফারেন্সের টাকা আমেদাবাদী হইবে।

ভারতের আর্থিক সমস্যা অধ্যাপক হিল

অধ্যাপক এ ভি হিল সম্প্রতি ভারতে ১৮ মাসের মাইল ভ্রমণের পর ইংলণ্ডে ফিরিয়া এক বেতার-বক্তৃতায় বলেন, ভারতের অন্নসমস্যা, বাসা, ঔষধ ও যান-চলাচল সমাধান করিতে হইলে উৎপাদন বাড়াই, রেলওয়ে এবং জল-সরবরাহ ব্যবস্থা নয় বছরে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। এজন্য অতিরিক্তসংখ্যক ডাক্তার স্থাপন করিতে হইবে এবং জল জমাইয়া, নাম ও যানবাহনের বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার করিতে হইবে। অধ্যাপক হিল আরও বলেন, ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য দরিদ্র দেশের তুলনায় অনেক ভাগ্যবান। ইহার উন্নয়ন অনিবার্য করা যাইতে পারে। রাজনৈতিক ইতিহাস অপেক্ষা অর্থনীতি, সততা, জাল পরিবর্তন, নমনীয়তা ও বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনের উপর নির্ভর করিলে ভারতের সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবার আশা থাকে। ভারতের জীবন-যান উন্নততর করার জন্য সর্বাধুনী পুলিশের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে অধিবাসের জন্য সরকার ও বিদেশীদিগকে বলিয়া পুলিশের উপযুক্ত প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিবার দিকের প্রয়োজন আছে বলিয়া অধ্যাপক হিল মত প্রকাশ করেন।

পণ্য বন্টনে সরকারী দুর্নীতি

গত ১৫ই মে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্বসচিব এক পরিসংখ্যান প্রকাশিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া তাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল বলেন, আমার মনে হয় একটী ব্যবসায়ী বোম্বাই করলা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে জানান হয় যে, অমুকদিনের ভিতর ঐ করলা বিক্রয় করা চলিবে না। যে পরিমাণ করলা আমিয়াছিল, সমান বন্টন হইলে প্রত্যেকে হয় ত সেই করিয়া করলা পাইতে পারিত। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধিৎসুর সাহায্যে উহা করলা হইতে পুলিস কমিশনারেটের ২৫ জন, এস ডি ও ১০ জন, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৫ হইতে ২৫ জন, এমনকি কেন্দ্রীয় সরকার বিভাগের ডিরেক্টরের পার্সোনাল এ্যাসিষ্টেন্ট পর্যন্ত ১০ টন করলা পাইয়া যান। অথচ করলা-ব্যবসায়ী কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে অনুরোধ অনুযায়ী ১০ টন করলা সরবরাহ করিতে অস্বীকৃতি জানান। ইহার ফলে ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সরকারীভাবে ট্রেকিসের চাহনা হয় এবং তাহার লাইসেন্স কেন বাতিল হইবে না সে সম্বন্ধে কারণ দর্শাইতে বলা হয়।

বোম্বাইতে চিনির অভাব

সম্প্রতিকের এই বোর্ড সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাইতে দিনেদিনে প্রায় ৭০,০০০ বস্তা চিনি কম হইয়াছে। ইহার ফলে যাহাতে ঐ সহরে চিনি সরবরাহ-ব্যবস্থায় কোনরূপ বা ঘটে তজ্জন্য বোম্বাইকে ৮০ হাজার টন চিনি পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত পরিমাণ চিনির অর্ধেক মুক্তভাবে সরবরাহ করিবার কথা হইয়াছে। বর্তমানে বোম্বাইতে যে পরিমাণ চিনি মজুত আছে তাহা দ্বারা দুই মাস কাজ সহরের সরবরাহ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

রুশ ও ইতালী আইনের আদু বৃদ্ধিতে মার্কিন সেক্রেটারের মন্তব্য

মার্কিন সেক্রেটারি অফ কেমার্স মিঃ ওয়ালেস রুশ ও ইতালী আইনের আদু বৃদ্ধির আলোচনা প্রসঙ্গে বুইনের আন্তর্জাতিক সমাজ প্রতিনিধি-সভার সভাপতিকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, যুদ্ধের পর ইলেণ্ড আমাদের আমাদের স্বাভাবিক সম্পদ-ভূমি ফেরৎ দেয় আমার ব্যবস্থা যদি আমরা এখন হইতে না করি তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমরা কোনদিন বৃদ্ধ চালাইতে পারিব না। বৃটিশরা নিজেদের জন্যই চিন্তা করিতেছে বলিয়া মনে হয় এবং যুদ্ধের পরেও তাহারা তাহাই করিবে।

কলিকাতায় জ্বালানী কাঠ

অসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতায় জ্বালানী কাঠের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে বাহির হইতে কলিকাতায় ঐ কাঠ আমদানীর ব্যবস্থা করিতেছেন। ঐ কাঠ সাধারণী ব্যবসায়ীরা রেলওয়ে সাইডিং হইতে খুচরা বিক্রেতাদের নিকট মণপ্রতি ১৷৷ দরে বিক্রয় করিবেন। খুচরা

সস্তায় সুন্দর ও টেকসই ধুতী ও শাড়ী পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।
বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্ট্স্
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ
২৩নং বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—Sanchaya Calcutta Phone : Cal 2128 6488
সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :—১৩৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—ঃ শাখাসমূহ ঃ—
১। ডালহৌসী স্কোয়ার ২। দক্ষিণ কলিকাতা ৩। সিঁথি মোড় ৪। বৈদ্যবাটী ৫। ভাটপাড়া ৬। কাঁচড়াপাড়া ৭। হিলি ৮। বালুরঘাট ৯। দিনাজপুর ১০। শীলডাঙ্গারি ১১। নৈহাটপুর ১২। রংপুর ১৩। সিরাজগঞ্জ ১৪। বুধরাজপুর ১৫। মুরলিধার ১৬। বেনারস ১৭। এলাহাবাদ
ও অন্যান্য অফিসসমূহে সন্তোষ পূর্ণ সন্তোষ দেওয়া হইয়াছে।
আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৫১৷৷ টাকা।
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

জাগ্রত ভারতের স্বর্ণ যুগে
আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা
নিশ্চয়ই জনসাধারণের সহায়ক হইবে
আমাদের হাতে পাওয়া :—
● অয়েল ক্লথ
● লেদার ক্লথ
প্রভৃতি।
সর্বপ্রকার দ্রব্যের একমাত্র সরবরাহকারী
আমাদের নিজস্ব তৈরী :—
ফ্লশিটাস লিটার
● হুবার স্যুট ওয়াটারপ্রুফ
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট
হেড : পি. বি. ৩৩৯২ ৩২ই জ্যাক্সন লেন, কলিকাতা ফোন: বড় ৮০

বিক্রেতারা ঐ ধারা অনুযায়ী ১৯৫০ সনে বিক্রয় করিবেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আমদানী করা ইতিমধ্যেই কলিকাতার বাজারে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়েকটি লাইসেন্স অনুযায়ী কলকাতে যোকাবেলে ঐ ধারা বিক্রয় হইবে। এই সকল ব্যবসায়ীর নামের তালিকা আগামিকাল সরবরাহ বিভাগের চীফ্ ইন্সপেক্টরের নিকট পাওয়া যাইবে।

বোম্বাই হইতে খাদ্য রপ্তানী বন্ধ

বোম্বাই সরকারের আদেশে এই যে বোম্বাই হইতে বোম্বাই সহর বা উহার সংলগ্নবর্তী হইতে ঘি বা ঘির তৈরী কোনপ্রকার বাহিরে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৯৫৩ সালের এই আদেশের ফলে বোম্বাই হইতে অন্যান্য রাজ্যে যাহাতে খাদ্যদ্রব্য চালান দেওয়া না যায়। এই আদেশ অমান্য করিলে আসামীর ৬ মাসের কারাদণ্ড বা জরিমানা এবং দুই-ই হইতে পারে। মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা করা হইবে।

পাঞ্জাবে শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ গমের পরিমাণ বৃদ্ধি

পাঞ্জাব সরকার জানাইয়াছেন, অনুমতি ও রেজিষ্ট্রেশন-বিহীন যেসব অঞ্চলে সরকারের বরাদ্দকৃত রাসায়নের বিনিময়ে খাদ্য তৈরিকে ও ছাঁটাই করা হইতেছে সেখানকার উপর রাজ্য সরকার আরোপিত নয় সের হইতে আরও ৫ সের ছাঁটাই করিয়া মোট ৭ সের বা আটা করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। পাঞ্জাবের খাদ্য সম্পর্কিত একটি সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, কর্মচারীদের বাসস্থানের নিকটবর্তী স্থানে এই নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে।

সমবায়ের ভারতের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে এক বিশেষ বাণিজ্য চুক্তি করিয়া খাদ্য সরবরাহের সংবাদের সহিত সংযুক্ত করিয়া ভারত সরকার একটি নূতন কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

কলিকাতায় রাস্তার দুর্ঘটনা

কলিকাতা পুলিশের কমিশনার ঘোষণা করিয়াছেন যে, কর্পোরেশনের ট্রাফিক্ সাইন

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

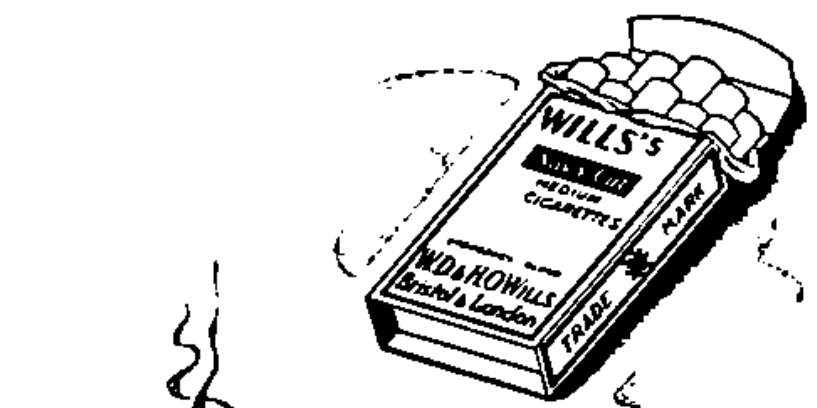

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

মধ্যে রাজার ১৯৪৫ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মধ্যে ৪,৭০৬টী দুর্ঘটনা ঘটে। তাহাতে ৫১৬টীর জন্য মামলা দায়ের হইয়াছিল।

ঋণ ও ইজারা সাহায্য

ঋণ ও ইজারা আইন অনুসারে গত তিন বৎসরে আমেরিকা ব্রিটেনকে যে অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ সরবরাহ করিয়াছে তাহার মূল্য ৩ হাজার কোটী ডলার। ইহার মধ্যে ৪ হাজার কোটী ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ ফেরৎ দিয়াছে। এই ফেরৎ সামগ্রীর পরিমাণ আমেরিকার গত তিন বৎসরের মোট সমর-সজ্জা উৎপাদনের শতকরা ১৪ ভাগ।

বোম্বাইয়ের মৃত্যু-সমস্যা

বোম্বাই নগরে বাসযোগ্য গৃহের অভাব দূর করিবার জন্য বোম্বাই ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মিঃ এস বি জাই ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়সাপেক্ষ একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই অর্থে নগরে নূতন উপনিবেশ গঠিত হইবে। পরিকল্পনাটী বোম্বাই কর্পোরেশনের অনুমোদন লাভ করিবার পর তাহা সরকারের হাতে প্রেরিত হইয়াছে।

মজুরী ব্যবস্থায় দ্বিমুখনীতি

গত ২৫শে এপ্রিল আমেদাবাদ লেবর আইন অনুসারে ঘোষণা করা হইয়াছে, অতঃপর কেহ দালাল প্রভৃতি করিয়া মজুরী ব্যবস্থায় করিতে পারিবেন না।

বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত

স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়

"নভোডৌম"

অমার্থ কলপ্রদ মহৌষধ

৮ আউন্স—২।০, ১৬—আউন্স ৩৸০

ম্যালেরিয়া, পালাজ্বর, প্লীহার

"ফেব্রুডৌম"

ব্যাধিহারী ম্যালেরিয়া মিক্সচার

৪ আউন্স—২।০, ৮ আউন্স—৩৸০

শক্তিবর্দ্ধক : রক্তপরিষ্কারক

"লিভক্লাড"

আয়ুর্বেদ টনিক

৮ আউন্স—২।০, ১৬ আউন্স—৩৸০

প্রত্যেক জিলায় ষ্টকিষ্ট আবশ্যক

পরিবেশক—এস্ ড্যাডী এণ্ড কোং

৯৯ সি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলার কৃষি-আয়কর আইন

বাংলার আইন পরিষদে কৃষি-আয়কর বিলটী ৪৯-৬৮ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। কৃষি-আয়ের উপর সাধারণভাবে এই সর্ব্বপ্রথম আয়কর বসাইবার ব্যবস্থা হইল। বৎসরে ৪,৫০০ টাকার উপর কৃষি-আয় হইলে এই কর ধার্য্য করা হইবে।

মিঃ মহীন্দ্র ও তাঁর বাজলেখী

কমার্স পত্রিকার দিল্লীর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, ওয়াশিংটনস্থ ইণ্ডিয়ান সাপ্লাইমিশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ কে সি মহীন্দ্র ঐই এস আর আর এঁকে সাহায্যের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করিবেন। তার বিভিন্নসময় বাজলেখী উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ঐই এস আর আর এঁর অন্যতম সহ-কর্ম্মিরূপে তাঁর বাজলেখী নিযুক্তিও সমীচীন হইয়াছে।

মূলধন সংগ্রহের সম্ভাবনা

বাংলার সিমেণ্টের অভ্যন্তরিক চাহিদা মেটাবার জন্য কে কে বিড়লার সভাপতিত্বে মাঃ কে বি প্রাণ্টের দ্বারে সিমেণ্টের অভ্যন্তরিক ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল, লিঃ, নামক কোম্পানি এখন পাবলিক লেমুদের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিবেন। আগামী জুলাই মাসে তাঁর প্রাণ্টের চালুহবার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবার কথা।

হিন্দু-দেবতাদের ফোসের ব্যবস্থা না হওয়ায় অসন্তোষ

কলিকাতার চাঁই মেঁ'র সংবাদে প্রকাশ, প্রতিষ্ঠিত সভাসমূহের পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাংলা সরকারের ঐকান্তিকতার প্রতিবাদে বেঙ্গলমন্ত্রীসভার বাস ধর্ম্মঘট করিয়াছেন।

ভারতের মুক্তোত্তর শিল্প প্রসার

ভারতের মুক্তোত্তর শিল্প প্রসার উপলক্ষে প্রধানতঃ যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে যে সমস্ত আবশ্যক সিমেণ্টি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীই ইণ্ডিয়া যাত্রা করিবেন, মিঃ কে আর কি চাঁই, মিঃ সি কি বিলা, তার মুদ্রণার্থ ভিন্ন, মিঃ অম্বরভাই সারাভাই ও তার সহযোগী নিযুক্তিরা তাঁহাদের মধ্যে থাকিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতে রেল-ইঞ্জিন প্রস্তুতের কারখানা

বোম্বাই হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ভারতে একটী বৃহৎ রেল-ইঞ্জিনের কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকজনের টাটা কোম্পানীর সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। সকল থাকিলে পারে, বন্ধ এঞ্জিন বাদে তার একতৃতীয়াংশ দেশে নির্ম্মিত হইবে বলিয়াছিলেন, আবশ্যক এঞ্জিন সরবরাহ প্রভৃতির জন্য একটী কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতসরকার যেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন। এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটী টাটা কোম্পানী। এই প্রসঙ্গে আরও প্রকাশ, টাটা কোম্পানী সম্প্রতিকের নিকট হইতে উক্ত কারখানার প্রস্তুত ইঞ্জিনের একটী নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রতি বৎসর ব্যবহার করিবার প্রতিশ্রুতি দানী করিয়াছেন। টাটা কোম্পানীর এই কারখানা ভারতে উৎপাদনভার সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত একটী ইঞ্জিন প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য আশু সরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নীতি ও ব্রটেন

বৃটিশ সরকারের অর্থ-সচিব ডাঃ জন এণ্ডারসন যখন সভায় দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণা করেন যে, পূর্ণ-রূপ স্বর্ণমান প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা বৃটিশ সরকারের নাই। আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নীতি সম্পর্কে আলোচনার্থে আহূত সভায় পূর্ব্বোক্ত ঘোষণা করিয়া তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা পরিস্থিতির ফলে স্বর্ণমানে ফিরিয়া যাওয়া যাইতে পারে এমন ধারণার কোন ভিত্তি নাই। বাস্তবিক এরূপ ফোসো সম্ভাবনা দেখা দেলে বর্ত্তমানে বৃটিশ সরকার দৃঢ়ভাবে উহার বিরোধিতা করিবেন।

কলিকাতার বাজারে মাছ সরবরাহ

বাংলা সরকারের কৃষিমন্ত্রীর দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যে সকল স্থান হইতে কলিকাতায় মাছ চালান আসে ঐ সকল স্থানে অনুসন্ধান করা শেষ হইয়াছে। একদল ব্যবসায়ী মাছের বাজার চড়া করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া অনেকের যে ধারণা আছে, তাহা সত্য নহে। গত দুই বৎসরে কলিকাতার বাজার হইতে বৈদেশে

'মূল্যের বাজারে শুধু টাকাই সত্য এবং সত্য বলে জমানো সুবিধা এবং আজ যা জমানো যাবে মুদ্রাস্ফীতি যখন চলে যাবে তখন শুধু সেই টাকার মূল্যই বাড়বে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।'

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৪নং চৌরঙ্গী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা : বিহার শরীফ

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্ :—চিত্তবিনোদ গুহ
বসন্তকুমার রায়

অন্ত যাত্র দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এবং কলিকাতার লোক-সংখ্যার অস্বাভাবীয়ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া রাজ্যের চাহিদা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেখান হইতে যাত্র চালান বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে অভাব হওয়ায় এবং যাল চলাচলের অসুবিধার ফলে রাজ্যের মধ্যে আটকাইয়া আছে। সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য এবং যে সব স্থান হইতে যাত্র চালান আসে ঐ সকল স্থানে যাত্রের ব্যবস্থা করিবার জন্য বাংলা সরকারে শীঘ্রই একটী দোষ পাঠান করিবেন। সেনাবাহিনীর জন্য যাত্র ক্রয়ের বিষয়ে এই সপ্তাহেই বাংলা সরকারের সহিত সামরিক কর্তৃপক্ষের আলোচনা হইবে। অনুমানে আসা গিয়াছে, কলিকাতায় যাত্রসজ্জীর চালানও সন্তোষ নয়। যাত্রসজ্জী সরবরাহ সম্বন্ধে বোম্বাই সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন উহা দৃষ্টিতে আনিবার জন্য কৃষি-বিভাগের একজন সিনিয়র অফিসারকে বোম্বাই পাঠানো হইবে। তাঁহার রিপোর্ট পাওয়ার পর এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। বীজ, মুরগী, ডিম প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে।

ভাইল সরবরাহের ব্যবস্থা : বোম্বাই ও বাংলায় অভাব পূরণ

সম্প্রতিকার ১৭ই মে তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার অত্যাবশ্যক অফলগুলির ভাইল বিক্রয় ও বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনুসন্ধানে আরও জানা গিয়াছে যে, মোট ৩০ হাজার টন উহার ভাইল সরবরাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু অত্যাবশ্যক অফলগুলির ও আয়রক্ষা বিভাগগুলির জন্য ভাইলের মোট চাহিদা ৯ লক্ষ ৫২ হাজার ৮ লক্ষ টন।

ব্যবহৃত মোটর গাড়ী বিক্রয়ে অর্ডার

যুদ্ধের সময় মুরুবাহী ও উহার আনুষঙ্গিক যাহা মোটর গাড়ীর আমদানী হ্রাস পাওয়ায় এবং গাড়ীর যান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্যে যাহাতে গাড়ী পাওয়া সম্ভব হয় অথচ ভারত সরকার অব্যবহৃত মোটর গাড়ী বিক্রয়ে অর্ডার সম্প্রতি এক নূতন অর্ডার জারী করিয়াছেন। এই অর্ডারে বিধান করা হইয়াছে যে, অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ ব্যবসায়ীদের ব্যবহারে এখন হইতে সমস্ত বেসামরিক চলিবে না অনুমোদনের অনুরূপ যাবতীয় মোটর গাড়ী বিক্রয় করা চলিবে না। অনুসন্ধানে গাড়ীর ব্যবহার বন্ধ নির্দেশ করিবেন এবং তিনি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট গাড়ী বিক্রয় করিবার নির্দিষ্ট ব্যবসায়ীকে নির্দেশ দিতে পারিবেন। কলিকাতা সেকেণ্ডারী সীমাই অনুরূপ ব্যবসায়ীদের একটী তালিকা প্রস্তুত হইবে।

অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব বিল

সম্প্রতি যে কলিকাতা সেকেণ্ডারী এক অতিরিক্ত সংখ্যায় বঙ্গীয় অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব বিল প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইন সংশোধন করিয়া যে সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণ করা হইয়াছে, ব্যবসা বা বাসস্থানসংক্রান্ত ভাড়া আইন সংশোধনের ফলে যে অসুবিধা উদ্ভব হইয়াছে তাহাদের আইন বিধানসভার ব্যবস্থা করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। এই বিলটীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : (১) যে সমস্ত অঞ্চলে বিলটি আসা যায় নাই অথবা ১৯৫২ সালের প্রজাস্বত্ব

আপনি কোনটি চান—

খাদ্য,

পরিধেয়,

জ্বালানী

}

অথবা

রেল-ভ্রমণ ?

একসঙ্গে এ-দুটিই পাওয়া সম্ভব নয়। অধিকাংশ যাত্রী যখন করতে হলে ছেলের পক্ষে স্বাস্থ্যের সর্বত্র সরবরাহের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য দ্রব্যগুলি সরবরাহ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। এদিকে যা যাল ও যাত্রীবাহী গাড়ী সব কিছুরই আজকাল টানাটানি।

এ-অবস্থায় বর্তমানে এদেশে ছেলের কর্তব্য যে কত গুরুতর তা সহজেই অনুমেয়। খাদ্য, পরিধেয় এবং জ্বালানীর প্রয়োজনই সর্বাগ্রে বিচার্য — কারণ এগুলিকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এই কারণেই যাত্রীবাহী গাড়ীতে আজকাল এত ভীড় এবং ভ্রমণেরও কষ্ট এত। এই কারণেই গাড়ীর ভাড়া বেড়েছে এবং এই কারণেই ছেলে ভ্রমণ না করে অপরিহার্য জিনিষগুলি ঘরে পৌঁছে দেবার যে সম্বন্ধে সাহায্য করুন।

ভ্রমণ কমান

AAA 491

আইনের পূর্বে যে সমস্ত খনি ইজারা হইয়াছে, সেই জমিগুলি সম্পর্কে সৌদানী মোকদ্দমী খনি প্রভৃতি করা হইবে। (২) ৩১ বৎসরের কম নহে, কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ যদি যে সমস্ত জমি নিবিড়ভাবে ইজারা দেওয়া হইয়াছে, সেই জমিগুলি সম্পর্কে উপযুক্ত সময়ে এইগুলি পুনরায় ইজারা দেওয়ার অধিকার থাকিবে; কিন্তু ইজারাদারকে যদি খনিজ প্রস্তরে পাওয়াযোগী নিবান করিতে দিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ জমি যে তারিখেই তাহার দখলে থাকুক না কেন, প্রস্তর উহাতে খনি জমিদার বলিবে। (৩) নিবিড়ভাবে ইজারা দেওয়া হইলেও কোন নিবিড়ভাবের জন্য যে সমস্ত জমি ইজারা দেওয়া হয় নাই অথবা নিবিড়ভাবে ইজারা না দেওয়া হইলেও ১৯৩৯ সালের সংশোধিত প্রস্তাবের আইনের পর যে সমস্ত জমি ইজারা দেওয়া হইয়াছে, উহার মেয়াদই এই জমি সম্বন্ধে ৩১ বৎসর হলে খনিজে ইজারাদারের খনি উত্তোলনের যোগ্য খনির অধিকারী হইবেন। (৪) নিবিড় বা অনিবিড়ভাবে যে সমস্ত ইজারা দেওয়া হইয়াছে, অথচ যেগুলি এক বৎসরের বেশী কিন্তু ১২ বৎসরের কম বলবৎ আছে, সেই জমিগুলি হইতে প্রস্তরের উত্তোলন করা হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাড়াদের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। বিলটিতে আরও বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর খনি উপযুক্ত তালিকাভুক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়া প্রস্তাবের করা যাইবে। কিন্তু সর্ত এই হইবে প্রথম তিন শ্রেণীর ইজারাদারকেই উত্তোলন করা চলিবে।

কলিকাতা সহরের মঙ্গলা নিকাশন

গত ১০ই মে গ্রাণ্ড হোটেলে আয়ুক এক ভোজসভায় কলিকাতার মেয়র মিঃ আবদুলাল লোহার সাংবাদিকগণকে জানান যে, বাংলা সরকার কলিকাতার মঙ্গলা নিকাশনের জন্য ৩০ ও ইজারা ব্যবস্থানুযায়ী আশা যে ২৮ বাংলা নদী কিনিয়াছেন, তাহা ছাড়া আরও ৪০ বাংলা নদী কর্পোরেশনের হাতে বিনা মূল্যে নিকাশ করিয়াছেন। সমস্তগুলি নদীগুলি চালাইবার জন্য আবশ্যকীয় স্টেশন সরঞ্জাম করিবার ব্যবস্থা এখন করিয়াছেন।

ভারতে ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ

ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা সমিতির বিবৃতিতে প্রকাশ, ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় মিলগুলি মোট ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার বেল তুলা (এক বেল প্রায় ৪ মণ) গ্রহণ করিয়াছিল। ঐ বৎসর মোট রপ্তানির তুলার পরিমাণ ৫২ লক্ষ ৮১ হাজার বেল।

কলা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রতিবাদ

ভারতীয় কলা-বণি সমিতির এক বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি মিঃ আবদুলাল ভজা এস আই এস ই ভারত সরকারের কলা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার নিন্দা করিয়া বলেন, ভারত-কলা আইনের আমল না দইয়া বর্তমানের সঙ্গে কলা-বণির ব্যক্তিদিগকে তাঁহাদের বর্তমান সময়ে উপযোগ দেওয়াই অধিকতর সঙ্গত ছিল। কলার উৎপাদন বাড়াইবার উপযুক্ত সুযোগসমূহ ভারত সরকারের নিকট হইতে লাভ করিলে কলা-বণির ব্যক্তিরা তাহা সব ব্যবস্থা নিজেরাই করিতে পারিবেন। যুদ্ধ মহাযুদ্ধের পর ভারতের কলা-শিল্প যে ভাবে বিপন্ন হইয়াছিল এবার যুদ্ধের পরে যাহাতে সেরূপ দুর্দশার পুনরাবৃত্তি না হয় তজ্জন্য মিঃ ভজা বর্তমানেরই নিকট হইতে অতিরিক্ত দাবী করেন। বৃহত্তরবঙ্গে, যথাযথভাবে ও বেহারে যথাক্রমে ৯০ হাজার টন ও ৬৫ হাজার টন তাইন উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বোম্বাই ও মাদ্রাজ যথাক্রমে ৭৩ হাজার ও ৭০ হাজার টন তাইন উৎপন্ন হইয়াছে। সরকারের বর্তমান পরিকল্পনায় এক বৃহত্তর তাইন দ্বারা অন্ত তাইন ১৯৪৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। বৃহত্তর তাইন পাওয়া যাইবে ১৯৪৩ সালের মে মাস পর্যন্ত।

নূতন কোম্পানী খোলা সম্বন্ধে ভারত সরকারের নূতন বিধান

কলিকাতা ষ্টাম্পশাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ এল এম ভট্টাচার্য সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, শিল্প-ব্যবসায় প্রভৃতিতে মূলধন সংগ্রহের সম্বন্ধে সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বেশীদিন ভাল নয়। এবিষয়ে মিঃ ভট্টা পার্লামেন্টের নিকট হইতে অতিরিক্ত দাবী করেন। বৃহত্তরবঙ্গে, যথাযথভাবে ও বেহারে যথাক্রমে ৯০ হাজার টন ও ৬৫ হাজার টন তাইন উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বোম্বাই ও মাদ্রাজ যথাক্রমে ৭৩ হাজার ও ৭০ হাজার টন তাইন উৎপন্ন হইয়াছে। সরকারের বর্তমান পরিকল্পনায় এক বৃহত্তর তাইন দ্বারা অন্ত তাইন ১৯৪৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। বৃহত্তর তাইন পাওয়া যাইবে ১৯৪৩ সালের মে মাস পর্যন্ত।

নূতন কোম্পানী খোলা সম্বন্ধে ভারত সরকারের নূতন বিধান

কলিকাতা ষ্টাম্পশাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ এল এম ভট্টাচার্য সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, শিল্প-ব্যবসায় প্রভৃতিতে মূলধন সংগ্রহের সম্বন্ধে সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বেশীদিন ভাল নয়। এবিষয়ে মিঃ ভট্টা পার্লামেন্টের নিকট হইতে অতিরিক্ত দাবী করেন। বৃহত্তরবঙ্গে, যথাযথভাবে ও বেহারে যথাক্রমে ৯০ হাজার টন ও ৬৫ হাজার টন তাইন উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বোম্বাই ও মাদ্রাজ যথাক্রমে ৭৩ হাজার ও ৭০ হাজার টন তাইন উৎপন্ন হইয়াছে। সরকারের বর্তমান পরিকল্পনায় এক বৃহত্তর তাইন দ্বারা অন্ত তাইন ১৯৪৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। বৃহত্তর তাইন পাওয়া যাইবে ১৯৪৩ সালের মে মাস পর্যন্ত।

ভারতে ডেমরু সরবরাহ

বিলাতের পার্লামেন্টে এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব মিঃ এমেরি গত ১১ই মে জানান যে, "ভারত ডলোমাইট ও চাইনেসের যোগানের উপায় উদ্বৃত্ত নিজের প্রয়োজনানুরূপ উৎপাদন করিয়া থাকে। ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিলের মধ্যে এত বালো

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাএস পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসারিন • সিট্রোনেলা অয়েল • রজন • হাইড্রোসালফাইট প্রভৃতি পাইকারী।

ফোন :—
বড়বাজার ১—১৩৩৭ অফিস
" ১—১৪৩২ ষ্টোরস
টেলিগ্রাম—"টীনাষ্টোর"

কলিকাতা সিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এ্যাসোসিয়েশনের কমিটী ব্রুথের সহিত জানাইতেছেন যে, ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফিসিয়াল ইয়ার ১লা-এপ্রিল ১৯৩৯ সালের সাধারণ সভায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিলুপ্তের জন্য আর এক খণ্ড পাওয়া যাইবে না। যাঁহারা গ্রন্থখানি অগ্রিম ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন নাই তাঁহাদের জন্য কমিটী আতিরিক্তভাবে মুদ্রিত।
এই উপলক্ষে কমিটী তাঁহাদের গ্রাহকবর্গকে আমাদী বৎসরের সভ্যতন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই সভ্য থাকিতে অনুরোধ দিয়া তাহিবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন।

সেক্রেটারী—
ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এ্যাসোসিয়েশন
লিমিটেড
৭, লায়ন রেঞ্জ, কলিকাতা।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
কলিকাতা প্রধান অফিস : ৫২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট।
বোর্ড অফ :—কুমিল্লা শাখা ও এজেন্সী অফিস ভারতের সর্বত্র
কলিকাতার অন্যান্য অফিসসমূহ :—১৩৯, হ্যারিসন রোড, ৬৯, কলেজ ষ্ট্রীট, ১৪০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
—আর্থিক অবস্থা, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩—

মোট দায়		মোট সম্পত্তি	
মূলধন ও রিজার্ভ	১৫,০০,০০০৲	নগদে ও ব্যাঙ্কে জমা ...	৫০,১৪,০০০৲
আমানত	... ১,১১,০০,০০০৲	গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি	২৪,৪৭,০০০৲
অন্যান্য	... ১৪,০০,০০০৲	অন্যান্য জমা—	৩১,২৫,০০০৲
		জামিন মুক্ত	৪৯,৪৭,০০০৲
		বিল্স আদায়ে	১,৭৪,০০০৲
		গৃহ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য	১১,১৭,০০০৲
	১,৩৮,০০,০০০৲ টাকা		১,৩৮,০০,০০০৲ টাকা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি কে দত্ত

প্রত্যেক ৬৪ লক্ষ লোককে তলোয়ার উপহার দেওয়া হইয়াছে। যে-সাময়িক প্রয়োজনে আরও লক্ষ লক্ষ তলোয়ার, বন্দুক, সাঁজোয়া-গাড়ী ও এরোপ্লেনের সৃষ্টি করিয়া রেখা হইয়াছে।"

ভারতে বেসামরিক বিমান চালনা

বিমানের হাউস্ অব লর্ডস্ সভার বিতর্কের সময় লর্ড সীতারক্ষক বলেন যে, এই সংকটই বেসামরিক বিমান চালনা সম্বন্ধে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসিবার উপযুক্ত সময় বলিয়া আশা করা হয়। উহাতে ভারতের আমন্ত্রিত হইবে। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে বিমান চালনা সম্বন্ধে একটা আন্তর্জাতিক নীতি প্রবর্তক তৈয়ার করা।

তুলা ও সুতা ব্যবসায়ীদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বাঙ্গলার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের একটী নোটে জানা যায় যে, বর্তমান নির্দিষ্ট পরিবর্তনা প্রসঙ্গে তুলা ও সুতা ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব দাখিল করিতে বলা হইয়াছে। ১০ই মে তারিখে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে তুলাসূত্রে ১৯৩৮ হইতে ১৯৪২ সাল বলা হইয়াছিল।

আলু-চাষের উন্নয়ন

১৯৪১ সাল পর্যন্ত সিমলা অঞ্চলে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকার আলু বাহিরে চালান দিয়াছিল। সিমলা হিল ষ্টেশন্ এবং সমুদ্রোপরি অন্যান্য যেসকলের তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করিলে সিমলা অঞ্চল হইতে বৎসরে ২০ লক্ষ টাকার আলু রপ্তানী হইত। ১৯৩৯ সালে প্রাদেশিক সিমলার ইন্দি-হিলাসে এগ্রিকালচারাল বিসার্চ-ইন্‌স্টিটিউট সিমলার আলু খাদ্য বিভাগে উৎপন্ন বেশিয়া উহা সম্বন্ধে গবেষণা এবং সাধারণ পরীক্ষা আরম্ভ করে। এই গবেষণার লক্ষ্য ছিল—আলুর উৎপাদন বর্দ্ধন এবং নূতন বৈশিষ্ট্যের এবং রোগ-প্রতিরোধকারী বীজ আবিষ্কার। গত দুই বৎসরে এই আলু সম্পর্কিত গবেষণা এবং পরীক্ষার জন্য আশাতীত হইয়াছে। পরীক্ষার ফলে প্রদেশের ৬০ জন আলুচাষীদের একটী আলু-বেজ খোলা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতের সাহায্য

মার্কিন সরকারের ভারতীয় সংবাদ বিভাগের ইস্তাহারে প্রকাশ, বর্তমান বৎসরের শেষ অবধি ভারতবর্ষ আমেরিকাকে পণ্য ও সুবিধা বাবদ পারস্পরিক সাহায্য হিসাবে মোট ৭৯ কোটী ৫১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা প্রদান করিতে সক্ষম হইবে। মার্কিন ভারত ও আমেরিকার মধ্যে এ সম্বন্ধে কোন চুক্তি হয় নাই, তথাপি ভারতের ঋণ-ইজারা সাহায্যের পরিবর্তে পারস্পরিক সাহায্যের নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতে আমেরিকান লস্কার আমদানী

মুরুলাই হইতে মুরুদ্ধ প্রত্যাগতরা ভারতে আমদানী করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই লস্কার খুব তাড়াতাড়ি দরকার, কারণ তিন মাসের মধ্যে সেগুলি বিক্রয়ের উপযুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হইতে পারে। সামরিক কাজ হিসাবেও ইহা অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমানে এই লস্কার চাহিদা মেটাইবার পরিমাণ হইতেছে এবং আশা করা যায়, খুব শীঘ্রই ইহা ভারতে আমিয়া পৌঁছাইবে।

বোম্বাই বিস্ফোরণে ক্ষতি

বাজারের বিশ্বস্ত পরিচয়ের বেলাইন্ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, বোম্বাইয়ের বিস্ফোরণে প্রায় ১০০ কোটী টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ভারতীয় ও অন্যান্য বহু জন বীমা বিশেষজ্ঞ কর্তৃপক্ষের আহ্বানে সাড়া দিয়া বাইরের অফিস পরিদর্শনের অভিপ্রায় অভ্যাসসমূহ পরিদর্শন করেন। এই অফিস আর ভারত ছিল এবং পাঁচী ঘর ভাড়াতে আনুমানিক ৫০০০ কোটী টাকার দাবিদার-সমূহ এই বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

রাসায়নিক পণ্য উৎপাদকদের প্রতিবাদ

ভারতীয় রাসায়নিক পণ্য উৎপাদক সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতি ভারত সরকার অন্তর্বর্তী রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রয় হইতে ভারতের আমদানী করিয়াছেন বলিয়া মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারত সরকার ওষধ প্রভৃতি মূল প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ বাড়াইলে এবং ব্যবসায়ের সুযোগ করিয়া দিলে এদেশের উৎপন্ন পণ্যসম্ভার হইতেই ভারতের চাহিদা মিটানো যাইবে। এ ছাড়া দেশীয় শিল্পসমূহ যখন উৎপন্ন রাসায়নিক পণ্য-সমূহ বিক্রয় করিবার সুবিধা ভোগ করিতেছে, তখন ভারত সরকার এদেশে আমদানি করিয়া, বেচিবার বিঘ্ন ঘটাইতেছেন, নিম্ন প্রোডাইট প্রভৃতি আমদানী করিতেছেন বলিয়া উক্ত কমিটী অভিযোগ করিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশের জন্য ট্রেড ডিসপুটস্ এ্যাক্ট

জানা গিয়াছে যে, যুক্তপ্রদেশের সরকার একটী ট্রেড ডিসপুটস্ এ্যাক্ট (শিল্প বিরোধ মীমাংসা সংক্রান্ত আইন) প্রণয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই আইনের উদ্দেশ্য হইবে, বেঙ্গল ট্রেড ডিসপুটস্ এ্যাক্টের প্রবর্তিত ধারায় শ্রমিক-কল্যাণ সাধন করা।

বৃটিশ ভারতে বন্দরঘাট

বৃটিশ ভারতের নিম্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে বন্দরঘাটির ফলে গত-দিন পর্যন্ত অনেক কমিয়াছে। ১৯৪৩ সালের প্রথম ৩ মাসে যে সব বন্দরঘাট হয়, সেগুলিতে বিভিন্ন শ্রমিক-সংঘের সহিত মোট বন্দরঘাটের দিন সংখ্যা জানা করিলে পাওয়া যায় ১৯,৩১,৩৭২। ১৯৪২ সালের প্রথম ৩ মাসের জন্য ঐ রূপে যে সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে।

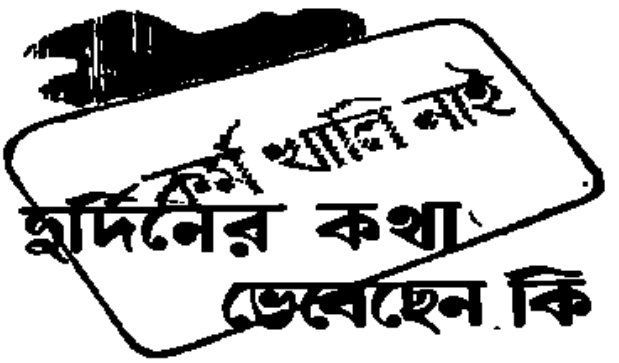

যেদের প্রত্যেক বিভিন্ন বাহিনী নিয়া তাহাদের মুক্ত করেছে মুক্তির পর যে দুর্দিন আসছে তা কি ভাবে দূর করা যায়। যুদ্ধ উপলক্ষেদের নাম পথ খুলে রয়েছে, তাহাই সাময়িকভাবে বেকার-সমস্যা দূর করেছে। আজ যখন যুদ্ধ তার এরূপের ভূমিকায় তখন পূর্বাহ্নেই এই সমস্যার সমাধান করা উচিত। দেশের হাজার হাজার যুবককে বেকার-সমস্যা থেকে বাঁচাতে হলে বহু বড় শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজন। সুখের বিষয়, ভারতবর্ষ ব্যবসায় ও বাণিজ্যে উন্নতির পথে অগ্রসর। ভারতীয় উদ্যমী অনেক বাণিজ্য সফল হয়েছে দেশী মাল-গুলির পরিচয় ও একটিবার।

পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি—শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বাহাদুর মাণিক্য বাহাদুর,
কে, সি, এস, আই।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—
হরিদাস ভট্টাচার্য্য।
হেড অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা) ব্রাঞ্চ অফিস—আগরতলা।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

২০১, হারিসন রোড ও ৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯,৫৫,১৬৩। ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে বম্বেস্টকের অধীনে কাজ করে ৫১১টি কারখানায়। তন্মধ্যে মধ্যপ্রদেশে এপ্রিল মাসে ঐ কারখানে কাজ করে ৯৩টি কারখানায়। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসের বম্বেস্টকগুলিতে যে সব শ্রমিক নিযুক্তিত ছিল তাহাদের সংখ্যা ছিল ২,৩৫,৬১৩। ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে বম্বেস্টকের সংখ্যা ছিল ২,৩৩,৫১৩। ঐ সময় বৃদ্ধি, পাট ইত্যাদি বয়নশিল্পে বম্বেস্টক হইয়াছিল পঞ্চতরা ৯৯টি। সমস্ত আলোচ্য সময় বম্বেস্টকের মধ্যে ঐ সব শিল্পের মজুরদারী ছিল শতকরা ৭৬ জন। বম্বেস্টকের অন্য সব শিল্পের শতকরা ৭৪ ভাগ মজুর-নিযুক্তিগুলি আসে।

মিঃ ত্রিলোকচন্দ্র কাপুরের নূতন পদ

মিঃ ত্রিলোকচন্দ্র কাপুর দক্ষী ইণ্ডিয়াকেবল কোম্পানীর ম্যানেজারের পদ হইতে ইস্তফা দেওয়ায় পর তাঁহার স্থলে মিউনিসিপাল লাইট, এ্যাসিয়েশন লোমাইটির সেক্রেটারীর ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

কাপড়ের কলগুলিতে কত তুলা ব্যবহার হইয়াছে

১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে মোট যে পরিমাণ তুলা ব্যবহার হইয়াছে তাহার হিসাব এই :

(৪০০ পাউণ্ডের বেল্‌-এ)

	ফেব্রুয়ারী '৩৩	ফেব্রুয়ারী '৩৪
ভূমির ভারত	২৭০,০০০	২৮০,০০০
দেশীয় রাজ্য	৪৫,৩১১	৫৩,৩৭৫
মোট—ভারতে তুলা	৩১৫,৩১১	৩৩৩,৩৭৫

বেঙ্গল ল্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স

বেঙ্গল ল্যাশনাল চেম্বার অফ্‌ কমার্সের কার্য্যকরী সমিতির গত ১১ই মে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান বেলওয়ের ফেরারেল ম্যানেজার রায় বাহাদুর এম সি ঘোষকে সম্বর্দ্ধনার জন্য তাঁহাদের অফিস-গৃহে এক চা-পার্টির আয়োজন করেন। মিঃ বে ভদ্রলোক মিঃ এম এল পাল, রায় বাহাদুর জি এ বোসাণী, মিঃ কে কে মিত্র, রাঃ এম এন সাহা, মিঃ এম এল বেমকা, রায়জী রক্ষিত, রায় এইচ, এল পাল এম এল এ, মিঃ কি এল গেল এম এল এ, মিঃ এম এল রক্ষিত, মিঃ আই বি সেন এবং রাঃ এম বি সহ এই প্রীতি-সম্মেলনে যোগ দান করিয়াছিলেন।

বঙ্গে রেশম চাষ উন্নয়নের জন্য বিল

বাঙ্গলা দেশে রেশমের চাষের উন্নতি সাধনের জন্য একটি আইনসঙ্গত সভার মিঃ আবদুর রোসেন একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। বিলের উদ্দেশ্য দুইটি—শিক্ষিতদের মধ্যে রেশম বিষয়ক জ্ঞান, তাহাদের ডিম ও পোকা পাইবার সুবিধা করা এবং তাহাদের ডিম পাড়ার সময় তাহার ব্যবস্থা করা এবং তাহাদের ডিম পাড়ার সময় তাহার পরিমাণ অনুযায়ী তাহার মূল্যের ব্যবস্থা করা।

তৈলের পাইপ লাইন সম্পর্কিত প্রস্তাব

বৃটিশ সরকারের বৈদেশিক বিভাগ এবং ইহার 'আমদানি ও রফতানি শক্তি' বিভাগের সচিব আবেদিকা লৌরি আজ হইতে পাঁচ বৎসরের পক্ষে যে তৈলের পাইপ লাইন স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার প্রতি মনোযোগ করিয়াছেন। ব্রিটিশ সরকারের বর্তমান অবস্থাতে সর্বদের আবার তাহা যাইতে পারে, আলোচনা হয়। প্রস্তাবটী এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। আশা করিতে যে, বৃহৎ রাষ্ট্রের সরকার এখনও সম্ভাবনী মজুর করেন নাই। লৌরি আবেদন সরকারের নিকট এখনও সরকারীভাবে কোনো প্রস্তাব করা হয় নাই। অবশ্যমন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ এবিষয়ে এখন বৃহৎ রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা পরে সরকারী দপ্তরের সহিত পরামর্শ করিবেন। প্রস্তাবটী বিষু পরিমাণ অগ্রসর হইলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে একটী বিবৃতি দেওয়া হইতে পারে।

একাধারে এ-আর-পি আশ্রয়স্থল ও বাসগৃহ

বাঙ্গলা সরকারের নির্দেশে আনুমানিক ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট উত্তর কলিকাতা অঞ্চলে পাঁচটী এমন এ-আর-পি আশ্রয়স্থল নির্মাণ করিতেছে যে, যুদ্ধের পরে সেগুলির অভ্যন্তরভাগে অল্প ব্যয় পরিবর্তন করিয়া দুই তিনটী পরিবারের বাসের উপযোগী বাসগৃহে পরিণত করা যাইবে। এ-আর-পি আশ্রয়স্থল হিসাবে প্রতিটিতে পঞ্চাশ জনের বেশী লোকের স্থান সঙ্কুলান হইবে।

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৮ সন
১৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
স্থায়ী আমানতের সুদের হার
অত্যন্ত সন্তোষজনক, ৩০০ টাকা হইতে ৬, টাকা পর্য্যন্ত।
জে, সি, সরকার — ডিরেক্টর ইন-চার্জ
এস, আর মোতায়েদ্‌ — ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
এস, জি, দত্ত রায় — ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭
বড়বাজার শাখা :—১৯৪।১, হ্যারিসন রোড
শাখাসমূহ :—
ভেলেঘাটা, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, আমহার্ষ্ট, বোলপুর ও ডায়মণ্ড হারবার (সাউথ ঐঠ), ঘারভাঙ্গা, দারভাঙ্গা, নারায়ণগঞ্জ, লাহেরিয়াসরাই ও রায়পুর (সি, পি)
পাটনা, আরামবাগ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় ব্যাঙ্ক
ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক
লিঃ
স্থাপিত ১৯০০ খৃঃ — হেড অফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। — টেলিঃ Paymaster.
টেলীফোন :—কলিঃ ২৫৪৬
অন্যান্য শাখা

আমবাজার,	বড়বাজার,	আলীগঞ্জ,	কলেজ ষ্ট্রীট,
ঢাকা,	নারায়ণগঞ্জ,	ফরিদপুর,	
রাজবাড়ী,	খুলনা,	গোপালদি,	কুষ্টিয়া,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া,	আলালসোলে,	ভোলা,	মৌহাটি,
টাংগা,	ভেরেহাট,	যশড়পুর,	শিলেট,
করিমগঞ্জ,	মোলাঘাট,	মাগুরা,	ইটকুমারী,
রাজমহল,	রাজমহলবর্মীও,	মেদারম,	সোনারপুর,
পাটনা,	বামরা,	পাবনা,	

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস সি দত্ত, এম-এ, বি-এল।

(ইহা এডভার্টাইজমেণ্ট মাত্র—বোম্বাই আইন)

ভারতরক্ষা আইনের ৪৩-ক ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বলে যে, এই অনুমতি বিজ্ঞাপন প্রচারে সরকার কোন কারবারের আর্থিক সুদৃঢ়তা বা কোনরূপ অনুমান প্রভৃতি করিয়া লইয়াছেন বলে যেন এরূপ মনে না করেন।

(১৯৪৪ সালের ২২শে মে শেয়ার বিক্রয় বন্ধ হইবে)

ছোটনাগপুর এসোসিয়েটেড্ মিনারেলস্ লিঃ

হেড অফিস :—৩ ও ৪, হেস্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৬১১

ডিরেক্টরবৃন্দ :—

১। কুমার প্রফুল্লচন্দ্র সিংহ দেব, পুরুলিয়ার পাচেতো রাজপরিবারভুক্ত।

২। কুমার নিত্যানন্দশেখর সিংহ দেব, ইন্দিপুর সোনপুর রাজ।

৩। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এজ অফিসিও) ফুরেস ব্যাঙ্ক লিঃ, ৩ ও ৪, হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। শ্রীযুক্ত ইউ, এম, ওঝা, ডিরেক্টর, ফুরেস ব্যাঙ্ক লিঃ।

৫। মিঃ এ, বি, চক্রবর্ত্তী, রিসিভারী কর্ত্তৃপক্ষের এজেন্ট ব্যাঙ্কার্স, বিলাস, আগ্রায়।

৬। মিঃ বি, সি, চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা।

৭। মিঃ সি, কে, ঘোষ, এম এ, বি এল (এজ অফিসিও)। সি ইং, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, কলিকাতা।

অডিটরস্ :—

সি, সি, মল্লিক, এম, এ (ক্যান্টাব), চার্টার্ড একাউন্টেণ্টস্, ৬, বেরিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কার্স :—

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ, কলিকাতা।

ফুরেস ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক অব্ ক্যালকাটা লিঃ, কলিকাতা

ম্যানেজিং এজেণ্টস :—

অম্বিকা মাইনিং কর্পোরেশন লিঃ, ৩ ও ৪, হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূলধন ২৪,০০,০০০৲ (চব্বিশ লক্ষ টাকা)

১০৲ টাকা মূল্যের ৯,০০,০০০ সাধারণ শেয়ার ও ৫০৲ টাকা মূল্যের এবং কর সহিত বার্ষিক শতকরা ৬৪৲ টাকা সুদের ৮,০০০ কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত।

কোম্পানী খনির অধিকারী বা ইজারাদারগণের সহিত খনিসমূহ সম্পর্কে যে চুক্তি করিয়াছেন তদনুসারে সাধারণ শেয়ারের একটা অংশ অধিকারী বা ইজারাদারগণ পাইবেন। খনি সম্পর্কিত নূতন নূতন অধিকার ক্রয়ের জন্য কোম্পানী ২ লক্ষ সাধারণ শেয়ারের অগ্রাধিকারে বিক্রয়ের জন্য নিজেদের হাতে রিজার্ভ রাখিবেন এবং পূর্ব্ব আবেদনকারী শেয়ার হিসাবে খনির স্বত্ব ক্রয়ের বেলায় এই সকল শেয়ার বেলায়ী হিসাবে বণ্টন করিবেন; অতঃপর সাধারণ শেয়ারের কোন আবেদন লওয়া হইবে না। কেবলমাত্র বার্ষিক ৬৪৲ টাকা সুদের প্রতিটি ৫০৲ টাকা মূল্যের (৪ লক্ষ টাকার) অত্র সহিত কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারই নিম্নলিখিত মতে সাধারণের জন্য বণ্টন করা হইবে :—

আবেদনের সহিত—১০৲
এলটমেণ্ট মতে—১০৲
এক একটি ১০৲ টাকার কলে অবশিষ্ট ৩০৲ টাকা আদায় করা হইবে।
এক মাসের কম ব্যবধানে কোন কল দেওয়া হইবে না।

উদ্দেশ্য :—নেমোরাণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে বর্ণিত বিষয়সমূহ বা উহার কোন একটিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য :—

(ক) ছোটনাগপুর বিভাগ ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল যাহা ইতিপূর্ব্বে ষ্টেট্স এজেন্সী নামে অভিহিত ছিল তথায় খনিসমূহের স্বত্ব ক্রয় এবং সর্ব্বপ্রকার খনিজদ্রব্যের ব্যবসায় পরিচালনা করা। এই স্বত্ব ইতিমধ্যেই নিম্নলিখিত অঞ্চলের খনিসমূহ সম্বন্ধে লাইসেন্স লওয়া হইয়াছে :—

১। পালকুদার চৌবাণী জিল্লার প্রায় সমস্ত বিঘা পরিমিত স্থানের তফসীল করি, যথা—এ মৌজার অধিক শ্রেণীর জিলেনাইট করার সম্ভাবনা। ইহা ব্যতীত এখানে কোন পরিত্যক্ত সালফার তফসীল করি এবং ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি কোন পরিত্যক্ত ইন্ডাষ্ট্রীয়েল কোন কোন মিনারেল অবস্থিত; ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা লওয়া হইয়াছে। সেলামী বিঘা প্রতি ১০৲।

২। এটি, মৌজা সমস্ত চৌবাণী জিল্লার প্রায় ৩,০০০ বিঘা ভূমির করি। এই অঞ্চলের খনি হইতে প্রধান মেসার্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড লওয়া হইয়াছে। ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা লওয়া হইয়াছে। সেলামী মৌজা প্রতি ৫০৲।

৩। পালকুদার জেলার পাচেতের মৌজার ১৫০০ বিঘা জমির প্রায় ৩ কাঠার বিঘা পরিমিত ইজারা লওয়া হইয়াছে। ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা লওয়া হইয়াছে। সেলামী অধিকৃত করিলে প্রতি বিঘা ৯৲ টাকা।

৪। পালকুদার জেলার বাঁচীর সিকিরদী অঞ্চলে ৪০ বর্গমাইল পরিমিত ভূমি ইজারা লওয়া হইয়াছে। এই স্থানে অপরিমিত লৌহ ও আকরিক অবস্থিতি করিতেছে। সামান্য সময় খরচের পরই এই অঞ্চলে বিশ্ব লৌহ অপরিমিত লৌহ পাওয়া গিয়াছে। কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে এই সকল লৌহের নমুনা দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই সকল নমুনার পরীক্ষায় ৬৪ আনেরও বেশী লৌহ বহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

(খ) বিভিন্ন বিভাগের কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টদিগের কার্য্য করার এই কোম্পানীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপে বলা যায় যে, কোম্পানী অধিকারিত্বভাবে বিভিন্ন খনিক্ষেত্রসমূহের খনিজের সহ করার খনির কাজ চালাইবেন, লুপ ও টানা খনির ক্ষেত্রসমূহ লিজেই ও মুদ্রণিয়ন্ত্রণীয় কারবারীদের খনিজের এবং কাল বছরের আবশ্যক ও পাওয়া যেসে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা খুলিবেন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস :—কোম্পানী রেজিষ্ট্রী হইবার তারিখ হইতে ম্যানেজিং এজেণ্টদের ৯০ বৎসর কার্য্যে বহাল থাকিবেন। কোম্পানীর নীট লাভের উপর তাঁহারা শতকরা ৭½ টাকা হারে পাইবেন; লাভের পরিমাণ কম পড়াইলে তাঁহাদের কোম্পানী আইনের ৬৭ বি ধারার বলে উপরোক্ত অনুসারে আদায়যোগ্য অনুযোগক্রমে তাহা হিসাবে মাসিক এক হাজার টাকা পাইবেন। খনিজ দ্রব্যাদি বিক্রয়ের উপর তাঁহারা শতকরা ২½ টাকা হিসাবে পাইবেন।

ফুরেস ব্যাঙ্ক লিঃ এবং ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেডের সকল ব্যাঙ্কার যেখানে পাওয়া যাইবে।

ইণ্ডিয়ান্ লাইফ্ কেয়ারেশন

১৯৪৩ সালের মার্চের শেষ দিঃ বি এল মজুমদার ও মিঃ অমৃতলাল সে চক্রবর্তি ইণ্ডিয়ান লাইফ কেয়ারেশনের স্থানাভাবে কেয়ারস্থান্ ও আইন্-কেয়ারস্থান নির্মাণিত হইয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার খনিজ সম্পদ ও সরকারী সাহায্য

খনিজ ও ধাতু শিল্পের অবস্থান ও প্রসার-কল্পে অষ্ট্রেলিয়া সরকার ১০ লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া এখন আমেরিকাকে ট্যাণ্ডষ্টেন যোগাইতেছে। এই বিরল ধাতুটী ষ্টীল-তৈরী অর্থাৎ, ইহা ষ্টেণ্ডার্ড অপেক্ষা দৃঢ়, ভারের মত ইহার উপর কোনোরূপ মরিচা ধরে না এবং ইহা গলাইবার জন্য এত বেশী উত্তাপ প্রয়োজন হয় যে, ইহা গলাইবার উপযোগী পাত্র এখনও পাওয়া যায় না। যুদ্ধের কোনো কোনোটীর কাজে এই ধাতুটির ব্যবহার হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়া এখন মেটিলিয়াম তৈরার করিতেছে। একটি ছাড়া ঐ দেশে ইউরেনের খনিজ লাভ হইতেছে। টাস্মানিয়ার বিপুল তড়িৎ পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়া সরকার টাস্মানিয়ার এ্যালুমিনিয়ম উৎপাদনের জন্য অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

চেম্বার অফ্ কমার্সের নূতন সভাপতি

মিঃ রহমান রচিত ১৯৪৩ সালের জন্য কলিকাতার ভূমিয় চেম্বার অফ্ কমার্সের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট

নিম্নলিখিত অনুসন্ধানকার্য্যের পরিচালনার ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিকাল ইন্‌ষ্টিটিউটের ১৯৪৩-৪৪ সালের কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে :—

সভাপতি—মিঃ মনিলীয়েন্ সরকার। সহঃ সভাপতি—ডাঃ পি এল হামাণ্ডি, এম-এল-এ (কেন্দ্রীয়), মিঃ ই ষ্টকউইন, ডাঃ পি কি সেনগুপ্ত, স্যার এ এইচ গজনবী, এম-এল-এ (কেন্দ্রীয়), ডাঃ জে বি প্রাণ্ট, ডাঃ এল সি মুখার্জি, এম-এল-এ, মিঃ সি এম রাজবরিয়া, স্যার শ্রীরাম, স্যার পি কি রায়। মিঃ এইচ এম ঘোষাবালা। ডাঃ সত্যেন্দ্র নাথ ও অধ্যাপক পি সি মহলানবিশ যথাক্রমে এই সমিতির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ও অবৈতনিক সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন।

১৯৪০ সালের উৎপন্ন তুলার পরিমাণ

সমিতি প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৯৪২ সালের তুলা ১৯৪০ সালের তুলার চাষ কম হইয়াছে, তথাপি প্রতিটি হিসাবের চাহিদার হিসাব হইতে দেখা যায় ১৯৪২ সালে অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে শতকরা ৩ ভাগ বেশী জমিতে তুলার চাষ হয় এবং শতকরা ৮ ভাগ বেশী ফলন উৎপন্ন হইয়াছে। তবে এই অতিরিক্ত পরিমাণ ১৯৪২ সাল হইতে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কম।

সমাজ-কল্যাণ শিক্ষার ব্যবস্থা

ভারত সরকারের শ্রমবিভাগের নির্দেশে বঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের সেবার অবৈতনিকের অভিজ্ঞতার শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাপ্লেনটিসেস বোর্ড আর সমর সাপেক্ষ সমাজ-কল্যাণ শিক্ষার ব্যবস্থা অচিরে করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখন শিক্ষাকাল ছয় মাস স্থায়ী হইবে এবং আগামী জুলাই মাস হইতে শিক্ষারম্ভ আরম্ভ হইবে।

কেরোসিনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য তৈল

কেরোসিনের অভাবে কলিকাতাবাসীদের যে কতদূর অসুবিধা হইতেছে তাহা সুধী পাঠকবর্গের অজ্ঞাত নাই। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ ব্যুরোর অনুসন্ধানাগারে কোন অনুরূপ সামগ্রী আবিষ্কার করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। এই অনুসন্ধানাগার হইতে জানান হইয়াছে, কেরোসিনের পরিবর্ত্তে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তেলিটোলা তৈল বিশ্লেষণে তাহা দ্বারা রান্নাঘরের ও ঘরের যেকোন লাম্প জ্বালাইতে পারা যাইবে।

ব্যবহৃত কার্ব্বন কাগজে আবার কালি লাগাইবার ব্যবস্থা

আমেরিকার পরিত্যক্ত কার্ব্বন কাগজের উপর ইথর পাইনের সাহায্যে কালি লাগাইয়া নূতন কার্ব্বন কাগজ তৈয়ারী করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উড়িষ্যায় জলস্রোত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা

উড়িষ্যা প্রাভিন্সাল সাপ্লিমিটী এক্সটেনসনী বোর্ডের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায় কোরাপুট

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন রেঞ্জ, কলিকাতা।
জনপ্রিয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।
ব্রাঞ্চ—কলিকাতা, বম্বে, রাইপুর এবং বিহার ও
বাংলার প্রধান প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহে।
ফোন: কাল ৪১০১ আর হার, বি এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

'যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা'

এমন আমরা চিরন্তন জীবন-সুরক্ষাই দান করিতেছি। এই অর্থও জীবন-বীমা একান্তরে বাঞ্ছিতম এবং সময়োপযোগী ব্যাপার। আশিক সচ্ছলতাই এই বৎসরাগ্রহণিক জীবন-বীমে ভরা হইবার একমাত্র উপায়।

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

চেয়ারম্যান——কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
হেড অফিস : ৩৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড :: কলিকাতা।
ফোন—বৃলি ৭৩৭

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস : ৪নং চার্চ ষ্ট্রীট, কলিঃ স্থাপিত—১৯২২

কার্য্যকরী তহবিল

৭,০০,০০,০০০৲ সাত কোটির উর্দ্ধে

কলিকাতা অফিস—১১৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ১১৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ১০৯ বি, ২য়া রোড।

—অপর শাখাসমূহ :—

কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, চৌমুহনী, ফেনী, চট্টগ্রাম, চকবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদি, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, মতলব, পাবনা, পাটনা, রাজসাহী, পুরাণবাজার, ডিমলুকিয়া

অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্ট্স :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্, লিমিটেড
আমেরিকান এজেন্ট্স :—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক
লণ্ডন এজেন্ট্স :—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এল বি ভরু, এম-এ, বি-এল-সি (ইণ্ড) লণ্ডন, ব্যারিষ্টার-এট-ল।

যেলার মোহনা অঞ্চলসমূহ হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের একটী পরিকল্পনা বিশেষ হইয়াছে।

ঢৌকিও-কলিকাতা বিমান পথ

কালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিস্কোর বাসিন্দা পল ম্যাক এ্যাডাম্সএইন যেসকারী উন্নয়ন পরিকল্পনা সমিতির (সিভিল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন বোর্ড) সিদ্ধান্ত ক্রমের পরে কলিকাতা হইতে ঢৌকিও পর্যন্ত বিমান চালাইবার অধিকার প্রার্থনা করিয়া আবেদনপত্র দাখিল করিয়াছেন।

সংযুক্ত প্রদেশের গম ফসলের পূর্ব্বাভাস

বিশারদীর ফলে এলাহাবাদ সমেত প্রদেশে গম ফসলের এমন আশা হইয়াছে যে, ৭ লক্ষ ৩ লক্ষ টাকা মূল্যমানের বেশের ও বাজারে মাল আনার প্রয়োজন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গত সপ্তাহে উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১ কোটী ৯৫ লক্ষ ৩ হাজার টন—গত বৎসরের অপেক্ষা ৫ লক্ষাধিক টন কম। ১৯৪৩-৪৪ সালের ফসলের অপেক্ষা অবশ্য এবারের ফলন বেশী হইবে।

ভারতে সমবায়ের কৃষি-পরিকল্পনা

সমবায়ের কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার একটি বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে, আমাদের কৃষিগত মূলধনীয়ের দাবী তিনটী —(১) আমাদের বর্ত্তমান অবনমনযোগ্য ঋণ পুরীভূত যাহাতে ব্যবস্থা করা। (২) আমাদের বর্জ্জনীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য টাকা যাহাতে সহজে করা এবং (৩) বৈদেশিক বাজারে ফসলের পর যে সমস্ত কৃষিজাত মালের চাহিদা হইবে সেগুলি জোগান দেওয়া। ভারতে এখন ১১ কোটী ১০ লক্ষ একর জমি পতিত পড়িয়া আছে। উহাকে চাষের উপযুক্ত করিয়া লওয়া যায়।

হুণ্ডি নির্দ্দিষ্ট কাগজ

ঢাকা যেলার আভিযানে বহুবিধিত আখের উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমানে কার্য্যকরী করিয়া তোলা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে যাহারা সরকার যে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার সুবিধা লইয়া ৮টী কারখানার ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং আরও অনেকগুলী কারখানা খোলা প্রস্তুতি হইবে। গভর্ণমেণ্ট সেখানার কাজে প্রস্তুতকারীদের পাইকারী দরে ঔষধাদি যোগাইবার এবং বাজারদরে তাহাদের নিকট হইতে তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এইভাবে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ কাগজ-শিল্পে অধিক দুইটী বল করিবপুর ও মুর্শীগঞ্জের কাগজ করিয়াছেন। প্রস্তুতিবিধিত কাগজের ছোট ছোট কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নিকট দিয়েছেন। এইরূপ একটী তৃতীয় দলের নিকট হইতে কলিকাতার মহিলা আবেদনের সমস্তির প্রায় ১৫ জন সভ্য নিকাশাদ করিয়া তাহাদের প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান অনুবিধার প্রতিকারকল্পে এবং পুরাতন অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতিবিধিত কাগজ-শিল্পসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য দুইজন অভিজ্ঞ শিল্পীকে বর্ত্তমান যেলার কাটোয়ার পাঠান হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার সোনের টাকা

অষ্ট্রেলিয়ার এবার মোট-চলিতমূল্য মোট ১০৭, ২৬১,০৬৮৲ পাউণ্ডের। তন্মধ্যে জনসাধারণের হাতে আছে ১২৬,৭৫৩,৬৪০৲ পাউণ্ড, এবং ব্যাঙ্কগুলির হাতে আছে ১৭,২০৩, ৪২৮ পাউণ্ড।

হালকা খাদ্য-ট্যাবলেট্

বৃহত্তাঃ নৌ-বিভাগের বেতিকাল বিভাগ ইংরেজীতে সম্প্রতি জীবন-রক্ষার জন্য একপ্রকার উন্নত ধরণের হালকা খাদ্য-ট্যাবলেট আবিষ্কার করিয়াছেন। সম্প্রতি ডাকাত বেতিকাল মুলেটিনে প্রকাশিত হইয়াছে।

জলপথে জীবন-রক্ষীকল্পে যাহাতে অল্প আয়তন লাগে এবং যাহাতে নাবিকদলের ক্ষুধা ভালভাবে মেটান সম্ভবপর হয়, এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তিন প্রকার ট্যাবলেট প্রস্তুত করা হইয়াছে। এক প্রকার ট্যাবলেট লালা উৎপাদক, এক প্রকার বাধাদায়ক প্রশমিত ঔষধপত্র এবং তৃতীয় শ্রেণীর ট্যাবলেটগুলি তৃষ্ণানাশক ঔষধের কাজ করিবে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তিনি বিভিন্ন ধরণের ট্যাবলেটগুলি অল্পক্ষণ ব্যবহৃত।

জলপ্রতি এই ধরণের খাদ্যের ওজন হইবে ½ পাউণ্ড। বর্ত্তমানে এই উপলক্ষে যে খাদ্য সাথে থাকার কথা ২ পাউণ্ড।

সম্প্রতি ব্রীটের সময় ৬৮ জন বেসামরিক বেতিকাল উপলক্ষে এরমধ্যে জীবন-রক্ষীকল্পে আবিষ্কৃত অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেই সময় তাঁহারা এই ট্যাবলেট পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং ইহার কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা ইহা অনুমোদন করিয়াছেন।

অর্থনীতি বিষয়ক মূতন পুস্তক

(1) Social Studies and World Citizenship By L. J. F. Brimble and F. J. May. Macmillan & Co. Price 6s.

(2) Technical Education By J. C. Ghose B. Sc. (Manchester).

(3) National Government or People's Government By M. N. Roy. Published by Radical Democratic Party, Calcutta. Price Rs. 1/-

(4) War-time Restrictions By K. M. Desai. Published by Associated Advertisers and Printers Ltd., Bombay. Price Rs. 4/-

(5) Grow More Vegetables, Eat More Vegetables. By Rai Bahadur D N. Mitra. Published by the Calcutta University. Price Rs 1-8

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কাল ১১০৯

আদায়ী মূলধন ৬ লক্ষাধিক
কার্য্যকরী মূলধন ... ১২: লক্ষাধিক

শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, খোদাই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আটারবাড়ী, নান্দিনা, গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, ঢাকা ও কটক।

চেয়ারম্যান—শ্রীযুত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আটারবাড়ী
জি, চৌধুরী—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

টেলিফোন : কাল ১৪৪৩-১৪৪৫ টেলিগ্রাম : "অভিযাত্রিক"

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স

সিণ্ডিকেট লিঃ

মূলধন

অনুমোদিত -- ২০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত -- ১৮,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত ... — ১০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

লভ্যাংশ : আমাদের গ্রাহকেরা তিন বৎসরকাল মধ্যেই আশীরাধিক মিয়োজিত অর্থের শতকরা ১৮ ভাগ লেখে পাইয়াছেন।

"বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স"
(আমাদের নিজস্ব বাড়ী)

নিরাপদ ও লাভজনকভাবে টাকা খাটাইতে
হইলে আমাদের
"ফিক্সড ডিপোজিটে"
অর্থ বিনিয়োগ করুন
মূল দুই বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৲

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"
১২, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

* আমরা সম্প্রতিকল শেয়ারের কাজ করিয়া থাকি। বিস্তৃত বিবরণের জন্য আমাদের "আমাদী শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট" নিয়মিতভাবে পাঠ করুন। বিনামূল্যে নমুনা কপি সরবরাহ করা হয়।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এম্প্রায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

এম্প্রায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১১ হাজার ৭৪০টি পলিসিতে মোট ৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার মূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। ১৯৩৯ সালে কোম্পানীর মূতন বীমার পরিমাণ রিকোয়ারিড ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। সে হিসাবে কোম্পানীর মূতন কাজের পরিমাণ ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। এক বৎসরে মূতন বীমার এত বৃদ্ধি এম্প্রায়ারের পরিচালকমণ্ডলের অবশ্যই গৌরবের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদ ৭৯ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ও বার্ষিক অন্যান্যের মূল বাবদ ২২ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা আয় হয়। অন্যের দিকে এবার পলিসি-হোল্ডারগণের মৃত্যুবাবদ ১৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও অন্যান্য মূল বাবদ ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দাবী হইয়াছে। পরিচালনা-ব্যয় ও অন্যান্য নানা বাবদ কোম্পানীর বার্ষী টাকা জীবন-বীমা তহবিলে জমা করা হয়। বৎসরের প্রথমে এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বার্ষিক ৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আলোচ্য মূলধন বাবদ ৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা, জীবন-বীমা তহবিল বাবদ ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা, বার্ষী টাকার নিরাপত্তার জন্য রক্ষিত তহবিল ২৮ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য দেনার দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। ঐ তারিখে দায়ের বদলে উল্লেখযোগ্য তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান বিভাগগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে মূলধন ৩৩ লক্ষ টাকা, ভারত সরকারের সিকিউরিটি ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা, ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটি ও পোর্টট্রাষ্ট সিকিউরিটি ৮৭ লক্ষ টাকা, অন্যান্য ভারি বাড়ী ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কে ও ব্যাঙ্কে ৫ লক্ষ টাকা। কোম্পানীর অন্যান্য যে সব সম্পত্তির সমাবেশে বাবদ করা হইয়াছে এই সব বিভাগ দৃষ্টে তাহা আলোচনাই বুঝা যায়। বার্ষী টাকা সম্পর্কে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোম্পানী ২৮ লক্ষ টাকার একটী মজুত তহবিল গঠিয়া তুলিয়াছে। উহাকে এতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মেসার্স বি এন দাস এণ্ড সন্স লিমিটেড 'এম্প্রায়ারের' সাফল্য বৃদ্ধির প্রকৃতি অন্যতম চীফ এজেন্টস। ইঁহাদের কর্ম্মতৎপরতার ফলে এক্সকালে কোম্পানীর কার্য্যধারা উল্লেখযোগ্য সন্তোষজনক হইয়াছে। ডিরেক্টারগণ বর্ত্তমান তালহৌসী স্কোয়ারে এই চীফ এজেন্সী আফিস অবস্থিত।

ছোটনাগপুর এলোসিয়েটেড মিনারেলস্ লিঃ

অল্পদিন ছোটনাগপুর এসোসিয়েটেড মিনারেলস্ লিমিটেডের একটী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার খনি জয় ও ইজারা লইয়া খনিজ দ্রব্যের ব্যবসা পরিচালনাই এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে ইহারা অনেকগুলি খনির ইজারা ও লাইসেন্স সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। উহা ১০ টাকা মূল্যের ৫ লক্ষ সাধারণ শেয়ার ও ৫০ টাকা মূল্যের বার্ষিক শতকরা ৬॥০ টাকা সুদের (ক্রম ক্রমিত) ৮ হাজার কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত। খনি সম্পর্কিত মূলধন মূতন খনি ক্রয় করিবার নিমিত্ত কোম্পানীর সাধারণ শেয়ার সেলামী হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। যে উদ্দেশ্যে মাসাবে এ সমস্ত শেয়ার বিক্রয় না করিয়া বন্ধক রাখা হইবে। অথচ কোম্পানীর প্রেফারেন্স শেয়ারসমূহ সাধারণের নিকট বিক্রয় করার জন্য বর্ত্তমানে বাজারে উপস্থিত করা হইয়াছে। এখনো বন্টন-নিয়ম গঠিয়া তোলার যথেষ্ট সুযোগ-সম্ভাবনা রহিয়াছে। উপরন্তু মূলধন নিয়া কার্য্যে ব্রতী হইলে এবং বিশেষজ্ঞ-সমর্থ রীতিতে ব্যবসা পরিচালনার ব্যবস্থা করিলে যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই শ্রেণীর কাজ-কারবারে আশাতীত লাভ দেখান সম্ভবপর হইতে পারে। ছোটনাগপুর এসোসিয়েটেড মিনারেলস্

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—কলিকাতা। ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)
—চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়—
অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা।
বিলিকৃত ,, ৪০,০০,০০০ ,,
বিক্রীত ,, ৩৬,০০,০০০ টাকার উপর
আদায়ীকৃত ,, ৩০,০০,০০০ ,, ,,
রিজার্ভ ফাণ্ড ৫,৫০,০০০ টাকার উপর
ভারতের বিভিন্ন ব্যবসা-কেন্দ্রসমূহে ব্রাঞ্চ অফিস আছে।
কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

যেখানে অর্থ হেতে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন—
বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস :—ঢাকাপুর হেড অফিস —ঢাকা।
কলিকাতা অফিস—৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
—শাখাসমূহ :—
পুরাণবাজার, ঢাকা, লৌহজং,
বাঁধিরপাড়, শ্রীনগর, ফেনপুর
হুদের হার— ডিপোজিট শতকরা।
স্থায়ী— ২
সেভিংস ২৷৷০
স্থায়ী আমানত ৩, হইতে ৬, পর্য্যন্ত
বি এন চক্রবর্ত্তী বি এন বসু
ম্যানেজিং ডিরেক্টর। কলিকাতা এজেন্ট।

নিরাপত্তা ও কার্য্যকুশলতার জন্য—
দি ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :—ঢাকা। স্থাপিত—১৯২৮
শাখাসমূহ :—
খোলা, নাইখাড়া,
চট্টগ্রাম, চন্দনপুরিয়া,
শ্রীহট্ট ও নারায়ণগঞ্জ
কলিকাতা শাখা :—
১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
ফোন : কলি : ৪৪০১
ব্যাঙ্কিং ও সেভিংস ব্যাঙ্ক বিভাগ খোলা হইয়াছে।
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এন চট্টোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯০৫ ফোন :—ক্যাল—২৬৩২
হেড অফিস :—৩১ অ্যাডাম লেন, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বালিগঞ্জ—৩৩, রাসবিহারী এভিনিউ
চৌরাঙ্গী—৮৩, চৌরাঙ্গী ষ্ট্রীট
বহরমপুর : ঢাকা : পরিচালন : বহরমপুর (বেঙ্গল)
বেনারস ও কানপি (ইউ, পি)
সে-অফিস—সোডাবাজার : বহরমপুর (বেঙ্গল)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এন বি বোষ বহিয়া।

লিমিটেডের দেওয়া বিভিন্ন তথ্যাবলীর ভিত্তি উহাদের কার্য্যে সহায়তা করেন তবে উহারা অন্য সমস্যের মধ্যে তালমত উন্নতি দেখাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, মিঃ বে সি চক্রবর্ত্তী পূর্ব্বতন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ-এর নাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের ঐ ব্যাঙ্কের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন। নেতাজী ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ ও লাভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড বাহিরপুর নামে অতিরিক্ত বাহিনী এবং আরবী নেতাজী ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অফিসগুলি ডিরেক্টর হিসাবে মিঃ চক্রবর্ত্তী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অসুত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার পরিচালনাধীনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ অল্প দিনের মধ্যে একটী ব্যাঙ্কিং ব্যাঙ্কে পরিণত হইবে ইহাই আমরা আশা করিতেছি। ইহা মোকামা লেন, কলিকাতায় ইহার হেড অফিস অবস্থিত।

আমরা শুনিয়া আরও সুখী হইলাম যে, মিঃ চক্রবর্ত্তী নেতাজী ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং অল্পদিনের মধ্যে উহার কার্য্যক্ষেত্রের সম্যক প্রসার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মিঃ চক্রবর্ত্তীর সুপরিচালনায় এই কোম্পানীকে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়া অংশীদারদের আশা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

শিবপুর সুগার মাদ্রাই কর্পোরেশন লিঃ

অল্পদিন শিবপুর সুগার মাদ্রাই কর্পোরেশন লিমিটেডের একটী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। এই কোম্পানী সুগার করিয়া দেওয়ার বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাইয়াছে এবং বর্ত্তমানে ব্যাঙ্ক-দ্বারা সংরক্ষণের কাজে নিযুক্ত আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতেও আশানুরূপ সেড পেতে পাইতেছে। এই শ্রেণীর ব্যবসায় আশাতীত লাভের সুযোগ রহিয়াছে। কাজেই ভবিষ্যতে এই কোম্পানীর উন্নতিযোগ্য উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

বাঙ্গলার নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্‌সেল্‌স সিন্ডিকেট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অজিতকুমার চ্যাটার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ম্যানেজেন্সী ও টেরিটরিয়াল প্রভৃতি পরিচালনা। ঠিকানা—১১নং ঈডেন্টালা লেন, কলিকাতা।

আদি বাঙ্গালার তন্তুজাত দ্রব্যাদি ও এণ্ড ম্যানুফ্যাক্চার্স কোং লিঃ—ডিরেক্টর সৈয়দ হুসমান। জলপাইগুড়ী। চা ও কফি উৎপাদনের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ৭ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা।

ফেডারেটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ—এজেন্সী মেডিক ডকাদির এর মেসা। ফেডারেট, হুগলী। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ওয়েষ্টার্ণ ডুই মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৩ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসে লভ্যতা ১৮ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের ঐ ছয়েই লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নিয়ারমেলাস কোল কোং লিঃ**—১৯৪৩ সালের হিসাবে লভ্যতা ২৫। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল লভ্যতা ৫ টাকা। **মর্ণে ভাদুয়া কোল কোং লিঃ**—১৯৪৩ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসে লভ্যতা ৫ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল লভ্যতা ৬৫ টাকা। **ডিষ্ট্রাক্টেন্সী ষ্টী কোং লিঃ**—১৯৪৩ সালের হিসাবে লভ্যতা ৯৫ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রথম লভ্যাংশের পরিবর্ত্তে তিন লভ্যতা ২১৫ টাকা। **আসানসোল ব্যাঙ্ক কোং লিঃ**—১৯৪৩ সালের হিসাবে লভ্যতা ১৫ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের ঐ ছয়েই লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ক্যালকাটা আইরন এমোনিয়েশন লিঃ**—১৯৪৩ সালের হিসাবে লভ্যতা ৩০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরও ঐ ছয়েই লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—এনং ব্যাঙ্কো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস কে রায়।

স্থাপিত : ১৯২৩

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—নারায়ণগঞ্জ কলিকাতা অফিস :—১৭৯, কলেজ ষ্ট্রীট।

ফোন :—বড়বাজার ৯০৭

ক্রিয়ারিংএর যাবতীয় সুযোগ সহ
ক্রমোন্নতিশীল ভারতীয় ব্যাঙ্ক

অন্যান্য ব্রাঞ্চ :—সিরাজগঞ্জ, সিলেট, সিলেট, ফরিদপুর, বরিশাল ও কুমিল্লা।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান অব বোর্ড :
শ্রীকালিদীকুমার পাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা

ইউনাইটেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা।

ডিরেক্টর :—মিঃ এস এন রায়চৌধুরী, স্যার আবদুল হালীম গজনবী, মিঃ কে সি মোহতা, মিঃ সি এস আলেকজাণ্ডার, মিঃ এ সি সরকার, মিঃ আর ডি লালভাই, মিঃ বসন্তকুমার মজুমদার, মিঃ অমরেন্দ্রনাথ আর চৌধুরী, মিঃ বরিশাল ভাদুড়িয়া। চেয়ারম্যান অব বোর্ড—মিঃ বি কে ঠাকুর।

যে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন

ভারতে এবং বিদেশে সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শাখাসমূহ :—কলিকাতা (৩টি), বোম্বাই, দিল্লী, শিমলা, করাচী, মাদ্রাজ, অমৃতসর, কানপুর, এলাহাবাদ (সিভি), আগ্রা, মাদুরা, আহমেদাবাদ, মোরাদাবাদ, লাহোর, সুরাট ও সিকন্দরাবাদ।

হেড অফিস—২, চার্চেল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

ফোন :—কলিঃ ৩৪৭৮ ম্যানেজার—মিঃ বি আর মোহনকা

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১১ই মে

আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে টাকার আমদানী দেখা যায়। এই সপ্তাহের ট্রেজারী বিল টেণ্ডারের ফল বাহির হইবার পরেই বাজারের পরিস্থিতি অনুকূল হইয়াছিল। বোম্বাই ও কলিকাতা উভয় স্থানের ব্যাঙ্কগুলির লগদলের অবস্থা চাহিদা মাত্র পরিশোধের সর্তে অবশ্য বহু অংশে সুবিধা হইয়াছে। ভারত সরকারের ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যৌথিক প্রতিযোগিতা করিতে যায়। ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের আহ্বানে ১৩ কোটি টাকার অধিক পরিমাণের আবেদন পাওয়া যায়। সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ :— ভারত সরকারের ৩ মাসের মেয়াদী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের আহ্বানে মোট ১৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার আবেদন পাওয়া যায়। ৯৯৬/১৪ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। ৯৯৬/১৫ দরের আবেদন শতকরা ৪টি গৃহীত হইয়াছে। উহা অপেক্ষা কম দরের টেণ্ডার গৃহীত হয় নাই। মোট গৃহীত ৯ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৫/-।

আগামী ১৯ই মে (১৯৪৯) মঙ্গলবার বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ট্রেজারী টাইম) পর্যন্ত ও অন্যান্য কেন্দ্রে ১৯ই মে বোধবার ঐ দিনের কার্যকলাপের জন্য না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ভারত সরকারের ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। ব্যাঙ্কের টেণ্ডার প্রপোজাল খলিয়া বিবেচিত হইবে আগামিকল্য ১৯শে যে গড়পড়তা টাকা দিতে হইবে, অন্যান্য সর্ত পূর্বের মত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী হইতে জানা যায়, ২৮শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে দফতরী তফসিলি ব্যাঙ্কের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৯৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৯৭ কোটি ৯২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। ঐ সপ্তাহে আমানতের বাবদে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৮০ কোটি ৪৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৭১ কোটি ২৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। ঐ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৯ কোটি ১৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। ঐ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬১ কোটি ১২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭৮ কোটি ৬৭ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। ঐ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে প্রদেশ সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৭১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ও ২০ কোটি ৯৮ লক্ষ ৮ হাজার। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ও ২১ কোটি ২৪ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা।

১০ই মে তারিখে বিনিময়-বাজারে বিভিন্ন হার বলবৎ ছিল :—

এমেরিকান ডলার	(প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৩৯৯ পেঃ
" বর্মী "	(")	" "
ফি এ ফিনিয়ান	(")	১ শিঃ ৩৯৯ পেঃ
ফি এ ফ্রাঙ্কিয়ান	(")	১ শিঃ ৩৯৯ পেঃ
সোনার	(১০০ তোলায়)	৩৯৭৬৫ আনা

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১২ই মে

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দা অবস্থা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত অপরিবর্তনীয় থাকিলেও শেষ দিকের বাজারে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। অবশ্য ও সাহেব সেয়ারে আলোচ্য সপ্তাহে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং তজ্জন্য অধিক শেয়ার-বাজারে কেনাবেচার সরোজ-অবশ্য হয়। সরকার আমানত পত্র সম্পর্কের ফলে অতি সেয়ারে ৮/০ আনা বিক্রিতেও না দিয়া ঠিক কর্পোরেশনের তরুণদ্ধ ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য সেয়ার পিছু ৫০ আনা হারেনাস বিক্রিতেও বোনা করার ওজুহাত বৈকালের দিকে উচ্চ সেয়ারের বাজারে আকর্ষণ করিয়া দিয়াছে। এজন্যে ব্যাঙ্কারদের সেয়ার-বাজারে পক্ষ করেক সপ্তাহের কেনাবেচার ফীস অন্যান্য পরিলক্ষিত হয় নাই এবং মূল্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না হইলেও অধিকাংশ বিভিন্নিতি হইয়াছিল। সমস্ত ক্রেতে মূল্যের অবস্থা বিক্রয়কের অনুকূলে আসিবার সংবাদ আসায় এবং আমানতের মূল্য পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক হওয়ায় কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রসূন উৎসাহ দেখা গিয়াছে। আশা করা যায় মূলধন বিস্তারী না পড়িলে শেয়ার-বাজারের অবস্থা আগামী সপ্তাহে আরও উন্নতি লাভ করিবে।

কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজারের সাধারণ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। গত শুক্রবার ৯৮/০ দরের স্থানে এসপ্তাহে ৯৮৷০ দরের কোম্পানীর কাগজ ৯৮৷০ আনায় আবেদনে কেনাবেচা হইতে দেখা যায়। আলোচ্য অন্যান্য দেয়ারী কাগজগুলির ৯৷০ দরের কোম্পানীর কাগজের অনুপাতে আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ৯৲ দরের কাগজ (১৯৫০-৫১) ৯৯৷০ আনায়, ৯৲ দরের কাগজ (১৯৬৯-৭০) ৯৯৷০ আনায়, ৯৷০ দরের কাগজ (১৯৫৭-৫০) ১০২৷৩/০ আনায়, ৪৷০ দরের কাগজ (১৯৫২-৫৮) ১১৫৷০ আনায় এবং ৪৲ দরের কাগজ (১৯৫৮-৫৪) ১০৪৷৩/০ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা হয়। এ সপ্তাহে প্রেফারেন্স কাগজগুলির কোন কাজ হয় নাই।

কয়লা খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ার-বাজারে উন্নতি দেখা গিয়াছিল। বরাকর, ইকুইটেবল ও সাউথ কাসমুড়ার শেয়ার সবচেয়ে অধিক পরিমাণ কেনাবেচা হয়। শেষ পক্ষ সপ্তাহের তুলনায় ৯১৫৲ টাকার স্থানে উল্লেখযোগ্য উন্নতিলাভ করিয়া এই তুলনায় ৯৬৬৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে। বোকারো এণ্ড রামগড় পক্ষ সপ্তাহের ৩১৫৲ আনা হইতে এই সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত ৩৫৲ টাকায়, বরাকর ৩৯৲ টাকা হইতে ৩৯৸৶ আনায়, ইকুইটেবল ৩১৷৶ আনা হইতে ৩২৲ টাকায় উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে অজয়ী সেন্ট্রাল ৫৷৶ আনায়, ডালটন ৭৷৶ আনায়, রাণীগঞ্জ ৩৯৲ টাকায়, এ্যাবেলমায়ারেন্ট ১৮৯৶ আনায় ও অন্যে জামুরিয়া ৫৷৶ আনায় আদেশপাশে কেনাবেচা হইয়াছে।

কাপড়ের কল

টেক্সটাইল ডিপার্টমেণ্টালের নির্দেশমত আরও কতকগুলি কাপড়ের কল তাহাদের উৎপন্ন সম্ভার বাজারে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে, এই মর্মে সংবাদ আসায় আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার-বাজারে অপেক্ষাকৃত ভাল উদ্যোগ দেখা যায়। একমাত্র মহালক্ষ্মী মিলের শেয়ারই পক্ষ সপ্তাহের তুলনায় প্রায় ৭৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া তুলনায় ১২৯৶ আনায় পৌঁছিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের টেক্সটাইলস ১৫৷৩ আনায়, এলগিন ৭৫৷৩ আনায়, কেশোরাম ১৮৶ আনায় এবং নিউদিল্লীতিয়া ৯৷৩ আনায় কেনাবেচা হইয়াছিল।

পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহের পাটকলের কোন কোন শেয়ারের দামের তুলনাবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইলেও বাজারে শেয়ার বিক্রিবিলির বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। হিমঝিমে তহবিল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হইবার প্রত্যাশা সত্ত্বেও যদি এই পাটকলের মালিকরা আরও তুলনাবৃদ্ধি সম্ভব হইত। হাওড়া পক্ষ সপ্তাহের শেষদিনের ৭২৯৲ আনার স্থানে ৭৩৷৩ আনায় উঠিয়াছে। এলগিন ইন্ডিয়া প্রায় অপরিবর্তিত থাকিয়া ৪৫৫৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে টাকশালী ৭৯৮৲ টাকায়, মামাবাগান ৪৯২৲ টাকায়, বজবজ ৩৯৮৲ টাকায়, ফোর্টগ্লস্টার ৯৯৲ টাকায়, কেশরাম ৭৯৫৲ টাকায়, শ্রেসিডেন্সি ৯৮৷ আনায় এবং নর্থব্রুক ৩৯৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থির ছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানি সবচেয়ে ৪৯৷৩ আনার আদেশে ছিল এবং ভ্যালকান আয়রন এণ্ড ষ্টীল ১৩৯৶৩ আনায়, আর্ভিন্স ইয়েলর্ড ষ্টীল ১৯৷৩ আনায়, ভেলস এণ্ড কোং ৫৯৷৩, ৫৯৷৶৩ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে। ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের অবস্থা তুলনামূলকভাবে সপ্তাহ শেষেও আগা সত্ত্বেও শেয়ার নিম্ন ১৷৩ আনা হিসাবেই ঘোষিত হইলে তুলনায় বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং শেয়ারের মূল্য ৫৯৷৩ আনা হইতে ৫২৷৩ আনায় নামিয়া আসে।

চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারে লাভের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ঐ শেয়ারের বাজারে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ কেনাবেচা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বলরামপুর পক্ষ সপ্তাহের ১৮৶৩ আনার স্থলে এ সপ্তাহে ১৯৷৩ আনায় পর্যন্ত কেনাবেচা হইয়াছে। বেলসুকের বর পক্ষ সপ্তাহের ১৯৶৩ আনার স্থানে এ সপ্তাহে ১৯৷৩ আনা পর্যন্ত উঠিয়া শেষ তুলনায় ১৯৷৩ আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ডেল এণ্ড কোং ৩৯৲ টাকায়, চন্দ্রাসন ১৯৶৩ আনায় এবং মহেন্দ্রজলী ২৯৯৩ আনায় নিকিবিলি হইয়াছিল।

চা-বাগান

আসাম-সীমান্তের ৫৬ পরিবিধি নিয়ন্ত্রণের অনুকূল হইবার সংবাদ আসায় চা-বাগানের শেয়ার-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। তবির কাজ খুব সন্তোষজনক হয় নাই তবু বাজারের অবস্থা লক্ষ্যে অনেকের আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। এ সপ্তাহে হাসিমারা ২৷৩ আনায়, ভেজপুর ১৯৲ টাকায় ও হাকীমপাড়া ৭৫৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছিল।

বিবিধ

আলোচ্য সপ্তাহে বার্মা কর্পোরেশন এক আনা ও ইণ্ডিয়ান কপার ৫৷৩ আনায় তাড়াতাড়ি দরে কেনাবেচা হয়। তুলসীমুদ্রা ডেভেলপমেণ্টের শেয়ার প্রায় ৫৲ টাকা বাড়িয়া ৬৯৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ১৬৷৩ আনায়, বি আই কর্পোরেশন ৩৷৩ আনায়, মেসিনারিস্টস ডাইরেক্টরী ১৪৮৲ টাকায়, ইণ্ডিয়া পেপার ৩১৷৩ আনায় ও ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ৭৭৫৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছে।

এ-সপ্তাহের শেয়ার-বাজারে নিম্নরূপ বিক্রিবিলি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৪৲ ঋণের ডিবেঞ্চার বন্ড (১৯৬৬-৪২) ৪৷৩ কে—১০৩৷৩। ৫৲ ঋণের কাগজ (১৯৪৮-৪২) ৪৷৩ কে—১৯৯৷৩। ১৯৫—১৯৯৷৩। ৫৲ ঋণের কাগজ (১৯৬০-৪২) ৪৷৩ কে—১৯৲, ১৯১৷৩, ৪৫—১৯৯৷৩ ৪৯৷৩০; ৪৫—১৯১৩। ৬৭—১৯৯৩। ৬৭—১৯৯৩ ৪৯১৩। ৯৫—১৯১৷৩ ১৯৯৷৩ ১৯৯৩। ৫৲ ঋণের কাগজ (১৯৫৩-৬৩) ৪৷৩ কে—১৯৩৷৩। ৯৫—১৯৲। ১০৫—১৯৲। ৫৲ ঋণের কাগজ (১৯৬৯-৭০) ৪৫ কে—১০৯৷৩। ৯৫—১৯৲। ৫৲ ঋণের কোম্পানীর কাগজ ৪৷৩ কে—১৯৫৷৩। ৪৫০ ঋণের কোম্পানীর কাগজ ৪৷৩ কে—১৯৫৷৩ ১৯১৩ ১৯৫৷৩; ৪৫—১৯৫৩ ১৯৩ ১৯৩৷৩ ১৯৯৷১০; ৬৫—১৯৯৩ ১৯১৩; ৮৫—১৯৯৩ ১৯১৩ ১৯৯৩ ১৯৯৩ ১৯৫৷৩; ৯৫—১৯১৩ ১৯১৩ ১৯৯৷৩ ১৯৩৩ ১৯১৷৩; ১০৫—১৯৩৩ ১৯১৷৩ ১৯৯৷৩ ১৯৯৩ ১৯১৩। ৪৫০ ঋণের কাগজ (১৯৫৭-৭০) ৪৷৩ কে—১০১৯৩। ৯৫—১৯৯৩; ১০৫—১০১৯৩। ৫৲ ঋণের কাগজ (১৯৬৭-৭০) ৪৷৩ কে—১৯১৯৩। ৪৫০ ঋণের কাগজ (১৯৬৫-৭০) ৪৷৩ কে—১০৯৩। ৫৲ ঋণের কাগজ (১৯৬৫-৭৫

কলকাতা বাজার

আশানসোল-দুর্গাপুর ৪টা কে—১৮৯/০ ; এই—১৯৫/০ ১৯৮০ ; ১৯ই—১৯৮০ ১৯৮/০ ; মেসার্স হুগলী কে—৯১৭, ৯১১৭ ; এই—৯১৭, ৯১৮, ; এই—৯১৯, ৯১৮, ; ১৯ই—৯১৯, ৯১৭, ; এই—৯৩০, ৯৫৯, ৯১৮, ৯৫৯, ; ১৯ই—৯৫১, । মেসার্স-নাগপুর ৪ই কে—৯৯, ৯৫৯/০ ; ১৯ই—৯৭০, । মেসার্সো এন্ড রামচন্দ্র এই কে—৯৯, ৯৯৮ ৯৯৫/০ ; ৯ই—৯৯১০ ৯৯১ ; ৯ই—৯৯৫/০ ; এন্ড মেসো ৪টা কে—৯৯৫/০ ; এই—৯৯৫/০ ; ৯ই—৯৮০ ; ৯ই—৯৯৮ ৯৯৫/০ ৯৮/০ ; ১৯ই—৯৮/০ ৯, । বরাকর ৪টা কে—৯৯, ৯৯৮/০ ৯৯৫/০ ৯৯৫/০ ৯৯৮০ ; এই—৯৯৫/০ ৯৯৫/০ ৯৯৮০ ৯৯৫/০ ; ৯ই—৯৯৮০ ৯৯৮০ ; ৯ই—৯৯৮০ ৯৯৮০ ৯৯৫/০ ৯৯, ৯৯১/০ ; ৯ই—৯৯১/০ ৯৯১০ ৯৯৮/০ ৯৯, ৯৯৫/০ । আকর ((মেস) ১৯ই কে—১৯৯, । মেসো মেইন ৯ই কে—৯৯৫/০ । ইষ্ট ইন্ডিয়ান ৪ই কে—৯৯১০ ; ৯ই—৯৯১০ । ইন্ডাস্ট্রিয়াল ৪টা কে—৯৯৮০ ; ৯ই—৯৯, ৯৯৮০ ; ৯ই—৯৯৮/০ ৯৯৯/০ ৯৯১/০ ; ৯ই—৯৯১/০ ৯৯৯০ ; ১৯ই—৯৯৮০ ৯৯১০ । জয়শ্রী সেন্ট্রাল ৪টা কে—৯৯৮ ৯৯৫/০ ৯, ৯৮/০ ; ৯ই—৯, ৯৮/০ ৯১০ ৯৮/০ ; ৯ই—৯১০ ; ৯ই—৯১/০ ; ৯ই—৯১০ ; ১৯ই—৯১০ । কাঞ্চন ফাইন্স ৪ই কে—৯৯১০ ৯৯৯০ ; ৯ই—৯৯৫০ ৯৯৮/০ ৯৯, ; ৯ই—৯৯১০ ; ৯ই—৯৯৫/০ ৯৯৯০ । কাঞ্চন ফাইন্স ৪ই কে—৯৯৫/

৬৪—৫১৭৲ ; বেঙ্গল ৫৪ বে—৩৯৮৲ ; যমুনা ৫৯ বে—৪৩৭৲, ৪৩৮৲, ৪৩৯৲, ৪৪১৲ ; ৫৪—৪৭৯৲, ৪৭৮৲, ৪৭৯৲, ৪৮০৲, ৪৮১৲, ৪৮৩৲ ; ৬৪—৪৮১৲, ৪৮৩৲, ৪৮৫৲ ; ৯৪—৪৮১৲ ; ইম্পাহানী ৫৯ বে—৩৩৯৲ ; ৫৪—৩৩৯৲ ৩৩১৲, ৩৩১৲ ; ৬৪—৩৩৩৲ ৩৩৯৲ ; ৯৪—৩৩৩৲ ৩৩৯৲ ; ১০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৬০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৬১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৬২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৬৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৬৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৬৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৬৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৬৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৬৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৬৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৭০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৭১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৭২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৭৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৭৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৭৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৭৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৭৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৭৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৭৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৮০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৮১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৮২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৮৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৮৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৮৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৮৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৮৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৮৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৮৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৯০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৯১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৯২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৯৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৯৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৯৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৯৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৯৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৯৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৯৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১০০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১০১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১০২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১০৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১০৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১০৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১০৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১০৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১০৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১০৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১১০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১১১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১১২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১১৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১১৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১১৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১১৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১১৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১১৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১১৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১২০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১২১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১২২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১২৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১২৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১২৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১২৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১২৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১২৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১২৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৩০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৩১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৩২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৩৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৩৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৩৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৩৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৩৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৩৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৩৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৪০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৪১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৪২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৪৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৪৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৪৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৪৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৪৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৪৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৪৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৫০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৫১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৫২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৫৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৫৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৫৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৫৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৫৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৫৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৫৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৬০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৬১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৬২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৬৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৬৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৬৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৬৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৬৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৬৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৬৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৭০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৭১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৭২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৭৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৭৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৭৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৭৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৭৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৭৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৭৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৮০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৮১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৮২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৮৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৮৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৮৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৮৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৮৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৮৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৮৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৯০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৯১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৯২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৯৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৯৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৯৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৯৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৯৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৯৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ১৯৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২০০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২০১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২০২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২০৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২০৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২০৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২০৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২০৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২০৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২০৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২১০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২১১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২১২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২১৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২১৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২১৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২১৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২১৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২১৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২১৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২২০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২২১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২২২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২২৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২২৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২২৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২২৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২২৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২২৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২২৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৩০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৩১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৩২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৩৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৩৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৩৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৩৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৩৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৩৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৩৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৪০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৪১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৪২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৪৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৪৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৪৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৪৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৪৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৪৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৪৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৫০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৫১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৫২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৫৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৫৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৫৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৫৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৫৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৫৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৫৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৬০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৬১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৬২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৬৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৬৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৬৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৬৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৬৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৬৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৬৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৭০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৭১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৭২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৭৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৭৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৭৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৭৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৭৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৭৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৭৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৮০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৮১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৮২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৮৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৮৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৮৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৮৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৮৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৮৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৮৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৯০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৯১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৯২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৯৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৯৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৯৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৯৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৯৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৯৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ২৯৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩০০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩০১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩০২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩০৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩০৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩০৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩০৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩০৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩০৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩০৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩১০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩১১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩১২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩১৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩১৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩১৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩১৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩১৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩১৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩১৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩২০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩২১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩২২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩২৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩২৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩২৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩২৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩২৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩২৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩২৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৩০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৩১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৩২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৩৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৩৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৩৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৩৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৩৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৩৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৩৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৪০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৪১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৪২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৪৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৪৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৪৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৪৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৪৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৪৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৪৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৫০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৫১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৫২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৫৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৫৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৫৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৫৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৫৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৫৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৫৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৬০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৬১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৬২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৬৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৬৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৬৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৬৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৬৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৬৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৬৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৭০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৭১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৭২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৭৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৭৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৭৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৭৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৭৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৭৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৭৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৮০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৮১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৮২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৮৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৮৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৮৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৮৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৮৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৮৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৮৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৯০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৯১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৯২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৯৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৯৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৯৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৯৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৯৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৯৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৩৯৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪০০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪০১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪০২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪০৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪০৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪০৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪০৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪০৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪০৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪০৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪১০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪১১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪১২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪১৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪১৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪১৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪১৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪১৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪১৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪১৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪২০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪২১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪২২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪২৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪২৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪২৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪২৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪২৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪২৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪২৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৩০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৩১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৩২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৩৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৩৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৩৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৩৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৩৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৩৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৩৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৪০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৪১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৪২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৪৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৪৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৪৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৪৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৪৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৪৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৪৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৫০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৫১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৫২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৫৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৫৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৫৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৫৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৫৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৫৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৫৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৬০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৬১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৬২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৬৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৬৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৬৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৬৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৬৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৬৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৬৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৭০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৭১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৭২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৭৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৭৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৭৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৭৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৭৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৭৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৭৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৮০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৮১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৮২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৮৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৮৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৮৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৮৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৮৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৮৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৮৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৯০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৯১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৯২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৯৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৯৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৯৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৯৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৯৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৯৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৪৯৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫০০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫০১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫০২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫০৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫০৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫০৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫০৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫০৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫০৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫০৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫১০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫১১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫১২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫১৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫১৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫১৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫১৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫১৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫১৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫১৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫২০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫২১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫২২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫২৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫২৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫২৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫২৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫২৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫২৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫২৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৩০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৩১৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৩২৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৩৩৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৩৪৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৩৫৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৩৬৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৩৭৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৩৮৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৩৯৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৪০৪—৩৩৯৲ ৩৩৯৲ ; ৫৪১৪—

৯ই—৩১৫/০ ৩১৬০ ; ১০ই—৩১৫/০ ৩১৬/০ । ১১ই—৩১৫/০ ৩১৬/০ ; ১২ই—৩১৫/০ ৩১৬/০ । ব্যাঙ্ক সমূহ বেলা ১টা যে—১৬৯ ; ৯ই—১৩/০ ; ১০ই—১৩৫/০ ১৩৮০ । ১১ই—১৩৮০ ১৩৫/০ ১৩৮০ । ১২ই—১৩৫/০ । কলিকাতা ৯ই যে—৩১৬/০ । ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১টা যে—৩৫।০ ৩৬৫০ ৩৫৲ । ১০ই—৩৫৫০ ৩৬৫০ । ১১ই—৩৬৫০ ৩৬৫০ । ১২ই—৩৬৫০ । ইষ্ট পি ১টা যে—৩৫।০ ৩৬৫০ ৩৫৲ । ১০ই—৩৬৫০ ৩৫৲/০ ; ১১ই—৩৬৫০ ৩৫৲/০ ।

চা-বাগান

আটেরলি ১০ই যে—১৭৲ ১৮৫/০ । বাক্তিরিয়া ই এণ্ড সিলেক্ট ১০ই যে—৩১০৲ ৩১৫৲ । ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৯ই যে—১৪।০ । ১০ই—১৪৫০ । ১১ই—১৪।৫/০ ১৪৫০ ; ১২ই—১৪৫/০ ১৪৫/০ । বর্ষা অনেটার্স কলিকাতা ৯টা যে—৩৫৲ । বেঙ্গলুর ১০ই যে—১৩৫৫/০ ১৭৲ ।

বিবিধ

এসাসুবিয়ার কর্পোরেশন ৯টা যে—১৪৫/০ ১৫৲ ; ১০ই—১৪৫০ । আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ৯টা যে—১৮/০ ১৯।/০ ; ৯ই—১৯।০ ; ১০ই—১৯/০ ১৯৫০ । বারাণসী ৯ই যে—৪৫৲ ৪৭৲ । ব্রাডলফার্ড ট্রামস্ ১০ই যে—২৬৫০ ২৬৮/০ । ব্রাডলিয়া সিমেন্ট ৯টা যে—১৩৫/০ ১৩৫৫০ ; ৯ই—১৩৫/০ ; ১০ই—১৩৫/০ ; ১১ই—১৩৫৫০ ; ১২ই—১৩৫/০ । ব্রাডলিয়া সিমেন্ট (প্রেফ) ১০ই যে—১৩৫৲ । ব্রাডলফ ব্রাদার্স ৯টা যে—৩৯৲ । ইণ্ডিয়া ফেডারেশন ৯টা যে—১৪৫৲ ১৪৫৲ ১৪।৫০ ১৪৫০ ; ৯ই—১৪৫৲ ১৪৫৲ ১৪৫।০ ১৪৫৲ ১৪৭৲ ; ১০ই—১৪৫৲ ১৪৫।০ ১৪৫৫০ । ১১ই—১৪৭৲ ১৪৮৲ ১৪৭৲ ১৪৭৲ । ১২ই—১৪৮৲ ১৪৫৫০ ১৪০৲ ; ১৩ই—১৪০৲ । ফেডিলীপুর অভিনারী ৯টা যে—১৪২৲ ১৪১৫০ । ৯ই—১৪২৲ ১৪২৫০ ১৪৩৲ ; ১০ই—১৪১৫০ ; ১১ই—১৪১৫০ ১৪০৲ ১২ই—১৪১৫০ ১৪১৫০ । মিঠে এনিমাইন ইনভিস্টমেন্ট ৯ই যে—১২৩০ । ১০ই—১২৬/০ ; ১১ই—১২৬/০ । বর্মার ইণ্ডিয়া অয়েল ১০ই যে—২০৲/০ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১১ই মে

অনেকটা সপ্তাহের পাটের বাজারের অবস্থা মোটামুটি পূর্ববৎ রহিয়াছে। কয়েকটী মিলিংয়ের ফরমাস আছে, কিন্তু কেনা বড় না নাই ; আবার বড় কয়েকটী মিলিংয়ের বিক্রেতা আছে কিন্তু খরিদার নাই। ফাঁকা পাটের বাজারে কম-বেশীতে সিরাজগঞ্জীর পাট সর্বোচ্চ দরে বিক্রিয়াছে, কিন্তু ভালো পাটের ফোলোয়িং চাহিদা নাই। স্থানীয় বাজারের চাহিদার তারতম্যে দরের পাটের উপরে ওঠে না। পাটের তৈরী মালের বাজারের অবস্থা অনুরূপ, সেখানে অবশ্য কুইল হইতেছে মাল ডেলিভারীর সময় বাড়িয়া ; মালের ভালো কাটতির কোন সেখানে ঘটে না।

কলিকাতার বাদে ও মফঃস্বল বাজারে দেশীয় ভাব চলিয়াছে। বিক্রেতার সংখ্যা অধিক কম। ফাটকাবাজদের ছোট খাট বিক্রিবিক্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সকল প্রকার ব্যাঙ্কের ঋণ উপলক্ষ্য করে হ্রাস হইয়াছিল। এই কারণে আমরা দরের তালিকা দিলাম না।

এখানকার পাকা খেপের বাজারের প্রধান অবয়, কাশীপুরের পাটের বাজারে কাজ বন্ধ হইয়া গেল। সাময়িক প্রয়োজনে কাশীপুরের পাটের বাজার সকল কর্তৃপক্ষ অধিকার করিয়াছেন। ইহাতে অবশ্য পাকা খেপ্-এর ব্যবসায়ের ফোনো ক্ষতি হইবার কারণ নাই।

কলিকাতার পাকা খেপ্-এর বাজারে কাজ-কারবার বন্ধ হয় নাই। বিলম্বালাগা ফার্স্ট ৮৯৲ হইতে ৮৯৲ দরে এবং লাইটনিং ৮৯৲ হইতে ৮৯৲ দরে বিলিয়াছে। 'আউট-পোর্ট ফোর্স' ৭৭৲ হইতে ৭৮৲ দরে এবং রোল ৬৬৲ হইতে ৬৭৲ দরে বিক্রয় হইয়াছে। নিম্নে আমের পাটের তালিকা দিলাম বুঝিবে, কিন্তু বিক্রেতার অভাব দেখা যায়।

বঙ্গবাসীর বাজারে স্পট ফুল্ দেশী মার্ক ৮৭৲ ও ৮৯৲ দরে, 'তাজী দেশী মার্ক' ৭৭৲ ও ৭৮৲ দরে এবং 'তাজী ফোর্স' ৮৭৲ ও ৮৯৲ দরে বিক্রিবিক্রি হইয়াছে।

কলিকাতার বাঁকা পাটের বাজারে বস্তা বেচাকেনার অভাবে কাজকারবার বন্ধ হইয়াছিল। ফুলাফাইভ্ ও দেশী মার্কস্ মিক্স্ড ও বটম্স যথাক্রমে ১৭৲ ও ১৮৲ দরে, বারোয়ারী ফিগার ফটোর ১৯৲ দরে এবং বারোয়ারী ফোর্স বিক্রয়, ১৭৲ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

মফঃস্বলের বাজার কলিকাতা দেশী ভেজীর ভাব চলিয়াছে। চাহিদা অবশ্য আছে। কিন্তু আমদানী পড়িয়া গিয়াছে, অনেক জেলায় আর মাই বলিলেও চলে।

পাট ক্রয় সম্বন্ধে বেঙ্গল সিন্ডিকেটের মতে এক ফোম্পানী ৯ই যে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ঃ জলযানযোগে আমদানী পরের ন্যায় হয় নাই। গীত-বন্দর শেষ হইবার পূর্বে কয়েকটী জেলায় বৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কোথাও কোথাও বৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলি ১৭৪৪

শতকরা বার্ষিক সুদ
চল্‌তি হিসাবে ২০৲ ও তদতিরিক্ত জমায়— ১৲
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক— ২৲
স্থায়ী আমানত— ৩—৬৲
ক্যাশ সার্টিফিকেট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হিসাবের নিয়মাবলীর জন্য লিখুন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি এন চাটার্জ্জী

ইউনাইটেড্
ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড্

হেড অফিস :
২০।১সি, লালবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

শাখাসমূহ।
ঢাকা ও গোপালগঞ্জ
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য আমরা করিয়া থাকি।

রাজস্থান ব্যাঙ্ক
লিমিটেড্

হেড অফিস—
৪১নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—
স্যাদ্বাজার, বালীগঞ্জ, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মাল (জলপাইগুড়ি), রমনা ও, বাজারঘাট (জলপাইগুড়ি) ও সৈদপুর।

ফোন : ● ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
ক্যাশ ৪০৩৮ ● সি অফিস।

শিলং ব্যাঙ্কিং
—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত— ১৯১১ ইং
হেড অফিস—শিলং
তার : "Shillbank"
ফোন ১৪৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১১ই মে

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই-এর তুলার বাজারে মন্দার ভাব দিয়াছে। বোম্বাইয়ের ৪১-২ নম্বর ১০ হাজার বেল ক্রিয়ার জন্য সর্বশেষ অর্ডার দিয়াছেন। কিন্তু ইহা দ্বারা বাজারের অবস্থা বিশেষ ভাল হইয়াছে বলা যায় না। তুলির উপর সরকারী বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হইতেছে। ফলে বিক্রয়ও পড়িতেছে। তুলির রেশনিং পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে ৫০১।

আমাদের পর্যবেক্ষণে ৪ ফুল, তুলা বিক্রয় ৪৯১ বেল ক্রয় করিতেছেন। সেখানে স্পিনিং মিল ৪৯০ বেল এবং স্পিনার ২৮৯৩৫ বেল বিক্রয় হইতেছে। দুই-এক প্রকারের তুলার দর বিক্রয় পরেরদিন নীচে নামিয়াছে। সরকারী বিধি অনুযায়ী ৭৮ শেষ্ঠাংশ তুলার মধ্যে নীরবতা বাজার উহা দ্বারা কলকাতার তুলার বাজারের দুর্দশা কিছুমাত্র লাঘব হইতেছে না। ৩০ শেষ্ঠাংশের অপেক্ষা নিম্নে তুলার জন্য সাহায্য প্রয়োজন। সরকারের পরিবর্তে নীতি অনুযায়ী বিধিবের ফলে তুলা চাষীরা উপকৃত হইতে পারে বলিয়া মোর হয় না। অনুসন্ধানে এমনকার সভা হাতে আর তুলা ক্রয় করিতে পারিবে, কিন্তু এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রিশন-এর বৃদ্ধির ফলে তাহাদের হাতে বহুত নাই। তুলনায় বাজারে পরিমাণের অভাবে দেখা যাইতেছে। তুলনাবাদের শেষ দর ছিল এইরূপ :— ফলিকা যে ৪১৩৯০, তুলাই ৪০৯৯, সেপ্টেম্বর ৪৯২৮০।

কাপড়

কাপড়ের বাজারে মোটামুটি বেশ স্বচ্ছল ভাব দেখা দিয়াছে। ব্যবসায়ীরা মাল খালাস করিবার জন্য ব্যস্ত দেখা যাইতেছে। টেক্সটাইল কমিশনারের নূতন আদেশের ফলে কাপড়ের ব্যবসায়ে কিছু বিরোধ জন্য একটা সোলযোগ দেখা যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। তবে আশা এই যে, অল্প কয়দিনের মধ্যেই এ ব্যাপারে কোনো অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। লোকে সহজেই তাহাদের প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় ক্রয় করিতে পারিবে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১১ই মে

কলিকাতার সোনার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে মোটামুটি তেজীর ভাব দেখা গিয়াছিল। ব্যবসায়ী মহলে বিশ্বাস যাহে প্রত্যহ ৫০ হাজার তোলা করিয়া সোনা বিক্রয় করিতে পারে। এই সোনার অর্ধেক যাহে হাজার তোলার 'বারে' এবং অর্ধেকটা ১ হইতে ৫ তোলার 'বারে'। বৈদেশিক ব্যাঙ্ক ৫০ হাজার তোলা সোনা বিক্রয় করে। স্থানীয় ব্যাঙ্কার পরিমাণ আসল করা হয় ৫ লক্ষ তোলা। যেহেতু বাজারের বিক্রয় ব্যাঙ্কারের চাহিদাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে এবং যেহেতু ছোট 'বার'-এর চাহিদার জন্য, সেইহেতু ছোট 'বার' তৈরী হইয়া উঠিতেছে এবং উহার দাম প্রতি তোলায় ৵০ আনা পড়িতেছে। সুতরাং স্বাভাবিক দরের অপেক্ষাকৃত উহা ।০ আনা বেশী দরে বিক্রয় হইত।

সোনার এক সপ্তাহের-এর দর প্রথম দিকে বাজারে ৭৫৵০ ও ৫১।০ আনার পড়িয়া (উহাদের পূর্বের দর ছিল যথাক্রমে ৭৬৫০ ও ৫১৯০) পরে ৭৮৲ ও ৫১।০ আনায় উঠিয়াছে।

সোনার ভাব তুলার তুলনায় বেশী উঠা-নামা হয় নাই। প্রথম দিকে সুদ সপ্তাহের ১০২৲ টাকা হইতে হ্রাস পড়িয়া ১১০৲ হয়, পরে হয় ১০৭৩০ পর্যন্ত উঠে।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—১১২ পৃষ্ঠার পর)

সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ভারতীয় সরকার একটা সন্তোষজনক মীমাংসার পথ হইয়াছে বলিয়া তথাকার রাজনীতিকগণ মনে করেন। উহাদের মতে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, কয়েক মাস পূর্বে শ্রীযুক্ত তুলাভাই দেশাই যখন লর্ড ওয়েভেলের সঙ্গে দেখা করেন তখন হইতেই মীমাংসার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। এই সংবাদের সত্যতা কতটুকু তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। তবে মন্ত্রীসভার পুনর্গঠন সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসানের জন্য পুনরায় আন্তরিকভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তান নেতা মিঃ জিন্নাহ মন্ত্রিসভী মন্ত্রীসভার সঙ্গে দেখা করিয়া বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য মিঃ জিন্নাহকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন। এদিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ পাকিস্থানের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। পাকিস্থান প্রস্তাবের অন্যতম উদ্ভাবক ডাঃ সফিক্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদলকে মুসলীম লীগে যোগদান করিয়া উহার নীতি পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মিঃ জিন্নাহ উপর এই সমস্ত ব্যাপারের কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে বৃটিশ মন্ত্রীসভা যদি কংগ্রেসের সহিত একটা আপোষ রফা করিতে পারেন তাহা হইলে মিঃ জিন্নাহ তার বাস্তবাদী নেতাও যুদ্ধ যে বসিয়া আসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুন্দর ডিজাইনের
ইংরাজি ও বাংলা
সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ
সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে
পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া
আর্থিক জগৎ প্রেসে
অনুসন্ধান করুন।
১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৬৪৮২

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড
(ফ্লাইভষ্ট্রীট ও ষ্ট্রাণ্ড রোডের মোড়ে)
কলিকাতা।
শাখাসমূহ
টালা, দমদম, বরানগর,
আলমবাজার ও দেওঘর
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি মল্লিক এম, এ, বি-এল

আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কাহারও নির্ভুল
কুষ্ঠী ও ঠিকুজী
পাইতে হইলে
এবং
আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ জানিতে হইলে
জ্যোতিষী সুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ
৪নং নিতাইবাবু লেন, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

(বাকীটুকু—১৪০ পৃষ্ঠার পর)

বাসীদের মধ্যে অন্ততঃ ১২ জনই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করে। এই বিবরণ হইতে কলিকাতায় বিভিন্ন সোসাইটীর ব্যবসায় কি প্রকার বিপুল ক্ষেত্র রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। বর্ত্তমানে যে ৯।১টী বিভিন্ন সোসাইটী রহিয়াছে তাহার সাহায্যে নিজস্ব বাড়ী প্রস্তুত করিতে গেলে প্রত্যেকেই একটা মোটা টাকা জমা দিতে হয়। উহা অনেকেরই সাধ্যাতীত। যদি এমন কোন বিভিন্ন সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা মাসিক ৪০।৫০ টাকা কিস্তিতে ৮।১০ বৎসরের মধ্যে সাড়ে তিন টাকা অন্তরের অর্থ মধ্যবিত্তদের জন্য বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিবে তাহা হইলে অনেকেই নিজস্ব বাড়ী প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইতে পারে। এই ধরণের এক একটী বিভিন্ন সোসাইটী চালাইতে ৫০ লক্ষ হইতে ১ কোটী টাকা মূলধনের আবশ্যক। বাঙ্গলার অনেকগুলি ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর এই ধরণের সম্পত্তি আছে। বিভিন্ন সোসাইটীর ব্যবসায়ে টাকা খাটান নিরাপদ ও লাভজনক। আমরা এই দিকে বাঙ্গালী পরিচালিত মূলধনশালী ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

স্বাভাবিক সময়ে কলিকাতায় প্রতি সপ্তাহে যত লোকের মৃত্যু হইত তাহার তুলনায় বর্ত্তমানে প্রত্যেক সপ্তাহে কলিকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলে বেশী লোকের মৃত্যু হইতেছে। 'ষ্টেটসম্যান' পত্র সময় সময় এই-সব মৃত্যু-তালিকা উদ্ধৃত করিয়া উহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। উহার উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন ব্যাপার নহে। বর্ত্তমানে পণ্যদ্রব্যের মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহাতে প্রত্যেক লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু অল্প সংখ্যক ব্যক্তির আয় কিছু বৃদ্ধি পাইলেও টাকার হিসাবে অধিকাংশ ব্যক্তির আয় প্রায় এক-রূপই রহিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার আদর্শ অত্যন্ত নিম্নে ছিল এবং উহারা পুঁই ডাটা ও মুচে-মিঠী খাইয়া কোনরূপে জীবনযাপন করিত। ফলে উহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা ছিল শোচনীয়। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে এই শ্রেণীর লোক উপরোক্তরূপ নিম্নস্তর খাদ্যও সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না এবং উহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে উহারা রোগের সময়ে কোনরূপে ২।১ রোগী ঔষধ খাইতে পারিত। এখন অনেকে তাহাও সংগ্রহ করিতে পারে না। ফলে অনাহার অর্দ্ধ বা উপবাসক্লিষ্ট উহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বৃদ্ধি জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় অন্ততঃ যুদ্ধের পূর্ব্বেকার অবস্থায় ফিরাইয়া না আনা যায় তাহা হইলে কলিকাতায় যে মৃত্যু-সংখ্যা দিন দিন আরও বাড়িবে এবং বাঙ্গলার যে অন্ততঃ ২ কোটী লোক নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে উহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন ও ভারতবর্ষ —১৩০ পৃষ্ঠার পর)

হইয়াছে। স্থায়ী সরকারের পরিচালনার সাধারণের কার্য্যকরী করিয়া তাহাতে লেখ-কদিগের সাময়িক ও আর্থিক উন্নতিসাধন সম্ভব হয় এবং প্রয়োজনমত তাহারা আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করিতে পারে সেই বিষয়ে এই কমিটী দৃষ্টি রাখিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কি ধরণের উক্ত কমিটী প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলো-চনা প্রসঙ্গে একটী বক্তা বলিয়াছেন, প্রত্যেক স্বাধীন দেশের জনসাধারণ তাহা-দের উন্নতির পরিকল্পনা যদি তাহাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট দিয়া কার্য্যকরী করি-বার সুযোগ না পায়, তাহা হইলে সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইবে। বাস্তবিক ভারতের মত দেশে উচ্চতি বিধানের আগে যে সব পরি-কল্পনা রচিত বা কার্য্যকরী হইবে তাহা যদি বর্ত্তমান ভারত সরকারের মত শাসক সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রণ করেন, তাহা হইলে দেশবাসীর অভি-যোগ দৃষ্টি অপেক্ষা সে দেশকে শোষণের স্থায়ী উপাদানরূপে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলনে সাধারণতঃ যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় ভারত, চীন প্রভৃতি নিয়ে অনুরূপ দেশে সেগুলি ক্রমে-ক্রমে কার্য্যকরী করা হয় না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ফিলাডেলফিয়া-সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রতিনিধিমূলক শ্রমিক-সম্মেলন আহ্বান করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সম্মেলনে ভারত সরকারের প্রতি-নিধি লক্ষ্মণ ভারতের হাই কমিশনার স্যার সামুয়েল হোর সহযোগিতায় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া-ছেন এবং আশা করেন আগামী এপ্রিল এশিয়ার এমনি একটী সম্মেলন আহ্বান করিবার ভার ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তিনি গ্রহণ করিবেন। এইরূপ প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য সন্দেহ নাই।

ফিলাডেলফিয়া শ্রমিক সম্মেলনে ভার-তীয় প্রতিনিধিদলকে সমালোচনা করা হইয়াছে, ভারতের অসুবিধা ও অভিযোগগুলি ধৈর্য্য-সহকারে শুনা হইয়াছে এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধি ন্যায় স্যামুয়েল হোসহ সম্মে-লনের সিদ্ধান্তসমূহ কমিটীর চেয়ারম্যান পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে ইংলণ্ড ও আমেরিকার কাছে যে খাদ্য পাইতেছে এবং এই সব সম্মেলনাদিতে তাহার অভাব-অভিযোগের প্রতি যে সহানুভূতি দেখান হইতেছে, সেই সকল কি পর মহাযুদ্ধের মত মিত্রপক্ষের কাজ ভুলাইয়া লইবার কথা? এবারের যুদ্ধ-শেষে কি ১৯১৯-২০ সালের মত আবার ভারতবর্ষ আমাদের দেশবাসী বিদ্রূপ হইয়া উঠিবে?

—শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

ক্যালকাটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

আদায়—১৯৩০ কেতা অফিস—৩-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—রাজসাহী, চন্দনা, ভাটাপাড়া, রায়পুর, শ্রীরামপুর (হি. পি)

প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস এস বসু,
জেনারেল ম্যানেজার।

"সামাজিক জীবনের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজন যেমন অপরিহার্য্য আমাদের সামাজিক জীবনের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনও তেমন অপরিহার্য্য।"

আপনার সহায়তা আমরা কামনা করি—

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা
মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ডাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর
দেববর্ম্মণ

অফিসসমূহ :
মজাসাগর, শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, আখাউড়া, কৈলাসহর, নলজের নগর, অর্থ নবীনপুর, ঢাকা, কমলপুর, ডাম্বুরনগর, কোড়তলী, নান্দু, চন্দনবাজার, মোলাঘাট, আগরতলা।

বড়বাজার (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

চীফ্ অফিস : আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট্

কলিকাতা অফিসসমূহ : ১১, ক্লাইভ রো, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
টেলিফোন : ২৩৩৪, কলিকাতা। টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা"

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ভারতবাসী ইন্সিওরেন্সের হাউজিং স্কীমটি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাচুক্তি অনুসারে মৃত্যুসংবাদের অপেক্ষারাখিয়া ঋণ দেওয়া হয়।...ঋণ শোধ হয়, কিন্তু এই বীমাচুক্তি-দলিল-বীমাকৃতিটি সম্পত্তি সর্ব্বকালের জন্যই হইয়া থাকে। ঋণ শোধ করিয়া ফেলিয়া যান এবং আপনারী বা তাঁহার পরিবারবর্গের সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হয় না।

পত্রযোগে সর্ত্তাদি জানাইবার ব্যবস্থা এখানে রহিয়াছে। দীর্ঘ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স

লিমিটেড

হেড অফিস: ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটী

১৩৭, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। ফোন: সিকদার ১৮৮ এবং ১৮৯

মূলধন

মজুতীকৃত—১,০০,০০,০০০ টাকা বিক্রীত—৩,৫০,০০০ টাকা

বিলিকৃত—১০,০০,০০০ টাকা আদায়ী—৮,৫০,৭৪ টাকা

সুদহার ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৪ সালে শতকরা ৬৲ টাকা।

স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়—সুদ ত্রৈমাসিক দেয়।

বিশেষ সুবিধায় বাড়ী এবং অন্য যে কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আমাদের নিকট বন্ধক রাখা যায়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

স্থায়ী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা নর্ম

বন্ধ থাকের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী (Schemes)

কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজার—শ্রীযুক্ত দলিলীরঞ্জন সরকার

ডেপুটী ম্যানেজার—শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস

এসেষ্টেন্ট ম্যানেজার—মিঃ জে বি দাশ

বিশেষ বিবরণাদির জন্য আবেদন করিলে জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে চলতিখোলা জমার টাকা গৃহীত হয়,

ডেলিব্যালেন্স ও ক্যাশ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করা হয়।

আর্থিক জগতের নিয়মাবলী

(১) 'আর্থিক জগৎ' প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

(২) উহার প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা, বার্ষিক মূল্য সডাক ৯৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৪৷৷০ আনা। ভূত মাসের জন্য গ্রাহক করা হয় না। কোন সংখ্যা না পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে, অন্যথা আর পাওয়া যাইবে না।

(৩) গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই সপ্তাহ হইতে কাগজ পাঠান হয়।

(৪) নমুনা চাহিয়া পাঠাইলে তাহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

(৫) সম্পাদকীয় বিভাগ সম্বন্ধীয় টাকাকড়ি এবং অন্য সমস্ত চিঠিপত্র ম্যানেজার, 'আর্থিক জগৎ', ১২১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

নিবেদক—
ম্যানেজার,
আর্থিক জগৎ,

ফোন—বড়বাজার ৬৩৮২ ১২১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রঙীন কল্পনা

শান্তির সব উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন বিভোর হ'য়ে আমাদের অনেকেই এখন থেকেই রঙীন কল্পনার জাল বুনছেন, তাদের একটিও কিন্তু যেমনে যুদ্ধ আমাদের স্পর্শই করেনি।

কিন্তু আমাদের যে সব সৈনিক আজ হ'য়ে পড়ে আছে, যারা পঙ্গুর হাতে বন্দী হ'য়ে বিদেশে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে, তারা কোন্ আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে?

তাদেরকাছে এই সব লোকদের সর্ব্বদাই যত্ন নেওয়া হওয়া উচিত যাতে তারা নিজের নিজের বাড়ীতে আপনজনের কাছে ফিরে যেতে পারে।

এই সেবাকার্য্য চালাবার জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন আপনারা তার সাহায্যের হাত বাড়ান; সমুদ্রের পারে সৈনিকদের জন্য আমাদের সবর্ত্র জমিয়ে রাখা, আহার্য্য ও হাসপাতালের সরঞ্জাম পাঠিয়ে দিতেই হবে।

যথা করে আপনার বিভিন্ন সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠান:

অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, ভারতীয় রেডক্রশ,

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,

ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভারতীয় রেডক্রশ

বাংলার প্রতি আবেদন

আমাদের তৈরী

রবার ব্লাডার
ফুট ওয়াটার ব্যাগ
আইস ব্যাগ
এয়ার রিং ও কুশন
হাওয়া ভরা বালিস
অপারী বন্ধনী ও এপ্রন ইত্যাদি

আমাদের তৈরী

ডাক্‌ব্যাক
ওয়াটারপ্রুফের মতই
জলের সর্বত্র সমাদৃত

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ
ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

আদর কয়েষ্ট কি
কর্ত্তব্য শেষ-হেল?

ছেলের শিক্ষা, মেয়ের বিবাহ, সংসারের সচ্ছলতা ও আপনার প্রিয়জনদের ভবিষ্যতের সুখ ও শান্তি—এ সবের কি উপায় করেছেন? সুখের সংসারে পরে দুঃখে প'ড়ে আজই তার ব্যবস্থা করুন। আমরা এ সকল বিষয়েই আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

ন্যাশন্যাল
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
৭নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলি : ৫৭২৬ N.I.P.I

শিশু ও রোগীর একাধারে পথ্য ও পানীয়।

মেসার্স আনন্দবাজার প্রাঃ, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রকাশিত।

REGD. NO. C. 2808

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

সপ্তম বর্ষ] Monday, 22nd May, 1944 সোমবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ [৪র্থ সংখ্যা

আয় ও আয়ু

অকস্মাৎ আয়ু ফুরাইয়া যেতে কারো চাহে না,—আয়ের অবর্তমানে মানুষের চিরবিশ্রাম চাহে না, আয়ের পরিমাণ চিরস্থায়ীও নয়। কাজেই আয় ও আয়ু থাকিতেই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা প্রয়োজনেরই কথা। জীবন বীমা দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক, তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্মিগণ সর্বদাই আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। যেন অফিসে পত্র লিখিতে বা দেখা করিতে আপনার উৎসাহী; বীমাসম্বন্ধে সকল সংবাদ পাইবেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস : কলিকাতা

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

লক্ষ্মীশ্রী ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯১০ ইঃ

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার সমস্তে ভবিষ্যতে আর বলিবার আবশ্যক। অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের তত্ত্বাবধানাধীন থাকিয়া ইহার কার্য সুষ্ঠু সম্পন্ন, তাই ইহা আজ মুষ্টিমেয় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—

পাটনা, বেনারস, রাওয়াল, মজঃফরপুর (অফিঃ), আরাবাগপুর (অফিঃ), বেলিয়াঘাটা (অফিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, বাগিচাগাছ, ঘাটিনান, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর ও মহিষাদল

আমানতের হার ও সর্বাধি সুবিধাজনক ব্যবসায়ীদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এ, সি পাল, বি এল

দি হিন্দুস্থান সল্ট

ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা

হেড অফিস—৩১ ব্যাণ্ডো লেন।

ব্রাঞ্চ—ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীসুরেশ্বর ঘোষ

ম্যানেজিং এজেন্ট,

বেঙ্গল—কলকাতা এজেন্সী।

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী

আর্য্যস্থানে

বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরুভার লাঘব করুন।

হেড অফিস

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং

৫৮, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ... মুদ্রাকর—শ্রীবসন্তলাল ঘোষাল ... প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

এশ্যোরার্স অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ

এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৯৯ সাল

●

—উন্নতির পরিচয়—

দাবীর পরিমাণ	৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ	১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ	৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অতিরিক্তকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের অনিশ্চিত দুঃখ দুর্ঘটনায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

গীঃ এজেন্টস

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন কলিঃ ২৪৯৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ডায়মণ্ডহারবার, আলীপুর, খুলনা, বরিশাল, যশোর।

পাইকা ব্রাঞ্চ :—মোহার মোড়, বারাসাত।

সুদের হার

কারেণ্ট—১% সেভিংস—২%

ফিক্সড ডিপোজিট—৩% হইতে ৫% পর্য্যন্ত

সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা ধার দেওয়া হয় ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজ করা হয়।

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দি সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন

কোং লিঃ

ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্য্যে, ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রণী।

ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কলিকাতা ম্যানেজার,

৭, ওয়েলেস্‌লী প্লেস, কলিকাতা।

বাংলার বস্ত্র শিল্পের অগ্রণী

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)

২নং মিল
কেলবরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

টেলিগ্রাম "প্রবর্ত্তক" স্থাপিত—১৯২৯ ফোন: বি, বি ৪১৮

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

চেয়ারম্যান—শ্রীমতিলাল রায় (প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা)

হেড অফিস—৬১, বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—চন্দননগর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও রাজসাহী।

চলতি ও সেভিংস হিসাবে সুদ যথাক্রমে ১০ আনা ও ২১০ টাকা।

ফ্যান মার্কা ডিপোজিট—প্রতি ২১০, ৪০৲, ৮০৲ ও ৮৮০৲ টাকার তিন বৎসরে যথাক্রমে ২০৲, ৫০০৲, ১০০০৲ ও ১০০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।

স্থায়ী আমানত, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, এক্সচেঞ্জ ও লোন সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলেই জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে ধেয়ার ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়বিক্রয় করা হয়।

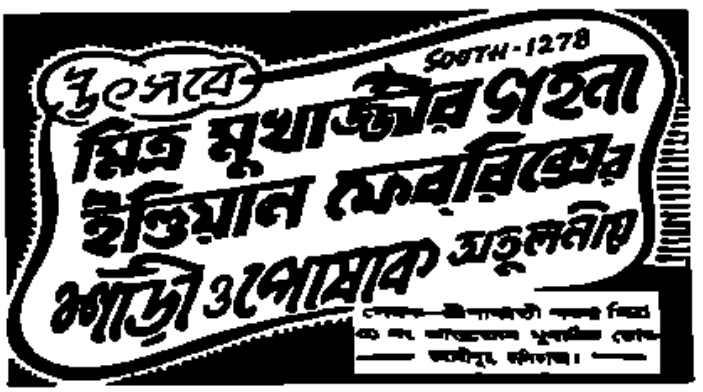

বিজ্ঞাপন

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৭ম বর্ষ | কলিকাতা, ২২শে মে, সোমবার, ১৯৫৩ | ৪র্থ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১৭৭-১৭৯	উদ্ভিজ্জ তৈল-শিল্প	১৮৪-৮৫
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১৮০	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১৮৫-৯২
নানা কথা	১৮১	পুস্তক পরিচয়	১৯২
দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১৮২	কোম্পানী প্রসঙ্গ	১৯৩
		বাজারের হালচাল	১৯৪-১০৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

পণ্য-মূল্য ও মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট

যুদ্ধের সময়ে জিনিষপত্রের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়া ও মুনাফাখোরির পথে ইনফ্লেশনের সূত্রপাত হওয়া—এ দুইই খুব স্বাভাবিক। আর স্বাভাবিক বলিয়াই এ দুইয়ের প্রভাবে বাজারে পণ্য-দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে চড়িয়া যা উঠিতে পারে সেজন্য বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং রীতি অনুসরণ করিয়া নিত্য-ব্যবহার্য্য সকল পণ্য-দ্রব্যের দর একটা নির্দ্ধারিত স্তরে বসাইয়া রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। এদেশে যুদ্ধের সময়ে জিনিষপত্রের চাহিদা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যথেচ্ছভাবে ইনফ্লেশনও সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও পণ্য-মূল্যের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আন্তরিকতা দেখাইয়াছেন এদেশের গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন আন্তরিকতা মোটেই দেখাইতেছেন না। যুদ্ধের পাঁচে চারি বৎসরে গবর্ণমেণ্ট মাত্র কতিপয় দ্রব্যের দর বেঁধে রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তনে সক্ষম হইয়াছেন। এই রেশনিং ব্যবস্থারও আবার সকল শ্রেণীর নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি এখনও অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিভিন্নব্যবস্থায় নিম্ন বিত্ত ও মধ্যবিত্তের আন্তরিক চেষ্টা-যত্নের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এ পর্য্যন্ত খুব কম সংখ্যক জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে কতিপয় জিনিষের দর নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে তাহাও আবার ঐ মূল্যে বাজার হইতে সংগ্রহ করা কঠিন। যুদ্ধের সময়ে জনসাধারণের জীবন রক্ষার পক্ষে পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং একান্ত আবশ্যক জানিয়াও এদেশের গবর্ণমেণ্ট যে কেন ঐ জরুরী ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত এরূপ শৈথিল্য দেখাইতেছেন আমরা তাহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। অথচ রেশনিং ও পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণের রীতি ব্যাপকভাবে প্রবর্ত্তিত না হওয়ায় একদিকে দেশের ধনী সম্প্রদায় ও অন্যদিকে সামরিক বিভাগের লোকেরা যে এই যুদ্ধের সময়েও নানা বিষয়ে প্রচুর সুখ-সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহা আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি। কম করিয়াও লোকের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তাহার গবর্ণমেণ্ট সামরিক বিভাগের জন্য যেসব অর্থ বণ্টিত করিয়াছেন তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। ফলে সৈন্যদের বেতন, ভাতা ও অন্য সুযোগের মাত্রা চলিয়াছে; আর সেই বর্দ্ধিত হারের চাপ জনসাধারণের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উপর বেশী করিয়া বিপত্তির হইতেছে। সামরিক বিভাগের লোকেরা দুই পয়সা সেরের চিনি দুই আনা, বার আনা সেরের মাছ দুই টাকা ও এক টাকা সেরের মাংস আড়াই টাকা দরে কণ্ট্রাক্ট করিয়া কেনিতেছেন। এত বেশী দরে সাধারণের পক্ষে এ সমস্ত উপাদেয় পরিমাণে সংগ্রহ করা কঠিন। কাজেই মিলিটারী কণ্ট্রাক্টের ফলে জিনিষপত্র দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়া জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা আরও অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি ব্যাপকভাবে রেশনিং ও পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণ রীতি প্রবর্ত্তন করিতেন তবে জনসাধারণের বন্টিত করিয়া চড়া দরে প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য-সামগ্রী এইভাবে বসাইয়া নেওয়া সামরিক বিভাগের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। অতিরিক্ত সামরিক বিভাগের এই শ্রেণীর অযথেচ্ছ সুযোগ-সুবিধা অক্ষুণ্ণ রাখিতে কি গবর্ণমেণ্ট ব্যাপকভাবে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং রীতি প্রবর্ত্তনে দ্বিধা বোধ করিতেছেন?

কৃষি বিষয়ক সংখ্যা-বিবরণ

অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে দেশে একটা নির্ভুল জ্ঞানের গঠন করিতে হইলে যেসব কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সংখ্যা-বিবরণ সংগ্রহ ও প্রচারের ব্যবস্থা প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ কোন সুব্যবস্থা এখনও হইতেছে না। সকল বিষয়ে উপযুক্ত সংখ্যা-তথ্য প্রকাশ করা দূরের কথা, এদেশের লোকদের প্রয়োজনে কি পরিমাণ জমিতে কতদূর পরিমাণ খাদ্য-ফসল উৎপন্ন হয় তাহার কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব পর্য্যন্ত

গবর্ণমেণ্ট আবাদের সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতেছেন না। এ বিষয়ে বাস্তবিক আন্দোলনের অবশ্য ত্রুটী নাই। বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী কৃষি-বিভাগ প্রতি বৎসরই বিভিন্ন ফসলের বিস্তার লিপিবদ্ধ করিয়া পূর্ণাবয়ব ৩-চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রভৃতি প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু এই সকল বিবরণ লোকের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে সাহায্য না করিয়া অনেক সময়েই তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। কেননা যেখানে এইরূপ সংখ্যা-বিবরণ সংগ্রহ করা হয় তাহাতে প্রকৃত অবস্থার সহিত উহাদের বিশেষ কোন যোগ থাকে না। এইরূপ তথ্য-সংগ্রহের সরকারী তথ্য-বিবরণের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও আস্থা খুবই কম। ভারতের বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট অতীব 'এফিসিয়েন্সী'র সহিত এদেশে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিলেও নির্ভরযোগ্য সংখ্যা-তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে এতদিন কোন সুব্যবস্থা করিবার গরজ তাঁহারা দেখান নাই। যাহা হউক, কৃষি বিষয়ে উপযুক্ত সংখ্যা-বিবরণের অভাব আজ এতদূর একটা বড় কেলেঙ্কারিরূপে দেখা দিয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য এবিষয়ে একটা কিছু বিধিব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া পারিতেছেন না। সম্প্রতি এই বৎসর প্রকাশ, কৃষি-ফসল সম্বন্ধীয় তথ্য-বিবরণ সংগ্রহের সুবিধার জন্য পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ দুইটী স্থান পরীক্ষামূলকভাবে কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা হইতেছে, আর ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ কার্য্য জন্য নিয়োগে সম্মত হইয়াছেন। গ্রামের চৌকিদার ও পাইকারী শ্রেণীর লোকদের উপর বর্তমানে কৃষি-ফসল সম্পর্কে বিবরণ পেশ করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। ঠিক ঠিক ভাবে বিবরণ দেওয়ার উহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, উহারা সে চেষ্টা করেও না। ফলে কৃষি সংক্রান্ত সংখ্যা-বিবরণ দুষ্ট আসল অবস্থা বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট পরিচালনকল্পে বর্তমানে যে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে সমস্ত শ্রেণীর কৃষি-ভূমি জরীপ করিয়া তাহার একটী নির্ভরযোগ্য নক্সা প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কৃষির প্রকৃতি ও আবাদের প্রতি অনুসারে প্রত্যেক জমির গড়ের উৎপাদন লিপিবদ্ধ করার পাকা বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরিতে হইলে অন্ততঃ ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জমিজমা প্রত্যেক প্রদেশের জন্য কৃষি-ফসলের উৎপাদনের নির্ভরযোগ্য বিবরণ সংগ্রহ করা যাইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আশা করেন। কৃষি বিষয়ক সংখ্যা-তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এই নূতন উদ্যম আমরা খুব প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি।

কাপড়ের রেশনিং

মাসাধিক কাল পূর্ব্বে বিলাতী হইতে একাধিকবার এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, ভারত সরকার এদেশে উৎপন্ন কাপড়ের ব্যাপারে রেশন প্রথার প্রবর্তন করিবেন এবং ২১ দিনের মধ্যেই এই বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে। উহার পর অদ্যাবধি এই বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য শুনা যায় নাই। এদিকে প্রকাশ যে, বিদেশ হইতে কাপড় আমদানী বন্ধ হওয়াতে এবং ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন কাপড়ের শতকরা ৭০ ভাগই গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া লইতেছেন বলিয়া ভারতের কাপড়ের কলগুলি উহাদের ব্যবসায়ে একাধিপত্য পাইয়াছে এবং এই সুযোগে অস্বাভাবিক লাভ করিতেছে মনে করিয়া গবর্ণমেণ্ট উঁহাদের ক্রীত কাপড়ের মূল্য কমাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। উঁহারা কাপড়ের কলগুলির নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সাধারণ ছাপার কাপড়ের জন্য উঁহারা প্রতি পাউণ্ড ছয় আনা অথবা প্রতি পাউণ্ড কাপড় উৎপাদন করিতে কাপড় কলগুলির যে খরচা পড়িবে তাহার উপর তিন পয়সা অধিক মূল্য—এই দুইয়ের মধ্যে যেটা কাপড়ের কল চায় গবর্ণমেণ্ট সেইরূপ মূল্য দিবেন। বর্তমানে কাপড়ের কলগুলিতে কাপড় উৎপাদন করিতে যে পড়তা পড়িতেছে তাহাতে প্রতি পাউণ্ড কাপড়ের জন্য ছয় আনা মূল্য পাইলেও কাপড় কলের লাভ থাকে। তবে উহাতে ভারতবাসীর পরিচালিত কাপড়ের কলের লাভ হয় বেশী। উহা সত্ত্বেও এই প্রস্তাবে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি সম্মত হইলেও ইউরোপীয় পরিচালিত কাপড়ের কলগুলি উহাতে রাজী হইতেছে না। ফলে গবর্ণমেণ্ট প্রতি ডিসেম্বর মাস হইতে আইনের বলে কাপড়ের কলগুলিকে এই মূল্য গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়া এক আদেশ জারী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

ভাল কথা। কিন্তু উহাতে গবর্ণমেণ্টের সুবিধা হইলেও জনসাধারণের কি সুবিধা হইবে? গবর্ণমেণ্ট যদি কাপড়ের কলগুলি হইতে উহারা যে মূল্যে কাপড় গ্রহণ করিবেন জনসাধারণের জন্যও সেই মূল্য নির্দ্ধারিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের প্রয়োজনে আমদানীকৃত বস্ত্র কাপড় গ্রহণ করিয়া ও সাধারণের ব্যবহারার্থ অধিকতর পরিমাণ কাপড় বাজারে ছাড়িয়া প্রত্যেকের প্রয়োজনানুরূপ হারে উহা বণ্টনের সুব্যবস্থা করেন তবেই জনসাধারণ উপকৃত হইতে পারে। নতুবা চোরাবাজার আরও প্রশ্রয় পাইবে এবং কাপড় সংগ্রহ করিতে সাধারণকে অধিকতর বিপন্ন হইতে হইবে। এই দিক দিয়া এখন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের মনোভাব কি তাহা জানা যাইতেছে না।

জাহাজে শিরোস্ত্রাণের ব্যবস্থা

বন্দর-নিম্ন সম্পর্কে এদেশবাসীর মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়ার আজই বৎসর ২৫।৩০ বৎসরের অনেকগুলি কাপড়ের কল গড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের সময় সাধিত হইতে যন্ত্রের আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ঐ সকল কাপড়ের কল আজ যেসব যন্ত্র অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহাতে যন্ত্রপাতির উন্নতি খুব উন্নতযোগ্য হইলেও উহার মূলে একটা বড় গলদ রহিয়া গিয়াছে। ভারতের শিল্পোদ্যোগীরা এদেশে কতকগুলি কাপড়ের কলই তবু গড়িয়া তুলিয়াছেন। সেই সব কাপড়ের কলের লাভ-সংস্থান ও ব্যবসায়ী যন্ত্রপাতি এদেশে প্রস্তুত করিবার কোন ব্যবস্থা তাঁহারা করেন নাই। এতদিন ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশ হইতে এই সমস্ত আমদানী করিয়া কাজ চালান হইতেছিল। যুদ্ধের সময়ে সে আমদানীর পথ বন্ধ হওয়ায় দেশের কাপড়ের কলসমূহকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। অন্যের চাহিদা পূর্ব্বের তুলনায় খুব বাড়িয়া যাওয়ায় দেশে নূতন কাপড়ের কল স্থাপন করিবার ও পুরাতন কাপড়ের কলগুলি সম্প্রসারিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ আসিয়াছিল কিন্তু প্রয়োজনীয় লাভসংস্থান ও যন্ত্রপাতির অভাবে সে সুযোগ বিশেষ কিছুই কাজে লাগান সম্ভবপর হইতেছে না। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দেশের কতিপয় শিল্পোদ্যোগী সম্প্রতি এদেশে বয়ীম, হেডলম্, রীড এবং অন্যান্য লাভসংস্থান তৈয়ারে ব্রতী হইয়াছিলেন। এদেশের কাপড়ের কলগুলিতে তাঁহাদের প্রস্তুত যন্ত্রপাতির ব্যবহারও সুরু হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বৃটিশ বণিকেরা আজ এই সব নবপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় শিল্পকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার উপায়ন করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহের প্রয়োজনে ইংলণ্ড হইতে বিস্তর টাকার বয়ীম, হেডলম্ ও রীড প্রভৃতি আমদানী করা হইত। ভারতে এই সব মিলিস তৈয়ারের নিয় গড়িয়া উঠিলে যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ আর ইংলণ্ড হইতে তাহা এখন করিবে না। ফলে ইংলণ্ডের রপ্তানী-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। কাজেই যুদ্ধপূর্ব্ব ইংরাজ আমি ভারতের ঐ নূতন শিল্পকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া তাঁহাদের অধিকৃত বাণিজ্য প্রসারের পথ

উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। জাপানে মাল প্রেরণের স্থান নাই বলিয়া যুদ্ধের সময় এতদিন ইতালি হইতে আমদানি করীম, হেডলস ও ঘীড় প্রভৃতি কিনের কিছু রপ্তানী করা হয় নাই। কিন্তু জাপানে ঐ সব জিনিস প্রস্তুত করা হইতেছে দেখিয়া আমাদের অনুমিত আর্থ-আমদানি দূর হইয়া গিয়াছে। ইতালির বৈদেশী করীম ও অন্যান্য জিনিস আজ নূতন করিয়া জাপানের বাজার হইতে বেদিতে সুরু করিয়াছে। ফলে লড়া কুলোর সেই বিদেশী সরঞ্জামের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ না হইয়া জাপানে করীম, হেডলস ও ঘীড় তৈয়ারের কারখানাগুলি বন্ধ করিতেই আজ বাধ্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। যুদ্ধোপযোগে কিনের হইতে লাভ্য বন্দুকাদি আমদানির জন্য দেশের শিল্প-ব্যবসায়ী বা সমর্থনেষ্টকে অনুযোগ জানাইতেছেন। কিন্তু সে দিকে সমর্থনেষ্ট আজও মনোযোগ দিতেছেন না। জাপানে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে জাপানের আগ্রহটা এখনও খুব বেশী করিয়াই দেখান হইতেছে। অথচ জাপানে করীম ও হেডলস প্রভৃতি তৈয়ারের শিল্পকে বাঁচাইয়া করিবার জন্য ইতালি হইতে ঐ সমস্ত আমদানীর ব্যাপারে জাপানের কোন আগ্রহ এতেবারেই দেখা যাইতেছে না। জাপানকে পরাধীন রাখিয়া অর্থনৈতিক দিক দিয়া এই ভাবে শোষণ করিবার নীতি আর কতদিন বজায় রাখা হইবে তাহাই আমরা জানিতেছি।

রেশন-ব্যবস্থার সঙ্কট

রেশন-ব্যবস্থায় আমলে সমর্থনেষ্টের প্রথম চাউল ও আটা প্রভৃতি সম্পর্কে নূতন করিয়া হিসাবের দেখা দিয়াছে। প্রথম প্রথম রেশনের দোকানে যে চাউল পাওয়া যাইত তাহা কিন বেতন আদৌ খাদ্যযোগ্য বলিয়া মনে হইত। কাঁকর ও ধানের প্রচুর সন্নিবেশে উহা লোকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিল। সম্প্রতি কিছুদিন রেশনের চাউল একটু ভাল পাওয়া যাইতেছিল। সম্প্রতি আবার রেশন দোকান হইতে খারাপ শ্রেণীর আতপ চাউল দেওয়া হইতেছে। আতপ চাউল খাইতে অনেকে অভ্যস্ত নয়, অনেকের পক্ষে উহা হজমও হয় না। এ প্রসঙ্গে সরকারের আমলের কথা মনে পড়িতেছে। কিছুদিন পূর্বে সরকার জানাইয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাঁহারা ভাল শ্রেণীর চাউল যোগাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু সে আশ্বাস আজও কার্যে পরিণত হয় নাই। 'রেশনের চাউল' সম্বন্ধেও সরকার এখনও কোনো ব্যবস্থা করেন নাই। সংবাদ-পত্রের লেখালেখি হইলেও সরকার একেবারে উদাসীন রহিয়াছেন। চাউলের মূল্য সম্বন্ধেও দু'একটি কথা জানিবার আছে। এ বৎসর ধানের ফলন বেশ ভাল হইয়াছে। তাছাড়া তাহার সরকার বাংলাদেশের জন্য চাউলের মোটা বরাদ্দ বাঁধিয়া দিয়াছেন। চাউলের অভাব হইবার কথা নয়, তথাপি কলিকাতায় চাউলের দর ১৫৪৲ টাকার মধ্যে চড়া দরে বলবৎ রাখিবার তাৎপর্য কি?

শুধু চাউলের সম্বন্ধে নয়, রেশনের আটা ও চিনি সম্বন্ধেও লোকের নানা অভিযোগ। আটায় ভেজাল, চিনিতে ভেজাল। আটায় ঘুঘুী মেশানো হয় বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। চিনির ব্যাপারে সাধারণের অভিযোগ উহার পরিমাণ লইয়া। সাধারণ সময়ে কলিকাতার মাথাপিছু মাসে ৪ সের আন্দাজ চিনি ব্যবহৃত হইত; রেশন-ব্যবস্থায় মাথাপিছু পাওয়া যাইতেছে মাত্র এক সের চিনি। তুলার কাপড়ের চিনির বরাদ্দ সম্বন্ধে অধিকতর উদারতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে মাথাপিছু চিনির বরাদ্দ মাসে ১ সের নির্দ্ধারিত রাখিবার কারণ কিছুই বুঝা যাইতেছে না। আমরা রেশনিং প্রথার সমর্থক—কিন্তু সরকারকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, খাদ্য শুধু উদর পূর্তির জন্য নয়, খাদ্যে স্বাস্থ্যের জন্যও প্রয়োজন। খাদ্যে রেশনের খাদ্য একান্ত অপ্রতুল; পুষ্টিকর খাদ্যের পরিমাণও যথেষ্টমুক্ত হইয়া চাই।

জনসংখ্যা ও খাদ্য-সমস্যা

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা গড়ে বৎসরে ৬৫ লক্ষ করিয়া বাড়িতেছে। অথচ এদেশে খাদ্য-দ্রব্যের উৎপাদন তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে না। ফলে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে অনেকেই আজ ক্ষোভ করিতেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হটস্প্রিং নগরে কিছু দিন পূর্বে দুনিয়ার খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে একটী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরা এদেশে খাদ্যদ্রব্যের মোট প্রয়োজন ও তাহার যোগান সম্পর্কে যে বিবৃতি পেশ করিয়াছিলেন তাহা দৃষ্টে খাদ্য সম্বন্ধে এদেশের শোচনীয় অভাব ও দুরবস্থা আলাজেই বুঝা যায়। সেই বিবরণটী এই:—

খাদ্য-সামগ্রীর পরিমাণ—লক্ষ টন হিসাবে

	মোট প্রয়োজন	যোগান
খাদ্যশস্য	৪৮·০	৪৪·৫
ডাল, কলাই	৯·০	৭·৫
চিনি	৫·০	৫·০
তরিতরকারী	১৮·০	৯·০
ফল	৬·০	৬·০
চর্ব্বি ও তৈল	৪·৫	১·৩
দুধ	৬২·০	৬·৯
মাছ, মাংস, ডিম	৬·০ হইতে ৯·০	১·৫

উপরোক্ত হিসাবে দেশের উৎপাদনের সঙ্গে বাহিরের আমদানী মিলাইয়া খাদ্যদ্রব্যের মোট যোগান দেখান হইয়াছে। তথাপি এক খাদ্য-শস্য ছাড়া অন্য সকল দিক দিয়াই প্রয়োজনের তুলনায় বিভিন্নদের বেশী রকম অভাব দেখা যাইতেছে। খাদ্য-শস্যের মধ্যেও চাউলের ঘাটতি আমার খুব সাংঘাতিক হইয়া দেখা দিয়াছে। এই অভাব ও অসন্তুষ্টের উপর লোকসংখ্যা অস্বাভাবিক পরিমাণে বাড়িয়া চলিলে যে দেশে দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দ্দশা আরও বেশী করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বর্ত্তমানে যে দেশের জনবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা বলিতেছেন তাহা আমাদের অবশ্য সমর্থনযোগ্য। কিন্তু জনবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ছাড়া খাদ্য-সমস্যা সমাধানের অন্য উপায়ও রহিয়াছে। সে উপায় দেশে খাদ্য-দ্রব্যের উৎপাদন যথাসম্ভব বাড়াইবার ব্যবস্থা করা। অনুন্নত রীতিতে চাষাবাদের আজ অনেকে বলিয়া এবং অনেকের বিশ্বে ও অনেক সারতত্ত্ব বিষয়ে কোন সুব্যবস্থা নাই বলিয়াও অনেক দেশের তুলনায় এদেশে একর প্রতি ফসলের উৎপাদন কম। আর সে কারণেই জনসংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশাও বেশী করিয়া প্রকট হইয়া উঠিতেছে। কাজেই দেশবাসীর খাদ্য-সমস্যা সমাধান করিতে হইলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কেও আমাদিগকে বিশেষভাবে অনুসন্ধান হইতে হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া ভারতে খাদ্য-দ্রব্যের উৎপাদন যে বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর ভারত সরকারের অনুসন্ধান কমিটির সভাপতি ডাঃ উইলিয়াম বার্ড কিছুকাল পূর্বে একটী রিপোর্টে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ডাঃ বার্ডের হিসাবটী এই:—

উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভবপর পরিমাণ

	সম্ভবপর	এ০ জায়
চাউল	৩	৩
গম	২০	৩
যাওয়ার	১০	৩
বজরা	২৫	৩
ঘুঘুী	২৫	৩
দুধ	৭৫	৩

চাষাবাদের ব্যাপারে উন্নত প্রণালী অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন যে কিরূপ বৃদ্ধি করা যায় ও তাহাতে কত সহজে যে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহা বার্ডসের এই সরাসরি দৃষ্টে সকলেই জানা বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন এখনও খোলা হয় নাই, কিন্তু উহা যে শীঘ্রই খোলা হইবে তাহার বিবিধ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ, উত্তর-আফ্রিকা বাহিনী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত বলিয়া সংবাদে আসিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, সম্প্রতি মুসোলিনি, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়া একযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধাচরণের সাব্যস্ত করিয়া বিবৃতি দিয়াছে যে, তাহারা যদি জার্মানীর সহিত সংযোগ ছিন্নিত না করে তবে ভবিষ্যতে তাহাদিগকে যেরূপ দেওয়া হইবে না। তৃতীয়তঃ, আমেরিকার রাষ্ট্রবিদ্যা এ্যাণ্টনি ইডেনকে জানাইয়াছেন, শীঘ্রই সাহায্য না পাঠাইলে রুশিয়া বিরুদ্ধিবর্গের সহিত যুদ্ধ বন্ধ করি স্থাপনের পথ দেখিবেন। যুদ্ধবিরতি হইতেও রাজনৈতিক জলাঞ্জলি সংবাদ আসিতেছে। চতুর্থতঃ, ইটালীতে মিত্রশক্তি যে নূতন বড়যন্ত্রের আয়োজন চালাইয়াছে—তাহাতে আতঙ্কিত হবে তাহার কারণ নাই। জেনারেল আলেকজাণ্ডার এই আক্রমণকে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রাথমিক অঙ্গ বলিয়াই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ইটালীর যুদ্ধে মিত্রশক্তি জার্মানদের ভুলাইয়া দূরে টেনে করিয়া এ্যাডলফ হিটলার দ্বারের দ্বিতে অগ্রসর হইয়াছে। ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। রুশিয়ার যুদ্ধের কোনো নব সংবাদ নাই; নূতন আক্রমণের জন্য প্রস্তুতির কথা শুনা পাওয়া যাইতেছে।

এশিয়াখণ্ডের যুদ্ধের নূতন সংবাদ এই যে, চীনারা ব্রহ্মদেশ হইতে উত্তর-ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া জেনারেল ষ্টীলওয়েলের বাহিনীর সহিত যোগস্থাপন করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এই অভিযান সফল হইলে উত্তর-ব্রহ্মস্থ জাপানী ডিভিসনের সমূহ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। চীনের ভোলান প্রদেশে জাপানীদের অগ্রগতি আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে মিত্রশক্তি ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। কোহিমা হইতে জাপানীদিগকে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

প্রথম মহাসমরীর যুদ্ধের বিশেষ কোনো সংবাদ নাই।

• • •

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি আন্দোলনের অনুকূলে হইয়াছে বলিয়া সরকার পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইলেও লর্ড ওয়াভেলের এই কার্যটিতে যে ভারতে গণসমাজবাদী হইতে মুক্ত করিয়া অনেকেই ভারতের আশু অবস্থা সমাধানের প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১৯শে মে'র সম্পাদকীয় বিবৃতিতে 'অ্যাকেডিয়ন পার্টিয়ান' ভারতমুক্ত মহাত্মাজীকে মুটেন এবার বন্ধুভাবে লাভ করিতে পারে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন। এ সম্পর্কে সাধারণ কোন আলোচনা-আন্দোলন শোনা যায় নাই। অবশ্য গান্ধীজীর মুক্তি উপলক্ষ করিয়া ভারতের আশু অবস্থা মূল্যায়নের কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নাই এবং মহাত্মাজীর সেক্রেটারী মিঃ পিয়ারীলালের বিবৃতি পাঠ করিয়াও আমরা আশান্বিত হইবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। মিঃ পিয়ারীলাল বলিয়াছেন, স্বাস্থ্য লাভের পর যদি তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার বিশ্রাম-স্থান আগাখানের বা যাইতে হয়, তাহা হইলে তিনি দেশের রাজনীতির সমস্যা পর্যালোচনা করিবেন। মিঃ আমেরিক মহাত্মাজীর সম্পর্কে পার্লামেন্টে অবস্থা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দেওয়ার লর্ড ওয়াভেলের রাজনৈতিক শুভবুদ্ধি লক্ষণে আমাদের মনে আশার উদ্রেক হইয়াছিল। রাজনৈতিক সীমাংসা সম্পর্কে তাঁহার পক্ষ হইতে এমনি একটা কার্যকরী চেষ্টা সুরু হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইতাম।

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তিতে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আশাবাদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়বাণী উপলক্ষ করিয়া বিশেষ করিবার জন্য লর্ড ওয়াভেলের আমেরিকার সাংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের এক সভায় সম্প্রতি ভারত সম্বন্ধে একটী বিবৃতি দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার এই বক্তৃতায় বিশ্বাসাধনের বদলে এক রাজনৈতিক অনুভূতিহীনতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ভারত সম্বন্ধে অতি সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও তাহা পাঠ করিয়া খুশী না হইয়া পারিবেন না। লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করিয়াছেন, গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের অনুরোধে এই মুক্তিতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের কোন আশা নাই এবং তাহাদের উপর গান্ধীজীর প্রভাব এখন অত্যন্ত সামান্য। তিনি সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদিগকে আরও জানাইয়াছেন, ১৯৪৪ সালের পার্লামেন্টের আইন অনুসারে ভারতের ১১টী প্রদেশ বার্ষিক বৃত্তরাষ্ট্রের ৫৮টী রাষ্ট্রের মত স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে। লর্ড ওয়াভেলের মতে পরোপকার-প্রবৃত্তিই উপলক্ষে ভারতে থাকিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং এখন হইতে ইহাও এক পরম্পরা রাজকীয় মর্যাদা হিসাবে ভোগ করেই যা, যদি ভারত সরকারের অন্যের উপর উক্ত শুভ-দায়ের জন্য লাভালাভের বহুবিধ অভিব্যক্তিই হইয়াছে। যে মহাত্মা ধর্মবিশ্বের সাধারণে সাধারণের মুক্ত জনসাধারণের তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়, তাহাদের জাতীয় জীবনের উপর তাঁহার প্রভাব কোনদিন করিতে পারে এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখা লর্ড ওয়াভেলের মত সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকের পক্ষেই সম্ভব। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের যে পুনঃপ্রবর্তনা ভারতবর্ষে চলিতেছে, সিন্ধু, বাংলা ও পাঞ্জাবের গভর্নরদের স্বৈরাচারের পরেও তাহার উল্লেখ করিয়া আমেরিকার প্রবেশগুলির সহিত ভারতের প্রদেশগুলির তুলনা করিতে লর্ড ওয়াভেলের যে লজ্জা পাইলেন না, ইহাতেই আমরা আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। ভারতে প্রকৃত ব্রিটিশ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের তালিকা, স্বল্পসুদে প্রদেশে ইংলণ্ডের টাকা খাটানোর হিসাব এবং মালের চালকড়া লাভ হইলেই লভ্যাংশ ফলপ্রসূ হইয়াও তাহা ভারতবাসীর তুলনায় লাভ তুলে দেখলে পাওয়াকে কথাটো ভারতের দুরবস্থার তুলনায় তুলিয়া থাওয়া উচিত নয়। লর্ড ওয়াভেলকে আজ আমরা শুধু এই কথাই জিজ্ঞাসা করি, আমেরিকাবাসী যখন অন্ত না থাকিত মত তখন তাহাদিগকে স্বাধিকার দিয়া কথা শুনাইয়া দেশ পর্যন্ত কি লাভ হইবে?

১৯৪৫ সালের ৬ই মে কারাগার হইতে মহাত্মা গান্ধী মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ এম এ জিন্নার নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন সরকারী বিরূপ মনোভাবের জন্য সে পত্র এতদিন সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হয় নাই। বাসকার মেডা আল্লানা আবুলকি যখন মহাত্মার সহিত মিঃ জিন্নার সাক্ষাতের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, সেই সময় এই পত্রখানির প্রকাশে ভারতবাসী মাত্রেই আশান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। মহাত্মা গান্ধীর স্বাভাবিক অমায়িকতা, সাধুতা এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটাইবার আন্তরিকতা পত্রখানির প্রতি ছত্রে ফুটিয়া আছে। মহাত্মা গান্ধী মিঃ জিন্নার আলাপ আলোচনা সাক্ষাদাদাদিকে খোলাখুলি কথা বলা পছন্দ করিয়া মিঃ জিন্নাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। জাতীয় মানসিক মুক্তির সহিত সমগ্র ভারতের কল্যাণ কামনা করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্বের উপর সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের এবং একটী কর্মপন্থা স্থির করিতে, যাহা দ্বারা সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি ভারত হইতে চিরতরে মুছিয়া যাইবে। আমরা আশা করি, মহাত্মাজী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে মিঃ জিন্না অন্তর বিষ পরিত্যাগ

(৫০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নানা কথা

বর্তমানে বাঙলায় যে খাদ্যাভাব দেখিতেছি তাহার কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে অনেকের মত জানিবার জন্য বাঙলা সরকার একটী তদন্ত-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। বাঙলার বর্তমানে দুর্ভিক্ষের অবসানে দেখিতেছি বলিয়া যাঁহারা মনে করেন বাস্তব অবস্থার সহিত তাঁহাদের কোন পরিচয় নাই। এই প্রদেশে চাউলের মণ ৬৫৲ টাকা থাকার সময়েও বহু লোক অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটাইয়া থাকে এবং আলু প্রভৃতি খাইয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে উহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বর্তমানে চাউলের মণ কোথাও ১৫।১৪ টাকার কম নহে। অধিকন্তু দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে নিত্য না নিত্য পরিধান লবণ, কেরোসিন, মরিচার তৈল, জামাকাপড়, কাপড় ইত্যাদি ক্রয় করিতে হয়। এই সব জিনিষও বর্তমানে এত চড়া মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। ফলে দেশের অগণিত লোক ভিন্ন ভিন্ন করিয়া মরিতেছে। এরূপ অবস্থায় অবিলম্বে বাঙলার অপরিহার্য্য খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয় ও ঔষধের মূল্য যদি পূর্বের কার সময়ের স্তরে নামাইয়া আনা না হয় তাহা হইলে আগামী ২।৩ বৎসরকালের মধ্যে বাঙলার এক-কৃতীয়াংশ লোক নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। ভারত সরকারের নিযুক্ত কমিশন সময়ক্ষেপ না করিয়া ২।৩ মাসকালের মধ্যে যদি পণ্য-মূল্য হ্রাস এবং পণ্যের জোগান বৃদ্ধি সম্বন্ধে কার্যকরী পরামর্শ দিতে পারেন এবং ৪।৬ মাস কালের মধ্যে দেশের রাজশক্তি যদি এই সব পরামর্শমত কাজ করিতে আন্তরিকতার অভাবের দরুণ ব্যর্থ হইলেই বাঙলা দেশ রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু সরকারী কর্মীরা এত ঢিলাঢালি ভাবে কাজ করিবে এবং পরস্পরের সহিত তাড়াতাড়ি কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন—সেরূপ আশা দুরাশা মাত্র।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার চ্যাটার্জি এম-এ সম্প্রতি দি ইণ্ডিয়ান মিলিয়নস (অনাহার-ক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি) নামক একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকে লার্ড উইলিংডনের জিলাতীয় অনুকরণে তিনি যে উপসর্গ-পত্র বিতরণের তালিকা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—"১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, যাহারা ইহার জন্য দায়ী করিয়াছে তাহাদের পক্ষে মাসে এই পুস্তক উপসর্গ করিয়াছি। যে মানিক, কানু, হাসান, মাখন এবং যে আমার ৩৫ লক্ষ দেশবাসী—তোমরা যাহারা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া দুঃখভোগ করিতে হইয়াছ, তোমাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছি। তোমরা ধৈর্য্যের সহিত তোমাদের দুর্বহ বেদনা সহ্য করিয়াছ, নীরবে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছ এবং চক্ষুর নিমেষে যে ঘটনাবলীর ফলে তোমাদের এত মর্মান্তিক দুঃখকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া যাইতেছ। সর্বোপরি তোমাদের দুঃখকষ্টের জন্য তাহারা ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী কর নাই। দুর্ভাগ্য পূর্বে তোমরা বিস্তবান ছিলে, বেসাতিদের মহাজনের এবং আমাকে তোমাদের দুঃখ মোচনের জন্য আসিয়াছিলে। কিন্তু মানুষের সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষের দেবতা যে সমস্ত অনর্থকারী—যে সমস্ত ক্ষুদ্র মনুষ্যকারী, অর্থলোভী বণিক, ব্যাসক, রাজনীতিক, সামরিক তলাবেহীনদিগকে, বৈজ্ঞানিক এবং সর্বোপরি উদ্দেশ্যে উদ্ভূত যে শাসনপদ্ধতি বিদ্যমান ছিল তাহাদিগকে তোমরা জানিতে না। নর-মাংসী-বিভিষিকার আমার দেশবাসীকে আমি বলি—উঠ, জাগ, ভিখারির সমাজের হইয়া থাকিও না। বাস্তবকে উপলব্ধি কর—উহার ফলে তোমার দুঃখ, দুর্দশা, দরিদ্রতা ও দারিদ্র্যের অবসান ঘটিবে। অন্যথায় তোমাদের দুর্ভাগ্য কে এবং কি ভাবে ঘুচিয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।"

'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া' পত্রের দিল্লী সংবাদদাতা সম্প্রতি নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিবার পর মিঃ জিন্না যখন সমগ্র ভারতে ফুলবাজারের দ্বারা 'মুক্তি দিবস' প্রতিপালন করেন, সেই সময়ে পাঞ্জাবের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী সার সিকন্দর হায়াতখান মিঃ জিন্নার কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার জন্য সার সেকেন্দার হায়াৎ খানকে মিঃ জিন্নার সহিত যোগদান করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে সার সেকেন্দার হায়াৎ খান মিঃ জিন্নার সহিত একটী চুক্তি করেন যাহা বর্তমানে জিন্না-সেকেন্দার চুক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে মিঃ জিন্না এই চুক্তির মূলনীতি অগ্রাহ্য করিয়া সার সেকেন্দারকে সম্পূর্ণভাবে বশে আনিবার চেষ্টা করেন এবং উহার ফলে দুইবার মিঃ জিন্নার সহিত সার সেকেন্দারের হাতাহাতি হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু মিঃ জিন্না ও সার সেকেন্দারের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে কংগ্রেস শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এই ভয়ে লর্ড লিনলিথগো দুইবারই তাহা মিটমাট করিয়া দেন। এখনে মিঃ জিন্না তাঁহার উপসাম্প্রদায়িকতাকেই পুঁজি দিতেছেন এবং এই কারণেই সম্প্রতি পাঞ্জাবের ব্যাপারে তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইয়াছে। 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া-প্রেস' এই মন্তব্য হইতে ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রের আড়ালে থাকিয়া দুষ্টীল রাজপুরুষগণ কিরূপ চক্রান্তের খেলা খেলিতেছেন তাহা অনুমান করা যায়।

পতঙ্গজী পালন দ্বারা এক একটী দেশের কি পরিমাণ আয় হয় তাহা আমাদের দেশের লোকের ধারণার মধ্যে আসে না। ইংলাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের আয়তন ও লোক-সংখ্যা বাঙলার অনেক জেলার আয়তন ও লোক-সংখ্যা অপেক্ষা কম। কিন্তু বাঙলার পাইকারী পাট বিক্রয় করিয়া যখনে যত টাকা পায় মাখন, পনির, ডমাট দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া এই সব দেশের লোকেরা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ উপার্জন করে। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রধান উপার্জনের পন্থা ভেড়ার লোম, মাংস ও চর্বি বিক্রয়। পশম, চর্বি ইত্যাদিই এই দেশের প্রধান সম্পত্তি। আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। পতঙ্গজী পালন ভারতীয় আয় বৃদ্ধির একটী প্রধান পন্থা বলিয়া পৃথিবীর সকল দেশেই এই বিষয়ে অধিকতর গবেষণা চলিতেছে। সোভিয়েট রুষিয়াতে এই গবেষণা কার্য্য এত দূর অগ্রসর হইয়াছে যে তথায় একটী উৎকৃষ্ট রকমের ষাঁড় দ্বারা এক বৎসরের মধ্যে ১,৪৯০টী গরু এবং একটী বিশিষ্ট ঘুঘুর ভেড়া দ্বারা এক বৎসরে ১৫,৯৯২টী মেষশাবক উৎপাদন করা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাজ্য উহার উপরও টেক্কা দিয়াছে। উক্ত দেশের মিঃ রেমণ্ড আমেস নামক একজন পশু-প্রজনন-বিশেষজ্ঞ এমন একটী প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহা দ্বারা উৎকৃষ্ট রকমের একটী ষাঁড় ও গাভীর সাহায্যে বৎসরে ১২টী যমজ-সাবক উৎপাদন করা যাইতে পারে। কথাটা সকলেরই অবিশ্বাস্য মনে হইবে। তবে যাঁহারা এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা ভারত সরকারের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারের বিনামূল্যে বিতরণ করুক প্রকাশিত মাসিকপত্র ইণ্ডিয়ান ফার্মিং-এর গত অক্টোবর মাসের সংখ্যার ৪৪২ পৃষ্ঠার প্রকাশিত বিবরণ দেখিতে পারেন।

ভারতীয় খাদ্য আইন সম্বন্ধে সর্বশেষ সংবাদ এই যে এই আইন সম্বন্ধে খাদ্যের তরফ হইতে যে বিবৃতি দৈয়ার হইয়াছে খাদ্যের কেন্দ্রীয় বোর্ড তাহা বিবেচনা করিয়াছেন এবং একটী আইন জারীর জন্য এই

(২০১ পৃষ্ঠার শেষে)

দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই দেশীয় ব্যাঙ্ক তাহা দেশে শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বয়স ১ বৎসরের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া অনেকেই আজ সে বিষয়ে নিরাশ হইয়াছেন। দেশের স্বার্থ বুঝিয়া ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে সাহায্য করিবার জন্য ঐ ব্যাঙ্ক আজ পর্য্যন্ত প্রয়োজনানুরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে আগ্রহ দেখাইতেছেন না। ঐ ব্যাঙ্কের পক্ষপাতদুষ্ট কার্য্যনীতির ফলে দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের স্থলে অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ এদেশে ব্যবসায়ের কারবারের প্রসারিত করিবার অনেকটা সুবিধা পাইতেছে। এই সব কারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে দেশবাসীর অনেক দোষের কারণ দাঁড়াইলেও উক্ত ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের নিকট এতদিন খোলাখুলিভাবে সে সমস্ত বড় একটা উপস্থিত করা হয় নাই। ইণ্ডিয়ান মার্চেন্ট চেম্বারের সভাপতি মিঃ প্রাণলাল লেবরুভন নাবলি উক্ত চেম্বারের এক সভায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে দেশবাসীর অভিযোগ ও দাবী-দাওয়াগুলি সমস্তগুলি খোলাখুলিভাবে এই ব্যাঙ্কের কর্ণধার স্যার চিন্তামন দেশমুখের নিকট পেশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। পাঠকগণের অবগতির জন্য মিঃ নাবলির মন্তব্য বিষয়গুলি এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে অভিযোগ ও দাবী-দাওয়া উপস্থিত করিতে গিয়া মিঃ নাবলি প্রথমে এদেশের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে উক্ত ব্যাঙ্কের উপেক্ষা ও উদাসীনতার কথা উল্লেখ করেন। আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্য বিদেশীরা বহির্বাণিজ্যের বিনিময়ে প্রতিবৎসর বাহিরের সহিত এদেশের কয়েক শত কোটী টাকার কারবার করিয়া থাকে। এইরূপ কারবারের নিয়ন্ত্রণে ব্যাঙ্কের সাহায্য অপরিহার্য্য। ভারতের বিদেশী বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলি এই নিজ নিজ ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের উপর সরাসরি ভাবেদের কর্তৃত্ব জারি করিয়া আসিতেছে। ফলে এদেশের আমদানী ও রপ্তানী সম্পর্কে বৈদেশিকদের সুবিধার বিদেশীয় বণিকেরা সর্ব্বদাই একটা কারেন্সী সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। বহির্বাণিজ্যের লেনদেন সহিতেসমার ব্যবস্থার লাভও বিদেশী ব্যাঙ্কারদের পকেটস্থ হইতেছে। ভারতের নিজস্ব কোন এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক নাই। বিদেশী বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলির প্রতিযোগিতার সম্মুখে বহির্বাণিজ্যের কারবারদারের কোন অংশ গ্রহণ করা এদেশের কোন সাধারণ ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভবপর নহে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্য সুরু হইবার পর ঐ অসুবিধা দূরীকরণ সম্পর্কে উক্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের মনোযোগ নিবদ্ধ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭(৩) ধারার উক্ত ব্যাঙ্ককে আমদানী ও রপ্তানী সম্পর্কিত বিলের জামিনে সাময়িকভাবে টাকা কর্জ দেওয়ার (re-discounting) ক্ষমতাও যথারীতি অর্পণ করা হইয়াছিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সেদিকে আজ পর্য্যন্ত কোনরূপ মনোযোগ প্রদান করিতেছেন না। ডি-ডিসকাউন্টিংয়ের বিধান অনুযায়ী তাঁহারা যদি এদেশের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে আমদানী ও রপ্তানী বিলের জামিনে টাকা ধার দিতে প্রস্তুত হইতেন তবে তাহাদের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি এদেশের বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে পারিত। আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত কারবারে দেশীয় বণিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি তাহাতেই প্রসারিত হইত। ফলেই দেশের স্বার্থ বুঝিয়া মিঃ প্রাণলাল নাবলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে অচিরে ঐ প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটা আন্তরিক উদ্যম দেখাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহার এই নির্দ্দেশ আমরা সর্ব্বথা সঙ্গত ও সময়োচিত বলিয়াই মনে করি।

কেবল দেশের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে ডি-ডিসকাউন্টিং বা বিলের জামিনে টাকা কর্জ দেওয়ার কথাই নহে, দেশের অভ্যন্তরীণ শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনে এই নীতি অধিকতর প্রসারিত করা আজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে একান্ত দরকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিঃ নাবলি তাঁহার বক্তৃতায় এ বিষয়টীর বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শিল্প কোম্পানীর খেয়াল বা শিল্প-ব্যবসার সংক্রান্ত বিলের জামিনে কোন ব্যাঙ্ককে টাকা কর্জ দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় নাই। শুধু সরকারী সিকিউরিটী, সোনা-রূপা ও কৃষি-বিল প্রভৃতির উপরই তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে সাময়িকভাবে টাকা ধার দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এরূপ টাকার উপর যেরূপ দেশী পরিমাণ সুদ দাবী করিয়া আসেন এবং টাকা দিতে গিয়া সাধারণ লেন্ড ও ডিসিপ্লিনের যেরূপ বাড়াবাড়ি করা হয় তাহাতে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে আবার উক্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা লওয়ার সুবিধা অনেক সময়ই হয় না। তাহাতে আজ পর্য্যন্ত শিল্পের প্রসার ও উন্নতি বিশেষ কিছু সাধিত হয় নাই। শিল্প-কোম্পানীর খেয়াল ও শিল্প-ব্যবসার সংক্রান্ত বিলের জামিনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ টাকা কর্জ দিতে প্রস্তুত না থাকায় ঐ দিক দিয়া উন্নতির অন্তরায় দেখা করিয়াই দেখা দিয়াছে। সেই সব কথা বিবেচনা করিয়া মিঃ নাবলি ডি-ডিসকাউন্টিং সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা এখন হইতে তালভাবে প্রসারিত করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সেজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আইনের বিধিবিধানও যথাযথভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়ার কথা তিনি বলিয়াছেন।

ডি-ডিসকাউন্টিং সম্পর্কে বিদেশ করিয়া শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত সিকিউরিটী ও বিলের জামিনে অল্প সময়ের জন্য টাকা কর্জ প্রদান সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে খোঁড়াখি দেখাইতেছেন আধুনিক যুগে সেই খোঁড়াখী কোন দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য নহে। অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের অপেক্ষাকৃত উদার বিধি-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া ইণ্ডিয়ান মার্চেন্ট চেম্বারের সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় তাল-ভাবেই তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী সিকিউরিটী ও সোনা-রূপা প্রভৃতির জামিনে টাকা কর্জ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ে রাস্তাঘাট ও বাড়ীঘর নির্ম্মাণ সংক্রান্ত কলপত্রের জামিনে এবং ফেডারেল বিলের জামিনেও ঐরূপ সাময়িক ঋণ প্রদান করিয়া থাকে। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে সহায়তার জন্য সাক্ষাৎভাবে ধার প্রদানের ক্ষমতাও ঐ ব্যাঙ্কের রহিয়াছে। ইটালী ও নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে শিল্প-ব্যবসায়ে অনুরূপ সাহায্য প্রদানের রীতি আছে। ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া মিঃ নাবলি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকেও সকল দিক দিয়া ক্রেডিট প্রসারের সুযোগ সুবিধা যথোচিতভাবে বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ করেন। এদেশে সময়োচিত অর্থের অভাবে শিল্প-ব্যবসায়ের অগ্রগতি অনেক পরিমাণে ব্যাহতপ্রাপ্ত হইতেছে। দেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ নানা কারণে সেই অসুবিধা দূরীকরণে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিতেছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি সাক্ষাৎভাবে শিল্প-ব্যবসায়ের প্রয়োজনে টাকা বিতরণ করিতে সমর্থ নাও হন তথাপি তাঁহারা অন্ততঃ শিল্প-ব্যবসায় সংক্রান্ত সিকিউরিটী ও বিল ডি-ডিসকাউন্টিংয়ের সুবিধা দিয়া তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে ঐ কার্য্যে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতে পারেন। মিঃ নাবলির

(৭০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উদ্ভিজ তৈল-শিল্প

(শ্রীআশুতোষ দাস)

খনিজ তৈল-সম্পদে ভারতের স্থান অতিশয় নিম্নস্তরে। ভারতের প্রয়োজনের অনুপাতে খনিজ তৈল অতি সামান্যই এদেশে উৎপন্ন হয়। কিন্তু তৈলবীজ সম্পর্কে ভারত অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। যে সকল তৈলবীজ ভারতে পাওয়া যায় তাহার বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ নূনকল্পেও ৫০ লক্ষ টন। ইহা ছাড়া অজ্ঞাতসারে প্রতি বৎসর, বৃক্ষরোপণ আবাদভূমিতে এবং অন্যান্যস্থলে কত প্রকার তৈলবীজ যে অযত্নে নষ্ট হইয়া যায় তাহার কোন হিসাব নাই। ভারতে প্রায় ৫ শত রকম তৈলবীজ পাওয়া যায়। কিন্তু ২০।২৫টী তৈলবীজের বেশী কোন কাজেই লাগান হয় না এবং এ সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধানমূলক কার্য্যও আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। ফলে বহু প্রয়োজনীয় তৈলবীজ অযথা নষ্ট হইয়া যায়।

ভারতে যে সকল তৈলবীজ উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে চীনা বাদাম, তিসি, তুলার বীজ, রেড়ির বীজ, তিল, সরগুজা প্রভৃতি অন্যতম। জলপাই এবং তালের শাঁস ভারতে খুব বেশী পাওয়া যায় না। কিন্তু মহুয়ার বীজ, নারিকেলের শাঁস ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীর বাজারে ভারত কোন্ কোন্ তৈলবীজ কত আন পরিমাণ যোগান দিয়া থাকে তাহার একটী হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল, যথা—নারিকেল শাঁস শতকরা ৭ ভাগ, মহুয়া ১০০ ভাগ, তুলা বীজ ৩১ ভাগ, তিল ৮২ ভাগ রেড়ির বীজ ১৮ ভাগ, সরিষা ৬৫ ভাগ, চীনাবাদাম ৪৫ ভাগ, তিসি ২০ ভাগ, আফিমের দানার (পপির) বীজ ৭৮ ভাগ এবং সরগুজার বীজ শতকরা ১০০ ভাগ।

আধুনিক শিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্প-কার্য্যে উদ্ভিজ তৈলের প্রয়োজন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে তিসি এবং সরিষার তৈলকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া তাহা হইতে 'লার্ডাইন' নামক উদ্ভিজ মাখন প্রস্তুত করা হইতেছে। সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য বিভিন্ন তৈলবীজ হইতে চর্ব্বি উৎপাদন করা হইতেছে। এইরূপ চর্ব্বি হইতে পুনরায় উহার উপজাত গ্লিসারিন (ঔষধের মত জিনিষ) উৎপাদন করার কার্য্য চলিতেছে। সোপ-বাজার প্রস্তুত করিতে এই গ্লিসারিন-এর বিশেষ আবশ্যক হয়। ইহা ছাড়া মোমবাতি, রিবাণ-লোডের কলকব্জা এবং মহুয়াতি পরিষ্কার এবং মজুত করিবার জন্য উদ্ভিজ তৈলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। মার্গিন এবং এর প্রস্তুত নিমিত্ত উদ্ভিজ তৈলের প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে কোন্ কোন্ তৈলবীজের মধ্যে শতকরা কত ভাগ তৈলের অংশ থাকে তাহার একটী হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—বাদাম (শাঁস) ৪০ ভাগ, ক্যাস্টর চর্ব্বি ৫০, নারিকেল শাঁস ৬৫, তুলার বীজ ১০, চীনাবাদাম ৫০, সরগুজা ৩০, তিসি ৩০, নিমুল তুলার বীজ ২০, ছুটী ৫০, মহুয়া ৬৫, সরিষা ৩০, জলপাই শাঁস ৩০, পপির বীজ ৩৫, রবারের বীজ ৩০, তিল ৫৫, সরগুজা ২০, সূর্য্যমুখী ফুলের বীজ ২৫ এবং আফিমের শাঁস ৬৫। কতকগুলি তৈল-বীজের বিভিন্ন নাম হয়, কিন্তু কতকগুলি তৈলবীজ নাম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে যথা—নারিকেল, মহুয়া, তাল, বিল, পুনাম, মহুয়া, করঞ্জা, কুসুম, জলপাই প্রভৃতি।

ব্যবহারের তৈলবীজকে সাধারণতঃ তিনটী শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—যে সকল তৈলবীজ হইতে চর্ব্বি এবং উদ্ভিজ মাখন তৈরী করা যায়—ইহার মধ্যে নারিকেলের শাঁস, মহুয়া, তাল শাঁস এবং ক্যাস্টর বীজের তৈল-বীজ পড়ে। দ্বিতীয়তঃ যে সকল তৈল শুকায় না—তুলার বীজ, তিল, রেড়ি, সরিষা, চীনা-বাদাম, জলপাই, বাদাম তেল, সূর্য্যমুখী ফুলের বীজ তৈল এই পর্য্যায়ের মধ্যে ধরা যায়। তৃতীয়তঃ যে সকল তৈল শুকাইয়া যায়—ইহার মধ্যে তিসি, পপির বীজ, সরগুজা, সরাবীন, জলপাইয়ের বীজ, আখরোট প্রভৃতিকে ফেলা যায়।

বিভিন্ন তৈলবীজের মধ্যে তিসিই প্রথমতঃ শিল্প-কার্য্যে ব্যবহৃত হয় বেশী। খাদ্য-তৈল হিসাবে রন্ধনকার্য্যে ইহার ব্যবহার খুব কম, ঔষধ-প্রস্তুতে এবং ঔষধ-ভারতীয় বেশীর ভাগসমূহে তিসির তৈল কিছু কিছু রন্ধন-কার্য্যে লাগান হয়। কিন্তু তিসির তৈলের ভিতরে শুকাইবার উপাদান বর্ত্তমান থাকায় রন্ধন-দ্রব্য, লিথিবার কালি, রেজেতে বিছাই-বার জন্য পুরু কাপড়, কৃত্রিম চামড়া, বার্ণিশ প্রভৃতি ইহা হইতে প্রস্তুত হয়। ছিল লণ্ঠনের ব্যাপারে তিসির তৈলের পরেই চীনা-বাদাম তৈলের স্থান। চীনাবাদামের তৈল খাদ্যরূপে এবং যন্ত্রের তৈলের স্থায় ছেলের ঔষধাদি ও ঔষধপত্র প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়। জলপাই তৈলের অনুরূপ হিসাবে ইহারোপেও এই তৈলের ব্যবহার হয়। সাবান প্রস্তুত করিতে চীনাবাদাম তৈল বিশেষ কাজে লাগে।

ইহার পর ভারতে রেড়ির তৈল একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। রেড়ির তৈল খাদ্যের অন্যতম হিসাবে ভেষজোদ্ভিদ তৈলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইত। ইহার আলো খুব এবং ধোঁয়া। মোমবাতি, সাবান, পশমের এবং তুলাদি তৈল প্রস্তুতের জন্য ইহার প্রয়োজন খুব বেশী। মহুয়াতি পরিষ্কার এবং মজুত করিবার রেড়ির তৈলের দরকার হয়। ইহা ছাড়া মজবুতের জন্য করা ও রাস মাখিবার জন্য রেড়ির তৈল হইতে 'টার্কি রেড অয়েল' প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। 'টার্কি রেড অয়েল' চামড়ার শিল্পি-সম্প্রতি সংরক্ষণের জন্য খুব দরকারী।

এই সকল তৈলের পরে সরিষার তৈলের একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। রন্ধন-কার্য্যে ইহার ব্যবহার ব্যাপক। আলানী এবং মহু-প্রতি পরিষ্কার করিতেও ইহা কাজে লাগে। অন্যান্য তৈলের মধ্যে তুলার বীজ-তৈল, তিল-তৈল, নারিকেল-তৈল, মহুয়া বীজের তৈল, পপি বীজের তৈল, তাল-তৈল, রিঠা-তৈল, সরাবীন-তৈল প্রভৃতি শিল্প-কার্য্যে বিশেষভাবে কাজে লাগান হইয়া থাকে। পরিষ্কৃত তুলার বীজ-তৈল রান্নার ঘৃতের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। মহুয়াতি চালু করিতে মোম-বাতি এবং সাবানের উপাদান হিসাবে তুলার বীজ-তৈল প্রয়োজনীয়। রন্ধন-কার্য্যে ছাড়াও সুগন্ধি তৈল হিসাবে তিল-তৈলের খুব প্রচলন আছে। আলানী এবং বাতির তৈলের জন্য ইহার ব্যবহার হইতেছে। নারিকেলের শুষ্ক শাঁস হইতে ডিসাঁশি এবং সাবানের তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা হইতে উদ্ভিজ ঘৃতও প্রস্তুত হয়। কেশ-তৈল হিসাবে ইহার ব্যবহার খুব বেশী। মহুয়া গাছের ফল হইতে ইহার তৈল নিষ্কাশন করা হয়। পশ্চিম-বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্য-ভারতে মহুয়া গাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাপড় কাচিবার সাবানের চর্ব্বি ইহার তৈল হইতে উপজাত দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায়। ইহার চর্ব্বি হইতে আলানী-তৈলই বেশী উৎপন্ন হয়। পপির বীজ-তৈল বিহারে উৎপাদন হয় বেশী। মহুয়াতি মজুত করার কার্য্যে, আলানী হিসাবে, মোমবাতি, সাবান, রন্ধন-দ্রব্য প্রভৃতি তৈয়ার করিতে ইহার তৈলের আবশ্যক আছে। ইহার তৈল ঔষধি পত্রের রস হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। তালের মোচরা হইতে যে তৈল বাহির করা হয় তাহাকেই তাল-তৈল বলা হয়। উৎকৃষ্ট রকমের সাবান প্রস্তুত করিতে এই তৈলের বিশেষ প্রয়োজন। রিঠা-তৈল হইতে শক্ত সাবান প্রস্তুত করা হয়। চর্ম্মরোগের প্রতিষেধক হিসাবে রিঠা-সাবানের প্রয়োজন খুব বেশী। সরাবীন-তৈল অতি অল্প সময়ের মধ্যে শুকাইয়া যায়। সাবান, চর্ব্বি, বার্ণিশ, রেজেতে বিছাইবার জন্য

পুরু আলকাতরা এবং অর্দ্ধেক প্রস্তুত অবস্থায় সরা-রীতি-তৈল তাদের সরবরাহ করা হয়।

যে সকল তৈলবীজের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ছাড়াও অনেকগুলি গাছের বীজ হইতে আলানী-তৈল এবং সাবান প্রস্তুতের অর্দ্ধেক প্রস্তুত করা যায়। উহার মধ্যে শুশনি গাছের বীজ একটি। এই জাতীয় বৃক্ষ উড়িষ্যা এবং বাঙ্গলাদেশের মোহাবালী জিলায় বিশেষতঃ হাতীয়া-দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পূর্ব্বে এই বীজ হইতে পল্লী অঞ্চলের আলানী-তৈল বাহির করিয়া বাতির আলোর জন্য ব্যবহার করিত। উহার তৈল ঔষধি কার্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে। ভরমা গাছের বীজের তৈল আলানী হিসাবে বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র পল্লী অঞ্চলে অল্প কিছু কাল পূর্ব্বেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। ভরমা গাছগুলি খুব বৃহৎ আকারের এবং উহার একটি গাছে অনেক বীজ জন্মে। ভরমা বৃক্ষের ফল হইতেও সাবান প্রস্তুত করিবার তৈল বাহির করা যায়। উহার তৈলকে পর্ণবীজ-তৈল বলে। উহার তৈল ঔষধি কার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ভূমুর বৃক্ষের ফল হইতে সাবান প্রস্তুতের উপযোগী তৈল পাওয়া যায়। এই গাছগুলি লাল গাছের মত দীর্ঘ। পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, হিজলী, বাদাম, শিমুল তুলার বীজ, নোনা ফলের বীজ, তালের বীজ, কেঁউল বীচি, লাল গাছের বীজ, কুসুম বীচি, পাটের বীচি, তামাকের বীজ এবং বেলের বীচি হইতেও তৈল নিষ্কাশন করিয়া সাবান প্রস্তুতের জন্য চর্ব্বি উৎপাদন করা যায়।

উদ্ভিজ্জ তৈলকে ঘৃতে পরিণত করিবার জন্য বর্ত্তমানে কতকগুলি প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিল্পটির ব্যাপক সম্ভাবনা রহিয়াছে। উদ্ভিজ্জ ঘি এবং মাখন বনস্পতি নামে অভিহিত হয়। এতদিন এই জিনিষটি বেশীর ভাগ ইয়োরোপ হইতেই এদেশে আমদানী হইত। সাধারণতঃ চীনাবাদাম-তৈল এবং তুলার বীজ-তৈল হইতেই উদ্ভিজ্জ ঘী উৎপন্ন করা হয়। উদ্ভিজ্জ তৈল এবং উদ্ভিজ্জ ঘৃতের মধ্যে যে একটু রাসায়নিক ব্যবধান আছে তাহা হইতেছে ঘৃতের ভিতরে যে উদ্‌জান বাষ্প (হাইড্রোজেন) আছে তাহা তৈলে নাই। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই উদ্‌জানকে উদ্ভিজ্জ তৈলে প্রবেশ করাইতে পারিলেই উদ্ভিজ্জ ঘৃত পাওয়া যায়। এই উদ্‌জানকে তৈলে মিশাইতে হইলে একটি নিষ্প্রেষক (catalyst) রাসায়নিক উপকরণের প্রয়োজন। এই নিষ্প্রেষক পদার্থটী তৈলের ভিতরে উদ্‌জানকে প্রবেশ করাইতে সাহায্য করে মাত্র। তৈলের সঙ্গে তাহার নিজের কোনরূপ রাসায়নিক সম্বন্ধ সাধন বা মিশ্রণ হয় না। এইরূপ নিষ্প্রেষক বিভিন্ন হিসাবে 'নিকেল' অথবা 'প্যালাডিয়াম' মাখান যে কোন একটী ধাতুর সাহায্য লওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত প্লেটিনাম, তামা, লোহা অথবা স্বর্ণ মাখান এইরূপ নিষ্প্রেষক উপাদানের কাজ করান যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে নিকেলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিষ্প্রেষক উপাদান হিসাবে উদ্ভিজ্জ-ঘী প্রস্তুত করিতে বর্ত্তমানে ইহাই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে ঘী প্রস্তুত করিবার জন্য যে উদ্‌জান বাষ্পের দরকার তাহা তিনটী প্রণালীতে উৎপাদন করা যায়, যথা—ইস্পাতের উপর লৌহঘট জল করিয়া তাহার উপর দিয়া বাষ্প পরিচালিত করিলে উদ্‌জান প্রস্তুত হয়, (২) বৈদ্যুতিক প্রণালী দ্বারা জলের ভিতর কতকটা পরিমাণ 'সালফিউরিক এসিড' মিশাইয়া তাহার ভিতরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত করিলে জলের মৌলিক পদার্থগুলি পৃথক হইয়া পড়ে। অম্লজান (অক্সিজেন) এবং উদ্‌জান বাষ্প পরস্পর দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এইভাবে উদ্‌জান পাওয়া যায়। তৃতীয় প্রণালী দ্বারা জলীয় বাষ্পকে তরল করিয়া তাহা হইতে উদ্‌জান উৎপন্ন করা হয়। তাহাতে দেখেক দুইটী প্রণালী গ্রহণ করাই প্রশস্ত। বিশুদ্ধ উদ্‌জান পাইতে হইলে উহার ভিতরকার সমস্তজাতীয় পদার্থ, ক্লোরিন, আর্সেনিক, ফসফরাস, হাইড্রোজেন এবং 'অক্সাইড অব কার্বন' প্রভৃতি বাহির করিয়া লইতে হয়। তৈলের সঙ্গে উদ্‌জান মিশাইতে হইলে প্রথমতঃ উহার ভিতরের আর্দ্র অংশকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বাহির করিয়া দিতে হয়। উহার পরে তৈলকে ষোলা পাত্রে অল্প উত্তাপে টক করিতে হয়। পরে তৈলকে নিষ্প্রেষক রাসায়নিক উপাদানটীর সহিত একটী আবদ্ধপাত্রে উদ্‌জান সংযোগে গরম করিতে হয়। অন্ততঃ ৪ ঘণ্টা ধরে এইরূপ উত্তাপ প্রদান করিলে উদ্‌জানের সহিত তৈলের সম্পূর্ণ মিশ্রণ সাধিত হয়। উত্তাপের মাত্রা সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারে ১৫০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত হওয়া উচিত। ইহার পর আবদ্ধ পাত্রটী হইতে তৈল ঢালিয়া রাখিতে হয়। ঐ তৈল ঠাণ্ডা হইলেই উদ্ভিজ্জ ঘৃতে পরিণত হয়।

ঘৃতের জন্য খনিজ তৈলের অভাব হওয়ায় ইহার অনুকল্প হিসাবে ইয়োরোপে কয়লা, আলকাতরা, মাংসজ, সেলুলস, কাঠ, জলীয় বাষ্প অথবা গ্যেজনাযুক্ত জিনিষ হইতে আলানী-তৈল উৎপাদন করার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিজ্জ চর্ব্বি হইতেও আলানী-তৈল উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। জিঙ্ক-সোডের ফলকলা পরিষ্কার করিয়া ও 'ডিজেল' ইঞ্জিন চালাইতে উদ্ভিজ্জ তৈল বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ চর্ব্বি হইতে প্রাপ্ত আলানী-তৈল দাহ্য পদার্থ নহে। উহা ইঞ্জিনে ব্যবহার করা খনিজ তৈলের তুলনায় বেশী নিরাপদ।

ভারতে বৎসরে প্রায় ৩০ কোটী টাকা মূল্যের তৈলবীজ আবশ্যিক হইয়া থাকে। উহা ছাড়া অরণ্যজাত এবং বৃক্ষপত্রের আড়ালে কত প্রকার উদ্ভিজ্জ-বীজ যে অযত্নে ও অব্যবহারে নষ্ট হইয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। বিদেশে ভারতের তৈলবীজের বাজার বন্ধ হইয়া গেলেও উপযুক্ত গবেষণা ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া যদি ভারতের তৈলবীজকে শিল্পকার্য্যে ব্যবহার করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে অনায়াসেই ভারতবর্ষের খনিজ তৈলের অভাব সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে পারে।

—শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

ক্যালকাটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

অথিস—১৯৩০ হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—রায়বরু, চন্দন, ভাটাপারা, রায়পুর, মনোহরপুর (ফি. পি)।

প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এল এম বসু,
জেনারেল ম্যানেজার।

—শেয়ার বিক্রয়ের জন্য—

ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

রাণী এণ্ড কোম্পানী লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—১ রাজা দেউড়ী, ঢাকা

ফ্যাক্টরী :—রাজানগর, ঢাকা

(ভারত সরকার তারিখ ১৮-৪ দ্বারা এই কোম্পানীর নিকট শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা পরিষ্কারভাবে জানা আবশ্যক যে, এই অনুমতি দ্বারা ভারত সরকার উহাদের সম্পর্কে কোন বিষয় জানা হইতে বা কোন বিষয়ের প্রকাশ করা হইলে তাহার যাথার্থ সম্পর্কে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

সরকারী কর্মচারীদের ভাতা ও ভাতা বৃদ্ধি

কলিকাতার ১৩ই মে তারিখের ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ভালো সরকার সরকারী কর্মচারীদের ভাতা বহালের বার ও বৈতনিক ভাতা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

কলিকাতার ১৩ই মে তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, অসাধারণ সরবরাহ বিভাগের ডেপুটী কন্ট্রোলার জেনারেল আনাইউল্লাহ্, বস্ত্রের বিক্রয়মূল্যের সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। বস্ত্রের মূল্য-সের প্রতি ৫১ পয়সা হইতে ৮/- আনার মধ্যে বাঁধিয়াছে। শ্রীযুক্তা বস্ত্রের বিক্রয়ের তালিকাভুক্ত কর্মচারীদের জ্ঞাতার্থে জানিয়া রাখা যাইতেছে যে, তাঁহারা কেহ অতিরিক্ত মূল্য আদায় না করেন।

সম্প্রতি এক জেলাসোটে বস্ত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। যথা প্রতি গজ ১৮০, সের ৴০ আনা।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে খাদ্য রপ্তানী

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে গত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া হইতে ফুটেন্ এবং ফ্রান্স প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেসকলিতে ২১ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

বৃটেনের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে স্যার জেম্‌স্ গ্রীণ

১৩ই মে তারিখের ফুটেনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, তথায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বৃটিশ সরকার-সচিব স্যার জেম্‌স্ গ্রীণ বলিয়াছেন, "কর অথবা অতিরিক্ত ঋণের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া বৃটিশ সরকার যেই টাকা যদি পরিশোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে হয় উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ মজুত না রাখিয়া তাঁহাদের মোট ঘাটতি টাকা পূরণ করিতে হইবে, অথবা ব্যয় সংকোচের দ্বারা সমস্যাটোকিম সমাধান করিতে হইবে। তবে যাহাই সমস্যাসমাধান করুনেন অর্থ মুক্ত পরাজয়ের মুক্তি নহে।" স্যার জেম্‌স্ গ্রীণ্ আরও বলেন যে, বৃটেন ইতিমধ্যেই তাহার বিদেশস্থ অর্থ সম্পদের ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ বৃটেনের নিকট কত ছিল, কিন্তু যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ হইতে এত মাল ক্রয় করা হইয়াছে যে, তাহার জন্য ভারতবর্ষ বৃটেন হইতে যে অর্থ পাওনা ছিল তাহা বৃটেনে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। স্যার গ্রীণ্ বলেন যে, এই সব হইতে বুঝা যাইতেছে, যুদ্ধ শেষ হইলে স্বভাবী-বাণিজ্যের ফের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বৃটেনকে বহুদিন পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিতে হইবে।

বীমা-কোম্পানীদের অসুবিধা

অসাধারণ ১৩ই মে তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির কেন্দ্রীয় কর্তৃক অর্ডিন্যান্স এবং ডেপেলপমেন্ট আইন-সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার আজিজুল হক বলেন, বর্ত্তমানে বীমা কোম্পানীগুলি বিভিন্ন জীবন-বীমা লইয়া খুব চালাচুটেছে, অথচ এখনো সময় যে, ভবিষ্যতে ফেরের অবস্থা-বাণিজ্য ও নিম্নের আর্থিক পরিস্থিতির উপর বীমা ব্যবসায়ের নিম্নের প্রভাব পড়ি হইবে।

বীমা ডেপেলপমেন্টের ডেপুটি মিঃ এম্ এম্ সেঠ আরও বলেন, বোলাই-এর দুর্ঘটনার ফলে উদ্বুদ্ধ দাবী-সমূহের সমস্যা বীমা কোম্পানীগুলি পূরণ করিতে প্রস্তুত আছে। বীমা কোম্পানীর অন্যান্য ব্যবস্থা করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, অতিরিক্ত খেয়ার দিতি, বন্দরগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা, লাভিল ও আহত-সম্পর্কিত সম্পত্তি তাঁহারা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। সময় সময় আইন সংশোধনের দুই একজন বাণিজ্য-সচিব তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইলেও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কখনও তাঁহাদের অসুবিধা বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। অন্যতম স্যার আজিজুল হক বলেন, বীমা ব্যবসায়ী যা বীমাকারী কোনো পক্ষবিশেষের স্বার্থ রক্ষিত করা তাঁর উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার সঙ্গে সমান হইবে না; তাঁহাদের সমস্ত ব্যবসায়ের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্বন্ধে বিলাতের অর্থনৈতিক মহল

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় পুনর্গঠনের সমস্যা সমাধান করার জন্য ভারত সরকার মূলধন নিয়োগের সম্পর্কে কতকগুলি অনেকদিনের বিভিন্ন প্রতিবাদে যে নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাতে লন্ডনের অর্থনৈতিক মহল ভারতের অর্থনৈতিক আত্ম-প্রতিষ্ঠার অন্তরায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতীয় শিল্প-প্রসারের চেষ্টা ব্যাহতকরার জন্য ব্রিটিশ প্রতিনিধিবর্গ এবং বড় বড় ব্যবসায়ের হাতে মূলধন নিয়োগের তাহাদের সঙ্গে ব্যবস্থা স্থাপনের-সুবিধা যদি তাহা বেশীমাত্রায় এই নিয়ন্ত্রণের আওতায় ফেলে। এই রীতি ভারতের সমস্যাভার নিয়োগকারের সমাধান হইবে এবং যুদ্ধোত্তরীতির প্রবর্তনা দোষ করিবে বলিয়া মনে করা হইতেছে।

কৃষি-উন্নতির পরিকল্পনা

কৃষিক্ষেত্রে খাদ্য সার যোগাবার জন্য ১ কোটী টাকা ব্যয়ে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন এমোনিয়াম্-সালফেট উৎপাদন করিবার সরকারী সঙ্কল্পের কথা সরবরাহ-সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ারের বিবৃতিতে জানা গিয়াছে। উৎপাদনের পরিকল্পনার জন্য ইন্ডিয়ান কেমিক্যালের সাহায্যে বিলাত হইতে অভিজ্ঞ ডালাবাদির সঙ্গে ভারতে আসিবার কথা হইয়াছে। যদি এই ভারখানা স্থাপিত হয় তাহা হইলে ১৯৪৯ সালের মার্চ্চমাসি এমোনিয়াম্-সালফেট বাজারে উপস্থিত করা যাইবে বলিয়া মনে হয়। ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন খাদ্য উৎপন্ন হইলে সব সরকারী জমাবাদানে উহা বিতরণের ব্যবস্থা হইবে। স্যার মুদালিয়ার বলেন যে, ভারতের কৃষিক্ষেত্রের উন্নতিসাধন করিয়া যাহাতে বড় করিতে হইলে যাহাদ সারের প্রয়োজন প্রয়োজন। ফেরের উন্নতি বিধান করিতে না পারিলে দুরাবস্থাকালে খাদ্য-সরবরাহ সমাধান হইবে না। তাহা ছাড়া, ভবিষ্যতে যাহাতে সারের ব্যবহার সম্বন্ধে নিজে নিজে হইবে এবং যাহাতে তাহারা সার ক্রয় করিবার নিমিত্ত সরকারী অর্থ সাহায্য পায়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্বাস্থ্যীদের প্রত্যেকের প্রেসক্রিপশন করুন···

এবং রক্তাল্পতায় কি করা উচিত

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অল্পবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রায় পাঁচ কোয়ার্ট পরিমাণ রক্ত থাকে। 'হিমোগ্লোবিন' নামক একপ্রকার রক্ত-বর্ণ জৈবিক পদার্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত থাকে, সেই জন্য রক্তের রং লাল। আমরা নিঃশ্বাসের সহিত যে পরিমাণ অক্সিজেন (অক্সিজেন) শরীরের ভিতরে গ্রহণ করি তাহা উক্ত 'হিমোগ্লোবিনসমূহ' শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বহন করিয়া আমাদিগকে পুষ্ট ও সজীবিত রাখে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'হিমোগ্লোবিন'সমূহ অক্সিজেন বহন করিয়া শরীরে রক্তের সজীবতার কারণ প্রকাশ পায়।

মানুষ প্রতিদিনই অল্পবিস্তর জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত। একথা সকলেই জানেন যে, সকল সময়ই দুর্ঘটনাকে বিভিন্নরূপে করিতে হয়। তাহাতে শরীর রক্তহীন হইলে স্বভাবতঃই দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে সাধারণ ব্যাধি প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করিয়া বসে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই বেশ উচিত জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য হইবার মত শক্তি তাঁহার শরীরে আছে কি না।

পূর্ব্বে রক্তাল্পতা বা 'এনিমিয়া'র চিকিৎসা তথা হইত লৌহ-ঘটিত ঔষধ দ্বারা। কিন্তু এখন দেখা গেল যে, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফয়েড, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে ভোগার পর সাধারণ রক্তাল্পতা ঐরূপ পদ্ধতিতে সারে না এই সকল স্থলে দ্বারা শরীরে রক্তাল্পতার প্রধান কারণ রক্তের পরিপূরক জৈবিক অঙ্গের বিনষ্টতা।

যখন বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিলেন যে, যকৃৎ-সার দ্বারা রক্তাল্পতা আরোগ্যলাভ করে তখন উহার চিকিৎসাপ্রণালী অনেকটা সুলভ হয়। কিন্তু তাহাতেও এক উৎপাত আছিয়া দাঁড়াল এই যে, উপযুক্ত মাত্রা সাত করিতে হইলে রোগীকে তাঁহা অধিক পান করা যকৃৎ এত অধিক পরিমাণে খাইতে হইবে যে তাহা রোগীর পক্ষে বিরক্তিকর ও অরুচি, সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু এইরূপ প্রক্রিয়ায় পাকস্থলী সংক্রান্ত অসুখের ব্যাধি প্রকাশ পাইতে পারিল।

এই অসুবিধার দূরীভূত করার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ অনেক চেষ্টার ও বহু উন্নত প্রণালীতে যকৃৎ-সার প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেন। সাধারণ পরিমাণ যকৃৎ-সার দ্বারা আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যাইতে লাগিল। ব্যবহার-প্রণালীও অধিকতর সহজ হইল। সাধারণ পরিমাণ সেবনে অথবা ইঞ্জেকশনেই রোগীর অবস্থার বিশেষ উন্নতি লাভ হয়।

রক্তাল্পতা রোগের এইরূপ উন্নত ঔষধ যত বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে লিভারেক্স সর্ব্ব সময়ে অধিক কার্য্যকরী। রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা যেখানে নাই এইরূপ অঞ্চলে যকৃৎ ও লৌহ সংযোগে তিনিসাদি ঘৃতবিশ্ব এক লিভারেক্স ইহা আরোগ্য প্রদান করিয়া থাকে। লিভারেক্স খাইতে সুস্বাদু এবং প্রস্তুতসময়ে রক্ত উৎপাদনে প্রধান সহায়ক।

বিভিন্ন জেলায় লবণ চালান

অসাধারণ লবণবাহ বিভাগের একটি ঘোষণা হইতে জানা যায় যে, এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ও মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মণ লবণ বিভিন্ন জেলায় চালান দেওয়া হইয়াছে। ৮ই মে তারিখ হইতে এখানে কাঁচা লবণের মোট ৩ কোটি ৬২ লক্ষ মণ লবণ পাওয়া যাইবে।

বাংলার লবণ আবশ্যক

এখানে, এপ্রিল মাসের শেষার্ধে ইহাদি আমদানি প্রায় ১৩ হাজার ৩ শত টন লবণ অসাধারণ আমদানী হইয়াছে। সুদূরের আমদানী ১৮ হাজার টনের সহিত এই পরিমাণ যোগে ইহাদি বাংলার লবণের আবশ্যক অনেকটা মিটিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্তৃপক্ষদিগের বলেন, বর্তমান মাসে আরও অধিক পরিমাণ লবণ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাইবে।

উল্টা-প্লেন ইজারা ব্যবস্থায় ভারত

আমেরিকার কংগ্রেস ইকনমিক এ্যাসিস্টেন্স বা বৈদেশিক অর্থনৈতিক বিকাশ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতকে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের ১৯৫৩ সালের প্রথম ত্রৈমাসে উল্টা-প্লেন-ইজারা ব্যবস্থায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী পাইয়াছে। ইহার অর্থেক ইইতেছে পেট্রোলজাত দ্রব্যসামগ্রীর জিনিষ। ১৯৫৩ সালের দুই মাসে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ ১৯৫২ সালের সমস্ত বৎসরে প্রাপ্ত পরিমাণের অর্ধেক। এই হিসাবের মধ্যে ভারতীয় বে-সামরিক লোকের নিকট আমেরিকানরা যে সব জাহাজ পাইয়াছে তাহার পরিমাণ ধরা হয় নাই।

কেরোসিন বণ্টন নিয়ন্ত্রণ

বাংলা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বাংলার কেরোসিন বণ্টন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকার এক অভিনব আদেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বিভিন্ন তৈল কোম্পানীর এজেন্ট, ব্যবসায়ী ও কেরিওয়ালাদের উপর অধিকতর কড়াকড়ি করিতে পারিবেন। এই আদেশ অনুসারে কলিকাতা ও হাওড়ার এজেন্ট, ব্যবসায়ী ও কেরিওয়ালাদের লাইসেন্স লইতে হইবে। জাহাজে করিয়া তৈল দেওয়া হইল ব্যবসায়ী বা কেরিওয়ালাকে তাহার হিসাব রাখিতে হইবে। আবশ্যক হইলে সরকার ঐ হিসাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন। লাইসেন্সের নিয়মকানুন না মানিলে লাইসেন্স বাতিল করা হইবে। ১৬ই মে তারিখ হইতে কলিকাতার এ আদেশ কার্যকরী হইল, বিভিন্ন জেলায় ১৫ই জুন হইতে উহা কার্যকরী হইবে। কলিকাতা হইতে বাহিরে তৈল লইয়া যাওয়া বিধিত করিয়া এক আদেশ জারী করা হইয়াছে।

খুচরা সোডার ক্ষতি

অসামরিক বিমানের ইন্সপেক্টর জেনারেল সার হরমারী রাজারাম ১৬ই মে তারিখের ষ্টেইসম্যান পত্রিকায় এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, জাহাজে যে পরিমাণ লোহা আমদানী হিসাবে খালাস হয় তাহা বিভা এদেশের সমস্ত বন্দরে অসামরিক সরকারী পদস্থ তাহার সমান হইবে। ইন্সপেক্টর সার হরমারী-এর হিসাবে আমদানী হিসাবে মোট ৫৩ কোটী টন লোহা খুয়াইয়া দেওয়া হয়। সার হরমারী রাজারামের পূর্বোক্তরূপ মতে উহার পরিমাণ অনেক কম—২৫ কোটী টন। (১৯ কোটী টনের অধিক আমদানির অধিক পরিমাণ ১০ বছরে সার হরমারী করেন।) আমদানী হিসাবে বড় লোহার পরিমাণ সম্বন্ধে তার হরমারী-এর মোট সিদ্ধান্ত এই যে, উহার পরিমাণ ২৫ কোটির অনেকটা অধিক হইবে।

সৌদি আরবে তৈলের পরিমাণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের মুখপত্র "অয়েল ফাইন্ড" পত্রে প্রকাশ যে, ইউ এস আরবিয়ান অয়েল কোম্পানী সৌদি আরবে একটি উৎপাদনোন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। ঐ কোম্পানীর এক হাজার বাহের করিয়া তৈল প্রতিদিন পোষণ করা যাইবে। বর্তমানে মাত্র ১৪ হাজার বাহের তৈল ঐ উৎসমুখে উৎপাদিত হইতেছে।

লণ্ডনের কটকা বাজারে রবার-সেয়ারের দর

লেভাদেশের অব ফ্রিডম রবার এণ্ড এক্সপোর্টার্স ব্যাহ্যুক্যাক্চারার্স এসোসিয়েশন সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে সকল বা লিমিটেড রবার-এর নিম্ন দরের উপরি করিলেও মূলের পর মার্কিনের রবারের প্রয়োজন মিটাইতে—পরিমাণে বরং আরও বেশী লাগিবে। এই বিজ্ঞপ্তির ফলে এখন বাজার ও ব্যবসায়ী পাঁচাই মূলধন মূলীন অধিকারে আসিবে এই ভরসায় লণ্ডনের কটকা বাজারে রবার-সেয়ারের দর হঠাৎ খুব চড়িয়া গিয়াছে। রবার-বাগানমালিক জাপানীদের হাতে চলিয়া যাওয়ায় পূর্বে সমস্ত রবার-সেয়ারের দর এত অধিক নাই।

ভারতের খাদ্য-সমস্যা এবং দুর্ভিক্ষ-সমস্যা সম্পর্কে রয়াল কমিশন

দিল্লীতে হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সেখানে ওয়াশিংটনের বন্দরের কর্মচারী হইতে খুলা যায়, ভারতের খাদ্য ও দুর্ভিক্ষ-সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি রয়াল কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত এখন গ্রহণ করা হইয়াছে। ঐ কমিশনে ভারতীয় ও ব্রিটিশের এ সম্বন্ধে বিশেষ ও মতামতের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। খাদ্যের দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য জনসাধারণ যে দাবী করিতেছে তাহা অযৌক্তিক এই কমিশন নিযুক্ত হইবে। তথাপি মনে হয়, ইহার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র উহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। সমগ্র ভারতের খাদ্যসমস্যা ও দুর্ভিক্ষের সমস্যা সম্বন্ধে এক সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা এই কমিশন আলোচনা করিবেন।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিক্রোলো অয়েল • সুগ • হাইড্রোসালফাইট • প্রভৃতি পাইবেন।

ফোন :—
বড়বাজার :— ১৩৫৭ অফিস
" :— ১৫৯২ ষ্টোরস
টেলিগ্রাম—"সীমাবাসী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যাকলস লেন, কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩৯ ব্যাণ্ডো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, সেরপুর ও জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস কে রায়।

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই ধুতী ও শাড়ী পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিয়েট এণ্ড এজেন্ট্স

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, হাটখোলা, কলিকাতা।

খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রী ফকরুদ্দিন আলী আহমদ এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, খাদ্যশস্য সম্পর্কে নীতি নির্ধারক সমিতির সুপারিশক্রমে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ সমিতি ৫ লক্ষ টনের অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানির সুপারিশ করেছিল। কিন্তু ঐ সুপারিশ কার্যকর করা হয় নাই। ঐ সমিতির নির্দেশ অনুযায়ী ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হইলে দেশে খাদ্যশস্যের মজুত পরিস্থিতি আরও ভাল হইত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, খাদ্যশস্য আমদানির ব্যাপারে কোনও বিলম্ব হয় নাই। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে খাদ্যশস্য আমদানির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করা হয়। ঐ সময় ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানির সুপারিশ করা হইলে তাহা কার্যকর করা সম্ভব হইত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, খাদ্যশস্য আমদানির ব্যাপারে কোনও বিলম্ব হয় নাই। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে খাদ্যশস্য আমদানির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করা হয়। ঐ সময় ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানির সুপারিশ করা হইলে তাহা কার্যকর করা সম্ভব হইত।

দক্ষিণ ভারতের বৈদেশিক সম্পত্তি

কিনিয়া লইবার প্রস্তাব

আফ্রিকার প্রেইরি রিপাবলিক যাহা অবশ্য ভারতের কাছে অপরিচিত, ও কবি বাস করে আছে। অইক ভারতীয় ব্যবসায়ী এই সম্পত্তি ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যে কিনিয়া লইতে চাহিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারত সরকার ও প্রথম বিবেচনার বাণিজ্যদপ্তরের অনুমতিসাপেক্ষ প্রস্তাবটির গ্রহণের জন্য প্রস্তাবকারীর নিকট হইতে পঞ্চাশ ১০ টাকা অগ্রিম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

বস্ত্র-মূল্য নিয়ন্ত্রণের সুফল

প্রকাশ, বস্ত্র-মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে বিগত এক বৎসরে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আমদানির বস্ত্র-ব্যবহারকারিগণকে ১৩০ কোটি টাকা কম দাম দিতে হইয়াছে। আগামের পর আরও কমিবার সম্ভাবনা থাকায় যে মহলে যে হিসাবে পূর্ব হইতে সেই মহলের বস্ত্র-ব্যবহারকারিগণ অধিকতর লাভবান হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

পণ্য-ব্যবহারকারী সমিতি

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ, মজুত প্রভৃতি বিষয়ে তীব্রভাবে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য ভারত সরকার যে পণ্য-ব্যবহারকারী সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে কনফেডারেশনের যেন্দুই চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মি: এন এম ইরানীকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই সমিতি ২৫ জন সরকারী ও বেসরকারী সদস্য লইয়া গঠিত।

কোন্‌টি আগে চাই ?

কষ্টকর ভ্রমণ
অথবা জ্বালানী,
পরিধেয়
খাদ্য ?

রেলের এখন কাজের চাপ আজকাল এত বেড়ে গিয়েছে যে যদি যুদ্ধের পূর্বকার মত যাত্রী বহন করতে হয় তাহলে তাদের পক্ষে আর মোদের প্রয়োজনে অতি প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক পণ্য-দ্রব্য বহনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না।

দেশবাসীরা ইচ্ছামত এক-কোনো একটি পেতে পারেন — একসঙ্গে দুটিতেই পাওয়া আর আজ সম্ভব নয়। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে বর্তমান অবস্থায় যাত্রী বহন করার চেয়ে রেলের পক্ষে খাদ্য, পরিধেয়, জ্বালানী এবং জীবনরক্ষার অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি বহন করাই অধিক প্রয়োজনীয়। যে অবস্থায় খাদ্য পণ্যের ঘাটতি হচ্ছে এমন স্থানে যদি আপনি বাস করেন তা হলে আপনার জানতে বাকি থাকবে না যে কেন রাজ্যে রাজ্যে মন্ত্রীরা বহন করে আনাগোনা-গুলি সেই কৃষার জন্যদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তাদের প্রাণে কি চঞ্চলতার সঞ্চার হয়। যাত্রী বহনের চেয়ে খাদ্যশস্য বেশি আজকাল অধিক প্রয়োজনীয় বলেই যাত্রীবাহী লাইনের চেয়ে মালগাড়ী লাইনেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এই জন্যই লাইনের এত ভীড় এবং প্রস্থানের এত ভীড়। সুতরাং রেলের এই গুরুতর সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টায় রেলকে সাহায্য করতে হলে ভ্রমণ বন্ধ রাখুন।

ভ্রমণ কমান

AAA 682

সৌর-শিল্পের অভিজ্ঞতিনের দাবী

নিম্নলিখিত ১৯৪ নং ধারার প্রকাশ, এসোসিয়েটেড চেম্বারস অফ কমার্স" এবং ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স" ইউনিয়ন জোকেন্দ্র মিল মোসাইটিগুলি কোম্পানী আইন অভিজ্ঞতিনের নিকট হইতে তাহাদের সমস্ত মিল কারখানার অভিজ্ঞতিনের জন্য প্রতি বৎসরে ২২ সপ্তাহের ছেলন বিধান অভিজ্ঞতি দাবী করিয়াছেন।

ইউনিয়নের মুখপত্র মেসার্স লিমিটেড এক প্রকাশ হইয়াছে, অভিনের তাজ করিবার অধিকার ও ছেলার ফোন ব্যক্তিগত সমস্যার উপর মুখবার্তা বিধান ইচ্ছা ইউনিয়নের নাই। এই দাবীর আন্তর্জাতিক মজুরী হারের সমস্ত ইউনিয়নের নীতির অনুযায়ক করা হইয়াছে।

বৈশাখী লাক্ষা উৎপাদনের আনুমানিক হিসাব

এপ্রিল হইতে মুখ সমস্ত মধ্যে লাক্ষা পাওয়া হইতে লাগান হয়। আবহাওয়ার হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এবৎসর আনুমানিক ৭ লক্ষ ১৮ হাজার ২৫০ মন লাক্ষা উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর এই উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৭২ হাজার মন। সুতরাং প্রায় ১০০ ভাগ পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেও গত বৎসরের তুলনায় এবৎসরের লাক্ষা অধিক উচ্চ শ্রেণীর হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। গত এপ্রিলের উৎপন্ন লাক্ষা ১৯৩৮-৩৯ সালের সাধারণ উৎপাদনের ছেয়ে প্রায় এক লক্ষ মন কম হইবে। ১৯৩২ সালে তাহাতে ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৫০ মন লাক্ষা উৎপন্ন হইয়াছিল।

অডিট এণ্ড এ্যাকাউণ্টস্ পরীক্ষায় ফল

১৯৩৮ সালের আন্তর্জাতিক অডিট এণ্ড এ্যাকাউণ্টস্ সার্টিফিকেট পরীক্ষার উত্তীর্ণ প্রার্থীর ২০ জনের নাম :—

হরিসুন্দর বসু, কে ঐশ্বিনাথ চক্রবর্তী, আর চৌধুরী, কে মহাপাত্র, ঐ নাথ, কে আর ভাইবাদি, আবদুল হাফিজ, আর অন্নদাপ্রসাদ, বি সি ব্যানার্জি, পাহ মাহবুব মুখার্জি, বি কে মাহেশ্বরী, ডি কে ভাদুড়ীয়া আয়ার, এস এস আনুর, মুরারিজ চন্দ্র, অমরীশ-প্রসাদ আগেরর, কি এ আয়ার, মহম্মদ অমরর, ঐ আর নরহরি, কে এস নারায়ণ আয়ার, জ্যোতিস্বরূপ গুপ্ত, এস আনন্দীরাম, বালসুব্রহ্মণ্যম, নরীরাজ, ভগবানকুমার লাল, বিভিন্নচন্দ্র চক্রবর্তী, রমেশচন্দ্র বিশ্বেশ্বরী, জ্ঞানিক বাজোরা, অমরীশ-নারায়ণ ঝোরলা, এস সি মুকর্জী, কি নরসিংহ আয়ার, এম কে ভেঙ্কটেশ্বর, কি মহাদেবন, ভেঙ্কেশ্বর বাসান, ইমামুদ্দিন আহমদ শেখ, কি এস রেড্ডিয়ারী, কি এস নিয়ে, সি এস মহাদেবন আয়ার, এস রামকৃষ্ণন, কি নরসিংহি, কে রামাচারি, সি সি ঐশ্বিনাথ, এস আর নরসিংহ, এস কে ইয়ার, এ বালসুব্রহ্মণিয়ন, সুরেন্দ্র নারায়ণ, কে এস বিশ্বাস, রবিবিনন্দন আহীর, সুন্দরম ফোনী, এস এ বাবলু, ঐ ভেঙ্কটেশ্বর আয়ার, কে এস পাণ্ডারিজি ও ঐ সি শ্রীনিবাসন।

বাংলার জনস্বাস্থ্য

বাংলার জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে যেসব পারিপার্শ্বিক বিষয়, এসোসিয়েশন এক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। সরকারী হিসাবে দেখা যায় অনেকদিন মৃত্যু-সংখ্যা পূর্ববর্তী যে কোনো বৎসরের সংখ্যা ছাড়াইয়া গিয়াছে। গত বৎসর মাসে মৃত্যুসংখ্যা সমস্ত বাংলায় সমস্ত ও অনেকে ফোনে যথাক্রমে ৩৩ হাজার ২ শত ৪৭ ও ৩ হাজার ৮ শত ৯৪ জন আক্রান্ত হইয়াছে। গত অক্টোবর মাসে অনেকের আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী হয়—ঐ মাসে মোট ৩১ হাজার ৩ শত ৫৩ জনের অনেকে হইয়াছে।

বা মোহনের বন্যা প্রতিরোধের পরিকল্পনা

১৯ই মে তারিখের অমৃতবাজার এক সংবাদে প্রকাশ যে, বাহাদের মহান বন্যা প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত-করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে খুব মাসের প্রথম দিকে এক সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। অনুমানটির শাসন পরিষদের প্রয়োজন তা আবেদনের এবং আসন সরকার ও আশা সরকারের সেচ বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ উহাতে যোগদান করিবেন। সকল ধারিতে পারে যে, আসন সরকার বাহাদুরের বীর সাহসের উদ্যোগে গত বৎসর কিছু কম বাংলা সরকারের ৩৩ এক কোটি টাকা খরচ করেন।

সস্তা ছাপানী কাই আমদানীর ব্যবস্থা

বাংলা সরকারের এক ঘোষণাতে প্রকাশ, এপ্রিল মাসের শেষার্ধে যে পরিমাণ সস্তা ছাপানী কাই আমদানীর ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক। বেহিসী-পুর জেলা হইতে সস্তা ছাপানী কাই আমদানীর ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এজন্যেতে প্রতি মাসে ৫০টি ভাগাবের সংখ্যাবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে ছাপানী কাইয়ের দাম প্রতি মণ ৩০ হইতে ৪ টাকার মধ্যে। যে সস্তা ছাপানী কাই আমদানী করা হইবে তাহা আমদানীকারের নিকট ১।০ দরে বিক্রয় করা হইবে এবং সাধারণ ক্রেতার নিকট ১৫/০ দরে বিক্রয় করা হইবে।

বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তদন্ত

গত বৎসর বাজারদর সম্বন্ধে আলোচনার সময় আইনসভার বাজেট পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তদনুসারে আসন সরকার বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য এক কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রস্তাবটিকে আইনের দাবাভাব এক বিশেষ করিয়া বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য উপযুক্ত সময়ে এমনটি তদন্ত কমিটি গঠন করার কথা ছিল। প্রস্তাবে

মাইকা ও মাইকানাইট।

বর্তমানে যদিও আমাদের প্রস্তুত অধিকাংশ দ্রব্যই সম্মিলিত মিত্রপক্ষের সামরিক প্রয়োজনে সরবরাহ করা হইতেছে, তবুও কিছু উহা হইতে দ্রব্য সাধারণের জন্য পাওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধান্তে সামরিক প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আমাদের প্রস্তুত অতি উত্তম দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে ও সুলভ মূল্যে সুরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় ব্যাঙ্ক

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

স্থাপিত ১৯৩৮ ইং

হেড অফিস—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—ভারতী ২৫৪৬

টেলিঃ Payment.

অন্যান্য শাখা

আমবাজার,	কৃষ্ণনগর,	বাগীরহাট,	ডালহৌসী ষ্ট্রীট,
ঢাকা,	নারায়ণগঞ্জ,	বিরকাদিঘি,	রঙ্গিয়পুর,
চাঁদবাড়ী,	কুষ্টিয়া,	গোপালদি,	কুমিল্লা,
চাঁদপুরবাড়িয়া,	আসানসোল,	ডোলা,	গৌহাটী,
চাঁদো,	জোড়হাট,	মহরপুর,	শিলেট,
করিমগঞ্জ,	সোনাপাট,	নাগপুর,	ইটওয়ারী,
রাজশাহী,	চাঁদবন্দরগঞ্জ,	বেনারস,	সোনারপুর,
পাটনা,	বাজার,	পাবনা,	

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—ছি এন সি বসু, এম-এ, বি-এল।

আছে ছিল, যাহাতে কর্মিগণের অসুবিধা দেখানো যায়। এই অসুবিধা চালাইয়া যাইবে এবং অন্তর্বর্তীকালের আমেরীর রাজনীতির সহিত সম্বন্ধ রাখিবে চলিবে না। এখানে আরও বলা হইয়াছিল, কমিটী পরিষদ কর্মিগণের কারণ সম্বন্ধে অবহ করিয়া যাহাতে সুবিধার অসুবিধা দূর করিতে পারে তজ্জন্য উপযুক্ত সুপারিশ করিবেন। প্রস্তাবটী সরকার সে সময় মানিয়া লইয়াছিলেন।

খাদ্য-শস্যের পূর্ব্বাভাষ

এই বৎসর ধানের ফলন কয়েক বৎসরের ফলন অপেক্ষা ভাল হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। খাদ্য ফসলের শেষ পূর্ব্বাভাষ অনুযায়ী ধানের উৎপাদন হইবে ৩ কোটী ৯ লক্ষ টন। গত বৎসরের পূর্ব্বাভাষ ছিল ২ কোটী ৯৯ লক্ষ টন। ১৯৪১ সালের ধান ফসলের পূর্ব্বাভাষ ছিল ২ কোটী ৯৩ লক্ষ টন।

মুদ্ধের পূর্ব্বে ধানের গড় ছিল ২ কোটী ৬৮ লক্ষ টন। সুতরাং এ হিসাবে এবারের আমদানী আসল করোজনের অপেক্ষা প্রায় ৩০ লক্ষ টন বেশী ধান পাইতে পারে।

১৯৪৯-৪৫ সালের রবিশস্যের গ্রাস বিতরণের পরিকল্পনা

১৯৪৮-৪৯ সালের রবিশস্যের সম্পর্কে আপাততঃ যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তদনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ১লা মে হইতে ১৯৪৯ সালের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে বরাদ্দ-প্রথায় ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টন গম, ২ লক্ষ ৬২ হাজার টন ছোলা এবং ৪৬ হাজার টন বব ফাটকি অঞ্চলগুলির মধ্যে বিতরিত হইবে।

আমেরিকায় মাংস বরাদ্দ

১৪ই মে তারিখে মিঃ ট্রুম্যানের মুখ্য নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা মিঃ চার্লস সাউদেল বলেন যে, দুই এক মাসের মধ্যেই পুনরায় মুক্তবাজার মাংসের বেচা-কেনা আরম্ভ হইতে পারে।

ম্যালেরিয়ার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব

আসামের একটী সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, সিলেটের বাবিয়াজল গ্রামে ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪৪ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত মোট ৬২ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৩১ হাজারের অধিক লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। এই গ্রামটী পূর্ব্বাঞ্চলের বৃহত্তম পল্লীগ্রামগুলির অন্যতম। অথচ এই বিরাট গ্রামে সম্প্রতিকালে জলনিকাশের ব্যবস্থা করার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইহার উপর আসাম পল্লীবাসীর ঘোর দারিদ্র্যজনিত স্বাস্থ্যহীনতা ও কুইনাইনের অভাবের জন্য ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে উক্ত গ্রামের পক্ষে পরিণত করিয়াছে।

অন্ন-ব্যবসায়ীদের বৈঠক

১৯৪৭, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে যে সব অন্ন-ব্যবসায়ী ব্যবসা চালাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মজুত সম্পর্কে ভারত সরকার একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

রাজ্যের ঔষধ নিয়ন্ত্রণ পরামর্শদাতা কমিটি

প্রকাশ, ডাঃ রায় ইতি এক প্রস্তাবদ্বারা বঙ্গীয় করিয়া রাজ্য সরকার একটী আদেশিক ঔষধ নিয়ন্ত্রণ পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের ঔষধ নিয়ন্ত্রণের আদেশ অনুসারে ঔষধাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিবেন। আশা করিতেছি যে, আদেশটী কমিশনারের পার্শ্বদাস এসিস্টেন্ট এই কমিটির সম্পাদকরূপে কার্য্য করিবেন।

যে-কোনো কারখানার ম্যানেজারকে আজ যে উৎপাদন সমস্যার সমাধান করতে হচ্ছে, ১৯৪৯ সালে যদি ঠিক সেই সমস্যারই সমাধান করতে বাঁকে বলা হোতো তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বলতেন যে 'এ একেবারেই অসম্ভব'। প্রতিটি ভারতের সমস্ত কারখানায় কারখানায় যে পরিমাণ মাল তৈরি হচ্ছে তা এমন কারখানার স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণের চেয়ে ঢের বেশি। এত বড়ো একটা কৃতিত্বকে সম্ভব করে তুলতে ভারতীয় চা-কর সংঘেরা করেনি। পৃথিবীর সর্বত্রই চা একটি নিত্যের মতো তাজা-করা পানীয় হিসেবে সমাদৃত। তাই আজ ভারতের পড় পড় কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের চা খেতে দেওয়া হচ্ছে। ফলে তারা নতুন উদ্যম আর অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে পারছে এবং মুদ্ধের প্রয়োজনানুযায়ী বেশি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

চা খেয়ে
ক্লান্তি দূর করুন

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানসন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞাপন

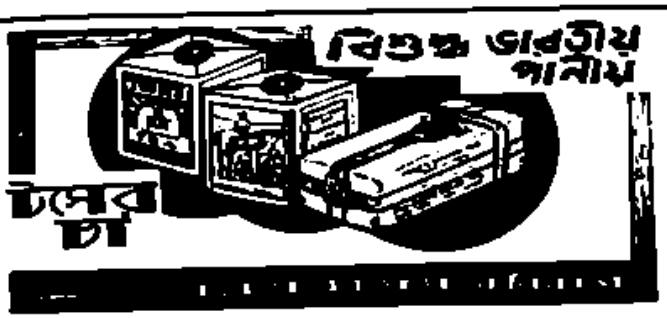

যুক্তপ্রদেশ হইতে তুলার চালান বিধিবদ্ধ

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ১৯শে মে'র সংবাদে প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশে তুলার মূল্য বৃদ্ধি করার ও যোগান করিয়া যাওয়ায় যুক্তপ্রদেশের সরকার এক ইস্তাহারে ঐ প্রদেশ হইতে তুলা রপ্তানী বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত দিয়াছেন। দেশবন্ধু বিজ্ঞানের গবেষণাগার বিটানো ছাড়া কেবল মাত্র সিমিটি পরিমাণ 'অমরাও' তুলা বাহিরে চালান দেওয়া চলিবে।

ভারত সরকার কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত ওষুধপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

১৯৩১ সালের মেডিসিন ট্রেড কন্ট্রোল অর্ডারের এক সংশোধিত ধারা অনুযায়ী প্রস্তুতকারী অথবা তাঁহাদের এজেন্টগণ ভারতে প্রস্তুত যে সকল ওষুধপত্র বিক্রয় করিবেন, সেইগুলির মূল্যের এক তালিকা বিভাগ অথবা ভারত সরকার অথবা করিয়াছেন।

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা-সভা

ব্যবসায় সম্পর্কিত, বিশেষ করিয়া ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের কার্য্যাবলী সম্পর্কিত, বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিবার জন্য ভারত সরকার আগামী ২৩শে যে বোম্বাইয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদিগকে এক সভায় আহ্বান করিয়াছেন।

বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত
স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষার
"ক্রমোটোন"
অবার্থ ফল-প্রদ মহৌষধ
৮ আউন্স—২।০, ১৬—আউন্স ৩৷৷০
ম্যালেরিয়া, পালাজ্বর, প্লীহার
"ক্লেপ্টোন"
ভারতবর্ষী ম্যালেরিয়া বিনাশক
৪ আউন্স—২।০, ৮ আউন্স—৩৷৷০
শতিবর্ষক : রক্তপরিষ্কারক
"লিওব্লাড"
আসল টনিক
৮ আউন্স—২।০, ১৬ আউন্স—৪৷৷০
প্রত্যেক জিলায় ষ্টকিষ্ট আবশ্যক
পরিচয়—এস্ ড্যাডী এণ্ড কোং
৪৯ বি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কেন্দ্রীয় সরকার ও ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এসোসিয়েশনের মধ্যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে

উক্ত সভায় কেন্দ্রীয়সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন:—মাননীয় স্যার আবদুল হালিম গজনবী, স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, মিঃ কে. বি. মীরজুমলা, মিঃ এম. এ. মজীদ, মিঃ বি. কে. দেবী এবং দেশীয় ষ্টেটসমূহের প্রতিনিধি।

মিঃ এল বাদের নূতন পদ

মিঃ এল বাদ আই-সি-এস বাংলার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডেপুটী কন্ট্রোলারের পদে নিযুক্ত হইলেন। এখন হইতে তিনি সমরোত্তর পুনর্গঠন সমিতির সম্পাদক এবং সাধারণ বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন।

বিলাস বিক্রয় সম্বন্ধে ফ্রান্সিয়ারি

বাংলার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের একটি প্রেস নোটে প্রকাশ যে, বিক্রেতাকারী, ব্যবসায়ী অথবা উৎপাদকগণ যদি বিলাস দ্রব্যের মজুত ও অতিরিক্ত সিদ্ধান্তার্থে যে সরকারী অভিমান ১৯৪০ সালের জারী করা হয় তাহাদারী নির্দেশিত হয় তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে

১৭ই মে তারিখের ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সাংবাদিকদের এক সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে ১লা জুলাই হইতে যে আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবে উহাতে যুদ্ধের জন্য ৮০৫ কোটি ডলার ব্যয়ের যে বিলাবে আহ্বানী মাসে দেওয়া হইয়াছিল উহা অপেক্ষা ৪৮ কোটি ডলার অধিক ব্যয় হইবে। তিনি যে পরিমাণ অতিরিক্ত সংস্থানের আবেদন করিয়া পুস্তকের মাসের বিলাব করা হইয়াছিল তাহা অতিরিক্ত হওয়ায় এই ব্যয়-সংকোচন সম্ভব হইয়াছে।

ভারতের বহির্বাণিজ্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অতি ভারতের অবস্থানে চলিতেছে। ১৯৩৯, ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সালের এপ্রিল আরম্ভারীর পূর্ব্বেকার দশ মাসে ভারতের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত যথাক্রমে মোট ৫৩৩৩ কোটি, ৭১৫৭ কোটি ও ৭৪৮৩ কোটি টাকা। দেখা যাইতেছে, বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ প্রতি বৎসর বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল আরম্ভারীর পূর্ব্বেকার দশ মাসে ভারত হইতে রপ্তানীর মূল্য ছিল ১৯৯৭ কোটি টাকা এবং আমদানীর মূল্য ছিল ৩৪৭৭ কোটি টাকা। ভারতের বাণিজ্যিক বহির্বাণিজ্যের বিস্তৃত পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহার সংস্থানের ব্যাপারে দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য করিতেছে এবং বিদেশের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমেরিকায় খাদ্য প্রেরণের প্রস্তাব

বাহির হইতে খাদ্য আমদানি বন্ধ করিয়া দেওয়ায় ফ্রান্সের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা হইয়াছে, এই কারণ দেখাইয়া ফ্রান্সের পরিচালক কয়েকজন সদস্য আমেরিকার যুদ্ধনীতি সমালোচনা করিয়া বেতারযোগে ও রাজার ইন চার্চিল ও অন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদিগকে এক ফ্রান্সের অবস্থা বিবেচনার জন্য আবেদন জানান। খাদ্য-সচিবের হাতে বিষয়টি এখন ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বেঙ্গল ল্যাম্পিয়া ক্রৈল এণ্ড কোং

জানা গিয়াছে যে, বেঙ্গল ল্যাম্পিয়া ক্রৈল এণ্ড কোং ৮৫ লক্ষ টাকা মূল্যে তাহাদের কলাটিক মাদে পুনর্বিক্রয় করিবার স্বত্ব বন্ধক করিয়া লইয়াছেন। ঐরূপ স্বত্বের কাশিক-বাজারের মহারাজার সম্পত্তি ছিল। 'ভারত তলিয়াতীল লিমিটেড' নাম একটি নূতন কোম্পানী ১ লক্ষ টাকা মূলধনে নীঘই খোলা হইবে।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশে উৎপন্ন চিনি

১৯৪০-৪১ সালে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে মোট ৯ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয়। এক যুক্তপ্রদেশেই ৬ লক্ষ ৩০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষে এত বেশী পরিমাণ চিনি

এক্সিকের জন্য—
অবসন্ন প্রতিষেধক ঔষধ 'অবসাদহরণ' আহার ও বিশ্রামে নির্দ্দেশ করে,—তাই আহার ও বিশ্রাম অসাধ উপযুক্ত ও নিয়মিত ঔষধ; যেন আহার সম্বন্ধে প্রতিষেধ করা, সুস্থ অবস্থার ঔষধের ও নিয়মিত সেবন অত্যাবশ্যক। দুর্বলতা-নাশক ইহাই একটি আসল আসব আছে।
যেখানেই বিশ্রাম ও পুষ্টিপোষকতার অভাব তাঁহাদের নিকট আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি—
দি ফ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
হেড অফিস—কানপুর স্থাপিত—১৯৪৪
লাইফ-ফায়ার-ম্যারিন-এ্যাক্সিডেণ্ট
চেয়ারম্যান : ম্যানেজিং ডাইরেক্টার :
স্যার পদমপৎ এস্ কে ভার্গবীয়া,
সিংঘানিয়া, কে বি বি এ, এল বি আই
লাইফ ম্যানেজার :—কে ভট্টাচার্য্য।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

'মূল্যের বাজারে শুধু টাকাই সত্য এবং সত্য বলে জমানো সুবিধা এবং আজ যা জমানো যাবে মুদ্রাস্ফীতি যখন চলে যাবে তখন শুধু সেই টাকার মূল্যই বাড়বে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।'
নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
১৪নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা : বিহার শরীফ,
ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্ :—ত্রিবিক্রমপ্রসাদ গুপ্ত
কমলকুমার রায়

ঐ অঞ্চলে আসার নাই। সোনা মাইনেরে মুক্ত-প্রবেশের ভিত্তি নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তিনি অনুমতি আবাদে কাজ করিয়া যাইতে পারে আবার কত উত্তুল বন্ধ হাস করিয়া দিতে পারেন।

ভারতে রোডওর লাইসেন্সের সংখ্যা

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসের শেষ দিকে সমগ্র ভারতে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৬৭টি বেতার (রিসিভার) লাইসেন্স বলবৎ ছিল ; ১৯৪৮ সালের মার্চের শেষে ছিল ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ১২৩টি।

বোম্বাই অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ

বোম্বাই-এ অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। ৫০ কোটি টাকার উপর ক্ষতিপূরণ দাবী প্রয়োজন বলিয়া মনে করা হয়। কারণ সরকারকে এই ৫০ কোটি টাকার মধ্যে ২০ কোটি টাকার উপর দিতে হইবে। বীমাকারগণ কোম্পানীগুলিকে প্রায় ৯ কোটি টাকা দিতে হইবে। ক্ষতিপূরণের নীতি ও পদ্ধতি স্থির করিয়া একটি অভিনাস জারী করার কথা বিবেচিত হইতেছে।

ভারতে কয়লা-সঙ্কট

গত ১৭ই মে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান্ এলো-সিয়েশনের কার্যকরী সমিতির সভায় কয়লা সরবরাহের অব্যবস্থার তীব্রতা ও বৈদেশিক প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, কয়লা সম্পর্কে অবলম্বিত ব্যবস্থা চাহিদা অপেক্ষা এত কম যে তাহে শিল্পের প্রয়োজন মিটান হইতেছে অল্প কোনো পথা সম্পর্কেই কোন নীতি অনুসরণ হয় নাই। বহুবার মাঝারি ও ছোট কারখানার পক্ষে এক বৎসর যাবৎ কয়লার অভাব অসহনীয় করিয়াছে, কোনো কোনো কারখানা বন্ধ করিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। মন্তব্যে পুনরায় অভাব আসিবে। ঐ সকল অঞ্চলের আলানী কাঠের সোনাদের কাছে অত্যন্ত অধিকতর পরিমাণে কয়লার ব্যবহার করার কারণে বহু অসুবিধা করিয়া দিয়াছে। কলিকাতাতে গত এক বৎসর যাবৎ আলানী কয়লার মূল্যবৃদ্ধি চলিয়াছে। সম্প্রতি অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। কয়লা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কলিকাতার বিক্রেতাদের অনেক অসুবিধা উদ্ভূত হইতে পারে। উপরোক্ত কারণে কয়লা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে লোকে নিরাশ হইয়াছে।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

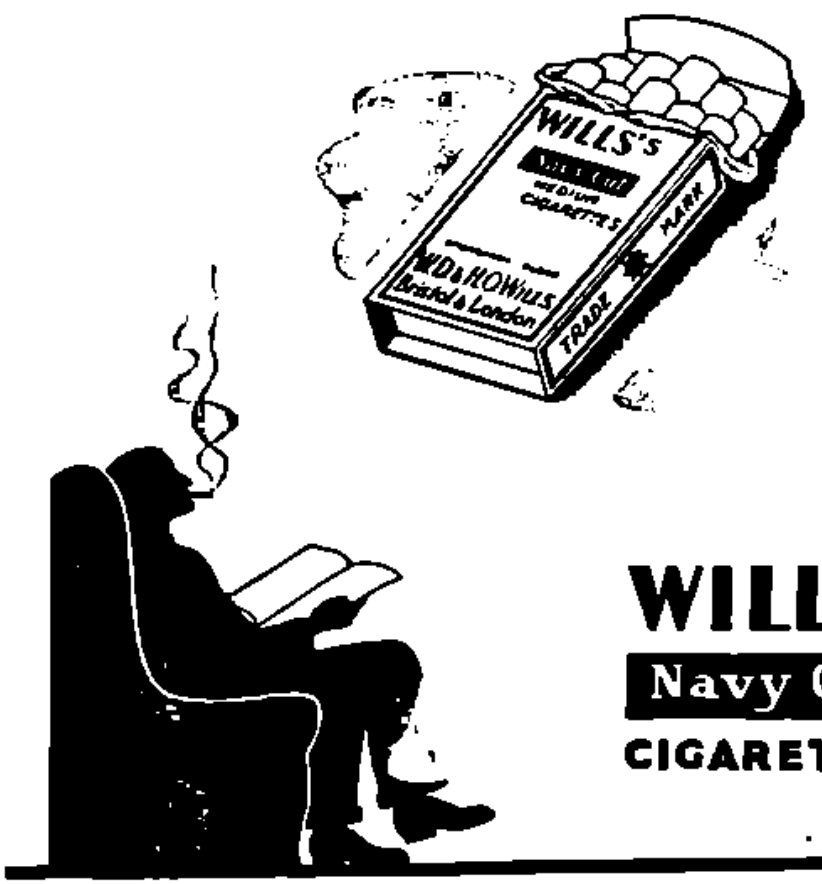

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

বিভিন্ন ডোমিনিয়নের জাতীয় ঋণ ও সাময়িক ঋণের হিসাব

ফেডারেল রিজার্ভ ইন্টেলিজেন্স বিভাগ বিভিন্ন ডোমিনিয়নের জাতীয় ঋণ ও বর্তমানে সাময়িক ঋণের হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন :—

(পাউণ্ড স্টার্লিং-এ)

দেশ	জাতীয় ঋণ	সাময়িক ঋণ
কানাডা	৫০০ কোটি	৭৪ কোটি
অষ্ট্রেলিয়া	১১০ ,,	৪০ ,,
নিউজীল্যাণ্ড	২৪ ,,	১ কোটি ৫০ লক্ষ
দক্ষিণ আফ্রিকা	৬৯ ,,	৯ কোটি

বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ

ইউনাইটেড্ প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, ভাড়াটিয়াদের নানাভাবে বিপন্ন করিয়া তাহাদের উঠাইয়া দেওয়ার সুযোগে বাড়ীর মালিকরা যে সকল অসাধু উপায় অবলম্বন করেন সেগুলির প্রতিরোধকল্পে বাংলা সরকার কলিকাতা বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশের সংশোধন করিবেন।

ঢাকার আবার খাদ্যাভাবের আশঙ্কা

মাইলপোষ্ট (ঢাকা) হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, পত্ত কয়েক দিবসপূর্বে অত্যধিক মোক্ষ চুক্তিতে ধান্য ব্যবসায়ীরা যে মালের প্রথমেই চাউলের দর ২০৲ হইতে ২১৲ টাকায় উঠিয়াছে। এই মূল্য চাউল বন্টন করা স্থানীয় সর্বসাধারণ অধিবাসীদের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় অবস্থা এখনই গুরুতরের দিকে যাইতেছে।

অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাংলায় অফিসার প্রেরণ

একখানি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বাংলার জন্য জরুরী প্রয়োজন উপলক্ষে ভারত সরকার অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাংলায় কয়েকজন অসামরিক ও সামরিক অফিসার প্রেরণ করিয়াছেন। গত ১৭ই মে পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাংলায় মোট ৯০ জন অসামরিক অফিসার আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তন্মধ্যে ১০ জন সিভিলিয়ান ও ৭৮ জন প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের লোক।

বিহারে রেশনিং ব্যবস্থা

সম্প্রতিই ৯ই মে সংবাদে প্রকাশ, আগামী ২৯শে মে সোমবার হইতে বিহারে রেশনিং প্রবর্তিত হইবে। পাটনা, গয়া, ভাগলপুর এবং মিঃ রেশনিং হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বাংলার কৃষকশিল্পকে ঋণদানের ব্যবস্থা

অন্ধ্রপ্রদেশ, বোম্বাই, মিশর ফরিদা যাইবি রেলওয়েসমূহে, অন্যান্য বহিঃ কৃষকেরা আমাদের আউস ধানের বীজ পাইয়া কেলার এবার আমাদের পত্ত বদল করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই দুঃস্থ কৃষকদের সাহায্য করিবার জন্য বাংলা সরকার বিভাগীয় কর্তাদের কৃষি-সমবায়ীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বাংলাদেশে বীজধান নাই এমন উহা কিনিবার সঙ্গতি নাই, সরকারী কর্মচারিগণ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। সমবায় সমিতি ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অথবা সমৃদ্ধিশালী কৃষকদের মজুত বীজধান হইতে এই সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় পত্ত সংগ্রহ করা হইবে।

শিল্পপতি ও বৈজ্ঞানিকদের ইংলণ্ড যাত্রা

'ফাগিটাস' পত্রে প্রকাশ, আগামী শিল্পপতি ও বৈজ্ঞানিকদের ইংলণ্ড যাইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা আপাততঃ স্থগিত রহিল।

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ অর্ডার

সংবাদে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ অর্ডার শীঘ্রই প্রবর্তিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই অর্ডার অনুযায়ী একজন বিনা প্রমেশের বিনা বিচারের নিষ্ক্রিয়তা হইবে এবং সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া গণ্য হইবে।

কাঁচা পাটের আমদানী

এপ্রিলের এপ্রিল মাসে কলিকাতার ৪ মিল গ্রেসমূহে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার মেন্ড্ কাঁচা পাট আমদানী হইয়াছে। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার মেন্ড। ১লা জুলাই হইতে ৯ মাসে কলিকাতা ও মিল গ্রেসমূহে আমদানী কাঁচা পাটের পরিমাণ ৩৫ লক্ষ ৪৪ হাজার মেন্ড। ১৯৪১-৪২ সালে অনুরূপ ৯ মাসের আমদানী কাঁচা পাটের পরিমাণ ছিল ৩৩ লক্ষ ৩৯ হাজার মেন্ড।

কাঁচা পাটের রপ্তানী

গত এপ্রিল মাসে মোট ৭৪ হাজার মেন্ড কাঁচা পাট ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এপ্রিল মাসে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৯৩ হাজার মেন্ড। ১৯৪১ সালের এপ্রিলে উহার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ১ হাজার মেন্ড, ১৯৪০ সালের এপ্রিলে ছিল ১ লক্ষ ৭৭ হাজার মেন্ড।

পুস্তক পরিচয়

The Starving Millions—শ্রীসতোষকুমার চ্যাটার্জি এণ্ড কোং। প্রকাশক—অপোক লাইব্রেরী, ১৪৯ আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

গত কয়েক বছরে বাংলা দেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ গিয়াছে এবং যে দুর্ভিক্ষের রেশ এখনও শেষ হইয়াছে বলা যায় না, তাহার সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তিকা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলির অনেক-গুলিতে দুর্ভিক্ষের বীভৎস ছবি ছাড়া অন্যের অনেক কথা পাইয়াছি, অনেকগুলিতে পাইয়াছি প্রচুর উচ্ছ্বাস। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য লাভের করিয়া বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সেগুলিকে বিচার করিয়া উহার কারণ নির্ণয় এবং প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা বিশেষ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে দুর্ভিক্ষের একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, যথাসম্ভব তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া উহার কারণ নির্দেশও করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, শুধু যে দুর্ভিক্ষের প্রায় পত্ত বৎসরের দুর্ভিক্ষেরও মূলে ছিল প্রকৃতির কারসাজি নয়, মানুষের পরস্পরাগত ও শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি। তাহাতে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে এবং পরে যে সকল দুর্ভিক্ষ হইয়াছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন, ঐ সকল দুর্ভিক্ষের সময় রাষ্ট্রশক্তি যে সমুদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেগুলির তুলনায় পত্ত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময়ে সরকারী ব্যবস্থা পত্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল।

এই পুস্তিকাখানি প্রণয়ন করিতে লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। নানা পুস্তক হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলিকে যথাযথভাবে বিন্যাস করিয়া নিজের অভিমতও নিজে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া নতুন দিক দিয়া নির্ভরযোগ্য তথ্য-বিবরণ উপস্থিত করিবার ফলে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বর্তমান পুস্তকটি আমাদের নিকট খুব মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য-সমস্যার যাবতীয় তথ্য অবলম্বে হওয়া সম্পর্কে বর্তমানে অনেকেরই আগ্রহ রহিয়াছে। সে হিসাবে এই পুস্তিকাখানি পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

অর্থনীতি বিষয়ক মূল্যবান পুস্তক

(1) **Indian Agriculture** By R. D. Tiwari. New Book Company, Bombay. Price Rs. 16.

(2) **Investments for Everyman** By Joseph Edward Ollerton. 143 Esplanade Road, Fort, Bombay. Price Rs 10.

(3) **Beveridge Explained** By G. D. H. Cole. Published by Messrs Vora & Co., Bombay. Price Re. 1.

(4) **Marketing in India** By R. L. Govil. Gaivatan Bros. & Co. Ltd., Cawnpore (1943). Price Rs. 7.

(5) **Present Food Situation** By Anwar Iqbal Qureshi. Osmania University.

(6) **Post-war Construction** By Anwar Iqbal Qureshi. Osmania University. Price As. 8

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮-৬৯
হেড অফিস—৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১২,৮৫৫৲ ,,
আমানত...এক কোটি টাকার উপর
(১৯৪২ সালের ১০ই মে পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

বিজ্ঞাপনী ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায়
শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), রাজাবাজার, টাঙ্গাইল এবং ঢাকা
সেভিংস। বিভাগীয়
বিশেষ ব্যবস্থা—বিশেষ ইন্সটলমেণ্ট

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের একটী পরিচালনী নূতন ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই বোর্ডে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, রায় বাহাদুর নরেশচন্দ্র চৌধুরী, রায় বাহাদুর আশুতোষ ভবন্যাল, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এডভোকেট, ডাক্তার নাথ বিশ্বাস এম-এল-এ এবং সার হরিশঙ্কর পাল মহাশয় অধীষ্ঠানগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বোর্ডে ব্যাঙ্কের আবাসকর্তৃগণের কর্তৃক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বিশ্বাস, ব্যাঙ্কিংকর বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ডিরেক্টর নির্বাচিত হইয়াছেন। বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে অনেক কৃতী ব্যবসায়ী এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি রহিয়াছেন। ঁহাদের পরিচালনাধীনে ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন অল্প কালিমধ্যে যেরূপ সুনামের সহিত ব্যবসায় করিয়া আসিতেছে তাহাতে উহার ব্যবসায়ের স্থান অধিকার করিতে পারিবে এবং দেশের সর্ব্বশ্রেণীর আমানতকারী ও অংশধারীর পূর্ণ আস্থা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

ন্যাশনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি আমরা ১৪৭ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতায় ন্যাশনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সদ্য ১৯৪৩ সালের ৩১শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্য-বিবরণী পাইয়াছি। এই বিবরণী হইতে জানা যায়, ঐ তারিখে উক্ত ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ রিজার্ভফান্ডসহ ৫৪ হাজার ৫১৩ টাকা। ঐ তারিখে ব্যাঙ্কে সাধারণের ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা আমানত ছিল। অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। ঐ একই দায়ের বলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার অধিক অংশই হইতেছে:—কোম্পানীর তাহার ১৫ হাজার ৮৭৮ টাকা। এতদ্ভিন্ন ও অন্যান্যস্থানে ৮৮ হাজার ৮২১ টাকা, ব্যাঙ্কে ও হাতে ৪৭ হাজার ৪০০ টাকা। এই সকল বিবরণ হইতে ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়াই মনে হয়।

আলোচ্য বৎসরে ব্যবসায়, মুদ ও আদায় করিয়া ন্যাশনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট ৫ হাজার ৯৬৬ টাকা আয় হয়। কার্য্য-পরিচালনা বাবদ কোম্পানী আলোচ্য বৎসরে ২ হাজার ৩৪৫ টাকা ব্যয় করে। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে কোম্পানীর যে ১ হাজার ৮৪৪ টাকা অধি রিজার্ভফান্ডসহ এবার তাহা সিকিউরিটি বেচা হয়। আলোচ্য বছর মোট কোম্পানীর এবার ১০০ টাকা মিটি লাভ দাঁড়ায়।

নূতন মৌথ কোম্পানী

ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল কোল সিন্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এন সিংহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ ক্লাইভ ঘাটের লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। কয়লার খনির ব্যবসায়ের ইত্যাদি।

ডোমজুড় এগ্রিকালচারাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কে সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩ ও ৪ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫৫ লক্ষ টাকা। ধানি সংক্রান্ত ইত্যাদি।

হাওড়া মটর্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—২ ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। মুটর বিক্রয় ইত্যাদি।

আর এন এগ্রিকালচারাল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে পি মোদিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮৫ বি বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ইমিটেশন, মনোহারী ইত্যাদি।

মহালক্ষ্মী কোলিয়ারিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে পি মুখার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৪ সদানন্দরুদ্রা রোড, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। খনি সংক্রান্ত ইত্যাদি।

জোরিকুরী কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে এস মুখার্জিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১ বি ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কয়লার ব্যবসা, খনির ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ইণ্ডিয়ান ইউনাইটেড্ মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বৎসরে শতকরা ৩৫ টাকা লভ্যাংশ এক বৎসরের জন্য শতকরা ১৫০ আনা। আলমন্ড ব্যাঙ্ক কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শতকরা ৭৫ আনা ঘোষণাসহ এক বৎসরের জন্য শতকরা ১৫৲ টাকা। ক্রিলিয়ন মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৩০৲ টাকা। বর্ম্মা রাবুজা কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৬৪ মাসের জন্য শতকরা ৫৲ টাকা। কোর্ট উইলিয়াম জুট কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ৪৪ মাসের জন্য শতকরা ৮৲ টাকা। সুদুর ঝি কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৭৫ আনা। হিন্দুস্থানী ঝি কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শতকরা ২০ টাকা ফাইনাল ডিভিডেণ্ডসহ এক বৎসরের জন্য মোট শতকরা ২৫৲ টাকা। বিলাতাম ঝি কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৭৫ আনা।

লভ্যাংশ ঘোষণা

ডিরেক্টরবর্গ নিম্নহারে ইং ১৯৪৩ সনের জন্য লভ্যাংশ (আয়কর রহিত) অনুমোদন করিয়াছেন

প্রেফারেন্স শেয়ারে	শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ টাকা
সাধারণ শেয়ারে	শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা
ডেফার্ড শেয়ারে	শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা

বেঙ্গল ববীন এণ্ড প্লাইউড

কোং লিমিটেড

USE

আধুনিক উন্নত শ্রেণীর কলকব্জার সমৃদ্ধ বিরাট কারখানায় রাসায়নিক প্রণালীতে পরিশোধিত কাঠের প্লাইউড দ্বারা নির্ম্মিত স্লেট ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

'বেঙ্গল ব্রাণ্ড' ডাঁশেক্স স্বাস্থ্য সর্ব্বত্র ব্যবহৃত ও প্রশংসিত

অনুসন্ধান করুন—

ম্যানেজিং এজেণ্ট :—সন্তোষ চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং
৪৪-৪৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Gram: VYABASAYEE. Phone: B. B. 1887.

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৮ই মে

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার পূর্বের ন্যায় রহিয়াছে, সুদের হারেরও কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই। কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় স্থানেই চাহিদামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে স্বল্প-মেয়াদী হুণ্ডির হার ১০ আনায় রহিয়াছে।

ভারত সরকারের ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের আস্বাদনে এপ্তাহে আরও বেশী সাড়া পাওয়া যায়—এবার ১৪ কোটি টাকারও অধিক পরিমাণের আবেদন পাওয়া যায়। ফলে পক্ষপক্ষতা সুদের হার আরও হ্রাস পাইয়া মাত্রিক পক্ষতা ।০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। এখনও প্রতি সপ্তাহে ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য আবেদন আহ্বান করা হইতেছে বটে, তবে এপ্তাহে বাদে সরকারের ৪ কোটি টাকার ৩ মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের সুযোগ আছে।

এ বিষয়ের সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, আগত সপ্তাহের ৩ মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের আহ্বানে মোট ১৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকার আবেদন পাওয়া যায়। ৯৯৸৵০ দরের প্রায় সমস্তরা সাড়েচারি ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে, উহা অপেক্ষা কম দরের আবেদন গৃহীত হয় নাই। মোট গৃহীত ৪ কোটি টাকার টেণ্ডারের সমস্তরা সুদের হার দাঁড়াইয়াছে মাত্রিক ।০ আনা।

আগামী ২৩শে মে (১৯৪৪) বুধবার বোম্বাই এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ২৪শে মে (১৯৪৪) বৃহস্পতিবার ঐ দিনের কাজকারবারের শুরু না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ভারত সরকারের ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে ২৬শে মে, ১৯৪৪, শুক্রবার তারিখে টাকা দিতে হইবে। খরচা সর্ব পূর্বের ন্যায়।

১২ই মে, ১৯৪৪ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইল ঐ সপ্তাহে মোট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার ভারত সরকারের ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার ইস্যু-বিভাগের খলতে বিক্রীত হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী হইতে জানা যায়:—৭ই মে (১৯৪৪) তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইল ঐ সপ্তাহে লগ্ন ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮০৫ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৯৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা।

ঐ সময় ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমস্ত স্বর্ণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৭৬ কোটি ২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৮০ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯১ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮১ কোটি ৮১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯১ কোটি ২ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৩ কোটি ১৫ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে প্রদেশ সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৬৩ লক্ষ ৭১ হাজার ও ৯৯ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭১ লক্ষ ৮৩ হাজার ও ৫৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৮ হাজার টাকা।

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন বাজারে শিলভার বার ক্রয়মূল্য ছিল:—

টোলির প্রতি	(প্রতি টাকায়)	১ শি: ৫৪৲ পেন্স
" বম্বাই	(")	" "
" এ ডিমমাস	(")	১ শি: ৬৪৵ পেন্স
" এ চায়নাস	(")	১ শি: ৬৪৲ পেন্স
ডলার	(১০০ ডলারে)	৩৩৸৵০ আনা

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৪ই মে

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতা শেয়ার-বাজারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত তেজী থাকিলেও শেষ দিকে বিক্রয়চাপের ফলে পরিস্থিতির হইয়াছিল। বাহিরের ক্রেতাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় কাটাকাটাভাবে উত্তেজে কিছু কিছু শেয়ার বিক্রয় হয়। বাজারের আবহাওয়ার উন্নতিতে যেসব শেয়ার দর দেখানো আশা করা যায় এই বিভিন্নভাব অচিরেই বিদূরিত হইয়া যাইবে। পূর্বাঞ্চলীয় যুদ্ধের পরিস্থিতি ক্রিয়াশীল অনুকূল হওয়ার সংবাদ আসিতেছে, শেয়ার-বাজারের উন্নত এই সব সংবাদ প্রভাব বিস্তার করিয়া বাজারের তেজী ভাব অবশ্যই ফিরাইয়া আনিবে। তাহাড়া শেয়ার কেনাবেচার পরিমাণ অল্প হইলেও বাজারে অধিকতর উৎসাহ দেখা যাইতে পারে। মোট কথা মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা যদি যাবার দিকে না যায়, তবে কলিকাতা শেয়ার-বাজারের এই অবস্থা বিলম্বাহত স্থায়ী হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি।

শিলং ব্যাঙ্কিং
—কর্পোরেশন লিঃ—
স্থাপিত—১৯০১ ইং
হেড অফিস—শিলং
গ্রাম: "Shillbank" ফোন ১৬৬ শিলং
ব্রাঞ্চ:—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২১
হেড অফিস—৮৪নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
প্রধান শাখা:—৯৭ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন কলি। ৪১৭০
শাখা অফিস
কলিকাতা—
বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, টালী।
বাংলার অন্যত্র—
ঢাকা, চট্টগ্রাম, কেণী, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াখালী ও নবাবগঞ্জ (ঢাকা)।
বিহার—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী।
সন্তোষে সন্তোষ
৭৪০
দেওয়া হইয়াছে
বাঙ্কীয় আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার করা হয়।
এজেন্সী:—
ভারতের সর্ব্বত্র বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে।
মজঃফরপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
সেক্রেটারী—মিঃ টি মজুমদার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ

কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমার্ধে কোম্পানীর কাগজের বেচা-কেনাতে সামান্য উন্নতি দেখা যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বাজারে কোন সক্রিয়তার পরিচয়টিও পাওয়া যায় নাই। ৫৪০ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৯৸০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছে এবং সাধারণতঃ ইহা ৯৯৸০ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে। ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজের তেমনী আর অন্যান্য কোম্পানীর কাগজের উন্নয় প্রকার বিভাগ অবিচলিত ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে ৫৲ সুদের ডিবেঞ্চার বণ্ড (১৯৫৯-৫৲) ১০৯৸০ আনায়, ৫৲ সুদের ফলপত্র (১৯৩৩-৬৮) ৯৯৲ টাকায়, ৫৲ সুদের ফলপত্র (১৯৩৩-৬৪) ৯৯৸০ আনায়, ৩০ সুদের ফলপত্র (১৯৫৭-৫০) ১০২৸০ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে। ৫৲ সুদের ফলপত্রের (১৯৫৫-৫৫) দর ১০৪৸০ আনায় অপরিবর্তিত ছিল। অন্যান্য ফলপত্রগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ৫৲ সুদের ইউ পি ফলপত্রই (১৯৬১-৬৩) ৯৯৲ দরে কেনাবেচা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ডিবেঞ্চার বণ্ডের কোন ক্রেতাকেনা হয় নাই।

কয়লা খনি

কয়লা খনির শেয়ার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে অস্থিরতা দেখা গিয়াছিল। তবে তাহার সপ্তাহ ভাবে যে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ হইবার আশা অবশ্য সকলেই করিয়াছিলেন, কাজেই বাজারের এই সামান্য মন্দাভাবের মূলে কোন কারণ নাই। আলোচ্য সপ্তাহে এসোসিয়েটেড ৪৯৩০ হইতে ৫৮৩০ আনায়, বেঙ্গল ৬১৮৲ হইতে ৬০৯৲ টাকায়, বার্ণপুর ৪৬৫০ আনা হইতে ৪৬৮৸০ আনায় এবং ইন্ডিয়ান ৫৮৲ হইতে ৫৪৮৸০ আনায় লাফিয়া আসিয়াছে। আলমোরা ১৫৯৸০ আনায়, ঝোরাবো এও রামগড় ৩১৩৸০ আনায়, আলবেরা ৭৸০ আনায়, ঈস্টার্ণ সেন্ট্রাল ৫৮৸০ আনায় ও অন্যান্য আনুষ্ঠিয়া ৪৯৲ টাকায় আলোচ্য সপ্তাহে বেচাকেনা হইয়াছে।

কাপড়ের কল

বিভিন্ন কোম্পানীগুলি বর্দ্ধিত লিয়ন্ত্রণ হারে ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করিবার আশা থাকায় আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার-বাজারে বিলক্ষণভাবে ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। আমদানী নিয়ন্ত্রণের ফাঁটার বাজারে অন্যান্য কাপড়ের কলের আয় বৃদ্ধিয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাসন্তী ১৫৮০ আনা হইতে ১৯৮০ আনায়, এলগিন ৭৯৮০ আনা হইতে ৭২৲ টাকায় ও মহালক্ষ্মী ৩২৮০ আনা হইতে ৩০৯০ আনায় লাফিয়া আসিয়াছে। ভাসবার ২৯৯৲ টাকায় ও কেশোরাম ১৭৮০ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে।

পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বাজারে অন্যান্য শেয়ার বাজার অপেক্ষা অধিকতর কর্ম-প্রবণতা দেখা গিয়াছিল। তবে দুই সপ্তাহ আগে যে আলোড়িত কেনাবেচাইয়েলন প্রত্যাবের বন্ধ অপেক্ষা করিবার ফল এগুলি মনোমুগ্ধকর ভাবে বাজারে দেখা যায়। এসোসে ইন্ডিয়া ৩১৮৲ টাকা হইতে বাড়িয়া ৩৩৯৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল, ফিনে দেখ পর্যন্ত উহা ৩৩৩০ আনায় আসিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাসী ৩৩৲ টাকায়, টিটাগড়ী ৩৪৯০ আনায়, ছাইজ ৩৩৮০ আনায়, এলগিন ৩৯৫০ আনায়, কোটী উইলিয়ম ৩৩৫৲ টাকায়, বাকিংহা ২৯৯০ আনায় ও শ্রীহরি ২১৮৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের শেষে বাজারে যে ক্রেতীভাব পরিলক্ষিত হয় তাহার ফলে ডকরার বাসাবলাটীর দর ৪৯৩৲ হইতে ৪৯৯৲ টাকায়, কাঁকিনাড়া ৪৩৩৲ হইতে ৪৩৯৲ টাকায়, হেস্টেংসিয়ার ৩০৯৲ হইতে ৩১৯০ টাকায় এবং শ্যামনগর ৩১৯৲ হইতে ৩৯৩৲ টাকায় উঠিয়া গিয়াছিল।

ইন্ডিগিয়াফিল্ড

আলোচ্য সপ্তাহে ইন্ডিগিয়াফিল বিভাগে উল্লেখ-যোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। ইন্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টীল ৩৯০ আনায় আশেপাশে উঠা-নামা করিয়াছিল। ষ্টীল কর্পোরেশন ও তুলাবদলি ইন্ডিগিয়াফিল-এর বেচাকে সামান্য অবনতি ঘটিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে আফিয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ১৮৸০ আনায় ও রেমণ্ডসের ১১৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছে।

চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার-বাজারে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য দেখা যায় নাই। বেলসুন্দর ১৫৯০ আনা পর্যন্ত উঠিয়া অবশেষে ১৪৮০ আনায় লাফিয়া শেষ পর্যন্ত ১৯৮০ আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের শেষে কেবী এণ্ড কোং ৩৩৮০ ও রামকৃষ্ণ ১৩৮৮০ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ার-বাজারে সপ্তাহে আলোচ্য সপ্তাহে সামান্য পরিমাণ আগ্রহ বৃদ্ধি দেখা গেলেও বাজারে তেমনভাবে কেনাবেচা বিশেষ হয়ে নাই। আলোচ্য সপ্তাহে ব্রহ্মীজীরা ৩০৲ টাকায়, বাগি-রাজা ৭২৲ টাকায় ও জেমপুর ১৭৮০ আনায় কেনাবেচা হইয়াছিল।

বিবিধ

আলোচ্য সপ্তাহে বাজা কর্পোরেশন ৪৮০ আনায়, ইন্ডিয়ান কপার ২৩০ আনায়, কলমপুর ফেডারেশনের ৬৯০ আনায় ও বি আই কর্পোরে-শন ৩৮০ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে। ফেল পেনার ও ষ্টার পেনারের দর আলোচ্য সপ্তাহে যথাক্রমে ২২০৲ টাকা ও ২২৲ টাকায় পাশাপাশি ছিল।

এ-সপ্তাহের শেয়ার-বাজারে নিম্নরূপ বিভিন্নিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

২৩০ সুদের ফলপত্র (১৯৪৮-৫১) ১৪ই মে—১০০৸০ ১০০৸০। ৫৲ সুদের ফলপত্র (১৯৫৮-৫৪) ১১ই মে—১০০৸০; ১৪ই—১০০৲। ৫৲ সুদের ফলপত্র (১৯৪৩-৫৫) ১১ই মে—৯৯৸০ ৯৯৸০; ১২ই—৯৯।৵০; ১৩ই—৯৯৸০ ৯৯৸০ ৯৯৸০ ৯৯৸০ ৯৯৸০; ১৪ই—৯৯৸০; ১৫ই—৯৯৸০ ৯৯৸০; ১৭ই—৯৯৸০।১০। ৫৲ সুদের ফলপত্র (১৯৬৯-৭১) ১১ই মে—৯৯৲; ১২ই—৯৯।৵০; ১৩ই—৯৯৸০; ১৬ই—৯৯৸০।১০ ৯৯৸০। ৫৲ সুদের ডিবেঞ্চার বণ্ড (১৯৫৯-৫২) ১৪ই মে—

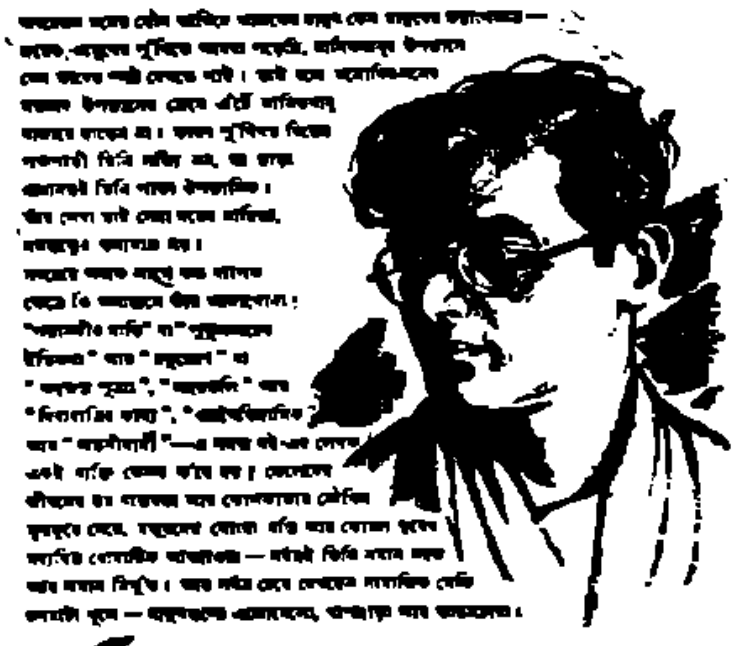

আমাদের মনের গৌন অধিকার আমাদের মানুষ যেন মানুষের ভগবান— মানুষ-প্রমুখের পুরিচয় আমরা পাইনি, অধিকন্তু উপলব্ধি যেন আমরা পাই যেখানে পাই। তারি মনে অমোঘ-মনের ব্যক্তির উপলব্ধির প্রেমে এটাই অধিকন্তু আমাদের কাছের হয়। তখন পুরিচয় বিশেষ পরমাত্মারী তিনি নহিন নয়, যা তাকে প্রত্যাবর্তী তিনি পাবেন উপলব্ধি। তাঁর প্রেমা তাই প্রেমা মনের অধিকার, মানুষকুল ক্ষমাযোগ্য নয়। মানুষের সমাজ মানুষ তার সাধনা থেকে কি আমাদের তাঁর আলোচনা : "সমাজতী" বাণি" বা "পুরুষমানুষ ইতিহাস" আর "মানুষের" বা "মানুষের পুরুষ", "মানুষবাদি" আর "বিশ্বমানুষ কাব্য", "মানুষবিজ্ঞানিক" আর "মানুষীবাদী"—এ সমাজ যেই-এর প্রেমের এমনই বাণি প্রেমে তাঁর মন। প্রেমেরে জীবনের তার পরমতম আর প্রেমমানুষ প্রেমিক কুমারুরে প্রেমে, মানুষের প্রেমা বণি আর প্রেমা পুরুষ অধিকন্তু প্রেমমানিক আমাদের — মর্যাদা তিনি মনের মানুষ আর মনের মিলুষি। আর মর্যাদ প্রেমে প্রেমমানুষ সমাজিক প্রেমি মনমানী পুরুষ — মানুষমনের এমনমনের, আপনাকে আর আমাদের।

বিশ্বমানুষ প্রেম তাঁর আমি মানিকমানু আমাদের মনের এ প্রেমে আমাদিনি মন। মানিকমানু আমাদের আমরা — আমি, উদ্বৃত্ত। আমরা — "আমি, উদ্বৃত্ত বিশ্বে প্রেমেরি আমি প্রেম আমরা। আমি বিশ্বেরি আমির মনের এই আমি আমাদের মনের বিশ্বমানুষ আমিনির প্রেম আমরি মন।"

১৩৩৮/০ ; ১৩৪১—১৩৩৯/০ । ৭ হাজার ব্যাঙ্ক (১৩৩৬-৩৯) ১৩৪১ বে—৩৩৯ । ৭ হাজার বিহার ব্যাঙ্ক (১৩৩৬) ১৩৪১ বে—১৩৩৮ । ৭ হাজার ইষ্ট পি ব্যাঙ্ক (১৩৩৬-৩৯) ১৩৪১ বে—৩৩৯৫ এবং হাজার বেঙ্গলাশীয় ব্যাঙ্ক ১৩৪১ বে—১৩৩৮ ১৩৩/০ ; ১৩৪১—১৩৩/০ ৩৩৯/০ ১৩৯/০ ; ১৩৪১—১৩৩/০ ১৩৩৮ ; ১৩৪১—১৩৩৯/০ ১৩৯ ১৩৮/০ ; ১৩৪১—১৩৩৮/০ ১৩৯/০ ; ১৩৪১—১৩৩৮/০ ১৩৯/০ । এক হাজার ব্যাঙ্ক (১৩৩৭-৩৮) ১৩৪১ বে—১৩৩৯/০ ; ১৩৪১—১৩৩৯/০ । ৭ হাজার ব্যাঙ্ক (১৩৩৮-৩৯) ১৩৪১ বে—১৩৩১/০ ১৩৩৮/০ ; ১৩৪১—১৩৯ ১৩৩১/০ ।

ব্যাঙ্ক

এলাহাবাদ (১৩৩৯) ১৩৪১ বে—১৩৯ ১৩৯ । আসাম ১৩৪১ বে—১৩৩৮/০ ১৩৩৯/০ ; ১৩৪১ বে—১৩৩৯/০ । আসামবাসী ব্যাঙ্কিং ১৩৪১ বে—১৩৩/০ । ১৩৪১—১৩৯/০ । ইণ্ডেক্স ১৩৪১ বে—১৩৯/০ । হিন্দ ১৩১৫ বে—৩৩৯/০ । ১৩৪১—১৩৩/০ ৩৩৯/০ ; ১৩৪১—১৩৩/০ ৩৩৯/০ ; ১৩৪১—১৩৩/০ ৩৩৯/০ ;

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ১১ই মে—৫৬৯৲ ৫৯৲ ; ১৩ই—৫৬৯৲ ৫৯৲ ; ১৫ই—৫৬৯৲ ।

ইলেক্ট্রিক

বেঙ্গল ১৯ই মে—১৭৯৲ ; ১৯ই—১৭৯/০ ১৭৯/০ । কটন ১৯ইমে—১৯১৲ ; ১৯ই—১৮৲ । ডায়া ১৯ই মে—১৬৬/০ ; ১৭ই—১৬৬/০ । ধরা ১৭ই মে—১১৲ ১১৬/০ । মজঃফরপুর ১৯ই মে—১৯৯৲ ; ১৯ই—১৯৯৲ ; ১৯ই—১৯১৲ ; ১৯ই—১৯৯/০ । মধুরা ১৯ই মে—১১৯/০ ১১৯/০ ; ১৭ই—১১৯/০ ১১৯/০ । শাইমা ১৭ই মে—১৭৲ ; ১৯ই—১৭৲ ; ১৯ই—১৭৲ । হাওলাপিটি ১৯ই মে—৫১৯৲ আল ।

ইন্ডিয়ানরাফ

আরবীয়া ইলেক্ট্রিক মিল ১১ই মে—১৮৯/০ ১৮৲০ ; ১৯ই—১৮৯/০ । ১৯ই—১৮৲০ ; ১৯ই—১৮৲০ ১৯১৯/০ ; ১৯ই—১৮৯/০ ১৮৲০ ; ১৯ই—১৮৯/০ । ইলেকট্রো এন্ড কোং ১১ই মে—১১৯/০ ১১৲০ ; ১৯ই—১১৲০ ; ১৯ই—১১৯/০ ১১৲ ; ১৯ই—১১৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেক্ট্রিক অফ-ডিনারী ১৯ই মে—১৬৯/০ ; ১৯ই—১৬৯/০ । বার্ন এন্ড কোং ১৯ই মে—৭৯৲ । বার্ন এন্ড কোং (৬ঁ অর্ডার প্রেফ) ১৯ই মে—১৯৲ । ইণ্ডিয়ান আয়রণ এন্ড ষ্টীল ১১ই মে—৩৩/০ ৩৬/০ ; ১২ই ৩৯/০ ; ১৩ই—৩৯/০ ৩৯/০ ৩৯/০ ১৬ই—৩৯/০ ৩৯/০ ; ১৭ই—৩৯/০ ৩৯/০ । ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এন্ড ওয়ার এক্সচেঞ্জ ১৯ই মে—৩৯/০ । মেসার্স এন্ড কোং ১১ই মে—২৯৮/০ ২৩৯/০ ২৩৮/০ ২৩৯/০ ; ১৯ই—২৩৮/০ ২৩৯/০ ২৩৮/০ , ১৯ই—২৩৮/০ ২৩৯/০ ২৩৮/০ ২৩৯/০ । মুরাদপুরী ১১ই মে—১১৮/০ ; ১৯ই—১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ । ১৯ই—১১৮/০ । মুরাদপুরী ১৯ই মে—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১৯ই—১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ । ১৯ই—১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ । মুরাদপুরী (প্রেফ) ১৯ই—৯১৲ ; ১৯ই—৯১৲ । ন্যাশনাল আয়রণ এন্ড ষ্টীল ১৯ইমে—১৩৯৲ ১৩৯/০ ; ১৯ই—১৩৯৲ ১৩৯/০ । ১৯ই—১৩৯/০ ১৩৯/০ । ষ্টীল কর্পোরেশন ১৯ই মে—২৩৯/০ ২৩৯/০ ২৭৯৲ । ১৯ই—১৯৲ ২৩৯/০ ; ১৯ই—২৩৯/০ ২৩৯/০ ; ১৯ই—২৩৯/০ ২৩৯/০ ২৩৯/০ । ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ১১ই মে—১৩৯৲ ; ১৯ই—১৩৯৲

পাইকল

আরডলাডা ১৯ই মে—৯৯৲ ; ১৯ই—৯৯/০ ৯৯৲ ৯১৯/০ । ১৯ই—৯৯/০ ; ১৯ই—৯৯/০ ৯৯৲ । এ্যাসোসে ১১ই মে—৫১৭৲ ৫১৯৲ ৫১৯৲ ৫১৮৲ । ১৯ই—৫১৭৲ ; ১৯ই—৫১৭৲ ৫১৯৲ ৫১৮৲ ; ১৯ই—৫১৮৲ । ১৯ই—৫১৮৲ ৫১৭৲ ৫১৮৲ ৫১৯৲ । এ্যাসোসে (প্রেফ) ১৯ই—১১৭৲ । এ্যাসো ইণ্ডিয়া ১১ই মে—৪১৮৲ ; ১৯ই—৪১৯৲ ৪১৭৲ ৪১৯৲ ৪১৯৲ ৪১৯৲ ৪১৯৲ ৪১৮৲ ৪১৯৲ ৪১৯৲ ; ১৯ই—৪১৮৲ ৪১৯৲ ৪১৯৲ ৪১৯৲ ১৯ই—৪১৯৲ ৪১৯৲ । ১৯ই—৪১৯৲ ৪১৯৲ । এ্যাসো ইণ্ডিয়া (প্রেফ) ১৯ই—১৮৯৲ । বার্মা ১৯ই মে—৪৯৯৲ ৪৯৲ । ১৯ই—৪৯৯৲ ৪৯৲ ৪৯৲ । ১৯ই—৪৯৲ । ১৯ই—৪৯৲ ৪৯৲ ৪৯৲ ৪৯৲ । ১৯ই—৪৯৲ ৪৯৲ । ১৯ই—৪৯৲ ৪৯৲ । বার্মা ১৯ই মে—৪৯৲ ; ১৯ই—৪৯৲ । বার্মা ১৯ই মে—৪৯৲ ৪৯৲ ।

[illegible] ১৯৪৩ সে—৩৯৯৲ ৩৯৫৲ ; ১৯৪২—৩৯৯৲ ৩৯৫৲ ; ১৯৪১—৩৯৯৲ ৩৯৫৲ ; ১৯৪০—৩৯৯৲ ৩৯৫৲ ; ১৯৩৯—৩৯৯৲ ৩৯৫৲ ; ১৯৩৮—৩৯৯৲ ৩৯৫৲ ; ১৯৩৭—৩৯৯৲ ৩৯৫৲ ; ১৯৩৬—৩৯৯৲ ৩৯৫৲ ; ১৯৩৫—৩৯৯৲ ৩৯৫৲ ; ১৯৩৪—৩৯৯৲ ৩৯৫৲ ; ১৯৩৩—৩৯৯৲ ৩৯৫৲ ; ১৯৩২—৩৯৯৲ ৩৯৫৲ ; ১৯৩১—৩৯৯৲ ৩৯৫৲ ; ১৯৩০—৩৯৯৲ ৩৯৫৲ ;

১৯৩—১৯৯৲, ১৯৬৲ ; ১৯৫—১৯৫৲ ১৯৬৲ ; ১৯৫—১৯৬৲, ১৯৬৲। ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্কাশায়ার ১৯ মে—২১৲। ইণ্ডো-বার্মা পেট্রোল ১৯৫ মে—৯৬৲ ; ১৯৫—১৯৲ ৩১৲০। ১৯৫—১৯৯০। ইণ্ডো-বার্মা পেট্রোল (প্রেফ) ১৯৫ মে—১১৯৲ ; ১৯৫—১১৯০ ১১৯৲। মেসিনীপুর ফিলিজী ১৯৫ মে—১৯৬৲ ; ১৯৫—১৯৯৲ ১৯৯৲ ; ১৯৫—১৯৫৲, ১৯৯৲ ১৯৯৲ ; ১৯৫—১৯৯৲, ১৯৯৲। ন্যি এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ১৯৫ মে—১৯৬৲ ৯৬৲ ; ১৯৫—১৯৲ ; ১৯৫—১৯৲ ৯৬৲ ; ১৯৫—১৯৬৲ ৯৬৲। ১৯৫—১৯৲০। হুমায়ুন এসোসিয়েটেড ১৯৫ মে—১৯৲। হুমায়ুন এসোসি (প্রেফ) ১৯৫ মে—১৯৲ ; ১৯৫—১৯৲০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৯৫ মে

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ঊষা পাটের বাজারে পূর্ব্বৎ তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। মিলওয়ালারা ঊষা পাটের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেছে। নূতন পাটের চাহিদা অত্যন্ত কোথাও না থাকায় ঊষা পাট কলিকাতা বা অন্যান্য মিল ক্রেতাগণকে আকর্ষণ করিবার যথেষ্টভাবে না থাকায় এবং ফলাফল হইতে নূতন অনেক পাট বোনা আরম্ভ হইয়াছে বা বলিয়া সপ্তাহ আলোচ্য বাজার পাটের বাজারে নূতন একটা তেজীর ভাব দেখা যাইতেছে। অবশ্য বর্ত্তমান উহাকে স্থায়ী বলিয়া মনে করা যায় না, কারণ মিলওয়ালাদের মধ্যে তেজী পরিমাণে পাট ক্রয় করিবার কোনোরূপ ভাব দেখা যাইতেছে না। এমতাবস্থায় সম্ভবতঃ হইতেছে, মিলওয়ালারা নিম্নশ্রেণীর পাট সরবরাহ করা। যাহাতে নূতন পাট বাজারে আসিলে যাবতীয়ের উপর খুব বেশী চাপ না পড়ে। মাল ডেলিভারী সম্পর্কে নিশ্চিত ভরসা না পাইলে বিক্রেতারা বড়গোছের কারবার করিতে চাহিতেছে না। নূতন ফসল বাজারে ডেলিভারী দিতে পারিবে এরূপ বলিয়া মনে হয়। কারণ সংবাদে পাওয়া যাইতেছে যে, এ পর্য্যন্ত বপনের পরিমাণ ৮০ ভাগ হারে অতিক্রম করিতে পারে বোনা হইয়াছে।

পাট বিক্রয় 'ডেলিভারীভেদে' অবলম্বিত হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। পাটের বাজারে উত্তেজনা লক্ষিত হইতেছে না, কারণ পাট বিক্রয়ের উৎসাহের ভাব ভরসা চলিতেছে না। সুতরাং পাটের চাহিদা থাকিয়া যাইবে।

গত মাসে উৎপন্ন ৫৯ ও অনেক বিলাত পাওয়া গিয়াছে। দেখা যাইতেছে, তথায় সরবরাহে যোগসাজসের ফলে উৎপাদন মাসে মাসের তুলনায় কিছু কম হইয়াছে। গত মাস ৮৯-তন্তুকলের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১৩ হাজার ৩০৩ টন। আগে মাসে পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩ টন।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৯৫ মে

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাই-এর তুলার বাজারে অত্যন্ত মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। উক্ত এসকচেঞ্জের সভাপতি এবং আমাদী তুলার ফলন সম্পর্কে অধিক ক্রয়-বিক্রয় না হইবার সংবাদে তুলার বাজারে এই মন্দাভাবের আরম্ভ বলিয়া মনে হয়। পর দিন দিনের সপ্তাহ তুলা বাজারে তেজীভাব ফিরিয়া আসে। বিলওয়ালাদের ক্রয়ের ভাল উদ্যম দেখায়। মনে হয় বোম্বাই সরকার-এর প্রতিনিধিদল ও কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সহিত ইই ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সভাদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় ফলে তুলার বর্ত্তমান নিয়ন্ত্রণ বিধি বলের নীচে আসিয়া না যায় এই ভাবে উহা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে একটা ঘুরিবিধি নীতি অবলম্বিত হইবে। আমাদী ফলের মাসের মধ্যে তুলার দরে খুব বড় রকমের তেজী ভাবনা আসিবে না এই বিশ্বাস হওয়ায় ফাটকাবাজ তুলার দরের তুলা কিছু নামিয়াছে। অধিকন্তু যে আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রয় হইয়াছে ১১৭৫০ গাঁইট, তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পর দিন বিক্রয় ৩১৭৫০। আলোচ্য সপ্তাহে অধিকন্তু তুলাই বিক্রয় হইয়াছে ৯৩৯০০ মণ, তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পর দিন ২২৯৯০। আলোচ্য সপ্তাহে অধিকন্তু সেপ্টেম্বর বিক্রয় হইয়াছে ৪৩৯০ মণ ; তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পর দিন ৯৩৯৯০। দেখা যাইতেছে যেন মণ যে হারে বাড়িয়াছে, তুলাই-এর বা সেপ্টেম্বরের পর সে হারে বাড়ে নাই। মোট অধিকন্তুর পরিমাণ নিম্নরূপ হইয়াছে :—

বোম্বাই	২৫০০০ গাঁইট
করাচী	৫০০০ গাঁইট
ঘোড় এবং অন্যান্য স্থানে	১০,০০০ গাঁইট

বোম্বাই-এর তুলার বাজারে অদ্যকার নূতন ফসলের কোনোরূপ অধিকন্তু অনুষ্ঠিত দেখা যায় নাই।

কাপড়

কাপড়ের বাজারে বিশেষ অবস্থা পরিলক্ষিত হইতেছে। চোরাবাজারের বিক্রয় অধিকাংশে কাপড়ের বাজার স্থিরে একটু শক্তিত হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ মফঃস্বল মাল বাজার অধিকার করে বলে হইয়া পরিলক্ষিত—তাহাদের ভয় এই যে, চোরাই মাল চলিতে থাকিলে তাহাদের-মাইনুল বাজিল হইয়া যাইতে পারে। শোনা যাইতেছে, বোম্বাই-এ শীঘ্রই বস্ত্র-শিল্প নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের যে অধিবেশন হইবে তাহাতে আরও অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৩শে মে

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই-এর সোনার বাজারে বিশেষ কোনো চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় নাই। পূর্ব্ব সপ্তাহে অনুরূপ সোনার দর অস্তিত্ব নিম্নে বলিয়া উল্লিখ করিয়াছিলাম। বিগত বার আলোচ্য সপ্তাহের প্রতিদিন ৯০ হাজার ষোল বোনা বিক্রয় করিয়াছে। ঐ পরিমাণ সোনার অর্দ্ধেক কেনা হইয়াছে বড় 'বার'-এ, অর্দ্ধেক ছোট 'বার'-এ। সপ্তাহের অন্য সোনার দর কিছু কমিয়া ২৯৲০ আনার কাছাকাছি দাঁড়িয়াছে ও হইয়াছে। কেন নিম্নে ব্রাহ্মণ দর পরিমা বিক্রয় সপ্তাহের নিম্নতম দরে পৌঁছিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দর এইরূপ :—

বেনি সোনা—২৯৲০
করাচার্ড সোনা—২৯৲০

ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে সোনার দর ছিল বেনি এবং করাচার্ড ২৯।০। আলোচ্য-এর সোনারের দরের তুলনায় এইরূপ দর পরিবার কারণ বলিয়া মনে হয়। বিশেষ কারণে তুলা বাজারে বা উক্ত মার্কেটে অন্য কোনো সোনা-রূপার দর বেশী উঠিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায় না। আলোচ্য সপ্তাহে সপ্তাহের-এর দর ২৯৲০ঃ২৯৲০। তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে উহার দর ছিল ২২৲।

আজ কলিকাতার সোনার বাজারে যে দর পাওয়া যাইতেছে তাহা এইরূপ :—

পাকা সোনা—২৯৲০
বিলি (প্রতিটি)—৫১৲০

রূপা

তুলার বাজারের সোনার সেখানেই দর কিছু পড়িয়া যায়। ১৯ই মে তারিখে তুলার শেষ দর ছিল প্রতি এককত ওরি ১৯৯৲০। ২২শে মে তারিখে ঐ দর আসার উঠিয়াছে। এসোসিয়েশন বলেন এক আনার যে দর বিক্রয়েছেন, তাহাতে দেখা যায় তুলার দর ১৯৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস কুমিল্লা : : স্থাপিত ১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত	...	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত		৬০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত		
(অগ্রিম কল সহ)		৩২,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	...	১৫,০০,০০০৲ ,, ,,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস্ সি গুহ, এম, এল, সি

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

স্থাপিত—১৯৩৬ (আশ্বিন)

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর ভ্যালুয়েশনে যে হারে বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা ভারতে বিমাকারির সর্ব্বোচ্চ হারের অন্যতম।

বোনাস

প্রতি বৎসর	প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায়	১৫৲ টাকা
মেয়াদী বীমায়	১৩৲ টাকা
লাইফ ফাণ্ড	৯,৩০,০০০৲ টাকার উপর
মোট সম্পত্তি	৪,৬৬,০০০৲ ,, ,,

(৩০.৬.৩৯ তারিখের হিসাবানুযায়ী)

১৯৪০ সালের প্রথম অর্দ্ধ বৎসরে লাইফ ফাণ্ডের পরিমিত অর্থ আরও ৫০,০০০৲ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বিশেষ অর্থে রিপ্রেজেন্টেটিভস্ আবশ্যক।

এস্ সি গুহ, এম. এল. সি., ম্যানেজার।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—১৮০ পৃষ্ঠার পর)

করিয়া তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের ও সমগ্র ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংখ্যার নির্দিষ্ট সাক্ষাৎ করিবেন এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আন্তরিকতা ফিরিয়া আনিয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথ সুগম করিয়া দিবেন।

* * *

সম্প্রতি ব্রিটিশ ভারত মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার সভাপতি মিঃ এ এস খাজা নাজিম উদ্দিন একটী মুসলমান প্রতিনিধিদল গঠন করিবার ভার দেখাইয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা সর্বাগ্রে প্রণিধানযোগ্য। মিঃ জিন্নার সাম্প্রতিক আলিগড়ের মুসলিম লীগের নীতি আজ স্পষ্ট হইয়াছে, ইসলাম ধর্মের ভিত্তি-স্বরূপ লক্ষ্য, ত্যাগ, ভ্রাতৃত্ব ও সেবার আদর্শ বলবৎ রাখিবার মোহে মুসলিম লীগ বর্তমানে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনাইয়া আনিবার চেষ্টা অপেক্ষা আজ তাঁহারা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পথ দেখার প্রয়োজন অনেক বেশী বলিয়া মনে করেন। মিঃ জিন্না ও তাঁহার সমর্থনকারীদের এই সঙ্কীর্ণ মনোভাব শুধু অমুসলমানদের নয়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মুসলমান সমাজকেও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। মিঃ খাজা তাঁহার বিবৃতিতে ভারতের জাতীয়তাবাদী মুসলমান-দের পক্ষ হইতে পাকিস্থানী সংকল্পের বিরোধিতা করিয়া অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা কামনা করিয়াছেন। মিঃ জিন্নার সম্প্রতিকার প্রয়োজনের তিনি যে নীতির সহিত সংগতি খুঁজিতে চাহেন নাই, তাহার কারণ মিঃ জিন্নার ব্যক্তিগত দুর্নীতিমূলক প্রস্তাব নহে, তাহার কারণ নীতির আদর্শচ্যুতি। আমরা ভারতের সমস্ত মুসলমান সমাজকে মিঃ খাজার এই বিবৃতি সম্বন্ধে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পথে সাম্প্রদায়িক সমস্যা যাবার পর্বত সৃষ্টি করিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সারা পৃথিবীর কাছে আমাদের স্বাধীনতা লাভের জন্য মহান কণ্ঠস্বরে করিতে রহিবেন। এ অবস্থায় জাতীয়তাবাদী মুসলিম মন্ত্রিসভার আদর্শ ভারতীয় রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে অবশ্যই নূতন আলোক সম্পাত করিবে। বর্তমান মতবিরোধ মিটিয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী যদি অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লক্ষ্য সত্যই কামনা করে তবে আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস অন্যান্য অন্য সমস্যার মধ্যেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইবে।

* * *

২৯শে মে লন্ডনে বৃটিশ শ্রমিক দলের যে বার্ষিক সম্মেলন বসিবে তাহাতে ভারত সম্বন্ধে ১৯টী প্রস্তাব আলোচিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা দাবী, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, স্বাধীন জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা, ব্রিটিশের প্রতি-রোধক ব্যবস্থার সহিত সরকারী কর্মচারীদের ঔদাসীন্যের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, দীর্ঘকালীন অচল অবস্থার অবসান দাবী মিঃ আমেরির পদত্যাগের দাবী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া প্রস্তাবগুলি গঠিত হওয়াতে ভারতবর্ষের আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি এই সম্মেলনের উপর নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ছাড়াও শ্রমিক দলের জাতীয় কার্যকরী সমিতির এক ইস্তাহারে ভারতের শাসনতান্ত্রিক উন্নতি সম্বন্ধে বড়লাটের যে কোন কার্য্য সমর্থন করিবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হইয়াছে এবং এই ইস্তাহারখানি সম্মেলনে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে।

সম্প্রতি বাহুড় বৃটিশ শ্রমিক দলের কার্য্য-কলাপ ভারতবর্ষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনযন্ত্রের চাপে ক্ষুণ্ণ হইয়াও বহুবার আমরা শ্রমিক দলের সহানুভূতিতে ও শুভেচ্ছার আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুখে বড় বড় কথা বলা ছাড়া বৃটিশ শ্রমিক দল কার্য্যতঃ এতকাল আমাদের কোন উপকারই সাধন করেন নাই। মিঃ বার্নস ব্যাক-তোলানের মত ভারতহিতৈষী শ্রমিক নেতা সম্বন্ধে এদেশে যথেষ্ট আশা পোষণ করা হইত। ভারতের শাসননীতি লইয়া লিখিত তাঁহার পুস্তকাবলী বৃটিশ রাজতন্ত্রের শাসননীতির উপর তীব্র আঘাত হানিয়াছিল। কিন্তু প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া তিনিও শেষ পর্যন্ত ভারতকে ভুলিয়া গেলেন। ভারতের রাজ-নীতিক্ষেত্রে 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' ব্যবস্থা, যেজন্য তিনি শাসন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইবার পূর্বে মিঃ ব্যাক-তোলানের নিকট হইতে কোন কোনদিন তাহা আশা করে নাই। বৃটিশ শ্রমিক দল ভারতের জন্য যে দুঃখবোধ করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহারা অবশ্যই আমাদের কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে এখন আমাদের শপথ রাখিতে হইবে যে, সহানুভূতি প্রকাশ করা এক কথা, আর হাতে ক্ষমতা আসিলে সে প্রস্তাব কার্য্য-করী করিয়া তোলা আর এক জিনিষ। এই সুযোগ সুবিধা সুযোগে লক্ষ্য আন্তরিক হইলে বৃটিশ শ্রমিক দল চার্চিলের মত সাম্রাজ্য-বাদীর নিকট হইতেও ভারতের জন্য বহু সুবিধা আদায় করিয়া লইতে পারিতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের ভারত-প্রীতি অধিকাংশ সময়েই মৌখিক হওয়াতে আজও ভারতের পক্ষে আশাপ্রদ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। মিঃ লোহেডেনের মত যে দশ শ্রমিক সভ্য বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতের জন্য সহানু-ভূতি প্রকাশ করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃত-জ্ঞতা স্বীকার করিতে আমাদের বাধা নাই; কিন্তু শ্রমিক দলের প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারত সম্বন্ধে ঐতিহাসিকতার অভাব যাবৎ এমনি প্রকট হইয়াছে যে, আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে বাস্তব কিছু আশা করিবার সাহস প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছি। এই দলের অন্যতম নায়ক মিঃ সিডনেল ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষা অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তার উপর যেভাবে জোর দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দিক হইতে সমস্যা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টাই পরিস্ফুট হইয়াছে। অনেকের আশা তিনি যুদ্ধের পরে প্রধান মন্ত্রী হইবেন। এই আশা, সত্য হইলে অতীতের মত ভবিষ্যতেও ভারতের অদৃষ্টে সম্ভবতঃ আশার বাণীই ফুটিবে—স্বাধীনতা লাভের পথে কার্য্য-করী কোন সাহায্য লাভ সেদিনও সম্ভব হইবে না।

দেশের সম্পদ আনতে হলে চাই—ব্যাঙ্কিং-এর প্রসার
আপনার ও জাতির সেবায়—

দি কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—২৯, ষ্টাণ্ড রোড :: কলিকাতা
চেয়ারম্যান—ডাঃ জে সি চক্রবর্তী,
প্রতিষ্ঠাতা—নিউ ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ :—কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, বরাহনগর, চন্দননগরিয়া, পাইকা, রাণাঘাট, আরা, বোগাদাগঞ্জ, [illegible] ও ঢাকা

আধুনিক সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বিমলভূষণ রায় চৌধুরী
ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার

বিমল রায় চৌধুরী
এসোসিয়েট ডিরেক্টর

(বাকী কথা—৯৮১ পৃষ্ঠার পর)

বিভূতি ভারত সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, পূর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে যে বিভূতি প্রকাশিত হইয়াছিল বর্তমান বিভূতিতে তাহার কিছু কিছু রদবদল হইয়াছে। ভারত সরকার নাকি উক্ত বিভূতি বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের মতামত জানিবার জন্য পেশ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী শরৎকালীন অধিবেশনে উহা উপস্থিত করা হইবে এবং একটী সিলেক্ট কমিটীর হাতে উহার বিবেচনা-ভার দেওয়া হইবে। অনেকেরই ধারণা যে আগামী বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনের পূর্বে কিনীী পরিবর্তন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

বর্তমান যুদ্ধের অবসানে ভারতীয় কৃষিজাত কি ভাবে উন্নতি করা যায় তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার জেনারেল হাইনের উপর ভার দিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে জেনারেল হাইন সম্প্রতি তাঁহার প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, উপযুক্তরূপ চেষ্টা হইলে ভারতবর্ষে চাউলের উৎপাদন প্রতি একরে বর্তমানের ৮১৯ পাউণ্ড হইতে অনায়াসে ১০০০ পাউণ্ড, এমনকি বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ, গমের উৎপাদন প্রতি একরে ৬৪০ পাউণ্ড হইতে ১২৮০ পাউণ্ড, তুলার উৎপাদন প্রতি একরে ১৫ টন হইতে ৩০ টন, এমনকি ৫০ টনে পরিণত করা যায়। তুলা সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, বর্তমানের তুলনায় অনেক কম জমি চাষ করিয়াও বর্তমানের সমপরিমাণ তুলা উৎপাদন করা সম্ভবপর। তাঁহার মতে সোল আলুর উৎপাদনও প্রতি একরে বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ করা যাইতে পারে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। তুলনায় কম উৎপাদনের (যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে এবং উন্নততর শ্রেণীর গো-পালন দ্বারা দেশে দুধের যোগান বর্তমানের তুলনায় শতকরা ৭৫ ভাগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে বলিয়াও তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশে যে ১ লক্ষ বর্গমাইল জমি চাষবাসের অনুপযুক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে তাহাতে বৃক্ষ রোপণ করিলে দেশের বৃষ্টিপাতের আশানী কাঠের এবং অন্যান্য প্রয়োজনের সরঞ্জাম সংগৃহীত হইতে পারে, উহাও তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত।

জেনারেল হাইনের এই সব আজগুবির মধ্যে কোন নূতনত্ব নাই। উপযুক্তরূপ চেষ্টা হইলে এদেশে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন উপরোক্ত হার অপেক্ষা বেশী হারে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। অবশ্য দেশে উহার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কিন্তু চেষ্টা করে কে? বর্তমানে দেশে যে শ্রেণীর অকর্মণ্যতা ও বুদ্ধিহীন গতানুগতিকতা বিরাজ করিতেছে তাহার দ্বারা দেশের সত্যিকার কিছুমাত্র কোন কাজ হইতে পারে বলিয়া বেশীদূর বিশ্বাস করে না। অন্যান্য বহু বিশেষজ্ঞের মত জেনারেল হাইনের রিপোর্টও যে গবর্নমেণ্টের ফাইলপত্রের নিম্নতম কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্বাণ লাভ করিবে তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

বোম্বাইয়ের বণিক সভা ইণ্ডিয়া ম্যানুফেকচারিং অরগেনাইজেশন কৃত্রিম রেশম শিল্পের একটী পুস্তিকা (The Rayon Industry—Possibilities of its Establishment in India) প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় বলা হইয়াছে যে, ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন হইলে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের একটী কারখানা স্থাপন করা যায়। তবে এই ধরণের ছোট কারখানার সঙ্গে পৃথিবীর বৃহত্তর কারখানাগুলির তুলনামূলক আলোচনা করা কঠিন হইতে পারে মনে করিয়া পুস্তিকার প্রকাশকগণ ১ কোটী টাকা মূলধন লইয়া কারখানা স্থাপন করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা উক্ত ১ কোটী টাকার মধ্যে কারখানার দালানীয় নির্মাণে ৫ লক্ষ টাকা, যন্ত্রপাতির জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা, আসবাবী-শুদ্ধ বাবদ ৫৫ লক্ষ টাকা, যন্ত্রপাতি বসাইবার বাবদ ২ লক্ষ টাকা, বাজারী, অফিসিন ইত্যাদি বাবদ ১৫ লক্ষ টাকা, আকস্মিক ও বিবিধ ব্যয় বাবদ ৫ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরী মূলধন বাবদ ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরাদ্য করিয়াছেন। এই কারখানাতে বৎসরে ২৩ লক্ষ টাকা লাভ হইবে বলিয়া পুস্তিকা-প্রকাশকগণ মনে করেন। বাঙ্গলার অধিক পরিমাণে কৃত্রিম রেশম বিক্রয় হয় এবং এই রেশমে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য উহাদের সরঞ্জাম বিক্রয় পুস্তিকা-প্রকাশকগণ বাঙ্গলা দেশকেও এই বৎসের কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন।

বাঙ্গলার শিল্পোদ্যমীয়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টি আমরা এই পুস্তিকার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিতেছি। ভারতবর্ষে যুদ্ধের পূর্বে প্রতি বৎসর প্রায় ২৫ কোটী টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশমের সূতা ও বস্ত্র আমদানী হইত। যুদ্ধের পরে এই আমদানী আরও বাড়িবে। বাঙ্গলাদেশেই যে উহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খাটতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় এই দিকের প্রতি বাঙ্গালীর মনোনিবেশ করা উচিত। ১০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গলায় ১ কোটী টাকার কারখানা স্থাপনের কথা বলিলে অনেকে আমাদিগকে বাতুল আখ্যায় অভিহিত করিতেন। কিন্তু বর্তমানে বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলির যে-ভাবে মূলধন কেন্দ্রীভূত হইতেছে তাহাতে এখনে একটী বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান বিনিয়া অনায়াসে এই ধরণের একটী কারখানা স্থাপন করিতে পারেন। এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের কোন কারখানা স্থাপিত হয় নাই। তবে যুদ্ধোত্তরকালে অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণ এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না।

S. SIRKAR & CO.
Manufacturing Jewellers
125. BOWBAZAR STREET

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস :—১৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন ক্যাল : ৪৪৭০, ৪৪৪৪
সেক্টর :—ফিক্স ডাইরেক্টর ও মফঃস্বলের অন্য ব্রিপুরা।
কলিকাতা শাখা :—কলুটোলা, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, পার্ক সার্কাস, শ্যামবাজার।
অন্যান্য শাখা :—হুগলী, চুঁচুড়া, ডায়মণ্ডহারবার, ডিব্রুগড় (আসাম) ঢাকা (বেবীবাজার এবং নবাবপুর), বর্ধমান, ময়মনসিংহ, শিলচর।
অন্য ব্যাঙ্কগুলোর মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজের ব্যাঙ্কিংসেবা (কলিকাতা)
শাখার জন্য উদ্যোগ করিয়াছেন।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—আবদুল্লাহিল আজেম, এম. এল. এ (বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের প্রাক্তন মন্ত্রী)।

(তৃতীয় বিল-পাসিনা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—
১৯২ পৃষ্ঠার পর)

নির্দেশ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে আমাদের মনোযোগী হইবেন বলিয়া আশা করি।

এমেলের মতলব অঞ্চলে যে সব ছোটখাটো ব্যাঙ্ক ও মহাজনী-প্রতিষ্ঠান টাকা লেনদেনের কাজ করিতেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পর হইতে তাহাদিগকে ঐ ব্যাঙ্কের আওতায় আনিয়া উহাদিগকে সকল রকমে শক্তিশালী করিবার কথা উঠিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত যুক্ত থাকিয়া উহাদের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী যদি উহারা উহাদের কার্যধারা সংযত করিবার সুযোগ পায় তবে প্রাচীন যুগের ঐ সব ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রমান্বয়ে ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের সুযোগ হইতে পারে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঐ রকমের প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। মিঃ বানর্জি তাঁহার বক্তৃতায় অতীত ক্ষেত্রের সহিত সে বিষয়টির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কি ভাবে মফস্বল অঞ্চলের ছোটখাট ব্যাঙ্ক ও মহাজনী প্রতিষ্ঠানসমূহকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আওতায় আনা যায় তদ্বিষয়ে ঐ ব্যাঙ্ক কয়েক বৎসর পূর্বে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু উহাতে যে সব সর্ত করা হইয়াছিল তাহা অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই যথাযথ মানিয়া লওয়া সম্ভব হইতেছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছিলেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত যুক্ত হইয়া দেশে টাকা লেনদেনের কাজ চালাইতে হইলে সাধের শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুমিত প্রণালীতে হিসাব-নিকাশ রক্ষা করিতে হইবে, মূলধারী কারকারবার বন্ধ করিতে হইবে এবং অন্য কোন রকমের কারকারবার যাহাতে পৃথকভাবে রক্ষা করিতে হইবে। হিসাব-নিকাশ রক্ষা ও মূলধারী কারবার পরিহার করার নির্দেশ কোন দিক দিয়া অসঙ্গত নহে, শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহা যথাসময় মানিয়া লইতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু অসুবিধা দাঁড়াইয়াছে যাহাতে তাহা তাহাদের হিসাবনিকাশ অন্যান্য ব্যবসা পরিহার করিবার কথা লইয়া। শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অনেকে স্পষ্টভাবে জানাইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আওতায় আসিবার জন্য তাহারা তাহাদের ব্যাঙ্কি লাইসেন্স কাজকারবার পৃথক করিয়া দেখাইতে প্রস্তুত আছে। তবে সেজন্য অন্যান্য রকমের কাজকারবার অবিলম্বে তাহারা একেবারে পরিহার করিতে পারে না। এই রকমের দাবী অসঙ্গত নহে, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাহা, মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাহাতেই মফস্বল অঞ্চলের ছোটখাট ব্যাঙ্ক ও মহাজনী-প্রতিষ্ঠানসমূহকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আওতায় আনিবার প্রস্তাব এখন পর্যন্ত কার্যকরী হইতেছে না। মিঃ বানর্জি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এই শ্রেণীর মনোভাব সর্বথা আপত্তিকর বলিয়া মন্তব্য করেন এবং অবিলম্বে সৌজন্যমূলি পরিহার করিয়া দেশের কল্যাণের জন্য তাঁহাদিগকে সত্বর উপযোক্ত বিষয়ে একটা সুব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। মিঃ বানর্জির এই সমস্ত যুক্তিযুক্ত মন্তব্য ও নির্দেশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষে আমরা সর্বথা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

বিউগ্লোলাতে খাদ্য-অভাবের ঘর

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত 'বিউগ্লোলা ডেলি নিউজ' পত্রে প্রকাশ যে, তখন আমি এমন অনেক আত্মীয়-স্বজনের ঘর দেখে আসছি যেখানে দিন, সেইদিনই আছে। ঐ আমাদের খাদ্য হইতেছে—চা, আটা, মাখন, পনীর, দুধ, ডিম, ফলমূল এবং মাংস।

সেভিংসের হার হ্রাসের প্রশ্ন

১৯৪২ সে তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় মিঃ আবেদকর প্রশ্ন করা হয় যে, সরকারী কর্মচারীদের সেভিংসের হার বৃদ্ধির জন্য কোন সভায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাদের অনুরোধ জানান প্রয়োজন করার সুপারিশ করিয়াছেন কি না। ইহার উত্তরে মিঃ আমেরি জানান যে, তিনি এ বিষয়ে ভারত সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন।

ক্ষত চিকিৎসার নূতন ঔষধ

ঔষধ আবিষ্কার যুদ্ধ আরম্ভের পর হইতেই বিভিন্ন দেশবাসীদের নিকট হইতে একটী বৃহত্তর ঔষধ আসিয়াছে। আমরা যাহা প্রথম আলোচনা ঔষধ দেখাইতে বিলম্ব হইয়াছে, সেখানে 'সালফিনিল' নামক আমাদের ঔষধটী আসিয়াছে। অবশ্য পুঁজ জন্মানোর এই ঔষধ ভাল নয়; ইহার বীজাণু-মারক ক্ষমতার অভাবই নাই। ইহা প্রয়োগে আশু ফোড় হয় না। অতি মৃদু মানুষদের পক্ষে ইহা ভাল। মেথিলিন ব্লীউ ইহা মুসলমান ঔষধারী অতি সামান্য ঔষধ; কিন্তু সালফিনিলের মত উহা প্রচুর পরিমাণে ও সহজে প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

কেরোসিন ও কয়লা

কেরোসিন সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা এখনও না হওয়ায় বাংলাদেশে পরিষদ সমিতি অসামরিক সরবরাহ বিভাগের নিকট মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাইকারীভাবে মুনাফার মত কেরোসিনের অতিরিক্ত মূল্য-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। ফোক কয়লার সরবরাহের অভাব সমিতি ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে বলেন। সমিতি সরকারকে জানাইয়াছেন, পাম্পিং কিরোসিন তৈলের সমস্ত ভাগ যেন কৃষি সমস্ত ব্যবহার করেন না—তাঁহাদের মধ্যে ভাগে; এই সব তৈলের সমস্ত অভাবে তাঁহাদিগকে বিশেষ অগ্রাধিকার ভোগ করিতে হইতেছে। সমিতি বলেন, সরকারের তৈলের সমস্ত অনুযায়ীর ব্যবস্থা করা উচিত।

যুদ্ধপ্রচেষ্টার গুরু

'বিহার হেরাল্ড' পত্রে প্রকাশ, যুদ্ধপ্রচেষ্টে ৮৯ লক্ষ মণ কয়লা ও অন্যান্য উৎপাদকদের নিকট অতিরিক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

কলিকাতা ২২৩০ (৭ই মাইল)

আপনার জন্য আমরা কি কি করিতে পারি—

- যেকোনো হিসাব খোলা আমরা;
  কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়;
  দানপত্রাদি খালাস করা, আদায়ের ব্যবস্থা করা, ডাকাদি বেতরা এবং ঐরূপ কাজের ভারও গ্রহণ করা;
  ইনসিওর্ড, টেলিফোন, খাদ, ট্রাস্ট ইত্যাদির বিল প্রতিমাসে দেওয়া;
  যুদ্ধ-সম্পর্কিত ইত্যাদির (এজেন্সী এগুলি) ব্যবস্থাদান করা;
  মূল্যবান্ দ্রব্যাদি, অলঙ্কারাদি হিসাবে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা;
  অর্থ, দুর্ঘটনা, জীবন-বীমা ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া;
  বিদেশিকভাবে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা;
  ব্যবসা-বাণিজ্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ ও সৌজন্যমূলক দেওয়া;
- ৫৲ টাকা জমা দিয়াই সেভিং ব্যাঙ্কের হিসাব খোলা যায় (চেক টাকা উঠান যায়)।
- মাত্র ১০০৲ টাকা জমা দিয়াই চলতি হিসাব খোলা যায়।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড
১নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস
হেড অফিস :—৩৩নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যালকাটা কম্যার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
উপার্জন করা সহজ কিন্তু সঞ্চয় করা কঠিন
আপনি যদি নিয়মিত মাসিক ১০০ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা জমা রেখে, তবে আমরা আপনাকে ভাল রকম সুদের সঙ্গে সাহায্য করিতে পারি। আপনার এই জমা অর্থ নানান হইতেছে পর পর পাঁচ বছর পরে আপনার এই পাঁচ বছরের পরিমাণ টাকার চেয়ে এক হাজার টাকা বেশি পাবেন।
সঞ্চয়ের ভার আমাদের। সেই আনন্দ পরিমাণ মূলধনে আপনাকে আমরা সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।
অধিক অর্থই প্রকৃত অধিক অর্থ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।—এই কথা।

৫০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান

অক্ষয় কুমার লাহা

১৯৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক

অফ এশিয়া লিঃ

হেড অফিস—১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ৪৮৯৭

পৃষ্ঠপোষক—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শাখাসমূহ

বাগীহাট, (কলিকাতা), ঢাকা, মিরকাদিম, লৌহজঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ, গোপালদি (ডাক), নলছড়িয়া, বাগেরহাট (খুলনা), খুলনাসহর (ষ্ট্রীট), শিলং, (আসাম), চট্টগ্রাম (বন্দর) ও ডেলো (দার্জিলিং)।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কাজকারবার করা হয়।

রঙীন কল্পনা

আজিকার এই উন্নত বিজ্ঞানের যুগে বিদেশ হ'তে আমাদের অনেকেই এমন কোনো স্থায়ীর চরমার আশা দুরাশা, কাল একটিও কিনে দেখলে খুব আমাদের পোষাই আসেনি।

কিন্তু আমাদের যে সব সৈনিক আজও হ'য়ে পড়ে আছে, যারা শত্রুর হাতে বন্দী হ'য়ে নিদারুণ দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে, তারা কোন্ আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে?

তাছাড়াও এই সব লোকদের সর্বদাই যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকতে হয়তবিন না তারা নিজের নিজের বাড়ীতে আপনজনের কাছে ফিরে যেতে পারে।

এই সেবাকার্য্য চালাবার জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন আপনারা তার সাহায্যার্থে মুক্ত হস্তে দান করুন; সমুদ্রের পারে সৈনিকদের জন্য আমাদের সহস্র আমাকাপড়, আহার্য্য ও হাসপাতালের সরঞ্জাম পাঠিয়ে চলতেই হবে।

দয়া করে আপনার নিয়মিত সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠান:

আঞ্চলিক কোষাধ্যক্ষ, ভারতীয় রেডক্রশ,

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,

ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভারতীয় রেডক্রশ

বাংলার প্রতি আবেদন

আর্থিক জগতের নিয়মাবলী

(১) 'আর্থিক জগৎ' প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

(২) ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা, বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৯৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৪৷৷০ আনা। ছয় মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। কোন সংখ্যা না পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে, নতুবা আর পাওয়া যাইবে না।

(৩) গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই সপ্তাহ হইতে কাগজ পাঠান হয়।

(৪) নমুনা চাহিয়া পাঠাইলে তাহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

(৫) সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকাকড়ি এবং অন্য সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থার জন্য, 'আর্থিক জগৎ', ১২১৷১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

নিবেদক—
ব্যবস্থাপক,
আর্থিক জগৎ।

ফোন—কলিকাতা ৩৪৮২ ১২১৷১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আদর করেই কি কর্ত্তব্য শেষ হোল?

ছেলের শিক্ষা, মেয়ের বিবাহ, সংসারের অনটন, আপনার প্রিয়জনের ভবিষ্যতের সুখ ও শান্তি—এ সবের কি উপায় করেছেন? সুখের সংসার হঠাৎ দুঃখের হ'লে আজই তার ব্যবস্থা করুন। আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষই আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

ন্যাশন্যাল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

নং ক্যাসিল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল : ৫৭২৬ N.I.T.I

আমাদের তৈরী

রবারের ব্রাশ
হট ওয়াটার ব্যাগ
আইস ব্যাগ
এয়ার রিং ও কুশন
স্যাওয়া ডয়া বালিস
আসরী বস্তমা ও এপ্রন ইত্যাদি

আমাদের তৈরী

ডাক্‌ব্যাক্

ওয়াটারপ্রুফের মতই
অন্যের সর্বত্র সমাদৃত

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ
ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

ঠিক যেমনটি চান

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

লিলি বিস্কুট কোং কলিকাতা

শিশু ও রোগীর একাধারে পথ্য ও পানীয়।

সংবাদ আষাঢ়, কলিকাতা—আশ্বিন ১৩৫৮ হইতে শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

সপ্তম বর্ষ] Monday, 29th May, 1944 সোমবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ [৫ম সংখ্যা

আয় ও আয়ু

অর্থের আয়ু লইয়া কেহ কখনও মাথা ঘামায় নাই,—আয়ের অনিশ্চয়তা মানুষের চিন্তিত রাখে না, আয়ের পরিমাণ চিন্তাকর্ষীও নয়। তাহাই আয় ও আয়ু বাড়িলেই অধিকাংশের অর্থ সম্বন্ধে চিন্তা প্রায়শঃই কর্তব্যে; জীবন বীমা দ্বারা এই সমস্যা সমাধান যেমন সুবিধাজনক, তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের অভিজ্ঞ কর্মীরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। কোন অফিসে পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার উপযুক্ত বীমাসম্বন্ধে পরামর্শ পাইবেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস : কলিকাতা

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১-১, ক্লাইভ ঘাট, কলিকাতা।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ঘাট, কলিকাতা

অন্যান্য কলিকাতা অফিস—

মানীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, নোয়াপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরানবাজার, বেলী, ফুলতলা, বরদাখাদুর, তলসাইডিহি, বর্দ্ধমান, রিয়াসত, গৌরডাঙ্গা, পুর্বিয়া, পাটনা, মোজফর, আরা, রাঁচী, ভাগলপুর, জামসেদপুর।

লণ্ডন শাখা খোলা হইয়াছে।

কার্য্যকরী তহবিল—১,৫০,০০,০০০৲ এক কোটি টাকার উপর

এজেন্সী ভারতের সর্ব্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি পাল।

দি হিন্দুস্থান সল্ট ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা

হেড অফিস—৩১ আমহার্ষ্ট রো।

ফ্যাক্টরী—ডায়মণ্ডহার্বার, মুন্সরহাট।

শ্রীসুরেশ্বর ঘোষ

ম্যানেজিং এজেন্টস্,

মেসার্স—ঘোষ্লার্স এজেন্সী।

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী

আর্য্যস্থানে

বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরুভার লাঘব করুন।

হেড অফিস

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং

১৮, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

কলিকাতা।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ

এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৮৩ সাল

●

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ	৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ	১৩,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ	৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অতিরিক্তকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ দুর্দ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

হেড এজেন্টস্

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

১৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন কলি: ৪৯৮৮

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ, বেলেঘাটা, খুলনা।

পাটনা ব্রাঞ্চ :—সোনার রোড, বাঁকীপুর।

সুদের হার

কারেণ্ট—১% সেভিংস—২%

ফিক্সড ডিপোজিট—৩% হইতে ৪% পর্য্যন্ত

সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা ধার দেওয়া হয় ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দি সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন

কোং · লিঃ

ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্য্যে,

ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রণী।

ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কলিকাতা ম্যানেজার,

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা।

বাংলার বস্ত্র শিল্পের

অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ

ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল	২নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)	বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

টেলিগ্রাম "প্রবর্ত্তক" স্থাপিত—১৯২৯ ফোন: বি, বি ৪১৮

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

চেয়ারম্যান—শ্রীযতিলাল রায় (প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা)

হেড অফিস—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—চন্দননগর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও রাজসাহী।

চলতি ও সেভিংস হিসাবে সুদ যথাক্রমে ।৷০ আনা ও ২৷৷০ টাকা।

ক্যাশ সার্টিফিকেট—প্রতি ২১৷০, ৪০৲, ৮৩৲ ও ৮৩০৲ টাকায় তিন বৎসরে যথাক্রমে ২৫৲, ৫০৲, ১০০৲ ও ১০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।

স্থায়ী আমানত, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ওভারড্রাফ্ট ও লোন সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলেই জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সেয়ার ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়বিক্রয় করা হয়।

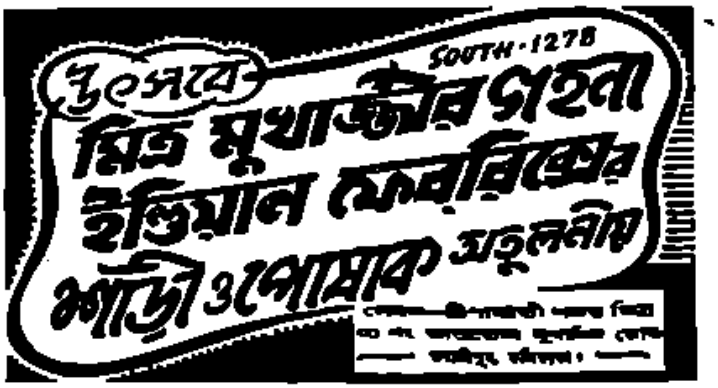

ফোন—কলিকাতা ৩৪৩৭ পূর্বাভাস—১২১ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

পঞ্চম বর্ষ | কলিকাতা, ১৯শে মে, সোমবার, ১৯৪৪ | ৫ম সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	২০৫—৫	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	২১০—১০
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	২০৬	পুস্তক পরিচয়	২১১
উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং ও তাহার তবিষ্যৎ	২০৭	কোম্পানী প্রসঙ্গ	২১১
ভারত চীনের ব্যাঙ্ক	২০৮	বাজারের রাজকাজ	২১২-১০

সাময়িক প্রসঙ্গ

আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির নূতন পরিকল্পনা

বৃটেন ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা সম্প্রতি যুক্তভাবে আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির যে নূতন পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন ইতিপূর্ব্বে আমরা তৎসম্পর্কে মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াছি। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের যে পরামর্শ সমিতি গঠিত হইয়াছে সম্প্রতি সেই সমিতির এক বৈঠকে এই পরিকল্পনা লিয়া আলোচনা হইয়াছে। ভারত সরকারের অস্থায়ী অর্থসচিব মিঃ সি ই জোন্স উহাতে এক বক্তৃতায় নূতন পরিকল্পনাটির বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সকল প্রকার অবান্তর ও অবাঞ্ছিত বিষয় বাদ দিয়া নূতন পরিকল্পনাটিকে যথাসম্ভব simple বা সরল করিয়া তোলা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময় ও লেনা-পাওনা সুনিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যে সব বিধি-নিষেধ একান্ত প্রয়োজন কেবল সেই সমস্ত প্রবর্ত্তন করার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। ফলে আন্তর্জাতিক লগ্নি (International investment) নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন দেশের বৃহৎকালীন উদ্বৃত্ত (war balances) বিষয় সম্পর্কে পূর্ব্বে যে সব বিধিব্যবস্থার কথা উঠিয়াছিল বর্ত্তমান পরিকল্পনা হইতে তাহা একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। মিঃ সি ই জোন্স বলিয়াছেন, বর্ত্তমান তীব্রতর যুদ্ধের বিভিন্ন দেশের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা হয় সেরূপ উহার উদ্যোক্তারা নানা বিষয়ে অনেকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহা বর্ত্তমান পরিকল্পনাটির দ্বিতীয় বিশেষত্ব বলা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বিভিন্ন দেশকে বাট্টার হার পরিবর্ত্তন সম্পর্কে শতকরা ১০ ভাগ পরিমাণে সুবিধা প্রদানের কথা, সংঘবদ্ধ জোটভুক্ত দেশ-সমূহের পক্ষে মেয়াদ তিনমাস মাত্র সতকরা ২৫ ভাগ স্বর্ণ দিয়া পরিশোধ করিবার কথা এবং বিভিন্ন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার কথা উল্লেখ করেন। মিঃ সি ই জোন্সের মতে আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির বর্ত্তমান তীব্রতর অবাস্তব বিশেষত্ব হইতেছে উহাতে যোগদান করার ও উহাকে ত্যাগ করিবার স্বাধীনতা।

অস্থায়ী অর্থসচিব মিঃ সি ই জোন্স আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির নূতন পরিকল্পনার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে গিয়া প্রকারান্তরে উহার প্রশংসা করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি যে ভাবে তীব্রতা বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে simplicity, elasticity and freedom-এর জন্য তিনি তীব্রতাকে সর্ব্বথা সুচিন্তিত বলিয়া মনে করেন বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির নূতন পরিকল্পনা পাঠ করিয়া উহাকে সেরূপ সুচিন্তিত বা প্রশংসার্হ বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। যে simplicity, elasticity and freedom মিঃ সি ই জোন্সের মতে তীব্রতার প্রধান বিশেষত্ব আমাদের মতে তাহাই হইতেছে উহার বড় অসুবিধা। প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক লগ্নি নিয়ন্ত্রণ ও বৃহৎকালীন লেনা-পাওনা মিটাইবার সুব্যবস্থা না করিয়া আন্তর্জাতিক লেন-দেন ও মুদ্রানীতির সমস্যা স্বাধীনভাবে সমাধান করিতে গেলে কোন আশা আমরা দেখিতে পাই না। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রা-নীতি ও বিনিময়-নীতি প্রভৃতি সম্পর্কে যে জাতিসঙ্ঘ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা সর্ব্বপ্রযত্নে করিয়া চলার কথা বলা হইতেছে তাহা যথার্থ কথা বলিয়া আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য কার্য্যতঃ কতদূর সাধিত হইবে সে বিষয়েও আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আর্থিক লাভালাভের মাত্রা সমান নহে, আর তাহারই সুযোগে অধিকতর শক্তিশালী দেশসমূহ ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে অন্যদের নানাভাবে প্রতারিত করিয়া থাকে। কাজেই এদিক দিয়া জাতিসঙ্ঘের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা প্রয়োজনমত খর্ব্ব করিয়া সকলকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণ-নীতির আওতায় না আনিতে পারিলে দুনিয়ার সকল জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথ প্রশস্ত করা

কঠিন। অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে উৎপাদিত অতিরিক্ত দুধের যাতে কোন অপচয় না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে কোন চেষ্টা করা হয় নাই। অথচ এই পরিস্থিতির প্রতিকার করা খুব কঠিন নয়, একটু বুদ্ধি খরচ করিলেই হয়।

খাদ্য-শিল্পের জন্য বোর্ড গঠনের প্রস্তাব

এদেশের প্রায়ই সুলভমূল্য শিল্পগুলির মধ্যে খাদ্য-শিল্প অন্যতম। সাধারণ লোকে এই শিল্প দ্বারা দেশে সাক্ষাৎভাবে এক কোটী লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। দুঃখের বিষয় নানা দুর্ব্বিপাকে দেশ দাঁড়াইয়া এই শিল্প আজ অনেক পরিমাণে লোপ পাইয়া পরিণত হইয়াছে। দেশের খাদ্য পরিস্থিতিতে উৎসাহী দৃষ্টি পাইতেছে না। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার অভাব দিন দিন কঠিন হইয়া পড়িতেছে। অথচ দেশে এই সমস্ত শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছেই। ফলে গ্রামাঞ্চলে খাদ্য-শিল্পের কাজ পরিচালনা আজ বিপদ্ধ হইয়াই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটী সুপ্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের এই বিপর্যয় নানা দিক দিয়া দেশবাসীর পরিণতি ডাকিয়া আনিয়াছে। বহু লোক বেকার-দশায় উপনীত হইয়াছে। এই দুর্দিনে খাদ্য-শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাইয়া দেশে খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা বাড়িয়াছে। এই অবস্থা বেশিদিন চলিতে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে খাদ্য-শিল্পের দুর্দ্দশা দূরীকরণে সচেষ্ট হন নাই। বাস্তবিক পক্ষে, সম্প্রতি ঐ বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহারা খাদ্য-শিল্পের উন্নতিকল্পে একটী কেন্দ্রীয় খাদ্য-শিল্প বোর্ড (সিমিল ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ড) গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে কার্পাস তুলা প্রস্তুত হয় তাহার কি পরিমাণ দেশ প্রয়োজনের তুলনায় অধিক বা কম হইবে উক্ত বোর্ড তাহা স্থির করিবেন। তদ্ভিন্ন তাহারা যাহাতে রং, ঔষধ ও অন্যান্য উপকরণ সহজে ও যথোপযুক্ত পরিমাণে পায় সে বিষয়ে বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য উক্ত বোর্ড গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন। অধিকন্তু খাদ্য-শিল্পের উৎপন্ন বৃদ্ধি করে উঁহারা পরিকল্পনা চালাইবেন। এই বোর্ড গঠন সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের ও বণিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত আহ্বান করিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। ঐ মতামত পাওয়া গেলে খাদ্য-সচিব সভব বোর্ডটী গঠন করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

খাদ্য-শিল্প সম্পর্কে ভারত সরকারের এত অল্প দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট একটী তদন্ত কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন। বহু-পূর্ব্বে ঐ কমিটী তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিলেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সুপারিশ অনুযায়ী খাদ্য-শিল্পের সঙ্কট দূর করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে আজও সচেষ্ট হন নাই। এই বিষয়ে বহিরাগত কোন সংস্থাকে উঁহারা এ বিষয়ে সহায়তা করিবার এখন একটী বিশিষ্ট ভারত খাদ্য-শিল্প বোর্ড গঠন করিয়া তাহার মারফতে খাদ্য-শিল্পের উন্নতি বিধানের সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়।

দুগ্ধ-সমস্যা

কলিকাতার দুগ্ধ-সমস্যা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্ দেশের অধিবাসী ডাঃ এস ইউ আমেদ সম্প্রতি যে বিবৃতি বিতরণ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক বিশেষ আশঙ্কাজনক বলা চলে। মানুষের জীবন-ধারণের পক্ষে দুধ একটী অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য। শিশু ও রোগীদের পক্ষে উহা একটী মূল্য অবলম্বন। কিন্তু কলিকাতা সহরে এই জিনিষটীর অভাবই দেখা যাইতেছে। ডাঃ আমেদ তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, কলিকাতা সহরের লোকসংখ্যা যেরূপ অধিক তাহাতে এই সহরে লোকের পারীবারিক পুষ্টির জন্য অন্ততঃ প্রতিদিন ২০ হাজার মণ দুধের যোগান প্রয়োজন। কিন্তু এই সহরে সাধারণ সময়ে ৫।৬ হাজার মণের বেশী দুধের যোগান পাওয়া যায় না। এই দুধের অধিকাংশ বিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে আসে। বাকী অর্দ্ধেক সহরেই উৎপন্ন হয়। যে অল্প পরিমাণ দুধ পাওয়া যায় তাহা যদি খাঁটী হইত তবুও দুধের অভাব অনেকটা পরিপূরিত হইত। কিন্তু বর্তমানে সেদিক দিয়াও একটা বিশেষ গলদ হইয়াছে। ডাঃ আমেদ বলিয়াছেন, গত ১৯৪১-৪৩ সালে কলিকাতার সরবরাহকৃত দুধের ১১২ নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। তার অধিকাংশ নমুনায় ৩৫ ভাগ ফেটেই দুধ ভেজাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। এতে কম যোগান, তাহার উপর ভেজালের এই অত্যাচার। তাহেই দুধের মত একটী প্রধান খাদ্য সম্বন্ধে কলিকাতাবাসীর দুরবস্থা যে কিরূপ ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহা হইতে তাহা ভালরূপেই বুঝা যাইতেছে।

বর্তমান সমস্যার প্রতিকারের উপায় কি হইতে পারে ডাঃ আমেদ তাঁহার বিবৃতিতে তাহা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সহরে দুধের যোগান কম বলিয়া উহাতে ভেজালের পরিমাণ বেশী, উহার মূল্যও খুব চড়া। তাহেই দুধ-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে প্রথমে উহার যোগান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। মিউনিসিপ্যাল, মফঃস্বলীয়, সাধারণের ও মুরগিখামারে দুধ খুব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দামও সাধারণতঃ বেশ সস্তা। কলিকাতার দুধের সরবরাহ বাড়াইতে হইলে ঐ সব ক্ষেত্র হইতে মটর ট্রাকের ব্যবস্থা করিয়া প্রতিদিন উহা আমাইবার বন্দোবস্ত করা দরকার। উপযুক্ত ফার্মে সংরক্ষণ করিয়া এই দুধ ভেজাল করিতে হইবে। দুধের দুষ্প্রাপ্যতার দিনেও বর্তমানে উহা বহুল পরিমাণে বিক্রয়ের ব্যবস্থা ও আইনসঙ্গত প্রভৃতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাধারণে যাহাতে ব্যবহারের জন্য অধিক দুধ পাইতে পারে সেজন্য বিক্রয়ের ব্যবস্থার বিভিন্ন করা, অন্ততঃ অপরাহ্নে বিক্রয় করা, প্রয়োজন। দুধের যোগান বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ আমেদ দুধের ভেজাল দূর করা ও বণ্টন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি বলেন, দুধের ভেজাল পরীক্ষার জন্য উপযুক্তসংখ্যক বিশেষজ্ঞ নিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে একটী কেমিক্যাল স্থাপন করিতে হইবে। দুধ বিক্রয়ের জন্য সহরে একটী কেন্দ্রীয় বিক্রয়-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহা ছাড়া এই সমস্ত সমস্যার প্রকার দুধ সরবরাহের ব্যাপক ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হইবে। ডাঃ আমেদের এই সব নির্দ্দেশ আমরা খুব প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই মনে করি। দুধের অভাব ও দুর্মূল্যতার জন্য এই সহরের লোকেরা যে অপরিসীম দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে তাহার কথা স্মরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ঐ সব উপায় অবলম্বনে অবিলম্বে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

ভারতে রাসায়নিক সার প্রস্তুতের উদ্যোগ

ভারতে জমির উৎপাদিকা শক্তি অন্য বলিয়া অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে একর প্রতি ফসলের উৎপাদন কম। এই ফলপ্রদ ফসলের জন্য এদেশের কৃষি এদেশের লোকের পক্ষে কোন লাভজনক হইয়া দাঁড়াইতেছে না। প্রয়োজনীয় খাদ্য-ফসলের দিক দিয়া দেশকে অনেক পরিমাণে পরনির্ভরশীল থাকিতে হইতেছে। এদেশে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রধান প্রতিবন্ধক অনুর্বরতার অসুবিধা ও উপযুক্ত সারের অভাব। ওজনের উপযোগিতা বেশীমূল্যে জমিতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগের রীতি খুবই প্রচলিত, আর তাহাতে ফসলের ফলনও হয় বেশী। আমাদের দেশে এমোনিয়াম সালফেট প্রভৃতি রাসায়নিক সারের ব্যবহার এখনও মোটেই কিছু প্রচলন লাভ করে নাই। চা, কফি ও ইক্ষু প্রভৃতি উৎপাদনেই শুধু উহা কিছু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অথচ জমির উৎপাদন শক্তি বাড়াইয়া সাধারণভাবে কৃষি-ফসলের ফলন বৃদ্ধি করিতে হইলে ঐ শ্রেণীর সার ব্যাপকভাবে এদেশের জমিতে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা দরকার। এদেশের লোক ও এদেশের গবর্ণমেণ্ট কৃষি ও উন্নতি সম্পর্কে এপর্যন্ত কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নাই। যুদ্ধের সময়ে দেশে খাদ্যাভাব সমস্যা জটিল

হইয়া দেখা দেওয়ায় সর্বসম্মতে বিষয়টি পড়িয়া ঐ বিষয়ে সদস্যদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। সর্বসম্মতে যেসব বাস্তু-সমস্যা সৃষ্টির এক আন্দোলন সুরু করিতে দাবী হইয়াছেন। ফলে কমিটিকে ঢালাওভাবে নূতন প্রয়োজনের কথাও ব্যাপকভাবে আলোচনা করিতে হইয়াছে। তাহাতে বর্তমানে ঢালাওভাবে নূতন উৎপাদন শুরু সাধারণ, অথচ এই বিরাট যেসব উৎপাদন অপেক্ষা ১০ লক্ষ টন ঢালাওভাবে নূতন ব্যবস্থার করা প্রয়োজন। এই অবস্থায় এখনে ঢালাওভাবে নূতন প্রয়োজনের সুযোগ-সম্ভাবনা বিবেচনা করিবার জন্য ভারত সর্বসম্মতে কিছুকাল পূর্বে এক কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি এখনে কিলমুর হইতে ব্যাপকভাবে এমোনিয়াম সালফেট তৈয়ার করা সম্ভবপর বলিয়া মন্তব্য করেন। কমিটির সুপারিশ অনুসারে সর্বসম্মতে বর্তমানে ১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন ঢালাওভাবে নূতন উৎপাদনের উপযোগী কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা নির্দেশ দেওয়ার জন্য মুটন হইতে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ আনয়ন করা হইবে। ইঁহারা এই বৎসর মধ্যেই এখনে আসিয়া কারখানা স্থাপনের স্থান নির্বাচন করিবেন এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে সদস্যসচিব নির্দেশ দিবেন। কারখানার স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের দিক হইতে দাবীদাওয়া হইবে। কিন্তু কারখানা পরিচালনার জন্য প্রচুর জলের দরকার। সে হিসাবে বিহার ও বাঙ্গলার জলের প্রাচুর্য অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা দাবীই অগ্রগণ্য হইবে সন্দেহ নাই। সর্বসম্মতে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করিয়া দিয়া উৎপন্ন ঢালাওভাবে সার বণ্টন করা হইবে। ঐ সারের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদিগের মধ্যে প্রচার-কার্য চালানোর ব্যবস্থা হইবে। ঢালাওভাবে সার উৎপাদন ও প্রয়োগ সম্পর্কে সর্বসম্মতের এই উদ্যোগ আমরা প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। তবে সর্বসম্মতে উপরে হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া যে ভাবে ধীরে সুস্থে কর্মধারা পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করিতে চাহিতেছেন তাহাতে ১৯৫৩ সালের পূর্বে ঢালাওভাবে সার পাওয়ার সুবিধা হইবে না। কৃষি-উন্নতি ও বাস্তু-সমস্যা সমাধানের জন্য এ বিষয়ে আরও দ্রুত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন দরকার।

কাগজ-সঙ্কট

যুদ্ধের সময়ে বাহির হইতে কাগজের আমদানী বিলাত বন্ধ হইলেও এতদিন দেশে উহার উৎপাদন ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি দেশে উহার উৎপাদন কমিয়া আসিতে আরম্ভ করায় ঐ বিষয় নিয়া আবার নূতন সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৩৩-৪১ সালে ও ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৭ লক্ষ ৩৪ হাজার টনের ও ১৭ লক্ষ ৮২ হাজার টনের কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪২-৪৩ সালে উৎপাদিত কাগজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ১২ লক্ষ ২৬ হাজার টনের। বর্তমান বৎসরে এক লক্ষ টন কাগজ প্রস্তুত করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে উহার অন্তত ৩০ ভাগ অর্থাৎ তিন হাজার টন কাগজ প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে না এবং সর্বসম্মতে শীঘ্রই কাগজ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিবেন। কাগজ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকরী করিবার জন্য কলিকাতায় সদর অফিস স্থাপন করিয়া এতদ্ভুক্ত কাগজ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করা হইবে বলিয়াও জানা গিয়াছে। এক কথায় এই বৎসরে ভারতবর্ষে কাগজ-সঙ্কট আরও নিদারুণ হইয়া দাঁড়াইবে। বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী "মোট উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৭০ ভাগ সর্বসম্মতে এবং শতকরা ৩০ ভাগ জনসাধারণ পাইয়া থাকেন। এবার কাগজের যে ঘাটতি পড়িবে তাহা সর্বসম্মতে ও জনসাধারণের মধ্যে ঐ অনুপাতে বাঁটিয়া লইবার কথা হইয়াছে। তবে অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগ আশা করিতেছেন যে সরকারের ও জনসাধারণের অংশে যাহাতে সমানভাবে ঢালাইয়া দিয়া আরও ১৫ হাজার টন কাগজ তৈয়ার করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে। মোট উৎপন্ন কাগজের মাত্র ৩০ ভাগ জনসাধারণ পাইয়া থাকে, তাহার উপর যদি ঘাটতির ভাগও জনসাধারণের ঘাড়ে সমানভাবে ঢালাইয়া দিয়া আরও ১৫ হাজার টন কাগজ তৈয়ার করা হয় তাহা হইলে কাগজের বাজারে আগুন লাগিয়া যাইবে এবং ফোয়ারাজাতের প্রকাশ বিদ্যা জনসাধারণের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিকের পথ রুদ্ধ করা হইবে। ভারত সরকার ঘাটতি পূরণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১০ হাজার টন কাগজ আমদানী করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। জনসাধারণের জন্য ইতিমধ্যেই যে পরিমাণ কাগজ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা যথেষ্ট নহে, কাজেই সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ কাগজ হইতে আর কাগজ না তৈয়ারীর দাবি হইতে কাগজ আমদানী করাই সর্বসম্মতের কর্তব্য।

এ ছাড়া কাগজ ব্যবহার সঙ্কোচনের ব্যাপারে যদি কাগজ নিয়ন্ত্রণ শুরু হয় তাহা হইলে সরকার কোনই সমাধান হইবে না। প্রকাশ-প্রস্তুত করার অজুহাতে কাগজের কলগুলি (একমাত্র যে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি) অচল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর নির্দিষ্ট-ভোগী ক্রিকারাদেরা যেখানে যে কাগজ নির্দিষ্ট পাওয়ার কাগজের মত প্রস্তুত করার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ কাঁচা মিশ্রণ কলওয়ালাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কাগজ ও কাঁচা সমস্যার সমাধান করিয়া কাগজের উৎপাদন বাড়াইবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে নূতন নূতন কন্ট্রোলারী নিয়ন্ত্রণ ও আইন জারী করিয়া সমস্যা সমাধান করা যাইবে না। আমরা সেই বিষয়ে সর্বসম্মতের অধিকে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি।

বাঙ্গলায় 'রবিন' তৈয়ারের দিন

সম্প্রতি 'রিবিন' নাম রবিন প্রস্তুতকারী সমিতি' ভারত সরকারের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন, তাহা নানা কারণে খুবই প্রণিধানযোগ্য। ভারতে কলকারখানার প্রয়োজন মাল প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু ঐ কারখানা সমূহের যন্ত্রপাতি ও লাভলাভাদি এখনো প্রস্তুত হয় না। বিদেশ হইতে আসে। ভারতে বিদেশ হইতে ইহা আমদানি অত্যন্ত অসুবিধার। ভারতে যে কারখানায় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা যায় না এমন নহে, তবে সরকারের শিল্প সম্পর্কিত নীতিই এখন অনেকটা দায়ী।

যুদ্ধের পূর্বে বহু-বিদেশের নানা সমস্ত যন্ত্রপাতি ও লাভলাভাদির জন্য বণিক নির্ভর হইতে আমদানী হইত। গত তিন বৎসর যুদ্ধের দরুন আমদানীর অসুবিধা ঘটায় আলোচনের রবিন নির্মাণ করিবার অনেকটি কারখানা গড়িয়া উঠে। এই-গুলিতে প্রস্তুত রবিন বিলুপ্তাল আলোচনের সমস্ত পাট-কলের চাহিদা মিটাইতেছিল। মুদ্রাস্ফীতির দরুন চাহিদা-জোগানগুলির পক্ষে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে পাটকলগুলি পুরনো বিদেশী 'রবিন' আমদানী করিতে সুরু করিয়াছে। ফলে এখনকার রবিন কারখানা-গুলিতে প্রচুর মাল অবিক্রিত থাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রাদেশিক এজেন্সীগুলি এতদ্ভুক্ত প্যাসেল ডক-বোর্ডগুলি এবং রেলওয়ে ইন্ডিয়ান ডিপার্টমেন্ট যে ভাবে রবিনের মত বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে রবিন তৈয়ার করিয়া কোন লাভই থাকে না। শুধু তাহাই নহে, সরকার কিছেন ক্রমশঃ অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়া বাঙ্গলার সরকারের বিভাগের বিভিন্ন বা কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ছাড়া রবিনের সর্বপ্রকার ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। মজার কথা এই যে, এ পর্যন্ত বাঙ্গলার কোন 'রবিন' নির্মাতা লাইসেন্স সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সংগ্রহ করিতে পারিলেও তাঁহাদের পক্ষে বিদেশী প্রতিযোগিতায় রবিন নির্মাতাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ। তাহার ফল দেশীয় রবিন নির্মাতাদের খুব চড়া দর দিতে হয়। এ সম্পর্কে তাঁহারা ইতিপূর্বে প্রাদেশিক এসিস্ট্যান্ট এজেন্সীগুলি প্যাসেলের দৃষ্টির আলোচনা চালাইয়া বর্তমানে রব।

দেশীয় রবিন নির্মাতারা ভারত সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন, বিদেশ হইতে রবিন আমদানী কেন বন্ধ করা হয়। তাঁহাদের এই দাবী আমরা সর্বথা সঙ্গত ও সময়োচিত বলিয়াই মনে করি। দেশে কোন জিনিষ পাওয়ার সুবিধা হইলে দেশের টাকা বিদেশে পাঠাইয়া বাহির হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে যাওয়া অনুচিত। তাহা ছাড়া দেশের একটি নূতন শিল্প দেশের বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দাবী করিতেছে সেখানে তাহার দাবী উপেক্ষা করা সর্বসম্মতের পক্ষে খুবই অন্যায় হইবে। অধিকন্তু এই যুদ্ধের সময়ে রবিন আমদানীর ব্যাপারে জাহাজে স্থান সঙ্কুলানের সমস্যাও আছে। জাহাজের অভাবে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ দরকারমত বাহির হইতে আনয়ন করা যাইতেছে না; এতদিন রবিনের আমদানীও বন্ধ ছিল। কিন্তু বাঙ্গলার এই শিল্প গড়িয়া উঠিতে দেখিয়া কতিপয় ব্যক্তি রাতারাতি ধনপতি হইয়াছেন। অনেক সরকারী ডিপার্টমেন্ট আমদানী সম্ভবপর না হইলেও বাঙ্গলার রবিন-শিল্প ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহারা কতিপয় রবিন আমদানীর জন্য তাঁহাদের স্থান সঙ্কুলান করিয়াছেন। অবিলম্বে এই আমদানী বন্ধ করিয়া তাহার সর্বসম্মতের পক্ষে দেশীয় শিল্পের বিরুদ্ধে কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা উচিত।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ব্রিটিশরা এখনও ব্রিটেনের-অভিমুখে উড়োজাহাজে আক্রমণ সুরু করে নাই। উহার পক্ষের প্রচুর আয়োজনেরই মূলে মূলে সংবাদ আসিতেছে। প্যারিস রেডিওর সামরিক টীকাকার বলেন, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সংগৃহীত খবরে মনে হয় যে জেনারেল আইসেনহাওয়ারের অধীন ইংলণ্ডে ৪০ ডিভিসন বাহিনী এবং ৮০ হাজার প্যারাসুটে সৈন্য অবতরণের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন। ব্রিটিশের মার্শাল চার্চিল এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য বিপুল হইয়াছেন। তিনি: তুলোনীয় উপকূল রক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ইউরোপীয় অভিযানের পূর্বসূচনা হিসাবে ইতালীতে যে নূতন আক্রমণ ব্রিটিশরা সুরু করিয়াছেন, তাহা অনেকটা সফল হইয়াছে। প্রয়োজনীয় উপকূলে অবতরণকারী মার্কিন সৈন্যরা মূল ব্রিটিশবাহিনীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে; রিমিনীর ব্যূহ ভেদ করা হইয়াছে। সেতু দখল করা হইয়াছে। এখন রোম দখল করা সহজ হইতে পারে। জার্মানরা অন্য স্থানের হইতে নূতন সৈন্য আনাইয়া এখনও প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ করিতেছে। ভলটার্ণ দখলের ছোট-খাট আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ মাত্র চলিয়াছে; অন্য কোনো সংবাদ নাই।

ইউরোপে দ্বিতীয় আক্রমণ চলিবার সময় এখনও মহাযাযাবেও কি সুরু করিয়া উঠিবে? ঐ সময় ব্রিটিশরা জার্মানদের যে ভড়াইয়া লইবার অবকাশ দিবে না তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি সুলাবাহার উপর যে আক্রমণ হয় তাহা দেখিয়া এশিয়াস্থত ব্রিটিশ-সৈন্যের নৌ ও বিমান বহরের কর্মতৎপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। জেনারেল উইনগেটের চীনা-মার্কিন বাহিনী উহার ব্রহ্মের প্রবাস নগর মিচিনার বিমান-ক্ষেত্র দখল করিয়া নগরের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। এই নগর দখল হইলে বর্মা-চীন সুরু করার প্রথম পর্ব শেষ হইবে। ইউনান হইতে যে চীনা বাহিনী সম্প্রতীম রণী অভিমুখে করিয়া ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছে উহা তাহার হইতে অভিযানকারী চীনা-মার্কিন বাহিনীর সহিত একযোগ যোগস্থাপন করিতে পারিলে পুরাতন ব্রহ্ম-পথ পুনরুদ্ধার চীনে মুদ্রোপকরণ পাঠাইবার জন্য সুরু হইয়া যাইবে। জেনারেল চেনল্ট-এর বিমান প্রতি-আক্রমণ সুরু করিয়াছে। সামরিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ হোয়াং নদীর এখনও জাপানীরা দখল করিতে পারে নাই। মণিপুর রণাঙ্গনের সংবাদে বোঝা যায়, জাপানীরা ইরা আলিবার পূর্বেই প্রাণপণ করিয়া ইম্ফল দখল করিয়া লইতে চায়। কোহিমা অভিযান ব্যর্থ হইলেও জাপানীরা ইম্ফল অঞ্চলে আরও সৈন্যবল আমাইয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতেছে। এই সব আক্রমণ এ পর্যন্ত ব্যর্থই হইতেছে। ইরা এবার আসিয়া গিয়াছে, তাল করিয়া ইরা বাহিলে মণিপুর অঞ্চলের যুদ্ধের ছোঁ করিয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়।

ভারতের বড়লাট আমাদের রাজনৈতিক গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। ভারতরক্ষা হইতে মিঃ জিন্নার লিখিত পত্রাবলির প্রত্যুত্তর লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু লীগ নেতাদের সহিত আলোচনার পর তিনি মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে তাঁহার কোন উপযুক্ত প্রতিশ্রুতি মিলিল না। লীগের মুখপত্র 'ডন' পত্রিকা এই পত্রাবলির প্রতি ছত্রে পরিপূর্ণ গান্ধীজীর সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের আকুল আগ্রহ মুসলিম স্বার্থসিদ্ধির মিথ্যা অজুহাতে উপেক্ষা করিয়াছে। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে কারা-মুক্তির পূর্বে মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে মহাত্মাজীই তৃতীয়বার মিঃ জিন্নার সহিত বাক্তিগত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, কিন্তু লীগ নেতাদের অহেতুক ও অযৌক্তিক জিদের ফলে কোনবারই তাঁহার আসল উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। বারবার এইভাবে ব্যর্থতায় বিদ্ধ হইয়াও গান্ধীজীর পক্ষে মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা হইতে তাঁহার সর্বজনবিদিত মহানুভবতার পরিচায়ক, কিন্তু মুসলিম লীগ যে এইভাবে তাঁহাকে পুনঃপুনঃ ব্যর্থকাম করিয়া ভারতের জাতীয়তাবাদী মুসলমান সমাজের আশা ধ্বংসাইতে বসিয়াছেন, ইহা কি প্রতিশ্রুতি হিসাবে তাঁহাদের পক্ষে ক্ষতির কথা নহে? শুনা যাইতেছে, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু মিঃ জিন্নাকে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজী করিবার জন্য কাশ্মীর গিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মার আহ্বানে যাঁহারা সাড়া দিলেন না, তাঁহাকে যুক্তি দিয়া স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু যে রাজী করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা আজ খুবই কঠিন। তবু এই মহতী প্রচেষ্টার পরিণতি দেখিবার জন্য সারাদেশ আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিবে।

গান্ধীজীর মুক্তিতে লিবারেল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিটার জেলার হইতে সুরু করিয়া পৃথিবীর অনেক রাজনীতিবিদই আশা করিয়াছিলেন, হয়তো এইবার ভারতের অচল অবস্থা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতবর্ষেও ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনার শেষ ছিল না। কিন্তু বৃটিশ পার্লামেণ্টের মিঃ উইলিয়াম ডবি প্রমুখ ১১ এমারজন সদস্য গান্ধীজীর মুক্তির পরে অন্তরীণ ভারতীয় নেতাদের তাড়াতাড়ি আনা করিয়া মিঃ আমেরির কাছে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার উত্তরে ভারত-সচিব প্রদত্ত বিবৃতি পাঠে এ সম্বন্ধে সকল আশা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। মিঃ আমেরির মতে ভারতের এখনও আসন্ন প্রস্তাব ব্রিটিশরা না লওয়ার কারণের সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের নীতি আগাগোড়াই রহিয়াছে এবং নিজের বাক্যের অনুরোধে গান্ধীজীর এই মুক্তির সহিত অন্তরীণ বা বন্দীর ভারতবাসীদের মুক্তির কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। বলা বাহুল্য, মহাত্মাজী বৃটিশ শাসকসম্প্রদায়ের এই মনোভাব আগেই অনুমান করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহার মুক্তি উপলক্ষে সুদূর সৌধ পরিষদে দেশবাসীকে তিনি নিরস্ত করিয়াছেন। পরাধীন ভারতবর্ষেই তিনি বন্দিশালা মনে করেন, রোগমুক্তির পর পুনরায় কারাগারে ফিরিয়া যাইতে তাঁহার দ্বিরুক্তি না হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতের যে লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁহার মুক্তিতে ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতিরই মুখ্য, পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখিতেছিল, এই আশাভঙ্গের জন্য তাহারা অবশ্যই বেদনা অনুভব করিবে। ওয়ার্ধাতে মুক্তিনিবাসের উপর আমাদের মধ্যে ভরসা আছে, আমরা এখনও আশা করি ভারত-সচিবের অনুমানশিতার যুক্তি বহনে বিশ্বের বাসনাকালকে কলঙ্কিত করিবার ব্যবস্থা না করিয়া লর্ড ওয়াভেল গান্ধীজীর মুক্তির পরে যে ঘনাই হিসাবে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে অবিলম্বে উদ্যোগী হইবেন।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র নিউজ ক্রনিকেলের কর্তৃপক্ষ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে মহাত্মাজীর অভিমত জানিতে চাহিয়া গান্ধীজীর সেক্রেটারী মিঃ পিয়ারীলালের নিকট তার করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার বিবৃতির কোন অংশ বাদ যাইবে না, ভারত সরকারের নিকট হইতে এই অর্থে প্রতিশ্রুতি পাইলে মহাত্মাজী নিউজ ক্রনিকেলের অনুরোধ রক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ভারত-সরকার গান্ধীজীকে এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। দুঃখের সঙ্গে বলা যায় যে, যাহাতে গোপনীয় সংবাদ জানিতে না পারে এরূপ সেন্সার ব্যবস্থার কড়াকড়ির প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু মহাত্মাজীর এই বিবৃতি ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার সমাধানে কতখানি সাহায্য করিতে পারিত তাহা বিবেচনা করা ভারত-সরকারের অবশ্যই উচিত ছিল। গান্ধীজীর মত মহাত্মাজনের সততায় উপর বিশ্বাস করিয়া গভর্নমেণ্ট যদি প্রতিশ্রুতি দিতেন, আমাদের মনে হয়, তাহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতিই হইত না।

ঢাকার সম্প্রতি হিন্দু-মুসলমানে যে দাঙ্গা সুরু হইয়াছে, তাহা নিবারণকল্পে গভর্নমেণ্ট উপযুক্ত অফলগুলিতে পাইকারী জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকারী মুখপাত্রের আশঙ্কার যে বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সাম্প্রদায়েশে সৃষ্টীভূত হইয়া উঠিয়াছে, আজ আসন্নবাধ্যবাধ্যের গলদ দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া পাইকারী জরিমানা আদায় করিলেই সেই সমস্যার সমাধান হইবে না। পাইকারী জরিমানা যাঁহারা দিবেন, তাঁহারা

(২০০ পৃষ্ঠার পর)

উদ্বৃত্ত স্টার্লিং ও তাহার ভবিষ্যৎ

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত সরকারের মারফতে এদেশ হইতে বিস্তর পরিমাণ সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতেছেন এবং তাহারিনে ভারতবর্ষকে শুধু ষ্টার্লিং প্রদান করিতেছেন। ঐ ষ্টার্লিং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে এদেশের ব্যাঙ্কে জমা হইতেছে। ইংলণ্ডের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ কিংবা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আমদানী না করিয়া ভারতীয় মাল-পত্রের মূল্য হিসাবে ক্রমাগত ষ্টার্লিং গ্রহণ করিবার এই রীতি এদেশবাসীর নিকট অভিনব বলিয়াই মনে হইতেছে। এমনও আশঙ্কা উঠিয়াছে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্রমাগত অনুরোধ জানাইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে অনুরোধ সম্পর্কে কর্ণপাত করিতেছেন না। ভারতীয় মালপত্রের বিনিময়ে বৃটেনের নিকট হইতে যে ষ্টার্লিং পাওনা দাঁড়াইতেছে এদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক বুঝিয়া তাহার সমস্তই যদি পরিপূরণ সরবরাহ করা হইত তবে হয়ত এ সম্পর্কে লোকের বিশেষ ক্ষোভের কারণ দাঁড়াইত না। কিন্তু উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং এদেশবাসীর আর্থিক সম্পদ হইলেও তাহা বিনিয়োগ সম্পর্কে এদেশের জনসাধারণের দাবীদাওয়ার কোন মূল্য নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং দ্বারা প্রথম কয় বৎসর ভারতের বিদেশী ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়ার একটা কার্য্যনীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। উহার ফলে ইংলণ্ডের পাওনা হিসাবে গৃহীত ভারতের ঋণ প্রায় সমস্তই পরিশোধিত হইয়াছে। জনসাধারণ দাবী করিয়াছিল—এইভাবে বিদেশী ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়ার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে বিপুল পরিমাণ ষ্টার্লিং অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহার কতকাংশ দ্বারা ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ও শিল্প-ব্যবসায়ে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন কিনিয়া নেওয়া হউক। এদেশের পোর্টব্লায়ার, মিউনিসি-প্যালিটি, ট্রাম কোম্পানী ও বৈদ্যুতিক প্রতি-ষ্ঠান প্রভৃতিতে বৃটিশ বণিকেরা প্রচুর অর্থ লাভন করিয়া রাখিয়াছেন। সেই মূলধনের উপর মোট সুদ ও মুনাফার বাবদ প্রতি বৎসর বিস্তর টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংয়ের কতকাংশ নিয়োগ করিয়া যদি এইসব বিদেশী মূলধন কিনিয়া নেওয়ার ব্যবস্থা করিতেন তবে একটা কাজের মত কাজ হইত। এই রীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে স্বল্পকালের মধ্যে ইহা দ্বারা ইনফ্লেশন সমস্যারও কতকটা প্রতিকার সম্ভবপর হইত। বৃটেনের লোকেরা ভারতীয় মালপত্রের বিনিময়ে যখন বর্তমানে এদেশকে উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ বা মালপত্র যোগাইতে সমর্থ নহে তখন ভারতের এদেশস্থ সম্পত্তি কিনাইয়া নিয়া সেই পাওনা পরিশোধ করার প্রস্তাব কিছুমাত্র অযৌক্তিক নহে। তা ও ইহারা আইন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বেই এই-ভাবে বৃটেনের লোকদিগকে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রস্থিত সম্পত্তি কার্য্যতঃ দেওয়াইতেও হইয়াছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাওনা মিটাইতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে যে নীতি মানিয়া লইতে হইয়াছিল ভারতের ক্ষেত্রে সেরূপ নীতি কাঁধারা মানিয়া লইতে বাধ্য হয়েন। অধিকন্তু ভারতের কাঁধারাদের আলো-চ্যমান গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কার্য্যনীতি অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডকে বিপর্য্যস্ত অবস্থায় ফেলিতে চান না। এদেশে বিনিময়ের দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য করিয়া এই যুদ্ধের সময়ে তাঁহারা ষ্টার্লিং এক্সচেঞ্জের বিনিময়ে বিপুল পরিমাণে তাহা বৃটিশ গবর্ণ-মেণ্টকে সরবরাহ করিতেছেন। বৃটেনকে সাহায্য করিবার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহারা ঐ পাওনা আদায় করিবার সম্বন্ধে সম্পর্কে পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন হিসাবনিকাশ করিতেছেন না। যুদ্ধের পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং নিয়োগ করিয়া এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য ইংলণ্ড হইতে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম আনা হইবে বলিয়া। আশা দেওয়া হইতেছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধের পরে কতদিন অথবা ইংলণ্ড এইভাবে যে ভারতের পাওনা পরি-শোধ করিতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা কিছুই দেখা যাইতেছে না। পক্ষ বৎসরান্তের পর ইংলণ্ডের নিকট ভারতের পাওনা প্রায় সমস্তই মজুত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধের পরে সেই শ্রেণীর কারসাজি অবলম্বন করিয়া এবারের বাবতীয় পাওনার যে সেভাবে মজুত করিয়া দেওয়া হইবে না তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তাহাই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এদেশবাসীর মনে আজ সত্যই একটা আশঙ্কার ভাব জাগ্রত হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে ভারতীয় অর্থ-নীতিবিদদের নিয়া যে একটী পরামর্শ সমিতি গঠন করা হইয়াছে সম্প্রতি ঐ সমিতির বৈঠকে এক বক্তৃতায় ভারত সরকারের মাল সরবরাহ সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়র সেই আশঙ্কার কথা নিয়াই আলোচনা করিয়াছেন। বক্তৃতায় খুব সতর্কতার সঙ্গে তিনি উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং সম্পর্কে এদেশবাসীর দুর্ভাবনা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের নিকট ভারতের পাওনা যেভাবে দাঁড়িয়েছে তাহাতে খুব সেরে উহা মোট ১ হাজার ষ্টার্লিংয়ে দাঁড়াইবার সম্ভাবনা আছে। এই ষ্টার্লিং পাওনা হইতে ভারতবর্ষ কতদিনে মুক্তি হইবে বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে তাহার মূল সত্য নাই। আমরা স্থির বিশ্বাসে বলিয়া রাখিতেছি যে, এই পাওনা ইংলণ্ড সময়ই পরিশোধ করিয়া দিবে। কেবল কি ভাবে উহা ইংলণ্ড আমাদিগকে পরিশোধ করিতে পারে এবং কি ভাবে উহা আদায় করা ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে তাহাই হইতেছে বর্তমানের একমাত্র বিবেচ্য বিষয়।"

যুদ্ধের পরে ভারতের পাওনা ইংলণ্ড সময়ই পরিশোধ করিয়া দিবে বলিয়া তাঁর রামস্বামী যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এদেশবাসীর আশঙ্কা দূর হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার গবর্ণমেণ্টের হইয়া তিনি ঐ ষ্টার্লিং মকুব করিয়া দেওয়া হইবে না বলিয়া কোন কথা বলেন নাই। যুদ্ধের পরে ঐ পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে ইংলণ্ডের প্রকৃত সঙ্গতি কতদূর দাঁড়াবে তাহার তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখান নাই। যুদ্ধকালীন দেনা মিটান সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন সিদ্ধান্তের কথাও তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। শুধু বাবদীয় পাওনা আদায় হইয়া আসিবে বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতায় স্থির বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া-ছেন। কিন্তু এই ভোলাই কথার উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এদেশবাসীর আশঙ্কা কি ভাবে দূর হইবে তাহা আমরা বুঝি না।

ষ্টার্লিং পাওনা আদায়ের একটী বিশিষ্ট পন্থা এদেশস্থ বৃটিশ মূলধন উহার বিনিময়ে মিটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং উপরে আমরা তাহা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সেই পন্থা বৃটিশ বণিকদের পক্ষে আপত্তিকর জানিয়া তাঁর রামস্বামী ভারত সরকারের পক্ষ হইতে সেই পন্থা অনুসরণের কোন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন নাই। যুদ্ধকালীন পাওনা আদায় করিবার কথা বলিতে গিয়া বৃটেনের পক্ষে যে ব্যবস্থা সব চেয়ে সুবিধাজনক হইবে বৃটিশ সরকারের দায়িত্বশীল রাজনীতিক হিসাবে তিনি তাঁহার বক্তৃতায় তাহা নিয়াই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের পরে ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্য কমাইয়া অন্যান্য দেশের সহিত তাহা বিশেষভাবে প্রসারিত করিবার কথা উঠিয়াছে। কিন্তু এই বৎসরের সরঞ্জাম ও মালপত্র অনুচিকীর্ষা যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের নিকট ভারতের যে পাওনা দাঁড়াইয়াছে তাহা যতদিন পর্য্যন্ত আদায় না হয় ততদিন পর্য্যন্ত এদেশবাসীর প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র অন্যান্য দেশ হইতে না কিনিয়া যথা-সম্ভব ইংলণ্ড হইতেই সংগ্রহ করা কর্তব্য। যদি এই রীতি অনুসৃত হয় তবে অল্পকাল মধ্যে বৎসর বৎসর ইংলণ্ডের পক্ষে তাহার

(২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চীনের ব্যাঙ্ক

শ্রীবিমলা দত্তরায়

ছোট বোট ব্যাঙ্ক বাদ দিলে চীনে চারিটী বড় ব্যাঙ্ক বর্ত্তমান—যাহারা বর্ত্তমানকালে মূল-ধন চীনের এক দেশের যাবতীয় প্রকারের কাজে সাহায্য করিয়া থাকে। এই চারিটী ব্যাঙ্কের নাম, যথাক্রমে ব্যাঙ্ক অব চায়না (Bank of China), ব্যাঙ্ক অব কম্যুনিকেশান্স (Bank of Communications), ফার্ম্মার্স ব্যাঙ্ক (Farmers Bank) এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব চায়না (Central Bank of China)। ইহারা চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি-শিল্প এবং অর্থ সংক্রান্ত নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া পোষ্টাফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক ইত্যাদির চীনদেশে আফিস কার্য্য করিয়া থাকে। ১৯০৭ সালের ১৩ই আগষ্ট চীনে-জাপানে লড়াই সুরু হয়। ১৯৩৮ সালে চীনের প্রধান আমী অর্থ ব্যাঙ্কার মিঃ কুং তৎকালীন অর্থ-সচিব ডাঃ এইচ এইচ কুংয়ের সভাপতিত্বে এক সভা করে। সেই সভায় ইঁহারা স্থির করেন যে, যুদ্ধের সময় ইঁহারা সমরোপকরণ প্রস্তুত করিতে দেশ-বাসীকে অর্থসাহায্য করিবেন। উক্ত অর্থ সাহায্যের পর যে অর্থ 'উদ্বৃত্ত' পড়িয়া থাকিবে তাহা প্রয়োজনে পল্লী-সংস্কারের জন্য ব্যয়িত হইবে। সোনা-রূপা, পশু এবং অন্যান্য বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া চলিবে। কো-অপারেটিভ ঋণ, বীজ, সার, সেচ-কার্য্য এবং কৃষি-যন্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য টাকা ধার দেওয়া হইবে। যে সমস্ত শিল্প ও ব্যবসা পল্লীর দিকে প্রসারিত ও স্থানান্তরিত হইতে চায়, তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে। সেভিংস্ ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী এত সহজ ও সরল করা হইবে যাহাতে সাধারণের মনে সঞ্চয়-বৃদ্ধি জাগিয়া উঠে।

১৯৩৯ সালে দেখা যায় যে, চীনের ব্যাঙ্ক-সমূহ অত্যন্তভাবে তাহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছে। সেই সময় তাহারা স্থির করে যে, ব্যাঙ্কসমূহ এখন হইতে শাখা-প্রশাখা ও এজেন্সী বিস্তার করিতে মনোনিবেশ করিবে। 'উদ্বৃত্ত' অংশ অর্থ সংগঠন-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। বিদেশে যে সব টাকা আছে তাহা-দিগকে দেশান্তরে আনিবার সুবিধা দেওয়া হইবে। উদ্বৃত্ত পশ্যাদি যাহাতে শত্রুদলে পড়িতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সরকারের কার্য্যের জন্য অর্থ-যোগান সহজ-সাধ্য আয়ত্তে করিতে হইবে। এই সালেই বড় বড় চীনা ব্যাঙ্কের একটী সম্মিলিত অফিস চুংকিং নগরে স্থাপিত হয়। ঐ অফিসের সভাপতি হইলেন সেনাপতি,—চিয়াং-কাই-শেক্। ১৯৪০ সাল হইতে চীনের বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি একযোগে দেশের ও দশের কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং চায়না শুধু সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক নামেই চীনে পরিচিত, ইহার জন্ম হয় ১৯২৪ সালে। তখন চীনের জাতীয় সরকার কুওমিন্‌তাং দলীয়দের ছিল। ১৯২৮ সালে যখন জাতীয় সরকার রাজধানী নিজের প্রাদেশে স্থাপন করে তখন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কও সেখানে স্থানান্তরিত হয় এবং ইহার কার্য্যাদি সুরু হয়। ইহার প্রথম মূলধন ছিল দুই কোটী ডলার। এই টাকাটা জাতীয় সরকার সর-কারী খাজানী-খানা হইতে দিয়া দেন। কিন্তু ইহার কাজ যখন অনন্তরূপে বাড়িয়া যায়, তখন ইহার মূলধন ১০ কোটী ডলারে বৃদ্ধি পায়। যদিও ইহার নাম সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, তথাপি ইহা সাধারণ ব্যাঙ্কের মত ব্যবসা ও বিনিময়ের অর্থ দাদন করিয়া থাকে। চীন দেশের ছোট বড় সহরে ইহার ৭৫টী শাখা ও বড় বড় বন্দরে ৩টী এজেন্সী বর্ত্তমান। এডিন্বরা, লণ্ডন, নিউইয়র্কে ইহার প্রতিনিধি আছে।

ব্যাঙ্ক অব চায়না চীনের বড় চারিটী ব্যাঙ্কের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। মাঞ্চুরাজ যুগ যখন চীনদেশে রাজত্ব করিত তখন মিং ব্যাঙ্ক (Tching Bank) নামে একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১২ সালে যখন চীনে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ঐ মিং ব্যাঙ্কের স্থানে ব্যাঙ্ক অব চায়নার জন্ম হয়। ইহাকেও সরকারী ব্যাঙ্ক বলা চলে। ইহার মূলধন দুই কোটী ডলার। ১৯২৭ সাল হইতে ইহা আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া ইহার মূলধন আরও ৫০ লক্ষ ডলার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৯৩৫ সালে ইহার মূলধন চার কোটী ডলারে বৃদ্ধি করা হয় এবং সরকার দুই কোটী ডলারের অংশ গচ্ছিত করেন। চীনদেশে ইহার ২০০ শাখা আছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য দেশেও ইহার এজেন্সী আছে।

ব্যাঙ্ক অব্ কম্যুনিকেশান্স মাঞ্চুরাজ বংশের কীর্ত্তি। ইহারও সৃষ্টি হয় ১৯০৭ সালে। প্রথমে ইহার মূলধন ছিল ৫০ লক্ষ ডলার, তাহারও ৪০ লক্ষ ডলার মাঞ্চুরাজ বংশ হইতে দেওয়া হয় এবং বাকী টাকাটা আসে সাধারণের নিকট হইতে। ইহার প্রধান কাজ রেলওয়ে, জাহাজ, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ ইত্যাদির জন্য আবশ্যকীয় পুঁজী যোগান দেওয়া। ১৯৩৫ সালে ইহার মূলধন দুই কোটী ডলারে বৃদ্ধি করা হয় এবং সরকার এক কোটী বিশ লক্ষ ডলার দাদন করেন। চীনদেশে ইহার প্রায় ১০০ শাখা আছে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় সহরে ইহার এজেন্সী আছে।

ফার্ম্মার্স্ ব্যাঙ্ক-এর জন্ম হয়-১৯৩৩ সালে। ইহার মূল্য কৃষি-সূচী ছিল ১৯৩৩-৩৪ শ্রেণীর কৃষকদিগকে সাহায্য করা এবং রক্ষা করা। ১৯৩৫ সালের পূর্ব্বে ইহার মূলধন ৫০ লক্ষ ডলারের উপরে উঠে নাই। ১৯৩৫ সালের পর হইতে সরকার ইহার অংশীদার হন এবং মূলধনও এক কোটী ডলার করা হয়। চীনের ছোট বড় সহরে ইহার প্রায় ৮০টী শাখা-প্রশাখা আছে।

১৯৪১ সালে শেষোক্ত তিনটী ব্যাঙ্কের মূলধন ছাই কোটী ডলারে স্থগিত হয়: ঐ সময় হইতে প্রথম চারিটী ব্যাঙ্ক তাহাদের খাস্তি কর্ম্মসূচী ছাড়াও অন্যান্য কাজ করিতে সুরু করে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক নোট সৃষ্টি করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং ব্যাঙ্কারদের ব্যাঙ্কে পরিণত হয়। ব্যাঙ্ক অব্ চায়নাকে শুধু আন্ত-র্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-বিনিময় লইয়া ব্যাপৃত রাখা হয়। এছাড়িয়ে যে সব ব্যবসায়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্ক হয়, সেই সব বাণিজ্যে অর্থ সাহায্য করাও ইহার কর্ম্মসূচীর মধ্যে ধরা হয়। ব্যাঙ্ক অব্ কম্যুনিকেশান্স চীনের শিল্পোন্নতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করে। ফার্ম্মার্স ব্যাঙ্ক শুধু কৃষি ও কৃষকদেরই অর্থ সাহায্য করে এবং পল্লীর উন্নতির জন্য অর্থ দাদন করিয়া থাকে।

১৯৩৭ সালে চীনে সাধারণ শ্রেণী ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২টী এবং সরকার-পরিচিত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭টী। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে দেখা যায় যে, চীনে ব্যাঙ্কের সংখ্যা প্রায় ৩০০টী দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে সরকার-পরিচিত বড় চারটী ব্যাঙ্ক যোগ অধিক অংশ হইতে দেশবাসীর ও জনসাধারণকে স্থানান্তরে যাইতে সাহায্য করিবার জন্য ২০ লক্ষ ডলার আলাদা করিয়া রাখে এবং আরও ১০ লক্ষ ডলার আলাদা করিয়া রাখে পল্লী-অঞ্চলে নূতন গৃহ এবং আস্তানাস্থান নির্ম্মাণের জন্য। এইভাবে বহু ঔদার্য্য করা হয় এবং বহু সম্পত্তি রক্ষা পায়। ফার্ম্মার্স ব্যাঙ্ক এইভাবে বহু কৃষককে টাকা ধার দিয়া নিরাপদ স্থানে গিয়া আস্তানা গড়িতে এবং কৃষির উন্নতি বিধান করিতে সাহায্য করে। এইভাবে যুদ্ধের সময়ে কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্কও যথেষ্ট উন্নতি দেখাইয়াছে এবং উহাদের নিকট হইতে নানাদিক দিয়া প্রচুর সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। চীনদেশে তিন প্রকার কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক দেখা যায়,—জাতীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয়। স্থানীয় কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্কগুলির সভ্য-সংখ্যা দশ হইতে তিন শত। যে সমস্ত কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্কের সভ্য-সংখ্যা ১৫ তাহারাই কো-অপারেটীভ সোসাইটীর সভ্য হইতে পারে। এই সমস্ত সোসাইটী কৃষককে ঋণ দান করিয়া থাকে।

(উদ্ধৃত টীকার ও তাহার অনুবাদ—২০৮ পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া পরিশোধ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। আর তাহা ভারতের পক্ষেও সুবিধার কথা হইবে। অর্থাৎ ন্যায় রামস্বামীর মতে যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডকে টীনি প্রতিরক্ষার বিনিময়ে মাল দিয়া পরে সেই পাওনা আদায়ের জন্য ইংলণ্ড হইতেই এদেশের প্রয়োজনীয় মাল আমদানী করিতে হইবে। স্বাধীনভাবে ব্যবস্থা করিয়া যে কোন দেশ হইতে মাল আমদানীর বদলে ইংলণ্ডের নিকট হইতে তাহাদের দাবী মত মূল্য দিয়া উহা সংগ্রহ করিতে হইবে। যেন যুদ্ধের সময়ে ঘুষ দেওয়া ও পরে ঘুষের সুবিধাভোগীকে তাহা আদায়ের চেষ্টা করা ভারতেরই স্বার্থ। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে আর্থিক ব্যাপারে যে কিরূপ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা দিয়াছেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের মত কর্ত্তারা যে কি ভাবে তাহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছেন ইহা তাহারই পরিচায়ক নয় কি?

যুদ্ধের পরে এদেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনে খাদির হইতে প্রচুর পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইবে। ইংলণ্ড যদি এদেশের প্রয়োজনীয় আবশ্যক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে পারিত তবে উহা টীনি আদায়ের পক্ষে ভারতের একটা সুবিধা হইত। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের লোকেরা নানা ভাবে যেরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধের পরে অচিরেই তাহারা সেরূপ বেশী পরিমাণে এদেশে যন্ত্রপাতি রপ্তানী করিতে পারিবে না। সেই কথা বুঝিতে পারিয়া ন্যায় রামস্বামী তাঁহার বক্তৃতায় এ সম্পর্কেও ইংলণ্ডকে নানারূপ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার কথা এই যে, যুদ্ধের পরে অল্প সময় মধ্যে ইংলণ্ড হইতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ দাবী না করিয়া বৎসর বৎসর কিছু কিছু করিয়া ঐ দেশ হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া টীনি পাওনার বিনিময়ে কেবল যন্ত্রপাতি আমদানির উপর জোর না দিয়া তিনি ভারতের প্রয়োজনে ইংলণ্ড হইতে বিবিধ প্রকার ভোগ্যদ্রব্যও যথাসম্ভব আমদানী করিবার জন্য পুনঃপুনঃ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, লোহিয়েই বাণিজ্য আমার নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে গিয়া প্রথম প্রথম শুধু খাদির হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর উপর জোর দিয়াছিল। দেশের লোকের জন্য ভোগ্যদ্রব্য আমদানী করার যে একান্ত প্রয়োজন ঐ দেশ তাহা প্রথমে উপলব্ধি করে নাই। ফলে ভোগ্যদ্রব্যের নিতান্ত অভাব ঘটিয়া ঐদেশে লোকের বেশী রকম দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছিল। কেননা যন্ত্রপাতি আমদানীর উপর জোর দিয়া বাণিজ্যের মত লোকে একটা মারাত্মক ভুল করিয়া বসা ভারতের পক্ষে অসম্ভব।

টীনি পাওনা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডকে এদেশে নানা শ্রেণীর তৈয়ারী পণ্য বিক্রয়ের অবাধ সুবিধা দেওয়া হইবেকে। ভবিষ্যতের সে সুবিধা প্রসঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্ট কোন আপত্তি করিবেন না আশা। কিন্তু বাণিজ্যের দৃষ্টান্ত আবহাওয়ায় সে বিষয়ে একটা যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে যাওয়া ন্যায় রামস্বামীর পক্ষে নিতান্ত বাস্তবের প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নহে। লোহিয়েই বাণিজ্য ভোগ্যদ্রব্যই তৈয়ারের সিদ্ধান্তে উপেক্ষা করিয়া প্রথম প্রথম বিশেষভাবে কেবল মূলধন যোগিক শিল্প গড়িয়া তোলার উপর জোর দিয়াছিল। তাহার ফলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন করিয়া এদেশে কোন কোন দিক দিয়া জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা বেড়া দিয়াছিল। পরে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া লোহিয়েই বাণিজ্য সে ভুল ভালভাবেই সংশোধন করিয়াছে। খাদির হইতে সে সময় আমদানীর প্রশ্ন বাণিজ্যের সম্বন্ধে তোলাই হয়তো যায়, সে প্রয়োজনীয়তা তাহার ছিলও না। তাহাতে নানা শ্রেণীর ভোগ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিবার সুযোগ রহিয়াছে। এদেশে বিভিন্ন যৌগিক শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য খাদির হইতে যন্ত্রপাতি আমদান করাই বর্ত্তমানে বেশী প্রয়োজন। ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনের দিক দিয়া মৌলিক অভাব অভিযোগে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি পাইলে অল্প সময়ের তারা পূরণ করার এদেশের পক্ষে সম্ভবপর। এই অবস্থায় যুদ্ধের পরে খাদির হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানীর উপরই আমাদিগকে বিশেষভাবে জোর দিতে হইবে। ইংলণ্ডের সুবিধা বুঝিয়া ঐ দেশ হইতে বেশী পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য আমদানী করিবার কোন গরজ তাহাদের নাই। যদি টীনি পাওনা আদায়ের খাতিরে যুদ্ধের পরে এই শ্রেণীর জিনিষ ইংলণ্ড হইতে ব্যাপকভাবে আমাইবার ব্যবস্থা হয় তাহাতে তাহাদের বেশীর শিল্পের সদ্যুদ্ধিত উন্নতির পথ শোচনীয়ভাবে ব্যাহত হইবে। কাজেই তাঁর রামস্বামীর বক্তৃতা পাঠ করিয়া টীনি পাওনা আদায়ের কোন সুচিন্তিত পন্থার নির্দ্দেশ আমরা পাই নাই। যুদ্ধের সময়ে ভারতের ক্ষতি করিয়া এই পাওনা টাকা করার হইয়াছে। যুদ্ধের পরের এই পাওনা আদায় সম্পর্কে আর দুর্ভোগ ভারতকে ভোগ করিতে হইবে।

—যে সকল তথ্য আপনার আস্থা আনিবে—

ত্রয়োবিংশতিতম বৈবার্ষিক হিসাব নিকাশে দেখা যায়

উদ্বৃত্তের সুষ্ঠুর বায়—

এবং বাজের জায় ক্লেম পাইয়াছে।

পরমায়ু ৬৫ টাকা মূল্যের জীবে কোম্পানীর দেয়াপাওনার হিসাব করিয়াও আলোচ্য তিন বৎসরে নেট লাভের পরিমাণ ১,৫০,৮৮,০৯২৲ টাকা। তদ্ব্যতীত বীমাকারীদের তহবিলে বাড়িয়াছে আরও ৫৪ লাখ টাকা।

বোনাস ঘোষণা { আজীবন বীমার হাজার করা প্রতি বৎসরে ১২৷৹ টাকা
মেয়াদী বীমার হাজার করা প্রতি বৎসরে ১০৲ টাকা

ও রি য়ে ণ্টা ল

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

স্থাপিত ১৮৭৯ সাল] ব্রাঞ্চ অফিস—ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্ [হেড অফিস বোম্বাই

৭, ক্লাইভ রো, কলিকাতা হেড অফিস বোম্বাই

টেলিগ্রাম—Sanchaya Calcutta Phone: Cal 3125 6483

সেণ্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—: শাখাসমূহ :—

১। বাজবাজার ২। দক্ষিণ কলিকাতা ৩। মিঃ মার্কেট ৪। বৈঠকী ৫। ভাটপাড়া ৬। ভীমচন্দ্রপোতা ৭। হিজলি ৮। বাদুড়িয়া ৯। বিষ্ণুপুর ১০। নীলকাঞ্চনি ১১। মৈমনসিংহ ১২। ঢাকা ১৩। নিরাজগঞ্জ ১৪। ময়মনসিংহ ১৫। কুচবিহার ১৬। এলাহাবাদ ১৭। এলাহাবাদ

এ বৎসর অগ্রিম দেওয়ার পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের দেওয়া হইয়াছে।

আদায় সন্তোষজনক এবং লভ্যাংশের হার—৪৷৹—৪৷৹ টাকা।

অংশের দাম ও লভ্যাংশ বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইবে। খাতে

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বঙ্গীয় চিনি এজেন্সী বোর্ড নিয়োগ

সরকারী প্রস্তাব বিধান হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বঙ্গীয় চিনি এজেন্সী বোর্ডের কাজ আলোচনার চালু রাখার জন্য নিম্নলিখিত একজন সেক্রেটারী, একজন হিসাবরক্ষক, তিনজন ইন্সপেক্টর ও তিনজন কেরানী নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন। বোর্ডের প্রস্তাবানুযায়ী বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলী তুলিয়া লইবে সেক্রেটারীর উপর। অতএব বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগে তাঁহাকে সেপ্তাল অফিসার হিসাবে আনা হইবে। বাংলার পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, ইক্ষু কেনাবেচার পরিমাণ পরিচালনা করা, আখ ও চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ, চিনি উৎপাদনের বিভিন্নতার জন্য এলাকা নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে বোর্ডের প্রস্তাবানুযায়ী সরকারী নিয়ন্ত্রণ কার্য্যে পরিণত করাই হইবে তাঁহার কাজ। ঐ বিষয়ক সরকারগুলি সম্পর্কে পরামর্শদানের দায়িত্বগুলিকে তুলাইয়া দেওয়া তাঁহার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

সংবাদপত্র হ্রাসিবার কারণ

সংবাদপত্র হ্রাসিবার কারণ সম্পর্কে উপদেষ্টা কমিটির এক সভায় বেসামরিক বিভাগের কাগজ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে।

স্যার উমাপতি সেন

এলেক্সিয়েটিক প্রেস অব ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং এজেন্সীর স্যার উমাপতি সেনকে মিঃ বি ডে বিভাগের স্থানে স্থানে সরকারের চীফ, প্রেস এডভাইসর পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। মিঃ সেন চলতি মুদ্র তারিখে এখন করিবেন।

বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ

ভাড়াটিয়া উঠান এবং ভাড়া দেওয়া বাড়ীর বেলায়ও সম্পর্কে কলিকাতার বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ বিধানের কয়েকটি ধারা সংশোধন করা হইয়াছে। বাড়ীর মালিক যে কয়েকটি কারণে ভাড়াটিয়াকে উঠাইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন বা ঐরূপ কারণে যে সকল মামলায় বিগত ১৯৪৪ সালের ১লা মে পর্যন্ত মুলতবী থাকিবে, কন্ট্রোলারের লিখিত অনুমতি না পাইলে সেই সকল কারণে বা সেই সকল মামলায় মালিক ভাড়াটিয়াকে উঠাইতে পারিবেন না বা ডিক্রী পাইতে পারিবেন না। কন্ট্রোলারের লিখিত অনুমোদন পাওয়া যাহা সত্ত্বে যদি ১লা মে তারিখে বেতন ভাড়াটিয়াকে উঠান না হইয়া থাকে তাহা হইলে ভাড়াটিয়াকে উঠাইবার বা ডিক্রী জারী করিবার পূর্বে মালিককে আদালতে যাইয়া কন্ট্রোলারের অনুমতির প্রমাণ দেখাইতে হইবে। বাড়ী মেরামতের আইন সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থায় ভাড়াটিয়া যদি বাড়ী মেরামত, বিদ্যুৎ শক্তি ও জল সরবরাহ, গ্রেস বা পায়খানা ব্যবস্থা ইত্যাদির সম্বন্ধে সম্পর্কে কন্ট্রোলারের কাছে অভিযোগ করেন তাহা হইলে এই সকল ব্যাপারে মিটমাট করিতে মালিককে বাধ্য করার জন্য কন্ট্রোলার নোটিশ দিতে পারেন। নোটিশ পাইয়াই যদি মালিক এই সকল কাজ না করেন বা আদালতে দেখা করেন তাহা হইলে ভাড়াটিয়া নিজের খরচে এই কাজগুলি করাইয়া লইবার জন্য কন্ট্রোলারের অনুমতি চাহিবেন। তৎপরে কন্ট্রোলার অনুমতি দিলে ভাড়াটিয়া কাজগুলি নিজেরাই করিয়া লইয়া বাড়ীভাড়া হইতে এই টাকা বাদ দিবেন বা অন্য উপায়ে টাকা আদায় করিবেন। কাজগুলি করিবার জন্য ভাড়াটিয়া কত টাকা পর্যন্ত খরচ করিতে পারিবেন, তাহা কন্ট্রোলার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারের অনুষ্ঠান উপলক্ষে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ কার্ডেল হাল বলিয়াছেন, "যুদ্ধ অবসের পর আমাদিগকে অন্যান্য অনেক কাজ ও সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। যে সকল অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ যুদ্ধ, উৎপাদন অবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় অবশ্য-যুদ্ধভাবে কাজে লাগান হয় নাই, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মূলধন নিয়োগ করিয়া সেই সকল অঞ্চলের সম্পদ সম্পদ ব্যবহারিক করিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক অবস্থা দেশী বণিক এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এবং বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে যেরূপ করিবে। আমাদের দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যদি কাজ দিতে হয় এবং আমাদের সম্পদ বিদেশের জন্য বাজার সফল করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দেশকেও আমার অবস্থা অনুযায়ী সম্পদ উৎপাদনের এবং আমাদের সহিত সেই সম্পদ বিনিময়ের সুযোগ দিতে হইবে। অর্থনৈতিক সমন্বয়, সামরিক সহায়তা চুক্তি এবং অন্যান্য যে ব্যবস্থাগুলির ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বিভাগগুলি কাজ করিতেছেন"।

আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের আগ্রহ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ডে বি জোন্স এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "অতিশুল্কে আমাদের জাতীয় জীবনযাত্রার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটী প্রধান স্থান গ্রহণ করিবে। আমাদের সমৃদ্ধি রক্ষার জন্য বাহিরে যাইতে হইবে আমাদের দেশে উৎপন্ন প্রচুর মাল বিদেশে রপ্তানী করিতে এবং প্রতিদানে আমাদিগকে বিদেশী দ্রব্যাদির বিনিময় হইতে বিভিন্নপন্ন বিনিময় করিতে হইবে"।

ঐ প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব্বযুদ্ধের ঐ দুই মাসের তুলনায় রপ্তানী-বাণিজ্যের পরিমাণ পঞ্চকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়াছে। আমদানীর পরিমাণও ঐ সময় পঞ্চকরা ৩৫ ভাগ বাড়িয়াছে"। তিনি আরও বলেন, "আমাদিগকে নূতন নূতন বাজার তৈয়ারী করিয়া সেখানে শুধু মাল বেচা নয় মাল কেনারও উদ্যোগ করিতে হইবে। আমরা বুঝিয়াছি, এখন সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী নয়, সুতরাং ঐ ভাবে বিনিময়ের ব্যবস্থা করা আমাদের কর্তব্য।"

ভারতের ফিমেন্ট শিল্প

ভারতে যে পরিমাণ সিমেন্ট এখন উৎপন্ন হয়, তাহাতে ভারতের প্রয়োজন মিটিতে পারে। ভারতবর্ষে বৎসরে ১১ লক্ষ টনেরও উপর সিমেন্ট প্রস্তুত হয়।

সুতার মূল্য সম্পর্কে আদেশ

বস্ত্র-শিল্প নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত কর্মিসভার আদেশ বিঘোষিত হইয়াছে যে, কল হইতে প্রেরিত সুতার প্রতি বেলেডের উপর কাপড়ে ছাপা পাইকারী ও খুচরা দর আঁকিয়া দিতে হইবে। তাহা ছাড়া প্রতি পাঁচ গাঁট সুতার উপরেও পাইকারী এবং খুচরা দর ছাপাইয়া দিতে হইবে।

কলিকাতায় মাংসের অভাব হইবার কারণ

৮ই জৈষ্ঠ সোমবার আহ্বিত সভীয় পরিষদ পরিষদে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী খান্ বাহাদুর মোহাম্মদ হোসেন জানান যে, কলিকাতায় মাংসের অভাবের কারণ এই কয়টি—১। গোমাংস ও বাছুর সরবরাহের অসুবিধা, ২। সরকার অনুমোদিত মাংস বন্টনের 'রেশনিং-নীতি', ৩। বিক্রয় মূল্যের উপর ২৭৯০ীয়ের মূল্য ও বীমার মাংসবীয়ের অধিকের জন্য ও অন্যান্য সরকারের অভাব।

কেন্দ্রীয় পরিষদের আয়ুষ্কাল

অনেকে দ্বির করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ আগামী ১৯৪৪ সালের ১লা অক্টোবর হইতে আরও এক বৎসর বাড়ান হইবে। এ-বৎসর সাধারণীয় অধিবেশন হইবে না। শারদীয় অধিবেশন হইবে অক্টোবরের প্রথম দিকে।

বিনা বাছুরে দুধ

আমেরিকার ডাঃ বাস্তুক সি হীন্ ১৩ বৎসর যাবিয়া বহুবার্ ইংরেজদের বিনা একটা বন্ধ্যাকে দুগ্ধবতী করিয়াছেন। বন্ধ্যাটীর কখনও বাছুর হয় নাই, তথাপি উহা ৮ বছরের ৩ শত গ্যালন দুধ দিয়াছে। সম্প্রতি মিঃ জার্মীর কৃষিবাদুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধ্যাটা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-পর্যন্ত লোকের ধারণা ছিল, কোনো বন্ধ্যানারী শ্রেণীর জীব বৎসরটী না হইলে দুধ দিতে পারে না। এই ধারণা এখন ভাঙিল।

ভারতের বস্ত্র-শিল্পের প্রসার

১৯১৩ সালে ভারতবর্ষ তাহার প্রয়োজনীয় বস্ত্রের শতকরা ৩০ ভাগ আমদানী করিত; ১৯৪০ সালে তাহার পরিমাণ শতকরা ৭½ ভাগ, এখন উহার পরিমাণ আরও কম।

ভারতে সোনা

ভারতে সোনা আছে প্রায় ৩ লক্ষ মাইল, তন্মধ্যে ৭৯ হাজার মাইল পাওয়া। যুদ্ধের পর ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারত সরকার ৭৫০ কোটী টাকা মূল্যের আরও ৪,৯০ মাইল সোনা প্রভৃতি করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার ভারতীয় হাই কমিশনার

মহাসিটী হইতে এসোসিয়েটেড্ প্রেসের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ডাঃ মুখার্জি পরলোকগত অষ্ট্রেলিয়ার বদলে ভারতের হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি শীঘ্রই ক্যানবেরা গমন করিবার পর অষ্ট্রেলিয়া অধিকৃতে যাওয়া করিবেন বলিয়া মনে হয়।

বিশ্ব অর্থ-বিষয়ক সম্মেলন

ওয়াশিংটনে বিশ্ব অর্থ-বিষয়ক সম্মেলনের প্রতি-নিধিদের মধ্যে যে-সকল ভারতীয় সদস্য বিশেষ ভাবে যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হইয়াছে। তাঁহারা সুইজারল্যাণ্ড আসিবেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মিত্র

৯ই জৈষ্ঠ তারিখে কলীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মিত্রের বিদায় অভিনন্দন হয়। বিরোধী দল বিলাতে অবস্থান সম্মেলনার্থ এজন্যের প্রস্তাব করেন। তাহা গৃহীত হয়। উত্তরে ডাঃ মিত্র বলেন যে, এই সময়ে তাঁহার অনুপস্থিতি সম্বন্ধে যে-সকল অসত্য প্রচার করা হইয়াছে, তাহা তাঁহার সাধারণ জীবনের ভিত্তিতে আঘাত করা হইবে। অবশ্য ঐ বিষয়ে এক শ্রেণীর সংবাদপত্রের যথেষ্ট সাহায্য তাঁহারা পাইয়াছেন।

বীমাব্যবসায় যুক্ত প্রতিষ্ঠা

বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভেদাভেদের যুক্ত প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে আসুতোষ ব্যাঙ্কিং কি: কিং-এর বীমার সরকার সমিতি গঠন করিয়াছেন। তিনি বীমাব্যবসায়ের আয় ও লেনা-দেনা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বীমাব্যবসায়ের অবস্থাদি সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রতি মাসে সমিতির একটী করিয়া সভা হইবে।

বাংলার যুক্ত যৌথ কোম্পানী

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশে ১৯১৩ সালের আইনের ২৮২ ধারা অনুসারে ৩৪টী নূতন যৌথ কোম্পানী রেজিষ্ট্রীভুক্ত হইয়াছে। এই কোম্পানীগুলির মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৪ কোটী ৯৯ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা এবং ইহাদের মধ্যে একটী ব্যাঙ্ক, একটী বীমা প্রতিষ্ঠান, একটী কাপড়ের কল ও তিনটী ফলবার্গ আছে।

কলিকাতায় দুগ্ধ-সমস্যা

কলিকাতায় দুগ্ধের পরিমাণ লইয়া কলিকাতা কর্পোরেশন চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। বেলুন্ দুধিনার ইহা আলোচনার জন্য কলিকাতার প্রত্যেক প্রয়োজনের মাত্র ২৫ ভাগ দুধ সরবরাহ হইতেছে এবং ইহার অধিক পরিমাণ দুধ আমদানির পথও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

এজন্য সহরে আরও দুইটী দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র খোলা হইবে। ইতিপূর্বে ২৭টী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কেন্দ্রগুলি মারফৎ কর্পোরেশনের বন্দোবস্তে মোট ৪৯ হাজার টাকা ধার হইয়াছে। এগুলি হইতে প্রতিদিন ১ হাজার লিটার ১ পোয়া করিয়া দুধ দেওয়া হইয়াছে। তা আমেদের অন্ত নাই, ফলে দোকান, হোটেল প্রভৃতি বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। দুধ সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করিবার জন্য কর্পোরেশন বিশেষজ্ঞদের একটী কমিটী গঠন করিবেন।

কলিকাতায় গুড়ের মূল্য বৃদ্ধি

খেলাধূলির সরবরাহ বিভাগ হইতে প্রকাশিত একটী প্রেসনোটে বলা হইয়াছে, ৭৯শে মে হইতে অনুমোদিত দোকানসমূহের এবং কলিকাতার অন্যান্য যেসকল ব্যবসায়ীগণ যে সকল গুড় বিক্রয় করেন তাহার মূল্য বাড়িয়া প্রতি সের ৸৩ আনা দরে বিক্রয় হইবে এবং ফেব্রুয়ারী এককালে ২ সের পর্যন্ত গুড় ক্রয় করিতে পারিবেন।

ডাঃ আর্কেলির ঘালাস

ইউনাইটেড্ প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, ডাঃ আর্কেলির ঘালাস মুলতুবী পুনর্বিচার বিষয় সম্পর্কিত সভা হিসাবে শীঘ্রই বড়লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে বসিবেন।

...জাতির শত্রু ভন্না—
দৈন্য, দুর্ভিক্ষ আর ব্যাধি...

খুলনা, যশোর, নড়াইলের আজ কেবল কবির কল্পনা নয়। তবু আজ কারুরই এই দোরগীর দশা কেন? কেন আজ পথে, ঘাটে, প্রান্তরে, সমুদ্রে, সর্বত্র অমন অসহায়ের মানুষের ভীড়? কেন কোটী কোটী নরনারী আজ অপুষ্টিজনিত দুর্বল দেহ ও অকালবার্ধক্যপীড়িত পঙ্গু মন নিয়ে কোনো রকমে জীবনের শেষ প্রান্তের দিকে অতি-ধীরে পদে আগিয়ে চলিয়াছে? এ প্রশ্ন আজ শুধু ভাবপ্রবণতার নয়—দৃষ্টিবীর সমস্ত সমস্যা আজকের।

চল্লিশ কোটী ভারতবাসীর অধিকাংশেই আজ অতিমাত্র দারিদ্র্যের ফলে অনাহারে বা অর্ধাহারে দিন যাপন করে। আজ যাহারা দু' বেলা দুটী খেতে পাইছে পারে, তাহাদের যে খাদ্য গ্রহণ করে, তাহা শরীর গঠনের বা রোগ-প্রতিরোধের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অধিকন্তু দেশের এই ঐতরুর্ধাধিক আমজনতার মধ্যে মাত্র শতকরা ৩ জন লোক শিক্ষিত। অজ্ঞতার ফলে তাহারা স্বাস্থ্যের এমনকি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ও বুঝিতে অক্ষম। ফলে, এদেশবাসীর খাদ্যাভাব সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্যের অভিশাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। দেশের বর্তমান খাদ্য-সমস্যার মূলের কথা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাহা দারিদ্র্য নহে, অজ্ঞতা। অজ্ঞতার জন্য আমরা যে-সকল খাদ্য গ্রহণ করিতেছি তাহা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর তাহা আমরা জানি না। ফলে, আমাদের দেশে আজ নানা রকম ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইতেছে। দৈনিক যে-সকল খাদ্য আমরা গ্রহণ করিতেছি তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ খাদ্যে কোন্ কোন্ ভিটামিন আছে, তাহা জানিয়া লইয়া সেই অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করিলে আমাদের স্বাস্থ্য ও দেহ অনেক উন্নত হইতে পারে। ভিটামিন সম্বন্ধে আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত কোনো ব্যাপক প্রচেষ্টা হয় নাই। ভিটামিন সম্বন্ধে আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত কোনো ব্যাপক প্রচেষ্টা হয় নাই। ভিটামিন সম্বন্ধে আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত কোনো ব্যাপক প্রচেষ্টা হয় নাই।

ভিটামিন সম্বন্ধে আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত কোনো ব্যাপক প্রচেষ্টা হয় নাই।

রুগ্ন ব্যাঙ্কগুলি লইয়া কাশ্মীর প্রদেশে পরীক্ষা

জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে একটি সাধারণ সীমানা রহিয়াছে। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন হইয়াছে। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান এক্সিকিউটর্স কোম্পানির সহিত সমঝোতা করিয়া যে ব্যাঙ্ক বিভাগ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তদনুযায়ী কাশ্মীরের একটি কার্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে যে, রুগ্ন ব্যাঙ্ক কাশ্মীরের স্থানীয় ব্যাঙ্কের অপেক্ষা ১ হইতে ৬ সপ্তাহ পূর্বেই পাওয়া যাইতে পারে। এই রুগ্ন ব্যাঙ্কের বীজ ব্যবস্থার করিলে কাশ্মীর সরকার দুইবার ঋণ পাইতে পারে। রুগ্ন ব্যাঙ্ক উদ্ধারকার্যে সময় বিশেষ উপযুক্ত। রুগ্ন ব্যাঙ্কের অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ জমার। ইহার অনেক উদ্ধার। কাশ্মীরের কাশ্মীরী রুগ্ন ব্যাঙ্কের বীজের সহিত রুগ্ন ব্যাঙ্কের বীজ লইয়া পরীক্ষাগারে ঋণ দুলিবার পরীক্ষা করিতেছে। রুগ্ন ব্যাঙ্ক বীজ কাশ্মীরের অধিবাসীদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। আগামী শরৎকালে কাশ্মীরে প্রথম রুগ্ন ব্যাঙ্কের ঋণের ফসল উঠিবে।

রিজিওন্যাল কলিসনার পদের জন্য বিলাত হইতে লোক সংগ্রহ

সম্প্রতিটীর ২৮শে মে সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকার কলিকাতা বন্দরের জন্য রিজিওন্যাল কমিসনারের একটি নূতন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কমিশনার বন্দরে কাজকারবার পরিচালনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এই নূতন পদটি সৃষ্টি করা হইয়াছে। নূতন বিভাগীয় এক কমিশনার বেসরকারী ক্ষেত্রে কোম্পানীর হিউ ডগলাসিয়ান ব্যাবেজার মিঃ এফ এ লোপকে এই পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই জন্য উক্ত কোম্পানী অস্থায়ীভাবে তাঁহাকে ভারত সরকারের অধীনে কাজ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

চট্টগ্রাম হইতে গবাদি পশু রপ্তানী নিষিদ্ধ

চট্টগ্রামের ১৯শে মে সংবাদে প্রকাশ, চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতরক্ষা বিধানাবলী অনুসারে এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, পূর্বে অনুমতি না লইয়া গবাদি পশু চট্টগ্রাম জেলার বাহিরে রপ্তানী করা চলিবে না। এই আদেশ অমান্য করা হইলে ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চালনা সম্পর্কে সম্মেলন

অমৃত পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চালনা সম্পর্কিত সম্মেলনে ভারতবর্ষকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। এই সম্মেলন সম্ভবতঃ বর্তমান বৎসরেই অনুষ্ঠিত হইবে।

খাদ্য-মূল্যের সূচক সংখ্যা

১৯৩৯ সালের ২৯শে আগষ্টের খাদ্য-মূল্যের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিলে ভারত সরকারের অর্থ নৈতিক উপদেষ্টার মতে গত ৬ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতের খাদ্য-দ্রব্যাদির পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা ২৩৮'৯-এ উঠিয়াছে। এই সংখ্যা পূর্ববর্তী সপ্তাহে ২৩৮'৩ ছিল।

বঙ্গলাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল

ভারত সরকারের সদস্যদের বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মাননীয় স্যার রামস্বামী মুদালিয়র স্যার জেরেমী রেইসম্যানের স্থানে বঙ্গলাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সরকারী সদস্যপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্যার জেরেমি রেইসম্যান শুক্রবার ইংলণ্ড হইতে বিদায় লা আসেন অক্টোবরের শেষ অস্থায়ীভাবে মিঃ সি ই যোসেফ স্যার রেইসম্যানের পরিবর্তে উক্ত কাউন্সিলের সদস্যরূপে কাজ করিবেন।

বোম্বাইয়ের চুরটশিল্প অভিযোগের কর সমুকের আবেদন

কেন্দ্রীয় বোর্ড অব রেভিনিউ'র নিকট বোম্বাইয়ের আবগারী বণিক সঙ্ঘের সম্পাদকের এক আবেদন করা হইয়াছে যে, অধিকারের ফলে যে লোক অভিযোগ হওয়ায় এবং কাজকর্ম বিপুলভাবে হইয়া যাওয়ায় অনন্যোপায় অবস্থায় দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। এজন্য যা সরোকারে অভিযোগ ব্যক্তিদের যাহাতে এই অসুবিধা দূর করিতে পারে তজ্জন্য আবেদন, প্রথার ট্যাক্স ও অতিরিক্ত মূল্যাভাবের অবধের দায় হইতে তাহাদিগকে আপিলকালে যেহাই দিবার জন্য এই আবেদনপত্রে সম্পাদকের নিকট অনুরোধ জানান হইয়াছে।

ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যায় মিঃ দাহাদুকর

বোম্বাইয়ের মহারাষ্ট্র চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ এম. এল দাহাদুকর সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বাস্তব পরিস্থিতি, যাতায়াত খাদ্যসমস্যা, সরবরাহে এবং অন্যান্য বেসরকার সেক্টর লাভিজ, বোম্বাইয়ের অধিবাসীদের অভিযুক্তদের, অন্যের উপর ভোলোভাবের সৌরাষ্ট্র প্রভৃতিকে ভারতবর্ষের পক্ষে উপস্থিত প্রধান সমস্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বাংলার এজন্যে ডিজেলের অভাব

১০ই মে তারিখে বাংলার যাতায়াত সভায় তা: যে এস্ বার বর্তমানে ডজনখানি ডিজেল অভাবের দরুন বাংলার রাসায়নাগারগুলির ও ডেভিলপমেন্টের যে অসুবিধা হইতেছে তৎপ্রতি জনসাধারণ বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মন্ত্রী মহাশয় জানান, বাংলাদেশের জন্য কিছু মাল বোম্বাই আনিয়া পৌঁছিয়াছে এবং সেগুলিকে সত্বর বাংলায় আনার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

'যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা'

এখনে আমরা ডিজিটল জীবন-মৃত্যুরই কথা বলিতেছি। এই অবশ্য জীবন-মৃত্যু একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং সম্পদের ব্যাপার। আর্থিক সচ্ছলতাই এই অপ্রত্যাশিত জীবন-মৃত্যুর জন্য দুইবার একমাত্র উপায়।

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

প্রোপ্রাইটার——কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

হেড অফিস : ৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড : : কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ৭৪৭

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই ধুতী ও শাড়ী পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্ট্স্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

সাবান প্রস্তুতের যাবতীয় জিনিষ—সিন্থিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিলিকোসেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইকেল।

কোন :—

বড়বাজার :—১৩৯৯ অফিস

" :—১৪৯২ ফ্যাক্টরী

টেলিগ্রাম—"টীনাবাজি"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, অ্যাকডন রোড, কলিকাতা

খন-ইজারায় সন্তোষজনক প্রত্যর্পণ ব্যবস্থা

সংসদের ২৮শে মের সংবাদে প্রকাশ, খন-ইজারার সন্তোষজনক প্রত্যর্পণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র এখন হইতেই আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইলে খন-ইজারা ব্যবস্থানুযায়ী ব্রিটিশের যেসকল সমর সরঞ্জাম মার্কিন দেশে রহিয়া যাইবে, কিন্তু এই সকল যন্ত্র সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে ফেরৎ পাঠাইতে যানবাহনের সমস্যা প্রবল হইবার সম্ভাবনা থাকায় মিত্রশক্তির ভিতর কিরূপ ভাবে অবশিষ্ট মিত্রশক্তির সামরিক সরঞ্জামের সিকটা ঐগুলি পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে। ডেলি হেরেল্ড লিখিতেছেন সরকারপক্ষের বিবৃতিতে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সংবাদপত্র যে প্রতিবাদ করিতেছেন তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইবে না। এরূপ ব্যবস্থার বিনিময়ে আমাদের পক্ষে বিশেষজ্ঞদের নীতি সম্বন্ধে কথা হইবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে তুলার উৎপাদন

১৯৪৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১ কোটি ১৩ লক্ষ ২২ হাজার গাঁইট (প্রতি গাঁইট ৫০০ পাউণ্ড ওজনের) তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। পত বৎসর এই উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭৮ লক্ষ ১৭ হাজার গাঁইট।

কলিকাতায় যুদ্ধবন্ধী খাদ্য ও মহিষ আমদানী

বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর জানাইতেছেন যে, ২০শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় একসঙ্গে যুদ্ধবন্ধী খাদ্য ও মহিষ আমদানী করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৪টি লাভার হইতে ও অবশিষ্ট খাদ্য জাহাজ হইতে খালাস করা হইয়াছে। যুদ্ধবন্ধী খাদ্যের মূল্য ৩০০৲ টাকা হইতে ৩৫০৲ টাকা এবং মহিষের মূল্য ৩০০৲ টাকা হইতে ৩৫০৲ টাকা। এই সকল খাদ্য প্রতি দিন ৩ সের হইতে ৮ সের এবং মহিষ প্রতিদিন ১০ সের হইতে ১২ সের দুধ দেয়।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

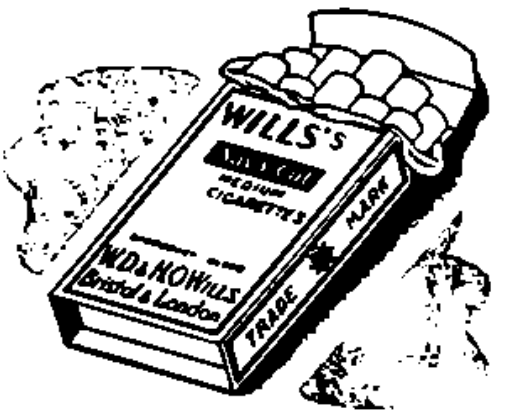

WILLS'S
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত পাইকলস

বঙ্গলা সরকারের সমবায় বিভাগের অধিনস্থ বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত পাইকলসমূহ এখন ব্যবহার করিবার জন্য পরিবারে। এতদ্বারা যে সকল নিম্ন বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে, ব্যবহারের উপযোগিতা পরিচয় না হওয়ায় ঐ সকল নিম্নের অধিবাসীগণের পক্ষে অধিকতর সংখ্যায় লাভ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। পাইকলের সেবার সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কোন্ কোন্ কল বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে তাহা জানিতে পারিলে অনেকই উপকৃত হইবেন। ১৯৪৪ সালের কলিকাতা টেক এক্সচেঞ্জের অভিধানে ইঞ্জিনকুলের তালিকায় বিভিন্নপ্রকার কলকব্জা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চলে বলিয়া জানান হইয়াছে :—আবহাওয়া, আবহাওয়া, এ্যালার্ম, এ্যাম্বুলেন্স-ইঞ্জিন। (লোহার), এ্যাম্বুলেন্স-ইঞ্জিন (কাঁসার), অরগান, বাদ্য, বন্দুকের, আরক, ক্যামেরা, টেলিফোন, ডিভিডেন্ড, ড্রাইভ, ড্রেস, এলার্ম, ফোর্ড ইঞ্জিনিয়ার, ব্যায়েন্স ব্যাঙ্কার্স, গৌরীপুর, হুগলী, হুগলীর (১টি ফিল), হাওড়া, ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়াই, ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ান

বাংলায় দুর্ভিক্ষ ভাতা কমিশনের চেয়ারম্যান

সরকারীর ২৩শে তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, বাংলায় দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য যে কমিশন গঠিত হইবে উহার সভাপতি সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সরকারীমতে জানা, বাংলার দুর্ভিক্ষ পর্যবেক্ষণ তাণ্ডব উদ্ঘাটনের সম্ভবতঃ এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন। কমিশনকে মুদ্রাস্ফীতি, মূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারী চেয়ারম্যান জন্য ব্যবসায়ী মহল হইতে একজনকে সভ্য করা হইবে। কমিশনের সদস্য ভাতা জন্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হইবেন। বাণিজ্যবোর্ড পরিচালনা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ একজনকে কমিশনের সদস্য করা হইবে।

স্ট্রেটে যন্ত্রাদ্ধ প্রথা প্রবর্তন

আগামী ১লা জুন হইতে স্ট্রেটে যন্ত্রাদ্ধ প্রথা প্রবর্তিত হইবে। এজন্য ৭৯টী মোকামকে যন্ত্রাদ্ধ প্রথা সমূহ বিভাগের জন্য নির্দেশের দেওয়া হইয়াছে। যন্ত্রাদ্ধ প্রবর্তনের জন্য নির্দেশ করা হইয়াছে।

বাড়ী নির্মাণ পরিকল্পনা

২৩শে মে তারিখে বিমানের সর্বশেষ সভায় আন্তর্জাতিক বাড়ী নির্মাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার সময় নির্দিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ সভ্য বিমানে আসন, এখনে সর্বশেষ বিভিন্নে মূল্যে নির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসব মূল্যে মূল্যে স্থানের ব্যবস্থা আছে আন্তর্জাতিক নীতিতে অর্থাৎ অনুমোদন করা হইয়াছে। সর্ত বিমানে জানান, আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারে ২৫০ কোটী পাউন্ড অতিরিক্তের মধ্যে সাড়ে বত্রিশ কোটী পাউন্ড মূল্যে ও দৃষ্টিন উদ্দিষ্টেশনসমূহে সরবরাহ করিতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতিকালীন অবিলম্বিতার অবসান হইলে মূল্যের অংশ উহার বিক্রয় হইতে পারে। অতিরিক্ত সমৃদ্ধির ও মজুলতার ক্ষেত্রগুলি ব্যবহৃত করিয়াছে। সাধারণ ব্যয় ব্যবস্থার ভবিষ্যতের আবার আন্তর্জাতিক মূল্যের মিলন পোড়ানীর ব্যবস্থার হইয়া পরিবারি। এই মূল্যের আগে আবার অতিরিক্ত হইতে পারিবে। এখানে সাধারণ মুদ্রাস্ফীতির আবার সাধারণীয় পরিস্থিতি বিরোধ করিয়াছি, তখনও এই থেকে ভয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মুদ্রাস্ফীতিকালীন আর্থিক দুর্ভিক্ষে অথবা মূল্যের সাথের জন্য আন্তর্জাতিক চেষ্টা করিতে হইবে। আলোচ্য পরিকল্পনার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে আন্তর্জাতিক লেনদেনে সমস্যাসমূহের মোকাবিলার জন্য উদ্বৃত্ত দেশগুলির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য পরিকল্পনার সুবিধাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বিমানে বলেন, মুদ্রাস্ফীতিকালীন অনিশ্চিত অবস্থায় ভিত্তিক মূল্যকালীন বিমান ব্যবস্থাগুলি বলবৎ রাখিতে পারিবে।

ফ্রটেনের বিকট আয়তের পাওনা

বিমানের সর্ব লর্ডার সর্ব ডাগ্যান্ড বলেন, সম্প্রতি অন্যান্য দেশের ১৫০ কোটী পাউন্ড নষ্ট আছি। উহার অধিকাংশ আমেরিকের পাওনা। মুদ্রাস্ফীতির সময় মোট নষ্টীর পরিমাণ ৮০০ কোটী পাউন্ডে উঠিতে পারে এবং আমেরিকের পাওনার পরিমাণ ১০০ কোটী পাউন্ড উঠিতে পারে

এমন একদিন ছিল...

হাতে চাঁদ পাই আজ সুদূর আসমি সাধারণ ধরতে এবং অনায়াসেই যেকোন জেলেদে যেতে পারতেন। আর আজকাল বাড়ীর ভাড়া আগের তুলনায় প্রায় চারগুণ বেড়েছে। এমন একদিন ছিল যখন আসমি সময় নিশ্চিন্তে টিকিট কাটতে পারতেন আর আজকাল যেকোন ভাড়া ভাড়া সম্বন্ধে জেলেদে গিয়ে টাকের মধ্যে টিকিট পাবার জন্য অন্ততঃ আধঘণ্টার কাপ অপেক্ষাতে করতে হয়। তখন ফুলটেকে ওজন করা ছিলেই যে সাক্ষরে আসবার ঢাল হইতো আর আজকাল ঠিক সময় কুলী পাওয়াই এক কঠকর সমস্যা।

এমন একদিন ছিলো যখন বাড়ীতে সন্তান-জন্ম হলে ঘিরে বন্ধুরে পাওয়ার আর এখন যদি কোন উপায়ে বাড়ীতে উঁকিতে পারেন তা হলে বুঝতে হবে আপনার আগে আসা।

সময় সময় এত খরচ করা সত্ত্বেও দেখতে পাই ভেল করতে হয়। তখন যদি না কোন উপায়ে তুলতে পারীর মধ্যে মতীর সব দাবী মিটে আপনাকে উঠিয়েই যেতে হবে। এই তখন ঠাঁই ও ঠেলাঠেলির মধ্যে তুলতেই হাল ছাড়িবে যাওয়ার আনন্দের ব্যাপার এ—এমন কি সময় সময় আপনার সঙ্গের ঠাঁইকেদের সাথেও ঝগড়াঝাঁটি হওয়া বিচিত্র এর। বিশেষ করে ঠাঁইকেদের সঙ্গে সাটিকে ব্যবহারের করার অসুবিধা যে আজকাল হয় তেমে দেখি দেওয়া যায়না। বিমানে বাড়ির মধ্যে তেমে যাওয়ার সময়ের সময় এগিয়ে চলুন। আমাদের আন্তর্জাতিক আয়তা নিয়ে এ আনা সময় আসমি নিজে যা আপনার পরিবারবর্গের তেমে অর্থ ভাবতে পা।

ভ্রমণ কমান

AAA 678

কাপড়ের চোরাবাজার বন্ধের চেষ্টা

সাম্প্রতিকালের এক বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, আসন্ন গরমকালে চোরাবাজারের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অভিযান চালাইবেন। বোম্বাই-এর মিলের ও রপ্তানিকারী মিলের পরিচালনার ভার যে-কমিটির উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। ছুই জন কর্মচারীর সাহায্যে তিনি মিল ছুইটী পরিচালনা করিতেছেন। তাহা ছাড়া, আরও ৭টী মিলের উৎপন্ন বস্ত্র করিবারের আদেশক্রমে আনয়ন করিবেন। অন্যান্য ব্যবসায়িগণকে সংযোজিত বস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। চোরাবাজার বন্ধ করার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে বলা হইয়াছে।

প্রেসওয়ালা ও প্রকাশকদের সম্মেলন

১৯শে মে তারিখে কলিকাতায় প্রেসওয়ালা ও প্রকাশকদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—(১) কাগজের মিলগুলি বন্ধের ফলে চোরাবাজার কাগজ কীরূপ কঠিনতর হইয়াছে এবং প্রকাশকদের ব্যবসায়ের মূলে আঘাত লাগিয়াছে। প্রকাশকদের যেসব পিকা ও ব্যবসা-বাণিজ্য বাবদ প্রাপ্য হইয়াছে। মুকদ্দমা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করে তাহাদের কাগজের কলকব্জির উৎপন্ন মালের অর্ধেক যেসামরিক প্রয়োজনের ব্যবহারের জন্য ছাড়া হইবে। (২) সরকারী বা সামরিক বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহের কাগজের মূল্য আদায় ও হারিত মুকদ্দমাই হইতে আদায়ী করা হইবে, ঐ কাগজগুলি কিন্তু সাধারণের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হইবে। (৩) কাগজের অভাবের ফলে কাগজের চোরাবাজার সৃষ্টির পাইয়াছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার করা উচিত। ৪। এই সম্মেলন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করিতেছে যে, খনি-উজাড়া প্রভাব কাগজের অভাবের সমাধানে প্রদেশে আনাইয়া সেগুলি শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রণ ও মুকদ্দমাদি প্রভাব সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তিগণের প্রতিনিধিদের লইয়া ইহার একটী বোর্ডের হাতে ন্যস্ত করা হউক। ঐ বোর্ড কাগজের বন্টন করিয়া ভার চালাইবে।

ফুকাঁকে বন্ধ ইজারা ব্যবস্থার সাহায্য প্রেরণ বন্ধ

২৩শে মে তারিখে মুকদ্দমাই খবরটি সহিত মি: এডোয়ার্ড আর প্রেটিনিয়াস্ বলেন, মুকদ্দমাই ও ফ্রান্স মুকদ্দমাই বিভিন্ন বন্ধ-ইজারা প্রথার সাহায্যের বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে মুকদ্দমাই বা মুকদ্দমাই কোন দান মুকদ্দমাই যাইতেছে না।

বাংলায় সরিষার তৈল-সমস্যা

বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলার প্রকাশ যে, মুকদ্দমাই সরকারের সহিত এই মর্মে এক চুক্তি করা হইয়াছে যে, মুকদ্দমাই হইতে বাংলায় ১৫ লক্ষ মণ সরিষা তৈল ও লক্ষ মণ সরিষার তৈল আমদানী করা হইবে। যত তাড়াতাড়ি মুকদ্দমাই হইতে বাংলায় সরিষা আমদানীর পরিমাণে বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে।

ভারতে নূতন তৈলখনি

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আসাম তৈল কোম্পানি এক নূতন তৈলখনির সন্ধান পাইয়াছে। আসাম তৈল কোম্পানীর প্রধান তৈলক্ষেত্রে উৎপাদনের মাত্রা কিন্তু কমিয়া গিয়াছিল। ইহার কারণ ভূগর্ভস্থ জল মূর্ণ-তিমোবিত তৈল সরবরাহ করা হইতেছিল। নূতন খনি হইতে তৈল পাইলে কিন্তু সমস্যা সমাধান হবে। কোম্পানী ও ভারত সরকারে সমস্যের চেষ্টায় খনিটির কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে।

পাট ব্যবসায়ের প্রতি সরকারী নির্দেশ

১৯৪৪ সালের ৯ই মার্চের তিন তারিখের কি পরিমাণ পাট বা পাটজাত মাল জাহাজ-বিবরণে বা জাহাজ নিরূপণে যাহাতে জাহাজ একটী হিসাব ২২শে জুলাই-এর মধ্যে দেশ কমিশনার কাছ নির্দেশ দিয়া যে যেই পাট কলা তাহিয়াছে তাহার উপর সরকার এক অর্থাৎ জারী করিয়াছেন।' এই আদেশ আগামী করিলে ৩ মাস পর্যন্ত তারাবন্দর অথবা ১৫০৲ টাকা পর্যন্ত করিয়াছে হইতে পারিবে।

এক্সিকিউটর চলা—

ব্যবসায় পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানের আয়া ও বিধান নির্দেশ করা,—এই আয়া ও বিধান প্রভার উপযুক্তা ও বিশ্বস্ততার জন্য। যেন স্থানে সম্পূর্ণ একটি ভাল, দুরদর্শী পরামর্শ ও নীতির সহ অভিজ্ঞতার পুরাতন-সম্পন্ন এবং একটী আধুনিক আদর্শ আছে।

বেসরকারী বিধান ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন—

দি ষ্ট্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—কানপুর স্থাপিত—১৯৩৪

লাইফ-ফায়ার-ম্যারিন-এ্যাক্সিডেণ্ট

টেলিগ্রাম : ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
ষ্ট্রাষ্ট সমস্থান এস্ কে ভাদুড়ীয়া,
লিবোরিয়া, কে ডি বি এ, এম সি আই

লাইফ ম্যানেজার :—কে চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পিপলস ক্রেডিট

(ব্যাঙ্ক লিমিটেড)

পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ

ক্যাপিটাল ট্রাষ্টের তত্ত্বাবধানে চলে

ফোন কলিকাতা ৩৩৩

শাখা :—

শ্যামবাজার, রঘুনাথপুর (মানভূম)

স্থায়ী আমানতের সুদের হার

১ বছরে ৫৲ টাকা

শ্যামবাজারের নিকটে ১৫ বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে। শীঘ্রই ছোট ছোট প্লটে বিক্রয় করা হইবে।

এস চৌধুরী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

রাজস্থান ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—

২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—

শ্যামবাজার, বালীগঞ্জ, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বাল (জলপাইগুড়ি), ধলসাঁও, বাণারহাট (জলপাইগুড়ি) ও সৈদপুর।

ফোন : ● ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ক্যাবল ৪০৩৮ ● সি অফিস।

'মূল্যের বাজারে শুধু টাকাই সত্য এবং সত্য বলে ক্রমানো যাবে এবং আজ যা ক্রমানো যাবে মুদ্রাস্ফীতি যখন চলে যাবে তখন শুধু সেই টাকার মূল্যই বাড়বে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।'

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৪নং নেহরাজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা : বিহার শরীফ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—নিত্যনিরোধ গুহ

বলভদ্রকুমার রায়

পাঞ্জাব হইতে গম রপ্তানী

পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের সরবরাহ ও যানবাহন বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এফ্, বি অরেল, আগামী মে, ১৯৪৪ যে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইবে ঐ সপ্তাহে পাঞ্জাব হইতে ৫ হাজার ৭ শত ৭২ টন বাছাই করা গমের প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বোম্বাই, মিরাট, কোচিন ও দিল্লী পাইয়াছে ঐ বাছাই গমের বেশী ভাগ। মোট ৫৭৭২ টন বাছাই গমের মধ্যে ৩ হাজার ৩ শত ১৮ টন ছিল গম এবং ২২৬ টন ছিল চাউল। ঐ সপ্তাহে পাঞ্জাব সরকার অন্যান্য প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যে বিভিন্ন লোকদের জন্য ৯৯ হাজার ৮ শত ৬৩ টন গম এবং ৯ হাজার ৭ শত টন চাউল বরাদ্দ করিয়াছেন।

জাপানে রবারের দর

জাপান মালয় এবং সুদূর প্রাচ্যের রাজ্যগুলি অধিকার করিয়া প্রচুর রবারের অধিকারী হইয়াছে। এই কারণে বাহিরে চালান দেওয়ার এখন সুযোগ নাই বিশেষ অসুবিধা থাকায় জাপানে রবারের দর বেশ বৃদ্ধি ও পাইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর কালে জাহাজের ব্যবসায়

মার্কিন মার্চেণ্টাইল কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, যুদ্ধোত্তর অবস্থাগুলির আমেরিকা সুযোগ সুবিধা নিয়া জাহাজগুলির মধ্যে যাহাতে আমেরিকা যাহাতে আমেরিকার মধ্যে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমেরিকার বাণিজ্য জাহাজগুলিই সাধারণভাবে যুদ্ধে আমেরিকা জাহাজগুলি যে কাজে করিয়াছে তাহা পাইবে।

জার্মানীর বিরুদ্ধচিত্রের সম্পদ

জার্মানী হইতে আমেরিকা ১৫ কোটি মণ বস্তুই না তাঁরা প্রস্তুতিবিহীন পাইয়া থাকে। পূর্বেকার মধ্যে জার্মানীতে এই বস্তুটি সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। বর্তমানে জার্মানীতে ইহার উৎপাদিকা হয় আগের চেয়ে কমিয়া গিয়াছে। যুদ্ধ-দেহিতা হইতে আমেরিকা কম ও পাকস্থলী চাহা আমেরিকা, যুদ্ধ, আমিন ও ফ্রান্স পায়। যুদ্ধপেরিয়া সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে আউন্স-টি-রোজ (ষোলসের আমের) উৎপন্ন হয়। ১৯ হাজার একর জমিতে ইহার জন্য ষোলসের চাষ হয়। ষোলসী জন্য স্থলে প্রচুর পরিমাণে পিন পাক-প্রাণ থাকায় উহা আমেরিকায় চালান যায়।

আমাদের যাদু টিনতে না পারেন।

কেউ আমাদের কিছু বলবার নয়। এক সময় গানের সরস্বতীর আর-প্রীতি আমাদের ঈর্ষান্বিত করেছে কি; আমাদের আমার ঈর্ষান্বিত করেছিলেন—"বিজ্ঞান কলিতের ও বেশবিন্যাস"। সেটা আর নেই নয়। আমার মত বিজ্ঞান প্রথম শ্রেণিতে ফার্স্ট হলেই দুই আনন্দের বেঁচে, তখন আমি ফাস্ট দুই এক হয় নেই। আমাদের ছিল কিছু যে ফার্স্ট হতে পারেন না। এর কারণ আমার আমি নাইনে পাই, আমরা যোগান এবং মাস্টার আমি পাই, আমাদের কম ৪' আমা ডিসটিংশন পাই পাই। আমাদের কারণ যত বড় আমাদের নিজেদের আমাদের ডিগ্রিতে করেন। আমাদের কোনও বড়ি, বুদ্ধির আমরা, গাইয়েরী, ফ্রান্স, থিয়েটার ট্রেন আমাদের কোনো প্রথম আনন্দেরও ছিলো হবে। নাম্বার কথা বলতে কি, বুদ্ধিমান ও ডিগ্রেট খেলার যা বুদ্ধিতে ও ছাড়াই আমাদের সাথে কেউ পারবেন। আর আমাদের অভিনয় কোনো আমরা কম দুর দুরের লোকও এসে থাকেন। আমাদের ছেলে মেয়েরা নিজের কুলটা দেখা পড়া নিজেরা। অভিভাবকের সকল বিষয়ের আমি নিজের কোনো কারণেই কিছু কিছু আমার এবং পরিচালক কারণের নিজে নিজি। আর সব চাইতে বড় কথা, এই নিজে আমরা আত্ম-সম্মান আমার কোনো কাজ করতে পারি—এখানে কেউ করবো সঙ্গে আমার কারণের আমরা আর কোনো। তাই আমার ইচ্ছা কোন নিজের কোনো কাজ না

চাকেশ্বরী
কটন মিলস্ লিঃ

বাংলার পরিচালনায়:- শ্রীসুধা কুমার বসু।

কোনখেলে কত খনিজ তৈল আছে

১৯৪৩ সালের হিসাব অনুযায়ী কোন্ দেশে কত তৈল মজুত আছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

(প্রতি গ্যালন সমান ৪৫টি পূর্ণ গ্যালন ধরিতে হইবে)

১।	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৩,০০০
২।	পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল	১৩,৫০০
৩।	রোমানিয়া	৩৫,০০০
৪।	মেক্সিকো	৫৩,০০০
৫।	ভেনেজুয়েলা	৫৯,০০০
৬।	অন্যান্য অধিকৃত (এশিয়া ব্যতীত)	
	পূর্ণ মার্কিন হিসাব	১,৫০০
৭।	ত্রেনিদাদ	৯৭৫
৮।	কলম্বিয়া	৫০০
৯।	ডমিনিকান	৩০০
১০।	আর্জেন্টিনা	২৫০
১১।	পেরু	১৬০
১২।	ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ	১০০
১৩।	ব্রহ্মদেশ	১০০
১৪।	জার্মানী	৮০
১৫।	ইতালী	৭৫
১৬।	মিশর	৭৫
১৭।	ভারত	৫০
১৮।	অষ্ট্রিয়া	৫০
১৯।	পোলাণ্ড	৪০
২০।	বলিভিয়া	৪০
২১।	ইকুয়েডর	৩৭
২২।	জাপান	২৫

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্রুথ বিক্রয়

অলাভজনক সরকার বিভাগের একটি ইস্তাহারে প্রকাশ, গত জানুয়ারী হইতে গত মার্চ মাসের মধ্যে সরকার কর্তৃক ২ কোটি ২৩ লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় সরবরাহ করা হইয়াছে। কলিকাতার ১৫০টি অনুমোদিত দোকানের মারফৎ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বিক্রয় হইতেছে এবং পুরুষের ব্যবহার্য্য কাপড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে যে বিভিন্নরূপ ডিজাইন তৈরি করা হইয়াছে। এই দোকানগুলি ছাড়া বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা কর্ম্মচারীদের জন্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে সিধাসিধি সরাসরি ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় পাইতে পারেন। প্রায় ৩ সহর অঞ্চলে যেগুলি নতুন ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বিক্রয়ের দোকান স্থাপনের ব্যবস্থা করিবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট-দিগকে অনুরোধ জানান হইয়াছে। বিভিন্নরূপ সংখ্যা হইতেই কলিকাতায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের পাইকারি বিক্রয় সম্বন্ধে হিসাব পাওয়া যাইবে :—জানুয়ারী ১৯৪৩—৩ লক্ষ ১৬ হাজার, ফেব্রুয়ারী—৮ লক্ষ ৫৪ হাজার, মার্চ—১৫ লক্ষ ২ হাজার, এপ্রিল—২৭ লক্ষ ৮৭ হাজার।

কল-ইঞ্জারা ব্যবস্থার কুফলাই হইতে খাদ্য চালান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, মার্চ মাসে সে দেশ হইতে যে সব খাদ্য দ্রব্য ও ঔষধাদি দ্রব্য কল ইঞ্জারা ব্যবস্থা-অনুযায়ী পাঠান হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ৩৪.২ ভাগ বিমানে মিত্রশক্তি সাহায্যে পরিমাণ ৫৯২ ভাগ বিমানে প্রেরিত হয়।

গুড়ের চালান লইবার অনুমতি পত্র

খোলাবাজি সরবরাহ বিভাগের ঘোষণামতে জানা গিয়াছে, বাঙ্গালার যেসব জায়গায় এই আদেশের বাহির হইতে গুড় চালান আসিলে অনুমতিপত্র না দেখাইয়া উহার ডেলিভারী লওয়া নিষিদ্ধ হইল। কলিকাতায় বসিয়া অবশ্য এই অনুমতিপত্র খোলাবাজি সরবরাহ বিভাগের এ্যাসিষ্টেণ্ট কণ্ট্রোলারের নিকট দাখিল করিলে পাওয়া যাইবে। মফঃস্বলে ঐরূপ ম্যাজিষ্ট্রেট, এস্ ডি ও অথবা খোলাবাজি সরবরাহ বিভাগের এ্যাসিষ্টেণ্ট ডিরেক্টরের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

ভারতে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা

বঙ্গদেশ যে অবিশ্যি নারীদের সম্বন্ধে মিঃ আমেরি আলাদা যে, ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা-কর্ম্মীর সংখ্যা মোট ৭ হাজার। প্রাদেশিক সরকারগুলি এই সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু বিশেষ সফল হইতেছেন না।

ভারত হইতে রাশিয়ায় পণ্য প্রেরণ

ইষ্টার্ণইকনমিষ্ট বিভাগ রাশিয়ার অর্থনীতিবিদের একজন মুখপাত্র ভারত হইতে রাশিয়ায় পণ্য প্রেরণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, গম ইত্যাদি খাদ্য পরিমাণ পাঠাবার পথা ভারত হইতে রাশিয়ায় পাঠান হইয়াছে। গত ১২ মাসের মধ্যে ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড আরশীর চা ও ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড সিংহলের চা রাশিয়ায় পৌঁছিয়াছে। চা ছাড়া সিংহল হইতে রাশিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ রবার চালান দেওয়া হইয়াছে এবং ভারত হইতে পাঠান হইয়াছে বহু পরিমাণ পাট ও চীন।

সিন্ধু সরকারের মুক্তহস্ত-বরাদ্দ কম পরিশোধ

গত ১৪ই মে বাকী ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা শোধ দিয়া সিন্ধু সরকার সম্পূর্ণভাবে ঋণমুক্ত হইয়া কল হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস—৮৯নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

প্রধান শাখা :—৯৭ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন কলি : ৪১৭৩

শাখা অফিস

কলিকাতা—

বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, টালী।

মফঃস্বলে—

হাজরা, ওয়ারী, ঢেকী, বোয়াখালী, টাঙ্গাইল, সুলতানগঞ্জ, চৌধুরী, রিয়াজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, সাহাবাদী ও নবাবগঞ্জ (ভাগলপুর)।

বিহার—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী।

লভ্যাংশ শতকরা ৭॥০ দেওয়া হইয়াছে

ভারতীয় আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় মাত্র ৮৫।

এজেন্সী :—

ভারতের সর্ব্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

মজঃফরপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

জেনেরেল—মিঃ টি মজুমদার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ

সান বার্লি

পার্ল পাউডার

শিশু এবং কৃশ ব্যক্তিদের পক্ষে আদর্শ খাদ্য, সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়। ডাক্তার ও মেডিকেল হোর্ড কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

সর্ব্বত্র এজেন্সী আবশ্যক

দি নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বার্লি ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ

১০৫, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কাচ ও চিনামাটীর কারখানার শিল্প

আমেরিকার বন্দরে যে তারিখের একটী রেল কোম্পানী প্রকাশ যে, তাহার সরকারের শিল্প ও বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের অধীনস্থ ভাউচিল এবং সরঞ্জামাদিক এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ বা বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিষয়ক অনুসন্ধান পরিচালন নিযুক্ত করিয়াছেন যে, কাচ ও চিনামাটীর কারখানার, এমনুফেকচার বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের জন্য একটী কেন্দ্রীয় কাচ ও সিরামিকের অনুসন্ধানাগার স্থাপন করিয়াছেন। ঐ অনুসন্ধানাগার স্থাপনের একটী পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য তাঁহারা এক এক ভাউচিলের, সি সি ই, এক আর এম মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়া একটী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কমিটিকার কমিটির যে শেষ বৈঠক হয় তাহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার পূর্বে এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে যে বিষয়ে তথ্য চাই সেগুলি উল্লেখ করিয়া একটী লিপি প্রস্তুত করিয়া ঐ শিল্পে নিযুক্ত কারখানাগুলির মালিকদের, ঐ শিল্পজাত দ্রব্যাদির ব্যবহারকারীদের এবং ব্যবসায়ীমহলের নিকট পাঠান হইয়াছে। তাহা দ্বারা দেশের বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায়তন-গুলিরও ঐ লিপি পাঠান হইয়াছে। উহারা এবিষয়ে সহিসন্ধান করিয়া যাহাতে কাচ ও সিরামিকের বিষয়ে অনুসন্ধান করা—তাহা আবাসাগার, কেমিক্যাল ল্যাব এবং সিরামিকের ডিপার্ট ইন্ডাষ্ট্রিয়াল, ভাউচিল এবং সায়েন্টিফিক এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, দিল্লী।

ভারতপুরের আর্থিক সুবাকাকর

ভরতপুর রাজ্যের আর্থিক সুবাকাকর সম্পর্কে কলিকাতার কয়েকটী ভারতীয় বণিক সভা যে সমবেত আবেদন করেন তাহার উত্তরে ভরতপুর সরকারের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, রাজ্যের সরকার 'ভরতপুর আর্থিক সুবাকাকর বিষয়ক আইনের' সংশোধন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং ঐ আইন ১৯৪৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বঙ্গোপসাগরী বণিক সভা আইনটী উঠাইয়া লওয়ার সম্পর্কে যে বিষয় জানাইয়াছেন, সরকার আইন কার্যকরী হইবার পূর্বে সেই প্রস্তাবের বাণিজ্য ও শিল্প উহাদের দৃষ্টি তথ্য উহাদের সহিত পরামর্শ করা হয়।

ভারত হইতে ব্রহ্মে সিমা যান

ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে সিমা যান করা সম্পর্কে যে চুক্তি আছে তদ্বিষয়ক বাণিজ্য সমস্যা আলোচনা করিবার জন্য ভারত সরকার একটী সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। এই ও ৩রা জানুয়ারি সিমলায় উহার বৈঠক হইবে। ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের দ্বারা সম্মেলন হইবে ভারতের বণিকদের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন।

জাহাজের প্রধান সমর গুলি রেডিও দ্বারা মুক্ত করিবার ব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী রেডিও ইঞ্জিনিয়ারেরা পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুদ্রপথে রেডিও দ্বারা সমুদ্র পরিষার একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী বিভিন্ন আটটী স্থানে ফুয়াকার ট্রান্স সাইন স্থিতে ষ্টেশন স্থাপন হইবে :—(১) সানফ্রান্সিস্কো (পশ্চিম উপকূল), (২) আলাস্কা টীল, (৩) আলেকজান্দ্রিয়া, (৪) নোফোক, (৫) ফ্লরিডা, (৬) পোরাস, (৭) হনলুলু, (৮) পেন্সিকোলা সহর।

ভারতে মহিলা খনি-মজুর

ইংলণ্ডে যে তারিখে পার্লামেন্টে সরকার এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আমেরি জানান যে, গেল হিসাব অনুযায়ী মহিলা মজুরদের খনির ভীতে কাজ করার সম্পর্কে যে বিশেষজ্ঞা তিল তাহা উঠাইয়া দেওয়ার পর বিভিন্ন খনিগুলিতে এ যাবৎ মহিলা শ্রমিক কাজ করিত। উহার পর হইতে প্রায় ১০ হাজার মহিলা শ্রমিক খনির কাজে কাজ করিতেছে।

ফোন—কলি ২২০০ (৪ লাইন)

আপনার জন্য আমরা কি কি করিতে পারি—

বেতনের বিলের টাকা আদায়।
কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়।
মালপত্রাদি বীমা করা, জাহাজে বোঝাই করা, চালান রেলওয়ে এবং ইত্যাদিতে আদায়ে মজুত করা।
ইলেকট্রিক, টেলিফোন, গ্যাস, ট্যাক্স ইত্যাদির বিল প্রতিমাসে দেওয়া।
ভূ-সম্পত্তি ইত্যাদির (এষ্টেট এজেন্সী) তত্ত্বাবধান করা।
মূল্যবান্ দ্রব্যাদি, অলঙ্কারাদি বিনামূল্যে রাখা।
আর্ট, মূর্তিকা, জীবন-বীমা ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া।
বিভিন্নভাবে বীমাসম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়া।
ব্যবসা-বাণিজ্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ ও সৌজন্যতাদি দেওয়া।

- ৫৲ টাকা জমা দিয়াই সেভিং ব্যাঙ্কের হিসাব খোলা যায় (চেকে টাকা উঠান যায়)।
- মাত্র ১০০৲ টাকা জমা দিয়াই চলতি হিসাব খোলা যায়।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস

হেড অফিস :—৪৩নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যালকাটা কম্যার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ব্যাঙ্ক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীদিগের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক কার্য করিয়া থাকে। অনুসন্ধানের নিমিত্তিরিতি ব্যবহে ফোন, তারযোগে ও ব্যক্তিগত ভাবে দেওয়া হইয়া থাকে।

আমাদের ব্যাঙ্কে চলতি ও স্থায়ী আমানত, সেভিংস একাউন্ট, ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট ও এক্সিকিউটর ট্রাস্টিদের সুবিধার সুব্যবস্থা করিয়া ও সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ণ প্রকাশ প্রধান আমাদের ব্যাঙ্কের সহিত লেন-দেন করিয়া আমাদের পরিচালন কার্যাবলী ও আমাদের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইবার জন্য আমাদের নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া থাকি। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ বসু। 2

স্থাপিত—১৯২৯

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(লিমিটেডভুক্ত)

হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	...	২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন	...	১০,২৭,৯২৲ "
আদায়ীকৃত	"	৯,২৬,৪৭৲ "
কার্যকরী	"	৫০,০০,০০০৲ " উপরে

শাখাসমূহ :—অমহর্ষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, বিডিবাজার, বর্ধমান, দুলাল, সাহেবগঞ্জ, সৌমজুর এবং রেঙ্গুন।

যেখানে অর্থ ফেলে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন—

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—ঢাকা হেড অফিস :—ঢাকা।

কলিকাতা অফিস—৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

শাখাসমূহ :

নূরাবাজার, ঢাকা, নৌয়াখালি, চাঁদপুর, ফেনী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, ফেঞ্চুগঞ্জ, ভৈরব বাজার, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালি, বাউফল, বরগুনা, পিরোজপুর, খুলনা, যশোহর, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, শিলিগুড়ি, কার্শিয়াং, কলিকাতা, চাঁদপুর।

অনুমোদিত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত মূলধন	...	৫০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	...	২৫,০০,০০০৲
কার্যকরী তহবিল	...	৩০,০০,০০০৲

চলতি—	...	১৲
সেভিংস	...	২৷৷০
স্থায়ী আমানত	...	৩৲ হইতে ৬৲ পর্যন্ত

মিঃ এম চক্রবর্তী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ এম বসু
কলিকাতা এজেন্ট।

ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা সমিতি

বিভিন্নবিধ ব্যক্তিগণ লইয়াই ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা সমিতি গঠিত হইয়াছে। —মিঃ এস এম এইচ আলভীন্ (বোম্বাই চেম্বার অব কমার্স, মনোনীত), ক্যাপ্টেন এস আর দেশমুখ এম বি, এম এল এ (ভারত সরকার মনোনীত), মিঃ কে এস রামস্বামী (মাদ্রাজের তুলা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি)।

কেন্দ্রীয় পণ্য ব্যবহারকারী সমিতি

আগামী ১৭ই ও ১৯শে জুলাই অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পণ্য ব্যবহারকারী সমিতির প্রথম অধিবেশন হইবে অর্থসচিবের যাবতীয় পণ্যাদির গঠন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সমিতি ভারত সরকারকে উপদেশ দিবেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইয়াছে :—সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভি, মিসেস রেবতী রামস্বামী, মিঃ এস এম লালাজী, ডাঃ মাথাই সি, মিঃ এ ই মুর, মিঃ মুহম্মদআলি মোদি, মিঃ এস বি আর, মিসেস এস এন ও রাজাজী, মিঃ ইউসুফ আবদুল্লা হারুন, অধ্যাপক এ বি এ হাবিব, মাননীয় মিঃ হাসান ইমাম, মি এস এস যোশী, ডাঃ ফ্রেডরিক জেমস্। তাছাড়া ব্যবসায় আইন কমিটি, খাদ্য মাননীয়ের তুলি আর, ডাঃ রাজেন্দ্র সেন, সেন্ট্রাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর, মিঃ কে বি বিশ্বেশ্বরী, মিঃ কে শ্রীনিবাসন, মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকি ও মিঃ এস এস ইয়াকুব।

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন সম্বন্ধে আলোচনা-সভা স্থগিত

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন সম্বন্ধে অভিমতাদি আলোচনার জন্য ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ গত ২৩শে যে বোম্বাইয়ে যে সভার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা অনিবার্য কারণের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। এই সভায় ভারতের বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের যোগদান করিবার কথা ছিল।

বোম্বাই দুর্ঘটনায় সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজের ক্ষতি

বোম্বাইয়ের অগ্নিকাণ্ডে দুই হাজার টন সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ নষ্ট হইয়াছে।

ভিক্টরি লোন ১৯৫৭

শতকরা ৩ সুদের

এখন পাওয়া যায়

এই লোন দশ মূল্যে ইস্যু করা হবে এবং ১৯৫৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ক্রয় মূল্যে পরিশোধ করা হবে। এই লোন অনির্দিষ্ট টাকায় ক্রয় করা যেতে পারে—এবং অন্য বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত ইস্যু করা হবে। ১লা মার্চ এবং ১লা সেপ্টেম্বর এর যে কোন সময়ে শতকরা ৩৲ টাকা হারে ছামাসিক সুদ দেওয়া হবে এবং তার উপর ইনকম ট্যাক্স এবং সার চার্জ দিতে হবে। ২৯শে মে থেকে এবং পরবর্তী ইস্যুর মূল্য হবে ১০০৷৷০। তারপর অন্য বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত তা' প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাই হারে বেড়ে যাবে।

বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, দিল্লি এবং মাদ্রাজে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে, ভারতের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা সমূহে এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে।

পুস্তক পরিচিতি

বাংলা বর্ষপঞ্জি, ১৩৫১—শিশিরকুমার আঢ্যবী চৌধুরী সম্পাদিত ও সংকলিত ইষ্টার্ণ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি জীবনের নানা ক্ষেত্র সম্পর্কে নানা আবশ্যক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইহাকে যথাসম্ভব এই বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করা হয়। তাছাড়া, সাময়িক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি অনেকেরই যাহা যাহা দরকার সে সমস্ত তথ্যের সমাবেশ হয়। ইহাই এগুলিকে একত্র সাময়িক করিয়া তোলার সার্থকতা। কলিকাতা হইতে অনেকগুলি ইংরাজী বর্ষপঞ্জি প্রকাশিত হয়—সেগুলির প্রায় সবই ইংরাজী ভাষায়। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার আঢ্যবী চৌধুরী মহাশয় বাংলায় যে বর্ষপঞ্জি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা ইংরাজী কোনো বর্ষপঞ্জি অপেক্ষা হীন নয়। ইহার অনেক অংশ-কাঠামো মূল হইতেও তথ্যসংগ্রহের সৌকর্য ইহার আছে। এই বর্ষপঞ্জিখানিতে বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশ তথা ভারত সম্বন্ধে তথ্য সংকলিত হইলেও অন্যদেশের সাধারণ প্রয়োজনের জন্য উহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। পত্র ব্যবহারের নিয়ম ও মহাজনের বিষয়ে এবং আলোচনের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য বিষয়ে যে প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে বিষয় হইয়াছে সেগুলি সাধিক হইলেও বেশ হইয়াছে।

এই বর্ষপঞ্জি গ্রন্থের সেবাকার্যে একজনের নিয়মাবলী দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ পুস্তকের সঙ্গে ইহা একটী অসুবিধা, কারণ তাহাদের মুদ্রাযন্ত্রের জন্য একখানা পত্রিকা প্রকাশ করতে সরকারী বিজ্ঞাপন আনী হওয়াতে অনেকেই পত্রিকার অভাব বোধ করিবেন। বর্ষপঞ্জির নিয়মাবলী একখানা অতন্ত্র ভাবে মুদ্রণ করিলে পারিবে।

সম্পাদকের নিবেদনে প্রকাশ, ইহা তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা। এই চেষ্টা সার্থক হইয়াছে।

গ্রন্থের মূল্য আরিবার বাজারে বেশ সস্তাই বলিতে হইবে। আমরা আশা করি 'বাংলা বর্ষপঞ্জি, ১৩৫১' বাংলার ঘরে ঘরে সমাদর পাইবে।

গ্রামের কাঁচা রাস্তার উন্নতিকল্পে গবেষণা

গ্রামের কাঁচা রাস্তাগুলির উন্নতিসাধনের উপায় নির্ধারণের জন্য ভারত সরকার গ্রামাঞ্চলের 'রুরেল রিকনষ্ট্রাকশন বিভাগ' ইণ্ডাষ্ট্রিজ্‌কে বাবদ এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

ভারত সরকার কর্তৃক বোম্বাই বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে সাহায্যদান

সম্প্রতি বোম্বাই বন্দরে যে ভয়াবহ প্রলয়, বোম্বাইয়ের অধিবাসী ও বিদেশীদের মধ্যে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদিগকে সাহায্যদানের জন্য ভারত সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন ভারত সচিব তাহাতে সেই প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে।

এই সম্পর্কে ভারত সরকারের আইন প্রণয়ন বিভাগের অন্যতম সেক্রেটারী মিঃ লায়নেল এবং অর্থ বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ সাত্তারজান বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে প্রেরিত গম ও ময়দার পরিমাণ

সিনেটে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বেঃ সাম্বাদে প্রকাশ, গত ১৯৪৩ সালে ৩১ মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে প্রেরিত গমের মধ্যে ২ লক্ষ ৯৮ হাজার টন গম এবং ৯৯ হাজার টন ময়দা ছিল।

ঢাকা বাসা বন্ধনে পাইকারী জরিমানা

নগদ ৯৯ টাকা সরকার বিশেষ এলাকার উপর গত ১৯৪৩ সালে পাইকারী জরিমানা ধার্য করিয়াছেন।

সেয়ার বিক্রয়ার্থ

ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে

দি, ভি'র প্রস্তুত ঔষধ ও ইনজেক্‌শান

সর্ব্বত্র বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছে।

কেমিক্যালস্ ও ড্রাগস্

ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

৯৩এনং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : কাল ১১৪৮

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কিনেক্স অব ইণ্ডিয়া এক্টের ৯৯-এ ধারা অনুসারে এই কোম্পানীর আরও সেয়ার বিক্রয়ের আদেশ দিয়েছেন। এই আদেশ দ্বারা ইহার অবলেখিত মূলধন, কোম্পানি বিধিবদ্ধ হওয়া বা কোন সময় কোন প্রকার পরিবর্তন করিতেছেন না।

স্থাপিত : ১৯২৩

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—নারায়ণগঞ্জ কলিকাতা অফিস :—১১৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

ফোন :—কলিকাতার ১৯৭

ক্লিয়ারিংএর যাবতীয় সুযোগ সহ
ক্রমোন্নতিশীল ভারতীয় ব্যাঙ্ক

ব্রাঞ্চ সমূহ :—সিরাজগঞ্জ, সিলেট, দিনেট, করিমগঞ্জ, করিমগঞ্জ ও ডুমরিয়া।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার :
শ্রীকামিনীকুমার পাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

স্থাপিত—১৯১১ ইং

হেড অফিস—শিলং

তার : "Shilbank"
ফোন ১১৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এলায়েন্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সম্প্রতি আমরা ঢাকার এলায়েন্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রমুখ কতিপয় স্বনামধন্য ব্যক্তি অল্প সময়ের মধ্যে যখন খুবই এই ব্যাঙ্কটির কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পর হইতে ব্যাঙ্কটির দিন দিন উন্নতি হইতেছে বলিয়া আমরা আশা করি। ঢাকার পরিচালনীতে এলায়েন্স ব্যাঙ্কের হেড অফিস অবস্থিত। বহুবাজারে, কিংবাবাজার ও নবাবপুরে (ঢাকা) এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস রহিয়াছে।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডিয়া আইরন এণ্ড ষ্টোল কোং লিঃ—হিসেবের মিঃ অতুলপ্রসাদ অধিকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩৮ বেলিয়াঘাটা রোড, এন্টালি, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। বয়ন, আইনজিম ও এই জাতীয় অন্যান্য বিভিন্ন ব্যবসা।

সভ্যেন্দ্রাইজেস এণ্ড কোং লিঃ—হিসেবের মিঃ সত্যেন্দ্রলাল ভদ্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০ ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। সাবু, রেসিয়ান, পালিশ্যাল ইত্যাদির ব্যবসা।

এইচ মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ—হিসেবের মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯৯।১ এলগিন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। সাবিকাল ও রেসিয়াল ব্যবসাদির ব্যবসা।

মোগলসরাই বন্দী লিঃ—হিসেবের মিঃ মোগলসরাই বন্দী। রেজিষ্টার্ড অফিস—বড়বাজার, মোগলসরাই। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। মোগলের ব্যবসা।

দি মেট্রোল কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ—হিসেবের মিঃ অতুলকৃষ্ণ বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০ ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। বন্ধ, সাবান ও পরিষ্কার ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের মধ্যবর্ত্তীকালীন হিসাবের উপর শতকরা ৩৫ আনা। **বেঙ্গলমাইকা ষ্টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৬৫৲ টাকা। **ইঁদিলকোরা ষ্টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৭৯০ আনা। **বামারপুকুরী এণ্ড কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শতকরা ১২৫০ আনা. **মোহন লালের** শতকরা ২০৲ টাকা ফাইনাল ডিভিডেণ্ড সহ মোট এক বৎসরের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা। **ষ্টীল কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য ফাইনাল ডিভিডেণ্ড হিসাবে শতকরা ৫৲ টাকা।

একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় ব্যাঙ্ক

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

স্থাপিত ১৯৩০ ইং | হেড অফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। | টেলিগ্রাফিক ঠিকানা :—ভারতি কলিঃ ২৪৪৬ | টেলিঃ Payment.

অন্যান্য শাখা

কাশবাজার,	বড়বাজার,	বালীগঞ্জ,	কলেজ ষ্ট্রীট,
ঢাকা,	নারায়ণগঞ্জ,	বিরকাদিঘি,	করিমপুর,
রাজবাড়ী,	কুষ্টিয়া,	মোগলসরি,	কুমিল্লা,
রাজনবাড়িয়া,	আলালসোল,	ভোলা,	খোয়াই,
টাংগেল,	ঝোকসাই,	বরিশাল,	সিলেট,
করিমগঞ্জ,	মোলাবাই,	নাগপুর,	ইষ্টবাজারী,
রায়গঞ্জ,	রাজনন্দনবাগ,	বেনারস,	সোনারপুর,
পাটনা,	বাবরা,	পাবনা,	

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি দত্ত, এম-এ, বি-এল।

(ইহা প্রসপেক্টাস নহে—সাধারণের অবগতির জন্য কোম্পানীর ব্যবসায় সম্বন্ধে প্রচারপত্র মাত্র)

বিক্রয়ার্থ নূতন শেয়ার

দি লেবং এণ্ড মিনারেল স্প্রিং টি কোং লিঃ

(বাগান :—লেবং এণ্ড মিনারেল স্প্রিং টি এস্টেট, দার্জিলিং)

অনুমোদিত মূলধন ৭,০০,০০০৲ (সাত লক্ষ টাকা)

পাঁচলক্ষ টাকার অর্ডিনারি ও দুই লক্ষ টাকার রিডিমেবেল প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত।

পূর্ব্বে যে পাঁচলক্ষ টাকার শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির করা হইয়াছিল তাহা কয় দিনের মধ্যে সাকুল্য বিক্রয় হইয়া শেয়ারের সম্পূর্ণ টাকা কোম্পানীর হস্তগত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে নূতন বিক্রয়যোগ্য শেয়ার

২,০০,০০০৲ টাকা—প্রত্যেক শেয়ার ১০৲ টাকা হিসাবে ২০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার। এই সমস্ত শেয়ার-প্রতি শেয়ার ৩৲ টাকা প্রিমিয়ামে বিক্রয় করা হইবে। তবে যাঁহারা বর্ত্তমানে শেয়ার-হোল্ডার আছেন অর্থাৎ যাঁহাদের নাম শেয়ারহোল্ডারদের তালিকায় রহিয়াছে তাঁহারা প্রতি শেয়ার ১৲ টাকা কম প্রিমিয়ামে ক্রয় করিতে পারিবেন।

শেয়ারের টাকা পরিশোধের নিয়ম—

আবেদনের সহিত অর্দ্ধেক টাকা দিতে হইবে এবং শেয়ার এলট (বণ্টন) হইবার পর ৭ দিনের মধ্যে বাকী অর্দ্ধেক টাকা দিতে হইবে। শেয়ারের জন্য প্রত্যেক আবেদনের সহিত ১৲ টাকা হিসাবে ভর্ত্তির কি পাঠাইতে হইবে।

এই নূতন শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্য—

কোম্পানীর দুই লক্ষ টাকার (শতকরা ৬৲ টাকা সুদের) ডিবেঞ্চার পরিশোধ করিয়া দেওয়া।

চা-বাগানসমূহ সম্বন্ধে কতিপয় বিবরণ

অবস্থান :—

এই এষ্টেট মেসার্স জেমস্ ফিন্‌লে এণ্ড কোং লিঃএর নিকট হইতে গত আগষ্ট মাসে ৬,৬৫,০০০৲ টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে।

মোট জমির পরিমাণ (দার্জিলিং সদর হইতে মাত্র ৫ মাইল দূরে)

আবাদী জমির পরিমাণ—

লেবং ডিভিসন	(৬,০০০ ফিট উচ্চে)	২১৬·৫০ একর
মিনারেল স্প্রিং ডিভিসন	(৩,৫০০ ফিট উচ্চে)	৪১৩·৫০ "
বেড্ ল্যাণ্ড		৪১১·৬০ "
লাইসেন্সপ্রাপ্ত মোট আবাদী জমি		৬৩০ "
১৯৪৩ সালে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ		১৯৪০ মণ
১৯৪৪ সালে সম্ভাবিত ফসল		২৫০০ "

বসতবাটির মূল্য ১,০০,০০০৲ টাকা (মেসার্স জেমস্ ফিন্‌লে এণ্ড কোং লিঃ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত)

বাঙ্গলো, গুদাম, ফ্যাক্টরী, মেদিনারী ও রোপওয়ে—সমস্তই আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত।

১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্যকালের উপর অতি উত্তম লভ্যাংশ আশা করা যাইতেছে।

শেয়ারের জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্ন ঠিকানায় লিখুন—

ম্যানেজিং এজেন্টস :—
এরিয়ান ষ্টাণ্টার্স এজেন্সী
১২ নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

কোম্পানীর ব্রোকার—
মেসার্স বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড,
শেয়ার ডিলার্স হাউস,
১২ নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার কলিকাতা।

ডিরেক্টর অব ইণ্ডিয়ান আইনের নিয়মাবলীর অধীন দ্বারা অনুমোদিত বর্ত্তমানে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য তেজীর অবস্থানের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। তবে এই সমস্ত বিষয় অনে পর্যবেক্ষণ কোম্পানীর কোন আর্থিক পরিচালনার দায়িত্বভার, এই সম্পর্কিত কোন বিবৃতির সত্যতা অথবা এই সম্পর্কে কোন অভিমতের জন্য দায়ি গ্রহণ করিতেছেন না।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৫শে মে

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই, নীচু কোনো পরিবর্তন হইতে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্তে অন্যের হাতে সুদের হার পূর্ববৎ ১০ আনাই রহিয়াছে, যেখানে কিন্তু ঐরূপ অন্যের হাতের হার ।০ আনায় নামিয়া গিয়াছে। ট্রেজারী বিল্‌স্ বাইয়ের হার অপরিবর্তিত রহিয়াছে। যে অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের আগামীকল্য বাইয়ের হারের কোনো তারতম্য হইবে না।

আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের আবেদনে প্রায় ১০½ কোটি টাকা পরিমাণের আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। ইহার পূর্ব সপ্তাহের ঐরূপ পরিমাণ আবেদন দুই কোটি টাকা বেশী ছিল। প্রতিযোগিতা কিন্তু এবার আরও বেশী দেখা গিয়াছিল এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে গড়ের হার বার্ষিক পঞ্চকরা আট আনার স্থলে দুই আনা কম পাই-এ গিয়া ঠেকিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের ট্রেঞ্চারের আবেদনে মোট ১৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়া যায়। ১৯৩৭-৩৮ সনের সমস্ত আবেদন গৃহীত হয়। ১৯৩৮ সনের আবেদনগুলির সবগুলি নয় আনা গ্রহণ করা হয়। ঐরূপ আবেদনের অন্য সনের সমস্ত আবেদন অগ্রাহ্য হয়। মোট গৃহীত ৩ কোটি টাকার ট্রেঞ্চারের সর্বনিম্ন মূল্যের হার হইয়াছে বার্ষিক পঞ্চকরা ছয় আনা বলা যাইতে পারে।

আগামী ৩০শে মে (১৯৩৯) মঙ্গলবার বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ইণ্ডিয়ান টাইম) সময়ে ও আগ্রা ফেরে ২৯শে মে তারিখে ঐ দিনের কলিকাতার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ভারত সরকারের ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের ট্রেঞ্চার গৃহীত হইবে। আবেদনে ট্রেঞ্চার প্রতি বোম্বা পরিমা বিশেষভাবে উল্লেখিতব্য হইবে এবং ন্যূনতম ৫০০০) টাকা বিলে হইবে। অন্যান্য সর্ত পূর্বের ন্যায়।

১৯৩৯ সালের ১২শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার ভারত সরকারের ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ইস্যু-বিভাগের নিকট বিক্রীত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী হইতে জানা যায়, ১৯শে মে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে সমস্ত তারতে চলতি নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৮১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে ঐরূপ পরিমাণ ছিল ৮১৩ কোটি ৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।

ঐ সময় ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত স্বর্ণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৮৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে ঐরূপ পরিমাণ ছিল ৮৮৩ কোটি ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুত সরকারী ও আনুষঙ্গিক সরকারগুলির আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল সপ্তাহান্তে ৫৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে ঐরূপের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে বিশেষ কোনো ওলাট পালট হয় নাই। তবে বাহিরে অর্থ প্রেরণ বেশী হয় নাই। বিনিময়ের হার পূর্ববৎই আছে।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৫শে মে

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারের অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পত্র মহলের আভ্যন্তরিক নিষ্ক্রিয়তার ভাব ক্রমশঃ বাজারে কিছু পরিমাণে সঞ্চার করিতে থাকে, ফলে লাভের আশায় শেয়ার বিক্রেতাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। বোম্বাই বাজারের বীরত্বহীন মনোভাবের প্রভাব কলিকাতা বাজারের উপর সপ্তাহ ব্যাপী

জাগ্রত ভারতের স্বর্ণ যুগে

আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা

নিশ্চয়ই জনসমাজের সহায়ক হইবে

আমাদের হাতে আছে :—
● অফেরত ফ্লাস
● ফেরত ফ্লাস এবং।

সর্বপ্রকার রবারের একমাত্র সরবরাহকারী

আমাদেরই নিজস্ব তৈরী :—
ফুল সিটিল সিটিং
● রবার সুড ওয়াটারপ্রুফ

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট

ফোন : বি, বি, ৩৩৯৯ ৩২ই জ্যাকসন লেন, কলিকাতা পোঃ বক্স ৮৩৩

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৮ সন

১৪৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থায়ী আমানতের সুদের হার

অত্যন্ত সন্তোষজনক, ৩০০ টাকা হইতে ৯ টাকা পর্যন্ত।

কে, সি, সরকার
ডিরেক্টর ইন-চার্জ

এস, আর মোকারেং
এম, জি, দত্ত রায়
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর্স

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩৬ ব্যাণ্টো লেন, কলিকাতা।

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, সেরপুর ও জামালপুর (গৌরীপুর)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস কে রায়।

কোম্পানীর উপস্থিত পড়তা আছে, কিন্তু পড় চুইদিন যাবৎ বাজারে সাময়িক ক্রেতাভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় দেয়ার-ক্রেতার সংখ্যার পূর্ণের তুলনায় হ্রাসপ্রাপ্ত দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ব্যতিত দেয়ারই বাজারের প্রধান আকর্ষণ ছিল এবং বার্ড কোম্পানীর সহিত্যাদিত অন্যান্য বিভাগের দেয়ারসমূহ অপেক্ষা সপ্তাহান্তে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমান সপ্তাহে পাটের দেয়ার-বাজারে পরিবর্ত্তিত ভাব হইয়াছে, কিন্তু তুলা ও চিনির বাজারে বিশিষ্টভাব দেখা যায়নাই। কা বাজারের দেয়ার-বাজারে এ সপ্তাহের অধিক কেনাবেচা হয় নাই। বেঙ্গলিনপুর এমিলানীর দেয়ারের অবস্থা এ সপ্তাহের শেষী ছিল এবং প্রতি দেয়ার ১৬৫৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছে। কলিকাতার দেয়ার-বাজারে বর্ত্তমানের মত দীর্ঘস্থায়ী নিরুৎসাহভাব বড় একটা দেখা যায় না; বলে হয়, বাজারের এই অবস্থা আরও কিছুদিন স্থায়ী হইবে।

কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজারে বিশেষ কোন তুলা দৃষ্টি দেখা যায় নাই বটে, কিন্তু ক্রয়েচ্ছাগী ব্যবসায়ীগণের মধ্যে চাহিদা ছিল। ৩৷৹ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৮৴৹ আনায় আরাম্ভাবি হয়ে ক্রোজেলা হয়। বেঙ্গলী ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ৫৲ সুদের ডিবেঞ্চার ৯৩ হইতে ৯৫৲ টাকায় (১৯৪৩-৪৪) ১০০৴৹, ৫৲ সুদের তুলনায় (১৯৩৩-৪৪) ৯৯৸৴৹, ৪৲ সুদের তুলনায় (১৯৫৭-৫৮) ১০৩৷৹, ৪৲ সুদের তুলনায় (১৯৫০-৭০) ১৯৷৹ ও ৪৲ সুদের তুলনায় (১৯৫৪-৫৫) ১০৪৸৴৹ আনায় কেনাবেচা হইয়াছিল। এ্যাসোসিয়েটেড ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ৬৲ সুদের সিমেন্ট (১৯৫৩) ১০৪৸৴৹ ও ৪৲ সুদের ইষ্ট পি (১৯৫৩) ১০৩৸৴৹ আনায় বিক্রিবিক্রি হয়। সাধারণ ডিবেঞ্চারগুলির আলোচ্য সপ্তাহে তেমন কাজ হয় নাই।

কাপড়ের কল

বোম্বাই বাজারের দীর্ঘস্থায়ী মন্দাভাবের জন্য আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও আসানসোল কাপড়ের কলগুলির দেয়ার সম্বন্ধে ক্রমিক অনুসন্ধানের মধ্যে নিরুৎসাহভাব পরিলক্ষিত হয় শুধু এই সপ্তাহের শেষদিকে নয়া সপ্তাহের তুলনায় কাপড়ের কলের দেয়ারে মূল্যবৃদ্ধি দেখা যিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে বালী ১৯৫৲, কানপুর টেক্সটাইল্স ১৯৯৲, বেঙ্গলাস ১৮৲ ও ভানবার ৫০৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছে। এমিল বর্ত্তমান সপ্তাহে ৬৯৲ টাকায় নামিয়া আসায় ৬৯৲ টাকায় উঠিয়াছে। নিউ ভিক্টোরিয়া ও এলাহী টেক্সটাইলসের দর আলোচ্য সপ্তাহে যথাক্রমে ৮৬৷৹ আনা ও ১১৲ টাকা ছিল।

কয়লা খনি

আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব্ব সপ্তাহের মতই অবস্থার বশিত দেয়ার বাজারে যথেষ্ট কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় এবং দেয়ার-ক্রেতার চাহিদার বাজারে যথেষ্ট ছিল। রাজহরা পড় সপ্তাহে ৭৮৲ আনায় তুলে আলোচ্য সপ্তাহে ৯৯৲ আনায় কেনাবেচা হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে শেষ পর্য্যন্ত তুলা তুলি রহিয়া এ্যাসোসিয়েটেড ৩৯৷৹, বেঙ্গল ৬৪৸৴৹ রোজারে এবং রাজহরা ৩৯৷৹, বড় রেকো ২০৷৹, বরাকর ৩৯৷৹, নিউ টীরভূম ৩৯৷৹ ও বাঁকোলা ৩৯৷৹ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে। নাইন ব্যবসায়ীগণের দেয়ারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই এবং ইষ্ট্ ১৭৷৹ আনায় কাছাকাছিই ছিল।

পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের দেয়ার-বাজারে সাময়িক উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং যে সকল দেয়ারের পড় দুই সপ্তাহ যাবৎ বন্ধেই রহিয়া ছিল, সেইগুলির এই সপ্তাহে বিশেষ ভাল কাজ হইয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহের শেষ অবধি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ৪৩৲, আমলাজারী ১০৯৲, হাজরা ৭৩৷৹, টীটাগড় ৪৩৸৲ ও তুলা ৯৯৷৹ আনায় কেনাবেচা হইয়াছিল।

ইণ্ডিগোরাক্সি

আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিগোরাক্সি দেয়ার বিভাগে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল ডিভিডেণ্ড যাবে ৩৷৹ ও ষ্টীল কর্পোরেশন ২৩৷৹ আনায় কেনাবেচা হয়। আলোচ্য সপ্তাহে তুলাবুরী ও মেসার্সের কোম্পানীর দেয়ারের মূল্য যথাক্রমে ১১৷৹ ও ১৬৷৹ আনায় কাছাকাছি ছিল।

চিনির কল

চিনির কলের দেয়ার বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে কোন উল্লেখযোগ্যতা দেখা যায় নাই। বেলসুন্দর ১৫৷৹ আনায়, ডেল এণ্ড কোং ২৩৸৴৹ আনায়, রামনগর ডেল এণ্ড তুলার ১৩৸৴৹ আনায় বর্ত্তমান সপ্তাহে কেনাবেচা হয়।

বিবিধ

আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কলকীর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তেমনভাবে মেদিনীপুর জমিদারী দেয়ার আবার ইণ্ডিয়ানে করিয়া ১৯৫৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে বার্ড কর্পোরেশন ৯৮৴৹ আনায়, বরানগর ডেভেলপমেণ্ট ৩৯৷৹ আনায়, বি আই কর্পোরেশন ৬৷৹ আনায়, ইণ্ডিয়া আয়রণ প্রাইভেট ১১৷৹ আনায় ও ইণ্ডিয়া কেবলের মেডি সেশন ৯৯৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছে। কাগজের কলের মধ্যে টীটাগড় ৫৭৷৹ আনায়, ষ্টার পেপার ৫২৸৴৹ আনায় ও ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ৫২৸৲ টাকায় আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রিবিক্রি হইতে দেখা যায়।

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯০৮ ফোন :—ক্যাল—২৬৯২
হেড অফিস :—৩১ ব্যাণ্ডেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বালিগঞ্জ—৩৩, রাসবিহারী এভিনিউ
বৌবাজার—৮৫, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
বহরমপুর। ঢাকা। ফরিদপুর। বরিশাল। বহরমপুর (বেঙ্গল)
বেনারস ও আগ্রা (ইউ, পি)
সে-অফিস—বোড়াবাজার : বহরমপুর (বেঙ্গল)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি বোষ বক্সিগার।

৫০ বৎসরের অভ্যাসের সহিত পরিচালিত
অক্ষয় কুমার লাহা
৩৮৷১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা
ষ্ট্রাণ্ডার্ড মার্কা
চিত্তাকর্ষক
সিমেন্ট-কলার

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড
(ফ্রেজারগঞ্জ ষ্ট্রীট ও ষ্ট্রাণ্ড রোডের মোড়ে)
কলিকাতা।
শাখাসমূহ
টালা, দমদম, বারাসাত,
আলমবাজার ও বেওবুর
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম্ এ, বি-এল

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—কলিকাতা ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন
চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়
অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ,, ৪০,০০,০০০৲ ,,
বিক্রীত ,, ৩২,০০,০০০ টাকার উপর
আদায়ীকৃত ,, ৩০,০০,০০০৲ ,, ,,
রিজার্ভ ফাণ্ড ৪,৫০,০০০ টাকার উপর
ভারতের বিভিন্ন ব্যবসা-কেন্দ্রসমূহে
ব্রাঞ্চ অফিস আছে।
কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আজকের বাজারে খোলার বাজারের নিম্নরূপ বিভিন্নতা হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৪% ঋণের বন্ধপত্র (১৯৩৩-৪৩) ১৮ই মে—৯৯৸/০ ৯৯৸/০ ৯৯৸/০ ; ১৯শে—৯৯৸/০ ৯৯৸/০ ৯৯৸/০ ; ২০শে—৯৯৸/০ ১০০/০ ; ২২শে—১০০৲ ১০০৸/০ ৯৯৸/০ ; ২৩শে—৯৯৸/০ ৯৯৸/০ ; ২৪শে—৯৯৸/০ ১০০৲ । ৪% ঋণের বন্ধপত্র (১৯৪৩-৪৪) ১৮ই মে—১০০৸/০ ; ১৯শে—১০০৲ ২০শে—১০০৲ ১০০৸/০ ; ২২শে—১০০৸/০ ১০০৸/০ ২৪শে—১০০৸/০ । ৪% ঋণের বন্ধপত্র (১৯৪৬-৪৭) ১৮ই মে—৯৩৸/১০ ৯৩৸/০ ; ২২শে—৯৩৸/০ । ৪% ঋণের ডিবেঞ্চার বন্ড (১৯৪৩) ১৯শে মে—১০৪৸০ । ৪% ঋণের ডিবেঞ্চার বন্ড (১৯৪৪-৫২) ১৯শে মে—১০০৸/০ ১০০৸০ । ৪% ঋণের কোম্পানীর কাগজ ২২শে মে—৯৯৸/০ । ৪% ঋণের বন্ধপত্র (১৯৪৬-৪৮) ২৪শে মে—৯৯/০ । ৪% ঋণের বন্ধপত্র (১৯৫৩) ২৪শে মে—৯৬৸০ । ৩½ ঋণের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই মে—৯১/০ ৯১৸/০ ৯১৸/০ ; ১৯শে—৯১৸/০ ; ২০শে—৯১৸/০ ৯১৸/০ ; ২২শে—৯১৸/১০ ৯১৸/০ ৯১৸/০ ; ২৩শে—৯১৸/০ ৯১৸/০ ৯১৸ ; ২৪শে—৯১/০ ৯১৸/০ । ৩½ ঋণের বন্ধপত্র (১৯৪৩-৪৭) ১৮ই মে—৯০৸/০ ৯০৸/০ ; ২০শে—৯০৸/০ ৯০৸/০ ; ২২শে—৯০৸/০ ৯০৸/০ ২৩শে—৯০৸/০ ৯০৸/০ ; ২৪শে—৯০৸/০ ৯০৸/০ । ৩½ ঋণের বন্ধপত্র (১৯৪৮-৫২) ১৮ই মে—৯০৸/০ ; ২২শে—৯০৸/০ ৯০৸/০ ; ২৪শে—৯০৸/০ ৯০৸/০ । ৩½ ঋণের ইষ্ট ইণ্ডিয়া (১৯৩৩) ২২শে মে—১০৸৴০ আসা ।

ডিবেঞ্চার

৪৷৷০ ঋণের (১৯৩৭-৫৭) ইন কর্পোরেশন ১৯শে মে—১৪৯ পাঃ ১০ লিঃ ।

ব্যাঙ্ক

আসাম ১৯শে মে—১২৭৲ । ক্যালকাটা ন্যাশনাল ২৪শে মে—১৪৲ । সেণ্ট্রাল ২২শে মে—৭৯৲ । হিন্দু ২০শে মে—৪৯৷০ ৫৯৲ ; ২৫শে—৪৯৷০ ৫৯৸০ । ইম্পিরিয়াল (পূর্ব্ব প্রদেশ) ২০শে মে—১৮৩৲ ; ২৫শে—১৮০৸০ ১৮৩৲ । লিবার্টি ১৮ই মে—১৩৸০ ; ২০শে—১২৲ । ২২শে—১৪৯৷০ ; ২৩শে—১৪৯৷০ ১৫০৲ ; ২৪শে—১৩৸০ । ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ১৮ই মে—২৭৸০ ; ১৯শে—২৭৸০ ; ২০শে—২৭৸০ আসা ।

কয়লার খনি

এসোসিয়েটেড ২২শে মে—৩৮৸০ । বরাকর ১৮ই মে—৬৸/০ ; ১৯শে—৬৸০ ৬৸/০ ; ২০শে—৬।০ ৬৸/০ ; ২২শে—৬৸/০ ৬৸/০ ৬৸/০ ; ২৩শে—৬।০ ৬/০ ৬.৶০ । বেঙ্গল ১৮ই মে—৪২৲ । ১৯শে—৪২৸ ৪৩০৲ ৪৩৫৲ ৪৩৭৲ ৪৩৫৲ ৪৩৫৲ ৪৩৭৲ । ২২শে—৪৩৫৲ ৪৩৯৲ ৪৪০৲ । ২৩শে—৪৩৫৲ ৪৩৯৲ ৪৪০৲ । বেঙ্গল নাগপুর ১৮ই মে—৪৯৩৲ । ২২শে—৪৯৲ । বোকারো এণ্ড রামগড় ১৮ই মে—৪৪৷০ ৪৪৸০ । ২০শে—৪৩৲ ৪৪৲ । ২৪শে—৪৩৲ । গড়বেরো ১৮ই মে—৯/০ ৯৲ । ১৯শে—৯৸০ । ২২শে—৯/০ । ধরাধর ১৮ই মে—৩৪৸০ ৩৫৲ । ১৯শে—৩৪৸০ ৩৩৸০ । ২০শে—৩৫৸০ ৩৪৸০ ; ২২শে—৩৫৸০ ৩৫৸০ ১৮/০ ১৭৸০ ; ২০শে—১৭৸০ ১৭৸০ ; ২২শে—১৭৸০ ১৭৸০ ; ২৩শে—১৭৸০ ১৭৸০ । ইণ্ডাস্ট্রাল ২০শে মে—২৯৸০ । ঝরিয়ার ১৮ই মে—৭৸০ ; ১৯শে—৭৸০ ৪৸০ ; ২০শে—৭৸০ ৭৸০ ; ২২শে—৭৸০ ৭৸০ ; ২৩শে—৭৸০ ৭৸০ । ইষ্টইণ্ডিয়ান ১৮ই মে—৪৪৸০ ৪৫৲ । ২০শে—৪৪৸০ । ২৫শে—৪৪৸০ । অন্যান্য কাম্পানী ১৯শে মে—৪১৸০ ৪৭৸০ ; ২২শে—৪৪৸০ ; ২৩শে—৪৭৸০ ; ২৪শে—৪৭৸০ ।

কাপড়ের কল

বঙ্গলক্ষ্মী ১৮ই মে—১৩৯৸০ ; ২২শে—১৩৯৸০ ; ২০শে—১৩৯৸০ ১৩৪৸০ ; ২২শে—১৩৪৸০ ; ২৩শে ১৩৪৸০ ১৩৪৸০ ; ২৪শে—১৩১৸০ । বাসন্তী (প্রেফ) ১৯শে মে—১৯৫৲ ; ২২শে—১৯৬৸০ । বেঙ্গলমল ১৮ই মে—১৩১৲ ; ১৯শে—১৩১৲ ১৩১৸০ ; ২০শে—১৩১৲ ; ২৩শে—১৩৪৸০ ১৩১৲ ১৩৯৲ ; ২২শে—১৩৯৲ ১৩৯৸০ । বেঙ্গল-নাগপুর ২৩শে মে—৯৩৲ । কামনুর টেক্সটাইলস্ ১৮ই মে—১৩১৸০ ১৩১৸০ ; ১৯শে—১৩১৸০ ১৩১৸০ ১৩৯৲ ; ২০শে—১৩৯৸০ ১৩৯৸০ ; ২২শে—১৩৯৸০ ১৩১৸০ ; ২৩শে—১৩৯৲ ১৩৯৲ ; ২৪শে—১৩১৸০ ১৩১৸০ । কাশেমার ১৯শে মে—৭৯৲ ৮০৲ ; ২২শে—৮০৲ । কেশোরাম ১৮ই মে—৭৯৲ ৮০৲ ; ১৯শে—৭৯৲ ৮০৲ ; ২০শে—৭৯৲ ৮০৲ ; ২২শে—৭৯৲ ৮০৲ ; ২৩শে—৭৯৲ ৮০৲ ; ২৪শে—৭৯৲ ৮০৲ । কাশীপুর ১৮ই মে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ১৯শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২০শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২২শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২৩শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২৪শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ । কেশোরাম স্পিনিং ১৮ই মে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ১৯শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২০শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২২শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২৩শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২৪শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ । খড়দহ ১৮ই মে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ১৯শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২০শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২২শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২৩শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২৪শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ । কেশোরাম স্পিনিং ১৮ই মে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ১৯শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২০শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২২শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২৩শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২৪শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ । কেশোরাম স্পিনিং ১৮ই মে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ১৯শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২০শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২২শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২৩শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ; ২৪শে—১৩৯৸০ ১৪০৲ ।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস : ৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিঃ স্থাপিত—১৯২৯

কার্য্যকরী তহবিল

৭,00,00,000৲ সাত কোটির উর্দ্ধে

কলিকাতা অফিস—১১৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ১১৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ১৩৯ বি, রসা রোড।

অপর শাখাসমূহ :—

কুমিল্লা, ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, ডিব্রুগড়, ঢাকা, বুধরী, গৌহাটী, জোরহাট, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, শিলাইদহ, সন্তনী, পাবনা, পাটনা, রাজসাহী, পুরাণবাজার, ডিব্রুগড়িয়া

অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্ট্স্ :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি
আমেরিকান এজেন্ট্স্ :—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক
লণ্ডন এজেন্ট্স্ :—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জী এন বি বসু, এম-এ, বি-এল-ডি (ইণ্ডন) বার-এট-ল, ব্যারিষ্টার-এট-ল।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১১২ বি, ক্লাইভ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৩৩৪৭

বড়বাজার শাখা :—১৯৫।১, হ্যারিসন রোড

শাখাসমূহ :—

বেলেঘাটা, ভবানীপুর, বিডনষ্ট্রীট, ডালিমপুর, খোলাহাট ও কাটাবাড়ী (পাটনা সিটী), ব্রাহ্মণবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, নারেরিয়াসরাই ও রায়পুর (সি, পি)

পাটনা, বাঁকীপুর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

৭৫৲ ; ২৩শে—৭১৷৹ ৭২৲ ৭৯৲ শেষে ৭৮৷৹ ৩১৲ । ডেলোয়ার ২৩শে মে—১১৬/২ । অগ্রগামী ১৬ই মে—৯০৷৹ ; ২৩শে—৯২৲ ৯৩৲ । ২০শে—৯১৷৹ ; ২২শে—৯১৷৹ উঃ ; ২৩শে—৯১৷৹ । যুইং মিল্স ২৩শে মে—৯৯৲ ১০১৲ । সিঙ্গি সিন্ডিকেট ১৬ই মে—৬৮/৹ ; ১৯শে—৬৬/৹ ৯/৹ ; ২০শে—৬৬/৹ ৯৲ ; ২২শে—৯৲ ৬৮/৹ ; ২৩শে—৬৮/৹ ৬৬/৹ ; ২৪শে—৬৬/৹ ৯৲ । কলকাতা ইয়ার্ণটাইলস্ ২২শে মে—১১৮ । ইণ্ডিয়েন্ড্যাম ২২শে মে—২৩৫/৹ ২৩৬৲ আনা ।

ইলেকট্রিক

মেট্রোপলী ২৩শে মে—১৬৬৲ ১৭৲ । অক্সফোর্ড ১৯শে মে—১২১/৹ ; ২৩শে—১২৬৹ । বসুধা ২৩শে মে—১২৬৲ । পাইকা ১৯শে মে—১২৭ । ডায়মণ্ডহারবার ২৩শে মে—৩১৹ । সাক্সাহারাপুর ১৬ই মে—১১৬৲ ১১৲ । আলায় পাওয়ার ২২শে মে—১৪৯৹ । আলায় বসুধা ২২শে মে—১৪৯৹ ।

খনি

বিলবা টোপ পাইথ ১৯শে মে—১৩৩৲ ; ২৩শে ১৩৫৹ । বার্মা কর্পোরেশন ১৬ই মে—৩৯/৹ ১৯শে—৩৮/৹ ; ২০শে—৩৯/৹ ৩৯/৹ ; ২৩শে—৩৮/৹ ৩৯/৹ ; ২৪শে—৩৮/৹ । কম্বুলিডেটেড টিন ১৬ই মে—২১৹ । ইণ্ডিয়ান কপার ১৬ই মে—২১/৹ ২১৷৹ ; ১৯শে—২১৷৹ ; ২০শে—২১/৹ ; ২২শে ২১৷৹ ২১/৹ ; ২৩শে—২১৹ ২১৷৹ । মহাদেবা মেটেলপদেই ১৬ই মে—৩৩৹ । ১৯শে—৩৩৷৹ ৩৩৯/৹ ; ২২শে—৩৩৷৹ ৩৯৷৹ ; ২৩শে—৩৩৯/৹ ৩৩৯/৹ ; ২৪শে—৩৩৯৹ । মোলেমিয়া কপার ১৬ই মে—২১৹ । ট্যাঙ্গয় টিন ২৩শে মে—১১৹ ১১/৹ ; ২৪শে—১১/৹ আনা ।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আমেরীকা ইলেকট্রিক টিল ১৬ই মে—১৮৫৹ ১৮৫/৹ ; ১৯শে—১৮৭৹ ১৮৯৲৹ ১৮৭/৹ ; ২২শে —.৮৯/৹ ; ২৩শে—১৮৯/৹ ১৮৯/৹ । ব্রেডফোর্ড এন্ড কোং ১৬ই মে—১১৲ । ১৯শে—১১৩/৹ ; ২০শে—১১৲ ১১৩/৹ ; ২৩শে—১১৲ ১১৩/৹ । ব্রীটানিয়া মিল্কি এন্ড আয়রণ ২০শে মে—১৮৩৹ ; ২৩শে—১৯৲ । ব্রমলী ভর্ডিং ১৯শে মে—১৩১৲ । ইণ্ডিয়ান আয়রণ এন্ড টীল ১৬ই মে—৩৯৫. ৩৯৲ । ১৯শে—৩৯/৹ ৩৯/৹ ; ২০শে—৩৯/৹ ৩৯।৹ ; ২২শে—৩৯/৹ ৩৯।৹ ; ২৩শে—৩৯৷৹ ৩৯।৹ ; ২৪শে—৩৯৷৹ ৩৯।৹ । জেসপ এন্ড কোং ১৬ই মে —২৯৲ ২৯৲৹ ; ১৯শে—২৯।৹ ; ২০শে—২৯।৹ ২৯৷৹ ; ২২শে—২৯/৹ ২৯৷৹ ; ২৩শে—২৯/৹ ২৯৲৹ ; ২৪শে—২৯৲ । কুমারদুবী ১৬ই মে—১১৮৹ ১১।৹ ; ১৯শে—১১৮/৹ ১১৯৹ । ২০শে—১১৯৹ ১১৯/৹ ; ২২শে—১১৯/৹ ১১৯৹ ; ২৪শে—১১৭/৹ কুমারদুবী (প্রেফ) ১৬ই মে—৪০৲ ; ১৯শে—৪০২৲ ; ২৩শে—৪০৲ । কুলেমান ভর্ডিং এন্ড টীল ১৯শে মে—১৩৪/৹ ; ২২শে—১৩৬/৹ ১৩৬/৹ ; ২৩শে—১৩৬/৹ ১৩৬৹ । মিল্স কর্পোরেশন ১৬ই মে—২৭৯৹ ২৭১৹ ; ১৯শে—২৭৯/৹ ২৭৯৲ ; ২০শে —২৭৮৲ ; ২২শে—২৭৬/৹ ২৭৯/৹ ; ২৩শে—২৭৬৲ ২৭৯৹ ; ২৪শে—২৭৮ । মিল্স কর্পোরেশন (প্রেফ) ১৬ই মে—১৭৪৲ । মিল্স কোভাইন্ড ১৬ই মে—৮৯/৹ ৮৯/৹ ; ১৯শে—৮৯/৹ ৮৬/৹ ; ২২শে—৮৯/৹ ৮৮৹ ; ২৩শে—৮৮/৹ ৮৮৹ ; ২৪শে—৮৮/৹ ৮৮/৹ আনা ।

পাইকল

আমহার্ষ্টপাড়া ১৬ই মে—৪৯।৹ ; ২০শে—৪৯/৹ ২৩শে—৪৯৷৹ । এসোসিয়েটেড ১৯শে মে—৩০৲ ৩০৲ ৩০৲ ; ২৩শে—৩০৲ । এসোসিয়েটেড ১৬ই মে—৩২৩৲ ; ২০শে—৩২৯৲ ; ২২শে—৩২৯৲ ৩২০৲ ; ২৩শে—৩২৩৲ ৩২০৲ ; ২৪শে—৩২৯৲ । এসোসিয়েটেড ১৬ই মে—৩৩৯৲ ৩৩০৲ ৩৩৯৲ ; ১৯শে—৩৩৯৲ ৩৩০৲ ; ২০শে—৩৩৯৲ ৩৩০৲ ; ২২শে—৩৩৯৲ ৩৩০৲ ; ২৩শে—৩৩৯৲ ৩৩০৲ ; ২৪শে—৩৩৯৲ । এসোসিয়েটেড ১৬ই মে—১৮৯৲ ১৮৯৲ ১৮৯৲ ; ১৯শে—১৮৯৲ ১৮৯৲ ; ২০শে—১৮৯৲ ১৮৯৲ ; ২২শে—১৮৯৲ ১৮৯৲ ; ২৩শে—১৮৯৲ ১৮৯৲ ; ২৪শে—১৮৯৲ । এসোসিয়েটেড ১৬ই মে—৩৯৲ ৩৯৲ ৩৯৲ ; ১৯শে—৩৯৲ ৩৯৲ ; ২০শে—৩৯৲ ৩৯৲ ; ২২শে—৩৯৲ ৩৯৲ ; ২৩শে—৩৯৲ ৩৯৲ ; ২৪শে—৩

১৪।৹ ১৪৫/৹ ; ১৯৫৫—১৯৫৬ ১৩৫/৹ ; ১৯৫৫—১৯৫৬ ১৪৫/৹ ; ১৯৫৫—১৯৫৬ ১৪।৹ ১৫/৹ ; ১৯৫৫—১৯৫৬ ১৪।৹ ১৫/৹ ; ১৯৫৫—১৯৫৬ ১৫/৹ ; ১৯৫৫—১৯৫৬ ১৫/৹ ; ১৯৫৫—১৯৫৬

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৪শে মে

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাই-এর তুলার বাজারের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল; কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে তুলা ক্রয় বন্ধ হইয়া যাইবে শোনায় এইরূপ আশঙ্কায় বাজারে মন্দার ভাব দেখা দেয়। সরকারী ঘরিদ কিন্তু যথাপূর্ব চলিয়াছে এবং আজ তুলাই মাসে ফের তুলার বন্ধ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩১৩০ আসিয়াছিয়াছে। সরকার পক্ষ হইতে আজ ফের ২৮০৭ মণ তুলা ক্রয় করা হইয়াছে—বোম্বাই-এ মাসের ডেলিভারী দিতে হইবে। ক্রোপে তুলার ফলন বেশ ভাল হইয়াছিল, কিন্তু চাষীদের অভাবে উহা কতিপয় ব্যবসায়ীর আয়ত্তে আসে।

কাপড়

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বিশেষ কোনো পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। কাপড়ের মূল্য সম্পর্কে বিভিন্নদের আশোলিত হওয়ায় এবং ক্রেতাবাজারির বিরুদ্ধে সরকারের কঠোরতা দৃষ্টি পাইবে বাজার সর্বত্র ছড়াইবে কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। সাধারণ মত, ট্যাকার্ড দর উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধাইয়া অধিকতর পরিমাণে ভাল কাপড় উৎপাদন না করিলে কাপড়ের চোরাবাজার বন্ধ করা যাইবে না।

সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে মফস্বল কাপড় বাজারে আসার আগেকের বন্ধ পড়িয়া যায়। মফস্বল মালে এখন প্রায় শেষ হইয়া যাইবে; এখন কাপড়ের বন্ধ আসে কোথা হইতে হইবে কিনা বলা যায় না।

---

৬৮ নম্বর পাট, মোটামুটি চাহিদা রহিয়াছে ৬১ নম্বর পাট, মফস্বল মাল পাইতেছি ৫০ নম্বর পাট। মোদা পাইতেছে পাটের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম পড়া উচিত নয়। তবে ইহা একটা আশ্বাসের বাণী।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন না হইলেও সুতার দেশীর আবহ বজায় রহিয়াছে। চট ও থলির বাজারে ক্রেতার অভাব নাই। তাহারা সুযোগ মিটাইয়া বহেই সরকারের পাইলাভ করা কিনিতে চায়, কিন্তু বিক্রেতার অভাব।

আলোচ্য পাটের বাজারে নিম্নশ্রেণীর পাটের দর পড়িয়া চলিয়াছে। তুলাজাতীয় আঁশ বিশেষ এবং বটম মফস্বলের মফস্বলি ১২৲ ও ১৪৲ টাকা মণে বিক্রয় হইয়াছে। ইন্ডিয়ান্ ডিগ্রী গ্রীন ১৩৲ মণে বিক্রিকিনি হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা গ্রীন ১৩৲ মণে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পাকা পাট বিলাতে রপ্তানীর জন্য কারবার বন্ধ হইয়াছে। 'আরলী ফেব্রুয়ারী' পাট প্রতি ১৩৲ মণে বিক্রয় হইয়াছে। কলওয়ালারা পাট প্রতি ৮১৲ মণে কাঁচা ও ৮০৲ মণে লাইটলি ক্রয় করিয়াছে। বাটের দর বিকাশে পাট প্রতি ৭৪৲।

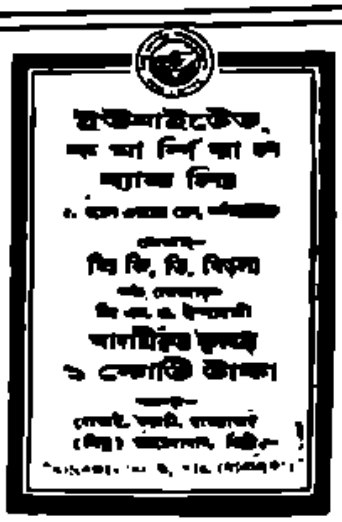

লোহা ও রূপা

কলিকাতা, ২৪শে মে

উক্ত সপ্তাহে লোহার ক্রেতা না থাকায় এবং বাজারের দর অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় বোম্বাই-এ বিদেশী ষ্যাণ্ড কিছু লোহা বিক্রয় করার সুযোগও সপ্তাহের প্রথম দিকে লোহার দর পড়িতে থাকে। পরবর্তী লোহার দর ৭৪৷৵ পর্যন্ত পড়িয়া যায়। পূর্ব সপ্তাহে লোহার দর ছিল ৭৪৷৵, আজ আমার লোহার দর ৭৪৷৵ পর্যন্ত উঠিয়াছে। কিন্তু পূর্ণ সপ্তাহের কোটার পৌছায় নাই। আলিকার দর লইয়া বেশা যাইতেছে সপ্তাহের-এর দাবক ৪৫৲ টাকা হইতে ৪৪৷৵ মধ্যে আবাধা করিয়াছে। আলিকার বাজারে সপ্তাহের-এর দর ৪৪৷৵ চলিয়াছে।

রূপা

লোহার মত রূপার বাজারেও ক্রেতার অভাব দেখা যায়। পশ্চিম হইতে রূপার চালান আসায় এখন বিশেষ করিয়া কয়েকজন ভূ ভূলাদা ব্যবসায় করিবার জন্য ফেলাছেন। করিবে বাজার রূপার দর পড়িয়া যায়—সপ্তাহ শুরুর দর ৯৪৷৵ টাকা হইতে ৮২৷৵ পর্যন্ত পড়িয়া যায়। আজ দর সুদৃঢ়ার করিয়া ৮৩৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

বস্ত্র ও সুতার সর্বোচ্চ মূল্য হ্রাস

ভারত সরকারের টেক্সটাইল কন্ট্রোলারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ছাপানো বস্ত্র ও সুতার সর্বোচ্চ দর টাকায় বর্তমানের চেয়ে আনা ও দুই আনা হ্রাস করা হইল। এই মর্মে টেক্সটাইল কমিশনার বোর্ডের সিদ্ধান্ত জানানো হইয়াছিলে। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে টেক্সটাইল কমিশনার এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে শীঘ্রই প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানিত হইবে।

বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় নতুন সমবায় সম্বন্ধে আলোচনা

গতকল্য ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :—কৃষকের সকল ও অন্যান্য অভাবাভিযুক্ত অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া উহাদের এবং অন্যান্য সাধারণের অভাবমোচন কল্পে কমিটির সভা মনে করে যে, বর্তমান সমবায় আইনের পরিবর্তে নূতন আইন প্রবর্তন করা প্রয়োজন এবং এই সভা সুপারিশ করিতেছে যে, যে নীতি ভিত্তি করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করা হইবে তাহার বিষয়ে মন্তব্য করিবার জন্য উহা সরকারের নিকট এই অনুরোধ করেন যে, সম্ভবিত মূল চলিতে অভাবিত দৃষ্টি-নিম্ন হিসাবে বাংলার সর্বত্র নতুন প্রস্তাবের এবং কেন্দ্রবাদ বাংলা দেশের অন্যান্য তাহার বিস্তারের সম্ভাবনা দেওয়া হইল।

এই প্রস্তাব আলোচনাকালে মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব জানান যে, বাংলা সরকারের পরিষদ বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী দৃষ্টি-নিম্ন হিসাবে নতুন ব্যবস্থার বা বিষয় সম্পর্কে কোনো বাধা নাই। উহার জন্য কোনো আইনের পরিবর্তন হইবে না; কেবল মাত্র মন্তব্যটি লাভ করা তার বিষয়ে হইবে। কোনো কোনো স্থানে বর্তমানে যখন মেন্ট টাকা করে নতুন বিক্রয় হইয়েছে লাভ পড়তা তার তখন কল্পনার বলা চলে না।

ভারতীয় মিলে কাপড় উৎপাদন

কমিবার সম্ভাবনা

ম্যানচেস্টার সূত্রে জানানো হইয়াছে যে, ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে কলার ফোলার সুবাবস্থাকে না হওয়ায় বর্তমান বৎসরের কাপড় উৎপাদন গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ কম হইতে পারে।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন রেঞ্জ, কলিকাতা।
জনপ্রিয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।
ব্রাঞ্চ—কলিকাতা, বম্বে, রাইপুর এবং বিহার ও
বাংলার প্রধান প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহে।
ফোন্ বড়বাজার ৪১০১ আর রায়, বি এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বড়বাজার শাখা
আগামী ১লা জুন
১৫৬ ক্রস ষ্ট্রীট ঠিকানায়
খোলা হইবে।

দি কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড :: কলিকাতা
Gram—'JATIADHAN' :: ফোন বি ১৪৯৬
চেয়ারম্যান—ডাঃ ক্ষে সি চক্রবর্তী,
(প্রতিষ্ঠাতা—সিলিম ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা)
বিমলচন্দ্র রায় চৌধুরী
জেনারেল ম্যানেজার
বিমল রায় চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—৭০৬ পৃষ্ঠার পর)

অধিকাংশই বিদেশীদের এবং বহু বৎসরের মধ্যস্থতের ফলে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল হইয়া পড়িয়াছে। অসহায়দের প্রতি অর্থলুব্ধ সরকারী পুলিস যেখানে বাড়ির লইয়াও শান্তি রক্ষা করিতে অসমর্থ। প্রকাশ করিল, সেখানে বিনা দোষে একজন অধিবাসীর যদি এই পাইকারী জরিমানার অংশ দিতে বাধ্য হয়, তবে তাহা দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। ঢাকার ইতি-মধ্যেই ১ লক্ষ টাকার পাইকারী জরিমানা আদায় হইয়াছে। এইভাবে হাজারো বহু জরিমানা ধার্য না করিয়া বাজার অসাধুদিগকে অর্থলোভী পুলিস ও সৈন্য মোতায়েন রাখিয়া বাজার সংশ্লিষ্ট অসাধুদিগকে কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিলে এবং অসাধুতার কারণ অনুসন্ধানের পর তাহার প্রতিকারের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অবস্থা আয়ত্তে আনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

* * *

লণ্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জোড়িনিয়ন প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান ছাড়া ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকেঞ্জী কিং, অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ কার্টিন, নিউজিল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ সিড্ডন হোলাম ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী মিঃ মার্শাল স্মাটস্ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বৃটিশ শাসকসম্প্রদায় ভারতবর্ষকে জোড়িনিয়ন বলিয়া প্রচার করেন এবং এই সম্মেলনে প্রায় বিরোধী দল ও স্বাধীনের মহাত্মা ভারতের প্রতিনিধি যাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত প্রধান মন্ত্রী-দের প্রত্যেকেই স্ব স্ব দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় এবং তাঁহাদের দেশবাসীর প্রতিনিধিত্ব করি-বার অধিকার তাঁহাদের আছে। ভারতের যথার্থিক প্রতিনিধিত্ব ভারতবাসীর সভা-ভাষ-প্রতিনিধি নহেন এবং সরকারী বাহিরে সম্মেলনে তাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারত সরকারী আলোচনা ছাড়া অধিকাংশ আলোচনাতেই অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের এই অসহায় অবস্থার নিউজিল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ সিড্ডন হোলাম করুণা প্রকাশ পর্যন্ত করিয়াছেন। অত্যন্ত লজ্জার কথা এই যে, এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীদের সহিত একত্রে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াই স্যার ফিরোজ খাঁ নুন নিজেকে ধন্য বোধ করিয়াছেন এবং এই আনন্দ তিনি বক্তৃতায় প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ভারতের নিরপেক্ষ প্রতি-নিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগদান করিয়াও তাঁহারা যে সত্যের যোগ্য মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইলেন, ইহাতে তাঁহাদের দেশবাসী কতখানি অপমানবোধ করিয়াছে, সে বেহাল স্যার ফিরোজ খাঁ নুন বা স্বাধীনের মহাত্মার বাই দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গিয়াছি। ভারতবাসীর এই অস্বাভাবিক দীনতাবোধের শেষ হইবে কবে?

ভারতে নীল শিল্প

বর্তমানে ভারতের নীল শিল্পের অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক। ভারা বুলাইবার জন্য ৩৫ বৎসরের নীল ব্যবহৃত পরিমাণ, স্থানীয় তথা নীলের মূল্য ছাড়া এবং অধিবাসীর ও অধিবাসীদের ৫৫ আমদানী ভারার ৩৫ বিদেশে প্রেরিত অর্থের একটি হিসাব নীচে দেওয়া গেল। ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারত হইতে নীল রপ্তানী হয় ৫৫১ হন্দর; উহার মূল্য ছিল ৮০৯৯ পাউণ্ড। ঐ বছর আমদানী মূল্যের পরিমাণ ভারতকে বিদেশ হয় ২০ লক্ষ ১০ হাজার ৮৯০ পাউণ্ড। ১৯৫৪-৫৫ সালে নীল রপ্তানী হয় ৪৯৯ হন্দর; উহার মূল্য ছিল ৮,১০০ পাউণ্ড। ঐ বছর বিদেশী মূল্যের পরিমাণ ভারতকে বিদেশ হয় ২২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫৯৯ পাউণ্ড। ১৯৫৫-৫৬ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালের ভারত হইতে নীল রপ্তানী ১৯৫৫-৫৬ সালের মত ছিল। ঐ দুই বৎসর রপ্তানীর মূল্য যথাক্রমে পাউণ্ড বাবদ ২,৭৭০ পাউণ্ড ও ৯,৯০০ পাউণ্ড। ১৯৫৬-৫৭ সালের আমদানী মূল্যের হিসাব পাওয়া যায় না; ১৯৫৬-৫৭ সালে বিদেশী মূল্যের আমদানী ছিল ৮১ হন্দর ১০১ পাউণ্ড মূল্যের।

বেতারিক রিপোর্ট সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত

'ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন' ২৪শে মে এক সংবাদে জানাইয়াছেন যে, শীঘ্রই বেতারিক রিপোর্ট সম্বন্ধে ব্যাপিনেটের শেষ সিদ্ধান্ত "সরকারী শ্বেত হিসাবে প্রকাশিত হইবে। পার্লামেন্টে উহা আলোচিত হইবার পর সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য একটি বিধেয়ক উপস্থিত করিবেন।

মনে হয় সাধারণ নির্বাচনের আগে বিধেয়ক গ্রহণ করার প্রয়োজন ব্যাপিনেট স্বীকার করিবেন। উহার ফলে একটি বোর্ড এ সম্পর্কে কার্য করিবেন। প্রমিক, ঔদ্যোগিক এবং বাণিজ্যমন্ত্রীদের প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টের সদস্য এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিতে পারেন বলিয়া মনে হয়।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান
বম্বে মিউচুয়াল
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড
(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)
বীমা করুন
এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—
- কোম্পানীর সমস্ত লাভ, পলিসিগ্রাহক-দের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অক্ষয়ভাতার জন্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে দ্বিগুণ টাকা দেওয়া হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর
বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন
কৃষ্ণিচন্দ্র এণ্ড সন্স
চীফ এজেন্টস্
৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত
স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষার
"মেক্রোটোন"
অমোঘ রসায়ন সংযোগ
৮ আউন্স—২।০, ১৬—আউন্স ৩৷০
ম্যালেরিয়া, পালাজ্বর, রোহার
"ম্যেপুটোন"
ভারতবর্ষী ম্যালেরিয়া বিনাশক
৪ আউন্স—২।০, ৮ আউন্স—৩৷৫০
শক্তিবর্ধক : রক্তপরিষ্কারক
"নিওব্লাড"
আর্স ঘটিত
৮ আউন্স—২।০, ১৬ আউন্স—৩৷৫০
প্রত্যেক জিনার ঠিকিৎ আবশ্যক
পরিবেশক—এস্ ভাটী এণ্ড কোং
৪৪ নং ক্যানাবী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুন্দর ডিজাইনের
ইংরাজি ও বাংলা
সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ
সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে
পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া
আর্থিক জগৎ প্রেসে
অনুসন্ধান করুন।
১৯৷১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৬০৮১

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮৬ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত মতিলালরঞ্জন সরকার

ডেপুটি চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত সতীশচরণ দাস

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—মিঃ জে সি লাহা

বিভিন্ন ডিপোজিটের সুদের হার আবেদন করিলে জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে অনুমোদিত আমিন বাবিয়া ঋণ,

ওভারড্রাফ্‌ট ও ব্যাঙ্ক ক্রেডিট দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করা হয়।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি

১৩৭, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। ফোন সিটি ৩৯৯০ এবং ১৮৯

মূলধন

অনুমোদিত—১,০০,০০,০০০ টাকা বিক্রীত—৩,৫০,০০০ টাকা

বিলিকৃত—১০,০০,০০০ টাকা আদায়ী—৩,৫০,৩৯৮ টাকা

সমবায়ে ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৯ সালে শতকরা ৬৲ টাকা।

স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়—সুদ ত্রৈমাসিক দেয়।

বিভিন্ন মূল্যের স্থায়ী এবং অন্যান্য সঞ্চয়ী হিসাবের

অঙ্ক আবশ্যকের সময় তুলিয়া লইতে পারা যায়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

স্থায়ী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা সর্ত্ত

অল্প চাঁদার হার : : অভিনব বীমা প্রণালী (Schemes)

অভয়তালি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গনাইজারের পদ খালি আছে

ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের হাউজিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে মৃত্যুদাবীদেওয়া অন্যান্যবারের মত বজায় থাকে।...এক অথবা দুই, কিন্তু এই বন্ধনের-সহিত-বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে নিরাপদ থাকে। কম খরচে অল্প প্রিমিয়াম দিয়া এত বড় কারবারী ও বীমার পরিচালকবর্গের সম্পত্তির জোরেই সম্ভব হইয়াছে।

পদ্ধতির বাকী এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় বিনামূল্যে জানান হইল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স

লিমিটেড

হেড অফিস : ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্থিক জগতের নিয়মাবলী

(১) 'আর্থিক জগৎ' প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

(২) ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা, বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা এক ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৸৹ আনা। ভি পি কমিশন গ্রাহককে দেওয়া হয় না। কোন সংখ্যা না পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে, নতুবা আর পাওয়া যাইবে না।

(৩) গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই সপ্তাহ হইতে কাগজ পাঠান করা হয়।

(৪) নমুনা চাহিয়া পাঠাইলে তাহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

(৫) সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকাকড়ি এবং অন্য সমস্ত চিঠিপত্র ম্যানেজার, 'আর্থিক জগৎ', ১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

নিবেদক—
ম্যানেজার,
আর্থিক জগৎ,

ফোন—বহুবাজার ৩৩৩৭ ১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রঙীন কল্পনা

শান্তির সব উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আমাদের অনেকেই এখন থেকেই রঙীন কল্পনায় জাল বুনছেন, কারণ একদিক দিয়ে দেখলে যুদ্ধ আমাদের স্পর্শই করেনি।

কিন্তু আমাদের যে সব সৈনিক আহত হ'য়ে পঙ্গু হ'য়ে, যারা পঙ্গুত্ব হারে বন্দী হ'য়ে বিদেশে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে, তারা কোন্ আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে?

তাদেরকে এই সব লোকদের সর্ব্বাঙ্গীন যত্ন নেবার জন্যে যতদিন না তারা নিজের নিজের বাড়ীতে আপনজনের কাছে ফিরে যেতে পারে।

এই সেবাকার্য্য চালাবার জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন আপনারা তার সাহায্যহাত প্রসারিত করুন; সমুদ্রের পারে সৈনিকদের জন্য আমাদের সবচেয়ে আরোগ্যাগার, আরোগ্য ও হাসপাতালের সরঞ্জাম পাঠিয়ে দিতেই হবে।

দয়া করে আপনার বিত্তমত সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠান:

অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, ভারতীয় রেডক্রশ,

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভারতীয় রেডক্রশ

বাংলার প্রতি আবেদন

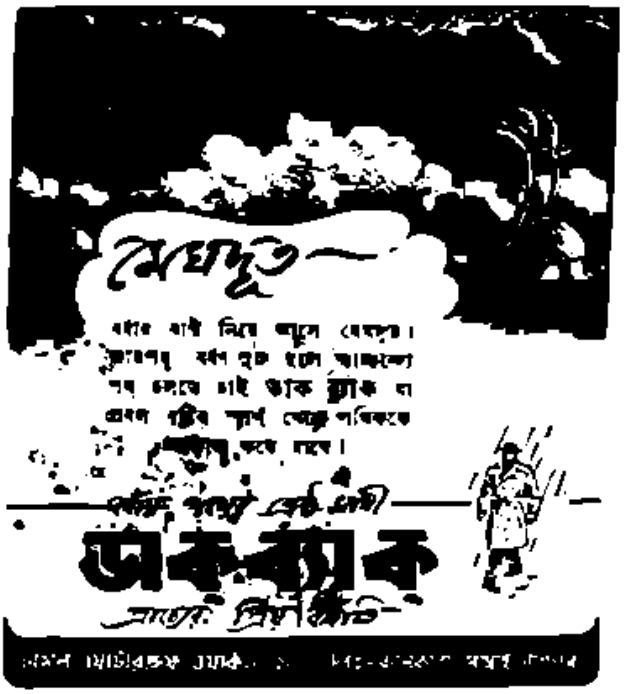

নিউ এশিয়াটিকের ক্রমোন্নতি—

বৎসর	মূলধন বীমা	প্রিমিয়াম বাবদ আয়
১৯৩৪	১৫,৩৮,৫০০	৫৫,৫৩৭
১৯৩৯	৫০,১১,০০০	৬,৫০,০০০
১৯৪২	৬০,৪০,৫৫৫	৯,৫১,১৩১
১৯৪৩	১,০০,০০,০০০	(এক কোটী টাকার উপর)

সর্ব্বপ্রকার বীমার জন্য—

দি নিউ এশিয়াটিক ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস
নিউ দিল্লী।

কলিকাতা অফিস
৮ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস্।

বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে প্রতিভাশালী কর্ম্মী আবশ্যক।

অনুমোদিত মূলধন—৭৫,০০,০০০৲ টাকা।
বিক্রীত মূলধন —২৮,০০,০০০৲ টাকা।

ম্যানেজার—বি এম বিড়লা (এজেন্সীর)

শিশু ও রোগীর একাধারে পথ্য ও পানীয়।

মেসার্স আনন্দবাজার লিঃ, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীসুধীরচন্দ্র কাঞ্জিলাল দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

সপ্তম বর্ষ] Monday, 5th June, 1944 সোমবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ [৩৪ সংখ্যা

আয় ও আয়ু

অধিক আয়ু লইয়া কেহ জন্মায় নাই,—মানুষের আয়ুষ্কাল বাঁধিয়া দিবার কোন উপায় নাই, আয়ের পরিমাণ নিরূপণীয় হইতে পারে কিন্তু আয় ও আয়ু বাড়িবেই তুলনামূলক ভাবে কম করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। জীবন বীমা দ্বারা এই কার্য্য করা যেমন সুবিধাজনক, তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই আপনার নিকটবর্ত্তী আছেন। যে সর্ত্তাদিতে পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার উপযোগী বীমাপত্র বিস্তারিত সংবাদ পাইবেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস : কলিকাতা

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ঘাট, কলিকাতা।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

লক্ষ্মীর ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯১০ ইং

হেড অফিস: ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন কলিঃ ৪৭১১

প্রিভিলেজ ব্যাঙ্ক

ইহার সম্পাদনে রহিয়াছে বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ি-পরিচালকগণের অভিজ্ঞ ডিরেক্টরেট ইহার সুদৃঢ় সম্বল, তাই ইহা আজ প্রমুখ আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—

পাটনা, বেনারস, আরাহ, মজঃফরপুর (তিরহুত), ডুমরাওঁপুর (সাঁওতাল পরগণা), ঝিলিমিলিটা (পূর্ণিয়া), ঢাকা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, পাবনা, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, রঙ্গপুর, শিলচর, নাজিরপুর ও মহিষাদল

আমানতের হার ও অন্যান্য সুবিধাজনক

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—জি সি পাল, বি এল

দি হিন্দুস্থান সল্ট

ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা

হেড অফিস—
৩১ ক্যানেল রোড।

ফাইনী—
জামনগর,
কাঠিয়াবাড়।

শ্রীসুরেশ্বর ঘোষ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর,
টেলিগ্রাম—ক্যারাভান কলিকাতা।

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী

আর্য্যস্থানে

বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরুভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ

এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

—স্থাপিত—১৮৮৩ সাল

●

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ	৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ	১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ	৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

অর্থনীতি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সময়ে জীবন বীমার পলিসি গ্রহণ করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, ভাগ্যের পরিবর্তনশীল গতিতে যেকোন দুঃখ দুর্দশার হাত হইতে আপনাকে একমাত্র ইহাই রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চীফ এজেন্টস

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন কলি ৫৪৬৯

ব্রাঞ্চ—বহরমপুর, ডায়মণ্ডহারবার, ডায়মণ্ডপুর, বনগাঁ, বসিরহাট, মুর্শিদাবাদ।

পাইকা ব্রাঞ্চ :—লোয়ার রোড, বাঁকীপুর।

সুদের হার

কারেণ্ট—১% সেভিংস—২%

ফিক্সড ডিপোজিট—৩% হইতে ৪% পর্য্যন্ত

সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা ধার দেওয়া হয় ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্‌বি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দি সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন

কোং লিঃ

তাহাদের জাহাজ দিয়ে, মাল ও যাত্রী যাতায়াতে, ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত।

ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কলিকাতা ম্যানেজার,

৭, ওল্ডকোর্ট হাউস, কলিকাতা।

বাংলার বস্ত্র শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল	২নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)	কেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস :—

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

টেলিগ্রাম "প্রবর্ত্তক" স্থাপিত—১৯২৯ ফোন: বি, বি ৪১৮

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

চেয়ারম্যান—শ্রীযতিলাল রায় (প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা)

হেড অফিস—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—চন্দননগর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও রাজসাহী।

সেভিংস ও সেভিংস হিসাবে সুদ যথাক্রমে ১০ আনা ও ২৸০ টাকা।

ফ্যাক্স ডিপোজিটে—প্রতি ২১৸০, ৪৩৲, ৮৬৲, ও ৮৬০৲ টাকায় তিন বৎসরে যথাক্রমে ২৫৲, ৫০৲, ১০০৲ ও ১০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।

স্থায়ী আমানত, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ওভারড্রাফ্‌ট ও লোন সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলেই জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সেফ্‌ ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়বিক্রয় করা হয়।

SOUTH-1278

উৎসবে মিত্র মুখার্জীর গহনা ইণ্ডিয়ান ফেব্রিক্সের শাড়ী ও ব্লাউজ অতুলনীয়

দোকান—ঐশ্বর্য্যশালী মহাত্মা গান্ধী রোড ও নং আপার সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে—কলিকাতা।

ফোন—বড়বাজার ৩৩০৭ কার্যালয়—১২১ নং আপার চিৎপুর রোড

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৭ম বর্ষ	কলিকাতা, ৫ই জুন, সোমবার, ১৯৪৪	৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	২৩১-৩৩	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	২৪৭-৪৭
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	২৩৪	পুস্তক পরিচয়	২৪৮
আসন্ন খাদ্য সঙ্কট	২৩৫	কোম্পানী প্রসঙ্গ	২৪৯
পাইকারী ও বিচ্ছুট মিল	২৩৯	বাজারের হালচাল	২৫১-৫৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে সঙ্কট

ভারতীয় শিল্পগুলির মধ্যে বস্ত্রশিল্পই অল্প-কাল মধ্যে স্থান অধিকার করিয়া আছে। এক সময়ে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিপুল [illegible] ছিল, বর্ত্তমান সময়েও তাহার [illegible] হয় নাই। অথচ এখন ভারতীয় শিল্পপতিগণ বিদেশের মুখে অবলীলাক্রমে তাহাদের বস্ত্রশিল্প, অন্যতম [illegible] প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিক্রি করিয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে [illegible] অন্তর্বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে [illegible]। এই সকল অনুষ্ঠিত সত্ত্বেও ভারতীয় মিলগুলিতে প্রচুর মুনাফা প্রভৃতি হইতেছে। এবং মুনাফাও হইতেছে বিপুল। ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৩ পর্য্যন্ত এতদ্বেশীয় কাপড়ের কলের প্রতি তুলার গাঁটে কত মুনাফা দাঁড়াইয়াছে নিম্নে তাহা দেখান হইল :—

১৯৩৯	৩ পাঃ ৮ হাজার টাকা
১৯৪০	৪ " ৩০ " "
১৯৪১	১২ " ৪৯ " "
১৯৪২	১৯ " ৪ " "
১৯৪৩	৩৯ " ৫১ " "

মুনাফা যেমন বাড়িয়াছে—কাপড়ের দরও তেমনই বাড়িয়াছে। দাম-সস্তার ফলে যাহারা সস্তা জনসাধারণকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। অতিরিক্ত মুনাফা করাইয়া সরকার তাহাদের জনসাধারণকে কাপড় সরবরাহের উদ্দেশ্যে আরও সরকার যেন পর্য্যাপ্ত পরিমাণ তুলা গ্রহণে টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড স্থাপন করেন। এই বোর্ড বস্ত্র ও সুতার মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি-ব্যবস্থা করিবেন। উহা দ্বারা কাপড়ের চোরাবাজার বন্ধের জন্যও আমরা অনুরোধ করা হইয়াছে; তথাপি কাপড়ের দর আশানুরূপ হ্রাস পায় নাই। তাহিরার তুলার কাপড়ের উৎপাদন কম বলিয়া এ বাবদ যাঁহারা এজার করিবেন্দিগের উহাদের কথা যে সত্য নহে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। অনেক মিলমালিকই বলিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালে ভারতবর্ষে ৪ লক্ষ ৮০ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হইবে। বিভিন্নমুখী সরকারী ও সামরিক প্রয়োজন বাদে ৮০ কোটি গজ বাদ দিলেও অতিরিক্ত জনসাধারণের জন্য ৪০ কোটি গজ কোটি গজ কাপড় থাকিবে। এই হিসাব ঠিক হইলে [illegible] কোন কারণ বা বস্ত্র অতিমূল্য হইবার কোন কারণ থেকে যায় না। কোন কোন মিলমালিকের অভিযোগ, লোক এবং সরকারী অব্যবস্থাই কাপড়ের দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টির জন্য দায়ী বলিয়া আমরা মনে করি। সম্প্রতি কতিপয় মিলমালিক নানারূপ দুর্নীতিমূলক কার্য্যকলাপের দ্বারা প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সরকারী বিধি-নিষেধ ও নির্দ্দেশ না মানার অভিযোগে টেক্সটাইল কমিশনার মোদাইয়ের শ্রীরাম মিল ও সারেন্দিয়া মিল [illegible] করিয়া উক্ত মিল দুইটী পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উহা ছাড়া মোদাইয়ের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া মিলস্ নামক আরও পাঁচটী মিল এবং আহমেদাবাদের মফতলাল ও অন্য একটী মিলকে টেক্সটাইল কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইয়াছে। তাহে ছাপা কাপড়ের এপ্রিল ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মাসের বাকী দেওয়া মজুরি ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিবার আদেশও জারী করা হইয়াছে। উহার ফলে বস্ত্রশিল্প সঙ্কট সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভারতীয় মিল-মালিকরা সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে ভীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং অনেকে মিল বন্ধ করিয়া দিবার কথাও চিন্তা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইলে অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ উপস্থিত হইবে।

আমাদের মনে হয় যে, অবস্থা চরমে না হইয়া ভারতীয় মিলমালিকদের নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সরকারের সহিত আলোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী হস্তক্ষেপের জন্য যে সকল দুর্নীতিপরায়ণ মিল-মালিক দায়ী তাঁহাদের সম্বন্ধেও সচেতন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা অন্যতম কথা বলিয়া রাখিতে চাই। এতদঞ্চলের কাপড়ের কলগুলির অধিকাংশ মালিকই এতদ্দেশীয় ভারতীয়গণ। ভারতীয়

নিয় সংস্থান ও জাতীয় আয়বৃদ্ধিতে তাঁহাদের অংশী লাভ আছে। তথাপি তাঁহাদের জন্য অন্যকে অতিরিক্তের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া দরিদ্র দেশবাসীকে অতিমূল্যে খাদ্য কিনিতে অথবা অল্প খাদ্যে থাকিতে বাধ্য করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও লজ্জার বিষয় আর কি থাকিতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ দরিদ্র জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহারা যে বিপুল মুনাফা পাইতেছেন তাহার মোটা অংশ তাঁহারা অতিরিক্ত মুনাফা কর হিসাবে গবর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দিতেছেন। ভারতীয় নিয়োগ প্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে যাহা বলিয়া যে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাঁহারা অভিযোগ ও আন্দোলন করিয়া থাকেন কার্যতঃ দরিদ্র দেশবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ সেই গবর্ণমেণ্টের ভোগাগারেই জমা দিতে তাঁহারা মুহূর্ত্ত দ্বিধা করেন না। আশা করি, ভারতীয় মিল-মালিকগণ এ বিষয়ে সচেতন হইবেন এবং জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন হইয়া ভারতীয় যন্ত্রশিল্পকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপন করিবেন।

অনুন্নত দেশে যন্ত্র-শিল্পের প্রসার

যুদ্ধের ফলে সকল দেশেই কারখানা-শিল্পের প্রসার হইয়াছে, বিশেষ করিয়া যন্ত্র-শিল্পের প্রসার লক্ষ্য করিবার মত। ছোট ছোট অনুন্নত দেশগুলিতে যন্ত্রশিল্পের কতটা প্রসার হইয়াছে তাহা নিম্নের হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে :—

(দশ লক্ষ ডলার মূল্য হিসাবে)

	১৯৩৭	১৯৪২
আর্জেন্টিনা	১৪২	৩০০
বেলজিয়াম	১০০	১০৭০
মেক্সিকো	৩৭০	৫০০
কানাডা	২৪৪	৪৪০
চেক	৫০	১০০
অষ্ট্রিয়া	৫০	১০০
চেকোশ্লোভাকিয়া	১৫	৪৫
মিশর	৭৭	৩৭০
ইরাণ	১৫০	২৪০
গ্রিসিয়া	৯	৫০
প্যালেষ্টাইন	৩	৭৯
অষ্ট্রেলিয়া	৯	৩০

উল্লিখিত দেশগুলিতে যন্ত্রশিল্পের এই প্রসার অনুন্নত দরিদ্রতর ভারতবর্ষের পক্ষে কোন দিক দিয়াই কারণ হইতে পারে না। ভারতবর্ষ এ ব্যাপারে কাল আছিল, আজও তাহার অবস্থা প্রায় তদ্রূপ অধিক পরিমাণে আমদানি করিয়া আসিতেছে। যুদ্ধের পর যে সকল দেশগুলি এখন হইতেই অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানি করিতেছে ভারতীয় মিলমালিকদের সেই দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতার অবতীর্ণ হইতেই হইবে। তবে ভারতীয় মিলমালিকদের এখন হইতেই বিদেশে প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা না করিয়া দেশের বিক্রয়কার বাজার বাড়াইবার কথা চিন্তা করা উচিত। ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইলেই ভারতীয় যন্ত্র-শিল্পের বিরাট বাজার সৃষ্টি হইবে। আভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত হইবার যে বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে, ভারতীয় শিল্পপতিদের সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিয়োগ-নীতি

লোকে বর্ত্তমানে যে হারে কাজ পাইতেছে যুদ্ধের পর সেই হারে লোককে কাজ দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হইবে বলিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। পূর্ব্বতন লর্ড উজীর কর্তৃক প্রকাশিত যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে সরকারী নিয়োগ-নীতি সম্বন্ধে বিবৃতিতে এই ঘোষণা করা হইয়াছে। নিয়োগ-নীতির বিস্তৃত ব্যাখ্যাকালে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক পৃথক সামাজিক বীমার পরিকল্পনা প্রস্তুত হইবে। বিবৃতিতে বেকার-সমস্যা দূরীকরণ ও বাজারের মন্দা অবস্থা কাটাইবার জন্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ত্তকার্য্যে অর্থব্যয় করা হইবে। তদুপরি, যুদ্ধের হার কমাইয়া বা বাড়াইয়া অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেজারী বা বাজারনীতিরও ব্যবস্থা করা হইবে।

বীমাব্যবস্থার দান উল্লেখ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ক্ষেত্রে ট্যাক্স বাড়াইবার বা কমাইবার ব্যবস্থা করা সম্পর্কেও বিবেচনা করিবেন।

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, নিয়োগ-নীতি সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে দাম ও মজুরীর একটা যুক্তিসঙ্গত সমতা বজায় রাখা দরকার। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির উপরেই সাধারণ-ভাবে মজুরী বৃদ্ধি নির্ভর করিবে। মালিক-দের বিশেষের লাভের জন্য যেন্ত্রী ধরণের দিকে লক্ষ্য না দিয়া বরং অধিকতর উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই ঘোষণা সময়োপ-যোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে ইহা কতটা কার্য্যকরী হইবে তাহা এখনই বলা সম্ভব নহে। যুদ্ধের সময় কলকারখানা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানে কাজ বাড়িয়াছে এবং লোকও নিযুক্ত হইয়াছে অনেক। যুদ্ধ সম্প্রসারিত শিল্প ও অন্যান্য প্রতি-ষ্ঠানগুলি যুদ্ধের পর বন্ধ হইয়া গেলে বেকার-সমস্যা কিরূপ ভয়ানক আকার ধারণ করিবে তাহা সহজেই এখনই সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন। যুদ্ধ-পরবর্ত্তী যুগের কিন্তু অভিজ্ঞতার লোকে ভুলিয়া যায় নাই। আমরা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই বিবৃতির প্রতি তাহার সহকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কলিকাতার স্বাস্থ্য

কলিকাতা ভারতবর্ষের বৃহত্তম নগরী এবং অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্র। কলিকাতার স্বাস্থ্য নগরীতে মহামারী দেখা দিলে অথবা সাধারণ ব্যাধির প্রকোপে জনসাধারণের স্বাস্থ্য খুব হইলে সমগ্র প্রদেশের আর্থিক জীবন ব্যাহত ও বিপর্য্যস্ত হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করা অন্যায় নহে। নানা কারণে বর্ত্তমানে কলি-কাতা নগরীর স্বাস্থ্য খুব হইয়াছে এবং কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বাড়িয়াছে। সাধারণতঃ দরিদ্র ও অশিক্ষিত শ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই মহামারীর প্রকোপ বেশী দেখা যায় এবং এই শ্রমিক শ্রেণীই কলিকাতার তথা শিল্পকেন্দ্রের প্রাণ। তাহাই কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত শ্রমিক বস্তিগুলির দিকে সকল দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজন। জনসাধারণের আন্দোলনের ফলে এবার কলিকাতা কর্পোরেশন পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সক্রিয় হইয়াছেন। আবর্জ্জনা পরি-ষ্কার প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কীয় প্রাথমিক কাজগুলি সম্পাদনের দিকে কর্পোরেশনের সজাগ পদক্ষেপই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাই-তেছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-সমিতি সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাঁহাতে বলা হইয়াছে যে, বসন্ত রোগের প্রকোপ অনেকটা কমিয়াছে। গত ১লা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হয় সেই সপ্তাহে ৪২৫ জন বসন্ত রোগে মারা গিয়াছিল। এ বৎসর বসন্ত রোগে মৃত্যুর ইহাই সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা। ঐ সপ্তাহের পর বসন্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে। কলেরায় মৃত্যুও কমিয়াছে। ২৭শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বসন্ত রোগে ১৪৮, কলেরায় ৫৮ এবং ম্যালেরিয়ায় ৬৫ জন মারা গিয়াছে। স্বাস্থ্য-সমিতির মূল বক্তব্য হইতেছে এই যে, গত কয়েক বৎসরের তুলনায় কলিকাতার লোকসংখ্যা অবশ্য বাড়িয়াছে, কিন্তু মৃত্যুসংখ্যা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। এ ছাড়া ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সাল—এই দুই বৎসরই স্বাভাবিক বৎসর। তুলনামূলক আলোচনা-কালে এই দুই বৎসর বাদ দেওয়া উচিত।

স্বাস্থ্য-সমিতির কথা সত্য এবং তাঁহার বিবৃতিতে কতকটা আশ্বাস পাওয়া যায়; তথাপি কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা যে এখনও আশঙ্কাজনক ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ কমিলেও মহামারী বন্ধ হয় নাই এবং ম্যালে-রিয়ার প্রকোপও যেন প্রবল হইয়াছে

২০শে যে যে সপ্তাহ শেষ হয় সে সপ্তাহে ৫১ জনের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হইয়াছিল। উহার আগের সপ্তাহে ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছিল ৬৮ জন। মৃত্যুহারে মৃত্যুর হার কিছুটা কমিলেও বেশ উল্লেখযোগ্য। ২০শে যে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সে সপ্তাহে ১৬৮ জন এবং ২৭শে মে পর্যন্ত এক সপ্তাহে ১৫৭ জন জ্বরের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন আশানুরূপ না পারিয়া আরও উদ্যোগী ও সক্রিয় হইয়া কলিকাতা নগরীকে রোগমুক্ত করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। কলিকাতার যে সকল জরুরী ব্যবস্থা করিয়াছেন বাঙ্গলা সরকারের সহযোগিতায় কলিকাতা কর্পোরেশনের উহার সম্পর্কে ব্যবস্থা করা।

ফুলার চাষ হ্রাসের চেষ্টা

পাট-সমস্যার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারত সরকার সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এবার ফুলা চাষের যে হুড়াস পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বাঙ্গলাদেশ ছাড়া অন্যত্রই ফুলার চাষ হইয়াছে। এবার ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার একর জমিতে ফুলার চাষ হইয়াছে এবং উহার দুই তৃতীয়াংশ জমিতেই ছোট আঁশের ফুলার চাষ হইয়াছে। ছোট আঁশের ফুলার তেমন চাহিদা নাই। কাজেই বাঙ্গলাদেশ ছাড়া অন্যান্য পরিমাণে ফুলার চাষ হওয়াতে ভারত সরকার খুবই উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। ভারত সরকার কৃষকদের পাটজমি চাষে উৎসাহ দিবার জন্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, জোয়ার ও বাজরার যে দর যখন যথাক্রমে মণে পাঁচ ও ছয় টাকার নীচে নামিবার সম্ভাবনা দেখা যায় তাহা হইলে তাঁহারাই ঐ দুই ফসল যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বাম্বাই, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আজমীর-মারবাড় প্রদেশের প্রধান প্রধান বাজারে মণ জোয়ার ও বাজরা বিক্রয়ের জন্য আনীত হইলে তাহা কিনিয়া লইবেন। ইহা ছাড়া ছোট আঁশের ফুলা বিক্রয় সম্পর্কে কোন প্রকার সুবিধা দিবার বাপারে ভারত সরকার লক্ষ্যেনে৷ বা উহাও পরিকার-ভাবে বলা হইয়াছে।

ভারত সরকারের এই ঘোষণা সময়োচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি, কিন্তু চাষীরা বাঙ্গলাদেশে এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কেন ফুলার চাষ বিশেষ ভিন্না ছোট আঁশের ফুলার চাষ বেশী করিল, সে সম্বন্ধে ভারত সরকার অনুসন্ধান করিবেন কি? উপযুক্ত পরিমাণ বাঙ্গলাদেশের চাষীরা অভাবের তাড়নাই আমাদের এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। বাঙ্গলাদেশে চাষীরা গত বছরের দারিদ্র অভাবে অধিক ফেলে পাটের চাষ করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করি।

পাটকলের সমস্যা

কয়লার অভাব, যানবাহনের অভাব, শ্রমিকের অভাব দিন, ওভার প্রভৃতি সকল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে পাটকলগুলির উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে ও জানুয়ারী-মাসে কাটাইয়া উহারা উৎপাদনের পরিমাণ কিছুটা বাড়িলে না বাড়িলেই আবার উৎপাদন কমিতে সুরু করিয়াছে। গত এপ্রিল ভারতীয় পাটকল সমিতির অন্তর্ভুক্ত মিলগুলিতে মোট ১৯ হাজার ৪০৬ টন মাল তৈয়ার হইয়াছে। মার্চ মাসের তুলনায় উৎপাদন কমিয়াছে ৫ হাজার ৬০৩ টন। ৮ কার্যকালে উৎপাদনের পরিমাণ আর বাড়িবার সম্ভাবনা ত নাইই, বরং কমিতে পারে। কারণ, আর সময় বহু শ্রমিক দেশে ফিরিয়া যায়। আবার বর্ষার পর জলাবদ্ধতার জন্য অনেক গ্রাম-অঞ্চলে পাকিয়া যায়, ফলে বর্ষার পর আবার কারখানা সমস্যা জটিল হইবার সম্ভাবনা। উৎপাদন বাড়িবার সম্ভাবনা কম অথচ বার্ষিক পর্যবেক্ষণের কোটা বহু হইতে এক তিলাই অর্থাৎ বিক্রয়ের। পাটকলগুলি যথারীতি চালু রাখার এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করার দিকে পর্যবেক্ষণ ও মিলমালিকদের নজর দেওয়া দরকার। এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণের দায়িত্বই অধিক। পাটকলগুলি বীমিমত চালু না থাকিলে সময়-বিশেষে একটি গুরুতর সংকট উপস্থিত হইবে, বহু লোক বেকার হইয়া পড়িবে এবং দেশের অর্থাগম অনেকের সম্পূর্ণ হইবে এবং দেশের ধন পড়িয়া যাওয়ায় সকল শ্রেণী অসুবিধায় পড়িবে।

পাটকল ও বাঙ্গলার চাষী

এই প্রসঙ্গে আমরা পাটকলীদের প্রতি বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। মার্কিন সরকার তাঁহাদের অর্থের হিসাব সময় মালের সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং ভারত সরকার এই ব্যাপারে যেরূপ হস্তক্ষেপ না করায় পাটকল মালিকেরা উহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মুনাফার পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন্য পাটকলের মালিকেরা যে ঘরে তাঁহারা পাট কিনিবেন তাহা বাঁধিয়া দেন এবং এই ঘর এমন অসমভাবে বাঁধা হয় যে, উহার ফলে বাঙ্গলার পাটচাষীদের প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির পাটের সর্বোচ্চ দর ১৭ টাকা এবং সর্বনিম্ন দর ১৫ টাকা বাঁধিয়া দেন। কিন্তু উহাতেও বাঙ্গলার পাটচাষীদের কোন লাভ হয় নাই। কারণ, মিল-মালিকেরা কলিকাতার যে পাট ১৫৲ টাকা দরে কিনিবেন, সেই পাট চাষীরা কৃষকদের নিকট ৮।১০৲ টাকার বেশী দরে বিক্রয় করিতে পারিবে না। ফলে কৃষকদের ক্ষতি হইবে। বাঙ্গলা সরকারের উচিত সামরিক ও ব্যবসার অজুহাত এড়াইবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া একদিকে পাটচাষ অটোর ভাবে বিস্তার করা এবং অপরদিকে চাষীদের নিকট হইতে, ব্যবসায়ী বা মিলমালিকরা যাহাতে ১৫৲ টাকার কম দরে পাট না কিনিতে পারে তাহার জন্য ভারত সরকারের নিকটে সংশোধন করাইয়া উহার জন্য সর্বোচ্চ দর কিছুটা বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে বাড়াইতে হইবে।

চুক্তিক জন্য কমিশন

বাঙ্গলার চুক্তিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য যে কমিশন বসিবে, প্রধানতঃ সরকারী কর্মচারিদিগকে লইয়াই তাহা গঠিত হইতে চলিয়াছে। কৃষকের রাজনৈতিক কার্য-কলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট কাহাকেও না লইয়া তাহার কমিশন গঠন করায় তথ্য সংগ্রহের পরি-প্রেক্ষিতে দৃষ্টীয় কি পার্টীয়ের প্রস্তাবেই ছিল। আমরা এ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাই না। ভারতীয় রাজনীতির সহিত সম্পর্ক থাকিলে কি দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইতে হয়? নিশ্চয়ই তাহা নয়। কমিশনের সামনে বিশেষ ব্যাপারে প্রধানতঃ সরকারী কর্মচারীদের বিরোধের আসল কারণ কমিশন যে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিবেন সেই চুক্তিক সম্বন্ধে বাহির হইতে কোন সরকার বা তাহার সরকারের মত—বৃটিশ সরকারেরও। সরকার চাহেন না, কমিশন ভাঙে হাঁড়ি ভাঙিয়া দেয়। কমিশন বিরোধ করিয়া অনেক সময়েই অনেক গুরুতর ব্যাপার ধামা চাপা দেওয়া হইয়াছে, অথবা ঐ বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব গা-ঝাড়া দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং চুক্তিক তথ্য কমিশন কতখানি কি করিবেন সে সম্বন্ধে আমাদের একটুও সন্দেহ থাকিয়া গেল। সরকার তথ্য কমিশনে প্রধানতঃ সরকারী কর্মচারীদের বিরোধ করিয়া প্রথমেই দেশবাসীর মনে অবিশ্বাস জাগাইয়া দিলেন, তাহাতে কমিশনের কাজে অসুবিধা হইবারই কথা। দোষ মন-ভুক্ত নহেন এরূপ অনেক জাতীয় নেতা আছেন যাঁহাদের সহযোগিতাই এই কমিশনের সাফল্য লওয়া যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতির ন্যায় নেতাদের কমিশনে লই-বার বিষয় পর্যবেক্ষণ বিবেচনা করিতে পারেন।

যাহা হউক, কমিশন নিরপেক্ষভাবে চুক্তিক সম্পর্কে সমস্ত তথ্য অনুসন্ধান করিয়া কমিশনের যাহাতে চুক্তিক না হয় তাহার সহিতের উপায় নির্দেশ করিবেন এবং তাহাদের খাদ্য-সমস্যা ও সাধারণ অর্থনৈতিক সমস্যার মূলীভূত হেতুগুলি নির্ভীকভাবেই আলোচনা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

বোম্বাই সরকারের নূতন আইন

খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বোম্বাই সরকার যুদ্ধের যে আইন জারী করিয়াছেন তদনুসারে ১৯৪৪ সালের ২২শে মে সপ্তাহ ১২ মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটী এলাকার সব কয়টি যে জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ হইয়া-ছিল ঠিক সেই সেই জমিতেই চাষীদের নিজেই খাদ্যশস্যের চাষ করিতে হইবে। যে জমির সম্পর্কে নজির খবর পাওয়া যায় নাই অথবা যে সব জমিতে পতিত কালে আর খাদ্যশস্যের চাষ হয় নাই সেই সকল জমির তিন-চতুর্থাংশ হইতে দুই-তৃতীয়াংশে খাদ্য-শস্যের চাষ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া কয়েকটী অঞ্চলে এ যাবৎ তুলা প্রভৃতির চাষ হইয়া আসিলেও খাদ্যশস্যের চাষ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বোম্বাই সরকারের উপদেষ্টা মিঃ এইচ এম মাইটি সম্প্রতি সাংবাদিকদের এক বৈঠকে বলিয়াছেন, কৃষকদের আর্থিক সাহায্যস্বরূপ জমিরাজস্বের টাকা প্রতি দুই আনা মকুব করা হইবে। এইরূপ ডিক্রেটোরী ক্ষমতা দিয়া এবং বিধিনিষেধ জারী করিয়া যে কৃষকদের খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহী করিয়া তোলা যাইবে না ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

কৃষকদের অভাব-অভিযোগ এবং পাওনা-গণ্ডার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আইনটী প্রয়োগ করিলে সুফল ফলিবে বলিয়া আমরা আশা করি। আমরা আইনটীর প্রতি আমাদের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

কিছু দিন ধরিয়া পৃথিবীর সমস্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধ একটানা ভাবে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। উহার পরিবর্তে যুদ্ধের অপেক্ষা অল্প তীব্রতর যুদ্ধের প্রতি মনসংযোগ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিছু দিন পূর্বে অক্ষশক্তিবর্গের প্রতিনিধিরা রোমেতে আসন্ন যুদ্ধ সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির করিয়া গিয়াছেন; এদিকে চার্চিল ও রুজভেল্টের মধ্যে শীঘ্রই একটা সাক্ষাৎকার হইবে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে, ষ্টালিন ও চ্যাং-কাই-শেকও নাকি ইঁহাদের সহিত যোগ দিতে পারেন। ইঁহাদের মধ্যে যে যুদ্ধ সম্পর্কীয় মন্ত্রণা হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। মূলত আক্রমণ চালাইবার পূর্বে ইঁহাদের এইরূপ মন্ত্রণা করা ইতিপূর্বেও দেখা গিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপে আক্রমণ চালাইবার জন্য ব্রিটিশ ও আমেরিকা বাহিনী প্রস্তুত রাখিয়াছেন, এ সংবাদ অনেক দিন হইতেই আসিতেছিল; এখন একজন জার্মান সাংবাদিক মারফৎ শোনা যাইতেছে যে, উহার আক্রিয়ার একটা বড় দল দক্ষিণ ফ্রান্স ও ইতালীতে হানা দিবার জন্য তৈয়ার হইয়া রহিয়াছে। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য জার্মানীও সকল দিক হইতে প্রস্তুত হইতেছে। ফ্রান্সেরিয়া ও রুমানিয়ার সমস্ত জার্মানী মিটাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উহারা জার্মানীর হাতেই রহিয়া গেল। সোভিয়েট রাষ্ট্রভূমের পরিবারবর্গ অর্থাৎ ফ্রান্সেরিয়া বাহিনী যাহাতে এবং ঐরূপে অক্ষ-পক্ষাবলম্বী বাহিনীরা স্থাপিত হওয়ায় আমাদের এই অনুমানই সমর্থিত হয়। আর সামরিক সুবিধার দিক হইতে জার্মানী যে এখনও বিশেষ দুর্বল হইয়া পড়ে নাই ইহা তো সকলেই স্বীকার করে।

ইতালীতে মিত্রপক্ষ জার্মানদের উপরে প্রতিরোধ ব্যর্থ করিয়া রোমের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখনও মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যে আর অনেকদিনের মধ্যেই রোম অধিকার করা যাইবে।

মিত্রপক্ষের ইতালীতে এই নূতন অভিযান এবং উহার আক্রিয়ার বাহিনী-সমূহ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। মিত্রপক্ষ জার্মানবাহিনীর একটা বড় অংশকে ইতালীতে টানিয়া এনে আটকা রাখিতে চান। তাহাতে পশ্চিম ইউরোপের ব্যাপক আক্রমণে সুবিধা হইবে। জার্মানদের মতে পশ্চিম দিক হইতেই তাহাদের উপর বড় আঘাতটা আসিবে।

রুমানিয়ার তেল-অঞ্চল এখনও জার্মান দখলে রহিয়াছে; জার্মানরা এখানে অবস্থার সুবিধা করিয়া লইবার জন্য মার্শাল স্তালিনের দূরের উপর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ চালাইতেছে। কোনো লাভই হইতেছে না।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনের বিশেষ কোনো সংবাদ নাই। নিউগিনি দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি প্রায় সব দখল করিয়া জেনারেল ম্যাক আর্থার ফিলিপাইন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিবেন বলিয়া মনে হয়। এই কাজে সেখানেও প্রস্তুতিকালের হিসেবে যুদ্ধ হইয়াছে।

চীন রণাঙ্গনের সর্বাপেক্ষা বড় সংবাদ, জাপানীরা চালা আক্রমণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে। চালা হোনান প্রদেশের রাজধানী। এই প্রদেশটি শস্য ও খনি সম্পদে খুব ধনী। সুতরাং হোনানের উপর চীনের আর্থিক বল অনেকটা নির্ভর করে। চীনারা প্রবল প্রতিরোধ করিয়াও যেন জাপানের প্রবল অগ্রসরের বিরুদ্ধে পারিয়া উঠিতেছে না। জাপানীরা ইতিপূর্বে একাধিকবার ঐ চ্যাংসা নগর দখল করিতে গিয়া ব্যর্থমনোরথ হয়। এবারও যে পারিবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

উত্তর ব্রহ্মে চীনা-মার্কিন বাহিনী এখনও মিটিনার উপর আক্রমণ চালাইতেছে; সমরের অর্ধাংশ উহাদের দখলে আসিয়াছে। যুনানএর চীনা সৈন্যরা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু লাশিও সিটি সৈন্যরা সামরিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ আটকাইয়া রাখিয়াছিল; জাপানীরা তাহাদের সে পথ হইতে হটাইয়া দিয়াছে।

মণিপুর রণাঙ্গনে জাপানীদের আক্রমণের প্রাবল্য ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। জাপানীদের ইম্ফল বা কোহিমা দখলের চেষ্টা আপাতত ব্যর্থ হইয়াছে বলা যায়। মণিপুর অঞ্চলে বর্ষা নামিয়াছে। একটা বড় ঘাঁটি না থাকিলে বর্ষার সময় যুদ্ধ চালনা করার অনেক অসুবিধা। জাপানীদের এখন এই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে; সুতরাং তাহারা আপাতত আর কোনো বড় আক্রমণ চালাইতে পারিবে না বলিয়াই মনে হয়। তাই বলিয়া তাহাদের নীরাপদ হইয়াছে বা থাকিবে, এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই।

* * *

গান্ধীজী গত ২৫শে মে তা তারিখের বিড়লা যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। গান্ধীজী ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সর্বজ্যেষ্ঠ নেতা। শত্রুর আক্রমণে উহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা অহেতুকভাবে তিনি বরাবরই সন্দেহ করিয়া-ছিলেন, যাঁহারা ও সত্যাগ্রহ সত্ত্ব জানিয়া ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গণশক্তি রাষ্ট্রগুলির সহিত একত্রে লড়িবার জন্যই তিনি জাতীয় কংগ্রেসের আশু প্রস্তাবে ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্বাধীনতা দাবী করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্ত দাবী কংগ্রেসের দাবী সম্পর্কে বড়লাটের সহিত আলোচনা করিতেও চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এ কোনরূপ আলাপ-আলোচনার সুযোগ না দিয়াই উহাকে ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ইহার পর বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত জনসাধারণের কার্যকলাপকে কংগ্রেসের দ্বারা প্ররোচিত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য ভারত সরকার ও ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতে ও বিদেশে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন।

আসল আন্দোলনে কংগ্রেসের যে হাত ছিল না ইহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ব্রিটিশ ও ভারত সরকার বরাবরই স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য, মিঃ আমেরী এক কথায় লোক, তাহাই তিনি এখনও সোজা হইতে পারেন নাই।

যাহা হউক, যে আন্দোলনে কংগ্রেসের কোন হাত ছিল না বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং গান্ধীজী, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যে আন্দোলনে কংগ্রেসের কোন দায়িত্ব ছিল না বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, আসল প্রস্তাব প্রত্যাহারের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সেই আন্দোলনের দায়িত্ব কংগ্রেস কেন গ্রহণ করিবে তাহা বুঝা কঠিন। এই কারণেই গান্ধীজী লিখিয়াছেন, "আমি আসল প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে পারি না।"

আমরা আশা করি ভারত সরকার ও ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সুবুদ্ধির উদয় হইবে এবং জোর করিয়া কংগ্রেসের ঘাড়ে কোন অন্যায়ের দায়িত্ব চাপাইবার চেষ্টা না করিয়া উহারা রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানের পথ সুগম করিবেন।

* * * *

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের দ্বিতীয় ডিরেক্টর জন মিলটন ফিলাডি, মিঃ বসুরায়ের চেষ্টা প্রবর্তিত্বের সরকারের মনোনীত যে সকল ভারতীয় শ্রমিক প্রতিনিধি ফিলাডেলফিয়ার আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারতে ফিরিবার পথে কায়রোতে গান্ধীজীর সহিত একটী গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহারা নাকি সংবাদ আনিতে পারিয়াছেন যে, মিঃ গান্ধী আবার কারাবরণ করিবেন; তেমনি ইতিপূর্বে তাঁহার মুক্তি দেওয়া হইবার উদ্দেশ্য

(২৫৮ পৃষ্ঠার পর)

আসন্ন খাদ্য-সঙ্কট

১৯৫০ সালের মন্বন্তরের বিভীষিকা কত তাড়াতাড়ি না ভুলিয়াই আমরা মন্ত্রণার জালো দ্বারা মজুতদারদের চুপ করাইয়া দিয়াছে। বাজারে অধিকতর সরবেই (পল্লীগ্রামে ও দূরের কথা) পর্যবেক্ষণ আজ পর্যন্ত তাঁহাদের বন্ধ-বিজ্ঞানিক ব্যবস্থা ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। চাউলের দর কম আছে বলিয়া সরকারী মহল হইতে বার বার বিজ্ঞপ্তি ও বিবৃতি প্রকাশ করা হইতেছে, সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল ও ধান বিক্রয় হইতেছে বলিয়া লইয়া দরের খতিয়ানের গ্রাফ বা বেখাচিত্র বাহির করা হইতেছে ; কিন্তু বকলমের বহু স্থান হইতে প্রেরিত সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, চাউলের দর বাড়িতেছে। বহু বাজারের করিয়াও সরবরাহ-সচিব যিঃ সুরাবর্দী বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সরকারী এজেন্টরা চাউল ক্রয়ের ব্যাপারে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই, ফলে পর্যবেক্ষকের হাতে মজুত চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্থাৎ পর্যবেক্ষক এই পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারা চাউলের বাজারে অভাব বিস্তার করিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে খাদ্যশস্য নীতি কমিটি (Foodgrains Policy Committee) কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের নিকট যে সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহাও স্মরণ করা যাইতে পারে। উক্ত কমিটি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর অন্তত পক্ষে দশ লক্ষ টন করিয়া খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে, তবেই বাজারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে না। ইহা ছাড়া ভারত সরকারকে পাঁচ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুত রাখিবার জন্য সুপারিশ করিয়া উক্ত কমিটি এবার বৎসর ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু গত জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ১৮ মাসে ভারত-সরকার মাত্র ৩ লক্ষ ৬১ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানী করিয়াছেন। খাদ্যের অভাবে যখন প্রদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবন বিপন্ন তখনও তাহাদের ইচ্ছাদির অভাবের সমাধান অনুযায়ীই দেখানো হইতেছে। তখন অন্নসংস্থান-জনীয় নিয়ন্ত্রণাদেশ, বিলাস সামগ্রী প্রভৃতির আমদানী হ্রাসিতেছে। ভারত সরকারের এই অনুসরণী নীতি আমরা দেশকে আরও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

ইহার উপর সম্প্রতি জাতীয় কৃষি-সচিব সম্মেলনের বৈঠকে যে বিবৃতি বিভাগের তাহাতে আমরা ঔৎসুক্যসহকারে বলিয়াই আমরা মনে করিতেছি। কৃষি-সচিব বলিয়াছেন যে, অসময়ের বৃষ্টির ফলে আমনের আশানিরূপ ফল হইবে না বলিয়া সরকার এক কোটি টন অর্থাৎ ঐ কোটি মণের উপর খাদ্যশস্যের চাহিদা হইয়াছে, অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় মাত্র ৮৮ লক্ষ (ছাড়াও ছাড়াও মতে ৮০ লক্ষ টন) টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং অবশিষ্ট ৩২ লক্ষ টন (মজুতের ৫৫ লক্ষ টন) খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা না হইলে প্রতি বৎসরই খাদ্যের আকাল দেখা দিবে।

কৃষি-সচিবের মতে সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী খাদ্যের অনাবাদী জমিতে সাঁইত্রিশ লক্ষ একর অধিক অর্থাৎ সেচ-ব্যবস্থার দ্বারা বার্ষিক সকলা ছয় লক্ষ টন ফসল উঠিবে, সমস্ত আবাদী জমিতে উন্নত বপনের বীজ বপনের দ্বারা অতিরিক্ত ১৫ লাখ ফসল বাড়িবে বলিয়া লইলে ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টন বেশী ফসল হইবে এবং রাসায়নিক, জীবাণু ও অন্যান্য সার ব্যবহারের দ্বারা আরও সতেরো ১৫ লাখ ফসল বাড়িবে বলিয়া লইলে ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টন ফসল বাড়িবে। কৃষি-সচিবের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবিষ্যতে কার্যে পরিণত হইবে কি না আমরা জানি না। কিন্তু তিনি যেটুকু আশা দিয়াছেন তাহাতে আশ্বস্ত ও পারিবার নাই, বরং উদ্বিগ্ন হইয়াছি। অসময়ের বন্যা পর্যবেক্ষণ এক কোটি টাকা মজুত করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ ভারত সরকারের নিকট হইতে ঐ টাকা আর এক কোটি টাকা পাওয়া যাইতে পারে। সবাদি পশুর অভাব মিটাইবার জন্য এক কোটি টাকা মজুত হইয়াছে এবং বীজের অভাব ঘোচাও হইবে আরও অনেক কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া পর্যবেক্ষক আজি বাজারে বাহির হইতে কোটি কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী করার পরিবর্তে বাজারে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এতগুলি কোটি টাকা খরচও করিতে হইতেছেন না। আমরা মনে করি যে, এই ধরনের বাধাগ্রস্ত করিয়া লোককে ভুলাইবার চেষ্টা করা প্রবীণ কৃষি-সচিবের উচিত হয় নাই। কৃষি-সচিবের বিবৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তিনি খাদ্যশস্যের ঘাটতি সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন পর্যবেক্ষক এ বাবদে সে কথা বলেন নাই। সরকারী হিসাবেই দেখা গিয়াছে যে, আউস ও আমনে মিলাইয়া এবার বাজলা দেশে মোট ৩৩ কোটি মণ চাউল হইয়াছে। আউ, আলু প্রভৃতির ব্যবহারও পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। সরকারী হিসাব ঠিক হইলে কৃষি-সচিব যে কথা বলিয়াছেন তাহা খাটে না। খাদ্যশস্যের ঘাটতি ৩৩টা পড়িবে বলিয়া তিনি যত প্রকাশ করিয়াছেন ততটা ঘাটতি পড়িতে পারে না। কৃষি-সচিবের কথা ঠিক হইলে সরকারী হিসাব ভুল এবং সরকারী হিসাব ঠিক হইলে কৃষি-সচিবের ভুল হইয়াছে। অবশ্য কৃষি-সচিবই যদি খাঁটি হিসাব দিয়া থাকেন তবে তাঁহার সতর্কতা-তার জন্য তিনি ধন্যবাদভাজন।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষি-সচিব যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন তাহাও আকাশকুসুম মাত্র। বাজলাদেশের ইতিহাসে একসঙ্গে কোটি কোটি পাঁচ শত কোটি টাকা ব্যয় করা উচিত, কিন্তু কোথা হইতে এই টাকা আসিবে? ভারত সরকার বাজলাদেশের উন্নতি বিধানের জন্য বাজলা সরকারের হাতে এই পরিমাণ টাকা দিবেন বলিয়া কি কৃষি-সচিব আশা করেন, না বিশ্বাস করেন? সেচ-ব্যবস্থা, সার ও বীজ সরবরাহ ইত্যাদির জন্য বাজলা সরকার উদ্যোগী হইলে, তাহাকে কোটি টাকা ব্যয় করিতে পারেন সন্দেহ নাই এবং তাহা ব্যয় করা উচিতও। কিন্তু বর্তমান আমলাতন্ত্রের যে কার্যকার পরিচয় আমরা পাইয়াছি ও প্রতি-নিয়ত পাইতেছি তাহাতে এই টাকা কৃষি-সচিবের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য কতটা যথাযথভাবে ব্যয়িত হইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

মোটের উপর কৃষি-সচিবের বিবৃতিতে বাজলাদেশে খাদ্য-সঙ্কট যে আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিবে তাহারই পূর্বাভাস পাওয়া গিয়াছে। খাদ্যশস্য প্রশ্ন ব্যাপারে বাজলা সরকারের ব্যর্থতা এবং এই ব্যর্থতার ফলে ব্যাপকভাবে দুর্ভাগ্য ব্যবস্থা চালু করা সম্পর্কে সরকারী অকর্মণ্যতাই প্রধানতঃ আসন্ন সঙ্কটের জন্য দায়ী। বিগত মন্বন্তরের ফলে ৩৩ লক্ষের উপর নরনারী প্রাণ হারাইয়াছে এবং এক কোটিরও উপর লোক জীবন্মৃত অবস্থায় রহিয়াছে। জনসাধারণ প্রাণধারণের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য পর্যবেক্ষক আজ পর্যন্ত যাহা করিয়াছেন তাহা মরুভূমিতে বারিবিন্দু সিঞ্চন ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাণধারণের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দুঃস্থ ও অসমর্থ অঞ্চলের সমবেতশিক্ষার বাজলার মন্ত্রিসভা যদি এখনই ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর না হইতে পারেন তাহা হইলে ফসল বাড়াইবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

আসন্ন খাদ্য-সঙ্কটের করাল গ্রাস হইতে বাজলাদেশকে রক্ষা করিতে হইলে পর্যবেক্ষকের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের সমবেতশিক্ষার এখনই উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিয়া বাজলার সমস্ত সহরে রেশনিং বা সমান ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে এবং গ্রামে জীবন পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া ফসল বাড়াইবার পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইবে।

পাউরুটি ও বিস্কুট শিল্প

[শ্রীআশুতোষ সাহা]

পাউরুটী তৈয়ার করিবার প্রধান উপাদান ময়দা। পাউরুটীর পুষ্টিকর গুণ নির্ভর করে ময়দার বিশুদ্ধতা এবং উৎকর্ষতার উপর। কিন্তু ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, পাউরুটীর পক্ষে পরিষ্কার ধবধবে সাদা ময়দাই বিশেষ উপযোগী। খুব সাদা ময়দার ভিতরে অবাঞ্ছনীয় খেতসারের পরিমাণই থাকে অনেক বেশী। পুষ্টিকর ময়দার যে কতকটা হলদে রংএর মত হওয়াই ভাল। ভাল ময়দায় খড়কুটা ইত্যাদি এবং যাহাকে ময়দা কিনা বা হয় সেই বিষে নকল ময়দা কখনও। উপরন্তু ময়দার পাউরুটী প্রস্তুত করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, পাউরুটীর ময়দা এমন সব হইতে উৎপাদিত হয় যাহার ভিতরে ছাতা জাতীয় উদ্ভিদের বেশী বর্তিয়াছে। পাউরুটী তৈয়ার করিবার জন্য অন্যান্য যে সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় তাহার মধ্যে সুরাসার বা সুরাবীজ (yeast), বাঁধনদার উঁড়া যাহার বেশীর পরিবর্তে ব্যবহার এক রকম গুঁড়া (baking powder), সোডা, সাজিমাটী (carbonate of soda) এবং বিটলবণী প্রধান।

পাউরুটী প্রস্তুত করিবার সব চেয়ে প্রধান প্রয়োজনীয় কাজ হইতেছে ময়দার ভালকে এমনভাবে পাকানো যাহাতে উহা চালকা, ফোলা ও মোলায়েম ছিদ্রবহুল আকার ধারণ করে। উহা করিবার প্রধান উপায় ময়দার ভালের সঙ্গে সুরাবীজ মিশানো। ব্যবহারের উপযুক্ত সাধারণতঃ যে একপ্রকার বিশেষ শ্রেণীর ছত্রাক জন্মায় তাহাকে সুরাবীজ বলা হয়। ইহা সেঁকা, সরবৎ, মদিরা সুরাসার প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে এই সুরাবীজের প্রয়োজন হয়। সুরাবীজের মধ্যে ছোট ছোট ফোম থাকে। এই সকল ফোমগুলি কোন কোন অবস্থায় সংখ্যায় বাড়িয়া যায় ও একই সময় জন্মাইতে থাকে। যখন সুরাবীজ ময়দার ভালের মধ্যে মিশানো হয় তখন উহা ময়দার ভালের অন্তর্গত উদ্ভিদের সেলুলোজগুলির ভিতর আক্রমণ করে এবং ময়দার ভালের ভিতরে বিভিন্নরূপ রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে। ফলে এই ময়দার ভিতরে যে সর্করাজন জন্মে থাকে তাহা এই সুরাবীজের ভিতরে প্রবেশ করে এবং ইহার ভিতরে তখন তখন পদার্থের সেলুলোজ সৃষ্টি হয়। ইহা দ্বারা ময়দার ভালের ভিতরের সর্করা-জাতীয় ভিনিস অন্যান্য খাদ্য এবং সুরাসারে রূপান্তরিত হয়। সুরাসারের, পুনরায় ফাঁপিয়া উঠিবার পর ময়দার ভাল একরকম ছিদ্রবিশিষ্ট থাকার ধারণ করে।

ময়দার ভালের ভিতরে সুরাবীজ প্রবেশ করাইলে প্রথমতঃ ময়দাসিক্ত মুলিয়া উঠে। এই সময় মাত্র ইহাদের খাদ্য করিতে থাকে। পরে দ্রুত্বীয় খাদ্যসের উদ্ভাসে খুব ছিদ্রবিশিষ্ট ময়দার পিণ্ড ক্রমে ক্রমে ফুলিতে থাকে। এই ভাবে ইহার ভিতরে যে সুরাসার উৎপন্ন হয় তাহা উড়িয়া যায়। ইহার ভিতরে আরও নানা প্রকার উদ্ভিদিক সেলুলোজ সুরাবীজ দ্বারা পচিত হয় এবং তাহা ময়দার ভালের ভিতরের ছাতা-জাতীয় পদার্থের উপর ক্রিয়া করে। ইহা দ্বারা পাউরুটী সুখাদ্য এবং পুষ্টিকর হয়। সাধারণতঃ রুটীওয়ালারা তিন প্রকারের সুরাবীজ ব্যবহার করিয়া থাকে। এগুলি যথাক্রমে ভাঁটিখানার সুরাবীজ, জার্মান সুরাবীজ এবং ময়দুল। ইহার মধ্যে ভাঁটিখানার সুরাবীজ বা বরীজই বিশেষভাবে ফলপ্রদ এবং ইহাই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা একপ্রকার ফেনায়িত ঘন পদার্থ। ইহার মধ্যে বায়বীয় বা নিষ্ক্রিয়বর্ণ এবং ইহা হইতে তুলতুলের মত ফেনা উঠিয়া থাকে। ইহা হইতে একপ্রকার উদ্‌ পদ্ম বাহির হয় এবং ইহার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফল অম্লজাতীয়। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরাবীজ। আধুনিক পাউরুটীর কারখানায় জার্মান সুরাবীজ বেশী ব্যবহৃত হয়, ইহা সেইজন্য যে ইহার পদার্থ এবং ফলের পচনশীলতা ও লাবণ্যতা, ইহা সহজেই গুঁড়া করা যায়। যদি ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা যায় তাহা হইলে ইহা প্রায় এক সপ্তাহ ভাল ভাল অবস্থায়ই থাকে। ময়দুল অবশ্য এক ইহা একপ্রকার সপ্তাহ ফল হইতে প্রস্তুত হয়। আলু হইতেও একপ্রকার সুরাবীজ তৈয়ার করা হয়। ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাউরুটী প্রস্তুত করা যায় এবং রুটীওয়ালারা ইহা খুব ব্যবহার করে।

পাউরুটীকে ভালভাবে ফুলানোর উপর ইহার উৎকর্ষতা নির্ভর করে। সুতরাং সুরাবীজ তৈয়ারীর প্রতি বিশেষভাবে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হয়। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলি দ্বারা সুরাবীজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে—(১) বীয়ারে মতন সুরাবীজ প্রস্তুত করিতে হইলে এক সের ময়দা, এক চামচ চিনি এবং এক চামচ ময়দা একত্র মিশাইয়া একটী শক্ত মোমবাতি ভালরূপ চিনি গুঁড়িয়া রাখিতে হয়। মোমবাতিতে উপর ভালরূপ মাড়াচাড়া করিতে হয় এবং একটী উষ্ণস্থানে রাখিয়া দিতে হয়। যখন এই মিশ্রণ পদার্থটী মাড়াচাড়া করিলে ইহার উপরে ফেনা ফেনা হয় তখন পাউরুটী প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহারোপযোগী হয়। (২) জল এবং ময়দা মিশাইয়া একরকম সুরাবীজ প্রস্তুত করা হয়। উপরুক্ত মূলের সঙ্গে কতকটা ময়দা মিশাইয়া মূলের লেইয়ে পরিণত করা হয়। ইহা তখন একটী মোমজল ভিনি আইতাইয়া কতকটা উষ্ণস্থানে রাখিতে হয়। ৪।৫ দিন পরে যখন ইহা হইতে সুরার গন্ধ বাহির হয় তখন ইহা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। (৩) ফলসার শুষ্ক জল একটী পাত্রে রাখিয়া তাহা পরে জলে সিদ্ধ করিতে হয়। যখন এই জল অর্দ্ধেক পরিমাণ উড়িয়া তখন ঘরে সিদ্ধ করিতে হয় না। এই জলকে ঠাণ্ডা করিয়া তাহার মধ্যে কতকটা ময়দা এবং চিনি মিশাইতে হয়। ইহার পর ইহাকে একটী পাত্রে ঘুইদিন উষ্ণ অবস্থায় রাখিতে হয় এবং মাঝে মাঝে ইহাকে একটী কাঠি দ্বারা নাড়াচাড়া করিতে হয়। ইহার পরে ইহার সহিত কতকটা চূর্ণীকৃত শোল আলুর সামিশ্রণ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে সুরাবীজ অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যবহারযুক্ত হয়। শীতকালে ইহা অনেকদিন পর্য্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

সুরাবীজ প্রস্তুত করিবার সময় ইহা যে পাত্রে রাখা হইবে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে শুষ্কনো এবং পরিষ্কার রাখিতে হয়। তাহা না হইলে ইহা অম্লগন্ধযুক্ত হইবে। যাহাতে সুরাবীজ ময়দার ভালের মধ্যে ভালভাবে কাজ করিতে পারে তজ্জন্য ইহাকে পরিষ্কার সময় দিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত না উপযুক্তরূপ ছাকা হয় সে পর্য্যন্ত রুটীকে সেঁকা উচিত নয়। যদি তাড়াতাড়ি করিয়া পাউরুটীকে উষ্ণ করা হয় তাহা হইলে রুটীর পরিপূর্ণ সেলুলোজ ব্যাপ্তপ্রাপ্ত হইবে এবং রুটী হইবে ভারী। বেশী সুরাবীজ অথবা অল্পযুক্ত সুরাবীজ মিশাইলেও রুটী ভারী হইবে। রুটীকে ভাল করিয়া ফুলাইতে হইলে সুরাবীজকে ফারেনহাইট থার্মোমিটার যন্ত্রের ৮০ হইতে ৯০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ দিতে হয়। তার বেশী দিলে সুরাবীজ শীঘ্রই অকর্মণ্য হয়। পক্ষান্তরে ইহা সম্পূর্ণরূপ ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে। তারপরে যে সকল সুরাবীজ ব্যবহার করা হয় তাহা প্রায়ই ভাল গাঁজের হয়। ইহাকে ভাঁড়ি বলে।

সুরাবীজের ভালরূপ নিষ্ক্রমণ করিতে হইলে নিম্নোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় —এক চামচ চিনি এবং এক চামচ ময়দা উষ্ণজলে মিশাইয়া গরম স্থানে রাখিতে হয়। যদি ইহা ঠিক মত মিশিয়া থাকে তাহা হইলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইহা ফুলিতে থাকিবে। যদি সুরাবীজ নিষ্ক্রিয়ভাব ধারণ করে তাহা হইলে নিম্ন উপায়ে তাহা দূর করিতে হয়—সুরাবীজের সহিত কতক পরি-

মাপ জল মিশাইতে হয়। তাহার পর এক-খণ্ড কাপড় বা চামুনির উপর কয়েকটা ফুটি প্রস্তুতির লেই রাখিতে হয়, উহার মধ্য-দিয়া পুরাপত কয়েকবার ছাঁকিতে হয়। ভাল প্রস্তুত করিবার জন্য যে একপ্রকার মসলা পরিবর্ত্তে ভাঁড়া জারীয় জিনিষ (baking powder) ব্যবহার করিতে হয় তাহা নিম্ন-লিখিত উপাদানগুলি দ্বারা উৎপন্ন করা যায়, যথা—২ ভাগ পটেসিয়াম বাইটারট্রেট, ১ ভাগ সোডিয়াম বাইকার্বনেট এবং ১ ভাগ ময়দার শেওসার। এই উপকরণগুলিকে শুকাইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাঁড়া করিতে হয়। উহার পর এইগুলিকে একত্র মিশাইয়া আঁটা ঢিপি-যুক্ত বোতলে পুরিয়া রাখিতে হয়।

প্রধানতঃ তিন রকম বিভিন্ন প্রণালীতে পাইরুটী প্রস্তুত করা যায়। প্রথম প্রণালী দ্বারা পাইরুটী প্রস্তুত করিবার উপকরণগুলিকে ভাল-পাকাইবার যন্ত্রে নিম্নভাবে রাখিয়া মিশাইতে হয়, যথা—জল, চিনি, অনুরিত যব হইতে নিষ্কাশিত সার, লবণ এবং ফলক পরি-মাণ ময়দা; এইগুলি একত্র মিশ্রিত করার পরে তরলীকৃত সুরাসীর উহার সহিত যুক্ত করিতে হয় এবং এক সঙ্গে উহার মিশ্রণ ঘটাইতে হয়। তাহার পর অবশিষ্ট প্রয়ো-জনীয় ময়দা উহার সহিত মিশাইয়া রাখিতে হয়। ময়দার তালকে উহার পরে একটী ঢাকনাযুক্ত রাখিয়া উহাকে কিছু ফুলাইতে হয়। ময়দা পিণ্ড এইরূপ স্ফীতির পর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ফুলিয়া উঠে। তখন উহাকে ছুরি দিয়া কিছু করিয়া দিতে হয়। ময়দার তাল ফুলিয়া উঠিবার পর প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে একবার, প্রথমবারের পরে দেড়ঘণ্টা পরে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার দ্বিতীয়বারের ৪৫ মিনিট পরে ছুরি দ্বারা ময়দার তালকে ছিন্ন করিয়া দিতে হয়। তিনবার এইরূপ করার পর তাল টিনসমূহ প্রস্তুত করা যায় এবং তখন উহা কোমল ও নমনীয় হয়। উহার পরে এই তালকে নির্দ্দিষ্ট ভাগে ভাগ করিয়া কাটিতে হয় এবং পরে ছাঁচে চালিয়া দেঁকিতে হয়।

দ্বিতীয় প্রণালী দ্বারা অল্প পরিমাণ ময়দা, জল এবং সুরাসার মিশাইয়া তালকে আগুনে সহজ করিতে হইবে ও ফুটাইতে হইবে। উহার পরে উহাকে জল এবং সুরা-সারের মিশ্রণের সঙ্গে রাখিয়া খেলাইতে সাহায্য করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা যে কোনরূপ আকারের পাইরুটী তৈয়ার করা যায় এবং বড়টীর সুবিধা উহাতে পাওয়া সম্ভব হয়। তৃতীয় প্রণালী দ্বারা খোল অল্প হইতে উচ্চ কোন যব [সুরা-জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তৎপরে অনুরিত যবের নির্য্যাসের অথবা সুরাসারের সঙ্গে তাহাকে মিশাইতে হইবে। অতঃপর উহাতে ময়দা এবং অন্যান্য উপকরণের সহিত মিশাইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ময়দার তাল প্রস্তুত করিতে হইবে। ময়দার সঙ্গে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আলু মিশাইয়া উহা প্রস্তুত করিতে হইবে। আলু-গুলি উৎকৃষ্ট ধরণের হওয়া উচিত।

পাইরুটী প্রস্তুত করিতে হইলে কয়েক রকমের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। প্রথমতঃ অনেক পরিমাণে ময়দার তাল পাকাইতে হইলে ময়দা মাখিবার এক রকম যন্ত্র ব্যবহার করা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে তালকে ফুলানো এবং ছিন্ন করার কাজ চলে। তাল সমধর্মে তাল করিবার জন্য আর এক ধরণের যন্ত্র আছে। ময়দার লেই পাতলো হয় অথচ চলিতে পারে এমন উহার জন্য আধুনিক ধরণের যন্ত্রও বাহির হইয়াছে। পাইরুটী সেঁকিবার ব্যাপারে দুইটী ধারা আছে। উহার একটী হইতেছে রুটী বেশী নরম হওয়া, অপরটী লেই হইয়া যাওয়া। উৎকৃষ্ট ধরণের পাইরুটীতে এমন স্বাভাবিক সামঞ্জস্য হইবে যে, উহার ভিতরের আঁটা এবং খোসাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পৃথক করা যাইবে না।

পাইরুটী প্রস্তুত করিতে ময়দা এবং সুরা-সারের পরেই তৃতীয় একটী বিশিষ্ট স্থান রহি-য়াছে। সাধারণ তৃতীয়েও এই কাজ চলিতে পারে। এই তৃতীগুলি ইটের এবং উহাতে লোহার দরজা ও নীচে আগুন জ্বালাই-বার অন্যোবস্ত আছে। আজকে 'তৃতুল' নামে এক রকমের তৃতী আছে, উহা আরা বেশ কাজ পাওয়া যায়। উহাকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে নেওয়া সহজ। এই তৃতীগুলির ভিতরটী গা আছে এবং উহা লৌহ নির্ম্মিত। উহার উপর বেশ মজবুত ঢাকনি এবং দুই পাশে দুইটী হাতলও থাকে। ঢাকনির মেজা-স্থল বাটীর আকারের মত। উহার উপর অনায়াসে কাঠ অথবা কয়লা রাখা যায়। এই তৃতী দ্বারা উহার নীচ এবং উপর উভয় স্থান হই-তেই উত্তাপ প্রয়োগ করা যায়। রুটীগুলি যখন আধাআধিভাবে সেঁকা হয় তখন তৃতীর উপর দিক হইতে উত্তাপ নেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ তৃতী ব্যবহার করিতে হইলে যে টিনের উপর রুটী সেঁকা হয় তাহার নীচে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বালু ছড়াইয়া নেওয়া উচিত। আগু-নের তাপও কমবেশ পরিমাণে চলিতে পারে। উহা হইলে পাইরুটীগুলির পুড় হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না। উহা ছাড়াও যে সকল তৃতী বেশী ফুলানো হয় না তাহা একটী ঢাকনা-বিশিষ্ট লোহার উনানের উপরে সেঁক নেওয়া যায়। উহার উপরে রুটী সেঁকিতে হইলে একটী লোহার পাতের ঢাকা ব্যবহার করিতে হয়।

পাইরুটী প্রস্তুত করিবার জন্য ছুরি প্রভৃতি ছোটখাটো যন্ত্রাদির প্রয়োজন আছে। পাইরুটী ভাল করিয়া হইলে যন্ত্রাদিকে খুব ভাল করিয়া মাখিতে হইবে। এইজন্য বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র আছে। উহার মধ্যে এক রকম যন্ত্র আছে যাহাতে ঘূর্ণায়মান বাহুসমূহ সংযুক্ত করা থাকে। এই উপাদানের বাহুগুলি ময়দা এবং অন্যান্য সহিত অন্যান্য দ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়া যে টিনে রাখিবার জন্য রাখা হয় তাহার ভিতরে এইগুলি ঘুরিতে থাকে। এই রকম যন্ত্র বর্ত্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে দেশীয় ভাগ ব্যব-হৃত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পাইরুটীকে ছিন্ন-ভিন্ন করিবার জন্য একপ্রকার যন্ত্র আছে। এইগুলি লম্বমান লোহার ফ্রেমের মত। উহার সঙ্গে পাখা যুক্ত আছে। ময়দার তালকে লম্বভাবে ভাগ করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র বাহির হইয়াছে। উহার দ্বারা ময়দার তালকে লম্বমানে ভাগ করা হয়। এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে তালকে বেলনা বানিবার ফ্রেমের উপর রাখিতে হয়। উহার পরে যন্ত্রটীর হাতলটি ঘুরাইয়া দিতে হয়। তার পরে তালকে ভাল করিয়া ঘাঁচে রাখিয়া ফেলা করিতে হয়। উহার পরে হাতলটি ঘুরাইয়া লইয়া ঘর ঘর ফেলাগুলিকে বাহির করিয়া আনিতে হয়।

উৎকৃষ্ট ধরণের পাইরুটী প্রস্তুত করিতে হইলে তৃতীকে ভাল করিয়া উত্তপ্ত করিতে হয়। তৃতীর তাপের মাত্রা ফারেনহাইট তাপমান যন্ত্রের ৪০০ ডিগ্রি হইতে ৫০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হওয়া কর্ত্তব্য। তাপ ঠিক পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার সহজ প্রণালী হইতেছে কতকটা ভাঁড়া ময়দা বে টিনে করিয়া রুটী সেঁকা হয় তাহার উপর ছড়াইয়া দেওয়া। যদি এই ভাঁড়াগুলি দ্রুত বাদামী রং ধারণ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তৃতীর তাপমাত্রা ঠিক হইয়াছে। সেই জন্য তৃতীর তাপের মাত্রা পাইরুটী বরাবর সেঁকা হইতে থাকিবে তদনুসারে কমাইতে হইবে। উহা ছাড়া রুটীর উপরে তাপের মাত্রা খুব বেশী হওয়া উচিত নয়।

এই প্রসঙ্গে পাইরুটী প্রস্তুত করিবার দুই একটী প্রক্রিয়া দেওয়া হইল। প্রথম প্রণালী, যথা—ভাল ময়দা ১৭ পাউণ্ড, লবণ ৪ আউন্স, সুরাসার ৫ আউন্স এবং গরম জল ১ সের। প্রথমতঃ লবণকে জলে মিশাইতে হইবে। উহার মিশ্রণে অল্পক্ষণ ময়দা এবং সমস্ত সুরাসার ঢালিয়া দিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত না এই মিশ্রিত জিনিষগুলির ফেনা হয় সে পর্য্যন্ত উহাকে একটী গরম জায়গায় রাখা উচিত। উহার পরে আরও কতকটা ময়দা এবং গরম জল উহার সঙ্গে যুক্ত করিয়া ৪৫ ঘণ্টা রাখিতে হয়। অতঃপর অবশিষ্ট ময়দা উহার সঙ্গে মিশাইয়া এবং ঢাকিয়া উপযুক্ত-রূপ তাল পাকাইতে হয়। সেঁকিবার টিনের

(২৪৭ পৃষ্ঠার পরে)

দক্ষিণ আফ্রিকে চীনাবাসী

সরকার সরকারের এক হেল মোটে প্রকাশ যে, ঐ প্রদেশের ভরাপুরুষ, পদ্মরাজধানি, এলাহু, বাজারি, নীলেশ্বর এবং আবিষ্কারকেন্দ্রে-এ চীনাবাসী বসন করার আদেশ হইয়াছে। ১৫ হইতে ৫০ বৃষ্টি বসন করার পরও চীনাবাসী সরকার পাওয়া যাইবেছে। ঐ সব চীন চীনা বাসী ঐ সব আদেশ হইতে পাওয়া যাইবে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। যৌক্তা চীনাবাসী যৌক্ত করার জন্য ঐশ্বেশের ও ভরাপুরুষে পাসাবের চলুকের ব্যবহারী পুলিশিদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাজারিকে যে বাসী পাওয়া যায় তাহা প্রায় যেত এবং ভরাপুরুষের বাসীর পরবরা বিশেষরূপ প্রায় যেতেবর্ষ। এখন অবশ্যক আবিষ্ট প্রদেশীয়ে চীনাবাসী সংখ্যে করা হয়। এই প্রথাটিকে অনেক, মুসলমান উপাসক বলে হইয়া থাকে।

আয়ব ব্যবসায়ীদের উন্নয়

এখনকার আয়ব বণিক চ্যাম্বারসমূহের কৃষি ও শিল্পবিভাগের মুসলমান ভরা অধিবার নিরাশ করিয়াছে। তাহারা কৃষিজ পদার্থের ভরা ভরেতেরী কারখানা করিতে চায়। ঐ কারখানাগুলির প্রস্তুত মাল পার্শ্ববর্তী বেশগুলিতে রপ্তানি করা হইবে।

কতিপয় দ্রব্যের ভরা নির্দিষ্ট

আলাদের সরকার বিভাগের ডাইরেক্টর আগামী ১লা জুন হইতে কতিপয় দ্রব্যের ভরা ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। উহা বর নিম্ন বেওয়া যেল :—লবণ—প্রতি মেঃ ।০ আনা, চিনি—প্রতি মেঃ ।০ আনা, মরদা, আটা ও রুটি—প্রতি মেঃ ।৵১০ ; ঘৃত—প্রতি মেঃ ।৵৯০, অক্সরের ভাইন—প্রতি মেঃ ৮০ ; অন্যের মদ্যর ভাইন—প্রতি মেঃ ৸০, বৃষ্টি মদ্যর—৸০ ; সাধারণ মদ্যর—৷৵০ ; যেলাদির ভাইন—৷৵০ ; ভূল ভাইন—৷৵০ ; মটর ভাইন—৷৵০ ; ভোজ—৸০ ; ভল—৷৵০ । অনেকগুলি ভূর্ণর পাহাড়িয়া অঞ্চলে বাস আবশ্যকী অন্য বাবদ বৎসরে প্রতি অধিবাসী ২৲ টাকা যেলা হাতিয়ে ছাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

অন্ধ সরবার আইন প্রণয়নের প্রস্তাব

আমা গিয়াছে যে, আসাম সরকার আসামের জন্য একটী অন্ধ সরবার সমিতি আইন প্রণয়নের জন্য একটী মুসাবিদা প্রস্তুত করিয়াছেন। সরবার সমিতিগুলির সরকারী রেজিষ্ট্রার বাবু গীরেন্দ্রবিহারী সেনগুপ্ত উপর ঐ সম্বন্ধে বিশেষ তর্জমাসহ আবেদন করা হইয়াছে।

আসাম বণিক সমিতির নির্ব্বাচন

মিঃ পি বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আসাম বণিক সমিতির 'সভাপতি বণিক' প্রথম সভার সরকারী এজেন্টগোকী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল ঘোষ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ঢাকা সহরে পরাক্ষ প্রথা

ঢাকা সহরে বাড়িসমূহ নির্দ্দিষ্টরূপে সংখ্যাকরণে সংখ্যাকরণ প্রবর্ত্তন করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে তথাকার অধিবাসিগণ যেলা হাতিয়েছেন আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনাদি বিধান করিতেছেন। ঢাকা যেলার বিভিন্ন সরকারী অফিসে বর্ত্তমানে ৯ নম্বর বন বাড়ন্ত মন্থর আছে বলিয়া প্রকাশ।

সংবাদপত্রের মূল্য হ্রাসের প্রস্তাব

গত ২৭ শে ডাইরেক্টর যোগাই সহরে আমরীয় আসার একটিয়ার সংবাদপত্র সমিতির এক অসাধী বৈঠক হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন সভাপতির করেন। সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, সমিতি সংবাদপত্রের মূল্য ও মূলধিকারে মূলধিকারের করা সম্বন্ধে বর্ত্তমানক্ষেত্রের মন্ত্রিত এবনত। সমিতি সরকারের নিকট মূলধিকার করে যে, সংবাদপত্রের মূল্য ১৯৩২ সালের মূল মহলে যেমন ছিল, সেইরূপ করা হউক।

সেল ট্রাক্স প্রত্যাহার সংশোধন

১৯৩১ সালের বিক্রয়ের সেল (সংশোধন) বিল এবং বিক্রীত ভেজেবল্‌ড্রেন্স ক্রয় বিল সম্পর্কে অসাধারণ আলোচনা আলম করার বিভাগ সরকার প্রয়োজন বিক্রী সংশোধিত আকারে গ্রহণ এবং ভেজেবল বিক্রী প্রত্যাহার করার বিভাগ করিয়াছেন। সেল সংশোধন বিলে সেলের হার টাকা প্রতি দুই আনা করার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এখন হইতে উহা পূর্ব্বের এক আনার স্থলে সেল আনা করা হইবে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, এখনে সেলের হার বেড়াবে বৃদ্ধি করা হইল তাহাতে উহা দেওয়া অধিবার বা প্রত্যাহারের পক্ষে কঠিন হইবে না বলিয়াই সরকারের বিশ্বাস।

মুরগীতে পরিবার অভাব

মরিয়ার অভাবে মুরগীর বৈদেশিকগুলি নষ্ট হইয়া যিয়াছে। সম্প্রতি মৌলা অঞ্চল করিয়া ৩ হাজার টাকার মরিয়া উহার করা হইয়াছে। মৌলার বাসাদী বাসিন্দাদের ৫০০ টাকা অধিবাসা করা হইয়াছে এবং সমস্ত মরিয়া আসাম সিভিল হেডের নিকট বিক্রয় করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আসামে এই সিভিলেটই শুধু এভাবে বাস করা মরিয়ার অধিকারী।

আমেরিকায় বার্ষিক অর্থ নিরোধ

আমেরিকার যুক্তরাজ্য অর্থ বৈদেশিক অধিকার সম্বন্ধে সম্প্রতি সিনেটরের সভায় ঔষধ উপলক্ষে আমেরীয় রাজকর্মচারীর সহিত ব্যবহারের বার্ষিক বন্ধিতের প্রস্তাব আলোচনা হয়। যুদ্ধের সময় এক উপনিবেশ আমেরীয় বিদ্রে আমেরিকার মূলধন বাহিরের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আমেরিকায় অধিক পরিমাণ আমেরিকার মূলধন বিদেশের প্রথম সর্ব্বপ্রথম আমেরিকার ব্যবসায়িক আমেরিকার অধিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থাপিত সম্পর্ক বিস্তৃত হইবে। আমেরিকে স্বাধীনতা ভেঙ্গে হইলে কি প্রকারের স্বাধীনতা ভেঙ্গে হইবে, আমেরিকে বিদেশ প্রকাশ মূল হইলে আমেরিকের রাজনৈতিক অবস্থা স্থায়ী এবং শান্তিপূর্ণ হইবে কি, এই সব বিষয় সম্পর্কে তাঁহারা আলোচনা করিবেন। আমেরিকে ইহাই বিশেষ ব্যাপারসমূহের একদল আমেরিকায়ু বণিক সমূহ অধিকারে এবং মুক্তরাজ্যকালে আমেরিকের অধিক আবশ্যকীয়স্থায়ী বাসিন্দা সংক্রান্ত নানা সমস্যার আলোচনা করেন। তাঁহারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এখনে আমেরিকে পাকস্থানার আধিবাসিদের মধ্যে গণ্য। সুতরাং তাঁহারা আমেরিকের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরিমাণ মূলধনসমূহ বিদেশ করিয়া ফুঁয়ে ব্যবসাদি এবং সমস্ত হইলে মুহূর্তকার এবং মুক্তরাজ্য নিয়ন্ত্রিতার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। বার্ষিক ব্যবসায়ীরা আশা করেন যে, আমেরিকের চরিত্র ফোর্ড অধিবাসী তাঁহাদের মুক্তরাজ্য কালের পরিবারগণের মতো প্রধান স্থান অধিকার করিবে।

আমেরিকা ও শিল্প

প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল শিল্পীদের অধিক অর্থোপার্জ্জন শিল্পগুলি একত্র করিলে দেখা যাইবে আমাদের অধিকাংশকে একটী বিষয় অত্যন্তাধিক অধিকারে—সে বিষয় বাসা ও শিল্প। ইহার নিম্নের এক বাস্তুবী সত্যিক যে, মূল মূল আমাদের খাঁধিবার শিল্পীরা আছে। বিশেষ অধিকে পারে নাই। শিল্পকলাদের বাহিরের এই পক্ষিত্ব ভাবের মহিমা বাস্তুদের ভরসাকে বিকাশ অধিকার করিয়া আছে। অধিকাংশ ধূলীন-ইউরোপ দেশী নিম্ন শীতকে পূর্ণভাবে আসে না, আমাদের দেশে অনেকে ও ভূতের কাহিনী চিরকাল অনন্তর প্রবাহে নষ্ট করিয়াছে। বাসা ও শিল্প বিশিষ্ট ভাবের প্রতি বাস্তুদের মূলধন শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অত্যন্তপূর্ণ, তাহা সত্ত্বেও পর্যটকের অর্থ ও মহিমা এই সমিতিক ভাবের অন্যে নিহিত।

কিন্তু বাসা ও শিল্পের এ চিত্র কি শুধু অনন্তর অন্যেরই মধুর হইয়া থাকিবে? বাস্তব জীবনে কি এ চিত্র সত্য হইয়া থাকিবে না? দুঃখ অন্নের শিল্প, অন্নবস্ত্রের সমিতি বাস্তুভূমি—এই অনন্তর সমাধান মেটাবার জন্য কি আমাদের চিরকালের সাধনা ছাড়া উপায় নাই? আলোহেবের চারিদিকে চারিয়া ও মেরী সন্ধেরই আসে। শিল্পীকে আজ আমার আদর্শ খুঁজিতে যে অন্নের মার্গ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। চারিবারের জন্য, নিজের বাস্তুভূমি—সমস্ত বাস্তুদের সমস্যা আজ কিন্তু নাই জোগিয়ে, নাই খাদ্য। বেশধারী এই মূলের প্রতি শুধু মূর্খির করিয়া চারিয়া শুধু অন্নের যেমন করিয়া আমরা সাধনা পাইতে পারি? সেই সাধনা শিল্পাইন্দেই বা কিসের আশ্রয়ে?

শিল্পের আদর্শের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম কিন্তু বাসা ও শিল্পের কল্যাণ সম্বন্ধে অধিকার অধিক না হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিই যে নষ্ট হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য অন্নের দিকে চাহিয়া-আর কিছু না হউক এ বিষয়ে আমরা অনেক শিক্ষিতে পারি, আমরা শুধু শিল্প নয়, ব্যবহারিক অন্নের মানুষের মর্য্যাদা দিতে জানে। আমাদের দেশের অন্নের যে একেবারে পরিবর্ত্তিত হয় নাই তাহা নহে। বাণিজ্যের মানুষ, অন্নাদ্যের মানুষের প্রভৃতি সমাজে আমাদের অন্নাদ্যের অন্নাইয়াছে। কিন্তু এমনও অনেক কিছুই বাকী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তরাজ্য মোহাই দিয়া নিজেরা না বাসিয়া যতটুকু পারা যায় আমাদের করিতে হইবে। অন্নাদ্যাবাসনের মধ্যে প্রভৃতি অন্নাদ্যের ভরা প্রচার করিতে হইবে। দেশে শিক্ষিত বাস্তুর সংখ্যা যাহাতে যাহে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। শিল্পকলা হইতে উপরের প্রথা অনেক দূর হইলেও সে অন্নাও না বাসিয়া উপায় নাই। বিদ্যালয়গুলা সর্ব্বাঙ্গিক উপরের সাধার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া উচিত, যেমন সভাসমিতির অন্নাদ্যের অন্ন এবং অন্নাদ্যের পর অন্নাদ্যের অন্ন-সংখ্যা উপায়ের অন্ন "আইনো-মাই" —এই উপরের অন্নাদ্য সভাদের আশা অন্নাদ্য।

লোহা ও ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ

সেন্ট্রাল অব ইন্ডিয়ার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া ভারত সরকার ১৯৫৩ সালের লোহা ও ইস্পাত (নিয়ন্ত্রণ-নিয়ন্ত্রণ) অর্ডারটী সংশোধন করিয়াছেন। সংশোধনের উদ্দেশ্য লোহা ও ইস্পাতের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা। লোহা ও ইস্পাত কন্ট্রোলারকে শক্তি দেওয়া হইয়াছে যে, উৎপাদক, ব্যবহারকারী বা অন্য যে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যে সর্বোচ্চ দরে ঐ দুটি দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে তাহা তিনি নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

অনাবৃষ্টির ফলে ফসল নাশ

অনাবৃষ্টির ফলে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় আউশ ফসল নষ্ট হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বহরমপুর, মোশালগঞ্জ ও নবীন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, এই ফসলনাশ হেতু ঐ সকল স্থানে চাউলের মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে। বহরমপুরের বাজারে চাউলের আকাশগামী উঠিয়া গিয়াছে। মোশালগঞ্জে চাউল প্রতি ক্রেতে ৮/৩ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। নবীনে চাউলের মণ ২৮৲ হইতে ৩০৲ টাকায় স্থায়ী দাঁড়াইয়া করিয়াছে এবং ধানের দর হইয়াছে ১৯৲ টাকা মণ।

বাংলায় দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন

আনন্দবাজার মহল হইতে জানা গিয়াছে, আগামী বছরের গোড়াগোড়ি বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের কাজ আরম্ভ হইবে এবং আগামী ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ প্রাথমিক রিপোর্ট বাহির হইবে। তদন্ত কমিশনের কর্তব্য কি কি হইবে, সে সম্পর্কে এখন আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। পার্লামেন্ট সেলস কমিশনের তদন্ত কমিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন। শোনা যাইতেছে, ডাঃ রায় উইটমোর, তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হইবেন এবং ডাঃ সুরেশচন্দ্রনাথ ঠাকুরদাস, হেমন্তকুমার সাংগুলিক সারস্বত কমিশনের চেয়ারম্যানে যান বাহাদুর বরদা আবদুল আজিজ, বোম্বাই-এর অর্থনৈতিক সংবাদদাতা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এ বি সরোজাজা, আই সি এস এবং ভারত সরকারের পাবলিক সেক্রেটারী কর্মেল ফ্রাঁয় এই তদন্ত কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইবেন। তদন্তের পরিধিসহ তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কার্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট কাহাকেও না লইয়াই তদন্ত কমিশন গঠিত হইবে। অবশ্যই যোগ হয় প্রধানতঃ সরকারী কর্মচারিগণকে লইয়া এই কমিশন গঠিত হইবে চলিয়াছে।

কলিকাতায় দুষ্কৃতকারী গাভী ও মহিষ আমদানী

এপ্রিল যে যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে কলিকাতায় ১০৮টি দুষ্কৃতকারী গাভী আসিয়াছে। তন্মধ্যে ৮০টি পাঞ্জাব হইতে এবং অবশিষ্টগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। ঐ সময় পাঞ্জাব হইতে ১৩৩টি এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১০টি মহিষ কলিকাতায় আসিয়াছে।

দুষ্কৃতকারী গাভী ও মহিষের মূল্য বর্তমানে ৩০৲ হইতে ৩৫৲ এবং ৩৫৲ হইতে ৪০৲ হইয়াছে। গাভীগুলি ৬ সের হইতে ৮ সের এবং মহিষগুলি ১০ হইতে ১২ সের দুধ দেয়।

অতি লাভ নিয়ন্ত্রণমূলক অর্ডিন্যান্স

১৯৪৪ সালের ৪ঠা মে যে অর্ডিন্যান্স দেশের অর্থ ইন্ডিয়ার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, অতি লাভ নিয়ন্ত্রণার্থে যে অর্ডিন্যান্স আছে তদনুযায়ী ব্যবসায়ীদের ব্যালেন্সশীটের অন্যান্য দান প্রভৃতি করিতে হয় তাহা করিয়াছে ইত্যাদি নানা বিষয় লিখে হইবে না। ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, ব্যবসায়ীরা অংশের দর চাহিতে পারিবে। কারণ, অনুমোদিত দরে যে দান হিসাব করা হইয়াছে তাহা প্রদান করিবার বাধিত আইন অনুসারে ব্যবসায়ীর উপরেই প্রযোজ্য হয় আছে। বিক্রেতা যে অতিরিক্ত অনুযায়ী দর আদায় করিয়া দান করিয়াছে ব্যালেন্সশীটে তাহার নির্দেশ থাকে।

বাঁকুড়া জেলায় সমবায় আন্দোলন

সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, বাঁকুড়া জেলায় সমবায় ব্যবসায়ীদের সমবায় আন্দোলন (কমন্যাশন (৩)-অপারেটিভ ট্রেনিং) খোলা হইয়াছে এবং জেলার সমবায় ইউনিয়ন হইতে সমস্ত মোট ৭ হাজার ২৯১ টাকা আদায় করা হইয়াছে। আদায়ীকৃত অর্থের ৫ হাজার ৩৫ টাকা সমবায় বিভাগে জমা দেওয়া হইয়াছে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের আলোচনা

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে সরকারের নিকট এতদ্যুতি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন, শুধু মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য নয়, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনার উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞদের একটী কমিটী নিয়োগ করা সরকারের কর্তব্য। ঐ সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিলে তাহা কার্যকরী করিবার জন্য বেশী দিনেরও প্রয়োজন হইতে পারে। পরে কমিটী মাধ্যমিক বিলের বিরোধিতা করিয়াছেন।

চাঁচা পাটের দর হ্রাস

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটি, শুল্ক মুদ্রের ইত্যাদিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতার চাঁচা পাটের দর পরবর্তী পাঁচ টাকা হ্রাস পায়, পাইকারি ক্রয়ের দর ঐ মাসে মাসের বৃদ্ধি পায় এবং খুব কম হইবার পরের বাজারী দরের মধ্যে সর্বোচ্চ দরে ছাড়ে। এক বৎসর পূর্বের দরের তুলনায় চাঁচা পাটের দর পরবর্তী পরের টাকা হ্রাস পায় ও পাইকারি ক্রয়ের দর পরবর্তী দর টাকা বৃদ্ধি পায়।

একটি দেশীয় উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান—

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীস্ কর্পোরেশন

লিমিটেড

হেড অফিস : ১৮, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। :: ফ্যাক্টরী ও কলিয়েরী আমুড়িয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট।

প্রথম বর্ষ হইতেই লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

- এই কোম্পানীর সিমেন্ট বিদেশ হইতে আমদানী করা সিমেন্টের মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।
- এই কোম্পানী সিমেন্ট বিক্রয় করিয়া দেশের মূল্যবান অর্থ বাঁচাইতে সাহায্য করিতেছে। মূল্য সর্বসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে।
- এই কোম্পানীর সুরমা পরিচালনায় শ্রীহট্ট "ই" বোর্ড প্রস্তুতের মিল স্থাপন করা হইবে।

আগামী বৎসরে আশাতীত লভ্যাংশ দেওয়া হইবে আশা করা যাইতেছে।

মিঃ কি সি সাহা-ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সেয়ার বিক্রয়ার্থ

ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে

সি. ডি. প্রভৃত ঔষধ ও ইনজেকশান

সর্বত্র বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছে।

কেমিক্যালস্ এণ্ড ড্রাগস্

ইণ্ডিয়া লিমিটেড

২৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল ১১৪৮

কেন্দ্রীয় কর্পোরেশন ডিপোজিট অব ইন্ডিয়া রুলের ৯৪-এ ধারা অনুসারে এই কোম্পানীর আসন সেয়ার বিক্রয়ের আদেশ দিয়েছেন। এই আদেশ দ্বারা ইহার আর্থিক অবস্থা, কোনও বিশ্লেষণ সত্যতা বা কোনও বিষয় সম্বন্ধে কোনও প্রকার মতামত প্রকাশ করিতেছেন না।

জার্মানীতে ছোট কারখানার অবস্থা

জার্মান অর্থনীতিবিদ জানহার্ট অর্জেন সিবিলা-গ্রেস—ব্রাডফোর্ড ইউনিভার্সিটি পত্রে জানা যায় যে, একটিমাত্র বৃহদাকার শিল্পের তুলনায় ছোট ছোট কারখানার অবস্থা কিরূপ হইয়াছে। ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৫৩ সালের মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর ৫ হাজার ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পসংস্থা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাদের অনেক কারখানা অচল হইয়া উঠিয়া যায়। এগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে কোনো সরকার কোনো সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেন নাই।

ঐ সময় সাধারণ কারিগরদের দুর্দশা আরও অসহনীয় করিয়াছিল। ভূমিসংস্কার ১৬ লক্ষ কারখানার মধ্যে ৩ লক্ষাধিক সরকার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার অনুযোগে তুলিয়া দেয়। ১৯৫৩ সাল হইতে ১৯৫৮ সালের মধ্যে প্রত্যহ গড়ে ১০২টি করিয়া কারিগরসংস্থা বন্ধ হইয়া যায় এবং ১৯৫৮-১৯৬১ সালে প্রতিদিন গড়ে ২০৩টি কারখানা বন্ধ হইতে থাকে।

জার্মানীতে ছোট দোকানগুলির অবস্থা সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন, যে সকল দোকানের বিক্রি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ছোঁয়েছে ছিল না, সেগুলি সরকার উঠাইয়া দেয়। আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী এইরূপে অসহায় হয়। ১৯৫৮ সালে জার্মান রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচিব ডাঃ কারের আদেশে ১ লক্ষ ২০ হাজার খুচরা দোকান বন্ধ করা হয়।

এই ভাবে ব্যবসা সাদনে জার্মানীতে দোকানির সংখ্যা ১০ হাজার হইতে ৪ হাজারে নামিয়া আসে। ৫০ লক্ষ মার্কের উপর মূলধনবিশিষ্ট দোকানির সংখ্যা এইভাবে সংখ্যার এক-সপ্তমাংশে বৃদ্ধি পায়।

অল্প দিনের মধ্যে বড় ট্রাইবলি ব্যবসা সাদনে অনেকটা শ্রীবৃদ্ধি পাইয়া আসিয়াছে। ফলে, আই কি আছেন, ব্যবসায়ের ইতিহাসে এখন জার্মানীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিচালিত হইতেছে।

আমদানী বন্ধ ও সুতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকারের প্রধান বিদেশীয় বস্ত্রের যোগান প্রধান, ভারত সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলার জেনারেল সরকারী ঘোষণায় জানাইতেছেন যে, আমদানী বস্ত্র ও সুতা সম্বন্ধে যারা কিছু করিবার আছে প্রাদেশিক টেক্সটাইল কন্ট্রোলারই করিবেন। (ঠিকানা টেক্সটাইল—সি ৩৩, বিপন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা।) সুতরাং বহুত বস্ত্র বা বর্তমানে সুতার মজুত বন্ধ সম্বন্ধে কাহারও থাকিলে ব্যবসায়ীকে অবিলম্বে তাঁহার নিকট হিসাব পেশ করিতে বলা হইতেছে। অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলার জেনারেল বস্ত্র সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। আঞ্চলিক টেক্সটাইল কন্ট্রোলারই বস্ত্র ও সুতার মূল্য সাধারণভাবে ধার্য করিবেন।

মুরশুদ্র জেলায় ট্রাঙ্গার্ড কাপড়

সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে যে, মুরশুদ জেলায় সমর পর্যায়ে ট্রাঙ্গার্ড কাপড় বন্টন করা হইয়াছে। অন্যান্য জেলার ট্রাঙ্গার্ড কাপড় মূল্যের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

কয়েকটি সুতোর পাশীয়ের নিয়ন্ত্রিত মূল্য

ভারত সরকারের যোগাযোগ সরবরাহ বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলার জেনারেল অন্তর্বাণিজ্যের নিম্নলিখিত পাশীয়গুলির উৎপাদন মূল্য এইরূপ বাঁধিয়া দিয়াছেন :—

সুতের নম্বর—তেজস্ক্রীয়ের মূল্য যাহার করা হইবে—মণ প্রতি ৮৫/-, অন্য মূল্য যাহার করা হইবে—মণ প্রতি ৮৫/-। লাইন যোগান (সেরে: অটোমেটিক) ১০, লাইন যোগান (সাধারণ তাঁতে) ৮/-। আসল যোগান (সোজাসুজি তাঁতের) ১০, আসল যোগান (সাধারণ তাঁতে) ৮/-।

বোম্বাই ডিফেন্স সম্পর্কে তদন্তপুরণ

অভিযোগ করা যে সব সম্পর্কিত তদন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, ভারত সরকার তাহার পুরাপুরি তদন্ত-পুরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অভিযোগ কোম্পানীগুলি ও সরকার, কোম্পানী তদন্তের সময়ের সাক্ষ্য তাহা বাদ দেওয়ার ঘোষণা হইয়াছে। যে সব ব্যক্তি ১৯৫৭ এপ্রিল তারিখে ডিফেন্সের বৈধিকভাবে তদন্তিত হইয়াছে বা যাহাদের সম্পর্কে তদন্ত হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে সরকার তদন্তপুরণের বিবরণ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে। যোগাযোগের মাল, যোগ-তদন্ত, অসদাচার ও কোম্পানীর তাবত প্রভৃতি সম্পর্কে কোনো তদন্তপুরণ করা হইবে না।

রেলশিল্প পরিকল্পনার সমর সম্পর্কে যোগাযোগিতে অসন্তোষ

যোগাযোগির কেন্দ্র ব্যাপিটুটী যে রেলশিল্প-এর পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে বহু সময় হইয়া গিয়াছে। অসমাবাবদকে 'এ', 'বি' ও 'সি' এই তিনশ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী এ শ্রেণীর বরাদ্দ সমস্ত হিসাব পর 'বি' শ্রেণীতে বেতনের এবং আসিবে এবং তার পর এবং হইবে 'সি' শ্রেণীর। 'বি' ও 'সি' শ্রেণীর বাদ পড়ের যে বরাদ্দ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাতে একটি লোকের আবশ্যক যাইবারও ব্যবস্থা হইবে না, যোগাযোগ বাড়িয়া যাইবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হইলে রেলশিল্প ব্যবস্থা আর রেলশিল্প ব্যবস্থা থাকিবে না, রিলিফ ব্যবস্থায় পর্যবসিত হইবে।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের মূল্য

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকার কর্তৃক সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের ট্রাইট-এর বর প্রতি পাউন্ড ১৮ আনা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সংবাদপত্রের অন্যান্য কাগজগুলির ও নীটের সর্বোচ্চ বর ১৯৫৩-এর সমের মাসেই স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

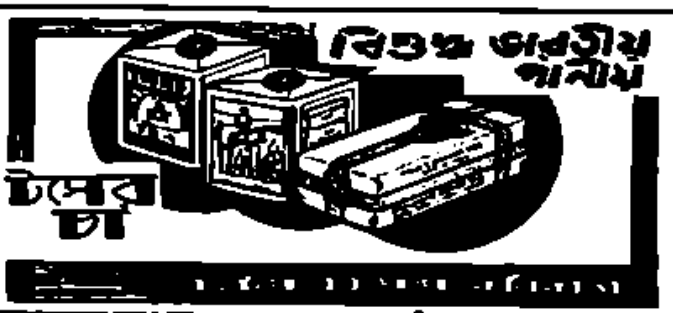

ক্যালকাটা-সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি: ৩৪৪৭

বড়বাজার শাখা :—১৯৪।১, হ্যারিসন রোড

শাখাসমূহ :—

বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, ভাওয়ালপুর, বোলাহাট ও কাটোয়া (নাইন রেট), ধারভাঙ্গা, সাথনগর, নারায়ণগঞ্জ, নাথেরিয়াসরাই ও রায়পুর (সি, পি)

পাটনা, আরাবাগ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

টেলিগ্রাম—Sanchaya Calcutta

Phone : Cal | 2125 6483

সেণ্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—২৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—ঃ শাখাসমূহ ঃ—

১। বড়বাজার ২। দক্ষিণ কলিকাতা ৩। সিঁথি মোড়ের ৪। টেমাথি ৫। ভাটপাড়া ৬। কাঁচড়াপাড়া ৭। সিলি ৮। বালুরঘাট ৯। দিনাজপুর ১০। শীলচামারি ১১। টেমপুর ১২। রংপুর ১৩। শিয়ালদহ ১৪। হুবরাজপুর ১৫। মুরশিদাবাদ ১৬। বেথারস ১৭। এলাহাবাদ

এ বৎসর আমীরাগণকে লভ্যতা হার সন্তোষে দেওয়া হইয়াছে।

আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত সন্তোষের হার—৩১।০ টাকা।

মূলধন হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

ষ্টেটে ভাড়ের পাওনা

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য-সচিব তার বাজেট বক্তৃতায় মন্ত্রী মিঃ কে কে বিড় ষ্টেটের ভাড়ের পাওনা সম্পর্কে একটী বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

আমরা সরকারের খাদ্য-সচিব তার বাজেট বক্তৃতায় মুখার্জিয়ার সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, ষ্টেটস কোম্পানীর তাগাদে নদী ভাড়ের পাওনার টাকা বকেয়া হওয়ায় যা যারা থাকায় কোনো আপত্তি নাই। তাঁহার উক্তিতে অনভিজ্ঞ সাধারণ মনে হইবে যাইবে যাইবে বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রার পরিবর্তনকালে উহা যে হ্রাস পাইবে না—সে সম্পর্কে তাহারা একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। তার বাজেট আমরা বলিয়াছেন যে, ষ্টেটস হইতে মাত্র কিস্তিবাই ঐ টাকাটা আদায় করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার এই উক্তিতে অনভিজ্ঞ বিভিন্ন হইবে। কেননা সেক্ষেত্রে পাওনাদার আবশ্যক ক্ষমতা ষ্টেটসের কতকটা। ক্ষতিকারী হইয়া পড়িবে। অতএব ব্যবসায়ের স্বীয় ঐ টাকাটা সোনার বা অন্যান্য দেশীয় মুদ্রায় পরিবর্তন করা দরকার। প্রকাশ: উহার করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়াই বিদেশে ভাড়ের সমস্ত পাওনা টাকা পাইবার মুদ্রা নদী করা হইয়াছিল। সম্প্রতীকালে আবশ্যকতে ষ্টেটস হইতে মাল কিনিতে বাধ্য করার এবং সর্বাদেশের সস্তা বাজার হইতে মাল ক্রয়ের সুযোগে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যেই কি ষ্টেটস ও আবশ্যকতার আরো করিয়াছিলেন? ষ্টেটসের কাছে ক্রয় নিয়োজিত উদ্দেশ্যিকা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তার ব্যবসায়ী ঐ সমস্ত অনভিজ্ঞ সাধারণের ব্যবহার্য পণ্য যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে আমদানীর জন্য ষ্টেটস পাওনা টাকা আদায় করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। উহাতে সাধারণের মনে যথেষ্ট উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইবে। তার ব্যবসায়ীর পরামর্শ বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ ব্যবসাই লোকের মনে বদ্ধমূল হইবে যে, পাওনা টাকা আদায়ের ব্যাপারে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে ষ্টেটসের অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া রহিয়াছে।

মূল্যবান রেজার ব্লেড

দিল্লীর জন্য ইন্ডিয়া কেমিক্যাল ষ্টোরস একটী একপ্রকার বিদেশজাত শক্তি বিশিষ্ট নূতন রেজার ব্লেড (ষ্টেনলিয়ার) বাজারে ছাড়িতেছে। শুনা যায় যে ইহাই ঐ ব্লেড সারাদেশে বিশ্বব্যাপি সুবিধার সর্ব্বপ্রথম রেজারব্লেড হিসেবে গণ্য হইতেছে। আজকের যে কোনো পরিবেশে ষ্টেনলের ব্লেডের অপেক্ষা ভাল ব্লেড এখন পর্য্যন্ত তৈরী হয় নাই বলিয়াই।

পাটনায় চিনির বরাদ্দ

শুনা যাইতেছে পাটনা জিলায় বরাদ্দ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। জনপ্রতি এক সের করিয়া চিনি সরবরাহ করা হইবে। প্রতিটী লোক দুই বেলা পাবে অর্দ্ধছটাক চিনি বিক্রয় করা হইবে। পাটনা সহরে যা বিহার গ্রামাঞ্চলে এখন চিনির অভাব বিশেষ বোধ করা যাইতেছে।

সাবধানে ভ্রমণ করুন

একথা অমান্য করার ফলে আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে

আজকাল ভীড় এত বেশি হয় যে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু গাড়ীর মধ্যে স্থানাভাব হলেও পাদানিতে দাঁড়িয়ে বা ঝুলে ঝুলে যাবার চেষ্টা করবেন না। এ যে কেবল আইনবিরুদ্ধ তাই নয়, এর ফলে অনেক আঘাত লাগা বা মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটা আশ্চর্য্য নয়। গাড়ী থেকে ষ্টেশনের প্লেটফর্ম বা বিদ্যুতের খামের কাছাকাছি ঝুঁকে থাকা। এসব গাড়ীর বাইরে থাকার ফলে যদি হঠাৎ এই দেওয়াল বা খামের সঙ্গে মাথা লাগে তাহলে হয়ত আপনার চেতনা চিরতরে লোপ হয়ে যেতে পারে।

গাড়ীর ভেতরে স্থান না থাকলে পরেরটাই আপনার জন্য। অথবা এতে বিপদ হবারও না। আর যদি কোনো গাড়ীতেই যেতে না পারেন তাহলে অন্তত মনে রাখবেন যে দেশের সংবাদপত্রে যাত্রী, পরিবহন এবং আমদানী ব্যবস্থাদের কাছেই যেন এখন অন্যান্য বন্ধু।

ভ্রমণ কমান

এবং বিপজ্জনক ভ্রমণ পরিহার করুন

AAA 683

বাংলায় খাদ্যাবস্থার অবনতি

ব্যবস্থাপক বিশিষ্ট কমিটি বাংলার বর্তমান খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। ধান ও চাউলের বর্তমান দর, অন্যান্য ও অর্দ্ধাহারীদের সংখ্যা, আউস ধান ও পরবর্তি শস্যের অবস্থা, কোনো ব্যবসায়ী মালিক আছে কিনা, এবং বিভিন্ন এলাকায় যে সব সাহায্য সমিতি কার্য্য করিতেছেন তাহাদের সাহায্য দিয়া ব্যবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বাংলাদেশের সর্ব্বত্র বিভিন্ন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও প্রতিষ্ঠানের নিকট অনুরোধ জানান হইয়াছে। কমিটি আশা করিতেছেন যে, শস্য কাটার সময় পর্য্যন্ত যদি কোন সাহায্য দেওয়া হইলে পূর্ণ ফসলই তুলিতে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় এই প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ইরাক-ইরাণে বাণিজ্য সম্পর্ক

ভারত ও ইরাকের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ইরাকী প্রতিনিধির এক প্রতিনিধি দল বর্ত্তমানে বাগদাদে বিরাজ করিতেছেন। ঐ ব্যবসায়ীদল গত ২৫ অক্টোবর আবদুল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহারা ইরাকে ভারতজাত পণ্য-দ্রব্যের বাজারের সম্ভাব্য বিচার করিয়াছেন। ইরাকের প্রতিনিধিরা এই পরিকল্পনায় যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছেন।

চীনযুদ্ধে চীনের তৈল সম্পদ

লণ্ডনের টাইম্‌স পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, চীনের তিব্বতিত ৩ হাজার ৫ শত মাইল তেল-পথ এবং ১ হাজার ৫ শত মাইল তেলপথে প্রদেশের যানবাহন বর্ত্তমানে কাজ করিবার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত তৈলক্ষেত্রগুলির সম্ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে ঐ তৈল খনিগুলি আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৪৬ সালে তাহা অবধি মাত্র দুইশত মাইল রেলপথ নির্ম্মিত হয়। চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিদ্যমান পর্ব্বতমালার উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত তৈলখনি অঞ্চল আছে বলিয়া মনে করা হয়।

বাংলার লবণ সমস্যা

সম্প্রতিকার কলিকাতে যে আধিক্যের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান সপ্তাহে সুন্দরবনে অবিভক্তের লক্ষ হাজার টনেরও বেশী লবণ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের এক ঘোষণাতে প্রকাশ, যে বাংলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ১ লক্ষ ৯৭ হাজার মণ লবণ বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করা হইবার। তন্মধ্যে পাবনা, দুর্গাপুর, অপরাহ্ণ প্রভৃতি জেলা হইতে লবণের অভাবেরই সংবাদ আসিতেছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সম্পর্কে ভারতীয় অভিমত

ভারতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল স্থাপনের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া হইতে দেখা যায় যে, একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থার ভারতের মোটামুটি সম্মতি আছে। তবে ভারতের বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং ভারতের আর্থিক স্বার্থের কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এই বিশেষ স্বার্থগুলির মধ্যে স্টার্লিংয়ে জমাকৃত ভারতীয় তহবিল অন্যতম।

কেরোসিন তৈলের মূল্য নির্দ্ধারণ

কলিকাতা পেট্রোলে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কলিকাতা ও উপকণ্ঠে কেরোসিন তৈলের মূল্য নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ব্যবসায়ীদের নিকট এজেন্টের বিক্রয়মূল্য :—৪ গ্যালনের টিনে সাদা কেরোসিন—আজ হইতে ৩৬/০, ব্যবসায়ীর নিজ দোকানে পৌঁছাইয়া দিলে ৩৮/১০। কেরিওয়ালাদের নিকট ব্যবসায়ীর বিক্রয় দর ৪৩/০। ৪ গ্যালনের টিনে মিহিন কেরোসিন—আজ হইতে ৪২/০, ব্যবসায়ীর নিজ দোকানে পৌঁছাইয়া দিলে ৪৩/০, কেরিওয়ালাদের নিকট ব্যবসায়ীর বিক্রয়মূল্য ৪৮/০। টিনে ভরিয়া ৪ গ্যালন লইবার সময় টিনের কেরোসিন—আজ হইতে ৩৮/১০। ব্যবসায়ীর নিজ দোকানে পৌঁছাইয়া দিলে ৪০/০। কেরিওয়ালার নিকট ব্যবসায়ীর বিক্রয় দর ৪৩/০। খুচরা বিক্রয়—৫২ আউন্স পরিমাণের প্রতি বোতল সাদা ৵১০ ; মিহিন ৵০ আনা।

পল্লী অঞ্চলে ঔষধ ব্যবস্থা

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, স্যার বিধান রায় সিদ্ধান্তের মহকুমায় 'পল্লী ঔষধ ব্যবস্থা' প্রবর্ত্তনের আয়োজন করিতেছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কার্য্যে সেনেটের আইন সাব-কমিটির হস্তক্ষেপ

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিকটবর্তী অষ্টাদশবর্ষীয়া ওয়ার্ড কোম্পানীর কারবার আইন করিয়াছিলেন। ঐ সম্পর্কে বিভাগীয় তদন্তের পর সেনেটের আইন সাব-কমিটি ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিভাগের অনুমোদনে ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন ক্ষমতা তাঁহার নাই।

ভারত সরকারের লবণ-চাষ উন্নয়ন পরিকল্পনা

দিল্লীস্থিত একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, লবণবাসীদের আয় সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে অধিকতর ফসল ফলাইবার আন্দোলনের অংশ হিসাবে ভারত সরকার লবণের চাষ ও যোগান বাড়াইবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কুমারিকা হইতে কচ্ছ উপসাগর পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত লবণ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি বিস্তৃত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে তিনটি স্থানে লবণ চাষ বাড়াইবার এবং এই পরিকল্পনাগুলির সাফল্য বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারীগুলিকে উপদেশ দিবেন।

উপযুক্ত সাহায্য দ্বারাও এই পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য ভারত সরকার প্রয়োজনমত অর্থসাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

আদায়ীকৃত মূলধন ১ কোটী টাকা।

চেয়ারম্যান—মিঃ বি কে বিড়লা, ভাইস চেয়ারম্যান এবং এম ডি—ইস্পাহানী।
ডিরেক্টরস :—মিঃ এম এম চারাতরাম, রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীপতি রাউত, মিঃ কে সি মোরেডু, মিঃ সি এম পাতোদীয়া, মিঃ এ সি সাহা, মিঃ নরীমান হরমসজী, মিঃ মনমোহন আর ওহরা, মিঃ আর কি সাওহিনা, মিঃ অম্বিকা কাপুরিয়া। জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ বি কি ঠাকুর।

যে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন

ভারতে এবং বিদেশে সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
শাখাসমূহ :—বম্বাই (হেডঅফিস), কলিকাতা, দিল্লী, মিরাট, করাচী, লাহোর, অমৃতসর, জয়পুর, হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু), আহমেদাবাদ, মাদুরা (আহমেদাবাদ), লোহারিয়া, কানপুর, কুয়াই ও সিকারপুর।
হেড অফিস—২, ডালহৌসি এক্সটেনশন স্কোয়ার, কলিকাতা।
ফোন :—কলি: ৩৪৭৮ ম্যানেজার—মিঃ বি আর সোমানকর

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩৯এ ব্যাণ্ডেল লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

ময়মনসিংহে, নেত্রকোণা, সেরপুর ও জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস কে রায়।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা অধিবেশন সম্পর্কে স্যার জিয়াউদ্দীন

স্যার জিয়াউদ্দীন আন্তর্জাতিক মুদ্রা অধিবেশন স্থাপনা সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন, ভারতের আন্তরিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ের অধিকতর বিবেচনা ও আলোচনা হওয়া দরকার। এইরূপ অধিবেশনের ফলে ভারতের কতক বিষয়ের আশঙ্কা আছে। বিশেষ প্রয়োজনের মত উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইলে দেশের নতুন আর্থিক অসুবিধা হইতে পারে। উক্ত অধিবেশন সম্পর্কে প্রকাশিত বিবৃতিতে দেখা যায় যে, ভারতের যেন আশের পরিমাণ ৩৬ কোটি টাকার নতুন স্বর্ণ হইতে দিতে হইবে। স্যার জিয়াউদ্দীন বলেন, ইহার অর্থ দেশের চলতি যোগের জন্য সাময়িক নতুন স্বর্ণ সরবরাহ নিয়োগ হইয়া যাইতে পারে। এই হেতু ভারতের নতুন স্বর্ণকে কেন্দ্রীভূত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি বলেন, ভারতের মত যে সব দেশে মুদ্রার ব্যাপারে যৌথাগারে চলতি আছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা অধিবেশন পরিচালনার সে সব দেশের অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয় নাই। ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক প্রতি তোলা স্বর্ণ ভিত্তির করিয়া ৭৩৲ টাকা লাভ করে এবং ইংলণ্ডকে এই মূল্যের বাদ করিয়া ভারতের ঐতিহ্য অধিবেশন হ্রাস করে, ইহা এক প্রকার অপরিহার্য বলা যাইতে পারে। স্যার জিয়াউদ্দীনের মতে স্বর্ণের অনুপাতে যৌথাগার মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া উচিত এবং এই মূল্য বজায় রাখিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত। তাহার সঙ্গে সোনা বিনা কটকবাজী বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্তব্য। উপসংহারে স্যার জিয়াউদ্দীন বলেন, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ভারতের পক্ষে আন্তর্জাতিক মুদ্রা অধিবেশন ঘোষণার পূর্বে দেশীয় আইনসভার বিষয়টি আলোচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

যুদ্ধের পরে রেলভাড়ার শ্রেণীবিভাগ

যুদ্ধের পরে যাত্রিবাহী রেলভাড়াকে বর্তমানের চারিটি শ্রেণীর স্থানে তিনটি শ্রেণীর ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ভারত সরকার চিন্তা করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান চেম্বারে বাণিজ্যের এসোসিয়েশন এ সম্পর্কে যে সকল প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন তাহাদের অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে, এক্ষণকার প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর স্থানে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হউক এবং অধিকতর আরামের ব্যবস্থা করিয়া এই তিনটি শ্রেণীর গাড়ী বর্তমানের দ্বিতীয়, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর মত করিয়া চালান হউক।

ভারতের খাদ্যাভাব সম্পর্কে বৃটিশ প্রচারক

সম্প্রতি এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিভাগীয় প্রতিনিধিদলের সম্পাদক ধলিয়া-ছেন—কেবলমাত্র আর্থিক সাহায্যের দ্বারা আফ-গানের খাদ্যাভাবের সমস্যা সমাধান সম্ভব হইবে না। বর্তমানে যদি আফগানের সহিত বাণিজ্য বিচ্ছিন্ন করিয়া অসভ্যদিগের মধ্যে উপযুক্তভাবে বন্টন করিতে পারেন তবেই ভারতীয় অসভ্যদিগের জন্য আর্থ সাহায্য করা সম্ভব।

চাষিদের ঋণ দিল

১৯৩৩ সালের চাষিদের ঋণ (সাময়িক ব্যবস্থা) সম্পর্কে বিস্তারিত বাংলার সরকার অনুমোদন করিয়াছেন।

ভারতের জন্য জোগান সম্বন্ধে সরকারী ঘোষণা

ভারত সরকার জোগানদারের জন্য করিবার জন্য তাহাদের নিয়ম ব্যবস্থা জানাইয়াছেন। বিদেশ-ওয়ালা ও সরবরাহকারিগণ এই প্রস্তাবের প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন বলিয়া যেসব কারণের অভাব ঘটিতে পারে—এমনি একটা আশঙ্কা রটিয়াছে। ভারত সরকারের টেকনাইক কমিশনার জানাইয়া-ছেন যে, কারণ যেহেতু সাইমন্স কমিটি সরকারী হইবে না বিদেশ উৎপাদনের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে, এই সমস্ত আয়োজন জোগানদার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে। ভারত সরকার না বন্ধ নিয়ন্ত্রণ সমিতি যেসব প্রয়োজন এবং কারণ জোগানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। উপস্থিত প্রয়োজন যে পরিমাণ কারণ পাইতে পারে, তাহা জোগান যোগাই অসম্ভব নয় এবং যাহাতে ব্যবসায়ীগণের নিকট কারণ দিয়া দেশীয়ার তাহার জন্য উপযুক্ত দাম দেয়। অবশ্যই করিতে ভারত সরকার জোর জবরদস্তি করিবে না।

বঙ্গলাটের পরিষদে নূতন মন্ত্রী নিয়োগের দাবী

অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কসকারার্স এসোসিয়েশন বঙ্গলাটের কাউন্সিলে লেজিস্লেটিভ নিকট একটি তার পাঠাইয়াছেন। তারটিতে বলা হইয়াছে—বুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া ভারত-সরকারের সম্প্রতি যে কার্যপ্রণালী পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক-কারার্স এসোসিয়েশন সন্তুষ্ট হইয়াছে। এই নূতন কার্যপ্রচেষ্টার সম্পূর্ণ সফলতার সম্ভাবনার জন্য আমরা প্রার্থনা করি যে, বুদ্ধোত্তর আর্থিক সমস্যাদির সমস্ত কার্যপ্রণালী একত্রিত করিয়া সেইগুলিকে শাসন পরিষদের একজন বিশেষ সভ্যের দায়িত্বযুক্ত করা হউক। এই সভ্যের যেন বিশেষ ক্ষমতা থাকে এবং ভারতীয় জন-সাধারণের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হোন এমন একজন বিখ্যাত ভারতীয় নিয়মতান্ত্রিককে যেন এই পদে নিযুক্ত করা হয়।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

জনপ্রিয় ও সফল ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।

এজেন্সি—কলিকাতা, বম্বে, রাইপুর এবং বিহার ও বাংলার প্রধান প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহে।

ফোন: ব্যাঙ্ক ৪১০১ আর রায়, বি এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

খান বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী,

এম, এল, এ; জমিদার ও টী প্ল্যান্টার, সুরমাবেলী

এবং

সর্দ্দার বলবন্ত সিং আনন্দ

জমিদার ও সরদেকট কণ্ট্রাক্টার

পাঞ্জাব

ওয়ার্কিং ডিরেক্টর হইয়া এই ব্যাঙ্কে যোগদান করিয়াছেন।

মিঃ এস, সি, বসু, এম-এ বি-এল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মিঃ সুবীল সেন

চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

মিঃ এস বসু, বি এ

সেক্রেটারী

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৮ সন

১১৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থায়ী আমানতের সুদের হার

অন্যূন সন্তোষজনক, ৩০ টাকা হইতে ৬ টাকা পর্যন্ত।

জে, সি, সরকার

ডিরেক্টর ইন-চার্জ

এস, আর মোজাম্মেদ

এস, জি, বসু রায়

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর্স

ভারত সরকার কর্তৃক কাপড়ের কল নিয়ন্ত্রণ

বোম্বাইয়ের ২৩শে মে'র সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের টেক্সটাইল কন্ট্রোলার বোম্বাই-এর এজেন্সালে মিলস্ ও বোম্বাইয়ের বোম্বাইয়ে স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ নামক কাপড়ের কল দুইটির উৎপাদনের সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং এ সম্পর্কে যথারীতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই দুইটি মিলের উৎপন্ন বস্ত্রাদি এখন হইতে টেক্সটাইল কন্ট্রোলারের নির্দেশ মত বণ্টন করা হইবে। এই দুইটি মিল লইয়া ভারত সরকার কর্তৃক দখলীকৃত মিলের সংখ্যা দাঁড়াইল একাশোটি। ইহা দ্বারা ভারত সরকারের টেক্সটাইল কন্ট্রোলারের প্রতিনিধি তার ফেডারিক ষ্টোন্স আরও দুইটি মিল নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

পুরাতন রেল ধার করিবার ব্যবস্থা

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় একটি ডেলিগেশন ৩০০ ও ইহার অধিক ২৫০০ রেল ধার করিয়া ব্যবস্থাযোগ্য করিয়া দিয়াছে। ভারতীয় ডেলিগেশন ইংলণ্ডের নূতন রেল দেওয়ার সময় পুরাতন রেল ভারতে দান এবং উহা কারখানায় মেরামত করিয়া দিয়া থাকে। রেল ধার করিবার এই সর্ত্ত ভারতীয়দের বৈদেশী এবং যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে ইহা ভারতবর্ষে আসার কথা ছিল।

শিবসমুদ্রম বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন-কেন্দ্রে ক্ষতি

গত ২৩শে মে শিবসমুদ্রম বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন-কেন্দ্রে এক ভিষণ বিস্ফোরণ প্রবল অগ্নিকাণ্ড উৎপন্ন হইয়া বাড়ী, যন্ত্রপাতি, তার প্রভৃতির প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছে। ইহার ফলে মহীশূর, বাঙ্গালোর ও কোলার স্বর্ণখনিতে বৈদ্যুতিক-শক্তি সরবরাহের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইয়াছে এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান ছাড়া অন্যত্র সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ কাজ চালাইবার মত করিয়া যন্ত্রপাতি সারাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন এবং আশা করা যায়, এই মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ না হইলে, আংশিক কাজ পুনরায় আরম্ভ করা যাইবে।

ওয়াশিংটনের অর্থ-সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি

বোম্বাইয়ের বেসরকারী সংবাদে প্রকাশ, আগামী ১লা জুলাই ওয়াশিংটনে যে অর্থ-সম্মেলন বসিবে তাহাতে ভারত হইতে সরকারীভাবে যোগ দিবেন রাজস্ব-সচিব এ. ডে. ষ্টেইনব্যাঙ্ক, তার বিশেষজ্ঞ জোশী ও বিদ্যার্থী ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্ণর সি. ডি. দেশমুখ। বেসরকারী ভারতীয় দলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডাঃ বি. সেন লিমিটেডের মিঃ এ. ডি. গোর্ডন ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক প্রতিনিধি তার অনুরূপ শ্রেণী সম্মেলনে যোগদান করিবেন।

হাসপাতালে হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা

গত ২৩শে মে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রয়োজনের সময় একটী প্রশ্নের উত্তরে রাজস্ব সচিব জানান যে গত বৃদ্ধিদের সময় কলিকাতা হাসপাতালে ও অন্যান্য স্থানে ১২৩৪ জন, চট্টগ্রামে ৩৩৩ জন ও বোগরাদিতে ১৯১ জন হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা করা হইয়াছে।

জার্মানীতে স্পেনের পক্ষ গ্রহণের নীতি

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, জার্মানীতে স্পেনের পক্ষ গ্রহণ এখনও আলোচনার বিষয় হয় নাই বলিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এক সাংবাদিক সভায় বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

উত্তর ভারতে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ

সরকারি সরকারী হিসাব অনুসারে উত্তর ভারতে ১৯৩৩ সালে মোট ৪৪ কোটী ৩৩ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৪ সালে এই উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটী ৪৪ লক্ষ পাউণ্ড। বর্ত্তমান বৎসরের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের বাগানগুলিতে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ ১ কোটী ১৪ লক্ষ পাউণ্ড। গত বৎসরের এই সময় উক্ত স্থানে ২ কোটী ৩৮ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশে আখের মূল্য হ্রাস

ডিমির কারখানাগুলি যাহাতে উহাদের আখ ব্যবহার করিতে পারে, তজ্জন্য এই বোর্ড পরে যে সমস্ত আখ আসিবে তাহার মূল্য হ্রাস করিয়া ১৩ আনা মণ হিসাবে ধার্য্য দিয়াছেন। ফলতঃ এই মূল্য এখন হিসে ধরিবে এবং ইহা ধরিয়া হিসেব মত আখ কিনিতে তাহারা বাধ্য থাকিবে না।

বাংলার অধিকতর শস্য উৎপাদন আন্দোলনে ভারত সরকারের দান

বাংলার অধিকতর পরিমাণে আবাদের প্রবর্ত্তনের জন্য ভারত সরকার বাংলা সরকারকে ৩২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ঋণ হিসাবে দান দিয়াছেন এবং ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮৫০ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস :—১৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন ক্যাল : ৪৪৪০, ৪৪৪৪
শেয়ার :—ব্রিজ ব্রাইটেস্ট দি মহারাজা অব ত্রিপুরা
কলিকাতা শাখা :—কলুটোলা, কৌরঙ্গী মোড়, পার্ক সার্কাস, শ্যামবাজার।
অন্যান্য শাখা :—কুষ্টিয়া, চুঁচুড়া, জামালপুর, জিরাগঞ্জ, ঢাকা (চকবাজার এবং নবাবপুর), বর্দ্ধমান, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ।
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি গত ৩০শে এপ্রিল মাসিকভাবে (কলিকাতা)
শাখার শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—নাসরুদ্দিন আহমেদ, এম. এস. এ (বাঙ্গলা সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী)।

ভারতীয় পাইকলপমিতির আমেরিকার অর্ডার গ্রহণে অস্বীকৃতি

গত সপ্তাহে মূল্য বাবদ ৭০ কোটি টাকা মূল্যের অর্ডার দেওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারত সরকারের একটি বড় অর্ডার ভারতীয় পাইকলপমিতির নিকট ইহা প্রত্যাহার করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে ভারত-সরকার ভারতীয় পাইকলপ সমিতির কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি উক্ত অর্ডারটি বিভিন্ন পাইকলপে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানান। প্রকাশ, ভারত সরকারের অভিপ্রায়ের জন্য সমস্ত বিভিন্ন পাইপ প্রস্তুত সংক্রান্ত ভারতীয় পাইকলপ সমিতি এই অর্ডার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

বাংলা হইতে আসামে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে আসাম সরকার

আসাম সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বন্যার ও নানা কারণে আসামীদের আত্মসংযমের জন্য এবং আসাম সীমান্তে খুচরা দরে যে সকল বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল তাহার ফলে আসাম উদ্বৃত্তাঞ্চলের কলম উৎপাদকদের মধ্যে যে চাউল বিক্রয়ে বিঘ্ন। অনিচ্ছা দেখা যায়। নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত যে চাউল বিক্রয় করার পরিবর্তে উহা মজুত করার প্রবৃত্তি আসামের মধ্যে দেখা দিয়াছিল। এই জন্য যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহার ফলেই আসাম সরকারকে বাংলা হইতে আসামে চাউল আমদানী করার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

কোইম্বাটুরে কৃষি কলেজে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব

কোইম্বাটুরে কৃষি বিজ্ঞানে শিক্ষা দিবার জন্য একটী সরকারী কলেজ আছে। উহাতে ছাত্রদের কৃষিবিজ্ঞানে বি, এস, সি, ডিগ্রী দেওয়া হয়। এতদিন এই কলেজে প্রতি বৎসর ৪০টী ছাত্রকে ভর্তি করিয়া আসিতেছিল। আগামী জুলাই হইতে প্রতি বৎসর ৬০ জন ছাত্রের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

চিনি শিল্পে সরকারী সংরক্ষণ নীতি

১৯৫৯ সালের চিনি শিল্প সংরক্ষণ আইন বলবৎ করা সম্পর্কে অনুরোধ করিয়াছে। ইহার ফলে চিনি শিল্প ১৯৬৪ সাল হইতে আরও দুই বৎসর সংরক্ষণ সুবিধা লাভ করিবে।

ভিক্টরি লোন ১৯৫৭

শতকরা ৩ সুদের

এখন পাওয়া যায়

এই লোন সম্প্রতি ইস্যু করা হবে এবং ১৯৫৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ক্রয় মূল্য পরিশোধ করা হবে। এই লোন অনির্দ্দিষ্ট টাকায় ক্রয় করা যেতে পারে—এবং অল্প বিস্তর যা কিনা পর্য্যন্ত ইস্যু করা হবে। ১লা মার্চ এবং ১লা সেপ্টেম্বর এর যে কোন তারিখে শতকরা ৩ টাকা হারে ষাণ্মাসিক সুদ দেয় হবে যার উপর ইনকম ট্যাক্স এবং সার চার্জ দিতে হবে। ১৯শে মে থেকে ৩রা জুন পর্য্যন্ত উপর মূল্য হবে ১০০/-। তারপর অল্প বিস্তর যা কেনা পর্য্যন্ত তা প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাই হারে বেড়ে যাবে।

বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, দিল্লি এবং মাদ্রাজে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে, ভারতের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ইন্সিটিউশনাল ব্যাঙ্কের শাখা সমূহে এবং সমস্ত পোষ্ট-মেষ্ট ট্রেজারীতে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে।

AAA 860

যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য-ব্যয়

গত এপ্রিল মাসে যুদ্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ১৮৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ইহা লইয়া ১৯৪০ সালে ১লা জুলাই হইতে যুক্তরাষ্ট্রের মোট যুদ্ধ খাতের পরিমাণ ৪০ হাজার ৬ শত কোটি পাউণ্ডে পৌঁছাইল। গত মার্চ মাসের সমর ব্যয় সর্ব্বোচ্চ হইয়াছিল এবং এপ্রিল মাসের ব্যয় তাহা অপেক্ষা ১১ কোটি ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড কম।

প্রোডিং এক্সিকিউটিভ কমিটির অধিবেশন

বই ও ৯ই জুন সিমলায় প্রোডিং এক্সিকিউটিভ কমিটির যে অধিবেশন হইবে তাহাতে যোগ দিবার জন্য দিল্লি, কলিকাতা প্রভৃতিস্থানের ১৮ জন বেসামরিক বিশিষ্ট প্রতিনিধিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। এই সভায় যুদ্ধোদ্যম সম্বন্ধে বহিঃ দাবা প্রভৃতি বর্ত্তমানের প্রয়োজনমূলক আলোচনা করা হইবে।

ভারতে আমদানী কার্পাসজাত দ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত

বোম্বাইয়ের ওঠনে বেতার মারফৎ প্রকাশ, ভারত গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, ১লা জুলাই হইতে কার্পাসজাত যে সকল দ্রব্য ভারতে আমদানী হইবে, তাহাতে প্রত্যেক কার্পাসজাত দ্রব্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শুল্ক ভিন্ন ভিন্ন হার ধার্য্য করা হইবে তাহাতেও তেমনি পাইকারী ও খুচরা মূল্যের হার বেঁধে দেওয়া থাকিবে। খুচরা মূল্য ভিন্ন ভিন্ন অপেক্ষা শতকরা ২০ টাকা অধিক ধরা হইয়া থাকে। যে সময়ে কার্পাসজাত দ্রব্য আমদানী করা হইবে, তখনকার গভর্ণমেণ্ট একটি মূল্য কমিটির সহায়তায় আমদানী কার্পাসজাত দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন। পাইকারী ও খুচরা মূল্য যাহা করিবার সময় আমদানী করাও করা হইবে। পাইকারী মূল্য আমদানী করাও উপর শতকরা দশটাকা অধিক ধরা হইবে এবং খুচরা মূল্য পাইকারী মূল্যের উপর শতকরা খুচরা টাকা অধিক হইবে। আমদানিতে যে মূল্যে আমদানী হইবে তাহার হার থাকিবে।

চাউল ও যবের উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারত সরকারের খাদ্যসচিব স্যর হবিবুল্লার মতে গত বৎসরের চাউলের উৎপাদন পরিমাণ ৩০ ভাগ এবং যবের উৎপাদন পরিমাণ ৫০ ভাগ বৃদ্ধির এক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। শিল্প, খাদ্য এবং ভূমি-সংক্রান্ত বিভাগে 'বিশেষ কর্ম্মী' নিযুক্তকর্ম্মচারীদলে তিনি উক্ত বৎসরের মধ্যেই সাহায্যে কৃষির উন্নতি বিধানের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে একটি নোট প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁ: বার্ণ্ড উৎপাদনবৃদ্ধির যেরূপ আশা করেন তাহাতে বুঝা যায়, বৎসরে ৩ কোটি টন চাউল এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ টন যব উৎপন্ন হইতে পারিবে। তিনি মনে করেন, তোয়ারের উৎপাদনও শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

ডাঃ ডি টি কৃষ্ণমাচারী

অবোধ্যার যুবরাজ বেতারে ডাঃ ডি টি কৃষ্ণমাচারী সম্বন্ধে বলেন: ইনি ভারতের একজন বিশিষ্ট চাষী। এই সময়ের পরিচালকমণ্ডলীতে যোগদান করিবেন।

ভারতে গম আমদানী

মহাবিদ্রোহের ওঠনে যে তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, যে মাসের শেষ দিকে সমুদ্রপথে আর ২৫ হাজার টন গম ভারতে আমদানী করা হইয়াছে।

ভারতের বাহিরে শুল্ক চালানে অনুমতি দান

উভয় দেশের পরিমাণ হ্রাস করিতে ভারত সরকার যুদ্ধপ্রয়োজন সরকারকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ গম ভারতের বাহিরে পাঠাইবার অনুমতি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

নূতন ইস্পাত আমদানী নিয়ন্ত্রক

ভার যে আর অগাস্টন বেভার ঘোষণায় ই উইন স্থানে ভারত সরকারের ইস্পাত আমদানী নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হইয়াছেন।

সিমলায় চিনি রেশনিং

গত ১লা জুন হইতে রেশনপ্রথা অনুযায়ী সিমলায় চিনি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। রেশন কার্ড দ্বারা বাজারে যেয়ে চিনি কিনিলে বা যেটিনে আবশ্যকতা বিধান অনুসারে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইহারা এখনকার বেশী সিমলার বাসিন্দেরা, যে-সরকারী সরবরাহ বিভাগীয় কর্ম্মচারী তাঁহাদের যে স্পেশাল পারমিট দিবেন, তদ্ব্যতীত তাঁহারা চিনি সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

'যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা'

এখনে আমরা তিনটি জীবন-যুদ্ধেরই কথা বলিতেছি। এই সবগুলি জীবন-যুদ্ধ এখানেই সুনিশ্চিত এবং সুসম্পন্ন থাকার। আধিক সচ্ছলতাই এই সবগুলিরই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার একমাত্র উপায়।

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

হেড অফিস : ৩৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড :: কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ৭৫৭

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই ধুতী ও শাড়ী পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিয়াল এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং বেনেটোলা মল্লিক ষ্ট্রীট, বাটবোলা, কলিকাতা।

রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—

২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ

আমবাজার, বালীগঞ্জ, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং (জলপাইগুড়ি), কার্শিয়াং, বালুরঘাট (জলপাইগুড়ি) ও সৈদপুর।

ফোন : ● বাবেজিং ডাইরেক্টর

তার : ● সি অফিস।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা ● সোডাস্টোন পাউডার ● কষ্টিক সোডা ● গ্লিসারিন ● সিলিকোনেট অয়েল ● রঙ ● হাইড্রোসালফাইট ● প্রভৃতি পাইবেন।

ফোন :—

বড়বাজার :—১৩৩৭ অফিস

" :—১৩৩২ ফ্যাক্টরী

টেলিগ্রাম—"টালমাটির"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, আক্কুলস রোড, কলিকাতা

বাংলা সরকারের কাপড় ও সুতা বিক্রয় আদেশের সংশোধন

সম্প্রতি যে সংবাদ প্রকাশ, বাংলা সরকার সম্প্রতি কাপড় ও সুতা বিক্রয়ের আদেশ সংশোধন করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, এখন হইতে কলিকাতার সমস্ত পাইকারদিগকে কেনাবেচার একটি হিসাব রাখিয়া চলিতে হইবে এবং আপেক্ষিক ট্রেডারটিস কর্তৃপক্ষের কর্তৃক পরীক্ষার জন্য প্রেরিত যে কোন ব্যক্তিকে তাহিসাবরক্ষ সেই হিসাব দেখাইতে হইবে। একমাত্র ফেরিওয়ালা ছাড়া অন্যান্য কাপড় ও সুতা ব্যবসায়ীদেরই ক্রেতাকে রসিদ দিতে হইবে এবং তাহার একটি নকল রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রিত পত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ব্যবসায় ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের সাবধানবাণী

সংবাদ প্রেরকের প্রকাশ, ভারত সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলার জানিয়ে দিয়াছেন যে, সম্প্রতি ব্যবসায় ও ব্যবসায়ী আন্তর্জাতিক অবস্থার জন্য বাজারে অত্যাবশ্যক দ্রব্যের বিশেষ অভাব হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ীদিগকে ক্রেতাদের নিকট হইতে অধিক মূল্য দাবী করিতে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। ক্রেতাদের বলা হইয়াছে যাহারা যেন এরূপ দাবী করিলে পুলিশকে জানান। বাজারদর যাহে যাহা বিক্রয় করিবার জন্য ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বড়লাটের শাসন পরিষদে নূতন সদস্য

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, মুদ্রণশিল্প পরিদর্শক এবং এবং এবং অবস্থায় আসীন সেক্রেটারিয়েট বড় সদস্য পরিষদের বিভাগীয় সদস্যরূপে এবং সদস্যের এই পুনর্গঠন বন্দোবস্তের ভার লওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন। অতঃপর এইরূপ একটি নূতন বিভাগ খোলা হইবে বলিয়া বড়লাট স্থির করিয়াছেন এবং এই সঙ্গে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য হিসাবে তার আপেক্ষিক সদস্যদের নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন। তার আপেক্ষিক সদস্যের উপর এই নূতন বিভাগের ভার ন্যস্ত হইবে।

বড়লাটের শাসন পরিষদের নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং সদস্য হিসাবে তার আপেক্ষিক সদস্য বড়লাটের শাসন পরিষদের নূতন সদস্যনিযুক্ত হইয়াছেন।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

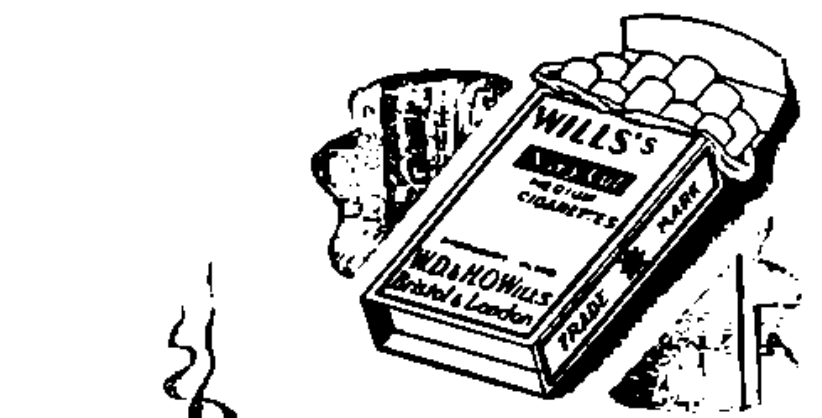

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

পুস্তক-পরিচয়

Life Insurance Directory, 1943—'ইন্সিওরেন্স রেকর্ড' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত এবং তাঁহা কর্তৃক পাব্লিকেশন লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩০ টাকা মাত্র।

ভারতীয় জীবনে যে কয়টি আধুনিক ব্যবসায় দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বীমা ব্যবসায় তাহার অন্যতম। এদেশীয় কোম্পানী সাফল্যের সহিত কার্য্য করিতেছে, বীমা সম্বন্ধে একটি সুস্থ ধারণাও পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু বীমা ব্যবসায় সম্বন্ধে বাঙ্গালীর আজও অন্ধের কোনো সঙ্কলন-গ্রন্থ আমাদের চিল না। 'ইন্সিওরেন্স রেকর্ড' পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এই অভাব মোচন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বীমা ব্যবসায় সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা ব্যতীত ভারত সরকার কর্তৃক ভারতে বীমা সম্বন্ধে উপদেষ্টা কমিটি, ভারতের বীমা কোম্পানিগুলির এবং এজেন্সীগুলির নাম, লাইফ অফিসেস্ এসোসিয়েশনের কর্মীদের তালিকা, জীবন-বীমাকারীদের জন্য আয়ুষ্কাল ইত্যাদির ব্যবসায়, সংক্ষিপ্ত বীমা-সংক্রান্ত বিধি-বিধান, বিভিন্ন জীবনবীমা কোম্পানীর প্রিমিয়মের হারের তুলনামূলক তথ্য প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্নিবেশ আছে।

বীমা-ব্যবসায় প্রবেশে যখন অনেকেরই আগ্রহ, তখন বীমা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা অনেকের মধ্যে এখন চলিয়াছে। বীমা ব্যবসায়কে অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য এইরূপ একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল।

আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থখানি বীমা সম্বন্ধে উৎসাহী কোন ব্যক্তি জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের উপকারে আসিবে। আমাদের বিশ্বাস পাঠকসমাজে এই গ্রন্থের সমুচিত সমাদর হইবে।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

বীমা করুন

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমস্ত লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়ম না দিয়াও স্থায়ী অঙ্গহানিজনিত দুর্ঘটনার সুবিধা পাওয়া যায়
- অল্পমাসিক প্রিমিয়ম দিলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়
- কোম্পানীর অতিরিক্ত পরিমাণ ৩ কোটি টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন

কলিকাতা এজেন্সি

চীফ এজেন্টস্।

৮নং লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতে দুর্ভিক্ষের কারণ

ভারতের দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে অধ্যাপক দিন 'টাইমস' পত্রে লিখিয়াছেন যে, (১) ভারতের খাদ্যের হার বিদেশের অপেক্ষা ৪ হইতে ৮ গুণ বেশী এবং দুর্ভিক্ষের বৎসরে গড়পড়তা পরিমাণ ৩২ ভাগের, আক্রান্ত বৎসরে গড়পড়তা পরিমাণ ৫৯ ভাগের। (২) ভারতের অধিবাসীদের অর্থাগমের বেশী সুযোগ থাকা পায় না, প্রায়ই অনাহারে থাকে। (৩) রোগজীবাণুর আক্রমণ ও অস্বাস্থ্যকর বাড়ি ও অস্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি করে। (৪) ভারতের লোকসংখ্যা প্রতিবৎসর ৩০ লক্ষ বৃদ্ধি পায়।

অধ্যাপক দিন বলেন, ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইলে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেচ-কার্য্য সম্পর্কে সম্পত্তির সুষ্ঠুবণ্টন বিধানের জন্য প্রয়োজন শুল্কবৃদ্ধি এবং বিদেশীয় ভারতীয়ের সহযোগিতা প্রয়োজন।

হিমগিরির পুত স্নেহধারার মতই চিরকল্যাণপ্রদ—

হিমকল্যাণ

বহুগুণসম্পন্ন হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস

• কলিকাতা •

ভারতবর্ষে বীমা ব্যবসায়ের প্রসার

১৯৪৩ সনের কার্য্যবিবরণী

ভারতবর্ষে বীমা ব্যবসায়ের ১৯৪৩ সনের কার্য্যবিবরণী সম্বলিত বীমা বার্ষিকী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণীতে দেখা যায় যে, ১৯৪৩ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৯৩৯ সনের বীমা আইনে রেজিষ্ট্রিকৃত মোট বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৩১৯। যে সব কোম্পানীর রেজিষ্ট্রি সার্টিফিকেট বাতিল করা হইয়াছে উহাদের এই হিসাবে ধরা হয় নাই। এই ৩১৯টি কোম্পানীর মধ্যে ২২০টি ভারতবর্ষে গঠিত। অধিকাংশ ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানই কেবলমাত্র জীবন-বীমার কাজ করিয়া থাকেন এবং উহাদের সংখ্যা ১৪৩। বাকী ৩৯টি কোম্পানীর মধ্যে ৩৪টি কোম্পানী অন্যান্য বীমার সহিত জীবন-বীমার কাজও করিয়া থাকেন। অবশিষ্ট ৩২টি কোম্পানী জীবন-বীমা দ্বারা অন্যান্য বীমার কাজ করেন।

২২৮টি ভারতীয় বীমা কোম্পানীর মোট অফিসের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশে ৮৩টি, বাংলায় ৫১টি, মাদ্রাজ প্রদেশে ৩৯টি, পাঞ্জাবে ১৩টি, পশ্চিমাঞ্চলে ১৩টি, যুক্ত প্রদেশে ৮টি, মধ্য প্রদেশে ৬টি, সিন্ধুতে ৩টি, বিহারে ৩টি, আসামে ১টি এবং আন্দামান-ব্রহ্মদেশে ১টি অবস্থিত।

১৯৪২ সনে বিভিন্ন বীমা অফিসারে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার বীমা-পত্রে মোট ৯২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার নূতন জীবন বীমা করা হইয়াছে এবং উহার প্রিমিয়ম বাবদ বাৎসরিক ৮২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৪১ সনে ২ লক্ষ বীমা পত্রে মোট ৯৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকার নূতন জীবন বীমা হইয়াছিল এবং উহার প্রিমিয়ম বাবদ বাৎসরিক আয় ছিল ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সনের নূতন জীবন-বীমার মধ্যে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি ১ লক্ষ ৯৯ হাজার বীমা-পত্রে মোট ৯৯ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার বীমা করিয়াছেন এবং উহার প্রিমিয়ম বাবদ বাৎসরিক আয় হইয়াছে ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। ১৯৪১ সনে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বীমা-পত্রে মোট ৯৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার জীবন বীমা করিয়াছিলেন এবং উহার প্রিমিয়ম বাবদ তাঁহাদের বাৎসরিক ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল।

১৯৪২ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিভিন্ন বীমা কোম্পানীদের মোট ১৯ লক্ষ ৯১ হাজার বীমাপত্রে ৩২২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার জীবন বীমা ছিল এবং উহার প্রিমিয়ম বাবদ বাৎসরিক আয় হইয়াছে ১৯ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্ত মোট ১৮ লক্ষ ৮২ হাজার বীমাপত্রে ২৯১ কোটি

৩৫ লক্ষ টাকার জীবন বীমা ছিল এবং উহার রিজিয়ার্ভ বাবদ ঐ বৎসর ১৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানী-গুলির মধ্যে ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত ১৪ লক্ষ ৩৪ হাজার বীমাপত্রে মোট ৭৪০ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকার জীবন-বীমা ছিল এবং উহার রিজিয়ার্ভ বাবদ বাৎসরিক আয় হইয়াছে ৯২ কোটী ৭ লক্ষ টাকা। ১৯৪১ সন পর্য্যন্ত ভারতীয় কোম্পানীগুলিতে ১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার বীমাপত্রে মোট ২৩১ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকার জীবন বীমা ছিল এবং ঐ বৎসর উহার রিজিয়ার্ভ বাবদ ১১ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল।

ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীগুলি ১৯৪২ সালে মোট ৩৭ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকার নূতন জীবন বীমা করিয়াছেন। ১৯৪১ সনে ভারতীয় কোম্পানী-গুলির নূতন জীবন-বীমার সংখ্যা ছিল ৩৯ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সন পর্য্যন্ত মোট ২৩৬ কোটী ৬০ লক্ষ টাকার জীবন-বীমা বলবৎ ছিল। ১৯৪১ সনে উহার সংখ্যা ছিল ২৪৬ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সনে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির রিজিয়ার্ভ বাবদ মোট ১৩ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৪১ সনে মোট আয় হইয়াছিল ১৪ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা।

১৯৪২ সনে জীবন-বীমার অবলিল অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পূর্ব্ব বৎসর হইতে ৭ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা বাড়িয়া আলোচ্য বর্ষে (১৯৪২) উহা ৭৯ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। জীবন-বীমা অবলিল হইতে মূল্য বাবদ আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩'২৩ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর এই আয়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ৩'৩১ টাকা। রিজিয়ার্ভ বাবদ আয়ের তুলনায় অফিস পরি-চালনার ব্যয় আলোচ্য বর্ষে (১৯৪২) শতকরা ২৩'১ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অফিস পরি-চালনার ব্যয় হইয়াছিল শতকরা ২১'৫ টাকা।

কতকগুলি ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানী বিদেশেও কারবার করিয়া আসিতেছেন। বিদেশস্থ ভারতীয় কোম্পানীগুলি ১৯৪২ সনে বিদেশ হইতে মোট ১ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকার জীবন-বীমা করিয়াছেন। উহার রিজিয়ার্ভ বাবদ বাৎসরিক আয় হইয়াছে ৮ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর বিদেশে মোট ২ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকার জীবন বীমা হইয়াছিল এবং উহার রিজিয়ার্ভ বাবদ ঐ বৎসর ১৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪২ সন পর্য্যন্ত বিদেশে মোট ১৪ কোটী ১২ লক্ষ টাকার জীবন বীমা বলবৎ ছিল এবং উহার রিজিয়ার্ভ বাবদ বাৎসরিক আয় হইয়াছে ৫৯ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর বিদেশে মোট বলবৎ জীবন-বীমা ছিল ৬১ কোটী ১৯ লক্ষ টাকার এবং উহার রিজিয়ার্ভ বাবদ ঐ বৎসর ৫৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল।

অন্যান্য বীমা

ভারতবর্ষে যে সব বীমা কোম্পানী জীবন-বীমা ছাড়া অন্যান্য বীমার কাজ করিয়া থাকেন ১৯৪২ সনে জীবন-বীমা ছাড়া অন্যান্য বীমার রিজিয়ার্ভ বাবদ তাঁহাদের মোট ২ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এই আয়ের পরিমাণ ছিল ৪ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির আলোচ্য বর্ষে (১৯৪২) ২ কোটী ৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৪১ সনে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা। ভারতীয় বীমা অফিসগুলি অন্যান্য বীমার মধ্যে অগ্নি-বীমা বাবদ ১ কোটী ৯ লক্ষ টাকা (৭৮ হাজার টাকা), জাহাজী বীমা বাবদ ৯৯ হাজার টাকা (৯৪ হাজার টাকা) এবং অন্যান্য বিবিধ বীমা বাবদ ৩৯ লক্ষ টাকা (৩৮ লক্ষ টাকা) পাইয়াছেন। অন্যান্য বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি অগ্নি-বীমা বাবদ ১ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা (১ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা), জাহাজী বীমা বাবদ ৩ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকা (২৪ লক্ষ টাকা) এবং অন্যান্য বিবিধ বীমা বাবদ ৬৮ লক্ষ টাকা (৫৩ লক্ষ টাকা) পাইয়াছেন।

প্রভিডেন্ট সোসাইটী

১৯৪৩ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মোট ১৩৩টী প্রভিডেন্ট সোসাইটী বর্ত্তমান ও চালু ছিল। এই সব প্রভিডেন্ট সোসাইটীতে ১৯৪২ সনে ১১ হাজার ৯ শত দাতাপত্রে মোট ৫৭ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকার জীবন বীমা করা হইয়াছে। ১৯৪১ সনে ১৮ হাজার ৯ শত দাতাপত্রে মোট ৬৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকার জীবন বীমা ছিল। ১৯৪২ সন পর্য্যন্ত প্রভিডেন্ট সোসাইটীগুলিতে মোট ৫৮ হাজার ৭ শত দাতাপত্রে ১ কোটী ৫৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার জীবন বীমা বলবৎ ছিল। ১৯৪১ সন পর্য্যন্ত উহার পরিমাণ ছিল ৭৯ হাজার ৭ শত দাতাপত্রে মোট ১ কোটী ১৩ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকার জীবন বীমা। অবশ্য এই সব প্রভিডেন্ট সোসাইটীর জীবন বীমার অবলিল আলোচ্য বর্ষে কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ১৯৪১ সন হইতে উহা ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা বাড়িয়া ১৯৪২ সনে মোট ৫৩ লক্ষ ২৩ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মূল্য বাবদ এই সব কোম্পানীর সঞ্চয়কল্প ৩৩ টাকা আয় হইয়াছে। হিসাবরক্ষা লাভিল করার সব দেখা গিয়াছে যে সঞ্চয়কল্প আয়ী প্রভিডেন্ট সোসাইটীর অফিস পরিচালনার ব্যয় সঞ্চয়কল্প ১০০ টাকারও বেশী অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ব্যয় কিছুদেরও বেশী। সঞ্চয়কল্প ২৩টী সোসাইটীর অফিস খরচা সঞ্চয়কল্প ৫০ টাকা হইতে ১০০ টাকার মধ্যে। ২৯টী সোসাই-টীতে জীবন বীমা অবলিল বলিতে কিছুই নাই।

১৯৪৩ সনে বীমা ও বিভিন্নে ১৯৪২ সনের বীমার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই সঙ্গে নূতন বীমা সর্ত্ত, অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ, বীমা ব্যবসায়ের অন্যান্য প্রকৃতি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

বড়বাজার শাখা

১৫৬ ক্রস ষ্ট্রীট ঠিকানায়

খোলা হইয়াছে।

ফলিলাল ও উল্টাডাঙ্গা শাখা আগামী

৭ই জুন খোলা হইবে।

দি কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—২৯, ট্রাণ্ড রোড :: কলিকাতা

Gram—'JATIADHAN' ☎ ফোন নং ১৮৩৬

চেয়ারম্যান—ডাঃ জে সি চক্রবর্ত্তী,

(প্রতিষ্ঠাতা—ক্রিসি ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা)

বিমলচন্দ্র রায় চৌধুরী
জেনারেল ম্যানেজার

বিমল রায় চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

পারিবারিক জীবনের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজন যেমন অপরিহার্য্য
আমাদের সামাজিক জীবনের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনও
তেমন অপরিহার্য্য"।
আপনার সহায়তা আমরা কামনা করি—

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা
মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর
দেববর্ম্মন

অফিসসমূহ :
গজারিয়া, শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ফৈলাসহর,
নবসের নগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, আগরতলা,
জোড়হাট, যাদু, চকবাজার, খোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বড়বাজার (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

হেড অফিস : আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট,
কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
টেলিফোন : ১৩৩৯ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা"

কোম্পানী প্রসঙ্গ

মণীন্দ্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
কলিকাতা শাখার উদ্বোধন

গত ২৪শে মে সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় ইষ্টে মণীন্দ্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন সম্পন্ন হইয়াছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভাপতি ডঃ মুখোপাধ্যায় এবং ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণী মহানন্দকে মাল্যদানের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ব্যাঙ্কটী কি ভাবে স্থাপিত হইয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং ১৯৪৯ সালে শতকরা ৪৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি এন ঘোষ তাহা সকলের অবগতির জন্য বিবৃত করেন। সভাপতি ডঃ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে এদেশে শিল্প প্রসারের জন্য অধিকসংখ্যক ব্যাঙ্কের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ-ভাবে জোর দেন। তিনি বলেন, অন্যান্য সতর্কতার ও সততার সহিত ব্যাঙ্কগুলি পরিচালনা করা উচিত। অনেকগুলি ছোট ছোট ব্যাঙ্ক মিলিয়া একটী কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিলে জাতীয় শিল্প প্রসারের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

মহারাজা শ্রীযুক্ত মণী বলেন যে, মণীন্দ্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন বর্ত্তমানে মূল প্রতিষ্ঠান হইতেও দেশবাসীর আন্তরিকতা ও সহযোগিতা লাভ করিতে পারিলে তবে ইহা একটী নিছক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া দেশের শিল্পো-ন্নতির পথে সাহায্য করিতে পারিবে।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি এন ঘোষ, মিঃ অখিলবন্ধু ভাটাচার্জি, কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মিঃ রায় চৌধুরী ও অন্যান্য পরিচালক-মণ্ডলের সদস্যদের অন্যতম অবৈতনিক আসন-গ্রহণ করেন। সভার শেষে অতিথিবৃন্দকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

নূতন ঘোষ কোম্পানী

দি মেট্রোপলিটান কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস ১০ ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। বীমি সংক্রান্ত ব্যবসায়।

ইউনাইটেড ট্রাইডিন্স কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি ঈশ্বর দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬ সি স্কেরিস ষ্ট্রীট। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। সাধারণ ব্যবসা।

নাবদা মেডিক্যাল ষ্টোরস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সি সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—ষ্টোরস রোড, বাইখোলা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ঔষধ বিক্রয়।

দে জ্যাকার্স—সেক্রেটারী মিঃ এস কে দে। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলি-কাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। জমি ও বাড়ীর ব্যবসা।

এসবি এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুবীন সেন। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কের ব্যবসা।

ইণ্ডিয়ান সাবসিডিয়ারী সারভিস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুবীন সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১৫ বেন্টীঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

এম এম ব্রাদার্স এণ্ড জ্যাকার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হরিহর দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস ৩১৫ মোহনলাল ঠাকুর রোড, বরানগর, ২৪ পরগণা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। জমাজমি বিক্রয়ের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ইণ্ডিয়া জুট কোম্পানী লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি অর্ডিনারী শেয়ারে শতকরা ১২॥ আনা ও প্রতি প্রেফার্ড শেয়ারে ১৫ আনা। মেসার্স বিরলা ব্রোদার্স লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪১॥ আনা। মেসার্স এডওয়ার্ড মার্শ ক্যাটলী লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪১॥ আনা। টীসডেল্স টি কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা। মিউ চুয়েন টি কোং লিঃ—গত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১১৲ টাকা। এ্যাসেমলেজী টি কোং—গত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২০৲ টাকা। ব্রাঁসকোম্বা টি কোং লিঃ—গত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭॥০ আনা।

প্রাপ্তি স্বীকার

অ্যাড্. ডেলি, চাঁদনী "প্রকৃতি প্রজননকারক" সেবন থাকেন্দ্রাদি"এর পরিবেশক এসোসিয়েটেড ট্রেডার্স, ১০৪৮ ক্লাইভ রো, কলিকাতা, হইতে আমরা বর্ষমান বৎসরের একটী সুদৃশ্য দেয়ালপঞ্জী উপহার পাইয়াছি।

আমরা ৫৭৪৮ আপার সার্কুলার রোড, হইতে দি এম বে এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত ১৩৫৬ সালের একখানা জন্মপত্র পাইয়াছি। মূল্য ১১/০ আনা।

বিশ্বস্তপ্রিয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান

শ্রী ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—৩১১, ব্যারাণসী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন :—কমি ১১২১, ১১১৩

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা,
বড়বাজার, বহুবাজার, বাটানগর,
বজবজ, ঘাটশীলা, কাশিয়াং

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস—৬৪৩নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা

প্রধান শাখা :—৯৭ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন অফিস : ৪১৫৩

শাখা অফিস

কলিকাতা—
বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ইটালী।

বাংলার অন্যত্র—
বাঘডাঙ্গা, চাঁচাল, দেশী, মোহাবাণী, টাঙ্গুয়ে, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, চাঁদপুর, পাইলাটী ও নবাবপুর (ঢাকা)।

বিহার—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী।

লভ্যাংশে শতকরা ৭॥০ দেওয়া হইয়াছে

বাঙ্গালীর আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় করা হয়।

এজেন্সী :—

ভারতের সর্ব্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

মজঃফরপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সেক্রেটারী—মিঃ টি মজুমদার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩১শে মে

আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে টাকার ছড়াছড়ি গিয়াছে, সকলেই ধন দিতে চায়, কেহই ধন লইতে চাহে না। বাজারসূত্রের মতে চাহিদা-যোগান পরিমাণের সঙ্গে সুদের হার ক্রমিক-ভাবেই সস্তা হইয়াছে। ৩ আনা ও তোলাটি সপ্তাহে সস্তা হইয়াছে। আজও সরকারের এখন প্রাদেশিক সরকারগুলির ট্রেজারী ডিমের দাবীর দায় মিটার ফলিলেই টাকার বাজারের অর্থ-ভাব অবস্থা ঘোচা যায়। আজও সরকারের ট্রেজারী ডিমের দাবীর হার এখন ঐতিহাসিক সস্ততা পাঁচ আনা এগার পাই-এ, আনা সরকারের সস্ততা হার ৩০ আনা সুদে ৩ কোটি টাকা ধন লাভ করিতে পারিয়াছেন। আজও সরকার সপ্তাহে ৩ কোটি টাকার বেশী গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং প্রাদেশিক সরকারের ট্রেজারী ডিমের চাহিদা বাড়িতেছে। আলোচ্য ও আগামীর সরকার এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন।

আজও-গ্রস্ত নীরাকের সুদের সংখ্যে আজ বাজার সহযোগী আশার প্রতি সেদের দৃষ্টি বেশী পরিলক্ষিত হইয়া মনে হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে আজও সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী ডিমের টেণ্ডারের আহ্বানে ১২ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পরিমাণের আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। ৯৯৯৫/১৫ সুদের সমস্ত আবেদন গৃহীত হয় এবং ৯৯৯৫/১০ দরের আবেদনগুলির শতকরা ৬০ ভাগ মাত্র গৃহীত হয়। উহা অপেক্ষা কম দরের আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। মোট গৃহীত ৩ কোটি টাকার গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা পাঁচ আনা এগার পাই দাঁড়াইয়াছে।

আগামী ৩রা জুন, ১৯৪০, বুধবারের জন্যে বোম্বাই-এ দেয় ৩১ দফায় পর্যন্ত এক অগ্রাহ্য ক্ষেত্রে ঐ দিনের ফাইনান্সবারের পর না হওয়া পর্যন্ত আজও সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী ডিমের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। আবেদের টেণ্ডার প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে ৩রা জুন, ১৯৪০, তারিখের ডিম টাকা দিতে হইবে। অগ্রাহ্য হয় দূরের হার।

১৯৪০ সালের ২৬শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইল ঐ সপ্তাহে ৪৫ লক্ষ টাকা আজও সরকারের ট্রেজারী ডিম বিক্রয় ব্যাপ করা ইতিহাসে ইহা বিলাসের সপ্তাহে বিক্রীত হইয়াছে।

আলোচ্য সরকার তাঁহার আজও তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী ডিমের টেণ্ডারের আহ্বানে আগামী ৩রা জুন বেলা ১১ ঘটিকা (ইংলিশ টাইম) পর্যন্ত বিক্রয় ব্যাপের কলিকাতা ও বোম্বাই অফিসে গৃহীত হইবে। আবেদের আবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে তাহাদিগকে ৩রা জুন তারিখে টাকা দিতে ও ডিম লইতে হইবে। অন্যান্য বিজ্ঞাপনী দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য সপ্তাহে ৪ কোটি টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী ডিমের টেণ্ডারের আহ্বানে ৭ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা পরিমাণের আবেদন পাওয়া যায়। ৯৯৯৫/০ দরের আবেদনগুলির শতকরা ৫১ ভাগ গ্রহণ করা হয়। উহা অপেক্ষা কম দরের আবেদন বর্জিত হয়। মোট গৃহীত ৪ কোটি টাকার ট্রেজারীর গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৪০ আনা হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকার তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী ডিমের টেণ্ডারের আহ্বান আগামী কল্য গৃহীত হইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে কিছু লেন-দেন হয়, এবার বাজারে তলার বিলক দেখা যায়। নিম্নলিখিত হার পাওয়া গিয়াছে :—

টেলিগ্রাফিক (প্রতি টাকায়)	১ পিঃ ৩২৭	পেঃ
বর্ণালী (")	"	"
ডলার (১০০ ডলারে)	৩৪৫৬০	আনা

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩১শে মে

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বহু বছরের সপ্তাহব্যাপী নিরুৎসাহের অবসান্তে কাটিয়া যাইবার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। সপ্তাহ শেষে বাজারে যে পরিমাণ কাজ হইয়াছে, তাহা যথেষ্টই বিশেষ আশাপ্রদ। পর্যবসান সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতা শেয়ার-বাজারে যে চাহিদা পরিলক্ষিত হয়, কাটাকাটাতে যথেষ্টে ব্যবসায়ের কিছু কিছু শেয়ার বিক্রয়ের ফলে তাহা সপ্তাহ-শেষে সামান্য সঙ্কুচিত হইয়াছিল। পরে বুধবারের পর হইতে পাটের শেয়ার-বাজারে বিশেষ তেজীভাব দেখা যায়। বাজারের মত ৩রা জুনের ১১৯/০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। ইন্ডিয়ান্সে শেয়ারসমূহের এ সপ্তাহে বাজারে তেজীভাব পর্যবসান আসে এবং তিনি শেয়ারগুলিতে যথেষ্ট চাহিদা দেখা দিয়াছে। এ সপ্তাহের শেয়ার সম্বন্ধে বাজারে আশেপাশুক অধিক উৎসাহ দেখা দিয়াছিল সত্য, কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা কম হওয়ায় খুব বেশী কাজ হইতে পারে নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারের এই তেজীভাব সুদের অনুকূল পরিস্থিতির জন্যই সম্ভব হইয়াছে। আসাম-রেল শীঘ্রই হইতে নিম্ন মূল্যে লভ্যাংশের সংবাদ আশিয়াছে এবং ইন্ডিয়ান কোম্পানির বিক্রয়ের আশাপ্রদ অবস্থার আছে। টাকার বাজারে ব্যাঙ্কারদের সেয়ার বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির সাহায্য করিবার সম্ভেষ নাই। আশা করা যায় যুদ্ধ-শেষে হইতে অধিকাংশ কোম্পানির আশিলে মত করের সপ্তাহের বিক্রয়ব্যবসায় বাজার হইতে আর সেরূপ এতকালের বিদূরীত হইয়া যাইবে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজেই বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ৩০ বছরের কোম্পানীর কাগজের মত উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ৯৯৯/- আনা পর্যন্ত উঠিয়াছে। মেয়াদী কাগজসমূহ সপ্তাহের বাজারে মোটা

ঘোষণা

ভিটামিল্ক ও স্কিম মিল্ক পাউডার

বর্তমানে অতিরিক্ত উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে আমরা নিম্নোক্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভিটামিল্ক ও স্কিম মিল্ক পাউডারের মূল্য অগত্যা হারে বর্ধিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। বিগত ২৮শে এপ্রিল (১৯৪০) হইতে এই বর্ধিত মূল্য-হার চলিতেছে।

ভিটামিল্ক—২৪টি বোতলের বেস ৫৫৲ (এক ও আর, কলিকাতা)

স্কিম মিল্ক পাউডার—২৪টি বোতলের বেস ৪৮৲ (এক.ও আর, কলিকাতা)

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্

লিমিটেড

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

—শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

ক্যালকাটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

অথরিজড—১৯০০ হেড অফিস—৩০৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—ডাকঘর, চন্দন, ডাটাগাছা, ডাকঘর, নাগপুর (সি. পি)।

প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এম এম ঘোষ,

জেনারেল ম্যানেজার।

আরম্ভ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু অধিক সপ্তাহ বিক্রেতা না থাকায় অল্পেতু অনেকেরই অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ৭ মূলের ফলপত্র (১৯৪৯-৫১) ১০০৵০, ৭ মূলের ফলপত্র (১৯৪৮-৫০) ১০০৸০, ৭ মূলের ফলপত্র (১৯৪৭-৪৯) ১০০৵০, ৭ মূলের ফলপত্র (১৯৪৬-৪৮) ৯৯৵০, ৭৹ মূলের ফলপত্র (১৯৪১-৪৩) ১০৫৹, ৫৲ মূলের ফলপত্র (১৯৩৮-৩৯) ১৯৲ টাকায় বেনামেয়া হয়। ৫৹ মূলের ফলপত্র (১৯৪৩-৪৫) ১১৲ টাকায় সামান্য পরিমাণ হস্তান্তরিত হইয়াছিল এবং ৫৲ মূলের ফলপত্রের হর (১৯৪৩-৪৫) ১০৪/০ আনায় এক অপরিবর্তিত ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে প্রাবেধিক ফলপত্রাদির কোন কাজ হয় নাই।

ব্যাঙ্ক

কোম্পানীর কাগজের বেচা-কেনার বেশী ভাব আলোচ্য সপ্তাহের ব্যাঙ্ক শেয়ারের উপর প্রকাশ বিস্তার করিয়াছিল। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক ১৩৫৲ ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ১৪৮০ আনায় বর্তমান সপ্তাহে বেনামেয়া হইয়াছে। পত্র অন্যের বিনের মধ্যে বিশ ব্যাঙ্কের শেয়ারের মূল্য ৫৮৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকায় উঠিয়াছে।

কয়লা খনি

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে অবাধারণ সামান্য শেয়ার-বাজারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা না গেলেও দুই একটী খনির শেয়ারে মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। মুলনারায়ণী ২৯৮০ আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫১০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান সপ্তাহে ফেনোরেইন ২০৲, ইষ্টইণ্ডিয়ান ৫৭০, সেরম ৯১৯৲, এসোসিয়াসেটেড ৫৯৩, সিঙ্গি বীরভূম ৩৪৵০, সর্বনারা ৬১৩, রাণীগঞ্জ ৩৪৮০, বরাকর ৪৯৵০ ও অন্যান্য কয়লাখনির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

বোম্বাই বাজারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের কলের শেয়ার-বাজারে কিছু পরিমাণ উৎসাহ দেখা গিয়াছে। বর্তমান সপ্তাহে সামান্য মূল্যবৃদ্ধি হইয়া কামারপুর টেক্সটাইলস্ ১৪৮০ ও মিঠি ভিক্টোরিয়া ৪৮০ আনা দরে বেনামেয়া হয়।

পাইকল

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে পাট কলের শেয়ার-বাজারে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই, কিন্তু মুলধিবার প্রায় সমস্ত বিলের শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সামান্য বাড়িয়া যায়। এসোসে-ইণ্ডিয়া ৩৩৲ টাকা হইতে বাড়িয়া ৩৩৬৲ টাকায়, বাউরিয়া ৭৯৲ টাকা হইতে পরের টাকায়, টাঁকিবাড়া ৫০৭৲ টাকা হইতে ৫১৮৲ টাকায়, নর্থব্রুক ১১৯৲ টাকা হইতে ১২৫।০ আনায় ও প্রেসিডেন্সি ১৯৷০ আনা হইতে ১০৮৷০ পৌঁছিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ফ্রাসবাস ৩১৫০ আনা, বজবজিয়া ৩৯৯০ আনা, রায়েশ্বর ৭২৲ টাকা ও ওয়া ৩৭৩০ আনায় বেনামেয়া হইয়াছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ কার্যকলাপ দেখা গিয়াছে। তবে বর্তমান সপ্তাহে সামান্যভাবে ইহাদের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৩৭৩৷০ আনা ও ২৯৩৷০ আনায় দাঁড়াইতে দেখা যায়। মুলধিবার ইঞ্জিনিয়ারিং শেয়ারের চাহিদার প্রভাবে ১১৮৷০ হইতে ১৩৯৷০ আনায় উঠিয়া গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৪৷০ আনা, মেসার্স এণ্ড কোং ২৩৷০ ও ষ্টীল কোম্পানি ৪৮৷০ আনায় বেনামেয়া হইয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ার-বাজারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চাহিদা দেখা গিয়াছিল। সপ্তাহ শেষে গায়ান মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া বলরামপুর ১৩৮৷০ আনা, মেদনীপুর ১৪৮৷০ আনা, ডেল এণ্ড কোং ৩০।০ আনায়, চন্দ্রপুরে ৪০৬৷০ আনা ও রায়মঙ্গল কেম ১০৬৷০ আনায় বেনামেয়া হইয়াছিল।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডিস্কাউণ্ট

গভর্ণমেণ্টের উপর ক্রত বিল

এবং হুণ্ডিতে ভারতস্থ যাবে

ডিস্কাউণ্ট করা হয়

ফলে ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

গভর্ণমেণ্টের উপর বিল থাকিলে আমাদের ফরম

আমরা অগ্রিম অর্থ দিয়া থাকি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এইচ বসু

ফোন—ক্যাল ২২৯০ (৩টী লাইন)

আপনার জন্য আমরা কি কি করিতে পারি—

- বেচুনের বিলের টাকা আদায়।
- কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়।
- দান-সম্পত্তি খালাস করা, আদায়ে বোম্বাই করা, ব্রাসার্স বেচুনা এবং উহাদিগকে অন্যের অনুকূল করা।
- ইনেলভেন্সি ও, টেলিগ্রাফিক, প্যান, টাকা ইত্যাদির বিল,প্রভিডেন্সে বেচুনা।
- ধু-সম্পত্তি ইত্যাদির (এষ্টেট এজেন্সি) তত্ত্বাবধান করা।
- মূল্যবান্ দ্রব্যাদি, দলিলপত্রাদি নিরাপদ হেপাজতে রাখা।
- অংশ, ডুবুরিয়া, জীবন-বীমা ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া।
- নিরাপদভাবে বীমাপত্রের প্রিমিয়াম দেওয়া।
- ব্যবসা-বাণিজ্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ ও সৌজন্যবসাদি দেওয়া।

• ৫৲ টাকা জমা দিয়াই সেভিং ব্যাঙ্কের হিসাব খোলা যায় (চেকে টাকা উঠান যায়)।

• মাত্র ১০৲ টাকা জমা দিয়াই চলতি হিসাব খোলা যায়।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস

হেড অফিস :—৫৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন

—চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়—

অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা

বিলিকৃত ৪০,০০,০০০৲ „

বিক্রীত „ ৩৯,০০,০০০ টাকার উপর

আদায়ীকৃত „ ৩০,০০,০০০৲ „ „

রিজার্ভ ফাণ্ড ৫,৫০,০০০ টাকার উপর

ভারতের বিভিন্ন ব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহে ব্রাঞ্চ অফিস আছে।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

স্থাপিত—১৯২৯

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(লিমিটেডভুক্ত)

হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	...	৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন	...	১০,২৭,৯২৲ „
আদায়ীকৃত	„	৯,১৬,৫২০৲ „
কার্যকরী	„	৫০,০০,০০০৲ „ উপরে

শাখাসমূহ :—ডালহৌসি ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, বিডিবাজার, বর্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট, যৌলভপুর এবং ঢাকা।

চা-বাগান

চা বাগানের খেলার-জগতে সাহিত্য সংখ্যা আলোচ্য সপ্তাহে বঙ্গের বাহিরেও অধিক সম্প্রসার বিক্রেতা বাজারে উপস্থিত না হওয়ায় খেলোয়ের মূল্য কিনিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত বাণীবাড়া ৭৭৯৲ টাকা, অমরীপাড়া ৪৪৫০ আনা ও মেঘনুর ২০৪০ আনার বিভিন্নভিন্ন হইতে খেলা বিক্রয়াছিল।

বিবিধ

এই বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বাণী কর্পোরেশনের খেলার উল্লেখযোগ্য। উহাতি ঘটিয়া ৩৮৫ আনা হইতে ৪৮০ আনায় পৌঁছায়, কিন্তু সপ্তাহ শেষে ইহা আবার কমিয়া ৪১০ আনায় দাঁড়িয়া আসিয়াছে। এই সপ্তাহে ইন্ডিয়ান কপার ৩৮০ আনা, এসোসেন্সী এন্ড ফেব্রিকেশন ৩১৯০ আনা, বি আই কর্পোরেশন ৪৮০ আনা, ন্যাশনাল ট্রামওয়ে ২৬৮০ আনা, ইন্ডিয়ান অয়েল প্রডিউস্ ১৯৮০ আনা ও বেঙ্গিনীপুর জমিদারী ১৪৪১০ আনায় খেলাবেচা হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহের খেলাবেচাগুলির মধ্যে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমে ইন্ডিয়া খেলার গাম, ইন্ডিয়া খেলার ও ইন্ডিয়ান খেলারেজের (এ ও বি) মূল্য ক্রমান্বয়ে ২৩৯৲ টাকা, ২২৮০ আনা ও ২৮৮০ আনায় উঠিয়াছে।

এ সপ্তাহে খেলার বাজারে নিম্নোক্ত বিভিন্নভিন্ন হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৫শে মে—৮০।০। ২৬শে—৮৯৸৵০। ৩৲ সুদের রিডেম্পশন বণ্ড (১৯৪৬) ২৫শে মে—১০৪৲। ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৪৭-৫৫) ২৫শে মে—১০০৲। ১০০৸৵০ ২৬শে—৯৯৸৵০। ২৭শে—১০০।০। ২৮শে—৯৯৸৵০। ৩০শে—১০০৲। ৩১শে—১০০৲। ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৬৭-৭৫) ২৫শে মে—৮৫৸৵০ ৮৮৸৵০ ৮৯৸৵০। ২৬শে—৮৯৸৵০। ২৭শে—৮৯৸৵০। ২৮শে—৮৯৸৵০। ৩০শে—৮৯৸৵০। ৩১শে—৮৯৸৵০। ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৭৪-৭৮) ২৫শে মে—৮৮৸৵০ ৮৯৸৵০। ২৬শে—৮৯৸৵০। ২৭শে—৮৯৸৵০। ২৮শে—৮৯৸৵০। ৩০শে—৮৯৸৵০। ৩১শে—৮৯৸৵০। ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৮৫-৮৭) ২৫শে মে—৮৮৸৵০ ৮৯৸৵০। ২৬শে—৮৯৸৵০। ২৭শে—৮৯৸৵০। ২৮শে—৮৯৸৵০। ৩০শে—৮৯৸৵০। ৩১শে—৮৯৸৵০। ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৮৮-৯০) ২৫শে মে—৮৮৸৵০ ৮৯৸৵০। ২৬শে—৮৯৸৵০। ২৭শে—৮৯৸৵০। ২৮শে—৮৯৸৵০। ৩০শে—৮৯৸৵০। ৩১শে—৮৯৸৵০। ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৯৫-৯৭) ২৫শে মে—৮৮৸৵০ ৮৯৸৵০। ২৬শে—৮৯৸৵০। ২৭শে—৮৯৸৵০। ২৮শে—৮৯৸৵০। ৩০শে—৮৯৸৵০। ৩১শে—৮৯৸৵০। ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৯৮-০০) ২৫শে মে—৮৮৸৵০ ৮৯৸৵০। ২৬শে—৮৯৸৵০। ২৭শে—৮৯৸৵০। ২৮শে—৮৯৸৵০। ৩০শে—৮৯৸৵০। ৩১শে—৮৯৸৵০। ৩৲ সুদের কাগজ (২০০১-০৫) ২৫শে মে—৮৮৸৵০ ৮৯৸৵০। ২৬শে—৮৯৸৵০। ২৭শে—৮৯৸৵০। ২৮শে—৮৯৸৵০। ৩০শে—৮৯৸৵০। ৩১শে—৮৯৸৵০। ৩৲ সুদের কাগজ (২০০৬-১০) ২৫শে মে—৮৮৸৵০ ৮৯৸৵০। ২৬শে—৮৯৸৵০। ২৭শে—৮৯৸৵০। ২৮শে—৮৯৸৵০। ৩০শে—৮৯৸৵০। ৩১শে—৮৯৸৵০। ৩৲ সুদের কাগজ (২০১৫-২০) ২৫শে মে—৮৮৸৵০ ৮৯৸৵০। ২৬শে—৮৯৸৵০। ২৭শে—৮৯৸৵০। ২৮শে—৮৯৸৵০। ৩০শে—৮৯৸৵০। ৩১শে—৮৯৸৵০। ৩৲ সুদের কাগজ (২০২৫-৪৫) ২৫শে মে—৮৮৸৵০ ৮৯৸৵০। ২৬শে—৮৯৸৵০। ২৭শে—৮৯৸৵০। ২৮শে—৮৯৸৵০। ৩০শে—৮৯৸৵০। ৩১শে—৮৯৸৵০।

ডিবেঞ্চার

৩৲ সুদের (১৯৪১-৬৮) ন্যাশনাল পোর্ট ট্রাষ্ট ২৫শে মে— ১১৯০।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল (বেঙ্গল) ২৫শে মে—৯০৲। ব্যাঙ্ক ২৫শে মে—১২৬৪০। ২৬শে—১২৬৲। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ ২৫শে মে—১৪৯০। ২৬শে—১৪৯০। হিন্দ ২৫শে মে—৩৯৲ ৫৪৪০। ২৬শে—৫৪৪০। ২৭শে—৬০৲। ৩০শে—৬৪৲ ৬৪৯০ ৬৫৲ ৬৭৪০। ৩১শে—৬৩৲ ৬১৲। রিজার্ভ ২৫শে মে—১০৩০ ১০২৲ ১০৩১০। ২৬শে—১০৩৲ ১০৩১০ ১০৪৲। ২৭শে—১০৫৲। ২৮শে—১০৪৫০ ১০৪৲। ৩০শে—১০৫৲। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ২৫শে মে—২৯৲ ২৯৪০। ২৬শে—২৯৲। ২৭শে—২৯৮০। ২৮শে—৩০৲। ৩১শে—২৯৮০ ৩০৲।

কয়লা খনি

এসোসিয়েটেড ২৫শে মে—৫৮৯০ ৫৮৯৸৵০ ৫৮৯৸৵০। ২৬শে—৫৬৯০। বরাকর ২৫শে মে—৪৫৸৵০ ৪৫৸৵০ ৪৬৸৵০ ৪৬০ ৪৬৸৵০। ২৬শে—৪৬৸৵০ ৪৬৸৵০ ৪৬০ ৪৬৸৵০। ২৭শে—৪৬৸৵০ ৪৬৸৵০ ৪৬৸৵০

[illegible]

কাপড়ের কল

[illegible]

ইলেকট্রিক

[illegible]

ইন্ডিয়া রিয়ালিটি

[illegible]

পাটকল

[illegible]

চক্রবর্তিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

৫১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলি ২৭৪৪

শতকরা বার্ষিক সুদ
চল্‌তি হিসাবে ১০০৲ ও তদুর্দ্ধ জমায়—
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক—
স্থায়ী আমানত—
ক্যাশ সার্টিফিকেট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হিসাবের বিষয়াবলীর জন্য লিখুন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি এন চাটার্জী

'দ্রব্যমূল্যের বাজারে শুধু টাকাই সত্য এবং সত্য বলে জমানো সুবিধা এবং আজ যা জমানো যাবে মুদ্রাস্ফীতি যখন চলে যাবে তখন শুধু সেই টাকার মূল্যই বাড়বে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।'

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা : বিহার শরীফ

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্ :—চিত্তবিনোদ গুহ
বসন্তকুমার দাস

ইণ্ডিয়ান ৭৯৫৲ বেঙ্গল—৭১০৲ ; ৩০৫৲—৭৪০৲ ৭৪৫৲ ; ৩১৫৲—২৭৫৲ ২৫৯৲ ২৫১৲ । ব্রাইড ২৯৫৲ বেঙ্গল—৩৯৩৲ ; ২৯৫৲—৩৭৲ । ২৯৫৲—৩৯৯৲ ; ৩০৫৲—৩১৲ ৩১৲ । ফোর্ট গ্লষ্টার ২৯৫৲ বেঙ্গল—৭৩৩৲ ; ৩০৫৲—৭২৯৲ । প্যারেন্স ২৯৫৲ বেঙ্গল—৪৭৩৲ ৪৮৯৲ ৪৮৫৲ ; ২৯৫৲—৪৮৯৲ ৪৮৫৲ ৪৮৩৲ ৪৮৫৲ ৪৮৫৲ ৪৮৯৲ ৪৯৫৲ ; ৩১৫৲—৪৮৯৲ । ৩২৫৲—৪৮০৲ । ৩১৫৲—৪৮০৲ । পৌরীপুর ২৯৫৲ বেঙ্গল—৮১০৲ । রাজস্থান ২৯৫৲ বেঙ্গল—৭৪৯৲ ৭৪৯৲ ৭৪৯৲ ; ২৯৫৲—৭৪৯৲ ৭৪৲ ৭৪৯৲ ৭৪১৲ ৭৪৯৲ ; ৩০৫৲—৭৭৯৲ ৭৪৯৲ ৭৪৯৲ ; ২৯৫৲—৭৪৯৲ ৭৪৯৲ ৭৪৯৲ ; ৩০৫৲—৭৪৯৲ ৭৫৯৲ ৭৪৯৲ ৭৪৯৲ ৭৪৯৲ ৭৫৯৲ । রূপমহাল ২৯৫৲ বেঙ্গল—৯৯৯৲ ৩৭৲ ৩৯৯৲ ; ২৭৫৲—৯৯৲ । ভারাডাঙ্গী ২৯৫৲ বেঙ্গল—৬০৲ ৬০২৲ ৬০৯৲ ৬০৯৲ ৬০৭৲ ; ২৯৫৲—৬০৯৲ ৬০৯৲ ৬০৯৲ ৬০৯৲ ৬০৯৲ ৬০৯৲ ; ২৯৫৲—৬০৯৲ ৬০৯৲ ৬০৯৲ ৬০৭৲ ৬০৯৲ ৬০৯৲ ৬০৯৲ ৬১০৲ ৬১৯৲ ৬১৫৲ ৬১৫৲ ৬১৫৲ ৬১৫৲ ৬১৫৲ ; ৩১৫৲—৬২৲ ৬২২৲ ৬২৯৲ ৬১৯৲ ৬১৫৲ ৬১৯৲ ৬১৯৲ । ভারাডাঙ্গী (প্রেফ) ২৯৫৲ বেঙ্গল—১৯৯৲ । কাকিনিয়া ২৯৫৲ বেঙ্গল—৫৩৯৲ । ২৯৫৲—৫৩৫৲ ৫৩৯৲ । ২৯৫৲—৫৩৯৲ ; ৩০৫৲—৫৩৯৲ ৫৩৯৲ ৫৩৯৲ ৫৩৯৲ । ৩১৫৲—৫৩৯৲ । কোয়ালপাড় ২৯৫৲ বেঙ্গল—১৯৯৲ ; ৩১৫৲—২৯৫৲ ২৭৫৲ ২৭১৲ । বঙ্গলক্ষ্মী ২৯৫৲ বেঙ্গল—৩৫৯৲ ; ৩০৫৲—৩৪৫৲ ৩৪৯৲ । নলীয়া ২৯৫৲ বেঙ্গল—১১৯৲ ; ২৯৫৲—১২০৲ ; ৩০৫৲—১১৯৲ ১১৯৲ ১২০৲ । ভেলিকেলী ২৯৫৲ বেঙ্গল—৮৫৲ ৮৯৲ ; ২০৫৲—৮৫৲ ৮৫৲ ৮৬৲ । ২৯৫৲—৮৫৲ । ২৯৫৲—৮৫৲ ৮৬৲ । ৩০৫৲—৯০৲ ৯০৲ ৯০৲ ৯০৲ ৯০৲ ৯১০ ৯১৲ ; ৩১৫৲—৯০৲ ৯০৩ ৯০৲ ৯০৲ ৯০৲ ৯০৲ ৯১০ ৯১৲ । ৩১৫৲—৯০৲ ৯০৩ ৯০৲ ৯০৲ ৯০৲ ৯০৲ ৯১০ ৯১৲ । ছাতা ২৯৫৲ বেঙ্গল—৩৪৩ ৩৫৲ ৩৫১০ । ২৯৫৲—৩৪৩ ; ২৯৫৲—৩৫৲ ৩৪৩ । ২৯৫৲—৩৫৲ ৩৭৯০ ৩৪৩ ৩৪৩৲ । ৩০৫৲—৩৫৲ ৩৫৲ ৩১৫০ ৩৫৲ । ৩১৫৲—৩১৫০ ৩১৫০ ৩৪৩০ ৩১৲ । ট্রাভার্স ২৯৫৲ বেঙ্গল—২১৯৲ ২১৯৲ ; ২৯৫৲—২৯৫৲ ২১৮৩০ ; ৩০৫৲—২৮৲ ২৮৩০ । ৩১৫৲—২৯৯৲ । ইউনিয়ন ২৯৫৲ বেঙ্গল—৩০৯৲ ; ২৯৫৲—৩০৯৲ ৩০৲ । ৩১৫৲—৩১৯৯০ ৩১৲ ৩০৯৲ ৩০৯৲ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১লা জুন

আমোদা সপ্তাহে তাঁত পাটের বাজার বেশীর ভাগই চলিয়াছে, অধিক বেচা-কেনা হয় হইয়াছে। কলওয়ালারা তাহাদের নগদ প্রয়োজনের অল্পই কেবল পাট অধিক করিয়াছে। পাটের তহবিল সম্বন্ধে বন্ধবান্ধে কিছু বিশ্বিতভাবে কথা যায় না। মিলওয়ালারা হিসেব অধিক না কর্তৃপক্ষের তাঁত পাটের বাজার তেমনই চড়া আছে। সপ্তাহের বিশাল বাজারে বহু তাঁত পাট আসিলে সবই বিক্রয় হইয়া যাইবে। তবুবারে বাজারের সহিত বিক্রয় করিয়া কেহনো লাভ নাই। বাঁধ পাটের সর্বোচ্চ এর পূর্বের বহু বাজার আছে, তাল পাটের এর অবশ্য সাধারণ করিয়াছে। বাজারে মোটামুটি উঁচা সাজানো যাইতেছে। বহুসংখ্য কেন্দ্রগুলিতে খুব তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। কয়েকটী কেন্দ্রের এর কলিকাতার আলোকার তেজী বলা চলে।

আলসা পাটের বাজারে কয়ই তেজীভাব হইয়াছে—যারা কিছু হইয়াছে সবই বাঁধ তেজী পাটের। বাজারে আজ তেজীর পাটের আমদানী কম। ইণ্ডিয়ান আজ বিক্রয় এবং বাঁধ প্রতিমন যথাক্রমে ১৭৲ টাকা ও ১৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান্ কিন্তু বাঁধ প্রতিমন ১৯৲ দরে এবং মাঝারি ১৪৲ দরে কেনা-বেচা হইতেছে।

লাল পাটের বিভাগে বস্তাবলীর জন্য কারবার বিশেষ তেজী হয় নাই। সপ্তাহ, তেজের দিকে বন্ধ সামান্য পড়িয়াই যায়। আজও তেজী পাট প্রতি ৮৯৲ দরে তেজেকেনা হইয়াছে, সপ্তাহের প্রথম ভাগে ইহার দর ৮১৲ টাকা ছিল। ক্যাকল ৮১৲ দরে প্রতি গাঁট বিক্রয় হইয়াছে। মিল-ওয়ালারা প্রতি-গাঁটে কাটের জন্য ৮৯৲ টাকা, লাইনিংএর জন্য ৮০৲ এবং বাইন্-এর জন্য ৭৯৲ টাকা করিয়া দিয়াছে। ফুলাই-আগষ্ট মাসে তেলিয়ারী তেজার সাড়ে ৫৯৲ পাটের কিছু ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

১৪ ও কলিকাতার বাজারে নূতন তেজের অবস্থার পরি হয় নাই। পূর্বদিন ১৭৯ বস্তা বাল

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস - কুমিল্লা : : স্থাপিত ১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত ... ১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত ৬০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত
(অগ্রিম কল্‌ সহ) ৩২,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড ১৫,০০,০০০৲ " "

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস সি বসু, এম, এল, সি

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৮ ফোন :—ক্যাল—২৯৯২
হেড অফিস :—৩১ ব্যাণ্ডেল রোড, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

বালিগঞ্জ—৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ
বৌবাজার—৮৪, বৌবাজার ষ্ট্রীট
বন্দরবাজার : ঢাকা : মফিসাল : বরিশালপুর (বেঙ্গল)
রেঙ্গুন ও আকিয়াব (ইণ্ডিয়া, সি)
সে-অফিস—বৌবাজার : বরিশালপুর (বেঙ্গল)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি ঘোষ মজিকার।

নিরাপত্তা ও কার্য্যতৎপরতার জন্য—

দি ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেডঃ অফিস :—ঢাকা স্থাপিত—১৯২৮

শাখাসমূহ :—
ডেমরা, নারিয়াবাদ,
নরিয়ানে, নরসুন্দরিয়া,
শ্রীনগর ও নারায়ণগঞ্জ

কলিকাতা শাখা :—
১৯, ব্রাইড ষ্ট্রীট
ফোন : কলি : ৩৯০৭

রাজসাহী ও বরিশাল ব্রাঞ্চ শীঘ্র খোলা হইবে।
আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কি কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এম চট্টোপাধ্যায়

যেখানে অর্থ রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারেন—

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেডিটার্ড অফিস :—টাঙ্গাইল হেড্‌ অফিস —ঢাকা।
কলিকাতা অফিস—৫৮, ব্রাইড ষ্ট্রীট।

শাখাসমূহ :—
নূতনবাজার, ঢাকা, নৌয়াখলি,
বাঁধিয়াপাড়, টাঙ্গাইল, ফেনাপুর

আমানত ঘাঃ—	মিয়াদী	শতকরা
	১বছরি—	১৲
	২বছরি	২৲০
	স্থায়ী আমানত	৪৲ হইতে ৬৲ পর্যন্ত

মিঃ এম চক্রবর্তী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ এম বসু
কলিকাতা এজেন্ট।

আছে। টাকার মানের কিছু কারবার হইয়াছে। বিশেষ ব্যবসায় হয় নাই, তবে খুব কম বিক্রয়েই অর্ডার পাইলে এখন মেলা যায়।

বি ইণ্ডিয়া ইস্যুতে ধরে বাজারে পাওয়া যাইতেছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৮ই জুন

বোম্বাই-এর তুলার বাজারে মন্দার ভাব চলিয়াছে। কলিকা ফুলাই-এর বল ফরিদা ৩৪৫৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সরকার কলিকা ক্রয় করিতেছেন, কিন্তু ফোর্ট তুলার ফরিদার নাই। অবশ্য ফোর্ট তুলার দর বন্ধিতে আরম্ভ করিয়াছে। মিলওয়ালারা কিছু কিছু ফরিদা নিতে এবং ইহার পাকার ৩৮৯ এবং ফরিদ করিতেছে। এ পর্য্যন্ত সরকার পক্ষ হইতে বোম্বাই-এর তুলার বাজারে ৫০ হাজার গাঁট ফরিদা এবং ৫০ হাজার গাঁট ফোর্ট ক্রয় করা হইয়াছে। কলাচীতে এ পর্য্যন্ত মোট ৫০ হাজার গাঁট পঁহুছ করা হইয়াছে।

কাপড়

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে একটু মন্দার ভাব চলিয়াছে। ব্যবসায়ীরা মাল ছাড়িবার জন্য একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। টেক্সটাইল বোর্ডের উচ্চতর মূল্যের হার কমাইয়া দেওয়ায় কাপড়ের বাজার একটু নরম হইয়াছে। গত সপ্তাহের শেষ দিকে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, মূল্য যদি না কমার সময়ের টেক্সটাইল কাপড় যা তুলার উচ্চতর দর টাকা প্রতি দেড় আনা হইতে দুই আনা কমাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাই হইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৮ই জুন

গত দুই সপ্তাহ সোনার বাজার অত্যন্ত ব্যাপকভাবে চলিয়াছে। বিদেশী ব্যাঙ্ক দুই সপ্তাহ ধরিয়া টেক্সার সভা বন্ধ করা সত্ত্বেও সোনার দর প্রতি তোলা ৭৮৲ টাকার উপর উঠিয়াছে না। আজ সোনার দর ৭৮৲০ চলিয়াছে—গত সপ্তাহের শেষ দর ছিল ৭৮৲০। তুলের সপ্তাহ কাল হওয়ায় বহু ব্যবসায়ীরা আজ সোনা সংগ্রহের জন্য বাজারে আসেন নাই। বিদেশী ব্যাঙ্ক তোলা প্রতি ৭৮৲ টাকার উপর টেক্সার দাইতেছে না বলিয়া দর বেশী চড়িতে পারিতেছে না। তবে ৭৮, সোনার বাজার অবশ্যই এইভাবেই চলিবে। কলিকাতায় বহুত সোনার পরিবর্তে ৮ দফা তোলা বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে।

রূপা

সোনার চাহ রূপার বাজারের দর পড়তির দিকে। গত সপ্তাহে কলিকাতা টাকাশালের ক্রয়ার দর ছিল ১৩৩৲ টাকা। ঐ দর ৲৲ টাকা কমিয়া এখন ১৩৩৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জরুরী বেসামরিক জনরক্ষা সমিতি

একটী অতিরিক্ত ডিভিসনেরও পরিচালনার জন্য বাংলার স্থানীয় সায়ত্ত শাসন হইতে জরুরী বেসামরিক জনরক্ষা সমিতিকে আরও ৫০ হাজার টাকা সাহায্য করা হইয়াছে।

খাদ্যমূল্যের সূচক সংখ্যা

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ১৩ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে খাদ্যমূল্যের সূচক সংখ্যা ছিল ২৫৮·৭ (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহের সংখ্যা ১০০ ধরিয়া)। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে এই সংখ্যা ছিল ২৫৮·৪ এবং এপ্রিল মাসের শেষে সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ২৫৮·৭ ছিল। চাল, ডাল, আটার মূল্য হ্রাসের জন্য এই সূচক সংখ্যার হ্রাস সম্ভব হইয়াছে।

আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কাহারও

নিকট

কুষ্ঠী ও ঠিকুজী

পাইতে হইলে

এবং

আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ জানিতে হইলে

জ্যোতিষী সুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য্য বি. এ

৫নং নিতাইবাবু লেন, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায়

পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

শিলং ব্যাঙ্কিং

—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত— ১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং

গ্রাম : "Shillbank" ফোন ১৬৬ শিলং

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

অতি অল্পসংখ্যক শেয়ার বিক্রয়ের জন্য অবশিষ্ট আছে।

শেয়ার বিক্রয় ১৫ই জুলাই ১৯৪৪ তারিখের পর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে

সত্বর আবেদন করুন

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

পাইওনিয়ার

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

কলকাতা শাখা—১২১৪, ক্লাইভ রো

হেড অফিস : কুমিল্লা

স্থাপিত— ১৯২৩

● সর্ব্বপ্রকার ● ব্যবসা ● লেনদেই আমাদের "সেবাব্রত"

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত, এম্. এল্. এ, বেঙ্গল

সুন্দর ডিজাইনের

ইংরাজি ও বাংলা

সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ

সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে

পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া

আর্থিক জগৎ প্রেসে

অনুসন্ধান করুন।

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন বহুবাজার ৬৩৮২

(পাউরুটী ও বিস্কুট শিল্প—এক পৃষ্ঠার পর)

পাত্রের নীচের উপর বিস্কু ফেলে মাখিয়া ইহাকে সেঁকে দিতে হয়। দ্বিতীয় প্রণালীটি বিস্কুটের—ময়দা ২০ পাউণ্ড, সুগার ৬ আউন্স, লবণ ৩ আউন্স এবং বিস্কিকারী ১ আউন্স। প্রথমতঃ গরম জলে লবণ মিশাইয়া তাহার ভিতরে ময়দা ঢালিয়া দিতে হয়। ইহার সঙ্গে তালভাবে সুগারসহ বিভিন্ন তরিতরকারি এক ছুটী স্পোটিসেদ্ধ করে মাখিয়া দিতে হয়। তার পরে বিস্কিকারী সুগার জলে মিশাইয়া ময়দা প্রভৃতির উপরভাগটিতে দিতে হয়। ময়দাকে মাখিয়া উপযুক্তরূপ তাল পাকাইতে হয়। ইহার পরে হাতে মাখিয়া তালকে সেঁকে দিতে হয় ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাউরুটী প্রস্তুত করা যায়।

পাউরুটীর সঙ্গে সঙ্গে বিস্কুট প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও চালান যায়। বিস্কুটের জন্য ময়দা অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় বস্তু। ইহা ছাড়া বিস্কুট প্রস্তুত করিতে মাখন, ঘৃতের ফেনার পরিবর্তে ব্যবহৃত এক প্রকার তাঁড়া, ডিম, ডিম লবণ এবং অন্যান্য কয়েকটী রাসায়নিক উপকরণের প্রয়োজন হয়। ময়দাকীয় ডিমিষের ফেনার পরিবর্তে যে রাসায়নিক তাঁড়া পদার্থ (baking powder) ব্যবহার করা হয় তাহা সাজিমাটী, এমোনিয়া অথবা 'ফিক্স এর টারটার' নামক রাসায়নিক দ্রব্য হইতে উৎপাদিত করা হয়। 'বেকিং পাউডার' দ্বারা বিস্কুটকে নরম এবং তরলত্বে করা যায় না। ডিম দ্বারা বিস্কুটকে নরম ও খাঁটীর মত করা যায় এবং রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা ইহাকে অধিক দিন সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। বিস্কুটের-সুগার ও সুগার করিতে হইলে সুগার টৈল মিশাইতে হয়। বিস্কুটের জন্য প্রথমতঃ ময়দার তাল পাকাইতে হয়। এই জন্য ময়দা শোধিতে অন্যের প্রয়োজন।

বিস্কুট প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথমতঃ "ফেঁপা পাউরুটি"র ময়দার সঙ্গে মিশ্রিত করা উচিত। ইহার পরে ঘী অথবা মাখন ইহার সহিত মাখা দরকার। তারপরে ময়দার ভিতরে তাঁড়া ডিম করিতে হয় এবং ডিমে ও ডিম ভাজিয়া তাল ইহার সহিত মুক্ত করিতে হয়। ইহার সঙ্গে অল্পের চামচ দুধ মিশাইয়া ময়দার তাল পাকাইতে হয়। বিভিন্ন প্রকার সুগার এবং সুগারটি প্রস্তুতি ইহার সহিত মিশাইতে হয়। ইহার জন্য নারায়ণগঞ্জ ডিমা, আয়রণ, মাকড়ীমি, ভৈষজী, আদা, লেমুর নির্যাস, কমলা লেমুর খোসা প্রভৃতি মিশানো হইয়া থাকে। যে পর্যন্ত না ময়দার তাল খুব নরম হয় সে পর্যন্ত ইহাকে পাকানো উচিত। বিস্কুট সুন্দরে উপর সেঁক দিবার জন্য ইহার উপাদান এবং ময়দাকে বিভিন্ন করা প্রয়োজন যাহাতে ইহার বর্ণ বালকা বাদামী বর্ণের হয়। বিস্কুটকে রঙ্গন প্রকারের সংযোগে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করা যাইতে পারে।

বর্তমানে আধুনিক প্রণালীতে ছোট যন্ত্রের সাহায্যে বিস্কুট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা আছে। এই প্রণালীতে প্রথমতঃ খুব তাল ময়দাকে ফেলার পরিবর্তে করিয়া একখানা বাদামকাগজে রাখিতে হয়। এই বাদামগুলি সাধারণতঃ লম্বায় ৪ ফুট এবং ডিমফুট চওড়া হওয়া দরকার। ইহার ভিতরে তাল পর্যাপ্ত পরিমাণে তুলে দিতে হয়। ইহার পরে একটী বলযুক্ত যন্ত্রের ভিতরে একটী ফোম লাগুক করিয়া তাহার সহিত লম্বা একখানা ছুরি আটকাইয়া দিতে হয়। ইহাকে বাদামগুলির উপরস্থ ময়দার ফেলার মধ্যে ঘুরাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার পরে ময়দাগুলি একটী তালে পরিণত হয়।

বিস্কুট প্রস্তুত করিবার দুই একটী প্রণালী নিম্নে দেওয়া হইল। প্রথম প্রণালী যথা—এক সঙ্গে তাল ময়দা ২ পাউণ্ড, কার্বনেট অব এমোনিয়া ৩ গ্রাম, সাদা ডিমি ৪ আউন্স, এসেন্স ১ আউন্স, মাখন ৪ আউন্স, ডিম ১ আউন্স এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ জল লইতে হয়। ডিম ভাজিয়া তাহার ভিতরের ডিমিষকে একটী পাত্রে রাখিতে হয় এবং ইহার সহিত মাখন মিশাইয়া সরের মত করিতে হয়। ময়দার উপর ইহাকে ঢালিয়া দিতে হয় এবং চীনীর উপকরণগুলির সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল মিশাইতে হয়। তারপরে যে সাদে বিস্কুট করা হইবে তদনুসারে ইহাকে চুকরা চুকরা করিয়া ১৫ মিনিটকাল অন্ত অন্ত উত্তাপ দিতে হয়। দ্বিতীয় প্রণালীটি মিম্নরূপ :—ময়দা ২ পাউণ্ড, চিনি ৪ আউন্স, মাখন ৪ আউন্স, কার্বনেট অব এমোনিয়া ১ গ্রাম, ডিম ২টী এবং 'ভিনিগার' (সরের ৩য়) পর্যাপ্ত পরিমাণে। চিনি এবং মাখন ময়দার সহিত মিশাইতে হয়। তারপরে ইহার সহিত 'কার্বনেট'-এর মিশ্রণ ঘটাইতে হয়। তারপর ডিমের আদা মিশাইয়া ময়দার সহিত একত্র করিয়া মাখিতে হয়। তারপর পরে ইহাকে তালে পরিণত করিয়া বিস্কুটের মাপে খণ্ড-খণ্ড করিয়া সেঁক দিতে হয়।

প্রথমে আলোচিত পাউরুটী ও বিস্কুট শিল্পের জন্য বেশী মূলধনের দরকার হয় না। খুবে নিম্ন হিসাবে ইহাকে লাভজনকভাবে পরিচালনা করা খুবই সহজ। অল্প মূলধনের সাহায্যে এখন সব সহ নিম্ন-প্রতিষ্ঠান যাবতীয় সর্বপ্রকার অসুবিধাগুলি দূরীভূত হইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের সীমা বৃদ্ধি

যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনেট সভা ৩০শে মে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয়ঋণের বিভিন্ন সীমা ২১ হাজার কোটী ডলার হইতে বাড়াইয়া ২৩ হাজার কোটী ডলার করিয়া একটী বিল পাশ করিয়াছেন। বিলটী অতঃপর প্রতিনিধি পরিষদে উত্থাপিত হইবে।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ইং। রেজি ৩৮৩৯ নং অফিস—৭, এজেলেসলী রোড, কলিকাতা

শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২০,১৮,৯০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১৪,১২,৬৩০৲ ,,
আমানত—এক কোটী টাকার উপর
(১৯৫৯ সালের ১০ই মে পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যজ্ঞনাথ রায়

ভূবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

ষ্টিমার(স্থলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং ঢাকা।

সে-অফিস। ষ্টিমারঘাট

ষ্টিমারগ্রাম তার—"ষ্টিমেটর ইন-চার্জ

ARTHIK JAGAT

THE ONLY BENGALI WEEKLY ON FINANCE, TRADE, COMMERCE & INDUSTRY
Phone : B. B. 6382
Published Every Monday. *Office* :—122, Bowbazar Street, Calcutta.
ADVERTISEMENT RATES—Per Col. Inch Upto 50 Inches Rs. 2/8, 50" and over Rs. 2/-
Rates for cover pages and Bar Pieces on Application.
Company Prospectuses and Balance Sheets etc., Rs. 125/- per page per insertion.
Company and Public Notices, Chairman's Speeches, Tender Notices, Etc., are charged at Rs. 4/- per col. inch.
The Publishers Reserve the right to refuse such Advertisements which are in their opinion unsuitable for Publication.
All Advertisement matters must be received on or before Friday, Preceding date of issue.
Further Particulars can be had on application from :—*Adv. Manager* :—"ARTHIK JAGAT"

(গতকল্যকার প্রবন্ধের শেষাংশ পূর্বাংশ পর)

সার্থক হয় নাই। আমাদের অনুমোদনের উপরিউক্ত ব্যক্তিদের অনুমোদনের উপর নির্ভর করিয়া বিবৃতি দেন নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এ বিবৃতিদাতাদের উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। তাঁহারা পরিষ্কার মনে হয় গান্ধীজী দেশের তাহাদের করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তাহাদিগকে যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা এখনও পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তিনি আবার তাহাদের করিবার ব্যবস্থা করিবেন। অবশ্য গান্ধীজী এতদ্বারে বিভিন্ন ব্যক্তির এবম্প্রকার উদ্দেশ্য হইতে পারে বিশেষ করিয়া তাহার সরকারকে এ বিষয়ে বাধ্যমুক্ত করা। ইহা ছাড়া বিবৃতির আর একটী অর্থও করা চলে। সরকারের অনুমোদিত প্রতিনিধিবিহীনে হওয়ার সরকারী মহলের মোদন মনে তাঁহারা সন্দেহ করিয়াছেন এবং তাহাদেরই জানিয়াছেন যে, আগামী একটী মিটিংএই তাহার সরকার গান্ধীজীকে আবার কারামুক্ত করিবেন। এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে গান্ধীজীর সম্বন্ধে মিঃ আমেরির উক্তি, তাহার নিজের ধারণা ও তাহার সরকারের নির্দ্ধারিত উদ্দেশ্যের সহিত বিবৃতিটির সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যাহাই হউক, গান্ধীজীর মুক্তিতে ভারতের অচল অবস্থার সমাধান সম্পূর্ণ সাহায্যের যে আশায় সকলে হইয়াছিল, সরকারের ও সরকার সম্পর্কিত ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়াশীল বিবৃতিতে এবং আন্দোলন তাহা দিন দিন দূর হইতে চলিয়াছে।

• • •

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সম্প্রতি মন্তব্যের এক অনুসন্ধায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যুদ্ধের পরে যে শান্তি সম্মেলন বসিবে, তাহাতে ভারতের পক্ষ হইতে যদি প্রতিনিধি পাঠাইতে হয় তাহা হইলে অন্তত সরকারের মন্ত্রীসভা ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুকে পাঠান উচিত। এরূপ ব্যবস্থা না হইলে মুষ্টিমেয় ভারতকে যে স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছা করে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় নিরাট আশাবাদী ব্যক্তি বলিয়াই এখনও বৃটিশ সরকার ভারতকে দেওয়ার স্বাধীনতা বিষয়ে এইরূপ আশা করিতেছেন। যুদ্ধের পরে ভারতবাসী পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে এই মর্ম্মে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস ও অন্যান্য বৃটিশ রাজনীতিবিদ যে ঘোষণা করেন নাই এমন নয়, কিন্তু ভারতের বর্তমান অচল রাজনৈতিক অবস্থা সমাধানে তাহার সরকার যে ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন, তাহার পরেও এদেশের জনসাধারণ কোন্ ভরসায় ঐরূপ ঘোষণা করা সম্ভব হইবে কি? আগামী আন্দোলনের ফলে অবশ্যম্ভাবে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত আরও অবহেলাদি প্রভৃতি দেশবাসের ধারাবাহিক ধারিয়াছেন, অনুতাপের জন্য গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হইলেও অতঃপর উহাদের পর তাঁহাকে আবার কারাগারে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এইরূপ আশঙ্কা সকলের মনেই ঘনীভূত হইয়া আছে। তাহাতে ভারতের দিক হইতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনাদিতে উপস্থিত করাইবার ইচ্ছা তাহাঁর সরকারের আসে যায়, থাকিলে বিলাতেপক্ষিয়া প্রমিক মন্ত্রিসভাকে এদেশের সমস্যার সমাধানের স্বার্থে চাইত এবং তোমিনিয়ন প্রধান মন্ত্রী লেখনদে ভাশীরের মহারাজা ও স্যার বিজোরদী মুখের মত লোককে চলিল তোরি ভারতবাসীর প্রতিনিধি করিবার জন্য আহ্বান করা হইত না। মুক্তির পরে যদিই বা শান্তি সম্মেলনে ভারত নিমন্ত্রণ পায়, তাহার সরকার সেদিনও অবশ্য তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার আগ্রহশীল বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদেরই এদেশের প্রতিনিধিবিহীনে প্রেরণ করিবেন। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবের আন্তরিকতা আমরা উপলব্ধি করিয়াছি, কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দীর্ঘ দিন লক্ষ্য করিবার পরও এরূপ প্রস্তাবের সার্থকতা সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ না করিয়া পারি না।

• • •

স্যার আর্চিবল্ড সিনক্লেয়ার বাগলাদ বক্তৃতাটের শাসন পরিষদে যোগদান করিয়াছেন। "মুক্তোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার জন্য যে নূতন বস্তুরের সৃষ্টি হইয়াছে তিনি সেই বস্তুরের ভার লইবেন।

ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্যার আর্চিবল্ডের বাগলাদ অভ্যন্ত সুপরিচিত এবং এদেশের সিভাবি সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে। বোম্বাই পরিকল্পনার অন্যতম প্রবক্তা হিসাবেও ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে এবং সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট চিন্তা করিতে হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিকে ভারত সরকার মুক্তোত্তর পুনর্গঠন বিভাগের ভার দিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। ভারত সরকার এদেশের শিল্পোন্নতি ও জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সম্বন্ধে চিরকাল উদাসীন ছিলেন। বর্তমান যুদ্ধের ফলে পরিবর্তনের সহিত তাঁহাদের এই মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সকলেই সুখী হইবে। তবে ভারতের অচল রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতি দেখিয়া অনেকে আশঙ্কা করেন যে, ভারত সরকার নূতন বিভাগ গঠন করিলেও ভারতের পুনর্গঠন পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে উপযুক্ত সাহায্যদানে তৎপরতা শেষ পর্যন্ত রাজী হইবেন না। স্যার আর্চিবল্ডের মত যোগ্য ব্যক্তি স্বাধীনভাবে অভাবে যদি পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করিতে না পারেন, তবে তাহা লজ্জার অন্যায় দুঃখের কথা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

• • •

পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ খিজরমাসকে অনুরোধে মুসলিম লীগ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। এই ব্যবস্থা [illegible] দানের পূর্বে মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে লীগ সেক্রেটারী নবাবজাদা লিয়াকাৎ আলী প্রধান মন্ত্রীকে লীগের সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে তার করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু লীগ সভাপতির আজ্ঞাবাহী হইবার ইচ্ছা না থাকায় মালিক খিজির হায়াৎ অবশেষে লীগের সভ্যপদ ত্যাগ করেন নাই। মুসলিম লীগের অবস্থানের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, সেক্রেটারী-জেনারেল স্যার সেকেন্দার হায়াৎ অসুস্থতার তাঁহার পক্ষে পাঞ্জাবের শাসন পরিষদে সাম্প্রদায়িক দল গঠন সম্ভবপর হইত এবং পাঞ্জাবের শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে মুসলিম লীগকে হস্তক্ষেপ করিতে না দেওয়ার যে নীতি পূর্ববর্তী ইউনিয়নিষ্ট নেতা ফজলী হোসেন ও স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি শুধু তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। লীগ-কর্তৃপক্ষ বহু চেষ্টার পরও যখন প্রধান মন্ত্রীকে সাম্প্রদায়িক করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা মুসলিম লীগের অবমাননা করিবার অভিযোগে মালিক খিজির হায়াৎকে লীগ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

• • •

পাঞ্জাবে কোন সময়েই মুসলিম লীগের বিশেষ কোন স্থান ছিল না। স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ কি ফিরাক্ষ মুসলিম ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের জন্য লীগের সভ্য হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি তাঁহার ইউনিয়নিষ্ট মন্ত্রিসভার উপর মুসলিম লীগকে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে দেন নাই। মিঃ জিন্নার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কার্য্যতঃ পাঞ্জাবে সামান্য হইলেও এই প্রদেশের নাম জাহাইয়া সমগ্র ভারতের মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব লাভ করা দেখিয়ে তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। আজ পুনরায় পাকিস্থানী আন্দোলন চালাইবার মোহে মিঃ জিন্না পাঞ্জাবের পূর্ণ সমর্থন আশা করিয়াই শাসন পরিষদ গঠনের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ইউনিয়নিষ্ট দলের উদ্দেশ্য ও প্রতিষ্ঠা স্মরণ করিয়া এবং মিঃ জিন্নার দাবী মানিয়া লইলে অমুসলমান সম্প্রদায়গুলির যে ক্ষোভের সৃষ্টি হইবে তাহা অনুধাবন করিয়া মালিক খিজির হায়াৎ শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগকে দূরে সরাইয়া রাখিলেন। মিঃ জিন্নার অযৌক্তিক জিদ ও অন্যায় দুরভিসন্ধি যে ভাবে পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার দলগত আদর্শ বলায় রাখিয়াছেন, তাঁহার জন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসা দাবী করিতে পারেন। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাঞ্জাব মন্ত্রিসভা জাতীয় অগ্রগতির পথে এখনও পর্যন্ত কোন সাহায্য করে নাই। মুসলিম লীগের মত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে মালিক খিজির হায়াতের পক্ষে সর্বদলীয় সমর্থন লাভের চিন্তা করা স্বাভাবিক। আমরা আশা করি, রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি, খাদ্য-সমস্যা, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি আন্তরিকতার সহিত বিবেচনা করিয়া এবং সব দিক হইতে জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া ইউনিয়নিষ্ট মন্ত্রিসভা পাঞ্জাবের সকল অধিবাসীর নিকট এমনি জনপ্রিয়তা অর্জন করিবেন যাহাতে মুসলিম লীগের সহিত বিরোধাচরণেও তাঁহাদের ক্ষোভ করিতে হইবে না।

কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক

ফর এশিয়া লিঃ

হেড অফিস—১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২৮৮০

পৃষ্ঠপোষক—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শাখাসমূহ

আলীবাগ, (কলিকাতা), ঢাকা, মিরকাদিম, মেঘিবন্দর, নারায়ণগঞ্জ, গোপালদি (ঢাকা), চন্দ্রকোনা, আলমিরপুর (মেদিনীপুর), সুলতানগঞ্জ (মিঃ), সিলং, (আসাম), কুষ্টিয়া (নদীয়া) ও চোলো (বর্ম্মা)।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কাজকারবার করা হয়।

৭০ বৎসর বিশ্বাসের সহিত পরিচালিত

অক্ষয় কুমার লাহা

৯৫নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

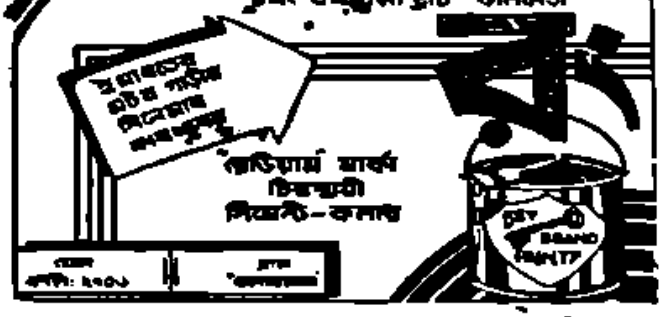

রঙীন কল্পনা

শান্তির পর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আমাদের অনেকেই এখন থেকেই রঙীন কল্পনার জাল বুনছেন, তাদের একটিমাত্র দিকে দেখলে মনে আমাদের স্পর্শই করেনি।

কিন্তু আমাদের যে সব সৈনিক আজও হ'য়ে পড়ে আছে, যারা সমুদ্রের তীরে বন্দী হ'য়ে বিদেশে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে, তারা কোন্ আশা নিয়ে বেঁচেথাকবে?

তাছাড়া এই সব লোকদের সর্ব্বরাই যত বেশী সত্বর তাদের বাড়ীতে আপনজনের কাছে ফিরে যেতে পারে।

এই কাজটায় চালাবার জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন আপনারা তার সাহায্যহাত প্রদান করুন: সমুদ্রের পারে সৈনিকদের জন্য আমাদের সবল জলযানগুলি, আরোগ্য ও হাসপাতালের সরঞ্জাম পাঠিয়ে চলেছেই হবে।

চেক্ কেটে আপনার নিকটস্থ শাখায় নিম্ন ঠিকানায় পাঠান:

অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, ভারতীয় রেডক্রশ,
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,
ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভারতীয় রেডক্রশ
বাংলার প্রতি আবেদন

আর্থিক জগতের নিয়মাবলী

(১) 'আর্থিক জগৎ' প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

(২) ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা, বার্ষিক মূল্য সডাক ৯৲ টাকা এক ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৪৷৷০ আনা। ইহার কমের জন্য গ্রাহক করা হয় না। কোন সংখ্যা হারাইলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে, নতুবা আর পাওয়া যাইবে না।

(৩) গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই সপ্তাহ হইতে কপির গণনা করা হয়।

(৪) নমুনার জন্য পাঠাইলে আমরা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

(৫) গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপন বাবদ টাকাকড়ি এবং অন্য সমস্ত চিঠিপত্র ম্যানেজার, 'আর্থিক জগৎ', ১২১বা বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।"

নিবেদক—
ম্যানেজার,
আর্থিক জগৎ,

ফোন—বহুবাজার ৯৩৯৭ ১২১বা বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

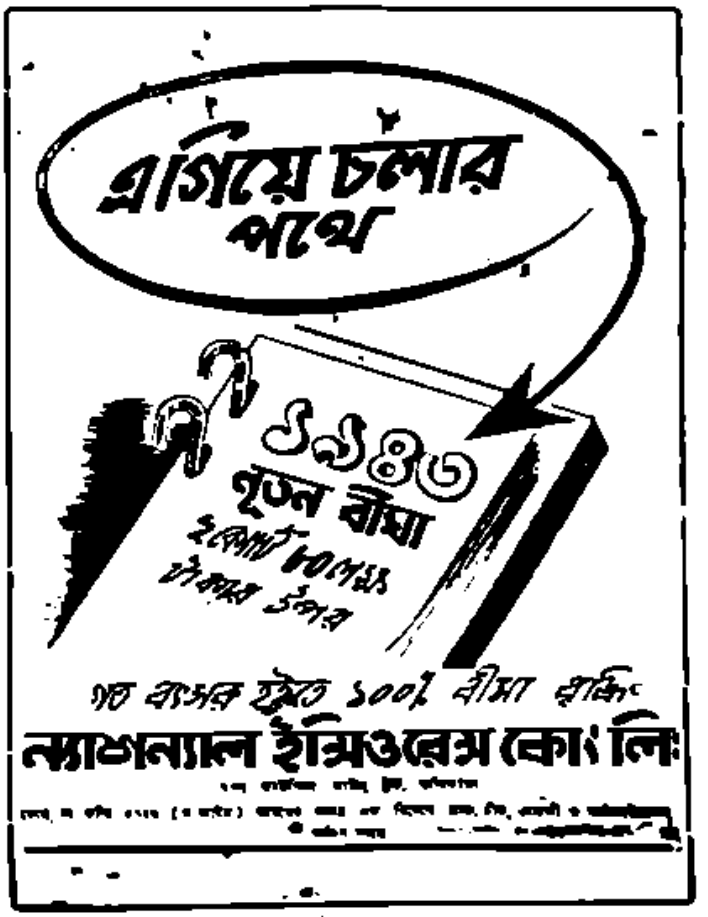

গত বছরের চেয়ে ১০০% বীমা বৃদ্ধি

ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

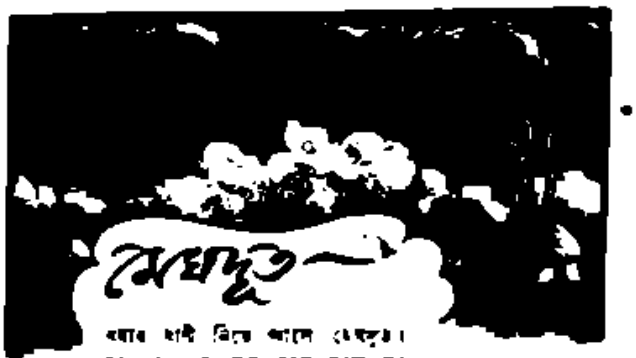

বর্ষার বাণী নিয়ে আসে মেঘদূত।
তারপর বহু যুগ কেটে গেছে।
এখন চলছে চাই ডাক ব্যাগ যা
প্রবল বৃষ্টির স্পর্শ থেকে নষ্টিকে
আড়াল করে রাখে।

—বর্ষায় পাবনা শ্রেষ্ঠ সম্পদ—

ডাকব্যাগ

প্রাণের প্রিয় বর্ষাতি

নিউ এশিয়াটিকের ক্রমোন্নতি—

বৎসর	মূলধন টাকা	প্রিমিয়াম বাবদ আয়
১৯৩৪	১৫,৩৮,৫০০	৫৫,৫৩৭
১৯৩৯	৫০,১১,০০০	৬,৫০,০০০
১৯৪২	৬০,৪০,৫৫৫	৯,৫১,১৩১
১৯৪৩	১,০০,০০,০০০	(এক কোটী টাকারও উপর)

সর্ব্বপ্রকার বীমার জন্য—

দি নিউ এশিয়াটিক ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস
বিল্ডিং দিল্লী।

কলিকাতা অফিস
৬৯ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এক্সচেঞ্জ প্লেস।

বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে প্রতিভাশালী কর্ম্মী আবশ্যক।

অনুমোদিত মূলধন—৭৫,০০,০০০৲ টাকা।
বিক্রীত মূলধন —২৮,০০,০০০৲ টাকা।

চেয়ারম্যান—বি এম বিড়লা (এডোকেট)

শিশু ও রোগীর একাধারে পথ্য ও পানীয়।

মেসার্স আনন্দবাজার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা—আশ্বিন ১৩৫৮ হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত।

REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

সপ্তম বর্ষ] Monday, 12th June, 1944 সোমবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ [৭ম সংখ্যা

আয় ও আয়ু

অর্থ ও আয়ু লইয়া কেহ জন্মায় নাই,—আয়ের অনেকের মানুষের চিরদিন থাকে না, আয়ের পরিমাণ চিরস্থায়ীও নয়। তাহাই আয় ও আয়ু থাকিতেই অনিশ্চয়তার জন্য সকল কথা প্রত্যেকেরই ভাবিয়া। জীবন বীমা দ্বারা এই সকল কথা যেমন সুবিধাজনক, তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কার্য্যের সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের অভিজ্ঞ কর্মীরা আপনার নির্দ্দেশের অপেক্ষায় আছে। হেড অফিসে পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার উপযোগী বীমাপত্র নির্ব্বাচনের পরামর্শ পাইবেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস : কলিকাতা

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্
৯-১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
অন্যান্য কলিকাতা অফিস—
খালীশপুর, জগদীশপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ
ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, নোয়াপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাপেরাজার, লেখী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, জিরাগঞ্জ, কৌলতপুর, পূর্ণিয়া, পাটনা, বেনারস, আগ্রা, ঝাঁসী, জামসেদপুর, লক্ষ্ণৌ।

আগ্রা শাখা খোলা হইয়াছে।
কার্য্যকরী অফিস—১,০০,০০ ০০০, এক কোটি টাকার উপর
এজেন্সী ভারতের সর্ব্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এম সি পাল।

দি হিন্দুস্থান সল্ট ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা
হেড অফিস—৩১ ব্যাণ্ডেল লেন।
টেলিগ্রাফী—শ্যামনগর, হুগলী।
শ্রীসুরেশ্বর ঘোষ
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
এজেন্সী—কক্সওয়ার্থ এজেন্সী।

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী
আর্য্যস্থানে
বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরুভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিংস
১৮, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ

এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৮৩ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

লগ্নীকৃত পরিমাণ	৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ	১৬,৪২,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ	৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ দুর্দ্দশার ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চীফ এজেন্টস্

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

৪৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন নং: ৫৮৮৮

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, হাওড়াব্রাঞ্চ, আলীপুর, আসানসোল, বরিশাল, খুলনা।

পাইকা ব্রাঞ্চ :—কোয়ার রোড, ডিব্রুগড়।

সুদের হার

কারেণ্ট—১% সেভিংস—২%

ফিক্সড ডিপোজিট—৩% হইতে ৬% পর্য্যন্ত

সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা ধার দেওয়া হয় ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডাঃ আবদুল্লাহ হারুণ চৌধুরী, এম-ডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দি সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন

কোং লিঃ

ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্য্যে,

ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রণী।

ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কলিকাতা ম্যানেজার,

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা।

বাংলার বস্ত্র শিল্পের

অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ

ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল	২নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)	কেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

টেলিগ্রাম "প্রবর্ত্তক" স্থাপিত—১৯২৯ ফোন নং বি, বি ৪১৮

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

চেয়ারম্যান—শ্রীঅতিলাল রায় (প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা)

হেড অফিস—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—চন্দননগর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও রাজসাহী।

চলতি ও সেভিংস হিসাবে সুদ যথাক্রমে ১০ আনা ও ২।০ টাকা।

ক্যাশ সার্টিফিকেট—প্রতি ২১০, ৪০৲, ৮৬৲ ও ৮৮০ টাকায় তিন বৎসরে যথাক্রমে ২৫৲, ৫০৲, ১০০৲ ও ১০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।

স্থায়ী আমানত, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ওভারড্রাফ্ট ও লোন সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলেই জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে বেয়ারার ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়বিক্রয় করা হয়।

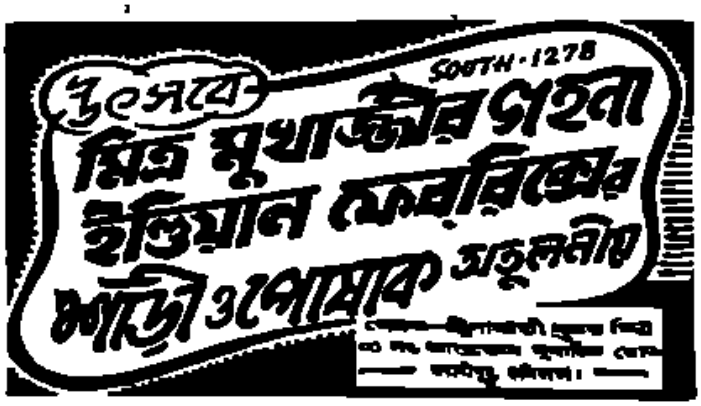

ফোন—বড়বাজার ৩৪৮৭ | কার্যালয়—১২১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

বিভিন্ন বিভাগ
বি. এন. এন্ড কোম্পানী লিঃ

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিভিন্ন বিভাগ
বি. এন. এন্ড কোম্পানী লিঃ

৭ম বর্ষ | কলিকাতা, ১২ই জুন, সোমবার, ১৯৪৯ | ৭ম সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	২৫৯-৬১	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	২৬৮-৭৪
সাপ্তাহিক প্রসঙ্গ	২৬২	কোম্পানী প্রসঙ্গ	২৭৫
মূল্য-নীতি কি বিপজ্জনক ?	২৬৩	বাজারের হালচাল	২৭৬-৮২
যুদ্ধকালীন বাসস্থান সমস্যা	২৬৪-৬৭		

সাময়িক প্রসঙ্গ

ষ্টার্লিংয়ের ক্রয় অস্বীকারের চেষ্টা

সম্প্রতি বিখ্যাত ইংরাজ অর্থনীতিবিদ লর্ড কিন্স্ লর্ড-সভায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়া ষ্টার্লিংয়ের বিকট ভারতের পাওনা কার্যতঃ অস্বীকার করিবারই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহাদের সর্বত্র তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহ ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিড়লা তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ইঙ্গ-ভারতীয় আর্থিক চুক্তি পরিবর্তনের জন্য লর্ড কিন্স্ যে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহা এতদূরদেশে ভারতে ষ্টার্লিংয়ের ক্রয় অস্বীকার করার চেষ্টা। শ্রীযুক্ত বিড়লা বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের পূর্বে ষ্টার্লিংয়ের বিকট ভারতের দেনা ছিল, কিন্তু টাকা বা জিনিষপত্র কখনই লওয়া হয় নাই। বস্তুতঃ, আফগান ও ইরাক যুদ্ধের ব্যয় এবং চীন, পারস্য, নেপাল, সিংহল, বার্মা, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মিশরে অবস্থিতকারী বাহিনী প্রেরণের ব্যয় ভারতের উপর অন্যায়ভাবে চাপাইবার ফলে ঐ ঋণ হইয়াছিল। নিয়ন্ত্রক ট্রাইব্যুনালের দ্বারা ঐ সকল ঋণের ব্যাপারেই ভারতের দাবির নিষ্পত্তিরও প্রস্তাব উঠিলে ইংরাজরা তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে।

এখন ভারতের বিকট ষ্টার্লিংয়ের ঋণ পরিশোধের সময় আসন্ন। তৎপূর্বেই লর্ড কিন্স্ ঋণ অস্বীকারের যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। সাম্রাজ্যের অন্য কোন অংশের বিকট তিনি ঐরূপ প্রস্তাব করিতে পারেন না, কারণ তাহারা সকলেই স্বাধীন। ভারতের পরাধীনতার সুযোগ লইয়া ঋণ অস্বীকারের চেষ্টা হইতেছে।

ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ষ্টার্লিংয়ের প্রতিশ্রুতি পালিত হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ঋণ অস্বীকারের ঐরূপ চেষ্টা দেখিয়া কেহ কি ষ্টার্লিংয়ের উপর আস্থা স্থাপিত করিবে? শ্রীযুক্ত বিড়লার বিবৃতির সহিত সমস্ত ভারতবাসীই যে একমত সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

অর্থনৈতিক প্রভুত্বকে, দেশে করিয়াই সাম্রাজ্যবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই দৃঢ়ীন সর্বস্বেষের প্রতিশ্রুতির মূল্য কতটুকু তাহা আজ এই অর্থনৈতিক প্রশ্নের সহি-পাথরেই যাচাই হইয়া যাইবে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক আলো। পাছে সেই বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধিরা বেফাঁস কথা বলেন সেজন্য আগে হইতেই বৃটীশ সর্বস্বেষ্টী ভারতবর্ষের পাওনা সম্পর্কে একটা ফয়সালা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের দাবীকে এখন লইয়াই এখানকার বিবাদ তবু বৃটেনে সকলে খুব হইয়াছে এবং এই সকলে এখনই এমন কুৎসিত আকার ধারণ করিয়াছে যে, ভারতে বৃটীশ বণিকদের মুখপত্র 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকাও ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই। উক্ত পত্রিকায় এই যুদ্ধের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বৃটীশ বণিক শ্রেণীর মুখপত্র "ইকনমিষ্ট", "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান লিমিটেড" প্রভৃতি পত্রিকার মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে এবং হিসাবের যে কালো রেখ দেখাইয়া ইংরেজরা ভারতের ঋণের দাবী অস্বীকার করিতেছে তাহার উপর আলো প্রকাশ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ তাহার নীতি নির্ধারণ করিবে এবং বৃটেন তাহা পালন করিবে এবং ইহারই উপর যে যুদ্ধপরবর্তী কালের ইঙ্গ-ভারত বন্ধুত্ব নির্ভর করিবে ইহাও উক্ত পত্রিকা বলিয়াছেন। কিন্তু বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী বণিকশ্রেণীর কি ইহাতে চৈতন্য হইবে? এই যুদ্ধের পরেও যাহারা সাম্রাজ্য রক্ষার দাবিকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মধুর পারিবারিক সম্পর্ক আছে বলিয়া ভাঁওতা দিবার আশা রাখে তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন সহজ নহে। আন্তর্জাতিক অর্থ-বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধিদের দৃঢ়তা এবং ভারতবর্ষ ও বৃটেনে ব্যাপক আন্দোলন বৃটীশ বণিকশ্রেণী তথা বৃটীশ গবর্মেণ্টের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। আন্তর্জাতিক অর্থবৈঠকে ভারত-সরকার কর্তৃক মনোনীত কে-সরকারী প্রতি-নিধি শ্রীযুক্ত এ ডি গোরেওয়ালার বিবৃতি এই প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধিদল শ্রীযুক্ত গোরেওয়ালার বিবৃতি অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

পাটচাষ বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই

পাটচাষ সম্পর্কে বর্তমানে গবেষণাগারে যে বিভিন্নমুখী কাজ চালানো হইতেছে তাহা বিভিন্ন কমিটির এবং একজোনীয় লোক বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। আই আর পরিমাণ অধিক অপেক্ষা অধিক জমিতে পাটচাষ করিতে দেওয়া উচিত এই অভিমত ঐসকল কমিটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে, অধিক জমিতে পাটচাষ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। বাংলা দেশে মোট ৫৮ লক্ষ একর জমিতে পাটচাষ হইয়া থাকে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী উহার আই আর বা অধিক পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করা চলিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ২৭ লক্ষ একরেরও অধিক জমি পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করা হইয়াছে। পাটের ফলন ভাল হইলে এই জমির প্রায় ৬৮ লক্ষ বেল এবং ফলন খারাপ হইলেও অন্ততপক্ষে ৩১ লক্ষ বেল পাট হইবে। ১৯৪৩-৪৪ সালে পাট-জমিগুলি অনুমান ৫১ লক্ষ বেল পাট দিয়াছে এবং ১০ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে চাহিদা উহার বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য আরও বাড়িয়া যাইবে। কাজেই পাট জমি পড়ার কোন কারণ দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে চাহিদা না থাকিলে পাটচাষ বাড়ানোর অর্থ পাটের দর কমাইয়া চাষীদের ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিয়া জনসাধারণকে বিপদগ্রস্ত করা।

ভারতে বীমা ব্যবসায়ের প্রসার

সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বীমা বার্ষিকীতে ১৯৪২ সালের বীমা ব্যবসায়ের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত বীমা বার্ষিকীতে ১৯৪২ সালের বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা এবং ১৯৪৩ সালের বীমা বার্ষিকী বলিয়া তাহার পরিচয় দেওয়া ভারত সরকারের বীমা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বা ভারত সরকারের গৌরব বৃদ্ধি করে নাই। ভারত সরকারের অধিকাংশ বিভাগের চালকদলই এইরূপ গতানুগতিক, তাই আমরা বিস্মিত হই নাই; তবে লর্ড ওয়েভেলের আমলে আমরা অন্ততঃ কিছুটা উৎপরতা আশা করিয়াছিলাম। যাহা হউক, ১৯৪২ সালের এই বীমা বার্ষিকীতে প্রথম উল্লেখযোগ্য তথ্য হইতেছে জীবন-বীমার প্রসার। ১৯৪২ সালে ৪২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার ১ লক্ষ ৮৮ হাজার বীমা জীবন-বীমা-পত্র গৃহীত হইয়াছে। উহার প্রিমিয়াম হইতে বার্ষিক আয় দাঁড়াইয়াছে ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। ১৯৪১ সালে ৩৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ১ লক্ষ ৬৯ হাজার বীমা জীবন-বীমা-পত্র গৃহীত হইয়াছিল। প্রিমিয়ামের আয় হইয়াছিল বার্ষিক ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালে জীবন-বীমা তহবিলের টাকার পরিমাণ ৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বাড়িয়া মোট ৭৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

অধিকাংশ ভারতীয় বীমা কোম্পানীই জীবন-বীমার কারবার করিয়া থাকে, তাহাদেই জীবন-বীমার প্রসার খুবই উৎসাহপ্রদ।

আর একটী উল্লেখযোগ্য তথ্য হইতেছে বীমা কোম্পানীর পরিচালনার ব্যয় হ্রাস। মুদ্ধের প্রথম বৎসর হইতেই ব্যয়ের অঙ্ক হ্রাস পাইতেছে। ১৯৪২ সালের ব্যয় শতকরা ২৬৮ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৩ সালে ব্যয় হ্রাস পাইয়াছিল শতকরা ২৭৩ টাকা।

কয়েকটী ভারতীয় বীমা কোম্পানী ভারতের বাহিরেও কারবার চালাইতেছে। উক্ত কোম্পানীগুলি ১৯৪২ সালে ভারতের বাহিরে ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার বীমা-পত্র গ্রহণ করিয়াছে। প্রিমিয়ামের আয় দাঁড়াইয়াছে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা। ১৯৪১ সালের তুলনায় কারবার কম হইয়াছে। ১৯৪১ সালে ভারতের বাহিরে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি ২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার কারবার করিয়াছিল এবং প্রিমিয়াম বাবদ বার্ষিক আয় দাঁড়াইয়াছিল ১৪লক্ষ টাকা।

জীবন বীমা ছাড়া ১৯৪২ সালে অন্যান্য বীমার প্রিমিয়াম বাবদ মোট আয় দাঁড়াইয়াছিল ৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। ১৯৪১ সালের তুলনায় উহা ৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বেশী।

১৯৪২ সালে অন্যান্য বীমার মিট প্রিমিয়ামের মোট আয় ৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির আয় নিম্নরূপ :—

অগ্নি-বীমা	১ কোটি ১ লক্ষ টাকা
নানুষিক	৬১ লক্ষ ,,
বিবিধ	৬৬ লক্ষ ,,
মোট	২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা

১৯৪১ সালের তুলনায় উহা ৪৫ লক্ষ টাকা বেশী।

অ-ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির কারবার অগ্নি-বীমা প্রভৃতিতে ভারতীয় কোম্পানীগুলির তুলনায় বেশী হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে অগ্নি-বীমা প্রভৃতি কারবার ভারতীয় বীমা কোম্পানী-গুলি কম করিয়া থাকে। অ-ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির ১৯৪২ সালে অগ্নি-বীমা ইত্যাদি বাবদ প্রিমিয়ামের আয় দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ভারতীয় বীমা কোম্পানী ভারতের বাহিরের অগ্নি-বীমা ইত্যাদি কারবার করিয়াছে। ১৯৪২ সালে ঐ সকল কোম্পানীর প্রিমিয়ামের মিট আয় দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা।

হিসাবটী দেখা যায় যে, প্রভিডেণ্ট কোম্পানীগুলির কারবার ১৯৪২ সালে পরিমাণ প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর সোসাইটীর তালিকা পাওয়া যায়। এইগুলি ১৯৪২ সালে ৩৭ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার ১১,৬০০ দাবীপত্র গ্রহণ করে। ১৯৪১ সালে ৬৮ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার ১৮ হাজার ৮ শত বীমা-পত্র গৃহীত হইয়াছিল। আরও দেখা যায় যে, প্রভিডেণ্ট সোসাইটীগুলির জীবন-বীমা তহবিল ১৯৪২ সালের শেষদিকে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫০ লক্ষ ২৪ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

বীমা ব্যবসায়ের সমালোচনা

বীমা বার্ষিকীতে নূতন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস্ এল বৈদ্যনাথন বীমা ব্যবসায় পরিচালনার সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি প্রিমিয়ামের হার অতিরিক্ত বলিয়া মনে করেন। টাকার বাজার পড়িয়া গিয়াছে, কাজেই সুদের হারও পড়িয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় প্রিমিয়ামের হার পূর্ববৎ থাকিলে (অধিকাংশ কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার শতকরা ৪৲ টাকা) বীমা কোম্পানীগুলির লাভ অতি হইবার সম্ভাবনা। এই সমালোচনার প্রতি আমরা সমস্ত বীমা কোম্পানীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তবে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বীমা ব্যবসায়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া লইতেই হয়, কাজেই শুধু বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বীমা কোম্পানীগুলি চলে না। দ্বিতীয়তঃ, বীমা কোম্পানীগুলির ব্যয়াধিক্য। কয়েক বৎসর যাবৎ কোম্পানীগুলি ব্যবসায় পরিচালনায় ব্যয় ক্রমাগত হ্রাস করিয়া আসিতেছে, একথা ঠিক, তথাপি আরও ব্যয় হ্রাসের প্রয়োজন আছে। এদিকেও বীমা কোম্পানী-গুলির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। তৃতীয়তঃ, প্রতি বৎসরই বিপুল পরি-মাণ বীমা-পত্র বাতিল হইয়া যায়। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলিয়াছেন যে, ব্যবসা চালু না থাকিলে শুধু ব্যবসা ব্যবসায়ের দ্বারা কোম্পানীর ভেজাল ঠেকান হইবে না। আমরাও একথা ঠিক বলিয়া মনে করি। অবশ্য, এক্ষেত্রে বহু বীমা-পত্র বাতিল হইয়া যাইবার নিম্নলিখিত দুইটী কারণ থাকে বলিয়া আমরা মনে করি :—(১) বীমাকারীর অনুরোধে এক্ষণ এই অনুরোধ যুক্ত করিবার জন্য কোম্পানীর এজেন্টদের যথোপযুক্ত চেষ্টার অভাব। বীমাকারীদের পরিচয় লিপিতে যোগ রাখিয়া এই অসুবিধা দূর করা যাইতে পারে। (২) বীমাকারীদের দারিদ্র্য এবং আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা—ভারতের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইলে এই সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি বীমা-পত্র বন্ধ হয় যাহাতে

অন্যান্য বীমা কোম্পানীগুলির সর্বপ্রকারের চেষ্টা করা উচিত। সুতরাং, ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মুখোপাধ্যায়ের বলিয়াছেন যে, আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে বীমা ব্যবসায়ের প্রসার করা কঠিন। এমতাবস্থায় নূতন নূতন কোম্পানী গঠিত হইলে তাহা প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইবে।

বর্তমানে নূতন নূতন কোম্পানী গঠনের দিকে ঝোঁক না দিয়া যেগুলি চলিতেছে সেগুলিকেই দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা উচিত বলিয়া আমরাও মনে করি, তবে বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্র এখনই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। পক্ষান্তর, অংশীদারদের ডিভিডেণ্ড দিবার পর যদি কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায় তবে সে টাকাটা অংশীদার ও বীমাকারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য সব কোম্পানীর বীমাবীমি কোন নিয়ম নাই।

মুখোপাধ্যায়ের ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনার যে সকল যুক্তি দেখানো হইয়াছে সেগুলির সহিত সর্বতোভাবে একমত না হইলেও লাভের উদ্বৃত্ত টাকার কিছু অংশ বীমাকারীদের মধ্যে বণ্টনের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকিলে বীমা কোম্পানীগুলির উপর লোকের আস্থা বাড়িবে এবং বীমা ব্যবসায়ের প্রসার হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষ

ভারতের মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতি সম্বন্ধে মার্কিন বণিকসঙ্ঘকে আগ্রহান্বিত দেখা যাইতেছে। কিছুদিন পূর্বে একদল উচ্চপদস্থ ভারতীয় রাজকর্মচারীর সহিত কয়েকজন মার্কিন ধনিকের এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পরে ভারতের সহিত বর্ধিত ব্যবসায়-সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা আমেরিকা এখন হইতেই সুরু করিয়াছে। আমদানির যেসিয়া বৃহৎ বণিকসঙ্ঘ গঠিত হইয়া উঠিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ভারতীয় শিল্পপতিদের ইংলণ্ড পরিদর্শন সম্পর্কে ইকনমিস্ট পত্রিকায় এক পত্রে বলা হইয়াছিল, ভারতীয় শিল্পপতিরা শিল্প-বাণিজ্যের 'কলকব্জা' চায়, ব্রিটেন না পাইলে তাহারা আমেরিকার দিকে ঝুঁকিবে; সুতরাং তাহাদের যেন কোনো বিষয়ে হতাশ হইয়া না ফিরিতে হয় ইত্যাদি।

ভারতের সহিত আমেরিকার বাণিজ্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইলে মার্কিন বণিকদের স্বার্থ বৃদ্ধি হইবেই। কিন্তু ভারতীয় শিল্পপতিদের স্বার্থও বজায় থাকিবে ইহা মনে করিবার কারণ নাই। মার্কিন বণিকরা যদি বর্তমান শ্রেণীর মত ভারতের বাজার উচ্চ করার মতলব করিয়া থাকেন এবং ভারতবর্ষকে নীলামের সরবরাহের যেন হিসাবে গণ্য করিতে চাহেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে সেই অবস্থা মানিয়া লওয়া সম্ভব হইবে না।

ভারতবর্ষ নানে তাহার স্বার্থ বজায় রাখিয়া সকল দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিবে, তাহাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক দৃঢ়তর করা ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় মনে করিবে। কিন্তু প্রভু-ভৃত্য বা প্রবল-দুর্বলের সম্পর্ক বিসর্জন দিয়া সে সম্পর্ক স্থাপন করিতে ভারতবর্ষ খুশি হইবে।

রি-রোলিং মিলের সঙ্কট

গত ২৯শে মে ইস্পাত রি-রোলিং এসোসিয়েশনের এক সভায় শ্রীযুক্ত বে তি জালান যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে রি-রোলিং মিলের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও সঙ্কটের কথা জানা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জালান বলেন যে, রি-রোলিং মিলের ক্ষমতা উনত্রিশ কোটি টাকা ১৯৩৯ সালে শুল্ক বোর্ড সর্বপ্রথমভাবে এই শিল্পকে সাহায্য করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় যথেষ্ট সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়া বহু নূতন কারখানা গড়িয়া ওঠে। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত একই ধরনের ভিন্নিষ তৈয়ারী হইতে থাকায় এবং অভিজ্ঞ লোকের অভাবে শিল্পের বিশেষ উন্নতি দেখা যায় নাই। ফলে টুকরা লোহা প্রচুর পরিমাণে জাপানে রপ্তানী এবং জাপান হইতে তৈয়ারী মাল ভারতে আমদানী হইতে থাকে। রি-রোলিং শিল্পের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়ে।

যুদ্ধ থামার পর জাপানে টুকরা লোহা রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায় এবং রি-রোলিং শিল্প চালু হইয়া ওঠে। এতদিন সরকারের মুখ চাহিয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সরকারের কারখানার অভাব ও মাল চালানের দিকার সমস্যা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে রি-রোলিং শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য নিত্য নূতন পরিকল্পনা উপস্থিত করিতেছেন।

সরকারের যে এইরূপ করিতে পারিতেছেন এবং করনা ইত্যাদির অভাবে রি-রোলিং শিল্পের এই যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে ইহার মূল প্রধানতঃ দায়ী অধিকারের অভাবনা। ভারতীয় অন্যান্য শিল্পের ন্যায় রি-রোলিং শিল্পের মালিকদের যদি একটী সমিতির মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন তাহা হইলে এমন হইত না। একতাবদ্ধ হইয়া তাহা অভাবমোচনের চেষ্টা করিলে রি-রোলিং সমিতি গঠিত হইয়াছে। তেমনি বহু সকলে মিলিয়া সমিতি গঠন করা দুঃসাধ্য নাই।

সরকারী পরিকল্পনা ও অন্যান্য অভাবের কথা। প্রথমতঃ ১১টী মিলের মধ্যে ৮টী মিল বন্ধ করিয়া দিবার কথা বলা হইয়াছে। মালমাড়ী ও কলকার অভাবের অজুহাত দেখাইয়া এইগুলি কারখানা বন্ধ করায় কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। এগুলি কারখানা বন্ধ হইলে বহু লোক বেকার হইবে, জনসাধারণের যে বিপুল পরিমাণ অর্থ এই শিল্পে খাটিতেছে সেই অর্থ নষ্ট হইবে এবং সমস্ত সমস্ত অংশীদার, যাহারা কোম্পানীর ডিভিডেণ্ডের উপর নির্ভরশীল আছেন, অসহায় হইবেন।

সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা যে কি তাহা আমরা জানি না এবং শ্রীযুক্ত জালানের আবেদনক্রমে রি-রোলিং শিল্পের মালিকরা ঐক্যবদ্ধ হইলেন কি না তাহাও আমরা বলিতে পারি না; তবে রি-রোলিং শিল্প সুরক্ষিত বা "র‍্যাশনালাইজ" করার নিমিত্ত গ্রহণ করিলেও ১১টী মিলের মধ্যে ৮টী মিল বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে তাহা সুস্পষ্ট সরকারকেই পূর্বাহ্নে বিবেচনা করিতেন বলিয়া আমরা আশা করি।

নিখিল ভারত খাদি বোর্ড

ভারত সরকার খাদি-শিল্পে সুসংহত করিয়া বৃহৎ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নিখিল ভারত খাদি বোর্ড নামক একটী বোর্ড গঠনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

ভারতের খাদি-শিল্প খাদি-শিল্প বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কাপড়ের কলের প্রসার সত্ত্বেও এখনও ভারতে ২০ লক্ষ তাঁত চালাইয়া ২৫ লক্ষ লোক জীবিকার্জন করিয়া থাকে। এই ২৫ লক্ষ লোকের পরিবারবর্গ ধরিলে প্রায় এক কোটী লোক খাদি-শিল্পের উপর নির্ভরশীল। কাপড় ও সুতার কলে যায় ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ১ লক্ষ ৬৫ জন শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে এবং ইহাদের মধ্যেও বহু লোক তাঁতে বুনিবার সুতা প্রস্তুত করিয়া থাকে; অর্থাৎ কলের মজুরদের মধ্যেও বহুলোক খাদি-শিল্পের সৌলতেই জীবিকার্জন করে। ভারতে প্রস্তুত মোট কাপড়ের শতকরা ২৫ ভাগ তাঁতে তৈয়ারী হইয়া থাকে। খাদি-শিল্প সম্প্রসারণ তথা সংরক্ষণের জন্য তিন বৎসর পূর্বে যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল সেই কমিটীর রিপোর্টেই উক্ত তথ্যগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সময় হইতেই বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি খাদি-শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য আবেদন-নিবেদন জানাইয়াছেন। এতদিনে এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটীর উপর যে ভারত সরকারের নজর পড়িয়াছে ইহাতেই আমরা আনন্দিত। আশা করি বোর্ড গঠন করিয়া তাঁত-শিল্পের প্রকৃত উন্নতি বিধানে ভারত সরকার আর বৃথা কালক্ষেপ করিবেন না।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

এখনকার মিত্রপক্ষের ইউরোপ আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। গত ৬ই জুন তারিখে ও দিবাভাগে মিত্রশক্তির অভিযাত্রী বাহিনী ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডী উপকূলে অবতরণ করিয়াছে। এই অভিযানের প্রথম অবস্থায় অবতরণের বিষয়ই হইতে যেরূপ আশা পরিপ্রেক্ষিতে আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা পরিলক্ষিত হয় নাই। মিত্রপক্ষের ক্ষতি হইয়াছে অল্পমাত্র। অবতরণ আক্রমণে যে সুযোগ পাওয়া যায়, তা-কাজেই কিছু হইতে মিত্রপক্ষ তাহা পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে সাধারণ সৈন্য এবং পদাতিক সৈন্য তথা যানবাহন সমস্তার সমাবেশ এখনও হয় নাই; আক্রমণের প্রথম দিবস কাটিয়াছে। এখন মিত্রশক্তির অভিযাত্রী বাহিনী ফ্রান্সের মাটিতে উপস্থিতির ভারসাম্য করিয়া লইয়াছে—ইহাই মোট লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়; কেন সমস্তাই হইবার জন্য সমস্যা হইয়াছে। নরম্যাণ্ডীর উপকূল অঞ্চলের ভৌগোলিক উপর অধিকার আসিবার জন্য এই লক্ষ্যটী জয় করা প্রয়োজন। এক মিত্রশক্তির সৈন্যদল যেরূপ সম্পূর্ণ অধিকারের জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ইহা প্রতিটি অবতরণ অধিকারে না থাকিলে যে যুদ্ধের বাস্তবীয় সমস্যার জন্য আক্রমণের প্রয়োজন, সেরূপ যুদ্ধ চালানো সম্ভব হয় না।

জার্মানদের প্রতিরোধ এখনও বিশেষ প্রবল হয় নাই বলিয়া মনে হয়। যেরূপ ভিত্তিতার পরে পূর্বক সম্প্রসারণের সর্বাধিক কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে এখন তাঁহার নাজি বাহু তথা বিভিন্ন সৈন্য বর্তমান আছে—অন্য স্থান হইতে সৈন্য আনানো হইলে তাঁহার প্রধান সমস্যা।

কিন্তু সৈন্য আসিবেন কোথা হইতে? ইতালীর রণাঙ্গনে মিত্রশক্তি যেরূপ সবরী অধিকার করিয়া জার্মান বাহিনীকে পশ্চাদাবন করিতেছেন। সেখানেই বাহিনীর সরিয়া যে সকল স্থানে সৈন্য আছে সেই সকল স্থান হইতে সৈন্যাদি আনয়নের যোগাযোগ নিরাপদ নয়। সোভিয়েট বাহিনী সর্বত্র বিরাট আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। অন্যত্র কোনো স্থান হইতেই বিপুল সংখ্যায় সৈন্যাদি আনিয়া ফ্রান্সবর্তমান অভিযাত্রী বাহিনীর প্রতিরোধ করা হিটলারের পক্ষে সম্ভব হইবে না। জার্মানী ও তাহার বিরুদ্ধবাদীগণ সম্পূর্ণরূপে পরিস্থিতি।

• • •

প্রথম অবতরণের উদ্দেশ্য কোনো সময়ে ঘটে। অধিক বাহিনী সিঁড়িবিধি বীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

• • •

চীন রণাঙ্গনের প্রধান সংবাদ, জাপানীরা চাংসার অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চাংসা অবশ্য এখনও চীনাদের হাতে আছে, তবে কতদিন থাকিবে বলা যায় না। চীনারা এখন বিমানপক্ষের নিকট যথেষ্টভাবে সাহায্য চাহিতেছে। সেই সাহায্য কিছু কিছু আসিতেছে, পর্যাপ্ত আসিবে। প্রশান্ত চীনের এই অবস্থিতির কারণ পরিচালনার চাং-কাই-শেকের দৃঢ় চালনার আন্তরিকতার অভাব। কিন্তু আজি সীমান্ত প্রদেশীয় সেই বাহিনীকে বিরোধ না করিয়া এখন এক বাহিনীকে এই যুদ্ধে বিরোধ করিয়াছিলেন যাহারা সংখ্যায় জাপানীদের অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াও নানারূপ যুদ্ধের পর পশ্চাদপসরণ সুরু করিয়া দেয়।

• • •

ব্রহ্ম রণাঙ্গনের প্রধান সংবাদ, বিলিয়া এখনও সম্পূর্ণভাবে মিত্রপক্ষের হাতে আসে নাই। উলংডোর বাহিনী পা পা করিয়া সহরের অন্যে অগ্রসর হইতেছে। চীন হইতে যে সৈন্যদল ব্রহ্মে প্রেরণ করিয়াছে, তাহারাও সুদূর পথিমে অগ্রসর হইতেছে।

আরাকান-ব্রহ্ম সীমান্তের যুদ্ধে জাপানীরা আর সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না; মোয়িদা অঞ্চল হইতে তাহারা পশ্চিমে ইম্ফলের পথে সরিয়া পড়িতেছে। মণিপুর পথের অনেকখানি এখনও জাপানীদের অধিকারে রহিয়াছে। এই অঞ্চলের যুদ্ধের বর্তমান গতি দেখিয়া মনে হয় উহা সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার করিতে এখনও সময় লাগিবে।

• • •

সম্প্রতি চীন-জাপান যুদ্ধের গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। মঞ্চুরিয়ার রাজ্য হইতে জাপবাহিনী রুশিয়াভিমুখে যোগাযোগ রাজধানী ব্যালো অভিমুখে বিরাট অষ্টোপাসের মত বাহু বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতেছে। চীনা সৈন্যদল প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিলেও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত জাপবাহিনীকে দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না বলিয়া সমরবিশেষজ্ঞগণ আশঙ্কা করিতেছেন।

• • •

অধিকাংশ লোয়া উৎসবের হিন্দু সম্মেলন বাংলা সরকারের অপ্রয়োগিক নিষেধাজ্ঞার শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইতে পারিল না। বাংলাদেশে অনুমান লোয়াবাসী আমার ভক্তবোধিয়া গ্রামে-সমাজের ও মুসলমানসমাজের মধ্যে সম্প্রতি যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখা দিয়াছে, তাহাতে স্থানীয় কোনোরূপ অনুষ্ঠান এই সম্মেলনের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিবেন।

আলোচ্য হিন্দু সম্মেলনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পঞ্চাশ হাজার লোকের উপযোগী মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া উদ্বোধনাদি হিন্দুসমাজের ও ধর্মকৃত্যের অভ্যর্থনা করিবার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। দূর দূরান্তর হইতে সম্মেলনে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সমস্ত প্রদেশ হইতে হিন্দু প্রতিনিধিগণ পর্যন্ত বহিনালে পৌঁছাইয়াছিলেন, কিন্তু সরকারী নিষেধাজ্ঞার শেষ অবধি সকলকেই ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে।

• • •

আমেরিকার মহকুমার এক অখ্যাত গ্রামের ছত্রাক বিষয়কে সম্প্রতিক্রিয় রাজাজাপে ঘোষণা করিয়া লোয়ার তারিখেই পুনরাবৃত্তির দিয়া আশঙ্কার সমস্ত সমস্ত হিন্দুর মনে এভাবে ভুলতা সৃষ্টি করিবার কারণ কি করিয়া যে বাংলার মন্ত্রিসভার হইল, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। সম্মেলনে বর্তমানের মহারাজা, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিগণ যোগদান করিবেন। ঔদ্ধত্যের মন্ত্রিসভাকে এভাবে অবজ্ঞা করা কর্তৃপক্ষের অন্যায় অনুচিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। তাহা ছাড়া যে সময়ে বাংলায় হিন্দুদের লোয়া সম্মেলন বন্ধ হওয়ায় ঘোষিত হইয়া উঠিয়াছে, সেসময় বিদ্যাসাগরের মূলসিক জীবন সম্মেলন বিনা সরকারী বাধায় অনুষ্ঠিত হইয়া গেল এবং বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি সেই সম্মেলনে যোগ দিতে লজ্জা বোধ করিলেন না। হাতে সুযোগ পাইয়া সেই অযাচার অন্যায় অপব্যবহার পুনরাবৃত্তির পরিচায়ক নহে। লোয়া সম্মেলনে হিন্দুদের অবশ্যই সাম্প্রদায়িক বিষয়াদির আলোচনা করিতেন এবং এই দিন সমস্তে উদ্যোক্তাদের মনোভাব বিরূপ করিতেন। মন্ত্রিসভাগুলী যখন সাম্প্রদায়িক শিক্ষা সংস্কারের মত গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে চলিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে সমস্ত দেশের মতামত জানা কর্তৃপক্ষদিগের অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে হিন্দু অসন্তোষের কণ্ঠরোধ করিয়া যে উদ্যম বাংলার মন্ত্রিসভাগুলী বর্তমানে অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে ক্ষমতায় স্থায়ী করিবে না, তাঁহার ফলে সমস্ত দেশব্যাপী তীব্র অসন্তোষ ও অশান্তির সৃষ্টি হইবে।

• • •

ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা সমাধানের জন্য ভারতে ও ভারতের বাহিরে বহু চিন্তাশীল মনীষী কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ আবেদন জানাইয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে একদল বাংলোজন ভারতীয় সম্পাদক যুক্তরাষ্ট্রের বিকট এই উদ্দেশ্যে একখানি পত্র

(৬৬৫পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুদ্রাস্ফীতি কি বিপজ্জনক ?

মুদ্রা বলিতে মোট, তঙ্কার টাকা, সিক্কি, মুহরানী, আশরফী, পঞ্চমা ইত্যাদি বুঝায়। তবু কাজের বেলা মোটই মোট বলিয়া পণ্য হয় তাহা নহে। তঙ্কার টাকা, আশরফি প্রভৃতির বাজারবিশেষে মোট ছাড়া আর কিছুই নহে। এক একটী দেশের কারেন্সী বা মুদ্রা-ব্যবস্থার নানা ধরনের কাগজ বা ধাতুনির্মিত মোট থাকে এবং গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঐ সকল নোটের মূল্য রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। মুদ্রা হইতেছে বিনিময়ের প্রতিভূ বা বাহন।

প্রাচীন কালে পণ্যের পরিবর্তে পণ্য ও কাজের পরিবর্তে কাজের বিনিময় হইত, কাজেই তখন মুদ্রার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন যত বিচিত্র ও জটিল হইয়া উঠিল মানুষের শ্রম-বিভাগও সঙ্গে সঙ্গে তত্তই সূক্ষ্ম ও জটিল হইয়া উঠিল। ফলে সরাসরি কোন পণ্য বা কাজ বিনিময় করার সম্ভাবনা থাকিল না। তখন বিনিময়ের কাজ সহজসাধ্য করিবার জন্য প্রয়োজন হইল একটী প্রতিভূ বা বাহনের। এই ভাবেই পৃথিবীর সমস্ত দেশে মুদ্রা ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে।

বর্তমানে মুখে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মুদ্রার পরিবর্তে পণ্য ও কাজ পাওয়া যায় (আপাততঃ চেক, হুণ্ডী প্রভৃতির বিষয় বাদ দিয়া বলিতেছি), আবার পণ্য ও কাজের পরিবর্তেও মুদ্রা পাওয়া যায়। কোন দেশের ভিতরে কোন বিনিময় হইলে সেই মুদ্রার দ্বারাই সেই বিনিময় সাধিত হয়। কিন্তু এ দেশের সহিত ঐ দেশের পণ্য বিনিময় হইলে এদেশের বা বিনিময়-ব্যাঙ্কের মারফৎ এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশের মুদ্রায় পরিবর্তিত করিয়া সেই মুদ্রার বিনিময়ে সেই দেশের মাল কিনিতে হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, দুইটী দেশের মধ্যে বিনিময়ের ব্যাপারে একটী দেশের মুদ্রা পরোক্ষভাবে বিনিময়ের বাহকরূপে কাজ করিয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক, যে লোকে মুদ্রার পরিবর্তে যখন কিছু ক্রয় করে তখন তাহা কি কারণে ক্রয় করে। নিশ্চয়ই তাহা কিছু উৎপাদনের জন্য নয় বা হয় কোন জিনিষ ব্যবহার বা ভোগের জন্য ক্রয় করা হয়। মুদ্রার বিনিময়ে লোকে কাপড়, খাদ্য ইত্যাদি ক্রয় করে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে। বাড়ী ভাড়া দেয় একই উদ্দেশ্যে। কিন্তু যখন দেখা যায়, ঐসব মাল ইত্যাদি ক্রয় করে তখন কোন জিনিষ উৎপাদন করা ছাড়া তাহার আর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। কোন দেশের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে বা বাড়াইতে হইলে উৎপাদন একান্ত প্রয়োজন।

মুদ্রা সম্পর্কে এই প্রাথমিক আলোচনার পর আমরা সরকারের মুদ্রা-নীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা সরকার বিগার্ড প্যান আর ইতিহাসকে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার এক একটা অধিকার দিয়াছেন। মুদ্রা প্রস্তুত করিতে খুব মূল্যবান বা জটিল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য কাঁচা মাল বিশেষ দরকার হয় কিছু শক্ত কাগজ, কিছু কালি, কিছু ধাতু ও মালমসলা মাত্র। কাজেই গবর্ণমেণ্টের মুদ্রার অভাব মোচন করিবার কোন ভাবনা নাই। কিন্তু এ যাবৎ আমরা সরকারের নীতি ছিল শুধু মাত্র জীবনযাত্রার নিত্যকার জিনিষপত্র ইত্যাদি কিনিবার জন্য যতটা প্রয়োজন ঠিক সেই পরিমাণ মুদ্রা প্রস্তুত করা। মোট উৎপাদনের পরিমাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা কখনও মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন না। সকল সময়েই ভারত সরকারের একটা মুদ্রাস্ফীতি-আতঙ্ক এবং ফলেই আমাদের সময়ে সময়ে 'নাই' দেখা যাইত।

কিন্তু বুঝিবার পর আমরা দেখিতে পাইলাম যে, গবর্ণমেণ্ট মুদ্রার পরিমাণ সরকার মত ভাগ-বাড়াইয়া দিলেন। এখানে এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উঠে যে, যদি বিনিময়ের মুদ্রা পরিচালনার জন্য মুদ্রার পরিমাণ ইচ্ছামত বাড়ানো যায় তাহা হইলে স্বাভাবিক অবস্থার এই দেশের দারিদ্র্য, রোগ, মৃত্যু ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মুদ্রার পরিমাণ কেন বৃদ্ধি করা হয় না ?

মুদ্রানীতির গভীর অরণ্যে প্রবেশ না করিয়াও এ কথা বলা যায় যে, বাজারীভাবে মোট ছাপাইবার ব্যবস্থা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। মুদ্রাস্ফীতির ফলে আজ এই দুর্ভাগা দেশে মৃত্যু, মহামারী, অনশন ও দারিদ্র্যের যে অভিযানীয় তাণ্ডবলীলা সুরু হইয়াছে তাহাও আমরা অবশ্যই দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু তবু এখন বলিব যে, মুদ্রাস্ফীতির বিপদ সম্পর্কে সজাগ থাকিয়াও আমরা যেন মুদ্রা-স্ফীতি-আতঙ্কে বিমূঢ় না হইয়া পড়ি। উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো হয় (গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় জিনিষ খরিদের জন্য নহে) তাহা হইলে এই আতঙ্কের কোন কারণ থাকে না।

আসলে মুদ্রাস্ফীতিটা কি ? বাজারে যে পরিমাণ জিনিষপত্র পাওয়া যায় লোকের ক্রয়-ক্ষমতা তদপেক্ষা বাড়িয়া গেলেই তত্ত্বগতি থাকে অর্থাৎ জিনিষের চাহিদার টাকার পরিমাণ বেশী হইয়া পড়ায় টাকার দাম পড়িয়া যায়। ইহারই ফলে মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতির এই সংজ্ঞায় "বাজারে যে মাল পাওয়া যায়" (available) এই কথা ব্যবহার করা হইয়াছে—"বাজারে বিক্রয়যোগ্য" (marketable) এ কথা ব্যবহার করা হয় নাই ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। আমা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, সাধারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী, কন্ট্রাক্টার ও মুনাফাখোর আজকাল আমাদের দেশে বাজারে বিক্রয়যোগ্য নানাবিধ মাল যে প্রচুর পরিমাণে আটকাইয়া রাখিতেছে ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। ইহার ফলে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় বহু অনেক বেশী বাড়িয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় বাজারে বিক্রয়যোগ্য মাল প্রচুর থাকিলেও কোনরূপ সুরাহা হইবে না, কারণ ঐ মাল বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনীত না হওয়া পর্যন্ত দর নামিতে পারে না। এই সমস্যা আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। আসল কথা বাজার উলট আমরা জোর দিতে চাই তাহা এই যে, জনসাধারণের হাতে বেশী টাকা আসিবার অর্থাৎ জনসাধারণের ক্রয়-শক্তি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই অনুপাতে মাল উৎপাদনের পরিমাণ না বাড়ে তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি হইবেই। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যদি জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বাড়ানো যায় এবং সেই চেষ্টা যদি ঠিক পথে পরিচালিত হয় তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতির অন্তত ভয়াবহ পরস্থায়ী হইতে পারে। আর এই পরস্থায়ী বা সাময়িক মুদ্রাস্ফীতি দেশের পক্ষে খুবই মঙ্গলপ্রদ হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে, ভারত সরকার পাঁচ শত কোটি টাকার নোট ছাপাইয়া কৃষির উন্নতির জন্য ঐ টাকা ব্যয় করিলেন। ইহার ফল কি হইবে ? ঐ পঞ্চাশ টাকা জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির হাতে যাইবে, ফলে ঐ সকল লোকের ক্রয়শক্তি পাঁচশত কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ঠিক তখনই বাজারে ঐ পরিমাণ মাল আসেনাই বেশী হইল না। পরিণামে—মুদ্রাস্ফীতি ও দর বৃদ্ধি। পরে কি হইবে ? বৃদ্ধি-বিক্রেতা করিয়া যদি টাকাটা খরচ করা যায় অর্থাৎ টাকাটা যদি অলস পড়িয়া না থাকে তাহা হইলে দুই তিন বৎসরের মধ্যে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং অন্ততঃ পক্ষে পাঁচশত কোটি টাকার মাল বাজারে উঠিবে। এইভাবে লোকের ক্রয়শক্তি ও বাজারের মালের মধ্যে যে অসমতা দেখা দিয়াছিল তাহা দূরীভূত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির অশুভ লক্ষণগুলি দূর হইয়া

(২০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধকালীন বাসস্থান সমস্যা

শ্রীসুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম, এ

যুদ্ধের সময় উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে দেশের নানা স্থান হইতে শ্রমিকদের শিল্প-কেন্দ্রে আনিয়া জড়ো করিতে হয়। আর এজন্য স্থান পরিবর্তন এত অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করিতে হয় যে, শিল্পাঞ্চল সমূহগুলিতে হঠাৎ বাসস্থানের অনটন দেখা দেয়। অবশ্য যে দেশে সরকার প্রথমাবধি যুদ্ধকালীন সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করেন সে দেশের কথা স্বতন্ত্র। সে দেশে সরকারই প্রয়োজনীয় বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যে দেশে মূলধনী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে সে দেশের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক লোক আসিয়া পড়ায় বাড়ী ভাড়া বাড়িয়া যায়, এক এক বাড়ীতে উপযুক্ত সংখ্যক লোকের অনেক বেশী লোক নানা ঘুঁজিবার স্থান করিয়া লয়। উদাহরণস্বরূপ কলিকাতার কথাই ধরা যাউক। গত মহাযুদ্ধের সময় সহরের জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সহর প্রায় খালি হবে হয়। সে সময় বাড়ীওয়ালারা ভাড়াটে খুঁজিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ভাড়া কমাইয়া দেয়। তারপর, কিছু বিলম্বে সহরের অবস্থা স্বাভাবিক হইতে থাকে। যাহারা যুদ্ধের জন্য পল্লীঅঞ্চলে-আত্মীয়ের বাড়ী ফিরিয়া আসে—কেবল তাহারই নয়, অন্যকালের জন্য সকলেই সহরে এবং গ্রামাঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের অভাব পরিলক্ষিত হইতে থাকে এবং দেখা যায় যে শিল্পাঞ্চলে টাকা রোজগারের পথও নানা দিকে উন্মুক্ত হইয়াছে। ফলে-স্বরূপ লোক ছুটিয়া আসে কলিকাতার রোজগারের আশায়। কত লোক সরকারের নানারূপ কাজে লাগিয়া গিয়াছে, কত লোক বেসরকারী কাজে উপায়ের সন্ধান করিয়া লইয়াছে। তারপর যাহারা কলিকাতার মেসে, বোর্ডিংএ থাকিয়া সপরিবারে থাকিত তাহারও নানা কারণে সমস্ত পরিবারবর্গকে সহরে আনিয়া তুলিল। ফলে-স্বরূপ আবার বাসস্থান করিয়া উঠিতে না পারায় সহরের আশেপাশের স্থান হইতে দলে দলে অনাহারী লোক আসিয়া সহরে জমিতেছে। গ্রামাঞ্চলে বাঁধা ঘরে ফিরিয়া না পাইয়া অনেকে সপরিবারে সহরে আসিয়া পড়িতেছে। এই সকল অনাহারী ও গরীব লোকেরা সহরের বাসস্থানের উপর কোন দাবীদাওয়া করে না, তাহারা ফুটপাথের উপর শুইয়া বসিয়া সময় কাটাইয়া দেয়। এই ভাবে ভীড় জমিয়া কলিকাতা নগরী অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় যেসব বাড়ী প্রায় খালি যাইত। বাড়ী ভাড়ায় বিজ্ঞাপন প্রায় দেখাই যায় না, বাড়ীর মালিকরা উপযাচক বাড়ী ভাড়া বাড়াইয়া দিয়াছে। এই অতিরিক্ত ভাড়া বৃদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তিত হইয়াছে।

এদিকে সহরের বহু সংখ্যক বড় বাড়ী সৈন্যদের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার উপর বেসামরিক জনসাধারণ নানা কারণে সহরে আসিয়া জমিয়াছে। সরকার এজন্য অবস্থার সহরের অত্যাবশ্যক অংশগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করেন বটে। ফলে সমস্যা আরো জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

কেবল যে এই দেশের সহরেই বাসস্থান খুঁজিয়া পাওয়া এত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে এমন নয়, ইংলণ্ডে, আমেরিকার প্রত্যেকটি সহরে জনসাধারণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়াছে। আমাদের ইংরেজী ম্যানিসিপ্যালিটির কুলটিনে দেখা যায় যে, বর্তমান এই ইংরেজী সহরের যুদ্ধকালীন বাসস্থান নির্মিত সমিতির প্রচেষ্টায় বাসস্থান সমস্যার বহু সমস্যার সমাধান হইয়াছে, তথাপি ইংরেজী সহরের অনেক অঞ্চলে জনসংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, একটি পরিবারের পক্ষে উপযোগী স্থানে দুই হইতে তিনটি পরিবার আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে।

ফুটবলে বর্তমান সহরে কোন শিল্পাঞ্চলে অধিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং সেখানে সরকার বহু শ্রমিকদের বাসস্থান সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জনবহুল সহরাঞ্চলে যাহাতে আরও বেশী লোক আসিয়া ভীড় না জমায় এজন্য কোন স্থানে লোকসংখ্যা কম সেখানে অতিরিক্ত শ্রমিকদের স্থান সঙ্কুলানের যাহাতে হয় তজ্জন্য সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন। প্রায় ১৫০টি সহরে আর যাহাতে লোকের ভীড় না হয় তজ্জন্য সরকারী আদেশ জারী হইয়াছে। বর্তমানে নূতন গৃহ নির্মাণের কাজ একেবারে বন্ধ—এমনকি সরকারী যে কয় ভাড়ার বাসস্থান নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহাও যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে কোন স্থানে বাসস্থানের অভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল সেই সব স্থানে স্থানীয় সরকারকে ভৈরী-করা-আরম্ভ-করিয়া-রাখিয়া এরূপ বাড়ীগুলি শেষ করিয়া ফেলিতে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দেন। কিন্তু কোন ব্যক্তিগত বাড়ী তৈয়ারের কাজ মোটেই আরম্ভ করিতে দেওয়া হয় না। ১৯৩৯খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪২ সালের মে মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ১৪০,০০০ পরিবারের উপযোগী বাসস্থানের নির্মাণকার্য্য শেষ করা হয়। এই বাড়ীগুলির অধিকাংশ স্থানীয় সরকার তৈয়ার করেন, আর বাকী বাড়ীগুলি ব্যক্তিগত ভাবে হইতে তৈয়ার হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ৪০০,০০০ পরিবারের জন্য বাসস্থানের কাজ করা হইত; আর স্থানীয় সরকার এই কাজের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের ভার গ্রহণ করিতেন। কাজেই যুদ্ধ পড়ায়ই চলিল বাড়ীর বাসসমস্যা, বাড়ী তৈয়ার কাজের অধিক সব কাজই মুলতুবী হইয়া উঠিল। আবার, দেশের নানাস্থানে যুদ্ধ-শিল্প বসাইয়া পড়ায়, কিম্বা সহর হইতে বোমার ভয়ে গ্রামাঞ্চলে কলকারখানা, লোক-জন সরাইয়া নেওয়ায় এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, যেখানে বাসস্থান করিয়া দিয়াছে সে স্থানের বাসস্থানের চাহিদা নাই, কিন্তু অন্যত্র নূতন গৃহ নির্মাণের তাগিদ বাড়িয়াছে।

বর্তমান সময়ে হোটেলে যে নূতন গৃহ-নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া চলিয়াছে তাহা প্রায়ই হোষ্টেল ধরণের বাড়ী। অবিবাহিত পুরুষ অথবা নারীর ব্যবহারোপযোগী এক একটি লম্বা ঘর—কোন কোন ক্ষেত্রে ছোট ছোট পরিবারের জন্য বাসস্থান এই সব হোটেল-বাড়ীতে পাওয়া যায়। হোটেলটেন কর্মচারীদের জন্য, যোগাযোগের সহর হইতে আগত সরকারীর জন্য, যুদ্ধ-কাজে লিপ্ত শ্রমিকদের জন্য, সহরবাহ সরকার অথবা গৃহ-নির্মাণ সমিতির অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুবিধাজনক হোটেল-বাড়ী ধরণের বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিতেছেন। এজন্যই এই বাড়ী নির্মাণ হইয়া যাওয়ার পর জনস্বাস্থ্য সমিতি এই সকল সাময়িক বাসস্থানের তত্ত্বাবধান করার ভার গ্রহণ করেন। বৃদ্ধি সমিতির কর্মচারী ও পুরাতনের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অধুনাতন নূতন হোটেল-বাড়ী তৈয়ার ছাড়াও অনেক পুরাতন বাড়ী পুনর্গঠিত করিয়া হোটেল-বাড়ী করা গিয়াছে। লণ্ডনের হোটেল সমিতি বিনা লাভে অনেক বাড়ীকে হোটেলে পরিণত করিয়া যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতা সরকারী বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। লণ্ডন হোটেল সমিতি জন-সাধারণের সেবাকার্য্যে অন্যান্য নানা সমিতির সাহায্য লাভ করিয়াছেন। যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত শ্রমিকদের জন্য বাসস্থানের সংস্থান করার ভার গ্রহণ করিয়াছেন জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা হোটেল সমিতি। এই সমিতি লাভ করেন না। সমস্ত শ্রমিক ও যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সংক্রান্ত সরকারী কর্মচারী এই সমিতি স্থাপন

করিয়াছেন। এই সমিতি ৫ বৎসরের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিয়া চলেন, এবং ৫ বৎসরান্তে সমিতির কাজে সাহায্য দান করেন। শ্রমিকদের বাসস্থান-ব্যবস্থা নূতন করিয়া পুনর্গঠিত পুরাতন বাড়ীতেই হইয়া থাকে।

এইরূপ হোষ্টেলগুলি সাধারণতঃ দুই রকমের। প্রথমতঃ, ৩০ হইতে ৫০ জন লোকের বাসোপযোগী বাড়ী; দ্বিতীয়তঃ, ৫০০ হইতে ১,০০০ লোকের বাসোপযোগী বাড়ী। ঐ সকল বাড়ী নির্মাণ করিতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে ১৫০ পাউণ্ড খরচ পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া প্রত্যেকটি ১৫ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে আসবাবপত্র কিনিবার জন্য। প্রত্যেক হোষ্টেলে প্রতি লোকের শয়নোপযোগী একখানি পৃথক ঘর আছে এবং সকলের জন্য স্নানের ঘর, রোগী-খানা, খাবার ঘর, আমোদ-প্রমোদের ঘর, লাইব্রেরী আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শোবার ঘরও একসঙ্গে অনেককে মিলিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শ্রমজীবীদের বর্তমানের পরিমাণ অনেক বেশী—তাহার প্রতি ঘরে অনেক লোক বাস করে।

আমেরিকার (যুক্তরাষ্ট্র) মুনিসিপ্যাল সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে (১৯৪২, অক্টোবর) মিঃ হারবার্ট ইবারিজ বলেন যে, যুদ্ধকার্যে লিপ্ত শ্রমিকদের জন্য ৩ লক্ষ নূতন বাসস্থান নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

মাঞ্চেষ্টার মুনিসিপ্যালিটি সহরতলীতে ৭,০০০ ছোট ছোট বাড়ী নির্মাণের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ১৮,০০০ লোকের উপযোগী ছোট বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনাও রচিয়াছেন।

ফলতঃ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এখন হইতেই গবর্নমেণ্ট বাসস্থান সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কি ভারত সরকার, কি বাঙ্গলা সরকার কেহই আজ পর্য্যন্ত এই সমস্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। এখন হইতে এদিকে দৃষ্টি না দিলে কলিকাতার ও বিভিন্ন সহরের নাগরিক জীবন বিপন্নপ্রায় হইয়া যাইবে। যুদ্ধের ও অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশন ও বিভিন্ন মুনিসিপ্যালিটির সহযোগিতায় এবং ভারত সরকারের সাহায্যে বাসস্থান-সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইলে অল্পকালের মধ্যে সমস্যার অনেকখানি সমাধান হইতে পারে।

(মুদ্রাস্ফীতি কি বিপজ্জনক ?—২০০ পৃষ্ঠার পর)

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। অবশ্য এই দুই ভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে যেখানেই অবস্থা ভাল করিতে হইবে, কিছু ক্ষতিস্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাইবে, জাতীয় আয় অনেক পাঁচশত কোটী টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। তখন উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আবার এক দল টাকা ছাড়িয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো যাইতে পারে এবং আবার দুই এক বৎসর ক্ষতিস্বীকারের পর দেশ আরও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে। এইভাবে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গবর্নমেণ্ট মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া যাইতে পারেন।

কিন্তু মনে যে দুই এক কথার যাইবে তাহাই বা আমাদের বিচলিত হইবার কারণ কি? আমরা দেখিয়াছি যে, ইংলণ্ড, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে জিনিষের দর নিয়ন্ত্রণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় পূর্ববৎ রাখা হইয়াছে। আমাদের দেশের জন-সাধারণের ক্রয়শক্তি অল্প বাড়িয়াছে তাহার তুলনায় ঐ সকল দেশের জনসাধারণের ক্রয়-শক্তি অনেক বেশী বাড়িয়াছে, তথাপি সেখানে এই ব্যবস্থা করা গিয়াছে। এমন-কি জার্মানী ও জাপানের মত দেশে যেখানে পণ্য উৎপাদনের তুলনায় নোটের চলতি কিছুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেখানেও আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় খুব একটা বাড়িয়াছে বলিয়া শুনিতে পাই না। ভারত-সরকারের এরূপ ব্যবস্থা করা, দৈনন্দিন আবশ্যকীয় জিনিষপত্রের এবং রেলভাড়ার মাসুল সরকার যে হারে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অট্টোবরাবে চোরাবাজার বন্ধ করিয়া, শ্রমিকদের মজুরী নিয়ন্ত্রণ করিয়া এবং রেশনিং বা বরাদ্দ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া ও অন্যান্য বহুবিধ উপায়ে ইতিমধ্যে যেসকলের গবর্নমেণ্ট সমাজতন্ত্রের মত প্রয়োজনীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহাতে দর বাড়িতে পারে নাই। সেইজন্যেই জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় বাড়ে নাই বলিলেই চলে। যুদ্ধের পূর্বে লোকে যে টাকায় যতটা পরিমাণ খাদ্য ও বস্ত্রাদি পাইত এখনও লোকে সেই টাকায় প্রায় সেই পরি-মাণ খাদ্য ও বস্ত্রাদি পাইতেছে। এই জন্যেই ঐ সব দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য খুব বড় যায় নাই, বিলাস-সামগ্রীর বড় যায় নাই। এই জন্যেই ঐ সব দেশে অসন্তোষ নাই, জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী হয় নাই, চোখ ধাঁধিয়া যাইবার উপক্রম নাই। জীবন-যাপন সম্প্রতি যখন ঐ দেশগুলি লিপ্ত, লোকের হাতে যখন বিপুল পরিমাণ টাকা জমিয়াছে, যখন তখন সাধারণের ব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিষের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে তখনই এই অবস্থা।

ইংলণ্ড, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যুদ্ধের সময় যদি ইহা সম্ভব হইয়া থাকে তাহা হইলে শান্তির সময় তাহাতে ইহা নিশ্চয়ই সম্ভব হইতে পারে। প্রয়োজন শুধু দক্ষ ও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত গবর্নমেণ্টের। আজিকার দিনের এই অস্থায়ী গবর্নমেণ্টের দ্বারা কিছুই হইবে না। উপযুক্ত গবর্নমেণ্ট যদি এরূপ করিলে সাময়িক মুদ্রা-স্ফীতির ভয় আমরা বিন্দুমাত্র ভীত হইব না। আমাদের হিসাবে যদি ভুল না হইয়া থাকে তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতিতে ভীত হইবার কিছু নাই, বোম্বাই পরিকল্পনার ৫০ হাজার কোটী টাকার কথা শুনিয়াও কিছু হইবার কিছু নাই। ভারতবর্ষের ন্যায় বিপুল জনসাধা-রণবিশিষ্ট ও সম্পদশালী বিশাল দেশ অন্যায়-সেই ১৫ বৎসরের মধ্যে ৩০ হাজার কোটী টাকার মুদ্রা শুষিয়া লইতে পারিবে, ফলে দেশের প্রভূত উন্নতি হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত তাড়াহুড়ী, ঘুষাঘুষি নয়—ধৈর্য্য এবং সৌজন্যের সুযোগ।

"ঘুঘুলোর বাজারে শুধু টাকাই সত্য এবং সত্য বলে জমানো সুবিধা এবং আজ যা জমানো যাবে মুদ্রাস্ফীতি যখন চলে যাবে তখন শুধু সেই টাকার মূল্যই বাড়বে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।"

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৪নং চৌরঙ্গী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা : বিহার শরীফ,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—ত্রিবিক্রমলাল গুহ
কমলকুমার গুহ

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাংলার আমদানী

বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স, কো-অর্ডিনেশন কমিটীর সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে বিবৃতি বিধানসভায় দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় :—বাংলায় এমন কোন জিনিষ নাই যেখানে লোকের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস পায় নাই। অর্থনৈতিক বীক্ষায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলার ১৮টি জেলায় অনেক ও অন্যান্য মহামারীর আক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেন্সাসরিপোর্টের হিসাবে দেখা যায়, দুই কোটির বেশী লোক কোলকাতায় রহিয়াছে। এছাড়া ও অনেকে বাহিরে যাতায়াত করে। চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বন্দরে পঞ্চাশ হাজার বেশী যাত্রী আসিয়াছে। মোরাবাদি, চাঁদা, ফরিদপুর ও বেহিনীপুরে পঞ্চাশ হাজার বেশী যাত্রী আসিয়াছে।

কলিকাতায় দুধের প্রয়োজন

কলিকাতায় মোট জনসংখ্যা—৩৯,১০,০০০জন, (১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত বেঙ্গলকার্ড বিলির সংখ্যা হইতে অনুমিত।) দুধ প্রয়োজন ১৯,১৯০ মণ। তন্মধ্যে পঞ্চাশ হাজার শিশু ও বালকের সংখ্যা—১,২১,০০০ জন। ইহাদের মাথা পিছু ৮ আউন্স হিসাবে দুধ প্রয়োজন—৩,৬৮০ মণ। হিসাবে ও দুধার সংখ্যা ২,৯০,০০০ জন। মাথা পিছু ৮ আউন্স হিসাবে ইহাদের দুধ প্রয়োজন—৩,৮৬০ মণ। অন্যান্য লোকের সংখ্যা —১৮,৮৯,০০০ জন। মাথা পিছু ৬ আউন্স হিসাবে ইহাদের দুধের প্রয়োজন প্রায় ১১,৪৯০ মণ। কলিকাতায় প্রত্যহ ৯ হাজার মণ দুধ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩০০০ মণ আসে ট্রেনে, ৬০০ মণ আসে ঘাটে বা নদীতে এবং বাকী দুধ সহরের গোয়ালা পাওয়া যায়।

আমেরিকা হইতে বৃটেনের খাদ্য আমদানী

বিলাতের খাদ্য-সচিব মিঃ লিটলিস এবং মুল ঘোষণা করিয়া প্রকাশ করেন যে, ইজারা ও ঋণ ব্যবস্থানুসারে ফিরু বৎসরে বৃটেন্ আমেরিকা হইতে ৩৫ লক্ষ টন খাদ্য পাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রতি সপ্তাহে ৭০ হাজার টন খাদ্য নিয়মিতভাবে আসিতেছে।

ইজারা ও কর্জ্জ ব্যবস্থায় ভারত

মার্কিন সমর সচিবের হিসাবে প্রকাশ,—গত বৎসর কালে ব্রিটেনের পুনরায় ভারত হইতে মার্কিন সেনাদলকে প্রতিরক্ষামূলক ইজারা ও ঋণ খাদ্য ১১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪১ হাজার ডলার সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ডলার সৈন্যদের বস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম, ৭৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ডলার বৈদ্যুতিক যন্ত্র এবং ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪১ হাজার ডলার বিবিধ জিনিষপত্র এবং মার্কিন সৈন্যদল ব্যবিবার যায়। ভারতের মার্কিন সৈন্যদলকে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ অন্যান্য বাড়িয়াছে। এই বৎসর জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসেই কেবল ভারতের ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার সাহায্য পাইয়াছে। পূর্ব ১৯৪৩ সালে ভারতের ঐ পরিমাণ সাহায্য পাইয়াছিল। প্রতিরক্ষামূলক ইজারা ও ঋণ খাদ্য ব্যতীত বিদেশগুলি ভারত সরকার দাবিল করেন নাই বলিয়া মার্কিন সরকার উহা হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। তৃতীয় বৎসরে ঋণ ও ইজারা মোট ভারতে ৩৫ কোটি ৯৩ লক্ষ ১৬ হাজার ডলার মূল্যের সরবরাহ প্রেরণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সমর-সম্ভার সরবরাহ যাই আছে এবং অবশিষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য।

ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বিভাগ

ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বিভাগ সম্পর্কে তার আসেম্বলির ঘোষণা করেন :—এই নূতন বিভাগের উপর হইতেছে যুদ্ধোত্তর কালের জন্য যে সকল বিভিন্ন কার্য্যকরী প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাদের সমন্বয় সাধন করা। ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগের যে উন্নয়ন কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাদের এই বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করিবেন। ভারতবাসীর জীবনযাত্রার উন্নতি বিধান সম্পর্কে যে বোম্বাই-পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা সরকার তাহা মানিয়া লইয়াছেন। বোম্বাই পরিকল্পনা সমর্থনকারিগণ এই পরিকল্পনাটী সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা বিষয়ে কিছু বলেন নাই। ভারত সরকার ইহা কার্য্যকরী করিবার সকল পন্থা অবলম্বন করিবেন। এই পরিকল্পনাটী সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে অন্তঃকতিপয় লোকদের হিসাব ভাবে নিজ নিজ ব্যবসায়ের ভার, বিভিন্ন শিল্পোদ্যম, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বন্ধ রাখিতে হইবে। বোম্বাই পরিকল্পনা-কারিগণ কেবল রক্ষণাত্মক মতের দ্বারা পরিচালিত হন নাই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানই পরিকল্পনাটীর মূল লক্ষ্য।

দুগ্ধ ও জাতির স্বাস্থ্য

ইংলণ্ডে জনপ্রতি দুগ্ধের দৈনিক ব্যবহার হয় ৩৩ আউন্স। সেখানে হাজারে ৩০টী শিশু অল্পের অকাল মৃত্যু মারা যায়, সেখানের মৃত্যুর হার হাজারে ১৪'২, সেখানের লোকের গড় আয়ু ৬৪ বৎসর, সেখানের মাথা পিছু দৈনিক আয় ৩৮৲। আমেরিকায় জনপ্রতি দুগ্ধের দৈনিক ব্যবহার হয় ৩৪ আউন্স। সেখানে হাজারে ৩০ টিয়া শিশু অল্পের অকাল মৃত্যু মারা যায়। সেখানকার মৃত্যুহার হাজারে ১০'৩, আমেরীর লোকের গড় আয়ু ৬৩ বৎসর। সেখানে মাথা পিছু দৈনিক আয় ৭৲। ফ্রান্সে জনপ্রতি দুগ্ধের দৈনিক ব্যবহার ৩৩ আউন্স। সেখানে হাজারে ৭৯টী শিশু অল্পের অকাল মৃত্যু মারা যায়। সেখানকার মৃত্যুহার হাজারে ১৩টী। ফ্রান্সের লোকের গড় আয়ু ৪৩ বৎসর। সেখানে মাথা পিছু দৈনিক আয় ২৯৲৩। বার্মিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রতি দুগ্ধের দৈনিক ব্যবহার ৩৩ আউন্স। সেখানে হাজারে ৩৮টী শিশুর মৃত্যু ঘটে। সেখানকার মৃত্যুহার হাজারে ১০'৩। সেখানের লোকের গড় আয়ু ৬২ বৎসর। সেখানকার লোকের দৈনিক আয় জনপ্রতি ৩৯৲। ভারতবর্ষে জনপ্রতি দুগ্ধের দৈনিক ব্যবহার ৭ আউন্স। এখানে হাজারে ১৯৭টী শিশু মারা যায়। এখানকার মৃত্যুহার হাজারে ২১'৯, এখানকার লোকের গড় আয়ু ২৬'৭ বৎসর। এ-দেশবাসীর জনপ্রতি দৈনিক আয় ৶১০ মাত্র।

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই ধুঁতী ও শাড়ী পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিয়েট এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩এং, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, বাটবোলা, কলিকাতা।

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস :—১০৯৫ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন নং ৩৩৩০, ৩৩৩৪

লেইন :—ফিল ব্যাঙ্কেন্স অব মহারাজা অব ত্রিপুরা

কলিকাতা শাখা :—কলুটোলা, চৌরঙ্গী ফোয়ার, পার্ক সার্কাস, বড়বাজার।

অন্যান্য শাখা :—কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, আমলাপুর, ডিব্রুগড়, ঢাকা (চকবাজার এবং নয়াবাজার), ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সহ ২৭ জন এডিন ডাইরেক্টর (কলিকাতা)

ব্যাঙ্কের কাজ উৎসাহে করিয়াছেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—নাজমুদ্দিন আমেদ, এম. এস. এ (বাংলা গভর্ণমেণ্টের প্রাক্তন মন্ত্রী)।

সেনাবিভাগের খাদ্য সমস্যা

কলিকাতার অবস্থিত সেনাবিভাগের জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পাকার হইতে আমদানির জন্য আর খাদ্য নিষিদ্ধ হইবে না। অন্যান্য খাদ্য সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। ফলে, অসামরিক অধিবাসীদের চাহিদা মিটাইবার কিছু সুবিধা হইবে। সামরিক প্রয়োজনের জন্য খাদ্যদ্রব্যের আমদানি, সরবরাহকারীদের এজন্য খাদ্যের অতি লইয়া সরবরাহ এবং সামরিক দুধি বিভাগ সকল ব্যবস্থাদিও হইয়াছে। ভারতীয় সেনাবিভাগে খাদ্য সরবরাহ করিবার জন্য কয়েকটি প্রদেশে খাদ্য-সাম্রাজ্যের অধিকার হইতেছে। তাহা ছাড়া মুরগী, ডিমপোল এবং দুগ্ধ খামারের পরিচালনার আলোচিত হইতেছে।

বাংলার স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের লাইসেন্স

কে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে বিভিন্ন জেলা মোট প্রকাশ করা হইয়াছে।—প্রাদেশিক বঙ্গ-সিন্ধের কন্ট্রোলারের নজরে আনা হইয়াছে যে, প্রচুর আমদানি সত্ত্বেও বাজার হইতে সা ফোলো ঠেকার পরিমাণ হইতে না। মুরগী আমদানি ও সুতার মোট প্রভৃতির তৈয়ারী পোশাকের, ডিমপোল সুতার প্রকাশ পরিমাণ এবং পরিমোকারদের ব্যবসায়ী, বাজার এবং অধিবাস-প্রকাশ এবার ১৯৪৯ সালের মোল ফটোস প্রচ ইয়ার্ন কন্ট্রোল অর্ডার অনুসারে লাইসেন্স লওয়া যায়। লাইসেন্স না লইয়া ব্যবসার চালনা এখন বে-আইনী। প্রাদেশিক বঙ্গ-সিন্ধ কন্ট্রোলারের লাইসেন্সের জন্য আবেদনের শেষ তারিখ আগত সিঙ্গাইয়া বিষয় ফোলো মধ্যবর্ত নাই। তথাপি যাহারা ১৯৪৪ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবসা চালাইয়া আসিয়াছেন অথচ ফোনো বিশেষ কারণে লাইসেন্স লইতে পারে নাই তাহাদের ১৯৪৪ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে আবেদন করিতে পারে। ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়া লওয়া হইতে যে, প্রাদেশিক বঙ্গ-সিন্ধ কন্ট্রোলারের নিকট ১৫ই এপ্রিল তারিখের পূর্বে কেন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হয় নাই তাহার সন্তোষজনক কারণ না দেখাইতে পারিলে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। যাহারা ১৯৪৪ সালের ১৫ই এপ্রিলের পূর্বে অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছিল না, তাহাদের পক্ষে আবেদন করার কোনো প্রয়োজন নাই। কোনো কারণেই লাইসেন্স লইবার তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হইবে না।

স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের প্রতি সাবধানবাণী

বাংলার কে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ একটী ঘোষণাতে বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিক বঙ্গ-সিন্ধের কন্ট্রোলারের আফিসে ১৫ই এপ্রিল বা তৎপূর্বে প্রদত্ত আবেদনের ফলে ১৯৪৩ সালের মোল ফটোস প্রচ-ইয়ার্ন কন্ট্রোল অর্ডার অনুসারে প্রদত্তীকৃত প্রায় ১ হাজার লাইসেন্স প্রাদেশিক টেক্সটাইল কন্ট্রোলারের (যিনি এক বিভাগের এক্সটেন্সনের দায়িত্বে) অফিসে পড়িয়া আছে। যে কারণেই লাইসেন্স লইয়া যান নাই তাহাদিগকে অবশ্য লাইসেন্স যে, তাহারা যেন অফিসে লাইসেন্স লইয়া যান, নচেৎ যাহারা লাইসেন্স না লইয়া ব্যবসায় করিবেন, তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করা হইবে।

কাপড়ের ব্যবসায়

প্রাদেশিক বস্ত্র-সিন্ধ বিভাগ উপযুক্ত কমিটির সুপারিশের সম্পর্কে সরকারীভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।—সম্প্রতি সরকার যে ব্যবস্থা-প্রথা চালু করিয়াছেন তদনুসারে ১৯৪৩, ৩১ এবং ৪২ সালে যে সকল ব্যবসায়ী কিনের সহিত ব্যবসায় সম্পর্ক ছিল না, তাহাদিগকে কিন সুতী কাপড় বা সুতা কিনিতে দেওয়া হইবে না। তাহা ছাড়া, কিন কেবল পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকটই মাল বিক্রি করিতে পারিবে। স্থানীয় সরবরাহের এই ব্যবস্থার বিষয়ে, বস্ত্র-সিন্ধ বিভাগ সম্পর্কে উপযুক্ত কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ এস পি সাহ কমিটির এক বৈঠকে উল্লেখ করেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে অনি কাপড়ের প্রায় অর্ধেক খুচরা-ব্যবসায়ীর ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, কমিটি সরকারের নিকট সুপারিশ করে যে, ১৯৪৩ সালের ব্যবসায়ীদের বরাদ্দ হইতে পরিমাণ করা উচিত নয়। যদি এই সুপারিশ গৃহীত হয় তবে কলিকাতার বহু খুচরাব্যবসায়ী মারিয়া যাইবে। উপযুক্ত কমিটি আরও সুপারিশ করে, যে সব ব্যবসায়ী ১৯৪৪ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবসায় চালাইয়া আসে নাই, ঐ তারিখের পূর্বে যাহারা লাইসেন্স না লইয়া থাকিলে তাহাদিগকে যেন লাইসেন্স না দেওয়া হয়।

বাংলার দুর্ভিক্ষের ইতিহাস রচনা

জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের একখানি ইতিহাস লিখিবার জন্য মিঃ এ যে হক খাঁ নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের দেশাল অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাকে খাদ্য সরবরাহের ব্যাপার বিভাগের অতিরিক্ত অনেক সেক্রেটারীর কাগজের সহিত মিলি এই কার্যের করিবেন।

বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কলিকাতায় খাদ্য ও অন্যান্য আমদানী

এবার খুব যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে কলিকাতায় ১৭৩টী ট্রেনযোগে খাদ্য পৌঁছিয়াছে। ইহার মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ৯৯টী এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ৩৯টী খাদ্য আসিয়াছে। ঐ সপ্তাহে পাঞ্জাব হইতে ১৯৩টী ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১০২টী অতিরিক্ত আসিয়াছে। খাদ্যের দর ৩৪৫৲ টাকা হইতে ৭৪৫৲ টাকা এবং অতিরিক্তের দর ৪৯৫৲ টাকা হইতে ৬৯৫৲ টাকা। খাদ্যগুলি ৮ সের হইতে ৮ সের এবং অতিরিক্তগুলি ৮ সের হইতে ১০ সের করিয়া প্রত্যহ বুক সের।

ঘাস ও চাউলের মূল্য হ্রাস

বাংলা সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বিগত ১৫শে এপ্রিলের আদেশ অনুযায়ী নির্দ্ধারিত বিভিন্ন জেলায় ঘাস ও চাউলের দর নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছে।—বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া মেদিনীপুর, হুগলী, মুরশিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, রংপুর, বগুড়া ও মালদহ জেলায় বিলগুলি হাড়া সাইকারী ব্যবসায়ীদের দর ১৯৯৲ হয়, চাষীদের দর ১৯৲ টাকা হয়। সাইকারী ব্যবসায়ীদের প্রতি মণ ধানের দর ৭৮৲ এবং চাষীদের দর প্রতিমণ ৭৮৲। অবশিষ্ট জেলাগুলিতে চাউল ওজনমণি হাড়া। সাইকারী ব্যবসায়ীদের চাউলের দর প্রতি মণ ১৪৯৲ এবং চাষীদের

ব্যর্থতার বেদনা

ভদ্রলোক একটী পত্র আমাকে ফোনে এক পরিচিতের অবস্থান এবার শেষে বিয়ে অনেকদিনের দুরি কি ঘর হাত দন, আমি তাই তোমাকে বান করব।

মোক্ষটা বিবেকদংশনমুক্তের মত আমল করে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, মুখ দিয়ে একটী কথাও বলতে পারলুম না। অর্থাৎ ভদ্রলোক নজরবন্দ করেছেন যে ঠিক মুহূর্তে পারলে না সমস্ত মন দিয়ে-যে কি চায়, কোন বস্তু পেলে জীবনে সে সত্যিকারের আনন্দ ও সুখ পেতে পারে।

বিশে বিশে যে বিষে আমাদের সেটি সকলেরই এই অবস্থা। ভদ্রলোকের কাছে কি যে চাই, কি যে আমার সমস্ত জীবনের একমাত্র কামনা তা আমরা নিজেরাই জানি না। অন্তরালের মধ্যে আমরা হাতড়ে মরি এমন একটা কিছুর জন্য যা অনীম সব হাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের প্রতিদিনকার সুখের মত এই বিশ্বে চৌত্রার কৃত্রিম পেছে বাস্তবের যেসব হলকে অস্বীকৃত করে রেখেছে। কখনও আমরা জানি আমরা জীবনে যেটা অভাব ছেড়ে পরে কোন একদিন জীবন তাহিরে দিতে পারবে। তবু এই বিশ্বে চৌত্রার কৃত্রিম পেছে বাস্তবের যেসব হলকে অস্বীকৃত করে রেখেছে। কখনও আমরা জানি আমরা জীবন ভরে সেটা ভরে ছেড়ে পরে কোন একদিন জীবন তাহিরে দিতে পারবে। তবু এই বিশ্বে চৌত্রার কৃত্রিম পেছে বাস্তবের যেসব হলকে অস্বীকৃত করে রেখেছে। কখনও আমরা জানি আমরা জীবন ভরে সেটা ভরে ছেড়ে পরে কোন একদিন জীবন তাহিরে দিতে পারবে। তবু এই বিশ্বে চৌত্রার কৃত্রিম পেছে বাস্তবের যেসব হলকে অস্বীকৃত করে রেখেছে।

এমনি করে অর্থে ও নারীতে, বাহ্যে ও আভ্যন্তরে, সমৃদ্ধিতে ও সম্ভারে আমরা অনাবৃত আত্মা জীবন ধরে কি যে খুঁজি তাই খুঁজে বেড়াই।

এই সকল চাওয়ার মূলে অন্তরে একটী চৌত্রার না আমরা বেশের জানি না, বেশের ঐ খুঁজি। বাহুর চার বাঁধনে আর তার অন্তরে চাই আত্মা-আত্মা, বোধহীন নির্জন মেঘ। জীবন-ভোলা মনের চাকি-ভারী বন্ধের মাঝুষের মুখ সকল ঘনীভূত হয়ে আসে। বেশের অন্তরে সঞ্চিত ক'রে রাখতে পারলে মনে হয় যেন বাঁচে দরা যাবে। মনের এক আইনের কারাগারে নিজেকে বেঁধেছি বলেই আকাশের নীচে আমাদের খাদ্য আমরা সমে সমে কাঁদি, জীর্ণ, মুকুল করে এমনি এবং আর এক জীবন-ভোলা আয়োজন। আমাদের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ঠিক কোন জিনিষের প্রয়োজন, কি আমাদের চাওয়া উচিত এ বিষয়ে যদি একবার ভেবেই একটু সচেতন হই তাহলে বেশের ইতিহাসিকের 'বাই ব্রাইটেন্স' আমাদের সই কাজের অন্তরোধ থেকে মুক্তি দিতে পারে। আমরা বাঁচার মতো বেঁচে থাকতে পারি।

সত্যিকের প্রতি পদ ভেবেছি যে আমাদের একটী প্রধান কর্তব্য, অনেক সময় আমরা তা ভুলে যাই। বাস্তবের প্রতি অবহেলার ফলে অনেক সময় আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি এবং সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নানা রকমের দুরারোগ্য কঠিন রোগ, সাময়িক পারীরিক অবসাদ, দুরাকাঙ্ক্ষা, অতীন্দ্রিয়তা প্রভৃতি সকল থেকে যখন তত আমাদের বাঁচার তরে আমাদের উদ্ধার করে তোলে তখন অনেক সময় টাকা প্রসেরও আমরা হারানো যায় তাও কিনে পাই না। আমাদের পাশে থেকেছেন আত্মীয়রাই ঐ সব রোগের প্রধান কারণ। তোমার যদি আমরা এই অবার উপলব্ধি করি এবং বেশের ইতিহাসিকের 'বাই-ব্রাইটেন্স'-এর কথা স্মরণ করি তা হলে অনায়াসে এই ব্যাধাবাধির অবস্থার বিশ্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

আমাদের, এই ভারতের সাধারণের একটী অন্ত নানা জীবন আমরা বোধহীন অবস্থায় চৌত্রার দিয়ে বেঁচেছি বৃদ্ধার হয়ে আমার দুর্বিষহ আলা তোল করি এবং অন্তরে একটি বড় দিয়ে সুস্থ হাই হয়ে যাই।

হয় প্রতিবার ১৯৲। পাইকারী ব্যবসায়ীদের প্রতি মণ বাদের হয় ৮৲ এবং চাষীদের হয় প্রতিবার ৯৲ টাকা। পরবর্তী বর্ষারম্ভে উক্ত হয় আদায় হবাইয়া ১৫ই জুন হইতে নিম্নলিখিত হয় ধার্য্য করিয়াছেন :—মূর্খবিধি ফেলাজাতিকে ষ্টাইলের ওজনগুলি দ্বারা যাতায়াতীয়া ষ্টাইলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য ১৯৯০ মণ হয়ে নিজে করিতে পারিবে এবং চাষীরা প্রতিবার ১৯৯০ হয়ে নিজে করিতে পারিবে। ব্যবসায়ীদের জন্য বাদের সর্ব্বোচ্চ নিজের-হয় ৯৮ এবং চাষীদের জন্য ৭৯০ ধার্য্য হইল। যাত্রী ফেলা-জাতিকে বাদ ও ষ্টাইলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য পূর্ব্বমত থাকিবে। উপরে বর্ণিত হয়গুলি সর্ব্বোচ্চ হয় বলিয়া নিম্নোক্ত করিতে হইবে। ইহার অপেক্ষা বেশী হয় লওয়া নিম্ন ওজনের পক্ষে ভারতের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বলিয়া গণ্য করা হইবে। অবশ্য হয় মূল্য নিজে করা সেটেই আদায় বিবেচিত হইবে না।

শ্রীহট্ট হইতে আলায়দ ও কমলালেবু রপ্তানী নিষিদ্ধ

ফেনুনী কর্তৃপক্ষের নিষিদ্ধ অনুযায়ী আগামী শ্রীহট্ট জেলার কোন স্থান হইতে আনারস এবেদনের বাহিরে আনারস, কমলালেবু ও কলা রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া শ্রীহট্টের ফেনুনী কর্তৃপক্ষের এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। তবে যদি কোন যাত্রী তাহার লগেজের অংশ হিসাবে ২০টির অধিক আনারস, কমলালেবু এবং কলা লইয়া যান, তাহা হইলে উক্ত নিষেধাজ্ঞা তাঁহার উপর আরোপ করা হইবে না।

শীলমকারীদের প্রতি সতর্কবাণী

ভারত সরকারের পশ্চিমাঞ্চলের এমপ্লয়মেন্ট সরবরাহ বিভাগের ফেনুনী অফিসার জেনারেল শীলমকারীদের পুনরায় সতর্ক করিয়া দিয়েছেন যে, মূল্য বা পুরাতন যে কোনো রূপে শীলমে বিক্রয় করার সময় ঐ মালের নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ হয়ের বেশী লওয়া বে-আইনী। তিনি জন-সাধারণকে শীলমকারীরা এইরূপ বে-আইনীভাবে হয় লইলে তাহা তাঁহাকে জানাইবার অনুরোধ করিয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যে ভারতের পক্ষে উদ্বৃত্ত

ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ মাল পাঠাইয়া আসিতেছে তাহার তুলনায় আমদানী কমিয়াছে বহু। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ভারতের পাওনা বাড়িয়া গিয়াছে। উহার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

১৯৪৮-৪৯ সালে ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
১৯৪৯-৫০ সালে ১৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা
১৯৫০-৫১ সালে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা
১৯৫১-৫২ সালে ১১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা
১৯৫২-৫৩ সালে ৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা
১৯৫৩-৫৪ সালের প্রথম মাসে
৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা

গত পাঁচ বৎসরে ভারতের পক্ষে বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা।

কোন্ দেশে কত তুলা উৎপন্ন হয়

মিসিসিপী কটন এক্সচেঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবরণীতে ১৯৫২ সালে কোন্ দেশে কত তুলা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার একটি হিসাব পাওয়া যায়। কসিয়া ও চীনের উৎপাদনের প্রকৃত হিসাব তাহাতে দেওয়া হয় নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১২ কোটি ৩০ লক্ষ গাঁট
ভারত	৩ কোটি ৯০ লক্ষ "
রুশিয়া	৩ কোটি "
মেক্সিকো	২ কোটি ২০ লক্ষ "
চীন (বানুমিলাসহ)	১ কোটি "
মিশর	৮০ লক্ষ "

১৯৫৩-৫৪ সালে তুলা উৎপন্ন হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ঐ বৎসরের উৎপাদনের হিসাব এইরূপ :—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৮ কোটি ৪০ লক্ষ গাঁট
ভারত	৩ কোটি ৯০ লক্ষ "
রুশিয়া	৩ কোটি ৭০ লক্ষ "
মেক্সিকো	২ কোটি "
চীন	২ কোটি ৫০ লক্ষ "
মিশর	৭ কোটি ৯০ লক্ষ "

কলিকাতায় লবণ আমদানী

মহাশিক্ষার ৭ই জুন আসিবের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিভিন্ন সূত্রে কলিকাতায় যে ১৭ হাজার টন লবণ আসিয়াছিল তন্মধ্যে ২০ হাজার টন লবণ পত্র করেক দিনের মধ্যে নতুনভাবে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

কোন্ দেশে বৎসরে কত কাপড় ও বোল্ড উৎপন্ন হয় ?

দেশ	বৎসর	পরিমাণ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৯৫৭	১ কোটি ১৪ লক্ষ ৫১ হাজার টন
কানাডা	১৯৫৭	৩৯ লক্ষ ৪০ হাজার টন
ব্রিটেন	১৯৫৪	২২ লক্ষ ৬০ হাজার টন
জাপান	১৯৫৩	৮ লক্ষ ১ হাজার টন
ভারত	১৯৫৭	৫৪ হাজার টন

ফলের ফলে ভারতের উৎপন্ন কাপড় ও বোর্ডের পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে ভারতে কাপড় উৎপন্ন হয় ৩৩ হাজার টন। বর্ষারম্ভে ভারতের মাথিল উৎপাদন হইবে প্রায় ১ লক্ষ টন। ভারতে কাপড়ের প্রয়োজন প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ টন।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস— কলিকাতা শাখাসমূহ
লুসিয়া সিটিজেন্স ব্যাঙ্ক ২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, ১৩২, হারিসন রোড এক্সটেনশন, ৬৯, অল্ডেন ষ্ট্রীট, ১৪০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখাসমূহ

ময়মনসিংহ, করিমগঞ্জ, টাঙ্গাইল, আলমবাজার, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, ডিমাপুকিয়া, জোড়হাট, হাজং ও রাঁচী

এলাহাবাদ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

এজেন্সী :—বম্বে, দিল্লী, লাহোর, কাণপুর এবং ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে।

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

হেড অফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শিলচর শাখা

খোলা হইয়াছে

আসামের প্রধান মন্ত্রী

মাননীয় স্যার সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা সাহেবের করকমলে

মাননীয়া মন্ত্রী মিস রাফিদা বেগম

উক্ত শাখার উদ্বোধন করিয়াছেন

এই ব্যাঙ্ক আসামের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরী মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ নিবারণচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, বি-এল

যুদ্ধের ফলে জাপানের বস্ত্র-শিল্পের অবস্থি

যুদ্ধের ফলে জাপানের বস্ত্র-শিল্পের উৎপাদন ভয়ানক কমিয়া গিয়াছে। এক হিসাবে দেখা যায়, সরঞ্জাম ৭০টী মাত্র এখন ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় পড়িয়া আছে। জাপানের ৬টী বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানের চালিত ১৯০টী বস্ত্র বয়নের কারখানার মধ্যে মাত্র ৭০টী এখনও চলিতেছে। জাপানের বস্ত্র-শিল্পের অবস্থির কারণ এই যে, জাপানের 'বস্ত্র-ঘৌষ্টি' এলাকার মধ্যে যে পরিমাণ তুলা পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেকার আবশ্যকীয় এক-দশমাংশের বেশী নয়।

রেলগাড়ীতে যাত্রীর জিনিষ রাখিবার ব্যবস্থা

ভারতীয় এক সংবাদে প্রকাশ, রেলগাড়ীর যাত্রীর জিনিষ রাখিবার জন্য উপরে যে জাল-ঝোলার ব্যবস্থা আছে তাহা হইতে মোটঘাট আনা হইবে। ভারত সরকার বিভিন্ন রেলের কর্তৃপক্ষকে যেখানেই সম্ভব মাল রাখিবার ব্যবস্থা করিতে এবং কোন্ রেলকে কতখানা মাল প্রয়োজন হইবে তাহা জানাইতে বলিয়াছেন। রেলকর্তৃপক্ষ হইতে উত্তর পাওয়া গেলেই আমেরিকা হইতে মোটঘাট আমদানী করা হইবে। রেলকর্তৃপক্ষকে ইতোমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে এবং প্রাইভেট কোম্পানীর সহযোগে মাল রাখিবার ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। রেলগাড়ীতে যাত্রীর জিনিষ রাখিবার জন্য যেখানে সম্ভব সৌজন্য ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

সিভিল ডায়রক্ট ট্যাক্সিস বোর্ড

কলিকাতার ব্যবসায়ীদের সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক মিঃ এস্, কে আমারিয়া ভারত সরকারের শিল্প ও বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট প্রস্তাবিত সিভিল ডায়রক্ট ট্যাক্সিস বোর্ডে সমিতির পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি প্রেরণের প্রয়োজনের কথা এক পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, উক্ত সমিতি বাংলার বিভিন্ন স্থানে ট্যাক্সীর প্রয়োজনীয় সংখ্যার সরবরাহ ৯০ ভাগের অধিক সরবরাহকারী ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান।

শিল্পপতিদের বিলাত সফর

সম্প্রতি-গঠিত ডাঃ আজিজুল হক্ ভারতীয় শিল্পপতিগণের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। ইঁহারা আগামী সপ্তাহকালে বিলাত যাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আগামী ২৯শে জুন দিল্লীতে এই সম্মেলন বসিবে। তখন ইংলণ্ড পরিদর্শন সম্বন্ধে পুঁজিপতি বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। সম্মেলন শিল্পপতি সইয়া গঠিত যে একটী দল বিলাত যাইবেন, ঐ দল বেসরকারী হইবে। বিভিন্নভিন্ন ব্যক্তিগণকে সম্মেলনে আহ্বান করা হইয়াছে।—বেলার্ড মিঃ বিড়লা, বলিলীবরম সরকার, সে আর টি টাটা, ডাঃ লালভাই সিংহানিয়া, কস্তুরভাই লালভাই, এম এ ইস্পাহানী, ডুকরাম প্যাকারদাস, ডাঃ মুখার্জ্জী মিলস, নিজামের আলি।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনের অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ এ ডি গর্ব রেলপ্রতিনিধির নিকট শুনেন, ভারতের ট্যাক্সি ব্যালান্স পরিশোধ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের সহিত একটা ফয়সালার কথা হইলেও ভারতে বন্দী উদ্ধারের সংবাদ হইয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধিদল এই বিষয়টী উক্ত সম্মেলনে আলোচনার সুযোগ চাহিয়াছেন না। ফ্রেঞ্চিলেন্সী সম্মেলনই সম্ভবত আগামী ১লা জুলাই এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ভাণ্ডারের একটী পরিকল্পনা আলোচিত হইবে। প্রকাশ, ব্রিটিশ ট্রিজারীর বিশেষজ্ঞ পরিষদ সম্প্রতি এই পরিকল্পনার মূল নীতি চিরীকৃত করিয়াছে।

মিঃ গর্ব আরও বলেন যে, সম্প্রতি ভারতবর্ষের ট্যাক্সি ব্যালান্সের কি পরিমাণ হইবে তাহাই এখন ভারতের প্রধান সমস্যা। ব্রিটেনে ভারত সরকারের অর্থসচিব আশা বিশ্বাস করে যে, ভারতীয় প্রতিনিধিদল উক্ত সম্মেলনে এই বিষয়টী ইতোমধ্যে আলোচনা করিতে পারিবেন। ইংলণ্ডে সম্মেলন অনেকটী আর্থিক পত্রিকা উল্লেখিত হইয়া পত্রিকান্তরে বলিয়া মনে হয়। তাহাদের আলোচিত তাল আমেরিকার ঘোর-পন্থা নয়।

মিঃ গর্বের মতে ট্যাক্সি ব্যালান্স পরিশোধের উদ্দেশ্যে আরও ও দুটি সরকারের মধ্যে একটা সুব্যবস্থা না হইলে কোন প্রকার আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাই ভারতের স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে না।

প্রথমেই চোখে পড়ে ছোট ছোট থামের ব্যালকনি আর তার জাল-পাতায় ঢাকা ঝোপঝাড়,—একটু উপরে বড় বড় শার্সির আর আর পাশের উপর দিয়ে দেখা যায় বিলম্বিতগামী বন্ধুদের স্কুল—রৌদ্রের আলোয় ঝক্ ঝক্ করছে। —ঘরগুলি ঘরে হয় মেঝের সঙ্গে এক ঘরে মিশে গেছে, দেয়ার উপরে সযত্নে রাখা ফুলে ভরা টবের সারে সারে পর্ব্বতসম আর উচ্চতা (Altitude) আরামের মর্ম্মের মিলিয়ে। সূর্য্যের চারিদিকে ঘিরে এক ঝলক আলো (Golden Gleam) আর তার নেপথ্য থেকে দিগন্তের সোনালী আলোর (Golden Glow) লাল আভাসে ছড়িয়ে পড়েছে, এই আবেষ্টনীর বাইরে মিশে এসে ঘিরে গেছে যত বন্ধুবান্ধবই জমা হয়ে উঠে; প্রত্যুষের প্রসন্নতার নিবিড় অনুভূতিটী ঘিরে এক পেয়ালা ভাল চায়ের খুসি জড়িয়ে আছে, তাই সবচেয়ে আগে তারই ডাক পড়ে। এই চা-টীর মধ্যে উপরে লিখিত সব কিছুই যত্নের সঙ্গে সুরক্ষিত করা হয়েছে। আমরা পাহাড়ে বসে এই চা প্যাক্ করি, তাই আমাদের চা এত তাজা ও সুবোধ্যকর। ভ্যালিডিউর চা নিশ্চই আপনাকে আনন্দ দেবে।

ভ্যালি ডিউ

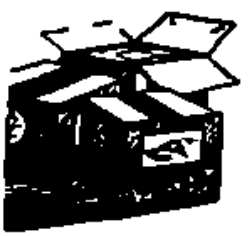

● Altitude Green Label
● Golden-Gleam Brown Label
○ Golden-Glow Yellow Label

ভ্যালি ডিউ টী কোং : পি ১২, মিশন রো এক্সটেনশন
ফোন কলিঃ—[illegible]

চাউলের বস্তা

চট্টগ্রামে চাউলের বস্তা অত্যন্ত দুর্মূল্য হইয়াছে। বাজারে ৪০৲ মণ দরের চাউল পাওয়া শক্ত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় চাউলের মূল্য প্রতিমণ ২৫৲ টাকা।

চর্ম্মব্যবসায়ীদের প্রতি সাবধানবাণী

ভারত সরকারের মুর্শিদাবাদীয় জেলাধিপ সরকার কেন্দুলী কন্‌ষ্ট্রেবারি জেলাসের এক-খানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, আমদানীপত্র ও মূল্য, ইন্‌ভয়েস প্রভৃতি চামড়ার জিনিষের মূল্য এখনও পর্যন্ত অত্যন্ত বেশী ধরিয়াছে। এইরূপ উচ্চমূল্যে উপরোক্ত প্রকারে বিক্রয় করিলে মহুত ও মুনাফা-বিভাগ আইনে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট মূল্যের চাঁড়া মালের হিসাবে ইজারাদার বন্দরের উপর ডিফেন্সারা ভাড়া লাভ করিতে পারিবেন। কেহ যদি বাজার হইতে অতিরিক্ত মূল্যে চামড়াদি ক্রয়ের জন্য আইনের কাছে দাবীদার পাইবেন না। ভ্রমের বশে তাঁহারা যে হারে লাভ করিবেন, বিক্রেতাগণ এখনও তাহার চেয়ে অধিক হারে লাভ করিতে পারিবেন না। ক্রেতাসাধারণকে অধিক মূল্য দিতে হইলে পুলিস বিভাগকে জানাইবার জন্য কেন্দুলী কন্‌ষ্ট্রেবারি জেলাসের অন্যান্য জানাইয়াছেন।

কলিকাতায় শূকর মৃত্যুর হিসাব

বাংলা গবর্ণমেণ্টের এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ১৯৩০ সালের ১৯শে অক্টোবর হইতে ১৯৪১ সালের ৩রা মার্চ পর্য্যন্ত কলিকাতায় এবং বাংলা দেশের জেলাসমূহের বিভিন্ন হাসপাতালে ১৯ হাজার ৪৪১ জন শূকরকে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২৪ হাজার ১০৪ জন মারা গিয়াছে।

ভারত সরকারের খাদ্যবিভ্রাট প্রচেষ্টা

ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগ হইতে ঘর ঘর প্রদেশে খাদ্যদ্রব্যসমূহের সিমিত অভিবিদের সংখ্যা জানাইবার ব্যবস্থা করিতে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতিরিক্ত খাদ্য মজুতের অধিক প্রমাণের না হইতে পারে, সেজন্য দুই মাসিকের খুচরা বিক্রয়ের অনুরোধ জানান হইয়াছে।

অরণ্য সংরক্ষণের আবেদন

অরণ্য পার্লামেন্ট হইতে বন্যদের নিকট আবেদন করিয়া অনুরোধ জানান হইয়াছে, কলকারখানাগুলি যাহাতে বনের গাছ কাটিয়া কাঠের কোয়াল করিতে না পারে সেজন্য তিনি যেন অতিশয় একটি অর্ডিন্যান্স জারী করেন। আবেদনে বলা হইয়াছে, এ ভাবে অরণ্য নষ্ট হইতে থাকিলে অদূরভবিষ্যতে বাস্তুহারা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

রেলওয়ে ব্যবস্থার সংস্কার

মুদ্রাস্ফীতি হিসাবে রেলের শ্রেণীর সংখ্যা কমাইয়া দিবার কথা বর্ত্তমানে ভারত সরকার চিন্তা করিতেছেন।

ভারতীয় রেলওয়ে সংস্কার সমিতি এ সম্পর্কে অনেক কিছু প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন এবং এই প্রস্তাব-গুলি রেলওয়ে বোর্ডের বিবেচনাধীন আছে। অধিকাংশ প্রস্তাবেই বর্ত্তমানের তিনটি, অর্থাৎ ১ম, ২য় ও তৃতীয় শ্রেণীর পরিবর্ত্তে মাত্র দুইটি শ্রেণী রাখিবার কথা বলা হইয়াছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর রেলের আরামপ্রদ বিভিন্ন ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী রাখিবার কথা বলা হইয়াছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর আরামপ্রদ বিভিন্ন ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী রাখিবার কথা বলা হইয়াছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর আরামপ্রদ বিভিন্ন ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী রাখিবার কথা বলা হইয়াছে।

ধান ও তৈলবীজ চাষের উপর কর বসিবার সম্ভাবনা

ধান ও তৈলবীজ চাষের উন্নতি ও বিস্তারের সুব্যবস্থা করিবার জন্য কর্ণাট, মাদ্রাজ, বাম্বাই প্রভৃতি চাষের উপর যে কর নির্দ্ধারিত আছে, তাহা ও তৈলবীজের উপর সেই ধরণের কর স্থাপনের কথা আছে সরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা

১৯৪০ সালের ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুযায়ী পরিচালিত যে সকল ট্রেড ইউনিয়ন ভারতে রহিয়াছে ১৯৪১-৪২ সালে তাহাদের সংখ্যা ছিল ৭৩৭ এবং ঐ সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৪২০ জন।

মালয় প্রত্যাবর্ত্তনের তালিকা

মালয় হইতে যে সকল ভারতবাসী ভারতে আসিয়াছেন, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে তাঁহাদের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইবে। যাঁহারা এখনও কোন সংবাদ পাঠান নাই, ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে সেই সকল মালয়-প্রত্যাবর্ত্তনের নাম ও বর্ত্তমান ঠিকানা যথাসম্ভব ভারতের মালয় প্রতিনিধির কাছে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • নিট্রোবেঞ্জা অয়েল • বুল • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কোন :—
বড়বাজার :—১৩৩৭ অফিস
" :—১৪৯২ ম্যানেজার
টেলিগ্রাম—"টীমাবাজি"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাডমন লেন, কলিকাতা

দি ব্যাঙ্ক অফ্ বরোদা লিঃ

(১৯০৮ সালে বরোদার মহারাজা—মহারাজের সরকার কর্ত্তৃক ভারতীয় পরিচালনায়)
বরোদার মহারাজা মহোদয়ের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

অনুমোদিত মূলধন	২,৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ "
তাসিদ দেওয়া মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন (৩১-১২-৪১)	৯৯,৭৭,৪০০৲ "
মজুত তহবিল	১,০০,০০,০০০৲ "

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস :—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতার লোক্যাল কমিটি

শেঠ বৈজনাথ জালান (বেসরকারী সভ্যবৃন্দ)
ডাঃ সত্যচরণ লাহা, এম, এ ; বি, এল ; পি, এইচ, ডি) (বেসরকারী অধিকারের লাভা এক কোং)
শেঠ মুকুন্দলাল সোটা (ফুট ও পার্শি কোম্পানি লিঃ)
মিঃ কে এম লাহেরি ; মি, বি, এ ; আই, এ, (ম্যানেজার, ব্রাঞ্চ ইণ্ডিয়ান ইলিওরেন্স কোং লিঃ)

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়

ভক্টিট বি গ্রাউডওয়াটার,
জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা।

এস এইচ জোষাকার,
এজি: ম্যানেজার, কলিকাতা।

ভারতের উদ্যোগ সফল

যুদ্ধের পরে ব্যবহারের জন্য ভারতবর্ষ যে উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্র পাইবার অনুমতি পাইয়াছে, সেই সম্পর্কে ভারত সরকারের অর্থনীতি ও তাত্ত্বিক বেতারী ষ্টেইনমান সম্প্রতি ত্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, বর্তমান আর্থিক সংকটের প্রথম ধাক্কাই এই উদ্যোগ সফল হইয়াছে।

দিল্লীতে পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপনের প্রস্তাব

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ কাউন্সিলের এক অধিবেশনে দিল্লীতে একটী জাতীয় পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইহার পূর্বে অধ্যাপক এস সত্যেন বোস্‌ প্রমুখ একটী জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগার স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে প্রকাশ, ভারত সরকার দুইয়ের পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এই সমিতিকে এক কোটী টাকা সাহায্যদানের মঞ্জুর করিয়াছেন।

আপত্তিকর ত্রিটিশ ও সুইডিশ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের তালিকা

পত্র এবং দূত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের এক ইস্তাহারে ৮৪টী ত্রিটিশ কারবারকে আপত্তিকর বলে শিল্প বাণিজ্য অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার আগে কোন ত্রিটিশ কারবারের বিরুদ্ধে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। এই কারবারগুলি ভারতীয় সমরোদ্যম উৎপাদনে অশেষ সাহায্য করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। একটী কারবার নাকি জার্মানীর সাংঘাতিক বোমারুদের কাজেও নিযুক্ত আছে। ত্রিনিদাদের অধিবাসী বিশিষ্ট রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবি তালিকাভুক্ত কারবারগুলির অংশীদার বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। নূতন তালিকায় আপত্তিকর বৈদেশিক কারবারগুলির মধ্যে একটী সুইডিশ কারবারের নাম আছে।

মহাসমস্যা ও বাংলা সাহিত্য

মানবের মহত্তের বীর অনুভবের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে বলিয়া জানা

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

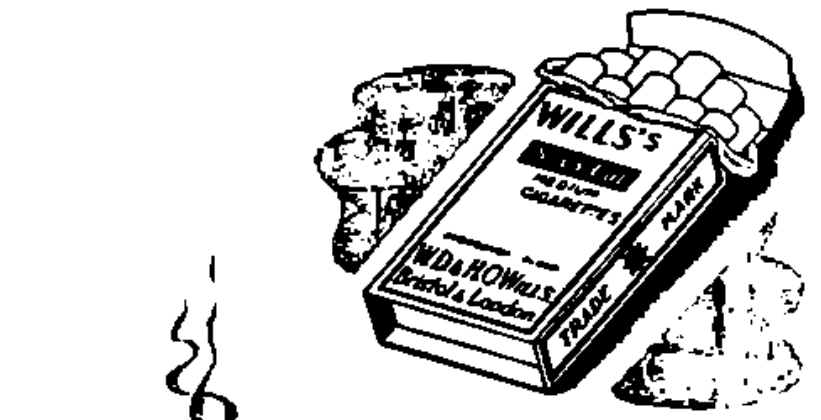

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

বিষয়ের। ... সম্প্রতি ... সভার ... বিভাগের ... বিভাগের ... সভার ... হইবে। এই সম্পর্কে আমরা জানাতে চাই যে, বাজার সরকার বিভিন্ন মূল্যে রসদ বিক্রয়ের একটি মোট পরিচালনা করিবার জন্য ইতিমধ্যে ...

কাঁচা মাল সংগ্রহের ব্যবস্থা

বর্তমানে ... বিভাগ ... এবং বর্তমানে ... ভারতীয় ... কলকারখানায় যে সব কাঁচা মাল ব্যবহার করা হয় তাহার সমস্ত এবং আলোচনা ও ঐ বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ হয় তাহার জন্য বর্তমানে বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছেন। একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, এই সব বস্তুর পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার সরবরাহ বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মেসার্সে মি: আলবার্ট ... "ম্যাঙ্গানিজ ইকনমি অফিসার" নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি বর্তমানে ও টীকাদারী কারখানাগুলিকে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে ... উৎপাদন, তাঁহাদের সংরক্ষণ ও উত্তোলনের ব্যবস্থা ... ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে, ব্যাপার পরামর্শ দিবেন।

কারখানাদি হইতে কাঁচা মাল ... আদায় ... সম্বন্ধেও তিনি ব্যবস্থাদি দিবেন এবং ইহার ... পরে ... করার ... পরামর্শ দিবেন। বর্তমানে তিনি প্রধান প্রধান ... কারখানাগুলিই ... করিবেন।

ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে হাঁটা অভিনব মোটর বোট

বিদ্যুতির আঘাতে ... পার্কে একটী অভিনব ... দেওয়া যায়। ঐ সময় এক ... পাশে একজোড়া মোটর বোট পরিয়া ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে পার্কের মধ্যে পাক খাইতেছিলেন। এই আরোহীদের নাম মি: ... ছিলেন। তিনিই এই অদ্ভুত মোটর বোটের উদ্ভাবক এবং দুই বৎসরের পরিশ্রম ও পরীক্ষার পর ইহা বানাইয়াছেন। এই আবিষ্কার তিনি "পেটেন্ট" করিয়া নিয়াছেন। তাঁহার মতে এই বোট পরিয়া নানা রকম ক্রীড়াকৌতুক খেলা, বিশেষতঃ যুদ্ধের সময়ে ... খেলা যাইবে। মি: ব্রাডলে এই মোটর বোট একটা খরচ-চালক যন্ত্র, বৈদ্যুতিক আলো এবং ... বসাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এক পেট্রোলে এই মোটর বোট ১০০ মাইল পথ চলিতে পারিবে।

মি: ব্রাডলের বিশ্বাস, তাঁহার এই মোটর বোট ... বাহিনীর খুব কাজে আসিবে। অন্ধকারের সময় ... এই বোট পরিয়া ... অল্প ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ... অবতরণ হইতে পারিবে।

মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের যাতায়াতের অবস্থা

ভারত সরকারের রাজ বিভাগের ডিরেক্টর ... মাননীয় মি: ... সম্প্রতি বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও ... সফরে বিয়াছিলেন। ঐ সব এলাকায় যাতায়াতের অবস্থাদি ... করিয়া তিনি ... ফিরিয়া আসিয়াছেন।

... বিভাগের ... বিভাগের ... যাতায়াত ... এবং ... এলাকার ... অবস্থা, বিশেষতঃ ... টায়ারাদি, ঔষধ সরবরাহের অবস্থা এবং ... বিষয়ে ... সম্বন্ধেই মি: ... আলাপ-আলোচনা ... উপরোক্ত বিষয়ে ... মি: ... এই সফরে ... বিভাগের ... ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ... স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ... বিষয়ে আলাপ আলোচনা ... বোম্বাই ... সহিত স্থানীয় ... "কমল যাতায়াত" আলোচনা, ... সম্বন্ধে ... নির্দেশ এবং ... খোরাক ... বিষয়ে ... সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সমস্ত ... হইতে মি: ... সকলেই ... অবস্থা সম্বন্ধে ... আশাবাদী এবং সকলেই ... মিল ... সরবরাহ ... সরবরাহ ... করার ... বিশেষ ... পাইতেছেন।

যাতায়াতের অবস্থা সম্বন্ধে মি: ... বলেন যে, যাতায়াতের ... যথেষ্ট ... যাত্রী ... স্থানে পৌঁছিতে ... ... করিতেছেই অবস্থা একটী ... দাঁড়াইয়াছে। এখন ... সরবরাহ ... দাঁড়াইবার ... ব্যবস্থাদি ... করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে ... যথেষ্ট ... পিছনে পৌঁছিবে। যাতায়াতের উৎসব ... সম্বন্ধে ... ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই সব ব্যবস্থা ... যাতায়াতের ... সরবরাহ ... হইবে।

S. SIRKAR & CO.
Manufacturing Jewellers
125. BOWBAZAR STREET

—শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান—
ক্যালকাটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯৩০ ... হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ :—রাজশাহী, চুয়া, ভাটাপাড়া, রায়পুর, শ্যামপুর (সি. পি)।
প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।
এস এস বসু,
জেনারেল ম্যানেজার।

দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে ও
জাতির সেবায়—
দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ
২৮নং, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা
স্থাপিত—১৯৪৪ ... ফোন : অফিস—৫৮৮০
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য করা হয়

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিঃ অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
স্থাপিত—১৯১২ ইং
কার্য্যকরী তহবিল :—
৮,০০,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে
কলিকাতা অফিস :—
৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯, বি বৌবাজার রোড, ২২৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
অন্যান্য শাখা :—
বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।
বিদেশী এজেন্সী :—
লণ্ডন এজেন্টস্—বারক্লেস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
আমেরিকা এজেন্টস্—গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক
অষ্ট্রেলিয়া এজেন্টস্—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
ডাঃ এস বি দত্ত, এম-এ, বি-এল
সি-এইচ-ডি (টরন্ট) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল।

ফুলের গায় হইতে রবার

দেরাদুনে বন বিভাগীয় গবেষণাগারে (অর্থে ডিসট্রিক্ট ইনস্টিটিউট) অনেকদিন গবেষণা ও পরীক্ষার পর এক জাতীয় ফুল গাছ হইতে রবার উৎপন্ন হইয়াছে। ইনস্টিটিউটের একটি ইজারাদার এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

এই ফুলের গাছ বহু বৎসর আগে বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। ফুলগুলি খুব সুন্দর বলিয়া বাগানের বাহার বাড়াইবার জন্যই এগুলির ইহার আগে চাষ হইত এবং এই উদ্দেশ্যেই ইহার চাষ হইত। এখন এই গাছ হইতে রবার আবিষ্কার হওয়ায় উহা বৃক্ষরাজীর অন্যতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী রবারের চাহিদা অনেকাংশে মিটাইতে পারিবে। বাৎসরিক কাল যাবৎ গবেষণার পর অর্থে ডিসট্রিক্ট ইনস্টিটিউট এই আবিষ্কার করিয়াছেন।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এই ফুলের গাছ নাম ক্রিপ্টোস্টেজিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা"। ইহা মাদাগাস্কার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গলে। ইনস্টিটিউটের ঐ ইজারাদার এই ফুল গাছের চাষ আরও বেশী পরিমাণে করিতে গাছ সংগ্রহের সন্ধানে মোটর ছুটি বিভাগ বেড়াইতেছেন। এখনও আনুমানিক হিসাবে ৫ হাজার একর জমিতে এই গাছের আবাদ করিলে একর প্রতি ৫ শত টাকা বছর পড়িবে। ইহার ফলে অনুমান এক লক্ষ টাকা কারখানার যন্ত্রপাতি, লোকজনের ও অন্যান্য দৈনিক খরিদে লাগিবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরামর্শদাতা পরিষদ

একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাঙ্ক নীতি সম্পর্কে অনুসন্ধানকল্পে যখন যখনই সরকারের প্রয়োজন হইবে তখন সরকারকে ব্যাঙ্ক বিষয়ক এবং শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি সংক্রান্ত বিভাগকে ব্যাঙ্ক উৎপাদন সম্বন্ধে, পরিবেশন, বন্ধক-প্রথা ও ব্যাঙ্কের পুঁজিবাড়ানো বিষয়ে পরামর্শাদি দিবার জন্য "কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরামর্শদাতা পরিষদের" পুনর্গঠন করিয়াছেন।

যেমন সাত সভ্যের, তাহাদিগকে লইয়া, সাত সদস্যের বোর্ড, সাত সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা, সাত সভ্যের নিম্ন আদালত এবং সভাকে লইয়া এই পরিষদ গঠিত হইয়াছে।

পরিষদের কখন অধিবেশনের তারিখ এখনও স্থির হয় নাই। তবে আশা করা যাইতেছে যে, এই অধিবেশন সম্ভবতঃ জুলাই মাসের শেষাশেষি বসিবে।

বাসতি ও ট্রামের মূল্য

আরও সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মূল্যাধিক্য কেন্দ্রীয় কলেক্টরের ট্রিবুনালের নিকট বাসতি, ট্রাম প্রভৃতির মূল্য সম্পর্কে আপীল করা হইয়াছে। তিনিবছরি অনুসন্ধানের পরে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া সরকার কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীদিগকে অতিরিক্ত মূল্য দাবী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনিবছরির মূল্য কমাইবার জন্য সরকার ইতিমধ্যে উপর মূল্য নির্দিষ্ট দিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

এখন এতদিন ছিলো যখন আপনি অনায়াসেই টিকিট অথবা সাহসে থেকে পারতেন এবং অথবা নির্দিষ্টের মধ্যেই প্রয়োজন মত টিকিট কাটতে পারতেন, না ছিলো তখন ভীড় না ছিলো তখন ঠেলাঠেলি। কিন্তু সেদিন আর নেই। টিকিট কাটতে হলে এখন ভীড়ের মধ্যে আপনাকে যেতেই হবে এবং বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হয়ত টিকিট পেতে পারেন। টিকিট কিনতে এত সময় লাগলে স্বভাবতই কাজের আপনার এক-জন নিজের লোক বা কুলীর প্রয়োজন হয়—তা না হলে সেগুলি ছুটি হাতের সম্ভাবনা। কিন্তু আজ-কাল কুলীরও এত অভাব যে সময়মত হয়ত এক-জনকেও পাওয়া যাবে না এবং তখন যাবেন পাঠিয়ে তার ব্যবস্থা—অসম্ভব ভীড় এক ছুটোয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া সঙ্গে আজকাল মালপত্র বেশ না থাকে ভাল। এই সব ভেবে শুধু বিশেষ দরকার যাবেই একলা যেতেন যে আজকাল বেশী না চড়াই শ্রেয়।

ট্রেনগুলোর সঙ্গে বিশেষতঃ বেশ-মহল আজকাল খুব অসুবিধা দাঁড়াচ্ছে। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কিছুতে যাবে না ঠেকলে আর গাড়ীতে পা দেন না। আপনারাও তাই করুন—সরকার হয়তো অনেক দূরে পরিষদ ভার থেকে অব্যাহতি পাবেন।

ভ্রমণ কমান
AAA 679

ভারত সরকার কর্তৃক ভারতের অর্থ-শিল্প সংরক্ষণের চেষ্টা

বহু কাল যুদ্ধ ভারতের ইন্ডিয়া গেজেটে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারতবর্ষের অর্থ-শিল্পের সরকারি যুদ্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট ১৯২০ সনের এক নিয়ন্ত্রণ আইনের খিল সংযোজন করিয়াছেন। ঐ খিল হইতে অন্য কুড়ি ও ছোরাই অন্যের অনৈষ্য বাধনা বন্ধ এবং অন্য সাধারণ পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি করার জন্যই এই সংশোধিত আইন জারি হইয়াছে। যুদ্ধের আগেকার প্রাদেশিক পার্লামেন্টের হাতেরও অন্য ব্যবসায়ী এবং অন্য পরিচ্ছন্ন মালিকদের লাইসেন্সের আবশ্যক নাম সম্পর্কে অন্যের অন্তরা দেওয়া হইয়াছে।

বিদেশের আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন অন্য নিয়ন্ত্রণ কর্তা (কন্ট্রোলার) নিযুক্ত হইবেন এবং বিদার পার্লামেন্টের হাতে এই বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে। অন্য নিয়ন্ত্রণ আইনের পরিচালনা এবং ঐ সংক্রান্ত কাজে অন্য নিয়ন্ত্রণ-কর্তাকে সাহায্যার্থে বিদার জন্য প্রাদেশিক পার্লামেন্ট একটী সাহায্যকারী কমিটির নিযুক্ত করিবেন। এই সংশোধিত আইন বলে যদি কোন ব্যক্তি বা কারবার অন্য না অন্যের চাল দেয় বিক্রী বা কারবার করিতে পারিবেন না। পার্লামেন্ট আশা করেন যে, এই আইনের যদি কোন ব্যক্তি ও কোম্পানি ছোরাই মাল বিক্রী বন্ধ হইবে এবং অন্য-শিল্পের প্রসারে যে সব বাধা দেখা দিয়াছে তাহাও দূর হইবে।

অন্য লাইসেন্সের প্রথম বিধি এখন মুলতবি রহিয়া লাইসেন্স করার ঠিকানা বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। অন্য-শিল্পের সঙ্গে অধিকারের এবং প্রয়োজন বা সুবিধাজনক চুক্তি ও ছোরাই মাল বিক্রয়ে উৎসাহিত করে এবং সব ছোরাই অন্য ব্যবসায়ীদের সাথে চুক্তি ও কারবার করার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্য নিয়ন্ত্রণ কর্তা এই সব লাইসেন্স দেখিয়া তুলিয়া দেবেন এবং যাঁরী ব্যবসায়ী ও যদি মালিকদেরই উহার লাইসেন্স দিবেন। এই সংশোধন বিলে উহার হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক পার্লামেন্টের হাতের অন্য ব্যবসায়ী বা যদি মালিকের লাইসেন্স বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

ভারতের নিকট বৃটেনের ঋণ

মিঃ ডি ডি বিড়লা এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ইহ ভারতীয় আর্থিক চুক্তি পরিবর্তনের জন্য লর্ড কিনেন (ইকনমিস্ট সম্পাদক) যে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহা বাস্তবপক্ষে বৃটেনের ভারতের নিকট ঋণ অস্বীকার করার চেষ্টা। যুদ্ধের সুযোগ বৃটেনের নিকট ভারতের দেনা ছিল—কিন্তু টাকা বা কিংবদন্তি কর্তা লওয়ার ফলে সে দেনা হয় নাই। ফল, আফগান ও অন্যান্য যুদ্ধের খাদ্য এবং চীন, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, মালয়, ইরাক, অফিস আফ্রিকা ও মিশরে অভিযানী বাহিনী প্রেরণের ব্যয় ভারতের উপর অন্যায়ভাবে চাপানোর ফলে ঐ ঋণ হইয়াছিল। নিয়ন্ত্রণ ট্রিবিউনালের রায়ে ঐ সকল ঋণ পরিশোধে ভারতের দাবির নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিলে ইংরাজরা তীব্র আন্দোলন প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঋণ পরিশোধের বৈধিক দাবির অস্বীকারের চেষ্টা হইতেছে। যারা হইল, এখন সে ঋণ শোধ হইয়াছে।

এখন ভারতের নিকট বৃটেনের ঋণ পরিশোধের সময় আসন্ন। তৎপূর্বেই লর্ড কিনেন ঐ অস্বীকারের উদ্দেশ্যে যুক্তির অবতারণা করিতেছেন। সম্রাজ্যের অন্য কোনো অংশের নিকট তিনি এইরূপ প্রস্তাব করিতে সাহস করেন—কেননা তাহারা প্রতিবাদে স্বাধীন। ভারতের পরাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ঐ অস্বীকারের চেষ্টা হইতেছে।

ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বৃটেনের প্রতিশ্রুতি পালিত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ঐ অস্বীকারের এই চেষ্টা দেখিয়া কেহ কি ব্রিটেনের উপর আস্থা রাখিতে পারিবে?

বিহারীর উদ্যমের ফল

আমার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক প্রেসনোটে প্রকাশ, সরকার স্থির করিয়াছেন, বিহারী প্রস্তুতকারী ও আমদানীকারীরা এখন হইতে সাধারণ রীতিতে বিহারী বিক্রয়কারি করিতে পারে। তাহার জন্য কোনো অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হইবে না।

বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয়ে বিভিন্নরূপ উদ্যমের হার নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে—যে হারের বেশী দাবী করা হইবে না। আমদানী করা বিহারীর উদ্যমের দাইকারী হার মণপ্রতি ৭১।০, উদ্যমের খুচরা হার সেরপ্রতি ১/০, স্থানীয় বিহারীর উদ্যমের দাইকারী হার মণপ্রতি ১৪।০ এবং উদ্যমের খুচরা হার সেরপ্রতি ৸০।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩৭ ব্যাণ্টেঙ্ক লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস কে রায়।

শিলং ব্যাঙ্কিং

—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং

তার : "Shilbank"
ফোন ১৬৬ শিলং

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

অতি অল্পসংখ্যক শেয়ার বিক্রয়ের জন্য অবশিষ্ট আছে।
শেয়ার বিক্রয় ১৫ই জুলাই ১৯৪৯ তারিখের পর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে
সত্বর আবেদন করুন

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সিটী এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিঃ

বিগত ৩১শে মে তারিখে কলিকাতা, ২৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোডে সিটী এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নূতন ইমারতের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান ষ্টীমশিপ কোম্পানীর ম্যানেজার (কলিকাতা) মহাশয় এই উদ্বোধনে পৌরোহিত্য করেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী উদ্বোধন-সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার শেষে সমবেত অভ্যাগতগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ষ্টেইটাইলস্ ষ্টোরস্ লিমিটেড—ডিরেক্টর মিঃ সিডির খাস কোঠারি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, ডরেন এক্সটেন্স লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। ব্যবসায়—আমদানী ও রপ্তানীকারক।

এ সি দাস এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস ১২৩ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৭ লক্ষ টাকা। আমদানী ও মাল খালাসের ব্যবসা।

ব্লুম ফিল্ড টী কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সৌম্যেন্দ্রমোহন বসিক। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, বিনয় বো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। চা উৎপাদন, ইত্যাদি।

পি সি মুখার্জী এণ্ড কোং (মার্কেণ্টাইল) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ বি মুখার্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস ৩৪নং ষ্ট্রাণ্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। লৌহ ও সিমেন্টের ব্যবসা।

ভট্টাচার্য্যস্ টিন এণ্ড মেটল লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুরেন্দ্রনাথ সীল। রেজিষ্টার্ড অফিস ৪৮ সোনাগাছি লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। আমদানী ও টীন জাতীয় এবং আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা।

ব্রজলাল বী কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—ক্লাইভ বিল্ডিং, ৪নং ষ্ট-৩, চার্চ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। চা ব্যবসায়, চা জাতীয় দ্রব্যাদি।

ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিশ্বেশ্বর কুমার। রেজিষ্টার্ড অফিস—সি-৪৩ বি বে পার্ক এভিনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। অগ্নীবীমার কারবার।

মুক্ত ম্যানুফেকচারিং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি বে ওয়াকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ঔষধপত্রের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

আশাবাইজী বী কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বৎসরে ১২½ টাকা ডাইরেক্ট ডিভিডেণ্ড সহ এক বৎসরের জন্য মোট লভ্যতা ৮০৲ টাকা। **মেসার্স সেনার্জ মিল কোং**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লভ্যতা ১২½ টাকা ডাইরেক্ট ডিভিডেণ্ড সহ এক বৎসরের জন্য মোট লভ্যতা ১৫৲ টাকা। **এডো বী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য লভ্যতা ১২৲ টাকা। **ষ্টীল কর্পোরেশনের অব বেঙ্গল লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লভ্যতা ১৲ টাকা ডাইরেক্ট ডিভিডেণ্ডসহ এক বৎসরের জন্য মোট লভ্যতা ৩৸০ আনা। **মিন্ট্রেকুল মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লভ্যতা ১৮৲ টাকা ডাইরেক্ট ডিভিডেণ্ডসহ এক বৎসরের জন্য মোট লভ্যতা ১৫৲ টাকা। **সিমার্ডা মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য লভ্যতা ১০৲ টাকা।

আদর করেই কি কর্ত্তব্য শেষ হ'ল?

ছেলের শিক্ষা, মেয়ের বিবাহ, সংসারের সচ্ছলতা ও আপনার নিরবচ্ছিন্নের ভবিষ্যতের সুখ ও শান্তি—এ সবের কি উপায় করেছেন? সুখের সংসার গড়ে তুলতে হ'লে আজই তার ব্যবস্থা করুন। আমরা এ সকল বিষয়েই আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

ন্যাশন্যাল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

ফায়ার, মোটর, এ্যাকসিডেণ্ট ও অন্যান্য সাধারণ বীমার জন্য আপনার কারবার এই কোম্পানীর ইন্সিওরেন্স কোং লিঃর সহিত সম্পাদন করুন।

৭নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৫৭১৩

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫ ফোন :—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১ ব্যাণ্ডেল রোড, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

বালিগঞ্জ—৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ
বৌবাজার—৮৪, বৌবাজার ষ্ট্রীট
বড়বাজার : চাঁদপাল : বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
মোজফরপুর ও আসাম (ষ্টেশন, সি)
পে-অফিস—গোড়াবাজার : বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি ঘোষ চৌধুরী।

যেখানে অর্থ রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন—

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেডিয়ার অফিস :—টাঙ্গাইল ষ্টেট্‌মেণ্ট অফিস :—ঢাকা।
কলিকাতা অফিস—৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

শাখাসমূহ :
ময়মনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ভৈরববাজার, শ্রীনগর, নরসিংদী, জামালপুর

বীরভূমি (নিমাই) ও হাটখোলা (উত্তর কলিকাতা) ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

মিঃ এস চক্রবর্ত্তী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ এম বসু
কলিকাতা এজেন্ট।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৭ই জুন

আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজার সুস্থির ভাবই বহিয়াছে। আর্থিক বছরের শেষে বন্ধ হিসাব খাতে বহু টাকা আটক। থাকে টাকা অধিক উদ্বৃত্তভাবে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে লাভিবাসের পরিশোধের সর্বশেষ অঙ্কের অঙ্কের হার সুস্থির সপ্তাহ কলিকাতার ক্ষেত্রে এক আনা এবং বোম্বাইএ ১০ আনা দাঁড়াইয়াছে। পর সপ্তাহে টেজারী বিলের নীলাম হবে অন্যান্য দিন হইবে পড়ায় আলোচ্য সপ্তাহে টেজারী বিলের অঙ্ক অধিকাংশিকা কমিয়া যায় এবং তাহার ফলে উহার বাজার হার কৃত্রি পাইয়া বার্ষিক শতকরা ১/৩ দাঁড়াইয়াছে। টেজারবণ্ডীর এবন পরিশোধের ৫৲ টাকা মূল্যের ইউ পি ফসলের বিলে বুঝিতেছে। ইউ পি ফসলের বিলে চাহিদা খুব বেশী দেখা যায়। উহার হার ১০০৸৵ পর্যন্ত উঠে। তাহা ছাড়া সরকার কোটি টাকার ২১০ মূল্যের ফসলের (১৯৪৩-৪৭) মধ্যে চাহিদা লিপি হয়। সরকার কোম্পানীর কাগজের বাজারে অত্যধিকারী কম প্রস্তাবের জন্য টাকা প্রস্তুত আছিতেছে। বীমাকারদের মেয়াদে কম দেওয়ার জন্য টাকা কিন্তু সেরূপ সুলভ নয়।

আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের তিন বছরের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার টেজারী বিলের আহ্বানে ১১ কোটি ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পরিমাণের আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। ৯৯৯৸৵ পড়তা দরের এবং উহা অপেক্ষা অধিক দরের সমস্ত আবেদন গৃহীত হয়। ৯৯৯৸৵ দরের টেজারবণ্ডলির প্রায় এক-চতুর্থাংশের পড়তা হয়। মোট গৃহীত ৩ কোটি টাকার পড়পড়তা মূল্যের হার বার্ষিক পড়তা ৸/৩ দাঁড়াইয়াছে।

আগামী ১৯ই জুন, ১৯৪৩, শুক্রবার তারিখে বোম্বাইএ মেলা ১২টায় (ইণ্ডিয়ান টাইম) পর্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ১২ই জুন তারিখে ঐ দিনের ব্যাঙ্কারদের সভা বা বন্ধের পর্যন্ত ভারত সরকার তিন মাসের মেয়াদী ৩৫ কোটি টাকার টেজারী বিলের টেন্ডার গ্রহণ করিবেন। আগামীর টেন্ডার গ্রহণ হইবে আগামীকাল ১৯ই জুন, ১৯৪৩, শুক্রবারের তিন টাকা বার্ষিক ভিত্তিতে হইবে। অন্যান্য পূর্ববৎ।

১৯৪৩ সালের ২৭শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে ৯০ লক্ষ টেজারবণ্ডের ভারত সরকারের টেজারী বিল বিভাগ খাতে অর্থ উদ্বৃত্তের হয় (মোট বাহির করার) বিভাগের সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের তিন বছরের মেয়াদী মোট পাঁচ কোটি টাকার টেজারী বিলের টেন্ডারের আহ্বানে মোট ৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা পরিমাণের আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। ৯৯৯৸৵ দরের অথবা অধিক মূল্যের গৃহীত হয় এবং ৯৯৯৸৵ দরের পড়তা প্রায় ৬০ ভাগ আবেদন প্রায় বিবেচিত হয়। মোট গৃহীত ৫৲ কোটি টাকার পড়পড়তা মূল্যের হার বার্ষিক পড়তা ৸/১৩ দাঁড়ায়।

আগামী ১৫ই জুন ১৯৪৩, বুধবারিবার বোম্বাইএ এবং কলিকাতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিসে বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী বেড় কোটি টাকার টেজারী বিলের টেন্ডার গৃহীত হইবে। বাজারের আবেদন গ্রাহ্য হইবে আগামীকাল ১৭ই জুন, শনিবার টাকা দিতে ও বিল লইতে হইবে। অন্যান্য বিজ্ঞাপনী পূর্ববৎ জারী।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক হিসাবনী (যাহা জানা যায়, ৫৭৷ জুন ১৯৪৩) তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে সমস্ত ভারতের চলতি নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯১৭ কোটি ২ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। উহার পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৯১০ কোটি ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

ঐ সময় ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৮৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৮৮ কোটি ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৮৩ কোটি ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১১৮ কোটি ২৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দেখা যায় ৫৯ কোটি ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৯ কোটি ৭১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে প্রদেশ সরকার ও আনুষঙ্গিক সরকারগুলির আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৫৪ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ও ১৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ১৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময়-সরকারে বিশেষ কারবার দেখা যায় নাই। বিনিময় হার পূর্ববৎ আছে, কেবল ডলারের বিনিময় মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। এখন ১০০ ডলার=৩৩৸৵।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৯ই জুন

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারের উপর ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দ্বিতীয় রণাঙ্গন উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা স্থগিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সপ্তাহের আরম্ভে শেয়ারবাজারের তেজীভাব পর মন্দাবাজার হইতে বিদায় লইয়াছে। মন্দাবাজার পর্যন্ত বাজারে যথেষ্ট কর্মপ্রবণতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু বৈদেশিক দিকে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সম্ভাবনা স্থগিত হইবার বাজারের আশাবাদী মনোভাব হ্রাস পাইতে থাকে। ইহার পর শেয়ার বিক্রয় অস্বাভাবিক হওয়ায় ক্রয়-

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লিমুয়িডিটি আমাদের আমানত জমার শতকরা ৬০ ভাগই নগদ এবং গভর্নমেন্টের কাগজে সংরক্ষিত। আমাদের টাকার শতকরা ৮৫ ভাগই ব্যবসায়ীর বিল এবং সম্পত্তির বাটার হয় এবং অল্প সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে তুলিয়া লওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ দত্ত

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

(লিমিটেড)

হেড অফিস—৪৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

বার্ষিক পরিচয় (১৯৪৩)

অনুমোদিত মূলধন	১০,০০,০০০৲
আদায়ী মূলধন	৫,০০,০০০৲
ডিপজিট	১,৭৯,৮৫,০০০৲
নগদ জমা, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি	৪৯,১৫,০০০৲
কার্যকরী মূলধন	১,১৬,২৭,০০০৲

(১০০৲ জমা দিয়া আপনিও এখানেই খোলা যায় এবং চিরাচরিত রীতিতে সাধারণ হেভের টাকা আদায়-প্রদান হয়।)

শাখাসমূহ—৯নং ডালহৌসি স্কোয়ারস্থ হেড, কলিকাতা হাওড়া, উত্তরপাড়া, শালকিয়া, শ্রীরামপুর, বালী, সেওড়াফুলী, বেলুড়, শিবপুর, চুঁচুড়া।

বাজারে চাহিদার অভাব দেখা যায় এবং এই অবস্থা মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। তাছাড়া অন্যান্য পণ্য দুইদিনের মূলধার তুলনায় কলিকাতার সেরার বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং সেরারের মূল্যও কিছু বাড়িয়াছে। মূল্য বাড়িলে সেরারের স্বাভাবিক গতি পড়িয়া যাইতে পারে, এমনি একটী ধারণা সারা বাজারে ঘনীভূত হইয়া আছে। অবশ্য মূলের অন্তর্বর্তি সময়ে অমনাবাজারের আগমনের শেষ নাই এবং দুই চারি দিনের মধ্যে এই আকস্মিক আতঙ্ক দূরিয়া গেলে সেরার বাজারে পূর্বকালীন কর্মতৎপরতা আবার পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের সেরার বাজারে তেজীভাব বিদ্যমান ছিল বলা চলে, কেবল মাত্র সপ্তাহের শেষদিকে খরার সেরারের অবস্থিতির প্রভাব পড়ায় এই সেরারের বাজারের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সপ্তাহের প্রথম দিকে ৩০ বৎসর মেয়াদী কোম্পানীর কাগজের দর ১৯৫৮ আনায় উঠিলেও সপ্তাহ শেষে ইহা ১৯৫৫ আনায় দাঁড়িয়া থাকিয়াছে। মেয়াদী কাগজের দর ও সপ্তাহে প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে ৫৲ সুদের কাগজ (১৯৫১-৪৪) ১০৯৫০ আনায়, ৫৲ সুদের কাগজ (১৯৫০-৫৫) ১০০।০ আনায়, ৫৲ সুদের কাগজ (১৯৫৬) ১০৫৫০ আনায়, ৫৲ সুদের কাগজ (১৯৬০-৬৫) ১০৪৫০ আনায়, ৫৲ সুদের কাগজ (১৯৬০-৭০) ১১৪।০ আনায় বেনাবেচা হইয়াছে। ৫৲ সুদের কাগজের (১৯৪৫-৪৭) দর ৫০ আনা বৃদ্ধি পাইয়া ১০৫৲ টাকায় উঠিয়াছে।

ব্যাঙ্ক

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্ক সমূহের সেরার বাজারে তেজীভাব দেখা দিয়াছিল। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (পূর্বশ্রেণী) ১,৪৫৲ টাকায়, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ১৪৫৲ টাকায় এবং ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ১৮০।০ আনায় বেনাবেচা হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কামদুর ট্রেডার্সাইসন্স ও এলফিন মিলের মার্চ মাস পর্যন্ত ছয়মাসের লভ্যাংশ অন্যান্য কল অপেক্ষা ভাল হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের কলের সেরার বাজারে বিশেষভাবে দেখা যায় এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সেরার হাতবদল হয়। কামদুর ট্রেডার্সাইসন্স সেরারে এই অল্প কাল মধ্যে দুই টাকা হর বাড়িয়া যায় এবং ১২৮০ আনায় দাঁড়ায়। সপ্তাহ শেষে অবশ্য বাজারে সামান্য উন্নতি দেখা দিয়াছিল এবং উলসোক্ত সেরারের দাম ১৩৫০ আনায় উঠিয়াছিল। অন্য সপ্তাহের শেষে ৭১৲ টাকা হইতে এ সপ্তাহে এলফিন ৩২৪০ আনায় দাবিয়া আসিয়াছিল, সপ্তাহশেষে ইহার দর ৩৫৲ টাকায় উঠিয়াছে। বেঙ্গল-কামদুর আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ৭৲ টাকা হ্রাস পাইয়া ৪৪০ আনায় দাবিয়াছে এবং মিঠে ফিউচারিয়া ৬০ আনা বাড়িয়া ৪৯৫০ আনায় সপ্তাহ শেষে বেনাবেচা হইয়াছে।

কয়লা খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির সেরার বাজারে বিশিষ্টভাব দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত দাবিয়ার সেরারের দাম সপ্তাহের প্রথম দিকে ১৪৫৲ আনায় হইতে ১৩৫৲ আনায় উঠিয়াছিল, পরে অবশ্য ইহা দাবিয়া ১৩৪০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বরাকর ৭৪।০ আনায় সপ্তাহ দাবিয়া ৭৪৫ আনায় বেনাবেচা হইয়াছিল। পত সপ্তাহের তুলনায় ইণ্ডিয়াটেলস ৪৪৫৲ আনা হইতে ৫৭৫৲ আনায় ও জয়ন্তী-সেণ্ট্রাল ৬৫৲ হইতে ৮০৲ আনায় দাবিয়া আসিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণতঃ বঙ্গলক্ষ্মী ৫৫৲ টাকায়, রাণীগঞ্জ ৪৯৫৲ আনায়, অন্ধ্রে, আন্দুরিয়া ১৭৲ টাকায় ও সাউথ কলমপুরা ১৬৫৲ আনায় বেনাবেচা হইয়াছে। ভালুকের সম্পত্তি অবস্থিতি করিয়া ১০।০ আনায় দাবিয়াছিল, সপ্তাহ শেষে ইহার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ১১৫৲ আনায় পৌঁছিয়াছে।

পাইকল

পাইকলের সেরার বাজারে প্রথম প্রথম বিশেষ-ভাবে দেখা দেলেও মুদ্রাস্ফীতিজনিত পাইকের অন্যান্য চাহিদা হইবার আশায় আবার এখানে তেজীভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কারখানা ৭৪।০ আনায় দাবিয়া শিয়া ৭৬৫০ উঠিয়াছে। কর্মাধ্যক্ষ সপ্তাহে বাণী ৫৪৯৲ টাকায়, কামরহাটী ৬১৬৲ টাকায়, নবীয়া ১৭৪৪০ আনায় ও ব্রেনিংহেমী ৯৮৲০ আনায় বেনাবেচা হইয়াছে।

ইণ্ডিবিবাহিন

আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিবিবাহিন আবহন ৩৬৫০ আনায় ও ইণ্ড কর্পোরেশন ৫৭৫০ আনায় দাবিয়া যায়, পরে অবশ্য মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ইণ্ডিবিবাহিন ৩৯৫০ আনায় ও ইণ্ড ১৲ টাকায় উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বেনাবেচাই ১২৲ টাকায়, বার্মাশেল ৫৮৫০ আনায়, বুমাডুমী ১৯৲ টাকায় ও ডারবীয় ইণ্ডিয়ান্স ইণ্ড ১০০০ আনায় বেনাবেচা হইয়াছে।

চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের সেরার বাজারে বিশেষ অবস্থিতি না থাকিলেও বেনামদার কেন মূল্য হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১৪৫০ আনায় ও ১৫৫০ পৌঁছিয়াছে। বর্তমান সপ্তাহে কেন এটি ফোর ২৯০৫০ আনায়, চন্দনাল ১৭৲ টাকায়, মিঠে নারান ২১৪৫০ আনায় ও মাহে-ক্রমারী ২৭৫০ আনায় বেনাবেচা হইয়াছিল।

চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বিশেষ কতক-গুলি চা বাগানের সেরারের মধ্যে চাহিদা দেখা যায়, কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে অন্যান্য সেরারের অবস্থিতির ন্যায় চা বাগানের সেরারেরও চাহিদা

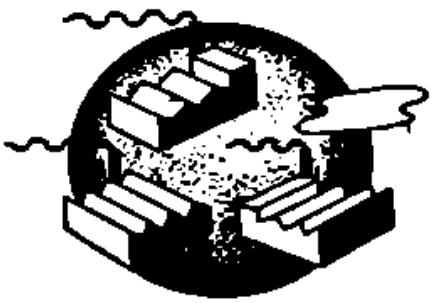

শিল্প ও বাণিজ্য একমাত্র উপায়

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি যে একটী দেশের উন্নতি নির্দেশ করে, একথা আজ আর বলিবার নয়। বিশ্বে সভ্যতাকে যাঁরা করেছে করছে আজকের মানুষ একথায় পরিপূর্ণ বিশ্বাস করছে বাধ্য। তাই শুধু প্রবলিয়ের বিকাশ-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়েই আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি আসতে পারে। আর দুঃখের অবশ্য সত্য এককাল প্রবলিয়ের অগ্রগতি হলে। কারণ আমাদের দুঃখ, আমাদের পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশের সঙ্গে সমান হয়ে যাবে। প্রবলিয়ের জন্য সমস্যের বেশি সহকার মূলধন। কেন কোম্পানী কমুর থাকতে পারে, কিন্তু মূলধনের সঙ্গতি না থাকলে সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই আমরা আমাদের দেশের এই অভাব দূর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমরা চেষ্টা করছি, যাতে মূলধনের সাধারণ শেষে দেশের দুর্গতি শেষ হয়, সম্পদের দিক থেকে অন্যান্য দেশের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াই।

পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি—শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,
কে, সি, এস, আই।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।
হরিদাস ভট্টাচার্য্য।
হেড অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা), ব্রাঞ্চ অফিস—আগরতলা

বাংলা ও আসামের সর্বত্র শাখা আছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

২০১, হারিসন রোড ও ৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

করিয়া বিক্রয়ার্থে। বর্ত্তমান বৎসরে রপ্তানিকারক ৩৯, টাকার, ফেব্রুয়ারি ৫৩৯৮ আমার ও বীজপাতা ৪৯৩৯, টাকার দেখানো হয়।

বিবিধ

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কগুলি ট্রাস্টদের যে হিসাব রাখিয়াছে তাহা ৩৯, টাকার উল্লেখযোগ্য, কিন্তু সপ্তাহ শেষে ইহা আসিয়া ৩৯৮, আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গা অন্তর্নিহিত ৯, টাকার, ইন্সিওরেন্স কোম্পানি ৫৯৯৮ আসিয়া, বেসিডেন্সির অধিবাসী ১৩৯৮ আসিয়া ও বি আই কর্পোরেশন ৩১৯৮ আসিয়া বর্ত্তমান সপ্তাহে দেখানো হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে দেশীয় সওদাগরের নথিত কাগজ-বিক্রয়ের প্রতিযোগিতায় অত্যাবশ্যক পরিমাণ-অনেকগুলি সপ্তাহে কাগজের অনেক দেনার সপ্তাহে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে অনেক দেনার কাগজের অনেকটি পরিমাণে হইয়াছে। অনেক দেনার পাওয়া ৫৯৯, টাকা সপ্তাহ উঠিয়া ৫৫৯, টাকার দাঁড়াইয়াছে এবং হিসাবপাস ২৯৯৮ আসিয়া ও টাকাকড় দেনার (৫ ও বি) ৫৯৯৮ আসিয়া বর্ত্তমান সপ্তাহে দেখানো হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৫৯৯ আনা সুদের বণ্ডপত্র (১৯৪৮—৪৯) এই সুদ —৯৯৮/০১৯ ; ৭ই—৯৯৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (১৯৫১-৫৪) ১৯৯ সুদ—১০৩৮/০ ; ৪৯৯—১০৩৮/০ ; ৫ই—১০৩, ; ৭ই—১০৩, । ৩, সুদের বণ্ডপত্র (১৯৫৩-৫৫) ১৯৯ সুদ—১০৩, ১০৩৮/০ ; ৪৯৯—১০৩, ১০৩৯/০ ; ৫৯৯—১০৩, ১০৩/০ ১০৩৮/০ ; ৫ই—১০৩৮/০ ১০৩৮/০ ১০৩৮/০ ১০৩৮/০ ; ৬ই—১০৩৮/০ ১০৩৮/০ ১০৩৮/০ ১০৩৮/০ ; ৭ই—১০৩৮/০ ১০৩৮/০ ১০৩৮/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের রিডেম্প শুদ্ধ (১৯৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০২/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (১৯৬)-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১৯৯৮। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (১৯৫৮-৫৯) ৫ই সুদ—১৯৯৮। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (১৯৫৭) ৯ই সুদ—১৯৯৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (১৯৫৯-৬৫) ৭ই সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের রিডেম্প শুদ্ধ (১৯৫৯-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (১৯৬)-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (১৯৬৯-৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (১৯৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (১৯৭৯-৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (১৯৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (১৯৮৯-৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (১৯৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (১৯৯৯-০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২০০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২০০৯-১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২০১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২০১৯-২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২০২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২০২৯-৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২০৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২০৩৯-৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২০৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২০৪৯-৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২০৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২০৫৯-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২০৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২০৬৯-৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২০৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২০৭৯-৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২০৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২০৮৯-৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২০৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২০৯৯-১০) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২১০০) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২১০০-০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২১০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২১০৯-১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২১১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২১১৯-২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২১২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২১২৯-৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২১৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২১৩৯-৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২১৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২১৪৯-৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২১৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২১৫৯-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২১৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২১৬৯-৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২১৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২১৭৯-৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২১৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২১৮৯-৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২১৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২১৯৯-০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২২০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২২০৯-১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২২১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২২১৯-২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২২২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২২২৯-৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২২৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২২৩৯-৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২২৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২২৪৯-৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২২৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২২৫৯-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২২৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২২৬৯-৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২২৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২২৭৯-৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২২৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২২৮৯-৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২২৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২২৯৯-০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৩০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৩০৯-১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৩১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৩১৯-২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৩২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৩২৯-৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৩৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৩৩৯-৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৩৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৩৪৯-৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৩৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৩৫৯-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৩৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৩৬৯-৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৩৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৩৭৯-৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৩৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৩৮৯-৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৩৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৩৯৯-০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৪০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৪০৯-১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৪১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৪১৯-২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৪২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৪২৯-৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৪৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৪৩৯-৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৪৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৪৪৯-৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৪৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৪৫৯-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৪৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৪৬৯-৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৪৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৪৭৯-৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৪৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৪৮৯-৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৪৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৪৯৯-০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৫০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৫০৯-১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৫১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৫১৯-২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৫২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৫২৯-৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৫৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৫৩৯-৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৫৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৫৪৯-৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৫৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৫৫৯-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৫৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৫৬৯-৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৫৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৫৭৯-৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৫৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৫৮৯-৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৫৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৫৯৯-০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৬০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৬০৯-১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৬১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৬১৯-২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৬২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৬২৯-৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৬৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৬৩৯-৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৬৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৬৪৯-৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৬৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৬৫৯-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৬৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৬৬৯-৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৬৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৬৭৯-৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৬৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৬৮৯-৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৬৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৬৯৯-০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৭০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৭০৯-১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৭১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৭১৯-২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৭২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৭২৯-৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৭৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৭৩৯-৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৭৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৭৪৯-৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৭৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৭৫৯-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৭৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৭৬৯-৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৭৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৭৭৯-৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৭৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৭৮৯-৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৭৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৭৯৯-০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৮০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৮০৯-১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৮১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৮১৯-২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৮২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৮২৯-৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৮৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৮৩৯-৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৮৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৮৪৯-৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৮৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৮৫৯-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৮৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৮৬৯-৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৮৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৮৭৯-৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৮৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৮৮৯-৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৮৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৮৯৯-০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৯০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৯০৯-১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৯১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৯১৯-২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৯২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৯২৯-৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৯৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৯৩৯-৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৯৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৯৪৯-৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৯৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৯৫৯-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৯৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৯৬৯-৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৯৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৯৭৯-৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৯৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৯৮৯-৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (২৯৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (২৯৯৯-০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩০০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩০০৯-১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩০১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩০১৯-২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩০২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩০২৯-৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩০৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩০৩৯-৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩০৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩০৪৯-৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩০৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩০৫৯-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩০৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩০৬৯-৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩০৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩০৭৯-৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩০৮৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩০৮৯-৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩০৯৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩০৯৯-০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩১০৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩১০৯-১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩১১৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩১১৯-২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩১২৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩১২৯-৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩১৩৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩১৩৯-৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩১৪৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩১৪৯-৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩১৫৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩১৫৯-৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩১৬৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের বণ্ডপত্র (৩১৬৯-৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০ ১০৩৮/০। ৩, সুদের ইষ্ট ডি (৩১৭৯) ৯৯৯ সুদ—১০৩/০

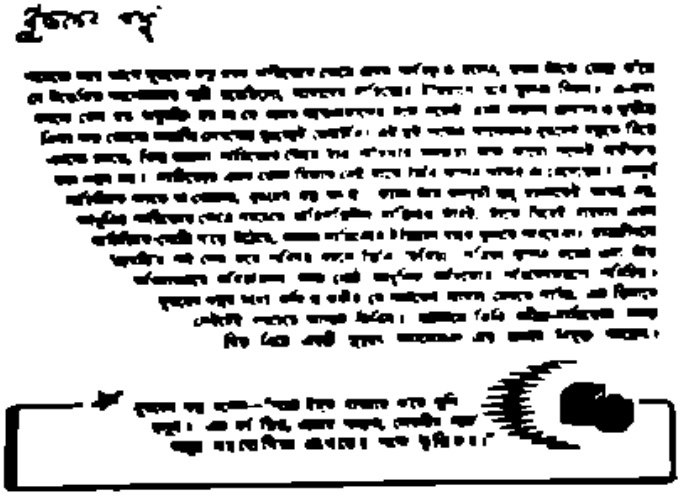

১৪৫৩ ১৪৫৩ ১৪৫৭ ১৪৫৭ ১৪৫৭ ; এই—১৪৫৭ ১৪৫৩ ১৪৫৭ ; এই—১৪৫৭ ১৪৫৩ ১৪৫৩ ; ফুটা ১মা ফুল—৩৪৩ ; এই—৩৪৩ ৩৪৩৲ । ইউনিয়ন ১মা ফুল—৫৪৩ ; এই—৩৪৩ ৩৪৭ ; এই—৩৪৭ ; এই—৩৪৭ ৩৪৭ ।

রেলওয়ে

আসা-যাসাযায় এই ফুল—৩৩।০ ৩৭ ।

খনি

বাঙ্গা কর্পোরেশন ১মা ফুল—৩।০ ; এই—৩।০ ৩।০ ; এই—৩।০ ৩।০ ৩।০ ; এই—৩।০ ৩।০ ; এই—৩।০ ৩৲ ; ওয়েষ্টিংহাউস ফ্রি এই ফুল—৭২।০ । ইণ্ডিয়ান কপার ১মা ফুল—৩।০ ৩।০ ; এই—৩।০ ৩।০ ৩৲ ; এই—৩।০ ৩৲ ; এই—৩।০ ৩।০ ৩৲ ; এই—৩৲ ২৯।০ ; এই—৩৲ ২৯।০ । ওয়েষ্টার্ণ ডেভেলপমেণ্ট এই ফুল—৩৩।০ ; এই—৩৭৲ ৩৭৩।০ ৩৩।০ ৩৭৲ ; এই—৩৭৲।০ । ইণ্ডিয়া সিমেণ্টেড ৩মা ফুল—৩২৲ । রোডেশিয়া কপার ১মা ফুল—২৩।০ ২৪।০ ; ৩৩—২৩।০ ; এই—২৩।০ ২৩।০ ; এই—২৩।০ ; এই—২১।০ ২৪।০ ৩২।০ ২১।০ । টাঙ্গস্টেন ফ্রি ১মা ফুল—১৩০ ১৩।০ ; ২৩—১৩।০ ; এই—৩।০ ; এই—১৩৩।০ ।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১মা ফুল—২১৩৲ ২২১৲ ২২৩—২৩৩৲ ; ৩৩—২৩৩৲ ২৩৭৲ ; এই—২৩৩৲ ২৩১৩।০ ; এই—২২৩৲ । অরিয়েণ্টাল ১মা ফুল—৩১৩।০ । ইণ্ডিয়া পাল্প ২মা ফুল—২৩।০ ; ৩৩—২১৩।০ ; এই—২১৩।০ । টাল ২মা ফুল—২২।০ ; ৩৩—২১৩।০ ২২৩।০ ; এই—২১৩।০ ; এই—২২৲ । টাল (ডেফ) এই ফুল—১৩৩।০ । ইউনিয়ন ১মা ফুল—২৩৲ ; ২৩—২৩৲ ২৩৩।০ ; ৩৩—২৩৩।০ ২৩৩।০ ; এই—২১৩।০ ২১৩।০ ২১৩।০ ২১৩।০ ; এই—২৩৩।০ ২৩৲ । ইউনিয়ন (ডেফার্ড ৫৩) ২য় ফুল—১১৩৲ ।

চিনির কল

বলরামপুর ২য় ফুল—১৩৩।০ ১৩৩।০ ১৩৩।০ ১৩৩।০ ; ৩৩—১৩৩।০ ; এই—১৩৩।০ ১৩৩।০ ১৩৩।০ । বেলসুন্দর ১মা ফুল—১৩৩।০ ১৩৩।০ ১৩৩।০ ১৩১।০ ; ২৩—১৩৩।০ ১৩৩।০ ১৩৩।০ ১৩৩।০ ; ৩৩—১৩৩।০ ; এই—১৩৩।০ ১৩৩।০ ১৩১।০ ; এই—১৩৩।০ ১৩১।০ ; এই—১৩৩।০ ১৩৩।০ ১৩১।০ । মুরলী ১মা ফুল—৩১।০ ৩।০ ; ২৩—৩১।০ ৩১।০ ; এই—৩১।০ ৩১।০ ; এই—৩১।০ ৩১।০ ; এই—৩১।০ ৩১।০ । ন্যাশনাল ১মা ফুল—৩৩।০ ৩৩।০ ; ৩৩—৩৩।০ ৩৩।০ ; এই—৩৩।০ ৩৩।০ ; এই—৩৩।০ ৩৩।০ ; এই—৩৩।০ ৩৩।০ ; এই—৩৩।০ ৩৩।০ ৩৩।০ ; এই—৩৩।০ ৩৩।০ ৩৩।০ ; এই—৩৩।০ ৩৩।০ ৩৩।০ ; এই—৩৩।০ ৩৩।০ ৩৩।০ । সাউথ ইণ্ডিয়া ১মা ফুল—৩৩।০ ৩৩।০ ; ৩৩—৩৩।০ ৩৩।০ ; এই—৩৩।০ ৩৩।০ ; এই—৩৩।০ ৩৩।০ ; এই—৩৩।০ ৩৩।০ ৩৩।০ ; এই—৩৩।০ ৩৩।০ ৩৩।০ ; এই—৩৩।০ ৩৩।০ ৩৩।০ ; এই—৩৩।০

সপ্তাহের শেষ দিকে বিক্রেতাদের বিক্রয়ের উৎসাহ কম দেখা যায়। অবশিষ্ট খুচরা হিসাব চুক্তি অনুযায়ী ডেলিভারী দেওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আহাদা শেড আর আড়াইয়া পরিষ্কে চায় না।

পাইকলগুলি মাল অন্তত করিয়া মাত্র বিক্রয় করিয়া তৈরী মালের বাজার ভাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পাটের বাজারেও তেজীভাব দেখা যাইতেছে। ফসল সম্বন্ধে ঠিক খবর পাওয়া যায় নাই, তবে অনেকগুলির উৎপাদনের অবস্থা স্থির থাকিবে, পাটের বাজারে আরও তেজীভাব চলিতে পারিবে। নূতন ফসলের অবস্থা ভাল বলিয়াই শোনা যাইতেছে। তবে সকল জেলার পাট হাত হয় নাই। বাজারে আবহাওয়ার সম্বন্ধে সন্দেহজনক। যদি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বিশেষ বিপর্যয় কিছু না ঘটে তবে, চট মিলের অর্ডার মালের অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য মনে এখন যাহি মন আছিয়াছে, বজার অনেক পূর্বাঞ্চলে ফসলের অবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে কিনা এখনও বোঝা যাইতেছে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে আসন্ন পাটের বিক্রয়ে জুলাই-আগষ্ট ও জুলাই-সেপ্টেম্বরে বেশ নূতন ফসলের পাটের যথেষ্ট ক্রয়বিক্রয় হইবার। ফলকথা সাধারণ আবহাওয়ার পরিবর্তন করিবার, তার বিরাজ আসিবেই। বিক্রেতাদলকে সপ্তাহের শেষ দিকে বিক্রয় সম্বন্ধে এখনই সাবধানী হইতে দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান্ ষ্টিল্ট মিল্‌স ১৯৲ দরে এবং বার্ন ১৯৷৷ দরে বিক্রয় হইয়াছে।

আসা পাটের বিক্রয়ে ব্যস্ততার জন্য আবহাওয়া হয় নাই বলা চলে। বিলওয়ালারা এই বিক্রয়ে বিশেষ অংশ করে নাই। নব খুচরা সপ্তাহের মধ্যেই ৩৯৷৷ হইয়াছে, কিন্তু আই ৮৯৲ টাকা দরে এবং কিছু লাইটমিল ৮৮৲ দরে ক্রীত হইয়াছে। বোম্বের দর ছিল ৮৯৲ টাকা এবং এইচ্‌ সি-র দর ছিল ৮৯৲ টাকা।

চট ও থলিয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছু পরিলক্ষিত হয় নাই। বিলওয়ালারা আবহাওয়ার

ভিক্টরি লোন ১৯৫৭

শতকরা ৩ সুদের

এখন পাওয়া যায়

এই লোন সম মূল্যে ইস্যু করা হবে এবং ১৯৫৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ক্রয় মূল্যে পরিশোধ করা হবে। এই লোন অনির্দিষ্ট টাকায় ক্রয় করা যেতে পারে—এবং অন্ত বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত ইস্যু করা হবে। ১লা মার্চ এবং ১লা সেপ্টেম্বর এবং যে বছরে শতকরা ৩৲ টাকা হারে বাষ্মাসিক সুদ হবে তার উপর ইনকম ট্যাক্স এবং সার চার্জ দিতে হবে। ২৯শে মে থেকে এবং পরবর্তী ইস্যুর মূল্য হবে ১০০৷৷৷। অন্তত অন্ত বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত তা প্রতি হাজারে শতকরা ৮ পাই হারে বেড়ে যাবে।

বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, দিল্লি এবং মাদ্রাজে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে, তাদের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ইন্ডিয়ান্ ব্যাঙ্কের শাখা সমূহে এবং সমস্ত পোষ্ট-অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে।

৪৭৪৪৪০

বলিয়া অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য উৎপন্ন করে নিজের করিয়াছে।

ভারী যান বিভাগে বিভিন্নতা কম হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মি হইতে ৬৬০০ হয়ে নিম্নে নিজের হইয়াছে। বিক্রয়ের পরিমাণ দেখা যায়।

কলিকাতায় যে মাসের মধ্যে মাসের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, প্রতিদিন মাসে মোট মধ্যে মাস ছিল ২ লক্ষ ৫১ হাজার ৬৬০ টন। যে মাসের শেষে উহা হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ২ লক্ষ ২০ হাজার ৬৬১ টন।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৮ই জুন

তুলার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। সরকার পক্ষ হইতে তুলা ক্রয় করা হইতেছে বটে, তবে তাহা দ্বারা তুলার বাজারে বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। বম্বেতে বোম্বাই-এর বাজারে শাঙ্কাই-এর দর ৫৩৯৲ টাকা হইতে ৫২৫৲ টাকায় নামিয়া যায়। কলিকা তুলাই ৩১৯৲ টাকা দরে এবং কলিকা সেপ্টেম্বর ডেলিভারি ৩৯৬৲ দরে বিক্রয় হয়।

কাপড়

কাপড়ের বাজারের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো সংবাদ নাই। ব্যবসায়ীরা কি হয় বলা যায় বলিয়া বসিয়া আছে। টেক্সটাইল কমিশনার বস্ত্র-উৎপাদনকারীদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন, ১৯৪৭-৪৮ সাল তাহারা যে সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিয়াছেন কেবল সেই সব ব্যবসায়ীর নিকট তাঁহারা (উৎপাদনকারীরা) তাঁহাদের কাপড় বিক্রয় করিতে পারিবেন। এই নির্দেশের ফলে যাহারা কেনে যেন একটা সেন্টিমেন্ট দেখা দিয়াছে।

মূলের মূলধন সম্বন্ধে কাপড়ের-ব্যবসায়ীদের মত পরিবর্তনের বলিয়া মনে হয়। পীঠই শান্তি স্থাপিত হইলে বাজারের অবস্থা-এর চলিয়া যাইবে এই আশায় লোকে কিছু সময় মধ্যে মাল ছাড়িয়া দিতে রাজি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বিদেশের মাল-বিক্রয়ের এজেন্সী সম্বন্ধে আলোচনা না করিলে কাপড়ের মূল্যের পরিবর্তন আরও সন্তোষজনক করা যাইত।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৮ই জুন

আলোচ্য সপ্তাহে সোনার বাজারে প্রথম দিকে খুব তেজীর ভাবই ছিল। সোনার দর ছিল গড়ুল, কিন্তু বিভিন্নটি ইউরোপে তৈরি নামাইবার এই সময়ে চাহিদা পড়িয়া যাওয়ায় এবং সোনা বন্ধুকারীরা সোনা বিক্রয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ায় বোম্বাইএর বাজারে সোনার দর ২১৮/০ আনায় এবং কলিকাতার বাজারে ২১৯/০ আনায় নামিয়া যায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিম্নতর দরের নীচে সোনা বিক্রয় করিতে রাজী না হওয়ায় বাজারে দর আবার কিছুটা চাঙ্গা হয়। ফলে বোম্বাই-এ এবার দর পাঁচাইয়াছে পক্ষ এবং কলিকাতায় ২১৯৲ টাকা।

রূপা

সোনার দরে রূপার বাজারের দর হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। পূর্ব সপ্তাহের দর ছিল ১৩৩৲। আলোচ্য সপ্তাহে উহা ট্রেডিংবাবে বোম্বাই-এ ১৩৩৲ হইতে ১৩১৲ টাকা এবং কলিকাতায় ১৩৩৲ টাকা। শেষের দিকে দরের কিছু পুনরায় কিছু উঠিয়াছে এবং বম্বে ও পাঁচাইয়াছে ১৩৩৲ টাকা।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—২৬২ পৃষ্ঠার পর)

লিবিরাজিলেন। সম্প্রতি ছাত্রদল লাভি, সি ই এম জোয়াড, ডাঃ সুলিয়ান হাক্সলি, মিস ইভেন ম্যাকিল প্রমুখ ইংলণ্ডের আটাশ জন বিশ্ববিখ্যাত লেখকলেখিকা ভারতসচিব মিঃ আমেরীকে গান্ধীজীর সহিত অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। আমেরিকার লেখকসমাজও এই মর্মে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে আবেদন করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর বিলাতে অবস্থানকালীন লণ্ডনস্থী মিঃ জোসিয়া ওল্ড-ফিল্ড ব্যাপ্টেস্টার পার্লিয়মেন্টে লিবিয়া এক পত্রে মুখ্যভাবে বাধা গান্ধীজীর সহযোগিতা চাহিবার জন্য শাসকসম্প্রদায়কে দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা এই সব মনীষী কৃপাই অরণ্যে রোদন করিতেছেন, তাঁহাদের মুক্তি কিছুতেই সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃপক্ষের মনে আঘাত দিতে পারিতেছে না। ভারতের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের অবহেলার মনোভাব তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদের তীব্র লালসাকে, স্বার্থের প্রয়োজনে তাই মিঃ এটলির আটলান্টিক চার্টারের অন্তরঙ্গ বন্ধিতা হইয়াও ইহার রাজনৈতিক বাধাগুলি ভারতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছেনাই অনিচ্ছা জানাইয়াছেন। ভারতসচিব মিঃ আমেরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা অবশ্যভাবে কম ব্যস্ত, তাই মিঃ ঔপনিবেশিক ভবি প্রযুক্ত প্রমিক সভ্যদের গান্ধীজীর মুক্তির দাবি সমর্থন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রার্থনা বিশি বাবে অনুরোধে বাজ করিয়া দিয়াছেন এবং বৃটিশ লেখক লেখিকা-দের আবেদনে সাড়া দেন নাই। ব্রিটিশ সরকারের এই অনুদার মনোভাব আমেন বলিয়াই লণ্ডনস্থীদের কারাগারে বাধিয়া নিজে মুক্তি পাইতে অনুরোধ গান্ধীজী লণ্ডন অনুরোধ করিয়াছেন। অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি না দিয়া শুধু গান্ধীজীকে আজাদ করিলে বড়লাট বা কেহই ভারতের রাজ-নৈতিক অচল অবস্থা সমাধান করিতে পারিবেন না, কারণ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মৌলনা আজাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ না করিয়া গান্ধীজী ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সরকারের সহিত আলোচনা করিবেন ইহা আশা করা উচিত নয়। গান্ধীজীর মুক্তির পরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তিলাভে যদি সত্য-সত্যই ভারত সম্বন্ধে তাহার উৎসুকতা প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে না।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৩৩
হেড অফিস—৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২০,১৮,৯০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১৭,৮৫৫৲ ,,
আমানত...এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৪ সালের ১০ই মে পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র রায়
সুবিধাজনক সর্তে আদায়ীকৃত অংশের আবশ্যক টাকা ঋণ দেওয়া হয়।
বিস্তারিত ও সর্ত জানিবার জন্য আমাদের শাখা—বড়বাজার ও কাঁকুরগাছি (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, দিনাজপুর এবং ঢাকা
হেড অফিস : বিডন্‌ষ্ট্রীট
জিয়নাথ রায়—ডিরেক্টর ইন-চার্জ

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
বি, কি, বিড়লা
আদায়ীকৃত মূলধন
৯ কোটি টাকা

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস ৪—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০১
আদায়ী মূলধন ৬,৫০,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন ... ১৪,০০,০০০৲
শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, খোরাই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, নাগিমা, খোলালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, ঢাকা ও কটক।
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী
বি, চৌধুরী—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

এ. কে. রায় গিনি সোনার গহনা রূপার বাসন

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮৯ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত মনিলীরঞ্জন সরকার

ডেপুটী চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—মিঃ জে সি রায়

বিভিন্ন ডিপোজিটের সুদের হার আবেদন করিলে জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণকে ঋণ দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করা হয়।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটী

১৩১, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। ফোন নিউ ৩৭০ এবং ১৮৭

মূলধন

অনুমোদিত—১,০০,০০,০০০ টাকা বিক্রীত—৩,৫০,০০০ টাকা

বিলিকৃত—১০,০০,০০০ টাকা আদায়ী—৫,০০,৭৫০ টাকা

সঞ্চয়াগার ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৭ সালে সঞ্চয়ের ৯৲ টাকা।

স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়—সুদ বৈশাখিকে দেয়।

বিভিন্ন মূল্যের বাড়ী এবং জমি সর্ত্তসাপেক্ষে বিক্রয়ের জন্য আমাদের নিকট মজুত থাকে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা নর্ত্ত

অল্প খরচের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী (Schemes)

কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। আমাদের ইন্ডিভিজুয়েলী ডাইরিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে মৃত্যুকালীনের অনুমোদনক্রমে যে দেওয়া হয় ১০০ জন অথবা ১৫, কিন্তু এই বীমাপত্র-সহিত-বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি সর্ব্বসাধারণ অধীন হইতে বিনামূল্যে যায়। ঋণ ক্রমে ক্রমে শোধ হইয়া যায় এবং আমানী বা তাঁহার পরিবারবর্গের সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হয় না।

পদ্ধতির সামান্য একটু আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স

লিমিটেড

হেড অফিস : ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্থিক জগতের নিয়মাবলী

(১) 'আর্থিক জগৎ' প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

(২) উহার প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা, বার্ষিক মূল্য সডাক ৯৲ টাকা এক ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৪৷৷০ আনা। মূল্য অগ্রিম ব্যতীত গ্রাহক করা হয় না। কোন সংখ্যা না পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে, অন্যথা আর পাঠান যাইবে না।

(৩) গ্রাহকশ্রেণী কোন বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাঠান হয় সেই সপ্তাহ হইতে কিনা গণনা করা হয়।

(৪) নমুনা চাহিয়া পাঠাইলে তাহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

(৫) সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকাকড়ি এবং অন্য সমস্ত বিষয়ের ম্যানেজার, 'আর্থিক জগৎ', ১২১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

নিবেদক—
ম্যানেজার,
আর্থিক জগৎ,
১২১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—বহুবাজার ৩০৮৭

রঙীন কল্পনা

অনেকের মত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আমাদের দেশেরও এখন অনেকে রঙীন বন্ধকের জাল বুনছেন, কারণ এরূপ বিশ্বে দেখলে মুখ আমাদের স্পষ্টই অবেদি।

কিন্তু আমাদের যে সব নৈতিক আরও হ'য়ে পড়ে আছে, যারা সকল রাজে বন্দী হ'য়ে বিদেশে সুবিধর জীবন কাটাচ্ছে, তাদের কোন্ আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে?

তাদেরকে এই সব লোকদের সর্ব্বপ্রথম যে জিনিষ দরকার, তা হচ্ছে টাকা। বর্তমানে এ টাকা নিজের নিজের বাড়ীতে আপনজনের কাছে দিয়ে যেতে পারে।

এই সেবাকার্য্য চালাবার জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন আপনারা তার সাহায্যকল্পে এগিয়ে আসুন। মনে রাখবেন বিদেশে নৈতিকদের জন্য আমাদের খরচ আমাদেরই দিতে হবে।

বলা বাহুল্য আপনারা নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় টাকা পাঠাতে পারেন:

অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, ভারতীয় রেডক্রস,
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,
ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভারতীয় রেডক্রস
বাংলার প্রতি আবেদন

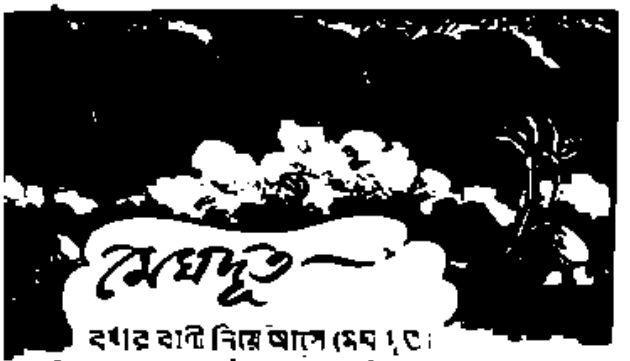

৬৫এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REGD. NO. C. 2808

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

সপ্তম বর্ষ] Monday, 19th June, 1944 সোমবার, ৫ই আষাঢ়, ১৩৫১ [৮ম সংখ্যা

আয় ও আয়ু

অবশ্য আয়ু লইয়া কেহ আসে নাই,—আসে অনেকেই বাঁচিয়া থাকে না, আসের পরিমাণ নিরূপণীয় নয়। তাহাই আয় ও আয়ু নির্দিষ্টের অধিকারের ভয় সকল করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। জীবন বীমা দ্বারা এই সকল করা যেমন সুবিধাজনক, তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের অভিজ্ঞ কর্মচারী আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। যেন অফিসে পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার উপযোগী বীমাপত্র নির্বাচনের পরামর্শ পাইবেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস : কলিকাতা

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন কলি: ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার সম্পাদে বহিয়াছে ৩৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের তত্ত্বাবধানাধীনে পরিচালনা ইহার প্রধান সম্বল, তাই ইহা আজ দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—

পাটনা, মোজাফ্ফরপুর, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), আলীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, রাণাঘাট, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কুষ্টিয়া, ডমরুক, সিলেট, শান্তিপুর ও বহরমপুর

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক

ব্যবসায়ীদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

বাংলার নবীন শিল্পের গৌরব

দি হিন্দুস্থান সল্ট ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা

এই লবণ

কারখানার অভিজ্ঞতাভাবে কারণ বিগত ১৫ বৎসরের কার্য্য-ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিচালনা।

হেড অফিস—৩১ ব্যাণ্ডো লেন।

ফ্যাক্টরী—কাঁথি, মেদিনীপুর।

শ্রীসুরেশ্বর ঘোষ

ম্যানেজিং এজেন্টস্,

মেসার্স—ঘোষ ব্রাদার্স এজেন্সী।

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী

আর্য্যস্থানে

বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরু-ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং

১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

কলিকাতা।

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ

এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৮৩ সাল

●

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ	৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ	১৩,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ	৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিতময় সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ দুর্দ্দশার হাত হইতে আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চীফ এজেন্টস

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

৮৮, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন নং: ৫৪৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, হাওড়া (২), ডায়মণ্ডহারবার, বরিশাল, বনগাঁ, খুলনা।

পরিমা ব্রাঞ্চ :—শোলার রোড, বাঁকীপুর।

সুদের হার

কারেণ্ট—১% সেভিংস—২%

ফিক্সড ডিপোজিট—৩% হইতে ৪% পর্য্যন্ত

সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা ধার দেওয়া হয় ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজ করা হয়।

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দি সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন

কোং লিঃ

ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্য্যে, ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রণী।

ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কলিকাতা ম্যানেজার,

৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

বাংলার বস্ত্র শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল	২নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)	বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস :—

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

রেজিষ্টার্ড "প্রবর্ত্তক" স্থাপিত—১৯২৯ ফোন: বি, বি ৪১৮

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

চেয়ারম্যান—শ্রীযতিলাল রায় (প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা)

হেড অফিস—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—চন্দননগর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও রাজসাহী।

চলতি ও সেভিংস হিসাবে সুদ যথাক্রমে ১০ আনা ও ২১০ টাকা।

ক্যাশ সার্টিফিকেট—প্রতি ২১১০, ৪৫৲, ৮৯৲ ও ৮৮০৲ টাকায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যথাক্রমে ২০৲, ৪০৲, ১০০৲ ও ১০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।

স্থায়ী আমানত, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ওভারড্রাফ্‌ট ও লোন সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলেই জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সেভিংস ও কোম্পানীর আথক অনুমোদন করা হয়।

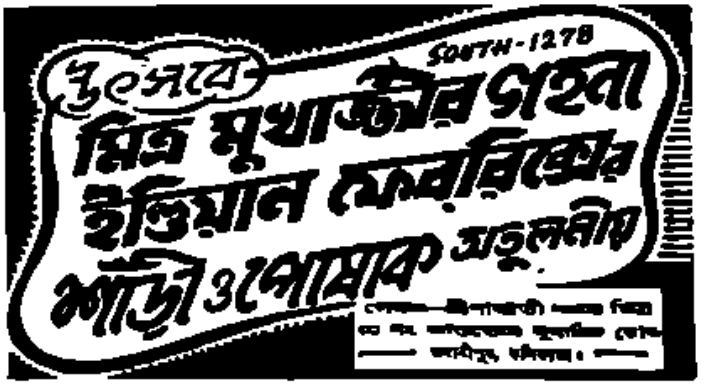

ফোন—অনুমোদন ৩৪৮৭

কার্যালয়—১২২ অনুমোদন ট্রীট

বিজ্ঞাপন

বি. এস. এন্ড পার্টনার্স লিঃ

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞাপন

বি. এস. এন্ড পার্টনার্স লিঃ

৭ম বর্ষ | কলিকাতা, ১৪ই জুন, সোমবার, ১৯৪৩ | ৮ম সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	২৮৫-৮৬	বিদেশ ভারতের ব্যবসা সম্পর্ক	২৮৮-৮৯
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র	২৮৬	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	২৯০-৯১
রাজনৈতিক্ষু প্রসঙ্গ	২৮৬	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৩০০
ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ	২৮৭	বাজারের চালচাল	৩০১-০৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গলার মহামারী

খাদ্য-সঙ্কটের কালো ছায়া যখন আমার বাঙ্গলাদেশে ঘনাইয়া উঠিতেছে ঠিক সেই অবস্থাতেই নিদারুণ খাদ্য-সঙ্কটের ফলে অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ নরনারী মহামারীর কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইতেছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্প্রতি বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ হইতে দেশবাসীর কাছে সাহায্যের জন্য যে আবেদন করিয়াছেন তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন, বাঙ্গলাদেশে ২ কোটি লোক মহামারীতে আক্রান্ত হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় দুর্ভিক্ষের ফলে লোক মরে নাই, বর্ত্তমান মহামারীতে বোধ হয় তাহার অপেক্ষাও বেশী লোক মরিতেছে।

ডাঃ রায় বলিয়াছেন যে, মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি এ পর্য্যন্ত ৭১টি চিকিৎসা-কেন্দ্র খুলিয়া প্রায় ১২ লক্ষ রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উহা যৎসামান্য। অন্ততঃ ১০০ কেন্দ্র আরও খোলা দরকার।

ডাঃ রায় অবশ্য মাত্র আশ্বাস করিবার লোক নহেন। তিনি নিশ্চয়ই প্রামাণ্য তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই উপরিউক্ত বিবৃতি দিয়াছেন। তাঁর ডাকের আবেদনে দেশবাসী নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন এবং অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী মাত্রেই সাহায্য করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ডাঃ রায়ের অভিযুক্তির প্রতি সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সামান্য কিছু করিয়াই বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য মনে করেন তাঁহারা অনেক কিছু করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁরা ডাকের মত লোকের এইরূপ মন্তব্য তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিবে কি?

শ্রীযুক্ত বিড়লার অভিভাষণ

গত ১৬ই জুন ভারতীয় বণিক সমিতির প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশনে উক্ত সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত জিতমোহন বিড়লা যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহা নানা দিক হইতে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত জিতমোহন বিড়লা বলিয়াছেন যে, এদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও দেশবাসীর স্বার্থ এক। ভারতীয় উন্নতির মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। তাঁহারা জাতীয়তাবাদী এবং জাতীয় আর্থিক কল্যাণ সাধনের জন্য আজাদ হইতেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্ভব।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে যতই মতভেদের অবকাশ থাকুক না কেন ভারতীয় বণিক শ্রেণী যে জনসাধারণ ও কংগ্রেসের ন্যায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে হীনচক্ষে দেখিয়া শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়া ওঠেন নাই শ্রীযুক্ত বিড়লার অভিভাষণে দেশবাসী তাহা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান হইবার জন্য সকলেই সর্ব্ব অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছেন বলিয়া শ্রীযুক্ত বিড়লা আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

অচল অবস্থার অবসানের জন্য ভারতীয় বণিক শ্রেণীর যে আগ্রহ শ্রীযুক্ত বিড়লার অভিভাষণে প্রকাশ পাইয়াছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব সুদূর-প্রসারী হইতে পারে।

অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে শ্রীযুক্ত বিড়লার সমবেদনাময় দৃষ্টি সুচিন্তিত ও উপভোগ্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিড়লা বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের নিকট ভারতের ঋণের পরিমাণ ষাটকোটি টাকা (যুদ্ধের পর উহার পরিমাণ বাড়িয়া হয়ত দেড় হাজার কোটী দাঁড়াইবে) পাওনা হইয়াছে, তাহা কেবল বিনিময় ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক অর্থ তহবিল সম্পর্কে ভারতের কোন আগ্রহ থাকিতে পারে না।

শ্রীযুক্ত বিড়লা বলিয়াছেন যে, ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রাকে বাঁধা দরে কিনিয়া লওয়া হইল, কিন্তু ভারতে স্বর্ণ বিক্রয় করা হইল চলতি বাজার দরে। শ্রীযুক্ত বিড়লা বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, "বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে দ্বারা জল কখনও পাগল হয় না।"

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত বিড়লা বলিয়াছেন যে, দেশের প্রয়োজন মিটাইবার কোন ব্যবস্থাই গভর্ণমেণ্ট

করিতে পারেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভূটানে মোট উৎপাদনের মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ এবং দার্জিলিং মুরুভাগে মোট উৎপাদনের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ মূল্যের গালিচা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দার্জিলিং গবর্মেণ্ট মূতন মূতন শিল্প গঠনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে শিল্পের দিক হইতে নবদ্বীপ বলিয়া কিছু ছিলনা ও তাহাতে অল্প লোকসংখ্যা সত্ত্বেও যুদ্ধের সময় শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে। ভারত-সরকার গবর্মেণ্টের স্থায়ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থাই করেন নাই।

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের ও ইষ্ট এসু ইমপরিয়ম কোম্পানীর মোট মালের মূল্যের ও দার্জিলিং ব্যবিভাগের মূল্যের প্রতিযোগিতায় ভারতে যাঁরা ঘরে ঘিনিষ তিনিয়া বিদেশে অন্যান্য দেশী ঘরে তাহা বিক্রয় করিতেছে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র হইতে ভারতীয় ব্যবিকগণ একরূপ বিতাড়িত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া ভারতের কয়েকটী বৈদেশিক অফল বিদেশী কোম্পানীকে উহারা সেবা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভারতীয় বণিক শ্রেণী তথা ভারতবর্ষের আর্থিক দিক হইতে এই ভাবে লুপ্ত করিয়া রাখিবার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত বিড়লা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কয়লা-সঙ্কট

কয়লা-সঙ্কট লইয়া বহু লেখালিখি করা হইয়াছে। তথাপি আজ পর্য্যন্ত এরূপ একটী গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান গবর্মেণ্ট করিতে পারিলেন না। কয়লা-সঙ্কটের ফলে বম্বে বোম্বাই, শোলাপুর, আমেদাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রগুলি প্রায়ই অচল অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে, কলিকাতা ও অন্যান্য সহরের জনসাধারণ উহাদের অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া অসহায়ভাবে চোরাবাজারের পরপাদপদ্মে হইতেছেন অথবা বলায়ার কিম্বা অনশন-মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন ঠিক তখনই মন্ত্রণিদ্রা হইতে সবর আসিয়াছে যে, ভারত সরকার খুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসে কয়লার অবস্থা চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কুসংবাদ সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, গবর্মেণ্ট এ যাবৎ সমস্যা সমাধানের জন্য কি করিয়াছেন? গত ১৫শে মে লাহা কয়লাঘাট থানার কয়লা-সঙ্কট সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন তাহাতে ভারত-সরকারের খুব সন্তোষ বাণিজ্যসচিবের সহিত কয়লা-খনির মালিকদের আলোচনার ফলে যে সকল সিদ্ধান্ত হইয়াছিল সেগুলি প্রকাশ করা হয়। ঐ সকল সিদ্ধান্তের মধ্যে দুই একটীর দেশী কার্য্যকরী হয় নাই বলিয়া শ্রীযুক্ত বাণার্জি অভিযোগ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাণার্জি কিসের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রকাশ্য কয়লা-খনির যে সব শ্রমিক সাময়িক কাজে নিযুক্ত হইয়াছে তাহাদের পুনরায় খনিতে কাজ করিতে পাঠানো, দ্বিতীয়তঃ খনির শ্রমিকদের ও তাহাদের পরিবারবর্গের জন্য বাসস্থান-ব্যবস্থার ভার সরকার হইতে গ্রহণ করা এবং তৃতীয়তঃ পুরাতন কয়লাখনি, বন্ধ-প্রায় খেরাখনি ও নূতন কয়লাখনি প্রভৃতি আধুনিক করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

শ্রীযুক্ত বাণার্জির এই প্রস্তাবগুলির প্রতি আমরা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কাঁচ শিল্পের বিপদ

ভারতীয় কাঁচ শিল্পের প্রভূত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও ভারত-সরকার বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচের বিভিন্ন আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া ছিল করায় ভারতীয় কাঁচ নির্ম্মাতা সমিতির পক্ষ হইতে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে। প্রতিবাদ সময়োচিত হইয়াছে এবং ইহা লইয়া প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করা উচিত। দেশীয় শিল্পগুলিকে কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা না দিয়া বিদেশ হইতে মাল আমদানীর এই লজ্জাকর নীতি ভারত সরকার আর কতদিন অনুসরণ করিবেন?

ভারতীয় কাঁচ শিল্প এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই। এখন হইতে কাঁচা মাল, কয়লা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত সরবরাহের সুব্যবস্থা করিলে ভারতীয় কাঁচ শিল্প স্বাবলম্বী হইতে পারিবে।

গত ৪০ বৎসরের মোটামুটি হিসাব লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, ভারতীয় কাঁচ শিল্প কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে :—

সাল	আমদানী	আমদানী (টাকায়)
১৯০৪-০৫	৩৫ লক্ষ	১ কোটি ১২ লক্ষ ৪৭ হাজার
১৯১৪-১৫	৮০ লক্ষ	১৫ লক্ষ ৫১ "
১৯২০-২১	—	৬ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬১ "
১৯৩০-৩১	১ কোটি	১ " ৬৩ " ৭৭ "
১৯৩৭-৩৮	১ কোটি ২০ লক্ষ	১ " ৫১ " ৮৮ "
১৯৪০-৪১	২ কোটি	৮০ লক্ষ
১৯৪২-৪১	৪ কোটি	১৫ "

যুদ্ধের ফলে বিদেশী প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ায়ই কাঁচ শিল্পের এরূপ উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। কাজেই গবর্মেণ্ট নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে ভারতীয় কাঁচ শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ফলে ভবিষ্যতে বিদেশী প্রতিযোগিতা দেখা দিলে ভারতীয় কাঁচ শিল্প আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

কানাডা হইতে ইঞ্জিন আমদানী

১০ই জুনের 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশ যে, বীমাই কানাডার মিলিত ১৪০টী ইঞ্জিন ভারতের বিভিন্ন বন্দরে রেলওয়েগুলিতে চালানো সুরু করিবে। ১৪০টী বৃহৎ ইঞ্জিন চালু হইবে এ সংবাদে আনন্দের সন্দেহ নাই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কানাডা হইতে ইঞ্জিনগুলি আমদানী করিতে হইয়াছে শুনিয়া আনন্দ বিষাদমেশানো পর্য্যবসিত হয়। ইঞ্জিন প্রস্তুত সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরিয়া গবর্মেণ্টের সহিত টাটা কোম্পানীর আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু এই আলোচনার কোনই অর্থ নাই বলিয়া আমাদের ধারণা। কারণ গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে তাঁহাদের সমাধান নীতি অনুসরণ করিতেই মুলতবী। ভারতে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কানাডা হইতে ইঞ্জিন আমদানীই তাহা প্রমাণ করিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ কি কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ডোমিনিয়নগুলিরও বাজারে পরিণত হইবে?

বিভিন্ন দেশের সমস্যায় আমেরিকা

মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ কর্ডেল হাল গত ২রা জুন এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, আমেরিকা সর্ব্বদাই সকল দেশের সকল লোকের স্বাধীনতার সমর্থক হইবে। ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আফ্রিকার কোটি কোটি অধিবাসী যদি স্বাধীনতা অর্জ্জনে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের উৎসাহ দিবে। মিঃ হাল আরও বলেন যে, যে কোন পরাধীন জাতি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র তাহাকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিবে।

পররাষ্ট্র সচিবের বাক্যের ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যে মিঃ কর্ডেল হাল উপরোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই কোন কারণ নাই। তাঁহার এই উক্তির যথা পরিচয় খুঁজিবার চেষ্টা হইয়াছে যে পররাষ্ট্র সচিব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে পরাধীন গ্রাস করিতে চাহে না, বরং পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিলাইয়া আনিতে চায়। স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবর্ষের অগ্নিপরীক্ষা সুরু হইয়াছে। এসময় আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিবের উৎসাহবাণী আমাদের অবশ্যই আশান্বিত করিয়া তুলিবে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবসম্পন্ন ভারতকে যুটেনের বিশ্বস্তানী করিবারই মনে করেন, কিন্তু আমেরিকার আদর্শ যদি মিঃ কর্ডেল হালের মুখে সত্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতার দাবী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর দীর্ঘকাল অস্বীকার করিতে পারিবে না। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিবের উক্তিতে ভারতের জনগণের স্বাধীনতাস্পৃহা ও ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রহিয়াছে। একথা বলাই বাহুল্য যে, কেবলমাত্র আমেরিকার শুভেচ্ছাই আমাদের স্বাধীনতা আনিয়া দিবে না, ইহার জন্য আমাদেরই যোগ্যতা প্রমাণিত করিতে হইবে। যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে আমেরিকার অকৃপণ প্রদান ট্রাইম্যানের যুদ্ধ হইতে ভারতবর্ষ যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইল, যুদ্ধোত্তরকালে তাহা আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জনে সাহায্য করিবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

বাঙ্গলার তথা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, তথা ভারতের বিজ্ঞান সাধকদের অন্যতম গুরু, জ্ঞান-তপস্বী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আর ইহজগতে নাই। ৮০ বৎসর বয়সে গত ১৬ই জুন, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিঃ সময় বিজ্ঞান কলেজ ভবনে তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাঁহার দেহ বিসর্জন ত্যাগ করিয়াছেন। ইহলোক ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি এমনি নিজে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে যে বিরাট বাঙ্গলার ইতিহাসে ও বাঙ্গালীর জীবনে শূন্যতা দেখা দিয়াছিল আজ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যুতে সেই বিরাটকে বাঙ্গালী জাতির বুদ্ধিবৃত্তি আরও গভীরভাবে অনুভব করিল। ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহে বাঙ্গলার যে কয়জন শ্রেষ্ঠ সন্তান অন্তরীণে আবদ্ধ হইয়াছিলেন একে একে তাঁহারা সকলেই প্রস্থান করিলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন আদর্শ কর্ম্মযোগীর জীবন। স্বাস্থ্য তাঁহার কোন দিনই ভাল ছিল না, তবু তাঁহার নিরলস জীবনে কখনও ছেদ পড়ে নাই। ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, আরাম নাই, বিলাস নাই এই ত্রিভুবনের কর্ম্মযোগীর জীবনে যেন জ্ঞান, তপস্যা ও কর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই স্থান ছিল না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাধনায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন করিয়া তাঁহার কর্ম্মভূমি সঞ্চারণী হইয়া উঠিবে ইহাই ছিল তাঁহার ধ্যান।

তথু তাহাদের বিজ্ঞান সাধকদের অন্যতম রূপেই নিজেকে, জনসেবকরূপে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম বাঙ্গলার তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন-ব্যাপী তপস্যার আর একটী দিক আছে যাহার কথা বাঙ্গালী জাতি কখনও ভুলিতে পারিবে না। তিনি তথু বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন নাই, অনুসন্ধিৎসু ছাত্রদের নিকট জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেকারদিগকে যেমন করিয়া সেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রয়োগের দ্বারা দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলা যায়, তেমন করিয়া একটী জাতি আন্দোলনকে বাঙ্গলায় গড়িয়া তুলিতে পারে।

বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গালীর শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিয়া যখন কিছুই ছিল না বলিলে চলে, তখন তিনি তুলনায় পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা যেমন বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের ন্যায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে মাত্র আট শত টাকা মূলধন লইয়া প্রফুল্লচন্দ্র বেঙ্গল কেমিক্যালের গোড়া পত্তন করেন। ১৯৩৯ সালে আসার সাধুপ্পায় লোকে লাখের অঙ্কপাতি লইয়া কাজ সুরু করা হয়। ডাঃ অমূল্য বসু, ডক্টর জ্ঞানেন্দ্র ভাদুড়ী প্রভৃতি অনেকগুলি উৎসাহী সহকর্ম্মী সাহায্যে প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠানটিকে ভোমরূপে খাড়া রাখিতে সমর্থ হন। এই সময় প্রফুল্লচন্দ্রের একজন ধনশালী এক লাখ টাকা মূল্যে সোলপুরস্থিত তাঁহার একটী এসিডের কারখানা প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট বিক্রয় করিতে চাহেন। কারখানাটী অলাভজনক হইতেছিল বা বলিয়া তিনি আর উহা চালাইতে উৎসুক ছিলেন না। প্রফুল্লচন্দ্র এই সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। নিজের হাতে কোন টাকা না থাকায় তিনি ছাত্রদেরই দিয়া কারখানাটী খরিদ করেন। ক্রমে ক্রমে প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের দ্বারা প্রকৃত উদ্যমের বাজারে চলিতে সুরু করে। ষ্টার্লিং পাল এণ্ড কোম্পানীই সর্ব্ব-প্রথম বড় রকমের অর্ডার দেন। এই অর্ডার পাইয়া প্রফুল্লচন্দ্র আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া পড়েন। কিন্তু লাভের যখন আশির ভরসাই নিশ্চিহ্ন নিরুদ্দি তাঁহার শ্রেষ্ঠ দুই জন সহকর্ম্মী সতীশচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রকে পৃথিবী হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল। তাঁহার নিরাশ এই সময় ইহলোক ত্যাগ করিলেন। আঘাতের পর আঘাত আসিল, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র বিচলিত হইলেন না। ধীরভাবে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে ব্যক্তিগত মূলধন একটী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হইল। আজ বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড বাঙ্গলার অন্যতম গৌরব।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র নিজের হাতে যেমন গড়িয়াছেন তেমনই সর্ব্বপ্রকারে সমস্ত দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি ভালভাবেই বুঝিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী জাতিকে শিল্প ও ব্যবসাভিমুখী করিতে না পারিলে জাতির অন্ন-সমস্যা, জাতির-সমস্যা ও বেকার-সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। সেজন্য তিনি দেশবাসীকে সর্ব্বদাই শিল্প-বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে যোগ হয় এমন কোন বাঙ্গালী পরিচালিত শিল্প ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান নাই যাহা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাঁহার অর্থ ছিল বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চ্চা করিবার তিনি এ সকলে কখনও যোগ দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র 'আর্থিক জগতে'র একজন পৃষ্ঠপোষক ও সুহৃদ ছিলেন। উহার সূচনা কাল হইতে সমাজোন্নতি সমাবর্ত্ত ও সংযোজিকা যাহা সর্ব্বপ্রথম তিনি আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

'আর্থিক জগৎ' যেদিন দ্বিতীয়বর্ষে পদার্পণ করিল সেদিন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া লিখিয়া ছিলেন।

"বাঙ্গলাদেশের সাধারণ পাঠক সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক জ্ঞান অধিক লোকের নাই, এ অবস্থায় 'আর্থিক জগতে'র ন্যায় পুরাপুরি একখানি অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকার কত কম কৃতিত্বের কথা নহে। যে শুরুতর সমস্যাসমূহ আজ পৃথিবীর, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের, সম্মুখে দেখা দিয়াছে, তাহার অধিকাংশই আমাদের জীবন-মরণের সমস্যা। ঐগুলি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং অবাধাসে বলিতে পারি আজি উপযুক্ত সময়ে এই পত্রিকাখানি বাঙ্গলা সাংবাদপত্র জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

"সুহৃদের সাধারণ আর্থিক সমস্যা ব্যতীতও বাঙ্গলা দেশের কতকগুলি নিজস্ব সমস্যা আছে, যাহাকে ভারতীয় সমস্যা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হয়। 'আর্থিক জগৎ' ঐ সকল বিষয়ে যথা সম্ভব এবং ঐ সকল সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন উপায়গুলির বিষয়ে যে বিশেষজ্ঞ নির্দ্দেশ দান করিবে তাহা এই অভিনব পত্রিকাখানির অন্যতম বিশেষত্ব।

"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই পত্রিকাখানির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিতেছি।"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের এই শুভ কামনা আমাদের মনে নূতন বল সঞ্চার করিয়াছে, আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে নূতন পরিবেশ সঞ্চার করিয়াছে।

পরিণত বয়সে প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সেজন্য শোক ও দুঃখের কিছু নাই। কিন্তু যখন ভাবিতেছি, বিশ্বদের দিকে তাহার নিজস্ব সাধনা পুঁজিতে ও নূতন প্রেরণা লাভ করিতে যাইব তখনই এই মহাপুরুষের মৃত্যুবার্ত্তা আমাদের মনকে শোকার্ত্ত ও ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। তাই অশ্রুসজল-চিত্তে তাঁহার কথা স্মরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শোকাশ্রু নিবেদন না করিয়া আমরা পারিতেছি না।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

জাপানের নরমাংসী উপন্যাসে মিত্রশক্তি ইতালিয়া যুদ্ধ চালাইবার মত স্থান করিয়া লইয়াছে। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। দানের সময় করিয়া পরে তর্কের পুনরুক্তি ভটভূমিতে নামিয়া যুদ্ধ চালনা করা কঠিন কাজ। যে স্থানিন মিত্রশক্তির যুদ্ধ অভিযান সম্পর্কে এই কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নেপোলিয়ন ও হিটলার যাহা পারেন নাই, মিত্রশক্তি তাহা সম্পাদন করিয়াছেন। হিটলারের আটলান্টিক প্রাচীর ভাঙিয়া মিত্রশক্তি ধীরে ধীরে জাপানের ভূমিতে মূল চালাইয়া দিয়াছে। সাগর বা বিমানপথে জার্মানদের প্রতিরোধ করিবার মত কোন বাহিনীও স্থলপথে তাহারা ইতিমধ্যেই প্রতি-আক্রমণ চালাইতেছে। তাহাদের দুই একটি প্রতি-আক্রমণ সফলও হইয়াছে; তথাপি মিত্রশক্তির অগ্রগতি মোটামুটি ভঙ্গ হয় নাই। শেষ সংবাদে প্রকাশ, সেরমুর উপদ্বীপে জার্মানদের সমস্ত সরবরাহ পথ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য মিত্রশক্তি উদ্যোগী হইয়াছে। সেরমুর অবরোধ করিতে পারিলে মিত্রশক্তির সরবরাহ সমস্যা অনেকটা মিটিবে।

ভটভূমির দৃঢ় লাইনের পর মিত্রশক্তি প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যাদি জাপানের ভূমিতে নামাইতেছে। এই জন্যে ভবিষ্যৎ ব্যাপক আক্রমণের ব্যবস্থা হইতেছে। হিটলারের পক্ষে এক স্থান হইতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বা সৈন্য অন্য স্থানে চালান করা শক্ত বলিয়া ভবিষ্যতের ব্যাপক আক্রমণে মিত্রশক্তি সাফল্যের আশা করিতে পারে।

• • •

জাপানদের প্রধান সমস্যা, কখন কোন্ স্থানে নূতন আক্রমণ হইবে তাহারা জানে না। মিত্রশক্তির আক্রমণ যে নরমাংসীর পতীর জন্যেই আরম্ভ থাকিবে, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। সমুদ্রের উপর আক্রমণ আসিতে পারে; ফুলব্যাপারের পূর্ব তীরের উপর আক্রমণ আসিতে পারে। এই সব আক্রমণের জন্য উত্তর-দক্ষিণ বাহিনী প্রস্তুত হইয়া আছে বলিয়া জাপান সূত্রেই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সর্বাপেক্ষা বড় ভয় সোভিয়েটকে করিতেছে। সোভিয়েটবাহিনী ইতিমধ্যেই মিনস্যাংএর দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করিয়াছে। যুদ্ধ পক্ষ-ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহারা ভলডিভস্টকের দিকে অগ্রসর হইতেছে। উত্তরসহরের এক সংবাদে প্রকাশ, কিসুনীর পতন হইলে মিনস্যাংএ যাহি পাহিন্দাপান আক্রমণের চরম পরিণতি লাভ করিবে। সমুদ্রে মিনস্যাংএর বন্দর জাপানীদের প্রধান সমুদ্র ঘাঁটি হওয়াই সোভিয়েটের এই আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, উত্তর-দক্ষিণ বাহিনীর সহযোগিতা অব্যাহত রাখার পূর্বেই কিসুনী দেওয়াও উহার উদ্দেশ্য হইতে পারে।

অবশ্যে জাপানিয়ার আসি অঞ্চলেও সোভিয়েট বাহিনী যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে। জাপান রেডিওর সংবাদে আরি প্রকাশ যে, এক বিরাট সোভিয়েট-বাহিনী প্রচণ্ডভাবে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কোন্ স্থানে আক্রমণ হইবে, কে জানে?

• • •

ইতালীয় রণাঙ্গনে মিত্রশক্তির অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে। রোম দখল করিয়া উত্তর-মার্কিন বাহিনী উত্তর দিকে চলিয়াছে—জার্মানরা তাহাদের আক্রমণের সম্মুখে পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

• • •

ইউরোপের বিরাট অভিযান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এশিয়াতেও মিত্রশক্তির আক্রমণাত্মক প্রস্তুতির লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলিয়াছেন, জাপানকে পরাজিত করিবার জন্য যত সময় লাগিবে মনে করা হইয়াছিল, বোধ হয় তত সময় লাগিবে না। প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুদ্ধায়োজন কর্মতৎপরতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে মনে হয়। সম্প্রতি জাপ-অধিকৃত মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের উপর আক্রমণ চলিয়াছে। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য জাপানের উপর বোমা-বর্ষণের জন্য উপযুক্ত ঘাঁটি সংগ্রহ করা। ইতিমধ্যে জাপানের দক্ষিণ ভাগে মার্কিন বিমানবহর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করিয়াও আসিয়াছে।

• • •

চীন রণাঙ্গনে জাপানীদের অগ্রগতি এখনও ভঙ্গ হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। চ্যাংশা নগর এখনও চীনাদের দখলেই আছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ঐ নগরের বিপদ এখনও কাটে নাই। চ্যাংশার এই যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চ্যাংশা হোনানের রাজধানী এবং হোনান চীনের শস্যভাণ্ডার বিশেষ। তাহা ছাড়া এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে জাপানের অগ্রগতির পথ মুক্ত হইবে। জাপানীরা বর্তমান চীন অভিযানের উপর তাহাদের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে বলিয়া মনে করে। মিত্রশক্তির ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হইবার পূর্বে, জয় পর বলিয়া মিত্রশক্তির সাহায্য চীনে আসিয়া পড়ার পূর্বেই চীনকে তাহারা বিধ্বস্ত করিতে পারিবে বলিয়া আশা করে।

• • •

ব্রহ্ম পথের মুক্তির জন্য উত্তর ব্রহ্মে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে মিত্রশক্তির অগ্রগতি মন্থর হইয়া আসিয়াছে। মিচিনা নগর এখনও দখল করা হয় নাই। জাপানীরা সর্বত্র ঘোরতর প্রতিরোধ করিতেছে।

• • •

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের যুদ্ধের সংবাদ-আলোচনা। কোহিমা অঞ্চল হইতে জাপানীরা প্রায়ই দূরে বিতাড়িত হইতেছে। কোহিমা-ইম্ফল সড়কের উপরও জাপানীদের অধিকার প্রায়ই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। বর্ষার জন্য জাপানীদের পক্ষে সরবরাহ ব্যবস্থা অসুবিধা হওয়ায় তাহাদের এই জন্যে পশ্চাদপসরণ করিতে হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

গান্ধীজির অনশন ভাঙা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী যে তাঁহার রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা অথবা আন্দোলনের কার্যকরী কোন পন্থা আলোচনার জন্য প্রস্তাব করেন নাই ইহা তাঁহার পত্র-প্রত্যুত্তর সম্বন্ধের কাজের তালিকা লক্ষ্য করিলেই সহজে অনুমান করা যায়। ডাঃ এম প্রাইকর, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সিমলা কনফারেন্স যোগ দেওয়া ও তিনি বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ব্যক্তির সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা চালাইতেছেন। মিঃ ভুলাভাই দেশাই বোম্বাইয়ে গান্ধীজীর সহিত প্রায় প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের ধারণানুযায়ী রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা তাঁহাকে জানাইতেছেন। মিঃ কে এম মুন্সী, স্যার রোমী খোরী, স্যার সুলতানবাহাদুর ঠাকুর-দাস, মিঃ যে আর কি টাটা, মিঃ এ কি চন্দর, পণ্ডিত জগন্নাথ মুকুল, কংগ্রেস নবাজন্মী দলের নেতা মিঃ এম আর মাসানী, কম্যুনিষ্ট দলের নেতা মিঃ পি সি যোশী এবং আরো অনেকে মহাত্মাজীর সিমলা ফিরিয়া আসার পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে [illegible] তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। পুনার আর্যন [illegible] সম্পাদক মিঃ ক্যাসেল ট্রেন গান্ধীজীর সহিত কিছুক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ করেন। বর্তমান অচলাবস্থা দূরীকরণে গান্ধীজীর উদ্যোগী হওয়ার আবশ্যকতা সম্বন্ধে মিঃ ক্যাসেল উল্লিখিত করিলে গত অনশনের পর হইতে তাঁহার মুক্তির অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁহার যে সব চিঠিপত্র লেখালেখি হইয়াছে, মহাত্মা সেইগুলির অনুলিপি মিঃ ক্যাসেলকে দেন। এই চিঠিগুলির একটিতে বড়লাটকে আসা বাঁচাইবার দেখিবার আমন্ত্রণ ছিল, উহার উদ্দেশ্য অবশ্যই বড়লাটের সহিত গান্ধীজীর ও অন্যান্য কমিটির অন্যান্য সদস্যদের ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা। বন্দী থাকার সময় যাহা প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া এই সব পত্রালাপ হইয়া এবং স্বাস্থ্যের অবনতির মুক্তি পাইয়াও ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধনে আগের মতোই মহাত্মা গান্ধীর উপযুক্ত কাজ। কিন্তু বৃটিশ সরকার বা ভারত সরকার এ বিষয়ে বর্তমানের মত নিষ্ক্রিয়তার ভাব বজায় রাখিলে গান্ধীজীর সহিত সেইরূপ কোন সুফল পাওয়া যাইবে কি?

• • •

গত ৯ই জুন কলিকাতা মেডেস্টের এক বিশেষ সংখ্যায় ঘোষণা করা হয় যে, ব্রহ্ম-পক্ষের আক্রমণ শুরু হইলে যাহাতে বিউটিনিপালিটির কাজকর্ম অন্যুন রাখার জন্য প্রয়োজন বলিয়া মনে হওয়ায় গভর্ণর ১৯৪৩ সালের ৯ই জুন হইতে এক বৎসরের জন্য [illegible] বিউনিসিপালিটি বাতিল করিয়া দিয়াছেন। ফেলুটি বাতিলেই মৌলভী বাদির বাসাম মোজলী বিউনিসিপালিটির কার্যভার আর্য ও অবসর পরিচালনা করিবেন।

(৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ

ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত একটী উপনিবেশ মাত্র। আমিকার মূলে কাঁচামাল আহরণ ও তৈয়ারী মাল বিক্রয়ের জন্যই উপনিবেশে স্থাপন করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শিল্প-সম্পদে ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠুক ইহা বৃটিশ শাসকগণ কখনও কামনা করেন নাই। কিন্তু ইতিহাসের গতি বিচিত্র। তাই একতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের অনিবার্য্য বিধান এবং মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাত বৃটিশ শাসকগণকে ভারতবর্ষে শিল্প সম্প্রসারণের পথ কিছু না কিছু পরিমাণে উন্মুক্ত করিতে বাধ্য করিয়াছে। সাম্রাজ্যশাসন ও মুনাফার ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষে রেলপথের পত্তন হইয়াছিল এবং সেই রেলপথ ও অন্যান্য সুবিধার সুযোগ লইয়াই ভারতীয় ধনিকশ্রেণী আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর একাংশ [illegible] স্থাপন করিয়া ভারতীয় শিল্পের [illegible] করেন এবং এই ভাবেই ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

একতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের অনিবার্য্য বিধানে এই ভাবে ভারতীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইলেও বৃটিশ শাসকগণ স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে বাধা-দানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে নাই। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের ফলে এই বাধাদান নীতির সাময়িক অবসান হয় এবং ভারতীয় শিল্প দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের ঘোড়ার দিকে সারা ভারতে সকল রকমের কারখানা ছিল মোট ৫,০৭০টী এবং ঐ সকল কারখানায় মোট ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার লোক কাজ করিত। আমেরিকাযুদ্ধের টাটা কোম্পানীর লোহ ও ইস্পাতের কারখানা ছাড়া যুদ্ধ-শিল্পসম্ভার উৎপাদনযোগ্য কারখানা তখন ছিল না বলিলেই হয়। এরোপ্লেন বোমাই ও গাড়ী প্রস্তুতেই অধিকাংশ কারখানা কেন্দ্রীভূত ছিল। এইরূপ খাদ্যদ্রব্য ও সাধারণ শিল্পোন্নতির ফলে যুদ্ধকালীন ভারতের বাজার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং অবলম্বাবরূপ অবাধ সুযোগও কোম্পানি করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

বিদেশের বাজারে শাসকশ্রেণী সেদিন ভারতীয় ধনিকশ্রেণীকে কিছুটা সুবিধা দিয়াছিলেন। ফলে বস্ত্র, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত, কাঁচ, বিমানপোত প্রভৃতি অনেকগুলি শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়। কিন্তু যুদ্ধের পরই শাসকশ্রেণীর মত পরিবর্তিত হয়। সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবামাত্র তাঁহারা বৃটিশ ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য অভিনব উদ্যম গ্রহণ করেন। ইহার ফলে ১৯১৭ সালের শিল্প-তালিকার সুপারিশ বাতিলের ঘোষণা করা হয় এবং শিল্পোন্নতির বাধিক প্রয়োজনীয় মন্ত্রপাতিগুলির উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতে ওদ্যোগ আরম্ভ ও সফলতা লাভ করিয়া উঠার পর পর্য্যন্ত শাসকগণ শুল্ক বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ইস্পাত, চিনি, বিমানপোত, কাগজ, বস্ত্র ইত্যাদি শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। এই সময় হইতে আবার কিছুটা শিল্পোন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এখানেও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, প্রথমতঃ ঠিক সেই শিল্পগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছিল, যেগুলির বৃটিশ শিল্পগুলির সহিত সরাসরি কোন প্রতিযোগিতা নাই এবং মূল শিল্প প্রতিষ্ঠায়, যেমন যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ, প্রয়োজনীয় ধাতব্যবিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার কারখানা নির্ম্মাণে কোন উৎসাহ দেওয়া হয় নাই, এবং যাহা দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, যুদ্ধের বাজার এবং আন্দোলনের ফলে যতটুকু শিল্পোন্নতি হইয়াছিল তাহা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ হইল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এবারের সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধে সকল দিক হইতে শক্তিশালী না হইলে কোন দেশেরই রক্ষা নাই, তাহেই অন্যান্য অসিধা সত্ত্বেও বৃটিশ শাসকশ্রেণীর তাড়নায় শিল্পোন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইয়াছে। ইহার উপর ভারতবর্ষ এবার প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় যুদ্ধ-শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের দিক হইতে যথাসম্ভব ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে না পারিলে বিশ্বব্যাপক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে বুঝিয়া শাসকশ্রেণী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষভাবে উদ্যোগ দিয়েছেন। যুদ্ধের প্রথম দিন বৎসরেই বিভিন্ন ভারতীয় শিল্পের মিলই ত্রিশকোটি টাকার মালের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

যন্ত্র-শিল্পের বিপুল প্রসার হইয়াছে। নূতন ১২টী মিল ও ১০০টী ঔষধের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বহু নূতন রকমের মাল তৈয়ারী হইতেছে। ঘড়ি, সেলুলয়েড প্রভৃতি এই প্রথম ভারতে প্রস্তুত হইতেছে। পাট-কলগুলি বহু বহু অর্ডার পাইতেছে। প্যারাসুটের রেশম প্রভৃতি এই প্রথম ভারতে প্রস্তুত হইতেছে। ১৯১৩-১৪ সালে কাপড়ের কলগুলিতে মোট ১ লক্ষ ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজ কাপড় তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ৪ লক্ষ ২৬ কোটি ২০ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হয়। বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৩৬০ ভাগ। ১৯৪১-৪২ সালে কাপড় প্রস্তুত হয় ৪ লক্ষ ৪১ কোটি ৩০ লক্ষ গজ।

কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪১-৪২ সালে দাঁড়ায় প্রায় ১৩ হাজার টন। ১৯২১-২৩ সালে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল মাত্র প্রায় ২৪ হাজার টন।

চীনের কারখানাগুলিতে যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণ জিনিষ তৈয়ারী হইত তাহাতে সিকি পরিমাণ চাহিদা মিটাইতে পারিত, কিন্তু এখনে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্দ্ধেক পরিমাণ চাহিদা মিটানো যাইতেছে।

চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল ১৯১৯-২০ সালে ৮৪ হাজার টন। ১৯৪১-৪২ সালে হইয়াছে ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার টন। উৎপাদনের শতকরা ৭৪ ভাগ যুদ্ধের আগে বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। এখনে ঐ ৭৪ ভাগই দেশে প্রস্তুত হইতেছে।

বৃহৎ রাসায়নিক কারখানাও গড়িয়া উঠিয়াছে এবং পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত এরূপ বহু রাসায়নিক দ্রব্য দেশেই প্রস্তুত হইতেছে। ৫০টির অধিক কারখানার কাজ চলিতেছে এবং আরও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রচিয়াছে।

যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কাজও সুরু হইয়াছে। ১৯৪১ সালের শেষ দিকে ১০০টী কার্য্য যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের লাইসেন্স দাইয়াছে। পাঁচ হাজার রকম ছোটখাট যন্ত্রপাতির (Small Tools) অর্দ্ধেক মাত্র চার হাজারের উপর যন্ত্রপাতি তাহাতেই প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ৪০ হাজার রকম জিনিষের মধ্যে ভারতে ২০ হাজার রকম জিনিষ তৈয়ারী হইতেছে।

ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতির এক দিক দেখানো হইল। আর একদিক হইতেও শিল্পোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত এম, এইচ, গোপাল "ইয়ার্থ ইকনমিষ্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধে ১৯৩৯ সাল হইতে ভারতীয় শিল্পগুলির মূল্যমান হার দেখাইয়াছেন। শিল্পোন্নতির ইহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীযুক্ত গোপাল স্পষ্টই ধরিয়াছেন কেবলমাত্র মুদ্রাস্ফীতির জন্য মূল্যমান হার এই পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের গড় মিট মূল্যমান

শিল্প	(টাকার হিসাব)	
	১৯৩৯	১৯৪৩
পাট	১ লক্ষ ৮ হাজার	১০ লক্ষ ২ হাজার
তুলা	৬ ,, ৮ ,,	৩৯ লক্ষ ২১ ,,
চা	৭৩ ,, ২ ,,	৮৬ ,,
চামড়া	১ ,, ৮৫ ,,	২ ,, ৩০ ,,
ইঞ্জিনিয়ারিং	৪১ ,, ৮১ ,,	২৯ ,, ৩৭ ,,
বিবিধ	৪ ,, ৭২ ,,	১৮ ,, ২১ ,,

(পরের পৃষ্ঠায় প্রষ্টব্য)

শিল্পে ভারতের বনজ সম্পদ

(শ্রীপ্রফুল্লময় দাস)

ভারতের সমৃদ্ধতর প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে ইহার বিশাল বনরাজি অন্যতম। ভারিপাত এবং ভূমির উচ্চতার তারতম্য অনুসারে বনরাজিও শ্রেণীভেদে হইয়াছে। যেখানে প্রচুর বারিপাত হয় সেখানে বিস্তীর্ণ চিরহরিৎ বনভূমি দেখা যায়, বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি জন্মে। যেখানে স্বল্পপরিমাণ বৃষ্টি হয় সেই সকল স্থলে যে সকল গাছের পাতা বৎসরে একবার ঝরিয়া পড়ে, কাঠ শাল, সেগুন এবং অন্যান্য চিরহরিৎ উৎপন্ন হয়। যেখানে বারিপাত খুব অল্প সেখানে খেঁজুর, একাসিয়া প্রভৃতি বৃক্ষাদি জন্মে। হিমালয় এবং অন্যান্য উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে দেবদারু, পাইন, ওক, বার্চ, বাঁশ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

বনরাজি মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি সাধন করিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। পরোক্ষভাবে বনরাজি নিম্নরূপ উপায়ে কাজে লাগে, যথা :—(১) ইহা প্রাকৃতিক আবহাওয়াকে মানুষের স্বাস্থ্যকর করে উপযোগী করে এবং গড়পড়তা আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করে ; (২) ইহা জল সরবরাহ করিতে সাহায্য করে ও ঝরনাগুলির প্রবাহ বিস্তৃত করে, বন্যার প্রকোপ হ্রাস করে এবং মরীতে পলিমাটি এবং অন্যান্য জলধারা সরবরাহ করিয়া থাকে ; (৩) ইহা ভূমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে এবং খনিজ মাটিরও খাদ্যগুণ এবং আকর্ষণী ক্ষমতাকে সাহায্য করে ; (৪) বায়ু প্রবাহ রোধ করিয়া ইহা সমতল ভূমিতে সাহায্যে অন্যান্য শীতল মরুভূমি অথবা অধিকতর সরস ও শুষ্ক হাওয়া যা বহিতে পারে তাহাদের সাহায্য করে এবং পরস্পরকে আকর্ষণ বিধান করে ; (৫) ইহা দেশের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং নৈসর্গিক শোভা বৃদ্ধি করে। প্রত্যক্ষভাবে জঙ্গল হইতে কাঠ, আলানী কাঠ এবং অন্যান্য নিত্যকার্য্যের জিনিষ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষে অবাধি পতিত জোতজমি ভূমি হিসাবেও জঙ্গল বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বৃটিশ ভারতের আয়তন প্রায় ৮ লক্ষ ৫২ হাজার ৪২৪ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ একর বর্গ মাইলে চাষাবাদ হয় এবং ১৬ হাজার ৪৫৭ বর্গ মাইল জঙ্গলাকীর্ণ। বৃটিশ ভারতের আয়তনের তুলনায় ইহার পরিমাণ শতকরা ১১'১ ভাগ। বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহে এবং বৃটিশ-শাসিত অঞ্চলে কি পরিমাণ বন আছে তাহার একটী হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রদেশ	প্রদেশের আয়তনের তুলনায় বন (শতকরা হিসাবে)
বার্মাতে	১২'৩
বোম্বাই প্রদেশ	১৪'১
বাঙ্গলাদেশ	— ৯'৩
যুক্তপ্রদেশ	৫'৮
পাঞ্জাব	৫'৪
বিহার	২'৮
উড়িষ্যা	৬'৫
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৯'৭
আসাম	২৯'০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২'১
বৃটিশ বেলুচিস্তান	১'৯
আজমীর-মারোয়াড়ী	৩'১
কুর্গ	৩২'৭
সিন্ধু	২'৪

বৃটিশ ভারতে চাষের জমি এবং জঙ্গলের আয়তি প্রায় ৫ লক্ষ বর্গ মাইল। সুনরক্ষিত পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টা দ্বারা বৃটিশ ভারতের অন্তত আরও ১ লক্ষ বর্গ মাইল বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

ভিন্সেন্সিয় পূর্বে বেসরকারের ভারতীয় বনবিভাগগুলের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য তার যোসেফ সিয় বন সম্পদাদান সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতে আরও ১ লক্ষ বর্গ মাইল জঙ্গলাকীর্ণ সৃষ্টি করিতে পারিলে যে কাঠ পাওয়া যাইবে তাহা যোসেফের খুঁটের পরিবর্তে কালানি হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে। এইরূপ খুঁটের পরিমাণ হইবে প্রায় বাৎসরিক ২৫ কোটী টন। যোসেফকে খুঁটের জন্য ব্যবহার না করিয়া যদি জমির সারের জন্য কাজে লাগান যায় তাহা হইলে বৎসরে ৭০ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে সার দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। এইরূপ জমির আয়তন হইবে ভারতের সমস্ত চাষের জমির শতকরা ৩০ ভাগ।

দুঃখের বিষয় ভারতের প্রচুর বনসম্পদকে দেশবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য খুব কমই কাজে লাগান হইয়াছে। বর্তমানে যেসমস্ত, টেলিগ্রাফের তার লাগাইবার খুঁটি, রেল নির্মাণ, রোলা, মোটর লরী, বিমান পোত, গ্লাইডার প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য ভারতের কাঠ বিদেশান্তরে ব্যবহৃত হইতেছে। বেসামরিক ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যবহার ছাড়াও একদা বৎসরে অস্ত্রশস্ত্রের সামরিক কার্যের জন্য ভারত ১০ লক্ষ টন কাঠ সরবরাহ করিতেছে। যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বেও ১৯৩৮—৩৯ সনে ভারতের আমদানি হইতে ২৮ কোটী ৪৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৯৭৫ কিউবিক ফুট কাঠ ও আলানি কাঠ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মূল্য ছিল ১ কোটী ২২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪১৮ টাকা। ১৯৩৬ সালের পূর্বে ভারত সরকার এদেশে বন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে কোনরূপ মনোযোগ দেন নাই। এই বৎসরে দেরাদুনে একটী বন-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ইহার পরে ক্রমে ক্রমে ইহার অনেকটা সম্প্রসারণ ও সাজান করা হইয়াছে। ভারতের বন-সম্পদের অবস্থা অত্যন্ত এবং বনের জন্য এদেশের অনেক আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। সম্প্রতি ভারত সরকার বন সংরক্ষণ সম্বন্ধে কতকটা সচেতন হইয়াছেন।

ভারতের বন-সম্পদকে ব্যাপকভাবে শিল্পকার্য্যে লাগাইবার যে বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে সেই দিকে ভারত সরকার অথবা এদেশের শিল্পপতিগণ খুব কম লক্ষ্যই দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্তমানে এদেশে কাগজ এবং কাগজ পাল্প করিবার জন্য কাঠ বিদেশ হইতে আনা অনেকটা করিয়া থাকায় এই সকল জিনিষের বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে। অথচ এই সকল শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের বিস্তর কাঁচা মাল এদেশে আছে। ভারতে শিল্পকার্য্যে প্রয়োগ করিবার কোনরূপ সুব্যবস্থা হইতেছে না। ভারতের বন-সম্পদকে যে কতরূপ প্রকার শিল্পকার্য্যে লাগাইয়া দেশের আর্থিক উন্নতি বিধান করা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। বন-সম্পদকে কয়েকটী শিল্পকার্য্যে ব্যবহার করিবার সম্বন্ধে নিম্নে কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া হইল :—

কাগজ শিল্প—বনজঙ্গল হইতে কাঠ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে মণ্ড উৎপাদন করা এবং কাগজ প্রস্তুত করার কার্য্য ব্যাপকভাবে ভারতে আরম্ভ করা হয় নাই। ভারতে যে সমস্ত ঘাস এবং বাঁশ পাওয়া যায় তাহা হইতেও কাগজ প্রস্তুতের মণ্ড তৈয়ার করার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রধানতঃ কাঠ হইতে দুই উপায়ে কাগজের মণ্ড উৎপাদন করা হয়—একটী যন্ত্র দ্বারা উৎপাদনের ব্যবস্থা, অপরটী রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপাদনের ব্যবস্থা। প্রথমোক্ত উপায়ে ঘূর্ণায়মান চাকা দ্বারা কাঠকে মণ্ডে পরিণত করা যায়। দ্বিতীয় প্রণালী দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কাঠের মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। কাঠকে সম্পূর্ণভাবে বল্কল-মুক্ত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণে ভাঙিতে হয়। তাহার পরে ইহাকে চুল্লীর মধ্যে বিশেষ তাহার

উপর 'সালফার ডাইঅক্সাইড' ছড়াইয়া দিতে হয়। ইহার পরে একটী বৃহৎ লুচুর আবদ্ধ পাত্রে ইহাকে রাখিয়া প্রায় ১৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উত্তাপ দিতে হয়। ইহার ফলে মধ্যের ভিতরে যে অতিরিক্ত 'সালফার ডাইঅক্সাইড' থাকে তাহা বাহির হইয়া যায়। তাহার পরে মধুকে 'অ্যামনিয়াম অক্সিক্লোরাইড' দ্রাবণের পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করিতে হয়। অতঃপর এই মধু দ্বারা নানা রোগ নাশক মুক্তিদার কাগজ, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, লিখিবার কাগজ, পুস্তক কাগজ, মুল কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। কল দ্বারা হাতে কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়, যথা :—প্রথমতঃ ন্যাকড়াইয়া সূক্ষ্ম ছিন্নবিচ্ছিন্ন পুরু স্তরের উপর রাখিয়া জলের সঙ্গে মিশাইতে হয়। ইহার পরে মণ্ডের অবাঞ্ছনীয় কাগজের উপর ছড়াইয়া দিতে হয়। অতঃপর বিভিন্ন আঁটাকে ওজন করিয়া তাহার মধ্যে এই অংশকে ডুবাইতে হয় এবং খুব জোরে চাপ দিতে হয়। ইহার পরে ইহাকে রোদ্রে মেলিয়া উত্তপ্ত করিলে এবং শুকাইলেই কাগজ পাওয়া যায়।

কাঠ কোলাই শিল্প—কাঠকে কোলাই করিলে যে উপাদান দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা অনেক দিকে কাজে লাগান যায়। ভারতে বর্ত্তমানে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ভদ্রাবতীতেই একটী মাত্র কাঠ কোলাই করার কারখানা আছে। কাঠ কোলাই করার কাজ একটী ব্যয়বহুল সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ পাত্রে করিতে হয়। প্রথম কাঠ কোলাই করিয়া আলকাতরা, পাইন তেল, পাইনের আলকাতরা এবং পিচ পাওয়া যায়। তাপমাত্রা ১৪০ ডিগ্রি হইতে ২৮০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত সেন্টিগ্রেডে তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে উত্তপ্ত করিয়া চালাইতে পারিলে এক প্রকার তরল রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। ইহাকে 'পাইরোলিগনিয়াস এসিড' বলে। ইহা হইতে আরও কয়েকটী রাসায়নিক উপাদানের সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে 'এসিটিক এসিড' একটী। ইহা ১১৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে উত্তপ্ত করিলে যে জিনিষ পাওয়া যায় তাহা হইতে পটাশ, অ্যামনিয়া (তামার উপর রঙ্গিন অক্ষর ও ছবি করিবার জন্য এক প্রকার রঙ্গন পদার্থ) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই 'পাইরোলিগনিয়াস এসিড' হইতে এক প্রকার রঙ্গন তরল পদার্থ পাওয়া যায় (মেথিল-এনথ্রোকুইন) যাহা একটী নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রার উত্তপ্ত করিলে এবং ন্যাকড়ার সঙ্গে মিশ্রিত করিলে 'মেথিলেটেড স্পিরিট' উৎপাদিত করিতে পারা যায়। ইহা পেট্রোলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত 'পাইরোলিগনিয়াস এসিড' হইতে পঙ্গন নিবারক এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাহা প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করা হয়। কোন জিনিষের রেখী দিক সংরক্ষণ করিতে হইলেও উহার প্রয়োজন হয়। অজ-রোগ এবং যন্ত্রা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় অন্তত এই তৈলাক্ত পদার্থটীর ব্যবহার হইতেছে।

সুগন্ধি তৈল—ভারতের বনজঙ্গলে বহু-বিধ ঘাস জন্মে যাহা হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করা যায়। ইহা ছাড়া বনজাত বৃক্ষাদি হইতেও সুগন্ধি দ্রব্যাদি ও সুগন্ধি কেশতৈল উৎপন্ন করা যায়। এইরূপ প্রয়োজন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ কোনরূপ বৈজ্ঞানিক বা জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ উপায়ে এই সকল সুগন্ধি দ্রব্যের গাছের পাতা আগুনের সাহায্যে জ্বালাই করিয়া তৈল নিষ্কাশিত করা যায়, টাকা তেল, লোহিত বর্ণ এক জাতীয় ঘাস, লঙ্গ ঘাস (এই ঘাসের লঙ্গ তেলের মত), আলজাতীয় একপ্রকার ঘাস প্রভৃতির নির্য্যাস হইতে সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি বাহির করা যায়। সাবান এবং নানারূপ সুগন্ধযুক্ত করিতে হইলে এই সকল তৈলের দরকার হইয়া থাকে।

কয়াথের ছোবড়া হইতে সুরাসার—ভারতে কাঠ হইতে যে কয়াথের ছোবড়া উৎপন্ন হয় তাহা প্রায়ই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় অথবা অযথা নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু নিম্নরূপভাবে সাধারণে ইহা হইতে লক্ষ লক্ষ গ্যালন সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুইডেন এবং জার্ম্মাণীতে কয়াথের ছোবড়া হইতে প্রচুর পরিমাণে সুরাসার প্রস্তুত হইতেছে। এক টন কয়াথের ছোবড়া হইতে ২০ গ্যালন সুরাসার উৎপন্ন করা যায়। ইহার সঙ্গে কয়েক প্রকার এসিড মিশাইয়া ইহার অন্যতম 'সেলুলোজে' (ইহা তুলাদির প্রধান অংশের মূল পদার্থ) রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলাপসারিত করিতে পারিলে যে এক প্রকার শর্করা জাতীয় জিনিষ পাওয়া যায় তাহার উদ্ভিজ্জের কোন্ অংশ হইতেই সুরাসার উৎপন্ন হয়।

কৃত্রিম রেশম—তুলার ভিতরে অংশযুক্ত যে অংশ আছে তাহার মূল পদার্থটী সেলুলোজ। তুলাদি হইতে 'সেলুলোজে' বাহির করিবার প্রণালী খুব সহজ। তুলের ভিতরে যে সকল অন্যান্য উপাদান আছে তাহা হইতে অংশ-যুক্ত অংশ পৃথক করিয়া যদি আলে মিশাইয়া উত্তপ্ত করা যায় এবং 'ক্লোরিন'এর সাহায্যে পরিষ্কার করা যায় তাহা হইলে 'সেলুলোজ' পাওয়া যায়। এই সেলুলোজ হইতে কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন করা যায়। সেলুলোজকে ক্ষারের সহিত মিশাইয়া পরে অম্লাম্লের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। ইহাকে জলে ধুইয়া রঙ ও গন্ধদ্রব্যে মিশ্রিত করিয়া সুরাসারের সঙ্গে মিশাইতে হয়। তাহা হইলে ইহার ভিতরের তরল পদার্থ বাদ হইয়া উড়িয়া যায় এবং কঠিন অংশ অবশিষ্ট থাকে। পরে ইহাকে সাধারণ প্রক্রিয়া দ্বারা সুতায় রূপান্তরিত করিলে কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত স্বাভাবিক উপায়েও রেশম উৎপাদন করিতে হইলে তুলাদির দরকার। তবে সোজার ভাব করিতে হইলে খুঁত থাকার প্রয়োজন।

চামড়ার রঙ্গন-দ্রব্য—চামড়া পাকা করিবার জন্য ভারতে প্রচুর পরিমাণে বল্কল আমদানী হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে তুলের বল্কল ইহার আমদানী অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতের বনাঞ্চলে এমন সব তুলাদি আছে যাহার বল্কল, মূল, পাতা, ফল, ফুল এবং বীজির খোসা হইতে 'ট্যানিন' তুলের বল্কল হইতে প্রাপ্ত রঙ্গন-দ্রব্যের স্থান পূরণ করা যায়। ভারতের এই সকল তুলাদির মধ্যে বাবুল গাছের বল্কল একটী প্রধান উপাদান। ভারতের সর্ব্বত্র বনাঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহা অন্যের বিশেষভাবে লাভ হয়। বাবুল গাছের বল্কলের ভিতরে প্রায় ২০ ভাগ রঙ্গন-পদার্থের অংশ থাকে। বল্কলকে গুঁড়া করিয়া জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিলে যে নির্য্যাস বাহির হয় তাহা একটী বাষ্পযুক্ত পাত্রে বরফ করিয়া পরে কোনরূপ এসিড অথবা লুণ ভাবের উপর রাখিলে উহা জমা হয়। বাবুল তুলের বীজির খোসাকেও জলে ভিজাইয়া রাখি ভুইয়ানো যায় তাহা হইলেও তাহা হইতে যে নির্য্যাস বাহির হয় তাহা দ্বারা চামড়া পাকা করিবার রঙ্গন-দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। বাবুল তুল ব্যতীত হরিতকী তুলের বল্কল এবং খদির গাছের নির্য্যাস হইতেও চামড়া পাকা করিবার রঙ্গন-পদার্থ পাওয়া যায়। হরিতকী জলের খোসা অন্যান্য তুলের বল্কলের সহিত মিশ্রিত করিলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রঙ্গন-দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই সকল রঙ্গন-দ্রব্যের মধ্যে কাঁচা চামড়া ডুবাইয়া রাখিলে চামড়ার ভিতরে যে আঁঠার অংশ এবং 'এলবুমেন' থাকে তাহা পৃথক হইয়া পড়ে এবং চামড়া পরিষ্কারিত ও পাকা হয়।

আঁঠা—তুল হইতে যে আঁঠা পাওয়া যায় তাহা নানা শিল্পকার্য্যে প্রয়োজন হয়। তুলের অন্যান্যরূপ জোড় হইতে এইরূপ নির্য্যাস স্বাভাবিক উপায়েই কঠিন হইতে থাকে এবং এইরূপ তুলাদির ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া দিলে আরও অধিক পরিমাণে আঁঠা পাওয়া যায়। বিভিন্ন আঁঠাও তুল হইতে উৎপন্ন হয় এবং রাবারের সিমেন্ট করার জন্য খুব বেশী।

(৬৯৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ

সম্প্রতিকার সংবাদে প্রকাশ, একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর কাগজের অভাবের কারণে কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের যে, অসুবিধা হইতেছে তাহা দূর করার জন্য ভারত সরকার ইতিমধ্যে কয়েকটী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু তথাপি অদ্যাবধি ভারতীয় কাগজের অবস্থার যথেষ্ট পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত বা হওয়ার দরুণ বাজারে অভাব ও আরও খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে কাগজের অপব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও তাহা বন্টনের জন্য ভারত সরকার দুইটী অর্ডার জারী করিয়াছেন। কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশে অবশ্যপ্রয়োজনীয় যে সব ব্যবসা-বিষয়ের আওতায় আনা হইয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, ছাপাখানা, প্রকাশকবৃন্দ, তথা এজেন্সীসমূহ ইত্যাদি। হিসাবের খাতা প্রভৃতি প্রস্তুত কারিগণ যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার একটী হিসাব কাগজের কন্ট্রোলারের নিকট তাঁহাদের দাখিল করিতে হইবে। কাগজের কন্ট্রোলার নিযুক্ত হইয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবসা। ৭০০ বর্গফুট এলাকার মেঝে তাঁহার অধিন হইবে। বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বিভিন্নপত্র কাগজে মুদ্রণ বা প্রকাশ করা সরকারী আদেশে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী কাগজের আমদানীকারক ও প্রস্তুতকারকদের কন্ট্রোলারের নিকটে কাগজের যাবতীয় হিসাব দাখিল করিতে হইবে। কন্ট্রোলারের নির্দেশ ব্যতীত তাহারা তাহাদের মজুত কাগজ বিক্রয় করিতে পারিবে না। যাহাদের নিকট ১ টনের অধিক কাগজ আছে, তাহাদিগকে ১৫ই জুলাইএর মধ্যে কন্ট্রোলারের নিকট তাহাদের মজুত কাগজের পরিমাণ জানাইতে হইবে।

ভারতে শিশু-মৃত্যু

১৩ই জুন তারিখে ভারত সচিব মিঃ আমেরির পার্লামেন্টে প্রদত্ত এক লিখিত বিবরণে দেখা যায় যে, ১৯৩১ সালের আদম সুমারীতে ভারতে শিশু-মৃত্যুর হার হাজার করা ৩৪১ দেখা হইয়াছে। ১৯৩১ সালে যে দশ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই দশকের প্রতি বৎসর ভারতের জনসংখ্যা ১৯৩১ সালের জনসংখ্যার চেয়ে শতকরা দেড় ভাগ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চাউল কল নিয়ন্ত্রণ আদেশ

কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তির এক বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৪০ সালের চাউল কল নিয়ন্ত্রণ আদেশের সংশোধন করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, চাউলের কলের ম্যানেজার ও মালিক কোনো অবস্থাতেই সরকারের অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহাকেও চাউল সংরক্ষণ করিতে পারিবে না এবং কেন্দ্রীয় সরকার সংরক্ষণ করিবার কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র যাহাকে দান করিবেন তাহা ব্যতীত অন্য কাহাকেও চাউল সরাইতে পারিবে না।

যুদ্ধ-ব্যয় সম্পর্কে চুক্তি

ইক ভারতীয় আর্থিক চুক্তি সংশোধনের উদ্দেশ্যে ব্রিটেনে অর্থনীতিবিদগণ ও আর্থিক পরিচালকদের সম্প্রতি যে আলোচনা সুরু করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া মিঃ বি এল মেটা এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"ভারতের যুদ্ধ-ব্যয় সম্পর্কে বর্তমান ব্যবস্থা সরকার যাহাতে পরিবর্তন করিতে না পারেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারী প্রতিনিধিদলের সহায়তা করিয়া ব্রিটেন যাহাতে ভারতের ঘাড়ে বোঝা চাপাইতে না পারে, সেজন্য ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে আমি আবেদন করিতেছি।"

ভারতের পাওনা সম্পর্কে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস

স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস লর্ড কিন্লেথের উক্তির প্রতিবাদে এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন—ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। যখন যুদ্ধের পর ব্রিটেনে ভারতের পাওনা টাকা সম্পর্কে একটা ব্যবস্থার জন্য ভারত সচিবের সম্মুখে বাণিজ্যিক মিশন প্রেরণ করেন এবং তাঁর সাফল্যের আনন্দোচ্ছ্বাসের সহিতই ঘোষণা করেন যে, ভারতের পাওনা টাকার অঙ্ক ১৩ কোটি হইতে ১৫ কোটি পর্যন্ত চড়াইয়া দেন। তাহার ফলে 'ডিফেন্স কৌন্সিল' (বিলাতী যুদ্ধের পরিচালনার জন্য সরকারের বিশ) ভিন্নরূপ ব্যবস্থা করিতে হয় ও ভারতের পাওনা টাকার অঙ্ক হ্রাস পায়। এবারও লর্ড কিন্লেথ যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা কার্যে পরিণত হইলে ভারতের পাওনা টাকার অঙ্ক যে হ্রাস পাইবে না, তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই।

লর্ড কিন্লেথের প্রস্তাব পড়িয়া বুঝা যায় যে, যুদ্ধের সম্পর্কে ইঙ্গ-ভারতীয় চুক্তি সংশোধনের জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইসম্যান এখন লণ্ডনে আছেন, কিন্তু তাঁহার উপরেও চাপ দেওয়া হইতেছে। এখনে আর্থ মিশ্রি লণ্ডনস্থিতে অবস্থা করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন

শেয়ার বিক্রয়ার্থ

ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে

দি. ভি'র প্রস্তুত ঔষধ ও ইমুলেক্সান

সর্বত্র বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছে।

কেমিক্যালস্ এণ্ড ড্রাগস্

ইণ্ডিয়া লিমিটেড

২৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল ১১৫৮

কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ আর ঘোষণা বলের ২৬-এ ধারা অনুসারে এই কোম্পানীর আবশ্য নেওয়ার নিয়মের আদেশ দিলেন। এই আদেশ দ্বারা ইহার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, কোনও বিজ্ঞপ্তি সরকার বা কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে কোনও প্রকার দাবি গ্রহণ করিতেছেন না।

একটি দেশীয় উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান—

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীস্ কর্পোরেশন

লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস : ২৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেন্টস্ : বাসুদেবা, ত্রিপুরা ষ্টেট।

প্রথম বর্ষ হইতেই লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

- এই কোম্পানীর বিক্রয় বিদেশ চাউল পত্র পত্র পরীক্ষার মুখে বন্ধ বিক্রেতে।
- এই কোম্পানী নিজস্ব বিক্রয় করিতে তথা তাঁদের তুলার আবাদ করিতেছে। তুলা সর্বসাধারণের উচ্চ প্রশংসিত।
- এই কোম্পানীর মুদ্রণ পরিচালনার ভীরাই "ট্রু বোর্ড প্রস্তুতের মিল স্থাপন করা হইবে।

আগামী বৎসরে আশাতীত লভ্যাংশ দেওয়া হইবে আশা করা যাইতেছে।

মিঃ বি সি সাহা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

যে, সম্পূর্ণ নতুন মূলধন-সৃষ্টির ভিত্তিতে আমেরিকা সরকারের প্রতিনিধিদের এই আলোচনার যোগ না দিয়ে ভারতীয় জনসাধারণ মনে করিবে যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার বদলে আমেরিকার উপর মূলধন একটা চুক্তি চাপাইয়া দিতেছে। ইহাতিত বিনিময়ের ব্যাপারে আমেরিকার উপর ঐরূপ কোন চুক্তি চাপাইয়া দিলে বর্তমান মূলধন উপর সম্পর্কে বিদ্যমানসুলভ ঐতিহাসিকতা বিদায় প্রদানিত হইয়া যাইবে।

লাহোর ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোং

লাহোর নগরে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী লাহোর ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর অংশীদারগণ কোম্পানীটিকে লাহোর সরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোম্পানী আপাততঃ লাহোর সরকারের নিকট হইতে ১ কোটী টাকা আদায় করিবে। পরে বিশেষজ্ঞরা মূল্য স্থির করিবেন। কোম্পানীর ব্যবসার মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে বিবাদ উপস্থিত হইলে সালিশীর দ্বারস্থ হইতে যাইবে। যদি কোম্পানীর ব্যবসার মূল্য ১ কোটী টাকার কম হয়, কিন্তু ৯০ লক্ষ টাকার বেশীতে ধার্য্য করা হইবে এবং যদি উহা ১ কোটী টাকা বেশী হয়, তাহাকে সরকারকেই কিনা নিতে হইবে।

হাইড্রোসালফেট অব সোডার দর

মহাজিজ্ঞাসার এক সংবাদে প্রকাশ যে, বড়-দিন উপলক্ষে হাইড্রোসালফেট অব সোডার উৎপাদন দর প্রতি পাউণ্ড ১৯/১০ স্থির করিয়া দিয়াছেন। যদি উহার এক বৎসরের কম পরিমাণ ক্রয় করা হয়ে তবে ঐ উৎপাদন দরের উপরোক্ত নিম্নলিখিত হারে আদায় করা হইবে :—

৫০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত—প্রতি পাউণ্ডে ৵১০ হারে।
৫০ " ১০০ " — " ৷০ "
১০০ " ১৯ " — " ৷৵০ "
১ হইতে ১ " — " ৷৵০ "

যদি বড়-দিন কমিশনারের বিবেচনা হয় যে, হাইড্রোসালফেট অব সোডা আমাইতে ক্রয়কারক প্রতি পাউণ্ডের জন্য ১৯ টাকার অধিক দাম পড়িয়াছে, তাহা হইলে তিনি উৎপাদন দরের উপরে দাম নিজের ইচ্ছামত ধার্য্য করিয়া দিতে পারেন।

আমেরিকার মদ্যপ সোনা

সিটি ইয়ক হইতে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত "বি সিটিজ" নামের মুখ সাময়িক আমেরিকার মদ্যপ সোনা ও উহার বর্তমান ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটী বিবরণ বেরুতা হইয়াছে। পত্রিকার ঐ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, দেশের উৎপন্ন সোনা লইয়াও আমেরিকার মদ্যপ সোনার মূল্য ১৯৩২ সালের তুলনায় বর্তমানে ১৭০ কোটী ডলার বেশী হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, প্রতি মাসে মদ্যপ সোনা ৫ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার করিয়া বাড়িতেছে। আমেরিকার বর্তমান মদ্যপ সোনার মূল্য ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় ৩৫০ কোটী ডলার বেশী দাঁড়াইয়াছে।

আজকাল বিভিন্ন দেশগুলির মদ্যপ সোনার পরিমাণ খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রেজিলের আগের তুলনায় ব্রেজিল ৬ কোটী সোনা মদ্যপ করিয়াছে।

নিম্ন প্রদেশে আবর্শ-গ্রাম প্রতিষ্ঠা

ফরাসীর এক সংবাদে প্রকাশ, নিম্ন প্রদেশের প্রাদেশিক সভাতে ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সরকারী আবর্শ গ্রাম নির্মাণের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। মধুর, সারকালা ও বাস্ত জেলায় এই গ্রামগুলি নির্মাণ করা হইবে। পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে দুই বৎসর সময় লাগিবে।

বন্দরের কারখানা

বর্তমানে বন্দরের চাহিদা বাড়িয়াছে। বিদেশ হইতে বন্দরে ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বন্দরের খুব চাহিদা আসিতেছে। এই চাহিদা মিটাইবার জন্য বাল্টা সরকারের সহায়তায় তিনটী নূতন বন্দরের কারখানা খোলা হইবে। দুইটী কারখানা কলিকাতার এবং একটী মদ্রাজে স্থাপিত হইবে।

কলিকাতার যে দুইটী কারখানা স্থাপিত হইবে উহাদের মোট দৈনিক উৎপাদন হইবে ৫০ টন। বর্তমানে কলিকাতার যে ৩টী বন্দরের কারখানা আছে, উহাদের মোট দৈনিক উৎপাদন হইতেছে ৫৫ টন। মদ্রাজের বর্তমানে ২টী বন্দরের কারখানা রহিয়াছে। উহাদের বর্তমানের অধিক উৎপাদন দৈনিক প্রায় ১৪২ টন। বিদেশ হইতে বিভিন্ন সরবরাহ না পাওয়ায় বন্দরগুলির কারখানাগুলি পুরাদমে কাজ করিতে পারিতেছে না।

চটকল মালিকদের চুক্তি

ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত মিলগুলির মধ্যে সপ্তাহে কতদিন কাজ করিবে এ সম্পর্কে যে চুক্তি আছে সেই চুক্তির আরও পাঁচ বৎসর বাড়াইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪, তারিখে বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরাইবে।

চুক্তি অনুযায়ী এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত মিলগুলির কাজের সময় এসোসিয়েশন নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে। বর্তমানের কাজ সময় পূর্ববৎ, আপাততঃ কোনো পরিবর্তন করা হয় নাই। সপ্তাহ সাধারণ ভিসে ৫৫ ঘণ্টা করিয়া সপ্তাহে কাজ চলিবে। যে সকল মিলে ২২০ বা তদ্বিরুদ্ধ তাঁত আছে সেগুলিতে পূর্ববৎ ৭২ ঘণ্টা করিয়া কাজ চলিবে। নূতন চুক্তি অনুযায়ী কার্য্যকাল স্থির করা হইবে আগামী ভিসেম্বর মাসে।

প্রস্তাবী সম্পর্কে উলহেড্রা কাউন্সিলের মুক্তন সভাপতি

আমরা বিশ্বাস যে, তার চুনিলাল বি মেহতা এবার সর্বসম্মতিক্রমে ভি সার্ ন্যূনপতিক এক্সচেঞ্জের এসোসিয়েশনের ১৯৩৪ সালের জন্য সভাপতি (অর্থাৎ ভারতীয় সচিব ও বিনিময়ের সভাপতি) নির্বাচিত হইয়াছেন।

প্রস্তাবীর প্রধান নিয়ন্তা

মিঃ আর্থার-কেন্-নীল আই সি এস (রিটায়ার্ড) সার্ অর্থ এক্সচেঞ্জ-এর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

লবণের রেলভাড়া

বিশ্বস্তসূত্রে আমরা বিশ্বাস যে, বাংলা দেশে যদি লবণের রেলভাড়ার বর্তমানের মত রহিয়া যায়, তাহা হইলে কলিকাতা এবং নিম্ন প্রদেশগুলিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে।

বাংলা সরকার লবণের উপর হইতে শুল্ক তুলিবার ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

আমাদের শরীরের ও আহারের পুষ্টি সাধন এবং পুষ্টিহীনতার কুফল

মানুষের শরীর পরীক্ষা করিয়া যে বিষয় যে খাদ্য গ্রহণ করে তাহাই মানুষের দেহে অর্থাৎ যে খাদ্যেরই পরিবর্তিত রূপ এককথা বিশ্লেষণে বলা যাইতে পারে। আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ এখন খাদ্য-দ্রব্যে পুষ্টিকর মালমসলার অভাব যে কত বেশী তাহা বেশীভাবে বুঝিতে ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পেরে বুঝিতে পারা যায়। ভাইটামিন-'বি' বা খাদ্য প্রাণ 'ব' যদি উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যে না থাকে তাহা হইলে দেহের পুষ্টিসাধন কখনই হইতে পারে না। "আমেরিকান্ মেডিকেল এসোসিয়েশন" সভার একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে ভাইটামিন-'বি' সম্বন্ধে বহুমূল্য মূল্যবান মন্তব্য লিখিয়াছেন :—

"ভাইটামিন-বি বর্জিত খাদ্য খাইয়া মানুষ হইয়া যায় এবং মানব-দেহের পরিবর্তন ঘুম হয়। এইরূপ খাদ্যের অসম্পূর্ণতা পরিণামে স্নায়ুদৌর্বল্য এবং অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, দুর্বলতা, পক্ষিপীড়া, ও শারীরিক নানাবিধ বিকার দেখা দেয়। ফলে রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

"শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য ভাইটামিন-বি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। ইহার দ্বারা ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ও খাদ্য প্রভৃতি সহজে পরিপাক হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় রস ও গ্রন্থি প্রভৃতি যথাযথভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদনে তৎপর হয়। ফলে শরীরে রক্ত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পক্ষি বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং স্নায়ুমণ্ডল, মাংসপেশী ও অন্যান্যের উপযুক্ত বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

দুঃখের বিষয় যে, সাধারণতঃ শরীরের উপযুক্ত পুষ্টি ও পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিনিধিদের আহার্য্য দ্রব্যের অতিরিক্ত এমন কিছু একটা খাওয়া আবশ্যক যা থেকে পাকস্থলীর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এজন্যে "ভাই-ভিটা-মি" অথবা ইয়েস্টজাত আহার, ভাইটামিন-বি সমৃদ্ধ ফেল খাদ্যসম্ভারের বৈজ্ঞানিক বাস্তিত্বে এই ঔষধটী তৈরী হয়। ভিটামোজসমূহকে অব ক্যালসিয়ম্ লোহিয়ম, পোটাসিয়ম, আয়, সোর এবং ফ্রিক্সীয় ও মিষ্টি ভিটামিন প্রভৃতি 'ভাই-ভিটা-মি'র প্রধান উপকরণ।

ক্ষুধা প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে পরিপাক করিয়া দেওয়া ও শরীরের বিভিন্ন পুষ্টিসাধন ও পরিবর্তন ইত্যাদি কাজের জন্য 'ভাই-ভিটা-মি' এক আবর্শ ঔষধোপচারে পরিণত হইয়া আসিতেছে। ইহা বিভিন্ন রোগের পাকস্থলী সংক্রান্ত মদ্যপ কার্য্য প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং অজীর্ণ, অম্বুরা, নষ্টি-হীনতা ইত্যাদি রোগসমূহ বৈজ্ঞানিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হইতে পারে না। অধিকন্তু চায়ের দোকের পর স্নায়ুমণ্ডলিদের অবসাদ এবং সাধারণ রোগাক্রান্ত বিভিন্নদের 'ভাই-ভিটা-মি' নিয়মিতভাবে সেবন করান যাইতে পারে। এক কথায় রক্ত ও মুখন রোগীদের মুখ ও মুখন করিবার জন্য 'ভাই-ভিটা-মি' অনিবার্য্য এ কথা বলা যাইতে পারে।

রেলমের ওজন ঘর নির্ধারিত

কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় তিন প্রকার পাটি ও মজুত রেশমী সুতার উৎপাদন খুব ঘিরে করিয়া দিয়াছেন।

কাপড়ের উপর কর হ্রাসালো

যে সকল বস্ত্র প্রস্তুতকারী বছরে ৫০ লক্ষ মূল্যের মোটরাদি শক্তি দ্বারা চালিত তাঁতে বস্ত্র তৈয়ার করেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাঁহাদিগকে আগত এক বছরের জন্য কাপড়ের উপর কর হ্রাসালোর বাহির হইতে রেহাই দিয়াছেন। ১৯৫৯ সালের ১লা জুলাই হইতে ইহাদিগকে কাপড়ের উপর নির্দিষ্ট কর নির্দিষ্ট দিতে হইবে।

বোম্বাই-এ সুলভ ইলেকট্রিসিটি স্কীম

প্রকাশ, বোম্বাই সরকার বোম্বাই প্রদেশে সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে একটা পরিকল্পনার খুঁটিনাটি পর্যন্ত ঘির করিয়া ফেলিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী বছর হইতে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপিত হইবে এবং সকল ৭০ হইতে ৮০ হাজার কিলোওয়াট পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবে। উহাতে আবেদনকারী অনেকে, বর্তমান উহার তুলনায় ও পুরা অঞ্চলে এক সুলভ মূল্যের, অবশ্যই অনেক পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ সীমা বিস্তৃত থাকিবে। আশা করা যায় যে, পরিকল্পনা মাফিক কাজ পাইলে বোম্বাই প্রদেশের প্রবন্ধিতকল্পে বিশেষ উপকার পাইবে।

ভারতের কাঁচ শিল্প

গত ৫টি বৎসরে ভারতবর্ষের কাঁচের কারখানাগুলিতে কোন্ সনে কত উৎপাদন হইয়াছে এবং ঐ সনে ভারত কত পরিমাণ কাঁচের দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছে তাহার যৌথ হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

সনের	বার্ষিক উৎপাদন (টাকার হিসাবে)	আমদানী (টাকার হিসাবে)
১৯৫৩-৫৪	প্রায় ৩৯ লক্ষ	১,১১,৪৭,১১৮
১৯৫৪-৫৫		১,২১,৫৯,৭৯৪
১৯৫৫-৫৬	প্রায় ৮০ লক্ষ	৯৫,৫১,৩৩৪
১৯৫৬-৫৭		৩,৩৭,৬৯,৯৩০
১৯৫৭-৫৮	প্রায় ১ কোটি	১,৬৩,১৭,৯৪০
১৯৫৮-৫৯	প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ	১,৪১,৯৮,৪৪১
১৯৫৯-৬০	প্রায় ২ কোটি	প্রায় ৮০ লক্ষ
১৯৬০-৬১	প্রায় ৩ কোটি	প্রায় ২৫ লক্ষ

মূলের সনের ভারতীয় কারখানের প্রসার উন্নতি দেখা যাইতেছে।

কাঁচের উৎপাদনে খরচ

কাঁচ উৎপাদনের জন্য কোন্ দেশে কি ধরণের কত খাটি হয় তাহার একটি হিসাব দেওয়া গেল :—

ভারতে, বেলজিয়মে, আমেরিকায়, জাপানিদের মোট: আগে ৩ ভাগে মিটা যায়

৪৮	৮০	১৫	১৯

অন্যান্য উৎপাদনে (প্যাকিং-সহ) যায়

৪২	৫৭	২১	৯০

আমদানি ও মোটরাদি শক্তি যায়

৩৩	৫১	১৩	২৪

মজুরী, কর্মচারীদের মাহিনা যায়

১১ / ১০০	৩৯ / ১০০	৫০ / ১০০	৫০ / ১০০

দেখা যাইতেছে ভারতে মজুরী বাবদ খরচ সবচেয়ে কম ১১ ভাগ। উৎপাদনের অন্য উপকরণগুলির দামই বেশী।

সেণ্ট্রাল কটন কমিটি

সেণ্ট্রাল কটন কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে অনেকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হয়। তাহাতে উচ্চ ফলনের তুলার চাষ অনেকটা বৃদ্ধি পাওয়া হইতেছে বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে তাহাতে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ২৩ লাখ গাঁট ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। ১৯৬০-৬১ সালে যে আর্থিক বৎসর সেই বছরে, তাহাতে দেখা যায় যে, লম্বা আঁশ যুক্ত তুলার উৎপাদনের বার বৃদ্ধি পাইয়া পরিমাণ ৪০ লাখে দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান তুলা নিয়ন্ত্রণ এই উন্নতি আশাপ্রদ।

পাটকার তুলা নিয়ন্ত্রণ

কেন্দ্রীয় সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, তুলার মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার শীঘ্রই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়িগণের মারফৎ বিভিন্ন দরে তুলার ক্রেতার মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইবে। সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, মূল্য নির্ধারণ করা হইবে।

রাষ্ট্রিক যুক্তরাষ্ট্রে আয়কর

লক্ষাধিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসকেরা বিদেশ বর্তমান কর বছরের গত দশ মাসে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত আয়করের একটি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। দেখা যায় মোট ১,৫১১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৫ হাজার ডলার সংগৃহীত হইয়াছে। পূর্ণ বর্ষে যাহা সংগৃহীত হইবার, ইহা তাহার কিঞ্চিদধিক অর্ধেক।

পাউণ্ড-ক্রাঙ্ক বিনিময় হার

বিদেশের অর্থনৈতিক ভার ভার এজারলি গত ১৪ই জুন তারিখে সকল সভায় ঘোষণা করেন যে, ফ্রাঙ্কের সহিত পাউণ্ডের বিনিময় হার অদ্যি পাউণ্ডে ৪৯ নয়া ফ্রাঙ্ক ঘির হইয়াছে।

ভারতের ষ্টার্লিং ঋণ

গত ১৯শে জুন তারিখে সকল সভায় একটী প্রশ্নের উত্তরে বিদেশের অর্থ সচিব ভার জন এজারলি বলেন, ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে ইংলণ্ডের নিকট ভারতের মোট আনুমানিক পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি পাউণ্ড। ১৯৪৯ সালের যে মাসে ঐ অঙ্কের আনুমানিক পরিমাণ ৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। ১৯৫৯ সালের মার্চে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ষ্টার্লিং সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড। ঐ সংখ্যা বাকিরা ১৯৫৯ সালের যে মাসে ৭৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। তার অন্য এজারলি বলেন, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারত সরকার

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন রেঞ্জ, কলিকাতা।
জনপ্রিয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।
এজেন্সি—কলিকাতা, বম্বে, মাইসুর এবং বিহার ও
বাংলার প্রধান প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহে।
ফোন: বড়বাজার ৪১০১ আর প্রসাদ, বি এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

টেলিগ্রাম—Sanchaya Calcutta Phone : Cal 2128 6483

সেণ্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—ঃ শাখাসমূহ ঃ—
১। বড়বাজার ২। দক্ষিণ কলিকাতা ৩। শিয়ালদহ ৪। টালিগঞ্জ
৫। ভাটপাড়া ৬। কাঁচড়াপাড়া ৭। হিলি ৮। বালুরঘাট ৯। বিষ্ণুপুর
১০। শীলকাঁচারি ১১। বৈদ্যবাটী ১২। রংপুর ১৩। শিরাজগঞ্জ
১৪। দুবরাজপুর ১৫। ভুবনিয়ার ১৬। বেনারস ১৭। এলাহাবাদ
এ বৎসর অনীতিবর্ষপূর্তে শতকরা পাঁচ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।
আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৩৯৮ টাকা।
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭
বড়বাজার শাখা :—১৯৪।১, হ্যারিসন রোড
শাখাসমূহ :—
বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, ভবানীপুর, বোলাডাঙ্গা ও ভাটাবাড়ী (নর্থ ব্রাঞ্চ), বারাকপুর, শীতলাকুচি, নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও রায়পুর (ডি, সি)
পাটনা, আহাবাদ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

আশা করে যে ইহার ফলে তাহাদের অসুবিধা অনেকটা দূর হইবে। কিন্তু তাহাদের এই আশা পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ।

কলিকাতায় মালবাহী যান

রাজ্য সরকার কলিকাতায় ট্রেলারযুক্ত ইত্যাদির সাহায্যে মালবাহী যানের সুবিধা বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। কিছু কাল যাবৎ সরকার কলিকাতায় কয়েক শত যান বন্ধ ও ইজারা দিয়াছেন। যে সকল প্রতিষ্ঠান ঐগুলির কাজে নিযুক্ত এইগুলি অধিকারে সেই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টন করা হইয়াছে। কিন্তু এভাবে চাহিদা না মিটায় সরকার স্থির করিয়াছেন যে, আরও কতকগুলি যানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকার ট্রেলারযুক্ত ভারবাহী যানের বিষয়ও আলোচনা করিতেছেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাহার অভাব বেশী করিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

ই আই রেলে ধর্মঘট

লক্ষ্ণৌ-এর ১৭ই জুন তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, কিছু দিন পূর্বে সম্পূর্ণ রেলওয়ে কারখানার আই কারখানের অধিক শ্রমিক যে ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছিল, ই ই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে এক আলোচনা-বৈঠকের ফলে তাহার অবসান হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক আলো বিয়ন্ত্রণ : কয়লার অভাবের জের

রাজ্য সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, গত কয়েক মাস যাবৎ সাধারণের ব্যবহার্য বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে বলিয়া যানের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সরকারী কয়লা সরবরাহ করা কার্যত কঠিন হইয়া পড়িতেছে। অতএব, এইজন্য কয়লা সরবরাহ হ্রাস করিবার যত জোর কারণ না ঘটিলেও অনিচ্ছায় এরূপ অবস্থা উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং রাজ্য সরকার রাস্তা, সিনেমা গৃহ, হোটেল, রেস্তোঁ প্রভৃতিতে আলো জ্বালাও নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার হ্রাস আইন

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

অনুসারে এক আইনের আরী করা সম্ভব হবে। অসমরাজের ইতিহাস ও আইনাক-সন্ধান, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা এবং এসমস্ত উদ্দেশ্যের যোগান দ্বারা অন্ত যোগাও বৈজ্ঞানিক আলোচনার মাইন যোগ দ্বারা বিধিত করা হইয়াছে।

বি বি এণ্ড সি আই রেলওয়ের আয়

১৯৪৩ সালের এপ্রিল হিসেবের অভিনবে যে সব বাস যেব হইয়াছে সেই সব বাবদে বি বি এণ্ড সি আই রেলওয়ের মোট আয় হয় ১৪৭৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। ঐ সময় মোট ব্যয় হয় ৯৭৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বছর যাবে ঐ রেলওয়ের মীট আয় পাওয়া যাইবেছে ৭৪৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালের ঐরূপ সময়ে এই রেলপথের মোট আয় হইয়াছিল ১৪১৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা, মোট ব্যয় হইয়াছিল ৬১১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং আলোচ্য বছর যাবে মীট আয় হইয়াছিল ৭০৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। মুখরতা দেখা যাইতেছে যে, বি বি এণ্ড সি আই রেলপথ পূর্ব বছরের তুলনায় ৪৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বেশী আয় করিয়াছে।

লর্ড লিন্‌লিথগো

ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অন্যতম চিরেক্টর নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্যার ফ্রেডিক্ শীক

স্যার ফ্রেডিক্ শীক ভারতের কেন্দ্রীয় হাই-কমিশনারের পদে অস্থায়িভাবে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান হাউস কমিশনারের যে কার্য্য করিতেছেন, তাহাও করিতে থাকিবেন।

জনসাধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক

মহারাষ্ট্রীয় এক রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যে, জনসাধারণ যাহাতে ছাদা ধরে যাতায়াত-যোগাযোগ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি মাসে বাস তৈয়ার উপযুক্ত লিন্‌থের ছাদ কিছু কিছু করিয়া দিবেন। ঘুর বাবের জন্য এই উদ্দেশ্যে ৮০০ টন লিন্‌থের ছাদ দেওয়া হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের মূল্য লিন্‌থের একটী পরিবর্ত্তনাত্ত্ব স্থির হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনা অনুযায়ী যত তাড়াতাড়ি যত বাস্তবের প্রয়োজনীয় পাকিয়া আসিয়াছে লিন্‌থের ছাদ যোগান দেওয়া হইবে; তবে হইতে তাহারা যেন উহা বিয়া কেবল বিক্রয়-প্রয়োজনীয় বাস-যোগান প্রস্তুত করে। এই সমস্ত বাস বেসরকারী ব্যবসায়ীদের ব্যবহার করিবার জন্য বিক্রয় করা হইবে। লিন্‌থের মূল্যের প্রতি পাইণ্ডের জন্য ৭৫ টাকা হইতে ১।০ নির্দ্ধারিত করা হইবে। এই মূল্য হার সময় পরিবর্ত্তন করা চলিবে।

ভারতের বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলির জন্য দান

যুক্তরাষ্ট্রের কার্ণেগি কর্পোরেশন ভারতের বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলির সাহায্যার্থে ভারতের ভাশনাল ইন্‌ষ্টিট্যুট অব সায়েন্সেসের (অর্থাৎ ভারতীয় বিজ্ঞান-পরিষদের) জন্য ১৮০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ভারতের জন্য নূতন ধরনের রেল-ইঞ্জিন

আমাদার প্রস্তুত ১১৫ খানি রেলওয়ে-ইঞ্জিন শীঘ্রই ভারতের প্রত্যেক রেলপথগুলিতে চালান হইবে। প্রত্যেকটী ইঞ্জিনের ওজন ১৯১ টন। এই অতি 'এক' শ্রেণিবিশিষ্ট ধরনের ইঞ্জিন বলিয়া পরিচিত।

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম কম উপাধি

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি এম্ কম্ ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বেস্ট-এর সম্বন্ধে এম্ কম্ পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

লবণ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

সরকার অত্যাবশ্যক সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, বাংলার বাহিরের কোনো স্থান হইতে বাংলার কোনো রেলওয়ে ও ষ্টীমার ষ্টেশনে আমদানী হওয়ার অধিক লবণের চালান আসিলে অত্যাবশ্যক সরবরাহ বিভাগের চিফ্ কন্ট্রোলার তাহা হইতে তাঁহার দ্বারা অন্যত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

বোম্বাই সরকারের খাদ্যশস্য বর্দ্ধনের প্রয়াস

সম্প্রতি বোম্বাই সরকার 'বাড়-পড় অর্ডার আইন' নামে একটী নূতন আইন পাশ করিয়াছেন। এতদনুযায়ী প্রায় ৯ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমিতে তুলা, তামাক প্রভৃতি লভ্য ফসলের পরিবর্ত্তে খাদ্য-শস্য চাষ করার ব্যবস্থা হইল। বোম্বাই প্রদেশের খাদ্য-শস্যের ঘাটতি পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে এই বিধান হইয়াছে। ইহার ফলে, ঐ প্রদেশে আরও ১ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কাপড়ের চোরাবাজার বন্ধের সঙ্কল্প

বাংলা সরকারের আবেদনিক টেক্সটাইল কন্ট্রোলার বিভিন্ন বণিক সভা ও সমিতির নিকট

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩নং ব্যাণ্ডেল লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস কে রায়।

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই ধুতী ও শাড়ী পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিয়েল এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, বাইবেলা, কলিকাতা।

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

শ্রী ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—৩১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : —কলি: ১১২১, ১১২৩

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা, বড়বাজার, বহুবাজার, বাটানগর, বজবজ, ঘাটশীলা, কাশিয়াং

পত্র দিয়া জানাইয়াছেন যে, "কয়েকটি বস্ত্র-ব্যবসায়ীর লাইসেন্স বাতিল এবং তাহাদের মজুত মাল হস্তগত করা সম্বন্ধে ঢোরাবাজার তদন্তকারী দল গঠিত হইয়াছে।" বাজারে কাপড়ের দামের অবথা জন্যেই যে মূল্যের দিকে দাইভেছে তাহাতে সন্দেহ উৎসুক্য প্রকাশ করিয়া তাঁহারা বলেন, মহাজন ঢোরা-বাজার বিলোপ করিবার জন্য সরকারের দৃঢ় মনোভাবের উপর জোর দিয়া ঐ পত্রে জানাইয়াছেন যে, এজন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। কোনোরূপ কারণ না দেখাইয়া যে কোনো লাই-সেন্স বাতিল করা এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম হইবে। যে ব্যবসায়ীর অপরাধ প্রমাণিত হইবে তাহাকে অভিযুক্ত করা হইবে এবং কোনরূপ অর্থি পূরণ না করিয়া তাহার মাল বাজেয়াপ্ত করা হইবে। অপরাধী বড় ব্যবসায়ীদিগের সমস্ত মজুত মাল হস্তগত করা হইবে অথবা সরকারী তত্ত্বাবধানে উহাদের মাল বিক্রয় করা হইবে।

চট্টগ্রামে চাউল, লবণ ও চিনির দর

ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, চট্টগ্রামের বিভিন্ন বাজারে চাউল ২৭৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা এবং ধান ১৮৲ হইতে ২০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। লবণ ও চিনির দর যথা-ক্রমে প্রতি সের ৯৲ ও ২১৲ টাকা।

মিঃ বি দাশগুপ্ত

ভারতীয় ফেডারেশন অব চেম্বার্সের ভূতপূর্ব সভাপতি মিঃ বি দাশগুপ্ত গত বৎসর অক্টোবর মাসে বাংলা সরকারের বাজস্ব বিভাগে মন্ত্রী হন, তিনি ভারতীয় ফেডারেশন অব চেম্বার্সের সভাপতির কার্যভার পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান্ কোম্পানীজ (এমেণ্ডমেণ্ট) এক্ট

সেক্রেটারিয়েট হইতে প্রকাশ যে, ১৯৫৯ সালের ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ (এমেণ্ড-মেণ্ট) এক্ট ১লা জুলাই হইতে বলবৎ হইবে। গত ২৪ মার্চ তারিখে এই আইনটিকে পরলোক রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিয়াছেন।

বাঙ্গিপাত্যের সোনা

১৯৫৪ সালের যে মাসের কোলার স্বর্ণখনির উৎপাদনের হিসাবে দেখা যায়, ঐ মাসে মোট ১৭ হাজার ৪২৪ আউন্স সোনা পাওয়া যায়। এই বৎসর এপ্রিল মাসে মোট ১৮ হাজার ৮৫৪ আউন্স সোনা তোলা হয়। গত যে মাসে মহীশূরের খনি হইতে মোট ৫ হাজার ৪২৪ আউন্স সোনা পাওয়া যায়। ঐ সময় চ্যাম্পিয়ন রীফ হইতে ৩ হাজার ২৮ আউন্স, উরগাম হইতে ৩ হাজার ৭১ আউন্স এবং নাগীজম হইতে মোট ১ হাজার ১০১ আউন্স সোনা পাওয়া গিয়াছে।

চীনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি

চীনা সরকারী হিসাবে জানা যায় যে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার কাজের ফলে চীনের ১৯টি প্রদেশে ১৯৫৩ সালে ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৮৮ একর জমিতে তুলা চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ১,৯৩,৫৯১ পিকুল (১ পিকুল=১১০ পাউণ্ড) তুলা ও ১,৩৩,২৯১ পিকুল উন্নত ধরনের বীজ বেশী উৎপন্ন হইয়াছে।

১৯৫৪ সালে শস্য বৎসরের আবাদী ৪,৫৫,০০০ একর বেশী জমিতে তুলার চাষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই উদ্দেশ্যে তুলা-উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির জন্য চীনা সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ ৩ কোটি ২৩ লাখ ৪৩ হাজার ৫০০,০০০,০০০ চীনা মুদ্রার কম নহে।

অধিকতর বস্ত্র উৎপাদন আশা

বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগ অধিকতর বস্ত্র উৎপাদনের আশ্বাস জানাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই উদ্দেশ্যে বস্ত্র চাষ বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এসব পুস্তিকাগুলি খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে এবং ইহাতে তুলাবপন সম্বন্ধে সোজা প্রশ্নের

আরো, আরো বেশি উৎপাদন আজ আমরা চাইছি এবং সমস্ত শক্তিকে তারই একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে কারখানার কল-কব্জার প্রতি যত্নবান কারখানায় যে-পরিবার তাদের উৎসব হচ্ছে, যুদ্ধের আগে তা কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই সাফল্যের মূলে আছে অনেক কারণ। কিন্তু তার মধ্যে শ্রমিকরা যে আজকাল যুদ্ধের বাড়তি কাজের উপযোগী কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারছে এটাই একটা বড় কথা। আর এজন্যেই দেখা যায় তাদেরটি চায়ের তৃষ্ণা। কম খরচ কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের চা খেতে দিয়ে দেখা গেছে যে, অল্প-বাওয়া মনোযোগ এরা আশ্চর্যরকম দিতে পারে।

চা খেয়ে
ক্লান্তি দূর করুন

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

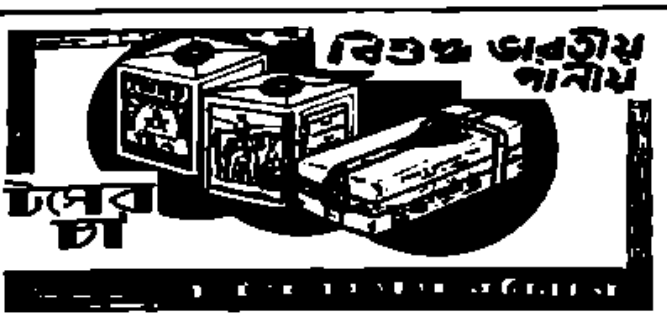

[illegible] উপলক্ষে [illegible] পুরস্কার [illegible] ও [illegible] আগামী [illegible] ঘোষণা করিয়াছে।

নিয়ন্ত্রিত জুতের তালিকা

সরকারের প্রত্যাদি বিভাগের মুখপাত্র জানাইয়াছেন যে, ভারত সরকারের যেসরকারী সরবরাহ বিভাগের কেন্দ্রীয় ক্রয়-ভাণ্ডারসমূহ (পূর্ব বিভাগীয়) শনি হইতে যেসকল ট্রেডার্স এসোসিয়েশনের সদস্যরা কর্তৃক বিভিন্ন পণ্যাদির নিয়ন্ত্রিত মূল্য-তালিকা সম্বলিত একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই মূল্য-তালিকা ভারত সরকারের নির্দেশানুযায়ী রচিত ও কেন্দ্রীয় ক্রয়ভাণ্ডারসমূহ যেসকলের সহযোগিতায়। কেন্দ্রীয় ক্রয়ভাণ্ডারসমূহের অধিন ২১৪ নং সোয়ার সাকুলার রোড ও যেসকলের ট্রেডার্স এসোসিয়েশনের অফিস ৭৮নং ক্যানিং ষ্ট্রীট যেসা ১১টা হইতে ৪টার মধ্যে, অথবা কলিকাতা 'রুল মার্কেটে' এই পুস্তিকা দুই আনা মূল্যে কিনিতে পাওয়া যাইবে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে বি এণ্ড এ রেল কর্তৃপক্ষের অভিযান

বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেল কর্তৃপক্ষ রেলে দুর্নীতিমূলক [illegible] করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং [illegible] সম্প্রতি [illegible] করিবার সরকারের এই বিভাগ সরকারের [illegible] করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

সম্প্রতি মহাত্মাজী রেলের মাল বুকিংয়ের নিমিত্ত বিভিন্ন এক পত্রে কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, তাহার এজেন্ট অথবা কর্মচারিবৃন্দ ও ভারত সরকারের সাধারণ বিভাগের স্পেশাল পুলিসের সাহায্যে এ-সম্পর্কে তদন্তকার্য করা পরিচালনা করিয়াছেন।

রেলপথে কার্গো সুষ্ঠি সরবরাহ ব্যবস্থা

গত ১৫ই জুন কলিকাতা সেক্রেটারিয়েট হিসেব সংস্থার বাবোর রেলমন্ত্রি আবেদন সাপেক্ষে করিয়া 'সুষ্ঠি' পথ ভারতীয় রেলপথে অবলুপ্ত করা হইয়াছে। এক ইউনিট যেসব কার্গো এক পোয়া সুষ্ঠি পাওয়া যাইবে।

এই আবেদন কলিকাতা, হাওড়া, শিয়ালদহ ও ২৩ পরগণায় রিটেলিবিলাস অবলম্বনে বলবৎ হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক ও বাংলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ

বাংলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক ঘোষণায় প্রকাশ, চাউল, ধান, সব ও পরিবহণ দ্রব্যের বিনিময়ে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেন, সেই সমস্ত ব্যাঙ্কের সম্পর্কে সরকারের ১৯৪৩ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী এক নূতন আদেশ জারী করিয়া বলিয়াছেন, এখন হইতে উক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে পরিচালন বাবদত্তাদির হিসাব পরীক্ষকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

যে সমস্ত ব্যাঙ্কের কলিকাতায় হেড অফিস এবং মফঃস্বলে ব্রাঞ্চ আছে তাঁহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদিগকে এখন হইতে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট মোট হিসাব দাখিল করা ছাড়াও প্রত্যেক হিসাব পৃথকভাবে স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

যে সমস্ত কোম্পানীর হেড অফিস মফঃস্বলে আছে তাঁহাদিগকে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট হিসাব দাখিল করিতে হইবে এবং তাহার নকল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পেশ করিতে হইবে।

বাজারদরের বিনিময়ে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক টাকা ধার বা আদায় দেন বা তাঁহাদিগকের অসামরিক [illegible] হিসাবের [illegible] নিকট [illegible] দাখিল করিতে হইবে।

বাংলার ভরাবহ মহামারী

গত ১০ই জুন সচিব পাবলিক পরিষদে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক বিভিন্ন আসের এক বিবৃতিতে জানান যে, ১৯৪৩ সালে কলেরা, ম্যালেরিয়া এবং বসন্ত রোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মোট ৮৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৯৯ জন মারা গিয়াছে। পূর্ববর্তী ৫ বৎসরের এই সব রোগে মৃত্যুর গড়পড়তা হিসাবের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৯৯ জন বেশী মারা গিয়াছে।

পরিষদে মন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, গত বসন্তে কলেরায় মোট ২১৯১৭৯ জন, ম্যালেরিয়ায় ৬৭৩১৩০ জন ও বসন্তে ২৭৮৮৪ জন মারা গিয়াছে। পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা মৃত্যুর হারের তুলনায় গত বৎসরের মৃত্যু-সংখ্যা কলেরায় ১৯০৪০৯ জন, ম্যালেরিয়ায় ২৮৮৭৯৯ জন এবং বসন্তে ১৪০৭৫ জন বেশী। মালদহ, বরমনসিংহ, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার গত বৎসর

বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত
মাতা, শক্তি, যৌবন রক্ষায়
"নভোটোন"
অমৃত তুল্য বলকারক
৮ আউন্স—২।০, ১৬—আউন্স ৩৸০
ম্যালেরিয়া, পালাজ্বর, প্রাহার
"নেপচুটোন"
ব্যাধিনাশী ম্যালেরিয়া বিনাশক
৪ আউন্স—২।০, ৮ আউন্স—৩৸০
শক্তিবর্ধক : রক্তপরিষ্কারক
"নিওব্লাড"
আসল টনিক
৮ আউন্স—২।০, ১৬ আউন্স—৩৸০
প্রত্যেক জিলায় ষ্টকিষ্ট আবশ্যক
পরিবেশক—এস্ ড্যাভী এণ্ড কোং
৪৯।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান
বম্বে মিউচুয়াল
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড
(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)
বীমা অফিস
এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—
- কোম্পানীর লভ্যের সাত পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অক্ষমতার জন্য সুবোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- যথাসময়ে প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতার ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর অধিকাংশ পলিসিই ৩ বৎসরী টাকার উপর
বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন
দক্ষিণাঞ্চল এজেন্সী লিমিটেড
চীফ এজেন্টস্,
৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস কুমিল্লা : : স্থাপিত ১৯১৪
মূলধনের
অনুমোদিত ... ১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত ৬০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত
(অগ্রিম কল সহ) ৩২,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড ... ১০,০০,০০০৲ " "
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস্ সি গুহ, এম্, এস্, সি

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২১ ফোন কলি : ৪১৭৩
হেড অফিস—৮৯নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
প্রধান শাখা :—৪৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শাখা অফিস কলিকাতা—বালীগঞ্জ, বাজবাজার, ইটালী।
ব্যাঙ্কার অফিস—ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, রাজশাহী, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, শিলচর, ডিব্রুগড়, শচীয়াদহী ও নবাবগঞ্জ (ঢাকা)।
বিহার—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, ছাপরা।
লভ্যাংশ শতকরা ৭৷৷০ দেওয়া হইয়াছে
যাবতীয় আধুনিক ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
এজেন্সী :—ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।
মজঃফরপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
সেক্রেটারী—মিঃ টি মজুমদার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম্ কে গুহ

করেছেন পঞ্চাশোর্ধ্ব অধিক লোক মারা গিয়াছে। বাঁকুড়া, মেদীনীপুর, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়াপুর, যাবতীয় এবং ত্রিপুরার অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অধিক লোক ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে এবং রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বোয়াখালি এবং ত্রিপুরার বনজ বোধে পঞ্চাশোর্ধ্ব অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্মচারীদের বেতন সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত

গত বৎসর মার্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় সার্কাসের রিপোর্ট অনুসারে ১৯৪৯-৫০ সালের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্মচারীদের বেতন না বাড়াইবার যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, গত ১৯শে জুন কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ সভায় উক্ত প্রস্তাবটী বাতিল করা হয় এবং বিষয়টী পুনর্বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই বেতন বৃদ্ধিতে কর্পোরেশনের বৎসরে ৭৮ লাখ টাকা ব্যয় হইবে।

প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স কোম্পানীজ এ্যাসোসিয়েশন

গত ১৮ই জুন ইনসিওরেন্স এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভায় নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য মনোনীত করা হইয়াছে :—

সভাপতি—মিঃ এস এম সিংহ, (ওরিয়েন্টাল প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স কোং)। সহ-সভাপতি :—মিঃ বি বাজোরিয়া (নেশনেল প্রভিডেন্ট কোম্পানী) ; মিঃ ইন্দ্র প্রকাশ (ভূষণ্ডী ইনসিওরেন্স কোং) ; সম্পাদক :—মিঃ আজতোষ ব্যানার্জি (বেঙ্গল প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স কোং)। সহ-সম্পাদক—মিঃ এস সি ঘোষ (বিশ্বকর্ম্মা প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স কোং)।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি :—মিঃ বি কে মুখার্জি (ইন্ডিয়ান বিউচুয়াল প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স কোং) ; মিঃ এস কে বসুমল্লক (সিটি বেঙ্গল প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স কোং) ; মিঃ এ বায় চৌধুরী (এরিয়ান প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স কোং) ; মিঃ বি বোস মল্লিক (ইন্ডিয়ান এ্যাসিওরেন্স ইনসিওরেন্স কোং) ; মিঃ বি চক্রবর্ত্তী (আরক অলায়েন্স প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স কোং) ও মিঃ কে সি পাল (ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোং)।

বেঙ্গল মিলওনার্স এ্যাসোসিয়েশন

গত ২৩শে মে এ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব উক্ত সমিতির প্রথম বৈঠকাদিতে অধিবেশন মুলতুবী হইয়াছে। মিঃ বি কাইন সিনিয়র এন ইন্ডিয়া মিলের প্রতিনিধি মিঃ আর এন সিংহ এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সভায় যোগ দেন—

রায় সাহেব এস সি ঘোষ (বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস) ; মিঃ এম এল সাহা (বোরিলী মিলস লিঃ) ; মিঃ আর চক্রবর্ত্তী (বোরিলী মিলস—১নং) ; মিঃ এস ভট্টাচার্য্য (বঙ্গলক্ষ্মীর এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার) ; রায় এ সি সেনগুপ্ত (ত্রিপুরার কটন মিলস) ; মিঃ বি আঢিয় (রাজপুরিয়া কটন

কখনও একাজ করবেন না

ষেন গাড়ীর বাইরে ঝুঁকিয়ে কিছুতেই যাবেন না ভাবেন এতে নিশ্চয়ই আর কা পুলের পক্ষে থাকা দেলে ঠুলি বিশ্রী হয়ে যেতে পারেন। গাড়ীর বাইরে ঝুঁকিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ। এর ফলে আপনি আহত হলে কোম্পানি ক্ষতিপূরণের দাবী করতে পারেন না। গাড়ীর ভেতরে যান এ ভেবে ভ্রমণ করবেন না। অন্যথায় আ দুর্ঘটনা সম্ভাবনা যাবার নিয়ে ভ্রমণ করা আপনার নিজের বা আপনার পরিবারের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়।

গাড়ীর অভাবের জন্যই আজকাল এত ভীড় হয়। রেলের লাভ কম, পরিবেষ্টন ও আনুষঙ্গী সংরক্ষণ তাই এখন রেলের প্রধান কর্তব্য—আর এই কারণেই আজকাল যাত্রীবাহী গাড়ীর এত টানাটানি। একথা বলাই বাহুল্য যে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী আপনার পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে তেমনি এই প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলি পালনটাই অধিক দায়।

ভ্রমণ কমান

এবং বিপজ্জনক ভ্রমণ পরিহার করুন

AAA 484

বিভাগ), মিঃ পি এন চ্যাটার্জি (ট্রেজারার ইষ্ট বিভাগ), মিঃ এস পি চ্যাটার্জি (পাইকপাড়ার সিঙ্গি বিভাগ), মিঃ এস সি দে ও অন্যান্যদের এস দে গ্রুপ (বেঙ্গল বেভারেজ) এবং মিঃ এস কে সেন (সম্পাদক)।

সভায় ব্যাঙ্কার ও শিল্পিদের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। কলিকাতা অঞ্চলে এখন ব্যবসাবাণিজ্যের স্বচ্ছলতার জন্য ব্যাঙ্কের মর্থের ভাণ্ডার ও ঋণ দেওয়ার অনুবিধা সম্বন্ধে সভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল। ব্যাঙ্কার কাস্টমারের কলিকাতাস্থিত অফিসগুলির সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগের টেলিটাইপ মেসিনারীর সিস্টেম হইতে এখনও মুক্ত ঋণ পাইবার অনুবিধা দূর হয় নাই। এজন্যই ব্যাঙ্কার কাস্টমারদের পক্ষ হইতে এসোসিয়েশন বাহাতে ঐ বিষয়ে সেক্রেটারীকে সভার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

কলিকাতার জন্য লবণ

গত ১৪ই জুন তারিখে যে সভায় শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে প্রায় ৭৯ হাজার টন লবণ সাগর-পথে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যে মাসের মধ্য হইতে আজ পর্যন্ত মোট ৯৭০০০ টন লবণ কলিকাতায় আসিয়াছে।

রৌপ্যমুদ্রা আবার চলিবে

আমেরিকান (যুক্তরাষ্ট্র) ট্রেজারী এক ডিক্লারেশন ঘোষণাদ্বারা ট্রেজারীতে 'সার্ভ বলি' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে সকল সরকারের যুদ্ধের পর বাণিজ্যিক উন্নতির সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য রৌপ্যের প্রয়োজন হইবে বলে রৌপ্য সঞ্চয় করা উচিত। রৌপ্যমুদ্রা পুরাপুরি বাতিল করা এবং রৌপ্যের বদলে সোনার উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকা প্রয়োজন।

ট্রেজারীর সচিব আশানী আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের প্রস্তাবে সম্মতি বলেন, ট্রেজারীর প্রতিনিধিরা অর্থ-মূল্য স্থায়ী করণের পরিকল্পনার রৌপ্যের সহিত রৌপ্যকেও একটা স্থান দিবে।

অষ্ট্রেলিয়ার জন্য ভারতীয় হাই কমিশনার

গত ৪ঠা জুন তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ভারতীয় হাই কমিশনারের পদের জন্য নির্বাচন করিয়াছেন।

ভারতের জন্য মার্কিন কৃপা

মার্কিন রাজকোষ সচিব মিঃ হেনরী মর্গেনথো এবং ডিরেক্টর সম্প্রতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপক মিঃ মিল্ড ফ্রাঙ্কে ১৩ই জুন তারিখে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মার্কিন সরকার ভারত সরকারকে একটা হিসেব ফল-ঐক্যতা ব্যবস্থায় ১০ কোটি আইজ ডলার ঋণ মঞ্জুর করিবেন। ভারতে সম্মিলিত আমেরিকার যে উদ্বৃত্ত আছে তাহাদের জন্য এবং ভারতের বর্তমান সময়কালীন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যের সমতা রক্ষার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ঋণের সময়সীমার আর একটী উদ্দেশ্য হইল ভারতের পণ্যমূল্যের হ্রাস স্থির রাখা।

ভারত সরকার যুদ্ধের পর এই ঋণের প্রতি আইজ মার্কিন সরকারকে পরিশোধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ঋণের টাকায় দেওয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

ভারতে মোটরের কারখানা

ভারত সরকার মিঃ সাল্কীন হীলটাসের মোটর নির্মাণের কারখানার জন্য মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাজারে দেওয়ার অনুমতি দিয়াছেন।

কলিকাতায় পাইকারী দর

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত সাপ্তাহিক সংবাদ সরবরাহ করার কলিকাতায় পাইকারী দরের যে সূচনামূলক সংখ্যা-তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসের তুলনায় গত যে মাসে খাদ্যশস্যের দর শতকরা ১৪৯, জ্বালানের দর শতকরা ১৯৬, তিসির দর ২০৫, চা শতকরা ৯৫, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য শতকরা ৩৬৩, তৈলবীজ শতকরা ২৯৫, নারিয়ার তৈল শতকরা ১৩৯, পাট শতকরা ২৯, চট প্রভৃতি শতকরা ১৩০, তুলা শতকরা ৪১, পশম ও রেশম শতকরা ১০৬, চামড়া শতকরা ৩, ধাতু শতকরা ১৯৫, অন্যান্য খাঁটা মাল ও তৈয়ারী জিনিষ শতকরা ১৭৮ এবং মোট সমস্ত জিনিষ পত্রে শতকরা ১৯০ হারে চড়া দরে বিক্রয় হইয়াছে।

বাংলা সরকারকে ১০ কোটি টাকার সাহায্য

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলা সরকারকে অত্যধিকভাবে অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। এই কারণে ভারত সরকার বাংলা সরকারকে ১০ কোটি টাকা সাহায্য করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

প্যালেষ্টাইনের জন্য পরিকল্পনা

২৯ জন মার্কিন বৈজ্ঞানিক ও শুশ্রূষাবিদ্যা-প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধোত্তরকালে ১৪ কোটি ডলার

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

"ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম অরগেণ্ট ইক ব্যাঙ্ক"

(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১ সাল)

অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকা বিলীত মূলধন ৩,০৩,২৩,৫০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ... ... ১,৬৮,১৩,২০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ... ... ১,৬৩,৫১,০০০৲ টাকা
১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে আমানত ৮১,৩৩,৭১,০০০৲ টাকা

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, বোম্বাই বোম্বে।

ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং সে অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি ম্যাপেল্টন বে, সি
—ডিরেক্টরগণ—
সার এইচ পি মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান
মিঃ হরিদাস মাধব দাস, মিঃ আরদেশীর বি মুখাস, মিঃ বিমল কি-ঘোষাল, মিঃ বিটলদাস ঠাক্কার, মিঃ মুরলীধর এম কিনি, মিঃ বাপুজি নারায়ণ সাল, মিঃ আর্নি মুলগাঁও পাস্তাজী, সার ম্যানেজিং এজেন্ট, কে, ই, মি রতনসি মোরারজি, পলিসিটার্স
লণ্ডন এজেন্টস—মেসার্স ব্যারেলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং
মেসার্স বিলস্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
নিউইয়র্ক এজেন্টস—দি ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সর্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন

কলিকাতার শাখা—হেড অফিস—১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার শাখা—৭১নং ক্রস ষ্ট্রীট, সিঁথি মোড় শাখা—১১৪নং সিনহা ষ্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা—৩৯, বন্ধ রোড। বাঙ্গলার শাখা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ডিব্রুগড়, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, দিনাজপুর, বর্দ্ধমান ও তুলসী। বিহারের শাখা—জামসেদপুর, ধানবাদপুর, গয়া, ঝরিয়া জয়রামবাটী, গীরাডাঙ্গি, ডেহিরী, মধুবনী, বাঘমারিয়া, বকুসোল, ডাল্টনগঞ্জ, সোনারিয়া, কদমকুয়া, কিষণগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর, পাটনা, লালবাগ (আরা), পাটনা সিটি, ব্যাঙ্কিপুর, বাইতনিয়া, ডোমচাঁচ ও সমস্তিপুর। উড়িষ্যা শাখা—সম্বলপুর।

সেবায়ে অর্থ রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন—

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—ঢাকাপুর হেড্ অফিস —ঢাকা।
কলিকাতা অফিস—৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

—শাখাসমূহ :—
পুরাণা বাজার, ঢাকা, নৌয়াজপুর, নৌয়াপাড়া, শ্রীনগর, নরসিংহাট, ভেলেশ্বর

শীঘ্রই পুনিয়া (বিহার) ও হাটখোলা (উত্তর কলিকাতা) ব্রাঞ্চ খোলা হইতেছে।

মিঃ এম চক্রবর্তী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ এম বসু
কলিকাতা এজেন্ট।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা ফোন ক্যালে ৩২৫৩ (৩ লাইন

—চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়—

অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ,, ৪০,০০,০০০৲ ,,
বিক্রীত ,, ৩৬,০০,০০০ টাকার উপর
আদায়ীকৃত ,, ৩০,০০,০০০৲ ,, ,,
রিজার্ভ ফাণ্ড ৫,৫০,০০০ টাকার উপর

ডিরেক্টর মহোদয়গণ ঘোষণা করিতেছেন যে, ব্যাঙ্কের সেবায় সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

যাহাতে সেচ ব্যবস্থা ও জল সোত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবার এক পরিকল্পনা তাহারা করিয়াছেন। সেচের জন্য শক্তির জন্য জল ব্যবহার করা হইবে এবং ভূমধ্যসাগর হইতে 'ডেড সী' পর্যন্ত একটী খাল কাটিয়া জর্ডনের জল চালান হইবে।

প্যালেস্টাইনের যাহা উদ্বৃত্ত হইবেক সেখানে জলাভাব থাকায় তাহা জলসাৎ হয় না। মৃত্তিকা পরিবহনের কাজে পরিণত হইলে আশা করা যায় প্যালেস্টাইনের পরিমাণ জলসংখ্যা—৮৫ লক্ষ—দ্বিগুণ এমনকি ত্রিগুণ হইয়া যাইবে। তাহাতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য বৈদ্যুতিক কারখানার স্থাপন করা হইবে।

রেলওয়ে লরি সার্ভিস

রেলওয়ের লরি সার্ভিসে কোইম্বাটুরের উৎপাদক এই দুই স্টেশনের জন্য মাল চালানের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা ঐ দুই স্থানের মধ্যে বহু লরির সাহায্যে মাল চলাচলের ব্যবস্থা করিবেন। সরকারের অনুমতি পাইলেই তাহেতবিনের মধ্যে লরি সার্ভিস চালু করা হইবে। চাউল ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ সরকার ভূমি হইতে পাওয়া ট্রেনসে লইয়া যাওয়া হইবে এবং আলু ও পাকলকী উৎপাদক হইতে সরকার ভূমিতে আনান হইবে। এই উদ্দেশ্যে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে অন-উৎপাদ ব্যবহার করিয়া লরি সংগ্রহ করিয়াছে। ঐ অঞ্চলে মালের চলাচল করিয়া দেখে পরিবহনি অন্যত্র কাজে লাগান হইবে।

সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে আশা করে যে, লরিগুলির সাহায্যে প্রতি মাসে প্রায় ২ হাজার টন মাল বহন করা হইবে।

মাদ্রাজ ও সাউথ মারাঠা রেলওয়ের মাদ্রাজ ও ব্যাঙ্গালোর সহরের মধ্যে মাল চালানের জন্য লরি সার্ভিস খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছে।

কলিকাতায় মজুতদারী ও মুনাফাখোরির জন্য দণ্ডিতের সংখ্যা

গত মে মাসে মজুতদারী ও মুনাফাখোরির জন্য কলিকাতা আদালতে মোট ৪১১ জন ব্যক্তি দণ্ডিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ৩৪২ জন চাউল, ১৩ জন চিনি, ৫ জন কেরোসিন, ৮ জন কাপড় ও ৫ জন সরষে সম্পর্কিত অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল।

ভিক্টরি লোন ১৯৫৭

শতকরা ৩ সুদের

এখন পাওয়া যায়

এই লোন সম মূল্যে ইস্যু করা হবে এবং ১৯৫৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে তার মূল্য পরিশোধ করা হবে। এই লোন অনির্দিষ্ট টাকার জন্য করা যেতে পারে—এবং অন্য বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত ইস্যু করা হবে। ১লা মার্চ এবং ১লা সেপ্টেম্বর এর যে কোনো তারিখে শতকরা ৩ টাকা হারে ষান্মাসিক সুদ দেওয়া হবে। এর উপর ইন্‌কম ট্যাক্স এবং সার চার্জ দিতে হবে। ২৯শে মে থেকে এর ক্রয় পর্যন্ত ইস্যুর মূল্য হবে ১০০৷৷০। অন্য বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত ৭৷৷ প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাই হারে বেড়ে যাবে।

বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, দিল্লি এবং মাদ্রাজে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে, ভারতের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা সমূহে এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে।

৪৯৪৪৪০

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

বিলং শাখার উদ্বোধন

গত ৭ই মে আসামের প্রধান মন্ত্রী রাজা সৈয়দ মহম্মদ সদুল্লার সভাপতিত্বে ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বিলং শাখার উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আসামের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ মেথিন তাঁর এই শাখার উদ্বোধন করেন। বিলং সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস সি দত্ত এম-এ বি-এল সাম্প্রতিক বক্তৃতায় ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও উহার বিভিন্ন বিভাগ বিবৃত করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ দত্ত আসামে ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং এই উদ্দেশ্য সফল করিতে তিনি জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য কামনা করেন। সভায় বিভিন্ন এই উদ্বোধন উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। অনুষ্ঠানের সুরুতেই সাধারণের নিকট হইতে এক লক্ষ টাকার অধিক আমানত পাওয়া যায় এবং আসামের স্বনামধন্য মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী ব্যাঙ্কটির উন্নতিকল্পে সক্রিয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

মাখ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১০ই জুন অপরাহ্ণে রাজকুমার চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে মাখ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মিঃ এস সি দত্ত, মিঃ এস এন মিত্র, মিঃ সি সি বিশ্বাসপ্রমুখ অংশীদারগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪৩ সালের ব্যালান্স শিট এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব সভায় আলোচিত ও গৃহীত হয় এবং অংশীদারদের এক লক্ষের উপর শতকরা ৮৲ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়।

আলোচনান্তে শেষে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় মাখ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন চক্রবর্তীর ১৯৪৩ সালের মত দুর্ভিক্ষসময়ে ঘোগ্যতার সহিত ব্যাঙ্কটি পরিচালনার জন্য অভিনন্দিত করেন। তিনি বলেন যে, আধুনিক ভারতীয় ব্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাসে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য মাখ ব্যাঙ্কের নাম বিশেষ স্থান লাভ করা অসঙ্গতবিবে মিঃ চক্রবর্তীর পরিচালনার গুণেই সম্ভব হইয়াছে। বর্তমান সময়ের ব্যাঙ্কটি আরও উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া সভাপতি মহাশয় আশা জানান।

মিঃ এন সি চক্রবর্তী সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

অকল্যাণ্ড জুট কোং লিঃ—গত ৩০শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি অতিরিক্ত শেয়ারে শতকরা ৬৲ টাকা ও প্রতি প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৩॥০ আনা। আলবার্টনী জুট কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি অতিরিক্ত শেয়ারে শতকরা ৬৲ টাকা ও প্রতি প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৩॥০ আনা। অ্যাঙ্গলাডিয়া জুট কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি অতিরিক্ত শেয়ারে শতকরা ৮৲ টাকা ও প্রতি প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৪৷০ আনা। বিহার জুট কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি অতিরিক্ত শেয়ারে শতকরা ৮৲ টাকা ও প্রতি প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৩॥০ আনা। ইউনিয়ন জুট কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি অতিরিক্ত শেয়ারে শতকরা ৭॥০ আনা ও প্রতি প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৩॥০ আনা। মি মার্জিয়া কোল কোং লিঃ—গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২॥০ আনা। ডাইক সিন্ডিকেট কোম্পানী লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি অতিরিক্ত শেয়ারে শতকরা ৩॥০ আনা ও প্রতি প্রেফারেন্স শেয়ারে ৬৲ টাকা। মৌরীপুর জুট কোং লিঃ—গত মার্চ মাস পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি অতিরিক্ত শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা ও প্রতি প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৬৲ টাকা। শ্রীগোপাল সেলাই সিন্ডিকেট লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি অতিরিক্ত শেয়ারে শতকরা ৬০ টাকা ও প্রতি প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৬৲ টাকা।

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৮ সন
১১৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
স্থায়ী আমানতের সুদের হার
অতীব সন্তোষজনক, ৩০০ টাকা হইতে ৬৲ টাকা পর্যন্ত।
জে, সি, সরকার — ডিরেক্টার ইন-চার্জ
এস, আর মোতাহেদ্, এম, জি, দত্ত রায় — ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস

স্থাপিত : ১৯২৩
ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :—আরাজখণ্ড কলিকাতা অফিস :—১৭৩, ক্লাব ষ্ট্রীট।
ফোন :—বড়বাজার ৯৮৭
ক্লিয়ারিংএর যাবতীয় সুযোগ সহ
ক্রমোন্নতিশীল ভারতীয় ব্যাঙ্ক
অন্যান্য শাখা :—জিতাইগঞ্জ, সিলেট, করিমগঞ্জ, বরিশাল ও সুবিদ্যা।
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
জেনারেল ম্যানেজার : শ্রীকামিনীকুমার পাল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীকৃতীশচন্দ্র নাহা

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ
হেড অফিস :—১০৯নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন ক্যাল : ৪৪৪০, ৪৪৪৫
পেট্রন :—মিঃ হাইকেন্স বি মহারাজা অব ত্রিপুরা
কলিকাতা শাখা :—কলুটোলা, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, পার্ক সার্কাস, শ্যামবাজার।
অন্যান্য শাখা :—কুমিল্লা, চুঁচুড়া, আমলসুদ, শিবসাগর, ঢাকা (একবাজার এবং নবাবপুর), নওগাঁ, নরসিংদি, সিরাজগঞ্জ।
৩৫ আনা-প্রসাদ মুখার্জি গত ২৭ এপ্রিল মার্চিভলা (কলিকাতা)
শাখার শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—মাননীয় আবেদ, এম. এল. এ (বাংলা গভর্ণমেণ্টের প্রাক্তন মন্ত্রী)।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৪ই জুন

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় টাকার বাজারের অবস্থা পূর্ববৎ রহিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে তাহিবামাত্র পরিশোধের সর্তে অল্প সুদের ঋণের চাহিদা পূর্বের ন্যায় কলিকাতায় ১০ আনা এবং বোম্বাই-এ ।৷০ আনা রহিয়াছে। টাকা এত প্রচুর থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের জন্য পূর্বাঞ্চলীয় আগ্রহ আর দেখা যাইতেছে না। এই কারণে এই ট্রেজারী বিলের বাট্টার হার গত সপ্তাহের ।৶০ পাই হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ।৶০ পাই-এ উঠিয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আর ট্রেজারী বিলের জন্য আবেদন করিতেছে না বা ব্যাঙ্কগুলি মোটামুটি সিকিউরিটির বাজারের দিকে বেশী করিয়া নজর দিতেছে।

ভারত সরকার কর্তৃক আগুন ও মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার গত ১৩ই জুন তারিখে খোলা হয়, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। ওজনে ৯৯৸৵০ পাই ও তদূর্ধ্ব মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৸৵০ মূল্যের শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক গড়পড়তা ।৶৮ পাই হিসাবে ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ২৩শে জুন দেয় ১১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের (তিন মাস মেয়াদী) দরখাস্ত আগামী ১৯শে জুন মঙ্গলবার বাজ কারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত সরকার কর্তৃক আগুন ও মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের আবেদন গৃহীত হইবে। বাজারের আবেদন প্রদর্শনযোগ্য বিবেচিত হইলে তাহাদিগকে ৯৯৸৵০ মূল্যে ঐ বিলের টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য বিজ্ঞপ্তিগুলি পূর্বের ন্যায়।

আগামী সরকার কর্তৃক আগুন ও মাসের মেয়াদী দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গত ১৫ই জুন, ১৯৪৪, বুধবারের দিন খোলা হয়। মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি টাকা। ৯৯৸৵০ মূল্যের সমুদয় আবেদন গৃহীত হয় এবং অন্যান্য মূল্যের আবেদনগুলি বর্জ্জন করা হয়। মোট গৃহীত দেড়কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক গড়পড়তা ।৶০ আনা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময়-বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষিত হয় নাই। কারবার মামুলি রকমের হইয়াছে। কিন্তু তবুও বিশেষ সামান্য পাওয়া যায়। বিনিময়-হার পূর্ববৎ রহিয়াছে।

টেলি: বদলি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৷৷ পেন্স
দর্শনী (")	১ শিঃ ৫৷৷ পেন্স
ডি এ ভিসবাস (")	১ শিঃ ৬৷৷ পেন্স
ডি এ রাবেয়াস (")	১ শিঃ ৬৷৷ পেন্স
ডলার (প্রতি শত)	৩৩৷৷৹

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী সূত্রে জানা যায়, ৯ই জুন (১৯৪৪) তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে সমস্ত তফসিলে ভুক্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯২৭ কোটি ৭৩ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ঐরূপ আমানতের পরিমাণ ছিল ৯১৭ কোটি ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা।

ঐ সময়ে তফসিলের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৭৩ কোটি ৭৪ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৮৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯৯ কোটি ৬৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১০৩ কোটি ২৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৬ কোটি ৭১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩১ কোটি ৫ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৯৯ কোটি ৫ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্য সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৯৯ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্য তফসিলের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৪ই জুন

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ কার্যকরীতা পরিলক্ষিত হয় এবং শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ের কাজেও সুবিধা যথেষ্ট উপভোগ করিতে দেখা যায়। বিশেষ করিয়া পাইকা

ভারত রক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারায়
ভারত সরকার অনুমতি দিয়াছেন

মোট ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রয়ের জন্য।
প্রতিটি ২৫৲ টাকা মূল্যের ৪৮,০০০ সাধারণ শেয়ার মাত্র বিক্রয় হইবে।
তন্মধ্যে সাধারণ হিন্দু শেয়ার ৩০শে জুন পর্য্যন্ত শেয়ারের দরখাস্তগুলি পাইবেন।
১লা জুলাই হইতে শতকরা ১০৲ প্রিমিয়াম ধার্য্য করা হইবে।
৩১শে জুলাইয়ের পর কোন শেয়ার আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে না।

শতকরা ১০৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

শেয়ারের টাকা দেওয়ার নিয়ম

প্রতি শেয়ারের বন্টন ৩ মাসের মধ্যে ১৫৲ আদায় করা হইবে। প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে ৫৲ ও প্রথম কী বাবদ ১০৲ অগ্রিম দিতে হইবে।
৩০ দিনের মধ্যে একটমেণ্টের প্রতি শেয়ারে ২৲ ও বাকী ১০৲ দুই কিস্তিতে আদায় করা হইবে।
(এই সম্পর্কে বিস্তারিত বলিয়াই ভারত সরকার আর তারবাবের আর্থিক সুবিধা বা কোনরূপ সম্ভাবনা সম্পর্কে করিয়া লইবেন যেন যেন এরূপ হবে না করেন।)

হেড অফিস বা যে কোনও শাখায় পূর্ণ বিবরণের জন্য লিখুন :—

[illegible] ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : জবাকীপুর :: স্থাপিত ১৯৭১ কলিকাতা।
ফোন : পি, কে, ২৩৭১ ফিঃ বি, মুখার্জ্জি,
গ্রাম : "রেখবো", কলিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শেয়ারের দরখাস্ত

হার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড,
কলিকাতা।

মহাশয়,
উক্ত ব্যাঙ্কের ২৫৲ টাকা মূল্যের অন্তোবর্তী শেয়ারের বন্টন ৫৲ টাকা হিসাবে.....টি শেয়ারের বাবদ.....টাকা এবং প্রতি দরখাস্তের বন্টন প্রথম কী ১০ টাকা একসঙ্গে পাঠাইলাম এবং কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেল্‌স অব এসোসিয়েশন এবং অন্যান্য ঊনযাবা ও নিয়ম অনুসারে আমার নামে উক্ত সংখ্যক শেয়ার বরাদ্দ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।

দরখাস্তকারীর পূর্ণ নাম.....
পিতা, স্বামী বা অভিভাবকের নাম.....
ঠিকানা.....
বয়স বা বৃত্তি.....ব্যবসা.....তারিখ.....

বিক্রয়ে এই সপ্তাহে সপ্তাহের বেশী লাভ হইয়াছে এবং প্রায় সব শাইবলের বেয়ারে উল্লেখযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে। কাপড়ের তলের বেয়ার-মহলের কেনাকাটা কিছু কিছু হইলেও তাহার বিশেষ তারতম্য ঘটে নাই। তবুও বর্তমান বেয়ার-বাজার বর্তমান সপ্তাহে অনেকাংশে নিরুৎসাহ-ভাব ধারণ করিয়াছে। ইন্ডিয়েন্সির বিভাগে সাপ্তাহিক মূল্যবৃদ্ধি আলোচ্য সপ্তাহের অন্যতম বিশেষত্ব ছিল। বাজারের আজগুবি রোটারুমী ভাব হইলেও এরূপ বিশ্বাসের কোন হেতু নাই যে, তুলার মূল্য হ্রাস না পাইলে ও বোম্বাই বাজারের অবস্থার না দেখা দিলে এখানকার বেয়ার-বাজারে অধিকতর তেজীভাব অবশ্যই পরিলক্ষিত হইবে। তবুও সপ্তাহে আশানে বোম্বাইবন্দরের সংবাদে বাজারে আশাবাদের সঞ্চার করিয়াছে। আশাবাদী হেঁয়ালি হয়ে হয় বেয়ারই বাজারের সপ্তাহান্ত সংক্ষেপ করিয়া বেয়ার-বাজারে বর্তমান অবস্থাবলম্বন স্থায়ী হইবে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের বেয়ার-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে অনেকাংশে অন্তর্বিরোধ উৎসাহ দেখা যায়। বাজারে যেসমস্ত বেয়ারী কাগজ-গুলির কিছু কিছু চাহিদা ছিল। ২৯০ সুদের কাগজ সুলভে বাহির হওয়ার সংবাদে জন-সাধারণের অস্বাভাবিক উৎসাহের সুযোগ লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইহার বিক্রয়-মূল্য ১০৪৵০ আনা হইতে ১০৫৲ আনায় তুলিয়া দিয়াছেন। বেয়ারী কাগজগুলির মূল্য আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় বেশীই অপরিবর্তিত ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে ৩১০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০১৲ আনায়, ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৪৭-৫৫) ১০১৲০ আনায় ও ২১০ সুদের কাগজ (১৯৫১-৫০) ১০৩৲০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। জাতীয়িক কাগজে অবশ্য বাছিয়া বাজারে উপস্থিত থাকিলেও বিক্রেতা না থাকায় উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয় নাই।

কাপড়ের কল

কানপুর টেক্সটাইলস্ ও এলগিন মিলসের সভ্যাংশ কম হইবে বলিয়া বাজারে যে গুজব রটিয়াছিল তাহা সত্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। কানপুর টেক্সটাইলস্ গত মার্চ মাস অবধি ছয় মাসের জন্য প্রতি বেয়ারে মাত্র ৵০ আনা হারের লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে এবং এলগিন মিলস্ ঘোষণা করিয়াছে মাত্র ১।০ আনা। গত সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য এই দুইটি মিল যথাক্রমে বেয়ার পিছু ১০ আনা ও ৯৲ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছিল। ফলে আশার কথা এই যে, কেবলমাত্র কোম্পানীর আয় হ্রাসের অজুহাত দিয়াই এই ভাবে লভ্যাংশ কমাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। কানপুর টেক্সটাইলস্ আলোচ্য সপ্তাহেও প্রায় গত সপ্তাহের মত নিরবচ্ছিন্ন মূল্যে বেচাকেনা হইয়াছে। বর্তমান সপ্তাহে এলগিন ৪৪।০ আনায়, বেঙ্গল-নাগপুর ৪৮।০ আনায়, বিড়ি সিগারেটস ১৮৵০ আনায় ও বালী ১১৬০ আনায় বিকিকিনি হয়।

কয়লা খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনির বেয়ার-বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। [illegible] টাকায়, বেঙ্গল [illegible] টাকায়, বেঙ্গলে ৩৯৲ আনায়, দামোদরে ৩৯৲ আনায় ও ভালডের ১১।০ আনায় বর্তমান সপ্তাহে বেচাকেনা হয়। মহাবীর মধ্যে ৩৪৵০ আনায়, লাবিরা বেঙ্গল আনার ইহা উল্লেখ করিয়া ৩৪৵০ আনায় পৌঁছিয়াছে।

পাইকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাইকলের বেয়ার বাজারে সপ্তাহের অধিক পরিমাণ উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল। অনলাবারণের মধ্যে পাইকলের বেয়ার কিনিবার প্রচুর আগ্রহ বেখা যায় এবং প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠা-নের মূল্যের বেয়ারেই কিছু কিছু বৃদ্ধিলাভ ঘটে। এ্যালো-ইণ্ডিয়া গত সপ্তাহের বেয়ারপ্রতি ৪৪৲ টাকায় বিক্রীত হইয়েছিল, এ সপ্তাহে ইহার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫৲ টাকায় উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে মূল্য বৃদ্ধির ফলে অবশিষ্ট ৩১৲ টাকার স্থলে ৩৩৲ টাকায়, টাপদানী ৭৪৫৲ টাকার স্থানে ৭৭৬৲ টাকায়, বেঙ্গল ৯৯।০ আনার স্থলে ১০১৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে। মাদের মূল্য বেশী পরিবর্তন না হইলেও বর্তমান সপ্তাহে মাদেরও, ব্রাডলা ও বহুবাজার মিলের বেয়ারে যথেষ্ট বেনাকেনা হইয়াছিল।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসরিন • সিক্টোলেন্স • ফ্লেক • বাইক্রোমিটার প্রভৃতি পাইবেন।

ফোন :—
অফিসার :—১৩৩৭ অফিস
:—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"সাবানবাবা"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, আক্রমন সেন, কলিকাতা

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক
লিঃ
হেড অফিস—১৪৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শিলচর শাখা
খোলা হইয়াছে
আসামের প্রধান মন্ত্রী
মাননীয় স্যার সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে
মাননীয়া মন্ত্রী মিস র‍্যাফিস জুম
উক্ত শাখার উদ্বোধন করিয়াছেন
এই ব্যাঙ্ক আসামের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরী মহাশয়ের পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করিয়াছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ নিবারণচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল

ইহা এসপেকটাস নহে—ঘোষণা মাত্র।
আরও বেয়ার বিক্রয়ার্থ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।
বঙ্গশ্রী হোসিয়ারী এণ্ড উইভিং
মিলস্ লিমিটেড
রেজিষ্টার্ড অফিস :—২১৪, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলিগ্রাম : Strongroom
ফোন : ক্যাল ১৭৭৪
ফ্যাক্টরী :—
চাকুরিয়া, কলিকাতা
১৯৪৪ সনের ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ১৫৲ লভ্যাংশ ঘোষণা হইয়াছে
এবং
১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বরের কাছেও কিছু লভ্যাংশ আশা করা যায়।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন।
প্রাণ্টার্স সিণ্ডিকেট লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস

কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক পাশ হইবার সময়ের ৪৪-এ ধারা অনুসারে এই কোম্পানীর স্বারা বেয়ার বিক্রয়ের আবেদন করেন। এই আবেদন দ্বারা ইহার অর্থনৈতিক অবস্থা, কোনও বিক্রয়ের লভ্যাংশ বা কোনও ব্যবসায় সম্বন্ধে কোনও প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

ইন্ডিমিত্রাল্লিং

আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগে কিছুর কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই সত্য, কিন্তু সম্প্রতি ইন্ডিমিত্রাল্লি সম্পর্কিত যেসকলকুরে যে মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা এ সপ্তাহে প্রায় অব্যাহত ছিল। বর্ত্তমান সপ্তাহের অধিবেশন সময় ইন্ডিয়ান আয়রণের শর ৩৯৮০ আনার কারবারে ৪৯৮০ আনার ও টাটা কর্পোরেশনের শর ছিল ২৬৯০। বর্ত্তমান সপ্তাহে আলোচ্য ইসেনর্ট টাটা ছিল ১৯৮০ আনার, মেসার্সের ১৯৮০ আনার, বুমারপুরী ১২৯০ আনার, ভালচিন্দ্ ৪৯৮০ আনার ও সাধন ইন্ডিমিত্রাল্লি ১১৮০ আনার ক্রোকেরা হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমান সপ্তাহে অধ্যান শরে বাজারে বার এক কোম্পানীর সেয়ারের কাজ হয় এবং ইহা ৪০১৲ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের সেয়ারের অবস্থা পত সপ্তাহের মতই ছিল। বেলসুর ১৯৮০ আনার, মেস এক কোং ২৯৮০ আনার, কানপুর ৪১৮০ আনার, ইন্ডিয়ান ৮৯৮০ আনার ও মাহেশ্বরী ২৯৮০ আনার বর্ত্তমান সপ্তাহে ক্রোকেরা হইয়াছে।

চা-বাগান

চা বাগানের সেয়ারে আলোচ্য সপ্তাহেও তেমন ভাব বর্ত্তমান ছিল। হাসিমারা ৭৯৮০ আনার, সিঙ্গি ডুমরা ১০৪৲ টাকায় ও ডেলসুর ২০৫০ আনার বর্ত্তমান সপ্তাহে ক্রোকেরা হইতে দেখা গিয়াছিল।

বিবিধ

এই বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বাণী কর্পোরেশন ৪৫০ আনার, ইন্ডিয়ান কাপার ৬০ আনার, বি আই কর্পোরেশন ১৮৫০ আনার, ভালকাটা আইরন ২৯৮০ আনার, আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ১২৫০ আনার, ইন্ডিয়া সেলার পাল ৪৩২৲ টাকায়, ইন্ডিয়ান সেলার ২৯৲ টাকায় ও ভালচিন্দ্ সিমেন্ট ১৯৮০ সেলারেরা হয়। ভালকাটা ট্রামওয়ে শর ৮ই জুন ৫১৮০ আনার বিক্রীত হইয়াছিল। মূলধৃদ্ধি নাইয়া ১৬ই জুন ইহা ৫৯৮০ আনার পৌঁছায় এবং বেঙ্গিনীপুর জমিদারী বর্ত্তমান সপ্তাহে ১২৯৲ টাকা দরায় উঠিয়া সেষে আনার ১১০৲ টাকায় লাবিয়া আসে।

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে নিম্নরূপ বিবিধিতি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৭৲ সুদের ডিবেঞ্চার বণ্ড (১৯৪৩) ৮ই জুন—১০১৲০; ৯ই—১০১।০। ৫৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৪১-৪৩) ৮ই জুন—১০০।৵০; ৯ই—১০০৲; ১০ই—১০০।৵০ ১০০।৵০। ৫৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৮-৫৫) ৮ই জুন—১০০৲০ ১০০।০; ৯ই—১০০।০; ১০ই—১০০৲০; ১২ই—১০০।৵০; ১৩ই—১০০।৵০; ১৪ই—১০০।৵০। ৫৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৫৫-৭৫) ৮ই জুন—৯৯।০; ৯ই—১০০।০। ৫৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৫৫-৭৬) ৮ই জুন—৯৯৲০; ১২ই—৯৯।১০। ৫৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮ই জুন—৯৯।৵০ ৯৯।০ ৯৯।৵০ ৯৯।৵০; ৯ই—৯৯।০ ৯৯।৵০; ১০ই—৯৯।৵০; ১২ই—৯৯।৵০ ৯৯।৵০; ১৩ই—৯৯।৵০ ৯৯।৵০ ৯৯।০ ৯৯।৵০; ১৪ই—৯৯।০। ৬৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৭-৫০) ৮ই জুন—১০০।৵০; ১৩ই—১০০।০। ৪৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৮০-৭০) ৮ই জুন—১১১।০।

ডিবেঞ্চার

৫৲০ সুদের এ্যাসুমিনিয়াম কর্পোরেশন ১৩ই জুন—১০৫।০।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ৮ই জুন—১০০।০। আসাম ১২ই জুন—১২৩।০। ভ্যালকাটা ব্রাডলার্স ৮ই জুন—১৪৫৲০; ১৩ই—১৪৬।০। বিশ ৮ই জুন—৮৲; ৯ই—৮৩।০; ১০ই—৮১৲। ইন্ডিয়ান (পূর্ব প্রদেশ) ৮ই জুন—১৯৫৲ ১৯৫৲। বিলেট ৮ই জুন—১৩১।০; ৯ই—১৩৩।০ ১৩৩।০; ১২ই—১৩৩।০ ১৩৫৲; ১৩ই—১৩৫৲; ১৪ই—১৩৫৲ ১৩৫৲। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৮ই—জুন—১১৮০; ১২ই—১১৮০।

কয়লা খনি

অমরপুরি ৮ই জুন—৯৯৲০ ৯৲; ৯ই—৯।০ ৯৲; ১০ই—৯।০; ১৩ই—৯।০ ৯৲। বেঙ্গল ৮ই জুন—৯৫৲; ১২ই—৯৯৲; ১৪ই—৯৬৲। বোকারো এণ্ড রামগড় ৮ই জুন ৯৯৷০ ৯৯৷৵০; ১৩ই—৯৯৷৵০ ৯৯৷০ ৯৯৷০; ১৪ই—৯৯৷৵০। বারেরো ১০ই জুন—৯৮৷৵০; ১২ই—৯৮৷০। বরাকর ৮ই জুন—৯৪৷৵০ ৯৪৷৵০ ৯৪৷০ ৯৪৷৵০ ৯৪৷৵০; ৯ই—৯৪৷৵০ ৯৪৷৵০ ৯৪৷৵০ ৯৪৷৵০ ৯৪৷০; ১০ই—৯৪৷৵০ ৯৪৷৵০; ১২ই—৯৪৷০ ৯৪৷০ ৯৪৷৵০ ৯৪৷৵০ ৯৪৷৵০ ৯৪৷৵০ ৯৪৷০; ১৪ই—৯৪৷০ ৯৪৷৵০; ১৫ই—৯৪৷০ ৯৪৷৵০। জেমো মেইন ৮ই জুন—৯২।০ ৯২৷৵০ ৯২।০; ৯ই—৯২৷০; ১০ই—৯২৲ ৯৩৷০; ১২ই—৯৩।০; ১৩ই—৯৩৷৵০; ১৪ই—৯৩৷০ ৯৩৷৵০ ৯৩।০ ৯৩৷৵০। ইষ্ট ইন্ডিয়ান ৮ই জুন—৯৯৲। ইষ্টার্ণ কোল ৮ই জুন—৯৭৷০; ৯ই—৯৭৷৵০; ১২ই—৯৭৷০ ৯৭৷৵০। অমরী মেন্ট্রাল ৮ই জুন—৯৷০ ৯৷০; ১০ই—৯৷০; ১২ই—৯।০ ৯৷৵০; ১৩ই—৯।০ ৯।০; ১৪ই—৯৷০। ভালকাটারী ১৩ই জুন—৯।৲। মজুমদার ৮ই জুন—৯।৲। লাবিয়া ৮ই জুন—১৩।০ ১৩।৵০ ১৩।০ ১৩।৵০; ৯ই—১৩।০ ১৩৷৵০ ১৩৲ ১৩।৵০ ১৩।০ ১৩।৵০; ১২ই—১৩।০; ১৩ই—১৩।০ ১৩৲; ১৪ই—১৩৲ ১৩।৵০। সিঙ্গি রাণীগঞ্জ ৮ই জুন—৯৪।৵০ ৯৪।৵০ ৯৪।০; ৯ই—৯৪৲ ৯৪।৵০ ৯৪।০।

চক্রবর্ত্তিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

৫১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ১৭৫৪

শতকরা বার্ষিক সুদ
চল্‌তি হিসাবে
১০৲ ও তদতিরিক্ত জমায়— ১৲
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক—
স্থায়ী আমানত— ৩৲—৬৲
ক্যাশ সার্টিফিকেট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হিসাবের নিয়মাবলীর জন্য লিখুন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি এন চাটার্জ্জী

রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

হেড অফিস—
৫২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ
জামবাজার, বালীগঞ্জ, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দাস (জলপাইগুড়ি), বরদাঁও, বাবারহাট (জলপাইগুড়ি) ও সৈদপুর।

ফোন : ● ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
ক্যাল ৪০৬৮ ● সি অফ।

'দুর্মূল্যের বাজারে শুধু টাকাই সত্য এবং সত্য বলে জমানো সুবিধা এবং আজ যা জমানো যাবে মুদ্রাস্ফীতি যখন চলে যাবে তখন শুধু সেই টাকার মূল্যই বাড়বে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।'

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬৪নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা : বিহার শরীফ ও রাঁচী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—চিরঞ্জিবোধ গুহ
কনককুমার রায়

১৯ই—৩৯৯৲ ৩৯৲ ৩৯৮/০ ৩৯৯/০ ; ২১ই—৩৯৯/০ ; ২৩ই—৩৯৮/০ ৩৯৯/০ ; ২৪ই—৩৯৫/০ ৩৯৬/০ । বর্ম রাবুলা ৯ই জুন—১৮৫৲ ; ১৯ই—১৮৯৲ ; ২৩ই—১৮৬৲ । অক্সাম ১৮ই জুন—৫১৲ । ডাবিংক ৯ই জুন—৯৲ ৫৭৲ ৫৭৮/০ ; ১৫ই—৫৭৯৲ ৫৭৲ ৫৮৩/০ ৫৭৯/০ ৫৭৮/০ ৫৭৫/০ ; গ্রাণ্ড-পুরিয়া এন্ড আদার্সদের ৯ই জুন—৩৯৮/০ ৲ ; ১২ই—৲ ৭৮/০ ; ১৩ই—৩৯৯/০ ৲ ; ১৫ই—৲ ৲ ৭৮/০ । গার্ডেন ওয়ার্কস্‌ ৯ই জুন—১৯৮/০ ১৯৯/০ ১৯৮/০ ১৯৫/০ ; ৯ই—১৯৫/০ ১৯৫/০ ১৯৮/০ ১৯৫/০ ; ১০ই—১৯৮/০ ১৯৮/০ ; ১২ই—১৯৫/০ ১৯৫/০ ; ১৩ই—১৯৫/০ ১৯৮/০ । আলয়েন্স ৯ই ১০৫/০ ১০৯/০ ; ৯ই—১০৯/০ ১০৯/০ ১০৯/০ ১১৫/০ ১১৫৲ ১১৮/০ ১১৯/০ ১১৯/০ ১১৮/০ ১১৮/০ ; ১০ই—১১৯/০ ১১৮৲ ১১৯/০ ১১৮/০ ; ১২ই—১১৯/০ ১১৫৲ ১১৮৲ ; ১৩ই—১১৮/০ ১১৫/০ ১১৮৲ । ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস ৯ই জুন—৫৯৫৲ ৫৯৲ ; ৯ই—৫৭৲ ৫৮৫৲ ; ১৩ই—৫৮৫৲ ৫৮৫৲ ।

কাপড়ের কল

বালী ৯ই জুন—১৫৫/০ ১৫৮৲ ১৫৯৲ ; ১০ই—১৫৫/০ ১৫৮৲ । বেঙ্গল ন্যাশনাল ৯ই জুন—৩৯৫/০ ৩৯৮/০ ৩৯৮৲ ; ৯ই—৩৯৫/০ ; ১২ই—৩৯৮/০ ৩৯৫/০ । কানপুর উইভিংমিল্‌স ৯ই জুন—১৬৫/০ ১৬৮৲ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫৲ ১৬৫/০ ১৬৮৲ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ; ১০ই—১৬৫/০ ১৬৫৲ ১৬৮৲ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫৲ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ; ১২ই—১৬৫/০ ১৬৫/০ ; ১৩ই—১৬৫/০ ১৬৫৲ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫/০ । ইণ্ডিয়ান জুটমিল্‌স ৯ই জুন—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১০ই—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১২ই—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১৩ই—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ । ইণ্ডিয়া জুট ৯ই জুন—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১০ই—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১২ই—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১৩ই—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ । কেশোরাম ৯ই জুন—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১০ই—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১২ই—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১৩ই—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ । কেশোরাম ৯ই জুন—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১০ই—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১২ই—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১৩ই—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ । ফোর্ট উইলিয়াম ৯ই জুন—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১০ই—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১২ই—৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ।

ইলেক্‌ট্রিক

ডায়া (প্রেফ) ১৯ই জুন—১৩৯৲ । ডায়মণ্ড-সিডি ৯ই জুন—৫২৲ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয় ইলেক্‌ট্রিক মিল ৯ই জুন—১৩৯/০ ; ১০ই—১৩৯/০ । ফোরফোর এন্ড ফোর ৯ই জুন—১২৬/০ ১২৮/০ ১২৮/০ ১২৮/০ ১২৯৲ ; ৯ই—১২৮/০ ১২৮/০ ; ১০ই—১২৮/০ ১২৮/০ ১২৮/০ ; ১২ই—১২৮/০ ১২৮/০ ১২৮/০ ১২৮/০ ১২৮/০ ; ১৩ই—১২৮/০ ১২৮/০ । মার্ক এন্ড ফোর ১২ই জুন—১৩৯৲ ; ১৪ই—১৩৯৲ । ইণ্ডিয়ান আয়রন মিল ৯ই জুন—৩৯৫/০ ৩৯৮/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৮/০ ৩৯৮/০ ৩৯৫/০ ; ৯ই—৩৯৫/০ ৩৯৮৲ ; ৩৯৫/০ ৩৯৮/০ ; ১০ই—৩৯৫/০ ৩৯৮৲ ; ১২ই—৩৯৮৲ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ; ১৩ই—৩৯৮৲ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫/০ ৩৯৫৲ । মেসার্স এন্ড ফোর ৯ই জুন—২৩৯/০ ২৩৯/০ ; ৯ই—২৪৲ ২৩৮/০ ; ১২ই—২৪৲ ; ১৩ই—২৪৲ ২৫/০ ; ১৪ই—২৪/০ ২৫/০ । মেসার্স এন্ড (প্রেফ) ৯ই জুন—১৫৩/০ ; ৯ই—১৫৩/০ ; ১২ই—১৫৩/০ । মুরাবাদী ৯ই জুন—১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬৲ ; ৯ই—১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০ ; ১০ই—১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০ ; ১২ই—১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০ ; ১৩ই—১২৬৲ । ন্যাশনাল এন্ড ফোর ৯ই জুন—৫১/০ ৫১৲ ; ৯ই—৫১/০ ৫১৲ ৫১/০ ৫১৲/০ ; ১২ই—৫১/০ ৫১৲ ৫১/০ ৫১৲ ; ১৩ই—৫১/০ ৫১৲ । ন্যাশনাল আয়রন এন্ড মিল ৯ই জুন—১১৮/০ ; ৯ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১২ই—১১৮/০ ; ১৩ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১৪ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১৫ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১৬ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১৯ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ২০ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ২১ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ২২ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ২৩ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ২৪ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ২৫ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ২৬ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ২৭ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ২৮ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ২৯ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ৩০ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ৩১ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১লা আগষ্ট—১১৮/০ ১১৮/০ ; ২রা—১১৮/০ ১১৮/০ ; ৩রা—১১৮/০ ১১৮/০ ; ৪ঠা—১১৮/০ ১১৮/০ ; ৫ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ৬ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ৭ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ৮ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ৯ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১০ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১১ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১২ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১৩ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১৪ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১৫ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১৬ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১৭ই—১১৮/০ ১১৮/০ ; ১৮

৩৮৯৲ ৩৮৯৷৷ ; ১৯ই—৩৮৭৲ ; ২২ই—৩৮৮৲ ; ২৩ই—৩৮৮৲ । ব্রিটানিয়া ৮ই জুন—২২৩৲ ; ৯ই—২২১৲ ২২৭৲ ২২৬৷৷ ২২৫৲ ২২৩৷৷ ২২২৲ ২২৩৲ ; ১০ই—২২৫৲ ২২৩৲ ; ১২ই—২২৯৲ ২২৬৲ ২২৭৲ ২২৫৲ ২২৬৲ । ১৩ই—২২৩৷৷ ২২৮৲ ২২৩৷৷ ২২৯৲ ২২৩৲ ২২৭৲ ; ১৫ই—২২৭৲ ২২২৲ ২২৭৲ ২২৫৲ ২২২৲ ২২৩৲ । ফ্রাইজ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৮৷৷ ৩৮৷৷ ; ১২ই—৩৮৲ ৩৮৷৷ ৩৮৲ ; ১৩ই—৩৮৲ ; ১৫ই—৩৮৲ । এলায়েন্স ৮ই জুন—৩১৷৷ ; ১০ই—২৯৲ ; ১২ই—২৯৲ ; ১৩ই—২৯৲ । ফোর্ট গ্লোস্টার ১৩ই জুন—৭৩৲ । বাঙ্কো ৮ই জুন—৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ; ৯ই—৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ; ১০ই—৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৲ ৭৩৲ ৭৩৲ ; ১২ই—৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৲ ৭৩৲ ৭৩৷৷ ; ১৩ই—৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৲ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ; ১৫ই—৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ ৭৩৷৷ । বঙ্গলক্ষ্মী ৮ই জুন—৩১৷৷ ; ১০ই—৩৩৷৷ ; ১২ই—৩৩৷৷ । ব্যাঙ্গালোর ৮ই জুন—৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ; ৯ই—৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ; ১০ই—৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ; ১২ই—৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ; ১৩ই—৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ; ১৫ই—৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ । ব্যাঙ্গালোর ৮ই জুন—৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ; ৯ই—৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ; ১০ই—৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ; ১২ই—৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ; ১৩ই—৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ; ১৫ই—৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ ৩১৷৷ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টীম ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৫% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৫% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৬% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৬% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৭% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৭% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৮% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৮% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৯% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৯% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১০% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১০% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১১% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১১% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১২% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১২% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১৩% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১৩% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১৪% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১৪% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১৫% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১৫% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১৬% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১৬% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১৭% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১৭% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১৮% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১৮% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১৯% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ১৯% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২০% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২০% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২১% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২১% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২২% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২২% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২৩% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২৩% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২৪% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২৪% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২৫% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২৫% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২৬% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২৬% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২৭% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২৭% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২৮% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২৮% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২৯% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ২৯% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩০% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩০% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩১% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩১% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩২% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩২% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩৩% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩৩% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩৪% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩৪% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩৫% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩৫% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩৬% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩৬% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩৭% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩৭% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩৮% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩৮% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩৯% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৩৯% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪০% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪০% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪১% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪১% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪২% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪২% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪৩% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪৩% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪৪% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪৪% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪৫% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪৫% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪৬% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪৬% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪৭% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪৭% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪৮% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪৮% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪৯% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৪৯% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৫০% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৫০% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৫১% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৫১% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৫২% প্রেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৫২% ডেফ ৮ই জুন—৩৯৲ ; ৯ই—৩৯৲ ; ১০ই—৩৯৲ ; ১২ই—৩৯৲ ; ১৩ই—৩৯৲ ; ১৫ই—৩৯৲ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ৫

ব্রুবিনাটি ১৯ই জুন—৫৯৲। ওয়ারীংগাম ১৯ই জুন—৩৯/০। ৮৯ই—৩৯৸০। নিউমুরা ১৯ই জুন—৮৮৲। ফেলপুর ৮ই জুন—৫১৸০। ৯ই—১৸০।

বিবিধ

এসোসেন্সী এন্ড কোং ১৯ই জুন—৩৯৸০ ৩৯।০ ; ২০ই—৩৯৸০ ৩৯।০ ; ২১ই—৩৯৸০ ৩৯৸০ ৩৯৸০ ; ২৩ই—৩৯৸০ ৩৯৸০ ৩৯৸০ ৩৯৸০ ৩৯৲ ৩৯৲০ ৩৯।০ ; ২৪ই—৩৯।০ ৩৯৸০ ৩৯৸০ ৩৯৸০ ৩৯৸০ ৩৯৲ ৩৯৲০। এসোসিয়েটেড কর্পোরেশন ১৯ই জুন—১১৮০ ; ২১ই—১১৮০ ১১৮০ ১১৮০ ১১৮০। আমার হোল সিরেন্ট ২১ই জুন—১৭৩ ; ২২ই—১৭৯০ ১৭৩৸০ ১৮৲ ২৩ই—১৭৩৸০। হোল আমার ইন ১৯ই জুন—৩৮৲ ; ২০ই—৩৮৲ ৩৯৲ ; ২৯ই—৩৯৲ ; ২০ই—৩৯৲। হোল আমার ইন (প্রেফ) ১৯ই জুন—১০৲। ইন্ডিয়ান মাল্য স্পেকট্রাম ১৯ই জুন—৯০ ৩৸০ ; ২১ই—৯৸০ ৩৯৸০ ৯০ ; ২২ই—৩৸০। ডি আই কর্পোরেশন ১০ই জুন—৩১৸০ ৩৯ ; ২৯ই—৩১৸০ ৩১৸০ ৩৮ ; ২৩ই—৩১৸০। ন্যাশনাল আইরন ১৯ই জুন—২৩৸০ ২৩৸০ ; ২০ই—২৩৯০ ২৩৯৸০ ২৩৸০ ; ২২ই—২৩৮০ ; ২৩ই—২২৸০। ন্যাশনাল ট্রাডস ১৯ই জুন—৯১৯০ ৯১৯৸০ ৯১৮০ ৯১৮০ ; ২০ই—৯১৯০ ৯১৯০ ৯১৯৸০ ৯১৯৸০ ৯১৯৸০ ৯১৯৸০ ৯১৯৸০ ৯১৯৸০ ; ২১ই—৯১৯৸০ ৯১৯৸০ ৯১৯৸০ ৯১৯৸০ ৯১৯৸০ ৯১৯৸০

উহা পাটের বাজারে সুবাতাস বহনের সাহস দিতে পারিতেছে। দিয়েস্ শ্রেণীর তুলার-অর্থাৎ ৩ শ্রেণীর মাঝের পাট উহাদের ঘরে কিনিবার পরিমাণ বেশী দিখাইতে। নতুন বছরের পাটেরও কিছু কারবার হইয়াছে। আন্তর্জাতীয় পাটিসমঝোতার আজ ও কিছুটা উইলিস্ ১৮৲ ও ১৯৲ দরে বন্ধিত হইয়াছে।

মফস্বলের নতুন পাটের বাজারে শ্রেণী ভাব দেখা যায়। সেখানে আমদানী কম, চাহিদা বেশী। নতুন পাটের চাষাবাদের অবস্থা ভাল বলিয়াই সংবাদ আসিতেছে। পূর্ব্বাঞ্চলে নদীর জল বাড়িতেছে, কিন্তু মফস্বলের জল নামিয়া গিয়াছে।

৪ঠা ও বলিবার বাজারের নূতন কোন সংবাদ নাই। আমদানী অনেকের মাঝ মাস পর্য্যন্ত উহাদের ঘরে মজুত রাখার পক্ষপাতের পরিচয় আছে। বিক্রেতাদের আগ্রহাতিশয্যে চাহিদা পুরা হইতেছে না। অনেকদিনের আর বিক্রয় করিতে চাহে না—আশায় উহিয়াছেই ভাল বিক্রয় করিবে। নূতন করিয়া বিক্রয় আরম্ভ উঠিলে প্রাহকের পাই মিটিতে হয়। কিন্তু পাটের জন্যে আগ্রহের। তাহা ছাড়াও অবস্থার সমবয়ের সম্বন্ধে নিশ্চয়তা না থাকায় তাহাদের পক্ষে আরও বিক্রয় করা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক জন বিদেশীর মালেরও শ্রেণিবারী দিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

৪ঠা ও বলির বাজারে উন্নতির ঘর বলিয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৮ই জুন

আলোচ্য সপ্তাহে মেয়াই-এর তুলার বাজারের মন্দ দিক হইতে একটা অনিশ্চয়তার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কারণী বাজারের মন্দা ভাবের মূলে যে উহিবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। বিলাতযাত্রার মেয়াই তুলার বাজারে ঘরিদ করিবার কোনরূপ আগ্রহ দেখাইতেছে না। তুলা সম্বন্ধে সরকারী নীতির অস্পষ্ট ঘরবার সরকারের পক্ষ হইতে জরের কোনো চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। সমরোদ্যমের কালে ভারতীয় তুলার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করনা করনা চলিতেছে। এই সব কারণে তুলার বাজারে সেখ ঘর সপ্তাহের সকল ঘরের নিম্নগমন লক্ষ্য করা যায়। করিয়া তুলনাই আলোচ্য সপ্তাহে ৪০৪০ ঘরে বিক্রিবিক্রি হইয়াছে—গত সপ্তাহে ঘর ছিল ৪৮৯৲। ফলিল সেপ্টেম্বরের ঘর আলোচ্য সপ্তাহে হইয়াছিল ৪২৭৩। পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার ঘর ছিল ৪৩৯৮।

কাপড়

কাপড়ের বাজারে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে কারবার কিছু বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উন্নতন ঘরেই বেশীরকম হইয়াছে। বাজারের অপেক্ষাকৃত স্থবিধা থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা বাজারে বেশী কাপড় আসিয়া পৌঁছায় নাই। মোকামাতায় এখনও কিছু কিছু চলিতেছে, তবে মোক খুব বেশী নয় বা করিয়া বলা যাইতেছে। টেক্সটাইল কমিশনারের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল, যেন ডিবি শ্রেণীর কাপড় তাড়াতাড়ি কিনার অনুমতি দেন। এই অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৮ই জুন

আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ কালে সোনার বাজারে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। বিলাতী বাজার এ সপ্তাহে সোনা কেনাবেচা বিশেষ করে নাই, কিন্তু তবু ঘিরে ঘিরে সোনার বাজারে একটা চলার ভাব দেখা গিয়াছিল। সোনার ঘর ৭৪৮/০ আনার পর্য্যন্ত বিস্তারিত, পরে ৭৪৫/০ পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু তুলার ঘর সপ্তাহ শেষে সোনার ঘরকে ছাড়িয়া যায়। সোনার বর্ত্তমান ঘর ৭৬৮/০ দাঁড়াইয়াছে।

ফ-ইংলিশ সরকার মার্কিন মুলুকেই হইতে ভারত সরকার তুলা পাইতেছেন; সুতরাং তুলার ঘর পরিবর্ত্তন পাইতেছে। তুলার ঘরের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের সোনা সম্পর্কিত নীতির পরিবর্ত্তন ঘটা আবশ্যক হয়।

রূপা

ফ-ইংলিশ সরকার ভারতে সোনা আমদানী করবার সংবাদ আসায় খুচরা সপ্তাহ তুলার বাজারে বেশ তেজী ভাব ছিল। এখনও আইন তুলার ঘর হইয়াছিল ৯৩৩৲, কিন্তু ঐ তুলার পাওয়ার পর হইতে সোনের তুলা ছাড়িয়া আসছে করে। সোনা তুলার ঘর ৯৮৲ দাঁড়িয়া আসে। সেখের দিকে এই ঘর এক্টা উঠিয়া এখন ৯৮৩৲ আসার দাঁড়াইয়াছে।

(ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি—৬৮৭ পৃষ্ঠার পর)

সকল ভরের শিল্প বলিয়া ১৯৪৯ সালে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের গড় লিটে মূলাফা ছিল ৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। ১৯৪৪ সালে ঐ মূলাফা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। ১৯৪৯ সালের মূলাফার পরিমাণকে যদি সূচী সংখ্যার ১০০ ধরা যায় তাহা হইলে ১৯৪০ সালের সূচী সংখ্যা দাঁড়াইবে ৩১৭।

যদি ব্যবসায়ের প্রসারও শিল্পোন্নতির আর একটী লক্ষণ। লিমিটেড ব্যাঙ্ক ১৯৩৯ সালে ছিল ৫০টী এবং এই ৫০টী ব্যাঙ্কের শাখা ছিল ৮৯৮টী। ১৯৪০ সালে লিমিটেড ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩ এবং মূলন শাখার সংখ্যা (৮২৮টী বাদে) দাঁড়ায় ৮৯৪।

যোদ্ধের উপর বিরাট মহাযুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্প অনেকটা প্রসার লাভ করিয়াছে উহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত প্রায় স্বাধীন ডোমিনিয়নগুলির তুলনায় ভারতের শিল্পোন্নতির পরিমাণ অনেক কম হইলেও ইতিমধ্যেই ভারতের এই শিল্পোন্নতি যে বৃটিশ বণিক শ্রেণীর চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছে উহার প্রমাণও আমরা পাইতেছি। প্রাচী কমিশনের রিপোর্ট বাহাতা দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড জীবনের পরিকল্পনা বৃটিশ বণিকশ্রেণী তথা বৃটিশ শাসক শ্রেণীর মনোভাবকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় জনসাধারণের শক্তি ও সমবেদনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া এবং কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনাকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় বণিকশ্রেণী যদি দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতে পারেন তাহা হইলে ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯
(হেড অফিস—৭, ওল্ডকোর্টহাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১২,৯৫৫৲
আমানত...এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৪ সালের ১০ই মে পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং ঢাকা

সে-অফিস : নিউ আলিপুর

জিয়নাথ ঘোষ—ডিরেক্টর ইন-চার্জ

নিরাপত্তা ও কার্য্যকুশলতার জন্য—

দি ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—ঢাকা স্থাপিত—১৯২৮

শাখাসমূহ :—
খোলনা, বাইরাচর, চট্টগ্রাম, নরসুন্দরিয়া, শ্রীহট্ট ও নারায়ণগঞ্জ

কলিকাতা শাখা :—
১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
ফোন : কলি ৪৪০১

রাজসাহী ও বরিশাল শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কি কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এম চট্টোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫ ফোন :—অফিস—২৬৩২
হেড অফিস :- ৩১ ব্যারো লেন, কলিকাতা।
কলিকাতা শাখা—বাহিরবন্দ—৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ
বৌবাজার—৮৩, বৌবাজার ষ্ট্রীট
বড়বাজার—৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
—অন্যান্য শাখা—
ঢাকা, বরিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল) ও বেনারস
সে-অফিস—সোণাবাজার : বহরমপুর (বেঙ্গল)
মূলন শাখা—বগুড়া, পাবনা ও লক্ষ্ণৌতে শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি ঘোষ বলিয়াছেন।

(বাজেটের অবশিষ্ট—২০৯ পৃষ্ঠার পর

এই ভাবে ঢাকা মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষের হাত হইতে কার্যকরভাবে ক্ষমতা লইয়া বাংলা সরকার যে দেশের নিয়ন্ত্রণতান্ত্রিক পৃথলার উপর আঘাত হানিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। এই বিষয়ে এখনে বক্তব্য না করিয়া ঘটনার পরিণতি লক্ষ্য করাই আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। আগামী ২১শে জুন মাননীয় শাসন পরিষদে ও কলিকাতা হাইকোর্টে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হইবে। তবে সুখের বিষয়, ইতিমধ্যে গত ১৬ই জুন হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ এজলি বাংলা সরকারের উপর সাময়িকভাবে এই মর্মে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন যে, বাংলা সরকার অথবা তাঁহাদের কোন কর্মচারী বা প্রতিনিধি এই জুনের আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন না। উল্লিখিত ঢাকা মিউনিসিপালিটির আশু আতাবিকভাবে চলিতেছে। আমরা আশা করি, স্থায়ীভাবে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানটিতে যেন পর্যন্ত জনসাধারণের অধিকার ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

• • •

নগরীর ব্যবস্থা পরিষদ নির্বাচনের পর বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি ও বৈদেশিকের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে। প্রাথমিক শিক্ষাবিলের আলোচনা প্রসঙ্গে পরিষদ মূলে যে সব দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি লজ্জা অনুভব করিবেন। সরকার পক্ষের অপোগণ্ডীয় ভিন্নে মাত্র বিশৃঙ্খলার মধ্যেও প্রাথমিক শিক্ষাবিলের আলোচনা চলিতেছে এবং আলোচনা যেন পর্যন্ত প্রায়ই হট্টগোলে পরিণত হওয়ায় পরিষদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি অবহেলিত হইতেছে। একটী বিস্ফোরণোন্মুখ বিল লইয়া গৌহাটি এলাকেরিদের কার্যাবলী কতিপয় করা সরকার পক্ষের অন্যায় হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। চট্টগ্রামের সদস্য খাঁ বাহাদুর হাজী আলেমু চৌধুরী গত ৫ই ও ৭ই জুন দুবারোক্তি নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও দুইবার চট্টগ্রামের অতিরিক্ত চাউলের মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অনুমতি পান নাই। স্পীকারের আদেশ অমান্য করিবার পর ৭ই জুন তিনি চট্টগ্রামের কথা অথবা সমাজে পরিষদে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা যেমন দায়িত্বপূর্ণ তেমনি শিক্ষাপ্রদ। স্পীকার ও সরকার পক্ষের তীব্র বাধাদানে উপেক্ষা করিয়া খাঁ বাহাদুর বলিয়াছেন :—"প্রাথমিক শিক্ষা-বিলে অপেক্ষা চট্টগ্রামের অবস্থা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।—এক টাকা ৪ এক সের চালে যেই করা হইল যখন চট্টগ্রামের জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার কথা বলার জন্য আমাকে ৫ মিনিট সময় দেওয়া হইবে না। ইহা অন্যায়, আমি এ অবস্থা মানিব না, আমাকে বক্তৃতা করিতে দিতে হইবে। চট্টগ্রামে ৩০৲ টাকায় উপর চালের দর উঠিয়াছে, লোকে অনাহারে মরিতেছে, আর আমি চুপ করিয়া থাকিব! পুরাতন কাউন্সিলের আবহাওয়া অনেক ভাল ছিল, সেখানকার সদস্যেরা ভদ্র ছিলেন। সেখানে দেশের দুঃখদুর্দশার কথা চাপা দিয়া শিক্ষা-বিলের মত বিল আনা হইত না। একটা জিলার লোক অনাহারে মরিতেছে, অথচ কোন কথা বলা যাইবে না, এ অবস্থা আমি সহ্য করিতে পারি না।"

বাং বাহাদুরের মত অনেকেরই অন্যান্য লোক যে পরিষদের কার্যকর্ম মত দায়িত্ব মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের আলোচনা পছন্দ করিতেছেন না, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। যাহার ক্ষমতা পাইয়া সেই ক্ষমতা এ ভাবে অপব্যবহারের দুর্নীতি—বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী আর কতকাল চালাইবেন?

(বিদেশ ভারতের বনজ সম্পদ—২১৩ পৃষ্ঠার পর)

ব্রহ্মদেশ—দক্ষিণ ভারত, আসাম ও বাংলা দেশে এতপ্রকার বন্য বৃক্ষের বৃক্ষ পাওয়া যায়। তাহা হইতে দুধের মত যে নির্যাস বাহির হয় এলিফিক এসিড-এর সংযোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা হইতে গাটা-পারচা তৈয়ার করা যাইতে পারে। ফিটকারী অথবা সাধারণ এসিড সংযোগে রবারের বৃক্ষ-রসকে এমনভাবে রূপান্তরিত করা যায় যে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট গাটাপারচা বিদ্যুৎপরিবাহক পদার্থ হিসাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ইহা ছাড়াও ভারতের বনজ সম্পদ হইতে বহুবিধ কাঠ-তৈল উৎপন্ন করা যায়। চন্দন বৃক্ষ এবং অন্যান্য বৃক্ষ হইতে সুগন্ধি তৈল পাওয়া যায়। দেবদারু বৃক্ষ হইতেও তৈল উৎপন্ন হয়। এক শ্রেণীর বৃক্ষ দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায় যাহার পাতা হইতে কর্পূর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইউকেলিপ্টাস বৃক্ষাদি হইতেও তৈল পাওয়া যায় এবং ইহার ব্যবহার জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বহু প্রকার ঔষধ-পদার্থ বৃক্ষাদির মূল, পাতা, ফল, ফুল ও বল্কল হইতে প্রস্তুত করা যায়। ভারতের অরণ্যে বহু বৃক্ষাদি আছে যাহার ফল হইতে উদ্ভিদ তৈল এবং উদ্ভিদ ঘৃত উৎপন্ন করা সম্ভব। ইহা মোমবাতি, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে কাজে লাগে। উদ্ভিদ তৈলকে রাসায়নিক উপায়ে রূপান্তরিত করিলে উদ্ভিদ ঘৃতও উৎপন্ন করা যায়। ভারতের বনজ সম্পদকে ভিন্ন রূপান্তরিত করিবার মাত্র কয়েকটী সাধারণ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। উপযুক্ত গবেষণা, মূলধন বিনিয়োগ এবং সরকারী সাহায্য পাইলে বনজ সম্পদকে আরও শত শত নূতন শিল্পে ব্যবহারিক প্রয়োগ করিবার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গলাদেশে প্রায় ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার একর বনাঞ্চল আছে। ইহাকে আরও সম্প্রসারণ করা খুবই সম্ভবপর। নূতন নূতন শিল্পের প্রয়োজনীয় অনেক কাঁচা মাল উৎপন্ন করিবার জন্যও এইরূপ বন সৃষ্টি করা উচিত। তাহা হইলে বাঙ্গলাদেশের শিল্পপতিগণ এই প্রদেশেই অতি সহজে বহুবিধ কাঁচা মাল সংগ্রহ করিয়া নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে।

বঙ্গলক্ষ্মী কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিছুই সামান্য নয়

বিন্দু বিন্দু বারি ধারাই বিপুল বারিধির সৃষ্টি
সামান্য সামান্য নিয়মিত সঞ্চয়ই
বৃহৎ ভাণ্ডারের সৃষ্টি করে।
সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টে খুব দেওয়া হয়
প্রত্যেকবার উঠানোতে ৫০৲ টাকা ও তার
সপ্তাহে দুইবার টাকা তুলিতে দেওয়া হয়।
আমাদের সহযোগিতায় আপনার সঞ্চয়
বৃদ্ধি করুন।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ বসু

সুন্দর ডিজাইনের
ইংরাজি ও বাংলা
সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ
সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে
পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া
আর্থিক জগৎ প্রেসে
অনুসন্ধান করুন।
১২৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৩৩৩৭

কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক

অফ্ এশিয়া লিঃ

হেড অফিস—১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ৪৮৯০

পৃষ্ঠপোষক—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শাখাসমূহ

বালীগঞ্জ, (কলিকাতা), ঢাকা, ঝিরকাদিয়া, লৌহজঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ, গোপালদি (ঢাকা), চন্দ্রপুরিয়া, মাতাংলিপুর (চট্টগ্রাম), খুলনাবন্দর (খুলনা), শিলং, (আসাম), কুমারখোল (নদীয়া) ও ভোলা (বরিশাল)।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কাজকারবার করা হয়।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি

১৩৭, বাদবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। ফোন: পিয়ে ৩৩১০ এবং ১৯৯

মূলধন

অনুমোদিত—১,০০,০০,০০০ টাকা বিক্রীত—৮,৫০,০০০ টাকা

বিলিকৃত—১০,০০,০০০ টাকা আদায়ী—৫,৫০,০৪৫ টাকা

গত আর্থিক বৎসরে ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৪ সালে শতকরা ৬৲ টাকা।

স্থায়ী আমানতের গ্রহণ করা হয়—সুদ ত্রৈমাসিকে দেয়।

বিভিন্ন মূল্যের বন্ধকী এবং অবি মর্গেজাই বিক্রয়ের জন্য আমাদের নিকট মজুত থাকে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা নীতি

স্বল্প খরচের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী (Schemes)

কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

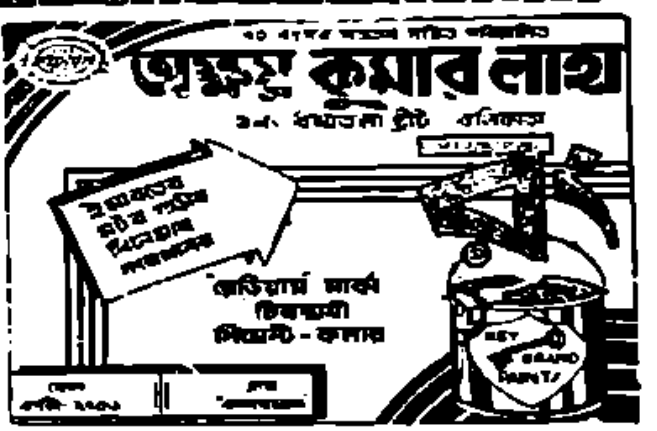

আর্থিক জগতের নিয়মাবলী

(১) 'আর্থিক জগৎ' প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

(২) চাঁদা প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা, বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৩।৵০ আনা। মূল্য অগ্রিম গ্রাহক করা হয় না। কোন সংখ্যা না পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে, নতুবা আর পাওয়া যাইবে না।

(৩) গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই সপ্তাহ হইতে কাগজ পাঠান হয়।

(৪) নমুনা চাহিয়া পাঠাইলে তাহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

(৫) সম্পাদকীয় বিভাগ সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিঠিপত্র এবং অন্য সমস্ত চিঠিপত্র ম্যানেজার, 'আর্থিক জগৎ', ১২১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

নিবেদক—
ম্যানেজার,
আর্থিক জগৎ,

ফোন—বড়বাজার ৩৩৩৭ ১২১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরহিতে দান করুন.

(আমাদের ৪৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন)

এত লক্ষ টাকার দান বড় কথা হইলেও বাংলা আমাদেরই তা' দিতে পারে। বস্তুতই বড় কোন কাজ করার দরকার হ'য়েছে, বাংলার বাস্তবীয় বিভীষণ অবস্থা অবশ্য সুপ্রকাশরূপে স্থান দেবার জন্য এগিয়ে এসেছেন।

পরহিতে দান করুন। আপনার টাকা এখন দেশবাসের হাতেই দিন যাঁহারা জীবন্মৃত এবস্থায় দাঁড়া হয়ে আপনার দেবার ভাব গ্রহণ করা ও বিশেষ আপন হয়ে পড়া।

টাকা দিয়ে এর চেয়ে বেশী সুফল আর কিছু পাওয়া যেতে পারে না।

আপনার অর্থ মৃত্যু পথযাত্রীর মুখপিণ্ড যোগানের কাজে লাগান।

আপনার দানের বিনিময়ে আপনি শান্তি ও আরও সৌভাগ্যের সুপ্রতিবাসের সৌরভ লাভ করুন।

মানবী আত্মাকে বাংলার দুর্গত নারায়ণের মুখে তোলে ধরে আপনি দানের অমর পুণ্য সঞ্চয় করুন।

ভারতীয় রেড ক্রস আপনার দানের বিনিময়ে অনাহারী ঢেঁকারদের বিনা সাহায্য পাঠান।

ভারতীয় রেড ক্রস
প র হি তে দান করুন

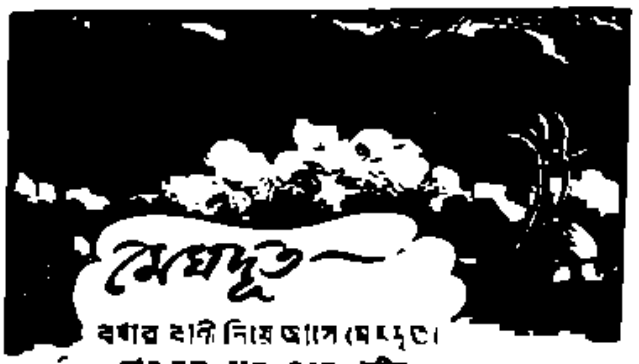

আদর করেই কি কর্তব্য শেষ হোল?

ছেলের শিক্ষা, মেয়ের বিয়ে, সংসারের সচ্ছলতা ও আপনার প্রিয়জনদের ভবিষ্যতের সুখ ও শান্তি—এ সবের কি উপায় করেছেন? সুখের সংসার গড়ে তুলতে ক'লে আজই তার ব্যবস্থা করুন। আমরা এ সকল বিষয়েই আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

ন্যাশন্যাল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

জীবন, মোটর, এ্যাক্সিডেন্ট ও অন্যান্য সাধারণ বীমার জন্য

ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স এণ্ড কেমারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

এবং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৪৯৫৬ ন.৮.১

শিশু ও রোগীর একাধারে পথ্য ও পানীয়।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

সপ্তম বর্ষ] Monday, 26th June, 1944 সোমবার, ১১ই আষাঢ়, ১৩৫১ [৯ম সংখ্যা

আয় ও আয়ু

অবশ্য আয়ু লইয়া কেহ, ঈশান নাই,—আয়ের অবস্থার মানুষের চিরদিন থাকে না, আয়ের পরিমাণ চিরস্থায়ীও নয়। কাজেই আয় ও আয়ু বাড়িবেই আয়ব্যয়ের এক সমন্বয় করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। জীবন বীমা দ্বারা এই সমন্বয় করা যেমন সুবিধাজনক, তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্মিগণ সর্ব্বদাই আপনার নিকটবর্ত্তী আছে। যে কোনো শাখা অফিসে পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার উপযোগী বীমাপত্র নির্ব্বাচনের সহায়তা পাইবেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস : কলিকাতা

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মায়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য কলিকাতা অফিস—

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, সোনাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরানবাজার, ফেনী, ফুলতলা, নরসিংদী, ওলপাইতলি, বর্দ্ধমান, সিরাজগঞ্জ, গৌরনগর, পুর্ণিয়া, পাটনা, মেজারুল, আরা, হাঁড়ী, ভাগলপুর, জামসেদপুর, লক্ষ্ণৌ।

আগ্রা শাখা খোলা হইয়াছে।

কার্য্যকরী তহবিল—১,০০,০০,০০০ এক কোটি টাকার উপর

এজেন্সী কমিশনের সর্ব্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি পাল।

বাংলার নবীন শিল্পের পথে

দি হিন্দুস্থান সল্ট ওয়ার্কস লিমিটেড

এই নবীন

ভারতবাসীর তত্ত্বাবধানে কারখানা বিজ্ঞ ১৫ বৎসরের কার্য্য-ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিচালনা।

হেড অফিস—
৩১ ব্যারো লেন,
কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী—
খ্যামনগর,
মুন্সরবন,
২৪ পরগণা।

শ্রীসুরেশ্বর ঘোষ
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বেঙ্গল—করপোরেট এজেন্সী।

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী

আর্য্যস্থানে

বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরু-ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
১৮, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৬৲ সম্পাদক—শ্রীহরিদাসনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ

এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৮৩ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

দাবীর পরিমাণ	৯,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ	১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ	৮,৭৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অতিরিক্তকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের যন্ত্রণাদায়ক দুঃখ দুর্দ্দশার হাত হইতে আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

বীমা এজেন্টস

বাংলা বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

৫৮, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন বড়বাজার ৪১৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ডালহৌসী, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, মেটিয়াবুরুজ, খুলনা।

পাইকা ব্রাঞ্চ :—মোহার মোড়, বাঁকীপুর।

সুদের হার

কারেণ্ট—১% সেভিংস—২%

ফিক্সড ডিপোজিট—৩% হইতে ৪% পর্য্যন্ত

সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা ধার দেওয়া হয় ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্‌ডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দি সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন

কোং লিঃ

ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকার্য্যে, ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত।

ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কলিকাতা ম্যানেজার,

1, ওয়েলেস্‌লী প্লেস, কলিকাতা।

বাংলার বস্ত্র শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল	২নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)	কোমরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস :—

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া-বাজার (নদীয়া)

রেজিষ্টার্ড "প্রবর্ত্তক" স্থাপিত—১৯২৯ ফোন বি, বি ৪১৮

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

চেয়ারম্যান—শ্রীমতিলাল রায় (প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা)

হেড অফিস—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—চন্দননগর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও রাজসাহী।

চলতি ও সেভিংস হিসাবে সুদ যথাক্রমে ১০ আনা ও ২৷৷০ টাকা।

ফিক্সড ডিপোজিটে—শ্রেণি ২।৷০, ৩০৲ ৮৬৲ ও ৮৩০৲ টাকায় তিন বৎসরে যথাক্রমে ১৫৲, ৫০৲, ১০০৲ ও ১০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।

স্থায়ী আমানত, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, এজেন্সীর কাজ ও লোন সম্বন্ধে বিশেষ পত্র লিখিলেই জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সেফ ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়বিক্রয় করা হয়।

SOUTH 1278

উৎসবে

মিত্র মুখার্জ্জীর গহনা

ইণ্ডিয়ান মেকারিজের

শাড়ী ও পোষাক অতুলনীয়

কোম্পানী লিমিটেড

কলিকাতা।

কোন—কলিকাতার ৩৩৩৯

কার্যালয়—১২২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৭ম বর্ষ | কলিকাতা, ১৩ই জুন, সোমবার, ১৯৩৩ | ৯ম সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩০৯-১১	ভারতের বৃক্ষসম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা	৩১৪-১৫
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৩১২	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৩১৬-১৬
ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য	৩১৩	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৩১৭-১৮
		বাজারের হালচাল	৩১৯-২০

সাময়িক-প্রসঙ্গ

সুদের হার ও তাহার অসামঞ্জস্য

গত সপ্তাহের শেষে সরকারী কাগজের উপর যেরূপ সুদের হার ছিল তাহা খুব উঁচু, কিন্তু এবার সরকার ৩৷৷৷

নিয়াছে। অত্র কোন জিনিষ ক্রয়ের অসমর্থতা দূরীকরণ বা যাতায়াত লোকে তাহাদের বর্দ্ধিত প্রয়োজনের দিকে যায় ও অত্র বিদ্যা-ব্যবসায়ী প্রভৃতি-সম্প্রদায়ের যাতায়াত কাড়াকাড়ি করিতেছে। উহাতে দেখে পণ্যমূল্য হ্রাসের দূরীকরণ উপায় অবলম্বন ঘটিয়াছে। এদেশের লোক অতি প্রাচীনকাল হইতে সোনা-রূপা জিনিষ বন্ধুর করিতে অভ্যস্ত। দেশে প্রচুর পরিমাণ সোনা-রূপা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইলে লোকের অধিক পরিমাণে সোনা-রূপা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইবার আবিশ্যকতা। গবর্ণমেণ্ট দূরীকরণ সম্প্রদায়ের নিকট হইতে সোনা লইয়া বর্তমানে তাহা অল্প পরিমাণে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ রূপা বাজারে ছাড়া সম্পর্কে তাঁহারা এখনিও মোটেই অগ্রসর হন নাই। তাহাদের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া এতদিন এদেশ হইতে প্রচুর রূপা ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হইয়াছে। ঐ চালানী রূপার জন্য উপযুক্ত মূল্য আদায়ের কোন চেষ্টা হয় নাই। তাহার সরকারের নিকট হইতে কম দরে রূপা লইয়া দূরীকরণ গবর্ণমেণ্ট তাহা ফ্রিতেরের পার্শ্ব ও মুদ্রিত অনুযায়ী লক্ষের বাজারে বেশী দরে বিক্রয় করিয়াছেন। এই ভাবে বিক্রয়ের রূপা সোনা-ইত্যা বর্তমানে তাহার সরকার আবেষ্টিকা হইতে উহা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। মার্কিন গবর্ণমেণ্টের সহিত তাহার গবর্ণমেণ্টের যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে মূল্যের পরে দূরীকরণ রূপা আউন্সের বদলে আউন্স হিসাবে ফেরৎ দিতে হইবে। মূল্যের পরে বাজারে রূপার দর কি দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির পরিবর্তনে ভারতীয়দের ব্যাপারে মেক্সিকো হইতে রূপার হিসাবে টাকা পরিশোধের যে সর্ত উপস্থিত করা হইয়াছে এবং মার্কিন সেনেটের অনেক সদস্য এই প্রস্তাবের ঘোরী সমর্থন করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে মূল্যোত্তরকালে দুনিয়ার বাজারে রূপার দর বেশী কিছু নামিবে বলিয়া মনে হয় না। যদি অবস্থার গতি এইরূপ দাঁড়ায় তবে ভারত সরকারকে ক্ষতির মোটা অঙ্কের টাকা দিয়া রূপা সংগ্রহ করিতে অনেকটা সময় পাইতে হইবে। কিন্তুদিন পূর্বে দূরীকরণ গবর্ণমেণ্টের নিকট যে দরে রূপা বিক্রয় করা হইয়াছে তাহার চেয়ে বেশী দরে অন্য কিনিয়া মার্কিন মুদ্রানীতির তাহা সরবরাহ করিতে হইবে। বিক্রয়ের জন্য অবশ্য বাজারজাত করিয়া তুলিতে অনেক অবান্তর ব্যয় ও পরে তাহা পরিশোধ করিতে নিম্ন সমবেতাল ব্যবস্থা তাহার সরকারের নিকটি অনুবিধাজনক মোকাবিলার পরিমাণ সম্ভব নাই।

যাহা হউক, মনে হয় তাহার বর্তমানে রূপার মোহার সম্প্রতি তখন একান্তই প্রয়োজন তখন তাহার পূর্বপ্রতিশ্রুতি দিয়া অনুমোদন করা বৃথা। কিন্তু কথা হইতেছে, তাহার গবর্ণমেণ্ট মার্কিন মুদ্রানীতি হইতে যে ১০ কোটি আউন্স রূপা আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে কি এদেশের প্রয়োজন মিটিবে? এই উদ্বেগজনক বিষয়ে তাহাদের মোটা সম্পর্কে সাবধানের আজ্ঞা তব। মোটের পরিমাণে সৈন্যদের হাতে রূপার টাকা ও রূপা মুদ্রা সরবরাহ করিতে পারিলে এবং তাহা জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত হইলে দেশে উদ্বেগজনক সময়ের পক্ষে কতকটা অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। তাহার গবর্ণমেণ্ট এক উদ্যোগের বলিয়াছেন যে, মার্কিন মুদ্রানীতি হইতে গৃহীত রূপা দ্বারা মুদ্রা তৈয়ার করা ছাড়া তাঁহারা উহা বাজারে ছিসেবার্থও উপস্থিত করিবেন। রূপা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইলে তাহা ঐ দিক দিয়াও উদ্বেগজনক প্রতিরোধের পক্ষে সহায়ক হইবে। সে হিসাবে এই প্রস্তাব আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, মার্কিন মুদ্রানীতি হইতে মাত্র যে ১০ কোটি আউন্স রূপা আনাইবার চুক্তি হইয়াছে তাহা মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও বিক্রয় এই দুই উদ্বেগ নাশনের পক্ষে যথোপযোগী হইবে কি? দেশে এ পর্যন্ত ১০০ কোটি টাকার উপর নোট ছাড়া হইয়াছে। এই নোটের অন্তরালে মুদ্রিত রূপার টাকা প্রচলন করা দরকার। সাধারণকে রূপা কিনিবার জন্য সুযোগ দিতে হইলে সে তাহাদের বেশী মাত্রায় উহা বাজারে উপস্থিত করা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তাঁর ও ইহার বিধান অনুসারে আরও অধিক রূপা আমদানীর ব্যবস্থাই আমাদের মতে সঙ্গত।

ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও সমাজ-কল্যাণ

নাগপুরে বি পি এস খেলার খেলার অন্য আমাদের উদ্বেগজনক বিষয়ে দিয়া মিঃ গণেশ-বিলাসলাল মোটা যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট খুব সুচিন্তিত বলিয়াই মনে হইয়াছে। ঐ বক্তৃতায় মিঃ মোটা প্রথমতঃ এদেশে খেলার অন্য কমার্স বা বণিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং পরিশেষে দেশের বর্তমান দুর্দিনের কথা স্মরণ করিয়া উদ্বেগজনক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে সমাজ-কল্যাণের দিকে উন্মুখ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্তমানে দুর্দিনে দেশের বিভিন্ন ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ মুনাফাবৃত্তি এবং চোরাবাজার সৃষ্টি ও উহার পরিপোষকতার অভিযোগ উঠিয়াছে। জনসাধারণের এক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপূর্ণ সহযোগিতা নিয়া এ সমস্ত সমর অভিযোগ দেশে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত সম্ভব। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সহযোগিতার বিনিময়ে কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তা। ফলে নানা দুর্নীতির প্রতিবিধানও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অগ্রসরকার্য হইলেও মুনাফাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ও চোরাবাজার সম্পর্কে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একটা কর্তব্য রহিয়াছে। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ঐ সমস্ত দুর্নীতির ফলে দেশে যাহারা একান্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে তাহারা এদেশেরই লোক। কাজেই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠিয়াছে দুর্গত জনসাধারণের দুঃখ হারিয়া সে অভিযোগের প্রতিবিধান আজ তাহাদিগকে করিতে হইবে। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি অতিরিক্ত মুনাফাবৃত্তি ও চোরাবাজারের দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়া থাকে তবে দেশের উদ্বেগজনক তাহা বন্ধ করিতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি সংযত করিয়া ও সমাজ-কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদিগকে তাঁহাদের কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। লোকের সাধারণ সুখ-সুবিধাকে উপেক্ষা করিয়া কেবল মুষ্টিমেয় শ্রীবৃদ্ধির জন্য যা মুষ্টিমেয়ের মুষ্টির উপর ধন-সম্পদ ও ব্যবসার ব্যবস্থার এখন হইতে যথাসম্ভব পরিবার করিতে হইবে। সামাজিক জীবনে সুখ, শান্তি ও সুশৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে হইলে সর্বশ্রেণীর লোক সম্পর্কেই সুবিধার প্রয়োজন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী উন্নত করা দরকার। দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেবল ব্যক্তিগত লাভের ব্যাপার বলে না করিয়া তাহা যথাসম্ভব দশের কল্যাণের সাধনে পরিণত করিতে হইবে। ইহা কোন বিশেষ সম্প্রদায় অবলম্বনের কথা নহে। এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত জনসেবার ভাবনা ও কর্তব্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই জড়িত রহিয়াছে। সমাজ-কল্যাণের সে মহত্তর কর্তব্য পুনরায় গ্রহণ করিয়া আজ দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিতে হইবে।

আজিকার দুর্দিনে দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উদ্দেশে শ্রীযুক্ত মোটার এই ভাবী আমরা সর্বথা সময়োচিত ও সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। এদেশের বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অনেক ব্যবসায়ী তাহাদের মূলধন খাটাইবার সুযোগ না করিতে পারিয়া হেয়-অপরাধীর মূলে নিজ খাটাইবার তাহাতে তাহা

কঠোর ও কার্যকরী নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

এতদ্ভিন্ন ব্যাঙ্কসমূহকে ভিন্ন অন্যের সাহায্যে সাধারণ অসংখ্য প্রতিযোগিতার জন্য আত্মরক্ষার করিতে দেখা যায়। এই প্রতিযোগিতা যেমন দেশীয় তেমনই অধিকতর। ১৯৩১ সালের ভারতীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি এই অনিষ্টকর আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে উন্নতির পথে পরিচালনা করিবার জন্য ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের একটী এসোসিয়েশন বা সঙ্ঘ গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহারই এই প্রস্তাব লইয়া দেশে অনেক আলোচনা হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের আত্মঘাতী প্রতিযোগিতার ভাব দমন করিবার জন্যই যে কেবল এদেশে একটী ইউনিয়ন ব্যাঙ্কস এসোসিয়েশন স্থাপন করা প্রয়োজন তাহা নহে, ভারতের স্বাধীনতার সুযোগ লইয়া বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহ সঙ্ঘবদ্ধভাবে এদেশে যে অন্যায় প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া রহিয়াছে তাহার দমনের জন্যও দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও এই সঙ্ঘের এসোসিয়েশন একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রয়োজন সত্ত্বেও ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা এতদিন এই জরুরী ব্যাপারে বিশেষ কিছু মনোযোগ দেন নাই। বিদেশী বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহ কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে গঠিত হইয়া নিজেদের স্বার্থী সংরক্ষিত পথ প্রশস্ত করিয়া লইয়াছে। কিন্তু উহা দেখিয়াও ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা নিজেদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার নিজা ত্যাগ করেন নাই। আশা হইল, আমরা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম, এবিষয়ে সম্প্রতি বোম্বাইয়ের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাঁহারা কতিপয় বড় বড় ভারতীয় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদিগের নিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্কস এসোসিয়েশন স্থাপন সম্পর্কে প্রাথমিক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। স্যার এইচ পি মোদী, শেঠ ভালচাঁদ হেমরাজ, মাননীয় মিঃ বি এফ মাদান, মিঃ এম সি খোরানা এবং স্যার তুলসীদাস গোকুলদাস পারিখ ঐ কমিটীতে মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলে মিলে নিজা নিজ বিষয়ের পরামর্শদানের জন্য কমিটীতে এবং ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের গঠনপ্রণালী ও কার্যাবলী প্রস্তুত করিবেন। পরিশেষে ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদিগের এক সম্মেলনে তাহা যথারীতি বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হইবে।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশন সম্পর্কে এই কার্যকরী উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। ইহা দ্বারা আশু বিষয়ের একটী সন্তোষ পরিপূরিত হইবে সন্দেহ নাই। তবে এই উদ্যোগ-আয়োজনের সহিত বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের বিশেষ কোন যোগাযোগ না দেখিয়া আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। অন্য অনেক শ্রেণীর ব্যবসায়ের মত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিক দিয়াও বোম্বাইয়ের লোকেরা অন্যের চেয়ে বেশী অগ্রসর সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ স্থাপন করিতে গিয়া বোম্বাইয়ের লোকদের পক্ষে বাঙ্গলা ও অন্য স্থানের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগকে উপেক্ষা করা ঠিক নহে। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের পক্ষেও অগ্রগ্রহভাবে উহার সহিত সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা প্রয়োজন।

ভারতে ফ্লাইউড মিলের সম্ভাবনা

ভারতের বাস্ত তৈয়ার ও অন্যান্য কাজে এদেশে ব্যাপকভাবে প্লাইউড বা তিন নিম্ন কাঠের পাতার ব্যবহার হইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই কাঠের শতকরা ৯৯ ভাগই বিদেশ হইতে আমদানী হইত এবং তাহাতে দেশের প্রায় বড় কোটী টাকা এদেশ হইতে বাহির হইয়া যাইত। যুদ্ধের সময়ে আমদানের অভাবে বিদেশ হইতে এই প্লাইউড আমদানী কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর এই সুযোগে ভারতে উহা তৈয়ার করিবার জন্য কতকগুলি কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। বিদেশী প্লাইউডের অভাবে দেশী প্লাইউডের চাহিদা বর্তমানে খুবই বেশী। ফলে এদেশে প্লাইউড কারখানা গড়িয়া তুলিয়া বর্তমানে বেশ লাভজনকভাবেই তাহা পরিচালনা করা সম্ভবপর হইতেছে। কিন্তু বর্তমানের সুযোগ চিরদিনে সমান থাকিবে না। যুদ্ধের পরে এদেশে বিদেশী প্লাইউডের প্রতিযোগিতা তীব্র হইয়া দাঁড়াইবে। দেশীয় কারখানাগুলির পক্ষে ভালভাবে টিকিয়া থাকিতে হইলে বর্তমান আর্থিক সুবিধা ও উৎপন্ন প্লাইউডের উৎকর্ষতা নিয়াই তখন সেই প্রতিযোগিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে এদেশে যেভাবে প্লাইউড কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে তাহাতে অনেকগুলিরই শক্তি-সামর্থ্য সে পর্যায়ের নহে। অল্প মূলধন নিয়া কোন প্রকারে এই সব কারখানা দাঁড় করা হইয়াছে, উহাদের তৈয়ারী প্লাইউডের উৎকর্ষতা সম্বন্ধেও বর্তমানে বিশেষ কিছু বলার দেখা যায় না। কাজেই এই অবস্থা চলিতে থাকিলে এই সব কারখানার অনেকগুলিই যুদ্ধের পরে নানা ভাবে বিপন্ন হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এই অবস্থায় দেশের সব-খানিক প্লাইউড শিল্পকে যুদ্ধের পরে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে উপযুক্ত সরকারীর বিশেষ দিয়া উহাদিগকে সংরক্ষিত করা দরকার এবং সেই সরকার দিয়া নিয়া এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করার চেষ্টা প্রয়োজন। সুখের বিষয় যে, বাঙ্গলায় প্লাইউড শিল্পের উদ্যোগী বর্তমানে ঐ বিষয়ে আন্তরিকভাবে সচেতন হইয়াছেন। মিঃ সোহরাওয়ার্দী সম্প্রতি ২১শে জুন তারিখে ভারতের বেসরকারী বাণিজ্য সম্মেলনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মি: হক-বর্তী এসোসিয়েশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি প্লাইউড শিল্পের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করিতে হইলে এবং উৎপন্ন প্লাইউডের উৎকর্ষতার দিকে অধোগামুক্ত লক্ষ্য দিয়ে ইহাকে অচিরে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা সুরু করা আবশ্যক। যুদ্ধের পরে বিদেশী প্লাইউডের প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত শুল্ক-নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। তা ব্যতিত প্রস্তুতির প্রয়োজনে যাহাতে স্থানীয়ভাবে দেশীয় প্লাইউড ব্যবহার হয় সেজন্য এখন হইতেই উপযুক্তভাবে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। এই সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইতিমধ্যে প্লাইউড ইণ্ডাষ্ট্রীজ এসোসিয়েশনের মত একটী প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা খুবই বেশী। কাজেই এই এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার আমরা আবেদন জানাইয়াছি এবং উহার উদ্যোক্তাদিগকে উদ্যমের পূর্ণসাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাইতেছি।

বাঙ্গলার দুর্দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য

গত বৎসর ও চলতি বৎসরের হিসাবে বাঙ্গলা সরকারের বাজেটে ১৯ কোটী টাকা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য ভারত সরকারের নিকট 'সাহায্যমঞ্জুর' বা অর্থ সাহায্য দাবী করা হইয়াছিল। ভারত সরকারের অর্থসচিব এ বৎসরের বাজেটে বাঙ্গলার জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করিয়াই এ বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার দুর্দিনে উপযুক্ত মিলিত সহযোগিতার সাহায্যার্থে চলতি ১৯৪৩-৪৪ সালের হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকে হইতে ৩ কোটী টাকা দেওয়া হইয়াছে। চলতি বৎসরে ঐ বাবদ দেড় কোটী টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া শুনা গিয়াছিল। বাঙ্গলা সরকারের মোট ঘাটতির পরিমাণ যে স্থলে ১৯ কোটী টাকা সে স্থলে ভারত সরকারের বাজেটে বাঙ্গলার জন্য মাত্র ৬৯ কোটী টাকা অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের বিষয় যে, এতদিনে বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক দুর্দশা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের হুঁস পরিচয়ে এবং তাঁহার আরও বেশী কিছু অর্থ সাহায্য প্রদানে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের' বুধবার দিল্লীস্থ সংবাদদাতা উক্ত সংবাদ গত ২২শে জুনের সংবাদে লিখিয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট চলতি বৎসরে বাঙ্গলা সরকারকে ১০ কোটী টাকা 'সাহায্যমঞ্জুর' বা অর্থ সাহায্য প্রদানের সঙ্গে করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে চলতি বৎসরের হিসাবে যে ছয় কোটী টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহা নিয়া মোট দশ কোটী টাকা এখনে করা হইবে কি না এবং তাহার গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে ইতিমধ্যে যে অর্থ ঋণ হিসাবে প্রদান করিয়াছেন তাহা আদায় করিয়া লইবে, এই 'সাহায্যমঞ্জুরীর' টাকা ব্যয়িত হইবে কি না তাহা এখনও কিছু প্রকাশ পায় নাই। যাহা হউক, বাঙ্গলার একান্ত দুর্দিনে এতদিনে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সময় পড়িয়াছে এবং প্রকৃত সমস্যাগুলির তাব নিয়া তাঁহারা যে বড় কোটী টাকা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন ইহা আমাদের জন্য।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

মিত্রপক্ষ ব্রহ্মরাজ্যের উপকূলে অবতরণ করিয়া ইতিমধ্যে যুদ্ধারম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সমগ্র দেশব্যাপী উপদ্বীপটি এখন মিত্রপক্ষের হস্তে আসিয়া পড়িয়াছে, বাকী কেবল সেতুবন্ধ ইরাবতী। এই অবস্থায় মিত্রপক্ষ কর্তৃক এখন পরিত্যক্ত, জাপানেরা এখানে শুধু সময় নষ্ট-করার উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষার ব্যূহ রচিতেছে; মনে হয় এই সুযোগ সফল করিয়া লইতে মিত্রপক্ষের বেশী সময় লাগিবে না। সমগ্রটা হস্তগত হইলে ইরাবতী যুদ্ধ চলাকালে মিত্রপক্ষের সমরে পূর্ণিমা হইবে এবং বিশ্রীভাবে লাগর-পথে রৈল ও চলাচলের সমস্যাগুলো আসিয়া যা আরকিয়াবের সাহায্যটুকু যেখানে সেখানে টৈলাদি নামাইতে আর অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

• • •

ইরাবতীর উপকূলে মিত্রপক্ষের অগ্রগতি প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য মন্থর কিছু ঘটে হইয়াছিল, কিন্তু একেবারে বন্ধ হয় নাই। মার্শাল কোনাগিন এই অগ্রগতি কোনমতে রোধ করিতে পারিতেছেন না। মিত্রপক্ষ আরিয়াকিত উপসাগরের উপর আধুনিকতম যন্ত্রের পশ্চিম মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। জাপান বাহিনী দুর্বল হইয়া পড়িতেছে প্রতিরোধ করিয়া চলিয়াছে। ইহাতে মনে হয় মার্শালের এই প্রতিরোধের একমাত্র উদ্দেশ্য ইরাবতীর মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে যত দিন সম্ভব মূল ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগ দিতে না দেওয়া।

• • •

মিত্রিন উপকূলে সোভিয়েট বাহিনী বিপুলী কলন করিয়া কিস্লায়েভের রাজধানী ফেলনিংকো অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কিয়েভের দিন কিলোমি আধুনিক দূর-যুদ্ধের ফেরে করিয়া সোভিয়েট বাহিনীর এই দ্রুত অগ্রগতি সত্যই বিস্ময়কর। এখন কিস্লায়েভের পথ হইতে বাহিনি প্রত্যাহার আরা মোটেই বিচিত্র নয়। উদ্দেশ্যের ভয়ে, কিস্লায়েভ ইতিমধ্যেই বাহিনি প্রত্যাহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

• • •

জার্মানী আক্রমণের সপ্তাহখানেক ভোগের সময় নাই। জার্মান সূত্রে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, সোভিয়েট হইতে ভিটেবস্ক পর্যন্ত সুদীর্ঘ আক্রমণে সোভিয়েট বাহিনী প্রবলভাবে আক্রমণ সুরু করিয়া দিয়াছে। সোভিয়েট প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলিকে উদ্ধার করা এবং বাল্টিক সাগরের উপর অধিকতর আধিপত্য স্থাপন করা, এই আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

• • •

এদিকে পারস্য সূত্রেও এ সপ্তাহের প্রধান সংবাদ কিলিপাইনী দ্বীপপুঞ্জের নিকটে জাপানী নৌবহরের সহিত মার্কিন নৌবহরের একটা সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে এবং ইহার ফলে জাপানীদের নৌবহরের বাকি প্রায় অর্ধেক ক্ষতি হইয়াছে। জাপানীদের পক্ষে সাম্রাজ্য-রক্ষিবার প্রধান অবলম্বন এই নৌবহর। সুতরাং নৌযুদ্ধে জাপানীদের এই পরাজয় গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নাই।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের জন্য একটী উদ্বেগজনক সংবাদ এই যে, মার্কিন বাহিনী সাইপান দ্বীপের দুর্গ ঘিরিতেছে। সাইপান হস্তগত হইলে মার্কিন বিমানবাহিনীর পক্ষে মূল জাপান পর্যন্ত নিয়া বোমাবর্ষণ করার সুবিধা হইয়া যাইবে।

• • •

মণিপুর উপকূলের সংবাদ এখন খুবই ভাল। মৃটিশ আসাম হইতে জাপানীরা বিতাড়িত হইয়াছে এবং সমগ্র ইম্ফল সড়কটী এখন মিত্রপক্ষের হাতে আসিয়াছে। ইম্ফলের দক্ষিণে জাপানীরা ঘোরাও হইয়াছে। নিয়া তাহাদের আত্মসমর্পণ চালাইবার জন্য পুনরায় প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিলেও করিতে পারে, সুতরাং জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা এখনও একেবারে যায় নাই।

• • •

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের বাকি কংগ্রেসের অঙ্গে চাপাইবার জন্য ভারত সরকার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের তীব্র প্রতিবাদে সেই সব সরকারী ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হইতে পারে নাই। এই উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী ও ভারত সরকারের মধ্যে যে পত্রালাপ চলিয়াছিল, সেই সকল পত্র ভারত-সরকার সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আগষ্ট হাঙ্গামার জন্য কংগ্রেসের বাকির জবাবদিহি করিয়া লিখিত গান্ধীজীর ৮০ পৃষ্ঠা ব্যাপী সরকারী অভিযোগের উত্তরও এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ১৯৪০ সালের ১৪ই জুলাই এই উত্তর লিখিত হয় এবং ইহাতে মহাত্মা তাঁহার নিজস্ব সরল ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, কংগ্রেস নেতাদের কারারুদ্ধ করিয়া গভর্নমেণ্ট যে-অন্যায় ষড়যন্ত্র সৃষ্টির বাহির যেভাবে প্রচার করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন তাহা কংগ্রেসকে বাগী করিবার কোন অর্থ হয় না। গান্ধীজী পত্রগুলির মধ্যে বার বার দেখাইয়াছেন যে, কংগ্রেসই বাহিরকীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। গান্ধী আদিই যা জাপানী এজেন্ট ইহা কোন ভারতেই সত্য হইতে পারে না। ভারত-সরকার বাধ্যবিধির জন্য হিন্দু-মুসলমানে ভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন, যখন তখন সমগ্র দেশীয় ও রাজকর্মচারীর বাধ্যের দুয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের দুর্নীতির জন্যই ভারতের জাতীয় জীবনে অগ্রগতি সুরু হয় নাই। অতিন কোটী মহাত্মা অধিবাসি এই বিরাট দেশের রাজনৈতিক, ও আর্থিক জীবন অগ্রসর করিবার ভারত সরকার যে অগ্রগতি করিয়াছেন, তাহার জবাই কংগ্রেস 'ইংরাজ ভারত ছাড় করুক' প্রস্তাবটী এখন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

গান্ধীজীর পত্রাদি প্রকাশিত হওয়ায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই সকল পত্র পাঠ করিবার পর যে কোন নিরপেক্ষ বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি কংগ্রেস ও গভর্নমেণ্টের নীতির সম্যক পরিচয় পাইবেন। কংগ্রেসের আদর্শ, নিষ্ঠা ও ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা গান্ধীজীর মত মহাত্মাদের লেখনীমুখে যে অপূর্ব রূপ পাইয়াছে, তাহা সমগ্র ভারতের উপর বিদেশের প্রভাব বিস্তার করিবে। বিনা অপরাধে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ রাখিয়া ভারত সরকার যে কলঙ্কিত অধ্যায়-সৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা গান্ধীজীর পত্রগুলি পাঠ করিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। ইংরিজ ও মুসলমানের দৃষ্টিকোণ লর্ড লিন-লিথগোর শাসনকালের মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক সমালোচনা করিয়াছেন। এই সকল পত্রের অন্তর্নিহিত আদর্শ বোধ ও কল্যাণী কামনা উপলব্ধি করিয়া ন্যায় এবং সত্যের ভিত্তিতে লর্ড ওয়াভেল এখনও ইচ্ছা করিলে কংগ্রেসের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনের সুযোগ এখন করিয়া পারেন।

• • •

গত ডিসেম্বর ২৪শে খুল বাঙ্গীয় লেজিস্লেটিভ পরিষদে বাজিয়া ও অন্য-পরিষদ বাজু সাধারণ বুদ্ধিমানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের ও আলোচনার কথা ছিল। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখার্জির বিরুদ্ধেও অনাস্থা প্রস্তাবটী গ্রহণ করা হয়। মাত্র দুই দিন পূর্বে যদি শ্রীযুক্ত সরদারের পাইলের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব ১০৮-১১৯ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। ১১ জন ইউরোপীয় ও ৬ জন এংলো ইণ্ডিয়ান সদস্যের সমর্থন পাইয়াও গভর্নমেণ্ট মাত্র ১৩ ভোটে জয়লাভ করেন। বিরোধী দলের ১০ জন সদস্য ভারত রক্ষা আইনে এখনও কারারুদ্ধ, ইহা সত্যও ইউরোপীয় দলের সাহায্য ছাড়া মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্কট প্রায়

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতের বহির্বাণিজ্য

সুলভক ও ব্যাপক পরিকল্পনার সাহায্যে কিভাবে দেশের ঔপনিবেশিক অবস্থা যায় এ বিষয়ে সোভিয়েট রুশিয়া সমস্তের সম্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ঘোর তর্ক না তুলিয়াও এ কথা আজ অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, আর্থিক দিক হইতে অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপক পরিকল্পনা সম্মুখে রাখিয়াই অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও জনসাধারণ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন বলিয়াই অনেকে হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত বিড়লা প্রমুখ ধনিকগণ এবং অন্যান্য আরও অনেকে যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের শিল্প, কৃষি প্রভৃতির ঔপনিবেশিকের জন্য ব্যাপকভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভারত সরকারও তাঁহাদের নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণার জন্য দাবী হইয়াছেন। বিভিন্ন পরিকল্পনা লইয়া আলোচনাও আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে এ বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহই প্রকাশ পাইতেছে।

এই প্রসঙ্গে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতির কোন পরিকল্পনায় আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্য সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা যদি স্থান না পায় তাহা হইলে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করি।

এখন হইতেই অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশেরই আর্থিক উন্নতির জন্য চেষ্টা চলিবে এবং সকল দেশেই কিছু-না-কিছু অনুন্নত দেশগুলিতেই কিছু না কিছু নিয়োজিত হইবে। যুদ্ধের অজুহাতে আমরা এসুযোগ পাওয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যুদ্ধের পরই বেলজিয়ম, কানাডা, মেক্সিকো, ফিনল্যাণ্ড, ইরান, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলির অনুন্নতির প্রসারের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই সকল বা এই জাতের অন্যান্য দেশগুলিতে শিল্প-বিস্তারের অর্থ ভারতবর্ষের রপ্তানী-বাণিজ্যের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া যাওয়া।

দ্বিতীয়তঃ ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (যুদ্ধের পূর্ব আমদানী, ইতালী, জাপান প্রভৃতি দেশগুলি নিজ নিজ দেশের অধিকার নিজেদের বহির্বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য শক্তি-শীল সকল করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না; কাজেই এই সকল দেশকে যদি বিদেশী বস্তুর (১) প্রভৃতি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির প্রতিযোগিতা বীকার করিতে হইবে। এই সকল দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার শক্তি ভারতবর্ষের নাই।

এই অবস্থায় পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী পণ্য আমদানী ও রপ্তানী, অর্থাৎ কোন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন এবং আমদানীর পরিমাণের প্রসার না করিয়া ভারতবর্ষের পত্যন্তর নাই। বলা বাহুল্য, ভারতীয় স্বার্থ-সেবী যাবতীয় এই সকলের পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে পারে না।

যুদ্ধের সময় বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাও কাজে লাগানো উচিত। প্রথমতঃ, সমুদ্রপথে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্য সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের যে হিসাবটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই যুদ্ধের মধ্যে সোভিয়েট রুশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত বা বর্ধিতর হইয়াছে। ঐ সকল দেশের সহিত ভারতবর্ষ যুদ্ধের পরও বাণিজ্য-সম্পর্ক কি ভাবে বজায় রাখিতে পারে তৎসম্পর্কে এখন হইতেই চিন্তা করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষকে বাধ্য হইয়াই রপ্তানী ও আমদানী-বাণিজ্যের ব্যাপারে প্রধানতঃ ব্রিটেনের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের ১১ মাসে ব্রিটেন হইতে ভারতে আমদানী হইয়াছে ২৭ কোটি টাকার উপর মাল এবং ভারত হইতে ব্রিটেনে রপ্তানী হইয়াছে ৫৩ কোটি টাকার উপর মাল। ব্রিটেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি হইতে ঐ সময়ের মধ্যে ভারতে আমদানী হইয়াছে ৫২ কোটি টাকার উপর মাল এবং ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিতে রপ্তানী হইয়াছে ১ শত ১৮ কোটি টাকার উপর মাল। ১৯৪০-৪১ সালের ১১ মাসে অন্যান্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট মাল আমদানী হইয়াছে ৫৪ কোটি টাকার উপর এবং ভারতবর্ষ হইতে ঐ সময়ে অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়াছে প্রায় ৬৪ কোটি টাকার মাল।

ভারতবর্ষের আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্য যদি যুদ্ধের পরও এই ভাবে প্রধানতঃ ব্রিটেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা ক্ষতির কারণ হইবে। বর্তমানে আমদানী-বাণিজ্যে অন্যান্য দেশের মোট মালে ব্রিটেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির মূল্যমান কিছু বেশী বলিয়া বাহ্যতঃ মনে হইলেও তাহাদের ব্রিটিশ বণিকদাই আমদানী-বাণিজ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেছেন। উদাহরণস্বরূপ ইরাকের উল্লেখ করা যায়। বর্তমানে আমদানী-বাণিজ্যে ব্রিটেনের পরই ইরাকের স্থান। ১৯৪০-৪১ সালের ১১ মাসে ইরাক হইতে ভারতে প্রায় ২২ কোটি টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। ইরাক হইতে প্রধানতঃ খেজুর আমদানী হইতেছে বলিয়াই আমদানীর ক্ষেত্রে ইরাকের অবস্থা অতখানি বাড়িয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইরাক হইতে সামান্য পরিমাণ বার্লি ও তুলিও আসিতেছে। ইরাকের খেজুর-ব্যবসায়ীদের ইরাকে বসবাসের মৌরসী অধিকার রহিয়াছে। কাজেই ইরাকের আমদানী-বাণিজ্যের প্রধান অংশ তাহাদের হাতে থাকিতে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

ইরাকের পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ১১ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতবর্ষে প্রায় ১৭ কোটি টাকার জিনিষ আসিয়াছে। ইহার পর সিংহলের স্থান। সিংহল হইতে ভারতে ঐ সময়ে প্রায় সাড়ে নয় কোটি টাকার জিনিষ আসিয়াছে। সিংহলে ব্যবসা-বাণিজ্যেও ভারতীয় বণিকদের আধিপত্য আছে। আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের এই পরাধীনতার অবসান ঘটাইতে হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, যুদ্ধের সময় সুদক্ষতার সহিত বাণিজ্য-পরিচালনার অনুরোধে ভারতীয় বণিকদের দ্বারা পরিচালিত ইউ-মাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন নামক একটী সংস্থার হাতেই কার্যতঃ ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্য তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়াছে এবং বর্তমান সময়ে এই প্রতিষ্ঠানটী লোপ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের সমবেতভাবে এই ধরণের সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া ভারত-সরকার যদি বহির্বাণিজ্য পরিচালনার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। সুদূরপ্রাচ্য, চীনদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিতে বিভিন্নপ্রকার সর্বপ্রকার সুযোগ দিয়া যুদ্ধের সময়েই ভারতবর্ষকে কার্যতঃ মোনোপলিগুলির বাজারে পরিণত করা হইয়াছে। যুদ্ধের পর এই ব্যবস্থা পাকা করিবার চেষ্টা এখন হইতেই চলিতেছে। ইহারও প্রতিবিধান করিতে হইবে।

পরিশেষে, যে সকল ভারতীয় শিল্প ইতিমধ্যেই যুদ্ধ বিভিন্ন উপায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে সকল শিল্প এখনে গড়িয়া উঠার সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে সেই সকল শিল্প রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমদানী-শুল্ক ও সরকারী সাহায্য এই দুই উপায়ে উদ্ভিদিত দুই শ্রেণীর শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচানো যাইবে। অবশ্য এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মোটের উপর, স্বাধীনভাবে এবং জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকল দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক বজায় রাখাই হইবে ভারতবর্ষের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের বিরোধী সকল প্রকার ব্যাপারে যুদ্ধ করিবার জন্য এখন হইতেই আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভারতের বৃক্ষসম্পদ রক্ষায় রসায়ন

শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মতো ভারতবর্ষে অসংখ্য জিনিসপত্রের জন্য বিদেশী বাজারের উপরে আমাদের অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। তাই আমরা অনেকদিন ধরেই সেগুলি নিজেদের দেশে তৈরি করবার চেষ্টা করছি। এই চেষ্টার ফলে আমাদের দেশে অনেক নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে। কাগজ, দেশলাই, রঙ, বার্নিশ, সাবান, ওষুধপত্র, কাচ, চিনি, সিমেন্ট, কাপড়, চামড়া, কাগজ, রবার, কাচ, কাঠ, কাঠের আসবাবপত্র, কাঠের জিনিস, কাঠের কাজ, কাঠের কারুশিল্প, কাঠের খেলনা, কাঠের পুতুল, কাঠের মূর্তি, কাঠের ছবি, কাঠের ফ্রেম, কাঠের বাক্স, কাঠের ঝুড়ি, কাঠের চামচ, কাঠের হাতা, কাঠের খুন্তি, কাঠের বেলন, কাঠের পিঁড়ি, কাঠের চৌকি, কাঠের টেবিল, কাঠের চেয়ার, কাঠের আলমারি, কাঠের দেরাজ

অনেক সময় কাঠ যায় ফেটে। [illegible] গাছের মেরের জলাংশকে তাড়াতাড়ি [illegible] শুকোতে দেলে কাঠগুলোর আয়তন হঠাৎ শুকিয়ে ছোট হয়ে যায় বার ফলে কাঠ যায় ফেটে। তাই ডালার থেকে অতি সাবধানে কাঠ শুকোতে হয়, তাতে ক্রমে সহজে বা প্রসারণের ফলে কাঠ না ফাটে; অর্থাৎ ছোট (Cell) গুলো না ফাটে। কিন্তু কাঠ আবার একেবারে শুকোলে চলবে না। আবহাওয়ার সঙ্গে যেমন জলীয় বাষ্প থাকে (Humidity) সেই পরিমাণ জলীয় বাষ্প বা জলাংশ কাঠে থাকা চাই। তবে কাঠে সরু (Seasoned) কাঠ বলা চলে। এই শুকানোর ফলে শ্বেতসার (Starch) নষ্ট হয়ে যায়, যার জন্য পোকা ধরবার সম্ভাবনা কমে। আজকাল কিন্তু অতিবেগুনে (kiln) সাধারণ নতুন রাসায়নিক পদ্ধতিতে অতি অল্প সময়ে কাঠ শুকানো হয়, তবে ফোন ক্ষতি হয় না। তার পর তৈরী কাঠকে অনেক রকম ওষুধে চুবিয়ে নিয়ে পোকা ধরার সম্ভাবনা দূর করা হয়। সব চেয়ে আধুনিক-উপর প্রক্রিয়ার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে জার্মানিতে। সেখানে ultra short wave-এর সাহায্যে কাঠ শুকানো হচ্ছে আজকাল।

এক এক রকম গাছে এক এক রকম রাসায়নিক উপাদান থাকে যে জন্য এক এক পোকার পক্ষে ভক্ষিকর—যেমন সেগুন কাঠে আদৌ ঘুণ ধরে না। আজকাল চেষ্টা হচ্ছে, যে সব গাছে যে সব প্রতিষেধকের অভাব সেই সব গাছে সেগুলিকে ঢোকানো যায় কি না। সঙ্গে সঙ্গে আবার এও দেখতে হবে যে ওষুধগুলো গাছের মেরে যেন টিকস্থায়ী হয়। আমেরিকার রাসায়নিক ও উদ্ভিদবিদ্ এক-যোগে চেষ্টা করছেন উপায়ের ওপর ভাল কাঠ পাবার। যদি এই সফল হয় তাহলে অবশ্যবাধ্য উপায় নিয়েও আলোচনা চলবে।

ভারতের আর্থ-শিল্প—আমাদের দেশের কাঠের আসো নানা রকম রাসায়নিক ব্যবহার আছে। কাঠ থেকে নানা রকম তেল পাওয়া যায়, যেমন চন্দন-তেল। তার পর কাঠ থেকে ভিনেগার ও চিনি তৈরী করা হয়। এই সব বিভিন্ন উপাদানের জন্য "কাষ্ঠ রাসায়নিক"। ভারতের আমদানি-রপ্তানি যদি ঠিক করতে হয় তাহলে অবশ্য ছোটখাটো উপাদান হিসাবে প্রতিও মনোযোগ দেওয়া দরকার। বিভিন্ন রকম—যেমন, তুলা, ফল, রবার, পাতা, ঔষধ, শিকড়, আবশ্যকীয় তেল, বাঁশ, তুলা, আঠা, তন্তু (Fibre) ইত্যাদি। এই সব বিভিন্ন জিনিষ থেকে বাৎসরিক লক্ষাধিক আয় হচ্ছে ভারতে ১৯৩৮ সালে রপ্তানির ১১৪ লক্ষ টাকা, যে আমদানি ১৯১১ সালে ছিল মাত্র এর অর্ধেক। আমেরিকা এই উদ্ভিজ্জ সম্পদ-উপাদান নিয়ে। আমেরিকা [illegible] [illegible] [illegible]

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

সংবাদপত্রের গাড়িভাড়া-ঘর ক্রয় সম্পর্কে নূতন বিধি

একটি ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, আয়কর আইনের ১৯৪২ সালের সংশোধনের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পূর্ব্বাহ্নে লিখিত অনুমতি না লইয়া সংবাদপত্রের গাড়িভাড়া-ঘর ক্রয় করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বাংলায় এক কোটির অধিক রেশন কার্ড

একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, এপ্রিল মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত বাংলার জেলাসমূহে ১ কোটির অধিক পরিবারভিত্তিক রেশন কার্ড বিতরণ করা হইয়াছে।

খাদ্যশস্যের জন্য সরকারী গুদাম

বাংলা সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্য যে ১৮টি গুদাম গত দুই মাস কালের মধ্যে খোলার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, সেগুলির অধিকাংশই এখন উহার আয়ত্তে আনিয়া খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মুরলীগঞ্জে গুদামে ১০ হাজার টন এবং খুলনার গুদামে ৫ সহস্র টন খাদ্যশস্য মজুত রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শিল্প সরকার কর্তৃক ৮০ লক্ষ টাকার বস্ত্র ক্রয়

সম্প্রতি, বোম্বাই হইতে আমদানী করা ৮ হাজার পীস লংক্লথ ও অন্যান্য কাপড় ভারতীয় সামরিক বাহিনীর জন্য শিল্প সরকার ক্রয় করিয়াছেন। উহার আনুমানিক মূল্য ৮০ লক্ষ টাকা। ঐ কাপড় বোম্বাইয়ের বিভিন্ন মিল আনা হইয়াছিল এই সম্পর্কে একটি ব্যবস্থা করা হয়। ঐ কাপড় এখন সরকারী নির্দ্দিষ্ট গোদামে বিতরিত হইবে।

বাংলায় নূতন সোডাওয়াটার ফেক্টরী

মিঃ আর সি সিন্হা বাংলায় সোডাওয়াটার ফেক্টরীর পত্তনে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ সিন্হা বাংলা ও আসামের সোডাওয়াটার ফেক্টরীর সহিত যুক্ত ছিলেন।

ছাতার দর

ভারত সরকারের পূর্ত্তবিভাগের যোগাযোগ সরবরাহ বিভাগের কেন্দ্রীয় কন্ট্রোলার যোগানের সাময়িকভাবে ছাতার দর নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন :—১। ষ্টাণ্ডার্ড ছাতা প্রথম শ্রেণীর, সুতার সিল্ক, বাঁশের হাতল, ৩৯৯ নম্বর কাপড় বা ঐরূপ কাপড়—নমুনা, কলিকাতায় ৫৲ টাকা, মফঃস্বলে ৫৸০। ২। ফেদের সোনালী রঙের হাতলওয়ালা ছাতা, দ্বিতীয় শ্রেণীর দর, কলিকাতায় ৫৸০, মফঃস্বলে ৬৲।০। প্রথম শ্রেণীর সোনালী বিল্ডী ছাতা—দর, কলিকাতায় ৫৸০, মফঃস্বলে ৬৲। ৫। কয়লার হাতল-ওয়ালা ছাতা—দ্বিতীয় বিল্ডী দর কলিকাতায় ৬৲, মফঃস্বলে ৬৸০। ৪। ইস্পাতের ষ্টীক—দর, কলিকাতায় ৬৸০, মফঃস্বলে ৭৲। যদি ছাতা বিলাতী শ্রেণীর সিল্ক দিয়া তৈরী হয়, তাহা হইলে নমুনা প্রত্যেকের ছাতার দর ৫৲০ করিয়া করিবে। যদি প্রথম শ্রেণীর সিল্ক দ্বিয়া ছাতা তৈরী হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাতার দর ৬৲ আনা করিয়া বেশী হইবে।

শান্তিনিকেতনে নূতন ব্যাঙ্ক শাখা

গত ১১ই জুন তারিখে শান্তিনিকেতনে মিঃ কি এন মেহ্‌রোত্রা সি-সি ও রেজার ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের শাখা উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "ভারতে প্রথম ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় ১৮০৬ সালে। ঐ বৎসরই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরও জন্ম। ঐ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় কোম্পানী সহরে এবং উহার নাম হয় 'বেঙ্গল রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক'। পরে ঐ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নাম দেওয়া হয় 'প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক।' মিঃ মেহ্‌রোত্রা বলেন, "ভারতের ব্যাঙ্কিংয়ের সম্মুখে অনেক জটিল প্রশ্ন আছে। ইহাদের যে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে আর দেওয়ার শুধু অধিকার আছে তাহা নয়, ইহা তাহাদের কর্ত্তব্যও। বৈদেশিক ব্যাঙ্কের বিরোধিতা অধিকতর করিতে হইবে।"

ত্রিপুরা জেলায় রেশনিং ব্যবস্থা

ত্রিপুরা জেলার তিনটি মহকুমাই সম্প্রতি রেশন এলাকা অন্তর্ভুক্তির আদেশ কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। শীঘ্র কমিটিগুলি গঠন শেষ হইলেই রেশন ব্যবস্থা চালু হইতে পারে। কর্ত্তৃপক্ষের কন্ট্রোল দোকান-গুলি হইতে চিনি, ময়দা, লবণ ও কেরোসিন বেচা হইতেছে।

কিস্তুক সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা

বোম্বাইএর পার্শী ধনিক মিঃ সুলিলাল মেহতা দেশের কিস্তুক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি ত্রি-বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য করিতে এইবে ১ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়।

লায় আর্থেনির ব্যবসায়

আগামী ১লা আগষ্ট তারিখ হইতে লায় আর্থেনির ব্যবসায় ভারত সরকারের পাসপোর্ট পরিদর্শের সনদ হিসাবে কার্য্যকরী বলিয়া গণ্য করিবেন। তিনি টাকা কোম্পানীর ডিরেক্টরের কার্য্যভার ৮ জুলাই তারিখে বোম্বাইএর হস্তে অর্পণ করিবেন।

বি চিটাগাং. স্থাপিত ১৯০০ ইং

সেণ্টাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা ফোন :—ক্যাল : ৩৪০১

বহরমপুর শাখা

গত ১১ই জুন ডিরেক্টর জনাব মিঃ আর এস ডিবেদী আই-সি-এস'এর পৌরোহিত্যে খোলা হইয়াছে।

মুরলিয়া, পরা ও হাসরা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন :—

দেবদোষ দাসগুপ্ত, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ন্যাশনাল মারক্যাণ্টাইল ব্যাঙ্ক

৮০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লিমিটেড

ফোন : বি. বি. ৬২৬৫

শাখা :

ঢাকা, লালবাগিয়াঘাট, ময়মনসিংহ, রংপুর, করাচি (সিন্ধ), আজিমিরাবাদ, নিজামাবাদ, গুজরানওয়ালা, ভাটা ও অলওয়ার সিটি (পাঞ্জাব)।

শিয়ালকোট, অমৃতসহর, লুধিয়ানা, সারগোধা, লায়ালপুর, পেশোয়ার ও জন্ডে শীঘ্রই শাখা অফিস খোলা হইতেছে।

গত ৯ই জুন তারিখে মহীয়ার মহারাজকুমার বাহাদুর কৃষ্ণমণ্ডল শাখার শুভ-উদ্বোধন করিয়াছেন।

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করা হয়।

বোম্বাই সহরে শিশুদের জন্য দুধের ব্যবস্থা

বোম্বাই সরকার বোম্বাই সহরে শিশুদের জন্য সস্তা ও খাঁটী দুধের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা খসড়া করিয়াছেন। প্রথম বৎসরে এই পরিকল্পনা বাবদ ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। বোম্বাই মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের হাতে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার ভার থাকিবে।

ইকনমিষ্ট পত্রিকায় প্রবন্ধ ও সিং বিরুদ্ধে

ষ্টার্লিংএর সভ্যবৃন্দ সংবাদপত্রে জানাইয়াছেন যে, সিং বিরুদ্ধে ইকনমিষ্ট পত্রিকায় যে প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা লর্ড সিডেনহামের লিখিত নয়। ইহার প্রকাশে মাত্র লর্ড সিডেনহামের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

পুনর্বিবেচনা ও উন্নয়ন বিভাগের সেক্রেটারী

জানা গিয়াছে, বোম্বাইএর সহকারী সিভিল (কন্সেক্রেশন অফ্ সাম্রাজ্য) সীমা সোমবারের জানিয়াছে সরকারের প্রস্তাবিত ও ডেভেলপমেণ্ট বিভাগের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইতে পারেন।

মহিষের চামড়ার শুল্ক

মন্ত্রণা ও অভি-লাভ নিয়ন্ত্রণ-মূলক নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভারত সরকার এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বাফেলো ট্যান্ড, মহিষের চামড়ার শুল্ক স্থির করিয়া দিয়াছেন। চামড়া উৎপাদনের দাবী হইতে দাবীর ঐ চামড়ার শুল্ক হইবে প্রতি পাউণ্ড ১৯ টাকা। ব্যবসায়ী বা মুদ্রা বিক্রেতা মূল্যে বিক্রয়ের সময় ইহার উপর ৵০ আনা বেশী লইতে পারে।

শুল্ক সম্পর্কে মুসলিম বিধান

অভ-শিল্প পরিদর্শনার অভ-প্রস্তুতকারীদের অধিকার বিশ্লেষণ যে, তাঁহারা যে সকল ব্যবসায়ীর সহিত্ত-ভোগের সহিত কন্ট্রাক্ট আছে তাহাদের নিকট আসল বা দুধা বিক্রয় বা বিলি করিতে পারেন। অভ-প্রস্তুতকারীদের নিজ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে যে সরকারী কন্ট্রাক্টের অভ ঐ শুল্ক প্রয়োজন হইয়াছে সেই কন্ট্রাক্টের তারিখ সংখ্যা ও তারিখ লইতে হইবে এবং সমস্ত বিক্রয়-শুল্ক ঐ বিক্রয়ের কথা টেক্সটাইল কমিশনারকে জানাইতে হইবে।

উদ্ভিজ্জ রবার

ডিল্‌ষ্টোইচিয়া এক্সিকেনা নামক উদ্ভিজ্জের আবি আবিষ্কার করিয়াছেন ও সম্প্রতি: আফ্রিকা। এই বৎসর পূর্ব্ব ইহা ভারতে আনীত হয়, যেখানে ইহার আবাদ বিষয়ক গবেষণাগারে পরীক্ষাধীন ইহা লইয়া সাধারণ পরীক্ষা চলিতেছে। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে, এই উদ্ভিজ্জ হইতে উদ্ভিজ্জ-রবার পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

ইন্দোরে অতিরিক্ত মুনাফা কর

ইন্দোরের অর্থসচিব ইন্দোরের মহারাজার রাজ্যের যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক মুনাফা ৭৫ হাজার টাকার বেশী তাহাদের নিকট হইতে সরকার ৬০ টাকা করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা কর আদায়ের আদেশ দিয়াছেন। তদনুযায়ী সরকার ৫০ টাকা মহারাজা কিন্তু নিয়োজিত একটী পরিকল্পনা পেশ করিলে যদি তাহা ইন্দোর রাজ্যের ঐ শিল্প উন্নতির জন্য সাধী হয় তাহলে। রাজী সরকার ৫০ টাকা মহারাজ মঞ্জুর ও উন্নতির জন্য প্রদান করা হইবে। রাজ্যের শিল্পগুলির হাতের মোটো পরিবর্ত্তন করা হইবে না। ১৯৪০ সালের, ৩১শে মহারাজী মুহূর্ত্তালীর কলকারখানির এক আদায় সময়ের এক সপ্তাহের জন্য অতিরিক্ত মুনাফা কর আদায় করা হইবে। ইহার পরে সমস্ত বিষয়টী পুনর্বিবেচনা করা হইবে।

ভারতের জন্য রেলওয়ে ওয়াগন

ভারতবর্ষে চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার আমেরিকা হইতে তিন হাজারেরও অধিক রেলওয়ে ওয়াগন আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইতিমধ্যেই ৩৫ ওয়াগন আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং বাকী ওয়াগন আসিয়া পড়িবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কল ও ইঞ্জিনের ব্যবস্থা অনুযায়ী এই সমস্ত ওয়াগন আমদানী করা হইয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, এই দেশে যে সমস্ত ওয়াগন নির্ম্মাণের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল সেগুলি এই বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই পাওয়া যাইবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে সাম্প্রদায়িকতা

বাঙ্গলা সরকার মফস্বলে থাকে নিয়োগের সময়কার ৫০ আনা হিসাবে মুসলমান এবং অমুসলমান কোটায় নির্দ্ধারণ করার জন্য সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ড কমিশনারদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

লোকাবোয়ে মাল চলাচল ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকার এক প্রেসনোটে জানাইয়াছেন—বাংলার মাল চলাচল ব্যবস্থার সমস্যা সর্ব্বাধিক উন্নতির সমাধান করার চেষ্টা হইবে বলিয়া মুসলমানের যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তদনুসারে মাল আনার বেশীর লোকা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলাফলে ১ লক্ষ মণ, ২ লক্ষ মণ, ৩ লক্ষ মণ ১ হাজার মণ এবং দুই হাজার মণ মাল বহনের উপযোগী পাঁচ প্রকার লোকা আলার নকীয়াল মেরামতের নিমিত্ত করিয়া বাইবি অফিসের মাল চলাচলের সময়ে সরবরাহ করিবার সর্ব্ব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। চলাচল ব্যবস্থার ডিরেক্টরের অধীনে পরিচালনার এবং সমস্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থা করিবেন। লোকা নির্ম্মাণের আনুমানিক পরিকল্পনাটী শেষ হইতে ৩ মাস লাগিবে। এক মাসের মধ্যেই তাহা আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয়।

ভারতে রবার-চাষ

১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষে রবার উৎপন্ন হইয়াছিল মাত্র ১৩ হাজার টন। ঐ সময় কোন্ দেশে কত রবার উৎপন্ন হইত তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

ব্রিটিশ মালয়	৬ লক্ষ ৭১ হাজার টন	
ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ	৩ লক্ষ ৫০	
সিংহল	৭৭	"
ব্রিটিশ বোর্ণিও	২৯	"
ভারত	১৩	"

ব্রিটিশ মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, শ্যাম এবং ব্রিটিশ বোর্ণিও আমাদের অধিকারে থাকায় এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন তাহার প্রয়োজনীয় রবারের প্রায় সব অংশ পাইতেছে। অথচ ভারত ও সিংহলে অধিকতর রবার উৎপাদনের প্রয়োজন হইয়াছে। ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষে মোট ১৩ হাজার ৩ শত টন রবার উৎপাদিত হইয়াছে।

স্বল্পায়ুর রক্তের প্রয়োজন অকস্মাৎ···
এবং রক্তাল্পতায় কি করা উচিত

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় সবে এখনও মানুষের শরীরে প্রায় পাঁচ কোয়ার্ট পরিমাণ রক্ত থাকে। 'হিমোগ্লোবিন' নামক একপ্রকার রক্ত-স্থ বৈশিষ্ট্য পদার্থ রক্তের লোহিত বিন্দুগুলি থাকে, সেই জন্য রক্তের রং লাল। আমরা নিঃশ্বাসের সহিত যে পরিমাণ অক্সিজেন (অম্লজান) শরীরের মধ্যে গ্রহণ করি তাহা উক্ত 'হিমোগ্লোবিনের' সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বশরীরে রক্তের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ফলে শরীরের কার্য্যকরতা 'হিমোগ্লোবিন'কে অবলম্বন করিয়া শরীরে রক্তসঞ্চালন সম্ভব হইয়া থাকে।

মানুষ প্রতিদিন তাহার জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত থাকে। একথা সকলেই জানেন যে, সমস্ত সময়ই দুর্ঘটনার মধ্যে নিপতিত হইতে হয়। কাজেই শরীর রক্তহীন হইলে অকাল-মৃত্যুই ঘটিয়া থাকে। ফলে সাধারণ ব্যক্তি প্রথম, বিশেষ তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে। সুতরাং প্রত্যেকেরই যেমন উচিত জীবন-সংগ্রামে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে নক্ষি থাকার শরীরে আছে কি না।

পূর্ব্বে রক্তাল্পতা বা 'এনিমিয়া'র চিকিৎসা করা হইত লৌহ-ঘটিত ঔষধ দ্বারা। কিন্তু এখন দেখা গেল যে, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, হাইডেটিড, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে লোহার দ্বারা রক্তাল্পতা ঔষধ সম্ভবপর হয়ে না—এই সকল রোগ দ্বারা শরীরে রক্তাল্পতার প্রধান কারণ অক্সিজেন-পরিমুক্ত বৈষিক রক্তের বিনষ্টতা।

যখন বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিলেন যে, রক্ত-দান দ্বারা রক্তাল্পতা আরোগ্যলাভ করে তখন হইতে চিকিৎসাপ্রণালী অনেকটা সুগম হয়। কিন্তু তাহাতেও এক উৎপাত আসিয়া জুটিল এই যে, উপযুক্ত রক্ত দান করিতে হইলে রোগীকে তাজা অবস্থা দান করা হয়ত এক অধিক পরিমাণে পাইতে হইবে যে তাহা রোগীর পক্ষে বিপজ্জনক ও বটেই, সময়ের মধ্যে। অধিকন্তু এইরূপ প্রক্রিয়ার সাফল্যের আশানুরূপ আশ্বাস পাইবে থাকিল।

এই প্রতিবন্ধক দূরীভূত করার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ অনেক চেষ্টার ও বহু উদ্ভব প্রণালীতে রক্ত-দান প্রথম প্রণালী আবিষ্কার করেন। সাধারণ পরিমাণ রক্ত-দান দ্বারা আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতে লাগিল। রাসায়ন-প্রণালীও অধিকতর সফল হইল। সাধারণ পরিমাণ রক্তের অভাব ইঞ্জেকশনেই রোগীর অবস্থার বিশেষ উন্নতি লক্ষ হয়।

রক্তাল্পতা রোগের প্রতিকার ঔষধ বড় বাহির হইয়াছে তাহার জন্য বিজ্ঞানের কাছে সকলে অধিক কৃতজ্ঞতী। রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা যেখানে যাই প্রতিকার আছে রক্ত ও রোগ সহযোগে চিকিৎসার সুবিধার জন্য বিজ্ঞানের উহা আয়ত্তে আনয়ন করা হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের যাইতে সুবাহু এবং প্রয়োজনমত রক্ত উৎপাদনে প্রধান সহায়।

[illegible]

[illegible]

জুলাই-এ	[illegible]
অক্টোবরে	[illegible]
নভেম্বরে	[illegible]
[illegible]	[illegible]
সেপ্টেম্বরে	[illegible]
ফাইনালে	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
মার্চে	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
সেপ্টেম্বরে	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ডিসেম্বরে	
মার্চে	
অক্টোবরে	
আগস্টে	
[illegible]	
সেপ্টেম্বরে	
জুলাই-এ	
সেপ্টেম্বরে	
নভেম্বরে	
অক্টোবরে	
ডিসেম্বরে	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]

পাইকারী দরের সর্ব্বভারতীয় সূচক-সংখ্যা

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কর্তৃক প্রকাশিত সরকারী হিসাবে জানা যায়, গত ২৭শে যে যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্যাদির পাইকারী দরের সূচক-সংখ্যা ছিল ২২৮ (১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহের সংখ্যা ১০০ ধরিয়া)। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে এই সংখ্যা ২২৮·২ ছিল।

কলিকাতায় ধান্যাদি শস্য ও মটর কলাই ইত্যাদির মূল্য

কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ষ্টেটিস্টিক্স বিভাগের হিসাবানুযায়ী গত যে মাসে কলিকাতার বাজারে শস্য ও মটর কলাই ইত্যাদির পাইকারী মূল্যের সূচক-সংখ্যা যথাক্রমে ২৪১ ও ২৪০ ছিল (১৯৩১ সালের জুলাই মাসের সংখ্যা ১০০ ধরিয়া)।

যন্ত্র নির্ম্মাণ ও ভারত সরকার

ইষ্টমাটীস্ লেদের সংবাদে প্রকাশ, ভারতের সমিতে ব্যবহারীর জন্য অনুমতি প্রাপ্ত যন্ত্রাদির মূল্য ও পরিমাণ অত্যোধিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ভারত সরকার চিন্তা করিতেছেন।

মিঃ এইচ আর ষ্টেপ্লটনের মৃত্যুতে শোক

ভারত সরকারের ভূমি অধিনায়ক মিঃ এইচ আর ষ্টেপ্লটন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের সহ-সভাপতির ও ভারতের কৃষি সম্পর্কিত সরকারি উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত সরকার গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতে স্বাস্থ্যপ্রার্থীদের সাময়িক বাস

গত ১লা জুন হইতে ভারতে স্বাস্থ্যপ্রার্থীদের সাময়িকভাবে বসবাসের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের যেসব নিয়ম হইয়াছে তাহা ছিল, কিন্তু নূতন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ এ সকলের পূর্ব্বেকার ব্যবস্থা আরও কিছু দিনের জন্য বলবৎ থাকিবে। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যপ্রার্থীদের সাময়িক বাসের জন্য নূতন নূতন ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত সরকার চিন্তা করিতেছেন। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করিয়া ভারতবর্ষে বসিয়া আসা যাইবে। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে স্বাস্থ্যপ্রার্থীদের পরিচয়পত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

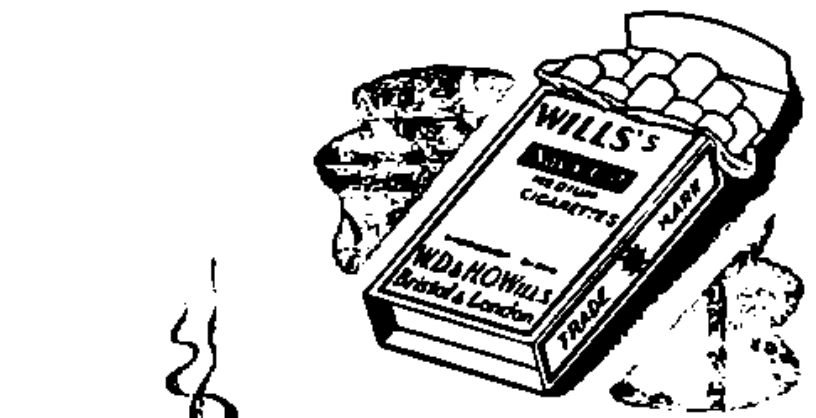

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

[illegible]

পূর্বাঞ্চলে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের ব্যবস্থা

ম্যালেরিয়া নিবারণের আন্তরিকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পার্বত্য রেঙ্গুন জেলাটি যে বিরাট কিছু করিয়াছে তাহা নহে। পূর্বাঞ্চলে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিবার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই সকল ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া যোগাই অধিবেশনে জিলেটর অব পার্বত্য রেঙ্গুন তাহা যে এ যাবৎ উক্ত অঞ্চলে ম্যালেরিয়া আক্রমণ প্রতিরোধের এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকল্পনাটি বর্তমানে পর্যবেক্ষণাধীন রহিয়াছে। এই উপলক্ষে প্রতি বৎসর যে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে তাহা পূর্বে সিটি কিনিটি কোকাল বোর্ড ও যোগাই সরকার সমান অংশে বহন করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

কেন্দ্রাকেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি

বোম্বাইয়ের মোলামেলান সরকারে কালাবিয়া ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বোর্ডে কেন্দ্রাকেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধির করিবার জন্য মনোনীত হইয়াছে।

বোম্বাই অফিকাণ্ড ও ভারতীয় জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান

ভারতীয় জীবন-বীমা সমিতির সভাপতি মিঃ এম সন্তানি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, যখন বোম্বাই দুর্ঘটনার যত দাবী আসিয়াছিল এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সেইগুলির প্রত্যেকটি মীমাংসা করিয়া সম্পূর্ণ দাবী শোধ করিয়াছে।

বাংলায় খাদ্য পরিস্থিতি

বাংলার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক প্রেসনোটে জানা গিয়াছে যে, বাংলার খাদ্য সাহায্যের অনুরোধে মাদ্রাজ সরিসীর কর্তৃপক্ষ বাংলার জন্য তিনি লক্ষ্যে ব্যবহারের জন্য ১০টি মোটর লাবণাহী লঞ্চ, ১০টি 'দি বিবন' জাতীয় নৌকা ও ২০টি কাঠের বড় নৌকা ক্রয় দিতে রাজী হইয়াছেন। বাংলার নদীবহুল অঞ্চলগুলিতে এই সকল নৌকা ব্যবহার করা হইবে। কয়েকটি নৌকা ইতিমধ্যেই বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের পতি-বিতরণ (ডিস্ট্রিক্ট অব, ফুড কন্ট্রোলার) হাতে আসিয়াছে।

টাকে জীবিকা-ব্যয়ের হার

বিবিন ভারতীয় অর্থনীতি বিষয়ক অনুসন্ধান-কার্যের অন্যতম তার যে বি আই সম্প্রতি মুম্বাই হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি বলেন যে, টাকে ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় জীবিকা নির্বাহের জন্য বর্তমান ব্যয় শতকরা ৩০০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় চারে তিনগুণ বাড়িয়াছে।

বাংলার স্বাস্থ্য

বেঙ্গল পাবলিক হেল্থ, এসোসিয়েশনের অধিবেশনে বক্তৃতা, সম্প্রতি সরকারের প্রাইমারী হেল্থ স্কীমটিকে কার্যকরী করিবার যে সাম্প্রতিক চেষ্টা করা হইতেছে, তাহাকে কেন্দ্রে করিয়া বিভিন্ন বক্তার আলোচনা হয়। ডাঃ এম সান্যাল বলেন যে, অধিকাংশ চিকিৎসকের বিদ্বেষ, অসহযোগিতা, ভাষা-ব্যবহার প্রতিবন্ধকতা, টাকা টাকের পরিবর্তনতা, ঔষধপত্রের অসামুল্য, টাকা যোগাড়ের অসুবিধা, কাজের অনুবিধা এবং উপযুক্ত অর্থের অভাব প্রভৃতি যেসব এই ব্যবস্থাগুলির এবং সাফল্যের প্রতিবন্ধক কারণ। তিনি বলিয়াছেন, অধিকে এ-ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ হওয়া প্রয়োজন।

বোম্বাই-এ পেনিসিলিন প্রস্তুত করার ব্যবস্থা

পেনিসিলিন ঔষধ বর্তমান যুদ্ধের সময়কার অন্যতম উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। ইহা এখন বোম্বাই-এ প্রস্তুত হইতেছে, ব্রিটিশ ও মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের যৌথ সহযোগিতায় বোম্বাই-এর হাফকিন ইন্সটিটিউটের ডাক্তারেরা ব্রিটিশ সর্বশেষ গোপন নির্দেশে ঔষধ আমদানীর কিছু কিছু পেনিসিলিনের ঔষধ তৈয়ারী করিতেছেন। এইগুলি হইতে অধিকার পেনিসিলিন বিশ্লেষণ করা হইবে। ইউরোপীয় ও আমা কলাজনে পুরুষ অব (পেন্ট্রি ইনফিরিয়া) ও গার্হস্থ্য-আর্ত নারী-রোগ চিকিৎসার ব্যাপকভাবে এই ঔষধের প্রয়োগ হয়। গণ্ড-দুই বিবাবদের পক্ষেও ইহা অমূল্য। নিউমোনিয়া, ফিল্-ফেবিস্, বন্ধ্যাকোষ ও পূইলস প্রভৃতি রোগের উপর প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ পেনে বলে করেন, ইহার ব্যবহার দ্বারা রোগের বিস্তার খুব কম করা যাইতে পারে। আবশ্যক উপযুক্ত পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুত করা পক্ষে। ইহার জন্য বিরাট আয়োজনা প্রয়োজন। বোম্বাই-এ সামান্য পরিমাণেই পেনিসিলিন প্রস্তুত হইবে।

রবিন শিরের প্রয়োজন

কেন্দ্র জাপানের চেম্বার অব কমার্স, বুলিয়ন চেম্বার অব, কমার্স

শিলং ব্যাঙ্কিং
—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত— ১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং

গ্রাম : "Shillbank" ফোন ১৬৬ শিলং

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

অতি অল্পসংখ্যক সেফার ডিপজিটের জন্য স্থান খালি আছে।

সেফার ডিপজিট ১৫ই জুলাই ১৯৪৩ তারিখের পর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

সত্বর আবেদন করুন

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

পাতারহাট (বরিশাল) শাখা

গত ২৫শে জুন খোলা হইয়াছে

কৃষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

Gram : Jatindhan স্থাপিত—ইং ১৯০৬

শাখা

বাংলা—
বড়বাজার (কলিঃ), উল্টাডাঙ্গা (কলিঃ), কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, বরিশাল, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, গোপালগঞ্জ।

বিহার—
পাটনা, আরা, ছাপরা ও মজঃফরপুর।

শীঘ্রই ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা খোলা হইতেছে।

আধুনিক সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

মিঃ বিমল রায়চৌধুরী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

এবং রাজ্যোত্তরী সেবার অধ্যক্ষ ভবানী দেবীর সহযোগের নিকট একযোগে একটী আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ আবেদন দেবীর সমীপের নিকট অনুরোধ করা হইয়াছে যেন বিদেশ হইতে অধিক আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়া, দেশীয় অধিক শিল্পোদ্যোগিদিগকে উৎসাহ দান সহযোগিতা করিয়া এবং 'আমদানী প্রতিস্থাপন' প্রয়োজনকে (অর্থাৎ দেশে নিজের প্রয়োজন আগে মেটান সরকার এমনভাবে যাহারা বিদেশাভিমুখে) তাহাদের সহায়তার প্রয়োজনীয় অনোপায় আশু অধিকে বলিয়া আমাদের অধিক শিল্পকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

ভারতীয় শিল্পপতিদের বিলাত সফর সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া

ভারতীয় শিল্পপতিদের প্রতিনিধি হিসাবে টাটা, বিড়লা, মফিনীরমন ইত্যাদি যাহাদের বিলাত যাইবার কথা আছে, তাঁহারা বিলাতে তাঁহাদের কর্মচারী ও অন্যান্য বুটিশগণী আমাদের সহযোগিতা করিবার জন্য বিশেষ আবেদন জানাইয়াছেন। ঐ আবেদন বৃটিশ সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের এস এস এ রাজবাটীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

রাজনীতির প্রভাব অক্ষুণ্ণ

বোম্বাইয়ের বস্ত্র-শিল্প বিশেষজ্ঞ কর্মচারীদের বাজারের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মতে এই সম্প্রসারণের কোনো সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের মতে আমরা যাহির হইতে যতটা প্রত্যাশা করি তাহার অনেক বেশী পরিমাণে সরবরাহ পাইয়াছে। আরও বলেন, বাজারের বিশ্ব কলকব্জির কারণও ত আছেই। পরে যে মালের সঙ্গে যে পাট যায় সেই পাটের দরে ইহাদের সেই পাটগুলির প্রায় ৭০ হাজার গাঁট কাপড় বিক্রির উদ্দেশ্যে আমদানি হইয়াছে। এটি গাঁটে ১২ পাউণ্ড হইতে ১৪ পাউণ্ড পর্যন্ত কাপড় ছিল। তাহাদের সমস্ত বাড়তি অংশে মোট ২১০ হাজার গাঁট কাপড় আমদানি হইয়াছে। এবং বাকীটা ১০ হাজার গাঁট। ইহাদের মোকাবিলা করা হয়। আরও কয়েক হাজার গাঁট সুতাও পাকিস্তান হইতে বাজারে আসে। প্রায় ৮০ কোটী গজ চোরাই-কাপড় বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বন্টন করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৬০ কোটী গজ চোরাই কাপড় এক বাজারের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে। উহার অধিকাংশ ইতিমধ্যে বেচিবেচা হইয়াছে। সুতরাং বাজারে বস্ত্রের অভাব হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

মহাত্মাজী ও বিড়লা পরিকল্পনা

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, বিড়লা ও মালান সম্প্রতি মহাত্মাজীকে দেশের পরিস্থিতি বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য দর্শনে মহাত্মাজী ঐ বিষয়ে কোনরূপ উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। তিনি জানান, দেশের বুদ্ধিজীবি মহলের সঙ্গে কোনো মুতন্ত্রার পরিকল্পনার প্রতি তাঁহার আগ্রহ নাই।

রেলের প্ল্যাটফর্মে কখনো অপেক্ষা করেছেন কি?

এমন একদিন ছিলো যখন ট্রেনে প্ল্যাটফর্মে এসে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে কষ্ট ছিলো না। কিন্তু আজকাল প্রায়ই প্ল্যাটফর্মেই মালপত্র এমনভাবে বোঝাই হয়ে থাকে যে সেখানে একটু ঘুরে বেড়ানো দূরে থাক দাঁড়াবারও স্থান হয় না আর যদি বা কোনরকমে দাঁড়াতে পারলেন তবে লোকের ঠেলা-ঠেলি আর ঠেলাগাড়ীর ধাক্কা এড়িয়ে আপনি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এই সময়ে কিছু জল খাবার বা অন্য কোনো প্রয়োজন হলেও মালপত্র ছেড়ে আপনার কোথাও যাওয়া হয়ত সম্ভব হবে না কারণ মাল পাহারা দেবার জন্যে কোনো কুলী হয়ত আপনি যে সময় চান পেতে পারেন।

এর ওপর রয়েছে টিকিট কাটার ঝক্কি আর গাড়ীতে ওঠার নানান অসুবিধা। ছেলে ভ্রমণ আজ-কাল এত ঝঞ্ঝাবহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে মনে হয় ভ্রমণ আর না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ভ্রমণের ইচ্ছা বর্জন করুন। আনুষঙ্গিক অসুবিধা কিছু না আসা পর্যন্ত ভ্রমণ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ভ্রমণ কমান

AAA 650

সংবাদপত্রের মূল্য

সংবাদপত্র-মালিকেরা সংবাদপত্রের মূল্য বৃদ্ধি করিতে চাহেন নাই কিন্তু তাহাতে সরকার সংবাদপত্রের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। সরকারের মতে সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীরা অতি বেশী লাভ করিতেছেন। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা আইন দ্বারা হ্রাস করা হইয়াছে, বিজ্ঞাপনের জন্য স্থানের মাপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বিজ্ঞাপনের হার নির্দ্দারণ করা হইয়াছে, তথাপি সংবাদপত্রের মূল্য বিক্রয় দ্বারায় সংবাদপত্রের মালিকরা অত্যন্ত অধিক মুনাফা করিতেছে। এই মুনাফা-এর মধ্যে সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীদের মূল্য হ্রাস সম্পর্কে বিবেচনা করিবার সময় দেওয়া হইয়াছে। সরকারের নির্দ্দেশ সংবাদপত্র মালিকেরা যদি গ্রহণে বিলম্ব না করে, তাহা হইলে সরকার নিজেই সংবাদপত্রের মূল্য নির্দ্দারিত তালিকা মালিক করিয়া দিবেন। তখন অনেক ছোট সংবাদপত্রের মালিকের অতি দুর্দ্দশার সম্ভাবনা আছে।

আমদানী হয়ের ঘর

জানা গিয়াছে ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, আমদানী ১লা জুলাই হইতে আমদানী করা সকল প্রকার পণ্যের মূল্যের উপর শতকরা ৩ টাকা হারে আমদানী শুল্ক বসাইয়া দেওয়া হইবে।

পাঞ্জাবে নূতন পরিকল্পনা

পাঞ্জাবে যে বৃহৎশক্তি গড়ি তাহা কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে। তুঙ্গি-অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা, যাহা চাষ এবং ৭ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য বৃহৎ জল ব্যবহার করা হইবে। পাঞ্জাব সরকার এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বার্কিন বিশেষজ্ঞ দে এল ক্রাফোর্ডের মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। মিঃ ক্রাফোর্ড বলেন, বিহার ও মাদ্রাজ প্রদেশের সরকারকেও এবিষয়ে পরামর্শ দিবেন বলিয়া প্রকাশ। ভিলাদ অঞ্চলে জলধারা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের একটি ব্যাপক শিল্প এইভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রস্তাবের বৃহৎ জল প্রায় ফোলো কাজেই লাগানো হয় না। ইহা সম্বন্ধে বলিয়া যায়, বন্যার জল নেয়, মাটির জল শোষণ করে, ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ ঘটায়। যথোপযুক্ত কাজে লাগাইলে বৃহৎ জলে সেচের ব্যবস্থা, যথেষ্ট গ্রাম ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি হইতে পারে; সঙ্গে উহার সাহায্যে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য বৃহৎ জল অনেক উপকারে আসিতে পারে। পাঞ্জাব সরকার এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া প্রথমতঃ দুইটি বাঁধ তৈয়ার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

প্রথমতঃ পুরাতন বাঁধগুলি বাঁধ সম্পর্কিত পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা হইবে। এই বাঁধটি হইবে ৯ লক্ষ ফুট উচ্চ এবং এখানে যে বৈদ্যুতিক কারখানা তৈয়ার করা হইবে তাহা হইতে আসানী সন্তা কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই বাঁধ দেওয়া হইবে বলিয়া সরকার পক্ষ হইতে বলিয়াছে।

দ্বিতীয় বাঁধ হইবে বহুদার উপ-নদী, অন্ত-এর উপর। বাঁধটি হইবে ৭০০ ফুট উচ্চ। এখানকার বৈদ্যুতিক কারখানায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতে পারিবে।

এই দুইটি বাঁধ তৈয়ার হইলে বিপাশ, রোহিক প্রভৃতি স্থানের সেচের সুব্যবস্থা হইবে। পঞ্জাব সরকার উপর দুইটি ছাড়া ছোট ছোট ১০০ ফুট উচ্চ বাঁধ তৈয়ার করা হইবে, যে দুইটি হইবে সাধারণ সেচের পরিপূরক।

বিপাশ নদীর উপরস্থ একটি ৭০০ ফুট উচ্চ বাঁধ তৈয়ার করা হইবে। এখানকার বৈদ্যুতিক কারখানা হইতে ১ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব।

এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে মোট ৩৫ কোটি টাকা খরচ পড়িবে বলিয়া মনে করা হয়।

সম্প্রতি প্রদেশের সরকার পক্ষের উপরোক্ত বাঁধগুলির উপর একটি ৭০০ ফুট উচ্চ বাঁধ নির্ম্মাণ করিবার পরিকল্পনা করিতেছেন। সেখানে যে বৈদ্যুতিক কারখানা হইবে তাহা হইতে ৫০ হাজার হইতে ৮০ হাজার কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

সরবরাহ বিভাগের স্পেশাল অফিসার

মিঃ এ এস ডেভিড বাংলা সরকারের খোলাবাজার সরবরাহ বিভাগের স্পেশাল অফিসারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মহুয়া-কলের জন্য কন্ট্রোলার

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার মহুয়া কলগুলির জন্য একজন নিয়ন্ত্রক (কন্ট্রোলার) নিযুক্ত

দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে ও
জাতির সেবায়—
দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ
৭৮নং, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা
ফোন—[illegible] গ্রাম : ইণ্ডিয়া—[illegible]
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করা হয়

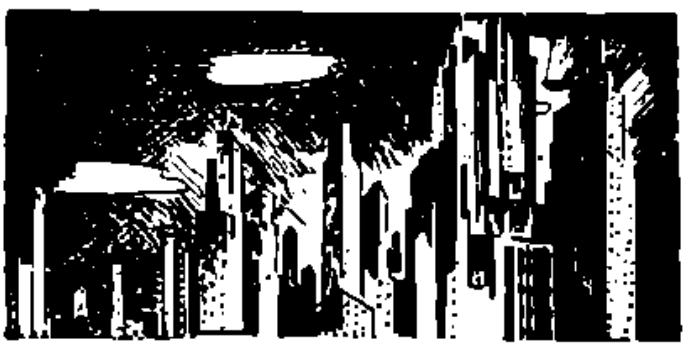

আগামী-কাল

কবি আজকের দুনীয় থেকে বার্কিন যৌবনের কথায় অন্তরে বিরাট আশার ইঙ্গিত। আমাদের শিরোপরে ঘোরা আছে। কিন্তু আমরা ঠিক পথে চলতে শুরু করেছি। আমাদেরকে যান—আগামী ঐতিহাসিক দুটি বাহুতে ইস্পাত গলানোর ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে নতুন জন্ম আমার আমি অনুভব পাবেন। কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে নিয়েছেন না। মনে রাখবেন এ ভারতবর্ষ ওঠাৎ আমেরিকা হয়ে গিয়েছে। ভারতের আমদানির অধিকাংশ এখন দক্ষ লক্ষ টন যোগানোর মূল আমদানি উপর নির্ভর করছে। আজ যার নিয়ে আমদানি বাড়ানোর সব নাজ। দেশের গায়ে আজ মুক্তুল।

পৃষ্ঠপোষক
ত্রিপুরাধিপতি—শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,
কে, সি, এস, আই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
হরিদাস ভট্টাচার্য্য।
হেড অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা), চীফ অফিস—আগরতলা

বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র শাখা আছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
২০১, হারিসন রোড ও ৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরীক্ষা করিবেন। এই নদীই কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। ফ্রান্সের হাই এই নূতন নামে পরিচয় হইবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান্ ইন্সিওরেন্স ইন্সটিট্যুট

নিম্নলিখিত পরিচালন ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য ইণ্ডিয়ান্ ইন্সিওরেন্স ইন্সটিট্যুট-এর কাউন্সিলে নির্বাচিত হইয়াছেন :—চেয়ারম্যান এস্ সি রায়, ডে সি ব্যানার্জি, ডে এন নায়ক, এন সি বসু, এন বাগচী, এন কে আকার্য চৌধুরী, এ সি লেহ, ডে সি ঘোষ রক্ষিত, আই সি লেহ, এ কে পাল, বি সি ঘোষ, এস্ এস্ রায় চৌধুরী, এস সি লাহা, এ কে গাঙ্গুলী, বি এস চৌধুরী, এন সি চক্রবর্তী ও এস্ সি ঘোষ।

পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান-লোক বন্দর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নং আইলাণ্ডের আইডল-ওয়াইল্ড নামক স্থানে পৃথিবীর বৃহত্তম বিমানলোক বন্দর নির্মিত হইতেছে। ইহা না থাকিয়া বিমান-লোক বন্দর অপেক্ষাও বড় বন্দর হইবে।

নিখিল বঙ্গ জনস্বাস্থ্য সম্মেলন

অদ্য ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্থের ডিরেক্টর ডাঃ কে বি রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে নিখিল বঙ্গ জনস্বাস্থ্য সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে বিভাগীয় অধিবেশনাদির কার্যাবলী আরম্ভ হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সিংহল সরকারের আয়-ব্যয়

১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সিংহল সরকারের মোট ব্যয় অনুমান ৯,০৬,৫০,০০০ টাকা ধার্য হইয়াছে।

ভূপাল রাজ্যের ভূপাল জিলায় জোয়ার চাষের ব্যবস্থা

ভূপাল সরকারের সিদ্ধান্তানুযায়ী পঞ্চ বৎসরের মধ্যে সমস্ত পতিত জমিতে ভূপাল রাজ্য হইতে জিলার অন্যান্য অংশেও আগামী বর্ষায় জোয়ার চাষের ব্যবস্থা করা হইবে। ভূপাল রাজ্যে সমের পর জোয়ার দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অনাগতের প্রতীক্ষায়

ভারতের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রচুর প্রসার ও উন্নতির জন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

এর ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নততর হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিষপত্রের চাহিদা বেড়ে যাবে নূতন আকারে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ রয়েছে এবং ভারতীয় প্রয়োজনীয়তার মূল বাস্তব পরার্থ সরবরাহ করতে প্রস্তুত হ'য়ে আছে।

TATA STEEL

টাটা ষ্টীল

দি টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেডের হেড অফিস, ১০১-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

ডিগ্রি মূলক কলেজ লোন

যুক্তপ্রদেশের সিভিলিয়ান মি: বিন্দু সরাফ আই-সি-এস বর্তমানে সরাই বিলাসের চেলুই স্টেট-ট্রাস্টীর কাজ করিতেছেন। তাহার সরকার তাঁহাকে ডিগ্রি মূলক কলেজ লোনের জন্য মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ব্যাঙ্কসমূহ কাঁচা পাটের হিসাব

পাটকাত হইতে জানা যায় যে, গত যে মাসে মোট ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার গাঁট কাঁচা পাট এদেশে আমদানী হইয়াছিল। ইহা লইয়া ১৯৩৮ সালের জুলাই হইতে ১৯৩৯ সালের যে মাস পর্যন্ত মোট ৪৮ লক্ষ ১৯ হাজার গাঁইট কাঁচা পাট আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের যে সময়ের আমদানী কাঁচা পাটের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার গাঁইট এবং ১৯৩৭ সালের যে মাসের পরিমাণ ৫ লক্ষ ১৪ হাজার গাঁইট। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৩৮ সালের যে মাস পর্যন্ত মোট ৬১ লক্ষ ৯০ হাজার গাঁইট পাট এদেশে আমদানী হয় এবং ১৯৩১ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৩২ সালের যে মাস পর্যন্ত মোট ৬৩ লক্ষ ২৫ হাজার গাঁইট পাট আমদানী হইয়াছিল।

দেড় লক্ষ টাকার কাপড় আটক

লাহোর কেলা অসামরিক সরবরাহ বিভাগের অফিসার মি: এস সি ঈশ্বর সম্প্রতি লাহোর রেলওয়ে ষ্টেশনের বাস আমদানী অফিসে হানা দিয়া দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় আটক করেন। প্রকাশ, বোম্বাই—এর এক ব্যবসায়ী ঐ কাপড়-গুলি লাহোরের ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ চোরাবাজারে বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য উহাদের বন্টনের স্থানীয় কোনো ব্যবসায়ী উহা লইতে রাজী হয় নাই। অতঃপর উক্ত কাপড়-গুলি লাহোরের বিভিন্ন স্থানে চালান দেওয়ার চেষ্টা করে।

ভারতে তুলা ব্যবহার

১৯৩৯ সালে এপ্রিল মাসে ভারতীয় কারখানে ব্যবহৃত তুলা ব্যবহার হইয়াছে তাহার একটি হিসাব বোম্বাই তুলা কমিটি সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

(৪০০ পাউণ্ডের গাঁইটে)

	৩৯ সালের এপ্রিল মাসে	৩৮ সালের এপ্রিল মাসে	৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে	পূর্ব বৎসর ঐরূপ সময়ে
মিলিস ভারত	২২৭২৫৩	৩১০৭৮৮	২২৮১৪৭০	২৩০৪৩৭৩
দেশীয় রাজ্য	১৩৫৯১	৩১৪০৭	৩৬৫৪৭৭	৩৭২৪৪৫
(সমস্ত ভারতে)	৩৮০১৯১	৩৭৩৭০৫	২৭৩৬৮১৭	২৭৭৩৩৮৫

সন্ধ্যোত্তরকালে নিবের অধিক প্রয়োজন

জানা গিয়াছে, সন্ধ্যোত্তর কালে ভারতীয় নিবের কোন কোন বিশিষ্ট প্রয়োজন হইবে তাহা স্থির করা এবং অবশ্যম্ভাবী ঐ সকল বিশিষ্টের জন্য ইংলণ্ডে অতিরিক্ত অর্ডার দেওয়ার কাজ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। প্রায় ৩০ কোটি টাকার অন্ত-শস্ত্র প্রভৃতির অর্ডার ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় শিল্পপতিরা যে সমস্ত বিষয়ে সমর অভিজ্ঞ থাকিবেন তখন এইরূপ আরও অর্ডার দেওয়া হইবে।

বাজারে নকল আমদানী সম্পর্কে উপদেষ্টা সমিতি

বিভিন্নবিধ অভিযোগসমূহকে লইয়া বাজারে নকল আমদানী সম্পর্কে একটি উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হইয়াছে :—

১। বাংলা সরকারের কৃষি সচিব মহাশয় (সভাপতি); (২) বাংলার বস্ত্রশিল্পসমূহের রিপ্রেজেন্টেটিভ (সদস্যগণ); (৩) বাংলার কৃষিবিভাগ ও শিল্প-বিভাগের রিপ্রেজেন্টেটিভ; (৪) বাংলার সমবায় সমিতি-সমূহের রেজিস্ট্রার; (৫) ইষ্টার্ণ বেঙ্গলের কটন এসোসিয়েশন; (৬) আমদানী কোম্পানীর মিঃ ডব্লিউ মেকলেন (একটি বিলাতের আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি); (৭) বিভাগীয় নকল আমদানী সমিতির সহ-সম্পাদক বাবু গোপীনাথ সাহিত (নকল আমদানী-কারক প্রতিনিধি); (৮) রেজিস্ট্রার ও অফিসার রেলওয়েজের চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার বাবু বাণীনাথ এ ঘোষালবাবু (রেলওয়ের প্রতিনিধি); (৯) মিঃ জে আই ইউসিয়ানস্ (ইম্পোর্ট কোম্পানীসমূহের প্রতিনিধি) (১০) নকল ব্যবহারকারীদের একজন প্রতিনিধি। উপরোক্ত সমিতি বাজারে মালের আমদানী ও সর্বপ্রকার উদ্ভিবিধান সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিবেন।

এই সমিতির মেয়াদকাল সভাপতি দুই বৎসরের জন্য মনোনীত করিয়াছেন।

স্থানাভাব বশতঃ এখানে উপরোক্ত নামে সমিতির সদস্যদের পূরণ করা এখন করিতে পারিলেন।

ভারতে খাদ্য-মূল্যের হার

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহের

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

"ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম অরেঞ্জ ইক ব্যাঙ্ক"

(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১ সাল)

অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকা বিক্রীত মূলধন ৩,০৩,২৬,৫০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ... ... ১,৫৮,১৩,২৫০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ... ... ১,৬৬,৫৪,০০০৲ টাকা
১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে গচ্ছিত আমানত ৮১,৬৮,৯১,০০০৲ টাকা

হেড অফিস—বরাণ্ডা আবী রোড, বোম্বাই বোম্বে।

ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং লে অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি ক্যাপ্টেন বে. সি

—ডিরেক্টরগণ—

সার এইচ পি মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান

মিঃ হরিদাস মাধব দাস, মিঃ আরদেশীর বি ওয়াদিয়া, মিঃ কিশনা ডি-মোরারজি, মিঃ বিঠলদাস থাকারসি, মিঃ ডুঙ্গরসিংহ এম সিংহ, মিঃ বাপুজি রামজীবন দাস, মিঃ বজলী মুলরাজ খারসী, রায় সাহেবলী লালজি, সি.বি.ই. মিঃ বজুভাই ভেলজি লালজি

লন্ডন এজেন্টস—মেসার্স পার্ক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মেসার্স বিলস্যারি ব্যাঙ্ক লিঃ

নিউইয়র্ক এজেন্টস—দি ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

সর্ববিপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সর্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন

কলিকাতার শাখা—মেন অফিস—১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার শাখা—৭১নং কটন ষ্ট্রীট, মিডল মার্কেট শাখা—১০৯।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা—৯৯, সাউথ রোড। বাঙ্গালোর শাখা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বিক্রমপুর, ফলদাইকাঠী, ফরিদপুর, বিক্রমপুর, পঞ্চসার ও খুলনা। বিহারের শাখা—জামসেদপুর, মজফরপুর, পাটনা, হাজারিবাগ, ধানবাদ, গিরিডি, ডেহিরি, রাঁচুলী, বাঙ্গালিয়া, রাজমহল, কাজিয়ারি, মৌআহিরা, ভাগলপুর, মিলনগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, আসানসোল, সাইথিয়া, দালটনগঞ্জ (শাখা), পাটনা সিটি, পালিজা, সাইথিয়া, মোকামা ও সমস্তিপুর। উড়িষ্যা শাখা—কটক।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস—৮নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর। ফোন : সাউথ ৫০০
প্রধান শাখা :—৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন বড়বাজার ৪১৭০

শাখা অফিস কলিকাতা—বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ইটালী।
বাংলার মফঃস্বল—ঢাকা, ময়মনসিংহ, কেন্দুয়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণ-বাজার, চৌমুহনী, ব্রিমাবপুর, চাঁদপুরহাট, শাঁখারীবাজার ও নবাবপুর (ঢাকা)।
বিহার—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ও মজঃফরপুর।

লভ্যাংশ শতকরা ৭৪০ হেসেবে দেওয়া হইয়াছে

যাবতীয় আধুনিক ব্যাঙ্কি কারবার করা হয়।

এজেন্সী :—ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

নারায়ণগঞ্জ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সেক্রেটারী—মিঃ বি মজুমদার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে ঘোষ

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৮ ফোন :—ক্যাল—২৬৩২
হেড অফিস :—৩১ ব্যাণ্ডেল রোড, কলিকাতা।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—বালিগঞ্জ—৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ
বৌবাজার—৮৪, বৌবাজার ষ্ট্রীট
বড়বাজার—৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

—অন্যান্য ব্রাঞ্চ—

ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ (মেমন) ও মেমারন
পে-অফিস—সোদাবাজার ঃ ময়মনসিংহ (মেমন)
নূতন ব্রাঞ্চ—বগুড়া, পদ্মা ও রংপুরে শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম বি ঘোষ বক্সিয়ার।

মুলধনের ১৯৪৩ সালের ৩১শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হয় ঐ সপ্তাহে ব্যাঙ্ক সমূহের নিকট গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ৭৭৮ কোটি টাকা।

সিল্পী প্রস্তুত করা শিক্ষা

ভারতীয়-এ ব্যবসায়িক ও কারিগরিবিদ্যায় শিল্পী প্রস্তুত করার প্রণালী নির্ধারণ হইয়াছে। এক বছরের মধ্যে শিক্ষা শেষ হইতে পারিবে। এজন্যে বিশেষ বিবরণ লইতে হইলে ডিরেক্টর, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সুগার টেক্নোলজি, কানপুর, এই ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

বাজার সহরের জলসরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি

সম্প্রতি বাজারের অর্থের সঙ্কট মুক্তি ঘোষণার উদ্দেশ্য হইয়াছে। বাজার সহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা যেন যে কোন সময় প্রয়োজনমত জলের যোগান পাইতে পারিবে। এ পর্যন্ত বাজার সহরে সরবরাহযোগ্য যথেষ্ট জল সরবরাহ করা সম্ভব ছিল না।

ভারতীয় কৃষির উন্নতিকল্পে হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনা

সম্প্রতিতে ২৮শে জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ, কৃষিবিষয়ক ইন্সটিটিউট কাউন্সিলের সেক্রেটারি ভারতের কৃষি ও সমবায় বিভাগের উন্নতির জন্য যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, ভারত সরকার তাহা কার্যকরী করিবার ব্যাপারে প্রাথমিক আয়োজন সম্পন্ন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় কৃষির উৎপাদন আগামী দশ বৎসরে বর্তমানের দেড়গুণ হইবে এবং দেশের অধিবাসীদের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমানের দ্বিগুণ হইবে।

পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিতে ১৫ বৎসরে প্রথমে মোট এক হাজার কোটি টাকা খরচ করিতে হইবে। এজন্য সরকারি খরচ হইবে ৫০ কোটি টাকা। যখন জমির উপযুক্ত সব জমি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইবে, তখন এই পরিকল্পনানুযায়ী প্রত্যেক শিশু সন্তানের জন্য ৮/০ আনা খরচ পড়িবে।

প্রত্যেক ভারতবাসী যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য খাবার পায় এবং সকলের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হইতে পারে, তজ্জন্যই এই পরিকল্পনাটি রচিত হইয়াছে।

ভারত সরকার এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশকে অর্থ সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। বর্ষিক যে ৫০ কোটি টাকা ধার্য হইবে, ভারত সরকার তাহার অর্ধেক প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

পরিকল্পনাটি ভবিষ্যতে সব দেখাইবার জন্য করিয়া রচিত হইবার এবং ইহাকে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা বলা উচিত নয়। সমবায় আন্দোলনের অবস্থা ও সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা হইবে। কমিটির সভাপতি ডাঃ বিশেষ ধারেমাই স্বীকার করিয়াছেন যে, বিরাটকে ধরিয়া লাভ ভারতের জন্য এই ধরণের একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা কিছুতেই সম্ভব নহে। বিশেষ কমিটির অভিমতসমূহ কি ভাবে কার্যকরী হইবে, তাহার বিস্তৃত কার্যাদি পরিচালনা করিবে পরিকল্পনাটিকে প্রধানতঃ বেসরকারি উদ্যমের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফুইসাইড রেশনিং

বাংলা সরকারের একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, অতঃপর সিভিল সাপ্লাই, সাব ডিভিসনাল অফিসার, ডিষ্ট্রিক্ট সেন্সর অফিসার প্রভৃতির অনুমোদনক্রমে কেরোসিন তেলের ব্যবহারকারী বিশেষ কার্ডধারীদের অতিরিক্ত ফুইসাইড বিতরণ করা হইবে। ফুইসাইড বিক্রেতা মনোনীত করিবেন। তেলের বদলে প্রয়োজনীয় ফুইসাইডের পরিমাণ স্থির করা ফুইসাইড কমিটিগুলি হইবে। বিভিন্ন জেলা সিভিল সাপ্লাইয়ের অফিসের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

বাংলার বিক্রির স্থানে নবম প্রেরণ

কে-সাহিত্যিক সরবরাহ বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, যে মাসে কলিকাতা হইতে বাংলার

S. SIRKAR & Co.
Manufacturing Jewellers
125. BOWBAZAR STREET

জাতির সেবায়
ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা
হিন্দুস্থান
মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
১০ নং ক্লাইভ রো
এবং
২০৮নং কর্ণ ওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
বোর্ড অব
ডিরেক্টরস
শেঠ মহাদেবলাল সরাফ
M.L.C. (বোম্বে)
শেঠ আবদুল কাদের আলেকজী
শেঠ আবদুলরহমান হাজরাহ
শেঠ মোহিনীমোহন মোহনলাল লাহিড়ী
রায় বাহাদুর শেঠ কেদারনাথ মৈত্রী
M.B.E. M.L.C.
শেঠ এস, এন, বিশ্বাস
শেঠ মোহনলাল আলার
শেঠ মনোমোহন বাস
মনোমোহন আচরণী J.P.
শেঠ শান্তিলাল মহীলাল শিরি
শেঠ আর, এন, মোদানী
এ, সি, ভাট
ম্যানেজার
ব্যাঙ্কিং সেবায় নিযুক্ত করা হয়।
আপনার পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনীয়।

স্থাপিত—১৯২০
সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ২২৪৮
সেভিংস্ একাউণ্ট
এই সুবিধা ও অবসরের দিনে আপনি এর উপর নির্ভর করে আতঙ্কিত আর্থিক সুযোগ আদায়ে উঠতে পারেন। পাঁচ টাকায় একটি একাউণ্ট খুলে মোটা রকমের সুদ ভোগ করুন। চেকে টাকা তোলা যায়।
মিঃ এস বিশ্বাস—ম্যানেজার
শাখা :—ডাকবাজার ও নরসিংহ

বিভিন্ন ফেরার মোট ১ লক্ষ ৫২ হাজার মন এবং ১৯৪৯ সালের ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ৭ লক্ষ ৫৮ হাজার মন নগদ ফেরেন করা হইয়াছে।

চুক্তির সম্পর্কে ঘোষণা

ভারতরাষ্ট্রের এবং বিশেষ করিয়া বাংলার ১৯৪৯ সালের চুক্তির ও তৎসংক্রান্ত ব্যবসায়ীর ব্যবসা সম্পর্কে ঘোষণা করার জন্য ভারত সরকার অতিরিক্ত আইন করিয়া একটি ঘোষণা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাহাতে অসুবিধা ঘটিতে না পারে তজ্জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক তৎসম্পর্কেও উক্ত ঘোষণা করিবার ক্ষমতা অর্পিত করিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় আইন সভায় যে আলোচনা হয়, তদনুসারেই এই অতিরিক্ত ক্ষমতা গঠিত হইয়াছে। অতিরিক্ত ক্ষমতা সম্পর্কে এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে, ১৯৪৯ সালে আমদানি এবং বিশেষ করিয়া বাংলায় যে চুক্তির ও ব্যবসায়ী দেনা মেটা হয় তাহার ফলে অধিকতর উহার কাজ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া সন্তুষ্টিকে কলকারখানার নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন। যাহাতে অসুবিধা ঘটিবার পূর্ব্বাবস্থা না হয়, তজ্জন্য তাহাদের সুপারিশগুলি সরকারের বিবেচনার জানাইবেন। কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনার বিবেচনা করিবেন—(ক) ব্যবসায়ের ঋণ ও পরিমাণ পাওনার এবং দেনার ব্যাপার উহাতে বিলম্বের সম্ভাবনা কতটুকু। (খ) পাওনা আদায় ও লওয়ার সম্পর্কে সাময়িকভাবে পরিস্থিতির ব্যবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা কতটা। ডিসিপ্লিনারির জন্য কতটা ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্ভাবনা কতটুকু। যে সকল অঞ্চলে বর্ত্তমান ব্যবস্থা অসন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় ঐ সকল অঞ্চলে এবং চুক্তির ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠিত অঞ্চলে ব্যবসায়ী বিরোধের জন্য কি কি ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কমিটী অন্যান্য বাংলার চুক্তিভঙ্গের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন ও এতদ্বিষয়ে সম্পর্কে উঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন। কথা করিবার বিষয় এই যে, কমিটী শুধু বাংলার চুক্তিভঙ্গের কারণ সম্পর্কেই অনুসন্ধান করিবেন না। চুক্তিভঙ্গের পরবর্তী ব্যবসায়ীর প্রতিবিধানকল্পে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কমিটী তৎসম্পর্কেও উঁহাদের সুপারিশ জানাইবেন। ব্যবসায়ী বিরোধ ভঙ্গের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা সম্বন্ধে চুক্তিভঙ্গের পূর্ব্বাপর পরিস্থিতির সম্পর্কে তাহাদের অবশ্যের ব্যাপার উল্লিখ বিবাদের উৎকর্ষে সুপারিশ করার জন্য তাহা কোনক ক্ষেত্রের সমাপ্তিতে যে কমিটী গঠিত হইয়াছে, তাহার তাহা কমিটী উহার কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। বিহার এই তাহার কমিটীর রেজিস্ট্রারের ও সভাপতির নাম ঘোষিত হইবে।

ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর বিধি-নিষেধ

আগামী ১লা জুলাই হইতে ১৯৪৯ সালের সংশোধিত ভারতীয় কোম্পানী আইন সমস্ত হইবে বলিয়া একটি সরকারী ঘোষণাদ্বারা ঘোষণা করা হইয়াছে। এই সংশোধিত আইনটি গত বই বছর যাবত আলোচনার সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। এই আইনে ব্যাঙ্কেরি প্রভৃতি বিশেষ এবং তাহার অন্যান্য কার্য্যাবলী বিশেষ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে যা তাহাতে থাকিবে যেসকলেই বিধিনিষেধ হইতে এই আইন সমস্ত হইবার পূর্ব্ব সময় পর্যন্ত কোন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান এমন কোন লোকের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারিবে না, যিনি তাহার অন্যূন পূর্ণ সময় ব্যাঙ্কিং বিষয়ক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি ব্যবসায়ের সহিত পরিচালনার দৃষ্টি করিতে পারিবে না, অবশ্য পরিচালকমণ্ডলী যদি উহা করেন পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহিত যুক্ত দৃষ্টি সম্পাদন করিতে পারিবেন। এই সংশোধিত আইনে আরও বলা হইয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ১৯৩৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারীর পরে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল দ্বারা দিবালিয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে আইন বলবৎ হইবার দুই বৎসরের মধ্যে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনগুলি পূরণ করিতে হইবে :—(১) প্রতিষ্ঠানের মূলধন অন্তর্যোগিক মূলধনের অর্দ্ধেকের কম হইবে না এবং আদায়ী মূলধন প্রতিষ্ঠানের মূলধনের অর্দ্ধেকের কম হইবে না। (২) কোম্পানীর মূলধন কেবলমাত্র অভিনারী শেয়ার দ্বারা সমন্বিত হইবে এবং যদি অভিনারী শেয়ারের সহিত প্রেফারেন্স শেয়ার থাকে তাহা হইলে ঐ শেয়ারগুলি ১৯৪৯ সালে সংশোধিত ভারতীয় কোম্পানী আইন বলবৎ হইবার আগে বিলিবন্টন করার হইতে হইবে। (৩) প্রেফারেন্স শেয়ার হইতে যা অভিনারী শেয়ার হইতে, শেয়ার-হোল্ডারদের কোম্পানীর আমানীকৃত মূলধনের তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হিসাবে মোট বিষয় অধিকার থাকিবে।

রুশিয়া ও চা ব্যবসায়

বর্ত্তমান যুদ্ধের আগে রুশিয়া এখানকার চীন হইতে চা আমদানী করিত। ঐ সময় রুশিয়ার জনিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে লোকদিগের সরবরাহ জন্য চা উৎপাদন করা আরম্ভ করে। ঐ দুই স্থানে ১৯৩৯ সালে ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। জানা গিয়াছে যে, যুদ্ধ অবসানের পরিবার পর হইতে বৃটিশ বাণিজ্যিকের সরবরাহ ব্যবস্থায় রুশিয়া আরও ৩ নিয়োগ হইবে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা পাইবার।

'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রের মতে আমেরিকা অপেক্ষা রুশিয়ার চায়ের ভাল বাজার হইবার সম্ভাবনা। আমেরিকায় বিজ্ঞাপন বাবদ, খরচ বেশী বলে করিতেছে।

ভারত রক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারায়
ভারত সরকার অনুমতি দিয়াছেন

মোট ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রয়ের জন্য।

প্রতিটী ২৫৲ টাকা মূল্যের ৪৮,০০০ সাধারণ শেয়ার মাত্র বিক্রয় হইবে।

তদুপরি সাধারণ কিছু শেয়ার ৩০শে জুন পর্য্যন্ত শেয়ারের সমস্তলোই পাইবেন।

১লা জুলাই হইতে শতকরা ১০৲ প্রিমিয়াম ধার্য্য করা হইবে।

৩১শে জুলাইর পর কোন শেয়ার-আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে না।

শতকরা ১০৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

শেয়ারের টাকা দেওয়ার নিয়ম

প্রতি শেয়ারের বন্টন ও বাবদের মধ্যে ১৫৲ আদায় করা হইবে। প্রত্যেক বরখাস্তের সঙ্গে ৫৲ ও প্রবেশ ফী বাবদ ১৲ অগ্রিম দিতে হইবে।

৪০ দিনের মধ্যে এলটমেণ্টের প্রতি শেয়ারে ২৲ ও বাকী ১০৲ দুই কিস্তিতে আদায় করা হইবে।

(এই সংস্থা বিষয়ক বলিয়াই ভারত সরকার অত্র কারবারের আর্থিক মূলতা বা কোনরূপ সমর্থন সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন কেহ যেন এরূপ মনে না করেন।)

হেড অফিস বা যে কোনও শাখায় পূর্ণ বিবরণের জন্য লিখুন :—

[illegible] ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : [illegible] :: স্থাপিত ১৯৭১ :: কলিকাতা।
ফোন : পি, কে, ২৩৮১ — মিঃ বি, মুখার্জ্জি,
গ্রাম : "[illegible]", কলি — ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শেয়ারের দরখাস্ত

বার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড,
কলিকাতা।

মহাশয়,

উক্ত প্রস্পেক্টাসের ২৫৲ টাকা মূল্যের প্রত্যেকটী শেয়ারের বন্টন ৫৲ টাকা হিসাবে.....টী শেয়ারের বাবদ.....টাকা এবং অগ্রিম বরখাস্তের বন্টন প্রবেশ ফী ১৲ টাকা এতদ্সহ পাঠাইলাম এবং কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেল্স্ অব এসোসিয়েশন এবং অন্যান্য উপরোক্ত ও নিয়ম অনুসারে আমার নামে উক্ত সংখ্যক শেয়ার বরাদ্দ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।

বরখাস্তকারীর পূর্ণ নাম.....
পিতা, স্বামী বা অভিভাবকের নাম.....
ঠিকানা.....
বৃত্তি বা বৃত্তি.....তারিখ.....

কোম্পানী প্রসঙ্গ

হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির গত ১৯৫৩ সালের যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আলোচ্য বৎসরে এই প্রসিদ্ধ বাঙালী প্রতিষ্ঠানটির সবিশেষ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। সন ১৯৫৩ সালে এই কোম্পানী ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার মূতন বীমার জন্য মোট ৩৩ হাজার ৩০৭টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ২৯ হাজার ৬৯১টি প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত মোট ৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। সন ১৯৫২ সালে কোম্পানীর বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। সে হিসাবে এবার কোম্পানীর মূতন কাজের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে যেসব নূতন কোম্পানীই মূতন বীমার পরিমাণ অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু খুব কম কোম্পানীই এরূপ উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। হিন্দুস্থানের বর্তমান কর্ণধারদের পক্ষে ইহা যথেষ্ট গর্বের ও সন্তুষ্টিলাভের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

কোম্পানীর আয়ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় এবৎসর রিনিউয়াল বাবদ ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ও বাষিকী অবধিমের মূল ইত্যাদি বাবদ কোম্পানীর ২২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। পূর্বের হিসাবে এবার মূলধনী বাবদ ১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা, পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ১৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ও অন্যান্য খাতে বাবদ ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা বাবী হয়। কার্যপরিচালনা ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় বিমাইয়া কোম্পানীর মোট আয় হইতে এবার ৬১ লক্ষ টাকা জীবন-বীমা অবধিমে জমা করা হয়। বৎসরের প্রথমে এই অবধিমের মোট পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। মূলধন তহবিলের পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পাওয়ার সত্ত্বেও গত বৎসরের তুলনায় রিনিউয়ালের অনুপাতে কোম্পানীর মোট খরচের হার কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু প্রথম বৎসরের হিসাবে শতকরা ৯০ ভাগ বজায় রাখা যায় বিমা রিনিউয়ালে রিনিউয়ালের উপর মোট খরচের হার বিবেচনা করিলে তাহা এবার উল্লেখযোগ্যরূপ হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া বলা যায়। পূর্ণ বৎসর কোম্পানী রিনিউয়াল রিনিউয়ালের শতকরা ১৭'৫৯ ভাগ ব্যয় করিয়াছিল, এবার তদ্বস্থলে কোম্পানীর ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে শতকরা ১৫'৫৪ ভাগ। এই খরচের মধ্যেও আগার শতকরা ২ ভাগ মূলধনীর জন্য প্রভৃতি বাবদই ব্যয় হইয়াছে। হিন্দুস্থানের কর্ণধারগণ কোম্পানী পরিচালনায় যে কিরূপ মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণ করিতেছেন ব্যয়ের হার এইভাবে হ্রাস পাওয়াতে তাহা ভাল করিয়াই বুঝা যাইতেছে।

আলোচ্য কার্যবিবরণীতে গত ১৯৫৩ সালের শেষে দেয়ার মূলধন বাবদ ৪ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, জীবন বীমা অবধিম বাবদ ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর বাবদ মোট কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৫ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত সময়ে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান খাতগুলি এইরূপ :—

কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে ঋণের ৫১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, ভারত সরকারের সিকিউরিটি ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা, প্রাদেশিক সরকারসমূহের সিকিউরিটি ৬৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা, ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্ট ট্রাষ্ট ও ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টসমূহের ডিবেঞ্চার ৪১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা, ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা, বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ২৫ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা, জমাতে তৈরী বাড়ী বন্ধকে বাবদ ৫৯ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা, ভারতে কোম্পানীর অন্যি বাড়ী ১ কোটি ১৪ লক্ষ

প্রত্যূষেই চোখে পড়ে ছোট ছোট জানের ছাদগুলি আর তার ভাল-লাগার ভরা জোগানদার,—একটু উপরে বড় বড় পাইন গাছ আর গাছের উপর দিয়ে দেখা যায় দিগন্তপ্রসারী বহুদূর শূন্য—ভোরের আলোয় মধু মধু লাগছে। বহুকণ্ঠি মনে হয় যেন সবে এক ঘুম দিয়ে উঠে, সবার উপরে সকৌতুকে আধো খুলে দাঁড়িয়ে আছে পরিষ্কার নীল উচ্চতা (Altitude) আকাশের অর্ধেক জিনিষ। সূর্যের চারিদিকে ঘিরে এক ঝলক আলো (Golden Gleam) আর তার নীচের থেকে দিগন্তের সোনালী আলো (Golden Glow) লাগা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে, এই আলোটীর বাইরে দিয়ে একে ঘিরে নেমে এল আকাশটাই ঝলমল করে উঠে। প্রত্যূষের প্রসন্নতার বিভিন্ন অনুভূতিটি ঘিরে এক সোনালী ভাল লাগার সৃষ্টি করিয়ে আছে, তাই সবচেয়ে আগে তারই ডাক পড়ে। এই ভাল-লাগার মধ্যে উপরে লিখিত সব কিছুই অল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যের ভরা রয়েছে। আমরা পাশাপাশি বসে এই ভাল লাগা লাগাই, তাই আমাদের ভাল এত ভরা ও মনোমুগ্ধকর। ভ্যালিডিটির ভাল কিনলে আপনাকেও আনন্দ দেবে।

ভ্যালি ডিউ

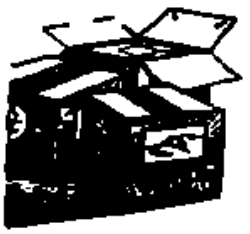

Altitude
Golden Gleam
Golden Glow

ভ্যালি ডিউ টী কোং : পি ১২, বিডন রো এক্সটেনশন
ফোন অফিস—৪৮৮৬

টাকা, বাকে ও হাতে ৫৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। কোম্পানীর তহবিল যে বিভিন্ন ভাবনাবে বিনিয়োগ করা হইয়াছে এই সব বিবরণ হইতে তাহা জানা যাইবে। 'বিশ্বস্থানে'র বিশেষত্ব ইহার তহবিল ফোন একটী বিশেষ দিকে কেন্দ্রীভূত না হইয়া নানা দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহার একটী সুফল এই যে কোন কারণে একটিক দিয়া কিছু ক্ষতির আঘাত পেলে বিভিন্ন আঘাতে কোম্পানীর আর্থিক বনিয়াদ সহজে বিচলিত হইতে পারিবে না। সকল দিক দিয়া এইরূপ বিবেচনাসহকারে তাঁহাদের কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য আমরা ইহার ডিরেক্টরস, পরিচালকমণ্ডলী ও সেক্রেটারী—সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ
উদ্বোধন উৎসব

গত ২২শে জুন বুধবারে ১০ নং ক্লাইভ ঘো ও ২০৮ নং ক্রস ষ্ট্রীট অফিস ভবনে হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু ব্যাঙ্কার ব্যবসায়ী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

সর্ব্বজনবিদিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবসায়িগণকে লইয়া এই ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পোন্নতি ক্ষেত্রে প্রভূত অভিজ্ঞতা ব্যবসায়ী মেঃ রতনসুরার অন্যতম অংশীদার এস্ এল সি ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি। এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধন ২ কোটী টাকা এবং প্রতিশ্রুত মূলধন ১ কোটী টাকা। সুপরিচিত ব্যাঙ্কার মিঃ এ সি আঢ্য এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার রূপে যোগদান করিয়াছেন।

উদ্বোধন-উৎসবে নিম্নলিখিত অংশীদারগণ উপস্থিত ছিলেন :—

মিঃ এ এন সোমার (মেসর্স), রায় বাহাদুর হাজি হাজীম, মিঃ ইবরাহিম জালান, মিঃ কে সি খোরেজা, মিঃ বি আমোরিয়া, রায় এ এইচ মজুমদার, মিঃ এস এন পুরি, মেঃ এস বক্স, মেঃ এস মেহ, মেঃ সি বক্স, এস সি আমরওয়ান, মিঃ বি এস রামচরিয়া, মিঃ বি বি আগরওয়াল, মিঃ আর এন বক্সপুর, মিঃ আর কে আগরওয়ালা, মিঃ এস আর লাহরিয়া, মিঃ বি এস মুরারকা, মিঃ কে এস পন্ডিত, মিঃ কে বি মোরারকা, রায় বাহাদুর মুখার্জ্জি, মিঃ বী আর সাহরাসি, মিঃ কে এস ভটাচার্য্যা, মিঃ বি সি বৈরাল, মিঃ কে বেরকা, মিঃ বি এস আগরওয়াল।

চেয়ারম্যান মহাশয় ও পরিচালকবৃন্দ অতিথিগণের শুভসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

মিঠি ইউনিয়ন লিমিটেড্ লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য লভ্যতা ৫০৲ টাকা। মাদুরা স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য লভ্যতা ৫০৲ টাকা। কিমাকটী টি কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লভ্যতা ৫০৲ টাকা ডাইরেক্টর ডিভিডেন্ড সহিত মোট এক বৎসরের জন্য লভ্যতা ৫০৲ টাকা। বীরপাড়া টি কোং লিঃ :—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য লভ্যতা ৫৭৷৷০ আনা। এলফিন্ষ্টোন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ কোং—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য লভ্যতা ৫০৲ টাকা।

নূতন যৌথ কোম্পানী

লক্ষ্মীনারায়ণ এণ্ড কোং লিঃ—রিজেষ্টার্ড মিঃ এন ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭ বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। পাটের ব্যবসা।

ফেমো প্রডাক্টস্ লিঃ—রিজেষ্টার্ড মিঃ এম এম সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৯৷১, বাউবাজার স্ট্রীট লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন —৫০ হাজার টাকা। ঔষধাদি তৈয়ারী করার ব্যবসা।

ক্যালকাটা ফুটস্ এণ্ড ভেজিটেবল সিণ্ডিকেট লিঃ—রিজেষ্টার্ড মিঃ এম কে দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস, ৩, ব্যাংকো লেন। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ফলাদির ব্যবসা।

বঙ্গলক্ষ্ম ষ্টোর্স লিঃ—রিজেষ্টার্ড—মিঃ এম আগরওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৭৯, আপার চিৎপুর রোড। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সাধারণ ব্যবসা।

হিন্দ ব্যাঙ্ক কোং লিঃ—রিজেষ্টার্ড মিঃ বি কুমার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কিং ব্যবসা।

ক্যালিফোর্নিয়া ফ্রুট এক্সচেঞ্জ লিঃ—রিজেষ্টার্ড মিঃ এম এন ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ফলের ব্যবসা।

ক্যালকাটা ম্যাগনেটো ইলেক্ট্রিক লিঃ—রিজেষ্টার্ড মিঃ এস কে ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭৷১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ম্যাগনেটো ও ইলেক্ট্রিক যন্ত্রাদির ব্যবসা।

ক্রাউন ফুড প্রডাক্টস্ লিঃ—রিজেষ্টার্ড মিঃ এস কে ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭৷১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। খাদ্যদ্রব্যাদির ব্যবসা।

ক্যালকাটা ম্যাগনেটো ইলেক্ট্রিক লিঃ—রিজেষ্টার্ড মিঃ এস কে ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭৷১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ম্যাগনেটো ও ইলেক্ট্রিক যন্ত্র

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২২শে জুন

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্ক-সমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্তে অপর ব্যাঙ্কের হাত সুদের হার কলিকাতার ৮৲ আনা ও বোম্বাই-এ ।৹ আনা ছিলাছে। বাজারে পূর্ববৎ টাকার প্রাচুর্যই দেখা গিয়াছে। সপ্তাহ আরম্ভের সময় কিছু টাকার চাহিদা পাওয়া গেলেও পরিশেষে বাজার শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে টেলারী বিলের চাহিদা বাড়ার ফলে বাজারের সাময়িক উন্নতি দেখা গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে আবেদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহ অপেক্ষা বাড়ার হার ৸৶৹ পাই হইতে ৸৶ পাই-এ উঠিয়াছে।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ :—ভারত সরকার কর্তৃক আগামী ৩ মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেলারী বিলের যে টেণ্ডার ২০শে জুন খোলা হয়, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯ কোটি ৬০ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। তন্মধ্যে সন্তোষজনক ৯৯৯/০ ও তদূর্ধ্ব মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৮/৯ পাই মূল্যের শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মূল্যের আবেদনসমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেলারী বিলের টেণ্ডারের সন্তোষজনক মূল্যের হার বার্ষিক শতকরা ১৷ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ২৭শে জুন বেলা ১১ ঘটিকা (টোকার্ড টাইম) সময়ে বোম্বাই সহরে এবং ২৯শে জুন কলিকাতাসহ বড় বড় অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত সরকার কর্তৃক আগুত ৩ মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেলারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের আবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে ৩০শে জুন এবং যে সকল স্থানে ৩০শে জুন ছুটী থাকিবে, সে সকল স্থানে ২৯শে জুন টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত পূর্ববৎ রহিল।

বাজার সরকার কর্তৃক আগুত তিন মাসের মেয়াদী দেড়কোটী টাকার টেলারী বিলের টেণ্ডার ১৬ই জুন ১৯৩৯ তারিখে খোলা হয়। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা। সন্তোষজনক ৯৯৮/১৬ মূল্যের এবং তদূর্ধ্ব মূল্যের সমস্ত আবেদন গৃহীত হয় এবং ৯৯৮/১৩ মূল্যের আবেদনসমূহের শতকরা প্রায় ৭৭ ভাগ গৃহীত হয়। মোট গৃহীত দেড় কোটী টাকার সন্তোষজনক মূল্যের হার বার্ষিক শতকরা ১/৩ পাই ধার্য্য হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে কোনো পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। বিনিময় হার পূর্ববৎ রহিয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী হইতে জানা যায়, ১৯শে জুন (১৯৩৯) তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে সমস্ত তফসিলি ব্যাঙ্কের চলতি মোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯১৮ কোটি ৭০ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। উহার পূর্ব সপ্তাহে চলতি মোটের পরিমাণ ছিল ৯২৭ কোটি ২০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা।

ঐ সময়ে আদায়ের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১২৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। উহার পূর্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ১২৩ কোটি ৭৯ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা।

ঐ সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯৯ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। উহার পূর্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ৯৯ কোটি ৬৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তফসিলি সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৯ কোটি ৯৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। উহার পূর্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ৫৯ কোটি ৭৯ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৫ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। উহার পূর্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ৩৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে প্রয়োজনীয় সরকারী সমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। উহার পূর্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ৫১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

ওভারসিজ লিঃ কু

বিমান আক্রমণে মৃত্যু হলেও
ফ্রী ইণ্ডিয়া তার দায়িত্ব গ্রহণ করে
থাকে—

যখনই জীবন বীমা করবেন, নিম্নের :—

ফ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল
ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—করাচী স্থাপিত—১৯৩৯

লাইফ-ফায়ার-ম্যারিন-এ্যাক্সিডেণ্ট

চেয়ারম্যান : ম্যানেজিং ডাইরেক্টার :
স্যার পদমপৎ এস্ কে ডাগড়ীয়া,
সিংঘানিয়া, কে বি বি এল পি আই
লাইফ ম্যানেজার :
কে ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯
হেড অফিস—২, ওল্ডকোর্টহাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১২,৮৫৫৲ "
আমানত—এক কোটী টাকার উপর
(১৯৩৯ সালের ১০ই মে পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যজ্ঞনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায়
শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা),
রায়গঞ্জ, টাঙ্গাইল এবং ঢাকা।
হেড-অফিস : নিউবাজার
ম্যানেজার—বিজেন্দ্র ইন্দ্র-চার্য্য

'মূল্যের বাজারে শুধু টাকাই সত্য এবং সত্য বলে জমানো সুবিধা এবং আজ যা জমানো যাবে মুদ্রাস্ফীতি যখন চলে যাবে তখন শুধু সেই টাকার মূল্যেই বাড়বে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।'

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৪নং নেহেরুরোড ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা : বিহার শরীফ, ও রাঁচী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর্স :—চিত্তবিনোদ গুহ
বসন্তকুমার রায়

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৩শে, জুন

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে মন্দা ভাবই বর্ত্তমান ছিল এবং সপ্তাহ শেষে বাজারে কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। সুদের গতি নিম্নগামী হওয়ায় লাইবার মাসের আরম্ভে এক টাকায় বাজারে সরবরাহ যথেষ্ট বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। আসাম সীমান্ত হইতে আগমনের সংবাদ আশাপ্রদ দেখিয়া বাজারে প্রচুর উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারসমূহের অল্প-স্বল্প মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। কিন্তু অধিক লাভের আশায় এ সপ্তাহে সর্ব্বাধিক কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে। তরলা খনির শেয়ারসমূহ মূল্যের পক্ষ দুই দিন যাবৎ অল্পাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কাগজের কলের ও চিনির কলের শেয়ারে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই বটে, তবে পক্ষ সপ্তাহের তুলনায় বর্ত্তমান সপ্তাহে ঐ সকল শেয়ার সম্বন্ধে অধিক পরিমাণ খোঁজখবর হইতে দেখা যায়। তামাকটা ট্রাডস্ বর্ত্তমান সপ্তাহে শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে এবং ইহার মূল্য ৬৩৷০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজারের অবস্থা প্রায় বিশেষ কিছু এবং ট্রেজারি বিলের হার আরও বাড়িয়া যাওয়ায় এই বিভাগের কাজ এলাহিতে হইতে পারে নাই। ৩৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ প্রায় অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া ৯৯৷৵০ আনা মূল্যে দেখাদেছে হইয়াছে। সেভাগী কাগজগুলির মধ্যে ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৫৩-৫৫) ১০০৷৵০ আনায়, ৩৲ সুদের কিস্তির ঋণ (১৯৫৩) ১০৪৷৵০ আনায়, ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৪৮-৫৪) ১০৩৷৵০ আনায়, ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৫৫-৬৮) ৯৯৷৵০ আনায় এবং ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৪৫-৫৫) ১০৩৷৵০ আনায় দেখাদেছে হইয়াছে। তীব্র সেভাগী কাগজগুলির সপ্তাহে বাজারে তেমন আগ্রহ দেখা যায় নাই। আর্দ্ধেক কাগজগুলির মধ্যে ৩৲ সুদের ইষ্ট ইণ্ডি (১৯৫১-৬৬) ৯৯৷৵০ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

কাগজের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাগজের কলের শেয়ার বাজারে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই এবং শেয়ারের চাহিদা প্রায় ছিল ছিল। বেঙ্গল-কাগপুর ৩৷০ আনায়, ভাদপুর টোবাকোজস্ ১৸৬৷০ আনায়, এলফিন ৩৲৲০ টাকায়, লিবি ফিলোরিয়া ৩৷৵০ আনায় ও বেঙ্গলস ১৸৭৷০ আনায় বর্ত্তমান সপ্তাহে দেখাদেছে হইয়াছে।

তরলা খনি

আলোচ্য সপ্তাহে তরলা খনির শেয়ার সাধারণভাবে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা না গেলেও কোন কোন শেয়ারে উল্লেখযোগ্য কাজ হইয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে তরলা কোল্‌স ৬৷০ আনায়, বেঙ্গল ৩৩৲ টাকায়, এ্যাসোসিয়েটেড ১৸৬৷০ আনায় ও ওভারসিজ ১৸৬৷০ আনায় দেখাদেছে হইয়াছে। যে সকল শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহাদের মধ্যে জামীরা ৫৲ টাকায়, বেঙ্গল কোল ২৩৷০ আনায়, বর্ধা ব্রাদার্স ৯৫৷০ আনায় ও লাইমা অবজারভেটরী ৮৬৷০ আনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্রেতাদেখা পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

পাইকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাইকলের শেয়ার বাজারে পক্ষ সপ্তাহের মতই কাজ পরিমাণ কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছিল এবং অধিকাংশ পাইকলের শেয়ারেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে মূল্যবৃদ্ধি পাইয়া এ্যাসোসি ইণ্ডিয়া ১৫১৲ টাকা হইতে ১৫৯৲ টাকায়, চাইব ৩৯৷০ আনা হইতে ৩৯৷০ আনায়, বেঙ্গল ১০১৲ টাকা হইতে ১০৯৲ টাকায়, ক্রোমিয়েলী পক্ষ সপ্তাহের ১০৷০ আনা হইতে ১১৯৷০ আনায় উঠিয়াছিল। ইহা ব্যতীত এই সপ্তাহে প্রায় অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া ৩০৷০ আনায় দেখাদেছে হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রন ৪৩৷০ আনায় প্রায় স্থির ছিল এবং টাল কর্পোরেশনের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ২৯৷০ আনায় দেখাদেছে। আসিয়া ইলেকট্রিক ও রেমণ্ডসের বর্ত্তমান সপ্তাহে মূল্যবৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ২০৲ টাকায় ও ৮৯৷০ আনায় উঠিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে মেসার্স ২৪৷০ আনায় স্থলে ২৬৷০ আনায় দেখাদেছে হইয়াছে এবং ভূষাভূমী ও জার্ণালের মধ্যে যথাক্রমে ১৯৷০ আনা ও ৫৷০ আনায় কারবারী ছিল।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় স্থির ছিল। বেলসর ৯৪৷০ আনায়, রঙ্গপুর ১৯৷০ আনায়, কেস এণ্ড কোং ৩৩৷০ আনায়, চন্দারল ৩০৷০ আনায় ও বারেজারী ২৯৷০ আনায় বর্ত্তমান সপ্তাহে দেখাদেছে হইয়াছে।

চা-বাগান

আসাম সীমান্তের সংবাদে আশাপ্রদ হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে চা বাগানের শেয়ার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের মধ্যে উন্নতি দেখা গিয়াছিল সত্য, কিন্তু বিক্রেতার অভাবে তাহা কাজে হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান সপ্তাহে বেঙ্গলস ১৯৷০ আনায়, হালিমারা ৭৬৲ টাকায় ও হাজিলীরা ৩৯৷০ আনায় দেখাদেছে হইয়াছিল।

বিবিধ

উপর লাখা হইতে সুদের অনুকূল সংবাদ আলোচ্য আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে কর্পোরেশনের

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস— কলিকাতা শাখাসমূহ

লুসিয়া সিভিউন্স ব্যাঙ্ক ৫২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, ১৩২, হারিসন রোড এজেন্সি, ৩৬, কলেজ ষ্ট্রীট, ১৪০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখাসমূহ

ময়মনসিংহ, করিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, শিলং, ডিব্রুগড়িয়া, জোড়হাট, ডাক্তক ও রাঁচী

এলাহাবাদ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

এজেন্সী :—বম্বে, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর

এবং ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে।

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

হেড অফিস—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শিলচর শাখা

খোলা হইয়াছে

আসামের প্রধান মন্ত্রী

মাননীয় স্যার সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে

মাননীয়া মন্ত্রী মিস রাধিকা বরু

উক্ত শাখার উদ্বোধন করিয়াছেন

এই ব্যাঙ্ক আসামের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরী মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ শিবারণচন্দ্র বসু, এম-এ, বি-এল

সেসারে খুলছুলি ছাড়া এবং ইহা ৫৫/০ আনায় পৌঁছায়। আমদানীর হ্রাসে অন্যান্য তালিকার মতো বর্তমান সপ্তাহে এও/০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল, কিন্তু শেষে আবার ৩৯৫/০ আনায় নামিয়া আসে। মেহিনীপুর অফিসালী ১১৫৲ টাকায়, কি আই সর্দারেকল্প ৩৯/০ আনায়, ইন্ডিয়া সেসার পাট ২৩৯৫ আনায় ও ইউসার ২৮৲ টাকায় বর্তমান সপ্তাহে বেসাতেছে বলিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে নিম্নরূপ বিভিন্নতা হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৫৲ সুদের কাগজ (১৯৫৩-৫৫) ১৯ই জুন—১০০/০ ১৯৯৲০ ; ১৯ই—১০০৲০ ; ১৯শে—১০০৲০ ; ২১শে—১০০৲০ । ৫৲ সুদের রিডেম্পশন বন্ড (১৯৫৩) ১৯ই জুন—১০১৲০ ; ২১শে—১০১৲ । ৫৲ সুদের কাগজ (১৯৪১-৪৩) ১৯ই জুন—১০৩৲০ ; ১৯শে—১০৩৲০ ১০৩৲০ । ৫৲ সুদের কাগজ (১৯৫৮-৬৮) ১৯ই জুন—৯১৲০ । ৫৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৯শে জুন—৯১৲০ । ৫৲ সুদের রিডেম্প বন্ড (১৯৪৯-৫২) ২০শে জুন—১০৩৯০ ১০৩৲০ ; ২১শে—১০৩৯৲০ ১০৩৯৲০ । ৫৲ সুদের কাগজ (১৯৫০-৬৩) ২০শে জুন—৯৯৩০ । ৫৲ সুদের ইউ পি (১৯৫১-৬৩) ২০শে জুন—৯৯৩০ । ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৯ই জুন—৯৯৲০ ৯৯৩০ ; ২০ই—৯৯৲০ ৯৯৲০ ৯৯৲০ ৯৯৲০ ; ১৯শে—৯৯৲০ ৯৯৲০ ৯৯৲০ ৯৯৲০ ; ২০শে—৯৯৩০ ৯৯৲০ ৯৯৲০ ৯৯৲০ ; ২১শে—৯৯৲০ ৯৯৲০ । ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৫৪-৫৫) ১৯শে জুন—১০৩৲০ ।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কস ১৯ই জুন—১১৮৩০ ১৮৲ ; ১৯শে—১১৭৩০ ১১৯৲ । ব্যাঙ্কাস্টা ব্রাডশাস ১৯শে জুন—১৩১৲০ ; ২১শে—১৪৩০ । ব্রিস ১৯ই জুন—৬৲ ৬৩০ ; ২১শে—৬১৲ । ইন্দিয়ান (পূর্ব প্রদেশ) ২১শে জুন—১৯৯৩৲ । ন্যাশনাল ১৯ই জুন—১৯৯৩০ ১৯৯৲ ; ১৯ই—১৯৮৲ ১৯৯৩০ । ১৯শে—১৯৭৯০ ১৯৭৲ ; ২০শে—১৯৯৲ ১৯৮৲ ১১৮৯০ । ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ১৯ই জুন—২৯৩০ ; ১৯ই—২৯৲ ; ১৯শে—২০৲ ; ২০শে—২৯৲ ।

কয়লা খনি

এ্যাসানসোলেরেট ১৯ই জুন—৪৯৲ । বড়খনি ১৯ই জুন—৪১০ ৪৲ ; ১৯শে—৪৯/০ ৪৮০ ; ২০শে—৪/০ ৪৲ ; ২১শে—৪৲ । বেঙ্গল ১৯ই জুন—৬৩৮৲ ৬৩৯৲ ; ১৯শে—৬৪০৲ ৬৪৲ ; ২০শে—৬৪২৲ ৬৪৯৲ । বোকারো এণ্ড রামগড় ১৯ই জুন—৬৩১০ ৬৩৮/০ ; ২১শে—৬৩৮০ ৫৯৯/০ ৩৮৲ ৬৪৮/০ ৬৪১০ । দক্ষিণেশ্বর ১৯শে জুন—৪৮০ । রামগড় ১৯ই জুন—৩৪৯৲/০ ৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ; ১৯ই—৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ; ১৯শে—৩৪৮০ ৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ৩৪৯৲/০ ; ২০শে—৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ৩৪৯৲/০ ; ২১শে—৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ৩৪৬/০ ৩৬/০ ৩৬৮/০ ৩৬৲/০ । রামগড় (প্রেফ) ২১শে জুন—১৭৪১০ । বেঙ্গো বেইন ১৯ই জুন—২০৲/০ ; ২১শে—২০৲/০ ২০৮/০ । ইষ্ট-ইন্ডিয়া ২১শে জুন—৩৮৲/০ ৩৯৲ । ২০শে—৩২১/০ ৩২৯/০ ; ২১শে—৩৪৬/০ । ইন্ডাইটেড ১৯ই জুন—৩৮৲/০ ৩৯৲ ; ১৯শে—৩৮৲/০ ৩৯৲ ; ২০শে—৩৮৲/০ ৩৯৲ ; ২১শে—৩৮৲/০ ৩৯৲ । ইন্ডিয়া

কাগজের কল

ফোরাম ১৯ই খুচ—১৮৬৲ ১৯৫৲ ; ১৯ই—১৮৬৲ ১৮৯৲ ১৮৫৲ ; ১৯৫৭—১৪১৲ ১৫১৲ ১৫১৲ ১৫৫৲ ১৫৬৲ ; ৫৮৫৭—১৮৬৲ ১৮৯৲ ১৮৫৲ । ফোরাম-নাসপুর ১৯ই খুচ—৯৫৲ ; ৫৮৫৭—৯৮৲ । পাটরিয়া ৫১৫৭ খুচ—৫৩৲ । কাশপুর টেক্সটাইলস্ ১৯ই খুচ—১৫৯৲ ১৫৯৲ ১৫৯৲ ১৬৲ ; ১৯ই—১৫৯৲ ১৫৯৲ ১৫৯৲ ১৫৯৲ ১৫৯৲ ; ১৯৫৭—১১৫৲ ১৫৯৲ ১৫৯৲ ১৫৯৲ ১৫৯৲ ; ৫৮৫৭—১৫৯৲ ; ৫১৫৭—১৫৯৲ ১৫৯৲ ১১৫৲ । এশিয়া সিমেন্ট ১৯ই খুচ—৬৫৲ ৬৫।৲ ৬৯৲ ; ১৯ই—৬৫৲ ; ১৯৫৭—৬৯৲ ৬৫৲ ৬৫।৲ ৬৯৲ ; ৫১৫৭—৬৫৲ ৬৫৲ ৬৫।৲ ৬৯৲ । ফোরাম ১৯ই খুচ—১৬৫৲ ১৬৫৲ ১৬৫৲ ; ১৯ই—১৬৫৲ ১৬৫৲ ১৬৲ ; ১৯৫৭—১৬৲ ১৬৫৲ ১৬৫৲ ১৬৫৲ ১৬৫৲ । আলমী ১৯ই খুচ—৩৷৮ ৪৲ । সিঙ্গে ভিটোরিয়া ১৯ই খুচ—৯৫৲ ; ১৯ই—৯৫৲ ৯৮৲ ৯৮৲ ; ১৯৫৭—৯৫ ৯৮৲ ৯৮৲ ; ৫৮৫৭—৯৫ ৯৮৲ ; ৫১৫৭—৯৫৲ ৯৮৲ । সিঙ্গে ভিটোরিয়া ১৯ই খুচ—১০৮৲ ; ১৯৫৭—১০৮ ; ৫৮৫৭—১০৮ ১০৮৲ ; ৫১৫৭—১০৮ । ব্রাডস্ট্রিট ৫৮৫৭—৫১১৲ । ইস্টাংহোয়ার ১৯ই খুচ—৫১১৲ ; ১৯ই—৫১৫৲ ৫১৯৲ ; ১৯৫৭—৫১৫৲ ৫১৫৲ ; ৫৮৫৭—৫১৫৲ ।

ইলস্ট্রীক

ডাইং ১৯ই খুচ—১২।৲ ; ১৯৫৭—১২৯৲ । ঢাকা ১৯ই খুচ—১৫৯৲ ; ১৯৫৭—১৬৲ । দয়া ১৯৫৭ খুচ—১৫৲ ; ৫১৫৭—১৫৲ । গাজারাপিটি ৫৮৫৭ খুচ—৯৯৲ । লাক্সারাজপুর ১৯৫৭ খুচ—১৯৲ । আলায় মুলা ১৯৫৭ খুচ—১৯।৲ । ইষ্ট বি ১৯ই খুচ—৫ ৯৫৲ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আফ্রিকা ইলেকট্রিক্ টিল ১৯ই খুচ—১৮৲ ১৯৲ ১৯৫৲ ; ১৯ই—১৮৲ ১৮৲ ; ১১৫৭—১৮৲ ১৯৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ । ফোরাম এণ্ড ফোং ১৯ই খুচ—১১।৲ ; ১৯ই—১১।৲ ১২।৲ ১২।৲ ; ১৯৫৭—১২৲ ১২।৲ ১২।৲ ; ৫৮৫৭—১২৲ ১২।৲ ১২।৲ ; ৫১৫৭—১২।৲ ১২৫৲ ১২৫৲ ১২৭৲ ১২৬৲ ১২৬৲ ১২৬৲ । হিন্দোস্থান ৫৮৫৭ খুচ—১১৲ ১৭৫৲ ১৮৲ ১৮৲ ১৯৫০ ; ৫১৫৭—১৮৲ ১৮৫৲ । বার্ণ এণ্ড ফোং ১৯ই খুচ—৯০৲ ৯০৲ ; ১৯৫৭—৯০৲ ৯১৲ ৯১৲ ৯১৲ ৯১৲ ৯১৲ ৯১৲ ; ৫১৫৭—৯১৲ ৯১৲ ৯১৲ ৯১৲ । ইণ্ডিয়া আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৯ই খুচ—৩৭৲ ৩৮৲ ৩৮৲ ৩৯৫৲ ৩৭৲ ; ১৯ই—৩৮৲ ৩৯৫৲ ৩৯৫৲ ৩৯৫৲ ; ১৯৫৭—৩৭৲ ৩৯৫৲ ৩৯৫৲ ; ৫৮৫৭—৩৭৲ ৩৭৫৲ ৩৭৫৲ ৩৭১৲ ৩৭১৲ ; ৫১৫৭—৩৭৲ ৩৭১৲ ৩৭১৲ । ইণ্ডিয়া মেশিনারী ৫৮৫৭ খুচ—১১৯৲ ১১৯৲ ; ৫১৫৭—১১৮৲ । ফোরাম এণ্ড ফোং ১৯৫৭ খুচ—২৪৫৲ ২৪১৲ ২৪১৲ ২৪১৲ ; ৫৮৫৭—২৪১৲ ২৪৯৲ ২৫৬৲ ২৫৫৲ ২৫৬৲ ২৫৬৲ ২৫১৲ ২৫৫৲ ২৫৫৲ ; ৫১৫৭—২৫৯৲ ২৫৲ ২৫১৲ ২৫৪৲ ২৫৬৲ ২৫৬৲ ২৫৬৲ ২৫৬৲ ২৫৬৲ ২৫৬৲ ২৫৬৲ ২৫৬৲ । মুরাদপুরী ১৯ই খুচ—১৩৫৲ ১৫ ৩৫ ১৯৯৲ ; ১৯ই—১৯৲ ১৯৯৲ ১৯৯৲ ; ১৯৫৭—

১৯৫৲ ১৯৬৲ ; ৫৮৫৭—১৯৫৲ ১৯৯৲ ; ৫১৫৭—১৯৯৲ ১৯৫৲ । মুরাদপুরী (প্রেফ) ৫৮৫৭ খুচ—৫১৲ ৫৩৲ । রামকৃষ্ণ আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৯৫৭ খুচ—১৯৲ ; ৫৮৫৭—১৯৫৲ ১৯৫ ; ৫১৫৭—১৯.৲ । লাক্সা ১৯ই খুচ—১১৯৲ ; ১৯ই—১১৯৲ ; ১৯৫৭—১১৯৲ ; ৫৮৫৭—১১৯৲ ১১১৲ ; ৫১৫৭—১১৯৲ ১১১৲ । ষ্টীল কর্পোরেশন ১৯ই খুচ—৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ; ১৯ই—৫১৯৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ; ১৯৫৭—৫৮৯৲ ৫৮১৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ; ৫৮৫৭—৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ৫৯৲ ৫৮৯৲ ৫৮৲ ৫৮৯৲ ; ৫১৫৭—৫৮১৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ ৫৮৯৲ । ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ১১৫৭ খুচ—১৫৯৲ ; ৫৮৫৭—১৫৯৲ ১৫৯৲ । ইণ্ডিয়াইউজ আয়রণ ১৯৫৭ খুচ—১৫৯৲ ; ৫৮৫৭—১৫।৲ ১৫৯৲ ।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৯ই খুচ—৫৩৩৲ ৫৩৲ ; ১৯ই—৫৩৩৲ ৫৩৲ ; ১৯৫৭—৫৩৩৲ ৫৩৲ । ইণ্ডোপাক ১৯ই খুচ—৫১।৲ ; ৫১৫৭—৫৩৩৲ ৫৩৲ । টিটাগড় ১৯ই খুচ—৫৩৩৲ ৫১৲ ; ১৯ই—৫৩৩৲ ৫৭৩৲ ৫৩৩৲ ৫৩৩৲ ; ১৯৫৭—৫৩৩৲ ; ৫১৫৭—৫৭৩৲ ৫৭৩৲ ৫৩৩৲ ৫৮৲ ; ৫১৫৭—৫৮৩৲ ৫৮৲ ।

ফ্লোরমিল

ব্রাডিলি-হিবার্নিয়ান ১৯ই খুচ—১০৯৲ । ডেবরী-হোটাস ১৯ই খুচ—১৩৪৲ ১৩৯৲ । ওরিয়েন্টাল ১৯ই খুচ—১৩৩৲ ; ৫১৫৭—১৯৲ ।

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯

আদায়ী মূলধন ৬ লক্ষাধিক
কার্য্যকরী মূলধন ... ১৪ লক্ষাধিক

শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, খোরাই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, মাণ্ডিবা, গোপালপুর, জামালপুর, শরিষাবাড়ী, ঢাকা ও কটক।

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, অধিবাস, আঠারবাড়ী
জি. চৌধুরী—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৪নং ব্যাণ্টো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, সেরপুর ও জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস কে রায়।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
স্থাপিত—১৯২২ ইং

কার্য্যকরী তহবিল :—
৮,৯০,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে

কলিকাতা অফিস :—
৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯, বি বৌবা রোড, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১৯৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
অন্যান্য শাখা :—
বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।

বিদেশী এজেন্সী :—
লণ্ডন এজেন্টস্—বারক্লেস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
আমেরিকা এজেন্টস্—গ্যারান্টী ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক
অষ্ট্রেলিয়া এজেন্টস্—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
ডাঃ এস বি দত্ত, এম-এ, বি-এল
সি-এইচ-বি (টকস) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল।

পাইকল

আলতাপাড়া ১৯ই জুন—৩৯/০ ৩৯৫০ ; ১৯৫৫—৩৯/০ ৩৯।০ ৩৯৫০ ; ৫১৫৫—৩৯৲ ৩৯৫০ ৩৯।০ ৩৯৫০ ; ৫১৫৫—৩৯৲ ৩৯৫০ ৩৯।০ ৩৯৫০ ৩৯৫০ ৩৯।০ ৩৯৫০ ৩৯৫০ ৩৯৫

[illegible]

[illegible] ১৯৫৭ ৩১৫/০ ৩৭৫৲ ; ১৯৫৪—৩১৲ ৩১৫/০ ; ১৯৫৭—৩১৲ । ইণ্ডিয়া ১৯৫ [illegible]—৩১৫৲ ৩১৲ ; ১৯৫৪—৩১৫৲ ৩১১৲ ; ১৯৫৭—৩৩৫ ৩৩৫৲ ; ১৯৫৮—৩৩৫৲ ৩৩৫৲ ; ১৯৫৯—৩৫৫৲ ৩৫৫৲ ৩৫১৲ ৩৫১৲ । ভারতলক্ষ্মী ১৯৫ [illegible]—৩৫৫৲ ; ১৯৫৪—৩৫৲ ; ১৯৫৭—৩৫৫৲ ৩৫৫৲ ; ১৯৫৮—৩৫৫৲ ৩৫৫৲ ৩৫৫৲ ৩৫৫৲ । ভারতবর্ষ ১৯৫ [illegible]—৩৫৫৲ ৩৫৫৲ ৩৫৫৲ ৩৫৫৲ ; ১৯৫৪—৩৫৫৲ ৩৫৫৲ ৩৫৫৲ ৩৫৫৲ ; ১৯৫৭—৩৫৫৲ ৩৫৫৲ ৩৫৫৲ ৩৫৫৲ । ভারত ১৯৫ [illegible]—৩৫৫৲ ; ১৯৫৭—৩৫৫৲ ৩৫৫৲ । ন্যাশনাল ১৯৫ [illegible]—৩৫৫৲ ; ১৯৫৭—৩৫৫৲ । হিন্দুস্থান ১৯৫ [illegible]—৩৫৫৲ ; ১৯৫৭—৩৫৫৲ ৩৫৫৲ ৩৫৫৲ । নর্থিয়া ১৯৫ [illegible]—১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ; ১৯৫৪—১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ; ১৯৫৭—১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ; ১৯৫৮—১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ । ওরিয়েন্ট ১৯৫ [illegible]—৩৫৲ ; ১৯৫৭—৩৫৲ ৩৫৲ ; ১৯৫৭—৩৫৫৲ ।

রেলিয়েন্স ১৯৫ [illegible]—১৯৲ ১৯১৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ; ১৯৫৪—১৯৫৲ ১৯১৲ ১৯৫৲ ; ১৯৫৭—১৯৫৲ ১৯৫৲ ; ১৯৫৮—১৯৫৲ ১৯৫৲ ; ১৯৫৯—১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ; ১৯৫৭—১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ ১৯৫৲ । বিশ্বাবেল ১৯৫ [illegible]—৩৫১৲ ; ১৯৫৭—৩৭৲ ; ১৯৫৮—৩৭৲ ; ১৯৫৭—৩৭৲ ৩৭৲ । ভারা ১৯৫ [illegible]—৩৭৲ ৩৭১৲ ; ১৯৫৭—৩৭১৲ । ইউনিয়ন ১৯৫ [illegible]—৩৭৲ ৩৭৲ ৩৭৲ ; ১৯৫৭—৩৭৲ ৩৭৲ ৩৭৲ ৩৭৲ ।

খনি

মাকী অপারেশন্স ১৯৫ [illegible]—৫/০ ৫/০ ; ১৯৫৪—৫/০ ৫/০ ; ১৯৫৭—৫/০ ৫/০ ; ১৯৫৮—৫/০ ৫/০ ৫/০ ৫১০ ; ১৯৫৭—৫১০ ৫১/০ ; ইণ্ডিয়ান কপার ১৯৫ [illegible]—৭৲ ৬/০ ; ১৯৫৪—৬/০ ৭৲ ; ১৯৫৭—৬৲/০ ৭৲ ; ১৯৫৮—৬৲/০ ৭৲ ; ১৯৫৯—৬৲/০ ৭৲ ৬৲/০ ৭৲ ; ১৯৫৭—৬৲/০ ৭৲ ৬৲/০ ৭৲ । ইণ্ডিয়ান মাইকা ১৯৫ [illegible]—৩৫৲ ৩৫৲ ৩৫৲ ; ১৯৫৭—৩৫৲ ৩৫৲ ৩৫৲ ।

চিনির কল

বেলসর ১৯৫ [illegible]—১৫১০ ; ১৯৫৪—১৫১০ ১৫৫/০ ১৫৫/০ ; ১৯৫৭—১৫৫/০ ১৫১০ ১৫৫/০ ; ১৯৫৮—১৫৫/০ ; ১৯৫৭—১৫৫/০ ১৫১৫/০ ; বেঙ্গল ল্যাম্প ১৯৫ [illegible]—১৯৫/০ ; ১৯৫৪—১৯১/০ ১৯৫/০ ১৯৫/০ ; ১৯৫৭—১৯৫/০ ১৯৫/০ ১৯৫/০ ; ১৯৫৮—১৯৫/০ ১৯৫/০ ১৯৫/০ ১৯৫/০ ; ১৯৫৭—১৯৫/০ ১৯৫/০ ১৯৫/০ ১৯৫/০ । ভারতবর্ষ ১৯৫ [illegible]—১১১০ ১১১০ ১১৫/০ ; ১৯৫৭—১১১০ ১১১/০ ; ১৯৫৮—১১১০ ; ১৯৫৭—১১১০ । চলাবল ১৯৫ [illegible]—৫৲ ৫০/০ ৫০/০ ৫১১০ ; ১৯৫৪—৫১১০ ৫৲ ; ১৯৫৭—৫১১০ ৫৲ ; ১৯৫৮—৫১১০ ৫১/০ । ভারতলক্ষ্মী ১৯৫ [illegible]—৩৫৫/০ ৩৫৫/০ ৩৫৫০ ; ১৯৫৪—৩৫৫/০ ৩৫০ ৩৫৫/০ ৩৫১/০ ; ১৯৫৭—৩৫৫/০ ৩৫৫০ ; ১৯৫৮—৩৫৫/০ ৩৫ ৩৫৫/০ ৩৫১০ ৩৫১/০ ; ১৯৫৭—৩৫ ৩৫৫/০ ৩৫১০ ৩৫৫/০ ৩৫১০ ৩৫১/০ । ভারতবর্ষ কেম ১৯৫ [illegible]—১১৫১ ১১৫/০ ১১৫০ ; ১৯৫৭—১১৫৫/০ ১১৫০ ; ১৯৫৮—১১৫০ ১১৫/০

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

প্রধান—"ব্যাঙ্কশাল" ফোন—"ব্যাঙ্ক ২১৩১"
রেজি অফিস—৩নং ব্যাঙ্কো লেন, কলিকাতা
স্থাপিত—১৯০৯ ইং
কার্য্যকরী মূলধন প্রায় ১,০০,০০,০০০৲ টাকা
সব ১৯ খুন দফিন কলিকাতা শাখা
১৩৯নং হ্যারোড রোডে খোলা হইয়াছে।
অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা মাদ্রিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম এম চাটার্জ্জী।
এক্সিকিউটিভ ম্যানেজিং ডিরেক্টরদ্বয়—মিঃ এম কে অর্ণব,
মিঃ পি ঘোষ।

ক্যালকাটা কম্যার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
উপার্জ্জন করা সহজ কিন্তু সঞ্চয় করা কঠিন
আপনি যদি নিয়মিত অফিসান্তে ১।০ টাকা হইতে ১৲ টাকা জমা দেন, তবে আমরা আপনাকে আপনার সঞ্চয়ের অর্থ গড়িয়া তুলিতে পারি। আপনাদের এই জমা অর্থ ৫ বৎসর হইলেও বন্ধ করার পরে আপনার এই সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইবে এক হাজার টাকার উপরে ঠিক টাকা।
সঞ্চয়ের এক অভ্যাসগঠন। সেই অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে আপনাকে আমরা সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।
সঞ্চিত অর্থই প্রকৃত আপনার অর্থ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ বসু।

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা (বেঙ্গল)
স্থাপিত—১৯০৯ সাল
১৯৪১ সালের দ্বিতীয় ভ্যালুয়েশনের ফলাফল
বোনাস

প্রতি বৎসর	প্রতি হাজারে
আজীবন বীমার	১৯৲ টাকা
মেয়াদী বীমার	১৯৲ টাকা।

ভ্যালুয়েশন করার হার
যে ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ৲ টাকা মূল্য আদায় করা গিয়াছিল সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক বৎসরে হার ৫'৭ আদায় হইবে এবং যে ক্ষেত্রে মাত্র ২৫'০ আদায় হইবার কথা ছিল সে ক্ষেত্রে বৎসরে হার ১৩'০
"যেক্ষেত্রে অধিকাংশ বীমা কোম্পানী কোনরূপ বোনাস ঘোষণার সময় হয় সে ক্ষেত্রে ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বোনাস দিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহা গৌরবজনক সাফল্য।
—ক্যাপিটাল ৫,৩,০০।
কলিকাতা অফিস : ২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, ইউ পি, সি পি ও বিহার টীক এজেন্সিস, ম্যানেজার লিমিটেড, ২০নং জীরাম রোড, লক্ষ্ণৌ।
আপার আসাম শাখা : ডিব্রুগড় (আসাম)।

যেখানে অর্থ রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন—
বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—ঢাকাপুর হেড্‌ অফিস —ঢাকা।
কলিকাতা অফিস—৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
শাখাসমূহ :
মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা, গোয়ালন্দ, কাঁচিয়দিয়া, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, ফেনীপুর
শীঘ্রই পুর্ণিয়া (বিহার) ও ঘাটশোলা (উৎকল কলিকাতা) ব্রাঞ্চ খোলা হইতেছে।
মিঃ এস চক্রবর্ত্তী ম্যানেজিং ডিরেক্টর।
মিঃ এস বসু কলিকাতা এজেন্ট।

১৪৲ ; ৪১৫৫—১৫৲ ১৪৶০ । রাজা ১৪ই জুন—৪১৭৫ ৪৪১০ ৪৪১০ ; ১৪ই—৪৪১০ ৪৪৶০ ৪৪৫০ ; ১৯৫৫—৪৩৯০ ৪৩৯৶০ ; ১৯৫৬—৪৪৪০ । লবঙ্গি-পুর ১৪ই জুন—১৫৶০ ১৫৶০ ।

চা-বাগান

বরদুয়ি ১৯৫৫ জুন—১৪৲ ১৫৶০ । চাবক ১৯৫৫ জুন—৪১১০ ৪১১০ । টই উত্তিয়ং ১৯৫৫ জুন—১৯৲ ; ১৯৫৫—১৯৫৶০ ১৯৯০ । ইটাল ভাষাক ১৪ই জুন—১৯৶০ ১৯৶০ । ওমিসাহা ১৯৫৫ জুন—৭৯৲ । রাজিলীহা ১৪ই জুন—৩১৯৶০ । ১৯৫৫—১৯৯০ ৩১৯৶০ । বাগীপাড়া ১৪ই জুন—৭১৫৲ । বাগাবিলস্ ১৯৫৫ জুন—৫১৯০ । সিই ডেরাই ১৪ই জুন—৪১১৶০ । ডিভা ভালী ১৯৫৫ জুন—৪৭১০ । ডেকসুর ১৯৫৫ জুন—১৯৯০ । ১৯৫৫—১১৯০ ১১৯৶০ ৫১৲ ।

বিবিধ

এসোসেনী এন্ড কোম্পানির ১৪ই জুন—৩৫৲ ৩৪১০ ৩৪৯০ ৩৫৲ ৩৫১০ ৩৪৯০ ৩৭১০ ৩৭১০ ৩৭৯০ ৩৫৲ ৩৯১০ ; ১৪ই—৩৭১৶০ ৩৯৫৶০ ৩৯৯০ ৩৯৯৶০ ৩৯৯৶০ ৩১৲ ৩৯৶০ ; ১৯৫৫—৩৯৲ ; ১৯৫৫—৩৯৶০ ৩৯১০ ; ১৯৫৫—৩৯১০ ৩৭৲ ৩৯৲ । এসোসেনী এন্ড কোম্পানির (প্রেফ) ১৯৫৫ জুন—১৪৫৲ । এসুমিনিয়াম কর্পোরেশন ১৪ই জুন—১১৯৫ ; ১৯—১১৯৶০ ১১৪০ ; ১৯৫৫—১১৯৶০ ; ১৯৫৫—১১৯৶০ । আসান-বেঙ্গল সিমেন্ট ১৪ই জুন—১২১৫৶০ ১২৯৫৶০ ১২৭৫০ ; ১৯৫৫—১২৯৫৶০ ১২৯৫৶০ । ব্রিটিশ বার্মা পেট্রোল ১৪ই জুন—৩৯৫ ১৪ই—৩৯৶০ ৩৯০ ; ১৯৫৫—৩৯০ ৩৯৫০ ; ১৯৫৫—৩৯০ ; ১৯৫৫—৩৯৶০ । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন ১৪ই জুন—৩১৫৶০ , ১৪ই—৩১০ ৩১৫৶০ ৩১০ ৩১৫০ ; ১৯৫৫—৩১৫৶০ ৩১৫৶০ ; ১৯৫৫—৩৪৫৶০ । ক্যালকাটা ট্রামওয়ে ১৪ই জুন—৩৪৫৶০ ৩৪৯০ ৩৪৫৶০ ৩৭৶০ ৩৭৲ ; ১৪ই—৩৪৫৶০ ৩৪৫০ ৩৪৯৶০ ৩৭৶০ ৩৭৲ ; ১৯৫৫—৩৭৲ ৩৭৶০ ৩৭৯৶০ ৩৭৯৶০ ৩৭১০ ৩৭৫৶০ ; ১৯৫৫—৩৭৫৶০ ৩৭১০ ৩৭১৶০ ৩৭৫০ ; ১৯৫৫—৩৭৫৶০ ৩৭৫০ ৩৭৫৶০ ৩৭৫৶০ ৩৭৫৶

পরিমাণ ছিল মোট [illegible] মণ। ১৯৩৯ সালের ঐ মাস ও অগ্রহায়ণ মাসে ঐ সালের উৎপাদনের পরিমাণ তুলা দেখা যায়, তখনকার পরিস্থিতির তুলনায় ঐ সময় চটকলগুলিতে অনেক অধিক তুলা মজুদ রাখিতে হইয়াছিল। তখনকার উৎপাদনের ও চাহিদার ব্যবধান ইহাতে যে হইবে আমাদের অনেক অনুমান অনুসারে তাহার অনেক অধিক হইবে।

১৯৩৯ সালের যে সময় চটকলগুলি হইতে মাল চালান বিশেষ আর ৮৮ হাজার গাঁইট। '৪০ সালের যে ও তৎপূর্ববর্তী ১৮ মাসের মধ্যে চটকলগুলি হইতে মাল চালানের পরিমাণ উপরাইয়াছে ৯ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৩০ টন। এই প্রসঙ্গে ইহা প্রয়োজন যে, মিলগুলি এই সময়ে তাহাদের উৎপন্ন মালের অনেক বেশী মাল—পূর্বাপেক্ষা অনুর মালও—চালান দিতে পারিয়াছে।

গত যে মাসের উৎপাদনের পরিমাণ হইতে দেখা যায় যে, ঐ মাসে প্রায় ৯ লক্ষ ৪২ হাজার গাঁই তোলা পাই ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্তমান পাই-মূল্যের এখার মাসে মোট প্রায় ৪৮ লক্ষ গাঁই পাই ব্যবহার হয়। হইবারে বলিয়া মনে হয়।

গত যে মাসে হেসমেত কলিকাতার তোলা পাই চালানের পরিমাণের হিসাব দেখিয়া মনে হয়, পাই চালানের ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে। সম্প্রতঃ মজুদের অনে নগণ্যরূপে পাই আবশ্যকীয় পরিমাণ অপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। বর্তমান মাসের প্রথমার্ধে প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার গাঁই পাই কলিকাতার আসিয়াছে বলিয়া আশাজ করা হয়।

কলিকাতা হইতে গত যে মাসে পাই রপ্তানী হইয়াছে প্রায় ৫৮ হাজার গাঁই। বর্তমান পাই-মূল্যের এখার মাসে মোট রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯ লক্ষ গাঁই। যুদ্ধের পূর্বে এইরূপ এখার মাসের অন্যে প্রায় এক লক্ষ গাঁই পরিমাণ পাই রপ্তানী হইত।

এখার কলিকাতার পাইয়ের এখারে আবশ্যকীয় হইয়াছে ৩১½ লক্ষ গাঁই। তন্মধ্যে ৯ লক্ষ গাঁই বাহির হইতে চালান দিবার। বাজারে ও মেল ষ্টকিসে অনেক পাই মজুদ পড়িয়া আছে। সুতরাং এই অবস্থায় চটকলগুলি ৫৮ লক্ষ গাঁই পাই ব্যবহার করায় তাহাদের মজুর পাইয়ের পরিমাণ এখন আর বেশী বাড়িবার নয়ে না।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাইয়ের বাজারে পূর্ববৎ তেজীর ভাব রহিয়াছে। অবশ্য পাকা গাঁই বিক্রয়ের আমার অবার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। আমানী বন্দরের সম্পর্কে সাময়িক একটু নিরুৎসাহের ভাব দেখা গেল, কিন্তু চটকলগুলি যে মালের উৎপাদনের পরিমাণ বেড়িয়া এত অনুর ভবিষ্যতে পাইয়ের চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ার আশায় বর পরিবেষ পারে নাই। বস্তুতঃ মফস্বলের পাইয়ের বাজারে বেশ তেজীর ভাবই রহিয়াছে। কলিকাতার সহরের মুদ্রণের মফস্বলের বর এরূপ বেশীই বেশী দিয়াছে। পাই উৎপাদনকারী জেলাগুলির অবস্থাপন্ন অবস্থা অনুকূল বলিয়াই সংবাদ আসিয়াছে। নিরাপদ বেশ করিবার অন্য তোষাক তোষাক কিছু বেশী মূল্যে প্রয়োজন আছে।

আমরা পাইয়ের বিষয়ে, আবাসাদি রেশমান বাজারি ও বিদেশ্ মূল্যবৃদ্ধিজনক, আমের অন্য পূর্ব হাতেই বর দেওয়া হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিটিই তোষা মাজারি ও বিদেশ্ মূল্যে বলল প্রতিমণ যথাক্রমে ১৯৯০ ও ১৯৯০ বরে বিকিকিনি হইয়াছে। বর্ষার বিদ্ধ্যু ও বঙ্গীয় প্রতি বল ১৯৲ টাকা ও ১৯৯০ বরে কিছু কারবার হইয়াছে। বিলম্বরালারা অবের অন্য খুব বেশী উৎসুক বলিয়া মনে হয় না, তবে তাহাদের মজুর পাইয়ের মালে যে সব আমের পাই ফুরাইয়া আসিতেছে সেগুলি তাহারা কিনিয়া রাখিতে চায়।

পাকা গাঁইয়ের বিষয়ে বস্তুতীর অন্য বিশেষ কারবার হয় নাই। আজী বেশী ২/৩ এর বর চলিতেছে প্রতি গাঁই ৮৯৲ টাকা। বিলম্বরালারা প্রতি গাঁই ৮৯৲ বরে মূল্যে কলসের লাইটনি এবং প্রতি গাঁই ৯০৲ বরে এন্ড এর আর বর্ষির করিবারে বলিয়া জানান। ফাইন্স এর নি প্রতি গাঁই উচ্চতম বরে ৯২৲ বলিয়া অন্য করা হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২২শে জুন

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই-এর তুলার বাজারে পূর্ববৎ মন্দার ভাব চলিয়াছে। বাজারে হাজির তুলার বর বেশী বিক্রয় হইবেছে না, ভবিষ্যতে হইবে কি না সে সম্পর্কে অনিশ্চয়তা চলিয়াছে। তুলার বাজার পরিচালন লিখেই চলিয়াছে। ফলাফল তুলার বাজারের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, বেসরকারী বর লক্ষ্যিত হাজেরও নীচে নামিয়াছে। সরকারী বোম্বাই-এর বাজারে এখন ও তুলা খরিদ করিতেছেন। গত দুই দিনে এই খরিদের মোট পরিমাণ ছিল ৮০ হাজার গাঁই। এইরূপ খরিদের ফলে বাজারে একটু অনার ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে। 'ফরিদা তুলাই'এর শেষ বর ৩২৲ টাকা এবং 'ফরিদা ফেব্রুয়ারি'এর ৩২৲ টাকা।

কাপড়

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন দেখা যায় নাই। মোটামুটি এখনও চলিয়াছে, ইহা বন্ধ করিবার অন্য সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার আবশ্যক করা যাইতেছে। টেক্সটাইল কমিশনারের মতে বাজারে কাপড়ের মজুতের অভাব হয় নাই। বাজারে কলগুলির উৎপাদন দ্বারা বাজার বেশ খানিক হইতেছে অনুর বস্ত্র পাইয়াছে। সাধারণ বস্ত্র ও ট্যারাডাঁ বস্ত্র দুইই বাজারে প্রবেশ করিয়া আবশ্যকীয় হইয়াছে—সুতরাং এখানে অন্তর অভাব হওয়া উচিত নয়। কলিকাতার বাস নিশ্চয়ই আছে—ইহা মোটামুটি অন্য খোলা বাজারে আনা হইতেছে না এইরূপই মনে হয়।

আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কাহারও

নিষ্কৃতি

কুষ্ঠী ও ঠিকুজী

পাইতে হইলে

এবং

আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ জানিতে হইলে

জ্যোতিষী সুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য্য বি. এ

৪৯নং বিডাইবাবু লেন, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায়

পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ,,	৪০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত ,,	৪০,০০,০০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত ,,	৩১,০০,০০০৲	টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৩,১৫,০০০৲	টাকার উপর

অন্যান্য সমস্ত প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে আমাদের শাখা অফিস আছে।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২১নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

(ফ্রাইডেনাট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে)

কলিকাতা।

শাখাসমূহ

টালা, দমদম, বরানগর,

আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম, এ, বি-এল

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—৩১২ পৃষ্ঠার পর)

হইবার সম্ভব হয় নাই। মুসলমানের অধিকাংশই গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পরিষদের অধিকাংশ জাতীয় সদস্যের অনাস্থা সূচিত হইয়াছে। অবস্থা গুরুত্ব বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, তদনুসারে বিরোধীদল অধিকতর শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু তাহার পরিবর্তে আমরা দেখিতে পাইলাম, ঐক্যের অধিবেশনের অবসান ঘোষণা করার জন্য তিনি গভর্ণরের নিকট হইতে এক আদেশ পাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীদল আবেদন জানাইলে স্পীকার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে অসম্মতি জানান। গভর্ণরের এ আদেশের ফলে পরিষদে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং বিরোধী দল প্রতিবাদস্বরূপ পরিষদগৃহ ত্যাগ করেন।

ইউরোপীয় দলের সাহায্যে বৃথবারের অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও সরকার পক্ষের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় পরিষদে তিন তিন দুর্বল হইয়া আসিতেছিল ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। বিরোধী দল মন্ত্রী সাহাবুদ্দিনের ও মন্ত্রী তারকনাথ মুখার্জির বিরুদ্ধে অধিকতর প্রবলভাবে বিরোধিতা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পরিষদের আবহাওয়া গভর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুকূল ছিল না একথা বলাই বাহুল্য। এ অবস্থায় গভর্ণর মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শে আকস্মিকভাবে অধিবেশনের অবসান ঘোষণা করিয়া সেনেটারী প্রতি অধিবেশ অধিবেশন বলিয়াই আমরা মনে করি। মন্ত্রী বলা-প্রসাদ পাইনের বিরুদ্ধে ১০৪টি ছোট রেকর্ড করার হইয়াছিল। তাহা অবশ্য পরিষদে কোন বিরোধীদল এত অধিক সংখ্যক সদস্যের সমর্থন করিতে পারেন নাই। ঘটনা যে ভাবে পরিস্থিতির পথে অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে সরকার পক্ষের বিশেষ সন্তুষ্টবাই অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অনিবার্য বিপর্যয় হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী গভর্ণরকে পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করিবার পরামর্শ দিলেন। সমগ্র প্রদেশের শাসনকর্তা হিসাবে গভর্ণরের অবশ্যই উচিত ছিল মেদের অবসানের যথার্থ কারণ নির্ণয় করা। সরকারের বিরুদ্ধে গঠিত অনাস্থা এই ভাবে উপেক্ষা করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর পুনঃপোষকতা করা তাঁহার ন্যায় দায়িত্বশীল রাজপ্রতিনিধির পক্ষে অশোভনীয় হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

* * *

মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগের উদাসীনতার ফলে লীগ-কংগ্রেসের আপোষের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও বাঙ্গলার বেতা আন্তরিকী এ সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হন নাই। ইউনাইটেড প্রেসের সাক্ষাৎকারে প্রকাশ, তিনি এই আপোষের চেষ্টার শীঘ্রই মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন এবং পরে পুনরায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিবেন। মুসলিম লীগের মত শক্তিশালী মুসলমান প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন মিলনই আমাদের মতামতী বলিয়া মনে করি না। তাই আমরা আশা করি যে, বাঙ্গলার বেতা আন্তরিকতার সহিত এই আপোষের চেষ্টায় লাগিয়া থাকিবেন এবং পরে পুনরায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিবেন।

মুসলিম লীগের মত শক্তিশালী মুসলমান প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন মিলনই আমাদের মতামতী বলিয়া মনে করি না। তাই আমরা আশা করি যে, বাঙ্গলার বেতা আন্তরিকতার সহিত এই আপোষের চেষ্টায় লাগিয়া থাকিবেন এবং পরে পুনরায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিবেন। মুসলিম লীগের মত শক্তিশালী মুসলমান প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন মিলনই আমাদের মতামতী বলিয়া মনে করি না। তাই আমরা আশা করি যে, বাঙ্গলার বেতা আন্তরিকতার সহিত এই আপোষের চেষ্টায় লাগিয়া থাকিবেন এবং পরে পুনরায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিবেন।

* * *

উড়িষ্যা পরিষদের প্রধানমন্ত্রী পালোটি-সেবির মহারাজা পরিষদের অন্যতম সদস্যপতি মুকুন্দদেব কংগ্রেসী মন্ত্রী ও বর্তমান বিদ্রোহী পন্থিত গোপাবন্ধু মিশ্রের সহিত মতানৈক্যের অজুহাতে গভর্ণরের নিকট পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মহারাজা সাংবাদিকের অবতারণা করা যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে অভিযোগ করিয়াছেন যে কংগ্রেসী-বিরোধী দলীয়ের সৃষ্টি, সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি-সত্ত্বেও সাহায্য দিতে অস্বীকার প্রভৃতি ব্যাপারে শ্রীযুক্ত মিশ্র সরকার সৃষ্টি করায় তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মহারাজা পন্থিত মিশ্রের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনিয়াছেন সেগুলির গুরুত্ব অসাধারণ এবং পন্থিত মিশ্রের মত প্রতিষ্ঠাবান লোকের উপর অভিযোগ ঐ সকল অভিযোগ সত্য করিয়া দেশবাসীর মন হইতে সন্দেহ বিদূরিত করা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

প্রধান কার্য কেন্দ্র : ৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

শাখা স্ক্যাম্বেবাজার | ফোন : ক্যাল ৪৪১ | শাখা কলেজ স্ট্রীট

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়
আমানত কারীদের সেবায় ও তাঁদের
অর্থের নিরাপত্তা বিধানে সদা সচেষ্ট
আদর্শ নিষ্ঠ প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীযুত এন, সি, চক্রবর্তী

ঘোষণা

ভিটামিল্ক ও স্কিম মিল্ক পাউডার

বর্তমান অতিরিক্ত উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে আমরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভিটামিল্ক ও স্কিম মিল্ক পাউডারের মূল্য অগত্যা হারে বর্ধিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। বিগত ১৮শে এপ্রিল (১৯৪৪) হইতে এই বর্ধিত মূল্য-হার চলিতেছে।

ভিটামিল্ক—১৬টি ষোড়শের কেস ৪৮৲ (এক ও আর, কলিকাতা)
স্কিম মিল্ক পাউডার—২৪টি ষোড়শের কেস ৩৮৲ (এক ও আর, কলিকাতা)

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্

লিমিটেড

১৯, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৬শে জুন

আলোচ্য সপ্তাহে সোনা ও রূপার বাজারে কিছু বেশীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। সোনার দরে আইনতঃ পরিবর্তনের কারণ অবশ্য রূপার দর পরিয়া যাওয়ায়। রূপার দর পরিয়া যাওয়ার সরকার, বার্ষিক মুদ্রানীতি ভারত সরকারকে অতিরিক্ত ব্যবহার ১০ কোটী আউন্স রূপা বিক্রয়ের। রূপার অবমূল্যের প্রতিবাদ লাগিয়া সোনারূপাবাজারে সোনার ভাব দেখা যায়। তাহা ছাড়া ইউরোপের যুদ্ধের সময়ের জন্য বাজার সোনার দর অনিশ্চিত এবটা কারণ হইয়া দাঁড়ায়। গত সপ্তাহে সোনীর দর বিলাতে ১৪৮৲ আনা এবং বিলির দর বিলাতে ৪১৯৲। আলোচ্য সপ্তাহের সোনা ও বিলির দর অত্যন্ত পরিয়া বিলা ১৪৮৲ ও ৪১৯৲/- আনায় দাঁড়াইয়াছিল। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে বর্তমান সোনা বিক্রয় করিবেন না বলিয়া আপনার যে মনোভাব ছিল তাহার ফলে সোনা ও রিলির দর আলোচ্য সপ্তাহে ১৪৮৲ ও ৪১৯৲ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

মার্কিন সরকার ভারত সরকারকে ১ কোটী 'আউন্স রূপা বিক্রয়ের এই সংবাদ পৌঁছানোর পর রূপার দর পরিয়া যাবে। কলিকাতার রূপার বাজারে গত সপ্তাহের দর ছিল ১০৪৲। আলোচ্য সপ্তাহে এই পরিয়া ঐ দর ইতাইয়াছিল মাত্র ৮৩৲। পূর্ব দর তুলনায় ইহা অতি বেশী নামিয়া যায়। বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে গত সপ্তাহের দর ছিল ১০৪৲। আলোচ্য সপ্তাহে ৪৮ পরিয়া ঐ দর ইতাইয়াছিল মাত্র ৮৩৲। পূর্ব দর তুলনায় ইহা বেশী নামিয়া যায়।

ভারত বিভাগিন, গত সোমবার সরকার হইতে রূপা বিক্রয় সম্পর্কে একটা বিবৃতি পাওয়া যাইবে। এখনো এই বিবৃতি পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে মোটামুটী মন্দিরে বেশ ৮৲, টাকা পড়িয়াছে। সরকার কর্তৃক রূপা বিক্রয় আরম্ভ হইলে এই দর আরও পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়।

শেয়ার বাজারের সর্বশেষ দর

কলিকাতা, ২৬শে জুন—কোম্পানীর কাগজ—৲ আরব (১৯৫৩-৫৪) কিন্তোর মোর ১০৩৲/-, ৩% ঋণের আরব ১৪৫৲ ১৯৲। বাঙ্ক—ন্যিক ব্যাঙ্ক ৩৯৲, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১৭৭৲; ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ৩০৲ বিঃ; ব্যাঙ্কের অন্য—মোহন মকিম ১৪৲। আশুতোষ টেক্সটাইলস ১৯৫/-; এসোসীয়েটেড ইন্ডাস্ট্রিজ ৬৲, ৩৩৲; বিবিধ বিভাগ ৬৫৲, ৩৩৲/-; ইন্ডিয়া—ইন্ডিয়া ১১৮৲ ১১৯/০ ১৯৩৲/০ ১৯৯৲ ১৯৩৲/০ ১৯৫৲/০ ১৯৫৲/০ ১৯৩৲/০ ১৯৫৲/০ ১৯৩৲/০ ১৯৫৲/০ ১৯৩

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—৮৬ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—মিঃ জে সি দাস

কিছুদিন ডিপোজিটের সুদের হার আবেদন করিলে জানান হয়।

চলিবারক্ষম সর্ত্তে অল্পমেয়াদি আর্থিক বাবিয়া থাকে,

ওভারড্রাফ্ট ও ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করা হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড্

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা
অল্প খরচের হার

উদার বীমা সর্ত্ত
অভিনব বীমা প্রণালী
(Schemes)

অফিসগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে
ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

ঠিক যেমনটি চান

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

আর্থিক জগতের নিয়মাবলী

(১) 'আর্থিক জগৎ' প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

(২) উহার প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা, বার্ষিক মূল্য সডাক ৯৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৪৷৷০ আনা। মূল্য মনিঅর্ডারযোগে প্রেরণ করা হয়। কোন সংখ্যা না পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে, নতুবা আর পাওয়া যাইবে না।

(৩) গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই সপ্তাহ হইতে গ্রাহকশ্রেণী গণনা করা হয়।

(৪) নমুনা চাহিয়া পাঠাইলে তাহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

(৫) সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত চিঠাপত্রি এবং অন্য সমস্ত চিঠিপত্র ম্যানেজার, 'আর্থিক জগৎ', ১২৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

নিবেদক—
ম্যানেজার,
আর্থিক জগৎ,

ফোন—বড়বাজার ৬৩৮২ ১২৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরহিতে দান করুন

(আমাদের ৪৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন)

৪৪ লক্ষ টাকার দান পাইলে আমরা ১৭৫৫ সালের মধ্যে আমাদের কার্য্য শেষ করিতে পারি। যখনই যে কোন কাজ করার দরকার হইয়াছে, আমাদের দেশবাসী নিজেরা অকাতরে তখন সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন।

পরহিতে দান করুন। আপনার টাকা এমন লোকদের হাতেই দিন যাঁহারা জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে আপনার দেওয়া অর্থ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত খরচ করা।

টাকা দিয়া এর চেয়ে বেশী কিছু আর কিছু পাওয়া যেতে পারেনা।

আপনার অর্থ দুঃস্থ নরনারীর দুর্দ্দশা মোচনের কাজে লাগান।

আপনার দানের বিনিময়ে আমরা শিক্ষিত ও আরও নৈপুণ্যের সুবিধাটুকুর মোহর লাভ করুন।

লাইসেন্স অনুযায়ী আমরা দুর্গত নরনারীদের দুঃখ মোচন করে আপনি দানের সঙ্গে সঙ্গে খরচ করুন।

তলিয়াতার সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে, ভারতীয় রেড ক্রস আপনার অবস্থানী ঠিকানাতেই নিজেই সাহায্য পাঠান।

ভারতীয় রেড ক্রস

পরহিতে দান করুন

যুদ্ধ যখন চলে—

জিনিষের দাম যখন বেড়ে চলেছে, তখন আমাদের তৈরী জিনিষের দাম আমরা যতদূর সম্ভব কম রেখেছি, আমাদের নিজস্ব লাভের টাকা ছাড়িয়ে দিয়ে।

বৃদ্ধমান পরিস্থিতির ফলে আমাদের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটানো এখন সম্ভব হচ্ছে না; কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই আমরা আমাদের সেবা সম্ভব হবে।

যতদিন দিবে পরিবর্তে, ব্যক্তির স্পর্শ থেকে আকাশ করে তা করতে ডাকব্যাকের তুলনা নেই।

প্রাচ্যের প্রিয় বর্ষাতি···**ডাক্‌ব্যাক্‌**

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৩০) লিমিটেড

কলিকাতা | নারায়ণগঞ্জ | বোম্বাই

নিউ এশিয়াটিকের ক্রমোন্নতি—

বৎসর	মূলধন বীমা	প্রিমিয়াম বাবদ আয়
১৯৩৪	১৫,৩৮,৫০০	৫৫,৫৩৭
১৯৩৯	৫০,১১,০০০	৬,৫০,০০০
১৯৪২	৬০,৪০,৫৫৫	৯,৫১,১৩১
১৯৪৩	১,০০,০০,০০০	(৫৫ কোটি টাকার উপর)

সর্ব্বপ্রকার বীমার জন্য—

দি নিউ এশিয়াটিক ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস
নিউ দিল্লী।

কলিকাতা অফিস
৮ নং হেয়ার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে প্রতিভাশালী কর্ম্মী আবশ্যক।

অনুমোদিত মূলধন—৭৫,০০,০০০৲ টাকা।
বিক্রীত মূলধন : —২৮,০০,০০০৲ টাকা।

চেয়ারম্যান—বি এম বিড়লা (এডোয়ার)

শিশু ও রোগীর একাধারে পথ্য ও পানীয়।

আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স লিঃ, কলিকাতা—আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেডের পক্ষে শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত।

PHONE—B. B. 6352 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

সপ্তম বর্ষ] Monday, 17th July, 1944, সোমবার, ১লা শ্রাবণ, ১৩৫১ [১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা

আয় ও আয়ু

অনেক আয়ু লইয়া কেহ জন্মায় নাই,—মানুষের জন্মকাল কাহারও নির্দ্দিষ্ট থাকে না, তাহার পরিণাম নিশ্চয়ও নয়। কাজেই যার যে আয়ু থাকিবেই অধিকতর তার সময় ধরা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। জীবন বীমা তাহা করা সহজ করে। যেমন সুবিধাজনক, তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের অভিজ্ঞ কর্ম্মীরাই আপনার নির্দ্দেশের অপেক্ষায় আছে। যেকে অফিসে পত্র লিখিলে বা যেকো অফিসে আপনার উপযোগী বীমাপত্র বিনামূল্যে পরামর্শ পাইবেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস : কলিকাতা

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য কলিকাতা অফিস—

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, নোয়াপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, সুধারামপুর, ফেনী, কুমারখোলা, বহরমপুর, ডেলাপাইকড়ি, বর্দ্ধমান, শিয়াখলা, কৌলতলা, পূর্ব্বিয়া, পাটনা, মেদিনীপুর, সম্বলপুর, হাটা, ভাগলপুর, কাশমেরপুর, লক্ষ্ণৌ।

আয়ের শাখা খোলা হইয়াছে।

অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০,০০০ এক কোটি টাকার উর্দ্ধে

এতদ্দেশীয় ভারতের একমাত্র ব্যাঙ্ক যাহার ব্যবসা-কেন্দ্রে

বাংলার নবীন শিল্পের পথে

দি হিন্দুস্থান সল্ট ওয়ার্কস লিমিটেড

এই নবীন

কারখানার অভিজ্ঞতায় আজ বিগত ১৫ বৎসরের কার্য্য-ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিচালনা।

হেড অফিস—৩৭ ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী—ডায়মণ্ডহারবার, মুন্সিরহাট, ২৪ পরগণা।

শ্রীসুরেশ্বর ঘোষ

ম্যানেজিং এজেন্ট,

হেড অফিস—কলকাতা এজেন্সী।

ভারতীয় বীমা কোম্পানী

আর্য্যস্থানে

বীমা করিয়া

ব্যাঙ্কারের লাভের টাকার

সম্বন্ধিত ও আরব্ধের গুরু-

ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স বিল্ডিং

১৮, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

কলিকাতা।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ

এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৮৩ সাল

●

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ	৯,৬৫,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ	৭৬,৫৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ	৮,৩৮,৫০,৪০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অতিরিক্তকর সময়ে জীবন বীমার পলিসিগুলি করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সম্মুখীন হইলে দুর্ঘটনায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চীফ এজেন্টস্

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

১৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন কলিঃ ৫৯৩৩

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ডায়মণ্ডহারবার, ডায়মণ্ডহারবার, খড়দহ, বরিশাল, খুলনা।

পাটনা ব্রাঞ্চ :—মোকাম মোড়, বাঁকীপুর।

সুদের হার

কারেণ্ট—১% সেভিংস—২%

ফিক্সড ডিপোজিট—৩% হইতে ৪% পর্য্যন্ত

সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা ধার দেওয়া হয় ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কি কার্য্য করা হয়।

জাঃ অমলকুমার চাটার্জ্জী, এম-ডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দি সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন

কোং লিঃ

ভারতের জাহাজ দিয়ে, মাল ও যাত্রী যাতায়াতে,

ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত।

ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কলিকাতা ম্যানেজার,

৭, ওয়েলেস্‌লী প্লেস, কলিকাতা।

বাংলার বস্ত্র শিল্পের

অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

ওয়েষ্ট নিউসেন্স

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ

ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল	২নং মিল
মুড়িয়া (বর্দ্ধমান)	বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ মুড়িয়া বাজার (বর্দ্ধমান)

টেলিগ্রাম "প্রবর্ত্তক" স্থাপিত—১৯২৯ ফোন: বি, বি ৪১৮

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

চেয়ারম্যান—শ্রীমতিলাল রায় (প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা)

হেড অফিস—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—চন্দননগর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও রাজসাহী।

চলতি ও সেভিংস হিসাবে সুদ যথাক্রমে ১০ আনা ও ২৲ টাকা।

ফ্যান পার্টিকুলেট—প্রতি ২১০৲, ৪০৲, ৮০৲ ও ৮০০৲ টাকার ফিক্স ডিপোজিটে যথাক্রমে ১৫৲, ৩০৲, ১০০৲ ও ১০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।

স্থায়ী আমানত, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ওভারড্রাফ্‌ট ও লোন সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলেই জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সেভার ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়বিক্রয় করা হয়।

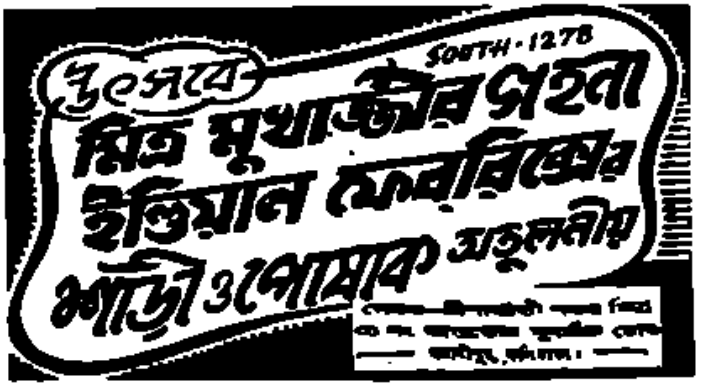

ফোন—বড়বাজার ৬৪৮২

কার্যালয়—১৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

কৃষি-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৭ম বর্ষ | কলিকাতা, ১৭ই জুলাই, সোমবার, ১৯৪০ | ১০ম ১১শ ও ১২শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৪১-৪১	ষ্টার্লিং ব্যালান্সের কথা	৩৪৪-৪৫
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৩৪২	আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৩৪৬-৪৭
১৯৪০-৪১ সালে ভারতের পরিস্থিতি	৩৪৩	কোম্পানী প্রসঙ্গ	৩৪৮-৪৯
		বাজারের হালচাল	৩৫০-৫৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি সম্মেলন

ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কিছুদিন পূর্বে আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির যে নূতন পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছিল তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য আমেরিকার ব্রিটন উডস্ শহরে বিভিন্নদেশীয় বেসরকারী প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন বসিয়াছে। বিভিন্ন দেশের দেনা-পাওনা মিটানো সম্পর্কে এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মুদ্রাস্ফীতির কালের জন্য একটা সুব্যবস্থা হইলে ভাল হয় আমরা চাই। সেজন্য এখন হইতে একটা পরিকল্পনা গ্রহণও আমরা সমর্থন করি। কিন্তু বিভিন্নদেশীয় বেসরকারী মুখপাত্র হিসাবে ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতের নিজেদের স্বার্থ ও পুঁজির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যেভাবে ঐ পরিকল্পনা গ্রহণে অগ্রসী হইয়াছেন তাহাতে ইহা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পরাধীন দেশের কোন উপকারে আসিবে কি না সে বিষয়ে প্রথম হইতেই আমাদের সন্দেহ জাগিয়াছিল। সম্প্রতি ব্রিটন উডস্ শহরের বৈঠকে মুদ্রানীতি আলোচনার যে পদ্ধতি দেখা যাইতেছে তাহাতে সে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে মুদ্রীণ গবর্ণমেণ্টকে যাহাতে ঢালাও ষ্টার্লিং পাওনা পড়িয়া উঠিয়াছে। আশা করা যাইতেছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময়ে ঐ পাওনা আদায়ের উপায় সম্পর্কে একটা সুনির্দ্দেশ দেওয়া হইবে কিন্তু মুদ্রীণ গবর্ণমেণ্ট ও মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে তাঁহাদের কোন মতলব দেখাইতেছেন না। আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির প্রাথমিক পরিকল্পনায় আমেরিকার পক্ষ হইতে ঘোষিত যুদ্ধকালীন উদ্বৃত্ত পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে একটা তীব্র উপেক্ষা করা হইয়াছিল, উভয় মার্কিণ বিশেষজ্ঞের মূলত পরিকল্পনায় তাহাও যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং আদায়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে এই উপেক্ষা ও উদাসীনতা ভারতবাসীর পক্ষে খুবই মনোক্ষোভের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই ব্রিটন উডস্ শহরের বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ এ জি প্রক্ বিষয়টী সম্পর্কে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি দাবী করেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির পরিকল্পনায় ইতিমধ্যেকার সমিতীয় যুদ্ধের সময়ের ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং আদায় ও তাহা প্রয়োজনমত ডলার ও অন্যান্য বিদেশী মুদ্রায় পরিণত করা সম্পর্কে একটা ধারা যুক্ত করা হউক। কিন্তু বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। ভারতের দাবী সুবাসুরিভাবে খারিজ হইবার আশঙ্কা নাই দেখিয়া মিঃ প্রক অগত্যার আলোচ্য-বস্তু হিসাবে অন্ততঃ উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংয়ের একটা নির্দ্ধারিত অংশ সম্বন্ধে ভারতকে উপযুক্ত সুবিধা দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বিরোধিতায় আমাও শেষ পর্য্যন্ত বাতিল হইয়া যায়।

ষ্টার্লিং পাওনা আদায় ও তাহা প্রয়োজনমত ডলারে রূপান্তরিত করা সম্পর্কে ভারতের দাবী এইভাবে অগ্রাহ্য হওয়ায় আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি পরিকল্পনার স্বরূপ ভালভাবেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ষ্টার্লিং পাওনার বিনিময়ে যুদ্ধের পরে বৃটেন যে উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে পারিবে আমার কোন ভরসা পাওয়া যাইতেছে না। এদিকে আবার এক শ্রেণীর বৃটিশ বণিক ও অর্থনীতিবিদ্ যুদ্ধের পরে ভারতের নিকট বৃটেনের ঋণ শোধের অস্বীকার করিবার জন্য এখনই জোর গলায় দাবী করিতেছেন। এই অবস্থায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মতলব ও অভিসন্ধির উপর নির্ভর করিয়া কোন আশ্বাসের পাওনা

তোমরিল বন্দরের আমার হইয়া আসিবে বলিয়া মনে হয় না। অথচ এই সম্ভাবনার কথা আলোচনা করিয়া তরিয়াও আন্তর্জাতিক মুদ্রাবীতি পরিচালনার উদ্যোক্তারা ইতিমধ্যে পাওনার সীমালোপ আর বৃটিশ পর্যবেক্ষকের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়ার মতলব করিয়াছেন। তাহাদের লোকেরা দেশী হুকুম-হাকিম সহ করিয়া এবং বিদেশের খাদের বিনিময়ে কুইনকে সাহায্য করিতে দিয়া যে বিপুল ইনি পাওনার অধিকারী হইয়াছে তাহা আদায় না করিতে পারিলে এই বরিদ্র দেশের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ ঘটিবে। অর্থ ও মুদ্রানীতির অজুহাতে তাহাদের আর আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ বাধাগ্রস্ত হইবে। অথচ বিদেশ বন্দরের তাহার কোন প্রতিকারের আশা নাই। দুনিয়ার কল্যাণ ও সকল জাতির পারস্পরিক সুবিধার খাতে যে আন্তর্জাতিক নীতি ও ব্যবস্থা পরিচালনা করা হইবে পরাধীন জাতিকে অনুকূলে প্রভাবশালী কুইনের স্বার্থরক্ষা করিয়া তাঁহারাও এবিষয়ে কোন ইতরবিশেষ করিবেন না। এহেন প্রয়োজনীয় বিষয়ে এইরূপ বিস্তৃতভাবে অবলম্বন করিলে উপরোক্ত নীতি ও ব্যবস্থার সার্থকতা কি থাকিবে তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে ধরা সুকঠিন। আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা ও সুযোগ-সুবিধার দোহাই দিয়া মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী জাতির এই বৈষম্যের ও স্বার্থপরতার জন্য বন্ধ হইবে তাহাই আমরা জানিতে চাই।

পাটের পূর্ণাভাব

চলতি ১৯৬১ সালে বাঙলা ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহে কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহার বিবরণ দিয়া বাঙলা সরকার সম্প্রতি একটি আংশিক পূর্ণাভাস প্রকাশ করিয়াছেন। এই পূর্ণাভাস হইতে জানা যায় সরকারের হুকুমনামা বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা রাজ্যে এবার পাটের জমি হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে বাঙলার প্রায় সব জেলাতেই এবার তাহা উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশে পাটের ক্রমাগত বর্তমানে পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। জমিতে পাট চাষ করিয়া অন্যান্য ফসলের তুলনায় এখনো তাহার মূল্যও পাওয়া যায় কম। এ অবস্থায় সরকারের তুলনায় এবার পাট চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া আমরা সুখের বিষয় বলিয়া মনে করি। তাহা ছাড়া অন্য একটি বিশেষ কারণেও আমরা এখন হইতে এবার পাটের চাষ কমাইবার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া আসিয়াছি। চাহিদা অনুপাতে কম হারে উৎপন্ন হওয়ার পর হইতে বাঙলার নিরাকরণ ক্রমিক দেখা দিয়াছিল। এবার বৃদ্ধিত না হইলেও যেসব আন্তর্জাতিক অভাব ও দুর্মূল্যতা দেখা দিয়াছে অন্যত্র হইয়াছে। এই অবস্থায় কথা বিবেচনা করিয়া এবার বাঙলার কৃষকেরা পাটের বদলে জমিতে যথাসম্ভব দেশী পরিমাণে ধান চাষ করিবে বলিয়াই আমরা ভরসা লোপন করিয়া আসিয়াছি। তাহাই সরকারী পূর্ণাভাসে পাটের জমি যে পরিমাণ দেখানো হইয়াছে তাহা সত্য হইলে খুবই নিরাশার কথা বলিতে হইবে।

তবে সত্য করিবার বিষয় এই যে সরকারী অবস্থায় কোন দোষ নাই। তাহার সর্বদেশী ও বৃটিশ পর্যবেক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী বাঙলা সরকার এবার সরকারের তুলনায় বেশী জমিতে পাট চাষ করিবার লাইসেন্স দিয়াছিলেন। সেই লাইসেন্সকে ভিত্তি করিয়াই সরকারী পূর্ণাভাসে এবার বিভিন্ন জেলার জমিতে পাটের জমির পরিমাণ নির্ধারণ করা হইয়াছে। কৃষকেরা প্রাপ্ত লাইসেন্স অনুযায়ী বেশী জমিতে পাট বপন করিয়াছে কিনা পূর্ণাভাস প্রকাশের পূর্বে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। এই অবস্থায় পাটের জমি সম্পর্কে সরকারী পূর্ণাভাস কোন অন্তেই নির্ভুলযোগ্য নহে। বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কে যে সরাসরি প্রকাশ করা হইয়াছে এবং লাইসেন্সের ভিত্তিতে তাহা রচিত হয় নাই, বাস্তব অবস্থার সহিত মোল মাখিয়াই এই বিভাগ প্রস্তুত করা হইয়াছে। ফলে ঐ সব স্থানে পাট চাষের জমির পরিমাণও এবার গত বারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম দেখা যাইতেছে। আমাদের ধারণা বাঙলার পাট চাষের জমি সম্পর্কে যদি অনুরূপভাবে সেঁজিয়বর সংবাদ হইত তবে অনেক জেলাতেই এবার পাটের জমির পরিমাণ কম বলিয়া ধরা পড়িত। ধানের বদলে পাট চাষের উপর জোর দিয়া বাঙলার কৃষকেরা গত কয় বৎসর যে দুর্মতি দোষ করিয়াছে তাহাতে সরকারের তুলনায় এবার তাহারা দেশী জমিতে পাট চাষ করিয়াছে বলিয়া তোমরিলেই ধরিয়া লওয়া যায় না। নিকাশ যায় নাম ভাবে পূর্ণাভাস প্রকাশ না করিয়া পাটের মত একটি অত্যাবশ্যকীয় ফসল সম্পর্কে বাঙলা সরকার যথাসম্ভব সঠিক বিবরণ প্রকাশে সচেষ্ট হইবেন ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?

কুইনের পুনর্গঠন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকার

কুইন সময়ে সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে তৈরারের শিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে আজ প্রচুর উন্নতি দেখা দিয়াছে। সেইসব শিল্প-ব্যবসায় ও সামরিক বাহিনীতে বহু সাধারণ লোকের কর্মসংস্থান হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে এত আশ্চর্যজনক সমর-সম্ভার তৈরারের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। সে-কারণে শিল্প-ব্যবসায় বন্ধ দেখা দিবে, ঐ সব বিভাগে নিযুক্ত বহু লোক আবার বৃহত্তম কর্মিতা বেকার হইবে। তৈরারবাসীদের তাই ভবিষ্যতের আশঙ্কায় এখন হইতে সে-দিক নিয়ন্ত্রণ করেক লোক কর্মনিযুক্ত হইবে। যুদ্ধ শেষে যুদ্ধের করিয়া এক বেকার সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ আজ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা নিয়া চিন্তা-ভাবনা করিতেছে। সরকারীভাবে আর্থিক সংগঠনের আশঙ্কা পরিচালনা প্রস্তুত করা হইতেছে। পাশ্চাত্যের কোনসমূহের আর্থিক পুনর্গঠনের এই আয়োজনের লক্ষ্য করিয়া তাহার সরকারের তাহা নিয়া মাথা ঘামাইতে শুরু করিয়াছেন। কমিটি ও কমিশন বসাইয়া এদেশের আজ সামগ্রিক পরিকল্পনা পাড়া করিবার চেষ্টা হইতেছে। এদেশের আর্থিক সংগঠনের জন্য ও এদেশের লোকদের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এই ধরনের সরকারী প্রচেষ্টা এখনো দেখা যায় নাই, কিন্তু এদেশের কোনসমূহ হইতে কতকগুলি বিষয় আলাদা-ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার আছে। শ্রীযুক্ত অমিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি কলিকাতার চেম্বারী হলে এক বক্তৃতায় এই সব প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সকল লোকের কর্মসংস্থান ও সকল লোকের জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতি সাধন করিবার উদ্দেশ্য নিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আর্থনৈতিক পুনর্গঠনের আলোচনা শুরু হইয়াছে। ভারতবর্ষেও এই একই উদ্দেশ্য নিয়া পুনর্গঠনের কথা তোলা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উদ্দেশ্য এক হইলেও ভারতবর্ষের অবস্থা ও এদেশে উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের উপায় একরূপ নহে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বেকার সমস্যা তখন পরিস্থিতিতে কম এবং লোকের জীবনযাত্রার আদর্শও সাধারণতঃ উচ্চ। সেখানে আর্থিক ব্যবস্থা মন্থরেই এদিক দিয়া একটা অবনতির সূচনা দেখা যায়, আর সেরূপ অবস্থায় গঠন-কৌশলমূলক পুনর্গঠনের ব্যবস্থানীতি অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু ভারতের অবস্থা ঐ বিষয়ে পৃথক। এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও এদেশের লোকদের জীবনযাত্রা পরিমাণ অত্যন্ত অবস্থায় রহিয়াছে, আর ঐ কারণে আর্থিক মন্দা ও বেকার সমস্যা এদেশে সর্বদাই তীব্রভাবে বর্তমান। ভারতে লোকের দারিদ্র্য সমস্যা ও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কোন গঠনকার্য আরম্ভ করা হয় নাই। কাজেই এদেশে Reconstruction বা পুনর্গঠন করার কোন বিশেষ অর্থ হয় না। এখন হইতে সরাসরি Construction বা গঠনকার্য শুরু করাই এদেশের পক্ষে প্রয়োজন। যুদ্ধোত্তর সমস্যা মিটিয়া যাওয়া মুখের আরো এদেশে ব্যবসায়ী বিদায়ান, আর তারা সমাধানের দায়িত্ব পূর্ব হইতেই আমাদের রহিয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদন সম্পর্কে পূর্ব হইতে যথাসম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। তবে commodity-rich হইলেও অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের দিক দিয়া সমৃদ্ধ হইলেও কর্মের সুব্যবস্থার অভাবে সে সব দেশে সাধারণ লোক উপযুক্ত ভোগসামগ্রী বা পাইয়া তখন পরিমাণ consumption-poor রহিয়া গিয়াছে। তাহাই সেদেশের জীবনযাত্রা-প্রণালীর অধিকতর উন্নতি সাধনের জন্য কর্মের ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সাধনই সে সব দেশে বড় প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কথা বলিতে গেলে এদেশের লোক যেমন consumption-poor তেমনই উহার অধিকাংশ বড় এদেশ commodity-rich-ও নহে। কাজেই কেবল কর্মের সুব্যবস্থা দ্বারা এদেশের লোকদের জীবন যাত্রা সমৃদ্ধি যাওয়ার উন্নত করা যাইবে না, সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশেষভাবে চেষ্টা দিতে হইবে।

আর্থনীতিক বিষয়ে শ্রীযুক্ত সরকারের অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা সর্বজনস্বীকৃত। এদেশের অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে তাঁহার উপরোক্ত মন্তব্য ও নির্দেশ আমাদের নিকট সর্বথা সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে হইয়াছে। ভারত সরকারকে তাঁহাদের পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে গিয়া এই সব নির্দেশ তালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিতে

ভারতের খাদ্য সমস্যা

ভারতের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে উদ্বেগ জানাইয়া এদেশের ১৭ জন বেসরকারী ব্যক্তি বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের উদ্বেগ করিয়া সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তাঁহারা বলিয়াছেন, গত বৎসর বাঙ্গালাতে যেরূপ নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। এবার যদিও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ হইয়াছে, তথাপি খাদ্য-দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার জন্য বহু লোককে এবারও অর্দ্ধাহারে জীবন যাপন করিতে হইতেছে। অবস্থার গতি যেরূপ মনে হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে সমস্যার সমাধান হওয়া সুদূর কথা উহা আরও ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে। খাদ্যদ্রব্যের দিক দিয়া এদেশের স্বাভাবিক ঘাটতি ত আছেই, তাহার উপর লাঙ্গলিক যানিনার দিক হইতে উহার চাহিদা ক্রমাগত বেগবান হইয়াই চলিয়াছে। অন্যান্য খাদ্য যেরূপ পর্যাপ্ত উৎপন্ন হইত এবার সেরূপ পরও যেরূপ উৎপন্ন হইবে না তাহা নিশ্চিত। এই অবস্থায় প্রয়োজনের তুলনায় অল্প বৃষ্টিপাত হইলেই দেশে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ ঘনাইয়া আসিবে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে এহেন সঙ্কট নিবারণের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট এখনও কোন সুদূরপ্রসারী কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন না। ভারতের খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য শ্রেণী কমিটী তাঁহাদের রিপোর্টে এক বৎসরের মধ্যে বাহির হইতে ১৫ লক্ষ টন খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট সেই সুপারিশ গ্রহণ করিলেও গত ৯ মাস মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমদানীর সুব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে খাদ্য সমস্যার ভবিষ্যৎ জটিলতার কথা ভাবিয়া দেশের লোক খুবই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা করা সম্পর্কে আবশ্যক ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে। ভারতের ৪০ কোটী লোকের কল্যাণ বিবেচনা করিতে হইলে পার্লামেন্টের সদস্যবিন্দুকে সেই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনের জন্য অবিলম্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিতে হইবে।

লাভাল বন বেসরকারী ব্যক্তির এই বিবৃতির পর ভারত গবর্ণমেণ্ট তাড়াতাড়ি এক ইস্তাহার জারী করিয়া বাহির হইতে খাদ্য আমদানী সম্বন্ধে তাঁহাদের আগ্রহ ও চেষ্টার কথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, গত ১৯৪০ সালের অক্টোবর হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হইতে ৪ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা হইয়াছে। অধিকন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চলতি ১৯৪৬ সাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বে আরও ৪ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কাজেই খাদ্যের কথা ভাবিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই বিবৃতিতে আসল কথা কিছুই জানা যায় না। ৪ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য লইয়া একটী বেসরকারী সওদাগরী প্রতিষ্ঠান কোনরূপ করিয়া বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ এলাকায় প্রয়োজনে ১০ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য শ্রেণী কমিটী এবার এক বৎসরে ভারত গবর্ণমেণ্টকে বাহির হইতে মোট ১৫ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে ভারত গবর্ণমেণ্ট গত ৯ মাসে ৪ লক্ষ টনের বেশী খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে পারেন নাই। এমতি অবস্থায় আরও ৪ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য আনিবে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন। যদি তাহা বাস্তবিকই আসে তথাপি মোট আমদানীর পরিমাণ ৮ লক্ষ টনের বেশী হইবে না। কিন্তু ১৫ লক্ষ টনের প্রয়োজন ৮ লক্ষ টন খাদ্য কি ভাবে মিটান হইবে তাহা আমরা বুঝি না। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের লোকই গমের উপর বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ ফসলের উৎপাদন এবার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালের গম ফসল সম্পর্কে সম্প্রতি যে চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় ১৯৪৪-৪৫ সালে দেশে ১ কোটী ৯ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল এবার দেশে ৮৮ লক্ষ ৫১ হাজার টনের বেশী গম উৎপন্ন হওয়ার আশা নাই। এই দুর্দিনে গমের মত একটী অত্যাবশ্যকীয় ফসলের আনুমানিক যোগান শতকরা ৯ ভাগ পরিমাণে হ্রাস পাইলে তাহা দেশের পক্ষে যে কিরূপ মারাত্মক হইবে সহজেই অনুমেয়। কাজেই শ্রেণী কমিটীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী এ বৎসর কম পক্ষে যাহাতে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য আমদানীর প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া যায় সেজন্য বিশেষ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। ভারতের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রেণী কমিটী তাঁহাদের রিপোর্টে এক বৎসর মধ্যে বাহির হইতে ১৫ লক্ষ টন খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট সেই সুপারিশ গ্রহণ করিলেও গত ৯ মাস মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমদানীর সুব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে খাদ্য সমস্যার ভবিষ্যৎ জটিলতার কথা ভাবিয়া দেশের লোক খুবই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা করা সম্পর্কে আবশ্যক ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে। ভারতের ৪০ কোটী লোকের কল্যাণ বিবেচনা করিতে হইলে পার্লামেন্টের সদস্যবিন্দুকে সেই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনের জন্য অবিলম্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিতে হইবে।

লাভাল বন বেসরকারী ব্যক্তির এই বিবৃতির পর ভারত গবর্ণমেণ্ট তাড়াতাড়ি এক ইস্তাহার জারী করিয়া বাহির হইতে খাদ্য আমদানী সম্বন্ধে তাঁহাদের আগ্রহ ও চেষ্টার কথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, গত ১৯৪০ সালের অক্টোবর হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হইতে ৪ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা হইয়াছে। অধিকন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চলতি ১৯৪৬ সাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বে আরও ৪ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কাজেই খাদ্যের কথা ভাবিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই বিবৃতিতে আসল কথা কিছুই জানা যায় না। ৪ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য লইয়া একটী বেসরকারী সওদাগরী প্রতিষ্ঠান কোনরূপ করিয়া বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ এলাকায় প্রয়োজনে ১০ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য শ্রেণী কমিটী এবার এক বৎসরে ভারত গবর্ণমেণ্টকে বাহির হইতে মোট ১৫ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে ভারত গবর্ণমেণ্ট গত ৯ মাসে ৪ লক্ষ টনের বেশী খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে পারেন নাই। এমতি অবস্থায় আরও ৪ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য আনিবে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন। যদি তাহা বাস্তবিকই আসে তথাপি মোট আমদানীর পরিমাণ ৮ লক্ষ টনের বেশী হইবে না। কিন্তু ১৫ লক্ষ টনের প্রয়োজন ৮ লক্ষ টন খাদ্য কি ভাবে মিটান হইবে তাহা আমরা বুঝি না। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের লোকই গমের উপর বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ ফসলের উৎপাদন এবার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালের গম ফসল সম্পর্কে সম্প্রতি যে চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় ১৯৪৪-৪৫ সালে দেশে ১ কোটী ৯ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল এবার দেশে ৮৮ লক্ষ ৫১ হাজার টনের বেশী গম উৎপন্ন হওয়ার আশা নাই। এই দুর্দিনে গমের মত একটী অত্যাবশ্যকীয় ফসলের আনুমানিক যোগান শতকরা ৯ ভাগ পরিমাণে হ্রাস পাইলে তাহা দেশের পক্ষে যে কিরূপ মারাত্মক হইবে সহজেই অনুমেয়। কাজেই শ্রেণী কমিটীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী এ বৎসর কম পক্ষে যাহাতে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য আমদানীর প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া যায় সেজন্য বিশেষ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। ভারতের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রেণী কমিটী তাঁহাদের রিপোর্টে এক বৎসর মধ্যে বাহির হইতে ১৫ লক্ষ টন খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট সেই সুপারিশ গ্রহণ করিলেও গত ৯ মাস মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমদানীর সুব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে খাদ্য সমস্যার ভবিষ্যৎ জটিলতার কথা ভাবিয়া দেশের লোক খুবই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা করা সম্পর্কে আবশ্যক ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে। ভারতের ৪০ কোটী লোকের কল্যাণ বিবেচনা করিতে হইলে পার্লামেন্টের সদস্যবিন্দুকে সেই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনের জন্য অবিলম্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিতে হইবে।

কৃষি উন্নতির পরিকল্পনা

এদেশে কৃষির উন্নতি সম্পর্কে সমুচিত বিনিয়োগব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ হইতে একটী বিশেষ কমিটী নিয়োগ করা হইয়াছিল। সেই কমিটী সম্প্রতি তাঁহাদের বিশদ রিপোর্ট উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাতে কৃষির উন্নতির জন্য এই রিপোর্টে একটী পঞ্চবর্ষীয় আর্থিক পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে। আনুমানিক বিঘা টাকা হাজার উন্নতি লাভ করিয়া প্রথম বর্ষ বৎসরে দেশে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বর্ষমানের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করিতে বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে তাহা শতকরা ১০০ ভাগ পর্য্যন্ত বাড়াইবার ব্যবস্থা হইবে। কৃষি উন্নতির উপায় সম্পর্কে কমিটী বলিয়াছেন, দেশের আবাদযোগ্য মোট ৬৫ কোটী একর জমির মধ্যে বর্ষমানে ২৫ কোটী জমি পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। এই পতিত জমির অধিকাংশই চাষাবাদের আওতে আনিতে হইবে। অনুর্ব্বর জমি সারার করিয়া এবং জল ও বৃষ্টিপাতজনিত ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ করিয়া আবাদযোগ্য জমির মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই প্রকার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে লইয়া কমিটী প্রথমতঃ সমস্ত দেশে একটী ব্যাপক জরীপকার্য্য চালাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অধিক ফসলের উৎপাদন কিভাবে বাড়ানো যায় তাহার কথা আলোচনা করিয়া কমিটী বলিয়াছেন এদেশে অনেক জমিতে বছরে দুইবার ফসল উৎপাদনের সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সুযোগ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় না। অধিকন্তু এ বিষয়ে সকলকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। ফসলের ফলন বৃদ্ধি করার পক্ষে জমির ফসলহরণের ব্যবস্থা ও জমিতে উৎকৃষ্ট সার প্রয়োগের ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। ফসলহরণ জমি উদ্ধারের পাল খনন, পুরাতন নদীনালার সংস্কার, পুকুরিণী খনন ও ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফসল ফলানোর উন্নত প্রক্রিয়া সম্পর্কে এদেশে এতদিন কিছু কিছু গবেষণা চালানো হইয়াছে, আর তাহাতে আশাপ্রদ ফলও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কৃষকেরা ঐ সব উন্নত প্রক্রিয়ার সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় অল্পেতেই তাহা ছাড়িয়া দেন কেহই কিছু উপকৃত হন নাই। ভবিষ্যতে প্রতি গ্রামে ডিমোন্ট্রেশন ফার্ম নির্দ্দেশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সব প্রদর্শনী নিজেরা সমস্ত উন্নত প্রক্রিয়া সম্পর্কে খোঁজখবর রাখিবে এবং গ্রামের কৃষকদিগকে তাহা কাজে লাগানো সম্পর্কে কার্য্যকরী উপদেশ দিবে। গ্রামাঞ্চলের পুষ্টিকর জন্য কমিটী চুক্তির জমি একত্র করিবার এবং যথাসম্ভব যৌথ কার্ম হিসাবে কৃষিকার্য্য চালাইবার কথা বলিয়াছেন। কৃষকেরা যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাইতে পারে সেজন্য সমবায় প্রথায় পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেও কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন। সমস্ত দিক দিয়া কৃষি উন্নতির যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে কমিটীর বক্তব্য এই যে, তাহাতে এককালীন ১ হাজার টাকা ও পরে প্রতি বৎসরে ২০ কোটী টাকা খরচ করা প্রয়োজন হইবে।

ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ কমিটির এই পরিকল্পনা পাঠ করিলে এদেশে কৃষি উন্নতির মূল সমস্যা ও উপায় সম্পর্কে একটী ভাল ধরণ আভাষ পাওয়া যায়। সকল দিকের প্রয়োজনীয়তা ভালভাবে বিশ্লেষণ করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাতে যথাসম্ভব কার্য্যকরী নির্দ্দেশ উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু দুইটী বিষয়ে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের মনে গুরু সন্দিগ্ধ রহিয়াছে। প্রথমতঃ এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্পর্কে ১০০০ কোটী টাকা খরচের ব্যবস্থা উপস্থিত করা হইলেও কিভাবে সেই টাকা সংগ্রহ করা হইবে সে বিষয়ে উহাতে কোন নির্দ্দেশ নাই। ভারত সরকারের বার্ষিক রাজস্ব আয় যারা এইরূপ ব্যাপক পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর নহে। এই অবস্থায় টাকা সংগ্রহের সমস্যার নির্দ্দেশিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ বলিয়াই বিবেচিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ সুযোগ্য আধিক পুনর্গঠনের কথা বিবেচনা করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে যেভাবে কেবল কৃষি উন্নতির উপর জোর দিতেছেন তাহাতে দেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তাহাদের আন্তরিকতা নিয়া উদ্বেগ ও সন্দেহের কারণ দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইলে কৃষি-উন্নতির সঙ্গে এদেশে শিল্প প্রসারের দিকেও দৃষ্টিকেন্দ্রিত করেন। কিন্তু সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট এখনও বিশেষ কিছু করেন নাই—এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যাপক পরিকল্পনার আভাষও পাওয়া যাইতেছে না। কৃষির উন্নতির জোড়ালো দেখাইয়া শিল্পোন্নতির প্রশ্ন চাপিয়া যাওয়ার যদি গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হয় তবে তাহা বিশেষ দুঃখের বিষয় বলিয়াই আমরা মনে করিব।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

সম্ভবতঃ এক তীর ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধজাহাজই যুদ্ধ বিরতির অনুকূলে ভিড়িয়াছে।

ইউরোপে অভিযাত্রী বাহিনী মহড়াস্থলীতে মূল যুদ্ধ করিয়া প্রথম জার্মান প্রতিরোধের সম্মুখে পূর্ব ও দক্ষিণ অভিমুখে সফর পরিচালনা করিতেছে। এই সফরের একটী উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে, তাহারা সমরটী প্রথমবার বিরতির অধিকারে আসিয়াছে। অভিযানের প্রথম দিন হইতে এই সমরটীর উপর বিরতির আক্রমণ শুরু হইয়াছিল।

মহড়াস্থলীর যুদ্ধের গতি যেমন সফর, তেমন সফরের ইহা যেমনি অঙ্গ। লোজিরেট বাহিনী বিশ্রামস্থলে প্রথম আক্রান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু পাল পশ্চিম সফরে ইহার আক্রান্ত হওয়াই বিচিত্রতর। জনবাহিনীর আক্রমণের ফলে বিমান, সোল ইউ, বাসবোভিনি, লিজা প্রভৃতি সফর লোজিরেট বাহিনী পুনরুদ্ধার করিয়াছে। এক বিমান অবলেই ১ লক্ষ জার্মান সৈন্য বন্দী সফর বিমান হইয়াছে। বার্লিন উপকূলের অভিমুখে পর পর যে দুইটী আক্রমণ লোজিরেট বাহিনী চালাইয়াছে, সেগুলির ফলেও জার্মানদের প্রায় পঞ্চাশহাজার সৈন্য হতাহত হইতে হইয়াছে। লোজিরেট রাজ্যের অতি সামান্য অংশই এখন জার্মানদের হাতে আছে। বর্তমান আক্রমণের ফলেই লোজিরেট বাহিনী যে ইহা পুনরুদ্ধার করিয়া ফেলিবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইতিমধ্যেই থেক-ভর্ণিয়ার আক্রমণের ফলে আড়াই লক্ষ জার্মান সৈন্য বিরত হইয়াছে; বহু জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষ সেনাপতি বন্দী হইতেছে। লোজিরেট বাহিনী শুধু নিজ ভূমি উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হইবে এমন মনে হয়, এষ্টোনিয়া দ্বারা বার্লিক রাষ্ট্রগুলির উদ্ধারও ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। এষ্টোনিয়া অঞ্চলের জার্মান অবলম্বুক হইয়া যাইবে। মূল জার্মান রাজ্যের উপরও লোজিরেট বাহিনীর আক্রমণ পৌঁছানো অসম্ভব নয়। লোজিরেট সৈন্যরা এরমধ্যে প্রুশিয়ার সীমান্তের ৩০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

ইতালীর রণাঙ্গনের যুদ্ধের অবস্থা এখন কিরূপ দাঁড়াইয়াছে। বিজয়ী সেনাবাহিনী বলোনের অতি সন্নিকটে পৌঁছিয়াছে। জার্মানরা এখানে এখনও প্রবল প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণ চালাইতেছে—তবে সমগ্র যুদ্ধের গতি দেখিয়া মনে হয় যে, জার্মান কর্তৃপক্ষ ইতালী হইতে জার্মান সৈন্যদের সরাইয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

রণাঙ্গন মহারাজ্ঞীর রণাঙ্গনের প্রধান সহর স্যাইনান বীনাই পুরাপুরিভাবে মহিলা বাহিনীর অধিকারে আসিয়াছে। এখানকার ঘাঁটী হইতে মার্কিন বোমারু বিমান জাপানী ফরিয়ার উপর প্রবল বিমে পারিবে।

চীন রণাঙ্গনের সাম্প্রতিক খবর ভাল করিয়া পাওয়া যায় না। যারা পড়িয়া যায় তাহাতে মনে হয় জাপানীরা যে নূতন ব্যাপক আক্রমণের চেষ্টা করিতেছিল তাহা আপাততঃ ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহারা স্থানে স্থানে প্রতি-আক্রমণ করিতেছে; এই প্রতি-আক্রমণ সম্ভবতঃ জাপানীদের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার ব্যাপক প্রচেষ্টার একটী অঙ্গ মাত্র।

উপরে মূল রণাঙ্গনের প্রধান সংবাদ দুইটী বিজয়ীদের অধিকারে আসিয়াছে। বিমানার এবং জাপানীরা প্রতিরোধ করিয়া চলিয়াছে। দুইটীএই পতনের ফলে অবশ্য বিমানার জাপানীদের অবস্থা কিছু দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। দুইটী হইতে জেনপুরে বিজয়ীদের সৈন্যরা আসেতে যেসব রাস্তার সহিত আক্রমণ রাস্তার সংযোগ সাধনের লক্ষ্য নিয়ে হইবে।

আসাম-ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সংবাদ এই যে, মিচিনা আবার হইতে জাপানীরা বহিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহারা উত্তরের উপর মূলন আক্রমণ চালাইবার যে শেষ চেষ্টা করিতেছিল তাহাও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলে জাপানীদের অবস্থা এখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়।

* * *

ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা অবসানের জন্য মাহাত্মা গান্ধীর আন্তরিক চেষ্টা শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ মনোভাবের ফলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। সমস্যা সমাধানের কার্যকরী পন্থা স্থির করিবার আশায় গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণের সহিত অথবা বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন, লর্ড ওয়াভেলও তাঁহার অপরিবর্তিত মনোভাবের মতীর তুলিয়া গান্ধীজীর প্রস্তাব নামঞ্জুর করিয়াছেন। বড়লাটের অসহযোগিতার ফলে ভারতহিতৈষী অনেকের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের দাবীর ভারসঙ্গত মীমাংসালাভে সাহায্যই না, অধিকন্তু মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সংকট সমাধানে সহায়তা করিবার সাহস পর্যন্ত তাঁহাদের নাই।

লর্ড ওয়াভেলের এই হতাশাব্যঞ্জক অসহযোগিতার পর গত ১২ই জুলাই পাঁচদিন হইতে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বন্ধু ও আশ্রম ব্যাখ্যা করিয়া একটী বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, বড়লাটের সহিত যদি তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে বলিবেন, বৃটিশগভর্নমেণ্টের সাহায্য করাই তাঁহার সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য, বৃটিশগভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ নষ্ট করা তাঁহার লক্ষ্য নয় এবং পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার অভিপ্রায় তাঁহার নাই। মহাত্মাজী আরও বলিয়াছেন যে, গত দুই বৎসরে আন্তর্জাতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, সুতরাং সমস্ত পরিস্থিতি নূতন করিয়া পর্যালোচনা করিতে হইবে। এই অবস্থায় অসামরিক শাসন ব্যবস্থার পূর্ণ কর্তৃত্বসম্পন্ন জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন এবং জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠিত হইলে তিনি কংগ্রেসকে তাহার সহিত সহযোগিতা করিতে পরামর্শ দিবেন।

ভারতীয় জনমনের উপর মহাত্মাজী প্রভাব থাকা সত্ত্বেও মহাত্মাজী যে উপরোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন, ইহা দ্বারাই তাঁহার দুরদর্শিতা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ না করার পক্ষে পরিষ্কার হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের পূর্বে যে বিরোধী মনোভাবই থাকুক, মহাত্মাজীর এই বিবৃতি দানের পরে তাঁহাদের সকল আশা বাহানার অবসান হওয়া উচিত। 'নিউজ ক্রনিকেল' পত্রিকার সংবাদদাতা মিঃ ডিংগাট মিলারের মতে স্যার হ্যাকোর্ট হিপসনের ভারতে আগমনের পর হইতে ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা অবসানের পক্ষে এমন-ভাবে মত এমন সুবর্ণ সুযোগ সম্প্রতিকালের মিকট আর কখনও উপস্থিত হয় নাই। আমরা আশা করি, অতঃপর কর্তৃপক্ষ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিয়া ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে আন্তরিক চেষ্টা করিবেন এবং অনেকটা অনুকূল আবহাওয়ার পরিবর্তন করিয়া ভারতবর্ষের দাবীসমূহ দাবীর ন্যায়-সঙ্গত মীমাংসা সাধনের সম্ভব হয় সেজন্য সচেষ্ট হইবেন।

* * *

সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসাকল্পে শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারিয়ার মত ৮ই এপ্রিল মিঃ জিন্নার নিকট যে প্রস্তাব প্রেরণ করেন, তাহাতে মুসলিম লীগের পাকিস্থানী দাবী স্বীকারে পূরণ করার প্রতিশ্রুতি ছিল। প্রস্তাবটীতে বলা হইয়াছিল যে, ব্রিটিশ ভারত-শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিলে প্রস্তাবের শর্তসমূহ গৃহীত হওয়া বাধ্যতামূলক হইবে। এই প্রস্তাবানুসারে বৃদ্ধাবসানে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের যেসব মুসলমান অধিবাসীদের নিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান, তথায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার অথবা অন্য কোন বাস্তব ভোট ব্যবস্থায় ভিত্তিতে গণমত নির্ধারণ দ্বারা হিন্দুস্থান হইতে পৃথক হওয়ার প্রশ্নটী চূড়ান্ত-ভাবে মীমাংসা হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি হিন্দুস্থান হইতে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে তাহা কার্যকরী করা হইবে। রাজাজী লীগ সভাপতিকে বিশেষ করিয়া জানান যে, এই প্রস্তাব মহাত্মা গান্ধীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারিয়ার অথবা মহাত্মা গান্ধী বা অন্য কাহারও উপরোক্ত প্রস্তাবটী রচনা ও সমর্থন করিয়াছেন এবং এসম্বন্ধে সাম্প্রতিক প্রচেষ্টাগুলির সহিত বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হয় নাই। প্রস্তাবটী পূর্বাই গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বর্তমানে সর্বত্র ইহা নিয়া আলোচনা হইতেছে। ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে কোন কোন মহল হইতে প্রশ্নও উঠিয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুসলিম লীগের দাবী মঞ্জুর করিবার প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও মিঃ জিন্না প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার ঔদাসীন্যে ক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারিয়ার শেষ পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের এই উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। উল্লিখিত রাজাজীর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার আসল একটী কথা পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছি যে, মিঃ জিন্না সত্যই একজন প্রথম শ্রেণীর

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্য

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত মার্চ মাসের যে রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে গত ১৯৪৩-৪৪ সালের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের একটা সমষ্টিগত বিবরণও দেওয়া হইয়াছে। মূলের সময়ে দেশের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, আর সেজন্য লোকের উদ্বেগ এবং আশঙ্কাও কেনা স্বাভাবিক প্রকাশ পাইতেছে। উপরোক্ত বিবরণ হইতে আমরা গত ১৯৪২-৪৩ সালের বহির্বাণিজ্য ও তাহার গতি-প্রকৃতি বুঝিবার চেষ্টা করিব। বাণিজ্য সম্পর্কিত রিপোর্টে এখনে স্বর্ণ ও রৌপ্য চলাচল সম্পর্কে কোন সংখ্যা-বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয় না। কোন দেশ হইতে ভারতে কি পরিমাণ মাল আমদানী হইয়াছে এবং ভারত আইনেই বা বিদেশে কি পরিমাণ মাল রপ্তানী করা হইয়াছে তাহার সঠিক এমনও বর্তমান রিপোর্টে দেওয়া হয় নাই। তবে টাকার হিসাবে আমদানীকৃত ও রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মূল্য লিপিবদ্ধ করায় বর্তমান রিপোর্ট মূলে বহির্বাণিজ্যের ধারা মোটামুটি অনুধাবন করা চলে।

মূলের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় বহির্বাণিজ্য বেশী পরিমাণে খর্ব হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে পুনরায় এ বিষয়ে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হয়। ঐ সালে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ১৭০ কোটি টাকা ও ২৪২ কোটি টাকায় পৌঁছে। তৎপর ১৯৪২-৪৩ সালে আমদানী বাণিজ্যের গতি আবেগহীন মন্থরীভূত হইয়া পড়ে। বর্তমান রিপোর্টে ১৯৪৩-৪৪ সালের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ১৯৪২-৪৩ সালের তুলনায় এবার অবস্থায় কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। যদিও ১৯৪৩-৪৪ সালের তুলনায় আমদানী ও রপ্তানী উভয়ের পরিমাণই এবারও যথেষ্ট কম। ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে বিদেশ হইতে ১৯০ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। অপরদিকে এদেশ হইতে বাহিরে ১৯৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার মাল রেরিত হইয়াছিল। ফলে ঐ সালে আমদানীর তুলনায় ভারতের মোট রপ্তানীর আধিক্য দাঁড়াইয়াছিল ৮৩ কোটি টাকা। আলোচ্য ১৯৪৩-৪৪ সালে বিদেশ হইতে আমদানী ১১৮ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার মাল আমদানী করিয়াছে এবং এদেশ হইতে বিদেশে ২১০ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। ফলে এবার বহির্বাণিজ্যে ভারতের অনুকূল উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়িয়াছে ৯১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বহির্বাণিজ্যের এই উন্নতি সামান্য হইলেও আশ্চিকার দুর্দিনে তাহা খুবই সন্তোষের বিষয় সন্দেহ নাই।

এখনে বিভিন্ন পণ্যের দিক দিয়া আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের আলোচনা করা যাইতেছে। ১৯৪২-৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪৩-৪৪ সালে আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে। পূর্ব বৎসরের তুলনায় এবার তামাক হইতে অধিকতর মাত্রায় চা, তুলা, চামড়া ও ঔষধ রপ্তানী হইয়াছে। তবে সিমেন্ট, পাট, কাগজ মূল্য ও যন্ত্রের রপ্তানী এবার আশানুরূপ কম হইয়াছে। তামাক হইতে তুলা, পশম ও মহুয়া জাতীয় তিনিষের রপ্তানীও পূর্ববৎসরের তুলনায় এবার হ্রাস পাইয়াছে। মূলের সময়ে বাহিরে অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য ও অন্য রপ্তানী হওয়ার ফলে এদেশে এই সব জিনিষের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশবাসীর মোটামুটি দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে এতদিনে গবর্ণমেণ্টের সজাগ হইয়াছে এবং তাঁহারা ঐ সব জিনিষের রপ্তানী এখনে কতকটা হ্রাস করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তবে আলোচ্য বর্ষে পাটের রপ্তানী ৯ কোটি ১ লক্ষ টাকা হইতে ৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার দাঁড়িয়া যাইতে দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে নিরাশ হইয়াছি। বাহিরে পাটের কাটতি বাড়িবার উপর উহার মূল্য তথা বাজলার অনেক পরিমাণে ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। উহার রপ্তানী বাড়িয়া যাইলে এই দুর্দিনে আমাদের দুঃখ-দুর্গতির লাঘব পাইতে পারে।

আমদানী বাণিজ্যের আলোচনা করিলে দেখা যায় গত ১৯৪২-৪৩ সালের তুলনায় উহার পরিমাণ আলোচ্য বৎসরে ৮ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। এবার সমর বিভাগ যখন দেশে বাহির হইতে বিভিন্নপ্রকার আমদানী বিশেষতঃ ভোগ্যসামগ্রীর আমদানী হ্রাস পাইতে দেখিলে আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু যুদ্ধের নিত্য প্রয়োজন ও যুদ্ধোত্তর অবস্থাবলম্বনের পরিচালনার জন্য বর্তমানে যন্ত্রপাতির যে বেশী রকম প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতার জন্য দেশের লোক যেরূপ দুর্দশার মধ্যে পড়িয়াছে তাহাতে বাহির হইতে বেশী করিয়া এ সমস্ত জিনিষ আমদানী করা আজ অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এসব পণ্যদ্রব্যের আমদানী মোটেই সেরূপ মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে না। আলোচ্য বৎসরে পূর্ব বৎসরের তুলনায় বিদেশ হইতে তামাক, পশম ও মহুয়া জাতীয় জিনিষ, তামাক, মদ, তৈল, তুলা, রবারসামগ্রী ও অন্যান্য আমদানী কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু সিমেন্ট, কাগজ, কাগজের মূল্য ও যন্ত্রের আমদানী উল্লেখযোগ্যরূপ হ্রাস পাইয়াছে। প্রেষণী কমিটী গভর্ণমেণ্টের রপ্তানী কমাইবার দাবির ফলে বেশী করিয়া ঐ সমস্ত আমদানীর কড়া নজর নির্দেশ করিয়াছিলেন। আলোচ্য বৎসরে গভর্ণমেণ্টের রপ্তানী হ্রাস ও আমদানী বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই দুর্দিনের দিনেও রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর তুলনায় বেশ কিছু অধিক থাকিয়া যাইতেছে। আলোচ্য ১৯৪৩-৪৪ সালে তামাক হইতে বাহিরে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার তুলা, পশম ও মহুয়া জাতীয় জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে, অপরদিকে বাহির হইতে এই সমস্ত আমদানীর পরিমাণ এবার বাড়িয়া ৩ কোটিরও বেশী ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। তামাকের অভাবে দেশে শিল্প-শিল্পের কাজ ব্যাহত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সেই অনুযায়ে অতিরিক্ত আরো কিছু সামগ্রিকতার ও সংযোগসাধনের অবতারণা ও অতিরিক্ত সোনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এই অবস্থায়ও আলোচ্য বৎসরে তামাকের আমদানী যা বাড়িয়া তাহা বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৪২-৪৩ সালে বাহির হইতে ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার তামাক আসিয়াছিল। এবার সেস্থলে মাত্র ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার তামাক আসিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধসঙ্কটের দিনে বিদেশ হইতে কাগজ মূল্য ও যন্ত্রের আমদানী হ্রাস পাওয়াও বিশেষ দুঃখের বিষয়। মদ ও তামাকের আমদানী না বাড়াইয়া অন্যান্যযোগে অধিকতর বেশী মাত্রায় ঐ সমস্ত আমদানীর ব্যবস্থা হইলে অর্থসচিবের সুবিধাজনার পরিচয় পাওয়া যাইত।

মূলের পূর্বে জার্মানী ও জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত প্রতি বৎসর ভারতের প্রচুর টাকার মাল আদান-প্রদান হইত। মূলের সময়ে এই সব শত্রু দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক কারবার বন্ধ হইয়াছে। তবুও কয়েকটি দেশ শত্রু অধিকৃত ফরাসিরাও আমাদের সহিত পণ্য আদান-প্রদানে সক্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বাণিজ্য ব্যাপারে বাহির মুলুকাই, মুক্তির সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহ এবং বন্ধু রাষ্ট্রের ইরাক, ইরান ও মিশর প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-বন্ধ সম্বন্ধে বর্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মুক্তির সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি হইতে ১৯৪০-৪১ সালে ৪৭ কোটি টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। ঐ সব দেশে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া পূর্ব বৎসরের ১২৫ কোটি টাকার স্থলে এবার ১২৮ কোটি টাকা হইয়াছে। বাহির মুলুকাই

(৩৯৮ পৃষ্ঠার প্রথম)

ষ্টার্লিং ব্যালান্সের কথা

শ্রীবলেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

যুদ্ধ সম্ভারের ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য ব্রটেনকে ভারতের নিকটে বহু টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে। এই ঋণের পরিমাণ মোটামুটী ৮০০ কোটী টাকা এবং সাধারণ্যে এগুলিই "ষ্টার্লিং ব্যালান্স" নামে পরিচিত। সম্প্রতি যুদ্ধ বন্ধের সম্ভাবনা প্রবল হইয়াছে, তখনই এই ঋণ পরিশোধের ব্যাপার নিয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, যুদ্ধোত্তরকালে ব্রটেনকে বন্ধু ভাবে স্থায়ী করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। কেহবা ব্রটেনের বাজারে ব্রটেনকে স্থায়ী বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিয়া, মালপত্রের আদানপ্রদান এই ঋণ পরিশোধের সহায়তায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে বলেন। আবার কোন কোন ব্যক্তি এই ঋণ যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও পরিশোধের অযোগ্য এমন কথাও বলিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। এই তৃতীয় শ্রেণীর পরামর্শদাতাদের যুক্তিপত্র হিসাবে লন্ডনের ইকনমিষ্ট পত্রিকা এবং যুক্তিপত্র হিসাবে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কীন্‌স্ সম্প্রতি যে সব বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, উহাদের হিসাবে ভারতের পক্ষে ইহা উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উদ্বেগ হইলেও ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ অনেকটা ব্রটেন কর্ত্তৃকই পরিচালিত হইবে। সেইজন্য এই চরম মুহূর্ত্তে বাণিজ্যিক মহল হইতে যদি এই অযৌক্তিক ঋণ পরিশোধের অযোগ্য আন্দোলন করে, তবে স্বাভাবিক নিয়মেই ভারতের জনসাধারণ উৎসাহিত হইয়া উঠিবে। [এই ঋণ সম্বন্ধে ইতিহাস ভারতের জনসাধারণের দুঃখ, দুর্দ্দশা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ইতিহাস। এই কারণে উপলব্ধি করিলেই বিস্ময় লাগে ভারতের বাজারে কোটী কোটী টাকার মোট ছাড়িয়াছেন, আর তাহার বদলে ভারতীয়দিগে স্বাধীনতা লোকের অনেক দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছে।] কাজেই ভারতের অর্থনিত জনসাধারণ কীন্‌স্ সাহেবের মত বন্ধু মনোবৃত্তি লইয়া এই ঋণের কথা স্মরণ করিতে পারে না। সুতরাং এই ঋণ সম্বন্ধে সরকারী, আধা-সরকারী বা উচ্চ-সরকারী মহলের মতামত অজ্ঞাতের। উহাদের অনেকে বিদেশের বেতন ও লাভ পকেটস্থ করিয়াই ব্রটিশ বণিকদিগকে সাহায্য করিতেছেন। কিন্তুশিয়ালা দিনের পর দিন অনেক দুঃখ-ক্লান্তি সহ্য করিয়া নীরবে যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের মতামত নিশ্চয়ই উপেক্ষার বস্তু নহে। [যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের জনসাধারণ যদি এই পাওনাদারের প্রতিনিধি না পায় তবে তাহাদের এই বিপুল ক্লেশ ও পার্থত্যাগ নিশ্চয়ই বিফল হইবে।]

বাস্তবিকপক্ষে ব্রটেনের ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা অপেক্ষা উপরই ভারতের জনসাধারণের ভবিষ্যৎ তাহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। এই ঋণ শোষণের ব্যাপারটীকে যদি ভারতের ভাবী আর্থিক সংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় তবে এ কথার সার্থকতা উপলব্ধি করা যাইবে। আর্থিক উন্নতি-বিধায়ক যে কোন পরিকল্পনাই এমন করা যাউক না কেন, বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি, মালমসলা ও দুরুহ কারিগর আমদানী না করিলে উহা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ভারতের ষ্টার্লিং সম্পত্তিকে উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিলে ভারতের জাতীয় পরিকল্পনার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভবপর হইবে।

ষ্টার্লিং সম্পত্তির উপযুক্ত ব্যবহার বলিতে জনসাধারণের কল্যাণকল্পে উহার নিয়োগ বুঝিতে হইবে। বিভিন্ন পরিকল্পনাকারী এ সম্বন্ধে অবহিত থাকিবেন যেন এই সম্পত্তি ব্যক্তি বা কোন বিশেষের স্বার্থে নিয়োজিত না হয়। কেবল এই ষ্টার্লিং সম্পত্তিকে যথাসম্ভব জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং নিজ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। যুদ্ধোত্তর আর্থিক ব্যবস্থায় সরকারী কারখানা, যানবাহন, শিল্প এবং কৃষি বিষয়ে উন্নতিসাধনের বিভিন্ন এই মূলধন ব্যয় করা কর্ত্তব্য। লক্ষ্য রাখা উচিত যেন কাহারও ব্যক্তিগত এই অর্থ জাতীয় সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির কাজে ব্যয় হয়। যেখানে ব্যক্তিগত লাভের সঙ্গেই মূলধনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ এ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠানে সরকারী অর্থ নিয়োজিত না হয় সে বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জনসাধারণের জন্য বিমান-পথ নির্ম্মাণ ও পরিচালনা, রেলপথসমূহের বিস্তৃতি ও উন্নতি, সরকারী কারখানায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং সরকারী অর্থে কৃষকশিল্পের কৃষিজাত বিক্রয়—এই ধরনের সাধারণ স্বার্থবিশিষ্ট ব্যাপারে ঐ অর্থ নিয়োগ করা যেতে পারে। বিভিন্ন পরিকল্পনাকারীর লক্ষ্য রাখা উচিত যেন বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যাদি সাধারণ ভোগের পক্ষের প্রতিযোগী না হয়। সুতরাং, যে সমস্ত মালমসলার দেশে দুর্লভ এবং অন্যান্য শিল্পের উন্নতির পক্ষে যেগুলি অপরিহার্য্য, বিদেশ হইতে সেই ধরনের দ্রব্যাদিই শুধু আমদানী করা কর্ত্তব্য। জাতীয় পরিকল্পনার প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, যথাসম্ভব সত্বর প্রথম প্রথম শিল্পগত দ্রব্য সময়ে দেশকে স্বনির্ভর করিয়া তোলা। সে উদ্দেশ্যে দেশে মৌলিক শিল্প সংগঠন জাতীয় পরিকল্পনার একটী প্রধান অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিবার যোগ্য। কাজেই সুদক্ষ কোন পরিকল্পনাতেই ভারতের বাজারে বিদেশী আধিপত্য স্থাপনের কথা উঠিতে পারে না। অবশ্য যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে এবং যথাসম্ভব কম ক্লেশ ভোগ করিয়া দেশের ভিতরে মৌলিক পণ্যাদি উৎপাদনকারী শিল্প সংস্থাগুলির কার্য্যেই ষ্টার্লিং সম্পত্তি বিনিয়োগ করিতে হইবে।

যুদ্ধোত্তর কালে জনসাধারণের শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ এই অযৌক্তিকভাবে ঋণের কথা কোনো কোনো মহল হইতে শোনা যাইতেছে। বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতি ভারতের শিল্প সংগঠনে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে। যেকারণে ব্রটেনের প্রতি অতিমাত্রায় উদার মনোভাব অবলম্বন করিয়া ভারতের বাজারে তাহাকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইতে পারে—এমন আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক বলা চলে না। যুদ্ধ চলিবার সময়ে U.K.C.C. সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও প্রতিবাদ আমরা শুনিয়াছি। যুদ্ধ শেষ হইলে ব্রটেনের পক্ষে স্থায়ী বাণিজ্য বিস্তার] স্থান আমার অধিকার করিবার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। ভারতের আর্থিক ব্যবস্থাকে নিরাপদ রাখিতে ও দেশের সমস্যার পথ বন্ধ রাখিতে তাহাকে স্থায়ীভাবে দিকে দেখাশুনি চেষ্টা করিতে হইবে। সে ক্ষেত্রে ভারতকে একটী নিরপেক্ষ বাজারে পরিণত করিতে ব্রটেন যে চেষ্টা করিবে না তাহা বলা চলে না। বস্তুতঃ ইতিমধ্যেই এ ধরনের কথা প্রায়ই শোনা যাইতেছে। কিন্তু শুধু ব্রটেনের জন্য পরিকল্পনার সুবিধা করিয়া দিলেই ভারতের স্বার্থ সংরক্ষিত হইল না। ভারতের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বাজারে ইহার মূলধন যেন না যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সেইজন্যই ব্রটেনের নিকট হইতে মাল নেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি ও বিবেচনার আবশ্যক। যে সব মাল দেশের ভিতরে উৎপাদনের সাহায্য নিয়োগ করিয়া সহজে দেশের আয় ও সম্পদ বাড়াইতে পারে, কেবল সেই সকল মালই যুদ্ধোত্তর কালে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সেইজন্যই পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে আমরা মৌলিক শিল্প সংগঠনের উদ্দেশ্যে যোগ বিস্তারি এবং সুচিন্তিত জাতীয় পরিকল্পনার দ্বারা ষ্টার্লিং অযৌক্তিককে বিনষ্টির করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছি।

তৃতীয়তঃ ট্যারিফ সম্পর্কিত যথাসম্ভব তাড়াতে বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিবর্তিত করার চেষ্টা ভারতের তরফে করিতে হইবে। ফুটেন আমাদের নিকটে ট্যারিফের হিসাবে মাল বিক্রয় করে এবং সেই হিসাবেই পরিশোধ করিবে। ফলে অন্যান্যের সহিত এক্ষেত্রে ফুটেন বা ট্যারিফ ব্যবহারকারী অন্য দেশ হইতেই ভারত মাল আমদানী করিতে পারিবে। কিন্তু আমেরিকার বিপুল বাজার এবং অন্যান্য দেশের বাজার ভারতের নিকট রুদ্ধ থাকিবে। ইহাতে ক্ষেত্রে হিসাবে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য ভারতের পক্ষ হইতে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

এক্ষণে যাঁহারা স্বর্ণমূল্য ফুটেনের মত পরিশোধ বাহুনীয় মনে করেন, তাঁহাদের বক্তব্যের সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে। অর্থের খাতিরে যদি ফুটেনের স্বর্ণ অবধিল পর্যায়ভুক্ত বলিয়া ধরা যায়, তথাপি স্বর্ণ অন্যান্য প্রকার ভারতের স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষিত হইবে, এরূপ মনে করার কারণ নাই। যদি ভারতের জাতীয় আয় ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হয়, তবে স্বর্ণ সে কাজে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। দেশীয় স্বর্ণের বাজারে একটা সমতার অবস্থা সৃষ্টি করাই শুধু ইহার ফল হইবে। কেননা, বিদেশ হইতে প্রচুর স্বর্ণ আমদানীর ফলে ভারতের বাজারে এই ধাতুটির মূল্য পড়িয়া যাইবে। ইহার ফলে লোকের আর্থিক অবস্থা ও আয়ের উপরে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহা স্থায়ী আর্থিক উন্নতির অন্তরায় হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে শিল্প সংগঠনের পরিবর্তনসাধনই ট্যারিফ তহবিলের নিয়োগ লক্ষ্য।

আমরা উপরে ট্যারিফ নিয়োগ সম্বন্ধে মূল কথাগুলি মাত্র আলোচনা করিয়াছি। ইহা নিয়োগের ব্যাপারে আরও অনেক খুঁটি বিষয় নিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও বিচারের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু যদি মূল সূত্র হিসাবে ধরে নেয়া হয় যে, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সাধারণ নিয়ামকরূপে ব্যক্তিগত হওয়া উচিত, তবে অনেক জটিল বিষয়ে মূল্য ধারণাগুলি হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে এবং তহবিল বিনিয়োগের কার্য সরল ও সংক্ষিপ্ত হইয়া দাঁড়াইবে।

(১৯৬৩-৬৪ সনের ভারতের পরিশোধিত্ব —৩৫০ পৃষ্ঠার পর)

হইতে পূর্ব বৎসর ১৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকার মাল আমিয়াছিল। এবার তাহার পরিমাণ ১৮ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় মালের রপ্তানী প্রায় ১০ কোটি টাকার মত বাড়িয়া মোট ৪০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা হইয়াছে। ইরাক ইরাণ ও মিশর হইতে আলোচ্য বৎসরে আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবে ঐ সব দেশে ভারতীয় মালের রপ্তানী কিছু কমিয়া গিয়াছে। ইরাণ হইতে ১৯৬৩-৬৪ সালে ২৭ কোটী টাকার মাল আসিয়াছে। ইরাক ও মিশর হইতে যথাক্রমে ১ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা ও ১১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকার দ্রব্যসামগ্রী আমদানী হইয়াছে। রপ্তানীর দিক দিয়া আলোচ্য বৎসরে ঐ তিন দেশে ভারত হইতে প্রেরিত মালপত্রের মূল্য যথাক্রমে ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা, ৩ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ও ২ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ইরাক, ইরাণ ও মিশর ছাড়া অন্যান্য যে সব দেশে ভারতে আমিয়াছে এবং ভারত হইতে যে সব জিনিষ ঐ সব দেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার বিবরণ বর্তমান হিসাবে দেওয়া হয় নাই। আমরা বস্তুতঃ অবশ্য আশা করি ভারত হইতে খাদ্য ও বস্ত্র প্রভৃতি একান্ত আবশ্যকীয় জিনিষ ঐ সব দেশে রপ্তানী করা ও ঐ সব দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় জিনিষ বেশী পরিমাণে আমদানী করাই অর্থনৈতিক বর্তমান বাণিজ্য নীতি হইতে দাঁড়াইয়াছে। এই ভাবে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করিতে গেলে লাভের চেয়ে ক্ষতির দিকটাই বড় হইয়া দেখা দিবে। ভারতের স্বার্থ ও অন্যান্য চিন্তা করিয়া এই ধরনের নীতি অচিরে পরিবর্তন করা আবশ্যক।

দশ মিনিটে ১৯৬,৫০০,০০০ বর্গ মাইল

ছাদের পেয়ালায়

এখনে দেখা আছে। অন্য দেশ আর আমরা বাহিরের কথা সবলের ক্ষমতাতেই উল্লেখ আছে। দুর্দম অভ্যাস অসাধারণ আকিঞ্চন থেকে বিশ্ব আর তার আধির ধরন, আমার বিশ্ব থেকে আমেরিকা যেখানে বহু-পত্রিকার চরম বিকাশ। এই ধরন আরও কত। ধরনে পড়িয়া দেখা আছে। কিন্তু ধারাও কম নয়। প্রয়োজন আর, প্রয়োজন আমরা, আরও কম কি। এ সবের মূলিয়ে যাতায়াত সুবিধার মূলে ১৯৬,৫০০,০০০ বর্গ-মাইল যাতায়াত মূলে আমরা ফেলে পারে না। তাহার আমাদের জীবন সার্থক। অভ্যাস প্রয়োজন এ সব ভাবনার কিছু নেই। তার জন্যে ধরনার শুধু একটা জিনিষের—এক পেয়ালা ভাল চা। আর আমাদের সেই চা আমি কিনিতে ভুলবেন না।

KEEP YOUR PARTY GAY

আলি-ভিচা

আলি-ভিউ টি কোম্পানী, কলিকাতা ও দিল্লী

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্পর্কে তার আকবর হায়দারী

১২ই জুলাই বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্পর্কে প্রতিনিধি সম্মেলনে তার আকবর হায়দারী জানান যে, সম্মেলনের পক্ষ হইতে কোনো প্রতিবাদ পাওয়া গেলে সরকার ৭০ ভাগ কাগজ হ্রাস করার সরকারী আদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইবেন। সম্মেলনের আলোচনার পর একটা সাময়িকী দৃষ্টি অনুসারে কাজ আরম্ভ হইতে পারে। সরকার ৭০ ভাগ যে প্রত্যেক কাগজকেই হ্রাস করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই; মোট কাগজ ব্যবহারের সরকার ৭০ ভাগ হ্রাস করিলেই চলিবে। তিনি বলেন, বর্তমান পর্যায় যা কাগজ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে অর্থাৎ বর্ধিত অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহারকারীদিগকে তাহাদের প্রয়োজনের অনুযায়ী বিতরণের পরই বোম্বাই হইতে এক-বার্ষিক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করাই আমা করেন। তার আকবর হায়দারী জানান যে, ১৯৩৯-৪০ হইতে ১৯৪৩-৪৪ এই তিন বৎসরে ভারতে গড়-পড়তা ৪৪ হাজার টন কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে; যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ভারতে কাগজের উৎপাদনের পরিমাণ ১ লক্ষ টনের অধিক হইয়াছিল। কিন্তু সরকার আশা করিতেছেন যে, ১৯৪৪-৪৫ সালে ৭০ হাজার টনের অধিক কাগজ প্রস্তুত হইবে না বলিয়া অনুমান করা হয়। পর্যবেক্ষণে কাগজ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনীয় মনে করেন যে, আমদানি নিয়ন্ত্রণের তুলনায় কাগজ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার অধিক আগ্রহ দেখাইয়াছেন।

১৯৩৯-৪০ হইতে ১৯৪৩-৪৪ সালের মধ্যে ভারতে যাহা আমদানি হইয়াছে তার পরিমাণ ৭২ হাজার ৫ শত টন কাগজ আমদানী হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সনে মাত্র ৮ হাজার ৮ শত টন আমদানী হইয়াছে। ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে রৈমাসিক বরাদ্দ অনুসারে ১৯৪৩-এর জুলাই-অক্টোবরে—৪০০ টন, অক্টোবর (১৯৪৩)—ফেব্রুয়ারী (১৯৪৪)-কে ৪০০ টন এবং ১৯৪৩ সনের মার্চ-জুনে ৫০০ টন কাগজ আমদানী পাইয়াছে। দেখা যাইতেছে, বর্তমান সময়ে প্রয়োজন প্রচুর এবং বিদেশে হইতে আমদানী কাগজের মোট পরিমাণ ইতোমধ্যে ৭৯ হাজার টন। ভারতে প্রস্তুত কাগজের গড়-পড়তা ৭০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৪৯ হাজার টন বর্তমানের জন্য নির্দিষ্ট। মোট ৭৯ হাজার টন হইতে ৪৯ হাজার টন (সরকারী প্রয়োজন) বাদ দিলে ৩০ হাজার টন মাত্র অন্যান্যদের ব্যবহারের জন্য বাকী থাকে। এই কারণেই কাগজ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হইয়াছে।

পরিশেষে তার হায়দারী আশ্বাস দেন যে, বর্তমানের উচ্চ আমদানি হইতে কাগজ আমদানীর মোট পরিমাণ হ্রাস করিবেন। এই মোট নির্ধারণ হইলে কাগজ ব্যবহার সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন আর প্রয়োজন থাকিবে না।

বোম্বাই হইতে কাগজ রপ্তানী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

বোম্বাই-এর বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর অদ্য ভারতের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন যে, কলিকাতা হইতে বোম্বাই প্রদেশের কোনো স্থান হইতে পত্র, যেসকল বা সাময়িকপত্রের কাগজ বোম্বাই ঐ প্রদেশের বাহিরে চালান দিতে পারিবেন না—এই মর্মে বোম্বাই সরকার এক নির্দেশনামা জারি করিয়াছেন। আগামী জুলাই মাস হইতে এই আজ্ঞা বলবৎ হইবে। পুনার কেশরী পেপার মিল্‌স্ অবশ্য আবেদনাধীনের ব্যবস্থাই পেপার মিল্‌স্ যে সকল কাগজ চালান দিবে সেগুলির জন্য কোনো লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না। ভারত সরকার যে সাধারণভাবে কাগজ রপ্তানির বিষয়ে যে কাগজ সম্পর্কেও এ আজ্ঞা পাইবে না। এ পাইক পর্যায় ভবিষ্যতে ভারতীয় কলের প্রস্তুত কাগজ যে কোনো বাজী প্রদেশের বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবে, তাহার জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজ অফিস—৮, লায়ন রেঞ্জ, কলিকাতা।
জনপ্রিয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।
এ'ও—কলিকাতা, মন্দে, রাইপুর এবং বিহার ও
বাংলার প্রধান প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহে।

ফোন: ক্যাল ৪১০১ আর ঘোষ, বি এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কৃষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ২৯, ক্লাইভ রোড, কলিকাতা
Gram : Jatiadhan : স্থাপিত—ইং ১৯৩৬

শাখাসমূহ

বাংলা—	বিহার—
কুষ্টিয়া, মালদীপুর, চোয়ডাঙ্গা, বেতবাড়িয়া, খোলাপলঙ্গ, বড়বাজার (কলিঃ), উল্টাডাঙ্গা (কলিঃ) ও মিরপাড়া।	পাটনা, আরা, ছাপরা ও মজঃফরপুর।

গত ১২ই জুলাই কেশরেল শাখা খোলা হইয়াছে।
শীঘ্রই ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা খোলা হইবেছে।

ডাঃ জে সি চক্রবর্তী—চেয়ারম্যান

মিঃ বি বি রায় চৌধুরী
ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার

মিঃ বিমল রায় চৌধুরী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা

লিমিটেড

ফোন— "ক্যাল—২১১৭" স্থাপিত—১৯০৮ ইং রেজ অফিস—কলিকাতা তার : "ব্যাঙ্কসপ্রথ"

কার্য্যকরী মূলধন
১,০০,০০,০০০৲ টাকা প্রায়

দক্ষিণ কলিকাতা শাখা
১০২নং রসা রোড অঞ্চলে খোলা হইয়াছে।
২১৩নং হারিসন রোডে আমাদের বড়বাজার শাখায় কার্য্য চলিতেছে।
শাখাসমূহ—বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা ব্যাপিয়া
ভাওয়াজার ও হাওড়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

এডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ এস কে সর্বাধিকারী ও মিঃ পি ঘোষ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডাঃ এস এস ভট্টাচার্য্য

ভারতের শিল্পসিদ্ধির সংক্ষারসাধন বিলুপ্তির

ভারতের শিল্পসিদ্ধির সংক্ষারসাধন বিলুপ্তির বিষয় উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি ঐ সংক্ষারের দাম বিক্রয় এলাহাবাদের বিখ্যাত সংস্থা 'পীয়ারসন' সংক্ষারসাধন পাইবি সেবার জন্য করিয়াছেন। ইতিমধ্যে সেই সংক্ষারসাধন জানাইয়া ঐ সংস্থাটির কাছ হইতে কাগজপত্র চাহিয়াছেন, তাহা পাঠান হয়। পীয়ারসন কাছ ভারতের সমস্ত কাজ করা নয়, কিন্তু সংক্ষারসাধন পাইবি সেবার জন্য তাহার যে বিক্রয়ের ঐ সংস্থার শীর্ষে বিক্রয় করিতে পারিবেন, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই।

কলিকাতা স্টেডিয়ামের আকার হ্রাস

ভারতের সাধারণ হাসপাতালে সরকার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কলিকাতা স্টেডিয়ামের যে আসন নির্মাণ বিলাসীর বিক্রিবিলম্বে থাকে সেই আসন আর প্রস্তাবিত হইবে না। তবে এই সব বিক্রির ব্যবস্থার নির্মাণ বিলাসের বিক্রেতাদের নির্দেশ অনুসারে 'প্রফেশনাল স্টেডিয়ামে' সমস্ত প্রস্তাবিত হইবে। 'প্রফেশনাল স্টেডিয়াম' সাধারণের জিনিষ বলে হইবে না। তবে কোন কোন অফিসে উহা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বিদেশে ভারতের নতুন

আর্থিক আমদানি প্রস্তাবে আপত্তি

ফ্রেডারিক্টনে যে আন্তর্জাতিক অর্থ-সৈনিক বসিয়াছে গত ১০ই জুলাই ঐ সৈনিকে ব্রিটেনে পাওনা টাকা আর্থিকভাবে আমদানির উদ্দেশ্যে ভারতীয় প্রতিনিধিরা একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে, ভারতের পাওনা টাকার একটা অংশ অন্যান্য দেশের মূল্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত করিতে দেওয়া হউক। ব্রিটেন, মার্কিন ও কানাডা প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবে আপত্তি করেন। কানাডা প্রতিনিধি বলেন, ভারতকে ব্রিটেনে পাওনা টাকা আদায় করিতে চাহিলে ভারতকে আমাদিগকে পাওনা ডলার আদায় করিতে চাহিবে। কিন্তু তাহা আমাদের সমস্যা তথা আসবে।

আপত্তির ভাষা আদায় করিয়া মার্কিন, ব্রিটেন ও কানাডা প্রতিনিধিরা ভারতকে বিশেষ প্রস্তাব করিয়াছেন। মার্কিন প্রতিনিধিদের বক্তব্য—ব্রিটেন যেসব দেশকে ঋণ দিয়াছে সেই সব দেশের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-সম্পর্ক সন্তোষজনক বীমাসংস্থা হইতে পারে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সাহায্যে ঐ টাকা আদায়ের চেষ্টা করা সমস্ত কি না সে বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ আছে।

ব্রিটেন প্রতিনিধি সর্ড কীনস্ বলেন, ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া মূল্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার ফলে ব্রিটেন অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রিটেনের আদায়ের ফলে অত্যন্ত ক্ষেত্র দাঁড়াইয়াছে। তিনি বলেন যে, সর্বশেষ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্যার আলোচনা আরম্ভ ব্রিটেনের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্রিটেন ঐ ঋণ মেটাবে—বিশেষতঃ ভারতের—নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত। উহারা যুদ্ধকালীন ঋণসমূহ ব্রিটেনকে ফেরৎ দিয়াছে।

কানাডা প্রতিনিধিরা তাঁহাদের বিবৃতিতে ভারতকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন করিয়া পরামর্শ দিয়া ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রতিনিধিদের সমালোচনা করেন।

ব্রিটেনে ভারতের পাওনা যে ডলারে মেটা হওয়ার আশা পরিত্যাগ করার পর ভারতের বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা করার জন্য ভারতের যে সমস্যার প্রতিনিধি মিঃ এ ডি গর্ডন ইংলণ্ডে আসেন,—"আমাদের হাতে মাত্র টাকা ডলার আছে যাহাতে যে কোন সময় টাকার অভাবে ঠোকরী আমরা বিদেশ পাঠাতে পারি—ভারতের অবস্থা তাহাতেই বলে। সেপ্টেম্বরের পাওনা ভারতের বর্তমান অভাব দূরীভূত করিবে না।"

মার্কিন প্রতিনিধিদলের আপত্তি খণ্ডন করিয়া মিঃ গর্ডন বলেন, ভারতের পাওনা টাকার একটা অংশ খরচ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কেননা, ভারতের মূল্য ব্যবস্থা ব্রিটেনের ব্যবস্থা করা সম্ভব উহা অবিলম্বে হইবে না। তবে ব্রিটেন দেশের অন্য অধিক অধিকার সম্পর্কে আছে বলিয়া এখন ব্রিটেন হইতে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতির যাবতীয় অন্যান্য জিনিষ পাওনা টাকার একটা অংশ হইতে বলিয়া ব্রিটেন কর্তৃপক্ষের যাহাতে অসুবিধা হইতে পারিবে।

ভারতের দাবী অগ্রাহ্য হওয়ায় মিঃ এ ডি গর্ডনের ক্ষোভ

আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিল সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধিদলনেতা সর্দার মিঃ এ ডি গর্ডন ওয়াশিংটন হইতে বলিয়াছেন,—ভারতীয় প্রতিনিধিদলনী আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিল সম্মেলনে ডলারিন সম্বন্ধে প্রথম আলোচনার সম্মেলনের বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলনীর সহানুভূতিপূর্ণ সমর্থন না পাওয়ায় বিশেষ নৈরাশ্যবোধ করিতেছেন। ভারতের বিদেশে মজুত অর্থের পুরাতন অনেই সঙ্কটে পরিবর্তন, উহার পরিমাণ প্রায় একশত কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার কর্তৃক যে ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহার সাহায্যে অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্রই যদি এই বিশেষ ইলিন সম্পর্ক বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রার তুলনামূলক করা না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষানী আর্থিক ইলিনির বিশেষ সন্তোষজনক ভাবেই হইবে। ইহা সত্ত্বেও সম্মেলনের ধারণা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলনী সহানুভূতির দিক ও ভারতের চাহিদার সম্বন্ধে আরও বেশী সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আলোচনায় উৎসাহিত করেন নাই। ভারতকে উহার ইলিনি সম্পর্ক বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার পরিবর্তে বিশেষ এইরূপ সহযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের কার্যালয় হইতে এই বিষয় বার বেড়ানোর ফলে ভারত পরিপার্শ্বে এই ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যে কিন্তু তাহা সম্বন্ধে সন্দিহানভাবে আত্মসম্পন্ন না হইতে প্রস্তাবিত হইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা যদি ঘটে এবং উহা সত্ত্বেও ভারতের তার আর্থিকনিধি অন্যান্য দেশ অনুকূল সিদ্ধান্ত করে, তাহা হইলে ঐ ভাণ্ডারের লাভ নিশ্চিত ও সাফল্যপূর্ণভাবে চলার সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

যেসব ৩৩ কোটি ডলার লইয়া যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল খোলার প্রস্তাব হইয়াছে

ব্যর্থতার বেদনা

জগৎসংসারে একটি গভীর আঘাত কোনও এক ব্যক্তিকে অন্তরের এমনতর বেদনা দিতে পারে—তাহার কি কোন ছাপ আছে, আমি আজ তোমাকে তাহা বলব।

তোমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে যে, আমার জীবনে এমন কিছু ঘটেনি, যার জন্যে আমি নিজেকে ব্যর্থ বলতে পারি। অর্থাৎ জগতের সমস্ত লোক যে ঠিক বুঝতে পারে না তাদের মনে কি হয়, তোমরা তাই বুঝে জীবনে যে সফলতা পেয়েছ তাতে তুমি সন্তোষ পাবে।

কিন্তু কিন্তু যে কিসে আমার সেটি সবচেয়ে এই অবস্থা। তখনকার কথা কি যে মনে, কি যে আমার সমস্ত জীবনের একমাত্র কামনা তা আমরা নিজেরাই জানি না। অথচ তাদের মধ্যে আমরা হারাতে যদি এমন একটা কিছুর জন্য যা আমার জীবন দ্বারা আর কিছুই নয়। আমাদের দৃষ্টিকোণের মূলের জন্য এই নিয়ে তোমার তুলনা দেখে যাবার যেসব মনকে অভিমুখ করে তোলে। তখনও আমরা জানি সারা জীবন ধরে সেই অন্ধ ছেড়ে পরে তোমে হবার জীবন কাটিয়ে দিতে পারাই বুঝি জীবনের একমাত্র আরাধ্য, তখনও জানি এমন কর্ম সফল হয়েছে না পারলে জীবনটা বুঝি বৃথাই গেল। তখনও জানি খানিক ও সফল যদি না দেখার তবে অর্থের প্রাচুর্যে আমার কিসের প্রয়োজন? আমাদের তখনও জানি 'যদ্য নাম তদ্য এতদ্বিপরীত আশা, তবু আলবাসা।'

এমনি করে অর্থে ও সাফল্যে, যশস্যে ও খ্যাতিতে, সমৃদ্ধিতে ও সম্মানে আমরা অন্ধকার মাঝা জীবন ভরে কি যে খুঁজি তাই খুঁজে বেড়াই।

এই সকল চাওয়ার মূলে অন্তরে একটি চাওয়া যা আমরা দেখতে পাই না, দেখতে পাই না। মানুষ তার ঈপ্সিত আর তার জন্যেই চাই যশস্যে-খ্যাতি, সৌভাগ্যের সম্মান চাই। কিন্তু-কোনো মানুষ চাইতে-পাওয়ার মধ্যে একটি সত্য সুন্দর সুনিশ্চিত রেখে। সেখানে সকলে সঞ্চিত করে রাখতে পারলে হয়ত থাকে সবা প্রত্যুষ। সবারই মন আকাঙ্ক্ষার জাগাধারে ভিন্নতা বেঁধেছে অসুবিধ আকাশের ঠিক আমাদের আশা আবার সবে পূরণ করে, তাদের মধ্যে একটি এমন আর তার জন্য জীবন-জোড়া আয়োজন। আমাদের জীবনকে ঠিকিয়ে রাখবার জন্য ঠিক যেন ভিন্নিয়ের প্রয়োজন, কি আমাদের হারানো ঠিকিয়ে যদি এমন থেকেই একটু সচেতন হই তাহলে "নাই আমাদের" আমাদের সে হারানোর আয়োজনের থেকে মুক্তি দিয়ে পাবে, আমরা ঠিকার জন্য থেকে থাকতে পারি।

সর্বদাই এটি যত দেখা যে আমাদের একটা এমন অভাব, যেখানে সবার আমরা তা খুঁজে পাই। আমাদের প্রতি অন্তরেরই কখন যেখানে সবার আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি এবং সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নানা রকমের দুরাকাঙ্ক্ষা তটিল রোগ, নানারূপ মানসিক অবসাদ, দুরাশা-নৈরাশ্য, অতীন্দ্রিয়তা প্রভৃতি সকল থেকে যখন এক আমার বাঁধন করে আমাদের উৎসাহ করে তোলে তখন তখন আমরা হারানো হারানো কথা আর কিছু পাই না। আমাদের বাহিরে যেসবাদের প্রাচুর্যই ঐ সব রোগের প্রধান কারণ। তোমার যদি আমরা এই অভাব উপলব্ধি করি এবং 'বাই-চান্সেই'এর কথা তখন করি তা' হলে আমাদের এই আমাদারির অভাবের বিষয় থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

আমাদের এই চাওয়ার নানারূপের কারণ অন্য নানা জীবন আমরা যোগাযোগ অন্তরাত্মা জীবনের ভিতরে দৈন্যের মূলধারা হয়ে আছে। দুর্বিষহ আমরা তোম করি এবং অন্তরের এতদিন ধরে ভিতরে মুক্তি দিয়ে পাই।

আহাজে প্রয়োজনীয় সেখানকিতে নিয়মিত পরিমাণে অর্থ দিতে হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে :—বার্মিংহাম মুদ্রণালয়ে ৭৫০ কোটি ডলার, মিশিগান ১৮০ কোটি ডলার, ওহিয়ো ১০০ কোটি ডলার, টীন ৬০ কোটি ডলার, ওয়াশিংটন ৫০ কোটি ডলার এবং ওরেগন ৩০ কোটি ডলার।

ইণ্ডিয়ান এ্যাকাউন্টেন্সী বোর্ড

১৯৪৯ সালের অডিটার্স (রিপোর্টিং) বিলানুযায়ী গত ১৯শে জুন তারিখে ইণ্ডিয়ান এ্যাকাউন্টেন্সী বোর্ডের যে সভা নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে, মহারাষ্ট্রীয় এবং বার্মি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত তাহার কার্য্য-বিবরণ এখানে দেওয়া হইল :—মাদ্রাজ প্রদেশ এবং বেঙ্গল রাজ্য হাইকোর্টসমূহ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন :—সি সি এস মুখার্জ্জি আয়ার, মিঃ সি জিম ও মিঃ এস এস কৃষ্ণমূর্ত্তি। বোম্বাই প্রদেশ এবং অন্যান্য ইণ্ডিয়া ষ্টেটসের অন্তর্ভুক্ত বেঙ্গল হাইকোর্ট—মিঃ এস বি বোম্বাই, মিঃ এস এস হাজরী ও মিঃ বি বি মার্চি। বাংলা ও আসাম—মিঃ এস এস ব্যানার্জ্জি, মিঃ কে সি বাস ও মিঃ এস সি বসু। যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং ইণ্ডিয়া :—মিঃ এস বি এস বৈদ্য। সিন্ধু, দিল্লী, আজমীর, বাহাওয়ালপুর ও রাজপুতানার বেঙ্গল হাইকোর্ট :—মিঃ সি আর মেহতা। পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচনের জন্য পরে ঘোষণা করা হইবে।

বাংলার খাদ্যবিভাগে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ

গত ২৩শে জুন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত একটী প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে,—কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে ফোর্ডিংটনের খ্যাতনামা কৃষি অর্থনীতিবিদ মিঃ এল ডে এলমহার্ষ্ট বিমানযোগে ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিবিভাগে একটী বিশেষ পদের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রদেশের কৃষির অবস্থা এবং কৃষি বিভাগের বর্ত্তমান গঠন-পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি প্রথমে তথ্যানুসন্ধান করিবেন, পরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে করিয়া তিনি অধিবেশনের ও বীথিদিনের মেয়াদযুক্ত উন্নতির ব্যবস্থাদী করা সম্বন্ধে পরামর্শ দিবেন। গত ১৯৪৮ সনে মিঃ এলমহার্ষ্ট বাংলায় আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১৯৪২ সালে বৃটিশ সামরিক সরবরাহ বন্দর মন্ত্রণালয়ে যে ব্রিটিশ আমেরিকান যুক্ত কৃষিবিদদল যোগদান করিয়াছিলেন, মিঃ এলমহার্ষ্ট তাহার নেতা ছিলেন। তিনি মিঃ রুজভেল্টের নিকট এক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। মিঃ রুজভেল্ট তখন যুদ্ধপ্রচেষ্টা পরিচালনে ব্যস্ত ছিলেন। মিঃ এলমহার্ষ্টের রিপোর্টের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে যুদ্ধ সরবরাহ নীতির উন্নতি-কল্পে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

মিঃ বি সি গুহ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ফলিত পদার্থের খ্যাতিমান অধ্যাপক ডাক্তার বি সি গুহ ভারত সরকারের টেকনিক্যাল যুদ্ধ এ্যাডভাইসার নিযুক্ত হইয়াছেন।

ধূতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বিজ্ঞান হইতে আমদানী করা কলকারখানা দ্বারা ধূতা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা এদেশের মালী ও পুরুষের সর্ব্বপ্রকার ধূতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। ভারতে ধূতা নির্ম্মাণ শিল্প স্বল্পবাণীজ্য নহে এবং উহা বিস্তৃত। তাহাই কয়েকটী বিভিন্ন ধরণের ধূতা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেক নমুনার মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। এজন্য সাধারণ শ্রেণীর কল তৈরী ধূতার সর্ব্বোচ্চ মূল্য ৫৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। তালতলা অঞ্চলের ধূতার তিনটী শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ মূল্য ১৮৲ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৫৲ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর ১২৲ টাকা। ফেরের ধূতার সর্ব্বোচ্চ মূল্য ১৫৲ টাকা এবং সাইজ ধূতার সর্ব্বোচ্চ মূল্য ১৩৸৶০ আনা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ফেরে এবং সাইজ ধোপাদীর ধূতা অধিকতর নিম্নদরে বিক্রীত হইবে। ধূতা ব্যবসায়ীরা যাহাতে বেশী দামের বহুত ধূতা বিক্রয় করিয়া ফেলিবার সময় পায়, এজন্য পুরাতন ধূতার মূল্য ১লা সেপ্টেম্বর হইতে বলবৎ হইবে।

বাংলা সরকারের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শদাতা

বাংলা সরকারের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একজন অতিরিক্ত পরামর্শদাতা নিয়োগ করিয়াছেন। মিঃ এ ইমেস সিভিল সার্ভিস বেঙ্গলের বিমান বিভাগের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

সস্তায়, সুন্দর ও টেকসই ধুতী ও শাড়ী পরিধান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ভারতবর্ষ ও যুদ্ধোত্তর সমস্যা

ভারতবর্ষের উপর যেন এক ঘোরের বিভীষিকা, যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলার বিভীষিকারই অবতারের ঘোর। এই মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের অবস্থা কি হবে? আমাদের দেশ কি অর্থনৈতিক অনাচারের শেষ স্তরে পৌঁছে সমস্ত ডোল করবে, না নতুন সুযোগের হবে তার সামনে? এই সকল প্রশ্নের জবাব চাই। একমাত্র ভারতবিদের উন্নতি দিয়ে আমরা বিশ্বপরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারি। বিশ্ব ভারতবিদের উন্নতি শুধু ব্যাঙ্কের দ্বারোদ্ঘাটনে সম্ভব। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কাজে ব্যাঙ্কের অবদান অবিস্মরণীয়।

পৃষ্ঠপোষক

মিনুয়াধিপতি—শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

হেড অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা), চীফ অফিস—আগরতলা

বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র শাখা আছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

২০১, হারিসন রোড ও ৩, চার্চ্চ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পর্কে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। বিমানের দ্বারা ঔষধ সরবরাহ করা হইবে। প্রথমতঃ ইহা সিলেট সহরেই বিমানে সংগৃহীত ঔষধাদি সম্পর্কে পরীক্ষা দিবেন।

বাংলাদেশের মফঃস্বলের হাসপাতালসমূহ

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, বাংলাদেশের হাসপাতালগুলি সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালনার জন্য বাংলা সরকারের যে পরিকল্পনা আছে তাহা কার্য্যকরী করার এক সাথে বহুল সরঞ্জামই ১লা জুলাই হইতে বেসিলীনুর সহ, অবসর ও কাঁথীর তিনটী হাসপাতাল নিজেদের তত্ত্বাবধানে লইয়াছেন। আরও জানা গিয়াছে যে, পত্র ব্যবহার যে সব ডাক্তিসাহায্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেগুলি অন্যত্র বহিরাগত রোগের সেবা করার সাথে সাথে চালু রাখা হইবে।

ঘূর্ণিঝড়ের ফলে অনাথ বালকবালিকা

সরকার, ঘূর্ণিঝড়ের ফলে যে সকল শিশু ও বালকবালিকা—যাহাদিগকে রাখিবার আত্মীয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে, যার, বহন, আশ্রয় ইত্যাদি সব ভার সরকার গ্রহণ করিবেন। ইহাদের মধ্যে ৫০৫২ জন শিশু ও ২১৭২ জন মুসলমান। বাংলার বিভিন্ন অনাথ আশ্রমে তাহাদের রাখা হইয়াছে। এই সকল অনাথ আশ্রমের ২৩টী সরকারী ও ৯৩টী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এই সকল অনাথ বালকবালিকাকে আত্মীয়স্বজনের হাতে দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। ২৭৯ জনকে অনাথ শিশুকে তাহাদের আত্মীয়স্বজনের হাতে দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা বাড়িয়ে সংগ্রহে ৮ জন শিশু ও ৭ জন মুসলমান, মাদ্রাজে ১১১ জন শিশু এবং বিলাসপুরে ২৪ জন শিশু অনাথ শিশু আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

সাইক্লনে তিষির আলোর কাজ

ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিস কমিটির এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, তিষি প্রথা প্রচলন করিলে এ ধরণে আলোর সাইক্লনগুলিতে সাধারণতঃ যে ধরণের রোগি আসে, তাহাদেরই তাহার কাজ তিষির আলো খুব ও সাফ দেওয়া যাইতে পারে।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

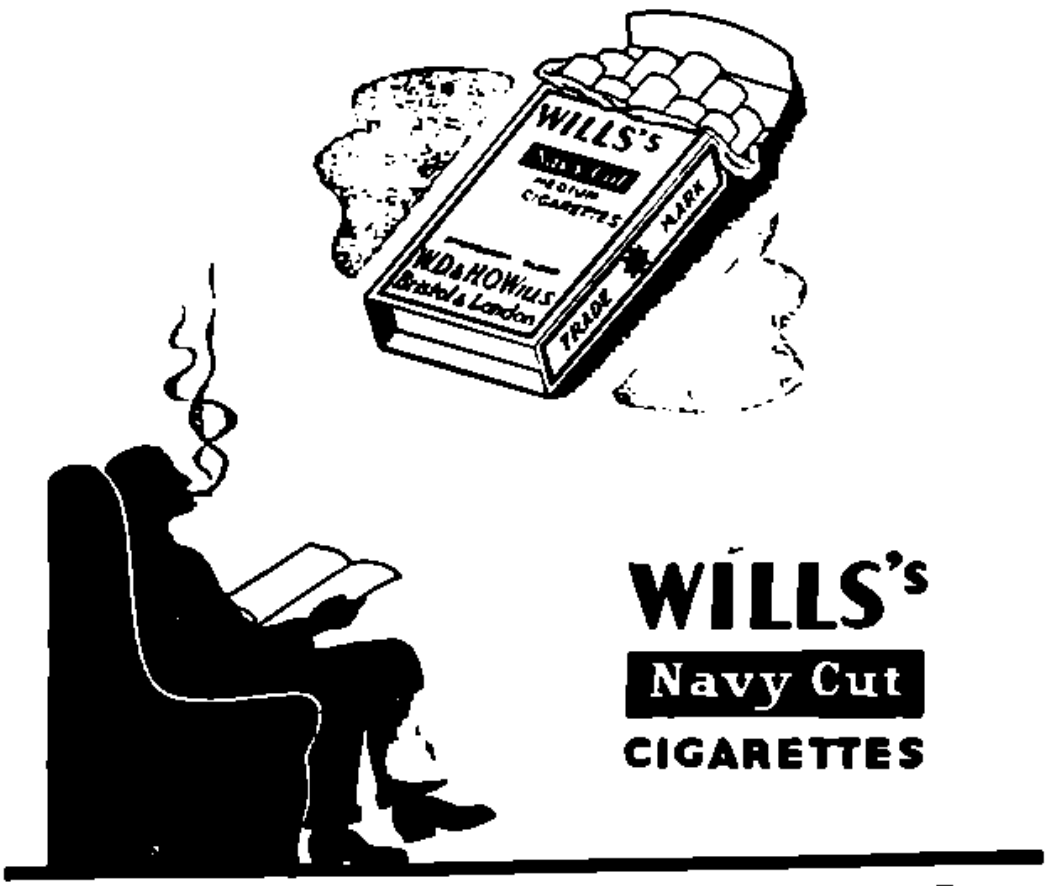

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

দেওয়ার পরই সমিতির ইনিসিয়ালিষ্ট সভ্যগণদ্বারা পরীক্ষা-মূলকভাবে ইহা ব্যবহার হইবেছে।

সাবানে খাদ্যপ্রাণ ব্যবহার বিধি

সাবান প্রস্তুতের জন্য ইতিপূর্বে যথন খাদ্যের বিধেয় করিয়া এক আদেশ জারী করা হইয়াছিল। তখনকার আদেশের ফলে ইতিমধ্যে সেগুলির ব্যবহার এবং নূতন আদেশ জারী করিয়া সাবান উৎপাদনের জন্য তেলজাতীয় যথন যে, যে সব খাদ্যপ্রাণের মূল্য নির্ধারিত করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক বিক্রয় করা হইয়াছে।

কয়লাখনির শ্রমিকদের অভিযোগ

গত ১লা জুলাই হইতে সরকার কর্তৃক আর ব্যবস্থাগী মুনাফাসহকে কয়লাখনির মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে নূতন করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি ও উহার সমান ব্যবহার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখা যায়, উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্ত সুফলই মালিকের অনুকূলেই যাইবে। এক্ষণে, খনির মালিকগণ বলিয়াছেন যে, শ্রমিকদের নিকট হইতে তাল তাল পাইলে তাঁহারা শ্রমিকদের বর্তমান মাহিনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সংকুচিত করিয়া অধিকতর হারে মুনাফা দিতে রাজী আছেন। তাঁহারা বলেন যে, শ্রমিকদিগকে অধিকতর হারে মজুরী দিলে তাহারা খুব কম কাজ করে বলিয়াই তাঁহারা অভিযোগ করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, কোলিয়ারী শ্রমিকদের জন্য নূতন মেয়াদি পরিকল্পনা চালু হওয়ার পর হইতে শ্রমিকদের হাজিরা সন্তোষ-জনক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু কয়লার উৎপাদন বাড়ে নাই।

স্থায়ীয় বীমাকর্মী সমিতি

সম্প্রতি স্থায়ীয় বীমা কর্মী সমিতির এক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন :—

সভাপতি—মিঃ এইচ সি সাহা (ইন্ডিয়ান ইন্স্যুরেন্স এজেন্সি লিমিটেড)। সহঃ সভাপতি—মিঃ এস এস বসু (ভারতলক্ষ্মী), মিঃ এস সি ঘোষ (এম্পায়ার), মিঃ সি কে ঘোষ (অ্যাসোসিয়েটেড), মিঃ এস সি মিত্র (ইন্ডিয়ান মিউচুয়াল), মিঃ এস সি চক্রবর্তী (আর্যস্থান)। সাধারণ সম্পাদক—মিঃ বি বি বসু (ভারতলক্ষ্মী)। যুগ্ম সম্পাদকগণ—মিঃ এস এস ভট্টাচার্য (ন্যাশনালিষ্টান) ও মিঃ বি এস চৌধুরী (হিন্দুস্থান)। সহকারী সম্পাদকগণ—মিঃ সি সি সীল (ন্যাশনাল মিউচুয়াল), মিঃ কে সি আর ঘোষ (আর্য)। কোষাধ্যক্ষ—মিঃ [illegible] (ওরিয়েন্টাল)।

খাদ্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও রক্ষণ পদ্ধতি পরীক্ষার জন্য কমিটি

বাংলা সরকারের কৃষি [illegible] খাদ্যপ্রাণ সংরক্ষণের বর্তমান পদ্ধতি, বাংলা কিংবা ভিটামিন-সমৃদ্ধ হইতে পরিপুষ্টীত খাদ্যপ্রাণ গোলার রাখার, খাদ্যপ্রাণ ও খাদ্যের অবস্থা পরীক্ষা করিবার এবং ভবিষ্যতে এই সমস্ত খাদ্যপ্রাণের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করার ইতিক সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বাংলা সরকারের এক কমিটী গঠন করিয়াছেন। ডিরেক্টর মিঃ [illegible] এই কমিটীর চেয়ারম্যান [illegible] এই এস [illegible], মিঃ এস এ ইসলামী ও মিঃ এস ও আইন [illegible] মিঃ এস [illegible] কমিটীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিত্যদের জন্য অর্ধ মূল্যে চুন

বোম্বাইয়ের ১লা জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই সরকারের এক পরিকল্পনা অনুযায়ী বোম্বাইয়ের দুই বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুরা এখন হইতে অর্ধ মূল্যে চুন পাইবে। এক মাসের মধ্যে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। দুধের মূল্যের অর্ধেক মূল্যেই বিক্রয় ও অর্ধেক শিশুর মাতাপিতাকে দিতে হইবে। এই দুধ বিতরণের ভার কর্পোরেশনের হাতে দেওয়া হইবে। কর্পোরেশন দুধ বিতরণের জন্য সহরের মধ্যে দুইশত দোকান খুলিবেন। বিশেষ রেশন কার্ড দেখাইয়া দুধ লইতে হইবে।

ভারতে খাদ্যশস্য আমদানী

ভারত সরকারের একখানি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, খনিজ খাদ্যশস্য শীঘ্রই নির্ধারণ করিয়া এখন বৎসরের আমদানী ১৫ লক্ষ টনের কম হইবে এমন কিছু বা বলিয়া মনে করিতেছেন, তথাপি এখনকার পরিস্থিতি হইতে সম্ভবতঃ ৮ লক্ষ টনের বেশী খাদ্যশস্য আমদানী হইবে না।

শিলং ব্যাঙ্কিং
—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—১৯৩১ ইং হেড অফিস—শিলং ফোন : শিলং—১৮৩ সিলেট—৬৮
গ্রাম :—SHILLBANK

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

কলিকাতা ও গৌহাটী ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

অনুমতিপ্রাপ্ত সকল শেয়ারই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

আরও শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতির জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে।

পরের ধনে পোদ্দারী

পরের ধনে পোদ্দারী—এই কথাটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত আছি। একালের ব্যাঙ্কি ডিরিবটা হচ্ছে এই পরের ধনে পোদ্দারী করা। পোদ্দারী অর্থে আপনি ব্যাঙ্কের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখলেন, ব্যাঙ্ক সেই টাকা খাটিয়ে লাভবান হবে —এর মূলধনের জন্য আপনাকেও তার অংশ দেবে।

ব্যক্তিগতভাবে টাকা খাটিয়ে লাভবান হবার মত সময় বা ধৈর্য এখন আপনার নেই—অথবা এতটা ঝুঁকি নিতেও আপনি নারাজ। অল্প ঘরে টাকা রাখলে তার ডাকাতের ভয়। তা ছাড়া নিজের বা আত্মীয়-স্বজনকে কম সুদ দেবেন না—কারণ সহজেই টাকা থাকলে এদের জন্য যে খরচের দরজা খুলে যায়, সে বিষয়ে আপনি আদৌ সচেতন হতে পারবেন না। তাই যে লোকটি নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে আপনার অর্থে পোদ্দারী করতে স্বীকৃত, তার [illegible] সঞ্চিত টাকা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয় কী?

তবে কথা হচ্ছে সেরকমই বিশ্বাসী ব্যক্তি [illegible] আপনার মত মক্কেলের বিশ্বাস অর্জন করে ব্যাঙ্ক [illegible] কমার্স লিঃ দীর্ঘকাল পোদ্দারী করছে—তাই আমাদের কাছে আপনার সম্পদ নিশ্চিন্ত মনে রেখে ব্যবসায়ের সময়ই নিশ্চিন্তমনে থাকুন।

ব্যাঙ্ক অফ্ কমার্স লিঃ

(লিমিটেড ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস :—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—অলেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বালীগঞ্জ, বিডিবাজার, বর্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট, গৌরনদী ও ঢাকা।

ভেজাল ঔষধের ব্যবসা বন্ধের প্রয়াস

বোম্বাইয়ের এক খবরে প্রকাশ, ভারতের কয়েকটি পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ ভেজাল ঔষধের ব্যবসা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই খবরের কয়েকটি বাজার হইতে অপেক্ষা সস্তায় যে সকল ঔষধ বাজারে চালাইতেছে, সেগুলি ভেজালমিশ্রিত। এইভাবে বুইবাইল ট্যাবলেট বলিয়া যাহা বাজারে চালাইতেছে ও ইনসুলিন ইনজেকশন নামে ইঞ্জেকশন তৈরি চালান হইতেছে। ফলে রোগীদের অর্থব্যয় হইতেছে, কিন্তু চিকিৎসা হইতেছে না। অবশ্যসাধন এইরূপে খবরের সন্ধান পাইলে পুলিসকে জানাইয়া তাহাদের সহযোগিতা করিলে খবরটি বন্ধ করা সম্ভব হইবে। নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা অল্প মূল্যে বা বিনা লাইসেন্সে কেহ ঔষধ বিক্রয় করে সেদিকে জনসাধারণ যেন পুলিসের নজর রাখে।

কলিকাতায় নূতন চুক্তি দলের আগমন প্রতিরোধের সংকল্প

সম্প্রতি ইউনাইটেড বিল্ডিংয়ে বাংলার প্রাক্তন সচিবের সভাপতিত্বে এক সভায় বিনা টিকিটে রেলে চড়িয়া কলিকাতায় নিত্য নূতন ঠিকাদলের আগমনে কলিকাতার দুঃস্থ দলের সাহায্য বন্ধুদের যে অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। সভায় রেলিসভেন্সী বিভাগের অফিসারদ্বয়, ২৪ পরগণা ও হাওড়ার অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং বি এন এ রেলওয়ে ও ইস্টার্ন-বেঙ্গল রেলওয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সকলে একমত হইয়া বলেন যে, রেলকর্তৃপক্ষ, পুলিস ও রেল যাত্রী দলের কর্তৃপক্ষ সকলেরই সহযোগিতার সাহায্যে বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠা বন্ধ করা এবং অযথাই কলিকাতার লাভবান ফোকলবাজার একমাত্র কলিকাতার দুঃস্থ দ্বারা অন্য সাহায্যের ব্যবস্থা বন্ধ করা। অন্যদের আইন অনিচ্ছুক ভাঁড়োরভাবে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করিয়া যথাসম্ভব অল্পদিনে আবশ্যক ব্যয় আদায়ের এবং সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অপরাধীকৃত শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য বৃত্তি

আমরা সরকারের একটি ঘোষণা হইয়াছে যে, অপরাধীকৃত যে সব ছাত্র প্রাথমিক পরীক্ষায় সব বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী বিষয়ক বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ, সেই সব ছাত্রদিগের জন্য সম্প্রতি বৃত্তিদানের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর মোট ৩ লক্ষ টাকার বৃত্তি দেওয়া হইবে।

১৯৫০ সালে যে ফৌর্ম আরম্ভ হইতে আবার অন্ত শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরেট, শিক্ষা বিষয়ক ইনস্পেক্টরেটগুলির ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের মারফৎ আবেদনপত্রাদি আহ্বান করা হইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে সমস্ত বৃত্তিই আবার অবাধদের জন্য দেওয়া হইবে। আমরা যখন ছাত্রদিগের হিসেব পাইবার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এমন একদিন ছিল...

মাত্র চার পাঁচ বছর পূর্বে আপনি যাহার ঘরেই এবং অনায়াসেই যে কোন ফৌশনে যেতে পারতেন। আর আজকাল গাড়ীর ভাড়া আগের তুলনায় প্রায় চারগুণ হয়েছে। এমন একদিন ছিল যখন আপনি সময় নির্দিষ্ট টিকিট কাটিতে পারতেন আর আজকাল রেলের কর্তা ব্যক্তি সমস্ত কৌশনে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে টিকিট পাবার জন্য অন্ততঃ আধঘণ্টার ওপর অপেক্ষাটি করতে হয়। তখন কুলীকেও দুআনা পয়সা দিলেই যে হাতের আপনার মাল মাথায় আর আজকাল টাকা সময় কুলী পাওয়াই এক সমস্যা।

এমন একদিন ছিলো যখন গাড়ীতে আরামদায়ক স্থানে বিছানা পাতিয়ে শুতে পারতেন আর এখন যদি কোন উপায়ে গাড়ীতে উঠতে পারেন তা হলে দুজনে মধ্যে আপনার জায়গা আরো; সময় সময় এও শুনা যায় যে কোন কৌশনে গাড়ী থেমে আছে হয়। আর যদি বা কোন উপায়ে দুজনের গাড়ীর মধ্যে জানলার পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েন তখন আপনাকে দাঁড়িয়েই যেতে হবে। এই রকম ভীড় ও ট্রেনগুলির মধ্যে দুঘণ্টার বেশি যাবার আরামের আসনের ব্যবস্থা নেই—এখন কি সময় মত আপনার আসন রিজার্ভেশনের সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে ট্রেনগুলোর সঙ্গে গাড়ীতে যাতায়াত করার অসুবিধা যে আজকাল কত বেড়ে গেছে তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ যাতায়াত করতে সাহস পাবেন এমন কথা বলা যায় না। আমাদের আর্থিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি ফিরে না আসলে পরিস্থিতির কোই ফেরে আশা করা যায় না।

ভ্রমণ কমান

AAA 678

পাইকারের প্রাথমিক মূল্যাভাব

বাজার কমিটিসমূহের হিসেবের ১৯৪৯ সালের পাট চাষের বিভিন্নরূপ প্রাথমিক মূল্যাভাব আরো অধিকারে :—

লাইসেন্স প্রাপ্ত পাট চাষের অধিক আনুমানিক পরিমাণ

(এককের হিসাব)

মূল্যাভাব মূল্যাভাব

কেন্দ্র বা এলাকের নাম—	গত বৎসর	বর্তমান বৎসর	
নবীনা	১৫,২১০	৮৯,৪০০	×
ডাকা	১,৮৫,৪৮৫	১,১৮,৫০০	×
ত্রিপুরা হাজা	১৪,০০০	১৮,০০০	
বরজা	৮১,৪৮২	৪৪,৭৮০	×
রাজসাহ	৫৪,০১০	৫৩,১৭৫	×
মোহনগাঁথি	৭৯,১১০	৫৫,৪৫৫	×
২৪ পরগণা	৩৪,৪৮০	৪১,২৫০	×
খুলনা	২৯,৩৮০	৩৬,৭৭৫	×
বিহার	১,০৫,৫৮০	১,৪৩,৪০০	×
বেরিলীপুর	৯,৩৯০	১৩,৪৫৫	×
কুঁচিপুর	১,৪৯,০৯০	২,৫৪,০৫৫	×
বাগেরহাট	৩৪,৪৮০	৪৯,২৪০	×
মুর্শিদাবাদ	৫১,২৭০	৫৯,৪১০	×
আসাবেহ	১,০৭,১৭৫	১,৩৫,৪৪৫	×
পাবনা ও শীরপুর	৩১৫	৩৪০	×
ইয়েমনিয়ম	৩,৭১,১৮৫	৪,৪৩,৪৪০	×
উড়িষ্যা	২৩,৮০০	১৪,৮০০	
হাজরা	৪,৩১৪	৩,৩১৫	×
হুগলী	২৫,৪৮০	৩৩,৫১০	×
দিনাজপুর	৯৭,৩০০	১,১৫,৫১৫	×
লক্ষ্মিপির	১,৪১০	২,৪০০	×
ত্রিপুরা	১,৪৭,০৪৩	২,১১,৪৪৫	×
মুরশিদাবাদ	২৩,৭২০	১৪,৫০০	
পঞ্চাব	৭,০৮০	২,১১৫	×
রাজসাহী	৯৮,৯৪৮	১,১০,৯৭০	×
জলপাইগুড়ি	৪৪,৭৪০	৫১,৩৮০	×
রংপুর	২,৫৭,৫১৫	৩,০৯,৯১০	×
পাবনা	১,০৩,৪১০	১,১৫,০৫০	×
উইয়াব	৩০০	৩৫	×
আসাম (লংসোবিত)	১,০৪,৫০০	১,৫৪,৩০০	

× অধিক লাইসেন্স দেওয়া হইলেও টিকমত চাষ হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করা হয় নাই।

ভারতে রাসায়নিক সারের কারখানা

রাসায়নিক সার প্রস্তুত সম্পর্কে ভারত সরকারের পরামর্শদাতাগণের এক বৈঠকই হইবে যে বিষয় এখনো আলোচনা, গত এই জুলাই সেই বিষয়ের সরকারী ফার্টিলাইজার ইন্ডিয়ার কয়েকজন মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীর সহিত আলোচনা করেন। এই বিষয় ভারতের রাসায়নিক সারের পরিপ্রেক্ষিতে এবং এ্যামোনিয়া সালফেট প্রস্তুত করার এক ভারতেই কারখানা স্থাপন সম্ভব কি না তৎসম্বন্ধে তাঁহারা ভারত সরকারকে পরামর্শ দিবেন। এই সার প্রস্তুতের এক বিশেষ (ইহার দ্বারা গ্রন্থের অন্য প্যারিস তৈয়ারী হয়) ও তাঁহারা প্রয়োজন। বাজারে কোন বিশেষ উৎপন্ন হয় না, ইহা অন্যান্য বিভাগীয়ে পাওয়া যায়। অনুসন্ধানের ফল যাহাতে অল্প পরিমাণ রাসায়নিক সার উৎপাদন করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা সরকার পরিকল্পনা-কমিটি কর্তৃক "ফার্টিলাইজার" গত মাস হইয়াছেন। মিঃ মোদাইয়ার এই বিষয়ের সভাপতি। এই বিষয়ের সঙ্গে আছেন ডাঃ মেঘনাদ সিংহবিদ্যালয় এবং ভারত সরকারের আর একজন প্রতিনিধি।

ভারতে মোটরগাড়ী তৈয়ারীর কারখানা

এসোসিয়েটেড মোটর সংবাদে প্রকাশ, ভারতের অধিক মোট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তাহাদিগ ৫০ কোটী টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া ভারতে এক একটি মোটরগাড়ী, বিমান ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছেন, বাজার সহিত পূর্বতন মূলধন কারখানাগুলির তুলনা করা চলিবে। ভারতের মোট প্রধান বন্দরে মাত্রক অবাধিক সংখ্যা এই কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

একটি উজ্জ্বলিনীল নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

১৪নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

টেলিগ্রাম :—"সেরাবেঙ্ক"—কলিকাতা

মেদিনীপুর শাখা খোলা হইয়াছে। সকল প্রকার ব্যাঙ্কি কার্য্য করা হয়।

ডাইরেক্টর-বোর্ড-চেয়ার্ম্যান—মিঃ অরিন্দম হাজরা, মিঃ নিরঞ্জন পাকড়ী

সৌন্দর্য্য

যার জন্যে ধার করতে হয় না

মাত্র ছিন্ন

পুরাণে রাজকুমার মহৎ পরিচালনী অনুরূপ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজার রাজসভাটি রাজনীতিক ও সাহিত্যিক আলোচনায় মুখরিত থাকতো। কিন্তু অতি পরাক্রান্ত রাজপরিবারও সীমার সৌন্দর্যশিখার জন্যে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছিলেন এবং পরিণামে ভয়াবহ পরিণামে ঘটে গেছিল। সীমার সৌন্দর্য এত অসাধারণ ছিল যে তার বর্ণনায় অতিরঞ্জন ও অত্যুক্তির দায় কবি তবু অতিক্রমোক্তি করেই ক্ষান্ত হন নি। এ সৌন্দর্য ও আকর্ষণশক্তি শুধু মনে, চোখে দেখার জিনিস নয়। কিন্তু এটা ঠিক যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই লাবণ্য বড়ো। বিশেষ আছে, পি, এম, বাক্‌চী উৎপন্ন প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করলে এ কথার সার্থকতা প্রমাণিত হবে।

সৌন্দর্য পরিবেশনে

অনন্যসাধারণ খ্যাতি ও প্রীতি

পুলকপ্রদায়ক ঐতিহ্যের অধিকারী পি, এম, বাক্‌চী এণ্ড কোং-এর

এ অনন্যসাধারণ সুযোগ

নিত্য প্রসাধন

পি, এম, বাক্‌চী এণ্ড কোং, কলিকাতা

চীনা শিক্ষার্থীদলের ভারতে আসিবার সম্ভাবনা

বোম্বাইয়ের ১৮ই জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, চীন সোভিয়েট বন্ধুত্ব সমিতি এবার ভারতের ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ জন চীনা শিক্ষার্থী আসিতেছেন। এই দলের মধ্যে একজন ডাক্তারি, একজন রাসায়নিক, একজন অর্থনীতিবিদ এবং একজন ভেষজবিদ আসিবেন। আর একজনের বিষয় এখনও নির্দেশ করা হয় নাই। তিনি হয় সমাজবিদ, না হয় তো কৃষিবিজ্ঞানবিদ হইবেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই শিক্ষার্থিগণীর এক বৎসর থাকার জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহা তাঁর সোভিয়েট চীনা মিত্র বহন করিবেন।

বাংলার চর্তিক ও ভারতীয়দের সাহায্য

বেঙ্গল রিলিফ কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমিয় কালোরিয়া সম্প্রতি বিলি ট্রেইনমান এন্ড কোম্পানি পরিচালিত পত্র চটি এজেন্সির মাধ্যমে বাংলার দুর্গত নিবারণে ভারতীয়দের সাহায্য-প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে যে সমস্ত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ও উক্ত পরিচালক সম্প্রদায়ের নিকট জমা পাঠাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালোরিয়া জানাইয়াছেন যে, বেঙ্গল রিলিফ কমিটি এ পর্যন্ত ৮ লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়া অনেকের মর্মান্তিক দুর্দশা দূর করিয়াছেন। গত মাসের কমিটি যোগ নিবারণ ও পুনর্গঠনের কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

মেথিলেটেড স্পিরিট ও কাঠ সম্পর্কে ব্যবস্থা

বাংলা সরকারের এই জুলাইয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, এখন হইতে মেথিলেটেড স্পিরিট ও কাঠ সরবরাহ ও বণ্টন সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপার বন ও আবগারী বিভাগ একত্র সম্পন্ন হইবে—স্থানীয়ভাবে সরবরাহ বিভাগ একত্র সম্পন্ন হইবে না। মেথিলেটেড স্পিরিট সম্পর্কে চিঠিপত্রাদি সরাসরি বাংলার আবগারী বিভাগের অধিকর্তার নিকট পাঠাইতে হইবে। কাঠ যে জিলায় উৎপন্ন হইয়াছে, সেই জিলার মাহিয়ে যেন কিনা টাকার মোকে চালান দিবার অনুমতিপত্রের জন্য এবং অনুরোধক হিসাবে সমস্ত দেনদারের ঘালানবিধি করিবার অনুমতির জন্য সকলে ইউটিলিটেরিয়ন অফিসার—অ, খোলাসমস্ত যোড়, আলিপুর, কলিকাতা ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে হইবে। কাঠ সম্পর্কে অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য অনুসন্ধানকারীগণ অন্য সকলে ইউটিলিটেরিয়ন এন্ড রিসার্চ সার্কল, বালিগঞ্জ, বেঙ্গল, ঠিকানায় চিঠি-পত্রাদি লিখিতে হইবে।

বহরমপুরে ১৩ হাজার টাকার ভাটা আদায়

বহরমপুরের ১৪ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির অধ্যক্ষগণ বিভিন্ন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ১৩ হাজার টন ভাটা আদায় করিয়াছেন। পরীক্ষায় ঐ সমস্ত ভাটা ব্যবহারের অনুপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অধ্যক্ষগণ ঐ ভাটা মোকদ্দমাকারির খাস হিসাবে জিম্মা রাখার প্রস্তাব করেন, কিন্তু পরে সিদ্ধান্তগ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভাটাগুলির যে অবস্থা তাহাতে উহা মোকদ্দমাকারির হাতেই অনুপযুক্ত। বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ঐ ভাটার কতক ভাটাওলি নষ্ট করিয়া ফেলিবার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি চাহিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, মহকুমা হাকিমের বিশ্লেষণের ফলাফল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ঐ ধরণের কয়েকটি ভাটা নষ্ট করিয়াছিলেন।

সিন্ধুর তুলোর পরিকল্পনা

সিন্ধুর তুলোর পরিবর্তনের যে কাপড়ের কল ও টেকনোলজিকাল কলেজ স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে আনুমানিক ১ কোটি টাকা খরচ হইবে। টেকনোলজিকাল কলেজটি সুক্কুরে স্থাপিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং ইহাতে বয়ন ও উনবি কোর্সে ভারিশতের বেশী ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। কাপড়ের কলটি সরকারী পরিচালনাধীনে হইবে।

টেলিগ্রাম—Sanchaya Calcutta Phone : Cal | 2125 6485

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—ঃ শাখাসমূহ ঃ—

১। শ্যামবাজার ২। অফিস কলিকাতা ৩। মিঠে মাকেট ৪। হৈয়াতী ৫। ভাটিপাড়া ৬। কাঁচড়াপাড়া ৭। রিলি ৮। বালুরঘাট ৯। বিক্রমপুর ১০। নীলফামারি ১১। সৈয়দপুর ১২। রংপুর ১৩। সিরাজগঞ্জ ১৪। দুবরাজপুর ১৫। ভুরুবিয়ার ১৬। বেনারস ১৭। এলাহাবাদ

এ সমস্ত শাখাতেও সকলরূপ ব্যাঙ্কিং কার্য সন্তোষের সহিত করা হইয়াছে।

আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৫১০ টাকা।

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

অভিনব জগৎ

সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি

অদূরে নবপ্রভাতের আলোকরশ্মি ফুটিয়া উঠিতেছে—এই আলোকচ্ছটা এক অভিনব জগতের বিকাশবার্তা প্রচার করিতেছে—যেখানে সমগ্র মানব জাতির সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি অবাধ ও অটুট থাকিবে। আজ জগতের বণিকমণ্ডলি, প্রতীচীদিগণ এই নবযুগের সূচনায় ব্যবসায়ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার জটিল সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট ও মানবজাতির কল্যাণকর নূতন পরিকল্পনার উদ্ভাবনে নিরত। একমাত্র সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপরই এই সকল পরিকল্পনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সুপরিচালিত ও নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কসমূহই অর্থনৈতিক অভিযানের বিশ্বাসভাজন হইবেন।

মনীন্দ্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস : বহরমপুর (বেঙ্গল)

অফিসমূহ অফিস : ৮নং, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল।

অন্যান্য শাখা :—

ফোন—কলিঃ ৩৭৪৮

ইণ্ডিয়ান নায়েল ইন্সীটিউট

ভার এম বিশ্বেশ্বরায় বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান নায়েল ইন্সীটিউটের কোটির সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন।

ব্রিটেনের বিদেশে লগ্নীকৃত অর্থ

গাণেনের মত এডওয়ার্ড ষ্টার্ন গম এসোসিয়েশন অনিয়মেছেন যে, এদেশের লগ্নীর হিসাব প্রকাশ করা সম্ভব না হইলেও মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে বিদেশে লগ্নীকৃত ব্রিটেনের অর্থের পরিমাণ ১৯৩০ সালের লগ্নীকৃত অর্থের অর্দ্ধেকের বেশী হইবে।

টাটা কোম্পানীর নূতন কর্ম্মকর্ত্তা

মিঃ জে জে বাটী টাটা কোম্পানীর এজেন্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতায় তাঁহার স্থায়ী কার্য্যালয় হইবে। মিঃ এ এ ব্রাণ্ডার্ট অন্যত্রের মি বাটীর স্থলে জামসেদপুরের জেনারেল ম্যানেজারের কার্য্য করিবেন।

স্যুট ও ব্রেশমীবস্ত্রের মূল্য সম্পর্কে ঘোষণা

এতদ্বারা সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, আমদানী নরকারের পূর্ব্বানুমোদন অসাধারণ নরকার বিদেশের কেন্দ্রটী অর্ডিন্যান্স জেনারেল জানিয়ে দিয়াছেন যে, রেশমী ও অন্যান্য বেশমী বস্ত্র আমদানীকারী ব্যবসায়ী মহল স্যুট এবং বেশমী শাড়ী বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিতেছে। তাহাদের ধারণা তাহারা ধারণা এই যে, উহাদিগের দরই নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে, বৈদেশী জিনিষের দর নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। তাহাদের এই ধারণা ভুল এবং বৈদেশী লাভজীর দাম অত্যধিক হইলে অসাধারণ অভিযোগ করিতে পারে বলিয়া উক্ত ইস্তাহারে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এগ্রিকাল্চারাল রিসার্চ্চ ডার্পাসমূহের নূতন বাঙ্গালী সম্পাদক

কলিকাতা বর্ত্তমানে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান এগ্রিকাল্চারাল রিসার্চ্চ ইন্সীটিউটের অধ্যাপক ডেমন্ডকুমার বোস, এম এ, ইণ্ডিয়ান এগ্রিকাল্চারাল রিসার্চ্চ ডার্পাসমূহের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। নূতন কার্য্যভার গ্রহণার্থ তিনি শীঘ্রই দিল্লী যাত্রা করিবেন।

বাংলার ব্যাঙ্কসমূহের উন্নতির উপায়

গত ২৯শে জুন নগীয় ব্যাঙ্ক সংঘের ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি রায় এন বি মিত্র বাহাদুর অভিভাষণে ক্ষুদ্রের ঋণ, কম হিসাবে চেক কার্য, আমিনের অনুপাত প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণভাবে কুচিৎ আলোচনা বিবৃতি করিয়াছেন। যে সব স্থানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংখ্যক ব্যাঙ্ক আছে, সেখানে নূতন শাখা প্রতিষ্ঠার বদলে প্রতিযোগিতা করার সংঘ পরিচালনা করিতে তিনি উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, ব্যাঙ্কসমূহ যদি ব্যাঙ্কারদের এলাকা বণ্টন বিষয়ে সর্ব্বসম্মতিক্রমে আপোষের মধ্যে একটী চুক্তি করিতে পারে তাহা হইলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বহু বিপত্তির উপর পুরীলাভ করিবে। তাঁর মত ব্যক্ত করেন যে, বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহের উন্নতি সুদূর পরবর্ত্তী সময়ে সম্ভব করিতে হইলে উহাদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র করা আবশ্যক এবং তজ্জন্য একযোগে কাজ করিতে হইবে।

সকল রেলওয়ে

জানা গিয়াছে যে, অতঃপর কলিকাতা ও নিজামের সকল রেলওয়ে ব্যবস্থা একত্র হইবে।

দুর্ভোগের পুনর্গঠন পরিকল্পনা ও শ্রীযুক্ত সরকার

গত ১২ই জুলাই কলিকাতা চেম্বারে দুর্ভোগের পুনর্গঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, ভারতবর্ষীয় জীবন-যাত্রার একটী সঠিক মান নির্ণয় করিয়া দিতে হইবে তাহাদের কর্ম্ম ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করিতে হইবে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি-ব্যবস্থা চালাইবার পর যে সকল কর্ম্মিবর্গিক থেকে যাইবে তাহাদের অন্যত্র নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এদেশের কৃষি ও শিল্প সমান্তরাল উন্নতির পথে অগ্রসর না হইলে উপায় নাই এবং আমাদের আর্থিক জীবন সমৃদ্ধ করিয়া তোলাই দুর্ভোগের পুনর্গঠনের সব চেয়ে বড় লক্ষ্য হওয়া উচিত। নিয়োগকর্ত্তার উপর জোর দিয়ে দিয়া এখন কথা বলাই যথা উচিত নয় যাহা যাহা কৃষির উন্নতির প্রয়োজন বলে মনিয়া মনে হইতেছে পারে। অবশ্যই মজুর বা চাষাবাদের অভাব নাই, তাই ও ব্যক্তিগত উদ্যম দিয়া নিজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে যেমন শিল্পের উন্নতি ও সমৃদ্ধিলাভ ঘটিবে।

সাবান প্রস্তুতের

আবশ্যকীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • ষ্টার্চ • বাইক্রোমিটার প্রভৃতি পাইবেন।

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৫৭ অফিস
" :—১৪৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"টীনাবাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যাকসন লেন, কলিকাতা

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(১৯০০ সনের ভারতীয় কোম্পানী—কোম্পানীর রেজিঃ নিয়মে)
(ভারতীয় মাননীয় মহারাজা গাইকোয়াড়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত)

অনুমোদিত মূলধন		২,৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন		১,০০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন		১,০০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন	(২৯-২-৩৪)	৯৯,৭৫,৫০০৲ "
রক্ষিত তহবিল		১,০০,০০,০০০৲ "

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস :—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতার লোকাল কমিটি

শেঠ বৈদ্যনাথ জালান (জেনারেল ইন্সিওরেন্স এসোসিয়েশন)
রায় সত্যচরণ লাহা, এম, এ ; বি, এল ; সি, এইচ, বি ; (জেনারেল এসোসিয়েশন লাহা এণ্ড কোং)
শেঠ সুরজমল মোটা (মুটা ও আদি এজেন্সী লিঃ)
মিঃ জে এম মাহেন্দ্র ; বি, বি, এ ; আর, এ, (মাহেন্দ্রার, ডালমিয়া ইণ্ডিয়ান্সের কোং লিঃ)

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়

ওয়াই বি প্রাউডলক্কার, জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা।
এম এইচ জোষাকার, এসিষ্টেন্ট ম্যানেজার, কলিকাতা।

নিরাপত্তায় এবং জাতির সেবায় ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

এজেন্ট— সেরেম্পুর
হেড অফিস— ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন— ক্যাল—২৪৪৬

৩৬টী

শাখা অফিস—বাংলা, বিহার, আসাম, ইউ পি, সি পি এবং উড়িষ্যার কাজ করিতেছে।

কার্য্যকরী মূলধন ৭৫,০০,০০০৲ লক্ষ টাকার উপর

লাহোর শাখা ও জয়নগর-মজীলপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল

মিঃ ভবীন সেন
চীফ জেনারেল ম্যানেজার

মিঃ সৈলেন্দ্রনারায়ণ দত্ত
সেক্রেটারী অফিসার

বক্তৃতায় উপসংহারে শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে কেন্দ্রে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তবেই ত নিজ প্রদেশের দ্বারা দেশের আর্থিক পরিবেশ ভদ্র করিতে সঙ্গে সঙ্গে পরিপূরক ব্যবস্থাবলের প্রয়োজন। আমাদের সরকার না হইলে লোকের পক্ষে কি-ভাবে এইরূপ ব্যবস্থাবলে হাত দেওয়াই সম্ভব।

ভারতে রৌপ্য মুদ্রা

ব্রেটনউডসের আন্তর্জাতিক অর্থচুক্তির অধীনে মুদ্রাস্ফীতি রোধে যে সমস্ত ভারতে প্রেরিত হয় কোটি আউন্স রূপা আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা সরবরাহ করিয়াছে।

বাঙলা হইতে পৌরাজ মুদ্রা নিষ্ক্রিয়

গত ১৭ই জুলাই বাংলা সরকার আদেশ জারী নিয়ন্ত্রণাদেশ অনুসারে ১৯৪৪ সালের পরীক্ষা পৌরাজ মুদ্রা নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করিয়া অনুবিধিমত ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের হইতে বাহিরে পৌরাজ মুদ্রা বিক্রি করিয়াছেন। তবে কেহ যদি ১০ সের পর্যন্ত পৌরাজ নিজের সঙ্গে সফরের হিসাবে লইয়া যান তাহা হইলে তিনি এই আদেশের আওতায় পড়িবেন না।

এই আদেশ অমান্য করা হইলে অনধিক ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারিবে।

বরাদ্দ সবদের পরিমাণ

এতদ্বি যাহাতে যে কোন সবদের জন্য বাবাদিষ্ট বরাদ্দ সবদের পরিমাণ পূর্ব সের হইতে কমিয়া আসা বিধেয়।

ইণ্ডিয়ান প্লাইউড ইণ্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন

গত ২৯শে জুন, বিকাল ৪টায় সমস্ত প্লাইউড-এর প্রস্তুতকারী এবং ব্যবসায়িদের প্রতিনিধিবর্গ এবং প্লাইউড যাহা ইহাই সেবন করেন এবং কলকাতার ভবনে এক সভায় সম্মিলিত হন। মিঃ বি সি ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় ইণ্ডিয়ান প্লাইউড ইণ্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন এই নাম দিয়া একটি সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। টেকার্ড উড, ডালহৌসি স্কিন-এর মিঃ বি সি ঘোষ, যাহা আছে এক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডের মিঃ আর এন আগিয়া এবং এস এ, আসাম প্লাইউডের মিঃ ডি এন বসু, সিমিলের প্লাইউড এডভাইসের মিঃ আলা চান, সি সি চ্যাটার্জি এণ্ড কোম্পানীর মিঃ সি সি চ্যাটার্জি, বেঙ্গল ট্রেডিং কোম্পানীর মিঃ এস সি দাস, অলনাইওকির মিঃ এস সি দাস এবং মেসিস প্রাবাসের মিঃ এস কে সিংহানী সভ্যদের প্রথম কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। মিঃ ঘোষ এসোসিয়েশনের মিঃ ডি এনবসুকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

যন্ত্র বিক্রয়ের সমর সম্বন্ধে টেক্সটাইল কমিশনারের ঘোষণা

বোম্বাইয়ের টেক্সটাইল কমিশনার নিম্নোক্ত-রূপ এক ঘোষণা করিয়াছেন :—১৯৪৪ সালের শেষে সুতার মধ্যে শীলবিহীন সমস্ত সমরের তাঁতের ফ্রেমস বিক্রী করিবার যেসব ইতিপূর্বে যে ঘোষণা করা হইয়াছিল, এখন আর সেই আদেশ কার্যকরী হইবে না। টেক্সটাইল কমিশনারের ১৯৪৪ সালের ২২শে যে তারিখের এক ঘোষণা অনুসারে ব্যবসায়িগণ কমিশনার ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিবার সুযোগ পাইবেন।

স্যাক্রাসাগারের রপ্তানী বাজার

সুদূর স্যাক্রাসাগার আর ১০লটী বাজারে মাল রপ্তানী করিত। বর্তমানে স্যাক্রাসাগারের যন্ত্রবিক্রয়ের বাজারের সংখ্যা কমিয়া মাত্র ৫৩ টিতে দাঁড়াইয়াছে। অতঃপর স্যাক্রাসাগারের যন্ত্রবিক্রয়ের অবস্থা গভীর হইবে মনে হয়, কারণ এই সমস্ত বাজারের অধিকাংশে কিরিয়া পাইবার আশা নাই। কুষের বলে যে সকল বাজারে স্যাক্রাসাগারের মাল পৌঁছাইতেছে না, সে সব বাজারে নিশ্চয়ই বস্ত্র আমেরিকা বা উৎপাদন এতদঞ্চলে বন্ধ হইয়া যায় নাই।

যন্ত্র বিক্রয়ের মূলন ব্যবস্থা

প্রাদেশিক সরকারের সরলার্থ অনুযায়ী ভারত সরকার বস্ত্র উৎপাদনকারীদিগকে যে সকল মূলা ব্যবসায়ীর লাইসেন্স আছে তাহাদের নিকট সরাসরি কাপড় ও সুতা বিক্রয়ের অনুমতি দিবারের বলিয়া জানা গিয়াছে। যে সকল লাইসেন্সী ব্যবসায়ীর লাইসেন্স আছে, এখনি শুধু তাহাদের নিকটই বিদেশী কাপড় ও সুতা বিক্রয় করিতে পারিবে।

অন্তর্বর্তী সরকার সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বর্ধনেশ্বর যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, ১৯৪৩ সালের ব্যবসায়ীদিগকে উহার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রাদেশিক সরকার যে সুপারিশ করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। প্রাদেশিক বস্ত্র-বিভাগ সম্পর্কে উপযোগ করিয়া উক্ত প্রস্তাব প্রত্যেক অন্তর্ভুক্ত সুপারিশ করিয়াছিলেন।

জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ

উড়িষ্যা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, উড়িষ্যার কোরাপুট জেলা ও মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টম জেলার প্রান্তরালে অবস্থিত সুবর্ণা জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা সম্পর্কে গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজ সরকার ও উড়িষ্যা সরকারের প্রতিনিধিবর্গের এক যুক্তবৈঠকের ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তের দ্বারা আর্থিক আলোচনা-চৈঠকের পর যে কার্য্য বিবরণী পেশ হইয়াছে সরকার তাহা পরীক্ষা করিতেছেন। এ সম্পর্কে আইন সভার মতামত গ্রহণ করা হইবে। ইতিমধ্যে উড়িষ্যা সরকার জনসাধারণকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে আহ্বান করিয়াছেন।

ভিজাগাপট্টম বন্দরের

বন্দর প্রবেশ ও বেসরকারী মিউনিসিপালিটি-গুলিতে প্রবেশ ফিসম্বন্ধীয় আদায় বন্ধির কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। মিউনিসিপাল আইন অনুসারে করিয়া আদায়কারীগণকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা মিউনিসিপাল এলাকার ভিতরের লোকদের এলাকা হইতে সরাইয়া দিতে বা তাহাদের জলযানের যাতায়াত পাহারা দিতে পারিবেন।

বন্দর বিভাগ সম্পর্কে চেম্বার্টাইন কমিশনারের বক্তৃতা

চেম্বার্টাইন কমিশনার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—বন্দর বিভাগের প্রধানতঃ দুইটী উদ্দেশ্য হইল : (১) জাহাজের ও মালের দ্রুত সমাধান, (২) জাহাজ উপযোগী কুড়ি সুলভ করিয়া দেওয়া যায়, বন্দর বিভাগ আবার আগামী পূর্ব্বে যে সব দিন এখন তাহা অনেকটা অনেক করিয়াছে। পত বৎসরের যাতায়াতে যে সব দিন এখন জাহাজের ও মালের সব আয়ের অর্দ্ধেক হইয়াছে।

মূলের পূর্ব্বে বিলম্বিতে পড়ে প্রতি বৎসরে ৬০০ কোটী পণ্য আসত তৈয়ারী হইত, এখনে ৪০০ পণ্য আসত তৈয়ারী হইতেছে। বীমের আসত্তের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় উহা খুব বেশী পরিমাণ তৈয়ার হইতেছে। উহার আনুমানিক পরিমাণ ৭ কোটী পণ্য হইবে।

এই সমস্ত আসত্তের মধ্যে ১৫০ কোটী পণ্য আসত রপ্তানী ও দূর দেশান্তর ব্যাপারে লাগিতেছে।

চেম্বার্টাইন কমিশনার জানান যে, দূর যাত্রিদের যেসব যে পণ্যের অসম্ভাবনার যাত্রিদের আসত তৈয়ারী ও পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিভাগের প্রয়োজন যাত্রিদের অতিরিক্ত পরীক্ষা বিভাগ ব্যবস্থা চালাইতে হইবে।

আদায়ে সমবায় জলের বরফ

শ্রীযুক্ত সত্যেন ঘোষাই আদায় সরকারের নিকট আবেদন করিয়া জানাইয়াছেন, তাঁহাকে যেন যে প্রদেশের সমবায় বরফ কারখানির জল হইতে সমস্ত তৈয়ারী হইতে পারে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলেন হয়। তিনি বলেন, যদি সমবায় উদ্যুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে আদায়ে যে পরিমাণ সমুদ্রের প্রয়োজন তাহা তাঁহারি হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

ঘোষাই পরিকল্পনা

'ঘোষাই পরিকল্পনা' পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। সেন্ট্রাল্ বুক্ লিমিটেড, এই পুস্তিকাটী প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতে শ্রমিকদের জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয়ের হার

১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের তুলনায় ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালের মধ্যে শ্রমিকদের জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয়ের হার নিম্নোক্তরূপ দাঁড়াইয়াছে—

	(১৯৩৭ সাল)	(১৯৩৮ সাল)	(১৯৩৯ সাল)
বোম্বাই—পত্তন	১৫০	১৬০	২১৫
আমেদাবাদে	১৩৫	১৩৭	১৮২
সোলাপুরে	১৩৬	১১৯	১৭৫
কানপুরে	১৫০	১৫৬	২১৯
নাগপুরে	১১৭	১৭৩	১৮৫
জলপুরে	১৩৩	১৩৯	(১৯৩৯ ফেব্রুয়ারী) ১৮৯
জমসেদপুরে	১৩৫	১৭৬	১৯৩
নাগপুরে	১৪১	১৫৫	১৮৩
ঘরিনিতে	১৪০	১৫৯	১৭৮

ভারতবর্ষে ৪৪ সালের প্রথম তিনমাসে দুর্ঘটনার সংখ্যা

মাস	মোট দুর্ঘটনার সংখ্যা	দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা	অন্য সংখ্যা
জানুয়ারী	৪৮	২৩	৪৮,৩২৯
ফেব্রুয়ারী	৬১	৪৫	৫০,৬১৮
মার্চ	৪৪	৩৯	৪৮,৫৩৭

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

"ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক"

(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১ সাল)

অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০,০০০৲ টাকা বিক্রীত মূলধন ৩,০৩,১৩,৫০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ... ... ১,৬৯,১৩,৫০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ... ১,৬৮,২২,০০০৲ টাকা
১৯৩৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে আমানত ৯১,৬৫,২১,০০০৲ টাকা

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, বোম্বাই বোম্বে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শাখা এবং সে অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি ক্যাপ্টেন বে, সি

—ডিরেক্টরগণ—

মাননীয় এইচ পি মোদি, বে, বি, ই, মেম্বার্সদাস

মিঃ ডব্লিউ মাধব দাস, মিঃ আবদুলহক বি কুরেশী, মিঃ বিপিন বি-মোদি, মিঃ বিশ্বনাথ আত্রে, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ এম সিন্হা, মিঃ বাপুজি ভালজাই দাস, মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাই, স্যার আবদুলহক লতিফ, কে.বি, মিঃ রতনজি খেতসি, এডভোকেট

লণ্ডন এজেন্টস—মেসার্স বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং ও

মেসার্স ব্রিটিশ লিঃ

নিউইয়র্ক এজেন্টস—দি ন্যাশনাল সিটী ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সর্ব্বাঙ্গীন পত্র লিখিয়া জানুন

কলিকাতার শাখা—হেড অফিস—১০০৷১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার শাখা—৭১৷১ ক্রশ ষ্ট্রীট, নিউ মার্কেট শাখা—১০৷২ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা—৯৯৷৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, অপার সার্কুলার শাখা—৮৩, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। বাঙ্গালার শাখা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ডালহাউসী, ডায়মণ্ড, বিক্রমপুর, বরিশাল ও খুলনা। বিহারের শাখা—ভাগলপুর, মজঃফরপুর, পাটনা, ছাপরা, গয়া, আরা, সীতামারি, দেবিয়া, মধুবনী, দারভাঙ্গা, মতিহারি, মুঙ্গের, ভাগিয়াড়, মোকামা, ভাগলপুর, জিলপাহাড়, সাহেবগঞ্জ, জামালপুর, সাউথ, নারায়ণ (আরা), পাটনা সিটী, বাঁকিপুর, মাইলাস্রিয়া, কোলেন ও সবলিভিসন। উড়িষ্যা শাখা—কটকপুর।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা ফোন ক্যাল ৩৯৫৩ (৩ লাইন)

—টিটাকর্ষক আর্থিক পরিচয়—

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ,, ৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত ,, ৪০,০০,০০০৲ টাকার উপর
আদায়ীকৃত ,, ৩১,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড ৬,২৫,০০০৲ টাকার উপর

গত ১২ই জুলাই নারায়ণগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শিল্পপতি ও কার্য্যকর্ত্তাদের জন্য—

দি ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—ঢাকা স্থাপিত—১৯২৮

শাখাসমূহ :—
ফোনা, খাইবাজা,
চট্টগ্রাম, চলনবহিরা,
শ্রীহট্ট ও নারায়ণগঞ্জ

কলিকাতা শাখা—
১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
ফোন। কলি। ৪৪০১

পরিষ্কার ব্লাক শীঘ্র খোলা হইবে।

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এম ভট্টাচার্য্য

কাগজ নিয়ন্ত্রণাদেশ সমালোচনার সরকারী উত্তর

গত ১২ই জুন তারিখে যে কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করা হইয়াছে, তাহার সমালোচনা-প্রসঙ্গের উত্তরে সরবরাহী সচিব বলা হইয়াছে যে, দেশীয় কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ যে ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে কাগজ সম্বন্ধে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে কাগজের উৎপাদন স্বাভাবিক সময়ের উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্যই আদেশে বলা হইয়াছে যে, শতকরা ৯০ ভাগ মাত্র কাগজ বরাদ্দ করা যাইবে। যুদ্ধের সুরুতে ভারতে বৎসরে প্রায় ৭০ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন হইত। যুদ্ধের ঠিক পূর্বসনে ১ লক্ষ ৯ হাজার টন পর্য্যন্ত কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে উপাদানের ও বিভিন্ন অভাবে বৎসরে ৭০ হাজার টন মাত্র কাগজ উৎপন্ন হইতেছে। নিয়ন্ত্রণের আদেশে কাগজের বিতরণবিধির যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে সন ফেব্রুয়ারী মাস হইতে পরবর্তীকালে কাগজ কলের মালিকদলের সহিত আলোচনা করিয়াই তাহা করিয়াছেন। সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়াই আদেশ জারী করা হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে ইহা বদলী অসম্ভবিকর হইবে না বেশ, ইহা না করিলে চার পাঁচ মাসের মধ্যে অনেক অখবার বন্ধ হইবে। দেশীয় কাগজ ব্যবহারের এই বিধিব্যবস্থার আদেশ জারীর সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তেই বহির হইবে বলিয়া কাগজ আমিনার শ্রেণী করিয়াছেন। এই নূতন কাগজ আমিনা পরিশে অবহার আসেবই। উল্লেখ হইবে। তাহা ছাড়া অত্যাবশ্যক আদেশ বেসরোয়াভাবে প্রয়োগ করা হইবে না। কতকগুলি ক্ষেত্রে যেমনই সেখানে হইবে। দৈনিকপত্র বাদের ক্ষেত্র হইবে কোন-রূপ হ্রাস করা হইবে না। নিম্ন শ্রেণিবিভাগের সাপ্তাহিকসমূহকে পরবর্তী ৭০ ভাগের পরিবর্তে পরবর্তী ৫০ ভাগ কাগজ বরাদ্দ করা হইবে। প্রবাস প্রবাস অবস্থাপন্ন সাময়িক পত্রিকা সাধারণ্যে চাহিদার কাগজ ব্যবহার না করিয়া সাধারণ কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সকল পত্রিকাকে মূল পরবর্তী ৭০ ভাগ কাগজ বরাদ্দ করা হইবে এবং তাহা হইলে তাহাদিগকে অবশ্যপূর্ণ বিজ্ঞাপন বাদ দিতে হইবে। এইরূপ অবস্থাবিশেষে কারণ দেখাইয়া সরবরাহের বিশেষ আবেদন করিবার সুবিধা দেওয়া হইবে।

প্রেসের এলাকাভেই যাহাতে কাগজ পাওয়া যায়, তজ্জন্য সরবরাহের আঞ্চলিক সরবরাহ বিভাগের অফিসারদের ও আঞ্চলিক সরবরাহের প্রতিনিধিদের যাতায়াত কাগজ বন্টনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দুঃখানা গয়নাও গড়াতে পারি—

শুনতে পাই কল-কারখানায় কাজ করলে নাকি মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে থাকেনা। সে কি সত্য কল-কারখানা আদৌ নাকি, তাকেরীর মেয়েদের কিন্তু ও কথা খাটে না। কিন্তু ঘরে ঘরে তার আদি এখানেই আছি। তিনি তাঁর ঘরে কাজ করেন কি না। তাই কাজের পরায় আমাদের ও কখনো কষ্ট হয়নি। আর তা হবেই বা কেন? তিনি যে টাকা পান তাতেই আমাদের বেশ চলে। আর আজ কাল আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধুর মধ্যে ছোট টাকা ভাঙ্গা পাওয়া যায়। ঘরে চালের বস্তা থেকে আরম্ভ করে কিনা থেকেই তা ঘরে ভরা আছি। বাড়ি ভরা বলতে কি, যে ছুঁচিকে এক সেরে মেপে, তা আমার ঠাঁইর পাইনি। খোল পুতুল তাকেরীর তৈরী ঠিকুলীই পড়ছে। যে কত আমাদের বরাবর খুব কম। আমার বিয়েতে কতক আমাদের আমার বয়স, বিশেষ অনেকের বাপুরাই দিয়ে গয়নার দেখেন। আর এখন এরে কিনলী বাড়িতেও থাকে কলের জল খেলে অসুখ হয় কারো? প্রতিদিন সকাল আর বেলিন বাবে যে টাকা হয় তাতে, তা থেকে খুচরা বিয়ের খেরচা চলে, আর আমাদের মুখের ঘরে খেলে কিনে ঘুরেই বাজার পালনা। খোরাক্ বিসাবে যে টাকা তিনি বছর আমার পান, তা দিয়ে ইচ্ছে করলে দুখানা গয়নাও আমি গড়াতে পারি।" তাকেরীর কর্মীদের স্ত্রীরা এরকম কথা আমরাই বলে থাকেনা

তাকেরী

বাজারে বাহিরে:— শ্রীসুধীর কুমার বসু।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভূমিজা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

বাঙ্গালী পরিচালিত প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির মিলন ভূমিজা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন আমরা পাইয়াছি। সম্প্রতি আমরা এই ব্যাঙ্কের ৩৯৩০ সালের যে ভাষ্য বিবরণী পাইয়াছি তাহাতে পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে উন্নয় দর্শাবিধ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব বৎসর ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ২২ লক্ষ টাকা ও ৯ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরের শেষে তাহা যথাক্রমে ৩০ লক্ষ টাকা ও ১৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণও ২ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা বাড়িয়া মোট ৪ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এক বৎসরে ব্যাঙ্কটী মূলধন এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়া ভূমিজা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের পরিচালকমণ্ডলীর খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আদায়ী মূলধন, মজুত তহবিল, সাধারণের আমানত ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া ১৯৩৯ সালের শেষে ব্যাঙ্কের মোট দায় দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা। এই প্রকার দায়ের সমুদয় টাকাই বিভিন্ন খাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান খতিয়ান এইরূপ :—সরকারী সিকিউরিটী ২ কোটী ১ লক্ষ টাকা, মৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ৩ লক্ষ টাকা, ব্যাঙ্ক, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা, বাড়ীঘর ৮ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ২ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা। এই সব বিভিন্ন খুটী ব্যাঙ্কটীর সততা ও হিসেবনবিসের দায়দায়ীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যাঙ্কের প্রকৃত অর্থ যে ভাবে এখনে ও সেখানে সময়ে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে তাহাতেও এই প্রতিষ্ঠানটীর একদিকে বিচক্ষণতার সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

আলোচ্য বৎসরে আদায়ী তহবিলের মধ্যে মাত্র ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, তহবিল ও ডিবেঞ্চারের বাবদ ৩ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য খাতা মিলাইয়া ভূমিজা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের মোট ১৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা আয় হয়। ঐ আয় হইতে ব্যাঙ্ক পরিচালনা খরচ ও অন্যান্য বিবিধ খরচের বাবদ বিভিন্ন বৎসরের শেষে কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। পূর্ব বৎসরের জের ৩৩ হাজার টাকা লইয়া উহা ৩ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা হয়। ঐ টাকা হইতে ৭০ হাজার টাকা মজুত তহবিলে জমা করা হইয়াছে। ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ইহার প্রদানের জন্য রাখা হইয়াছে, ১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা লভ্যাংশ হিসাবে বিতরিত হইবে, বাকী ৪০ হাজার টাকা পরবর্তী হিসাবে জের টানা হইবে। সাধারণ অংশীদারদিগকে আলোচ্য বৎসরের হিসাবে শতকরা ১২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। ভূমিজা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের বর্তমান অনুমতির মূলে উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিন্ন অন্যান্য সকল কর্মচারীদিগকে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছে। সেই কৃতিত্বের জন্য আমরা ডিরেক্টর বন্ধুদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের হিসাবী পাই করিয়া আলোচ্য বৎসরে এই প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কটীর সমুদ্র উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ঐ ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ যথাক্রমে ২৩ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ও ৯ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে, অথচ ডিসে উপরোক্ত তারিখে ঐ ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ২০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ঐ ব্যাঙ্কে তাহাদের তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়া ৩৯৩ এই বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের সকল খুবই প্রশংসার কথা। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক যে ভাবে বেঙ্গল ডিরেক্টর ক্রমশ্রির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে ইহা তাহারই পরিচায়ক। উপরোক্ত দায় ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া আলোচ্য ১৯৪০ সালের শেষে ব্যাঙ্কটীর মোট দায় দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকা। ঐ দায়ের অপর দিকে উক্ত সময় ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান খতিয়ান এইরূপ :—কোম্পানীর কাগজ ২ কোটী ৯ লক্ষ টাকা, ডিবেঞ্চারসমূহ ও শেয়ার ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৩ লক্ষ টাকা, মৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ১৯ লক্ষ টাকা, ব্যাঙ্ক, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট ১ কোটী ২ লক্ষ টাকা, বাড়ীঘর ৭৩ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ কোটী ২১ লক্ষ টাকা। এই সব বিভিন্ন খুটী ব্যাঙ্কের তহবিল নিরাপদমূলকভাবে বিনিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়।

আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গালী তহবিলের মধ্য ও তদ্বিন্ন এবং ডিসেম্বরের প্রতিষ্ঠানে বেঙ্গল

ইহা প্রসপেক্টাস নহে—ঘোষণা মাত্র।

আরও দেয়ার বিক্রয়ার্থ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

বঙ্গশ্রী হোসিয়ারী এণ্ড উইভিং

মিলস্ লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিগ্রাম : Strongroom
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪

ফ্যাক্টরী :—
হাজুরিয়া, কলিকাতা

১৯৪০ সনের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ১৫ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে
এবং
১৯৪১ সনের সেপ্টেম্বরের কাছেও কিছু লভ্যাংশ আশা করা যায়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন।

ম্যানেজিং এজেন্টস্
ষ্ট্যাণ্টার্ড সিণ্ডিকেট লিঃ—

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বিদেশে অর্থ ইত্যাদি প্রেরণ ১৯৩৯ সাল অনুসারে এই কোম্পানীর আবেদন মঞ্জুর বিক্রয়ের আদেশ দিলেন। এই আদেশ দ্বারা ইহার অর্থনৈতিক অবস্থা, কোনরূপ বিশুদ্ধির সম্পর্কে বা কোনরূপ মন্তব্যের সম্বন্ধে কোনরূপ প্রকার মতামত প্রকাশ করিতেছেন না।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ন্যাশনাল মারক্যাণ্টাইল ব্যাঙ্ক

৮০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লিমিটেড

ফোন : বি.বি. ৬২৬৩

শাখা :

ঢাকা, লালমণিরহাট, নবদ্বীপ, রংপুর, করাচি (সিন্ধ), ওয়াজিরাবাদ, সিয়ামাবাদ, গুজরানওয়ালা, ভাক্কা ও জলন্ধর সিটি (পাঞ্জাব)।

শিয়ালকোট, অমৃতসহর, লুধিয়ানা, সারগোধা, লায়ালপুর, শেখুপুরায় ও জাঙ শীঘ্রই শাখা অফিস খোলা হইতেছে।

গত ৯ই জুন তারিখে নবদ্বীপের মহারাজকুমার শ্যামাকৃষ্ণ কৃষ্ণনগর শাখার শুভ-উদ্বোধন করিয়াছেন।

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করা হয়।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ১০ লক্ষ টাকা আয় ধরিয়াছিল। ব্যাঙ্ক পরিচালনা ব্যয় ও অন্যান্য বিবিধ ব্যয় মিটাইবার ব্যাঙ্কের নিট লাভ হয় ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। পঞ্চ সংরক্ষণের জন্য ধরিয়া নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৯৪৭ টাকা। উহা হইতে ৫ লক্ষ টাকা বন্ধুক তহবিলে জমা করা হইয়াছে। বাকী টাকা হইতে অংশীদারদিগকে শতকরা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে সি বসুর সুপরিচালনায় ব্যাঙ্কটির কার্য্যকরী তহবিলের পরিমাণ দিনদিনই উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এজন্য তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়াইয়া উহা অংশীদারদিগকে সন্তোষজনক লভ্যাংশ প্রদানে সমর্থ হইয়াছে। আমরা এই ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

শৌয়াটি শাখার উদ্বোধন

গত রবিবার ৯ই জুলাই শৌয়াটি আসামে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শৌয়াটি শাখার উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় আর্ট ও অলঙ্কারের দোকান শ্রীযুক্ত এস কে দত্ত রায়-এণ্ড-সন্স এই উপলক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং উদ্বোধন-কার্য্য সুসম্পন্ন করেন আসামের মুখপত্র প্রবাসী বাঙ্গালী বন্ধুগণ। সভায় বহু মহিলা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনেই ব্যাঙ্কে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা জমা পড়িয়াছে। সভাপতি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত বরদোলি বড়ুয়াপ্রমুখ ব্যাঙ্কের আন্তরিক হিতৈষী শ্রীযুক্ত কে সি চক্রবর্ত্তীর কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী এই অভিনন্দনের যথাযোগ্য উত্তর দিয়া সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রাজস্থানী ব্যাঙ্ক লিঃ

সুরীয়ার মোহিনী মিল্স্ লিমিটেডের ব্যাঙ্কার্স এখনই রাও বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ৭ই জুন রাজস্থানী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সুরীয়া শাখার উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে দেশের জনি ও শিল্পের উন্নতিকল্পে ব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্যের সাহিত্যের উপর বিশেষ জোর দেন এবং মুদ্রাস্ফীতির ফল ব্যাঙ্কের হাতে যে প্রচুর অর্থ আসিয়াছে, যেনতেনপ্রকারেণ তিরিতে আসার সদ্ব্যবহার করিতে তিনি পরিচালকবর্গকে উপদেশ দেন। রাজস্থানী ব্যাঙ্কের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ১৯৪৯ সালে যখন ইহার ১৯৪৪ সালের ১লা মে যে মূলধন পরিচালনের কর্ত্তাদিগের আসার সময়ের ব্যাঙ্কটি উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি করিতে পারে নাই। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে বম্বে, আসাম, বিহার, বঙ্গ ও সংযুক্ত প্রদেশে রাজস্থানী ব্যাঙ্কের নয়টী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এর বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ইহা এখন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধন প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা।

বক্তৃতার উপসংহারে সভাপতি মহাশয় স্থানীয় উদ্যম ও কর্ম্মকুশলতার জন্য ব্যাঙ্কের ম্যানেজার-ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কার্ত্তীকচন্দ্র সেন মহাশয়কে অভিনন্দিত করিয়া বলেন যে, সেন মহাশয়ের অভিজ্ঞতা ব্যাঙ্কের উন্নতির পথে পরিচালিত হইতেছে। তিনি পরিচালক কর্তৃপক্ষের ও এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন।

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

শ্রীযুক্ত অনিলীরঞ্জন সরকার এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডের সহিত যুক্ত থাকা সম্ভবপর না হওয়ায় শ্রীযুক্ত সরীসৃপ নাগ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার সহিত তিনি ঐ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

ফুলন বোধ কোম্পানী

ফাইনান্সার্স লিমিটেড এণ্ড কন্ট্রাক্টর লিমিটেড লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ইউ এন ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস ২ ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল।

সিটী ফ্রেডস এণ্ড কন্ট্রাক্টার্স লিমিটেড লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি এন বোস। রেজিষ্টার্ড অফিস ১০৩ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। বৈদ্যুতিক ও সরঞ্জাম কাজ। ফ্রে ফ্রেন্ড এণ্ড ব্রাদার্স লিমিটেড লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস ফ্রে ব্রাদার্স। রেজিষ্টার্ড অফিস ১১ ক্লাইভ সরণীর পার্শ্বের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ঘোষণাপত্র জমা দিবেন ও মুদ্রাকর। ভারতী সিন্ডিকেট এণ্ড এজেন্সীর রেজিষ্টার্ড লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ব্রজেন্দ্রনাথ মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস ৭৯।১।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। সিটী ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সি সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস ৭ লোয়ার সেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সেরাবের কারবারী। মালোজাপুর কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি বি মুখার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস ৭ মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। কয়লাখনির মালিকানা ও তদারক কারবার।

ধিত্তির কোম্পানীর লভ্যাংশ

মাইসোর সিল্ক ম্যানুফেক্চার লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৪৯৭ আনা। লক্ষ্মী সিমেন্ট কোং লিঃ গত ৩১শে মার্চ সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৪ টাকা। সিটী ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ—লভ্যতা ১৮৲ টাকা সহ্যাংশ ও লভ্যতা ৯০ আনা নিয়মিত বৃদ্ধি ঘোষণা করায় মোট লভ্যতা ১৯৷০ আনা। এলগিন মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ সমাপ্ত বর্ষের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৮৲ টাকা।

দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে ও
জাতির সেবায়—

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

২৯-এ, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ফোন : কলি—৪৮৯৫

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য করা হয়

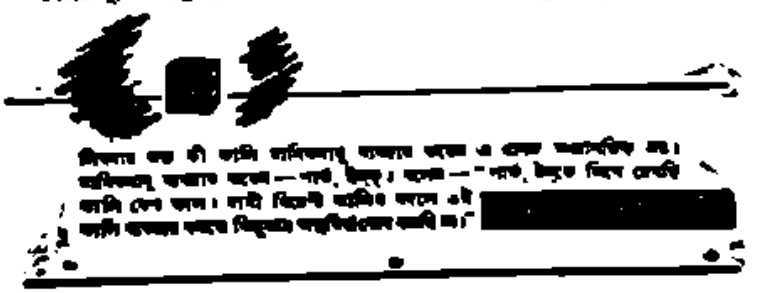

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৬ই জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার মুক্ত বেসরী টাকার বাজারে মন্দাভাব বজায় ছিল এবং ব্যাঙ্ক-সমূহের মধ্যে লেনদেনের পরিশোধের সর্ত্তে অর্থের সুদের হার কলিকাতার সভ্যতায় ১০ আনা ও বোম্বাইয়ে সওয়া ১০ আনাই ছিল। ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে এবং ট্রেজারী বিলের হার আরও এক পাই কমিয়া গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে ৩ কোটি টাকা ট্রেজারী বিলের আহ্বানে প্রায় ৮½ কোটি টাকা পরিমাণের আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। এই প্রতিযোগিতার ফলে মূল্যে টেণ্ডারদাতৃগণের হার আরও কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

সরকারী বিবরণে বলা হইয়াছে, ভারত সরকার মঙ্গলবার ৩ মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার ১৯শে জুলাই খোলা হয়, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮ কোটি ৫৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। অবশ্যে ৯৯৸৵৩ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৸৵৮ আনা মূল্যের শতকরা প্রায় ৬৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা মূল্যের হার বার্ষিক গড়পড়তা ৸৵৮ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ১৮ই জুলাই মেয়াদ ১১ দফিকা (ট্রেজারী টাইল) সপ্তাহ বোম্বাই সহরে এবং ১৯শে জুলাই কাল বন্ধ না হওয়া সপ্তাহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত বিনিময়ের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। ব্যাঙ্কসমূহের আবেদন প্রত্যুষে বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে ১৯শে জুলাই টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

১৯৪৪ সালের ৭ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার ভারত সরকারের ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ইচ্ছা বিক্রয়ের সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী হইতে জানা যায়, ৩০শে জুন (১৯৪৪) তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে সমস্ত তফসিলি ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ৮৩১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। পূর্ব্ববর্তী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট নোটের পরিমাণ ৯৯৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যাঙ্কে জমা নোটের পরিমাণ ১২ কোটি ২ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমান সপ্তাহের ব্যাঙ্কের জমা নোটের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা কম।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ট্রান্সফি সিকিউরিটির পরিমাণ ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ৩৭৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে এবং ব্যাঙ্কের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত অর্থের পরিমাণ ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা কমিয়া ১৭৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। অপর সিকিউরিটির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৭ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা, ইহা পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় ৫৯ লক্ষ টাকা কম।

ঐ সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তফসিলি সরকারের আমানতের ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৭ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ৬৯ কোটি ৫৯ লক্ষ ও ১৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা কমিয়া ৯৩ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ঐ সময় ব্যাঙ্কের অন্যান্য হিসাবে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে নিম্নোক্ত রকমের কাজ হইয়াছে।

টেলি: ট্রান্সফার (প্রতি টাকায়)	১ পাই ৫৭৫ ভাগ
ঐ বম্বাই	-
ডি এ ভিসিবল (	১ পাই ৯৯৮ ভাগ
ডি এ ট্রান্সফার (	১ পাই ৯৯৫ ভাগ
ওভার (প্রতি শত)	৩৯৯৭

'যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা'

এখনে আমরা দ্বিতীয় জীবন-মৃত্যুরই কথা বলিতেছি। এই অবশ্য জীবন-মৃত্যু একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং বাসনার ব্যাপার। আর্থিক সচ্ছলতাই এই অবশ্যম্ভাবিক জীবন-মৃত্যুর জয়ী হইবার একমাত্র উপায়।

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

ম্যানেজার——কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

হেড অফিস : ৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড :: কলিকাতা।

ফোন—কলি ৭৫৭

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস :—১৮নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন নম্বর : ৪৪০০, ৪৪৪৪

পেট্রন :—হিজ হাইনেস দি মহারাজা অব ত্রিপুরা

কলিকাতা শাখা :—বহুবাজার, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, পার্ক সার্কাস, শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখা :—কুমিল্লা, চুঁচুড়া, ডায়মণ্ডহারবার, জিরাটখণ্ড, ঢাকা (চকবাজার এজ সদরঘাট), বর্দ্ধমান, ময়মনসিংহ, শিয়ালদহ।

৺ ডাঃ প্রসন্নকুমার মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ২৩ এপ্রিল ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত (কলিকাতা)

সাধারণ কার্য্য উদ্যোগ করিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক ডিরেক্টার—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ আমেদ, এম. এস্‌. এ (বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী)।

স্থাপিত—১৯২০

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেভিংস একাউণ্ট

এই সুবিধা ও আইনের দিকে আপনি এর উপর নির্ভর করে আবশ্যিক আর্থিক সুযোগ আদায় করে নিতে পারেন। পাঁচ টাকায় একটী একাউণ্ট খুলে মোটা রকমের সুদ ভোগ করুন। চেকে টাকা তোলা যায়।

ফোন : কলি ২২৫৮

মিঃ এস বিশ্বাস—ম্যানেজার

শাখা :—শ্যামবাজার ও ময়মনসিংহ

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৬ই জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে অন্যান্য বেঙ্গলীরাগ বিভিন্ন ছিল এবং শেয়ারসমূহের মূল্য আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে সপ্তাহের শেষ দিন কিছু মোকেলার পরিমাণ সংকুচিত হয়, তবু শেয়ারসমূহের মূল্যের দিক হইতে বিশেষ অবনতি দেখা যায় নাই। অনিশ্চিত অবস্থার সুবিধা লইবার উদ্দেশ্যে বাজারে কারবারের ছিদ্র এখন বাড়িয়া গিয়াছিল যে, মোকেলার টাকা বন্ধ হিসাব রাখা খুবই কঠিন হইয়া উঠে এবং সব কয়েক মাস আগে প্রবর্তিত অধিকাংশের নিয়মাবলী মানিয়া চলিবার জন্য কয়েকটি অফিস কাজ বিভাগীয় খোলার প্রয়োজন অনুভব করেন। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, শেষ-কেন্দ্র চুক্তিটা বিবাদ করে চালু থেকে হইলে মোকেলের মূল্য কমিয়া যাইবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানসমূহ মোকেলগুলির এই অবস্থার কোন ফোন অদি মো ঘটে নাই, অধিকন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। কলিকাতার শেয়ার-বাজারে বর্তমানে যেরূপ তেজী ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, এইবার ফোন বিলম্বায় না হইলে অন্যান্যের মধ্যে বাজারের অবস্থা মন্দের দিকে যাইবার বিশেষ আশঙ্কা নাই।

কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজারে তেজী ভাব দেখা গিয়াছিল এবং সব কয়েক কোম্পানীর কাগজ চাহিদা অনুযায়ী ছিল। বেঙ্গলী কাগজগুলির মধ্যে ৭% সুদের কাগজ (১৯৪৭-৪৮) ১০০৭/৮ আনায়, ৭% সুদের কাগজ (১৯৪১ ও ৪৩) ১০০৬/৮ আনায়, ৬% সুদের কাগজ (১৯৫৬-৫৭) ৯৯.৮ আনায়, ৭% সুদের কাগজ (১৯৫৬-৫৮) ৯৯/৮ আনায়, ৪% সুদের কাগজ (১৯৬৮-৭০) ১০৪/৮ আনায় এবং ৩% সুদের কাগজ (১৯৬০-৭০) ১১৫/৮ আনায় বেচা-কেনা হয়। ৩% সুদের কাগজ (১৯৬৬-৬৯) মাত্র ১১৬৲ টাকায় প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। পরিমাণ

ভিক্টরি লোন ১৯৫৭

শতকরা ৩ সুদের

এখন পাওয়া যায়

এই লোনে দশ মূল্যে ইস্যু করা হবে এবং ১৯৭৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ক্রয় মূল্যে পরিশোধ করা হবে। এই লোন অধিকাংশ টাকায় ক্রয় করা যেতে পারে—এবং অল্প বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত ইস্যু করা হবে। ১লা মার্চ এবং ১লা সেপ্টেম্বর এই দু বছরে শতকরা ৩৲ টাকা হারে ষাণ্মাসিক সুদ দেয় হবে আর উপর ইনকম ট্যাক্স এবং সার চার্জ দিতে হবে। ১৯৫৯ সে থেকে ৩মা জুন পর্যন্ত ইস্যুর মূল্য হবে ১০০৷৷৷৷। তারপর অল্প বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত তা প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাই হারে বেড়ে যাবে।

বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, দিল্লি এবং মাদ্রাজে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে, তাদের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ইন্সিটিউশনে ব্যাঙ্কের শাখা সমূহে এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে।

ARABBO

সপ্তাহে এতদ্ভিন্ন অন্যান্যসমূহের কোন ভাব হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

ব্যাঙ্ক

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ারসমূহের কোন অবনতি ঘটে নাই এবং ফিঃ ৩৯।০ আনায় ও ডিমার্স ১৩৯।০ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল গত সপ্তাহের শেষ দিনের ৩৯৷০ আটানার স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে শেষ পর্যন্ত ৩৯৷০ আনায় উঠিয়াছে।

কয়লার খনি

তরিতি তাদের সবল কয়াইয়া বিশেষ সতর্ক ভাবে তত্ত্ব করিয়া আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কয়লার খনির শেয়ার ক্রয়ের কিছু পরিমাণ ঝিমান ভাবের ভাব দেখা গিয়াছিল, তবু যে সব শেয়ার বিক্রিয়ালয়ে ডিভিডেন্ড দিয়া থাকে তাহাদের সম্বন্ধে বাজারে যথেষ্ট অনুসন্ধান হইয়াছে। বরাকর এ সপ্তাহে ৪৯৲ টাকা হইতে ৪৯৷৵০ আনায় পর্যন্ত বাড়িয়া আসে, শেষ পর্যন্ত ইহা আনায় প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়া ৪৯৲ টাকায় উঠিয়াছে। ইকুই-টেবলস ৬৯৷৵০ আনায় আরম্ভ করিয়া আলিয়াছিল, শুক্রবার ইহা ৬৯৷৵ আনায় পর্যন্ত কেনাবেচা হইয়াছে। আলোয়া সপ্তাহে মিঠি বীরভূম ৩১।০ আনায়, কুনাডাঙ্গী ৫৯৷৵ আনায়, আসানসোল ১৯৷৵ আনায়, খোকারো ৫৫৲ বারমচ ৪৯৷৵ আনায়, বর্ধ লালুকা ১২৯৷০ আনায়, রাণীগঞ্জ ৫২৷৵ আনায়, টিকারী ৪০৷০ আনায় ও আসানসোল ১২৷০ আনায় বিক্রিবিক্রি হইয়াছিল। সাউথ করণপুরার বন্ধ এ সপ্তাহে অবেক্ষণার উঠানামা করে এবং এক সময় ইহা ২৫৷০ আনায় পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। শুক্র অবশ্য যথেষ্ট উন্নতি করিয়া সাউথ করণপুরার শেয়ার শুক্রবার ২৯৷৵ আনায় পর্যন্ত কেনাবেচা হইয়াছে।

সাইকেল

আলোচ্য সপ্তাহে সাইকেলের শেয়ারের মূল্যে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। সাইকেলসমূহ কয়লার যোগান সম্পর্কে বাজারে যথেষ্ট উদ্বিগ্নভাব লক্ষ্য হইয়াছে, সাইটার লাভ করিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকায় সাইকেলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিশেষ আশা ছিল। গত সপ্তাহের শেষের ৪৯৷৵ টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে এ্যাসো ইন্ডিয়া ৫৯৷৵ টাকায় উঠিয়াছিল এবং আবহাওয়া ও আবহাওয়ার বন্ধ ডিল বন্ধারে ৫৯৷৵ আনা ও ৫৯৷৵০। বর্তমান সপ্তাহে আবহাওয়া ২৯৷৵০ আনায়, টাপারাণী ২৭৷৵ টাকায়, বাজরা ৮৯৲ টাকায়, মনীয়া ১৯৷৵ টাকায়, প্রেসিডেন্সী ১৯৷৵ আনায় ও রাজেশ্বর ২৯৷০ আনায় কেনাবেচা হয়। অবশেষে বর্তমান সপ্তাহে ৫০ টাকা মূল্যবৃদ্ধি পাইয়া ৫৭৯৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে এবং ইন্ডিয়া গত আবহাওয়ের ৬৯৯৲ টাকার স্থলে এই শুক্রবারে ৭৯৯৲ টাকায় পর্যন্ত কেনাবেচা হইয়াছে।

ইন্ডিনিয়ারিং

এই বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে ইন্ডিয়াম আয়রন এন্ড ষ্টীল ৩১।০ আনা হইতে ৪১৷৵ আনায় মূল্য উঠিয়াছিল, শুক্রবার শেষ পর্যন্ত ইহা ৪১৷০ আনায় উঠিয়াছিল। এ সপ্তাহে ষ্টীল কর্পো-রেশনের শেয়ারের প্রভূত চাহিদা ছিল এবং যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ইহা শেষ পর্যন্ত ৪৯৷০ আনায় পৌঁছিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতীয় ইলেক-ট্রিক ষ্টীল ২১৷০ আনা, জেসপ ২৯৷০ (রিডিমেবল বাদে) ও বার্ণপুর ৪৯৷০ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে।

চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার-বাজারে কর্মপ্রবণতা থাকিলেও শেয়ারের কিছুমাত্র মূল্য পরিবর্তন ঘটে নাই। বেলসুন্দর ১৭৷০ আনা, ফালপুর ৪১৷৵০ আনা, মিঠি নাজার ২৯৷০ আনা, রামনগর ফেন এন্ড সুগার ১৫৷০ আনা ও রামকোলা ৬৯৷০ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে।

চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারের কর্মপ্রবণতা কিছু পরিমাণ সঙ্কুচিত হইয়াছিল। বেলসুন্দর ২৩৷০ আনায়, চুনাডুবি ৭৯৲ টাকায়, ইষ্টার্ন আসাম ১৯৷০ আনায় ও মিঠি ডেবাই ২৩৷০ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে।

বিবিধ

আলোচ্য সপ্তাহে বাঙ্গা কর্পোরেশন ৩৯৷০ আনায় কেনাবেচা হয় এবং ইন্ডিয়ান কপারের মূল্য বাড়িয়া ৩৯ আনায় পৌঁছে। কলপুরা ডেভিলপমেন্ট ৬৯৷০, আলবিয়া সিমেন্ট ১৯৷০ আনা, এসোসিয়েটেড এজেন্সিজ ৩৭৷৵০ আনায়, বি-আই কর্পোরেশন ৬৯৷০ আনায়, রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ ৪৯৷০ আনায়, সোভি সিমিং ৩৯৷০ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে। এ্যাল্যুমিনিয়াম কর্পোরেশন ও ক্যালকাটা ট্রামস মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া শেষ পর্যন্ত শুক্রবার ২৯৷০ আনায় ও ৪২৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে। মেটিরীপুর অবিনারীও এ সপ্তাহে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার দর উঠিয়াছে ১৯৲ টাকায়। কাপড়ের কলের শেয়ারসমূহের অবস্থার আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় অপরিবর্তিত ছিল এবং ইষ্টাণ্ড (এ ও বি) ৩৯৷০ আনায়, বঙ্গীয় মেলার ৬৯৷০ আনায় এবং ইন্ডিয়া মেলার শেয়ার ২৩৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছে।

"পারিবারিক জীবনের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজন" যেমন অপরিহার্য্য আমাদের সামাজিক জীবনের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনও তদ্রূপ অপরিহার্য্য"।
আপনার সহায়তা আমরা কামনা করি—

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীমহেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ

অফিসসমূহ :
নবাসাবাদ, শ্রীবরণ, আগরতলিয়া, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সবরুম রোড, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, আমুখাল, কোকড়াই, আদু, চক্‌বাজার, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বড়বাজার (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।
চীফ্ অফিস : আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট্,
কলিকাতা অফিসসমূহ : ১১, ক্লাইভ রো, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
টেলিফোন : ১০৩৯ কলিকাতা (টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা"

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
স্থাপিত—১৯২২ ইং

কার্য্যকরী তহবিল :—
৮'৯০,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে

কলিকাতা অফিস :—
৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৭৩, বি বন্দা রোড, ২২৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১১৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
অন্যান্য শাখা :—
বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।
বিদেশী এজেন্সী :—
লণ্ডন এজেন্টস্—বারক্লেস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
আমেরিকা এজেন্টস্—গ্র্যাণ্ড ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক
অষ্ট্রেলিয়া এজেন্টস্—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
ডাঃ এস বি দত্ত, এম-এ, বি-এল
সি-এইচ-ডি (টেক্স) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা সেয়ার-বাজারে নিম্নরূপ বিভিন্নিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৪% ঋণের কাগজ (১৯৪৬-৫২) ৯৯৸৶। ৪৲ ঋণের কাগজ (১৯৪৩-৫২) ১১ই জুলাই—১০৫৶। ৫৲ ঋণের কাগজ (১৯৫৩-৫৪) ৯ই জুলাই—৯৯৶। ৫৲ ঋণের কাগজ (১৯৪৮ ৫৸) ১১ই জুলাই—১০০৶। ৩৲ ঋণের কোম্পানীর কাগজ ৯ই জুলাই—৯৯৶ ৯৯৸৶। ৭ই—৯৯৸৶ ৯৯৸৶। ১১ই—৯৯৶ ৯৯৸৶ ৯৯৸৶ ৯৯৸৶ ৯৯৸৶। ১২ই—৯৯৶ ৯৯৸৶ ৯৯৸৶। ৩৲ ঋণের কাগজ (১৯৫৩-৫৪) ১১ই জুলাই—১০৩৸৶। ৫৲ ঋণের কাগজ (১৯৫৫-৭৫) ১৭ই জুলাই—১১২৸৶ ১১২৸৶। ৫৲ ঋণের কাগজ (১৯৫৫-৫৬) ৯ই জুলাই—১০৫৲।

ব্যাঙ্ক

এলাহাবাদ (নেয়) ৭ই জুলাই—১৭৯৲। আবধ ১১ই জুলাই—১১৯৲। ব্যাঙ্কবাটী ব্যাঙ্ক-লাল ১০ই জুলাই—১০৮৲। বিহার ৮ই জুলাই—৬৯৲। ১০ই—৬৭৲। ১১ই—৬৭৲। বিজয়ী ১০ই জুলাই—১৩৯৲। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৯ই জুলাই—৯৲। ১৩ই—৯৲।

কয়লা খনি

এ্যাবেলমানরেটস ৯ই জুলাই—৪১৶। ৭ই—৪১৸৶ ৪২৲। ৮ই—৪১৲ ৪১৸। ১০ই—৪১৲। ১২ই—৪০৸। সক্তরিয়া ৯ই জুলাই—৪৯৸ ৪৯৶। ৭ই—৪৯৶ ৪৯৸৶ ৪৯৶। ৮ই—৪৯৶। ১০ই—৪৯৶ ৪৯৶। ১১ই—৪৯৶ ৪৯৸৶। বেঙ্গল ৯ই জুলাই—৬৭৲ ৬৭৯ ৬৭৲। ৭ই—৬৭৯ ৬৭৯ ৬৭৲ ৬৭৯ ৬৭৲ ৬৭৯। ৮ই—৬৭৲ ৬৭৲ ৬৭৯। ১০ই—৬৭৸৶ ৬৭৲ ৬৭৯ ৬৭৲ ৬৭৯ ৬৭৯। ১২ই—৬৭৲ ৬৭৯। আসানসোল ৯ই জুলাই—১৯৶ ১৯৸৶ ১৯৸৶ ১৯৸৶ ১৯৸৶ ১৯৸৶। ৭ই—১৯৸৶ ১৯৯ ১৯৯৶ ১৯৸৶ ১৯৸৶ ১৯৸৶ ১৯৸৶ ১৯৯ ১৯৸৶। ৮ই—১৯৸৶ ১৯৸৶ ১৯৸৶ ১৯৸৶

১৯৫/০ ১৫৯ ১৯৬/০ ১৯৯০ ; ১০ই—১৯৫/০ ১৯৫ ; ১৯ই—১৯৬/০ ১৯৯০ ; ২০শে ৩১ই জুলাই—১৯৫/০ ১৯৫/০ ৫২৲ ৫২।০ ; ১৭—১৯৫/০ ৫২৲ ৫২৯০ ৩১ই—১৯৬/০ ৫১৯/০ ; ১০ই—৫২।০ ৫৯৫/০ ; ১১ই—৫৯৲ ; পাবনা ৩১ই জুলাই—৯৯৫ ৯৫/০ ৯৫/০ ; ৭ই—৯০৫ ৯১/০ ৯১৷০ ; ৩১ই—১১৫ ১১৯৫/০ ; ১২ই—৯৫/০ ; শান্তিপুরিয়া আসানসোল ৩১ই জুলাই—৭৬/০ ৮৫/০ ৮৮/০ ৮৯/০ ; ১০ই—৭৬/০ ৮৫/০ ; ১১ই—৭৫৷০ ; সাউথ ক্যালকুট ৩১ই জুলাই—৫২।০ ৫২৬/০ ৫২৬/০ ৫২৬/০ ৫২৬/০ ৫৩৫/০ ৫৩৫/০ ৫৩৫

৪১৬/০ ৪১৮/০ ; ফ্রাই ৩ই জুলাই—৪১৮/০ ৪১৯/০ ; ৭ই—৪১৮/০ ; ১০ই—৪১৬/০ ৪১৭/০ ; ১২ই—৪১৭/০ ; ১৩ই—৪১৬/০ ৪১৮/০ ; ১৪ই—৪১৭/০ ; ১৫ই—৪১৬/০ ৪১৭/০ ; ১৭ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ১৮ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ১৯ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ২০ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ২১ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ২২ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ২৪ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ২৫ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ২৬ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ২৭ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ২৮ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ২৯ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ৩০ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ৩১ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ১লা আগষ্ট—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ২রা—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ৩রা—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ৪ঠা—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ৫ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ৭ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ৮ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ৯ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ১০ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ১১ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ১২ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ১৩ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ১৪ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ১৫ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ১৬ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ১৭ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ১৮ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ১৯ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ২০ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ২১ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ২২ই—৪১৭/০ ৪১৮/০ ; ২৩

বাজারের যে অংশ দেখা যাইতেছে তাহাতে অন্যান্যের তুলনায় এখানে পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইয়া থাকিলে তাহা আশ্চর্যের কথা। কিন্তু বাজলা সরকার যে স্থানে জীবনের পূর্বাভাস হইয়া করিয়াছেন তাহাতে এখানে পাটের উৎপাদন কমিয়াছে বলিয়া আমরা এখনও ধরিয়া লইতে পারি না। বাজলা সরকার জীবনের বিভিন্নরূপ পরিমাণ অনুসারে এবার বাজলার জেলা-ভিত্তিক পাটের জমির সাইজেস্ হিসাবেছেন। সেই সাইজেস্ অনুযায়ীই তাঁহারা শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলার হিসাবে পাটের জমির পূর্বাভাস প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং সাইজেস্ অনুযায়ী পাট চাষ করিয়াছে কি না তাহা সরকারীভাবে সঠিক করিয়া দেখা হয় নাই। এই অবস্থায় সরকারী পূর্বাভাসের উপর নির্ভর করিয়া পাটের জমির পরিমাণ বলিয়া করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত নহে। এই বাজারের দিকে এবার বাজলার চাষীরা প্রায় সাইজেসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম জমিতে পাটের চাষ করিয়াছে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

আলোচ্য পাটের বাজারে এপ্তাহে দেশী মিল ক্রয়কারকের হয় নাই। আজ মিল্স্ ও কল দেশীয় পুরাতন পাট যথাক্রমে মণপ্রতি ১৮৯৫ আনা ও ১৮৯৫ আনা দরে অতিরিক্ত হইয়াছে।

পাকা মেন মিলারে এপ্তাহে ব্যবসা কাপড়ের ফ্রেঞ্চি ও তোষা ফ্রেঞ্চির পাই যথাক্রমে প্রতি মেন ৭৭৫ আনা দরে ও ৮৯৫ টাকা দরে ক্রয় করিয়াছে।

চাউল ও ধান

চাউল ও ধানের বাজারে এপ্তাহে অপেক্ষাকৃত তেজী ভাব লক্ষিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবে তেজী পরিমাণ চাউল বাজারে আসা সত্ত্বেও চাউলের দামে অল্প কিছু বাড়িয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৩ই জুলাই

সরকারী এক্সচেঞ্জ তুলা বন্ধ থাকিবার ফলে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে বিশেষ মন্দাভাব দেখা গিয়াছিল। সরকারী এক্সচেঞ্জের বন্ধ থাকার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বাজার সম্বন্ধে কোন খবর পাওয়া যাইবে না বলিয়া ফাটকা খেলোয়াড়েরা তাহাদের খেলা বন্ধ করেন। সুতরাং বন্ধ থাকার ফলে এবং সোনার বাজারে তেজী ভাবের জন্য সপ্তাহের প্রথম তুলার বাজারে সামান্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত উচ্চ দরের বাজারে কিছু কিছু বিক্রয় হইতে দেখা যায়। সপ্তাহ শেষে বাজারে বিক্রিবিক্রয়ের বিশেষ কিছু ছিল না। সপ্তাহের প্রথম দিনের তুলনায় ঐ সময় তারিখে জুলাই ও তারিখ ডেলিভারির দর যথাক্রমে ৩০১৯ টাকা ও ৩১৯০ আনা। সপ্তাহের বাজারাদি সময়ের উল্লিখিত দুই শ্রেণীর তুলার মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং ইহাদের দর যথাক্রমে ৩০৩৯ টাকা ও ৩১২৯ টাকায় উঠিয়াছিল।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৩ই জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে তুলনায় সপ্তাহ সোনারির সোনার বাজারে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সোনা ক্রয় করিবার জন্য সপ্তাহ শেষে সোনার বাজারের সামান্য অবনতি ঘটে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সোনার বাজার যখন ৭০৯ টাকার উপরে উঠিতেছে তখনই খাস ঘর্ষ কিনিতে বোম্বাই আগ্রহ দেখায় নাই। বর্তমান সপ্তাহে বেঙ্গি সোনা ও অলঙ্কার সোনার সর্বোচ্চ দর যথাক্রমে ৭২৫৮০ আনা ও ৭২৫৮০ আনায় উঠিয়াছিল। সপ্তাহ শেষে এই দর যথাক্রমে ৭২৮০ আনা ও ৭২৯০ আনায় অবিচল আসিয়াছে।

রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে মধ্যে মধ্যে তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাহটি যে মূল্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ বাজারে রূপার চাহিদা অধিক দেখা গিয়াছিল। প্রকাশ যে, অধিকাংশ ব্যবসায়ী বিদেশী বোম্বাই সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিয়া প্রতিযোগী ব্যাঙ্কসমূহ হইতে রূপা আমদানী করিবার অনুমতি চাহিয়াছেন। কেন্দ্রীয়ার করিয়াছেন ও রাজকোষের বাজার হইতে রূপা আহিতে পারিলেই বাজারের তখার মূল্য বাড়ী করিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে কল ও ইন্ডিয়া অনুসারে আগীত রূপা-মুদ্রা ছাড়া অন্যান্যদের নিকট বিক্রীত হইবার সংবাদ সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত হওয়ায় বাজারে আসার সঙ্গার হয় এবং সপ্তাহে সর্বোচ্চ মূল্য ২৩৯৯ টাকা হইতে এক পর্যায় মূল্য ১৩৯৯০ আনায় নামিয়া আসে।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—৩৩২ পৃষ্ঠার পর)

সুবিধাবাদী এক মুসলিম লীগের লক্ষ্যবস্তু বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এসম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য স্যার আবদুল হালিম গজনবী যাহা বলিয়াছেন তাহা অর্থে অর্থে সত্য। বাস্তবিক মিঃ জিন্না পাকা মুসলীগের মত বিভিন্নকাল যাবৎ হাতের তালের পক্ষে অতিরিক্ত লম্বা তাল ইন্ডিভেজিলেন এবং রাজাজীর প্রস্তাবে এবার তাঁহার যাচন উদ্ঘাটিত হইয়াছে। 'এখন প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলে তাহা তাঁহার নিজের আত্মহত্যা ও মুসলমানদের রাজনৈতিক মৃত্যুর সমান হইবে, আবার প্রত্যাখ্যান করিলে বিশ্বের জনমতের সম্মুখে তাঁহার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়িবে।' এই জন্যই অনন্যায় লীগ সভাপতি রাজাগোপালাচারিয়ারের প্রস্তাবটী সম্বন্ধে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকটি বিভ্রান্তিকর গ্রহণ না বর্জন নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

ভারতীয় মুসলমান সমাজের উপর মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগের প্রভাব যে দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। যে কয়টি প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভা প্রভুত্ব করিতেছে, তাহার মধ্যে আসাম ও সেই সকল প্রদেশের গভর্নরের অনুকম্পাই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের গদি রক্ষার দায়িত্বে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। পাঞ্জাবে মিঃ জিন্নার লাহোর ও কাশ্মীরে মিঃ জিন্নার নৈতিক পরাজয় মুসলিম লীগের ক্রমিষ্ণু প্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়। পাঞ্জাবে মুসলমানের ভোটে মিঃ জিন্না মুসলমান প্রধান কাশ্মীরে লাহোর পাইবার আশায় গিয়াছিলেন এবং তাঁহার একান্ত বিশ্বাস ছিল যে, কাশ্মীরের মুসলমানগণ তাঁহাকে মেহার সঙ্গে বরণ করিয়া তাঁহার নির্দেশে দেশের রাজনৈতিক কার্যাদি পরিচালনা করিতে দীক্ষিত হইবে। মুসলিম লীগের মুখে এখন শান্তিসমাধী বলিয়াই হয়তো কাশ্মীরের যে মুসলমান মেহার নিকট হইতে মিঃ জিন্না সব চেয়ে অধিক পরিমাণ সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহাকে সব চেয়ে অধিক নিরাশ করিয়াছেন। জম্মু-কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের কাশ্মীরের সর্বাধিনায়ক প্রতিষ্ঠাশালী মেতা শেখ আবদুল্লা পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, লক্ষ জিন্না কাশ্মীরে আদিলেও সেখানকার রাজনীতিতে পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবেন না। যুক্তপ্রদেশে মুসলিম লীগের বিশিষ্ট সভ্যদ্বয় নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান ও খালিকুজ্জামান চৌধুরী লীগের নির্দিষ্ট কর্মপন্থার ও লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান না পাইয়া যুক্তপ্রদেশে মুসলিম লীগের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন এবং খালিকুজ্জামান চৌধুরী জনসাধারণের অবগতির জন্য একখানি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া তাহাতে লীগের আদর্শহীনতা সম্বন্ধে অভিযোগও করিয়াছেন। রাজাজীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় মিঃ জিন্নার পরিকল্পনা ক্রমশঃ শক্তিহীন হইতেছে বলিয়াই প্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে আসাম সরকার, বাঙ্গলার হক, মুসলিম মজলিস, আহরারিয়া সম্প্রদায় প্রভৃতি মুসলমান প্রতিষ্ঠানসমূহ লীগের প্রভাব প্রত্যাহারে মুসলিম সমাজের নানাদিকে দিন দিন বেরূপেই জনপ্রিয় ও বিশালভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবপন্ন আদর্শহীন মুসলিম লীগ বর্তমান নীতিকে চলিলে অধিক দিন প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারিবে কি না সন্দেহ।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৭৩
হেড অফিস—৭, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১১,১২,৮৫৫৲ ,,
আমানত—এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৪ সালের ১০ই মে পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

বিভিন্ন শাখা ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায়
শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, টাঁদপুর এবং লাহা
সে-অফিস : বিভিন্ন স্থানে
টেলিগ্রাফিক ঠিকানা—ডিপোজিট ইউ-৪৮৫

স্থাপিত : ১৯৪৩

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস :—নারায়ণগঞ্জ . কলিকাতা অফিস :—১৭৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
ফোন :—বড়বাজার ১৮৭

ক্লিয়ারিংএর যাবতীয় সুযোগ সহ
ক্রমোন্নতিশীল ভারতীয় ব্যাঙ্ক

শাখা সমূহ :—নিউমার্কেট, নিমতলা, সিলেট, করিমগঞ্জ, ধরিমাল ও ঢুলিয়া।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—৮৩ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—মিঃ ডব্লু সি বসু

বিশেষ ডিপোজিটের সুদের হার আবেদন করিলে জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে অফিসের জমিন বাড়ি ঘর,
ফলাফলাদি ও ব্যাঙ্ক ডেপিট দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করা হয়।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি

১৬৭, বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। ফোন: সিঃ ৩৮২৩ এবং ১৯৬

মূলধন

অনুমোদিত—১,০০,০০,০০০ টাকা বিক্রীত—৩,৫০,০০০ টাকা

বিলিকৃত—১০,০০,০০০ টাকা আদায়ী—৩,৫০,০৬৫ টাকা

সঞ্চয়ে ১৯৫৯ হইতে ১৯৬৫ সনে সুদহার ৬½ টাকা।

স্থায়ী আমানতে ৫ বৎসর মেয়াদে—সুদ ত্রৈমাসিকে দেয়।

বিভিন্ন মূলধনে স্থায়ী এবং অন্যান্য সঞ্চয়ী হিসাবের
জন্য আবেদনের নিকট সত্বর যাবেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

স্বল্প প্রিমিয়ামে উৎপাদক — উদার বীমা সর্ত্ত
স্বল্প খরচের হার — অভিনব বীমা প্রণালী (Schemes)

কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে
ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের হাউজিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে মূলধনিকেরমুক্ত অনুমোদনযোগ্যের কম দেওয়া হয়।...কম জমা হয়, কিন্তু এই বীমাপত্র—অভিনব-বীমাপদ্ধতিতে—লাভি সঞ্চয়ের অভাব হইতে নিরাপদ থাকে। কম জমা জমে দেয় হইয়া যায় এবং অবশেষে যা তাহার পরিমাণদণ্ডের লাভির কোনই কমি হয় না।

পদ্ধতির সাধারণ একটি আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য অফিসমতভাবে আবেদন করুন

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স

লিমিটেড

হেড অফিস: ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক

অফ্ এশিয়া লিঃ

হেড অফিস—১৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন ২ ব্যাঙ্ক ৫৬৯০

পৃষ্ঠপোষক—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শাখাসমূহ

বালীগঞ্জ, (কলিকাতা), ঢাকা, ময়মনসিংহ, সৈদাবাদ, নারায়ণগঞ্জ, খোলাসাগর (ঢাকা), নলডুবিয়া, মাধারিপুর (ফরিদপুর), সুলতানগঞ্জ (মিঠা), মিঠা, (আসাম), কুমারখোল (নদীয়া) ও ভোলা (বরিশাল)।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কাজকারবার করা হয়।

আদর করেই কি কর্ত্তব্য শেষ হল?

ছেলের শিক্ষা, মেয়ের বিয়ে, সংসারের সচ্ছলতা ও আপনার রিটায়ারমেন্টের ভবিষ্যতের সুখ ও শান্তি—এ সবের কি উপায় করেছেন? সুখের সংসার গড়ে তুলতে হ'লে আজই তার ব্যবস্থা করুন। আমরা এ সকল বিষয়েই আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

ন্যাশন্যাল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

কারবার, দোকান, এ্যাপার্টমেণ্ট ও অন্যান্য সাধারণ বীমার জন্য

ন্যাশন্যাল কারবার এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ'র
সহিত পরামর্শ করুন।

৭নং ডালহৌসি স্কোয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন: কলিঃ ৫৩২৬

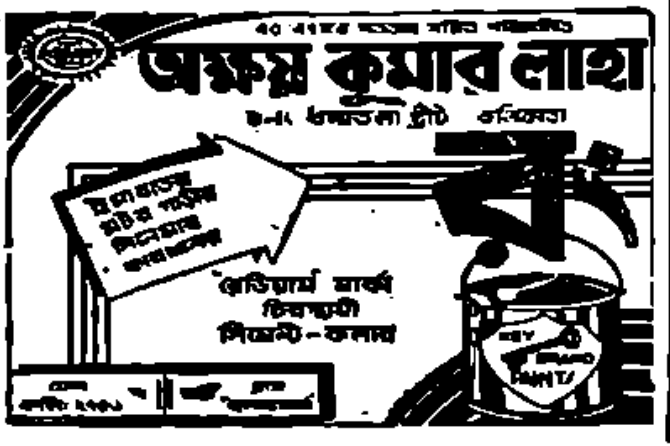

যুদ্ধ যখন চলে.....

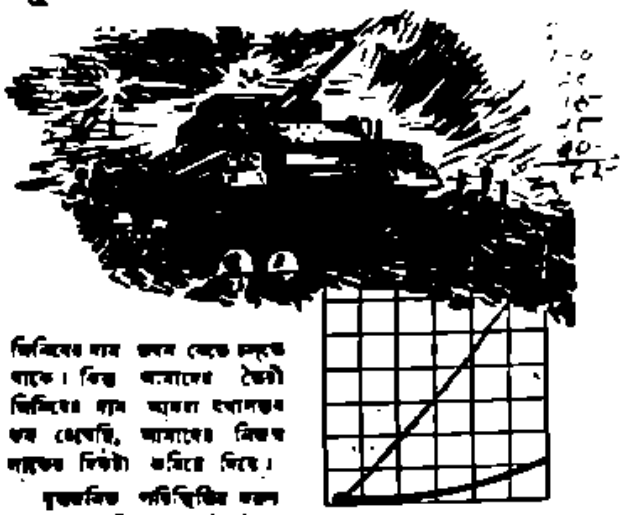

জিনিষের দাম তখন বেড়ে চলতে থাকে। কিন্তু আমাদের তৈরী জিনিষের দাম আমরা যথাসম্ভব কম রেখেছি, আমাদের নিজস্ব লাইফ বিমাটা করিয়ে নিয়ে।

বর্তমানের পরিস্থিতির কথা সাধারণের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটাতে এখন অবশ্য আমরা পারছি না; কিন্তু যাতায়াত অবস্থা ফিরে এলেই আমাদের সঙ্গে সম্ভব হবে।

বাজার ফিরে পরিবর্তনে যুদ্ধের শেষ হলে আমাদের তাড়াতাড়ি করে যা করতে তাড়াতাড়ি করতে হবে।

প্রচার ও প্রসার—**ডাক্ ব্যাক্**

রেজিঃ ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড
কলিকাতা ঃ মাদ্রাজ ঃ বোম্বাই

নিউ এশিয়াটিকের ক্রমোন্নতি—

সনের	মূলধন বীমা	বিগত বছরে দাবী শোধ
১৯৩৪	১৫,৩৮,৫০০	৫৫,৫৩৭
১৯৩৯	৫০,১১,০০০	৬,৫০,০০০
১৯৪২	৬০,৪০,৫৫৫	৯,৫১,১৩১
১৯৪৩	১,০০,০০,০০০	(এক কোটি টাকার উপর)

সর্ব্বপ্রকার বীমার জন্য—

দি নিউ এশিয়াটিক ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস
নিউ দিল্লী।

কলিকাতা অফিস
৮ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস্।

বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে প্রতিভাশালী কর্ম্মী আবশ্যক।

অনুমোদিত মূলধন—৭৫,০০,০০০৲ টাকা।
বিক্রীত মূলধন —২৮,০০,০০০৲ টাকা।

চেয়ারম্যান—বি এম বিড়লা (অনারেবল)

শিশু ও রোগীর একাধারে পথ্য ও পানীয়।

PHONE—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

নবম বর্ষ] Monday, 24th July, 1944, সোমবার, ৮ই শ্রাবণ, ১৩৫১ [১৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহাত্মাজীর প্রস্তাব

'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার মারফতে মহাত্মা গান্ধী যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা এই যে, ভারতীয় সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য মহাত্মাজীর সভাপতিত্বে বৈঠক আহ্বান করা হইবে। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কায়েদে আজম জিন্নাহ্ সাহেবের সহিত আলোচনা করিবার জন্য গান্ধীজী বোম্বাই যাইবেন। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে মুসলিম লীগ কি করিবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। লীগের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে এই প্রস্তাবটী বিবেচিত হইবে। তাহার পরই লীগের সভাপতি কায়েদে আজম জিন্নাহ্ সাহেব গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এই সাক্ষাৎকারের ফলাফল কি হইবে তাহা এখনই বলা যায় না। তবে এই প্রস্তাবের মধ্যে যে কোন আপত্তিকর বিষয় নাই তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। গান্ধীজী ও জিন্নাহ্ সাহেবের মধ্যে যে সাক্ষাৎকার হইবে তাহা যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। এই সাক্ষাৎকারের ফলে যে কোন একটা সমাধানে উপনীত হওয়া যাইবে তাহা আমরা মনে করি না। তবে এই সাক্ষাৎকারের ফলে যে সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি সম্মেলন

আমেরিকার ব্রটন উডস্ নগরে যে আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি সম্মেলন বসিয়াছে তাহার উদ্বোধন উপলক্ষে ভারত সরকারের অর্থসচিব সার জেরেমি রেইসম্যান যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের পর পৃথিবীর বাণিজ্য ও শিল্পের যে পুনর্গঠন হইবে তাহার জন্য মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা একান্ত প্রয়োজন। এই সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইবে তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য ভারত সরকার সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবেন। ভারতের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন তাহার মধ্যে একটী প্রস্তাব এই যে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে সকল দেশ যুদ্ধের ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদিগকে তহবিলের সাহায্য লাভের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হইবে। ভারতের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করিবেন বলিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি। ভারতের প্রতিনিধিরা আরও প্রস্তাব করিবেন যে, যুদ্ধের পর যে সকল দেশ নিজেদের মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদিগকে তাহা করিতে দেওয়া হউক। ভারতের প্রতিনিধিরা আরও প্রস্তাব করিবেন যে, যুদ্ধের পর যে সকল দেশ নিজেদের মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদিগকে তাহা করিতে দেওয়া হউক। ভারতের প্রতিনিধিরা আরও প্রস্তাব করিবেন যে, যুদ্ধের পর যে সকল দেশ নিজেদের মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদিগকে তাহা করিতে দেওয়া হউক।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৩৭১-৭২
কায়েদের মহাত্মা বিরহ	৩৭২-৭৩
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর—	৩৭৩-৭৪
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৩৭৪-৭৬
বাজারের হালচাল—	৩৭৬-৭৮

করা হয় নাই। আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ তহবিলে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে ভারত সরকার এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। ভারতের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডক্টর কালডর ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে যে সমীক্ষা করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের অর্থনীতি এখনও বিদেশী মুদ্রার অভাবে ভুগিতেছে। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতেছে না। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইলে তবে ভারত আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ তহবিলে যোগ দিতে পারে। ডক্টর কালডর বলিয়াছেন যে, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইলে ভারত আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ তহবিলে যোগ দিতে পারে। ডক্টর কালডর বলিয়াছেন যে, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইলে ভারত আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ তহবিলে যোগ দিতে পারে।

পাটের অবিক্রয়

কলিকাতার উপকণ্ঠে যেসকল কলকারখানায় পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয় সেইসকল কারখানায় পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য যে পরিমাণ পাট ক্রয় করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে এখনও প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন পাট অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহার ফলে কারখানাগুলিতে পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কাজ ব্যাহত হইতেছে। কারখানাগুলিতে পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কাজ ব্যাহত হইতেছে। কারখানাগুলিতে পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কাজ ব্যাহত হইতেছে।

ভারতে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা

সম্প্রতি কলিকাতা চেম্বার অব কমার্স এক বক্তৃতায় ডাঃ বেভারলি নাহা ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য এখনই ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা পরবর্তী ১০ বছর মধ্যে আজ পর্যন্ত যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করিয়াছে তাহার দ্বিগুণ শক্তি ব্যবহার করিতে হইবে। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯১০ ইঃ

হেড অফিস: ১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন কলি ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার সমস্ত ব্যবস্থা ও কার্য্যের তত্ত্বাবধান; অভিজ্ঞ ও কর্মপ্রচেষ্টা ব্যবসায়িবর্গের মুক্তহস্তদানের অভিজ্ঞতা উহাকে ইহার প্রকৃত সম্পদ, যাহা ইহা আজ সমৃদ্ধ আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস:—

পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, আসানসোল (অফিস), আসানসোল (অফিস), বেলিয়াঘাটা (অফিস), ঢাকা, চাঁদপাইল, চট্টগ্রাম, নারিকেলডাঙ্গা, বহিবাজার, পাবনা, বাটোয়ার, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলচর, শান্তিপুর ও নবদ্বীপগঞ্জ

আমানতের হার ও সর্তাদি সুবিধাজনক

ব্যবসায়ীদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: জি সি পাল, বি এল

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড,

১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বস্ত্র-শিল্প বিশ্লেষণের এক বৎসর

গত বৎসর খুব মাসে ভারত গভর্ণমেণ্ট এদেশে বস্ত্র-শিল্প বিশ্লেষণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে বর্ত্তমানে ঐ পরিকল্পনার এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। বস্ত্র-শিল্প বিশ্লেষণ এক বৎসরকাল পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ভারত গভর্ণমেণ্টের টেক্সটাইল কমিশনার ও টেক্সটাইল বোর্ডের চেয়ারম্যান দুইটী বক্তৃতায় ঐ পরিকল্পনার সাফল্য বর্ণনা করিয়াছেন। এদেশে অল্প উৎপাদন ও দুর্ব্বলতা বাহিরে রাখিতে গত ১৯৩৩ সালের অধ্যাদেশে এক মারাত্মক লম্বা আমদানি-কর বসিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট ও দেশের মিল-মালিকদের সমবেত আন্দোলনে ঐ সালেই খুব বাদ হইলে বস্ত্র-শিল্প বিশ্লেষণ পরিকল্পনাটী কার্য্যকরী হওয়াতে কোন কোন দিক দিয়া বস্ত্রশুল্কের তীব্রতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই পরিকল্পনা অনুসারে আমদানি দ্রব্যের উপর যোগদেয় শুল্কটীও সাময়িক হইবে বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম কার্য্যতঃ শুল্কটী সাময়িক হয় নাই। বস্ত্র-শিল্প বিশ্লেষণ এদেশ উৎপন্ন মিল এবং হস্ত-তাঁতীদের উৎপন্নটি কোন পরিমাণ তাহা প্রথম মূল্য-তালিকার ভাবে ফিরাইয়া দেওয়া। টেক্সটাইল কমিশনার ও টেক্সটাইল বোর্ডের রেজিষ্ট্রেশনের তালিকা হইতে জানা যায় মূল্যতালিকা অনুসারে যেসব আমদানি দ্রব্যের মূল্য (১৯৩৩ সালের যে মাসে) যাহা ফিরাইয়াছিল আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা সেসব দ্রব্যের মূল্য অনুসারে শতকরা ১০ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অর্থাৎ মূলের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় আজও তাহা সাধারণভাবে এখনও শতকরা ২০ ভাগ বেশী মূল্য দিতে হইতেছে। এই বৎসরে মূলের হ্রাস শতকরা ১০ ভাগ হওয়ায় কম তাহা নহে, কিন্তু সাধারণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য কিছু কমিলে এ বছরের তুলনায় খুব সামান্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। বোম্বাই কম মাসিক সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায় ১৯৩৩ সালের যে মাসে ১০ খণ্ড ১১ ইঞ্চি পরিমিত যে মুতীর শাড়ীকাপড় মূল্য ফিরাইয়াছিল ৩০০ আনা তাহা হ্রাস পাইয়া গত ১৯৩৯ সালের জুলাই পর্য্যন্ত তাহা ফিরাইয়াছে ২৬০ আনা। এই হিসাব অনুসারে বিচার করিলে মুতীর বস্ত্র এখনও শতকরা ১০ ভাগের বেশী হ্রাস পাই বলা চলে। অন্য কি কি শ্রেণীর কাপড় বিলাতের গভর্ণমেণ্টের টেক্সটাইল কমিশনার দেশে যাহার মূল্য বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছেন তাহা আমি না। কিন্তু ১৯৩৩ সালের সর্ব্বোচ্চ মূল্যের তুলনায় এখনও যদি অন্যান্যগুলিতে শতকরা ১০ ভাগ মূল্য মুতী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তবে বস্ত্র-শিল্প বিশ্লেষণে মূল্য বিষয়ে কিছু লাভ হয় নাই বলা চলে। বস্ত্র শিল্প বিশ্লেষণের অন্যতম লক্ষ্য মিল গ্রেডে অল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করা, কিন্তু টেক্সটাইল বোর্ড সেবিষয়ে কিছু উন্নতি দেখাইতে পারেন নাই, অবশ্য এই বোর্ডের কার্য্যকারিতার অভাবে দেশে সাধারণের ব্যবহার্য্য বস্ত্রের যোগান বাড়িবার কোন কোন সম্ভাবনা আমরা দেখিতে পাই না, মূলের পূর্বে যেসব মিলে ৩৪৩ কোটী গজ কাপড় ব্যবহৃত হইত। এখনে অনুসারাধারণের জন্য বস্ত্রের ৪০০ গজের বেশী মূল্যের যোগান দেওয়া সম্ভবপর হইবে না বলিয়া টেক্সটাইল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ম্যাকাসে মন্তব্য করিয়াছেন। ইহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির দিক দিয়া বস্ত্র-শিল্প বিশ্লেষণ পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে দেশের মনে যথেষ্টই সন্দেহের উদয় হইবে। বস্ত্র ব্যবসায়ের দেশের যে কোন-রাজ্যের দুর্নীতি আন্দোলন করিয়াছে মুনাফা-খোরির বিরুদ্ধেও অবলম্বন করিয়া তাহার নালিশ প্রতিবিধানের সরকারীভাবে বস্ত্র-শিল্প বিশ্লেষণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই দিক দিয়া পরিকল্পনাটির ব্যর্থতা সাধারণের নিকট বেশী করিয়াই ধরা পড়িয়াছে। অধিকন্তু অবস্থার বস্ত্র সম্বন্ধে অধিক সংখ্যক বেশী দরে যে সকল হাতছাড়া করার কারণাদি এদেশে দেখানো অসাধারণভাবেই বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিয়াছে। ফলে অসাধারণ মুনাফাখোরির সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বস্ত্র শিল্প বিশ্লেষণের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া তাহাদিগকে এইরূপ অবাধভাবে অতিরিক্ত মুনাফা করার সুযোগ দেওয়ার পক্ষে এসব কথা বলিয়া।

—ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডি বন্ধ করার প্রস্তাব

গুরুত্ব সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সেক্রেটারীর আদেশের যে ইণ্ডিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহা আমার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময় সম্মেলন কোন মত স্থির করিতে অক্ষম হইয়াছেন। ইণ্ড যে ইণ্ডি প্রস্তাব না তাহা কোন মুদ্রার প্রমাণ-দিক দিয়া সম্পর্কে বিশেষ কোন সুবিধা দেওয়া হইবে না বলিয়া তাঁহারা দিয় করিয়াছেন। এদিকে এক শ্রেণীর ভারতীয় বণিক ও অর্থনীতিবিদ মুদ্রার সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব মুদ্রামানের কথা বেশমুত করিবার জন্য তৎপরতা করিতেছেন। অবস্থার গতি দেখিয়া মনে হইতেছে আমাদের সাক্ষ্য আমার হইয়া আসা সম্পর্কে আমরা চীৎকার সন্দিহান হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু এত বড় ব্যাপার সম্বন্ধে অধিক সময় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মুদ্রা-নীতি ও বিনিময়-নীতি সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। ভারত গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ঢিল ইণ্ডিয়ার ইণ্ডি প্রতিনিধিরা বিশেষ এসব উপায়ে এদেশে আমাদের মোটা প্রমাণ করিয়াই চলিয়াছেন। এই সম্পর্কে গ্রেট ব্রিটেনের সেদেশের একমাত্র প্রতিনিধি অধ্যাপক কি এস কহিনের মতামত আমাদের চাহিদের বিশেষ বর্ত্তমান অবস্থার অবশ্যই বিশেষ মূল্যবান বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের ইণ্ডি পাওনা আমার সম্পর্কে যে অনুবিধা দেখা দিয়াছে আমাদের প্রধানতঃ তাহার সরকারের ভারতীয় ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত এদেশে মুদ্রা প্রচলন ব্যবস্থার বর্ত্তমান রীতি বন্ধ করা। বিশেষতঃ তাঁহাদের ইণ্ডি এদেশের অন্য মাসের বিনিময়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ইণ্ডি এদেশে আনীত করা। ইংলণ্ড যদি যুদ্ধের সময়ে আমাদের নিকট হইতে মাল ও সৈনিক পাইতে চায় তবে তাহাকে ইণ্ডি প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ বাবিয়া আমাদের পক্ষ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া মাল কাটা করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এরূপই সহজসাধ্য না হয় তবে ইহা এদেশের নিজেদিগের ব্রিটিশ মুদ্রামান বিপর্যয়, না হয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের

দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে ও
জাতির সেবায়—

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

২৯-নং, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ফোন—১৪১৫ তার : ব্যাঙ্কিং—৪৮৮০

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করা হয়

শিলং ব্যাঙ্কিং

—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—১৯০১ ইং হেড অফিস—শিলং ফোন : শিলং—১৮৬ সিলেট—৬০

গ্রাম :—SHILLBANK

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

কলিকাতা ও গৌহাটী ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

অনুমতিপ্রাপ্ত সকল শেয়ারই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

আরও শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতির জন্য ভারত
সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে।

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক

অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস :—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন আমঃ ৪৪৪০, ৪৪৪৪

লেটার :—হিজ হাইনেস দি মহারাজা অব ত্রিপুরা

কলিকাতা শাখা :—কলুটোলা, বৌবাজার ষ্ট্রীট, পার্ক সার্কাস, শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখা :—কুমিল্লা, চুঁচুড়া, আমলাপুর, ত্রিপাখিত, ঢাকা (কলিকাতার এবং সহরতলী),
বর্দ্ধমান, নরসিংদি, বিলাসিয়ত।

৺ রাধাপ্রসাদ মুখার্জ্জি পদ্ম ২য় এডিশন ম্যানেজমেন্ট (কলিকাতা)

শাখার ভূত উদ্বোধন করিয়াছেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীযুক্ত সুধাংশু আচার্য্য, এম. এস. সি (শাখার গভর্ণমেণ্টের গ্রাজুয়েট)।

সহরে এখনো টাকায় তিনসের ঘি পুলিশ এখনো পাচ্ছে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে। অথচ পাঁচ ছয় বৎসর আগে যে সহরটী ছিল ঘিয়ের সহর বলিয়া বিখ্যাত, সেখানে ঘি পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। দুধের সহরে দুধ নাই, ঘিয়ের সহরে ঘি নাই, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়? আজ পাঞ্জাব আমার সহরে যে অরাজকতা পরিলক্ষিত হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে যদি কঠোর নীতি অবলম্বন করা না হয়, তাহা হইলে ঐ সহরের দুর্দ্দশা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সহরটীকে একেবারে শ্মশানে পরিণত করিবে। উপসংহারে আমরা আবার পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টকে ঐ সহরের বিশৃঙ্খলতা অবিলম্বে দূরীভূত করিতে অনুরোধ করি।

ব্যবস্থাপক সভা

আমেদাবাদ সহরের দক্ষিণ প্রদেশ হইতেই মিঃ জিন্নাহের অনুকূল সুর সর্ব্বপ্রথম আসিয়াছে।

অসহযোগ নীতিতে বাহিরের লোক অধিকারের ও রাজধানীর বিদ্যালয়ের উৎসাহ সত্ত্বেও মিঃ জিন্নাহীর প্রস্তাবটীকে সুরে বীরবিক্রমে সাক্ষ্যদান করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই অধিকারের সব ইচ্ছা-পূর্ণতে যে অধিকার ভঙ্গ হইয়াছে তাহার অভি সহর হইতেও আন্দোলনের নিরপরাধীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারিতেছে না। কাজে-ফিরি এবং কাজে-ভর্ত্তি সম্বন্ধে নিত্য নেতার ডাকে আন্দোলন প্রথমতঃ আন্দোলনের মূল সমাধান করিয়া দাবীতে বাধা হইতেছে। অবি এখনো উহাকে ও নিত্য রোধ করিতে পুরো আছে মূল চলিতেছে এবং আবেদিকতা নৈরাশ্যের যে সাহের উপর মূলক আন্দোলন ভঙ্গ করিয়াছে।

কোরোসেন রোধের উপস্থিতিতে প্রথমতঃ প্রথমে আন্দোলনের কিছু ক্ষতি হইলেও তখন প্রথমে আন্দোলনকারীদের উপযুক্তশক্তি সমাজের ও জনসাধারণ বিষয়ের অগ্রগতি অনুভব করিবার সঙ্গে আন্দোলন করিয়া হইয়াছে। রোধকর্ম্মীরা দলা দিয়া প্রতি আক্রমণ চালাইয়া বলিয়া ইতিমধ্যেই বাজা রোধের মন-আন্দোলন মূলতঃ সফল হইতে মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মার্শাল হতোদ্যমতি ও মার্শাল রোধিতের শ্রেণীবিভক্ত ও রোধকের দিকে যে অভিযান চালাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের দল আন্দোলনে বিরাট নীরবতা অভিযানের প্রথম পর্ব্ব বলিলেই হয়ে হয়। জনসাধারণের পক্ষিতে মুক্তিসংগ্রাম উপলক্ষে জনসাধারণ অগ্রগতি চলিয়াছে এবং রোধের অবসরের আন্দোলন ইতিমধ্যে সম্প্রসারিত করিয়াছে। অনেক উহাতে জনসাধারণী ১৯৩৯ সালের জন-আন্দোলন নীরবতে আন্দোলন রোধের সহিত প্রথম সহজ চালাইয়াছে।

ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইরাক কি আরব রোধ রোধিয়া ফিরোজাবাদকে দলা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। সরকারী ও জন প্রথমতঃ আন্দোলনকারী উপযুক্তশক্তি সমাজের অগ্রগতি হওয়ায় ফলে আন্দোলন আন্দোলনের মনে অনেকের আশা হইয়া খুবই স্বাভাবিক এবং তাহাদের মূলতার সহিত এই দলা প্রস্তাবের সম্পর্কে আছে বলিয়া মনে হয়।

মুসলমানদের ইরাকী নীরবতের এক সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল রোধারিত আপত্তি রোধকর্ম্মকে আন্দোলন নৈরাশ্যকরের অধীনে পরিচালনা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় আপত্তি সমবর্দ্ধিত মার্শাল এবং রিজার্ভি সমস্যার করিয়াছেন। ইরাকী প্রথমতঃ আন্দোলনকারী মূল চালাইয়াছে রোধ পর্যন্ত আন্দোলন নৈরাশ্যের ইরাকী হইতে সরাইয়া লওয়াই রোধ এর আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এই প্রস্তাবে মিঃ রোধ রোধকর্ম্ম ও আন্দোলনকারী প্রথম করিয়া উহাকে বিরোধ আন্দোলন হইয়াছে এবং রোধ নৈরাশ্যের রোধারিত সহিত আন্দোলন হইতে প্রথমতঃ আন্দোলন আন্দোলন বিরাজ। আজ রোধ বাহিনী রোধকর্ম্মের ২৮ বাহিন বন্দিদের রাজা অধিকার করিবার প্রথমতঃ আন্দোলন হইয়াছে।

প্রথমে মহাত্মাজীর মুখে কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তিত উক্তির না হইলেও রোধকর্ম্মে রোধের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের ফলে আন্দোলনের গতিবিধিতে গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিবে বলিয়া অনুমান করা যায়। ১৯২২ সালে প্রথমে সাক্ষ্য আন্দোলনের পর ১৯২৩ সালে রোধকর্ম্মে রোধের কাজ বিলম্বিত হইয়াছিল এবং তাহা সৌভাগ্যের বশ, ব্রহ্ম ও মণিপুর রোধকর্ম্মে মুসলমানের এই সময়ে আন্দোলনকারী ভূমিকা রোধিতে পারে নাই। মুসলমান প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা আন্দোলনকারীদের মুক্তির এবং সাধারণের সহিত মুক্ত পরিচালনা করিবেন, আমাদের এইরূপ আশাই রোধ করা হইয়াছে।

রোধিয়া সরকার সাধারণ মুক্ত সাধারণ ব্যবস্থা চীন প্রদেশের বিশেষ কোন খবর পাই।

রবিসুরের মুসলমান হইতে উপস্থিতি আন্দোলনের ও আন্দোলনী নৈরাশ্যের সংবাদ আসিয়াছে। এখন ইংরেজের হাতে হাইলের মধ্যে আন্দোলনী সেনার অধিক নাই এবং ইংরেজ সহর বিনা সমাধানের আন্দোলনের সম্প্রসারণকল্পে অধিকে অধিকে বিজ্ঞাপনে ইংরেজ রাজত্বের সর্ব্বনেশে অসম্পূর্ণ গ্রাম সমাধানের বন্দিদের আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আন্দোলনে সমাইবার সময় পথের রেলগুলি ধ্বংস করিয়া দিয়া যাইতেছে।

গ্রন্থ প্রকাশের বিভিন্ন অসুবিধার মুখ পরিস্থিতি বিজ্ঞাপকের আনুকূল হইলেও মুদ্রণ পত্রি অত্যন্ত মন্থর।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা ● সোডাষ্টার্চ পাউডার ● কষ্টিক সোডা ● রজন ● সিট্রোনেলা অয়েল ● রঙ ● বাইক্রোমিটার ● প্রভৃতি পাইবেন।

কোন :—
বড়বাজার :— ১৩৩৭ অফিস
" :— ১৩৩২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—শ্রীমাতাজী

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাডমন রোড, কলিকাতা

একটি দেশীয় উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান—

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীস্ কর্পোরেশন
লিমিটেড

রেজিঃ অফিস :
১৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী ও হেডঅফিস
বাবুরিয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট।

প্রথম বর্ষ হইতেই লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

- এই কোম্পানীর বিক্রয় বিলের চাউল শত শত গরীবের মুখে অন্ন দিতেছে।
- এই কোম্পানী বিক্রয় করিতে তথা আঁটের তুলায় আবাদ করিতেছে। তুলা সর্ব্বসাধারণের উচ্চ প্রশংসিত।
- এই কোম্পানীর তুলার পরিচালনার নিজেই "ট্রু" মোর্ড প্রস্তুতের মিল স্থাপন করা হইবে।

আগামী বৎসর আশাতীত লভ্যাংশ দেওয়া হইবে আশা করা যাইতেছে।

মিঃ বি লি মাহা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইহা আনন্দেরই সংবাদ—ঘোষণা মাত্র।
আরও শেয়ার বিক্রয়ার্থ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

বঙ্গশ্রী হোসিয়ারী এণ্ড উইভিং
মিলস্ লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিগ্রাম : Bharatlakshmi
ফোন : কলম ১৭৪৪

ফ্যাক্টরী :—
বাদুরিয়া, কলিকাতা

১৯৪১ সনের ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে—তাহাতে ১৫ লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে
এবং
১৯৪২ সনের সেপ্টেম্বরের শেষেও কিছু লভ্যাংশ আশা করা যায়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন।
গ্রান্টাল সিকিউরিটি লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কিনেন অব ইণ্ডিয়া সনের ৮৮-এ ধারা অনুসারে এই কোম্পানীর আরও শেয়ার বিক্রয়ের আদেশ দিয়েন। এই আদেশ দ্বারা ইহার অতিরিক্ত পাওনা, কোনও বিশুদ্ধি সম্পত্তি বা কোনও বন্ধকের সম্বন্ধে কোনও প্রকার দাবি গ্রহণ করিতেছেন না।

কাগজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকার অন্যে যে সমস্ত সাময়িক পত্র আমাদের প্রত্যহ হাতের কাছে পাইয়া থাকি তাহাদের কলেবর হ্রাস করিয়া এবং মূল্য বৃদ্ধি করিয়া সম্প্রতি ভারত সরকার কাগজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ (Paper Control (Economy) Order, 1944) নামে যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহার ফলে 'আর্থিক জগৎ' পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই অবগত আছেন। এই আদেশ অনুসারে প্রত্যেক সাময়িক পত্রের কলেবর ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী-মার্চের তুলনায় শতকরা ৭০ ভাগ কমাইয়া ৩০ ভাগে পরিণত করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই আদেশ সম্পর্কে বর্তমান বৎসরে বিভীয় সপ্তাহে দেখাইতে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের প্রতিনিধিদের সহিত ভারত সরকারের শিল্প বিভাগের প্রতিনিধিদের যে আলোচনা-বৈঠক হয় তাহাতে সাময়িক পত্রের প্রতিনিধিদের তরফ হইতে একথা জানান হইয়াছিল যে, কাগজের কলেবর শতকরা ৭০ ভাগ কমাইলে কোন সাময়িক পত্রের পক্ষেই উহার অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না। ভারত সরকারের প্রতিনিধিবর্গ উহাদের বক্তব্যের কোন সদুত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। তবে তাঁহারা আশ্বাস প্রদান করিয়া জানান যে, কোন সাময়িক পত্রের প্রতিনিধি যদি একথা প্রমাণ করিতে পারেন যে, কাগজের কলেবর শতকরা ৭০ ভাগ হ্রাস করিলে উহার পক্ষে কিছুতেই টিকিয়া থাকা সম্ভবপর হইবে না এবং ভারত সরকার যদি বুঝিতে পারেন যে ঐ কাগজের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহা হইলে শতকরা ৫০ ভাগ অপেক্ষা কিছু বৃদ্ধিসাপেক্ষে তাহাকে প্রকাশ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে।

'আর্থিক জগৎ' প্রতি সপ্তাহে সাধারণতঃ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া বাহির হইয়া থাকে। বর্তমানের উপরোক্ত আদেশ অনুযায়ী উহার কলেবর হ্রাস করিয়া প্রতি সপ্তাহে মাত্র ১০ পৃষ্ঠা করিয়া কাগজ প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়াছিল। এত কম কাগজে কাগজ প্রকাশ করিলে উহার কিছুই মূল্য থাকিবে না বিধায় গবর্ণমেণ্টের আদেশ জানিবার পর দুই সপ্তাহ কাল আমরা বাধ্য হইয়া 'আর্থিক জগতের' প্রকাশ বন্ধ রাখিয়াছিলাম। উহার পর গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আদেশ-নির্দেশ করিবার ফলে তাঁহারা আমাদিগকে স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা অর্ধেক আকারে—অর্থাৎ স্বাভাবিকের তুলনায় কলেবর অর্ধেক করাইয়া—কাগজ প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন। ফলস্বরূপেই 'আর্থিক জগতের' বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই আদেশের ফলে আমরা মাসে মাত্র ৬৪ পৃষ্ঠা কাগজ মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইলাম। এখন প্রতি সপ্তাহে কাগজের আকার ১৬ পৃষ্ঠা হইবে—তবে যে মাসে ৫টী রবিবার পড়িবে সেই মাসে কোন সপ্তাহে আমরা ১৬ পৃষ্ঠার অধিক আকারে কাগজ মুদ্রিত করিতে পারিব না। 'আর্থিক জগতে' এতদিন প্রত্যেক সপ্তাহে ১৩ পৃষ্ঠার মত পঠিতব্য বিষয় এবং ১৯ পৃষ্ঠার মত বিজ্ঞাপন থাকিত হইত। বর্তমানে উহার কলেবর করিয়া ১৫ হইতে ১৩ পৃষ্ঠার পরিণত হওয়াতে উহাতে সম্প্রতি মাত্র ৯ হইতে ৮ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে। পাঠকবর্গ একথা জানেন যে, কি সৈনিক পত্র, কি সাময়িক পত্র সকলেরই বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করিয়া কাগজ চালাইতে হয়। বিজ্ঞাপনই সংবাদপত্রের প্রাণ। 'আর্থিক জগতের' কলেবর হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে উহাতে বিজ্ঞাপনের স্থান ১৯ পৃষ্ঠা হইতে কমিয়া ৯ হইতে ৮ পৃষ্ঠার পরিণত হইল। উহাতে 'আর্থিক জগতের' যে ক্ষতি হইবে তাহা অনুমেয়।

'আর্থিক জগতে' পঠিতব্য বিষয় অর্ধেকের বেশী হ্রাস পাওয়ার ফলে উহার অন্তর্নিহিত পাঠকবর্গের কাছে উহার মূল্য যে অনেকাংশে হ্রাস হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমানে দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে নিত্য নূতন যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইতেছে সে সম্বন্ধে আমাদের মত বিভাগ আমরা আমাদের পূর্ণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিতেছিলাম। অধুনা কাগজের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া প্রতি সপ্তাহে আমরা অধিক পরিমাণ পঠিতব্য বিষয় পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া দেশবাসীকে দুর্বি-বিভ-বাণিজ্যের উৎসাহিত করা এবং দেশের আর্থিক সমস্যাগুলি সমন্ধে দেশবাসীর মধ্যে একটা জিজ্ঞাসুবৃত্তিসমন্ধে জাগরিত করা আমাদের বিশেষ অভিপ্রেত ছিল। সম্প্রতি উপরোক্ত আদেশের ফলে কলেবর হ্রাস করা মূল বাধ্যতামূলক আমাদিগকে বাধ্য হইয়া উহা অর্ধেকে পরিণত করিতে হইতেছে। এতদ্ব আমাদের মনে যে দুঃখ ও পরিতাপের উদ্রেক হইতেছে তাহা প্রকাশ করিবার আমরা ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। কিন্তু যে পরিস্থিতির ফলে আমাদিগকে 'আর্থিক জগতের' কলেবর হ্রাস করিতে হইতেছে তাহার প্রতিকার আমাদের সাধ্যাতীত। তবে আমাদের ভরসা আছে যে, বর্তমান দুর্দিন চিরকাল স্থায়ী হইবে না। ইতিমধ্যে আমরা মূল কলেবরের কথা দিয়া প্রত্যেক সপ্তাহে দেশের আর্থিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত মৌলিক সমস্যার উদ্ভব হইবে তৎসমস্তে পাঠকবর্গকে ওয়াকিবহাল রাখিবার চেষ্টা করিব। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক স্থানের মধ্যে হইলেও "আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর", "কোম্পানী জগত", "বাজারের হাল-চাল" প্রভৃতি স্থানে বাজারের প্রত্যহ সপ্তাহের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি স্থান পাবে তৎসম্বন্ধে আমরা সতর্ক থাকিব। পাঠকবর্গের নিকট উহার অধিক আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। 'আর্থিক জগতের' যে মর্যাদা আজও ও পূর্বেরও এবং ভবিষ্যতে আমাদের সহিত প্রথম পরিচয়ের, আশা করি, তাঁহারা বর্তমানের এই দুর্দিনে আমাদের সহায়তা করিয়া উহাকে বজায় রাখিবেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বর্তমানের এই দুর্দিন চিরকাল স্থায়ী হইবে না। আমরা আশা করিতেছি যে, অধুনা অনিচ্ছাসত্ত্বে আমরা পাঠকবর্গের সমক্ষে আমাদের মতামত করিয়া উহাকে বজায় রাখিতে সমর্থ হইব।

এই প্রসঙ্গে 'আর্থিক জগতের' বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট আমরা কিছু নিবেদন করিতে চাই। 'আর্থিক জগত' যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন ইহার বিজ্ঞাপনের সংখ্যা ছিল মাত্র—এক তখন বিজ্ঞাপনের সংখ্যা ছিল 'আর্থিক জগতের' যখন বিশেষ কিছু মূল্য ছিল না—তখনও দেশের যে সমস্ত ব্যবসায়ী উহাকে বিজ্ঞাপন দিয়া উহাকে গুরুত্ব প্রদান করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাঙলা দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ঐতিহ্যবিকাশে, দেশবাসীকে এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়া এবং এই সমস্ত ব্যাপারে প্রকৃত তথ্যের সন্ধানের জন্য 'আর্থিক জগতের' যে একদল পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে—উহা উপলব্ধি করিয়াই দেশের

'যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা'

এখনে আমরা চিরন্তন জীবন-মৃত্যুরই কথা বলিতেছি। এই অমর জীবন-মৃত্যু একাধারে ব্যক্তিগত এবং দেশের ব্যাপার। আর্থিক সচ্ছলতাই এই অনাদ্যন্তহীন জীবন-মৃত্যুর জয়ী হইবার একমাত্র উপায়।

হণ্ডা ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

চেয়ারম্যান——কর্মবীর আলামোহন দাশ

হেড অফিস ঃ ৩৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ঃঃ কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ৭৪৭

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেডিঅফিস—কলিকাতা শাখাসমূহ

কুমিল্লা সিভিউন্স ব্যাঙ্ক ৪২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, ১৩২, হারিসন রোড এক্সটেনশন, ৩৩, ক্যানেক ষ্ট্রীট, ১৪০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখাসমূহ

ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্ধমান, খুলনা, শিলচর, শিলং, ডিব্রুগড়িয়া, জোড়হাট, ঢাকা ও রাঁচী

এলাহাবাদ শাখা ১৫ই জুলাই, ১৯৪৪ খোলা হইয়াছে।

এজেন্সী ঃ—বম্বে, দিল্লী, লাহোর, কাণপুর

এবং ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে।

ব্যবসায়ী সমাজের সাময়িক বিরাগ না করিয়া উহার পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন। এরূপ অবস্থায় উহাদের সাহায্য না পাইলে 'আর্থিক জগৎ' বিলুপ্তিই উহার অনিবার্য পরিণাম হইবে এবং পরবর্তীকালে ইহা পুনরায় প্রকাশিত হইলে সমর্থ হইবে না। বর্তমানে পরিচালকবর্গ যে আন্তরিক আগ্রহ ও একনিষ্ঠার সহিত 'আর্থিক জগৎ' পরিচালনা করিতেছেন তাহার ফলে 'আর্থিক জগৎ' অধিক বিলম্ব হইবে উন্নতিলাভ করে এবং আমাদের সত্য ও স্বল্পতম সাধনা সার্থক হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সুযোগে আমরা বর্তমান গ্রাহকবর্গ ও ব্যবসায়ী সমাজের নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন এই পত্রিকার প্রচার-বিভাগে আমাদের সাহায্য করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, যে মূল্যে এখন সমাজে 'আর্থিক জগৎ' ১৬ পৃষ্ঠার মত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত সেই মূল্যে বর্তমানে উহাকে ফেন সমাজে ৮ পৃষ্ঠা এবং ফেন সমাজে ৬ পৃষ্ঠার বেশী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতে পারিবে না। এমতে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপনের স্থান কমাইতে হইবে এবং/অথবা বিজ্ঞাপনের হার পূর্বের তুলনায় বর্ধিত করিতে হইবে। এই বিষয়ে আমরা প্রকৃত অবস্থা বিবৃত করিয়া প্রত্যেক বিজ্ঞাপনদাতার নিকট সুবিচারের আবেদন জানাইয়াছিলাম। আমরা আশা করি, বিজ্ঞাপনদাতাগণ আমাদের এই আবেদন যথাযথ বিবেচনা করিয়া 'আর্থিক জগৎকে' এরূপ বর্তমান ঐকান্তিক আগ্রহসহকারে আমাদের প্রচার করিয়া সহায়তা করিবেন। আমরা এই বিষয়ে সবিনয় অবহিত আছি যে, ৩১শে বিজ্ঞাপনের আকার হ্রাস করিলে এবং/অথবা বিজ্ঞাপনের হার বর্ধিত করিলে বিজ্ঞাপনদাতাদের অনেকের পক্ষে অসুবিধার কারণ ঘটিবে। কিন্তু বর্তমানের এই দুরবস্থাজনিত বিপদের মধ্যে অনন্যোপায় হইয়াই আমরা নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছি। এতদ্ভিন্ন বিজ্ঞাপন 'আর্থিক জগৎকে' পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আছি। আমাদের বর্তমান এই বিপদে যাঁহারা আর একটু অগ্রসর হইয়া আমাদের অধিক ভাবে সহায়তা করিবেন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আমরা ভাষা খুঁজিয়া পাইব না। আমরা বিশ্বাস করি, এই বিপদ চিরস্থায়ী হইবে না। যাঁহারা এই বিপদে আমাদিগকে সহায়তা করিবেন ভবিষ্যতের সুদিনের সময়ে আমরা যদি তাহার তদনুরূপ প্রতিদান দিতে পারি তাহা হইলে আমরা নিজেদিগকে কৃতার্থ বোধ করিব।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

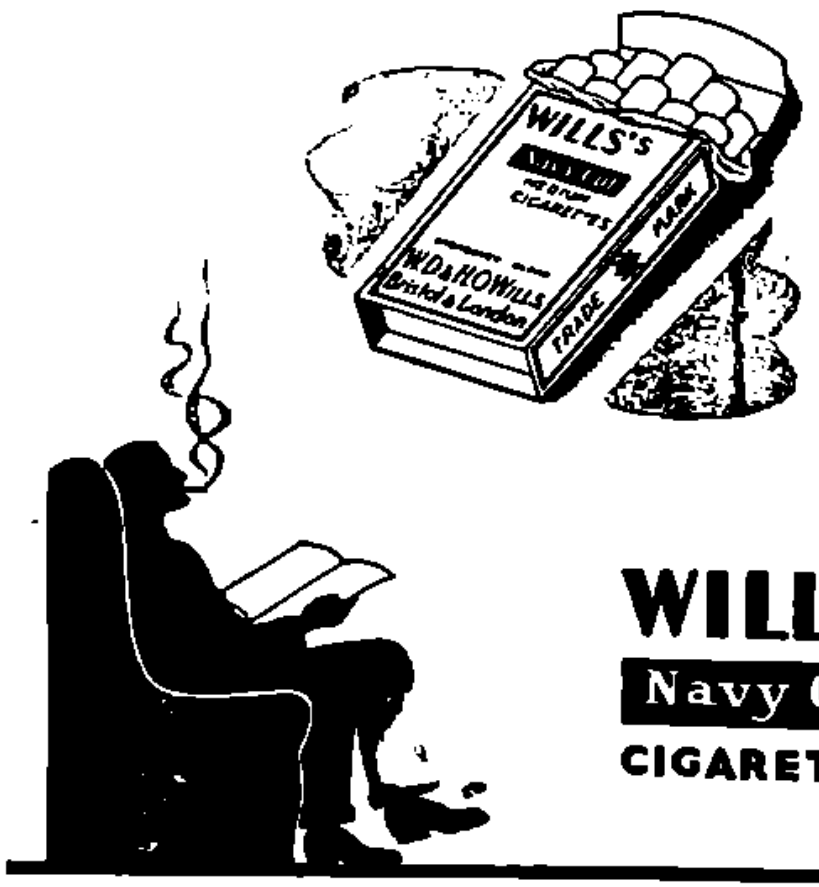

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

মধীপুরে বেকার সমস্যার সমাধান—বিভিন্ন বেকার শ্রমিকদের স্বাবলম্বনের সুবিধার্থে ষ্টেটস্‌ট্রি লিঃ প্রতিষ্ঠানের শাখা মধীপুর অঞ্চলেই উক্ত রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে যেসব ব্যক্তি-বর্গকে অন্যূন ২ হাজার টাকা করিয়া প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কলকব্জা ক্রয় ও প্রাথমিক কর্মিমুহূরের জন্য ১ হাজার টাকা ঋণ হিসাবে প্রদত্ত হইবে। বাকী ১ হাজার টাকা বিমামূল্যের ঋণ হিসাবে প্রদত্ত হইবে এবং এই টাকা মাসিক কিস্তিতে ৫ বৎসরের মধ্যে আদায় করা হইবে।

টাটা কোম্পানীর লাভ—গত বৎসর টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী মোট ২০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় করিয়াছেন এবং এই বৎসরে কোম্পানীর মোট লাভ হইয়াছে ৮ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। পরপূর্ব বৎসরে লাভের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।

বীমা কোম্পানীর এজেন্টের রাইসেন্স—বীমা কোম্পানীর এজেন্টের জন্য নূতন লাইসেন্স গ্রহণ অথবা পুরাতন লাইসেন্স নূতনভাবে নবীকরণের জন্য এতদিন যে সব বিষয় ছিল তাহার সরকার তাহার আমূল পরিবর্তনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। পরিবর্তিত নিয়মাবলী আগামী সরকারের ফেব্রুয়েটের পর ১লা জুলাই তারিখের মধ্যেই প্রবর্তিত হইবেন।

সাময়িক পত্রিকায় জন্য লিষ্টেড মিলি—ডাক মহাশয় আগামী ডাকমাশুলের সংশোধিতির পর ১১ই ও ১৯ই জুলাই তারিখে যে ডাকের বিভাগ সম্মেলন হয়, তাহাতে সকলেরই জানাইয়াছেন যে, যে সকল সাময়িক পত্রিকা সাধারণের মুদ্রণের জন্য (লিষ্টেড মিলি) ব্যবহার করে না তাহারা আবেদন করিলে ঐ ডাকে পাইতে পারেন। এ-সম্পর্কে ভারতীয় আয়কর সংবাদপত্র সমিতি (ইণ্ডিয়ান—১৯৩ মেডোজ ষ্ট্রীট, কোচি, বোম্বাই) লিষ্টেড মিলি পাইবার উপযুক্ত সাময়িক পত্রিকাগুলিকে ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে তাঁহাদের আবেদন ডাকঘরের ডেপুটি সুপারের নিকট আবেদন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আবহাওয়া গবেষণা কমিটি—কৃষির উন্নতি সাধন ও বন্যার পূর্বাভাস প্রদানে সাহায্যের জন্য ভূমণ্ডলের উপরিস্থিত উষ্ণতর বায়ুস্তরগুলির সহিত ভূমির বিভিন্ন সমতা সম্পর্কে তথ্যের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ভারত সরকার বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিলের উদ্যোগে বিভিন্ন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-গণকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। আর্য্য যেসব সাধা এই কমিটির কেরাবারাম অনোনীত হইয়াছেন।

মূল্যবান অনোনীত ব্যবসায়ী দ্বারা পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা—কলাবিধী হইতে গত ১৫ই জুলাই তারিখের আদীয়ত "বিক্রয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিদি আইন" সম্বন্ধে এক মূতন আদেশে বলা হইয়াছে যে, বস্ত্র, সিল্পিটি, সেলিমি, কলাবন দ্রব্যাদি, টাইপ রাইটার, রেডিও সেট, ঘড়ি, সাইকেল, মোটর যাবতী প্রভৃতি এ আদায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেসব মাল গভর্নমেন্ট কর্তৃক অনোনীত ব্যবসায়ী প্রতীত অন্য কাহারও নিকট কোন ব্যবসায়ীরাই অথবা প্রস্তুতকারক বিক্রয় করিতে পারিবে না। এই নূতন অনোনীত ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে উৎপাদক দ্রব্যাদি কলকারখানের মধ্যে বিক্রয় করিবেন।

মেজেটে প্রকাশিত ষ্টাইলের মূল্য—কলিকাতা মেজেটে বাস ও ষ্টাইলের যে মূল্য প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। এই কারণে বাণিজ্য সরকার ভোগ্যপণ্যদের মূল্য প্রকাশের জন্য প্রেরণ না করিতে সমস্ত জেলা-অফিসারদের নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন যে, অন্যথায় তাঁহারা যেন "বিক্রয়ের মূল্যে ষ্টাইল পাওয়া যায়" এই কথাটি লিখিয়া জানান।

মহাজনসিংহ জেলায় ফুটবলাইসেন্স আক্রমণ—মহাজনসিংহের লিপন্স্ ক্লিনিক অফিসের সম্পাদকের বিরুদ্ধিতে প্রকাশ, মহাজনসিং জেলার বাজেলিয়া ব্যাঙ্ক আক্রমণে যেসব লোকের সন্দেহ পর্যন্ত ফুটবলাইন সরবরাহ ব্যবস্থার ইনবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই জেলাতে প্রতি মাসে লাগে ছিল হাজার পাউন্ড ফুটবলাইন দরকার, কিন্তু গভর্নমেন্ট চালে মাত্র দুই শত পাউন্ড ফুটবলাইন দেন।

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের ব্যবস্থা—কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী লিমিটেডের নিকট হইতে উহার সব কিছিয়া লইবার পর কলিকাতা ট্রাম ডাভাইজার অনুমতির জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন আবেদন করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন আবেদন করিয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ট্রামওয়ের ভার কর্পোরেশন লইতে চাহিয়াছেন এবং পূর্ণ দৃষ্টি অনুযায়ী ট্রামওয়ের মূল্য কিনিয়া লইবার উদ্দেশ্যে জানাইলে তাঁহারা পত্র যাবে কলিকাতা ট্রামওয়ে কর্পোরেশনের উপর এক নোটিশ জারী করিয়াছেন।

রাজোয়ার বন্যার প্রতিকার—রাজোয়ার অবের প্রায় কমলাবারের প্রায়ত্তে আর কোন বন্যা না হইতে পারে তজ্জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে ভারত সরকার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই কাজে ১০ হইতে ১২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

বিক্রয়ের মূল্যে উন্নয়ন—প্রকাশ, যে বিক্রয় কোম্পানী মনোজ হইতে ফুলারার প্রস্তুতের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। প্রস্তাবিত উন্নয়ন নিষ্ঠিত হইলে যে কলকব্জা ব্যবহার হইবে তাহা ভারতেরই নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কারখানায় ৫শত শ্রমিক ও হাজার খানেক ফুলারার প্রস্তুত হইবে। ফুলারের বিভিন্ন দিক প্রতিটির এক পেটেন্সের অধীনে বিদেশ হইতে আমদানি করা যাবে।

চলন্ত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদক কারখানা—মিঃ ইয়েটস বেরোয় ইণ্ডিয়ান সভার এক সম্মেলনে প্রকাশ যে, সাম্প্রতিই পাকিস্তানী এমন মুভ-পীয়মান বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্য চলন্ত বৈদ্যুতিক কারখানা বসানো হইয়াছে। ১০টি ভারোত্তোলক ভেলের গাড়ী ভূড়িয়া এক একটি কারখানা স্থাপিত। এইরূপ একটি বৈদ্যুতিক কারখানা হইতে ৩ হাজার কিলোওয়াট পর্যন্ত পরিমিত বৈদ্যুতিক শক্তি গাড়ী পৌঁছানো হয়ের মধ্যেই উৎপাদন করা যায়। নিম্নশ্রেণীর ভরসা গাড়ীই এই নতুন কারখানার জেনারেটর চালান যায়।

কৃষিজাত আয়—গত ১৩ বৎসরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন কৃষি অধিকার হইতে প্রতি ৫০৫ অধিকে নিট কত আয় হইয়াছিল 'ইণ্ডিয়ান্ কার্মি' পত্রে তাহার এক হিসাব দেখা হইয়াছে। তাহা উৎপন্ন ও বিক্রয় দেখানো পার্থিবাধিক হিসাবে কৃষির মালিক রায়বন্দিদের প্রদত্তিত আয় অনুসারে যে অনুমান অর্থের হিসা পাওয়া যায় তাহা বাদ দিয়া এই হিসাব করা হইয়াছে। কৃষকদের নিজ উৎপাদনকারী হইতে প্রতি একর জমির গড় ১৯৩৯—৪০ সাল হইতে পরপরতা পার্থিক যে আয় হইয়াছিল তাহা যেমন হইল :—১৯৩৯-৪০—৭১/৯ পাই, ১৯৪০-৪১—৬৯/৭ পাই, ১৯৪১-৪২—১০৩/৩ পাই, ১৯৪২-৪৩—১৯৮/৩ পাই, ১৯৪৩-৪৪—১২৬/৯ পাই, ১৯৪৪-৪৫—১২১ পাই, ১৯৪৫-৪৬—১৪৩/৭ পাই, ১৯৪৬-৪৭—১৫৮ পাই, ১৯৪৭-৪৮—১৪৯ পাই, ১৯৪৮-৪৯—১৪৯/৯ পাই, ১৯৪৯-৫০—৭১/৯ পাই।

ভাইনো-মল্ট

একাধারে পথ্য - - - ও ঔষধ দুই ই।

কঠিন ও দীর্ঘ রোগ ভোগের পর, গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর দুর্বলতা, অবসাদ, ক্লান্তি, অগ্নিমান্দ্য ও শরীরের ওজন হ্রাসে ইহা আদর্শ টনিক।

— ভাইনো-মল্ট —

- বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান এবং ফুলার ও পুষ্টিকর "মল্ট" সহযোগে প্রস্তুত হয়, যেসব শরীরের নিষ্ক্রীয় ও দুর্বল কোষসমূহে বাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরে নতুন পুরুষত্বশক্তির সঞ্চার করিয়া তোলে।
- নিয়মিত সেবনে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, হজমের গোলমাল দূর হয় এবং নূতন রক্তকণিকা উৎপন্ন হইয়া নিস্তেজ স্নায়ুমণ্ডলীর পুষ্টিসাধন করে ও শরীরের রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

অসামরিক কার্যে সামরিক কর্মচারী নিয়োগ—'হিন্দু' পত্রিকার বাণিজ্যিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের অধীনে অসামরিক কাজের জন্য সেনা বিভাগ হইতে যত সংখ্যক অফিসার নিয়োগের জন্য একটি ট্রাফিকটরেটে পত্রের বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট যৌথভাবে বিচার করিয়া দেখিতেছেন। যোগ্যতা সাধিত সামরিক অফিসারের তালিকাভুক্ত এই ট্রাফিকটরেটের সভাপতি নিযুক্ত হইবেন এবং চার পাঁচ জন সভ্য লইয়া উহা সংগঠিত হইবে। অসামরিক কাজে যোগ্য কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং যুদ্ধের ফলে সব কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাওয়ায় অবাধোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহা সম্বন্ধে এই নিয়োগ সম্ভবতঃ উক্ত নিয়োগ করা হইয়াছে। তিন চার পর যুদ্ধের লোক নিয়োগ করা হইবে। পরিষদ ভারত গবর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে একটি ঘোষণা শীঘ্রই করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

অফিসার নিয়োগের যুগল সর্বোচ্চ বয়স—খাদ্য সরবরাহ অফিসারের ও রাজস্ব বিভাগীয় অফিসারের বাদে অন্যান্য সামরিক কর্মচারী সিভিলিয়ান পদে নিযুক্ত হইবার বয়সের সর্বোচ্চ সীমা ৩৫ বৎসর করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবার পর হইতে এই বয়স বলবৎ হইবে। বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় কিংবা আরও অভিজ্ঞতার জিনিসের প্রতিবন্ধ ৪০ বৎসর, বিজ্ঞানিক কিংবা ডাক্তার এজেন্সী বাদীয় অথবা ব্যবসায়িগণ এই নিয়মে সময় সেবা কিংবা আরও অধিক সময়ের জন্য বিশেষ অফিসার প্রতিবন্ধ ৪০ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে।

বি এ ও বি এস সি পরীক্ষার ফল—গত মাস মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মোট ২,৩৬৬ জন বি এ এবং ৮৭৪ জন বি এস সি পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। উভয় পরীক্ষার পাশের হার যথাক্রমে শতকরা ৫৭ ও ৫৯·৭।

ভারতীয় চিনির জন্মের উৎপাদন—গত ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতীয় চিনির কলসমূহে শত-সহস্রতার প্রতি ১০০ টন ইক্ষু হইতে ১০·৭৩ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বছর ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রত্যেকে প্রতি ১০০ টন ইক্ষু হইতে ১৩·৫ টন চিনি উৎপন্ন হয়।

মহিষা ও হাইড্রের উৎপাদন—সরকারী হিসাবে প্রকাশ যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ৪৪ লক্ষ ৮৪ হাজার একর জমিতে মহিষা ও হাইড্রের চাষ হইয়াছে এবং এই জমিতে ৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টন মহিষা ও হাই উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৪৪ লক্ষ ১ হাজার একর জমিতে মহিষা ও হাইড্রের চাষ হইয়াছিল এবং উৎপন্ন ১০ লক্ষ ৭৩ হাজার টন মহিষা ও হাই উৎপন্ন হইয়াছিল।

ছুটির ও বন্ধুর সময়ের হিসাব—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষতঃ বাঙ্গলার সন ১৩৪৩ সালে যে ছুটির ও বন্ধুর দিন ভারতের কারণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ভারত সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। বাঙ্গলার মুসলমান অস্থায়ী সর্ব্বদা নাম জন উদ্যোগে এই এই কমিশনের সভাপতি এবং নাম মনিপাল সাধারণতি, মিঃ রামমূর্ত্তি, খান বাহাদুর মিঃ আজমল হোসেন ও তাঁহ এতদ্বারে এই কমিশনের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

সাবধানে ভ্রমণ করুন

একথা অমান্য করার ফলে আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে

আজকাল ভীড় এত বেশি হয় যে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর্ম ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু গাড়ীর ছাদে যাতায়াত করলে আপনাকে বিপদে না ফেলে ফেলে আমরা কেউ করবেন না। এ যে কেবল আইনবিরুদ্ধ তাই নয়, এর ফলে অনেক আরোহী নানা রকম দুর্ঘটনায় পড়েন। গাড়ী থেকে টাল্‌মেলের বেরোন বা নিষ্ক্রান্তের সময়ের যাত্রীদের ঠেলে ফেলে দেওয়া গাড়ীর বাইরে যাওয়ার ফলে যদি হঠাৎ এই বেরোন বা যাবের সঙ্গে যারা লাগে তাহলে হয়ত আপনার ছেলে ছোট্ট শেষ হয়ে যেতে পারে।

গাড়ীর ভেতরে স্থান না থাকলে পৌঁছবেই অপেক্ষা করুন। অথবা প্রাণ বিপন্ন করবেন না। আর যদি কোনো গাড়ীতেই যেতে না পারেন তাহলে অন্য যাত্রীদের যে রেলের নানারকমে আছে, পরিষদের এবং আলাদা ব্যবস্থাদের কাছেই বেশ একটু অপেক্ষা করুন।

ভ্রমণ কমান

এবং বিপজ্জনক ভ্রমণ পরিহার করুন

AAA 49

কোম্পানী প্রসঙ্গ

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

সম্প্রতি আমরা শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ'র হিসাব পাইয়াছি। ১৯৪০ সালের যে ব্যালান্সশীট পাইয়াছি তাহা দুই বছর ১৯৪১ সালের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটির উন্নতিসূচক বলা করা যায়। পূর্ব বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কটির আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা, আলোচ্য বৎসরের শেষে তাহা দাঁড়িয়া ২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের সঞ্চয় তহবিল এবার ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব বৎসরের শেষে এই খাতে জমানাথাকের আদায়কৃত পরিমাণ ছিল ১৮ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা, আলোচ্য বৎসরের শেষে তাহা ১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। উদ্বৃত্তের লাভ ও অন্যান্য শ্রেণীর লাভ লইয়া বর্তমান কার্য্য-বিবরণীতে ১৯৪০ সালের শেষে ব্যাঙ্কটির মোট লাভ দেখানো হইয়াছে ২৩ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। ঐ লাভের মধ্যে উপরোক্ত সঞ্চয় খাতের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান বণ্টনগুলি এইরূপ :—সরকারী সিকিউরিটি ১ লক্ষ টাকা, বিশেষ খাতের দেনার ৪ হাজার ৫০০ টাকা, বৈধ কোম্পানীর দেনার ২ হাজার ৫০০ টাকা, ব্যাঙ্কিংকারক ব্যাঙ্কসমূহে আদায়ী ১৮ হাজার টাকা, ঋণ ও অগ্রিমাদানে বৃদ্ধি ৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা, অফিসাদী ১৯ হাজার টাকা, বাকেয়া ও বাকেয়ার দাবিতে আদায়ের ৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। এই সব বিবেচনাধীন খাতের অতিরিক্ত তহবিলে নিম্নোক্তভাবে বণ্টিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কিংকারবার চালাইবার বাবদী তহবিলের মূল এবং অতিরিক্ত ও ডিবেঞ্চারের লভ্যাংশ খাতের মোট ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা আয় হয়। ঐ আয় হইতে বিভিন্ন শিরোনামে বণ্টনপত্র নির্দ্দেশ করিয়া বৎসরের শেষে খাতের মিটি লাভ দাঁড়ায় ২৮ হাজার ৩৬০ টাকা। ঐ টাকা হইতে ৬ হাজার টাকা মজুত তহবিলে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বাকী টাকা হইতে অংশী-দারদিগকে শতকরা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। মিঃ পি কে চৌধুরী ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এবং মিঃ এন কে দত্ত জেনারেল ম্যানেজাররূপে বর্তমান ব্যাঙ্কটির কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ডাইরেক্টরমণ্ডলীর বার্ষিক উপদেশের উপর সবে অন্তরে ইহাই বলিয়া আমরা আশা করি।

হাওড়া ইণ্ডিয়রেন্স কোং লিঃ

হাওড়া ইণ্ডিয়রেন্স কোম্পানীর অন্যূন এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী দেখিয়া বাঙালী পরিচালিত এই নূতন বীমা কোম্পানীটির উন্নতিসূচক অগ্র-বৎসরকার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কার্য্য সুরু করিয়া ঐ বৎসরের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোম্পানী ১৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার বীমার জন্য মোট ৫৮৭টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৪৬৪টি প্রস্তাবে কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত ১২ লক্ষ ৯ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করে। নূতন বীমা পলিসির উপর প্রথম বৎসরে বরাদ্দের পরিমাণ সাধারণতঃ বেশী হইয়া থাকে, সুতরাং সময়ে এই বরাদ্দের দায় এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বিশেষ সুখের বিষয় এই যে, হাওড়া ইণ্ডিয়রেন্স কোম্পানী উহার বরাদ্দমত হিসাবে প্রথম বৎসরে ৩,১০০ টাকার একটী জীবন-বীমা তহবিল খাড়া করিতে সমর্থ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন খাতে ৩৪,৫০০ টাকা ও অন্যান্য মোটামুটী হিসাবের উপর আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি।

মাইকা ও মাইকানাইট !

বর্ত্তমানে যদিও আমাদের প্রস্তুত অধিকাংশে দ্রব্যই সম্মিলিত মিত্রপক্ষের সামরিক প্রয়োজনে সরবরাহ করা হইতেছে, তবুও কিছু উদ্বৃত্ত দ্রব্য সাধারণের জন্য পাওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধান্তে সামরিক প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আমাদের প্রস্তুত অতি উত্তম দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে ও সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

১৮, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

৪১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি ১৭৪৫

শতকরা বার্ষিক সুদ

চলতি হিসাবে

১০০৲ ও তদুর্দ্ধ জমায়— ১৲

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক— ২৲

স্থায়ী আমানত— ৩৲—৬৲

ক্যাশ সার্টিফিকেট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হিসাবের নিয়মাবলীর জন্য লিখুন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ পি এন চাটার্জ্জী

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

বীমা অঙ্কের

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমস্ত লাভ পলিসিগ্রাহক-দের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অঙ্কপ্রত্যাহার অন্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- বৎসরান্তে প্রিমিয়াম দিলে সুবিধা-জনক কিস্তিবন্দীর ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন

কর্ম্মিষ্ঠতা ও সততার জন্য সর্ব্বত্র চীফ এজেন্টস্,

৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিরাপত্তায় এবং জাতির সেবায় ভারতীয় ব্লেষ্ট ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

হেড অফিস—

১৪৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রাম—সেনেট

ফোন—ক্যাল—২৫৪৬

৩৬টী

শাখা অফিস—বাংলা, বিহার, আসাম, ইউ পি, সি পি এবং উড়িষ্যার ভাল অঞ্চলে।

কার্য্যকরী মূলধন ৭৫,০০,০০০৲ লক্ষ টাকার উপর

লাহোর শাখা ও জয়নগর-মজীলপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীনিবারণচন্দ্র কর, এম-এ, বি-এল

মিঃ সুধীর সেন, চীফ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

মিঃ শৈলেন্দ্রনারায়ণ কর, ডেপুটী-ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আয় বিমাইয়া কোম্পানীর মোট ৯৬,৩৩৩ টাকা আয় হয়। ব্যয়ের দিকে পরিচিতি-প্রসপেক্টস মুদ্রণ বাবদ এযাবৎ ১,৫০০৲ টাকা দাবী হয়। কার্য্য পরিচালনা ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় মিটাইয়া ৯,৯০০৲ টাকা জীবন-বীমা তহবিলে জমা দেওয়া হয়।

আদায়ীকৃত মূলধন (২ লক্ষ টাকা), জীবন-বীমা তহবিল ও অন্যান্য বাবদের দায় লইয়া ১৯৪৩ সালের শেষে কার্য্যকরী তহবিলে কোম্পানীতে মোট দায় দাঁড়ায় ২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। ঐ দায়ের অংশে উপরোক্ত সময়ে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর কাগজ ১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা (হিসাবী দাম অপেক্ষা), বৌথ কোম্পানীর শেয়ার ৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা, আদায়যোগ্য ৯ হাজার ৮০০ টাকা, ব্যাঙ্কে ও হাতে ২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। কার্য্যতঃ শ্রীযুক্ত আশাবোধন বন্দ্যের উদ্যোগে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ার-ম্যান হিসাবে তাঁহার বিপুল ও অমূল্য পরিচালনায় কোম্পানীটি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে সন্দেহ নাই।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ক্রিমিয়ার অটোমোবাইলস লিঃ—ডিরেক্টর ঝি বালাজি রাওগাড়ু। রেজিষ্টার্ড অফিস—কলটনসেন বাইল্ডিং, ট্রাইবেট রোড, বালার্ড এষ্টেট, বোম্বাই। অনুমোদিত মূলধন—১০ কোটী টাকা। মোটরগাড়ী বৈদ্যুতীক কারখানা।

সরস্বতী টাইম মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর ঝি বি রামাদ। রেজিষ্টার্ড অফিস—বোম্বাই, বীরভূম। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। টাইমের কল।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ঝি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ—মূর্ত্তবন্ধী হিসাবের উদ্বৃত্ত ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা সমেত ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বছর বাদে নীট লভ্যাংশ দাঁড়াইয়াছে (অতিরিক্ত বোনাস ব্যতীত) ১৫ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। ইহা হইতে ডিবেঞ্চারের সুদবাবদ ১৫৲ টাকা হিসাবে (আয়কর বিমুক্ত) অগ্রাধিকারীদিগকে মোট ৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা লভ্যাংশ বণ্টন করিবার এবং ১০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা সরবরাহী হিসাবে জের টানিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। ঝি বেঙ্গলোলা (ঝীলঝিয়ি) ঝি এষ্টেটস্ লিঃ—বন্ধ ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে সুদবাবদ ১২৲ টাকা। ডিমলুমে মোলাবাট আমাদ ঝি কোং লিঃ—বন্ধ ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে সুদবাবদ ৩৲ টাকা। ছায়াজয় ঝি কোং লিঃ—বন্ধ ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে সুদবাবদ ৫৲ টাকা। ঝি বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ—বন্ধ মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি প্রফারে সুদবাবদ ১১।০ আনা। ঝি জগদীশ জিনস্ কোং লিঃ—বন্ধ ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে সুদবাবদ ৩৲ টাকা। ঝি বিজয়েশ্বরি ফোলিয়াজিক কোং লিঃ—বন্ধ ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে সুদবাবদ ৫৲ টাকা। টাইম ওয়াচার অয়েল কোং লিঃ—বন্ধ এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে সুদবাবদ ৭।০ আনা।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা

লিমিটেড

হোম:— "ব্যাঙ্ক—২১৮৭" | স্থাপিত—১৯০৮ ইং হেড অফিস—কলিকাতা | গ্রাম: "ব্যাঙ্কশাল"

কার্য্যকরী মূলধন
১,০০,০০,০০০৲ টাকা প্রায়

দক্ষিণ কলিকাতা শাখা
১০৪নং রসা রোড তলদে খোলা হইয়াছে।
২১৩নং হ্যারিসন রোডে আমাদের বড়বাজার শাখায় কার্য্য চলিতেছে।
শাখাসমূহ—বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা ব্যাপিয়া
ভালবাজার ও হাওড়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ এস্ কে অর্জ্জন ও মিঃ পি ঘোষ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডাঃ এস্ এম ব্যানার্জ্জী

পাইওনিয়ার

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

কলকাতা শাখা—১২১৬, ক্লাইভ রো

হেড অফিস: কুমিল্লা

● কলিকাতা
● নওগাঁ
● নওগাঁ
● নৌকাই

আমাদের "সেবাব্রত"

স্থাপিত—১৯২৩

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর:
মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত, এম্. এল্. এ, কেন্দ্রীয়

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ন্যাশনাল মারক্যাণ্টাইল ব্যাঙ্ক

৮০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লিমিটেড

ফোন: বি,বি, ৬২০৪

শাখা:
ঢাকা, লালবাগিরহাট, বরষাল, মুংপুর, কুতুবদিয়া, করাচি (সিন্ধ), ওয়াজিরাবাদ, নিজামাবাদ, গুজরানওয়ালা, ভাতা, জলন্ধর সিটি, খুলনা ও লালামুসা (পাঞ্জাব)।

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করা হয়।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন: কলি ৩৮৭৩
হেড অফিস—৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১১,১১,৮৫০৲ ,,
আমানত—এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৪ সালের ১০ই মে পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

যুক্তিসঙ্গত সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়
শাখা—বড়বাজার ও ভালবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, ঢাকেশ্বরী এবং ঢাকা
হে-অফিস: মিরকাদিম
ঝিরমাথ রায়—ডিরেক্টর ইন-চার্জ

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৯শে জুলাই—বন্ধ ১৮ই জুলাই ও মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার যে ট্রেজারী বিলের আবেদন মুলতুবী ছিল তাহার মূল্যের হার বার্ষিক পড়তা ৫/১০ পাই ধার্য্য হইয়াছে।

ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ক্যাডিবারার পরিশোধের সর্ত্তে ডলের মূল্যের হার আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পড়তা ১৮ আনা ও বোম্বাইয়ে পড়তা ১৮ আনাই ছিল।

টেলি: ট্রান্সফার (প্রতি টাকায়) ১ শি ৫৯৩২ পেন্স

ডলার (প্রতি পত্র) ৩৯৯৭৫

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—চলতি নোটের পরিমাণ (২৪শে জুলাই)—৩৩৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের চলতি আমানত—(৭ই জুলাই)—৩৩৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। স্থায়ী আমানত—(৭ই জুলাই)—১৮৮ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২১শে জুলাই—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার শেয়ার বাজারে স্বেচ্ছাকৃত বর্জ্জনের ফলে কোনো কোনো মজিলার পড়তার সুযোগ আসায় তাহার সহিত কাগজের সম্বন্ধ সম্ভাবনা অনুধাবন করিয়া অনেকেই ক্রয়ে হইয়া উঠেন এবং ফলে সপ্তাহের শেষ দিকে বাজারে ক্রিয়াশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মুদ্রাস্ফীতির মূর্ত্তাগ্রহণের ভয় বাজার বন্ধ ছিল বলিয়া বাজারের অনেকেরই ধারণা এমনিই কিছু পরিমাণ মাল্লত হয়, তাহার উপর শুক্রবার বাজার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাদের মজিলার পড়তাগের সুযোগ বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করায় কর্তাভাজা অনেকটা কমিয়া যায় এবং বাজার স্থিতিস্থাপক ধারণ করে। তবে আশার কথা এই যে, সপ্তাহ শেষে শেয়ার বিক্রেতাদের অধিকাংশেরই অন্তই বাজারে মালের অবস্থিতি পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং দুই এক দিনের মধ্যে এই মানসিক দৌর্ব্বল্য দেখা দিলে বাজারে আবার স্বেচ্ছাকৃত ফিরিয়া আসিবে।

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের মেয়াদী বাজারে মেয়াদী কাগজসমূহের পরিবর্ত্তে কাজ হইলেও মোটামুটি বাজারের অবস্থা স্বেচ্ছা ছিল। ৩৫০ কোটির কোম্পানীর কাগজ এ সপ্তাহে ৯৯৫০ আনায় বেচাকেনা হয়।

পত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কাগজের কলের মেয়াদ বাজারে যে মন্দাভাব বর্ত্তমান ছিল তাহা আলোচ্য সপ্তাহে বিদূরিত হয় এবং মেয়াদে উন্নতি-যোগ্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। অন্ত শুক্রবার বাজারের অবসান অবস্থায় কাগজের কলের মেয়াদে উন্নতির প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কানপুর টেক্সটাইলস্ বর্ত্তমান সপ্তাহে ১৪৫০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া সপ্তাহের শেষে ১৪৪৫০ আনায় দাঁড়াইয়া আসে।

কলমজাতীয় মেয়ার অন্যান্য আলোচ্য সপ্তাহে অন্যান্য উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় এবং প্রায় সকল কলমাবদির মেয়ারের মূল্যই কিছু পরিমাণ বাড়িয়া যায়। পত সপ্তাহের ৩৪৫০ আনার স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে বঙ্গলক্ষ্মীর ৩৫০ আনায় উঠিয়াছিল এবং মেয়ার ৩১২৲ টাকার স্থলে ৩৩৭৲ টাকায় দাঁড়ায়। ইণ্ডিয়ান্ বর্ত্তমান সপ্তাহে ১৩৮০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া শেষে ১৩৫০ আনায় দাঁড়াইয়া আসিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে এসোসিয়েটেড বাজারে মেয়ার ব্যতীত অন্যান্য পাইকলমসমূহের মেয়ারে বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি দেখা যায় নাই এবং এই বাজারে ক্রয়-প্রবণতার অপেক্ষাকৃত অভাব ছিল। ব্যাঙ্কের অধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে বর্ত্তমান সপ্তাহে ৮৭৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া শেষ অবধি ৮৪৲ টাকায় দাঁড়াইয়া আসে।

ইণ্ডিয়েলিবি বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে মোটামুটি কাজ হয় এবং অন্যান্য মেয়ার বাজারের মত এই বিভাগের বাজারেও প্রথমদিকে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কর্পোরেশন পত সপ্তাহের ৪১৮০ আনা ও ৪৮৮০ আনা হইতে বর্ত্তমান সপ্তাহে ৪৯৲ টাকা ও ৫১৮০ টাকায় উঠিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহশেষে ইহারা আবার যথাক্রমে ৪৯৷০ ও ৫০৷০ আনায় দাঁড়িয়া আসিয়াছে।

টিনির মেয়ার বর্ত্তমান সপ্তাহে মেয়ার বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি আবর্ত্তন করিয়াছিল। বলরামপুর পত সপ্তাহের ২০৮০ আনার স্থলে এ সপ্তাহে ২৩৫০ আনায় উঠিয়াছে এবং কেশোরাম ২৮০ আনা মূল্যবৃদ্ধি পাইয়া ৩৭৲ টাকায় উঠে মেয়ারেও হইয়াছে। কানপুর ও ইণ্ডিয়ানের পত সপ্তাহের মত ছিল ৩৲ টাকা ও ২৯০ আনা, বর্ত্তমান সপ্তাহে উহাদের যথাক্রমে ৩৫০ আনা ও ৩৲ টাকা মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে চাবাগানের মেয়ারে অবস্থিতি দেখা না দেওয়ায় কেনাবেচা বিশেষ বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য সপ্তাহে বাকী কর্পোরেশন, ইণ্ডিয়ান কপার, ডালমিয়া সিমেন্ট, এসোসিয়েটেড কর্পোরেশন, ক্যালকাটা ট্রামওয়ে, মেহিনীপুর জমিদারী, ষ্টীমার্স মেয়ার প্রভৃতির মেয়ারে পরিমিত কাজ হইয়াছে এবং ইহাদের দরের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

বড়বাজার শাখা :—১৯এ, হ্যারিসন রোড

শাখাসমূহ :—

বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, হিন্দুস্থান, আশুতোষ, বোলপুর ও কাটোয়া (নূতন)। বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, সাহেবগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ ও রামপুর হাট (বি, সি)

পাটনা, আরবিয়াল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

স্থাপিত : ১৯১৩

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—নারায়ণগঞ্জ কলিকাতা অফিস :—১৭৬, কলা ষ্ট্রীট।

ফোন :—বড়বাজার ৯৮৭

ক্লিয়ারিং'এর যাবতীয় সুযোগ সহ ক্রমোন্নতিশীল • ভারতীয় ব্যাঙ্ক

ব্রাঞ্চ সমূহ :—সিরাজগঞ্জ, শিলচর, সিলেট, করিমগঞ্জ, বরিশাল ও কুমিল্লা।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান :
শ্রীকামিনীকুমার পাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীনরীন্দ্রলাল সাহা

কৃষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ২৯, ক্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

Gram : Jatiabas : স্থাপিত—ইং ১৯০৬

শাখাসমূহ

বাংলা—	বিহার—
কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, চন্দ্রকুড়িয়া, বেতরাগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, বড়বাজার (কলিঃ), উল্টাডাঙ্গা (কলিঃ) ও কুষ্টিয়া।	পাটনা, আরা, ছাপরা ও মজঃফরপুর।

গত ১২ই জুলাই চেয়ারম্যান শাখা খোলা হইয়াছে।

শীঘ্রই ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা খোলা হইবে।

ডাঃ জে সি চক্রবর্ত্তী—চেয়ারম্যান

মিঃ বি বি রায় চৌধুরী
ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার

মিঃ বিমল রায় চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১২ই জুলাই—কলিকাতার পাটের বাজারে আজই কথার আর আরম্ভ হইয়াছে। পাটের দর গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। পাটের বাজারে এই মন্দা দেখা যাওয়তে আগত পাট ক্রয়ের ব্যাপারে কলকারখানার অনাগ্রহ। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিভিন্নকারণে পাটকলের কাজ চালানো কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। গত যে মাসে ৪৭ লাখ ৩০ হাজার টন পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। গত জুন মাসে সেখানে ৯০ লাখার ৮৮৭ টন পাট উৎপন্ন হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণে পাকিস্তানে ভবিষ্যতে পাটের উৎপাদন আরও হ্রাস পাওয়া বিচিত্র নহে। উৎপাদন যদি হ্রাস করিতে হয় তবে দেশী পাট দিয়া কি হইবে, তাই কলকারখানার পাট ক্রয়ে এখন আর বিশেষ কিছু গরজ দেখাইতেছে না।

আলসা পাটের বাজারে এসপ্তাহেরও প্রথমে আজ বিক্রয় পরিমাণ ৫৫ টন এবং দর প্রতি মণ ১৬৸০ আনা। পরে আরও নামিয়া ১৬৲ টাকা হয়। এসপ্তাহে মাঝারি শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ১৫৲ টাকা দরে আজ পরিমাণে বিক্রয় হইয়াছে।

আলসা পাটের বাজারে মন্দা দেখা যাওয়ার মূলে এ সপ্তাহে পাকা মেল বিক্রয়ের নাম পরিমাণ বিয়াছে। ভেরী শ্রেণীর পুরাতন পাট প্রতি মণ ১৬৸০ আনা দরে এবং নূতন পাট ১৭৸০ আনা দরে সামান্য পরিমাণে বিক্রি হইয়াছে।

এসপ্তাহে চট ও অন্যান্য বাজারে চট্টা দরের ক্রেতার অভাব ছিল না। কিন্তু বিক্রেতার অভাবে বাজারে কারবার হইয়াছে খুবই কম। পাটকলে চটের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় এবং ভবিষ্যতে চাহিদার তুলনায় ঐ জিনিষটির যোগান কম হইবে বলিয়া মনে করায় চট ব্যবসায়ীরা এ অবিয়া তাহা মজুত রাখা সম্বন্ধেই অধিকতর আগ্রহ দেখাইতেছে।

বিভিন্ন স্থানে পাট বপনের অবস্থা

নারায়ণগঞ্জ—আবহাওয়া অনুকূলই আছে। পাটের চারাগুলি ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচু হইয়াছে এবং পাতের অবস্থাও ভাল। শীঘ্র অধিক বিক্রয়ার্থে গত অর্ডার মত হইয়াছে। নদীর জল পাকিস্তের গত বৎসরের এই সময়ের চেয়ে ইহা এখনও ১ ফুট নীচে আছে।

টাঙ্গাইল—এ সপ্তাহে অত্যধিক বারিপাত হইয়াছে। কাজেই গতবারে আবহাওয়ার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুকূল হইয়াছে। মোটের উপর পাতের অবস্থা ভালই। চারাগুলি ৫ ফুট হইতে ৭ ফুট উঁচু হইয়াছে। গত অর্ডার মীত অধিকাংশ জমিতেছে। নদীর জল গত বৎসরের এই সময়ের সমই আছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া—আবহাওয়া অনুকূল। চারাগুলির অবস্থা ভাল এবং আবাদের উচ্চতা ৭ ফুট পর্যন্ত হইয়াছে। গত অর্ডার মীত মীত চলিতেছে এবং এ পর্যন্ত মোট পরের ½ ভাগ কাটা হইয়াছে। নদীর জল পাকিস্তের গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় জল নীচে আছে।

ফরিদপুর—আবহাওয়া এখনও অনুকূল এবং সুন্দর অবস্থা আশাপ্রদ। পাটচারার উচ্চতা উঁচু জমিতে ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি ও নীচু জমিতে ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত। নীচু জমিতে পাট কাটা আরম্ভ হইয়াছে।

আগরতলা—বৃষ্টি ও রৌদ্র সমান ভাবেই পাতের অবস্থা আশাপ্রদ। চারাগুলি ৬½ ফিট পর্যন্ত উঁচু হইয়াছে। নীচু জমির পাট কাটা শেষ হইয়াছে এবং মাঝের জমিতে কাজ এইবার আরম্ভ করা হইবে। বর্তমান সপ্তাহে নদীর জল ১ ফুট ৯ ইঞ্চি উঠিয়াছে। তবু গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় এই উচ্চতা প্রায় ১ ফিট কম।

শিলিগুড়ি—আবহাওয়া অনুকূল এবং পাটচারাগুলি ভালভাবেই বাড়িতেছে। চারাগুলির উচ্চতা উঁচু জমিতে ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি ও মাঝের জমিতে ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত। নীচু জমির পাট

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৮ সন

১৪৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থায়ী আমানতের সুদের হার

অত্যন্ত সন্তোষজনক, ৩০ টাকা হইতে ৬৲ টাকা পর্যন্ত।

কে, সি, সরকার
ডিরেক্টার ইন-চার্জ

এস, আর মোতায়েদ্
এস, জি, দত্ত রায়
জেনেরিং ডাইরেক্টরস

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন কলি ৪৮০৭

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ভবানীপুর, বালীগঞ্জ, হাওড়া, ঢাকুরিয়া, খুলনা।

সাইনিং ব্রাঞ্চ :—লোয়ার রোড, বালীগঞ্জ।

সুদের হার

কারেণ্ট—১% সেভিংস—২½%

ফিক্সড ডিপোজিট—০% হইতে ৪% পর্যন্ত

সুবিধাজনক সর্তে টাকা ধার দেওয়া হয় ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডাঃ অমলকুমার চাটার্জ্জী, এম-পি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৪১

হেড অফিস—৮নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ফোন : সাউথ ৫০০

এজেন্সী শাখা :—৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন কলি ৪১৭০

শাখা অফিস কলিকাতা—বালীগঞ্জ, হাওড়ার, ইটালী।

মফঃস্বল অফিস—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ডেমী, মোহাপাণী, চাঁদপুর, পুরাণ-বাজার, চৌমুহনী, ফিনোকুর, চাঁদপুরহাট, পটুয়াখালী ও নবাবপুর (ঢাকা)।

বিহার—পাটনা, কাতরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী ও মজঃফরপুর।

লভ্যাংশ শতকরা ৭½০ দেওয়া হইয়াছে

যাবতীয় আধুনিক ব্যাঙ্কিং কারবার করা হয়।

এজেন্সী :—ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

নারায়ণগঞ্জ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সেক্রেটারী—মিঃ বী মজুমদার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে দত্ত

যুদ্ধ যখন চলে.....

জিনিষের দাম তখন বেড়ে চলতে থাকে। কিন্তু আমাদের তৈরী জিনিষের দাম আমরা যথাসম্ভব কম রেখেছি, আমাদের নিজস্ব লাভের টাকা কমিয়ে দিয়ে।

যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির ফলে সাধারণের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটাতে এখন অবশ্য আমরা পারছি না; কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই আমরা তা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

মাথার ঘিলু পরিষ্কারের ব্রাহ্মী'র স্পর্শ যেমন আরাম করে তা বলে ব্যাখ্যার কুলনা নেই।

প্রাচ্যের প্রিয় বর্ণাভি—ডাক্ ব্যাক্

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড
কলিকাতা :: নাগপুর :: বোম্বাই

পাট। হইয়াছে এবং মাসের অধিক পাট কাটা এইবার আরম্ভ হইবে। পত বৎসরের এই সময়ের তেয়ে এখন নদীর জল প্রায় ২ ফুট নীচে আছে।

ময়মনসিংহ—এ সপ্তাহে আবহাওয়া অনুকূল ছিল। পাটচারাগুলি ভালভাবেই বাড়িতেছে এবং উচ্চতায় ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়াছে। পাট কাটা উল্লেখযোগ্য রূপ আরম্ভ হইয়াছে। মোট জমির ১৯ ভাগ এ পর্য্যন্ত কাটা হইয়াছে। পত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় নদী এখন নীচে আছে।

সিরাজগঞ্জ—বৃষ্টি ও রৌদ্র সহ সপ্তাহ আবহাওয়া অনুকূল। চারাগুলি উঁচু জমিতে ৭ ফুট, নীচু জমিতে ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। এ পর্য্যন্ত মোট জমির শতকরা ৩৫ ভাগ কাটা হইয়াছে। পত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় নদী এখন ১ ফুট নীচে আছে।

ফরিদপুর—আবহাওয়া অনুকূল এবং পাটের অবস্থা আশাপ্রদ। চারাগুলি উচ্চতায় ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়াছে। মোট জমির প্রায় ১/৩ ভাগ এ পর্য্যন্ত কাটা হইয়াছে। নদীর জল নীচে থাকায় পাট কাটা উল্লেখযোগ্য রূপ আরম্ভ হইয়াছে। পত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় নদীর জল এখন প্রায় ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি নীচে আছে।

ফরিদপুর—পাট পচের অবস্থা সাধারণভাবে আশাপ্রদ। পূর্ব্ব অঞ্চলে পত কর্ত্তন কিছুদিনের আরম্ভ হইলেও নদীর জল নীচে থাকায় পশ্চিমাঞ্চলে বীজগুলিতে পাট কাটা চলিতেছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৩শে জুলাই—বৃহত্তর তুলার সমিতির এক বক্তৃতায় বিষয় সরকারী সহর বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। অনেকের ধারণা সরকারের এই তুলানীতি প্রচলনের ফলে তুলা উৎপাদনকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে সরাসরি বেচা কেনা হয়। বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান সত্ত্ব এক বক্তৃতায় নিয়ন্ত্রণনীতি সমালোচনা করিয়া বলেন যে, বাংলার অধেক বস্ত্র আবশ্যকীয় লোকের এবং চোরাবাজারের উৎপাদক করা কোনমতেই উচিত নয় এবং প্রাদেশিক সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য অবিলম্বে এই দুর্নীতি দূর করা। প্রাদেশিক বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর বস্ত্র ব্যবসায়ীদের চোরাবাজার বন্ধ করিবার এই মত করিয়াছেন এবং তাহাদের ব্যবসায়ীর লাইসেন্স বাতিল করা হইবে। তাহাদের কাপড় পাইবার পত ব্যবস্থার এবং নিয়ন্ত্রণ নীতি দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করার ব্যবসায়ীদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বাজারের কাপড় বিক্রয়ের অধিকতর উৎসাহ দেখা যাইতেছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৩শে জুলাই—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের সোনার বাজারে ডিসিপ্লিনারী দেখা যায়। যুদ্ধ-পরিস্থিতি ভিন্নপক্ষের অনুকূল হওয়ায় এবং শীঘ্র সন্ধি হইবার

স্থাপিত—১৯২০

ফোন : কলি: ২২৪৮

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেভিংস্ একাউণ্ট

এই সুবিধা ও সুযোগের দিনে আপনি এর উপর হিসাব করে আরও অধিক আর্থিক সুবিধা আদায় করে নিতে পারেন। শুধু টাকায় একটী একাউণ্ট খুলে মোটা রকমের সুদ ভোগ করুন। একশ টাকা জোলা যায়।

মিঃ এস্ বিশ্বাস—ম্যানেজার

শাখা :—শ্যামবাজার ও ময়মনসিংহ

স্থাপনা করার অতিরিক্ত অবস্থার সুযোগ লইবার উদ্দেশ্যে দেশবাসী অনেকটা বদ্ধ হইয়াছে। বোম্বাইয়ে সোনার দর ৭৮৲ আনার

(৩৮১ পৃষ্ঠার পর)

ষ্টকহলে পাটের ব্যবহার

—পত ১৯৪৩ সালের জুলাই মাস হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে আলোচ্যবর্ষের সমস্ত ষ্টকহলে মোট ৫৩ লক্ষ ৪৫ হাজার বেল (প্রতি বেল ৪ মণ) পাট খরচ হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে ষ্টকহলমে ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার বেল এবং ১৯৪১-৪২ সালে ৬৮ লক্ষ ৬০ হাজার বেল পাট খরচ হইয়াছিল।

বিক্রমপুরে দুর্ভিক্ষের ছায়া

—দুর্ভিক্ষের একটী লক্ষণ প্রকাশ যে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে উক্ত মহকুমার মোট ৯ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং প্রায় ১ লক্ষ লোক অন্নের অভাবে ভিটা ছাড়িয়া গিয়াছে।

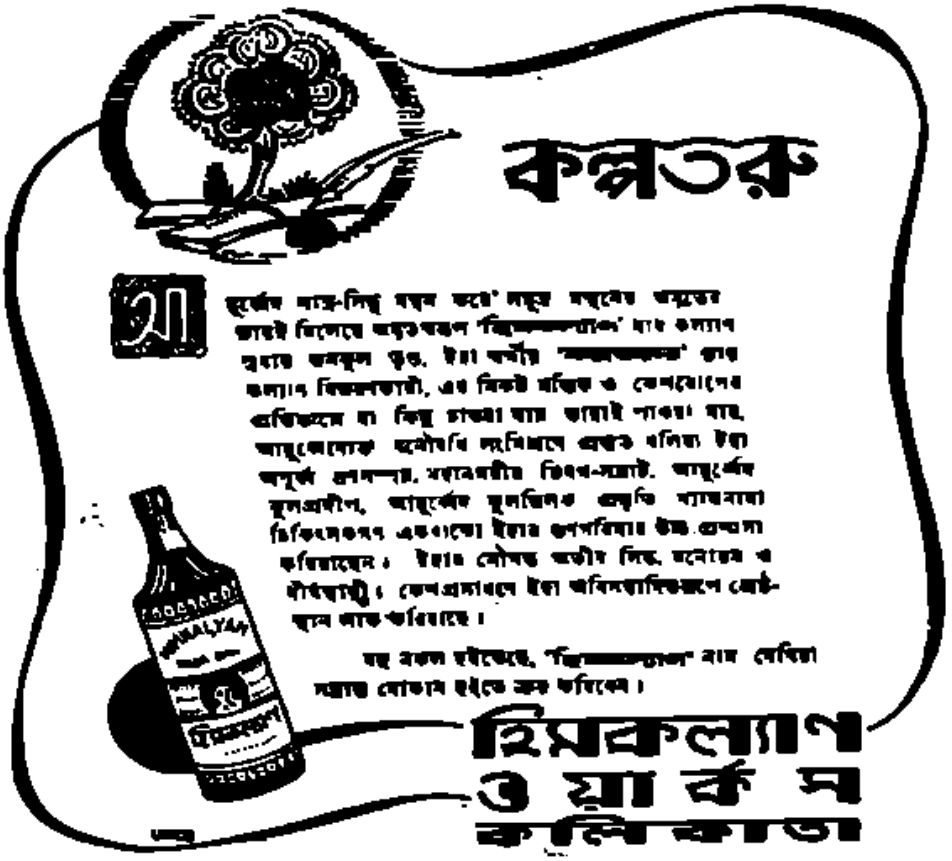

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৯ই জুলাই	২০ই জুলাই	২১ই জুলাই	২২শে জুলাই	২৩শে জুলাই	২৫শে জুলাই
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৪৬/০	৭৪৬/০	৭৪৬/০	৭৪৬/০		৭৪৬/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৪১/০	৭৪১/০	৭৪১০	৭৪১০		৭৪১০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১০৩৯৲	১০৪১৲	১০৪৭৲	১০৪৬৲		১০৪৬৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১০৫৯৲	১০৫৯৲	১০৬৬৲	১০৫৪৲		১০৫৪৲/০
সিমিট দর—প্রতিমণ (কলিকাতা) ...	৫১৯৲	৫১৯৲	৫১৯৲	৫১৯৲		৫১৯৲
কোম্পানীর কাগজ—৩½% হইতে ৪% ...	৯৩৩৲	৯৩৫/০	৯৩৫/০	৯৩৬/০		৯৩৬/০
শেয়ারের দর (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন)						
ইউনিয়নাল—						
ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫২৯/০–৫১৬৲	৫৩/০–৫১৬৲	৫৩/০–৫২৫/০	৫৩৬/০–৫৪৬৲		৫২৮/০–৫১৬৲
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি ...	৩৯৬৲–৩৮৬/০	৩৮৫/০–৩৪৫/০	৩৮৬৲–৩৮৫/০	৩৯৬/০–৩৮৬/০		৩৯৬/০–৩৮৫/০
যুনাইটেড—প্রতি ...	১৬৬/০	১৬৫/০–১৬৯৲	১৬৬/০–১৬৯৲	—		—
এসোসিয়েটেড কর্পোরেশন ...	২৭৬৲–২৭৯৲	২৭৬৲–২৭৯৲	২৭৬৲–২৭৯৲/০	২৭৬৲–২৮১৲/০		২৭৯৲–২৭৯৲/০
মেসার্স ...	২৬৬/০–২৬৯৲/০	২৬৬/০–২৬৯৲/০	২৬৬/০–২৬৯৲/০	২৬৬/০–২৬৯৲/০		২৬৬/০
ফটোফিল্ম ...	১৬৯৲	—	—	—		১৬৯৲
ন্যাশনাল হোসেরী ও মিল ...	৪২৲–৪১৬/০	৪১৬/০–৪১৬/০	৪২১৲–৪৩৲	৪৩৲–৪২৫/০		—
খনি—বার্ড কর্পোরেশন ...	৫১/০–৪৯/০	৪৯/০–৪৮/০	৪৯/০–৪৯০	৪৯/০–৫১০		৪৯/০–৪৪০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩৯০–৩৪/০	৩৮০–৩৫০	৩৪/০–৩৪/০	৩৮/০–৩৫/০		৩৫/০–৩৪
ব্যাঙ্ক—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	—	১৩৭৲–১৩৯৯	১৩৫৲		—
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	—	—	—		—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	৪১৲	—	৪৬৲		৪৬৲–৪১১০
সিন্ধ ব্যাঙ্ক ...	—	৩৭৯০	৯৯৲	—		—
কয়লা—ব্রাডফোর্ড কোল্ ...	৪৪৯/০–৪১১/০	৪৯/০–৪৪৯/০	৪৪৯৲–৪৭৯/০	৪৩৯–৪৭৯/০		৪৭৯/০–৪৪১০
কেশো ...	৩৭৯৲–৩৭৩৲	৩৭৯৲	৩৭৯৲–৩৭৬৲	৩৬৫৲–৩৭৮৲		৩৭৯৲–৩৭০৲
বড় খেমো ...	১১৯০	—	—	১১৮/০		—
ইন্দুইচিল ...	৭৬৫/০–৩৯৲	৪৪৯–৪৬৮/০	৭০৲–৩৯৲	৭০৲–৩৮৯০		৩৮৲–৩৭১০
কাপড়ের কল—বিড় ব্রিটোরিয়া কটন ফিলেন মিঃ	৪৬৬/০–৪৫৯/০	—	—	৩৬৲–৩৭৬/০		৪৪৯০
কেশো-বাসপুর ...	৪৮/০–৪/০	৪৫–৪৯৲	৪৯–৪৯৲	১৯৫/০–৪৫/০		১৩৲–১৪/০
বালসুর টেক্সটাইলস্ ...	১৩৬/০	১৯৲–১৫৫/০	১৪৯/০ ১৯৲	১৪৫/০–১৪৯/০		১৫৲–১৪৬/০
কেশোরাম রটন মিলস্ লিঃ ...	—	১৯৲	১৯৬৲–১৯৯০	৪০৫–১৯৯০		১৪৫/০
মহালক্ষ্মী ...	—	—	৪৯৲	৪০৭০–৪০৫০		—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—	—	—	৫১৯৲–১২৬৫০		৫১৯৲–৫১৮৲
বীরেশ্বর পেপার মিলস লিঃ ...	৭৫৯০	—	—	—		—
বীরাজ ...	৩৫১০–৩৯৬/০	৩৫৮/০–৩৩৫/০	৩৫১০–৩৩৫/০	৩৭৬/০–৩৫১০		৩৭৫/০–৩৬৬/০

যেখানে অর্থ জেমা দিলিচিত হ'তে পারেন—

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—ঢাকাপুর মেইন অফিস —ঢাকা।
কলিকাতা অফিস—৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

শাখাসমূহ :—
নু ন া প া না জা র, ঢাকা, নৌয়াখলি, বীরিয়লার, শ্রীনগর, সলপবাটী, ফেনাপুর

শীঘ্রই পুবিয়া (নিহার) ও ঘাটশোলা (উত্তর কলিকাতা) ব্রাঞ্চ খোলা হইবে।

ডি এন চক্রবর্তী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ডি এন দত্ত
কলিকাতা এজেন্ট।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ,, ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত ,, ৪০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত ,, ৩৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড ৬,১৫,০০০৲ টাকার উপর

গত ১২ই জুলাই নারায়ণগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রী ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

১০
বৎসর যাবৎ দেশের ও দশের সেবায় নিযুক্ত।

হেড অফিস—৩১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি : ১১২৯, ১১৩০

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৯শে জুলাই	২০শে জুলাই	২১শে জুলাই	২২শে জুলাই	২৩শে জুলাই	২৪শে জুলাই
চটকল—কামারহাটি জুট মিলস লিঃ	৩৯৫৲-৪১৫৲	—	—	—		—
আংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৩৯৯৲-৪০৯৲	৩৮৯৲-৪০৯৲	৩৮৯৲-৪০৯৲	৩৯৩৲-৪০৬৲		৩৭৯৲
কামারহাটি ,, ,, ,,	৩৯৯৲-৪০৯৲	৩৯৯৲-৪০৯৲	—	৩৯৩৲-৪০৬৲		৩৮৬৲-৩৯৯৲
গরীবা ,, ...	১৪০৲-১৪৬৲	১৩৮৲-১৪৩৲	১৪০৲-১৪৩৲	১৪৩৲৲		১৩৫৲-১৩৯৲
শ্রেমিচেন্দ্রী ,, ...	১১৯৲-১১৯৲	১১৯৲-১১৯৲	১১৯৲-১১৯৲	১২৩৲-১২৬৲		১১৬৲-১১৯৲
বিলাসেন ,, ,,	৯৯৲-৯৯৲	৯৯৲-৯৯৲	৯৯৲-৯৯৲	—		৯৭৯৲-৯৭৯৲
ঠাকুরাণী ,, ,, ,,	৩১৬৲-৩৩৯৲	৩১৬৲	৩১৬৲-৩৩৯৲	৩১৬৲-৩৩৯৲		৩৩৩৲
বাকুড়া ,, ,, ,,	১৪৯৲-১৬৩৲	১৩৬৲-১৩৯৲	১৪৩৲-১৪৬৲	১৫৭৲-১৬২৲		১৪৯৲-১৫৩৲
চিনির কল—রামপুর ফুলার কোং লিঃ	৪৬৲-৪৯৲	৪৬৲-৪৯৲	৪৬৲-৪৯৲	৪৯৲-৪৯৲		৪৯৲-৪৯৲
চন্দ্রাবৎ ফুলার কোং লিঃ	৪৯৲-৪৯৲	৪৯৲-৪৯৲	৪৯৲-৪৯৲	৪৯৲-৪৯৲		৪৯৲-৪৯৲
বেরো অফ কোং লিঃ	৩৭৯৲-৩৯৲	৩৭৯৲-৩৯৲	৩৭৯৲-৩৯৲	৩৭৯৲-৩৯৲		৩৭৯৲-৩৯৲
চা বাজার—চেঙ্গমারী টি কোং লিঃ	২৭৯৲	২৭৯৲	২৭৯৲-২৯৯৲	২৭৯৲-২৯৯৲		২৭৯৲-২৯৯৲
কাশিয়াবা টি কোং লিঃ	৭৯৯৲-৭৯৲	৭৯৯৲	৭৯৲	—		—
বিবিধ—ভালজিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ	২৭৯৲-২৭৯৲	২৯৯৲	২৭৲-২৯৯৲	২৭৲-২৯৯৲		২৯৯৲
এসোসেন্সী এন্ড কেমিক্যেল	৩৯৯৲	৩৯৯৲	৩৯৯৲-৩৯৯৲	—		৩৯৯৲-৩৯৲
বেঙ্গিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	১৯৯৲-১৯৯৲	১৯৯৲-১৯৯৲	১৯৯৲	১৯৭৲-১৯৯৲		১৯৯৲-১৯৯৲
বোটান ইলাষ্টিক লিঃ ...	৪৭৯৲-৪৯৯৲	৪৭৯৲-৪৭৯৲	৪৯৯৲-৪৯৯৲	৪৯৯৲-৪৯৯৲		৪৯৯৲-৪৯৲
ইণ্ডিয়া কেমিক্যেল কেমিক্যেলস কোং লিঃ ...	১৯৯৲-১৯৯৲	১৯৯৲-১৯৯৲	১৯৯৲	১৯৯৲-১৯৯৲		১৯৯৲
আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ,, ...	১৯৯৲	১৯৯৲-১৯৯৲	—	১৯৯৲		১৯৯৲-১৯৯৲
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ,, ...	৪৯৲-৪৯৯৲	৪৯৯৲-৪৯৲	৪৯৯৲-৪৯৲	৪৯৯৲-৪৯৯৲		৪৭৯৲-৪৯৯৲
বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট মিলস ...	—	—	৪৯৯৲-৪৯৯৲	৪৯৯৲-৪৯৲		৪৯৯৲-৪৯৯৲

(সোনা ও রূপা—৫ম পৃষ্ঠার পর)

তাহাতাড়ি বাকিদের হিসাবে ব্যাঙ্ক সোনা কিনিবার বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছে না এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক চাহিদা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। গত সপ্তাহের ৭৯৲৲ আনা ও ৭৯৲৲ আনার স্থলে বর্তমান সপ্তাহের বেঙ্গি ও অবোয়ার্ড সোনার দর যথাক্রমে ৭৯৲৲ আনা ও ৭৯৲৲ আনা। কলিকাতার বাজারে বর্তমানে সোনার দর ৭৯৲৲ আনা।

রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং বোম্বাই বাজারে সেরসাদের ১৩৯৲৲ আনার স্থলে এসপ্তাহ তাঁর উপর দুই মুদ্রার ১৩৯৲৲ আনায় দাঁড়াইয়া আসে। চাহিদার বৃদ্ধিই এই মূল্য হ্রাসের কারণ।

আমেরিকা হইতে যে রূপা আসিতেছে তাহার কিছুদীর্ঘি সপ্তাহে এখনও বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। আশা অনুযায়ী রূপ ও ইংলাণ্ড ব্যবহার আমদানী যদি শুধু মুদ্রা তৈয়ারী হয়, তাহা হইলে এই রৌপ্য বিক্রেতে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধিরোধ করিবে এবং তাহার সরকার বর্তমান বাজার দরের কাছাকাছি মূল্যেই রৌপ্য ক্রয় করিতে থাকিবেন। ব্যবস্থা এইরূপ হইলে বাজারের রৌপ্যমূল্য উৎপাদন-খরচাকাছে হ্রাস পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

ইউনাইটেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

অনুমোদিত মূলধন ১ কোটী টাকা

ডিরেক্টরগণ :—মিঃ বি ঘি বিড়লা, মাইর ডেরোনাল এস এই—নাইটলী। মিঃ ই ঘি :—মিঃ এস এস সাহাদুরায়, আর আরবলী হাজী সাহেব, মিঃ বে বি বোরেরা, মিঃ বি এস বাংগোরীয়া, মিঃ এ বি দাস। মিঃ সইদুল হকসাহেব, মিঃ মনমোহন আর ওয়ার, মিঃ আর কি সারাইন, মিঃ ইঞ্জিনিয়ার কাম্পবিয়া। জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ বি বি ঠাকুর।

যে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন

ভারতের এবং বিদেশের সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শাখাসমূহ :—বড়বাজার (কলিকাতা), বোম্বাই, দিল্লী, লাহোর, করাচী, লাহোর, আমৃতসর, অমৃতসর, রাওলপিণ্ডি (পঃ পঃ), মোহেনজোদরো, মাহেশ্বরী (মোহেশ্বরাবাদ), লোয়ালিয়ল, কানপুর, মুলতান ও সিকারপুর।

হেড অফিস—২, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কোন, কলিকাতা।

ফোন :—কলিঃ ৩৪৭৬ টেলিগ্রাম—মিঃ বি আর সোসাইটি

ফি মডেল গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ

টেলিগ্রাম:-'ASARDAS'—ফোন:- সাউথ ২০৮১

কারখানা:- বেনারস রোড, বেলগাছিয়া, হাওড়া
শো- রুম:- ৩ নং মাল্লে লেন, কলিকাতা

এস,আর,দাশ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অফিস:-পি-১১১, মাদার্স এভিনিউ

ভিক্টরি লোন ১৯৫৭

শতকরা ৩ সুদের

এখন পাওয়া যায়

এই লোন শুধু ডাকে ইস্যু করা হবে এবং ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ইহার মূল্য পরিশোধ করা হবে। এই লোন অনির্দ্দিষ্ট টাকার ক্রয় করা যেতে পারে—এবং অন্য বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত ইস্যু করা হবে। ১লা মার্চ এবং ১লা সেপ্টেম্বর এই যে বছরে শতকরা ৩ টাকা হারে বাষ্পাসিক সুদ দেয় হবে তার উপর ইনকম ট্যাক্স এবং সার চার্জ দিতে হবে। ১৯৫৭ সে যেতে তথা জুন পর্য্যন্ত ইহার মূল্য হবে ১০০৷৷৷০। তারপর অন্য বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত তা' প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাই হারে বেড়ে যাবে।

বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লি এবং মাদ্রাজে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে, ভারতের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ইন্সিটিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা সমূহে এবং সংলগ্ন পত্রপ্রেরণ ঠিকানাতে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে।

৪৭৫৪৪০

'মূল্যের বাজারে শুধু টাকাই সস্তা এবং সস্তা বলে জমানো সুবিধা এবং আজ যা জমানো যাবে মুদ্রাস্ফীতি রুখে চলে যাবে তখন শুধু সেই টাকার মূল্যই বাড়বে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।'

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৪নং হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা : বিহার শরীফ, ও রাঁচী

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্ :—চিত্তবিনোদ গুহ
বসন্তকুমার রায়

PHONE—B. B. 6352 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

নবম বর্ষ] Monday, 31st July, 1944 সোমবার, ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৫১ [১৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহাত্মাজীর প্রস্তাব ও বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের মনোভাব

ভারতীয় রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানকল্পে মহাত্মা গান্ধী যে মহৎ প্রচেষ্টার ব্রতী হইয়াছিলেন সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে তাহা সুদূরপরাহত বার্থ হইল। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য সমাজ ও তথাকথিত ভারতবন্ধু সম্প্রদায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে সরকারী ভারত সচিব লর্ড মরলের এবং ভারত সচিব মিঃ এমেরী স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে, রাজনীতিক ব্যাপারে হিন্দুস্থানের অভিমত হিন্দু কহিবে বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলী বাধী নহেন—তাঁর হিন্দুস্থানের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সহিত ভারতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া।

এতদ্বারা সাম্রাজ্যবাদিরা যে, লর্ড রেডক্লিফ কিম্বদন্তি মূল বর্তমান থাকা পর্যন্ত সামরিক বিজয় বড়লাট ও মন্ত্রীমণ্ডলের সহযোগে ভারতের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাম্প্রদায়িক ভারসাম্যের দ্বারা হইতে বলিয়া প্রচারে প্রতিশ্রুতি দিয়া ফলতঃ এই প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য হন এই জন্য এই ঘোষণা কিম্বদন্তি আলোচনা আবিষ্কার হয়। মহাত্মা গান্ধী সাথে রেডক্লিফ কিম্বদন্তির প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু [illegible] ও মিঃ এমেরীর উক্তি হইতে উহা [illegible] যাইতেছে যে, বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলী সাথে রেডক্লিফ [illegible] প্রতিশ্রুতি পালন করিতে প্রকৃত সম্মত [illegible] ফলতঃ ভারতীয় বিভেদীকে সমূহ বাধিয়া [illegible] ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের যে বিষদৃষ্টি [illegible] তাহা বিন্দুমাত্র খর্ব করা বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের অভিপ্রেত নহে। এরূপ অবস্থায় কোন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভারতসন্তানই যেন পাকিস্তান বা অন্য বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে না। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, তাঁহার জীবদ্দশায় যদি স্বরাজ নাও হয় তথাপি তিনি এই বন্ধনের জ্বালা পালনকল্পে বাধিয়া লইবেন না। মহাত্মাজি ইহা দ্বারা সমগ্র বিশ্বে-সাম্রাজ্যবাদীর সমক্ষে ভারতবাসীর মনোভাব স্পষ্ট করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও নীচ মেজাজের ইঙ্গিত

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে রাজাজীর যে প্রস্তাব মহাত্মাজীর সমর্থন লাভ করিয়াছে তাহা দ্বারা পাকিস্তান দাবী করিয়া সমস্যা জটিলতর হইয়াছে। এই প্রস্তাবে এমনত নীচ মনোবৃত্তি অভিব্যক্তির কারণও আসা যায় নাই। কিন্তু ইতিহাসের বেদনাবিহীনের ঐতিহ্যের প্রভাবে নীচ মেজাজ এবং নীচের সুযোগ মেজাজ সর্বত্র আত্মপ্রকাশের ফাঁক যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা একেবারেই নিরপেক্ষের সমর্থন নহে। এরূপ নীচমনাস্ক সাম্রাজ্যবাদি প্রভাবের কথা বলিয়া এই বিষয়ে তাঁহার এরূপ রাজনীতি আলোচনা। সমস্যা এরূপ ঘুলিয়াছেন। তাহাই তাঁহার স্বরাজ আলোচনার যোগ্য নহে। তিনি নীচমনাস্ক বলিয়াছেন যে, যদি ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দকে প্রকৃত স্বরাজ দিয়া তাহার কর্তৃত্ব [illegible] যে [illegible] তাহা হইলে ভারতের [illegible] সমস্যা সমাধান হইবে। ইহা [illegible] ভারতের সমস্যা সমাধানের [illegible] ভারতের [illegible] ভারতের [illegible] ভারত

হবে। এই টাকার অধিকাংশই দেশবাসীর হাতে সঞ্চিত হইবে। তাহাতে মুদ্রাসংকোচ (Deflation) ঘটিয়া বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে আঘাতের আশঙ্কা নাই। বরং অতিরিক্ত সঞ্চয়ের সম্ভাবনা দাঁড়াইবে। এরূপ অবস্থায় দেশে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ঘটাইয়া ব্যাঙ্কের টাকা খাটাইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলে তাহাতে ব্যাঙ্কগুলি লাভ। বাঙ্গালী পরিচালিত ৯।১০টি বড় ব্যাঙ্ক মিলিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য অনায়াসে ৫।৬ কোটি টাকা দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়। ইহা দ্বারা বাঙ্গালী ব্যাঙ্কব্যবসায়ের দুর্বলতা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক

আমেরিকার বৃটন উডস নগরে যে মুদ্রানীতি সম্মেলন বসিয়াছিল তাহাতে দুনিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ হইবে ৯ হাজার কোটি ডলার। ইহার ১০ ভাগ সোনা বিলাত খাটিবে এবং যে সকল দেশ এই পরিকল্পনার যোগদান করিবে উহারা ঐ মূল সোনার জন্য করিবে। এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য হইবে যুদ্ধের পরে ইহাদের আর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কার্যে সাহায্য করা, অধিকন্তু সোনাসহ স্বর্ণ রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া বিশ্ব বাণিজ্য প্রসারের জন্য বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার উন্নতি বিধান করা। কোন দেশের বর্তমানেই শক্ত হইতে মুদ্রা বিনিময় ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যাঙ্কের কর্তৃত্বের নিকট হইতে আবশ্যক টাকা উপযুক্ত সুদে আদায় করা হইবে। তাহারা আন্তর্জাতিক স্বার্থ ও প্রয়োজনের দিক হইতে তাহা বিবেচনা করিবেন। পরে সময় মতে হইলে নির্দিষ্ট পরিমাণে সেই অর্থ ব্যাঙ্কের অংশীদার হইতে সরকার করিবেন কিনা বিবেচনা করা হইবে কিনা তাহা দেশ হইতে তাহা বিবেচনার ব্যবস্থা করিবেন। এই প্রস্তাবের ব্যাপারে প্রথমে অর্থের বিনিময়ে একটু ভরসার উপর ঋণ বা মুদ্রার আদায়ের সুযোগ সন্ধানের জন্য [illegible] করা হইবে।

ইন্টারন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ড ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক গঠনের যে পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহাতে ভারতের স্বার্থের দিক হইতে তাহা সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। দেশের সব সম্প্রদায় আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, এখনে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রস্তাবের আর একটু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু আমাদের দিক হইতে এই দুইয়ের কোন বিস্তৃত আলোচনা করিয়া ভারতের বিশেষ কোন উপকারে আসিবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। বিশ্বের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ চালাইবার জন্য যেসব সুযোগ সুবিধার দেশসমূহের নিয়োগ করা হইবে তাহার বিনিময়ে কোন উপকারে আসিবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। বিশ্বের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ চালাইবার জন্য যেসব সুযোগ সুবিধার দেশসমূহের নিয়োগ করা হইবে তাহার বিনিময়ে কোন উপকারে আসিবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। বিশ্ব অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ চালাইবার জন্য যেসব সুযোগ সুবিধার দেশসমূহের নিয়োগ করা হইবে তাহার বিনিময়ে কোন উপকারে আসিবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। বিশ্ব অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ চালাইবার জন্য যেসব সুযোগ সুবিধার দেশসমূহের নিয়োগ করা হইবে তাহার বিনিময়ে কোন উপকারে আসিবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না।

পাটের মূল্য ও মূল্যকের আর্থ

এ দেশের চাষীরা অধিক পাট হাত করিয়া কখনও তাহার ন্যায্য মূল্য পায় না। পাটের প্রধান ক্রেতা বন্ধিষ্ণু ব্যবসায়ের মূলধন সেই ইউরোপীয়ান ও বাঙ্গালীব্যবসায়ীরা সকলেই মিলে-মেশে তাহাদের ভাব মূল্যকম ও সমন্বয়। বিক্রয়ের সুবিধার সুবিধা বুঝিয়া তাহারা পাটের দর নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। চাষীরা উৎপন্ন পাট যে-দর ব্যাপারী ও আড়তদারের মারফতে সেই সব ফেরিওয়ালার হাতে বিক্রয় করিয়া চাষীরা অধিকার অধিকার অনুযায়ী এরূপ করিয়া তাহাদের ঘরেই উপরি পাওনা আদায় করিয়া হাতে না। অথচ পাইকারীদিগকে সেই দরেই মূল্য মূল্য পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। চাষীরা সমবেত হইয়া এবং আর্থিক সুবিধার বিক্রয় অপেক্ষা বেশী দাম পাই বলিয়া ব্যাঙ্কিতে পারে না বলিয়া মূলধনীব্যবসায়ের এই অসাধারণ ব্যাঙ্কিতে মূল্য বুঝিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। চাষীদের এই অসহায় অবস্থা দূর করিয়া বর্তমানেই এরূপ ব্যাঙ্কিতে ব্যবসায়ে কাহারও কোন আগ্রহ নাই। বর্তমানে এসম্পর্কে ব্যবসায়ের কিছু কিছু সংবাদ পরিচয়ে, ইহা সুখের বিষয়। এদেশে পাটের সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দিয়া বর্তমানে কিছুকাল পূর্বে একটি অর্ডার জারী করিয়াছিলেন (Jute Price Control Order, 1944)। এই অর্ডারে পাটের যে দর নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে বর্তমানের একটি বাজারে সেই দরে কেনা-বেচা সম্ভোষজনক নহে। তথাপি অন্যান্য জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিয়া উহাদের পাটের দরও কিছু বর্দ্ধিত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বর্দ্ধিত হারে দর নির্দ্ধারণ করিলে কি হইবে সরকারের অবহেলার দরুণ অনুপাতে বেশী মূল্য পাওয়ার সুবিধা হইবে না। চাষীরা ও আড়তদারেরা সর্বোচ্চ হারেই বাঁধাবাজারে ও বেপারীব্যবসায়ের নিকট পাই বেঁধিয়ে দেখা যায়। কিন্তু চাষীদের নিকট হইতে পাট কিনিবার সময় যথাসময় মত মূল্য দিয়া উহারা বিক্রেতের অসহিষ্ণু লাভের সুবিধা করিয়া লইতে দিয়া বোধ করিবে না। এই কারণেই কথা বারবার করিয়া বাঙ্গলা সরকার আজ পাইকারীদের স্বার্থ কর্তৃত্ব কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনে পরিচয় হইয়াছেন। দেশের চাষীদের বাজারে নির্দ্ধারিত সর্বোচ্চ দরের অনুপাতে বেপারী ও কড়িয়াদের নিকট হইতে পাটের ন্যায্য মূল্য পায় সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার জন্য তাঁহারা একটি সরকারী বিভাগ খুলিয়াছেন। এই বিভাগ পাটের সর্বোচ্চ মূল্যের কথা জানাইয়া চাষীদের নিকট অভ্যাচারী চালাইবেন, পাটের উপযুক্তরূপ শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে চাষীদিগকে উপদেশ দিবেন এবং পাট বিক্রয়ের জন্য সমবেত সমিতি গঠনে চাষীদিগকে উৎসাহিত করিবেন। পাট বন্ধুক বাঁধিয়া সহজ সুবিধামত মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য চাষীদের হাতে টাকা দিয়া সাহায্য করিবেন। তাঁহারা চাষীদের নিকট হইতে পাট কিনিবার জন্য কোন ব্যবসায়ীকে টাকা ধার দিবেন না। এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে চাষীরা ন্যায্য মূল্য পাইবে সন্দেহ নাই।

অলিম্পিয়াড্‌ন কাউন্সিলের বৈঠক

২৩ জন বেসরকারী প্রতিনিধি নিয়া গত যে মাসে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটী Commissariat Council বা পণ্য-ব্যবস্থাকারীদের সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি দুর্গম দিল্লীতে এই সমিতির একটী বৈঠক হইয়া গিয়াছে। কথা ছিল কাউন্সিল বন্দুক নির্মাণ, অতিরিক্ত মুনাফা নিরোধ এবং বিদেশ হইতে আমদানীয়ের আয়োজনীয় প্রয়োজনীয় আমদানী সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টকে সদুপদেশ পরামর্শ ও নির্দেশ দিবেন। কিন্তু এই কাউন্সিলের বৈঠকের যে বিবরণ প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তথাকথিত পরামর্শ সমিতিটী আসলে একটী প্রোপ্ত সমিতিতেই পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। দেশের পণ্য-ব্যবস্থাকারীদের প্রতি অনুগ্রহ করে ও অনুগ্রহকুটি আদায়ের আশায় সরকারের পরিচয় সমিতি সমিতির বৈঠকে এত দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। আর তাহা শুনিয়া সভ্যরা সকলেই হতাশে মস্তক অবনত করিয়াছেন। অধিকন্তু সমিতি ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ আগে যথা গবর্ণমেণ্ট ২ হাজার ৩০০ টন লিফটের পাত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন। উহা দ্বারা দেশের লোকের ব্যবহারের জন্য প্রচুর লিফটের আমদানী করা যাইবে। এদেশে যুদ্ধোত্তোগের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্য আবশ্যকীয় জিনিষ তৈয়ারের জন্য ১০টি কারখানা গবর্ণমেণ্ট ৩ লক্ষ টন লোহা ও ইস্পাত বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা করিবেন। ইস্পাতশিল্প কারখানার আবশ্যক যোগানের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া কাউন্সিলের ঐ সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা করিবেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট ২৩ জন অসামরিক প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ৭ জন সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা করিবেন। ইহা দ্বারা দেশের লোকের ব্যবহারের জন্য প্রচুর লিফটের ব্যবস্থা করা যাইবে। এদেশে যুদ্ধোত্তোগের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্য আবশ্যকীয় জিনিষ তৈয়ারের জন্য ১০টি কারখানা গবর্ণমেণ্ট ৩ লক্ষ টন লোহা ও ইস্পাত বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা করিবেন। ইহাতেও বাজারের আবশ্যক যোগানের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া কাউন্সিলের ঐ

ইহাদের সুবিধার জন্য বেশী পরিমাণে ঐদেশ হইতে আমদানীর কোন অর্থ হয় না। অসলিষ্টার জন্য আমদানীর সঙ্গে তুলিয়া দেশীয় বিলের আকারে বিনিময়ে এইভাবে আমদের ইংলণ্ডের সঙ্গে আমার আমার অনুকূল রাখার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই বেশ কৃতকী লোকের সমর্থন করিয়াছে। দেশের শিল্প আমদানীর অধিকারে এই নীতি পরিহার করার জন্য বর্তমানেও মিলওয়ালা উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা করা বিলাতিল অসলিষ্টারমাত্র কাউন্সিলের বৈঠকে এসম্পর্কে যোগাযোগ আলোচনা হইবে এবং দেশের প্রতিনিধিবর্গের অভিমত এই নীতি পরিবর্তন ও সংশোধন করার উপর জোর দিবেন। কিন্তু বর্তমানের তাড়নাতির ফলে আমা কার্যতঃ সম্ভবপর হয় নাই। অসলিষ্টারমাল কাউন্সিলের সভ্যরা বাহির হইতে বিশিষ্টভাবে শিল্পের আমদানীর বিরোধিতা করিবেন কি, বর্তমানেই সেই প্রস্তাবগুলির বিষয় ইহাতে আলোচনার জন্য উপস্থিত হইবেই দেন নাই। অন্যান্যব্যবসায়ীদের সমিতি পাঁচ করিয়া সকল ব্যাপারে তাঁহাদের সহযোগ প্রকাশের অধিকার ও আছেন যে আসলে অসলিষ্টারদের সহিত বিচ্ছিন্ন ব্যাপারাদি দ্বারা আর কিছু নহে ইহা হইতে আজ পরীক্ষাপ্রার্থী করা পড়িয়াছে।

সকল শিল্প ও বর্তমানের

বাজলার সকল বিলের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে আরও আলোচনার জন্য গত ফাল্গুন শিল্প গবেষণা কমিটির অধীনে একটি বিশেষ সাব-কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল। ঐ সাব-কমিটি সম্প্রতি তাঁহাদের বিস্তারিত রিপোর্ট বর্তমানেই সমীপে পেশ করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ, বাঙলা দেশে সাধারণতঃ বৎসরে ৮০ লক্ষ মণ সকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ পরিমাণ মধ্যে ৩০ হাজার মণ বাঙলার সকল কারখানাসমূহ হইতে পাওয়া যায়। ৯ লক্ষ মণ সকল আমদানীকারী কোম্পানীর কুটীর শিল্প হিসাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাকী সকল সকলই আমদানী হইতে আমদানী করিতে হয়। কমিটির মতে বাঙলার অধিক পরিমাণে সকল উৎপাদনের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। সকলকে কল ব্যবহারে বিলম্ব করা, কিংবা প্রয়োজনীয় প্রসার সকল উৎপাদন করা, এ দুইই এ প্রদেশে সম্ভবপর। তাঁহি অবশ্যের সম্প্রসারণে কুটীরশিল্পে সকল উৎপাদনের রীতি ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ও চাউলের অবশ্যে আমাদী করে ব্যবহার বলিয়া ঐ সব অবশ্যে বিল-সাহায্য সকল উৎপাদন করার প্রস্তাবও অবশ্য হইয়াছে। এই সব সুযোগ সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করিয়া কমিটি বাঙলার একটি সরকারী সকল বিভাগ খুলিবার এবং তাহার মাধ্যমে কারখানা ও কুটীর শিল্প হিসাবে সকল উৎপাদনে কারিগরী সাহায্য প্রদান করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। সকল শিল্প সম্পর্কে সমিতি উৎপাদন বিষয় করা কমিটি কাঁচি, দৃষ্টান্তস্বরূপ ও চাউলের অবশ্যে বিশেষ সকল অনুসন্ধানাদার ব্যাপারের অবশ্য সুপারিশ করিয়াছেন।

বাঙলার সকল শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে কমিটির উপরোক্ত মন্তব্য ও সুপারিশ আমরা খুব সময় বলিয়াই মনে করি। কিন্তু সমস্যের মত একটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইহাতে প্রয়োজনীয় যেরূপ সময় কমিটি গঠনাইয়া ও রিপোর্ট-প্রস্তুত করিয়া আমরা বর্তমানের যে ভাবে তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট রীতিমত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইয়াছে। বাঙলার যে সকল প্রয়োজনের বিস্তৃত অনুসন্ধান-সন্ধান করিয়াছে তাহা বর্তমানেরই যেন জিনিষ আমরা ছিল না, ইতিপূর্বে অনেকটি কমিটি ও কমিশন এ বিষয়ে তাঁহাদের মূল্যবান অভিমত তাঁহাদের নিকট পেশও করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল শিল্প সম্বন্ধে যেরূপ লোকদে কার্যকরী সকল উৎসাহ ও সাহায্য করিতে তাঁহারা সকলের অগ্রসর হন নাই। সুতরাং সকল নূতন করিয়া সকলের দৃষ্টির সেবা সুপারিশ বর্তমানেই নিয়োগিত এবং তাঁহারাও আবার একটি কমিটি বসাইয়াছিলেন। এই কমিটির উপরোক্ত সুপারিশও যে কোন বিশ্বাস পরিমাণ করার সময় হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ফলে আমরা হইতেছে বাঙলার সকলের সমস্যা যথা পূর্বে তথা পরেই থাকিয়া যাইবে।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন রণাঙ্গন হইতে মিত্র-সংঘের সাফল্যের সংবাদ আসিলেও মহাযুদ্ধের ভবিষ্যতের কাণ্ডার ইংলণ্ডের জীবনের প্রতি-আক্রমণের ফলে যতেষ্টী ঘাবে পরিস্থিতির সংকটাবস্থার করিয়া যাবে হইয়াছে। এবং হিটলারকে কথা করিবার চেষ্টা বার্থ হইবার পর জার্মানী কর্তৃক সংকেতাভাস বাহিনীর বিরুদ্ধে যে চরম পাল্টাক্রমণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, মহাযুদ্ধী বন্দরগুলি ধ্বংস করার জন্য বোমারুবহরের উপর আঘাত প্রভৃতি পরিস্থিতে ঘনিয়া মনে হয়। বিশ্বজয়ী প্রচারের জন্য মহলেই প্রাণপণ যুদ্ধ চালাইবার ফলে সমরাঙ্গনে জার্মানবাহিনীর প্রতি-আক্রমণে ভাঁটার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কার্যে অঞ্চলে সম্মিলিত বোমারুদের আক্রমণে ক্ষত করিয়া তাহারা এলামেনি ও এখানের সুবিধা লাভ করিয়া লইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেই সেনা অঞ্চলে অবশ্য আমেরিকান ইঞ্জিনসমূহের সহিত জার্মানবাহিনী আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না এবং আমেরিকান ইঞ্জিনরা সেই সেনা সুদৃঢ় ও পরিষ্কার দিকে ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছে।

সমরাকী বন্দরসমূহের অবস্থা আমাদীর সঙ্গে এখনও তুলনাযোগ্য না হইলেও ভূমধ্যসাগরে মাল-ভোজের আক্রমণাত্মক অগ্রগতিতে জার্মানীর সীমান্ত বর্তমানে এবার বিপদ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ইতালির সহিত বিচ্ছিন্নতা করিবার চেষ্টা হইতে মোসিওলো বাহিনী সেনাপতির ব্যবস্থানী ভারতবর্ষ উপর তীব্র অভিযান চালাইবার আয়োজন করিয়াছে এবং বেশীর ভাগ সকল করিয়া সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সীমান্ত অভিমুখে করিবার জন্য তাহারা পূর্ণ উদ্যমে অগ্রসর হইতেছে। বার্লিন অঞ্চলের মাল-ভোজের অগ্রগতি প্রতিরোধের কথা আমরা সেনা-দলের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি।

ইটালী রণাঙ্গনে ভারতবাহিনী ইতালের সাহায্যে মাধ্যমণের ফ্রেঞ্চ অভিমুখে অগ্রসর সেনা-বাহিনী ফ্রেঞ্চেন্সে সন্মুখের ভয় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ফ্রেঞ্চেন্সের ৫০ মাইলের মধ্যে ফ্রেঞ্চে বলিয়া ধীরে ধীরে এবার মুখর হইতেছে।

জলযুদ্ধসংবাদের আবার, ডিনিয়ার ও লাইপার ধীরে আর সংখ্যক লাইন নৈরেছে আক্রমণের ফলে কেন্দ্রসমূহ ডিনিপারের উপযুক্ত বা টীন নয়, যার জার্মানরে পরিত্যক্ত নিজেদের আক্রমণ সম্ভাবনা ফীত হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে সোভাবিয়েতের অনুকূল উন্নতি লাভের জন্য আমাদের সুযোগ একান্ত আবশ্যক। সেবাদেশে কুরিয়াকি অঞ্চলের অধীন ব্রহ্মিলা আলানের সোভিয়েত ও সেনাবাহিনীর জন্য সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার সকল হইবে, আলানে এইরূপ আশা সোবন করা হইতেছে। তাল কর্তৃপক্ষের ধারণা, ফেনলেরুল ফ্রেঞ্চের আসনে এই দুই বিভাগের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাব বিভাগ থাকার খুব সম্ভাবনা বাহত হইয়াছিল।

আলায় সীমান্ত ও প্রশ্ন ব্যবধান হইতে মহাপরিষদে জাপবাহিনীর অগ্রসরসংবাদের সংবাদ আসিতেছে।

চীন রণাঙ্গন হইতে আলোচ্য সপ্তাহে কোন উল্লেখযোগ্য খবর পাওয়া যায় নাই।

বস্ত্র সমস্যার সমাধান

চাকার অন্তরঙ্গ আন্তঃ বস্ত্র ব্যবসায়ী চীফ অফিসার পাঠা বি, এল মহাশয়ের অন্তরের বস্ত্র সরবরাহ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সম্প্রতি আমাদের নিকট একটি পত্র লিখিয়াছেন। সমস্যাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা সেই পত্র আংশি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

'আমি একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী। যুদ্ধ-বিরতি বিধিব্যবস্থার ফলে বাজার-চেয়ে আমরা যে

দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে ও জাতির সেবায়—

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

৬৮নং, ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ফোন। কলি—১৮৩৩

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য করা হয়

—যে সকল তথ্য আপনার আস্থা আনিবে—

ব্রয়োবিংশতিতম বৈবার্ষিক হিসাব বিবরণে দেখা যায়

উদ্বৃত্তের বৃদ্ধির হার—

এবং আয়ের হার ব্রাস পাইয়াছে।

শতকরা ৬৲ টাকা সুদের হারে কোম্পানীর মেয়াদবন্দীর হিসাব করিয়াও আলোচ্য তিন বৎসরে মোট লাভের পরিমাণ ১,৫০,৮৮,০৯২৲ টাকা। উদ্বৃত্ত বীমাকারীদের জন্যে বাড়িয়াছে আরও ৫৯ লাখ টাকা।

বোনাস ঘোষণা { আজীবন বীমার হাজার করা প্রতি বৎসরে ১২৲ টাকা
মেয়াদী বীমার হাজার করা প্রতি বৎসরে ১০৲ টাকা

ও রি য়ে ণ্টা ল

গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

স্থাপিত ১৯০৯ সাল] হেড অফিস—ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্ [হেড অফিস বোম্বাই

২, লাইভ রো, কলিকাতা। ফোন বড়বাজার ৪৩৭

সরকার মনস্থ করিয়াছি তাহার আলোচনাই ই এই প্রবন্ধের অবতারণা। সরকার ব্যাপকভা কেবল বন্ধ ব্যবসায়ীর মধ্যে বীমাসম্ভ খাটিতে ব্যবসায়ি উচিত হওয়ার কারণ রহিয়াছে। তিন এ। কিন্তু সরকার আজ সমাধান না হইলে অবস্থাগত পরিস্থিতি যেখানে বন্ধ সংখ্যক ব্যবসায়ীর ক্ষতি হইবার এবং এমনকি বহু-মূর্ছিত—সেখানে চুপ করিয়া বা তালিয়া এ অবস্থাই ব্যবসায়ীর কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের সমাধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

আমদানি-রপ্তানিকারী পরিচালিত বহু বিদেশ যোগ বহু ব্যবসায়ীসম্পর্কে আমদানী লোকদের বন্ধ লাইসেন্স লইয়া ব্যবসা করিয়াছেন এবং ব্যবসায়ে উপর তা নির্ভরও করিয়াছেন। তাঁহারা কিন্তু এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ভয়ও বিবেচনা করেন নাই। কলিকাতার পাইকারী ব্যবসায়ী যে কারণে তিন হইতে একশত টাকার অধিক করিলে সে তাহাই মূলধন ব্যবসায়ীর নিকট একশত বার টাকার বিক্রয় করিবে এবং উহার নিকট হইতে ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ের ঐ কারণ একশত দুই টাকার লাইসেন্স —ইহাই ব্যবস্থা ব্যবস্থা। কিন্তু মফঃস্বল সহরগুলিতে যে বহু বহু পাইকারী ব্যবসায়ী রহিয়াছে, তাহারা তিন হইতে কোন মাল ক্রয় করে নাই, ব্যবসায়ের নিকট হইতে পাইকারী দরে মালও পরিমাণ বহু অধিক করিয়া আনা খুব ব্যবসায়ীর ঘুরে ঘুরে বহু দোকানের থাকে তাহারা মাল কোথা হইতে কি দরে পাইবে? এবং মফঃস্বল সহরগুলির বহু বহু মহাজনেরা বহু না পাইলে গ্রামে গ্রামে বহু কোথা হইতে সরবরাহ হইবে—ইহাই সমস্যা।

মফঃস্বলের পাইকারী ব্যবসায়ী কলিকাতার পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে মাল কিনিতে পারে না, কারণ এক পাইকারী ব্যবসায়ী অন্য পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট মাল বিক্রয় করিতে পারে না—ভেরো, পাইকারী ব্যবসায়ীরাও নিজের লাভের উপর লভ্যতা বজায় রাখা মাল কিনিতে অধিকার; যারা ৮ পরস্পরের, —মফঃস্বলের পাইকারী ব্যবসায়ী খুচরা লাইসেন্সের কিনিতে মাল কিনিতে যে তাহার গ্রামে পাইকারকে ঐ মাল পাইকারী দরে বিক্রয় পারে না। অধিকন্তু এমন ব্যবসায়ী পাইকারী ও খুচরা এই দুইটি লাইসেন্স একসঙ্গে পাইতে পারে না।

এখন অবস্থা এই যে কলিকাতার মহিতের সহর ও গ্রামের ব্যবসায়ীরাকেই (লাইসেন্স প্রাপ্ত) কলিকাতা হইতে মাল কিনিয়া মফঃস্বলের নিকট খুচরা দরে বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু গ্রামের খুব ব্যবসায়ীর পক্ষে সরাসরি কলিকাতার ব্যবসায়ের কাছ কলিকাতা। তাহারা সাধারণ দিন হইতে অন্তত এত সে কোন দিন কলিকাতার মহাজন হইতে মাল কিনিয়া তাহারা তাহার কাছ অন্তত কোন 'কোটা'র নির্ধারিত হয় নাই। তাহার কাছ কোন কোটা (এমনের অন্তর পরিমাণ নির্ধারিত হয় নাই। এদিকে মফঃস্বল সহরের পাইকারী ব্যবসায়ীরা কোন দিন দিনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া আসিতেছে, তাদের কোন কোটা নেখানে নাই।

দিনের পর দিন হইতে খুচরা বহু পরস্পরা দুষ্টিকারক বেশী বাড়া হইয়াছে এবং এই দুষ্টি টাকা মালের অর্থাৎ দিন হইতে অন্তরালী পাইকারী ব্যবসায়ীকে ও বাকী অর্থাৎ খুচরা ব্যবসায়ীকে দেওয়া হইয়াছে। মফঃস্বল সহরের পাইকারী ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় গ্রামে গ্রামে বহু সরবরাহের বিভিন্ন ব্যবস্থা অনুযায়ী রহিয়াছে এই দুষ্টি টাকা হইতে তিন হইতে অন্তরালীকে দেওয়া ৬৪ টাকা, মফঃস্বলের পাইকারী ব্যবসায়ীকে দেওয়া ৬৪ টাকা ও বাকী মালে নগদটাকা খুচরা ব্যবসায়ীর কাছ বিক্রি করিতে হইবে। যদি এই ব্যবস্থাই অবসায়ীদের বহু বিভিন্ন বহু সরবরাহ সম্ভব হইতে পারে। অন্যথায় মফঃস্বল সহরের পাইকারী ব্যবসায়িগণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে মাল না পাইয়া কারবার গুটাইতে থাকে। ইহাতে বহুর দুষ্টিক অধিবাসী। ইতিমধ্যেই ঐ সমস্ত ব্যবসায়িগণ নানাবিধ ফাঁকের অন্তর ব্যবসার গুরু করিয়াছে —বিদেশ কাপড় ব্যবসায়ের নিকট পাওয়া যায় না।

আমদানী বিভাগ যেমন লাইসেন্স দিয়া ও বহু বিক্রি করিয়া দিয়া সরবরাহের পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়াছেন এবারও তেমন করিতে পারিলেই সরকার বহু-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন—অন্যথায় নহে। শুধু সরবরাহ নহে, লাইসেন্স দ্বারাকে দেওয়া হইয়াছে সে দ্বারাকে বিক্রি পরিমাণ বহু বিভিন্ন সময়ে কলিকাতা হইতে তাহার বিক্রয়কেন্দ্রে, সৌভাগ্যের সাথে তাহার তাহিত সরকারকে লইতে হইবে। অর্থাৎ যোগাযোগের বন্ধ হইবে এবং অসাধারণ তাহার প্রয়োজনীয় বহু বিভিন্ন মূল্যে পাইবে।

সরবরাহ ও চলাচল ব্যবস্থা ব্যবস্থার কতকগুলি অসুবিধা রহিয়াছে যাহাকে অল্প মূলধন খাটাইয়া ব্যবসায়ের ঝুঁকি লইতে ব্যবসায়ীরা রাজী হইবে না। যেমনে কোন কারণ না দেখাইয়া একজন ব্যবসায়ীর ব্যবসা করিবার বিভিন্ন অধিকার ছিনাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছে সেখানে ব্যবসায়ীরা মজুত খুচরা পরস্পর আসবার বহু রাখিয়া সরবরাহ যোগ্য মনে করিবে। কারণের এই দুষ্টান্তের দিনে কাপড়ওয়ালা বিনায়, স্থানের বিনায় বিনায় যে সমস্ত বিভিন্ন ষ্টেপ্টাইল বোর্ড বিভাগের তাহার সমস্যা বহু সহজ—এখনও প্রয়োজনীয় কাপড় সরবরাহ হইবে কোথা হইতে? সুবিধের ব্যবস্থা এই যে, কাপড় অবস্থানে লাইসেন্স দেখাইতে হইবে, তাহার মাল আইনা চলিবার সময় চালিনে পুলিসকে দেখাইতে হইবে, আবার দোকানে সকল সময়ের জন্য এই লাইসেন্স প্রদর্শনভাবে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। ব্যবসায়ী যদি অপরাধের ইলিসিয়ার অন্তর বহু জোরজারী না করে তবে এই লাইসেন্স একই সময়ে তিন স্থানে দেখাইবে কি উপায়ে? সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়া ও সমাধানের পথ নির্দেশ করিয়া সরবরাহ মন্ত্রি ও প্রাদেশিক ষ্টেপ্টাইল বোর্ডগুলির অধিকারের আশু হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিতেছি।

টেলিগ্রাম—Sanchaya Calcutta Phone: Cal 2125, 6403

সেণ্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—২৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—ঃ শাখাসমূহ ঃ—

১। ডালহাউসী ২। দক্ষিণ কলিকাতা ৩। নিউ মার্কেট ৪। বৈঠকী ৫। ভাটপাড়া ৬। কাঁচড়াপাড়া ৭। বিলি ৮। বাদুড়বাগান ৯। বিলাসপুর ১০। নীলকামারি ১১। সৈয়দপুর ১২। রংপুর ১৩। শিরাজগঞ্জ ১৪। কুমারখালি ১৫। কুষ্টিয়া ১৬। মেহেরপুর ১৭। এলাহাবাদ

এ সকলের অধীনস্থবর্গকে সকলরূপ ব্যাঙ্ক সন্ধানের সেবা করিয়াছে।

আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৯৷৷০ টাকা।

খুচরা ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯১০ ইঃ

হেড অফিস: ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার সকলের রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়িগণের প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—

পাটনা, বেনারস, আরাহ, বড়বাজার (কলিঃ), জমালীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, বিক্রমপুর, বাজিতপুর ও রাজিবাজার

আকর্ষণীয় হার ও সর্তাদি সুবিধাজনক

ব্যবসায়ীদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: জি সি পাল, বি এল

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১-১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের কয়েকটি সমস্যা

ভারতীয় বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিতে গিয়া ভারত সরকারের বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উহার মুখবন্ধে কয়েকটি বিশেষ সমস্যার কথা লিখিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বীমা কোম্পানীসমূহের কল্যাণ ও বীমাকারীদের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া তিনি সরকার প্রতিকার সম্পর্কে সমস্যাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য চেষ্টা করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সেই সব মন্তব্য ও বিশ্লেষণ আমরা আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

১৯৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের মূলধন কাজের পরিমাণ ৭ কোটি টাকার উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৩ সালে তাহা আরও বেশী পরিমাণ বাড়িয়া বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু বীমা ব্যবসায়ের এই উন্নতি দৃষ্টে আরও সরকারের বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ কিছু আশার ইঙ্গিত দিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মতে ভারতীয় বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে এখন তিনটী গুরুতর সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যাহার সুচিন্তিত প্রতিকার দ্বারা এখনে বীমা ব্যবসায়ের স্থায়ী অগ্রগতি এবং বীমাকারীদের প্রকৃত কল্যাণের পথ প্রশস্ত হওয়া চাই। সেই তিনটী সমস্যা হইতেছে যথাক্রমে কার্য্য পরিচালনা ব্যয় অতিরিক্ত বাড়া, অনুপযুক্ত বিনিয়োগ নীতি এবং বাতিল বীমার আধিক্য। বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মন্তব্য করিয়াছেন, কার্য্য পরিচালনা ব্যয় যদি যথাসম্ভব কম না হইলে জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের আর্থিক সুস্থান ভিত্তি দৃঢ় হওয়া ও তাহাদের সঙ্গে বীমাকারীদিগকে উপযুক্তভাবে যোগাযোগ রেখা কঠিন হইয়া পড়ে। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতীয় কোম্পানীসমূহ এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত যেমন কোন মনোযোগ নিবেদন করেন নাই। এমন কথা নয় যে, কার্য্য পরিচালনা ব্যয়ে কোম্পানীসমূহের আর্থিক অসচ্ছলতা যায় সত্ত্ব অনেক ক্ষেত্রেই কিছু মাত্রায় হ্রাস পাইয়াছে। সত্ত্ব ১৯৩৯ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের বিনিয়োগ আয়ের শতকরা ৩৯৭ ভাগ কার্য্য পরিচালনায় ব্যয় করিয়াছিল। ১৯৪২ সালে উহাদের ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে শতকরা ২৯৭ ভাগ। কিন্তু তুলনায় যৌথ ব্যয় দৃষ্টে বেশী যায় যে, মূলতঃ ছয় সাতটী বড় কোম্পানী তাহাদের ব্যয়ের পরিমাণ কম করিয়া বাকী কোম্পানীসমূহের শতকরা ব্যয় শতকরা ২৯৭ ভাগে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আসলে বাকী কোম্পানীসমূহের ব্যয়ের হার বিশেষ কিছু কমে নাই। জীবনবীমার ব্যয়ের হার আদায়ীকারে বিচার করিলে ১৯৪২ সালে তাহা ৩৭৩ ভাগের কম ছিল না বলা চলে। বিনিয়োগ আয়ের এত বেশী অংশ কার্য্য পরিচালনা ব্যয়ে ব্যয় করা খুবই অন্যায়। বীমা ব্যবসায়ের কল্যাণ দৃষ্টিতে ইহাকে এই ব্যয় হ্রাস করার ব্যবস্থা এখনই প্রয়োজন।

বীমা কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা ব্যয় হ্রাস করা সম্পর্কে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের এই নির্দেশ কার্য্যে পরিণত করাই আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি। অবশ্য এজন্য বীমা কোম্পানীসমূহের কর্মীদের বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বীমা ব্যবসায়ের কল্যাণের জন্য বীমা প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালনা ব্যয় হ্রাস করা যে প্রয়োজন তাহা এদেশের কোম্পানী পরিচালকেরা কখনও কখনও পূর্ণ দৃষ্টিতেই বিবেচনায় উপলব্ধি করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে দুঃখের পূর্ণতা কার্য্য পরিচালনা ব্যয় কোন কিছু কমিবার লক্ষণও দেখা যাইতেছে। কিন্তু দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হয় যে, কোম্পানীর কর্মচারীদিগকে বাড়তি মাহিনা এবং বিশেষ করিয়া কর্মচারীদিগকে বাড়তি ভাতা প্রভৃতি দিতে গিয়াই এখনে আয় ব্যয়ের হার বৃদ্ধি সম্বন্ধে অন্য বেশী সাফল্য হাল করা সম্ভবপর হইতেছে না। দুঃখের অন্যতম কারণ এই যে, কোম্পানী পরিচালকেরা যে বিষয়ে সুনজর সজাগ হইবেন এবং তাহাদের চেষ্টার যে ফলের হার দুরবস্থা উন্নতিসাধন পরিমাণে করিয়া আনিতে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিনিয়োগ হার সম্পর্কে বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন, এদেশের অধিক কোম্পানী বীমা তহবিলের উপর পরিমাণ হারে ভিন্ন টাকা, এমনকি পরিমাণ হারি টাকার চেয়েও বেশী সুদের হার বরাদ্দ করিয়া তাহাদের এদের পলিসি বিনিয়োগ হার নির্দিষ্ট করিতেছে। এখনে নানা কারণে বীমা কোম্পানীর সুদের হার পড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু কোম্পানীর তরুণতহবিল-তহবিলী বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন সময় নিষেধাজ্ঞা নাই। ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের কার্য্য পরিচালনা ব্যয় অত্যধিক বেশী, এখনে তাহাদের উপর টাকার ভারও বাড়িয়াছে। সুদের হিসাব দিয়া কোম্পানীসমূহের কৃতি, অজুহাতে সুদের হওয়ার আশা বেশীদূর নাই যেখানে বিনিয়োগ-নীতি সম্বন্ধে কোন বাধা নিষেধের কড়া কড়ি থাকিবে সেখানে কোম্পানীসমূহের পক্ষে অধিক সুদের হার দাবী করিয়া বসা সম্ভবপর হইবে না। কাজেই বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থায়ী উন্নতি ও কল্যাণ বেশিতে চাইলে আমরা সুদের হার হ্রাস সাধারণ সঙ্গে পলিসির বিনিয়োগ উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা পরিচালকদের সঙ্গে একান্ত কর্তব্য।

ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি সম্পর্কে বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যে উপদেশ নিয়াছেন বর্তমান অবস্থায় তাহা আমরা সঙ্গত মনে করি। সত্ত ১৯৩৯ সালে এদেশের জীবনবীমা কোম্পানীগুলি তাহাদের তরুণ তহবিলের উপর গড়পড়তা ৩৭৩ ভাগ সুদ পাইয়াছিল। এখন হ্রাস পাইয়া ১৯৪২ সালে তাহা গড়পড়তা ৩৫৩ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ সত্ত আয় পাইয়া বিনিয়োগের হার সুদের হার অতি বেশী করিয়া কোম্পানীসমূহের পক্ষে আর কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে না। ইহাতে পলিসির বার্ষিক সুদের সম্পর্কে অনিশ্চয়তা কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তবিক পক্ষেই অসুবিধার কারণ ঘটিতে পারে। কিন্তু বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থায়ী উন্নতি ও কল্যাণের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অবশ্যই এই একটী ব্যাপারে বিশেষ চিন্তার

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে বিশ্বস্থান প্রতি বৎসরই এক একটী গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৪ সালে বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির সর্বাঙ্গীন পরিস্থিতিতেও ইহার প্রভূত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সাফল্যের সাধারণ, বীমাদাতাদের নিরাপত্তা, পলিসিসমূহের বৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই অধ্যায়ের সুখে বিশ্বস্থানের প্রধান সাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা ৪৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল— ৫ ... ৪২ ... ...
বিনিয়োগের আয়— ১ ... ১৯ ... ...
মোট সম্পদ— প্রায় ৯ কোটি টাকা
দাবী শোধ (১৯৩৯-৪৪) তিন কোটি টাকার উপর
নূতন বীমা (১৯৪৪) ৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড,
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

গ্রেট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস—৩১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ
নারায়ণগঞ্জ | শ্যামবাজার
বরিশাল | হাওড়া
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর,
অমলকৃষ্ণ সাহা।

সুবিধা পরিচয় দেন নাই। ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে। এখনে বীমা কোম্পানীসমূহের নিকট হইতে যাহাতে যথা সিকিউরিটি উপযুক্ত পলিসি গ্রহণ করিতে পারেন সে বিষয়ে কোম্পানীসমূহকে যথাযথ সাহায্য করিতেই হইবে। কোম্পানীসমূহ যাহাতে সে সাহায্য করিতে পারে সে জন্য হেসের পর্যবেক্ষকের সহিত এজেন্ট ভারতবিদ্বেষ নানা বিষয়ে যথাযথ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা। কিন্তু আজও পর্যবেক্ষণী হেসের সুযোগ সুবিধা প্রদান সম্পর্কে মোটেই অবহিত নহেন। এখনো মূলধন বীমা আইন বলবৎ করিবার বিষয় পর্যবেক্ষণী বীমা কোম্পানীসমূহের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং ভারতীয় ও অন্যান্য সরকারী সিকিউরিটিতে যথেষ্ট অর্থ খাটাইয়াছেন। সরকারী সিকিউরিটির সুদের হার বিভাগ করা হইলে এই ব্যবস্থায় বীমা কোম্পানীসমূহের আয় অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবারে। অথচ বিদেশ বীমা প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়োগের অর্থবিনিয়োগ হ্যাণ্ডের কোন্ হাসাইতে বিষয়ে এই মূলের সময়ে পর্যবেক্ষণী ভারতবর্ষের সাহেব মহিলা বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। এই সাহেব সাহিত্যিক কর নিয়োগের ব্যাপারে বীমা কোম্পানীসমূহের সহিত নিয়োগের ব্যাপারে এজেন্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার বিশেষজ্ঞ অভিজ্ঞ পাঠিয়া মন্তব্যের যে আলোচনা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু যে-সব কারণে এই সমিতি যেসে নিয়োগের ব্যাপারে সৃষ্টি করা বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে আজ অসুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে সেই সব কারণগুলি সম্পর্কে দূর করা সম্পর্কে তিনি কোন নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন করিয়াছেন না। বীমা কোম্পানীসমূহের ভারতীয় আজও সুবিধা লাভ করিবার ভারতের অধিকারের সরকারী ও অন্যান্য সরকারী সিকিউরিটিতে লগ্নি করিয়াই রহিবে। ভারতীয় জীবনে বীমা ব্যবসায়ের সবল সার্বজনীন করা বিশেষভাবে করিয়া বৃটিশ পর্যবেক্ষণী ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহকে অনুমতি ব্যবসা করিতে কোন নিয়োগ দিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যবেক্ষণী ইংলণ্ডের অনুপাতে এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহকে ব্যবসা হইতে অন্যায়ভাবে নিজে বঞ্চিত হইয়াছেন। যে সুবিধা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বিশেষভাবে ভারতীয়দের দেওয়াই বিধা হেসের বীমা কোম্পানীগুলি সম্পর্কে অতীব সাবধানতার উপায়ন করিয়াছেন, বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে সরকারী অধিবেশনার এক নব অধ্যায় বেধিয়াও তিনি সে বিষয়ে কোন উল্লেখ করিয়াছেন না। এইরূপ একদেশদর্শী ও পক্ষপাতদুষ্ট নীতি একজন হেসের অধিকারের পক্ষে অত্যন্ত-ধিক নহে। কিন্তু বীমা বিভাগের কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পক্ষে আমরা বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি বলিয়াই মনে করি।

তবে আমরা পরিচালনার ধীর ও স্থিরতার ব্যাপারে সম্পর্কে বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নির্দেশ সকল দিক দিয়া যথাযথভাবে বলিয়া মনে না করিলেও আমরা বীমা সম্পর্কে তাঁহার অন্যান্য আমরা খুব বিশেষভাবে বলিয়াই মনে করি। ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের প্রকৃত পলিসির মূল্য প্রতি বৎসর অনেকগুলি সম্পর্কে প্রয়োগার্থ মূল্যের দাবী উপস্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া নিয়োগের অন্যান্য ব্যাপার বলে অনেকগুলি পলিসি বন্ধ বা বাতিল হইয়া যায়। বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় হেসাইয়াছেন গত ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পুরাতন ও পুনরুজ্জীবিত কোম্পানীগুলির প্রকৃত পলিসির সংখ্যা ২৩ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ নূতন বীমা কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে এই হার হইয়াছিল সংখ্যায় ৫৫ ভাগ। এদেশের অনেক বীমাকারী বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর সেবা পাওয়ার নিয়োগের প্রয়োজন অনুভব করেন যে বিভিন্ন কারণের হইতেছে ইহা হইতে তাহা অনুমান করা চলে। কেবল বীমাকারীদের কথা নয় এইজন্যে পলিসি বাতিল হওয়া বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষেও মোটেই প্রশংসনীয় নহে। এই সংখ্যার নিয়োগের আমরা বীমা কোম্পানীসমূহের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের এই নির্দেশ দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে সর্বথা নির্দেশনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

বাংলার বস্ত্র শিল্পের অগ্রদূত

≡মোহিনী মিলস্ লিঃ≡

ওয়াই সিরিজের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) — ২নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

ব্যাঙ্কিং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

≡লিঃ≡

ব্রাঞ্চ— হেড অফিস— ফোন—
সেক্রেট ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ব্যাঙ্ক—২৪৪৬

অনুমোদিত মূলধন ৮০,০০,০০০৲
আশি লক্ষ টাকার উপর

৩৬টী
শাখা অফিস—ভারতের ৭টি প্রদেশ
সুনামের সহিত কাজ করিতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীবিশ্বনাথচন্দ্র বসু, এম-এ, বি-এল

"সামাজিক জীবনের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্য যেমন অপরিহার্য্য
আমাদের সামাজিক জীবনের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনও
তেমন অপরিহার্য্য।"

আপনার সহায়তা আমরা কামনা করি—

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক : ম্যাঃ ডিরেক্টর :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মহারাজকুমার শ্রীযুক্তেন্দ্রকিশোর
মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই দেববর্মণ

অফিসসমূহ :
আগরতলা, শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর,
মহাজনের মন্দির, মধ্য লখীমপুর, ধলাই, কমলপুর, ধানপুরাই,
জোড়হাট, বাধু, চড়খাজার, ও খোলাঘাট, আগরতলা।

বড়বাজার (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

চীফ্ অফিস : আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট্

কলিকাতা অফিসসমূহ : ১১, ক্লাইভ রো, তার্ষিক সভার নোটিশ জোড়াসাঁকো, কলিকাতা
টেলিফোন : ৩৩৯৯ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা"

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

জিমাবুয়েতে কৃষি বিত্তের উন্নতি—বর্তমান যুদ্ধের অবসানে জিমাবুয়ে যাহাতে কৃষি বিত্তের উন্নতির জন্য জিমাবুয়ে সরকার ১০ কোটি টাকার একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার জন্য উক্ত অর্থের বন্দোবস্ত করা হইবে। প্রথম বৎসর ৫০ লক্ষ টাকা এবং পর বৎসর ১ কোটি টাকা সরকারী রাজস্ব হইতে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তদপরি বৎসরে এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব হইতে ১৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে এবং তাহা করিয়া ৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। মোটের উপর উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্যে এই পর্যন্ত ৩ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বাকী ৩ কোটি টাকা আগামী ২ বৎসরের রাজস্ব হইতে গ্রহণ করা হইবে।

রেল বিস্তারের লক্ষ্য—গত মার্চ মাসে যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত-স্থিত সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়ব্যয়ের হুবহু হিসাব জানা গিয়াছে। এই বৎসরে সমস্ত রেলপথে যতখানি মালে মোট ৪৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। পত ফেব্রুয়ারী মাসে পাওয়া উদ্বৃত্তের তুলনায় সংশোধিত হিসাবে ৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া জানান হইয়াছিল।

বি এন রেলওয়ে ক্রয়—আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কোম্পানী পরিচালিত বি এন রেলওয়ের পরিচালনভার ভারত সরকারের রেল বিভাগের উপর অর্পিত হইবে। এজন্য ভারত সরকারের ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। এই টাকা হইতে উক্ত রেল কোম্পানীর প্রত্যেক অংশীদার ১০০ পাউণ্ডের শেয়ারের জন্য ১৫৭ পাউণ্ড করিয়া পাইবেন।

অসামরিক বিভাগে সামরিক কর্মচারী নিয়োগ—বিহার সরকার জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকারের এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের অসামরিক বিভাগসমূহে মোট ৭০০ লক্ষ সামরিক কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে। উহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর অফিসারের বেতন ১২০০ টাকা এবং আর এক শ্রেণীর বেতন ৪০০ টাকা হইতে আরম্ভ হইবে। যুদ্ধ বন্ধের পরবর্তী সময়ে অবিলম্বে এবং উহার পরে বিভিন্ন সময়ে এই সব সামরিক কর্মচারী অসামরিক বিভাগসমূহে কাজ করিবেন।

চা-বাগানে দুর্ঘটনা—কিছুদিন পূর্বে আসামের করিমগঞ্জ চা-বাগানে একটী বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ৩০ জন কুলীর মৃত্যু হয়। এই সম্বন্ধে আসাম সরকারের একটী তদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছেন।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন—আমরা অবগত হইলাম যে, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ ১০০৲ মূল্যের শেয়ার ১২৫৲ টাকা মূল্যে আরও ৩০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারত সরকারের নিকট হইতে অনুমতি লাভ করিয়াছেন।

খাদ্য চালের উন্নতি—কাটীর ধানের চালিয়া হইতে খুব শ্রেষ্ঠ ধানের বীজ আনিয়া পরীক্ষাকল্পে বোনা হইয়াছে যে, ঐ ধান এক হইতে বেশ ধান পাকিয়া যায়। উহার ফলে উক্ত ধান্যে প্রতি বৎসর একটী করিয়া দুই ধান ধানের চাষ করা সম্ভব হইবে।

যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা ও ট্যাক্স—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ট্রেজারী সুধার সচিব মিঃ এলথান বার্কলী এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বর্তমান যুদ্ধের অবসানে যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের যে চাকরির পরিমাণ আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হইবে। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে যুদ্ধ সামিটে তাকে আমেরিকার যে ৩ কোটি মজুর কাজ করিতেছে যুদ্ধাবসানে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের তাহা লাভ করায় তাহারা উক্ত ৩ কোটি মজুরের জন্য অন্যূন ৫ কোটি ৫০ লক্ষ মজুরের তাহা যোগাড় করিতে হইবে। তাহা হইলে

সিন্ধু সরকারের উদ্যম—সিন্ধী প্রতিনিধিরা সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা বর্তমান যুদ্ধের অবসানে পুনর্গঠনের সম্পত্তি হিসাবে ১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটী বাসগৃহের মূল প্রতিষ্ঠা করিবেন।

চীনে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন—যুদ্ধোত্তর কালে চীনদেশে রেলপথে, ট্রাকিংয়ে, স্টেশনারী, খনি বিভাগে, বাড়ের তার ইত্যাদির ব্যবস্থার পুনর্গঠনার্থে ৫০ জন চীনা বিশেষজ্ঞ আমেরিকায় প্রশিক্ষণ দিতেছে। সেখানে উহারা যুদ্ধ বিষয়ে আধুনিকতম উপায় সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবেন।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সম্মেলন—বর্তমান যুদ্ধের অবসান কালে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মিঃ জর্জ পিটার্স আটলান্টিক সহরে একটী আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সম্মেলন করিবেন। আন্তর্জাতিক বণিক সভার যুক্তরাজ্যস্থ শাখা আমেরিকার প্রেসার অফ কমার্স প্রভৃতি পরিচালনা করিবার এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। উহাতে সম্মেলনের পক্ষ হইতে বিভিন্নদেশে যুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের নিকট আমন্ত্রণলিপি প্রেরিত হইয়াছে।

বোম্বাই বিস্ফোরণের ক্ষতি—গভর্ণমেণ্ট সরকারের একটী বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা গিয়াছে যে, বোম্বাইয়ে বিস্ফোরণের ফলে মোট ৩২ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্ষতির মধ্যে বীমা কোম্পানীসমূহ ৬ কোটী টাকা এবং ভারত সরকার ও দুইটী বন্দরের মিলিয়া বাকী ২৬ কোটি টাকা প্রদান করিবেন। স্থির হইয়াছে যে, বিস্ফোরণের ফলে যাহা ২০ টাকার কম আয়বিশিষ্ট যে সমস্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে তাহাদেরপরিবারবর্গকে ৩০০ ও অন্যূন পরিবার টাকা এবং যাহাদের আয় বৎসরে ২ হাজার টাকার বেশী ছিল তাহাদের পরিবারবর্গকে ১০ হাজার ও অন্যূন পরিবার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হইবে।

যুদ্ধের বিভীষিকা—সিমলা হইতে ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের লইয়া একটী সিল্ক-প্রতিষ্ঠান যাত্রা করিয়াছে। উহাদের ৪ মোটর, তিন মোটর, দেড় মোটর, তার মোটর ইত্যাদি তৈয়ার হইবে।

ইংলণ্ডে বিদ্যুতের প্রসার—গত ১৯৪৩ সালে ইংলণ্ডের বিভিন্ন সহরের মোট ১ কোটি ৩ লক্ষ বসতবাটীর মধ্যে ৭১ লক্ষ বাটীতে এবং পল্লী অঞ্চলের ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার বসতবাটীর মধ্যে ১১ লক্ষ বসতবাটীতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। এতদ্ভিন্ন ঐ বৎসর ইংলণ্ডের ৩৩ হাজার কৃষি কার্যের বিদ্যুৎ সরবরাহ হইত। যুদ্ধের শেষে ইংলণ্ডের সর্বত্র প্রত্যেক বাটীতে এবং সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে যাহাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতে পারে তজ্জন্য এখন হইতে ব্যবস্থা করা হইতেছে।

মাদ্রাজের জন্য বিদ্যুৎ—তুলিকোরিণ বন্দরের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা যায় তৎসম্বন্ধে সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবার জন্য মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তিন সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের আলোচনা হইয়াছে। এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। বোর্ডের আগামী সভাতে এই বিষয়ে পুনরায় আলোচনা হইবে।

ঢাকায় সাব্বাৎসরিক মেলা—আমরা লাই স্প্রাট ঢাকার একটী বন্ধুমহল জানাইয়াছেন যে, সাম্প্রতিক মাসের শেষে ঢাকায় গত ১৩৫১ সাল হইতে পরবর্তী সময় পর্যন্ত মোট ১২৪ জন লোক নিখোঁজ ও ৩১৪ জন লোক আহত হইয়াছে। লাই-সেন্সের বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর অসুবিধা দূরকল্পে তিনি দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

লবণ শিল্পের উন্নতি—প্রকাশ যে, বাঙ্গলা দেশে প্রথম সহরের উপর বর্তমানে প্রতি মণে ১৸০ আনা করিয়া যে উৎপাদন-শুল্ক এবং প্রতি মণে ৵০ আনা করিয়া যে আমদানী শুল্ক আদায় করা হইতেছে তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের নিকট একটী আবেদন প্রেরণ

পাকস্থলীর কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখুন—

খেকসার জাতীয় খাদ্য পরিপাকের জন্য

স্বাভাবিক পাচক রস

প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক।

আপনার খাদ্যটীর খাদ্য সহজে পরিপাকের জন্য

বেঙ্গল ইমিউনিটির

বাই-ডায়াষ্টেজ

একান্ত অপরিহার্য

বাই-ডায়াষ্টেজ

অম্লরোগ, বমনেচ্ছা, বিমিবমনিচ্ছা, অজীর্ণ, উদরাময়, পেটফাঁপা, অম্লোদ্গার, আনিদ্রা প্রভৃতি পাকস্থলী সংক্রান্ত যাবতীয় রোগের মহৌষধ। খেকসার জাতীয় খাদ্য দ্বারা :—আমাশয়, ডায়াবিটিস, ধাতুদৌর্বল্য প্রভৃতি রোগের ও যাবতীয় পাচক রসের অভাব জন্য বিশুদ্ধ বিদ্যুৎশক্তির ন্যায় স্বাভাবিক পাচক রসের অভাব দূর হইয়া থাকে।

—সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়—

করিয়াছেন। বাঙ্গলার নবম শিল্পের উন্নতিবিধান এবং বাঙ্গলা দেশ হইতে নবনবে আদায় দূরীকরণই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

বাঙ্গ অফিসারদের ডাকাতি—গত রবিবার কলিকাতার ইটালী অঞ্চলে ডিফেন্সের কোন একজন অফিসারের বাড়ীতে ১০ জন ডাকাত সশস্ত্র এবং উহারা ২ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার ও ৯০ দের রৌপ্য লইয়া যায় বলে।

ইণ্ডিয়ান ইলিকট্রিক ইনডিউট—এদেশি কর্মচারের জন্য ভারতীয় ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানীর মিঃ বে সি মাকোজি ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিক্যাল ইনডিউটের সভাপতি এবং বঙ্গবাসী ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানীর মিঃ এস কে আচার্য্য চৌধুরী উহার সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্বর্ণের রেল—রেলওয়ে আদায় হইতে কতকগুলি ঘোষণা করিয়াছেন যে, এখন হইতে স্বর্ণ রেল মাশুলাদিতে ইংলাণ্ড, লোহার, চাইনোয়ার ও ঔষধ্য রেলওয়ে বাহিরে না।

লোহাতে কৃষি সাম্রাজ্য নীতি—লোহা-লেহু কর্মীদের সম্প্রতি লোহার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একটি আলোচনা সভা হইয়াছে। এই সভায় লোহা ব্যবসায়ীরা বলেন যে, তাঁহারা উক্ত লেনের আমদানী অধিক বিলি ব্যবস্থার জন্য একটি উক্ত গঠন করিবেন। উক্ত লেনে যাহাদের হাতে অধিক অর্থ রহিয়াছে তাহাদের অর্থের একটা অংশ যাহাতে অন্য লাভজনক কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে এবং ক্রীতদের কৃষি গাই অথবা পরিবর্তে লোহা-ইস্পাত কুলার ব্যবসায়ের হাতে তার অর্থ রহিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে উক্ত অর্থ বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

সংবাদপত্রের আসনের বৃদ্ধি—বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর যে সমস্ত বৈদেশিক সংবাদপত্র নিজস্ব নিজস্ব (বিশেষ সংবাদ দাতা) রাখার করে সর্বসাধারণ সাধারণের ব্যবস্থা করিতেছে একটা বিশিষ্ট সীমা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি আসনের আমদানী কিছু বেশী হওয়ায় সর্বসাধারণ এই ব্যবস্থার উপরে আরও এক-সপ্তমাংশ অধিক কাগজ ব্যবহার করিতে বিভিন্ন সংবাদপত্রকে অনুমতি দেন। সম্প্রতি এই ব্যবস্থা আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং আগামী ১লা আগষ্ট হইতে বিভিন্ন বৈদেশিক সংবাদপত্রকে প্রত্যেক বিভিন্ন ব্যবসার উপর এক-তৃতীয়াংশ অধিক পরিমাণ কাগজ আমদানী করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

আয়রণ কৃষির উন্নতি—সরকারী আয়রণ স্টিল বোর্ড আয়রণ কৃষির পরিদর্শনের একদা

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

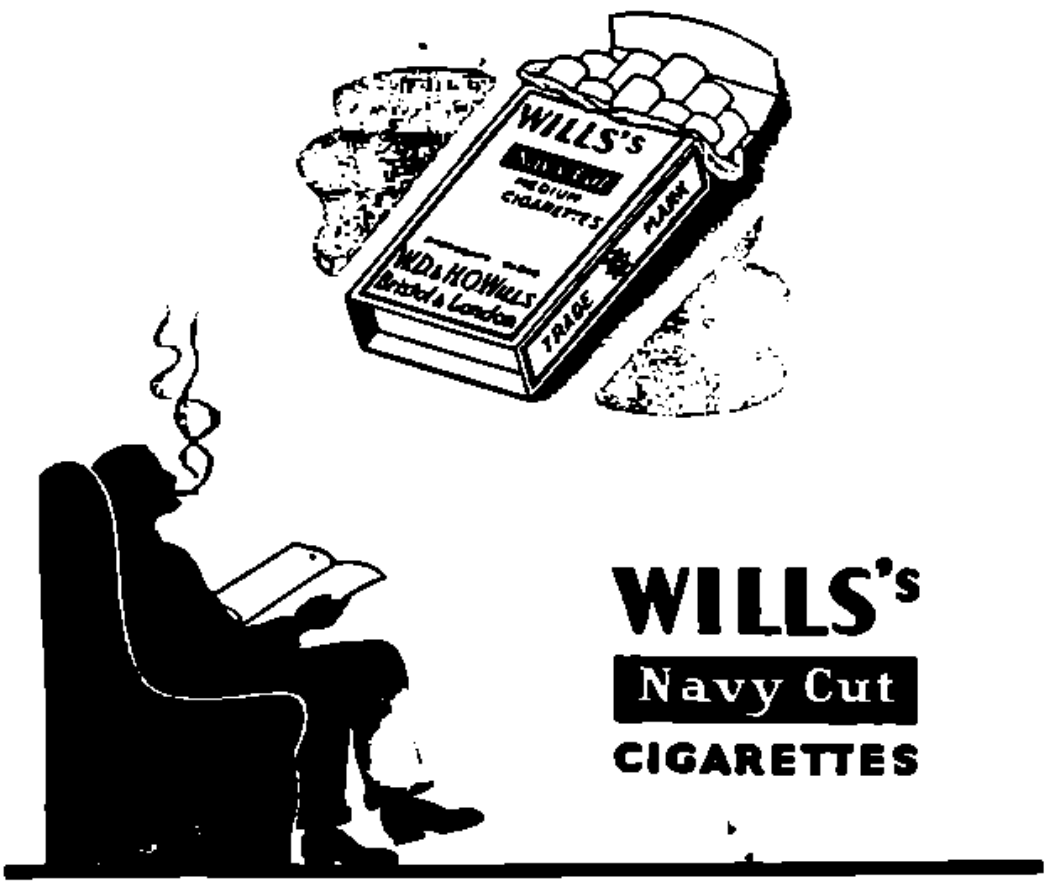

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ভারতের তথিলে উৎপন্ন তন্তুর পরিমাণ দ্বিগুণ এবং ১৫ বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন তন্তুর পরিমাণ তিনগুণ পর্যন্ত বর্ধিত করিবার জন্য বিভিন্নমুখী করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে প্রথমেই ১ হাজার কোটী টাকা এবং তৎপর প্রত্যেক বৎসরে ৫০ কোটী টাকা করিয়া ব্যয় হইবে। মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, এই পরিকল্পনা সফল হইলে প্রত্যেক ভারতবাসী পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আয়ের্য পাইবে এবং সকলেরই জীবন-যাত্রার আদর্শের উন্নতি ঘটিবে।

বিমান কমপ্লেক্সেস—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাত্রী ও মালবাহী বিমানপোত চলাচল সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায় তৎসম্বন্ধে আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরে একটী কনফারেন্স বসিবে। এই কনফারেন্সে ভারত সরকারের তরফ হইতে স্যার মুদালিয়র যোগদান করিবেন এবং তাঁর সেক্রেটারিও উহাতে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

চাকায় বরফ প্রস্তুত—আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে ঢাকা ও সন্নিহিতবর্তী সহরে দুর্গাপুরে বরফ-কল প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ—বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় আদেশ প্রত্যহ করিবার অপরাধে গত ৩ মাসে কলিকাতার ১৭৪ জন বস্ত্রব্যবসায়ীকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, ৭১ জন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আরও বহু মামলা রুজু করা হইয়াছে এবং ৮৫ জন ব্যবসায়ীর লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

আখের চাষীদের উৎপাদন—ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় খাদ্য এডভাইসরি কমিটী এখন বলিয়া করিয়াছেন যে, ১৯৫৯-৬০ সালে সমস্ত ভারতে ৩ কোটি ৩ লক্ষ ৩ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে চাউলের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ২১ হাজার টন। অবশ্যবহুরের মধ্যে এবার বাংলার প্রাকৃতিক চাউল উৎপন্ন হইয়াছে—কিন্তু আসামে বান জমল আস এ কারণে এবং উচ্চ ফলনের সামরিক প্রয়োগের অভাবে চাউল কম হইয়াছে বলিয়া এই প্রদেশে চাউলের ঘাটতি পড়িবে।

রপ্তানীর প্রতিশ্রুতি—বাংলা থেকে যে ১২ হাজার সরষার প্রতিশ্রুতি করিয়াছে তাহাতে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার কৃষকদের বাংলা সরকার একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বাংলা সরকার প্রতিশ্রুতিকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিবেন। সরষে থেকে যে প্রতিশ্রুতি নিজের ঘরে নিজে চালাইতে পারিবে—সরকারই এরূপ আশা করেন।

ভিক্টরি লোন ১৯৫৭

শতকরা ৩ সুদের

এখন পাওয়া যায়

এই লোন সম্বন্ধে ইস্যু করা হবে এবং ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ঋণ ফেরৎ পরিশোধ করা হবে। এই লোন অবিভক্ত টাকায় ক্রয় করা যেতে পারে—এবং অন্য বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত ইস্যু করা হবে। ১লা মার্চ এবং ১লা সেপ্টেম্বর এর যে কোন তারিখে ১০০ টাকা হারে বাৎসরিক সুদ দেয় হবে আয় উপর ইনকম ট্যাক্স এবং সারচার্জ দিতে হবে। ২৯শে মে থেকে ৩রা জুন পর্য্যন্ত ইস্যুর মূল্য হবে ১০০৷৷০। তারপর অন্য বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত তা' প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাই হারে বেড়ে যাবে।

বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, দিল্লি এবং মাদ্রাজে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে, ভারতের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ইন্সিডিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা সমূহে এবং সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে।

AAA 880

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৫ই মে তারিখে স্থানীয় কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড নামে একটি ব্যাঙ্কিং ও বিনিময়ব্যাঙ্ক কার্য্যে পরিচালিত হইতেছে। এই ব্যাঙ্কের চতুর্থ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, চলতি ১৯৩৩ সালের শেষ ৩১শে মার্চ্চ তারিখে আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ও ৫২ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের সাধারণের আমানতের পরিমাণ মোট ৩৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছিল। এই মূলধন ব্যতীত মূল স্থিতি হইতে ব্যাঙ্ক বহু এজেন্সীর কার্য্য করিয়া থাকে যে বিভাগ তহবিলের দ্বারা ইহাদের আদায়ী মূলধন ও ঐখাতে সাধারণের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ বেশিয়া আরো বেশ মূলধন পাইতেছে। আদায়ী মূলধন, মজুত তহবিল ও সাধারণের আমানত বাদে অন্য ও অন্যান্য দেনার দায় লইয়া গত ৩১শে মার্চ্চ ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। ঐদায় বাবদে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান খতাগুলি এইরূপ :—আদায়ে সময়মতের রিডিবিটী ৪০ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা, বিলিবিনি-মাসিটী, নোট চুক্তি ও ইক্যুলাইজেশন হিসাবের ২ লক্ষ ৩ হাজার টাকা, বেঙ্গল কোম্পানীর হিসেবের ১৮ হাজার টাকা, ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কারর্ডিটী ও ওভারড্রাফ্ট ৩০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৪৮ লক্ষ টাকা। এই সব বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতই বুঝা যায়, ব্যাঙ্কটির তহবিল সম্পূর্ণ নিরাপদজনক বিনিয়োগদ্বারা নিয়োজিত রহিয়াছে। এই ব্যাঙ্কের পরিচালকেরা প্রথম হইতেই অর্থ লাভ সম্পর্কে খুব সতর্ক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের তহবিলের একটা বিরাট অংশ সময়ে ও সময়ে এখনে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। অথচ সময় দিন ফিরাই আদিটাকারী বিলের বিনিময়যোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গত ৩১শে মার্চ্চ এক বৎসরে ব্যাঙ্কিংয়ের কাজকারবারে চালাইয়া ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা আয় হয়। ঐ আয় হইতে বিভিন্ন বিলের খরচ-পত্র মিটাইয়া শেষ লভ্যাংশ ব্যাঙ্কের ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা নিট লাভ দাঁড়ায়। পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত লইয়া উহা মোট ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা হয়। এই টাকা হইতে সাধারণ মজুত তহবিলে ৫২ হাজার টাকা এবং ট্যাক্স ও দাবী তহবিলে সম্পত্তির মজুত তহবিলে যথাক্রমে ২০ হাজার টাকা ও ১২ হাজার ৫০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। ৫০ হাজার ৬০০ টাকা দ্বারা লভ্যাংশ ৩ টাকা হারে অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। অংশীদারদিগকে প্রদত্ত লভ্যাংশ প্রদান সম্পর্কে ব্যাঙ্কের পরিচালক মোর্ড প্রথম অবস্থায় কোন আশ্বাস দেখাইতেছেন না। প্রথম অবস্থায় আদায়ি বিয়া ব্যাঙ্কটিকে মজুত করিয়া তোলা এবং ইহার কাজকারবার প্রসারের প্রতিটি করা হইবে বলিয়া ডাইরেক্টরগণ প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের স্থানীয় শ্রীবৃদ্ধি ও অংশীদারদিগের দেনী লভ্যাংশ বৃদ্ধির এই দুই দিক হইতে যে নীতি পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য সন্দেহ নাই।

লিলি বিস্কুট কোং

প্রথম বার্ষিকী

গত ৩রা মার্চ্চ শনিবার ইণ্টারন্যাশনাল প্রদর্শন প্রাঙ্গণে লিলি বিস্কুট কোম্পানীর মুতন প্রতিষ্ঠাতা বর্ষীয় প্রথম বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় লিলি সহ বর্ষীয় প্রদর্শনীর বিভিন্ন ষ্টল, ফ্যাক্টরী, অফিস-বিভাগ, ওয়েলফেয়ার, সার্ভিসিং ও ট্রেডিং বিভাগ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া তাহার সুচিন্তিত প্রতি পরীক্ষা প্রদান বিশেষভাবে করেন।

কলিকাতার বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিভিন্ন সাময়িক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্ষীয় প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণ কর্ত্তৃপক্ষগণের কার্য্যকুশলতার ভূয়সী বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন যে, সততা, সরলতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি যে সকল গুণ ব্যবসায়ীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রদর্শনীর মধ্যে সেগুলি পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন যে, যে সাধারণ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া বর্ষীয় প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে যে প্রতিষ্ঠান করিয়া তুলিয়াছেন, উহা ব্যবসায়ে অর্থ-লক্ষির একটি বিশিষ্ট পরিচয়।

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বসু বলেন যে, প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণের অভিজ্ঞতা দৃষ্টে প্রথম তিন বৎসরেই যেমন নিজ নজরীয় উন্নতির জন্য তিনি, আত্মবিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন।

ডাঃ বিমলচন্দ্র সরকার বলেন যে, যে সকল স্থানীয় ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে প্রবর্দ্ধিত প্রদর্শনী করিয়াছেন, প্রদর্শনী তিনের উদ্যমের অনুরূপ।

টাকা খাটানোর বিশেষ সুবিধা

ব্যাঙ্কে টাকা রাখা, কোম্পানীর কাগজ কেনা কিম্বা জমিতে টাকা খাটানোর প্রচলিত উপায় অনেক রহিয়াছে, তবে নিউ ইণ্ডিয়ার অনুরূপ বীমা পলিসিতে টাকা খাটানোর অতিরিক্ত কতকগুলি সুবিধা আছে। সেগুলি হচ্ছে :

- **মোটা লাভ :** উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপনি পলিসির টাকার উপর যা দেবেন পাবেন, অনেক ক্ষেত্রেই তার মোট পরিমাণ অনেক সিকিউরিটীর চেয়ে পরিমাণে বেশি হবে।
- **ঝামেলার দায় :** বীমাকারীর অকাল মৃত্যুতে বীমার সম্পূর্ণ টাকা তাঁর উত্তরাধিকারী পেয়ে যাবেন। অনেকেরই এর পরিমাণ পলিসির অর্থের অনেক বেশি হয়ে থাকে।
- **আয়কর থেকে অব্যাহতি :** বীমার টাকার উপর আয়কর্দাতা আয়করের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়। পাঠক আমরা দিয়ে থাকলে, উপরে সাথে এটি একটি মস্ত সুবিধা।
- **মূল্যের হ্রাস নেই।** বীমা-পলিসির মূল্যের হ্রাস নেই ; বাজারের ওঠানামার তার কোন ফল ভোগ করতে হয় না।

উপরে টাকা কিস্তিবন্দীতে অথবা একই সঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। একসঙ্গে টাকা দিলে টাকা প্রতি কিছু বেশীও পাওয়া যায়। কোন পলিসিতে লাভের অঙ্ক কি রকম দাঁড়াবে তা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, বীমার মেয়াদ, আয়করের পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ; সুতরাং আপনি অনুরোধ জানালেই আপনার উপযোগী পলিসির বিবরণ আপনাকে অবিলম্বে পাঠাব।

ব্যবসায়ের পরিমাণ	
টাকায় টাকা থেকে মোট আয়	মোট জীবন বোনাস
৫০ বৎসর, ৩২ বৎসর	১৮৫ টাকা, ১৫০ টাকা

নিউ ইণ্ডিয়ার অগ্নিবিমা অন্যান্য অগ্নিবিমা এবং নিরাপত্তার মোট পরিমাণও। অগ্নিবীমা, জীবনবীমা, মৌবীমা, দুর্ঘটনাবীমা প্রভৃতি সকলপ্রকার বীমার কাজে নিউ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিউ ইণ্ডিয়ার স্থান সর্ব্বোচ্চে।

দি নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং, লিঃ

৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছয় কোটি টাকার উপরে

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দেন, এম এস এ, পশ্চিম অঞ্চলের আয়ী, তার স্থলাভিষিক্ত হন। শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর ভাদুড়ী এবং শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর অন্তর্ধানে স্থানীয় প্রতিনিধিত্বের অসম্পূর্ণতা বর্ধিত হবে।

ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

সম্প্রতি আমরা ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৪৩ সালের বার্ষিক রিপোর্ট সমালোচনার্থে পাইয়াছি। এই রিপোর্ট খুলে আমরা আনন্দিত হয়েছি যে কোম্পানী ১৯ লক্ষ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ১ হাজার ১৭টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ৮৫৩টি প্রস্তাবে মোট সর্বশুদ্ধ ১৬ লক্ষ ৮ হাজার ৯৯০ টাকার বীমা-পত্র প্রদান করা হইয়াছে। পূর্ব বৎসর কোম্পানী ৯ লক্ষ ৮ হাজার টাকার নূতন পলিসি প্রদান করিয়াছিল, সে হিসাবে উহার নূতন কাজের পরিমাণ এবার ৭ লক্ষ টাকার উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন কাজের এই বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯৪৩ সালে কোম্পানীর মোট আয় হয় ৯ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৯৫ টাকা। বছরের শেষে এবার পলিসি গ্রাহকদের মূল্য ও পলিসির বিপরীত মূল্য বাবদ মোট ১৪ হাজার ৮২৬ টাকা দাবী উঠায়। তাহা পরিচালনা-ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় মিটাইয়া বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে জমা করা হয়। ১৯৪৩ সালের প্রারম্ভে এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা, বছরের শেষে তাহা দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা হয়। 'ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া' নূতন কোম্পানী হইলেও উহার পরিচালকবর্গ যাহাতে ব্যয় একটা ভাবাভাবে নীমাবদ্ধ রাখিতে পারেন তার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নূতন পলিসি বাবদ প্রথম বছরে খরচ সম্বন্ধে ১৩ জন রিপোর্টার খরচ করিবার সাধারণভাবে রিপোর্টারদের সম্বন্ধে ১৯৭৩ সালে ৭৪৪ করিয়া এবার টাকায় টাকায় করিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসর ৯১ হাজার ৭০০ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ও অন্যান্য দেনীর দায় সহিত বর্তমান আয় বিদেশীয়ে গত ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের মোট দায় দেখান হইয়াছে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলি এইরূপ—কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে ঋণ ৮ হাজার ৭৯০ টাকা, তাহার সাবসিডিয়ারি

দশ মিনিটে ১৯৬,৫০০,০০০ বর্গ মাইল

চাষের পেয়ালায়

গ্রহণে দেখা যাচ্ছে। অথচ দেশ আর আকাশ মানুষের কথা সকলের কল্পনাতেই উদ্রেক করে। দুর্বল অন্তরাত্মা অবশ্যম্ভাবী আশঙ্কা থেকে নিজের আর আর আশ্রিত স্বজন, আবার নিজের থেকে আত্মেতিকা বেড়ানে বহু-সন্তানের ভরণ বিকাশ। এই ভরণ আরও কঠিন। প্রবলে দরিদ্র দেখা যাচ্ছে। নিজ অন্তরাত্ম ভয় নয়। প্রয়োজন অর্থ, প্রয়োজন অবসর, আরও কত কি। এ সমস্ত পুরিয়ে যাওয়াতেও পৃথিবীর ভূতে ১৯৬,৫০০,০০০ বর্গ-মাইল বাস্তবিক দূরে আমাদের দেখা পাবে না। কারণ আমাদের জীবন সংকীর্ণ। অথচ আমাদের এ সব হাজার কিছু নেই। আর অন্তে ওরকার শুধু একটা জিনিষের—এক পেয়ালা চা। তাই আমাদের চোর সাথী আমি নিজিত ভূমণ্ডলের জন্য।

ব্যালি-ভিক্টা

ব্যালি-ভিক্টা টি কোম্পানী, কলিকাতা ও দিল্লী

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৯৯
হেড অফিস—৭, ওল্ডকোর্ট হাউস, কলিকাতা

শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১১,১১,৮৫৫৲ ,,
আমানত—এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

বিনামূল্যে ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও ধর্মতলা (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং ঢাকা

হে-অফিস : মিজাপুর
ষ্ট্রিট
ষ্ট্রিট—ডিরেক্টর ইন-চার্জ

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড
(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

বীমা করুন

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর লভ্য লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টন হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অক্ষমতার জন্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- অসমর্থ প্রিমিয়াম দিয়ে মূল্যবান পলিসি অক্ষিমূল্যের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৫ কোটী টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন

ফক্কিচন্দ্রকান্ত এণ্ড সন্স
চীফ এজেন্টস্,
৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীর দেনার ২৬ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৯১ হাজার ৫৭৬ টাকা। এই সব বিষয়ে খুটে কোম্পানীর অবস্থিতি বেশ আশাব্যঞ্জক বিবেচনা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ডুমিয়া খাসির তপশিলেভুক্ত হাইলেক্ট্রিক ডিবেঞ্চার ছাড়া ব্যবসায়ী ঐরূপ অবস্থায় সব ডিবেঞ্চার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে এই কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার দূরদর্শিতার ইতিহাসে আর, ইহার উন্নতির পথে অন্তরায় হইবে মনে হয় না।

ডুমিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক

গত ১৫ই জুলাই তারিখে শেলঘরে ডুমিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের একটি শাখা খোলা হইয়াছে। ব্যাঙ্ক সর্বসাধারণের এই শাখাটি উদ্বোধন করিয়াছেন। গত ২১শে জুলাই তারিখে ঐরূপ বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাঙ্কের পরিচালক শাখা পরিদর্শন করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, উক্ত ব্যাঙ্ক প্রথমে উন্নতিলাভ করিবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। গত ১লা জুন তারিখে লেকমার্কেটে উক্ত ব্যাঙ্কের একটি শাখা খোলা হইয়াছে। আমরা আশাকরি যে, এই শাখাগুলিতে ব্যাঙ্কের বেশ ভাল কাজ হইতেছে।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইউনাইটেড্ সিনিমেটোগ্রাফ—ডিবেঞ্চার বিঃ বিমলকুমার বোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৭, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। কাজের ব্যবসা।

অন্নপূর্ণা ষ্টীম লিকেজ—ডিবেঞ্চার বিঃ বিশ্বনাথ বেরা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, কবরাইন্ লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কলের ইঞ্জি বিক্রয়।

মিষ্টি কুকলিয়া কোল কোং লিঃ—ডিবেঞ্চার বিঃ নন্দকুমার মোকেলি। রেজিষ্টার্ড অফিস—সি-৬, কালাকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। কয়লাখনির মালিকানা ও কয়লার ব্যবসা।

আর এল মোদি এণ্ড সন্স লিঃ—ডিবেঞ্চার বিঃ বি বি মোদি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, মহারাষ্ট্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। লবণ বৈজ্ঞানীর কারখানা।

জে বি প্রসাদিন লিঃ—ডিবেঞ্চার বিঃ জানকীদেবী মুরকা মল। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। জমি ও বাড়ীর ব্যবসা।

টাটা-অম ডিষ্টারস (অক্সিজেনের শীক)—ক্যালকাটা লিঃ—ডিবেঞ্চার বিঃ বি বি পটক। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। লোহ ও ইস্পাতের কারবার।

মোহনলিল আটা মিলস্ লিঃ—ডিবেঞ্চার বিঃ এল এল আইজীয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৪ লক্ষ টাকা। ময়দার কল।

বেঙ্গল ভায়ার মেসার্স্ কোং লিঃ—ডিবেঞ্চার বিঃ বি ডাব। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, ডিসিলভা রোড। অনুমোদিত মূলধন ৪ লক্ষ টাকা। রঙ ইত্যাদি বৈজ্ঞানীর কারখানা।

অমর প্রোপার্টিজ লিঃ—ডিবেঞ্চার বিঃ আর এল মোহনকাবরাজা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, বৃন্দাবন মোহিরা লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা।

ইণ্ডিয়ান সিমেন্ট এণ্ড এসবেস্টস কর্পোরেশন লিঃ—ডিবেঞ্চার বিঃ বে পি মেহরুত্রা। অনুমোদিত মূলধন ১৪ লক্ষ টাকা। সিমেন্ট, এসবেস্টস প্রস্তুতির ব্যবসা।

ইণ্ডিস্ক্যাল ষ্ট্রাইকস্ লিঃ (১১,৭৮৮)—ডিবেঞ্চার বিঃ ডি এন এলাচন্দ। রেজিষ্টার্ড অফিস—সীলদহ রোড, শেয়ার অফিস বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। লবণ প্রস্তুত ষ্ট্রাইকের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ম্যাঙ্গেলি ষ্টী কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ২০৲ টাকা। **বড়জুড়ি ষ্টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৫৲ টাকা। **সিমলেস ষ্টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৩৲ টাকা। **মোসাই ষ্টিলার ষ্টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৮৲ টাকা। **বি মিটি বীয়ারিং কোল কোং লিঃ**—গত ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৩।০ আনা। **বি উমরাবাড়ি কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৮৲ আনা। **বি ঢোঙ্গাড়ি ষ্টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৭।০ আনা। **ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক কনষ্ট্রাকশন কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১।০ আনা। **বি ষ্টীল ইণ্ডিয়ান কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৲ টাকা। **বি ষ্টীলফর্ড পেপার মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য লভ্যতা ৫৲ টাকা বোনাসসহ প্রতি 'এ' ও 'বি' শেয়ারে লভ্যতা ১৫৲ টাকা। **বি ভার্ষিলিং ষ্টী এণ্ড সিমেন্টেশন এ্যালোয়িয়েশন্স লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৫৲।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

জনপ্রিয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।

ব্রাঞ্চ—কলিকাতা, বম্বে, রাইপুর এবং বিহার ও বাংলার প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রসমূহে।

ফোন: ক্যাল ৪১০১ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারতবর্ষ ও যুদ্ধোত্তর সমস্যা

ভারতবর্ষের উন্নয়ন যেমন এক দিকের বিরাটত্ব, সুদূরপ্রসারিত বিরাটত্বিকাশের অভাবের দিক। এই বিরাটত্বের পর ভারতবর্ষের অবস্থা কি হবে? আমাদের দেশ কি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দেশ আজকে পৌঁছে নিজে ভোগ করবে, না নতুন সুযোগের হবে তার সাধনে? এই সকল প্রশ্নের জবাব চাই। এককথায় জনশিক্ষার উন্নতি দিয়ে আমরা বিরাটত্বিকাশের অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারি। কিন্তু জনশিক্ষার উন্নতি শুধু ব্যাঙ্কের ব্যবস্থার সঙ্গেই সুদূরপ্রসারিত কাজে ব্যাঙ্কের অবদান অনিবার্য।

পৃষ্ঠপোষক

ত্রিপুরাধিপতি—শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:

হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

হেড অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা), টাঁদ অফিস—আগরতলা

বাংলা ও আসামের সর্বত্র শাখা আছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

২০১, হারিসন রোড ও ৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৪শে জুলাই

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে তাহিলাবাজ পরিশোধের সময় অন্যান্য দিনের ন্যায় কলিকাতার গড়পড়তা ৫০ আনা ও বোম্বাইয়ে গড়পড়তা ।৩ আনা ছিল।

গত ২৩শে জুলাই ভারত সরকার কর্তৃক আহূত ৩ বৎসরের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার পেশ হয়, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ৯৯৸৵০ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৸৵০ আনা মূল্যের গড়পড়তা প্রায় ২৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা মূল্যের হার বাহির ৵৯ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ১লা আগষ্ট হেলা ১১ ঘটিকায় (টাকার টাইম) পর্য্যন্ত বোম্বাই সহরে এবং ৩১শে জুলাই রাজকার্য্য বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত সরকার কর্তৃক আহূত তিন বৎসরের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

১৯২৪ সালের ২১শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ইস্যু-বিভাগের সম্মুখে বিক্রীত হইয়াছে।

টেলিং রেট (প্রতি টাকায়) ৹ ১ পি. ৫৪৲ সেঃ
ঐ মেয়াদী ৹
৩ মাসমেয়াদী (৹) ১ পিঃ ৩৯৲ সেঃ
৬ মাসমেয়াদী (৹) ১পিঃ ৩৸৲ সেঃ
ডিসকাউণ্ট (প্রতি পঞ্চ) ৫৯৸৵০

ডিসকাউণ্ট ব্যাঙ্কের হিসাব—৩০শে সেপ্টেম্বর পরিমাণ (২১শে জুলাই) ৯২৩ কোটি ১১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা।

তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের প্রতিশ্রুতি আদায়ের—(১৩ই জুলাই) ৫৩৩ কোটি ৭১ লক্ষ। স্থায়ী আমানত—(১৩ই জুলাই) ১৮৭ কোটি ৫৩ লক্ষ।

কোম্পানীর কাগজ ও সেয়ার

কলিকাতা, ২৮শে জুলাই—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার সেয়ার বাজারে মন্দভাব দেখা দেওয়ায় সপ্তাহের শেষ দুই দিন বাজারের সাধারণ অবস্থার অনেকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আপাতের মৃদুমন্দ হাওয়া দক্ষিণ দিকে বহিতে থাকিলে, এবং এরূপ ধারণা সকলের মনে সঞ্চারিত হওয়ায় সেয়ার ক্রয়বিক্রয়ের কাজ বন্ধ সপ্তাহ হইতে বাজে হইতেছিল; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত স্থায়ি সম্ভাবনা কোনদিক হইতে প্রকাশ হইতেছে না বলিয়া বাজারে আবার তেজীভাব আসিতেছে। তাহা ছাড়া কাজের সময় ১ ঘণ্টা কম বিনিময় বাড়িয়া যাওয়ায় অনেক বাজারের তেজীভাব অধিক উন্নতির সুবিধা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, বর্ষাকালে সুতরাং সেয়ারমূল্যের যে স্বাভাবিক মূল্য বাজার গত বৎসর বিশেষ তেজীমান, সেইরূপ দাঁড়াইয়া যাইবে। তবে যাঁহারা বেশী টাকার কারবার করেন, তাঁহারা এখনও অবস্থার স্থিরতা সম্বন্ধে সন্দিহান বলিয়া কলিকাতার সেয়ার বাজারে বড় বড় তেজীভাব দেখিতেছে না। এবারি কাজ খুব আশাপ্রদ হইলেও এই শ্রেণীর লেনা-বিক্রেতাদের অত্যধিক সাবধানী ভাবের জন্য বাজারের তেজীভাব কিছু পরিমাণ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের সেয়ার বাজারে তেমনভাবে পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। এক মূল্যের তোম্পসীর কাগজের বড় দরিবার সপ্তাহে ৯৩৸৵০ হইতে ৯৩৸৵০ আনার মধ্যে ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে তেজী কাগজসমূহের কাজ অত্যন্ত কম হইয়াছে এবং ৩½ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৭-৫১) ১০৩৸৵ আনায় ও ৩½ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৮-৫২) ৯৯৸৵০ আনায় তোলাতো হয়। ৫½ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৪-৫৫) ও সপ্তাহে ১০৩৸৵ আনা হার বিক্রীত হয় এবং এই ঋণপত্র অন্যান্য বহু খাতি বাজারে উপস্থিত ছিলেন।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কয়লার খনির সেয়ারসমূহের ঘরে কোন বিক্রয় ছিল না বটে, কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে বাজারের অবস্থা অনেকটা স্থির হইয়াছে। বেঙ্গল কর্পোরেশন সপ্তাহে ৬৯৲ টাকায় বাহির বিক্রয় পুনরায় সপ্তাহ শেষে ৬৭৲ টাকায় উঠিয়াছে এবং ইণ্ডিয়াটেরিয়ল ও জাতীয় ঘরে সপ্তাহের প্রথমদিকে ৩৸৲ টাকায় ও ৫৸৵০ আনায় যাহারা শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারা সপ্তাহের শেষে ৩৸৲ টাকায় ও ৫৸৵০ আনায় বেচিয়াছেন।

পাইকল—আলোচ্য সপ্তাহে পাইকলের সেয়ার বাজারে বিশেষ পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও সপ্তাহ শেষোক্তদিনের অবস্থার সামান্য প্রসার সপ্তাহের প্রথম দিকে পাইকলের সেয়ারসমূহের উপরে লেনা ছিয়াছিল। সুতরাংকালে পাই বিক্রয়ের প্রচুর উদ্যোগ সত্ত্বেও থাকায় পাইকলের সেয়ারসমূহে উল্লেখযোগ্য কোন মূল্য হ্রাস পরিলক্ষিত হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণী এবং ইস্যুকৃত যথাক্রমে ৬৫৲ টাকা ও ৮৸৵০ আনায় বাহির যায়, তন্মধ্যে উহাদি সাধারণীর অন্যান্য উল্লেখের মূল্য ৬৬৲ টাকা ও ৮৸৵০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়ের কল—অন্যান্য সেয়ারসমূহের অপেক্ষা কাপড়ের কলের সেয়ারবাজারের আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে তেমনভাবে লেনা ছিলনা, কিন্তু সপ্তাহের শেষভাগে অনেক উন্নতি-

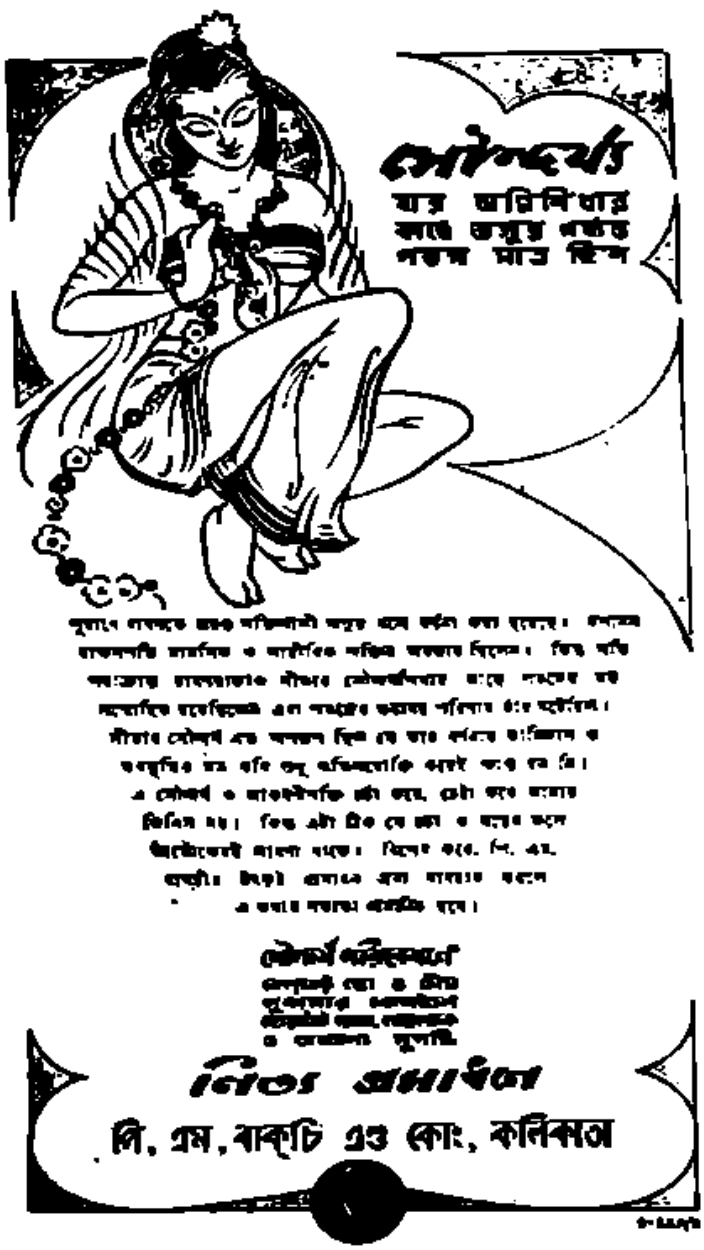

নতে তাহা বাজার আসার এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

ব্যাঙ্ক—আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহের শেয়ারের দর প্রায় স্থির ছিল। ইন্দ্রিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ারের দাম পূর্ববর্তী সপ্তাহের দর হইতেই বন্ধিতই হয়।

ইলেক্ট্রিসিটি—আলোচ্য সপ্তাহে ইলেক্ট্রিসিটি বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারের দরে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। ইষ্ট কর্পোরেশন ও ইন্ডিয়ান আলয়েন্স শেয়ার বিক্রেতাদের আগ্রহের ফলে সপ্তাহের মধ্যভাগে যথাক্রমে ৪৯৷৵০ আনা ও ৪৯৷০ আনায় নামিয়া আসিয়াছিল। পরে ইহাদের অবস্থা ক্রীত হইতে থাকে এবং শুক্রবারে ইহাদের দর যথাক্রমে ৫১৷৵০ আনা ও ৫১৷০ আনায় পৌঁছায়।

ডিবিঞ্জি কল—ডিবিঞ্জি কলের শেয়ার বাজারে পূর্ববর্তী সপ্তাহে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য যে চাপ দেখা গিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা দূরীভূত হইয়াছে এবং কোন কোন শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডিবিঞ্জি কলের শেয়ার বাজারে স্থির ভাব পূর্ববর্তী সপ্তাহের ন্যায়ই বর্তমান ছিল।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারসমূহে কেনাবেচা যথেষ্ট না হইলেও মূল্যের দিক হইতে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই।

পাটের বাজার

কলিকাতা ২৮শে জুলাই—গত সপ্তাহে পাটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। এ সপ্তাহের প্রথম দিকেও বাজারে সে অবসাদের ভাব বজায় ছিল। কিন্তু পর বুধবারদিন হইতে পুনরায় কারখানার মালিকের পাটের দর কিছু কিছু করিয়া চড়িতে সুরু করিয়াছে। ফলের অবস্থা বিশেষভাবে খুবই অনুকূল। শীঘ্রই নাকি ফালিক হইবার আশা আছে বলিয়া বাস্তবিকের মুখপাত্রেরা ঘোষণা করিতেছেন। নাকি স্থানিক হইলে বাহিরে পাটের চাহিদা বাড়িবে, দেশী পরিমাণে রপ্তানীও সুরু হইবে। এই সব আশা ভরসার ভিতর দিয়া পাটের বাজারে একটা নূতন উৎসাহ দেখা দিয়াছে। পাটকলের কাজ চালাইবার জন্য যে কয়লার অভাব দেখা দিয়াছে তাহা শীঘ্র দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি নাকি মালিক রপ্তানীর আশায় উৎসাহিত হইয়া পাটের ফেরোয়া পাই খরিদ করিয়া রাখিবার উপর জোর দিতেছেন। ফলে এ সপ্তাহের শেষভাগে বাজারে পাটের বড় তত্তটা চাহিদা হইয়াছে। এবার পাট বন্দরের কাছে বিশেষ রপ্তানীর এবং এবার পর্যন্ত নূতন পাট বাজারে খুব সামান্য পরিমাণে আসায়ই রপ্তানীর দেরিতে বিরাট দর চড়ির ভাবণ ঘটিয়াছে।

গত জুন মাসে ভারতবর্ষ হইতে মোট ৭০ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে। জুন মাসের ঐ রপ্তানী লইয়া গত ১৯৪৮-৪৯ সালে পাটের মোট রপ্তানী দাঁড়াইয়াছে ৯ লক্ষ ৭১ হাজার বেল। গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ও ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত হইতে যথাক্রমে ১৫ লক্ষ ৫৫ হাজার বেল ও ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার বেল পাট বাহিরে প্রেরিত হইয়াছিল। জুনের শেষে জাহাজের অসুবিধার দিনেও পাট চালান দেওয়া বজায় রহিয়া গিয়াছে, আর জাহাজেই পাটের রপ্তানী এই ভাবে দিন দিন হ্রাস পাইতেছে।

পাওয়া বেল হিসাবে এ সপ্তাহে গতের বেল ৬৯টি লেনা বন্ধ হইয়াছে। রপ্তানীকারকেরা এ সপ্তাহে প্রতি বেল ৭৯ টাকা হইতে ৮৮ টাকা দরে সেইটী পাট খরিদ করিয়াছে, তবে বেশী কেনাকিনার পরিমাণ তত বেশী হয় নাই। চটকলগুলারা প্রতি বেল ৮১ টাকা ও ৭৭ টাকা দরে যথাক্রমে কার্স ও লাইটহিল পাট ক্রয় করিয়াছে।

আলসা পাটের বাজারে এবার কাজকারবার অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। বাজারে আজ বিক্রয় ও বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ যথাক্রমে ১৬৫০ আনা ও ১৩৮০ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

চট ও থলে

চট ও থলের বাজারের অবস্থা এ-সপ্তাহে অনেকটা অপরিবর্তিতই ছিল। চট ও থলে ক্রয় করিবার দিকে অনেকেরই আগ্রহ দেখা যিয়াছিল। কিন্তু বিক্রেতার অভাবে বিকিকিনি হইবার আসলে খুবই কম। পাটকলের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় তুলনায় চাহিদার তুলনায় এই জিনিষটির যোগান হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে, আর সেই কারণ হইতে চট হাতছাড়া না করিয়া আরও কিছু দাম সম্পর্কে আশায় কেহ কেহ দেখাইতেছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা ২৮শে জুলাই—কলিকা তুলার জুলাই মাসের ডেলিভারি বেচাকেনা গত শুক্র ২৮শে জুলাই শেষ হইয়াছে এবং এই তুলার দর ৩০৫৲ টাকা। সরকারের তরফ তুলা ক্রয় বন্ধ হওয়ার ফলে বোম্বাইয়ের বাজারে স্পেশীয় মাসে ডেলিভারি বেচা সর্তের তুলার বাজার বড় আহত হইয়াছে এবং এখন ৩১২৲ টাকা হইলেও এই দর আরও কমিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। ইহা ইতিমধ্যে কটন এক্সচেঞ্জের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আবেদন সত্ত্বেও সরকারের তুলা ক্রয়ের সময়ে পূর্বঘোষিত তুলাদরের পরিবর্তন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে আগেকার সপ্তাহে সর্বোচ্চ বিক্রীত তুলা উৎপাদনের পরিমাণ বাস্তব বেচাকেনা হইয়াছে। কোরা বাজারে কাপড়ের অভ্যন্ত বাজার যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় অবস্থান করিয়াছেন, তাহার কিছু পরিমাণ লেনদেন বর্তমান সপ্তাহে উৎসাহিত করা যিয়াছিল। কোরা বাজারে ব্যবসা চালাইবার আশায়ে এ সপ্তাহের অনেক বস্ত্র ব্যবসায়ীর লাইসেন্স কাটিয়া লওয়া হইয়াছে।

সোনা ও রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোনার বাজারের অবস্থা অনেকটা স্থির ছিল এবং অকৃত্রিম সোনা গতবার আসা হইতে ২৫৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। বোম্বাইয়ের সোনার বাজারে দৈনিক চাহিদার পরিমাণ বর্তমানে অত্যন্তকম হওয়ায় বাজার ফোলা। বাজারে বিক্রয়যোগ্য অবশ্য পরিমাণ সোনা না থাকায়

(৩৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস :—১০এং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন নাম : ৪৪৪০, ৪৪৪৪
সেইফ :—হিজ হাইনেস দি মহারাজা অব ত্রিপুরা
কলিকাতা শাখা :—কলুটোলা, চৌরঙ্গী ফোয়ার, পার্ক সার্কাস, শ্যামবাজার।
অন্যান্য শাখা :—ডুমরিয়া, চুঁচুড়া, জামালপুর, ডিব্রুগড়, ঢাকা (চকবাজার এবং নবাবপুর), বর্ধমান, রায়মঙ্গলিয়ে, শিবচেলহাট।
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সহ ৭৫ জন বিশিষ্টজন (কলিকাতা)
আমার শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন
ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞ—সার্বক্ষণিক আধেয়, এম. এস, এ (বার্কলে ক্যালিফোর্নিয়ার গ্রাজুয়েট)।

বুদ্ধদেব বসু

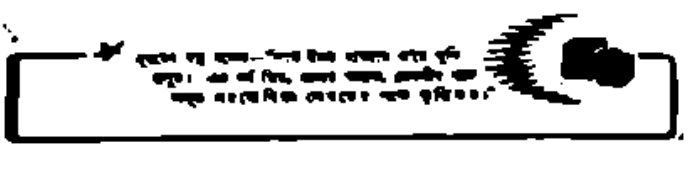

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৮শে জুলাই	২৯শে জুলাই	৩০শে জুলাই	৩১শে জুলাই	১লা আগষ্ট	২রা আগষ্ট
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা)	২২৯৵০	২২৯৵০	২২৯৵০	২২৯৵০	২২৯৵০	২২৯৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই)	২৪৴০	২৪৷০	২৪১৵০	২২৯৵০	বাজার বন্ধ	২৪১৵০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	১৩৩৲	১৩৩৷০	১৩৩৷০	১৩৩৲	১৩৩৲	১৩৩৲
ঐ ঐ (বোম্বাই)	১৩৫৷০	১৩৩৲	১৩৩৷০	১৩৩৲	বাজার বন্ধ	১৩৩৲
সিলির দর—প্রতিমাস (কলিকাতা)	৫১৷০	৫১৷৵০	৫১৷০	৫১৷০	৫১৷০	৫১৷০
বোম্বাইর বাজার—বন্ধকরা ও ফ্রয়ের খেরোতের দর (সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন)	৯৮৯৵০	—	৯৯৯৵০	৯৯৯৵০	৯৯৮৵০	৯৯১৵০
ইণ্ডিয়ানিয়াল—						
ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ	৪১১৵০-৪০।০	৪০৬৵০-৩৯।০	৪১৲-৩৯৬৵০	৩৯৯৵০-৩৭৬৵০	৩৯৮০-৪১১৵০	৪১।৵০-৩৯৮০
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি	৩৫৯৵০-৩৪।০	৩৫৮৵০-৩৫৯৵০	৩৫৯৵০-৩৫৯৵০	৩৫।০-৩৫৮০	৩৫৯৵০-৩৫।৵০	৩৭৫৵০-৩৬।০
যুমারাণী—প্রতি	১২৯৵০	—	১২৫৵০-১২১৵০	১২৫৵০-১২৫।০	১২।৵০-১২।০	—
এসোসিয়েটেড সিমেণ্টকোম্পানী	৪২৷৵০-৪২৲	—	৪৩৮০-৪১৲	৪২১০-৪১৲	৪২৷৵০-৪১।০	৪২৯০-৪১৯৵০
ডেকান	৪৯৲	—	৪৫৲৵০-৪৪৷০	৪৪৯৵০	৪৭৮০	৪৯৲-৪৭৷৵০
ষ্টকাসিয়া	১৯৷০	১৯৷০	—	১৮৷৵০	১৮৯৵০-১৮৷৵০	—
আন্ধ্রিয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল	২২।০	—	২২।৵০-২১৯৵০	—	—	২২৯০-২২৲
ষ্টেনলেস ষ্টীল কোং	১৯৯৵০-১১।০	১১।৵০	১৯৲৵০-১১৯৵০	১১।০	১৩৷৵০-১১।০	১১।০
খনি—বেঙ্গল কর্পোরেশন	৪১৵০-৩।০	৪১০-৪১৵০	৪।০-৪।৵০	৪৷৵০-৪৷৵০	৪৷৵০-৪।৵০	৪৯০-৪১৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন	৩৯০-৩৯৷০	৩৯৷০-৩৯৷০	৩৯৷০-৩৯৵০	৩৯৵০-৩৯৷০	৩৯৵০-৩৯৷০	৩৯৵০-৩৯
ব্যাঙ্ক—বিকানীর ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	১৩৭৲	১৩৩৲	—	—	১৩৭৲-১৩৩৷০	১৩৩।০-১৩৩৲
ইম্পিরিয়েল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	৪৩৷০	৪১৲০	৪১।০-৪১৲	৪১৲-৪১৷০	৪১৲	৪১।০
হিন্দ ব্যাঙ্ক	—	—	৩৩৲	৩৩৷০-৩৩৷০	—	৩১৷০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং	৪৩৯৷০-৪১৷০	৪১৯৵০-৪১৷৵০	৪৫।-৪৩৲০	৪৩৯৵০-৪৩।০	৪৩৮৵০-৪১৷৵০	৪৩৬।০-৪৩৯৵০
বেঙ্গল	৩৭৲-৩৩৲	৩৩৮৲-৩৩৲	৩৩৲-৩১৲	৩৩৲-৩৩৷০	৩৩৯৲-৩৩৫৲	৩৭৬৲-৩৩৷০
রাণীগঞ্জ	৪১৷৵০-৪১৷৵০	—	৪৩৩৲-৪৩৯৵০	৪১৯৲-৪১৷০	৪১৲-৪১৷০	৪১৯৵০
ইষ্টইণ্ডিয়ান	৩৭৷৵০-৩৭।০	৩৬৲-৩৫৲	৩৬৩৲-৩৬৬৲	৩৭৷০-৩৭৬৲	৩৭৷৵০-৩৭।০	৩৯।০-৩৭৬৵০
সাউথ করণপুরা	৪৫।৵০-৪৩৵০	৪৪৵০-৪৩৵০	৪৩।৵০-৪৩৵০	৪৩৵০-৪৩৲	৪৩৵০-৪৩।৵০	৪৪৩৲-৪৪।০
কাগজের কল—লিলি ডিষ্টোরিয়া মাইল মিলস লিঃ	৪৯০-৪৯	৪৷৵০-৪৩৬৵০	৪৷৵০-৪৩৲	৪৩৵০-৪৩৲	৪৩৵০-৪৩৲	৪৩৬৵০-৪৩৲
বেঙ্গল-নাগপুর	৪১।০-৪১৯৵০	৪১৯৵০-৪১৯৵০	—	—	—	—
কানপুর ষ্টেপ্লটাইলস্	১৫।৵০-১৪।০	১৪।০-১৪৷০	১৪।৵০-১৪৩৵০	১৪।৵০-১৪।০	১৪৩৵০-১৪।৵০	১৪৲-১৪।০
এসিয়াটিক পেপার মিলস লিঃ	৬৯৲-৬৯৲	৬৯৲	৬৭।০-৬৭৲	৬৪।৵০-৬৫।০	৭১৷০-৬৫।০	৭১৷০-৭১৲
বরানগর	—	—	৪১৲	৪১৲	—	৫৩৲
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	২২৫৲	—	২২৯৲-২১৯৲	২২৫৲	২৫১৲-২১৯৲	২২৫৲-২৩৩৲
ষ্টীমার	২৯৫৵০	২৪৷০	২৯৫৵০-২৯৬৵০	২৯৫৵০-২৯৬৵০	২৯৬৵০-২৯৬৵০	২৯৲-২৯৫৲

শিলং ব্যাঙ্কিং
—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—১৯০১ ইং
তার :—SHILLBANK
হেড অফিস—শিলং
ফোন : শিলং—১৩৩ সিলেট—৩৩

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।
কলিকাতা ও গৌহাটী ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।
অনুমতিপ্রাপ্ত সকল সেয়ারই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।
আরও সেয়ার বিক্রয়ের অনুমতির জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : বড়বাজার ১৭৪৪

ব্রাঞ্চ অফিস :—
ঢাকুরিয়া, উত্তরপাড়া।

জঙ্গীপুর শাখা
১৭ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি এন চাটার্জ্জী

ভিত্তির মূলে
ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৪৭
হেড অফিস—২০।১সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অতএব ৬৩৲ টাকা ডিভিডেণ্ট রূপে শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন কলি ৪৮৮০
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ভাওয়ালবাজার, ভবানীপুর, খুলনা, যশিদহাটী, খুলনা।
পাইকা ব্রাঞ্চ :—লোয়ার রোড, বালীগঞ্জ।

সুদের হার
ডিপোজিট—১% সেভিংস—২%
ফিক্সড ডিপোজিট—৩% হইতে ৪% পর্য্যন্ত
সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা ধার দেওয়া হয় ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কি কার্য্য করা হয়।
ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-বি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৮শে জুলাই	২৯শে জুলাই	৩০শে জুলাই	১লা জুলাই	২রা জুলাই	৩রা জুলাই
ইউকল—আসানসোল ফুট মিলস লিঃ ...	—	—	৩৫৲০	৩৬৲০-৩৬৸০	৩৭।০-৩৮৲০	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৪৭৲-৪৮৲	৪৮৲	৪৭৲-৪৮৭৲	৪৭৲-৪৭৲	৪৮৲	৪৭৲-৪৮৲
কাকিনাড়া	৬৭৲-৬৭৲	৬৬৲-৬৭৲	৬৬৲-৬৬৲	৬৬৲-৬৬৲	৬৭৲-৬৭৲	৬৬৲-৬৭৲
কমলা	—	১৩৫৲-১৩৭৲	১৩৪৲-১৩৬৲	১৩৫৲-১৩৬৲	১৩৫৲-১৩৬৲	১৩৫৲-১৩৬৲
কোলিগুলী	১১৫৲০-১১৫৸০	১১৫৲০-১১৬৸০	১১৫৸০-১১৬৸০	১১৬৸০-১১৫৸০	১১৬৸০-১১৫৸০	১১৫৸০-১১৫৸০
বিলাসের	৬৭৲-৬৭৸০	৬৬৸০	৬৬৫৸০-৬৬৭৸০	৬৭৲	৬৬৲-৬৭৲	—
ভারতী	৭০৲	৭০৲-৭০৲	৭০৲-৭০৲	৭১৲-৭১৲	৭১৲-৭১৲	৭১৲-৭১৲
ভারতী	৮৭৫৲০-৮৭৸০	৮৭৸০-৮৭৸০	৮৭৸০-৮৭৸০	৮৮৲০-৮৮৸০	৮৫৸০-৮৫৸০	৮৬৲০-৮৬৸০
চিনির কল—আলমনগর সুগার কোং লিঃ ...	—	—	৪৭৲	৪৪৲-৪৫৲	—	৪৫৲০-৪৪৸০
কাশীপুর সুগার কোং লিঃ ...	৪৪।০-৪৪৸০	৪৪৲-৪৪।০	৪৪৸০-৪৪৫৸০	৪৪৲-৪৫৲	৪৭৸০-৪৭৲	৪৭।০-৪৭৸০
কেন এণ্ড কোং লিঃ ...	৬৬৲০-৬৭৲	৬৭৲-৬৭৲০	৬৬৲-৬৭৲০	৬৭৸০-৬৮।০	৬৬৸০-৬৬৲০	৬৬৲০-৬৬৸০
জাহাজ—বেঙ্গলুরু ষ্টী কোং লিঃ ...	৪১।০	৪১৸০	৪১৸০-৪১৲	৪১৸০	৪১।০-৪১।০	৪১।০-৪১।০
ব্রাদিয়ার ষ্টী কোং লিঃ	৭৭৲	—	৭৫৸০-৭৫৸০	৭৭।০	—	—
বিবিধ—ব্রাদিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ	১৪৸০-১৪৸০	—	১৪৫৲০-১৪৬৸০	—	১৪৫৲০ ১৪৫৲০	১৪৸০
এ্যাংলো এন্ড কেমিকেল	৩৭।০-৩৮৸০	—	৩৭।০	—	৩৭।০-৩৭।০	৩৭৸০-৩৮৸০
ইেবিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	১৩৬৲-১৩৭৲	১৩৬৲-১৩৭৲	১৩৭৲-১৩৮৲	১৩১৲-১৩৭৲	১৩৬৲-১৩৮৲	১৩৬৲-১৩৭৲
বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লিঃ	৪২।০-৪১৸০	৪১৸০-৪১৸০	৪১৸০-৪২৸০	৪১।০-৪১৸০	৪১৲০-৪১৸০	—
ইণ্ডিয়া কেমিকেল কেমিক্যালস কোং লিঃ	—	১৭৫৲	১৭৫৲	১৮১৲-১৭৪৲	১৭৫৲০-১৭৪৲	১৭৫৲০-১৭৫৲০
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট	—	—	১৩৬৲০-১৩৫৲০	১৩৬৲০-১৩৬৲০	১৩১৲০	১৩১৲০
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ	৪৩৲০-৪৩৸০	৪৩।০-৪৩৲০	৪৯৲-৪৩৸০	৪৩৲০-৪৩৲০	৪৩।০-৪৩৲০	৪১৲ ৪১৸০
মিড এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১৪৫৲০-১৪৫৲০	১৪৫৲-১৪৫৲০	১৪৫৲-১৪৲	১৪৫৲০-১৪৫৲০	১৪৫৲০	১৪৲-১৪৫৲০

(লোণা ও জলা— ৪৯৭ পৃষ্ঠার পর)

বাজারে প্রতিদিন বিদেশী ব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ৫০ হাজার ডোলা স্বর্ণ ক্রয় করা হইতেছে। কলিকাতার সোণার বাজারের আলোচ্য সপ্তাহে তেজীভাব বিদ্যমান ছিল এবং প্রতি ডোলা সোণা ৭৪৫৲০ আনায় বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা

বৃহত্তর হইতে প্রত্যহিক রৌপ্য আবশ্যকী অর্ডার হইলেও আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে মূল্য হ্রাস দেখা যায় নাই। কিন্তু পরিমাণ রৌপ্য বাজারিক অবস্থাবাবদের মধ্যে বিক্রয় করা হইতেছে। এমতাবস্থায় ভারত সরকার পরিষ্কার কোন বিবৃতি না দেওয়া পর্য্যন্ত রূপার বর্ত্তমান মূল্যে কোন উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি এক শত ভরি ১৩৮৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৮ সন

১১৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থায়ী আমানতের সুদের হার

অন্যান্য সন্তোষজনক, ৩০ টাকা হইতে ৯ টাকা পর্য্যন্ত।

কে, সি, সরকার — ডিরেক্টার ইন-চার্জ

এস্, আর্ রোডরেজ্
এম্, জি, বক্ত রায়
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর্স

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য কলিকাতা অফিস—
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, ফিনোরমঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, নোয়াপুর, চৌমুহনী, টাদপুর, পুরাণবাজার, ফেনী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, ডিব্রুগড়, গৌহাটীবন্দর, শিলচর, পাটনা, বেনারস, আগ্রা, ঝাঁসী, জামসেদপুর, লক্ষ্ণৌ।

আগ্রা শাখা খোলা হইয়াছে।

কার্য্যকরী তহবিল—১,০০,০০,০০০৲ এক কোটি টাকার উপর

এজেন্সী ভারতের সর্ব্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি পাল।

নিউ এশিয়াটিকের ক্রমোন্নতি—

বৎসর	মূতন বীমা	প্রিমিয়াম বাবদ আয়
১৯৩৪	১৫,৩৮,৫০০	৫৫,৫৩৭
১৯৩৯	৫০,১১,০০০	৬,৫০,০০০
১৯৪২	৬০,৪০,৫৫৫	৯,৫১,১৩১
১৯৪৩	১,০০,০০,০০০	(এক কোটি টাকার উপর)

সর্ব্বপ্রকার বীমার জন্য—

দি নিউ এশিয়াটিক ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস
নিউ দিল্লী।

কলিকাতা অফিস
৮ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস্।

বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে প্রতিভাশালী

কর্ম্মী আবশ্যক।

অনুমোদিত মূলধন—৭৫,০০,০০০৲ টাকা।
বিক্রীত মূলধন —২৮,০০,০০০৲ টাকা।

চেয়ারম্যান—বি এম বিড়লা (এডোকেট)

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস: কেরাণীগঞ্জ অফিস: ঢাকা অফিস:
ঢাকাপুর ২৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা ৫৮নং ষ্ট্রাইক ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখা অফিস

পুরাণবাজার, শ্রীনগর, লৌহজঙ্গ, ফরিদপুর,
ভেজপুর ও সদরঘাট (ঢাকা)।

হাটখোলা (১৭৮, আপার সিংপুর রোড, কলিকাতা) ও
পুর্ণিয়া শাখা খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—এম, চক্রবর্ত্তী

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস—৮৫নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ভোঃ : সাউথ ৮০০
এবার শাখা :—৯৭নং ষ্ট্রাইক ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন নং : ৪১৭০
শাখা অফিস কলিকাতা—বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ইটালী।
বাংলার অন্যত্র—ঢাকা, চট্টগ্রাম, কেনী, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, সুরাপাড়া, চৌমুহনী, ফিরোজপুর, চাঁদপুরহাট, নারায়ণগঞ্জ ও নবাবপুর (ঢাকা)।
বিহারে—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচি ও মজঃফরপুর।
লভ্যাংশ শতকরা ৭৪০ দেওয়া হইয়াছে
যাবতীয় আধুনিক ব্যাঙ্কি ব্যবসায় করা হয়।
এজেন্সী :—ভারতের সর্ব্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।
সত্বরই নূতন শাখা খোলা হইবে।

সেক্রেটারী—মিঃ কে বসুমজুমদার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ

যুদ্ধ যখন চলে....

জিনিষের দাম তখন বেড়ে চলতে থাকে। কিন্তু আমাদের তৈরী জিনিষের দাম আমরা যথাসম্ভব কম রেখেছি, আমাদের নিরক্ষর লোকের কিনবার ক্ষমতার দিকটা লক্ষ্যে রেখে।

যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির ফলে সাধারণের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটাতে এখন অবশ্য আমরা পারছি না; কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই আমরা তা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

বাজল কিনে পরিবর্ত্তনে ৭, ষ্ট্রীড স্পর্শ যে কে আড়াল করে তা থেকে তাকস্যাকের তুলনা নেই।

প্রাচ্যের প্রিয় বর্ষাতি—**ডাক ব্যাক**

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড
কলিকাতা ▫ রাণাঘাট ▫ বোম্বাই

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ

"ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম অরেঞ্জ ষ্টক ব্যাঙ্ক"

(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১ সাল)

অনুমোদিত মূলধন ৩,০০,০০,০০০৲ টাকা বিক্রীত মূলধন ৩,৩৩,২৩,৪০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ... ১,৬৮,১৩,২০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য আমিন ... ... ১,৬৮,২২,০০০৲ টাকা
১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের আমানত ৮১,৯৩,৭১,০০০৲ টাকা

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, বোম্বাই বোম্বে।
ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শাখা এবং সে-অফিস আছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি ক্যাপেন্টার জে, পি

—ডিরেক্টরগণ—

সার এইচ পি মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান
মিঃ বুধিলাল সারাভাই, মিঃ আরদেশীর পি কুপার, মিঃ নিবারণ চি-চোধারী, মিঃ বিঠলদাস কাজি, মিঃ কুবেরদাস এম শিরস, মিঃ বাপুজি সারাভাই লাভ, মিঃ সরদার বুধসিং পাভাই, ডাক আরদেশীর গোদাম, কে.বি, মিঃ রতনজি জেমশি, ডাইরেক্টর
লন্ডন এজেন্টস—গ্রেসাম বার্টলেট ব্যাঙ্ক লিঃ এবং
গ্রেসাম বিল্ডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ
নিউইয়র্ক এজেন্টস—দি ন্যাশনাল ষ্ট্রীট ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সর্ত্তাবলীসহ লিখিয়া জানুন

কলিকাতার শাখা—হেড অফিস—১০০নং ষ্ট্রাইক ষ্ট্রীট, বড়বাজার শাখা—৭১নং কলেজ ষ্ট্রীট, সিঁথি ব্রাঞ্চ শাখা—১০৪। লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার শাখা—১৩৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, আলীপুর শাখা—৮৯, ডায়া রোড। বাংলার শাখা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ফিরোজাবাদ, জলপাইগুড়ী, কলিম্পং, ফিরোজপুর, বর্দ্ধমান ও দুর্গাপুর। বিহারের শাখা—জামসেদপুর, ধানবাদ, পাটনা, ছাপরা, মজঃফরপুর, লীলাবাদি, বেতিয়া, মধুবনী, বাগবাহিরা, হাজিপুর, কাটিহার, মৌবাহিরা, ভাগলপুর, ফিরোজপুর, সাহেবগঞ্জ, জামালপুর, পাটনা, দালানগঞ্জ (আরা), পাটনা সিটি, বাঁকিপুর, বাইরাহিরা, মোকামা ও সমস্তিপুর। উড়িষ্যা শাখা—সম্বলপুর।

১২১নং আপার চিৎপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীসতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE [illegible] B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 7th August, 1944. সোমবার, ২২শে শ্রাবণ ১৩৫১ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাকা-লিগ সাক্ষাৎকার

সাম্প্রদায়িক সমস্যার মিমাংসা সম্পর্কিত প্রস্তাবের আলোচনার জন্য বোম্বাইয়ে শীঘ্রই মিঃ জিন্নার সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে আলোচনা হইবে তৎপ্রতি সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া আছে। মহাত্মাজি এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট রাজাজী যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা কুত্রাপি প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। প্রয়োজন হইলে তাহার রদবদল হইতে পারিবে। এদিকে মিঃ জিন্না লীগের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করিলেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি আন্তরিক অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছেন। মোটের উপর বর্ত্তমানে দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসানের পক্ষে যে অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে পত ৩।৪ বৎসরের মধ্যে কখনও সেরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় নাই। অনেকেই আশা করিতেছেন যে, এবার ভারতের আভ্যন্তরীণ বিরোধের অবসান ঘটিবে। আমরাও তদনুসারে নিজস্ব কার্য্যকলাপের আশা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।

* * *

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, পাকিস্থান দাবীর করিয়া লইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত মিমাংসা করা অপেক্ষা বিরোধ অনেক ভাল। ইহাদের অনেক যুক্তিযুক্ততা আমরা দাবীর করি না। পাকিস্থান দাবীর ফলে এবং অবশ্যম্ভাবিরূপে ফলে বিরুদ্ধ ভাবের প্রচার রাশিয়া লওয়া একটী কথা। উহা ভারতীয় জীবনের পক্ষে একটা বড় দুর্ভাগ্য। কিন্তু একথা যখন বলিতে হইবে যে, ভারতীয় জীবনে পরাধীনতার অপেক্ষা বড় অনর্থ আর কিছুই নাই। মুসলিম লীগের অধীনে যাহিয়া আন্তর্জাতীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিবার এবং বিদেশীয়, বিশেষতঃ আরব ঐতিহাসিক দিক হইতে অধিকাংশ ভারতবাসী যে ভাবে উচ্চ ধারণার পোষণ করিয়া আসিতেছেন তাহার মূলধার পাকিস্থানের অধিবেশনিকা অতি সমস্যা। বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, এদেশে ইংরেজশক্তি তৃতীয় পক্ষের অবস্থানকালে দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোন আগ্রহ নাই এবং পাকিস্থান দাবীর করিয়া দেশের স্বাধীনতা লাভ করিলে ভবিষ্যতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অনেক বেশী তখন পাকিস্থান দাবীর না করাই সিদ্ধ বিধি।

* * *

এই ব্যাপারে বাঙ্গালী হিন্দুদের অবস্থা হইতে এবং সিখ ও অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে যে প্রতিবাদ উত্থাপিত হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক। যখন সাম্প্রদায়িক মোকদ্দমা হইয়াছে সেই সময় বাঙ্গালী হিন্দু ও সিখ—যাহারা পাকিস্থানের আবদ্ধে পড়িবে—তাহাদের পক্ষে উচিত ছিল তাহাদের মধ্যে ঐক্যের ভাব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তাহা দ্বারা একটী বিষয় তিনি করিয়া দেখিতেছেন যে, তাঁহারা ও অন্যান্যের মধ্যে মুসলীমি সম্পর্কে একটী অবশ্যই হইতে এবং এই সম্প্রদায়ের মূলে অন্যদের কোন শক্তি প্রভাবান্বিত হইতে পারিবে না। হিন্দু মুসলমানের বিরোধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইতিমধ্যেই পাকিস্থানেরা মধ্যে যে উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইতে অনিশ্চয়তার প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। লীগের দাবির আলোচনা না করিলে হিন্দুদেরই আত্মরক্ষার জন্যে কোন ব্যবস্থা করা হইবে না বলিয়া এখনও যাহারা ভেদ করিতেছেন, আমাদের সম্প্রদায় দেখিয়া তাঁহারাই এখন ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক ঐক্য ও স্বাধীনতার আশিক অবস্থার উন্নতির দুর্নি আন্তরিকতের এখন হাজার হাজার কোটী টাকার জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা দেখাইয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পাকিস্থানের অনুকূল আন্দোলন তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় নাই তাঁহারাই ঐক্য লক্ষ্য করিতেছেন।

দৈনন্দিন বিভাগের জন্য খাদ্যসামগ্রী প্রেরণের রীতি

ভারতবর্ষে লোকের প্রয়োজনোপযোগী খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয় না। এই অভাবের বিষয় সুদূর সময়ে একদিকে বন্দির হইতে খাদ্য আমদানী বন্ধ হইয়াছে, অন্যদিকে দৈনন্দিন জন্য বেশী পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় ও মজুত করা হইতেছে। ফলে সকল দিক দিয়াই খাদ্য-সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। দৈনন্দিন জন্য কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজন এবং তাহাদের প্রকৃত মজুতের পরিমাণ জন্য যে বিষয়ে সম্পর্কেই কোন সঠিক বিবরণ প্রকাশ করেন না। প্রেসী কমিটী তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছিলেন যে, ৪ লক্ষ টন যব ও ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল লইয়া দৈনন্দিন জন্য মজুতের মোট ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য গুদামে রাখা হইয়া থাকে। প্রেসী কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় এক বৎসর কাল গত হইয়াছে। এই সময়ে প্রয়োজন দৈনন্দিন সংখ্যা ও তাহাদের জন্য খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৯৯১-৯৪
বুদ্ধির সম্পর্কে অবশ্য কর্ত্তব্য	৯৯৫-৯৬
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর—	৯৯৭-৯৯
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৯১০-১১
বাজারের হালচাল—	৯১২-১৬

ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯৩১ ইং

হেড অফিস :—আনারকলি ষ্ট্রীট :: কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—"হেমেন্দ্রো" বলি, বি, মুখার্জ্জী—

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

২ লক্ষ টাকা দিয়া ব্যাঙ্কিং ব্যবসা আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানে ৫ লক্ষ টাকার উপর পেইড আপ ক্যাপিটাল ও রিজার্ভ ফণ্ড সমেত ১৫ লক্ষ টাকার উপর কার্য্যকরী মূলধন লইয়া ব্যাঙ্কিং ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে। ইহার ১৩টী ব্রাঞ্চ অফিস ও ৩টী সাব-অফিস আছে। ইহার ব্যবসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

পাইবেন। রেলের মালবহনের উপর এই অযাচাই-ধার্য্যের ফলে বৃদ্ধি দেখা। যে সময়ে ইহা স্থির করা হয়, তখন একটা যুদ্ধপরিকল্পিত অর্থনীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল। এখনও যে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বরং যুদ্ধের সময়ে যে সকল অসুবিধা ছিল, তাহা এখন আরও বাড়িয়াছে। এই অবস্থায় রেলের মালবহনের উপর এই অযাচাই-ধার্য্য রাখিবার কোন যুক্তি নাই। যে সময়ে ইহা স্থির করা হয়, তখন রেলের মালবহনের উপর এই অযাচাই-ধার্য্য রাখিবার কোন যুক্তি নাই। যে সময়ে ইহা স্থির করা হয়, তখন রেলের মালবহনের উপর এই অযাচাই-ধার্য্য রাখিবার কোন যুক্তি নাই।

ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কব্যবসায়ের অগ্রগতি

সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৬৪টি। ইহাদের ১৯৪৩ সালের শেষ দিনে মোট এই দেনা ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭৩টি। তফসিলভুক্ত হওয়ার সম্পর্কে ব্যাঙ্কের ৭টি ব্যাঙ্কের আবেদন বর্তমানে বিবেচনা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। ১৯৪৩ সালের মধ্যে ব্যাঙ্কে তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের মোট ১,৬০৭টি অফিস ছিল। এ বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্ক নবীন ভাবে ৭,১৩৪টি ব্যাঙ্কাইয়াছে। বর্তমানে দেশের ব্যাঙ্কসমূহে জনসাধারণের মোট আমানতের পরিমাণ ৫৩ কোটি টাকা পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। তফসিলভুক্ত শ্রেণীর বাহিরে যে সব ব্যাঙ্ক রহিয়াছে (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদের মধ্যে ৫০টির হিসাব রাখেন) তাহা এক বৎসরে মোট ৫৩ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছিল। তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধির সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের জমার পরিমাণও ৭৩ কোটি টাকা পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। তফসিলভুক্ত শ্রেণীর বাহিরে যে সব ব্যাঙ্ক রহিয়াছে (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদের মধ্যে ৫০টির হিসাব রাখেন) তাহা এক বৎসরে মোট ৫৩ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছিল।

যুদ্ধের সময় ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের এই প্রসার ও উন্নতি আমরা খুব সুফল বিলয় বলিয়াই মনে করি। তবে একটা বিষয়ে আমরা অবহিত হইতে বলি যে, দেশের ব্যাঙ্কগুলির হাতে জনসাধারণের আমানতের পরিমাণ বর্ধিত হইলেও তাহারা সেই অনুপাতে লাভজনকভাবে টাকা খাটাইবার সুযোগ সেরূপ কিছু পাইতেছে না। শিল্প-বাণিজ্যের দিক দিয়া অবস্থাটি সন্তোষজনক নহে। যে কারণে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অর্থ খাটাইবার সেরূপ সুযোগ-সুবিধা হইতেছে। যুদ্ধের অতিরিক্ত অবস্থার ফিরিয়া বর্তমানে ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে দেশী পরিমাণ টাকা সময়ে ও সময়ে সময়ে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা অত্যন্তই প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধের পরে অর্থ খাটাইবার অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ব্যাঙ্কগুলিকে দেখিতেই হইবে। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের, সুপরিকল্পিত ব্যাঙ্কনীতি অবলম্বন দ্বারা যে সুযোগ দেওয়া যায়, তাহা বিশেষ করিয়া আশা করা যায় না। সেজন্যই উপযুক্ত মূলধনী নিয়া দেশের ব্যাঙ্কব্যবসায়ীদের সম্মুখে আজ এই বিষয়ে বিশেষভাবে সজাগ হওয়া কর্তব্য।

ভারতে রাসায়নিক সার প্রস্তুতের চেষ্টা

এখনে রাসায়নিক সার উৎপাদনের বিভিন্নরকম সম্ভাবনা নির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভারত গভর্নমেন্ট একটি কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। এই কমিশনের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কোন ভারতীয় সদস্য লওয়া হয় নাই। ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ফেরার পথে 'হিন্দুস্থান' জাহাজে এই কমিশন যাত্রা করিয়াছেন। সভ্যদের মধ্যে অধিকাংশই আসার ইম্পিরিয়াল কেমিক্যেল কোম্পানী নামক ইংলণ্ডের বিরাট রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানটির সহিত যুক্ত। আমরা বিদেশী বৈজ্ঞানিকের সমালোচনাই। উহার যোগ্যতার সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে চাহি না। তবে ইহা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ভারতবর্ষে রাসায়নিক সার প্রস্তুতের ব্যাপারে ও অন্যান্য বিষয়ে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যেল কোম্পানী ভারতের স্বার্থের দিক দিয়া কতখানি সাহায্য করিতে পারিবে, তাহা লইয়া যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভারতের স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিলে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যেল কোম্পানীর সহিত ভারতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের সংযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ থাকিলে ভারতের স্বার্থ ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে

সেই বিশেষ অনুযায়ী কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি-কল্পে এদেশে সরকারী তত্ত্বাবধানে ও অর্থ বিনিয়োজিত হইয়া থাকে। সরকারী কার্য্যাবলী যুদ্ধ-কালের জন্য ভারতীয়দের বিদেশী বিষয়ে নিয়োগের রীতিও এদেশে খুবই প্রচলিত। কিন্তু বিদেশী বিশেষজ্ঞদের বিশেষজ্ঞতার ফলে এই বৎসরের ব্যবস্থা যে শুধু দেশের সুফল সম্পূর্ণ অসম্ভব বিবেচিত হয় তাহা নহে, তাঁহাদের পরিকল্পনা ও নির্দেশ সম্পূর্ণ ভুলিয়া অনেক ক্ষেত্রে অপচয় এবং অপব্যয়ের প্রচুর বিশেষজ্ঞদের আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই মূলগত ত্রুটী অনেকের লক্ষ্যগোচর হয় বলিয়া ইদানীং কাল তাঁহা দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ-ব্যবস্থা পরিবর্তন ও অপসারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত দুই তিন বৎসরে এরিয়েল দুইটী দৃষ্টান্ত আমরা বিশেষজ্ঞদের সন্ধান করিয়াছি। গত ১৯৪২ সালে ভারতের সমর-বিভাগ উৎপাদনের ব্যবস্থা সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করিতে আনিয়া মার্কিন বিশেষজ্ঞদের একটী বিশেষ এদেশে নিয়োগ করেন। অনেক প্রতিশ্রুতির কথা তাঁহাদের বিদায়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কিন্তু কিছুই করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এদেশের কৃষি-শিল্পের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহারা নিজেদের দেশে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা কিন্তু এদেশের কোন উপকারে আসিতে পারেন নাই। তাঁহারা কিনিসন্ মতামত করিয়াছেন, কৃষি ও শস্যোৎপাদন সম্পর্কে বর্তমানে যে বৈজ্ঞানিক সাহায্য ও সুযোগ-সুবিধা তাহাতে এদেশে কোন নূতন কিছু করা যাইতে পারে না, এবং এদেশে তাঁহাদের অর্থ ও কর্মশক্তিকেই শুধু অপচয় করিতেছে। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক-গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টর সম্পর্কে তাঁহা কিনিসন্ মন্তব্য করিয়াছেন, এই ডাইরেক্টরের তত্ত্বাবধানে অনুসন্ধান যে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হয় তাহার অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তার সহিত তাহার কোন যোগ থাকে না। ফলে অধিক কিছুই দেশ সরাসরি অর্থ ও কর্মশক্তির অপচয় করিতেছে। [illegible] যে কথা স্মরণ করিয়া ইণ্ডিয়ান কার্ডিল্সের বহু বিষয় পত্র উল্লিখিত করেকটি বাস্তব পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা তাঁহা কিনিসনের মত বর্তমানেও পত্র এবার করিয়া।

কৃষি ও পশু পালন ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে আমরা কর্তৃপক্ষের তথাকথিত কার্য্যকারিতা মূল্য ও সার্থকতা যে বস্তুতঃ তাঁহা কিনিসনের এই মন্তব্যে তাহা যেন স্পষ্টভাবেই বুঝা যাইতেছে।

যেসব ব্রাঞ্চ অফিস খোলা অথবা বন্ধ করা হয়

যেসব ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ অফিস খোলা অথবা বন্ধ করার সম্বন্ধে যে নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে, এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। কোন ব্যাঙ্ক [illegible] ব্রাঞ্চ অফিস খোলা অথবা বন্ধ করিতে হইলে তাহাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পূর্ব্বাহ্নে অনুমতি লইতে হয়। ব্রাঞ্চ অফিস খোলা অথবা বন্ধ করার ব্যাপারে কি কারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনুমতি দিয়া থাকে তাহা তাহাদের অফিসিয়াল নোটে প্রকাশ করিয়াছে। আমাদের দেশে ইউরোপীয় অধিবাসীদের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে দেশের রাজনীতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে ইউরোপীয়দের সুবিধার জন্য কি অসুবিধা হইতেছে তাহা আমরা অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি। এখনো বর্তমানে যোর হয় এমন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন যিনি দেশের অর্থনীতিকে একটী পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালনার প্রয়োজন অনুভব করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে সরকার যারা, দেশবাসীর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সমস্যার সমাধান করা ইত্যাদির সঙ্গে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান সমূহ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত থাকা প্রয়োজনীয়তা অনুস্বীকার্য। যেসব ব্যাঙ্কের হেড অফিস বাঙ্গালী পরিচালিত সেই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের ব্রাঞ্চ অফিস খোলা অথবা বন্ধ করার ব্যাপারে বাঙ্গালীর মতামতের প্রাধান্য দেওয়া হইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। আজ বাঙ্গালী জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে তাহার মধ্যে এই অফিসগুলির দান সামান্য নহে। কিন্তু এখনো আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত বে অবিচার করিয়া উহার হইতেছে। ব্যাঙ্ক অফিসের উপযুক্তরূপ অধিবাসিকা সংক্রান্ত অনেক সময়ই তাহা দেশের ব্যবসায়ীদের মোটের উপর এক প্রকার ক্ষেত্রের মত একটী অনিষ্ট সম্ভাব করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য একটী বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই বাঙ্গালী ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে উহার যাহাতে [illegible] করিতে পারেন সেজন্য হওয়া উচিত—অর্থাভাব উহার অন্যতম কারণ। কিন্তু বর্তমানে যে সময় আসিয়াছে এবং দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে যে সুযোগ আসন হইয়াছে তাহাতে অর্থাভাবের যোহাই দিয়া ব্রাঞ্চ অফিস খোলার বিষয়ে বাধা দিতে পারে না। এই ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসায়ে অর্থবিনিয়োগ করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। যাহারা ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না তাঁহাদের তাহাদের সঙ্গে অন্ততঃ ১০০৲ টাকা টাকা অধিক মূলধন থাকা উচিত নহে। আমাদের মনে হয় যে যেসব ব্যাঙ্কের বর্তমান টাকার পরিমাণ অন্ততঃ ১০০৲ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবেনই তাহা অনুমতি দেওয়া হইবে। বাঙ্গালী ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্প্রসারণ এইরূপ হইতে পারে, কিন্তু যেসবের মত একটী প্রতিষ্ঠানের জন্য অন্ততঃ ১০০৲ টাকা বন্ধ করিতে পারে না এমন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান খুব কমই আছে।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে রুষ-জার্মান যুদ্ধের সকল রণাঙ্গণ হইতেই যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির সংবাদ আসিয়াছে। বিভিন্ন রণাঙ্গণের অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি ক্রমেই জার্মানীর পক্ষে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে। ভলগা নদীর তীরবর্ত্তী ষ্টালিনগ্রাদ অঞ্চলে জার্মান বাহিনী রুষ-বাহিনীর সহিত যে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা বাহিরের ও অধিকৃত দেশসমূহের যুদ্ধ-পরিচালকদের মতামত তাঁহা পোহেবেন্দের পূর্ব্ব-সংস্কার আক্রমণে এবং বিভাগী সৈন্যদলের অধিকাংশ হিসাবেরের সৈন্যদের প্রতি ফুর্তির অভাবের পরিচায়কের আক্রমণে আক্রমণ করা হয়। উভয় পক্ষের বিশেষে ভলগার সৈন্যদল সর্ব্বত্র আক্রমণে সাহায্য চালাইবার প্রতিনিধি বাহিনীর আক্রমণ অভিযোগ করা কোথাও সম্ভবপর হইতেছে না। বিভিন্নদের উপর্যুপরি পাল্টা-আক্রমণের ফলে জার্মান বাহিনী ক্রমেই পশ্চাদপসরণ হইতেছে; বাহিনী সৈন্যদল সেনাপতির ১০০ মাইল পরিধি অঞ্চলের হইয়া অত্যন্ত বেগবতী সংঘাত করিয়া লইয়াছে।

রুষ রণাঙ্গণে জার্মানীদের আক্রমণ আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে এবং পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশর পাশ কাটাইয়া সোভিয়েট সৈন্যদল মূল জার্মানীর দিকে অগ্রসর হইয়াছে। মার্শাল রকোসোভস্কীর অধীনে রুষ বাহিনী ভারসাম্য হইতে জার্মানদের আক্রমণের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করিয়া ওয়ারশর উত্তর-পশ্চিমে ৭৫ মাইল দূরে পৌঁছিয়া গিয়াছে। ওয়ারশর দক্ষিণে জার্মান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য রুষ বাহিনী যে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করিয়াছিল তাহা ভেদ করিয়া রুষ বাহিনী অগ্রসর হইতেছে। রুষ বাহিনীর এই অগ্রগতি জার্মানীর পক্ষে ভীষণ সংকটজনক। জার্মান বাহিনী ওয়ারশর পূর্ব্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে রুষ বাহিনীর সহিত যে যুদ্ধ করিতেছে তাহাতে জার্মানীর পক্ষে ভীষণ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। জার্মান বাহিনী ওয়ারশর পূর্ব্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে রুষ বাহিনীর সহিত যে যুদ্ধ করিতেছে তাহাতে জার্মানীর পক্ষে ভীষণ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। জার্মান বাহিনী ওয়ারশর পূর্ব্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে রুষ বাহিনীর সহিত যে যুদ্ধ করিতেছে তাহাতে জার্মানীর পক্ষে ভীষণ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে।

আপনার ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ বাড়াবার দেবার বিষয়ের জন্য কোন্নগরের সহযোগিতা পাওয়া বিষয়ে। ইহা সত্য বুঝিয়ে হইবে যে এই সহযোগিতা দিয়া আমরা ইহার সমস্ত পরিকল্পনার আর্থিক ব্যবস্থা বা তাহার প্রতিষ্ঠানের বিভূতি বা অভিজ্ঞতার কোন বাধা পাইতেছেন না।

আই এফ্ সি সেক্সন্ লিমিটেডের পক্ষে

দি হিন্দুস্থান সল্ট ওয়ার্কস লিঃ

এই লবণ

কারখানার অভিজ্ঞতার আজ বিগত ১৫ বৎসরের কার্য্যকলাপের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিচালনা।

হেড অফিস—
৩৯ ক্যানিং ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ফাক্টরী—
কাশবেড়িয়া, মুন্সরহাট,
২৪ পরগণা।

লোহার সিন্দুক ও বিদ্যুৎ বিয়োগের জন্য কোম্পানীর
হেড অফিসে যোগাযোগ করুন।
শ্রীযুক্তের মোড়, কাশবেড়িয়া এক্সচেঞ্জ,
যোগাযোগ—

হওয়ার ফলেই এরূপ হইয়াছে। ডিসিয়ান বীন বিক্রয়ের সম্পূর্ণ ব্যবসা আমিয়াছে এবং অন্যান্য বীনের বিক্রয়েরও অত্যধিক অবনতি হইয়াছে।

এই ব্যবসায়ে আমেরিকা সম্প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ কার্য্যকরী করে যায়। তাঁরা নৈরূপন এই রোডের ২০ মাইল পর্য্যন্ত অধিক ফেলু সরবরাহ করার ফলে এই রোড বিমানবাহিনীর কাছে উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে। এখন উহা এই রোডের আরও অধিকতর প্রসারিত করিয়া তাঁরা নৈরূপন অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বিমান অবতরণ সুবিধাজনক স্থানসমূহের নৈরূপন সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

আমার সীমান্তের অবস্থানের জন্যসেবাদল ইতিমধ্যে সমস্ত বহিয়া ভারতবাসী বলিয়া দিতে সমস্ত-সমস্ত অভিযোগের বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০ ফোন : কলি ৬৮৩৩
হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।
বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲ „
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১২,৮৪৫৲ „
আমানত—এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৩ সালের ১৭ই মে পর্য্যন্ত)
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
বিনামাকলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়
শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), মাহারাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) এবং ঢাকা।
সে-অফিস : মিরকাদিম
মিরকাদিম ব্যাঙ্ক—লিমিটেড ইন-ঢাকা

মনীন্দ্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

শেয়ারের ইস্যুর জন্য
ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

হেড অফিস :
বহরমপুর (বেঙ্গল)

কলিকাতা অফিস :
৮বি, লালবাজার ষ্ট্রীট
ফোন : কলি: ৩৭৯৮

অন্যান্য শাখা—রানিয়া ও বেলডাঙ্গা
বোলপুর ও কাটোয়ায় শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

বোর্ড অব ডাইরেক্টরের চেয়ারম্যান :
কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, বাহাদুর, এম-এ, এম্-এল-এ

- চলতি এবং সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা হয়।
- স্থায়ী আমানত লওয়া হয়।
- উপযুক্ত জামীনে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়।
- গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির উপর অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত অন্যান্য সকল প্রকার কার্য্য করা হয়।
নিয়মিতভাবে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে।
১৯৪৩ সালে শতকরা ৯৲ হিসাবে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য বিবরণের জন্য
হেড অফিসে
কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে
আবেদন করুন।

বি এন রায়, এম-এ, বি-এল,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

"ভারতরক্ষা আইনের ২৬-এ ধারা অনুযায়ী সেয়ার ইস্যুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ভারত সরকার কোন পরিবর্ত্তনের আর্থিকতার নিরাপত্তার কিম্বা মূল্যের কোন বিবৃতি বা সমর্থনের যথার্থতার সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব লইতেছেন না।"

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
চিরাচরিতের যাবতীয় সুযোগসুবিধা সহ একটী সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক
অন্যান্য কলিকাতা অফিস—
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ
ঢাকা, ফিরোজপুর, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, নোয়াপুর, চৌমুহনী, টাঙ্গাইল, পুরানবাজার, ফেনী, কুষ্টিয়া, বহরমপুর, কলগাছিয়া, বর্দ্ধমান, জিয়াগঞ্জ, রৌলকপুর, পূর্ণিয়া, পাটনা, মোহনা, আরা, হাঁটী, ভাগলপুর, লাখনৌপুর, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রা।

কাটিহার এবং মিরকাদিম শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে
কার্য্যকরী তহবিল—১,০০,০০,০০০৲ এক কোটী টাকার উপর
এদেশী ভারতের সর্ব্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এম সি পাল।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তদন্ত কমিশন

ভারতবর্ষে ও বিদেশে অনিয়া বাঙলার পর ১৯৪৩ সালে যে ভীষণ বাঙলাদেশ দেখা দিয়াছিল তাহার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং এই শ্রেণীর দুর্ভাগ্য বাহাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তদ্বিষয়ে সুপারিশ করিবার জন্য ভারত সরকার একটী কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। তার নাম বিলাস সাহাজানি, মিঃ এস কি রায়মূর্তি, খান বাহাদুর মিঞা আজমল হুসেন ও তার জি'ফ্রাই-এ এক্সকে এই কমিশনের সদস্য এবং তার জন উদ্দেশ্য উহার কোয়েম্বাটুর নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই কমিশন সম্পর্কে আমাদের প্রথম বক্তব্য বিষয় এই যে, এদেশের জনসাধারণ গত ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে একটা তদন্ত দাবী করিয়াছিল বলিয়াই বর্তমানে আজ উহা গঠন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যে সময়ের বিবেচনা কমিশন তাহারা সন্ধানে চালিয়াছিল উহা আদৌ তাহা নহে। এই কমিশনের সদস্যরা প্রায় সকলেই বৃটিশ সরকারী কর্মচারীজনে জীবনের বহু সময় কাটাইয়াছেন। বিশেষ করিয়া উহার চেয়ারম্যান তার জন উদ্দেশ্য একজন ভারতস্থ প্রাক্তন সিভিলিয়ানরূপে এদেশবাসীর নিকট পরিচিত। এই অবস্থায় বর্তমান কমিশনের কার্যকরী একটী ডিসক্রিডেটেড কমিশন বা বিতর্কীয় কমিশন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

গত বৎসর বাঙলায় যে ভীষণ মারাত্মকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চেয়ে সরকারী উদাসীনতা, ঔদাসীন্যতা ও অকর্মণ্যতাই তাহার মূল কারণ ছিল। দেশের লোকের সাধারণের প্রয়োজনীয় চাউল এদেশে উৎপন্ন হয় না, অত এমন যাতায়াত সম্পর্কেও দেশে যথেষ্ট অভাব ও অসুবিধা রহিয়াছে। এই অবস্থায় বর্তমানের সামরিক প্রয়োজনের নামে সব সময় বিদেশ যাতায়াত বন্ধ করিয়াছিলেন। যাতায়াতের নিদারুণ অভাবের জন্য তাঁহারা নির্দিধায়ে উহা বাহিরে রপ্তানী করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহাতে সাধারণের অন্ন চাউল ও অন্যের চাউলি দেশে খুব বড় হইয়াই দেখা দিয়াছিল। জনসাধারণের বড় যাতায়াত যাহা অপেক্ষা ছিল যাতায়াতের অসুবিধার জন্য তাহা প্রয়োজনমত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লোকজন করাও যেমন কোন সুবিধা ছিল না। সুতরাং সামরিক প্রয়োজন ব্যাপদ পরিস্থিতি বর্তমানের দেখিবার কোন সুব্যবস্থা করেন নাই। ইহার উপর আবার সরকার আবার ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করিয়া খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সংগ্রহ বন্ধ অত্যধিকভাবে চড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে দেশে খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা নিদারুণ হইয়া দেখা দিয়াছিল। কাজেই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে গত বৎসরের দুর্ভিক্ষের জন্য সরকারী ত্রুটি-বিচ্যুতিই বিশেষভাবে দায়ী বলা চলে, আর সে বিষয়ে উহা মানুষের তৈয়ারী দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কিছু নহে। সরকারী ত্রুটি-বিচ্যুতিই যেখানে দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী সেখানে একটী ডিসক্রিডেটেড কমিশন দ্বারা উহার অনুসন্ধান করা হইলে তাহাতে দেশ পরের আসল কথা কখনও পরিষ্কারভাবে আত্মপ্রকাশ হইবে সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ কমিশনের নিকট দেশের লোকের প্রথম দাবী ও বিশ্বস্তি সরকারী যেখানে সাধারণের নিকট হইতে গোপন রাখিবার নিমিত্ত কমিশনের সেখানে সরকারী ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক পরিমাণে চাপিয়া যাওয়ার ব্যবস্থাই আমরা প্রথম হইতে করা করিতেছি।

যাহা হউক কমিশনের কোয়েম্বাটুরে তার জন [illegible] সাধারণের সমস্ত সমস্যা যে সমস্যা বিবেচনা তাহা ই বিষয়ে কতকটা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে। বর্তমান কমিশন নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে তার জন উদ্দেশ্যে ছিল যে, বর্তমানের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সরকারী ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা যথন করিয়া উহার তথ্যাদিকে কার্যকরীভাবে সম্পর্কে কোন বিস্তারিত তদন্ত ও আলোচনার সুযোগ দিবেন না। কিন্তু তার জন উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে, কমিশনের কার্য সে বিষয়ে মোটেই সীমাবদ্ধ নহে। বাঙলাদেশের বাস্তবীয় আর্থ আজ সম্পর্কে উপযুক্তরূপ খোঁজখবর লইয়া অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রদান করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বর্তমান কমিশনকে দেওয়া হইয়াছে। বাঙলাদেশের বাহির সম্পর্কে কমিশন যোটেক্স অনেক সরকারী অফিসারদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন, তাহারা ইহাদের দেশের ভারতীয় ও অভিজ্ঞতার নিকট হইতে মৌখিক বিবৃতি সংগ্রহ করিবেন। এ সমস্ত দুর্ঘই আমরা কথা এবং শেষ পর্যন্ত উহা কাজে পরিণত হইতে দেখিলে আমরা বাস্তবিক সুখী হইব।

আর এক উদ্বেগের কারণ আমাদিগকে দেখা, দুর্ভিক্ষের উপযুক্ত প্রতিকারোপায় নির্ধারণ সম্পর্কে কমিশনের উপর বর্তমানে একটা বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছেন। কমিশন সে দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হইবেন। গত বৎসর যে যাতায়াত দেখা দিয়াছিল তাহাতে উহার আর পুনরাবৃত্তি না হয় তদ্বিষয়ে তাঁহারা যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের চেষ্টা করিবেন। আর এক উদ্বেগের এই ভীতিক অনুসন্ধানের নিকট আমাদের বলিয়াই মনে হইবে। তবে এ বিষয়ে একটা কথা বলা দরকার যে, এদেশের যাতায়াত সম্পর্কে অভাব ও প্রয়োজন এদেশে প্রতী হইয়া বর্তমান কমিশন যেভাবে দেখে সরকারের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে নিজেদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ করিতে চান আমরা তাহা মোটেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। অন্নাভাবে মৃত্যুর মুখে লোকের হাহাকার শিশু আর্ত যাতায়াতের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ার দুঃখের অবধি নাই বৃদ্ধি হইতেই এদেশে বাহিরে ও অন্নের অর্থাভাবের ভীষণতা বাহিয়া চলিয়াছিল। দুঃখের সঙ্গে বৃদ্ধি অকস্মাৎই অস্বাভাবিক কালে ঘটিয়া সেই অবস্থা ভয়ে পৌঁছিয়াছিল। গত বৎসরের তুলনায় এবার বর্ষিত দুর্ভিক্ষের ভীষণতা কিছু হ্রাস পাইয়াছে আশাদি অকস্মাৎই মূলগত কারণ দেশে যাতায়াতের অভাব। এদেশে আমাদিগকে করিয়া আবার সেরূপ দেখা যাইতেছে না। দেশে যাতায়াতের যোগাযোগ এখনও গতানুগতিকের তুলনায় নীমাবদ্ধ, উহার মূলের অনেকাংশে অন্নাভাবের অন্নাভাবের বাহিরে যাইতে পারে। কাজেই যাত সম্পর্কে দেশের দুঃখদুর্দশা

ভারতবর্ষ ও যুদ্ধোত্তর সমস্যা

ভারতবর্ষের উপর যেন এক শ্রেণীর বিভীষিকা, দুর্ভাগ্যের বিভীষিকার অন্ধকার ছেয়ে। এই অন্ধকারের পর ভারতবর্ষের অবস্থা কি হবে? আমাদের দেশ কি অর্থনৈতিক অন্ধকারের মধ্যে আরো গভীর অন্ধকারে, না মুক্ত সূর্যালোকে হবে তার সন্ধান? এই ধরণ প্রশ্নের জবাব চাই। এখনকার প্রশ্নগুলির উত্তরই দিতে আমরা বিভীষিকার অন্ধকারের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারি। কিন্তু প্রশ্নগুলির উত্তরই শুধু যাদের অবস্থানের সন্ধান। দুর্ভাগ্যের পূর্বাভিমুখের কাছে যাদের অজ্ঞান অভিযাত্রী।

পৃষ্ঠপোষক

ত্রিপুরাধিপতি—শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,
কে, সি, এস, আই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
হরিদাস ভট্টাচার্য্য।
হেড অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা), চীফ অফিস—আগরতলা

বাংলা ও আসামের সর্বত্র শাখা আছে।

দি ত্রিপুরা মহারাজ ব্যাঙ্ক লিঃ

২০১, হারিসন রোড ও ৭, ক্লাইভ ঘাট, কলিকাতা।

একটা সাময়িক সমস্যা না হইয়া স্থায়ীভাবে সমস্যা হইয়াই দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় পর্যটন কমিশন যদি কেবল পথ ঘাটের দুর্ঘটনা সম্পর্কে তাহাদের অভিমত দাখিল করেন এবং তাহারা যদি সেই নিরানন্দ দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্পর্কেই তাহাদের নির্দেশ প্রদান করেন তবে দেশের আসল সমস্যা স্থায়ীভাবে মিটিবার কোন উপায় হইবে না। দুর্ঘটনার সাময়িক তীব্রতা মন্দীভূত হইলে আবার সেই যান-যানের যাতায়াত অভিনন্দন বীতিমতই বজায় থাকিবে। অথচ অমন এক অমানুষিক অনুষ্ঠানের জিম্মা নিয়া জাতীয় জীবনের মোটরীয় অগ্রগতিকে দুর্ঘটনার হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে।

কাজেই পর্যটন কমিশনটিকে যদি আদৌ কাজে লাগাইতে হয় তবে কেবল পথ ঘাটের দুর্ঘটনা সম্পর্কে উহার অভিমত-কার্য সীমাবদ্ধ না করিয়া আরামের ব্যাপারের যান-সমস্যা সম্পর্কেও উহার কার্যধারা বিশেষভাবে প্রসারিত করা উচিত। অবশ্যই কমিশনকে যান সমস্যার দুরূহ কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইবে। এ বিষয়ে দুর্ঘটনার অবস্থা, চালকদের শক্তি, ফলের ফল, দেশের চাহিদা অনুপাতে ফলানো দেখানো, লোকের যাতায়াত আরের অনুপাতে যাতায়াতের মূল্য, কৃষির উন্নতি সাধনের প্রয়োজন সরকারী ব্যবস্থা ও নীতি এ সমস্তই কমিশনের বিবেচনা ও গবেষণার বিষয় হইবে। দ্বিতীয়তঃ স্থায়ীভাবে এদেশের যাতায়াত সমাধানের জন্য কমিশনকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার নির্দেশ দিতে হইবে। কৃষি উন্নতির সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করা, যাতায়াতের উপযোগিতা ও মূল্যের আর কৃষি সম্পর্কে তুলনামূলক দেখানো, জীবনযাত্রা যাহাতে নিরন্তর আর ভিত্তি করিয়া অনুযায়ী অনাবাদের প্রয়োজনে কৃষির উন্নতি নির্ধারণ করা এবং দেশের সর্বত্রাসনে ও সকল লোকের ভিতর যাতায়াত সুবিধার সুষম বিতরণ করা এ বিষয়ে কমিশনের প্রধান কর্তব্য হইবে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া প্রয়োজন বলিয়া ও অন্যান্য অনেই এদেশে রহিয়া ও যাতায়াতের অভিলাষ দেখা দিয়াছে। কাজেই সাধারণভাবে একটি অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কার্যে পরিণত করা ছাড়া এদেশে যাতায়াতের কোন স্থায়ী প্রতিকার সম্ভবপর নয়। কাজেই সেই অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কেই আজ কমিশনকে আজ বিশেষভাবে তথ্যভিত্তিক বিবেচনার নির্দেশ দিতে হইবে। তাহা না করিয়া কমিশন যদি কেবলমাত্র সরকারী বিভাগ সমূহের ও দুই একটিকে সামান্যভাবে কিছু কিছু পথ প্রসারের ব্যবস্থা প্রভৃতি ভিন্নাভিমুখ যতের কতিপয় সমস্যা সমাধানের জিম্মা তাহাদের কর্তব্য সমাধা করিয়া তবে তাহাকে দেশে যাতায়াতের স্থায়ী প্রতিকারের পথ প্রশস্ত হইবে না। কমিশন গঠন ও তাহার বিদেশী প্রবাসের আজ শুধু একটা অর্থহীন আড়ম্বরে পর্যবসিত হইবে।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

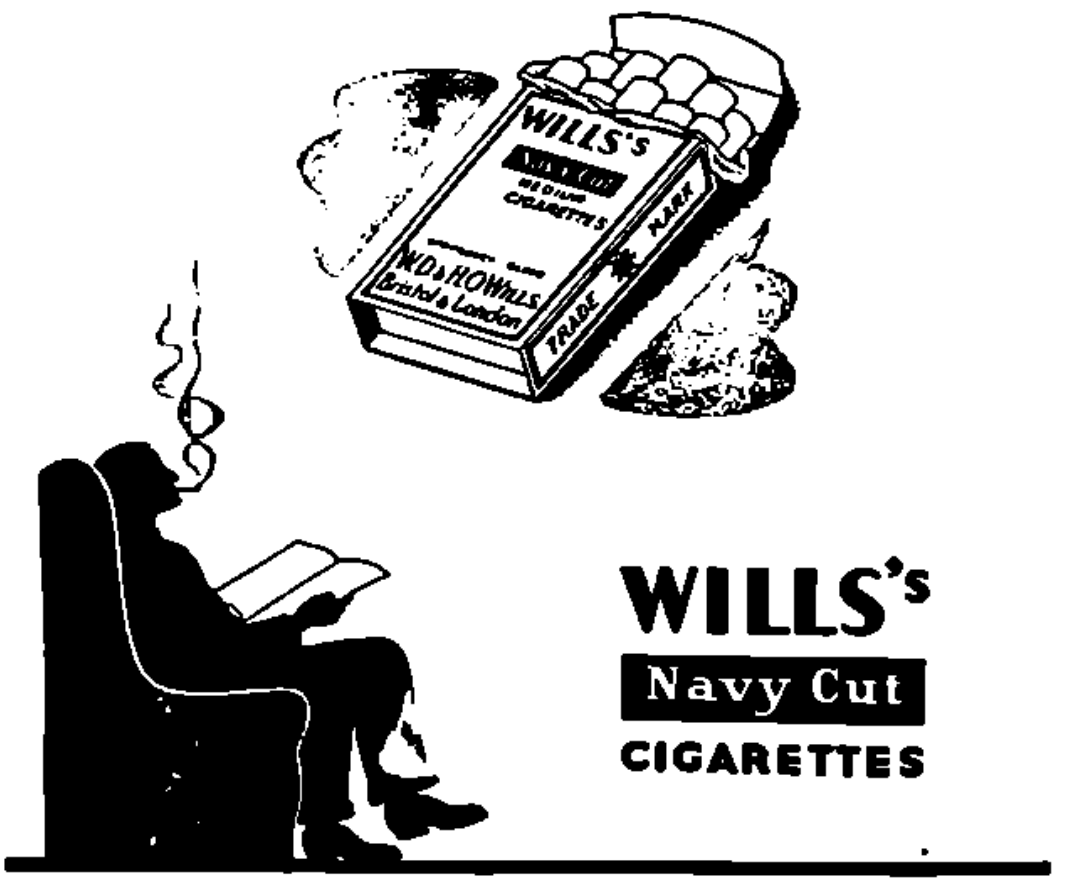

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাজলার জমির অভাব—বাজলাদেশের চাষী পরিবারগুলির শতকরা ৫২টি পরিবারের হাতে কোন জমি নাই। উহারা বিনামজুরী করিয়া জীবিকার সংস্থান করে। বাকী চাষী পরিবারের মধ্যে শতকরা ২০টি পরিবারের হাতে অতি পরিমাণ ও একরের হয় এবং শতকরা ২০টি পরিবারের হাতেও অতি পরিমাণ ২১ একর অপেক্ষা কম। অন্ত কোনরকমে জীবনধারণ করিতে হইলে অন্ততঃ ৪ জনে গঠিত এক একটি চাষী পরিবারের হাতে অন্ততঃ ৫ একর জমি থাকা চাই।

কলিকাতায় পাটে আমদানী—গত ১৯৩৩ সালের জুলাই মাস হইতে চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত এক বৎসরে মফস্বল হইতে কলিকাতায় ৫৫৭ লক্ষ বেল পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে আমদানী হইয়াছিল ৩৭২ লক্ষ বেল। এই দুই বৎসরে বাজলা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসামে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ছিল সরকারী তুলনা অনুযায়ী যথাক্রমে ৩৩৭ লক্ষ এবং ৩০,৯ লক্ষ বেল।

নূতন বছরের কাগজ—আমেরিকার যুক্তরাজ্যে একএকার নূতন বৎসরে কাগজ প্রচার হইতেছে। এই কাগজ অবশ্য সাদা হয় না এবং উহাতে একবার কিছু লিখিয়া তাহা মুছিয়া দুইবার পর পুনরায় তাহাতে লিখা চলে। এই কাগজ এত শক্ত যে উহা দ্বারা ঘাঁড়ু ও নোঙর নির্মাণ করা চলে। অর্থাৎ বাস, ট্রাম, বজরা ইত্যাদি অতির জন্য যে সমস্ত রবার বলে আমরা যে উক্ত কাগজ দ্বারা সেই সব জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে।

বাজলার দুর্ভিক্ষের মূল কারণ—বাজলা দেশে গত দুই বৎসরে দুর্ভিক্ষ এবং উহার অনুসঙ্গী অভিজিনা রোগের প্রকোপের ফলে এই পর্যন্ত ৫০ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে এবং আরও অন্ততঃ ১১ কোটি লোক মৃত্যুর মুখে উপনীত হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জমির চাষ ও সার প্রয়োগের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ক্রমশ বাজলার জমিতে ধানের ফলন অত্যন্ত কম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন ধান হইতে কি পরিমাণ চাল উৎপন্ন হয় তাহার হিসাব হইতে উহা প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন দেশে প্রতি একর জমি হইতে পাউণ্ড (এক পাউণ্ড প্রায় আধ সেরের সমান) চাল পাওয়া যায় তাহার হিসাব দেওয়া হইল: মুলতেরিয়া ১৮০৩, মিশর ৩১১৩, জাপান ২২২০, ইতোচীন ১৮৩৯, ভারত ২৪৩৩, ভাভা ১৩৪২, ইটালী ১৭৪৮, পেরিয়া ১৭৪৬, ভাভ ১৩৪৩, স্পেন ৪৪৪২, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ৭১৩৩, অস্ট্রেলিয়া ৮৮৯। বাজলার জমিতে যে কেবল অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম ধান উৎপন্ন হয় তাহা নহে। গত ১৩৩৪ বৎসর ধরিয়া বাজলার জমিতে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থা—ভারতের বিভিন্ন জেলায় জেলায় মাঝে মাঝে এরূপ সংবাদ শুনা যায় যে, একটি বিশেষ মুদ্রা অতিরিক্ত হওয়ায় উহার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রান্তিমূলক তাহা বিভিন্ন জমিতে এক বছর পরিদর্শন করিলে আমাদের পক্ষেও বোঝা সম্ভব হয়। এখন উক্ত জমিতে কোন বিশেষ কারণ ঘটে নাই। সম্প্রতি উক্ত জমি হইতে স্বর্ণ তুলিবার একটি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহার ফলে উহা হইতে উৎপাদিত স্বর্ণ লাভজনক ভাবে বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হইতেছে।

রেলের মাল-আনয়ন ব্যয়—ভারতীয় রেল বিভাগের ষ্টাফিং কমিটি সম্প্রতি এক সভায় স্থির করিয়াছেন যে, রেল বিভাগের জন্য ২ কোটি টাকা মূল্যের কয়লা, ৮৭ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টীল ও লোহা, ৪০ কোটি টাকা মূল্যের যান্ত্রিক ও ২ কোটি টাকা মূল্যের বাকী সব দ্রব্য ক্রয় করা হইবে। উহার মধ্যে এক কোটি সাইত্রিশ লক্ষ ১৪ হাজার মালগাড়ী আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে আমদানী করা হইবে।

মজুতের অতিরিক্ত—সরকারী হিসাবে প্রকাশ যে, গত ১৯৩২ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কারখানাতে তুষীকৃত ফলে মোট ৮২৩ জন মজুর নিহত, ২১৮১ জন মজুর স্থায়ীভাবে অকর্মণ্য এবং ৪৪৮৯ জন মজুর সাময়িকভাবে অকর্মণ্য হয়। মৃত মজুরদের পরিবারবর্গ ও অকর্মণ্য মজুরদিগকে এযাবৎ ১৯৩০ সালের মজুর অতিরিক্ত আইন অনুসারে যথাক্রমে ৭৩৯১৯ টাকা, ৫৮৭০৩ টাকা এবং ৩৯৯৮৩ টাকা অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে।

কাতিয়াড়িদিগকে সাহায্য—গত বৎসরে বৃষ্টির সময়ে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জমিয়া দেওয়ার ফলে বাজলাদেশের ঘাঁটী, মুগলম, কর্ণাটক প্রভৃতি যে সমস্ত অঞ্চলে তাঁতিদের বিনয় হইয়াছে তাহাদের সাহায্যের জন্য বাজলা সরকার ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

তুলার লাভজনক আমদানী—ভারত সরকার আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ৮২টি ষ্টাইল (তুলার নমুনা) আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহার মধ্যে ২২টি ষ্টাইল অতিরিক্তভাবে আমদানী হইবে। এই সব ষ্টাইল ভাঁটা ৮২ হাজার গাঁট পরিমিত পরিমাণ জমি আবাদের ব্যবস্থা হইবে। প্রকাশ যে, এদেশে তুলা আবাদের সুবিধার জন্য ভারত সরকার বিদেশ হইতে ৫০০টি বিদ্যুৎ তেলা-ষ্টেটার যন্ত্র আমদানীরও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

লাট সম্মেলন—প্রকাশ যে, ভারতীয় রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অবস্থার পর্যালোচনার জন্য সত্বরই লর্ড ওয়াভেল আগামী মার্চের মাঝামাঝি সময়ে দিল্লীতে আর একটি লাট সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। এই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লাটগণ উপস্থিত থাকিবেন।

মো-জাতির সংখ্যা হ্রাস—সম্প্রতি প্রকাশিত গণনায় দেখা গিয়াছে যে, ভারতে মো-জাতির সংখ্যা ১৯৩১ সালে ৩৭৬ জন ছিল, ১৯৩৩ সালে ৩৭৫ জন হইয়াছে। অর্থাৎ ২ বৎসরে ১ জন মো-জাতি লোপ পাইয়াছে।

পাটের ফরমাসী—গত জুন মাস পর্যন্ত এক বৎসরে কলিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে ৮ লক্ষ ৭০ হাজার গাঁট বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে। গত ১৯৩৩-৩৪ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৬৮ লক্ষ ৭৯ হাজার বেল, ১৯৩২-৩৩ সালে ২৯ লক্ষ ৭৯ হাজার বেল, ১৯৩১-৩২ সালে ১২ লক্ষ ৫৫ হাজার বেল, ১৯৩০-৩১ সালে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার বেল এবং ১৯২৯-৩০ সালে ১২ লক্ষ ২৫ হাজার বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

কয়লা খনির মালিকদের প্রতি নির্দেশ—কয়লা খনিগুলির উন্নতি সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ডিষ্টিল ভারতের সমস্ত কয়লা খনির মালিক, এজেন্ট ও ম্যানেজারগুলিকে নিম্নলিখিত বিষয়ে উপদেশাবলী কয়লা পরিদর্শনের নিয়ম কয়লা-পরিদর্শকগণ জানাইতে নির্দেশ দিয়াছেন। বিগত ২৮শে জুলাই তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় এই নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যাইতেছে।

কুলকাতায় ফ্লোগের প্রকোপ—গত ২৯শে জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ম্যালেরিয়ার ব্যাপক আক্রমণ ছাড়াও কুলকাতা সহরে ইন্ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর আকারে দেখা দিয়াছে।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ বিলাতে আমন্ত্রিত—ব্রিটেনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ-

মাক্কা ও শিল্প

আদিম কাল হইতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যেই শিল্পীদের অধিক সংখ্যক শিল্পকীর্তি এখনও অক্ষিত রহিয়াছে তাহাদের অধিকাংশকে একটি বিষয় অত্যাবশ্যক করিয়াছে—সে বিষয় মাক্কা ও শিল্প। ইহার বিষয় এত সামুদ্য অধিক যে, মূল ভূমি আমাদের শিল্পিরাও শিল্পীরা তাহা বিশেষ করিতে পারে নাই। বিজ্ঞানমন্দের সুবিধের এই পদ্ধতি রূপের বহিয়া মানুষের কল্পনাকে চিরকাল অধিকার করিয়া আছে। অধিকাংশ ফুটবল-ইউরোপ মেরী বিল বীজকে সুফলপ্রসূ ভাবে না, আমাদের দেশে বলোয়া ও ভূতের কাহিনী চিরকল অনেকে প্রবাহ'পুষ্টি করিয়াছে। মাক্কা ও শিল্প বিভিন্ন রূপের প্রতি মানুষের ভূবনের প্রথা ও আকর্ষণ অনুপূর্ণ, কারণ পরীর পরীক্ষণের অর্থ ও মহিমা এই দুর্বিনিত রূপের মধ্যে নিহিত।

কিন্তু মাক্কা ও শিল্প এ ছাড়া কি কিছু করনার অবলম্বনই মানুষ হইয়া থাকিবে? মানুষ জীবনে কি এ ছিল সত্য হইয়া থাকিবে না? তার প্রয়োজন নিক, আমাদের পশ্চিম মানুষটি—এই অনন্তর সমাধানে দেখিবার জন্য কি আমাদের চিত্রশালার মাক্কা ছাড়া উপায় নাই? আমাদের চারিদিকে চারিয়া ও সেই সমস্যই আছে। শিল্পিকে আজ আমার আমার দুর্ভিক্ষের যে অনুপ মূর্ত পরিচয় দিতে হইবে। তাহিয়ের জন্য, কিন্তু মানুষটি—তাহার মানুষের মাক্কা চাহে, কিন্তু আরো মোহিনী, আরো মানুষ। দেশবাসী এই মূলের প্রতি লক্ষ্য দুর্ভিক্ষ-পরিমাণ বাধিয়া শুধু তাহার দেখার করিয়া আমরা সাক্ষ্য পাইতে পারি। সেই কারণ শিক্ষাইবেই বা কিসের আমরে?

নিজের আদর্শের কথা না বলে ছাড়িয়া বিশ্ব মাক্কা ও শিল্প কল্যাণ সমস্যে অধিকতর না হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিটি যে নষ্ট হইয়া যাইবে। সাম্প্রতিক জগতের দিকে চাহিয়া আর কিছু না হউক এ বিষয়ে আমরা অনেক শিক্ষিত পারি, তাহারা শুধু নিজে নয়, সাম্প্রতিক মানুষের মানুষের ধর্মান্ধ দিকে আসে। আমাদের দেশের জনমত যে একেবারে পরিবর্তিত হয় নাই তাহা নহে। পারিপার্শ্বিক মানুষ, অবস্থাগতের আনুষঙ্গিক প্রভৃতি সমস্ত আমাদের মনোভাব গড়িয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছুই বাকী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার লোহাই দিয়া নিজেকে না পাইয়া যতটুকু পারা যায় আমাদের করিতে হইবে। জনসাধারণের মনের প্রবৃত্তি জনমানের জন্য প্রচার করিতে হইবে। দেশের শিক্ষিত সমাজ মাক্কা ধারণের সমস্ত দেখা দিতে হইবে। শিক্ষিতরা হইতে উদ্ভবের প্রথা সহজে দূর হইলেও সে কথার না পাইয়া উপায় নাই। বিশ্বাসযোগ্য পারিপার্শ্বিক উদ্ভবের সমাধান সমস্যা প্রচারিত হওয়া চাহিল, দেশের সমাধানসমূহ জনসাধারণ করে এবং সমাধানের পর কুলকাতা পরীক্ষা উদ্ভবের জন্য "আইনের-সমাধান" এই উদ্ভবের কথার সমস্যের আশা করিব।

বি টি রোড

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। ফোন কলি: ৩৪৬১

আজিমগঞ্জ শাখা

বিখ্যাত জমিদার ও ব্যাঙ্কার মিঃ ফুলচঁদ সিং দুগড়ের সৌজন্যে গত ২৫শে জুলাই আজিমগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে।

এস টি দাশগুপ্ত
এ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর

হেমেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থাপিত—১৯২০

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেভিংস্ একাউণ্ট

এই দুর্মূল্য ও অনটনের দিনে আপনি এর উপর নির্ভর করে আকস্মিক আর্থিক দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারেন। পাঁচ টাকায় একটী একাউণ্ট খুলে মোটা রকমের সুদ ভোগ করুন। চেকে টাকা তোলা যায়।

মিঃ এস্ বিশ্বাস—ম্যানেজার

শাখা :—রামবাজার ও ময়মনসিংহ

ফোন : কলি: ২১৭৮

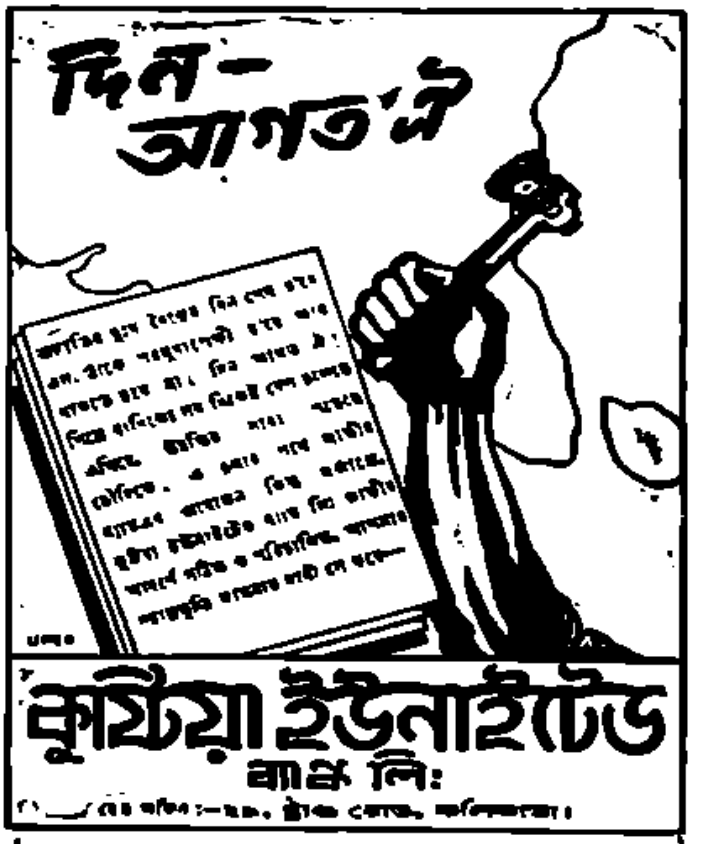

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৯৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

বাংলা, বিহার এবং ইউ, পি'র প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

চেয়ারম্যান—ডাঃ জে সি চক্রবর্ত্তী

বি বি বি রায়চৌধুরী
ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার

বি বি রায়চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ক্রমির এবং রাজিব ইকোনমিকসের সহিত প্রকাশ আলাপ পরিচয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ ভারতীয় ইকোনমিকস্ সিরিজ সরকারেরই অভিপ্রায়ক্রমে ভিয়েনে যাইবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন :—ডাঃ রাজিব আহমদ, ডক্টর এস এম মাইতি, ডাঃ পাতিরত্নম আইয়ার, ডাঃ আলমস্ত্র খোষ, ডাঃ বিজেশ বাবেরজী, অধ্যাপক এস কে সিংহ, ডাঃ সত্যসাধী মুখার্জির এবং অধ্যাপক হেরম্বলাল গুপ্ত।

বিহারে সাহায্যের বাজেট—বিহার সরকারের ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে ৪০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

ভারত ও ক্যানাডার মধ্যে চুক্তি—ভারত সরকার ক্যানাডার সহিত খনি ও ইস্পাত শিল্পে আরও সহযোগিতা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

চুক্তির ফলে অভিযোগ—চুক্তির ফলে অধিকাংশ আমদানী চা'ই আজ কলিকাতায় আসিতেছে। ফলে আজ এখানে তাহাদের অফিস এবং বাণীজ্য সংস্থাগুলি হইতে প্রতিদিন হইবে। তাহাদের অভিযোগ বিদেশস্থ লণ্ডনে যদি কেহ কিছু জানাইতে চান, তাহা হইলে আজকালিনিসমূহ আমদানী চা'র আসরের মধ্যে কলিকাতের লণ্ডনস্থ কিনি পাঠাইতে হইবেন।

বস্ত্র ব্যবসায়ের লাইসেন্স বাতিল—বস্ত্র ও সুতার নিয়ন্ত্রণের অমান্য করায় প্রাদেশিক টেক্সটাইল কন্ট্রোলার জুলাই মাসে ১৯টি বস্ত্র ব্যবসায়ের লাইসেন্স বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

রেলওয়ের মাল্লাজ আমদানী-রপ্তানীর নূতন ব্যবস্থা—আগামী ৩১শে জুলাই তারিখের পরবর্তী প্রকাশ, রেলওয়ে বোর্ড ভারতীয় রেলওয়ে মালের আমদানী-রপ্তানীর ব্যবস্থা সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে আজ হইতে কার্য্য শুরু হইয়াছে। এই পরিকল্পনানুযায়ী দিল্লী ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রেলষ্টেশনের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইবে এবং ইহার ফলে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনে সংযোগ থাকায় ষ্টেশনগুলি অযথা বিলম্ব হইয়া যাইতে পারিবে না। পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করিতে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বুলিয়নের বাজে কাটার সমস্যা—বুলিয়নের ব্যবসায়ে প্রকাশ, মাত্র আটটি ব্যাঙ্ক সদস্যা ছেলের অভাবে আর কাটা সম্ভব হইতেছে না। অনেক কলে যন্ত্রটি বিরাট মাপের কাজ করিবার মত লোক পাওয়া যায় না।

বাংলার জন্য ১০ কোটি টাকা সাহায্য—বন্যা ও আগামী ফেব্রুয়ারী আইন পরিষদের ঠাঁহি আইনানুযায়ী বাংলার দুর্ভিক্ষে সাহায্য ও পূর্ব্বে যে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

দুরন্তাস জ্বরাদি ওষুধী—বাংলা সরকারের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতার ও পরবর্ত্তীর জন্য এপিডেমিওলজিকাল মেডিক্যাল বিভাগের ডিরেক্টরের এবং কয়েকজন এলাকার জন্য কেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতিক্রমে বাজীত দুরন্তাস জ্বরাদি ওষুধী বিক্রি হইয়াছে। দুরন্তাস জ্বর বলিতে নিম্নোক্ত ডিক্রিগুলিকে বিশেষভাবে বলা হইবে :—কী, ব্যাসে, ব্রাস, বন, খোস, লই, পরোবি, বাবরী, মাসাই, ফলীন, আইসক্রীম, টীনে তরা তথাই দুধ, ভাঁড়া দুধ ও ক্ষীর।

কলিকাতায় শীতিত শিশুদের মৃত্যু-সংখ্যা—বিগত জুলাই মাসে কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ৯৩৭ জন শীতিত শিশুকে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ১৪৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ভারতীয় অর্থনীতিক সম্মেলন—আগামী ৩০ ডিসেম্বর হইতে দিল্লীতে ভারতীয় অর্থনীতিক সম্মেলনের ৩৭ তম অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে বর্ত্তমানীন অর্থনীতিক ব্যবস্থা হইতে পারিপার্শ্বিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রভাবগুলি, অর্থনীতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, ভারতের সমাজ সম্পদ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হইবে।

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—৩১, ক্যাম্বো লেন, কলিকাতা।
ফোন :—ক্যাল—২৬৯২

প্রগতিশীল জাতীয় নিউবযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি ঘোষ অভিযোগ।

দশ মিনিটে ১৯৬,৫০০,০০০ বর্গ মাইল

চায়ের পেয়ালায়

মনকে দেখা যায়। মানুষ যেন যায় আপনা মানুষের কথা সকলের কল্পনাতেই উদ্রেক হয়ে। দুর্গম অন্ধকার অরণ্যের আড়িকা থেকে বিশ্বর আর তার আদিম রহস্য, আমার বিশ্ব থেকে আলাদাই। সেখানে ইক-সভ্যতার চরম বিকাশ। এই রহস্য আমার কাছ। মনকে দেখা যায়। কিন্তু আমার কাছ নয়। প্রয়োজন আর, প্রয়োজন অনেক, আরও কত কি। এ সবের মূর্তির আকাঙ্ক্ষায়) পৃথিবীর মুখে ১৯৬,৫০০,০০০ বর্গ-মাইল আফ্রিকা মুখে আমাদের কেউ পাবে না। তবুও আমাদের জীবন সংকীর্ণ। আমাদের মনের এ সব ধারণা কিছু নেই। তার কাছে সবার জন্য একটা জিনি-ষের—এক পেয়ালা আর চা। তাই মনের মেঘ নয়ী আনি-জিনিষে ফুরোয় না।

আলি-জিঞ্চা

আলি-জিঞ্চা টি কোম্পানী, কলিকাতা ও দিল্লি

রেল দুর্ঘটনার প্রতিকার—মি আই সি রেলের কেন্দ্রী ডিস রেলওয়েমেন ইউনিয়নের মিঃ বি উইটের রেল দুর্ঘটনার অভিযোগের একটী প্রতিকার উদ্ভাবন করিয়াছেন। রেলা নিয়াছে যে, রেল লাইনের সমস্ত লাইনের ভার যে লোকের হয় লাইনের অন্তে লাফী উল্টাইয়া পড়িবার অন্তে আগে অপেক্ষা অনেক বেশী লোকের হইয়া থাকে। মিঃ উইটের অভিযোগের অন্তে লাইনের পর লাফী উল্টাইয়া পড়িবার আশঙ্কা এত প্রবল থাকিবে না বলিলেই চলে। মি আই সি রেল কর্তৃপক্ষ মিঃ উইটের অভিযোগ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে খুব অনুরোধক কল পাইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের শিল্পোন্নতি—গবর্ণমেন্ট হইবার পর সন ১৯৩৬-৩৯ সাল হইতে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত এ সময়ে বোম্বাইয়ে অন্যান্য সময় হতে ৩০টী করিয়া কোম্পানী রেজেষ্টারীভুক্ত হইয়াছে। এই সব সময়ে বোম্বাই প্রদেশে কারখানার সংখ্যা ২২২৩টী হইতে ৩৭১৯ টিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই সব কারখানার নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭২ হাজার হইতে ৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৬২৯ দাঁড়াইয়াছে।

জাহাজীর মালপত্র আগমন—বেলা-মেন এক্সী সংবাদে প্রকাশ যে, মহাজাতি মাল-পত্র আনিয়া এই প্রদেশের বুটিশ সমূহে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া-ছেন। এই সম্পর্কে ভলিকাতার রেজে মিঃ আন্দ্রীলাস মোকার এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহাজাতির মালপত্র আনা তাঁহার পক্ষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে

মো-মহিষাদি রপ্তানীর আধিক্য—সন ১৯৪৩-৪২ সালে কলিকাতার এই কর্মবিভাগে ৫৩৩৭টী বলদ ও গাভী, ২২৩১টী মহিষ এবং ২২৭০টী বাছুর, মোট ৮০০০০ গো-মহিষ জবাই করা হইয়াছে। ঐগুলি মাত্র একটী বন্দরের হিসাব। ঐরূপ হইতে ভারতবর্ষের সমস্ত বন্দরে এবং পল্লী অঞ্চলে প্রতি বৎসর কত লক্ষ গো-মহিষ জবাই হয় তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

ম্যাঙ্গেনিজের প্রতিকার—ভারত সরকার বাজনা সরকারকে ১০ কোটী মেসাঙ্গিনের খনি প্রদান করিতে সমত হইয়াছেন। উহার মধ্যে ৫ কোটী খনি কলিকাতার পৌঁছিয়াছে এবং বাকী আছে ১ কোটী ১০ লক্ষ খনি আগামি আসা করা যায়। মেসাঙ্গিন ফুইলাইনের অভাব নিবারণে ম্যাঙ্গেনিজের অভিযেকগুলি বাস্তবিক হয়।

জাহাজে গম আমদানী—জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে প্রায় ১৯ হাজার টন গম লইয়া ছুই-খানা জাহাজ ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মুতোত্তর পুনর্গঠন কমিটি—কলিকাতা কর্পোরেশনের কত হয়া ভূল অধিবেশে কর্পোরেশনের সদস্যের উপরি লাভের কত ও তত্ত্বাবধানের অধিকতর কার্যকরি ব্যবস্থা বিধানের কত একটী মুতোত্তর পুনর্গঠন পরি-কল্পনা প্রস্তুত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নিম্নোক্ত সদস্যের উপর উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে :—মেয়র ঐযুক্ত আবদী-লাল মোকার, ডেপুটী মেয়র মিঃ মহম্মদ ওসমান, মিঃ এ কে এইচ ফেরেজ, ঐযুক্ত মহম্মদের খান, ঐযুক্ত সুধীরেন্দ্র চাটার্জ্জী ও মিঃ মহম্মদ ইসমাইল। সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে বাহির হইতে আরও বিশেষজ্ঞ সদস্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বেঙ্গল ক্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স—ভূমিকা অন্তর করিবার অভিপ্রায়ে বেঙ্গল ক্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স বীমাদের বিশেষ সভা বিধান সমত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে চেম্বার একটী স্মারকলিপি প্রস্তুত করিতেছেন।

বি-এ, বি এস-সি ও বি টি পরীক্ষার ফল—আগামী ১২ই আগষ্ট বেঙ্গল ক্যাশনাল কলেজে বি-এ, বি এস-সি ও বি টি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড

ওয়াটারপ্রুফ ও ওয়াটারপ্রুফ সামগ্রি প্রস্তুত করিয়া বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ লিমিটেড ভারতবর্ষে যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে অত্যন্তরীণ সামরিক প্রয়োজনে ওয়াটারপ্রুফ ব্যবহার বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কলিকাতা ও ব্রহ্মদেশের উপযুক্ত কারখানার অভাবই দেখা দিয়াছে। ফলে স্থানীয় আকারে বর্ষাতি ও ওয়াটারপ্রুফ সামগ্রি প্রস্তুতকারক হিসাবে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ যথেষ্ট অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। কিন্তু আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় নিজের বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ নিজের উন্নতি ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্তমান সম্প্রসারণের প্রয়োজনে মূলধন সংগ্রহ করিবার জন্য কোম্পানী ৩০ লক্ষ টাকার নূতন ৬% প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় করিতেছে। আর আমাদের আশ্বাসে ফোর্টস্থইলিয়ামে অফিসও খুলিয়াছে। কোম্পানীর আয় যুদ্ধের সময় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি আমরা বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্ লিমিটেডের সদ্য ১৯৪৩ সালের যে কার্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা হইতে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ৩৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার মাল বিক্রয় করিয়াছে এবং উহার পরের বৎসরের শেষে কোম্পানীর হাতে ৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার মাল মজুত রহিয়াছে। বিভিন্ন দিকের মোট আয় হইতে কারখানা-পরিচালনা ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় বিয়োগ করিয়া ১৯৪৩ সালে বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্ লিমিটেডের নিট লাভ দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা লইয়া উহা মোট ৮ লক্ষ ৯ হাজার টাকা দাঁড়ায়। ঐ টাকা হইতে ৮০ হাজার টাকা বিশেষ করিয়া অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। বাকী টাকার মধ্যে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা অতিরিক্ত মুনাফা কর বাবদ ধরচ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা হইতে অংশীদারদিগকে পরে আরও লভ্যাংশ দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে।

যুদ্ধের সময়ে বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্ লিমিটেডের কার্যধারা মুখ্যতঃ সামরিক সরঞ্জাম ও হাসপাতালের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি উৎপাদনে ব্যস্ত রহিয়াছে। যুদ্ধের পরে এই কোম্পানী বিভিন্ন ধরনের জিনিষপত্র তৈয়ার করিয়া সুনাম অর্জনকারীদের তালিকা পুরণে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে দেখা যায়। বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্ বাঙালীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির পৌরব-নিদর্শন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়েল কোং লিঃ

১৯৪৩ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়েল কোম্পানীর সদ্য ১৯৪৩ সালের বার্ষিক রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট হইতে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে ১৩ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ২১৭টি প্রস্তাব পাইয়া কোম্পানী বেশ পর্যন্ত ৯৫৩টি পলিসিতে মোট ৯ কোটি ৭৩ হাজার টাকার বীমাভার গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব বৎসরের তুলনায় এবার কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এ বৎসর বিভিন্ন খাতে ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা, রাষ্ট্রীয় আইনের বলে খাতে ১৫ হাজার ৬১৫ টাকা ও অন্যান্য খাতে বিভিন্ন কোম্পানীর ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা খাটান হয়। বাবদের হিসাবে এবার পলিসি প্রত্যাহারের মূল্য বাবদ ৯ হাজার ৩৯০ টাকা, পলিসির বিরুদ্ধে ঋণ বাবদ ১ হাজার টাকা ও প্রত্যর্পিত মূল্য বাবদ ১ হাজার ৮৭৬ টাকা দাবী হয়। কার্য পরিচালনা খাতে ও অন্যান্য বাবদের খাতে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা অহবিলে জমা করা হয়। বৎসরের প্রথমে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৭১ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বর্ধিত হইয়া ৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা হয়। মূলধন বীমা পলিসির জন্য কোম্পানী সময় বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ পাইয়াছেন ৯০ ভাগ দাবী করিয়াছে। ডিবেঞ্চারে প্রিমিয়ামের উপর কোম্পানীর কার্য পরিচালনা খাতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে শতকরা ১৩৭ ভাগ। এইরূপ কম খাতের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়ার মত অল্প বয়সের একটী কোম্পানীর পক্ষে সন্তোষজনকই বলা চলে।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—
লুসিয়া সিভিউল্ড ব্যাঙ্ক

কলিকাতা শাখাসমূহ
৫২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, ১৩৯, হ্যারিসন রোড এক্সেনিউ,
৬৯, কলেজ ষ্ট্রীট, ১৪০, অপার সার্কুলার রোড

অন্যান্য শাখাসমূহ
ময়মনসিংহ, করিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, রাজরু ও রাঁচী

এলাহাবাদ শাখা ১৫ই জুলাই, ১৯৪৪ খোলা হইয়াছে।
এজেন্সী :—বম্বে, দিল্লী, লাহোর, কাণপুর
এবং ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে।

আলোচ্য মূলধন বাবদ ৭৯ হাজার ৬৮০ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া ১৯৪৯ সালের শেষে কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। ঐ বছরের বন্ধে আলোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—দলিলি বন্ধকে ৯৭ হাজার টাকা, সরকারী সিকিউরিটি ২ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা, কোট অব্ ওয়ার্ডস্ ডিপোজিট ১৮ হাজার টাকা, পৌষ কোম্পানীর শেয়ার ৭৮ হাজার টাকা, অন্যান্য সিকিউরিটি ১৭ হাজার ৭৮২ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৭ হাজার ৩৯৯ টাকা। এই সব বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা যে বিশেষ সন্তোষজনক তাহাই বুঝা যায়। মিঃ বি এন বেনেগলকরকে এই কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্মকুশলতায় কোম্পানীটি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক

গত ২৩শে জুলাই আগরতলার একজোড়া জেলারের শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দেব মহাশয় ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। পত্রিকা এসঙ্গে শ্রীযুক্ত দেবকুমার দেব, ব্যাঙ্কের আসল ভিত্তি ব্যাঙ্কের প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সাধিচ্ছার ও কর্মতৎপরতা। মাত্র ৫ লাখ অনুমোদিত মূলধন লইয়া ব্যাঙ্কের কার্য্যারম্ভ হইতে বাধা নাই। সুযোগের কালে যেসব্যাপী মূলধন আর্থিক সচ্ছলতার সমাবেশে জমাটী ব্যাঙ্কগুলি কিরূপ কার্য্যকরী হইবে, শ্রীযুক্ত দেব তাঁহার বক্তৃতায় উপসংহারে এইরূপ মত প্রকাশ করেন।

বিভিন্ন কোম্পানীর সত্যাংশ

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ শেষের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৪৯৲ টাকা। বীরাসাড়া ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর শেষের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৭৸০ আনা। ডেকান ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর শেষের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৩৫৲ টাকা। মিষ্টি বীরভূম কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে এপ্রিল শেষের ৯৮ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৯।০ আনা। উমলাবাড়ী কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর শেষের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ২৭৸০ আনা। জামডোবা ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর শেষের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১১।০ আনা। সৌরাষ্ট্রেরা ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর শেষের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৮৲ টাকা। বিলকটী ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর শেষের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৮৲ টাকা। রাণিগাঞ্জ ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর শেষের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৪৫৲ টাকা। মোসাই ফিউয়ার ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর শেষের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৮৲। বি মুকুন্দগড় কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর শেষের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৮৲ টাকা। বি সিমলেপাল ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর শেষের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৪৲ টাকা। ষ্টিটারিয়া বিষ্ণুই কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ শেষের ৯৪ মাসের জন্য লভ্যতা ১।০ ষোলোর সহ প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৲ টাকা। বি এম্বেডমাড়ি ষ্টীল (১৯৪৯) লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর শেষের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১২।০ আনা।

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটী গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৯ সালে মূল এবং মুক্তিফের সন্তোষজনক পরিস্থিতিতেও ইহার প্রকৃত লাভের অঙ্ক বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সচ্ছলতার প্রাচুর্য্য, বীমাগ্রাহকের বিশ্বাসঘন, পরিচালনপদ্ধতির নৈপুণ্য এবং অক্লান্ত কর্মোদ্যমই এই অগ্রযাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

কোটি টাকার বীমা ২৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল— ৫ ৯৫
সিকিউরিটির মূল্য—১ ১১
মোট সম্পদ— প্রায় ৩ কোটি টাকা
দাবী মোর (১৯৪৭-৪৯) তিন কোটি টাকার উপর
মূলধন বীমা (১৯৪৯) ৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড্,
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

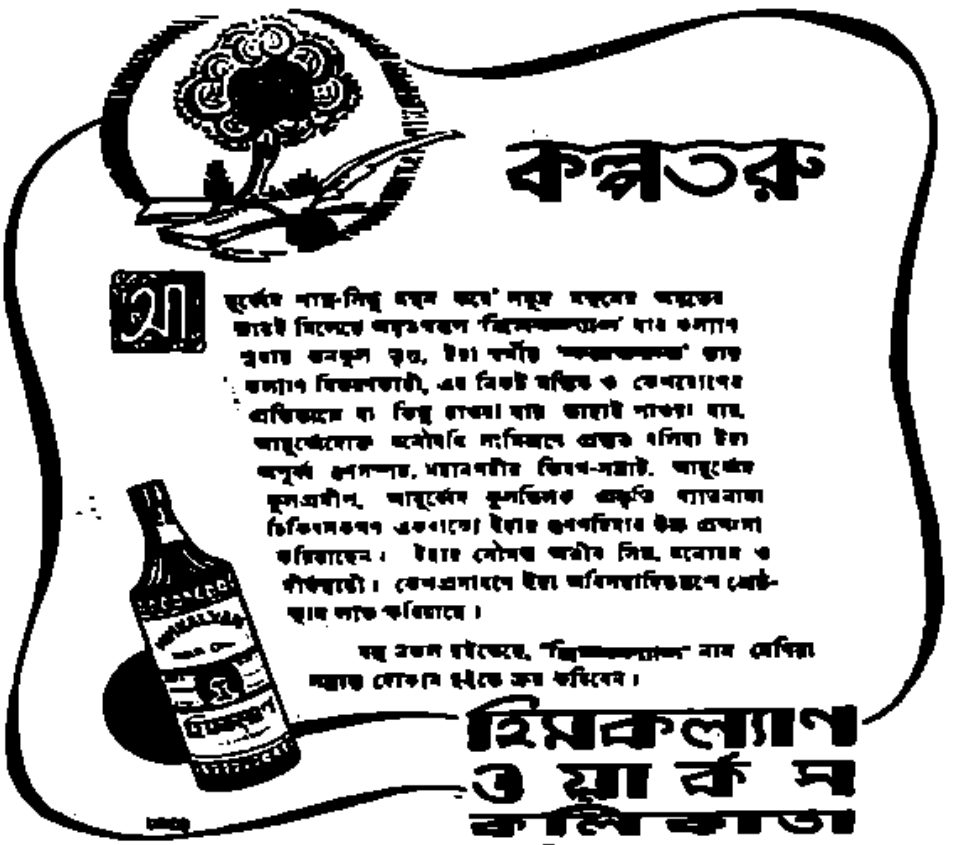

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৩ আগস্ট

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই এবং যাহাতমুদের মধ্যে চাহিদাবলম্বে পরিমাণের সহিত অনেক ক্ষেত্রে ঋণ কলিকাতার সরতা ৷৷০ আনা ও বোম্বাইয়ে সরতা ৷৷০ আনাই সমান ছিল।

গত ১৭ই আগস্ট আরম্ভ সপ্তাহে সপ্তাহ আমুক ৩ বছরের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেন্ডার খোলা হয়, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ১৯৯৷৷০ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ১৯৯৷৷০ আনা মূল্যের সরতা প্রায় ২৫ লক্ষ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের সরতা মূল্যের হার বার্ষিক ৸৵৯ পাই হিসাবে ধার্য হইয়াছে।

আগামী ১৪ই আগস্ট দেয় ১১ কোটি৷৷ সপ্তাহ বোম্বাই সরকার এবং ৭ই আগস্ট কাজকর্ম বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে আগত সরতার সর্বনিম্ন আমুক তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডার গৃহীত হইবে।

১৯৪৪ সালের ২৮শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে ৩০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও ইতিহাস ইহা বিভাগের নিকটে বিক্রীত হইয়াছে।

টেন্ডার দ্বারা (প্রতি টাকায়)	১ দি. ৫৪৷৷ পেন্স	
ঐ বর্তমান	"	
ডি এ ডিসকাউন্ট (	")	১ দি ৬৮৷৷ পেন্স
ডি এ ডাইরেক্ট (	")	১ দি ৬৮৷৷ পেন্স
অন্যান্য (প্রতি পক্ষ)		৩৩৷৷৩

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—চলতি মোটের পরিমাণ (২৮শে জুলাই) ৯২১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। প্রাদেশিকভুক্ত ব্যাঙ্কের চলতি আমানত (২১শে জুলাই) ৪৭১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। স্থায়ী আমানত (২১শে জুলাই) ১৮৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৩ আগস্ট—আলোচ্য সপ্তাহে প্রথম দিকে কলিকাতা শেয়ার বাজারের অবস্থা অনেকটা স্থির ছিল, কিন্তু শেষ দুই দিন বাজারে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গন হইতে মিত্রশক্তির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সংবাদ আসিতেছে এবং রাশিয়া দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিতে কৃত আশানীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহার উপর ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের সাম্প্রতিক বক্তৃতায় আজি যুদ্ধ শেষ হইবার ইঙ্গিত থাকায় এখন এতদিন নিরপেক্ষ থাকিয়া অবশেষে মুখর আশানীর দিকে ঝুঁকিবেন্দ্রিক সম্পর্ক ছিন্ন করায় সকলের মনেই আশাবিদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার ধারণা সঞ্চারিত হইতেছে। এই ধারণাই কলিকাতা শেয়ার বাজারের উৎসাহী ক্রেতা-বিক্রেতাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি হওয়ার অন্য দায়ী এবং এই অনোভাবের জন্যই বাজারে সমাভাব দেখা দিয়াছে। অবশ্য মুনাফিদির সম্ভাবনা বাজারের ভেজীভাব নষ্ট করিয়া বিশেষ উদ্বেগের কারণ ঘটিবে সম্প্রতি শেয়ার মাকে তাঁহারা পরিস্থিতির ফলে এখন হইতেই শেয়ার বেচিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন না। ইহাদের মৃদু অনোভাবের জন্য বাজারে শেয়ার বিক্রেতার আধিক্য না থাকায় বর্তমানে ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেই আশাবিত অনোভাবের দরিদ্র তাঁহার পরিণতি লক্ষ্য করিতেছেন এবং এ অবস্থায় বড়ো বিক্রয়ের কলিকাতার শেয়ার বাজারে দেখা যাওয়া আশাবিত ছিল অতটা এখনও দেখা যাইতেছে না।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কেনাবেচার পরিমাণ বেশী হয় নাই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দামও প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ আলোচ্য সপ্তাহে ৯৯৸/১০ হইতে ৯৯৷৷/১০৫ মধ্যে অধিকাংশ সময় উঠানামা করে, কেবলমাত্র শেষ মেয়াদের ইস্যুর মূল্য ৯৯৷৷৵০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী কোম্পানীগুলির মধ্যে ৸৵ সুদের কোম্পানী (১৯৪৮-৫২) ১০১৷৷০ আনায়, ৸৵ সুদের কোম্পানী (১৯৫৬-৬৮) ৯৮৷৷০ আনায়, ৸৵ সুদের কোম্পানী (১৯৬৩-৬৫) ৯৯৷৷০ আনায় বর্তমান সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছিল। ৫৵ সুদের কোম্পানী (১৯৪৭-৪৯) ও সপ্তাহে ১০৫৷৷০ আনায় সপ্তাহ শেষে ১০৪৷৷০ আনায় বার্ষিক দাঁড়াইয়াছে। অন্যেদিক কোম্পানীগুলির মধ্যে ৸৵ সুদের বোম্বাই (১৯৪১) ১০০৷৷০ আনায় বিক্রী হয়।

ব্যাঙ্ক—আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ার-মূল্যের কোনরূপ সমুন্নতি হইয়াছে। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৩৯৷৷০ ও ৪০৲ টাকার মধ্যে সপ্তাহে উঠানামা করে। তবে বাইশেখের যে, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ১ কোটি টাকার নূতন শেয়ার আগামীবারের বিক্রী হিসাব করা হইবে। এই এক কোটি টাকা মূল্যের ১ শত মেয়ারের প্রতিটি শেয়ারের দাম হইবে ১০০ টাকা।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কাপড়ের কলের শেয়ার বাজারে যথেষ্ট কর্মতৎপরতা দেখা গিয়াছিল। কাণপুর টেক্সটাইলস্ ও এমপ্রিস মিলস্ সপ্তাহের প্রথম দিকে যথাক্রমে ৭৯৷৷০ আনা ও ১৩৲ টাকায় উঠিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহ শেষে বাজারের সাধারণ মনোভাবের প্রভাবে ইহারা ৭৯৷৷০ আনা ও ১৩৲ আনায় দাঁড়িয়া আসে।

কয়লা খনি—কয়লা খনির শেয়ার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রথম দিকে যে পরিমাণ উৎসাহ দেখা যায়, শেষ দিকে তাহা কিছুটা তিমিত

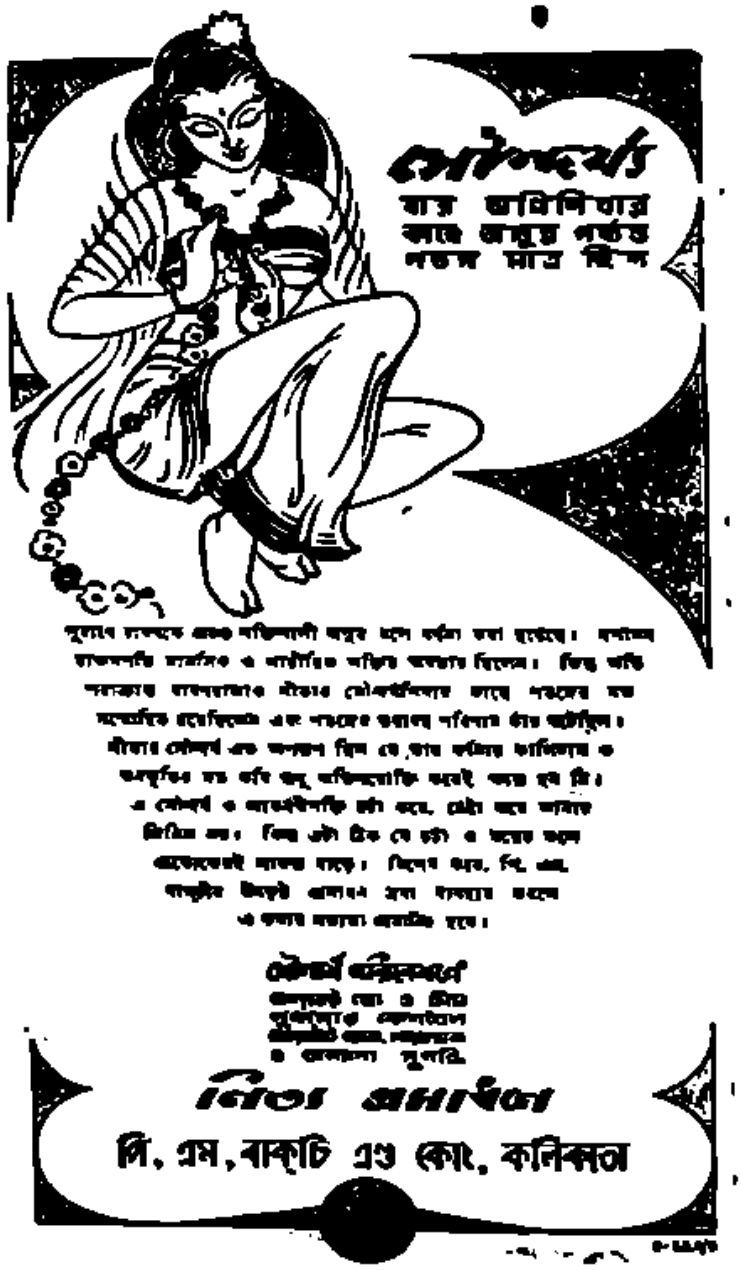

হইলেও মোটামুটী বাজারের কার্য্যপ্রণালী এখনো এই হয় নাই। যেমন এ সপ্তাহে ৬৮৮৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, সপ্তাহ শেষে ইহা ৬১৮৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

ষ্টীলকম্প—আলোচ্য সপ্তাহে ষ্টীলকম্পের শেয়ার বাজারে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ বেচাকেনা হইতে দেখা যায়। মুদ্ধোত্তরকালে পাট শিল্পের সমৃদ্ধি সম্বন্ধীয় প্রচুর সম্ভাবনা আলিপোর্ট বাজারে ভবানীর অন্যান্য ষ্টীলকম্পানীর যে অনুধাবন হইতেছে তাহা খুব না হওয়া পর্য্যন্ত ষ্টীলকম্পের শেয়ার বাজারে সম্পূর্ণ কার্য্যপ্রণালী আশা করা যায় না। উপস্থিত ষ্টীলকম্পের শেয়ার বাজারে সকলের মধ্যেই যাহাতে পরিস্থিতির ভাল অপেক্ষা করিবার মত মনোভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। তবে আমার কথা এই যে, বড় বড়দের কেনা বন্ধ আলিপোর বাজারে শেয়ারের দাম বিশেষ নড়িতে যায় নাই। হাজরা সপ্তাহের প্রথম দিকে ৩৮/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, সপ্তাহশেষে ইহা ৩৩৶০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান্সাডি—আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান্সাডি বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার সম্বন্ধে বাজারে উত্তেজনাপূর্ণ আভাস দেখা যায়। সপ্তাহের প্রথম দিকে উক্ত দুইটী আলিয়ান্সের শেয়ারের সর্ব্বোচ্চ মূল্য যথাক্রমে ৪৭/০ আনা ও ৩৯৶০ আনা ছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রন ৪১৲ টাকায় ও ষ্টীল কর্পোরেশন ৩৬৲ আনায় আরোহণে এ সপ্তাহে যথেষ্ট উত্তেজনা করিয়াছে, কিন্তু সপ্তাহ শেষে উহার শেয়ারেরই অবনতি ঘটে এবং তাহারা শেষ পর্য্যন্ত ৪০৲/০ আনা ও ৩৪৲০ আনায় নামিয়া আসে।

টিনিয়ম কম্প—আলোচ্য সপ্তাহে টিনিয়ম কম্পের শেয়ার বাজারে যথেষ্ট কার্য্যপ্রণালী পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং টিনিয়ম শেয়ার ক্রয়েচ্ছু অনেক ব্যক্তিকে শেয়ার সম্বন্ধে তথ্যাদিসহ সর্বদাই দেখা যায়। অন্যান্য শেয়ারের মত টিনিয়ম কম্পানীর শেয়ারেরও সপ্তাহশেষে সামান্য মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে। যেমন এক কোং ও ১০পাসন আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে ৩১৬/০ আনায় ও ৩৮৬০ আনায় পর্য্যন্ত বেচাকেনা হয়, সপ্তাহ শেষে ইহাদের মূল্য যথাক্রমে ৩১৩/০ ও ৩৭৬/০ দাঁড়িয়া আসিয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারসমূহের যাহাযাহি রকমের চাহিদা ছিল এবং শেয়ারের মূল্যও বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কেবলমাত্র আলোচ্য সপ্তাহে অধিকাংশে সময় ৫১৲০ আনায় আশেপাশে বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ—আলোচ্য সপ্তাহে বেঙ্গলীপুর অফিসার্স শেয়ার ১৯৯৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া সপ্তাহ শেষে ১৯৪৩৲ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। ক্যালকাটা ট্রামওয়ে স্পেশাল প্রথমে ৪৭৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু সপ্তাহের ইহার শেয়ার ১৬৪৲ রূপে বিক্রীত হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইহা ৪৪৬৲ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। বিটী এণ্ডিয়ারীজ ইনভিজারেন্সের শেয়ার সপ্তাহের অধিকাংশ সময় ১৩।০ টাকাতেই লেনদেন হইয়াছিল। কাশমেরে কলের শেয়ারের মধ্যে ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্পের কয় আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে ২৪৪৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, সপ্তাহ শেষে ইহা ২১৯৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। ইণ্ডিয়ানবেঙ্গল শেয়ারের সপ্তাহের শেষে কিছু পরিমাণ অবনতি ঘটিয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩১শে আগষ্ট—এ সপ্তাহে পাটের বড় কথা বাজারে বলবৎ ছিল। কিন্তু বাজারে বিশেষভাবে বিশেষ কিছু হয় নাই। লাভা বাজারে এবার পাট ভাটার দিনে হইতেছে। ফড়েরা কেহকেহ কিছুদিন ধরিয়া পাট ক্রয়ব্যাপারে বিরত রহিয়াছে বলে। সেজন্যই বিভিন্নভাবে পরিস্থিতি খুব শান্ত উঠিয়াছে। তবুও আবার বলি এই যে, বড় বড়দের কেনা বন্ধ থাকিলেও বাজারে শেয়ারের দাম বিশেষ নড়িতে যায় নাই। হাজরা সপ্তাহের প্রথম দিকে ৩৮/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, সপ্তাহশেষে ইহা ৩৩৶০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান্সাডি—আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান্সাডি বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার সম্বন্ধে বাজারে উত্তেজনাপূর্ণ আভাস দেখা যায়। সপ্তাহের প্রথম দিকে উক্ত দুইটী আলিয়ান্সের শেয়ারের সর্ব্বোচ্চ মূল্য যথাক্রমে ৪৭/০ আনা ও ৩৯৶০ আনা ছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রন ৪১৲ টাকায় ও ষ্টীল কর্পোরেশন ৩৬৲ আনায় আরোহণে এ সপ্তাহে যথেষ্ট উত্তেজনা করিয়াছে, কিন্তু সপ্তাহ শেষে উহার শেয়ারেরই অবনতি ঘটে এবং তাহারা শেষ পর্য্যন্ত ৪০৲/০ আনা ও ৩৪৲০ আনায় নামিয়া আসে।

টিনিয়ম কম্প—আলোচ্য সপ্তাহে টিনিয়ম কম্পের শেয়ার বাজারে যথেষ্ট কার্য্যপ্রণালী পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং টিনিয়ম শেয়ার ক্রয়েচ্ছু অনেক ব্যক্তিকে শেয়ার সম্বন্ধে তথ্যাদিসহ সর্বদাই দেখা যায়। অন্যান্য শেয়ারের মত টিনিয়ম কম্পানীর শেয়ারেরও সপ্তাহশেষে সামান্য মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে। যেমন এক কোং ও ১০পাসন আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে ৩১৬/০ আনায় ও ৩৮৬০ আনায় পর্য্যন্ত বেচাকেনা হয়, সপ্তাহ শেষে ইহাদের মূল্য যথাক্রমে ৩১৩/০ ও ৩৭৬/০ দাঁড়িয়া আসিয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারসমূহের যাহাযাহি রকমের চাহিদা ছিল এবং শেয়ারের মূল্যও বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কেবলমাত্র আলোচ্য সপ্তাহে অধিকাংশে সময় ৫১৲০ আনায় আশেপাশে বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ—আলোচ্য সপ্তাহে বেঙ্গলীপুর অফিসার্স শেয়ার ১৯৯৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া সপ্তাহ শেষে ১৯৪৩৲ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। ক্যালকাটা ট্রামওয়ে স্পেশাল প্রথমে ৪৭৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু সপ্তাহের ইহার শেয়ার ১৬৪৲ রূপে বিক্রীত হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইহা ৪৪৬৲ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। বিটী এণ্ডিয়ারীজ ইনভিজারেন্সের শেয়ার সপ্তাহের অধিকাংশ সময় ১৩।০ টাকাতেই লেনদেন হইয়াছিল। কাশমেরে কলের শেয়ারের মধ্যে ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্পের কয় আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে ২৪৪৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, সপ্তাহ শেষে ইহা ২১৯৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। ইণ্ডিয়ানবেঙ্গল শেয়ারের সপ্তাহের শেষে কিছু পরিমাণ অবনতি ঘটিয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩১শে আগষ্ট—এ সপ্তাহে পাটের বড় কথা বাজারে বলবৎ ছিল। কিন্তু বাজারে বিশেষভাবে বিশেষ কিছু হয় নাই। লাভা বাজারে এবার পাট ভাটার দিনে হইতেছে। ফড়েরা কেহকেহ কিছুদিন ধরিয়া পাট ক্রয়ব্যাপারে বিরত রহিয়াছে বলে। সেজন্যই বিভিন্নভাবে পরিস্থিতি খুব শান্ত উঠিয়াছে। তবুও আবার বলি এই যে, বড় বড়দের কেনা বন্ধ থাকিলেও বাজারে শেয়ারের দাম বিশেষ নড়িতে যায় নাই। হাজরা সপ্তাহের প্রথম দিকে ৩৮/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, সপ্তাহশেষে ইহা ৩৩৶০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

ষ্টীলকম্প—আলোচ্য সপ্তাহে ষ্টীলকম্পের শেয়ার বাজারে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ বেচাকেনা হইতে দেখা যায়। মুদ্ধোত্তরকালে পাট শিল্পের সমৃদ্ধি সম্বন্ধীয় প্রচুর সম্ভাবনা আলিপোর্ট বাজারে ভবানীর অন্যান্য ষ্টীলকম্পানীর যে অনুধাবন হইতেছে তাহা খুব না হওয়া পর্য্যন্ত ষ্টীলকম্পের শেয়ার বাজারে সম্পূর্ণ কার্য্যপ্রণালী আশা করা যায় না। উপস্থিত ষ্টীলকম্পের শেয়ার বাজারে সকলের মধ্যেই যাহাতে পরিস্থিতির ভাল অপেক্ষা করিবার মত মনোভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। তবে আমার কথা এই যে, বড় বড়দের কেনা বন্ধ আলিপোর বাজারে শেয়ারের দাম বিশেষ নড়িতে যায় নাই। হাজরা সপ্তাহের প্রথম দিকে ৩৮/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, সপ্তাহশেষে ইহা ৩৩৶০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩১শে আগষ্ট—বোম্বাইয়ের তুলার বাজারের অবস্থা আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখ লাভ করে নাই। বিশেষ কোথায় অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এবং সর্ব্বত্রই তুলা কেনা বন্ধ করায় বাজারে মন্দা ভাব বজায় আছে। সেপ্টেম্বর মাসের ডেলিভারি শেয়ার মূল্য এখন ২১৭৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছে। তুলা ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ বিবেচনা করিতেছে বা তজ্জন্য সর্ব্বত্র তুলার বাজারের উপর কোন মন্তব্য করা নাই।

কলিকাতার কাপড়ের বাজারের অবস্থা আলোচ্য সপ্তাহের অপরিবর্ত্তিত ভাবে এবং সন্তোষ জনক এখানে বর্ষাকে সপ্তাহে যাহা বেচাকেনা হইয়াছে। প্রত্যেক টেক্সটাইল কলিকাতার তোরাবাজার মহল অংশেই কলিকাতার বিশু পরিমাণে সকল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তোরাবাজার মহল হতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বর্ষাই আসন্নের কোন চালান কোন

(৪১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাংলার বস্ত্র শিল্পের অগ্রদূত
মোহিনী মিলস্ লিঃ
এই সিবেলেক্স
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোঝা যাবে।
১নং মিল — কুষ্টিয়া (নদীয়া) | ২নং মিল — বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)
ম্যানেজিং এজেন্টস :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

ফি মডেল গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ
টেলিগ্রাম :- 'ASARDAS' — ফোন :- সাউথ ২০৮১
কারখানা :- বেনারস রোড, বেলগাছিয়া, হাওড়া
শো-রুম :- ৩ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
অফিস :- লি: ও আ: সার্দার এষ্টেটস
এস, আর, দাস
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৬ই আগস্ট	৭ই আগস্ট	৯ই আগস্ট	১০ই আগস্ট	১১ই আগস্ট	১২ই আগস্ট
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৪৫/০	৭৪৬৲	৭৪৬/০	৭৪৬৲/০	৭৪৬/০	
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৪১/০	৭৪৯৲	আগের দর	৭৪১৲	আগের দর	
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	১৪৯৲	১৪৯৲/০	১৪৯৲	১৪৯৲৲	১৪৬৲৲	
ঐ ঐ (বোম্বাই)	১৪৯৲	১৪৯৲	আগের দর	১৪৯৲৲	আগের দর	
বিনির দর—প্রতিপাউণ্ড (কলিকাতা)	৪১৷৵	৪১৷৵	৪১৷৵	৪১৷৵	৪১৷৵	
কোম্পানীর কাগজ—বত্তমান ২½ সুদের শেয়ারের দর (সরকারি ও বেসরকারি)	৯৯৲/১০	৯৯৲/০	৯৯৲/১০	৯৯৲/০	৯৯৲/০	
ইণ্ডিয়ান্ট্রিয়াল—						
ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ	৪৯৲/০-৫০৲০	৪৯৲/০-৫১৲/০	৪৯৲/০-৫০৲০	৫১৲০-৫০৲০	৪৯৲/০-৫০৲০	
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি	৪৭৲/০-৪৭৲০	৪৬৲৲/০-৪৬৲০	৪৭৲/০-৪৭৲/০	৪৬৲৲০-৪৬৲৲০	৪৬৲৲/০-৪৭৲৲০	
কুমারধুবা—প্রতি	—	১১৲/০-১১৲/০	১১৲০-১২৲	১১৲/০-১১৲ ০	১১৲০-১১৲৲/০	
এসুবিনিয়ম কর্পোরেশন	৪১৲৲০-৪১৲৲/০	৪৩৲৲০-৪১৲/০	৪১৲/০-৪০৲০	৪৩৲৲/০-৪৩৲০	৪৪৲০-৪৩৲০	
মোদক	৪৯৲-৪৪৲/০	৪৯৲	৪৯৲-৪৭৲৲	৪৯৲-৪৪৲০	৪৪৲০-৪৪৲০	
ষ্টাবিয়া	—	১৬৬৲/০	১৬৬৲/০-১৬৭৲০	—	১৬৬৲০	
ভারতীয় ইলেকট্রিক ও ষ্টীল	১২৯৲-৩১৲	২৭৫৲/০	—	২৯৲/০	—	
মেসার্সহেরী এণ্ড কোং	১৩১৲০	১৩১৲০	১৩১/০	—	—	
খনি—বেঙ্গল কর্পোরেশন	৪৯৲০-৪৯/০	৪৬৲০ ৪৯/০	৪৯/০-৪৭/০	—	৪৭/০-৪৯৲০	
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন	৫৫৲/০-৫৫৲০	৫৫৲/০-৫৫৲০	৫৫০-৫৭৲/০	—	৫৫৲/০-৫৬৲০	
ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	১৩৩৲০-১৩৪৲০	১৩৪৲৲	১৩৪৲৲	—	১৩৩৲৲-১৩৪৲৲	
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	৪১৲০	৪১৲	৪১৲০-৪৪৲০	৪৩৲০	৪৩৲	
সিন্ধ ব্যাঙ্ক	৬৭৲০	৬৩৲-৬৪৲০	৬৭৲০-৬৮৲	—	—	
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং	৪৬৬৲০-৪৭৬৲০	৪৫৲/০-৪৬৲	৪৪৪৲০-৪৪৬৲০	৪৪৬/০-৪৫৬৲০	৪৬৫/০-৪৪৬৲০	
বেঙ্গল ,, ,,	৬৭৬৲-৬৯১৲	৬৮৲-৬৯১৲	৬৯৲-৬৯৲	৬৯১৲-৬৭৯৲	৬৭৯৲-৬৭৯৲	
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	৪১৬৲০	২৫৬৲০-৫৭৲/০	৪৯৲০-৪৭৲০	৪৫৲-৪৩৲	৫৪৲	
ইণ্ডিয়ান ,, ,, ...	৬৯৲০-৬৭৬৲০	৬৭৲০-৬৭৬৲০	৬৭৬৲০-৬৭৬৲০	৬৭৬৲০-৬৭৬৲০	৬৭৬৲০-৬৭৬৲০	
সাউথ করণপুরা ,, ...	২৪৬৲০-২৪৭৲০	২৪৬৲০-২৪৬৲০	২৪৬৲০-২৪৬৲০	২৪৬৲০-২৪৭৲০	২৪৭৲০-২৪৭৲০	
জাহাজের কল—বিশ্ব ষ্টিমশিপিং কোং লিমিটেড লিঃ	৮৫৲০-৮৬৲০	৮৬৲০-৮৬৲০	৮৬৲০-৮৬৲০	৮৬৲০-৮৬৲০	৮৬৲০-৮৬৲০	
বেঙ্গল-রাঙ্গুন ,,	—	৪১৬৲০	—	—	—	
ভারতীয় ষ্টীমনেভিগেশন ,,	১৪৯৲-১৫১৲	১৫১৲০-১৫১৲০	১৫১৲০-১৫৩৲০	১৪৮৲০-১৪৯৲০	১৪৯৲০-১৪৯৲০	
এসিয়াটিক কোং লিমিটেড লিঃ	৭৪৲০-৭৭৲	৭৬৲০-৭৬৲০	৭৪৬৲০-৭৪৯৲০	৭৭৲-৭৪৲	৭৪৲-৭৪৲	
বেঙ্গলোয়ার ,, ,,	১৯৲/০	১৯৩৲০-১৯৫৲০	১৯৫৲০	১৯৩৲-১৯৫৲/০	১৯৩৲-১৯৪৲০	
জাহাজের কল—ইণ্ডিয়া স্টেমশিপ কোং লিঃ	২৩৬৲-২৩৭৲	২৩৬৲-২৩৭৲	২৩৬৲-২৩৭৲	২৩৬৲	২৩৭৲-২৩৯৲	
ইণ্ডিয়ান্ড	৪২৲-৪৩৭৲	৪১৬৲০	৪১৬৲/০-৪১৭৲০	৪১৬৲০	৪১৭৲০	

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

স্থাপিত—১৯০১ ইং
টেলি :—SHILLBANK
হেড অফিস—শিলং
ফোন : শিলং—১৮৬ সিলেট—৬০

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

কলিকাতা ও গৌহাটি ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

অনুমতিপ্রাপ্ত সকল শেয়ারই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।
আরও শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতির জন্য আবেদন
সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শাখা : চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজসাহী ও সিরাজগঞ্জ
চলতি ও সেভিংস হিসাবে
সুদ যথাক্রমে ১০ আনা ও ২৲ টাকা
ফ্যান লাহিড়ি, এডিসেন্ট ৩৩, ষ্ট্রাণ্ড
আমানত, লোন ও অন্যান্য কার্য্য সম্বন্ধে বিবরণ
পত্র লিখিলেই জানান হয়। ফোন বি বি ৪১৮
ম্যানেজার—শ্রীঅতিলাল রায়

ঢাকেশ্বরী ব্যাঙ্ক লিঃ

শাখাসমূহ

ঢাকা, নারিন্দা, বুড়িচং, রাজবাড়ী, বালী, বড়ুয়া, শিলিগুড়ী, কালিম্পং, কুচবিহার, ডায়মণ্ডহারবার, বেলুড়, রাণাঘাট, কাঁচরাপাড়া, আসাম, আগেরমারী, শীমুড়া, ডাঙ্গরা, চন্দননগর, শিমুলী, হাজিগঞ্জ ও আগেরপুর।

কলিকাতা শাখাসমূহ

বড়বাজার, শ্যামবাজার ও দক্ষিণ কলিকাতা।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মি. এল্, কে. চক্রবর্ত্তী

যুদ্ধকালীন অথবা
যুদ্ধ-পরবর্ত্তী সংগঠন কার্য্যে
জাতীয় ব্যবসায়ের দাবী
সর্ব্বাগ্রগণ্য ॥

●ইষ্ট ইণ্ডিয়া●
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

প্রধান কার্য্যালয় : ৭নং সোরাবজী লেন,
কলিকাতা।

ফোন : কলি ৩৩১

শাখা

শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, গৌহাটি, সিলেট
শীঘ্রই অন্যান্য ব্যবসায়কেন্দ্রে
শাখা খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—শ্রীযুক্ত কে সি চক্রবর্ত্তী।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৯শে ফাল্গুন	৩১শে ফাল্গুন	১লা চৈত্র	৪ঠা চৈত্র	৮ই চৈত্র	১৫ই চৈত্র
চটকল—কলিকাতা জুট মিলস লিঃ ...	—	৩৪৲	৩৩৲-৩৩৸৲	৩৪৲	—	
ক্যালকাটা ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৪২৸৲-৪৩৸৲	৪২৲-৪৩৸৲	৪২৸৲	—	—	
কামারহাটি ...	৬৮৸৲-৭০৸৲	৬৮৲-৭০৸৲	৬৭৸৲-৬৮৸৲	—	—	
গৌরীপুর ...	১৩৪৲-১৩৫৲	১৩৫৲-১৩৬৲	১৩৫৲	১৩১৲-১৩২৲	১৩৪৲-১৩৫৲	
নৈহাটি ...	২১৯৲-২২১৲	২১৯৲-২২১৲	২২১৲-২২৩৲	২২১৲-২২৩৲	২২১৲-২২৩৲	
বিশ্বনাথ ...	—	—	৬৬৫৲	৬৬৫৲-৬৬৭৲	—	
ভাটপাড়া ...	৭৮৲-৭৮৸৲	৭৮৲-৭৮৸৲	—	—	৭৭৲	
ভারতী ...	৯৬৲-৯৭৲	৯৭৲-৯৮৲	৯৮৲-৯৮৸৲	৯৬৲-৯৭৲	৯৬৲	
হিন্দুস্থান মিলস—কানপুর কটন কোং লিঃ ...	৪৪৲-৪৪৸৲	৪৬৲-৪৪৲	—	৪৪৸৲-৪৪৸৲	৪৪৲-৪৪৸৲	
ইম্পিরিয়াল কটন কোং লিঃ ...	৯৯৲-১০০৲	৯৯৲-১০০৲	৯৯৲-১০০৲	৯৯৲-১০০৲	৯৯৲-১০০৲	
বেঙ্গল এন্ড কোং লিঃ ...	৭৭৲-৭৮৲	৭৭৲-৭৮৲	৭৭৲-৭৮৲	৭৭৲-৭৮৲	৭৭৲-৭৮৲	
জুট ব্যবসায়—বেঙ্গলুর জুট কোং লিঃ ...	২১৲-২১৸৲	—	২১৲-২১৸৲	২১৸৲	২১৲-২১৸৲	
বালিয়াড়া জুট কোং লিঃ ...	—	১৯৲	—	—	—	
বিবিধ—আলবিয়ন বিল্ডার্স কোং লিঃ ...	১৯৯৲	১৯৯৲-২০০৲	—	১৯৯৲	১৯৯৲	
এসোসিয়েটেড এন্ড ইউনিভার্সেল ...	৩৭৫৲-৩৮৫৲	৩৭৫৲-৩৮৫৲	—	—	৩৮৫৲	
বেঙ্গলীপুর অধিকারী কোং লিঃ ...	১৯৫৲-১৯৭৲	১৯৫৲-১৯৭৲	১৯৫৲-১৯৭৲	১৯৫৲-১৯৭৲	১৯৫৲-১৯৭৲	
কোটান ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	—	৪১৲-৪৩৲	৪১৲	৪১৲-৪১৸৲	৪১৲-৪৩৸৲	
ইণ্ডিয়া কেবাবেল মেডিসেসন কোং লিঃ ...	১৭৩৲-১৭৪৲	১৭৪৲	১৭৪৲-১৭৬৲	১৭৪৲-১৭৫৲	১৭৪-১৭৬	
আলায়েন্স ফিনান্স লিমিটেড ...	১৩৫৲	১৩৬৲-১৩৭৲	১৩৬৲-১৩৭৲	১৩৬-১৩৭৲	১৩৬-১৩৭৲	
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ...	৪৭৲-৪৮৲	৪৭৲-৪৮৲	৪৮৲-৪৮৲	৪৭১-৪৭১	৪৭১-৪৭৸৲	
মিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১৪৲-১৪৫৲	১৪৫৲-১৪৲	১৪৫-১৪৫৲	১৪৫-১৪৫৲	১৪১	

(খুলনা ও কানপুর—৪১৬ পৃষ্ঠার পর)

বেলওয়েতে আনিয়া পৌঁছাইবে, আবেদনের নিয়মাবলী সম্বন্ধে না জানাইয়া সেই মাল বাজার করা হইবে না। এই নিয়মের ফলে ব্যবসায়িগণকে উক্ত বস্তু বিক্রয়ের জন্য যথেষ্টভাবে খাটী থাকিতে হইবে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৩রা আশ্বিন—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোনার বাজারে তেজীভাব বিদ্যমান ছিল এবং অতিরিক্ত ৩৫ হাজার তোলা সোনার চাহিদা দেখা যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের স্বর্ণ বিক্রয় সম্বন্ধে যে মনোভাব দেখাইয়াছে, তাহাতে বাজারে অত্যন্ত অনুৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বর্ণ বিক্রয়ের নীতি সাধারণের বোধগম্য নহে। বহু সোনাওয়ালা যখন বাজার হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট সোনার জন্য আবেদন জানান তখন, অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতি তোলা সোনা ৭৫৲ দরে বিক্রয় করেন। কিন্তু তাহার পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সোনার দর হঠাৎ ৭৫৸৲ আনায় উঠিয়া যায় এবং তখন বাজারে বাজারে ইহা ৭৬৲ আনায় বিক্রয় হইতে থাকে। বেলওয়ার পর সোমবার বোম্বাই বুলিয়নে ২ লক্ষ তোলা সোনা বিক্রয় হইয়াছিল এবং পরের সপ্তাহে মোট ৩ লক্ষ ৫০ হাজার তোলা সোনা বিক্রীত হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে ৩রা আশ্বিন সপ্তাহের অধিকাংশ সময় ৭৮৲ টাকার কাছাকাছি দরে প্রতি তোলা সোনা বিক্রীত হইয়াছিল এবং বিনিময় হার ছিল ৭৪৸৲ আনা।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহেও বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই। কলিকাতার বাজারে ৩রা আশ্বিন সপ্তাহের শেষদিকে সামান্য কিছু রূপা বিক্রীত হইয়াছে।

বাঙ্গলার চিনির উৎপাদন হ্রাস—গত যে বছরের শেষাশেষি যে মরশুম শেষ হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলায় ২২টী মিলে মোট ৩ লক্ষ ৭০ হাজার মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা আবেদিক আবেদনের পক্ষতরা দাম ৯ আনা এবং স্থানীয় সরকার বাঙ্গলায় যে পরিমাণ চিনি উৎপাদনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, ইহা তাহার পক্ষতরা ৫০ ভাগ। পূর্ব্ববর্ত্তী মরশুমের পক্ষতরা ৮'৫১ ভাগের স্থলে আলোচ্য বছরে ১০০ মণ ইক্ষু হইতে পক্ষতরা হার ৮'১ ভাগ চিনি পাওয়া গিয়াছে।

ব্যাঙ্ক অফ ক্যালকাটা লিমিটেড

গ্রাম : "ব্যাঙ্কবন্ধু" হেড অফিস : কলিকাতা। ফোন : "ব্যাঙ্ক—২১৮৭"

কলিকাতা শাখা

মধ্য কলিকাতা শাখা—১৬৫নং বহুবাজার ষ্ট্রীট দক্ষিণ শাখা—৪১৩নং রাসবিহারী এভিনিউ

অন্যান্য শাখা—বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা ব্যাপিয়া।

১৯৪২ সনে শতকরা ৫৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।
১৯৪৩ সনে শতকরা ৬৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস্ এস্ চাটার্জ্জী
এক্সিকিউটিভ ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ .ক অধি ও মিঃ পি ঘোষ।

ব্যাঙ্কিং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গ্রাম—সেন্ট্রেস্ট হেড অফিস—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন—ক্যাল—২৪৪৬

অনুমোদিত মূলধন
৮০,০০,০০০৲
আশি লক্ষ টাকার উপর

৩৬টী
শাখা অফিস—ভারতের ৭টী প্রদেশ
মূলধনের সহিত কাজ করিতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীবিশ্বনাথদত্ত, এম-এ, বি-এল

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা। ফোন ক্যাল ৪২৫৩ (৩ লাইন)

চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত	৪০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত	৪০,০০,০০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত	৩৯,০০,০০০৲	টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৬,১৫,০০০৲	টাকার উপর

গত ১৯শে জুলাই নারায়ণগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

নিরাপত্তা ও কার্য্যতৎপরতার জন্য—

দি ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—ঢাকা স্থাপিত—১৯২৮

শাখাসমূহ :—
ঢেকো, নাইবাজার,
চট্টগ্রাম, নরসিংদিয়া,
শ্রীহট্ট ও নারায়ণগঞ্জ

কলিকাতা শাখা :—
১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
ফোন ৮ বলি : ৪৪০১

বর্তমানে আরও নূতন শাখা খোলা হইবে।
আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এম চট্টোপাধ্যায়

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৮৬ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—বি কে বি ব্যাঙ্ক

নিম্নরূপ ডিপোজিটের সুদের হার আমাদের জানিবেন জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্তে অনুমোদিত জামিন বাধিয়া ঋণ,
হুণ্ডীবাট্টা ও কাল রেমিট্যান্স করা হয়।

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য্য করা হয়।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন কলি: ৪৪০১

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ভাওয়ালীপুর, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সুরমা।

পাইকা ব্রাঞ্চ :—লোহার রোড, বাঁকীপুর।

কারেণ্ট—১% সেভিংস—২%

ফিক্সড ডিপোজিট—৩% হইতে ৪% পর্য্যন্ত

সুবিধাজনক সর্তে টাকা ধার দেওয়া হয় ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যা: আবদুল্লাহ রায়চৌধুরী, এম-পি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

'মূল্যের বাজারে শুধু টাকাই সস্তা এবং সস্তা বলে জমানো সুবিধা এবং আজ যা জমানো যাবে মুদ্রাস্ফীতি যখন চলে যাবে তখন শুধু সেই টাকার মূল্যই বাড়বে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।'

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৪নং চেম্বার্স ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা : বিহার শরীফ, ও রাঁচী

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্ :—চিত্তবিনোদ গুহ
কার্তিকচন্দ্র রায়

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—
অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং

লিলি ব্যাণ্ড
আদর্শ পথ্য ও পায়েস

লিলি-ব্যাণ্ড

লিলি বিস্কুট কোং

৮৬।১৩ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে, শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাইনের দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6362 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ১৲ সম্পাদক—শ্রীকড়ীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 14th August, 1944. সোমবার, ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৫১ [১৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

খাদ্যে শিল্প ভাসাইবার

বোম্বাইয়ে মিঃ জিন্নাহ সহিত মহাত্মাজীর টক শো আলোচনা সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে (১৪ই আগষ্ট) আসা যায় নাই। তবে সর্ব্বত্রই মনে হইতেছে যে ভারতের এই দুই অবিসম্বাদী নেতার মধ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আলোচনার ফলাফলের উপর ৪০ কোটি ভারতবাসীর ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। সুতরাং এই আলোচনা উপলক্ষে ভারতীয় রাজনীতিক মহলে এই বিষয় সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা হওয়া বিচিত্র নয় এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ কিছু নাই।

আলোচনার প্রথমেই মিঃ জিন্নাহ ভারত বিভাগের দাবী উত্থাপন করিবেন। ইহাতে মুসলীম লীগের সভাপতি মহাত্মাজীর সহিত আলোচনায় বসিতে রাজী হইয়াছেন। কিন্তু মুসলমান উপর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই তাহার সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রাখী উপস্থিত হইয়াছে। কেমন পাকিস্তান চাহিবেন তাহা বলিতে হইবে না—পাকিস্তান বাহাতে নিরাপদ থাকে এবং 'অখণ্ডিত' ভারতীয় রাষ্ট্রে তাহার হিন্দু-সংখ্যাধিক্য অঞ্চলের অবস্থান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, পাকিস্তান হইলে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার উপর নির্ভর করিবে, মহাত্মাজী ও কংগ্রেস এতদিন হিন্দু-সর্ব্বার্থের প্রতিনিধি—এসব যুক্তির সহিতে হইবে—সীমা নির্দ্ধারণ হইতে এসব আলোচনা তাঁহারা দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে। সম্প্রদায়ের দাবীর সেখানে- রাজনীতি প্রভাবের বাহিরে রাখিয়া এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে—হিন্দু মুসলমান উভয় হইতে এমন দাবী করা হইয়াছে। এইরূপ পাকিস্তানের যে সমস্ত অঞ্চলে নিজের অস্তিত্বরক্ষার ব্যবস্থা করিবার সেই সব অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান গঠন করিবার জন্য বিভাগ দাবী করিয়াছেন। আমরা এই সব উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা বিচার করিতে চাহি না। মহাত্মাজীর সহিত মিঃ জিন্নাহ কি কথা দাবী উপস্থিত করিবেন এবং মহাত্মাজী তাহাতে কি উত্তর দান দিবেন—তাহার উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। এই বিষয়ে আলোচনা করিবার অনেক সমস্যের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে। তবে আমরা উল্লেখ করিতে চাই, কোন সম্প্রদায়ের এই যৌক্তিক উপর ভিত্তি করিয়া কোন প্রস্তাব করিলে তাহা মহাত্মাজী রাজী হইবেন না। উহাতে যদি হিন্দুর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা যেমনই স্বাধীনতালাভ আর কখনও সিদ্ধান্তের মধ্যে আসিবে না। মহাত্মা কোন দাবির প্রস্তাবে অগ্রসর হন, তবে—মিঃ জিন্নাহ এই উচিত দাবির সমর্থন করিবেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

মিঃ জিন্নাহ কি কথা মহাত্মাজীর সম্মুখে পাকিস্তানের রাখী উপস্থিত করিবেন? এই প্রশ্ন উত্থাপনের সঙ্গেই দৃষ্টি পড়িয়াছে। পাকিস্তানের বিভাগপন্থী ও আর্থিক সমৃদ্ধির দোহাই দিয়া ভারতের হিন্দু অধ্যুষিত কোন অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিতে দাবী করিলে আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং ভারতীয় অসাম্প্রদায়িক ও গণতন্ত্রের কথায় মুসলিম লীগ ও মিঃ জিন্নাহ বিরোধাচরণ হইতেছে এরূপ যিনি মিঃ জিন্নাহ-ভাষ্য ভীরুত্বের অসাধারণ বিশ্লেষণ করিবেন। আর যারা মুসলমান প্রধান অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান গঠন করিতে 'আলা আলাদা' হিন্দুর অধ্যুষিত করিতে হইবে এবং উহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোক হিন্দু, হিন্দু প্রভৃতি অসুবিধাজনক প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্তির কোন দিক দিয়াই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যাহা পরিকল্পনা হইতে পারিবে না—ইহার মিঃ জিন্নাহ অবিদিত নাই। আসলেই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার উপযুক্ত অন্য বিভাগের এবটী অবশ্য হিন্দুস্থানের পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টি বিরোধ করা মিঃ জিন্নাহ অন্যে অসম্ভব নহে। এই বিষয়ে অন্য এই আশঙ্কা আছে যে 'ট্রিপ্‌ট্যাক' পত্রে উহার সাময়োচিত বিভাগ সমাধানের জোরে যে পরিকল্পনার অন্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হিন্দের প্রতিবাদযোগ্য। উক্ত সমাধানকর্ত্তা অনেক "আলয়ের ও সাধারণ সম্প্রদায়ের ও সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়ের অসম্প্রদায়ের নিকট হইতে আর সমান সমান এবং পাকিস্তানের বিভাগ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্নতার দাবী উপস্থিত করার নীতি সমর্থন করিয়া ও পাকিস্তান সম্বন্ধে একটী নূতন পরিকল্পনার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা ও পাঞ্জাবে দুইটী করিয়া আইন পরিষদ থাকিবে। উহার মধ্যে যে পরিষদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অসাম্প্রদায়ের অনুপাতে সদস্য থাকিবে এবং বাংলার উক্ত পরিষদে হিন্দু ও মুসলমান সদস্য সংখ্যা এবং পাঞ্জাবের উক্ত পরিষদে হিন্দু, মুসলমান ও শিখের সদস্য সংখ্যা সমান থাকিবে। এই সব উক্ত পরিষদ নিজ পরিষদ অর্দ্ধেক দুইটী সদস্য আইনের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা পাইবে।" 'ট্রিপ্‌ট্যাকে' প্রকাশিত এই পরিকল্পনার সম্বন্ধে সদস্য আর সমস্ত নীতির অংশ হইতে কোন প্রতিবাদ হয় নাই।

* * *

এই পরিকল্পনা যদি নীতির সর্ব্বাংশে পরিকল্পনা হইয়া থাকে তাহা হইলে ভারতবর্ষে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়োজনই থাকিবে না। ভারতের অধিকাংশ কোন হিন্দু-মুসলমান পাকিস্তান চাহিবে না। কিন্তু সাধারণ সমস্যা সমাধানের সম্বন্ধে সমস্ত কোন একটী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইবে এবং এই রাষ্ট্র কতিপয়-নির্দ্দিষ্টদের দলের সাহিত্যে উহার অধিকার সমান উদ্দেশ্য দাবী হইবে—ইহাই সকলের আন্তরিক অভিপ্রায়। আজকের বিভাজনান বিভিন্ন রাষ্ট্রে একত্র করিয়া একটী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার এক বর্ত্তমানে মিলনের প্রধান বাধা উহাদের যে পরিকল্পনা, বিভিন্ন আঞ্চলিক রাষ্ট্রের বিভেদ-নীতি রহিয়াছে তাহার বিভিন্নে তারতবর্ষের একটী রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। নীল নাগরদল উহা হইতে বিচ্ছিন্নতার করিয়া পাকিস্তানের দাবী পরিত্যাগ করিবেন কি? মিঃ জিন্না ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি ভারতের সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত। সুতরাং মহাত্মাজীর সহিত আলোচনার ফলে তিনি ভারতীয় সমস্যার কোন মীমাংসা হইতে পারে না। ইহা খাঁটী সত্য কথা। আন্তরিক

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৪১৭-৪১৮
কেন্দ্রীয় সরকার সমবায়ের মুক্তিদাতার পরিকল্পনা	৪১৯-৪২১
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর—	৪২০-৪২১
সুরক্ষা পরিচয়	৪২৩
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৪২৩-৪২৭
বাজারের হালচাল—	৪২৮-৪৩

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা, বহুবাজার, বড়বাজার, বেহালা, বরাহনগর, বাটানগর, মাটীগলা, কাশিয়াং

যাহাতে তিনি যদি এই উচ্চ আদর্শ লইয়া তাঁহার প্রস্তাব উপস্থিত করেন তাহা হইলে পাকিস্থান হাতাও অন্যান্য সদস্যমহোদয়ের পক্ষে সুযোগজনক একটা মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু এই সকল কথাই আমাদের অনুমান-সাপেক্ষ মাত্র। কিন্তু বিভার সহিত ব্যবসাবাণিজ্য আমাদের ঐক্যের প্রশ্নটী আমরা সন্তোষজনক ভাবেই বুঝি বিশ্লেষণ করিয়াছি। দেশ-বাসীকের আমরা সেই পর্যায় উপরের সহিত অনুসন্ধান করিতে বলি।

ব্যাঙ্ক ব্যবসা বিল্লেষণ আইন

সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনস্থ সকল তফসিলি ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর মিঃ ট্রেভোর জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসা বিল্লেষণের জন্য বর্তমান বৎসর মধ্যেই একটী ব্যাঙ্কিং আইন প্রবর্তন করা আবশ্যক বলিয়া ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে এই আইনের যে খসড়া তৈরি হইয়াছে তাহা আমরা সরকার বিশেষজ্ঞ করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিগত এই আইনের খসড়া আলোচনার জন্য ভারতীয় ব্যাঙ্কার পরিষদে পেশ করা হইবে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তরফ এই আইনের যে খসড়া আমরা সরকারের নিকট বিবেচনার্থে পেশ করা হইয়াছিল বর্তমান খসড়া তাহা হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র হইয়াছে। ১৯৪২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ব্যাঙ্ক আইনের যে খসড়া প্রকাশিত হয় তাহার ৭ ধারার বিরুদ্ধে দেশের ব্যাঙ্কারগণ যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বর্তমান খসড়া তাহা হইতে উহাকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ ধারা অনুযায়ী ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের সমষ্টি অপেক্ষা কোন ব্যক্তিকে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ দেওয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। ১৯৪২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে ব্যাঙ্ক আইনের যে খসড়া প্রকাশিত হয় তাহার ৭ ধারার বিরুদ্ধে দেশের ব্যাঙ্কারগণ যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বর্তমান খসড়া তাহা হইতে উহাকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ দেওয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্কের নিজের কারবারে কোন সাহায্য হত না। তখনকার দিনে মূলধন সংগ্রহের জন্য বাঙ্গালা সরকারের উদ্যোগে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কেডিট সিণ্ডিকেট প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার দোষত্রুটীসম্বন্ধে সাধ্য হইয়াছে। অবশেষে বাঙ্গালার নিজের প্রদেশে অর্থসংগ্রহ কি পরিমাণ সাহায্য করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে পরামর্শ চাহেন তত্ত্ব বিভাগীয় কমিটী গঠিত হয়। কিন্তু তাহা সময়ের অভাবে হইল, আজ পর্য্যন্ত এই কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইল না। সাধারণ ও বিশিষ্ট শ্রেণীর কাজে নিজের প্রদেশের জন্য পরিমাণে যে প্রকার আর্থিক চেষ্টা আজ হইয়াছে তাহা দেখিয়া এই বিষয়ে বাঙ্গালা সরকার তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যদি একটু সচেতন হন তাহা হইলে আমরা সুখী হইব।

বোম্বাই পরিকল্পনা ও আমেরিকা

বোম্বাই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমেরিকার মুক্তরাজ্যে যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। টাটা কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ জে সন্তুষ্টি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গিয়াছেন। তথাকার প্রতিনিধিদের নিকট তিনি বলিয়াছেন যে, বোম্বাই পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রেরণ করিবার জন্য আমেরিকার নিউ ইয়র্ক হইতে তাঁহার নিকট বহু সহস্র আবেদন আসিয়াছে এবং এই কারণে উক্ত প্রেরণ এই পুস্তিকার ১০ হাজার কপি ছাপাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করে যে, আমেরিকার বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক বর্তমান যুদ্ধের অবসানে বোম্বাই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে আর্থিক ও সংগঠনমূলক উন্নতির ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে এগিয়ে আসিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। যে সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বোম্বাই পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উৎসাহ দেখাইয়াছেন তাহার মধ্যে গ্রাণ্ডলাস নিউ ব্যাঙ্ক, চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও মর্গেন এণ্ড কোম্পানী অন্যতম। এই সব প্রতিষ্ঠান পৃথিবীবিখ্যাত এবং আমেরিকার অর্থনীতিক্ষেত্রে শক্তিশালী। উপরন্তু তাহাদের নিকট হইতে এরূপ প্রস্তাব হইয়াছে যে, অতিরিক্ত কপি, বিশ্ব ইত্যাদির প্রকাশের জন্য যে সমস্ত অর্থসাহায্য আবশ্যক হইবে তাহা তাহাদের আমেরিকা হইতে যাতে পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে তাঁহারা ব্যবস্থা করিবেন।

বিদেশী বিশেষ তথ্যসংগ্রহ সম্বন্ধে আই। বর্তমানে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের এক হাজার কোটী টাকারও অধিক পরিমাণ টাকা জমা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসী এই টাকার খবরটী কেবল পাইবে তাহা অনিশ্চিত। প্রকাশ যে, যুদ্ধ চলিতেছে তাহার সময়ের অবসানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যাতে ফেলিয়া উক্ত টাকার পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিবে এরূপ আশঙ্কা আছে। যে টাকা ভারতীয়দিগকে দিবার জন্য ব্রিটেন হইতে, তাহাদের আনিবার ভারতবাসীদের হাতে দেওয়া হইবে এরূপ মনে হইতেছে। কিন্তু ভারতবাসীকে যদি এই ভাবে দেওয়া হইলে তাহাদের আনিতে হয় তাহা হইলে এই টাকার জন্য অধিক মূল্য দিতে হইবে। এইভাবে আসা টাকা যাহা সরাসরি ভাবে হইবে কি না তাহাদের সন্দেহ আছে। কারণস্বরূপ যদি ইংলণ্ডে পাকিস্থান বিনামে বহু টাকা আমেরিকার অন্যান্য পরিবর্তিত

স্থাপিত—১৮৮৪ জয়যাত্রার পথে— ফোন : কলি—৪৮৮০

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস—৬৮নং, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করা হয়

ডিরেক্টর ইন্ চার্জ

এস্ কে ঘোষ

করিয়া আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতি হইতে অনেকখানি আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। ইহা না হইলে এই বিষয়ে আমাদের কিছু করিবার ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি যে বিষয় অর্থনীতিক সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে আন্তর্জাতীয় তারল্য এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ফলে এখন আমেরিকা যে কোন দেশের নিকট হইতে যে কোন পরিমাণ জিনিস কিনিতে পারে। কিন্তু তাহার মূল্য শোধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতি প্রবল হইয়া দেখা দিবে। কারণ বর্তমানে উহার বহির্দেশের ঋণ অপেক্ষাকৃত সস্তা মূল্যের কলকব্জা প্রভৃতির মারফতে আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে তীব্র ভাবে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। এখন অবস্থায় আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার বা তাহারই সাহায্যে যদি উহা দেশ হইতে আমেরিকা যাহাতে কমকব্জা লাভের করিতে পারে তাহা হইলে মোটামুটি পরিস্থিতি কাহাকে পরিবর্তন করা সম্ভবপর হইবে।

অটোমিনার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

মূল্যের সমর্থনে আমেরিকার বহু অটোমিনারের মোটরের প্রয়োজন খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সন ১৯১৯ সালে ঐ দেশে চলতি মোটরের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪ কোটী ২৪ লক্ষ গাড়ীর। বর্তমানে তাহা দাঁড়াইয়াছে ১৮ কোটী ৮০ লক্ষ গাড়ীর। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মোটরের পরিমাণ এত বেশী পরিমাণে বাড়িয়া চলিলেও আবশ্যক মত অটোমিনার ইন্ডাস্ট্রিগুলির আয়ত্তে নেওয়া যায় নাই। অটোমিনার কর্তৃপক্ষই পণ্যমূল্যের উপর বাড়তি মোটর প্রতিক্রিয়া বিবেচনে প্রথম হইতেই বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়াছেন। বিশেষজ্ঞের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বেশী পরিমাণে ঐ সমস্ত উপাদানের আমদানি করিয়াছেন। তাহা ছাড়া কোম্পানি ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কর্তৃপক্ষের কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিশ্বব্যবহারী বিভিন্ন পদার্থের দর একটা ভাবা স্তরে স্থির রাখা হইয়াছে। সমস্ত উপাদানের যাহাতে নির্দিষ্ট হারের তুলনায় বিভিন্নতের দর বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত না হয় সেজন্য প্রয়োজনমত তাহাদিগকে নানাবিধি সাহায্য করা হইয়াছে। দেখানীয় ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এই ভাবে সকল দিক দিয়া সুপরিকল্পিত কার্যনীতি অবলম্বন করার ফলে অটোমিনার বিশ্বব্যবহারী প্রস্তুতকারীদের দর বৃদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় সুস্থতা রহিয়াছে। তাহাদের বেশী বাড়িতে পারে নাই। অটোমিনার কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে সাফল্য মোটরগাড়ীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাহার কর্তৃপক্ষের বিষয়ে আলোচনার কথাই আজ আমাদের মনে পড়িতেছে। সুখের কথা হইল এখনো তাঁহারা মোটরের প্রস্তুতদর বাড়াইয়া চলিয়াছেন।

১৯৬৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দেশে চলতি মোটরের পরিমাণ ছিল ১২১ কোটী টাকা। ১৯১৯ সালের শেষ ১২৫

অন্ধ্রানুমের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে আলম-গ্রস্ত নীতির দ্বারা অন্ধ্রের নবম দশকটিকে দুঃখের-কাহিনী হতে পাইয়াছে এবং অন্তর্নিহিত অভিযোগ প্রকাশ হইলেও এবারও চীন দমনের বাজীর সঙ্গীরই দুঃখের পরিচয় বিশ্লেষণের অবতারণা করিয়াছে। ফ্রান্সের ভবিষ্যতের আশে বিকাশ নৈরাশ্যের ভাবে ভিসিনি উপত্যকা হইতে জার্মান সেনাদল ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ করিতেছে এবং ফ্রান্সে-প্যারিস সড়ক ধরিয়া অগ্রসর হইয়া ভিন্নাদিনী প্যারিসের ৮৫ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্যারিস রক্ষার জন্য জার্মানগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে এবং একটী ভয়ঙ্কর সংঘাতের অভিযোগের পরিচয় হইতে অনুমান করা যায়। এ অঞ্চলে জার্মান নৈরাশ্য অভি-আক্রমণ করিয়া বসিয়া প্রকৃতির ৪ একটী স্থান পুনরধিকার করিয়া লইয়াছে। আমেরিকান বাহিনীকে তিনি হইতে তিনদিনে ধ্বংসাবশিষ্ট অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছেন বে, ফ্রান্সের বিভাগকর্তা অতি নীচ দুঃখ বিভাগের আশ-বাদেই আমার কর্তৃপক্ষ এই তাঁহাদের পরাজয়কে জাতীয় কাহাকারি সহাইয়া লইয়া যাইতে চায়। জেনারেল আইসেনহাওয়ার ফ্রিটেন হইতে তাঁহার সাম্প্রতিক বৈঠী ফ্রান্সে ঘুরাঘুরি করার ফ্রান্সে দুঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের অবতারণা অবাঞ্ছিত হইয়াছে।

ঐন বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে আমার প্রতি-রোধের তীব্রতা বৃদ্ধির সংবাদ আসিয়াছে। পূর্ব প্রুসিয়া অভিযানকারী ঐন সেনাদল প্রবল বাধার বিরুদ্ধ দিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং ওয়ারস অঞ্চলে সোভিয়েট রেডক্রেমিনস জার্মানদের বাধিতাস্ত করিয়া তুলিতেছে। ইতিমধ্যে ভয়বাহিনী পোলা-ণ্ডের মোট বৈঠন উৎপাদনক্ষেত্র বোরিয়ন অধিকার করিয়া লইয়াছে। মোটের উপর কার্পেথিয়ান পর্বতমালা হইতে বাল্টিক সাগর পর্যন্ত এক হাজার মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে জার্মান বৈন্য বিভাগ ঐন বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ চেষ্টা করিতেও ঐন করিতে পারিতেছে না এবং পূর্বপ্রুসিয়ার ঐনদেরও ভোগ না অঞ্চলে অগ্রগতির সংবাদ আসিতেছে।

ঐন জার্মানীর সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সঙ্গে ঐনদের বিপুল সমরায়োজন শুরু হইয়াছে। ১৬ হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক সকল পুরুষের এবং ১৮ হইতে ৪৬ বৎসর বয়স্কা সকল নারীর সহিত সামরিক বিভাগে যোগদান বাধ্যতামূলক করিয়া আইন প্রচার করা হইয়াছে।

ইতালী রণাঙ্গনের ঐনের গতি দেখিয়া মনে হয় যে মোট পরিস্থিতির উপর আমার নৈরাশ্য প্রাক-পর চেষ্টা না করিয়া ফ্রোরেন্স পরিত্যাগ করিবে না। ফ্রোরেন্সের আশে-পাশে পক্ষ সপ্তাহ হইতে তীব্র যুদ্ধের সংবাদ আসিতেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের অবার তীন আমেরিকান নৈরাশ্য প্রায় সম্পূর্ণ সফল করিয়া লইয়াছে এবং জাপানি লিউ-কিউস আশা করিতেছেন যে, এইটীর ভারতে ফিলিপাইন-তীনপুঞ্জ আক্রমণ করিবে। যান জাপান পক্ষ দিনের মধ্যে ভিন্নাদিনী বাহিনী আক্রান্ত হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া জাপা-নের প্রধান মন্ত্রী সমস্ত জাতীর শক্তি যুদ্ধে নিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। জেনিরেলী ডগলাসের ফিলিপিন বাহিনী বহুমুখী সফল আক্রমণাত্মক সংগ্রাম পরিচালনা-নীতির তীব্র প্রভাব বিস্তার করিবে বলিয়া আশঙ্কা হচ্ছে করে।

আলার নীরাজে তীব্রগতিতে আল নৈরাশ্যের সন্ধানসন্ধানের সাধার আসিলেও ঐন ভাগ্যে আলোচ্য সপ্তাহে যুদ্ধের গতি তীব্রতর হইয়াছে। তৌরুহ বন্দরে ঐনে চীন নৈরাশ্যের সহিত মিলিত হইবার আশায় জেনারেল তীনস্তিলের নৈরাশ্যদলের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে এবং অমীর উদ্যমে তাহারা মূল শত্রুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইতিমধ্যেই তাহারা মনাইট-মান্দালয় রেলপথে টাইলিন নামক গুরুত্বপূর্ণ ঘাটটী দখল করিয়া লই-য়াছে।

অন্যান্য রণাঙ্গনের যুদ্ধের গতি বিশ্লেষণের অনুকূল হইলেও চীন রণাঙ্গনের অবস্থা চীনের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ বলা চলে না। আলোচ্য সপ্তাহে দক্ষিণ চীনের হুবান প্রদেশের সর্বপ্রধান রেলষ্টেশন ও বিভিন্ন ঘাটার সংযোগস্থল হেঙ্গিয়া নগর জাপানীদের কবলে পতনে সমগ্র দক্ষিণ-চীন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। চীনবাহিনী পক্ষ দুই মাস ধরিয়া ঐ নগরটী রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল।

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৫ নং, ব্যাণ্ডেল লেন, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল ২৯২২

—কলিকাতা শাখা—

বালীগঞ্জ—চৌরঙ্গী—বড়বাজার

—অন্যান্য শাখা—

১২৩, ধর্মতলা, বরিশাল (বেঙ্গল) ও বেনারস সুদক্ষ শাখা—বক্সা, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, মজঃফরপুর, ছাপরা, এলাহাবাদ, জাবলপুর, হাইদোরা, ছুয়াস, আলীপুর, জোড়হাট, জলপাইগুড়ীতে ইহাই খোলা হইবে।

(সে-অফিস—খোরাসাগার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

কলিকাতা শাখা—১২১২, ক্লাইভ রো

হেড অফিস : কুমিল্লা

● বরিশাল
● নওগাঁ
● সলুয়া
● যৌলভী বাজার

আদায়ীকৃত মূলধন— ১৯১৩

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত, এম. এল. এ, বেঙ্গল

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৩৪৫৭

বড়বাজার শাখা :—১৯৪।১, হ্যারিসন রোড

শাখাসমূহ :— মেদিনীপোটা, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, ভাওয়ালপুর, খোলাজীর ও ভাটাপাড়া (নদীয়া জেঃ), বারভাঙ্গা, মাধবপুর, নারায়ণগঞ্জ, লাহেরিয়াসরাই ও রায়পুর (সি পি), পাটনা, আরামবাগ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ বি-এল।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার সকলের অভিপ্রায় ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞ ও দক্ষকর্মী পরিচালিকের তত্ত্বাবধানের পরিচয় ইহাকে ইহার প্রতি এককাল, তাই ইহা আজ গুরু আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একথা নির্দ্বিধায় বলিতে পারে।

শাখা অফিস :—

পাটনা, মোকামা, আরাহ, বড়বাজার (কলিঃ), জামালপুর (মুঙ্গের), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ডাকবাংলা, চট্টগ্রাম, বাণিজ্যগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভাগলপুর, সিলচর, লাকিমপুর ও মজিবাজার।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক
ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেকার সমস্যা সমাধানের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে যেমন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িয়াছে। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ ও মিত্রপক্ষ বাহিনীর জন্য যে বিরাট সমরোপকরণ উৎপন্ন করিয়াছে তাহাতে বেকার লোকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। যুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে ক্রমোন্নতির ফলে অধিকাংশ বেকারের জন্য আজ কোন না কোন কাজে লাগিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই দুই দেশে কোন সক্ষম লোকই আজ আর অর্থহীন অবস্থায় বসিয়া নাই। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে কর্মসংস্থানের যে সুযোগ বাড়িয়াছে যুদ্ধের পর তাহা বজায় থাকিবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রের সাময়িক উৎসাহ অংশতঃ হ্রাস পাইবার ও সময়-সরঞ্জাম তৈয়ারের কাজ বন্ধীভূত হইবার এবং সামরিক বাহিনী হইতে লোকের কর্মচ্যুতি ঘটার ফলে আবার দেশে একটা বিপুলসংখ্যক লোক বেকার হইবে। যুদ্ধের সময়ে কিছু সংখ্যক লোক বেকার হইবে। পক্ষ যুদ্ধের ফিরিস্তি হইতে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদেরা সেই অবশ্য সম্ভাবনার কথা আজ পূর্ণমাত্রায়ই বুঝিতে পারিতেছেন। ফলে যুদ্ধোত্তর কালে লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত রাখিবার জন্য আজ তাঁহারা আগে বেকার সমস্যার প্রতিকারের পন্থার নির্ধারণ করিতেছেন। যুদ্ধোত্তর পূর্ণনীতির মর্মে প্রকাশ বিভিন্নদেশের ভিন্ন ভিন্ন Full employment বা লোকের সামরিক কর্ম সংস্থান নীতিসমূহের সেসব দেশে আলোচনা সুরু হইয়াছে।

বৃটিশ মন্ত্রিসভার সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পরে ইংলণ্ডে যাহাতে লোকের কর্ম সংস্থানের পূর্ণ সুযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে সে বিষয়ে তাঁহারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিবেন। ঐ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করিয়া যুদ্ধোত্তর পূর্ণনীতির সারকথা ব্যাখ্যাও করা হইবে। অবশ্য বিভিন্নবিভাগের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ও তাহাদিগকে কার্যে যথা আবশ্যক মত পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকিবে। ব্যাঙ্ক ও সরকারী ট্রেজারীর ব্যবহারে অল্প সুদে ঋণ দিয়া শিল্প ব্যবসায় সম্বন্ধে সাহায্য ও উৎসাহ সরকারের তরফ হইতে করা হইবে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকা যেসব যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পূর্ণনীতির খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছে তাহার সরকারের মন্ত্রিসভা ঐ বিষয়ে একটা মোটামুটি মেসাইয়েছেন। বিভিন্ন বিভাগে প্রস্তাব ও সুপারিশ আলোচনার জন্য ইতিমধ্যেই কয়েকটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালে আমাদের দেশে লোকের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত করা ও সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি বিধান করা উদ্দেশ্য পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আমাদের এক অন্যতম দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মজীবনের দিক হইতে অর্থনৈতিক এই উদ্যম খুবই প্রশংসনীয় বলিতে হইবে। কিন্তু এদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য ও আশু পূরণের আয়োজন চিন্তা ও বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা আন্তরিকভাবে এই সব কার্যসূচী অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছেন কি না সেবিষয়ে আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আমাদের এখন কথা এই যে, অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি post-war economic reconstruction-এর যা যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের একটা ছবি ফুটিয়াছেন বটে, কিন্তু এদেশের অবস্থা আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে যে কথাটির বিশেষ কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংলণ্ড ও আমেরিকার ফ্রান্স ও নিজের দিক দিয়া অর্থনৈতিক সংগঠনের কাজ খুবই অবশ্যই হইয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে সামরিক প্রয়োজন ছাড়া কোন কোন শিল্প দিয়া কিছু ব্যবসায় বিপুলতা দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের পরে পুরাতন একটা পরিস্থিতি অনুযায়ী সে সমস্ত পুনর্গঠন করার দরকার আছে। তাহাতেই সে সব দেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ব্যবস্থার একটা বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া আজও যুদ্ধোত্তর কোন পূর্বপরিচিত অঙ্গসমূহ কাঠামোটি আজ পর্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। ফলে এদেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রে এমন কিছু দিয়া অবস্থার ও অবস্থানের পোষ্টমীর ভিত্তি পূর্ণ হইয়াই অবশ্য হইয়া রহিয়াছে। দেশের লোকের দৈনন্দিন অর্থনীতির দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিয়া আসিতেছে। এই অবস্থা বিচার করিলে বুঝা যায় আজও উন্নতির জন্য কোনরূপ পরিকল্পনাই দেশের এ পর্যন্ত চালানো হয় নাই দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা এখনো অবান্তর।

'ফুল এমপ্লয়মেন্ট' বা সামরিক কর্মসংস্থানের কথা বিবেচনা করিলে সে দিক বিচার ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থানে আলাদাভাবে দেখা প্রয়োজন। ঐ সব দেশে পূর্বে বেকার সমস্যার প্রকোপ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। লোকের জীবনযাত্রার মানও ছিল আমাদের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত। যে সমস্ত লোক বর্তমানে ছিল, যুদ্ধের সময় তাহাদের কর্মবাস্ত প্রয়োজনের তাগিদে আজ কোন না কোন কাজে নিযুক্ত হইয়া জীবিকা অর্জনের সুযোগ পাইয়াছে। যুদ্ধের পরে সামরিক ভোগ-ভোগ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা যাওয়ার সঙ্গে ইংলণ্ড আমেরিকার কিছু পরিমাণ লোক বৃদ্ধি করিয়া বেকার হইবার আশঙ্কা আছে। জীবনযাত্রার মানও পুনরায় নামিয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই অবস্থায় যুদ্ধোত্তর কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি অবনতির ধারা ঐ দুই দেশের অর্থনীতিকের সম্মুখে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই সমস্যা সমাধানের জন্যই আজ তাঁহারা পূর্বোক্ত পরিকল্পনা প্রভৃতি ব্যাপার হইয়াছেন। লোকের স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা উন্নত রাখাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের অবস্থা বিচার করিলে এ দিক দিয়া একটা বেশী বড় সমস্যা আছে বলিয়া মনে করা যায়। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া আমাদের এমন অবস্থানিক দেশ বলিয়া এদেশে যুদ্ধের সুযোগই আজ কয় কোটি লোককে বেকার অবস্থায় দিন কাটাইতে হইবে। তাহা ছাড়া সামরিক বেকারের সংখ্যাও এদেশে খুব বেশী ছিল। যুদ্ধের সময়ে সামরিক প্রয়োজন মেটাইতে যুদ্ধের পর এই বিরাট বেকার সমস্যা খুব বড় হয় নাই। সাম্প্রতিকে যুদ্ধোত্তর ব্যাপক নতুন লোকের কাজ জুটিয়াছে। কাজেই এদেশে আর্থিক ব্যবস্থা ও কর্মহীন লোকের সংখ্যা বর্ধমানের জটিল হইয়াছে বলা চলে। এই অবস্থায় বেকার সমস্যার প্রতিকারের নামে যুদ্ধোত্তর কালে কেবল উদ্যোক্তা ব্যাপক নতুন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ অক্ষুণ্ণ রাখাই আমাদের বিচার্য বিষয় হবে। যে কয়েক কোটি লোক সুধী হইতে বেকার

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

স্থাপিত—১৯৩১ ইং হেড অফিস—শিলং ফোন: শিলং—১৮৬ সিলেট—৬

তার:—SHILLBANK

ব্রাঞ্চ:—শিলং, ডিব্রুগড় ও করিমগঞ্জ।

কলিকাতা ও গৌহাটি ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

অনুমতিপ্রাপ্ত সকল শেয়ারই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

আরও শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতির জন্য ব্যাঙ্ক

সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশানল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন রেঞ্জ, কলিকাতা।

জনপ্রিয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।

ব্রাঞ্চ—কলিকাতা, মথুরা, রাইপুর এবং বিহার ও

বাংলায় প্রধান প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহে।

আর ডাব্লু, বি এ, আপ্তেকর ডিরেক্টর।

ফোন: কলি ৪১০১

মাইকা ও মাইকানাইট !

বর্তমানে যদিও আমাদের প্রস্তুত অধিকাংশ দ্রব্যই সম্মিলিত মিত্রশক্তির সামরিক প্রয়োজনে সরবরাহ করা হইতেছে, তবুও কিছু উদ্বৃত্ত দ্রব্য সাধারণের জন্য পাওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধান্তে সামরিক প্রয়োজন মিটিয়া গেলে পৃথিবীর প্রস্তুত অতি উত্তম দ্রব্যাদি অবশ্য পরিমাণে ও সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

১২, কৌন্সী ষ্ট্রোয়ার, কলিকাতা।

করিতে আমাদের সমস্যার একটী সুরাহা করা যাইতে পারে। সেজন্য কেমন করিয়া মানুষের মনের প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন না হইয়া বলপ্রয়োগের দ্বারা আর্থিক ব্যবস্থা সৃষ্টি হইতে আমাদের জাতীয় জীবন-যন্ত্র ভাঙিয়া যাইতেছে, তাহা ইতিপূর্বে আমরা দেখাইয়াছি। তাহা করিতে গিয়া কেমন করিয়া অর্থনৈতিক অসাম্য বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং ঐ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এখন দেখিতে হইবে, এই অবস্থার প্রতিবিধান সম্বন্ধে আমরা কি করিতে পারি। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক প্রকৃতি, এদেশবাসীর স্বাধীন মনোভাব ও এদেশের লোকের জীবনযাত্রার ঐতিহ্য এই সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়া সকল দেশের অবস্থা সমান নহে। কোন কোন দেশের স্বাভাবিক সম্পদ এত কম যে, আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, সেখানে লোকের বাস করা অসম্ভব। কিন্তু ঐ সকল দেশের লোক নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকিয়া আর্থিক অবস্থার ও সামাজিক ব্যবস্থার কোন সুরাহা করে নাই। তাহারা প্রাকৃতিক অসুবিধাকে জয় করিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এদেশে প্রাকৃতিক অসুবিধার কোন অভাব নাই। উপযুক্ত পরিচালনা দিয়া এদেশের যেই প্রাকৃতিক সম্পদকে আমে আসানীসে বাড়ান যাইতে পারে। বলিয়াই এদেশে বেকারের সংখ্যা এত বেশী, এদেশের লোক এত দরিদ্র। এদেশের বেশীর ভাগ লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আধুনিক উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিয়া যেই কৃষির সমৃদ্ধির উপর বিদেশের লোক নির্ভরশীল হইয়াছে, সেই কৃষির উন্নতি সাধনে আমরা কোন অগ্রসর হইতেছি না। তাহা করিলে আমরা দেশের দুরবস্থা এদেশের অধিবাসীদের কতক উপকার হয় তাহা। আমরা দেশের দুরবস্থার দুরবস্থার আর বিলম্ব হয়। কারণ অন্যান্যকালীন বাড়ী হওয়ার বিলম্ব ঘটিয়াছে। বিদেশবাসীর উপায়ে যেই সব বাড়ী হইতে প্রয়োজনীয় আমদানির ব্যাপার সম্পর্কে এখনও এদেশে হয় নাই। আমরা বিভিন্ন দেশের দিক পরিয়া দেশের বাড়ী সম্পর্কে করিয়াছে। কিন্তু সে সম্পর্কে অনুযায়ী ব্যাপক নিয়োগের কোন বিষয় আজ পর্যন্ত আমদানি হইতেছে না। বাহির হইতে শিল্পের আমদানী করিয়া এদেশের অভাব পরিপূরণের চেষ্টা হইতেছে। তাহাতে প্রতি বৎসরই প্রচুর টাকা বিদেশ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। এদেশের লোক বাস্তবহীন ও কৃষিপ্রধান বলিয়া আমাদের কর্মকুশলতা অন্যান্য দেশের লোকদের তুলনায় কম। অন্যান্যের উন্নতি সাধন করিয়া এবং বিজ্ঞান শক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ দিয়া উহাদের কর্মশক্তি বাড়াইয়া তোলারও কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। যদি সেই ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া সকল দিক দিয়া জাতীয় উন্নতির আধুনিকীকরণ অবলম্বন করা হয় তবে এদেশে লোকের স্থায়ী কর্ম সংস্থানের সুযোগ যে সুদূর বাড়িয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য একথা সত্য যে, কলকারখানা বিস্তারের ব্যাপারে কৃষি বিপ্লবের উৎকর্ষ সাধিত হইলেই সামাজিক অর্থ সম্পর্কের সঙ্গে ও সকল লোকের জীবনযাত্রার উন্নতির সঙ্গে তাহা সব সময়ে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। কিন্তু জনসাধারণের সহযোগিতা সম্প্রসারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পনা যদি প্রতিটি বিষয়ে সম্পর্কে, শিল্পে শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা প্রদান সম্পর্কে ও কারখানার মুনাফা বিতরণ সম্পর্কে পুঁজিপতিদের কার্যধারা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করেন তবে যে ক্রমবিকাশ অনেক পরিমাণে দূর করা যাইতে পারে।

আমরা পরিকল্পনা কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে বলিয়াছি, দেখাইয়াছি, লোকের স্থায়ী কর্মসংস্থানের জন্য প্রাকৃতিক পরিবার এক জনসাধারণের জীবনযাত্রার যান উন্নত করিবার জন্য যত সমস্ত তাঁহাদের মুখে শুনা যাইতেছে। কিন্তু সকল দিক দিয়া ও বিভিন্ন করিয়া উৎপাদনক্ষেত্রে কোন বিশেষভাবের স্থায়ীনীতি অবলম্বনের আজ এখনও তাঁহাদের দেখা যাইতেছে না। দুঃখের সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করার সঙ্গে আন্তরিকভাবে কৃষি কৃষির উন্নতি ও কর্মমুখর বৈজ্ঞানিকদের কর্মপ্রসারের উপর কোন গুরুত্ব দিতে এখন হইতেছে এবং স্থায়ীনীতি অনুসরণ করাই আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধ। সমুদয় লোকের সার্বিক কল্যাণসাধন দৃষ্টির সম্মুখে রেখে সমস্যার সমাধান করিলে, প্রতিকারের আমাদের মনে আসবে।

যে-কোনো কারখানার ম্যানেজারকে আজ যে উৎপাদন সমস্যার সমাধান করতে হচ্ছে, ১৯৩৯ সালে যদি ঠিক সেই সমস্যারই সমাধান করতে তাঁকে বলা হোতো তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বলতেন যে 'এ একেবারেই অসম্ভব'। প্রতিদিন ভারতের সর্বত্র কারখানায় কারখানায় যে-পরিবর্তন চলে তাহা এ-সব কারখানার স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণের চেয়ে ঢের বেশি। এক লক্ষ একটী কৃষিবলকে সম্ভব করে তুলতে ভারতীয় চা-ও কম সাহায্য করেনি। পৃথিবীর সর্বত্রই চা একটি নিত্যের অথচ তাজা-করা পানীয় বলে সমাদৃত। তাই আজ ভারতের শত শত কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের চা খেতে দেওয়া হচ্ছে। ফলে তারা নতুন উদ্যম আর অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারছে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনানুযায়ী বেশি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

যুদ্ধের বাড়তি কাজের চাপ লাঘব করতে চাই চা

চা খেয়ে ক্লান্তি দূর করুন

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেটিং এক্সপানসান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞাপন

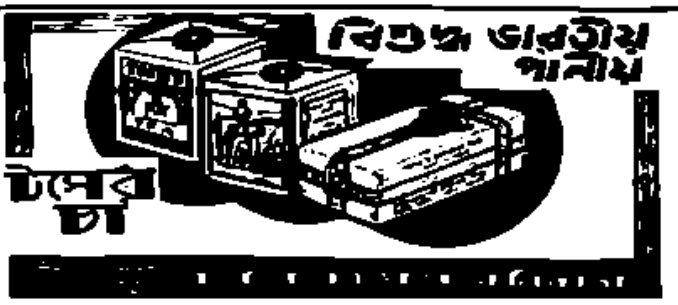

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

রীজার্ভ ব্যাঙ্কের মুতন ঔষধ—সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্যে ভারত, ইংলণ্ডের, অষ্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়ার, কানাডা প্রভৃতি দেশের সমস্যার নীমাংসার একটী বলিষ্ঠ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবীর অর্থনীতি রক্ষা করা সম্ভব হইবে। এই ঔষধটী যৌথিক উপায়ের প্রয়োগ এবং ইহাকে খোলা বাজার সমস্যার (Open Market Operations) বলা হয়। এই রীজার্ভ ব্যাঙ্কের ঔষধের দ্বারা আর্থিক সমস্যা দূর হলে, সংক্ষেপে ইহাকে ডি-ডি-টী বলা হইয়া থাকে। ইংলণ্ডেতে যুদ্ধের বিজয়লক্ষ্মীর সৈন্যদের মধ্যে ব্যবহার করিয়া ঔষধটীর আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে।

শীঘ্রির ভবিষ্যতে মহকারী সাহায্য—ভারি সরকার ইতিমধ্যে বড় দুই বৎসর কাল যাবৎ দেশে ঘুরিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য দেখা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া বলা সরকার তাঁহাকে মাসিক দুইশত টাকা পেন্সন বিশেষ বলিয়া দিয় করিয়াছেন।

বস্ত্রের চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি—বাংলা সরকারের ইস্তাহারে প্রকাশ, বর্ত্তমান মাসের মাঝামাঝি হইতে কলিকাতা ও নিম্ন অঞ্চলে এবংকার এক পোয়ার স্থলে সপ্তাহে মাথাপিছু দেড়পোয়া চিনি বরাদ্দ করা হইবে। এই বাড়তি চিনি হইতে লোকে পূজা প্রভৃতি কাজে যে চিনি লাগে তাহা যোগাইতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

বাঙ্গলার মুদ্রোত্তর পুনর্গঠন—বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে বাঙ্গলা দেশকে পুনর্গঠিত করিবার উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য বড় লাটের মাসে বাঙ্গলা সরকার একটী মুদ্রোত্তর পুনর্গঠন কমিটী গঠন করিয়াছেন। প্রকাশ যে, কমিটীর এই কমিটী যুদ্ধের অবসানে বাঙ্গলার ৩ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক বালকবালিকাকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান, যুদ্ধের অবসানে বাঙ্গলা দেশের বহিয়া পরিবে আদায়িদিকে চাকুরী দিবার ব্যবস্থা, এই প্রদেশে শিল্পোন্নতির জন্য বাঙ্গলার ইঞ্জিনীয়ার বিভাগ সেচবিভাগ পুনর্গঠন, দেশে জলসেচ বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি-বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

ভারতের খাদ্য-সমস্যা—ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী জার যে পি শ্রীবাস্তব সম্প্রতি দিল্লীতে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট জানাইয়াছেন যে, বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে অন্ততঃ ১৫ লক্ষ টন পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করাইয়া বিষয় তিনি বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলীকে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষে এবার যদি বিদেশ হইতে এই পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে তিনি বাস্তবিকপক্ষে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রকাশ করিবেন না।

আমদানি রপ্তানির অবস্থা—বিগত মার্চ্চ মাসের হিসাবে প্রকাশ যে, গত ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের উপরে আমদানি শুল্ক বিভাগে আমদানি বাবদ মোটামুটি ৫৯৩ কোটী টাকা ধরা হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে উক্ত সময় পর্য্যন্ত মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭৩৫ কোটী টাকা।

যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা—আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের একটী বিশুদ্ধিতে প্রকাশ যে, বিভিন্নদেশীয় বিভিন্ন দেশের সৈন্য বিভাগে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এই পর্য্যন্ত মোটামুটি ৩ কোটী মুতন লোকের চাকুরী হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধের পরে এই সব লোকের চাকুরীর ব্যবস্থা করা একটা বড় রকম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে।

লবণ আমের পরিমাণ—গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে পর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুত লবণ কর বাবদ ভারত সরকার এবংসরে মোটামুটি ২৯০ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে বোম্বাই হইতে ১০৯ কোটী ৫৮ লক্ষ, বাঙ্গলা হইতে ৬১ কোটী ৯৫ লক্ষ এবং মাদ্রাজ হইতে ২৯ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

মাদ্রাজের চাষ—মাদ্রাজ সরকার অন্যান্য কৃষি-বিভাগের সহযোগিতায় মাদ্রাজের চাষের জন্য অনেক মূল্যবিধি বলয় করিয়া লইবেন বিষ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বীজধান যোগান হয়-আরাটী গুদাম করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া চট্টগ্রাম ও মিশ্রণ যোগাযোগ অনেক করাও গুদাম করা সম্ভব পর্য্যবেক্ষণ বিবেচনা করিতেছেন।

রেজিস্ট্রেশন প্রসার—গত বৎসর যুদ্ধ মাসের শেষে কৃষিন আইনে রেজিস্ট্রেশন আইনেন্সভাক্ত সমিতির সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮৩৯। গত যুদ্ধ মাসের শেষে তাহা ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৮৯ পরিণত হইয়াছে।

ব্যাঙ্কেরিয়ার আমেরিকা—সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত এপ্রিল মাসে সমস্ত বাঙ্গলায় ১৩ হাজার লোক ব্যাঙ্কেরিয়ার মুদ্রাযুদ্ধে পরিচিত হইয়াছে। তার মাসে মুদ্রাসংখ্যা ছিল ২২ হাজার। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাঙ্কেরিয়া হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন রোগে বাঙ্গলা দেশে কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহার কোন হিসাব দেওয়া হয় নাই।

ট্রামের ভিড়—কলিকাতা সহরের ট্রামগুলিতে অস্বাভাবিক ভীড় হয় বলিয়া সম্প্রতিবাদের কাছ না হইলে অন্যান্য পাশ্চিমের কাছ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার সময়ে অতিরিক্ত সংখ্যক ট্রামের ব্যবস্থা করা এখন সম্ভব হইলে এক এক ঘণ্টায় দুইটার পরিবর্ত্তে তিনটী করিয়া ট্রামগাড়ী এবংকে চালাইবার জন্য ইতিমধ্যে হেয়ার ও কর্ণওয়ালিস ট্রাম কোম্পানীর নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন।

রেলবিভাগের ব্যয়—রেলকর্তৃ বোর্ডের সভাপতি সম্প্রতি এক সংবাদপত্র বিজ্ঞ জানাইয়াছেন যে, আগামী ৭ বৎসরে ভারতীয় রেলপথসমূহের বিভিন্নবিভিন্ন ব্যয় দ্বারা মূলধন হিসাবে ৩১৯ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। এই ব্যয়ের উপরে রেলের যাত্রীভাড়া, মালাদি, ইঞ্জিন, গাড়ী ইত্যাদি মেরামত, উপযুক্ত পরিচালনা ব্যবস্থা, কর্ম্মচারী দেশীয় যাত্রীদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা বৃদ্ধি এবং দেশের উন্নতি নির্ভর।

বিহারের অন্নসমস্যা প্রকোপ—উত্তর বিহারে ইতিমধ্যে অনেক লোক অন্নাভাবে লোকের মৃত্যু হইয়াছে। উহার মধ্যে মজঃফরপুর জেলাতেই মৃত্যুসংখ্যা সবচেয়ে বেশী হইয়াছে।

আটলান্টিকেই যুদ্ধ শেষ—ব্রোঃ এডেলীর একটী সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যেই ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া বৃটিশ সামরিকমহলের যে মতের ব্যবস্থা।

ইঞ্জিনীয়ারের আবশ্যক—আগামী প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ টন করিয়া ইস্পাতের, লবিহ, সিমেন্ট, ভিম ও রেডিওজাতীয় ইঞ্জিনীয় উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে ১৫ লক্ষ টন ইঞ্জিনীয় হইতে যন্ত্র সাহায্যে ইঞ্জিন নির্ম্মিত হয় এবং বাকী ইঞ্জিনীয়ের অধিকাংশ বৎসর বৎসর বিদেশে রপ্তানী হয়। এই ইঞ্জিনীয়ের সাহায্যে নির্ম্মিত করিয়া উহার উন্নতি বিধানের জন্য সম্প্রতি ভারত সরকার কেন্দ্রীয় মূল্য কমিটী ও কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর মত একটী কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনীয় কমিটী গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

আমেরিকা হইতে রপ্তা আমদানী—আমেরিকার রপ্তার অবস্থা হইয়াছে বিবাহ প্রসঙ্গে ১০ কোটী ডলার রপ্তা রপ্তানী করিতে ইতিমধ্যেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিমণ্ডল বীকৃত হইয়াছেন। সম্প্রতি প্রকাশ যে, রৌপ্য-মুদ্রা নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে এবংকিংবদন্তি আরও ৫০ লক্ষ আউন্স করিয়া রপ্তা আমেরিকা হইতে আমদানী করিতে সরকার যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট আবেদন করিয়াছেন।

ভারতে খাদ্যের অবস্থা—গত যুদ্ধ মাসের শেষে ভারতবর্ষে বিভাগে খাদ্যের আমিলাযুক্ত অভাব ছিল। এই সব খাদ্য দ্বারা ১৯৪৩

নিষ্কৃতির উপায়

গল্প বলিয়েছি—ঈশান অবতারণা—চরিত্রের অন্তর্ব্যবস্থা। এরই মধ্যে একটী সংসারের অবতারণা করে দেখা যেন দুটী জাতীয় ছোট একটী ফিউচার বিষ্ণু বিরোধী সংসার—মাত্র দুটী লোক—স্বামী ও স্ত্রী। ঐশ্বর্য্যের বেশী, অভাবনারও বেশী। স্বামী লোক এক আফিসে আর বেহারের বেতনভোগী, তবু তাদের সংসারে আনন্দ বিরাজমান। দুজন তার ভালো হাতের তরীর পরম এই সুখের অধিবাসীদের উপর দৃষ্টিপাত বোধ হয় দি। লোকের ভালো লাগে এই মধ্যবিত্তীয় লোকের উপর তার লোভার প্রীতির বিশ্লেষণ পড়ে তাদের ঘরটী যায় হয়ে পরে সাধারণ ড্রয়িং বিল—স্বামীর চা ও জলখাবার তৈরী করে, লোকের কাপড় কাচিবার আফিসের গাড়ী আসে পরে, স্বামী চলবার ক্লাসিক যান। এই দুজনের সাদিন কাজটা মেয়েদের মনে তার মনের মোহ আনায় দিয়ে আনায় করে' নিজের অবস্থাটাকে টেনে তোলা করে' আজ—আমার চাকরী বাকরি-না-বাকরিই স্বামীর বিশ্লেষণ জলখাবার তৈরী করে ও তার মোট মাসাদের দুটিমাটি অনেক কাজ দেয়ে যায়ে। স্বামী আফিসে গেলে নিজেকে—আমার সব বাজার থেকে এটা-ওটা আনতে লোকের না। সাহে সবার কাজ শেষ হয়ে গেলে, স্বামী-স্ত্রীকে মুখ-মুখের কথা হয়—এমনি নিয়ম আনন্দের ভেতর দিয়ে যায়, আবার নতুন সকল সুরু আসে—নতুন পরিচিতির আগমনে সংসারে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়—কিন্তু এই আনন্দের মাঝেই নিজে নীরব প্রেমা যায় পরিচয়ের আগে ছাড়া। সংসারে থাকে থেকে মেয়ে—মোলার মুখ এক আরও ঐশ্বর্য্যে কিছু। আর মেয়েরে আর কাজকর্ম হয়ে ওঠে না, তাই আরও তাদেরকার জন্য ঠাকরী নিতে হয়। কিন্তু অবশ্যই মুখরোগী দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। একটুকেই ঠাকিয়ে আসে—আফিসে আর পূর্ব্বের মতন পরিশ্রম করতে পারেন না—বীরে বীরে মুখের দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। বাড়া হয়ে ঠাকরী ছাড়তে হ'ল। এই আঘাতের পুনরাবৃত্তি বাঙ্গলা দেশের প্রায় প্রত্যেক মুখে মুখে ঘটে। কিন্তু এর সমাধি এ ভাবে নয় হ'ল পারতো যদি সরকার মুখের ও বাসস্থান সংস্কার করার ঠাকর তাহলে যাদের সঙ্গে প্রথম করা হ'ত। বস্তির বেতারীর সঙ্গে বেশী বাদের ঠাকর থাকতা আরও কঠিন এবং ঘর সরকার নয়, কিন্তু আবার তাদেরকী আরও সহা ঠাকর যেমন "ভাইরেন্স-প্রুফ" থাকতা মুখ পড়ে হোলার ভয় হ'ত না এবং এরকমভাবে নিজীব অবস্থায় না হয়ে আরও সজীব হাত থেকে সরেই নিয়তি দেয়।

. মোর যখন দুটী মরতে আসে তখন চাকরোল না থাকির বিশেষ না ঠিলে ঠিলে মুখ-স্বামীকে সরাস না করেই আসে, তেমনি মোরও ঠিরে ঠিরে মরাভাবের আমাদের সরীরে প্রবেশ করে' আমাদের কীবনী-শক্তি হরণ করে। তাই সরকার মোর-ঠিকাদুর প্রীতির বীমিরে বাসরার ও মুখের সঙ্গে করার জন্য "সেন্ট্রাল সরকার ইউনিয়ন মোরাইজেশন"এর মত ঠাকর নেয়ে করা কর্ত্তব্য। এর কাজ হবে অনেক কাজকরী।

সালের হিসেবে মাল সরবরাহ করে ৪০০টি স্যাক্সিলার পরিচালক নাম বিভিন্ন খাতে উঁহাদের হিসেবটি লাভিল করিয়াছিল।

আমদানি আয় বৃদ্ধি—ভাঃ রাজ্যের হিসাব মতে ১৯৪৯ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এ বৎসরে ইংলণ্ডের আমদানি আয় ৪০০ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৮১১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের আমদানি আয় ২৪১০ কোটি ডলার হইতে ১৪ হাজার ৭ শত কোটি ডলারে এবং ফ্রান্সের আমদানি আয় ৪০০ কোটি ডলার হইতে ৮০০ কোটি ডলারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই তুলনায় ভারতবর্ষের আমদানি আয় ৪৫০০ কোটি টাকা হইতে মাত্র ৬০০০ কোটি টাকায় বর্ধিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডে শস্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ, ফ্রান্সের শতকরা ১৬০ ভাগ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শতকরা ১২০ ভাগ বর্ধিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগও হয় নাই।

সাড়াই বিজনেসের অর্ডার—যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে বরাবর সময় পর্যন্ত ভারত সরকারের সাড়াই বিভাগ বাসনপত্র সরবরাহ, রান্নাবান্না বিভাগ ইত্যাদি কাজের জন্য মোটামাট ১৪০ কোটি টাকার অর্ডার দিয়াছেন।

সমবায় বিক্রয় সমিতি—বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে বাজারে ৮৫টি সমবায় বিক্রয় সমিতি ছিল এবং এই সব সমিতির মারফতে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট বাজার মূল্য অপেক্ষা সস্তা মূল্যে ২০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকার দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় হইয়াছিল। যুদ্ধের ফলে চোরাবাজারের দৌলতে আরও অবাধে পড়ে বাজারে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে বর্তমানে এই প্রদেশে ১১৮৪টি বিক্রয় সমিতির মারফতে লক্ষ লক্ষ পরিবার বিক্রয় হইতেছে এবং ১৯৫৩-৫৪ সালের প্রথম ১১ মাসে এই সব সমিতি মোটামাট ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র বিক্রয় করিয়াছেন।

বাজারে লবণের আমদানি—বাঙলা দেশে প্রতি বৎসর ১১ লক্ষ টন লবণ আমদানি হয়। উহার মধ্যে কলিকাতা বন্দরের কারখানা-অঞ্চলে বন্দরে ৬০ হাজার টন এবং কুলি-লিঙ্কের মারফতে বন্দরে ৯ লক্ষ টন মাত্র লবণ প্রতিবছর হয়। বাকী লবণ বাহির হইতে আমদানী হয়। এই বিষয়টি সম্প্রতি বাঙলা সরকারের শিল্পবাণিজ্য কমিটির একটি সাব-কমিটিতে আলোচিত হইয়াছিল। ফলাফল জানা যায় নাই।

সস্তা মূল্যের মোটর গাড়ী—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ফোরাড মোটর কোম্পানি ফিঃ হেনরী ফোর্ডের সভাপতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৫৪ সালে ইহা হোট ৪০০ ডলার (আমাদের হিসাবে তিনহাজার টাকা) মূল্যে এক একখানা মাঝারি ধরনের মোটর গাড়ী প্রস্তুত করা যাইবে এবং এই গাড়ী ফোর ব্যবসায়ীর মারফত অধিকতর সস্তা আনুমানিক মূল্যে লোকসমূহে মোটর ব্যবসায়ীদিগের নিকট বিক্রয় করা হইবে।

আচার্য্যদেবের মূর্তি স্থাপন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা স্থির করিয়াছেন যে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মূর্তি স্থাপন উদ্দেশ্যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিক সমাবর্তন মাসের মধ্যে তাঁহার নামে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কেমিস্ট্রীর বিভাগে ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। সাহায্য বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশন হেডের সেক্রেটারী মিঃ ও সে সাহায্য অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মিঃ সে ব্রহ্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

কস্তুরীবাই মৃত্যুভাণ্ডার—মহাত্মা গান্ধীর সহধর্মিণী পরলোকগত কস্তুরীবাই গান্ধীর মৃত্যু উপলক্ষে যে অর্থভাণ্ডার খোলা হইয়াছে তাহাতে এই পর্যন্ত ৭৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৮৩ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উহার মধ্যে বাঙলা দেশ হইতে ৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৯ টাকা এবং বোম্বাই হইতে ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। মৃত্যিরক্ষা সমিতি মোটামাট ৭৫ লক্ষ টাকা তুলিবার স্থির করিয়াছেন।

তীর নির্মাণের উন্নতি বিধান—ভারতীয় তীর নির্মাণ উন্নতি বিধানের জন্য একটি সর্ব-ভারতীয় বোর্ড গঠন করিতে ভারত সরকার সম্প্রতি বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের নিকট একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এই বোর্ডে সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ থাকিবেন এবং বোর্ড ভারত সরকারকে উক্ত বিষয়ের উন্নতির জন্য পরামর্শ দিবেন।

জৌআযোগে যাতায়াত—বর্তমান সময়ে দেশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দেশ-দেশে যাতায়াত ক্রোগে বিশেষ অসুবিধা। যাতায়াত বাঙলা সরকার এই কার্যের জন্য ১২ হাজার ফুলবাকার জৌআ নির্মাণের জন্য আর্ডার দিয়াছেন। ১৯৫৪ সালের মধ্যেই এই সব জৌআ নির্মাণ শেষ হইবে। এই ১২ জৌআর সাহায্যে উড়ুক্ত অবস্থা হইতে যাত্রী অবতরণ যাতায়াত ক্রোগের ব্যবস্থা করা হইবে।

স্থাপিত : ১৯৪৩

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস :—নারায়ণগঞ্জ কলিকাতা অফিস :—১৭৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

ফোন :—বড়বাজার ৪৮৭

ক্লিয়ারিংএর যাবতীয় সুযোগ সহ
সমৃদ্ধিশালী ভারতীয় ব্যাঙ্ক

অন্যান্য শাখা :—নিউমার্কেট, সিলেট, সিলেট, করিমগঞ্জ, করিমগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার :
শ্রীকামিনীকুমার পাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা

কুবের ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস ৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ

ঢাকা, নারিন্দা, নরসিংদী, রাজশাহী, বালী, বগুড়া, শিলিগুড়ী, ডালিমগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ভাগলপুর, বেলুন, রাণাঘাট, কাকদ্বীপ, আগ্রা, আমেদাবাদ, বীরভূম, মাওড়া, চন্দননগর, সিউড়ী, দার্জিলিং ও বালেশ্বর।

কলিকাতা শাখাসমূহ

বড়বাজার, শ্যামবাজার ও দক্ষিণ কলিকাতা।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ এস, কে, চক্রবর্তী

ব্যাঙ্কিং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

ব্রাঞ্চ—
সেভিংস

হেড অফিস—
১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—
ক্যাল—২৪৪৬

কার্য্যনির্ব্বাহক শ্রী সুলেখন

৮০,০০,০০০৲

আশি লক্ষ টাকার উপর

৩৬টী

শাখা অফিস—ভারতের ৭টি প্রদেশে
সুনামের সহিত কাজ করিতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল

ওয়াশিংটন সম্মেলন—গতবার কুড়ির অবসানে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তৎসম্বন্ধে পরামর্শের জন্য আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ওয়াশিংটন সহরে বৃটেন, আমেরিকা, রুশিয়া ও চীনের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটী বৈঠক বসবার কথা ছিল। এই বৈঠকের তারিখ বদলে আগষ্ট মধ্যে পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ট্যাক্সির ভাড়া বৃদ্ধি—আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখ হইতে কলিকাতায় ট্যাক্সির ভাড়া প্রথম মাইল না উঠার দরুণ দুইজনী ভাড়ার জন্য এক টাকা এবং পরবর্ত্তী প্রত্যেক ½ মাইলের জন্য দুই আনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ভাড়ার বেশী কোন ট্যাক্সিওয়ালা ভাড়া চাহিলে সঙ্গে সঙ্গে তার কোন ট্যাক্সির নম্বর লিখিয়া বেশী ভাড়া আদায়ের তারিখ ও সময় উল্লেখ করিয়া যদি কেহ থানায় তাহা হইলে এই বিষয়ে ব্যবস্থা হবে, কলিকাতা, এই উদ্দেশ্যে পাবলিক ভেহিকল রিসাইডেন্সের ডেপুটী কমিশনার অব পুলিশের নিকট আবেদন করিলে তিনি উহার প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

খুচরা সরবরাহের ব্যবস্থা—বাঙ্গলা দেশে খাদ্যের অধিকতর পরিমাণে খুচরা সরবরাহ হইতে পারে তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলার ২৩টী জেলাতে ২৩টী জেলা অফিসার নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহার অর্দ্ধেক বাঙ্গলা সরকার প্রদান করিবেন এবং বাকী অর্দ্ধ সাধারণের নিকট হইতে টাঁদা হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বশ্রেণীর লোকদিগকে নিয়া একটী সহ কমিটি বিশেষজ্ঞ এবং আর একটীমাত্র জেলা কমিটিগঠন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিতে বাঙ্গলার মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় খোল আমুর চাষ—বাঙ্গলা দেশে যে সকল পরিমাণ খোল আমু উৎপন্ন হয় তাহা অনেক পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়াছে। বাঙ্গলার বিদায়, আসাম ও বাজার হইতে খুব খোল-আমু আমদানী হইত। কিন্তু এই সব অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেণী নিজ নিজ অঞ্চলে হইতে খোল আমু রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই কারণে বাঙ্গলায় খোল আমুর বড় অভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য বাঙ্গলা সরকার বিহার, আসাম ও বাজার সরকার হইতে বাঙ্গলায় খোল আমু রপ্তানী হইতে যেন অবাধে ইহাদিগকে অনুরোধ জানান। উহার ফলে বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমান আগষ্ট মাসে বাঙ্গলায় ৫০০ টন খোল আমু রপ্তানী হইতে দিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু আসাম ও বিহার সরকার বাঙ্গলা সরকারের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৪১

শাখাসমূহ

টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস এম, এ, বি-এল

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

Gram : Jatiadhan : : ফোন—ইং ১৯০৬

শাখাসমূহ

বাংলা—
কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, কলুটোলা, বেনারস সিটি, খোলাপট্টি, বড়বাজার (কলিঃ), ইন্টারন্যাশনাল (কলিঃ) ও বি আর এল।

বিহার—
পাটনা, আরা, ছাপরা ও মুজঃফরপুর।
বেনারস (ইউ, পি)

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

ডাঃ জে সি চক্রবর্ত্তী—চেয়ারম্যান
কমলকৃষ্ণ মুখার্জ্জি—ডিরেক্টর ইনচার্জ, কলেজ স্কোয়ার

মিঃ বি বি রায় চৌধুরী
ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার

মিঃ বিমল চন্দ্র চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

গ্রাম : "ব্যাঙ্কশাল" হেড অফিস : কলিকাতা। ফোন : "ক্যাল—৩৭৮৫"

কলিকাতা শাখা

অফিস কলিকাতা শাখা—১৩২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট বড়বাজার শাখা—৫১নং হ্যারিসন রোড

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে।

১৯৪২ সনে শতকরা ৫৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।
১৯৪৩ সনে শতকরা ৬৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম্ এম্ চ্যাটার্জ্জী
এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ কে অর্ণব ও মিঃ পি ঘোষ।

পুস্তক পরিচয়

The Nitrogen Industry—ডাঃ সরকারী বিজ্ঞানাগার প্রকাশিত। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইহার আরো বেশী হইতে উৎপাদন বৃদ্ধির পন্থা প্রদর্শিত। মূল্য এক টাকা।

আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য আমাদিগকে রাসায়নিক সার উৎপাদন করার প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনের কথা সরকারী বিজ্ঞানাগার রাসায়নিক সার উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আর বিজ্ঞানাগার কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য বলিয়াছেন যে, এখন পরিমাণ আমের মধ্যে তাঁহার পক্ষে তিনি অধিক পরিমাণে তুলিতে বিরাজ। ভারতে রাসায়নিক সারের বড় উৎপাদনের জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিস্ লিমিটেড বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ কিছু কিছু করিয়া থাকে। তার বিজ্ঞানাগার এগুলির কার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া আশোভা প্রকাশ এইরূপ সম্প্রসারণ বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। ভারত সরকার বর্ত্তমানে রাসায়নিক সার উৎপাদন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য যে টেক্নিক্যাল মিশন নিয়োগ করিয়াছেন, আমরা আশা করি এই মিশনের সভ্যগণ ও ভারত সরকার তার বিজ্ঞানাগার অভিজ্ঞতার যথাযথ দিয়া এই কাজে প্রকাশিত তাঁহার মতামত ও বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণ করিবেন।

অর্থনীতি বিষয়ক নূতন পুস্তক

(1) **India Need Not Starve.** By Michael Brown (Longmans) Price Re. 3

(2) **Report on the work of the League, 1942-43.** Submitted by the Acting Secretary-General, League of Nations, Geneva.

(3) **Grow More Food in the United Provinces** By B. R. Misra, Benares Hindu University Press, Benares.

(4) **Indian Rural Problems.** By Sir Manilal B. Nanavati and J. J. Anjaria, Indian Society of Agricultural Economics, Esplanade Mansions, Mahatma Gandhi Road, Fort, Bombay. Price Rs. 6.

(5) **বাঙ্গা-ফোকাশায়ী নির্বাচন**—ইংরেজীর 'ফলক' প্রকাশ। লাইট হাউস পাবলিকেশন্স, কলিকাতা। মূল্য চার আনা।

(6) **Life Insurance Advertising and Selling** By Sabitri Prasanna Chatterjee. Published by Insurance World. 15 Chittaranjan Avenue, Calcutta. Price Rs. 7-8

(7) **Kolkhoz (Collective Farms)** By P. Kilmenko, Kitabistan, Allahabad. Price Re. 1/8

কোম্পানী প্রসঙ্গ

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৩০ সালের হিসাব

সম্প্রতি আমরা হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৩০ সালের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে পূর্ণ বৎসরের মুনাফার আলোচ্য বৎসরে এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৩২ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও বন্ধুক তহবিলের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ও ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। ১৯৩০ সালের শেষে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৪ লক্ষ টাকা ও ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। অসাধারণের আমানতের দিক দিয়া দেখা যায় পূর্ণ বৎসর শেষে ব্যাঙ্কে মোট বন্ধিত টাকার পরিমাণ ছিল ৫৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা, আলোচ্য বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। সকল দিক দিয়া আমাদের মূলধন বৃদ্ধির এই গতি হুগলী ব্যাঙ্কের উন্নতিরই অবিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত করিতেছে।

আদায়ী মূলধন, বন্ধুক তহবিল ও আমানতী জমা বাবদ উপরোক্ত লাভ ও অন্যান্য মোটা লাভ লইয়া বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে গত ১৯৩১ সালের তুলনায় ব্যাঙ্কের মোট লাভের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। এই লাভের বলে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—ক্যাশ, ব্যাঙ্কারেটিয়ী ও বিল ৪২ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা, সরকারী সিকিউরিটি ৯৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ৪৭ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা, অফিসারী ও লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কের গৃহ বাবদ ৪৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। এই সকল বিষয় দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল যে ভালভাবেই নিয়োজিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়।

আলোচ্য বৎসরে কমিশন, ডিস্কাউন্ট ও হুগলী অফিসের সুদ ইত্যাদি বিসাইয়া হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট ৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৯২৫ টাকা আয় হয়। ঐ আয় হইতে বিভিন্ন শিরোনামে খরচপত্র মিটাইয়া ব্যাঙ্কের ৫০ হাজার ৬৯৬ টাকা নিট লাভ দাঁড়ায়। পূর্ণ বৎসরের জের ২৯ হাজার ৯৩ টাকা লইয়া তাহা মোট ৭৯ হাজার ৭৮৯ টাকা হয়। এই টাকা হইতে ১০ হাজার ১৯৮ টাকা বন্ধুক তহবিলে জমা করা হইয়াছে, বাকী টাকা হইতে ডেভেলপমেন্ট শেয়ারের উপর শতকরা ৩ টাকা হারে ও সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। ৯ হাজার ৯৭০ টাকা পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইয়াছে। মিঃ বি এন মুখার্জি ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কর্মকুশলতায় একটি ছোটখাট প্রতিষ্ঠান হইতে হুগলী ব্যাঙ্ক আজ একটি বড় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। আমরা এই ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

হিন্দুস্থান লণ্ট ওয়ার্কস্ লিঃ

হিন্দুস্থান লণ্ট ওয়ার্কস লিমিটেড নামধারী নূতন নবম কোম্পানীসমূহের অন্যতম। এই কোম্পানীটি গত ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে উহার ৩ হাজার ৩০০ টাকার শেয়ার বিক্রী হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া এই কোম্পানী বর্ত্তমানে আবার মূলধন বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের শেয়ার বিক্রয়ে অগ্রসর হইয়াছেন। সাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য ১০ টাকা মূল্যের মোট ৮ হাজার অংশী শেয়ার এখনে বাজারে উপস্থিত করা হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে অদ্য প্রতি বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা নূতন আমদানী হইয়া থাকে। ঐ সমস্তের অল্পে মাত্র ৩০ হাজার টাকা স্থায়ীর কারখানাসমূহ হইতে পাওয়া যায়। ঐ লক্ষ লক্ষ নূতন মূলধন ভবিষ্যতে কোথায় কিরূপে নিয়োজিত হইবে তাহা দেখিবার বিষয়। বাঙ্গলা দেশে নূতন নূতন শিল্প ও বাণিজ্যের সুযোগ সন্ধানের জন্য যে সকল কোম্পানী নূতন নূতন মূলধন সংগ্রহ করিতেছেন তাহাদের সকলের সাফল্য ও উন্নতি কামনা করি। হিন্দুস্থান লণ্ট ওয়ার্কস্ লিমিটেডের নূতন কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের কার্য্যে সহযোগিতা করিতে বাঙ্গলার সকলেই আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। এখানে ম্যানেজিং এজেন্টস্ লিমিটেড, কলিকাতা, হিন্দুস্থান লণ্ট ওয়ার্কস্ লিমিটেডের কার্য্যভার অর্পিত।

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৮ সন

১১৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থায়ী আমানতের সুদের হার

অন্যূন সন্তোষজনক, ৩০ টাকা হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত।

জে, সি, সরকার
ডিরেক্টার ইন-চার্জ

এস্, আর মোতায়েদ্
এম, জি, ঘর রায়
ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস

স্থাপিত—১৯২০

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেভিংস একাউণ্ট

এই দুর্দ্দিনে ও অটানের দিনে আপনি এর উপর নির্ভর করে আকস্মিক আর্থিক দুর্য্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারেন। পাঁচ টাকায় একটী একাউণ্ট খুলে মোটা রকমের সুদ ভোগ করুন। চেকে টাকা তোলা যায়।

ফোন : কলিঃ ২২৫৮

মিঃ এস বিশ্বাস—ম্যানেজার

শাখা :—জামবাজার ও ময়মনসিংহ

'যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা'

এখানে আমরা জীবন-যুদ্ধেরই কথা বলিতেছি। এই অবশ্য জীবন-যুদ্ধ একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং অনেকটা ব্যাপার। আর্থিক সচ্ছলতাই এই ধরণের যুদ্ধোত্তর জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার একমাত্র উপায়।

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

ভোগদখল——কর্ম্মবীর আশুতোষ দাস

হেড অফিস : ৩৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড :: কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ৭৯৭

মুক্তন যৌথ কোম্পানী

মোথাম্মদিয় এণ্ড সন্স লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস্—৫ ও ৭নং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা, ইহার প্রস্তুত আমদানী রপ্তানীর ব্যবসায়।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট ষ্ট্রীট লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস্—৩৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা, ষ্টক ও সিকিউরিটির ক্রয়।

প্রবর্ত্তক ফিল্মস্ এণ্ড ষ্টাডিওজ লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস্—৩৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা, ফিল্ম তৈয়ারী করা।

ষ্টাইটাস ষ্টোরেজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস্—৫নং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা, ষ্টোরেজ কারবার।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ডি সারকার্স ষ্টীল কোং লিঃ—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪৫৲ আনা। ডি ষ্টীল আলি ষ্টীল কোং লিঃ—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা। লিণ্ডো ষ্টীল কোং লিঃ—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা। ডি মার্শ ওয়েষ্টার্ণ আয়রণ ষ্টীল কোং লিঃ—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৩৲ টাকা। ডিলাপ্টেড কারবনিক এণ্ড লটারি কোং লিঃ—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬১ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৮৲ টাকা। ব্রাডিমারা ষ্টীল কোং লিঃ—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা। ইণ্ডেনবাড়ি ষ্টীল কোং লিঃ—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ আনা।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজ অফিস : ৩১, ধর্ম্মতলার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ : চন্দননগর, চাঁদপুর, রাজসাহী ও শিলচর
চলতি ও সেভিংস হিসাবে
সুদ যথাক্রমে ১০ আনা ও ২৲ টাকা
ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট, ফিক্সিডেপ্ট ব্যবস্থা, ছাড়ী আদায়ও, লোন ও ওভারড্রাফ্টের সর্ত্তে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে। ফোন নং বি ৫১৮
ম্যানেজার—শ্রীমতিলাল রায়

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

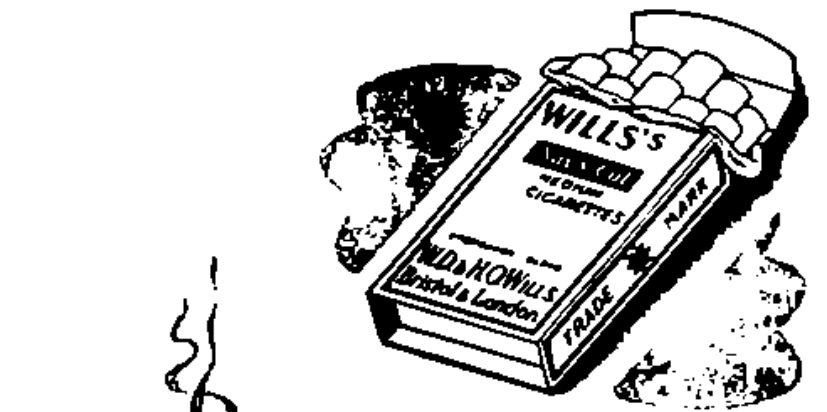

WILLS'S
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৪ই আগষ্ট

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাজারে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই এবং হোমসুদের জন্য চাহিদাবাহুল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ১০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ১০ আনাই ছিল।

গত ১৪ই আগষ্ট তারিখ সরকার কর্তৃক আহুত ৩ বছরের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার ডাকা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ উঠিয়াছিল ১৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৸৵৩ পাই মূল্যে সমুদয় এবং ৯৯৸৵৩ আনা মূল্যের শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ আবেদন পূরীত হইয়াছে। মোট পূরীত ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা মূল্যের হার বার্ষিক গড়পড়তা ৯৸৵ পাই বিলম্বের বাধ্য হইয়াছে।

আগামী ১৭ই আগষ্ট বেলা ১১টা (টাকার সময়) পর্য্যন্ত বোম্বাই সহরে এবং ১৪ই আগষ্ট তারিখের পর হইতে পরবর্ত্তী সপ্তাহে মঙ্গলবার ৩রা আগষ্ট ও মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

১৯৩৩ সালের ২৮ আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের বাদ অত্র ইস্তিহার ইহা বিক্রয়ের সময়ে বিক্রীত হইয়াছে।

টেণ্ডারী হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ পি. ৪৪৲ সেঃ
ঐ ফার্ষ্ট	১ পি ৪৫ সেঃ
ডিপ্র ডিমাণ্ড (	১ পি ৩৲ সেঃ
ডিপ্র ডিপজিট (	১পি ৩৲ সেঃ
ডিপজিট (প্রতি শত)	৩৩৸৵

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—৩রা মে তারিখের পরিমাণ (৯১ আগষ্ট) ৯৫৭ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। তারিখাধীন ব্যাঙ্কের ৩রা মে তারিখের আমানত—(২৯শে জুলাই) ৪৭৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। তারিখাধীন ব্যাঙ্কের দায়ী আমানত—(২৯শে জুলাই) ৬৩৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার মেয়াদ বাজারে অপেক্ষাকৃত ঢিলেভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই মিত্রশক্তির উপর্য্যুপরি ঋণদানের ফলে অনেকেই মনে করিতেছেন যে, যুদ্ধ শেষ হইতে আর বেশী দেরী নাই এবং এই মুদ্দতবিহীন সপ্তাহের বাজারের ঢেলাভাব অবশ্যম্ভাবী করিয়া দিয়াছে। ইহা ছাড়া গতকল্যকার শেয়ারের দর পড়িয়া যাওয়ায় সমগ্র বাজারের উপর দমনভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাজারের যেরূপ অবস্থা তাহাতে যুদ্ধ অবসানে বাহির দেশে শেয়ারসমূহের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা এখন হইতেই বলা যায় না। অবশ্য মুদ্দতবিহীন বাজারে যোবিদ হইলেও সাধারণ অবস্থা কিছুদিন এরূপ থাকাবিত অবস্থায় থাকিবে, এবং আশা পোষণকারীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয় এবং ইহারা এখনও যুদ্ধ অবসানের কথা বিবেচনায় বলিয়াই কলিকাতার শেয়ার বাজারে এখনও কর্ম্ম-প্রবণতা আসে নাই। বর্ত্তমান সপ্তাহের প্রথম দিকে শেয়ার বিশেষের জন্য কিছু পরিমাণ উৎসাহ দেখা যাওয়ায় বাজারে বিভিন্ন শেয়ারের কিছু কিছু মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহেও কোম্পানীর কাগজের বেলাতেও অনুরূপ ব্যাপারই ঘটিয়াছে এবং কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য সমূহের মূল্যে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। ৩½ সুদের কোম্পানীর কাগজ বর্ত্তমান সপ্তাহে ৯৯৸৵ আনা ও ৯৯৸৵ আনার মধ্যে উঠানামা করে। নূতন আয়কর কাগজ বাহির হইবার সম্ভাবনায় বাজারে অনেক উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। মেয়াদী কাগজগুলির মধ্যে ৩½ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৩) ১০২৲ টাকায়, ৩½ সুদের কাগজ (১৯৪৩-৪৩) ১০৩৸৵ আনায়, ৩½ সুদের কাগজ (১৯৪৭-৫০) ১০৭৸৵ আনায় এবং ৩½ সুদের কাগজ (১৯৫৫-৫৮) ১০৩৸৵ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে বেচাকেনা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ার-সমূহের মূল্য প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১৪৩৲ টাকা হইতে ১৪৩৲ টাকায় ও ইষ্ট-আইন্ডিয়া ডমার্শিয়াল ৩৯৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকায় মাত্র বেচাকেনা হয়। ব্রিটিশ ব্যাঙ্কের শেয়ারের মূল্য বর্ত্তমান সপ্তাহে ৩০৸৵ আনা ছিল।

জাহাজের কথা—আলোচ্য সপ্তাহে জাহাজের কলের শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য উৎসাহ দেখা না গেলেও শেয়ারসমূহের মূল্যে বিশেষ কোন অবনতি ঘটে নাই। বেঙ্গল-নাগপুর সপ্তাহের প্রথম দিকের ১১৸৵ হইতে সপ্তাহ শেষে ১০৸৵ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। নিউ ডিষ্ট্রোরিক, বেঙ্গোবাম ও আসানসুল ট্রেডার্সাইন্ডের মধ্যে অন্য সকলের সাধারণ পরিবর্ত্তন ঘটিলেও সপ্তাহের প্রথমে ও শেষে ইহাদের দর প্রায় একই ছিল।

কয়লা খনি—আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কথা আর কেহ বিশেষে এবং প্রায় সকল খনির শেয়ারেই কিছু কিছু মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে। বেঙ্গল খনি সপ্তাহের

গ্রাম—"অমলাম্বর" ফোন : দক্ষিণ—২৯৯৯

স্থায়িত্ব ও গঠন-সৌন্দর্য্যের জন্য
আমাদের হোসিয়ারী দ্রব্যাদি সকলেই
সর্ব্বসময় আদর করেন।

কালিঘাট গৌরী হোসিয়ারী
সর্ব্বপ্রকার হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক

কারখানা ও অফিস
৩৮এ, কাঁসারী পাড়া রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

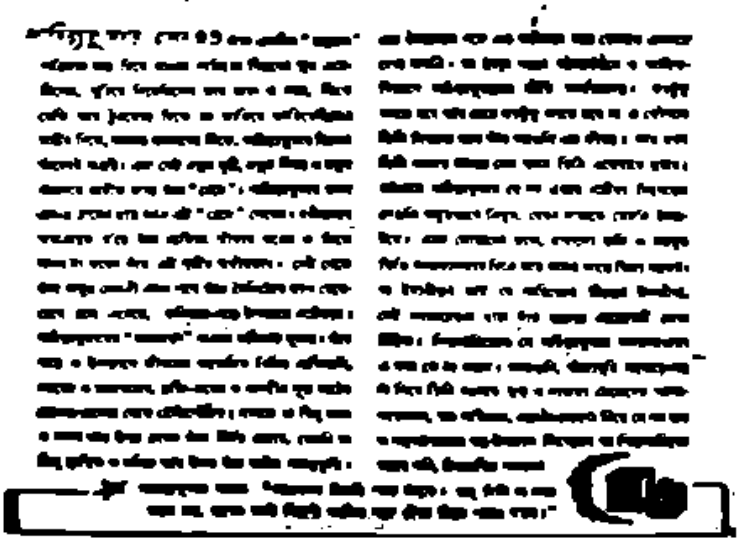

সেপ্টেম্বরে ৬৭৯৯ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে, বছরের প্রথমে ইহার দর ৬৭৯৯ টাকা ছিল।

ছটকল—ছটকল পরিমাণে সপ্তাহে নূতন পরিবেদনা সাধারণ হইবার ফলে সোনা সেলেক আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ছটকলের সেরার বাজারে উৎসাহজনক কোন হেতুই দেখা যায় নাই, বরং অধিকাংশ ছটকলেরই সেরারের কিছু কিছু মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে।

ইন্ডিগোমিয়াহিং—আলোচ্য সপ্তাহে ইন্ডিগোমিয়াহিং বিভাগে ইন্ডিগোর আহরণ এক টন ৬৭৯৯ হইতে ৬৭৯৯ পাউন্ডে দাঁড়াইয়াছে, সপ্তাহ শেষে ইহা ৬৭৯৯ আনার কেনাবেচা হইয়াছে। বাজারের সাধারণ মনোভাব এই বিভাগের উলফ্রাম আলোচ্য সপ্তাহে প্রথম দিকে কমিয়াছিল এবং পরে ইন্ডিগোমিয়াহিং সেরারে সপ্তাহ শেষে কিছু কিছু মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ছ-আনা-চ-আনার সেরার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে এবং আনার সীমান্ত হইতে আন বিক্রয়ের আশায় আনার বাজারে কিছু পরিমাণ তেজীভাব দেখা গিয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১১ই আগস্ট—এ-সপ্তাহে পাটের বাজারে আলোচনার বিশেষ কিছু হয় নাই। তবে দর অনেকটা সুস্থ ভাবেই বলবৎ আছে। ছটকল-গুলাসার আজারে পাট কেনা সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। নূতন পাট বিক্রয়কেন্দ্র-সমূহে উপস্থাপিত হইতেছে কম। এবার বুই-পাতের পরিমাণ সন্তোষজনক হয় নাই। নদী ও খাল-বিল অনেক স্থলেই সম্পূর্ণ পরিমাণ জমি হয় নাই বলিয়া পাট কাটার বিলম্ব ঘটিতেছে। সে কারণে নূতন পাট বাজারে বিশেষ কিছু উপস্থাপিত হইতেছে না। ছটকলগুলির হাতে এখনও যথেষ্ট পরিমাণ পুরাতন চটের মজুত রহিয়াছে। অন্য সময় হইলে এই কারণে পাটের দর বৃদ্ধি পাইত, কিন্তু এবার সেরূপ কোন অবস্থা ঘটিতেছে না। ছটকলের হাতে মজুত চটের পরিমাণ কম থাকিলেও অন্যান্য অসুবিধার জন্য এবার উহারা উৎপাদন বাড়াইতে পারিবে না। এইজন্যই ফলে পাটের দর বিশেষ বাড়িয়া যাইতেছে।

আলসা পাটের বাজারে এসপ্তাহের প্রথম দিকে বিশেষ কিছু হয় নাই। তবে শেষ দিকে কাজ কারবারের পরিমাণ কতকটা বাড়িয়াছিল। এসপ্তাহে আঁশ বিহীন ও হাঁস শ্রেণীর পাটের দর যথাক্রমে প্রতি মণ ১৯ টাকা ও ১৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ বিক্রেতাদের [illegible] বিশেষ কিছু আগ্রহ দেখা যায়।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৯ই আগস্ট—আলোচ্য সপ্তাহে সোনারূপার সেরার বাজারে উল্লেখযোগ্য কার্য-প্রবণতা দেখা যায় নাই এবং ফলে মূল্য হ্রাসের [illegible] জন্য কোন কোন মহলে আশঙ্কা করা হইতেছে। বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর যথাক্রমে ৬৭৯৯ টাকা ও ৬৭৯৯ টাকা। সপ্তাহ শেষে ৬৭৯৯ টাকা দরে বিক্রয় করার বেসরকারী বাজারে সঙ্গে সঙ্গে এখনও ক্রয় হুজুর দর ৬৭৯৯ টাকা কথিত হয়। কলিকাতার বাজারের মূল্য হ্রাস পাইলে পর মুম্বাইয়ে এখনও ক্রয় হুজুর দর ১২৯৯০ রুপিয়া মুদ্রাবিনিময়ের ইহা দাঁড়িয়া ১৯৫৯০ আনায় পৌঁছিয়াছে।

যুদ্ধ যখন চলে.....

জিনিষের দাম তখন বেড়ে চলতে থাকে। কিন্তু আমাদের তৈরী জিনিষের [illegible] আমরা যথাসম্ভব কম রেখেছি, আমাদের বিক্রয় লাভের টাকা জমিয়ে দিয়ে।

যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির ফলে সাধারণের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটাতে এখন আমরা পারছি না; কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই আবার তা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

প্রাচ্যের প্রিয় বর্ষাতি...ডাক্‌ব্যাক

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড
কলিকাতা :: বোম্বাই

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস কলিকাতা

ইউনাইটেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

অনাদায়ীকৃত মূলধন ১ কোটি টাকা

চেয়ারম্যান—মিঃ জি ডি বিড়লা, ভাইস চেয়ারম্যান—এস এইচ্‌ফজলী, মিঃ আর ডি সরাইয়া। ডিরেক্টরস—মিঃ এম এল পোদ্দার, স্যার আবদুল হালী সাইন, মিঃ এম সি চোকসে, মিঃ সি এল আগরওয়াল, মিঃ এ সি দাস, মিঃ কনীলাল বসুমলাল, মিঃ অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী, মিঃ বাসিলাল আমুনিয়া। জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ বি ডি ঠাকুর।

যে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন

ভারতে এবং বিদেশে সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।
শাখাসমূহ :—কলিকাতা (কলিকাতা), বোম্বাই, দিল্লী, শিলিগুড়ি, করাচী, মাদ্রাজ, আহমদাবাদ, জয়পুর, হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু), আলেকজান্দ্রিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া), পোর্টসাইদ, কায়রো, সুয়েজ, পিরিয়াস, সিনাগি কলিকাতায়,
হেড অফিস—২, হেস্টিংস এষ্ট্রিটেড প্লেস, কলিকাতা।
ফোন ঃ—কলি ৬৭৯৮ টেলিগ্রাম—মিঃ জি ডি আর মোদালেকার

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৩১এ আগষ্ট	৭ই আগষ্ট	১৪ই আগষ্ট	১৫ই আগষ্ট	১৮ই আগষ্ট	১৯এ আগষ্ট
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৬/০	—	৭৫৸/০	৭৫৸/০	৭৫৸/০	
ঐ ঐ (বোম্বাই)	—	৭৫৴০	—	—	—	
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	১৩৯৲	—	১৩৯৲	১৩৯৲	১৩৯৲	
ঐ ঐ (বোম্বাই)	—	১৩৮৲	—	—	১৩১৸৴০	
বিলির দর—প্রতিভরি (কলিকাতা)	৫১৴০	—	৫২।০	৫১৴০	৫১৸/০	
কোম্পানীর কাগজ—৪½ সুদের ১৯৫৭ সালের দেয়ারের দর (সুদসহ ও সুদবিহীন)	১১৯৴০	১১৯৸৴০—১১৯৸৴০	১১৯৲—১১৯৸০	১১৯৲০	১১৯৴০	
ইণ্ডিস্ট্রিয়াল—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪১৩৴০-৪০১৴০	৪০৬৲—৩৯৯৲	৩৯৯৴০-৩৯৩৴০	৩৯৭৴০-৪০৴০	৩৯৯৸৴০-৩৯৫৴০	
ষ্টীল কর্পোরেশন—অফি ...	৪৯৸৴০-৪৭৬৲	৪৯৲—৪৯৲	৪৯৩৲০-৪৯৩৲	৪৯৩৴০-৪৯১৴০	৪৯৩৴০-৪৯৩৲	
ঐ প্রেফারেন্স—অফি	১১১৲০-১১৩৴০	১১৲—১১৩৲	১১৯৴০-১১৲০	১১১৴০	১১১৲০-১১৯৴০	
এসোসিয়েটেড কর্পোরেশন ...	২৪৴০-২৫৴০	২৬৲-২৭৲০	—	২৬৴০-২৭৲	২৭৩৴০	
ভেলন ...	৯৪।০-৯৪।০	৯৪।০	৯৪৸৴০-৯৪।০	৯৩৩৴০-৯৪৸৴০	৯৪৯৸৴০	
টাটাস ...	১৭৫৲	—	১৭৯৸৴০	—	৩৭৭।০-৩৭৯৸৴০	
ওয়াডিয়া ইনেকষ্ট্রি ও ষ্টীল ...	—	২৯৲	—	—	৭১৸৴০	
প্রেফারেন্স এণ্ড কোং ...	—	১৯৴০	—	১৯৲	—	
অটো—বম্বে কর্পোরেশন ...	৪৯৴০৩০	৪৯৩৴০-৪১৸৴০	৪৯৩৴০-৪৯৩০	৪৯৩৴০-৪১৸৴০	—	
ইণ্ডিয়ান অটোর কর্পোরেশন ...	৪৸৴-৪৩৴০	৪৩৴০-৪৩৴০	৪৸৴০-৪৩৴০	৪৩৴০-৪৩৴০	৪৩৴০-৪৩৸৴০	
ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৫৭৲-১৫৮৲	১৫৯৸৴০	—	—	—	
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৪৩৲	৭৯৲	—	—	৭৯৸৴০	
হিন্দু ব্যাঙ্ক ...	—	—	৯০৸৴০	—	—	
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪১৩৴০-৪১৯৴০	৪৩৴০-৪৩৲	৪১।০-৪১৸৴০	৪১৯৴০-৪২।০	৪২৯৸৴০-৪২।০	
ঐ ...	৯৭৯৲-৯৮৭৲	৯৭৩৲-৯৭৯৲	৯৭৯৲	৯৭৯৲-৯৭৯৲	—	
ঐ ...	৪৪৲	৪৫৩৴০-৪৫৩৲	৪৫৭৴০-৪৫৩৲	৪৫৭৴০	৪৫৭৴০	
ঐ ...	৪৯৲-৪৭৸৴০	৪৭৭৴০-৪৭৯৴০	৪৯৲-৪৯৩৲	৪৭৭৴০-৪৭৯৲	৪৭৭৴০-৪৭৭৴০	
সাউথ করণপুরা ...	২৪।০-২৪৫৴০	২৪৫৴০-২৪৯৴০	২৪৯৴০-২৪৯৴০	২৪৲-২৪৩৴০	২৪৫।০-২৪৯৴০	
কাপড়ের কল—নিউ সিণ্ডিকেট কটন মিলস লিঃ ...	৯১৴০-৯৩৴০	৯৩৴০-৯৩৴০	৯৩৴০	৯১৴০	৯১৴০-৯৩৴০	
বেঙ্গল-আসাম ...	—	৪১৯৴০-৪১৴০	৪০৴০	—	৫৯৴০	
কলিয়ন টেক্সটাইলস্ ...	১৪৴০-১৫৴০	১৪৴০-১৪৯৴০	১৪৯৴০-১৪৯৴০	১৪৯৴০-১৪৯৴০	১৪৴০-১৪৲	
এম্পিরিয়ল কটন মিলস্ লিঃ ...	৭৪৯৲-৭৪৯৲	৭৪৯৲-৭৪৯৲	৭৪৯৲-৭৪৲	৭৪৯৲-৭৪৯৲	৭৪৯৲	
বেঙ্গলমার ...	১৫৲-১৪৯৲	১৪৯৴০-১৪১৴০	১৪৯৴০-১৪৴০	১৪৯৲-১৪৯৲	১৪৯৴০-১৪৯৴০	
কাপড়ের কল—ইণ্ডিয়া স্পেশার পাম্প লিঃ ...	৪৩৸৲-৪৪৯৲	৪৪৯৲-৪৫৩৲	—	৪৪৯৲	৪৫৯৲-৪৫৩৲	
ঐ:স্পিনার্স স্পেশার মিলস্ লিঃ ...	—	৪৪৯৲	৪৪৯৴০-৪৪৯৴০	৪৪৯৲-৪৪৯৲	৪৪৯৴০-৪৪৯৴০	
ষ্টীলস্ ...	১৮৲	১৯৲-১৭৯৴০	১৭৯৲-১৮৲	১৭৯৴০-১৭৯৴০	১৭৯৴০-১৭৯৴০	

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া
লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী
লিমিটেড
স্থাপিত—১৮৮৩ সাল
●
—উন্নতির পরিচয়—
মৃত্যু দাবীর পরিমাণ
৯,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ
১৬৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ
৮,৩৮,৪০,০০০৲ টাকার উপর
বর্ত্তমান অনিশ্চিয়তার সময়ে জীবন বীমার সুবিধা ভোগ করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের অনিশ্চিত দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।
ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ
চীফ এজেন্টস্
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম
২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাবান প্রস্তুতের
কেমিক্যাল :—
বড়বাজার।—১৩৯৭ অফিস
।—১৪৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"টীনাবাজি"
আবশ্যকীয় কেমিক্যাল—সিণ্ডিকেট সোডা ● সোডাষ্টোন পাউডার ● কষ্টিক সোডা ● ফুলস ● সিট্রোমেলা অয়েল ● রজ ● হাইড্রোসিটার ● প্রভৃতি পাইবেন।
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যাকলন লেন, কলিকাতা

ফোন বড়—২৭৩৭ তার—"ডমডমদল"
আপনার আজকের "সঞ্চয়ই" আপনার ভবিষ্যতের নিরাপত্তা—
প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন
এসিওরেন্স লিমিটেড্
হেড অফিস—দিল্লী
সেণ্ট্রাল অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস্
উপযুক্ত বেতন ও কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৩রা আগষ্ট	৭ই আগষ্ট	১৪ই আগষ্ট	২১ই আগষ্ট	২৮শে আগষ্ট	১১ই আগষ্ট
চটকল—কলকাতা জুট মিলস লিঃ ...	—	৩৩৫৲-৩৪৯৲	—	৩৭৮৲	—	
এাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	—	৪৪৯৲-৪৫৫৲	৪৪৭৲	৪৫৫৲-৪৬১৲	৪৪৭৲-৪৪৯৲	
কামারহাটি ...	—	৩৭৭৲-৩৯০৲	৩৭৭৲	৩৯৯৲	৩৬৫৲-৩৬৭৲	
নর্থব্রুক ...	১৩৭৲-১৩৮৲	—	১৩৬৲-১৩৯৲	১৩৬৲-১৩৮৲	১৩৫৲-১৩৮৲	
প্রেসিডেন্সী ...	১১৮৲-১১৯৲	১১৮৲-১১৯৲	১১৮৲-১১৯৲	১১৮৲-১১৯৲	১১৮৲-১১৯৲	
রিলায়েন্স ...	—	৩৭৫৲-৩৭৮৲	৩৭৫৲-৩৭৮৲	—	৩৭৫৲	
ইণ্ডিয়ান ...	৩৫৲	—	৩৫৲	—	—	
বাউরিয়া ...	৮৪৲	৮৫৲-৮৬৲	৮৫৲-৮৬৲	৮৫৲-৮৬৲	৮৫৲-৮৬৲	
চিনির কল—কানপুর সুগার কোং লিঃ ...	৪৫৲-৪৪৲	৪৪৲	৪৪৲-৪৫৲	৪৫৲-৪৬৲	৪৫৲-৪৪৲	
চাঁদপাল সুগার কোং লিঃ ...	৪৬৲-৪৭৲	৪৭৲-৪৮৲	৪৭৲-৪৮৲	—	৪৬৲	
দেশ বন্ধু কোং লিঃ ...	৪৫৲-৪৬৲	৪৬৲-৪৭৲	৪৬৲-৪৭৲	৪৬৲-৪৭৲	৪৬৲-৪৭৲	
চা বাগান—ডেলমুর টি কোং লিঃ ...	২১৲-২২৲	২৫৲	২২৲-২৩৲	—	২২৲-২৩৲	
হালিমারা টি কোং লিঃ ...	—	—	—	৭৭৲	—	
বিবিধ—আনবিরা সিমেন্ট কোং লিঃ ...	১৯৯৲	১৯৯৲	১৯৮৲	—	—	
এ্যাংলো এণ্ড কেমিকেল ...	৩৭৲	৩৭৲	—	৩৭১-৩৭৫৲	—	
বেঙ্গল পটারী কোং লিঃ ...	১৯৯৲-২০০৲	২০০৲	১৯৮৲-১৯৯৲	—	১৯৭৲	
বোরাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	৪১৲-৪২৲	—	৪১৲	—	৪০৲	
ইণ্ডিয়া কেমিক্যেল কর্পোরেশন কোং লিঃ ...	১৭৯৲-১৮১৲	১৭৯৲-১৮০৲	১৭৯৲	—	৯—	
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ...	১৯৮৲-১৯৯৲	—	১৯৫৲-১৯৮৲	১৯৮৲	—	
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক ...	৪১৲-৪৩৲	৪২৲-৪৪১৲	৪৫৲-৪৬৬৲	৪৬৲-৪৪৮৲	৪৫৲	
মিঠা এলিমাটিক ইন্ডিকেটর ...	১৪৲	১৪৮৲-১৫০৲	১৪৮৲-১৪৯৲	১৪৭৲-১৫৲	—	

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ১৭৩৪

ব্রাঞ্চ অফিস :—
ঢাকুরিয়া, উত্তরপাড়া।

জঙ্গীপুর শাখা
১৭ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজার, ঢাকুরিয়া :—জি কে চাটার্জ্জী

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯১২ ইং

আদায়ী	১,৫০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী তহবিল	৮,৫০,০০,০০০৲ টাকার ,,

কলিকাতা অফিস :—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৬৯ বি, চিৎপুর রোড, ২১৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২১৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
অন্যান্য শাখা :—আসাম, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।
বিদেশী এজেন্ট :—লণ্ডন এজেন্ট :—মাকেঞ্জেন ব্যাঙ্ক লিঃ
আমেরিকা এজেন্ট :—গ্যারান্টী ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক
প্যারিস এজেন্ট :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্

ম্যানেজার, কলিকাতা—ডাঃ এস, সি, দত্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন), বার-এ্যাট-ল

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০ ফোন : কলি ৬৮৬৩
হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১১,১২,৮৫৫৲ ,,
আমানত—এক কোটী টাকার উপর
(১৯৩০ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান—রাইট অনারেবল রায় সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়
শাখা—নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, বরিশাল (সিনিয়র), ফরিদপুর, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা (নিউ)
হেড-অফিস : কলিকাতা
ম্যানেজার—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

এজেণ্ট চাই.

বাজার দর কি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ও নিয়মিত ৩% হইতে ৩০০% পর্য্যন্ত লভ্যাংশ প্রদানকারী কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাইভেট কোম্পানীর শেয়ার অন্বেষু ক্লায়েন্ট সংগ্রহ করিবার জন্য এজেণ্ট চাই।

অনুসন্ধান করুন—

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স

সিণ্ডিকেট লিমিটেড

ষ্টক ও শেয়ার ডিলার্স, ফিনান্স ব্রোকার্স এবং ইনভেষ্টমেণ্ট এ্যাডভাইসরস্

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"
১২, কৌন্সী স্কোয়ার, কলিকাতা

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস। হেড অফিস। কলিকাতা অফিস:
চাঁদপুর ২৬৮, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, ঢাকা ৩৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখা অফিস

পুরানবাজার, শ্রীনগর, মৌলভীবাজার,
ফেনী, নরসিংদী ও নরসিংহাট (ঢাকা)।
হাটখোলা (২৬৮, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা) ও
পূর্ণিয়া শাখা খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—এম, চক্রবর্ত্তী

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের হাউজিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে মৃত্যুকালে অসমাপ্ত গৃহের জন্য দেওয়া হয়।...তবে অবশ্য হয়, কিন্তু এই বইখেলা-পলিসি-বীমাপদ্ধতিতে মৃত্যুকালে সমাপ্তির অভাব হইতে নিরাপদ থাকে। ঋণ ক্রমে ক্রমে শোধ হইয়া যায় এবং আপনারা বা তাঁহার পরিবারবর্গকেই সম্পত্তি ছেলেই করিতে হয় না।

পদ্ধতির সামান্য একটু আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স

লিমিটেড

হেড অফিস: ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি

৪৩৮, বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। ফোন: সিঃ ৩০২০ এবং ১৪৯

মূলধন

অনুমোদিত—১,০০,০০,০০০ টাকা বিক্রীত—৩,০০,০০০ টাকা
বিলিকৃত—১০,০০,০০০ টাকা আদায়ী—৫,০০,৩৪ টাকা

সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ হইতে ১৯৪২ সনে শতকরা ৬৲ টাকা।
স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়—সুদ ত্রৈমাসিকে দেয়।
বিভিন্ন মূল্যের বাড়ী এবং জমি সর্ত্তসাপেক্ষে বিক্রয়ের
জন্য আমাদের নিকট মজুত থাকে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

ভিত্তির দৃঢ়তে

ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৬

হেড অফিস—৮০।১সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শতকরা ৬৩৲ টাকা ডিভিডেণ্ড
ক্লাশ শেয়ার হোল্ডারদের ফেরৎ
দেওয়া হইয়াছে।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ (লিমিটেড)

হেড অফিস—৩৩নং, বর্ণওয়ালা ষ্ট্রীট

আর্থিক পরিচয় (১৯৪৩)

অনুমোদিত মূলধন	১০,০০,০০০৲
আদায়ী মূলধন	৫,০০,০০০৲
ডিপজিট	১,০৭,৮৫,০০০৲
নগদ তহবিল, কোম্পানীর	
কাগজ ইত্যাদি	৬৯,১৬,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	১,১৬,৪৭,০০০৲

(১০০৲ জমা দিয়া কারেণ্ট একাউণ্ট খোলা যায় এবং চিরাচরিত হারের বাতীত চেকের টাকা আদায়-লেনা হয়।)

শাখাসমূহ—নিম্ন বাজার এজেন্সী ফেল, কলিকাতা, হাবড়া, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, আরী, সেওড়াফুলী, শেওড়া, বিষ্ণুপুর, বুড়বা।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন কলি ৩৬৬৩

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, হাবড়াবাজার, কদমতলা, বরানগর, [illegible]

শাখা ব্রাঞ্চ :—লোয়ার রোড, বালীগঞ্জ।

[illegible]হদের হার[illegible]

কারেণ্ট—১% সেভিংস—২%
ফিক্সড ডিপোজিট—৩% হইতে ৪% পর্য্যন্ত

সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা ধার দেওয়া হয় ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডাঃ অমলেন্দুবাবুর ডায়াবেটিসী, এন্ড্রুজ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

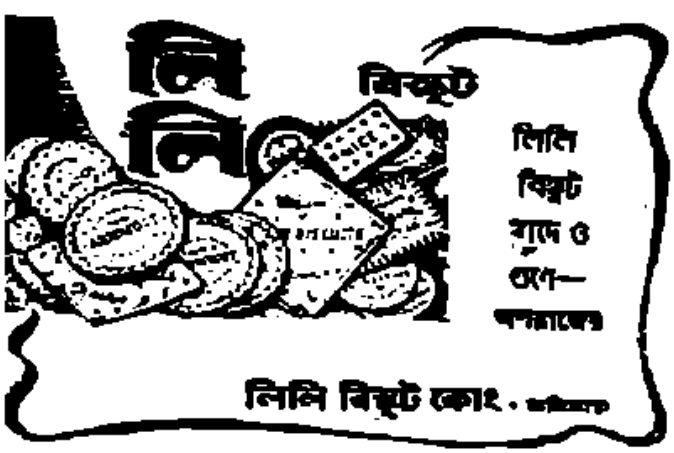

লিলি
বিস্কুট
স্বাদে ও
গুণে—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

লিলি বিস্কুট কোং [illegible]

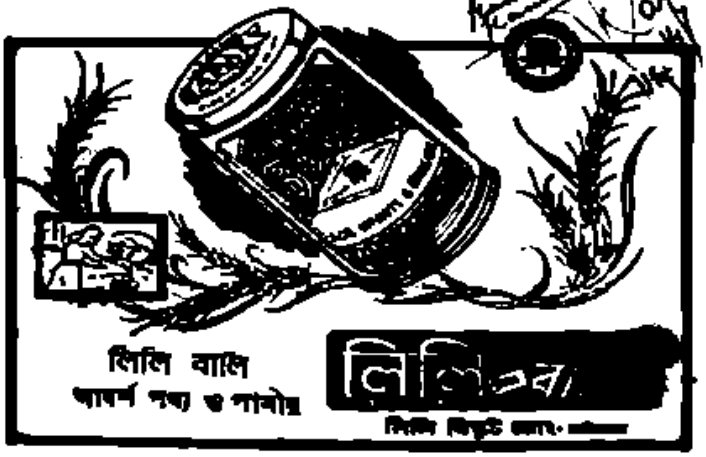

লিলি বালি
আদর্শ পথ্য ও পায়ীয়

লিলিবা

লিলি বিস্কুট কোং [illegible]

PHONE—B. B. 0352 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৸ সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ১/০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 21st August, 1944 সোমবার, ৪ই ভাদ্র, ১৩৫১ [১৭শ সংখ্যা

ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতি

গত ১২ই জুলাই তারিখ হইতে মহাত্মাজির সহিত মহম্মদ আলি জিন্নাহের যে পত্র-বিনিময় আরম্ভ হয় সংবাদপত্রের দ্বারা প্রকাশিত হইবার ফলে ভারতীয় রাজনীতিক মহলের সাধারণ মতে 'পলিটিক্স হন্টিংডন' পত্রের মি: ফেজারের মারফতে প্রকাশিত বড়াদা নাজীর প্রস্তাব সম্পর্কে মতামতের মতোজার কি তাহা জানা গিয়াছে। মহাত্মাজী বীতাজ্ঞাজির নিকট লিখিত তাঁহার ১৭ই তারিখের পত্রে এবং সাংবাদিক বৈঠকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতীয় জাতীয় জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা করে দেশীয় রাজ্যসমূহের সহিত সম্মিলন সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের একটা বুঝাপড়ার ভিত্তিতে যদি কোন ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচিত হয় তাহা হইলে বুঝাপড়ার ভারতবর্ষকে ঐ শাসনতন্ত্র স্বাধীনতা দেওয়া হইবে—কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কোন পরিবর্ত্তন করা এবং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নিকট দায়ী কোন "জাতীয় গবর্ণমেণ্ট" হস্তে যে-সাময়িক বিধানতন্ত্রের শাসনভার অর্পণ করার কথা তাঁহার পক্ষে বলা সম্ভব। কিন্তু তথাপি মহাত্মাজী ভারতবাসীর হস্তে দেশশাসন ব্যাপারে বিশ্বাসের ভরসা অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বুঝাপড়ার ভারতবাসীকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে তাহার মেয়াদ ছোট বড় সময় সম্বন্ধে, বল ও শ্রেণীর এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যার উপর নির্ভর করিবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিদেশের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এমনে কিছু মূলন কথা বলিবে যাহাতে যে প্রস্তাব রচিত হোমরুলিয়ানের ভারতে বুঝাপড়ার ফলে যে উহাদের সমর্থন করা সম্ভবপর হইবে, তাহার উপায় নাই। দেশীয় রাজ্যগুলি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছিতেই পরিচালিত হইবেন। এমন অবস্থায় দেশবাসীর সমস্ত দল ও সমস্ত দেশীয় রাজ্যের সম্মিলিত কোন শাসনতন্ত্রের সহিত হইবে না এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ানুযায়ী হস্তে কেন শাসন ব্যাপারে কোনদিন কোন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে হইবে না। সুতরাংমহাত্মাজীর প্রস্তাবের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে যদি স্বাধীনতা লাভের জন্য বৃঝাপড়ার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করা হইবে। এমন-কথাটির হাতে দেশবাসীকে কোনদিন কোন ক্ষমতা দেওয়া যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে এমন উঁহারা যে বারা দিয়া দেশশাসনে বৃটিশদের প্রাধান্য বজায় রাখার উপযোগী ক্ষমতা তাহা আগে প্রদান করিবেন।

* * *

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যা উহাদের বুঝাপড়ির প্রতিনিধি যাহারা মুখে না কেন তাহাতে ভারতবাসীর বিশ্বাসবান হইবার কথা কিন্তুই বলিয়া প্রতিপন্ন হোন করেন নাই। পৃথিবীর কোন জাতি কোনদিন রাজ হিসাবে বিদেশী শাসনের নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভ করে নাই। সমস্ত-দেশী অধিবাসক শাসনের নিকট হইতে আত্মশাসিত

সাময়িক প্রসঙ্গ

অবশ্য স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইয়াছে। ভারত-বাসীকেও তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু এমন অবস্থার সমস্ত দলের মধ্যে যা হইতে পারে তাহার প্রধান পরিপন্থী সমস্যাগুলির মধ্যে মিলন আবশ্যক। এই জন্যই মি: জিন্নাহ সহিত মহাত্মা গান্ধীর আলাপী বৈঠকের উপর আমরা এত জোর দিয়েছি। গত পরিণামে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হইবার কথা ছিল। কিন্তু মি: জিন্না অসুস্থ হইয়া পড়াতে এই বৈঠক স্থগিত আছে। আশা করা যায় যে, মি: জিন্না শুস্থ হওয়া মাত্র তাঁহার সহিত মহাত্মাজির সাক্ষাৎকার ঘটিবে। এই মিলনের ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যদি মতপার্থক্যের অবসান ঘটে তাহা হইলে অন্যান্য সম্প্রদায় ও দলকেও হিন্দু-মুসলমানের সহিত মিলিত করা সহজ হইবে। নিখিল মুসলিম লীগের অনুকরণে 'নিখিলদেশের' যে দাবী উপস্থিত করিয়াছেন মি: জিন্না তাহার মূল নীতি বীকার করিয়া লইলেও হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি 'ন্যাশনালিষ্ট' সংস্থার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা সম্বন্ধে বিরক্তিকর। উহার ভিত্তিতে যদি সম্মিলনের হিন্দু-মুসলমানদের সহিত মিলিত করা যাইতে পারে। সেইরূপ সম্মেলন যদি মুসলিমদের সাম্প্রদায়িকতার ভেটোক্ষিতার অধিকার হয় তাহা হইলে হিন্দুসভাসমূহকে সহজেই সম্মেলনে আনা সম্ভব হইবে। পরাধীন হিন্দু প্রকৃতি উহাদের সাম্প্রদায়িকতার আবরণ

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	[illegible]
সরকারী আদেশের ফলাফল	[illegible]
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর—	[illegible]
ফেডারেল প্রসঙ্গ—	[illegible]
বাজারের চলতি—	[illegible]

ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯৩১ ইং

হেড অফিস :—জয়ন্তীপুর = কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হেমন্তী" কলি

ফোন : সি, কে, ২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী—

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কিন্তু এরূপ করিলে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড সাময়িকভাবে এই ভিন্ন কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করে। তার ফেডারী সেই পরিবর্তনের ফলাফল হিসাবের প্রয়োজনীয় খাতা সঙ্গে নিশ্চিত থাকিয়া ইংলণ্ডের লোকেরা বর্তমান দুর্দিনে অত্যাবশ্যকভাবে ব্যয়ভার হ্রাসকল্পে চালাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে। যুদ্ধবিরতির ফেলনি ব্যবস্থার ফলে আহিসের আমদানী হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ডের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে কোন অভাব বা বিশৃঙ্খলা ঘটিতেই পারে নাই। তবে বিভিন্নরূপ ফলাফলের ফলে তার ফেডারী বিদেশ ব্যবসায় শৈলদেশের পরীক্ষ লোকেরা যুদ্ধের পূর্ব-সময়ের তুলনায় বর্তমানে বেশী পরিমাণে কাজ পাওয়া যাওয়ায় যথেষ্ট বেশী অর্থ উপার্জন করিতেছে। উহাদের আয়কর উন্নতি দেওয়া বিষয়ে।"

কিন্তু যাহা সম্বন্ধে বেশির ভাগ লোকের কোন সন্দেহ ও মতবিরোধ থাকিতে পারে না তাহা হইতেছে এই যে, বর্তমান অবস্থায় বিদেশ ব্যবসায় সম্বন্ধে কোন নূতন পরীক্ষা করা একেবারে অসম্ভব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও অন্যান্য বন্ধুভাবাপন্ন দেশের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করা হইতেছে তাহার কোন পরিবর্তন করা হইতেছে না। কিন্তু অন্যান্য

চুক্তিপত্র ও আইন

বর্তমানে খুব অল্পসংখ্যক লোক মালপত্রের বিনিময় আয়তনের আর্থিক প্রসার ও আধুনিক উন্নতির পথ প্রশস্ততর করিয়া রাখিয়াছে। খুব আশা করা যায় যে, এই যুগের অবসানে আন্তর্জাতিক বিনিময়ব্যবসায়ের ভিত্তি নিছক আয়তনের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে না। লোকের হাতাহাতি দখল উৎপাদন ও লোকের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ এখনো আমাদের বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যে আশা আমরা নিশ্চয়ই করিতে পারি তাহা এখনো হয় নাই। পারস্পরিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে-ক্ষেত্রের ভিতরে কোন কোন দিক দিয়া উন্নতির পথ যে প্রশস্ততর না হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু দুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের সে উন্নতি নিতান্ত সামান্য বলিয়াই মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৩৩ সালে যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হইত ১৯৩৩ সালে সে তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশী পণ্য উৎপন্ন হইয়াছে। মাথাপিছু তুলনাই ও ব্যাপারটা ঐ সময়ের মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ১২০ ভাগ ও ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ যুদ্ধের এই ৬ বৎসরে শতকরা ২৫ ভাগের বেশী বাড়ে নাই। পণ্য উৎপাদনের দিক দিয়া যেমন আমাদের আয় বৃদ্ধির দিক দিয়াও আমাদের সেইরূপ কম অগ্রগতিই প্রকাশ করা যাইতেছে। যুদ্ধ ১৯৩৯ সালে ইংলণ্ডের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৮০ কোটি পাউণ্ড। ১৯৪৩ সালে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৮১৭ কোটি পাউণ্ড ইহাদাঁড়াইয়াছে। ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় ৪০০ কোটি ডলার ও ৭ হাজার ৪১০ কোটি ডলার হইতে ঐ সময় মধ্যে যথাক্রমে ৬০০ কোটি ডলার ও ১৫২ হাজার ৭০০ কোটি ডলারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ পূর্বে ছিল যেখানে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, বর্তমানে তাহা সেখানে বড় জোর ৩ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পণ্য উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির দিক দিয়া ভারতের এই অল্পবৃদ্ধি যুদ্ধের সময়ে এদেশের লোকের নিতান্ত দুঃখ-দুর্দশার জন্যই উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে সামরিক প্রয়োজন বশে দেশে বিভিন্নপ্রকার চাহিদা অন্যান্য পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের অভাবে বিদেশ হইতে তাহা আমদানী করা যাইতেছে না। দেশের নিজস্ব উৎপাদনও পূর্বের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগের বেশী বাড়িতে পারে নাই। বিভিন্নপ্রকারের কর যোগানের জন্য গবর্নমেণ্ট ও জনসাধারণের নিকর আয় দিন দিন অত্যন্ত দ্রুত হইয়াছে। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হওয়ায় মাথাপিছু খরচ আগে যেখানে লোকেই প্রয়োজনীয় পরিমাণে তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। ফলে আমাদিগকে নিতান্ত দুঃখ-দুর্দশার দিনের দিন কাটাইতে হইতেছে। মামুলি অল্পেই তৃপ্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের গবর্নমেণ্টই পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে বেশী রকম জোর দিতেছেন। আনুষঙ্গিক চাহিদা পরিপূরণ করিতে গিয়া দেশসমূহের চাহিদা মিটাইতে তাঁহারা মোটা-মুটি কোন ত্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু ভারতের বড় সরকারীর দেশে গবর্নমেণ্টের সে অভিজ্ঞতালাভের সম্ভাবনা নাই। কাজেই এই দুর্ভোগের কোন প্রতিকার আশা করা বৃথা।

ভারতীয় রেলওয়ের মূলধনের উন্নতির পরিকল্পনা

ভারত সরকারের রেলওয়ে মেম্বারের সাম্প্রতিক সময় আমাদিগকে নিজ রেলওয়ে মেম্বারের মূলধনের উন্নতি সম্পর্কে সম্প্রতি একটী পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় মূলধন গড় ৪ হাজার মাইল নূতন রেলপথ গঠন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ২ হাজার ৫০০ মাইল রেলপথ প্রথম ৭ বৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন করা হইবে। রেলের ইঞ্জিন ও গুদামের প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া রেলের সমস্ত আয়তনী ক্ষমতার বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা মূল করিবার জন্য উপযুক্তসংখ্যক কারখানার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই কারখানা গুলিতে ৮০টী ইঞ্জিন ও ১০টী গুদামের বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া উহা পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে। আর একটীর বলিয়াছেন, চাঁদা আদায়ের আরও ১০০ গুদাম ও ইঞ্জিন তৈয়ার সম্পর্কে পরবর্তীকালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের সহিত আলোচনা চালাইয়াছেন। এসম্পর্কে তাঁহার আরও একটী কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণের বলিয়াছেন। উপরোক্ত পরিকল্পনার মূলের সঙ্গে কৃষীয় রেলীর ব্যবস্থার সুবিধা বিস্তার সম্পর্কেও কয়েক দফা প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। মাটীতে উঠা ও মাটী হইতে নামার সুবিধার জন্য যাত্রীদের আসে ছাউনের উঁচু করা হইবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা বাড়ানো হইবে, টিকিট পাওয়া সম্পর্কে সুব্যবস্থা করা হইবে, যাত্রীদের জন্য ভাল বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করা হইবে। অতিরিক্ত মাটীতে বসিবার স্থান সম্পর্কে ভাল প্রস্তাব উহাতে দাবদ্ধ করা হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিভিন্ন এই প্রস্তাব উহা বিবিধব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার জন্য উক্ত পরিকল্পনার মূলের পর প্রথম ৭ বৎসরে ৪৫ কোটী টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আনুষঙ্গিক রেলের উন্নতি সম্পর্কে সমস্ত পরিকল্পনাটী আগামী ৩৫ বৎসরে মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ৩১৯ কোটী টাকা।

আমাদের আজও রেলওয়ের হিসেব কিছু প্রকাশ করিতে হয় নাই। বার্ষিক বাজেট ইষ্টিমেটের রেলমন্ত্রীর মোটা আয়তন ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গমাইল। এই আয়তনের ভিতর মোট ১ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল রেলপথ রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের আয়তন ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গ মাইল হইলেও এদেশে রেলপথের পরিমাণ পরিধি মাত্র ৫১ হাজার মাইল। রেলের প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন ও গুদাম প্রভৃতি এদেশে তৈয়ারের ব্যবস্থার না থাকায় রেলমন্ত্রীর উক্তি সম্পর্কে এদেশে একটী তুলকালাম বাধিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ইঞ্জিন প্রভৃতির বরাত খুব বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও যে কারণে তাহা রীতিমত সাপ্লাই করা যাইতেছে না। এদেশে রেল চলাচল সম্পর্কে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অভাব-অভিযোগের শেষ নাই। নানা অসুবিধা ও দুঃখকষ্টের জন্য রেলি জনসাধারণের পক্ষে রেলে ১৯৩৮ সালের পূর্বেই সর্বাধিক হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধের সময় অসুবিধা ও দুঃখকষ্টের মাত্রা বাড়িয়া আজ তাহা রীতিমত অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় রেলওয়ে মেম্বারের মুখে আর অতীতের দিন ভারতীয় রেলওয়ের উন্নতি সম্পর্কে যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা আমরা খুব সময়োচিত ও সময় বলিয়াই মনে করি।

যান সার্কিসে নজরকারী কর্তৃত্ব

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে যে অসংখ্য যান সার্কিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার অনেক অধিকাংশ যান সার্কিসই বে-সরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত ও পরিচালিত। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভের পরে স্থানে স্থানে বহু সংখ্যক নূতন যান্ত্রী বিভিন্ন হইয়াছে এবং যুদ্ধাবসানে আবার সরকার হইতে যাত্রীর প্রত্যাবর্তনের জন্য সরকার কোটী টাকার ব্যয় করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। এখন আমরা যুদ্ধের পরে যখন মোটর যান সরঞ্জাম করিতে হইবে তখন সেই সাইকেল হইবে না তখন হইবে বে-সরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপরেই আবার সমস্ত যান সার্কিস প্রবর্তিত হইবে আশা করা যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে গাড়োয়ানের 'ট্রি বিউন' পথ সমস্যা বিবেচনের যে সময় সময় যান সার্কিস সম্পর্কে কয়েকটি আইনী সরকারী ক্ষমতাসমূহ আইন সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই আমরা সরকারের এখন হইতে ছোট-ছোট আইন করিতেছি। প্রকাশ যে, যুদ্ধের পরে রেলের সমস্ত যান সার্কিস বিভিন্নের বেসরকারী মালিকদের পরিচালনা করা হইবে এবং প্রত্যেক সার্কিসের দরিদ্রি সরকারী রেলপথের প্রত্যেক বেসরকারী সমস্যা বাহির করার অধিকার দেওয়া হইবে। অবশ্য প্রত্যেক বেসরকারী পরিচালনা ব্যাপারে রেলপথগুলিই এবং রেল সংযুক্ত সরকারী রেলপথগুলিই নজরকারী হইবে। ভারতীয় যান সার্কিসে এই ভাবে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মূলনীতির আমরা বিরোধী নহে। বরং রেলের সর্বত্র একমাত্র সরকারী মূলধনে ও সরকারী পরিচালনায় বড় যান সার্কিস প্রবর্তিত না হওয়া হইলে আমরা আরও ভাল বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু এদেশে যে শ্রেণীর আর্থিক ও অন্যান্য শক্তির দ্বারা রাজধানী পরিচালিত হইয়া থাকে তাহাদের যান সার্কিসে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে যানযাত্রীদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। যাত্রীদের অভিজ্ঞতা হইতে উহাই আশঙ্কা হয় যে, যান সার্কিসে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের যাতায়াত সরকারী রেলপথগুলির সাহায্য অন্য সময় বাধিবার জন্য রেলে যান সার্কিসের প্রসারে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে। এখন আমরা যত দিন পর্যন্ত রেলওয়ের বিভাগসমূহ, কার্যালয় ও লভ্যাংশের ব্যক্তিদের উপর রেলের সাধারণের অর্থিক না হয় ততদিন পর্যন্ত যান সার্কিসের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কর্তৃত্বের ভার বে-সরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর ছাড়া দেওয়াই আমরা পক্ষপাতী।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা

ভারতবর্ষে অস্বাভাবিক ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের উপর কি প্রকার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহাদের আলোচনা করিয়া প্রতিকারমূলক নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রিতীর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া একটী কমিশন গঠন করিবার জন্য সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ বি পি ছাইকার একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সম্প্রতি খুব ৫০ লক্ষ করিয়া জনসংখ্যা বাড়িতেছে—কিন্তু দেশে এই আনুপাতে খাদ্য, পরিধেয় ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি তথায় অল্পের মূল্যের দুর্ভোগ-দুর্দিন খাদ্য সত্ত্বেও তাহার কোন রোধ হইতেছে না। ফলে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দেশবাসীর অতি নিম্ন স্তরের জীবনযাত্রার মানের কমিবার দিকে গতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই কারণে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্যা সমস্ত পৃথিবীর সমস্যা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্যা সমস্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা একটী সমস্যা হইলেও ভারতের দেশে এখন আর উহার একটী সমস্যা বলিয়া মনে করা যায় না। বাস্তবিক বৃদ্ধিলেও ও অন্যান্য সমস্যের তুলনায় এখন বর্তমানের ভারতের সমস্যা ও পরিমাণের অস্বাভাবিক মূল্য বাড়ার দরুণ বাড়ী ৩৪ কোটী লোকের অধিক পরিমাণে বাড়ি ভিন্ন ভিন্ন কারণে মৃত্যুর হারে উন্নতি হইয়াছে। উহাদের জন্য আরও অন্যূন ১ কোটী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। বাকী যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা পরিবর্তিত অবিধা ভারতবাসীদের ও অন্যান্য যোদ্ধাদের ফলে এত দুর্বল হইবে যে তাহাদের সন্তান উৎপাদনের বা সন্তান রাখিবার ক্ষেত্রে তাহারা অক্ষম হইবে। ইতিমধ্যেই বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার আদম সুমারীর বৃদ্ধির সংখ্যা বেশী হইয়াছে। অবিলম্বে আবার আদম সুমারী হইলে বাঙ্গালায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া খুব বাড়ুক ইহা আমরা মনে করি না। ভারতবর্ষের জন্য এখন হইতে আমাদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করা প্রয়োজন। উহার মধ্যে ২ হাজার ৫০০ মাইল নূতন রেলপথ গঠন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ২ হাজার ৫০০ মাইল রেলপথ প্রথম ৭ বৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন করা হইবে। রেলের ইঞ্জিন ও গুদামের প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া রেলের সমস্ত আয়তনী ক্ষমতার বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা মূল করিবার জন্য উপযুক্তসংখ্যক কারখানার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই কারখানা গুলিতে ৮০টী ইঞ্জিন ও ১০টী গুদামের বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া উহা পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে। আর একটীর বলিয়াছেন, চাঁদা আদায়ের আরও ১০০ গুদাম ও ইঞ্জিন তৈয়ার সম্পর্কে পরবর্তীকালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের সহিত আলোচনা চালাইয়াছেন। এসম্পর্কে তাঁহার আরও একটী কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণের বলিয়াছেন। উপরোক্ত পরিকল্পনার মূলের সঙ্গে কৃষীয় রেলীর ব্যবস্থার সুবিধা বিস্তার সম্পর্কেও কয়েক দফা প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। মাটীতে উঠা ও মাটী হইতে নামার সুবিধার জন্য যাত্রীদের আসে ছাউনের উঁচু করা হইবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা বাড়ানো হইবে, টিকিট পাওয়া সম্পর্কে সুব্যবস্থা করা হইবে, যাত্রীদের জন্য ভাল বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করা হইবে। অতিরিক্ত মাটীতে বসিবার স্থান সম্পর্কে ভাল প্রস্তাব উহাতে দাবদ্ধ করা হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিভিন্ন এই প্রস্তাব উহা বিবিধব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার জন্য উক্ত পরিকল্পনার মূলের পর প্রথম ৭ বৎসরে ৪৫ কোটী টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আনুষঙ্গিক রেলের উন্নতি সম্পর্কে সমস্ত পরিকল্পনাটী আগামী ৩৫ বৎসরে মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ৩১৯ কোটী টাকা।

ভারতবর্ষে আজও রেলওয়ের হিসেব কিছু প্রকাশ করিতে হয় নাই। বার্ষিক বাজেট ইষ্টিমেটের রেলমন্ত্রীর মোটা আয়তন ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গমাইল। এই আয়তনের ভিতর মোট ১ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল রেলপথ রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের আয়তন ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গ মাইল হইলেও এদেশে রেলপথের পরিমাণ পরিধি মাত্র ৫১ হাজার মাইল। রেলের প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন ও গুদাম প্রভৃতি এদেশে তৈয়ারের ব্যবস্থার না থাকায় রেলমন্ত্রীর উক্তি সম্পর্কে এদেশে একটী তুলকালাম বাধিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ইঞ্জিন প্রভৃতির বরাত খুব বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও যে কারণে তাহা রীতিমত সাপ্লাই করা যাইতেছে না। এদেশে রেল চলাচল সম্পর্কে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অভাব-অভিযোগের শেষ নাই। নানা অসুবিধা ও দুঃখকষ্টের জন্য রেলি জনসাধারণের পক্ষে রেলে ১৯৩৮ সালের পূর্বেই সর্বাধিক হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধের সময় অসুবিধা ও দুঃখকষ্টের মাত্রা বাড়িয়া আজ তাহা রীতিমত অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় রেলওয়ে মেম্বারের মুখে আর অতীতের দিন ভারতীয় রেলওয়ের উন্নতি সম্পর্কে যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা আমরা খুব সময়োচিত ও সময় বলিয়াই মনে করি।

যান সার্কিসে নজরকারী কর্তৃত্ব

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে যে অসংখ্য যান সার্কিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার অনেক অধিকাংশ যান সার্কিসই বে-সরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত ও পরিচালিত। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভের পরে স্থানে স্থানে বহু সংখ্যক নূতন যান্ত্রী বিভিন্ন হইয়াছে এবং যুদ্ধাবসানে আবার সরকার হইতে যাত্রীর প্রত্যাবর্তনের জন্য সরকার কোটী টাকার ব্যয় করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। এখন আমরা যুদ্ধের পরে যখন মোটর যান সরঞ্জাম করিতে হইবে তখন সেই সাইকেল হইবে না তখন হইবে বে-সরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপরেই আবার সমস্ত যান সার্কিস প্রবর্তিত হইবে আশা করা যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে গাড়োয়ানের 'ট্রি বিউন' পথ সমস্যা বিবেচনের যে সময় সময় যান সার্কিস সম্পর্কে কয়েকটি আইনী সরকারী ক্ষমতাসমূহ আইন সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই আমরা সরকারের এখন হইতে ছোট-ছোট আইন করিতেছি। প্রকাশ যে, যুদ্ধের পরে রেলের সমস্ত যান সার্কিস বিভিন্নের বেসরকারী মালিকদের পরিচালনা করা হইবে এবং প্রত্যেক সার্কিসের দরিদ্রি সরকারী রেলপথের প্রত্যেক বেসরকারী সমস্যা বাহির করার অধিকার দেওয়া হইবে। অবশ্য প্রত্যেক বেসরকারী পরিচালনা ব্যাপারে রেলপথগুলিই এবং রেল সংযুক্ত সরকারী রেলপথগুলিই নজরকারী হইবে। ভারতীয় যান সার্কিসে এই ভাবে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মূলনীতির আমরা বিরোধী নহে। বরং রেলের সর্বত্র একমাত্র সরকারী মূলধনে ও সরকারী পরিচালনায় বড় যান সার্কিস প্রবর্তিত না হওয়া হইলে আমরা আরও ভাল বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু এদেশে যে শ্রেণীর আর্থিক ও অন্যান্য শক্তির দ্বারা রাজধানী পরিচালিত হইয়া থাকে তাহাদের যান সার্কিসে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে যানযাত্রীদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। যাত্রীদের অভিজ্ঞতা হইতে উহাই আশঙ্কা হয় যে, যান সার্কিসে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের যাতায়াত সরকারী রেলপথগুলির সাহায্য অন্য সময় বাধিবার জন্য রেলে যান সার্কিসের প্রসারে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে। এখন আমরা যত দিন পর্যন্ত রেলওয়ের বিভাগসমূহ, কার্যালয় ও লভ্যাংশের ব্যক্তিদের উপর রেলের সাধারণের অর্থিক না হয় ততদিন পর্যন্ত যান সার্কিসের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কর্তৃত্বের ভার বে-সরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর ছাড়া দেওয়াই আমরা পক্ষপাতী।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা

ভারতবর্ষে অস্বাভাবিক ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের উপর কি প্রকার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহাদের আলোচনা করিয়া প্রতিকারমূলক নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রিতীর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া একটী কমিশন গঠন করিবার জন্য সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ বি পি ছাইকার একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সম্প্রতি খুব ৫০ লক্ষ করিয়া জনসংখ্যা বাড়িতেছে—কিন্তু দেশে এই আনুপাতে খাদ্য, পরিধেয় ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি তথায় অল্পের মূল্যের দুর্ভোগ-দুর্দিন খাদ্য সত্ত্বেও তাহার কোন রোধ হইতেছে না। ফলে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দেশবাসীর অতি নিম্ন স্তরের জীবনযাত্রার মানের কমিবার দিকে গতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই কারণে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্যা সমস্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা একটী সমস্যা হইলেও ভারতের দেশে এখন আর উহার একটী সমস্যা বলিয়া মনে করা যায় না। বাস্তবিক বৃদ্ধিলেও ও অন্যান্য সমস্যের তুলনায় এখন বর্তমানের ভারতের সমস্যা ও পরিমাণের অস্বাভাবিক মূল্য বাড়ার দরুণ বাড়ী ৩৪ কোটী লোকের অধিক পরিমাণে বাড়ি ভিন্ন ভিন্ন কারণে মৃত্যুর হারে উন্নতি হইয়াছে। উহাদের জন্য আরও অন্যূন ১ কোটী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। বাকী যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা পরিবর্তিত অবিধা ভারতবাসীদের ও অন্যান্য যোদ্ধাদের ফলে এত দুর্বল হইবে যে তাহাদের সন্তান উৎপাদনের বা সন্তান রাখিবার ক্ষেত্রে তাহারা অক্ষম হইবে। ইতিমধ্যেই বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার আদম সুমারীর বৃদ্ধির সংখ্যা বেশী হইয়াছে। অবিলম্বে আবার আদম সুমারী হইলে বাঙ্গালায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া খুব বাড়ুক ইহা আমরা মনে করি না। ভারতবর্ষের জন্য এখন হইতে আমাদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করা প্রয়োজন। উহার মধ্যে ২ হাজার ৫০০ মাইল নূতন রেলপথ গঠন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ২ হাজার ৫০০ মাইল রেলপথ প্রথম ৭ বৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন করা হইবে। রেলের ইঞ্জিন ও গুদামের প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া রেলের সমস্ত আয়তনী ক্ষমতার বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা মূল করিবার জন্য উপযুক্তসংখ্যক কারখানার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই কারখানা গুলিতে ৮০টী ইঞ্জিন ও ১০টী গুদামের বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া উহা পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে। আর একটীর বলিয়াছেন, চাঁদা আদায়ের আরও ১০০ গুদাম ও ইঞ্জিন তৈয়ার সম্পর্কে পরবর্তীকালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের সহিত আলোচনা চালাইয়াছেন। এসম্পর্কে তাঁহার আরও একটী কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণের বলিয়াছেন। উপরোক্ত পরিকল্পনার মূলের সঙ্গে কৃষীয় রেলীর ব্যবস্থার সুবিধা বিস্তার সম্পর্কেও কয়েক দফা প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। মাটীতে উঠা ও মাটী হইতে নামার সুবিধার জন্য যাত্রীদের আসে ছাউনের উঁচু করা হইবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা বাড়ানো হইবে, টিকিট পাওয়া সম্পর্কে সুব্যবস্থা করা হইবে, যাত্রীদের জন্য ভাল বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করা হইবে। অতিরিক্ত মাটীতে বসিবার স্থান সম্পর্কে ভাল প্রস্তাব উহাতে দাবদ্ধ করা হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিভিন্ন এই প্রস্তাব উহা বিবিধব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার জন্য উক্ত পরিকল্পনার মূলের পর প্রথম ৭ বৎসরে ৪৫ কোটী টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আনুষঙ্গিক রেলের উন্নতি সম্পর্কে সমস্ত পরিকল্পনাটী আগামী ৩৫ বৎসরে মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ৩১৯ কোটী টাকা।

বাঙ্গলায় কাপড়ের দুর্ভিক্ষ

অর্থনীতি বিজ্ঞানের পরিভাষায় আমদানী রপ্তানীর তুলনায় যখন দেশে কাপড়ের বস্ত্র পূর্ব্বের তুলনায় কিছু অধিক আসিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধ আজ তীব্রতর হইয়া দেখা দিয়াছে। বোম্বাই ও দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য সংবাদে কাপড়ের কল পরিচয় উঠিয়াছে। সেই সব কলের উৎপাদন দ্বারা স্থানীয় অভাব পরিপূরণের একটা স্বাভাবিক সুযোগ হইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের তরফগুলিতে আজও উপযুক্ত পরিমাণ কাপড় প্রস্তুত হয় না। ফলে বিদ্যাসাগরমহাশয় কাপড়ের ঠিক কিনা বাঙ্গলার মোকদ্দিগকে বেশী পরিমাণে অন্যান্য প্রদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই দুরবস্থা অনুধাবন করিয়া বস্ত্রের সমস্যে ব্যবসায়ের সভ্য ও ডেলিগেশনের কার্যবাহি প্রভৃতি বিনিময় এসম্বন্ধে কাপড়ের সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গলার হাই-বাজারে বিদ্যাসাগরমহাশয় অন্তর যোগান করিয়া আজ শেষ স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পরিমাণের চাহিদারও পাঁচ লক্ষ বোঝা কাপড় আসিয়া করিয়া রেলগাড়ি তুলিয়া দেওয়া তাহাদের চাহিদারও দুই তিন বোঝা কাপড় এখন আর অন্যের মাধ্যমেই আসিয়া করিয়া পারিতেছেন না। যিনি কাপড় বাজার হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। বোঝা কাপড়ের বস্ত্র যোগান দেওয়া মোকদ্দীরা কোন মতে আমদানী চালু রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি ঢাকে ব্যবসায়ের অবস্থা আরও ভয়াবহ, সেখানে দেশী বস্ত্র বিনা লাভালাভ বোঝা কাপড় সূক্ষ্মে করিয়েও মোকদ্দে অংশী দেন পাইতে হইতেছে। বাঙ্গালীর বস্ত্র সমস্যার সমাধান আজ বিদেশীদের। সুতা-উৎপাদনে সমস্ত সূক্ষ্ম বস্ত্র তন্তু ও পরিধানের রীতি এদেশে অজ্ঞাত হইতে চলিয়াছে। এই অবস্থার দেশে বর্ত্তমান কাপড়ের দুরবস্থা দেখিয়া আমরা দেশী বস্ত্রের দুশ্চিন্তা ও অসন্তুষ্টি ভোগ করিতেছি। এই সময়ে বাঙ্গলার টেক্সটাইল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশনের কর্মিগণ ডেপুটেশন-সহ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় এণ্ড সমস্যার অন্তরে ঠিক দিয়া অধিকারে বাঙ্গলার মোকদ্দের অধিকতর দুর্গতির যে সম্ভাবনা ব্যক্ত করিয়াছেন আমাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা তদ্বারে পৌঁছিয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে লোকের বাষিক্যিক গড়ে বৎসরে ১৫ গজ বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বিদেশ হইতে ভারতে অন্তর আমদানী বস্ত্র হ্রাসের এখনে সেই পরিমাণ বস্ত্র লাভালাভে সরবরাহ করা সম্ভবপর নহে বলিয়া বর্ত্তমানে অভিজ্ঞ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বর্ত্তমান অবস্থায় লোকের বাষিক্যিক গড়ের পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় এক-চতুর্থাংশে হ্রাস করা সম্ভব। সেই বাবদ অনুসারে বাষিক্যিক গড়ে ১২ গজ বস্ত্র ধরিয়া বিভিন্ন প্রদেশের জন্য বর্ত্তমানে তাঁহারা বস্ত্র সরবরাহের পরিমাণও স্থির করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার বাঙ্গলা ও আসামকে একটী স্বেচ্ছা বিভাগে গ্রহণ করিয়া ঐ স্বেচ্ছার লোকদের জন্য বৎসরে ১৩ কোটী ১০ লক্ষ গজ বস্ত্র সরবরাহের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলার বিদ্যমানের বৎসরে ২২ কোটী গজ বস্ত্র প্রয়োজন হয়। তাহা ছাড়া আসাম ও আসামের ৩৫ লক্ষ অধিবাসীদের সমসাময়ী অবস্থা অনুসারে বৎসরে ১৪ কোটী ৫০ লক্ষ গজ ও ৩ কোটী গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকল দিক দিয়া আসাম ও বাঙ্গলার মোট উৎপাদন এখনে ৪০ কোটী ৫০ লক্ষ গজ। বাষিক্যিক ১২ গজ হিসাবে ঐ অঞ্চলের জন্য বৎসরে আবশ্যক ৫২ কোটী ৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রয়োজন। সেই পরিমাণ বস্ত্র বর্ত্তমানে আদৌ প্রয়োজন হইতে সরবরাহ করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। দুনিয়ার অন্যান্য দেশে লোকের বাষিক্যিক গড়ে ৩৫ গজের বেশী বস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতে লোকের বাষিক্যিক মাত্র ১৬ গজ বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে যুদ্ধের অজুহাত দেখাইয়া তাহা এক-চতুর্থাংশে পরিণামে হ্রাস করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ দেশের বস্ত্র লোকদের অর্থনৈতিক বাবিধার প্রভাব ছাড়া আর কিছু নহে। বাঙ্গলা ও আসামের জন্য এইভাবে বস্ত্রের কোটা বাঁধিয়া দেওয়াতে আমাদের মধ্যে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে। এখনও আমরা জানিনা বিশেষ কোন বাধির হইয়াছে যে, বাষিক্যিক গড়ে ১২ গজ বস্ত্র ধরিয়া ঐ অঞ্চলের জন্য যে পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ করা হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে বর্ত্তমানে সেই পরিমাণ বস্ত্রও কার্য্যতঃ সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না। শ্রীযুক্ত সুরেশবাবু রায় বলিয়াছেন, "১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত যেসব ব্যক্তি বিদেশের ব্যবসায়ে নিযুক্তিত ছিল বর্ত্তমানে সেসব কল-মালিকদিগকে তবু তাহাদের বহু-কষ্টেই বিদেশ অঞ্চলে কাপড় যোগাইবার আদেশ দিয়াছেন। বাঙ্গলা ও আসামে কাপড়ের যে ঘাটতি রহিয়াছে এই ব্যবস্থায় তাহার অর্দ্ধেকও পরিপূরিত হইবেনা।" অর্থাৎ বাষিক্যিক ১২ গজ কাপড় ধরিয়া বাঙ্গলা ও আসামের জন্য যে ২২ কোটী ৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র অন্যান্য প্রদেশ হইতে সরবরাহ করা প্রয়োজন বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহার অর্দ্ধেকও পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ বাষিক্যিক ১২ গজ কাপড় ধরিয়া বাঙ্গলা ও আসামের জন্য যে ২২ কোটী ৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র অন্যান্য প্রদেশ হইতে সরবরাহ করা প্রয়োজন বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহার অর্দ্ধেকও পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ বাষিক্যিক ১২ গজ কাপড় ধরিয়া বাঙ্গলা ও আসামের জন্য যে ২২ কোটী ৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র অন্যান্য প্রদেশ হইতে সরবরাহ করা প্রয়োজন বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহার অর্দ্ধেকও পরিপূরিত হইবেনা।"

কিছু পরিমাণ কাপড় পাওয়া যাইতেছে, এবং কি মেলাল, সিমিত ও কিনকে ছাড়ানো হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময়ে বাজনা ও আসামে আজ অনৈতিক আমদানী করা হইয়াছে। এই নৈতিকারিগী আইনের নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ে বাজনা হইতে বহু বহু জব্য করিয়েছে। যুদ্ধের সময়ে কাপড়ের প্রয়োজনের বিষয় বহু জব্য করা হইতেছে। এই ভাবে বাজনা ও আসাম অঞ্চলে অন্যের ছাড়িয়া পূর্বের তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড সেই বর্ধিত চাহিদার কথা কখনও বিবেচনা করেন নাই। বাজনা ও আসাম অঞ্চলের লোকের জনসংখ্যার অনুপাতে মাথাপিছু ১২ গজ ধরিয়া প্রয়োজনীয় অঙ্কের একটা পরিমাণ ধার্য করা হইয়াছে। এতদঞ্চলের বিগত উৎপাদন বাদ দিয়া ঐ হিসাব অনুযায়ী বাকী যে পরিমাণ বস্ত্র প্রয়োজন তাহারা শুধু সেই পরিমাণ বস্ত্রই আজ এতদিন হইতে পাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় যে বাজনার অভাব মেটেই মিটিবেনা না সে বিষয়ে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। টেক্সটাইল বোর্ডের কিছুটা বাজনার অভাব-অভিযোগের কথা উত্থাপন করা হইলে কিছু দিন পূর্বে উহার সভাপতি মিঃ ডেভাল থাকারে বোধহয় করিয়াছিলেন যে, অন্যান্য স্থান হইতে এই প্রদেশে পর্যাপ্ত কাপড় প্রেরণ করা হইতেছে। কাপড়ের যোগানের অভাবে অসুবিধার তাঁহার দুঃখপ্রকাশ করা যায় নাই। সে দুঃখপ্রকাশ করা দিয়াছে বহু কঠিন সম্পর্কে এই প্রদেশের আজকার ভাই-বিস্তারিত ভাত। বাজনার কাপড়ের যোগান সম্পর্কে মিঃ থাকারের এই উক্তির বিরুদ্ধে আমরা তখন প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু সে উক্তি যে কতদূর প্রমাদপূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইবে তখন আমরা তাহা আমরা তখন বুঝিতে পারি নাই। বাজনার টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় সম্প্রতি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে আজ আমরা তাহাদেরই মন্তব্য পরিচয়াছে। বাজনা ও আসামের বর্ধিত চাহিদা মিটান দূরের কথা এখন অনসংখ্যার মাথাপিছু ১২ গজ বস্ত্র বরাদ্দ ধরিয়া এই অঞ্চলের জন্য যে পরিমাণ বস্ত্র প্রয়োজন সে পরিমাণ বস্ত্রও টেক্সটাইল বোর্ড সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না।

তবে বস্ত্র বণ্টন সম্পর্কে আজকালকার কন্ট্রোল ব্যবস্থার ফলে যে ব্যাপারে উহার দুঃখপ্রদান করিয়া যাইতেছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এদিক দিয়া মিঃ থাকারের অভাব মেটেই মিটিবীন নহে। বাজনার বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা লাভ করিতে হইলে এ বিষয়ে প্রতিকারের উপায় দেখিতেই হইবে। গত ১৯৪০ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সময় ব্যাপারী বস্ত্র ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল বর্তমানে তাহাদিগের ব্যবসায়ের বিলগুলি হইতে বাজারে বস্ত্র চাহিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় এ অঞ্চলের অনেক কাপড় ব্যবসায়ী বর্তমানে তাহাদের কারবারের বন্ধ হইতে বসিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহা ছাড়া কাপড় বিক্রয় সম্পর্কে লাইসেন্স দেওয়ার বর্তমান রীতি ও ব্যবসায়ীদের অসুবিধাজনক। বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণের কার্যকরীতি অঞ্চলের অঞ্চলে বস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে একটা নিরাকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছে। লাইসেন্সদার পাইকারী ব্যবসায়ীরা যে কাপড় দিন হইতে একশত টাকার বেশি ক্রয় করিলে সে তাহারই মূলধন ব্যবসায়ীদের নিকট একশত বস্ত্র টাকার বিক্রয় করিবে এবং পরে উহাদের নিকট হইতে অনধিকার একশত দুই টাকার কাপড় পাইবে। এই সরকারী ব্যবস্থায় মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদের পক্ষে কাপড় ক্রয় ও বিক্রয়ের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ ঘটিয়াছে। মফঃস্বলের অনেক পাইকারী ব্যবসায়ীদের সহিত দিল্লীবাসিকদের কারবার যোগাযোগ নাই। ইহারা সরল অঞ্চলের পাইকারদের নিকট হইতে মাল কিনিয়া পরে মূলধন ব্যবসায়ীদের মারফতে তারা প্রয়োজনে সরবরাহ করিত। লাইসেন্সদার পাইকারী ব্যবসায়ীরা মূলধন ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কোন পাইকারের নিকট মাল বিক্রয় করিতে পারে না। ফলে মফঃস্বলের ঐসব পাইকারদের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ কাপড় সরবরাহ করা আজ একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মূলধনের হার কঠোরভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়াও এইভাবে অনেক ছোট মূলধন পাওয়া অঞ্চলে কাপড় ব্যবসার পথ বন্ধ হইয়াছে। উপরোক্ত ত্রুটিগুলির অনেক স্থলেই আজ ব্যবসায়ীরা দেখা দিয়াছে। সহজভাবে কাপড় সরবরাহের পথ সুগম করার জন্য মফঃস্বলের ব্যবসায়ের বেশী করে কাপড় বিক্রয়ের ক্ষেত্রবাড়ানো উচিত। এই প্রকার অসুবিধা ও দুর্নীতির প্রতিকার করিতে হইলে অচিরে একটী সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়া বর্তমানের সঙ্গে কাপড় ব্যবসা করা দরকার। আশা করি কাপড়ের উপযুক্তভাবে যোগানের অভাবই সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশার ও বিশৃঙ্খলার মূল কারণ বলিয়া আমরা মনে করি।

স্থাপিত—১৯২০

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেভিংস একাউণ্ট

এই দুর্মূল্য ও অনটনের দিনে আপনি এক টাকা নিয়মিত জমে আশ্চর্যজনক অর্থিক সুবিধা আদায় করিতে পারেন। পাঁচ টাকায় একটী একাউণ্ট খুলে মোটা রকমের সুদ ভোগ করুন। চেকে টাকা তোলা যায়।

ফোন ১, কলিঃ ২২৪৮

মিঃ এস্ বিশ্বাস—ম্যানেজার

শাখা :—শ্যামবাজার ও ময়মনসিংহ

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে বিপ্লবাত্মক প্রতি বৎসরই এক একটী গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৩ সালের যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সর্বনাশা পরিস্থিতিতেও ইহার অক্ষুণ্ণ সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সচ্ছলতার সাক্ষ্যস্বরূপ, বীমাদাতাদের বিশ্বাসরক্ষা, পরিচালনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট প্রতিশ্রুত বীমা ২৩ কোটী ৮২ লক্ষ টাকার উপর

বীমা তহবিল— ৪ ,, ৪২ ,, ,,

রিজিয়ারভের আয়—১ ,, ১২ ,, ,, ,,

মোট সম্পদ— ৫ প্রায় ৬ কোটী টাকা

বার্ষিক বোনাস (১৯৩৭-৪০) তিন কোটী টাকার উপর

নূতন বীমা (১৯৪৩) ৪ কোটী ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড,

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

হেড অফিস—
১৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রাম—
সেবেন্ট

ফোন—
ক্যাল—২৪৪৮

কার্য্যকরী মূলধন

৮০,০০,০০০৲

আশি লক্ষ টাকার উপর

—৩৬টী—

শাখা অফিস—ভারতের ৭টী প্রদেশে
মূলধনের সহিত কাজ করিতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীদিবারণচন্দ্র বসু, এম-এ, বি-এল

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাজলার সঙ্গের ক্ষতি—বাজলা সরকার জানাইয়াছেন যে, বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যার ফলে ১৯৪৭ সালের আগস্ট হইতে এপ্রিল ১৯৪৮ সালের আউস ধানের মধ্যে ৩৫ কোটী টাকা মূল্যের শস্য বিনষ্ট হইয়াছে। মেদিনীপুর, বর্ধমান, ২৪ পরগণা ও হাওড়া জেলাগুলিই ক্ষতির পরিমাণ বেশী। এই সময়ে বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যার ফলে ছাড়া ৭ কোটী টাকা মূল্যের সরকারী, বেসরকারী ও ইত্যাদি সম্পত্তির বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া বাজলা সরকার হিসাব করিয়াছেন।

চোরাই মাল উদ্ধারের সুবিধা—গত ১৯৪৭-৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৮-৪৯ সালে চোরাই মাল উদ্ধারের ব্যাপারে অভিযোগকারিগণের বাজলা প্রদেশ বিভাগ আমাদের হওয়াতে অনেক বেশীসংখ্যক অভিযোগী আসামুক হইয়াছে এবং ইহার ফলে মোট-মাট ৯৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৩৪টী অভিযোগী চোরাই মাল আমাদের আমল হইতে পুনরুদ্ধার করিয়াছে।

মূলধন ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট—ভারত সরকারের এক আনা মূলধন ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট ইনস্ট 'বেঙ্গল' এইরূপ নাম দিয়া ইহা মূলধনাকারে আরম্ভ করা হইয়াছে। আগামী ১লা অক্টোবর হইতে এই প্রদেশের মূলধন ইন্সটিটিউট ছাড়া অন্য কোন ইন্সটিটিউট ব্যাঙ্কার কে-আইনী হইবে। আগামী ১লা ডেসেম্বর পর হইতে ১লা অক্টোবরের মধ্যে যাহাদের হুণ্ডির পুনরুদ্ধার এক আনা মূল্যের ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট ব্যাঙ্কে রহিয়াছে তাহারা ইহা ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট মূলধন ইন্সটিটিউট গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কলিকাতার ডেথস ক্লাব—কলিকাতা সহরে বর্তমানে ৩৯ লক্ষ ডেথস কার্ডের ব্যবহারের ব্যবস্থা বিক্রয় করা হইয়াছে। এখনকার কলিকাতায় ৩ লক্ষ ডেথস বিভিন্ন আসিসের মারফতে তাহাদের বাজলাদেশী গ্রাহক করিয়াছে।

ডিজেলের জন্য করিডরকারীর ব্যবস্থা—প্রকাশ যে, বাজলা সরকার ৩ হাজার বিঘা জমি লইয়া তাহাতে করিডরকারী উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই করিডরকারী ডিজেলের জন্য ডেরেনা হইবে।

বাজলার ব্রাঞ্চবন্দীর সংখ্যা—বর্তমান ব্যাঙ্কিং-পত্র সম্বন্ধে ইহাই করিমীবৃন্দার সংখ্যা এবং এই এরের উদ্দেশ্য করাই সঠিক বাজা তার নাজিমুদ্দীন জানাইয়াছেন যে, গত ১৯৪ জুলাই তারিখ পর্যন্ত বিভেদ অব ইন্ডিয়া আইন অনুযায়ী বাজলা হেথের মোট ১৮৩ জন হেথসেবক ব্যাঙ্কারের অবস্থা ছিলেন।

ডাকযোগে বজলার বিলির ব্যবস্থা—প্রকাশ যে, ভারত সরকার সাঁওতাল পরগণার একটী ডাকঘরে ১০ বজলের জন্য টাকা ডেপোজিটে ইজারা দিবেন ঠিক করিয়াছেন। এই ডাকঘরটে টাকা ডেপোজী বজলার বিলির করিবেন। এই ডাকঘরটী হইতে ডাকে সরকার প্রত্যেক বজলে ১০০টী করিয়া বজলার জন্য করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার পর ডাকঘরটী জন্য করিয়া লইবার জন্য টাকা ডেপোজীটে অধিকার দেওয়া হইবে।

ডাকযোগে লাভজনক ব্যবস্থা—ভারত সরকারের ফিনান্সিয়াল এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যিয়াছে যে, লাভজনক ব্যবস্থা বাবদ ভারত সরকারের মারফতে গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ১১৮ কোটী টাকা, ১৯৪৮-৪৯ সালে ৫৮৩ কোটী টাকা এবং ১৯৪৯-৫০ সালে ৫৯৫ কোটী টাকা পাওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক বজলে ৯৯-প্রত্যেকটি চার্জ হিসাবে আরও ৮ কোটী টাকা করিয়া পাওয়া হইয়াছে। উক্ত তিন বৎসরের লাভজনক মারফত মোট ঘূর্ণন বর্ধমানের মূল্য হিসাবে ১৯৪৭-৪৮ সালের জন্য ৩৩ কোটী টাকা, ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য ৩৯ কোটী টাকা এবং ১৯৪৯-৫০ সালের জন্য ৪২৩ কোটী টাকা ভারত সরকারকে প্রদান করিয়াছেন।

মহাবাদ প্রেরণের বাধা—ভারত সরকার সম্প্রতি ভারতবর্ষস্থিত বিভিন্ন ব্যাঙ্ক সমূহে জানাইয়াছেন যে, এই সব দেশে অবস্থা উহাদের সরকারীয় কোন বাজলা প্রতিষ্ঠান আরও সহ-সরের আমদানি না করিয়া ভারতে নবপ্রতিষ্ঠিত কোন বিদেশপ্রতিষ্ঠান অথবা পরিচালিত কোন লিঙের সহিত কোন সরকার বিদেশপত্রীয় বা বিদেশের কোন লেখে প্রেরণ করিতে পারিবেন না। সরকার ভারতের বিদেশ প্রেরণ সম্বন্ধে যাহাতে কোন সাধারণ আপত্তি না করে তজ্জন্যই এই আদেশ জারী করিবার বলিয়া প্রকাশ।

রেঙ্গুনে ব্যাঙ্কার্স প্রেরণ—ভারত সরকারের সাধারণে প্রকাশ সরকারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব সার অমলকান্তি আয়ঙ্গর এরূপ জানাইয়াছেন যে, বর্তমান বৎসর পরে ভারতের ৭১ লক্ষ প্রদেশের মধ্যে ১ লক্ষ (প্রতি পঞ্চম গ্রামের মধ্যে ১টী) ডেভিড বা ডাকঘর করা সম্বন্ধে বিবেচনার অভিপ্রায়। এরূপ অবস্থাতেই বৎসর পরে যাহাতে ১ লক্ষ ডেভেলপমেন্ট সরকার করিতে পারেন তজ্জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন।

টাকা খাটানোর বিশেষ সুবিধা

যাহার টাকা আছে, কোম্পানীর কাজে তেমন নিরাপদে টাকা খাটানোর এমনত উপায় সম্ভবের নেই, তবে নিউ ইণ্ডিয়ার করেকটী বীমা পলিসিতে টাকা খাটানোর অতিরিক্ত কতকগুলি সুবিধা আছে। সেগুলি হচ্ছে :

- **বেশি লাভ :** টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে আপনি পঞ্চিত টাকার উপর যে বোনাস পাবেন, অন্যত্র কোথাও তার মোট পরিমাণ অন্যান্য সিকিউরিটীর সুদের পরিমাণ থেকে বেশি।
- **বীমাদের ঋণ :** বীমাকারীর অন্যান্য প্রয়োজনে বীমার সম্পূর্ণ টাকা ঐসব আপিসের যেকোন আফিসে পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রেই এই পরিমাণ পঞ্চিত অর্থের অনেক বেশি হয়ে থাকে।
- **আয়কর থেকে অব্যাহতি :** বৈধ টাকার টাকার অনেকগুলি আয়কর হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যায়। বীমা আফিসে ফিরে যাবেন, উপরন্তু আরও এই একটী মস্ত সুবিধা।
- **মূল্যের হ্রাস নেই :** বৈধ-পরিমিত মূল্যের হ্রাস নেই : বাজারের ওঠানামায় তার কোন অদল বদল করতে পারে না।

ঠিকার টাকা বিভিন্নভাবেও আসতে একই সঙ্গে মেয়াদ শেষে পাবে। একসঙ্গে টাকা দিলে টাকা প্রতি কিছু বেশীও পাওয়া যায়। কোন পলিসিতে লাভের অঙ্ক কি ধরণে দাঁড়াবে তা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, বীমার মেয়াদ, আয়করের পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে : সুতরাং আপনি অনুগ্রহ করলেই আপনার উপযোগী পলিসির বিবরণ আপনাকে ডাকযোগে পাঠাব।

ব্যবসায়ের পরিমাণ

টাকার টাকা থেকে মোট আয়	মোট দাবী শোধ
৮০,৯৭,৩৪,৫৭১	১০,৫৭,৩৪,৯৭৮

নিউ ইণ্ডিয়ার আর্থিক সম্পত্তি তার মূলধনের এবং নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ, পরিচালক : আর্থিকীবন, জীবনবীমা, মৌবীমা, দুর্ঘটনাবীমা প্রভৃতি সকলপ্রকার বীমার কাজে নিযুক্ত ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিউ ইণ্ডিয়ার স্থান সর্বাগ্রে।

দি নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং, লিঃ

৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছয় কোটি টাকার উপরে

ভারতের উপর ঋণ—ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ডাঃ নার্স কিচলিউ সাংবাদিক একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে প্রতি ঘণ্টায় ৩১৯ টাকা হারে ঋণ করিয়া ভারত বিভাগ খাতের ব্যয়কল্পে ৭৯৯ টাকা করি হারে ভারতের বাজারে বিক্রয় করিয়া প্রভূত লাভ করিয়াছেন।

ব্যয়কল্প মিলনে ঋণ—বঙ্গীয় ব্যবস্থা বিভাগীয় পরিষদের সদস্য কুমারখালার মহাশয়ের পরিবর্তে ব্যয়কল্প মিলনে প্রথম ও দোসরাদীর জন্যে ৭৯ হাজার টাকা এবং পরবর্তে মিলিটারি একটি বাসভবনাদি ব্যয় করিয়াছেন। এই অর্থ ব্যয়ে মিলন কর্তৃপক্ষ পরবর্তে বাসভবনের জন্য একটি আবাস আয়ার প্রতিষ্ঠা করিবেন বিয় করিয়াছেন।

মদ্যোবরে মৃত্যুর প্রকোপ—গত জানুয়ারী হইতে জুন পর্যন্ত ৬৫ মাসে মদ্যোবর জেলায় ১৬ হাজার ৩০৬ জনের জন্ম এবং ২৮ হাজার ৫১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। উক্ত ২৮ হাজার ৫১৭ জনের মধ্যে ২০ হাজার ৩০০ জনেরই আলেরিয়া রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাই পরিকল্পনা বিতীয় অংশ—ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্বন্ধে বোম্বাই হইতে বিশিষ্ট নিয়লাকজন যে পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাহা সাধারণে বোম্বাই পরিকল্পনা বা টাটা-বিড়লা-পরিকল্পনা বলিয়া খ্যাত পাইয়াছে তাহার বিতীয় অংশ প্রকাশিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই অংশে উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপন্ন প্রব্যসমূহ দেশবাসীর কিরূপে কি ভাবে বণ্টিত হইবে তাহা এবং এই পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে কি কি ব্যবস্থাদির আবশ্যক হইবে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে।

ভারতে বস্ত্র ও সুতা উৎপাদন—গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত এক বৎসরে ভারতীয় কারখানা সমূহে ১৯১ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সুতা এবং ১০৮ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে বৎসরে ১৪৯ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা ও ১১১ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাযুদ্ধের প্রয়োজনের পর বোম্বাই ও আমেদাবাদের অনেক কারখানার কলে বন্দুকী হওয়াতে ১৯৪২-৪৩ সালে অল্পের উৎপাদন কম হইয়াছে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য—গত এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষ সমুদ্রপথে বিদেশ হইতে মোট ৯২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী করিয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে মোট ৯৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

অতিরিক্তকারীর মূল্যবৃদ্ধি—কলিকাতার অতিরিক্তকারীর মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, অতিরিক্তকারী ব্যবসায়িগণ অত্যধিক লাভ করিতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য বাঙ্গলা সরকার গত মার্চ হইতে অতিরিক্তকারী আমদানী করিয়া তাহা সর্বসাধারণের নিকট সোজাসুজি সাহায্যের মধ্যে অল্প মূল্যে বিক্রয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

হাইকোর্টের ছুটি—রমজান, ঈদ, দুর্গাপূজা ইত্যাদি উপলক্ষে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের আদির বিভাগের ছুটি আরম্ভ হইবে এবং ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাইকোর্ট বন্ধ থাকিবে।

সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
:—১৪৯২ ফাইরী
টেলিগ্রাম—"টীনাবাজী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাএস পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসারিন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যাকলস রোড, কলিকাতা

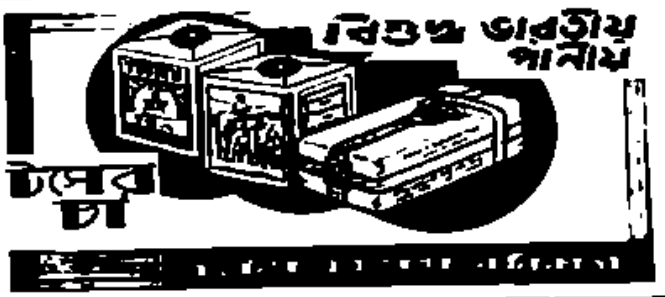

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেডিলার অফিস—
কুমিল্লা
সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক
কলিকাতার প্রধান শাখা
২২১, কার্নিং ষ্ট্রীট,

অন্যান্য শাখাসমূহ
ঢাকাবাজার, ডালহৌসী ষ্ট্রীট, আলীবাগ, বড়বাজার, কলিকাতা, চাঁদপুর, আমীরাবাদ, বর্ধমান, কুমিল্লা, সিলেট, সিলচর, ডিব্রুগড়িয়া, জোড়হাট, রাউরকেলা, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—বম্বে, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর এবং ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড,
৯-১, সাইড ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ত্রিপুরা-জিলার যাবতীয় তফসিলভুক্ত এবং সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক
অন্যান্য কলিকাতা অফিস—
বালীগঞ্জ, আলীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ
ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, লোনাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, সুরাধবাজার, ফেনী, কুমিলা, ময়মনসিংহ, ডালসাইকুড়ি, বর্ধমান, জিরাগড়, রৌলডাঙ্গা, দুর্গাপুর, পাটনা, দেওঘর, আরা, রাঁচী, ভাগলপুর, জামসেদপুর, লক্ষ্ণৌ ও আরা।

কাটিহার এবং মিরকাদিম শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে
আদায়ী অফিস—১,০০,০০,০০০৲ এক কোটি টাকার উপর
এজেন্সী ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে
বার্ষিক ডিভিডেণ্ড :—ডিং এস সি পাল।

ব্যাঙ্কার্স বন্ধ বন্ধবরাহ—বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন মানে যে ৯১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বন্ধ পাওয়া যাইবে আশা করা হইয়াছে। ব্যাঙ্কার্স বন্ধ বন্ধবরাহ অধিবার বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের টেক্সটাইল বোর্ড একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাহির হইতে বাঙ্গলায় যে কাপড় আমদানী হইবে তাহা পাইকারী ব্যবসায়ীদের মারফতে গ্রাহকের নিকট বন্ধবরাহ করিবার নিয়ম প্রবর্তন করা হইবে এবং বন্ধবরাহ করিবার বন্ধবরাহ সর্বত্র বন্ধবরাহকারীদের জন্য বিক্রয়ের জন্য উহা প্রেরণ করিবেন। এই বিষয়ে এক একটি উপদেষ্টা কমিটী বন্ধবরাহ করিবার উপদেশ দিবেন।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর—ডেপ্টিমান্যার পক্ষ অবগত হইয়াছেন যে, বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগের বর্তমান ডিরেক্টর মাঃ ফেলিক্স হুইলে শেষে তাঁহার স্থলে মিঃ [illegible] মধ্যীন অধ্যক্ষের অবসর নিলে তিনি ডেপুটেশন বিভাগ শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হইবেন।

বাঙ্গলার বন্ধ ব্যবসায়ীর সংখ্যা—বাঙ্গলা সরকারের অধীনস্থ অতিরিক্ত টেক্সটাইল কন্ট্রোল এডভাইসরি কমিটির সভাপতি মিঃ এম সি রায়ের একটি বিবৃতি হইতে জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলাদেশে ৯ হাজার পাইকারী ব্যবসায়ী, ৪৫ হাজার খুচরা ব্যবসায়ী এবং ৩ হাজার ফিরিওয়ালা কাপড় বিক্রয়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছে এবং ইহাদের ব্যবসায়ে বৎসরে ৪০ কোটি টাকা মূল্যের বন্ধ বিক্রয় করা হইয়া থাকে।

বুক ক্লাব শেষ হইবে—বর্তমানে বুক ক্লাব বলিয়া হইবে অদূরভবিষ্যতে পরলোকে 'বাঙ্গলার এডিসন' নামে বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তিগণ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে আর্ল ইউকারটেন, লর্ড ট্রাভেলিন, লর্ড ভাসিটার্ট, লার্ড রাথবার্ন বিরমন্ড, মিঃ উইল রোজার্স, লার্ড উইলিয়ম ভাসিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তিগণ এমন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৪৯ সাল শেষ হইবার পূর্বেই ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিবে।

জাহাজে চিনির উৎপাদন—উৎপাদন মিঃ এম সি পাণ্ডী ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪৯ সালের পক্ষে নিম্ন পরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৯৪৮-৪৯ সালে যে স্থলে জাহাজের সমস্ত চিনির অংশ ১০ লক্ষ ৭০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল সেই স্থলে ১৯৪৯-৫০ সালে ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। মিঃ পাণ্ডীর মতে এই চেষ্টা করিলে ভারতীয় চিনির কলগুলিতে আগামীতে ৯৫ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইতে পারে।

'বৈদ্যুতীন' জল উৎপাদন—'নাচেশ এণ্ড ব্যাঙ্কার' পত্রে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন রেশে ইলেকট্রিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বৈদ্যুতীন জল উৎপাদন করার চেষ্টা হইতেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উহা সাফল্যমন্ডিত হইয়াছে। জল উৎপন্ন হইবার পূর্বে মূলের পরিবর্তে এলেক্ট্রিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বাষ্পীভূত করা হইয়া থাকে। উক্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নাফল্যমন্ডিত হইলে খাটী বা বৈদ্যুতীন জল, জল, কয়লাদেশ, পেয়ারা প্রভৃতি জল উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে।

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ১ নং, বাজো লেন, কলিকাতা।
ফোন ঃ কাস্টম ৬৬৯৯

—কলিকাতা শাখা—

বাগবাজার—বৌবাজার—বড়বাজার

—অন্যান্য শাখা—

ডাকা, ফরিদপুর, বহরমপুর (বেহার) ও বেহারের সুক্ষ্ম শাখা—বক্সা, সন্তোষ, সহা, নরসিংদি কুটি, এলাহাবাদ, জায়বাজার, রাইবোলা, কুয়াস, আলীপুর, ফোকাসা, জলপাইগুড়িতে শীঘ্রই খোলা হইবে।

হে-অফিস—খোরাখালার, বহরমপুর (বেহার)।

টেলিগ্রাম—Sanchaya Calcutta

Phone : Cal | 2128 6489

সেণ্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—ঃ শাখাসমূহ ঃ—

১। শ্যামবাজার ২। দক্ষিণ কলিকাতা ৩। নিউ মার্কেট ৪। ভোঁবাজি ৫। আটপাড়া ৬। কাঁচড়াপাড়া ৭। হিলি ৮। বালুরঘাট ৯। বিলাসপুর ১০। নীলকামারি ১১। টেমরপুর ১২। রংপুর ১৩। সিরাজগঞ্জ ১৪। ব্রহ্মরাজপুর ১৫। কুচবিহার ১৬। বেনারস ১৭। এলাহাবাদ

এ বৎসর আশীর্বাদকল্পে পত্রকর্তা বাহ্য সন্তোষ দেওয়া হইয়াছে।

আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত সন্তোষের হার—৩৯% টাকা।

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৩

বঙ্গের বাহিরে দেশের ও বঙ্গের সেবায় নিযুক্ত।

হেড অফিস—৩১, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি : ১১১২, ১৯৪৩

কাক ও ময়ূরপুচ্ছ—

"হিমকল্যাণের" বহির্ভাগ যেমন সুন্দর তাহার ভিতরের গুণও তেমনি অপূর্ব। নিয়মিত ব্যবহারে ইহা শরীরের সমস্ত গ্লানি দূর করে এবং সজীবতা আনিয়া দেয়। অন্যান্য রোগ ছেড়ে যাবার পরে ইহা এই একটি রোগকে দূর করিয়া দেহকে নিরোগ করিয়া তোলে।

"হিমকল্যাণ" আমি আর খাই না বলিয়া যে কারণে পুরাতন রোগ উহাদের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসে এখন হইতে আমরা এই ঔষধের নাম উহাদের "হিমরা" ও "অকল্যাণ" এই দুইটীর সহযোগে নামকরণ ও প্রচারে বহু সাহায্য করিতেছে। তাই যদি কখনও আমাদের আলমারীতে ঠিক পাইবে না—

হিমকল্যাণ

এসেন্স ও এক্সট্রাক্ট প্রস্তুতকারী কেমিষ্টস

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সিলেট ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

গত ১২ই আশ্বিন শনিবার সিলেট ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাঁহার রায় বলেন যে, স্বাধীনতা লাভের পরই তাহার মূল্য নির্ণয় করিবার শক্তি আমাদের আমরা আজও অর্জন করিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। সকল দিক হইতে দেশকে উন্নত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করিলে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নহে। সেই চেষ্টা না করিলে, দেশবাসীর মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের পরিবর্তে জাতির আত্মা ও সম্মান অবশ্যই ব্যাহত হইতে থাকে। আমাদের শিল্পোন্নতির এই বিশেষ মুহূর্তে এরূপ অবহেলা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস প্রকাশ করেন এবং বাঙ্গালীর এই দুর্বলতার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, ব্যবসা বাণিজ্যে মুসলমান ও বণিয়া সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই অশিক্ষিত। বাণিজ্য বা শিল্প প্রসারে বিশেষ আগ্রহ দেখান নাই। আধুনিক জগতে বিশ্বের যে কোন বা কোন কিছু হইতেছে, পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, সুতরাং সুদূরের ঘটনাও আমাদের কোন দেশের সম্পর্কে এমন বিভিন্নভাবে বাঁধিয়া থাকা সম্ভব নহে। যা ছাড়া বিশ্বমানব সমাজের সকলের বিরোধিতার অসুস্থ মনোভাব উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালে আমাদের জন্য উন্মুক্তদ্বার অবিরুদ্ধ অপেক্ষা করিতেছে এবং এদেশে বন্ধুরাষ্ট্রের সম্পদ আহরণের জন্য তাহারা দলে দলে দেশে ফিরিয়া যাইবার পূর্বে সুবিধা লাভ করিবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস প্রকাশ করেন।

উপসংহারে তাঁহার বলেন যে, দেশের সম্পদ বাড়াইবার ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলির যে গুরুত্ব রহিয়াছে এবং [illegible] ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি এ বিষয়ে যে উৎসাহ দেখাইতেছে তাহা সত্যই সুখের কথা।

চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৬ই আশ্বিন বুধবার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সহায়তায় সম্প্রতি যাহাদের তার বিশ্বাসভাজন হিসাবে ব্যাঙ্কের পৌরোহিত্যের ভার এই অঞ্চলে চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের মধ্যে ডুবিয়া রহিবার ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁহার এক বি সাহা, চেয়ারম্যান ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস বি সাহা ও অবৈতনিক সেক্রেটারী ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস সি সাহা এই উৎসবে যোগদান করেন। চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস সাহা তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, এই উদ্বোধন উৎসবে প্রথম দিনের উদ্বোধন সাড়া পাইয়াছে। তিনি ব্যাঙ্কটির পরিচালনার সকলের সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করেন।

শ্রীকল্যাণ

আয়ুর্বেদীয় মহাসুগন্ধি কেশ তৈল

জেম কেমিক্যাল-কলিকাতা

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৮৮৬৯

হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২০,১৮,৯০০৲

আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১২,৮৫৫৲ ,,

আমানত—এক কোটী টাকার উপর

(১৯৪৯ সালের ১৫ই মে পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্কিং অফিসের যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা

সে-অফিস : বিরজাকান্ত

জিয়নাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা ফোন কাজি ৬২৫৩ (৩ লাইন)

—চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়—

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ টাকা

বিলিকৃত ৪০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রীত ,, ৪০,০০,০০০৲ টাকা

আদায়ীকৃত ,, ৩২,০০,০০০৲ টাকার উপর

রিজার্ভ ফাণ্ড ৬,২৫,০০০৲ টাকার উপর

গত ১২ই জুলাই নারায়ণগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

স্থাপিত—১৯২৯

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(সিডিউলভুক্ত)

হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২১,০০,০০০৲ টাকা

বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন... ১০,২৬,৯২০৲ ,,

আদায়ীকৃত ,, ৯,২৬,৫২০৲ ,,

কার্য্যকরী ,, ৭৫,০০,০০০৲ ,, উপরে

শাখাসমূহ :—বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, ডিব্রিবুরু, বরিশাল, খুলনা, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ এবং ঢাকা।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান ডাইমণ্ড ক্লাব কোং লিঃ—রিজেষ্টার্ড—লিঃ বি এর ধারামুযায়ী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১এ, বেলেঘাটা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ঔষধপত্রাদি তৈয়ারী ও বিক্রয়ের কারবার।

রেয়ারলস কাইমাক্স লিঃ—রিজেষ্টার্ড লিঃ কোম্পানী এক্ট-অনুযায়ী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। এঞ্জেন্সি।

ক্লাইভেডন্স এণ্ডারটেন্স লিঃ—রিজেষ্টার্ড লিঃ এন্ড লিঃ বাই। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৭বি, ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ফাইনেন্স, চা বাগান এজেন্সির কারবার।

ইাকটাইরস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—রিজেষ্টার্ড লিঃ আর ডি ইংলিশ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৮৮ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনিয়ার্স মালিকানা।

হিন্দুস্থান আর্থেনীইল কর্পোরেশন লিঃ—রিজেষ্টার্ড লিঃ পি কে লিঃ। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-৭, বিবন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। এঞ্জেন্সি।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

আমড়াপাড়া কোং লিঃ—গত বৎসর মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪৲ টাকা। বেঙ্গল কোল কোং—গত বৎসর এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে সাড়ে সাত শতকরা ১২৲ টাকা। বর্ধমান ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানী ষ্টী কোং লিঃ—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৭৲ আনা। ইলাহিবাড়ি টী এসোসিয়েশন লিঃ—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২০৲ টাকা। হিন্দুস্থান ষ্টী কোং লিঃ—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা। মি সাদার্ণ ষ্টী কোং লিঃ—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। মি পাইকোলা ষ্টী কোং লিঃ—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২১৲ আনা। মিষ্টি টেরাই এসোসিয়েশন লিঃ—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা। মি কেলশেয়ার্স ষ্টীম মিলস লিঃ—গত বৎসর মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২০৲ টাকা। ডায়েশ্বর ষ্টী মিলস্ লিঃ—গত বৎসর মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪১৲ আনা। মি ডিলি ভ্যালী ষ্টী কোং লিঃ—গত বৎসর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭১৲ আনা।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

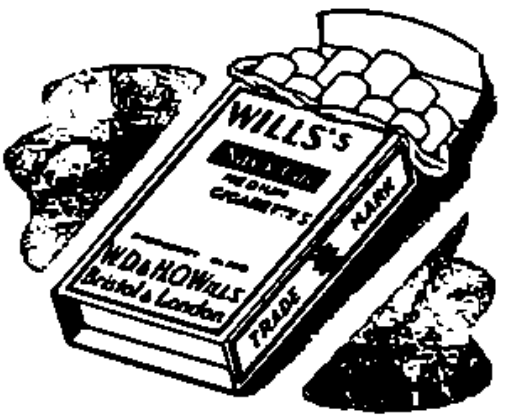

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৬ই আগষ্ট—গত সপ্তাহের সহ আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই এবং ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে টাকা-লেনদেনের পরিমাণের সঙ্গে আগের সপ্তাহের প্রায় কলিকাতায় ৵০ আনা ও বোম্বাইয়ে ১০ আনাই ছিল।

গত ১৪ই আগষ্ট ভারত সরকার কর্তৃক আহূত ছিল বছরের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয়, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৮ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৸৶০ পাই মূল্যের সমূহ এবং ৯৯৸৶০ মূল্যের সমতুল্য প্রায় ৩৩ লাখ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা মূল্যের হার দাঁড়ায় ৯৯৸৶০ পাই হিসাবে বার্ষিক ৵৶০ পাই হিসাবে বার্ষ হইয়াছে।

আগামী ২১শে আগষ্ট বেলা ১১টা (ব্যাঙ্কার্স সময়) পর্যন্ত সকল কেন্দ্রে ভারত সরকার কর্তৃক আহূত ৩ মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

আগামী ২৪শে আগষ্ট বেলা ১১টা পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কলিকাতা ও বোম্বাই অফিসে বাংলা সরকার কর্তৃক আহূত ৩ মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। ব্যাঙ্কারের আবেদন প্রয়োজনানুযায়ী বিবেচিত হইবে। তাঁহাদিগকে ২৬শে আগষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হইবে।

গত ১১ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ইত্যা বিক্রয়ের সম্পর্কে ভারত সরকারের কোন ট্রেজারী বিল বিক্রয় হয় নাই।

টেলি: রেট (প্রতি টাকায়)	১ শি. ৬৪৭৫ পেঃ
ঐ দর্শনী	"
ডি এ ডিমাণ্ড (	" ১ শি: ৬৪ পেঃ
ডি এ ট্রান্সফার (	" ১শি: ৬৪৭ পেঃ
রুপার (প্রতি পত্র)	৩৩৸৶০

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—৩রা মোটের পরিমাণ (১১ই আগষ্ট) ৮৩৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের চলতি আমানত (৭ই আগষ্ট) ৫৭৪ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানত (৭ই আগষ্ট) ১৮৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৬ই আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতিই দেখা যায় নাই এবং বাজারের প্রায় সর্বত্রই আশঙ্কার ভাব বর্তমান ছিল। সমগ্র শেয়ারবাজারের উপর এই যে ভয়-ভাব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, মনে হয় ইহার জন্য বর্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতিই বিশেষভাবে দায়ী। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ড হইতে বিভ্রান্তের অধিকারে লাভজনক সংবাদ আসিতেছে, ইহার উপর যদি ভ্রান্তে বিমানবাহিনীর নূতন অভিযান সুরু হওয়ার আশঙ্কার মধ্যেই বড়মুল বাজার অভিমতে যে, যুদ্ধ আর বেশী দিন চলিবে না। যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হইলে দেশের-বাজারে অবশ্য সাময়িকভাবে মন্দাভাব দেখা যাইবে ইহাই অনেকাংশের বিশ্বাস এবং সেই সম্ভাবনা প্রবল হওয়ার ফলস্বরূপই বাজারে নিরুৎসাহজনক মনোভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। তবে এমনও বাঁহারা দেশের পরিস্থিতি বাণিজ্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গভীর অনেকে অভিজ্ঞতা-জ্ঞান তাঁহাদের ধারণা যে, যুদ্ধের সহজে শেষ হওয়ার দিন পরিলক্ষিত হইবে এবং বিভ্রান্তির ফলে দেশের-বাজারের অবস্থার ধরনের অবনতি ঘটিবে না। ফোর্টের উপর বাজারের যে বিভিন্নভাব বর্তমানে সুরুবাদ হইয়াছে, তাহা আরও কিছুদিন স্থায়ী থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। আলোচ্য সপ্তাহে একমাত্র চা-বাগানের এ ধরনেরই কয়েকটি দরের দেখার ছাড়া বাজারের প্রায় সকল দেখারের মূল্যেই অবনতি ঘটিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও কর্পোরেশনসমূহের অন্যান্য প্রায় অপরিবর্তিত ছিল এবং প্রাদেশিক কাগজ (নূতন) বাহির না হওয়া সম্বন্ধে ইহাদের মূল্যে কোন উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা যায় নাই। এক মূল্যের কোম্পানীর কাগজ বর্তমান সপ্তাহে অধিকাংশে সমর ৯৯৸৶০ আনা দরে কেনাবেচা হইয়াছে। ৵৲ সুদের কাগজ (১৯৪২-৫২) ১০১৸০ আনায়, ৵৲ সুদের কাগজ (১৯৪৩-৪৪) ১০০৸৶০ ও ৵৲ সুদের কাগজ (১৯৬০-৭০) ৯৪৸০ আনা দরে বর্তমান সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছিল।

ব্যাঙ্ক—আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ১৩৫৲ টাকা দরে সপ্তাহের অধিকাংশে সময় কেনাবেচা হইয়াছে। ফিক্স ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ অবনতি ঘটে এবং সপ্তাহের প্রথমে ইহাদের দর ৬২৲ ও ৩৩৸০ আনা বাহির হইতে সপ্তাহ শেষে ইহারা যথাক্রমে ৫৯৸০ আনা ও ৩৯৲ টাকায় বাহির দাঁড়াইয়াছে।

ফরেন্স বণ্ড—আলোচ্য সপ্তাহে ফরেন বণ্ডের শেয়ারসমূহের মূল্যে লক্ষণীয় অবনতি দেখা যায় নাই।

দশ মিনিটে ১৯৬,৫০০,০০০ বর্গ মাইল

চায়ের পেয়ালায়

এমনে দেখা যায়। অমুক দেশ আর আপনা মানুষের কথা সকলের বলাবাহুল্যই উল্লেখনা আসে। দুর্বল অন্তরাত্মার অবশ্যম্ভাবী আত্মিকতা থেকে বিশ্বের আর তার আত্মিক হয়ে, আমার বিশ্বের থেকে আবেষ্টিতা যেখানে বহু-সভ্যতার হয়ে বিভাগ। এই ধরণ আমার কথা। মনকে পরিত্যাগ দেখা আছে। বিশ্ব সাধারণ কথা নয়। প্রয়োজন আর, প্রয়োজন আবশ্যক, আমার কত কি। এ সমস্ত বুঝিয়ে থাকলেও পৃথিবীর মুক্ত ১৯৬,৫০০,০০০ বর্গ-মাইল বাস্তবিক মুখে আমাকে কেউ পারে না। কারণ আমাদের জীবন সংকীর্ণ। কল্পনার মনকের এ সব ধারণার কিছু নেই। তার জন্যে কল্পনার জন্য একটা বিশি-ষ্টের—এক পেয়ালা চাই চা। তাই মনকের মোহ নয়ী আনি-ভিউকে ভুলবেন না।

KEEP YOUR PARTY GAY

আলি-ভিউ

আলি-ভিউ টি কোম্পানী, কলিকাতা ও দিল্লী

পুরী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯০৮

হেড অফিস : (পুরী ব্যাঙ্ক বিল্ডিং) পুরী

—শাখাসমূহ—

পুরানা রোড, ভুবনেশ্বর (ব্যাঙ্ক বিল্ডিং), কটক, রাঁচীরোড (৩১০), বালেশ্বর, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), কলিকাতা (১-বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড), ২ নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

ফোন : কলি ২৭১৮

পুরাণে যাহাকে রূপের পরিপন্থী অসুর-আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যথার্থ রূপসৌন্দর্যে মানসিক ও শারীরিক সহিত আবহাওয়া ছিলেন। কিন্তু আধি পরাক্রান্ত রাবণরাজার সীতার সৌন্দর্যবিকার আজ পর্যন্তের মত সংসারিক ব্যবহারিকের এক পক্ষের ওজাল পরিমার ঘোর ঘটাইয়াছিল। সীতার সৌন্দর্য এক অপরূপ ছিল যে তার বর্ণনায় কালিদাস ও ভবভূতির মত কবি তবু অভিব্যক্তিতে অর্থই আজ হন নি। এ সৌন্দর্য ও আকর্ষণশক্তি হারা হয়ে, তেমন অন্য আমার নিকিল নয়। কিন্তু এটা ঠিক যে হারা ও আজও আমে এমনেরেরই সমস্যা থাকে। বিশেষ করে, লি. এস, বাকচীর তৈরই প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করলে এ সমস্যার সমাধান হয়ে।

সৌন্দর্য বর্ধনকারী
চেলেদের ক্রীম ও ট্রিম
তুলনায় প্রসাধনের
প্রসাধনী স্নো, পাউডার
ও অন্যান্য সুগন্ধি

নিত্য প্রয়োজন

পি, এম, বাকচি এণ্ড কোং, কলিকাতা

এবং তজ্জন্য অধিক খেয়ালের বাজারেই এ সপ্তাহে সর্ব্বাধিক মন্দাভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যে সকল তজ্জন্য অধিক খেয়ালের সাধারণতঃ অধিক পরিমাণ কেনাবেচা হইয়া থাকে তাহাদের অধিকাংশের মূল্যই এই সপ্তাহের মন্দাভাবে মন্দ খেয়ার দিয়ু ৯৲ টাকা ৮৲ টাকা হিসাবে পরিচয় দিয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে তজ্জন্য অধিক খেয়ার বিক্রয়ের জন্য অনেক উৎসুকতা প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য সপ্তাহে এমারেলপাথরের ১৯৯/০ আনা হইতে ১৯৬/০ আনায়, বরাবর ১৯৬/০ আনা হইতে ১৯৯/০ আনায়, রাবীয়ম ৫২৯০ আনা হইতে ৫৯৮/০ আনায়, ইয়াকুটোলস ৬৪৮/০ আনা হইতে ৬৫৮/০ আনায় ও মাণিক তজ্জন্যরূপ ২৯৲ টাকা হইতে ২৪৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। কেবল খেয়ার দিয়ু ১৯৲ টাকায় বেশী মূল্য হ্রাস পাইয়া বর্ত্তমান সপ্তাহের শেষে ৩৪৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছে।

কাপড়ের কল—বাজারের অন্যান্য খেয়ারের অবস্থিতির প্রভাবে আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের খেয়ারসমূহের দিয়ু পরিমাণ মূল্য হ্রাস ঘটিলেও, সপ্তাহ শেষে ইহাদের অবস্থা অনেকটা উন্নতিলাভ করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাসন্তী টেক্সটাইলস্‌ ও এম্প্রিস ১৪৲/০ আনা ও ৭৪৲০ আনা হইতে যথাক্রমে ১৩৲০ ও ৭১৲০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল, সপ্তাহ শেষে ইহাদের দর পুনরায় ১৩৮/০ ও ৭২৮০ আনায় উঠিয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে চটকলের খেয়ার-বিক্রয়ে দিয়ু পরিমাণ সকোচ দেখা গেলেও বাজারের সাধারণ মন্দাভাব এই খেয়ারের উপরও লক্ষণীয়রূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এাংলো-ইণ্ডিয়া ও ট্যাকার্ড সপ্তাহের প্রথম দিকে যথাক্রমে ৪৪৲ টাকা ও ৩০৲ টাকায় কেনাবেচা হয়, সপ্তাহ শেষে ইহাদের মূল্য অধিক হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ৪০৲ টাকা ও ২৮৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে। হাওড়া ও নর্থব্রুক জালমিল্স সপ্তাহে ৮৩৲০ আনা ও ১৩০৲ হইতে যথাক্রমে ৮০৲ টাকা ও ১২৩৲০ আনায় নামিয়া আসে।

ইণ্ডিয়ারাবার—আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ারাবার বিভাগে খেয়ার বিক্রয়ের জন্য অধিক আগ্রহ দেখা গিয়াছিল এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য খেয়ার বাজারে বিক্রীত হইয়াছে। খেয়ার বিক্রয়ের তারেশএর বাজারের সর্ব্বজনীন অবস্থিতির প্রভাবে বর্ত্তমান সপ্তাহে এই বিভাগের অনেক খেয়ারের মূল্য হ্রাস ঘটে। ইণ্ডিয়ান আবরণ এণ্ড রীল ও রীল কর্পোরেশন আলোচ্য সপ্তাহে ৪৩৮/০ আনা ও ৩৯৮/০ হইতে যথাক্রমে ৩৭৮০ ও ৩৩৮/০ আনায় নামিয়া আসিয়াছিল। বর্ত্তমান সপ্তাহে কেবল এক মেসার্স ২৲ টাকার তাড়াতাড়ি হাত কেনাবেচা হইয়াছে।

খনি—আলোচ্য সপ্তাহে খনিসমূহের খেয়ারের মধ্যে একমাত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন বার্মা কর্পোরেশন ৪৮/০ আনার ও ইণ্ডিয়ান কপার ৩০ আনার আশেপাশে বর্ত্তমান সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে।

বিবিধ জন্য—আলোচ্য সপ্তাহে বিবিধ দলের খেয়ারের মূল্য হ্রাস পায় এবং খেয়ারের চাহিদাও অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়। বেলপুকুর, চলাচল ও বেঙ্গল এন্ড মোর বর্ত্তমান সপ্তাহে ১৬৮০, ৪৪।০ ও ৩১।০ হইতে যথাক্রমে ১৪৮/০ আনা, ৪০৲ টাকা ও ২৯৮/০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে।

চা-বাগান—কলিকাতা খেয়ার এক্সচেঞ্জে সাধারণ মন্দাভাব আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের খেয়ারসমূহের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই এবং অধিকাংশ চা-বাগানের খেয়ারের মূল্যই বর্ত্তমান সপ্তাহে প্রায় স্থির ছিল।

বিবিধ—আলোচ্য সপ্তাহে অ্যামবারী টি কোম্পানীর খেয়ারের মূল্য ৪৫৲ টাকার আশেপাশে ছিল। মেরিণীমুর জমিদারীর খেয়ারে এ সপ্তাহে অধিক অনুভূতি ঘটে এবং সপ্তাহের প্রথমে ১৮৩৲০ আনা দরে ক্রিয় হইলেও সপ্তাহ শেষে ইহা ১৭৮৲ টাকায় নামিয়া আসে। ইণ্ডিয়া কেব্‌ল-

যেল কোম্পানীর শেয়ারে আলোচ্য সপ্তাহে ৮৲ টাকা মূল্য হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। এলফেনষ্টন এণ্ড কোম্পানীর শেয়ারের এ সপ্তাহে বিশেষ কোনো চাহিদা হয় নাই। কাগজের কলের শেয়ারসমূহেরও আলোচ্য সপ্তাহে অবস্থা বেশ নিরাশাজনক এবং ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিমিটেডের সপ্তাহে ২২৲ টাকা হইতে ২১৫৲ আনায় নামিয়া আসিয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই আগষ্ট—এ সপ্তাহে বাজারে পাটের নব অনেকটা সুদৃঢ়ভাবেই বলবৎ ছিল। তবে ক্রেতাদের বিশেষ কিছু হয় নাই। অবশেষে অনেকে রীতিমত চটকলের কাজ চালানো কঠিন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া পাট ক্রয় সম্বন্ধে তৎপরতা দেখাইবার আশ্বাস দেন। এখানকারকে বিক্রেতারা নূতন পাট বাজারে বিশেষ কিছু উপস্থিত করিতেছে না। গত বৎসর জুলাই মাসে বাজারে ৩ লক্ষ ১২ হাজার বেল পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল। সেস্থলে এবার জুলাই মাসে মাত্র ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার বেল পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। নূতন পাট এবার সময়েই এখনে আসিবার উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু নদী ও খাল-বিলে উপযুক্ত পরিমাণ জল না হওয়াতে পাট ভাসাইবার ব্যাপারে বিলম্ব হইতেছে। সেইজন্য গত বৎসর এই সময়ে যে পরিমাণ জল ছিল এবার অনেক স্থলেই তাহার তুলনায় জল ৩০ ফুট নিম্ন দেখা যাইতেছে। পাট ভাসাইবার বিলম্ব হইলে এবারের উৎপন্ন পাট অপেক্ষাকৃত নিম্ন হইবে। তদ্ব্যতীত গোলা জলে তাড়াতাড়ি ভরিয়া পাট সিদ্ধাইলে তাহাদের আঁশের বর্ণ খারাপ হইবে। কাজেই বেশিক সিদ্ধাই দেওয়া যাইবে না বলিয়া যেরূপ উৎপন্ন পাট বিশেষ কিছুই উৎপন্ন হইবে না বলিয়া মনে হইতেছে। যাহা হউক, পাটের উৎপাদন সম্বন্ধে চটকলওয়ালারা বিশেষ মাথা ঘামাইতে রাজী নহেন। খানকতকে পাট ভাঙ্গা সুরু হইলে বাজারে উহার যোগান বাড়িবে। আর তখন কতকটা কম মূল্যে তাহা ক্রয় করা যাইবে। চটকলওয়ালারা সেই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে ইউ-রোপীয়ান বিলস ও বটম শ্রেণীর পাট যথাক্রমে মণ প্রতি ১৭ টাকা ও ১৪ টাকা দরে কেনাবেচা হইয়াছে। ফিষ্ট বিলস ও বটম শ্রেণীর পাটের মূল্য যথাক্রমে ১৬৲ আনা ও ১৩৲ আনা।

পাকা বেল বিক্রয়ের এ সপ্তাহে তত্রতাবাসীর বিশেষ কিছু হয় নাই। রপ্তানীকারকেরা মোটা প্রতি বেল ১৮ টাকা ও গাইটনিং ৭৬৲ আনা দরে নামার পাট খরিদ করিতেছে।

৪ঠা ও বলের বাজারের অবস্থা এসপ্তাহে অনেকটা অপরিবর্তিতই ছিল। ১৫ই হইতে ১৯শে আছে। কিন্তু বিক্রেতা কম। গাইটনিং করার সম্বন্ধে আজ সরকারের সহযোগিতা লইবে যে আশা-ভরসা নিরাশের আধারে এই বিষয়ে কতকটা উৎসাহের সূচনা দেখা যাইতেছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৭ই আগষ্ট—ইেপ্টাইল কন্ট্রোলের অনুমতি বাতীত তুলা বিক্রয় না করিতে বম্বেসেই বস্ত্রব্যবসায়ীকে নির্দেশ দেওয়ায় কলিকাতার স্থানীয় বাজারে তুলীন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এই নির্দেশের ফলে বর্তমান সপ্তাহে তুলার বাজার প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। কাপড়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট চাহিদা বর্তমান ছিল এবং ব্যবসায়িগণও মালপত্র বেচিয়া কেলিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইেপ্টাইল কন্ট্রোলারের খালা পরিবর্তনের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় এবং অইবধভাবে ব্যবসা চালাইবার অপরাধে আরও অনেকজন বস্ত্র ব্যবসায়ীর নাম্বি হওয়ায় বাজারের অবস্থা কিছু পরিমাণ উত্তেজিত করিয়াছে। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করিতে পারিলে কাপড়ের বাজার হইতে চোরাবাজারের প্রভাব সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আমাদের পোষণ করেন।

আলোচ্য সপ্তাহে শেষ সপ্তাহ হেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে কটিকা তুলা বোম্বাইয়ের বাজারে ৪০৫৲ আনা দরে বিক্রীত হইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৮ই আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোনার বাজারে যথেষ্ট চাহিদা বর্তমান ছিল এবং হিসাবী আর ৭৪০ আনা দরে সপ্তাহের প্রথমে প্রতি ভরি স্বর্ণ বিক্রয় মুক্ত করিয়া জনসাধারণ ক্রয় করাইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ৭৪৯৲ আনা দরে প্রতি ভরি স্বর্ণ বিক্রয় করে।

কলিকাতার শেয়ার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে অধিকাংশ সময় প্রতি ভরি সোনা ৭৪৮৲ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে এবং প্রতি বার সিলিং বার বন্ধ থাকিবার পর্যন্ত ৭৩৮৲ আনা ছিল। সপ্তাহ-শেষে কলিকাতার বাজারে সিলিং বার বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি বার ৭৩৮৲ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে হাজির বার প্রতিদিন মণে ২০০ বার সোনা বিক্রয় হইয়াছে। প্রতি একশত ভরি রূপার মূল্য গত সোমবার ১৪৮৲ আনা ছিল, সপ্তাহ-শেষে উহা ১৫৪৲ পর্যন্ত উঠিয়াছে। বোম্বাইয়ের তুলনায় কলিকাতার বাজারে রূপার চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল এবং সপ্তাহ-শেষে প্রতি একশত ভরি রূপা কলিকাতার বাজারে ১৭৬৲ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

মুক্তন মূল্য টাকার নোট—প্রকাশ যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এক প্রকার নূতন ধরনের ১০ টাকার নোট বাহির করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই নব নোট তৈরী হইতে এবং প্রচার হইতে ৩ মাস লাগিবে।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা : চন্দননগর, চট্টগ্রাম, বারাসাত ও শিলংএ।
চলতি ও সেভিংস হিসাবে
শুদ হারাহারে ৪৲ আনা ও ২৲ টাকা
বাদ দাদিবেন। এফিডেভিট ফরম, স্থায়ী আমানত, লোন ও অন্যান্য সর্তের বিবরণ পত্র লিখিলেই জানান হয়। ফোন বি বি ৫১৩
ম্যানেজার—শ্রীসতিলাল ঘোষ

ওয়াল্ডরুম্যা লিঃ

বিমার আরম্ভের তুলা হলেও
ষ্ট্রী ইণ্ডিয়া তার দায়িত্ব গ্রহণ করে
তাই—
যখনই জীবন বীমা করবেন, নিশ্চয় :—
দি
ষ্ট্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
হেড অফিস—কাঞ্চনপুর স্থাপিত—১৯৪৪
লাইফ-ফায়ার-ম্যারিন-এ্যাকসিডেণ্ট
চেয়ারম্যান : ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, এম্ কে আরজীয়া,
সিংহাধিপতি, কে টি বি এ, এল সি আই
কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান
বম্বে মিউচুয়াল
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড
(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)
বীমা করুন
এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—
- কোম্পানীর সমস্ত লাভ পলিসিহোল্ডার-দের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও যাবী স্বচ্ছলতার জন্য সুযোগ সুবিধা লাভের ব্যবস্থা আছে
- স্বল্পমূল্যে প্রিমিয়ামে লিমে মৃত্যু-জনিত অতিমূল্যের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর আদিমের পরিমাণ ও দেরী হইবার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন
কেডিয়েলকার এণ্ড কোং
চীফ এজেন্টস্।
৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং এবং বাবতীয় সুযোগসুবিধা সম্বলিত তফসীলভুক্ত জাতীয় ব্যাঙ্ক
শাখাসমূহ
ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, শিলিগুড়ী, কালিম্পং, দার্জিলিং, মালদা, বেলুড়, হাওড়া, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, প্রসাদাই, বালেশ্বরহাট, চন্দননগর, বিষ্ণুপুর, ভাগলপুর, বাঁকুড়া, ভদ্রাকর, অমল, খাড়গ্রাম, ও বালেশ্বর।
কলিকাতা শাখাসমূহ
বড়বাজার, শ্যামবাজার, ও দক্ষিণ কলিকাতা।
আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—হি এন্ কে চক্রবর্তী

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৩ই আগষ্ট	১৪ই আগষ্ট	১৫ই আগষ্ট	১৬ই আগষ্ট	১৭ই আগষ্ট	১৮ই আগষ্ট
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৪৯/০	৭৪৯/০	৭৪৯৲	৭৪৯৲	৭৪৯৲	৭৪৯৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	৭৫৯/০	—	—	৭৫১/০	৭৫৯/০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	১৩৩৲৲	১৩৩৲৲	১৩৩৪০	১৩৪১০	১৩৪১০	১৩৪১০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৲	১৩১৯০	—	১৩৪৶০	১৩৪৶০	১৩৪৶০
বিনির দর—প্রতিভরি (কলিকাতা)	৫১৶০	৫১।০	৫১।০	৫১।০	৫১।০	৫১৶০
কোম্পানীর কাগজ—গভর্ণমেণ্ট ঋণ মূল্যের শেয়ারের দর (সুদসহ ও সুদবিহি)	১১৫/০	১১৬/০	১১৬৲	১১৬/১০	১১৬৶০-১১৬/০	১১৬/০-১১৬/০
ইণ্ডিস্ট্রিয়াল—ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৩০৬/০-৩০৮/০	৩০৬/০-৩০৮৲	৩০৮/০-৩১৬/০	৩১৩৲-৩১৬/০	৩১৬/০-৩১৮/০	৩১৮/০-৩১৮৲
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি ...	৩৪৬/০-৩৪৮৲	৩৪৬/০-৩৪৮/০	৩৪৮/০-৩৫০৲	৩৪৮৲-৩৪৯৲	৩৪৯/০-৩৫১/০	৩৪৯/০-৩৫০/০
চুনারমুদী—প্রতি ...	১২৫৲-১২৬/০	১২৬৲-১২৯৲	১২৯৲-১৩০৲০	১২৯৲-১৩১৲	১২৯৲-১৩১৲	১২৯৲-১৩০৲০
এসুবিবিয়াস কর্পোরেশন ...	২১৯৲০	২২৫/০	২২৫/০-২২৬৲	২২৯৲০	২২৮/০-২২৯/০	—
ফেডারেশন ...	১৪৬৲০	২৫/-২৫৯/০	২৫৯/০-২৬০/০	২৫১৲-২৫৩/০	২৫১৲	২৫৲-২৫৬/০
ট্রাকশন ...	১৭১৲-১৭১/০	—	১৭১/০-১৭১/০	—	১৭১৲	—
আর্থিক ইনভেষ্টমেণ্ট ও ট্রাষ্ট ...	২১৲০	২১১/০	—	—	—	২০৬৲০
ফ্রেজারহেড এণ্ড কোং ...	—	১১৲০	১১৬/০-১১৯৲	১১৮৲-১১৯/০	—	১১৮/০-১১৮৲
খনি—বরাকর কর্পোরেশন ...	—	৪৯/০-৫১/০	৪৯/০-৫০	৪১/০-৪১/০	৪০/০-৪১/০	৪১/০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩৮৲-৩৯/০	৩৯/০-৩৯৲	৩৯/০-৩৯/০	৩৮/০-৩৯/০	৩৮৲-৩৯৲	৩৮৲-৩৯৲
ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	১৩৫।০	১৩৫৲-১৩৬৲	১৩৫৲	১৩৫৲-১৩৬।০	১৩৫।০
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৩২।০	৩৩৲০	—	৩৩৲	৩৩৲	—
হিন্দ ব্যাঙ্ক ...	—	৩১৲	৩১।০	—	৩১৩৲	৩১।০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৪৬৲-৪৪৯৲	৪৪৯৲-৪৪৯/০	৪৪৯/০-৪৪৯/০	৪৪৯৲-৪৫৬৲	৪৪৬৲-৪৪৯/০	৪৪৬৲-৪৫৬৲
খাসমহল ...	১১৯/০-১১৯৲/০	১১৯/০-১১৯৲/০	১১৯৲/০	—	১১৯৲-১১৯/০	১১৯/০-১১৯/০
রাণীগঞ্জ ...	৪২৬৲	৪২৬৲	—	৪২১৲	৪৩১৲-৪৩৬৲	৪০৲-৪৩৲০
ইণ্ডিয়ান্ টেরিটরিজ ...	৬৪৲-৬৪৯৲	৬৪৬৲-৬৪৯৲	৬৪৯/০-৬৪৯৲	৬৪/০-৬৪৯/০	৬৪৲-৬৪৲	৬২৬৲-৬৪৯/০
সাউথ করণপুরা ...	৪৪৬৲-৪৫৯/০	৪৫৲-৪৫৬৲	৪৬৯/০	৪৪৬৲/০-৪৪৲০	৪৪৯/-৪৫৲	৪৪৯/-৪৫৲
কাগজের কল—ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ ...	৯৲-৯৯/০	৯৲/০-৯৩০	—	৯৲	৯৲-৯৬/০	৯৲/০-৯৬/০
বেঙ্গল-ষ্টাম্পপুর ...	৪০/৩/০	—	৪০/৩/০	—	৩৯৲০	—
ফালতুর টেক্সটাইল্স্ ...	১৩৲-১৪৲	১৪/০-১৪৲	১৩৬৲	১৩৬৲০-১৩৬/০	১৩৬৲-১৩৲০	১৩৬৲-১৩৬/০
এসিয়া কটন মিলস্ লিঃ ...	৭৭৬৲	৭৭৬৲-৭৮৲	৭৭৮৲-৭৮৬৲	৭৭৪৲-৭৭৬৲	৭৭৬৲-৭৭৮৲	৭৭৬৲-৭৭৯৲
বেঙ্গোবার ...	১৯৬৲-১৯৯/০	১৯৯/০	—	১৯৪৲-১৯৫৲	—	—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২২৭৲-২২৯৲	২২৯৲-২২৯৲	২২৯৲-২২৯৲	২২৯৲-২২৯৲	২২৯৲-২২৯৲	২২৯৲-২২৯৲
ইণ্ডিয়া পেপার সিণ্ডিকেট লিঃ ...	—	১৯/০	১৯৲/০	১৯৲	১৯৲	১৯৲
ইটাবদ ...	২৭৬৲-২৭৯/০	২৮৲-২৮৬/০	২৭৬৲-২৭৯৲	২৭১৲-২৭৯/০	২৭৯/০-২৭৯৲	২৭৬৲-২৭৯৲

কলিকাতার বাসবাহন—বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় ৫৩৯টী বাস চলাচল করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে এ আর পি ও অন্যান্য প্রয়োজনে ১৩৯টী বাস বাদ দিয়া অবশিষ্ট এগুলি কলিকাতার রাস্তায় ৪০৬টী বাস চলিতেছে। ১৯৪৯ সালের তুলনায় বর্ত্তমানে কলিকাতার ভাড়াটিয়া মোটর গাড়ীর সংখ্যা ১৫ শত হইতে বাড়িয়া ১ হাজার ৪শতে দাঁড়াইয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে বিদেশী সংখ্যা ৩ শত বাড়িয়া ৩ হাজারে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতায় ৮৭৯টী ট্যাক্সি চলিতেছে যদি কিন্তু উহার মধ্যে অনেকগুলি ট্যাক্সি মালিক প্রয়োজনে কাজ করিতেছেন। এই সময়ে ট্রাম কোম্পানী মাত্র ১০ খানা নূতন গাড়ী বাহির করিয়াছেন। অবশ্য তুলনায় পূর্ব্বের তুলনায় কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধিপাইয়াছে।

পূর্ব্বাঞ্চলের কাজের পরিমাণ—ডাঃ এ সি চ্যাটার্জ্জি একটী সমীক্ষায় দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক পূর্ব্বাঞ্চল মালিক ব্যবসায়ের জন্য আমার পক্ষে প্রত্যহ নিম্নলিখিত শ্রেণীর নিম্নলিখিত পরিমাণ কাজ করা উচিত—চাউল—এক পোয়া, আটা—অর্দ্ধ পোয়া, ডাল অথবা মাংস—এক ছটাক, দুধ—এক পোয়া, তেল—অর্দ্ধ ছটাক, ঘিয়া তরকারী—এক ছটাক, কচি শাকসব্জী—অর্দ্ধ পোয়া, চিনি বা গুড়—অর্দ্ধ ছটাক এবং কিছু পাতা তরকারি।

হুকচেলার কলিকাতায়—গত ১৯৪৩ সালে আমেরিকার হুকচেলার কলিকাতার ব্রাঞ্চ হইতে বিভিন্ন রকম রোগ সম্বন্ধে গবেষণা, রোগের কারণ অনুসন্ধান, ঔষধপত্রের উদ্ভিজ্জাদির বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত করার জন্য ৭৭ লক্ষ ৩০ হাজার ১৩৭ টাকার (আমেরিকার হিসাবে ২ কোটী ৫৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা) যন্ত্রপাতি আমদানী করা হইয়াছিল। উক্ত কারখানার সেলিসিলিন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারের ব্যাপারে এই কলিকাতার হুকচেলার অনেক অর্থসাহায্য করা হইয়াছিল।

কৃত্রিম উপায়ে ভূইফোঁড় প্রস্তুত—আমেরিকার উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ জোডিয়েক সাহেব ৪টী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিধির উপায়ে সম্প্রতি কৃত্রিম উপায়ে সম্পূর্ণভাবে ভূইফোঁড়ের অঙ্কুরিত একপ্রকার ঔষধ আবিষ্কারের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। ঔষধের প্রকৃতি পূর্ব্বাহ্নে সঠিক ভাবে জানা হইলে পৃথিবী হইতে ম্যালেরিয়া রোগ নির্মূল করিবার পথ সুগম হইবে।

শেয়ারের টাকা লক্ষ্মী অফারুকম

প্রতি খানি ২৫৲ টাকা মূল্যের মাত্র ২২৪০০ সাধারণ শেয়ার মোট মূল্য ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এক্ষণে বিক্রয় হইবে।

সম্প্রতি দেওয়া হইতেছে

১৯৪৯ ... শতকরা ৫৲ ১৯৫০ ... শতকরা ৬৲

১৯৫১ সালে আরও বেশী আশা করা যায়।

শেয়ারের টাকা দিবার নিয়ম

প্রতি শেয়ারের বন্টন ২ বৎসরের মধ্যে ১৫৲ টাকা এককে আদায় করা হইবে। প্রত্যেক বরাদ্দের সময়ে ৫৲ টাকা ও প্রেরণ কী বাবদ ১৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

(শর্ত্ত এখান যাহে যে, এই সমিতি বিধানের অধিকারে কাজ করার অত্র কারণের আর্থিক দুরবস্থা বা দেনার জন্য সমিতির দুরবস্থা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন বলে যেন এরূপ না মনে করেন)।

বেঙ্গল কেমিকেল কলিকাতা

হেড অফিস—৬নং ব্যাণ্ডো লেন, কলিকাতা

শাখাসমূহ—বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান প্রধান স্থানে শাখা রহিয়াছে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য হেড অফিস বা যে কোনও শাখাকে পত্র লিখুন।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৩ই আশ্বিন	১৪ই আশ্বিন	১৫ই আশ্বিন	১৬ই আশ্বিন	১৭ই আশ্বিন	১৮ই আশ্বিন
চটকল—আলেকজান্ডার জুট মিলস লিঃ ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভাদাবরাজী ...	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মনীরা ...	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
শ্রেসিডেন্সী ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিনারেল ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ট্রাভাস ...	—	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]
হাওড়া ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চিনির কল—বেলসুন্দর সুগার কোং লিঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
কেন এণ্ড কোং লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কয়লা খাদান—বেঙ্গলপুর ঐ কোং লিঃ ...	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
বিরাবাদ ঐ কোং লিঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
বিবিধ—ভালজিয়া নিমেন্ট কোং লিঃ ...	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
এসোসেলী এণ্ড কেমিকেল ...	—	[illegible]	—	—	—	—
বেঙ্গিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইণ্ডিয়ান ইলাষ্টিক লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইণ্ডিয়া কেমিকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ কোং লিঃ ...	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আলায়েন্স ব্রেকিং সিমেন্ট ...	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মিট এনিমাল ইনডিষ্ট্রেজ ...	—	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]

আজকের কাজে ও আমোদে আপনার জীবন সার্থক হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার সুখ ও শান্তির কথা ভেবে রেখেছেন? পঁচিশ বছর পরে কর্ম-ক্লান্ত অবসরপ্রাপ্ত জীবনে নিশ্চিন্ত শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য আপনি নিশ্চয়ই কামনা করেন। আপনি আজকের সামান্য আপ-নার সেই কামনাকে সফল করতে পারেন।

ন্যাশনাল

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

জীবন, এক্সিডেন্ট, মোটর, মেরিন এবং অন্যান্য প্রকার বাবতীয় বীমার কাজ আজকের পরিচয় সম্পূর্ণ করুন।

আপনার আজার এবং মেসার্স ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ৭, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

ফোন কলিঃ ৪৭৪৭

ভারতবর্ষ ও যুদ্ধোত্তর সমস্যা

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন বিভীষিকা, যুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যাপী বিভীষিকার আতঙ্কের ছোঁয়া। এই মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের অবস্থা কি হবে? আমাদের দেশ কি অর্থনৈতিক অবনতিতে শেষ আঘাত পেয়ে নতুন কোন সমস্যা, যা সমূল অর্থনাশের রূপে আসে তাহাকে? এই এসব প্রশ্নের জবাব চাই। একমাত্র অর্থনীতির ইতিহাস দিয়ে আমরা বিশ্ববিভীষিকার আতঙ্কের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারি। কিন্তু অর্থনীতির ইতিহাস শুধু প্রাচ্যের অর্থব্যবস্থার সম্ভব। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কাজে প্রাচ্যের অবদান অনিবার্য।

পুস্তকাকার

মিত্রভাষিণী—শ্রীযুক্ত মহারাজা মণিন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর,

কে, সি, এস, আই।

সম্পাদিত বিবরণ :

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

প্রাপ্তি স্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী (মিউজিয়াম), চীন অফিস—আনন্দবাজার

বাংলা ও আসামের সর্বত্র পাওয়া যাবে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

২০১, হ্যারিসন রোড ও ৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এর মুখের প্রসাধন করবে মা—

ছেলের মঙ্গল ভাল খাবার দিয়ে, কলীদের সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রেখে এ অভিযানের সন্ধান দিয়েই ছেলেবেলা নিয়ে ভাবনা শেষ হয়ে যায়। তার পরও এমন এক দল মানুষ তৈরী হয় যারা ছেলে ছোকরাদের বন্ধুর মতন ক'রে মানুষের মতন মানুষ করে তুলবে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র আলোচনা করেছি, বৈদিক ছেলেবেলার কথাগুলো ছাপিয়ে ক'রেছিলাম এমন একটী জায়গায় যেখানকার ছেলেরা ছবিগুলোর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতগুলো উপলব্ধি করে ভাবতে দিন কাটায় আর নিজেদের মধ্যেই বিলায় দিত। আজ তিন দেখিনি সেই। আজ যেখানে ব'সে উঠেছে একটী সমৃদ্ধ শিল্প-সমাজ। সেখানকার ছেলেরা এখন নিজেদের কল্পনাগুলির উপর পূর্ণ আস্থা রাখে। ছেলেবেলার বিশ্বাস ছেলেখেলার মধ্যে অনুভূতির সত্য পরিচয় হ'য়ে, বড় হ'য়ে তারাই নিজেদেরকে ক'রে উঠিবে। তাই আজকের তাদের ছেলেদের ছেলেবেলার কল্পনাগুলি কেমনভাবে ছবির মধ্যে পরিচিত হ'য়ে উঠিবে তার দিকে তারা লক্ষ্য রাখে। এবার যে আলোচনা হবে এ ছেলের দল কল্পনাকে কেমন ক'রে আমূর্ত ইঙ্গিতের পরিচয় দেবে তাদেরই কাছে যার এই নীতি অনুযায়ী মানুষের এ সমাজ গ'ড়ে উঠেছে।

চাকেশ্বরী
কটন মিলস্ লিঃ

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :— শ্রীসুধীর কুমার বসু।

'মূল্যের বাজারে শুধু টাকাই সত্য এবং সত্য বলে জমানো হবিবা এবং আজ যা জমানো যাবে মুদ্রাস্ফীতি যখন চলে যাবে তখন শুধু সেই টাকার মূল্যই বাড়বে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।'

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৩নং ডেকার্স ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা : বিহার শরীফ, রাঁচী ও লোহারডগা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্ :—চিত্তবিনোদ গুহ
বসন্তকুমার রায়

PHONE—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ১৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 28th August, 1944 সোমবার, ১১ই ভাদ্র, ১৩৫১ [১৮শ সংখ্যা

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

পঞ্চাশ বৎসর বিবাহ পরে পরাস্ত (১৯৫৭ আগষ্ট) অন্যান্য পরাধীন সহিত মিঃ জিন্নার মধ্যে আলোচনা ভৌতিক আরম্ভ হইবে আশা করা যায় নাই। মিঃ জিন্নার অন্তরায়ের অন্ত এই ভৌতিক বৃদ্ধির করা হইয়াছিল। উহার পর ১৭।১৮ দিন অতীত হইয়াছে এবং মিঃ জিন্নার অবস্থাটা খুব হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মহাত্মাজি তাঁহার নিকট হইতে ভৌতিকের তারিখ সম্বন্ধে কোন সংবাদ পান নাই। এই প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে প্রকাশ করিয়াছে যে, আগষ্ট-সহিত মিঃ আমেদী মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবীসমূহ সম্বন্ধে অতঃপরসি প্রতিনিধি মিঃ লাম্ বিড্রাজ্ঞ সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাকে জেল কর্তৃপক্ষের এবং বিটেনের এবং মিঃ জিন্নার মধ্যে পুনরায় পত্র মিঃ জিন্না আর মহাত্মাজির সহিত আলাপ-আলোচনায় আগ্রহান্বিত নহেন। বৃটিশ পর্যবেক্ষণে ইতিপূর্বে নানা ভাবায় করিয়া কে-ভাবে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পত্র করিয়াছেন তাহাতে এখনকে এই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য উহাদের প্রধান করা অসম্ভব নহে। কিন্তু পূর্ব পূর্ব বারের তুলনায় এবার অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, মিঃ জিন্না অতীতের অনেক ভিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে বর্তমানে এতদূর উদারনীতি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, কি হিন্দু কি মুসলমান কাহারও হাতে প্রভুত্ব অর্পণ করা বৃটিশ পর্যবেক্ষণের অভিপ্রেত নহে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ভারতনায়কের চৌদ্দ মিলিতে রাজী হইবেন না বলিয়াই মনে হয়। তৃতীয়তঃ, ইতালীর নীচ হইতেছে আন্তর্জাতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রের অঙ্গ অবস্থা সম্বন্ধে একটা আলোড়ন ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এমন অবস্থায় কতকগুলি দ্বন্দ্ব অধিকার লইয়া নীতিগতভাবে মিঃ জিন্না যদি বৃটিশ পর্যবেক্ষণের সহিত মিলিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে উহা নীচের অন্তর্ভুক্ত অবস্থিত সিলিত ও যুক্তরাষ্ট্রসমূহ মুসলমানদের সমর্থন লাভ করিতে না। এই কারণেই মিঃ জিন্না বৃটিশ পর্যবেক্ষণে অসহযোগ করেছেন সহিত একটা বুঝা-পড়া করা অধিকতর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলিয়া মনে করিতে পারেন। যাহাই হউক, যদি বৃটিশ পর্যবেক্ষণের চক্রান্তে কংগ্রেস-লীগ মিলন চেষ্টা পত্র হয় তাহা হইলেও ভারতে হইবার কোন কারণ নাই। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে নীচ যারা ভারিখকে কংগ্রেসের অধিকাংশই মেনে হিসাবে ব্যবস্থা পাকী তাহার মুসলীতি পরিত্যাগ করিয়া লইয়াছেন এবং উহা যারা মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে কংগ্রেসের আন্তরিকতা সম্বন্ধে-হীনভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা সত্ত্বেও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ জিন্না যদি হিন্দুর বিরুদ্ধে বৃটিশ পর্যবেক্ষণের সহিত চক্রান্তে লিপ্ত হন তাহা হইলে তাহের স্বাধীনতা লাভ বিলুপ্তিত পিছাইয়া যাইতে পারে—কিন্তু উহার ফলে সম্প্রদায় ও শ্রেণী নির্বিশেষে দেশের সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই উপকৃত হইবেন।

উপরের সম্বন্ধে প্রায় ও বুদ্ধিযুক্ত পথে আমরা অবিলম্ব এবং সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্ত উপায়িলাভ উপায়ন্ত করা অতি দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু উপরোক্ত এই কাজের ভার সইবারের উপরোধের অনেকে যোগ্য ব্যক্তি দেশে আর কেহ নাই। এমন আমরা আশা করিয়েছি যে, কিছু সময় অতিবাহিত হইলে পরীক্ষা এই অভাব অনেকটা লাঘবাস্তিত হইবে। অবশেষের বিষয় আমরা আরাই আর্থনা করিয়েছি।

জনসংখ্যার বাড়না

জনসংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধির ফলে দেশের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে যে অভিজ্ঞতা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্দেশ দিবার জন্য মিঃ সি. পি. ব্রাউনের প্রস্তাব উপলক্ষে গত সপ্তাহে আমরা এখন বলা করিয়াছিলাম যে, বাঙলার এখন আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা একটা সমস্যা নহে—বরং বাঙলার যেসকল জেলায় লোক হ্রাসিয়েছে তাহাদের অন্ন সংস্থান বাঙলার জনসংখ্যা হ্রাসের সমস্যাই একটা বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। এই সম্বন্ধে সম্প্রতি কিছু তথ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদটী হিসেবেই প্রকাশ যে, গত ৫৪ মাসে অসমাপ্ত জেলায় ১৩ হাজার ৬০৯ জন লোক অধিকারে—কিন্তু বিভিন্ন জেলে উক্ত জেলার এই ৫৪ মাসে ১৮ হাজার ৫১৭ জন লোক অধিকারে। ইহা জেলার অবস্থা আরও ভয়াবহ। গত এপ্রিল মাসে এই জেলায় মধ্যে ৩৩১ জন লোক অধিকারে—কিন্তু এই মাসে উক্ত জেলায় ১৫ হাজার ৬৯১ জন লোক উহাদের হইতে ভিন্ন নহিয়াছে। অসমাপ্ত ও ঢাকা সহরে যারা সহ্য বাঙলার অন্যান্য জেলা সহরের তারা অধিকার সহ্য বলিয়া বলিয়া সহরা যায়। জেলা যাইতেছে যে, বাঙলার মত লোক অধিকারে অন্যান্য তুলনায় কোন জেলায় যেরূপ এবং কোন জেলায় তাহার অধিক লোক

সাময়িক প্রসঙ্গ

অসমাপ্তির উপর যে প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা নিশ্চিন্তরূপে অনুমান করিতে জেলাগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করিবে।

* * *

যে তারাই বলুক—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মিঃ জিন্নার সহিত মহাত্মা গান্ধীর মিলন ঘটিবে এবং কোন পরিস্থিতি বুঝাবীই এই মিলন-চেষ্টা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইবে না। তবে গান্ধী-জিন্না মিলন-চৌদ্দ আসন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে দেশে সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। আন্তি-বাঙলার মুসলীতি পরিত্যাগ করিবার পরও কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বুঝাপড়ার ব্যাপারে যে মতবিরোধ রহিয়াছে তাহাদের একটা মীমাংসার উপায় হওয়া সহজ নহে। ভারতের কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা বুঝাপড়া হইলেও নিঃসন্দেহে, অন্যান্য হিন্দু, শ্রেণীর দ্বারা উহাদিগে সমস্যা হইবেই। দেশের সমস্ত সম্প্রদায় ও শ্রেণী যদি সেখানকার ব্যাপারে উহাদের প্রত্যেকে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে মীমাংসা সহজ হইত। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে যের স্বার্থবুদ্ধিতে, সেই ভারতনায়কগণ অতীত হইয়া এবং যের কৃত্রিম সমস্যা ইতিমধ্যে পরিচালিত হইয়া আজও এত

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৪৪৯-৫৭
ভারতের শিল্প বাণিজ্যের গতি	৪৫৭-৫৪
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর—	৪৫৪-৫৮
পুস্তক-পরিচয়	৪৫৮
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৪৫৯
বাজারের হালচাল—	৪৬১-৬৩

বাংলার লক্ষ শিল্পের পথে

দি হিন্দুস্থান সল্ট ওয়ার্কস্ লিমিটেড

এই লক্ষ্য

ভারতবাসীর তত্ত্বাবধানে ভারত বিভাগ ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালনা।

হেড অফিস—৩১ ব্যাংক রোড, কলিকাতা। ফ্যাক্টরী—ডায়মণ্ডহারবার, মুন্সীবাজার, ২৪ পরগণা।

মেসার্স বিজয় ও বিমল বিষয়ক্ষের জন্য কোম্পানীর হেড অফিসে আবেদনপত্র করুন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ, ম্যানেজিং এজেন্টস্, মেসার্স—ঘোষ ব্রাদার্স এজেন্সী।

(আমরা আশা করি যে, ভারতের সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, এই অনুমতি দ্বারা ভারত সরকার ইহার ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় পরিচালনার আর্থিক মূলনীতি বা অভিমতের প্রকাশিত বিবৃতি বা অভিমতের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।)

করিতেছে। বর্তমানে অনুরূপ ও সোপযোগী মূলধন নিয়োগের অভাবে যাহারা অসুবিধা ভোগ করিতেছেন তাহারা যে কতদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এই ভাবে চলিলে আমাদের অনেক ব্যবসায়ের মধ্যে যাহারা আজ স্থান অনুযায়ী অবস্থানে পরিগণিত হইবে। কিন্তু সরকারী ঋণ না মিলিলে মুষ্টিমেয় বিত্তবানের দান উহার যোগানে সমর্থ হইবে না। ব্যবসায় অনুসারীগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান করিয়া তাহাদের দুই দেশের অর্থ সঙ্কটের সমাধান করিলেই উহার যোগানে হইতে পারে। কিন্তু সেই ব্যবস্থার আশ্বাস ও ব্যবস্থা পরিকল্পনার কোন আভাষই পাওয়া যাইতেছে না।

ভাড়া বিয়োজনের আর

কুপের বাজারে যেসব বিয়োজনের মত ব্যবসায়ী ভাড়া এবং ভাড়া বিয়োজনের বিশুদ্ধ সমষ্টি সেবা বিয়োজন। আলোচ্য সপ্তাহে আর্থিক অবস্থার প্রতি অসন্তোষ আরও তীব্রতর হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে সমস্ত এলাকা হইতে ভাড়া বিয়োজনের ৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালের উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৯ কোটি টাকা হইয়াছিল। চলতি ১৯৪৫-৪৬ সালে ভাড়া আদায় বাড়িয়া গেলে আর কোটি টাকার বেশীতে পরিণত অনুমিত হইতেছে। ভাড়া ও ভাড়া বিয়োজন উদ্বৃত্ত থাকিয়া গেলে সুবিধা হইবে। কিন্তু ভাড়া ও ভাড়া সম্পর্কে কলকাতাবাসীদের ভাড়া সুবিধা করার দাবিতে ও এদিক থেকে আন্দোলনের উদ্বিগ্ন ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা এই সমস্যা মেটাইতে পারিবেন কিনা সন্দেহের বিষয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সেবের লোকের ক্রয়ক্ষমতার সমানুপাতিক হিসাব আজ বেশী পরিমাণে এলাকা আজ পড়িতেছে। সেজন্য ভাড়া ও ভাড়া বিয়োজনের ক্ষমতা বিয়োজনের আজ আন্দোলনকারীরা বেশী বিস্মিত। কিন্তু বর্তমানে সেবিসবে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের অবলম্বন করিতেছেন না। সেবে ব্যবসায়ের সমস্যা দাঁড়িয়েছে না; দক্ষিণ আজকাল ও কম সময়ে ভিড়ি, পার্থক্য বর্ধিষ্ণুতার ও ভৌগিক্যের বিশেষ প্রকোপ হইতেছে না। সেবের যে অংশ পূর্বে ভাড়া বিয়োজনের বিভাগ সম্পূর্ণ হইতে বঞ্চিত ছিল। এখনও অবস্থা অনুরূপই রহিয়াছে। মূলধন সেবোক্তিন ব্যাপারের কোন নাই। কুপের পুরাতন যদি বা কিছু সংখ্যক নূতন ভাড়ার স্থানিত হইয়াছিল যুদ্ধকালীন অবস্থায় অনুরূপ সেবাইয়া আবাদিকের ব্যবহারিক আরাম ও স্বাধীনতা সম্পর্কে আজ অবধা বিলম্ব করা হইতেছে। এইরূপ অনুরূপী ব্যবহারিকের ফলে সেবে ব্যবসায়ের সমস্যার অনুরূপ ভিড়িলয় ও ভাড়া প্রেক্ষণের সমস্যার আজ বিস্তার জটিল হইয়া সেবা বিয়াছে। কিন্তু সেবিস বিষয় উদ্ধার বিবিধ-মূলক অর্থবেদের দাবী অনুযায়ী করিয়া ভাড়া ও ভাড়া বিয়োজনের দাবীও আজ বহু বৎসর মুলতুবী রেখেছিলের সমস্যা আজ হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ে অভিযোগ বা দৌখ অভিযোগ নহে। ব্যবসায় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মত এতদিনকার আলোর কারবার চালাইবার জন্য এমনও পরিস্থিতি তোলার হয় নাই। অনুরূপ্রকাশের স্থান সুবিধা বিস্তারই সরকারী কর্তৃপক্ষগুলির ও ভাড়া বিভাগ পরিচালনার উদ্দেশ্য। সেই মূলমন্ত্র উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যে করিয়া বর্তমানের সেবাবে এ সমস্যাকে তবু মূলধন আবাসের কাছে আসাইয়েছেন আজ মূলধন আজই সমর্থনযোগ্য নহে।

ব্যবসায় সমর্থন নিয়ে

কুপের সময়ে ব্যবসা সেবে সময়ের আজ সাধারণ হইয়া সেবা বিয়াছে। কলিকাতা ও আজ অবসরী সময়ে বর্তমানের সময়ের এর অন্তত পরিবর্তনে নিয়োজিত রাখিয়াছেন। কিন্তু নিয়োজিত সময়ের সেবে অবসর আজ বেশী মূলধন বিভাগ সময়ের সেবে উদ্বৃত্ত পরিমাণ সময় সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। চাহিদার তুলনায় যোগানের এখনও অনেকই সময় দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য রহিয়াছে। মূলধন নিয়ে কারবার সময় নিয়ে সম্পর্কে বিস্তৃতির সুযোগ যে নিয়োগী প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে জানা যায়, এখনো সাধারণতঃ সময়ের ১০ লক্ষ হল সময় পাওয়া যাইতে পারে। ঐ সময়ের মধ্যে এক হাজার হল সময় ব্যবসায় ব্যবসায়ীদের নিকট পাওয়া যাবে। সমূহ যৌথকারী সেবাসমূহে মূলধন-নিয়ে হিসাবে ৯ লক্ষ হল উল্লেখ হয়। বাকী সময় সময়ই আজ হইতে আবাসযোগী করিতে হয়। কলিকাতা প্রকাশ বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, সময়ের নিয়ে নিয়া এখনও সম্ভবপরোক্ষিত হয়নাই মূলধন সময়ে এখনও এই নিয়মিতী আজ ইতিমধ্যে মুনাফা ও মূল্যে হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় অধিকার করিতে হইলে, বর্তমানে সময়ের প্রয়োজন হাজার বেশী পরিমাণ সময় নিয়োগের ব্যবস্থা করা। ব্যবসায় সময় উৎপাদনকারী সমিতির (যেমন সর্ট সীমাবদ্ধতাকারী এসোসিয়েশন) সেক্রেটারী সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, বাজার বর্তমানেই যদি এজন্যের নূতন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানে যাহা হয় তবে ঐসমস্ত কারখানা আবাসের উৎপাদন বাড়াইয়া ব্যবসায় সময়ের অভাব অনেক পরিমাণে পূরণ করিতে পারে। এই বিবৃতিতে যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলা হইয়াছে তাহা এই :—(১) নূতন কারখানা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ভাড়া সরবরাহ করা, (২) আবশ্যকীয় পরিমাণে বিদ্যুৎ আজকাল অথবা তেলোমিন যোগাইবার ব্যবস্থা করা এবং (৩) নূতন কারখানার প্রতিষ্ঠিতিদের নির্দিষ্ট মূল্যে ও নির্ধারিত পরিমাণে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আইনের সুযোগ দেওয়া। নূতন কারখানাসমূহের এই সব দাবী বর্তমান অবস্থায় আমরা খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। ব্যবসায় নূতন কারখানাসমূহের অনেকে যাহা ৩০ হাজারের নূতন উৎপন্ন হওয়াতেই এজন্যের এই নির্দিষ্টের প্রাপ্তির নিরাইবার উপায় হইতেছে না। উৎপাদনক্ষমতা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিলে যদি তাহারা ব্যবসায় অনেক অনেক পরিমাণে নিরাইতে সমর্থ হয় তবে আনন্দিত না করিয়া বর্তমানেই সঙ্গে সে বাধা নিরাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। কলিকাতা ও অন্যান্য ব্যবসায়ের অবাধার আন্দোলন যে চালাইয়া নূতন উৎপাদনের কার্যকরী সমাধানই বর্তমানে প্রয়োজন। সে প্রয়োজন নিরাইবার জন্য আমরা বাজার সরকারকে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে পৃথিবীর বিভিন্নাংশে প্রধানতে যুদ্ধের গতি বহুল হইলেও ফ্রান্সের সকল সংক্রান্ত হইতেই নিয়ন্ত্রণের অধিকার আজ্ঞাধিকার সমাধা আসিয়াছে। চারদিন ধরিয়া যুদ্ধের পর অবশ্যী নৈতিকগণ বর্তমান সপ্তাহে পারিষদের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং নিয়ন্ত্রণাধিনী রাজধানে উপস্থিত হওয়ার পারিষদে অবস্থিত জনগণ সেনাদের আনন্দের প্রায় অবধি হইয়া উঠিয়াছে। পারিষদ বন্দরের সাধারণ হাজার বন্দির ফ্রান্সের প্রতিনিধি সমর, মুদ্রণী ও ফ্রান্সের তৃতীয় সরকারী নির্দেশ আলোচ্য সপ্তাহে বিজয়ের ঘোষণা করিয়াছে। ফ্রান্সের বন্দির-পরিচালনে বিভিন্ন উপনিবেশের ঘোষণা সম্বন্ধে বিজয়ীদের আবশ্যকতা ফ্রান্স সরকারের সাধারণ-সমর্থনে বিজয়ীদের আনন্দের প্রকাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমেরিকার ইংলণ্ডের পারিষদের পূর্বদিকে বিন্দু সমীর উদ্দেশে অগ্রসর হইতেছে এবং পশ্চিমাঞ্চলে আমাদের সীমান্ত হইতে আমাদের মূলে ১৫০ মাইলের বিন্দু দেশী। ফ্রান্সের বিভিন্ন এলাকাতে বিজয়ীগণ যেসমস্ত ভাবে উপনিবেশ সাম্রাজ্যগুলি করিতেছে, তাহাতে মনে হয় আমাদের অবশ্য হইতে ফ্রান্সের মুক্তির আর বিলম্ব নাই।

বিজয়ীদের সহিত সমাধিস্থান হইতেছি ঘোষণা আলোচ্য সপ্তাহের আর একটী উল্লেখযোগ্য সংবাদ। ফরাসিরা গত মুদ্রাই মাস হইতেই সাধিয়ার সহিত সন্ধির চেষ্টা করিতেছিল। বিদায় মোসিয়েলোবিনীর প্রকৃত ফ্রান্সে একদিন পরে ফরাসিরা আমাদের সহিত বৈরীভাবের অবসান করিয়া সাধিয়ার সাধ্য করিয়াছে। ফরাসিরা গ্রাহ্য হিসাবে যেটী বর্ধিমের ইহার বিন্দু বৈরী সম্পর্ক আমাদের বাহির বাহিরীর প্রধান অবসান ছিল। এখন ফরাসির সহিত রাজার কোন সম্পর্ক থাকিবে না, ফরাসিরা ইহাতে বৈরীভাব যোগাস বন্ধ হওয়াতে, ফলে আমাদের ট্যাঙ্ক ও বিমানবাহিনীর প্রভূত শক্তি বৃদ্ধি হইল। ফ্রান্সে আমাদের সহিত মুদ্রাবৈরিক সম্পর্ক স্থির করিয়াছে, ফরাসিরা যুদ্ধ হইতে বিরত রহিল, মুদ্রাসরিয়ার সহিত অন্ত লোপুপতা আমাদের অসম্ভব নয়। এ-অবস্থায় ব্যাপার প্রধানতে আমাদের পক্ষে আক্রমণ করা সহজই হইবে। বর্তমানে কেবল বিমিত্রপ্রের বিমানঘাত এবং ব্রাজিলের অবসান আমাদিগকে ইটালী, ফ্রান্স ও রুশ প্রধানতে যুদ্ধ করিতে হইবে। ফরাসিরার বৈরী সম্পর্ক হওয়াতে বন্দরে দীর্ঘকাল সমুদ্র বাহিনী পারিষী পরিচালনা করাও আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হইবে সন্দেহ নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে রুশ প্রধানে ও ইটালী প্রধানে হইতে যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহা মোটামুটি বিজয়ীদের অনুকূল। রুশ প্রধানে বিন্দু হইতে ওয়ারশ পর্যন্ত ৩০০ মাইলব্যাপী অগ্রসরের যুদ্ধ চলিতেছে এবং বিমানঘাতের পশ্চিমে ওয়ারশের দক্ষিণ ও পূর্বে অভিযান যুদ্ধ করিতেছে। ইটালী প্রধানে ফ্লোরেন্সের পশ্চিমে ও বোলোগ্নার দক্ষিণ উপত্যকায় যুদ্ধ চলিতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহের প্রধানে আলোচ্য সপ্তাহে সামরিক বিমানবাহিনীর কার্যকলাপই পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত ২০শে আগষ্ট ৭ ঘণ্টার মধ্যে মার্কিন বিমানবাহিনী উপর্যুপরি দুইবার রাজ আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে বোমা বর্ষণ করে। এলাকার বিমানঘাতে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বিমানযোগে বোমাবর্ষণ করিতেছে তাহাতে ফ্রান্সের সামরিক কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ হয়। বাস্তবিক, সংবাদ আসিয়াছে যে, এখান সেনাপতি ও তাহা আজ সপ্তাহে "এই অভূতপূর্ব আকাশ যুদ্ধের" আনন্দের বৈষয়িক ও সামরিক ফলের উল্লিখিতকালের আজ প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া অধিনায়কমণ্ডলী সদস্যদের হইতে এবং চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রশংসা করিয়া উপদেশ বিতরণ করিয়াছেন।

আলোচ্য সপ্তাহে প্রধানে আলোচনের পক্ষপাতসমূহের আক্রমণ অভিযানের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন উদ্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে সমস্ত বর্ষিত আক্রমণ সীমান্ত হইতে বিজয়ীরা বীরে ধীরে প্রধান বিস্তার করিতেছে। পর্যন্ত অন্ত এই প্রধানে যুদ্ধের গতি অত্যন্তমন্থর নয়।

আলোচ্য সপ্তাহে ঠীন প্রধানের উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

স্থাপিত—১৯০৪ ব্রয়যাত্রার পথে— ফোন। কলি—৪৮৩০

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস—২৮-সং. ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করা হয়

ডিরেক্টর ইন্ চার্জ

এস্ কে ঘোষ

কৃষি উন্নতির পরিকল্পনা ও বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থ

আমাদের আর্থিক উন্নতির জন্য দেশের লোক এখন হইতে একটা সুচারুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণের উপর জোর দিতেছে। আমরা বর্তমানেই এবিষয়ে একটা কিছু করার সময় আসন্ন হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের কার্যধারা সুদূরপ্রসারী হইতেছে না। এখনও কৃষির উন্নতির দিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। এদেশে কৃষির সমৃদ্ধির উপরই শিল্প সম্পর্কে বর্তমানেকার সিদ্ধান্ত, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের রিপোর্ট এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের রিপোর্ট একটী পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। একত্রকালীন ১ হাজার কোটী টাকা ও পরে প্রতি বৎসর ২০ কোটী টাকা খরচ করিয়া ঐ পরিকল্পনায় কৃষি উন্নতির ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে। বর্তমানেকার আলোচনা হইতে বুঝা যায়, দুঃখের আর্থিক উন্নতির নামে ঐ পরিকল্পনা সমর্থনের জন্যই এদেশের কৃষি উন্নতির দিকেই জোর দিতেছে। আমাদের কৃষি এদেশের লোকদের জীবনযাত্রার একটী প্রধান অবলম্বন। কিন্তু তাহা আমাদের অনুন্নত প্রণালী, অনাবশ্যক বিলম্ব, অপব্যয় ও অল্প আয়ের মূলধন সম্বলের জন্য এদেশের কৃষি বর্তমানে লোকের আয় ও কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধির পক্ষে যেরূপ সহায়ক হইয়া উঠিতেছে না। এই অবস্থায় আমাদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য দেশের কৃষি-সম্পদকে আমূলভাবে পরিবর্তন করার ব্যবস্থা হইতে আমরা আশা চাই। কিন্তু কৃষির উন্নতির নামে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির প্রধান বিশেষভাবে অন্তরায় শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া আমাদের দুর্ভিক্ষের অন্ত পর্যন্ত দেশের শুল্কনীতি পরিচালিত হইয়াছে। শিল্প ব্যবসায়ের সমৃদ্ধির উপরই বিদেশ হইতে দেশের কৃষি-সম্পদের আমদানী নির্ভরশীল হইয়া থাকে। চাষ আবাদ কার্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্তনের ফলে যে সব লোক বেকার হইবে তাহাদের কর্ম সংস্থানের জন্য দেশে শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির প্রয়োজন আরও। কিন্তু বর্তমানেই সকল দিক বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখানে আর্থিক উন্নতির কোন ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন না। শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির উন্নতির প্রতি উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা কেবল কৃষি উন্নতির উপরই জোর দিতেছেন। ইহাতে আমাদের প্রকৃত আর্থিক অবস্থান সম্পর্কে বর্তমানেকার আত্মপ্রবঞ্চনার আরেকটী পরিচয় প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে। শিল্প-বাণিজ্যের দিক দিয়া আমাদের পরাধীনতার আরেকটী দিক এখানে উল্লেখযোগ্য। শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকে বৃদ্ধিনীতি হইতে দায়াইয়াছে। আমাদের দুঃখের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনাও সেই নীতিকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিতেছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। দুঃখের বিষয় বৃটেনের স্থায়ী-বাণিজ্য লাভ করিতে পূর্ব হইয়া আসিয়াছে। দুঃখের পরে সেই স্থায়ী-বাণিজ্যকে কি ভাবে সংরক্ষিত করা যায় বৃটিশ রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদেরা তাহা নিয়া বর্তমানে বিশেষভাবে ব্যস্ত হইয়াছেন। বৃটিশ স্থায়ী বাণিজ্যের স্বার্থ বুঝিয়া আমাদের দুঃখোত্তর পরিকল্পনার মূল বক্তব্যগুলিও যে সমস্ত তাহাতেই নির্ধারিত হইতেছে। এদেশের আর্থিক উন্নতির জন্য একটা কিছু আমাদের না দেখাইলে এখন আর চলে না। কিন্তু তাহা করিতে গিয়া বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থকে অবহেলা করার উপায় নাই। তাহাতেই সরকার এক চিমে দুই পাখী মারিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাহাতে কৃষির উন্নতি সাধিত হইলে কৃষকেরা তাহাদের পণ্যের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় বেশী পরিমাণ শিল্প-পণ্য ক্রয় করিতে পারিবে, কিন্তু দেশে যে সমস্ত যোগান বা সরবরাহ তাহা বিদেশে রপ্তানী হইয়া বৃটিশ পণ্যের উপরই নির্ভরশীল থাকিতে হইবে। এই 'দুঃখী' নীতি অবলম্বন করিয়াই শিল্প-ব্যবসায়ের কথা বাদ দিয়া দুঃখের কৃষি উন্নতির ভিত্তিতে এদেশের দুঃখের পুনর্গঠন পরিকল্পনা গড়িয়া তোলা হইতেছে।

আমদানীর সর্বনিম্ন সিলের আবশ্যকতা

আমদানীর সর্বনিম্ন সিল সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সমস্ত অভ্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানী হইতেছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, কত পরিমাণ আমদানী করিলে সিল দিবার উপযুক্ত পরিমাণ মালামাল উহার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। যেমন যে মালে পরিমাণ নির্ধারণ যে পরিমাণ সেল হইতেছে তাহাতে সমস্ত আমদানি চিনির জন্যসমূহে মাসে চিনির উপযুক্ত ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন বাড়িয়া ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টনে পরিণত হইতেছে—কিন্তু এই সমস্তের মালামাল জন্যসমূহের মধ্যে যদি কম সব থাকে এবং আমদানী ৬টী মাসে মাত্র ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন চিনি উপযুক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখযোগ্য করা হইতেছে যে ১৯৪৮-৪৯ সালে মালামালের জন্যসমূহে যে মাসে সর্বনিম্নমাত্র ১০০ মন উঠে হইতে ৮৭৭ মন চিনি উপযুক্ত হয় সেই মাসে ১৯৪৯-৪০ সালে প্রতি ১০০ মন উঠে হইতে মাত্র ৭৮ মন চিনি পাওয়া গিয়াছে। এই সব বিবরণ হইতে মালামাল সর্বনিম্ন সিলের মূলধারণা করা প্রয়োজন হয়। মালামাল যেরূপ পরিমাণে প্রতি মাসের যে পরিমাণ চিনি পাওয়া যায় ১৯৪৮-৪৯ সালে মালামাল উপযুক্ত চিনির পরিমাণ আমাদের সরবরাহ মাত্র ৯ মাস। অত এবার মালামাল সর্বনিম্নে যে চিনি উপযুক্ত হইতেছে তাহার ১১১৭ ভাগ বেশী চিনি উপযুক্ত হইতেছে বাকরা যেসের মধ্যেই আমরা বিশেষ মূল্যবান করিয়াছে। মূল্যের বিষয় যে, এই সিলটির প্রতি মালামাল কোন দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না। মালামাল আমদানীর পরিমাণের যে সামান্য কয়েকটী চিনির কল আছে তাহা অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়, এই সব কলে স্থানিক আমদানি নিম্নই শ্রেণীর এবং উহার শ্রেণীর আর সরবরাহের উপায়ের কোন সম্ভবনা নাই। অথচ আমিকার দিনে প্রত্যহ ১০০ টন আখ মিল-পিষিত হইতে পারে এমন কল স্থাপন না করিলে এবং অন্যের নিজের তরিতে সমস্ত না হইলে অন্ততঃ প্রয়োজনীয় অধিকাংশ আখ উৎপাদনের ব্যবস্থা না করিলে কোন চিনির কল লাভজনক হইতে পারে না। এই বিষয়ে মালামাল যেসের ইউরোপীয় ও অন্যান্য শিল্প পরিচালকদের প্রণালীর দৃষ্টান্ত যেসেরাছেন। কিন্তু এই সব যেসিয়ার মালামাল টেকস হইতেছে না। মালামাল মধ্যে এমন কি যেসে নাই যাহারা ১১।৭০ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ এক একটী আধুনিক বৃহৎদের চিনির কল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হইতে পারেন।

কৃষির উন্নতিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের যোগিতায় কৃষকদের আর্থিক দুর্দশাকে সমূলে অপসারণের জন্য বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা চালানো হইতেছে। যোগিতায় কৃষকদের বর্তমানে বিভিন্ন কলমের বীজের বিভুলনায় মিশ্রিত বহুবিধ উৎপাদনের মধ্যে তাহারা উদ্যোগে ব্যবসায়িক দ্রব্য প্রয়োগকরতঃ উৎপন্ন এই বীজ বপন করা হয়। সাধারণতঃ এক একটী কলমের বীজ বপন করার পর পরবর্তি সময়ের মধ্যে উহাতে কলম উৎপন্ন হইয়া তাহা পাকে উৎপাদন পদ্ধতিতে এবার বীজ হইতে তাহা অপেক্ষা অধিক বল সময়ের মধ্যে কলম পাওয়া যায়। অধিকন্তু উৎপাদন পদ্ধতিতে এবার বীজ হইতে কলমের কলমক অনেক বেশী হয়।

এইভাবে বীজের অধিকতর ও অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের কলমক করার নাম কার্পেনাইজেশন বা বীজের সংশোধনে গবেষণা করা। এই আবিষ্কারের ফলে যোগিতায় কৃষকদের বেশী কলম অধিক না বেশী সব অধিকে হই, এমন কি ডিমেবার কলম উৎপাদন করা সম্ভবপর হইতেছে এবং এজন্যেই কলমের উৎপাদন অনেক বেশী হইতেছে। আমাদের দেশে এই পদ্ধতি কতদূর কার্যকরী হইতে পারে তাহিকেরই অধিকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তার এক এক সময়ের এবং বিঘা পরিমাণ অধ্যাপকদের বাহুর বীজের কার্পেনাইজ করিয়া রেখিতে পারিয়াছেন যে, সাধারণতঃ যে সব ধান বপনের পরে ৩ মাস অন্তর উৎপন্ন ধানের কৃষক পাইতে হয় সেই সব ধান কার্পেনাইজ করিয়া বপন করিলে আমাদের ৫০ দিনে পরেই কৃষক পাইতে হয়। তার সরকার এখন যিনি পরিমাণ এই অধ্যেষণা কৃষকদের নিকট হইলে ধানচাষের উন্নতি সুদূরপ্রসারী আমাদের অধিকে এবং বর্তমানে ধানচাষে যে সব অধিকে অনুন্নতে একরপ্রতি বেশী ধান উৎপন্ন হয় না সেই সব অধিকে অনুন্নতে ৫০ ধান অধিকতর পরিমাণে ধান উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে। বলা বাহুল্য, এই প্রচেষ্টা আশাতিরিক্তভাবে সফল হইলেও বাংলাদেশ যেরূপ যে বাংলাদেশ খাদ্যাভাবে হইবে এরূপ নহে—বাংলার প্রেম উন্নয় প্রয়োজনীয় ধান ধানের অধিকতর বপন করে বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করিয়া অর্থোপার্জন করিতে পারিবে। এই ধরণের প্রচেষ্টার ফলে কেবল ধান-চাল নহে, পাট ইত্যাদি অন্যান্য ব্যাপারেও বাংলা দেশ স্বাবলম্বী হইতে পারিবে।

আমাদের দেশেদিয়ে রপ্তানীর সমস্যা

সম্প্রতি বৈদেশিক এক সাপ্তাহিক বৈঠকে ব্রিটিশ বাণিজ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার স্থানী সেক্রেটারী ডাঃ হেবার্ট ব্রেক ইংলণ্ড ও আমাদের দেশদিয়ে রপ্তানীর তুলনা করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন সেগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ডাঃ হেবার্ট ব্রেক এদেশে বাজার-সৃষ্টির ব্যবস্থাদি আলোচনা করিতে আসিয়াছেন। ব্যবসায় খোঁজখবর লইতে তাঁহার এখনও কিছু সময় লাগিবে। তবু ইতিমধ্যেই এদেশের দেশদিয়ে রপ্তানী সম্বন্ধে এই বিশেষজ্ঞের যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহা আমাদের দেশদিয়ে রপ্তানীর পক্ষে সুলক্ষণের সহায়ক নহে। তুলার সময় কোন দেশরানী ব্যবসায়ে বাজারের অনুবিধা ভোগ না করে তজ্জন্য তুলা বাবিদের তিন বৎসর পূর্বে হইতে ইংলণ্ডে বাজারিয়ান তুলা রপ্তানীর এবং এই তুলনীয়ার অর্থই ইংলণ্ডের অন্যান্যদের তুলা ও কার্যকর বাবিদের মধ্য অর্থেই পরিমাণ বাজ বর্তমানে তুলার প্রথম হইতে পাইয়া আসিতেছে। আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী সকল প্রকার পণ্যদ্রব্য দেশের সর্বত্র যথাসম্ভব প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের কোন অধিকারীদেরই তুলনীয় অসুবিধা। অন্ন আহারে বা অর্ধাহারে রহিতে হয় নাই। ইংলণ্ডের এই সকল ব্যবস্থার তুলনায়, আমাদের যে বাজারীতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই হতাশাজনক। এদেশে কেবলমাত্র তরুণগুলি সহরে দেশদিয়ে রপ্তানী চালু হইয়াছে এবং চাউল, গম,

ভিত্তির ঘুনর
ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৪৩
হেড অফিস—২০।১সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
অংশকরা ৬৩৲ টাকা ভিত্তিতে ক্লাশ শেয়ার হোল্ডারদের বেরৎ দেওয়া হইয়াছে।

প্রভৃতি অঞ্চলেই রিলিফ দ্বারা অধিকাংশ স্থলে প্রয়োজনীয় অন্নকষ্ট না হওয়ায় সেই সকল জিনিষের উপর চোরাকারবারের ঘৃণ্যুবাণী প্রয়োগ চলিয়াছে। ফলের পূর্বে অর্থাৎ বর্তমান দুর্ভাবনীয় ব্যবস্থায় সম্পর্কে কোন চিন্তা করেন নাই এবং ফলের অপব্যবহারের ফলশ্রুতিরূপ নীতির অভাবে এখনো আমেরিকার মতই সমস্যা অন্ধকার হইয়াছিল। বেসামরিক জনসাধারণের ফলপ্রাপ্তির প্রতি সরকারী দৃষ্টি না থাকায় অধিকাংশ রহিত ও অল্প-বিত্তসম্পন্নের আয়ত্তাধীন বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যাদির প্রচুর অসুবিধা ভোগ করিতে থাকা হইবার এবং বর্তমানেও চলু হওয়ার পরও প্রয়োজনের তুলনায় অল্প পরিমাণে বাজারে আসায় সাধারণ জনসাধারণ দিন দিন দুর্গত হইয়া পড়িতেছে।

এই ভোগীয় অবস্থার এখন প্রতিকার সম্ভবপর। দেশে অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিলে এবং কার্যকুশল ও সততাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারাই এই খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজনানুরূপ ভাবে দেশবাসীর মধ্যে বণ্টন করিবার ব্যবস্থা করিলে দেশের বর্তমানের অবস্থা অনেকটা সহজভাবে আসিতে পারে। কিন্তু সেরূপ প্রচেষ্টা আমরা কিছুই দেখিতে পাইতেছিনা। বর্তমানেও 'অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন কর' আন্দোলন যে ভোগীয় ভাবে বর্ষ হইতেছে তাহা দেশের বাস্তবিকপক্ষে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। দেশে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আন্দোলনের বিষয়-বস্তু নয় নহে। এই উভয় কথা করিতে হইলে বর্তমানেরই কৃষিকার্য ও খাদ্য কর্মপন্থা লইয়া দেওয়া, বীজ বিতরণ, জমির যথাযথ সারসংরক্ষণ ইত্যাদি করা। অগ্রসর হইতে হইবে এবং এইজন্য প্রয়োজনানুরূপ অর্থব্যয় করিতে হইবে। একমাত্র এই পদ্ধতি দ্বারাই খাদ্য সমস্যার মধ্যে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা হইতে এইরূপ আশা-বিজড়িত কোন কাজেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।

রেলযোগে যাতায়াত

বর্তমানে দূর অঞ্চলে যাইবার পথের এক মাত্র পথ রেলপথ। এখন এখানে সমস্যা—ভারত সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে এখন নির্দেশ দিয়াছেন যাহাতে 'ইসেন্সিয়াল সার্ভিস' পক্ষে যে বিপুল প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাই করিয়া আসন সম্ভব হইবে। বর্তমানে দূরের সঙ্গে প্রত্যেক প্রকৃতি স্থান হইতে এখনে যাতায়াত আবশ্যকীয় বন্ধ হওয়াতে এবং রাসবাড়ী, ঘোটর লরী ইত্যাদির অভাব হেতু দেশের এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত বহুলাংশে হ্রাস হওয়ায় ফলে রেলে যে যাত্রীভার উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রতিকারার্থ রেলের বহু সংখ্যে রেলমি প্রভৃতি বন্ধন করা হইয়াছে। বর্তমানে দূর বন্ধন পথে ভারতীয় পর্যন্ত এই প্রকার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে—সন্দেহ নাই। কিন্তু রেলের ঘোড়া-ভূমি হইতে বর্তমানে যাবতের কুলি, খালি সিলিন্ডার যে শ্রেণীর অন্যান্য বন্ধনের কাল, আটা, ডুলি ইত্যাদি সরবরাহ করা হইতেছে এবং বৈ-আইনীভাবে সন্ধানের সহিত অতি নিম্নশ্রেণীর বন্ধনের অবাধ ভাবে এখন করিতে রেলযাত্রীকে যে-ভাবে বাধা করা হইতেছে তাহাতে অসাধারণ অসুবিধা হইয়া উঠিয়াছে। ফলে দূরের সঙ্গে প্রয়োজনীয় রেলমি প্রকৃত বন্ধনের যাতুক টিকা রেলযাত্রী ভাড়া না। কেবল রেলমি নহে দূরের আমদানি রেলের যাত্রা বাণিজ্যের মধ্যে যে অসংখ্য প্রকার নিয়ন্ত্রণ বীতি (Controls) বলবৎ করা হইয়াছে রেলযাত্রী দূর হেয় হইয়াছে তাহারও অবসান কামনা করে। বর্তমান দূর অবসান হইলে সহজ পথে এখনে যাতায়াত হইতে পুনরায় চালের আবশ্যকী আসন হইবে এবং রেলের অসুবিধের এক প্রকার হইতে অন্য প্রকারে যাতায়াত আবশ্যকী ব্যবস্থা অন্য মালবাড়ী বা ঘোটর লরী ভোগ অভাব থাকিবে না। তখন বিদেশ হইতেও সহজ পথে এখনে আমদানি অভাবে যাতায়াত পরিবহন ইত্যাদি আরম্ভ হইতে পারিবে। সেই সময়ে রেলের যাতায়াতের ভার যদি সুষ্ঠুভাবে ন্যস্ত আবশ্যকী ব্যবস্থার ব্যাপারে অভাব দূরের পর রেলপথ যাত্রী আরো হইলে রেলযাত্রী ভাড় হইয়া থাকিবে। বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞানসম্মত ও রেলিনিয়মের অন্ত রেলের ঘোষের সুবিধা তো দিবের কিছু রহিই নাই—এবং দূরের আরম্ভের হইয়াছে এবং রেলযাত্রীকে যাত্রা হইবা আইনের সমস্যা বহন করিয়া নিজেই বহনের ভার, পরিচয় ইত্যাদি সরবর করিতে হইতেছে। যত শীঘ্র এই ব্যবস্থার অবসান ঘটে ততই মঙ্গলের কথা।

হিন্দুস্থান সিমেন্টসমেন্ট কর্পোরেশন

বর্তমান দূরের অবসানে যাতায়াত রেল ও সাধারণী প্রয়োজনাদির বিভিন্ন বহনের নিম্ন প্রতিষ্ঠান যাতায়াত উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত বসিনীরঞ্জন সরকারের উদ্যোগে ও ঘোষী টাকা মূলধন সংগ্রহের অন্যতম হইয়া এবং অংশেই দেওয়া বিক্রয় দ্বারা মেড় ঘোষী টাকা সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই হিন্দুস্থান সিমেন্টসমেন্ট কর্পোরেশন নামে একটি ঘোষণাপত্র স্থাপিত হইবার কথা আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। যাতায়াত রেলে বর্তমানে যে কাপড় সাধারণ হয় সরকারী কাপড়ের অসন্তোষজনক আকার এক-পঞ্চমাংশে হ্রাস পড় উৎপন্ন হয়। যাতায়াত অন্যান্য বহনের যে ঢিলিং প্রয়োজন হয় তাহার ফল কাপড়ের এক ভাগ ঢিলিং যাতায়াত উৎপন্ন হয় না। যাতায়াত আজ পর্যন্ত রেলযাত্রীর উদ্যোগে একটি সমস্ত আয়োজন করা হয় নাই—অথচ আমাদের দেশে যে কাপড় সরবরাহ হয় তাহার একটা বোঝা আজ যাতায়াতেই পড়িয়া থাকে। বিদেশে, সমস্ত ইত্যাদির যাতায়াতের যাতায়াত সম্পূর্ণভাবে সরবরাহযোগ্য। তৃতীয় দেশে, ঘোটর লরী ইত্যাদি সমস্তের সমস্ত আজ পর্যন্ত যাতায়াত রেলে যেরূপ ভোগ প্রকার চিন্তাভাবনার অবসর নাই। এই সব জিনিষে হাত দিতে হইলে সমস্ত পরিমাণ দূরদর্শন এবং অভিজ্ঞ, সততাসম্পন্ন ও কর্মকুশল পরিচালনা ব্যবস্থা আবশ্যক। এই ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত সরকারের মত যোগ্য ব্যক্তি যাতায়াত রেলে খুব কমই আছেন। সমস্ত আয়োজন ব্যবসায়ী মহলের আয়ত্ত উপর যে অন্যায় অন্যায় রহিয়াছে তাহাকে তিনি যাতায়াত নিজের প্রভাবের জন্য সরকারী ও অসরকারীমহল হইতে অবাধভাবে প্রয়োজনীয় সুযোগ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তাঁহার সুযোগ্যতায় স্থাপিত নিম্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন অযোগ্যতা বা অসাধুতার স্থান যে উহার অধিষ্ঠাতার কোন অসাধ্য হইবে না তাহাতেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে। এই কারণে হিন্দুস্থান সিমেন্টসমেন্ট কর্পোরেশনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত আশান্বিত। এই প্রতিষ্ঠান যাতায়াত রেলে নিজের প্রভাব এবং সরকারীর যেরূপ সমস্ত সমাধান ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে যে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

নিরাপত্তা ও কার্য্যতৎপরতার জন্য—

দি ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—ঢাকা। কলিকাতা অফিস—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

ফোন : অফি : ৩৪০১ ও ব্রাঞ্চিস—১১২৮

অভিনন্দন শাখা

আগামী ৩১শে আগষ্ট হইতে বড়বাজার নবম রোডে খোলা হইবে।

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার ডিরেক্টর—বি এন ভট্টাচার্য্য।

যুদ্ধ যখন চলে—···

জিনিষের দাম তখন বেড়ে চলতে থাকে। কিন্তু আমাদের তৈরী জিনিষের দাম আমরা যথাসম্ভব কম রেখেছি, আমাদের নিজস্ব লাভের হিসাবও ক্ষতিয়ে দিয়ে।

যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির ফলে সাধারণের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটাতে এখন অবশ্য আমরা পারছি না; কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই আমরা যা আমাদের পূর্বে সম্ভব হবে।

প্রাচ্যের প্রিয় বর্ণাতি—ডাক্ ব্যাক্

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা ◻ নাগপুর ◻ বোম্বাই

ভারতে শিল্প ব্যবসায়ের গতি

বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রচারকার্য্যের ফলে এদেশের যুদ্ধকালীন শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে বিদেশীয়দের মনে একটা উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বড় ব্যবসায়ী সম্প্রতি এমন উক্তি করিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময়ে ভারতে শিল্পের যেরূপ প্রসার সাধিত হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধের পরে লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য এদেশকে আর বাহিরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। এর মধ্যে কিছু অতিরঞ্জন রহিয়াছে। ভারতের যুদ্ধকালীন শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে মার্কিন ব্যবসায়ীদের এই ধারণার কারণ বুঝা যায়। ভারতীয় শিল্প বিশেষজ্ঞ ডাঃ জন মাথাই সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়া সেই ভ্রম আপনারাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময়ে শিল্পোন্নতির একটা সুযোগ আসিয়াছে, আর ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যেন সেই সুযোগকে কিছুদিনের নিম্ন ব্যবসায় অংশে গ্রহণ করিয়া লইতেছে। কিন্তু আসলকথার লোকেরা শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে যতটা আরাম ও উৎসাহের ভাব প্রদর্শন করা সত্ত্বেও এদিক দিয়া যুদ্ধের সময়ে দেশের প্রকৃত অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত কার্য্যনীতির ফলে নানা ধারা দিয়া আমদানি অবরুদ্ধ হইয়া নিজ প্রয়োজনের পথ খোঁজ করিয়া উঠিয়াছে। ফলে লাভজনক আমদানি ও আনাজনের যেমনই আজ দেশে দেশী করিয়া তুলিয়া উঠিয়াছে।

ভারতের যুদ্ধকালীন শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে ডাঃ মাথাইয়ের এই ধরণের উক্তি বিভ্রান্তি সৃষ্টির হইতেছে মনে হয়। যুদ্ধের সময়ে একদিন বাহির হইতে ভারতে নিত্যদ্রব্য আমদানীর একটা অনুবিধা দেখা দিয়াছিল। সামরিক প্রয়োজন মেটানোর ফলে যুদ্ধের ফলে নানা দিক দিয়া যেসব নিত্য দ্রব্যের চাহিদার খুব বাড়িয়াছিল। শিল্পোন্নতির সঙ্গে ইহা একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া দেশের উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা সে বিষয়ে তৎপরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন অনুশাসনের ফলে এই অবস্থার ভারতে স্থায়ী শিল্পোন্নতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যেন আজ নিজ দ্রব্যের দিক দিয়া সুযোগ বিদেশের মুখাপেক্ষী ছিল। ঐ সব দেশের গবর্ণমেণ্ট উপরে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের প্রয়োজনে তাহাদিগকে সেই সব দিক দিয়া অনেক পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশের নিত্য দরিয়া তোলার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার ও ক্যানাডার তোল-নাবালি বৈদেশের নিত্য এক নূতনভাবে যৌথিক-শিল্প গঠনের একান্তভাবে তোর চেষ্টা হইয়াছে। ভারতবর্ষ এদের সকল প্রকার নিত্যের দিক দিয়াই পূর্ণ হইতেই সন্তোষপর রহিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে অনেক নিত্য দরিয়া তোলার সুযোগ আসিয়াছিল। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের প্রয়োজন মিটিয়া গেলে এখন হইতে দেশের সকল সঙ্গে বৈদেশের উপরই মনোযোগ দিয়াছেন। সকল সঙ্গে ও বৈদেশের ব্যবহার্য্য কতিপয় শ্রেণীর সরঞ্জামের বাহিরে তোল সকল উৎপাদনের ও যৌথিক নিত্য উৎপাদনের যে প্রয়োজন রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু করা মাথা ঘামাইতেছেন না। সকল নিত্য-প্রয়োজনের নিত্য, তোলাকালি নিত্যদ্রব্যের নিত্য-আর নিত্য দ্বারা সব আজ সব নিত্য দ্রব্যের-ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সব দিক দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে নিজের তাঁহারা নূতন কল-কারখানা স্থাপনের এবং ব্যবসায় প্রসারিত করিতেছেন। যুদ্ধের সময়ে কল-কারখানার কাজ সন্তোষজনক করিয়াই সাধারণভাবে উৎপাদন বজায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাই হইতেছে যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতের শিল্পোন্নতির মান, ইহাই হইতেছে এদেশের বর্তমান শিল্পোন্নত ও শিল্প প্রসারের মাপকাঠি। এই সামরিক সুযোগগ্রহণ ভারতের প্রকৃত শিল্পোন্নতির পরিচায়ক নহে। যুদ্ধের পরে উহা দ্বারা দেশের প্রয়োজন মিটিবার আশায় নিশ্চিন্ত থাকা চলিবে না।

কেহ কেহ মনে করিতেছেন যুদ্ধের সময়ে শিল্পোন্নতি সম্ভবপর না হইলেও যুদ্ধের পরে তাহার পথ সকল দিক দিয়াই নিষেধ প্রশস্ত হইবে। কিন্তু আমরা সেরূপ বিশ্বাস প্রকাশ করিতে কিছু দেখিতেছি না। শিল্পোন্নতির আবশ্যকীয় সম্প্রতি অনুবিধা দূরীকরণ ও অতিরিক্ত সুযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যেসব আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা উহাদের কার্য্যকরী হইতেছে। যুদ্ধের পরে অতিরেই সেই সব অভাব ও অসুবিধা দূর করার সম্ভাবনা কোথায়? শিল্পের প্রয়োজনে বাহির হইতে যন্ত্রপাতি আমদানির কথা উঠিলেই গবর্ণমেণ্ট এখনও জাহাজের অসুবিধার কথা করিয়া থাকেন। কিন্তু যুদ্ধাবসানের পর উহার কারণ সমূহ বর্তমানে জাহাজ চলাচলের বিস্ময় অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। মাল বহনের উপযোগী জাহাজ পাওয়া সম্বন্ধেও এখন আর বিশেষ কিছু অসুবিধা নাই। কিন্তু অবশ্যই এই পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতের শিল্পোন্নতির পথ বাহির হইতে যন্ত্রপাতি আমদানির কোনরূপ সঙ্কোচ গবর্ণমেণ্ট মেনে-নেবেন না। জাহাজ চলাচলের সুবিধা হওয়ার সঙ্গেই যাবতীয় বিভিন্নের দিক দিয়া ভারতের লোকদের অভাব অনটন মিটাইবার সমস্যা তাহাদের নিজেই বড় হইয়া উঠিয়াছে। সেই অভাব মিটাইবার ভার করিয়া তাঁহারা বাহির হইতে বেশী পরিমাণে কলকব্জার আমদানীর উপর জোর দিবেন। ভারতে যাতায়াতের ভোগান কম সত্ত্বেও এদেশে সফরে হইতে এত অধিক লোকের আগমন হইতেছে। যুদ্ধোত্তর দেশে ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে আশাবাদীর উপর জোর বিশ্বাস

এই প্রকার সর্ত ইতিপূর্বে উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু পাকা রেলিংয়ের বিনিময়ে সমগ্র বন্দরের মেরামত এইভাবে অসম্ভব বলিয়া ভারতের মুখপাত্র নিজেদের প্রয়োজন মিটিবে কি? সাধিক মুক্তহস্তেই অসম্ভব ও অল্প মিল সম্ভবের প্রস্তুত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সম্মিলিত ইনিশিয়েটিভ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সুবিধা পাইলেই ঐ দেশ হইতে মূলধন পরে প্রতিষ্ঠানসমূহ লাভ ও উৎপাদনী পরিমাণে ঐ সমস্ত ভারতের আমদানী করা যাইবে। কিন্তু ইনিশিয়েটিভ সমস্ত নীতি বিদেশ মেরামত নিজেদের হাতে নিয়ন্ত্রণের সুবিধা যখন ইংলণ্ডের মোকদ্দমে কর্তৃপক্ষের তখন তাহারা উহাকে ভারতের ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সুযোগ দিতে পরিয়া মনে হয় না। তাহাতেই সম্মিলিত ইনিশিয়েটিভ সম্পর্কে বড় আশা-ভরসাই পোষণ করা চলিত না যেন ভারতের নিজেদের জন্য মূলধন পরে উহার বিনিময়ে সমগ্র উপযুক্ত পরিমাণ আমদানি পাওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ কিছু নাই বলা চলে।

নিজেদের জন্য বড় অংশ যে মূলধন প্রয়োজন তাহার সংস্থানের ভারত পর্যবেক্ষণের বর্তমান আমদানি যোগাই যথেষ্ট নহে। মূলধন সমগ্র এবারে নূতন নিল ব্যবস্থা উপযোগী হইয়া অনেক ভারতীয় নিজের অধিকার সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণের নিকট একটা প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু পর্যবেক্ষণ সে দাবী পূরণ করিতে রাজী হন নাই। যুদ্ধ শেষ হইলে আমিয়ার সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনার জন্য হইবে বলিয়া, যে বিদেশী প্রতিযোগিতার ভয় হইতে দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য উপযুক্ত সময় ভারত প্রার্থনা করা প্রয়োজন, কনসিলিয়ার সমস্ত আমদানীর ব্যাপক কার্যাবলি দ্বারা সেই প্রতিযোগিতার সমস্ত তাঁহারা প্রশমন করিয়া দিয়েছেন। ভারতের দৃষ্টির সম্মুখে সমস্যার অনুরূপ ধারণা যে এই ভারতীয়দের উদ্দেশ্য দ্বারা আসল। সুযোগই উল্লেখ করিয়াছি। ভারতের সার্থের বিনিময়ে এইভাবে দৃষ্টির নিজ দায়িত্বকে উপলব্ধি করার নীতি ভারত পর্যবেক্ষণ নীতির পরিবার করিবেন বলিয়া মনে হয় না। কনসিলিয়ার সমস্ত আমদানের সাথে সাইমেন ও বলীন আমদানী করিয়া সম্মিলনে ঐ সমস্ত প্রস্তাবের দেশীয় শিল্পকে বিলম্বিত করা হইয়াছে। দৃষ্টিকোণ নিজ সার্থের দায়িত্বে অধিকতর হইবে এই ভাবে আমরা অনেক দেশীয় শিল্পের উন্নতির পথে বাধা দূরী করা হইবে।

ভারতের অনেক দেশে পর্যবেক্ষণই নিজে উদ্যোগী হইয়া এই মূলধন সমগ্র অনেক প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু ভারতের দেশকেরা অন্যান্য অংশের নিজেরা আমাইবার প্রয়োগের পর্যবেক্ষণের নিকট হইতে সেখিবার কোন সম্ভাবনা পাইতেছে না। মূলধন সমগ্র বন্দরের দেশে বর্ধিত না তাঁহারা ব্যবসায়িক সার প্রস্তাবের ব্যাপারে ভারত পরিবারে উদ্যোগী হইয়াছেন, উহার অধিকৃত পরিচালনা সম্পর্কে তাঁহাদের নানা দুর্ভিসন্ধির কথা এখন হইতেই শুনা যাইতেছে। প্রকাশ, এখনে ব্যবসায়িক সার প্রস্তাবের কারখানা গড়িয়া তুলিয়া পর্যবেক্ষণ অন্তত ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ক্যাপিটেল কোম্পানী নামক বিলাতী প্রতিষ্ঠানকে তাহার মালমোজি এজেন্সী প্রদান করিবেন। বীজ বিলের দুটিতে সেই কোম্পানী কারখানা পরিচালনার ভার লইবেন ও উহার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করিবেন। বিলাতী ব্যবসায়ী কোম্পানীর সহযোগ সহিত দেশীয় সার্থের কোন মিল নাই। ইন্ডিয়ান ক্যাপিটেল কোম্পানী নানা কারখানি অবলম্বন করিয়া ব্যবসায়িক নিজ প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসায়িক প্রথা বিস্তারের ব্যবস্থা সম্পর্কে এতদিন এদেশীয় প্রচেষ্টার বিরোধীতাচরণ করিয়া আসিতেছেন। এই অবস্থায় এই কোম্পানীকে ভারতের ব্যবসায়িক সার প্রস্তাবের কারখানা পরিচালনার ভার দিয়া দেশে নতুন দিক দিয়াই দেশীয় সার্থ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আশিয়া করিয়া সেই ঘুম ভাঙ্গিয়া দিয়া ভারত পর্যবেক্ষণ প্রস্তাবের নিজেদের সম্পর্কে তাঁহাদের সেই বিষয়ক অজ্ঞতার মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। তাহাতেই কোন দিক দিয়াই আমরা আশা বা ভরসার কিছু দেখিতেছি না।

দেশের প্রকৃত শিল্পোন্নতি সম্পর্কে ভারত পর্যবেক্ষণের কোন আন্তরিকতা বা গরজ দেখা যায়। কিন্তু বাহ্যিক আড়ম্বর ও জোরগলায় দেখাইয়া প্রতিপক্ষ অসম্ভাবনাকে বাধা দিয়া তাঁহারা কোন কাজ করিতেছেন না। মূলধন সমগ্র ও প্রতিষ্ঠা বাধা প্রস্তাবে নিজের সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করিয়াছে। উহাদের প্রতিনিধি বিদেশী ও ভারতবিদগণ পর্যবেক্ষণের নিকট প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পর্যবেক্ষণ প্রস্তাবে নিজের সুযোগ সম্ভাবনা বিশেষভাবে তত্ত্ব সম্ভাবি মূলধন করিয়া একটি কমিটি বসাইবার মতলব করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই ভাবে মূলধন কমিটি বসাইবার অর্থ যতদূর ও আলাপ আলোচনার নামে ভারতের নিজেদের প্রস্তাবিত প্রস্তাবিত কালের জন্য মুলতবি করিয়া রাখা। নিজ প্রস্তাবের আন্তরিক আগ্রহ যেখানে তত্ত্ব সেখানে এইরূপ ভারসাম্য ধারা মোক্ষ ঘুরাইবার চেষ্টাই স্বাভাবিক। প্রকৃত ভারতীয় পর্যবেক্ষণ প্রতিনিধি দ্বারা এই ধারণা যদি ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় তবেই আশা করা যায়। নিজেদের জন্য ভারতবাসীকে আজ ভারসমেত-ভাবেই তাহাদের প্রস্তাবিত করিতে হইবে।

মহকারেখা ব্যাঙ্ক—কলিকাতার অন্যতম প্রাচীন মিঃ ফণীন্দ্রনাথ সেন তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহার অভিপ্রায়ে একটি বাড়ীর উপযোগী স্থানের জন্য ৩০ হাজার টাকা মূল্যের অধিকারী এবং বদলে ৫০ হাজার টাকা দাবি করিয়াছেন।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

স্বীকৃত সম্পত্তি

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমস্ত লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অধিকতর প্রিমিয়াম বা বিমার স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- ব্যবসায়ের প্রিমিয়াম দিলে সুবিধাজনক কন্ডিশনসমূহের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর অধিকারের পরিমাণ ৫ কোটী টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন

দক্ষিণভারত এজেন্সি লিমিটেড

চীফ এজেন্টস্।

৮নং রাইটার্স ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন। কলি ৬৮৭৩

হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৩০০৲ ,,

আদায়ীকৃত মূলধন ১১,১২,৮৫৫৲ ,,

আমানত—এক কোটী টাকার উপর

(১৯৪৩ সালের ১০ই মে পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

বিভিন্নস্থানে ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও ডালহাউসী স্কোয়ার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা

সে-ক্রেটারি ঃ বিজয়কৃষ্ণ

ম্যানেজার—বিমলেন্দু-ব্যানার্জি

'মূল্যের বাজারে শুধু টাকাই সস্তা এবং সস্তা বলে জমানো সুবিধা এবং আজ যা জমানো যাবে মুদ্রাস্ফীতি যখন চলে যাবে তখন শুধু সেই টাকার মূল্যই বাড়বে এবং নিউন্যাশনাল ব্যাঙ্কই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।'

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৪নং রেহেরাম্ব ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা ঃ বিহার শরীফ, রাঁচী ও লোহারডগা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর্স :—চিত্তবিনোদ গুহ

বসন্তকুমার রায়

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিনা মাশুলে মনিঅর্ডার—ভারতবর্ষ হইতে ভারতীয় কোন বিশিষ্টব্যক্তির একজন অন্যান্য প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদানের জন্য বাইরা যাইবার সময় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যাইয়া যাহাতে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে জনমত সংগঠিত করিতে সমর্থ হন এবং যাহাতে ইহাদের সম্মেলন যাহাতে ১০ দিন স্থায়ী আমেরিকার যাইয়া অধ্যয়ন করিতে পারেন তজ্জন্য ভারতীয়দিগের নিকট যোগিক-নাম মাশুলমুক্ত অর্থ পাঠাইয়া করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অর্থপাঠাইয়া আন্তি-মনিঅর্ডি-সেবের উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে প্রদান করা হইবে। নির্দ্ধারিত অধ্যয়নকালে আমেরিকার যাতায়াতের খরচা এবং এক বৎসর পর্যন্ত মাসে ২৫০ ডলার (৮০০৲ টাকা) করিয়া দেওয়া হইবে। ব্রাহ্মণদের যাতায়াতের খরচা এবং দুই বৎসর পর্যন্ত ভারতের মাসে ১৫০ ডলার (৪৯৫৲ টাকা) এবং ভারতের মাসে ১০০ ডলার (৩১৫৲ টাকা) করিয়া দেওয়া হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেবার—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেবার জন্যেই অসংখ্য ব্যক্তির আজকের অবস্থা দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উহার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আলোচিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবেই সেবার সম্বন্ধে যে তথ্য জানিতে পারা যায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে, অবস্থার কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে অনুসারে গত ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে ব্যাঙ্কের ৫ কোটি টাকা মূল্যের ৫ লক্ষ সেয়ারের জন্য বোম্বাই কেন্দ্রে ১ লক্ষ ৪০ হাজার, কলিকাতা কেন্দ্রে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার, দিল্লী কেন্দ্রে ১ লক্ষ ১৫ হাজার, মাদ্রাজ কেন্দ্রে ২০ হাজার এবং রেঙ্গুন কেন্দ্রে ৩০ হাজার সেয়ার ছিল। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ঐ সেয়ারের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে সেয়ারের পরিমাণ এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—বোম্বাই ২ লক্ষ ৫১ হাজার ১০৩, কলিকাতা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৯৭, দিল্লী ৮৪ হাজার ৮০৭, মাদ্রাজ ৫৪ হাজার ৫৭৩, রেঙ্গুন ৪ হাজার ৫০০। অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে অংশীদারের সংখ্যা বোম্বাই কেন্দ্রে ২৮ হাজার, কলিকাতা কেন্দ্রে ২৩ হাজার ৮৯০, দিল্লী কেন্দ্রে ৫৩ হাজার, মাদ্রাজ কেন্দ্রে ১৪ হাজার ও রেঙ্গুন কেন্দ্রে ৩৪৭৭ ছিল। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ঐ তারিখে তাহা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—বোম্বাই ১৮০৭৯, কলিকাতা ১০৪৯১, দিল্লী ১১৩৩৪, মাদ্রাজ ৭১১১ এবং রেঙ্গুন ৬০৫। দেখা যাইতেছে যে, বোম্বাই কেন্দ্রে কেবল যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশেই অধিক পরিমাণ টাকার সেয়ার বেনামীতে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা নহে, ঐ কেন্দ্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেয়ারসমূহ অংশীদারগণ কর্ত্তৃক যে হারে বেনামীতে হস্তান্তরিত হইয়াছে, অন্য কোন কেন্দ্রে সেরূপ হয় নাই।

ভারতীয় কেন্দ্র নিয়ে—ভারতীয় কেন্দ্র নিয়ে ভারত বিভাগের পর অবশ্য সরকার একটী কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটির প্রধানতম কার্য্য হইবে নিম্নে দেখিতে পাওয়া যে সমস্ত ভারত আমদানী হয় তাহার এবং তাহাতে প্রত্যেক যে সমস্ত ভারত সুবিধাজনক বিদেশী ভারতের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করা। তার পর এই দুই-তালিকা এই কমিটির সভ্যগণের আলোচনা হইবে।

পুরা কলমেলন—রেল ও জাহাজ-ভাড়ার বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে এতদাইনি কমিটির এক সভায় জানাইয়াছেন যে, আগামী পূজার ছুটিতে রেল-বর্দ্ধনের সময়কার যেন রিজার্ভের না কোন স্পেশিয়াল ট্রেনের ব্যবস্থা করিবেন না।

বোম্বাইয়ে মুদ্রাস্ফীতি পরিকল্পনা—বর্ত্তমান মূল্যের অবনতিতে পল্লী-উন্নতি, মুদ্রার নিম্নের প্রসার ইত্যাদি কার্য্যের জন্য বোম্বাই সরকার ১৪ বৎসরের জন্যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কার্য্যে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ের সমান করা হইয়াছে।

ছোটখাট মেয়াদী—বর্ত্তমান বর্ষারম্ভে আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকার ৪ লক্ষ টাকা মূল্যে কতকগুলি ছোটখাট মেয়াদীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে ১১ লক্ষ টাকা অধিক—যাহাতে পূর্ব্বে কোন কাজ হইতে না পারে সেই লক্ষ ২৭ হাজার টাকার হইয়াছে। প্রকাশ যে, বাঙ্গলা সরকার এই বন্দোবস্তের আরও কতকগুলি মেয়াদী সরকার নিযুক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতার সড়ক—গত জুলাই পর্য্যন্ত ৭ মাসে কলিকাতা সহরে মোট বেসরে ৩০৪৯ জন, অমেরায় ১২৮৮ জন এবং বাইসাইকিলে ১১৮৪ জন লোক দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে।

বাঙ্গলার ঋণ ও আয়ের আন্দাজী—বাঙ্গলা সরকারের অনুরোধে সম্প্রতি অনেকের মতামতের পর ১৯৪৯ সালে উক্ত প্রদেশ হইতে বাঙ্গলা দেশে যে ঋণের মধ্য দুর্ভ আয়ের আন্দাজী করিতে অনুমতি বিদেশ করিয়া জানাইয়াছেন। বিহার মতামতের বাঙ্গলার প্রতি বছরে ১ হাজার মণ আয়ের আন্দাজী করিতে বিদেশ ঠিক করিয়াছেন।

টেলিফোনের উন্নতি বিধান—বর্ত্তমানে টেলিফোনে লাইনের উপর অত্যধিক চাপ পড়িবার বিধায় আরও সরকারের তার ও আয় বিধান কমিটিকাতার 'অফিসার' ও 'লাই' এক্সচেঞ্জের আয়তন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ করিবেন। এই কাজ সম্পন্ন হইলে উক্ত দুইটী এক্সচেঞ্জে ৩০ জন নূতন অপারেটার কাজ করিবে। এই কাজে এতদর্থনীয় ৪৫ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য কাজের ১ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে।

পরিত্র জমিতে চাষাবাদ—বাঙ্গলা দেশে আবাদযোগ্য কি পরিমাণ জমি পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে—বিশেষতঃ কোন কোন জেলে এবং কোন পরিমাণ জমি পতিত আছে—তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমানে বর্ত্তমানের তথ্য আরও জানাইয়াছেন। এই তথ্য দেশ হইলে সমস্ত জমিতে যাহাতে চাষাবাদ হয় এবং বিশেষ ফলপ্রসূতিতে যাহাতে সাধারণ ফলকর্ষণ ও চাষীরা হইতে অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘনসার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

আন্তর্জাতীয় আদান্ত পরিষদ—আগামী ১লা নভেম্বর হইতে ৭ দিনে আন্তর্জাতীয় পঞ্চম আন্তর্জাতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন হইবে। ১৩টী দেশের বেসরকারী শিল্প উপস্থিত করিবার জন্য এবং ৩৪। ও ১৭টী দেশের উপস্থিতি বিলম্বিত আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হইয়াছে।

রাস্তাঘাটের দীঘের সংস্কার—বাঙ্গলা সরকার রাস্তাঘাটের ক্ষতির দীঘ সংস্কারের জন্য ৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। বর্ষা শেষ হইলেই কাজ আরম্ভ হইবে। ইতিপূর্ব্বে এই কাজে ২ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সমস্ত টাকাই ভারত সরকার প্রদান করিয়াছেন।

ডাকার জন্মদুয়ার ব্যয়—বাঙ্গলা সরকারের হিসাবে অনুসারে গত এপ্রিল মাসে ডাকা খেলার মোট ১৮৩৯ জন খেলোয়ার যুদ্ধ হইয়াছে এবং এই মাসে উক্ত খেলার মাত্র ৩৯২ জন খেলোয়ার কাজ হইয়াছে। যুদ্ধার মধ্যে বন্দুকে ৯২১৯ জন, মাদ্রাজেরিয়ায় ৫৬৮৭ জন এবং অন্যান্যে ২১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

অবর্ণমেন্টের হাতে ঘোড়া আমদানী—১৯৪৯-৫০ সালে ভিক্টোরিয়া, সন্তান এবং অন্যান্য প্রভৃতি মার্কা টাকা আদায় করিয়া ঘোষিত হওয়াতে অন্যান্যাদানের কাজ হইতে যে সকল টাকা অবর্ণমেন্টের নিকট জমা আছে তাহা খালাইয়া তাহাতে সরকার ২১ কোটি ঘোড়া জমা পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ১৪ কোটি ঘোড়া জমা ফিরা ঐ বৎসরে টাকা, আমুলী, সিকি ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

আম শুকাইয়া মুদ্রণ পদ্ধতি—ইংলণ্ডে ঘোড়ে আম না শুকাইয়া হারায় অথবা আম জলাই-

আত্মা ও শিল্প

প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অঙ্কিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি একত্র করিলে দেখা যাইবে তাহাদের অধিকাংশকে একটী বিষয় অনুপ্রাণিত করিয়াছে—সে বিষয় আত্মা ও শিল্প। ইহার কিরণ এত বাহুল্য লক্ষিত যে, মূল ধর্ম্ম প্রচারকদের পক্ষিলতা শিল্পীরা তাহা নিজেদের করিতে পারে নাই। শিল্পদলদের পারিবেশ এই পক্ষিল রূপের প্রতিমা মানুষের অন্তরকে চিরকাল অধিকার করিয়া আছে। অধিকাংশ খৃষ্টান-ইউরোপীয় দেশী কিন্তু যীশুকে পুরুষরূপে ভাবে না, আমাদের দেশে যশোদা ও রাধাকৃষ্ণ আমাদের চিরন্তন অন্তরের বস্তু করিয়াছে। আত্মা ও শিল্প বিভিন্ন রূপের প্রতি মানুষের প্রবৃত্তির মূলে ও আকর্ষণ পরমাত্মক, তাহার পরিণতি অনিবার্য্যরূপ অর্থ ও পরিমাণ এই পার্থিবের রূপের মধ্যে নিহিত।

কিন্তু আত্মা ও শিল্প এ ছাড়া কি শুধু কল্পনার অবলম্বনই অনুভূত হইয়া থাকিবে? মানুষ জীবনে কি এ ছাড়া কিছু পাইবে না? মূল প্রকৃতি শিল্প, অন্তরাত্মার পক্ষিল প্রকৃতি—এই দুইএর সমন্বয়ের মধ্যেই কি আমাদের চিরন্তনের সাধনা ছাড়া উপায় নাই? বাস্তবজগতের প্রতিদিনে প্রাণিত ও সেই সুন্দরই আমরা। শিল্পীকে আজ আমাদের পূর্ণিমাকে যে অনুভূত অর্থ সত্যটিত করিতে হইবে। প্রাণিতের কথা, বিশ্ব প্রকৃতি—মানুষ মানুষের সম্বন্ধ চায়, কিন্তু নাই যোগিক, নাই ভাষা। দেবতাদানী এই মূলের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া শুধু কল্পনার দেখন করিয়া আমরা সাধনা পাইতে পারি? সেই কল্পনা সত্যাহেষী ও বিশ্বের আমাদের?

শিল্পের আদর্শের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু আত্মা ও শিল্পের কল্যাণ সত্যের অধিষ্ঠানে অবশ্যিত না হইলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সিদ্ধিই যে ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য জগতের দিকে তাকিয়া আর কিছু না হউক এ বিষয়ে আমরা অন্ধ নহি, আমরা শুধু শিল্পে নয়, আমাদের অন্তরতম আত্মদের মধ্যেও নিজের আত্মার সঙ্গে আমাদের আবাদ হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছুই বাকী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার মোহাই দিয়া নিজেরা না থাকিয়া অন্যান্য দেশের মত আমাদের করিতে হইবে। অবনতাবস্থের অন্ধ প্রকৃতি-অন্ধকারের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। দেশে বিভিন্ন প্রাণীর সংখ্যা বাড়াতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণ হইতে ঔষধের প্রয়োগ অনেক দূর হইলেও সে কথার মন পাইয়া উপায় নাই। বিশ্বাসঘাতক পরীক্ষিত ঔষধের ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া উচিত, যেমন সন্তানসন্ততি অবাঞ্ছিত অন্ত এবং প্রত্যেক নব দম্পতির জন্য যাহা ঔষধের জন্য 'ভাইগো-দম্পতি' —এই ঔষধের কথাও সকলের জানা দরকার।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২১নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৮১

শাখাসমূহ

টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম, এ, বি-এল

স্থাপিত : ১৯১৩

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং

রেজিঃ অফিস :—নারায়ণগঞ্জ কলিকাতা অফিস :—১৭৩, রসা ষ্ট্রীট।

ফোন :—কলিকাতা ১৯৭

ক্লিয়ারিং'এর যাবতীয় সুযোগ সহ
ক্রমোন্নতিশীল ভারতীয় ব্যাঙ্ক

অন্যান্য শাখা :—সিরাজগঞ্জ, শিলচর, সিলেট, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও কুমিল্লা।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান ম্যানেজার :
শ্রীকামিনীকুমার পাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা

গ্রাম—'জবাকুসুম' ফোন : সাউথ—২৬৫৯

স্থায়িত্ব ও গঠন-সৌন্দর্য্যের জন্য
আমাদের হোসিয়ারী দ্রব্যাদি সকলেই
সবসময় আদর করেন।

কালিঘাট গৌরী হোসিয়ারী

সর্ব্বপ্রকার হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক

কারখানা ও অফিস
৩৮৩, কাঁসারী পাড়া রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কিং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

গ্রাম—
পেমেন্ট

হেড অফিস—
১৪নং ষ্ট্রাইড ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—
ক্যাল—২৫৪৬

কার্য্যকরী মূলধন

৮০,০০,০০০৲

আশি লক্ষ টাকার উপর

—৩৬টী—

শাখা অফিস—ভারতের ৭টী প্রদেশে
সুনামের সহিত কাজ করিতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল

সাহ এজেন্সীর পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাতে ঋণ শোধের সুবিধাগুলি অনেক বেশী এবং উহা বাস্তবক্ষেত্রে দেন-দরবারের ফল অনেক বেশী ফল প্রসব করিতে সাহায্য করিবে।

শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য—ভারত সরকার একটি অভিনব ভারী তরিয়া শিল্পজাত দ্রব্যাদির সর্ব্বোচ্চ মূল্য তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। প্রতি পাউণ্ডের মূল্য ৭ টাকা হইতে ২।০ আনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার কথা পাকিলেও আর সেরূপ কিছু হয়।

ময়মনসিংহের লবণের মূল্যবৃদ্ধি—ইউনাইটেড প্রেস মত ১৯৪৫ আসাম তারিখে ময়মনসিংহ হইতে সংবাদ জানাইয়াছেন যে, উক্ত জেলার স্থানীয় বাজারে লবণের মূল্যবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে এবং আজ বাজারে লবণ প্রতি সের ৮৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে।

তাক ও শুল্ক বিভাগের লাভ—গত ১৯৪২-৪৩ সালে তাক ও আয় বিভাগের সমস্ত খরচা বাদে মোট ৯ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব বৎসরে ৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালের অনোক্ষিত হিসাব অনুসারে উক্ত বিভাগের ৯ কোটি টাকা লাভ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে এবং চলতি বৎসরে এই বিভাগে ১২৫ কোটি টাকা লাভ হইবে বলিয়া বাজেটে ধরাও করা হইয়াছে।

ভারতীয় কলকারখানার লাভ—গত ১৯৪১ সালে চটকল, কয়লার খনি, চা বাগান, তিসির কল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ইত্যাদি ১৩৩টী প্রতিনিধিমূলক শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোটামুটি ২৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে এই লাভের পরিমাণ ২৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৯ সালে তাহা ২৭ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে উহার ইত্যাদি বাড়িয়া যাওয়ার ফলে যে ফলে ১৯৪২ সালে সমস্ত কোম্পানীর অংশীদারদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে লভ্যাংশের লাভের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা সেই ফলে তাহা ১৯৪০ সালে ৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৯ সালে ৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার মধ্যে পরিণত হইয়াছে। এই তিন বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্ব্বসাধারণকে যে টাকা বিতরণ করিয়াছে তাহার পরিমাণ এইরূপ—১৯৪২ সালে ৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, ১৯৪০—১১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, ১৯৩৯—১৭ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা।

কাশ্মীরে বিদ্যুৎ কারখানা—কাশ্মীর সরকারের সাহায্য সরকারের সহযোগিতায় উক্ত রাজ্যে জলপ্রপাত হইতে একটী বিরাট বিদ্যুৎ কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই কারখানার জন্য মোট ১১ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং উহা হইতে সর্ব্বোচ্চে ৭২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

ইঙ্গ-আমেরিকার বাণিজ্য আয়তন—ইংলণ্ডের মিঃ ডালটন নামক একজন বিশিষ্ট জাহাজবিশারদ সম্প্রতি এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের বাণিজ্য জাহাজের পরিমাণ অর্দ্ধেক কমিয়া ৯ কোটি টনে পরিণত হইবে, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য জাহাজের পরিমাণ ৩ গুণ বাড়িয়া ৩ কোটি টনে দাঁড়াইবে।

কলিকাতার দুধের চাহিদা—বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে প্রত্যহ ৩ হাজার মণ দুধ যথেষ্ট হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে এই চাহিদা ৭ হাজার মণে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার যে দুধ যোগায় হয় তাহার মধ্যে প্রত্যহ ৪১০০ মণ দুধ যায় বিহার, আইনবিদ্ধ ইত্যাদি প্রদেশ হয়। সহরে প্রত্যহ ১ হাজার মণ দুধ বিক্রয় হয় এবং এজন্য ৪ হাজার মণ দুধ সরবরাহ হইয়া থাকে। কলিকাতায় যে দুধ বিক্রয় হয় তাহা হইতে ৭৯টী নমুনা লইয়া বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে ৪৯টী নমুনাই ভেজাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বিহারী ও আইনবিদ্ধে দুধ যা দুধজাত দ্রব্যের যোগান দেয় তাহারা সহরে অধিকতর পরিমাণে ভেজাল দুধ

সরবরাহের বিষয় ব্যবস্থা সরকার স্থির করিতেছেন।

যুদ্ধে সাহায্য—বৃঃ সরকার প্রতিরক্ষার জন্য আমেরিকার যে সমস্ত কারখানা প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়াছেন তাহার মূল্য ৫ কোটি ডলার বলিয়াছেন। উহার মধ্যে ব্রাজীল সরকার ৪০ লক্ষ।

সাম্রাজী বিদ্যুতের অভাব—কাশ্মীর সাম্রাজী বিদ্যুৎ প্রকল্পে কি পরিমাণ টাকার যন্ত্রপাতি বৈদেশের জন্য অর্ডার দেওয়া হইবে তাহার উপর আর নির্ভরের আশা এইরূপ ১৯৫৯-৬০ :—৭৮ কোটি টাকা; ১৯৬০-৬১—৩১ কোটি টাকা; ১৯৬১-৬২—৬৯ কোটি টাকা; ১৯৬২-৬৩—৫৫ কোটি টাকা; ১৯৬৩-৬৪—১৭৫ কোটি টাকা। বৈদ্যুত বিভাগের অন্য আয় ও কাশ্মীর রাজ্যের আয় সরকারের খরচ ও বিভিন্ন সাম্রাজী বিদ্যুতের আরম্ভের সাহায্য করা হইতেছে বলিয়া ১৯৬৯-৬৪ সালে সাম্রাজী বিদ্যুতের আর্থারের পরিমাণ দাঁড়াইবে। সাম্রাজী বিদ্যুৎ প্রকল্প এইভাবে প্রায় বত্রিশ বছরের পরিমাণে অনেকগুলি ও অনুরোধজনীয় বিদেশিক প্রকল্পের পর ১৯৬৯ সালের শেষের মধ্যে হইতে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ঐ বিভাগ ৫৮ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি সাধারণের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন।

আমার শিল্প উন্নয়ন কমিটী—বোম্বাইয়ের ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের নির্দেশিত সংবাদপত্রে জানাইতেছেন যে, ভারতের বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ভারত সরকার শীঘ্রই একটী শিল্প উন্নয়ন কমিটী নিয়োগ করিবেন।

ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা—প্রকাশ যে, ভারত সরকার রপ্তানীকারীদের জন্য পূর্বে পূর্বে ঋণের ঋণ এখনকার আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন। তবে ঋণের পরিমাণ সর্বোচ্চ সরকার আদায়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। এই বিষয়ে বন্দোবস্তের ফলে হইবে শীঘ্রই বিদেশ বিনিময়ের একটী বিরাট অর্থাগম হইবে।

অনুমোদন আমদানী—দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, টৈল বিভাগে ঋণ হিসাবে বাণিজ্যের জন্য আরও সরকার বৃহৎ সাহায্যের বিভিন্ন ঋণ হইতে ১০ কোটি অনুমোদন আমদানীর ব্যবস্থা করিতেছেন।

ফুটবলাইন উৎপাদনের প্রচেষ্টা—ভারতে ফুটবলাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫৯ সালে ৬ লক্ষ এবং অতিরিক্ত নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চলতি বছরে আরও ১৪ লক্ষ এবং অতিরিক্ত এবং আগামী বছরে ১৯৬০ এবং অতিরিক্ত নিয়োগের চেষ্টা হইবে। এই সব ঋণের এক বছরের মধ্যে হইলে উহার ঋণ হইতে ফুটবলাইন নির্মাণ করা হইবে।

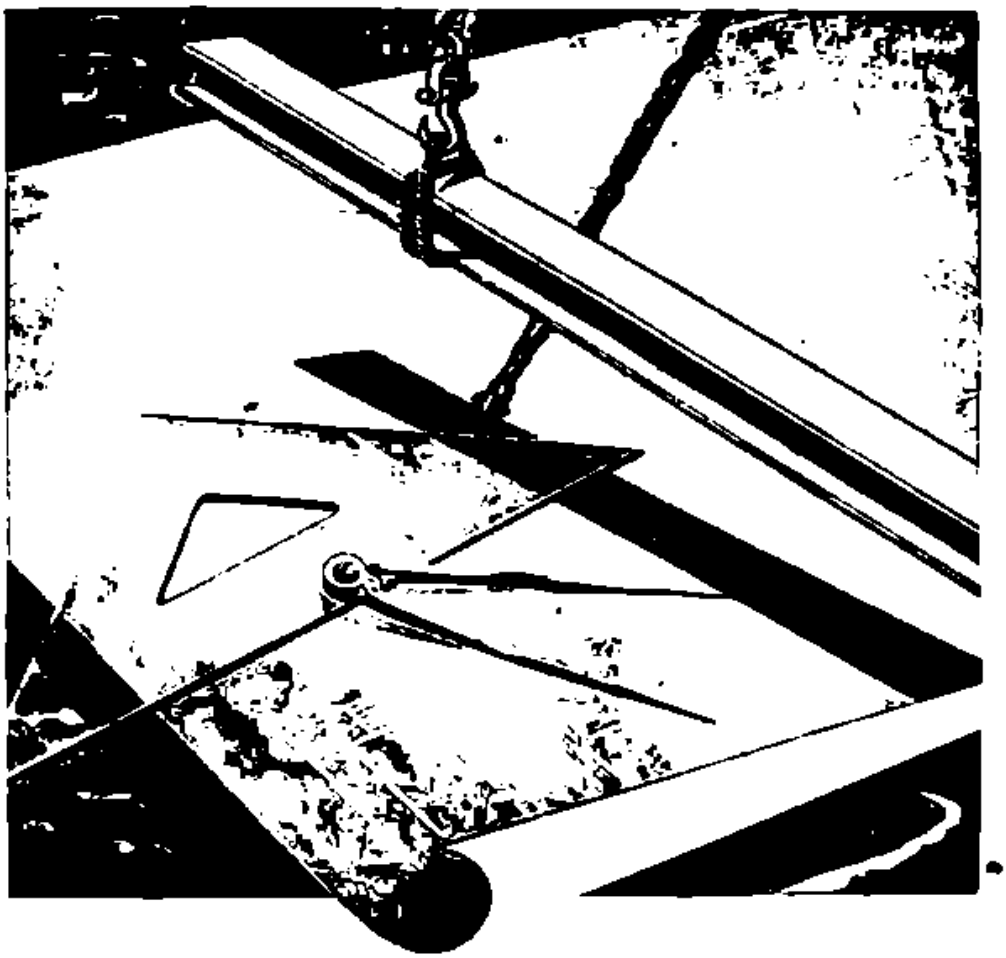

আসন্ন ঘটনাবলী•••

শান্তি ফিরে এলে মানুষ আবার তার তত্ত্ব তর্বারকি প্রয়োগ করবে সুখ-সমৃদ্ধিশালী উজ্জ্বলতর পৃথিবী গড়তে।

নব নব পরিকল্পনায় নগর ও গ্রাম সেজে উঠবে, নূতন নূতন কারখানি হবে তৈরী।

ইস্পাত এখন আমার তার অফুরন্ত ঋণ অধিকার করবে ব্যাপকের বিশ্বাসভিত্তির কাজে।

TATA STEEL

টাটা ষ্টীল

দি টাটা আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেডের হেড সেলস্ অফিস, ১০২-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রচারিত

কলিকাতায় বিস্ফোরণ হেলে-মেয়ে—গত জুলাই মাসে কলিকাতার মোট ৩১টি ছেলে-মেয়ে হারাইয়া যায়। উহার মধ্যে মাত্র ১টিকে সন্ধান করিয়া তাহার অভিভাবকের নিকট ফেরৎ দেওয়া হয়।

পাটের চূড়ান্ত পূর্ণাঙ্গরূপ—বাঙ্গলা সরকার গত আগষ্ট ১৯৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে এবার কি পরিমাণ পাট জন্মিয়াছে তাহার চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইবে।

ছেলেদের চাল সম্বন্ধে অভিযোগ—কলিকাতার ছেলেদের মোকামসমূহ হইতে সরবরাহকৃত চাল অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের তুলিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের বিভিন্ন অফিসের অফিসারগণ আসামের কর্পোরেশনের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন যে, উহারা উহাদের গত বিতরণের সময়কালে বিভিন্ন দোকান হইতে চালের নমুনা লইয়া উহা কি প্রকার তাহা পরীক্ষা করিবেন।

ধান, সুতলী ও জিন চলাচল নিষিদ্ধ—বাঙ্গলার সরকার আদেশ জারী করিয়াছেন যে, উহাদের অনুমতি না লইয়া কেহ যদি বাঙ্গলাদেশ হইতে বাঙ্গলার বাহিরে ধান, সুতলী ও জিন চলাচল করে তবে তাহার জিন বৎসর পর্য্যন্ত জেল অথবা এবং অর্থদণ্ড হইবে।

বড়লাট সমীপে ডেপুটেশন—ইতিপূর্ব্বে সংবাদে প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নিকট কর্পোরেশনের নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাতের সময় নির্দ্ধারণ করা হইবে এবং তাঁহার নিকট নগর পেডুয়েল তোলার ব্যবস্থা বন্ধ করা সম্বন্ধে বিশদ করা হইবে। সরকার হইতে বলা হইয়াছে এই সংবাদ মিথ্যা বলিয়া জানাইয়াছেন।

ঋণ ও ইজারার সাহায্য—প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঋণ ও ইজারা সাহায্য বন্ধ হইবার পর গত বৎসর জুন তারিখ পর্য্যন্ত এই সাহায্যের আওতাভুক্ত দেশগুলি হইতে বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্রে যে সমস্ত দ্রব্য সরবরাহ ও হাতবদল করা হইয়াছে তাহার মোট মূল্য হইয়াছে ২৩৯০ কোটি ডলার। ইহার এক তৃতীয়াংশ আসিয়াছে বৃটেন হইতে।

বাঙ্গলায় সামরিক কর্ম্মচারী নিয়োগ—বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন অসামরিক বিভাগে ১০০ জন সামরিক অফিসারকে নিযুক্ত করা হইবে স্থির হইয়াছে। উহাদিগকে বে-সামরিক বিভাগের কার্য্যাদি বুঝিয়া দিবার জন্য সেখানে একটী বিদ্যালয়ের স্থাপিত হইয়াছে এবং মিঃ মার্টিন, আই সি এস সেখানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কৃষিজাত কৃষির উন্নতি—গত ১৯৩৯ সালে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত ১৯৩৫টি কৃষক পরিবার যৌথভাবে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিত। ১৯৪০ সালে এই সব কৃষক পরিবার কৃষিজাত হইতে মোট ৫৯৬ কোটি রুবল মূল্যের শস্য পাইয়াছিল। কিন্তু যৌথভাবে কৃষকদের সংগঠিত কৃষিকার্য্য পরিচালনার ফলে ১৯৪৩ সালে কৃষিজাত শস্য হইতে উহাদের মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪১৮ কোটি রুবল।

বাঙ্গলায় অকাল মৃত্যুর হিসাব—বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত ১৯৪১ সালে বাঙ্গলায় ২৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৯১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং এই বৎসরে ১১ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর মধ্যে ৩১ হাজার ৮৭৯ জন কলেরায়, ১৯৫৩ জন বসন্তে, ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৯১ ম্যালেরিয়ায় এবং ১২ হাজার ৮৯১ জন আন্ত্রোগে মারা গিয়াছে। এই বৎসরে বাঙ্গলায় ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯২৬টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।

বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব—কলিকাতার চিকিৎসক ও গৈবর প্রস্তুতকারীদের একটী সম্মেলনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশের ৮ কোটি অধিবাসীর মধ্যে বর্ত্তমানে ৩ কোটি লোকই ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতেছে। তিনি আরও বলেন যে, বাঙ্গলার বর্ত্তমানে যে পরিমাণ কুইনাইন সরবরাহ হইতেছে তাহা দ্বারা মাত্র ১ কোটি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করান যায়।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লুকস • সিট্রোবেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইকেলে।

কোন :—
বড়বাজার :— ১৩৩৭ অফিস
" :— ১৪৮২ আইডী
টেলিগ্রাম—"কীনারাজী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৪৪৪৭

বড়বাজার শাখা :—১৯৪১, হ্যারিসন রোড

শাখাসমূহ :— বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, ভাগলপুর, বোলাডীহ ও কাটারমুড়ী (লোকাল অফিস), ধানবাদ, ঝরিয়া, বারাকপুর, লাবেরিয়ানরাহী ও রাজপুর (সিপি), পাটনা, আরামবাগ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ বি-এল।

অবসরপ্রাপ্ত অফিসার যৌবনে অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছেলে ছিলেন। মাতৃভক্তির পুরস্কার আজও পাচ্ছেন, অধিবাসীরা উপহারে যেন মায়ের স্নেহ দেখতে পান। তাই তাঁরা অফিসারদের বদলীর উপহারস্বরূপ মেয়ে এটি বাসিন্দাদের মায়ের প্রতিকৃতি দান। কারণ পুরিষদ বিদেশ বদলীতে তিনি সঙ্গে নেন, তা হাড়া এদেশেরই তিনি পাবেন উপহারটি। তাঁর মেয়ে আর মেয়ে মহলে আলিঙ্গন, অনুরূপ ব্যবস্থাও হয়। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে তাঁর আগমনে কেহে কি আনন্দ হয়েছে। "আনন্দীবাঈ জোশি" বা "পুরুষমহলে ইতিহাস" আর "প্রমুখেন" বা "অমৃতস্য পুত্রাঃ", "মহাযাত্রি" আর "নিমাইচরিত কথা", "ভাগীরথীনিনাদ" আর "ভাগীরথী"—এ সমস্ত বই-এর মেয়ে এরই লেখক করে গড়া। মেয়েদের জীবনের এই সংগ্রামের আর ভোলকাতার মৌলিক মুক্তমনের মেয়ে, মধুমতের মোহনা বাড়ি আর ভোলার মুখের আদিম রোমান্টিক আবহাওয়া — আরও তিনি সমান সমস্ত আর সমাজ নিয়ে। আর সবচে মেয়ে মেয়েদের সাহায্যের মেয়ে জন্মাটী মুখে — মাতৃমন্দির এলোমেলোমে, বাসমতী আর আরোগ্যে।

নিশ্চয়ই আজ তাঁর আসি অভিনন্দন্ যাবতায় মনের এ আজ অভ্যর্থনায় হয়। অভিনন্দন্ যাবতায় করেন — পাতে ইতর। প্রমেন — " পাতে ইতরে নিয়ে মেয়েটি আসি মেয়ে আসে। আসী হিসেবে আসির মনের এই আসি যাবতায় তাদের নিশ্চয়ের আনুষ্ঠিত মেয়ে করেই যা।"

পুস্তক পরিচয়

ফ্যামিনস্ ইন্ বেঙ্গল (Famines in Bengal)—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা—৮ নং, বেনারস লজ্‌ হইতে ইউনিয়ন ট্রেডিং এসোসিয়েটেড পাব্লিসিটি কোম্পানী লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ টাকা আট আনা।

১৯৪৩ সালে বাঙলায় যে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহার মর্মান্তিক কাহিনী দেশের লোকের মনে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের কথা আমরা যতদিনের কি করিয়া দেশে এ-হেন দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি হইল সে বিষয়ে সকলের ধারণা এক নহে। বিশেষ করিয়া শাসনকর্তা ও শাসিতদের মধ্যে এবিষয়ে বিস্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সরকারী দায়িত্ব এড়াইবার ব্যাপারে তত্ত্ব দুর্ভিক্ষ কমিশনের ও তাহার পর্যবেক্ষণের মূল্যবান্ এবিষয়ে কাহিনীর তুলনায় বাঙলাদেশের তদ্‌ যোদ্ধাদের কথাটা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রোটারী আন্তর্জাতিক মুখ্যোপদেশ মত তত্ত্ব দুর্ভিক্ষকে বিশেষে আখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত দুর্ভিক্ষের মূল কারণ মনে করিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। লেখকের ধারণা, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ আসলে বাঙলার বৈশাখী দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ পর্যবেক্ষণের নির্দেশে তাহার পর্যবেক্ষণ এসেসমেন্ট পর্যালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় এসেসের বাঙলাদেশ সাধারণ সম্পর্কে তাঁহারা কোন পরিকল্পনা এসেসের পরও দেখান নাই। মনে হয় আমরা বিজ্ঞান ভাবাবীতি অবলম্বন করিয়া প্রকাশ ও পরোক্ষভাবে তাঁহারা এসেসে দুর্ভিক্ষ ঘটাইয়াছেন বলিয়াও এসেসে করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষের মৌলিক মূল কারণ আলোচনা করিয়া লেখক শ্রীযুক্ত ঘোষ তাহার 'ফ্যামিনস্ ইন বেঙ্গল' নামক ঐতিহাসী পুস্তকটী সকল করিয়াছেন। ইতিপূর্ব দুর্ভিক্ষের কারণ-সমূহ বর্ণনা উহার সমস্তে বাঙলীর আলস্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙলাদেশের কয় যোগানের কিন্তু মূলের সমস্যে দেশী পরিবর্তন উহা বাহিরে রপ্তানী করিয়া, বৈজ্ঞ বিভাগ, জেল বিভাগ ও শিল্প ব্যবসায় এক এক সময় অধিক সংখ্যক লোকের নিযুক্তির ফল, বর্তমানে বিভাগের পরিধি সম্প্রসারণ করেক স্থান হইতে বাঙলার সরাইবে বিজ্ঞ পর্যবেক্ষণী বিভাগে দেশে বাঙলার মূল্যমান করিয়া দুর্ভিক্ষসৃষ্টিতে সাহায্য করা, বিশ্বযুদ্ধের ফলে কথা হইয়াছে। বিশ্বযুদ্ধের ফলে এসে পর্যবেক্ষণী ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা-বৃদ্ধির ফলে দেশে খাদ্যাভাব বিস্তারে মূল্য বৃদ্ধি হইয়া ঐতিহাসিক লেখক তাহার পারিপার্শ্বিক সংবাদের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সংবাদপত্রের বিদেশী এবং বিদেশী অধিকারের উক্তি ও মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া ঐ সব বিষয়ে লেখক নিজ মৌলিক করিয়াছেন। লেখকের অনুসন্ধান-ফলে পুস্তকটী এক দুর্ভিক্ষের একটী নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচিত হইয়াছে। নির্ভীক মতামতের ও সংবাদপত্রিকার জন্য এই পুস্তকের বিশেষ বিক্রয় সাধারণের সকে দুর্ভিক্ষের মূল কারণ অবগত হওয়ার পথ প্রশস্ত হইবার।

ছাপা ও বাঁধাইয়ের দিক দিয়া পুস্তকটী সুন্দর হইয়াছে। প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা ও সমাবেশিত চিত্রাবলীও বিষয় দিয়া দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ কাহিনী এই পুস্তকে আলেখ্যাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পুস্তক ছাত্র ও অধ্যাপক সমিতির আগামীবারে তাহাদের যে বিষয় নির্বাচন করিয়াছেন তাহা সকল দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমার ঐতিহাসিক গ্রন্থে ও আলোচনায় এই ধরণ পাঠক মহলে যে বিশেষ সমাদৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অর্থনীতি বিষয়ক মূল্যবান পুস্তক

(1) A Study in the Industrial Development of Bengal. By L. L. Khemka. Marwari Chamber of Commerce, Calcutta. Price Re. 1.

(2) Market Reports: How to Read them. By Dr. A. M. Lorenzo. Kitab Mahal, Allahabad. Price Rs. 2-12.

(3) Indian Sugar Industry—1943 Annual. By M. P. Gandhi. Gandhi & Co. Bombay. Price Rs. 6-8

(4) Impact of Rising Prices on Various Social Strata on the Punjab. By Pauligreen. Board of Economic Enquiry, Punjab, Lahore. Price As. 8

(5) International Air Transport. By Sir Osborne Mance. Oxford University Press. Price 7s. 6d.

(6) War and Indian Economic Policy. By D. R. Gadgil and N. V. Sovani. Gokhale Institute of Politics and Economics, Poona. Price Rs. 7-8

(7) Economics of Indian Agriculture Part II. By Dr. B. V. Narayanswamy. Rockhouse & Sons Ltd. Madras. Price Rs. 4.

হিমকল্যাণ রজত-জয়ন্তী

শুভকামনা জানাইতেছে ভারতী ইন্সিওর কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত বামাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, কলিকাতা

বাঙলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন কলি ৪১১১

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার সকলের বিষয়ে এক সকলের অবগতি, অফিস ও সকলপ্রকার ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত হওয়ায় ইহার সুনাম সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—

পাটনা, মোকামা, আরাহ, মজঃফরপুর (তমলুক), জামালপুর (মুঙ্গের), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কুষ্টিয়া, যশোহর, শিলচর, নাজিরপুর ও বহিবাজার

আমানতের সুদ ও সর্তাদি সুবিধাজনক
ব্যবসায়ীদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : মেন্ট্রাল অফিস : কলিকাতা অফিস :
টাঙ্গাইল ২৬৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, ঢাকা ৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখা অফিস

পুরাণবাজার, শ্রীনগর, লৌহজং, বাঘিরহাট, জেলপুর ও নবাবগঞ্জ (ঢাকা)।

হাইকোলা (২৬৮, আপার সিংহুর রোড, কলিকাতা) ও পূর্ণিমা শাখা খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, চক্রবর্তী

কোম্পানী প্রসঙ্গ

নিউ ক্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১১ই আশ্বিন কলিকাতা ও মফঃস্বলের ইন্সিওরান্স কোম্পানীর সেক্রেটারিদের নিউ ক্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সোদপুরস্থ শাখার উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ সি. এন চক্রবর্ত্তী সভায় নিউ ক্যাশনাল ব্যাঙ্কের সোদপুরস্থ শাখা প্রতিষ্ঠার কারণ বিবৃত করেন এবং ব্যাঙ্কের নীতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় সমবেত অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে সভাপতি আগামী ২রা এপ্রিল অপরাহ্নে আলোচনা করা হয়।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ই এন চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ই চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সি।

মিল সেলস্ (এজেন্সি) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে কে জীবন। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, নেপিয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সি।

এস্ বি ইন্সিওরান্স—ডিরেক্টর মিঃ কে আর দাস। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। এজেন্সি।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

রোটাস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫ টাকা। আমলকী ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২½ টাকা। ব্যাঙ্কারী ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২½ টাকা। বসন্তশ্রী জুট বিজনস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২½ টাকা। ভাগলপুর কোং লিঃ—গত ৩১শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২½ টাকা। বেঙ্গল জ্যাসুয়্যালটিজ কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৫ টাকা। বঙ্গশ্রী টিম্বার কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২½ টাকা। মার্শারেটস্ হোম ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২½ টাকা। সুরমা ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৮৲ টাকা। কলহেরা ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২½ আনা। ব্যাঙ্কেস রোড কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২½ টাকা। ডাইকস ষ্টীল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২½ আনা।

সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম—মৌচাক • স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস :—১৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—উলুবেড়িয়া

আমতা শাখা গত শুক্রবার খোলা হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ কে সি চক্রবর্ত্তী, বি-কম, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মিঃ অরবিন্দ রায় ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

—কলিকাতা শাখা—

১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়-এর পৌরোহিত্যে কলিকাতা শাখা খোলা হইয়াছে।

•

নিরাপত্তায় নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার সুবিধাদায়ী প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩১ ইং

হেড অফিস :—জবাকুসুম, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম : "বেবেরো" ফোন : সি, কে, ৩৬৮১

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—ডালহৌসী স্কোয়ার, বেন্টিঙ্ক, বড়বাজার, বিডন ষ্ট্রীট ও ভবানীপুর।

অন্যান্য ব্রাঞ্চ

বেঙ্গল—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নিউমার্কেট, বগুড়া, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, রংপুর, শেরপুর।

বিহার—ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, জামালপুর-মনিহারী ও মুঙ্গের, কাজরাপাড়া, ধানবাদ (শাখাসমূহ শীঘ্রই খোলা হইবে)।

উড়িষ্যা—পুরী, কটক-এলাহাবাদ ও ভুবনেশ্বর, আসাম—গৌহাটী, তেজপুর (শাখা) শিলং ষ্ট্রীট লি:—শেরপুর।

মি: সি:—রাজপুর। এজেন্সিজ—ইউ পি (লক্ষ্ণৌ)।

এজেন্সীজ—এডেন, মিশর, বার্মা।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ক্লিয়ারিং-এর যাবতীয় সুযোগসহ
কলিকাতার জাতীয় ব্যাঙ্ক

—কলিকাতা শাখা—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, দক্ষিণ কলিকাতা

অন্যান্য শাখা

ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, হাওড়া, বালী, শেওড়াফুলি, ডায়মণ্ডহারবার, কালিম্পং, শিলিগুড়ী, দার্জ্জিলিং, রাজসাহী, বগুড়া, বাঁকুড়া, বালেশ্বর, আসাম, কাছাড়, শ্রীমঙ্গল, শিবসাগর, ডিব্রুগড় ও বাগেরহাট।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন কলি :—৬১১ ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ কে চক্রবর্ত্তী

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৬শে আশ্বিন—আলোচ্য সপ্তাহের প্রায় আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই এবং ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে হারিসনরোড পরিশোধের সর্ত্তে অথের মূল্যের হার কলিকাতায় সপ্তকরা ১৲ আনা ও বোম্বাইয়ে সপ্তকরা ১৷৷০ আনা-ই ছিল।

গত ২১শে আশ্বিন ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত ৩ মাসের মেয়াদী ৩ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয়, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ হইয়াছিল ১৩ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৷৷৵৩ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৷৷৵৩ আনা মূল্যের সপ্তকরা প্রায় ৫২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৩ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা মূল্যের হার বার্ষিক সপ্তকরা ৷৵৯৷৩ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

১৯৪৪ সালের ১৮ই আশ্বিন যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে ২ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার ইস্যু-বিভাগের কর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়াছে।

চেক্‌ড্ রেট্	(প্রতি টাকায়)	১ শি. ৫৯৷৷ পেন্স
ঐ ফরওয়ার্ড	"	"
ডি এ ডিমাণ্ড	(")	১ শি: ৩৷৷ পেন্স
ডি এ টাইম	(")	১শি ৩৷৷ পেন্স
ডলার	(প্রতি শত)	৩৩৷৷৵০ আনা।

ডিমাণ্ড ব্যাঙ্কের ডিপোজিট : ৪নটি মোটের পরিমাণ (১৮ই আশ্বিন) ৯২৷৷ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের ডিমাণ্ড ডিপোজিট (১১ই আশ্বিন) ৫৭৮ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের টার্ম ডিপোজিট (১১ই আশ্বিন) ১৮৩ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৫শে আশ্বিন—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে ছুটির দিন ছাড়া কাজ বন্ধ থাকে। অধিকাংশ ব্রোকারদের হিসাব-নিকাশ মিটাইবার জন্য বাজারের কর্ত্তৃপক্ষ শনি সোমবার ও বুধবার বাজার বন্ধ রাখিয়াছিলেন। বন্ধ সপ্তাহে বাজারে যে গতিমন্দী মনোভাব দেখা গিয়াছিল, খোলা দিন কয়েক পর সপ্তাহের বাজার খুলিলে সেই অবস্থাই বজায় থাকে এবং অধিকাংশ অবস্থায় বাজারে বেচার চেয়ে কেনার দিকে সমান দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ বুধবার বন্ধের পরে বাজার খুলিলে কোন কোন শেয়ারের দর হইতে অবশ্য আগের তুলনায় কিছু পরিবর্ত্তন সূচিত হইতে থাকে এবং সপ্তাহের প্রথম দিকের বাজারের মনোভাব বিলুপ্ত হইবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাজারের বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারে কিছু কিছু উন্নতি হইতে দেখিয়া জনসাধারণ ধীরে ধীরে বাজারের প্রতি আগ্রহ হয় এবং শুক্রবারের বাজারে এই আগ্রহের ভাব কোম্পানি ছুটিতেই খুব বেশ হয়। খুব পাকা খবর পাইলে এখন আবার অনেক বাজারের আসরটি জমিবে,—এইরূপ আশঙ্কায় কলিকাতার শেয়ার বাজারে যে-আশ্চর্য্যজনক নিষ্ক্রিয়তা দেখা গিয়াছিল, বুধবারের ও শুক্রবারের সেই আশঙ্কার ভাব বাজার হইতে অনেকটা অন্তর্হিত হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কোম্পানীর কাগজ ও ডিবেঞ্চারগুলির মূল্যে কিছু কিছু উন্নতি দেখা যায়। ৩০ বছরের কোম্পানীর কাগজ হেলদারের ১৯৷৷৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু শুক্রবার স্থগিত হইয়া ১৯৷৷৵০ আনায় বাধিয়া আসিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ৩½ সুদের কলসল (১৯৪৮-৫৫) ১০১৷৷৵০ আনায়, ৩½ সুদের কলসল (১৯৫৩-৫৫) ১০১৷৷৵০ আনায়, ৩½ সুদের কলসল (১৯৬০-৬৩) ৯৯৷৷০ আনায়, ৩½ সুদের কলসল (১৯৬৪-৬৫) ১০৪৷৷৵০ আনায় ও ৩½ সুদের কলসল (১৯৭০-৭৩) ১০৪৷৷৵০ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহের শেয়ারের বাজার খুবই ঢিলা ছিল এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্ক সপ্তাহের অধিকাংশ সময় ১০৭৫০ আনায় বেচাকেনা হয়।

কাগজের কল—আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশে সময় কাগজের কলের শেয়ার বাজারে বিশেষ ভাব বিক্রয়ের ছিল এবং সপ্তাহের শেষ অংশে এই বাজারে সামান্য পরিমাণ উন্নতি সূচিত হয়। নিউ ভিক্টোরিয়া ও বালসুর ট্রেডার্সলিঃ

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, ক্লাইভ রোড, কলিকাতা।

জনপ্রিয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।

ব্রাঞ্চ—কলিকাতা, বম্বে, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং বিহার ও বাংলার প্রধান প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহে।

ফোন: ক্যাল ৪১০১ তার ঠিকানা, বি এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা অনুযায়ী

প্রত্যেকটি ২৫৲ টাকা করিয়া ২১,৪০০টি অভিনারী শেয়ারে বিক্রয় মোট ৫,৩০,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারত সরকার অনুমতি দিয়াছেন।

—কি ভাবে আদায় দিতে হইবে—

দুই সমানে সমান প্রতি শেয়ার বাবদ ১৫৲ টাকা আদায় করা হইবে। প্রত্যেক শেয়ারের সঙ্গে শেয়ার প্রতি ৫৲ টাকা ও ১০৲ টাকা প্রিমিয়াম বাবদ দিতে হইবে। শেয়ার বিলির পর ৩০ দিন মধ্যে ৫৲ টাকা দিতে হইবে এবং বাকী ৫৲ টাকা পরবর্ত্তী ৩০ দিন মধ্যে আদায় দিতে হইবে।

অতকরা ৬৲ টাকা হার লভ্যাংশে (১৯৪৩)

(বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন যে, এই অগ্রাধিক সমাবেশ দ্বারা ভারত সরকার এবংবিধ প্রচারিত আইনতঃ নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনও বিশেষ অথবা ইহাদের সম্বন্ধে কোনও মতামতের দায়িত্ব সম্পূর্ণ কোনও রকমে গ্রহণ করেন না।

বিশদ বিবরণাদিসহ বেড অফিসে অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিসে লিখুন।

ব্যাঙ্ক অব্ কলিকাটা লিমিটেড

হেড অফিস : ৩নং ব্যাঙ্কো রোড, কলিকাতা।

ফোন—ক্যালকাটা ২৭৩৭, গ্রাম—"ব্যাঙ্কলাল", কলিকাতা।

স্থায়ী শাখাসমূহ :—বড়বাজার, কালীঘাট, হাওড়া ব্রিজ।

অন্যান্য শাখা :—জোড়াসাঁকো, বীরভূমবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেদিনীপুর, আলমপুর, বালীচক, জোড়াঘাট, ডমরুদহ, কাঁথি, দীঘা, পাঁশকুড়া, পটুয়াখালি, রামনগর, ভাটিয়া, পুরী, বালেশ্বর, বাঁকুড়া, ভদ্রক, মোহনপুর, রাধাবল্লভপুর, নাকড়ী, পাটনা, রাধাবল্লভপুর।

শেয়ারের জন্য দরখাস্ত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর,

ব্যাঙ্ক অব্ ক্যালকাটা লিঃ

কলিকাতা।

তারিখ.....১৯৪৪

প্রিয় মহাশয়,

প্রত্যেকটী ২৫৲ টাকা করিয়া.....টি.....শেয়ারের বাবদ প্রতি শেয়ার বাবদ ১৫৲ হিসাবে.....টাকা ও তৎসহ প্রিমিয়াম বাবদ ১০৲ টাকা একত্রে আমি পাঠাইলাম। মেমোরেণ্ডাম এবং আর্টিকেল্‌স্ অব্ এসোসিয়েশন এবং কোম্পানীর আইন ও বাই ল' এবং তদনুযায়ী আমাকে উপরোক্ত সংখ্যক শেয়ার বরাদ্দ করিলে আমাকে বাধিত করিবেন।

আবেদনকারীর পূরা নাম.....

পিতা, অভিভাবক, স্বামীর নাম.....

পেশা.....বয়স.....

ঠিকানা.....

বর্ত্তমান সপ্তাহের অধিকাংশে সময় ৩৯৯ আনা ও ১৪৵০ আনা দরে বেচাকেনা হইয়াছে।

কয়লা খনি—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে কয়লা খনির শেয়ার বাজারে মন্দাভাব থাকায় খনিজ শেয়ারের সেপ্টেম্বর বাজারে অনেক টাকাবন্ধের সৃষ্টি হয় এবং শেয়ারমূল্যের বৃদ্ধিও ঘটে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে চটকলের শেয়ার-বাজার সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে নানারূপ আজগুবি সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য সম্বন্ধে অনেকেই আশঙ্কার সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। বর্ত্তমানে চটকলের শেয়ারসমূহের কোন উল্লেখ-যোগ্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটে নাই সত্য, তবে বাজারের অবস্থা দেখিয়া আশা করা যায় যে, দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত পাটচিটের বিপুল সম্ভাবনার কথা অনেকেই চিন্তা করিতেছেন এবং বাজারের বর্ত্তমান উৎসাহের ভাব বজায় থাকিলে আগামির মধ্যেই চটকল-সমূহের শেয়ারে মূল্যবৃদ্ধি দেখা যাইবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধিকাংশ শেয়ারের মূল্যেই বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই এবং বাজারের অবস্থাও অনেকটা স্থির ছিল।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার বাজারে মন্দ সপ্তাহের মন্দাভাবে মন্দার ভাবে এবং ক্রেতাগণ ও কেহ এক কোন সপ্তাহের অধিকাংশ সময় ৩৩৵০ ও ২৯৲ আনা দরে বেচা-কেনা হয়। সপ্তাহ-শেষে বেলছরি ১৫৮৵০ হইতে উন্নতিলাভ করিয়া ১৬৵০ আনায় উঠিয়াছে। মজঃ-ফারপুর ও রামনগর কোম্পানীর বর্ত্তমান সপ্তাহে যথাক্রমে ১৯৲ টাকা ও ১৪৲ আনা দরে বেচাকেনা হয়।

বিবিধ—আলোচ্য সপ্তাহের বিভিন্ন খনির ও সিমেন্টের কারখানার শেয়ারসমূহের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থির ছিল এবং বার্মা কর্পোরেশন ও ডালমিয়া সিমেন্ট অধিকাংশে সময় ৩৮৵০ আনা ও ১৩৮৵০ আনায় বেচাকেনা হয়। বর্ত্তমান সপ্তাহে অ্যাসোসিয়েটেড ট্রাক্টরের ৪৫৵০ হইতে ৫৭৮৵০ আনায় উঠিয়াছে। বেঙ্গলীপুর জমিদারী ও ইণ্ডিয়া কোম্পেক্স রেফ্রিজেরেটরের শেয়ারে আলোচ্য সপ্তাহে মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে এবং ইহারা ১৭৭৲ টাকা ও ১৮৬৲ টাকা হইতে যথাক্রমে ১৭৬৲ টাকা ও ১৪৯৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। কাশ্মকের কলের শেয়ারের মধ্যে ইণ্ডিয়া সেপার পাম্প ও ইহার বর্ত্তমান সপ্তাহে ৫১৭৲ টাকা ও ৩৮৭৵০ আনা হইতে যথাক্রমে ৫১৪৲ টাকা ও ১৭৯৵০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। বি আই কর্পোরেশন আলোচ্য সপ্তাহে ৩৯৵০ আনায় আর অদলবদল ছিল।

পাটের বাজার

চটকলসমূহে পাটজাত বিভিন্ন উৎপাদনের সম্বন্ধে সম্প্রতি গত জুলাই মাসের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উৎপাদনের পরিমাণ ১২ হাজার টন বৃদ্ধিলাভ করিয়া বিগত মাসে ১৯ হাজার টন বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। উহা সত্ত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে তাহা পাটের বাজারে কোনরূপ ভাল বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই। এই সপ্তাহে পাটের বিক্রিবিক্রি কম হইয়াছে বটে কিন্তু পাটের দর অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, অনুমানসিদ্ধ মূল্য দেখা হইবে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে বাণিজ্যিক আদানপ্রদান বজায় থাকায় বিভিন্ন দেশের ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা আগত বৎসরের জন্য পাটের আমদানির চাহিদা হইবে বাজারে এইরূপ একটা ধারণার উদয় হইয়াছে। এজন্য পাট বিক্রেতাগণ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পাট ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, এবার মৎস্যচাষের অধিকাংশ জমিতে পাট বপন করা হয় নাই এবং এজন্য কিছুদিনের জন্যের জন্যও পাট কাটা হইতেছে না। এজন্য বাজারে এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, এবার উৎপাদিত পাটের পরিমাণ কম ও নিম্নশ্রেণীর হইবে। তৃতীয়তঃ, চটকলসমূহে কলার অভাবের জন্য উৎপন্ন পরিমাণ পাট যথেষ্ট না হইলেও ৫।৬ মাসের জন্য এই অসুবিধা দূরীভূত হইবে এবং তখন কল-সমূহে খুব বেশী পরিমাণ পাটের চাহিদা হইবে বলিয়া অনেকের ধারণা। সুতরাং, সমস্ত চটকল একত্রীভূত করিয়া প্রত্যেকের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করিতে পারিলে যে সমস্ত চটকলের তাহাতে একটা মোট লাভ হইবে এবং এই কারণেই বিক্রেতাগণ অপেক্ষাকৃত কম দরে পাট ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেছে না। সকলেরই ধারণা যে, যত অসুবিধাই হউক আলোচ্য বর্ষে যত পাট উৎপন্ন হইবে আগামী সালের অগ্রেই চটকলগুলিতে তত হইবে।

(৪৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রধান—বাঙ্গালোর ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯৫৮

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

১১৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—ডায়মণ্ডহারবার, কলতা ও কটক,

ঢাকা ও বরিশাল শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

একই লোক

তিন বছর আগে যাঁরা অফিসের প্রতিষ্ঠানে কর্মী হ'য়ে যোগ দিয়েছিলেন আজও তাঁরাই সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু এখন তাঁদের অভিজ্ঞতা আর যোগ্যতা হয়েছে ঢের বেশী। যে সব বিশেষজ্ঞ একদিন ছিলেন মূল এখন তাঁরা হয়েছেন মূল, বলা তাদের আরও বেশী নিপুণ করে তুলেছে তাঁর প্রধান অফিসের নিয়ত সন্ধানের অফুরন্ত বৈচিত্র্য।

ধারিক

জনপ্রিয় নির্ভার পরিবেশক

ধারিকনাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ

নূতন শেয়ার বিক্রয়

ছোটনাগপুর এসোসিয়েটেড মিনারেলস্ লিমিটেড

হেড অফিস—৩ এবং ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতরক্ষা আইনের বিধানাবলীর ৯৪(৩) ধারা অনুসারে ভারত সরকারের নিকট হইতে উক্ত কোম্পানীর বিভিন্নবিধ পরিমাণ শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

প্রতি শেয়ার ১০৲ টাকা হিসাবে মোট ১০ লক্ষ টাকার ১ লক্ষ অগ্রিমারী শেয়ার এবং প্রতি শেয়ার ৫০৲ টাকা হিসাবে মোট ২ লক্ষ টাকার ৪ বাজার প্রেফারেন্স শেয়ার।

শেয়ারের টাকা দিবার নিয়ম

অগ্রিমারী শেয়ার—আবেদনের সহিত ২৲ টাকা ও শেয়ার বিলি হইবার পর ২৲ টাকা। বাকী টাকা প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর ৩ কিস্তিতে দেয়। শেয়ারের জন্য প্রত্যেক আবেদনের সঙ্গে ১৲ হারে কি হিসাবে দিতে হইবে।

প্রেফারেন্স শেয়ার—আবেদনের সঙ্গে ১০৲ টাকা এবং শেয়ার বিলি হইবার পর ১০৲ টাকা। বাকী ৩০৲ টাকা প্রতি এক মাস অন্তর ১০৲ হিসাবে ৩ কিস্তিতে দিতে হইবে।

উপরোক্ত শেয়ার ছাড়া পরিশ্রম সম্পত্তি আয়কর অধিকার প্রাপ্তির মেয়াদী বাবদ প্রতি শেয়ার ১০৲ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ শেয়ার বন্টন রাখা হইয়াছে।

ছোটনাগপুর বিভাগ এবং ইষ্টার্ণ ষ্টেটস এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে খনিজদ্রব্য আহরণের অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই কোম্পানী নিম্নলিখিত খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান অধিকার অধিকারসূচক প্রসপেক্টিং লাইসেন্স পাইয়াছেন।

প্রায় ১০০০ বিঘা কয়লার খনি
„ ৬০০০ বিঘা চূণের খনি
„ ৬০০০ বিঘা চীনা মাটীর খনি

খনিজসম্পদ্ধিত ষ্টেট ও আয়রন-অরাইডপূর্ণ প্রায় ৪০ বর্গমাইল পরিমিত জমি।

ডিরেক্টরবর্গ

১। কুমার প্রফুল্লচন্দ্র লাল সিংহ দেও, সন্দকোট রাজ-পরিবার, পুরুলিয়া।
২। কুমার সিতাংশুশেখর সিংহ দেও, পোলপুর ষ্টেট (ইন্দিয়া)।
৩। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী (এজ-অফিসিও), সুবের ব্যাঙ্ক লিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ৩,৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৪। মিঃ পি কে ঘোষ, এম এ, বি এল, (এজ-অফিসিও) পি ১২, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, কলিকাতা।
মিঃ ইউ এন গুপ্ত, সুবের ব্যাঙ্ক লিঃ-এর ডিরেক্টর, ৩,৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৬। মিঃ বি সি চক্রবর্ত্তী, কলিয়ারী, ৭, অমূর্ণা মিত্র রোড, কলিকাতা।
৭। মিঃ এ বি চক্রবর্ত্তী, মিলিটারি কন্ট্রাক্টর ও মাড়োয়ার, বিলিমোরা, আসাম।

বিস্তৃতভাবে বিবরণ জানিবার জন্য কোম্পানীর হেড অফিস অথবা সুবের ব্যাঙ্ক লিঃ-এর যে কোন শাখা অফিসে আবেদন করুন।

(এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, উক্ত কোম্পানির আর্থিক সততি সম্বন্ধে যে সকল কথা বা অভিমত প্রকাশ করা হইতেছে তৎসম্বন্ধে ভারত সরকার কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।)

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৮ই আগষ্ট	১৯শে আগষ্ট	২০শে আগষ্ট	২১শে আগষ্ট	২২শে আগষ্ট	২৩শে আগষ্ট
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৯৲	৭৯/০	৭৯/০	৭৯৷৵০	৭৯৷৵০	৭৯৷৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৯৷৵০	৭৯৷৵১০	বাজার বন্ধ	৭৯৷৵০	৭৯৷৵০	৭৯৷৵০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১০৩৷৵০	১০৩৷৵০	১০৩৷৵০	১০৩৷৵০	১০৩৷৵০	১০৩৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১০৩৷৵০	১০৩৷৵০	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ	১০৩৲	১০৩৲
সিলির দর—প্রতিআনা (কলিকাতা) ...	৫১৷৵০	৫১৷৵০	৫১৷৵০	৫১৷৵০	৫১৷৵০	৫১৷৵০
কোম্পানীর কাগজ—বন্ধমান ৪% সুদের ...	১১৩৲০-১১৪৲০	—	১১৩৲০-১	—	১১৩৲০	১১৩৲০
সেয়ারের দর (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন)						
ইন্ডিয়ান—						
ইন্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫১৲০-৫৯৲০		৬৯৷৵০-৬৯৷৵০		৬১৷৵০-৬৮৷৵০	৬১৲—৬৯৷৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি ...	৩৯৷৵০-৩৯৷৵০		৩৯৷৵০-৩৯৷৵০		৩৯৷০—৩৯৷৵০	৩৯৷৵০-৩৯৷৵০
তুষারদুরী—প্রতি	১১৪৲-১১৬৲০		১১৬৲-১১৬৲০		১১৪৲০-১১৪৲০	১১৪৲০-১১৫৲০
এসুবিলিয়ম কর্পোরেশন ...	—		২১৲০-২১৲০		২১৲০	—
ফেডারেল ...	২৯৲-২৯৷৵০		২৯৷৵০-২৯৷৵০		২৯৲-২৯৷৵০	২৯৷৵০-২৯৷৵০
আর্থার বাইলাস ...	২৪৲০-২৬৲		২৪৲০-২৪৲০		২৪৲০	—
আর্থিয়া ইন্সেকটি ও ষ্টীল ...	৭০৷৵০		—		২০৲	—
ফেডারেটেড এণ্ড কোং ...	১১৬৲০-১১৯৲০		১১৬৲০-১১৬৲০		১১৮৲-১১৯৲০	১১৬৲০-১১৯৲
অটি—বাঙ্গা অপারেশন ...	৪৲/০		৪৲-৪৲/০		৪৲-৪৲/০	৪৲/-৪৲/০
ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৬৲-৬৷৵০	বাজার	৬৲-৬৷৵০	বাজার	৬৲/-৬৷৵০	৬৲/-৬৷৵০
ব্যাঙ্ক—ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	১৩১৲০	বন্ধ	১৩৯৲-১৩৯৲০	বন্ধ	১৩১৲০-১৩১৲	১৩১৲০-১৩১৲
ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—		৬৯৲-৭০৲০		৬৯৲	৬৯৲-৭১৲
হিন্দু ব্যাঙ্ক ...	৫১৲০		—		—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৫১৲০-৫১৲		৫১৲০-৫১৲০		৫৩৷৵০-৫১৲০	৫১৲০-৫৩৲০
ঝানডেভ ...	১১৲০-১৯৷৵০		১৯৲০-১৯৲০		১০৲০-১৯৲০	১১৲০-১০৲০
রাণীগঞ্জ ...	৫০৲-৫৪৷৵০		৫০৲-৫৪৲০		৫১৷৵০-৫৩৷৵০	৫১৲-৫০৲০
ইন্ডিয়েটেড ...	৯১৲০-৯২৲০		—		৯৪৲০-৯৬৲০	৯৪৲০-৯৬৷৵০
সাউথ করণপুরা ...	৫১৲০-৫১৲		৫১৲০-৫১৲০		২৩৲০-২১৲	২৪৲০-২৩৲০
কাগজের কল—লিউ ফিংটাবিয়া পেপার মিলস লিঃ	৯৲০-৯৯৲০		৯৲-৯৯৲০		৯৲০-৯৯৲০	৯৲০-৯৯৲০
বেঙ্গল-নাগপুর ...	—		৬৯৲০-৬৯৲		৬৯৲-৬৯৷৵০	৬৯১০-৬৯৷৵০
ভারতীয় ষ্টেইটাইলস্ ...	১৩৬৲০-১৩৯৲০	-	১৩৬৲০-১৩৬৲০		১৩৬৲০-১৩৬৲০	১৩৬৲০

(পাটের বাজার—গত পৃষ্ঠার পর)

আলোচ্য সপ্তাহে ইন্ডিয়ান জাত উচ্চ শ্রেণীর আলসা পাট প্রতি মণ ১৪৲ টাকা, মিডিল পাট ১৩৲০ আনা এবং ফুলারডাইকস বিডম ও নীচু শ্রেণীর পাট যথাক্রমে ১৩৲০ আনা ও ১৩৲০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল নিলামে কাঁচা শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৮১৲ টাকা, লাইটনিং শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৭১৷৵০ আনা এবং হাই শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৭৪৷৵০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। এই সপ্তাহে ১ই ও অন্যের বাজার অনিশ্চিত ছিল।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২২শে আগষ্ট—সরকারী নিয়ন্ত্রণ-নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করিবার যে প্রস্তাব সম্প্রতি দেখা যাইতেছে তাহার ফলে বাজারে কিছু পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। চোরাবাজারে যাহারা চালানীদের পাকিস্তানের জন্য মাথার বস্ত্রব্যবসায়ীদিগকে আলোচ্য সপ্তাহে মফস্বলের বাজার দরে জাহাজ দিবার জন্য অগ্রিম দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা পাওনা আদায় করিয়াছেন। বর্তমানে অবস্থাবাপন্নদের মধ্যে যাহারা সম্প্রতি যে মাল পরিদর্শিত হইতেছে, তাহার পাওনাদার মূল্য আদায় করিয়া লইতেছেন এবং সকলেই বাজারের পরিস্থিতির আশায় থাকিয়া ক্রয়াদেশ দেওয়া হইতে বিরত রহিয়াছেন। বাজারের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, অদূরভবিষ্যৎ মধ্যে কাপড়ের সর্বোচ্চ মূল্য বর্ধিত করিবার আশা না করিলে বাজারের যোগান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে কলিকাতার বাজারে বিভিন্ন রকমের বোম্বাই আমদানীকৃত কাপড় বিক্রয় হইতেছে যে, যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় আমদানী করিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা আশিয়া পড়িলে এবং যথাযথ ভাবে হইলে সর্বসাধারণ কাপড় ন্যায্য মূল্যে ক্রয়করিতে পারিবে। আমেরিকার টেক্সটাইল কনসালটেন্ট কলিকাতার উপস্থিতিতে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে উন্নতি লাভিত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের শেষদিকে বোম্বাইয়ের বাজারে সেন্টেমেন্ট মনে কেলিকাটি সেয়ারের সর্বোচ্চ করিয়া মূলধন মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। মূলধনিয়ার ইহার মূল্য ছিল ৩০৲০ আনা, ইহার বাজার মূল্যিয়ার সময় ইহার দর ৩০৲ টাকা দাড়িয়াছে বাজার বন্ধের সময় ইহা ৩০৲০ আনায় লাভিয়া যায়।

তৈল ও রূপা

কলিকাতা ২২শে আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহে তৈলবীজের সোপার বাজারে মন্দার আলোচ্য মোলসের চাহিদা কম থাকায় দেখা যায় তাহার সোমবারের মূল্যস্তর সপ্তাহ শেষে সোপার দাম ভরি পিছু আর ৩০ আনা পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার সোপার বাজারে মূল্যতালিকার পরিবর্তন দেখা যায় নাই, কিন্তু ওজনের সোপার মূল্য ৯৯৲/০ আনা হইতে ৭৯৷৵০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। প্রতিদিন তিনি সপ্তাহের অধিকাংশ সময় ৫১৲/০ আনা দরে বিক্রীত হইলেও সপ্তাহ-শেষে উহা ৫১৷৵০ আনায় নামিয়া আসে।

রূপা—প্যারিস পত্তনীর কনফারেন্সের সন্তোষজনক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে মন্দুর ভাব দেখিয়া কেলিকাতার আগত দেখা যায় এবং প্রতি শত ভরি রূপা সোকায় ১০৩৲০ আনার বিক্রীত হইলেও সপ্তাহশেষে ১০৩৲ টাকায় নামিয়া আসে। তদ্রূপ বোম্বাইয়ের বাজারে তুরুতরি রূপারাশি রূপার দর তিন ১০৩৲০ আনা। কলিকাতার বাজারেও প্রতি শতভরি রূপার মূল্য ১০৩৲০ আনা হইতে সপ্তাহশেষে ১০৩৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—১৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন কলিঃ ৪৪৩০

ব্রাঞ্চ—বহরমপুর, আমহরমপুর, জমালীপুর, মজিদহাট, খুলনা।

পাটনা ব্রাঞ্চ ঃ—সোনার রোড, গার্ডীপুর।

সুদের হার

কারেন্ট—১% সেভিংস—১½%

ফিক্সড ডিপোজিট—২½% হইতে ৫% পর্যন্ত

মুদ্রিতাকারে সর্বে টাকা ধার দেওয়া হয় ও সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, এম-বি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ (লিমিটেড)

হেড অফিস—৪৩এং বর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

আর্থিক পরিচয় (১৯৪৩)

অনুমোদিত মূলধন	১০,০০,০০০৲
আদায়ী মূলধন	৫,০০,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড	১,০৭,৮৫,০০০৲
অন্যান্য তহবিল, দেনাপাওনা	
কাগজ ইত্যাদি	৪৪,১৬,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	১১৬,২৭,০০০৲

(১০০৲ বা তিন তাহার এককালীন জমা রাখা যায় এবং চিরাচরিত রীতিতে বাহাদের হেফাজত টাকা আদান-প্রদান হয়।)

পাবনাস্থ—এই গ্রুপের পরিচালক হেড—কলিকাতা, রাজসাহী, ঈশ্বরদী, নাগবিলা, ঈশ্বরদহ, পাবনা, সেরাজগঞ্জী, হেমেন্দ্র, নিমতলা, চুয়াডাঙ্গা।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৬ই আগষ্ট	২১ই আগষ্ট	২৩শে আগষ্ট	২৪শে আগষ্ট	২৫শে আগষ্ট	২৭শে আগষ্ট
এসোসিয়েটেড কটন মিলস লিঃ	৭৯৯৲-৮১৯৲		৭৯৯৲-৮০৫৲		৭৯৫৲-৮০১৲	৭৯৲-৮০৲
বেঙ্গোয়ার্স	১৬৫		১৬৫		—	১৬৫-১৬৫৲
কাশীপুরের জমা—ইণ্ডিয়া স্পেশাল স্টীল লিঃ	৫১৭৲-৫১৪৲		৫১৭৲-৫১৪৲		৫১৪৲-৫১৭৲	৫১৪৲
টাটা স্পেশাল মিলস লিঃ	১৮৲		১৮৲		১৮৲-১৮৲	১৮৲-১৮৫৲
ট্রাকশন্স	৫৭৫৲-৫৮৫৲		৫৭৫৲-৫৮৫৲		৫৮৫৲-৫৮৫৲	৫৮১৲-৫৮৫৲
চটকল—আগরপাড়া জুট মিলস লিঃ	—		৪৫৲		৪৫৲	৪৫৲
এমালগেমেটেড জুট মিলস লিঃ	৪৪৲-৪৪৲		৪৪৲-৪৪৲		৪৪৲-৪৪৲	৪৪৲
আমহার্ষ্ট	৬৪৲-৬৪৲		৬৪৲		৬৪৲	৬৪৲
কমলা	১৫৭৲-১৫৯৲		১৫৭৲-১৫৯৲		১৫৯৲-১৫৯৲	১৫৯৲-১৬০৲
কেলিসেকেণ্ডী	১০৫৲-১০৬৲		১০৫৲-১০৬৲		১০৬৲-১০৬৲	১০৬৲-১০৬৲
বিলাসের	৬৫৲		৬৫৲		—	—
ইণ্ডিয়ার্ড	৭৯৲		৭৯৲		—	৭৯৲
রাজকা	৮৫৫৲-৮৬০৲		৮৫৫৲-৮৬০৲		৮৬১৲-৮৬৫৲	৮৬৫৲-৮৬৫৲
ডিজির জমা—বেঙ্গল জুবার কোং লিঃ	৯৮১৲-৯৮৫৲		৯৮১৲-৯৮৫৲		৯৮৫৲-৯৮৫৲	৯৮৫৲-৯৮৫৲
ন্যাশনাল জুবার কোং লিঃ	৪৪৫৲-৪৫৲		৪৪৫৲-৪৫৲		৪৫৲-৪৫৲	৪৫৲
বেঙ্গল জুট কোং লিঃ	৫৮৫৲-৫৯৫৲		৫৮৫৲-৫৯৫৲		৫৯১৲-৫৯৫৲	৫৯১৲-৫৯৫৲
চা বাজার—বেঙ্গলুর টি কোং লিঃ	১৯৫৲-২০০৲		১৯৫৲-২০০৲		১৯৫৲-২০০৲	১৯৫৲
বিলাস টি কোং লিঃ	—		—		—	—
বিবিধ—ক্যালকিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ	১৮৫৲-১৮৯৲		১৮৫৲-১৮৯৲		১৮৯৲	১৮৯৲
বি আই কর্পোরেশন	৭৯৲-৮০৲		৭৯৲-৮০৲		৭৯৲-৮০৲	৭৯৲-৮০৲
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	১৭৯৲-১৮১৲		১৭৯৲-১৮১৲		১৮০৲-১৮১৲	১৭৯৲-১৮০৲
বোগাল ইলাষ্টিক লিঃ	৬৮৲		৬৮৲		৬৮৲	৬৮৲
ইণ্ডিয়া কেমিকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ কোং লিঃ	১৬৯৲-১৮০৲		১৬৯৲-১৭০৲		—	১৬৯৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট	১৭৫৲-১৭৯৲		১৭৫৲-১৭৯৲		১৭৫৲-১৭৯৲	১৭৫৲-১৭৯৲
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক	৪০৲-৪৪৲		৪০৲-৪৪৲		৪০৲	৪০৲-৪১৲
নিউ এশিয়াটিক ইনসিওরেন্স	১৩৯৲-১৪৫৲		১৪৪৲-১৪৫৲		১৪৫৲	১৪৫৲

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯১২ ইং

আদায়ী	৭,৫০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী তহবিল	৮,৫০,০০,০০০৲ টাকার ঐ

কলিকাতা অফিস :—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৬৯ বি, রসা রোড, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১৮৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

অন্যান্য শাখা :—বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে।

বিদেশী এজেন্সী :—লণ্ডন এজেন্স :—মাক্সওয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

ইউরোপিয়ান এজেন্স :—প্যারাণ্ডী ষ্ট্রীট ব্রোং অব লিণ্ডে ইউর্ক

আমেরিকা এজেন্স :—ব্যাঙ্ক অব নিউ ইয়র্ক ট্রাষ্টস কোম্পানী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—রায় এস, বি, রায়, এম-এ, বি-এল, বি-এইচ-ডি (বন্ন) সভ্য, বার-এ্যাট-ল

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলি ১১০০

ব্রাঞ্চ অফিস :—
ঢাকুরিয়া, ঈশ্বরদাবাদ, জলপাইগুড়ি।

দক্ষিণ কলিকাতা শাখা
আগামী আগষ্টে ১৫ই আগষ্ট
খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি এম চাটার্জ্জী

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, বি-এইচ-ডি, মহাশয়ের পৌরোহিত্যে
ঢাকা শাখা ১৪ই আগষ্ট খোলা হইয়াছে।

কুষ্টিয়া-ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ২৯, ক্লাইভ রোড, কলিকাতা
Gram : Jatiadhan : : স্থাপিত—ইং ১৯০৬

শাখাসমূহ

বাংলা—	বিহার—
কুষ্টিয়া, বালুরঘাট, রাজবাড়িয়া, মেহেরপুর, পোড়াদহ, বড়বাজার (কলিঃ), ইন্টালী (কলিঃ) বহিমাল ও কিশোরগঞ্জ।	পাটনা, আরা, ছাপরা ও মজঃফরপুর।

মিউকাদিক ও সাধারণসহ শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

ব্যবসায়ীদিগকে সকল প্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

মিঃ বি বি রায় চৌধুরী
ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার

মিঃ বিমল রায় চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড,

হেড অফিস : ৩১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল ২৯২১

—কলিকাতা শাখা—
বাণীঘর—চৌরঙ্গীর—বড়বাজার
—অন্যান্য শাখা—
ঢাকা, বরিশাল, বহরমপুর (মেদিনী) ও মেদিনীপুর
মুক্তন শাখা—নওগা, পাবনা, বগুড়া, রাজসাহী
হুগলী, আসানসোল, জোরাট, জলপাইগুড়িতে
শীঘ্রই খোলা হইবে।
চে-অফিস—চৌরঙ্গীবাজার, বহরমপুর (মেদিনী)।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

লিলি
বিস্কুট
খাদ্যেও
সেরা—
স্বাস্থ্যেরও

লিলি বিস্কুট কোং

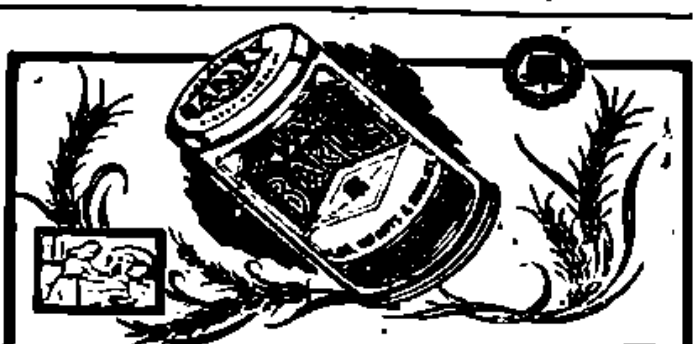

লিলি বালি
খাদ্য শস্য ও পালীর

লিলি-বালি

PHONE : B. B. 6882 REGD. NO. C. 2008

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

৮ম বর্ষ] Monday, 4th September, 1944. সোমবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৩৫১। [১৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাজস্ব-বিভাগ ও বৈদেশিক পাইপ্রসিদ্ধি

বর্ত্তমান সময় সর্বত্র বস্তুর সরবরাহ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করা যাইতেছে। বস্তুতঃ যুদ্ধের জন্য যে সকল বস্তুর অভাব ঘটিয়াছে, সেগুলির সরবরাহ সম্বন্ধে সকলেই বিশেষ আগ্রহান্বিত। এই সকল বস্তুর মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বৈদেশিক মুদ্রা ব্যতীত বিদেশ হইতে কোন জিনিষ আমদানী করা সম্ভব নহে। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ সম্বন্ধে সকলেই বিশেষ আগ্রহান্বিত। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার আয় ও ব্যয় সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়া থাকেন। ১৯৪৩-৪৪ সালের বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার আয় ব্যয় অপেক্ষা ৩৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে এই উদ্বৃত্ত ছিল ৩৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার আয় ব্যয় অপেক্ষা ৩৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে এই উদ্বৃত্ত ছিল ৩৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার আয় ব্যয় অপেক্ষা ৩৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে এই উদ্বৃত্ত ছিল ৩৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৩৯১-৯৯
বাঙ্গালার ছর্ভিক্ষের কারণ ও প্রতিকার	৩৯৯-৪০
ভারত সরকারের বৃত্তিকর প্রস্তাবগুলি	৪০০-০৪
আর্থিক জগতের ইতিহাস—	৪০৫-০৯
বেঙ্গল্যুরী সংবাদ—	৪১০
সপ্তাহের বাজারদর—	৪১১-১৬

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের কারণ ও প্রতিকার

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন, ইহা ভগবানের অভিশাপ, কেহ বলিতেছেন, ইহা মানুষের কৃতকর্ম্মের ফল, কেহ বলিতেছেন, ইহা যুদ্ধের অনিবার্য্য পরিণাম, কেহ বলিতেছেন, ইহা মানুষের লোভের ফল। কিন্তু এই সকল মতের মধ্যে কোন্ মতটি সত্য, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন্ মতটি সত্য, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন্ মতটি সত্য, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

ভারত সরকারের বৃত্তিকর প্রস্তাবগুলি

ভারত সরকার বৃত্তিকর সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন, ইহা ভগবানের অভিশাপ, কেহ বলিতেছেন, ইহা মানুষের কৃতকর্ম্মের ফল, কেহ বলিতেছেন, ইহা যুদ্ধের অনিবার্য্য পরিণাম, কেহ বলিতেছেন, ইহা মানুষের লোভের ফল। কিন্তু এই সকল মতের মধ্যে কোন্ মতটি সত্য, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন্ মতটি সত্য, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

আর্থিক জগতের ইতিহাস

আর্থিক জগতের ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন, ইহা ভগবানের অভিশাপ, কেহ বলিতেছেন, ইহা মানুষের কৃতকর্ম্মের ফল, কেহ বলিতেছেন, ইহা যুদ্ধের অনিবার্য্য পরিণাম, কেহ বলিতেছেন, ইহা মানুষের লোভের ফল। কিন্তু এই সকল মতের মধ্যে কোন্ মতটি সত্য, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন্ মতটি সত্য, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

বেঙ্গল্যুরী সংবাদ

বেঙ্গল্যুরী সংবাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন, ইহা ভগবানের অভিশাপ, কেহ বলিতেছেন, ইহা মানুষের কৃতকর্ম্মের ফল, কেহ বলিতেছেন, ইহা যুদ্ধের অনিবার্য্য পরিণাম, কেহ বলিতেছেন, ইহা মানুষের লোভের ফল। কিন্তু এই সকল মতের মধ্যে কোন্ মতটি সত্য, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন্ মতটি সত্য, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

সপ্তাহের বাজারদর

সপ্তাহের বাজারদর সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন, ইহা ভগবানের অভিশাপ, কেহ বলিতেছেন, ইহা মানুষের কৃতকর্ম্মের ফল, কেহ বলিতেছেন, ইহা যুদ্ধের অনিবার্য্য পরিণাম, কেহ বলিতেছেন, ইহা মানুষের লোভের ফল। কিন্তু এই সকল মতের মধ্যে কোন্ মতটি সত্য, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন্ মতটি সত্য, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

দি

সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম—সোনাক ফোন—১২২১

হেড অফিস :—১৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—উলুবেড়িয়া ও আমতা।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রীযুক্ত কে. সি. চক্রবর্ত্তী, বি-এল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

শ্রীযুক্ত অরবিন্দবরণ সেক্রেটারী ম্যানেজিং ডিরেক্টর

বায় বলিয়াছেন যে, মহাযুদ্ধের ও মিঃ মিত্রের মতে যদি কোন আলোচনা-বৈঠকের দ্বারা ইহাদের উদ্দেশ্য আলোচনার বিভিন্নতার প্রশ্ন তবে তাহার উত্তর হইবে না। তাঃ আম্বেদকার অন্যান্য বিষয়ের মত হইতে পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, তাহারা যদি অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাবিয়া লন তবেই তিনি সংবিধান সমর্থন করিবেন—অন্যথা এই সব দাবী কি তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। এদিকে বেনীয় মাধ্যমের সভিনুর্তির উপর জোর দিয়াছেন। মোটের উপর তফসীলী রাজনীতিবিদের এখনে একটা বৈচিত্র্যহীন পরিচয় হইয়াছে। পূর্ণ-স্বাধীনতা অথবা ও অন্যান্য বলের সার্বভৌমিক উপাধি দিয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে কল করিয়াছে আরও করিয়াছে। কিন্তু উহাতে আরও হইবার বিশেষত্ব আসে নাই। মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ মিত্রের আরও তুলনীতি সম্বন্ধে একটা তুলনামূলক হইলে দিব, তফসীলী জাতির প্রতিনিধি অন্যান্যসংখ্যক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই বীমাসভার অন্তর্ভুক্ত করা কোন কঠিন কাজ হইবে না। উহাদের সমিতির পরিচয় সম্বন্ধে ভারতের অন্য কোন মতের কোন কথাবার্তা সম্ভাষণ হইবে অবশ্য হইবেনা। অতীতে বিভিন্নসিলাসিটি, আইন সভা প্রভৃতির বিভাজনে আমরা উহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। তফসীলী সম্প্রদায়ের নিজস্ব হইলেও বিশেষত্ব বা অধিকারভুক্তির নহে। উহারা তথা-কথিত সেবাধর্ম সমাজ হইতে যে আই হইবে না এই বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস রহিয়াছে। এই বিশ্বাসে আমরা যদি মুক্তি-আন্দোলনের-মাধ্যমে, প্রভৃতি সংগঠনেই অন্যের অভি-সন্ধীতার সময় আসিয়াছে। যেদিন স্বাধীনতা উহাদিগের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে লইয়া যেদিন সাধারণ নির্বাচনে হইবে সেই দিন উহাদের নেতৃত্বের দাবী অন্যায় তাহা তাঁহারা প্রমাণ করিবার সুযোগ পাইবেন। তখনিন উহারা কি ভূল করিয়া থাকিবে সাধন না।

অন্যদের দুর্ভিক্ষ

তথায় বলে 'তুলসীদাস'। এই কবির যেদিন যেদিন প্রকারে প্রাণী আদের সন্ধান করিবেন এক হাজার মুখ না হইলে তাহা বর্ণনাকরণ করা যায় না। কিন্তু বাজলার অন্যের ক্ষুদে সংগঠন দুর্ভিক্ষ চাল ও কাপড়ের দুর্ভিক্ষকের উপর উঠিয়াছে। মধ্যবর্ত্তিত হইতে 'ইউনাইটেড প্রেস' সংবাদ বিতরণ করেন যে, উক্ত কেলার একজনের অন্যের অন্যান্য প্রতি দেহ আদর ৬৯ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। এই লোমহীন অবস্থার জন্য আদর সংবাদ ও সংবাদ সরকার উদ্যোগে তুলাদানের প্রাণী। বাজলার কুলাবার সংগঠন কার্যকলা প্রাপ্তির না হইলেও কৃষিক নিজের সংগঠে এই প্রয়োজনের সংগঠন অন্যান্য আদানে বিভিন্ন হইতে পারিত। কিন্তু প্রাণী-আন্দোলন দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ নিজের মাধ্যমে সমস্ত প্রকারের বিভিন্নিবেদন বিভিন্ন সাধন করা হইলেও আদর সংবাদ-সংগঠন আন্তরিক এই সব বিভিন্নিবেদন একসঙ্গে দুর্ভিক্ষ নিজের মাধ্যমে সমস্ত প্রকারের প্রয়োগে পড় করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রয়োজন তুলাবার অন্যান্যের মাধ্যমে সমস্ত প্রকারের সংগঠে প্রকারে তুলাবার করিবার জন্য সংগঠন হইতে অন্যান্য-সংগঠন মাধ্যমে যে ৮০৮৪ সাল টাকা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বাজলা সরকার যেমাসুর সমস্ত করিয়াছেন উহার এক তৃতীয়াংশ অন্যান্য হিসেবে আসিয়া হয় নাই। বহু বাজলা সরকার মেন বিভাগের বিভিন্নদের বিভিন্নিবেদন দ্বারা মুক্তদের কারবার-গুলির কাছে দাবা বিভাগের। তাহা ছাড়া, অন্যান্যের কথা আরও সাত নাই। তথা যাইতেছে যে, বাজলা সরকার সংগঠন উদ্যোগ উদ্যোগকরণ ও অন্যান্যতা দুর্ভিক্ষ দিবার জন্য ভারত সরকারের অনুরোধ করিয়াছেন। এই অনুরোধ রক্ষিত হইলেও বাজলার অন্যের উদ্যোগন আসিতে এবং সংগঠন দূরে করিতে পারে। সংগঠন আদানে বাজলার দুর্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া ভারত সরকার কি অন্যান্য এইরূপ অন্যের প্রদর্শন করিবেন?

বাজলার বস্ত্র-সমস্যা

বাজলার বস্ত্র সংগঠন সংগ্রহ ভীষণ ভিন্নাকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্ভার সময়ে দুর্ভাগ বস্ত্র অন্যের ভীতি প্রদর্শন অধিক হইয়াছে। কিন্তু বাজলার হাইকোর্টালয়ের আদ তাদীনের বিভাগ অন্যান্য দেখা দিয়াছে। সিভিলিয়ন বস্ত্র দুর্ভার কথা দেখী মূল্য বিভাগ আদ উপযুক্ত পরিমাণে পরিমাণ বাজার যোগান করা সম্ভবপর নহে। আমাদের সরকার অবশ্যই অবলম্বনাহতদের অন্যান্যের সমস্যার বিভাগ প্রদান হইয়াছেন। কিন্তু নাবারিক প্রয়োজন, বিভিন্নাবার আদে বিভাগসূত্রে সমস্ত ভীতি দুর্ভার অন্যে তাঁহারা সমস্যাসূত্রের ব্যবস্থায় তাদানের উপযোগ ভেঙ্গে কিছু কৃষি করিতে পারিতেছেন না। তাহা কিছু আর উপায় হইতেছে আমাদের অন্যের ৬০ কোটি বস্ত্র বাহিরে অন্যান্য আরও হইতেছে। আর অন্যের অন্যান্য বিভাগের মধ্যে বাড়ী অন্যেই কম্ব ও আদে বিভাগ করা হইতেছে। অবশ্যকেন্দ্র ও ট্রেড-টাইল বোর্ড কিছু করিতেছেন, বাজলার লোক-সংখ্যা অনুপাতে আমাদিগ বার্ষিক ১৯ লক্ষ বস্ত্র বরাদ্দ এখনকার সেই কোটা অন্যান্য আদানের যোগান দেওয়া হইবে। ইতোমধ্যে সমস্যার ১২ লক্ষ বস্ত্র বাড়ী বাজলার অন্যান্য বিভাগের মধ্যে, কিন্তু তাহারা এই পরিমাণ আরও ট্রেডিংয়ের কোটা এখনকার যোগান-ইতে পারিতেছেন না। তাহারই কাপড়ের অন্যান্য বাহিরে বাহিরে বাজলীয় দুর্ভার দুর্ভা প্রদর্শন আরও বাড়ী করিয়াছে। বর্তমান দুর্ভার বাড়ী বাজলার সরকার ও উহার সাহায্যকারী সমিতিগুলি এই কাপড়-সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বপ্রকারে দুর্ভা ও উহা উপযুক্ত এক প্রস্তাবে অভিরিক্ত' এক হাজার কোন বস্ত্র যোগাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইতিমধ্যে মাদ্রাজে কোয়ার অন্য অন্যান্য যেখান হইতে অন্যের যোগান বাড়াইবার জন্য ভারতের বাহিরে বস্ত্র প্রস্তাবিত, পরিমাণ অন্যের ৩০ কোটি বস্ত্র হইতে ৬০ কোটি বস্ত্র আর হাল করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় এই বস্ত্র বাড়ী দুর সময় বলিয়াই আমরা মনে করি। কিন্তু বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের অন্যান্য উপায়ের মধ্যে আরও উহারা ঐদের বাড়ী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অন্যান্য করিতেছেন না। ট্রেডিংয়ের কৃষিদারের এক যে ফেলোড়ি প্রতিষ্ঠানের, অন্যান্যগুলি বিশেষ আদানে বাহিরে অন্যান্য পরিমাণ ৬০ কোটি বস্ত্রের চেয়ে অনেক বাহিরে না। বাজলার বাবা কিছু ১৯ লক্ষ হিসাবে যে বস্ত্রের কোটা বাহিরে দেওয়া হইয়াছে তাহার অন্যান্য ভারত বস্ত্র এ প্রদেশে যোগান দেওয়ার সম্ভবপর হইবে না। মিঃ মেহেতাজীর এই প্রস্তাব "ই অন্যের" বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের আন্তরিক প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অন্যান্য লোকদের আন্তরিক বাহিরে যাঁহারা এই দুর্ভিক্ষে প্রদেশের আদান দিয়া বিশেষভাবে অন্যান্য বিভাগের মধ্যে পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাদের নিকট অন্তরোধ দুর্ভিক্ষের প্রস্তাবনা করা দূরে।

মহাযুদ্ধের গতি

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে বর্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। বিশ্বসভিতার বিষয়ে তফসীলী এই মহাযুদ্ধের সমস্যাবলীর শেষ হইতেছে। এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর ঘটনাবলী সমস্যাই আন্তরিক দুর্ভাবনার জোর করিবার মত। কিন্তু আমাদের, জোর ও দুর্ভিক্ষে দুর্ভাবনার পরিচয় তাহাতেই যে আমরা জোর করিবার আমার কুশলা ছিল না। তবে বর্তমান আন্তরিক পরিস্থিতি দেখিয়া আশা করা যায় যে, যুদ্ধ এখন শেষ পর্যায়ের আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং আমাদী শেষ-চেষ্টার মধ্যেই বিভাগী এই আসন্নীলার অবসান ঘটিবে।

আলোচ্য সপ্তাহে তীব্র সমস্যার হইয়াছে কোন ঘটনার আসে নাই, আছা ছাড়া পৃথিবীর আরও সব ভাগাদের সংবাদ বিভাগসূত্রে আছুন। উত্তর ফ্রান্সে সমিতির সেনাবল এসে ও বার্ন নদীর উপত্যকায় পুনরিস্থা বিভার করিয়াছে এবং জোর উপত্যকার আমময়, উপত্যিকির সংবাদ আসিয়াছে। বর্তমানে, আর্নাম- ও সেনসিয়ার উত্তর সীমান্তে মিত্রবাহিনীর সাফল্যের অন্য আসিয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ-ফ্রান্সের ১৪০ মাইল উপকূলভাগ মিত্রসেনা দখল করিলেও এ অঞ্চলে আর্মানদল তীব্র সংগ্রাম করিতেছে। সংবাদ আসিয়াছে যে, ইটালী-ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী মিত্রবাহিনী নরস হইতে আর্মানদলকে আক্রমণ মিত্রবাহিনীকে হটাইয়া দিয়াছে।

রুশিয়া ইতোমধ্যে একদল উত্তর জোয়ার আক্রমণ সুসংবদ্ধভাবে চলিয়াছে। গত ১০ সপ্তাহে মোট ৭৫০টি উত্তর জোর এই অঞ্চলে পরিচালিত হইয়াছে।

তথাকথিত-তথাকথিত কৃষিকর্ম হওয়ার আমাদিগের দিক হইতে অভিযোগ প্রকাশের যে সম্ভাবনা ছিল তাহা কল্পনাতীত সুযোগের প্রদর্শনে অবশ্যই করিয়া দিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে তথাকথিতের তাহারী-বাহিনীর প্রদর্শন করার সময় আসিয়াছে এবং বর্তমানে সোভিয়েট সৈন্যদল প্রোয়েসি—তথাকথিত পাইন নামের সেতিহাসিক আমাদের সৈন্য সমাবেশ-ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া তুলিয়াছে। তুলনামূলক পরিবর্তী তথাকথিত সময় আমাদেরকে কর্তৃক অধিকার হওয়ায় আমাদিগের বিভিন্নদের অভিযান হইল। তাহার এই সময় হইতেই সব ভিন্ন সময় আমাদিগের বাহিনীর অন্তরে অধিকারে অধিকার চালাইয়াছিল। বর্তমানে সংবাদ আসিয়াছে যে, তথাকথিত সব পুরুষ-ভাবে সভি করিবার জন্য তুলনামূলক এবং প্রয়োজনীয় আন্তরিকীয় হইয়া উঠিয়াছে।

রুশিয়ার-তথাকথিত তথাকথিত আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্নদীয় বিমানবাহিনী সুবাহা বীরপুরে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে। প্রকাশ যে, বিমানবাহিনীর আক্রমণকারীরা আলাদীনা কিনিনাইসেন্ট্রাল-বাহিনী সুমিলিত হইয়া যোগাযোগ লোকজনকে অন্তরাহিত করিয়াছে সাহায্য করিতেছে।

রুশ-বাহিনী আর্থিকীর বিভিন্নদীয় নাবারিক উপাধ্যায়ের বলা, এবিষয়ে "যে, প্রতি-আক্রমণ অন্যান্যের ফলে এ পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার বর্তমানের লিমিটাল স্থান-বিভিন্নের অধিকারে আসিয়াছে। আবার উপত্যকা হইতে অন্তরে হইয়া যে বিভিন্নসেবাদল বিশ্বাসে জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল তাহারা জার্মানীদের বীরিক যুদ্ধ আলাদীনের বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। আলাদ-স্থল সীমান্তে উত্তির সমস্তের চীন-পাহাড় অঞ্চলে জার্মানীদের বাধাদান সত্ত্বেও ভয়ঙ্করভাবে বীর-গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

বিদেশেতে বৃটিশ মালিকানা

বৃটিশ সরকার পরিচালনের অনুকরণে ভারতীয় সরকার আর বিদেশে যা কিছু ভারতের অন্যায়ভাবে করিয়া সম্প্রতি এই মর্মে একটি অভিনব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, "বৃটিশ শিল্প-পরিচালকগণ ভারতীয় বিদেশেতে মালিকানা করিবার জন্য অন্যায় উৎসুক থাকেন এবং তাহারা ভারতীয়দের সহিত এমন কি আধাআধি ব্যবসার ভাগ করিতে প্রস্তুত থাকেন।" সার বিজয়ের উচিত মতো "প্রথম কি" ভারতীয় ব্যবসায় বৃদ্ধিতে উহাই যথেষ্ট হইবে যে অর্থের বন্যা তাহিয়া দিয়ে সমস্ত দুইটা বৃটিশ শিল্প-পরিচালকগণ ভারতবাসীর উপর "একটা বড় রকম অনুগ্রহ দেখাইতে সমস্ত হইয়াছেন।" এই বিষয়ে তার বিজয়ের প্রারম্ভেই বৃটিশ শিল্প-পরিচালকগণকে আমরা একথা জানাইতে চাই যে, ভারতীয় বিদেশে-প্রিয় স্বাধীনতা ভারতবাসী বৃটিশ শিল্প পরিচালকগণের বিদেশেতে মালিকানা চাহে না এবং শিল্পব্যবসায়ের পরিচালনা ব্যাপারে বৃটিশ শিল্প-পরিচালকগণকে আধাআধি ভাগ দিতেও প্রস্তুত নহে। ৫০ বৎসর পূর্বে ভারত সরকার কর্তৃক বিদেশ এক্সচেঞ্জের ব্যাপিটাল কমিটি এইরূপ মতের একটা নির্দেশ দিয়াছিলেন। তখন ভারতবাসীর হাতে পর্যাপ্ত মূলধন ছিল না এবং বিদেশী শিল্প পরিচালনার অনুকূল দেশবাসীর অভাব অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। ঐ সময়ে এক্সচেঞ্জের ব্যাপিটাল কমিটির অভিমত দেশবাসীর সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ শিল্প-পরিচালকগণের দুরভিসন্ধিমূলক ও লোভের ফলে ভারত সরকার সমস্ত উক্ত কমিটির বিধান অনুযায়ী কাজ করিতে সমর্থ হন নাই। এখনে অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখনে বর্তমানে ব্যাঙ্ক-বীমা কোম্পানীর ব্যবসাক্ষেত্রসমূহের অধিক মূলধন যোগানীভূত হইয়াছে, দেশবাসী শিল্প পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জিত হইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ব্যাপকতর বিস্তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ভারতীয় শিল্পোদ্যমকে সর্বত্র ভারতীয় শিল্পোন্নতির জন্য মূলধন ও অভিজ্ঞ পরিচালক সরবরাহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখন অবস্থায় ভারতবাসী এখনে বিদেশেই বৃটিশ শিল্প-পরিচালকগণকে আধাআধি ভাগ দিয়া কাজ করিতে রাজী হইবে না। বৃটিশ শিল্প পরিচালকদের নিকট আমাদের অনিবার্য অনুরোধ এই যে, তাঁহারা এখনে পরিত্যাগ করুন। তাহা হইলেই ভারতীয় শিল্পোন্নতিতে প্রকৃতপক্ষে অধিক সহায়তা করা হইবে।

মধ্যবিত্তের কমলে কামনা

গাড়ী রেশন ম্যাজেস্টিক, ফলাফল আমদানী ও কলের ভোগের প্রকোপ, দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তাঃ বিদ্যালয় যার সম্প্রতি কলিকাতার ডিভিডেন্ড ও ইয়ার-এন্ডকনটিনেন্স এক অনুসন্ধানে প্রকাশ করিয়াছেন যে, এক ব্যাঙ্কেনিয়ারেই ব্যবসায় বর্তমানে ৫ কোটির কম লোকে পুঁজিয়েছে। এর কোটি লোকের মধ্যে ছিল কোটি লোক ব্যাঙ্কেনিয়ার আকাশ ছোঁয়া এবার আবার বিশ্বে ছাড়া আর কিছু নহে। কিন্তু এই—মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা প্রতিকারপ্রাপ্ত বিদেশ করার অবস্থা বিদেশের হাতে কম ভারতবাসী অবশ্য আন্তর্বিদ্যালয়ে মেধিতে সমর্থ হইতেছেন না। এখনে সত্য যে সরকারী বিধিব্যবস্থার মারে রেশন-অভিনব সমস্যে অবশ্য ছাপানো কাগজ ছোপ হইয়াছে, আর ম্যাজেস্টেন এমন লোকসুদ্ধ ও বিভিন্নকর হারবন্ধের দুইটাইন বিদেশেরও অবসান হইয়াছে। কিন্তু রেশনের প্রতিবাদনের মূলনার মৌলিক অবস্থা পূর্বে অনুযায়ী অনুযায়ী অনিয়া এ-সমস্যের কিনার দিয়া ব্যবসায়ী প্রতিবেদনের হাত বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। রাসনাভাবের সমস্যা অতীব জরুরী। অনুপস্থিতি কৃষকদের প্রয়োজনোপযোগী কৃষির সরবরাহের পরিবর্তনের আমার পর্যবেক্ষণের বেশী ভবন চৈনিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে। তার হাল পরিমাণের, উৎপাদন প্রতিবারে খুলনার কৃষিকর্ম সমস্যা দূরে থাকুক, রাসনাভাবসমূহে উৎপাদ আইনসিদ্ধের মত সাধারণ কৃষিকর্ম সমস্যা দিনে দিন। আমেরিকায় প্রতিবেদনের জন্য পর্যবেক্ষণে যে দুইমাইল রেশন বরিতেছেন আমার সমস্যা দুরই দুর্বিষহ। ইহাছে রেশনের পরিমাণ প্রয়োজন কিন্তু কিছু বিতরিতেছে না। আমেরিকা সরকার সমস্যা রেশনে ১ লক্ষ পাউন্ড দুইমাইল সরবরাহ করিতেছেন বলিয়া তার ঘোষণা দিয়া সম্প্রতি এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই মহাযুদ্ধারীর দিনে ইহাকে "অনেক কিছু করিয়া ফেলিয়াছি" বলিয়া গর্ব করা সাজে না। তাঃ বার বলিয়াছেন, ১ লক্ষ পাউন্ড দুইমাইল মানে ১ কোটির বেশী মানুষের বেলা ডিভিসন করা হয় না। অথচ রেশন বর্তমানে ৫ কোটির কম লোক এই রেশন পুঁজিয়েছে। রেশন যে দুইমাইলেরও সরবরাহই কম তাহা নহে, ঐ সমস্ত কিছুর সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ও অন্যান্যের বর্তমানে রেশনের অনেক অসুবিধা ও দুঃখ-কষ্টের কারণ হইয়াছে। তার রাসনের এইসব উক্তি দুঃখ সত্য। এমনকি বৃটিশ বাঙলা সরকার ও আমেরিকা বর্তমানেই ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রণ আমাদের ক্রমিক বাড়ী করিতে পারিবে না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্দশা

এই উৎপাদনের বাজারে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছিয়াছে। এই শ্রেণীর লোকদের অধিক কম আয়ক্ষমতা, ছোট-খাটো সঞ্চিতারী ও সাধারণ ব্যবসায়ীদিগের সম্পর্কে আছে। মূলধন সমস্যে স্বাভাবিক ক্রিয়া উহার ফলে তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী ক্রমেই পরিবর্তনে দুর্বি পাইতেছে, কিন্তু আর বাড়ে নাই। বাড়িতেছে তাহা পণ্যমূল্য বৃদ্ধির তুলনায় অতি সামান্য। ব্যবসায়িক সরকার বৃদ্ধি না পরিবারের অভিজ্ঞ সম্মুখে ও বিদ্যালয়ের সম্পর্কে রাষ্ট্রে ক্রমেই প্রকট আকার ধারণ করিতেছে। অবশ্য ভারতবর্ষে আজ নগণ্য এমন বিবেচনায় দুর্বে অবশ্য দেখা যাইতেছে। কাজেই বর্তমানের অবস্থায় বিদ্যালয় বিদ্যা অবাধিত শ্রেণীর লোকদিগকে আমাদের অভিজ্ঞ সম্প্রদায় ও নিয়ন্ত্রণের কথার বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু মূলের পূর্বে বলিয়া কিছু সম্প্রদায় লোক আজ পরিমাণে অর্থ সমস্ত করিতে সমর্থ হইল, মূলের সমস্যে বিদ্যালয় পরিচয় যে রীতি আজ আমাদিগকে এখনোবারেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অভিজ্ঞতার ফল মূলন করিয়া অর্থ সমস্ত করা মূলের জন্য, বর্তমান অবস্থা-অনুযায়ী বিদ্যালয়ে বিদ্যা যত বিশেষ সঞ্চিত অর্থ সমস্ত আজ আমাদিগকে সমস্ত করিয়া দেখিতে হইয়াছে। বীমা-পলিসি সম্বন্ধে ঋণ অভিজ্ঞতার কাজ হইতে পূর্বে এইসবের মধ্যে বাড়িয়া চলার এক সোনালী সুযোগ দেখিয়া আজ অনুবিধার আমাদিগকে অবশ্য পরিচয় দিয়া দিন দুঃখ সাজানো আমার বিদ্যা অবাধিত শ্রেণীর লোকদের সেই দুঃখ-দুর্দশা অনুভবের পরিপূরক হইয়া উঠিয়াছে। সরকারী ঋণ ও আর বিদ্যুৎকুল বিদ্যেই পূর্বে আনা যায় মূলের প্রথমে সোনালিদের দেখিয়া আজে দেখিয়া সাধারণের ৬০ কোটি টাকা ছিল, ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে সেখানে আজ ৫০ কোটি টাকার দেখিয়াছে। বিদ্যেশ আজ আমাদের অবিকাংশ লোকদের বিদ্যেশ ব্যবসায়ের সমস্যে বিদ্যা ব্যবসায়ী

বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষের কারণ ও উহার প্রতিকার

বাঙ্গলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে বহু তর্কের উদ্ভব হইয়াছে। বিশেষের জন্য যে তদন্ত কমিশন বসিয়াছে তাহার সভাপতি স্যার জন উডহেড সম্প্রতি এই মর্মে একটী মন্তব্য করিয়াছেন যে তিনি এই সম্বন্ধে সাংবাদিকদের নিকট হইতে বিভিন্ন পাইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন—কিন্তু সাংবাদিকদের তরফ হইতে এই পর্য্যন্ত কোন বিবৃতি তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করা হয় নাই।

এই সম্বন্ধে যার তার উদ্দেশ্যের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে দেশের প্রত্যেকটী সমস্যা ও উহার সমাধান সম্বন্ধে সাংবাদিকগণ কমিশন নিজ নিজ মতামতসমূহের মারফতে তাঁহাদের বক্তব্য দেশের সর্ব্বসাধারণ ও জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া থাকেন। এজন্য কোন কমিটী কমিশনের সমক্ষে পৃথকভাবে কোন বিবৃতি পেশ করার তাঁহারা প্রয়োজন বোধ করেন না। উহার আরও একটী কারণ রহিয়াছে। দুর্ভিক্ষ অথবা দেশের রাজনৈতিক সাংবাদিকদের মতামতের উপর যে মতামত নির্ভর করিয়া থাকেন তাহারা নিজ নিজ মতামত প্রকাশের জন্য কোন সাংবাদিকদের নিকট হইতে কোন মতামত গ্রহণ করেন নাই। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সাংবাদিকদের মতামত উপেক্ষা করিয়া তাহারা যে সমস্ত মতামত উপস্থিত করিয়াছেন তাহা অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রমাত্মক হইয়াছে। ফলে এদেশে অধিকাংশ সাংবাদিকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, যতদিন পর্য্যন্ত দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে দেশের শাসনভার অর্পিত না হইবে এবং যতদিন দেশের রাজনৈতিক সাংবাদিকদের অভাবিত বিধি প্রয়োগকে উপযুক্তরূপে মর্য্যাদা দিয়া উহাদের নীতি ও কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ না করিবেন ততদিন দেশের কোন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা পক্ষপাত হয়। অধিকন্তু এদেশে এই পর্য্যন্ত যত কমিটী কমিশন গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই কমিটী ও কমিশনের কার্য্য সরকারী অন্যান্য ও অকর্ম্মণ্যতাকে ঢাকিবার জন্য যেরূপ সুকৌশলে গঠিত হইয়াছে। এই সব কমিটী ও কমিশনে যে সমস্ত সাংবাদিক নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহার সরকারী কর্ম্মিদের চিহ্নিত করিয়াছে। এজন্য বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন সমস্ত কমিটী ও কমিশনের উপর সাংবাদিকদের একটী অনাস্থা দাঁড়াইয়াছে। যেখানে কমিটী ও কমিশনের নীতিজ্ঞতা সম্বন্ধে কোন আস্থাই নাই সেখানে উহাদের সমক্ষে বিবৃতি পেশ করিবার জন্য এত বিলম্বে করিতে কাহারও কোন উৎসাহ হইতে পারে না।

তবে হইত তাহা জন উদ্দেশ্যে সাংবাদিকদের এমন বিভিন্ন কিছু কিছু আছে—যাহা সংগ্রহে পীড়ায় কমিশন কার্য্যকরিতে যে ধারণা নিয়াছেন তাহার নিকট আমরা তাঁহার নিকট তুলব। এই তথ্যানুসন্ধানেই আমরা তাঁহার সমক্ষে বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই মন্তব্য হইতে তিনি এবং কমিশনের সদস্যগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক নির্দ্দেশ পাইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

প্রথমেই আমরা বলিতে চাই যত বৎসরের দুর্ভিক্ষে এই যে এত লক্ষ লোক অকালে প্রাণ হারাইয়াছে এবং এখনও যে ভীষণ পরিস্থিতি, রাজ্যের সরকারের অকর্ম্মণ্যতা ও অপরিমিত ব্যয়ের ফলে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক ইতর প্রাণীর মত অনাহারে অকালে মারা পড়িতেছে সেসব অজুহাতে বাঙ্গলার অভাব আদৌ প্রধান কারণ নহে। দুর্ভিক্ষ বর্ত্তমানে, অথচ বর্ত্তমানে এত বাঙ্গলা বর্ত্তমানের অভাবে ও দুর্ভাগ্যের মধ্যেই এই অর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ সম্পূর্ণভাবে মানুষের সৃষ্ট। এই অভাবের মধ্যেও সাত লক্ষ উদ্দেশ্যের সমক্ষে আমরা একটী একটী করিয়া দুটি উপায় উপস্থিত করিতেছি—

(১) বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলার বাস্তবিকের বাহিরে গড়িয়া ছিল। এই সময়ে বৎসরের পর বৎসর একদিকে দেশের অনসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধিত হইতেছিল এবং অন্য দিকে দেশে প্রতি একরে ধান্য শস্যের উৎপাদন কমিয়া আসিতেছিল। বাঙ্গলা সরকার সেচকার্য্যের ব্যবস্থা, উন্নত বেতীর বীজ সরবরাহ ইত্যাদি দ্বারা এই অবস্থার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

(২) বাঙ্গলা দেশের চালের অভাব প্রথমে হইতে আমদানী চাল দ্বারা মিটিত। কিন্তু যখন উহা বন্ধ হইয়া যুদ্ধ দেশ যে প্রথমে আসামের অতিরিক্ত হইবে সেই সময়ে বাঙ্গলার অসমর্থ-তাকে কর্ত্তৃপক্ষ মজুত করিবার সমক্ষে বাঙ্গলা সরকার বা ভারত সরকার কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

(৩) ১৯৪১ সালে বাঙ্গলা দেশে পাটের জমির পরিমাণ আভাবিক জমির তুলনায় দুই তৃতীয়াংশ করাইয়া দেওয়াতে প্রায় ১৮ লক্ষ একর জমিতে—যাহাতে পাটের চাষ হইত তাহাতে ধান্যের চাষ হয় এবং ফলে ১৯৪২ সালে বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলার প্রয়োজনীয় চাউল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলার পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪১ সালের সমানভাবে নির্দ্ধারিত করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার আন্তঃপ্রাদেশিক ইহাদের অবশ্য সত্ত্বেও এবং তাহার সচিবের চাপে পড়িয়া উহারা পাটের জমির পরিমাণ আভাবিক বৎসরের তুলনায় শত করা পনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করেন। ফলে ১৯৪১ সালে যে ১৮ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমিতে ধান্যের চাষ হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৮।১০ লক্ষ একর জমিতে পুনরায় পাটের চাষ হয় এবং তজ্জন্য বাঙ্গলার ধান্য চালের ঘাটতি পড়ে। এই সময়ে ব্রহ্মদেশ হইতে বাঙ্গলাদেশে আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উহা জানিয়া শুনিয়াই ইচ্ছাকৃতভাবে দেশের লোকের অন্ন সমস্যা সৃষ্টির জন্য পাটের জমির পরিমাণ বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল।

(৪) এই সময়ে সামরিক প্রয়োজনে বাঙ্গলা হইতে বাঙ্গলার বাহিরে বহু পরিমাণে চাল বপ্তানী

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২১নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ বি-এল

বাংলার বস্ত্র শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই সিবেলক্স

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) — ২নং মিল কেলবরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং লিঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)।

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে বিশ্বাস প্রতি বৎসরই এক একটী গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৩৩ সালে নূতন এবং চুক্তিতের সর্ব্বাধিক পরিবিভিন্নের ইহার প্রকৃত কারণ অন্যান্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সুবাদের সাবলম্বন, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং সর্ব্বোপরি দেশ-বাসীর আন্তরিক সহযোগিতা ও সমবেদনা এই অভিযাত্রার পথে চিরসহায় হইবে।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা ৬৯ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার উপর

বীমা তহবিল— ৩ ... ৮২ ... ৮ ...

বিনিয়োগের আয়—১ ... ১২ ... ৮ ...

মেট সম্পদ— ... প্রায় ৩ কোটি টাকা)

দাবী শোধ (১৯০৯-৪০) তিন কোটি টাকারও উপর

নূতন বীমা (১৯৪০) ৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

হইতেছিল। বাজারের অল্প বিস্তর সমুদয় দেখিয়া তাহার কর্তৃপক্ষ সময় মত এই ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়ার কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

(৩) বেঙ্গল হইতে বাঙ্গালীর আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে যখন বাঙ্গালার চালের বাজার চরিতে আরম্ভ করে তখন বাঙ্গালা সরকার, তাহাদের সাপ্লাই বিভাগ এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ' এসোসিয়েশন প্রভৃতি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অত্যধিক ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। উহারা তখন উহাদের অধীন লক্ষ লক্ষ কর্ম্মচারী ও মজুরের জন্য কেহ ৬ মাসের, কেহ এক বৎসরের কেহ বা উহা অপেক্ষা অধিক সময়ের জন্য চাল মজুত করিয়া ফেলেন। ফলে বাজারে স্বাভাবিক উপায়ে যতটা চালের অভাব ঘটিত অতিরিক্ত এতটা চালের অভাবের সৃষ্টি হয়।

(৪) এই সময়ে বাঙ্গালা সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান চালের অত্র মূল্যের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখা (ceiling) না বাঁধিয়া ক্রমেই উচ্চতর মূল্যে চাল ক্রয়ের জন্য কন্ট্রাক্ট দিতে আরম্ভ করেন। ফলে চালের মূল্য দিনের পর দিন আশঙ্কাজনিক-ভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এমন কী যখন তাহারা কোন দিন চালের কারবার করে নাই তাহারাও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বেশীর চালের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে। ফলে উহাদের হাতেও অনেক চাল আসিয়া পড়ে। দিনের পর দিন চালের এই ভাবে মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া সাধারণ গৃহস্থ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং যে পরিবার যাহার এক মাসের প্রয়োজনীয় চাল কিনিলে বিশেষ হইত সেই পরিবার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ছয় মাসের প্রয়োজনীয় চাল মজুত করিতে থাকে। ফল চালের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি দেখে সাধারণ চাষীও অধিকতর মূল্য পাইবার আশায় বাজে চাল বিক্রয় করাইয়া দেয়। এমন উহাদের হাতেও অনেক বাজে চাল আসিয়া পড়ে। ফোটের উপর এই সময়ে দেশে যে অজস্র পরিমাণ বিক্রয়-যোগ্য বাজার ছিল তাহাদের বহুলাংশ সাপ্লাই বিভাগ, অন্যান্য সরকার, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, মুষ্টি ব্যবসায়ী, সাধারণ গৃহস্থ ও চাষীর হাতে আসিয়া পড়ে।

(৫) যাতায়াতের অভাব অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তোলে। সাময়িক প্রয়োজনের জন্য যেসময়ে একস্থান হইতে অন্যস্থানে বাজার বন্ধানী একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়; গবর্ণমেণ্টের খেয়াল-খুসীর জন্য বেসরকারী হাতে কোন নৌকা বা জাহাজ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া ঘোষণা করায় বাজার আমদানী স্থায়ী ভাবেই বন্ধ হইয়া যায়। দেশে এমনিতেই অবাধ-যাতায়াত উপযুক্ত পরিমাণে এবং অনেক স্থানে বাজারের যৌক্তিক মূল্য হওয়াতে বাজারের হাতে নৌকা ও ছিল জাহাজাদি লৌকযোগে আমদানী বন্ধানীর কার-বার বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে দেশের যে সব অঞ্চলে সাধারণ পরিবার বাজার উদ্বৃত্ত ছিল সেখানেও বাহিরে অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বন্ধানী হইতে পারে নাই। দৃষ্টান্তের স্বরূপে বাজার যেখানে চালের মূল্য ৪০৲ টাকা এবং এমন কোন অঞ্চলে ৯০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। যাতায়াতের অভাব না থাকিলে বিভিন্ন স্থানে চালের মধ্যে কিছুতেই এতদূর পার্থক্য হইতে পারিত না।

(৬) যে সময়ে চালের মণ ৪০৲ টাকা হইতে ৯০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল এমন সময়ের পর দোষ নিবারণে আপনাকে অভিহিত করিবার অনেক সুযোগই সেদেশ সর্ব্বত্র যেসময়ে এমন ঘোষণা করা উচিত ছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে যথাযথ উদাসীনতা করিয়া আসিতেছেন। এখন পর্য্যন্ত দায়ী অফিসে রেজিষ্ট্রির কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

(৭) দুর্ভিক্ষের সময়ে বাঙ্গালা সরকারের আশা-তীত দুর্নীতি বাজারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল, একথা দেশের সর্ব্বত্র আলোচনা হইয়াছিল এবং অনেকে এখন তো। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বিদেশের না হইলে অনেকের পক্ষেই বিশ্বাস করিতে কষ্ট হইত। এই সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত আলোচনা আমরা আমি না। অবশ্য বাঙ্গালা সরকার-কর্তৃক অনেক চাল ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে এবং ক্রয় করিয়া সময় মত বেশে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং মিঃ হোরাবের যে চিঠিখানা দেশের কতৃক আটক পড়ে ও খানার জন্য দেশ সরকার তিনি অবমান প্রকাশ করেন সেই চিঠিখানা হইতে সার্ব্ব জন উচ্চতর ও কর্ম্মি-মণ্ডলের নিম্নরূপ এই বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করিতে পারেন।

(৮) চালের মূল্য বৃদ্ধি আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বাঙ্গালা সরকার বেঙ্গল হইতে উহার মূল্য একটা নীচুর দিকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অমন হইতে আজ পর্য্যন্ত বরাবর চোরাবাজার গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যকে পণ্ড করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তের বাহিরের কোন বাজার এমন নাই—না রাজকর্ম্মচারীদের অসাধুতা ও ঘুষ গ্রহণের উহার অত্র নাই সার অন্য উদ্দেশ্যে ও কর্ম্মিদের সম্পর্কে আসা আসুবাদন করিয়া দেখিতে পারেন।

(৯) গবর্ণমেণ্ট মুখ আয়ত হইবার পর হইতে এই পর্য্যন্ত সাধারণ গণ হিসাবে আমদ সরকারের ব্যয়ের মধ্যে অপব্যয়ের আয় দুই কোটি টাকা বাহির হইয়াছে। উহার মধ্যে দুইটি গবর্ণমেণ্ট, আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট ও চীন গবর্ণমেণ্টের অনুকে এদেশে অবস্থানের ৮ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছে। অন্যান্য বিদেশী গবর্ণমেণ্ট-সমূহের এই ৮ লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে যুদ্ধ অথবা প্রশাসনের ও কলকব্জা উহাদি যাহা খোয়া না করিয়া

সাদার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ

(২৩ মার্চ-১৯৪৯ ইং) কলিকাতা-মেন-কাল, ৫৮৩

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে সেভিংস ও চিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার চাটার্জ্জী এম্-বি

স্থাপিত—১৯২০

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেভিংস একাউণ্ট

ফোন : কলিঃ ২২৪৮

এই চুক্তিপত্র ও অর্ডারের বিনে আপনি এর উপর নির্ভর করে আর্থিক আর্থিক সুযোগ খাটিয়ে উঠতে পারেন। পাঁচ টাকায় একটী একাউণ্ট খুলে মোটা রকমের সুদ তোল করুন। চেকে টাকা তোলা যায়।

মিঃ এস্ বিশ্বাস—ম্যানেজার

শাখা :—শ্যামবাজার ও ময়মনসিংহ

ভারতবর্ষ আইনের ৯৯-এ ধারাবলে সেবার বিক্রয়ের জন্য কোম্পানীর সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে এই অনুমতি দিয়া আদৌ সরকার ইহার কার্য্য সম্বন্ধে কোন আর্থিক সুবিধার বা অসুবিধার অবতারিক বিবৃতি বা অভিমতের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই।

আংশিক দলিলপত্র নিম্নোক্ত পদ্ধে

দি হিন্দুস্থান সল্ট ওয়ার্কস লিঃ

এই লবণ

কারবারের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে বিগত ১৫ বৎসরের কার্য্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিচালিত।

হেড অফিস—
৩১১ বাবুরাম সেন,
কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী—
শ্যামনগর, মুন্সিরহাট,
২৪ পরগণা।

সেয়ার বিক্রয় ও বিস্তৃত বিবরণের জন্য কোম্পানীর হেড অফিসে আবেদন করুন।

শ্রীসুরেশর ঘোষ, ম্যানেজিং এজেণ্ট,
মেসার্স—কলিকাতা এজেন্সী।

অবস্থার দোষে ব্যাঙ্ক পরিচালনা করা হইয়াছে। ইহার ফলে ব্যবসায়ীর হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থসম্পদ পড়ী হইয়া দেশে অত্যাবশ্যক উৎপাদনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে এবং দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি অত্যাবশ্যকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকার বুঝিতেছেন ইহার একটী প্রতীকার আবশ্যক। এই বিষয়টির বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিবার জন্য আমরা সার জন উডহেড ও তাঁহার সহকর্মিবৃন্দকে অনুরোধ করিতেছি।

সরকার বুঝিতেছেন ব্যাঙ্কগুলি আমরা ক্রমোন্নতিশীল করিতে পারিলে। এই প্রসঙ্গে সার জন উডহেডকে আমরা বিশেষভাবে একটী কথা জানাইতে চাই। আজকের ব্যবস্থা যে সরকার বুঝিতেছেন অসম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহা সত্য নহে। প্রথমে চাকের মূল্য যখন ৫।৬ টাকা ছিল তখনও ব্যাঙ্কের প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক বুঝিতেন যেই করিয়া যাইতে পারে না। চাকের মূল্য ৭।৮ টাকা হইলে অনেকেই আরু প্রবৃত্তি পাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে। এখন ব্যাঙ্কের কোন গ্রাহকের চাকের মূল্য ১৫।১৬ টাকার কম নহে। লবণ, ঘৃত, তরকারী, তৈল, আটা, চিনি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও বর্তমানে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় কত কত বেশী দাঁড়াইয়াছে। পরিধান, কেরোসিন প্রভৃতি অপরিহার্য্য জিনিষের মূল্যও এখন অত্যন্ত চড়া হইয়াছে। কাজেই সরকার এখনে সম্পূর্ণভাবে বুঝিতেছেন অযৌক্তিক হইতেছে। যেখে যে প্রকার অস্বাভাবিকরূপ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং কবে হয় যে প্রকার অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া সিয়াছে আসা হইতেই বুঝিতেছ প্রকাশ পাওয়া যায়। এই অবস্থায় অধিকারে না হইলে সরকার আরও অন্তত ১ কোটী লোক অধীনের ও অন্যবিধ যোগের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। আমরা এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য সার জন উডহেডের অধিনের নিকট হইতে ব্যবস্থাবলী প্রত্যাশা করিতেছি। কি কারণে সরকার বুঝিতেছেন অবলম্বন হইতে পারে তাহা সার জন উডহেডকে জানাইবার প্রয়োজন নাই। প্রতিকারাচারের কমিশন, খাদ্য তদন্ত কমিটি, পাট তদন্ত কমিটি, বাণ-ঢাল তদন্ত কমিটী ইত্যাদির রিপোর্ট এবং ভারত সরকারের সাম্প্রতিক বিভাগের বিভিন্ন রিপোর্ট হইতে এই বিষয়ে তিনি যথেষ্ট মাল-মসলা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এক কথায় আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে সরকার কমিয় উৎপাদিকা শক্তি উৎপাদযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিলে এবং সরকার যেসে যে সব জমি পতিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে তাহা আবাদী করিয়া পরিবর্ত করিলেই বাজারে বুঝিতেছ অবস্থান ঘটিতে পারে। এজন্য যেসে যানবাহনের সেতু-ব্যবস্থার প্রসার, বিভিন্ন জেলার মীন সরবরাহ, ইত্যাদির প্রসারীতে চলাচলের সম্প্রতি উপায় হাস, সর্বসাধারণের মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ ভাবে অধিক পরিমাণ ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত যেসে বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী শাসন ব্যবস্থা, কৃষকের জন্য উপযুক্ত যোগাসনের ব্যবস্থা, নতুন নিয়মে প্রজার ইত্যাদি ব্যবস্থার যথাযথ কার্যপন্থা লইয়া তাহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এই সব কাজে বর্তমানক্ষেত্রে অন্তত ৫০০ কোটী টাকা ব্যয় করিতে হইবে। সরকার যেসে বর্তমানে যে প্রকার অবস্থা পরিচালনা করিতেছেন তাহাতে ব্যাপক ও সুসংবদ্ধ কার্যপন্থা লইয়া অগ্রসর না হইলে বুঝিতেছ সমস্যার কিছুতেই সমাধান হইবে না। ব্যাঙ্ক সার উডহেড যদি এই প্রকার ব্যবস্থার অবলম্বন লইয়া তাঁহার জিনিষটী বুঝিতেছ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার অঙ্গ পরিণত করিতে পারেন তবেই তাঁহার কমিশন সার্থক হইবে। অন্যথা তাঁহার রিপোর্ট পরবর্তী শাসন পরিষদে কি বা আমাদের কিছুই করিতে পারে। তবে পরবর্তী যদি কমিশনের রিপোর্ট না পাশের আসা হইলে এজন্য সার জন উডহেড বা তাঁহার সহকর্মিবৃন্দকে কোনরূপে দায়ী করিতে পারা যায়।

ব্যাঙ্কিং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

গ্রাম— সেসেন্ট | হেড অফিস— ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা | ফোন— ক্যাল—২৫১৬

এক কার্য্যকরী মূলধন

৮০,০০,০০০৲

আশি লক্ষ টাকার উপর

৩৬টী

দেশ অফিস—ভারতের ৭টী প্রদেশে সুনামের সহিত কাজ করিতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীবিশ্বনাথচন্দ্র বসু, এম-এ, বি-এল

(এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া রাখিতেছি যে এই কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের সম্বন্ধে ভারত সরকার ইহাদের কোন পরিচালনার কর্ম-নৈপুণ্যের বিষয়ে অথবা এতদ্দ্বারা প্রদত্ত কোন বিবৃতি বা সমাধানের সত্যতার জন্য দায়ী থাকিবেন না।)

শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারতরক্ষা আইনের ৪৪-এ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লাভ করিয়াছে।

ব্যাঙ্ক অব কলিকাতা লিমিটেড

হেড অফিস—৩নং ব্যাঙ্কো লেন, কলিকাতা।

গ্রাম—"ব্যাঙ্কশাল", ফোন—কলিকাতা ২৭৩৭

(স্থাপিত—১৯০৫)

মূলধন

অনুমোদিত	১,০০,০০,০০০৲ (এক কোটি)	টাকা
বিলিকৃত	১৪,০৮,৬২৫৲	,,
গৃহীত	৮,৪৮,৬২৫৲	,,
প্রাপ্ত	৩,২৫,০০০৲	,,

লভ্যাংশ

১৯৪২ — বার্ষিক শতকরা ৫৲ টাকা

১৯৪৩ — — — ৬৲ টাকা

১৯৪৪ পূর্ব্বোক্তরূপ হারে বৎসর হইতে বেশী হইবার সম্ভাবনা।

বর্তমানে ডাকা হইতেছে—প্রতিটী ২৫৲ টাকা মূল্যের ৩২,০০০ অগ্রাধিকার শেয়ার (মোট মূল্য ৮ লক্ষ ০০ হাজার টাকা)।

ইহা ব্যতীত অন্য প্রতি শেয়ারে ১০৲ টাকা আদায় করা হইবে। প্রতিমাসে আবেদনপত্রের সহিত শেয়ার প্রতি পাঁচ টাকা ও প্রথম কী বাবদে ৯৲ টাকা অফিস অন্য দিতে হইবে। শেয়ার বিলি হইবার ৩০ দিনের মধ্যে এলটমেন্টসহ ৫৲ টাকা এবং ইহার পরে ৩০ দিনের মধ্যে বাকী ৫৲ টাকা দিতে হইবে।

বিভিন্ন বিভাগের জন্য ৭, ব্যাঙ্কো লেন, কলিকাতার আবাদের হেড অফিসে বা আমাদের নিম্নলিখিত যে কোন শাখা অফিসে খোঁজ করুন :—

ভালীবাজার, বড়বাজার, বাবুঘাট পুল, হোয়ার্ড, শীলকোঠাপট্টী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খাদিমপুর, চন্দননগর, বেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহিনীপুর, আলমডাঙ্গা, বালীগঞ্জ, কোলাঘাট, তমলুক, কাঁথি, বীরভূম, মজঃফরপুর, আসানসোল, কাটক, পুরী, বাজারকর, বাঁকুড়া, তমলুক, খোলনপুর, চাকুলিয়া, মাদারী, পাকুড়, পাটনা, আসানসোল।

ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর রাজস্বনীতি

যুদ্ধের পর এদেশে কিরূপে আর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ সুরু করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে বর্তমানে আলো বিস্তর বিশেষজ্ঞ চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য ইতিমধ্যেই তাঁহারা অনেকগুলি কমিটী গঠন করিয়াছেন। যুদ্ধের পরে জাতীয়ভাবে আর্থিক অবস্থা পরী হওয়ার ও জীবনযাত্রার মেয়াদ বাড়ার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য সকল সরকারের জন্য অধিকতর আর্থিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে বর্তমানের এই চেষ্টা পূর্ণই প্রশংসনীয়। কিন্তু এবিষয়ে যে-বিভিন্নটী আমাদিগকে লক্ষ্যের বিভিন্ন করিয়াছে তাহা এই যে, বর্তমানে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রকৃতি বিষয়ে যুদ্ধোত্তর ঐতিহ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা এদেশের রাজস্বনীতি সম্বন্ধে এখনও তাঁহারা কোন পূর্বনির্ধারণের আভাস দেখাইতেছেন না। এবিষয়ে সরকারিক সরকার সেকালের জন্য এখনও কোন বিশেষজ্ঞ-কমিটী নিয়োগ করা হয় নাই। রাজস্বনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতের কোন পরিবর্তন প্রয়োজন সরকার তাঁহাদের প্রচুর প্রচেষ্টাতেই তাহা বলিতেছেন না। অথচ এদেশের আর্থিক উন্নতির জন্য যে বহুবিধ পরিকল্পনীয়তা সম্ভাবী তাহাতে।

ভারত সরকারের রাজস্বনীতির সহিত এদেশের লোকদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের কোন যোগ নাই। কিরূপে দেশে কৃষি-শিল্পের উন্নতি সাধিত হইবে, কি ভাবে লোকের আয় বৃদ্ধির সুবিধা হইতে পারে তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে তাহা আদিয়া ভারত সরকার তাঁহাদের রাজস্বে চিন্তা করেন না। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাই তাঁহারা তাঁহাদের প্রধান কাজ বলিয়া মনে করেন। লোকের প্রয়োজনীয় আয়-ব্যয়ের সম্বন্ধেটের মূলনীতি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সরকারী আয়ের জন্য ট্যাক্স বসাইবে এইরূপ ধারণার ঔপনিবেশিক দেশের অর্থমন্ত্রীগণ লোকের উপর ও শিল্প-বাণিজ্যের উপর আয়ের প্রতিক্রিয়ার কথা আলদাভে বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। কোন ট্যাক্স বসাইলে করির অসম্ভাবনের জন্য মূল-সরবরাহের অবস্থার হইবে না তাহার এবং ইহা দ্বারা আয়ের শিল্প-বাণিজ্যের ঐতিহ্য অথবা কোন কিছু পরী না করা হয় সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। কিন্তু ট্যাক্স সম্বন্ধে এদেশে যেরূপ কোন বিশেষজ্ঞসম্মত স্বাধীনতি অবলম্বন হয় না। ফলীয়ের কোন্ করিয়া ও শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থার তাঁহাদের বিভিন্নভাবে ট্যাক্স বসাইয়া আসাদাই এদেশের বর্তমানের ট্যাক্সনীতির বিশেষত্ব। অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের বর্তমানেরা তাঁহাদের রাজস্বে কোন সুবিধার দিয়া কোন আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন না। ঐরূপ ৭৫৫৫ সালে ইনি-শিল্পের ঐতিহ্য রক্ষা এবং শিল্প ও আয় প্রভৃতির শিল্প-শ্রীয় অর্থনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার রাজস্বটী বিশেষ অর্থসংস্থান পরিকল্পনা ঐনন্দিত করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের সরকারীর রাজস্বের বিশেষত্ব এই যে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বহুলাংশ ব্যয় অর্থনিয়ন্ত্রণসমূহকল্পনায় বিনা ঐনন্দিতে ঐনন্দিতের কোন আয় করে না। কোন-কৃষকের আয়ের ঐনন্দিত করিয়া ৫৫৫৫৫৫ টাকা পর্যন্ত ঐনন্দিতের আয়ের ঐনন্দিত বিশেষ কিছু নাদিত হয় না। সরকারী আয় করা সম্বন্ধেটের সরকার অর্থনিয়ন্ত্রণ যে নিয়মটী আমরা এখন বলিয়া আসিতেছি তাহা এখন সম্পূর্ণ কোন ঐনন্দিতে আমরা আমরা আমাদের আলোচনা করিয়া চলা ইহার মোর কোন অর্থ ঐনন্দিত সরকারের নাই। এই আয়কর্মী ঐনন্দিত আর শিল্প-বাণিজ্যের ঐনন্দিত আর ও কোনো কোনের ঐনন্দিতের ঐনন্দিত ঐনন্দিত করিয়া এবং সরকারী আয়ের সম্বন্ধে ঐনন্দিত ঐনন্দিত।

সরকার যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে ঐনন্দিতের জন্য ও সমর-সরঞ্জামের ঐনন্দিতের সম্বন্ধে আমাদের সুদূর সম্বন্ধে সেই কোন্ সময়ের আমেরিকা কোন কোন বিষয় ঐনন্দিত অতিরিক্ত পরিবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু এ পরিবর্তন নিতান্তই সাময়িক। সাময়িক প্রয়োজনে ঐনন্দিতের কোনে সমস্ত কোন্ কোন্ ঐনন্দিত নিয়ে প্রয়োজনী সরকারী ঐনন্দিতের আদায় কোন ঐনন্দিত। বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের সরকারের মতো করিয়া আসিতেছে। ঐনন্দিত ঐনন্দিতের সরকারের ঐনন্দিত করিয়াছেন। ঐনন্দিতের ঐনন্দিত ঐনন্দিত ঐনন্দিত

যুদ্ধের সময়ে লাভ কিছু বিলা সরকারী তহবিলে অনেক টাকা জমা হইয়াছে। কাল এই সমস্যার কিছুটা যদি নূতন লোকের কাঁধে তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সরকারী বিশেষজ্ঞদের উপর অনেকটা চাপ কমিয়া যাইবে, এই নূতন কর্ণধারদিগকে ব্যবসা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া আমাদের মনে হয় যুদ্ধের পরে সরকারী বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই সমস্যাটির সমাধান হওয়াই সুযোগ্য। সামরিক কার্যের জন্য অতিরিক্ত কাজের দিকে এই সময়ের ঝোঁক ঘুরাইয়া দিলে তখন এই বিরাট ব্যেগের পথে আর কোনো বাধা থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের কথা হইতেছে উপযুক্তরূপ ছিটা-বিন্দুর না করিয়া ট্যাক্স আদায়ের কথা ও এই যুদ্ধের সময়ে তাহা অত্যধিক পরিমাণে বাড়াইয়া দিলে ফলে দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের উপর একটা বড় রকম চাপ পড়িবে। যুদ্ধের পরে শিল্প-ব্যবসায়ের অবস্থা যেরূপ হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে, তাহাতে এত বেশী পরিমাণ ট্যাক্স কিছুতেই বহাল রাখা চলিতে পারে না। আমাদের সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা হইতেও তাহা অনায়াসে হ্রাস করিতেই হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সরকারী ব্যয়ের তালিকা করিতে গিয়া অর্থসচিব এতদিন দেশের রুচি, শিক্ষা, শিল্প ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপযুক্ত অর্থ ব্যয়ে যে কার্পণ্য দেখাইয়াছেন, যুদ্ধের পরে সে নীতি আর অনুসরণ করা চলিবে না। রুচি ও শিল্পের সমৃদ্ধির উন্নতি সাধনের জন্য ঐরূপ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। লাভনিধি (অর্থ সাহায্য) ও ঋণ প্রদান করিয়া, অধিকন্তু কলা-কৌশল রুচিবিধা দিয়া এবিষয়ে যথাসম্ভব উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। শিক্ষা সম্প্রসারের দিকে দিয়া ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের তুলনায় বড়ই পশ্চাৎপদ হইয়াছে। বিপুল অর্থব্যয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা ছাড়া ঐ দিক দিয়া প্রকৃত উন্নতি সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। যুদ্ধোত্তর দিক দিয়া দেশের লোকের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঐভাবে সর্বসাধারণকে কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বাজেট বালান্স করিবার জন্য বাহাদুরী লাভের জন্য দেশের জীবন-মরণ সমস্যাকে আর উপেক্ষা করা চলিবে না। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে গেলে আপাততঃ বাজেটের বাটতি বরং বাড়িয়া চলিবে, কিন্তু এইরূপ বিনিয়োগের ফলে আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়া দেশের লোকের অবস্থার যে উন্নতি ঘটিবে তাহাতে ভবিষ্যতে সরকারী আয় বাড়িবার পথ মুক্ত হইবে।

সরকারী তহবিলে টাকা বাড়াইবার প্রস্তাব হইলে অনেকেই দেশের অর্থ সংগ্রহের উপায় সম্বন্ধে এত ভাবিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের কথা হইতেছে এই যে, যুদ্ধের সময়ে সময়-বিশেষের জন্য এতগুলি টাকা সংগ্রহ করা যদি আজ কঠিন না হইয়া থাকে তবে যুদ্ধের পরে যখন আভিযুদ্ধিক-মূলক কার্যের জন্যই যে টাকার অভাব দেখা যাইবে কেন? ট্যাক্স ও ঋণ দ্বারা যুদ্ধের সময়ে এদেশ হইতে বিপুল টাকা তোলা হইয়াছে। সর্বদেশে যুদ্ধোত্তর হইলে যুদ্ধের পরের অবস্থা ঐভাবে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তবে আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতে চাই যে, তাহার সর্বদেশের বর্তমান রাজনীতির ধারা আমরা মোটেই সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখি না। দেশের অসাধারণের স্বার্থ ও শিল্প-ব্যবসায়ের কল্যাণ দেখিতে হইলে এই নীতি আমূলভাবে পরিবর্তন করিতেই হইবে। ট্যাক্স বাড়াইতে হইলে দেশের বিত্তশালী অসাধারণের শোষণ করা ও শিল্প-ব্যবসায়ের উপর অযথা চাপ দেওয়া অপরিহার্য হবে। কৃষি-আয়ের ও মূলধন প্রবৃদ্ধি সম্বন্ধে দেশ বিদেশ সর্বদেশই ঐদিক দিয়ে গড়াগড়ি না করিয়া ট্যাক্স যখন তাহাদের আয় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

ট্যাক্স ও ঋণ দ্বারা যথাসম্ভব আভিযুদ্ধিকমূলক অবস্থার উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করা যদি সর্বদেশের পক্ষে সম্ভবপর না হয় তবে অগত্যাই তাঁহাদিগকে আর বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেরূপ উপায় হিসাবে সর্বদেশের কর্তৃপক্ষ এদেশে অতিরিক্ত মুদ্রা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতে পারেন। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে দ্রব্য ও মুদ্রার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য সর্বদেশের আর কৃষ্টির প্রয়োজন অবশ্যই হইতে পারে। অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ঘোরা মতলবের জন্য সর্বদেশে এসব বিষয়ের সুযোগ-সন্ধানের কথা এতদিন বিচার করিয়া দেখিতেছেন না। দেশের আর্থিক ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদের সে মতলবও এখন হইতে পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক।

পুরী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯০৮

হেড অফিস : (পুরী ব্যাঙ্ক বিল্ডিং) পুরী

—শাখাসমূহ—

পুরুষা রোড, ভুবনেশ্বর (ব্যাঙ্ক বিল্ডিং), কটক, রাণীহাট (কটক), বালেশ্বর, বালেশ্বর (মডিফক), কলিকাতা (১০ডি, আশুতোষ মুখার্জি রোড), ২ নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ২৭১৮

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড (লিকুইডেশন)

হেড অফিস—৪৩নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, ফোন : ক্যাল ২২৩০ (৩ লাইন)

৩০-৬-৪৪ তারিখের আর্থিক পরিচয় (সংক্ষিপ্ত সারমর্ম)

১।	আদায়ীকৃত মূলধন	৫,০০,০০০৲	১। হাতে নগদ জমা ও ব্যাঙ্কে আমানত	৩১,৯৮,১৮৯৲
২।	সাময়িক	১,৯৩,৯৩৪৲	২। লি, কি স্টোর ইত্যাদিতে ন্যস্ত মালের মূল্য (৪৯,১৬,০০০৲)	৩৫,৫২,৪৪৯৲
৩।	আমানত	১,২৯,৪৯,০৩৮৲	৩। ভূমি, বাড়ী, লাইব্রেরি ও আসবাব বাবদ	৯,৭১,৪৯৩৲
৪।	অন্যান্য বিভিন্ন হিসাবে	৪,৩৫,৪৪৭৲	৪। ঋণ ও অগ্রিম	৬৭,৯৫,৯৫৪৲
৫।	আমানতের বিল	৩১,৩৪৯৲	৫। আদায়ের বিল	৩১,৩৪৯৲
৬।	লাভ লোকসানের হিসাব (আয়ের সম্ভাব্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে)	১,০৭,১৮৮৲	৬। অন্যান্য সম্পত্তি	৩,৯৫,৯৫৪৲
		১,৪১,৯৯,১৬৩		১,৪১,৯৯,১৬৩

আমাদের উপর নির্ভর করিলে আপনার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত।

যুদ্ধ যখন চলে.....

জিনিষের দাম তখন বেড়ে চলতে থাকে। কিন্তু আমাদের তৈরী জিনিষের দাম আমরা যথাসম্ভব কম রেখেছি, আমাদের বিক্রয়-লাভের বিষয়টা কমিয়ে দিয়ে।

যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির দরুণ সাধারণের সুবিধা সম্পূর্ণ মেটাতে এখন অবশ্য আমরা পারছি না; কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই আবার তা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

প্রাচ্যের প্রিয় বর্ণাতি—ডাক ব্যাক

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা ৫ মাদ্রাজ = বোম্বাই

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিদেশে সরকারী সাহায্য—ভারত সরকার একটী তেল-উৎপাদক কোম্পানীকে ৯০ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই সাহায্যের অধিকারে উক্ত-উৎপাদক কোম্পানী পরবর্ত্তীকালে ২০ লক্ষ ব্যারেল উক্ত সরকার অপেক্ষা প্রতি ব্যারেল ৪ টাকা কমে ভারতে সরবরাহ করিবেন। কোম্পানীটী দেশী কি বিদেশী তাহা প্রকাশ করা হয় নাই।

ব্যাঙ্কারের অপঘাত-মৃত্যু—গত ১৯৫১ সালে আমেরিকা দেশে ২১ হাজার ৪৭৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯৪০ সালে ২০ হাজার ৫৪৪ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের মৃত্যুর মধ্যে ১৮ হাজার ৯৫৩ জন বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনায়, ৩ হাজার ৪৮৩ জন আত্মহত্যায়, ২ হাজার ৮০৪ জন আত্মহত্যা করিয়া, ৪১০ জন উন্মাদাবস্থায় হইয়া, ৩৮৮ জন খুন হইয়া মরণে পড়িয়া এবং ৪৪৮ জন আকস্মিকভাবে বন্দুকাঘাতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

আয়কর বিভাগের আয়—গত ১৯৫০-৫১ সালে আয়কর, মূলধন ট্যাক্স ও অতিরিক্ত লাভ-কর বিভিন্ন আয়ের সরকারের মোট ১২৮ কোটী টাকা আয় হইয়াছে। চলতি বৎসরে এই সব খাতের ১৩৯ কোটী টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। মূলধন সূত্রে এই সব খাতায় আগত সরকারের আয় বিগত বৎসরে মাত্র ১৬ কোটী টাকা।

বিভিন্ন দেশে চিনির ব্যবহার—ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরে গড়ে ৫০ সের চিনি খাইয়া থাকে। ফ্রান্স ও জার্মাণীতে প্রতি ব্যক্তি ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণ এবং পূর্ব্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইহার এক চতুর্থাংশের কম চিনি খায়। এশিয়ায় বিভিন্ন দেশে প্রতি ব্যক্তি অবশ্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের তুলনায় নগণ্য ভাবের এক ভাগ মাত্র চিনি খাইয়া থাকে।

ডলারের ও ব্যাঙ্ক আইন—আগামী অধিবেশন মাসে ১৫ দিনের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন বসিবে তাহাতে সর্ব্বপ্রথমেই ডলার হইতে ডলারের ও ব্যাঙ্ক আইনের খসড়া পরিবর্ত্তন পেশ করা হইবে। প্রকাশ যে, এই দুইটী বিলসংক্রান্ত আইনের খসড়া পরিবর্ত্তন পেশ করিবার পর উহা প্রবর্ত্তক সংশোধনের জন্য বাছাইয়ের একটা কমিটীর নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং তৎপর ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনে এই দুইটী খসড়া বাস্তবভাবী ভাবে আলোচনা হইবে। বাজেট অধিবেশনে এই দুইটী আইন বিবেচনার সময় পাওয়া যাইবে না বলিয়া যদি অনুমিত হয় তাহা হইলে এজন্য পরিষদের একটী বিশেষ অধিবেশনও ডাকা হইতে পারে।

সিংহলের ট্রাম আইন—সিংহলে যে ট্রাম লাইন পরিচালনা করিতেছে তাহা উক্ত দেশের মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ ক্রয় করিয়া লইবেন বিল পরিষদে। ট্রাম কোম্পানী এজন্য ৫০ লক্ষ টাকা মূল্য চাহেন কিন্তু মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ ৩০ লক্ষ টাকা দিতে চাহেন। উক্ত পক্ষে এই বিলের বিরোধী যে বক্তব্যটি বিশেষভাবে বিবেচ্য তাহা হইল, কে ট্রাম চালাইবে? যিনি অবশ্যই ট্রাম লাইনের ক্রয় মূল্য এক লক্ষ ৩০ হাজার ৫০০ টাকা হইতে অধিক বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

মিশরীয় ব্যাঙ্ক নোট নকল—মিশরীয় ব্যাঙ্কের অধিকারভুক্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কনোটের উপরোক্ত ভয়ের মূল পূর্ব্বে ৩০ টাকা আসল এক্সচেঞ্জ-নকল নোট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে অতীতে ভারত ও ইংলণ্ড উভয়ের সরকারের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

ভারতীয় চামড়ার ব্যবসা—ভারতবর্ষে ৫০ কোটী গো-মহিষ এবং ১৮ কোটী ছাগ ও ভেড়া আছে। সমগ্র পৃথিবীতে যত গো-মহিষ আছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ ভারতেই বর্ত্তমান। ছাগ ও ভেড়া এতদ্ভিন্ন অষ্ট্রেলিয়া দ্বারা আর কোন দেশে আমেরিকার মত বেশী সংখ্যায় নাই। ভারতে প্রতি বৎসর গো-মহিষ হইতে ৮ কোটী টাকা মূল্যের ২ কোটী ৫২ লক্ষ এবং ছাগ ও ভেড়া হইতে ৩ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকার চামড়া পাওয়া যায়।

মূলধন মূল্য বৃদ্ধির কারণ—বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সামরিক বিমানের জন্য বৎসরে ১ লক্ষ ডলার মূল্য যন্ত্রপাতি হইত। সামরিক বিমানের জন্য ১৯৪১ সালে ৩৬ লক্ষ, ১৯৪২ সালে ৫৯ লক্ষ এবং ১৯৪৩ সালে ৬৬ লক্ষ ডলার মূল্য যন্ত্রপাতি ক্রয় হইয়াছে। এখনে বৃটিশ সর্ব্বদেশের প্রয়োজনের ভারতবর্ষ হইতে মূল্য সরবরাহ হইতেছে। বিভিন্ন পূর্ব্বে বৃটিশ পর্ব্বতদেশ ভারতবর্ষে সামরিক সোনালক্ষ ডলার মূল্য যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য এক কোটী টাকার একটী অর্ডার দিয়াছিলেন। সামরিক বিমানের প্রয়োজনে সামান্য পরি, দেশী ইস্পাতিদের পরিমাণে আ চাহিদা প্রয়োজন হইতেছে। বর্ত্তমানে সামরিক বিমানের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ যন্ত্রপাতি আমদানির মেসার্স মূলধন এসেন কোম্পানী সরবরাহ করিতেছেন। মূলধন পূর্ব্বে উহাদের কারখানাতে প্রত্যহ ২ হাজার ডলার মূল্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইত, এখনে উহাদের কারখানার বিস্তারের কাজ চলিতেছে এবং প্রত্যহ ১৯ হাজার ডলার মূল্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু এই যন্ত্রপাতি মূল্য কম অংশই দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য পাইতেছে।

সামরিক প্রয়োজনে ভারতীয় বস্ত্র—গত ১৯৪৩ সালে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ ভারতবর্ষ হইতে মোট ৯৯ কোটী টাকা মূল্যের বস্ত্র ক্রয় করিয়াছেন। উহার মধ্যে তুলার কাপড়ের জন্য ১৮ কোটী টাকা মূল্যের ৯০ কোটী গজ কাপড় ক্রয় করা হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ৩ কোটী টাকা মূল্যের পশমী কাপড় ক্রয় করা হইয়াছে। এই সব ক্রয়ের অধিকাংশই তাঁতে বুনা হইয়াছিল।

দুই লক্ষ কোটী টাকার কোম্পানী—বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে সমস্ত বিদেশী আমদানী বন্ধ তাহার মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের জন্য অধিক পরিমাণ কাগজের উদ্দেশ্যে ২০০ কোটী টাকা মূলধন লইয়া একটী কোম্পানী স্থাপনের জন্য সম্প্রতি বিলাতের একটী প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি অবশ্য যে মুদ্রাস্ফীতির ভয়ে এই ধরণের একটী কোম্পানী বিদেশী মুদ্রাস্ফীতির কোম্পানীগুলির অধিক সম্মানে সম্মানে অধিকারিকা করিতে সমর্থ হইবেন।

মূলধন অধিকার—'এমার্স' পত্র বলিতেছেন যে, পত্র বৎসরের উদ্বৃত্ত লইয়া চলতি বৎসরে বিলাত, আমেরিকার মূলধনী ও ভারতবর্ষ—এই তিনের অন্যান্য মূলধন উৎপাদনকারী দেশে চাহিদার মূলধন যোগানের পরিমাণ খুব বেশী হইবে এবং ১৯৪৩-৪৪ সালের শেষে সমস্ত জগতে প্রয়োজনের তুলনায় ২ কোটী কেন মূলধন উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে। উক্ত পত্রের মতে অবশ্য অধিকতর মূলধন মূল্য বাড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই।

চিনির মূল্য ব্যবস্থা—আমেরিকার যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট, ব্রাজিল বাদ অন্যান্য যে সব দেশে অধিক পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হয় সেই সব দেশের চিনি উৎপাদনকারিগণ অবশ্য অধিকতর পৃথিবীতে চাহিদার তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইবে এমন আশঙ্কা করিতেছেন। এজন্য এই সব দেশের চিনি উৎপাদকদের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা দ্বারা আর কি উপায়ে চিনির ব্যবহার

ব্যর্থতার বেদনা

হঠকারিতা একটী বড় জাতের দোষ এ ব্যক্তিকে অনেকের একবার দেখা দিয়ে অপেক্ষিতের ভুলি কি বড় চাঁদ বল, আমি তাই তোমাকে বার করব।

সোভা সিলেক্টরাজিকের বড় আকাশ ঘরে অন্ধকারের ভুবের দিকে চেয়ে রইলে রইল, মুখ দিয়ে একটী কথাও বলতে পারল না। অর্থাৎ বড়ের মনুষ্যত্বের অন্তরে সে ঠিক বুঝতে পারল না সমস্ত মন দিয়ে সে কি চায়, তোর বড় সেদিন জীবনে সে সন্ধিক্ষণের আলো ও সুখ পেতে পারে।

দিনে দিনে যে দিনে আসাই দেবি সকলে এই এই ভাবছে। অন্ধকারের আজে কি যে চাই, কি যে আমার সমস্ত জীবনের একমাত্র কামনা তা আমরা নিজেরাই জানি না। অন্ধকারের মধ্যে আমরা হাতড়ে বেড়ি এমন একটা কিছুর জন্য যা অতীত আর ভাষা আর কিছুই নয়। আমাদের সন্ধিক্ষণের সুখের জন্য এই মিথ্যে খোঁজার তৃষ্ণার মেরে বার্থতার বেদনা মনকে অভিভূত করে ফেলে। তখনও আমরা জানি না যে জীবন তবে পেতে পরে তোর হৃদয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারাই বুঝি জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, তখনও জানি প্রচুর অর্থ সমস্ত জগতে না পারলে জীবনটা বুঝি বৃথাই গেল। তখনও জানি খ্যাতি ও সম্মান যদি না পেলাম তবে আর্থের প্রাচুর্য্যে আমার কিসের প্রয়োজন? আমাদের তখনও জানি 'বন বড় বাস নয় একটুকু আশা, তবু ভালবাসা।'

এমনি করে আর্থ ও সাফল্যে, ধনে ও খ্যাতিতে, নগরীতে ও সমাজে আমরা প্রত্যহ সারা জীবন ধরে কি যে খুঁজি তাই খুঁজে বেড়াই।

এই সকল চাওয়ার মূলে অন্তরে একটী চাওয়া বা আমরা বেশের জানি না, সেটের খুঁজি। মানুষ চায় ঈশ্বরে খাঁচা আর অন্তরে চায় আনন্দ, যোগাযোগ মিলন মেয়। জীবন-বোঝা মনের চাকি-বাটী মনের মানুষের মন সমস্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সেদিন সমস্ত পরিচয় ভুলে থাকতে পারলে সমস্ত থাকে সমা প্রভুর। সমস্তের মন প্রাচীরের কারাগারে নিজেরই মোহের অদৃশ্য আকাশের' মাঝে আমাদের আত্মা আমরা সমস্ত সমস্ত জীবন, জীবে, দুর্জন করে এমনি এবং তার মন জীবন-বোঝা অনুপোষণা। আমাদের জীবনের বাঁচিবে বাসনার মন ঠিক কোন জিনিষের প্রয়োজন, কি আমাদের চাঁদের ইচ্ছিত এ বিষয়ে যদি একবার ভেবেই একটু সচেতন হই তাহলে 'নাই ভাবেরেই' আমাদের মন আমাদের অনুপোষণা থেকে মুক্তি দিতে পারে। আমরা বাঁচার মতো বেঁচে থাকতে পারি।

নারীদের প্রতি মন দেওয়া যে আমাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য, অনেক সময় আমরা তা ভুলে যাই। আমাদের প্রতি অবহেলার মতন অনেক সময় আমরা দুর্জন হয়ে পড়ি এবং সেই দুর্জনতার সুযোগ নিয়ে নারী চরমের দুরাচারের কঠিন রোগ, নারীর পারীক্ষিক অবসাদ, দুরাচারণা, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি সমস্ত থেকে মন বড় আমার বাহন করে আমাদের উদ্বেগ করে তোলে তখন অনেক মন টাকা ঢেলেও আমরা বাঁচানো আয়ু আর ফিরে পাই না। আমাদের যাদো মেজাজের আচুমাই ঐ সব রোগের প্রধান কারণ। মোটামুটি বলি আমরা এই অসার উপলব্ধি করি এবং 'নাই-ভাবেরেই'এর কথা যদি করি তা হলে অনায়াসে এই বার্থতাজনিত অসহায় বিষয় থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

আমাদের এই চাওয়ার সাধারণের মতীত মন নাম জীবন আমরা যোগসীর্ণ অন্তরাত্মা জীবনের দিয়ে বেঁচেও মৃত্যুর হয়ে থাকার দুর্ভিক্ষে আমা যোগ করি এবং অন্তরের একটির মনে দিয়ে খুঁজে পাই উঁচে পারি।

কলিকাতা উক্ত এজেন্সীতে আবেদন করিলে এই কোম্পানীর শেয়ার বিক্রিবিলি হইতে পারে তাহাও আবেদন করা হইবে।

(এই এজেন্সীটের একটি শাখা বালাসোর রেল কোম্পানীসমূহের হেডকোয়ার্টারে নিকট খোলিত করা হইয়াছে)

আজ ৪র্থ সেপ্টেম্বর হইতে শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হইবে এবং ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ তারিখে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

"লিমিটেড অব ইণ্ডিয়া আইনের নিয়মাবলীর ৪৪ ও ধারা অনুসারে আমাকে সরকারের নিকট হইতে এই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া বিধেয়। তবে উহা আমার মতামত নহে যে, উক্ত অনুমতি দ্বারা কোম্পানীর আর্থিক সততি সম্বন্ধে এবং এই সম্পর্কিত কোন বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।"

প্রসপেক্টাস

ইণ্ডিয়া কালেকটিভ ফার্ম্মস লিঃ

(ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে রেজেষ্টীকৃত।)

অনুমতিপ্রাপ্ত ও বিক্রয়যোগ্য মূলধন ২৫,০০,০০০৲ টাকা

এই শেয়ার নিম্নলিখিতভাবে বিক্রয় হইবে—

সভকরা বার্ষিক ৬৲ সুদের আরক্ষসমূহ কিউমুলেটিভ এবং লাভের অংশ গ্রহণকারী প্রেফারেন্স শেয়ার—প্রতি শেয়ার ১০০৲ টাকা হিসাবে ১০,০০০ শেয়ার ১০,০০,০০০৲ টাকা

১৫%,০০০ অতিরিক্ত শেয়ার—প্রতি শেয়ার ১০৲ টাকা হিসাবে ১৫,০০,০০০৲ টাকা

প্রেফারেন্স শেয়ারের আবেদন সহ ৪০৲ টাকা এবং শেয়ার বিলিবন্ধ হইলে ৩০৲ টাকা দিতে হইবে। অতিরিক্ত শেয়ারের আবেদন সহ ৫৲ টাকা এবং শেয়ার বিলি হইলে বাকী ৫৲ টাকা দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন প্রেফারেন্স শেয়ারে এবং এককালীন কর অতিরিক্ত শেয়ারের আবেদন গৃহীত হইবে না।

প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডারগণকে প্রথমে আনুপাতিক হারে সভকরা বার্ষিক ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। অতঃপর লাভের টাকা হইতে অতিরিক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণকে তদনুরূপভাবে সভকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে পর্যন্ত লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। উহার উপর লাভের টাকা হইতে বাকী অর্থসহ সাকিবে তাহার এক-চতুর্থাংশ প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডারগণের এবং তিন-চতুর্থাংশ অতিরিক্ত শেয়ার-হোল্ডারগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

বর্ত্তমানে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার

প্রেফারেন্স (বিক্রেতাকে) কোম্পানীর নিকট উহার বিক্রীত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য হিসাবে পূর্ব্বাঞ্চলে পরিশোধিত ৪০,০০০ অতিরিক্ত শেয়ার দেওয়া হইবে; কোম্পানীর হিতৈষীর ও তাঁহাদের অনুমতি ২৫,০০০ অতিরিক্ত শেয়ার এবং ৫ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার এখন করিতে বাকী রহিয়াছে। বর্ত্তমানে অনুমোদনের নিকট হইতে ৫ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার এবং ৭৫ হাজার অতিরিক্ত শেয়ারের আবেদন আহ্বান করা যাইতেছে।

ডিরেক্টরবর্গ

অনারেবল স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, কে. জি., সি. বি. ই., এম. এ., বি. এল. (অক্সোন্যান), ১৮নং লাডলোকান রোড, কলিকাতা; বাঙ্গারী কটন মিলস লিঃ, ছাপরাহাট ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্টস লিঃ ও ইণ্ডিয়া লিঃ ও অন্যান্য কুমার সিংহ লিঃ-এর ডিরেক্টর।

জয় বসু, এডভোকেট, বারএট-ল, ৩৬এ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিঃ, ষ্টীল প্রডাক্টস লিঃ, ভারতবর্ষের ট্রান্সপোর্ট লিঃ, ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড এণ্ড কোং (১৯৩৯) লিঃ, ফিনিয়ান্স লিঃ ইত্যাদির ডিরেক্টর।

এম এন বসু, এডভোকেট, বি এল সি ইউনিভার্সিটি (ল্যাণ্ডেন); এ এম আই সি ই, এম আই ই (ইণ্ডিয়া); চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার; ২২ সি পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ষ্টাইকেন লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর; আই, কোং এণ্ড কেমিক্যাল্স লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সুবিমলকান্তি বোস, এডভোকেট, বি বি ই, এম এল-টি, বি এল, এইচ্ এই ম', ৩৩এ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ছাপরাহাট আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ, অন্নপূর্ণা ফুডস্ লিঃ, ছাপরাহাট ইনভিস্টমেণ্ট কোং লিঃ, ইণ্ডিয়ান ইনভিস্টমেণ্ট কোং লিঃ ইত্যাদির ডিরেক্টর।

এইচ এস লামসডেন, এডভোকেট, বেঙ্গল এণ্ড আসাম বেঙ্গলের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি জিনারেল ম্যানেজার, ৩০ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা; ইণ্ডিয়া অয়েল ব্লাকিংস্ লিঃ ডিরেক্টর।

এম সি সরকার, এডভোকেট, এটর্ণী এট ল', ৩৩এ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা; বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ, ছাপরাহাট আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ, ছাপরাহাট ব্লাক কোং লিঃ, ইণ্ডিয়া অয়েল ব্লাকিংস্ লিঃ, বেঙ্গল ক্যাম্প এণ্ড কন্ডিমেণ্ট ওয়ার্কস লিঃ, রামবুজভূম ষ্টী কোং লিঃ, ইণ্ডিয়া অয়েল ব্লাকিংস লিঃ ও বেঙ্গলী অয়েল ক্রিয়াইনারী লিঃ ডিরেক্টর।

এস বসু, এডভোকেট, বারএট-ল, ১৩৯এ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা; এই বসু এণ্ড সন্স লিঃ, ছাপরাহাট ব্লাক কোং লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ, বেঙ্গল ক্যাম্প এণ্ড কন্ডিমেণ্ট ওয়ার্কস লিঃ, রামবুজভূম ষ্টী কোং লিঃ, ইণ্ডিয়া অয়েল ব্লাকিংস লিঃ ও বেঙ্গলী অয়েল ক্রিয়াইনারী লিঃ ডিরেক্টর।

এস বসু, এডভোকেট, বারএট-ল, ১৩৯এ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা; ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর; ছাপরাহাট ব্লাক কোং লিঃ ও মর্গান ইণ্ডিয়া ষ্টী সিন্ডিকেট লিঃ ডিরেক্টর।

সলিসিটার্স—মেসার্স বি বি চক্র এণ্ড কোং, ৩৩এ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অডিটার্স—মেসার্স বি বসু এণ্ড কোং, আর এ, ইনকরপোরেটেড একাউন্টেণ্টস, ৩ ক্লেরিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কার্স—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ, কুইন্স ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিঃ, ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ।

ব্রোকার্স—হারাধনদাস গোকুলদাস এণ্ড কোং, ইক এণ্ড সেয়ার ব্রোকার্স, ২২নং সেক্রেটারিয়েট বেন্স, কলিকাতা এবং সি আর জয়কার, ইক এণ্ড সেয়ার ব্রোকার্স, ৩৪ প্রভাদেবী বিল্ডিং, এলেক্সান্দ্রা ষ্ট্রীট, বোম্বাই। রেজিষ্টার্ড—অফিস, ১২নং ষ্ট্রাণ্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত বিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এবং বিশেষভাবে আবশ্যকীয় একটি বিস্তৃত মূলধন প্রয়োজন। উহার উন্নতি বিধান করিয়া উহাকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী আধুনিক সুবন্দোবস্তসহ একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং ইহা ও ভবিষ্যতে অন্যের উন্নতি বিধান করার জন্য এই কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে কোম্পানী কলিকাতা হইতে ৬৪-মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে এক বিঘার একটি ৩,০০০ বিঘা অথবা ২,০০০ একর পরিমিত জমি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাতে উপযোগী সর্ব্বপ্রকার মূলধনাগারে ও যৌথভাবে কৃষিকার্য্য করা হইবে। অধিকন্তু আধিক স্বাচ্ছন্দ্যের যে অভাব বর্ত্তমানে তাহাতে সেসব সুবিধা সাচ্ছন্দ্য সংরক্ষণের জন্য এই বন্দোবস্তের একটির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

অধিকন্তু পরিমাণে এবং উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠীর খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়া কালেকটিভ ফার্ম্মস্ লিঃ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে (ক) শস্যের চাষ, (খ) বাগের চাষ, (গ) তরিতরকারীর চাষ, (ঘ) ইক্ষুর চাষ, (ঙ) ফলের চাষ, (চ) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, (ছ) ইসপুরীর চাষ ও (ঝ) ব্যাপ্তি নিয়ে আত্মনিয়োগ করিবে। এখানে কাচ ও বনস্পতি উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হইবে।

এই কার্য্যে ১,০০০ বিঘা (অথবা ৩০০ একর) বিল (বাদা) বহিয়াছে বিধায় সেচকার্য্যের পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না।

লাভজনক বিকাশের জন্য অতিরিক্তকারী উৎপাদন ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে যে নূতন প্রতিষ্ঠানের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে পরিচালক কোম্পানী তাহার অন্যতম। এই সম্পর্কে কোম্পানীর সহিত যে চুক্তি হইয়াছে তাহার ফলে কোম্পানী ট্রাক্টর, লরী, ব্যাপারিক যান, বিদেশাগত বীজ ইত্যাদি বিভিন্ন মূল্যে পাইবার জন্য অগ্রাধিকার পাইবে। কাজেই এখন হইতেই হিসাব ধরিয়া লইয়া কোম্পানী কাজে অগ্রসর হইতেছে।

কোম্পানী প্রথমেই লাভজনক বিকাশ ও লাভালাভের জন্য অতিরিক্তকারী উৎপাদনে মনোনিবেশ করিবে। পর দুই বৎসর ধরিয়া সেসব অতিরিক্তকারীর তালিকা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রথমে দুই হাজার বিঘা অর্থাৎ ৬৪০ একর জমিতে অতিরিক্তকারী চাষের ব্যবস্থা করার ফলে আগামী শীতকাল হইতেই কোম্পানী অতিরিক্তকারী বিক্রয় আরম্ভ করিবে। এখনে অতিরিক্তকারী উৎপাদনের খরচার তুলনায় উহা এত বেশী মূল্যে বিক্রয় হইতেছে যে, কোম্পানী উহা হইতেই বহু লক্ষ ৩ লক্ষ টাকা লাভ করিতে পারিবে। তাহাতেই কোম্পানীর অন্যান্য মূলধনাগার সম্প্রসারণ হইবার পূর্ব্বেই কর্ণেট হইতে লাভ এবং অন্যান্যভাবের বিক্রয় অতিরিক্তকারী বিক্রয় দ্বারা কোম্পানী প্রথমে অর্জ্জনক্ষমতার সংস্থান করিতে পারিবে যাহার ফলে-সমস্ত প্রকার ঋণের টাকা দিয়া ও লভ্যাংশ সহীদারের তহবিলে সঞ্চয়ের অর্থ রাখিয়া প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনিম্ন সভকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা ও অতিরিক্তের জন্য নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনিম্ন সভকরা ১০৲ টাকা অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে লভ্যাংশ দেওয়া যাইবে আশা করা যাইতেছে।

দুই-বিতস্তির পর কোম্পানীর অবস্থার আরও উন্নতি ঘটিবে। কারণ তখন কার্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের ফলে উহার মূল্য অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং উপনিবেশের স্থাপন ও কৃষির ফল কোম্পানীর আয় খুব সন্তোষজনক হইবে।

কোম্পানী সম্পর্কে সর্ব্বশেষে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, উহাতে অধিকারিক লাভ-মূল, কর্পোরেশন ট্যাক্স বা মূলধন ট্যাক্স দিতে হইবে না। উহার উপর ডিভিডেণ্ড আয়কর যখন বসিবে তখন ট্যাক্স যাও দুই আনা হয় তাহাই দিতে হইবে।

অতিরিক্তকারী উৎপাদনের সঙ্গে-সঙ্গে কৃষির অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের ফলে কাজের আয় অনেক বেশী হইবে।

বর্ত্তমানে ধান, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ঘাস, ফলফলাদি, ইক্ষু-গুড়ানী, ডিম, প্রভৃতির যে প্রকার আনুমানিক মূল্য প্রতিবেদন তাহাতে কোম্পানী খুব সুবিধাজনক অবস্থে থাকা আরও করিতেছে বলা যায়।

সৌভাগ্যক্রমে এই কার্য্যটি উহার সুযোগ হইতেই লাভজনক বিকাশের কর্ণেটই লইয়া কাজ করিতেছে। এখন উহা সুবিধাজনক সর্ত্তে অনেক প্রকার বিভিন্ন পাইবে বলিয়া উহা বৈজ্ঞানিক

প্রদানীতে কর্তৃপক্ষগণের ও তদ্ব ভাবে কার্য্য করিতে পারিবে।

কর্মিবর্গ সর্ব্বসমক্ষে কি প্রকার সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছে তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সুদক্ষ রেসিডেন্সুর অধিনায়ী কোম্পানীর সেরাংকে মূল্য ছিল ৮০৲ টাকা—এক্ষণে এই সব সেরাং ১৮০৲ টাকায় কারোবারি মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

কাপ্তান অধি বাবলা সরকারের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মহাশয় নিজামীর অন্তর্নিহিতগণের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়াছেন। বিশেষ এই সম্বন্ধে বাবলা সরকারের কৃষি বিভাগের এক্রিকাল্চারেল ইন্টিলিজেন্সের মন্তব্য হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল—

"এই কাপ্তান কৃষি সাধারণতঃ মোটা শ্রেণীর, কাজেই বড়দলের কাপ্তানে বাবলায় এরূপ এখন শ্রেণীর কাপ্তান পরিবর্ত্তন করিবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে।"

এই কৃষি সম্বন্ধে বাবলার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মহাশয় (১৮৮৯, জুন)—"আমি গত ১৭ই জুন সেরাংয়ের মাজবিয়ার নিকটবর্ত্তী আপনাদের কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলাম। এই কাপ্তানে আবেদনাল উক্ত কৃষি এবং এরূপ কৃষিতে উহা যেন উৎকৃষ্ট এবং আমি কখন উৎপাদনের উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। আমারী ঔষধসমূহে উহাদের বিদেশী আমদানী উৎপাদনের যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহার অন্তে এই কৃষি সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে। এখানে বাবের চাষ ও তদনুরূপের উপযুক্ত বহু জমি ও একটী নদী রহিয়াছে। তদনুরূপের সুবিধার ফলে এখানে নীতিমত উপযুক্ত সময় প্রকার কলম উৎপাদনের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। শীতকালের তদনুরূপের সুবিধার ফলে এখানে সর্ব্বপ্রকার বর্ষিক কলম করার সুবিধা হইবে।

"মোহর উপর এই কৃষিটী উন্নতি বিধানের বিশেষ উপযুক্ত। যদি সুবিধেজনার সহিত এখানে তদনুরূপ আবাদ হয় তবে উহা লাভজনক হইবার খুব সম্ভাবনা আছে। এখানে বাবের ও ঔষধসমূহীর চাষের এত সুবিধা রহিয়াছে, বর্ষিক উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্ষিকের মো-বর্ষিকের বাজার কোন অভাব নাই।"

কোম্পানী যে কৃষি গ্রহণ করিয়াছেন তদ্বারা প্রতি বিঘায় ২০৲ টাকা করিয়া মূল্য দিতে হইবে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে এই শ্রেণীর কৃষির বর্ত্তমান মূল্য প্রতি বিঘা ৩০০৲ টাকা হইবে এবং ৪০৲ টাকা।

কৃষির বিক্রেতা মি হেমেন্দ্রনাথ বসুকে (এলবার্ট সার্কাস রোড, কলিকাতা) মোট ১৫,০০,০০০৲ টাকা দিতে হইবে। উহার মধ্যে ১০,০০,০০০৲ টাকা নগদ দেওয়া হইবে এবং ৫,০০,০০০৲ টাকার পূর্ব্বভাবে পরিশোধিত অধিনায়ী সেরাং দেওয়া হইবে।

সর্ব্বসিদ্ধ আবেদন

ভারতীয় কোম্পানী আইনের ১০১ ধারা অনুসারে সর্ব্বসিদ্ধ যে পরিমাণ সেরাংয়ের আবেদন পাইলে সেরাং বিলি করা আরম্ভ হইবে তাহার পরিমাণ ১৫৯ নগদ টাকা নির্দ্ধিষ্ট করা হইয়াছে।

কমিশন ও দালালী

কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েসনে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আগামী সাইটি কমিশন হিসাবে সেরাংয়ের সর্ব্বসিদ্ধ মূল্যের উপর অনধিক শতকরা ১৫ টাকা হিসাবে দেওয়া যাইবে। তবে কোম্পানীর সেরাং বিক্রয়ের জন্য কোন আগেন্ট-সাইটের নিযুক্ত করা হয় নাই।

ডিরেক্টরগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রোকার ও ব্যাঙ্কসমূহের মারফতে যে সমস্ত আবেদন পাওয়া যাইবে সেই সব আবেদন অনুযায়ী যে সমস্ত সেরাং বিলিবন্ধ হইবে তাহার উপর প্রতি ফেব্রুয়ারি সেরাংয়ের জন্য ১৷০ টাকা হিসাবে এবং প্রতি অধিনায়ী সেরাংয়ের জন্য চারি আনা করিয়া দালালী দেওয়া হইবে।

প্রাথমিক ব্যয়

এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে যে, দালালী ও আগেন্টসাইটের কমিশন বাদে কোম্পানীর প্রাথমিক খরচের পরিমাণ ৩০,০০০৲ টাকার অধিক হইবে না।

প্রস্তাবনা

কোম্পানী প্রস্তাবের বিনিময়ে ব্যাঙ্কারের কোন টাকা বিক্রেতাকে না অথবা কোম্পানী কর্ত্তৃক কোন প্রকার ব্যবসার পরিচালনা-ভার গৃহীত হইবেছে না।

ডিরেক্টরদের যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক

ডিরেক্টরদের সংখ্যা এক-অধিক ডিরেক্টর দ্বারা ন্যূন অন্যের কম ও নয় অন্যের অধিক হইতে পারিবে না। কিন্তু যাহার অন্যের অন্যের ডাকার টাকা মূল্যের অধিনায়ী সেরাংয়ের অধিকারী হইলেই ডিরেক্টর হওয়ার যোগ্যতা জন্মিবে। প্রত্যেক ডিরেক্টর কোম্পানীর প্রস্তাবে সমান উপযুক্ত হইবার জন্য অন্যূন ৫০৲ টাকা ফি পাইবেন। যে সমস্ত ডিরেক্টর কলিকাতার বাহিরে অবস্থান করেন তাঁহারা কোম্পানীর সেরাংয়ের সভায় উপস্থিত থাকিয়া ডিরেক্টরের কর্ত্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা আসিলে তজ্জন্য উপযুক্তরূপ খেসারতা এবং রেলভাড়া ও আরাম খরচা পাইবেন। যদি কোন ডিরেক্টর ডিরেক্টরের কার্য্য দ্বারা কোম্পানীর জন্য কোন অতিরিক্ত কার্য্য করিতে বাধ্য হন অথবা তিনি কোন বিশেষ পরিশ্রম টাকা অথবা কোম্পানীর পক্ষের কোন একটী কার্য্য পাইতে পারিবেন।

ডিরেক্টরদের ও অন্যান্য অন্যের প্রথম ও মূল্যাংশ বাবদ যাহা যাহা দিয়া এবং মজুত অবস্থিতে যে টাকা তাহা করা হইবে তাহা ও ব্যাঙ্কেনির এজেন্টদের প্রাপ্য অধিনম বাদ দিয়া মূলধী কোম্পানীর যে লাভ দাঁড়াইবে ডিরেক্টরগণ তাহার শতকরা ৯। ভাগ পাইবেন এবং তাহা ডিরেক্টরদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইবে। যে সমস্ত ডিরেক্টর ব্যাঙ্কেনির এজেন্সী কার্য্যের অংশীদার তাঁহারা এই লাভের অংশ পাইবেন না।

কার্য্যারম্ভ

কোম্পানী এবং সেরাংয়ের মধ্যে একটী চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে এবং এই চুক্তি অনুসারে সেরাং তাঁহারা ৭,৫০০ বিঘা পরিমিত জমির বন্দোবস্তি কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ব্যাঙ্কেনির ডিরেক্টর

কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েসনে এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ডিরেক্টরগণ ইচ্ছা করিলে কোম্পানীর জন্য ব্যাঙ্কেনির ডিরেক্টর এক অথবা ব্যাঙ্কেনির এজেন্টস নিয়োগ করিতে পারিবেন। ডিরেক্টরগণ কর্তৃক মনোনয়ন ব্যাঙ্কেনির এজেন্টস বা ব্যাঙ্কেনির ডিরেক্টরের পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হইবে। এরূপে ব্যাঙ্কেনির ডিরেক্টর বর্ত্তমান পরিচালক তিনি যে সময় অবিলম্বে পদত্যাগ করিবেন তখনি তাঁহাকে পদত্যাগক্রমে (by rotation) অবসর গ্রহণ করিতে হইবে না। অধিকন্তু তাহা তাহা ডিরেক্টর পদত্যাগক্রমে অবসর গ্রহণে আসা ফিরে করার সময় এরূপ অবসরগ্রহণকারী ডিরেক্টরের সংখ্যা নির্দ্ধেশ করিবার সময় উহার মধ্যে তাঁহাকে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না।

অধিকার, ক্ষেত্রে ও বিধিনিষেধ

অধিনায়ী সেরাংয়ের মালিক প্রত্যেক সভ্য স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে হাত তুলিয়া একটী ভোট দিতে পারিবেন। সভায় 'প্রোক্সি' দ্বারা করা হইলে প্রত্যেক সভ্য, তাঁহার তুলনায় অথবা তাঁহার প্রক্সী উক্ত সভ্যের তদধিক প্রত্যেক অধিনায়ী সেরাংয়ের জন্য একটী করিয়া ভোটাধিকার অধিকারী হইবেন। যদি সেরাংয়ের কোন 'অংশের' টাকা বাকী থাকে তাহা হইলে উক্ত সভ্য ভোটাধিকার অধিকারী হইবেন না।

সভাস্থলে নগদী সেরাংয়ের মধ্যে পূর্ণভাবে পরিশোধিত সেরাং টাকা অন্য সভ্য সেরাংয়ের উপর কোম্পানীর সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বপ্রকার অধিকার থাকিবে। এই সেরাং স্থির করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহা তাহা কোম্পানীর নিজস্ব তহবিলের জন্য পরিশোধ হইবে। তহবিলে যদি অন্যের অধিক বিলিবন্দোবস্তে সেরাংয়ের মালিক হন এবং তাহা যদি অন্যের অধিক বিলিবন্দোবস্তে ক্রীত হয় তথাপি এই নিয়ম থাকিবে।

কোন সেরাংয়ের উপর কোম্পানীর যদি কোন এই সেরাংয়ের বিক্রয় মালিকা না হইতে পারেন। কোন কারণ না দেখাইয়া আগন্তুক পরিশোধিত সেরাংয়ের বিক্রয় ডিরেক্টরগণ অস্বীকার করিতে পারেন।

(৩) প্রোকারের সেরাংয়ের মালিকগণ কোম্পানীর লাভ হইতে (এই লাভের পরিমাণ তত্ত্ব তাহা ডিরেক্টরগণ স্থির করিবেন) শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ পাইবেন এবং উহা কোন অন্যের সেরাং সভ্য না হইলে সভ্যদী অন্যের আদ হইতে অন্যের সভ্য লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। এই লভ্যাংশ আয়করমুক্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রোকারের সেরাং-প্রোক্সারগণকে আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে এবং অধিনায়ী সেরাং-প্রোক্সারগণকে আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ১৯৲ হারে লভ্যাংশ বিলির পর যে লাভ অবশিষ্ট থাকিবে তাহার এক-চতুর্থাংশ লাভ প্রোকারগণ সেরাং-প্রোক্সারগণ পাইবেন। কোম্পানী লিকুইডেশনে গেলে প্রোকারগণ সেরাং-প্রোক্সারগণের লিকুইডেশনের সময় পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া লভ্যাংশ হিসাবে তাঁহাদের যত টাকা পাওনা হয় তত টাকা পাইবেন এবং এই সব সেরাংয়ের জন্য তাঁহারা মোট যত টাকা হিসাবের অন্যের তাঁহাদের নামে যত টাকা জমা হইয়াছে তত টাকা তাঁহারা ফেরৎ পাইবেন। অধিনায়ী সেরাং বাবদ কোন টাকা দেওয়ার পূর্ব্বে এই সব টাকা দেওয়া হইবে। কিন্তু প্রোকারগণ সেরাং-প্রোক্সারগণ উদ্দেশ্যে অধিকার স্থাপী কোম্পানীর লাভ বা সম্পত্তির উপর এতদধিক অন্য কোন অধিকার পাইবেন না।

(৪) উদ্দেশ্য বিধান মানস করিয়া অধিনায়ী সেরাং-প্রোক্সারগণ আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ১৯৲ টাকা হারে লভ্যাংশ পাইবেন এবং অধিকন্তু লাভের বিশ-চতুর্থাংশ তাঁহাদের মধ্যে হারাহারি-ভাবে বণ্টিত হইবে।

ডিরেক্টরদের স্বার্থ

মি এস সি চক্র কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে একজন অংশীদার এবং এজেন্সমতে তিনি কোম্পানীর সহিত স্বার্থসম্পর্কী।

সেরাংয়ের আবেদন

এই প্রসপেক্টাসের সঙ্গে যে অন্যে সেরাং হইল তাহাদের আবেদনের সহিত সেই টাকা সব সেরাংয়ের জন্য আবেদন করিতে হইবে। এই সব কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস, কোম্পানীর ব্যাঙ্কের নাম আফিস এবং কোম্পানীর দালালদের নাম আফিসের নাম পাওয়া যাইবে।

যদি আবেদনকারীর নামে কোন সেরাং বিলি করা না হয় তাহা হইলে আবেদনের সঙ্গে রেজিষ্ট টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে। যদি আবেদনে অতিরিক্ত সংখ্যক সেরাং আবেদন করা হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত টাকা উক্ত বিলিকৃত সেরাংয়ের বাকী অংশ পরিশোধের জন্য প্রয়োগ করা হইবে। এতদধিকের যদি কোন টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। যদি নির্দ্দিষ্ট তারিখে সেরাংয়ের জন্য দেয় টাকার বাকী টাকা পরিশোধ করা না হয় তাহা হইলে সুদসহ দেয় সমস্ত টাকা কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

কলিকাতায় পরীক্ষা

কোম্পানীর ব্রোকারেজের ও আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েসন এবং উহাতে উল্লিখিত চুক্তিসমূহ কোম্পানীর রেজিষ্টার্ডকৃত আফিসে আফিসের কার্য্যকরি কার্য্যের সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

মি সি মিত্রবার্ড	ডিরেক্টরবর্গ
এস বসু	
ফুলিচন্দ্র সেন	
এইচ এস লাসন	
এস এন বসু	
এস সি চক্র	
আর বসু	
এস বসু	

কলিকাতা
২২শে আগষ্ট, ১৮৪৪

(প্রোকার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন)

এই কার্য পূর্ণ করিতে (সকল প্রকার হিসাবে ৭টি বৎসর লিখে হইবে) কেন, যাহার ছাড়াই অথবা অন্য টাকা দর কোম্পানীর বেজেষ্টারীকৃত আফিস, কোম্পানীর যাহার যে কোন আফিস অথবা কোম্পানীর বাসালয়ের যে কোন আফিসে জেরদ করিতে হইবে। আবেদনকারী যদি কলিকাতার বাহিরের কোন যাহার উপর ভেক দেন তবে প্রতি ১০০ টাকার ৸৹ আনা হিসাবে উহাতে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা দিতে হইবে।

ইণ্ডিয়া কালেকটিভ কার্মস লিমিটেড

নং_____

দেয়ারের জন্য আবেদনের ফরম

ইণ্ডিয়া কালেকটিভ কার্মস লিমিটেডের ডিরেক্টরদের সমীপে

অত্র মহোদয়গণ,

আমি/আমরা এতদ্বারা উপরোক্ত কোম্পানীর প্রতি ১০ টাকা মূল্যের...টি অগ্রিমারী দেয়ারের প্রতি দেয়ারের আবেদন সাথে ৫৲ টাকা হিসাবে মোট...টাকা এবং প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের...টি প্রেফারেন্স দেয়ারের প্রতি দেয়ারের আবেদন সাথে ৫০৲ টাকা হিসাবে মোট_____টাকা পাঠাইলাম। আপনাদের নিকট আবেদন করিতেছি যে, আপনারা কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী আমার/আমাদের নামে উপরোক্ত সংখ্যক দেয়ার বিলি করেন। আমি/আমরা ইহাও করিতেছি যে, উপরোক্ত সংখ্যক দেয়ার অথবা উহার কম সংখ্যক দেয়ার যাহা আপনারা আমার/আমাদের নামে বিলি করিবেন তাহা গ্রহণ করা হইবে এবং এই সব দেয়ার বিলি হইবার পর প্রতি অগ্রিমারী দেয়ার বাবদ বাকী ৫৲ টাকা ও প্রতি প্রেফারেন্স দেয়ার বাবদ বাকী ৫০৲ টাকা প্রদান করা হইবে। আমি/আমরা আরও আমার/আমাদের নামে বিলিকৃত দেয়ারগুলির মালিক হিসাবে আমার/আমাদের নাম বেজেষ্টারীকৃত করিবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

স্বাক্ষর_____

(বড় অক্ষরে)

পিতার/স্বামীর নাম_____

ব্যবসা_____

পূরা ঠিকানা_____

তারিখ_____ ১৯৪ স্বাক্ষর_____

আবেদনকারীর নমুনা হিসাবে রেজিষ্ট স্বাক্ষর

আবেদনকারীর নমুনা হিসাবে রেজিষ্ট স্বাক্ষর

ইণ্ডিয়া কালেকটিভ কার্মস লিমিটেড

নং.....

আবেদনের সহিত রেজিষ্ট টাকার রসিদ

১৯৪৯ সালের.....ই তারিখে.....এর নিকট হইতে উপরোক্ত কোম্পানীর প্রতি দেয়ার ১০৲ টাকা মূল্যের.....অগ্রিমারী দেয়ারের আবেদন সাথে প্রতি দেয়ারে ৫৲ টাকা হিসাবে মোট_____টাকা এবং প্রতি দেয়ার ১০০৲ টাকা মূল্যের_____প্রেফারেন্স দেয়ারের আবেদন হিসাবে প্রতি দেয়ারের জন্য ৫০৲ টাকা হিসাবে মোট_____টাকা রিসেপ্টিভ হিসাবে পাইলাম।

ইণ্ডিয়া কালেকটিভ কার্মস লিমিটেডের পক্ষে

হইতে পারে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করা একটি অর্থসাপেক্ষ ব্যাপার হইয়াছে। এই অর্থসাপেক্ষ হইতে সম্প্রতি আবেদিকার ব্রহ্মদিন বেসামুদ্রী বিভিন্নকল্পে ৪ লক্ষ ৩ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, তিনি হইতে মদ, পাতা, তৈল, প্লাষ্টিক জাতীয় বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা যায় কি না তদ্বিষয়ে এই টাকায় গবেষণা করা হইবে।

বাদুড়বাগান বসতবাড়ীতে—কলিকোর্টের ডিঃ সোকিন্দলাল বাদুড়বাগান বাবে বহু বসতবাড়ী হইতে অর্থসাহায্য করিয়া প্রত্যেক বৎসরে আবশ্যক হইতে ১ জন অধ্যাপক ও ১০ জন ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য অক্সফোর্ডে পাঠান হইবে বলিয়া গত সপ্তাহে 'আর্থিক জগতে' যে সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিশ্বস্তসূত্রে বিশেষ জানিবার জন্য ইণ্ডিয়াইটেড প্রেস অফিস এবং তথায় উপস্থিতদের নিকটেই তদ্ভিন্ন, এরূপ কোন ঘোষণা এই টাকায় আদৌ করিতে হইবে।

সরকারী কর্মচারীর ভাতা—প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা উহার অধীন সমস্ত কর্মচারীকে মোট মুদ্রাস্ফীতি ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমস্ত করিয়াছেন, স্থির হইয়াছে যে অর্থ মুদ্রাস্ফীতি টাকা বেতনের কর্মচারিদিগকে গড়পড়তা ৫০৲ টাকা হারে মুদ্রাস্ফীতি টাকা হইতে অর্থ ১০০০৲ টাকা বেতনের কর্মচারিদিগকে গড়পড়তা ১০৲ টাকা হারে এবং ১০০০৲ টাকা হইতে ১৫০০ টাকা বেতনের কর্মচারিদিগকে গড়পড়তা ৫৲ টাকা হারে ভাতা দেওয়া হইবে। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী কি ১লা এপ্রিল হইতে হিসাব করিয়া এই ভাতা দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ।

সরকারী বৃত্তি—পাবনা সরকার স্থির করিয়াছেন যে ছাত্র ও পরপক্ষী পালন সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য এই প্রদেশ হইতে ৩ জনকে বৃত্তি দিয়া বিলাত পাঠাইবেন। এই ৩ জনের মধ্যে ২ জন মুসলমান ও ১ জন অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দু ও ১ জন খৃষ্টিয়ান হইবেন।

মাদ্রাজের নবম আজবাদী—বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে কলিকাতার অন্যান্য স্থানের তায়েরের পক্ষির উপযুক্ত, এজন্য ও লোহিত সাগরের তীরবর্তী অবস্থানযুক্ত হইতে ৫ লক্ষ টনের উপর নবম আজবাদী হইত এবং উহা দ্বারা বাবসা ও আদানপ্রদানের আবেদন ১২ কোটি লোকের লক্ষণের অভাব দূর হইত। যুদ্ধের ফলে কলিকাতার লক্ষণের আজবাদী অন্যান্য নগর অপেক্ষা কি ভাবে কমিয়া গিয়াছে তাহা নিম্নের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে। আজবাদীর পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ সাল—৫৭৯৯৯৬ টন; ১৯৪০-৪১—৪৮৭৯৭১ টন; ১৯৪১-৪২—৪১০৫৯৯ টন; ১৯৪২-৪৩—২২৭৯৯০ টন; ১৯৪৩-৪৪—৭৩০১৭১ টন। যুদ্ধের পূর্বে বাবসার পরপরস্থার প্রতি ব্যক্তি অন্যান্য ১২৭ পাউণ্ড (৯ সের) লবণ পাইত।

রেলভাড়ার উপর আবশ্যিক চার্জ—গত বৎসর মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরে আরোহণের রেল-ভাড়ার উপর আবশ্যিক বিলাসের আরোহণে মোট ৮ হাজার স্পেশিয়াল ট্রেন চালান হইয়াছিল এবং এই সব ট্রেন মোটরাদী ৫৪ লক্ষ মাইল রেলপথ অতিক্রম করিয়াছিল।

পার্সেল সম্বন্ধে নূতন নিয়ম—আজ বিভাগ হইতে একটি বিজ্ঞপ্তিপত্রে জানান হইয়াছে যে এখন হইতে উক্ত বিভাগের মারফতে প্রেরিত পার্সেলে কি জিনিষ রহিয়াছে তাহা পার্সেল প্রেরককে জানাইতে হইবে। জিনিষের নাম পার্সেলের উপরে অথবা পার্সেলের সহিত সংযুক্ত একটি পৃথক লেবেলে লিখিয়া দিতে হইবে।

ভারতে ইসলামিক প্রচার—বাগদাদের সংবাদে প্রকাশ যে, তথাকার ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অব লীগের আমুক কোরেশ আদিত্য ভারত ইসলামিক ভৈরার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পবিত্র আরবে বিশেষ প্রচার ইসলামিক প্রচেষ্টা আরম্ভ হইবে এবং যেসব বহির পাকিস্তান উহা ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইবে না। বাগদাদের আলেকান্দ্রিয়ে অনেক কম মূল্যে ইসলামিক প্রচার হইবে।

বঙ্গোপসাগরীয় ঝড়—আজকের আকাশে করিয়া জানান যাইতেছে প্রচণ্ড ঝড়, বাইসিকেল, গাড়ী ও রাস্তার সাহায্যে চৈত্র ও বলে চলাচলের সুযোগ না পায় তজ্জন্য কর্তৃপক্ষ এই সব বিষয় সম্বন্ধে রীতি আইনের বাদ করিয়া লইয়াছিলেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, উহার জন্য কর্তৃপক্ষের বেসরকারীয় অতিরিক্ত হিসাবে যে টাকা বিয়ারিং ব্যাঙ্কার পরিমাণ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

কর্পোরেশনের সমস্যা—কলিকাতা কর্পোরেশন স্থির করিয়াছেন যে, কর্পোরেশনের যে সব কর্মচারী আইনের আইন আছেন তাঁহাদিগকে বর্তমান নবীন তাঁহারা আইন পরিক্ষে তদবধি পর্যন্ত পুনারেকরে ছুটি বন্ধ করা হইবে।

কার্মেলের অর্থোত্তর মূল্য—ভারত সরকার আমদে প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজের সর্বোচ্চ মূল্য নিম্নলিখিতরূপে ধার্য করিয়া দিয়াছেন—ছাপা ও লেখার কাগজ—সাদা প্রতি পাউণ্ড ৸৹ আনা, রঙ্গীন ও আর্ট-প্রিন্ট হলাদরে ।৵৹ পাই ও ।৶৹ পাই, প্যাকিংয়ের কাগজ—বাদামী প্রতি পাউণ্ড ৵৹ পাই, ক্রাফট ৸৹ আনা। কার্ড বোর্ড, পাল বোর্ড, ব্যাসিলা বোর্ড ও স্লেটবোর্ড প্রতি পাউণ্ড ৸৹ আনা। ফুয়েল ও ষ্ট্রিপ্রেস বোর্ড প্রতি পাউণ্ড ৸৹ আনা। মে বোর্ড প্রতি পাউণ্ড ।৵৹ পাই।

হজ যাত্রীদের প্রতি নির্দেশ—এবার যাহারা হজ যাত্রার মনস্থ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ভারত সরকার হজ ব্যুরো আদিম, দিল্লী থেকে এই ঠিকানায় আবেদন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আবেদন বেজেষ্টারী ডাকে পাঠাইতে হইবে এবং উহা ইংরাজী, উর্দু, গুজরাতী, সিন্ধি বা তজ্জাতীয় যে কোন ভাষায় লিখা যাইবে। আবেদনে হজ যাত্রীর পূরা নাম, পিতার নাম, বয়স, ব্যবসায়, বর্তমান ঠিকানা এবং অন্য শ্রেণীর না কোন ইন্টারেষ্টের দরুণ তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। এবার শ্রেণীর ইন্টারেষ্টের মূল্য যোগাক সহ ৮৩৭ টাকা এবং তের ইন্টারেষ্টের মূল্য যোগাক সহ ৭৮৮ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। এই টাকা আবেদনের সঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

রাজস্থানে আজীর উন্নতির পরিকল্পনা—রাজস্থানের বিভাগ মুখ্যোপাধ্যায় উক্ত রাজ্যের অধিবাসীদের সর্বাঙ্গীণ-উন্নতি বিধানকল্পে উদ্দেশে একটি ১৫ বৎসর স্থায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। উহাকে কার্যকরণে প্রত্যেক করিতে মোটামুটি ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। আগামী অক্টোবর মাস হইতে উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া আরম্ভ হইবে।

বে-আইনীভাবে রেল ভ্রমণ—সোনাগাজীর সংবাদে প্রকাশ যে, কোন যাত্রী যাহাতে বিনা টিকেটে অথবা রেলকর্তাদের দৃষ্টি এড়াইয়া, কি ভাবে করিয়া রেল ভ্রমণ করিতে না পারে তজ্জন্য সোনাগাজীর রেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই কার্যে এ স্থান পি ও রেলকর্মচারীর সহযোগিতা করা হইতেছে।

কর্মচারীদের বৃত্তি ভাতায়—বরাহ্য সরকার

ব্যবস্থা হইলে যে অর্থ বাজারে ঘোরা ফিরিবে তাহাদের সঙ্গে সংগে আরও অধিক সংখ্যক লোক এই নূতন ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবে।

পল্লী অঞ্চলে টেলিফোন—প্রকাশ যে বাঙ্গলা সরকার এই প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে সহজে টেলিফোন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার জন্য নূতন প্রকার টেলিফোন ব্যবস্থা পেশ করিয়াছেন এবং শীঘ্রই সহজে টেলিফোন, তিনি ও লণ্ডনের টেলিফোন প্রবর্তিত হইবে।

বাঙ্গলায় বিদ্যুতের প্রসার—সুদূরপ্রসারী ভাবে বাঙ্গলার পূর্বাঞ্চলের অফুরন্ত নদী হিসাবে টেনে বিদ্যুৎ শক্তির প্রসার সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের যে দায় রহিয়াছে ইহাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য সরকারের সংশোধনীতে পত্র যে যান হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল তাহা হইতে সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের নিকট একটী হিসাবই পেশ করা হইয়াছে। কমিটির প্রধান প্রধান নির্দেশগুলি এইরূপ ঃ (১) বাঙ্গলা টেনে কয়লা ও জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যোগ্যতার কিরূপ সুযোগ রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে একটী বিশেষজ্ঞ কমিটী নিয়োগ (২) টেনে বিদ্যুতের চাহিদা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিয়া প্রথম প্রথম অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা (৩) সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সরকার পরিচালিত সংস্থার হওয়া উচিত কি না তৎসম্বন্ধে তথ্য আলোচনা করিয়া (৪) একটী স্থায়ী ইলেকট্রিসিটি কমিশন গঠন।

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৪১ ইং

হেড অফিস :—কুমারীপুর, কলিকাতা।
টেলিগ্রাম : 'বেলবো' ফোন : সি, কে, ১৬৮১
কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—৩৪নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, হেদোর, বড়বাজার, বিডনষ্ট্রীট ও হাওড়া।

অন্যান্য ব্রাঞ্চ

বেঙ্গল—কাল, বালুরঘাট, রংপুরবাজার, দিনাজপুর, বাঁকুড়া, আলমোরা, রানাঘাট, বেলিয়াঘাটা, দার্জিলিং, কার্সিয়ং, মেদিনীপুর, তমলুক।
বিহার—ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর-মাড়ী ও ধুলিয়ান, ভাগলপুর, সন্তালপুর (মাদুর) হাজারীবাগ।
উড়িষ্যা—পুরী, ভদ্রক-বালেশ্বর ও ব্রাঞ্চ্রীপোকাল, বরহমপুর (গঞ্জাম), সম্বলপুর, পুরুষা (ঘেরে, কটক।
আসাম—গৌহাটী, তেজপুর, শিলং, ডিব্রুগড়, শিবসাগর, ডিব্রু লি—ডিব্রুগড়, জোরহাট।
সি লি—লক্ষ্ণৌ।

এজেন্সীস—বম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

কৃষি বিশেষজ্ঞের আহ্বান—যুদ্ধোত্তরকালে সারা দেশে কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য সরকার ১ হাজার কোটী টাকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার জন্য বহু হাজার কৃষি বিশেষজ্ঞের দরকার হইবে। কিন্তু এখনে ভারত সরকারের অধীনে মাত্র ৪ হাজারের বেশী কর্ম্মচারী নাই। তাহার আশু সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের বিভাগের কর্ম্মচারীদের আন্তর্জাতিক কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের শিক্ষালাভের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। প্রকাশ যে, এই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য কৃষি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার তরুণ ব্যক্তিদের মধ্যের ১০ হইতে ২৫ জন ছাত্র বিদেশে প্রেরিত হইবে।

মায়ের চাষ সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মায়ের চাষ সম্বন্ধে উপাধি পরীক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিতেছেন বিষ করিয়াছেন। ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা নাই। যে সব ছাত্র কৃষিকার্য্য বিষয়ে ডিগ্রী লইতে চাহেন তাহাদিগকে এই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে। ডিগ্রীর জন্য ছাত্রদিগকে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইবে। ডিগ্রী লইতে হইলে ছাত্রদিগকে কৃষি সম্বন্ধে কোন একটী বিষয়ে গবেষণা করিতে হইবে। ডিগ্রী লইতে হইলে ছাত্রদিগকে কৃষি সম্বন্ধে কোন একটী বিষয়ে গবেষণা করিতে হইবে। ডিগ্রী লইতে হইলে ছাত্রদিগকে কৃষি সম্বন্ধে কোন একটী বিষয়ে গবেষণা করিতে হইবে।

জাপানকে সাহায্য করিবার জন্য প্রচারকার্য্য—জাপানের চর হিসাবে কাজ করিবার অপরাধে পঞ্চ আইনের বলে ৪ জন ভারতবাসীর ফাঁসী হয়। সম্প্রতি এই অপরাধে ভারতবাসের মুসলমান নাগার এবং বার্মাদের বহু লোকের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি এই ধরণের অপরাধে বিভিন্নের ৪ জনের ফাঁসীর হুকুম হয়—আকব খাঁ (আফগান), আবদুল আজিজ (সেনাপতি), এস এস মজুমদার (ব্রহ্মদেশ), অবৈধের রায় ও নারায়ণ সাহে (সোভিয়েট)। উহাদের মধ্যে সেনাপতি দুই জনের আপীল মঞ্জুর হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিহার হইতে ঘোল আনা প্রত্যাহার—বিহার প্রদেশ হইতে বাহিরে সেলেক্ষাস্থ বন্ধকী সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। তবে সেপ্টেম্বরের শেষে অবস্থা পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া বিহারে ঘোল-আনার ঘর অবস্থাবিক হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে এই নিষেধাজ্ঞা পুনঃ প্রবর্তিত হইবে। বিহার হইতে বাঙ্গলা, সংযুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে বীজের জন্য অনেক ঘোল আনা বন্ধকী হইয়া আছে।

বিহার হাজার শিক্ষার ব্যবস্থা—বিহার সরকারের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ৬০টী বিহার ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে ১৯ মাসে ১০০০ হাজার শিক্ষালাভের জন্য আবেদন করে। কিন্তু উহার মধ্যে ৬৬৬ জন শিক্ষালাভের জন্য আসে। এই ৬৬৬ জনের মধ্যে ৫১৬ জন শিক্ষা সমাপ্ত করে এবং উহার মধ্যে ৪৯১ জনকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন আর্থিক উপযুক্ত বলিয়া মনোনীত করেন। উহার মধ্যে এই সময়ে ১২২ জনকে বিশেষজ্ঞ বোর্ডের সমক্ষে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞ বোর্ড তাহার মধ্যে মাত্র ৬৪ জন উপযুক্ত বলিয়া গণ্য করে। এই ৬৪ জনের মধ্যে এখনে ১৮ জন মাত্র বিহার ছাত্রদের সম্বন্ধে বিদেশে গিয়াছে।

বাঙ্গলার কাগজের ঘাটতি—বাঙ্গলাদেশে প্রতি ব্যক্তির ব্যবহারের সম্বন্ধে ধরে ১২ পত্র কাগজ মাসে এইরূপ হিসাব ধরিয়া বাঙ্গলার প্রতি মাসে ৪২ হাজার রেল (প্রতি রেল ১৪ পত্র পত্র হিসাবে) কাগজের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাঙ্গলার কাগজের কলসমূহ ও ঔষধীসম হিসাবে মাত্র আড়াই লক্ষ রেল—অর্থাৎ মাসে ১০ হাজার রেল কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

মায়ের মজুরী বিবিধ—ইঞ্জিঃ অফিসের সঙ্গে ও পূর্বী রেলের ধুবরা মজুরা হইতে ইঞ্জিনিয়ার কর্ম্মচারীদের অস্থায়ি না লইয়া উক্ত অফিসের বাহিরে হাত মজুরী করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই আদেশের ফলে কলিকাতার বাজারে দুধ্লাভ আরও বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

বস্ত্রের মূল্য হ্রাস—ভারত সরকারের টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ মূল্য হ্রাসের এক আদেশ জারী করিয়া বিজ্ঞপ্তি করিয়াছেন।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০ ফোন : কলি ৬৮৬৯
হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১২,৮৫৫৲
আমানত—এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৩ সালের ১০ই মে পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

মুফিদাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও কাছারীবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা পুর, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা

হেড অফিস : জিরকাদিম
জিয়নাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

'অদূরদর্শী বাজারে শুধু টাকাই সত্য এবং সত্য বলে জমানো মুদ্রা এবং আজ যা জমানো যাবে মুদ্রাস্ফীতি যখন চলে যাবে তখন শুধু সেই টাকার মূল্যই বাড়বে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।'

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৪নং রেজোরাঁ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা : বিহার শরীফ, রাঁচী ও লোহারডগা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্ :—চিত্তবিনোদ গুহ
পশুপতিকুমার রায়

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইণ্ডিয়া কালেকটিভ ফার্মস্ লিঃ

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া কালেকটিভ ফার্মস্ লিমিটেডের একটী প্রস্পেক্টাস্ বা অনুষ্ঠানপত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ১০০ টাকা মূল্যের ৯০ হাজার লিমিটেডটীড প্রেফারেন্স শেয়ার ও ১০ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ৫০ হাজার সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। ৫ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার ও ৭৫ হাজার সাধারণ শেয়ার কোম্পানীর লিখেইড ও অন্যান্য উদ্যোক্তারা ক্রয় করিবেন। বাকী ৪ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার ও ৫৫ হাজার সাধারণ শেয়ার সর্ব্বসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে।

উদ্যুক্ত অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া উহার প্রণালীতে ব্যবস্থা ও অন্যান্য ছোটখাট ব্যবসা উন্নতিসাধন করা এই কোম্পানী স্থাপনের উদ্দেশ্য। ঐ উদ্দেশ্যে কোম্পানী ইতিমধ্যে কলিকাতার নিকটেই ৭ হাজার ৫০০ বিঘা জমি ক্রয় করিয়াছেন। সাধারণ প্রয়োজনে অতিরিক্তকারী সরবরাহ করিবার জন্য এই কোম্পানীকে একেন্সী দেওয়া হইয়াছে। বিলিতী সার্ডারের জন্য কোম্পানী ট্রাইল, ফুটির নাম প্রভৃতি ক্রয় সম্বন্ধে আইকরিদী পাইবেন। তাহাই নহে, কিছু কিছী কোম্পানীর সঙ্গে অতিরে উহার প্রণালীতে চাষবাসের কাজ সুরু করা সম্ভবপর হইবে। উদ্যোক্তারা আশা করিতেছেন, আগামী শীতকালে উৎপাদিত কাপড়ের উৎপন্ন বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিতে পারিবেন। কুষ্টিয়া সহর হইতে যাতায়াতের বেশীরকম অসুবিধা নেই বলিয়াই মনে হয়। কাজেই ব্যবসা আরম্ভের ঐ সমস্ত উদ্যম করিয়া কোম্পানী অল্প সময় মধ্যেই লাভ দেখাইতে পারিবেন। আমরা কিন্তু যে জমিসমিক সুযোগ-সুবিধা উহারা পাইয়াছেন এবং যেরূপ পরিশ্রমী ডিরেক্টর বোর্ড দ্বারা এই কোম্পানীটী পরিচালনার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে উহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। কাজেই এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় সম্বন্ধে দেশের সচ্ছিলপন্ন লোকেরা বিশেষ আগ্রহশীল হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস

গত ২৭শে আশ্বিন রবিবার মেসিনসমূহ মন্ত্রিত করিয়া হিমকল্যাণ ওয়ার্কস-এর কার্য্য-আরম্ভ উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত আবদীলাল সোরাব মহাশয় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। সভায় বহু ব্যবসায়ী সাংবাদিক, পণ্ডিত, কবিরাজ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রারম্ভে হিমকল্যাণ ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সমবেত অভ্যর্থনোদ্যমমণ্ডলীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া হিমকল্যাণের নাম ও হিমকল্যাণ ওয়ার্কসের সংক্ষিপ্ত একটী সারগর্ভ ইতিহাস বর্ণনা করেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের সততা, নিষ্ঠা ও কর্ম্মকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, সত্যেন্দ্রবাবুর সাহস্য ও ব্যবসায়িক প্রতিভা বাঙ্গালী যুবকমাত্রকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার প্রেরণা দান করিবে। হিমকল্যাণ ওয়ার্কসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়া দেবের মহাশয় তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।

রায়বাহাদুর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক, পণ্ডিত অমোদনাথ সাঙ্খী, কাউন্সিলর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি এবং আরো অনেকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অভিনন্দিত করেন এবং প্রতিষ্ঠানের অভিবৃদ্ধি কামনা করেন।

হিমকল্যাণের ভার গ্রহণকারী কেমিক্যাল অফিসারের জন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গণনাথ সেনপাত্রী ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের ছাত্রবর্গ মহাশয়কে 'ভেষজ বিশারদ' উপাধি প্রদান করেন এবং সভার সম্পাদক পরিচালকগণ তাহাকে 'আয়ুর্বেদ উপাধি প্রদান করেন।

সভার শেষে উপস্থিত সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

লোণাসুর ব্যাঙ্ক লিঃ

গত বছরে আশ্বিন শুক্লবার লোণাসুর ব্যাঙ্ক লিঃ-এর আফিস বাবার উদ্বোধন সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমরার অবসরী ম্যাজিষ্ট্রেট তাং মোহিনীমোহন এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। মাননীয় জেলুটী ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ অরবিন্দ তাং বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এখানে নিজ প্রদেশের অন্ত অধিক সংখ্যক ব্যাঙ্কের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জিনেবরাবে জোর দেন। তিনি বলেন, অন্যান্য সুবিধা ও সহজার সহিত ব্যাঙ্কগুলি পরিচালনা করা উচিত। অনেকগুলি ছোট ছোট ব্যাঙ্ক মিলিয়া একটী কেন্দ্রীয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিলে আশীষ শিল্প প্রসারের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, সকলের আমাদের এই প্রতিষ্ঠান খুব হইলেও দেশবাসীর আন্তরিকতা ও সহযোগিতা পাইলে ইহাকে ভালো করিয়া তুলিতে পারিবেন বলিয়াই আশা করি। ব্যাঙ্কটী এখন কার্য্যারম্ভ করিয়াছে। আমরা ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নূতন বোধ কোম্পানী

ইণ্ডিয়া ব্রাস ওয়ার্কস লিঃ—লিখেইড মিঃ বি দেওয়ান। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, ব্রবার্ন এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। কাঁসের কারখানা ও কাঁসের ব্যবসা।

ফেডরল ফাইন মিলস্ লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস—হেমেন্দ্রলাল এণ্ড কোং। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। সুতার কারবার, বিদেশে রপ্তানির জন্য।

ষ্টেট সিমেন্টিড ইনসিওরেন্স কোং লিঃ—লিখেইড মিঃ এস বি মল্লিক। রেজিষ্টার্ড অফিস—১ ও ২ ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। জীবন বীমা কোম্পানী।

ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিঃ—লিখেইড মিঃ ইউ সি পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ছাপাখানা।

মোহেশ্বরাম ব্রাদার্সোসাল লিঃ—লিখেইড মিঃ বি এন ঘোষী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সাবান তৈয়ারীর কারবার।

ইণ্ডিয়ান মেটাল এণ্ড ষ্টীল এক্সচেঞ্জ লিঃ—লিখেইড মিঃ কে আর দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩১ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। মেটালিকাস ইণ্ডিমিডার।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ষ্টীল কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৮৯৯ আনা। ডালমিয়া সিমেন্ট লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৪৲ টাকা। বিলয়া ষ্টোন লাইম কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৩৯৮ আনা। ইণ্ডিয়ান সেলাস্ পাল্প কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৯৲ টাকা। মিষ্টি টেয়ারী এসোসিয়েশন লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৭৷৹ আনা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর—টাকার বাজারে এসপ্তাহে অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। চাহিদানুযায়ী পরিশোধের সর্ত্তে কলিকাতার পক্ষওয়া বাজার আট আনা সুদে ব্যাঙ্ক-সমূহের মিলন কল-মনির আদান-প্রদান হইয়াছে। বোম্বাইয়ে কল-মনির সুদের হার দাঁড়াইয়াছে পক্ষওয়া বার্ষিক চারি আনা।

গত ১৯শে আগষ্ট দিন বাদের মেয়াদী মোট ৯ কোটী টাকার ট্রেজারি বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৪ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা। ৯৯৸৵৩ পাই মূল্যের সমুদয় ও ৯৯৸৵ আনা মূল্যের পক্ষওয়া ৩০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের পড়পড়তা সুদের হার পক্ষওয়া ।৶৩ পাই ধার্য্য হইয়াছে।

বিনিময়-বাজারে এসপ্তাহে নিম্নোক্ত হারে অবস্থা ছিল :—

টেলিগ্রাফি (প্রতি টাকায়)	১ শি, ৩৪৷ পেঃ
ঐ বর্লিন	-
ঐ এ চারমাস (	১শি ৩৷৷ পেঃ
জলার (প্রতি পত্র)	৯৯৸৵৩ আনা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৭শে আগষ্টের হিসাবে দেখা যায়, ঐ তারিখে তাহার চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ৮৯৪ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার পরিমাণ ছিল ৯২৯ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা। গত ১৮ই আগষ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ২৭৮ কোটী টাকা ও ১৮৩ কোটী টাকা দাঁড়াইয়াছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও সেয়ার

কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর—কলিকাতার সেয়ার-বাজারে এসপ্তাহে সুদের মত ব্যবসা ভাব লক্ষিত হইয়াছে। কারবারের বেশী কিছু হয় নাই। বিভিন্ন সেয়ারের দর দুই পক্ষীয় কিছুর সামান্য উঠানামা করিয়াছে। দুই দিকই বাজার যাইবে বলিয়া বিভিন্ন মেশের রাজনীতিজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিতেছেন। দুই বাজিয়া মেয়ে অনেক সেয়ারের দর বেশী পরিমাণে নামিয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই অবস্থায় সেয়ার কেনা সম্পর্কে এখন আর ব্যবসায়ীরা তেমন কিছু আগ্রহ দেখাইতেছেন না, অনেকে করিয়া অবস্থার গতি লক্ষ্য করাই তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছেন। পূজাবকাশ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসায় সেয়ারদের বাজারে কারবারের বন্ধ দেখা যাইতেছে। বোম্বাইয়ের বাজারের সেয়ারের দর নড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সে জন্য সহিয়া স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বেশী রকম সতর্ক হইয়াছেন। পূজাবকাশের সুদ্ধে বাজারের অবস্থা সম্পর্কে আর কোন উন্নতি লাভিত হওয়ার আশা নাই বলিয়া মনে হইতেছে।

কোম্পানীর কাগজ—কোম্পানীর কাগজ বিভাগে এ সপ্তাহে একটা অবনতির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৯৸৵ আনায় অপরিবর্ত্তিত আছে। আলোচ্য সপ্তাহে ১৯৫১-৫২ সালের পক্ষওয়া ৩ টাকা সুদের কাগজ ১০১৸৵ আনা, ১৯৫৩-৫৪ সালের ৩ টাকা সুদের কাগজ ১০০৸৵ আনা ও ১৯৫৮-৬০ সালের ৩ টাকা সুদের কাগজ ৯৫৸৵ আনায় কারবারটি উঠানামা করিয়াছে।

ব্যাঙ্ক—আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্ক সেয়ারের দর অপেক্ষাকৃত নিম্ন দেখা গিয়াছে। অন্য বাজারে আসর ১১৯৲ টাকা, ডিম ৫৮৫ আনা ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ২৯৫ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাগজের কল—টেক্সটাইল কর্পোরেশন বোর্ড কাগজের দর পক্ষওয়া আরও ৯৲ আনা হ্রাস করার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া দর প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে কাগজের কলের দর কিছু নমিয়া গিয়াছে। অন্য বাজারে কাগজপুর টেক্সটাইল ১৯৫০ আনা ও নিউ ভিক্টোরিয়া ৮৫৫ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি—কয়লার খনি বিভাগে এ সপ্তাহে সেয়ার-মূল্যের কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। অন্য বাজারে এসানসোল্‌ষ্টোন ৩৩৸৵ আনা, বরাকর ৪৮ আনা, কালেশ্বরী ১৯৫ আনা, বোকারো ৫৯ আনায় ৬০৸৵ আনা, কুসুন্দা ৪৪৸৵ আনা, ইন্ডিয়াটেক্স ৩৯৫ আনা, নিউ টাকুদি ৪৯৸৵ আনা, রাণীগঞ্জ ৩৯৲ টাকা ও আসানসোল ৯৯৸৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাইকল—পাইকল বিভাগে সম্পর্কে বীম বৈরাগের ভাব সপ্তাহ ব্যবসার বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বন্ধমা উৎপাদন সম্পর্কে অবস্থার ক্রমিক উন্নতি লক্ষিত হইতেছে বলিয়াও কথা যাইতেছে। ইহাদের অভিমতে ১৯৫৯ উৎপাদন লক্ষিতে বলিয়া পাইকল বিভাগে একটা আশার সঞ্চার হইয়াছে। সেয়ারের দর অবশ্য পরিমাণে স্থির রহিয়াছে। অন্য বাজারে এলবিয়ন ২১৯৲ টাকা, বার্ণী ৯৯৸৵ টাকা, বঙ্গলক্ষ্মী ২১৭৲

ক্লিয়ারিং-এর যাবতীয় সুযোগসহ
ক লো নি য়া ল জাতীয় ব্যাঙ্ক

কুবের ব্যাঙ্কিং

—কলিকাতা শাখা—
বড়বাজার, ক্লাইবষ্ট্রীট ও ধর্ম্মতলা কলিকাতা
—অন্যান্য শাখা—
ঢাকা, নারিন্দপুর, নরসিংদী, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, কাঁচড়া, বালী, বেহুড়, আরডেঙ্গা, কালিম্পং, শিলিগুড়ী, দার্জ্জিলিং, রাজসাহী, বগুড়া, বাঁকুড়া, বালেশ্বর, ওয়ার্ধা, কাঁচরাপাড়া, চন্দননগর, খিদিরপুর, ও বালেহাট।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্. কে. চক্রবর্ত্তী

টাকা, চাইবাসা ১৭৮৵০ আনা, এলাহাবাদ ১২৲ টাকা, মৌরীগ্রাম ৬৩৯৲ টাকা, কাশীপুরী ৬৪১৲ টাকা ও রাজপুরা ৮৭৲ টাকা পাঠাইয়াছে।

ইণ্ডিগোজাতি—ইণ্ডিগোজাতি বিভাগে এ সপ্তাহে বেচার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। ইণ্ডিগোজাত এক টীন কোম্পানীর সেরাদের বর প্রথম দিকে ৪৯৩/০ আনিয়া অত ৪৮৵০ আনা পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। টীন কর্পোরেশনের সেরাদের বর অত ৩১৮০ আনা উঠাইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর—এ সপ্তাহে পাটের বাজারে তাক-করবার বিশেষ কিছু হয় নাই। তবে পাটের বর অনধিকবিশীই রহিয়াছে। ফসলের অভাবে পাটকলের উৎপাদন হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকায় চটকলওয়ালারা পাট ক্রয়ের ব্যাপারে বেশ আগ্রহ দেখাইতেছেন না। এদিকে নূতন পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইতেছে কম। এ বৎসর বন্যাপ্লাবনে আশানুরূপ ক্ষতি হয় নাই। ফলে ফিনাইবার অভাবে পাট আটার কাজ অনেক পরিমাণে বন্ধ আছে। তাহা ছাড়া পাটের বাজারের বর্তমান অবস্থার প্রতীক্ষায় এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ভাব দেখাইতে লাগিয়াছে। খুব শীঘ্র শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া যাহা ধরা হইয়াছে। খুব শেষ হইলে বিভিন্ন মেলে সুবর্ণীদের কাজ খুব বেশী বাবদ পাট ও চটের চাহিদা বাড়িবে। ফসলের অভাবে বর্তমানে বৈদেশিক পাইকদের কাজ চালানো কঠিন হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে সর্বশেষ বর্তমানে যে ঘোর নিরাশার ভাবটুকু রহিয়াছে তাহা যদি অবস্থার একটা উন্নতি সাধিত হইবার আশা আছে। সমস্ত পাইকলফিসে একত্রীভূত করিয়া উৎপাদন প্রণালীতে চটি উৎপাদনের প্রস্তাব করিয়াছে এম এ বিষয়ে বৈদিকবোই একটি তীব্র প্রস্তাব করা হইয়াছে। দুই একটি চটকল এই তীব্র সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়াছিল। বর্তমানে সকল কলই তীব্রটি গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এইরূপ অবস্থার ফলে ভবিষ্যতে সকল দিক দিয়াই পাটের ভাবটি বাড়িতে বলিয়া মনে করা যাইতেছে। আর সেই কথা ভাবিয়া পাট বিক্রেতারা মুখিয়াকরব বর পাওয়ার আশায় পাট আরও কিছু দিন ধরিয়া রাখাই সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছে।

১৯৪৯ সালের পাট ফসল সম্পর্কে সর্বশেষ সংখ্যা উহাদের চূড়ান্ত হিসাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই হিসাবে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে সব ১৯৪৯ সালে মোট ৭৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৭৫ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ সালে মোট উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৭০ লক্ষ ৫ হাজার ৪৪০ বেল ধরা হইয়াছে।

আলপা পাটের বাজারে ফুলারকাইন্ড জাত বিভাগ ও বটম শ্রেণীর পাট সামান্য পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। প্রতি বেল হিসাবে উহাদের বর ১৬৮০ আনা ও ১৯৯০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আশ বেল বিভাগে প্রতি ফেইকী শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৭৯৲ টাকা দরে বড় পরিমাণে কেনা-বেচা হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর—এ সপ্তাহে তুলার বাজারে মন্দা লক্ষিত হইয়াছে। বর তুলা বন্ধীর ক্রিয় সামান্য পরিমাণ উঠানামা করিয়াছে। তুলা আমিয়া দেশে বাহিরে বেশী পরিমাণে তুলার চলাচল তুলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনার কথা জানিয়াও কাপড়ের কলওয়ালারা তুলা ক্রয় বিশেষ কিছু আগ্রহ দেখাইতেছে না।

দেশের সর্বত্রই কাপড়ের বেশী বরের চাহিদা লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু কলওয়ালা ও টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড যোগানের উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র যোগাইতে পারিতেছেন না। মূল্য নিয়ন্ত্রণী বাজারে অত্যাবশ্যক এই সময়ে কাপড় বিক্রীর খুব

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
চেয়ারম্যান—কর্মবীর আশুতোষ দাশ
আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সাবান প্রস্তুতের

ষ্টোম :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ ফরিদ
" :—১৮৯২ খাটরী
টেলিগ্রাম—"টীনাবাজী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসরিন • সিষ্টোবেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোক্লোরাইড • প্রভৃতি পাইকেল।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ড্যাকসন লেন, কলিকাতা

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—
কুমিল্লা

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

কলিকাতায় প্রধান শাখা
২২১, আমিং ষ্ট্রীট,

অন্যান্য শাখাসমূহ—
ঢাকাবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়ারীগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ভরিপুর, চাঁদপুর, আগরতলা, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, ডিব্রুগড়িয়া, জোড়হাট, হাজিক, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—বম্বে, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর এবং ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে।

ফোন : কলি—২৭৬৭ গ্রাম—"অমলকমল"

আপনার আজকের "সকলই"
আপনার ভবিষ্যতের সম্বল—

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন

এসিওরেন্স লিমিটেড্

হেড অফিস—দিল্লী
সেণ্ট্রাল অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস্

উপযুক্ত বেতন ও কমিশনে সর্বত্র
এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক।

পড়িয়া যাইবে, কিন্তু এবার কাপড়ের মূল্যমানের অন্ত কোনোরূপ বিশেষ কিছুই হইবেছে না। অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাজারে কাপড় আমদানী হইতেছে বলে। ফোরাবাজারের কারণাদির ফলে কিছু পরিমাণ কাপড় আমার প্রত্যাশা চাইবাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। ফলে কলকাতার বর্তমান মূল্যের সমতে বাজারে বর্তমান চাহিদা মিটাইবার অন্ত এ প্রদেশে অতিরিক্ত কাপড় আসার বেশ কাপড় সরবরাহের অন্ত কোম্পানিগুলি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৩১শে আগষ্ট—বোম্বাইয়ের বাজারে অন্ত প্রতি ভরি সোনার দর দাঁড়াইয়ে ২৪৮৮০ আনা। তিনমাস ব্যাপ বাজারে প্রতি সোনা ২৪৮ আনা দরে ৪০ হাজার সোনা সোনা বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতার অন্ত প্রতি ভরি সোনার দর ২৪৮৮০ আনা দাঁড়াইয়াছে। তিনি প্রতি আনা হারে আনায় বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা—অন্ত বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১৯৮৫০ আনা। বিক্রয় ব্যাপ হইতে মোট ৪০০ ব্যাপ রূপা বিক্রয় করা হইয়াছে। পরবর্তী দর ব্যাপ রূপা ১৯৮৯০ আনা দরে ৩০ হাজার রূপা ১৯৮৯০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে অন্ত প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর দাঁড়াইয়াছে ১৯৮১০ আনা।

মুইনাইয়ের অভাব নাই—মুলতঃ বিশেষতঃ টাংসুন, বুলীপুর, বিশেষতঃ, বারাণিসুর প্রভৃতি অঞ্চলে বাদেশিয়ার অভাবিক প্রাচুর্যের হইয়াছে, অথচ এই সব অঞ্চলে মুইনাইন সরবরাহ করিবার এ বিষয়ে অভিযোগ করিয়াছে। বাজার সংবাদে এই সব অভিযোগের উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, উপযোক্ত অঞ্চলসমূহে মুইনাইনের কোন অভাব নাই।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৯১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শাখা : চন্দননগর, চট্টগ্রাম, রাজসাহী ও শিলচরে
চলতি ও সেভিংস বিভাগে
শুদ্ধ মজাকেরে ১০ আনা ও ১৲ টাকা
ব্যাপ সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, ফাঁসী আমানত, লোন ও ওভারড্রাফট সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলেই জানান হয়। ফোন বি বি ৪৪৮
চেয়ারম্যান—শ্রীঅতিলাল রায়

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

WILLS'S
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৮শে আগষ্ট	২৯শে আগষ্ট	৩০শে আগষ্ট	৩১শে আগষ্ট	১লা সেপ্টেম্বর	৩রা সেপ্টেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭২৫/০	৭২৮/০	৭২৪/০	৭২৪/০	৭২৫/০	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭২৩/০	৭২১/০	৭২৪/০	৭২৫/০	৭২৫/০	৭২৮/০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	৮৩৯৲	৮৩৪৲	৮৩৫।০	৮৩১।০	৮৩৫।০	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৮৩৯৲	৮৩৫।০	৮৩৯।০	৮৩১।০	৮৩৫।০	৮৩৫।০-৮৩৬৲/০
সিলির দর—প্রতিবাক্স (কলিকাতা) ...	৫৯৸/০	৫১৸/০	৫১৸/০	৫১।০	৫১।০	—
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৫৲০ সুদের শেয়ারের দর (সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন) ...	৯৯৸/০	৯৯৮/০-৯৯৫/০	৯৯৫৲	৯৯১/০-৯৯৬/০	৯৯৮/০-৯৯৫/০	৯৯১/০-৯৯৮/০
ইণ্ডিগো—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৩৯১/০-৩৯৬/০	৩৯৮/০-৩৯৮/০	৩৯৯৲-৩৯৫৲০	৩৯৸/০-৩৯৮/০	৩৯৲-৩৯৬/০	৩৯৲-৩৯৮/০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অফি ...	৩৩৸/০-৩৩৬/০	৩৩৮/০-৩৩৮/০	৩৩৩/০-৩৩৫/০	৩৩৫/০-৩৩৬/০	৩৩৲-৩৩৬৲০	৩৩৬/০-৩৩৮/০
কুমারধুবী—অফি ...	১২৯৸/০-১২৯৬/০	১২৯৲-১২৯৸/০	১২৯৸/০	১২৯৲/০-১২৯৸০	১২৯/০-১২৯৸০	১২৮/০-১২৯৬/০
এসোসিয়েটেড কর্পোরেশন ...	—	১২৯৸-১২৮/০	—	—	—	—
ফেলপ্স ...	২৩৬৸/০-২৩৬৸/০	২৩১৲-২৩৮/০	২৩৯৸/০-২৩৯৸০	২৩১৸-২৩৮/০	২৩৮/০-২৩৯৸/০	২৩৮৸০
আর্থার বাইলার ...	—	—	—	২৩৬/০-২৩৬৸০	—	২২৯/০-২২৯৸০
আর্থিয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ...	—	২০৮৸	২০৮৸০-২০৯৸/০	২০১৸০-২০৮/০	২০১৸০-২০৮/০	—
ফেডারেটেড এণ্ড কোং ...	১৯৯/০-১৯৲	১৯৯৸/০-১৯৯৸/০	১৯৮/০-১৯৯/০	১৯১৸০-১৯৲	১৯১৸০-১৯৬/০	—
ধাতু—বাঙ্গা কর্পোরেশন ...	৪৯/০-৪৯/০	৪৯৸০-৪৯/০	৪৯/০-৪৯/০	৪৯৸০-৪৯/০	৪৯/০-৪৯৸০	৪৯৸/০-৪৯/০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৬৸/০-৬৮/০	৬৸/০-৬৮/০	৬৸/০-৬৮/০	৬৸/০-৬৮/০	৬৸/০-৬৮/০	৬৸/০-৬৮/০
ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১০১৫-১০১৲	১০৩৲	—	—	—	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৩৩৲-৩৩৲	৩৩১-৩১৯৸	৩৩৲	৩১৯৸-৩২১০	৩২৫-৩৩৲	২৯৫৲
ভারত ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	২১৯৲-২২৫।০	২১৫।০	২২৯৲
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৪।০-৪৫।০	৪৫।০-৪৫৸/০	৪৪৫/০-৪৫৲	৪৪৸/০-৪৫৸/০	৪৫৸/০-৪৫।০	৪৫।০-৪৫৲
খাসদেউ ...	১৯৯৲-১৯৯৸/০	১৯৮/০-১৯৫/০	১৯৮/০-১৯৯/০	১৯৫৸/০-১৯৫।০	১৯৫/০-১৯৯/০	১৯৫/০-১৯৮/০
রাণীগঞ্জ ...	৪১৲-৪১৯৲	৪১৲-৪১।০	৪১৲-৪১।০	৪০৲০	৪০৸/০-৪০৫/০	৩৯৸/০-৪০৲
ইন্ডুরিয়া ...	৩৫।০-৩৬৫/০	৩৫।০-৩৫।০	৩৫৫/০-৩৫৮/০	৩৫৲	৩৫।০/০	৩৫।০-৩৫৸/০
লাইম কটেজপুরা ...	২৫৸/০-২৬৫/০	২৫৫/০-২৫।০	২৫৲-২৫।০/০	—	২৫৫/০-২৫৮/০	২৫৲-২৫৯/০
কাগজের মণ্ড—লিট ফিটোরিয়া কটন মিলস লিঃ	৮৯৸/০-৯০৸	৮৯৸/০-৯০৸	৮৲-৮৯৸/০	৮৮৸/০	৮৮৸/০-৮৯৸/০	৮৫৸/০-৮৮/০
মেসার্স-সাথপুর ...	৩৯।০-৩৯৫/০	৩৯৲	—	—	—	৩৯৸/০
কাগজপুর ইন্ডাষ্ট্রীজ ...	১৩৫/০	১৩৫/০-১৩৫/০	১৩১/০-১৩৫/০	১৩৫/০-১৩৫/০	১৩৫/০-১৩৫/০	১৩৫/০-১৩৫/০

চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—
২১-এ, অ্যাডাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলি ১৭৪৪
ব্রাঞ্চ অফিস :—
চাকুরিয়া, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর ও
দক্ষিণ কলিকাতা শাখা
আলবার্ট মার্কেটে ১৫ই আগষ্ট
খোলা হইয়াছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ কি এন চাটার্জ্জী

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
কলিকাতা শাখা
১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়-এর
পৌরোহিত্যে কলিকাতা শাখা খোলা হইয়াছে।
নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার
সুবিধাদায়ী প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড.

হেড অফিস : ৩১, ব্যাণ্ডেল লেন, কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ২৩৯৯
—কলিকাতা শাখা—
বাণীগঞ্জ—বৌবাজার—বড়বাজার
—অন্যান্য শাখা—
ঢাকা, ময়মনসিং, সাহাবাজপুর (বেঙ্গল) ও বেনারস
সুদৃঢ় শাখা—বগুড়া, আসাম, পাবনা, কলিকাতা
দুই, এলাহাবাদ, হাথরাস, বাঁকিপোর,
দুমকা, আলীগঞ্জ, বোকারো, কলপাইগুড়িতে
শীঘ্রই খোলা হইবে।
হেড অফিস—বোবাজার, সাহাবাজপুর (বেঙ্গল)।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯১১ টেলিগ্রাম :—ব্যাঙ্কার
হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা
ফোন নাম্বার—২০০
কলিকাতা প্রধান শাখা—১৩নংক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭০
অন্যান্য শাখা অফিস
বাণীগঞ্জ, আসানসোল, জামালপুর ও ইটালী (কলিকাতা),
বারুজা, হাওড়া, বেলুন, বোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণ-
বাজার, চৌমুহনী, কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুরগঞ্জ, পাইকপাড়া,
জগদীশপুর (সালন), গাইলা, আসাম, পূর্ণিয়া, রঙ্গপুর ও চট্টগ্রাম।
নারায়ণগঞ্জ শাখা ২১শে আগষ্ট খোলা হইয়াছে।
শতকরা ৭৷৷০ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।
সকলপ্রকার আধুনিক ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
সেক্রেটারী— ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
ই মজুমদার মিঃ এম কে ঘোষ

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৫শে আগষ্ট	২৮শে আগষ্ট	২৯শে আগষ্ট	৩০শে আগষ্ট	৩১শে আগষ্ট	১লা সেপ্টেম্বর
এসিয়াটিক কটন মিলস্ লিঃ	৭১৲-৭৩৲	৭২৲-৭৩৲	৭২৲-৭২৲	৭১৲-৭২৲	৭১৲	৭৩৲-৭৫৲
ভেলেন্সায়	১৩৫-১৩৮৲	১৩৫৲	১৩৫৲	১২৫-১২৬৲	১৩৫৲	—
কাশিয়ের কম্—ইণ্ডিয়া স্পেশাল পাল্প লিঃ	২১৲	২১৫৲-২১৬৲	২১৬৲	২১৬৲-২১৭৲	২১৫৲	—
ইষ্ট স্পেশাল মিলস্ লিঃ	১২৲-১৩৫৲	—	—	১৩৲-১৩৫৲	১৩৲-১৩৫৲	—
ইউনাইটেড	২৭৫/-২৭৮/-	২৭৫/-২৭৮/-	২৭৮/-	২৭৫/-২৭৮/-	২৭৲-২৭৫/-	২৭৫/-২৭৮/-
কটকম—আসবলস্তা কুটি মিলস্ লিঃ	৪৫/-	—	৪৫৲/-	৪৫/-৪৫৲/-	—	—
আলেনা ইণ্ডিয়া কুটি মিলস্ লিঃ	৪৪৫৲	৪৫২-৪৫৩৲	৪৫৩-৪৫৫৲	৪৪৫-৪৪৭৲	৪৪৫৲	৪৫৩-৪৫৫৲
কামারহাটি	৬৫৩৲	৬৭৩-৬৭৫৲	—	৬৫৩-৬৫৫৲	৬৫৩৲	৬৫৩৲
নর্থব্রুক	১১৩-১১৫৲	১৩৩-১১৩৲	১৩১৲-১৩৩৲	১৩৩-১১৪৲	১৩১৲-১৩৩৲	১৩১৲-১১৪৲
বেঙ্গলিকেমী	১১৲-১১৫/-	১১৲-১১৫/-	১১৩-১১৫/-	১৩-১১৫/-	১১৲-১১/-	১১৲-১১৩/-
হিন্দুস্থান	৬৫৲	৬৫৲	—	—	—	৬৫৲-৬৫৲
ইণ্ডিয়ান	২৮৲৲	—	৫৩৫-৫৪০৲	২৮৩৲	২৮৩৲	—
বাজাজ	৮৩৫/-৮৩৮/-	৮১৫/-৮১৯/-	৮২৲-৮৩৫/-	৮১৫-৮৩৫/-	৮১৫/-৮১৫/-	৮১৫/-৮৩৫৲
ডিভিড্ড কম্—বেঙ্গল ল্যাম্প কোং লিঃ	১৩৫/-১৪৬/-	১৩৫-১৩৭৲	১৩৭-১৩৯৲	১৩৫-১৩৭৲	১৩৫-১৩৫৲	১৩৭-১৩৯৲
ট্রপিকাল ল্যাম্প কোং লিঃ	৫৭৲	৫৫৲-৫৫৲	৫৫৲-৫৫৲	৫৫৩-৫৫৮	৫৫৲-৫৫৲	৫৫৮-৫৫৲
বেঙ্গল এন্ড কোং লিঃ	২৯৫/-২৯৮/-	৩০৫/-৩১৫/-	৩০৮/-৩১৫/-	—	২৯৫-২৯৮/-	২৯৫-২৯৮৲
ক্রা ব্যবসায়—বেঙ্গলুর ষ্টী কোং লিঃ	১৯৫৲	১৯৫/-১৯৮৲	—	১৯৫-১৯৮/-	—	১৯৫-১৯৮/-
বিশ্বনাথ ষ্টী কোং লিঃ	—	৫১৮/-	—	—	—	—
বিবিধ—কালিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ	১৩৬৲	—	১৩৩/-	—	১৩৫৲	১৩৫/-১৩৬/-
ডি আই কর্পোরেশন	৬৫/-৬৫/-	৬৫/-	৬৫/-	৬১৫	—	৫৬৫/-৬৫/-
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	১৭৫-১৭৬৲	১৭৬-১৭৮৲	১৮৩-১৮৯৲	১৮৭-১৭৭৲	১৮৭-১৭৬৲	১৭৫-১৭৬৲
রেলওয়ে ইকুইপমেন্ট লিঃ	৪৮৫/-৪৮৮/-	৪৭৫/-৪৮৫/-	—	৪৮৫/-৪৭৫৲	৪৭৫/-	৪৭৫/-
ইণ্ডিয়া স্যেনারেল ইন্ভেস্টমেন্ট কোং লিঃ	১৫৬৲	১৬৭-১৬৯৲	১৫৬৲	১৬৬-১৬৭৲	১৬৭৲	১৬৭৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট	১৭৫/-১৭৬/-	—	১৮৭-১৯৫/-	১৭৫/-	—	—
ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক	৫৭৫/-৫৭৫/-	৫৭৫-৫৭৯৲	৫৭৫-৫৭৯৲	৫৫৫/-৫৫৯৲	৫৫৲-৫৫৯৲	৫৭৲-৫৭৯৲
বিহার এসিয়াটিক ইলেক্ট্রিসিটেশন	১৫৫-১৬৲	১৬৫/-১৫৯৲	১৫৫/-	—	১৫৯/-১৬৫/-	১৬৲-১৬৯৲

পাট চাষীর সাহায্য—পাট চাষীদের সাহায্যের জন্য সরকার একটি নূতন বিধান তুলিয়াছেন। বাজারে পাটের দাম কমিয়া গেলে, পাটের শ্রেণী বিভাগ লইয়া মতভেদ ঘটিলে, পাট বিক্রয় করিতে পাটের লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা এই বিধানের প্রযোজ্য স্থান হইবে।

সস্তা উদ্বাস্তুদের বাসা দান—কলিকাতার বেহালার যে কারখানাগুলি হইতে অগ্নি নিরোধ বস্তুর ঢাল সরবরাহ করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ হওয়াতে কলিকাতা কর্পোরেশন সহরের বিভিন্ন বেহালার দোকান হইতে ঢাল লইয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ বিভিন্ন দোকানের উপর এই হুকুম আসে আগে তাহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যে কর্পোরেশনের কোন প্রতিষ্ঠিতে ঢালের মূল্য সরবরাহ না করেন।

কোটিপতির বিয়াই পরিকল্পনা—নিউইয়র্ক সহরে প্রচার যে, ইনকমের নির্দিষ্টমত পর নিউ কোটিপতি এক কোম্পানী স্থাপনাদের অংশীদিগকে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে একটি বড় প্রমোদের ব্যবস্থা স্থাপন করিবেন। প্রথমে যে অংশীদিগকে উহা দেওয়া হইবে নিরূপিত হইবে।

আপনার সন্তানের ভূত প্রচেষ্টায়
আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত

গ্রাম—স্বদেশ ফোন : ক্যাল ৫৭৫৫

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—
৭, লোয়ার সেল, কলিকাতা।

শাখা :
শ্যামবাজার
কলেজ ষ্ট্রীট
পোহাটি
শিলেট
ডেকুর
বড়পেটা

জে সি চক্রবর্তী—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আপনার

চেকবই

লেনদেনের ব্যাপারে চেকের প্রচলন যত ভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অধিকতর হইতে পেলেও এখনও অনেকে টাকা টানাটানি, লেনা-দেনা করে থাকেন—যা অনায়াসেই চেকের সাহায্যে করা চলে। লেনদেনের এই ভাবনায় টাকা টাকার বদলে চেক দেবার সুবিধা এই যে, ঘরে, বোমায় কাঁকে টাকা হারাবার ভয় তার একটা বিরাট হিসাব থেকে যায়—এবং অযোগ্য বলে এর বিনিময়ই চেকে লেনদেন-চলে।

বিভিন্ন আগে পর্যন্ত সাধারণতঃ সম্ভ্রান্তশ্রেণীর ব্যক্তিরাই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখতেন, সেই পরিমাণে। কিন্তু এখনকার ব্যাঙ্কিং-এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ হচ্ছে যাতে সাধারণের সঞ্চয়শীল ব্যক্তিদের সবরকম ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা দান। এইখানেই বিশেষ করে শ্রীব্যাঙ্কের প্রয়োজন ও সার্থকতা। অল্পসময় মধ্যে আপনি আমার বলেও আপনি যা শ্রীব্যাঙ্কে খোলাবার জন্য হাতের পাশের এ সবরকম সকল সুবিধাই পেতে পারেন। এই বিশেষ সুবিধাগুলি জানবার মনে যে কোনো একটী ব্যাঙ্কে অথবা হেড অফিসে খোঁজ করুন—

শ্রীব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৩-১, বাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল : ৫১১৫ ও ১১৮০

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস— কলিকাতা ফোন কলি ৪২৫৩ (৩ লাইন)

চিন্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত	৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত	৪০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত	৩১,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৬,১৫,০০০৲ টাকার উপর

কলিকাতা গাছী জাতীয় অধিবেশন সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কের যে কোন অফিসে গৃহীত হইবে।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস— কুমিল্লা স্থাপিত :—১৯১৪

কলিকাতার শাখা :— ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, বড়বাজার, হাইকোর্ট ও ধর্মতলা কলিকাতা

[illegible] বিভিন্ন সহরের সর্বপ্রধান ব্যাঙ্কিং কার্য্য [illegible] করা হয়।

লণ্ডন এজেন্ট :— ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ

নিউইয়র্ক এজেন্ট :— ন্যাশনাল ষ্টীট কোং অব নিউইয়র্ক

অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্ট :— ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেসিয়া লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— [illegible] এম, এল, সি।

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : [illegible] অফিস : কলিকাতা অফিস :

টাঙ্গাইল ২৫৮, মধ্যবাসুর রোড, ঢাকা ৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখা অফিস

পুরাণবাজার, শ্রীনগর, সৌহজঙ্গ, বাঘিয়ারচর,

ভেদেশ্বর ও নরসিংদী (ঢাকা)।

ভাটখোলা (২৫৮, আপার সিকুলার রোড, কলিকাতা) ও

পূর্ণিয়া শাখা খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এম, চক্রবর্ত্তী

স্থাপিত—১৯২১

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(সিডিউলভুক্ত)

হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	...	২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন	...	১০,২৭,৯২০৲ "
আদায়ীকৃত	"	৯,২৬,৫২০৲ "
রিজার্ভফাণ্ড	" ...	৭৫,০০,০০০৲ " উপরে

শাখাসমূহ :— কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, বিডিয়াদহ, বর্দ্ধমান, দুমকা, রাজেন্দ্রহাট, মৌলভীবাজার ও ঢাকা।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

[illegible] ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯১০ ইঃ

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন কলি: ৩৭১১

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার [illegible] ৩৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা; অভিজ্ঞ ও সহানুভূতিসম্পন্ন কর্ম্মচারিবর্গের কর্ম্মতৎপরতা ফলে ইহার প্রসার বৃদ্ধি, ইহা আজ মুক্ত আর্থিক বিশ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—

পাবনা, বেলঘরিয়া, মাদ্রাজ, বড়বাজার (অফিস), ডেমারীপুর (অফিস), বেলিয়াঘাটা (অফিস), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুরিগাঁও, পাবনা, নাটোর, নবাবগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ডেমারীপুর, সিরাজগঞ্জ, নাজিরপুর ও বরিশাল।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[illegible] ব্যাঙ্কের সুযোগ্য পরিচালনায় একটি সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক [illegible] কলিকাতা অফিস—

৬ লীডার্স, ডেমারীপুর, বড়বাজার ও ধর্মতলা

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, লোহাগড়া, চৌমুহনী, চাঁদপুর, সুধারামপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ডেমারীপুর, ডেমারীপুর, বর্দ্ধমান, রিয়াগঞ্জ, সৈদাবাদ, পুরিয়া, দার্জিলিং, [illegible], ডাকা, ডাকবাংলো, আসানসোল, [illegible]

কার্য্যালয় এবং বিভিন্নশাখা [illegible]

[illegible] অফিস—১,০০,০০,০০০৲ টাকা [illegible]

[illegible]

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—[illegible]

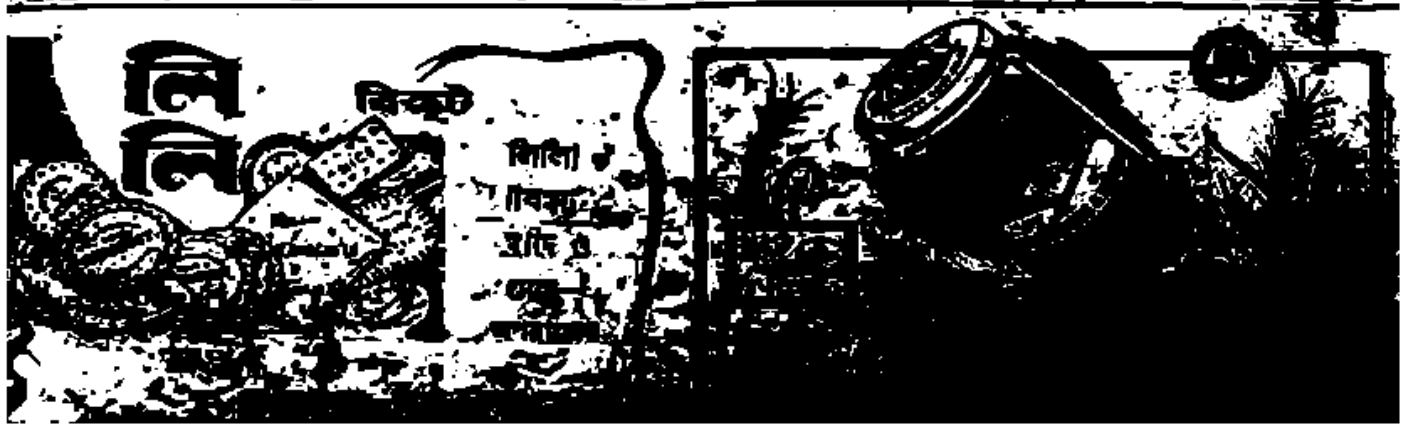

PHONE C-B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 11th September, 1944. সোমবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৩৫১ [২০শ সংখ্যা

গান্ধী-জিন্না দ্বৈধ

যত পরিবার অপরাহ্ণ হার ঘটিতে ঘটিতে শেষ ঘটিল পর্য্যন্ত তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া বোম্বাইয়ে মি: জিন্নার ভবনে মহাত্মা গান্ধী ও মি: জিন্নার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। আলোচনার অবসানে মহাত্মা গান্ধী ও মি: জিন্না বিবৃতিপ্রসঙ্গে একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা খোলাখুলিভাবে ও বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মনোভাব লইয়া আলোচনা চালাইয়াছিলেন। বিবৃতির মহাত্মাজীর উপরোক্ত একবিন্দুকি তিন বলিয়া মি: জিন্নার অনুরোধে আলোচনা স্থগিত রহিল। অদ্য সোমবার (১১ই সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ণ ৫৷৷ ঘটিকায় সময় পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইবে। ভারত কোটী ভারতবাসীর ভাগ্য নির্দ্ধারণকল্পে ভারতের এই দুই অধিনায়কের মধ্যে যে আলোচনা-বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের এবং সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রনীতিকদের দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ হইয়াছে। 'আর্থিক জগতের' পাঠকবর্গের সমক্ষে আমরা সবিনয়ে আমরা এই আলোচনার ফলাফল উপস্থিত করিতে সমর্থ হইব আশা করি। ইতিমধ্যে আমরা ভারতমোগাকে) অনাবশ্যক নিজস্ব আলোচনা করিতেছি, এই আলোচনা সাময়িকপত্রিক হইল।

• • •

গান্ধী-জিন্না দ্বৈধতে মুসলিম লীগ প্রস্তাব গ্রহণ উপলক্ষে আলোচনা চলিতেছে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা এখানে মুসলমান করিতেছি। এই প্রস্তাব সাধারণতঃ দি আর রাজাজী (রাজাগোপালাচারির প্রস্তাব) বলিয়া অভিহিত। প্রস্তাবটী এই—"(১) যিনে যাহীন ভারতের পাকিস্তান সম্বন্ধে যে সব মর্ম ঘোষণা হইয়াছে তাহা কৃষীয় হওয়ার লাগছে মুসলিম লীগ ভারতবাসীর স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং মহাত্মাজী সমগ্রের পর ভারতে যে অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট গঠিত হইবে তাহাতে লীগ সহযোগিতা করিবার আশ্বাস করিয়াছেন। (২) বর্ত্তমান যুদ্ধ শেষ হইবার পর ভারতের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্ব অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে মুসলমান অধিবাসীদের সুস্পষ্টভাবে সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে সেই সব অঞ্চলের জেলা জেলা সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে তাহা বিভাগকল্পে এক একটী সীমানা পরিষদ হইবে। এইভাবে বিভাগ করিবার পূর্ব্বে সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের ভোটাধিক্যের দ্বারা এক কোন কার্য্যকরী ভোটাধিকারের ভিত্তিতে উক্ত অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীদের ভোট গ্রহণ করিয়া এই অঞ্চল হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, কি উহা হিন্দুস্থান হইতে পৃথক হইয়া যাইবে, তাহা স্থির করা হইবে। উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের ভোটদাতা যদি এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, উক্ত অঞ্চল হিন্দুস্থান হইতে পৃথক হইয়া একটী স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইবে তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

অবশ্য এই প্রস্তাবের সীমাবদ্ধতী কেন্দ্রগুলির পক্ষে ই প্রস্তাব উপরোক্ত দুইটী বাধার মধ্যে যে কোন একটীকে ঘোষণাদের অধিকার দূর হইবে না। (৩) ভোট গ্রহণের পূর্ব্বে প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে ভোটাধিকারের সমস্ত নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার পাইবেন। (৪) যদি এইভাবে ভারতের কোন অংশ হিন্দুস্থান হইতে পৃথক হইয়া যায় তাহা হইলে দেশের বিরাজমান, ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াত ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইবে। (৫) মহাত্মাজীর প্রস্তাব না লইয়া এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে হইলে তাহার সমস্ত অধিবাসীদের উপর স্বাধীন করার পর এই সব সর্ত্ত পালন করা বাধ্যতামূলক হইবে।" লীগের লাহোর অধিবেশনে গত ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার মূল নীতির সহিত রাজাজীর প্রস্তাবের মূল নীতির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। মাত্র একটী বিষয়ে উভয় প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। তাহা হইতেছে এই যে, রাজাজীর প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময়কার উপরই সমগ্র ভোর দেওয়া হইয়াছে এবং লীগের বাণী মুসলমান পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এতটী অনিবার্য্য সর্ত্তরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। অবশ্যই লীগের প্রস্তাবে মহাত্মা অন্যান্যকে মুসলমান সম্প্রদায়কে সুদৃঢ় করিয়া তাহাকে সমগ্রভাবে হিন্দু অন্যান্যদের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখার উপরই অধিকতর জোর দেওয়া হইয়াছে। অন্য কথায় রাজাজীর প্রস্তাবে হিন্দুর অন্যান্যদের স্বার্থ অপেক্ষা দেশের স্বাধীনতা সমস্যার সমাধানে অনেক বড় করিয়া তোলা হইয়াছে। অন্যান্যদের লীগের প্রস্তাবে দেশের স্বাধীনতা লাভ অপেক্ষা মুসলমানের অন্যান্যদের স্বার্থরক্ষার সমস্যাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই মূলগত ব্যাপারে মি: জিন্না ও মহাত্মাজীর মধ্যে যদি একটা মুখোমুখি হয় তাহা হইলে পারিস্থিতির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি, পাকিস্তান সম্পর্কে কোন গ্রহণ পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যাপারে মহাত্মাজী কোন প্রকার নৈতিক অবনতি করিবেন না এবং ইহার ফলে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

• • •

কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যদি একটা মুখোমুখি হয় তাহা হইলেও লাভাবের দিক সম্প্রদায়ের সমস্যা বিষয়, ভারতী হিন্দুর ভাবী সুখে এবং ভিন্ন প্রদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু, মুসলমান, দিন প্রভৃতির স্বার্থরক্ষার সমস্যা অমীমাংসিত থাকিবে। সর্ব্বোপরি দেশের সকল সম্প্রদায়, দল ও শ্রেণীর বিভিন্ন পরিস্থিতির চূড়ান্ত সমাধানের অন্তিমুখ হয় হইতে কথা। কাজেই সমস্যা তখন একটা নয় হয়ত সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। তবে আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে বিশ্বাস করি যে, মহাত্মা গান্ধী ও মি: জিন্নার মধ্যে একটা মীমাংসা হইলে উহাদের এবং কংগ্রেস ও লীগভুক্ত অন্যান্য অন্যান্য হিন্দু-মুসলমানের বিভিন্ন পক্ষ নিজ নিজ ভাবী হিন্দু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাবী সুখের ও উন্নতির সমগ্রের সমস্যাবিষয়ক বিরোধিতা হইতে এবং ভারতের সর্ব্বসাধারণ ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটা মুখোমুখি হইতে অধিক সময় লাগিবে

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৪৯৭-৯১
ব্যবসায়ের ও সমবায়ী বার্ত্তা	৪৯১-৯৪
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর—	৪৯৪-৯৮
মূল্যের পরিচয়	৪৯৮
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৪৯৯-৫০০
বাজারের রাজরাজ—	৫০১-০৬

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯৩১ ইং

হেড অফিস :—জামালপুর ☆ কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"ইনদেক্স", কলিঃ ফোন : বি, বে, ২৬৮৩

বি, মুখার্জ্জী— ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

না। যদি তাহা হয় তাহা হইলে মূলধন গঠনেরই দেশ—মুদ্রাস্ফীতির দোষ দেখি ভারতের স্বাধীনতার দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। এই জন্যই স্বরাজ পার্টী ও মিঃ জিন্নার মতে একটা মুদ্রাসঙ্কোচ করা আবশ্যক এমনকি আবশ্যকীয়। আমরা পূর্বেরও অন্যত্রের লিখেছি আর্থিক পরিস্থিতি—এই অবস্থাতে মাত্রাতিরিক্ত স্ফীতি—তিন কোটী ভারতবাসীর মৃত্যুর কারণ হইবে। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি—এখনও বলি, পাকিস্থান ভারতীয় জীবনে এতটা অনর্থ ঘটাইতে পারে—কিন্তু ভারতবাসীর অন্নের পরাধীনতার উপর এত অর্থ আর কিছু নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের যে দেশের প্রধান আর্থিক্যান করিয়া এই অনর্থের অবসান ঘটাইতে হইবে।

ব্যাঙ্কগুলির মূলধন ও লভ্যাংশ

যুদ্ধের সময়ে মূলধন বৃদ্ধি হইলেই অনেক মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কগুলির মূলধন উহাদের ও উহার সঙ্গে নিকটবর্ত্তী ব্যাঙ্কের আদায় যে সকল আয় সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার উপরই নির্ভর করিতেছে। ব্যাঙ্কগুলি অনেকদিন পর্য্যন্ত মোট লাভের শতকরা ১২ ভাগ বা তাহার অধিক লভ্যাংশ দিতে পারিত। কিন্তু ১৯৩৯ সালের যুদ্ধের পর হইতে ব্যাঙ্কগুলি লভ্যাংশ বৃদ্ধি না করিয়া মূলধন বৃদ্ধি করিতেছে। ব্যাঙ্কগুলির লভ্যাংশ বৃদ্ধি না করার কারণ সম্বন্ধে মিঃ জিন্নাহ বলিয়াছেন, "যুদ্ধের সময়ে ব্যাঙ্কগুলি প্রয়োজনীয় সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ব্যবসায় ও শিল্পগুলির জন্য টাকা ও অর্থের আমদানী হওয়ায় এইগুলির মূলধন বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আমরাই ইহা প্রথম অনুভব করিয়াছি।" আমি একথাটী স্বীকার করিব এবং ব্যবসায় হইলে লভ্যের দিক দিয়া এইগুলির কোটী পরিমাণের মূলধন অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিব। মূলধন ও ঐর উপযুক্ত লোকের চাহিদা পূরণের যে দাবী করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তিনি জানাইয়াছেন যে, সেজন্য অধিকাংশ অতিরিক্ত মূলধন কলিকাতার বাজারে চালাবার ব্যবস্থার বিনিয়োগ তিনি করিতেছেন। ব্যাঙ্কের লাভের দোষার বৃদ্ধি সম্বন্ধে মিঃ জিন্নাহর এই সাধারণ্যুক্তিকে আমরা স্বীকার করিলেও মূল বৃদ্ধিসম্পর্কে পরিচালক বলিয়াই মনে করি। তবে মূলধন বৃদ্ধি অতিরিক্ত বলে দোষাইবার বিনিময়ে অতিরিক্ত বলিয়া মূলধন হ্রাসের অভিপ্রায় না হইয়া যাহা তাহা রেখে ব্যবস্থার।

মিঃ জিন্নাহর উদ্দেশ্য উপলক্ষে বিনিময়ে ব্যাঙ্কের অন্যান্য ডোরাবাজার সম্বন্ধে করা সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্যাঙ্কের অনেক অন্যায়কারী ডোরা কারবারের লিপ্ত হইয়া অন্য-শিল্প বিভাগের পরিচালনাকে আপনে করিয়া রেখেছে ডোরা করিতেছে। তাহাদের কারণাদির ফলে অন্য-সকলের বীমার্থিক বাহিতে পারিতেছে। বিনিময়ের মতে আমরা সেজন্য সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছি না। ব্যাঙ্কের কল্যাণ প্রণিধান হইলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচালনা এই অভিযোগ দূরীভূত করা যাইতে পারে। ডোরাবাজার সম্পর্কে মিঃ জিন্নাহর এই সব মন্তব্য এ-প্রদেশে সরকারী নয় বিভাগ পরিচালনার সেজন্যই তাহাদিগে অভিযোগ করিয়াছে। এতদসম্পর্কে প্রতিযোগিতামূলক বিভাগ সম্পর্কে ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা ও নয় ব্যাঙ্কগুলিকেও বিভাগ প্রিন্সিপাল মূলধন পরিচালন উপযুক্ত করিবার ইহা ভাল সময়। কিন্তু যে দেশীয় সরকার নয় সরকার সরাসরির ব্যবস্থাগুলি পাওয়ার জন্য যেন একটা আগ্রহ বিভাগ পরিচালনা ব্যাঙ্কগুলি করিয়াছেন ব্যাঙ্কগুলিকে অধীনস্থ করিবার জন্য ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের এতদিন অবসরে আছে যেন সে ইংরিজি মিঃ জেলোমি প্রিন্সিপ্ল কি?

অন্যায়ুক্তের ঘটি

আমেরিকা বিভাগের বিভাগী মূলধিবিধি প্রার্থনা করিয়াছে বলিয়া যে মূলধন দোষ ব্যাঙ্কগুলির ব্যবসায় আরও ডিগ্রিটীন বৃদ্ধির দোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা আমরা আশ্চর্য্যেরই বিষয় যে, আমেরিকার বিভাগ হইতে এমন কোন দেশে ব্যবস্থা পর্য্যন্তের বৃদ্ধি আসিবে। সম্প্রতি বিভাগীন আমরা আশ্চর্য্যান্বিত বিভিন্ন দেশের সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক আরও দৃঢ়তর হইবার সম্ভাবনা করিয়াছেন। আমেরিকা অবশ্যই বিভিন্ন হইতেছে ইউরোপের যুদ্ধ যে ব্যবসায়ের পক্ষে অন্যথায়িত্বের এমন হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং বর্ত্তমান অবস্থায় যে-কোন দিন ইউরোপ হইতে যুদ্ধ শেষ হইবার সংবাদ আসিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকিবে না।

আমেরিকা সরকার যুদ্ধ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টা দেখা না দেখলেও ইউরোপের এই সকল ব্যবস্থাকে হইতে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির সংবাদ আসিয়াছে। ফলাফল আমেরিকার সহিত যুদ্ধোত্তরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে সরকার বিভিন্নতার আমেরিকার আরও আশ্চর্য্য করার এবং যুদ্ধপরিস্থিতি বিভাগের পুনঃস্থাপনা করিবে আমুকূল হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতিক ব্যবস্থাকে ব্যবসায় দিবার উদ্যোগ করিতেছে এবং সেজন্যই বিভাগের উপর যত আক্রমণ চালাইতেছে আমেরিকার আমেরিকার সঙ্গেও রাজনীতিক আমেরিকার সম্মুখে বাধা করিল। ইহাদের ভাবে সরকারের আমেরিকার সহিত বিশেষ কোন সংঘাতই আশা করিতে পারে না, ফলাফিত ও বিভাগের করিয়া উড়াইয়াছে, ডোরাবাজার ও ডোরাবাজার বিভাগ করা যাই, রাজনীতিক সম্প্রদায়ের অবস্থা, মূলধনবিধি মুদ্রাবাজার—ফলেই এবার আমেরিকার সরকার এবারেই যুদ্ধ ও শান্তির ব্যবস্থা সম্প্রদায় চালাইতে হইবে। বৈদেশিক্যের পরিচিত হওয়াতেই বোধ হয় বিভিন্নার ভাগ ও অনুরোধ করল হইতে আমেরিকার মূল আমেরিকার সরকারের আশ্বিনের জন্য ডোরা করিয়াছেন। ১৯১৮ সালে সেনাপতি যুদ্ধোত্তরকর্তৃক এই নীতি অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমেরিকার রাজনৈতিক সেজন্য সে সময় ঔদ্যোগ সহিত একমত না হইয়া বিভাগের নিকট যুদ্ধবিধি আমেরিকা করেন। তবে বর্তমানের আমরা অনেকে করিয়া বৈদেশিকদিগের যুদ্ধ আমেরিকার সরকারের ডোরা চলিবার আমেরিকার বিশেষ এই যে, বিভাগের যুদ্ধ আমেরিকার প্রয়োজন প্রতিরোধের জন্য আমেরিকার নিজ হইতে এমনও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। বিভাগ আমেরিকা না করেও আমেরিকা এমন সরকারকর্তৃক যা আমেরিকার আমেরিকার আমেরিকার বিভাগী আমেরিকার চালাইতেছেন এবং আমেরিকার প্রয়োজনের প্রতি সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকার সরকার হইয়াছে। তবে আমরা দেখিয়া মনে হয় আমেরিকা বিভাগের আমেরিকার আমেরিকার আমেরিকার হইতেছে। প্রকাশ যে, আমেরিকার প্রয়োজনীয় যোগাযোগের সরকারের 'আমেরিকা' সরকারী প্রয়োজনীয় আমেরিকার আমেরিকার যুদ্ধের আমেরিকার বিভাগে যোগিবার্তাদের জন্য সর্বসাধারণে প্রকাশ করিতে উদ্যোগ বিভাগের।

ব্রাজিলের আমেরিকার সাময়িকভাবে ব্যবসার পর বিভাগীয়ী আমেরিকার হইতে যোগিবার উদ্যোগের জন্য তীব্র সংঘাত চালাইতেছে। ইতিমধ্যে যোগিবার্তাদের আমেরিকা ব্রাজিলের বিভাগের আমেরিকার হইয়াছে এবং বিশ্বাস যোগিবার সঙ্গে আমেরিকার ও যোগ হইতে বিভাগের আমেরিকা আমেরিকার বিভাগিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে ব্রাজিলের হইতে তীব্র যুদ্ধের সংবাদ আসিয়াছে। যোগিবার্তাদের বর্তমানে ব্রাজিলের আমেরিকার আমেরিকার উদ্যোগ এবং সম্পূর্ণ করিয়া আসিয়াছে এবং এই সঙ্গে আমেরিকা হাজারী ও যুদ্ধোত্তরিকার আমেরিকা চালাইতেছে। ইহার উপর যুদ্ধসম্পর্কিত শীঘ্রই যুদ্ধ সময় পরিচালনকল্পে বর্ষে সৈন্য যোগাড়ের ব্যবস্থা করার আমেরিকা আমেরিকা প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধ-প্রাণ। যোগাযোগের যুদ্ধক্ষেত্রে আমেরিকা আমেরিকা যোগাযোগ প্রয়োজনীয় বাধা দিতেছে এবং সংবাদ আসিয়াছে যে, আমেরিকার প্রতি-আক্রমণ চালাইয়া আমেরিকার পুনরায় সঙ্গে আমেরিকা যুদ্ধের স্থান করিয়া লইয়াছে।

ইতালী রণাঙ্গনের অবস্থা আলোচ্য সপ্তাহেও মিত্রপক্ষের সম্পূর্ণ অনুকূল আছে। সংবাদে আসিয়াছে যে, লক্ষবাহিনী বর্তমান সপ্তাহে ফ্লোরেন্সের উত্তর-পশ্চিমে দিকে অগ্রসর করিয়া লইয়াছে এবং জেনারেল আলেকজান্ডারের বাহিনী সিনালোয় অভিমুখে করিয়া উত্তর দিকে আক্রমণ হইতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধক্ষেত্রে বাকাও উপসাগর, মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ ও পেলিলিউ দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন বিমানবহর প্রচণ্ড ভাবে বিশ অবতরণগুলি আশ জাপান যুদ্ধাইয়া বিমানে অভিযান সংবাদ আসিয়াছে। গত ৭ই সেপ্টেম্বর আশ প্রধান মন্ত্রী এক বক্তৃতায় বাশ আপানে বিশ্বসঙ্ঘের অবতরণে আশঙ্কা করিয়া সাম্রাজ্যের অভিন্ন বিপদ ঘনিয়ে কথা ঘোষণা করিয়াছেন। আপান যে একটী যুদ্ধ অবস্থার যুদ্ধের এক পর্যায়ে এসেছে হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং যুদ্ধরাষ্ট্রের নৌবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ নেভাল ফোরেস্টাল সম্প্রতি এক সাংবাদিক সভায় আপানের বিমান শক্তির বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

চীন রণাঙ্গনের সংবাদে প্রকাশ যে, আলোচ্য সপ্তাহে চীন সেনারা পশ্চিম হুনান প্রদেশে চৌফুর ও ফুংসি নামক দুইটী পরিত্যক্ত আশ ঘাঁটীর উপর প্রবল আক্রমণ চালাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে সংবাদ আসিয়াছে যে, চীনসরকারের চতুর্থ বাহিনী চিয়াঙ্গ রোড ধরিয়া দীয়াংসিতে অগ্রসর হইতেছে এবং আরাকান অঞ্চলে আক্রমণে ভারতীয় বিমানসঙ্ঘ আক্রমণ চালাইতেছে।

স্থাপিত—১৯০৬ কুয়াশার পরে— ফোন: কলি—৪৮৮৩

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস—১৯নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করা হয়

ডিরেক্টর ইন্ চার্জ

এস্ কে ঘোষ

ভারতে মুদ্রাস্ফীতির পুনরাবির্ভাব

বিগত সপ্তাহে প্রকাশ যে বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দেশের অধিবাসীদের সঞ্চয়ের উপরে ভারত সরকার কি প্রকার নীতি ও কর্মপন্থা অবলম্বন করিবেন তৎবিষয়ে ভারত সরকারের তরফ হইতে শীঘ্রই একটী বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে। প্রকাশ যে গত বর্ষ ডিসেম্বর সরকারিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভারতীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং ক্রমপরিবর্তে এদেশে শিল্পের প্রসার করাই ভারত সরকারের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মোট এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৪৯ সাল হইতে প্রথম সরকারিকী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হইবে বলিয়া ভারত সরকার ঘোষণা করিয়েন। এই সম্বন্ধে ভারত প্রকাশ যে বর্তমানে দেশবাসীর মধ্যে নিত্যব্যবহার্য্য, শিল্পের উন্নতি, জনস্বাস্থ্য তথা দুর্গত, স্বল্পের হার, বস্ত্রবিতরণের বিলিব্যবস্থা, বিদ্যুতের প্রসার, সেচকার্য্য, রাস্তাঘাটের প্রসার ইত্যাদি জনহিতমূলক কাজের বাবিক আয়তনের বিভিন্ন প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলীর মতে তত্ত্ব করিবার এবং এই সব কাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর এই সব জরুরী কাজের ভার তত্ত্ব তাড়াতাড়ি দেশে সমৃদ্ধিশালভাবে সর্বাঙ্গীন ও সাধারণ আকারে সুরু কাজে হাত দেওয়ার সঙ্গে অবশ্যই মুস্কিলের বলিয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলী ও দেশীয় রাজ্য এই সব কাজের নীতি ও কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ এবং পরিচালনা ব্যবস্থার বাবিক আয়তনের ভারতীয় দেশীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর মতে তত্ত্ব করেন তজ্জন্য ভারত সরকার চেষ্টা করিবেন।

ভারত সরকারের এই নীতি আপাতদৃষ্টিতে মন্দ নয়। কিন্তু এই বিষয়ে উদ্বেগের যথেষ্ট আন্তরিকতা রহিয়াছে তাহা বিশ্বাস করিবার বিষয়। মহাত্মা গান্ধী যখন গ্রাম উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রভাবে পল্লীবাসীর জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নতি বিধানের মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেন তখন হইতে দেশের পল্লীঅঞ্চলের অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য ভারত সরকারের মন বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহারা বার বৎসর পর্য্যন্ত বাজেটে পল্লীউন্নয়নের জন্য কিছু টাকার সংস্থান করিয়া দেশবাসীকে আশ্বাস প্রদান হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইদানীং কাজের ভারপ্রাপ্ত প্রাপ্তি কর্মিগণ মারফতে দেশবাসীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের জন্য একটী ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। এদিকে ভারতের অধিপতি নিজ পরিচালনায় ১৫ বৎসর ব্যাপী একটী ১০ হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনা (বোম্বাই পরিকল্পনা) লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে যাইতেছেন। ভারত সরকারের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা কাজের ও বোম্বাই পরিকল্পনার এবং জাতীয় মহাদেশী প্রতিষ্ঠানের তত্ত্ব দেশবাসীর দাবীর প্রতিবেদন হিসাবে উপস্থিত করা হইয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। যাহা হউক আমরা ভারত সরকারের পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত রহিলাম। আমরা আশা করি এই পরিকল্পনার ব্যাপকতা কিরূপ হইবে, উহার জন্য কত বৎসরে মোটামুটি কত টাকা ব্যয়িত হইবে, প্রয়োজনীয় অর্থ কি ভাবে সংগৃহীত হইবে, পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশে যে সকল নিত্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে তাহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি না সরকারী সম্পত্তি হিসাবে পরিচালিত হইবে, ভারত সরকার এই সব বিভিন্ন প্রদেশের জন্য কিরূপ বন্টনের তত্ত্বনীতি, মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি, রাজস্বসংগ্রহনীতির অনুসরণ করিবেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশে যে নূতন কলকারখানার সৃষ্টি হইবে তাহা দেশের সমস্যাসমূহের মধ্যে কি ভাবে বণ্টিত হইবে তাহা সরকারী বিবৃতিতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে। কারণ এই সব বিষয়ে সর্বসাধারণের মনোযোগ হইলেই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সর্বসাধারণের তত্ত্বনীতি আন্তরিকতা বিষয়ে তাহা দেশবাসী স্থির করিবে।

মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাবর্তন

আমাদী সপ্তাহের মধ্যে ভারতীয় মুদ্রাস্ফীতি-অনেক যে অধিবেশন বসিবে তাহাতে ভারত সরকারের তরফ হইতে মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে একটী আইনের ব্যবস্থা পেশ করা হইবে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতীয় মূলধনীয় রিজার্ভব্যাঙ্কের হাত নিয়ন্ত্রণের যে প্রস্তাবিত আইন পাশের জন্য আইনের মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে কোন আইন প্রণয়ন অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের মতে তত্ত্ব হবে বলিয়া এই বিষয়ে কোন আইন প্রণয়নের ভারত সরকার অধিকারী নহেন। ঐরূপ মতে আইন প্রণয়নে বিভিন্ন দেশী রাজ্যের ভারত সরকারের সঙ্গে ঐক্য জাতী করা সম্ভব হইবে না। কারণ ভারত শাসন আইনেই নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে পরস্পরী ঐক্য করিলে যে সব বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার ভারত সরকারের হাতে তত্ত্ব হয় নাই সেই সব বিষয়ে আইন প্রণয়নে ভারত সরকারকে অধিকার দিতে পারেন। যাহা হউক আমরা মনে করি যে ভারত শাসন আইনের দুর্দ্দিনারী ধরিয়া দেশের অসমাধানের বিষয়ক কোন আইন প্রণয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করা সমীচীন নহে। এজন্য যদি ভারত শাসন আইনের সংশোধন করা আবশ্যক হয় তাহা হইলেও উহাকে সত্বরতম করা উচিত নহে। বর্তমানে দুর্দ্দিনীর সময় সম্মুখে দেশেই মুদ্রাস্ফীতি বা উদ্বৃত্তাকারে তত্ত্ব অবস্থা আছে। এই সব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা কর্মচারী ধরিয়া যখন শাসনযন্ত্র সম্মুখে হইবেন তখন দেশের রাজশক্তি তাঁহার আচরণ সম্পর্কে একটা আগে তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। ইহাতে এই ব্যবস্থে আইনের ফলে অনেক সময় মুদ্রাস্ফীতির পরিবর্ত্তে সম্পত্তি একমুষ্টিমেয় হইতে আরও পর্য্যন্ত সম্পত্তি এই ভাবে সরকারী কোষাগারে মুষ্টিবদ্ধ হইয়া তাহা দেশের অর্থব্যবহারের হিসাবের বাহিরে হইয়া যাবে। এদেশে ইংলণ্ড, আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি দেশের ন্যায় এত অধিক সম্পত্তি ধনকুবের নাই সত্য। তথাপি এদেশে এমন বহু ব্যক্তি রহিয়াছেন যাহারা অতিলাভী বিশ্ব পরিচালনা, আইন ব্যবসা, চিকিৎসা ব্যবসা ইত্যাদি সম্বন্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া তাহা উদ্বৃত্তাধিকারীদের তত্ত্ব রাখিয়া যান। এই সব উদ্বৃত্তাধিকারী অধিকাংশে দেশের কোন কিনারে পর্য্য উড়াইয়া দেন এবং অনেক সময়ে উহাদের দ্বারা দেশের জনসাধারণের অশিষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু যদি এই সব উদ্বৃত্তাধিকারীর নিকট হইতে উচ্চ টাকার একটা মোটা অংশ ট্যাক্স হিসাবে আদায় করিয়া লওয়া হইলে এই বাবদে সরকারীদের প্রতি বৎসর অন্ত কোটি টাকা আয় হইতে পারে এবং তাহা দেশের সর্বসাধারণের হিতার্থে ব্যয়িত হইতে পারে। মোটের উপর নীতির দিক হইতে মুদ্রাস্ফীতির আমরা সমর্থক। তবে এই ভাবে প্রাপ্ত অর্থ দেশের সর্বসাধারণের হিতার্থে ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ ভবিষ্যতে ব্যক্তি—বড় অধিবাসী—এই আইনের আওতায়ভুক্ত হওয়া উচিত নহে। তৃতীয়তঃ দেশীয় রাজ্যসমূহের তরফে আইন পাশের তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। চতুর্থতঃ যে পরিমাণ সম্পত্তি ধরিয়া দেশে তাহা মুদ্রাস্ফীতির আমলে আনিবে তাহার পরিমাণ যেন ধরিয়া করা আবশ্যক। তাহার সরকার সর্বসাধারণ যে আইনের পরিবর্ত্তন করিবেন তাহা হইতে ভবিষ্যতে সম্পত্তি যাহা দিয়ে রাখিবেন এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে তাহাতে এই সম্বন্ধে আইন পাশ করা সম্পর্কে তাহাদের কোন আপত্তি দেখা যাইতেছে না। যদি প্রস্তাবিত আইনের আমল হইতে ভবিষ্যতে সম্পত্তি ও দেশীয় রাজ্যসমূহ বাদ পড়ে তাহা হইলে দেশের সেই সব শিল্প-বাণিজ্যে, যেখানে রহিয়াছে তাহাদের অর্থ বিনিয়োগ না করিয়া তাহা অধিবাসী তাহে বিনিয়োগ করিবে এবং ইহাতে ভারত হইতে অর্থ মূলধন দেশীয় রাজ্যে আসিয়া পড়িবে। উহাতে আইনের মূল উদ্দেশ্য সফলতার পথ হইয়া যাইবে। এই কথাই আমরা ভবিষ্যতে সম্পত্তি ও দেশী রাজ্যগুলিকে আইনের আওতায় আনিবার পক্ষে এক জোর দিয়েছি।

ভারত সরকারের সাময়িক ব্যয়

গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে পার্লামেন্টে ঔপনিবেশিক ব্যয় সম্বন্ধে ভারত সরকারের তরফ হইতে একথা জানান হইয়াছিল যে ১৯৪৪-৪৫ সালে এদেশে সাময়িক ব্যয় হিসাবে সরকারী তরফ হইতে মোট ২৩২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবার এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে এই ব্যয় ২৭৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে। মোটের উপর পত্র বৎসরের তুলনায় এবার সাময়িক ব্যয় ২৪ কোটি টাকার উপর বেশী হইবে এরূপ বলা হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি চলতি বৎসরের প্রথম দুই মাসে অর্থাৎ গত এপ্রিল ও মে মাসে ভারত সরকারের আয়ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে এই দুই মাসেই সাময়িক ব্যয়ের পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় ১৮ কোটি টাকা বেশী হইয়াছে। ইহাতেই ভারত সরকারের সাময়িক হিসাব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের গত অনেকদিনের মত অধিবাসীদের বাস্তবিক হইয়াছে। এবারে সাময়িক হিসাবে মূলধন সৈন্যসম্বন্ধে প্রকাশ করা হইয়াছে না। সাময়িক হিসাবের আয়োজনীয় পদার্থসমূহের মূল্যের গত বৎসরের তুলনায় উপরোক্ত দুই মাসে বৃদ্ধি পায় নাই। এই অবস্থায় সাময়িক ব্যয়ের পরিমাণ হইবে প্রকাশভাবে বৃদ্ধি পাওয়া একটা আশ্চর্য্যের বিষয়। অবশ্য কিন্তু হইতে দেশের বিশেষে এরূপ একটা আশঙ্কার কথা হইয়াছে যে প্রকাশ্যে মূল্যের গত যে বায় হইবে তাহা ভারতবাসীর মাথায় চাপান হইবে। এই নীতির ফলেই কি সাময়িক ব্যয় হঠাৎ এরূপ বাড়িয়া যাইতেছে? এই বিষয়ে ভারত সরকারের তরফ হইতে একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর সন্দেহ ভঞ্জন করা আবশ্যক। গত বৎসর মুদ্রাই তারিখে মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তারের কিছু পূর্বে যে চিঠি লিখেন তাহাতে মুদ্রার গত ভারতবাসীর মাথে মাথায় অতিরিক্ত বাড়িবে বাড়িয়া চলিবার এবং এই কারণে তিনি বাণী জানাইয়াছিলেন। উহার ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৪৩ সালে বাড়িবে বিভিন্ন প্রদেশ যে ভারতবাসীর উপর মুদ্রার গত তাহা দেশে তাহা মুদ্রিত হইবে তাহা। মুদ্রিত ফলশ্রুতি ও ভারত সরকারেরই মধ্যে একটা মীমাংসার বিষয়। ভারতীয়-ব্রহ্মদেশের যদি ভারতবাসীর দেশে বাড়িবে। মুদ্রিত তাহা হইলে সরকারের এই উক্তি হইতে আমরা ভবিষ্যতে কিছু বাড়িবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার দেখা বিষয়ে যে মুদ্রিত সরকার বিস্তার ও ব্যবস্থার তত্ত্ব যে সব মুদ্রা হইয়াছে তাহার গত ভারত

দি চাঁদপুর

নর্থেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬

৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হেডিংস অফিস—চাঁদপুর (ত্রিপুরা)

ব্রাঞ্চসমূহ—পুরানবাজার, পাবনা, ডাকাতিয়া।

ব্যাঙ্ক সম্পর্কে সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

এস আর দাস।

পর্ষদগুলির নাম করিয়া বস্তির আবশ্যকীয় বিষয়ই হইতে আদায় করা হইতেছে। বর্তমান যুদ্ধের আমার সুযোগমুক্তি ঘটিবে বলিয়াই মনে হয়। এই জন্যই সেপ্টেম্বরী এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করা একান্ত আবশ্যক।

✓ রেশনের দাম

কলিকাতায় রেশনের দোকান হইতে যে সব খাদ্যদ্রব্যই সরবরাহ করা হইতেছে তাহাদের অধিকাংশেই বিভিন্ন বিক্রয় শ্রেণীর। অর্থাৎ এই সমস্ত সম্পর্কে লোকের অভিজ্ঞতাদের ধারণা ভিন্ন ভিন্নই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বাজারে আসাযাওয়ার উপর সরবরাহের প্রাচুর্যতার সবচেয়ে নির্ভর করিতেছে। তাহাই বর্তমান ক্ষেত্রে এই বিষয়ের অভিযোগ বিশ্বয়ের অবকাশ নাই। কিন্তু যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধানকারের প্রতি সমস্যা-ভিন্ন হইয়া রেশনিংয়ের সাহায্যে আমাদিগকে চীনিমত খাদ্য যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন লোকের অভিযোগ সম্বন্ধে বাস্তবিকপক্ষে অনুসন্ধান করা সম্বন্ধে তাঁহারা কোন অনুযোগ দিতেছেন না। অনুসন্ধানকারের দ্বারা বিভিন্ন করিয়া সরকারী ও বেসরকারী রেশন দল হইতে আমা-দিগকে গুঁড়বর্ধন চাউল, ঘুঁটে বিশেষ আটা ও অন্যান্য শ্রেণীর দাম আদায়ের তাহাদের সরবরাহ করিয়া চলিয়াছেন। রেশন ব্যবস্থার আমরা বৈজ্ঞানিক-ভাবে চাউল ও আটা প্রভৃতি সংগ্রহ করার আর কোন উপায় দেখা নাই। সুতরাং সরবরাহীদের এই সব অভাব অনুসন্ধানকারে করিয়াই আমাদিগকে কোন মতে দৈনিক প্রাণ রক্ষা করিতে হইতেছে। কলিকাতা রিটেইলিংস্যাল আইনে কর্পোরেশনকে উপযুক্ত কর্মচারী মারফত লোকদের বাজারের পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ও বাজারের ক্রেতাদের অভাবাভাবের বিষয় প্রকাশিত হইলে এ সম্বন্ধে বিক্রেতাদের অপরাধের অভিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সেই ক্ষমতা অনুযায়ী কর্পো-রেশন রেশন-দল হইতে চাউল, আটা প্রভৃতি লইয়া অনুসন্ধানের পরীক্ষা করা মূল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকারের রেশনিং বিভাগ এক আদেশ জারী করিয়া রেশন দোকানের লোকদিগকে কর্পোরেশনের কর্মচারীদিগকে বাজারের কোন নমুনা দেখাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যবিভাগ অধিকারের উপর রেশনিং বিভাগের এই হস্তক্ষেপ ভাইসিলরের সেখ সম্বন্ধে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন জানি না। তবে জনসাধারণের পক্ষ অনুসন্ধানীয় খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে এরূপ বন্ধনের সরকারী ক্ষমতা ও দেখাশুনিয়া আমাদিগকে নিরাশই বিস্মিত করিয়াছে। রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের পর হইতে কর্পোরেশনের রেশন বাজারের অবস্থা সম্পর্কে যাঁর অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইয়াছে। তাঁর ও আমরা মধ্যে কর্পোরেশন তাহার কোন অভিযোগ করিতে পারেন নাই। রেশনের খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা ও অভিযোগের পর বন্ধ করিবার জন্য তাঁহারা বন্ধ কর্পোরেশনকে এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া রেশনিংয়ের ক্ষমতার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। রেশনের চাউল ও আটা প্রভৃতিতে রেশনের আমিনা এ মূলধন জন্য সম্পর্কে সরকারী বিভিন্নতার ক্রটিই প্রকাশিত করিতেছে। রেশন দোকানের মারফতে জনসাধারণকে রেশন খাদ্য যোগাইবার চীনি অত্যন্ত প্রশিক্ষা কর্পোরেশন অসমর্থতার বিভিন্নতে সরকারী এজেন্টদের সাহায্য আবশ্যকতাকেই প্রমাণ দিতেছেন।

ইঁদুর পাকড়ানো অভিযান

মূলধন সময়ে মুদ্রিত কর্পোরেশনকে বাঙ্গলা দোকানীয় আবহাওয়ে যে ইঁদুর পাকড়া ধরিবার জন্য আমার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির সুযোগ দেন নাই বিভিন্নতে অসমর্থ হইয়াছেন। এদিকে এক্সচেঞ্জের মুদ্রিত বণিক ও অর্থনীতিবিদ মূলধন সম্বন্ধে আবহাওয়ার বিক্রয় মুদ্রিতের জন্য যেসমুদ্র অর্থীলার অভিযোগ করিয়া সরকার এক

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(১৯০০ সনে ভারতীয় কোম্পানী আইনানুযায়ী রেজিষ্টারী করিয়া ভারতীয় পরিচালনায়)

ব্যবসায় কর্মচারী মহারাজা সায়াজীরাও গায়কোয়াড়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

অনুমোদিত মূলধন		৫,৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন		২,০০,০০,০০০৲ "
আদায়ি দেওয়া মূলধন		১,০০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন	(২৯-২-৪৩)	৯৯,৭৯,৪০০৲ "
মজুত তহবিল	... ...	১,০০,০০,০০০৲ "

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস :—১১, ক্লাইভ ঘাট

কলিকাতায় লোক্যাল কমিটি

চেয়ারম্যান (বেসরকারী ডিরেক্টর)

ডাঃ সত্যচরণ আঢ্য, এম, এ ; বি, এল ; পি, এইচ, ডি ; (বেসরকারী ডিরেক্টরদের নাম এক দেওয়া হইল)

চেয়ারম্যান (ভূট ও আদি রেজিষ্টার্ড)

যিনি যে এক ডাইরেক্টর : মি, কি, ও ; আর, এ, (ম্যানেজার, ডাইরেক্টর ইনি ডিরেক্টর দেওয়া হইল)

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়

ম্যানেজার, ম্যানেজার,
ডেপুটি জি ম্যানেজার, এম এইচ মেহেরবান,
ডেপুটেশন ম্যানেজার, বরোদা। এস ই ম্যানেজার, কলিকাতা।

ভারতরক্ষা আইনের ১৪-এ ধারা অনুযায়ী

প্রত্যেকটি ৫৲ টাকা করিয়া ২৯,৪০০টি অভিনারী শেয়ারে বিক্রয় মোট ৫,৯০,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারত সরকার অনুমতি দিয়াছেন।

—কি ভাবে আদায় দিতে হইবে—

দুই বারের মধ্যে প্রতি শেয়ার বাবদ ১৫৲ টাকা আদায় করা হইবে। প্রত্যেক শেয়ারের সঙ্গে শেয়ার প্রতি ৫৲ টাকা ও ১০৲ টাকা একত্রিশ দাবী করিয়া দিতে হইবে। শেয়ার বিলির পর ৩০ দিন মধ্যে ৫৲ টাকা দিতে হইবে এবং বাকী ৫৲ পরবর্তী ৩০ দিন মধ্যে আদায় দিতে হইবে।

শতকরা ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ (১৯৪৩)

(বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদ্বারে প্রচারিত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনও বিবৃতি অথবা উহাদের সম্বন্ধে কোনও দায়িত্বের সম্প্রদা সম্পর্কে কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।)

বিশদ বিবরণাদির জন্য হেড অফিসে অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিসে লিখুন।

ব্যাঙ্ক অব কলিকাতা লিমিটেড

হেড অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

ফোন : ক্যালকাটা ২৭৩৭ গ্রাম : "ব্যাঙ্কমেন্স", কলিকাতা।

কলিকাতার শাখাসমূহ :—বড়বাজার, কালীঘাট, হাওড়া ব্রিজ।

অন্যান্য শাখা :—ডোমার, মৌলবীবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, শান্তিপুর, ফুলতলা, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেদিনীপুর, আলমপুর, বালীচক, কোলাঘাট, তমলুক, কাঁথি, দীঘা, খড়দহ, বালেশ্বর, কটক, পুরী, আলেশ্বর, বাঁকুড়া, ভদ্রক, বোলপুর, চাকুলিয়া, সাকচী, পাটনা, আসানসোল।

শেয়ারের জন্য দরখাস্ত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর,
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ,
কলিকাতা।

তারিখ.....১৯৪৩

সিদ্ধ মহাশয়,

প্রত্যেকটি ২৫৲ টাকা করিয়া.....টি.....শেয়ারের বাবদ প্রতি শেয়ার বাবদ দরখাস্তের সঙ্গে মোট ৫৲ হিসাবে.....টাকা ও তদুপরি একত্রিশ দাবী ১০৲ টাকা একসঙ্গে আমি পাঠাইলাম। মেমোরেন্ডাম এণ্ড আর্টিকেল্স অব এসোসিয়েশন এবং প্রসপেক্টাসের একটি কোম্পানীর অফার বন্ধী মং এবং তদের বিধান অনুযায়ী আমাকে উপরোক্ত সংখ্যক শেয়ার বরাদ্দ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।

আবেদনকারীর পুরা নাম.....

ঠিকানা, অভিভাবক, স্বামীর নাম.....

পেশা.....স্বাক্ষর.....

তারিখ.....

অবনতি ঘটিতেছে। কাজেই অবস্থার গতি দেখিয়া ভারতের পাওনা আদায় হইবে কিনা সে সম্পর্কে আমরা যৌক্তিক হতাশ হইয়া পড়িতেছি। যে উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইয়াছে তাহা লইয়া ভারতের লোকদেখানোপনের সীমা নাই; এদিকে আবার আমরা পর্যবেক্ষকের ভয়ে দিন-দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে তাহারা অন্তর্ভাবে আন্তর্জাতিক মানের মূল্য আদায় সম্পর্কে কোন বিধি-ব্যবস্থা করিবেন না। যুদ্ধের পরেও ওয়ার ষ্টার্লিংয়ের বিনিময়েই ঐ সমস্তের পাওনা আদায় হইতে থাকিবে। উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংকে ইচ্ছা মত ভাঙ্গাইতে ভারতবর্ষকে কখনই দেওয়া হইবে না। ভারতের বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রয়োজনীয় মাল আমদানি করা যাইবে। কিন্তু ভারতের যুদ্ধকালীন উদ্বৃত্ত সম্পর্কে সে সুযোগ এখনও করিয়া আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি সম্মেলন সম্ভব হয় নাই। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল গঠনের যে পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে তাহাতে ঐ তহবিল স্থাপিত হওয়ার পর এক দেশের মুদ্রাকে অন্যান্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করা সম্পর্কে পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই বিশেষ ব্যবস্থার ফলে ভবিষ্যতে পাওনা ষ্টার্লিং রূপায়ে পরিবর্তিত করার একটা সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধের পর কবেকে কখনও আবার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ঘোষ সভায় কার্যকরী হওয়ার আশা কম। কাজেই যুদ্ধের অবসান হিসাবে যুদ্ধের পরেও ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংকে রূপায়ে রূপান্তরিত করিবার পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে। ইহার ফল এই দাঁড়াইবে যে, যুদ্ধের পরে ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে মূলধন করিয়া ভারতের যে পাওনা দাঁড়াইবে তাহার যৌক্তিক আদায় হইয়া আসিবে না। ষ্টার্লিংয়ের এই পাওনার দাবী হইতে কি ভাবে ভারতকে উদ্ধার করা যায় সে আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি সম্মেলনে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি ডাঃ ধনুকম চেট্টী সম্প্রতি এক বিবৃতিতে তাহা নিজে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্তমান অবস্থায় ভারতের লোকদের কর্তব্য যুদ্ধের পরে ষ্টার্লিংকে ইচ্ছামত রূপায়ে রূপান্তরিত করা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দাবী করা। যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ কোন প্রতিশ্রুতি প্রদানে অসম্মত হন তবে এদেশের ব্যবসায়ীদের উচিত হিসেবে মাল বিক্রয়ের সময়ে ষ্টার্লিংয়ের বদলে যথাসম্ভব ডলার বা অন্যান্য মুদ্রায় তাহার মূল্য আদায়ের চেষ্টা করা। এইরূপ করা হইলে ষ্টার্লিংয়ের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বেআইনি বেনিয়া ভারতের সহিত তখন একটা বোঝাপড়া করিতে আগাইয়া আসিবেন। ডাঃ ধনুকম চেট্টীর এই নির্দেশ বর্তমান অবস্থায় আমরা খুব সময়ক ও সমোচিত বলিয়াই মনে করি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে রপ্তানি আবেদনী

ভারতবর্ষে যৌথ মূলধন প্রসারণ বাড়াইবার জন্য ও বিদেশী মালের বাজারকে রপ্তানি বিস্তার করিয়া ইনফ্লেশন প্রতিরোধ করিবার জন্য এদেশের গবর্ণমেণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৮০ কোটি আইন রপ্তানি আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে রপ্তানির দর যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, বোম্বাইয়ের বাজারে গমের ১০০ ওজন রপ্তানি এখনও ১৩০৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। যুদ্ধের সময়ে দুনিয়ার রপ্তানি বাজারে দরবৃদ্ধি দেখিলেও আর কোনরূপ রপ্তানি দর এখন বৃদ্ধিতে দেখা যায় নাই। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে রপ্তানি আমদানির ব্যবস্থা উহার মূল্য-মূল্য সম্পর্কে এখন উদ্বিগ্নহিত। ভারতের বাজারে উহার চড়া দর দেখিয়া সেই সুবিধা গ্রহণের জন্যই আমেরিকা এদেশে রপ্তানি প্রেরণ করিতে রাজী হইয়াছে কি না সে বিষয় দেশের লোক এখনও কিছু জানিতে পারিতেছি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে কথা ঘোষণাপূর্বক প্রকাশ করেন নাই। আমাদের ইচ্ছিতে যুদ্ধ নিবারিত নীতি এত দেশ থাকিতে অন্যান্য আমেরিকা ভারতবর্ষকে আমার সুবিধার জন্য কিনা সন্দেহ করিতে পারিবে। বর্তমানে উহার মূল্য প্রদান করিতে হইবে না। যুদ্ধের পরে আইনের বলে আইন হিসাবে উহা দেনা বিশে হইবে। কিন্তু বর্তমানে যেরূপ অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে রপ্তানি ভারের সর্তটা আদলে সেরূপ গুরু বলিয়াই মনে হইতেছে। ভারতের বাজারে রপ্তানি চড়া দর লক্ষ্য করিয়া আমেরিকাবাসীদের মনে বণিক মনোবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছে। আমেরিকার 'ফরেন-ষ্টেট মার্কেন' পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইতিমধ্যে কিছু পরিমাণ রপ্তানি ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইয়াছে। ভারতে রপ্তানি দর চড়া থাকা অবস্থায় মার্কিন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অতের রপ্তানি ঐ দেশে প্রেরণ করা উচিত। রপ্তানি বিক্রয় দ্বারা মুনাফা করিয়া লওয়ার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ।"

ভারতবর্ষে রপ্তানি রপ্তানী সম্পর্কে মার্কিন গবর্ণমেণ্টের মূল প্রেরণা যে কোথায় 'ফরেনষ্টেট মার্কেন্টাইল' পত্রিকার উদ্ধৃতি হইতে তাহা ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে। যুদ্ধের সময়ে মহাজনীয় সাহায্যের নামে ভারত গবর্ণমেণ্ট মার্কিন সরকারকে এদেশে বহুবিধ সুবিধা প্রদানে বাধ্য করিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে বিদেশীদের দেশত্যাগের বিকট মাল বেচিতে নিজ দেশের মুনাফাখোরী সরকার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া তাহারা এত বলার ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু এদেশের হইতে আমেরিকা হইতে মাল রপ্তানির ব্যাপারে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে সুবিধা আদায়ের দিকের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিতেছেন না। যুদ্ধের সময়ে ইনফ্লেশন রক্ষণের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে রপ্তানি আমদানীর ব্যবস্থা হইয়াছে। আর এই রপ্তানির জন্য চড়া দর আদায় করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা করিয়া লইতে আমেরিকার দেশবাসী বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেছে না। বিদেশীদের দেশ ত্যাগের সুযোগে ভারতের সম্পর্কে অন্যান্য রপ্তানি ও মজুতদারি এর চেয়ে বড় দুর্নাম আর কি হইতে পারে?

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • ফরমল • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্লাকসন লেন, কলিকাতা

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৯ অফিস
—১৪৯২ ভাইরী
টেলিগ্রাম—"কৌমারাজি"

বৃটিশের বন্ধু

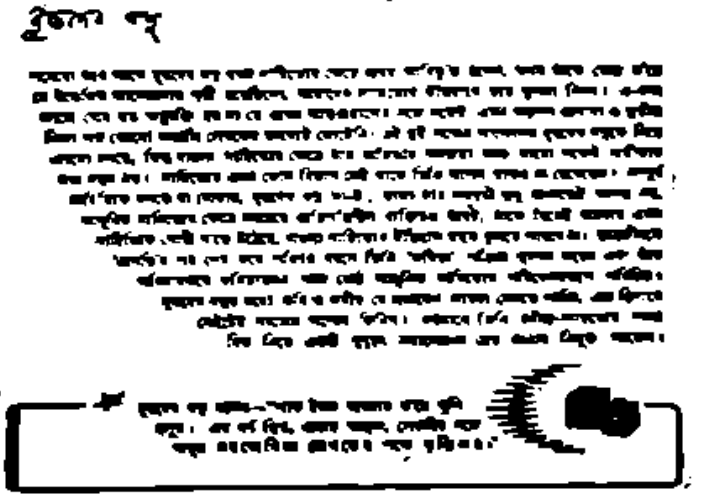

খাদ্যসমস্যা ও সরকারী দায়িত্ব

ভূতের পক্ষে অমর হয় হইল কিন্তু দেশের খাদ্য-সমস্যা সমাধান সম্পর্কে আজও কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল না। ভূতের সময়ে খাদ্য-সমস্যার আলোচনা আসে জানিয়া ইতিমধ্যে হইতে বাজেটের যোগান ও চাহিদা সম্পর্কে এক পরিসংখ্যান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ১৯৪৯ সালে দেশবিভাগ ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেশে অন্নসংস্থানী বিভিন্নব্যবস্থা বলবৎ করা হয়। সেই আমদানীর ফলে এই ভূখণ্ডের নিজের উৎপাদনের সহিত প্রয়োজনীয় খাদ্য সম্পর্কে মিলিয়া থাকিয়া আন্তরিকভাবে দুর্ভাবনার কারণ হইতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বৃটিশ পর্যবেক্ষকের আমলারা এদেশের সাহায্যকারী পরিচালনা করিবার অসুবিধাসমূহ বিবেচনার সহিত এদেশের বেশী হয় পার্থক্য রহিয়াছে। আজও পর্যবেক্ষক উপরোক্ত মুখস্থই লিখা ভূতের মুখেই এদেশের খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে একটি পরিসংখ্যান প্রস্তুত করিবেন ভূতের কথা, ১৯৪৯ সালে যেসব বৈদেশিক বুদ্ধিজীবি দেখা যাওয়ার পূর্বে যাঁহারা এ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করাই প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ১৯৪৯ সাল হইতে বর্তমান যাঁহারা দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্পর্কে একটা মোক্ষমোক্ত দেখাইয়াছেন, তথাপি ঐ বিষয়ে নতুন কিছু লিখা কোন সুনির্দিষ্ট কার্যপন্থা অনুসরণ করার নমুনা আজও আজ পর্যন্ত দেখিতে পাই না। খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্নব্যবস্থা স্থির করিবার জন্য ইতিপূর্বে যে কমিটি গঠন হইয়াছিল। আজও সরকারের খাদ্য-সচিব তার অন্তর্ধানসাধন শ্রীযুক্ত সম্প্রতি ঘোষণাদিবে এক বক্তৃতায় সমস্যাটের শাসন পরিচালনের অভিনব সম্বন্ধে লিখা এবিষয়ে আরও একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞ বিরোধ ও কমিটি গঠনের এই সব কার্যাদীতি খাদ্য-সমস্যা সমাধান সম্পর্কে অন্তর্নিহিতকে কাঁহিনা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নহে। বুভুক্ষার খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে পর্যবেক্ষকের কি কর্তব্য ও কতটুকু শ্রেণী কমিটি আজ আলমারে বিশেষজ্ঞ করিয়া গত সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহাদের প্রতিবিধি রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন। ঐ রিপোর্টের সিদ্ধান্তসমূহ দেশের লোক সবীকার করিয়া লইয়াছিল, পর্যবেক্ষক তাহা যথাযথ কার্যকরী করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি যথাযথ পালিত হইয়াছে কি না দেশের লোক তাহাই জানিতে চাহিতেছে। কিন্তু খাদ্য-সচিব সে বিষয়ে কোন বিশেষ তথ্য বা আভাস দিতে পারিতেছেন না। উহার পরিবর্তে বক্তৃতার মূল মূলম কমিটি গঠন ও রিপোর্টপেশের কোন-অধিবেশন প্রভৃতির কথা তুলাইয়া তিনি তাঁহার শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে আজও বলার বাধিবারই চেষ্টা করিতেছেন। উহাতে খাদ্য-সমস্যা সমাধান সম্পর্কে সাফল্যের অন্তরে পর্যবেক্ষকের ব্যর্থতাই আমাদের নিকট বেশী করিয়া ধরা পড়িতেছে।

দেশের প্রয়োজন অনুসারে এদেশে খাদ্য-দ্রব্যের যোগান কম। ইহার উপর ভূতের সময় খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও অন্যদিকে বাহির হইতে উহার আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় দেশে খাদ্যদ্রব্যের দুর্ভিক্ষ অভাব সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রেণী কমিটি খাদ্য-সমস্যার এই মূল কারণ নির্ধারণ করিয়া যথাযথ সমস্যা সমাধানের জন্য পর্যবেক্ষকের সকল দিক দিয়া খাদ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। যোগান বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে দেশে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী—এই দুই-ই বৃদ্ধি করিতে বলা হইয়াছিল। এখনে তাহাতঃ যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে পর্যবেক্ষক কোন বিষয়েই আন্তরিকভাবে যত্নবান হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এখনে আমদানীর কথাটাই বিশেষভাবে বলা যাউক। গত ১৯৪৮-৪৯ সাল হইতে ১৯৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় ১০ লক্ষ টন পরিমাণ খাদ্য খাদ্যশস্য। বৃভুক্ষা করিয়া আমদানী খাদ্যশস্যের উপর জোর দিতে গিয়া শ্রেণী কমিটি এবার বলেছে অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে বাহির হইতে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। কথা ছিল এই ভাবে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের আমদানী করিয়া ১০ লক্ষ টন বিভিন্ন এলাকার প্রয়োজনে বণ্টন করা হইবে, আর বাকী ৫ লক্ষ টন দিয়া কলিকাতের জন্য একটি স্থায়ী খাদ্য-ভাণ্ডার গড়িয়া তোলা হইবে। আমদের বুভুক্ষিতকে ফেল করিয়া ফেল-বিফেল এক আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া বৃটিশ পর্যবেক্ষকের উপরোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য বন্টনীয় ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু আর শ্রীযুক্তের বক্তৃতার প্রকাশ, বুধে বুধে অনেক কিছু পর পর বুনি খাদ্যদ্রব্য বাহিরের বিভিন্ন বৃটিশ পর্যবেক্ষকের নিকট হইতে কার্যতঃ তত বেশী পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দেশের আমদানী বা ভরসা আদায় করিতে সমর্থ হয় নাই। এক বৎসরে মোটামুটি ৮ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য দেশের করা হইবে বলিয়া বৃটিশ পর্যবেক্ষক কথা দিয়াছিলেন। খাদ্য-সচিব জানাইয়াছেন, সেই প্রতিশ্রুতি যথাযথ রক্ষার ব্যবস্থার ইতিমধ্যে কিছু আমদানির কথা হইয়াছে। প্রকাশ, গত অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃটিশ পর্যবেক্ষক মাত্র ৪ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য দেশের করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাকী ৪ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য আমদানী হওয়ার কোন আশাই নাই বলা চলে। শ্রেণী কমিটির নির্দেশিত ১৫ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কার্যতঃ মাত্র ৫৫ লক্ষ টন আমদানী হওয়া বৃটিশ পর্যবেক্ষকের আন্তরিকতার পরিচায়ক নহে। খাদ্য-সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আজও পর্যবেক্ষকের যথা-কথিত প্রয়োজন যাহাতে বৈধভাবে আসিয়াছে তাহা বলা পরিহারে। বৃটিশ পর্যবেক্ষকের উদ্দেশ্য ও আজও পর্যবেক্ষকের অসাধ্যতা চাহিবার জন্য আজ শ্রীযুক্তের ভূতের সময়ে প্রয়োজনীয় আমদানি নিয়ন্ত্রণের অনুরিধার কথা তুলিয়াছেন। কিন্তু এই অনুরোধ নিজার ছেলে-ভুলানো যুক্তি ছাড়া আর কিছু নহে। ভূতের অবর্তমানে নিজের বৃটিশ পর্যবেক্ষক সর্বসম্মতে আমদানি করিয়া এদেশে মন্ত্র ও প্রয়োজনের আমদানী করিয়াছেন, তাহাদের লাইসেন্স দিয়া, ব্যবসায় দিয়া ও বর্তমান নিয়ন্ত্রণে বিলম্বিত করিয়া এদেশে বৃটিশ পণ্যের বাজার বজায় করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে ঐ সমস্ত

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯১২ ইং

আমানত	১,৫০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী তহবিল	৮,৫০,০০,০০০৲ টাকার ,,

কলিকাতা অফিস :—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৬৩ বি, বহু বাজার ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১৮৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

প্রধান শাখা :—বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান যে কোন কেন্দ্রে।

বিদেশী এজেন্সী :—লণ্ডন এজেন্টস্ :—বার্ক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ

আমেরিকা এজেন্টস্ :—গ্র্যাণ্ডারলী ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক

অষ্ট্রেলিয়া এজেন্টস্ :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্

ডাইরেক্টর বোর্ড—ডাঃ এস বি বসু, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া লিঃ

একটি উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

এই প্রতিযোগিতার দিনেও যে ইহার কাজ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, তার মূলে রহিয়াছে ইহার জনপ্রিয়তা, ইহার নিরাপত্তার, উপর সাধারণের গভীর আস্থা এবং ইহার কর্মিগণের আন্তরিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা।

বহরমপুর শাখা অদ্য ১১ই সেপ্টেম্বর খোলা হইয়াছে।

বহিশাল শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

শাখাসমূহ

বালীগঞ্জ (কলিকাতা), চাঁদা, বিহারশরিফ, সৈয়দপুর, বারাইগ্রাম, গোপালদি (ঢাকা), চরবৃন্দাবন, মাদারীপুর (ফরিদপুর), ফুলবাড়ি (রাজসাহী), দিনাজ (আসাম), চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম) ও জোড়া (বর্দ্ধমান)।

হেড অফিস :—
১৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।
ফোন। অ্যাম ১৮৮০

এস, পাল, এম-এ—ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

প্রভূত পরিমাণে চালান দেওয়া হইতেছে। ভারত সরকারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই সমস্ত দেশগুলির সহিত আমাদের অনুবিধাই বেশী। পাকিস্তান সেগুলির কথা উল্লেখই নেই অসুবিধা যথাসম্ভব দূরীকরণ দেখা যায়। পাকিস্তানী আমদানী সম্পর্কে এই অসুবিধা নিজে করিবার মত আমরা নাই।

কেবল আমদানী সম্পর্কেই নহে, দেশে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কেও সরকারের আন্তরিকতার অভাব আমরা আগাগোড়াই লক্ষ্য করিয়াছি। দেশের অধিকাংশ এলাকায় খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইবার জন্য অধিক আন্দোলন বিষয়ে, আন্দোলন বৈজ্ঞানিক সারপ্রয়োগ বিষয়ে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সরকারকে ক্রিয়াশীলভাবে মনোযোগী হওয়ার উপদেশ দিয়াছিলাম। প্রাদেশিক কৃষি বিভাগসমূহের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে প্রায়শঃই কড়া কথাও বলিয়াছিলাম। কিন্তু আজ এত বৎসর পরে পর্যন্ত ইহার কোন বিষয়ে কার্যকরী বিধি-ব্যবস্থা খুব কমই অবলম্বিত হইয়াছে। খাদ্য-উৎপাদন সম্পর্কে সরকারের একটা আন্দোলন চালাইতেছেন সত্য, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রচারকার্য ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়া উহা কোনরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। খাদ্য-সরবরাহের পরিমাণে খাদ্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে উদ্যোগ বেশী পরিমাণে মনোযোগী হইয়াছে। তাহাদের এই পরিবর্তিত মনোভাব খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে একটা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। সমুদয় অসুবিধা দিন দিন আমরা এখনও দৈব ও বিভিন্ন উপরই নির্ভরশীল হইয়াছি। ভারতে গত ১৯৪২-৪৩ সালে ২ কোটি ৪৮ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালে সেখানে ৩ কোটি ৩ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সরকারী-ভাবে বলা হইয়াছে। এই খাদ্য-সংকটের দিনে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সুখের বিষয়। কিন্তু পর্যবেক্ষণ এই বৃদ্ধিকে যত বড় করিয়া দেখাইয়াছেন আসলে তাহা সেরূপ নহে। ১৯৪২-৪৩ সালের তুলনায় তাঁহারা চাউলের উৎপাদন শতকরা ২৩ ভাগ বাড়িয়াছে বলিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, ১৯৪২-৪৩ সালে স্বাভাবিক সরবরাহ তুলনায় সেদেশে যথেষ্ট কম চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ফলেই তাহার তুলনায় উৎপাদন শতকরা ২৩ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া খুব বড় কথা নহে। তাহা দ্বারা চাউলের উৎপাদন যেরূপ স্বাভাবিকের অনেক উৎপাদন সেরূপই আমরা কিছু পরিমাণে লক্ষ্য পাইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতবর্ষে ২ কোটি ৯ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হইয়াছিল, ১৯৪৩-৪৪ সালে ৩৮ লক্ষ টন অর্থাৎ শতকরা ৯ ভাগ কম ধান উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে অনুমিত হইয়াছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যে এতদূর কোন সুনির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই এবং সব কিছুই যে এখনও অনেক পরিমাণে অনিশ্চিত ইহা হইতে তাহা আমরাই বুঝা যাইতেছে।

দেশের লোকের খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য দেশী অধিক পর্যবেক্ষকদের খাদ্যদ্রব্য চলা ও সরবরাহ অধিক এবং বিভিন্ন এলাকার প্রয়োজন বুঝিয়া তাহা সঠিকের সুব্যবস্থা অধিকের নির্দেশ দিয়াছিলেন। পর্যবেক্ষক সেই কাজে বর্তমানে নামী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু কোন বিষয়ে অনুকূল বিধিব্যবস্থার কোন নমুনা আমরা আজও দেখিতেছি না। ভারতের সকল সহরে ও সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চলে রেশনিং এবং প্রবর্তনের জন্য কমিটি গঠনের নির্দেশ করিয়াছিলেন। অঞ্চলের অধিক রেশনিং প্রবর্তনের কথা পর্যবেক্ষক আজও ভারতকে জানিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু সত্যের পর সহরেই শুধু আজ পর্যন্ত তাঁহারা রেশনিং ব্যবস্থা করেন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই ব্যবস্থার বিস্তৃতি আমার দাবী প্রকার সকল প্রতিনিধিরাই প্রকাশ পাইতেছে।

মাথাপিছু খাদ্যদ্রব্যের বরাদ্দ লোকের প্রয়োজন অনুসারে অল্পাধিক, উহার নির্ভরযোগ্য সঠিক-নির্ণয় সরকারী প্রকৃতই ও সরকারী কর্মচারের মধ্যে যে চাউল ও আটা সরবরাহ করা হইতেছে, তাহাতে কাঁকর, বালু, ঘুষি প্রভৃতি ভেজাল মিশ্রিত করিয়া অনেক লোকে অধিক হইয়া উঠিয়াছে। এই অভাবের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযোগ জানাইলেও তাহার কোন প্রতিকার সাধন করা যাইতেছে না।

এই অভাবের দিকে সরকারীভাবে যে খাদ্যদ্রব্য কম করা হয় উপযুক্ত কারণ তাহা আমরা লক্ষ্য করা হয়। কোন কিছু দিয়া তাহার খাদ্যের অভাব না ঘটে তাহা দেখা পর্যবেক্ষকের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু পর্যবেক্ষক সেদিকের কোন সুনির্দেশনার পরিচয় দিতেছেন না। অন্যান্য প্রদেশ হইতে যতদূর যে খাদ্যদ্রব্য প্রেরিত হইতেছে তাহা আসলে যথেষ্ট হইতেছে কি না এবং যাহারা অধিকের লোকদের নিকট তাহা সরবরাহ করিবে ও বিলাস করা হইতেছে কি না সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন লক্ষ্য নাই। বাঙলা পর্যবেক্ষকের এবিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগ ও সক্রিয়তার আমরা দেখাইতেছেন। গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় যখন এ প্রদেশের লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাইতেছিল, তখন বর্মার ও ভূমধ্য দেশের অনেক বেসরকারী লোক চাউলের সহায় সহায় সত্য হাত চাউল অবাধে সেই হইতে দেওয়া বিয়াছিল। অসহায়ভাবে খুব ও বিস্মিত হইয়া এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর লইতে আসে অধিক উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বনের অভাবে এসব অবস্থাগুলি হেরফের করা যাইতেছে না বলিয়া কর্তৃপক্ষ বীকার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমরা প্রকাশ পাইয়াছে যে, বোম্বাইয়ের গার্ডেন হইতে নদী যোগাই করিয়া বন্দরের প্রভূত আর-পড়া চাউল ও আটা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য বাহির-দেশগুলিতে অনাবৃষ্টিতে বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমান বিশ্ব মহাসভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, ২০০টি মোটর নদী বোঝাই করিয়া এইভাবে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হইয়াছে। খাদ্য অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অধিকার দেশের দেশগুলির অবস্থাগুলি বলিয়াছেন, প্রভূত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুত থাকা ৩০০ টন খাদ্য-দ্রব্যই এইভাবে অনাবৃষ্টিতে বিক্রয় করা হইয়াছে। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, উপযুক্ত অভাবের অভাবে কিছু পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মোটামুটিভাবে খাবারের বাহিরে হইয়াছিল। উহার মধ্যে আমরা ৩০০ টন খাদ্যদ্রব্য লোকের অভাব বলিয়া দেশ পর্যন্ত দেখিয়া দিতে হইয়াছে। দেশের সাধারণ যত কম কবিয়াই খাদ্যাভাবকে দূরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, আসলে তত কম খাদ্য খাদ্যাভাবকে উপেক্ষা করা যায় না। খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার জন্য আজ লোককে অনাহারে ও অর্ধাহারে দিন-যাপনে বাধ্য করিতেছে, আর পর্যবেক্ষক তাহাদের সমস্যাকে খাদ্যদ্রব্যকে এইভাবে অবহেলা করিয়া চলিয়াছেন। সরকারী খাদ্যের খাদ্য সরবরাহের পরও দিন দিন বন্ধ হইয়া যেতে দিতেছে। কিন্তু সাধারণ অবস্থাবস্থার জন্য পর্যবেক্ষকের যেরূপ সমস্ত খাদ্য লোকের খাদ্যদ্রব্যে আনিতেছে না। যে পর্যবেক্ষক আজ সব তাহে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে পারিতেছেন খাদ্য মজুত রাখিবার উপযোগী ব্যবস্থাটি সব অবধি সব তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এই দুর্দিনের দিনে অবাধ সুযোগ অভাবে যেসব খাদ্যে চাউল ও আটা রাখিয়া আছে শুরু করা হইতেছে। এই খোঁজাখুঁজি অবস্থার বিষয় বিষয় এখনো খাদ্য সমস্যা সমাধান সম্পর্কে আজ পর্যন্ত পর্যবেক্ষকের দুরদর্শিতার কার্যপদ্ধতির অভাব আমরাতেই ধরা পড়িতেছে।

দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১

ভারতীয় পরিচালিত অগ্রণী ইক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৩,০০,০০,০০০ টাকা | বিলিকৃত ও আদায়কৃত মূলধন ১,৭৫,০০,০০০ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ২,৩৮,৭৫,০০০ টাকা | আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৯ তারিখে) ৩৮,৩১,০০,০০০ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৩৮,১৫,০০০ টাকা | মোট তহবিল—ব্যাঙ্কের নিজস্ব ফণ্ড, মোট ৫৩,০০,০০০ টাকা।

ভারতের সকল প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১৪০টির অধিক শাখা ও সে-অফিস আছে।

লণ্ডন এজেন্ট: দি, চোকী, মে, পি, ই, ম্যানেজার। | ম্যানেজার: নিউইয়র্ক। | দি এজেন্ট: দি ব্যাঙ্ক অব টোকিও, লি:।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং ও বিনিময়ের কার্য করা হয়। | বিশেষজ্ঞ এজেন্ট। | দি ব্যাঙ্কিং ট্রাস্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সেফ্‌ডিপোজিট লকার ভাড়া দেওয়া হয়। সর্বপ্রকার বিনিময় কার্য।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, অফিস—৭১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, ডালহৌসী—১৩৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো—৩০৪, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, বড়বাজার—৩৭, কটন ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ, এবং হাওড়া। বোম্বাই—ভাটিয়া, ফুলবাগান, পাকিস্তান, গুরু রোড, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, চৌরঙ্গী, বড়বাজার, হাওড়া, কলিকাতা, ভোলাগঞ্জ, আসানসোল, পাটনা, সাহিবগঞ্জ, মিঠাপুকুর, ভাগলপুর, মজঃফরপুর, দারভাঙ্গা, মতিহারী, বৈদ্যনাথধাম, মজঃফরপুর, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া। উড়িষ্যা—কটক।

ব্যাঙ্কিং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

হেড অফিস—
১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—
কাল—২৪৪৬

অনুমোদিত মূলধন ৮০,০০,০০০৲

আশি লক্ষ টাকার উপর

৩৬টী

শাখা অফিস—ভারতের ৭টী প্রদেশে
সুনামের সহিত কাজ করিতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—শ্রীনিবাসপ্রসাদ বসু, এম-এ, বি-এল

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

অধিবাসীর অন্নাভাব—ভারত সরকার (১) দুর্ভাগ্যের কারণে সরকার আলোচনার প্রস্তাব (২) সাহায্য প্রদানের উপায় বিধান (৩) দুর্ভাগ্যদের অবস্থার পর্যালোচনা অথবা এবং (৪) দুঃস্থ অধিবাসীদের বিভিন্ন অভাবমোচনের জন্য বীমাই এই কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মাঃ সি ডি মেটা এবার কমিটির, ডিঃ অজন বরিষ্ঠুদ্দা বিভীন কমিটির, অন্যান্য আরও দুইটি কমিটির এবং সার যোগানন্দস্বামী আয়েঙ্গার চতুর্থ কমিটির সভাপতি হইবেন। প্রত্যেক কমিটিতে ৯ জন করিয়া সভ্য থাকিবেন। এলাহাদ যে দুর্ভাগ্যবরণে আক্রান্তের অবস্থার পর্যালোচনা করিবার ক্ষমতা কমিটির দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে একটী কমিটি বিভাগ করিবে এবং প্রত্যেক সপ্তাহে একটী করিয়া সরকারের নিকট পেশ করিবে। এই কমিটী এবং সেপের সর্বশেষ সরকারের ৪৭ দিনের বিবরণ করে বিলাতি ইংরাজীতে প্রকাশিত হয় তাহার বিতীয় কমিটী নির্দেশ দিবেন। প্রত্যেক সাহায্যের জন্য দুঃস্থ হয় কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া তৃতীয় কমিটির কাজ হইবে। প্রত্যেক কমিটী উহার কার্যালয়ের ৩ মাস সময়ের মধ্যে পর্যালোচনী সমীক্ষণ উপায়ের রিপোর্ট দিবেন।

রাজ্যের বিদ্যুতের প্রসার—রাজ্যের পর্যালোচনীর উদ্দেশ্যে উক্ত প্রদেশে পাশ্চাত্যের ইংরেজী ইলেকট্রিক ডিঃ নামক একটী কুলকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই কাজ সম্পন্ন হইলে উক্ত প্রদেশের রাজধানী, ইন্ডেলেন্সী ও রাজধানী—এই তিনটী নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ প্রসারে, বিশেষতঃ এই কাজ হইতে আসন্ন প্রস্তুত বিদ্যুৎ সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

সেনা রাখার খেলা খাজ—বাঙলা সরকার স্থির করিয়াছেন যে—যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী মাসে ২০০৲ টাকার উর্দ্ধে বেতন পান এবং এলাহাবাদ দুর্গের ভাড়া পাইবার অধিকারী নহেন তাঁহাদিগকে ১৯৪১ সনের মার্চ্চ মাস হইতে বাসস্থানের জন্য সরকারী অফিস হইতে সরবরাহ করা হইবে।

দুর্ভি রক্ষার অর্ডিন্যান্স—সন ১৯৪০ সালে দুর্ভিক্ষের সময়ে যে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের সংরক্ষণের জন্য তাহাদের ওকটিত করি বিক্রয় করিয়া বিতাড়িত আছার মূল্য দিয়া উহা পুনরায় ব্যবহৃত আনিবার অধিকার দিয়া ইতিপূর্ব্বে যে অর্ডিন্যান্স জারী হয় তাহার মেয়াদ শেষ হইয়াছে। এখন সরকারের পুনরায় এই অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

বাঙ্গালার কৃষি বিশেষজ্ঞ—বাঙলা সরকারের আমন্ত্রণে মিঃ মিলিস্যাপ্ হইতে বিশেষজ্ঞ কৃষি বিশেষজ্ঞ বিনাম্বাধানে এই প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। উপস্থিত সময়ে তুই বৎসর তুলাজাত নিয়া সময়ে এবং এতদ্ভিন্ন ইক্ষু-তুলা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা।

পাশুলী যন্ত্র সরবরাহ—ভারতবর্ষে পাশুলী যন্ত্র প্রস্তুতের জন্য যে ১৩টী কল আছে তাহাদিগ সমস্ত তাহাতে উৎপন্ন সমস্ত পাশুলী যন্ত্রই সামরিক বিভাগের জন্য গ্রহণ করা হইতেছিল। সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে এই সব কলে উৎপন্ন অন্তত এক-চতুর্থাংশ অসামরিক প্রয়োজনের জন্য বাজারে ছাড়া হইবে। তুলার সূতী এই সব কলে যে পরিমাণ পাশুলী যন্ত্র প্রস্তুত হইত বর্ত্তমানে তাহার তুলনায় দৈনিক ২ ভাগ কম প্রস্তুত হইতেছে।

যুদ্ধে মৃত্যুবরণের সংখ্যা—গত ৫ বৎসরের যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের সৈনিকদের মধ্যে মোট ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৯৯ জন মৃত্যুবরণ করিয়াছে। উহার মধ্যে ৭ লক্ষ ৩২ হাজার ৮৮৫ জন নিহত, ৮০ হাজার ৬০৩ জন নিরুদ্দেশ, ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৩ শত জন আহত এবং ৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৯৯৯ জন পঙ্গু বলে গণী হইয়াছে। এই সব সম্বন্ধে আয়েজনুটি ইত্যাদির জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের ২৮৩৯১ জন ভারতীয়ের মারিক নিহত হইয়াছে। এই সব সম্বন্ধে মোহা পাঞ্জাবের জন্য ইহাদের ১৯ হাজার ১৯১ জন মোক নিহত এবং ৭৪ হাজার ৮৯১ জন আহত হয়। মোটের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য অন্যে প্রায় ১০ লক্ষ লোক হতাহত ও বন্দী হইয়াছে।

কলিকাতার খাদ্য সরবরাহ—ভারত সরকার কলিকাতার অধিবাসীর জন্য আমানী ডিসেম্বর মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত মোট ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহার মধ্যে গম ১৫ই আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাল, ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন গম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য মোট ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টন খাদ্যদ্রব্য কলিকাতার আমদানী হইয়াছে।

খাদ্যদ্রব্যের আমদের হ্রাস—তুলার বিদেশ আমদানির পরিমাণের পত বৎসর মোট ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৪ শত গজ হইতে পরিমিত অধিকে আমদের হ্রাস হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে প্রাথমিক হিসাব অনুসারে পরিমাণ মোট ৩ লক্ষ ৩ হাজার ৯ শত গজ অধিকে আমদের হ্রাস হইয়াছে। বেলা মাই-ক্রোস্কোপ যে পত বৎসরের তুলনায় এবার বাজারে আমদের হ্রাস পরিমাণ ১৮৫ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

স্বর্ণ ও ইস্পাতের প্রতিযোগিতা—ভারত ও ইংলাণ্ড যুদ্ধের অনুরোধী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণের নিকট হইতে যে পরিমাণ সাহায্য পাইয়াছে তাহার প্রতিদানে গত ১৯৪০ সালের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে ৩৮ কোটী টাকা মূল্যের রাসায়ন ও ধাতু বিক্রয় করে। ইহাতে ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণীকে ঋণ পরিশোধে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছে। তবে এই পর্য্যন্ত মত টাকার উদারাদি দেওয়া হইয়াছে তাহা এখনও প্রকাশ করা হয় নাই।

উত্তরীয়ের দুর্ভিক্ষ—উত্তরে ভারত যুদ্ধের জন্য তুলা না পাওয়াতে নদীয়া জেলার উত্তর অঞ্চল বিভাগ আজও তুলাবাসী অঞ্চলে ১২ হাজার উত্তরী বিদেশবাসীর বিলম্ব হইয়াছে। উহারা আশঙ্কা, তুলি ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া তাহা নদীয়া ও উহার আশপাশের জেলায় বিক্রয় করিবে। প্রকাশ যে সমস্ত নদীয়া জেলার উত্তর নিয়ের উপর নির্ভরশীল আছেন তাহার সংখ্যা এক লক্ষের কম হইবে না।

রেলওয়ে-মাশগুড় রেলপথ—আগামী ১লা অক্টোবর হইতে রেলওয়ে মাশগুড় রেলপথ কোম্পানীর কর্তৃত্ব হইতে ভারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ডের কর্তৃত্বাধীন হইবে। আগামের তুলাজাত রেলপথগুলির মধ্যে একমাত্র রেলওয়ে-মাশগুড় রেলপথই বর্ত্তমানে কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ—আসামের কোহ্ কোহ্ অঞ্চলে জলপ্রপাত হইতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য আসাম সরকার ডিঃ উইলিয়ামস এক তদন্তকারী দলকে এবার নিযুক্ত করিয়াছেন। আসামের ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ করিয়াছে।

বাজারের খনের হ্রাস—১৯৩৩-৩৪ সালে বাজারে ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫ শত এবং অধিকে সরের হ্রাস হইয়াছিল। উহার পূর্ব্ব বৎসরে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯ শত এবং অধিকে সরের হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু এবার গত ফসল ভাল না হওয়ায় বর্তমান গত বৎসর এই প্রদেশে যে ফলে ৫০ হাজার ১ শত টন গম উৎপন্ন হয় সেই ফলে এবার ৫০ হাজার ৮ শত টন গম উৎপন্ন হইয়াছে।

বাজারের বিদ্যুৎ হ্রাস—এপ্রিল ১৯৩৯-৪০ সালে বাজারে মোট ১ লক্ষ ২৮ হাজার ১ শত

মানব শরীর ও তাহার পুষ্টি সাধন এবং পুষ্টিহীনতার কুফল

মানবের শরীর গঠিত হইতে যে বিষয় যে ভাবে প্রয়োজন তাহাই আহার হইতে অর্থাৎ যে খাদ্যের পরিমাণিত তাহা তাহার বিশ্লেষণে জানা যাইতে পারে। ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙালীর আহার-দ্রব্যে পুষ্টিকর সামগ্রীর অভাব যে কত বেশী তাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বুঝিতে পারা যায়। আইরাক্সিন-বি বা খাদ্য প্রাণ 'ক' যদি উপযুক্ত পরিমাণে আমরা দ্রব্যে না খাকে তাহা হইলে চোখের পুষ্টিসাধন কখনই হইতে পারে না। "আমাদের খাদ্য ও বেরিবেরি" প্রবন্ধে একজন আমেরিকান ডাক্তার চোখের পুষ্টি সম্বন্ধে আইরাক্সিন-বি বর্জিত খাদ্যের কুফল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"আইরাক্সিন-বি বর্জিত খাদ্যে আমরা যখন বাস করি তখন আমাদের শরীরের পরিবর্ত্তন খুব হয়। এইরূপ খাদ্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অন্ধত্বপ্রাপ্তি এবং অক্ষিগোলক, অক্ষি, দুর্বলতা, শক্তিহীনতা, ও পাকস্থলীর বাতবিক বিকার লোপ, অম্ল রোগোৎপত্তির ইত্যাদির আশঙ্কায়।

"শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য আইরাক্সিন-বি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। উহার অভাব ঘটিলে বৃদ্ধি হয় ও কৃত্রিম ব্যাধি সমূহে পরিণাম হওয়ার জন্য আমাদের শরীর ও রক্ত প্রভৃতি অবাধিত্বের নিম্ন নিম্ন কাজ সম্পাদনে অক্ষম হয়। ফলে শরীরের সব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং মুখাবয়ব, মাংসপেশী ও অন্যান্য উপাদান বিকৃতি হইয়া যায়।"

প্রকাশ যেন যায় যে, সাধারণতঃ শরীরের উপযুক্ত পুষ্টি ও পরিবর্ত্তনের জন্য প্রত্যেকেরই প্রতিদিনের আহারে দ্রব্যের অতিরিক্ত এমন কিছু একটা খাওয়া আবশ্যক যা থেকে পাকস্থলীর কাজ সুসম্পন্নে সম্পন্ন হয়। এজন্যে "আই-ভিটা মি" অথবা ইংরেজীতে, ভাইটামিন-বি সমৃদ্ধ খেজুর-আমসত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই উপযুক্ত তৈরী হয়। ভিটামেলমূলেই অন্ন ভ্যালসিয়াম, লোহিয়াম, সোডিয়াম, আয়, লৌহ এবং ফ্রিকুলিন্স ও মিষ্টি ভিটামিক এসিড 'আই-ভিটা-বি'র প্রধান উপকরণ।

যুদ্ধ প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিণাম করিয়া খেলা ও শরীরের বিভিন্ন পুষ্টিসাধন ও পরিবর্ত্তন ইত্যাদি জন্য "আই-ভিটা-বি" এর আদর্শ অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। ইহা নিয়মিত সেবনে পাকস্থলী সাধারণ সুস্থ কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইয়া থাকে এবং অজীর্ণ, অম্বল, শক্তি-হীনতা ইত্যাদি কোনরূপ বৈষম্যই শারীরিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হইতে পারে না। অধিকন্তু ইহাতেক্তে চোখের পর প্রীলোকদিগের সর্ব্বাবয়ব এবং মাংসপেশী সোনালী বিকৃতিকে 'আই-ভিটা-বি' নিয়মিতভাবে সেবন করান যাইতে পারে। এক কথায় ভয় ও দুর্বল রোগীকে সুস্থ ও সবল করিবার জন্য "আই-ভিটা-বি" অপরিহার্য এবং বলা যাইতে পারে।

এখন অবিশ্যে ডিমের চাষ হইয়াছে। পত বৎসর ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৪ লক্ষ এখন অবিশ্যে ডিমের চাষ হইয়াছিল। অবে পত বৎসরের তুলনায় এবার তত অবিশ্যে ডিমের চাষ হইলেও এবার অনেক ভাল হইয়াছে। পত বৎসর যেখানে ১৭ হাজার ৪ পত টন ডিম উৎপন্ন হইয়াছিল। এবার ২৩ হাজার ৪ পত টন ডিম উৎপন্ন হইবে আশা করা যাইতেছে।

কলিকাতায় মাছের মূল্য বৃদ্ধির কারণ—কলিকাতা সহরে মফঃস্বলে মাছের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের মৎস্য বিভাগের ডিরেক্টর তার এক এক যোগে নিম্নলিখিত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—(১) নাব্যতা বিনাশের জন্য অধিকতর পরিমাণে মাছের চাহিদা (২) কলিকাতার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অধিক চাহিদা (৩) মাছের আমদানে দূরবর্ত্তী স্থান হইতে মাছ আমদানীর দিন (৪) মাছ আমদানীর জন্য যানবাহনের অভাব (৫) যুদ্ধজনিত ও অন্যান্য কারণে মাছ ধরিবার সূতো নির্দ্দিষ্টের (৬) জেলেদের বাড়িয়া ও মাছচাষ সাহায্যের অনুবিধা (৭) প্রতিবেদের অধিকতর তৎপরতা। কলিকাতায় যে মাছ আজ ৫৫ টাকায় পওয়া যায় তাহা কলিকাতার আশপাশে ধরা পড়ে—বাকী ১০ আনা মাছই বাঙ্গলার মফঃস্বল, উড়িষ্যা, বিহার, মাদ্রাজ, সংযুক্ত-প্রদেশ ও আসাম প্রদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

অসরকারী অকর্ম্মণ্যতা—বোম্বাইয়ের অন্যতম আলডেরিয়া সম্প্রতি এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে আমদানীর সরকার অন্তর্ভুক্ত অসম্ভব বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ-নীতি সম্পূর্ণভাবে বার্থ হইয়াছে। অন্যান্য আলডেরিয়ার মতে অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের উহার কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন যে এপ্রেলে করিয়ের সরবরাহোপযোগী সম্ভাব্যতার হিসাবই ভারত বৈদেশের জন্য ১৯৪১ সালে প্রস্তাব করে। কিন্তু ১৯৪৩ সালের সুরুতে এই সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় নাই।

আন্তর্জাতীয়তের সাহায্যে যান—বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে অন্যান্য ও অন্যান্য দেশ হইতে পলায়নপর যে সমস্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে তাহাদের সাহায্যের জন্য ভারত সরকার গত ১৯৪১-৪২ সালে ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

টাটার ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ—প্রকাশ যে যুদ্ধের সময়ে টাটা কোম্পানী সমিতি ইস্পাতের কারখানার সম্প্রসারণের জন্য যে ৪ কোটি টাকার ঋণ করার হইবে তাহা বৃদ্ধির সেখার বিক্রয় করিয়া এ টাকা আমেরিকার নিকট হইতে সরকার বার্ষিক ২½ টাকা সুদের ভিত্তিতে

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

খাবার খোলা হইবে। এই খাবারের টাটকা ডিম কেন্দ্রগুলির কর্মীরাই সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলির অধিবাসীদের পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

ন্যায় আদালতের অধিবেশন—কয়া লিগ্‌ইয়ে প্রথম অধিবেশনে যে বৃটিশ সংবেদনশীল আইনের রাজনৈতিক দাবী বাতিল করিয়া দেশে স্বাধীন সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমতা আইন সংবেদনের মুখোমুখি পূর্বাঞ্চল বিভাগের স্থায়ী ন্যায় আইনেরীর বাসনায় সংবেদন করিবেন।

আমেরিকান যন্ত্রের প্রতিযোগিতা—বিদেশে আমেরিকার মুক্তবাজার হইতে প্রত্যেক বৎসর যেসব কোটি কল যন্ত্র আমদানী হয়। প্রকাশ যে সম্প্রতি উক্ত দেশে আমেরিকা হইতে এক লক্ষ মূল্য যন্ত্র আমদানী হইবার সময়ে বিদেশের বাজারে তাহাদের যন্ত্র প্রতিযোগিতায় টিকাইতে পারিতেছে না।

আবহতত্ত্বের ব্যবহার—আমেরিকার তিনি কলম্বিয়ায় প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ টন মাংসের উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি কলম্বিয়ায় আরও ৩ লক্ষ টন মাংসের আমদানী করা যায়। এই মাংস বিদেশের কোন বাজারে না পাঠাইয়া উহা কলম্বিয়ায় হইয়া থাকে। সম্প্রতি সমুদ্রের অবস্থানের বিষয় বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর ডাঃ এন আর ব্রুক্স মন্তব্য করিয়াছেন যে মাংসের আমদানীর জন্য উৎপন্ন হইতে উৎপন্ন নয় হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। তিনি বলেন যে মধ্যপুর সাগরের আমদানীর যে সব অধিবেশ ইতিমধ্যেই কোন কলম অধিক না আসায় প্রতি একরে ১ টন মাংসের সার আরোপ করিয়া ১২ লক্ষ হইতে ১৮ লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে চাউল পাওয়া যাইতেছে।

চায়ের উৎপাদন হ্রাস—আসামের গত ১৯৪৮ সালে ৪৭ কোটি পাউণ্ড এবং ১৯৪৯ সালে ৪৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫০ সালে ৫০ কোটি পাউণ্ডের বেশী চা উৎপন্ন হইবে না বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। এখন হইতে বর্তমানে সময়ের এক কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী হইতেছে এবং দেশের বিভিন্নে ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইতেছে। তবে দেশে চায়ের ব্যবহার দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যাইতেছে।

চটকলে ধর্মঘট—'ব্যাণিজ্যিক' পত্রে প্রকাশ যে বাঙ্গলা সরকারের বেসরের রেজাসমূহ হইতে অতি নিম্ন শ্রেণীর খাজনা সরবরাহ করা হইতেছে বলিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত চটকল-শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে সম্প্রতি গৌরীপুর চটকলের মজুরগণ অর্ধেক দিবস কাজ বন্ধ করিয়াছিল।

তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীর সুবন্দোবস্ত—রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবন্দোবস্তের উদ্দেশ্যে তৃতীয়ার কালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি করিবার জন্য রেলে চেয়ার অব কমার্স ভারত-সরকারের রেলবিভাগের নিকট একটি বিবৃতি দাখিল করিয়াছেন—(১) তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ইঞ্জিন ট্রেনের পরিমাণ গাড়ীর সংখ্যা এবং বর্তমানের ভাড়া আরও বাড়ান করা (২) যাত্রিগণ যাহাতে গাড়ি-পরিবর্তনের গাড়ী ফিরার করিতে পারে তজ্জন্য তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে মোট মোট আসনের ব্যবস্থা (৩) গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি (৪) যে সব যাত্রী সারারাত্রি গাড়ীতে ভ্রমণ করিবে তাহাদিগকে গাড়ীতে ঘুমাইবার স্থান দেওয়া (৫) গাড়ীতে পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং আলো ও পায়খানার উপযুক্ত ব্যবস্থা (৬) সমস্ত গাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মেরামতীতে দুরস্ত রাখা।

ভারতীয় আমদানি-রপ্তানি—গত যে মাসে ভারতবর্ষ সমুদ্রপথে ১১ কোটি ৮ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী করিয়াছে এবং এই মাসে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে ১৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন রেঞ্জ, কলিকাতা।

জনপ্রিয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।

শাখা—কলিকাতা, বম্বে, রাঙ্গুন এবং বিহার ও বাংলার প্রধান প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহে।

ফোন: ক্যাল ৪১০৩ তার তার, বি এ, মাদ্রেলিং ডিরেক্টর।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলংএ

কলিকাতা শাখা

১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়-এর সৌজন্যে কলিকাতা শাখা খোলা হইয়াছে।

নিরাপত্তায় নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার সুবিধাদায়ী প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, ধরিমগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

গ্রাম—অমলশশাঙ্ক ফোন: সাউথ—২৬৪৯

স্থায়িত্ব ও গঠন-সৌন্দর্য্যের জন্য

আমাদের হোসিয়ারী দ্রব্যাদি সকলেই

সবসময় আদর করেন।

কালিঘাট গৌরী হোসিয়ারী

সর্ব্বপ্রকার হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক

কারখানা ও অফিস

৩৮এ, কাঁসারী পাড়া রোড,

আমীনপুর, কলিকাতা।

'যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা'

এ কথা আমরা কিছুদিন পূর্বেই বলিয়াছি। এই অবশ্য জীবন-যুদ্ধ একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং অনেকটা ব্যাপার। আর্থিক নিরাপত্তাই এই অনাগতকালীন জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার একমাত্র উপায়।

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

ডেপুটি——কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

হেড অফিস : ৩৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড : : কলিকাতা।

ফোন—কলি: ৭৪৭

ভারতে তিনি উৎপাদন—ভারতীয় খনিজ বিভিন্নের ফলে গত বৎসরে ভারতবর্ষে ১২ লক্ষ ১১ হাজার টন টিন উৎপাদন হইয়াছে। পূর্ব বৎসরের তুলনায় উহা ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টন বেশী। আলোচ্য বৎসরে সাতুক্ত অঞ্চল, মেসীয় রাজ্যসমূহ, বোম্বাই, রাজপুতানা, আজমীর ও উত্তর শহিদ সীমান্ত প্রদেশে টিনের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে এই বৎসরে বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যাতে টিনের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতে রবারের দ্রব্যাদি—ভারতবর্ষে মোটর-যান, সাইকেল, ঔষধ, রাসায়নিক ইত্যাদি বহু কার্যে এবং অন্যান্য বহুবিধ শিল্পে যে রবারের ব্যবহার হয় তাহার মূল্য অনেই দেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এমন কথিত আছে যুদ্ধের পূর্ববর্তী দশ বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৩ কোটি টাকা অপেক্ষা অধিক মূল্যে রেড কোটি পাইক করিয়া রপ্তানীয় আমদানী হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে উহার অধিকাংশে আমদানী হইত আমদানী হইত। বর্তমানে যুদ্ধের অবসানে ভারতের এই রবারের বাজার যাহাতে আমেরিকার কুক্ষিগত হইতে পারে তজ্জন্য এখন হইতে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

আমেরিকা হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানী—যুদ্ধের পরে আমেরিকা ও আশপাশের দেশের খনি হইতে উত্তোলিত মূলধন স্বর্ণ ও রৌপ্য যাহাতে অবাধে বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে তজ্জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যের আইনসভার দুইজন সদস্য আইনসভাতে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। উহারা বলেন যে আমেরিকাতে বর্তমানে প্রয়োজনাতিরিক্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুত রহিয়াছে। এমন অবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যে অভাব বর্তমান রহিয়াছে তাহার সুযোগ গ্রহণ করা আমেরিকার কর্তব্য।

ভারতে যন্ত্রপাতি উৎপাদন—ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর অর্থসাহায্যের যে পরিমাণ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তাহা যাহাতে ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হয় তজ্জন্য ভারত সরকারের যন্ত্র বিভাগ একটি পরিকল্পনা নির্দেশ করিতেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতে বিভিন্ন প্রকার ও দেশীয় রাজ্যের কোন্ কোন্ শিল্পে কি পরিমাণ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইবে তাহা পূর্বাহ্নেই নির্ণয় করিবেন এবং উহা যাহাতে তাহারা পরিপূরক হয় তজ্জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যকে অর্থসাহায্য করিবেন।

আমেরিকা হইতে বিভিন্ন দ্রব্যের আমদানী—আমেরিকা হইতে এদেশে যাহাতে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতে পারে, এজন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

বলার মোট ৫৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৬ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। বিভিন্নের ফলে এই সরাই ৪৩৩টি অস্থায়ী হাসপাতালে রূপান্তরিত হইয়াছে। পত জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্যন্ত ৫ কোটি ১০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭৪৯ জনকে বসন্তের টিকা এবং ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৯২ জনকে কলেরার প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হইয়াছে।

ট্রামে বিজ্ঞের প্রচার—ঘরের পরে টেরে যাহাতে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞের প্রচার হয় এজন্য ঐ রেলে যাতায়াতে আরোহিগণের সুবিধার্থে প্রচুর সংখ্যক বেঞ্চী সন্নিবেশের বিজ্ঞ হইতে পারে অথচ আরোহিগণের সুবিধার্থে পর্যাপ্তসংখ্যক উক্ত রেলে একটী প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়াছেন।

কর্পোরেশনের উদ্যম—কলিকাতা কর্পোরেশন যাহাতে উহার অধীনস্থ ৮টী বাজারের আড়াই শত পাইখানা প্রচুর পরিমাণে জল সরবরাহের মারফতে সয়ংক্রিয়ভাবে নিজ নিজ স্থানের ময়লা পরিষ্কার করিতে পারেন তজ্জন্য বহুসংখ্যক উপযুক্ত পরিমাণে জলের পাইপ এবং আবশ্যিক টেরাটাইন কর্পোরেশনের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের একটী প্রতিনিধিদল শীঘ্রই জলের সরবরাহের ব্যবস্থা পরিদর্শন করিবেন।

পুস্তক-পরিচয়

ইণ্ডিয়া এণ্ড চেকোশ্লোভেকিয়া (India and Czechoslovakia)—মূল্য আড়াই টাকা। কলিকাতা চেকোশ্লোভাক সোসাইটী (বাটানগর, ২৪ পরগণা) হইতে প্রকাশিত।

ভারতবর্ষ ও সমাজতন্ত্রবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দূতা হইতে দুনিয়ার মুক্তন দেশগুলিকে রক্ষা করার সঙ্কল্প গঠনমূলে অঙ্কিত হইয়া দেখা দিয়াছে। সেজন্য একদিকে যেমন অন্যদিকে ও পরস্পরীবন্ধুতার বাধী বাণীসমূহের প্রচারের আবশ্যক তেমনই সুদীর্ঘ ও দূর অতিতমুহূর্তের ভিতর মৈত্রী-বন্ধন স্থাপন করিয়া অন্যান্যের ও সোহার্দ্যের বিস্তার করিবার প্রয়োজন। ভারতবর্ষ ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ভিতর এরূপ একটী নিকটতর সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য কলিকাতা চেকোশ্লোভাক সোসাইটী যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্যোগেই বর্তমান পুস্তকটী প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক বিশিষ্ট বিদেশী মনীষীর সহিত ভারত এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সম্বন্ধ, অর্থনৈতিক ভিত্তি বিষয়সমূহের সমাবেশ, শ্রীযুক্তা ইলা সেন, বর্তমানের মহারাজাধিরাজ, উদয়নের ও কর্পূর-তলার মহারাজা প্রভৃতি অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। এইরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া দুই দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সাধারণের সমক্ষে আলোকেই উদ্ভাসিত করা হইয়াছে। দুনিয়ার মৈত্রী ও শান্তি স্থাপনের জন্য এই শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশের সার্থকতা অস্বীকার করিবার। সেই দিক দিয়া উহার উদ্যোক্তাদের চেষ্টা ও উদ্যম খুবই প্রশংসনীয়। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগপ্রাপ্ত

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৩৪৫৭

শাখাসমূহ :— বড়বাজার, চৌরঙ্গী, ভবানীপুর, মিরজাপুর, টালিগঞ্জ, আমহার্ষ্ট, বেলেঘাটা ও ঘাটশীলা (সাঁওতাল পরগণা), বাগবাজার, মাণিকতলা, শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ ও ডায়মণ্ড হারবার (দি সি), শালিমা, আরামবাগ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

স্থাপিত—১৯২০

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেভিংস্ একাউণ্ট

ফোন : কলিঃ ২২৩৮

এই দুর্মূল্য ও অনটনের দিনে আপনি এর উপর নির্ভর করে আকস্মিক আর্থিক দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারেন। পাঁচ টাকায় একটী একাউণ্ট খুলে মোটা রকমের সুদ ভোগ করুন। চেকে টাকা তোলা যায়।

মিঃ এস্ বিশ্বাস—ম্যানেজার

শাখা :—শ্যামবাজার ও ময়মনসিংহ

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল

—ব্যাঙ্ক লিমিটেড—

৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : বি বি ৬২৬৪

তার :—ENEM BANK

শাখাসমূহ

ঢাকা, লালমণিরহাট, নবদ্বীপ, রঙ্গপুর, রংপুর, করাচী (সিন্ধ), ওয়াজিরাবাদ, মিঞ্চানাবাদ, গুজরানওয়ালা, ডাসা, জলন্ধর সিটি, লালামুসা, খুশব, শাহদরা ও জরাঁওয়ালাণ্ডি (পাঞ্জাব)।

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করা হয়।

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ

ব্যাঙ্ক লিমিটেড,

হেড অফিস : ৩১, নাকো লেন, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ৫৩৯২

—কলিকাতা শাখা—

বালীগঞ্জ—বৌবাজার—বড়বাজার

—অন্যান্য শাখা—

ঢাকা, ময়মনসিংহ, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) ও মেদিনীপুর

মুক্তন শাখা—এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, মজঃফরপুর, এলাহাবাদ, ডায়মণ্ডহারবার, ঘাটশোলা, মুরারই, আলীপুর, জোড়াবাঁধ, জলপাইগুড়ীতে শীঘ্রই খোলা হইবে।

পে-অফিস—বোবাজার, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

বীমা করুন

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমস্ত লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অঙ্গহানির জন্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- মৃত্যুসাধনে প্রিমিয়াম দিবার সুবিধা-জনিত অতিরিক্ত সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর অতিরিক্ত পরিমাণ ৩ কোটি টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন

কস্টিডকার এণ্ড সন্স

চীফ এজেন্টস্।

৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৩৩ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সদ্য ১৯৩৩ সালের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে সংক্ষিপ্ত দিতে এই সুপ্রসিদ্ধ কোম্পানীটির উন্নেষকাল্যাবধি উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য বৎসরে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার নূতন বীমার জন্য কোম্পানী মোট ১২ হাজার ৪২৫টি প্রস্তাব পাইয়াছিল; উহার মধ্যে ১০ হাজার ৭৭৫টি প্রস্তাবে কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত মোট ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। সদ্য ১৯৩২ সালে কোম্পানীর নূতন বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। সেই হিসাবে এবার তাহা শতকরা ১০০ ভাগেরও উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এত বৎসরে নূতন কাজের পরিমাণ এইভাবে বাড়িয়া যাওয়া ক্যালকাটার অর্থব্যবস্থার সমৃদ্ধ বৃদ্ধিরই পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

প্রিমিয়াম বাবদ ৬৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা, বাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ১৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ও অন্যান্য বরাবের আয় লইয়া সদ্য ১৯৩৩ সালে কোম্পানীর মোট আয় হইয়াছে ৯৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। ইহার দিকে আলোচ্য বৎসরে দাবিদির বিষয় পূর্ণ হওয়া বাবদ ১৮ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা, পলিসি-গ্রাহকদের মৃত্যু-বাবদ ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ও আত্মসমর্পণ-মূল্য বাবদ ৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা দাবী হয়। কার্য্য-পরিচালনা ব্যয় ও অন্যান্য বরাবের ব্যয় বাদে আলোচ্য বৎসরে এই সব দাবী হাজার টাকা জীবন বীমা তহবিলে জমা করা হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। সদ্য ১৯৩২ সালে ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী কার্য্য-পরিচালনা বাবদ তাঁহাদের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৫'৩ ভাগ ব্যয় করিয়াছিল। এবার তাহা বৃদ্ধি হইয়া শতকরা ২৭'২ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। নূতন কাজের পরিমাণ খুব বাড়িয়া যাওয়াতেই এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। তবে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এত বৎসরে নূতন বীমার পরিমাণ যে ফলে শতকরা ১০০ ভাগেরও উপর দাঁড়াইয়াছে, সেইফলে ব্যয়ের হার মাত্র শতকরা ২ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্নদেশে প্রিমিয়াম সম্পর্কে কোম্পানীর শতকরার হার ভিন্ন ভিন্ন করিয়া আদিতেছে। ১৯৩২ সালে কার্য্য-পরিচালনা বাবদ বিভিন্নদেশে প্রিমিয়ামের শতকরা ১৭'৯৩ ভাগ ব্যয় হইয়াছিল। ১৯৩৩ সালে তাহা বাড়িয়া শতকরা ১৯'৩ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। ব্যয় হ্রাসের এই গতি ক্যালকাটার পরিচালকদের বিবেচনাসহকারে কার্য্যনীতিই সূচিত করিতেছে।

আলোচ্য বৎসরে মূলধন বাবদ ৪ লক্ষ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া ফেব্রুয়ারি কার্য্যবিবরণীতে সদ্য ১৯৩৩ সালের শেষে ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৫ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। ঐ দায়ের বিপরীতে যে সম্পত্তি দিয়া তাহার প্রধান প্রধান বরাদ্দগুলি এইরূপ :—ভারত গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটি ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটি ৪৭ লক্ষ টাকা, ভারতীয় মিউনিসিপ্যাল ও পোর্টট্রাষ্ট সিকিউরিটি ৪৯ লক্ষ টাকা, বেঙ্গলকোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ৪৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ৭০ লক্ষ টাকা, কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে বাবদ ৪৪ লক্ষ টাকা, জমি বাড়ী ৯৩ লক্ষ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। কোম্পানীর তহবিল যে ভালভাবে বিনিয়োজিত হইয়াছে ঐ সব বিবরণ দৃষ্টে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বাদনী তহবিলের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য কোম্পানীর পরিচালকেরা ৯ লক্ষ ৩১ হাজার টাকার একটী ইন্সিওরেন্স রিজার্ভ আজ সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে বীমা ব্যবসায়ী মাত্রেই এই বাজারের পরিচালনায় 'ক্যালকাটা' একটী বিশেষ নির্ভরযোগ্য ও অভিজাত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। আমরা উহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বার্ড এণ্ড কোম্পানী

আমরা ৫৭৯, আরিয়ন ইন্সিওরেন্স বার্ড এণ্ড কোং হইতে এক পাউণ্ডের ১১ টাকার পাইয়াছি। উহা ব্যবসার অবিরা আমাদের ধারণা অতিক্রান্ত, আর ও অন্যে বাজারের সম-শ্রেণীর কোম্পানীর তুলনা এ অংশের উহা অগ্রণী নহে।

টেলিগ্রাম—Sanchaya Calcutta Phone : Cal 2128 6485

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—২৩, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

—ঃ শাখাসমূহ ঃ—

১। বড়বাজার ২। দক্ষিণ কলিকাতা ৩। সিঁথি মোড় ৪। ঢাকুরিয়া
৫। ভাটপাড়া ৬। কাঁচড়াপাড়া ৭। হিলি ৮। বালুরঘাট ৯। দিনাজপুর
১০। বীরভূমবাড়ি ১১। সৈয়দপুর ১২। রংপুর ১৩। সিরাজগঞ্জ
১৪। বুড়রাজপুর ১৫। ফুলবিয়ার ১৬। বেনারস ১৭। এলাহাবাদ।

এ বৎসর আমীরবন্দরে শতকরা ৭½ লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।
আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৫১৯ টাকা।
অংশের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

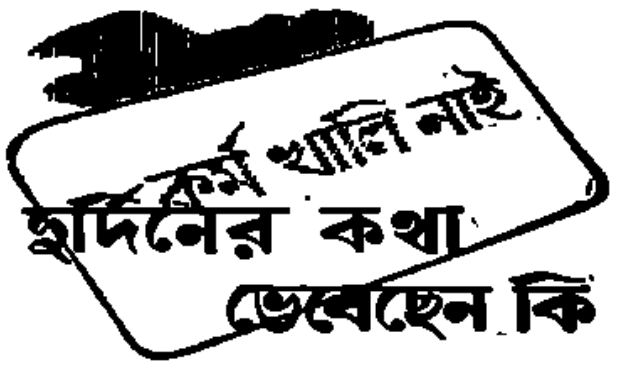

এদেশের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই আজের দুঃখ দারিদ্রের দুর্দ্দিনের কথা কি ভাবে ভোলা যায়। কৃষক দল আজ সব দিক দিয়া অর্থাভাবের উপায় খুঁজিতেছে এবং আশানুরূপ রোজগার-নজরানা হইতেছে। কিন্তু দুঃখের দিনের আজ যেহেতু স্পষ্ট, সেই জন্য এই সময়ের কথা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। দেশের সব দিক দুঃখকে ভবিষ্যতে থেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হল দেশে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়ে তোলা। অন্যদেশে প্রত্যেক দিন দেশে এবং দেশের ব্যাঙ্কগুলির সাহায্য করিবার সময়ের বিশেষই সহায়তা করিবে।

পৃষ্ঠপোষক

মিত্রপ্রবিশ্বি—শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,
কে, সি, এস, আই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য।

দেশি অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা), চীফ অফিস—আগরতলা

বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র শাখা আছে।

দি ত্রিপুরা সদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ,

২০১, আরিয়ন রোড ও ৬, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

নূতন যৌথ কোম্পানী

মুটুল্ সিল্ক ষ্টার্চ কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ই বি কেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—বঙ্গলক্ষ্মী বিল্ডিংস্, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। স্টেরেচ্ কৌলাদির ব্যবসা।

কেমো (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ হেমনারায়ণ ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ হাজার টাকা। ঔষধাদির প্রস্তুতকারক।

মাউণ্ট ইণ্ডিয়া মাইনস্ এণ্ড মিনারেলস্ লিঃ—রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৩, হরোরচন্দ্রপুর ঘোষ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। খনির ব্যবসা। খনি ক্রয় ও খনি পরিচালনা।

ফিজিক্স কেমিক্যাল লেবরেটরি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস পি চক্রবর্ত্তী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। বায়োলজিক্যাল প্রডাক্টস্ ও ফিজিক্স।

এ্যাসোসিয়েটেড ফিল্মসেকার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে পি ভগত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৫ বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ষ্টেজ ইকুয়ালাইজ ব্যবসা।

ভাটিয়া ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি এল ভাটিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। এজেন্সি।

ইষ্ট বঙ্গাকর কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি কে চক্রবর্ত্তি। রেজিষ্টার্ড অফিস ১৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৮ লক্ষ টাকা। কয়লার খনি।

ওয়ার ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে ওয়ার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০২।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। এজেন্সি।

খাস ঘনেশপুর কোল মাইনস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি রায়চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৯ ষ্ট্রাণ্ড রোড। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। কয়লা খনি পরিচালনা।

এষ্টিকো রেফ্রেক্টরিস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুখেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৩বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ষ্টেবর ও ইংরেজদের তৈয়ারী এবং বিক্রয়ের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বাজারের উলেন ফাইন এণ্ড সিল্ক মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩।০ আনা। ইণ্ডিয়া জুটেক্স মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা। ব্যাউরিয়া জুটিক মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩।০ আনা। বাকিংহাম এণ্ড কার্ণাটিক কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে ৩।০ আনা।

ফোন : কাল—২৭৯৯ তার—"জয়কল্যাণ"

আপনার আত্মরক্ষের "সকলই"
আপনার বার্দ্ধক্যের এবং
পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের সম্বল—

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন
এসিওরেন্স লিমিটেড্

হেড অফিস—দিল্লী
সেণ্ট্রাল অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস্

উপযুক্ত বেতন ও কমিশনে সর্ব্বত্র
এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ভারত ইন্সিওরেন্স বিভিন্ন প্রকারের বীমা করিতেছে
—আমাদের বৈশিষ্ট্য—
দাবী প্রদানে তৎপরতা : উদার বীমা নীতি
স্বল্প প্রিমিয়াম হার : : অভিনব বীমা প্রণালী (Schemes)
সব রকমের ইন্সিওরেন্স ও অর্গানাইজারের পদ খালি আছে। ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

যান্ত্রিক শক্তি
ও স্বয়ংপরিকল্পিত ভারত

ভারতের সাধারণ লোক যে পরিমাণ কয়লা ব্যবহার করে, তার চেয়ে অনেক বেশি কয়লা উৎপাদন করতে আমাদের খনিজ শক্তি নিয়োগের প্রয়োজন।

চাহিদা অনুযায়ী ইস্পাতের যে যোগান, তার ইস্পাতই অনেক ক্ষেত্রে নিম্নমানের যন্ত্রপাতি ও খারাপ ব্যবহার্য্য জিনিষ।

বাজার ভরেই লাঙল, খাড়ী ও বাঁধানির এই অসুবিধার জন্যে বিক্রির ও তাড়াতাড়ি ভোগ যায়।

এমনকি হরদম যা চালাবার ইস্পাতের চাহিদা মেটাতে ও বাজারে যোগান বিশৃঙ্খলার অভাব ভাবে আনতে পারে না।

অপরিকল্পিত ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে যন্ত্রশক্তির পূর্ণ প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণের পরিচয়ই এই, যেটুকু প্রয়োগ হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা যেন, ইস্পাতই হয়ে এসেছে অকেজো।

ইস্পাতই ভারত

TATA&SONS

টি টাটা সন্স এণ্ড টাটা কোং লিঃ এবং টি টাটা অর্গানাইজেশন এর সেবায় নিয়ে আছে।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া
লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী
লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৮৩ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

মূলধনের পরিমাণ
৩,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর

চলতি বীমার পরিমাণ
১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর

দাবী শোধ
৮,৬৮,৪০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ত্রুত করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের অনিবার্য্য দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত আপনাকে এভাবেই রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ
চীফ এজেন্টস্
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম
২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৪ই সেপ্টেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই এবং গত সপ্তাহের সহিত তুলনায় পরিমাণের দিক দিয়া ব্যবসায়ের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। কলিকাতার পক্ষকথা ৮ আনা এবং বোম্বাইয়ে পক্ষকথা ৮ আনা ছিল।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকার সপ্তম বাহুর তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের ৫৮ টেণ্ডার পেশ হয়, তাহাদের মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৯৫/০ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৯৫/০ মূল্যের পক্ষকথা প্রায় ৩০ জন আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পক্ষতা মূল্যের হার দাঁড়িল পক্ষকথা ৮/১০ পাই হিসাবে ধার্য হইয়াছে।

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর মেলা ১১টা (টাকার মূল্য) পর্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে আগামী সপ্তাহের জন্য বাহুর তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

১৯৪৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে ৬১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল ডিসকাউণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ইহা-দিগকে দেওয়ার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

বিনিময়-বাজারে এসপ্তাহে বিভিন্ন রায় ছিল নিম্নরূপ—

টেলিগ্রাফিক	(প্রতি টাকায়)	১ শি. ৫৪/৩২ পেন্স
ঐ বর্মী	"	
ডি এ ভিসবাস (	"	১শি ৬৯/৩২ পেন্স
ডি এ ডায়মাস (	"	১শি ৬৯/৩২ পেন্স
ডলার	(প্রতি শত)	৩৩৯৯০ আনা।

ডিসকাউণ্ট ব্যাঙ্কের হিসাব—ডিসকাউণ্ট ব্যাঙ্কের গত ১লা সেপ্টেম্বরের হিসাবে দেখা যায়, ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের চলতি মোটের পরিমাণ ছিল ৯৯৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে ব্যাঙ্কের পরিমাণ ছিল ৯৫৭ কোটি টাকা। গত ২৫শে আগষ্ট ডিসকাউণ্ট ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৩১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ও ১৮৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৪ই সেপ্টেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় কোন উল্লিখিত ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই বরং অধিকাংশ শেয়ারের মূল্য সকলীয় হ্রাস পাইয়াছে। সাধারণের এই কোম্পানীর কাগজের প্রতি অনাসক্তির মূল কারণ ইউরোপের যুদ্ধ-পরিস্থিতিই দায়ী এবং ইউরোপের যুদ্ধ বন্ধই সমস্যার দিকে অগ্রসর হইতেছে এরূপ সংবাদের বাজারের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। পীস বুলিয়াছি মোড়িং হইবে এমনি একটী ধারণা সমস্ত বাজারে সঞ্চারিত হওয়ায় ফলে আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য তাগাদাই পরিলক্ষিত হয় এবং বিক্রয়ের গ্রহণ তাগাদার পরিমাণ বাজারের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। বাজারের হাতে যেসীমাবদ্ধ শেয়ার আছে তাঁহারা পর্যন্ত বর্তমান সপ্তাহে অধিকতর প্রকাশ করিয়া শেয়ারসমূহ বেচিয়া ফেলিবার দিকে ঝুঁকিয়াছেন, অবশ্য ফলিতে গেলে ইউরোপের যুদ্ধ অবসানের জন্যই সব কিছুর সপ্তাহ বাজার বাজারে বিভিন্নভাবে বিরাজ করিলেও তাহাই অবশ্যম্ভাবি পরিণতি পাইতে পারে নাই। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম হইতেই বাজারের শক্তিশালীতা সূচিত হয়। আশার সুযোগ ছুটিয়া বাজারের অবস্থা কি হইবে সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা বিভিন্ন বাজারে প্রথম হইতেই অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলেও শেষের দিকে কেনিবার জন্য আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য বাজার সম্বন্ধে শীর্ষ আশার কথা এই যে, সপ্তাহের শেষ দিনে বাজারে শেয়ারসমূহ যে মূল্যে কেনাবেচা হইয়াছে তাহা সপ্তাহের সর্বনিম্ন মূল্য অপেক্ষা কিছু অধিক। মোটের উপর কলিকাতার শেয়ার-বাজারে এখনও পর্যন্ত যে অবস্থা চলিতেছে তাহা মোটেই আশাপ্রদ বলা চলে না।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও তদসম্পর্কযুক্তের মূল্য দিবসে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। ৩৩ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময় ১০৫৩ টাকা ছিল। বেঙ্গলী তদসম্পর্কগুলির মধ্যে ৩ সুদের তদসম্পর্ক (১৯৪৩-৪৫) ১০০।৩ আনায়, ৩ সুদের তদসম্পর্ক (১৯৪৮-৫৫) ৯৯৬/০ আনা, ৩ সুদের তদসম্পর্ক (১৯৫১-৫৪) ১০০৬০ আনায় ও ৩ সুদের তদসম্পর্ক (১৯৬৩-৬৮) ৯৯।০ আনায় বর্তমান সপ্তাহে বেচাকেনা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—আলোচ্য সপ্তাহে অধিকাংশ ব্যাঙ্কের শেয়ারের দরে অবনতি দেখা যায়। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ও আরও আলোচ্য সপ্তাহে ৫৯৲ টাকা এবং ১১১৲ টাকা হইতে যথাক্রমে ২২৫০ ১০৩৩০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। বঙ্গলক্ষ্মী সপ্তাহে সিলেট ৫০৲ টাকায় ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কিং ১১।০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার-বাজারে লক্ষণীয় কোনও বেচা কিনা হয়। এলবিন বর্তমান সপ্তাহে প্রায় ৯৲ টাকা হইতে ৬১৩/০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে এবং আলবার্ট ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রায় ৫৲ টাকা হইতে ৯৫৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। তবে সপ্তাহ শেষে অধিকাংশ কাপড়ের কলের শেয়ারেই কিছু কিছু মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

কয়লার খনি—শেয়ার বিক্রয়ের দিকে লোকের আগ্রহ স্বাভাবিক হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ার-বাজারের অবস্থা লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বেঙ্গল কোয়াল কিছু প্রায় ৫৲ টাকা হইতে ৬৯৲ টাকা এবং প্রায় সকল শেয়ারেরই মূল্য হ্রাস উল্লেখযোগ্য। তবে যাহা সপ্তাহের তুলনায় অল্পবার অবনতি খনির শেয়ার-

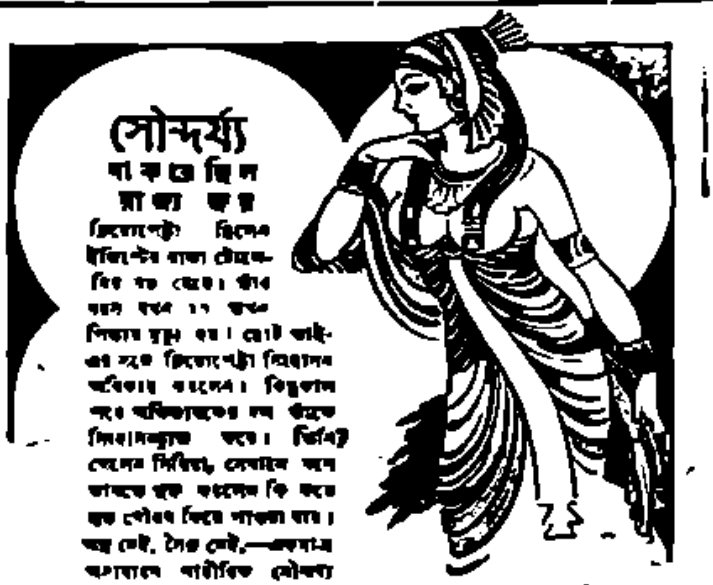

সৌন্দর্য্য
যা করে ছিল
রাজা জয়

ক্লিওপেট্রা ছিলেন ইজিপ্টের রাজা টোলেমি-দের কন্যা। তাঁর বয়স যখন ১৭ তখন পিতার মৃত্যু হয়। মোট ভাই-এর সঙ্গে ক্লিওপেট্রা সিংহাসন অধিকার করলেন। কিছুকাল পরে অভিজাতদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ-বিসম্বাদ শুরু। কিন্তু কেন সেদেশ সিরিয়া, সেখানে অন্য কোনও যুবক কবলেন কি তবে তাঁর যৌবন ফিরে পাওয়া যায়। আজ সেই, সেই নেই,—প্রসাধন আগাধনে পারীরিক সৌন্দর্য্য ছাড়া তাঁর নতুন কিছু ফিরে না। এঁকেই তাঁর বিবাহে টিক-মত সাজাবার জিনি করলেন। সীজারকে প্রলোভিত করে ইজিপ্টের সিংহাসন অধিকার করালেন। এই ভাবে সৌন্দর্যের সাহায্যে তিনি কিছু দিনের জন্য রাজ্য।

আজকের দিনে সাধারণ নারীর পক্ষে অবশ্য সিংহাসন বা রাজ্যলাভ হয় তেমন কোনও কিন্তু সৌন্দর্য্য তাঁর আছে। কিন্তু তার পারিপার্শ্বিক পারিপাট্যই রাজত্বের মতো সুখলাভ করে পারে এবং এই পারি পারিপাট্যেই নির্ভর করে তাঁর সৌন্দর্যের উন্নয়। প্রসাধন-দ্রব্যের কথা এই সৌন্দর্য্য থাকতে বা থাকতে পারে। তাই তাঁর উচিত বাজারের সেরা প্রসাধন-সামগ্রী বার দিয়ে আনন্দ নি, এম, আমাদের নিকট থেকে নেওয়া।

প্রসাধন-সামগ্রী
কেমক্রো স্নো ও ক্রীম,
পুষ্পসার কেশতৈল,
বোরাইড রোজ, লাইলাক
এ সব আরও অনেক।

নিত্য প্রসাধনে
পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোং, কলিকাতা

সকলে পরস্পর মুখাপেক্ষি হইয়া থাকাতে কিছু পরিমাণ আশার সঞ্চার হইয়াছে।

পাইকল—আলোচ্য সপ্তাহে পাইকলের সেয়ার বিক্রয়ের হার অনেকটা কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও সেয়ারসমূহে যে মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে তাহা সন্তুষ্টজনক সন্তোষজনক সাধারণ বাজারের প্রতি সহানুভূতিমূলক। এসোসে ইণ্ডিয়া ৩৯৲ টাকা হইতে ৩৮৲ টাকায় নামিয়া গিয়াছিল এবং ডায়মণ্ডহারি নামিয়া গিয়াছিল ৬৯৯৲ টাকা হইতে ৬৮৲ টাকায়। সপ্তাহের শেষ দিনে অবশ্য এসব সকল পাইকলের সেয়ারের দরিদ্র ইতিমধ্যের মূল্য কিছু পরিমাণে উন্নতি দেখা যায়।

ইন্ডিয়ানীয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের সেয়ারগুলির পক্ষ সপ্তাহের তুলনায় সামান্য অবনতির ভাব দেখা গেলেও বাজারের সক্রিয়তা বলতঃ ইহাদের উপর অপেক্ষাকৃত অল্প প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইন্ডিয়ান আয়রণের ও টীল কর্পোরেশনের মূল্য মন্দ সপ্তাহে আর ২৲ টাকা পড়িয়া যায়। কিন্তু সপ্তাহশেষে উভয়ের মূল্যই কিছু পরিমাণ বাড়িয়াছে।

টিমিয় ফল—আলোচ্য সপ্তাহে টিমিয় ফলের সেয়ার সম্বন্ধে বাজারে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। বাজারের অন্যান্য সেয়ারসমূহের মত এইক্ষেত্রে সপ্তাহে টিমিয় ফলের সেয়ারগুলিরও কিছু কিছু মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে।

ই-বাঙ্গালি—ই-বাঙ্গালের সেয়ারসমূহে আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রিবিক্রি অপেক্ষাকৃত কম হইলেও সেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য মূল্য হ্রাস ঘটে নাই।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৮ই সেপ্টেম্বর—পাট কাঁচা সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবসার একদিন বাজারে নূতন পাট উপস্থাপিত হইতেছিল কম। সম্প্রতি এই অবস্থা সম্পূর্ণে একটা পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি আড়তদারে দুইদিনের পরিমাণ বাড়িয়াছে। এমতের এক আশে বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে পাট বিক্রয়ের সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকটা বিলম্বের পর বহরমপুরে পাট কাটার মৌসুমের সুরু হইয়াছে। চট-কলওয়ালারা পাট ক্রয় করিবার জন্য সম্প্রতি একদিন কোন আগ্রহ দেখায় নাই। পাইই বাজারে বেশী পরিমাণে নূতন পাট আমদানী হইতে থাকে করিবে। এক সঙ্গে বেশী পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হওয়ায় উহার দাম পড়িবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই চটকলওয়ালারা আরও কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া সুযোগ বুঝিয়া পরে পাট ক্রয় করে বিশে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে। পাট বিক্রেতারা এখন কাজকারবারে উৎসাহ দেখাইতেছে। তবে কম দরে পাট কারবারীরা করিবে এমনও তাহারা প্রস্তুত নয়। পাট বিক্রেতাদের এই মনোভাব সম্পর্ক বলিয়াই আমরা মনে করি। পাইই খুব শেষ হইবে বলিয়া গুজব উঠিয়াছে। খুব শেষ হইলে বিভিন্ন রেলে নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ-কার্য্য সুরু হইবে। তাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদের বাহিরে পাই ও চটের চলাচল বাড়িবে। কাজেই এখন পাইের দর ভাল হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। সেজন্য তাড়াতাড়ি করিয়া যে কোন দরে পাই বিক্রয় না করিয়া ভাল দর পাওয়ার জন্য তাহা মজুদ রাখাই সমীচীন।

আমুদা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে কাজ-কারবার কম হইয়াছে। ইউরোপীয় প্যাকিং বিষয়ে ও চটের শেণীর পাই যথাক্রমে ১৯৲ টাকা ও ১০৲ টাকা মণ দরে সামান্য পরিমাণ ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

পাতা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত বেশী পাই বিক্রয় হইয়াছে। বাজারে তাকি ছেঁড়ী ও ছোট পাটের বেল প্রতি মণ যথাক্রমে ৮৲ টাকা ও ৮৯৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

চট ও থলের বাজারে এ সপ্তাহে কয়েক কিছু নিয়ন্ত্রিত কথা শুনা গিয়াছে। বাহির হইতে এ সপ্তাহে চট ও থলের চাহিদা কম দেখা গিয়াছে।

ইউনাইটেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

অনাদায়ীকৃত মূলধন ১ কোটী টাকা।

চেয়ারম্যান—মিঃ বি বি মিত্তল, ভাইস চেয়ারম্যান—এস এইচ্‌ সাহানী, মিঃ আর বি সরাইয়া। ডিরেক্টরস :—মিঃ এম এল মাহাত্তরাম, মাননীয়া রাণী সাহিব, মিঃ এস সি মোহেরা, মিঃ বি এম মাথোরীয়া, মিঃ এ বি লাল, মিঃ নরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ ধরমদাস আর ভাটিয়া, মিঃ মতিলাল আগুরিয়া। জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ বি বি ঠাকুর।

যে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন

ভারতে এবং বিদেশে সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ব্রাঞ্চসমূহ :—বড়বাজার (কলিকাতা), বোম্বাই, দিল্লী, সিমলা, করাচী, লাহোর, অমৃতসর, জলন্ধর, হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু), আহমেদাবাদ, মাদোকড় (আহমেদাবাদ), পেশোয়ার, কানপুর, মুরাদাবাদ, সিমলা, সিলেট প্রভৃতিস্থানে।
হেড অফিস—২, ক্লাইভ এভিনিউ হেস্টিংস, কলিকাতা।
তার :—কমার্স ৩৪৭৩ আহমেদাবাদ—মিঃ বি আর সোমানী কার

১৮,২৫০ আনন্দের দিন

চায়ের পেয়ালায়

আমার বন্ধুর অসুখ বাড়াবাড়ি অবস্থায় বিছানা নেওয়ার পর, যেদিন প্রথম উঠে-বসার বা হাঁটার চেষ্টায় সাহায্য দিই, কিন্তু যদি সেদিন যে, তবে সত্যি কথার মত বড় ব্যাপার এক পেয়ালা চায়ের উপর নির্ভর করে, তাহলে আমাদের বিশেষ আপনি কতটা উঠবেন। কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। বাঁরা ঘরে রোগী আছেন তাঁদের সামনে অতি অবশ্য তা বলে দিলে খুব ভুলধারণা বিপদেও হয় ছেড়ে যাবে। তাঁদের অ্যালি-ভিটা চা খাওয়াবেন, তাহলে এ ধরনের বিপদজনক জীবনের ১৮,২৫০ আনন্দের দিন আসতে পারে।

NEED YOUR HAPPY DAY

অ্যালি-ভিটা

অ্যালি-ভিউ টি কোম্পানী, কলিকাতা ও দিল্লী

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৮ই সেপ্টেম্বর—কেবলমাত্র মার্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়া তুলার বায়না করিবার অনুমতিই নির্দেশ দেওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই নির্দেশ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর ইহা ইণ্ডিয়া কটন-সিবেশনের এক অধিবেশন হইবে। সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে করিলা তুলার দর মণপ্রতি ৩৭৲ টাকা।

আগস্টের ট্রেড্যাইল কলিকাতায় মিঃ ডেনোমি আশা দেওয়া সত্ত্বেও কলিকাতার কাপড়ের বাজারে চাঞ্চল্যভাবের উদয় হয় নাই এবং সাধারণ ক্রেতারা দুর্গাপূজা ও ঈদ উপলক্ষে বস্ত্রাদি কিনিতে যাইয়া অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছে। তবে মিঃ ডেনোমি মৃদু লঘুত্ব উপলক্ষে বায়নার সম্ভাবনা বাহিরের লোকেদের কথা বিবেচনা করিয়া এবং এখানকার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া বায়নার জন্য যথাযথ মালের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

আমরা সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী বিজয়দশমীর উৎসব পর্যন্ত পাঁচসপ্তাহের সময়ের মধ্যে বেসামরিক অসামরিকদের জন্য কাপড় দেওয়া হইবে এবং অনেকটা অনুরোধমূলক ঘোষণার মারফৎ এই মাল বিতরণ করা হইবে। আগামী বিজয়দশমীর উৎসবের বৃদ্ধি দেখাইয়া এবং সাময়িক প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম হইবার আশা থাকায় আমরা সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, এবার শীতের সময় যথেষ্ট তুলো বেসামরিক অসরক্ষণী শীতবস্ত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৮ই সেপ্টেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে সোনা ও রূপার যে মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে তাহা আশ্রে ইউরিডিকির আশঙ্কাজনিত বলিয়া মনে হয়। ফিলাডেল্ফিয়া ও লুইসভিলের বন্ধি প্রার্থনার এবং বিজয়দশমীর আগামীদের প্রত্যেকের সময়ে সোনা ও রূপার বাজারে মন্দাভাব প্রকাশিত করিয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে বোম্বাই ও কলিকাতা বাজারে সোনার দর আউন্সে ৫৲ টাকার বেশী নামিয়া গিয়াছে এবং প্রতিবেদন দিনে ৭৯/০ আনা হইতে ৮৭৲ আনায় নামিয়া আসিয়াছে।

রূপা—সোনার মত মূল্যের সহসাই রূপার বাজারের পোর্টনীয় মন্দাভাব দেখা দিয়াছে এবং প্রতি সপ্তাহে রূপার কলিকাতার বাজারে প্রায় ৫৲ টাকা এবং বোম্বাইয়ের বাজারে প্রায় ৬৲ টাকা মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে।

ক্লিয়ারিং-এর যাবতীয় সুযোগসহ
ক্রমোন্নতিশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

কুবের ব্যাঙ্ক লিঃ

—কলিকাতা শাখা—
বড়বাজার, শ্যামবাজার ও দক্ষিণ কলিকাতা
—অন্যান্য শাখা—
ঢাকা, শান্তিপুর, মুক্তাগাছা, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, বারুড়া, দাসী, বেলুড়, ডায়মণ্ডহারবার, কালিম্পং, শিলিগুড়ী, দার্জ্জিলিং, রাজসাহী, বহরমপুর, বাঁকুড়া, বালেশ্বর, অমরাবতী, কাটরাম, চন্দননগর, মিরাট ও বাগেরহাট।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্. কে. চক্রবর্ত্তী

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ
শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
কলিকাতা শাখা—১৯।২, ক্লাইভ রো
হেড অফিস : কুমিল্লা
আদায়ীকৃত মূলধন ও তহবিল— ১৯২৩
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
মিঃ অনিলচন্দ্র বসু, এম. এস. এ, (লণ্ডন)

আজকের হাসি ও আনন্দে আপনার জীবন সার্থক হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার সুখ ও শান্তির কথা ভেবে দেখেছেন? পঁচিশ বছর পরে কর্ম্ম-ক্লান্ত অবসরপ্রাপ্ত জীবনে বিশিষ্ট শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য আপনি নিশ্চয়ই কামনা করেন। আপনি আজকের সামান্য আয় থেকে সেই কামনাকে সফল করতে পারেন।

ন্যাশনাল
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
...
হেড অফিস ...

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৩রা সেপ্টেম্বর	৪ঠা সেপ্টেম্বর	৫ই সেপ্টেম্বর	৬ই সেপ্টেম্বর	৭ই সেপ্টেম্বর	৮ই সেপ্টেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	—	৭৫৯৲	৭৫৭৲	৭৫৮/০	৭৫৮/০	৭৮/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৫৮/০	—	৭৫৭৲	৭৫৲	৭৫৮/০	৭৫৯৲
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	—	১৪৫৲০	১৩৯৲০	১৪৪।০	১৩৮৸০	১৩৪৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৪৪।০	—	১৩৯৲০	১৩৩।০	১৩১৸০	১৩৫৸০
বিলিতি দর—প্রতিআনা (কলিকাতা) ...	—	৫১।/০	৫১।/০	৫১৵০	৫৸০	৫৸৯
ফোকানীর ভাঙ্গন—সরকারী ও খুচরা দোকানের দর (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন) ...	৯৯৵০	৯৯।/০	৯৯৸৵০–৯৯৸০	৯৯৸০–৯৯।/০	৯৯৸০	৯৯।০
ইন্ডিয়েরাজিং—						
ইন্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৩৯৲–৩৮।/০	৩৮।/০–৩৮৵০	৩৮৵০–৩৭৸৵০	৩৭।/০–৩৬৵০	৩৭।৵০–৩৬৸০	৩৭৸০–৩৬৸/০
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি ...	৩১৸০–৩১৲	৩১।৵০–৩১৵০	৩১।/০–৩০৸৵০	৩০৵০–২৯।৵০	৩০।৵০–২৯।৵০	৩০।০–২৯৸৵০
টুয়ারহুর্ণী—প্রতি ...	১২৵০–১১৸৵০	১১৸৵০	১১৵০–১০৲	১১৸০–১১৲	১১৲–১০৸৵০	১১৸০–১১৲
এসুমিনিয়াম কর্পোরেশন ...	—	—	১৩৲	১৩৸৵০	—	১৩৵০–১৩৲
ফেলপ্স ...	২৩৵০	২৩৸০–২৩৸০	২৩৸৵০	২২৸০–২২৸০	২২।০–২১৸৵০	২২৸৵০
আর্থার হাইলাম্ব ...	২২৸০–২১।/০	২২।০	২২।০	—	—	—
ব্রাডলাম আয়রন ...	১৩৸০	১৩৸৵০–১৩৸৵০	১৩৸৵০–১৩৸৵০	১৩।০–১২৸০	১২৸৵০–১২৸০	—
ফেডারেটেড এণ্ড কোং ...	—	১১৸৵০–১১।০	১১৸৵০–১১৸৵০	—	—	—
খনি—বাঙ্গা কর্পোরেশন ...	৪৸০–৪।/০	৪।৵০–৪।০	৪৵০–৪৸০	৪।৵০–৪।৵০	—	৪।৵০–৪৵০
ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩৸০–৩৸০	৩৵০	৩৸০–৩৸৵০	৩৸০–২৸৵০	২৸৵০–২৸৵০	২৸৵০–২৸৵০
ব্যাঙ্ক—ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	—	—	১৩১৲	১৩২৲–১৩১৲	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	২৭৫০	২৯৲–২৮৫০	—	২৭৲	২৭৲–২৭৫০	২৭৲–২৭৫০
বাঙ্গল ব্যাঙ্ক ...	১১১৲	—	—	—	১৩৩৸০	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৫।০–৪৩৲	৪১৸০–৪১।০	৪২৫০–৪১।০	৪১।/০–৪০৲	৪০৸০–৩৯৸৵০	৪১৵০–৩৯৸০
বারাকর ...	১৯৵০–১৮৸০	১৮৸০–১৮।/০	১৮৸০	১৮–১৭৸০	১৮৵০	১৮।০–১৮৵০
রাণীগঞ্জ ...	৪১৵০–৪০৲	৪১৸০	৪১৲	৪৭৸০–৪৬৲	৪৬৸০	৪৭।০–৪৬৵০
ইন্ডুইটেবল ...	৩৫।০–৩১৵০	৩১৸০–৩০।৵০	৩১৲–৩০৸০	৩০৲–২৯৸০	৩০।৵০–২৯৸৵০	৩১।০–৩০৸০
সাউথ করণপুরা ...	২৩৲–২২৸০	২২৵০–২১৸৵০	২২৸০–২১৵০	২১।০–২০৲	২০৵০–২০৸	২০।০–২০৸৵০
কাপড়ের কল—লিউ ফিংটোরিয়া কটন মিলস লিঃ ...	৮।০–৮৵০	৮।৵০–৮৵০	৮।০–৮৵০	৮৵০–৭৸০	৮৵০–৭।৵০	৮৵০–৭৸৵০
মেঘনা-নারায়ণ ...	৩৮।৵০	—	—	—	৩৫৵০	—
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৩৯৸০–১৩৯০	১৩৫০–১৩৫৵০	১৩৯৲–১৩৯৲	১৩৮৸০–১৩৮৲	১৩৫০–১৩৲	১৩৬৸০–১৩৫।৵০

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা : চন্দননগর, ঢাকুরিয়া, রাজসাহী ও শিরাজগঞ্জ

চলতি ও সেভিংস হিসাবে

সুদ যথাক্রমে ১৷০ আনা ও ২৲ টাকা

ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, স্থায়ী আমানত, লোন ও ওভারড্রাফট সম্বন্ধে বিশেষ পত্র লিখিলেই জানান হয়। ফোন বি বি ৪১৮

চেয়ারম্যান—শ্রীঅমিলাল রায়

সাদ্ধার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ

123 আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। ফোন-কাল, ৫১৪১

অফিস—বড়বাজার, ভাওয়ালগড়, জয়ন্তীপুর, বদিয়াঘাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে সেভিংস ও বিনিয়োগী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—রায় অমলেন্দু রায় চৌধুরী, এম-পি

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০ ফোন : কলি ৬৮৩৩

হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,২০০৲ ,,

আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১২,৫৫৫৲ ,,

আমানত···এক কোটী টাকার উপর

(১৯৪৮ সালের ১০ই মে পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও ঝাউতলার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা

হে-অফিস : নিউদিল্লি

জিতেন্দ্রনাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

ব্যাঙ্কার—ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯৪৮

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১১৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—ওয়ালতাঙ্গাবাজার, জলটা ও কটক

ঢাকা ও বহরমপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৮ই সেপ্টেম্বর	৯ই সেপ্টেম্বর	১০ই সেপ্টেম্বর	৬ই সেপ্টেম্বর	৭ই সেপ্টেম্বর	৮ই সেপ্টেম্বর
এসোসিয়েটেড বিল্ডিং লিঃ	...	১৭৲-৯৷৷৷৲	৯৷৷৲-৯৷৷৲	৯৷৷৲-৯৷৷৲	৯৷৷৲-৯৷৷৲	৯৷৷৲-৯৷৷৲
বেঙ্গোবাস	...	—	—	১৯৲/-১৯৷৷	১৯৷৲-১৯৷৲	১৯৷৲/-
কাপাসের কল—ইণ্ডিয়া, সেলার শার লিঃ	...	—	২১৲৲-২১৯৲	২১৯৲-২২৲৲	২০৲৲	২০৲৲
ইষ্টার্ণ সেলার বিল্ডিং লিঃ	...	—	—	—	১৭৷৲	১৮৲/-
ইউনাইটেড	...	২৭৲/-২৮৷৷/-	২৭৲৲-২৭৯/-	২৭৲-২৭৲/-	২৭৷৲-২৭৲/-	২৭৲৲-২৭৷৲
এইচমল—অবন্যাস জুট বিল্ডিং লিঃ	...	৩১৯৲-৩২৲৲	৩১৯৲	৩০৲৲	৩০৲৲-৩১৯৲	৩০৲৲
এ্যাসোসিয়েটেড জুট বিল্ডিং লিঃ	...	৪৪৯৲-৪৪৲৲	৪৪৯৲-৪৪৯৲	৪৪৲৲	৪৪৲৲-৪৪৯৲	৪৪৲৲-৪৪৯৲
কামারহাটি	...	৬৪৯৲	৬৪৲৲-৬৫০৲	—	৬৫০৲-৬৫৯৲	৬৫৯৲
গরীবা	...	১৩১৲-১৩৯৲	১৩৲৲-১৩৪৲	১৩৪৲-১৩৫৲	১৩৫৲-১৩৯৲	১৩৯৲
ন্যাশনাল	...	১০৫/-১০৬/-	১০৭৲-১০৮/-	১০৮/-১০৯/-	১০৯/-১১০/-	১০৯/-১১০/-
বেঙ্গলিয়েন্সী	...	৬৩৲-৬৪৲/-	৬৪৲-৬৫৲/-	৬৫৲	৬৫৲-৬৬৲	৬৬৲
বিলাসরেল	...	৪৪৲-৪৪৯৲	৪৪৯৲	৪৫৯৲-৪৬৲৲	৪৫৯৲-৪৬৲৲	৪৫৯৲-৪৬৲৲
বীরভূম	...	৫৫৲-৫৫৯৲	৫৫৯৲	৫৭৯৲-৫৮৲৲	৫৮৯৲-৫৯৲৲	৫৮৯৲-৫৯৲৲
হাওড়া	...	৯২৲/-৯৩৲/-	৯৩/-৯৩৯৲	৯৪৲-৯৫৲৲	৯৫৲/-৯৬৲/-	৯৫৲/-৯৬৲/-
ডিভিয়ন্স ফল্—বেঙ্গল ওয়াটার কোং লিঃ	...	১৯৲-১৯৯/-	১৯৯৲/-১৯৯৲/-	১৯৯৲-২০৲৲	১৯৯৲-২০৲৲	১৯৯৲-২০৲৲
ন্যাশনাল ওয়াটার কোং লিঃ	...	৪৪৯৲-৪৫৲৲	৪৫৲/-৪৫৲/-	৪৫৲/-৪৬৲/-	৪৫৲/-৪৬৲/-	৪৫৲/-৪৬৲/-
বেঙ্গল এজ কোং লিঃ	...	২৩৫/-২৩৯/-	২৩৫/-২৩৬/-	২৩৫/-২৩৬/-	—	—
ডা ব্যাঙ্কার্স—বেঙ্গলপুর ই কোং লিঃ	...	১৯৯/-১৯৲/-	১৯৯/-১৯৲/-	১৯৲/-১৯৯/-	—	—
বিজয়গড় ই কোং লিঃ	...	—	—	৩৯৲/-৪১৲/-	—	—
বিবিধ—ক্যালকিয়া সিকেই কোং লিঃ	...	১৯৫/-১৯৮/-	১৮৯/-১৯০/-	—	৩৯৲-১৭৯/-	—
বি আই করপোরেশন	...	৬৫/-৬৬/-	৬৫/-৬৬/-	৬৫/-৬৬/-	৪৫/	৯৲-১৩/-
বেঙ্গলিপুর অভিযোগী কোং লিঃ	...	১৭৪৫-১৭৭৲	১৭৯৲-১৭৯৲	১৭৯৲-১৮০৫	১৭৪৲-১৭৭৲	১৭৯৲-১৮৯৲
কোটান ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	...	৩৭৫/-	—	—	—	৩৯৲-৪৯৲
ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল কেমিক্যাল কোং লিঃ	...	১৬৯৲	১৬৭৲-১৬৯৲	১৫৭৫-১৫৯৲	১৫৯৲-১৬৫৲	—
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট	...	—	—	১৭৫/-	১৭৭৲-১৮৫৲	১৭৫/-
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ	...	৪৭৲-৪৭৲	৪৭৫৲-৪৭৮/-	৪৭৲-৪৭৫/-	৪৭৫/-৪৭৫/-	১৭৫/-
মিটি এসিয়াটিক ইলেকট্রিক	...	১৭৲-১৭৯৲	—	—	—	—

মাইকা ও মাইকানাইট।

বর্ত্তমানে যদিও আমাদের প্রস্তুত অধিকাংশ দ্রব্যই সম্মিলিত মিত্রপক্ষের সামরিক প্রয়োজনে সরবরাহ করা হইতেছে, তবুও কিছু উহার দ্রব্য সাধারণের জন্য পাওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধান্তে সামরিক প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আমাদের প্রস্তুত অতি উত্তম দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে ও সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

১৮, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অক্ষয় কুমার নাথ

বাড়ী ভাড়া বাঁচান এবং জমিতে লক্ষ্মী করুন

কলিকাতা এবং ১০০ মাইলের মধ্যে যাতায়াতের স্থানে সুন্দর সুন্দর প্লট অতি সস্তায় বিক্রয় আছে।

নিম্নলিখিত হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়

১ বৎসর মেয়াদে ৫৲
২ বৎসর মেয়াদে ৬৲
৩ বৎসর মেয়াদে ৭৲

● বাড়ীভাড়ার সঞ্চয়—ইহা আপনার বৃদ্ধ বয়সের সম্বল হিসাবে আপনাকে সুখ ও শান্তি দিবে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন

হেড অফিস : বড়বাজার ১১০ — কালীচরণ সেন
ব্রাঞ্চ : 'বঙ্গের কক্ষ', কলিকাতা — ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সিটি ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট

ট্রাষ্ট লিমিটেড্

৮০, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

স্থাপিত ১৯২৫

আপনার সঞ্চয়ের বৃদ্ধ প্রচেষ্টায় আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৯ ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শাখা :—

স্যাবরাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, গৌহাটী, সিলেট, জেড্রপুর, বড়পেটা ও পাণ্ডিয়া (বি. এণ্ড, আর.)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
বিঃ বঙ্গ. চক্রবর্ত্তী

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা আবশ্যক। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের হাউজিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমা-পদ্ধতি অনুসারে মৃত্যুজনিত অকালমরণকে গ্রাস করা হয়।...এক অর্থও হয়, কিন্তু এই মেয়াদ-পরিশোধ-বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি হস্তান্তরের অধীন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কর ক্রমে ক্রমে দেয় হইয়া যায় এবং অবশেষে বা বীমার পরিমাণকের সম্পত্তির কোনই অংশ হয় না।

পদ্ধতির সম্বন্ধে একটী আলোচনা এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স

লিমিটেড

হেড অফিস : ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—৮৩ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—মিঃ কে সি সরকার

কিছু ডিপোজিটের সুদের হার আবেদন করিলে জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে অনুমোদিত চালান বাহির করা হয়,

ডকারপ্রাফট ও ব্যাঙ্ক ড্রাফট দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করা হয়।

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : সেণ্ট্রাল অফিস : কলিকাতা অফিস :

টাকাপুর ২২৮, মহাত্মাগান্ধী রোড, ঢাকা ৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখা অফিস

পুরাণবাজার, শ্রীনগর, লৌহজঙ্গ, ধামরাই,

কেরাণীগঞ্জ ও সদরঘাট (ঢাকা)।

হাটখোলা (২৭৮, আপার সিকদার রোড, কলিকাতা) ও

পূর্ণিয়া শাখা খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, চক্রবর্ত্তী

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটী

১৪৭, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। ফোন : সিঃ ৩৭৫০ এবং ১১৯

মূলধন

অনুমোদিত—১,০০,০০,০০০ টাকা বিক্রীত—৯৯৫,০০০ টাকা

বিলিকৃত—১০,০০,০০০ টাকা আদায়ী—৫,৫০,৩৭৫ টাকা

লভ্যাংশ ১৯৪৮ হইতে ১৯৪৯ সালে শতকরা ৬৲ টাকা।

ঘরবাড়ী আমানত গ্রহণ করা হয়—সুদ ত্রৈমাসিকে দেয়।

বিভিন্ন মূল্যের বাড়ী এবং জমি সর্ব্বদাই বিক্রয়ের

জন্য আমাদের নিকট মজুত থাকে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

'মূল্যের বাজারে শুধু টাকাই সত্য এবং পক্কা বলে জমানো মণিরত্ন এবং আজ যা জমানো যাবে মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ হলে, যাবে তখনও শুধু সেই টাকার মূল্যই বাড়বে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কই আপনাকে এবিষয়ে সাহায্য করতে পারে।'

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৪নং চেম্বার্স ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা : বিহার শরীফ, রাঁচী ও লোহারডগা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্ :—চিত্তরঞ্জন গুহ

বলরামকুমার রায়

লি
বিস্কুট
স্বাদে ও
গুণে—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

লিলি বিস্কুট কোং

লিলি বালি
আদর্শ শিশু পানীয়

লিলি-বালি

লিলি বিস্কুট কোং

৯৯/২এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 18th September, 1944 সোমবার, ২রা আশ্বিন, ১৩৫১ [২১শ সংখ্যা

বাঙ্গালীর মাতৃপূজা

আবার পূজা আসিয়াছে, বর্ষার স্নিগ্ধ আলোর মাতার স্নেহস্পর্শ পূর্ণাভিষেকের স্পর্শে আবার ধরণির উঠিয়াছে, বাড়ীতে আবার বিজোলা হইয়াছে ঢাক বেজেছে। প্রকৃতির দিক হইতে বাহু আমাদের আয়োজনের কোন ত্রুটীই রাখে নাই।

কিন্তু মা আমাদের ঘরে আসিতেছেন আমাদের মুখে আজ হাসি নাই কেন? অর্থনীতির দিক হইতে যে বাঙ্গালী বর্ষাগুলোর সহিত জাতীয় অর্থোৎপাদনের যৌগিক মিলাইয়া একই সঙ্গে মাতৃপূজা ও দেবদেবীর পূজা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের ঘরে তো আজ উৎসবের সাড়া আসিতেছে না। মাত্র কিন্তী আমদানির দিনের জন্য বাঙ্গালী যেন আকুলভাবে সহিত সাড়া করুণ আশা করিয়া থাকিত। আজ সেই শুভদিন সমাগত দেখিয়াও বাঙ্গালী শিল্পীর হৃদয়ানন্দ মুখে ফিরাইয়া রহিয়াছে কেন? চিরকাল এই প্রদেশের সমস্ত অধিবাসী মহামায়ার বিদায়ী উৎসবমুখর দিনকে দেখিয়া পরস্পরের সহিত প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়, ভিন্ন পরিবারের সাধারণ এবং সম্প্রীতি উপহার দিয়া বাঙ্গালী এই বিসর্জনের বহুল মুহূর্তিকে আপনী অন্তরের নিবিড়তম করিয়া তুলিতে চাহে। মহল পঞ্চের অধিবেশে, শিল্পকর্তৃর আসন গুলবরে ও মুসলমানসমাজের মহল মাতলিকে বাঙ্গালার প্রতি ঘরে প্রতি বৎসর জীবনানন্দের প্রবাহ বহিয়া যায়। আজ সেই সব চাওয়া দিন মুহূর্তে আপেক্ষা করিতেছে, অন্নপূর্ণা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তুলিতে আজ কিন্তু সম্ভোষের আর দেখা নাই।

বাঙ্গালা দেশের যে কয় বৎসরের মুষ্টিয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার অতীত ঢাকের সমান। অকালের অভিশাপে মুহূর্তে মুহূর্তে বলিয়া বাঙ্গালী, আজ শিল্পের মেরুদণ্ড আসে জীবনের সব রোমের কল ফেলিয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আক্রোশে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। দেশ-জোড়া অভাবের সমস্যার দুর্বিষহ হইয়া এত দিনে যেমন মুনাফাখোরী দুরভিসন্ধির ঐক্যবদ্ধতি হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি সমস্তরী আন্তরীক্ষিক ফলে ব্যবসিত ও বণিক সমস্তরীন জীবনের কীণ আশার দীপে দীপে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গত বৎসরের মহাসমরের ভিন পরিশিল সঙ্ক সমরণি লইয়াও আজ হয় নাই, এখনও বাঙ্গালার পল্লীসমূহের মুখ মুছিয়া তাহার কল্পনীলা চলিয়াছে। দুর্ভিক্ষের তাপে দর্শহারা মুখার্জি সমবায়ী গত বৎসর হইতে যে শ্রেণীর বাজারি দিয়া উৎপত্তি করিয়াছে তাহা তাহাদের নবীন ব্যবসায় উপযুক্ত নহে এবং এই কারণে জীবনী-শক্তি হ্রাস পাওয়ায় ফলে বাঙ্গালা দেশের সমস্যা প্রায় ৬০ ভাগ নিরাশায় হতাশায় পর্যবসিত হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের সর্বাধিক ব্যাধির মহাসমরে ভিটীন সরোজোর বিভিন্ন দেশের সৈনিকদের মতো সোনী ১ লক্ষ ২২ হাজার ৪৪৩ জন হতাহত হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে নিহত হইয়াছে মাত্র ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৯৭ জন। কিন্তু বাঙ্গালার মানুষের অধিকাংশকে সর্বস্বান্ত যে দুর্ভিক্ষ গ্রাসিয়া গেল, তাহার ফলে মরিয়াছে প্রায় ৩০।৪০ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে অধিকাংশ এবং আর ৩ কোটী লোক মহামারীতে পথে গ্রহণ করিয়াছে। এই হিসেবের মতো অন্তত: ১ কোটী লোকের বাঁচিবার আশা সুদূর পরাহত। বাঙ্গালির অভাবে এক বাঙ্গালার অধিবাসীদের জীবনী-শক্তি অতিরিক্তভাবে ক্ষয় পাইয়াছে, তাহার উপর হোম-প্রতিষেধক ঔষধাদি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া পল্লী বাঙ্গালা দিন দিন শ্মশানে পরিণত হইতেছে।

বাঙ্গালার এই পরম দুর্দিনে নিশ্চয়ই বিজয়ার বলিয়া তবু আজ আমাদের মাতৃপূজার সমাপ্ত করা চলিবে না। দুঃখ নৈরাশ্যের বন্ধন পর পারিয়া মা আজ কমলা করিয়া আমাদের ঘরে আসিয়াছেন, ভিখারী সন্তান যদি পথা-উপচারে না পারে, তবু ভক্তি-চন্দনেই তাহার আরাধনা করিবে। সমস্ত ও সম্প্রদায়ের দেবদেবী বিভিন্ন বিভিন্ন ঘরে মহাসমারোহে আজ আমরা সকলে বিশ্বের পূজা করিব। আশা করিব, মা তাঁহার কল্যাণী কল্পনার মহামারী ব্যাধিদেরও মুক্তির সন্ধানের সঙ্গে আমাদের দেহের অসহায় ও মনের ভৈরব নিঃশেষ করিয়া দিবেন। সকল দিক হইতে দেখা যাইবে, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালীর আজ মাতৃপূজার সমারোহে বেশী প্রয়োজন। ঐতিহাসিক বিশ্বাস মতো আজ আমরা আমাদের দরিদ্রতা-জীর্ণ মুক্তিতে আমাদের করিব, পূজা করিব উহাকে ত্রোধের অনলে, ত্রোধানলে আহুতি দিব আমাদের জীবন সমস্ত জড়তা। বহু প্রার্থনাবাদে বলিব,—আমার সমবেতের কণ্ঠস্বরোর্দ্ধে শব্দ বলিয়া আজ আমাদের এই যে যাত্রা শুরু হইয়াছে, ইহার পরিণাম যেন আমাদের আত্মবিস্মৃত করিয়া না দেয়। আমাদেরই মুক্তির মুখোশে ভবিষ্যতে অজস্রার যে বিশ্ব, তাহাকে পরিহার ইচ্ছায়, মোহমুক্ত মানুষ যে কল্যাণের প্রেরণা, সেই কল্যাণ-মহীয়সের বন্দিরে উদ্বুদ্ধ উদার আকাশের তলায় মানুষ-আমীরীতে আমরা যেন আমার স্বাধীনতা করিতে পারি। আমাদের নিত্য-নায় এই অন্নপূর্ণা যেন পীড়নের বন্ধ-সমাধানের মধ্যে সমস্ত মেধাবীদের কাছে মর্মবীরদের সন্ধান আনিয়া দেয়। বিশ্ব-সভ্যতার আলোকোজ্জ্বল মুখে মানুষের প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা, অন্তরের বিশ্ব অন্তরাত্মে মানুষের অধিকাংশ হইতে বঞ্চিত হইবার দুঃখ ঘোচাবার যেন আমাদের সেই হয়—

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা:
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নম:।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাঙ্গালীর মাতৃপূজা—	৪০৭
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৪০৮-১২
ব্যাঙ্কিং প্রসঙ্গ	৪১০-১৪
পাটের অভিযুদ্ধ— (প্রবন্ধ)	৪১৪-১৬
বিশ্বযুদ্ধের ব্যবসায়-পরিস্থিতি (প্রবন্ধ)	
প্রফুল্লকুমার সোরাবী	৪১৭-১৮
সভ্যতা বিপ্লব (প্রবন্ধ)	
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা	৪১৯-২০
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর—	৪২১-২৩
পুস্তক পরিচয়	৪২৪
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৪২৫-২৮
বাজারের বাজারদর—	৪২৯-৩০

ক্যালকাটা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯১৩

হেড অফিস :—৭১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য সুবিধাজনক সর্ত্তে করা হয়।

মিঃ এ কে ঘটক,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমাদের নিবেদন

দুর্গাপুজার পূর্বে প্রতি বৎসর 'আর্থিক জগতের' 'শারদীয়া সংখ্যা' প্রকাশিত হইয়া এসে আমাদের ব্যাঙ্কারদের মধ্যে বিশেষীন ব্যক্তি সাময়িক হইতে আগামী সনের ও মেলের সুবিধা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিতেন। অধিক মনীষিদের এই প্রবন্ধগুলিতে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কথা দেশের আলোচিত হইত এবং এই সকল অঞ্চলে মেলের যেরূপ ইঙ্গিত থাকিত, তাহা হইতে পাইক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা হইতেন সন্দেহ নাই। সকলেই জানেন যে, আমের সরকারের তাপক নিয়ন্ত্রণ পরিচালনার ফলে পরিস্থিতির ফলের ঠাস ভবিষ্যৎ আমরা যাহা হইয়াছি এবং অধিকাংশ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অনুমতি না পাওয়ায় আমরা এ বৎসর 'আর্থিক জগতের' 'শারদীয়া সংখ্যা' প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। আমাদের 'আর্থিক জগতের' 'শারদীয়া সংখ্যা' দেশের সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে এ বৎসর এই সংখ্যাটি বাহির না হওয়ায় পাইক শ্রেণীর মুরুব্বা আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দেশবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া বর্তমান অবস্থায় আমাদের আর কিছুবার নাই। আশা করি, 'আর্থিক জগতের' সহৃদয় গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকগণ আমাদের এই অসুবিধা মার্জনা করিবেন।

মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে 'আর্থিক জগৎ' পরিচালনার পথ হইতে আমরা সমস্ত দেশবাসীকে আর্থিক অসুবিধা জ্ঞাপন করিয়াছি।

ষ্টার্লিং নিয়ন্ত্রণের অবসান

বর্তমান যুদ্ধের আরম্ভে নিয়ন্ত্রণ হইতে ষ্টার্লিং নির্দিষ্ট পাকিং বাক্সের আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়াতে এই শিল্প উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং এখনে আমদানীর পরিমাণ ১৯ হইতে ১৫ লক্ষ টাকার ষ্টার্লিং নির্দিষ্ট পাকিং বাক্স প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমদানী বাজারে আমেরিকা হইতে আমদানী ষ্টার্লিং নির্দিষ্ট পাকিং বাক্সের প্রবল প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে এবং কৃষ্ণবাজারে আমেরিকা, আমদানী, বাল্টিক সমুদ্রের তীরবর্তী দেশসমূহের প্রতিযোগিতায় আমদানীর এই উন্নতিশীল শিল্প বিপন্ন হইবে প্রবল আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এবং ভারতীয় ষ্টার্লিং নির্দিষ্ট ভারত সরকারের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে, সরকারপক্ষে। সুবিধা ভারা এই শিল্পের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত ৪৭ ব্যবস্থা করা হউক—(১) ভারতের যেসব অঞ্চলে এই শিল্পের বিশেষ সুবিধা সুযোগ রহিয়াছে সেখানে অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা, (২) যুদ্ধ বন্ধের পরে আমার সময় পর্যন্ত রেল ও জাহাজ পথে ভারতীয় কারখানাগুলি বাজারের উপযুক্ত শ্রেণীর কাঠ, রেলোচিত দ্রব্য ও অন্যান্য নির্দিষ্ট পাইকের পথে আসার ব্যবস্থা, (৩) কারখানা হইতে বাজারে পাকিং বাক্সের ব্যবসায়ীদের বিক্রয় সম্বন্ধে মাল চালান হইতে পারে আসার ব্যবস্থা, (৪) ভারতীয় কারখানাগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া বিদেশ হইতে কি পরিমাণ ষ্টার্লিংএর মাল আমদানী করা হইবে এবং উহাদের বিক্রয় মূল্য সাধারণ হইতে আসা স্থির করা, (৫) ভারতীয় কারখানাগুলি বাজারের উপযুক্ত শ্রেণীর ভারতীয় পাকিং বাক্স প্রস্তুত করে তাহার নির্দেশ দেওয়া ও (৬) বিদেশ হইতে ষ্টার্লিং নির্দিষ্ট মাল আমদানীর পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া।

ভারতীয় ষ্টার্লিং শিল্পী সমিতির এই সব দাবী আমরা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। পূর্বেকার সময় দেশের বিভিন্ন বিদেশ উন্নতির জন্য যে সব মেলের কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ীদের আর্থিক উন্নতির জন্য সুবিধা প্রদান করিতেছেন। বিদায় আমদানীর মাল চালাইয়া দেওয়ার কোটি কোটি টাকা লাভ করিতেছেন তাঁহারা ভারতবর্ষের একটি মূল শিল্পের উন্নতি বিধানের ব্যাপারে যে বিশেষ মনোযোগ দেখাইতেছেন তাহার নিন্দা করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

মহাযুদ্ধের গতি

আফ্রিকার মরুতে ইংরেজবাহিনীর সাফল্যের সম্বন্ধে সারা পৃথিবীতে যে আশাবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তুরস্ক প্যালেস্টাইনের সেনেরা আক্রমণ করিয়া সেই আশাবাদকে সত্যে পরিণত করিয়াছে। অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তুরস্ক প্যালেস্টাইনের তার প্রতিরক্ষাব্যূহ রসদবাহিনীকে ধ্বংস করিয়া ইংরেজ বিমানবাহিনী ও সেনাদের ভ্রাতৃত্বের হারাইয়া দিয়াছে। বিমানবাহিনীর সেনাপতির সহিত মন্ত্রিসভার মতবিরোধ হওয়াতেই তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই সময় ব্রাজিল, জীবনযুদ্ধে যোগদান করিয়া সমস্ত আমিরা তাঁহার ফলে তুরস্ক প্যালেস্টাইনে সাহায্য সহজে বিশেষ অসুবিধা হইবে। অনেকে এরূপ মনে করিতেছেন যে, তুরস্ক প্যালেস্টাইনে শুধু আক্রমণের পথ হইতে নয়, আক্রমণের পথ হইতেও ইংরেজবাহিনীর সরিয়া উপায়ন করিতেছে।

ইউরোপের বণাঙ্গনে যুদ্ধ কোন পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার বিষয়ে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে সাধারণ পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিলে মোটামুটি ভাবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, জার্মানীর সেনাবাহিনী ও এখনও বহু ক্ষেত্রে রুশিয়ার চেয়ে শক্তিশালী রহিয়াছে। যুদ্ধের গতি এখনও জার্মানীর অনুকূলে আছে বলিয়া মনে হয়। রুশিয়ার সেনাবাহিনী এখনও জার্মানীর সেনাবাহিনীর সহিত সমানে সমানে যুদ্ধ করিতেছে। যদি রুশিয়ার সেনাবাহিনী জার্মানীর সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করিতে পারে, তবে রুশিয়ার যুদ্ধ জয় হইবে। কিন্তু রুশিয়ার সেনাবাহিনী জার্মানীর সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা এখনও দেখা যায় না। জার্মানীর সেনাবাহিনী রুশিয়ার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করিতে পারিবে এমন সম্ভাবনাও এখনও দেখা যায় না। জার্মানীর সেনাবাহিনী রুশিয়ার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করিতে পারিবে এমন সম্ভাবনাও এখনও দেখা যায় না। জার্মানীর সেনাবাহিনী রুশিয়ার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করিতে পারিবে এমন সম্ভাবনাও এখনও দেখা যায় না।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে 'আর্থিক জগৎ' আগামী ৭ই কার্তিক ১৩৪৯ সেপ্টেম্বর পরিবর্তে ৪ঠা অক্টোবর বন্ধ থাকিবে। আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর ও ৪ঠা অক্টোবর তারিখের 'আর্থিক জগৎ' প্রকাশিত হইবে না। আর্থিক জগতের পরবর্তী সংখ্যা আগামী ১৪ই অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হইবে।—ম্যানেজার।

ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ

ব্যাঙ্কের ব্যবসা পরিচালনার ব্যাপারে ভারত সরকার যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ফলে ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সরকারের সহিত ব্যাঙ্কের যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ব্যাঙ্কের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় বলিয়া গণ্য হইবে। ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সরকারের যে সকল বিধি-নিষেধ আছে তাহা ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গের অবিদিত নাই। ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সরকারের যে সকল বিধি-নিষেধ আছে তাহা ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গের অবিদিত নাই। ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সরকারের যে সকল বিধি-নিষেধ আছে তাহা ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গের অবিদিত নাই।

ইণ্ডিয়া সিকিউরিটী

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৭, সোক্রাটেস লেন, কলিকাতা।

স্থাপিত—১৮৮৪ জয়যাত্রার পথে— ফোন: কলিঃ—৪৮৮৮

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস—২৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য করা হয়

ডিরেক্টর ইন্ চার্জ

এস্ কে ঘোষ

ভূমিকর সম্বন্ধে প্রস্তাবসমূহ

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ জার্মানী কর্তৃক অধিকৃত হইবার পর হইতে নিয়মতন্ত্রের শাসন হইতে অধিকে এইরূপ আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, জার্মানী অধিকৃত দেশগুলির সমস্ত বাঁধাধরা নূতন করিয়া লইবে এবং ইহার ফলে অধিকৃত দেশসমূহের অধিবাসিগণ অত্যাচারে ও ভোগে দুঃখদুর্দশার অধিক হইবেন। ইতালীর ন্যায় অধিকৃত দেশগুলির স্বরূপার্থে মিত্রশক্তির অধীনে আসার পর এই সব দেশের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে ৬৩টি বৈদেশিক সরকারের মতামত হইতে জানা যায়। অনেকের পক্ষ উক্ত মন্ত্রণাসভার সভাপতি মিঃ মরগেনথাউ জানাইয়াছেন যে, জার্মানীর অধীন বিভিন্ন দেশ আক্রমণের উদ্দেশ্যে হইয়াছে এবং ঐ সব দেশের অধিবাসিগণ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া এরূপ যে সব প্রস্তাব করিয়াছে তাহা সত্য মনে। তিনি বলেন যে, অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে, প্যারিসে, বেলজিয়ামে সর্বত্রই তিনি দেখিতে পাইয়াছেন যে, অত্যাচারগণের বাজেয়াপ্তের কোন অভাব নাই এবং অনেক স্থলে ইহার প্রাচুর্য দেখা দিয়াছে।

মিঃ মিকেলের এই মন্তব্যের উপর লণ্ডনের দুইটি ইংরেজ এজেন্সি বিশিষ্ট সাংবাদিক মন্তব্য করিয়াছেন,—"আমি আশা করি আমরা সকলেই এরূপ বলা যাইবে এবং ইংলণ্ডের অধীনস্থানগণ হইতে আমরা যখন মুক্ত হইব তখন দেখা যাইবে যে আমাদের কোন দুশ্চিন্তা নাই।" উক্ত সাংবাদিকের এরূপ উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। তবে মিত্রশক্তি রাজনীতিক কারণে ইউরোপের দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে জার্মানীর নিকট হইতে প্রকৃতপক্ষে করিয়াছে—ইহা দেখাইয়া তিনি যদি এরূপ বুঝাইতে চাহেন যে, ভবিষ্যতেও দুশ্চিন্তা মিত্রশক্তি এরূপ করিবেন তাহা হইলে বলিব যে, দুঃখ উক্ত সাংবাদিকের মন্তব্য সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আমাদের দুশ্চিন্তার কথা এই—এখনো যে দুশ্চিন্তা রহিয়াছে একমাত্র কারণ। এখনো অনেক অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ নরনারী ৫০ লক্ষ লোকের দুর্ভাগ্য তাহার প্রকৃত প্রমাণ। কোন প্রচারকার্য দ্বারা এই সাম্প্রতিক সমস্যাকে উড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে।

ইংরিজি পাউণ্ডের অবিকল

ইংলণ্ডের ডিফেন্স বাজেট সম্প্রতি বিলাসে আলোচনাপ্রসঙ্গে যে ১১ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ করা হইয়াছে তাহা বাহাতে ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য বিদেশী মুদ্রার তুলনায় অধিক মূল্য হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সার কিংসলে উড, চ্যান্সেলর অব দি এক্সচেকার ইংলণ্ডের অর্থ, সোনা, ডলারের ইত্যাদি এবং অধিকে পাউণ্ড সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক মুদ্রা সম্মেলনে আলোচনার জন্য ইংলণ্ড হইতে রাষ্ট্রী ইত্যাদি করা হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকা অনেক দেশের বিরোধিতার ফলে উক্ত সম্মেলন এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ইহার পর আমা বিলা-ছিল যে, এই বিষয়ে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট আমেরিকার সহিত একটা চুক্তি করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যেই কিংসলে হ্যামণ্ডের নেতৃত্বে এক ডিপুটেশন যেরূপ ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় গমন করিয়াছিল। এখনে আমা গিয়াছে যে, এই বিষয়ে কিছু-অগ্রসর হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সার ডিপুটেশনের এই ব্যাপারে কিরূপ আলোচনা হইয়াছে তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, ১০ হইতে ১৫ বৎসরের কিস্তিতে ভারতীয় ও আফ্রিকার অন্যান্য আমাদানীকারকের পাওনার বিনিময়ে ভারতীয় মালপত্র দিয়া ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ভারতীয় পাওনা শোধ করিয়া প্রস্তুত আছেন। এই প্রস্তাবের কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের এত অধিক পরিমাণ ভারতীয় পাওনা শোধ করিয়া দেওয়ার কোন প্রস্তাব ভারতীয় গভর্নমেন্টের নিকট হইতে দেওয়া হইয়াছে না।

ভূমিকর সম্বন্ধে প্রস্তাবসমূহ

মালপত্র আমদানী করার ফলে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট ভারতবর্ষের যে ঋণের পাওনা হইয়াছিল ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট সেই ঋণের হিসেবে ভারতবর্ষকে ইতিমধ্যে কিছু অর্থ দিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি। এই ঋণ সম্বন্ধে পূর্ণ ও অতিরিক্ত মালপত্র আমদানী করার ফলে ইংলণ্ডের নিকট ভারতবর্ষের যে পাওনা হইয়াছে আমেরিকার যুদ্ধকালীন ঋণের আদায় দ্বারা শোধ করা হইয়াছে। এতদতিরিক্ত ভারতে আমেরিকার যুদ্ধকালীন, ইংলণ্ড, চীন প্রভৃতি দেশের যে সামরিক বায় হইয়াছে তাহার ভারতবাসীর ৯ শত কোটি টাকার মত পাওনা হয় এবং তাহাও অনুরূপ আদায় দ্বারা শোধ করা হয়। এই সব ব্যবস্থার ফলেই ইংলণ্ডে ভারতের ১৮ শত কোটি টাকা পাওনা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানে যুক্তরাজ্য ভূমিকর ভূমিকর সম্বন্ধে আমেরিকার সাহায্যে প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে লোহার প্রেরণ হইয়া যেন ইংলণ্ডেরই সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে ১০ লক্ষ ভারতবাসী অনাহারে ও রোগে মরিয়াছে। এখনে ইহাও দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে দেখিয়া যুক্ত ভারতবাসীর এই দান ও ত্যাগের কথা কর্তৃপক্ষগণে বিস্মৃত হইবেন এবং ভারতীয় পাওনা টাকা পরিশোধের অনুরূপে নিজেদের মালপত্র দিয়া ভারতীয় বাজার ছাইয়া ফেলিবার ও ভারতীয় শিল্পের সমূহ ক্ষতি করিবার দাবী করিতেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এত বড় অবিচার ও অন্যায়ের যেন তুলনা দেখা যায়। ভারতবাসী যে কত অসহায় এই ব্যাপারে তাহা স্পষ্ট বিশ্বসমক্ষের বন্ধ প্রতিপন্ন হইতেছে।

যুদ্ধের পিছে সরকারী সাহায্য

যুদ্ধের পরবর্তীকালে বর্তমানের ন্যায় এত প্রকারের সমস্যা উদ্ভব দিকেই-বন্ধুতার ইংলণ্ডের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যের জন্য যে সমস্ত নূতন বিধিব্যবস্থার কথা ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় শিল্পসমাজীদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। তাহার জন্য এরূপ্রকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্তমান ১৯৪৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে অতিরিক্ত লাভের নির্ধারণ করার সময়ে স্বাভাবিক লাভের (standard profit) পরিমাণ ৮ হাজার পাউণ্ড বেশী করিয়া ধরিয়া অতিরিক্ত লাভের উপর অতিরিক্ত লাভকর ধরা হইবে। এই ভাবে স্বাভাবিক লাভের পরিমাণ বেশী ধরিয়া করার ফলে ইংলণ্ডের ৯০ হাজার শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত লাভকর হিসাবে অনেক কম টাকা দিতে হইবে এবং ৮০ হাজার শিল্পপ্রতিষ্ঠান—যারা এতদিন কোনো অতিরিক্ত লাভকর বিলো আসিতেছিল তাহাদিগকে কোন অতিরিক্ত লাভকর দিতেই হইবে না। এখনে উল্লেখযোগ্য যে, অতিরিক্ত লাভকর এতদিন হইবার সময় হইতে স্বাভাবিক লাভের পরিমাণ ৬০ হাজার টাকা ধরিয়া অতিরিক্ত লাভের উপর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অতিরিক্ত লাভকর দিতে হইতেছে এবং এখনো আরও পরের স্বাভাবিক লাভের পরিমাণ বেশী ধরিয়া ধরিয়া অতিরিক্ত লাভকরের পরিমাণ হ্রাস করিবার কোন উদ্যোগ গভর্নমেন্টের দিক হইতে দেখা যাইতেছে না।

ইংলণ্ডের শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলির অতিরিক্ত লাভকর ধরিবার জন্য আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের ব্যবস্থার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অনেক বেশী সুবিধা হইবে বলিয়া তার জন্য এরূপভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পরে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়কর ও সুপার ট্যাক্স বাবদে অধিক লাভের পরিমাণ স্থির করার কাজে (১) শিল্পপ্রতিষ্ঠানের যে মূল সম্পত্তি যুদ্ধের সময়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায় (unfeeling assets—যথা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অর্থ, পরিত্যক্ত উৎপাদনের অধিকার লাভের জন্য প্রদত্ত অর্থ ইত্যাদি) তাহার একটা অংশ অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা অধিক ধরিয়া ধরা যাইবে, (২) অন্য কারণে বৎসরের লাভের জন্য—যেমন অধিকৃত্বা উৎপাদন, ইত্যাদি উৎপাদন ইত্যাদি—যে সমস্ত বাড়ীঘর নির্মাণ করা হইবে ও ব্যবহার জন্য করা হইবে এবং যুদ্ধের সময় উহাদের জন্য যে সব বাড়ীঘর ও ব্যবহারের উপর মূল্যহ্রাসের হার (Depreciation allowance) আয়কর আইনে অনুমোদিত হার অপেক্ষা অনেক বেশী করিয়া ধরা হইবে, (৩) কোন কারখানাকে সুবিধাজনক ও আধুনিক বৎসরের কারখানার পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে যে সব নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইবে তাহার উপর মূল্যহ্রাসের বাবদ প্রথম বৎসরে শতকরা ১০ টাকা হারে ধরা যাইবে। (৪) শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য কারখানা-ঘরবাড়ীর উদ্দেশ্যে বাড়ীঘর নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদির মূলধন হিসাবে (capital cost) যে ব্যয় হইবে তাহার সামান্য অংশ এ বৎসর কাজের জন্য ধরা যাইবে (Revenue Expenditure) বলিয়া নির্ধারণ করা যাইবে। তার জন্য এরূপভাবের এই সব নূতন বিধিব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডের প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে বৎসর বৎসর উহাদের লাভের পরিমাণ কম করিয়া দেখান সম্ভবপর হইবে এবং তাহার ফলে উহাদিগকে আয়কর ও সুপার

দি ভাগলপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৬
৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রেঞ্চিস্ অফিস—ঝিলমুর (ত্রিপুরা)
আগরতলা—পুরাণবাজার, পাবনা, ভাগলপুর।
ব্যাঙ্ক সম্পর্কে সকল প্রকার কাজ করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
এস্ আর্ দাস।

টাকা হিসাবে অনেক কম পরিমাণে টাকা দিতে হইবে। ইংলণ্ডের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থবলে বিশেষ বলীয়ান এবং তাহারা দুইটি সর্বদেশেষ্ঠ নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য লাভ করিতেছে। উহা সত্ত্বেও দুইটি সর্বশেষ্ঠ ইংরাজিতে অধিকতর অভিজ্ঞাসী করিবার জন্য আমরা, অর্থাৎ টাকে ও অতিরিক্ত লাভবানের বোঝা হইতে অনেকাংশে রেহাই দিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন। পক্ষান্তরে আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থবলে অনেক দুর্বল হইলেও উহাদের উপর টাকার বোঝা বিন্দুমাত্র লাঘব করা হইতেছে না। এই ব্যাপারে ভারতীয় শিল্পের উন্নতিবিধায়কদের কাহার সরকারের আন্তরিকতা কিরূপ তাহা বুঝিতে কষ্ট হয়।

সেনাবাহিনীর প্রধানদের উক্তি

পূর্ব-ভারতীয় সেনাবাহিনী (The Eastern Command) তাহাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অধিকাংশ নিজেরা উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। প্রকাশ যে, উক্ত সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই সরিষাকারী উৎপাদনের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ফলে তাহারা ৮।৯ মন করিয়া তরিতরকারী পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেনাবাহিনী বাহাতে অন্তত আরও ১০০০ মন তরিতরকারী পাইতে পারেন তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। সেনাবাহিনী বর্তমানে যে ১১ হাজার একর পরিমিত জমিতে ফসল আদু ও শিমলের চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ফলে তাঁহারা অন্তত ৩০০০ মন করিয়া ফসল আদু ও শিমলা পাইবেন। সামরিক বিভাগের উদ্যোগে ইতিমধ্যে যে সকল গোশালা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে প্রত্যহ দেড়শত মন করিয়া দুধ পাওয়া যাইতেছে এবং দুধের জন্য আরও অনেক দুধেল গোরু ক্রয় করা হইতেছে। ইতিমধ্যে ঈস্ট ও দুরপী সাগরের জন্য একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে ঈস্ট ও দুরপী সাগরের একটি প্রতিষ্ঠান আছে মাত্র। সম্প্রতি এই ধরনের আরও ৪টি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার আয়োজন-আয়োজন চলিতেছে। আট্টিলিয়া হইতে বিশেষ ধরনের মুরগ আনাইয়া একটি বৃহদাকার মুরগ প্রজনন-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে এবং এই ধরনের আরও ৪টি কেন্দ্র স্থাপনের আয়োজন হইতেছে। সামরিক এলাকায় যে সব পুকুর রহিয়াছে তাহাতে বাণিজ্যিক ভাবের চাষের ব্যবস্থা হইতেছে এবং এই সব পুকুর হইতে ইতিমধ্যেই সাধারণ ভাবের মাছ ধরিয়া আনা হইতেছে। এলাহাবাদ, চিত্রকূট ও বিন্ধ্যাচলী অঞ্চল হইতে আরও আমদানী এবং রেলযোগে ও জলপথে অল্পকাল মধ্যে হইতে খাদ্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেনাদের ভাগ্য বিদেশ হইতে সৈন্যদের জন্য খাদ্যদ্রব্য আমদানীরও ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে প্রত্যহ ৩০ হাজার পাউণ্ড করিয়া টিনে ভরা মাংস আমদানী হইতেছে। ইহা ছাড়া ১৯ হাজার মন বরফ সেনারা ক্রয় ও মাংস বিদেশ হইতে আনিয়া মৌজুদ করিয়াছে। প্রকাশ যে, পূর্ব-ভারতীয় বাহিনী অন্য সকলের মধ্যে অধিবাসকারী ও মালের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হইবেন এবং উহাতে কলে এই সব জিনিসের জন্য অসাধারণভাবে আর অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইবে না।

পূর্ব-ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই উদ্যম যে বিশেষভাবে প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা পূর্ব ভারতীয় সেনাবাহিনীই একমাত্র সেনাবাহিনী নহে। অন্যান্য সেনাবাহিনী এই বিষয়ে কি করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে চাই। আমরা আরও জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, যুদ্ধের সমাপ্তি হইতে সমস্ত প্রকার মাল্যবহনের ব্যাপারে ভারতের সমস্ত সেনাবাহিনীকে এইভাবে স্বাবলম্বী করা হইল না কেন? যদি তাহা করা হইত তাহা হইলে অসমন, খড়্গপুর ও তজ্জনিত রেলের ভাড়ার বিভিন্ন খাতে বিশেষতঃ রাজস্ব রেলে লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইতে পারিত এবং জনসাধারণের লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইত।

আগমনীর আগমনে
দি
নবদ্বীপ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
আপনাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন
জানাইতেছে।
ফোন : কলিকাতা : ৯২৩ :: :: স্থাপিত :—.৯২৯
হেড অফিস :—৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
দি এইচ এম ঘোষ, বি-এল-সি
(চিকাগো), এফ, আর, ই, এস, (লণ্ডন)
জেনারেল ম্যানেজার
দি এল এম ঘোষাল

বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী

ভারতবর্ষ হইতে বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়া দেশে কি ভাবে বস্ত্রের রপ্তানী হইতেছে তাহার সম্বন্ধে একটী বিবরণ প্রকাশিত হইল। এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, কেবল অষ্ট্রেলিয়াস্থিত বৈদেশিকদের জন্য নহে, অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের ব্যবহারের জন্যও ভারতবর্ষ হইতে বস্ত্র পরিমাণে বস্ত্র ও সোনাদানা রপ্তানী হইতেছে। যুদ্ধ বিরতির পূর্ব পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া অন্যান্য দেশগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল এবং অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ বস্ত্র বিভিন্ন দেশী আমদানী হইতে আমদানী হইত। পরিবর্তে আমদানী অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষপাতীত্বের দেশে পরিণত হওয়ার ফলে ঐ দেশে আমদানী বস্ত্রের আমদানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়াছে। ব্যবসায়ের অবনতি এবং সামরিক কারণে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতেও অষ্ট্রেলিয়াতে বস্ত্রের রপ্তানী হইতে পারিতেছে না। এই জন্যই অষ্ট্রেলিয়ার সাধারণ অধিবাসীদের জন্য ভারতবর্ষ হইতে বস্ত্রের রপ্তানী করা আবশ্যক বোধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহার ফলে ভারতের অধিবাসী যে-ভাবে বস্ত্রের অভাব অনুভব করিতেছে এবং বস্ত্রের জন্য ভারতবাসীকে যে চড়ার অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করা কর্তৃপক্ষ কর্তব্য বোধ করেন নাই। বর্তমানে কেবল যে অষ্ট্রেলিয়াতেই বস্ত্রের রপ্তানী হইতেছে এমন নয়—সিংহল, ইরাক, পারস্য, পূর্ব-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের জন্যও বস্ত্রের রপ্তানী এখন পর্যন্ত বন্ধ হইয়াছে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। গভর্নমেণ্ট যদি নিজস্ব সামরিক কারণ ব্যতীত অন্য কারণে দেশ হইতে বস্ত্রের রপ্তানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দিতেন তাহা হইলে বস্ত্রের অভাবে এদেশের অধিবাসিগণকে এত নিষ্ঠুর হইতে হইত না। আমরা বাঙ্গালাদেশের অধিবাসী—বস্ত্রের ব্যাপারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বস্ত্রনিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এই প্রদেশে একদে বস্ত্রের যে প্রকার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং আমরা পাবনীয়া সুতার সহযোগে বস্ত্রের অভাবে দেশবাসীকে যে অশেষই পাইতে হইতেছে তাহা মনে করিয়া বিদেশে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানীর ব্যবস্থাকে নিন্দা করিবার আমরা কোন খুঁজিয়া পাইতেছি না।

বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ

ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের দুরবস্থার প্রতি দেখিয়া অর্থমন্ত্রী ভারতের ইহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। সম্প্রতি 'হিন্দুস্থান টাইমস্' পত্র সম্পাদি বক্তৃতা করিয়াছেন, যুদ্ধের সময়ে ভারতে বৈদেশিক প্রয়োজন উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্রের যোগান দেওয়া সম্ভবপর হইতেছে না। যুদ্ধের পরে সে অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইবার প্রয়োজনীয়তা বড় হইয়া দেখা দিবে। তবি ও নিজের চরকি সাধন করিয়া ভারতের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়নের কোরোজোড় চলিতেছে তাহাতে যুদ্ধের পরে এদেশে বস্ত্রের চাহিদা সুদূর করিয়া তুলি পাইবে। যুদ্ধের পূর্বে ভারতের প্রয়োজনীয় কাপড়ের শতকরা আশীর ভাগ জাপান হইতে আমদানির যোগান আসিত। যুদ্ধের পরে বাণিজ্যের সুযোগ বাড়িলেও সে পরিমাণ বস্ত্রানী-বাণিজ্য পুনঃ করা জাপানের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। ইউরোপীয় দেশসমূহও তাহাদের বিভিন্ন কলকারখানা লইয়া অন্ততঃ কিছুকাল পর্যন্ত ভারতের বাজারে বস্ত্র রপ্তানীতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং বেশী পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করিয়া ভারতীয় কলওয়ালাদের সে বিরাট চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফলে যুদ্ধের পরেও ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের অধিকতর সমৃদ্ধি ঘটিবে।

যুদ্ধের পরে আমদানি বিদেশ বস্ত্র কাটতির সুযোগ-সুবিধা যে থাকিবে সে বিষয়ে দেশ সন্দেহ নাই। কিন্তু 'হিন্দুস্থান টাইমস্' ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি ও সমৃদ্ধির যে বিভিন্ন সম্ভাবনা দেখিতেছেন আমরা তাহা কাহাকে তত্তটুকু

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সিডিউল্ড)

হেড অফিস—৪ এসপ্ল্যানেড ইষ্ট. ফোন : বড়বাজার ২২৬০ (৩ লাইন)

৩০-৬-৪৯ তারিখের আর্থিক অবস্থার (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

১।	আদায়ীকৃত মূলধন	৫,০০,০০০৲	১। হাতে নগদ তহবিল ও ব্যাঙ্কে আমানত ৩১,৮৮,১৩৩৲
২।	সংরক্ষিত	১,৬০,০০০৲	২। বি, সি মোটা টাকাবিলের জন্য
৩।	আমানত	১,২৯,৬৯,৩৮৮৲	বাজার মূল্য (৩১,১৩,০০০৲) ৩৫,০৩,৩৩৩৲
৪।	অন্যান্য বিভিন্ন হিসাবে	৬,৩৮,৩৯৯৲	৩। ভূমি, বাড়ী, সম্পত্তি ও আসবাব বাবদ ৩,১১,১৮৬৲
৫।	আদায়কৃত বিল	৩১,০৪৯৲	৪। ঋণ ও অগ্রিম ৯৭,৬৮,৯৫৯৲
৬।	লাভ লোকসানের হিসাবে		৫। আদায়ের বিল ৩১,০৪৯৲
	(আয়কর বাবদ ব্যবস্থা করা হয় নাই)	১,০০,১৩৬৲	৬। অন্যান্য সম্পত্তি ৩,৬৮,০০১৲
		১,৪১,৬১,১৩৪	১,৪১,৬১,১৩৪

আমাদের উপর নির্ভর করিলে আপনার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত।

স্থাপিত : ১৯৫৩

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কোঃ

হেড অফিস :—নারায়ণগঞ্জ কলিকাতা অফিস :—১৭৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

ফোন :—বড়বাজার ৪৮৭

ক্লিয়ারিং-এর যাবতীয় সুযোগ সহ
ক্রমোন্নতিশীল ভারতীয় ব্যাঙ্ক

অন্যান্য ব্রাঞ্চ :—সিরাজগঞ্জ, সিলেট, করিমগঞ্জ, বরিশাল ও ময়মনসিংহ।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান ব্যাঙ্কার্স :
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

কলিকাতা শাখা—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

নিরাপত্তায় নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার
সুবিধাদায়ী প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সুবিমল দত্ত, বি-এল, আর-এ,
এফ্-আই-এস-এ, এফ্-আর-ই-এস্ (লণ্ডন),
জেনারেল ম্যানেজার।

প্রফুল্লকুমার চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

—যে সকল তথ্য আপনার আস্থা আনিবে—

ত্রয়োবিংশতিতম বৈবার্ষিক হিসাব নিকাশে দেখা যায়

উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ধারা—

এবং বছরের কার প্রায় পাইয়াছে।

গড়পড়তা ৬৲ টাকা মূলধনের ধারে কোম্পানীর জেনারেল্যান্স হিসাব করিয়াও আলোচ্য বিগত বৎসরে নিট লাভের পরিমাণ ১,৫০,৮৮,০৯২৲ টাকা। তন্মধ্যে বীমাকারীদের অতিরিক্ত বাড়িয়াছে আরও ৫৯ লাখ টাকা।

বোনাস ঘোষণা
আজীবন বীমার হাজার করা প্রতি বৎসরে ১২৲ টাকা
মেয়াদী বীমার হাজার করা প্রতি বৎসরে ১০৲ টাকা

ও রি য়ে ণ্টা ল

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

স্থাপিত ১৯৩৯ সাল
হেড অফিস—ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্
২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা
ফোন : বড়বাজার ৪০০

সম্ভাবনা কিছুই দেখিতেছি না। ভারতের কাপড়ের কলগুলির বর্তমান যে অবস্থা ও অসুবিধার ভিতর দিয়া কাজ চালাইতে হইতেছে তাহার মধ্যে যে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হইবে না। বিদেশী আমদানী ও ইউরোপীয় প্রেসক্রিপ্শনের ঔষধ হইতে আমাদের দেশী ঔষধ-পত্রের বাজারে দেশী পরিমাণে বহু মোসাইয়ার্স ফুরিয়া গেলেও প্যাকিং মুকুলাই ও প্রেসিল হইতে এবিষয়ে সুযোগ সহজে এখনো নিরাশ হইবার অভিযোগিতা হয় হইবার আশঙ্কা আছে। প্যাকিং মুকুলাইয়ের তৈয়ারী এই এই যুদ্ধের সময়েই সিংহলের বাজারে ছাইয়া দেখিয়াছে। ঐ বস্তু ভারতীয় মালের তুলনায় দেখিতে সময় সস্তা হেমনই অনেক টিকেও। সেজন্য সিংহলে ভারতীয় মালের কাটতি কমিয়া আসিতেছে। যুদ্ধের পরে ভারতের বাজারেও প্যাকিং মুকুলাইয়ের তৈয়ারী বস্তু বিপুল পরিমাণে আমদানী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া ভারতবাসীর অসুবিধার কিছুর ঘাটায়। বর্তমানে কলে তৈয়ার পাকিস্তের বাজারে কাপড় যোগাইতে সমর্থ হইতেছে যুদ্ধের পরে তাহারা যে আবার কম দরে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে তাহা বজায়ী করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধোত্তর-কালে ভারতের বাজারে সাধারণভাবে অভিজ্ঞতার প্রতিযোগিতার বিপুল আশঙ্কা রহিয়াছে। সেই প্রতিযোগিতার সময়ে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের তৈরি মাল করিতে হইলে এখন হইতে এদেশে অধিক পরিমাণে উন্নতি শ্রেণীর লম্বা বস্ত্র তৈয়ারের ব্যবস্থা করা উচিত। সে ব্যবস্থা করিতে হইলে বাহির হইতে কাপড়ের কল পরিচালনার উপযোগী নূতন যন্ত্রপাতি আমদানি করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। যুদ্ধের সময়ে ভারতের কাপড়ের কলগুলি নূতন যন্ত্রপাতি আমদানীর সুযোগ পায় নাই। যুদ্ধের সময়ে বেশী সময় কাজ চালাইয়া উহাদের পুরাতন যন্ত্রপাতি অনেকাংশে অকেজো হইয়া পরিবার মতো দেখা দিয়াছে। এই সকল যন্ত্রপাতি যুদ্ধের পরে বেশী পরিমাণে সস্তা বস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভবপর নহে। ভারতের কাপড়ের কলগুলির উপর উৎপাদনে ট্যাক্স বিভাগিক পাকায় অন্য প্রতিযোগিতার বহুগীর হার বেশী থাকায় যুদ্ধের সময়ে উৎপন্ন কাপড়ের গড়তা-দাম বেশী পড়িতেছে। কাপড়ের দর সস্তা করিতে হইলে সে দোকাক সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু নূতন যন্ত্রপাতি আমদানী ও ট্যাক্স-ভার লাঘব করা সম্পর্কে সরকারকের নিকট হইতে আজ পর্যন্ত কোন আশ্বাস বা ভরসা পাওয়া যাইতেছে না। বস্ত্র-শিল্পের যুদ্ধোত্তর উন্নতির সুযোগ লইতে হইলে যে সময়ের ভরসা আমরা করিতে ভারতের কাপড়ের মালিকদের পক্ষে অবিলম্বে বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

লবণ সমস্যার জটিলতা

লবণের দুষ্প্রাপ্যতা ও তজ্জন্য প্রতিযোগিতা-পাস সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। এই সমস্যার সমাধান ও দুষ্প্রাপ্যতার অন্য ব্যবস্থার মধ্যেকার অবলম্বে বর্তমানে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এবিষয়ে নূতন করিয়া সর্বসাধারণের অবহেলে আলোকপাত করা আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছি। লবণ দ্বারা লোকের পক্ষে আজ বিনিময় করিয়া নাই। কিন্তু কেমন আহার্য বস্তুকে আবশ্যক করিবার জন্যই যে লবণের একান্ত প্রয়োজন তাহা নহে, লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও এই মিনিমিটির বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। মিঃ এল এ মিং নামক একজন অভিজ্ঞ লবণ-বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি দেখিতে পাইলেন যে, লবণের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য 'ট্রপিকস্যাল' পত্রে এক চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই সময় যেসব পরিমাণ লবণ ব্যবহার করা লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিদেরা বিভাগ হার হইতে অনেক সময়ে লোকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। পরিমিত পরিমাণ লবণ পাইলে সেই লোকটির পরিণতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হয়। মিঃ মিংয়ের উপলব্ধির বিষয় সকল দিক বিচারই বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। বর্তমান পরিস্থিতির বিষয় এই যে, সমস্যাটি বর্তমানে যে স্বরূপে দেখা দিয়াছে তাহার কোন সমাধান করা সম্ভব হইবে না। বাজারের সবল উৎপাদনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা থাকাতেও সমস্যাটি এবিষয়ে সাধারণকে উৎপাদ দেওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করেন না। এবার বিভিন্নদের সময়ে করিয়া তাঁহারা এবিষয়ে অনুবিধার কথা করিয়া রাখিয়াছেন। এতদিন বাহির হইতে প্রয়োজনীয় লবণ আমদানী করা হইত। যুদ্ধের সময়ে সামরিক উপকরণ চলাচলের উপর জোর দিয়া প্রয়োজনীয় লবণ আমদানী সম্পর্কে তাঁহারা উপেক্ষা দেখাইয়াছেন। দেশের লোকের প্রয়োজনীয় লবণ সরবরাহে যোগাইতে পারিতেছেন না। লবণের দর ক্রমশঃ বাড়িয়া তাঁহারা উহা বন্টন সম্পর্কে অনেকে দেশী সমস্যা জটিলতাই করিতেছে। কিন্তু দিন যতই একাগ্রভাবে বেশিদিন পড়িবিতে মাথাপিছু কিছু পরিমাণ লবণ সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বর্তমানে তাঁহারা সেই পরিমাণ আরও হ্রাস করিতে আরও করিয়াছেন। 'ইকনমিস্ট' পত্রে প্রকাশ, বর্তমানে লবণের বরাদ্দ পূর্বের তুলনায় অর্ধেক করিবার আদেশ হইয়াছে। পূর্বে যে পরিমাণ লবণ দেওয়া হইত লোকের আহার ও স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল। বর্তমানে সেই বরাদ্দ হ্রাস করাতে অবস্থা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বাজলাদ ইতিমধ্যেই লোকের ঘোল, লোক ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তুর আবিষ্কার দেখা দিয়াছে। লবণ সরবরাহের ব্যাপারে যাহাদেরকে আর দেখাইয়া সেই পরিস্থিতি অধিকতর জটিলতর করিয়া তোলা সম্পর্কে আমরা সরকারকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

ষষ্ঠীর দিনে

দুর্বাদূর্বার আশ্রয়ে, ষষ্ঠীর দিনে সন্তানের মঙ্গল কামনা ক'রে মায়েদের উপবাস করা বিশেষ প্রচলিত রীতি। কিন্তু মায়েদের জানা উচিত, কেমন উপবাসে শিশুর কিছু লাভ হয় না। কেমন 'অর্ঘে' ওজন কমে যায় এবং কেমন ভাবে ঠিক সময়ের আহারের দ্বারা ওজন বেড়ে যেতে হবে। শিশুর আহার প্রয়োজন নির্ভর করে মায়ের উপর। শিশুর পক্ষে কোন্ খাদ্য ভালো? মাতৃদুগ্ধ?—তাতে সন্দেহ নেই। অর্থাভাবে আজকাল অনেক মা শিশুকে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করেন। শিশুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃদুগ্ধে তার অভাব পূরণ করতে উপযোগী খাদ্য দরকার। কিন্তু কোন কারণে যদি তাহাদান সম্ভব না হয়? তাহলে? পক্ষে দুধ? তাহলো না। শিশুর পক্ষে পক্ষে দুধ বড় বেশী তরলপাচ্য, সেজন্যে ঘনি, বালবীজ, সোইবড়ো প্রভৃতি অপাচ্য। তাছাড়াও তাই মাতৃদুগ্ধের অভাবে তরলীকৃত গুঁড়া দুধ (Humanised Dried Milk) দিতে বলেন। আমার তা কিন্তু চাইতে হবেও চাই। বিদেশী দুধ এদেশে আমদানী করে যে সময় লেগে, তারই জন্যে পরিমাণে ঘী করে যায়; অনেক পক্ষে মিটা-মিশ্রিত পাওয়া যায় চাইলে তাদের অবস্থাতেই।

ন্যাশনাল মিউট্রিমেন্টস্ লিঃ
কলিকাতা

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহাত্মা গান্ধীর ৭৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে মহাত্মাজির অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে অনেকে যেমন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের সংবাদপত্রগুলিও ঐ দিন মহাত্মাজির দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মহাত্মাজি আজীবন জীবনের অমূল্য মূল্য। বর্তমানে যে ঘোরতর অরাজকতার ভিতরে এদেশের জনসাধারণ দিন কাটাইতেছে তাহার সামান্য কতকটা লাঘব করিবার জন্য তিনি একমাত্র আশা-ভরসা। তাঁহার সাধনার ফলেই আজ মুক্ত আকাশবাসীর ভেদের আশিসের এবং বিশ্বমৈত্রীর আকাঙ্ক্ষার মধ্যেকার মধ্যবর্তীলোকের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। এই জীব ও ভূমিষ্ঠ ব্যক্তিটী যে ভাবে ভারতের দুর্দিন সন্ধ্যাকালের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন তেমন আর কেহ পারেন নাই। মহাত্মাজি জীবনীশক্তির আর কতদিন দেশের আরও দুর্দিন বিমুক্ত পাকুন সমগ্র ভারতবাসীর সহিত আমরাও অন্তরের নিকট আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছি।

* * *

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে মিঃ জিন্নার সহিত মহাত্মাজির যে আলোচনা-বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে তাহার এখনও পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। গত শুক্রবারের উপরের মধ্যে যেরূপভাবে বাণী আদান-আলোচনা চলিয়াছিল। মহাত্মা উপলক্ষে পরিষার উপরের আলোচনা গত তিন। পরশুকার পরিষার পূর্বের উপরের মধ্যে মেরূপ পরীক্ষাল আলোচনা হইয়াছে। গত সোমবার এবং আগামীকল্য ও পরবর্তী দিবসসমূহের উপরের মধ্যে আদান-আলোচনা হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে। উপরের মধ্যে এই গৌরবাস পরিষ্কার মি বিষয়ে আদান-আলোচনা হইতেছে তৎসম্বন্ধে কেহকাটীকে এখন পর্যন্ত কিছুই জানান হয় নাই। তবে উপরের মধ্যে এই গৌরবাস, বাণী আলোচনা হইতে ইহাই মনে হইতেছে যে, মুসলীম লীগের উপরের মধ্যে একটা মুসলমান হইয়াছে এখন এখনে উঁহারা মুক্তিমালি বিষয়ে আলোচনা চালাইতেছেন। যদি উপরের মধ্যে মুসলীমি সম্পর্কে একটা মুসলমান না হইত তাহা হইলে গত ১৪ই দিন ধরিয়া এখানে এত গৌরবাসবাণী আলোচনা হইত না। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যের মধ্যে মহাযুদ্ধী সময়ের জন্য যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার সর্ত-প্রণালী, কৃষক সমঝোতার প্রতিষ্ঠাকালে বিভিন্ন অঞ্চলের সীমা নির্দেশ ও বিভিন্ন অঞ্চলে ভোট গ্রহণ, ভারতের অবশিষ্ট সংখ্যালঘু দলের স্বার্থসংরক্ষণ, দেশীয় রাজ্যের সমস্যা, মুসলিম সমঝোতা দেশগুলি অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিবার জন্য বিশিষ্টভাবে, প্রেরণের ব্যবস্থাসহ উপরোক্ত আলোচনার সকল সমস্যাগুলির মধ্যে একটা মুসলমান উপরোক্ত এত অধিক জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে, অন্যান্য সকলের সঙ্গে আলোচনার একটা গৌরবময় উপনীত হইতে দীর্ঘকাল বাণী আলোচনা আবশ্যিকার। কাজেই মহাত্মাজি ও জিন্নার মধ্যে আলোচনার আরম্ভের আশিসে দেরী হইতেছে বলিয়া হতাশাবাদীর পক্ষে অধৈর্য হইবার কোন কারণ নাই।

* * *

গান্ধী-জিন্না আলোচনার উপরে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে কায়দ সমঝোতার পার্শ্বিক বিবরণের যাহা আর আশ্চর্যজনক হয় সেখানেই যে জিন্নার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার সহিত এক বিভিন্নভাবে ধরিয়া দীর্ঘ আদান-আলোচনা করিয়াছিলেন। উহাতে মাত্র দুই ঘণ্টাকাল সাক্ষাৎকারে সকল মহাত্মাজির সহিত মি জিন্নার আলোচনা হইতেছে এমন মি জিন্না আর আশ্চিকুলের মুখ হইতে বাহাদী

India's Strength
in Indian Enterprise

'JEDY' Products :

For Economy & Quality Service
you will do well to specify

JEDY TAPE
THE BEST BLACK ADHESIVE TAPE
(Tested from Govt. Test House)

Flexible Micanite Sheet, Cloth and Paper, Hard Moulding Micanite, Heat Resisting Pressed Micanite Sheet, Mica Tube, Mica Tape, Rubber Solution, Sticking Plaster, etc., etc.

★

Manufacturers
COMMERCIAL BUREAU
(Registered Contractors to the Department of Supply, Government of India)
28, STRAND ROAD, CALCUTTA.
Phone : CAL. 3227. Gram : BLAKTAPE

মুসলমানদের সাধীনতার বিষয়ে তথা সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

* * *

গান্ধী-জিন্না আলোচনা বৈঠকখানার বাণী তথ্যাদির সংগ্রহের ও পরের মধ্যে আলোচনা হইয়া যাইবে এমন একটা সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে এবং উহার ফলে আগামী ও ইসলামে বিভিন্ন সাধারণী সাধারণিকের মধ্যে একটা আলোচনার ভাব আসিয়াছে। বিহারে উপসমস্ত সরকারী মহল বাণি এই আলোচনার ফলে ও সমস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মিলন ঘটিলে পর প্রাদেশিকতা এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলির পর উহাদের নিজের ফলের হইবে না—এই উহার ফলে আগামীকালের সমাধানে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন। পত ফেব্রুয়ারী মাসে মহাত্মাজি পর্ণ আলোচনা আরম্ভের পরে মহাত্মা এমনকি মুসলিম পর্যবেক্ষকের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছে আমাদের মুসলিম পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে চলিয়া যাইতে—ইহাই বাণি সরকারী মহল আশঙ্কা করিতেছেন। পত ফেব্রুয়ারী মাসে মহাত্মাজি পর্ণ আলোচনা আরম্ভের আগামী সাধারণ পরিষদে বলিয়াছিলেন, "বর্তমান অবস্থা: ভারতের মুসলিম প্রদেশ সমূহ (অর্থাৎ ও লীগ) বিভেদের মধ্যে একটা মুসলমান না করে অবশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে উল্লেখিত কোন আশা নাই।" কিন্তু এখনে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা আপোষ মহাত্মা দেখিয়া সকলেই মহাত্মাজির বিশেষ উপরোক্ত বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারতের জাতি ও সর্বসম্মত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষভাবে মহাত্মাজির অনুরক্ত হিন্দু ও লেগীয় রাজনৃতের মধ্যে একটা মুসলমান না হইলে আমাদের বাণী মুক্তের দুর্দিন পর্যবেক্ষণে এক দা অবসর হইবে না। মহাত্মাজি সমগ্র ভারতবাসীর মত আশীর্বাদ করিয়াছেন যে, আমাদের দুর্দিন পর্যবেক্ষণের সর্বাধিক সমঝোতার মধ্যে দিয়া পর্যবেক্ষণের সমাধান হইয়াছে এবং দুর্দিন পর্যবেক্ষণের মোকাবেলার আন্তর্জাতিকতা সমস্ত আমেরিকা সাধারণিকের হইয়াছেন। সরকারী মহলের তরফ হইতে একটী বিশেষ কারণ।

* * *

আন্তর্জাতীয় রাজনীতিক বাতাবরণের অনুকূল প্রভাব অভিজ্ঞতা নাম ট্রেজারী ডিপার্টমেন্ট সমূহ বিশ্ব-যুদ্ধোত্তরের বিশেষ সমঝোতার মূলে সুস্থতার মূল পুনরায়ত্ত করিয়াছেন। আমেরিকার অন্তর্রাষ্ট্রের অবশ্যিক ও আমেরিকান সাধারণতন্ত্রের অভিনিধির বিশেষ একটী বিবৃতিতে তিনি ঘোষণা করেন যে,—গত ১৯৩৯ সালে দুর্দিন পর্যবেক্ষণ তাঁহার মূল বিষয় আন্তর্জাতিক আর্থিক সমস্যার যে অভিজ্ঞতা বিবাহিতের ফলে এখনও অনেক আছে। তবে এখন অবশ্য: ভারতের ও দুর্দিন

নীতির দ্বারা এবং তখনকার কংগ্রেস ও নীচু শ্রেণীভুক্ত সমস্ত সংখ্যালঘু দলগুলির দ্বারা একটা যুক্তফ্রন্ট আবশ্যক। তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধের দ্বারা জাতীয় পার্লামেন্টের কোন পরিবর্তন সম্ভবপর নহে—তাহাতে কোন পরিবর্তন করিতে হইলে এই পার্লামেন্টের সীমার দ্বারা আবিষ্ট হইয়াই উহা করিতে হইবে। লর্ড প্রেথারের নীতি ও কার্যপন্থা আমরা মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু যে সময়ে কংগ্রেস ও নীচুশ্রেণীর মধ্যে মিলনের আশা দেখা যাইতেছে এমন এই উৎসব প্রতিষ্ঠানের বিশেষ পরিচয়ে ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘু দলগুলির দাবী বিবেচনার সময়াভাব। তাঁহারা সেই সময়ে ভারতের বিভিন্ন দলের দ্বারা গঠনতন্ত্রের কথা বন্ধ করিয়া ফেলার সার্থকতা কি? লর্ড প্রেথারের কি এরূপ ধারণার কারণ আছে যে, ভারতের বিভিন্ন দলগুলি একত্রীভূত হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া ভারতবাসীর হাতে ক্ষেত্রের শাসন ভার অর্পণ করিবেন? এরূপ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কোন পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন নাই, মাত্র বড়লাট লর্ড ওয়াভেল যদি লর্ড সিংহসিদ্ধান্তের অনুসরণে একথা ঘোষণা করেন যে, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তিনি ভারতীয় জাতীয় গবর্ণমেণ্টের আবশ্যকীয় গঠনের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না তাহা হইলেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারতবাসীর বিরোধের অবসান হইতে পারে—এরূপ লর্ড প্রেথার্ড মিশনে কি অবশ্য করেন? আসল কথা হইতেছে যে, কি বর্তমানে কি ভবিষ্যতে ভারতবাসীর হাতে ক্ষেমতার কোন ক্ষমতা দেওয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় নহে। এই জন্যই উহাদের অন্তর হইতে যখন যেরূপ ভূমিকা তখন সেইরূপ আপত্তি উত্থাপন করা হইতেছে। লর্ড প্রেথার্ড মিশনের বৃটিশ মন্ত্রীগণ্যগণীদের মনের ভাব মিলাইতেছেন।

• • •

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল 'ভিক্টিরেন' পত্রের প্রতিনিধির নিকট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার কি কি বিষয়ে আলোচনা হইতে পারে তাহা ঘোষণা করেন এবং উহার সহিত যখন লাক্ষ্মৌয়ের সভায় মহাত্মা গান্ধীজির প্রদত্ত মহাত্মাজির সমর্থন লাভ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হয় সেই সময়ে ভারতবাসীর নিকার এই মর্মে একটী ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ ভারতের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার আলোচনাই হউক না কেন দেশীয় রাজ্যসমূহ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধির সর্ত অনুযায়ী নিজ নিজ রাজ্য শাসনে যে অবাধ অধিকার পাইয়াছেন তাহা তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার পরে গত আগষ্ট মাসে মহম্মদআলির সভাপতি হিসাবে বিলাতীয়ের মহারাজা এরূপ ঘোষণা করেন যে, দেশীয় রাজাগণ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্নতে পৃথক হতে চাহেন না এবং ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় কোন ব্যাঘাত প্রদান তাঁহাদের বিদ্বেষার অভিপ্রায় নহে। কিন্তু বৃটিশ ভারতের অধিবাসিগণ স্বাধীনতা লাভ করিলে দেশীয় রাজারা নিজ নিজ রাজ্যের অধিবাসিগণকে স্বেচ্ছামত স্বাধীনতা প্রদান করিবেন কি না তাহাতে বিলাতীয়ের মহারাজা কিছু বলেন নাই। অবশ্যই তাহা নিশ্চয়ে যে, দেশীয় রাজ্যের একটী পরিষদী প্রতিনিধি দল গত ১৫ই তারিখে সিমলাতে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। তাহাদের নিকটের মধ্যে বৃটিশ ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে দেশীয় রাজ্যের উপর তাহার যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে সে সম্বন্ধে খুব সম্ভব তাহাদের দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরা বড়লাটের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। যদি তাহা সত্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দেশীয় রাজাদের স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছে। বৃটিশ ভারত যদি স্বাধীনতা লাভ করে তাহা হইলে দেশীয় রাজ্যে ৮ কোটী ভারতীয়ের ইচ্ছানুযায়ী শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব হইবে না। সম্ভব হইলেও তাহার বৃটিশ দেষ্টেস্টের আশ্রয় লইতে হইবে। দেশীয় রাজাগণ এরূপ্রতিনিধি পরিষদে পরিণামে স্বাধীনতার দাবী হিসাবে দাবী পাশন করিবেন—না বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের? সময়বশী বইয়া রাজার ভূমিকা অভিনয় করিতে চাহেন?

• • •

কেবল দেশীয় রাজা নহে কংগ্রেস ও নীচুশ্রেণীর মিলন সম্ভাবনা এবং তাঁহার অবসরবাণী হল হিসাবে ভারতে বৃটিশ শাসনের বিলোপ আশঙ্কা দেখিয়া ভারতীয় ইউরোপীয় সমাজেরও ভীত হইয়াছে। ইউরোপীয় এসোসিয়েশনের দেহলীর সভার বার্ষিক অধিবেশনে তার দেশী চিফার্সন এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভা এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আইন সভাসমূহে ন্যাশনালিষ্ট পার্টিগুলির ইউরোপীয়দের জন্য যে সমস্ত সংরক্ষিত পদ সংরক্ষিত করিয়াছে ভারতের অধিকার শাসনতন্ত্রে তাঁহারা সেরূপ প্রতিনিধিত্ব পাইবেন না। তাহে কাজেই ভারতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ে তাঁহাদের ব্যবসায়ের অংশ প্রদান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রকৃতির ভারত শাসন আইনে ভারতে ইউরোপীয়দের ব্যবসায়ের কাজেরী স্বার্থ রক্ষার বাধিবার জন্য যে আশ্বাস প্রদান বিভিন্নভাবে করা হইয়াছে তার কেবলী কিন্তুপর্যন্ত যদি উপরোক্ত ব্যবস্থা দ্বারা ঐ সব বিশেষত্ব ভিত্তিস্থাপী করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ইউরোপিয়ানরা খুবই আশাভঙ্গ করিয়াছেন। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের দ্বারা ভারতস্থানী সরকার দোষিত হইয়াছে এরূপ ভারতবাসীর পরিচালিত শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য আশঙ্কিত করিয়াছে। ভারতবাসী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিলে একদিনের জন্যও এই ঘোষণা ও ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির বিরুদ্ধে কাজ করিবে না। ইউরোপীয়গণ এখনকার ভারতীয় জনসাধারণের অবজ্ঞা ও সহানুভূতির উপরই এরূপে ইঙ্গিত করিতে পারেন। কেমন অবজ্ঞা ও সহানুভূতি তাঁহারা পাইবেন কি না তাহা তাঁহাদের ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের উপরই নির্ভর করিতেছে।

খেতমজুর শিল্পের সাহায্য—ভারতবর্ষের কাপড়ের কল ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে যে খেতমজুর কাজ করে তাহারা যুদ্ধের পূর্বে তাহা বিদেশ হইতে আমদানী হইত। যুদ্ধের সময়ে এদেশে খেতমজুর প্রস্তুতের জন্য অনেকগুলি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, যুদ্ধের পরে এই শিল্পকে সংরক্ষণ শুল্ক দ্বারা সাহায্য করা হইবে বলিয়া ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা অনুযায়ী

প্রত্যেকটি ২৫৲ টাকা করিয়া ২৭,৯০০টি অভিনারী শেয়ারে বিক্রয় মোট ৬,৯০,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারত সরকার অনুমতি দিয়াছেন।

—কি ভাবে আদায় দিতে হইবে—

বর্তমানে প্রতি শেয়ার বাবদ ১৫৲ টাকা আদায় করা হইবে। প্রস্তাবিত বন্টনবাবদের সময়ে শেয়ার প্রতি ৫৲ টাকা ও ৯৲ টাকা একদিনের কী অধিক দিতে হইবে। শেয়ার বিলির পর ৩০ দিন মধ্যে এলটমেণ্ট মূল্যে ৫৲ টাকা দিতে হইবে এবং বাকী টাকা প্রথম কলে আদায় দিতে হইবে।

ষতকরা ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ (১৯৪৩)

বিশেষভাবে বলা বাহুল্য যে, এই অফারটি প্রচারের দ্বারা ভারত সরকার এতদসর্বে প্রচারিত আর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনরূপ বিধি অথবা তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ মতামতের সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ বাধিত হইতেছেন না।

বিশদ বিবরণীর জন্য নেক্ট অফিসে অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিসে লিখুন।

ন্যাশনাল ক্যালকাটা লিমিটেড

হেড অফিস: ৩নং ব্যাঙ্কো লেন, কলিকাতা।

ফোন: ক্যালকাটা ২৭৬৭ টেলিগ্রাম—১৯৪৩ সাল গ্রাম: "জনসমুদ্রে", কলিকাতা।

স্থানীয় শাখাসমূহ:—বড়বাজার, কালীঘাট, হাওড়া ব্রিজ।

অন্যান্য শাখা:—ডোমার, রাজকাদাড়ী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, মেহেরপুর, কুমারখালী, মেদিনীপুর, আলমপুর, বালীচক, কোলাঘাট, উলুবেড়, ঈশ্বি, বীরভূম, বহরমপুর, রামপুর, কটক, পুরী, বালেশ্বর, বাঁকুড়া, ভদ্রক, সোনপুর, চাকুলিয়া, মাকড়ী, পাটনা, আসানসোল।

শেয়ারের জন্য দরখাস্ত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর,
ন্যাশনাল ক্যালকাটা লিঃ,
কলিকাতা।

তারিখ.....১৯৪৩

প্রিয় মহাশয়,

প্রত্যেকটি ২৫৲ টাকা করিয়া.....টি.....শেয়ারের মূল্য প্রতি শেয়ার বাবদ দরখাস্তের সঙ্গে মোট ৫৲ হিসাবে.....টাকা ও তদুপর একদিনের কী ১৲ টাকা এতদ্সঙ্গে আমি পাঠাইলাম। শেয়ারগুলির এবং আর্টিকেল্স অব এসোসিয়েশন এর কোম্পানীর অফার নোট ও এতদ্ সংক্রান্ত বিবরণ অনুযায়ী আমাকে উপরোক্ত সংখ্যক শেয়ার মেহেরপুর জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।

অংশগ্রহণকারীর পূরা নাম.....

লিঙ্গ, অভিভাবক, স্বামীর নাম.....

মোট.....টাকা.....

ঠিকানা.....

পাটের ভবিষ্যৎ

চলতি বৎসরে পাটের যোগান ও চাহিদা বিবেচনা করিয়া অদ্বিতীয়ে পাটের কিরূপ মূল্য দাঁড়াইতে পারে তৎসম্বন্ধে গত ১৫ই আশ্বিন তারিখের "আর্থিক জগতে" আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের কৃষি-বিভাগ হইতে এই সম্বন্ধে অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্যতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকার প্রকাশ যে, গত ১৯৩৩ সালের ঘুল মাসের শেষ তারিখে পাইকারী, ফড়িয়া ও আড়তদার, কলিকাতার বেপারী ও পাট ব্যবসায়ী ও চটকলসমূহের হাতে পুরা পূর্ব বৎসরের উৎপন্ন পাটের উদ্বৃত্ত হিসাবে মোট ৪৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৫২০ বেল পাট মজুত ছিল। সরকারী হিসাবে অনুযায়ে ১৯৩৩ সালে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে মোট ৭৩ লক্ষ ৫ হাজার ৪৯০ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাতে ১৯৩৩ সনের ঘুলাই মাস হইতে পরবর্তী ১৯৩৪ সালের ঘুন মাস পর্যন্ত এক বৎসরে মোট পাটের যোগান ছিল ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৯ হাজার ৯৬০ বেল। এই পাটের মধ্যে উক্ত এক বৎসরে চটকলসমূহে ৪৭ লক্ষ ৮৯৪ বেল ও দূরদ্বাদীর প্রয়োজনে জনসাধারণ কর্তৃক ৬ লক্ষ বেল পাট খরচ হইয়াছে এবং ৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৭৭৪ বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। তাহাতে গত ৩১শে ঘুন তারিখে উদ্বৃত্ত পাটের পরিমাণ ছিল ৪১৩৩৩৩৩ বেল। উহার মধ্যে পাইকারীর হাতে ৯৯৩৩৩ বেল, চটকলের ফড়িয়া ও আড়তদারের হাতে ৩৮৮৩৩ বেল, কলিকাতার বেপারী ও পাইকারদারীদের হাতে ৩৪৫৭৯৩ বেল এবং চটকলসমূহের হাতে ২৩১৪৯৩৩ বেল পাট মজুত ছিল বলিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৩৩ সালের ঘুন মাসের শেষ তারিখে চটকলসমূহের হাতে মজুত পাটের পরিমাণ ছিল ২৭০৯৯৯৯ বেল। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, গভর্ণমেণ্টের হিসাব মতে চটকলসমূহের হাতে মজুত পাটের পরিমাণ গত এক বৎসর কালের মধ্যে সৌমে ছিল লক্ষ বেলের মত হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত এই বিবরণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। চটকল সমিতি হইতে যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে গত ঘুন মাসের এক বৎসরে চটকলসমূহে ৫৭ লক্ষ ৮৯৯ বেল নহে—৪০ লক্ষ ৬৯ হাজার বেল পাট খরচ হইয়াছে। চটকলসমূহে মজুত পাট সম্বন্ধে ব্যবসায়ীমহল গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা ভিন্ন মত পোষণ করেন। উঁহাদের ধারণা যে, ১৯৩৩ সালের ঘুন মাসের শেষ তারিখের তুলনায় ১৯৩৪ সালের ঘুন মাসের শেষ তারিখে উঁহাদের হাতে মজুত পাটের পরিমাণ সৌমে ভিন লক্ষ মণে, ৮ লক্ষ বেল হ্রাস পাইয়াছে—যদিও চটকলসমূহ বলিতেছে যে, উঁহাদের হাতে মজুত পাটের পরিমাণ এত হ্রাস পায় নাই।

যাহা হউক মোটের উপর একথা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, গত ঘুন মাসের শেষ তারিখে গত পূর্ব বৎসরের উৎপন্ন পাট হইতে ৪১ লক্ষ বেলের উপর পাট উদ্বৃত্ত ছিল। উহার পর হইতে নূতন পাট বাজারে আমদানী হইতেছে। এবার মোট কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যতালিকা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এবার মোট কত জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহা সরকার এখনও প্রকাশিত করেন নাই। গভর্ণমেণ্ট যে জমির কথা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের ধারণা লাইসেন্স করা জমির হিসাব মাত্র। ইহাও যে লাইসেন্স করা জমির সমপরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ধান চালের মূল্যবৃদ্ধি হেতু ইতঃ পূর্বেই পাটের জমি কমাইয়া তাহাতে ধানের চাষ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় চলতি বৎসরে গত বৎসর অপেক্ষা বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। চলতি বৎসরে যদি গত বৎসরের সমপরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়া থাকে তাহা হইলেও এই বৎসরে গত বৎসরের সমান পাট উৎপন্ন হইবার আশা কম। এবার জমির অভাবে পাট পাছ আবাদিবরণে বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। জমির অভাবে পাট ফিলাইবার অসুবিধা হেতুও পাটের উৎপাদিকা হ্রাস পাইবে এবং উৎপন্ন পাটের পরিমাণ কম হইবে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে বলা যায় যে, এবার মোটের উপর ৩৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট উৎপন্ন হইবে না এবং গত বৎসরের মোট ৪১ লক্ষ বেল পাট লইয়া এবার পাটের মোট যোগান ৭৬ কোটি ৩ লক্ষ বেল।

এক্ষণে দেখা যাক যে, চলতি বৎসরে অর্থাৎ গত ঘুলাই মাস হইতে আগত ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ সালের ঘুন মাস পর্যন্ত পাটের কিরূপ চাহিদা হইতে পারে। গত ঘুন মাস পর্যন্ত এক বৎসরে চটকল ও দূরদ্বাদীর প্রয়োজনে জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত পাট এবং বিদেশে রপ্তানী পাট লইয়া মোট প্রায় ৭৩ লক্ষ বেল পাট ধরা

ভিরিঞ্চি দ্বারা

ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬

হেড অফিস—২-১সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শতকরা ৬৩৲ টাকা ডিভিডেণ্ড রূপে দেয়ার হোল্ডারদের ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—
বুম্বিয়া

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

কলিকাতার প্রধান শাখা
২২০ ক্যানিং ষ্ট্রীট,

শাখাসমূহ

স্যাহবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, বহরমপুরে, করিমপুর, টালাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, দিল্লী, সিমলা, কোহাট, রাওলপিণ্ডি ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—বম্বে, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর এবং ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে।

"দুর্দিনের বাজারে শুধু টাকাই সস্তা এবং সস্তা বলে অবাধে সুবিধা এবং আরও যা অবাধে আরো দুরাশাতীত সময় চলে যাবে তখন শুধু সেই টাকার দুর্নাম থাকবে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।"

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—বিহার শরিফ, রাঁচী ও সোহারডাঙ্গা

সুদের হার

কারেণ্ট শতকরা ।৷০ সেভিংস শতকরা ২৲

স্থায়ী আমানত

স্থায়ী আমানত শতকরা ৩৲ — প্রতি বৎসর
স্থায়ী আমানত শতকরা ৪৲ — দুই বৎসর

তিন বৎসরের ক্যাস সার্টিফিকেট ক্রয় করুন।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মিঃ সি, গুহ
মিঃ বি, কে, রায়

Tele { Phone : Cal. 1687
Gram : BANKNEW

হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এবিষয়ে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে না। বর্ত্তমানে এদেশ হইতে বিদেশে ঐরূপ পাটের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতেছে না। তাহার অভাবে ইউরোপ সমুদয়ের মূল্য সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান সময়ের পাটের মোটামুটী চাহিদা কম সময়ের মূল্যের বৃদ্ধি পাইবে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়—বরং এবার চাহিদা কম সময়ের মূল্যের কিছু কম হইতে পারে। ইহার উপর ইউরোপস্থদের হাতে যখন আর ৩২ লক্ষ বেল পাট মজুত রহিয়াছে তখন এবার পাটের নিম্নমধ্যে-ভাল মূল্যবৃদ্ধির কোন আশা ভরসা আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

তবে এই প্রসঙ্গে আর একটী বিষয় বিশেষ-ভাবে প্রণিধানযোগ্য। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্ত্তে বিশেষভাবে করিয়া বাঙ্গলাদেশের অবস্থার পাট ও চটের চাহিদা অল্প পরিবর্ত্তন হ্রাস পাইতেছে। তাহাদের অভাবে এদেশ হইতে বিদেশে ঐরূপ পাটের স্থানীয় বিদেশসমূহে যাইতেছে। কিন্তু এখনে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ইউরোপের যুদ্ধ থামিলে দেখা যাইবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকাতা জেলমুক্ত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য আবার পূর্ণ মাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে এবং ইউরোপ ও আমেরিকাতে তাহাজাহাজে পাট স্থানীয় বিদেশ আমদানি হইবে। ইউরোপের যুদ্ধের অবসান হইলে আমাদের দেশ বিদেশের উপর চাল অনেক কমিয়া যাইবে এবং চটকল সমূহের অবস্থার অনেকের অল্প বিস্তর হইতে হইবে না। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে পাটের চাহিদা বিদেশসমূহে বৃদ্ধি পাওয়ার এবং উহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে পাটের মূল্য বৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কিন্তু এই ব্যাপারের আমরা অন্যটী আশঙ্কার করি। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানী ঐরূপ পাটের অপেক্ষাকৃত বড় খরিদ্দার ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পূর্ব্বে ঐরূপ পাটের বিশেষ চাহিদা ছিল। ঐ সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি আমাদের বাজার হইতে স্বাধীনভাবে পাট ও চট ক্রয় করিত। ফলে বাঙ্গলা দেশে পাট ও চটী জাতের ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু যুদ্ধের ফলে পাটের ব্যবসায়ের অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যুদ্ধাবসানের পর অন্ততঃ কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত জার্ম্মানী যে আমাদের বাজারে কোন পাট ক্রয় করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এদেশে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যই পাট ও চটের সব চেয়ে বড় খরিদ্দার এবং যুদ্ধের পরেও ইহারা সব চেয়ে বড় খরিদ্দার থাকিবে। গত দুই তিন বৎসর ধরিয়া এই দুইটী দেশ বিশিষ্টভাবে এবং বর্ত্তমান সময়ে ইউনাইটেডের সঙ্গে যুক্তরাজ্য করিয়া পাট ও চটী ক্রয় করিতেছে। এর মূলে পাট ও চট ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে এই উভয় রাজ্যে যেরূপ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গড়ে উঠিয়াছে তা পাকে ক্রমশঃ যেরূপ ব্যবসায়ী উহাদের উভয়ের নিকট অল্প বিস্তারিত করা হইয়াছে। কারণ ইউরোপের ফেডি-ভারির অল্প পাট না হইলে বেল কোম্পানী ও জাহাজ কোম্পানীসমূহ সকলের হইতে কোন পাট কলিকাতায় আমদানী করে না। সেজন্যই একথা বলা যায় যে বাঙ্গলার বাজারে বর্ত্তমানে একটিমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী পাট ও চটের খরিদ্দার এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ইংলণ্ড, ইউনাইটেড জাহাজ কোম্পানীর সমূহের এই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষীয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতার পাটের যে কাটতি বাজার ছিল তাহাতে বিভিন্ন যুদ্ধের চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী পাটের মূল্য প্রতিনিয়ত হইত এবং পাটের বাজারের গতি কোন পথে বাহিত হইতেছে তাহা কেনাবেচা ব্যবসায়ীরা বুঝিতে পারিত। এখনে পাটের লাইসেন্স বাজারও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বাজারের পাটের যোগান বন্ধ হয়ই হইবে না কেন এবং চাহিদা বন্ধ কেনাই হইবে না কেন তাহাদের পাটের ব্যবসায়ের মূল্য কিছুতেই বুঝা যাইবে না। ফলে ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ইউনাইটেডের যারা খরিদ্দার তাহাদের ছাড়া অন্য কেহই পাটের ব্যবসায়ে হাত দিতে সাহস করিবে না। ইহাই বাঙ্গলার বর্ত্তমান ব্যবসায়ের ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মোটের উপরে আতঙ্কের কারণ হইয়াছে। পাট-চাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে ইউরোপীয় ইউনাইটেডের আপত্তি করিতেছে। তাহা ন্যায্য মূল্য—ইহা হইলের আরা কাহারো অধিক করিবার ইচ্ছা বোধ হয় না অন্যথা নাই। ইহারা ব্যাপারে পাটচাষীর অল্প সুযোগ অনেক কিছু করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন বটে। কিন্তু পাটচাষীদের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার সময় মোটেই বেশ সহায় হইতেছে। কাজেই এই কিছু কিছুতে পাটচাষীর সান্ত্বনা পাবার কিছু নাই। পাটচাষী বর্ত্তমান যে তিমিরে আছে ভবিষ্যতেও সে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

সাদার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—এলাহাবাদ ব্রাঞ্চ কলিকাতা বোম্বে কাণ্ড, বোম্বে

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, খুলনা ও পাটনা

পুরিবাজমক সর্ত্তে মজুরদেরে ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-বি

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই সিগনেচর

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) = ২নং মিল কেদারিয়া (২৪পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

শোভা শাখা

৫১নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে শীঘ্রই খোলা হইবে।

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

Tele : Jaladhan : : স্থাপিত—ইং ১৯০৬

শাখাসমূহ

বাংলা—
কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, বেহারাকন্দ, চন্দ্রকুড়িয়া, গোপালগঞ্জ, বড়বাজার (কলিঃ), শ্যামবাজার, বরিশাল, ঢাকা ও ফিদোরগঞ্জ।

বিহার—
পাটনা, আরা, ছাপরা, মজঃফরপুর। মোকামা (ইষ্ট, পি), মুঙ্গের।

শ্যামবাজার শাখা

গত ১১ই সেপ্টেম্বর ৪৪১ সে ষ্ট্রীট খোলা হইয়াছে।

ব্যবসায়ীদিগকে সকল প্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

মিঃ বি বি রায় চৌধুরী
ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার

মিঃ বিমল রায় চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

বড়বাজার শাখা

১৫৩ কল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ম্যানেজার—মিঃ বি এম সেন, এম-এ, বি-এল, এ-সি-আই-আই (লণ্ডন)।

বিমান যোগে ব্যবসায়-বাণিজ্য

প্রভাতকুমার গোস্বামী

রেল, ষ্টীমার, মোটর লরী ও জাহাজের মাল আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে নতুন করে কিছু বলবার আর অবকাশ নেই। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে আর একটী দান এসে এই তালে যোগ দেবার পর থেকে আবার নূতন করে আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপার আলোচনা সুরু হয়েছে। একথা সত্যি যে, ১৯৩৯-এ বিমান পোতগুলি বিস্ময়করভাবে আমদানী-রপ্তানীর কাজে আত্মনিয়োগে সমর্থ হলেও এখনও উল্লেখযোগ্য কোন রেকর্ড স্থাপন করতে পারেনি। তবে ভবিষ্যতের একটা নিশ্চিত সম্ভাবনার সূচনা করে দিয়েছে। ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ থেকে সমস্তটা ১৯৪০-এর মাল আমদানীর যে বিরাট প্রতিশ্রুতি ছড়ান ছিল তা' থেকেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। ১৯৩৯-এ ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ থেকে ৪৫,১৮০,০০০ টন মাল জাহাজযোগে এসেছে, আর বিমানযোগে এসেছে ৪১,০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৯৪০-এ যে সমস্ত জিনিষ আমদানী হওয়ার কথা ছিল তার থেকে হিসেব করলে আর পরিমাণ দাঁড়ায় জাহাজযোগে—১,৯৯,১৮,৯৭,০০০ ডলার এবং বিমান যোগে—১১,৬৭,৩১,০০০ ডলার।

আজকের দিনে বিমান-পথে আমদানী-রপ্তানীর যেসব অসুবিধা ছিল বর্ত্তমানে অনেকাংশে তা দূর হয়ে গেছে, এই ১৯৩৯-এ আমরা দেখতে পেয়েছি বিমান-পথে প্রেরিত সমস্তটা আমদানীর ১৬৮১ ভাগ মূল্য, ৪১ ভাগ মূল্যমান, ৫০ ভাগ বিমানপথে এসেছে এবং জাহাজের চেয়ে ৩ ভাগ অল্পসংখ্যক মালপত্র পেয়েছে—আমরা বলা নিষ্প্রয়োজন। যুদ্ধের প্রয়োজনে বিমান পোতে মাল আমদানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে একথা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমানের মালবাহী বিমানগুলি এমন ভাবে তৈরী করা হচ্ছে যাতে অতি কম খরচা ও মূল্যের অত্যাবশ্যকীয় মাল অনেক পরিমাণে আনা যেতে পারে। বর্ত্তমানে সাধারণতঃ বিমানযোগে আমদানীর ব্যাপারে যে সমস্ত জিনিষের প্রাধান্য দেওয়া হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জিনিষ হচ্ছে—মাইকা, দেড়াবন্দরের সাজসরঞ্জাম, ট্যানটালাইট, ক্রমাইটাইট, বেরিলিয়াম, ক্রমিয়ম ধাতুর এবং মূল্যবান ঔষধ-পত্র প্রভৃতি।

বিমানপোতে আমদানীর ব্যাপারে সমস্যাই হল। এ ব্যাপারে বাধিবার পর এর নয়। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে কোন মূল্যবান জিনিষ যদি তখন সময়ে পৌঁছে না দেওয়া যায়, তবে কোন লাভই হয় না। বিমানপোতে যে সব জিনিষ বেশিরভাগ হয় সেগুলি খুবই হিসেবকাষে তৈরী, তেমনি সেগুলিকে হিসেবকাষে রোজ করে বিভিন্নস্থানে পৌঁছে দিতে হয়।

একথা যেমন সত্যি যে, বিমানপোত বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে অন্যান্য আমদানি বন্ধ করেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে বিমান-পোতের জন্যে অনেক মূল্যবান জীবনও নষ্ট হয়েছে। এই কয়েকটী দেশ থেকে মূল্যবান ঔষধ বিমান যোগে এনে মূল্য কোথাও ওপরে তোলে যদি না সম্ভব হয়ে তা' হলে অনেক আহত লোকদের বাঁচানো সম্ভব হতো না। বর্ত্তমানে অবশ্য অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধের পর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিমানপোত কতখানি সাহায্য করতে পারে এখন থেকেই সবাই সে চিন্তা আরম্ভ করেছে।

গত এপ্রিল মাসে যুদ্ধারম্ভের কালে যে-সাময়িক বিমান চলাচল সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আমেরিকার ও ইংলণ্ডের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক আহূত হয়। পাঁচ দিন ধরে এই বৈঠক চলেছিল। এই বৈঠকে একটা আন্তর্জাতিক বিমান সংঘের আহ্বান করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই বৈঠকে আমেরিকার প্রতিনিধি মিঃ এডমন্ড্ বেলি ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধোত্তর কালে সব দেশগুলিকে সোজন করবার ইচ্ছা আমেরিকার যোটেই নেই। বর্ত্তমানের বৃদ্ধি অনুসারে আমেরিকা অনুমান এখন বিশেষ ভাবে মালবাহী বিমান তৈরীর কাজে মন দিয়েছে। অন্যান্য ধরণের বিমান তৈরীর নির্দ্দেশ করা হচ্ছে।

যুদ্ধোত্তর কালে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিমানপোত কতখানি কাজ করবে, সে সম্বন্ধে অনেক মতামত করেছেন। বিমান সম্বন্ধে বিশেষ বুটিশ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, যুদ্ধকালে বিমান-পোত ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজে 'হিসেবে পরিগণিত, অথচ পৃথিবীর অনেক দেশেই বিমান-পোতকে আম ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য হিসাবে গণ্য করা হত। 'এরোপ্লেনের আর বৃটিশ যেসব' আর কমার্শ', 'লক্ষ যেসব', 'ফেডারেশন আর বৃটিশ ইণ্ডাষ্ট্রিস্' প্রভৃতি অভিধানের অভিধিতি নিয়ে স্যার আলেন এবার ট্র্যান্সপোর্ট কমিটী, যে বিস্তৃত প্রকাশ করেছেন তাতেও বিমানপথে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের প্রসারের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে যুদ্ধকালেও আর এ বিষয়ে উদাসীন নয়। এরজন্য অনেকে দেশের বিমান চলাচলের স্বাধীনতা ও আরোগ্যের সুবিধা পাওয়া দরকার। উক্ত কমিটীর বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে যে, একমাত্র বিমান চলাচলের স্বাধীনতা ও সুবিধা থাকলেই অনেক দেশ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা তার ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্র বিস্তার করে তুলতে পারবে। বর্ত্তমান অবস্থা বিমানযোগে ব্যবসায়ের অনুকূল নয়। কারণ যে কোন দেশ আর বিশেষ দেশের ওপর দিয়ে অন্য দেশের বিমান চলাচল, অন্য দেশের কোন এরে অবতরণ করতে বাধা দিতে পারে। এই কারণে প্রত্যেক দেশই অন্যান্য দেশের ওপরে কতকগুলি প্রাধান্য সুবিধা এবং বিমানযোগে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাবার অধিকার দাবী করে থাকে।

'বৃটিশ ট্রেড্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি' কমিটী' এবিষয়ে যে যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম দিক থেকেই ব্যাপকভাবে বিমানযোগে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের সুবিধা লাভের সুপারিশ করেছেন। অন্যদিক থেকে তেমনি জোর দিয়ে অনেকে বলেন যে, যদি আর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ করা না করে বিমান-

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

বীমা করুন

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর লভ্যের সাত পঞ্চমাংশ গ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অক্ষয়পত্রাদায় ও দুর্ঘটনা সুবিধা পাওয়া যায়
- বৎসরান্তে প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনা-জনিত অক্ষিপুরুষের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর অবস্থিতির পরিমাণ ও দৈনিক চাহিদার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন

দক্ষিণভারত এজেন্সি লিমিটেড

চীফ এজেন্টস্।

২, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

এ দুটি অতুলনীয়—অপরাজেয়।

বোম্বে আসার ব্যবস্থা চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিমান কম্পানিগুলি বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে দিতে পারবে। এঁরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থের দিক থেকেই যে এ কথা বলছেন এটা বলাই বাহুল্য। তবে এঁরা খুব চতুর। তাই আমেরিকাকে বিশেষ খুশিয়া কারণ ঘটাতে খুব চাহেন নাই। এঁরা বলছেন প্রথমে আমেরিকার সহযোগিতায় এ ব্যবস্থা করা হউক এবং উভয়ে উভয়ের সম্মতি ক্রমশঃ বৃদ্ধির সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোন বুঝি করতে পারবে—এটা স্থির করে নেওয়া হউক।

ভবিষ্যতের বে-সামরিক বিমান চলাচল সম্বন্ধে এমেরো-আমেরিকান আলোচনা সন্তোষজনক-ভাবে শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা জানিয়ে দিয়েছে যে, এই বছরের শেষেই একটী আন্তর্জাতিক বিমান সম্মেলন আহূত হইবে। কোথায় এবং কখন বৃটিশ উপনিবেশগুলি একত্র হয়ে সাম্রাজ্যিক বিমাননীতি নির্দ্ধারণ করবে তা এখনও স্থির হয়নি, তবে রাজনীতির চাল চতুর ওয়াশিংটনে আহূত পিকম্যানবন্দর কমিটী বসে শেষে এক প্রতিনিধি-এর সম্মেলনে এক বক্তৃতায় বৃটিশের কাছে তাদের বিমান চালনা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বিমান চালনার ক্ষেত্রে তাদের আর তারা অধিকার দিতে পূর্ণ আগ্রহ প্রকাশ করবে। তাদের মন্তব্যটুকু এ সম্বন্ধে এক বেফাঁসেবলার মতন করেছেন, সেটা উক্ত কমিটীর নীতি বলেই ধরে নিতে হইবে।

[গত ১৯৪ সেপ্টেম্বর তারিখে আমেরিকার ভ্যান্সিটেন নগর হইতে বর্তমান সমর বিরতির যে আশাতী ফলের ফলে আন্তর্জাতিক বিমান সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। এই সম্মেলনে আমেরিকার মনোনীত ভারতবর্ষের একটী রাষ্ট্রের নিকট আমরা নিম্নে প্রেরণ করিয়াছেন—সম্পাদক, আর্থিক জগৎ]

এ ব্যবস্থা আমরা অবশ্য কোন আপত্তিই খুঁজে পাচ্ছি না। তবে মনোনেই যদি দেশের মধ্যে বিমান বিস্তার প্রসার ঘটানে উদ্যুক্ত থাকেন, তা হলে ইতিমধ্যেই তাঁরা কারণে বিমান নিয়ে উৎসাহ দিচ্ছেন। এই সুযোগ প্রয়োগকে অনেক খুঁটি নিয়ে তাঁরা খুব বেশ থেকে বিমান আরোহী করছেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে তাদের নিজস্ব বিমান নিয়ে কর্মিটীর সঙ্গে চুক্তিতে পারবেন। কিন্তু তাদের মনোনেই নিয়ে উদ্যোগী হয়ে তো কিছু করেনই নাই, এমনকি আন্তর্জাতিকভাবে যা সম্মিলিতভাবে এই সময় যে-সরকারী প্রচেষ্টা করেছে, তার মূলের চুড়োয়াক করেছেন।

বিমান নিয়ে খুব বুলবার মত তাঁরা কাজের অভাবপূর্ণ হেমন অভাব নেই, বুলবেনের যাইবি সম্ভবার সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া তাদের রৌথোপনিক অবস্থান বিমানযোগে যাতায়াত চালানার অনুকূল। অথচিত্তির দিক থেকে তাদেরও পৃথিবীর বিভিন্নমুখী বিমান-পথের সংযোগসাধন। তাদেরকেও এ সুযোগ গ্রহণ করতেই হবে।

যুদ্ধান্তর কালের যে-সামরিক বিমান পরিচালনার ব্যবস্থা প্রথম ও মুখ্য ভিত্তিরূপ বিশ্ব ঘটেছে তাদের ব্যবসায়ী বিমানের প্রসার ঘটাবে। যুদ্ধোত্তরিক আবহাওয়া থেকে জানা গেছে যে তাদের মনোনেই যার কেন্দ্রের এ সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন। যাতে তাদেরও সমস্ত-ভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প এবং সমাজ-জীবনের উন্নতি হতে পারে সেই পরিকল্পনাই তাদের করা হয়েছে। এই পরিচয় দ্বারা প্রমাণিত, লিবেল এবং আন্তর্জাতিকতার প্রবৃত্তি প্রতিবেশী দেশগুলির বাণিজ্য-প্রসার দেশগুলির সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করা হবে, এছাড়া দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের যাত্রিবাহ বিমান কোম্পানীও গড়ে উঠবে—দেশের মধ্যেই তাদের কার্যক্ষম ব্যাপ্ত নীমাবদ্ধ। মনোনেই তাদের জোর দিয়ে বলেছেন যে, ভারতীয় মূলধনে, ভারতীয় তত্ত্বাবধানে দেশের মধ্যে বিমান শিল্প এবং বিমানযোগে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোই মনোনেটের নীতি। দেশের মধ্যে বিমানের প্রসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতেই মনোনেই ঘোষণা করেছেন। মেমোরাণ্ডামে তিনি ভারতীয় কিভিন্নে বিমান-পথ, বিমান-ঘাঁটী প্রভৃতি গড়ের পরিকল্পনা করেছে। মনোনেই আশা করেন এ ব্যাপারে সকলেই তাঁদের সহযোগিতা করবে।

ভারত মনোনেটের সমস্ত পরিকল্পনাটিই ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক থেকে রচনা করা হয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটী কথা বলে। যদি দেশগুলির মত দেশে একাধিক কোম্পানী গড়ে উঠবার সুযোগ দেওয়া হয় তা' হলে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আমা যাবে। আর তাতে যার করেকটী সুদৃঢ় বড় বড় কোম্পানী গড়ে উঠবার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই কোম্পানীগুলি শুধু প্রধান আন্তর্জাতিক আর প্রধান করবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদের ক্ষেত্রের অধ্য আন্তর্দেশিক মনোনেটের সঙ্গে সহযোগিতার আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থার সন্ধান করবে। এ ব্যাপারে দেশীয় ব্যবসায়ীদের যাদ দিলে চলবে না, তাদের সহযোগিতার বাঞ্ছনীয় এবং অপরিহার্য, তাদেরও সুষ্ঠুভাবে এই ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটী বেসরীয় লাইসেন্স বোর্ড থাকা দরকার। এই বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত কোন কোম্পানীই সঙ্গে উঠতে পারবে না। তা না হলে একক্ষেত্রে অযথা অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে। সুতরাং, বৃহত্তাই এখন আন্তর্দেশিক বৈমানিকেই এইরূপ বোর্ডের পরিচালনার বিমান-পথ খুলে উঠেছে। আশা করা যায় ভারতবর্ষের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা মনে রাখা দরকার যে দেশের মধ্যে জাহাজ, ট্রেণার, মোটর লাগিয়ে প্রভৃতি যে সমস্ত বিভিন্নকে অবলম্বন করে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলছে, বিমানকে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। বিমানের শক্তির একটা সীমা আছে, সব জিনিষই বিমানে আমদানী-রপ্তানী চলে না এই জন্যে দেশের টনেজের লাভিনগুলির সঙ্গে তার সহযোগিতা প্রয়োজন, যেমনি সেগুলিকে সহজ যেতে যাতে বিমানের প্রসার হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

যুদ্ধোত্তর যুগের পরিকল্পনা আরম্ভকরী করা এখনও যুদ্ধের কথা। তবুও এখন থেকেই এ বিষয়ে সর্বসাধারণের একটা সুনির্দ্দিষ্ট মত গড়া গ্রহণ করা দেশের উচিত, তেমনি দেশের যুক্তি-বাদিগণেরও এখন থেকে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

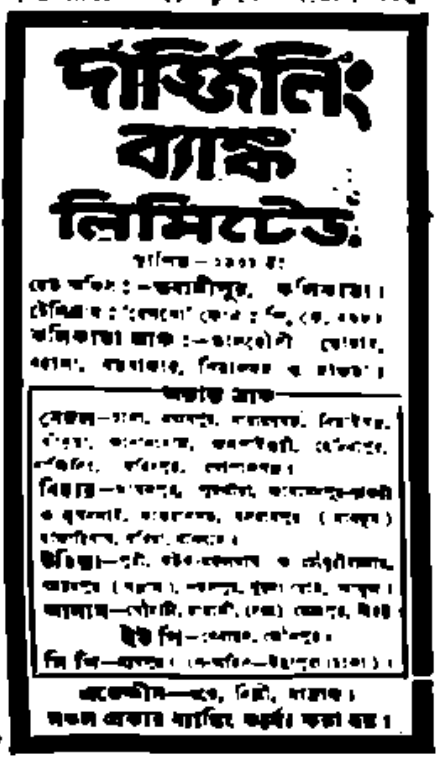

পড়তা নিরূপণ

[শ্রীবারকদাস মিত্র]

আমরা সব যে যোগানে ও চাহিদার দ্বারা বিভিন্ন দর তাহা সকলেই জানেন। এবং ঐ যোগান দর থেকে বাদ বৈষয়িক খরচা যাহাতে কম হয় সেই দিকে প্রত্যেক মালিকই সজাগ থাকেন। এই বৈষয়িক খরচার সঠিক হিসাবের উপর ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু এই হিসাব রাখা আমরা যতটা সহজ ভাবি ঠিক ততটা সহজ নয়।

বাজার দর যখন খুব বেশি থাকে, যা মালিকের ব্যবসায় যদি এক শ্রেণীর হয় তাহা হইলে এই হিসাব নিরূপণের ত্রুটী (faults) লাভ লোকসানের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু মন্দা-বাজারে বা প্রতিযোগিতা প্রবল হইলে বৈষয়িক—খরচার সঠিক তথ্য প্রকাশ আবশ্যক।

পত্র মূল্যের পর থেকে ইঞ্জিনোত্তেরিকার উৎপাদন খরচা নির্ণয় প্রণালী (costing) খুব উন্নত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে খুব বড় বড় কারখানা ছাড়া মাঝারি বা ছোটখাটো কারখানায় পড়তা নিরূপণের কোনো বিজ্ঞান-সম্মত উপায় নাই। এই উপায় না থাকায় বহু কারখানা পরিচালনের অনেক আবশ্যক তথ্য অজানায় থাকিয়া যায় যাহার ফলে এমন সব লোকসান হয় যাহা এড়াইতে পারা যাইত। বহু ব্যবসায়ে আমাদের দেশে এই ভাবে ক্ষতি হইয়াছে। মাঝারি ও ছোটো কারখানাগুলির উন্নতির জন্য এই প্রণালী প্রবল অস্ত্রের কার্যকরী। তবু কারখানাই বা বলি কেন যাহারা ট্রাডিং, মাল প্রস্তুতি তাহা যাহারা ব্যবসায় করিতে খুব উপযোগী পাইবেন।

পড়তা নিরূপণ প্রণালীর দ্বারা (১) বহু লোকসান খুব কমিয়া যায়, (২) ব্যবসায়ের যোগানে অনেক বেশী হইয়াছে, (৩) কিসের জন্য লোকসান হইতেছে তাহা অতি সহজেই ধরা পড়ে। (৪) সময় সময় পড়তা দরের কম মূল্যেও ইত্যাদি বেচিতে হয় শুধু সরকারি খরচা (Establishment charges) তুলিবার জন্য। এই ক্ষেত্রে কত কম দরায় বাণ্য করা যুক্তিযুক্ত হইবে তাহা স্থির করার সুবিধা হয়।

সাধারণ হিসাবের দ্বারা আমরা বৎসরে একবার কি দুইবার মোটামুটি বছরের আয় লোকসান বাহির করিতে পারি। কিন্তু পড়তা নিরূপণ প্রণালীর (costing) সাহায্যে, যে কোন সময়, যে কোন জিনিষ বা অর্ডারের লাভ লোকসান, বা কোন লোকসানে হইল তাহার খুব সুবিধা পাওয়া যায়। সুতরাং যে জিনিষের জন্য লোকসান হইতে থাকে তাহার সংশোধন বা উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে যাহার ফলে একটী লোকসানী জিনিষের জন্য লাভজনক অন্যান্য জিনিষের ব্যবসায় বন্ধ হয় না।

এই প্রণালীর খুটিনাটি বিষয়ের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে ভালো ভাবে কিছু বলা যাইতে পারে।

যাহারা ব্যবসায় করিতে চাহেন, তাঁহারা যদি দেখেন যে জিনিষপত্র বেচিয়া খরচা উঠিতেছে না তাহা হইলে তাঁহারা ব্যবসায় করিবেন না। লাভ খরচা উঠিতেছে কিনা তাহা বৎসরের শেষে লাভলোকসানের হিসাব করিয়া তবে বুঝা যাইবে। একটী বা দুইটী জিনিষ বেচিয়া তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু পড়তা নিরূপণ সাহায্যে একটী জিনিষ বেচিয়াই লাভক্ষতি বোঝা যায়।

ধরা যাক একটী কারখানায় কয়টী কোম্পানী ইত্যাদি তৈয়ারি করে। প্রতি আইটেম পড়তা নিরূপণ নিম্নলিখিত ভাবে হইবে—

মজুরি + মালমসলা — ১ নম্বর খরচা (Prime cost)

১ নম্বর খরচা (Prime cost) + সরকারি খরচার আনুপাতিক অংশ (its cost) — মোট খরচা (Total cost)

১ নম্বর খরচা (Prime cost) নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। যাহা তৈয়ারি করিতে কত মজুরি লাগিয়াছে, কত পরিমাণ মালমসলা, কাঁচা, তৈয়ার, ঐ আইটেম তৈয়ারি প্রত্যেকে হইবার তাহা হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা করিলেই পাওয়া যাইবে। কিন্তু সরকারি খরচার আংশ নির্ণয় করা অবশ্য সহজ নয়। এই বিষয়ে বহুবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে যাহার দ্বারা এই অংশ নির্ণয় আনুমানিক নির্ভুল হয়।

টেবার বা ফোরম্যানকে দিবার সময় এই বিষয়ে

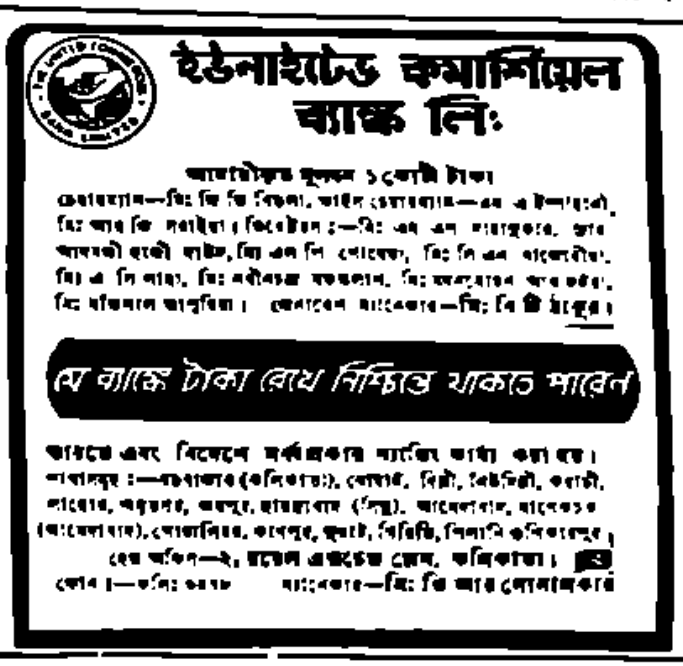

বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখবার। তাদের এই বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে যে মাল তাদের নিজ অঞ্চলে বাবসায়ীর হাতে তুলে দিয়ে তারা অন্য অঞ্চলের হাতে পড়বার পরে কী হয়। ইহা সম্ভব হয় একমাত্র সীলকরণ (sealing) প্রথায়। আমাদের দেশেও তাহা করা হয় অন্যভাবে কিন্তু তাহা সকলের বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রস্তুত দ্রব্য জানিয়া শুনিয়া ভেজাল দিলে বিশ্বাস ভঙ্গ হইবে না উপরন্তু লাভ হইবার সম্ভাবনা রহিবে। ব্যবসায়ীদের আমাদের দেশে যাহারা বিশ্বাস ও রেজেস্টারি করিয়াছেন। তিনি তাঁর মালটি বাহিরে আমাদের চালিতে হয় তাঁর হয়। এই প্রথাটি (sealing) ব্যবসায়ের অবস্থা বর্তমানে এত সুপ্রচলিত আমাদের দেশে যে আমাদের আলাদা চালিতে হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সীলকরণ নির্দিষ্ট প্রথাগুলিকে (sealing) অবশ্য মুদ্রাঙ্কণ জানা আছে। এমন কি তিনি ব্যবসায়ীদের ইহা প্রবর্তিত করিয়াছেন।

বর্তমান যুদ্ধে ইহার প্রয়োজনীয়তা আরো অনুভূত হইতেছে। সরকার ও ব্যবসায়ী উভয়েরই এই প্রথাটির প্রচলিত বিষয়ে সজাগ থাকা দরকার। আমদানি অনেক ক্ষেত্রে কিনিবার প্রস্তুত করিবার দুটি এই যাতে যে মালিক শুধু মজুরি, আমদানি ইত্যাদির জন্য টাকা পাইবেন। মালসমেত সরকার নিজে নিবেন। এক্ষেত্রে মালিকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন সরকারি খরচা টিকমত উঠিয়া যায়। সরকারের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে সরকারি খরচায় যে মাল ব্যবসায়ী হাতী করেন তাহা বিক্রয় করিয়া উপার্জনে বাহির করা হইয়াছে কিনা? ব্যবসায়ীর চেষ্টা সাধারণতঃ যাহাতে বেশী করিয়া আমাদের দিতে। যদি তাহারা বেশী করিয়া আমদানি করে তাহা হইলে অসাধারণভাবেই ইহার জন্য অতিরিক্ত হইতে হইবে। কারণ এই কল বা যন্ত্র অসাধারণের হাত হইতে টাকা প্রভৃতির দাবী আদায় হয়।

বিলাতে দুই একটি বিশেষ বিশেষ কারখানার সম্বন্ধে নিজস্ব প্রথাটির বিভিন্ন নিয়ম আছে। আমাদের দেশেও সেইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান যুদ্ধকালীন প্রয়োজন ছাড়া যুদ্ধোত্তর সময়ের দিকে তাকিয়া আমরা মনে করি sealing এর প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সম্ভাবনা বাড়িয়া যাইবে এবং আন্তর্জাতিক অন্যান্য বস্তুর সহিত ভৌগলিকের অভিযোগিতা করিতে হইবে।

নতুন যুগের সূচনা

পৃথিবীকে উপহার দেবার সম্ভারের মধ্যে দিয়ে আমরা এখনো এখিয়ে চলেছি—সে পৃথিবীকে গড়বার উপকরণ যাদের। আমরা বিশ্বের কাছে যে আমাদের উপহার নিঃসন্দেহই বড়ো। এতদিন সভ্যতার প্রাচীন আমরা—আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ এক অবজ্ঞা অন্ধকারের মধ্যে পড়ে ছিল। মাঝে মাঝে এই পুণ্যভূমির মহৎ সন্তানেরা আলোর জন্যে চীৎকার করেছেন। কিন্তু উপায় ছিল না, ভারতবর্ষ তার বৃহৎ মহিমা ঘুম থেকে জেগে উঠে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমান আসন দাবী করতে পারেনি। কিন্তু এই বিরাট যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ তার অন্ধকার ও নিদ্রাতুর অবস্থা থেকে জেগে উঠেছে। চারিদিকে বিরাট কারখানা থেকে শুরু করে ছোট কামারশালা পর্যন্ত সর্বত্রই নব নব পরিবর্তন চোখে পড়ে। এই পরিবর্তন থেকে নব যোগ্য যার আমাদের ভবিষ্যৎ দেশের মধ্যে নতুন যুগের সূচনা দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার এবং অজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে এক নতুন ভারতবর্ষ নির্দিষ্ট উদয় হচ্ছে,—কত লক্ষ মুক্ত দেশবাসীর মুক্তি সেবায়। এই ঐতিহাসিক অগ্রগতিতে আমাদের জাতীয় প্রাণ প্রতিষ্ঠান আমাদের ব্যবসা বিস্তার করবার বিরাট দায়িত্ব বহন করে নিয়েছে।

পৃষ্ঠপোষক : ত্রিপুরাধিপতি—শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীবিমলাম চট্টোপাধ্যায়।

হেড অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা), ব্রাঞ্চ অফিস—আগরতলা

বাংলা ও আসামের সর্বত্র শাখা আছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৩১, আপার সার্কুলার রোড ও ৭এবং ৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ে গবেষণা—ভারতবাসীর বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধে গবেষণার জন্য একটী গবেষণাগার স্থাপনের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ফির হইয়াছে যে, বেঙ্গলীর পর্যবেক্ষণের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বোর্ডের সঙ্গে তা: ব্রহ্মচক্ষ কোরেশী উক্ত গবেষণাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন।

গবেষণার সাহায্য—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তা: এস এল সরকার ও মিঃ পাল্লিকা রায়ের নীচের অর্থসাহায্য করা সম্বন্ধে যে গবেষণা করিতেছেন (আর্থিক অবস্থার ২৮শে আগষ্ট তারিখের সংখ্যার ৪০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) তজ্জন্য ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতি (ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ) অর্থ সাহায্য করিতেন বিষ করিয়াছেন। পরিষদের কার্যকরী সমিতির এক সভায় সভাটি উহা বিষ হইয়াছে।

সমবায়ী সমাজে দুর্নীতি—'সমবায়ভারত' পত্রিকায় প্রকাশ যে, বাঙ্গলা সরকারের সিদ্ধি সাহায্যে বিভাগের একজন ইন্সপেক্টর কর্তব্যকালী খুব গ্রামের অভিযোগে অন্যায়ীভাবে সাময়িক হইয়াছেন। তদন্তকারিটির ফল প্রকাশিত হয় নাই।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার—বাঙ্গলা সরকার ইতিপূর্বে ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, দীনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, মিদনাপুর, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা—এই ১৭টী জেলায় ১৯৩৯ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা আইন বলবৎ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মালদহ ও মেদীয়া—এই দুইটী জেলাতেও উক্ত আইন বলবৎ করিবেন বিষ করিয়াছেন।

চীন-ভারত মিলন সেতু—ভারতবাসী যাহাতে চীনের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধিক হইয়া চীন ও ভারতবর্ষের মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারে তজ্জন্য চীনের রাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষণের শিক্ষাবিভাগ ৫ জন ভারতীয় ছাত্রের জন্য ১৫ সহ মাসিক (৫ হাজার টাকা) বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। ছাত্রগণ শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক তান ইয়ুন হেন ও মহাবোধিসমাজের পণ্ডিত বিশ্বদেব শাস্ত্রীর অধীনে পড়াশুনা করিবেন।

সমবায় শোষণের বিরোধ—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সম্প্রতি এই মর্মে এক ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশের শিল্প-পরিচালক ও ব্যবসায়িগণ জাতীয় পরিষদ গঠন করিয়া অর্থাৎ সমবদ্ধ হইয়া বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে যে ভাবে শোষণ করিতেছে তাহার পথে এই বৎসরের শোষণকারী বন্ধ করা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটী অভিপ্রায়ের উদ্দেশ্য হইবে।

বিহারে মড়ক—বিহারের পর্যন্ত ডাক্তার ও রায়সাহেব এক প্রকাশ করিয়াছেন যে, মড়কের ফলে গত আগষ্টী হইতে জুলাই পর্যন্ত ৭ মাসে উক্ত বিহারে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। উহার মধ্যে কলেরায় ১৮ হাজার এবং বসন্তেরিয়া ও অন্যান্য রোগে ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোক মরিয়াছে।

উন্নত ঘোড়ার প্রয়োজনীয়তা—ইংলণ্ডে উন্নত ঘোড়ার আমদানীর ৮ লক্ষ ৭০ হাজার বাড়ী করিবার হইয়াছে। এই সব বাড়ী যেরামত করিতে ৬ মাস সময় লাগিবে।

ভারতে বাজেয়াপ্ত আমদানী—চলতি বৎসরে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১৪ লক্ষ টাকার পরিমিত বাজেয়াপ্ত আমদানীর ব্যবস্থা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কুক এক্সপোর্টসি কমিটি কৃষি পর্যবেক্ষণে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ঘোড়ার ব্যবসায়ের ইতিহাস—এক ইতিহাসিক ফরাসে ভারতবর্ষের একখানা বিস্তৃত ইতিহাস প্রকাশের যে আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে ২ খণ্ডে ভারতে ঘোড়ার ব্যবসায়ের ইতিহাস প্রকাশের জন্য ব্যবস্থাপকের নিকট বিশেষী ফরাসের হাতে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। বর্তমানে সার হেনরীবাহাদুর নাম উক্ত ফরাসের সভাপতিত্বে অধিষ্ঠিত আছেন।

খনের চুক্তির অন্ত—ভারত সরকারের চুক্তির বিবরণ অনুযায়ী ১৯৪০-৪১ সালের সমস্ত ভারতে ৩ কোটী ৫৭ লক্ষ ৪০ হাজার টনের অধিক অধের চাহি হইয়াছে এবং উহাতে ১৯ লক্ষ টন কম উৎপন্ন হইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় এবার পাওয়া ২ কোটী ৮৯ লক্ষ অধিক অধের চাহি হইয়াছে এবং উৎপন্ন অধের পরিমাণ পরবর্তী ১৭ কোটী কম হইয়াছে।

খোল আনু রপ্তানীতে নিষেধ—কার্যিলিতের ফেডারী কমিশনার এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, কার্পাসবন্ধ অনুমতি না লইয়া এই দেশ হইতে কেহ যাহিরে খোল আনু রপ্তানী করিতে পারিবে না।

ভারতের বাজার হস্তান্তরের চেষ্টা—ইংলণ্ডের যে সমস্ত কারখানায় পূর্বতন্ত্র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সমস্ত কারখানার পরিচালকগণ ভারতের বাজারে উহাদের প্রস্তুত মালপত্র বিক্রয় করিতে হইলে পারে তজ্জন্যে ভারতবাসীদের সহিতের উদ্দেশ্যে একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ইংলণ্ডের অন্যান্য বহু বহু শিল্পের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ শীঘ্রই অনুরূপ ধরনের আরও সমিতির সমিতি গঠন করিবেন।

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের আমদানী—ভূতের ফলে ভারতীয় তার ও তার বিভাগের তার আমদানির পরিমাণ বাজেয়াপ্ত এই বিভাগে ১৮ হাজার নূতন লোকের চাকুরীতে নেওয়া হইয়াছে। ভূতের পরেও উহাদিগকে তাকে রাখা হইবে। বর্তমানে সাময়িক প্রয়োজনে যে সমস্ত টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের লাইন বসান হইয়াছে ভূতাবসানে তাহা ও তার বিভাগ সেই সব লাইনকে অন্য ব্যবহারের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিবেন। ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানের বহুলাংশে অধ্যাপনা ও ব্যবস্থাপিত ৫ জন বেশী সংখ্যা সুযোগ পাইবে।

ব্যাঙ্কারমূলক দীমার ভিসিয়ারের ব্যবস্থা—ভারত সরকার ভারতবর্ষের সমস্ত জাহাজে আবশ্যিক বাসস্থান ব্যাঙ্কারমূলকভাবে দীমা করিবার জন্য যে আইনের আরী করিয়াছেন তদনুসারে প্রতি ১০০ টাকা মূল্যের মালের জন্য প্রতি যাত্রে ৫ আনা করিয়া ভিসিয়ার দিতে হইবেছে। ইতালীয় এই ভিসিয়ারের ব্যবস্থা করাইবার জন্য রাজধানীর ভরফ হইতে নালী জানান হইয়াছিল। কিন্তু ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, আগামী সিমের মধ্যে যে সিম মাসে দেশ হইতে ভারতবর্ষে উৎপন্ন ভিসিয়ারের ব্যবস্থা করিবার ব্যবস্থা হইবে, সেই মাস হইতে ভিসিয়ার করা হইবে।

সিমলের সম্বন্ধে আবিষ্কার—গত ১৫ই সেপ্টেম্বর আবিষ্কার কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সিমলের (Dendrology) সম্বন্ধে একটী আবিষ্কার প্রকাশিত হইয়াছে। এই আবিষ্কার অনুসারে বাঙ্গলা সরকারের সিমুক্ত কর্মচারিগণ যে কোন সিমল ব্যক্তিকে সরকার সিমিতি সমক্ষে আনিয়া করিয়া আবিষ্কে পারিবেন। যদি কোন সিমল আসামীর বাবা তার কোন আত্মীয় সিম মাস পর্যন্ত জেল হইতে পারিবেন। আবিষ্কারে 'ইংরেজীর' প্রায় সব যে কোন ব্যক্তি দুর্বীন ও টীকা সহযোগের সময় উপায় হইবে বলিয়া ইহা-বাবা 'দুরিয়া দেওয়া' আসামীই সিম বলিয়া গণ্য হইবে বলিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে।

ভূতের আক্রমণের আশঙ্কা—আশাহত জেলার সমর বন্দুকার ভূতের আক্রমণের আশঙ্কা

আহার ও শিশু

প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যেই শিল্পীদের অধিক সংখ্যক শিল্পকৃতি এখন করিলে দেখা যাইবে তাহাদের অধিকাংশকে একটী বিষয় আকৃষ্ট করিয়াছে—সে বিষয় মাতা ও শিশু। ইহার কিছুর এক আশ্চর্য শক্তি যে, মুখে মুখে ভাষান্তরে পরিবর্তন শিল্পীরা তাহা বিস্মরণ করিতে পারে নাই। বিজ্ঞানসমত পারিবেশ এই পবিত্র সম্পর্ক রহিয়া মানুষের সমাজকে চিরকাল অধিকার করিয়া থাকে। অধিকাংশ পুরীক্ষা-ইতিহাস যেন বিশ্ব জীবনে পুরুষভাবে ভাবে না, আমাদের দেশে মাতৃসত্তা ও দুগ্ধের কাহিনী চিরকাল আলোড়ন তুলিয়া। পশ্চি করিয়াছে। মাতা ও শিশুর বিভিন্ন রূপের প্রতি মানুষের হৃদয়ের প্রদ্ধা ও অনুরাগ স্বভাবপূর্ণ, তাহার পশ্চাৎ জীবনের অর্থ ও মহিমা এই সম্বিলিত রূপের মধ্যে নিহিত।

বিশ্ব মাতা ও শিশুর এ চিত্র কি শুধু কল্পনার অন্তরালেই মধুর হইয়া থাকিবে? বাস্তব জীবনে কি এ চিত্র সত্য হইয়া থাকিবে না? সত্য প্রসূত শিশু, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পবিত্র মাতৃমূর্তি—এই অপরূপ সমাবেশ বেদিনের জন্য কি আমাদের চিরদিনের বাসনা দ্বারা উপায় নাই? বাস্তবজগতের প্রতিদিনে প্রতিদিন ও সেই অসম্ভবই ঘটায়। নিত্যই আজ আমার আমার পুরিতে যে অসুখ ব্যর্থ পরাজয় করিতে হইবেছে। প্রতিদিনে তবু, নিত্য মাতৃমূর্তি—সমস্ত মানুষের মনকে আছে, কিন্তু মাই স্বোপিনে, নাই স্বাস্থ্য। বেদনাদায়ী এই দুঃখের প্রতি তবু দুর্নিত করিয়া মাতৃসত্তা ও শিশুর কল্যাণে কেমন করিয়া আমরা সাড়া দিতে পারি? সেই সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বিশেষ আলোচ্য?

শিশুর আবির্ভাবে কথা যে ঘর প্রতিষ্ঠা বিলাস, কিন্তু মাতা ও শিশুর কল্যাণ সমাজে অধিষ্ঠিত না হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিই যে নষ্ট হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য জগতের দিকে তাকিয়া আর কিছু না হউক এ বিষয়ে আমরা অনেক শিক্ষিতে পারি, তাহারা শুধু বিত্তে নয়, স্বাস্থ্যেও জগতের মানুষের মধ্যেও বিত্তে আছে। আমাদের দেশের অবস্থা যে একেবারে পরিবর্তিত হয় নাই তাহা নয়। পারিবারে মানুষ, পরস্পরের সাহচর্য ও প্রকৃতি সমস্তে আমাদের সংস্কারও পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছুই বাকী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার দোহাই দিয়া নিজেকে না ফাঁকি দিয়া যতটুকু পারা যায় আমাদের করিতে হইবে। অসংখ্যাজনের জন্য প্রস্তুতি-কল্যাণের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। দেশে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা যাহাতে বহুত সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। শিক্ষিতা হইলে কৈশবের অন্য অনেক দুঃখ হইলেও সে কথাকে না পারিয়া উপায় নাই। বিবাহযোগ্য পরীক্ষিত কৈশবের সময় সম্বন্ধে আলোচিত হওয়া উচিত, যেমন অসমবয়সী জন্মীর ফল এবং অসবের পর প্রস্তুতির মেয়াদের উপায়ের জন্য "মাইসেন্স-মন্ট"—এই বিষয়ের কথাও সকলের জানা দরকার।

পঞ্জিকায় বিবাহ বাসরাদের খেলা আছিট্রাই এই রসে এক আশ্চর্য জাতী অবিবাহের যে, আমাদী ৯ বাসরাল পর্যন্ত উক্ত মহুরুমায় কোন পাত্রি দুর্ব বা দুরুলাভ থেকে দ্রব্য হইতে বিরাই বৈধার অধিবা দ্বারা অবলাবাসদের মধ্যে বিভক্ত করিতে পারিবে না।

ভারতে পেনিসিলিন আবিষ্কার—সোভাইটে ডাঃ দুলাব এবং এজন চিকিৎসক পক্ষ ৫০ অনলবাসবাসী অধ্যবসায় ফলে একপ্রকার নূতন ধরনের পেনিসিলিন আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পেনিসিলিন সোজা পেনিসিলিন থেকে অতিরিক্ত হইয়াছে এবং উহা আধুনিক চিকিৎসা ক্ষেত্রের অন্যান্যবা উহার পেনিসিলিন অপেক্ষাকৃত অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আর একটি সুসংবাদ প্রকাশ যে, বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান সায়েন্স ইন্সটিটিউটের পেনিসিলিন প্রস্তুতের একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে উচ্চ পেনিসিলিন যাহা ভারতের অধিবাসীদের ব্যবহারে উপযুক্ত হইতে পারে তদ্রূপ ছোট্ট ফোম্পানী একটি কারখানা স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই কারখানা হইতে প্রত্যহ পেনিসিলিন বিলা লাভে দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিতরিত হইবে।

ফিঃ বাঙ্গলার কাজ—কানপুর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন ফেডারেশন সমবায়ক্রমে যাদের উক্ত সহরে সংক্রামক রোগের চিকিৎসার জন্য ঈশার দাতার নামে একটি হাসপাতাল স্থাপনের উদ্দেশ্যে ৮৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই হাসপাতালের জন্য কানপুর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিষ্টি আরও ১ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। উক্ত অর্থ দ্বারা ২০০ জন রোগী রাখিয়া চিকিৎসা করিবার উপযুক্ত একটি হাসপাতাল স্থাপিত হইবে।

শিল্প-বাণিজ্যের উপর ট্যাক্স—গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত সরকার যেসব হইতে ট্যাক্স হিসাবে যত টাকা আদায় করেন তাহার শতকরা ৫০ ভাগ ছিল আবগারি, দুনার ট্যাক্স ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ট্যাক্স। ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে অপ্রত্যক্ষ ট্যাক্সের মধ্যে প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের হার উঠিয়াছে শতকরা ৬৯ ভাগ। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডে এই দুই বৎসরের মধ্যে প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের হার শতকরা ৫৫ ভাগ হইতে ৬৩ ভাগে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভারতের মত শিল্পবাণিজ্যে সম্প্রসারণ ঘটিলে প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের হার হয়ত এপ্রকারের বৃদ্ধি পাওয়াতে ভারতের শিল্পবাণিজ্যের সুযোগ ঘটিয়াছে।

ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থা—যুদ্ধের ফলে গত ৪ বৎসরে ইংলণ্ড হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ আয়তনের দিক হইতে শতকরা ৭০ ভাগ এবং মূল্যের দিক দিয়া শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

রাস্তার ব্যবস্থা—ইণ্ডিয়ান রোডস এণ্ড ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন অভিমত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, দেশে রাজপথ তৈয়ারের জন্য ১০০ টাকা ব্যয় করিলে দেশবাসীর ৩৭৩ টাকা আয় বৃদ্ধি পায়। এসোসিয়েশনের মতে এদেশে পঞ্চবার্ষিকীর প্রস্তাবিত রাস্তার প্রসারের জন্য যদি ৪৫০ কোটী টাকা ব্যয়িত হয় তাহা হইলে দেশের পল্লী অঞ্চলের অধিবাসিগণ কর্তৃক ব্যবহারের বাসপথ চালান বিনে অথের কম ব্যয় হইবে এবং টাকার ফলে পল্লীবাসীদের বৎসরে ৫০ কোটী টাকা বরদা বাড়িয়া যাইবে।

রফিন আমদানীর বদলা রপ্তানী—যুদ্ধের ফলে রফিন আমদানী বৃদ্ধির মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুরূহ বরদা রপ্তানীকারক দেশে পরিণত হইয়াছে। উক্ত দেশ হইতে বেলজিয়াম নিরপেক্ষীয় দেশসমূহে রফিন যাহা ৩ লক্ষ টন করিয়া বরদা রপ্তানী হইতেছে।

বীমা বিষয়ে শিক্ষালাভ—সোভাইটের ইণ্ডিয়ান সোসিও এনিওমেন্ট অধিবেশনে এসোসিয়েশন বীমা সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে—যথা বীমাপত্র প্রিমিয়ম, বীমা অফলের মূলনীতি, বীমা অধিবেশের

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৮-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজার—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

স্থাপিত—১৯২০

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেভিংস একাউণ্ট

এই দুর্মূল্য ও অনটনের দিনে আপনি এর উপর নির্ভর করে আকস্মিক আর্থিক দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারেন। পাঁচ টাকায় একটী একাউণ্ট খুলে যোটা রকমের সুদ ভোগ করুন। চেকে টাকা তোলা যায়।

ফোন : কলিঃ ২২৫৮

মিঃ এস্ বিশ্বাস—ম্যানেজার

শাখা :—জামবাজার ও ময়মনসিংহ

গ্রাম—'জয়ন্তশ্রী' ফোন : দাইব—২৬৫৯

স্থায়িত্ব ও গঠন-সৌন্দর্য্যের জন্য

আমাদের হোসিয়ারী দ্রব্যাদি সকলেই

সবসময় আদর করেন।

কালিঘাট গৌরী হোসিয়ারী

সর্ব্বপ্রকার হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক

কারখানা ও অফিস

৩৮এ, কাঁসারী পাড়া রোড,

অলীপুর, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কিং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

গ্রাম—পেমেণ্ট

হেড অফিস—১৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—ক্যাল—২৫৪৬

কার্য্যনির্ব্বাহকারী মূলধন

৮০,০০,০০০৲

আশি লক্ষ টাকার উপর

—৩৬টী—

শাখা অফিস—ভারতের ৭টি প্রদেশে মুনাফার সহিত কাজ করিতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীশিবনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, বি-এল

কার্য পরিচালনা, বীমা অফিসের হিসাব-নিকাশ (অডিটিং) ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রদলকে শিক্ষাদান করিয়া পরীক্ষা লইবেন স্থির করিয়াছেন। এজন্য মিঃ এচ্‌বুর্ন কোলকে সম্পাদক করিয়া বিভিন্ন বীমা অফিসের বিশিষ্ট কর্ম্মচারীদের একটী বোর্ড গঠন করা হইয়াছে।

চালের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ—যুদ্ধের অবসানে চালের মূল্য হ্রাস পাইয়া পড়িয়া গিয়া দেশের ব্যবসায়ী মহলের যাহাতে কোন অর্থ ক্ষতি না হয় তজ্জন্য চালের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগ বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্র-ব্যবহার করিতেছেন।

বাজারে মুদ্রাস্ফে আমেরিকা—ওকিয়াল কিনান্স পত্রের সিঙ্গাপুরস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, বাজারে পুরাতন মুদ্রার স্থলে নূতন জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকার অভিযানে যাহাতে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যের গভর্ণমেণ্ট মুদ্রণ গভর্ণমেণ্টের উপর বিশেষভাবে চাপ দিতেছেন। জাপান যে মুদ্রণ গভর্ণমেণ্ট যদি আমাদের প্রস্তাব করেন তবে আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট তাহাতে ও তজ্জন্য উহা যথেষ্ট আমদানী করিবেন। এই বিষয়ে মুদ্রণ গভর্ণমেণ্টের নিকট এখনও জানা যায় নাই।

সরকারী কর্ম্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধি—ভারত সরকারের অধীন সমস্ত কর্ম্মচারীদের বেতনের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কে যে সরকার কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিল তাহারা ও প্রাদেশিক সাইমনের সম্মেলনে আজ যুক্তরাজ্যের অর্থসচিব ঘোষণা করিয়াছেন।

লাক্ষাই বিমানের অর্ডার—ওকিয়াল সংবাদদিতা জানাইতেছেন যে, গত ১৯৩৯-৪০ সালে লাক্ষার বিমান যোগে ১৭৩ কোটী টাকার মালপত্র ও কাজের অর্ডার দিয়াছেন। এই হিসাবের মধ্যে সামরিক বিমানের জন্য ক্রীত বস্তু ও কাজের হিসাব ধরা হয় নাই। এই মুদ্রণী বিমান ১৯৩৯-৪০ সালে লাক্ষার বিমানের মারফত এদেশে মালপত্র আনা ও বিভিন্ন কাজের জন্য ৯০০ কোটী টাকা ব্যয়িত হইতেছে।

কৃষিঋণ সাময়িক বন্ধ—গত ২২ জুন এক সার্কুলার দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১৯৪৫ সালে ১৫০ কোটী টাকার এবং ১৯৪৬ সালে ৯০০ কোটী টাকার ঋণ দিবেন। যুদ্ধের সময় আমেরিকা যুক্তরাজ্যে যে সব সরকার সমর্থন করিয়াছে তাহার সমস্যা ও পরে তাহা পেমেণ্টের ইমপিরিয়াল সাম্রাজ্য পেমেণ্ট হইয়াছে। যেসব দেশে পেমেণ্টের ব্যালেন্স এখনও বিরূপ হইয়াছে তাহাদিগকে আন্তর্জাতিক ঋণ দিবার ব্যাঙ্কটীর বিষয়ে যুক্ত করিতে হইতেছে।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

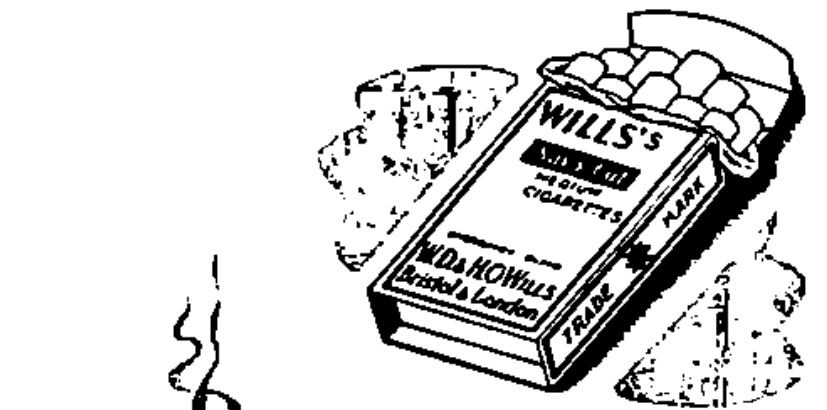

WILLS'S
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

ভারতীয় আইনিজ—ভাত ও তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য আহরণের বর্তমানে যে ১০১টি কারখানা পরিচালনার ভারতে বৎসরে আয়তের প্রয়োজনীয় পাট ও তাহাদের প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

ভারতের রাস্তা নির্মাণ—ভারত সরকারের রোড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড কোঅর্ডিনেশনের বিভাগের ডিরেক্টরের সহ কেবলে বিভিন্ন বীমার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হইবেন। তুলের সময় কোন্ প্রদেশে কি ভাবে রাস্তাঘাটের প্রসার করা হইবে এবং এজন্য কিরূপ অর্থব্যয় হইবে তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের সহিত পরামর্শ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

বাঙ্গলার তুলির উন্নতি—বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তুলোচাষ সুপারীশ কমিটির তুলি সংক্রান্ত কমিটি সম্প্রতি তুলি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য ৭টি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সব কমিটি (১) বেসরকারী প্রচেষ্টাসমূহের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জমির বিভিন্ন ফসলের চাষ এবং আবাদযোগ্য পতিত জমি আবাদের ব্যবস্থা, (২) জমির উর্বরতা-শক্তি সংরক্ষণ, (৩) তুলি বিষয়ে গবেষণা, বিস্তারণ ও প্রচারকার্য্য, (৪) তুলির অর্থনীতিক দিক, (৫) পতপালন ও পশু চিকিৎসা, (৬) মাটির চাষ এবং (৭) তুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা করিবেন।

কলিকাতার ম্যালেরিয়ার প্রকোপ—কলিকাতা সহরে দিন দিন ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সহরে ম্যালেরিয়া রোগে ৮০ জন লোক মারা গিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ৫০ জন লোক মারা গিয়াছিল।

ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের প্রস্তাব—কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী ক্রয় করিয়া লইয়া তাহার পরিচালনভার গ্রহণ করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের তরফ হইতে ট্রাম কোম্পানীর উপর যে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানাইবার জন্য—বিশেষভাবে ট্রাম কোম্পানীর পরিচালনার জন্য কিরূপ সর্ত্তে এজেন্সী নিযুক্ত করা হইবে এবং ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের জন্য মোট কত টাকা ব্যবহার হইবে ও কিরূপ সর্ত্তে এজন্য কিস্তিবন্দী দেওয়া হইবে তাহা জানাইতে বাঙ্গলা সরকার কর্পোরেশনকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার পশমচুল্লা—অষ্ট্রেলিয়ার অসামরিক ব্যবহার্য্য পশমজাতের মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তৎসম্বন্ধে উক্ত দেশের গভর্ণমেণ্ট তুলের সুব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বিভিন্নরকম অবলম্বন করেন। উহার ফলে গত ১ বৎসরের মধ্যে উক্ত দেশে পশমজাতের মূল্য শতকরা ২৩১ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডে পশমজাতের মূল্য বাড়িয়াছে শতকরা ২৮ ভাগ।

অষ্ট্রেলিয়ার মেষ পালনের সমৃদ্ধি—অষ্ট্রেলিয়া মেষের মেষপালকগণ মেষের পশম বিক্রয় করিয়া গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ৯ কোটি ৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৪৯ পাউণ্ড পাইয়াছিল। তুলের জন্য পশমের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উহারা ১৯৪০-৪১ সালে এই বাবদ ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭১ হাজার ৭৪৮ পাউণ্ড (আমাদের দেশের হিসাবে ৯৯ কোটি টাকা) পাইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী—মেলবোর্ণ হইতে জানা একটী সংবাদে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়ার তৈরী বিভিন্নরকম বস্ত্র ৯ কোটি গজ, অষ্ট্রেলিয়ার সাধারণ অধিবাসীদের জন্য ৪ কোটি গজ বস্ত্র এবং বিভিন্ন রকমের জন্য ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্য রপ্তানী হইবে। এতদ্ব্যতীত এই বৎসরে ভারতবর্ষ অষ্ট্রেলিয়ার তৈরীর জন্য ১৯ লক্ষ ১০ হাজার সার্ট, ১৬ লক্ষ জাঙ্গিয়া, ৫ লক্ষ ২৫ হাজার ট্রাউজার, ১ লক্ষ ৬০ হাজার পায়জামা এবং সাধারণ অধিবাসীদের জন্য ৫ লক্ষ পায়জামা, ১ লক্ষ ২৫ হাজার ট্রাউজার ও ১ লক্ষ ৫৫ হাজার সার্ট রপ্তানী করিবে।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন রেঞ্জ, কলিকাতা।

জনপ্রিয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।

৫৩—কলিকাতা, বম্বে, রাইপুর এবং সিঙ্গাপুর ও বাংলার প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রসমূহে।

ফোন: ক্যাল ৪১০১ তার ঠিকানা, দি এ, ন্যাশনাল সিংহল।

প্রধান—মাদ্রাজে স্থাপিত স্থাপিত—১৯৫৮

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

১১৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—ডায়মণ্ডহারবার, বালতা ও কটক

ঢাকা ও বহরমপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সাফল্যের পথে—

সোণাপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ

আসনসোল ও উলুবেড়িয়া

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—ব্যাঙ্ক রে

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন নাম্বর—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৩৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

বালীগঞ্জ, বাজবাজার, আলমপুর ও ইটালী (কলিকাতা), হাওড়া, চট্টগ্রাম, দেওঘর, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পাইকাটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ও ভাটিয়ালী।

নারায়ণগঞ্জ শাখা ২১শে আগষ্ট খোলা হইয়াছে।

সতকরা ৭৷৷০ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

যাবতীয় আধুনিক ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সেক্রেটারী— ||

ই মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এম কে ঘোষ

শোক সংবাদ—আমরা ব্যথিত অন্তরে দুঃখিত হইলাম যে, 'ইণ্ডাষ্ট্রি' পত্রের পরিচালক ও সম্পাদক বাবু অমিনী ব্যানার্জি মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ এবং তাঁহার মাতা, বিশেষ নিদেশীয়েরের আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে বিস্তারণ—সাম্প্রতিক পত্রে প্রকাশ যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র বেশী বর্তমান যুদ্ধের অবসানের উক্ত দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এ হইতে ৪ বছরের বিদেশী ছাত্রকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই শিক্ষা-দানের জন্য প্রত্যেক ছাত্রের ১৮ মাস সময় লাগিবে এবং মোট ৩৬ শত ডলার খরচ হইবে। বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের বিভাগীয় ছাত্র মনোনীত করিবেন। বিভাগ খরচের একটা অংশ আমেরিকার সরকারের বহন করিবেন। ছাত্রগণ উক্ত ১৮ মাসের মধ্যে ৬ মাস কাল কোন একটী বিদেশ শিল্প সংস্থে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিবেন। উক্ত সূত্রে আরও প্রকাশ যে, যুদ্ধের অবসানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভা ঐ সব দেশের পুনর্গঠন ও শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিবার জন্য আমেরিকার সরকারের ৫ হাজার আমেরিকার প্রাইভেটকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ করিয়াছেন।

টাটা কেমিক্যালের কার্যের প্রসার—গত ১৯৫৯ সালে ৫ কোটি টাকা মূলধন লইয়া ভারতের রাসায়নিক শিল্পোন্নয়ন সাধন ব্যবসায় টাটা কোম্পানীর উদ্যোগে টাটা কেমিক্যাল কোম্পানী নামক যে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয় মূলের দাম অন্তর্ভিত সত্ত্বেও এই কার-খানার কাজ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমানে মিঠাপুরে ৩০ একর পরিমিত জমিতে স্থাপিত কারখানায় ১৫ শত মজুর, ৫ শত কারিগর এবং ইঞ্জিনিয়ার ২ শত বাণিজ্যিক ও ইঞ্জিনিয়ার কাজ করিতেছেন। কারখানাতে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার কাস্টিক সোডা, ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, ক্লোরো-ফর্ম, টেট্রাক্লোরাইড, ডাইক্লোরাইড, ক্লোরিন ইত্যাদি বহুবিধ প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

কাঠ নিরের উন্নতি—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল নরম কাঠ উৎপন্ন হয় এবং যাহা সাধারণতঃ আসবাবী কাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেই সব কাঠ রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া উহাদের দাম, যেমন ইত্যাদি কাঠের শক্ত কাঠে পরিণত করিবার একটী পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকাশ যে, এই ভাবে রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া নরম কাঠকে শক্ত, মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী কাঠে পরিণত করা হইতেছে। অবিকৃত এই পদ্ধতি অনুযায়ী কাঠের যে সঙ্কোচন ও প্রসারণ হয় তাহা রোধ করা এবং কাঠের যে ক্ষিপ্রস্থায়ী করাও সম্ভবপর হইতেছে।

ব্যবসা বিস্তারিত করিবার আস—'এইস-ব্যাঙ্ক' পত্রে প্রকাশ যে, আমার পর্যবেক্ষণের ফলে বিভাগ বন্ধিত আমেরিকার ফেডিয়ুলা দেশ হইতে এক প্রকার আস আবিষ্কা পরীক্ষা করিতেছেন। এই আসের সঙ্গে মাকি ম্যালিবিয়ারোধক ক্ষমতা, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অন্যান্য পোকামাকড় বিতাড়িত করিতে পারে না। অবিকন্তু এই আস মাকি মো-মক্ষিকাদির বাস বিনাশেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

ভূমির উর্বরতা ক্ষয়—বাঙ্গলা দেশের আবাদযোগ্য জমির উর্বরতা ক্ষয় (Erosion) সম্বন্ধে সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের সেচ বিভাগ, কৃষি বিভাগ ও ভূমি বিভাগের অফিসার মণ্ডলীদের একটী আলোচনা বৈঠক হইয়াছিল। প্রকাশ যে বৈঠকে এই ব্যাপারে কল বিভাগের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক-গুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের আলোচনা হইয়াছিল।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ব্যাঙ্ক—৫৮৬১

শাখাসমূহ

টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্কার্স। দি বি সি ব্যাঙ্ক, এম্-এ, বি-এল

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—সেপ্টেম্বর—১৯১১

ভারতীয় পরিচালিত অগ্রণী ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৭,৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ২,৩০,১৩,৫০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৮৩,১৩,০০০৲ টাকা

রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ১,১০,৯৩,০০০৲ টাকা
আমানতসহ দায়িত্ব (৩১শে মার্চ) ৩৩,৩১,১৬,০০০৲ টাকা
মোট দায়িত্ব—বোম্বাই শাখা হেড, দেহলী, মাদ্রাজ,

ভারতের সর্বত্র ২৫০টির অধিক শাখা ও সে-অফিস খোলা।

ভাইস প্রেসিডেণ্ট, দি, দেহলী, মে, পি, ই, মেনেজিং ডাইরেক্টর। ভাইস প্রেসিডেণ্ট, দি এইচ, পি ক্যাম্পবেল, মে, পি।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং ও বিনিময়ের কাজ করা হয়। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ : দি ক্যালকাটা ট্রাষ্ট লেদার কর্পোরেশন।
সঞ্চয়-খাতায় শতকরা ২৷৷ টাকা সুদ দেওয়া হয়। সঞ্চয়ী-খাতা খুলিবার জন্য অনুরোধ।

কলিকাতা—হেড অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ব্রাঞ্চসমূহ—১১, ডাল হৌসী স্কোয়ার—১০, ষ্ট্রাণ্ড রোড—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ডালহৌসী—১০০, বড়বাজার—৩, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, সিনি মার্কেট—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ডালহৌসী—১০০, সার্কুলার রোড, ডালহৌসী—৩০০, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট। বোম্বে—ফোর্ট, মাহাত্মা গান্ধী রোড, ভাটিয়া-ভবন, ৪৩, পরেরা, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ডালহৌসী, এবং দুপাড়া। দিল্লী—চাঁদনীচক, ফাতেহপুরী, সাদর, করোল বাগ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মীরাট, আগ্রা, বেনারস, পাটনা, সিমলা, জলন্ধর, ডিব্রুগড়, শিলং, ডিব্রুগড়, ডিব্রুগড়, ডিব্রুগড়

বেকার সমস্যার ব্যবসায়ীদের চেষ্টা—আমেরিকার মিশৌরী সহরে সম্প্রতি উক্ত দেশের কুড়ি কুড়ি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের একটী বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, মুক্তির সঙ্গে এই সব প্রতিষ্ঠান ১ কোটি ৫০ লক্ষ নূতন লোককে উহাদের ব্যবসায়ে চাকুরীতে গ্রহণ করিবেন।

জন্মদিবস উৎসবে অমায়িকতা—শ্রীযুক্ত রুজভেল্টের সরকারের একটী বিবৃতি হইতে জানা গিয়াছে যে, সন ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত এই বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে সমস্ত পৃথিবীতে ছবি ও শিল্পাদির দ্বারা লইয়া বড় বড় জন্মদিবস উৎসব হইয়াছে তাহার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ইংলণ্ড, জার্মাণী ও ফ্রান্স—এই চারি দেশেই উহার সম্বন্ধে ৫০ ভাগ জন্মদিবস উৎসব হইয়াছিল। অথচ পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার ১৩ ভাগ মাত্র এই চারি দেশের অধিবাসী। শ্রীযুক্ত সরকার আরও বলেন যে, সমস্ত জগতে উৎসব জন্মদিনের দুই-তৃতীয়াংশ পৃথিবীর নিম্নপ্রকার দেশ-গুলিতে উৎসব হয় এবং এই সব দেশের জনসংখ্যা সমস্ত পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

মোটর গাড়ীতে মালের ব্যবস্থা—আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২৪ হাজার মোটর লরী ও বাসে পেট্রোলের পরিবর্ত্তে গ্যাস-বলয় হইতে চালু গ্যাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাকলা সরকারের প্রতিনিধি স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের অনুরোধে চেম্বারলেন এখনই বলেন যে, ভারতের ৩০ হাজার লরী ও বাস যদি পেট্রোলের পরিবর্ত্তে গ্যাসের ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়, এবং সব লরী ও বাসের মালিকদের খরচে ১৮ কোটী টাকা ব্যয় করা যাইবে। তিনি আরও বলেন যে, সম্প্রতি স্যার ষ্টাফোর্ডের যত্নের ফল ভারত হইতেছে বলিয়া তাহার মতে ভারত সরকার যেন এখনই কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার আদেশ বিতরিত করেন।

সাটের চুরান্ত বরাদ্দ—গত জুলাই মাস হইতে সাটের যে নূতন হারের আদেশ হইয়াছে তদনুযায়ী বাকলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের মোট কত টাকা সাট বাবদ আদায় হইবে, আগামী ১৯৪৩ সেপ্টেম্বর মাসিকে বাকলা সরকারের বজেট তাহার চুরান্ত হিসাব প্রকাশিত হইবে। তবে ১৯৪৩ সেপ্টেম্বর হইতে এই বৎসরের সমাপ্তিকাল হিসাবে প্রায় আরও ৩ কোটী টাকা পাওয়া যাইবে।

ভারত সরকারের ঋণ—বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৮০০ কোটী টাকা। বর্ত্তমানে এই ঋণের পরিমাণ ৪৮০ কোটী টাকা বাড়িয়া ২,৭৮০ কোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

সাধক রামা বিবেকানন্দ—রোমাঁলা রলাঁ, এম-এ, ডি এস সরবোঁ। ঔদ্বৈত আশ্রম কর্ত্তৃক ৮৫ সীমারেখা, ১৩১৮ সালের মেলা, আলমোড়া, হিমালয়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸৹।

আধুনিক বিশ্বমনস্বান্ন লেখনি, সমাজ ও শিল্প জীবনের রূপায়ণে ব্রতী হইয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জীবন তাঁহাদের অনুপ্রেরণা। সাধারণ ইউরোপে এই মহাপুরুষকে আমরা রামকৃষ্ণ ও যোগল সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়াই চিনিয়া থাকি। ফ্রান্সের রোমাঁলা রলাঁর মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ ও তাঁহার জীবনের আদর্শ ও বিশ্বমানবতা আলোচ্য গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুস্তকখানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"ইহাতে কেবল রামা বিবেকানন্দের কথা লইয়া নয়। ইহাতে তাঁহার জীবনের পটভূমিকারূপে আছে হিন্দু চিন্তার ও ইতিহাসের চিন্তার সমবেত কথা পুঁথি-বাটির সহিত আমাদের হইয়াছে।" আশা আমরা এরপর হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রদেশের সম্বন্ধে দেশী, আমরা আশা করি প্রত্যেকে পাঠ করিয়া সকলেই এই বিষয়ের গুরুত্ব এবং আবশ্যকতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবেন।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাফ্লোর পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসারিন • সিট্রোনেলা অয়েল • লাক্ষ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইকেরী।

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৯ অফিস
:—১৪৯২ ফাইটী
টেলিগ্রাম—"ফ্রীনারাইট"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুরী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯০৮

হেড অফিস : (পুরী ব্যাঙ্ক বিল্ডিং) পুরী

শাখাসমূহ

পুরানা রোড, ভুবনেশ্বর (ব্যাঙ্ক বিল্ডিং), কটক, রাণীহাট (ময়ূরভঞ্জ), বালেশ্বর, বালেশ্বর (মফিসিল), কলিকাতা (১০৫, আপার সার্কুলার রোড), ২ নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ২৭১৮

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল

—ব্যাঙ্ক লিমিটেড—

৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা :: ফোন : বি বি ৬২৬৪

তার :—ENBM BANK

শাখাসমূহ

ঢাকা, লালবাজার, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, রংপুর, করাচী (সিন্ধ), ওয়াজিরাবাদ, সিরাজাবাদ, গুজরানওয়ালা, ভাড়া, জলন্ধর সিটি, লালামুসা, খুলনা, অমৃতসর ও জসরাওয়াণ্ডি (পাঞ্জাব)।

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করা হয়।

ক্লিয়ারিং-এর যাবতীয় সুযোগসহ কমার্শিয়াল জাতীয় ব্যাঙ্ক

কুবের ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ... ৪৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিঃ

—কলিকাতা শাখা—
বড়বাজার, শ্যামবাজার ও দক্ষিণ কলিকাতা

অন্যান্য শাখা

ঢাকা, নারিন্দা, নরসিংদী, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, মাওরা, খালী, বেলুড়, ভাটপাড়া, কালিম্পং, শিলিগুড়ী, দার্জিলিং, রাজসাহী, নওগাঁ, বীরভূম, বালেশ্বর, ভদ্রক, বাড়বাগ, চন্দননগর, শিউড়ী ও বাগেরহাট।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস, কে, চক্রবর্ত্তী

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৪৮-৪৯ সালের কার্য্যবিবরণী

আমরা ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড সম্বন্ধে খুব সন্তোষ এই বৎসরের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্যবর্ষে ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ২ কোটি টাকায় পরিণত করা হইয়াছে এবং নূতন শেয়ার বিক্রয় করিয়া এই টাকা তোলার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সর্ব্বসাধারণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। বর্ষ শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৯০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বর্ষাবসানে দেশের শেয়ার-বাজারের এমন আস্থা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, শেয়ার-বাজারে উহার দশ টাকা মূল্যের শেয়ার ১৪৫ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। এই বৎসরে ব্যাঙ্ক সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী বর্দ্ধিত হইয়া ৩ কোটি ৫ লক্ষ ৩ হাজার টাকার পরিণত হইয়াছে। উহা হইতে ব্যাঙ্কের উপর দেশের আমানতকারীদের আস্থা কি ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা বুঝা যায়। জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাহাদের সহজ ঋণদানের সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ করিয়াছেন। এই বৎসরে ব্যাঙ্কের চল (কেরেন্ট) ও সেভিংস-তহবিলে ছয়টি শাখা অফিস খুলিয়া দেওয়া হয়—কিড ষ্ট্রীটের, হাজরা, তমলুক, আলমবাজার, জলপাইগুড়ি ব্রাঞ্চ অফিস, মেইন রোড (কাশীপুর), ভাইজ, আসেনসোল, বীরভূম ও বেহালা—এই দশটি স্থানে ব্যাঙ্কের দশটি নূতন শাখা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ফলে ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে একটি সর্ব্বভারতীয় ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের মোট ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৯৯ টাকা লাভ হয়। উহা হইতে ব্যাঙ্কের যাবতীয় ব্যয়-বরাদ্দ বাদ দিয়া বন্ধনের ব্যাঙ্কের হাতে উদ্বৃত্ত ১ লক্ষ ৩২ হাজার ১৯২ টাকা। উহা হইতে ৩০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কের মজুর তহবিলে জমা করা হইয়াছে। বাকী টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারদের আয়কর-মুক্তভাবে শতকরা ৭ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। বর্ষশেষে লভ্যাংশ হইতে প্রতি অংশের লাভের হিসাবে ৪০ হাজার ৩৯৯ টাকা জের টানা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীটে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষের শেষে আদায়ী মূলধন, মজুত তহবিল (৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৯২ টাকা), আমানত, লাভের টাকা ইত্যাদি লইয়া ব্যাঙ্কের মোট দায় ইতিমধ্যে ৩ কোটি ৫১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪৮৯ টাকা। এই দায়ের বদলে ব্যাঙ্কের হাতে বন্ধকের দেয়ে যে সব সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ—নগদ ও অন্যান্য ব্যাঙ্কে জমা ৮৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭৪ টাকা। স্বর্ণ, কোম্পানীর কাগজ এবং বৈধ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ১ কোটি ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৩০৪ টাকা; জমি ও বাড়ী ১৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৭৯ টাকা; লাভল, অন্যান্যরূপ ইত্যাদি ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৩৩ টাকা। দেখা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্কের সম্পত্তি বিশাল এবং লগ্নের নগদ টাকার পরিবর্ত্তনযোগ্যভাবে লাভজনক করা হইয়াছে।

সম্প্রতি বাঙ্গলার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে যোগদান করিয়াছেন। উহার ফলে ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের বিশেষ শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

মিঃ এস এম চট্টোপাধ্যায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে ব্যাঙ্কটিকে পরিচালনা করিতেছেন। বহু বৎসর কালের অভিজ্ঞতা ও তাঁহার পরিচালনা-গুণে ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে তাহা তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচায়ক। আমরা বাঙ্গলার বৃহত্তম ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম ব্যাঙ্ক হিসাবে ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের আরও উন্নতি কামনা করিতেছি।

দি কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১১ই সেপ্টেম্বর বোয়ালমারী ৩৪১ নং গ্রে ষ্ট্রীটে দি কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ফরিদপুর শাখার এক উদ্বোধন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মুন্সী বিশ্বনাথ রায় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

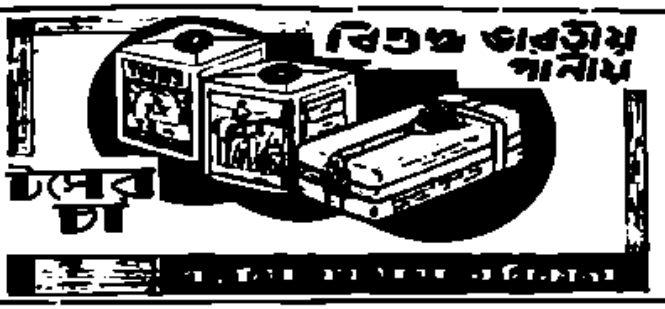

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগপ্রাপ্ত

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৩৪৫৯

শাখাসমূহ :— বড়বাজার, বেলেঘাটা, হাওড়া, বিরজাবিহ, টালাবাজার, ডালহৌসী, বেলেঘাটা ও ডায়মণ্ড (পার্ক ষ্ট্রীট), ভবানীপুর, মানিকতলা, বাগবাজার, সাউথ বিষ্ণুপুর ও ঢাকুরিয়া (বি পি), পাটনা, আগরতলা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার লভ্যাংশে রহিয়াছে ৯০ বৎসরের অভিজ্ঞতা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের তত্ত্বাবধানের অধিনে ইহা চলিতেছে বলিয়া ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—

পাটনা, বেলগাছিয়া, হাজরা, বড়বাজার (অফিস), ভবানীপুর (অফিস), বেলিয়াঘাটা (অফিস), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মানিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, আটোয়ারী, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর ও মজিবাবাদ।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।
ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসম্পন্ন একটি সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ব্রাঞ্চ অফিস কলিকাতা অফিস—

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, মোমাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, সুরমাবাজার, সেলী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, কলমাইকুড়ি, বর্দ্ধমান, জিরাগঞ্জ, রৌলতগঞ্জ, পুর্বিয়া, পাটনা, বেলেঘাটা, আরা, রাঁচী, ভাগলপুর, জামসেদপুর, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রা।

কাটিহার এবং মিরকাদিম শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে

কার্য্যকরী তহবিল—১,৩০,০০,০০০৲ এক কোটি টাকার উপর

এজেন্সী ভারতের সর্ব্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এম সি পাল।

দুবের ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার ১৩৮নং অল্ড ষ্ট্রীট দুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নতুনবাড়ীর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে এক উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দুবোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানে সৌজন্যবশতঃ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

অনুষ্ঠানারম্ভে ডাঃ দুবোপাধ্যায় দুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অংশীদারদিগের সহযোগ প্রকাশ করেন এবং এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটী পরিচালনে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্যেও সহানুভূতি লাভ করিবেন এইরূপ আশা জানাইয়া তিনি তাঁহার অভিভাষণ শেষ করেন।

নূতন বীমা কোম্পানী

মেসার্স ফিনান্সিয়ল লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস্ এন্ ঘোষেল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬ ব্যাংকস লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। কাজের ভার।

গ্রোব ফিনান্সার্ড ইনভেষ্টমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অমৃতলাল সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৩।৪ বর্ণওয়ালা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কারী কারবার।

আর্থিডিকো ডেভেলপিং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এন্ চাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ঔষধাদির কারবার।

বিভিন্ন কোম্পানীর সভ্যাংশ

আলেকজান্দ্রা ষুট মিলস লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৲ টাকা। আলেকজান্দ্রা জোর লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১০৲ টাকা। কাঁকিনাড়া জোর লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৸৩০ আনা। বেঙ্গলমল ষ্টী জোর লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫০৲ টাকা। গাইনমাটী ষ্টী জোর লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৩০৲ টাকা। ঘুটিয়ারী ষ্টী জোর লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১০৲ টাকা। পাঙ্গাকোলা ষ্টী জোর লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৭০৲ টাকা। ভাগবাহু মিলস্ লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৪৲ টাকা। বিলয়া ষ্টোন লাইম জোর লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৫৷০ আনা। বি ক্যাম্বকাটা ষুট ম্যানুফ্যাকচারিং জোর লিঃ—গত ৩১শে জুন পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১০৲ টাকা। বি বঙ্গলক্ষ্মী ষুট ক্যাটেরি জোর লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১২৷০ আনা। বি বেঙ্গল ফ্যাক্সরার মিলস্ জোর লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৭৷০ আনা। বি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল জোর লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৩০৲ টাকা। বেঙ্গল-নাগপুর কটন মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১২৷০ আনা। বেঙ্গল নাগপুর জোর জোর লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৭৷০ আনা। বি ষ্টিলিন্ডিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ জোর লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৬৷০ আনা। বি সিমুলি ষ্টী জোর লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৩০৲ টাকা। বি টেমলাসি ষ্টী জোর লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১০৲ টাকা। বি আলম্ব (আসাম) ষ্টী জোর লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৯৲ টাকা।

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটী গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯২৯ সালে ইহা এবং ইহার সহযোগী প্রতিষ্ঠিতের ইহার প্রকৃত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সচ্ছলতার সাধনায়, বীমাগ্রহীতার নিরাপত্তা, পরিচালনদক্ষতার নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের একমাত্র পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা ২৫ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল— ৫ „ ৪৫ „ „
রিজিয়ার্ভের অঙ্ক—১ „ ১৮ „ „
মোট সম্পদ— প্রায় ৬ কোটী টাকা
দাবী শোধ (১৯০৭-৩০) তিন কোটী টাকার উপর
নূতন বীমা (১৯৩০) ৫ কোটী ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড,
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

সৌন্দর্য্য

যা প্রেরণা
দিয়ে ছিলো
পাণ্ডবদের

নারীর সৌন্দর্য্য তখুনি যে অপরূপ ও অফুরন্ত হয়ে ওঠে — একথা কবে তা নয়। স্নেহময় জননী হয়ত দৈহিক আবেদনের জোরে অনেক বেশী বিশ্বয়কর ফলও ঘটাতে পারে এই সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যের উদাহরণে ধরা যেতে পারে অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবরা কুরুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ করবার পরিণাম ভাবি দিচ্ছেন তারাও। পাণ্ডবরা মনে মনেন, তাদের জীবদ্দশায় যুদ্ধ বাধবে যদি তাদের যুদ্ধ বন্ধ হয়। কিন্তু দ্রৌপদী পরদিন প্রাতে কি, প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। অন্যান্যদের নারীসুলভ সৌন্দর্য্যের জোরেই যা সম্ভব বল। মহাভারতে এর চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়—দ্রৌপদীর কবরী তখনো রোখে এলো ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, যাতে নিলেন নিজের বেণী—সে বেণীতে ছুলছে, সে বেণী নীল আর কালো, ঠিক সাপের মত দেখতে। আর জোর সন্ধ্যায় অর্জ্জুন নিজেদের কথাই ঘটে না। এই ভাবে দ্রৌপদী দেবেন পাণ্ডব বল। এ ভাবের সৌন্দর্য্য অবশ্য ক্ষণস্থায়ী, তবে ভাবে পাণ্ডবরা সফল হয়। কিন্তু একটু যত্ন করলেই নারী দেহের সহজ লাবণ্য অনেকখানি বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব। এজন্য যার যতটা সময় আছে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করতে পারে। পি, এম, বাক্‌চীর প্রসাধন-সামগ্রী ব্যবহার করলে সৌন্দর্য্য অতি সহজে বেড়ে যায়।

প্রসাধন-সামগ্রী

স্নেহজাত স্নো ও ক্রীম,
স্নো পাউডার কেশতৈল,
হোয়াইট রোজ, লাইলাক
এবং অন্যান্য সুরভি।

নিত্য প্রসাধনে

পি, এম, বাক্‌চী এণ্ড কোং, কলিকাতা

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৯ই সেপ্টেম্বর	১৪ই সেপ্টেম্বর	১৫ই সেপ্টেম্বর	১৬ই সেপ্টেম্বর	১৮ই সেপ্টেম্বর	১৯ই সেপ্টেম্বর
এসিয়াটিক অইল মিলস লিঃ ...	৩৭৷৹-৩৯৷৹	৩৬৲-৩৭৷৹	৩৫৲-৩৬৷৹	৩৭৷৹-৩৮৲	৩৪৷৹-৩৬৲	৩৬৷৹
কেলোরাম ...	১৪৬৷৹	—	—	১৪৬৷৹	—	—
কাপড়ের কল—ইণ্ডিয়া সেপার প্রডাক্ট লিঃ ...	২০৩৲-২০৬৲	২০৭৲	২০৩৲-২০৬৲	২০৭৲	—	—
টাকা সেপার মিলস লিঃ ...	১৪৷৹	১৪৷৹	১৪৷৹-১৪৷৹	১৪৷৹-১৪৷৹	১৪৷৹-১৪৷৹	১৪৷৹
ইউনাইটেড ...	২২৷৹-২৫৷৹	—	২১৷৹-২২৲	২২৲-২২৷৹	২২৷৹	২২৲-২২৷৹
ইউনিয়ন—কলকাতা জুট মিলস লিঃ ...	৩০৫৲	—	—	—	—	৩০৫৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৩৩৬৲-৩৪৬৲	৩৩৭৲	৩৩৬৲-৩৩৭৲	—	৩৩৬৲-৩৩৯৲	—
কামারহাটী ...	৩৩৬৲-৩৩৭৲	৩৩৯৲	—	৩৩৮৲-৩৩৯৲	৩৩৭৲	—
ফোর্ট উইলিয়াম ...	১২১৲	১২৬৲-১২৯৲	—	১২১৲-১২৯৲	১২৩৲-১২৫৲	১২৫৲
বেলিঘাটা ...	১১৫৷৹-১১৬৷৹	১১৫৷৹-১১৬৷৹	১১৫৷৹-১১৬৷৹	১১৫৷৹-১১৬৷৹	১১৫৷৹-১১৬৷৹	১১৫৷৹-১১৬৷৹
বিলাতের ...	৩৯৲	—	—	—	৩৯৲	—
কলিকাতা ...	৪৩৬৲-৪৩৭৲	৪৩৬৲-৪৩৯৲	৪৩৬৲	—	৪৩৫৲-৪৩৬৲	৪৩৮৲-৪৩৯৲
হাওড়া ...	৭৯৷৹-৭৯৷৹	৮০৷৹-৮১৷৹	৭৯৷৹-৮০৷৹	৮০৷৹-৮০৷৹	৮০৷৹-৮১৷৹	৮১৷৹-৮৩৷৹
চিনির কল—বেলসুণ্ডা সুগার কোং লিঃ ...	১৪৬৲-১৪৬৲	১৪৫৲-১৪৬৲	১৪৬৲-১৪৬৲	—	১৪৬৲-১৪৬৲	১৪৬৲-১৪৬৲
চাঁদপাড়া সুগার কোং লিঃ ...	৪৩৲-৪৩৲	৪৩৲-৪৩৲	৪৩৲-৪৩৲	৪৩৲-৪৩৲	৪৩৲-৪৩৲	—
দেশ এণ্ড কোং লিঃ ...	২৭৲-২৭৷৹	২৭৷৹-২৭৷৹	২৭৲-২৭৷৹	২৭৲-২৭৲	২৭৲-২৭৲	২৭৲
জাহাজ—ইণ্ডিয়া ষ্টীম কোং লিঃ ...	—	১৬৫৲-১৬৬৲	—	—	—	১৬৫৲-১৬৬৲
বিদেশাগত ষ্টীম কোং লিঃ ...	—	—	৪০৬৲-৪০৯৲	৪০৬৲	—	৪০৬৲-৪০৯৲
বিবিধ—ক্যালকিউ সিমেন্ট কোং লিঃ ...	—	—	—	১৭৫৲-১৭৬৲	১৭৫৲-১৭৬৲	১৭৬৲-১৭৭৲
ডি আই কর্পোরেশন ...	৬৷৹-৬৷৹	৬৷৹-৬৷৹	৬৷৹	—	৬৷৹-৬৷৹	৬৷৹-৬৷৹
বেঙ্গলীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৭৬৲-১৭৯৲	১৭৮৲-১৭৯৲	১৭৯৲-১৭৯৲	১৭৯৲-১৭৯৲	১৭৯৲-১৭৯৲	১৮০৲-১৮০৲
ইণ্ডিয়ান ইরাক্টীল লিঃ ...	৩৬৷৹-৩৬৲	—	৩৬৲-৩৬৷৹	৩৬৷৹-৩৬৷৹	৩৬৲-৩৬৷৹	৩৬৷৹
ইণ্ডিয়া জেনারেল মেডিসেনস কোং লিঃ ...	—	১৫৩৲	১৬০৲-১৬৪৲	১৫৪৲	—	—
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ...	১৬৪৷৹	১৬৲-১৬৫৷৹	১৬৲-১৬৫৲	১৬৬৷৹	১৬৬৲-১৬৯৲	১৬৫৷৹
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ...	৪৬৷৹	—	৪৬৷৹	৪৬৷৹	৪৬৲-৪৬৲	৪৬৲-৪৬৷৹
মিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	—	১৬৷৹	—	১৬৷৹	—

—নাম পরিবর্ত্তন—

বি ডিটাস্ট, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ-এর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

করা হইয়াছে

১৯১৩ সনের ভারতীয় কোম্পানী আইনের ৫৬নং ধারার ৩নং উপধারা অনুযায়ী বাঙ্গালা সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

হেড অফিস :—৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গত ১৫ই আগষ্ট পুলিয়া ডিষ্ট্রিবিলিসাসিটির ডেমারহান ও ডিপার্টের আক্রমণ যাঁ হওয়ায় অনিচ্ছাকৃতভাবে নিম্ন লিখিত শাখাগুলিতে পুলিয়া শাখা খোলা হইয়াছে।

হাটিয়া শাখা এবং বেনারস শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

দেবতোষ দাশগুপ্ত,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—৩১১, ব্যাণ্ডো রোড, কলিকাতা।
ফোন :—ক্যাল—২৩৩২

প্রগতিশীল জাতীয় নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সকল প্রকারের ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি ঘোষ মজিলার।

ক্ষোভের বিষয়ের আয়—গত ১৯৪৩-৪৪ সালে মোটর গাড়ীর উপর আমদানীকৃত, পেট্রল ট্যাক্স ইত্যাদি সরকার আদায় করিয়াছেন মোট ছয় কোটি টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে উহা সাড়ে এগার কোটী টাকায় পরিণত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মোটর এণ্ড ট্রাক্টরস্ ডেভেলপমেণ্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ কিলমারলী বলেন যে, আমরা সরকার যুদ্ধের পরে যেন সাড়ম্বরে প্রদেশের জন্য বর্তমান প্রস্তাব অনুযায়ী সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করিলে মোটর বিক্রয় হইতে উহাদের বৎসরে ৪০ কোটি টাকা আয় হইবে।

আশ্বাসনা নিন ঃ

বিমান আক্রমণে ভয়ের কারণ

শ্রী ইণ্ডিয়া তার দায়িত্ব গ্রহণ করে

তাই—

যখনই জীবন বীমা করবেন, নিশ্চয় :—

দি

শ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল

ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—কানপুর স্থাপিত—১৯৩৯

লাইফ-ফায়ার-ম্যারিন-এ্যাক্সিডেণ্ট

চেয়ারম্যান :
স্যার পদমপৎ
সিংহানিয়া, কে টি

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
এস্ কে ডাগুরীয়া,
বি এ, এল এল বি

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী
আর্য্যস্থানে
বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার
সংস্থিতি ও আয়করের গুরু-
ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
১৮, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(হেড অফিস- কলিকাতা) (ফোন নং) ৩১৫৩ (৩ লাইন)

চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০ টাকা
বিলিকৃত	৪০,০০,০০০ টাকা
বিক্রীত	৪০,০০,০০০ টাকা
আদায়ীকৃত ,,	৩১,০০,০০০ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৬,১৫,০০০ টাকার উপর

কলিকাতা শাখা ব্যাঙ্কের অফিসের সর্বপ্রকার কাজ ব্যাঙ্কের যে কোন অফিসে গৃহীত হইবে।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

উৎসবে SOUTH-1278

মিত্র মুখার্জীর গহনা

ইণ্ডিয়ান ফেব্রিক্সের

শাড়ী ও পোষাক অতুলনীয়

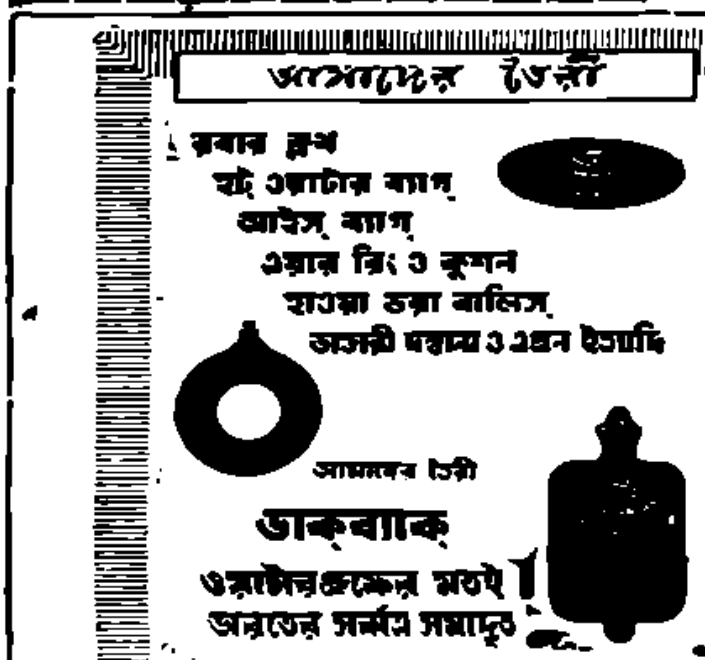

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ

ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

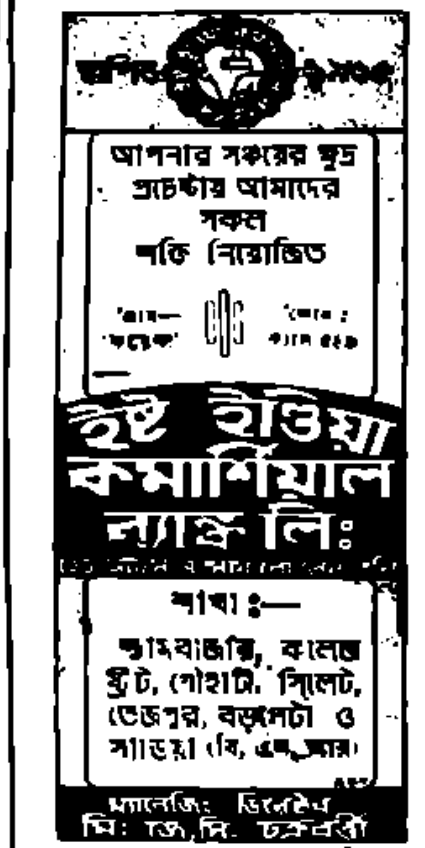

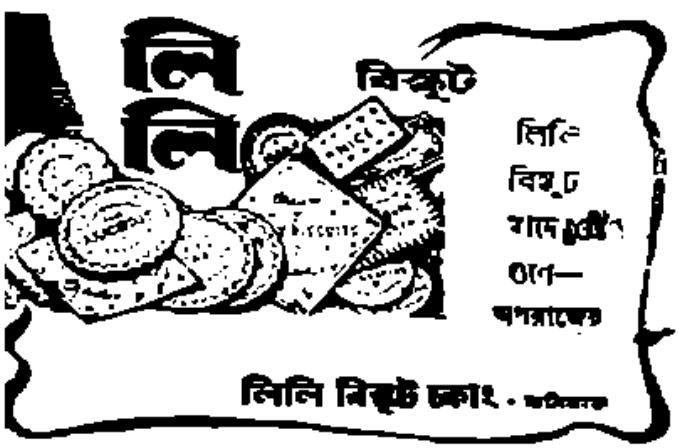

৪৬।৪৮ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেডের পক্ষে শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE [illegible]. B. 6352 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 9th October, 1944. সোমবার, ২৩শে আশ্বিন, ১৩৫১ [৯৯শ সংখ্যা

বিজয়ার শ্রীতিসম্ভাষণ

পার্বণীয় পূজা উপলক্ষে দুই সপ্তাহকাল 'আর্থিক জগৎ' কার্য্যালয় বন্ধ ছিল, অবকাশ অন্তে পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে নবোদ্যমে ফিরিয়া আমরা আমাদের পাঠক, পাঠিকা ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে বিজয়ার শ্রীতিসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। অভাব ও দারিদ্র্যনিষ্পেষণে মৃতপ্রায় বাংলার মুক মুখিয়া প্রাণ-আস্বাদনের যেটুকু ক্ষীণ সম্ভাবনার লোভ দেখিয়া গিয়াছিল, বিজয়ার প্রাক্কালে মহাসমুদ্রার উৎসবদিনে বাঙ্গালী প্রাণে তাহার সম্ভাবনীয়তে আঘাত করিয়াছে। উৎসবে ও আনন্দে ভরপুর অট্টালিকার ঝিনুকগুলি এক্ষেত্রে ফিরিয়া আসে নাই সত্য, তবু এদেশের বাঙ্গালী সেজন্যে মর্ম্মান্তিকতা করিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিকের কিছুই থাকার কথা নয়। অন্নপূর্ণাদেবী যা আসেন সন্তানকে ফেলা করিতে, যার আগমন কখনও ব্যর্থ হয় না। সারা বাংলার মুক মুখিয়া এতদিন দুর্দ্দিন ও মহামারীর যে তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে তাহার বঞ্চনাকে কল্পনাতে এবার তাহার পরিসমাপ্তি ঘটুক ইহাই আমরা একান্ত কামনা করি। বিজয়ার শ্রীতিসম্ভাষণ জানাইতে বসিয়া আমরা আজ সকল দেশবাসীর কাছে এই প্রার্থনাই জানাই, তাঁহারা যেন দেশের দুরবস্থার দুর্দ্দিনে আপনাদের মাঝের সন্ধানকল্পে অনুভব করিয়া সকলের সহিত সৌহার্দ্য ও শ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিজয়ার আলিঙ্গন, প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ বিনিময়ের সহিত সকলের মধ্যে মনের মিলন মুক্ত হউক, সকলের ভুল সকলে আজ ও যেন অনুভব করিতে শিখুক, সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়ে আতৃত্বের সঞ্চারিত হইলে একতার বলে বলীয়ান আমরা মায়ের আশীর্ব্বাদে সমস্ত দুঃখ ও লাঞ্ছনার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে অবশ্যই সক্ষম হইব।

মিঃ চার্চ্চিলের অপলাপ

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে বৃটীশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল ভুবের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দেন তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি বলেন—ভারতে বৃটীশ শাসন না থাকিলে গত ৮০ বৎসরের মধ্যে বহু লোক দুর্ভিক্ষের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি করিয়া মরুভূমির তলীতে ও ভারতবর্ষের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, বৃটীশ শাসন থাকায় তাহার তুলনায় দুর্ভিক্ষকবলে কম লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই উক্তির জবাবে বৃটীশ পার্লামেন্টের অন্যতম সদস্য মিঃ ব্যাকমরার্থ বলেন যে, বৃটীশ শাসনের আমলে অনুভবের অভাব ও ভারতবাসির আঘাতে বেশী লোক না মরিলেও বহু লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মিঃ ব্যাকমরার্থ মিঃ চার্চ্চিলের অপলাপের সমুচিত জবাব দিয়াছেন—কিন্তু তিনি উহার পূরা জবাব দেন নাই। বৃটীশ শাসনের আমলে ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা জীবনের শান্তি নহে—মৃত্যুর শান্তি। বৃটীশ শাসনের ফলে যেন দারিদ্র্যের দুরন্ত পীড়ায় উপার্জ্জন হওয়ার

সাময়িক প্রসঙ্গ

অনেক বেশী লোক অকালমৃত্যুর হেরফে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে যাহারাও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে জর্জ্জরতা হারাইয়াছে। অধিকন্তু ইংরাজ শাসনের সমস্ত রেল ডুলপথের ও অন্যান্যের অজুহাতে নির্দ্দিষ্ট খাদ্যের বন্টনও এই লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং অর্দ্ধমৃত লোক ইহার প্রান্তিক শয্যায় শায়িত আছে।

এই সব কারণে গত ৮০ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় জীবনের কত সহস্র কোটী টাকা অধি হইয়াছে তাহা যে কোন অর্থ-নীতিবিদ হিসাব করিয়া দেখাইতে পারেন এবং এমন একটী হিসাব প্রকাশিত হইলে একথা নিঃসন্দেহাধিকারে প্রকাশিত হইবে যে, বৃটীশ শাসনের ফলে দেশের যেটুকু লাভ হইয়াছে তাহার তুলনায় ক্ষতি হইয়াছে সহস্র গুণ বেশী।

ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য

গত ১৯৩৯-৪০ সনে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্বন্ধে যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সামুদ্রিক বাণিজ্যের কিছিৎ উন্নতি দেখা যিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী এবং বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী বিবিধ দ্রব্যের মোট সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩৩ কোটী টাকা।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৫৩৯-৪৩
সাপ্তাহিক বিবরণের মার্চ্চ প্রেস	৫৪৩-৪৮
ব্যাঙ্ক আমদানীতে বাঙ্গালীর উন্নতি	৫৪৯-৫০
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর—	৫৫১-৫৮
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৫৫৯-৬০
বাজারের হালচাল—	৫৬১-৬৪

১৯৪০-৪১ সালে তাহার পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে ৬৯ কোটী টাকা। তাহার মধ্যে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪১০ কোটী টাকা এবং আমদানীর পরিমাণ ছিল ১১৯ কোটী টাকা। অর্থাৎ এই বৎসরে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণ রপ্তানীর আধিক্য দাঁড়াইয়াছে ১৯ কোটী টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল ৯৯ কোটী টাকা। রপ্তানী সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় ১৯৪১-৪২ সালে আমদানীকারীদের যুদ্ধকালীন বর্দ্ধনীর পরিমাণ ১১ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানীর দিক হইতেও একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আমেরিকা হইতে বিবিধ দ্রব্যের শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের এই হিসাবে সম্পর্কে অবশ্যই এবং আমেরিকার যুদ্ধ উদ্যোগ ব্যস্ততা অবশ্যই অধিকতর বিবেচনা করিতে হইবে যে, বাণিজ্যের আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে সমুদ্রপথে যে বাণিজ্য রপ্তানী হইয়াছে তাহাকে কিরূপ বর্দ্ধনী বলা যায় নাই। আমরা শুধু এই দিক দিয়াই ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ যে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে সন্তোষ পাই।

সরকারী হাজতের অবস্থা

সেপ্টেম্বর মাস অতীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলতি সরকারী বৎসরের অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইয়া গেল। এই ছয় মাসে ভারত সরকারের আয় ও ব্যয় কিরূপ হইয়াছে এবং আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হওয়ায় আয় ব্যয়ের কি প্রকার ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে তাহার হিসাব এখনও জানা যায় নাই। তবে চলতি বৎসরের প্রথম হইতে ছয় সপ্তাহ ছিল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে সরকারী হাজতের অবস্থা একেবারেই সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না। এই ছিন মাসে সরকারের হাজতের হিসাবে ৪৭ কোটী টাকা পাইয়াছেন। চলতি বৎসরের বাজেটে সারা বৎসরে হাজত বাবদ ৭৬৯ কোটী টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হয়

"শত সহস্র লোক অনাহারে মরিয়াছে।"
অর্থসঙ্কীর্ত্তি বা ইনফ্লেশন তার অন্যতম কারণ।
ইনফ্লেশন দমাইতে হইলে
ব্যাঙ্কের সঙ্গে আপনাদের লেন-দেন একান্ত দরকার
• • •
আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি
দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড
—কলিকাতা—

হইয়াছিল। এক্ষিল হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত তিন মাস অন্তর আয়কর সম্পর্কে হিসাবপত্র নিরীক্ষা হইবে। এই সময়েই পর্য্যবেক্ষণের ফলে প্রতি মাসে গড়ে আয় ১৬ কোটি টাকা করিয়া বাজেট প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলে বৎসরের শেষে মোট আয় দাঁড়াইবে ২৮৪ কোটি টাকা অর্থাৎ অনুমান অপেক্ষা বেশী হইবে বলিয়া খুবই আশা করা যায়। বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে আমদানী লইয়া জাহাজে আসার জন্য যে সময় লাগে তাহাতে আমদানী-শুল্ক বাবদ পর্য্যবেক্ষণের আয় অনেক বাড়িয়াছে। এই বৎসরেই বৈদেশিক দেনা পরিশোধ পর্য্যবেক্ষণের ৮০ কোটি টাকা—অর্থাৎ বাজেটে প্রস্তাবিত আয় অপেক্ষা ১৮ কোটি টাকা অধিক আয় হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কিন্তু আয়ের অবস্থা খুব সন্তোষজনক হইলেও ব্যয়ের দিক দিয়া সেই তুলনায় অবস্থা আরও বেশী শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ৩১শে মার্চ মাসের শেষে মাসিক হারে সাধারণ খরচের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে পঞ্চাশ কোটি টাকা। কাজেই এখন সারা বৎসরে মাসিক গড় হিসাবে ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যদি তাহা হয় তাহা হইলে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত আয়ের তুলনায় পর্য্যবেক্ষণের ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা বেশী হইবে—অথচ বাজেটে ১০৬ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১১ শত কোটি টাকার কম। যুদ্ধের ৪ বৎসরে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া বর্ত্তমান ১৭ শত কোটি টাকার উপরে উঠিয়াছে। ৪বছরে ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ করিবার মত এই অল্প পরিবর্ত্তন। ইহার কোটি টাকা হারাইয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

ভারতে অধিক নিয়োগ সুযোগ-সম্ভাবনা

সুপ্রসিদ্ধ যুক্তবিদ স্যার বিলিয়ম বেভারিজ সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান সিভিলিজেশন কনফারেন্সের বার্ষিক সভায় এক বক্তৃতায় ভারতে অধিক নিয়োগ সুযোগ-সম্ভাবনা সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দুনিয়ার কোন দেশই অধিক নিয়োগ দিক দিয়া সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল নহে। পাকাত্যের অনেক বিজ্ঞানিক দেশে স্থানাভাব ও অন্য প্রকৃতি অবস্থাবশতঃ অধিক নিয়োগ একরূপ অসম্ভব হইয়াছে। সাধারণ ধারণা এই যে, এদেশে আবশ্যকীয় বস্তুসমূহের প্রায় সমস্ত অধিক নিয়োগেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কি হইবে, সে সম্বন্ধে মূলধন হইতে উৎপাদন করিয়া তাহা কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা এদেশে এখনও বিশেষ কিছু হইতেছে না। ভারতবর্ষে বৎসরে মাত্র ৫০ কোটি টাকা মূল্যের অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর বৎসরে ৩ কোটি টাকার দ্রব্যাদি শুধু এদেশ হইতে বাহিরে রপ্তানী হইয়া থাকে। কাঁচা অধিক দ্রব্য ছাড়া ভারতবর্ষ অধিক দ্রব্য হইতে বৈদেশী মালের ৩ কোটি টাকার পরিমাণে রপ্তানী করিয়া থাকে। কিন্তু যে দেশ হইতে বৎসরে ১৮০ কোটি টাকার বিলিতি (পশম ও রেশম) বাহিরে আসিয়া থাকে, সেই ৭ কোটি টাকার অধিক দ্রব্য রপ্তানী সে অনুপাতে খুবই সামান্য বলা চলে। অধিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে থাকায় কাঁচা বাদুড়ের ও অন্য অধিক উপকরণ হইতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতে তাহা বেশী পরিমাণে এদেশে আমদানী হইতেছে। ১৯৩৮ সালে এই প্রকার আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬৪ কোটি টাকা। ভারতে যেরূপে অধিক দ্রব্যের যোগান হইতেছে সেরূপে অধিক দ্রব্য হইতে বৈদেশী শিল্পদ্রব্যাদির জন্য এইরূপে দাঁড়িয়ের উপর নির্ভরশীল থাকা এদেশের পক্ষে খুবই দোষনীয়। সেজন্য তার বিলিন অধিক মূলে এদেশে অধিক নিয়োগ সমৃদ্ধির উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। তাঁহার এই বক্তৃতা আমরা সকল দিক দিয়াই খুব সমীচীন মনে করি।

তার বিলিন বলেন তাঁহার বক্তৃতার শেষের অধিকে অধিক নিয়োগ সুযোগ-সম্ভাবনা ও তাহা পরিচালনা যোগাবে এদেশবাসীরাই থাকে সমর্থ হইবে। সে বিষয়ে অধিকারে কোন্ দিক দিয়া কি বিশিষ্টতার অবলম্বন করা যাইবে পাছে সম্প্রতিভাবে সে নির্দ্দেশের তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অন্যদেশের অধিক সম্পর্কের আলোচনার ভাবে সাধারণতঃ ইহাদের প্রকৃত অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থাবলম্বন করার ও সংশোধন পরিচালনা করিতে হইবে। কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে ব্যবস্থার করা সকল সে বিষয়ে একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে। অধিক শিল্প সম্পর্কে লাইসেন্স ও শীঘ্র প্রদানের বর্ত্তমান ব্যবস্থাটি বিশেষ ব্যবস্থার বিভিন্ন করিতে হইবে। আমরা তার সিরিল যদুর এই সব ইঙ্গিতের বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গীয় বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

ব্রহ্মযুদ্ধের গতি

ব্রহ্ম ইউরোপে ব্রিটিশ ও মার্কিন অধিবাসী বাহিনীর সাহায্য সাধনের সাধারণ পরিকল্পনা যেরূপে আরম্ভ হইয়াছিল তাহার পরে ইউরোপের সকল বৎসরের ইহাদেরই তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধের ভার আসিয়াছে। বস্তুতঃ গ্রীসসহ ব্রহ্মরক্ষা করিয়া যাইবার পর জার্মাণীতে খাদ্য ও তৈলের দিক হইতে বিশেষ পরিমাণে অভিভূত হইতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু বৎসরের সমুদ্রিক ব্রহ্মরক্ষা ব্রিটিশবাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে যুদ্ধের প্রতিরক্ষার শক্তি করা তাহার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধ জার্মাণ যুদ্ধিতে আক্রমণের যে জীবন্ত দল করিয়া রাখা দিয়ে তাহাকে যুদ্ধের প্রকৃতি হইতে প্রত্যাহিত হইতেছে। জার্মাণ সিভিল এজেন্সীর সাহায্যে প্রকাশ, বিমানে, গোয়েবিং প্রভৃতি জার্মাণ সমরনায়কগণ যত দলের জার্মাণ সেনাকে সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। জার্মাণী সমরের সময় বিমানযানে প্রতিবর্ষণের অধিক অর্থ বৃদ্ধিতে করিতেছে হইবে, অধিকন্তু জার্মাণী সমরের পরও জার্মাণ সহিত বাহিনীর প্রায় সমস্ত করিয়া যুদ্ধের অবস্থানের জন্য তাহাদের যে সব বড় বড় সীমায় করিয়া বীর দিন অপেক্ষা করিতে হইবে তাহাদের কোন সন্দেহ নাই। আলবার্টবিলের ১৯৩৯ সালের মধ্যে যুদ্ধ বিভিন্ন আশা সোভিন করিলে অবস্থার অনেক অনুমান করিয়াই ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ইউরোপের সমস্যের যুদ্ধ শেষ হইতে এখনও তিনি আরো বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্যের ভারত নীরবতে সমৃদ্ধির হইলেও জাপানী সেনাদল চীনে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে। চীনাবাহিনী ওয়ার্টনের ধারণা হইতে ব্যাপকভাবে বেসনাইন করিয়া অগ্রসরণী জাপানীদের বেষ্টনের বাহির এখন বাহা নিরোধিল, বাহির হইতে উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্য না আসায় সম্প্রতি অবস্থানের অভিযোগ-ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহা দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে চীনের অধিক-পূর্ব্ব উপকূল দুরাই বন্দরের নিকট জাপ সৈন্যদলের অবতরণের সাধারণ আসিয়াছে। ফলে বহু বিস্তৃতি উপযুক্ত হইবার সুযোগই জাপানীরা চীনের উপর অধিক অভিযোগ করিয়া সমরবাহ ও সামরিক সাহায্যের উন্নতি সাধন করিতে এবং এই ভাবে প্রকার অবসাদের তাহাদের শক্তি বাড়াইয়া লইতে চায়।

অবশেষে সমাধানে ব্রহ্মদেশ অবস্থানে ব্রিটিশবাহিনী ইংলণ্ডের বিদেশীয় উপকূলে অধিকার প্রতিরোধ করিবার জন্য জাপানীর অবস্থানুযায়ী এবং বর্ত্তমানে এই উপকূল ভাগে একমাত্র জার্মাণ অধিকার দলে তাহাদেরও উপর প্রবল আক্রমণ চালাইতেছে। ফেলিক্সষ্টোর আক্রমণার্থ সমরের উত্তরেই বিমানেরা বিদ্যুৎ অঞ্চলে হইয়াছে। তীব্র জার্মাণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও আমেরিকান সৈন্যদল আক্রমণের উপরে নিম্নশ্রেণীর যুদ্ধ ফেল করিয়া উহার অধিকে বিমানের প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতেছে বলিয়া সমরে সাফল্য বিরাজে। অবশ্য যদি জার্মাণবাহিনীকে যুদ্ধের গতি অন্যত্র তীব্র এবং জার্মাণদল সঙ্কটেই ফেলবোরাবাদে বিমানবাহিনীকে বাধা দিতেছে।

দীর্ঘ ৬০ দিন প্রবল প্রতিরোধের পর সোভিয়েট রাজধানী ওয়ারশের পতন হইয়াছে এবং পোলিশ মুক্তিবাহিনীর সেনাপতি জেনারেল বোর ও তাঁহার সহকারিগণ জার্মাণদের বিরুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। প্রকাশ, ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিমানবহর রাশিয়ার ওয়েস্টলী ঘাঁটী হইতে পোলস্কী বাহিনীকে সাহায্য করিবার আয়োজন করিয়াছিল, কিন্তু কলিয়া সরকার পোল-সরকারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পোলস্কী-বাহিনীকে যোগদান সাহায্যদানে অস্বীকার করিয়া তাহার বিমান-ঘাঁটী ব্যবহারে অনুমতি দেয় নাই।

কলিয়ার ব্যবহারে যুদ্ধের গতি অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে বলিয়া বহুদিন অবধি বিমার উপর ভোর আক্রমণ চালাইতেছে এবং বিমার পতন আসন্ন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। মার্শাল টিটোর বাহিনীর সহযোগিতায় যে জনবাহিনী যুগোস্লাভিয়ার অঞ্চল হইতেছে তাহারা রাজধানী বেলগ্রেডের উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ইটালী বনাঞ্চলে ব্রিটিশসেনা জার্মান প্রতিরোধ সত্ত্বেও অগ্রসর হইতে হইতে বোলোনা হইতে কয়েক মাইল দক্ষিণে বোলোনা-ফ্লোরেন্স সড়কের সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আড্রিয়াটিক অঞ্চল হইতে কয়েকদল ব্রিটিশসেনা ত্রীজ ও আল্পেনিয়ার উপকূলভাগে অবতরণ করিয়াছে বলিয়া আলোচ্য সপ্তাহে সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, ব্রিটিশবাহিনীর ত্রীজে পদার্পণের ফলে জার্মানদল ইতিমধ্যেই এদেশ ত্যাগী পরিত্যাগ করিতে শুরু করিয়াছে।

জাপান মহাসাগরের ব্যবহারের সাহায্যে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে তার গোবিন্দর অধিক পরিমাণ অঞ্চলে জাপ-বৈমানিকদলের উপর অধিক বিমানবল সাফল্যজনক আক্রমণ চালাইয়াছে। ইহা ছাড়া ফিলিপাইন ও সেলেবিস দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের উপর এ-সপ্তাহে বহু বৎসরের বিমান আক্রমণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে ব্রহ্ম-ব্যবহারের ব্রিটিশ সম্বন্ধে উপর সংক্ষেপে কিছু কিছু অগ্রসরণতা দেখা গিয়াছে এবং মুক্তিফৌজের আক্রমণাদির বিমানদের ইংলণ্ডানী সেনাদলের অধিক ছোট ছোট জাপ-বৈন্যদলের অবস্থানী সংঘর্ষ ঘটিয়াছে।

চীনের ব্যবহারের সমাধানে প্রকাশ, মার্কিন বিমানবহর আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব্ব চীনের সমুদ্রে এদেশের জাপানীদের জাপানী বিমান-পোতাশ্রয়ের উপর প্রবল আক্রমণ চালাইয়াছিল। মধ্য-চীনের ইয়াং প্রবেশের পোতাশ্রয় সহরের রাস্তার রাস্তার জাপানী জাপানী সেনাদলের অধিক চীন মুক্তিবাহিনীর হস্তাহস্তি যুদ্ধের সংবাদ আসিয়াছে।

স্থাপিত—১৮৬৫ ভরসা যাত্রার সাথে— রেজঃ অফিস—৩৮৬

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস—৩৯নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করা হয়

ডিরেক্টর ইন্ চার্জ
এস্ কে ঘোষ

ভারতীয় অর্থনিয়ন্ত্রণের অধিকার

বর্তমান যুদ্ধের অবসানে ভারতীয়-অর্থনিয়ন্ত্রণের সম্বন্ধে যে সকল সমস্যা দেখা দিবে তাহাদের মধ্যে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করিয়াছি। এই সম্পর্কে সম্প্রতি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে ভারত সরকারের বাণিজ্য সদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেনেট যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। স্যার এডওয়ার্ডের অনেক মে, যুদ্ধের পূর্বে সমস্ত জগতে যত উৎপাদনের অর্ধেক মাত্র টাকু ও তাঁত আজ বর্তমান যোগানবর্ষণ ও অন্যান্য কারণে যুদ্ধের পরে তাহার সংখ্যা অর্ধেকে পরিণত হইবে। কাজেই যুদ্ধের পরের অভাব কিরূপ হইবে, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের সহযোগিতায় পৃথিবীর সমস্যাকে নিম্নলিখিত পথে চালিত করিতে হইবে এবং বন্ধের অস্ত্র যেমনি এখন বন্ধ করিতে হইবে। স্যার এডওয়ার্ডের এই উক্তি ভারতীয় কাপড়ের কলের মালিক ও পরিচালকদের পক্ষে একটা সুসংবাদের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতের কাপড়ের বাজার দখলী করিবার জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে যে প্রকার তোড়জোড় চলিতেছে তাহাতে এই দুই দেশের বস্ত্রশিল্পিগণ যে ভারতের বহির একটা বুকপাড়া করিয়া কাজ করিবেন তাহার নিশ্চয়তা কি? দুইটি সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা সমাধানাধারের কাপড়ের কলগুলিকে (১) বিভিন্ন কারখানাকে একত্রীভূত করিয়া (২) তাহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর যন্ত্রপাতি বসাইয়া (৩) বস্ত্র বিভাগের অধিকতর স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া (৪) তাহা হইতে মজুরীর হার নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং (৫) সমস্ত

সাম্প্রদায়িক মিলনের ব্যর্থ চেষ্টা

আন্তর্জাতীয় মুদ্রাসমস্যের বাণী সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্টধারণা করিবার উদ্দেশ্যে গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ব-মুদ্রা-সম্মেলনের বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে বেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য মহাত্মা গান্ধী যে মহান উদ্যমে ব্রতী হইয়াছিলেন সেখানেও তুমুল চক্রান্ত বিদেশাগী আন্দোলনের পর তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে—এই সংবাদ "আর্থিক জগতের" পাঠকবর্গ ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অবগত হইয়াছেন। মহাত্মাজির এই চেষ্টা পত্র হওয়াতে সমগ্র ভারতবর্ষে, এমন কি ভারতের বাহিরের ভারতের হিতৈষী ব্যক্তিদের মধ্যে অতীব মনোবেদনার সৃষ্টি হইয়াছে। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, এই আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে আমরা আন্তরিকভাবে উহার সাফল্য কামনা করিয়া আসিয়াছি। আন্দোলন মুক্ত হওয়াতে আমাদের মনে দুঃখের ভাবন ঘটে নাই।

কিন্তু যে ঘটনা-পরম্পরায় এই আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া তাহা নিম্নরূপ করিল এই নিবন্ধেই উপনীত হইতে হয়ে, আন্দোলন জাগিয়া তোলা হাড়া মহাত্মাজির গত্যন্তর ছিল না। মহাত্মাজি দৃঢ়সংকল্প আত্মশক্তির সহায় লইয়া বিঃ বিলাতে সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং আলোচনা-বৈঠকের স্থান এবং সময় নির্দ্ধারণের ব্যাপারে তিনি তখনও তাঁহার আন্তরিকতা সম্বন্ধে অথবা সুবিধা-অসুবিধার বড় করিয়া দেখেন নাই। দুঃ অপেক্ষা সুখীই হইয়া, অতঃ অপেক্ষা সহিষ্ণুতা লইয়াই তিনি ওপক্ষের অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিঃ বিলা মহাত্মাজির এই মনোভাবের কোন মর্য্যাদা দেন নাই। ভারতবাসীর সর্ব্বাধিক স্বাধীনতা লাভের সম্বন্ধে বড় করিয়া দেখিয়া তাহিপক্ষ হেন ভারতী সম্বন্ধে কোন আপোষমূলক মনোভাব অবলম্বন করার তিনি কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। মহাত্মাজির ইচ্ছা ছিল যে, উভয়ে গোল-মুলিতাবে আলোচনা করিয়া শেষ সর্ত্তে তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন তাহা একটি যুক্ত-বিবৃতি দ্বারা দেশবাসীকে জানান হইবে। কিন্তু বিঃ বিলা প্রথম হইতেই প্রতি বিষয় আলোচনার মধ্য তাহাদের চিরাচরিত আকারে লিখিত হইয়া বলিল হিসাবে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত রাখার জন্য জেদ করেন। মহাত্মাজি বিঃ বিলার এই অভ্যাস সম্বন্ধেই বাকিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার কারণ এই যে এতদ্বারা সত্যাগ্রহী হিসাবে তাঁহার মন ও মুখ কখনও ভিন্ন হইতে পারে না এবং মুখে যাহা বলেন তাহা লিখিতভাবে দাঁড়ায় করিতে তাঁহার কোন ভয়ের কারণ ছিল না। তাঁহাদের কাছ কিছুই অগ্রসর হইল না। মহাত্মাজি অবশেষে ব্যক্তিগত পরিচয়ের প্রস্তাব লইয়া বিঃ বিলার সহিত আলোচনা করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু বিঃ বিলা এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে করিয়া উহা অগ্রাহ্য করেন। উহাতে মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত প্রস্তাবের ভিত্তি করিয়া আলোচনার ক্ষেত্র হইতে বিলম্ব হন এবং মুক্তিত পৌষের লাহোর অধিবেশনে পরিপূর্ণ স্বরাজ যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা তিনি করিয়া আলোচনা উদ্যাপন করেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের প্রকৃত তাৎপর্য লইয়া উভয়ের মধ্যে তুমুল মতভেদ ঘটে। এই সময়ে মহাত্মাজি বিঃ বিলার নিকট এমন প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, আমাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে যদি উভয়ে একমত না হন তাহা হইলে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসার ভার ভারতের জাতির কোন বিশ্বস্ত প্রতিনিধির বা ব্যক্তির উপর অর্পিত হউক। বিঃ বিলা উভয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর মহাত্মাজি উপায় এখনে ফেডেরেশন ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের বিঃ বিলার নিকট একটি যুক্তিসিদ্ধ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিঃ বিলা মহাত্মাজিকে এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া পরে বলিবেন বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। তাহার পরে সংবাদ কি তাহা না জানাইয়া এই প্রস্তাবের অবাবে—ভারতের পক্ষ হইতে আলোচনা চালাইবার মহাত্মাজির কোন অধিকার নাই, কংগ্রেসের ১৯৩১ সালের আগষ্ট মাসের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে এবং মহাত্মাজি একমাত্র বিঃ সম্মেলনের প্রতিনিধি এবং তাঁহাকে বাধ্য করিতে হইবে বলিয়া তাহাদের অভিমত ও অযৌক্তিক দাবী উত্থাপন করেন। অত জোর হইলে এইখানেই আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটিত। কিন্তু মহাত্মাজি উহাতেও রাজী হইলেন না। তিনি বিঃ বিলাকে এই অনুরোধ করেন যে তিনি যখনে সেপ্টেম্বর মাসিকের ডিসেম্বরে যে প্রকার উদ্যমন অধিবেশন হইবে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। তাহা হইলে তিনি সেখানে বিঃ বিলার সহিত আলোচনা করিতে সম্মত হইবেন। বিঃ বিলা মহাত্মাজির এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। এই আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, (১) বিঃ বিলা আলোচনাক্ষেত্রে কোন সময়েই সাম্প্রদায়িক

সাদার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ভাগবাজার, ভবানীপুর, বরিশাইল, খুলনা ও ঢাকায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণের ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ আমলকুমার চাটার্জ্জী, এম-ডি

ভারতরক্ষা আইনের ১৪-এ ধারা অনুযায়ী

প্রত্যেকটি ২৫৲ টাকা করিয়া ২২,৪০০টি অভিনারী শেয়ারে বিক্রয় মোট ৫,৬০,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারত সরকার অনুমতি দিয়াছেন।

—কি ভাবে আদায় দিতে হইবে—

বর্ত্তমানে প্রতি শেয়ার বাবদ ১৫৲ টাকা আদায় করা হইবে। অন্যান্য বছরান্তের সময় শেয়ার প্রতি ৫৲ টাকা ও ১৫৲ টাকা এমনিভাবে কী আদায় দিতে হইবে। শেয়ার বিলির পর ৬০ দিন মধ্যে একটিমাত্র মতে ৫৲ টাকা দিতে হইবে এবং বাকী টাকা এমন করে আদায় দিতে হইবে।

শতকরা ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ (১৯৪৩)

বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদ্বারা অতিরিক্ত অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কোনরূপ বিবৃতি করা উহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ সমালোচনার সমর্থন সম্বন্ধে কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।

বিশদ বিবরণীর জন্য হেড অফিসে অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিসে লিখুন।

ব্যাঙ্ক অব্ কলিকাতা লিমিটেড

হেড অফিস : ওল্ড ব্যাঙ্কো লেন, কলিকাতা।

ফোন : ক্যালকাটা ৫৭৬৭ টেলিগ্রাম—১৮৪৪ সাল গ্রাম : "ব্যাঙ্কসাল", কলিকাতা।

স্থায়ী শাখাসমূহ :—বড়বাজার, কালীঘাট, হাওড়া ব্রিজ।

অন্যান্য শাখা :—জোমার, বীরকালাড়ী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, শান্তিপুর, ফুলবেড়, মেদেরেডুর, চুয়াডাঙ্গা, মেদিনীপুর, আলমপুর, খানাকুল, কোলাঘাট, তমলুক, কাঁথি, ঈশ্বর, পঞ্চবেড়া, মাদারহাট, কটক, পুরী, বালেশ্বর, ধীমুড়া, শুকরা, মোলপুর, চাকুলিয়া, সাকচী, পুরুলিয়া, আসানসোল।

শেয়ারের জন্য দরখাস্ত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর,
ব্যাঙ্ক অব্ ক্যালকাটা লিঃ,
কলিকাতা।

তারিখ.....১৯৪৩

সিঃ মহাশয়,

আমাকে/আমরা ২৫৲ টাকা করিয়া.....টি.....শেয়ারের দরুণ, প্রতি শেয়ার বাবদ বছরান্তের সময় মোট ৫৲ হিসাবে.....টাকা ও তদুপরি এতদিনে বাকী ১৫৲ টাকা একযোগে আমি পাঠাইলাম। মেমোরেন্ডাম এণ্ড আর্টিক্যল্স্ অব্ এসোসিয়েশন এবং কোম্পানীর প্রসপেক্টাস পাঠাইবার জন্য আমাকে/আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

আবেদনকারীর পূরা নাম.....

ঠিকানা, অফিসাদ্দেশ, স্থায়ী নাম.....

তারিখ.....

টেলি.....টেলিফোন.....

টেলিগ্রাম.....

সরকারে সোপারদের জন্য আবেদিকা প্রদর্শন করেন নাই (২) কোন বীমাকারী উপরীক্ষ ব্যক্তি অপেক্ষা মহাত্মাজির মূল্য নিয়া কমবেশি বীমাচিত্তোক্তি করাইয়া লওয়াই তাঁহার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং (৩) তিনি বীমার দাবীর আবেদিকতা সম্বন্ধে এরূপ ভীত যে তাহার বাহিরের কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দাবিদী দাবিয়া লওয়া দূরে থাকুক তাঁহার নিজের পরিচালিত ও প্রভাবিত মুসলিম লীগের সহিত মহাত্মাজির তার বাহিরের কোনোরূপ সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি সম্মত নন।

আলোচনা শেষ হইবার পর মিঃ জিন্না ও তাঁহার তরফ প্রভাবিত ব্যক্তিগণ যাহাই বলুন না কেন এবং আমরা একান্তভাবে বিশ্বাস করি যে, মনে সেপ্টেম্বর তারিখের ত্রিটিশ মহাত্মাজি মিঃ জিন্নার সেদিনে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহা যদি তাহের মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর কুর্তিয়াস্বরূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে এখনি তা ফিরিয়া নেওয়া—এবং তার স্থলে মুসলিম-লীগ ও অন্যান্য-রাজনৈতিক মুসলমানগণ মিঃ জিন্নাকে অন্যান্য করিয়া তাহা গণিয়া লইবেন। এরূপ ক্ষেত্রে-বাসীর সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে তাহের মুসলমান-দের সম্বন্ধে আমরা মহাত্মাজির উপরোক্ত প্রস্তাবটী উপস্থিত করিয়েছি। প্রস্তাবটী এই—"(১) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক নির্দিষ্টভাবে মনীত এবটী পরিষদের সাহায্যে তাহের কোন্ কোন্ অঞ্চলের জন্য (পাকিস্তান সম্বন্ধে) কোন্ প্রস্তাব করা হইবে তাহা স্থিরীকৃত করা হইবে। এই ভাবে স্থিরীকৃত অঞ্চলের অধিবাসিগণ প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকারের অথবা তাহার অনুরূপ কোন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোট দিয়া (পাকিস্তান সম্বন্ধে) তাহার নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিবেন। (২) যদি ভোটের দ্বারা ঐ সব অঞ্চলকে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল হইতে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করিবার পক্ষে অনুকূল মত তাহা হইলে ভারতবর্ষ বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব ঐ সব অঞ্চলকে দুইটী স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হইবে। (৩) এই সব অঞ্চল পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত তাহার একটী সন্ধি হইবে। এই সন্ধিতে সমস্ত ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যবস্থা, সামরিক ব্যবস্থা, যানবাহন ব্যবস্থা, মুদ্রা-নীতি, বাণিজ্যনীতি ও অন্যান্য বিষয়সমূহ যাহাতে সব ও সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হয় তৎসম্বন্ধে বিধিনিষেধ বলবৎ করা হইবে। (৪) এই সন্ধিপত্রে উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষাকল্পে সমস্ত সর্তসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে। (৫) কংগ্রেস ও লীগ কর্তৃক এই দুটি গৃহীত হইবার পর আসন্নিমন্ত্র

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্নভাবে কি প্রকার সমস্যা আসবে তা ইতিপূর্বে তাঁরা বলেন ও লীগ ছিল করিবেন। তবে কংগ্রেস যদি কোন প্রকার সাময়িকভাবে সমস্যার সমাধান করে এবং লীগ যদি উহা সমর্থন না করে তাহা হইলে লীগ এই সমস্যা হইতে উদ্ধার করিবে বিশেষ পারিবে পারিবে।"

আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, মহাত্মাজির এই প্রস্তাবের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে করিয়াছে। যেমন কোন প্রদেশ সম্বন্ধে যে সব অঞ্চলকে বাদ্যিয়া লওয়া হইবে অথবা যদি অধিবাসীদের ভোটের লীগ সম্বন্ধের মধ্যে অঞ্চলে ভাগ হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার কে মীমাংসা করিবে, পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ কতটা কোন হইলে তাহা অথবা বলিয়া বিবেচিত হইবে, ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে দুইটি পৃথক (সার্বভৌম) রাষ্ট্র হইবে না এই দুইটি বিভিন্ন একটি রাষ্ট্র হইবে, পররাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রভৃতি কেন্দ্র ও সংযোগরক্ষার পরিচালনার প্রশ্ন অমীমাংসিত আছে কি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য যে সমস্ত বিধিনিষেধ সৃষ্টি করা হইবে তাহা কিরূপ হইবে—ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে মহাত্মাজির প্রস্তাব হইতে কিছু বুঝা যায় না। কিন্তু মহাত্মাজি মূলনীতির উপরই জোর দিয়াছেন। মিঃ জিন্না যদি এই সব মূলনীতি মানিয়া লইয়া উপরোক্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে এই সব বিষয়ে শেষ পর্যন্ত একটা মীমাংসা হইতে পারিত। আর না হইলেও অন্তত আমরা জানিতে পারিতাম যে, কোন বলিয়া মনে করিতেছেন না। কিন্তু তিনি দুই জাতির এক অপরাধ বলিয়া আলোচনা অস্বীকার করিয়াছেন। ব্যবহারিক বুদ্ধিমত্তা লইয়া দেশের ৪০ কোটি অধিবাসীর জীবনমরণ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া বাহিরের কোনার উপর তিনি অযৌক্তিক জোর দিয়া আলোচনা পণ্ড করিয়া দিয়াছেন—মিঃ জিন্নার বিরুদ্ধে ইহাই আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ।

আলোচনা পণ্ড হওয়াতে ভারতের সমস্যাসমূহ আরও জটিল হইয়াছে, ভারতের বাসনের বিশ্ব অধিবাসীর জীবনযাত্রা হইবার এবং বাহিরে-জোর-অবলম্বন-অনুপ্রাণিত ভারতের আরও দল দল বিশ্ব মুসলমানের মনের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। অবশ্য মিঃ জিন্না ও মহাত্মাজি কেহই একেবারে নিরাশ হন নাই। উভয়েই অল্প কথিতে সুন্দরভাবে আলোচনা-চেষ্টাকে সফলের হইবেন বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বোম্বাই চেষ্টাকের কিছু অভিজ্ঞতার পর আমরা আর জোর আশার সঞ্চার দেখিতেছি না। ভারতের মহাত্মার দুর্ভাগ্যের জন্য আমরা ব্যথিত। মুসলিম লীগকে দায়ী করিয়া তিনি নিজে সেই মুসলিম সাম্রাজ্যবাদীদেরই শক্তি সঞ্চয় করিলেন। যত দিন তিনি দেশের ভাগ্যনীতির ক্ষেত্র হইতে অবসর না লন অথবা যতদিন ভারতের মুসলমান সমাজের নেতৃত্বের আসন হইতে অপসৃত করিয়া জোর যোগ্য, দূরদর্শী ও ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমানকে নেতৃত্বের পদে বরণ করিয়া না লয় ততদিন ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান—শিখ ভাহাদের মঙ্গল নাই।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলঙ

কলিকাতা শাখা—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

নিরাপত্তায় নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার সুবিধাদায়ী প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সুনির্মল দত্ত, বি-এল, আর-এ,
এফ্-আই-এস্-এ, এফ্-আর-ই-এস্ (লণ্ডন),
জেনারেল ম্যানেজার।

প্রফুল্লকুমার চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আপিস ও শিল্প

সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র

যথা—

- ষ্টীল আলমারি
- লিখন স্ট্যান্ড
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এড্রেসিং মেসিন্
- সিল্ক ব্যাজ
- মেডেল, প্লেট,
- টোকেন্ ও চেক্
- মেটাল ও অন্যান্য ধাতু-চিহ্ন
- মিটে-বসা ব্যাজ
- পালার নীলবোতাম
- চাকরির পদবীযুক্ত সকল ধাতু-চিহ্ন
- বারবার্ণার্ড ও ইলেক্ট্রিক হাত-বাতি
- ভূবিজ্ঞানের যাবতীয় যন্ত্রপাতি
- মিষ্টি মেটালের তৈরি জিনিষপত্র

আমাদের নিজ কারখানায় সুযোগ্য কর্মচারীদের দ্বারা। সময়মত না করে দিতে পারিলে না—সকল কাজ ও নির্ভুল ভাবে আমরা এসব জিনিষ তৈরি করে থাকি

ক্যালকো

১-৩এ, বিডন রো, কলিকাতা

ফোন : বি বি ১২৫০

"স্বর্ণের বাজারে শুধু টাকাই সস্তা এবং সস্তা বলে তাহাতে সুবিধা এবং আজ যা তাহাতে রাখে কুবেরাপীড়ি যখন হলে রাখে তখন শুধু সেই টাকার মূল্যই থাকবে এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কেই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।"

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—বিহার শরিফ, রাঁচী ও লোহারডাগা

—সুদের হার—

কারেন্ট শতকরা ।৷০ সেভিংস শতকরা ২৲

—স্থায়ী আমানত—

স্থায়ী আমানত শতকরা ৩৲ — প্রতি বৎসর
স্থায়ী আমানত শতকরা ৫৲ — দুই বৎসর

তিন বৎসরের ক্যাস সার্টিফিকেট ক্রয় করুন।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

Tele { Phone : Cal. 1687
Gram : [illegible]

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
বি সি, গুহ
বি বি, কে, রায়

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০ ফোন : কলি ৬৮৩৩
হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১২,৮৫৫৲ ,,
আমানত...এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৩ সালের ১০ই মে পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্কের সকল প্রকার আবশ্যকীয় কাজ করা হয়।

বিবরণাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায়
শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা),
আরাকানরোড, চাঁদপুর, নরসিংদি এবং ঢাকা
সে-অফিস : বিরজাবিল
এ ব্যানার্জি,—ম্যানেজার।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর উন্নতি

১৯৩৯ সনের জুলাই মাসে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালীর হাতে তালিকা ৪৫ একটি ব্যাঙ্কে ১৩, ৮০, ৮৫ কোটী টাকা আমানত রহিয়াছিল সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী পরিচালিত এবং একটী ব্যাঙ্কের ছিল এ ব্যাঙ্কের অর্দ্ধ কোটী টাকা আমানত ছিল। আজ বিশেষ দুঃখের কথা এই যে, বাঙ্গালীর পরিচালিত অনেকগুলি ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ এক কোটি টাকা ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আমানতের পরিমাণ ৯ কোটী টাকা হইতে ১ কোটী টাকায় পৌঁছিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে সম্প্রতি আঞ্চলীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্বন্ধে ১৯৩৮-৩৯ সালের যে তথ্যাবলিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৯৩৩ সালে বাঙ্গালীর পরিচালিত এরূপ ১০টী ব্যাঙ্ক ছিল যাহাতে আমানতের পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকার অধিক। কেবল আমানী ব্যাঙ্ক ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৩৩ সালের মধ্যে এই ১০টী ব্যাঙ্কের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা সত্যই আশ্চর্য্যজনক। ১৯৩৯ সালে এই সমস্ত ব্যাঙ্কে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটী ৯১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা—১৯৩৩ সালে উহা পাওয়া গিয়াছিল ৯৮ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। এই সময়ে কেবল আমানতের দিক দিয়াই যে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির শক্তির উন্নতি ঘটিয়াছে এরূপ নহে। আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিলের দিক হইতেও ঠিক এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির অনেক উন্নতি ঘটিয়াছে। উপরে যে ১০টী ব্যাঙ্কের কথা উল্লেখ করা হইল সন ১৯৩১ সালে উহাদের মোট আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ কোটী ৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা এবং মজুত তহবিলের পরিমাণ ৫০ লক্ষ ৩ হাজার টাকা ছিল। ১৯৩৯ সালে এই সব ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা এবং মজুত তহবিলের পরিমাণ ৯৯ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। তুলনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে অনেকগুলির মূলধনের ব্যাঙ্কগুলির কি আমানত, কি আদায়ী মূলধন এবং কি মজুত তহবিল সকল দিক দিয়াই বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে যে সমস্ত ব্যাঙ্কের তথ্যাবলিকা দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন ব্যাঙ্কের বাঙ্ক মাসে, কোন ব্যাঙ্কের এপ্রিল মাসে, কোনটীর জুন মাসে এবং কোনটীর ডিসেম্বর মাসে, বৎসর শেষ হইয়া থাকে। কাজেই ১৯৩৩ সালে বাঙ্গালী পরিচালিত মূলধনের ব্যাঙ্কগুলির আমানত, আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিলের যে হিসাব দেওয়া হইল তাহার সঙ্গে কোন ব্যাঙ্কের শেষ বৎসর, কোন ব্যাঙ্কের এক বৎসর এবং কোন ব্যাঙ্কের ৭৮ মাস অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে আরও কয়েকটি ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ এক কোটি টাকার উপরে উঠিয়াছে এবং আমানত ও আদায়ী মূলধনের দিক হইতে এই সব ব্যাঙ্কের উন্নতি আরও অনেক হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া যে সব তথ্যাবলিকা প্রকাশিত করিতেছেন তাহা হইতে উহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইবে। এই সব বিবরণ হইতে এরূপ বলা যায় যে, বর্ত্তমানে বাঙ্গালী পরিচালিত এরূপ ১৫টী ব্যাঙ্ক রহিয়াছে যাহাতে এক কোটী বা তদধিক টাকা আমানত আছে এবং এই ১৫টী ব্যাঙ্কের সম্মিলিত আমানতের পরিমাণ ৩০ কোটী অপেক্ষা বেশী বই কম হইবে না।

১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৩ সালের মধ্যে বাঙ্গালী পরিচালিত কেবল মূলধনের ব্যাঙ্কগুলিই যে উন্নতিলাভ করিয়াছে এরূপ নহে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৩৯-এর সালের রিপোর্ট হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহাদের মোটমাট ১৩টী বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের অন্যান্যদিকও ক্রমে পাইয়াছে। উহার মধ্যে এমন ব্যাঙ্ক আছেন যুদ্ধের দেখিতে পাইলাম যাহার আমানত, আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিলের দিক হইতে ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি ঘটে নাই।

বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কে এখানে যে আমানত, আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিল রহিয়াছে তাহা ছাড়া বিভিন্ন ব্যাঙ্কের এক কোটী টাকার পরিমাণ যে কিন্তু কিন্তু বন্ধিত হইয়াছে তাহাকে হয়তোই আমরা লিখিত হইলেন। বাঙ্গালী-পরিচালিতদের বাঙ্গালী জাতির অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী। বাঙ্গালীর ব্যবসাবিমুখতা উহার একটী প্রধান কারণ বটে। কিন্তু এরূপ সর্ব্বত্র বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কে সমান্য পরিমাণ মূলধন বেশীভূত না থাকাও বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রসরতার অন্তরায় ছিল। বাঙ্গালীর হাতে টাকা ছিল না এরূপ নহে একথা বলা যায় না। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ব্যাঙ্কের অভাবে এরূপ বাঙ্গালীর টাকা অনেকাংশে ব্যাঙ্কে ও ইউরোপীয় ব্যাঙ্কসমূহে বেশীভূত ছিল। এই সব

পরিচালকগণ বাঙালীর টাকা দ্বারা ইউরোপীয় ও অবাঙালীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করিয়াছেন। ফলে বাঙালীর টাকা বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে কোন সাহায্য করিতে পারে নাই। বাঙালীর প্রতি কোন বৈষম্যমূলক বিদ্বেষ-বশতঃ অবাঙালী ব্যাঙ্ক পরিচালকগণ বাঙালী ব্যবসায়িগণকে মুক্তহস্তে কোনদিনও সাহায্য করেন নাই—একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে বাঙালী ব্যবসায়ীদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব-বশতঃই উহারা এই সব ব্যবসায়ীকে মুক্তহস্তে তোষামোদের সহিত ঋণ দান করেন নাই। এখনে বাঙালীর ব্যাঙ্কগুলিতে বাঙালী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবাঙালীর সহিত অর্থ লেনদেনের সুযোগ হওয়ায় বহু বাঙালী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ হইয়াছে। ইহাদের ব্যবসা ক্ষেত্রে বাঙালী যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে এবং বাঙালী যে ভাবে নূতন নূতন ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে তৎসম্বন্ধে যদি কেহ অনুসন্ধান করেন তাহা হইলেই তিনি দেখিতে পাইবেন যে, বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি বাঙালীর ব্যবসায়ে কি প্রকার প্রাণসঞ্চারভাবে সাহায্য করিয়াছে। উক্ত বিষয় বিশ্লেষণ করিলে বাঙালীর ব্যাঙ্কগুলির এই চিত্রটি খুবই আকর্ষণের কথা সন্দেহ নাই।

অনেকে বলিতেছেন যে, বর্তমান যুদ্ধের অবসানে এদেশে নানা কারণে এত্তলির ছোট ও মাঝারি পরিমাণ আমদানি কমিয়া যাইবে এবং উহার ফলে অন্যান্য প্রদেশের ব্যাঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলিরও আমদানির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। এই ধারণা কতকটা সত্য হইলেও পূর্বাপর সত্য নহে। যুদ্ধাবসানে এদেশে কৃষির উন্নতি, শিল্পের প্রসার, বৈদ্যুতিক শক্তির সদ্ব্যবহার, যোগাযোগের প্রসার, রাস্তা নির্মাণ, বাড়ীঘর উন্নতি, শিল্পে প্রসার ইত্যাদি ব্যাপারে অন্য অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙালী, প্রাদেশিক সমবায়-সমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলি ও হাজার কোটি টাকার বেশী ব্যয় করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন। এজন্য বর্তমান যুদ্ধের অবসানে যেমন এত্তলির ছোট ও মাঝারি ব্যাঙ্ক কিছু সংকোচ ঘটিলেও উহা যুদ্ধের পূর্বাবস্থায় অবশ্যই ফিরিয়া যাইবে এমন আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। যুদ্ধের পর এদেশে এত্তলির ছোট ও মাঝারি পরিমাণ ৩ পাঁচ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া এক হাজার কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধাবসানে উহা পরিণত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সমবেটেসমূহে এবং দেশীয় রাজ্যে মুদ্রাস্ফীতি-পূর্বযুগের অনুরূপ অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার আশঙ্কা খুবই কম। কেননা যুদ্ধের পরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি ফেরু ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ বহুগুণ বর্ধিত হইবে। তখন ব্যাঙ্কসমূহ দেশে লগ্নীর পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া আয় পুরণ করিতে পারিবে।

মোটের উপর যুদ্ধের পরে মুদ্রাস্ফীতি ফেরু বাঙালী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের কোনরূপ ভয়ের কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে যে সব বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের আমানী মূলধন বহু আমানী ব্যাঙ্ক আইন সম্পর্কে আমাদের সচেতন হইবার বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। বিগত ব্যাঙ্ক তদন্তকারী আইনের যে খসড়া কমিটি করিয়াছেন তাহা ১৯৪৮ সালের মার্চমাসের সময় সভার দেশে বলবৎ হইবে বলিয়া মনে হয়। এই আইনে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আমানী মূলধন সম্পর্কে যে সমস্ত কড়াকড়ি বিধি পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা যদি বলবৎ হয় তাহা হইলে বাঙালী পরিচালিত মাঝারি ও ছোট ব্যাঙ্কগুলির অনেকগুলি ব্যাঙ্কিং ব্যবসা হইতে অনেক দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। অবশ্য ছোট ও মাঝারি ব্যাঙ্কগুলিকে আইনের নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিবার জন্য একটা সময় দেওয়া হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। কিন্তু তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এরূপ অবস্থায় ছোট ও মাঝারি সমস্ত ব্যাঙ্কের এখন হইতে মূলধন সংগ্রহের জন্য অত্যধিক জোর দিতে হইবে এবং মূলধন পাওয়া অধিক না যাওয়ায় এত্তলির শাখা অধিকাংশের ব্যাঙ্কের লভ্যাংশের মধ্যে আয় অনুযায়ী ব্যয় করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে অধিকাংশ ছোট ও মাঝারি ব্যাঙ্ক একত্রীভূত হইয়া অন্য কোন বড় ব্যাঙ্কের সহিত মিলিত হইয়া কাজ করিতে পারে কি না তাহাও বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। ইংলণ্ডে বর্তমানে যে ৩টি বড় ব্যাঙ্ক রহিয়াছে আমার প্রত্যেকটিই ৮০০-৯০০টি ছোট ব্যাঙ্কের বিশেষের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এত বড় হইয়াছে। এখনে আমরা না হওয়ার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই। মোটের উপর আজ ব্যাঙ্ক আইনের কিছু হইতেই আমরা বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির সম্মুখে একটা অনিশ্চয়তার বেষ্টনীর দেখিতে পাইতেছি। বাঙালী ব্যাঙ্ক পরিচালকগণ যদি এই অনিশ্চয়তের যথাযথ প্রতিকার করিয়া কাজ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন তাহা হইলে বাঙলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অগ্রগতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না এবং দেশে বিত্তের প্রসার, বেকার সমস্যা সমাধান এবং দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির কাজে বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে।

অজয় কুমার নাহা

ভারত টুথ পাউডার

দাঁইরোরিয়া, দাঁতের বেদনা, দাঁড়ি কোলা, রক্ত ও পুঁজ পড়া প্রভৃতি

সকল প্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ।

মূল্য প্রতি কৌটা (১ মাসের ব্যবহারোপযোগী) সাত আনা মাত্র।

কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

অর্ডারসাইলার ও এজেন্ট আবশ্যক।

ভারত কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ

১৪, রাজা নবকৃষ্ণ লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—
হুগলি

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

কলিকাতার প্রধান শাখা
২২০ ক্যানিং ষ্ট্রীট,

অন্যান্য শাখাসমূহ—

বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, ডমরাওপুর, বরমলিয়ে, ফরিদপুর, চাঁদাইল, আসানসোল, বর্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, মিলম, ডিব্রুগড়িয়া, জোরহাট, ডাকুক, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—বম্বে, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর এবং ভারতের সকল প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে।

টেলিগ্রাম—Sanchaya Calcutta

Phone : Cal | 2125 6459

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৯৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—ঃ শাখাসমূহ ঃ—

১। বড়বাজার ২। দক্ষিণ কলিকাতা ৩। নিউ মার্কেট ৪। টেম্পারী ৫। ভাটপাড়া ৬। কাঁচড়াপাড়া ৭। বিলি ৮। বাদুড়বাগান ৯। বিলাসপুর ১০। বীরভাবাদি ১১। সৈয়দপুর ১২। রংপুর ১৩। সিরাজগঞ্জ ১৪। বুড়ালপুর ১৫। ফুলবিহার ১৬। বেনারস ১৭। এলাহাবাদ।

এ ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ৪ কোটি টাকার উপর।

আজ পর্যন্ত মোট লভ্যাংশের হার—৩১০ টাকা।

ফরম ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

বীমা অবশ্যকরুন

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমস্ত লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অক্ষয়ভাতার এক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- অক্ষয়ভাত প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনা-জনিত অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়
- কোম্পানীর অবস্থিতি পঁচিশ ও ত্রিশ কোটি টাকার উপর,

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন

কলিকাতা এজেন্সি সমস্ত

ডীক এণ্ড্রুজ

২, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

আইন অমান্যের সংখ্যা—কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের একটী বিবৃতি হইতে জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমানে সাধারণতঃ হিসাবে ২০৯১ জন আইন ও অপরাধীকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে।

আমদানী-বিক্রয়ের রিপোর্ট—বিলাতী পিয়ানো, হেমণ্ড, অর্গিনার মেসার্স আলম বাবলা সরকারের আমদানী বিভাগের রিপোর্ট লিখুক হইয়াছেন।

ইউরোপীয়দের মনোভাব—গান্ধী-লিন্ডা আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের কোন লাভ হয়েছে বিভাগীয় এখন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্থায়ীভাবে বসিয়া অযোগে ইংরাজ-শাসনের সুযোগে ইংরাজগণ এদেশে যে সকল অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা তাঁহারা উহাদের সমস্ত শক্তি বিনিয়োগ করিয়া রক্ষা করিবেন।

রেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ—কলিকাতার ডাঃ এস কে মুখার্জি গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মেদারি ষ্টেশনে হঠাৎ তাঁহার মুখা মাথাকে গাড়ী হইতে নামাইতেছিলেন সেই সময়ে বিপরীত দিকের পূর্ব্বে ছেড়ে দেওয়ায় তা মুখার্জি অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে হাসপাতালে তাঁহার তার হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। এজন্য ডাঃ মুখার্জি ই আই রেল কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া একটী মামলা আনয়ন করেন। সম্প্রতি বর্দ্ধমানের সবজজ ডাঃ মুখার্জির অনুকূলে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ হাজার টাকা ডিক্রী দিয়াছেন।

উদ্বৃত্ত মোটর গাড়ী আমদানী বন্ধ—ইংলণ্ডে উদ্বৃত্ত মোটর আমদানীর ফলে ১১ সপ্ত ৪ হাজার গাড়ী জমা হইয়াছে এবং ২৭ হাজার গাড়ী রাস্তে হইয়াছে। আমাদী শীঘ্রই পূর্ব্বে ব্যবসায়ে এই সব গাড়ী বেচাকেনা হইতে পারে তজ্জন্য এখন হইতেই চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত গাড়ী-গুলির মধ্যে লক্ষ লক্ষে ছোট ও মাঝারি ধরণের গাড়ীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৭০ হাজার।

ব্যাঙ্কগুলোর অপকর্ম—সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকারের কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করিয়া কলিকাতার পর্ত্তগীজদের ব্যাঙ্কগুলোর এরূপ ৭৫ হাজার টাকা আটকে ও ৭৯ হাজার টাকা সমস্যা পড়িয়া রহিয়াছে যাহা যাহাদের প্রাপ্য তাহারা পাইতেছে না। কমিশন এজেন্সির হিসাবপত্র তলব হইতে জানান হইয়াছে যে, মূলধনের এরূপ অল্প টাকা চালিয়া ও আটা ব্যবসায়-বিভাগের ভাবে পড়িয়া আছে। শ্রীযুক্ত অধিকারী এই বিষয়ের প্রতিকার ব্যবস্থার জন্য সরকারের ব্যবস্থা পরিষদে একটী মুলতুবী প্রস্তাব আনয়ন করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন।

হিন্দু মহাসভার মুতন সেক্রেটারী—স্থানীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারী বাবু কালিদাস মিত্রের মৃত্যু হওয়ায় তদস্থলে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জি উক্ত হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কুকী নিমন্ত্রণকারীর মৃত্যু—মিঃ ইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকার ইন্ডিয়ানা মোটর এসোসেন্স্ট্রি কোম্পানী—যাহার কারখানাতে ফ্রাঙ্কো ফোর্ডের ও ফ্রাঙ্কো ফোর্ডের মালক উক্ত ফোর্ডের অনুকরণ বিমানপোত প্রস্তুত হইতেছে—সেই কোম্পানীর সভাপতি মিঃ ফিলিপ আলবুনের বাহে ৫০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি প্রথম বয়সে সাধারণ ২৫ বৎসর ফোর্ডের ফ্রাঙ্কো ফোর্ডের কাজ করিতেন।

মূতন আমেরিকার মোকদ্দমা—বর্ত্তমান যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের পর হইতে গত সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৫৩ জন সৈন্য বৃদ্ধি পাইয়াছে হইয়াছে। উহার মধ্যে ৬৬ হাজার ৯০৭ জন নিগ্রো, ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ১৭৯ জন খাদক, ৫১ হাজার ৫৯১ জন শিক্ষানবিশ এবং ৪২ হাজার ৯৪৭ জন নার্স হইয়াছে।

জামসাদপুরের ভয় দান—বম্বেপ্রবীণ ব্যবসায়ী পরলোকগত সর্দ্দারসিং দুধাভিয় দয়াবিধি শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী দেবী বেলল মেডিক্যাল কলেজ সোসাইটীর হাতে ৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা অর্পণ করিয়াছেন। উক্ত সোসাইটী এই অর্থ দ্বারা উহাদের পরিচালিত বেলল মেডিক্যাল ইন্সটি-টিউসন এর ডরমিটারীসের সম্প্রসারণ করিয়া উহার নাম ইন্দুমতীদেবী দুধাভিয় (সর্দ্দারসিংজীর বিধবা) মেমোরিয়াল হাসপাতালে পরিবর্ত্তন করিবেন।

ব্যবস্থা পরিষদের মুতন সভ্য—১৮৯১ বিলাতীর অধিবাসে নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচিত সভ্য মহারাজা পরিকাশ আচার্য্য চৌধুরী পরলোকগমন করাতে তদস্থলে মুতন মহারাজা মুণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বিলাতাধি-কারিত পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মুকদ্দমার নিষ্পত্তি অবশ্যে নিষ্ফল—চাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, গত ১৯৩ অক্টোবর হইতে ৬ মাস কাল পর্য্যন্ত উক্ত জেলাতে কেহ মুক্ত অবস্থা মুকদ্দমার প্রথা দ্বারা নিষ্পত্তি বৈধার করিতে পারিবে না। এই আদেশ অমান্য করিলে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত জেল অথবা জরিমানা হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—আগামী বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নে পরীক্ষার দিন নির্দ্ধারিতভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছে—আই এ এবং আই এস সি ১৯৪২ ফেব্রুয়ারী; মেট্রিকুলেশন ১৯৪২ মার্চ; বি এ এবং বি এস সি ২১শে মার্চ। এল টি এবং বি টি ১৬ই এপ্রিল; বি কম ৭ই মে।

রেলওয়ে বোর্ডের ঘোষণা—বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড মোটর কোম্পানীর মালিক মিঃ হেনরী ফোর্ড ঘোষণা করিয়াছেন যে, উহার মোটর নির্ম্মাণের কারখানার মজুরদিগকে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেতন মোটর কারখানার মজুরদের তুলনায় বেশী বেতন দিবেন এবং প্রত্যেক মজুরের জন্যে একটী নিজস্ব বাড়ী, এবং ৫ জন ও ততোধিক ছেলে বাড়ী থাকে তাহাদিগকে তিনি বাড়ী করিয়া দিবেন।

আমদানি বিক্রয়ের জন্য বৃত্তি—বেলুনের ওয়েল ইন্ডিয়ান রিসার্চ কলেজে নানারূপ বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকার ৩ বৎসর পর্য্যন্ত এক হাজার টাকা করিয়া ৩টী বৃত্তি দিবেন স্থির করিয়া-ছেন। উক্ত কলেজে পড়াইবার জন্যেও ছাত্রের জন্য বৎসরে ৩ হাজার টাকা করিয়া খরচ লাগে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বৎসরে বাকী ১ হাজার টাকা ছাত্রের অভিভাবকদের প্রদান করিতে হইবে। আগামী ১৯৪২, জানুয়ারী মাসি হইতে উক্ত কলেজের মুতন বৎসর আরম্ভ হইবে। উক্ত বৃত্তির জন্য কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সিটিউটের বাঙ্গলা সরকারের এসে ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিতে হইবে।

রেলের ইঞ্জিন ক্রয়—ভারতবর্ষের প্রত্যেক রেলওয়েসমূহের জন্য রেলওয়ে বোর্ড ভারতরাজ্যে ১৯৪টী রেলের ইঞ্জিনের ফরমায়েস দিয়াছিলেন। উহার মধ্যে ৪২টী ইঞ্জিন আসাম রেলওয়ে কোম্পানির এবং বিভিন্ন লাইনে এই সব ইঞ্জিনকে কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছে।

ভারতে রেলপথ নির্ম্মাণ—ভারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ডের সভ্য ডার এল বি ডিন ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষে ৫ হাজার মাইল মূতন রেলপথ নির্ম্মাণে ভারত সরকার পথ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অথ সমাজ বলিয়া করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ডার বিটাই মেলে ৫ হাজার মাইল মূতন রেলপথ নির্ম্মাণ করিলে তাহা অন্যান্য অন-

...অর্থনৈতিক শাস্ত্রের কথা—
নৈরাশ্য, দুর্ভিক্ষ আর ব্যাধি...

সুখদা, সুখদা, পরস্পরদা ভারত কেমন করিয়া সহিতে পারে। তবু আজ ভারতের এই দোষণীয় দশা কেন? কেন তার পথে, ঘাটে, প্রান্তরে, বন্দরে, নগরে অমন অসহায়ের মানুষের ভীড়? কেন কোটী কোটী ধরণারী আজ অর্দ্ধমৃতপ্রায় দুর্বল দেহ ও অকালবার্দ্ধক্যপীড়িত পশু মত নরীর দেহের বলদে জীবনের শেষ প্রান্তের দিকে অগ্রসর-মানের মতে আসিতেছে? এ প্রশ্ন আজ শুধু ভারতবাসীর নয়—পৃথিবীর সমস্ত সভ্য মানুষের।

ছত্রিশ কোটী ভারতবাসীর অধিকাংশই আজ ৩ত্রিশের দারিদ্র্যের মধ্যে অসহায়ের মত অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করে। আর যাহারা দু' বেলা দুটী পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তাহাদের যে খাদ্য এবং যতো, তাহা নরীর গঠনের বা স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য ও সকল প্রয়োজন পক্ষে যথেষ্ট নহে। অথচ দেশের এই দৈহিক-মানসিক আত্মঘাতিক দুরবস্থার মূল কারণ কোথায় তাহা কোনদিন ও কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছে। অথচ-এত ভয়ের আঘাত হাসিমুখে প্রতিদিন নিরন্তর সহিতেছে। ফলে, আমাদের পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণরূপে সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। দেশের বহির অর্থ-ব্যবস্থার মূলের কথা, উৎপাদনের অর্থ আসে, তাহাদের পরিমাণ কতটুকু, তাহাদের পূর্ণতম প্রয়োজনীয় কত আমরা মিটাইতে পারিতেছি না। ফলে, সমস্ত জাতি পূর্ণতম পাত হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে। নৈতিক দৌর্ব্বল্যের এই ভয়াবহ লইয়া জাতীয় জীবনের দুর্বলতার আঘাত হানিতেছে অনবরত পক্ষ—অনবরত ব্যাধি।

তাই আজ জাতীয় পরিষদ মূলধনের জন্য প্রয়োজন এমন ভাবের, যাহা দেশের পুরিবিধান করিয়া অবস্থাবীরে পূর্ণতাকে দেখের, নরীর ও পরিধানী করিয়া তুলিতে পারে। নরীর-বিজ্ঞানীরা বলেন, এমন 'ভিটামিন বি' এমন আছে। কিন্তু আমরা দিয়া যে সকল খাদ্য আমাদের প্রধান তাহা তাহার অন্তর্গত মধ্যে পুরিটামিন বি' অতিরে নাই এবং এই অভাব 'ভিটামিন বি' সমৃদ্ধ অধিক পুরিমাণ উপাদানে প্রধান 'আই-ভিটা-মি' পূরণ করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। বিভিন্ন চিকিৎসকগণও পুরীক্ষাদ্বারা 'আই-ভিটা-মি'রই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

ইহাতে ক্ষয়রোগিরা, পরীক্ষিরা, ব্যাধাক্রান্ত, চিকিৎসকগণের এবং উপকার পায়। এজন্য বাহুল্যবোধে পরিশোধক। ব্যাধাক্রান্তে রোগ বাড়ার আরা হজমের প্রক্রিয়া বন্ধ করে। 'আই-ভিটা-মি'র নিয়মিত প্রক্রিয়ার আরে। নিয়মিত প্রক্রিয়া করলে দেহকণিকা গঠনে সহায়তা করে এবং ফলে অঙ্গের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 'আই-ভিটা-মি' পরীক্ষাগার, এজন্যেই এত রোগক্রান্তের পক্ষ উপকার করা এজন্যে আবশ্যক।

যাত্রা হইবে। ওভারসিজ হল আসিতে হয় হাজার হাইল দূরের বেলজিয়াম নিবাসে সমবেদনার উদ্ভাসী হওয়া উচিত।

ভারতীয় কারখানায়ে শ্রমিকের সংখ্যা—ভারত সরকারের শ্রমিক বিভাগ হইতে সম্প্রতি যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত কারখানাতে গড়ের পড়ে ২৩ লক্ষ ৭১ হাজার ১৯৬ জন মজুর কাজ করিয়াছিল। ১৯৪২ সালে গড়ের পড়ে ২২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৪৭ জন মজুর খাটিয়াছিল। উক্ত মজুরের মধ্যে সরকারী ও আধা-সরকারী কারখানাগুলিতে ১৯৪৩ সালে গড়ের পড়ে ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৭৩ জন এবং ১৯৪২ সালে গড়ের পড়ে ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৯৩ জন মজুর কাজ করিয়াছিল। ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ের কারখানাগুলিতে গড়ের পড়ে ৭ লক্ষ ১১ হাজার ৪২৫ জন এবং বাঙ্গলার কারখানাগুলিতে ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯০ জন মজুর কাজ করে।

মাদ্রাজে আমলাতন্ত্র বৃদ্ধির চেষ্টা—বাঙ্গলা সরকারের মত বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণের কার্য্যকলাপ সোভাগ্যক্রমে অধিকাংশ পরিমাণে বন্ধ করিয়াছেন। ইহার ফলে কলিকাতার অধিকাংশ পরিমাণে হাস আমলাতন্ত্রের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

মাদ্রাজী-গুজরাতের পরাধীনতা—মহাত্মা গান্ধী জেলে অবস্থানকালে বীরত্বে এবং সকলেই সর্ব গুজরাতের মধ্যে যে একটী সম্প্রীতির ভাব ছিল তাহার সেই একটী অংশ যিঃ মুন্সি কিরূপে মাদ্রাজের আমেরিকার "অবশ্য সেক্স" পরিচালনা প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, এই সব সম্প্রীতিবিরোধের ফলেই মহাত্মা গান্ধী বহুবার গুজরাতের নিকট ভারতের রাজনীতিক সংস্কার সম্বন্ধের জন্য তাঁহার আমুষিকতার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

সিটিস্রিতে আলাভজ্জান—মহাত্মা খুলনী কলের সেবাকার্যের একটী জেলে হইতে ভারত ভারতে চুরির করিয়া তাহা অন্যত্রাবলে রাখার করার জন্য পুলিস বিভাগের আনকগুলি বাড়ীতে তল্লাসের করিয়া কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে। জেলটী এই—"বিশ্ব বাজে ভিন্ন প্রজা ছুবারি, সে নূন আবাস নহে অধিকারী"—অর্থাৎ যে রাজার ভিন্ন প্রজাবর্গ সুখে দিন কাটায় সেই রাজা প্রকৃত-স্বাধী হয়। জেলটী পুলিসের মতে আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

খোলাবরিচের চাষ—সরকারী বনবিভাগ অনুমানে ১৯৪৫ বৎসরে বাঙ্গালোর জেলার ও দক্ষিণ কানাড়ায় ১ লক্ষ ৫ পাউণ্ড এবং জমিতে খোলা-মরিচের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর এই দুইটী জেলায় ১ লক্ষ ৫ হাজার ৩ পাউণ্ড এবং জমিতে খোলমরিচের চাষ হইয়াছিল। এবার ফসলের অবস্থা যেরূপ ভাল বলে বিবেচনা গত বৎসরের তুলনায় কম খোলমরিচ উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

আদার চাষ—বাঙ্গালোর ও দক্ষিণ কানাড়ায় ১৩ হাজার ৩ পাউণ্ড এবং জমিতে আদার চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ১৩ হাজার ২ পাউণ্ড এবং জমিতে আদার চাষ হইয়াছিল। ফসলের অবস্থা এবার সন্তোষজনক।

ছোটখাট মেরুকার্য্য—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মেরুকার্যের প্রতিবার্ষ পুকুর খনন ও সংস্কার, নূন খনন এবং নূতন ও নূন ইইতে জল সরান করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে সাহায্য হিসাবে ৭৬ লক্ষ টাকা এবং ঋণ হিসাবে ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবার স্থির করিয়াছেন। ভারত সরকার মনে করেন এই টাকার সাহায্যে মোটামুটি ১০ লক্ষ একর জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা হইবে।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের বিলাত যাত্রা—প্রফেসর হীলেক এবং তাঁহার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া ঐ সব দেশের বৈজ্ঞানিকদের সহিত আলাপ-আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত ৭ জন ভারতীয়

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভেরাধ্যান—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

পুরী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯০৮

হেড অফিস : (পুরী ব্যাঙ্ক বিল্ডিং) পুরী

শাখাসমূহ

পুরুষা রোড, ভুবনেশ্বর (ব্যাঙ্ক বিল্ডিং), কটক, রাণীহাট (কটক), বালেশ্বর, বালেশ্বর (মফিসিল), কলিকাতা (১০ডি, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড), ২ নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

ফোন : কলি: ২৭১৮

ব্যাঙ্কিং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

গ্রাম—সেক্রেট | হেড অফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা | ফোন—ক্যাল—২৫১৬

স্বকার্য্যনির্ব্বাহী মূলধন

৮০,০০,০০০৲

আশি লক্ষ টাকার উপর

৩৬টী

শাখা অফিস—ভারতের ৭টী প্রদেশে সুনামের সহিত কাজ করিতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীবিশ্বনাথচন্দ্র বসু, এম-এ, বি-এল

ফোন : ক্যাল—২৭৩৭ | গ্রাম—"জয়লক্ষ্মী"

আপনার আজকের "সঞ্চয়ই" আগামী বার্দ্ধক্যের এবং পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের সম্বল—

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন

এসিওরেন্স লিমিটেড্

হেড অফিস—দিল্লী

সেণ্ট্রাল অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রিভিলেজ্

উপযুক্ত বেতন ও কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া হইয়াছেন—(১) ঝড় বাড়িবে আবহাওয়া (২) বর্ষণের এবং এবং ঘটিবে (৩) ঝড় বাড়িবেছে ঘটিবেছে (৪) ঝড় আবহাওয়া ঘোর (৫) আবহাওয়া এবং যে বিষ্ণু (৬) আবহাওয়া যেখানে সাধা (৭) আবহাওয়া যে এর বৃদ্ধাদি।

শ্রীযুক্ত মিত্রের পদোন্নতি—বাঙ্গলা সরকারের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস, সি মিত্র ভারত সরকারের সাহায্যে বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর অফ এডুকেশন পদে নিযুক্ত হইয়া গত ৪ঠা অক্টোবর হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ মিত্র উক্ত পদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা সেক্রেটারিয়েটের অন্যতম সাহায্যের কার্য্য করিবেন।

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের কর্ম্মতৎপরতা—গত সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ১০ হাজার লোককে কংগ্রেসের সদস্য করিয়াছেন। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ১ লক্ষ নূতন সভ্য সংগ্রহ করিবেন বিষ্ণু করিয়াছেন।

ব্রেজনিভের সন্তোষজনক—প্রকাশ, যে ভারত সরকারের বাস বিভাগ আন্তর্জাতিক সমস্ত প্রদেশে একই নীতি অবলম্বনে যাতায়ত ও পুর্ব্বাঞ্চলে ব্রেজনিভ প্রথা বন্ধন করিবার সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের অভিমত আহ্বান করিয়াছেন। ভারত সরকার আশা প্রকাশ করিতেছেন যে, সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ৮ পাউন্ড করিয়া বাজেয়াপ্ত বিষয়ে একমত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নিষ্ঠুর স্ত্রী গ্রেপ্তার—নিষ্ঠুর প্রহারের ফুক-পূর্ণ প্রমাণ স্ত্রী খান বাহাদুর আলা মহম্মদ হত্যা সম্পর্কে উক্ত প্রহারের বাস্তব বিভাগের স্ত্রী খান বাহাদুর খুদা ও তাঁহার আত্মাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উক্ত হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামী দারোগা সম্প্রতি পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয় এবং তাহার স্বীকারোক্তির ফলেই খুদাকে গ্রেপ্তার করা হয়। খান বাহাদুর খুদা নিষ্ঠুর প্রহারের মৃত্যুদিনে সীমের একজন বিশিষ্ট সভ্য।

জাহাজের চালের উন্নতি—জাহাজের যে জাহাজের চালের উন্নতি বিধান সম্পর্কে গবেষণা এবং জাহাজ বিক্রয় সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা করিবার জন্য ইন্সিটিউশন কাউন্সিল অফ এঞ্জিনিয়ারিংয়ের হিসাবে ১০ লক্ষ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় পাট ও তুলা কমিটির অনুরোধে একটী কেন্দ্রীয় জাহাজ কমিটী গঠন করিয়া তাহার হাতে এই অনুদান দান করেন হইবে।

হীরক নিয়ের প্রভাব—বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে পৃথিবীর মধ্যে হীরক নিয়ের বর্ত্তমান কেন্দ্র ছিল। যুদ্ধের ফলে এই নিয়ের কেন্দ্র ইংলণ্ডে স্থানান্তরিত হইয়াছে। 'ডেলী মেল' পত্র বলেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে ইংলণ্ডই হীরক নিয়ের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র হইবে। এই নিয়ের সাফল্যের যুদ্ধের পূর্ব্বে বৎসরে ২ কোটী পাউন্ড আয় হইত। যুদ্ধাবসানের ১০ বৎসর কালের মধ্যে উক্ত নিয় হইতে আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ হইবে আশা করা যাইতেছে। হীরক কাটিবার এক একজন কারিগর বর্ত্তমানে মাসে ২১ পাউন্ড পাউন্ড করিয়া বেতন পাইয়া থাকে।

কলিকাতায় মৃত্যুর আধিক্য—গত ৭৭শে জুলাই মাস হইতে কলিকাতার বাহির হইতে নিয় হাজিগণ আগমনে আরম্ভ করায় ঐ মাস হইতে গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৯ মাসে কলিকাতায় মোট ৪২ হাজার ৭৮০ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মৃত নিয়ের সংখ্যা ১৭ হাজার ২৭। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের এই ৯ মাসে কলিকাতায় গড়ে ২৪ হাজার ৬৯১ জন করিয়া লোক মারা গিয়াছিল।

বিমান ভ্রমণের ভাড়া—বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে বোম্বাই হইতে বিমানযোগে লিভারপুল যাইতে ২৪০ ডলার এবং যাতায়াত করিতে ৩৬০ ডলার খরচ পড়িবে। বোম্বাই হইতে লিভারপুল পর্য্যন্ত পৌঁছিতে এরোপ্লেন বিমানপোতে ৪৫ ঘণ্টা এবং নৌযান বিমানপোতে ৪০ ঘণ্টা সময় লাগিবে।

সাবান প্রস্তুতের

ফোম :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
:—১৪৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"ক্লীনারেটী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • বুরক্স • সিট্রোনেলা অয়েল • ব্লু • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যাকলস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম অরেজী ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৩,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ২,৩০,১৩,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৩০,৬৩,০০০৲ টাকা

রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ১,১০,০০,০০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩১-৩-৪৪ তারিখে) ৩৯,১৩,৬১,০০০৲ টাকা
মোট লগ্নি—ব্যাঙ্কের স্বাধীন ফোন, মোট, বোম্বাই,

ভারতের সর্ব্বত্র ৪৪০টীর অধিক শাখা ও এজেন্সি আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এইচ, পি বাসাদোনা, সি, বি, ই, বোম্বাইয়ের।
ডেপুটী ম্যানেজার : মিঃ এইচ, পি বাসাদোনা, সি, বি, ই, বোম্বাইয়ের।
ডিরেক্টর এজেন্সী : দি ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোম্পানী অব নিউইয়র্ক।

কলিকাতার শাখাসমূহ—ফোর্ট উইলিয়াম—১০০, ষ্ট্রাণ্ড রোড, শ্যামবাজার—৩১, কলেজ ষ্ট্রীট, মিৰ্জাপুর ষ্ট্রীট, ভবানীপুর—১৩৩, বালিগঞ্জ ষ্ট্রীট, ডালহৌসী—৩৩৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

ভারতের অন্যান্য শাখাসমূহ—বোম্বাই, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মীরাট, বেনারস, এলাহাবাদ, কোচিন, ত্রিবান্দ্রম, মাদ্রাজ, মাদুরা, ত্রিচিনাপল্লী, কোয়েম্বাটোর, বাঙ্গালোর, মাঙ্গালোর, মাইসোর, কালিকট, কোকানাদা, বিজয়ওয়াড়া, ভিজাগাপটম, সেকেন্দ্রাবাদ, হায়দ্রাবাদ, নাগপুর, রেঙ্গুন, মান্দালয়, মৌলমিন, ও পেনাং।

AN EXAMPLE OF EGYPTIAN FIRST DYNASTY HIEROGLYPHS

অধ্যাপক হ্রিমিন্স বলেন যে বিশ্ব ভাষার ইতিহাস লিখিতে গেলে যে সব ধারাবাহিক পাওয়া যায় সেগুলির তারিখ খৃষ্টপূর্ব ১৮০০ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এর মধ্যে প্রাচীন গ্রীসের কথাই আমাদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এরা তার মধ্যের হাইরোগ্লিফ-এর ব্যবহারই যেন আশ্চর্য্য, যেমনি ডিজাইন। উপরে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর এক একটী ছবি ভিন্ন ভাষায় অর্থ বোঝাতে পারে : (১) কোন একটী সম্পূর্ণ শব্দ। (২) অথবা কোন অক্ষরমাত্র। কিংবা (৩) শব্দের কোন অর্থ।

এ ভাষা লেখা আর পড়া কঠিন। তাছাড়া যে সব সমস্যা আছে সে সব থেকে আমরা অবশ্য অব্যাহতি পেয়েছি। লেখার ব্যাপারে আমাদের প্রধান সমস্যা কালি নির্ব্বাচন। সে সমস্যার সমাধানও সহজে করা যায় যি, এম, বাক্চীর কালি কিনলে পাবেন। তারপর এমন ধীরা ব্যবহার করেন তাঁরা এবার পৌঁছেন "আইডিএল" কালি।

আ ই ডি এ ল

বরণা কলম-এর একমাত্র কালি

পি, এম, বাক্চী এণ্ড কোং

কলিকাতা।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—আগামী ৩রা জানুয়ারী হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনের জন্য তার সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

প্রস্তাব সমিতি—কলিকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য একটি সমিতি গঠন করা হইয়াছে। এই সমিতি বৃষ্টি ও নিষ্কাশন কি ভাবে করা যায় সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ করিবেন।

বাজারে সুতার দুষ্প্রাপ্য—মিঃ কাপুরিয়ার মতে বর্তমান সুতার দুষ্প্রাপ্য বাজারে ফেলে উৎপাদনের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক মেশিন ১৮ ঘন্টার ৪০ ঘন্টার বেশি চালু রাখিতে হইবে আমদানী করিতে হইবে। কিন্তু এখনে পরিবর্তনী বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে, বাজারে প্রতি বছরে ৬ হাজার বেল তুলিয়া সুতা আমদানী করিতে হইবে। উহার মধ্যে সুতা সরবরাহ পরিমাণ অধিক হয়। এই কারণে তাঁহারা অবশ্য মিঃ কাপুরিয়ার মূল্য বাজারে অবাস্তব বলিয়া বিবেচনা করেন। বাজারে বাহির হইতে যে সুতা আমদানী হয় তাহার বার আনা সুতাই আমদানী হইতে আসিয়া থাকে।

আমেরিকায় সামরিক ঘোড়দৌড়—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভার সদস্য এলবার টমাস এক অভিযোগ করিয়াছেন যে, বর্তমান বছরের অবসান হইবার পর ৩৮ বছরের জন্য সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থাৎ ৩০৮০ লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে।

আমের চাষের ব্যবস্থা—মোটামুটি ভাবে একটি বাড়ানোর জন্য বি বি সিং ঘোষ আশাপ্রকাশ করিয়াছেন যে, বাজলা সরকার বাজলার সর্বত্র পুরুষিণীতে মাছের চাষ করাইবার জন্য এক কোটি টাকা ব্যয় করিবেন।

বিকার ভারতের পশ্চাদপদতা—বর্তমানে লোকসংখ্যার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৫ জন এবং শিক্ষিতের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন লেখাপড়া জানে। পক্ষান্তরে ভারতে লেখাপড়া জানা লোকের হার শতকরা ১০ জন মাত্র।

পুনর্নির্মাণে টাটার উদ্যম—টাটা কোম্পানী স্থির করিয়াছেন যে, যুদ্ধাবসানে উক্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের বসবাসের জন্য উহারা জেমসেদপুরে ১০ হাজার নূতন বাসগৃহ নির্মাণ করিবেন।

ভাঁড় ব্যবসায়ীদের নিবেদন—বিহার সরকারের আদেশ জারী করিয়াছেন যে, উহাদের অনুমতি না লইয়া কেহ উক্ত প্রদেশ হইতে প্রত্যেকের বাহিরে বেলদরে কাঁচা, বাঁশ, আলানী কাঠ ও কাঠিকয়লা রপ্তানী করিতে পারিবে না। তবে কাঠকয়লার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা বাঁশ এবং বেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

বিজ্ঞানিদের বিশ্বাসিকার চেষ্টা—বিজ্ঞানিদের ব্যবহারের উক্ত রাজ্যের বিভিন্ন ব্যবসায় সাহায্যে ভাঙ্গিয়া ও অন্যান্য বাহিরে মুক্তবণিক, শিল্পে বালকদের সাহায্য, বন্দুকিয়া, চর্বণিয়া, কৃষি, বর্ষিকিয়া, ভেষজাগা, পুর্ণিকিয়া ইত্যাদি বিষয়ে উন্নততর শিক্ষা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য বৃত্তি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা ৫ বছরে খরচের মধ্যে বন্টিত হইবে।

বাদুড়ের আয়ু—আমেরিকার নিউইয়র্কস্থিত কেলিফোর্নিয়া কলেজের বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বন্দিজীবন বাদুড়ের গড়ে পুরুষদের ১৯ বছর হইতে ২৫ বছর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হইবে।

মোটর গাড়ীর মূল্য—আমেরিকার বিখ্যাত মোটর গাড়ী নির্মাতা ফোর্ড সংস্থার এক অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধাবসানে তাঁহার গড়ে ৫ শত ডলার মূল্যে এক এক খানা নূতন মোটর গাড়ী বিক্রয় করা সম্ভব হইবে।

আমেরিকার নারী কর্মীর সংখ্যা—গত ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমেরিকার যুদ্ধপ্রচেষ্টা মূল সংক্রান্ত বিভিন্ন

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলেক্স

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল — কুষ্টিয়া (নদীয়া) = ২নং মিল — কেলবরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন :—১৪১১ টেলিগ্রাম :—ব্যাঙ্কার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন নাম্বার—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৮৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

বালীগঞ্জ, ভাওয়াজার, জয়ন্তীপুর ও ইটালী (কলিকাতা), হাওড়া, হুগলী, কেওী, নোয়াখালী, টাঙ্গুয়া, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, মিরাজনগর, ঢাকুরদীঘি, পাইয়াটুলী, ভবানীপুর (চাঁদা), পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, মজঃফরপুর (চাঁদা)।

সারাজগঞ্জ শাখা ২১শে আগষ্ট খোলা হইয়াছে।
শতকরা ৭৷৷০ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।
যাবতীয় আধুনিক ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সেক্রেটারী— এ মজুমদার || ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে ঘোষ

গ্রাম—'ভদ্রমন্দির' ফোন : সাউথ—২৬৫৯

স্থায়িত্ব ও গঠন-সৌন্দর্য্যের জন্য
আমাদের হোসিয়ারী দ্রব্যাদি সকলেই
সকলময় আদর করেন।

কালিঘাট গৌরী হোসিয়ারী

সর্ব্বপ্রকার হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক

কারখানা ও অফিস
৩৮এ, কাঁসারী পাড়া রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

ভাবে উক্ত মেলের ৬৪ লক্ষ যাত্রী যোগদান করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই সুদূর সুদূরান্তর হইতে আসিয়াছিল।

বৃটিশ ভারতে কলেজের সংখ্যা—বৃটিশ ভারতের গত ১৯৩৭-৩৯ সনে মোট ৩৮৩টি আর্ট ও সায়েন্স কলেজ ছিল। ১৯৪১-৪২ সালে এই সব কলেজের সংখ্যা ৩৯৯এ পরিণত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে অভাবের প্রতিকার—বর্তমান যুদ্ধের অবসানে ব্রীটেন-বিভিন্নদেশ ইংলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যাহাতে মোট অভাবে শীতিত না হয় তজ্জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট গত ৫ই ডিসেম্বর আরিখে একটী পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিকল্পনা করিবে আগামী ১৯৪৫ সাল হইতে প্রতি বৎসর ৩৪ কোটী পাউণ্ড করিয়া ব্যয় হইবে এবং ক্রমে এই ব্যয় বাড়িয়া ১৯৫৫ সালে উহা ৮৩ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইবে।

সুয়েজ খালের নীচে সুরঙ্গ—মিশর সেনের সর্বপ্রথমে সুয়েজখালের উক্ত মেলের সুদূরপ্রসারী জন্য একটী সম্ভাবনাময়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনার একটী প্রধান বিষয় হইতেছে সুয়েজ খালের নীচ দিয়া সুরঙ্গ পথে একটী রেলপথ নির্মাণ। উহা কার্যে পরিণত হইলে মিশর সেনের রেলপথগুলির সহিত এসি ইউরোপের রেলপথগুলির সংযোগ সাধিত হইবে।

খাদ্যোৎপাদন আন্দোলনের ফলাফল—ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের বলে অধিকতর খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন আন্দোলনের ফলে ১৯৪৩-৪৪ সালে ১ লক্ষ টন এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ৩ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ৭ লক্ষ টন দাঁড়াইবে। এই আন্দোলনের জন্য ১৯৪৫-৪৬ সালে বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ১ কোটী ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে এবং চলতি বৎসরে ২ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে বিলিয়া ধরা হইয়াছে।

বোম্বাই দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ—বোম্বাইয়ে জাহাজে বিস্ফোরণের ফলে উক্ত বন্দরের যে ক্ষতি হয় তজ্জন্য মোট ৫২ কোটী টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে এবং উহার মধ্যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ২৯ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে।

জমি খালের প্রস্তাব—ইংলণ্ডের অন্যতম রক্ষণশীল দলনেতা পার্টি এমন নির্মাণ করিয়াছেন যে, যুদ্ধাবসানে ইংলণ্ডে ৫৭৭ লক্ষ নূতন বাড়ী প্রস্তুত করা প্রয়োজন হইবে। উক্ত পার্টি বলেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি উক্ত মেলের সমস্ত জমি খাস করিয়া লন তাহা হইলে দুই বৎসরের মধ্যে ২৩ লক্ষ বাড়ী নির্মাণ করা সম্ভবপর হইবে।

খাদ্য সরবরাহে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য—ডাঃ হেবেরী ডেক গত ৮ই ডিসেম্বর আরিখে মহাসিনীতে একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, যেদিন যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেই দিনই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মেশের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতার খাতাপত্র মধ্যে আনিয়া তাহা মেশের ভাণ্ডার লাইবার জনসাধারণের মধ্যে বিলি করিবার ব্যবস্থা করেন। অধিকন্তু জনসাধারণকে যাহাতে অধিক মূল্য দিয়া খাদ্যদ্রব্য কিনিতে না হয় তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ীদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে থাকেন। ডাঃ হেবেরী ডেক বলেন যে, এই পর্যন্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উক্ত ধরণের সাহায্যের জন্য ২০ কোটী পাউণ্ড (২৬৬ কোটী টাকা) ব্যয় করিয়াছেন।

টাকার বাজার দর—'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্র এক সংখ্যার প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী বর্ষারম্ভে একটী উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনায় পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য হ্রাস পাইবে এবং খুব সম্ভব প্রতি টাকার মূল্য এক শিলিং ছয় পেন্সের পরিবর্তে এক শিলিং চার পেন্সে দাঁড়াইবে।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস
মিশন রো, কলিকাতা।

"ক্যা ন্যাশনাল" প্রথম শ্রেণীর তফসীল ব্যাঙ্ক। ইহার বিপুল আর্থিক সঙ্গতি দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদে কাজ করে এবং সমস্ত ব্যবসায়ী মাত্রা-জনসাধারণ ও বহু সংস্থার অভিভাবক ব্যাঙ্ক সাধারণ কাজ নির্ভরযোগ্যভাবে সুসম্পন্ন করে।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, লাহোর ও দিল্লীতে

এবং নিম্নলিখিত স্থানে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস আছে :—

কলিকাতা	অমৃতসর	আগ্রা	অম্বালাকেণ্টী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	কাণপুর	বাঁদরাট	(কেণ্টমেণ্ট)
বড়বাজার	মেষ্টন রোড (কাণপুর)	বেরিলী	আমেদাবাদ
শ্যামবাজার	পাটনা	লক্ষ্ণৌ	কাণপুর
জগদীশপুর	পুরা	আজিমাবাদ	ইটওয়ারী
বালীগঞ্জ	মুজাফ্ফরপুর	(পাটনা)	(নাগপুর)
ঢাকা	কটক	আজমীর	রায়পুর
মজঃফরপুর	এলাহাবাদ	আমরাবতী	জব্বলপুর
জয়রামপুর	কাটিয়া (এলাহাবাদ)	(বেরার)	জব্বলপুর ক্যাণ্টেমেণ্ট
চট্টগ্রাম	মেরাঠ		

কাজের এজেন্সী। সন্তোষ জনক হারে সুদ দেওয়া হয়।
সেভিংস ব্যাঙ্ক এজেন্সীস। এই বিভাগের সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিবার ব্যবস্থা আছে।
সন্তোষ জনক হারে সুদ দেওয়া হয়।

এইচ সি সরকার, জেনারেল ম্যানেজার।

বাঙ্গালীর সংগঠন প্রতিভার গৌরব প্রতীক

"আর্থিক উন্নতির পরিচয়"

(৩০।১১।৪০ তা পর্যন্ত)

আদায়কৃত মূলধন	৬,৭৫,৯৫০৲ টাকা
আমানত	৮৯,৩৫,৫৭২৸৵৭৵৲ পাই
কার্য্যকরী তহবিল	১,৩০,৬৫,৫৮২৷৷/৬৵৲ পাই

—পৃষ্ঠপোষক—

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

রাজরত্নাভূষণ—শ্রীবিলাস চট্টোপাধ্যায়

হেড অফিস—আগরতলা ⁂ চীফ অফিস—আগরতলা
(টি এণ্ড বি রেলওয়ে) (ত্রিপুরা ষ্টেট)

সাফল্যের সহিত শ্রীহট্ট শাখা খোলা হইয়াছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

কলিকাতা অফিস—

৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২৩১নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

ভূমিয়ার সংবাদপত্র—সেপ্টেম্বর মাসে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা অধিক দৈনিক সংবাদপত্র হইয়াছে ৪৯খানা (লন্ডন)। ইভনিংগুলি ও সেভেন টাইম এবং কনসোর্টাস ও ডেলার এক্স দি ওয়ার্ল্ড প্রায় সমান দুইখানা সাহিত্য পত্র। উহার মধ্যে আজকাল দৈনিক লাভার-সংখ্যা ৩০ লক্ষ। পৃথিবীর মধ্যে এমন বড় প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র আর নাই। এই সংখ্যাকে প্রত্যহ ৫১টি মোটরি ছাপাযন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত হয় এবং উহার সম্পাদকীয় বিভাগে ২৫০ জন সাংবাদিক কাজ করেন। ওয়ার্ল্ডের পরেই 'ডেলী এক্সপ্রেস' পত্রের গ্রাহক-সংখ্যা দৈনিক ১৯ লক্ষ এবং মিঃ হাইটের 'ডেলী মিরর' পত্রের দৈনিক গ্রাহক-সংখ্যা ৩৪ লক্ষ।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিভিডিয়ার্স—ঘোষণা যে, ডিরেক্টর অব সেন্টিটের বাঙ্গলা সরকারের যে সিক্স ডিভিডিয়ার্স রহিয়াছে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং এই বাবদের টিকিস লাভাইজ বিভাগের অফিস করিবে।

মিঃ ভিভিয়নের মহানুভবতা—প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতস্থিত বারিস্টার মিঃ ভিভিয়ন ভিভিয়ন সম্প্রতি এক আদেশবারে বলেন যে, তিনি আর্থিকভাবে বিপন্না আরবীয় মহিলার সহায়তার্থে বিনামূল্যে ডুবিকেটিং ব্যবসায় ত্যাগ বিনোদনে ত্রুটী করিবেন।

আর্থিক উন্নতিতে বিজ্ঞানের স্থান—ডাঃ জন কে সি মোর বাঙ্গালোরে এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, গত ১৯১৮ সালে ফ্রেন্সের বিশ্বস্থ ভবিষ্যতে ধান ও তার সিক্স লইয়া সিমিতো টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট নামে একটি বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই পরিষদে দুই হাজার সিক্স, ছাত্র ও কর্মী সংখ্যার নিযুক্ত রহিয়াছেন। ডাঃ মোর বলেন যে, ভবিষ্যতে সব দেশে ফ্রেন্সী সকলেরই আর্থিক পরিবর্তনের যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা প্রকাশ হইয়াছে তাহার অধিকাংশ ঐ পরিষদের কর্মিগণ উদ্ভাবন করিয়াছেন।

বিদেশী বাদ্যের আমদানি—গত ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে মিশ্রিত পাকী ও কাবুলের বেতারের ঘোষণাতে সব দেশে যে আশ্চর্য্য ফল হয় তাহার ফলে ১৯২৩ সালের সিক্সের বাদ্য পরাস্ত আমদানিতে ৮০ হাজার পেন্স হ্রোপার হয় এবং অন্যান্য বৈদ্য সুদিন ৪২১ বার ও বৈদেশিক ৬৮ বার ঘোষিত হয়।

যুদ্ধ কবে শেষ হইবে ?—ফ্রান্স প্রধানমন্ত্রী মিঃ হার্ডিন একটী বক্তৃতায় বলেন আচ্ছাদিতি শেষ হইবে বলিয়া আশ্বাসিত না হইলে অসম্ভবাবলম্বে সম্মেলন করিয়া লিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যুদ্ধ শেষ হইতে ১৯২৪ সালের আগষ্ট মাস কাটিয়া যাইতে পারে। অপরিক আমেরিকার মুদ্রাবার্তা সম্মেলনে অফিস করিয়াছেন যে, ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইবার পর আমাদের সম্মুখিত করিতে কত হইতে দুই বৎসর সময় লাগিবে। প্রেসিডেন্সী রুজভেল্টও একটী সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ কবে শেষ হইবে তৎসম্বন্ধে তিনি কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিবেন না এবং করিবার চেষ্টা করিবেন না।

বিলাতের শেষ হাসান এল কোরোনী নামক একজন জ্যোতিষী এক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, আগামী ১৭ই আগষ্টের তারিখে বর্তমান যুদ্ধের অবসান হইবে।

বিলাতী খাদ্যশস্যের মজুত—ডাবলবর্ষে ডাবলে বিলাতী খাদ্যশস্যের মজুত উৎপন্ন হয় এবং বিদেশ হইতে যাহাতে এই সব মজুত আমদানী করিতে না হয় তজ্জন্য এদেশে বিলাতী খাদ্যশস্যের মজুত উৎপাদনের জন্য ডাবল সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে এবং ৫০ লক্ষ টাকা দান হিসাবে প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—৩১, ক্যাম্বো লেন, কলিকাতা।
ফোন :—ক্যাল—২৬৯২

প্রগতিশীল জাতীয় নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সকলরূপ প্রকারের ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস বি ঘোষ বক্তিয়ার।

স্থাপিত—১৯৩১ টেলি : ক্যাল ৪৪৩৯

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

সুদের হার

সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট—শতকরা দুই টাকা
কারেণ্ট ডিপোজিট এ্যাকাউণ্ট—শতকরা আট আনা

আবেদন করিলে স্থায়ী আমানত ও ক্যাস সার্টিফিকেটের সুদের হার জানান হয়।

এস এস ব্যানার্জ্জি,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : বি বি ৬২৬৩

গ্রাম :—ENEM BANK

শাখাসমূহ

ঢাকা, রংপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর (বাংলা), ওয়াজিরাবাদ, গুলদস্তর সিটি, গুজরানওয়ালা, ভাটা, খুলনা, সারগুদা, লালামুসা, বেলাস, জলন্ধর সিটি, ফুলতান সিটি, বন্নুরা, অমৃতসর, গুজরাট, বিজানাবাদ (পাঞ্জাব), করাচী, টাণ্ডো আদম (সিন্ধ)।

পেশোয়ার, লায়ালপুর, শিয়ালকোট, লুধিয়ানা, মজফরনগর, বেনারস ও রাঁচি
শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

ইউ এন ঘোষ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ভূমিকম্প সম্বন্ধে সতর্কতা—প্রকাশ যে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বৈজ্ঞানিকদল ভূমিকম্প আগে হইবার আগের পূর্বে স্বদেশের সর্বত্রসমূহের সংবাদ প্রচারের একটী পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক সোভিয়েট রাষ্ট্রের একাডেমী অব সায়েন্স কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি পরীক্ষামূলক কেন্দ্র স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন।

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সিডিউল্ড)

হেড অফিস—৪নং বর্মণ ষ্ট্রীট, ফোন : কলি ২২৩০ (৩ লাইন)

৩০-৬-৩৩ তারিখের আর্থিক অবস্থা (সংক্ষিপ্ত সংক্ষেপ)

১।	আদায়ীকৃত মূলধন	৩,০০,০০০৲	১। ব্যাঙ্কের সমস্ত জমা ও দায়ে আদায়যোগ্য	৩১,৯৮,১৬৩৲
২।	সংরক্ষিত	১,৯০,৯৬৯৲	২। ডি, পি কোট ইত্যাদিতে ন্যস্ত	
৩।	আদায়যোগ্য	১,২৯,৯১,৩৮৮৲	আদায় মূল্য (৩৯,১৩,০০০৲)	৩৮,৯১,৯৩৯৲
৪।	অন্যান্য বিবিধ হিসাবে	৩,৩৮,৯৯৯৲	৩। ভূমি, বাড়ী, আসবাব ও দায়ের নয়	৩,১১,৯৯৩৲
৫।	আদায়ের বিল	৩১,০৩৯৲	৪। নগদ ও ব্যাঙ্কে	৩১,৯৪,৯৫৯৲
৬।	নগদ মোকামালের হিসাব		৫। আদায়ের বিল	৩১,০৩৯৲
	(তোমার যথাযথ ব্যাখ্যা করা হয় নাই)	১,১১,১৯৯৲	৬। অন্যান্য সম্পত্তি	৩,৯৯,৩৩১৲
		১,৯৭,৯৯,১৬৪		১,৯৭,৯৯,১৬৪

আদায়ের উপর নির্ভর করিলে আপনার অবিলম্বে ভূমিকম্প।

রাম, হুগলী ব্যাঙ্কের বিপদ—প্রকাশ পার্লামেন্টে উক্ত প্রদেশ হইতে উহার অধিবেশ যেন পার্লামেন্টের অন্তর্ভুক্ত না লইয়া যান, হুগলী ও তিন বন্দরী করিতে পারিবে না বলিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

রেলবিভাগে মাসিক ছাপ—ভারতীয় রেলবিভাগের অধিকাংশ লাভ আর্থিক বিভিন্ন সম্প্রতি একটী বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, সর্বসাধারণের মাল মাইলের হিসাবে ভারতীয় রেলপথসমূহে মালিকানী ট্রেণের ব্যবস্থা করিবার ৫১ আনা হ্রাস করা হইয়াছে। অন্য বৎসরের মালীয় ব্যবস্থা যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় শতকরা ১৮ ভাগ বাড়িয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় রেলপথসমূহের মালবহনে শ্রেণি বৎসরে ৫ লক্ষ টন মালমাল আনীত ও নীত হইত। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় রেলপথসমূহের মালবহনে সর্বাধিক বিস্তারের ফল ১ কোটি ১০ লক্ষ টন মালমাল আনীত ও নীত হইয়াছে।

ভারতে মাটিকেল উৎপাদনের ব্যবস্থা—ভারতবর্ষে যাহাতে অধিকতর পরিমাণে মাটিকেল পাওয়া যায় এবং এদেশে মাটিকেল হইতে যাহাতে অধিকতর পরিমাণে তৈল উৎপাদিত হয় তজ্জন্য একটী বৃহৎ মাটিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে ভারত সরকারের মাকেটীং বিভাগ ভারত সরকারকে উপদেশ দিয়াছেন। মাকেটীং বিভাগের মতে বর্তমান ভারতবর্ষে ১৯ লক্ষ একর জমিতে মাটিকেলের গাছ রহিয়াছে এবং এই সব গাছ হইতে বৎসরে ৩০০ কোটি মাটিকেল পাওয়া যাইতেছে। পূর্বে ভারতবর্ষ মাটিকেল তৈলের ব্যাপারে স্বাবলম্বী ছিল। কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে বৎসর বৎসর ৫৫ হাজার টন করিয়া মাটিকেল তৈল এবং ১ লক্ষ টন করিয়া মাটিকেলের তুলনা আসা আমদানী হইতেছে। মাকেটীং বিভাগ বলেন যে, সর্বপ্রথমে যদি দেশবাসীকে সজাগ করা যায়, অর্থ সাহায্য ইত্যাদি দ্বারা উৎসাহিত করেন যায় তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ মাটিকেল তৈলের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে।

আমেরিকার জাতীয় ঋণ—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সিনেট সভার সদস্য বিহার বাসেলার এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্তমান যুদ্ধের অবসানে আমেরিকার সর্বসাধারণের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩০ হাজার কোটি ডলার (৩০০ বিলিয়ন)। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের সর্বসাধারণ প্রতি বৎসর দেশরক্ষীর নিমিত্ত হইতে টাক্স হিসাবে ৪৫০ কোটি ডলার করিয়া পাইয়া থাকেন।

আমেরিকার মালবাহী জাহাজ—বর্তমান ইংরেজী বৎসরের মাঝামাঝিকার সময় আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মালবাহী জাহাজের পরিমাণ ছিল সাড়ে তিন কোটী টন। যুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ডের মালবাহী জাহাজের পরিমাণ ছিল ২ কোটী টন, কিন্তু এক্ষণে উহা এক কোটী টনের মত দাঁড়াইয়াছে।

মজুরদের সর্বনিম্ন বেতন—জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের সমস্ত কারখানার মালিকগণ যাহাতে মজুরদিগকে একটী সর্বনিম্ন মজুরী দিতে বাধ্য হন করিবার এবং সর্বনিম্ন বেতন সম্বন্ধে ভারত সরকারের প্রতিনিধি বিভাগ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—৪নং ক্রাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯১২ ইং

আদায়ত	১,৫০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী তহবিল	৮,৫০,০০,০০০৲ টাকার ,,

কলিকাতা অফিস :—৪নং ক্রাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯ বি, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২৯৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখা :—ঢাকা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।

বিদেশী এজেন্সী :—লণ্ডন এজেন্টস্।—ব্যাঙ্কার্স ন্যাশনাল লিঃ

আমেরিকা এজেন্টস :—ব্যারাণ্ডী ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক

অষ্ট্রেলিয়া এজেন্টস :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, কে বসু, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস (হাঃ) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

নিশ্চয়ই আপনি এই ছবিটি দেখিয়াছেন। ইহা ভারতের সর্বত্র সুপরিচিত। ইহা ভারতের সর্বত্র সুপরিচিত। ইহা ভারতের সর্বত্র সুপরিচিত।

আমদানী কার্পাস উৎপাদন ব্যবস্থা—নবীনতম পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের কার্পাস উৎপাদনের আমদানী কার্পাস সরাসরি দূরীকরণার্থে এই রাজ্যের ৪০ হাজার একর পরিমিত জমিতে আমেরিকা কার্পাস উৎপাদনের জন্য একটি সরকারী পরিকল্পনা সম্প্রতি বিবেচনা করিতেছেন। এতদুদ্দেশ্যে এই রাজ্যের বহু পল্লী অঞ্চলে সরীয় যৌথ কোম্পানীকে অর্থ সরবরাহ, এই সব কার্পাসের বীজ সরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারের মহীসুর সরকারকেই সাহায্য করিবার ভূমিকা স্থির করিয়াছেন।

যুদ্ধে ইংলণ্ডের ক্ষতি—বর্তমান যুদ্ধের ফলে আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত ইংলণ্ডের অধিবাসীদের যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার অধিকাংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এবং এখন হিসেবপত্র সম্প্রতি হইতে ইংলণ্ডের বৎসর বৎসর যে আয় হইত তাহা হইতে অন্ততঃ ২০ কোটী পাউণ্ড (প্রায় ২৬০ কোটী টাকা) আয় কমিয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডে শ্রমিকদের আয়—ইংলণ্ডের শ্রমিকদের বর্তমানে কি হারে মজুরী পাইবার ফলে সম্প্রতি ইক্ষ বেতন ৪০,০০০ কারখানার প্রায় ৩০ লক্ষ মজুরের বেতন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়। ইহা হইতে জানা গিয়াছে যে, মজুরদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীদের মজুরী ৭৯ ভাগ বেশী বেতন পাইতেছে। তবে মজুরদের মধ্যে যে অংশটির পরিশ্রম করিতেছে এবং যে ভাবে অতিরিক্ত সময় কাজ করিতেছে তাহার কথা যদি বিবেচনা করা যায় যে, মজুরীর হার যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ মাত্র বাড়িয়াছে। উহার সঙ্গে মজুরদের যে অতিরিক্ত আয়কর ধরা হয় নাই।

ম্যালেরিয়ায় প্রতিষেধক ব্যবস্থা—লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের একটি মন্তব্যপ্রসঙ্গে প্রকাশ যে, আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে মিত্রশক্তির যুদ্ধ সংক্রান্ত সৈন্য ও সামরিক বিভাগের কর্মচারী ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ে আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সব রোগের প্রতিরোধের জন্য ডুইন ও আমেরিকার ডাক্তারদের চেষ্টার ফলে বর্তমানে উহাতে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা শতকরা ১০ জন করিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু ম্যালেরিয়া এখন একটী আয়ত্তাধীন স্তরের আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যাহার ফলে যোদ্ধাদের সৈনিকদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন ৩ সপ্তাহকালের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হইতেছে।

জল ও ইথারের সাহায্য—প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, গত এপ্রিল হইতে যুদ্ধ পর্যন্ত তিন মাসে জল ও ইথারের ব্যবস্থার আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে মোট ৩০৪ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের লবণ-সম্ভার বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরিত হইয়াছে। উহার মধ্যে টিন-ফ্রন্ট-আলজিরিয়া সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্রেই ১৭৩ কোটী ৮০ লক্ষ ডলার মূল্যের লবণ-সম্ভার প্রেরিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেন যে, বর্তমান যুদ্ধের অসংখ্য বিভিন্ন রোগের মুকাবিলা করিবার জন্য জল ও ইথারের ব্যবহার ঐ সব রোগে যাদুমন্ত্র প্রেরিত হইবে।

ভারতীয় সেলাই মিল—গত ১৯৪৩-৪৪ সালে অন্যান্য ইতিহা নাম মাত্রমুক্তকারি বাদে মুইজেন দেশীয় কোম্পানী ভারতবর্ষের অবস্থান, বেহালী, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও লাহোর —এই ৫টী স্থানে ৫টী সেলাইয়ের কারখানা স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে বর্তমানে যত সেলাই ব্যবহৃত হয় তাহার শতকরা ৮০ ভাগই এই ৫টী কারখানায়ত প্রস্তুত হইতেছে।

ইস্পাতের উন্নতরূপে ক্ষতি—ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগ সম্প্রতি-অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রতি ১০০টী ইস্পাত প্রস্তুতকারী কারখানার ১টি গড়ে ৩০ করে এবং প্রতি বৎসর এইভাবে ইস্পাত কমিয়া ৫০ লক্ষ টন গড় হয়। উহার মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৎসরে ১০ লক্ষ টন। ভারতবর্ষে বর্তমানে খাদ্যদ্রব্য হইতে প্রাপ্ত পাইবার জন্য এই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে।

ইংলণ্ডের মত আমেরিকাই ব্যক্তিদের সম্পত্তির পরিমাণ—বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে ইংলণ্ডের মত আমেরিকাই ব্যক্তিদের মধ্যে ১ কোটী ১৪ লক্ষ লোক কোটীপতিদের শ্রেণিভুক্ত ছিল। যুদ্ধের ফলে বর্তমান সময়ে ঐ দেশের ১ কোটী ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের নামে শ্রেণিভুক্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডের মত আমেরিকাই ব্যক্তিদের কোটীপতিদের

কোম্পানী প্রসঙ্গ

নিউ ইণ্ডিয়া এসিউরেন্স কোং লিঃ

আমরা বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ নিউ ইণ্ডিয়া এসিউরেন্স কোং লিঃ-এর ১৯৪০ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই কার্য্যবিবরণী হইতে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসরে অগ্নিবীমা, দুর্ঘটনা ও বিবিধ বীমা, জীবন বীমা প্রভৃতি বিভাগে কোম্পানীর বিশেষ সন্তোষজনক কাজ হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর অগ্নিবীমা বিভাগে প্রিমিয়াম বাবদ মোট ৬৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫৯১ টাকা আয় হইয়াছে এবং এই বাবদ কোম্পানীর উপর মোট ২৫ লক্ষ ২৩ হাজার ২৬৮ টাকা দাবী হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে কোম্পানীর হাতে রিইন্সিওরেন্স ও অতিরিক্ত মজুত তহবিল মোট ৩১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৩৭ টাকা জমা ছিল। পূর্ব্ব বৎসরে এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৩৩ টাকা।

দুর্ঘটনা ও বিবিধ বীমা বিভাগে ১৯৪০ সালে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ১৭ লক্ষ ৫২ হাজার ৫২৮ টাকা আয় হয় এবং কোম্পানীর উপর ৭ লক্ষ ১২ হাজার ১৪০ টাকা দাবী হয়। বৎসরের শেষে এই বিভাগের মজুত তহবিল ও অতিরিক্ত মজুত তহবিলে মোট ১৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ১২ টাকা জমা ছিল। পূর্ব্ব বৎসরের শেষে এই জমার পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৪১৬ টাকা।

১৯৪০ সালে সামুদ্রিক বীমা বিভাগে কোম্পানীর ৪৫ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৭৭ টাকা প্রিমিয়াম বাবদ আয় হয় এবং কোম্পানীর উপর মোট ৩৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৪৭ টাকা দাবী হয়। বৎসরের শেষে কোম্পানীর এই বিভাগে মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৯১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯০০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের শেষে তহবিলের পরিমাণ ৬৯ লক্ষ ৪১ হাজার ২৭৬ টাকা ছিল।

জীবন বীমা বিভাগে আলোচ্য বৎসরে ১১ হাজার ৫১৪টি পলিসিতে মোট ৩ কোটী ৪৫ লক্ষ ৫১ হাজার এক টাকার নূতন বীমার কাজ হইয়াছে। বৎসরের শেষে কোম্পানীতে মোট চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ১৮ কোটী ৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ২৭২ টাকা। এই বৎসরে উক্ত বিভাগে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ৯৪ লক্ষ ৪২ হাজার ২১৮ টাকা আয় হয় এবং কোম্পানীর উপর মোট ১৩ লক্ষ ৮ হাজার ৪৪০ টাকা দাবী হয়। আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগে বাজের হার ছিল প্রিমিয়াম বাবদ মোট আয়ের শতকরা ২৯'৩ ভাগ। এই বৎসরের শেষে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটী ১৯ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৭৭ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৫৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৪৯ টাকা। আলোচ্য বর্ষের শেষে কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগে মোট বিলের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ১৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৮০ টাকা। এই টাকার মধ্যে লগ্নির বন্ধকে ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, পলিসি বন্ধকে ৮ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, অটোমেটিক নন-ফরফিচার ব্যবস্থার বাবদ হিসাবে ১৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা, ভারত সরকারের সিকিউরিটীতে ১ কোটী ৫৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা, মিউনিসিপালিটী ও পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চারে ৫৯ হাজার ৩৩৩ টাকা এবং ইহা ও সেয়ারে ২ কোটী টাকার উপর জমা ছিল। উহা হইতে বুঝা যায় যে, কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিল নিরাপদ ও সাবধানতা অবলম্বনে বিনিয়োজিত রহিয়াছে।

নিউ ইণ্ডিয়া ডি এজার বুদ্ধাভাব বীমা প্রতিষ্ঠান আরও এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৯৪০ সালের শেষে উহার আদায়ী মূলধন (২১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা) এবং বিভিন্ন বিভাগের তহবিল ৩৬ টাকা (৩ কোটী ৮৫ লক্ষ ৯ হাজার টাকা) মিলিয়া উহার মোট তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটী ৫৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। ১৯৩৯ সালের শেষ তারিখের তুলনায় উহা ৭০ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা বেশী।

১৯৪০ সালের উদ্বৃত্ত ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা লইয়া এবং ট্রাষ্ট বাবদ ২১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও অন্যান্য পাওনা বাবদ ৫০ হাজার টাকার সংস্থান করিয়া ১৯৪০ সালের শেষে নিউ ইণ্ডিয়ার লাভ-ক্ষতির হিসাবে ১২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা মজুত হয়। উহা হইতে আলোচ্য বর্ষের জন্য অংশীদারগণকে প্রতি শেয়ারে (আদায়ী ১৫ টাকা) আয়করমুক্তভাবে ১৮ টাকা লভ্যাংশ এবং প্রতি শেয়ারে আয়করমুক্তভাবে ৮০ টাকা মূল্যের বোনাস দেওয়া হইয়াছে।

অদ্য ২৬শে জুলাই তারিখে নিউ ইণ্ডিয়ার ২৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। এই কোম্পানী ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের একটী গৌরবস্বরূপ প্রতিষ্ঠান। আমরা উহার আরও সমৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

ক্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিউরেন্স কোং

আমরা কানপুরের ক্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিউরেন্স কোম্পানীর ১৯৪০ সালের রিপোর্ট পাইয়াছি। উহা কোম্পানীর নবম বার্ষিক রিপোর্ট। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর কাজের সন্তোষজনক উন্নতি হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই বৎসরে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিল বহির্ভারতের হইতে এক পরিমাণ বৃদ্ধির হার ২৭৫ পাইয়াছে। কানপুরের ভারতবিখ্যাত শিল্প-ব্যবসায়ী লাল পদমপত নিবাসিরা এই কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি।

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(১৯০৮ সনের কোম্পানী আইন—অনুযায়ী রেজিষ্টীকৃত)

একমাত্র অফিসঃ ব্যাঙ্কিং হাউস, বরোদা

অনুমোদিত মূলধন		৫,৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন		২,০০,০০,০০০৲ "
আদায়ী দেওয়া মূলধন		১,০০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন	(৩১-৮-৪০)	৯৯,৯৯,৫৮০৲ "
মজুত তহবিল	— —	১,০০,০০,০০০৲ "

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস :—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতার লোক্যাল কমিটি

শেঠ বৈদ্যনাথ জালান (বেঙ্গল ফ্লাওয়ার মিলস্‌লিঃ)

ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ লাহা, এম, এ ; বি, এল ; পি, এইচ, ডি ; (বেঙ্গল ক্যেমিক্যাল লাহা এণ্ড কোং)

শেঠ সুরজমল মোটা (মুর ও আর্ভিন কোম্পানি লিঃ)

মিঃ ডে এম বারেন্স ; বি, বি, এ ; আর, এ (বারেন্সার্স, ব্যাঙ্কার্স ইণ্ডিয়া ষ্টেরলিং কোং লিঃ)

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়

ভক্টর বি প্রাউডফুট, ম্যানেজার, কলিকাতা।

এম এইচ মোদাকার, এজেন্ট, কলিকাতা।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসম্বলিত একটি সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

অন্যান্য অফিস কলিকাতা অফিস—

বাণীগঞ্জ, তমারীপুর, কক্সবাজার ও ফাজিলহাট

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, ডিব্রুগড়, নারায়ণগঞ্জ, লোহাগাড়া, সোনাপুর, চৌধুরী, টাঙ্গুয়া, পুরাণবাজার, সেলী, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, ডিব্রুগড়, গৌহাটিগড়, পুর্ণিয়া, পাটনা, বেনারস, আরা, রাঁচী, তাজপুর, তাজপেরপুর, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রা।

কাটিহার এবং মিরকাদিম শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

কার্য্যকরী তহবিল

১,৫০,০০,০০০৲ প্রায় দেড় কোটি টাকা

এজেন্সী ভারতের সর্ব্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি পাল।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : কাল—১৮৯১

শাখাসমূহ :

টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

স্থাপিত : ১৯১৩

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেডঃ অফিস :—নারায়ণগঞ্জ কলিকাতা অফিস :—১৭৬, কর্ণ ষ্ট্রীট।

ফোন :—বড়বাজার ১৯৭

ক্লিয়ারিং-এর যাবতীয় সুযোগ সহ
ক্রমোন্নতিশীল ভারতীয় ব্যাঙ্ক

শাখা সমূহ :—সিরাজগঞ্জ, সিলেট, ময়মনসিংহ, করিমগঞ্জ, বরিশাল ও ঢাকা।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান ম্যানেজার :
শ্রীকামিনীকুমার পাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটী গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪০ সালে নূতন এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমস্যার পরিবিচিত্রতার ইহার প্রভূত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সচ্ছলতার সাক্ষ্যদান, বীমাদাতার নিরাপত্তা, পরিচালনপদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সদাজাগ্রতিই এই অগ্রযাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা ২৫ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকার উপর	
বীমা তহবিল—	৫ ,, ৪২ ,, ,,
রিজিয়ের্ভ আয়—১ ,, ১২ ,, ,,	
মোট সাধারণ—	আয় ৬ কোটী টাকা
দাবী শোধ (১৯০১-৪০)	তিন কোটী টাকার উপর
নূতন বীমা (১৯৪০)	৪ কোটী ৫১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড,
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং-এর যাবতীয় সুযোগসহ
ক্রমোন্নতিশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

কুবের ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৩৩।৩৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—কলিকাতা শাখা—
বড়বাজার, শ্যামবাজার ও দক্ষিণ কলিকাতা

—অন্যান্য শাখা—
ঢাকা, নারিন্দুয়া, নারায়ণগঞ্জ, রাণাঘাট, কুষ্টিয়া, বারাসত, শালী, বেলুড়, ভাটপাড়া, কালিম্পং, শিলিগুড়ী, দার্জ্জিলিং, রাজসাহী, নওগাঁ, বাঁকুড়া, বালেশ্বর, আসাম, কাটরাম, চন্দননগর, মিডনাপুর ও বালেশ্বর।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস, কে, চক্রবর্ত্তী

ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের এই কোম্পানী যে উত্তরোত্তর আরও উন্নতি লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগে মোট ৫১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় উহা শতকরা ২১ ভাগ বেশী। এই বৎসরে রিভিয়ার বাবদ কোম্পানীর মোট ৭ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা আয় হইয়াছে এবং কোম্পানীর উপর ৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা দাবী হইয়াছে। এই বৎসরে কোম্পানীর নিজস্ব খরচা বাবদ যে টাকা ব্যয়িত হইয়াছে তাহা লইয়া বৎসরের শেষে জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় উহা শতকরা ৯০ ভাগ বেশী। কোম্পানীর হালনাল বীমা দৃষ্টে দেখা যায় যে, উহার তহবিল নিরাপদভাবে লগ্নন করা রহিয়াছে।

কোম্পানী জীবন বীমা ছাড়া সাধারণ বীমার কাজও করিয়া থাকেন। এই বিভাগে আলোচ্য বৎসরে রিভিয়ার বাবদ ১৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। সম্প্রতি কোম্পানী সামুদ্রিক বীমার কাজও আরম্ভ করিয়াছেন।

বৎসরের শেষে কোম্পানীর আগামী মূল্যের পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭ শত টাকা।

মিঃ এস কে আদিত্য এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। কোম্পানীর উন্নতির মূলে তাঁহার কৃতিত্বও কম নহে। আমরা ইহা ইতিপূর্ব্বে আরও উন্নতি কামনা করি।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইউনিটী ট্রেডার্স লিঃ—রেজিষ্টার্ড অফিস—২২ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। ৫১ ও অধিক ব্যবসায়।

কেমিকো কোল এণ্ড কেমিকেল ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া) লিঃ—রেজিষ্টার্ড মিঃ কে দত্ত। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবসা।

হিন্দুস্থান ইনভেষ্ট অ্যাসুরেন্স-কোম্পানি লিঃ—রেজিষ্টার্ড মিঃ এস এস বিশ্বাস। রেজিষ্টার্ড অফিস ৩ বেথাল এভেনিউ লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৪ কোটী টাকা। বিমের কারবার।

ইষ্টার্ণ ফার্মাসিয়াল সিণ্ডিকেট লিঃ—রেজিষ্টার্ড মিঃ এস কে দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস ১০, ষ্ট্রাইড ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা, সাধারণ ব্যবসা।

ইউনাইটেড কোল কোং লিঃ—রেজিষ্টার্ড মিঃ বি কাবেরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা, কয়লার ব্যবসা।

বিবিধ কোম্পানীর সংবাদ

ত্রিবাঙ্কোর জুট মিলস্—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ১০৲ টাকা। **এম্পায়ার জুট মিলস্**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ১০৲ টাকা। **ভেলভিন জুট মিলস্**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৩৲ টাকা। **বেলিঘাটা জুট মিলস্**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ১৫৲ টাকা। **বাইদ্যবাটী কেমিক্যাল এণ্ড ফার্টিলাইজার্স লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ১৫৲ টাকা। **খাস কাজোরা কোল কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৩৲ টাকা। **বারাসত-বসিরহাট রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৯৲ টাকা। **ডায়মণ্ড-হারবার রেলওয়ে**—গত ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৯৲ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩রা অক্টোবর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পক্ষ অন্তর পক্ষান্তরে মন্দাই চলিয়া আসিতেছে। তবে মাঝে মাঝে দুই তিন দিন এবং মাঝে মাঝে দুই-একদিন মধ্যে চাহিদামাফিক পরিমাণের সর্ত্তে অনেক স্থলে হার তিন কলিকাতার সওদায় ১০ আনা এমন কোথাও সওদা ১০ আনা।

গত ৩রা আক্টোবর আরম্ভ সপ্তাহে মফস্বল আদায় তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয়, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৸৵৩ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৸৵৬ আনা মূল্যের পক্ষতরা প্রায় ৫৫ লাখ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের পড়তরতা মূল্যের হার মাথিক পড়তরা ৸৵১১ পাই বিনামে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ১০ই অক্টোবর—মেলা ১১টা (ব্যাঙ্কার্স সময়) পর্য্যন্ত মেয়াদের এক ৯ই অক্টোবর তারিখের সওদায় তদুপ আমুক তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। বাঁহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহাদিগকে ১৩ই অক্টোবর তারিখে টাকা জমা দিতে হইবে।

১৯৪৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ইচ্ছা বিভাগের নিকট বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময়-বাজারে এ সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিগ্রাফি (প্রতি টাকায়)	১ শি. ৫৪৷ পেন্স
ঐ বোম্বাই	"
ডি এ ডিমাণ্ড ("	১শি ৩৷ পেন্স
ডি এ ৩মাসের ("	১শি ৩৷৷ পেন্স
জাপান (প্রতি শত)	৯৯৸৵৩ আনা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৬ই সেপ্টেম্বরের হিসাবে দেখা যায়, ঐ তারিখে তাহার চলতি দেয়ীর পরিমাণ ছিল ৯৯৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ৯৫০ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। গত ৩রা অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৮৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা এবং ১৮০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩রা অক্টোবর—পূজা ও উৎসব ছুটী উপলক্ষে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতার শেয়ার-বাজার বন্ধ হয় এবং ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্বন্ধে আজকাল সকলে চিন্তিত হইয়াছে যে, আজ অনেকদিনের মধ্যে কারবারীর সমাগম ঘটিবে। মূল দেশ হইতে সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ শেয়ারের দাম পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকায় সেই সময় বাজারে শেয়ার-ক্রয়কারের মধ্যে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। ছেলেদের দিন হইতে এই উপলক্ষে মূল্য পূজার ছুটীর পূর্ব্বে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে অধিকাংশ শেয়ারেরই বিশেষ মূল্য হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। তখন বাজারে যেরূপ সব পূর্ব্বে সম্ভাবনা বিরাজ করিতে থাকে। ছুটীর মধ্যে অবশ্য ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতি হইয়া উঠিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সর্ব্বত্র গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহার উপর ব্রিটিশ সরকার স্বয়ং সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধ আরম্ভের আশঙ্কানুযায়ী ১৯৩৯ সালের মধ্যে যে সেস ইউরোপের যুদ্ধ চলিবে। এই সময় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাজার হইতে যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনাজনিত অতিরিক্ত সেয়ার-বীমারের সমাবেশ আরম্ভ হইয়াছে এবং ১৩ দিন ধরের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ে বাজার পুনর্নিবেশে বাজারের সর্ব্বশ্রেণী আবেদনের অধিক পরিমাণ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। সাধারণ দুই একটী স্টেপ্লারের মূল্য হ্রাস ব্যতীত আলোচ্য সপ্তাহে যে চারদিন বাজারে কাজ হইয়াছে, তাহার প্রায়শই বাজারে তেজী ভাব বিরাজমান ছিল এবং বিশেষ করিয়া কয়লার খনি ও ইঞ্জিনের শেয়ারসমূহে সন্তোষ উন্নতি দেখা গিয়াছে। ব্যাঙ্কলিস কোম্পানীর পরিচালিত ফেলো মেইন, ইণ্ডুস্ট্রীয়েল, মজুমদার, অক্সো আন্দুরিয়া প্রভৃতি কয়লার খনির বিভিন্নতের ভাল ব্যবসার বাজারে উচ্চ পরিবর্দ্ধিত শেয়ারের উপর সন্তোষের অধিকতর আবেদনের আভাষ হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণসমূহের বড় প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। মূলার পূর্ব্বের ৯৯৸৵ টাকার স্থলে এক স্থলের কোম্পানীর কাগজ বর্দ্ধিতরূপে ৯৯৸৵৩ আনা দরে বিক্রীত হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—ভারত সরকারের নিকট হইতে অন্যের মূলধন শেয়ারপিছু একখানি করিয়া নূতন শেয়ার সমমূল্যে বিক্রয় করিবার অনুমতি লাভ করায় আলোচ্য সপ্তাহে ইউনাইটেড কমার্শিয়ালের শেয়ারের দর পূর্ব্বার সুপ্রতিষ্ঠায় ২৯৸৵ টাকা হইতে ৩০৸৵ টাকায় উঠিয়াছে। ন্যাশনাল আলোচ্য সপ্তাহে ১০০৸৵ টাকায় কারবারিতে ফেলাফেলা হইয়াছে।

কাগজের কল—পূজার ছুটী যে কয় দিন ছাড়া অপেক্ষা অবশেষী কলের শেয়ারের সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত কাগজের কলের শেয়ার-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কোন কার্য্যকরতা দেখা যায় নাই।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার-বাজারের যাবতীয় কয়লা খনির শেয়ারগুলি সম্বন্ধে অধিক পরিমাণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং মূলাবকাশের ছুটী আসন্ন হাজার ঘুলিবার দিন কলিকাতার অধিকাংশ খনির শেয়ারেরই উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। তবে বিভিন্নতের ঘোষণার ফল একমাত্র বরাকরের চাহিদাই বাজারে কম ছিল, তাহা ছাড়া অন্যান্য প্রায় সব কয়লার খনির শেয়ারেরই ও-সপ্তাহে ভাল কেনাবেচা হইয়াছে। ঘোষণাতে এক বারমতের শেয়ার ৩৯৸৵০ হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ৪১৸৵০ আনায় উঠিয়াছে।

ইস্পাত—আলোচ্য সপ্তাহে ইস্পাতের শেয়ার বাজারের ছুটী অবস্থানকালে বেশী বিক্রীত এবং প্রায় সকল শেয়ারেই কিছু কিছু মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং শেয়ারসমূহের মধ্যে একমাত্র ইঞ্জিনিয়ার আয়রন এণ্ড ষ্টীল ও ইণ্ডিয়া মেশিনারিজের শেয়ারের সম্বন্ধেই বেশী কাজ হয়, অবশ্য ঐ দুইটী শেয়ারের মূল্যহ্রাস বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। ফেলফ্রেই, ডানলপ আরম্ভ, বুরাকপুরী প্রভৃতির শেয়ারের মূল্য বর্দ্ধনার সপ্তাহে প্রায় একরূপই ছিল। মেসার্স এম কোং আলোচ্য সপ্তাহে বাজার পুনিবার পর সামান্য পরিমাণ উন্নতিলাভ করিয়াছে।

টিনের খনি—আলোচ্য সপ্তাহে টিনিং-কলের শেয়ারসমূহের মধ্যে কেরু এণ্ড কোম্পানীর শেয়ারে সামান্য উন্নতি দেখা গিয়াছে এবং অন্যান্য সকল শেয়ারের মূল্য প্রায় অপরিবর্ত্তিত আছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারসমূহের বিশেষ কোন কাজ হয় নাই।

বিবিধ—আলোচ্য সপ্তাহে বেঙ্গলীমুক্ত কলিকাতীয় শেয়ারের মূল্য ১৭৸৵ টাকা হইতে ১৭৸৵ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। ওয়েলফার্ট ট্রাম্প, বি আই কর্পোরেশন, মিঠে এলিয়াজীর ইণ্ডাস্ট্রিয়েল, মোটার ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতির শেয়ার বর্দ্ধমান সপ্তাহে প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩রা অক্টোবর।

আলোচ্য সপ্তাহে পাট চাষ সম্বন্ধে নূতনভাবে প্রকাশিত হইবার পরও কলিকাতা পাটের বাজারে বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হয় নাই। হিসাবানুসারে এবার মাত্র ৫৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে, অথচ গত বৎসর কলিকাতায় মিল-সমূহ ৫৫ লক্ষ বেল পাট ব্যবহার করিয়াছিল। অবশ্য এবার যেরূপ ভাবাপন্ন অবস্থা ১০ লক্ষ বেল পাট অধিকে রপ্তানী হইবার আশা আছে এবং সাময়িক পরিস্থিতিরও উন্নতি লক্ষিত হইলে আরও বেশী পরিমাণ পাট রপ্তানী করা চলিতে পারে। পক্ষান্তরেও গত হইতে প্রকাশিত এই হিসাব যদি নির্ভুল হয় তাহা হইলে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আলোচ্য হিসাবসমূহে এবৎসর উৎপাদনের অঙ্কপাতে অতিরিক্ত হইতে হইবে। তবে হিসাবদাতারা অবশ্য অবশ্য সরকারী হিসাবে পাটের উৎপাদন কম করিয়া বলা হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে সাধারণ এক ধারণা হইয়াছে যে হিসাবের ২২ লক্ষ স্থানে ৬৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হওয়াই কিছু আশ্চর্য্য নয়।

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে বিভিন্নরূপ বিরাম করিয়াছে এমন লক্ষণও বিশেষ হয় নাই। ৮৫৲ টাকা দরে সামান্য পরিমাণ পাট ক্রয় বেচাকি ও ৭৭৲ টাকা দরে সামান্য পরিমাণ অন্য ক্রয় বেচাকি এ সপ্তাহে স্থায়ী হইয়াছে।

আলোচ্য পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রেতাগণের আগ্রহশীল মানসিকের বিষয়তাজাত বিশেষ উৎসাহ দেখান নাই। ফলতঃ ডাইক ধার ৭টার শ্রেণীর পাট আলোচ্য সপ্তাহে ১৭০৲ আনা দরে বিক্রীত হইয়াছে।

(৫১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এম্প্লায়ার অব্ ইণ্ডিয়া
লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী
লিমিটেড
স্থাপিত—১৮৯৯ সাল
●
—উন্নতির পরিচয়—
মজুদ্দির পরিমাণ
৩,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ
১৬৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ
৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর
বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার মধ্যে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের অনিশ্চিত দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।
ডি, এন, দাস এণ্ড সন্স লিঃ
চিফ এজেন্ট্স
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম
২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৪শে সেপ্টেম্বর	২৭শে অক্টোবর	৩রা অক্টোবর	৯ই অক্টোবর	১৬ই অক্টোবর	২৩শে অক্টোবর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...			৩৯/০	৩৮৫০	৩৯।৵০	৩৯৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...			৩৯৬৵০	৩৯৩০	৩৯৵০	৩৯।০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...			১১১।০	১১১৸০	১১৭৲	১১৯৩০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...			১১৪।০	১১।১০	১১৩৵০	১১৩৵০
সিমির দর—প্রতিমণ (কলিকাতা) ...			৪৭।০	৪৮৵০	৪৯৵০	৪৯।৵০
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...			৯৯৬৵০-৯৯।০	৯৯৬৵০-৯৯৬৵০	৯৯৸৵০	৯৯৬৵০-৯৯৬৵০
মেয়াদের জন্য (সংরক্ষিত ও সাধারণ)						
ইন্সিওরান্সে—						
ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...			৪৯।৵০-৫০৷৵০	৪৯।৵০-৫১৵০	৫০৷৵০-৫১।৵০	৪৯৲০-৫০৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি ...			৩১।০-৩১৷০	৩১।০-৩১৷৵০	৩১৲—৩১।০	৩১।০-৩১৷০
টুয়ারটুরী—প্রতি ...			১১।৵০-১১৷৵০	—	১১৷০	১১।০
এসুবিনিয়াম কর্পোরেশন ...			১৮৲-১৮৵০	১৮৵০-১৮৵০	১৮।০	—
ফেনা ...			৯৲	৯৩৵০-৯১৲	৯৪৵০-৯৫৲	৯৪৵০-৯৫৵০
বার্মাশেল ...			৪৵০-৪৵০	৪৷৵০-৪।০	৪৷৵০-৪৸০	—
ব্রাডমান আয়রন ষ্টীল ...			১০৬৵০-১০৮০	১০৮৵০-১০৮০	১০৯৷৵০-১০৯৵০	—
মেসার্সটেন্ডার কোং ...			১১১৵০-১১১০	—	১১১৵০	১১।০-১১৸০
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...			৪৮৵০-৪৯৵০	৪৯৲০-৪৯৸০	৪৮৵০-৪৯৸০	৪৯।০-৪৯৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...			৬৵০-৬৲	৬৵০-৬৲	৬৵০-৬৵০	৬৵০-৬৵০
ব্যাঙ্ক—ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...			—	১৩০।০	—	১৩০৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...			৪৪।—৪১৲	৪৪৲-৪৪৸০	৪৪।০-৪১৲	৪৪৸০
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ...			—	—	১৪।০	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...			৪০৲-৪০৸৵০	৪০৷৵০-৪১৸০	৪০৷৵০-৪০৲	৪০৵০-৪১।৵০
আলুবেড়ে ...			১০।০-১০৵০	১০৷৵০-১১।০	১০৷৵০-১০।০	১০৷—১০।০
রাণীগঞ্জ ...			৪৯৸০-৫০৲	৪৯৷০-৪৯।৵০	৪৯৲-৪৯৷০	৪৯৸০-৪৯৸০
ইন্ডাষ্ট্রিয়েল ...			৬৪।৵০-৬৫৲	৬৪৸০-৬৪।০	৬৪৸০-৬৫৲	৬৪।০-৬৪৸০
নাইট কয়লাপুরা ...			২০৸০-২০৷০	২১।০-২১৷০	২১৸০-২১৲	২১।০-২১৸০
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ			৮৵০-৮৵০	৮।৵০-৮।০	৮।৵০-৮।৵০	৮।৵০-৮।০
বাসবাস ...			—	২৯৲-২৯৸০	—	—
কানপুর ট্রেডার্সলিঃ ...			১৭৲	১৭৫৸০-১৭৫০	১৭৫৵০-১৭৫৵০	১৭৫৵০-১৭৫৵০

'যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা'

এস্থলে আমরা চিরন্তন জীবন-যুদ্ধেরই কথা বলিতেছি। এই অবশ্য জীবন-যুদ্ধ একান্তরে ব্যক্তিগত এবং অসমর ব্যাপার। আর্থিক সচ্ছলতাই এই ব্যবসায়ক্ষেত্রের জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার একমাত্র উপায়।

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

চেয়ারম্যান——কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

হেড অফিস : ৩৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড :: কলিকাতা।

ফোন—কলি: ৭৪৭

সি টি ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা

শ্যামবাজার ও ময়মনসিংহ

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার—শ্রীশিশিরকুমার বিশ্বাস

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি

১৮৭, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। ফোন : সি কে ৬৯১০ এবং ১৮৬

মূলধন

অনুমোদিত—১,০০,০০,০০০ টাকা বিক্রীত—৩,৫০,০০০ টাকা

বিলিকৃত—১৮,০০,০০০ টাকা আদায়ী—৫,৫০,৭৫৫ টাকা

সন্তোষে ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৭ সালে শতকরা ৬৲ টাকা।

স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়—সুদ ত্রৈমাসিকে দেয়।

বিভিন্ন মূল্যের বাড়ী এবং জমি সর্ব্বদাই বিক্রয়ের জন্য আমাদের নিকট মজুত থাকে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—৮৩ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—মিঃ জে সি ঘোষ

বিভিন্ন ডিপোজিটের সুদের হার আবেদন করিলে জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে অনুমোদিত জামিন রাখিয়া ঋণ, ওভারড্রাফ্‌ট ও ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করা হয়।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৮শে সেপ্টেম্বর	৩০শে অক্টোবর	৩১শে অক্টোবর	১লা অক্টোবর	২রা অক্টোবর	৩রা অক্টোবর
এসোসিয়েটেড মটর বিজনেস লিঃ			৯৯।৵-৯৯৷৵	৯৭৸৵-৯৮৵	৯৭৷৵-৯৮৵	৯৭৷৵-৯৮৵
ফেডারেশন ...			১৫৵৵	—	১৫৵৵	১৫৵৵
ক্যালকেমিক্যাল—বঙ্গলক্ষ্মী কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ			—	—	২০৸৵-২০৷৵	২০৸৵
টাটা কেমিক্যাল ডিষ্ট্রিবিউটার্স ...			—	—	—	—
ইউনিয়ন ...			১৪৷৵-১৫৵	১৪৸৵-১৪৷৵	১৪৸৵-১৪৸৵	১৪৸৵
ইলেক্ট্রিক্যাল—কলকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ			২৬৵-২৬৷৵	২৬৸৵-২৬৷৵	২৬৸৵-২৬৸৵	২৬৸৵
এসোসিয়েটেড ইলেক্ট্রিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ			৩৩৸৵	—	৩৩৸৵	৩৩৸৵
ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন			৪৪৸৵-৪৪৷৵	৪৪৸৵	৪৪৸৵-৪৪৷৵	৪৪৸৵-৪৪৷৵
কমার্শিয়াল ...			৯৪৸৵	৪৪৸৵-৪৪৷৵	৯৪৸৵	৯৪৸৵-৯৫৵
জেনারেল ...			১২৭৸৵-১৩০৵	১৩০৸৵-১৩৪৸৵	১৩০৸৵-১৩৭৸৵	১২৯৸৵-১৩০৸৵
ডিমেণ্ড ...			১১৫৸৵-১১৫৸৵	১১৫৸৵-১১৬৸৵	১১৫৸৵-১১৬৸৵	১১৫৸৵-১১৫৸৵
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ...			—	৬৭৸৵-৬৭৷৵	৬৬৸৵-৬৬৸৵	৬৬৸৵
ব্যাঙ্কার্স ...			৪৪৸৵	৪৪৸৵-৪৪৸৵	৪৪৸৵-৪৪৸৵	৪৪৸৵-৪৫৵
ইউনাইটেড ...			৮৫৷৵-৮৫৷৵	৮৭৸৵-৮৭৸৵	৮৮৸৵-৮৮৸৵	৮৮৸৵
ইণ্ডিয়া ...			১৯৸৵-১৯৸৵	১৯৸৵	১৯৸৵-১৯৷৵	১৯৸৵-১৯৷৵
ন্যাশনাল ...			—	৪১৸৵-৪১৷৵	—	—
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...			২১৮৸৵-২১৯৷৵	২১৮৸৵-২১৯৷৵	২১৯৸৵-২২০৷৵	—
ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল ...			—	—	—	১৯৮৸৵-১৯৯৷৵
ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ...			—	—	—	৪৭৸৵
ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ...			১৯৯৸৵-১৯৮৵	১৯৮৵	১৯৸৵-১৯৮৸৵	১৯৸৵-১৯৮৸৵
ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ...			৬৸৵-৬৮৵	৬৸৵-৬৯৵	৬৸৵	৬৸৵-৬৯৵
নিউ ইণ্ডিয়া ...			১৭৯৸৵-১৮০৵	১৭৯৸৵-১৮০৵	১৭৯৸৵	১৭৯৸৵
ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান ...			৪৪৸৵-৪৫৸৵	৪৪৸৵-৪৫৸৵	৪৪৸৵-৪৫৸৵	৪৪৸৵-৪৫৸৵
ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্স্যিওরেন্স কোং লিঃ			—	—	—	১৪৮৵
আলায়েন্স ইন্স্যিওরেন্স লিমিটেড ...			১৬৬৵	১৭৸৵-১৭৷৵	—	১৬৫৸৵-১৬৷৵
ন্যাশনাল ইন্স্যিওরেন্স ...			৫৩৫৵	—	৪৬৷৵-৪৬৸৵	৪৬৷৵
নিউ এশিয়াটিক ইন্স্যিওরেন্স ...			—	—	১৯৷৵	১১৸৵-১১৷৵

(বাজারের হালচাল—৫৫৪ পৃষ্ঠার পর)

গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার বাজারে মোট ৫ লক্ষ ২৮ হাজার বেল পাট আসিয়াছে। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ঐ পাটের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৯১ হাজার বেল। সেপ্টেম্বর মাসেও পাট লইয়া কর্তৃপক্ষের প্রবল ধর্মঘট চলায় এখনো পর্যন্ত কলিকাতার বাজারে মোট ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার বেল পাট আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

১৯৪৪ সালের পাটচাষ সম্পর্কে চূড়ান্ত পূর্বাভাষ—

প্রদেশ আদায়	আয়তন (একর)		ফলন (বেল)	
	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৩	১৯৪৪
বাংলা	৩,১৩৯,৫০০	১,৯৩১,৩০০	৭,০৬৫,০০০	৩,৩৪৯,০০০
বুলন্দশহর	২৩,০০০	১৯,৫০০	৩৮,২০০	৩৪,৫০০
হিসুয়া	১১,০০০	৯,০০০	১৫,০০০	১০,০০০
বিহার	১২৫,০০০	১৩৩,০০০	২৩৫,০০০	২৪৪,০০০
উড়িষ্যা	১৩,০০০	১৩,৫০০	৩৬,০০০	৩৮,০০০
আসাম	১৭১,০০০	১৪৮,৫০০	৩০৯,০০০	২৪০,০০০
মোট	১,৩৪৩,৫০০	২,১০৩,৩০০	৭,৭০৯,২০০	৩,৪৯৭,৫০০

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩রা অক্টোবর—তুলা ও উহা হইতে প্রস্তুত কলিকাতার বাজারের যে পরিমাণ চাহিদা ছিল তাহা সন্তোষজনক হইলেও কাপড়ের ব্যবসায় যথা থাকায় ব্যবসায়ের অবস্থা অনুরূপ ভোগ করিতে হইয়াছে। উৎসবাদি শেষ হওয়ার পরিণামে কলিকাতার বাজারের সামগ্রিক উৎকণ্ঠা হ্রাসিত হইয়া আসিয়াছে এবং কর্তৃপক্ষ আবার বেশী পরিমাণ কাপড় আনাইবার জন্য পথে আছেন বলিয়া সংবাদ পৌঁছিয়াছে। ফলে ব্যবসায়ের মধ্যে আশার সঞ্চার হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে সেপ্টেম্বর মাসে কেমিক্যাল সেক্সনের সর্বোচ্চ তুলার দাম ৪২৫৲ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল কিন্তু এখনকার চাহিদার মন্থরতার পর মূল্য আরও বাড়িবে কিনা এইরূপ ধারণা হওয়ায় বাজারে অনেকটা নিষ্প্রভ ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। বর্তমানে কেমিক্যাল সেক্সনের সর্বোচ্চ তুলার দাম দাঁড়াইয়াছে ৪১৮৲ টাকা।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৩রা অক্টোবর।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের সোনারূপার বাজারে অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবে কারবার চলে এবং তুলার পূর্বে বাজারে যে গতিভাবে দেখা গিয়াছিল তাহা এখন অনেকটা প্রতিহত হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে গত ৩০শে অক্টোবর প্রতিতোলা খিদিরপুর ৩৭৸৵ আনা হইতে ৩৮৸৵ আনায় নামিয়া আসে, যদিও এই তুলনায় সোনার বিশেষ মূল্য হ্রাস ঘটে নাই। সপ্তাহশেষে অবশ্য কলিকাতার বাজারে বিশি ও সোনা দুইই অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

রূপা

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রতি শত আউন্স রূপার মূল্য ১২২।৵ আনা হইতে ১১৮৸৵ আনায় নামিয়া যায়, পরে অবশ্য বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ১২৩৸৵ আনা পর্যন্ত টেকার প্রবলে অকস্মাৎ প্রবলভাবে তুলার মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। কলিকাতার বাজারে পূর্বের ন্যায় সপ্তাহশেষে তুলার কিছু পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শাখা : চন্দননগর, চট্টগ্রাম, রাজসাহী ও শিবসাগর

চলতি ও মেয়াদি হিসাবে
সুদ যথাক্রমে ১৷৵ আনা ও ২৲ টাকা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অডিটর্স ও.ও. ব্যাঙ্কার্স, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলেই জানান হয়। ফোন বি বি ৫১৮

ম্যানেজার—শ্রীঅতিলাল রায়

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

(রিজিষ্টার্ডভুক্ত)

হেড অফিস—১২ নং ক্রাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ... ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন... ১০,২৭,৯২০৲ ,,
আদায়ীকৃত ,, ... ৯,২৬,৫২০৲ ,,
কার্য্যকরী ,, ... ৭৫,০০,০০০৲ ,, উপরে

শাখাসমূহ :—হরেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, ডিব্রিগড়, বর্দ্ধমান, খুলনা, বালেশ্বর, মোমনসিং এবং ঢাকা।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা ফোন ক্যাল ৪২৫৩ (৩ লাইন)

—চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়—

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ,, ৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত ,, ৪০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত ,, ৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড ৬,৫৫,০০০৲ টাকার উপর

কলিকাতা শাখা অফিসের সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য ব্যাঙ্কের যে কোন অফিসে গৃহীত হইবে।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : ঢাকা। হেড অফিস : কলিকাতা অফিস : ৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

টাঙ্গাইল ২৩৮, মহাবন্ধুর রোড, ঢাকা ৪৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখা অফিস

পুরানবাজার, শ্রীনগর, লৌহজঙ্গ, দীঘিরপাড়, ফেরুপুর, কিশোরীয়া (দেশী), সদরঘাট (ঢাকা), হাটখোলা (২৭৮, আপার সিকুলার রোড, কলিকাতা), পূর্ণিয়া ও চেকিয়াজুলী (আসাম)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এম, চক্রবর্তী

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের হাউসিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে কৃতি-কিস্তিতে অর্থপ্রদানের কাল দেওয়া হয় ১০-৩০ বৎসর। কিন্তু এই ১০বৎসর-ব্যাপি-বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি [illegible] অর্থের ৪গুণে বিবেচনা করে। এক [illegible] এবং বসতবাটী বা তাহার পরিবারবর্গের সম্পত্তি কোনই ক্ষতি [illegible]

পদ্ধতির সামান্য একটু আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হইল। সুযোগ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

হেডঅফিস : ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওয়াটারপ্রুফের তৈরী

রবার ক্লথ
ষ্টর্ম ওয়াটার ব্যাগ
আইস ব্যাগ
এয়ার রিং ও কুশন
রাওয়া করা বালিশ
[illegible] ও এপ্রন ইত্যাদি

আমাদের তৈরী

ডাকব্যাক

ওয়াটারপ্রুফের মতই
ভারতের সর্বত্র সমাদৃত

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ
ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩৫

আপনার সঞ্চয়ের ক্ষুদ্র
প্রচেষ্টায় আমাদের
সকল
শক্তি নিয়োজিত

ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

শাখা :—
বড়বাজার, হাটখোলা, কলেজ ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, সিলেট, ফেরুপুর, বড়পেটা, গাজিরা (বি, এন, আর), রাজমহল ও বেনারস।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ [illegible]. চক্রবর্তী

লিলি বিস্কুট

লিলি
বিস্কুট
খাদ্য ও
গুণে—
অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং [illegible]

লিলি বালি
আদর্শ পথ্য ও পায়েস

লিলি-বালি

লিলি বিস্কুট কোং [illegible]

সতেরো বলরাম ঘোষ, কলিকাতা—আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেডের পক্ষে শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE B. B. 6382 REGD. NO. C. 2508

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীঅমৃতনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 16th October, 1944, সোমবার, ৩০শে আশ্বিন, ১৩৫১ [৭৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইণ্ডিয়ার পাওনার একটি হিসাব

বিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিজ ব্যবহারের যে ১২ শত কোটি টাকা পাওনা হইয়াছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা শোধ করিবেন কিনা এবং করিলেও তাহা কতদিনে কি ভাবে শোধ করা হইবে তৎসম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কোন প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় নাই। এই বিষয়ে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা সম্মেলনে ইংলণ্ডের প্রতিনিধি মিঃ এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে ভারতের পাওনা এই টাকা ভারতের করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। এই সাহায্য ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে আলোচনাও দেখা যাইতেছে। কিন্তু উক্ত ব্যাপারে একটী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি অদ্যাবধিই প্রকৃত পক্ষে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। বিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বর্ত্তমানে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের লিকুইডিটী হিসাবে যে ১২ শত কোটি টাকা মজুত আছে তাহা দোদুল্যমান লিকুইডিটী এবং উহার জন্য বিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি হারে সুদ পাইতেছে? একজনোমী 'ইণ্ডিয়ান কিনান্স' বলেন যে এই লিকুইডিটীর অধিকাংশই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারি বিল এবং উহার জন্য সরকার বাহিরে আই আদায় যেমনী সুদ পাওয়া যাইতেছে। এই 'অবশ্য এই টাকা যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ঋণ হিসাবে জমা হইত তাহা হইলে এখন ৭৬ পারসেণ্ট সরকার বার্ষিক ৩৷ টাকা হারে সুদ পাওয়া যাইত। 'ইণ্ডিয়ান কিনান্সের' এই উক্তি যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ভারতবাসী বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়া লিকুইডিটীর প্রতি এক্ষণে টাকার জন্য বৎসরে দুই টাকা হিসাবে এবং সমগ্র ১২ শত কোটি টাকার জন্য বৎসরে ২৪ কোটি টাকা ক্ষতি সহ্য করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে হিসাব নিকাশের মারপ্যাঁচ দ্বারা এই ভাবে ভারতবাসীর শত শত কোটি টাকার পাওনা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ইণ্ডিয়া লিকুইডিটীর সুদের ব্যাপারে তাহার আনুষঙ্গিকরূপ দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে।

ভারতে রেলের উন্নতির পরিকল্পনা

ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান সার এন সি সিংহ বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে ৩১২ কোটি টাকা ব্যয়ে রেলের ৫ হাজার মাইল নূতন রেলপথ স্থাপন এবং রেল যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির যে পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতের একটী মহাদেশের পক্ষে যাহা নিতান্ত অপরীহার্য্য বলিয়া গত ২১শে আশ্বিন তারিখের 'আর্থিক জগতে' আমরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। পরে ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব ল্যাবার এই প্রস্তাবের অভিমত সমর্থন করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষে অন্ততঃ ৫০ হাজার মাইল নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা উচিত। এই বিষয় সম্প্রতি আর এক লিখিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে তিনি ভারতের অধিকতর অগ্রগতির রেলপথের প্রসার এবং অন্যান্য দৃষ্টিতে রেলওয়ে তবে ব্যবস্থার উন্নতি বিষয়ে চিন্তামগ্ন নহেন। গত ১৮ আগষ্টের তারিখে লিখা হইতে বোঝিয়ের মন্ত্রণা

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৪৪৭-৪৪৭
ভারতের মুদ্রাস্ফীতির অর্থনীতিক কয়েকটি দিক	৪৪৮-৪৪৯
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর—	৪৪৯-৪৫০
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৪৫১
বাজারের হালচাল—	৪৫২-৪৫৪

কি

সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস :—১৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—উলুবেড়িয়া ও আমতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

কি: কে সি চক্রবর্ত্তী, বি-এল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

কি: অরবিন্দ রায় ডেপুটী ম্যানেজিং ডিরেক্টর

প্রভৃতি যেসকল মূলধনমূলক দ্রব্যের অভাব নাই বলিলেই চলে। এই সব দ্রব্যের সব কয়টি বিদেশ হইতে আমদানি না করিয়া আভ্যন্তরিকভাবে যে কিছুটা আমদানি বিকল্প পরিপোষণ করিতে হইবে তাহাই মি: কিনার পার্লামেন্টে সমর্থন করিতে হইবে বলিয়াই মি: কিনার মনে করেন। এই জাতীয় কোন ব্যবস্থাবলম্বনের সেজন্যই মানিয়া লইতে পারেন না—মহাযুদ্ধের জন্য অবশ্য দুঃখের কথা।

* * *

অবশ্য মিঃ কিনার অবশ্যকরণীয় বলিয়া এই কথা বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে, মি: কিনার পরিকল্পিত ও প্রস্তাবিত মূলধনমূলক দ্রব্যের জাতীয় পুনর্গঠনের ব্যাপারে কতটুকুর আবশ্যক হইবে তাহা কিছু বলিবার নাই। তবে মহাযুদ্ধোত্তর মি: কিনার সম্বন্ধে যে দুশ্চিন্তা এখানে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা অবশ্যকরণীয় করিবারও কোনও আবশ্যকতা নাই। মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বের একথা বলিবার কারণ। বর্তমান যুদ্ধ যেরূপ হইবার আর বেশী দেরী নাই। এই যুদ্ধের অবসানের জন্যকে নাগরিক প্রতিষ্ঠান এবং পুনর্গঠনোত্তর অবস্থানকল্পে দৃষ্টির আনন্দকে কাজে পরিণত করিতে ব্রিটিশ, ডমিনিয়ন, বিদ্যুৎ সাইনের এবং ইংলণ্ডের উপর অনেকোপনিবেশ রাজনৈতিক-গণ আন্তর্জাতিকভাবে চেষ্টা করিলে তখন তাঁহাদিগকে বাধা হইয়া আত্মরক্ষার ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। সেই সময়ে ব্রিটিশ, ডমিনিয়ন প্রভৃতি যদি এমন ভাব দেখে যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অঞ্চলগুলির পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং এই ব্যাপারে উক্ত অঞ্চলের হিন্দুদের কোন ভোট লওয়া হইবে না তাহা হইলে কংগ্রেসকে বাধ্য হইয়াই তাহা মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু উহারা এমন স্বার্থপর অসহযোগিতাকারী প্রস্তাব সমর্থন করিবেন বলিয়া বিশ্বাসই হয় না। তখনকার কংগ্রেসের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিষয় চেষ্টা হইতে দূরে থাকাও মিছে।

* * *

স্বাধী-বিদ্যা বৈঠক বর্তমান পর্যন্তবসিত হইবার পর ভারতের অন্তরঙ্গ প্রদেশের প্রতিনিধিদলগুলি নীচে নামবেদের মধ্যে অনেকে মি: কিনারকে সমর্থন এবং মহাত্মাজীকে তোষামোদ করিয়া বিবৃতি দিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের স্যার নাজিমুদ্দীন প্রভৃতি নীচুর মত দু'একটা আর সমাজ নীরব রহিয়াছেন। বাঙ্গলার নীচের অন্তর হইতে নাজিমুদ্দীন অভিমানের মধ্যে একমাত্র স্যার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মি: আবদুল হালিম একটি বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন—"যদি হিন্দুস্থানবাসী সম্মান মিলিত না হইতে পারে তাহা হইলে সেখানকার হিন্দুদিগকে তৃতীয় পক্ষের কথার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে। যদি আমরা একথা বলি যে, যেসব তৃতীয় পক্ষের অধিক পাকিস্তানে হিন্দুদেরই মিলিত হইতে পারিবে না তাহা হইলে আমরা একথাই বীকার করিয়া লইব যে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি আমাদের এখন আমরা একেবারে অসহায়। তৃতীয় পক্ষের অবস্থানের জন্য বাঙ্গলার আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং সর্বাপেক্ষা দীর্ঘদিন ধরিয়া দুঃখভোগ করিয়াছি। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদীর দণ্ডিত শক্তি পরীক্ষার অবতীর্ণ হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আমি কংগ্রেস ও লীগমুক্ত মন্ত্রিমণ্ডলের নিকট আবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা আমাদের দেশে কি ভাবে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তজ্জন্য চিন্তা-ভাবনা করুন। বাঙ্গলার প্রতিকার, বাঙ্গলার অধিকার আমরা বিদেশীগণের অবশ্য হইতে একথা আমি বিশ্বাস করি না। এখনে আমরা কিছু যদি চেষ্টা করি তাহা হইলে ইহা দ্বারা আমাদের দেশবাসিগণেরই সাহায্য করা হইবে।"

মি: আবদুল হালিমের এই কথা শুনে করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সাম্প্রদায়িক বিরোধের ব্যাপারে নীচের অন্তর হইতে সাধারণতঃ যে চেষ্টার কথা শুনিতে পাই মি: হালিমের কথা তাহা হইতে অনেক পৃথক। কিন্তু মি: হালিমকে বিনীতভাবে আমরা জানাইতে চাই যে, এই ব্যাপারে বাঙ্গলা উপলক্ষ্য করিয়াই বসিয়া থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় হইবে না। মি: হালিম যদি এই বিষয়ে তাঁহার দেশের হিন্দুমুসলমানদের সমক্ষে উপস্থিত করেন তাহা হইলে সমস্যার সহিত মুকাবিলার পথ অধিকতর সুগম হইবে।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে পত সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধের গতি মোটামুটি মিত্রপক্ষের অনুকূলে আছে। ইটালিয়ান সমর প্রচেষ্টাই এ সপ্তাহের আকাশ নৈরাশ্য আপনাকে অন্তরঙ্গী মিত্রবাহিনীকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সংবাদ আসিয়াছে যে, প্রত্যহ প্রত্যেকটায় যুদ্ধ-ভাগে জার্মান সেনাবাহকগণ সাধারণ দেশী সংখ্যক ইতর যোদ্ধাদের করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং হিসাবের অভাবে মিত্রাই আকাশ পরিচালনাকারী জার্মানীর বাহিনী পাঠানের পরক অধিবাসকারীদের যারা বিদায় করা অন্তর হইয়াছে। তবে মধ্যেকে সংবাদে বিশেষ প্রকাশ যেই মি: চার্চিল ও মি: রুজভেল্টের যে সাক্ষাৎ হইয়াছে আলজিয়ার্স-জার্মানীতে এক বীরত্বের আবার হাবিবার কোন বৃদ্ধি দিয়ে ঘটিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। মোটের উপর ইটালিয়ান ব্যাপারের অবস্থা পূর্বাপর পূর্বের চেয়ে এখন ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব এশিয়ার ব্যাপারে অবশ্য জাপসেনাদের বিশেষ কোন তৎপরতার না দেখাইবের চীনে আমারা দৃঢ়পদ বর্ধিত ও পূর্বাধিক হইয়াছে এবং চেংদু অঞ্চলের হইবার চেষ্টা করিতেছে। বিশেষ করিয়া উপযুক্ত ভাবের বিকেই জাপানীদের মনে হয় বেশী এবং মিত্রসেনার চীনে অবতরণের সুযোগই উপযুক্তভাবে সুবিধা করিয়া আন সামরিক অর্থনৈতিক চীন, যান জাপান ও প্রধান মহানাবলীর জাপানী সম্রাজ্য হলার আলসব বাবস্থা করিয়া লইতে চান।

বর্তমান সপ্তাহের ইংলণ্ডের বিশেষ উপযুক্ত সেন জার্মান অধিকারভুক্ত কয়ানী বন্দর আ-ভার্কের উপর মিত্রসেনার চাপ প্রবাহে চলিয়াছে এবং আমবার্কের সেনাবাহিনীর অবস্থা দৃঢ়তর করা হইয়াছে বলা হইয়াছে। ফ্রান্স হইতে অধিকারকারী মিত্রবাহিনী বাস জার্মানভূমিতে আসেন সমরে প্রবেশ করিয়াছে এবং আসেন সমর ও পরবর্তী সামরিক অঞ্চলগুলির জার্মান সৈন্যদল মিত্রবাহিনীর সহিত সর্বত্র তুমুল সংগ্রাম চালাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে বেলজিয়ামের আক্রমণাগ সমরের উদ্যোগে ব্রাসেলসীর সেনার আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ব্রাসেলস এখন জার্মান প্রতি আক্রমণ সত্ত্বেও নিরাপদ বাহের ভীরে মিত্রসেন সেতুমুখ বলা করিতে সমর হইয়াছে এবং মিত্র-বাহিনীর আক্রমণে গাইন নদীর বন্দিনাকলে জার্মান সৈন্যদল অবশেষে বাঁধি ত্যাগ করিয়া পিছনে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।

রুশ রণাঙ্গনের সংবাদ আলোচ্য সপ্তাহে মিত্র-পক্ষের অনুকূল হইলেও বাস্তবিক অবস্থা মোটামুটি যুদ্ধ বন্ধ করিয়া বাধা দেওয়ার মেহেন বলের বর্ধিত পূর্বাঞ্চলে চলে এখিয়া নিম্ন পরিমাণ যুদ্ধ হইয়াছে। রুশ সেনার এত বিরাট বাহিনী পূর্ব ক্রমিয়ার আক্রমণে বাস জার্মানীকে এখন করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং পূর্বাঞ্চলিয়ার নীরাজ বন্দরী উদ্দিষ্টে উহার পক্ষ এতক্ষণ দূর হইতেছে। মার্শাল ষ্টালিন বাহিনীর সহায়তার জন্য সেনার আলোচ্য সপ্তাহে কুশসাম্রাজ্যের রাজধানী মেস্কোগ্রাডের রাষ্ট্রিক বিবিধ ঘোষিয়াছে, এবং আকাশ সেনাপতি সিরি মেস্কোগ্রাডে রুশরী পরিত্রাণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

ইটালী রণাঙ্গনে মিত্রসেনাদের অবশ্য আকাশ অধিকারের দিকে বিরা অগ্রসরই হইতে হইতেছে। ফোগেরা-বেনেভেণ্টো রাজার আকাশ-পথ বহু বহু ভারাক্রান্ত বাহিনী যারা বিশেষে এবং অতিরিক্ত বাহিনীসমূহের অন্ত আবশ্যকতা যারাদ থাকায় ও মিত্রসেনার অগ্রগতি কিছু পরিমাণ দূর হইয়াছে। আড্রিয়াটিক অঞ্চল হইতে ব্রীজ অভি-যানকারী বাহিনী আলবেবিয়ার কোটির সমর অবস্থা করিবার ফলে মিত্রসেনাদের সাথে সর্বত্রধানে আকাশসমূহকে ব্রীজের এবেল পথের ভাড়াইয়া লইয়া যাইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলা চলে।

গত ১১ই অক্টোবর রাত্রিতে ব্রিটেনের উপর পুনরায় উড়ক বোমার আক্রমণ দেখা দিয়াছে।

অবেক্ষিত বহিয়া জাপ পরাধীনতাগুলির এক-টারা সংবাদ আমার পাই।—বর্তমান সপ্তাহে আরও-ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে একদল জাপসেনার আরও অগ্রসরের খবর আসিয়াছে। আরাকান অঞ্চলে অক্টোবরের ১০ মাইল পূর্বে একদল ইংরেজ জাপানী সৈন্য সমবেত মিত্রসেনার অবস্থান বুদ্ধি-সম্বন্ধের যৌজখবর লইতে আসিলে ২ মাইল ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। ঐ অঞ্চলের মিত্র-সৈন্যদল অবশ্য জাপানীদের আরও নীরাজের বাহিরে হটাইয়া দিতে সমর হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে চীন সাগরের জীবন্তী অঞ্চলেরা বীনসুত্রের উপর ১০০ বার্মি বাহিনী বোমারু বিমান ৭ বার জাপানী এলাকে আক্রমণ চালাইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। তাহা-দের বিমানে মিত্র সৈন্যসেক্ট বাহিনী পাকাপ্রদের উপর এ সপ্তাহের একটি বড়রকমের বিমান আক্রমণ হইয়াছিল। এলাকা মহাসাগরের পাসাণী উপসুত্রের আরাকোরা বীনটি আলোচ্য সপ্তাহে মার্কিন সেনাদল অবতরণের ৭৫ বৎসর মধ্যেই এ সমর করিয়া লইয়াছে।

চীন রণাঙ্গনের সংবাদে এ-সপ্তাহেও মিত্রপক্ষের অভিযুক্ত বলা চলে। জাপানী সৈন্যদের অগ্রগতি প্রায় বন্ধের, বিশেষ করিয়া উপযুক্তভাবে অন্তত আছে এবং অন্তরঙ্গ ও বাস্তবিক অভাবে চীনা সৈন্যগণ বুদ্ধ চালাইবার শক্তি হারাইতে বসিয়াছে। চীন অর্থনৈতিক সরকারীভাবেই মিত্রপক্ষের সামরিক পদ্যাদি অবতরণ অন্তরই সব বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে সাহায্যের জন্য ব্রিটেন ও আমেরিকার নিকট আবুল আবেদন জানাইয়া-ছেন। আলোচ্য সপ্তাহে বর্ষিত চীনের পীত নদীর মোহনার অর্থস্থিত কুঁচেনের রাজধানী কুচোর উপর জাপানীরা আক্রমণ চালাইয়াছে। এই অঞ্চলে চীনা সৈন্যগণ প্রবল বাধা দিতেছে এবং কোথাও কোথাও তাহারা সাফল্য লাভও করিয়াছে। এ সপ্তাহে ইহা চীনের প্রধান-মোকাবিলা যেসকল যুদ্ধের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৭, সোক্রাটেস লেন, কলিকাতা।

বোম্বাইয়ের ভস্ম দুর্ঘটনা

গত ১৪ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া ডকে এস্ এস্ গ্রেট ব্রিটেন নামক জাহাজে যে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে তাহার ফলে ৭৪১ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ২০০০ জন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছে। এই ভয়াবহ বিস্ফোরণে বোম্বাই সহরের একাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অধিক পরিমাণ সরকারী মতে ৩৪ কোটি টাকা হইলেও প্রকৃত ক্ষতি তাহার ঢের বেশী এবং বিশেষজ্ঞদের মতে উহা ৪০ কোটি হইতে ১০০ কোটি টাকা। এই প্রকৃত বিস্ফোরণ ঘটিবার পর ভারতসরকারের সামরিক বিভাগ দুর্ঘটনার কারণাদি অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করেন। সম্প্রতি কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, সামরিক ও জাহাজ কর্তৃপক্ষের দোষেই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং তদনুযায়ী প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা হয় নাই বলিয়াই ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী হইয়াছে। মাল ও বিস্ফোরক সম্পর্কে এবং অন্যান্য সম্পাদনে বোম্বাই হইতে এস্ এস্ গ্রীকাইল নম্বর ১৮৫ নং বার্থে জাহাজে মালপত্র বোঝাই করিতে আরম্ভ করে এবং সেখানে সাধারণ সম্পাদি আমদানী করিবার পর জাহাজের মধ্যে ৯৯ হাজার মণ তুলা বোঝাই হইয়াছিল। তা'ছাড়া, ব্যালাস্ট হিসাবে, লোহার টুকরা ও সম্ভবতঃ ফসফেট বিনা জাহাজটিকে লোহাটের পথে যাত্রার নির্দেশ দেওয়া হয়। মাল ও বিস্ফোরক সম্পর্কে যাবতীয় সতর্কতা সত্ত্বেও তুলার সাইট বোঝাই দেওয়ার ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা যে বাড়িয়া যাইতে পারে, কমিটীর তদন্তে জাহাজের সামরিক কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনরূপ করেন নাই। তাহাদের বোম্বাইয়ের ডকে প্রবেশ কালে বিস্ফোরক সম্পর্কিত জাহাজের সঙ্গে সাথে নিশানের সঙ্কেত দিবার যে অবশ্য পালনীয় বিধি আছে, এস্ এস্ গ্রীকাইলের ক্যাপ্টেন সে নিয়ম পালন করেন নাই। মালবাহী অবস্থায় পৌঁছায় লাই বলিয়া ১৪ই এপ্রিল ভোরে জাহাজখানি ভিক্টোরিয়া ডকে প্রবেশ করিলেও ২৪ ঘণ্টার বেশী সময় জাহাজ হইতে মাল খালাসের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সবচেয়ে জাহাজ কর্তৃপক্ষের অমার্জনীয় অপরাধ হইল এই যে, যেখা হইতে ৩০ বিস্ফোরক সহ জাহাজে অগ্নিসংযোগের ভিন্ন ভিন্ন যেসের সিকটন অলেকজান্দ্রা ডকের কাছার ট্রেসমে যেসা ৪—১৩ বিস্ফোরক আনে জাহাজ হইতে কোন খবর পাঠান হয় নাই এবং অগ্নিকাণ্ডের প্রথম অবস্থায় তাঁহারা ঘটনাস্থলে তখন কোনই অনুসন্ধান করিতে চেষ্টাও করেন নাই। যখন সমস্ত জাহাজ জাহাজ বিস্ফোরক জাহাজ নিভাইবার কার্যকারিতা প্রদান করিবার পর জাহাজখানি সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিবার ব্যবস্থা করার জন্য ক্যাপ্টেনের অবশ্য করণীয় ছিল এবং তাহা হইলেও এতগুলি প্রাণ হানি হইতে পারিত না। অথচ যে জাহাজের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে ইহা বেলা ৯—১৫ মিনিটের সময়ই জানা গিয়াছিল এবং প্রকৃত বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে বেলা ৩—৩ মিনিট ৩৫—৩৯ মিনিটে। প্রায় ১ ঘণ্টা সময়ে জাহাজের কর্তৃপক্ষ জাহাজখানি জলমগ্নেই ডুবাইয়া দিতে পারিতেন। এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে পঞ্চম পার্লিয়ামেন্টারী সেক্রেটারী কর্ণেল ওয়েডগউড কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইহার সহিত শত্রু রাষ্ট্রসমূহের কোন সম্পর্ক নাই এবং সম্ভবতঃ নিয়ন্ত্রণের অভাব হইতেই কাঠ ও তুলাতে আগুন ধরিয়া যায় এবং তাহার পর বিস্ফোরক পদার্থগুলিতে সেই আগুন সঞ্চালিত হয়।

এই বিস্ফোরণ-অগ্নিকাণ্ড তদন্তকালে অধিকাংশ ইউরোপীয় সাক্ষ্য দানে অক্ষম হইয়াছে এবং উপায় থাকিলে কমিশন যে সামরিক কর্তৃপক্ষের দোষ-খণ্ডনে প্রকাশ পরীক্ষেপে জাহাজে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ১০০ জন প্রত্যক্ষদর্শী ও দুর্ঘটনার পরিচয় আসিয়া যাহার সাক্ষ্য গ্রহণের পর এবং বহু কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা ঘটনাটির

এমনকি ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষগুলিকে দায়ী সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই বিস্ফোরণে বিপুল ধনসম্পদ এবং মূল্যবান সমরোপকরণের অবলুপ্তি ও ক্ষতিসাধন ব্যতীত সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যের বিষয় ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের সতর্কতার অভাবে বিস্ফোরণের ফলে ভারী সাহায্য দুর্ঘটনার সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারেরই গ্রহণ করা উচিত। বোম্বাইয়ের বেসামরিক অধিবাসিগণ কর্তৃপক্ষের ক্ষতিপূরণ করা ছাড়া ইহাদের দুর্ঘটনার ফলে পুনরায়ুক্তি না হয় তাহার প্রতিও সামরিক কর্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। সম্প্রতি সরকারী অবহেলার ফলে ইস্পাতশিল্পের প্রমিক পরিষদে আকাশ পাতিয়া বহু জীবন নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অধিক ক্ষতি পূরণ হইলেই এই ধরণের আগুনাদির অধিকৃতন করা যায় না। ফলে বিস্ফোরকপূর্ণ জাহাজ আমদানী এবং দূরী পরিষদ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হইল, সামরিক এই সকল ব্যবস্থাকল সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু কর্তৃপক্ষদিগের উদাসীনতার ফলে সামরিক প্রয়োজনে নিযুক্ত বা বেসরকারী ধন জন যাহাতে এভাবে বিনষ্ট না হয় সেজন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের সর্বদাই সতর্ক থাকা উচিত।

১ কলিকাতা সিমেন্ট মূল্যমান আদেশ

ভারতসচিব কলিকাতা সিমেন্ট বিক্রেতাদের সভায় মিঃ লালভাই ঠাকুরদাস আগামী কলিকাতা সিমেন্ট যে সমস্ত মূল্যমান সম্পর্কে কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মোটের উপর ব্যবসায়ীদের বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ নাই। বর্তমান মূল্যের পূর্বে অবস্থাসম্বন্ধে চিনির কলকাতিতে প্রতি বস্তার দর বর্ধিত হইয়া ৯৫ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সেখানে ইহার কাটতি হইতে না বলিয়া সেখানে চিনির কলগুলি বিশেষভাবে অতিরিক্ত হইয়াছিল। মিঃ লালভাই বলেন যে, তাহাদের প্রস্তাবে যাহা প্রস্তাব যদি দুই আনা করিয়া বেশী চিনি যায় তাহা হইলে এদেশের অধিবাসীদের ব্যবহারের জন্য ইহা চিনির প্রয়োজন হইবে এবং ইহার ফলে বর্তমানে যেসব অতিরিক্তের অভাবে চিনির কলগুলি বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে সেগুলি আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ করিতে পারিবে। মিঃ লালভাই আরও বলেন যে, ভারতের চিনির কলগুলিতে বিভিন্ন রকমের আখের চাষ করা হয় বলিয়া চিনির উৎপাদনের পরিমাণ বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই কারণেই আমরা মূল্যমান আখের উপর চিনির পরিমাণ অনেক বেশী হইয়া থাকে। মিঃ লালভাই এই সব চিনি যেসব চিকাকর্ষক যেসব কারণাদি নির্দেশ। কলিকাতা সভায় সিমেন্টদের এই সব সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হইবে আমরা আশা করিতেছি।

যুদ্ধের সময় যে মূল্যই পয়সা বেড়েছে, আমরা পয়সার দাম বাড়াইনি। কিন্তু আমরা যে আশা করেছি—তুচ্ছ প্রয়োজনীয় জিনিষের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করি। আমাদের দুর্দিনের সাথীরূপ লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার জন্য। তবুও একটী কথা পয়সার দাম বাড়াতে পারি, তাহলে সেই মূল্য বৃদ্ধিরও কারণ এবং দুর্দিনে কম সম্মান নয়।

ইষ্ট বেঙ্গল

মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২০/১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এখানকার সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে

ভারতে যুদ্ধকালীন অর্থনীতির কয়েকটি দিক

ভারতীয় মুদ্রানীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হ্যারল্ড লাস্কি সম্প্রতি তাঁহাদের ১৯৪৩-৪৪ সালের হিসাবটি প্রকাশ করিয়াছেন। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনার সঙ্গে ঐ হিসাবটি আমাদের বহির্জাগতিক, এখানে মোল-ফলায় মূল্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, সরকারী রাজস্ব, সরকারী ঋণ এবং মুদ্রা প্রচলনের অতি সম্প্রতি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই সব বিবরণের অধিকাংশ সরকারী হিসাবটি হইতে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান হিসাবটি হইতে ভারতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রের বর্তমান কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিব।

যুদ্ধের সময়ে ভারতের কোন কোন দিক দিয়া বিশেষ ব্যবসায়ের প্রসার সাধিত হওয়ায় এবং সাধারণ প্রয়োজন মিটাইবার প্রয়োজনে সরকারের আমদানি রপ্তানি ও ভাড়ুটীয়া বিভাগে অধিক অর্থ ব্যয় করিতে থাকায় বাজারে এখনে কোটি টাকার দেশীয় প্রচলন পূর্বের তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত কোন দিক দিয়া দেশের মুদ্রা কতটুকু বাজারে বাড়িয়াছে তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ঐ হিসাবটি দেখা যায় যে ১৯৩৯-৪০ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের সূচনা সময়ের আগের মোট ১৭৮ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার নোট প্রচলিত ছিল। উহার পর ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত দেশে ২৭৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার নূতন নোট ছাড়া হয়। পরে আর বৎসরে দেশে যে এক টাকার নোট ছাড়া হয় তাহার হিসাব ইহাতে ধরা হয় নাই। ইহা বাদেই ১৯৪০-৪১ সালের শেষে দেশে ৯৯টি নোটের মোট পরিমাণ টাকায় ৮৭২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। পরে মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯৪১-৪২ সাল হইতে ১৯৪৬-৪৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে ভারতে নোটের প্রচলন মাত্র ৯৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এখানে পাঁচ বৎসরে দেখানে ৭৭৪ কোটি টাকার মোট বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল্য প্রসারের দিক দিয়া এখানকার অবস্থার অনেক তারতম্য মূল্য যাইতেছে। ইহাকে দেশে উৎপাদনের সঙ্কোচন কারণও বলা পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষে যুদ্ধের সময়ে এক টাকার মুদ্রার প্রচলনও খুব বাড়িয়াছে। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসের শেষে দেখা যায় যে এক টাকার নোটই ৩৯টি ছিল। ঐ সময় হইতে দেশে এক টাকার নোটের প্রচলন বন্ধ হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান হিসাবটি প্রকাশ ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ১৯৪৩-৪৪ সাল পর্যন্ত দেশে ঐ দুই বৎসর মোট ১৬৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার এক টাকার মুদ্রা ছাড়া হইয়াছে। নূতন এক টাকার মুদ্রা প্রচলন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের পুরাতন ছেলার টাকা প্রায় সবই তুলিয়া লইয়াছেন। অবশ্য এই দিক দিয়া মোট হিসাবে মুদ্রার প্রচলন তেমন বৃদ্ধি পায় নাই বলা চলে। মোট ৩৫৩ টাকার মুদ্রা ছাড়া যুদ্ধের সময়ে দেশে আধুলি, সিকি, দুই আনী, পয়সা প্রভৃতি খুচরা মুদ্রার প্রচলনও উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পর ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় পর ১৯৪৯-৪০ সালে সরকারের হেপে সকল প্রকার ছোটখি রেজগী পরিমাণই অত্যন্ত পরিমাণে বাড়াইয়াছেন। এই প্রকার কার্যনীতির ফলে ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ১৯৪৩-৪৪ সাল পর্যন্ত মুদ্রা রেজগী পরিমাণ ৪১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে এই বৃদ্ধি টাকার ঘোষা হইলেও মোট প্রসারের তারতম্যের দিক দিয়া উহার বিশেষ কোন গুরুত্ব দেখা যায় না। যুদ্ধের সময়ে দেশে লোকের তয় শক্তি বাড়িয়াছে, তাদা দিক দিয়া ব্যবসা সম্প্রসারের প্রসার সাধিত হইয়াছে। সেই কারণে বেশু রেজগীরা সরকারের পাঁচ বৎসরে ৭৭৪ কোটি টাকার নূতন নোট ছাড়িয়াছেন। কিন্তু পাঁচ বৎসরে মুদ্রা

সাদার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—এলাহাবাদ ব্রাঞ্চ, কলিকাতা, বোম্বে, দিল্লী

ব্রাঞ্চ—বহরমপুর, জামবাজার, ভবানীপুর, ধলিয়াড়াঙ্গা, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্তে সরকারী ও মিউনিসিপাল বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-বি

দেওয়ালি

বাংলার ঘরে ঘরে এক অপূর্ব উৎসব। আজ-রাতে আলো দিয়ে মানুষ বরণ করে নিচ্ছে। সহরের অবস্থা রজনী, তার মাঝে অমা-রাত্রি পূজো; কিন্তু পূজোর উপকরণ চল আলো—প্রদীপ আর আতস-বাজি। কালীপূজার উৎসব দিয়ে পল্লির সহরে যতই সহরের আসুক না কেন, এর পৌরাণিক পটভূমি যতই জটিল হোক না কেন কালী পূজার মূল অর্থ অতি সরল। মৃত্যুর মাঝে দিয়ে জীবনের ও সংহারের মধ্য যোষণা—গলায় তাই মুণ্ডমালা; কিন্তু সর্বাঙ্গে জীবনের উল্লাসে তাই রয়েছে যোর অমা-নিশিথে আলোকের সম্ভার সাজিয়ে তাঁর পূজোর আয়োজন। আজকের দিনে "দ্বারিক" আপনাদের আনন্দ-অভিনন্দন জানাচ্ছে; মনে রাখবেন "দ্বারিক" যে মাত্র বাংলা দেশে একমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তার কারণ দেশ-সেবা ও সত্যনিষ্ঠা।

দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ

সোশ্যালিস সেকিউরিটি ব্যাঙ্কে জমা রাখার জন্য সরকারের নিকট জনসাধারণের সঞ্চিত টাকার একটা হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যুদ্ধের সময়ে ঐ উভয় প্রকারের সাধারণের সঞ্চিত টাকার পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে জীবন সোশ্যাল ক্যাপলাটিকেটে ব্যাঙ্কে জমা সরকারের নিকট জনসাধারণের ৩৯ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। ক্রমাগত হ্রাস পাইয়া আলোচ্য ১৯৪৩-৪৪ সালের শেষে তাহা ৩৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। সোশ্যালিসের সেকিউরিটি ব্যাঙ্কের হিসাবে আলোচনা করিলেও অবশ্য অনুরূপ পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৮-৩৯ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব সময়ে সোশ্যালিস সেকিউরিটি ব্যাঙ্কে সাধারণের মোট জমার পরিমাণ ছিল ৮১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। যুদ্ধের সময়ে অনেকের হিসাবে লোকের আয় বাড়িবার ফলে এই বছরের শেষে দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪১-৪২ সালে পর্যন্ত তাহা ক্রমান্বয়ে বিপরীত ভাবে হ্রাস পাইতে থাকে। ক্রমাগত টাকা তুলিয়া লওয়ার ফলে ১৯৪১-৪২ সালে ঐ শ্রেণীর মোট জমার পরিমাণ ৪২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। পুনরায় কিছু বাড়িয়া ১৯৪৩-৪৪ সালে তাহা ৩৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ববর্তী তুলনায় এবারও ইহা অনেকটা কমই বলিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ১৯৪২-৪৩ সালের রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, জনসাধারণ যেরূপভাবে বন্ধ ও সাধি করেন প্রকৃতি অনুযায়ী কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোকেরা সোশ্যাল ক্যাপলাটিকেট ও সোশ্যালিস সেকিউরিটি ব্যাঙ্কের হিসাবে জমার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহা সত্য নহে। সাধারণতঃ যেসব ধনী ব্যবসায়ীরা লোকেরাই সোশ্যালিস সেকিউরিটি ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে টাকা জমা রাখিয়া থাকে। বেসরকারী বন্ধ প্রভৃতি অনুযায়ী যেসব সম্ভ্রান্তিসম্পন্ন লোকেরাই বন্ধ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সে সব ব্যাপারে যুদ্ধ আয় বিশিষ্ট লোকদের হাত যথেষ্টই খুব সামান্য। আমাদের ধারণা এই ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে সাধারণ দিয়া সাধারণ লোকদের মুখ দুঃখনা দেখা যাওয়াতেই তাহারা এখন আর সোশ্যাল ক্যাপ সার্টিফিকেট ও সোশ্যালিস সেকিউরিটি ব্যাঙ্কে পূর্ণ মত টাকা সাধন করিতে পারিতেছে না, আর তাহার ফলেই এই শ্রেণীর জমার পরিমাণ বর্তমানে বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ইহা একমাত্রাতে যেসের জনসাধারণের অধিক মুখ স্বাচ্ছন্দ্যই প্রমাণিত করিতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান রিপোর্টে ভারত সরকারের মোট ঋণ সম্বন্ধে একটা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় যে ১৯৩৯ সালের শেষে ৮০৫ টাকার হিসাবে ঋণ ৩৪টাকি হিসাবে ঋণ বিদেশীরা ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ হাজার ৩৮২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। গত ১৯৪৯ সালে ট্রানিংয়ের হিসাবে ভারত সরকারের মোট ৪৬৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ঋণ ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্ধৃত ট্রানি দ্বারা এই ঋণ পরিশোধের কার্যকরী অবশ্যিক হওয়ায় ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তাহা ৩৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকায় হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু ট্রানি ঋণ হ্রাস পাইলেও কি হইবে ইতিমধ্যে সরকারের টাকার হিসাবে তাঁহাদের ঋণের পরিমাণ দুগুই বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। যেন হওয়ায় অন্য আনা শ্রেণীর জনগণ ব্যাঙ্কিংয়ের ফলে এবং নীতির ঋণ মোচনের পরিপূরক হিসাবে টাকার হিসাবে ঋণ গ্রহণ করিবার ফলে এই শ্রেণীর মোট ঋণভার আজ কেবী বলে বাড়িয়া উঠিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের শেষে টাকার হিসাবে ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৭০৯ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৪ সালে তাহা ১ হাজার ৩৯৯ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ যুদ্ধের যে ঋণ ছিল যুদ্ধের ফলে তাহা আজ দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের

ক্যালকাটা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত : ১৯২৯
হেড অফিস :— ৭১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সম্বত্তর প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য সুবিধাজনক সর্ত্তে করা হয়।
মিঃ এ কে ঘটক,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারতের সীমান্ত প্রাচীর
একদা হারিয়েছিল সাগরের তীর

বাঙ্গলার বিভাইবার জন্য অর্থবিভাগ বিভা আবশ্যিকভাবে টাকা বাড়াইবার কোন কারণ নাই। তাহা বন্ধের এইভাবে অনেকে বাড়িয়া চলা দেশের পক্ষে মারাত্মিকই উদ্বেগজনক।

যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ ও দুনিয়ার অন্যান্য দেশে যে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বর্তমান রিপোর্টে তাহারও একটা বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যথা ১৯৯৯ সালে কলিকাতায় যে পরিমাণ জিনিষের পাইকারী মূল্য ছিল ১০০ টাকা; ১৯৯৯ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত বাজারে তাহার মূল্য বাড়িয়া ২১ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে মূল্য বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাহা ৪৯৮ টাকায় উঠে। পরে সামান্য কমিয়া ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে তাহা ৪১৯ টাকায় দাঁড়ায়। সরকারী হিসাবের এই অনুপাতে বর্তমান রিপোর্টে ভারতের পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। আমেরিকা এই ৯৯টি ১৯৯ টাকার স্তরের অনেক উর্দ্ধে পৌঁছিয়াছিল। বাজমূল্য ও খরচের বহু লক্ষণ থাকায় মূল্যবৃদ্ধির ঠেলা নীচেই ছিল না। কিন্তু ভারতে পণ্যমূল্যের পাইকারী মূল্য সম্বন্ধে বিভাগ বারের বিশ্লেষিত এই হারের তুলনায় অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। বর্তমান রিপোর্টে অন্যান্য দেশের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইংলণ্ডে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী দর ১৯১৯ সালের (আগষ্ট) ৯৯ টাকার স্থলে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে তাহা ১৯১ টাকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯১ টাকার স্থলে তাহা ১৯৮ টাকা, ফ্রান্সে ৯৯ টাকার স্থলে ১৯৫ টাকা দাঁড়াইয়াছে বলিয়া জানা যায়। সেই সময়ে ভারতে তাহা ৪১৯ টাকা দাঁড়ায় বৃদ্ধি পাওয়া বুঝাই সোজা। কিন্তু সে কথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না। ইংলণ্ডের সরকারী কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের সময়ে মূল্যস্তরের নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিয়া ও প্রয়োজনমত সাবসিডি বা অর্থসাহায্য দিয়া ঐ দেশে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যের ৯৯টি যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় সস্তায় রাখিতে পারিয়াছেন। আমেরিকার কমিটি অনুসন্ধানের ফলাফলে এদেশে যে শ্রেণীর মূল্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা করা আজ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হইল না তাহার জন্য কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবেন কি?

ব্যাঙ্ক নির্দ্ধারণের নূতন উপায়—আমেরিকায় ব্যাঙ্ক নির্দ্ধারণের জন্য ইদানিং এমন একটি বিধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক তৈয়ারের পর উহার উপর এই বিধিটী চড়াইয়া দেওয়া হয় এবং উহার ফলে ব্যাঙ্কার উপলব্ধি করে যে তাহার দেশ দুইটি জন জমিতে পারে না এবং এই জন্য যাহা ভেদ করিয়া কিছুতে প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে পর্য্যাপ্ত পরিমিত ব্যাঙ্কের এই ভাবে ক্ষয়ীকরণ করিতে ৯১ পার্সেন্ট হইতে ৯ পার্সেন্ট ভেদিবার ক্ষমতা হইয়া যাবে। আমেরিকাতে বর্তমানে এই বিধিটী ব্যাঙ্ক নির্দ্ধারণ করা বাধ্যতামূলক করিয়াছে।

কলিকাতা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

রিজার্ভ্ ব্যাঙ্কের যাবতীয় সুযোগপ্রাপ্ত

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি: ৩৯৯৯

শাখাসমূহ :— বড়বাজার, বেলেঘাটা, ভবানীপুর, বিডনষ্ট্রীট, টালিগঞ্জ, আসানসোল, বোলপুর ও কাঁটোয়া (নোটন বেঁ)। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও বারদুয়ারী (সি সি), পাটনা, আরাকান।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

ইউনাইটেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

অনুমোদিত মূলধন ১ কোটী টাকা

হেডঅফিস :— ব্রাঞ্চ হেডঅফিস :—

ডিরেক্টরবর্গ :—

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ বি টী ঠাকুর

যে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।

ভারতে এবং বিদেশে সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শাখাসমূহ :—

আমা বীমাই খোলা হইবে :—

হেড অফিস—২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

ফোন :—কলি: ৯৯৭৮ ম্যানেজার—বি আর মোদালকার

ব্যাঙ্কিং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

—লিঃ—

গ্রাম— হেড অফিস— ফোন—

সেনেট ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ক্যাল—১৫৫৬

কার্য্যনির্ব্বাহক মূলধন

৮০,০০,০০০৲

আশি লক্ষ টাকার উপর

—৩৬টী—

শাখা অফিস—ভারতের ৭টী প্রদেশে সুনামের সহিত কাজ করিতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

নূতন মডেলে ফলপ্রদ : উচ্চ বীমা দর

অল্প খরচায় : : অভিনব বীমা প্রণালী (Selection)

অল্পকালের মধ্যে বিশ্বস্ত এজেন্ট ও কর্ম্মচারীদের সহ আমি আসা। আপনাদের বিশ্বস্ত আবেদন করুন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩১ ইং

হেড অফিস :—জগন্নাথপুর, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম : 'বেলবো' ফোন : সি, বে, ১৬৮১

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—কালেক্টরী বোয়ার, বেহালা, বড়বাজার, শিয়ালদহ ও হাওড়া।

অন্যান্য ব্রাঞ্চ

বেঙ্গল—চন্দন, মধ্যপুর, কাঞ্চনতলা, শিলিগুড়ি, বাঁকুড়া, আলিপুরদুয়ার, জয়পাইগুড়ি, মেদিনীপুর, দার্জ্জিলিং, রঙ্গপুর, বোলপুর।

বিহার—ডাল্টনগঞ্জ, মুজফ্ফরপুর, আরা, সাহেবগঞ্জ-পাকুড় ও পুরুলিয়া, ভাগলপুর, বেতিয়া, সিউড়ি (মালদহ) রাজমহল, রাঁচি, ধানবাদ।

উড়িষ্যা—পুরী, কটক-বালুবাজার ও খোরদাবাজার, বালেশ্বর (বাজার), সম্বলপুর, পুরুষ রোড, আসাম—গৌহাটী, চাবাগান, শেলা, শেলাপুর, শিলচর।

ইউ পি—বেরেলি, মোরাদাবাদ।

সি পি—নাগপুর। বেঙ্গলুরু—ইউনাইটেড (মহীশূর)।

এজেন্সীস—বর্ম্মা, বিদেশী, বাজারে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

সুদ ও মুদ্রানীতি—সম্প্রতি প্রকাশিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সর্বসাধারণের আয় ব্যয়ব্রাদ্দের মধ্যে অন্যতম সুদ ও মুদ্রানীতির প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া টক্ প্রকাশের সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁর উপায় সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

আয়কর ও ইংরাজী ভাষা—আয়কর আইনের ভাষার প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে অনেক একটি সভায় আইনিন সাধারণতন্ত্রের সভাপতি মিঃ ফি'কেলেন এমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংরাজগণ ভোর করিয়া আমাদের মস্তকোপরি এই যেসে ইংরাজী ভাষার প্রবর্তন করিয়াছে। তিনি বলেন যে, কোন আইনিন যদি ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করে তবে সে বিদেশীর ভাষাই গ্রহণ করিবে।

ইংলণ্ডে কৃষির উন্নতি—বর্তমান বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে মোটমাট ৬৮ লক্ষ ৯২ হাজার একর জমিতে চাষবাস হইত। যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে ইংলণ্ডে কৃষিজাত পণ্যের আমদানী বাধা-প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ দেশে কৃষির উন্নতি ভোর দেওয়া হয়। ফলে এখনে উক্ত দেশে ১ কোটি ১৩ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে চাষবাস হইতেছে। ইংলণ্ডে পূর্বে প্রতি তিন দিনে যত খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হইত আমার একদিনের তত খাদ্যদ্রব্য দেশের ভিতরে উৎপন্ন হইত। এখনে ইংলণ্ডে প্রতি তিন দিনে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজন হয় আমার দুই দিনের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য উক্ত দেশেই উৎপন্ন হইতেছে। যুদ্ধের এই কয় বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে লোম আমদুর উৎপাদন বিগুণ এবং গমিয়ার উৎপাদনে ৩ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গমের উৎপাদনও উক্ত দেশে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বাঙ্গলার আলুর চাষ—বাঙ্গলায় আলুর চাষ সম্বন্ধে সম্প্রতিকের তদন্ত হইতে যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, বর্তমান ১৯৪৯-৫০ সালে বাঙ্গলায় ৩ লক্ষ ৭ হাজার ৮ শত একর জমিতে আলুর চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭ শত (শতকরা ১০৭ ভাগ বেশী) একর জমিতে আলুর চাষ হইয়াছিল।

আসামে বিমান চলাচলের প্রসার—গতকল্য আসাম সরকারের মুখপাত্র এক ঘোষণায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, যুদ্ধের পরে আসামে বিমান প্রসার হেতু উক্ত দেশের সহরগুলির জনসংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত হইবে এবং ফলে বিভিন্ন সহরের মধ্যে যাত্রী ও মালপত্র লইয়া বিমান চলাচলের পথ সুগম হইবে। তিনি বলেন যে, ২ জন যাত্রীর বহনের ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্যে এক মূল্যের রেজিস্টার্ড বিমানপোতের প্রচলন হেতু আসামের সমস্ত অধিবাসী সহজলভ্যে বিমানযোগে পার্শ্বস্থ সকল পর্যন্ত বিদুর হইবে।

বিমান বিভাগে আইন ব্যবসায়ীর নিয়োগ—ভারত সরকার পরিবহন বিভাগে একটি নূতন উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন জানাইয়াছেন যে, এই পর্যন্ত ১০ জন আইন-ব্যবসায়ীকে বিমান বিভাগে নিযুক্ত করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ৫ জন মুসলমান, ২ জন খ্রিষ্টান এবং ৩ জন অমুসলমান হিন্দু।

বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব—মিঃ প্রকাশ কুমার নামক একজন অমুসলমান বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি রেশমীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। মিঃ কুমার বর্তমানে ইংলণ্ডের একটি বড় ইলেকট্রিসিটি কারখানায় সহকারী পরিচালক বিভাগে কার্য করিতেছেন।

খনি হইতে ঘৃত—আমাদের বর্তমানে সম্প্রতীয়মানী খনি হইতে যুদ্ধ নির্মাণের উপযোগী ঘৃত উৎপন্ন হইতেছে। খনির সন্নিকটে ও [illegible] হইতে যথাসময়ে ঘৃত উৎপন্ন করা হয়। অতঃপর এই ঘৃত একটি নল হইতে উহা ঘাঁটি হইতে ঘৃতিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় এই সব হইতে একটি ভিন্ন ভিন্ন দিয়া তাহিয়া রাখিলেই উহা যুদ্ধনির্মাণের উপযোগী হইয়া থাকে।

জাতীয় অর্থনীতিক উন্নতির পরিকল্পনা—ওয়ার্ধার কমার্স কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ আসর-ওয়ালা মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশক্রমে ভারতবাসীর অর্থনীতিক উন্নতি সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাটি গঠনকল্পে মিঃ হনওয়ালা প্রমুখ বিশিষ্ট গান্ধীবাদী অর্থনীতি-বিদগণ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মহাত্মাজী নিজেও এই সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন।

যুদ্ধ হইতে বিরতি প্রস্তাব—বসন্তকালিনে যুদ্ধের একমাস আগে পর্যন্ত সমরবন্দিদের ফেলা যাওয়াটাই টক্ সহরে ২৭ই অক্টোবর হইতে ৯ মাস কাল পর্যন্ত যুদ্ধ হইতে কোন বিরতি প্রস্তাব হইতে পারিবে না বলিয়া আদেশ জারী করিয়াছেন।

অজন্তার গুহা চিত্রাবলি—মহাত্মা গান্ধীর সহধর্মিণী কস্তুরবা গান্ধীর স্মৃতিরক্ষার জন্য যে তহবিল খোলা হইয়াছিল তার ৮৫ হাজার টাকার আর্থিক পর্যন্ত আসাতে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উহা হইতে মহাত্মা গান্ধীর বয়স্ক অন্ধবর্ষিকী বিদেশে মহাত্মাজীর জন্মে ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। মহাত্মাজী আনাইয়াছেন যে, এই টাকা ভারতের পল্লী পল্লী অঞ্চলে শান্তি-কর্ম ও সমাজ-সেবিকাদের সমস্ত জীবনের ও বিস্তারের জন্যার্থ ব্যয়িত হইবে।

মিঃ উইলকির মৃত্যু—আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ ওয়েন্ডেল উইলকি গত ৮ই অক্টোবর আকস্মিক দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৪০ সালে আমেরিকার সভাপতি নির্বাচনে তিনি রিপাবলিকান পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সাধারণ ভোটের জন্য দাঁড়াইয়া যান। মিঃ উইলকি পৃথিবীর সমস্ত বিশেষজ্ঞের জাতি এবং বিশেষভাবে ভারতবাসীর প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার অকাল তিরোধানে ভারতবর্ষ এক পরমবন্ধুকে হারাইল বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন।

আন্তর্জাতিক মানিক সম্মেলন—আগামী ১০ই হইতে ১৮ই নভেম্বর আর্থিক সমস্যা আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনে ইন্টারন্যাশনাল মিউনিসিপাল সহরে আন্তর্জাতিক বণিকদের সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য

আপনার

চেকবই

লেনদেনের ব্যাপারে চেকের প্রচলন গত তিন বৎসরের মধ্যে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলেও এখনও অনেকে টাকা টাকাই লেন-দেন করে থাকেন—যা অনায়াসেই চেকের সাহায্যে করা চলে। চেকবেচনের এই অসুবিধার টাকা টাকার বদলে চেক দেবার সুবিধা এই যে, তবে, কোথায়, কা'কে টাকা দেওয়া হ'ল তার একটা নিখুঁত হিসাব থেকে যায়—এবং প্রয়োজন হলে এক মিনিটেই জেনে নেওয়া চলে।

কিন্তু যার আছে পর্যাপ্ত আবশ্যক সঙ্গতিশীল ব্যক্তিরাই যাতে টাকা জমা রাখতেন বেশী পরিমাণে। কিন্তু প্রকৃতিগত ব্যক্তি-এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ হচ্ছে যাতে অসাধারণও সঙ্গতিশীল ব্যক্তিদের সমসুযোগ ব্যক্তি-এর সুবিধা পান। এইখানেই বিশেষ করে শ্রীব্যাঙ্কের প্রয়োজন ও সার্থকতা। আপনার মতির অর্থের পরিমাণ স্বল্পতম হলেও আপনি যা শ্রীব্যাঙ্কে অনায়াসে জমা রাখতে পারেন ও প্রয়োজন মতন সুবিধাই পেতে পারেন। এই বিশেষ সুবিধাগুলি জানতে হলে যে কোনো একটী শাখে অথবা হেড অফিসে খোঁজ করুন—

শ্রীব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল : ১১২২ ও ১১২৩

কোম্পানেশন অফ ইণ্ডিয়া নেবার জন্য কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট করা হইয়াছে এবং কোম্পানেশন এই আসন্ন প্রথম কমিটী সদস্যদের ৯ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন বিল করিয়াছেন।

হায়দ্রাবাদের রাজস্বের অবস্থা—১৯৪২-৪৩ সালে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের মোট আয় ১৯ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা, মোট ব্যয় ১৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা এবং মোট উদ্বৃত্ত ৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই বৎসরে রাজ্যের অধিবাসীদের উপর কোন নূতন টাক্স ধার্য্য করা হইবে না।

সুদ হ্রাসের চেষ্টা—আমেরিকার ফাইনান্সিয়াল মহলের ধারণা যুদ্ধ বৎসরগুলি সমেত ৫ বৎসরব্যাপী পরিকল্পনার অন্তে যুদ্ধ ঘোষণের একটী চেষ্টা আমিরার করিয়াছেন। এই চেষ্টার নাম দেওয়া হইয়াছে "প্রোগ্রিন"। চেষ্টাটী অনেক ঘোষণীর ক্ষেত্রে বিশেষ উপকার দর্শাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ন্যায় বিচারালয়ের পরিকল্পনা—ন্যায় এবং বিচারব্যবস্থা আরও সুষ্ঠুভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপনের জন্য সুইজারল্যাণ্ডে একটী পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় ৫ বৎসর কালের মধ্যে এক হাজার কোটী টাকা ব্যয়ে ১২টী ন্যায়ালয় শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—লাহোরের ৪ টী কলেজের সমেত একজন আই সি এস অফিসার বলিয়াছেন, যখন ইংলণ্ডের অনেকে ১৯ বছর বয়সে কাজে প্রবেশ করিতেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা—ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার প্রসারের জন্য সম্প্রতি ভারত সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ ব্যুরো কমিটির একটী সভায় আলোচনা হইয়াছিল। কমিটী বর্ত্তমানে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ৫ বছর অন্তরে এবং ভারতের বাহিরে পাঠাইয়া ৫ বছর অন্তরে গবেষণা বিষয়ে বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন।

ভারতে টেলিফোনের প্রসার—ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বিভিন্ন সহরে মোটামুটি ৫ লক্ষ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আছে এবং এই সব এক্সচেঞ্জের গ্রাহক-সংখ্যা মোটামুটি ১ লক্ষ ৮ হাজার। এক্সচেঞ্জ এক একজন টেলিফোন গ্রাহক দৈনিক গড়ে ২০ হইতে ৫০টী স্থানে টেলিফোন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে প্রত্যহ গড়ে ১১ হাজার করিয়া ট্রাঙ্ক টেলিফোন হইয়া থাকে।

গ্রাম্যিক শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা—ভারত সরকারের কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের গ্রাম্যিক গবেষণা কমিটী ভারত সরকারের একবালীন ২৩ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রাম্যিক শিল্প সম্বন্ধে গবেষণার জন্য একটী গবেষণাগার স্থাপন করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি—ভারতের বিভিন্ন স্থানের ধান্য বীজগুলি পরীক্ষা করিয়া একরে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে সরকার ধানের জন্য মিঃ ফক্স ইত্যাদি কয়েকজনকে নিযুক্ত করিয়া ভারত সরকার একটী কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন।

লণ্ডনে মিঃ ডিকেন্সি ম্যাকার্থি—ভারতের বিভিন্ন বেল ষ্টেশনে পুরুষ, মহিলাদের ইত্যাদি বিভাগের জন্য অধিকর্ত্তাদের তত্ত্বাবধির হইবার এক কোম্পানীর এজেন্ট অফিসার মিঃ ডিকেন্সি ম্যাকার্থি গত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে এলাহাবাদে ১৮ বৎসর বয়ক্ত পরলোকগমন করিয়াছেন।

বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক মিঃ মজুমদার—মিঃ ফনীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বর্ত্তমানে হাওড়া এন্ড সেকের বিজ্ঞান পরিচালক হিসাবে একটী নূতন বিজ্ঞান মন্দিরের অধিনায়কত্বের ভারে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, মিঃ মজুমদার ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাদের সঙ্গে যোগদান করিবেন।

ভারতের সঙ্গে ওয়ার অফিস—ভারত-আর্মির সঙ্গে পরিচয়ের আয়োজনের মূলধারা হইতে যাহাতে ভালরূপ ফল ভোগ অনুবিধা না ঘটে সেজন্যে আয়োজনের মূলধারা হইতে ভারতে আয়োজনের তুলনায় ভারতের হইতে মূলধারা স্থানীয় বেশী হওয়া দরকার এবং ভারতে আয়োজনের বৈজ্ঞানিকীর বিভিন্ন বার ভারতবর্ষের যে সমস্ত কলার পাওনা হইয়াছে তাহা মূলধন করিয়া তাহারা একটী কলার অফিস স্থাপন করিয়া ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

বিহারে অনুরূপ—প্রকাশ যে, উত্তর বিহারের বিভিন্ন জেলাতে কলেরা এবং ম্যালেরিয়ার মরণ মেহ প্রায় ৩ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

মি-আয়রনের তলস্তিত্ব—বর্ত্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত বিদেশী লোক রহিয়া গিয়াছে তাহাদের কর্ম্মচারীদের মাত্র বিদেশের অফিসেরা ও বিদেশের কর্মচারীদের বাসীদের বৈধ্য ও অন্য দেখিতে পাইবেন। লোকিয়েই প্রসিদ্ধ আমেরিকান এক্সপার্ট সাহেব এখন বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি এখন একটী আবিষ্কার করিয়াছেন যাহার ফলে বিদেশের অফিসেরা ও বিদেশের প্রবাসিক বাসীদের বৈধ্য, অন্ন ও বেশ এই তিনটী আবশ্যই পূরণের সুবিধা হইবে।

হায়দ্রাবাদে বি বি সি প্রচার—হায়দ্রাবাদের সংবাদে প্রকাশ যে, উক্ত রাজ্যের সর্ব্বসেবের নিম্ন পরিবেশনাধীনে বর্ত্তমানে বি বি সি লাহক অন্যান্যদের ঘোষণা প্রচার হইতেছে। এই ঘোষণাটী ফলে ফ্রন্ট করিয়া তাহা রাজ্যসমূহে ঘোষণা করিয়া হইতেছে।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজার—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

কলিকাতা শাখা—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

নিরাপত্তায় নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার সুবিধাদায়ী প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সুনির্ম্মল বসু, বি-কম, আর-এ, এফ্-আর-এস্-এ, এফ্-আর-ই-এস্ (লণ্ড), কেমব্রিজ ম্যাসেঞ্জার।

প্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

স্থাপিত—১৯০১ টেলি। ক্যাল ৪৪৩৩

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

সুদের হার

সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট—শতকরা দুই টাকা

কারেণ্ট ডিপোজিট এ্যাকাউণ্ট—শতকরা আট আনা

আবেদন করিলে স্থায়ী আমানত ও ক্যাস সার্টিফিকেটের সুদের হার জানান হয়।

এস এস ব্যানার্জ্জি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দিলে উহার জিনীষাদের মধ্যে কোন মলা, মাছি, ছারপোকা, উকুন, লাল ইত্যাদি কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপ অবস্থান করিতে পারে না। এই উপরীত্ত স্থানগুলিতে প্রবেশ করিতে পারে না। এই উপরীত্ত স্থানগুলিতে প্রবেশ হইলে উহা দেখে মালেরিয়া, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগের মূল কারণ দূরীভূত করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে।

তেলের মূল্য হ্রাস—বোম্বাইয়ের বাজারে সম্প্রতি এরূপ একটী গুজব রটিয়াছে যে, আমেরিকায় যুদ্ধবাদের তেলের মূল্য কমাইয়া বর্তমানের প্রতি পাউণ্ডে ৯'০৩ তেলের পরিবর্ত্তে প্রতি পাউণ্ডে ৯'৮০ তেলে পরিণত করা হইবে। এই গুজব সত্য হইলে ভারতের বাজারে স্বর্ণের মূল্য অনেক হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা রহিবে।

সহরের গঠনতন্ত্র বালমুহ—ভারতের বিভিন্ন সহরের গঠনপ্রণালী এবং এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণের বাসস্থানের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যের জন্য ভারত সরকারের স্বাস্থ্য অধীন ও উন্নতি কমিটী ,আমেরিকানুযের এমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার মিঃ বি আর আম্বেদকরকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

মিঃ আম্বেদকরের মন্তব্যাবলী—বোম্বাইয়ের সম্প্রতি বিশেষজ্ঞ মিঃ আর এন আম্বেদকর এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুদ্ধাবসানে ভারতীয় সহ-শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতার সহিত অধিকোপিত। ফলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিকে বর্ত্তমানে যে সব যীত্ত ও টাকু ব্যবহৃত হইতেছে তাহার মধ্যে এককোটী টাকু ও ২০ লক্ষ যীত্ত বাদিল করিয়া তৎস্থলে আধুনিক ধরণের যীত্ত ও টাকু বসাইতে হইবে।

মোজিয়েক ফলিয়ার কৃষির উন্নতি—মোজিয়েক ফলিয়ার বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষবাদের এরূপ উন্নতি হইয়াছে যে একবার যবের চাষ করিয়া তাহা হইতে ৩।৪ বার ফসল আহরণ করা সম্ভবপর হইতেছে।

অফিসের সময়ের পরিবর্ত্তন—আগামী ১৮ই অক্টোবর তারিখ হইতে বেলা ১-টা ৫ মিনিটে বাঙ্গলা সরকারের সমস্ত অফিস বন্ধ হইবে এবং অপরাহ্ণ ৪টার সময় অফিসের ছুটী হইবে।

ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ—ভারতে বর্ত্তমানে চলতি নোটের পরিমাণ ৯৪৫ কোটী টাকার মত এবং চলতি এক টাকার নোটের পরিমাণ ১৩০ কোটী টাকা। উক্ত এক হাজার ৭৫ কোটী টাকার নোটের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হাতে মজুদ হিসাবে ২ শত কোটী টাকার নোট এবং ১৩০ কোটী টাকার নোট জনসাধারণের হাতে মজুদ হিসাবে ধরা যায়।

যুদ্ধ সরঞ্জাম বিক্রয়ের ব্যবস্থা—বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে ভারত সরকারের হাতে যে কোটী কোটী টাকার যুদ্ধ সরঞ্জাম মজুদ থাকিবে তাহা জনসাধারণের সাহায্যে মিটাইবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং দেশের শিল্প ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি না করিয়া যাহাতে বিক্রয় হইতে পারে তজ্জন্য ভারত সরকার 'ডিসপোজেল্স বোর্ড' নামে একটী বোর্ড গঠন করিয়াছেন। এই বোর্ড ভারত সরকারের লাভাই বিভাগের অধীনে কাজ করিবে।

চলচ্চিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ—বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান্সেটী ফিল্ম এডিটার্সদের এসোসিয়েশন ভারতে বড় চলচ্চিত্র প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা ৩০টী চলচ্চিত্রের প্রযোজকবর্গকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সকল চলচ্চিত্র প্রস্তুত সম্বন্ধে আধুনিকতম জ্ঞানলাভের জন্য ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও কানাডাতে বিশেষভাবে একটী অভিনিধি-দল প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

বন্যেরা রাজ্যে কৃষির উন্নতি—কৃষির উন্নতি বিধানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা কি তাহা নির্ণয় করার জন্য বরোদা রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট একটী অভিনব কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। এই কর্ম-পদ্ধতি অনুসারে বরোদা গবর্ণমেণ্ট ৭টী গ্রাম মহাজনের হাত হইতে খাস করিয়া লইবেন। উহার মধ্যে একটী গ্রামে প্রত্যেক কৃষককে ১৫ একর করিয়া জমি দেওয়া হইবে। এই জমি কৃষক,তাহা-দাতাদের বন্ধকে পাইবে না এবং গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশমত এই জমিতে কসলের চাষ করিবে। শেষ পর্য্যন্ত এই জমি চাষ করিয়া লইবার জন্য কৃষককে ঘোষণা দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় গ্রামে অনুরূপ-ভাবে জমি বিলি হইবে—তবে এখানে সমস্ত কৃষক গবর্ণমেণ্টের খামারবাড়ীর কাজ করিবে। তৃতীয় গ্রামে সমস্ত জমি সকল কৃষক মিলিতভাবে চাষ করিবে এবং জমির ফসল কৃষকগণ নিজ নিজ জমির পরিমাণমত ভাগবাটোয়ারা ভাবে ভাগ করিয়া লইবে। চতুর্থ গ্রামের কৃষকগণ মিলিতভাবে জমির চাষ করিবে—কিন্তু ফসল প্রত্যেক কৃষকের পরিবার অনুপাতে ভাগ হইবে। পঞ্চম গ্রামে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং নিজ কর্ম্মচারীদের ও মজুরদের সাহায্যে জমির চাষ করাইবেন। এই পরিকল্পনা কতদূর সফল হয় তাহা দেখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন গ্রামের ফলাফল রেখিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা স্থির করিতে প্রয়াস পাইবেন।

হাজরের তৈলের শিল্প—পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, হাজরের শিলারের তৈল অন্যান্য তৈল অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী এবং ঔষধে ভিটামিনের ভাগ অন্যান্য তৈল অপেক্ষা অনেক বেশী। বর্ত্তমানে এরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে যাহাতে হাজরের শিলার হইতে তৈল নিষ্কাশনের একটী বড় শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। ব্যবস্থাটীর উপযুক্ততা সম্বন্ধে ব্যাপক পরিমাণে হাজর পাওয়া যায়।

সাম্রাজ্যভুক্ত দেশের সহযোগ নীতি—ইংলণ্ডের ফেডারেশন প্রসঙ্গে মাত্র মিঃ এমেরি মন্তব্য করিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোন পক্ষপাতমূলক

টাকা খাটানোর বিশেষ সুবিধা

যাদের টাকা আছে, কোম্পানীর কাজে কোন বিশ্বাসে টাকা খাটানোর প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যাঁরা সন্দিহান নেই, তবে নিউ ইণ্ডিয়ার অংশীদার হওয়ায় নিম্নলিখিত কতকগুলি সুবিধা আছে। সেগুলি হচ্ছে :

- মোটা লাভ : টাকার মোল উপরি হলে আপনি অবশ্যই টাকার উপরে যা পেতে পারেন, আমরা সেটাই তার চেয়ে অধিক পরিমাণ আনার নিশ্চেষ্টাহীন হলেও পরিমাণ দেবো বেশী।
- নীরবতার দাম। নিজেদের অজ্ঞাতে মুনাফার টাকার সম্পূর্ণ টাকার ঠাকা আপনাদের দেবে যাবেন। আমাদের এর পরিমাণ পরিমাণ অর্থের পরিমাণ বেশী হয়ে যাবে।
- আয়কর থেকে অব্যাহতি : টাকার টাকার টাকার অংশগুলি আয়কর হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা দিয়ে থাকবো, তাদের সঙ্গে এই একটী বড় সুবিধা।
- মুনাফার হ্রাস নেই। নিত্য-পরিবর্ত্তনে মূলধন হ্রাস নেই ; বাজারের ওঠানামায় আর কোন ভয়ই করতে পারে না।

টাকার টাকা কিস্তিবন্দীতে অথবা একই সঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। একসঙ্গে টাকা দিলে টাকা প্রতি কিছু বেশীও পাওয়া যায়। কোন পলিসিতে লাভের অঙ্ক কি হারে দাঁড়াবে তা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, বীমার মেয়াদ, আয়করের পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ; সুতরাং আপনি অনুরোধ জানালেই আপনার উপযোগী পলিসির বিবরণ আপনাকে অবিলম্বে পাঠাব।

১৯৪০ সালে
টাকার টাকা যোগে
আয়
২,১৩,০৮,৩০৪ টাকা
মোট সম্পত্তির
৩,৫৬,৩০,৪৪৩ টাকা

নিউ ইণ্ডিয়ার অগ্নিবীমার দাবী দ্রুতগতিতে এবং বিনা-ঝোমেলায় মেটে পরিচয়ক। অগ্নিবীমা, জীবনবীমা, মোটরবীমা, দুর্ঘটনাবীমা প্রভৃতি সকলপ্রকার বীমার কাজে নিউ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিউ ইণ্ডিয়ার স্থান সর্ব্বোচ্চে।

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং, লিঃ

৩, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছয় কোটি টাকার উপর

হওয়া আবশ্যক করা হইবে না বলিয়া বৃটিশ সর্বদেশে আমেরিকার মুক্তরাজ্যের সর্বদেশের সহিত যে বৃটি করিয়াছেন তাহা বৃটিশ সর্বদেশ সাম্রাজ্যের সংখ্যায় সাম্রাজ্যমূলক নীতি (Imperial Preference) পরিত্যাগ করেন নাই।

যুদ্ধের ১মী আবিষ্কার—ফেন আন্তর্জাতীয় একটী সংবাদে প্রকাশ যে, বর্তমান যুদ্ধের আমেরিকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সকল ৫১ টি আবিষ্কার হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টী আবিষ্কার প্রধান—রক্ত সেরেমিনিন রক্তের মূল উপাদান (blood plasma), বিমানবিধ্বংস বোমা, সি-৪৬ প্রকার মারাত্মক বিষাক্তপদার্থ, সি-৪৭ প্রকার মারাত্মক ও মারণকারী বিষাক্তপদার্থ এবং জীবন রক্ষাকারী ঔষধ পাওয়া। যুদ্ধের পরে এই জীবন রক্ষাকারী পাইনিসিলিন ব্যবহার করা সম্ভবপর হইবে এবং আমেরিকাতে এই পাইনিসিলিন ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ৮ হইতে ৩৫ হাজার করিয়াছে।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ—সাম্প্রতিক বৈঠকের প্রারম্ভে বাজেট যে বিভিন্ন বিভাগের আয়ের কত যে পরিবর্তিত হইবে তাহার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে কয়েকটী সংশোধন সহ নূতন পরিষদ ফেডারেল কোর্ট আইনখানা ও ফৌজী আদালত প্রবর্তন করিবেন। এই বিলে ফি বৃদ্ধিকারী ফেডারেল পরিষদের সভ্য সংখ্যার বিরুদ্ধে একটী বিলও পেশ করিয়াছেন।

আবগারী হইতে আয়—বাজেট সম্বন্ধে প্রকাশ যে আবগারী শুল্কের আয় হইতে প্রায় ৮ কোটি টাকা মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি স্থানে ৫ সহ পাটী ফিরিয়া দিয়া বৈধার করিবেছেন এবং এই দান প্রতি পাটী ১৫ আনা মূল্য বিক্রয় করিবেছেন। এই দান বোম্বেতে সাবের মূল্যের অর্ধেক সস্তা।

আমদানি বাজেট অন্তর—আমদানির প্রতি এবার ফিরিয়ে সাধারণতঃ ১০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রতি পাউণ্ড ৫৩ বং ফিরিয়া বাজ ঠিকমত হয়। সেই স্থলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে প্রতি পাউণ্ড চাপ হইতে প্রায় সাত বাজ ঠিকমত হইয়া থাকে। সিঙ্গাপুর কারখানার কোন কোন অঞ্চলে প্রতি পাউণ্ড ফিরিয়ে ১১৪ বং পর্যন্ত বাজ ঠিকমত হইয়াছে। আমদানির বাজের ফলে বাজারের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। ফেডারেলের সরকারের ফলে ডি ই বি ২৪ সাধারণ ৫৩ প্রকার বাজের বীজ হইতে প্রতি একর ৫ হাজার পাউণ্ড (প্রতি পাউণ্ড ৭।০ বং) বাজ ঠিকমত হইয়াছে।

কীটপতঙ্গের ভক্ষ ক্ষতি—উত্তর আমেরিকার কীট পতঙ্গের উপদ্রবে প্রত্যহ বৎসর ৫০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের বিনিময়ে নষ্ট হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে কীটপতঙ্গের জন্য প্রতি বৎসর যে বাজারের আলয় হয় তাহার মূল্য ৩ কোটি পাউণ্ড এবং এজন্য যে সব কেমিক্যাল ব্যবহার, তাহার মূল্য ৫ কোটী পাউণ্ড। উত্তর আমেরিকার কার্ষিক ক্ষেত্রে বৎসরে কীটপতঙ্গের উপদ্রবে ১ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ফুটা নষ্ট হইয়া থাকে। আমেরিকার প্রতি বৎসর কীটের উপদ্রবে ৫৫ হইতে ৫০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের গম নষ্ট হয়। ব্যাভিলাতে প্রত্যহ লিভারপুলের কারখানায় কীটের উপদ্রবে বৎসরে ৩ হাজার হইতে ৬৫ হাজার ডলার মূল্যের লিবার নষ্ট হয়।

ষ্টকহল সমিতির লাভ—ভারতীয় ষ্টকহল সমিতি বর্তমান বেতনের সর্বনিম্নে ৩ লক্ষ টাকা দান করিবেন বিং করিয়া উহার মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

ভারতীয় ডলারের মূল্য—বেঙ্গল ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটী বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ভারতের ডলারের মোট অংশের পরিমাণ ১৫ লক্ষ কোটী টাকা। এই সিদ্ধান্তের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ডলিকল সম্বন্ধে অনেক আইন পাস হয় এবং উহার ফলে ডলারের অংশের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। বর্তমান যুদ্ধে ডলিকাত সংখ্যার অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি হেতুক অনেক ডলারের সঙ্গে আসিয়া হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এখনে এরূপ অনুমিত হইতেছে যে বর্তমান ভারতে ডলারের অংশের পরিমাণ ৫ লক্ষ কোটী টাকার বেশী হইবে না।

সাম্রাজ্য বিভাগের অভাব—ভারত সরকারের সাম্রাজ্য বিভাগ বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর যুদ্ধ সরবরাহ প্রভৃতি, বাজারাদি নির্মাণ ইত্যাদি কাজের জন্য যে সব অর্ডার দিয়াছেন তৃণ শেষ হইয়া গেলে অনাবশ্যকের অর্থের অভাব না হইয়াও কি ভাবে এই সব অর্ডার বাতিল করিয়া দেওয়া যায় তজ্জন্য সরকার সরের জন্য ভারত সরকার একজন স্পেশিয়াল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, এই অফিসারের নিকটবর্তী কোন্ কন্ট্রাক্টরকে কিরূপ অতিপূরণ দেওয়া হইবে তাহা স্থির করা হইবে। অফিসারটীর নাম এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

আমেরিকার যুদ্ধোত্তর শিল্পনীতি—প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এই মর্মে এক ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমেরিকার সরকারসমূহ প্রত্যহ বর্তমানের মুদ্রণার পরিবর্তে ৪০ ঘণ্টা করাইয়া দেওয়া হইবে এবং ইহার ফলে যে ১৮ লক্ষ মজুর সরবরাহের প্রত্যহের কাজ হইতে মুক্ত হইবে তাহাদের দ্বারা অন্যান্যবিভাগের কাজগুলি বিনিময় সম্ভবপর হইবে। যুদ্ধের সময়েই আমেরিকা সাধারণ ভোগের বস্তির মালপত্র বন্ধগুলি করিয়া বিভিন্ন ভোগের বাজারে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে পারে বলিয়াই প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঐরূপ ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া অনেকে মন্তব্য করিতেছেন।

আন্তর্জাতিক বিমান সম্মেলন—আগামী ১লা নবেম্বর তারিখে আমেরিকার আন্তর্জাতিক বিমান সম্মেলনের অধিবেশন বসিবে। এই সম্মেলনে আন্তর্জাতীয় বাণিজ্য পৃথিবীর ৫৪টী নিরপেক্ষ ও মিত্রশক্তির ভোগের আসন করা হইয়াছে। সম্মেলনে পৃথিবীর কোন্ কোন্ বাজা দিয়া যাত্রী ও মালবাহী বিমানপোত চলাচল হইবে তাহা স্থির করা হইবে এবং এই বিষয়ে বিশিষ্টভাবের জন্য একটী কার্যকরী পদ্ধতি স্থির হইবে।

বড়োদা রাজ্যে বাঙ্গালীর উদ্যম—বাঙ্গালার এক যুবক বড়োদা রাজ্যের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বিভাগের ভার লইয়াছেন।

প্রধান—বাইকো ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৮

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

১১৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—ডায়মণ্ডহারবার, আলতা ও কটক

ঢাকা ও বরিশাল শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঋণ—বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৪০ কোটী পাউণ্ড। যুদ্ধের ফলে বর্ত্তমানে এই ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়াছে ৫৪০ কোটী পাউণ্ড।

বিদ্যুৎ চালিত রিভারপোর্ড—পৃথিবীর বিভিন্নদেশগুলি বর্ত্তমানে লেইসের সাহায্যে পরিচালিত হয়। বর্ত্তমানে আমেরিকার বাণী ও ব্যবসায়ী বৃহত্তম বিমান-পোতগুলিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কুড়াকার অথচ অধীম শক্তিশালী ডাইনামো বসান হইতেছে এবং ঐ সব বিমানপোত বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে।

মহীশূরে বৈদ্যুতিক মোটর নির্ম্মাণ—মহীশূর রাজ্যের সরকার পরিচালিত বিদ্যুৎ কারখানায় বর্ত্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে কতকগুলি ৫ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট বৈদ্যুতিক মোটর নির্ম্মিত হইয়াছে। কারখানার আর কোন স্থানে আজ পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক মোটর প্রস্তুত হয় নাই।

কৃষি গবেষণা পরিচালনের নাম পরিবর্ত্তন—দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের অধীনে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ নামে যে কৃষি গবেষণা পরিষদ রহিয়াছে তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসেলনামেই এই বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিবেন।

ওজনের মাত্রা বিভাগ—সংযুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের ওজন বাঁধনে রহিয়াছে বলিয়া বাজারে-বাণিজ্যে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে বলিয়া উক্ত প্রদেশের সর্ব্বত্র একই রকমের ওজন প্রবর্ত্তন করার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। প্রকাশ যে, সেরের সর্ব্বত্র ৮০ তোলায় সের এবং ৪০ সেরে মণ প্রবর্ত্তিত হইবে। কোন ব্যক্তি যদি কাঁচা, পাকা কেজে ওজনের তারতম্য করে অথবা ৮০ তোলার কম বা বেশী তোলায় কোন ওজনকে সের বলিয়া অতিরিক্ত দরে অন্য আদায়ে চেষ্টা করেন।

ষ্ট্রাইকারের সর্ব্বাধিক বেতন—বর্ত্তমানে রেলে মোটর গাড়ী, বাস, ট্রাক্টর, লরী ইত্যাদির ষ্ট্রাইকারের অভাব অভাব বাড়িয়াছে বিশেষ এবং ষ্ট্রাইকারগণ অধিকতর এক স্থানের কাজ ছাড়িয়া অন্য স্থানে চলিয়া গিয়া কাজকর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে বলিয়া বাঙ্গালা সরকার সমস্ত শ্রেণীর ষ্ট্রাইকারদের একটা সর্ব্বাধিক বেতন নির্দ্ধারিত করিবার বিষয়ে একটী প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন।

ভারতে ট্রাক্টার আমদানী—ভারত সরকার সংযুক্ত প্রদেশের জন্য অর্থসচিবিলয় আবেদিকার মুক্তহস্তে ১৯৩৯ হইতে ১৯৪০ ট্রাক্টার যা কর্ষণ আমদানী করিবেন স্থির করিয়াছেন। উক্ত প্রদেশে 'ডাবল' লাঙ্গল এক লক্ষের অধিক আমদানী অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই সব বিনষ্ট করিবার জন্য ট্রাক্টারগুলি বিতরিত হইবে।

বিদ্যুৎ ব্যাঙ্কের সাহায্য—ভারতে গৌণ ফোস্পাতীয় ফিনিশিং-ব্যাঙ্কের প্রসারের পরিকল্পনা এবং ভারতীয় শিল্পের উন্নতির ব্যাপারে ব্যাঙ্কসমূহ কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে তৎসম্বন্ধে একটী প্রবন্ধের জন্য আমেরিকার 'ট্রেজারী' ব্যাঙ্ক প্রথম পুরস্কার হিসাবে ৫০০০৲ টাকা এবং দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে ১০০০৲ টাকা প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আমেরিকার সমাজসমূহ অর্থনীতি পাঠের অধ্যাপক মিঃ ক্রিসনারায়ন এই বিষয়ে প্রথম পুরস্কার এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি পাঠের লেকচারার মিঃ লক্ষ্মী নরসিংহম্ দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

ভারতীয় আমুদানি আমদানী—গত জুন মাসে বিভিন্নদেশ হইতে সমুদ্র পথে ভারতবর্ষে মোট ১১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকার বাদামের আমদানী হইয়াছে এবং এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্র-পথে বিভিন্ন দেশে ১৮ কোটী ১৯ লক্ষ টাকার বাদামের রিপ্তানী হইয়াছে। এই সময়ে ভারতের রপ্তানীর অধিকা হইয়াছে ৪ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা। গত ৭৭শে জুন মাসে রপ্তানীর অধিকোর পরিমাণ ছিল ৯ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা।

ভারতে চিনির কল—সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারতে ১৩৬টী আধুনিক ধরণের চিনির কল ছিল। এই সব কলের মধ্যে উক্ত বৎসরে ১৩১টী কলে কাজ হয় এবং ১৪টী কলে কাজ বন্ধ থাকে। এইটী কল পরীক্ষামূলক ভাবিয়া উৎপাদ হিসাবে ধরা হয় নাই। উক্ত বৎসরে সংযুক্ত প্রদেশে ৭৩টী, বিহারে ৩১টী, মাদ্রাজে ১১টী, বোম্বাইয়ে ১০টী, বাঙ্গলায় ৬টী, ভারতের দেশীয় রাজ্যে ১৮টী কল ছিল। ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসের শিল্প সুরু হইতে ভারতীয় চিনির কলে কাজ আরম্ভ হয় এবং যে মাসের শেষ পর্য্যন্ত কলে কাজ হয়ে। উহার মধ্যে ১৯৩৩-৩৪ সালে সমস্ত কলে ১২ লক্ষ ১৯ হাজার ৪ শত টন চিনি উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে সংযুক্ত প্রদেশে ৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ১ শত টন এবং বিহারে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৪ শত টন চিনি উৎপন্ন হয়। এই বৎসরে মহীশূরের সমস্ত কলে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৭ শত টন রাসায়নিক উৎপন্ন হইয়াছিল। এবার সমস্ত ভারতে গড়ে প্রতি ১০০ মণ আখ হইতে ১০·৭ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। তবে কোন কোন কলে প্রতি ১০০ মণ আখ হইতে ১২·৮৭ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে সমস্ত ভারতের গড়ে প্রতি ১০০ মণ আখ হইতে ১০·৯৮ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাফ্লোর পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসরিন • সিট্রোনেলা অয়েল • ষ্টার্চ • হাইড্রোক্লোরিটার • প্রভৃতি পাইকেরী।

কোন :—
বড়বাজার ৮—১৩৯৯ অফিস
" :—১৪৯২, ফাইরী
টেলিগ্রাম—"ফীরাজাই"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন রেঞ্জ, কলিকাতা।
জনপ্রিয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।
শাখা—কলিকাতা, বম্বে, রাইপুর এবং বিহার ও বাংলার প্রধান প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহে।
কোড ক্যাশ ৫১০১ আর ডাব্লু, বি এ, বাসেলিং ডিরেক্টর।

ভারতে মটরিয়া ও হাইয়ের উৎপাদন—ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৩-৫৪ সালে সমগ্র ভারতে মোট ১ লক্ষ ৫৭ হাজার টন মটরিয়া ও হাই উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে ১০ লক্ষ ৭০ হাজার টন মটরিয়া ও হাই উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে যে মটরিয়া ও হাই উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে সমুদ্রে প্রেরণের ৫ লক্ষ ৫২ হাজার টন, পাঞ্জাবে ১ লক্ষ ১০ হাজার টন, বাঙ্গলায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার টন এবং বিহারে ১ লক্ষ ৫১ হাজার টন মটরিয়া ও হাই উৎপন্ন হয়।

বাঙ্গলায় মৌথ কোম্পানী—বঙ্গ মূল বাবদ বাঙ্গলা দেশে মোটমাট ১ কোটি ৬৯ হাজার টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া ৫৯টি মূতন যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিমান অবতরণের অতিরিক্ত সুবিধা—আগামী ৩রা নভেম্বর আরিখ হইতে আমাদের অভ্যন্তরীণ সময় যে মূলীন লাভ্যা বিমানপোতে লক্ষ্যস্থলের অভিমুখে রওনা হইবে তাহাকে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে স্বাগত অভিনন্দন বিশেষ, তার ফ্রেডারিক টিমস ও মিঃ এস সি সেন প্রতিনিধিত্ব করিবেন। তার অভিনন্দন এই প্রতিনিধিত্ব বহনের ভারত এয়ার মিঃ অভিনন্দন সিং উহার সেক্রেটারি হইবেন।

বিদেশগামী বিমান পথ—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পাম এমেরিকান এয়ারওয়েজ এয়ারলাইন্স কোম্পানী এবং ট্রান্সকন্টিনেন্টাল এণ্ড ওয়েস্টার্ন এয়ার লাইন্স কোম্পানী যাত্রী ও মাল লইয়া সমগ্র পৃথিবীতে বিমানপোত চালনা করার আরও অধিকার লাভ করিয়াছেন। এখন কোম্পানী সাধারণ বিমান ঘাঁটি হইতে ৭টি নূতন বিমানপোত ফ্লেন্স পাইবার-গ্রেন এবং ইহার সাহায্যে আগামী ১৯৫৫ সালের প্রথম হইতে উহারা আংশিক ব্যবস্থা হিসাবে সিঙ্গাপুর হইতে লণ্ডন এবং তথা হইতে কলিকাতা পর্যন্ত নিয়মিতভাবে বিমানপোত চালাইবেন স্থির করিয়াছেন। এই সব বিমানপোত কলকাতা রাত্রি ১৯টা ১০ মিনিটের সময় সিঙ্গাপুর হইতে রওনা হইয়া পরিদিন শেষ রাত্রি ৩টা ৪০ মিনিটের সময় লণ্ডন পৌঁছিবে এবং তথা হইতে বাগদাদ, করাচী ও দিল্লী হইয়া পরেরদিন বেলারাত্রি ৩টা ৩০ মিনিটের সময় কলিকাতা পৌঁছিবে। এই সব বিমানপোত সিঙ্গাপুর হইতে লণ্ডন পর্যন্ত প্রত্যেক যাত্রীর ভাড়া ৭০৩ ডলার ৮০ সেন্ট (প্রায় ৩৩ পাউণ্ড) ধার্য হইয়াছে।

হেলিকপ্টারের অভিবেগ—হেলিকপ্টার প্রথম প্রয়োগের আবিষ্কর্তা আইগর সিকোরস্কি সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ারদের এক সভাতে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধের পরে হেলিকপ্টার বিমানপোত পৃথিবীর সর্বত্র যাত্রী পরিবহনের বড় কাজ করিতে পারিবে। তবে এখন অবস্থাতে হেলিকপ্টারের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫০ হইতে ১৮০ মাইলের বেশী হইবে না এবং এক একটি হেলিকপ্টার একসঙ্গে ১২ হইতে ২০ জনের বেশী যাত্রী বহন করিতে সমর্থ হইবে না।

বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার—গত ৫০ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড ও ওয়েলসে জনসংখ্যা শতকরা ৫০ জন, ইতালীতে ৯০ জন, আর্জেন্টিনায় ২৩৩ জন, নিউজিল্যাণ্ডে ১৭২ জন, জাপানিয়ায় ২৮৩ জন, জাপানে ৭৯ জন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা মাত্র শতকরা ৩৯ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতের চাষ—গত ১৯১১ হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই বৎসরে ভারতে মোট ১ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমিতে ভারতের চাষ হইত। ১৯৪৯-৫০ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ ৩৭ হাজার একর এবং ১৯৫১-৫২ সালে উহা ১০ লক্ষ ৯৫ হাজার একরে পরিণত হইয়াছে। ইদানীং ভারতে ২ লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে বৎসরে ৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫১ হাজার গাঁইত মটরিয়া নিষাশের প্রয়োজন উপযুক্ত ভারত উৎপন্ন হইতেছে। ভারতের সমস্ত জমিতে বৎসরে মোট সাড়ে চার লক্ষ টন ভারত উৎপন্ন হয়।

নিম্নপার্বত্য রীতিতের ব্যবহার—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্বতারোহণ চলিত, রীতির বিভাগ বহু, উহা প্রকৃতি নিম্ন সম্পর্কিত। কাজে বৎসরে ৭৯ লক্ষ ভারতের রীতিতের প্রয়োজন হয়। ১৯৫১ সালের এই বস্তুর কাজে ৫৫ লক্ষ ভারতের রীতিত ব্যবহৃত হইল।

ভারতে যাত্রীবহনের অভাব—বোম্বাইয়ের অধিবাসীদের পক্ষকরা ৭৯ জন লোক এখন ভারতীয় রেলগাড়ীতে স্থান করে। যাত্রাতে একখানায় বেশী ভোগ পাই, তাদেরপুরের পক্ষকরা ৯৯ জন লোকের একখানি ভারতীয় ভারতীয়রা যাত্রীতে বাস করে। কিন্তু লণ্ডনে এমন লোকের সংখ্যা শতকরা ৩ জন মাত্র। বোম্বাইয়ের কোন কোন অঞ্চলে এক একটি ভোগায় ১৫ জন লোক বাস করিয়া থাকে। কলিকাতার অধিবাসিগণ গড়পড়তায় প্রতি ভোগায় ৪ জন করিয়া বাস করে। নিউইয়র্ক সহর পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘন-বসতিপূর্ণ সহর বলিয়া খ্যাত। কিন্তু এই সহরে প্রতি ভোগায় গড়ে দেড় জন মাত্র লোক বাস করে।

ভারতের অধিবাস—বর্তমান বিশ্বযুদ্ধ বিঃ এর মতে পৃথিবীর মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে বৎসরে স্বাভাবিক উপায়ে-১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন এবং কৃত্রিম উপায়ে বৎসরে ১৫ লক্ষ ১০ হাজার টন ভারত উৎপন্ন হইবে। তিনি বলেন যে, বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র জগতে বৎসরে ১০ লক্ষ টন ভারত ব্যবহৃত হইত এবং উহার মধ্যে অধিকাংশই মোটর গাড়ীর টায়ার নির্মাণে নিয়োজিত হইত। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে সমগ্র জগতে মোটর চলাচল এত বাড়িবে যে, বৎসরে ২০ লক্ষ টন ভারতের দরকার হইবে। কাজেই মিঃ বিঃ মনে করেন যুদ্ধের অবসানে কৃত্রিম ভারতের জন্য ভারত নিজস্ব কারখানা উপযুক্ত হইবার কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষে বর্তমানে স্বাভাবিক উপায়ে বৎসরে ১৭৯ হাজার টন ভারত উৎপন্ন হয়। এই ভারত ভারতের প্রয়োজনেই খরচ হইতেছে। সুতরাংমানে ভারতে ভারতের ভারতের ভারত অনেক বাড়িয়া যাইবার আশা আছে।

নিশ্চিন্ত সেবা ও নিরাপত্তার জন্য—

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯৩০ ইং : : ফোন : কলিঃ ৩৪৩৭

শাখাসমূহ—

বেরহামপুর, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, ভাগলপুর, চট্টগ্রাম, কাটিহার এবং পূর্ণিয়া

পাটনা, গয়াভাসা, ভাগলপুর, রাঁচি এবং মেদিনীপুর

শাখা খোলা হইতেছে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

আমানতের সুদের হার ও সর্তাদি সুবিধাজনক

বিঃ দ্রেষ্টব্য : ভাগলপুর—ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড।

নব-পরিকল্পিত ভারতে

নাগরিক সুখ-সুবিধা

ভারতের বহু জনস্থান রেলে যেখানে লোক সংখ্যা বেড়েই চলেছে, সেখানকার মানুষের কত বীভৎস পরিস্থিতির মধ্যে তাদের বহু অসহনীয় অবস্থা ও সহজের সুযোগ-সুবিধা করতে পারা যাচ্ছে না। শিল্প-কেন্দ্রসমূহকে যদি সময় থেকে বিভিন্ন করা যায়, তা হলেও নূতন নূতন সহর গড়ে উঠবে। আর যেসবই অঞ্চলে এর সঙ্গে যদি করে দেওয়াই নাগরিক জীবনের সুখ-সুবিধা হয়ে উঠে অসাধারণ।

সহরে জল সরবরাহের ব্যাপার ও বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবস্থা না থাকলেও হয়তো চলে। যে ঘর বা পাখা নেই-পাখা না থাকলেও লেখা-পড়ার কাজ চলে যেতো, যদি অবশ্য আলোর ইচ্ছা থাকতো।

কিন্তু যেখানে এসব আছে লোকের সমাবেশ হয়ে, সেখানে জল, আলো ও বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবস্থা সরবরাহ ব্যাপারে সহরের পরিচালনা এসবের উন্নতিকল্পে সাধারণের সক্রিয়তারের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। তখন, সহর ও শিল্পকেন্দ্রসমূহ এলাকার জনে ভবিষ্যতের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা হ্রাস পাবে। কিন্তু উন্নতমত জীবন-যাত্রার জন্য তাদের যে-সব সাহায্যের প্রয়োজন হবে, তা অতি সহজে উপাদেয় সাহায্যেই অবস্থা-রচিত পথে চলবে।

TATA ICOB

টি টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানি লিঃ এণ্ড দি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন অব্, বেলজিয়াম লিঃ যুক্তভাবে প্রচারিত।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভারত ষ্টুই মিলস্ লিঃ

সম্প্রতি আমরা ভারত ষ্টুই মিলস্ লিমিটেডের সঙ্ঘ ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের তারাবিবরণী পাইয়াছি। বাঙ্গালী পরিচালিত বিভীয় পাটকল হিসাবে এই কোম্পানীর তারাধারা আমরা প্রথম হইতেই উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আলোচ্য বৎসরে অবশ্যকিত বিনা কোম্পানীর উন্নতিসূচক উন্নতি দেখা বিশেষ ভৃপ্তির বিষয়। গত ১৯৪৮-৪৯ সালে কোম্পানী ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের উৎপন্ন চট বিক্রয় করিয়াছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে কোম্পানী সেখানে ৪১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার চট বিক্রয় করিয়াছে। বৎসরের শেষে পাট ও উৎপন্ন চট ইত্যাদিতে কোম্পানীর হাতে ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৯০ টাকার জিনিষ মজুত ছিল। এবৎসরের লভ্যের পরে মাত্র কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ ২৩ হাজার ১৮৮ টাকা লাভ হয়। পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত যোগ করিয়া তাহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার ২৩৩ টাকা। উহা হইতে ১০ হাজার টাকা বন্ধুত্ব তহবিলে দান করা হইয়াছে, ৭৫ হাজার টাকা ট্যাক্সের জন্য জমা রাখা হইয়াছে। ৭০ হাজার টাকা বিশেষ করিয়া অংশীদারদিগকে লভ্যতার ৭½ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। বাকী ৭৪ হাজার ২৩৩ টাকা পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পাটকলের শ্রমিকদিগকে লভ্য হতে বাড়তি সুবিধাদি করিয়া দিয়া ঐ খাতে কোম্পানীর ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা অতি দীরতার সহিত হইয়াছে। সম্প্রতি কোম্পানী এবার আশিলাইদিগকে আরও বেশী হারে লভ্যাংশ প্রদানে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। কর্ণধার শ্রীযুক্ত আলামোহন ধানের উদ্যোগে ভারত ষ্টুই মিলস্ লিমিটেড গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রতিভার দান প্রথম লক্ষ্য আজ কোম্পানি একেশ্বরে কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছে। শ্রীযুক্ত আলামোহন ধানের কর্মকুশলতার গুণে ভারত ষ্টুই মিলস্ লিমিটেড উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে বলিয়া আশা করি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে অনুন্নত যে-কয়টি নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া তাহাদের অন্যতম। ইম্পাহানীরাল ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক নামে যে প্রতিষ্ঠান ১৯৩৯ সাল হইতে কাজ করিতেছিল সেই প্রতিষ্ঠানই উক্ত নামে সম্প্রতি এবং সম্প্রতি বিলুপ্ত যে নাম হইতে আশা আরও করিয়াছে। আমরা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জানাইতে পারি যে, এই অভিনবের অন্তরালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া অনুভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিবার অভিপ্রায় অন্তর করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় চক্রবর্তী আমিন বাবু ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের সিদ্ধ বাহিরা পরিচালক অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও অন-ভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পরিচালনায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ার প্রত্যেকটি শাখা অনভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাহিরে নানা ব্যবসায়-কেন্দ্রে এই ব্যাঙ্কের শাখা আছে এবং নূতন শাখা খোলা হইতেছে। কলিকাতার বড় বাজারে এই ব্যাঙ্কের বেশ অভিস অবস্থিত।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

সাবেদারা টি কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৯৲ টাকা। **আকাবুরা টি কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৫৲ টাকা। **মরীয়মাটা টি কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৩০৲ টাকা। **মেজলাল টি কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৭৫৲ টাকা। **দি বিজয়নাথ টি কোং লিঃ**—গত ৩১শে আষ্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৩০৲ টাকা। **মেজিলীপুর জমিদারী কোং লিঃ**—গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৫৲ টাকা। **তারার মেকিন্স ট্রেডার্স লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৫৲। **আল ভাজোরা কোল্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ২১০ আনা। **তারকার বিদ্যুৎ লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৲। **বিদ্যুৎ ষ্টোর মাইন্স কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৪০ আনা।

নূতন বোম্ব কোম্পানী

ইষ্টবেঙ্গল ইলেকট্রিক ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস্ সিনহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩৭ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ইলেক-ট্রিক ফ্যান, লাম্প, মোটর প্রভৃতি তৈয়ারীর কারখানা।

আসমা জাভিয়া লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম এন আসমানি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০ ডিহার লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। সুতার প্রস্তুত ও চুক্তিতে।

ভারতসেল এসোসিয়েসনের অফ ইণ্ডিয়া—ডিরেক্টর মিঃ সতীশ সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৪নং আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। বেতিক ও বেতিক সংক্রান্ত ব্যবসাদি ডিলের।

মিনার্ভা লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বরদা কান্ত বেজিষ্টার্ড অফিস—৩৩৮ বহি বাজার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। সাধারণ ব্যবসা।

ভাগলপুর ভারতস্ ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি বসুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩ বালো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। চালডার ইত্যাদির ব্যবসা।

ইষ্টার্ণ টিম কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি বি বাসিয়ান। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ ইয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। সেই ও ইন্সাপের ব্যবসা।

মেটাল্ফাক্ট (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস পি কুমার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৯ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ইলেকট্রিক মোটরের ব্যবসা।

ঐরাবত অয়েল রিফাইনারী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস বি ঐরাবত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৩এ লোয়ার চিৎপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। সাধারণ ব্যবসা ও এজেন্সি।

এম সি গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম সি গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৩এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্সি।

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ৩১, ব্যাণ্ডো লেন, কলিকাতা
ফোন ঃ ক্যাল ২৩৯৯

—কলিকাতা শাখা—
বাগীপত্র—বৌবাজার—বড়বাজার

—অন্যান্য শাখা—
ঢাকা, বরিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস ও পাটনা। মুক্তন শাখা—বগুড়া, সাতক্ষীরা, বরিসিরি, কুষ্টি, এলাহাবাদ, জামবাজার, হাইমচালা-মুরাদ, আলীপুর, বোরাদা ও অন্যান্য স্থানে শীঘ্রই খোলা হইবে।

হেড-অফিস—বোরাবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)

অফিস ও শিল্পের
সকলপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র
এখানে—

- ষ্টুই মার্কিং
- পিতল ষ্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এড্রেসিং মেসিন্
- সিলমোহর
- মেম, ষ্টেট,
- টোকেন্ ও মেডেল
- মেডেল ও অন্যান্য ধাতু-চিহ্ন
- মিনে-করা ব্যাজ
- খালার নীলমোহর
- ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় ধাতু-চিহ্ন
- কারখানার জন্য ইলেকট্রিক যাবতীয় সরঞ্জামাদি
- ভুবিজনের সাজানির সরঞ্জামাদি
- মিষ্টি মোহরের তৈরি জিনিষপত্র

আমাদের নিজ কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা কার্য্য হইয়া থাকে। আমরা না করে মুক্তন পাথরের না—কতো সুলভ ও নিখুঁত ভাবে আমরা এসব জিনিষ তৈরি করে থাকি

ওরিয়েন্টাল
১৮৩এ, বিডন রো, কলিকাতা
ফোনঃ বি বি ১৮৩০

সি টি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

শাখা
জামবাজার ও মহম্মদসিংহ

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার—শ্রীবিশ্বিরঞ্জন বিশ্বাস

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৩ই অক্টোবর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন দেখা দেয় নাই এবং আমদানীর অল্পতা চাহিদানুযায়ী পরিশোধের সর্ত্তে অল্প সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ১৲ আনা ও মেয়াদীতে শতকরা ১৲ আনাই ছিল।

গত ১০ই অক্টোবর ভারত সরকার নগদ আদায় ছিল মাসের মেয়াদী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার ডাকা হয়, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ১৯৯৲৹ লাখ মূল্যের মঞ্জুর এবং ৯৯৯৲৹ আনা মূল্যের শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা মূল্যের হার বার্ষিক শতকরা ১৲১১ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ১৯শে অক্টোবর—মেয়া ১১টা (ট্রেজারী সমস্ত) পর্য্যন্ত মেয়াদীতে এবং ১৯শে অক্টোবর কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারত সরকার কর্ত্তৃক আদুত ৩ মাসের মেয়াদী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

১৯৪৪ সালের ১৮ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে ৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ইস্যু বিভাগের সম্মতে বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হারে কারবার ছিল :—

টেলিগ্রাফি (প্রতি টাকায়)	১ শি: ৩৯৷৷ পেন্স
ঐ বর্ম্মী	" "
ডি এ ডিমাণ্ড বিল (")	১ শি: ৩৯ পেন্স
ডি এ ৩০ দিন বিল (")	১ শি: ৩৯৷৷ পেন্স
ডলার (প্রতি শত)	৩৩৯৲৹ আনা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৬ই অক্টোবরের হিসাবে দেখা যায়, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ৯৯১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। এর সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ৯৯১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। গত ৭ই অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৯৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ও ১৯৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ১৩ই অক্টোবর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে গত সপ্তাহ অপেক্ষা তেজীভাব বিদ্যমান ছিল এবং বাজারের বর্ত্তমান অবস্থা পূজার পূর্ব্বের অবস্থার তুলনায় অনেক ভাল। কেনবেচার কাজ খুব বেশী না হইলেও বর্ত্তমান সপ্তাহে চটকলের শেয়ার বাজারে অনেক উৎসাহ দেখা গিয়াছে এবং প্রায় সমস্ত চটকলের শেয়ারেই কিছু কিছু মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সাধারণতঃ যে সকল শেয়ারের বাজারে বেশী চাহিদা থাকে সেগুলির কাজ এ সপ্তাহে ভালই হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের অনেকেরই মূল্যের দিক হইতে বিশেষ আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। ইণ্ডিয়ান আয়রনের বিভিন্নটি বন্ধের খবর সত্ত্বেও সপ্তাহের অধিকাংশ সময় উহার দর ছিল ৯৯৷৷৹। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে ভারতের পূর্ব্ব দীমান্ত হইতে জাপানী উপদ্রবের সংবাদে আমাদের বাজারে যেরূপ নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হয় সেই ভাব অবশ্য সপ্তাহের শেষে আর সম্পূর্ণরূপভাবে বজায় থাকে নাই অনেকটা ঝিমিয়ে হইয়া আসিয়াছে এবং ফলস্বরূপ চাউলের শেয়ার ব্যতীত অন্য শেয়ার সমূহের অধিকাংশের দর আলোচ্য সপ্তাহের তুলনায় কিছু কিছু কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে ৪১ খানার শেয়ারসমূহের বিশেষ ভাঙ্গ হয় নাই।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ এবং তৎ সম্পর্কিত দর প্রায় স্থির ছিল এবং পরিবর্ত্তন ৲ মূল্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমস্তরালই বাজারে বিরাজ করিয়াছে। প্রাদেশিক ঋণসমূহের মধ্যে বর্ত্তমান সপ্তাহে ভাল কাজ হয় নাই এবং ৲ টাকা মূল্যের ইউ পি ৩৩ (১৯৪৩) ১০২৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—বর্ত্তমান সপ্তাহে ব্যাঙ্ক-সমূহের শেয়ারের মূল্য কোম্পানীর কাজের ও অবস্থার মত প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের নূতন শেয়ার বাজারে বাহির হইবার ঘোষণা অন্যান্য ব্যাঙ্কের এই শেয়ার সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে উৎসুক্য দেখা যায়।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ারসমূহের মধ্যে বেঙ্গল ও ঝোরাটের শেয়ার সম্বন্ধে বাজারে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল এবং অধিকাংশ খনির শেয়ারের অবস্থার এ সপ্তাহে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের শেয়ারগুলির মধ্যে ডুকলিয়া ও সাউথ করণপুরার ভাল ভাল হইয়াছে এবং আমহেরের কেনাবেচা এ সপ্তাহে আশানুরূপ হয় নাই।

আসামের কল—মোটরটের বাজারে অল্পে অল্পস্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও এবং এ বৎসর আসামের ফলসমূহে ভাল লাভ হইবার আশা থাকিলেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে এপর্য্যন্ত কিসের মাথায় উন্নতি দ্বারা অধিকাংশ আসামের কলের শেয়ারেই কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় নাই এমন কি আসামের কলের শেয়ার বাজারে এ সপ্তাহে বিশেষ কোন বিভিন্নতাও বিদ্যমান ছিল। মিঃ ডিট্রো-রিয়ার্স এর সপ্তাহ শেষে ৯৲৹ আনার মূল্যে ৯৲৹ আনায় মাত্রিয়া আসিলেও মোটের উপর বাজারে এই শেয়ারের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ কেনা-বেচা হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্যসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের মধ্যে চটকলের শেয়ারগুলিতেই সব চেয়ে বেশী উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। ফলতঃ ৯২৲৹ আনা পর্য্যন্ত মাত্রিয়া সপ্তাহ শেষে ৯৯৯৲৹ আনায় উঠিয়াছে এবং কাজারিয়াটী ৯৯৭৲ টাকা হইতে এ সপ্তাহে ১৯৭৲ টাকায় উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে চাইল ও টিটাগড়ের শেয়ারের দরটাপেক্ষা অধিক চাহিদা ছিল। সপ্তাহের শেষ দিক বর্ষচটের চাহিদা খুবই বাড়িয়া যায় এবং ইহা ১৭৹৹ আনা হইতে ১৯৯৲৹ আনায় উঠে। শাউকলের অবশিষ্ট শেয়ারগুলির মধ্যে আলোচ্য সপ্তাহে একমাত্র মেসিকেণ্ডির দরই প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল এবং ইহা ১০৹৹ আনায় আবেদনাবে উঠানামা করিয়াছে।

ইণ্ডিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান বিভাগের প্রায় সকল শেয়ারেরই ভাল কেনা-বেচা হইয়াছে এবং ফ্রীয়ারিয়া ১৯৯৹ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া পূজার ১২৯৲৹ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। বীয়ার ফিঃ'সের দর হইতে বলিয়া জনসাধারণ বর্ত্ত কোম্পানীর শেয়ার সম্বন্ধে উৎসুক্য দেখাইতেছে। ইণ্ডিয়ান আয়রন গত ইসের মত আলোচ্য সপ্তাহের তিন কর্ম্মদিবসের শেয়ারের বাজারে মধ্যে কাজকর্ম্ম হইয়াছিল এবং শেয়ারের মূল্য ৯৯৲৹ আনা হইতে সপ্তাহ শেষে ৩১৲ আনায় উঠিয়াছে।

কাগজের কল—আলোচ্য সপ্তাহে টিটাগড় ও টীটাগড়ের দর অপেক্ষাকৃত স্থির ছিল এবং ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২০২৲ টাকা পর্য্যন্ত মাত্রিয়া শেষ অবধি ২০৯৲ টাকায় উঠিয়াছে। বাজারে ঐর শেয়ারের চাহিদা এ সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং ইহার মূল্যও হ্রাস পাইয়া ৯৯৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে মাইসোরের কাজকর্ম্ম হয় নাই বলিলেই চলে।

বিবিধ কল—আলোচ্য সপ্তাহে অন্যান্য বিবিধ কলের মধ্যে ডিক্সিচক্রের চাহিদা হওয়ায় ডিক্সি কলের শেয়ার বাজারে সামান্য পরিমাণ কেনাবেচা

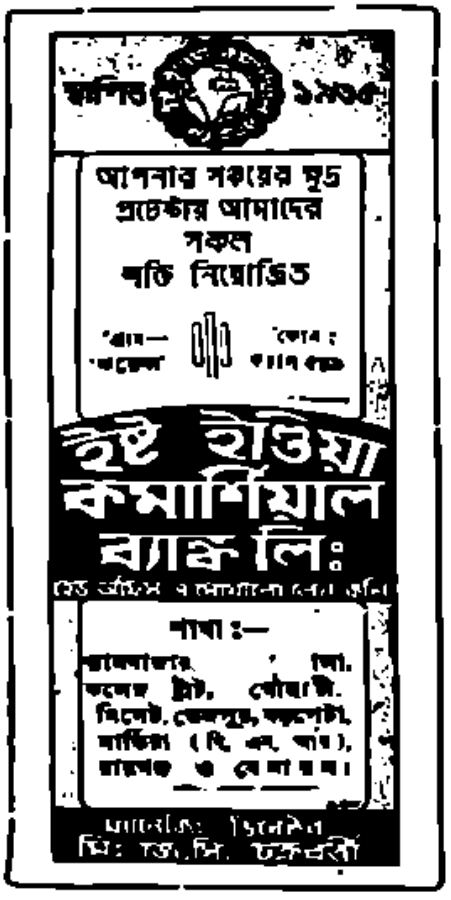

নিরাপত্তা ও কার্য্যতৎপরতার জন্য—
দি ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিঃ অফিস—ঢাকা। কলিকাতা অফিস—১৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
ফোন : কলি ৫ ৪৪০১ ৯ গ্রামিক—১৯৫৮
শাখাসমূহ :—
ডোমরা, খাইবাক্ষা, চট্টগ্রাম, চন্দ্রঘুলিয়া,
জীরাই, নারায়ণগঞ্জ, রাজা ও বরিশাল।
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এম ভট্টাচার্য্য।

দেখা যায়। ইন্দোর ও কানপুর আলোচ্য সপ্তাহে এই কারণে যথাক্রমে ৪৭৲ টাকায় ও ৫০৲ টাকায় মাথিয়া আসিয়াছে। তবে বাজারে এই সাময়িক বৈষম্যজনকতার কেন এক কোম্পানীর দেয়ারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই এবং কেন কারিগর কারণে আলোচ্য সপ্তাহে ২৯৫৲ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছে।

চা বাগান—নিউ টেরাই প্রভৃতি অনেকগুলি চা বাগানের শেয়ারে কম বিক্রিতেও যোগিত হওয়ায় এ সপ্তাহে অধিকাংশ চা বাগানের শেয়ারেই কিছু কিছু অবনতি ঘটে। ফোর্টের উপর আলোচ্য সপ্তাহে চা বাগানের শেয়ার সম্বন্ধে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অনুসাধারণ বিশেষ উৎসাহ দেখায় নাই।

বিবিধ—আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে বি আই কর্পোরেশনের শেয়ারগুলির বন্ধে কেনাবেচা হইয়াছিল এবং শেয়ারের দর ৬৮৲ আনা হইতে ৬৯৲ আনায় উঠিয়াছে। এই বিভাগের অন্য অন্যান্য শেয়ার কানপোর ট্রামওয়ে আলোচ্য সপ্তাহে ৪৫৲ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল, সপ্তাহ শেষে উহা পুনরায় ৪৪৯৲ আনায় মাথিয়া আসিয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৩ই অক্টোবর—এ সপ্তাহে পাটের বাজারে সকল দিক দিয়াই একটা মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বন্ধ পূর্বের তুলনায় পড়িয়া গিয়াছে। বিভিন্নদিকে অবস্থাও কম হইয়াছে। ১৯৫৯ সালের পাটচাষ সম্বন্ধে যে চূড়ান্ত পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এবার মাত্র ৫৩ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এতদসত্ত্বে পাটের বেচন বাণী-বাজারা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাতে এই পাট দিয়া চাহিদা মিটিবে বলিয়া আশা করা যায় না। এই অবস্থায় যোগান ও চাহিদার দিক অনুসারে এবার পাটের দর বেশ বাড়িবারই কথা। কিন্তু আশা করিলে বাজারের অবস্থা বর্তমানে অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। অনেক অঞ্চলে রীতিমতভাবে এখনও পাটগুলির তাল তালাগোছ করিবার সুবিধা হইতেছে না। এদিকে পাট কাটার কাজ শেষ হইবার ফলে অনেকগুলি কেন্দ্রমধ্যে ও কলিকাতায় এখনে বেশী পরিমাণ পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত হইতেছে। এই অবস্থায় এবার কম পাট উৎপন্ন হইবার কথাকে বাজারে পাটের দর চড়িতেছে না। বরং তাহা কিছু পরিমাণে নিম্নাভিমুখীই দেখা যাইতেছে। পাটের ভাল দর পাইতে হইলে কৃষকদের পক্ষে এখনকে বাজারে বেশী পরিমাণ পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত না করিয়া তাহা ক্রমে ক্রমে কম মাত্রায় বিক্রয় করা দরকার। এবার বিলুকাম পাট রক্ষিত রাখিতে পারিলে পরে তাহা বেশী দরে বিক্রয় করা সম্ভবপর হইতে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

গত ১৯৫৮-৫৯ সালের ১লা জুলাই হইতে কলিকাতার বেলেঘাটে ৩১ লক্ষ মণ পাট আমদানী হইয়াছিল। এবারের ঐ সময়ে ৩৫ লক্ষ মণ পাট আমদানী হইয়াছে। কাজেই পাটের বাজারে এবারে বিশেষ কিছু হয় নাই। বাজারে ইউরোপীয় বিক্রয় ও এবং বেশীর পাটের অবস্থা বন্ধ হিসাবেরে দরাদরে ১৩৮৲ আনা ও ১৩৯৲ আনা। পাকা বেল বিক্রয়ে এবারে কাঁচা পাট প্রতি বেল ৭৯৲ টাকা দরে ও পাইটমি পাট ৭৩৲ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৩ই অক্টোবর—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই-এর তুলার বাজারে বিভিন্নদিকে বিভিন্ন দিন এবং ফোরাদের উৎসাহের অভাবে বন্ধ বারে ফেব্রিয়ারি ডেলিভারি দেওয়ার সর্তের তুলার দর ৪০৫৲ টাকা হইতে ৪৯৯৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। আলোচ্য তুলার তুলনায় বন্ধ সপ্তাহে যেরূপ আশঙ্কার ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় এই কারণা-জনক অবস্থার মার্চ মাসের ফেব্রিয়ারি ডেলিভারি সর্তের তুলার দর আরও কমাইয়া দিবে।

কাপড়—বাজারে আবেদনিক চাহিদাহীন পূর্ব-অবস্থার আবেদনজনক অবস্থাবিধির অনুকূল ভাল অবস্থা দেখার পর কলিকাতাকে অনুরোধ করা-হইয়াছে তাঁহারা যেন অনুকূল ব্যবস্থা করিবার ভাল ব্যবস্থা করেন। পূজা ও উৎসবের চাহিদা মিটাইবার পরে বাংলার অনুকূল কাপড়ের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে এবং এখনও মূলত একেবারে কিছু ভালও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেই বস্ত্রনিয়ন্ত্রণের সমাধান আসন্ন বলিয়া আশা করা যায় না। পূজা পর্যন্ত ইতোমধ্যে বস্ত্রাদির প্রচুর অভাব বাজারে প্রায় সর্বত্রই দেখা যাইতেছে অথচ পূজার পরে কলিকাতার কাপড়ের বাজারের যে অবস্থা হইয়াছে তাহা রীতিমত বড়াবাজনক বলা চলে। ফোরাবাজার অনেকটা বন্ধ হইয়াছে বলিয়া অনুসাধারণকে আরও করা হইতেছে কিন্তু যোগানে পরবর্তী বন্ধের উৎপাদন কমিয়া বাজারের অবস্থার কোনও পরিবর্তন না ঘটাইলে বস্ত্রবিতরণের অবস্থাবাধনকে বন্ধ করা কিছুতেই সম্ভব হবে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৩ই অক্টোবর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে বন্ধ সপ্তাহের শেষ দিকের তুলনায় সোনার দরে কিছু অবনতি ঘটিলেও সপ্তাহ শেষে তাহা কিছু ১৲ টাকার বেশী কম বাজার উভয় বাজারেই কিছু পরিমাণ আসার সপ্তাহ হইয়াছে। আমদানীদের আড়তের পূজা-পার্বণে আগমনের সময়ের সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজারের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, অল্প সময়ের মধ্যে তাহা অবসরপ্রাপ্ত হওয়ায় সে প্রভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই। বর্তমান সপ্তাহের অধিকাংশ সময় কলিকাতার বাজারে অধিকন্তু দিনি ৪৯৯৲ আনা দরে বিক্রীত হইয়াছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাই-এর রূপার বাজারে বেচনের মুনাফাদার হইয়াছিল সপ্তাহের শেষদিকে টীন এই অবস্থা তুলার উন্নতি ঘটিয়াছে। বোম্বাই-এর বাজারে এত বেশী পরিমাণ উঠানামা কলিকাতার রূপার বাজারের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই এবং আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার রূপার দর কলিকাতার সোনা ও বোম্বাই-এর রূপার তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থির ছিল।

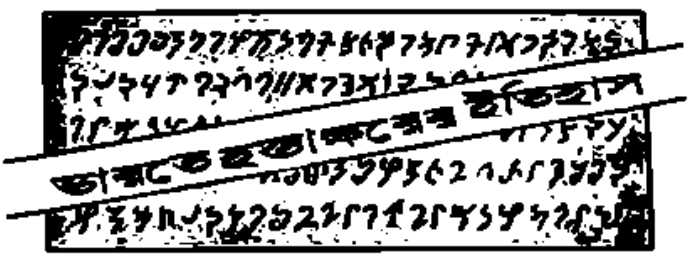

ENGRAVING SCRIPT ON SILVER SCROLL

সমস্ত জগতে ভাষা এবং হরফের বীজে বীজে ইতিহাস রয়েছে। প্রাক্-বৈদিক যুগ হতে আরম্ভ করে আধুনিককাল পর্যন্ত ভাষা ও হরফের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যাপারে এই পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত খানিক কিছু সহজ ধরণের আছে। অন্যদের এক প্রদেশের ভাষা ও হরফের অপেক্ষা অন্য প্রদেশের ভাষা ও হরফের মধ্যে বেশী পার্থক্য রয়েছে। আসাম ও বাঙ্গলা ভাষা অথবা আসামী ও বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে কি আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য আছে? উহাতে প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাগুলি ভাষা এবং লিপি হতে উদ্ভূত হয়নি। ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন আবহাওয়া ভাষার মূল উপাদান ও অভিব্যক্তি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। অন্যান্য বিষয় উহাকে বিশ্লেষিকরণ প্রণালীবদ্ধভাবে বর্ণনা করেছেন। ভারতীয় ভাষাসমূহের সঙ্গে সংস্কৃত ধ্বনি পরিবার হতে আসা ভাষা এবং উহার ও পশ্চিম ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলি যথা হিন্দী, বাঙ্গলা, মারাঠী, গুজরাটী এবং আরও অনেকগুলি ভাষা উহার অন্তর্ভুক্ত। এই সব ভাষা বৈদিক এবং উহার পরবর্তী ছন্দ-সংস্কৃত ভাষার সমসাময়িক প্রাকৃতিক বাসিক দেশীয় ভাষাগুলি হইতে উদ্ভূত হয়েছে। ভারতীয় ভাষার মধ্যে উহার সবেই সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে দ্রাবিড় ভাষা—উহা দক্ষিণ উপদ্বীপের ভাষা এবং তামিল, তেলেগু, মালয়, কানাড়া, টুলু ও অন্যান্য কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষার অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু ভারতীয় ভাষা ও হরফের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন ভারতবাসী যখন কিছু লিখিতে হাত তখন নিম্নলিখিত দুইটী কথা তাহার মনে উদয় হয়ে থাকে, তাহলেন ভারতীয় সংস্কৃতি এক প্রাচীন ঐতিহ্যের। দি, এম, বাক্সি এণ্ড কোং এই দুইটী বিষয়েরই সমাধান-স্বরূপ সর্বাধুনিক এবং একক প্রয়োজন ভারতবাসীরই উহা ব্যবহার করা উচিত। বর্তমানে উহাদের ব্যবসা চলছে যাতে উহাদের প্রয়োজনের কাজে 'আইডিয়াল' একটী অনিবার্য্য কালী।

আইডিয়াল

সর্বত্র কলমের উপযোগী কালি

দি, এম, বাক্সি এণ্ড কোং

৮-৫৯

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৬ই ফাল্গুন	৭ই ফাল্গুন	৮ই ফাল্গুন	৯ই ফাল্গুন	১১ই ফাল্গুন	১৩ই ফাল্গুন
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৯৯৵০	৯৭৸৵০	৯৯৸০	৯৯৸৵০	৯৯৸৵০	৯৭৸৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৯৭৸০	৯৬৲	৯৭৸৵০	৯৬৲	৯৬৸০	৯৭৸০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১২৫৸০	১২৫৷৵০	১২৫৲	১২৫৲	১২৫৷৵০	১২৫৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১২৫৵০	১২৫৸০	১২৫৷৵০	১২৫৸০	১২৫৸০	১২৫৸০
বিলাত দর—প্রতিআনা (কলিকাতা) ...	৯৩৵০	৯৩৲	৯৫৸০	৯৫৸০	৯৫৸০	৯৫৲
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৯৸৵০-৯৯৷৵০	৯৯৸৵০-৯৯৵০	৯৯৸৵০-৯৯৷৵০	৯৯৸৵০-৯৯৸৵০	৯৯৸৵০-৯৯৸৵০	৯৯৸০-৯৯৸৵০
মেয়াদের দর (সরকার ও সর্ব্বসাধারণ)						
ইণ্ডিয়া—ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫৯৸০-৫৯৵০	৫৯৸৵০-৬০৲৵০	৫৯৸৵০-৬০৸৵০	৫৯৸৵০-৬০৸৵০	৫৯৸০-৫৯৸৵০	৬০৸০-৬০৸৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অফি ...	৫১৲-৫১৸০	৫০৸৵০-৫০৸৵০	৫০৸৵০-৫০৸৵০	৫০৸০-৫০৸৵০	৫১৸০-৫১৲	৫১৷-৫০৸৵০
মুনাফাখুরী—অফি ...	১১৷০	১১৸০	—	—	—	—
অফিসিয়াল ইলেকট্রিক ষ্টীল ...	৯০৸০-৯০৸০	—	৯০৸০	—	৯০৸০-৯০৷০	—
মেসার্স ...	৯৫৸০-৯৫৸০	৯৫৸০	৯৫৸০-৯৫৸০	—	—	৯৫৸০
মার্শাল্স্ ...	—	—	৪৫৸০	৪৫৸০-৪৫৸০	৪৫৸০	৪৫৸০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	—	—	১০৫৸০-১০৬৸০	১০৫৸০-১০৬৲	১০৫৸০-১০৫৸০	১০৫৸০-১০৫৸০
ষ্টীলকোম্পানি ...	১১৫৸০-১১৲	—	১১৫৸০-১১৫৸০	১১৫৸০-১১৫৸০	১১৫৸০	১১৫৸০
অফি—রাজী কর্পোরেশন ...	৪৫৸০-৪৫৸০	৪৫৸০	৪৫৸০-৪৫৸০	৪৫৸০	৪৫৸০-৪৫৸০	৪৫৸০-৪৫৸০
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কর্পোরেশন ...	৬৸০-৬৸০	৬৸০-৬৲	৬৲-৬৸৵০	৬৸০	৬৸০-৬৸০	৬৲
ব্যাঙ্ক—ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৸০	—	১৩৫৸০	১৩৫৲	১৩৫৲	১৩৫৲
ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৩৩৸০	৩৩৷০	৩৩৸০	—	৩৩৷০-৩৩৲	৩৩৲-৩৩৷০
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	—	১৩৫৸০	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪০৸০-৪০৸৵০	৩৯৸০-৩৯৸৵০	৩৯৸৵০-৩৯৸৵০	৩৯৸৵০-৩৯৸৵০	৩৯৸৵০—৩৯৸৵০	৩৯৸০-৩৯৸০
ডালটন্ ...	১০৸০-১০৸০	১০৸৵০-১০৸৵০	১০৸০-১০৸৵০	১০৸০-১০৸৵০	১০৷০-১০৸৵০	১০৸৵০
বার্ণপুর ...	৪৪৸০-৪৪৸০	৪৪৸০-৪৪৸০	৪৪৸০-৪৪৸০	৪৪৲	৪৪৸০-৪৪৲	৪৪৸০
ইন্ডুস্ট্রিয়াল ...	৬৫৸০-৬৫৸০	৬৫৸০-৬৫৸০	৬৫৸০-৬৫৸০	৬৫৸০	—	—
মাইকা কর্পোরেশন ...	২২৸০-২২৲	২২৸০-২২৸৵০	২২৸০-২২৸৵০	২২৸০-২২৸৵০	—	২২৸০-২২৸০
কাপড়ের কল—বিলি মিল্‌টারিয়া কটন মিলস লিঃ ...	৮৸০-৮৸০	৮৸০-৮৸০	৮৸০	৮৸০-৮৸০	৮৸০-৮৸০	৮৸০-৮৸০
বেঙ্গল ...	১২৸০	১২৸০	১২৸০	১২৸০-১২৸০	১৫৸০	—
কামারহাটি ফ্লাক্সমিল্স্ ...	১৩৫৸০-১৩৮৸০	১৩৫৸০	১৩৫৸০-১৩৫৸০	১৩৫৸০-১৩৫৸০	১৩৫৸০-১৩৫৸০	১৩৫৸০-১৩৫৸০

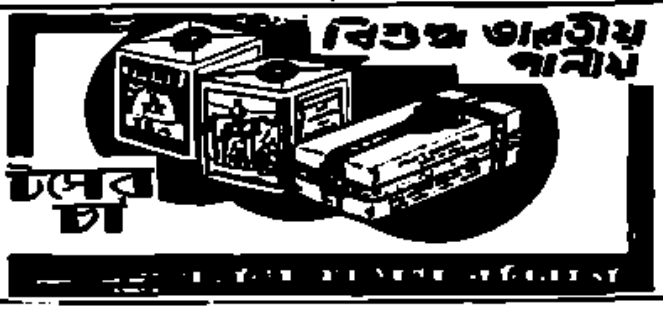

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শাখা : চন্দননগর, চুঁচুড়া, রাজসাহী ও শিরাজগঞ্জ
চলতি ও সেভিংস হিসাবে
শুদ্ধ যথাক্রমে ১০ আনা ও ২৲ টাকা
ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, স্থায়ী আমানত, লোন ও ওভারড্রাফট সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলেই জানান হয়। ফোন বি বি ৫১৮
চেয়ারম্যান—শ্রীঅতিলাল রায়

ভাগলপুর, গয়া ও ডিব্রুগড়
ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

বর্দ্ধিষ্ণু ভারতীয় প্রতিষ্ঠান
দ্বারা

কৃষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ২৯, ক্লাইভ রোড, কলিকাতা
স্থাপিত—ইং ১৯০৬ : : টেলিগ্রাম—"ভারতীয়ম"

শাখাসমূহ

বাংলা—
কুষ্টিয়া, ভাগলপুর, চন্দ্রকুড়িয়া, মেহেরপুর, সোনাতলা, বড়বাজার, ডাকবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও ধরিদাল।

বিহার—
পাটনা, আরা, ছাপরা, মুজফ্ফরপুর ও বেতিয়া (ষ্টেট, লিঃ)।

শীঘ্রই ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা খোলা হইতেছে।
আমানতের সুদের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ বি বি রায় চৌধুরী
ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার

মিঃ বিমল রায় চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৯০ ফোন : কলি ৬৮৩৩
হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।
বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২০,১৮,৯০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১৯,৯৫৫৲ ,,
আমানত—৫৩ কোটী টাকার উপর
(১৯৪৩ সালের ১৭ই মে পর্য্যন্ত)
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়
শাখা—বহুবাজার ও ওয়েলেসলী (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা
সে-অফিস : বিডনষ্ট্রীট
এ ব্যাঙ্কার্স—ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৯ই অক্টোবর	১৩ই অক্টোবর	১৬ই অক্টোবর	১৯ই অক্টোবর	২৩ই অক্টোবর	২৬ই অক্টোবর
এশিয়া অটো ফিনান্স লিঃ ...	৬৭৷৹-৬৮৷৹	—	৬৫৷৹	—	—	—
ফেডারেশন ...	১৯৷৹	—	১৪৯৹-১৫৪৷৹	১৯৲	১৯৲-১৯৷৹	—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	৫০৲	৫০৲	৫০৲	৫০৲	—	৫০৲-৫০৫৲
ইণ্ডিয়া পেপার ফিনান্স লিঃ ...	১৮৫৹-১৮৬৷৹	১৮৬৹	১৮৬৹	১৮৬৹	১৯৲-১৮৬৹	১৯৲-১৮৬৷৹
ইউনাইটেড ...	২৩৹৷৹	২১৫৷৹	২৫৷৹	২৫৷৹-২৫৬৹	—	—
কটনকল—অকল্যাণ্ড জুট ফিনান্স লিঃ ...	৩১৯৲	—	—	৩১৫৲-৩১৯৲	—	৩১৯৲-৩১৮৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট ফিনান্স লিঃ ...	৪৪১৲-৪৫০৲	৪৫০৲	৪৪৯৲	৪৫৫৲-৪৫৮৲	৪৬৯৲-৪৫৯৲	৪৫৫৲-৪৫৯৲
কামারহাটী ...	৯৫৭৲-৯৬০৲	৯৫১৲	৯৬৮৲-৯৫০৲	৯৫০৲	৯৫৪৲	৯৫০৲
নৈহাটী ...	১৫৩৹-১৫৭৲	১৫৯৲	১৫৯৲	১৫৯৲	১৫৯৲-১৫৯৹	১৫৮৲-১৫৯৹
নৈহাটী প্রেফারেন্স ...	১১৬৷৹-১১৮৷৹	১১৮৷৹-১১৯৷৹	১১৮৷৹-১১৯৷৹	১১৮৹-১১৯৷৹	১১৮৷৹-১১৮৹	১১৮৷৹-১১৮৹
বিলাসরা ...	৬৬৹	—	৬৬৮৹-৬৬৯৷৹	—	—	৬৯৷৹-৭০৹
ভীমনাডা ...	৪৫১৲-৪৫০৲	৪৬৬৲-৪৫০৲	৪৫৬৲-৪৫১৲	৪৫৫৲	৪৫০৲	৪৫৬৲-৪৫০৲
হাওড়া ...	৮৬৷৹	৮১৷৹-৮১৬৹	৮৬৷৹-৮৬৷৹	৮১৬৷৹	৮৬৷৹-৮৬৷৹	৮৮৷৹-৮৬৷৹
হিন্দুস্থান ফিনান্স—বেঙ্গল ফুডার্স কোং লিঃ ...	১৬৫৹-১৬৭৹	১৬৮৹-১৬৲	১৬৯৷৹	—	—	১৬৮৹
চন্দ্রনগর ফুডার্স কোং লিঃ ...	—	৪৩৲৹-৪৩৷৹	৪৩৷৹-৪৩৷৹	—	—	৫৲
ডেল এন্ড কোং লিঃ ...	—	২৯৹-২৯৮৹	২৯৷৹-২৯৮৷৹	২৯৮৹-২৯৮৷৹	২৯১৹-২৯৮৹	২৯৮৹-২৯৮৹
ভা ব্যাঙ্কার্স—ভেজপুর টী কোং লিঃ ...	১৮৷৹-১৮১৹	—	—	১৮৫৹-১৮৬৷৹	১৮৭৹-১৮৮৹	—
বিশ্বনাথ টী কোং লিঃ ...	৪৭৹	—	—	—	৪৯৹	—
বিবিধ—কানপিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ	১৯৲-১৯৷৹	১৯৷৹-১৯৭৹	১৯৫৹-১৯৷৹	১৯.৮৹-১৯৮৹	১৯৷৹	১৯৮৹-১৯৷৹
বি আই কর্পোরেশন	৬৯৷৹-৬৫৹	৬৫৹	৬৫৹-৬৫৹	৬৫৹-৬৫৹	৬৫৹-৬৫৹	৬৫৹-৬৫৷৹
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	১৭৯৲	১৭৯৲-১৭১৲	১৭৯৲	—	১৭৯৲	১৭৯৲
রোটাস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ ...	৩৯৯৹-৩৯৮৹	৩৯১৹-৩৯৲	৩৯৮৹-৩৯৮৹	৩৯৮৹-৩৯৮৹	৩৯১৹-৩৯৮৹	৩৯৮৹-৩৯৲
ইণ্ডিয়া ফেডারেল কেপিটেলাইজেশন কোং লিঃ ...	১৫৭৹	১৫১৲	১৫৭৲	১৫৭৹	—	—
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ...	১৬৬৹-১৬৲	—	১৬৫৹-১৬৫৹	১৬৫৹	—	—
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ...	৪৯৲	৪৯৷৹	৪৯৷৹-৪৯৲	৪৯৲-৪৯৮৹	—	৪৯৷৹
মিট এণ্ড ফিলাটিক ইনভিস্টমেন্ট ...	১১৷৹-১১৷৹	—	—	১১৷৹	—	১১৹-১০৷৹

অভয় কুমার লাহা এণ্ড কোং

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ
শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
কলিকাতা শাখা—১২।২, ক্লাইভ রো
হেড অফিস : কুষ্টিয়া
● কলিকাতা ● ঢাকা ● নওগা ● সৈদপুর
আদায়ীকৃত "মেলাপ" — স্থাপিত— ১৯২৩
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত, এম্. এল্. এ. (কেন্দ্রীয়)

ভারত টুথ পাউডার
পাইরোরিয়া, দাঁতের বেদনা, মাড়ি ফোলা, রক্ত ও পুঁজ পড়া প্রভৃতি.
সকল প্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ।
মূল্য প্রতি কৌটা (১ মাসের ব্যবহারোপযোগী) সাত আনা মাত্র।
কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।
এজেন্ট আবশ্যক।
ভারত কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ
১৪, ডাঃ জয়লাল সেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস :—
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলি: ১২১৩
ব্রাঞ্চ অফিস :—
চাকুরিয়া, ঔরঙ্গাবাদ, জলপাইগুড়ি।
দক্ষিণ কলিকাতা শাখা
সাধারণ মার্কেটে ১৫ই আগষ্ট খোলা হইয়াছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী

ক্লিয়ারিং-এর যাবতীয় সুযোগসহ
ক লো ষ্টি শী ল জাতীয় ব্যাঙ্ক
কুবের ব্যাঙ্ক লিঃ
—কলিকাতা শাখা—
বড়বাজার, শ্যামবাজার ও দক্ষিণ কলিকাতা
—অন্যান্য শাখা—
ঢাকা, নারিন্দা, নরসিংদী, ফতুল্লা, রূপগঞ্জ, বাজিতপুর, বালী, বেলুড়, ডায়মণ্ডহারবার, কালিম্পং, শিলিগুড়ী, বাগবাজার, হাজরাবাগান, বড়বাজার, ধাঁধুড়া, বালেশ্বর, ভদ্রক, বাড়রাম, চন্দ্রবাজার, বিড়লা ও বালেশ্বরঘাট।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্. কে. চক্রবর্ত্তী

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯০৮ সাল
গ্রাম : "ব্যাঙ্কসাল" ফোন : বড়বাজার ২১৬১
—মূলধন—
অনুমোদিত এক কোটী টাকা
বিলিকৃত ১২,০৮,৩১৫৲
—লভ্যাংশ—
১৯৪২ শতকরা ৫৲ টাকা
১৯৪৩ শতকরা ৯৲ টাকা
১৯৪৪ পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা।
এযাবৎ ২২৲ মূল্যের আরও ২১,০০০টী অতিরিক্ত শেয়ার বিক্রয়ের নিমিত্ত বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।
—হেড অফিস—
এসোসিয়েশন ইউনিয়ন এম্প্লায়েজ লিমিটেডের চীফ এক্সেকিউটিভ অফিসার মিঃ শিশিরকুমার বসু
৩৩৷১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

লিলি
বিস্কুট
খাদ্যে ও
গুণে—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

লিলি বিস্কুট কোং

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পুষ্টিকর

লিলি-বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং

PHONE ... B. 6202 REGD. NO. C. 2000

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ১৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

নবম বর্ষ] Monday, 23rd October, 1944, সোমবার, ৬ই কার্ত্তিক, ১৩৫১ [২৫শ সংখ্যা

পরলোকে অক্ষয়কুমার ভড়া

কলিকাতার শিল্প-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভড়া গত ১৯ই আশ্বিনের ২৫ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স কম হইলেও এই অল্প বয়সের মধ্যেই তিনি স্বীয় কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্যবসায়ী হিসাবে নিজের কর্ম্মজীবন সুরু করিয়া অল্পকাল মধ্যে শ্রীযুক্ত ভড়া ব্রাদার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন। এখন এদেশে অন্যান্য ধরণের শিল্প-ব্যবসায়ের তাঁহার যেমন ব্যাপ্তি ও খ্যাতি অর্জ্জনের বিশেষ সুযোগ ছিল, তেমনি তাঁহার মৃত্যুতে ব্যবসায়ী পরিবারটির ক্ষতিও সহজে পূরণ হইবার নহে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভড়া আর্থিক জগতের সহিত কাল হইতে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড ও ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড এই দুইটি ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ব্যবসায়ী সমাজ একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে হারাইল। তিনি ব্যবসায়ী হিসাবে যেমন কর্ম্মকুশল ছিলেন, তেমনি তাঁহার ব্যবহার ও আচরণ সকলের নিকট প্রীতিকর ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন সুহৃদ হারাইলাম। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার ব্যবসায়ী জীবনের পূর্ণ আদর্শ আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের বিশেষ অনুকরণীয় হউক—ইহাই আমাদের কামনা।

রাজনীতিক পরিস্থিতি

গত এক সপ্তাহ কালের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উদ্ভব হয় নাই। গান্ধী-জিন্না দৈনিক বৈঠকাদি স্থগিতপ্রায় হইবার পর দেশে উহা পাশের অনুকূল হইবে যে সাম্প্রদায়িকতার পথ হইয়াছিল তাহাও সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিয়াছে। তবে মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্ত সুরাবর্দ্দী সাহেব, শ্রীযুক্ত শরৎবাবু, ডাঃ মৈত্র প্রমুখ বাঙ্গালার বিভিন্ন নেতার রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইতিপূর্ব্বে আলোচনার দেখা গিয়াছে যে, দেশের রাজনীতিক চেতনা বহু বিভিন্নমুখীন হইয়া গিয়াছিবারে অনেকই মহাত্মা গান্ধী কোন না কোন উপায় উদ্ধারের করিয়া আমাদের প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। মহাত্মাজি এবারও নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। ইতিমধ্যেই তাঁহার পুরুষার আলোচনাক্ষেত্রের অবসর করিয়াছে। আর সম্প্রতি হইল, আজাদি ফৌজ সম্বন্ধে এই অভিযোগ আনয়নের অবসর তাঁহাদের না পাইলে তাহা হইলে তিনি যে, আজাদীফৌজের তরিতে আমরা করিলেন না তাহা বুঝিতাম। এবার সর্ব্বাপেক্ষা যে, মহাত্মাজি গান্ধী আলোচনা আমাদের গান্ধী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করিলেন।

* * *

মহাত্মা গান্ধীর সাম্প্রদায় করে ভৌগোলিক আবহাওয়া মুসলমানের পক্ষে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশেরই ভিন্নি ও ভিন্নাদীন অধিবাসীর আজাদীর সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের মুক্তিমুক্তির তাঁহার করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী সংবাদপত্রসমূহের আজাদীর রাজনীতিক সম্প্রদায় করিলেন এবং তাঁহার বীরাঙ্গনার পক্ষে প্রচারকার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন দেশে যেখানে আজাদীর অধিবাসীর পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে আজাদীর অধিবাসীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহারা যদি আজাদীর উপর ভার বিচারের

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৫৭৩-৭৬
আজাদের অর্থ সচিব ও বাজার	৫৭৬-৭৮
আর্থিক দুনিয়ার কথাবার্ত্তা—	৫৭৮-৮০
পুস্তক-পরিচয়	৫৮১
কোম্পানী আলোচনা—	৫৮২-৮৬
বাজারের রাজকাজ—	৫৮৭-৯৪

"শত সহস্র লোক অনাহারে মরিয়াছে।"
অর্থস্ফীতি বা ইনফ্লেশন তার অন্যতম কারণ।
ইন্‌ফ্লেশন্‌ প্রুফ হইতে হইলে
ব্যাঙ্কের সঙ্গে আপনাদের লেন-দেন একান্ত দরকার

• • •

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

—কলিকাতা—

যদি তাহা না করেন তাহা হইলে তিনি যেমন জাতী, জাতী ও মুসলমী রাষ্ট্রিদের অনেক সমস্যা-সৃষ্টি তাহা আমাদের তেমন উপকার হইবে না। এবারও অবশ্যই, তিনি এবং তিনাদীনের আমরা উদ্ধারের মুসলমী রাষ্ট্রিদের যেন তাহাদেই আজাদীর মুক্তির পথ প্রশস্ত হইতে পারে। ইতিমধ্যে সংবাদ রটিয়াছে যে, কেবিনেট অবশ্যই আজাদীফৌজ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। তাহাদের সম্বন্ধে এমন গুজব রটিয়াছে যে, আজাদ-হিন্দের উপর মুক্তিদান না হইলে তিনি আলোচনার বিষয়ে যোগ দিবেন না বলিয়া অধিকার প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি-চেইনের অন্যের পুরোধী প্রধানমন্ত্রীর আজাদীফৌজ প্রতি তাঁহার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। আজাদীর স্বাধীন না হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ক্ষুণ্ণ হইবে না বলিয়া ইণ্ডিয়ানের পক্ষে আজাদ-হিন্দের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া দুষ্কর। আজাদ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অনুকূল পাকিলে আজাদের সাহায্যে ভারত চায়না আমেরিকার পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া অনেকেই আজাদীফৌজের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু এই সমস্যার উদয় হওয়া মাত্র তাহার এমন উদয় হয় নাই। আজাদীফৌজ বিদেশের মুখ না চাহিয়া আন্তর্জাতিক উপরই নির্ভর করিতে হইবে।

* * *

কলিকাতার কোন সংবাদপত্রের প্রকাশ যে, বৈদেশিক আজাদীর মুসলিম প্রতিনিধির সভাপতি মিঃ খাজার আজাদের মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিবিশেষ বিভিন্ন বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন এবং এই সম্মেলনে সকল মুসলমান দলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনাটি কি প্রকার এবং উহা মুসলিম লীগের প্রতিপত্তি-পাকী সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ সমর্থন হইয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্য দেশবাসী যে বিশেষ আগ্রহ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী ও মহাত্মা

যাহাতে পরিচালনাদোষে সঞ্চিতধন পরিচালক বলিয়া গণ্য হইতে না। যেসব নতুন সম্প্রদায় ও ব্যবসায় সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিধানমূলক কড়া কোন পরিচালক যদি মূলধনবাবদ টাকাগুলি খাটাইতে পারেন তাহা হইলে তাহা সকলেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবে। কিন্তু লাভ বণ্টনব্যাপারে যেসকল ব্যবস্থাবলম্বনে আরা নিজস্ব করিয়া ইহাকে স্বার্থের আড়ালে এমনই অবস্থানে পরিণত করিতেছে যে—ইহা মূলধনের সম্প্রসারণের কত তাহা আদৌ পরিচিতিক আদৌ অল্প বাণী করিতেছে। মূলধনের যদি নীতিগত এতদূরের উচ্চ দুইটি সমর পরিবার তবে ইহা হয় অনেকে ইহা প্রকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইবে।

ভারতে ইংরাজদের অধিকার

পার্টি ভিন্না আনুষ্ঠানিক ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান ঘটিবে ভিন্না অবস্থাকারী পরিস্থিতি হিসাবে-ব্যবসায়ের ব্যবস্থা পাত করিবে এমন আশঙ্কা দেখিয়া ভারতীয় ব্যবসা পরিষদে ইংরাজদের যেসব লাভ যেসকল রিসার্চেস এমন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে এখনের আশঙ্কায় পাইয়া ইংরাজগণ এতদিন ধরিয়া যে সমস্ত অধিকার অর্জন করিয়াছেন তাহা পরিচালনে তথা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নাই। যেসব আশঙ্কার অধিকার ত্যাগ করিবার পর এখনে ইংরাজদের অধিকার আর ইংরাজের ব্যবসাবাণিজ্যসম্ভব অধিকারই আছে বুঝি। আর যেসকল রিসার্চেস মোর হয় তাঁহাদের অধিকার আর তাহাই ফুরাইতে চাহিতেছেন যে, আমাদের বিভিন্ন দিক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মাঝেমাঝে এজেন্সী, অংশীদার, ব্রাঞ্চের ইত্যাদি হিসাবে ইহারা এখনো যে নামের ব্যবসা চালিয়া রহিয়াছেন তাহা তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন না। বর্তমান যুদ্ধে ইংরাজগণ আমেরিকার মুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ইহাদের অনেক অধিকার ক্রয় করিয়াছেন—অথবা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহারা অবৈধ প্রতিযোগিতা করিয়া এবং দেশ শাসনের সুযোগ লইয়া এইরূপ যে সমস্ত অধিকার অর্জন করিয়াছেন ভারতবাসী তাহার উপযুক্ত মূল্য দিয়া কীভাবে তাহা ক্রয় করিবে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অথচ যুদ্ধের এই ভয় সময়ের অথবা ভারতবর্ষকারের নিকট ইংরাজদের যে টাকা পাওনা আছে তাহা ৩০ কোটি টাকা ছিল তাহা নয়। ৩০ কোটি টাকার উপর আরও অধিক সম্পত্তি হইয়াছে, ভারতীয় ব্যেসকলকিছুসহ ইংরাজদের যে সমস্ত দেনার ঐ হিসাবের মধ্যে ধরা ছিল তাহা মিটিয়া গিয়াছে এবং ইংরাজদিগকে যেসব যেসকল এখনই টাকা দেওয়া হইয়াছে। এমন কি অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ রাজকর্মচারীদের পেনসন বাবদ আজকালের মিলাই যে টাকা পাওনা হইবে তাহার পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পূরণ করিয়া তাহার প্রভাব তুলিয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষকারের নিকট ইংরাজদের যেসব ও হিসাবের এবং আনুষঙ্গিক এমনকি বাকী অধিকারের মূল্য হিসাবে ভারতবর্ষের নিকট ইংরাজদের পোনেরো ৭ শত কোটি টাকা বাকী পাওনা হইবেও হিসাবে বাদে সঞ্চিত ১২ শত কোটি টাকার মত হইবে ৩০০ কোটি টাকা এখন করিয়া মূল্য নির্দিষ্ট করা হয় নাই। ইহাতে মনে হয় যে ইংরাজগণ বাকস্থ বাণিজ্যের জন্য নিজ যেসকলের ব্যাপারে ভারতবর্ষের কোই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বৈধয় বলিয়া মনে করেন এবং অন্য সমস্ত অধিকার ত্যাগ করিলেও ইহারা এতদিনের ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার ছাড়িয়া দিবেন না। ইহা হিসাবের দৃষ্টান্ত নিম্ন আর নির্দেশ করে। ইহাতে কি এরূপ ধারণা করিতে পারিতেছেন না যে, ভারতবাসী ব্যবসায়ীরা যেসব পরিচালনাদোষে ব্যবসা ও ব্যবসায়ের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্য যেসব ইহারা নিজ নিজ ধারণা করিতেছেন?

ইহারা যখন যদি ৩০০ কোটি টাকা মূল্য লইয়া ইহাদের পরিচালিত সমস্ত ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান ভারতবাসীর হাতে অর্পণ না করেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইহারা এরূপ ৩০ কোটি টাকাও পাইবে কি না সন্দেহ।

মজাদুরের অধিক

আলোচ্য সপ্তাহে পৃথিবীর নতুন ইতিহাসের সুরের অধিক পূরণের বিশ্লেষণের দিক হইতে বিশেষ আলোড়ন হইয়া উঠিয়াছে এবং চীনে জাপানীরা পত্র অবশ্য সপ্তাহ যাবত ইন্দিন ও পূর্ব দিক দিয়া যেরূপ তীব্রগতিতে অগ্রসর হইতেছিল, বর্তমান সপ্তাহে তাহা অনেকটা প্রতিহত হইয়াছে। আমাদের বাণিজ্যিক এরূপ যাহা ইংরেজ অধিকার ইউরোপের নতুন বন্দোবস্তেই এতদূরে বিশ্লেষণের আশঙ্কায় সংবাদ পাইয়াছেন। অবশ্য এতদূরের বুদ্ধিবিহীন ইচ্ছা সংগঠনী সর্বাধিকার চেষ্টার ফলে ভারতীয় কার্যকরীকে অধিকারে রাজনীতির ইংরেজদের সাহায্যদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয় নাই। এখানকার মহাদানের ও এক ব্যবসায়ে আলোচ্য সপ্তাহে বিজ্ঞ বাহিনী যেসকলে সাম্প্রদায়িক করিয়াছে, তাহা চীনদিন অন্যান্য বাণিজ্যে আমাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক তাহা অবশ্যই কঠিন হইয়া উঠিবে।

ব্রিটিশ ও আমেরিকার ইংরেজদের সঙ্গে অবশ্য সপ্তাহ ধরিয়া বাস আলোচনাবৃদ্ধির আশ্বাসের অবশ্যে যে চুক্তি সম্প্রদায় চালাইতেছিল তাহা বর্তমান সপ্তাহে প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এখন এই অবশ্যে আমাদের একটি বড় ব্যবসায়ের আশ্বাস এবং বিশ্লেষণ এই চুক্তির উপর প্রধান আকর্ষণ চালাইতেছে। আশ্বাস হইতে ৫০ বছর পূর্বে বিরাট বিশ্লেষণ ও বিভিন্নদেশের সহযোগিতার অবসানের উপর আলোচ্য সপ্তাহে এককিরণের বিশ্লেষণকারিণী যোগাযোগ করিয়াছে। উক্ত প্রধানের বন্দোবস্তে প্রথম আঘাত প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধ দিয়া এককিরণে বিশ্লেষণীর যোগসূত্রের বিরুদ্ধ আঘাত হইবার সম্ভাব আছিয়াছে।

ভারতীয় আন্তর্জাতীয় রাজনৈতিক বিপ্লবের আলোড়নসম্প্রদায়ে ইউরোপ প্রধানের অবশ্য বিশেষ সংবাদ। মুদ্রাস্ফীতির বা বিশ্লেষণের বন্ধ বিশ্লেষণের চেষ্টায় ভারতীয় এককিরণে মুদ্রাবিনিময় আলোচনা করিয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় আশা সম্পর্কে অভিমত এই সম্বন্ধের বিষয়ে ঘোরাঘোরা বিশেষী এককিরণ প্রতিষ্ঠা ব্যেসকল করিয়াছে এবং পূর্বাঞ্চল পূর্ব মুদ্রাস্ফীতিকে পূর্ব চালাইয়া যাইবার কথা ঘোষণা করিয়াছে। ভারতীয় মুদ্রাস্ফীতি ইহাকে বিশেষ সাহায্য করিবে, ইহার ফলে বিশ্লেষণের বিশেষী, বাণিজ্য ও বিশ্লেষণের পক্ষ সুবিধা পাইবে।

ভারত প্রধানের সাথীরে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে সোভিয়েট ইংরেজ প্রধানীয় ইংরেজের সহায়তায় ব্রেকেরোগাভিয়ার সরকার বাহিনী বিশেষ প্রকাশ করিয়াছে। কলম্বোবিনী মুদ্রাস্ফীতির ভারতীয় ব্যেসকলের বর্ষা করিয়াছেন। আশা একবার সম্প্রদায় ভারতের উপরে আশার বণিকাবিনীর উপর এককিরণে প্রধান আক্রমণ চালাইতেছে। বিশেষ সমস্ত ব্যবসায় আশ্বাস অবশ্যে ব্যেসকলে আশা আশ্বাসপূর্ণ মুদ্রাস্ফীতির হইবেছে। ইহা ভারত মুদ্রাস্ফীতির পীরাবে ভয় ইংরেজবিরোধীর চাপে আশ্বাসনা পীরাবে হইতে ও বাহিন হুর অবধির "ভিক্টরাস্ট্রি" প্রধান করিয়া চলিয়া বিশেষে বলিয়া মনে করা আশিয়াছে।

ইতালী প্রধানের ব্রোকেরেজ-যোগাযোগ সম্প্রতি বিশ্লেষণের অন্তর্গত আলোচ্য সপ্তাহের অন্তর আসে এবং আন্তর্জাতীক উপযুক্তকারণ হইতে যে বিশ্লেষণিনী আন্দোলনের ও প্রীসে অভিযান চালাইয়াছিল, তাহার প্রীসের রাজধানী এথেন্স রাজী সম্পূর্ণরূপে আধীনতাবলম্বনে করার প্রধানী প্রীক সরকারের পুনরায় এথেন্সে বিশিষ্ট বিরাজমান।

আর্মানী হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ফিনল্যান্ড এককিরণে আর্মানীকে বিশ্বাসঘাত ব্যাপক সরবরাহের আশ্বাস দিয়াছে।

এদিকে মহাদানাদের সাথীরে প্রকাশ, পত্র সরকারের বিশ্লেষণিনী ফিনিশাইন ঐশ্বর্যকের সাধুবাদ হইতে অবশ্যক করিয়াছে। ইহা ছাড়া ফিনিশাইনের ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কিদের উপর এককিরণে মাঝির বিধানমন্ত্রের প্রকল্প ঘোষণা করিয়াছে। এদিকে মহাদানাদের বিশ্লেষণীয় প্রধান সেনাপতির এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, ফিনল্যান্ড বর্তমানে বৈশিক অন্তে প্রধানব্যবসায়ি আশ বিমান ও ব্যবসায়ি আশ আমদানি করিতেছে। ফিনিশাইনস্থ আলোচ্য সপ্তাহে ভারতমহাদানাদের ফিনিশাইন ঐশ্বর্যকের সাধুবাদ চালাইয়াছিল।

ব্রহ্ম প্রধানের সাথীরে প্রকাশ, ভারতীয় চতুর্থ বাহিনী আলোচ্য সপ্তাহে তিন পর্যায় এককিরণ ঐক্যিন করিয়াছে এবং ইরাবতীর দক্ষিণে জাপানীদের সহিত বিশ্লেষণের প্রধান যুদ্ধ চলিতেছে।

চীন হইতে আলোচ্য সপ্তাহে যে সমস্ত সংবাদ আসিয়াছে তাহাতেও দেখা যায়, দক্ষিণ চীনের অন্তর্গত কোরাসানি প্রদেশের রাজধানী কোরেলিমের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে চীনাদের আক্রমণ প্রধানের ফলে জাপানীরা যে ক্রমে অবিরাম, তাহা পেন পর্যন্ত বর্ণ হইয়াছে।

বিশেষভাবে ব্রোকেরেজ ডিপার্টমেন্টের আলোচনা

সিনারি একবার চাপ হইয়া গেলে মুনিশিক্ষ ও মুনশী সিকিউরিটির ব্যবসা যে বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়া যায়, বর্তমান যুদ্ধের আমলে তাহা এককিরণে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডেও অধিক সাধারণ ব্রোকেরেজ ফিল-এক্সচেঞ্জের বর্তমানে বিশাল প্রভৃতি যে সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ইংরাজী অধিকারে ব্রোকিংয়ের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল তাহা পূর্ব যুদ্ধপূর্বে ব্যবহার অধিকে বন্ধ এবং আমাদের গৃহ-প্রধানীও খুব অধীন। তবে সাধারণ প্রতিষ্ঠানের যারা মুদ্রাস্ফীতির দিন চালান সম্ভব হইলেও দিন সম্পর্কের প্রধান অবস্থায় বিশেষভাবেই সাহায্য না করিলে কার্যকলাপের অবস্থা অধীন এবং ভারতবর্ষেও বন্ধ দিনে সম্প্রদায়ের মেলে দিন-প্রধানের ইচ্ছা থাকিলে প্রধান অবস্থায় ইংরেজিক বিশেষজ্ঞদের পালাবা প্রধান অসম্ভবিধাই। বিশেষ হইতে মুনশী সিকিউরিটির আন্তর্জাতিক আমাদের ভারা প্রধানবাবদ সরকারিক সিকিউরিটির প্রধান চালু করিয়া সকলে যাহাতে [illegible] পরে আমাদের প্রতিদিন সঙ্গে আলোচনা সেসকলের পারাই সেই সকল দিন চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে। ব্রাঞ্চিয়া বর্তমানে বিশেষভাবে দিন প্রধান করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রধান অবস্থায় ভারতের অধিক ও মুনশী সিকিউরিটির ব্রত বিশেষের মূল্য করিতে হইয়াছিল।

আমরা জানিতে পারিয়াছি যে আমাদের পত্রটি হইবার পরে তাহা আমাদের সংবাদ নাই। অথচ এবার বাহিরের অধিক ও বিশেষ ব্যক্তিদের

স্থাপিত—১৯০৩ জয়যাত্রার পথে— ফোন : কলি—৪৮৮০

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস—২৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য করা হয়

ডিরেক্টর বোর্ড

এস, কে, ঘোষ

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ

ইনি ভারত সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড উচ্চ অলঙ্কারে। ভারতের অন্যান্য দেশবাসীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অলৌকিক শক্তিশালী আশ্চর্য্যজনক বাক্‌সিদ্ধির জন্য-জ্যোতিষী জ্যোতিষি সিংহোমণি যোগবিদ্যাবিভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব, সাহিত্যিকরত্ন, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন)। কনসিলেন্স—বিশ্ববিখ্যাত অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রলজিকেল এণ্ড এষ্ট্রনমিকেল সোসাইটি।

এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দৈবিবাহার মানবজীবনের সুখ-দুঃখের কথাই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহার অদ্ভুত ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা দ্বারা ভারতের অসাধারণ ও রাজনীতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন রাজ্যের মহারাজ এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, বালি, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে দুইচারিটি প্রশংসাপত্রের সত্যতা যে কোন লোকেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্ব্বিদ—যিনি গণনাশক্তি উপলব্ধি করিয়া মহারাজ সম্রাট তথা প্রজাবৃন্দ আনাইয়াছেন এবং আইনজ্ঞ স্বাধীন গণনাশক্তি উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন।

ইঁহার জ্যোতিষ এবং অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত পরিবার ও অন্যান্যগুণী সমাজের বহুসংখ্যক পরিবার সন্তানের সম্বন্ধ এবং ইঁহাকেই "জ্যোতিষবিশারদমণি" উপাধি দানে সম্মান স্থানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অমোঘ শক্তি প্রয়োগে ডাক্তার, কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সম্রান্তের আনুকূল্য, ধনলাভ, ইহাতে বশ্য মুহূর্ত্তের অধিকার, সাংসারিক জীবনে সুখশান্তির অভাবের হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি বৈশক্তিসম্পন্ন। অল্পকাল সময়ের ইথাল ব্যক্তি পরিবর্ত্ত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিবেন।

কয়েকজন সম্ভ্রান্তব্যক্তির প্রেম-বিবাহের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল।

রিজ হাইনেস মহারাজা আইমর বলেন—"পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—মুগ্ধ ও বিস্মিত।"

হার হাইনেস মাননীয়া মহারাণী ত্রিপুরা টেট বলেন—"তান্ত্রিক ক্রিয়া ও তন্ত্রোক্ত প্রয়োগ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সকলই তিনি বৈশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।"

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টী বলেন—"ইহার যোগশক্তির অলৌকিক ক্ষমতাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র ক্ষমতাবলে নিজার উপরে পুরুষেই সম্ভব।"

সুপ্রীমকোর্টের মাননীয় মহারাজা মাননীয় স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টী বলেন—"অবিকল-বাণী অর্থে অর্থে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ বৈশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

উচ্চিয়ার মাননীয় এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি কে রায় বলেন—"তিনি অলৌকিক বৈশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইহার ক্ষমতাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।"

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভার সভ্য রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র সরকার বলেন—"অভিজ্ঞতার ফলে ও আশ্চর্য্যজনক প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ, ইনি বৈশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।"

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব শ্রীযুক্তবাবু রাম বলেন—"তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ বৈশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।"

ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি ও মনীষাবৃন্দ মহামহোপাধ্যায় ভারতভাষ্য মহর্ষি শ্রীযুক্তিমান নিত্যক্রিয়াবলীন বলেন—"ইহার ক্ষমতাশক্তি বহুদেশ মনীষা ইহাদের বৈশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অধ্যয়নাধ্যাপন করেন।"

উচ্চিয়ার কাশ্মেরমন্ত্রী ও এলবর্ড্ডার মেয়র মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন—"আমার জীবনে এরূপ বিদ্যা বৈশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।"

বিলাতের প্রিন্স অফ ওয়েলসের মাননীয় বিচারপতি স্যার বি মাধবন্ নায়ার, কে-টী, বলেন—"পণ্ডিতজীর অদ্ভুত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সকলই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।"

ভীন মহারাজের সাম্রাজ্যী মহারাণী মিঃ বে, ওডসন বলেন—"আশ্চর্য্য তিনটী প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্য্যজনকভাবে অর্থে অর্থে মিলিয়াছে।"

ভীনাদের ওলাকা সহর হইতে মিঃ বে, এ, সরেন বলেন—"আশ্চর্য্য বৈশক্তিসম্পন্ন ক্ষমতে আমার সাংসারিক জীবন পরিবর্ত্ত হইয়াছে—পুত্রার ৩৫ বর্ষ পাইয়াছিলাম।"

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটী অত্যাশ্চর্য্য কবচ

উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ অথবা দ্বিগুণ পরে দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে দুঃখ দারিদ্র বিনষ্ট, ধন, বস্ত্র, প্রতিষ্ঠা, অন্নের ও শ্রী লাভ করেন। (তাম্রাক্ত) মূল্য ৭৸৵০। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ মহালক্ষ্মীকুবের কবচ ৩২৸৵০। প্রত্যেক পুরী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য।

বশ্যমোহিনী কবচ—নরনারীকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভ, অকস্মাৎ শত্রুবিনাশ, অকস্মাৎ বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কার্য্যোদ্ধারে প্রত্যক্ষ। মূল্য ৮৸০ পঞ্চধাতুনী মূল্য ৩৩৸০। (এই কবচে ভারতের সম্রাজ্ঞী অবশ্যই করিয়াছেন)। বশীকরণ কবচ—ধারণে অতীতের বশীভূত ও অন্যান্য নারীবশ্যে হয়। (শিব বাক্য) মূল্য ১১৸০ পঞ্চধাতুনী ও সত্বর ফলপ্রদ মূল্য ৩৪৸০। ইহা দ্বারায় ৩৫ তন্ত্রোক্তি আছে।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং নির্ভরযোগ্য জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—৩০৪ (ঘ) বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, "বসন্ত বিলাস" (ট্রীমিনেলের ও কালী বাড়ির), কলিকাতা।

ফোন : বি, বি, ৩৯৩৫। শাখাসমূহের সময়—প্রাতে ৮টা হইতে ১২টা।

ব্রাঞ্চ অফিস—৫৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট (অর্ডিনারীর হোটেল মোড়), কলিকাতা।

ফোন : কলিকাতা ৫৭৩২। সময়—বৈকাল ৩টা হইতে ৭টা।

৩৩৫, অফিস—ষ্ট্রিং এণ্ড এণ্ড মার্টিন, ৭৩৫ ওয়েলিংটন, বেন্টিঙ্ক পার্ক, সদন।

দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে তৈলিবীজের সংখ্যা ৫ কোটি ৫০ লক্ষ, আর বর্তমানে তৈলিবীজের তলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯ কোটি। সেজন্য আন্তর্জাতিক তৈলিবীজের সংখ্যা বাড়ে। ফলে, আর এদেশে বর্তমান তৈলিবীজের তলের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৩৫ লক্ষ। এদেশের প্রয়োজন মিটাইতে হইলে আমদানি তলের ভার ও তার বিলাসের কার্যাবলী সম্পর্কে যে আমরা সম্প্রতি পরিচয়ে ইতিপূর্বেই বিবিধবিধা আলোচনা করা প্রয়োজন দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন বৃদ্ধির হইতে তাহা আলোচনাই বুঝা যায়। কিন্তু আমরা পূর্বেকার সে দিকে মনোযোগ না দিয়া বাণিজ্যিক বন্টনের কারবারীদের লাভ ক্ষতির পরিমাণ বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তেলের দাম ও কারবারীর দিন দিনই বাড়ে দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিলাসের সহিত সঙ্গে দিন বিলাত আমদানি সরকারের তার বিলাসের দেশী তলের পার্থক্য বাড়িয়াছে। দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রেই সম্পূর্ণ আমদানিমূলক এমিলিন বিক্রয়েই তাঁহাদের তার বিলাস পরিচালনা করিয়া থাকেন। লাভের দিকে না চাহিয়া উহার কারবারে তলসাধারণের দিন দিনই উন্নতির সঙ্গে। ঐ নীতি গ্রহণ করিয়া এখন তাঁহারা ৯০ কোটি ৫০ লক্ষ তলার করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাহার সরকার তাঁহাদের তার ও তার বিলাস পরিচালনা করিতে দিয়া তলসাধারণের অর্থের হিসাবের কারণে সুবিধাটুকু সম্প্রতি বিবেচনা করিতেছেন। গত ১৯৪১-৪৩ সালে ঐ বিলাসের হিসাব আমদানকারীর ৪৫ কোটি টাকা লাভ হইয়াছিল। এই লাভের তল তলসাধারণের দেশী তলের অনুবিধা হইতে আসিবার তুলার সময়ে তিসি, তেলিয়ার ও তৈলিবীজের দাম বৃদ্ধি করিতে পারিলেই বিশ্ব যোগ করেন নাই। তার ও তার সম্পর্কে সরকারী ইতিহাস এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কি হইতে পারে?

বিদেশ হইতে কাপড়ের তলের আমদানি আমরা (নীতি সরকার)

যুদ্ধের সময়ে বৃটেনের নিকট আমাদের বিস্তর ঋণের দাবি পাওনা সঞ্চিত হইয়াছে। এই পাওনা বৃটেনের লোকেরা বর্তমানে পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। ঋণ ও ঋণদানের বিনিময়ের পরে তাহারা এদেশে শিল্পোৎপাদনী আমদানি সমুদয়ের তবিষ্যে বলিয়া তলসা দিতেছে। যুদ্ধের সময়ে আমদানির অভাবে এদেশে প্রয়োজনমূলক শিল্প-কারখানা গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয় নাই। পুরাতন যেসব কারখানায় নিত্যতল ঋণদানের কাজ চলিতেছে তাহাদের আমদানির তলেই অনেকদিন হইতে পড়িতেছে। তারতের পুরাতন তলসাধারণের তলে কাপড়ের তলের ঋণদান মূলধনী যন্ত্রপাতির ঋণদানের তলে তারতীয় কারখানার ঋণদানের তলে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব তলের আমদানি ও ব্যবসায়ের তলে যুদ্ধের পরে ঋণদানের বিভিন্ন তলের প্রতিযোগিতার সম্বন্ধে ঋণদানে পাওনা তারতীয় কারখানার সঙ্গে কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। কাপড়ের কারখানার ঋণদানি মেশিনের হইলে সরকার তারতীয় কারখানায় ঋণদানের তলে তারতীয় কাপড়ের তলের তল ঋণদানি সরকারের বাধা করিতে হইবে। কিন্তু ঋণ ও ঋণদানের বিনিময়ে বৃটেন হইতে সাজসরঞ্জাম যোগাইবার যে তলার হইয়াছে তাহাতে তারতের সে প্রয়োজন মিটিবে বলিয়া আশা করা যায় না। যুদ্ধের সময়ে বৃটেনে কাপড়ের তলের ঋণদানি মূলধন মেশিন তৈরার হইতেছে না। যদি ঋণদানি পাওনা পরিশোধের তল এদেশে কাপড়ের তলের ঋণদানি তেমন করিতেছে হয় তবে বৃটেন তলসাধারণই তারার মূলধনের তৈরারী ও ঋণদান ঋণদানি দিয়া তারত সরকার তারার ঋণ হইতে ঋণদান পাওনার তেমন করিবে। ইহাতে যুদ্ধোত্তরকালে কারখানার দিন দিন তারতের ঋণদানি তলসাধারণ হইয়া দাঁড়াইবে। ঋণদানের তেমন সর্বনাশে দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রই ঋণদানী সরকারের তলসাধারণের তল যে সব তারতীয় প্রতিষ্ঠিতি আবেদিকা রাইবেন এ বিষয়ে তলাযোগ্য যৌথকার সভা ও আলাপ-আলোচনা চালানো তারতের পক্ষে তলসা। প্রবীন সাম্রাজ্যের তলার তবিষ্যতে তারতের অনুকূলে যে ঋণ তলার সঞ্চিত হইয়াছে তাহা আবেদিকা হইতে আটোমেটিক মূল বহিয়া নিয়োগ করা যায় কি না সে বিষয়ের এদেশবাসীর তলর হইতে চেষ্টা মূল হওয়া উচিত।

সি টি ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শাখা
ঢাকাবাজার ও নরসিংহ
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজার—শ্রীশিশিরকুমার বিশ্বাস

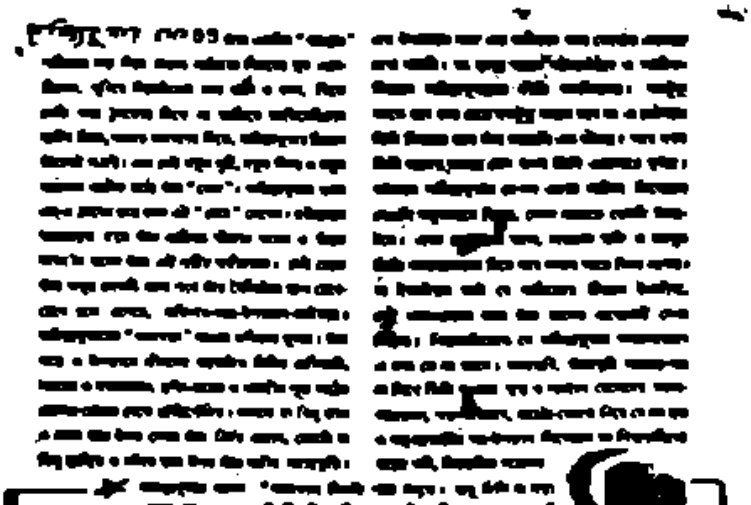

ভারতে অর্থ সঞ্চয় ও দাদন

লোকের অর্থ সঞ্চয়ের পরিমাণ ও আয়ের ব্যয়-রীতি সকল দেশেই আর্থিক উন্নতির অনুপাতে নির্দিষ্ট করিয়া থাকে। সেজন্য সকল দেশের অর্থনীতিই এসব বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আয়ব্যয়ের তুলনামূলক আলোচনার আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকেও পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় এবং কি কি দিকে তাহা ব্যয় করিয়া থাকে সে বিষয়ে এদেশে উপযুক্ত তথ্যাদির অভাব রহিয়াছে। ফলে অর্থনৈতিক আলোচনার সঙ্গে অত্যাবশ্যকীয় হইলেও দেশের লোকের সঞ্চয় ও ব্যয়-রীতি সম্পর্কে একটী সুনির্দিষ্ট ধারণার উপনীত হওয়া কঠিন। যাহা হউক, আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম অর্থনীতি বিষয়ে গুণবিচিত লেখক শ্রীযুক্ত অনুপচন্দ্র গুপ্ত সম্প্রতি 'ভিজ্ঞেন্যান' পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়া আলোচনা করিয়াছেন, আয়কর রিপোর্ট হইতে নমুনাটিকে বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যাবিভাগ হইতে ভারতের লোকদের সঞ্চয় ও ব্যয়-রীতি সম্পর্কে একটী আভাষ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিষয়টীর আনুষঙ্গিক জটিলতা সত্ত্বেও লেখকের গবেষণা ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতার গুণে এই প্রবন্ধ হইতে আমরা মূল্যবান তথ্য অবগত হওয়ার সুবিধা পাইয়াছি। লেখকের ঔপন্যাসিক বিবরণ ও তুলি আমাদের কল্পিত আমাদের বর্তমান সময়ের আর্থিকাবস্থার সঞ্চয় ও ব্যয় সম্পর্কে লক্ষ্যিত আলোচনা করিব।

জগতের বিভিন্ন দেশে লোকের সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য অর্থনীতিবিদেরা নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এবিষয়ে একটী সরাসরি উপায় হইতেছে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা কত হিসাবে সঞ্চয়ের মাত্রা। যথা ধরা। ডাক্তার এই আয়ে ইংলণ্ডের লোকদের সঞ্চয়ের পরিমাণ আয়ের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। সর্ড কীনস্ ইহা শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১২ ভাগের মধ্যে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। ডাক্তার কুজনেট্স লোকদের সঞ্চয় সংক্রান্ত অনুরূপ তথ্য সংগ্রহ করিয়া অর্থনীতিবিদ তারা ঐ দেশের মোট জাতীয় আয়ের এক-সপ্তমাংশ বা শতকরা ১৪।১৫ ভাগ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। তারতম্য বলিয়া দেখ। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা তাহাদের অপেক্ষাকৃত মোটা আয় হইতে যেরূপ বেশী পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে এদেশের লোকেরা তাহাদের স্বাভাবিক অল্প আয়ের জন্য সেরূপ বেশী অর্থ মোটেই সঞ্চয় করিতে পারে না। সমস্ত আয়ের বেশীর ভাগই তাহাদিগকে নৈমিত্তিক প্রয়োজনে ব্যয় করিয়া ফেলিতে হয়। তাহাই ইংলণ্ডের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আয়ের যে অংশ লোকের সঞ্চয় হিসাবে ধরা হয় তাহাতেও সঞ্চয়ের মাত্রা সে তুলনায় অনেক কম। কোন অবস্থাতেই ইহা জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগের বেশী বলিয়া ধরা যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ ৫ হাজার কোটী টাকার কিছু বেশী, তাহাই, জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ হিসাবে ভারতের লোকের সঞ্চয়ের পরিমাণ মোটামুটী হিসাবে ২৫০ কোটী টাকার কম হইবে, কিন্তু এইরূপ মন্তব্য কোন অবস্থাই ঠিক বলিয়া মনে করা যায় না। ভারত বিভিন্ন দেশে লোকের অর্থ সঞ্চয়ের যেরূপ বিবরণ এদেশে পাওয়া যায় (এবং যাহা আমরা নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিব) তাহাতে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ উহার চেয়ে বেশী বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

আমাদের ঐ আয়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ণয়ের না করিয়া লোকের ব্যয়ের সন্ধান এদেশে যেরূপ [illegible] করিতে হইবে। আয়কর বিভাগ-পুলিশ হইতে সাম্প্রতিক বেতনভোগী লোকদের তুলনায় এদেশে অর্থ সঞ্চয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখা যায়। এদেশের লোকেরা কিছু কিছু ঋণও করে আবার সাধারণতঃ অধিকাংশ, অনেকের ও বহুসংখ্যক আয়কর যে সঞ্চয় অর্থ নিয়োগ করিয়া থাকে। সেই অঙ্কের চাহুদীয়, বেসরকার ও বাসস্থানীয় সাধিবাদিক নিয়োগকার্য অর্থ ও সাধের অর্থ নিয়োগের বহিরাগ অর্থ হইতে অধিকাংশের অর্থ অর্থ সঞ্চয়ে আমেরিকার বেশী আয়ের দেখাইয়া থাকে। আর আয়কর লক্ষ অধি-পতি ও অন্যান্য প্রকৃতিতে বিশেষভাবে হয়তো না সঞ্চিত অন্যান্য বছরের বিশ্লেষণগুলিই বেশী পরিমাণে নিয়োজিত হইয়া থাকে। অন্যান্য ও বহুসংখ্যক আয়কর এদেশে যে অর্থ সঞ্চয় করা হইতেছে তাহাসম্পর্কে কোন হিসাবই বর্তমান হয় না। আমাদের এদিক

দিয়া লোকের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা নিষ্প্রয়োজন। তবে তাহাতে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট আমাদের ফেডারেশন বিভাগসমূহের আয়ব্যয়ের সম্পর্কে যে হিসাব রাখিয়া থাকেন তাহা হইতে অধি-বাড়ীতে লোকের অর্থ রাখিবার পরিমাণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। ঐ হিসাবে প্রথম ১৯৩৯ সালে দেশের ৫১৮ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫৫ লক্ষ অধিবাড়ী রিজিষ্টারি হইয়াছিল, ১৯৪০ সালে দেশের ৮৯ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫৫ লক্ষ অধি-বাড়ীর রিজিষ্টারি হইয়াছে। ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৫০ পর্যন্ত দশ বৎসরের হিসাব লইলে পরে প্রতি বৎসর মুটিন আন্দাজ ৩১ লক্ষ হিসাবে অধিবাড়ীতে মোট ১৬০ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকার মত বিয়োগ করা হইবারে বলিয়া মনে হয়।

রাজনীতি, দেশশাসন ও ব্যবসাবাণিজ্যের অর্থসাহায্যের ক্ষেত্র বিভিন্ন। বিদেশের সঞ্চিত টাকা বিদেশে বিভিন্নদেশের বিভাজিত রাষ্ট্র এবং বিদেশসমাজে যথাসম্ভব বেশী সুদ আদায় করাই ইহাদের লক্ষ্য। ইহারা ইহাদের সঞ্চয়ের কতকটাও এদেশসমাজে বিয়োগ করিলে চাই-আমাদের তাহা সহজে সহজে পরিবর্তন করা চলে। এই সব কারণে লোহাদের ব্যাপক লাভ্যাংশটি কিনিতে, সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহে ও লোহাদের বেহিসে ব্যাঙ্কসমূহে টাকা আমানত করিতে ও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে টাকা রাখিতে তাঁহারা আগ্রহ দেখাইয়া থাকেন। সন ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরে এইসব দিকে অনুসন্ধানের মোট অবস্থা হিসাব লইলে জানা যায়, এই সময়ে সমস্ত প্রতি বৎসরে লোহাদের ব্যাপক লাভ্যাংশটি কিনিতে ২ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা, লোহাদিগের বেহিসে ব্যাঙ্কে ৯ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকা, ব্যাঙ্কের আমানতে ৩ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা এবং কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে যথাক্রমে ১ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা ও ৮ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। সমস্তের পরিবর্তনের সুযোগ জীবন বীমার দিকে দেশের সঞ্চয়ী লোকেরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন, বিদেশের ও বিদেশ অধিকা পরিবার-পরিজনদের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য বীমা পলিসি ক্রয়ে ক্রমেই বেশী অর্থ বিয়োগ করিতেছেন। ফলে দেশের জীবন বীমা কোম্পানী-সমূহের মূলধন তাহের পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে সন ১৯৫০ সালে আয়া ৪১ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। সন ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সময়ে দেশের লোক তাহাদের পলিসির ইন্সিয়ার বাবদ মোট ৬৬ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা করিয়া বিয়োগ করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (মিউনিসিপালিটী, পোর্ট-ট্রাষ্ট, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতি) দেশে কাগজে লিখিয়া করিয়া যাহাদের এদেশে বিস্তর লোক ভাষা কর করিয়া থাকে। এসবের ক্রমে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী সমূহের লিখি পরিমাণ খুবই বেশী। ভারতের দেশায়-বাজারসমূহে বর্তমানে এই শ্রেণীর মোট ৯৩৩ কোটী ৩১ লক্ষ টাকার কাগজ লিখা ভাজারবার হইয়া থাকে। সন ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরের হিসাব লইলে জানা যায়, এই সময়ে সমস্ত প্রতি বৎসরে দেশে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাগজে যথাক্রমে ৩ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা, ২ কোটী ১০ লক্ষ টাকা ও ২ কোটী ৩ লক্ষ টাকা বাদন করা হইবারে।

কাগজের ইন্ডিয়েণ্টস সেকসমূহে দেশে কোম্পানীর দেয়ারে টাকা বিয়োগ করা আজ বেশী পরিমাণে অবলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে কোম্পানীর মারফতে এইভাবে অনসাধারণের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন দেশ আজ বড় বড় রেল, লোহার, শিল্প-কারখানা ও নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছে। সব কাজের কাজ হইতেছে। কিন্তু ভারতের লোকেরা দেশে কোম্পানীর দেয়ারে অর্থ বাদন সম্বন্ধে এখনও বেমন আগ্রহ ও সমঝের ভাব দেখাইতেছে না। দেশে কোম্পানী ও শিল্প-কারখানার মূলধন অধি-বাড়ী, অনসাধ ও কোম্পানীর কাগজে টাকা বিনিয়োগ করাতে মুঁকি কম বলিয়া ঐসব দিকেই তাহারা তাহাদের মনোযোগ বিশেষভাবে নিবাবদ্ধ রাখিতেছে। অবশ্য ইতিমধ্যে সমবায়ীর মারফতে এদেশে দেশে কোম্পানী খাটনের আইন প্রবর্তিত হইলেও শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানী খাটনে দেশের লোকের বিশেষ কিছু মনঃ পড়ে নাই। এদেশে প্রাইভেট কোম্পানী ও শিল্প কোম্পানী যারা কিছু স্থাপিত হইয়াছে তাহা প্রথম প্রথম বিদেশীদের উদ্যোগে ও অর্থ বিনিয়োগেই সম্ভবপর হইয়াছে। শিল্প-ব্যবসায়ে অর্থ বিয়োগ করিবার দিকে তাহাদের আগ্রহ খুবই বর্তমানে কতকটা সম্প্রতি দেখা যায় পর মহাযুদ্ধের সময়ে। তাহার পর ১৯৫১ সাল হইতে আবিক মন্দা সৃষ্টির হওয়ায় যখন এদেশে অধি-বাড়ীর দাম কমিয়া যাইতে আরম্ভ করিল এবং কোম্পানীর কাগজের উপর সেও সুদের হার দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল তখন এদেশের সঞ্চয়ী লোকেরা ঝোঁকে পড়িয়া দেশে কোম্পানীর দেয়ারে অর্থ বাদন সম্বন্ধে আগ্রহ দিতে লাগিলেন। এইভাবে গত ১৯৫০ সনের মধ্যে ভারতীয় দেশে কোম্পানীর দেয়ারে আগ্রহের লোকদের বাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০ সালে এদেশে দেশে কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৭৯৪টি, আর তাহাদের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৯ কোটী টাকা। ১৯৫১ সালে কোম্পানীর সংখ্যা বাড়িয়া ৯ হাজার ৭০৪ হয় ও তাহাদের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১৯৪ কোটী টাকা হয়। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে ১ হাজার ৮৪২ ও আদায়ী মূলধনের পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে ৩০৪ কোটী টাকা দাঁড়ায়। ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলে জানা যায়, এই সময়ে গড়ে প্রতি বৎসরে দেশে

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

তুলা ব্যবসায়ে সাফল্য—আমেরিকার তুলাব্যবসায় উপলক্ষ্যে এক কোম্পানী গঠনা হিসাবে পদার্পণ করিয়া থাকে। এই কোম্পানীর আমেরিকার তুলাক্ষেত্র, কারখানা ও ফিউচারে। রাজার, আফ্রিকাতে ৮০টী এবং ইংলণ্ডে ৫৫০টী শাখা আফিস রহিয়াছে। কোম্পানীর কোম্পানীর একটী অনুরূপ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানী ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, আমেরিকার তুলাব্যবসা, আর্জেন্টিনা ও কানাডাতে ৫০টী বড় বড় কোম্পানী পরিচালনা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে আমি এন্ড কোং প্রাঃ, লেভারস্, ইহাদের প্রভৃতি অনুরূপ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনায় নগণ্য। আমেরিকার তুলাক্ষেত্রে তুলা ব্যবসায়ীদের বাজারের প্রতি বৎসর ৯,০০০ কোটী ডলার তুলার বাণিজ্য বিক্রয় হইয়া থাকে। তুলার পরে এই বিক্রয়ের পরিমাণ ১,৫০০ কোটী ডলার হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

তুলাক্ষেত্রের ভাগ্য—আমেরিকার তুলাক্ষেত্রের ভাগ্য বিষয় সমস্যা আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এখনে আমেরিকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও আমেরিকার জমিদারগণের মোট ১,৫০০ কোটী ডলার, হিসেবে রাখন করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ফসিলাতে ৪৫৭ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার ও ইংলণ্ডে ১০০ কোটী ডলার লইয়া বৃহৎ দাড়ায়ে। মোট বাদের পরিমাণ ৫৮০ কোটী ডলার। ফিউচারে ৭৪ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার, বেলজিয়ামে ৪২ কোটী ডলার, আর্জেন্টিনাতে ৩৫ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার এবং ব্রাজিলে ৩৫ কোটী ডলার লইয়া দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে এই শ্রেণীর বাবদের পরিমাণ হইয়াছে ৬৫৫ কোটী ডলার। অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে আমেরিকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও জমিদারকের বাবদের পরিমাণ ১৭৭ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার। ইহার মধ্যে জার্মানীতে ১১৯ কোটী ডলার, ইটালীতে ২৯ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার এবং জাপানে ৯ কোটী ডলার ধরা করা যাইতে। অন্যান্যের অধিকাংশ দেশগুলিতে এই শ্রেণীর বাবদের পরিমাণ ২০০ কোটী ডলার বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে।

তুলা অনুসন্ধানের কারখানা—সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিম ইংলণ্ডের অন্তর্গত তুলা অনুসন্ধানের জন্য একটী বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানায় প্রত্যহ ৩০ টন তুলা হইতে আঁশ, বেলী ইত্যাদি প্রস্তুত হইতে পারিবে। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর এত বড় কারখানা আর নাই।

ভারতে তুলাক্ষেত্রের ফোঁড়ফোঁড়—জানা গিয়াছে যে, ভারতে তুলাক্ষেত্র আবাদের জন্য আইন [illegible]কল্পে ১৯৩৮ সালের ভারত শাসন আইনের সংশোধনের জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্ট বিলাতজাতের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ইতিপূর্বে ভারতীয় তুলাক্ষেত্রের আবাদের এরূপ রায় দিয়াছেন যে, তুলাক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন আইন প্রণয়নে ভারত সরকারের কোন অধিকার নাই। এই জন্যই ভারত শাসন আইনের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছে।

ভারতে তুলার উন্নতির পরিকল্পনা—ভারতবর্ষে তুলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ভারত সরকার ইতিপূর্বে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন ভারত সরকারের তুলা অনুসন্ধান পরিষদের বিশেষজ্ঞগণ উক্ত পরিকল্পনার অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে স্থির হইয়াছিল যে, উক্ত কার্যের জন্য ভারত সরকার মূলধন হিসাবে ১ হাজার কোটী টাকা ব্যয় করিবেন। মূলধনে এই ব্যয় কমি করিয়া ২ হাজার কোটী টাকা করা হইয়াছে। নূতন পরিকল্পনা মতে এই কার্যের জন্য বৈদেশিক ঋণ হিসাবে ৮৫ বৎসর পর্যন্ত প্রতি বৎসর ২৫ কোটী টাকা ঋণ করা হইবে স্থির হইয়াছে। এই কার্যের জন্য ভারত সরকার ৩৫ টাকাতিক ও ভিন্ন প্রদেশী গাবক দুই জন আমেরিকান বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রথম ব্যক্তি আগামী এপ্রেল মাস হইতে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি অক্টোবর মাস হইতে কার্যভার গ্রহণ করিবেন। আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এক জনের জন্য মাসে ৪৫০টাকা টাকা, অন্য একজনের জন্য মাসে সাড়ে তিন, তুলা উৎপাদনের জন্য তিন কোটেশনাল, মাদ্রাজের চাষের জন্য ডাঃ বেণী-প্রসাদ এবং মধ্যের চাষের জন্য তিন লাল তিন ইঞ্জিনিয়ার কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

জমি হস্তান্তরে বিধিনিষেধ—কিন্তু কলেজের তুলনায় নীচ নিম্ন পর্যবেক্ষণের নিকট যারী আমাইনের যে, উক্ত প্রদেশের চাষবাসের উপযুক্ত কোন জমি নিম্ন প্রদেশের অধিবাসী নামে এমন কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রীত হইতে পারিবে না বলিয়া আইন প্রণয়ন করা হইবে।

আসুর বীজ বিতরণ—ভারত সরকারের কৃষি বিভাগ সম্প্রতি প্রদেশে ১,০০০ টন, সিন্ধুতে ১,০০০ টন, বোম্বাইপ্রদেশে ৯০ টন, হায়দ্রাবাদে ১৫৬ টন এবং বাঙ্গলায় ৫০০ টন মোট আসুর বীজ সরবরাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

ভারতে সাময়িক ব্যয়ের বরাদ্দ—গত ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ১৯৪০-৪১ সালের মধ্যেই সরকারকে ৭৪৪ কোটী টাকা বরিয়া ভারত সরকারের বাবদের মূলধন বিনিয়োগ ও নিম্ন বৈদেশিক ঋণ হিসাবে সাময়িক বিভাগের জন্য মোটামুটী ১,৫০০ কোটী টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১,০১৫ কোটী টাকা অর্থাৎ মোট সরকার সরকারী ৫৯'০ ভাগ বৃটিশ পার্লামেণ্টের তরফ হইতে ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া ইহা বৃটিশ পার্লামেণ্টের নিকট হইতে কেবল পাওয়া যাইবে। এই জন্য সংসদে নিম্ন বৈদেশিক হিসাবে ধার্য্য হিসাবে মধ্যে মোট ৭৭০ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা আটটি হইবার এবং ইহা ঐ ঋণ গ্রহণ করিয়া পূরণ করা হইবার।

ঋণ সম্বন্ধের অর্থ—সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের ঋণ সম্বন্ধের ৯৫,০০০ বাকীর মধ্যে ৮৯,০০০ বাকী বিমান আক্রমণে হত এবং আহত ঋণ হইয়াছে অথবা অক্ষিপ্রাপ্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট বাকী পাঁচ হাজার পরাস্ত বিমানপথে আক্রান্ত হইয়াছে। মোটের উপর ১,৫২,০০০ লোক মৃত্যুবরণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৪৩,০০০ লোক ১৯৪১ সালের মে মাসের মুহূর্তের যোগাযোগে মৃত হারাইয়াছিল। এই বৎসর ৩,০০০ হাজার লোক বিমান আক্রমণে আহত হইয়াছে এবং প্রায় ১,৫০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

নতুন বিমানের আকার বিষয়ক প্রতি—যুদ্ধের পরে প্রান্তিক যুদ্ধ, পর উৎপাদনকারী রাষ্ট্রের মধ্যে বাজারে বহু বিমান বিষয়ে যে নীতি অনুসরণ করিয়াছে, অনুমান করা যাইতেছে যে, যুদ্ধ-বিমানের প্রতি বাজারে বিমান করা সম্বন্ধের সেই বহুদের একটী তুলিত যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। এমারিটিনে বিমানশিল্পের যে বহুবিধ সমিতি গঠিত হইয়াছিল, আশা করা যায় শীঘ্রই এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য উপরোক্ত সমিতির অধিবেশন হইবে।

ইথেল ব্যবসায়ের সুবিধা দান—সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইরাক। কোম্পানী ইউনিভার্সের সঙ্গে ইথেল সম্পর্কে সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চালাইবে উদ্যোগ হইবে।

তুলোরাজ তুলো বলয় প্রতিষ্ঠেষক—বাংলা পর্যবেক্ষণী তুলোরাজ তুলো বলয় প্রতিষ্ঠেষক পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটী বলয় প্রস্তুত করিয়া প্রতি জেলায় প্রেরণ করিয়াছেন বিভাগ পর্যায়ের বিভাগ পর্যবেক্ষণী এবেলের প্রস্তাব জেলার আছে।

"...আছে পাই তাহা চাই না"

এ-পৃথিবীতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রায় সকলী-মূলের ভাবাই বলা চলে। আমাদের অন্তঃ আমরা যে যেখানে আছি, এই মহানগরীর রাজপথে আমরা খুব বেশীই না কি? কেন খুশি, কিসের অভাব? কি আমাদের নিজের? কি আমাদের নয়? এর সঙ্গত আমরা অনেকেই আজ উত্তর দিতে পারব না। সাম্রাজ্যিকের কর্মব্যস্ততায় পর, ছুটোছুটী প্রতোযোগিতার পর, মারামারি, কলহ-দ্বন্দ্ব, তাল-বিসম্বাদ পর, সমস্যাকুল হয়ে আমরা কখন আমাদের নিজের অনের কোণে নিয়ে আসি, তখন প্রতিদিন এ প্রশ্নের একটী নিজস্ব কি এক্ষণ আমাদের মনে জাগে না যে, নিজের অন্ত এক ব্যবস্থা, এক সমস্যা, এক নিশ্চিন্তিতাপূর্ণ কৌতূহলোচিত? নিশ্চয়ই আছে। অন্তরের মেই অন্তরে হয়ে পড়ার প্রক্রিয়ে পড়লেও মন অন্তর বাহিরের অন্তর পরিবর্তন করে ফেলার এক ঠিক অন্তরেই মো আমাদের যার যার মনে হয় যে, জীবনে যা চাইবার তা খুব করে চাইলাম, আর যা পেলাম তা যোগ্যতম চাইনি।

জীবনের মূলে অন্তরে এই অন্তরোধ, এই অনুযোগ, এই অভিযোগ উত্তরে। জীবনের মূলে সঙ্গে মানুষের নিজের অভিজ্ঞতার অনুভব মেলেনা —এই উত্তরে, এই আত্মপ্রবঞ্চনা। যে পরিমূল, জীবনে তার প্রকৃতির অন্তর নয়। নিজি৩ মূল্য না দেলে তার মানসিক মূল্য নির্ধারিত।

এই মানসিক অন্তরালমূল্য বা অন্তরমূল্যের বাজ কোথা থেকে নিয়তি যোগায়? জীবনের এই উত্তরে, এই অন্তরালতা, এই পরিপূর্ণতা আমরা কোথায় কীভাবে পাই তাহার কথা আমাদের বুঝে। আমরা মনে মনে আমরা নিজের অভিজ্ঞতার সম্পর্ক আছে। অন্তর এ-অন্তরী মূলে নিয়ে আমাদের অন্তর ও অন্তরের অন্তর আমরা অনেকেই এই মেঘ-আকাশে নিজের করে, ভেবে। অন্তরের, মূলের মেঘের মূলোর নিয়ে মূলাবান, অন্তরের, অন্তরীকা প্রভৃতি আমরা ৫০০ উপলব্ধি থেকে যাবি যখন অন্তরেই মূলাবোধ হয়ে ওঠে তখন আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে কপাল চাপড়ে বসি, ভাগ্যের নিন্দা করতে থাকি।

কিন্তু কপালে করাঘাত করার আগে একটু সাবধান হই, একটু সচেতন হই, একটু নিজেকে একটু আত্মবাদের দিকে, আমাদের অন্তরালিত আত্মের নিজস্বের আমরাই বঞ্চাতে পারি। "আই-আয়ারেন্স" এ-প্রসঙ্গে নিজের সাহায্য করবে।

বিভাগের কর্মচারীদিগকে নিজ নিজ খেলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

ভবীজ স্মৃতি অভিযান—বিশ্বভারতীর কার্যনির্বাহক সমিতির এপ্রিলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার চক্রবর্তী বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, এ পর্যন্ত রবীন্দ্র স্মৃতি তহবিলে মোট ১৮ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই অর্থের মধ্যে বাংলার ও বাঙালী ফিয়ার্স-কাইমেকারের দানই সর্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহারা ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী জানাইয়াছেন যে, এই অভিযানের সঙ্গে বিশ্বের আরও বহুবিধ সংস্থা সংশ্লিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃক বাংলার ঋণ মঞ্জুরঃ—১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় ঋণ বিভাগ বাংলাদেশে ৫,১৫,০০০ টাকা মঞ্জুরীর পাঠাইয়া দিয়াছেন। ১৯৫৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের যে পরিমাণ মঞ্জুরী পাঠাইবার কথা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সেই ঋণের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী মঞ্জুরী এ পর্যন্ত বাংলাদেশে পৌঁছিয়াছে।

লণ্ডনে বাঙালীর দোকান—৪৯ বৎসর পূর্বে রজনী বসুবলার নামে এক বাঙালী যুবক মাত্রিক হিসাবে লণ্ডনে আসিয়া আজ লণ্ডনে কয়েকটী রেস্টোরাঁ ও বোর্ডিংএর মালিক হইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। ইউরোপের সেরা রান্নার জন্যে তিনি এক সময় টালোরড অফিত লাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য দান—ভারতীয় ঐতিহাসিক সংস্থেলনের পক্ষ হইতে যে ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশ হইবে, তাহার জন্য ডাঃ বি সি লাহা এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। অতিরিক্ত আরও দানের প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়াছেন। তাঁর লাহা অভিলাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ কলেজের পালি বিভাগ পালির আন্তর্জাতিক ইলেকট্রোন্ ডাইজেস্টকাল্ কিনিবার জন্য ৭,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী—'ন্যাশনাল' পত্রিকার সংবাদদাতার বিশেষ প্রতিবেদন, কলিকাতার ট্রামকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র করিয়া সরকার যে নিয়ম করিয়াছেন কর্পোরেশন গ্রহণ করিয়াছেন সেই সম্বন্ধে লণ্ডনে ট্রাম কোম্পানীর মুখপাত্র পরিচালক বোর্ডে ঘোর আলোচনা করিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে কলিকাতা ডিইমিনিপ্যাল এলাকার বাহিরে, যেমন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায়, শ্রীরাম করিশনারদের এলাকা দূরে হাওড়া ব্রীজে, ভারত সরকারের অধীন মহাশয় প্রভৃতি অঞ্চলে ট্রাম পরিচালনার সম্ভাবনার সম্বন্ধে প্রশ্ন আসিবার। এই সকল সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন আইন প্রণয়ন আবশ্যক হইতে পারে। এই অবস্থায় ট্রাম কোম্পানীর প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষদের মতে লণ্ডনের প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট বোর্ডের অনুকরণে কলিকাতার প্রাদেশিক সরকারের অধীনে স্বতন্ত্র একটী ট্রান্সপোর্ট বোর্ডের হাতে ট্রামকে এবং কলিকাতা ও মুফস্বল কলিকাতা অঞ্চলের বাসিয়াদী যাবতীয় বাস প্রভৃতির পরিচালনার ভার অর্পণ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতে চিকিৎসকের অভাব—ভারতবর্ষের 'ফিজিক্যাল মেডিসিন বিশ্বের' পক্ষ হইতে এক এক অভিযোগ এক আবেদনে প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে প্রতি ১ হাজার লোকের জন্য মাত্র এক জন চিকিৎসক আছেন। ইংলণ্ডে সেই হিসাবে প্রতি ৭০০ জনের জন্য একজন চিকিৎসক রহিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারতের অধিবাসীদের শতকরা ৯০ জন গ্রামবাসী হইলেও চিকিৎসকদের শতকরা ৯০ জন সহরেই জীবনের বেশীর ভাগ কাটান। তাহার অভিমত অনুযায়ী প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া হাসপাতাল

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২৭বং ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ব্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ বি-এল

স্থাপিত : ১৯৫০

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস :—নারায়ণগঞ্জ কলিকাতা অফিস :—১১৬, রসা রোড।

ফোন :—কলিকাতা ৪৮৭

ক্লিয়ারিং-এর যাবতীয় সুযোগ সহ
ক্রমোন্নতিশীল ভারতীয় ব্যাঙ্ক

অন্যান্য শাখা :—সিরাজগঞ্জ, শিলচর, সিলেট, ভরিশাল, ধরিশাল ও ডুমুরিয়া।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান অব বোর্ড :
শ্রীকামিনীভূষণ পাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীনরীন্দ্রচন্দ্র সাহা

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটী গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৫৩ সালের মূল এবং মূলধনের সর্বাঙ্গীন পরিবর্দ্ধনের ইহার প্রভূত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সচ্ছলতার সাধনায়, বীমাগ্রহীতার নিরাপত্তা, পরিচালনব্যবস্থার নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের একমাত্র পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা ২৪ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল— ৫ ,, ৪৯ ,, ,,
রিজিয়ার্ভের অঙ্ক—১ ,, ১২ ,, ,, ,,
মোট সম্পদ— প্রায় ৬ কোটী টাকা
বার্ষী মোট (১৯৫৭-৫৪) তিন কোটী টাকার উপর
নূতন বীমা (১৯৫৩) ৪ কোটী ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড,
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

গ্রাম—'অমরনাথ' ফোন : সাউথ—২৬৫৮

স্থায়িত্ব ও গঠন-সৌন্দর্য্যের জন্য
আমাদের হোসিয়ারী দ্রব্যাদি সকলেই
সবসময় আদর করেন।

কালিঘাট গৌরী হোসিয়ারী

সর্ব্বপ্রকার হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক

কারখানা ও অফিস
৩৮এ, কাঁসারী পাড়া রোড,
আশীপুর, কলিকাতা।

আলোচনা শীঘ্রই সেরে এবং মিত্র-মুহূর্তের ইহা আলোচনা অবশ্যকরণে অবশ্য বেশী।

কিন্তু মার্শাল হোসেন পরলোকে—ভারতীয় ক্রিকেট এসোসিয়েশন গত ১৪ই অক্টোবর ঘোষণা করিয়াছেন যে, কিন্তু মার্শাল হোসেন পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণকারিণী মহিলা ক্রিকেট অভিযানের ম্যানেজারীর যোগ্য দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে শোকের অবসাদে তাহার ব্যবস্থার দায়িত্বে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ক্রিকেটের তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বোম্বাইয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অনুষ্ঠানের আদেশ দিয়াছেন।

আয়কর আইনজারী—কলিকাতায় ১৪ই অক্টোবরের একটি ঘোষণাপত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বাজেটের আলোচনা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী এক ঘোষণায় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৯ সালের শেষ দিন হইতে করে আয়কর ও অতিরিক্ত আয়করের বিষয় বিবেচনা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এখনে আমার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং আগামী অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে আদায়ের জন্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা কর ও সরকার হইতে আয়করদাতাদের সরবরাহ করিবার ব্যবস্থার করা হইয়াছে। আগামী বছরের মার্চে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আমার সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিবেন।

প্রতি ইঁদুরের জন্য আট আনা—দিল্লীর ১২ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, নয়া দিল্লীতে দুই জন কলকাতী ইঁদুর নিধনের কার্য্যকরী পন্থা উদ্ভাবনের জন্যে সচেষ্ট হইয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইঁদুর বংশের যে বাড়বাড় ভাবে তাহার পরিত্রাণ [illegible]। বৎসরে এক অধিক বাড়বাড় ইঁদুর ধ্বংস এই হওয়ায় তাহার পর্যবেক্ষণের বাড়তি নয় জনকে তাহারা করিয়া রাখা এক সরকার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি প্রাদেশিক পর্যবেক্ষণ এই বিষয়ের গুরুত্বে বিষয় অবহিত হইয়া পরিচয় হইয়াছেন। বোম্বাই পর্যবেক্ষণ উহা হইতে অব্যাহতির পাওয়ার কার্যকরী পন্থা হিসাবে প্রতি ইঁদুর মারিতে পারিলে আট আনা পুরস্কার দেওয়া হইবে ঘোষণা করিয়াছেন। সমস্ত ইঁদুরের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব না হইলেও হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রতি বৎসর ইঁদুর ধ্বংসে ৩০০ সরকার-অনুমতি উৎপাদন করে এবং যে ক্ষেত্রে দেশে ইঁদুরের সংখ্যা সাধারণতঃ সেই দেশের অধিবাসীদের সংখ্যার সমান। ইঁদুর যে কত লক্ষ টন পরিমাণ খাদ্যশস্য বৎসরে নষ্ট করে, ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্যশস্য 'ফুড রেশন্ড পলিসি কমিটি' অনুসারে যাহা সরকার সাধারণ হিসাবে ভারতে আমদানী করিতে প্রস্তাবিত করিয়াছিলেন।

বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ অপসারিত—গত ১৪ই অক্টোবর বোম্বাই প্রদেশে ভারত গবর্মেণ্টের 'ইণ্ডাস্ট্রিজ এণ্ড সিভিল সাপ্লাইজ' বিভাগসমূহের সেক্রেটারী ডাক আমেদ হাবলারী যখন বিড়লা বোর্ডকে অনুরোধ করিয়া যেন নিয়ের ভয় কলকাতা আদেশের বস্ত্রপাতির পরিবর্তে যে সমস্ত আপত্তি আবশ্যক হইবে, সেই সমস্ত বস্ত্রপাতির অতি সত্বর সরবরাহ প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বিশেষ জোর দেন। তিনি কাপড়ের, বিশেষতঃ তিনি কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, অসাধারণ অধিবাসীদিগের এবং সর্ব্বোপরি যখন নিয়ের উন্নতির জন্য তিনি কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার।

প্রস্তাবিত জোয়ারভাটা বাঁধ—জোয়ারভাটা জলীয় উপর এক বাইপ বিদ্যুৎ একটি বাঁধ তৈরী করার পরিকল্পনা লইয়া গভর্নমেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারিং অফিসে মেন ডাকলেন্সের পরী হইয়াছে। বাজারের ১১ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, বাজার গবর্মেণ্ট ঐ পরিকল্পনা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। প্রাথমিক পরীক্ষণের জন্যে এক বৎসর পূর্বে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল ইঞ্জিনিয়ারগণ এখনে সেই আলোচনার অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছেন।

'ব্যাঙ্কস ড্রাফ্ট' রদের কথা—এখনি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কিং কমিশনের কোন কোন সদস্য যাহারা (বোম্বাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারী) 'ব্যাঙ্কস্ ড্রাফ্ট' রদের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এখনে সেই সমস্ত প্রস্তাব দেখা হইয়াছে। গবর্মেণ্ট মনে করেন যে, বিনিময় আজকালের সম্ভাবনা দূরীভূত হইয়াছে বলে ব্যাঙ্কস ড্রাফ্ট রদের কোন কারণ নাই। গবর্মেণ্ট যে সমস্ত 'ব্যাঙ্কস ড্রাফ্ট' তৈরী করিয়াছেন, সেই সমস্ত রদ করা হইয়াছে। গবর্মেণ্টের মতে ব্যাঙ্কস ড্রাফ্ট-সমূহ এই এ করিলেই আইনেই, অতিরিক্ত সুবিধাভোগীর পরিচয় দিবেন।

ইটালির সাথে সম্পর্কে ভারতীয় প্রতিনিধিদল—আলোচ্য বন্দরসমূহের প্রশ্ন নিয়ে বৃটিশ সরকারের সহিত ইটালি সাথে সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার জন্য ভারত হইতে একদল প্রতিনিধি লন্ডন যাত্রা করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। এই দলে ভারত সরকারের বাণিজ্য পরিষদের গবর্মেণ্ট বিভাগের সদস্য সার ডোনাল্ড মেইনহাম, সার বাসবাণী মুখার্জিয়, সার আলেকজান্ডার, সার এডওয়ার্ড মেরল এবং বিলাতী বাজারের সদস্য সার সি ডি দেশমুখ অবস্থিত। কয়েকজন কেরোজারী সদস্যকে এই প্রতিনিধিদলভুক্ত করিবার কথা চিন্তা করা হইতেছে।

বাংলার জন্য তুলাইনের অনুমতি—প্রকাশ যে, তুলাই হইতে ১৮ কোটি তুলাইনের অনুমতির বাকী বিলাতপত্র বাংলার চাহিদা মেটানো হইয়াছে এবং বাকীগুলি শীঘ্রই এখানে আসিয়া পৌঁছাইবে। ইহা ছাড়া আরও ৫ কোটি বাকীর কোটা হইতে আর কয়েকটিনের মধ্যে বাংলায় আসিতেছে। এ পর্যন্ত মোট ১৩ কোটি ১৮ লক্ষ তুলাইনের অনুমতির বাকীর বাংলায় পাওয়া হইয়াছে।

ভারতে বেতার লাইসেন্সের সংখ্যা—১৯৪৯ সালের ৩০ মার্চের শেষে ভারতে

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই সিজনের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোঝা যাইবে।

১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) — ২নং মিল কেশবপুর (যশোহর)

ম্যানেজিং এজেন্টস্:—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

পুরী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯০৮

হেড অফিস : (পুরী ব্যাঙ্ক বিল্ডিং) পুরী

শাখাসমূহ

পুরানা রোড, ভুবনেশ্বর (ব্যাঙ্ক বিল্ডিং), কটক, রাণীঘাট (কটক), বালেশ্বর, বালেশ্বর (মফিসল), কলিকাতা (১০৩, আপার সার্কুলার রোড), ২ নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

ফোন : কলি ২৭১৮

ফোন : কলি—২৭৬৭ গ্রাম—"অলসপাস"

আপনার আজকের "সকালই" আপনার ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা এবং পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা—

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন

এসিওরেন্স লিমিটেড্

হেড অফিস—দিল্লী

সেণ্ট্রাল অফিস : ৩নং ম্যাসো লেন, কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস্

উপযুক্ত বেতন ও কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক।

মোট রেজিষ্ট্রি লাইসেন্সের সংখ্যা ছিল ১,৮৬,০১৪; ১৯৩০ সাল এই সময় মোট ১,৩৯,৩০৬টি রেজিষ্ট্রি লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ফল স্বরূপ সংশ্লিষ্ট ১৫,১০৮টি লাইসেন্স বেকার হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ৩৮,৮৪৪টি মৃতের লাইসেন্স।

রিটেইলের জাতীয় ব্যয়—সম্প্রতি ও অনাবশ্যক বিক্রয়ে ব্রিটিশ সরকারের বৈশিষ্ট্য পড়ে। মোটি ৪৩ লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে ধরা হইয়াছে এবং রিটেইলের জাতীয় ব্যয় পড়ে ১৫ মাসে মোট ৭৩৭ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে ৪ হাজার ৫৯ কোটি পাউণ্ডে পৌঁছিয়াছে। এখন প্রতি সপ্তাহে রিটেইলের জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ পড়ে ৪ কোটি ১১ লক্ষ পাউণ্ড।

ভারতের বস্ত্র শিল্পের পরিবর্তন—ভারত সরকার ভারতের বস্ত্র শিল্পের এক্টী বিশেষ পরিবর্তন প্রবর্তন করিয়াছেন এবং এই পরিবর্তন স্থায়ী হইবে। পরিবর্তনটীতে ভারতবর্ষে তৈরারী কাপড়ের উপর ৭½ টাকা হারে এক্সাইজ ডিউটী ধার্য্য করা হইয়াছে এবং তাহার বিনিময়ে লোকালফাণ্ড অনুসারে ধার্য্য পরিমাণ বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পরিবর্তন অনুসারে প্রত্যেক পুরুষের ব্যক্তি ১২ গজ করিয়া কাপড় পাইতে পারিবে। বিদেশজাতীয় আমদানী উপর ও আর্টিফিসিয়াল বিধান অনুসারে ধার্য করা হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তার—গত ১৮৬১ সাল হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিমাণের দিক (মূল্যের দিক হইতে নহে) হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ৩৯ ভাগ, ১৮৯৪ হইতে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে ৩৮৮ ভাগ, ১৯১৩ হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ৫৭১ ভাগ এবং ১৯১৪ হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ১৮৪ ভাগ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আমেরিকার ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা—গত ১৯১৩ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ব্যাবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহ নূতন সংখ্যাধিক্য ক্রয় ও বাটোয়ারা বিধান ইত্যাদি বাবদ প্রতি বৎসর গড়ে ৬৭১ কোটি ডলার করিয়া ব্যয় করিয়াছিল এবং উহার মধ্যবর্ত্তী ৭৯ ভাগই ব্যাবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির লাভ ও মূল্যাবধির বাবদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

যুদ্ধের ব্যয় বৃদ্ধি—গত ১৯১৪—১৮ সালের মহাযুদ্ধের তুলনায় বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ব্যয়ের পরিমাণ কি প্রকার বাড়িয়া গিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে অনুমান করা যাইবে। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে ব্রিটেনের মোট ১০০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছিল। এবারের যুদ্ধে এই পর্য্যন্ত ব্রিটেনের ১৮৫০ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে। যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত এই খরচের পরিমাণ কত হইবে তাহা এখনও বলা যায় না। অন্যান্য দেশে গত ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে মোট কত ব্যয় করিয়াছিল এবং এই যুদ্ধে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কত ব্যয় করিয়াছে তাহার হিসাব :—আমেরিকার যুক্তরাজ্য ৭৮০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ও ১৮৫৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, ফ্রান্স ৫১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ও ৫৪ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, কানাডা ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ও ১৮৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ৩৩ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ও ১৭৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ও ৩৩ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড।

অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানাগারে সরকারী উদ্যোগ—অষ্ট্রেলিয়ার পার্লামেণ্ট নিম্ন লেখে যে সকল শিল্প পরিদর্শন বাণিজ্যকল্পে প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বস্ত্র, চর্ম্মের লেদের ও পশম শিল্পই প্রধান। প্রকাশ যে, উক্ত পার্লামেণ্ট শিল্পের পরিদর্শনের যদি লেখের প্রয়োজন উপযোগী বেসরকারী ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠান না হয়, তাহা হইলে পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে অথবা সরকার ও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় শিল্পাগারসমূহ স্থাপন করা হইবে।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড (লিমিটেড)

হেড অফিস—৪৩নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, ফোন : ক্যাল ২২৩০ (৩ লাইন)

৩০-৬-৩৩ তারিখের আর্থিক অবস্থা (পরীক্ষা সাপেক্ষ)

১।	আদায়ীকৃত মূলধন	৫,০০,০০০৲	১। হাতে নগদ জমা ও ব্যাঙ্কে আদায়	৩১,৯৮,১১৩৲
২।	সংরক্ষিত	১,১০,০৬২৲	২। ডি, সি মোট ইত্যাদিতে ঋণ	
৩।	আমানত	১,২৯,৬৫,৩৩৮৲	গভর্ণমেণ্ট মূল্য (৩৯,১৩,০০০৲)	৩৫,০১,৬৪৯৲
৪।	অন্যান্য বিবিধ হিসাবে	৪,৩৮,৬৮৭৲	৩। ভূমি, বাড়ী, সম্পত্তি ও ফার্ণিচর বাবদ	৩,৭১,৪৯৩৲
৫।	আমানতের দিল	৩১,০৯৯৲	৪। ঋণ ও বাকীর	৩৭,৬৫,১৫৯৲
৬।	লাভ লোকসানের হিসাব		৫। আমানতের দিল	৩১,০৯৯৲
	(আয়কর বাবদ ব্যবস্থা করা হয় নাই)	১,০৭,২৪৮৲	৬। অন্যান্য সম্পত্তি	৪,৬৫,৬৫১৲
		১,৩৫,৬৯,১৩৪		১,৩৫,৬৯,১৩৪

আমানতের উপর নির্ভর করিলে আপনার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ (টেলিগ্রাম :—ষ্টার্ড ডি

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন নং ৪৩০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, আমহার্ষ্ট ও ইটালী (কলিকাতা), হাওড়া, চট্টগ্রাম, ঢেকী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণ-বাজার, শ্রীমঙ্গল, ঝিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পাবনা, আজমপুর্বিয়া, বগুড়াকলমপুর রাঁচী।

নারায়ণগঞ্জ শাখা ২৫শে আগষ্ট খোলা হইয়াছে।

শতকরা ৭॥০ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

যাবতীয় আধুনিক ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সেক্রেটারী—
ডি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
বি এন কে গুহ

ক্লিয়ারিং-এর যাবতীয় সুযোগসহ
ক মো হি দী য় জাতীয় ব্যাঙ্ক

—কলিকাতা শাখা—
বড়বাজার, শ্যামবাজার ও বালিগঞ্জ কলিকাতা

—অন্যান্য শাখা—
ঢাকা, নারিন্দপুর, ফরিদপুর, রাণাঘাট, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, বাসী, মেহেরপুর, তারকেশ্বর, কালিম্পং, শিলিগুড়ী, দার্জ্জিলিং, রাজসাহী, বগুড়া, শ্রীমুড়া, বালেশ্বর, অমরাবতী, চাঁদপুর, চন্দননগর, শিমুলী ও বাগেরহাট।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এস, কে, চক্রবর্ত্তী

বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাতী বাণিজ্যের অতি—বৃহত্তর ইস্পাতশিল্পের ক্ষেত্রে বল ও ইস্পাত বিশেষজ্ঞ আলোচনা প্রসঙ্গে 'ইস্পাতবিদ' পত্রিকা বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ শুরু হইবার পর যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের বাণিজ্য বন্ধনী বাণিজ্য পরাজুলার দিক হইতে শতকরা ৫০ ভাগ এবং পরিমাণের দিক হইতে শতকরা ১০ ভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বল ও ইস্পাতের বৃহৎ বন্ধনী ব্যাপার আমেরিকা হইতে ১৯৩৯ সালের প্রথম ছয় মাসে নগদ মূল্যে যে পরিমাণ রপ্তানি বন্ধনী হইয়াছে তাহা ১৯৫৫ হইতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত চার বৎসরের বাৎসরিক বন্ধনীর চেয়ে বেশী।

ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ—গত ৬ই সেপ্টেম্বর যে তিন মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক হইতে কিছু কম ১০ কোটি টাকার নূতন নোট বাজারে ছাড়া হইয়াছিল। ইহার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক হিসাবে বাজারে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ৮৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার এবং ১৯৪৩ সালের এই সময় ৫৯ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার নূতন নোট বাজারে ছাড়া হয়।

পূর্ব এশিয়ায় রবার চাষ—গত শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব এশিয়ায় ব্যাপক আকারে রবারের চাষ শুরু হয় এবং ১৯০০ সালে রবার চাষের অধিক পরিমাণ ছিল ৫ হাজার একরের কাছাকাছি। রবারের চাহিদা বাড়িতে থাকায় ১৯০৫ সালে ১ লক্ষ ৫০ হাজার একর এবং ১৯১০ সালে ১৩ লক্ষ একর অধিকে রবারের চাষ হয়। ১৯৪০ সালে পূর্ব এশিয়ায় ৮৮ লক্ষ ৯০ হাজার একর অধিকে রবারের চাষ হইয়াছে এবং ১০ লক্ষ ১৫ হাজার টন রবার উৎপন্ন হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর নূতন বন্দরের স্থান—এতদ্বারা যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাস কোম্পানী বিমানপোত বৈজয়ন্তীর কর্মিগণ যন্ত্রপাতির সাহায্য লইয়া পরীক্ষামূলকভাবে এক নূতন ধরনের বাস নির্মাণ করিয়াছেন। এই বাসে যুদ্ধকালীন প্রয়োজন অনুযায়ীর নির্মিতে যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এবং নির্মিতার ব্যাপারে ব্যবস্থা থাকিবে।

পাট ভার্বালাইজ করিবার পদ্ধতি—"বাংলার লাঙ্গল" পত্রিকায় মিঃ বি কে দত্ত লিখিয়াছেন যে, পাট বপনের পূর্বে পথায়ক্রমে পাটের বীজ ভিজাইবার ও শুকাইবার ব্যবস্থা করিলে চারাগুলির তেজস্বী বিশেষক শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। প্রথমে ৩ ঘণ্টা কাল বীজগুলি জলে ডুবাইয়া রাখিয়া পরে ৩০ মিনিট মেটিলেড উজনে শুকাইয়া লইতে হইবে এবং ১০ দিন রাখিয়া এই ভাবে বীজ ভিজাইতে ও শুকাইতে হইবে। শেষের দিকে বীজগুলি প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলেই চলিবে।

ভারতে উৎপন্ন মদ্যের পরিমাণ—এক বর্তমান পরিসংখ্যান প্রকাশকালে ভারত সরকার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ভারতের কারখানায় বৎসরে মোট ৩০০ কোটি গজ এবং বাহিরে ২০০ কোটি গজ বস্ত্র প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আলকাতরার রাসায়নিক ভিন্ন পদার্থ—ডিটেলের তুলনা সরল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাঃ এ পার্কার লক্ষ্যটি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, আলকাতরার ৩০০ হইতে ৪০০ প্রকার বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ আছে এবং তাহাদের প্রায় ২০০টি পরীক্ষাগারে করা হয়। ইহার মধ্যে বেনজিন, টলিন, ফেনল, ন্যাপথলিন প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি ছাড়া আলকাতরা হইতে বাহির করা হইয়া থাকে।

কলা ফোমের ব্যাপকতা—ভারতীয় বেঙ্গিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টর কেপ্টেন ফেজ কেপ্টেন পাইন অবসরপ্রাপ্ত কলা ফোমের ক্রম-বর্ধমান ও অভাবনীয় ব্যাপকতার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ কলিয়া হিসাব করিলে আমরণে প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ লোক কলা ফোমে দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং বর্তমানে ব্যবহারে আসায় হইয়াছে এমন ফোমের সংখ্যা পুরিত্যক্ত।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাষ্টার্চ পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসারিন • সিট্রোনেলা অয়েল • ব্লু • হাইড্রোসালিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৯ কলিঃ
" :—১৪৯২ আরটী
টেলিগ্রাম—"শীতলবাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—
কুমিল্লা

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

কলিকাতায় প্রধান শাখা
২২১ ক্যানিং ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখাসমূহ—
ডালহাউসী, অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট, ডায়মণ্ডহারবার, বহরমপুর, করিমগঞ্জ, চাঁদপুর, চাঁদপুর, ডিব্রুগড়, নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বর্ধমান, খুলনা, শিবসাগর, সিলেট, সিলঘাটিয়া, জোড়হাট, রাজপুর, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—বম্বে, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর এবং ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২ ইং

আদায়ের	১,৫০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী অফিল	৮,৫০,০০,০০০৲ টাকার ,,

কলিকাতা অফিস :—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৪৯ বি, চিৎপুর রোড, ২২৮, অর্পণবাজিয়ে ষ্ট্রীট, ১৯৪, অর্পণবাজিয়ে ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখা :—বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।

বিদেশী এজেন্সী :—লণ্ডন এজেন্টস্ :—বার্ক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ
আমেরিকা এজেন্টস্ :—গ্যারান্টী ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক
অষ্ট্রেলিয়া এজেন্টস্ :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস বি দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইলি) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ক্রিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসহ একটি সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

অন্যান্য কলিকাতা অফিস—
ধর্মতলা, ডালহাউসী, বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ—
ঢাকা, ফিরোজপুর, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পূরাণবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ভৈরবাজার, বর্ধমান, জিয়াগঞ্জ, কৌলতলা, পূর্ণিয়া, পাটনা, মেদারল, আরা, রাঁচী, ভাগলপুর, জামসেদপুর, মজঃফরপুর ও আরা।

কাটিহার এবং মিরকাদিম শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

কার্য্যকরী অফিল
১,৫০,০০,০০০৲ প্রায় দেড় কোটি টাকা

এজেন্সী ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি পাল।

পুস্তক পরিচয়

ভারত ও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ প্রণীত। প্রকাশক—শিল্প ও বোম, ১০৩ বি হারিসন রোড হইতে, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

যুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা দিক দিয়া কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নানা নূতন সমস্যার মাঝে-মধ্যে এদেশের সমাজ-জীবন আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষ পরাধীন বলিয়া এদেশের লোক রাজনৈতিক দিক দিয়া তাহাদের স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত। বৈদেশিক শোষণ, সরকারী উদাসীনতা-জনিত ও অন্য নানা প্রতিবন্ধকের জন্য শিল্প-বাণিজ্যের দিক দিয়াও এদেশের উন্নতি সন্তোষজনক হইয়া উঠিতেছে না। ১৯৩৯ সালে নূতন মহাযুদ্ধের সূচনা হওয়ায় এদেশের লোক আশা করিয়াছিল যে, তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পথ আপনাইয়া আসিবে বলিয়া তাহারা পরিস্থিতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে যেসব সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দাবিতে হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যের পরিবর্ত্তন যে-সব দিক দিয়া লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সমর্থ হয় নাই। বৃটিশ সরকারের ও ভারত সরকারের বিভিন্ন কার্য্যনীতির ফলে যুদ্ধের সময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে দেশ আগাইয়া যাইতে পারিতেছে না। অথচ নানা দিক দিয়া যুদ্ধের জন্যই ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পবিস্তারে সুযোগ-সুবিধাকে ভোগ করিতে হইতেছে। ভারতের সমস্যা সৃষ্টি যারা তিন বৎসরের মধ্যে কি তুলনায় যারা আজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধকালীন অবস্থার ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং দেশ পর্যায় একদিকে সাধনা ও অন্যদিকে সেই ভিন্ন অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তকে আলোচনাই উদ্যোগ করিয়াছেন। সরকারী নীতি ও কার্য্য-ধারার ব্যাপারে কি ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিঘ্নসঙ্কুলের ব্যাহত হইয়াছে এবং যুদ্ধের দক্ষিণা হিসাবে ইহাদ, খাদ্য, বুদ্ধি ও মহামারীর ফলে আজ ভারতবাসীর জীবন বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, পুস্তকখানিতে বিশ্লেষণমূলক ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। পাকিস্তানি, ইন্দোচীন, পলায়ন বিভাগ ও উদ্বৃত্ত ইত্যাদি সম্পর্কে লেখক যাবতীয় মূল তথ্য পরিসংখ্যানসহকারে পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। গত দশকের বুদ্ধিজীবের মূল কারণ ও তাহার ফলে জাতীয় সম্পদ বিশ্লেষণভাবে উদ্ঘাটিত হওয়ার ও পরিমাণ করা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে ভারতের কি কি আর্থিক সমস্যা দেখা দিবে এবং তাহা সমাধানের উপায় কি হইতে পারে এমনই বিশেষ আকারে লেখক তাঁহার পরিচ্ছেদে আলোচনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ফলে সকল দিক দিয়াই তাঁহার এই পুস্তকটি বিশেষ উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদান হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী পাঠক মহলে এই পুস্তকটির বিশেষ সমাদর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

(১) জমি ও চাষ—ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী
(২) চাষীদের কথা—সতীশ চৌধুরী
(৩) জমির মালিক—হিমাংশুলাল কর
(৪) বাংলার চাষী—হিমাংশুলাল কর
(৫) বাংলার চাষের ও জমিদার—রমেশ মজুমদার সেন

এই পুস্তকগুলি বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত 'বিশ্বভারতী গ্রন্থ' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকটির মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৬৩ দ্বারিক চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে বিভিন্ন ভাষার যোগসাধন করিয়া বিশ্বের বহু বিশ্বভারতী হইতে 'বিশ্বভারতী গ্রন্থ' নামক এক গ্রন্থমালা লিখিত বাহির করা হইতেছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে এই বিভাগের প্রায় ২০ খানা বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক সতীশ চাষের আর পরিচয়ের বিষয় সমস্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কথা ও তথ্যের বিষয় পাঠক-দিগকে পরিবেশন করাই এই গ্রন্থমালা প্রকাশের উদ্দেশ্য। বাঙালী লেখকদের মধ্যে অনেক সুপরিচিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এই সব গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে বিশ্বভারতীর সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সহজ সরল পুস্তক যথেষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় ঐ শ্রেণীর পুস্তক খুব কমই আছে। এই অবস্থায় বিশ্বভারতী হইতে বিশ্বভারতী গ্রন্থের নিয়মিত প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হওয়ায় অধিবেশের একটী অভাব আজ পরিপূরিত হইতে চলিল।

এই সিরিজের উপরোক্ত পাঁচটী পুস্তক সম্প্রতি আমরা বিশ্বভারতী হইতে উপহার পাইয়াছি। জমির স্বত্ব, জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক, চাষাবাদের আধুনিক প্রক্রিয়া, বাংলার কৃষির অনুন্নত অবস্থা ও তাহার প্রতিকারের উপায়-এই সমস্ত বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে এই সমস্ত পুস্তকে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন লেখকগণ যে যে বিষয়ে যথাসম্ভব সকল আবশ্যক তথ্য পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। 'জমি ও চাষ' পুস্তকে লেখক কৃষি-বিজ্ঞানের উৎপত্তি, কৃষিকার্য্যে যন্ত্রের ব্যবহার, জলসেচনের ব্যবস্থা এবং বীজ ও সার ব্যবহারের সমুদয় প্রক্রিয়ার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে যে সমস্ত প্রক্রিয়া কার্য্যকরী করিবার সুযোগ-সুবিধার কথা আলোচনা করিয়াছেন। 'বাংলার চাষী' পুস্তকটিতে প্রকৃতার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার দিয়া এদেশের কৃষি-জমির সংখ্যা, চাষীদের সংখ্যা, আয়-ব্যয়, ঋণ ও খাজনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। 'চাষীদের কথা', 'জমির মালিক' এবং 'বাংলার চাষের ও জমিদার'—এই তিনটী পুস্তকে কৃষি-জমির মালিকানা স্বত্ব, এদেশে চাষী, জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভৃতির ইতিহাস, প্রজাস্বত্ব আইনের ক্রমবিবর্তন ও কৃষির উন্নতিকল্পে এদেশে আদর্শ কৃষি-ব্যবস্থা পরিচালনা ভোগার প্রয়োজনীয়তা উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ লিখিত কৃষিজীবনসহকারে আলোচনা করা হইয়াছে। লেখকগণ নিজ নিজ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। বিষয়বস্তুর সহজ সরল বিশ্লেষণ ও সুখপাঠ্য ভাষার জন্য পুস্তকগুলি সকলেরই বোধগম্য হইয়াছে। ফলে উপযুক্ত পাঠকে পুস্তকই আমাদের নিকট বিশেষ মূল্যবান ও সারবান বলিয়া মনে হইয়াছে। আমরা বাংলার এই শ্রেণীর পুস্তকের অভাব অনেক আশা করি।

অর্থনীতি বিষয়ক নূতন পুস্তক

(1) Report of the Bombay Millowners' Association for 1945—Published by the Association.

(2) Right way to combat Inflation.—By S. N. Dun. Printed at the Bhowanipore Press, Calcutta.

(3) A Critique of the Industrialists Plan—By A. N. Agarwala. Published by Nandkishore & Bros. Chowk, Benares. Price Rs. 2-0-0.

(4) How India is governed.—By N. S. Pardasani. New Book Company, Bombay.

(5) Reconstruction in Post-war India.—By Sir M. Visvesvaraya. All India Manufacturers' Organisation.

Price Re. 1-0-0

(6) রেশনিংয়ের ফল—ইংরেজী পেম্ফলেট খানীয়। প্রকাশক—ভাগবত বুক এজেন্সী, ১৮৯ বি বহিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দশ আনা।

(7) ভারতের শিল্প ব্যবসা—বি বি সরকার প্রণীত ইংরেজীতে লিখিত পুস্তকের আলোচনা। প্রকাশক ভাগবত বুক এজেন্সী, ১৮ নং বহিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দশ আনা।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস: ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শাখা: চন্দননগর, চুঁচুড়া, রাজবাটী ও শিরাজগঞ্জ
চলতি ও সেভিংস হিসাবে
সুদ যথাক্রমে ৪- আনা ও ২, টাকা
ফাল্গুন সার্টিফিকেট, এফিডেভিট কর, স্থায়ী আমানত, লোন ও ওভারড্রাফট সম্বন্ধে বিস্তৃত পত্র লিখিলেই জানান হয়। ফোন বি বি ৪১৮
চেয়ারম্যান—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০ ফোন: কলি ৩৭৩৩
হেড অফিস—৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।
বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২০,১৮,৯০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১১,১২,৮৫৫৲ ,,
আমানত—এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
ক্ষতিপূরণসহ সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্কিং কারবার
যাবতীয় ব্যাঙ্কি করা হয়।
বিজ্ঞাপনী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়
শাখা—বড়বাজার ও ভবানীপুর (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা
হেড অফিস। বিজ্ঞাপিত
এ চ্যাটার্জি,—জেনারেল ম্যানেজার।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১
ভারতীয় পরিচালিত অগ্রণী ইউ ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৩,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৩,০০,৩৩,৩০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৩০,০৯,৯০০৲ টাকা
তহবিল ও অন্যান্য তহবিল ১,৩১,১৭,০০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ তারিখে) ৩৮,৩৩,৩১,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—সেণ্ট্রাল বাড়ী, ফোর্ট, বোম্বাই,
ভারতের সর্বত্র ২৪০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও এজেন্সির মারফৎ।
ভাইস প্রেসিডেণ্ট, সি, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ডিরেক্টর এডভোকেট, সি, সি।
ডিরেক্টর এডভোকেট। বোম্বাই হাই কোর্টের এডভোকেট। ডিরেক্টর এডভোকেট। সি ব্যাঙ্কার্স ষ্ট্রীট হেড অফিস ম্যানেজার।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কি কার্য্য করা হয়। সবিস্তারী পত্র লিখিয়া জানুন।
অফিসসমূহ: কলিকাতা—হেড অফিস—১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ব্রাঞ্চসমূহ—১২, ডিমি ষ্ট্রীট, ডিমি বাজার—১২, ডিমাণ্ড ষ্ট্রীট, ডালহৌসী—১৩, কলেজ ষ্ট্রীট, ভবানীপুর—৩৭, চৌরঙ্গী। আসাম—গৌহাটী, ডিব্রুগড়, ধুবড়ী, নওগাঁ, শিলচর, তিনসুকিয়া, তেজপুর, বিহার—ভাগলপুর, মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, পাটনা, সাহেবগঞ্জ, বিহার, বিহারশরিফ, মোকামা, আরা, ছাপরা, সিউড়ী, বাঁকিপুর, বিহারশরিফ, সাসারাম, গয়া, ডালটনগঞ্জ, পাটনা, ডেহরীঅনসোন, রাঁচী, ধানবাদ, ঝরিয়া, জামসেদপুর ও সকল শাখা। উড়িষ্যা—কটক ও পুরী।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

দি ভুমিজা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

আমরা আনন্দিত হইয়া দেখিতেছি যে, ভুমিজা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ আমাদের নিকট হইতে এক কোটি টাকার মূলধন সেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি লাভ করিয়াছেন এবং জনসাধারণের নিকট প্রথম আবেদন উপস্থিত করার আগেই ৮৫ লক্ষ টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বাকী ১৫ লক্ষ টাকার সেয়ারের জন্য জনসাধারণের নিকট কোন আবেদন উপস্থিত করা হইবে না বলিয়া কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন এবং উক্ত সেয়ারসমূহ ব্যাঙ্কের সাধারণ অধিবেশনের মধ্যেই বন্টন করা হইবে।

সেয়ারগুলি বিক্রীত হইবার পর পরিচালকগণ আশা করেন যে, ব্যাঙ্কের মূলধন আদায়ী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকায় পৌঁছাইবে এবং রক্ষিত অধিবেশের পরিমাণ হইবে ২৫ লক্ষ টাকার বেশী। ফলে ব্যাঙ্কের নিজস্ব অধিবেশ ৮৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে। বর্তমানে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও রক্ষিত অধিবেশের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০ লক্ষ টাকার সামান্যাধিক ও ২০ টাকার কিছু বেশী।

প্রকাশিত লাভের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩৪ সালের প্রথম ছয় মাসে ভুমিজা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ ৩ লক্ষ ৮০ হাজারের কিছু বেশী টাকা নীট লাভ করিয়াছে এবং এই লাভের পরিমাণ ১৯৩৩ সালের সারা বৎসরের লাভের চেয়ে বেশী। ১৯৩৩ সালের হিসাব-নিকাশের পর ব্যাঙ্কের রক্ষিত অধিবেশে যখন ৩৩ টাকা রাখিয়া আয়কর সালেশ আনে শতকরা ১২½ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে।

এখানে ও এখনে পরিবর্তনীয় লভ্যাংশের ১৯৩৩ সালে ও ১৯৩৪ সালের প্রথম ছয় মাসে ব্যাঙ্কের শতকরা ৮০ ভাগের বেশী টাকা নিয়োজিত ছিল এবং এই হার এখনও বজায় রাখা হইয়াছে।

উদয়ের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, শাখা অফিস বাদ দিয়া মাত্র ১৪টি কেন্দ্রে কাজ করিয়া ভুমিজা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন যে ভাবে সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। আমরা আশা করি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর মি এস সি দত্ত এম-এল-সি (বাংলা) মহাশয়ের পরিচালনায় ব্যাঙ্কটি উত্তরোত্তর আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

সুবার্বন ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৪ অক্টোবর ১৯৩১ ইং তারিখে সুবার্বন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের দক্ষিণ কলিকাতা শাখার উদ্বোধন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. যে এন বাগচী এই উপলক্ষে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে সুবার্বন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি বি সি দাস ব্যাঙ্কটির অতীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, মাত্র ২০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বলিয়া কিছুই ছিল না বলা, কিন্তু বর্তমানে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবার জন্য অধিকতর আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছে। তবু অনেকেরই এখনও বিশ্বাস যে এদেশে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কি প্রয়োজনে যথেষ্ট পরিমাণ কৃষিতে আমানতগুলি সাহায্য করিতেছেন না এজন্য মি: বাগচী দুঃখ প্রকাশ করেন। মি বাগচী বলেন যে, বাঙ্গালার ব্যাঙ্কসমূহের প্রায় ৪০ কোটি টাকার আমানত এখনো বিদেশ ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হইতেছে এবং প্রায় ৭ লক্ষ লোক বাঙ্গালার ব্যাঙ্কগুলির মারফৎ জীবিকা অর্জনের সুযোগ পাইতেছে। সুবার্বন ব্যাঙ্কের উন্নতি কামনা করিয়া মি বাগচী তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।

দি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পরিচালকবর্গ ২ কোটি টাকার ২ লক্ষ নূতন সেয়ার বাজারে বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। প্রতিটি সেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা এবং আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে সেয়ার পিছু ৫০৲ টাকা করিয়া জমা দিতে হইবে।

সময়ে এই সেয়ারগুলি বর্তমান আমানতকারীদের মধ্যে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এখন যিনি ব্যাঙ্কের একখানি সেয়ারের মালিক তিনি একখানি নূতন সেয়ার সংগ্রহের অধিকারী হইবেন। যদি বর্তমান আমানতকারী নূতন সেয়ার গ্রহণে উদ্যুক্ত না হন তাহা হইলে উক্ত সেয়ারগুলি জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

কলিকাতা শাখা—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার সুবিধাদায়ী প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সুনির্মল দত্ত, বি-কম, আর-এ, এফ্-আই-এস্-এ, এফ্-আর-ই-এস্ (লণ্ডন), জেনারেল ম্যানেজার।

প্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **মহালক্ষ্মী বাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ইং

হেড অফিস: ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি: ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার সকলের বিবরণে ৩০ আনার উপরে। অফিস ও লভ্যাংশ যাবতীয়ের তুলনায় হিসাবের বহিতে ইহার নাম আছে, তাই ইহা আজ মূল্য আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস:—পাটনা, মেদিনীপুর, মাদ্রাজ, মজঃফরপুর (২টি), আসানসোল (২টি), মেদিনীপুর (২টি), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, পাবনা, বাটোয়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, মিলক্ষর, শান্তিপুর ও মহিষাদল।

আদায়ের ভার ও সর্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: জি সি পাল, বি এল

ভাবছো কি ?

বিমান আক্রমণে মৃত্যু হলেও খুশী হইয়া তার দাবির গ্রহণ করা হয়—

যখনই জীবন বীমা করবেন, নিশ্চয় :—

দি ফ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস :—কানপুর স্থাপিত—১৯৩৪

লাইফ-ফায়ার-মেরিন-এ্যাক্সিডেন্ট

জেনারেল : ম্যানেজিং ডাইরেক্টার :

তারা পদ্মপাৎ, সিংহানিয়া, বে ই এস্ কে তারতারা, বি এ, এস সি আই

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতন যৌথ কোম্পানী

পল্লী বিজলী সমিতি লিঃ—রেজিষ্টার মিঃ এস কে রায় চৌধুরী। রেজিষ্টার অফিস—৬ লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। প্রাথমিক চাঁদার পরিমাণ।

মোহাইকা প্রপার্টিজ লিঃ—রেজিষ্টার মিঃ পঞ্চানন্দ চৌধুরী। রেজিষ্টার অফিস—২৮এ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রি করিবার কারবার।

এস আর সরকার এণ্ড কোং লিঃ—রেজিষ্টার মিঃ সি এস বাসুদেবন। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। মাসেনিয়ার এজেন্সির কারবার।

এ কে সরকার (চাষার ওয়ার্কস লিঃ)—রেজিষ্টার মিঃ আর এস সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১ বেথীন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। লবণ প্রস্তুতের কারবার।

আয়ুর্বেদ ফিজার্ড কোম্পানী লিঃ—রেজিষ্টার মিঃ ধরিণ্দর পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—পাটনা, কবিরাজুর। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদি তৈয়ারী ও বিক্রয়ের কারবার।

ফ্রন্সাল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এডভারটাইজিং কোং লিঃ—রেজিষ্টার মিঃ আর সি সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৯বি বাসেলাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। চুক্তিপত্র ও লভ্যাংশ।

বিভিন্ন কোম্পানী লভ্যাংশ

দি সিমলাপুকরিয়া ষ্টীম এণ্ড লিজ কোং লিঃ—শতকরা ৩২৫ হিসাবে শতকরা এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১২৲ টাকা। **ইন্সাফল সুমাত্রা কোং লিঃ**—শতকরা ৩২৫ হিসাবে ছয় মাসের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে ২৲ টাকা। **বঙ্গলক্ষ্মী-সুরু সুমাত্রা কোং লিঃ**—শতকরা ৩২৫ হিসাবে ছয় মাসের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে ১০ আনা। **ইউনিয়ন ইাওয়ার্ড ওয়াকস কোং লিঃ**—শতকরা ৩২৫ হিসাবে ছয় মাসের এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১২৲ টাকা।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

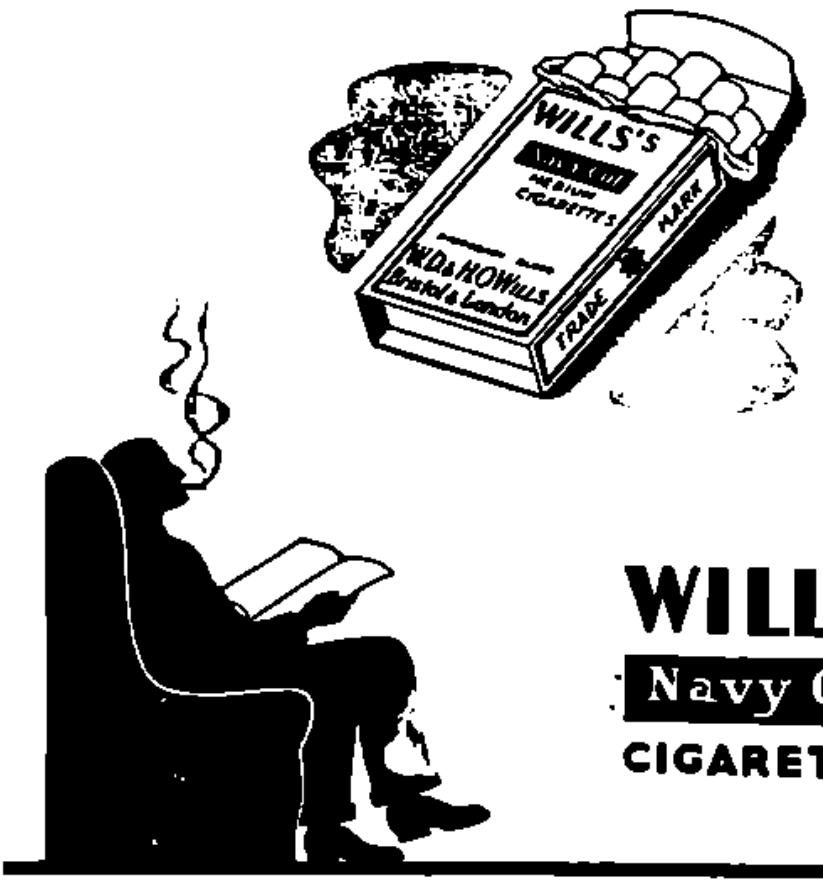

WILLS'S
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২০শে অক্টোবর—মেজরাজীর মুদ্রিত টাকার চাহিদা বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিদাবাহুল্য পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় সপ্তকরা ৪৲ আনা এবং বোম্বাইয়ে সপ্তকরা ৮৲ আনাই ছিল।

গত ১৯শে অক্টোবর আগত সরকার সপ্তম আগত ছিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয়, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৸৶০ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৸৵০ আনা মূল্যের সপ্তকরা প্রায় ৪৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের সপ্তকরা মূল্যের হার বার্ষিক সপ্তকরা ৪৲ আনা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে। গত সপ্তাহে গৃহীত টেণ্ডারের মূল্যের হার ছিল বার্ষিক সপ্তকরা ৪৲১১ পাই।

আগামী ২৫শে অক্টোবর বেলা ১১টা (টাকার সময়) পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ২৬শে অক্টোবর কার্য্যকাল শুরু না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে আগত সরকার সপ্তম আগত ৩ মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের আবেদন গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৮শে অক্টোবর টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বৎ।

আগামী ২৬শে অক্টোবর বেলা ১১টা পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কলিকাতা ও বোম্বাই কেন্দ্রে আগত সরকার সপ্তম আগত ছিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের আবেদন গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ২৮শে অক্টোবর টাকা জমা দিয়া বিল গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯৪৩ সালের ১৭ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে মোট ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ইচ্ছা বিক্রয়ের সময়ে বিক্রীত হইয়াছে।

বিভিন্ন বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিলের হার ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ দিন এই শেষ
ঐ দর্শনী	" "
ডি এ ডিন মাস (")	১ দিন ৯৲ শেষ
ডি এ চার মাস (")	১ দিন ৩৸৹ শেষ
তলাস (প্রতি শত)	৸৹৸৹ আনা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১৭ই অক্টোবরের হিসাবে দেখা যায়, ঐ তারিখে তাহাদের ৯দফি মোটের পরিমাণ ছিল ৯৯৭ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ছিল ৯৯৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। গত ১৭ই অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৮৭ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা ও ১৯২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২০শে অক্টোবর—গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঋণের সুদ বাড়াইবার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ আশা-প্রদ ভাব পরিলক্ষিত না হইলেও আর সপ্তাহের মধ্যে বাজারে সকলীয় জেলীভাব দেখা যায় এবং গত দুই দিন এই জেলীভাব সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হওয়ায় বাজার বাজারের অধিকাংশে শেয়ারে কিছু কিছু মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। উপরিন্তু বাজারে শেয়ার বিক্রেতার সংখ্যা কম এবং সকলেই আশা করিতেছেন যে, গভর্ণমেণ্ট সাধারণ শেয়ারসমূহের উপর আরও বাড়িতা দাইবেন। যে সকল শেয়ারের উপর বাড়িতাদের আগ্রহের মধ্যে ৬৯০লের শেয়ার-গুলি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সাধারণভাবে কলিকাতার শেয়ার-বাজারের এই মূল্যবৃদ্ধির বিশেষ কোন কারণ দেখান যায় না সত্য, কিন্তু অন্ধ-সাধারণের আশাবাদের জন্যই বাজারের এই উন্নতি সম্ভব হইয়াছে বলা চলে। এখন অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস যুদ্ধ শীঘ্র থামিয়া যেলে অর্থনীতি পরিচালন উদ্বৃত্ত টাকা খাটাইবার জন্য কোন লাভজনক উপায় না পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত শেয়ার-বাজারেই টাকা ন্যস্ত করিবেন। তাহা ছাড়া অধিকন্তু লেনা-দেনার বাজারের কি হইবে তাহা এখন হইতে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। মোটের উপর, আগামী সপ্তাহে শেয়ার-বাজারে কি হয় তাহা জানিবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত রহিয়াছি।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের মধ্যে কেনাবেচা হইয়াছে এবং ৭৯০ মূল্যের কোম্পানীর কাগজের দর ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে ৩½ সুদের ঋণপত্র (১৯৬৭-৭২) ১০০৸৶০ আনায়, ৩½ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৮-৫২) ১০১৸৵০ আনায়, ৪৲০ সুদের ঋণপত্র (১৯৫০-৭০) ১১৬৸০ আনায় ও ৩½ সুদের

আশ্বিন—১৩৫১ টেলি। ব্যাঙ্ক অফ

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

সুদের হার

সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট—শতকরা দুই টাকা

কারেণ্ট ডিপোজিট এ্যাকাউণ্ট—শতকরা আট আনা

আবেদন করিলে স্থায়ী আমানত ও ক্যাশ সার্টিফিকেটের সুদের হার জানান হয়।

এস এন ব্যানার্জ্জি,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভাগলপুর, গয়া ও ডিব্রুগড়

ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

বর্দ্ধিষ্ণু জাতীয় প্রতিষ্ঠান

লিঃ

কৃষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ২৯, ক্লাইভ রোড, কলিকাতা

স্থাপিত—ইং ১৯৩৯ : : টেলিগ্রাম—"জাতীয়তা"

শাখাসমূহ

বাঙ্গলা—	বিহার—
কুষ্টিয়া, মাগুরাপুর, কলুকান্দিয়া, বেরহামপুর, গোপালগঞ্জ, বড়-বাজার, কাশবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ।	পাটনা, আরা, ছাপরা, মুঙ্গের, ভাগলপুর ও বেনারস (ইষ্ট, সি)।

শীঘ্রই ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা খোলা হইতেছে।

আমানতের সুদের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বি বি রায় চৌধুরী
ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার

বি বিমল রায় চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ফলন্তা (১৯৫২-৫৩) ১৯৫৯/- আমার বিভিভিডি হইয়াছিল। এ-সময়ে প্রত্যেকটি কলম্ভাসমূহের ভোগ ভাল হয় নাই।

ব্যাঙ্ক—কোম্পানীর কাজকর্ম ও কলম্ভাসমূহের কাজ ভাল হওয়ায় সকে সকে আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহের শেয়ারেরও কিছু পরিমাণ উন্নতি দেখা গিয়াছে। গত সপ্তাহের ১০৫/- আনার স্থলে এ-সপ্তাহে তাহার ১০৯৲ টাকায় উঠিয়াছে।

কাগজের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারের অন্যান্য কাগজের কলের শেয়ারসমূহের চাহিদাই সব চেয়ে কম ছিল। তবে আশার কথা এই যে, তাহাদের দাম না হইলেও এই শেয়ারসমূহের কোন মূল্যহ্রাস ঘটে নাই।

কয়লার খনি—কয়লা শিল্পের সাত উন্নতির আশায় এবং বার্ড ও হিলস্ডাউন্ (কোম্পানী পরিচালিত খনিসমূহের শেয়ারের উন্নতির ফলে ক্রিমিকেল যোগিক হইবার সম্ভাবনায় আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ারসমূহের মধ্যেও কিছু পরিমাণ উন্নতি দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে কেসল শেয়ার কিছু ৮৲ টাকা বাড়িয়া ৬০৯৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে এবং অন্য কয়লা, ফুলঝিরা ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ার শেয়ারের বাজারে মধ্যে চাহিদা ছিল।

ইস্পাত—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারের মধ্যে ইস্পাতের শেয়ারসমূহেই সব চেয়ে বেশী কাজ হইয়াছে এবং প্রায় সকল শেয়ারের উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সেন্টের মাস শেষায় ৪৪ মাসের জন্য হাজারীর শেয়ারে উন্নতির ক্রিমিকেল যোগিক হইবার আশা বাজারে উন্নাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে হাজারীর শেয়ার কিছু ২৲ টাকা মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। আলোচ্য ইণ্ডিয়া ৪০৯৲ টাকা হইতে এ সপ্তাহে ৪২৯৲ টাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গত ছয় মাসের জন্য লভ্যাংশ ১২৫- আনার স্থলে ১৯৪৪ সনের তুলাই মাস পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য ইণ্ডিয়ার শেয়ার কিছু লভ্যাংশ ১৭৫- আনা হারে সপ্তাহে যোগিক হওয়া সত্ত্বেও উক্ত শেয়ারে লক্ষণীয় কোন মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই।

ইণ্ডিজিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের আশাপ্রদ কাজ হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কর্পোরেশনের বাজারে খুবই চাহিদা ছিল। গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ার কিছু ২৲ টাকা ও ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার কিছু ১৲ টাকা মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। বাজারে ক্রেতাদের অথবা চাহিদা থাকিলেও বর্ত্তমান সপ্তাহে এই শেয়ারের বিশেষ মূল্য বৃদ্ধি ঘটে নাই।

ক্রিমিক্যাল কল—ক্রিমিক্যাল কলের শেয়ারসমূহের কম ক্রিমিকেল যোগিক হওয়ার ফল গত সপ্তাহে যে অবস্থার দেখা গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহার অবনতি ঘটিয়াছে এবং কেহ এর কোন শেয়ার কিছু প্রায় ২৲ টাকা মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৫- আনায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

কাগজের কল—আলোচ্য সপ্তাহে বাজারের অন্যান্য শেয়ারের সহিত কাগজের কলের শেয়ারসমূহেরও কিছু কিছু মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ইণ্ডিয়া পেপার গত গত সপ্তাহের ৫০৯৲ টাকার স্থলে এ সপ্তাহে ৫১০৲ টাকায় পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের বিশেষ কয়েকটি শেয়ারে কিছু কিছু কাজ হইয়াছে এবং মোটের উপর বাজারে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নাই। বিশ্বনাথ ও হাসিমারা আলোচ্য সপ্তাহে এক আনা ও ৩১৫- আনা দরে কেনাবেচা হয়।

বিবিধ—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগে বেঙ্গলীয়ান অভিযানী ২৭৫৲ টাকা হইতে ১৩৯৲ টাকায় আসিয়া আসিয়া পুনরায় ১৩৬৮- আনায় উঠিয়াছে। প্রতি শেয়ার কিছু ৮/- আনা হারে ক্রিমিকেল যোগিক হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে উন্নতি করিয়া সপ্তাহান্তে সপ্তাহে ১৭৯৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২০শে অক্টোবর—দিবালী উৎসব উপলক্ষে দুই দিন বাজার বন্ধ থাকায় এ সপ্তাহে পাটের ক্রয়-বিক্রয় খুব সামান্য হইয়াছে। ফলে-স্বরূপ পাট কাটার কাজ সবাপ্ত হইয়া আসার এখনে বাজারে পাট খুব বেশী পরিমাণেই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয়া হইতেছে। কিন্তু চটকলগুলামালের নিকট হইতে পাট খরিদ করিবার আগ্রহ তত দেখান হইতেছে। এবার দেশে পাট উৎপন্ন হইয়াছে কম, ইহাতে কিছু বেশী দর দিয়া হইলেও উহারা পুরা হইতে পাট কিনিয়া মজুত করিতে চাহিবে বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার অভাবে চট উৎপাদনের যদি বেচাকেনা যথাযথভাবে হইতেছে তাহাতে পাটকলগুলালারা এইরূপ কোন সক্রিয় যোগ করিতেছে না। গত আগষ্ট মাসে পাটকলগুলিতে ৯১ হাজার টন চট উৎপন্ন হইয়াছিল। সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে মাত্র ৭১ হাজার টন চট উৎপন্ন হইয়াছে।

পাট কাটার কাজ শেষ হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রেতারা বেশী পরিমাণে পাট বাজারে উপস্থিত করিতেছে, আর চটকলগুলালের আগ্রহের অভাব দেখিয়া তাহা শেষ পর্য্যন্ত অল্প দরে বিক্রয় করিতে হইতেছে। চট কলের কাজ চালাইবার সম্ভাবনা ছাড়া উহার সিলনে পাটের দর কমাইবার আর কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে উপযুক্ত মূল্য পাইলে এখন সকল পাট বিক্রয় না করিয়া কৃষকদের পরে অন্ততঃ কিছু কাল তাহা ধরিয়া রাখার চেষ্টা করা।

আলসা পাটের বাজারে এ-সপ্তাহে কাজ-কারবার খুব সামান্য হইয়াছে। কাঁচা সিলন্ ও নর্থ শ্রেণীর পাট বস্তাপ্রতি দর প্রতি ১৯৲ টাকা ও ১৯৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে এ-সপ্তাহে বস্তাবী-কারবার নিম্নতর দরে কিছু পরিমাণ তারি ভেরেঙ্গী পাট বরিদ করিয়াছে। কোঁচ ও লাইটনি শ্রেণীর পাট প্রতি বেল বস্তাপ্রতি ৭৯৲ টাকা ও ৭৪৲ টাকা দরে বহু মাত্রায় বিক্রয় হইয়াছে।

ইন্সিওরেন্স অব
ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস : বুম্বাই
কলিকাতা অফিস : ১২৯ ক্যানিং ষ্ট্রীট
অন্যান্য অফিস।
জিব্রাল্টার (আমেরিকা) ও লিভারপুল
বার্ষিক বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তিতে
পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর
জীবন বীমার অফিস
বোনাস প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায় ১৬৲
মেয়াদী বীমায় ১৩৲
চীফ এজেন্টস্ :—
মেসার্স মাথেরান কিং—লক্ষ্ণৌ
ইষ্ট, সি, সি সি, ও দিল্লীর ভার
মেসার্স এইচ, এ সেন্ট্রো এণ্ড কোং কলিকাতা।
বর্ত্তমান ডিভিসন ও বিস্তারের ভার
টেলিগ্রাম :—এম সি লক্ষ্ণ, এম এল সি

ইণ্ডিয়া
এক্সচেঞ্জ
ব্যাঙ্ক : লিমিটেড,
হেড অফিস : ৩১, ব্যাণ্ডো লেন, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল ৪৩৯৯
টেলি : "Warranty", Cal.
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
এস বি ঘোষ মল্লিকার,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।
বি বি ব্যানার্জ্জী, ডিরেক্টর-ইন-চার্জ,
বর্ত্তমান কলিকাতা শাখা।
ডি কে বসু, অপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল
—ব্যাঙ্ক লিমিটেড—
৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা = ফোন : বি বি ৬২৬৪
গ্রাম :—ENEM BANK
শাখাসমূহ
ঢাকা, রংপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর (বাংলা), গাজিয়াবাদ, ফতেহপুর সিক্রি, গুজরানওয়ালা, ডাস্কা, খুরদ, সারগোধা, দাল-মুসা, কেসাব, আগ্রাগড়, মুলতান সিটি, বাসুরা, অমৃতসর, গুজরাট, সিকান্দরাবাদ (পাঞ্জাব), করাচী, আস্তো-আদ (সিন্ধু)।
শীঘ্রই নিম্নলিখিত স্থানসমূহে শাখা খোলা হইবে :
পেশোয়ার, লায়ালপুর, শিয়ালকোট, লুধিয়ানা, মজঃফরনগর, বেনারস, রাঁচি, বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান, আসানসোল, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর।
ইউ এস বাগ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

খবর ও চটের বাজারে এ-সপ্তাহে যথেষ্ট চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছে। হিসেবে চটের চাহিদা বেশী থাকায় দেশ বেশ কয়েকটি মিল অধিক মূল্যে আগামী খুব বেশী পর্যন্ত চটি সরবরাহের বুকিং করিয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২০শে অক্টোবর—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে সব সপ্তাহের তুলনায় লাভের আশায় ভাব দেখা গিয়াছিল এবং বর্তমান মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তের করিয়া তুলার দর ৪০০৲ টাকা হইতে ৪০৫৲ আনায় উঠিয়াছিল। তবে এক্সচেঞ্জের দিক হইতে উৎসাহের একান্ত অভাব ঘটায় এবং বিক্রেতাদের চাপে অত তুলার দর তুলার ৪০০৲ আনা হইতে ৩৯৮৲ আনায় নামিয়া আসিয়াছে।

কাপড়

পূজা, ঈদ ও বিয়াদী উৎসবের বরফদের চাহিদা মিটাইবার পর বাজারে বহুল কাপড়ের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে এবং ব্যবসায়ী সমিতি ও কলিকাতার বাজারের 'চোরা-বাজারের' আক্রমণ প্রবল না করিয়া বস্ত্র কাপড় সরবরাহ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে লোকসংখ্যার অনুপাতে কাপড় ও সুতা বণ্টনের যে নূতন পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহা কি ভাবে কাজে হয় সেই বিষয়েই বর্তমানে ব্যবসায়ী মহলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সুতার বোম্বাইয়ের উপর বিভিন্নদিকের আরোপিত রপ্তানি শুল্কের ফলে তাহাদের উৎপাদনের কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২০শে অক্টোবর—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে সোনা ও রূপার বাজারে লেনদেন বেশ কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে সোনার বাজারে যে সামান্য পরিমাণ অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার দরিদ্র সপ্তাহ ধরিয়া বিনিময় মূল্য হ্রাস পাই, কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে সোনার মূল্যে সন্তোষ উন্নতি দেখা দেওয়ায় বিনিময় হার সেই অনুপাতে বাড়ে নাই।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে মূল্যে উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটে। সপ্তাহশেষে অবশ্য সোনার মূল্য বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উহার বাজারেই রূপার দরে আশাতীত উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে।

ভারতের জন্য মুদ্রি ব্যাঙ্কার মোটর যান—সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের প্রকাশিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, আমাদী ডিসেম্বর মাস শেষ হইবার পূর্বেই ভারত-বর্ষের ব্যবহারের জন্য মুদ্রি ব্যাঙ্কার মোটর যান আমেরিকার নৈরপ্তানিকীর জন্য ব্যাঙ্কার মোটর যানের ওপর আর হইতে পারিবে না। আমাদী জনের ইহা অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক মোটর যান ভারতবর্ষের জন্য পাঠান সম্ভব হইবে। তবে এই সব মোটর যানের অধিকাংশই অপেক্ষা-কৃত ছোট ধরণের মোটর যান হিসাবে কাজে আসার কথা নাই।

ফুটবলে অন্যায়—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, এই জনের এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে ফুটবলে অন্যায় দর্শনসংখ্যা বেশী হইয়াছিল। গত উনিশ জনের মধ্যে ফুটবলে অন্যায় এইরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। বিশ-কুড়ার হাজার এই জনের এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে যে কোন জনের তুলনায় সংখ্যা বেশী হয়।

মজীর ব্যবস্থা পরিষদ—মজীর ব্যবস্থা পরিষদের পরবর্তীকালীন অধিবেশন আগামী ২০শে নভেম্বর লোকবার হইতে আরম্ভ হইবে। অধিবেশন বাজধানী দিল্লী হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। সরকারের বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত সংশোধনী এই অধিবেশনে একটি বিল আনয়ন করিবেন।

ভারতে এ্যাকেয়ার্স কাউন্সিল—'ভারত এ্যাকেয়ার্স কাউন্সিলের' আমাদীর নাথা সম্প্রতি পরিষদের মুখ্যমন্ত্রী নগর ঐযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে গঠিত হইয়াছে। ভারতের অবস্থার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করাই এই কাউন্সিলের উদ্দেশ্য।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের কলিকাতায় আগমন—আগামী নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ডাঃ রিজার্ভ বোম্বাই কলিকাতায় আসিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনি প্রায় এক মাস কলিকাতায় থাকিবেন।

বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু চিনির ব্যবহার—পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজদেশে মাথাপিছু বিভিন্ন পরিমাণ চিনি প্রতি বৎসর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দেশ	মাথাপিছু ব্যবহৃত চিনির পরিমাণ
যুক্তরাষ্ট্র	১০০ পাউণ্ড
গ্রেট ব্রিটেন	৯১২ ,,
নিউজিল্যাণ্ড	১১৫ ,,
অষ্ট্রেলিয়া	১১১ ,,
ফ্রান্স	৫৪ ,,
জার্মানী	৫১ ,,
কিউবা	৮৩ ,,
ডেনমার্ক	১২৮ ,,
তাইওয়ান	৮৫ ,,

(ভারতে ব্যবহার মাত্র ২৪ পাউণ্ড)

ভারতীয় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেডঅফিস :—

৯১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি ১৭৪৩

ব্রাঞ্চ অফিস :—

ডালহৌসি, আচার্য প্রাফুল্লচন্দ্র, ঈডেনবাগ, লক্ষ্ণৌ, ক্যানিং, পাঁচমুড়া, রামমুহরাট, মুলিয়ান, বারুয়ারহাট, নাহিমগঞ্জ, ও ফোরমন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মি: ডি এন চ্যাটার্জী

ভারত টুথ পাউডার

পাইরোরিয়া, দাঁতের বেদনা, আলি ফোলা, রক্ত ও পূঁজ পড়া প্রভৃতি

সকল প্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

মূল্য প্রতি কৌটা ( ) বাদের ব্যবহারোপযোগী) সাত আনা মাত্র।

কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

এজেন্সীর জন্য ও একেন্সী আবশ্যক।

ভারত কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ

১৪, ডাঃ বসন্তকুমার সেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

অফিস ও শিল্প

সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিলিবন্দোবস্ত

এখা—

- বই মার্কিং
- সিল ষ্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এড্রেসিং মেসিন
- পিয়ন ব্যাগ
- মেল ট্রে
- টোকেন ও চেক
- মেডেল ও তদসংক্রান্ত বাদ্য-যন্ত্র
- ফিতে-কাটা ব্যাগ
- বাজার নীলমোহর
- চাকরির সার্টিফিকেট সংক্রান্ত বাদ্য-যন্ত্র
- কারখানার জন্য ইলেকট্রিক ও ব্যাজ-ব্যাজ
- কৃষিকর্মের নানাবিধ আলপাতি
- মিষ্টি মেটালের তৈরি বিলিবন্দোবস্ত

আমাদের নিজ কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। ব্যবহার না করে বুঝতে পারবেন না—দরও খুবই কম ও বিশ্বাস ভাবে আমরা এবং তিনি তৈরি করে থাকি

ন্যাশনাল কোং

১-৩৪, বিডন রো, কলিকাতা

ফোন : বি বি ১৬০০

একমাত্র ব্যাঙ্ক যাহাকে

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন

দেখেছ—

ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক

অফ এশিয়া লিঃ

১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

বড়বাজার, পাঁচড়াপাড়া,

ও মনোহর শাখা

খোলা হইয়াছে।

এম পাল, এম এ,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১লা অক্টোবর	২রা অক্টোবর	৩রা অক্টোবর	৪ঠা অক্টোবর	৫ই অক্টোবর	৬ষ্ঠ অক্টোবর
সোনা ও রূপা—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৯৯৯/০			৯৯৮/০	৯৯৮/০	৯৯৮/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৯৭৮৮			৯৭৮/০	৯৭৮/০	৯৭৮৮
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৪৪৫/০			১৪৪/০	১৪৪/০	১৪৪৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৪৪৫৲			১৪৪৫/০	১৪৫৲/০	১৪৪৲
বিবিধ দর—প্রতিভরি (কলিকাতা) ...	৪৯৲			৪৯৲/০	৪৯৲০	৪৯৲০
কোম্পানীর কাগজ—সওদা ৯৷৹ সুদের মেয়াদের জন্য (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন) ...	৯৯৯৲-৯৯৯৲/০			১০০৲-১০০৲/০	১০০৲	৯৯৯৲-৯৯৯৲
ইণ্ডিয়ালিস্টাদি—						
ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫৯৲/০-৫৯৲/০			৫৯৲/০-৫৯৲/০	৫৯৲/০-৫৯৲/০	৫৯৫/০-৫৯৫/০
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি ...	৩১।০-৩১৲/০			৩১৲/০-৩১৲/০	৩১৲/০-৩১৲/০	৩১৲-৩১৲
তুলাবন্ধুরী—প্রতি ...	—			—	১৯৲/০	—
আসিয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ...	—			২০৲/০	—	২০৲/০-২০৲
মেসার্স ...	২৷৷৹			২৷৷৲/০-২৷৷৲	২৷৷৲/০	২৷৷৲-২৷৷
বার্ণপিওর ...	৪৲/০			—	৪৯৲/০-৪৯৲/০	৪৯৲/০-৪৯৲/০
ভারতবর্ষ আয়রন এণ্ড ষ্টীল ...	১৩৲-১৩৲/০			১৩৲/০	১৩৲/০-১৩৲	—
ষ্টিলকর্পোরেশন ...	১১৬৲/০			১১৫৲/০-১১৫৲/০	১১৫৲/০-১১৫৲/০	১১৫৲/০
ঘড়ি—রাজা কর্পোরেশন ...	৪১/০-৪১৲/০			৪১৲-৪১৲/০	৪১৲/০-৪১৲	৪১৲/০-৪১৲/০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৬৲			৬৲/০	—	৬৲/০-৬৲/০
ব্যাঙ্ক—ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৪৯৲			১৪৯৲-১৪৯৲	১৪৯৲-১৪৯৲	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৬৯৲-৬৯৲			৬৯৲-৬৯৲	৬৯৲	৬৯৲
ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক ...	১০৫৲			—	১০৭৲-১০৭৲	—
কয়লা—বরাও কোম্পানী কোং ...	৪৯৯৲-৫০১/০			৪৯৯৲/০-৪৯৯৲/০	৪৯৯৲-৫০০৲/০	৪৯৯৲/০-৫০১/০
ভাগলপুর " " ...	১০৯/০			১০৯/০	১০৯/০	১০৯৲/০-১০৯/০
রাণীগঞ্জ " " ...	৫৯৲			৫৯৲	৫৯৲/০-৫৯৲	৫৯৲-৫৯৲/০
ইন্দুস্টোরিয়া " " ...	—			৬৯৲	৬৯৲/০-৬৯৲/০	—
নর্থ করণপুরা " " ...	২১৯/০-২১৯/০			২১৯/০	২১৯৲/০	২১৯৲/০-২১৯৲
ভাগলপুরের কল—মিঃ মিহিরাভিয়া ষ্টীল মিলস লিঃ	৮৲/৯৲/০			৮৲/০	৮৲/০-৮৯/০	৮৯৲/০-৮৯/০
মেসার্স নাগপুর ...	—			৪৪৯৲	৪৪৯৲/০	—
ভাগলপুর ট্রেডার্সলিঃ " ...	১৩৫/০-১৩৯/০			১৩৫/০	১৩৫/০-১৩৫/০	১৩৫/০-১৩৫/০
এলগিন ষ্টীল মিলস লিঃ ...	—			—	৬৪৯৲	—
মেসোরাম " " " ...	—			—	—	১৯৫/০-১৯৫/০
ভাগলপুরের কল—ইণ্ডিয়া সেলাই পাম লিঃ ...	২০৯৲-২০৯৲			—	২১৯৲-২১৯৲	২১৯৲-২১৯৲
ইণ্ডিয়ান সেলাই মিলস লিঃ ...	১৯৲-১৯৫/০			—	—	—
ইটাবর ...	—			—	২৯৫/০-২৯৲	২৭১৲-২৭৫৲

নিরাপত্তার এবং জাতির সেবায়
ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক
লিঃ

গ্রাম— ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা ফোন— বড়বাজার—২৫৪৬

কার্য্যালয় সমূহ

ডায়মণ্ডহারবার, বজবজের, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট, লোডা, ডায়মণ্ডপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, বাগুইআটী, বারাকপুর, মেদেনীপুর, ভাগলপুর, ডাকা, নারায়ণগঞ্জ, ঝিনুকান্দি, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, মোগলাদি, কুষ্টিয়া, রাজবাড়িয়া, পাবনা, আলমডাঙ্গা, ভোলা, গৌহাটী, তেজপুর, জোড়হাট, ধরমপুর, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোয়াবাটী, ইটাবারী, রামপুর, হাটখোলা, হাজিপুর, পাইকা, বাগেরহাট, সোনারপুর, বেলেঘাটা, ভবানীপুর-বালিগঞ্জ, শিলং, মতিহারপুর, ডিব্রুগড়িয়া, ডিব্রুগড়, তেজপুর, টাঙ্গাইল, কাটিহার, আড়া, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নলডিহেরি।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু, এম-এ, বি-এল, ব্যারেষ্টার-ফিরেক্টর।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড
(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সালে)

বীমা করুন

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমস্ত লাভ পলিসিহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম বা বিলম্ব ফীর জন্য অনুযোগ শুনিবার ব্যবস্থা আছে
- কলমাত্র প্রিমিয়াম দিলে মূল্যবান পলিসি পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৯ কোটি টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন

কস্তিচন্দ্রায় এণ্ড সন্স
চীফ এজেন্টস্।
২, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

ষ্টার্লিং বীমা কোম্পানী
আর্য্যস্থানে
বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরুভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স লিমিটেড
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৯শে অক্টোবর	১৯শে অক্টোবর	১৯শে অক্টোবর	৯ই অক্টোবর	১৬শে অক্টোবর	২৩শে অক্টোবর
চটকল—অবশ্যাত্ত জুট মিলস লিঃ ...	৩১৯৲-৩৩০৲			—	—	৩৫৯৲
এাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৪৬৲-৪৬৯৲			৪১১৲-৪১৯৲	৪১১৲-৪৩০৲	৪১৯৲-৪২৯৲
কামারহাটী ...	৩৫৩৲			৩৫৩৲	৩৫৩৲	৩৬৫৲-৩৭৯৲
নদীয়া ...	১৩০৲-১৪৯৲			—	১৩০৲-১৪৯৲	- ১৩৯৲ - -
শ্রেণিচেতলী ...	১৭৯৲-১৮৯৲			১৭৯৲-১৮৯৲	১৭৯৲-১৮৯৲	১৯৲-১৯৩৲
বিশ্বনাথ ...	৬৯৩৲-৬৯৯৲			৬৯৩৲	৭০৩৲	৭০৩৲-৭০৯৲
ঔকলাণ্ড ...	৫৫৯৲-৫৫০৲			৫৫৯৲-৫৫৯৲	৫৫৯৲-৫৫৯৲	৫৫৯৲
হাওড়া ...	৮৪৯৲-৮৯৩৲			৮৫৲-৮৭৩৲	৮৬৲-৮৭৩৲	৮৫৯৲-৮৬৯৲
জিনিস কল—বেলঘরিয়া জুবার কোং লিঃ ...	১৬০৲			—	১৬৫৲-১৬৯৲	১৬৫৲
চন্দ্রনগর জুবার কোং লিঃ ...	৫৩৲			৫১৲	৫১৲	৫১৲
কেষ্ট এণ্ড কোং লিঃ ...	২৯৲-২৯৲			৩১৲-৩৩৲	৩১ ৲-৩৩৲	৩১৲-৩১৲
চা বাগান—বঙ্গবাসী টি কোং লিঃ ...	—			—	৫৮৩৲	—
লাবন টি কোং লিঃ ...	—			—	১৯৲	—
বিবিধ—আসানিয়া নিগেশী কোং লিঃ ...	১৭৯৲-১৭৯৲			১৭৯৲-১৭৯৲	১৭৯৲	১৭৯৲-১৭৯৲
বি আই কর্পোরেশন ...	৬৯৲-৬৯৲			৬৫৲-৬৫৲	৬৯৲	৬৫৲-৬৯৲
বেঙ্গিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৭৩৲			১৭৯৲	—	১৬৯৲-১৬৯৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	৬৯৯৲-৬৯৯৲			৬৯৯৲-৬৯৯৲	৬৯৯৲	৬৯৲-৬৯৯৲
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	—			১৪৩৲	—	১৪৯৲
এাসকেনী এণ্ড নেভিগেশন ...	—			৭৯৲	৮০৲	—
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ...	৪৭৯৲			—	—	৪৯৯৲
মিঃ এলিয়াজার ইলিংওয়ার্থ ...	৯১৲-১০১৲			১১৲-১১৯৲	১১৲-১১৯৲	—

ব্রিটেনের যুদ্ধজাহাজ নেবে প্রাণ সঞ্চার—'ডেইলি মেলের' সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, লোফিতেই এ'শহরে ডাক্তারদের এক সম্মেলন এবং বায়ু বিজ্ঞান সাহায্যে একদাতী ব্রিটেন যুদ্ধজাহাজ নেবের মধ্যে বায়ু দুইটী বাতীত অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে প্রাণ সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই আশায় লইয়া পুথিবীর সমস্ত জায়গায় চিকিৎসক মেব মধ্যে সাড়া ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতে আবার জাপ আক্রমণ—জাপানের ভারত আক্রমণের প্রথম অঙ্কটা মোটামুটিভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া সত্ত্বেও রাজিন সমর বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, জাপান আবার ভারত আক্রমণ করিবে। এই আক্রমণের সমর্থনে তিনটি যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, সম্প্রতি ব্রহ্ম-চুক্তে জাপানের বিরাট পরাজয়ের গ্লানি দূর করার অভিপ্রায়। দ্বিতীয়তঃ, জাপানেরা এখনই চিন্তায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং তাহারা অন্যান্য একরোখা প্রকৃতির। সমস্ত সমরসম্ভার বিসর্জন দিয়া কি লইয়া তাহারা পুনঃ পরিবহন-সুযোগী যুদ্ধ করিবার জন্যই আক্রমণশীল থাকিবে। তৃতীয়তঃ, জাপানের দৃষ্টিতে ভারত অধিকারের অর্থই সারাবিশ্বের বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি এবং সেই সঙ্গে জাপানের জয় লাভ।

কলিকাতায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ—কলিকাতা মহানগরীর অন্তিকেলতলা, বেলেঘাটা, টালা এবং উত্তরাঞ্চল অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ঐ সমস্ত এলাকার ৮'লক্ষ হাজার অধিবাসীর মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর জন ম্যালেরিয়ায় পর্যুদস্ত। অবশ্য এর অন্তর যে, ঐ সমস্ত অঞ্চলে স্থানীয় ডাক্তারসমাজ ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন এই অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নেবে করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

আজকের ভাবে ও আবহে আপনার জীবন নীরস হয়ে উঠেছে। নিত্য অভিনব জীবনযাত্রার সুখ ও শান্তির কথা ভেবে দেখেছেন? পঁচিশ বছর পরে কল্পনায় অবসরপ্রাপ্ত জীবনে বিচিত্র শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য আপনি নিশ্চয়ই কামনা করেন। আপনি আমাদের সাহায্যে আপনার সেই কামনাকে সফল করতে পারেন।

ন্যাশনাল
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
...
—ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ,
৭, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোনঃ ৫৭২৩

আরও কিছু শেয়ার বিক্রয়ার্থ

শেয়ার ক্রেতা ও এজেন্টদের অনুরোধে আরও কিছুকাল শেয়ার লিষ্ট খোলা রাখা হইল।
কলিকাতার সন্নিকটে বিরাট ফিশারী এবং তরিতরকারী ও ফলমূলের বাগান।
ডিভিডেণ্ড
১৯৪৩ সনে শতকরা ৬৲
এ বৎসর আরও অধিক আশা করা যায়।

কোম্পানীর অফিসের সময় ও বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন।

বেঙ্গল আসাম টি এণ্ড ফিশারী কোং লিঃ

৫৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত :—১৯১৪

কলিকাতার শাখা :—ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, বড়বাজার, হাইকোর্ট ও দক্ষিণ কলিকাতা।

বিদেশী মুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কি কার্য্য সুচারুরূপে করা হয়।

লণ্ডন এজেন্ট :—ওয়েষ্ট মিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ
নিউইয়র্ক এজেন্ট :—ন্যাশনাল ষ্ট্রীট কোং অব নিউইয়র্ক
অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্ট :—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—কিং এস সি গুপ্ত, এম এল সি।

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস : ঢাকা হেড অফিস : কলিকাতা অফিস :
ঢাকেশ্বরী ২৬৮, মেছুয়াবাজার রোড, ঢাকা ৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখা অফিস
পুরাণবাজার, শ্রীনগর, লৌহজঙ্গ, বাঘিরপার, বেতকুপুর, বিলবাঁওয়া (খেপী), সদরঘাট (ঢাকা), হাইকোলা (২৮, আপার সিংপুর রোড, কলিকাতা), পূর্ণিয়া ও চেকিরাজুলী (আসাম)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এম, চক্রবর্ত্তী

স্থাপিত ১৯৩৮

আপনার সঞ্চয়ের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত

হুগলী হাওয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

শাখা :—
বড়বাজার, হাটখোলা, কলেজ ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, শিলেট, কেদারপুর, বড়লেখা, লাহিড়ী (ই, এম, আর), রাজগঞ্জ ও বেলাগঞ্জ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ [illegible] চক্রবর্ত্তী

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—কলিকাতা ফোন ক্যাল ৪২৫৩ (৩ লাইন)

চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ,,	৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত ,,	৪০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত ,,	৩৩,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৬,১৫,০০০৲ টাকার উপর

ভাগলপুর, মজফরপুর, গয়া এবং ঠাকুরপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

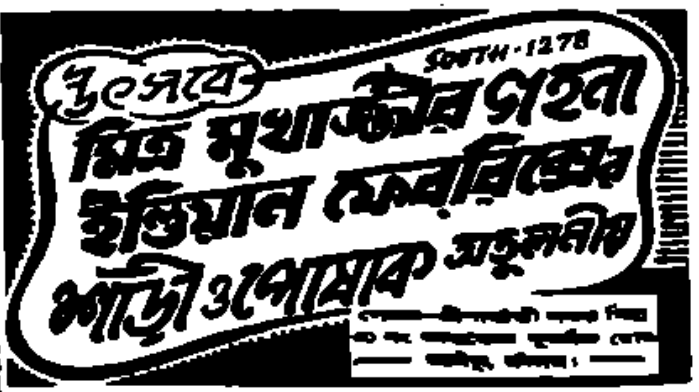

মেসার্স আনন্দধারা প্রিঃ, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ, হেদোর উত্তরপার্শ্বস্থ ৭৫।১।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত।

PHONE—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2906

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 30th October, 1944, সোমবার, ১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৫১ [২৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাজনীতিক প্রসঙ্গ

বোম্বাই বৈঠকে মহাত্মা গান্ধীর সহিত মিঃ জিন্নাহ ঠিক কি আলোচনা করিলেন এ পর্য্যন্ত তাহা প্রকাশ্যভাবে কিছু জানা যায় নাই। সম্প্রতি মিঃ জিন্নাহ লিখিত একটী পত্র এক মিঃ জিন্নাহ ইতর ভদ্রলোকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এই পত্রে নৈরূপ লাহের লিখিতেছেন—'মুসলীম লীগের তরফ হইতে আমার একথা বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তান 'মুক্তমন ইয়াহিয়া' জাতীয় গভর্ণমেণ্ট অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান মিলিত গভর্ণমেণ্ট গঠনের পরে আমরা দেশে যে ধরণের গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই ধরণের গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে। যদি আমরা ইহা করিতে পারি তাহা হইলে মিঃ গান্ধীজী মুসলমান প্রধান যে কোন প্রদেশে যে ভাবে গণভোটের ব্যবস্থা করিতে চাহিবেন তাহা আমি করিতে রাজী আছি।' পাকিস্তানের আদায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটী দৃঢ় অংশই যদি গণভোটের ব্যাপারে নিজেদের স্বাধীনতা বর্জ্জ হইতে বঞ্চিত করেন তাহা হইলে ইহাতে মুসলমানদের যে আদৌ অধিক আগ্রহ নাই তাহা প্রমাণিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় মুসলমান ও আমাদের মুসলমান সংখ্যাধিক্য অঞ্চলের হিন্দুদের পাকিস্তান দাবিয়া লইতে পারেন না। তাঁহা যদি সত্য সত্যই মুসলমান সংখ্যাধিক্য অঞ্চলে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন তাহা হইলে তাহার উপায় হইতেছে আমাদের মুসলমান সংখ্যাধিক্য অঞ্চলের হিন্দুদের ব্যাপারে কি প্রকার সম্ভবপর্যন্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে তাহা তাঁহাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করিতে হইবে।

যুদ্ধোত্তরকালে সৈন্যবিভাগের সাহায্য।

ভারতীয় সৈন্যবিভাগের অনেকগুলি ট্রেড শ্রমিক-সংঘের সহযোগে এক বৈঠকে মিলিত হইয়াছেন। সেনিটারী ইঞ্জিনিয়ার্সের অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারী প্রতিনিধি মিঃ ডিসিলভের এই বৈঠক ট্রেড শ্রমিক সংঘের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যবিভাগের মূল কর্তৃপক্ষের সহিত ট্রেড শ্রমিকদের সহযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে সহকারী ভারত সচিব মিঃ বার্ণেস ভারতীয় সৈন্যবিভাগের কার্য্য-পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ভারতে আসিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে ট্রেড শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা এই সময় ভারতে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন। এদিকে যুদ্ধের অবসানে ভারতীয় সৈন্যবিভাগের কি প্রকার কর্তৃপক্ষ-ব্যবস্থা করা হইবে সে সম্বন্ধে ভারত সরকার কোন ঘোষণা করেন নাই। প্রকাশ যে, যুদ্ধের পরে সৈন্য-বিভাগের সৈন্যদলকে কোন ব্যবসা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। যাহারা চাকুরীর উপযুক্ত তাহাদিগকে চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। যুদ্ধের সময় যে সমস্ত সৈন্য কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িবে তাহাদিগকে পেন্সন দেওয়া হইবে এবং যাহারা আংশিকভাবে অনুপযুক্ত হইবে তাহাদিগকে অল্প পরিমাণের চাকুরী দেওয়া হইবে। যে সমস্ত সৈন্য প্রাদেশিক হইতে আসিয়াছে তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন উপর ব্যবসের ছুটি ও সফরখরচী পাওয়া সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং ইহাদের জীবনযাত্রা স্বাস্থ্যপ্রদ ও অন্য সকলের মতবাদী। কাজ চালান বিষয়ে অভিজ্ঞ করিয়া তোলা হইবে। অবশেষে এই সব সৈনিক-

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৪৯৩-৯৪
ছোট ছোট ব্যাঙ্কের ব্যবসা	৪৯৪-৯৫
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর—	৪৯৫-৯৬
সুবর্ণ-সমিতি	৪৯৭
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৪৯৮
বাজারের হালচাল—	৪৯৯-৫০

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : ক্যাল ২৩৩২ ঃ ঃ টেলি—"Warranty", Calcutta.

হেড অফিস—৩১, ব্যাণ্ডো রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—বালীগঞ্জ, বৌবাজার, বড়বাজার।

অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ঢাকা, বরিশাল, রংপুর (বেঙ্গল), কোরগর, পুরী।

পে অফিস :—খোয়াবাজার-রংপুর (বেঙ্গল)।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডি, ডি, ম্যানেজার্স, ডিরেক্টার-ইন্টারেষ্ট, অফিস বিল্ডিংস পাওয়া। এম বি ঘোষ বিলিংস, ডি কে বসু, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

করতে হাজারের উপযুক্ত অর্থ যোগান হইবে। এই হাজারের কম এমনভাবে আইন জারীর কথা হইবে যাহাতে কোন ব্যক্তি বৈধিকভাবে অধিক হারে আদায়ে আইনসিদ্ধ না দিয়া অর্থ বিক্রয় করিতে না পারে। সৈন্য বিভাগে যাহারা আত্মীয়-স্বজন কাজ করে তাহাদিগকেও চাকুরী যোগাড় করিয়া দেওয়া হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সমবেতভাবে সমর বিভাগে আইনে ব্যক্তি পদ আসন প্রায় উপযুক্ত করিয়া রাখা হইবে। যে সমস্ত সৈন্য যুদ্ধ বিরত হইয়াছে তাহাদের যোগ্যতানুযায়ী কিছু কাজ নিযুক্তাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। অবশ্যকার্য যে সমস্ত সৈনিক যোদ্ধাকার হইতে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা স্পেশিয়াল আসার্টে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। এতদ্ব্যতীত যে, অবশ্যকার্য সৈন্যদের উপযোগে বিভিন্নরূপ সাহায্যের জন্য আমরা প্রত্যেক বৎসরে ৮ কোটী টাকা করিয়া ব্যয় করিবেন।

যুদ্ধোত্তরকালে অবশ্যকার্য সৈন্যদের সাহায্যের এই বিপুল পরিকল্পনাকে তাহারা ঘোষণাকে অবশ্য দিঃ আবশ্যকার্য 'একটী সর্বাপেক্ষা অধিক লাভী-মূল ব্যাপার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই পরিকল্পনা আমাদের ঐক্যের প্রমাণ অবশ্যকার্য সৈনিকদলকে একতাবদ্ধ করিবে দেশের সর্বত্র জাতীয়তাবাদকে পরিপুষ্ট করিবারই একটী চেষ্টা হবে। অন্যান্য আমেরিকানদের এই অভিমত যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে যুদ্ধোত্তরকালে আমেরিকাকে আর্থনীতিক দান অপেক্ষা আমেরিকার আর্থিক আন্তর্জাতিকে বিশেষভাবে অধিক পরিমাণ অর্থই বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারের ভিত্তি-স্বরূপ অভিযোগ করিবেন।

আমেরিকার বিদেশবাণিজ্য সম্পর্কে বৃটিশ অভিজ্ঞতার মূল্য

সম্প্রতি 'ইষ্ট ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনের' এক সভায় সভাপতি আমেরিকার বৈদেশিক সম্পর্কে বক্তৃতা করা হয়। ঐ সভায় মিঃ সমর্স আমেরিকার বিদেশবাণিজ্য সম্পর্কে বৃটিশ অভিজ্ঞতা আমেরিকার কিরূপ সাহায্য করিবে তাহার একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, বৃটিশ আমার দেশবাসী-বাসিন্দা এমনভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আমেরিকার বিদেশবাণিজ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার ক্ষেত্রে অধিক বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে, আর তাহাতে আমেরিকানদের মনে কোন এক ভুলিয়ার ভাবন দেখা দিয়াছে। কিন্তু ঐরূপ ধারণা মূলেই প্রমাদপূর্ণ বলা চলে। বৃটেন হইতে আমেরিকার ব্যবসা সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া বস্ত্র সম্পর্কে, অতীতে আমেরিকা বিদেশ-ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে লাভ করিয়া এই ক্ষেত্রে ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময়ে আমেরিকার পক্ষে সাফল্যের সম্পর্কে ইংলণ্ডবাসীদের মনে একটা বদ্ধমূল সংস্কার ছিল। সেই সময়ের হইতে আমেরা আমেরিকা নিজ সাফল্যের দিকে অবলম্বিত হইতে সেই যাই। কিন্তু পরে সেদিক দিয়া আমেরিকার অভিজ্ঞতার ও ধারণার বৃটিশ অর্থনীতিকে বীতশ্রদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আর যেসব বিদেশবাণিজ্য সম্পর্কে বৃটিশ পর্যবেক্ষণ ও বৃটেনের নিজস্বাধিকার ভোগ বিলম্ব আর ভোগের ব্যবসা-শিল্প-ব্যবসায়ের দিক দিয়া আমেরিকার তালমন্দ বিচার নাম করিবেন তাহাদের কাছ বৃটিশ প্রবাসী-বাসিন্দাদের সুবিধা হইবে বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা। আমেরিকার সমৃদ্ধি বহু পরিমাণে তাহারই দেশের লোকে বেশী পরিমাণে আমদানীর চেষ্টার উপর নির্ভর করিবে চাহিবে। বর্তমান হইতে ক্রমে আরও অধিক হারের চেষ্টার করিবার হইবে। আমেরিকার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দেশের বাজার বৃটিশ প্রবাসী-বাসিন্দা কর্তৃপক্ষের আসিয়া যাইবে। সেদিক দিয়া বেদিকে যেসব আমেরিকার ও বৃটেনের শিল্পবাণিজ্যের ভিতর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহযোগিতার একটা মিলনী সম্পর্ক গড়িয়া তোলার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ করিয়াছে বলা চলে।

আমেরিকার বিদেশবাণিজ্য সম্পর্কে আমেরিকার বৃটিশ অভিজ্ঞতা সুবিধাজনক হবে বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন। আমেরিকার বৃটিশ বাণিজ্যের সুদীর্ঘ শত বৎসর হইতে চলিয়াছে, এই সময়ে বৃটিশরা বিভিন্ন দেশ শিল্প-বাণিজ্যের দিক দিয়া অনুকূলভাবে উন্নতি দেখাইয়াছে। কিন্তু আমেরিকা এই ঐতিহাসিক সুযোগ শিল্প-ব্যবসায়ের দিক দিয়া বিশেষ সুবিধাজনক করিয়াছে। যেমন যে ভূমিকায় বৃটেনের শিল্পের দিক দিয়াই আমেরিকার অগ্রগতি করিয়াছে তাহা নয়, অতীতের অন্য বৃটিশ-শিল্প এই ইহাদের এমন করিয়া রহিয়াছে। এই পোড়ামীর পরিবর্তিত বিভিন্ন দিয়া বৃটিশ শাসনের মধ্যিয়া ও বৃটিশ শিল্প-পরিচালন প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা আমেরা প্রকাশ করিয়াছি। আমেরিকার শাসনের করিবার পর হইতে ইংলণ্ডের সঙ্গে এমনভাবে সোজন করার হইয়াছে বৃটিশ পর্যবেক্ষকের প্রকাশ নয়। সেই নয়া হইতে নিজেদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য, আমেরিকা তাঁহারা বৃদ্ধিয়া। একটী কথা যাহা উৎপাদনকারী মেশে পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন। এমনকি ব্রিটেনী শাসনে বিভিন্ন দেশ-গুলি বসাইয়াও ব্রিটেনিয়া করিয়া ও পরে আমেরা পরেরা ও বৃদ্ধিবিদেশ শীঘ্রিত হইলেও করিয়া তাঁহারা এমনের নিয়ন্ত্রাধিকার পরে অগ্রসর হয়ে করিয়াছেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়া আমেরিকার অগ্রসর ও অবশ্যকার্য বাণিজ্যের এই কাহিনীটি বৃটিশ এমনের পরিবার করে নাই। বৃটেন নিজে এমনের নিজ প্রয়োজনে বসাইয়া রাখিবার, আমেরিকার উন্নত ইহাকে নাকচা এমনের কাজে না লাগাইবে সেজন্য এমন অনিচ্ছাকৃত আমেরিকার বসায় আমেরিকানীর জন্য এই বৃটিশ বৃটিশ হইতে অত্যাবশ্যকীয় শিল্পের জন্মী করিবার কার্যপদ্ধতিকে তাহা আমেরিকাকে এমনের পাইয়াছে। অতীতে আমেরিকে বসন-বস্ত্রের বৃদ্ধির না হওয়ায় যে বিপুল কারণ ছিল আমেরিকা বর্তমান করিয়াছেন তাহা তাঁহার উৎপাদনী-শক্তির পরিচয় দিয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বসন-বস্ত্রের দিক দিয়া আমেরিকার নিজের প্রয়োজন মিটার না করিয়া অন্যান্য বাণিজ্যের, পুরাকালে বৃটিশ মৌলিকতা এমনের কার্যকরী করার কি যৌক্তিকতা ছিল? বসন-বস্ত্র প্রস্তুতির দিক দিয়া আমেরিকার আমদানী বন্ধ হইলেও পুরাপুরিভাবে বাদিয়া সম্ভবপর হইবার বলিয়া যদি মিঃ আমেরিকা মনে করেন তবে এই বৃদ্ধির সময়ে আমেরিকার শিল্পের ভবিষ্যৎ সংগঠন সম্পর্কে পাকাপাকি প্রতিশ্রুতি এমনকারীকে দেওয়া হইয়াছে না কেন তাহা তিনি বলিবেন কি? আমেরিকার শিল্পবিপ্লবের প্রতিষ্ঠা বৃটিশ শিল্প-পরিচালনের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যাপারের যে প্রকার মিঃ আমেরিকা করিয়াছেন তাহার বিভিন্ন বৃটিশদের আমেরিকার শুল্ক-বৃদ্ধির কোন পরিচয় আমরা পাইতেছি না। অবিকল্প শিল্পোন্নতির জন্য আমেরিকার শিল্পব্যবসায়ীরা আমেরিকে বৃটেনের বস্ত্র দেশ হইতে শিল্পোন্নতিকারী সমস্যাদি সমাধানের চেষ্টা না করে বৃটেনের বসায়ী-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য পূর্ণ হইতে একটা সাধ্য ব্যবস্থা করিয়া রাখাই উহার উদ্দেশ্য। বৃটিশদের এইরূপ কথা সত্যিকার যদি আমেরিকা বিশ্বাস করে তবে অবিলম্বে আমেরিকা ভুল করিয়া বসিবে।

অন্যান্য দেশের সৃষ্টি

আমেরিকা সম্প্রতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঋণদান প্রতিশ্রুতি বিভিন্নভাবে অনুমোদন করিয়াছে এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যৌ-যুদ্ধে আমেরিকার বিরাট অর্থের সুবিধা করা বহু রেশিডেন্ট ব্যক্তিগত পর্যায় ঘোষণা করিয়াছেন। তবে যুদ্ধের পরিস্থিতি মোটামুটি বিভিন্নভাবে অনুকূল হইলেও যুদ্ধ যে আর বিলম্ব মধ্যেই শেষ হইবে এমন কোন সুযোগ এখন পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি মার্কিনের বিশেষ প্রয়োজনীয় মিঃ ফেলিক্স ফ্রাঙ্কফার্টার এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, আমেরিকার আর্থিক পরিস্থিতি যত আশা এমনের আসে নাই এবং আমাদী যৌথকালে বিভিন্নদিগকে নতীর্ণকর পরিস্থিতি মধ্যে এমন আসন প্রতিষ্ঠেরের সম্মুখীন হইতে হইবে। আমেরিকানদিগের মনের মত এ পরিস্থিতে আমে আরও আমেরিকার আমেরিকার আমেরিকার

ইলাহাবাদের বাসিন্দারা আগামী ফাল্গুন মাসে ভূকৈলাস রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে যাইবেন।

চীন বন্দরের সংবাদে প্রকাশ, জাপানীরা ফিলাডেলফিয়া চীনে খুলনার ব্যবসায় বাধা দিবার জন্য চীনের উপকূলভাগ ক্রমশঃ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রকাশ, জাপানীরা এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে হাজারী উপন্যাস ও সাহায্যের সমাবেশ করিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে রবি বন্দরের হইতে কোনরূপ কোন সংবাদ আসে নাই। আমাদের অনুমান এ সপ্তাহের বিক্রয়ের পরিমাণ অনুরূপ হইবে।

ইংলণ্ডের অবস্থা

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক বিভাগের প্রতিবেদন হইতে জানিতে পারা যায় যে, গত এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্যন্ত তিন মাসে ইংলণ্ডে অন্যের ধার এত বেশী হইয়াছে যে, গত ১৯ বৎসর মধ্যে কখনও ঐরূপ হয় নাই। ঐরূপ বিবরণীতে আরও প্রকাশ যে, এই তিন মাসে ইংলণ্ডে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য এত বেশী পরিমাণে ক্রয় করা হইয়াছে যে, পূর্বে কখনও এরূপ দেখা যায় নাই।

বর্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ড যে প্রকার পরিচালনে অধিক পৃথিবীর অন্য কোন দেশ সেরূপভাবে অধিক নহে। এই দেশের সমস্ত অধিবাসী নিজ-দের অধিক নিত্য প্রয়োজন বর্তমানে খুব সন্তর্পণে ভাবে নিয়ে করিয়াছে। গভর্নমেন্ট নিয়ম আরম্ভ হইবার আগেই যে প্রকার বস্তুগুলি নিজ দেশে আমদানি করিবার জন্য উক্ত দেশের অধিবাসিগণ-দীর্ঘকাল ধরিয়া যে প্রকার বিদেশের দ্রব্য নিয়া নিজ ভাণ্ডারগুলি পূর্ণ করিয়া রেখেছিলেন তাহাতে পূর্বোক্ত খুব কম দেশই সেরূপভাবে বিদেশে পরিচিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও উক্ত দেশের অধিবাসীদের মধ্যে খাদ্যের উন্নতি করিয়াছে, অন্যের হার বাড়িয়াছে এবং মৃত্যুর হার কমিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা সেন ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক কম বিদেশে মূল্য নিয়া দ্রব্যাদি সংগ্রহ এই প্রকার নূতন নূতন লোক আমদানির ও রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং দেশের প্রতি সর্বত্র অন্যের হার আশ্চর্যজনকভাবে বর্ধিত বিয়াছে ও মৃত্যুর হার আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত দেশের মধ্যে এই বিপুল পার্থক্যের প্রধান কারণ হইতেছে যে, যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে বৃটীন গভর্নমেন্ট উপযুক্তরূপ বিবিধব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া উক্ত দেশে জীবন-ধারণের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ, জ্বালানি ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইতে দেয় নাই। পক্ষান্তরে এদেশে জনসাধারণের জীবনধারণের সঙ্গে পরিচ্ছদাদির নিত্যিনপত্রের মূল্য ৩৫ গুণ বর্ধিত হইয়াছে। ফল এই হইয়াছে যে, যুদ্ধের আগমে ইংলণ্ডের লোক পূর্বাপেক্ষা উপযুক্তরূপ খাদ্য, পরিচ্ছদ, জ্বালানি ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে—কিন্তু এদেশের অধিবাসীদের অবস্থা, খাদ্যাভাবজনিত লোক এবং পরিচ্ছদাভাবজনিত। উহা লোক অতিরিক্ত ব্যাপার নহে। ইহাই অধিকাংশ দেশের মধ্যে এই পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ, ইংলণ্ডে ইন্সুরেন্স ও অন্যান্য অনেক, পরিচ্ছদ, লোক, পরিচিতিতা ইত্যাদি অনর্থ যত অধিকার করিয়া রাখিবে ইন্সুরেন্স সৃষ্টি করা অপরিহার্য হইয়াছে এবং উহার ফলেই বাসগৃহ নষ্ট হয় নূতন জীবন সৃষ্টি হইয়াছে। অপরদিকে বৃটীন, আমেরিকা ও চীন গভর্নমেন্টের ভয় হইতে বৃটীন গভর্নমেন্ট সমরিক প্রয়োজন হিসাবে যে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার মালপত্র ও রসদ ক্রয় করিয়াছেন তাহার মূল্য যদি অন্যদের লোক তাহা পরিশোধ না করিয়া মালপত্র ও রসদ তাহা লোক করা হইত তাহা হইলে অন্যদের লোক বৃদ্ধি হইত। অন্যদের তুলনায় অন্যের বেশী হইত। এই বিষয় হইতে ইহাতেও বলা যাইতে পারে যে, যুদ্ধকালীন এরূপ বিশেষভাবে মালপত্র লোকের অধিবাসিগণকে সুস্থ রাখে চেষ্টা করা হইয়াছে।

মালয়ের অবস্থা

মালয় লোকে বর্তমানে টেবাকো, অন্যদের ও অর্থাদানে কম লোক মূর্তিকেই তাহা আশিয়ার লোক উপায় নাই। কেন না এখন পর্যন্ত গভর্নমেন্ট ৯৯৪১ সালের হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন সবে পাস আছে। তবে সম্প্রতি ১৯৪১ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বর্তমান অবস্থা কিছুটা অনুমান করা যায়। সরকারী হিসাব মতে এই বৎসরে বাসিন্দার সোট ১১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮২০ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু ৯৯৪০ সালের তুলনায় উহা ৭৩ হাজার ৭৯৮ বেশী। এই বৎসরে বাসিন্দার ১৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ১৯১টি শিশু জন্মগ্রহণ করে। ১৯৪০ সালের তুলনায় উহা ৬৭ হাজার ১৯০ কম। এই বৎসরে বাসিন্দার ১৯৪০ সালের তুলনায় কমিল, কলম, ব্যাসেরিয়া প্রভৃতি রোগে মৃত্যুর হার বেশী হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে বাসিন্দার মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়াছে, অন্যের সংখ্যা কমিয়াছে এবং অন্যের কলম, ব্যাসেরিয়া প্রভৃতি সর্বাপেক্ষার মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থা ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে এবং ১৯৪২ তুলনায় ১৯৪৩ সালে যে অনেক বেশী শোচনীয় হইবার তাহা সকলেই অনুমান করিতেছেন। আমরা এখন বলিতে পারি যে, বাসিন্দার এবং মৃত্যু ইত্যাদি সম্বন্ধে ১৯৪৩, ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালের আগে বিভাগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে তখন এই প্রশ্নেরের অভাব অবস্থার কথা আমরা সকলেই আরও অবগত হইতে পারিব।

ইংলণ্ডে অন্যদ্রব্যাদির ব্যাপক পরিকল্পনা

ইংলণ্ডের লোকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে অন্য আর উইলিয়াম বেভারিজ নাম ১৯৪২ সালে একটী ব্যাপক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। প্রতি লোকের নিজস্ব জীবন বীমার মাধ্যমে নিজ্ঞান করিয়া তাহা কথার ভাষা সম্পর্কে উদ্দেশ্যে সরকারীভাবে এক রিপোর্টের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। প্রকাশ বৃটীন গভর্নমেন্ট ঐ রিপোর্ট সম্পর্কে যে মতামত অবলম্বন করেন তাহাতে বেভারিজ পরিকল্পনার অনেক কিছু গ্রহণযোগ্য কার্যকরে বৃটীন হইবে বলে বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু অন্যদের চাপে গভর্নমেন্টকে আজ এমিয়ুক্ত ঔদাসীন্যের মত অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বেভারিজ পরিকল্পনার মূল নীতি ও অন্যান্য-প্রধান করিয়া সম্প্রতি ঔদারা একটী যোজনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ও সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে কোন কোন দিক দিয়া সাহেব এজাতীয়দ্রব্যের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সমস্ত সত্ত্বেও ইংলণ্ডের সমস্ত লোকের জীবন লোকদ্বে অভাব ও দুঃখদুর্দশার হাত হইতে রক্ষা করিবার মূল দায়িত্ব গভর্নমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন বলে মনে করিয়াছেন বলা চলে। বৃটীন গভর্নমেন্ট কর্তৃক বৃটীন এই সমাজ-কল্যাণের পরিকল্পনা মূলের পরে কার্যকরী করা হইবে। উহা কার্যে পরিণত হইলে ইংলণ্ডে অন্যের পরিবারের প্রতিটি শিশু সন্তান (যেকো সন্তান ছাড়া) ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ৪ শিলিং করিয়া ভাতা পাইবে। শিক্ষা-ভাতা বেতার হইলে লোক সন্তানদের এই ভাতা দেওয়া হইবে। কিন্তু-সন্তান সন্তান ১৫ শিলিং করিয়া পাইবে। ১৩ বৎসর বয়সের পর তার সন্তানের অন্যান্য বেতারী সাধারণ হিসাবে। অন্যান্য এই সন্তানের পর বীমিকাধীনের মৃত্যুর বা পাইবে কিন্তু সন্তানী পাইবার যোগ্য অন্যান্য পুনরায় বেতার হইয়া বসিবে তাহাদিগকে মৃত্যুকালে একটা বেতার-ভাতা প্রদান করিবেন। ১১ ও ১৫ বৎসরের মেয়েদের যদি এই ভাতার পরিমাণ হইবে সপ্তাহে ৩৫ শিলিং। ১৮ বৎসরের বেশী বয়স বেতার মেয়েদিগকে সপ্তাহে ২ পাউণ্ড করিয়া ঐ ভাতা পাইবে। বেতার অন্যান্য কম পক্ষে ৩০ সপ্তাহ পর্যন্ত ঐ ভাতা দেওয়া হইবে। বেতারদিগকে নানা ভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা থাকিবে। এই ব্যবস্থার জন্য বেতারের কর্মসংস্থানের মোট আমদানি প্রয়োজিত হইবে। লোকের রোগ, দারিদ্র্য ও মৃত্যুর জন্য বিস্তারিত একটা ভাতা বেতারের ব্যবস্থা থাকিবে। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া বৃটীন গভর্নমেন্ট বেভারিজ পরিকল্পনা অনুসারে ইংলণ্ডে জন-কল্যাণের উন্নতি সম্পর্কে একটা ব্যাপক ব্যবস্থা-নীতি অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বিশ্ব যাহে সকলেই তাহার সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। বৃটীন গভর্নমেন্ট কর্তৃক বৃটীন সমাজ-কল্যাণের এই পরিকল্পনা আগামী নীতি ব্যবস্থাদের শীঘ্রিয়াদের কিছি করিয়াই পরিচয় উঠিবারে। সমাজ কল্যাণের মূলমন্ত্র-প্রতিষ্ঠা ভোগ করিবার জন্য লোকের অন্যের সাহ-শীঘ্রিয়েই নিয়োজিত হইতে হইবে। কেমন লোক ঠিকার যার সপ্তাহে ৪ শিলিং ৫ লোকী ও সর্বশিক্ষে ১ শিলিং ১০ লোকী হইবে।

আমরা ও যুদ্ধ-প্রতিষ্ঠা প্রকাশের উপযোগ প্রকাশ আলোচনা করিলে লোক যায়, বৃটীন গভর্নমেন্ট অন্য হইতে যুদ্ধ পরের বর্ষী-নরীন-নিবিশেষে সকল লোকের জন্যই জনসাধারণ সরকার ও সমাজোচিকার পথ উন্মোচিত করিতে অগ্রসরিত হইয়াছেন। বৃটীন গভর্নমেন্টের এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে পৃথিবীর সভ্যজগতে তাহা সমাজ-কল্যাণের একটী আদর্শ ব্যবস্থা হিসাবে পরিগণিত হইবে।

ইউনিয়ন পরিচিতির প্রয়োজন

কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে যে পরিমাণ ইউনিয়ন আছে তাহার অধিকাংশই নাম ইতিহাস ছাড়া বিদেশ এলোমেলোভাবে সমস্তি সাধারণীর লোকের সমিতিতে ৫ নম্বর টাকা তুলে করিয়াছেন। সমিতি লোকসাধারণের নাম করিয়াছেন এবং অন্যান্য আমরা ইউনিয়নের কলকারখানা এলাকায় ঘুরি। কিন্তু সাধারণীর ইউনিয়নসমূহ প্রতি বৎসর যে কোটী কোটী টাকা লাভ করে তাহার সামান্য অংশ কারখানার পাই-ফাণ্ডিয়ের কল্যাণকর্ম প্রতিষ্ঠান হইতেই করিয়া থাকে। গত বৎসর দুর্ভিক্ষের ফলে এই সব পাইকারী ব্যবসা-কল বিপন্ন হইয়াছিল। এখনও সরকারি, ১৮৫, মোহাম্মদী, সামন্ত ও কুর্তি কোম্পানি প্রভৃতি পাইকারী ব্যবসায়ীরা, অনেক, গত বৎসরাধিক লোকে কল হাজারোপায় বহু মুনাফা করিয়াছে। এই সব পাইকারীর সাহায্যের জন্য ১৯৪৩ সালে সমিতি কত টাকা সাহায্য করিয়াছেন তাহা জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইব।

দি ডাকপুরু

মডেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬

৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হেডিলেট অফিস—টিকুর (মিলুল)

ব্রাঞ্চসমূহ—পুরাতনবাজার, পাবনা, জামতলা।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

এস আর দাস।

পাটচাষ ও পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাপূর্ণ প্রবন্ধ

পাকিস্তান গবেষণার মধ্যে অন্যতম বিষয়ের মূলে সমাজের বিষয় প্রতিষ্ঠিতি গবিষণা করায় করিয়া থাকেন। তথা দর্শন প্রকরণের ঐতিহ্য ঐতিহাসিক সমাজের ভাব সম্বন্ধিত ঐতিহ্য হইয়াছে না। কিন্তু বাঙ্গলার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ ও পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে নীতি অনুসরণ হইয়াছে তাহাতে চট্টগ্রামবাসীমাত্রই অসন্তুষ্ট লাভ করিবে নিয়া এবিষয়ে প্রকরণের জন্যে তার সমস্ত প্রকার পক্ষপাতিত্ব হওয়ার পূর্বেই আমরা তথা করিয়াছি। অতীত বাঙ্গলাপক্ষ মূল্যের সমস্ত ঐতিহ্য গবিষণা পরিষদ-হাস এবং 'কলকাতিক ইন্ডাস্ট্রেলিস্ট' পত্রে একটী পত্র লিখিয়া পাট সম্পর্কে গবিষণাকারীর সেই নির্দিষ্ট চলন-নিয়োগী ঐতিহ্য আলোচনাই ঐতিহাসিক করিয়াছেন। তিনি তথা লিখিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই,—বাঙ্গলা সরকারের প্রতিষ্ঠিত আমাদী বৎসরের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটী তথ্যাদিতি দিয়া করিয়া তেমন করিয়েছেন; এইরূপ তেমন প্রকাশের অবশ্য নাই, কিন্তু তিনি পরন্তু এই তেমন কি ভাব ঐতিহ্যের অবলম্বনকে অভিযুক্তি তথা করিল করে। বাঙ্গলার তেমন চট্টগ্রামবাসীদের নির্দেশ পূর্বে এদেশে পাট-চাষের পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে, এমনকি তাহাদের অবধি অনুসারেই ঐ সম্পর্কে চরম নিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। পরবর্তে বাঙ্গলার গবিষণাকারী ১৯৪০ সালের অনুমানে এদেশের পাটচাষের পরিমাণ ৭৫ লক্ষ একর ধরিয়া পাট চাষ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পাটের মূল্য যেরূপ ছিল তাহাতে পাটের চাষ ঐরূপ ভেবে অনেক বেশী কমাইই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু চাষীর ইচ্ছার বশে লাভজনক বিবেচনাকরণে হইবার তথা গবিষণাকারী নিয়োগ কার্যকরীর অনুসরণ করিয়ে পাটচাষী হ্রাস পায়। পাট কমিলের সচিব দৃষ্টির সমাজের তার বিশেষকরণে অভিযুক্ত, পাট চাষীদের বিষয় সহানুভূতি ৪০ লক্ষ মূলধনের। তথা দৃষ্টি চট্টগ্রামবাসীর অর্থনীতিই মূলকার গবিষণার মত মূলধনের চাষীদের তার বিশেষ গবিষণে উহাদের ক্ষমতার বাহে নাই। ১৯৪০ সালের মূলধনের ১৯৪৩ সালে পাট আনা গবিষণে পাটের চাষ কমা গবিষণাকারী মূলকারের পক্ষে লাভজনক হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐরূপ বৃদ্ধি পাইবার ঐ সালে ঠিক মূলধনের বহু পরিমাণে পাট উৎপন্ন করিয়াছে। ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলার চাষ ১৮ লক্ষ ৯৯ হাজার একর গবিষণে পাটের চাষ হইয়াছে—পূর্ব বৎসরের মূলধনের তাহা ২২ আনার বেশী নয়। কিন্তু এইরূপ কম পরিমাণে পাটের চাষ পরিমাণ কি বাঙ্গলায় ৫৭৩ আনার চাষা মূল্য পাইবেন? কম ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলায় চাউলের গড় কিল মন ছিল ৬৲ টাকা। তাহা সত্ত্বেও পাট কম উৎপন্ন হওয়ায় উহার মূল্য প্রতি মণ ৭৫৲ টাকায় উঠিয়াছিল। কিন্তু ফিলিপাইনের পরিমাণ মূল্যের মূল্য কলকাতা গবিষণাকারী এবার পাটের গড়পড়তা ৭৫ মণ প্রতি ১৭ টাকায় ধার্যিত নিয়াছেন। অথচ বিগত প্রতি ১০০ পাট গাঁটের গড়পড়তা মূল্য ধার্যিত হইয়াছে ৫৮৲ টাকা। ১০০ পাট গাঁটে তৈয়ার করিতে ৩১ সের পাট লাগিয়া থাকে। ঐ পরিমাণ পাটের মূল্য ১৮৲ টাকা। উহার সহিত উৎপাদন-খরচ বাবদ ৩৲ টাকা যোগ করিলে ১০০ পাট গাঁটের গড়পড়তা মূল্য দাঁড়ায় ২৮৲ টাকা। আইন করিয়া সেই ১৮৲টাকায় স্থলে ৫৮৲ টাকায় গাঁট বিক্রয় করিতে দিয়া যদি কলকাতা চট্টগ্রামবাসীদিগকে বহুমানে প্রতি ১০০ পাট গাঁটে ১০৲ টাকা মূল্যমান ক্ষতিপূরণ দিয়াছিলেন তাহা হইলে। মূলধনের পাটচাষীদিগকে তাহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিয়া এই অর্থনীতির মূলধন যোগাইতে হইতেছে। মূলের দীর্ঘস্থায়ী অন্যায় করিয়া মূলধনের সমাজের নাবিয়া ও মূলধনী কারণে গবিষণার এই দৃষ্টান্ত বাঙ্গলার পরিমাণকারীর পক্ষে যথেষ্টই অপমান।

ঐরূপ ইচ্ছাকৃত মন্তব্যদের উপরোক্ত মন্তব্য আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। পাট সম্পর্কে গবিষণাকারীর মূলধনের ও সাধারণ উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গলার চরম অন্যায় হইয়াছে। এখন আমাদের আর সংক্ষেপে অধিক কিছু বলিবার নাই, ইহাই আমাদের কামনা।

ভারতে শ্রমিক অসন্তোষ আইন

প্রসঙ্গিক ভারত সরকার আইনের বিভিন্ন প্রদেশে কলকারখানার মজুরদের বেতন বিবাদাদি বিষয়ে আইন, প্রচলিত-কারিক প্রদেশের পূর্ব-দেশী সমূহের উপর অধিক হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের গবিষণের কার্যকলাপ হইলেও ভারতের দেশীয় পূর্বদেশের অভাবিক উৎপাদ দেখা যাইতেছে। ইতিমধ্যে অধিক সরকার বিভিন্ন কল-কারখানার প্রতিষ্ঠিতি সমাধানমূলে বিভেই এই মর্মে একটী আইন উপাপন করিয়াছেন যে, অন্যান্য কারখানার বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, সমূহ, দুটী, দেশের প্রদানের আদি, বেতনভুক্ত দুঃখ, বিভিন্ন বলে কাজ করিবার নিয়ম, প্রতিষ্ঠের প্রাপ্য বিষয়, কি কি অবস্থায় গবিষণিষ্ঠিত হইবার করা হইবে ইত্যাদি বিষয় পূর্ব হইতেই গবিষণিষ্ঠানে জানাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ যে, কলকারখানার প্রদেশ সমূহকে সাধার জীবিকানির্বাহের উপযোগী একটী সর্বনিম্ন বেতন নিয়ে হইবে ঘোষণা এবং গবিষণের তত্ত্ব গার্ডনা ও অবস্থাদাতা যাহা প্রকৃতি গবিষণের নিয়ম প্রকৃতির গবিষণে তাহার সরকার উপযোগী হইবেছেন। তৃতীয়তঃ, প্রবিষ কলাদানমূলক সমস্ত আইন প্রদেশের বহুদিন প্রাদেশিক পর্বদেশী সমূহের নিকট হইতে অবশ্য, সমকার গ্রহণ করিবার গবিষণাকে একটী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। এই তিনটী প্রস্তাবের মূলকথা নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বেশ বেশ নাই। প্রবিষদের উপর যাহাতে কোন অধিকার না হয়, অথচ শ্রমিক যাহাতে জীবিকা নির্বাহের উপযোগী মজুরী পায়, ঘর ও অন্যান্য অসুবিধা উপযোগী হয়, তাহাতে অন্যায়ের এ মতে ভারত সমূহের চায়ে। সমস্ত ভারতে কলকারখানার বাহ্যে ঐরূপ এখানে শ্রমিক কলাদানমূলক আইন প্রবর্তিত হওয়ার বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। তাহা না হইলে এক প্রদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্য প্রদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত সমিতিযোগিতার ব্যাপারে সুবিধা করিতে পারিবে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে যে, বর্তমান ক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিকদের কলাদানমূলক আন্দোলন অবশ্য সমকারের অত শিঘ্র উদ্যম হইবারে। শ্রমিক-দের কাজের সময়, বেতন, ছুটী ইত্যাদি বিষয়ে সুবিধা দিতে দেশের আবশ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন খরচা বেশী হইবে এবং উহার ফলে আবশ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সুষ্ঠিন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সমিম প্রতিযোগিতায় অসুবিধা পড়িবে হইবে। শ্রমিকদের সুবিধার জন্য সুষ্ঠিন প্রতিযোগিতার আবশ্যক শিল্পগুলি বিশেষ ক্ষতি হইবে ইহা প্রতিপন্নকল্পে চাহে গবিষণা আমরা মনে করি না। তাহার সরকার যদি সমস্তমন্ত্রী আবশ্যক প্রতিষ্ঠানের কলাদানমূলক আইনিকতা-সম্পন্ন হন তাহা হইলে তাহাদিগকে সমিক কলাদান-মূলক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক শিল্পগুলি বাজারে পরিমাণ হইবে। শ্রমিকদের কলাদান-সাধনের সাহায্য সাথে করিয়ে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি কলাদানের অধিকতর সুবিধা দেওয়া হয়, উদাহরণস্বরূপ যদি করভার হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং মূলধনগঠন ইত্যাদি ব্যাপারে উৎসাহের আন্দোলনমূলে সুবিধা দেওয়া হয় তাহা হইলেই আবশ্যক শিল্পগুলি পরিচালনা হইবে। তাহা না করিয়া কেবল শ্রমিক কলাদানের নামে যদি শিল্পগুলিকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করা হয় তবে উহার ফলে শ্রমিকদের কলাদান অপেক্ষা অবস্থাদানী বেশী হইবে।

বীমা আইনের সংশোধন

ভারতীয় বাণিজ্য পরিষদের আমদানী-রপ্তানিকারক ভারতীয় বীমা আইনের সংশোধন করে একটী বাণিজ্য সংশোধন একটী আলোচনা আইন পরিষদের বিবেচনার্থ গবর্নমেণ্ট কর্তৃক উত্থাপিত হইবে। এই নূতন বাজার মধ্যে একটী, বাণ্য হইতেছে যে, জীবন বীমা কোম্পানী যদি বীমাকারীদের মৃত্যু হানী ও বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ দাবীর টাকা পরিশোধে অক্ষম হয়, তাহাহলে এরূপ অবস্থায় বীমা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ঐরূপ কোম্পানীর তহবিলের উপর বীমা কোম্পানীর তহবিলকে বাজেয়াপ্ত করিয়া নিয়ে পারিবেন। আর একটী উদ্দেশ্যমূলক বাধা হইতেছে যে, অন্যান্য জীবনবীমা কোম্পানীকে জীবনবীমার তহবিল পৃথক-ভাবে রাখিতে করিয়া রাখিতে হইবে এবং যদি কোন জীবনবীমা কোম্পানীর বীমা অর্থিল উহার বার্ষিক হিসাবের পক্ষে পর্যাপ্ত বিবেচিত না হয় তাহা হইলে এই কোম্পানীকে জীবনবীমা ব্যবসা অন্য

আরও কিছু শেয়ার বিক্রয়ার্থ

ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে সময় পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতার সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী কিশারী এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকুশলী প্রতিষ্ঠান।

'লভ্যাংশ' ১৯৪৩ সনে শতকরা ৩৫৲

এ বৎসর আরও বেশী আশা করিতেছি।

সেরেল গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগের বিশেষজ্ঞ অফিসারের সার্টিফিকেট, ডিভিডেণ্ট রিপোর্ট, সেয়ারের আবেদনপত্র ও বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন।

বেঙ্গল আসাম টি এণ্ড কিশারী কোং লিঃ

এজেন্ট অফিস: ডিহি, কলিকাতা।

শ্রেণীর বীমার কাজ আরম্ভ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে না।

আমাদের বক্তব্যের যে বীমা আইন পরিবর্তন দ্বারা বলবৎ করিবার পূর্বে অনেক বীমা কোম্পানীই বীমার দাবীর টাকা পরিশোধে টালবাহানা করিত এবং বহুক্ষেত্রে বীমাকারী অথবা তাহার ওয়ারিশ ও ফলভিসাবে বীমার টাকা আদায়ের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। নূতন বীমা আইনে এই বিষয়ে অনেকগুলি বিধিনিষেধ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সব হইলে বীমা কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগের কম বড় একটা শুনা যায় না। তথাপি দেখা যাইতেছে বহু ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানী আইনের সাহায্য লইয়া বীমাকারীদের ন্যায্য টাকা সহজে পরিশোধ করিতে চাহে না। এরূপ অবস্থায় এই বিষয়ে নূতন সংশোধন প্রস্তাবটী দেশের জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিদেশী প্রস্তাবটীর আসল উদ্দেশ্য দুরভিসন্ধিমূলক বুঝিতে পারিলেই এ প্রস্তাব জীবনবীমা কোম্পানীগুলির উহা ক্ষুণ্ণ করিবার সকল রকম চেষ্টা ব্যর্থ করিতে দিবে। এই সময়ে উহার জীবনবীমা ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হইবে। এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এবং করিলে বহুবার বলিতে পারি। তবে বর্তমান সময়ে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে বলিয়া লইব। বর্তমানে বিদেশী কোম্পানীগুলির ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায় পরিচালনা করিবার অধিকার আছে। ইহা ব্যতীত ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ে বিদেশী কোম্পানীগুলির অংশীদারীত্ব করিবার কোন বিধিনিষেধ নাই। ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি এই সব বিদেশী বীমা ব্যবসায়ে অংশীদারীত্ব করিতেছিল। নূতন সংশোধন প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হইলে এই সব বিদেশী ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ অনেক সংযত হইবে।

ট্রাস্ট কোম্পানী আইনের প্রস্তাব

কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনারের ট্রাস্টডে কোম্পানী রেজিষ্ট্রী করিবার সময় অবাধ অনুমতি দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য ট্রাস্ট কোম্পানী আইনের

জাতীয় শস্য ভাণ্ডারের জন্য • •

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিবহনার এবটী অন্যতম বিষয় হচ্ছে অধিকহারে ফসলের সম্ভব উৎপাদন করা।

কৃষি, সার-মাধন, উন্নত বীজ প্রেরণ এবং জল সেচের অপরিহার্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে টাটাস্টীল কৃষি, অধুনিক কৃষিকে লাভ ও ধন ফলানো সোনার ফসিলে পরিণত করতে সাহায্য করবে।

TATA STEEL

টাটা ষ্টীল

বি টাটা আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেডের বেচা বেলুন অফিস : ১০২৩, গ্রাণ্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

পরিচালনায় ও পরিচালকবর্গে বহু প্রভাবান উচ্চপদ থাকা স্বাভাবিক এবং সেই হিসাবে 'মৌলী' যেরূপ অভিজ্ঞ বিলাতী পরিচয়। ট্রাস্ট কোম্পানীর সেবায়তের লক্ষ্যকিত দুর্ভাগ্যি ও আর্থিক লাভিদের কথা যখন বজায়ীরা কর্পোরেশনের নিকট হইতে যে উপদেশ নিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কলিকাতা ট্রাস্ট কোম্পানীর নিবেদনানুযায়ী সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট ট্রাস্ট কোম্পানী আইনের সন্তোষ অনুবিধাসমূহের উল্লেখ করিয়া এক দীর্ঘ পত্র পাঠাইয়াছেন। এই পত্রে তাঁহারা কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকার বহির্ভূত ব্যাঙ্কার ও ট্রাস্টী-গণ যথা, মহাজন, ব্যবসায়ীবর্গের ফেত্রে, সম্প্রতিতে কর্পোরেশন কর্তৃক ট্রাস্ট লাইসেন্স অধিকারের আইনসঙ্গত প্রয়োগ ক্ষুণ্ণ হইতেছে এবং ইহাতে ট্রাস্ট কোম্পানী কর্তৃপক্ষের অধিকারের ক্ষতি, যেমন প্রভৃতি পাওনা মিটাইয়া দিবার সময়ের পাওনা অধিক ট্রাস্ট পরিচালনার কর্পোরেশনের পক্ষে প্রয়োজনের দোকান সম্ভব করার অসুবিধা হইতে পারিবে। ইহা দ্বারা তাঁহারা উক্ত পত্রে কর্পোরেশনকে এবারার জানাইয়াছেন যে, যদি কর্পোরেশন এবার কোম্পানী আইনের সময় যোগ্য করিবার পক্ষে অসুবিধার অনুরোধে ট্রাস্ট পরিচালনার লাইসেন্স প্রদান করেন তবে তাহা হইলে শুধু যে ব্যাঙ্কারদের অসুবিধার মধ্যে অসুবিধাবোধের অনুবিধা, তাহাই নয়, সুবিধার কোম্পানীকে ব্যাঙ্কারের প্রদান করিতে হইলে যে বিশেষ আর্থিক অভি হইবে কর্পোরেশন সেই অতিরিক্তের আইনতঃ দায়ী থাকিবেন। তাহাই উপর প্রস্তাবিত আইন-সমূহ দাল সরকার উচ্চপদ করিয়া ট্রাস্ট কোম্পানীর বিশেষীবর্গ কর্পোরেশনকে এই সমস্ত আশ্বাস করিবেন সংবাদে বিশ্বোপযোগ দিয়াছেন।

কলিকাতা ট্রাস্টকে কোম্পানীর মত সমস্ত বিদেশী প্রতিষ্ঠান এখনো খুলনা চালাইয়া প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিয়া যাইতেছে। ব্যবসায়ী স্বার্থের দেশ হইলেও অভিযোগ সুখেই আইন করিয়া উহাদের কোনরকমেই যে লক্ষ করা হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। কলিকাতা কর্পো-রেশন ১৯৪৯ সালের ফুটি হিসাবে আইনসঙ্গত আদেশে ট্রাস্ট কোম্পানী বিলিয়া সহীবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, আইনসঙ্গত সুবিধা-অসুবিধার কথা তাঁহারা যে ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ করেন নাই ইহা মনে করা সম্ভব হইবে না। এক্ষেত্রে ট্রাস্টকে কোম্পানীর বিশেষীবর্গের পক্ষে আইনে উপরোক্ত উপদেশসমূহ ও আইনের অভিযোগগুলি মেনানো অবশ্যই বিবর্তন হইতেছে। আর বলিবার কথা, ব্যাঙ্কীয়, বেহালা ও মহাজন অঞ্চলে ট্রাস্ট ব্যাবসা কর্পোরেশনের পক্ষে অনুবিধাজনক হয় তাহা হইতেও অসাধারণের অর্থের সহিত অভিত এই সাধারণ প্রতিষ্ঠানটি। উপর কর্পোরেশনের মত অপ্রতিষ্ঠানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বাংলা সরকারের প্রয়োজনমত আইন প্রবর্তন করার অবশ্যই উচিত। বিদেশী দোকান হইতে এদেশকে উহাদের আবশ্যকতা যদি সত্যই দীড়ন হয়, তাহা হইলে আমরা আশা করি বাংলা সরকার, কলিকাতা কর্পোরেশন, ব্যাঙ্কার ও ট্রাস্টীদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এই ব্যাপারে লাভিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবর্গ একত্রিত হইয়া কলিকাতা ট্রাস্ট কোম্পানীর হাত হইতে ট্রাস্ট পরিচালনার অধিকার ফিরাইয়া আনিবার জন্য অধিকতর একটি কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করিবেন। কর্পোরেশনকে ইহার এলাকার বাহিরে ট্রাস্ট চালাইবার অধিকার দিতে হবি আইনসঙ্গত কোন আপত্তিজনকীয় বাধা থাকে তাহা হইলে বাংলা সরকার অন্যদের প্যাসেজার ট্রাস্টকোম্পানী বোর্ডের মত ট্রাস্টকোম্পানী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমস্যার হাতে ট্রাস্ট ও ব্যাঙ্ক ইনস্টিটিউশনের অধিকার অর্পণ করিতে পারেন। এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে বাংলা সরকারের রাজস্ব ও অন্যদিকে বহু লক্ষ টাকা আয় সুষ্ঠির সম্ভাবনা হইবে এবং প্রতিষ্ঠানের সাধনের দোষ ও আশার বাংলা সরকার বাজীদের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ও আয়া করাইবার ক্ষমতা বিশেষভাবে বাড়িয়া যাইবে।

প্রতিষ্ঠানা ট্রাস্ট কোম্পানীর বিরোধীবর্গ প্রতি-পূরণের জন্য দেখাইয়া উপরোক্ত পত্রে কর্পো-রেশনকে যেরূপে সাবধান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজ্ঞিকিতাই প্রকাশ পাইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রতিষ্ঠানা কর্পোরেশন একবার বিশিষ্যার ছুটিতে আসন করিয়া পরে ট্রাস্ট কোম্পানী অফিসার জানাইয়া করিবেন, কর্পোরেশনের পক্ষি না প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ট্রাস্ট কোম্পানীর নিজে যখনের এই যখনের আর কখনো বিশ্বাস সম্ভবপর হইবে তাহা আমরা জানিয়া পারিতেছি না। ট্রাস্ট কোম্পানী, অন্যের টাকা ও পরিচালনের যোগ্যতা সম্বন্ধে কর্পো-রেশনের মত অপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের যোগ্য কখনই উচিত না, আমরা বিশ্বাসকরণে জানিয়াছি এই বাংলা দেশের এমন বাঙালী আছেন যিনি তিন কোটি টাকার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণকারিতা ট্রাস্ট কোম্পানী পরিচালনার ভার লইতে প্রস্তুত আছেন এবং তিনি বর্তমানে ব্যবসায় হতে অবসর লইয়াছেন, ট্রাস্ট চালাইবার সামর্থ্যিক হইতে অসম্ভবাবহনের অসুবিধা দূর করিতে পারেন।

ব্যাঙ্কারদের ঋণ ও সরকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে দুর্নীতি

ব্যাঙ্কারদের ঋণ ও সরকারের তরফ এ সম্বন্ধের পরিবর্তনের বহু বর্ষ পরে যে ব্যবস্থা করিয়া দুর্নিয়া-ছেন তাহাতে এদেশের অর্থনীতিগুলি দুর্নীতি বেশী করিয়াই বলা পরিচয়ের। ব্যাঙ্কারদের মধ্যে সম্পর্কে অবসরের তরফ আনা স্থানে পরিবর্তনের সঙ্গিত প্রকৃত পরিধান চাইন ও সব অবস্থায় পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া ইতিমধ্যে বলা প্রকাশিত হইয়াছিল। এখনে সরকারী ঋণনীতি সম্পর্কে দুর্নীতি ও কারণাত্মিকভাবে একটি আমাদের বিষয়ের বৈধিক কারণে প্রকাশিত হইয়াছে। গত ২৪শে আশ্বিনের অমৃতবাজার পত্রিকায় খবর বাহির হইয়াছে—ত্রিপুরা মহারাজের হিসাবনিকেশ এজেন্সি ব্যাঙ্কারদের নিকট প্রতি মন ৪৲ টাকা দরে মোট তিন হাজার মন পাট বিক্রয় করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কারের পাট হিসাবে ব্যবহার করা চলে এই যুক্তি দিয়া ব্যাঙ্কার তাঁহাদের উহা ঐরূপ কম দরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরে জানা যায়, উক্ত ব্যাঙ্কারগণ ঐ পাট প্রতি মন ৮০৲ টাকা দরে পাট কল সম্পর্কে বিদেশীয় কোন সওদাগরী এজেন্টের নিকট বিক্রয় করিয়াছে এবং তাহাতে তাহারা ৪৮ হাজার টাকা নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে। এই ক্রয়-বিক্রয়ের খবর পাইয়া পরিষ্কারের এই-যোগে হিসাবনিকেশ অনুসন্ধান করেন। তাঁহাদের নিকটে যেরূপ খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্কারগণ ঐ পাট ক্রয় করিয়া ঐ মাল পরিষ্কার করিয়া দেখেন। তাহাতে উক্ত ব্যাঙ্কারগণ সরকারের বিক্রীত মাল মাল হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় পরে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

পরবর্তীকালে ঐরূপ নষ্ট কুষ্ঠরে বাতিল মাল হিসাবে তার মধ্যে বিক্রয় হইয়া গেলের সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্যরূপে বলিয়া পরে তাহা বেশী দরে পরবর্তীদের নিকট বিক্রয় করিয়াছে এই অজ্ঞান খবর আমাদিগকে বিশ্বিত করিয়াছে। এই খবর কতদূর সত্য তাহা আমরা জানি না। তবে উহা বিদ্যা সভার মাননীয় সদস্যগণ সরকার যে আলোচনা হইতে তাহাতে নিশ্চিত সাম্প্রতিক বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের উচিত অনন্তা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না, তাহা সত্য করিবার বিষয়। ইহাতে সরকারী বিভিন্নবিভাগে নিজের দুর্নীতি ও কারণাত্মিক আভাস পাইয়া অনেকে আশ্বিত হইয়াছেন। বাংলোবাসী ব্যাঙ্কারীর লাভের অর্থ হইতে যেটি অফিসারদের—

[illegible

বলা পাইয়াছেন তাহা বিভাগ কোন কোন মহলে আলোচনা হইয়াছে। অনেকাংশের মত বিভা এই ধরনের অফিসারের বেলা প্রয়োজনীয় অভিযোগ বলিয়াই লোকে মনে করিতেছে। এইরূপ দুর্নী-তির ফলে সরকারী ব্যাঙ্কারে অর্থসংস্থানের ব্যাঙ্ক বোনাইবার ব্যবস্থা যোগ অফিসারদের অনেক বড়, ইহা বেশী আশ্চর্যের আশঙ্কা আছে। এই প্রসঙ্গের অনেকাংশে মূলক ব্যাপারী ব্যবসায়ীদের অর্থসংস্থিতিবিভাগের প্রতি-সভায় ভবন লাভিত্তীদারী দর্শিত করিয়াছে। দেশের ও দশের কল্যাণে কঠোর হস্তে এই শ্রেণীর দুর্নীতি বিনাশনের ব্যবস্থা করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সাহেব ব্যাপারটি সম্পর্কে তদন্ত করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। সরকারী দুর্নীতি সম্পর্কে অনেক অভিযোগ উঠিবার পূর্বে তাহা বানাচাপা পড়িয়াছে। এই ক্ষেত্রে পরবর্তীকে সেরূপ দীর্ঘ দীর্ঘিত পরিচয় বিশেষ না বলিয়াই আমরা আশা করি।

বাঙ্গালীর সংগঠন-প্রতিভার গৌরব-প্রতীক

"আর্থিক উন্নতির পরিচয়"

(৩০।৯।৪০ তা পর্যন্ত)

অনুমোদিত মূলধন	৩০,০০,০০০৲ টাকা
বিলীত মূলধন	১৫,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন	৬,৯৬,৭৪৩৲ "
কার্যকরী মূলধন	১,৪০,০০,০০০৲ "
আমানত	১,০০,০০,০০০৲ (টাকার উর্দ্ধে)

পৃষ্ঠপোষক—ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে-সি-এস-আই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : রাজসভাভূষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য

হেড অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট) | ব্রাঞ্চ অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

সাফল্যের সহিত শ্রীহট্ট শাখা খোলা হইয়াছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯২৯ ইং সন।

কলিকাতা আফিস—৬ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হারিসন রোড

ছোট ছোট ব্যাঙ্কের সমস্যা

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ—এদেশের অগণিত অনগ্রসরাঞ্চলের মধ্যে অধিকাংশেরই নিজ স্বার্থের তাগিদে নিজস্ব ধরিত্রী জীবনযাত্রার সুযোগ দেখিতে হয়। দেশীয় মিত্র বিশ্লেষণ করিলে এদেশের আর্থিক সম্ভাবনা-ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা বিশেষভাবেই লক্ষণীয় করা যায়। দেশে শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তোলার জন্য বড় বড় ব্যাঙ্কের সার্থকতা অবশ্য খুবই আছে। কিন্তু দেশের পল্লীতে এবং অল্প লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে এবং যে দেশে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ নিতান্ত কম সেদেশে সহর কেন্দ্রের বড় বড় ব্যাঙ্কের মারফতে লোকের সঞ্চিত ধন-সৌলতকে সংগ্রহিত করা ও তাহা উৎপাদনোপযোগী ব্যাপার জাতীয় আর্থিক উন্নতির কাজে নিয়োগ করা সম্ভবপর নহে। সে কারণে কাজে কাজে পরিবর্তে ছোট ছোট ব্যাঙ্কের উপরই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। মফঃস্বল কেন্দ্রে ছোট ছোট ব্যাঙ্কসমূহ সহজেই তাহাদের কার্যধারা প্রসারিত করিতে পারে। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের কার্যনীতি সাধারণ লোকের ভিতর অর্থ সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ি তুলিবার পক্ষে খুবই অনুকূল হয়। গ্রামাঞ্চলের লোকেরা যত সঞ্চয় টাকা লইয়া উহারা যে তহবিল গড়িয়া তোলে তাহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে বিশেষভাবে প্রয়োজনে করিয়া থাকে। দেশীয় মিত্র বিশ্লেষণ করিয়া আমরা ছোট ছোট ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব দেশের পক্ষে আমরা খুব সঙ্গত বলিয়া মনে করি, আর সে কারণে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের আরও প্রসার ও অগ্রগতি আমরা দেখিতে চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কের উপযোগিতা ও সার্থকতা সর্ব-শ্রেণীর লোকেরা সেরূপ করিয়া উপলব্ধি করেন না, আর সর্বশ্রেণী এবং বিভাগে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে আইন ও নিয়মকানুন প্রবর্তন করিতে গিয়া অনেক সময় উহাদের পথে অযথা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া বসেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ৫০ হাজার টাকা মূলধনী তহবিল না দেখাইয়া কেহ নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান কাজ সুরু করিতে পারিবে না বলিয়া সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন। তদুপরি এদেশের জন্য একটি ব্যাঙ্ক আইন প্রণয়ন সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আর নূতন করিয়া ছোট ব্যাঙ্কের পক্ষে নূতন শাখা খুলিবার সম্পর্কে নানা বিধিনিষেধ প্রবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই কাজে প্রকৃতপক্ষে: দেশীয় মূলধন বৃদ্ধির উপর জোর দিয়া এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতির পথ সুগম করা যাইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। ইহাতে দেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের সম্প্রসারণের আদৌ কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রধান বিবেচ্য বিষয় —(১) উহা নিরাপদভাবে টাকা খাটাইতেছে কি না, (২) উহার আদায়ের অনুপাতে ব্যয় কম কি না, (৩) আমানতকারীদের দাবী পরিশোধে করিবার মত টাকা উহা সময় সময় সহজে সংগ্রহ করিতে পারিতেছে কি না। এই সব দিক দিয়া ব্যাঙ্কের কার্যধারা পরীক্ষা করিলে যদি কোন সময় না থাকে তবে অল্প মূলধন লইয়া একটি ব্যাঙ্ক আদর্শ শ্রেণীর হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু সে সব বিষয়ে উপযুক্তরূপ দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা না করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ মূলধন সম্পর্কে জোর দিয়ে তাহা এদেশে ছোট ছোট ব্যাঙ্কের প্রসার ও উন্নতির পক্ষে খুবই পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। এ প্রসঙ্গে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও সর্বশ্রেণী এদেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের মূলধন বৃদ্ধি সম্পর্কে অত্যন্ত উপযুক্ত করিলেও কার্যতঃ দেশের সকল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে উপযুক্ত সুবিধা দিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে ছোট ছোট ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলা অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কসমূহের সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মিঃ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সভাপতির অভিভাষণে উপরোক্ত ব্যাঙ্ক সম্পর্কগুলি উত্থাপন করিয়া নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে এই দেশীয় সম্পর্কে অত্যন্ত খুবই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের উপযুক্তরূপ প্রস্তাবসমূহকে বিশ্লেষণ করিয়া সর্বশ্রেণী মৌলই একটি ব্যাঙ্ক নিজ উপযুক্ত করিবেন। সমিতি আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা এই সম্পর্কে ব্যবসায়ের ব্যাঙ্কের সহিত সম্পর্কে ঠিক ধরিয়া নিজের উপযুক্তরূপে প্রস্তাবসমূহ বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে পারিবেন। যে সমস্ত প্রস্তাব দেশীয় ব্যাঙ্কের স্বার্থের পরিপন্থী ঐ সমস্ত ব্যবসায়ে সহযোগিতার সাহায্য বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার সুযোগ খুব সুবিধা হইবে। কেবল মাত্র নিজের অভাব সম্পর্কগুলির করে নহে, চলিত আমাদের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণ অবস্থানের আদর্শ ও নিজেদের উন্নতির আদর্শ লক্ষ্য রাখিয়া সকল ব্যাঙ্কের কার্যধারা নিয়ন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত সংঘ সে বিষয়ের এই সকল কথা বলিতে পারিবে। আমরা ছোট ছোট ব্যাঙ্কসমূহের বিশেষ সমস্যাসমূহ যে অনিবার্য আমাদের প্রতিযোগিতা চলিতে দেখা যায় সকল দিক সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়ে সকলের সঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করিয়া নিয়া ঠিক পথে সমস্যা আমরা নিরসন করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়াও বক্তা আশা করেন। মিঃ চিন্তাহরণ অনেক ব্যাঙ্ক এক্সচেঞ্জের মত একটি ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সম্বন্ধে নিয়া উল্লেখ করেন এই সম্বন্ধে আমরা খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য বক্তৃতা করিয়া ব্যাঙ্ক সমস্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করিবেন।

মিঃ চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর বক্তৃতার প্রসঙ্গে ছোট ছোট ব্যাঙ্কের উপযোগিতার কথা বিশেষ-ভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাহাদের কারবারের বিশেষ উপযোগিতার জন্য কলিকাতার বড় ব্যাঙ্ক সমূহ তুলিয়া দেওয়া প্রতিষ্ঠানের সকলের ব্যক্তি-

সাদার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ

(হেড অফিস—ঢাকা) কলিকাতা অফিস (১৯৩)

শাখা—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, খুলনা ও সাতক্ষীরা

সুবিধাজনক সর্তে সেভিংস ও চলিতখাতে বিশেষ উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ আমলকুমার চক্রবর্তী, এম-বি

ত্রিস্রোতের-এর সাবধান সুযোগসহ
ক্রমোন্নতিশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

কুবের ব্যাঙ্ক লিঃ

—কলিকাতা শাখা—
বড়বাজার, শ্যামবাজার ও বাঙ্কশ কলিকাতা

—অন্যান্য শাখা—
ঢাকা, শান্তিপুর, কুমারখালি, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, রাজগঞ্জ, মালদা, মেদিনীপুর, রায়চকেন্দর, কালিম্পং, শিলিগুড়ী, বাঙ্কিলিং, রাজসাহী, বগুড়া, বাঁকুড়া, বালেশ্বর, জলপাইগুড়ি, চন্দননগর, শিলচর ও বাগেরহাট।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস, কে, চক্রবর্তী

এর কাছ ছাড়াতেই এদেশের পক্ষে অসম্ভবপর হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করিলে যে ব্যবস্থা অবাস্তব বলিয়াই মনে হয়। বড়িদের বড় বড় ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করিয়া আর্থিক উন্নতির কাজ চালাইয়া যাওয়া অল্পোন্নত শ্রেণী ও উন্নতিশীল দেশেই সম্ভবপর। আমাদের মত একটী বিরাট অনুন্নত ভূখণ্ডে কেবলমাত্র বড় বড় কয়েকটী ব্যাঙ্ক দ্বারা লোকের আর্থিক ও সামাজিক প্রয়োজন মিটিতে পারে না। সে প্রয়োজন মিটাইতে হইলে সহর কেন্দ্রের বড় বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে এদেশের মফঃস্বল অঞ্চলের অজস্র বহু ছোট ছোট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত থাকা দরকার। এদেশের পল্লী অঞ্চলে অল্প-আয়ভোগী লোকের সংখ্যা অধিক। বড় বড় ব্যাঙ্কের সহিত ইহাদের কোন কারবারী যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার আশা নাই। উপযুক্ত মিতিব্যয়ী অথচ কর্মিষ্ঠ অল্পোন্নত ছোট শ্রেণীর ব্যাঙ্ক কর্মিগণই শুধু ইহাদিগকে ব্যাঙ্কিংয়ের আওতায় আনিতে পারে এবং তাহাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেশের আর্থিক উন্নতির কাজে নিয়োগ করিতে পারে। ছোট সহরে ও পল্লী কেন্দ্রে নানা অর্থিক সুবিধা করিয়া এদেশে বড় বড় ব্যাঙ্কের পক্ষে তাহা লাভজনকভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর নহে। ছোট ব্যাঙ্কের কার্য পরিচালন-ব্যয় অল্পোন্নত বড় বড় ব্যাঙ্কের তুলনায় অনেক কম বলিয়া ইহারা যে অঞ্চলে কাজ করিবে সেখানে ভালভাবে লাভ করিতে পারে। কতিপয় ভারতের অনেক ছোট ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রাখিয়াছে। কতিপয় ভারতের ছোট ব্যাঙ্কগুলির কার্যকারিতার ফলে বহুসংখ্যক অজ্ঞাত বহু লোকের নিকট অর্থ সঞ্চয়ের অভ্যাস সঞ্চিত হইয়াছে। সেই অর্থ দেশের নানা মূলধন কার্যে নিয়োজিত হইতেছে। ব্যাঙ্ক সংগঠনের সহায়তার হিসাবে মিঃ B. S. কৃষ্ণস্বামীকে তাঁহার বক্তৃতায় আমাদের ছোট ছোট ব্যাঙ্কের পরম সার্থকতার কথা বলা হইয়াছে। তিনি বলেন, এদেশের ছোট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি সঞ্চয়ন অঞ্চলে আমাদের কার্য প্রসারিত করিয়া দেশের আর্থিক উন্নতিতে যে সহায়তা করিতেছে বড় বড় ব্যাঙ্কের কারবারে সে ধরণের আন্তরিকতার লক্ষণ পাওয়ার আশা নাই। দেশের আর্থিক কল্যাণ দেখিতে হইলে অবশ্যই সহর কেন্দ্র বড় ব্যাঙ্ক ও মফঃস্বল অঞ্চলে ছোট ব্যাঙ্কের কার্য প্রসারের সুযোগ অক্ষুণ্ণ রাখা এবং আমাদের নিজস্ব পারস্পরিক সহায়তা ও সহযোগিতার মনোভাব স্থাপন করাই বর্তমান অবস্থায় একান্ত দরকার। ছোট ছোট ব্যাঙ্কের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আমাদের সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছি। এ সম্বন্ধে মিঃ চেটিয়ার ও মিঃ কৃষ্ণস্বামীর উপরোক্ত মন্তব্য যে সকল দিক দিয়াই খুব সমর্থনযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

এদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দেশের ছোট ব্যাঙ্কগুলির প্রতিষ্ঠা-বিস্তার সম্বন্ধে খুবই সজাগ। সহর অঞ্চলের ইহাদের কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে সাধারণ উদাসীনতাপূর্ণ অবস্থাতে তাঁহারা কখনও কখন যান না। দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যখন একটা নীতি নির্ধারণের তখন এইরূপ উদাসীনতাপূর্ণ ভাবটা তাঁহাদের পক্ষে বড় অস্বস্তিকর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস এই যে, ছোট ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ তাঁহারা যত সহজে বুঝিতে উঠিতে পারেন ছোট ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে তাঁহারা নিজেদের কর্তব্য তত্ত্বটা তেমনটি করিতে পারেন না। রাজাজীর ব্যাঙ্ক মূলধন তাঁহাদের কয়েকটী প্রস্তাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে ধরণের কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন তেমিয়া আমরা সুখী হইলাম। প্রথমতঃ তাঁহারা বলিয়াছেন, এদেশে উপযুক্ত সাধারণ ব্যাঙ্ক-ঘর স্থাপনের সাধারণ এ ব্যবস্থার মফঃস্বল অঞ্চলে ব্যাঙ্কিংয়ের কাজ প্রসারে খুবই অসুবিধা হইয়াছে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে অতিরে ব্যাঙ্কের পক্ষে অতিরে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপযুক্ত একটী তীব্র তৈরারে অনুসন্ধানী হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা বলেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাদের ঋণ দিতে পারে। কিন্তু ঋণ ঐ শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেওয়া সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন। তৃতীয়তঃ তাঁহারা বলিয়াছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কের পক্ষে ঋণ দিতে অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু অতিরিক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেওয়া সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যে ধরণের সুযোগ পাইবেন তাহাতে ঋণ দিতে অস্বীকার করিলে তাহাদের পক্ষে ঋণ পাওয়ার সুযোগ পাইবে না। ঐ সকল ব্যাঙ্কের কারবার তুলিবার জন্য বিশেষ কোন সম্পর্কে ঋণ দিতে অস্বীকার করিলে তাহাদের পক্ষে ঋণ পাওয়ার সুযোগ থাকিবে না। তুতীয়তঃ তাঁহারা বলিয়াছেন, এদেশে ব্যাঙ্কিংয়ের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এদেশের অনেক ব্যাঙ্ক আমেরিকার মূলধন ব্যাঙ্কারদের সুযোগ পাইতেছে না বলিয়া ব্যাঙ্ক সম্মেলন তাঁহাদের অন্তর এবটী প্রস্তাবে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। বেশী আমাদের পাওনার তুলিবার জন্য ও উপযুক্ত আর্থিক সম্পত্তি আদায়ের জন্য সকল ব্যাঙ্কেরই সুযোগ দেওয়া বিষয়ে পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হউক—ইহাই তাঁহাদের দাবী। এই সব দাবী দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের স্বার্থের দিক হইতে আমরা খুব সমীচীন বলিয়াই মনে করি। উপযুক্ত ভারত-সরকার অবশ্যই দেশের অবস্থার অজ্ঞতা ছোট ব্যাঙ্কের কার্যকারী প্রসারে যে অসুবিধা হইতেছে তাহা আমরা যথাযথ ভাবেই অনুভব করিতেছি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং গভর্ণমেণ্ট আন্তরিকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা এ বিষয়ে কোন সুব্যবস্থা করা সম্ভবপর হবে। দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া ও ছোট ব্যাঙ্কের প্রতি বিশেষের করিয়া সহর অঞ্চলে এবটী পরিকল্পনা নিয়া কাজ করা যদি এরূপ তাঁহাদের পক্ষে খুবই সম্ভব।

কলিকাতা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগপ্রাপ্ত

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৩৪৩৭

শাখাসমূহ :— বড়বাজার, খেলেমাটা, হাবরাগাছ, বিরকাশিয়, টালাবাজার, আমহার্স্ট, বোলাগীর ও কাটাঙ্গী (সাউথ ষ্ট্রীট), বারাকপুর, নাবরণপুর, নারেন্দ্রিয়ানবাই ও বাদুড়িয়া (বি সি), সাউথ, আমাদাবাদ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

এজেন্ট—বারকো ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৮

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

১১৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—ডায়মণ্ডহারবার, আলতা ও কটক

ঢাকা ও নরবন্ধ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বিশ্বাসভাজন এবং জাতির সেবায়

ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

গ্রাম— হেড অফিস— ফোন—

সেবেন্ট ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা কাল—২৪৪৬

অন্যান্য শাখা

হাবরাগাছ, বড়বাজার, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট, শোভা, ডমরাঁপুর, বিরালদহ, টালীগঞ্জ, বাজরা, বারাকপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বিরকাশিয়, কলিকপুর, রাজবাড়ী, ফুরীদা, খোপালদি, কুমিল্লা, আসানবাড়িয়া, পাবনা, আলামবোলস, জোলা, গৌহাটি, তেজপুর, বরহমপুর, সিলেট, করিমগঞ্জ, সোনামাটা, ইটওয়ারী, আসানসোল, ঢাকা বন্দর, রায়পুর, পাটনা, বাদরা, সোনারপুর, বেনারস, ভরতপুর-মহিলপুর, দিল্লী, মজঃফরপুর, ডিমাপুরিয়া, ডিব্রুগড়, জেলপুর, টাদপুর, কাটিয়ার, আরা, জলপাইগুড়ি, নরসিংদি, ভৈরব, নলিয়েরদি।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রীনিবারণচন্দ্র বসু, এম-এ, বি-এল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

আমদানি হইতে রপ্তানী—একখানি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের প্রথম মাসে ভারতীয় চায়ের চাহিদা বৎসরের উৎপাদন সম্বন্ধে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে রপ্তানীর জন্য উদ্বৃত্ত চায়ের পরিমাণ ৩৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী ধরা সম্ভব হয় নাই। এই হিসাব অনুসারে ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারত সরকার সাধারণ সময়ের স্থানীয় খরচপত্র ৯৫ লাখ অর্থাৎ মোট ৩৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড ভারতীয় ৪১ বাহিনে রপ্তানী করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। সম্প্রতি চায়ের উৎপাদন সম্বন্ধে নূতন এক হিসাব প্রকাশিত হওয়ায় ভারতীয় চায়ের রপ্তানী-বাণিজ্যের আর্থ ধরা করিতে ভারত সরকার আরও ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড চা ভারত হইতে রপ্তানী করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এখন স্থির হইয়াছে যে, আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে মোট ৩৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী করা হইবে। এই পরিমাণ সাধারণ সময়ের রপ্তানীর শতকরা ৯৯ ভাগ।

আম ইণ্ডিয়া কেরোসিনস অফ, বিজ্ঞান এনোসিয়েশনস—সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ভারতীয় উদ্যমকারী সমিতির এক অধিবেশনে সভাপতি মিঃ এস পি আপাবালি বলেন যে, ভারতের কয়েকটি বিদেশ সর্বপ্রধানীয় প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্রীয় সুবিধি পাওয়ার বিশিষ্ট প্রদেশ ও করদরাজ্যের শিল্পাধ্যক্ষগুলি উক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহাদের দিক হইতে যথাবিধ সুবিধা পাইয়া থাকে এবং এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান অধিকন্তু গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শিল্পগুলিকে গভর্নমেণ্টের সহায়তা লাভের সুযোগ করিয়া দেয়। যুদ্ধ-বিধ্বস্তকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এই বন্ধনের ফলে কেন্দ্রীয় সমিতি না থাকায় তাহাদের সঙ্গে উপরোক্ত সুবিধাগুলির কিছুই লাভ করা সম্ভব হয় না। এই অসুবিধা যাহাতে দূরীভূত হয় তজ্জন্যই অল ইণ্ডিয়া কেরোসিনস অফ বিজ্ঞান এনোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় দীমা আইন সংশোধন বিল—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে ভারতীয় দীমা আইন সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত বিলটি উত্থাপন করা হইবে। এই বিলে এজেন্টদের অধিকারের দ্বারা মনোনীত ব্যক্তিদের এজেন্টদের হিসেবের হিসাবে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা দ্বারা যে দীমা কোম্পানী অথবা প্রতিনিধি কোম্পানী আইনানুসারে বাণী গ্রাহক হইবার দুই মাসের মধ্যে দাবীর টাকা মিটাইয়া দিতে সক্ষম না হইবে, এই বিলে তাহার দায় সরকারী আদিষ্ট সুবিধের বাহিন করিয়া বিধান প্রস্তাবিত হইয়াছে।

যুদ্ধ উপলক্ষে গৃহীত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ—যুদ্ধ উপলক্ষে যে সকল সম্পত্তি গ্রহণ করা হইয়াছে, বোম্বাইয়ের মিঃ থাকারী লাহর অসিল এ্যাডভোকেটকে সেই সম্পত্তিসমূহের ক্ষতিপূরণের একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের কালে যে সকল আদায় গ্রহণ করা হইয়াছে, সেগুলির এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হইবে কি না সে সম্বন্ধে সরকারীর সরকারী মহল বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

রেল বিভাগ কর্তৃক অর্থ আয়ী ঢালাইবার ব্যবস্থা—প্রকাশ যে, ভারতে রেল বিভাগ কর্তৃক মোটর যান প্রভৃতি ঢালাইবার একটী প্রস্তাব ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন এবং খুব শীঘ্রই এবিষয়ে রেল বিভাগের আর্থিক উপদেষ্টা কমিটীর সভাপতি ডাকা হইবে। এই প্রস্তাব উপলক্ষে বলা হইয়াছে যে, যেসকলের গভর্নমেণ্টেরই লাভ-ক্ষতির দিক না ভাবিয়া যান-বাহন ঢালাইবার ব্যবস্থা করিবার অধিকার আছে। অথচ এখন হইতে গভর্নমেণ্টের হাতে যান প্রভৃতি ঢালাইবার সম্পূর্ণ অধিকার ন্যস্ত করিয়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নসাধন করা হইবে না, তবে বেল বিভাগ গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে সংরক্ষণ-সুবিধা লাভ করিয়া বেসরকারীদের আয়-আদায়ীকরণের ও ভাল কাজ ঢালাইবার দিকটিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইবে। এই ভাবে যে সকল স্থানে যান প্রভৃতি ঢালাই মোটেই লাভজনক নয় সেখানে সরকার যানবাহনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে এবং জনসাধারণ এবিষয়ের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে মোটর যান প্রভৃতির সুবিধা পাইবে। এই প্রসঙ্গে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, যুদ্ধসময়ে রেল বিভাগ কর্তৃক যেসব ছোট ছোট লাইন তৈরী করিয়া সেগুলি ঢালাইবার লাভজনকের দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া সেগুলি হইতে এবং পরবর্তী ৫ বৎসর ঐ টাকা বা ঐরূপ হারে লাভের টাকা দ্বারা যাহী লাভের যখন যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা হইতে আয়োজনের ক্ষয়-ক্ষয়ক্ষতিপূরণের এবং সঞ্চয় হইতে তাহা কমাইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ—চাউল সম্পর্কে একটী সিলেক্ট কমিটী গঠনের বিধিব্যবস্থা সম্বলিত যে বিলটী সম্প্রতি বৈধানী করা হইয়াছে তাহা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে উত্থাপিত হইবে। এই বিলে চাউল সমিতির সভ্যসংখ্যা ও অন্যান্য ভারতের বন্দরাদি চালাইবার জন্য রাজস্বগুলিতে কীরূপ ব্যবস্থা উপর সাহায্য হাবে তাহা বলাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বৈদেশীক ও চায়ের সম্পর্কের এই ধরণের সিলেক্ট কমিটী গঠনের কথা দুইটী বিল প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ এই বিল দুইটীকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের মাঝেই অধিবেশনে পেশ করা হইবে।

লেভিডিভিডের আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ—'ডেইলি মেসেজ' সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ডিভিডেন্ড জগতের বিষয়কর গত পেনিসিলিনের আবিষ্কারক স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং এই ধরণের ডিভিডেন্ড বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নোবেল প্রাইজ পাইবেন। তাঁহার আগা আর্থিক পরিমাণ ৮ হাজার ৫ শত পাউণ্ড। তাঁহারা এই অমূল্য আবিষ্কারগুলি ঔষধটির পরিবর্তে তিনি ও পার্থ এক কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই। গত ১৮৯৯ সন হইতে নোবেল প্রাইজ বিতরণ শুরু হয়। এই বহুবিধ সঞ্চিত আর্থের বিতরণে হইতে পেনিসিলিন আবিষ্কারের ন্যায় আলেকজান্ডারের মত কতই অন্যান্য ডেভিডেন্ডের সুযোগ করা হইতে পারে। অন্যান্য ডেভি ন্যায় আলেকজান্ডার ফ্লেমিংএর সঙ্গেই আর উপাধি প্রাপ্ত হন।

যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যনীতি বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা—গত ৯ই অক্টোবর বিলাতী বাণিজ্য বিভাগ কোম্পানী ১ কোটি ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন লইয়া বাণিজ্য বিস্তারকল্পে জনসাধারণ বিভাগ বৈদেশীক চুক্তিসমূহ বাতিল করিয়াছেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া উক্ত কোম্পানীর সচিব মিঃ লেসি ফ্রেজার বলিয়াছেন যে, বাণিজ্য প্রতিযোগিতার এই চুক্তি-ব্যবস্থা হইতে যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীর বাণিজ্যনীতি বিশেষ-ভাবে আলোচিত হওয়ার সময় পরিবর্তন ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

বালকদের বহুমুখী জ্ঞানস্পর্শী সাইকেল—'ডেলি মেল' পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ও শিল্পিগণ মুখার হাইড্রোলেশন নামে এক প্রকার বালকদের জন্যকারী সাইকেল প্রস্তুতের পরিকল্পনা করিয়াছেন। ২৬ পাউণ্ড ওজনের সাধারণ সাইকেলের স্থলে এই সাইকেলের ওজন হইবে মাত্র ১৮ পাউণ্ড এবং যাহাতে চুরি না যায় তজ্জন্য ইহাতে একটী ভাল তালা থাকিবে। সাইকেলখানি যে বাস্তবে বৈজ্ঞানী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং অন্য সন্দেহাবাদে ইহার যেন্তী বন্ধিত হইবে। বাজারীর বিজ্ঞানবাহিনীর বিভাগ বিমান 'বাহি-

ভাইনো-মল্ট

একাধারে পথ্য -- - -ও ঔষধ দুই-ই।

কঠিন ও দীর্ঘ রোগ ভোগের পর, গর্ভাবস্থার ও প্রসবের পর দুর্বলতা, অবসাদ, ক্লান্তি, অগ্নিমান্দ্য ও শরীরের ওজন হ্রাসে ইহা আদর্শ টনিক।

— ভাইনো-মল্ট —

● বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান এবং সুপাচ্য ও পুষ্টিকর 'মল্ট' সংযোগে প্রস্তুত বলে, রোগের দুর্বল শরীরের নিস্তেজ ও দুর্বল কোষসমূহে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা ও শক্তি ফিরে আসে সুস্বাস্থ্যকরিত করিয়া তোলে।

● বিরক্তির সেবনে তৃপ্তিকর হয়, অম্বলের গোলমাল থাকে না এবং মুখে রুচিকারিতা উৎপন্ন হইয়া বিশেষ স্বাস্থ্যকরীর পুষ্টিসাধন করে ও শরীরের রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

ফেলেন' আমিন্সী লিঃ সিলেট হাম এই নূতন বন্দরের লাইসেন্সের দরুণ এককালে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পাট ব্যবসায়ের লাইসেন্স—প্রকাশ যে, পাট চাষের অধিক পরিমাণের জন্য ভারতীয় পাইকার সমিতি বিশেষভাবে চেষ্টিতেছেন এবং তাঁহারা অধিকৃত জমির বাহ্য আনা পরিমাণ জমিতে এ বৎসর চাষ করিবার অনুমতি দিবার জন্য গভর্নমেন্টকে জোর দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পত বৎসর মাত্র আট আনা জমিতে পাট চাষের লাইসেন্স দেওয়া হয় এবং মাত্র ১৪ আনা পরিমাণ জমিতে চাষ করা যায়। তাহা ছাড়া এবৎসর বাজেট সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ করিবে। যদি বাজেট হয় আরও কমিয়া যায় তাহা হইলে চাষীর পক্ষে এ বৎসর অধিক পরিমাণ পাট বুনিবার উপায় থাকিবে না বলিয়া আশঙ্কা করা খুবই স্বাভাবিক।

ভারতে মুদ্রাফর বসাইবার চেষ্টা—বম্বাই হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত-পাকিস্তান আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার মুদ্রাফর বসাইবার কোন ক্ষমতা নাই বলিয়া কেন্দ্রীয়ের কোট হাই বিষয় পত্র ভারত সরকার এই কর বসাইবার আশা এখনও ত্যাগ করেন নাই। কেন্দ্রীয়ের কোর্টের এই রায় দ্বারাকে অধীকারে করা যায় তজ্জন্য ভারত সরকার বর্তমান বিলাতে দুইটি উপায়ের কথা চিন্তা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রথমতঃ ভারতশাসন আইনের ১০৪ ধারা অনুসারে এই আইনে নাই এমন কোন বিষয় বসানো যায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার আসনে আসিয়া বিলে পাশের, আর এই উপায় অবলম্বন করা সম্ভব না হইলে পালামেন্ট ভারতশাসন আইনের সংশোধনের প্রস্তাবের পাশ করাইয়া লইতে পারা যায়। সম্ভবতঃ ভারত সরকার এদেশে বন্ধনাটের দুরবস্থা দূরা দেশ-রাষ্ট্রী সম্মেলনের পরই এ বিষয়ে পার্লামেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন বলিয়া বিশেষজ্ঞ করিবেন।

ব্রিটেন ও আমেরিকার অবস্থা—ভারত সরকার অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, গত ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম পাঁচ বৎসরের যুদ্ধে ব্রিটেনের ২,৫৮৯ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। আমেরিকার অর্থবিভাগের সেক্রেটারীর বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, পার্ল-হারবারের উপর জাপ আক্রমণের পর হইতে আগষ্টের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমেরিকার সমর-খাতের পরিমাণ প্রায় ২০ হাজার ৮ শত কোটি ডলার।

বাজেটপত্রের আলোচনা—বর্তমান আসেম্বলিতে হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে কাউন্সিলের প্রায় সংবাদে জানা যায় যে, পশ্চ, আটা, চাউল, চোলা প্রভৃতিতে ১০ হাজার হন বাজেটের পড়া অবস্থায় তাহা কোনো ব্যবস্থাবলম্বন মন্তব্যের বিভিন্ন সরকারী আমদানিতে পড়িয়া যাবে।

জমির ক্ষমতাধি আপত্তি—বাংলা সরকার আমদানী বিজ্ঞাপনী অনুসারে আপত্তি দিয়াছেন যে, এই প্রদেশের প্রস্তাব জমির মালিক বা দখলকারীকে সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশানুযায়ী জমির আয়তন, শ্রেণী ও উহাদের উপর কর সম্বন্ধে সংবাদ জানাইতে হইবে। এই আবেদনী অধিকারে বলবৎ হইবে এবং পাকিস্তান হইবার যাহাতে সময় প্রয়োজন হইবে।

হিন্দু মহাসভা সমিতি—সম্প্রতি হিন্দু মহাসভা সমিতির যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, হিন্দুমহাসভা সমিতি গত ১৯৪০ সালে কলিকাতায় ১,৮০০টি মৃতদেহ সৎকারসাহিত এবং সৎকার করিয়াছেন। তাহারা নিজস্ব আমদানিতে মৃতের সংখ্যা ছিল ১১৯ জন। পূর্ববর্তী বৎসরে সমিতি ৯,৫০০টি মৃতদেহ সৎকার করিয়াছিলেন। রিপোর্টে আরও জানা হইয়াছে যে, আমদানির সময়ে সমিতি কর্তৃক বৎসরে গড়পড়তায় ১,৫০০টি মৃতদেহ সৎকার করিয়া থাকেন।

কিন্তু ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাস হইতে সাধারণ সময়ের অনুপাতে মৃতদেহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়া ঐ সালের আগষ্টের মাস পর্যন্ত এই সংখ্যা ২,১১০টি দাঁড়াইয়াছিল। সমিতি ১৯৪০ সালের আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫ মাসে ৪,৮০০ জন বিপদের মৃতদেহ সৎকার করেন। এই মৃতদেহগুলি রাস্তা, পুলিসঘর্ষ, সরকারী কর্মচারীর নিকট, এ ছাড়া দি সাহায্য-কেন্দ্র এবং হাসপাতাল-সমূহ হইতে সংগ্রহ করা হয়।

ব্রহ্মপুত্রের উপর সুতন সেতু—বিগত বৃষ্টিতের সময় সমবায়ের পথের অভাবে অসামরিকের দ্রাঘ এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অসুবিধা দাঁড়িয়া গিয়াছিল; এই সমস্যার অভিজ্ঞতার পরে গভর্নমেন্ট সম্প্রতি বাংলা ও আসামের যাতায়াত সংক্রান্ত উন্নতি সম্বন্ধে একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। পরিকল্পনা-টিতে ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য অনেকগুলি নদীর উপর সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। পরিকল্পনাটী কার্যকরী করিতে মুদ্রিতে কোটি ৭ কোটী টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদের উপর যে সেতু নির্মিত হইবে তাহাতে ৩ শত ফুট ব্যবধানে আটটী এবং ১ শত ফুট ব্যবধানে ৪টিটী করা থাকিবে এবং ইহা ভারতের দীর্ঘতম সেতু হইবে। এই সেতুটী নির্মাণ করিতে প্রায় ৭ কোটী টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

অক্ষিণ আফ্রিকায় নূতন হাই কমিশনার এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, মোরালিয়ার ষ্টেটের বর্তমান অর্থসচিব মিঃ রামস্বামী মাদলিয়ার মেলমুখ, সার-আর্থ-এ, ভার সরকার আয়ুমেন খানের স্থানে ভারত আফ্রিকার ভারতীয় হাই-কমিশনার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯৪৪ সালের মধ্যের মাসে তার সরকার আয়ুমেন খানের কার্য-কাল শেষ হইবে। মিঃ মেলমুখ সম্ভবতঃ ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিবেন। মিঃ মেলমুখ দক্ষিণ আফ্রিকায় না গেলেও পদাম ন্যায় সরকার আয়ুমেন খানের কার্যকাল বৃদ্ধিকরা হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার কৃষিকর্ম ও পশুপালন—লোকসংখ্যা কম হইলেও অষ্ট্রেলিয়া বর্তমানে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃষিপ্রধান দেশ এবং প্রতি বৎসর অষ্ট্রেলিয়া হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার উৎপন্ন খাদ্য-শস্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। নিম্নে অষ্ট্রেলিয়ার অবশ্যকী শস্যের তালিকা দেওয়া হইল—

একমাত্র ব্যাঙ্ক যাহাকে
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র
পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন
সেতেছে—
ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ
কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক
অফ এশিয়া লিঃ
১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
বড়বাজার, কাঁচড়াপাড়া,
ও মলাহর শাখা
শীঘ্রই খোলা হইতেছে।
এম পাল, এম এ,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

স্থাপিত—১৯৩১ টেলি : ক্যাল ৪৭৩৯

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং
কোম্পানী লিমিটেড
রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

সুদের হার
সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট—শতকরা দুই টাকা
কারেণ্ট ডিপোজিট এ্যাকাউণ্ট—শতকরা আট আনা

আবেদন করিলে স্থায়ী আমানত ও ক্যাশ সার্টিফিকেটের সুদের হার জানান হয়।

এস এস ব্যানার্জ্জি,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

(১) বর্তমান বৎসরে ১ লক্ষ কোটী পাউণ্ড নগদ ও ৯০ কোটী পাউণ্ড ঋণের ব্যবস্থা হইবে। (২) কোটী কোটী অধিবাসির সংখ্যা ১ কোটী ৬০ লক্ষ, তাহার মধ্যে ৬৫ লক্ষ ব্রহ্মবাসী নারী। (৩) পূর্ব্ব বৎসরে ১১০ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পোষাকে খরচা হইত, এবার এই পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। (৪) বৎসরে ৫ লক্ষ টন মাখন ও ৩৫ হাজার টন পনীর। (৫) বৎসরে ১৮ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের আলু। (৬) বৎসরে গড়ে ১৮ কোটী মুরগির ডিম।

ফটোগ্রাফ তুলিবার বাড়িবাড়ী বিরাম—ব্রিটেনের বিখ্যাত 'ন্যাশনাল' সেবাশ্রম বিভাগের নিকাতা এ ডি বো কোম্পানী সম্প্রতি ১১৫টী আসন-যুক্ত এক প্রকাণ্ড ফটোগ্রাফী বাড়িখিলান নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। আগামী ১৯৪৬ সাল নাগাদ এই বিরাম আসনগুলে বাসকরত করিয়া বসিয়া থাকা করা যাইতেছে। বিমানটির নাগাল পড়ি হইতে উচ্চতায় ৫০০ ফাইল, অবশ্য ইহা ৩০০ ফাইল থেকে পর্যন্ত চালনা করা যাইবে।

বি উৎপাদনের জন্য কীম সেপারেটর—ভারতে বি উৎপাদনের সুবিধার জন্য সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭ লক্ষ কীম সেপারেটর বা মাখন তুলিবার যন্ত্রের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এই অর্ডার গ্রহণ করিয়াছেন এবং আশা করা যায় যে, আগামী বৎসরের প্রথম দিকেই যন্ত্রগুলি ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছাইবে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত ভারতের মধ্যে মাত্র বোম্বাইয়ের এক কারখানায় ৭ হাজার টাকা মূল্যে একটী মাত্র কীম সেপারেটর যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের এই যন্ত্রগুলি খুবই কার্য্যকর এবং যুদ্ধের সময়ের ইহাদের প্রতি ইউনিট মূল্য পড়িবে ৪০ ডলার বা ১৪০ টাকা।

মাখনের মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি—বাঙ্গলার প্রয়োজনীয় সুতার একটা প্রধান অংশ বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে চালান আসিত। স্থানীয় কলগুলি মাসে আর ১৪ হাজার পাউণ্ড সুতা কাপড়ের মিলে তৈরী জামাকের জন্য তৈয়ার করিয়াই থাকত হয়। তাঁত, হোসিয়ারী কল এবং ফেরেনের প্রয়োজনের জন্যে বাহির হইতে প্রতিমাসে আরও প্রায় ১০ হাজার পাউণ্ড সুতা আমদানীর দরকার হইয়া থাকে। এখন ওজনে মাত্র ৪ হাজার পাউণ্ড বোম্বাই ও ৮ হাজার পাউণ্ড মাদ্রাজ হইতে আমদানী করা সম্ভব হইতেছে। আমদানীর এই ১৮ হাজার পাউণ্ডের মধ্যে অধিকাংশ ২৫০ পাউণ্ড আমদানি ও বিভিন্নতী এলাকায় সরবরাহ হইতেছে। এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সুতার ব্যবহার বৃদ্ধির একটা ব্যবস্থা হইতেছে। প্রাদেশিক বস্ত্র বিভাগ সরবরাহ কমিটির কোঅর্ডিনেটর শ্রীযুক্ত এস সি রায় সম্প্রতি বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে মাদ্রাজ প্রদেশের 'টেক্সটাইল' কমিশনার বাঙ্গলায় সুতা চালানের পরিমাণ ৪ হাজার পাউণ্ড বাড়াইয়া দিতে রাজি হইয়াছেন। তাঁত-শিল্পের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমদানীকৃত সুতা ব্যবহারে কন্ট্রোলের অন্য বাঙ্গলা সরকার একটী পরিকল্পনার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

ভারতের জন্য অতিরিক্ত জাহাজ—বৃটিশ মন্ত্রিসভা ও ভারত গভর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে জানান হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে অতিরিক্ত আসবার ৩ লক্ষ টন জাহাজ পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজার টন জাহাজ এই বৎসরের শেষের দিকে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছাইবে। এই জাহাজ সুদূর পিটার অঞ্চলের যে জাহাজ পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ১ লক্ষ টন বেশী। এই অতিরিক্ত জাহাজ আগামী বৎসরের প্রথম ৬ মাসের দক্ষিণ জাহাজের সমাবেশক হইবে। এইরূপে দক্ষিণ জাহাজের পরিমাণ মোট দাঁড়াবে ৩ লক্ষ টন হইবে।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাল্কহল—সম্প্রতি প্রাদেশিক এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায় যে, বাঙ্গলা অধিবিধানে বিক্রয় প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সংবাদের সংগ্রহের সময় বিভিন্ন গভর্ণমেণ্টের দফতর বিভাগ হইতে জানানো এই সংবাদের কার্য্যালয়ে জানান হয়, তাহার বিস্তৃত ঘোষণা হইতেছে। এই কার্য্যালয় হইতে কোন বৃহৎ বস্ত্রের কর্মপদ্ধতি বিক্রয় ঘোষণা হইলেন গভর্ণমেণ্টের সমস্ত বিভাগকে তাহা জানিয়া চলার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বস্ত্রের অভাব—স্থানীয় কাপড়ের হইতে বস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় ট্রিপলিতে বস্ত্র বাঙ্গালীরা কাপড়ের বিভিন্ন স্থানে বস্ত্র জানান স্থানিক বাহিরে যাওয়া হইয়াছে। স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের বস্ত্র বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের ব্যবস্থাক্রমে ট্রিপলিতে বস্ত্র বাঙ্গালীদের স্থানীয় কাপড়ের উৎপন্ন বস্ত্রকের সরবরাহ ৫০ ভাগ পর্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছিল। কিন্তু পত্র লেখকের মতের শেষ সপ্তাহ হইতে সাধারণ কর্তৃপক্ষ সাধারণ মহাজনের অল্প এই বস্ত্রের সরবরাহ ১০০ ভাগই গ্রহণ করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। সংবাদের সংগ্রহের সময় বিভিন্ন গভর্ণমেণ্টের দফতর বিভাগ হইতে জানানো এই সংবাদের কার্য্যালয়ে জানান হয়, তাহার বিস্তৃত ঘোষণা হইতেছে। এই কার্য্যালয় হইতে কোন বৃহৎ বস্ত্রের কর্মপদ্ধতি বিক্রয় ঘোষণা হইলেন গভর্ণমেণ্টের সমস্ত বিভাগকে তাহা জানিয়া চলার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিদেশের ডিক্লিয়রন্স—সম্প্রতি প্রাদেশিক এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়াছে যে, আফ্রিকা, মুরিশ এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১ জন বিদেশের ডিক্লিয়রন্স আসবে সম্প্রতি বস্ত্রের আমদানি করিয়া প্রাদেশিক কাস্টমসের ডেপুটি কমিশনার এবং ডিক্লিয়রন্সের কার্য্যালয় ইহার বিক্রয় করা-কালী সমস্ত বিক্রয় দিয়া করিয়া করিবেন।

যুদ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত বিক্রি—ট্রিপলির ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কার্য্যালয় জানিয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকার অধিকাংশ যুদ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত বিক্রি করিয়া

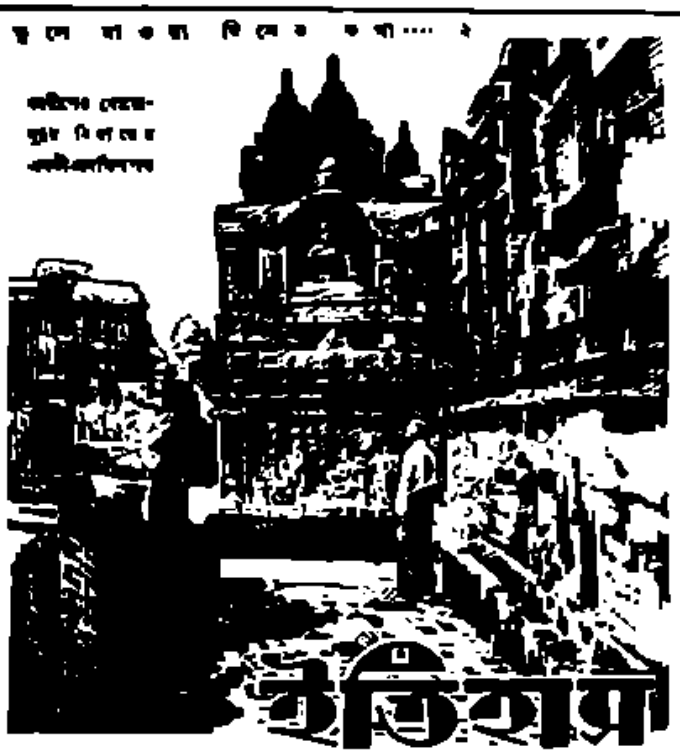

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজার—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সাবান প্রস্তুতের

ফোর্স :—

বহুবাজার :— ১৩৯৭ ফরিদ
" :— ১৩৯৯ কাউরী

টেলিগ্রাম—"পীরালাল"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাফ্লোর
পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসরিন • সিট্রোনেলা
অয়েল • গ্লু • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইকেল।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাডমন লেন, কলিকাতা

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

কলিকাতা শাখা—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

নিরাপত্তায় নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার সুবিধাদায়ী প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সুনির্ম্মল দত্ত, বি-কম, আই-এ,
এফ্-আর্-ই-এস্, এফ্-আর্-ই-এস্ (লণ্ড),
জেনারেল ম্যানেজার।

প্রফুল্লকুমার চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

পুনর্গঠন
ও নবপরিকল্পিত ভারত

কৃষকের কাজের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে অবসর এত সামান্য হবে তাদের প্রতিদিন কোটি কর্মীর যাতায়াতের ব্যবস্থা করা। ফোর্ড তাদের একটি আধুনিক শেষে কারখানায় জীবন যাপন করা ও সংকীর্ণ আয়ত্ত আয়তনের কাজ করার যে সুযোগ আছে তা সত্যিই কল্পনাতীত পরিণতি।

যাবতীয় ফলিডান করে ইস্পাত অপরিহার্য উপাদান। গ্রামে ঘরবাড়ির জন্য তৈরির জন্য কলকব্জার জিনের ব্যবহার থেকে সমুদ্রের জাহাজ, অফিস, হাসপাতাল, কুলের আর যাতায়াতের বড় বড়

বাড়ীর জন্য তা ও অত্যন্ত মজবুত, সুন্দর ও ব্যবহৃত করে পক্ষে ও ব্যবহৃত ইস্পাত না হলেই চলে না।

কল্পিতকে বিভিন্ন ব্যবহৃত ইস্পাত ব্যবহারে গড়ে তুলতে হলে ফোর্ড বা ফোর্ড আমাদের ইস্পাত দিয়ে প্রথমে তার কারিগরী গড়ে নিতেই হবে। অতিরিক্ত গ্রামের শক্তি সাধারণ ব্যবহারি তৈরি করতে ইস্পাতের কথা, পাওয়া ও যা যদি না ব্যবহারে না-ই আসে, অন্যথা ইস্পাতের ব্যবহার না হলে কাজই চলবে না।

ইস্পাতই ভরসা

TATA-SCOB

টি টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ এণ্ড টি ষ্টীল কর্পোরেশন অব কোং লিঃ

আলো পর্যবেক্ষণ পীরই আরও বড় বিমান অভ্যুদয়ে এর অংশের আরো বাড়িবে। রবি ও কৃষ্ণ ছিল অন্যান্য কৃষকদের ক্রয়া—যেমন ধান, গোড়া, কীট, মাছের, ফলমূলের এবং আইনজীবন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আলোচনা ছাড়া নিবিড় করা হইবে। সংবাদটি আশা করেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে কৃষ্ণ সংবাদের বৃদ্ধি হইবে এবং কৃষকের মূল্য হ্রাস পাইবে।

ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ব্যবসায়িগণ আমন্ত্রিত—ব্রিটেন ও আমেরিকার বিজ্ঞানের-সমূহ পরিদর্শন করিয়া দেশবাসীর সহ কয়েক ব্যক্তিকে বিজ্ঞানী ও কৃষকের বিজ্ঞানীর পরিবেশসমূহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভারত সরকার আমেরিকার ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ব্যবসায়ীকে ব্রিটেন এবং আমেরিকার আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। কৃষকে বিজ্ঞানের পরিদর্শনের দেশ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিদের বাছাই করিবার কথা আছে। ইহাদের মধ্যে আছেন ডাঃ ভাটনগর, ডাঃ ডি, এস, কোঠারী, ডাঃ হাসান আলী ও আরও কয়েক ব্যক্তি। ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ইহারা ইতিমধ্যে বিমান যাত্রা করিয়াছেন।

বৃহত্তম বিমান আইজ—আমেরিকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, তাহার সরকার সম্প্রতি বৃহত্তম বিমান আকার সংক্রান্ত পরিবর্তন করা টিকা করিয়াছেন। বাহাদুরী বৃহত্তম ফোর্সের পরিচালনাধীন অসামরিকের নিকট আসেনকার্ড বহু লোকের দেশে বিভিন্ন করিয়া নিকটবর্তী লাগুয়ের দেশের করিয়া কাজের এবং অসামরিকের বৃহত্তম আকার বহন করে তাহা করেন। এই সংখ্যা বহুবারই অতিরিক্ত উপস্থিত হওয়ার কারণে সরকার এ বিষয়ে বৈশিষ্ট্য করিয়া বৃহত্তম ফোর্সের করিয়া সম্বন্ধে বিভিন্নদের আলোচনা এই বছর প্রথম করিয়াছেন করিয়া করা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্তের প্রস্তাবিত করা হইয়াছে। ফোর্সের ফোর্সের পরিচালনের আন্তর্জাতিক করিয়াছেন সম্বন্ধে ফোর্সে প্রতীক্ষার আগের করিয়াছে হওয়া করিয়া অনুমিত হওয়া আসার সম্বন্ধে এবং ফোর্সের প্রতিষ্ঠার বিশেষত্ব অনুমতি বিশেষত্ব।

আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চালনা—সম্মেলন—প্রকাশ, আগামী ফোর্সের বিমান ফোর্সে যে আন্তর্জাতিক ফোর্সের বিমান চালনা সম্মেলন হইবে তাহাতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তাহার সমস্যাগুলির সম্বন্ধে ফোর্সের কৃষ্ণ বিভিন্নসমূহের সম্মেলনে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করিবেন। এই সম্মেলনে তাহার অন্তর্ভুক্ত নেতৃত্ব, তাহা ফোর্সের উদ্যম, বিমান অসামরিক বিমান এবং বিমান প্রতিষ্ঠানের সম্মেলনের সম্বন্ধে করিবেন বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্নের হইয়াছে।

পাইডার বিমুক্ত—সম্প্রতি যান বাহাদুর ফোর্সেরমুক্তির সম্প্রতিনিধি সম্বন্ধে উৎসাহ সম্পর্কে সম্মেলনের করিবার যে অধিবেশন হয় তাহাতে ফোর্স তাহার বাহার জন্য একটি করিয়া পাইডার বন্ধ করার যে সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। পাইডার ফোর্স প্রস্তুতি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনার পর সকার অধিবেশন শেষ হয়। উপস্থিত সকলেরই পাইডার বিমুক্ত সম্পর্কে ফোর্স বিষ বিস্তার প্রচার করিয়াছে।

কলিকাতায় বিদেশী কন্সুল—বহু বহু দুর্ঘটনার প্রকাশ বিদেশী বন্ধু সকার অভ্যন্তরে সাম্প্রতিক ফোর্সের করিবার বন্ধুদের বিষয় আমাদের জানা বিষ্ণু করে বন্ধু সকার সম্পর্কে করে। বাণিজ্যিক সম্পর্কিতার ফোর্সের করিবার এই সকার ফোর্সের প্রায় ৯ সকার অন্তর্ভুক্ত আছে একটি সম্প্রতিষ্ঠিত সকার আছে। নিয়াছে। কলের জন বিদেশী বন্ধু ফোর্স পাড়ী বহুদের আনিয়া ফোর্সের প্রবেশ করে এবং ফোর্সের ফোর্সের সিকলের জন ফোর্সের কতকগুলি বহুদ

মুদ্রোস্ফীতিকালে বহুপ্রাপ্তি আমানতী—মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কিত কারণ যে সকল বহুপ্রাপ্তি প্রয়োজন হয় সেগুলির আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির কাজ সম্পর্কে কমিটির সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ আমানতী হিসাবের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করা হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা গিয়াছে। কমিটি, কিন্তু এ সুপারিশ করিয়াছে, বিদেশের বাহিরে অবস্থিত ব্যক্তি সকল সরকার ইহাই যে সকল ধরনের বিধিনিষেধ বিলুপ্ত করিতে সুপারিশ করিয়াছে।

যে সকল বিদেশী ব্যাঙ্ক বিদেশস্থিত মুদ্রাকোষ বিদেশস্থানের জন্য সঞ্চালিত হইতেছে, এই সেগুলি কমিটির বিবেচনার আওতাভুক্ত বিষয়ের অধিকার করিয়া বহুপ্রাপ্তি আমানতের ব্যাপারে কমিটির সুপারিশ হইল, বিদেশে অবস্থিত ব্যক্তি সকল সরকার ইহাই যে সকল ধরনের বিধিনিষেধ বিলুপ্ত করিতে সুপারিশ করিয়াছে।

ভারতীয় বৈদেশের আর্থিক সমাধান—সরকার যে সকল আমানতী বৈদেশিক ব্যাঙ্ক সমস্ত বিষয়ে বিশ্ব এবং বহুপ্রাপ্তি আমানতের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছেন, সেগুলির ফলে এই সকল ব্যাঙ্কের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা গিয়াছে। কমিটি, কিন্তু এ সুপারিশ করিয়াছে, বিদেশের বাহিরে অবস্থিত ব্যক্তি সকল সরকার ইহাই যে সকল ধরনের বিধিনিষেধ বিলুপ্ত করিতে সুপারিশ করিয়াছে।

আরো দেশলগুর হইতে না ধর্মঘটী—মুদ্রাস্ফীতি আমাদের দেশলগুর হইতে সমস্ত দেশের দেশে এক দেশীয় এক দেশ দেশে। এখানে হইতে এবং ইহার সমস্তের জন্য দেশে এক দেশীয় দেশলগুর হইতে না ধর্মঘটী। এখানে সমস্তের দেশে এক দেশীয় এক দেশ দেশে। এখানে হইতে এবং ইহার সমস্তের জন্য দেশে এক দেশীয় দেশলগুর হইতে না ধর্মঘটী।

কলিকাতার মুদ্রাস্ফীতি বিলাস—কলিকাতার অর্থনৈতিক ইহার এক দেশ এক দেশ। এখানে এক দেশ এক দেশ। এখানে এক দেশ এক দেশ। এখানে এক দেশ এক দেশ।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

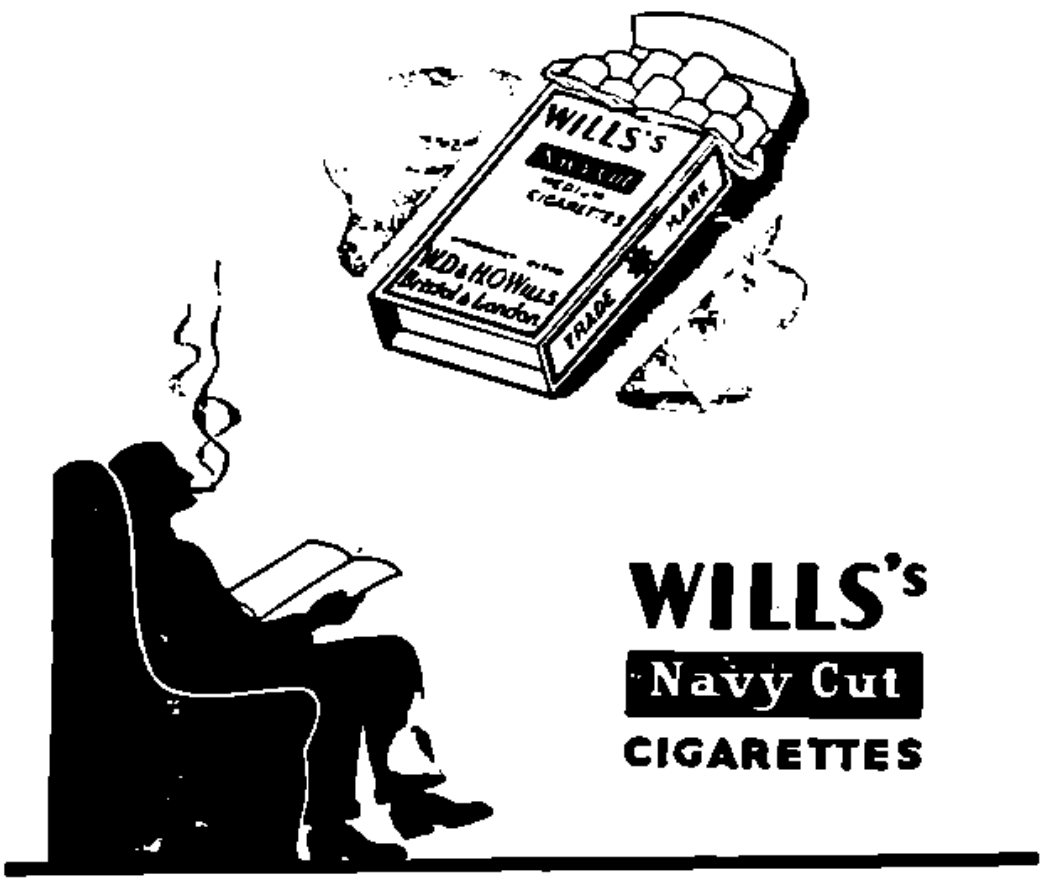

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

হওয়ায় কলেজ এবং কলেজের আবেদনে ফেলেন ডিম ৩১ এবং কলেজের ১৮ জনের এবং বাকীরা ১৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বাকীরা নবীগঞ্জ ৯০ জনের আলোচ্য সপ্তাহে মৃত্যু হইয়াছে। গত সপ্তাহে ১৯৯ জনের মৃত্যু হয় এবং গত বৎসরের এই সপ্তাহে ২,১৪৪ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশের নূতন বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের স্কেম—প্রকাশ যে, যুক্তপ্রদেশের সর্বপ্রথমে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের যে ৩০ কোটি টাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন সেই-দিকে নীঘ্রই কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করিবেন। গত মার্চ মাসে বার্ষিক বাব বিদ্যুৎ বিতরণের পরিমাণ সংযোগী অঞ্চলে অন্যান্যাদি চালাইবার ফলে এই পরিকল্পনাটি রচিত হইয়াছিল। পরিকল্পনাটিকে বাস্তব করিবার জন্য অতিরিক্ত কথা হইবে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আগ্রোবাদে একটি প্রকাণ্ড জলাধার নির্মাণ করা হইবে এবং একটি খাড়া জলপ্রপাত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হইবে। এই স্কেমটির সম্ভাব্যতা করিবার জন্য একজন বিশেষ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং তিনি ইয়ুরোপ বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার রূপে পরিচিত হইবেন। বর্তমান কার্য নির্বাহে ইঞ্জিনিয়ার মি: এ পি ওয়াটস এই পদে নিযুক্ত হইবেন। আগামী প্রজন্মের পর মি: ওয়াটস এই বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপাদনের স্কেমটির তত্ত্বাবধানের ভার বিশেষভাবে ন্যস্ত করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ীর স্থানে ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যাইতে পারেন।

বন্দীর ব্যবস্থা পরিবর্তন—বাংলার গভর্ণর আসামী ও দণ্ডিত বন্দীর ব্যবস্থা পরিবর্তন করিবার আদেশ করিয়াছেন।

কন্সরভেটরি ফুড ভাণ্ডার—সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায় যে, কন্সরভেটরি ফুড ভাণ্ডারে এ পর্যন্ত ১,১৪,৯৯,৩৪১৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধীর কবলে কলিকাতা—সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যেছিলাম ডিরেক্টর জেনারেল অব হেল্থ সার্ভিসেস সেক্রেটারী ডাঃ বি এন বসু বলিয়াছেন যে, কলিকাতা সহর অত্যন্তই ম্যালেরিয়া প্রতিরোধীর কবলে বিপন্ন। সম্প্রতি কিছু ইনজেকশন ডাঃ বি বসু বন্ধু টনিক অঞ্চলের পর আসা-ইনজেক্ট যে, গত আগষ্ট মাস হইতে ২৯শে অক্টোবর এবং ২৯শে অক্টোবর বিভিন্ন প্রতিরক্ষকদের ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়াছে। বেলেঘাটা এলাকায় প্রতি তিন জনের মধ্যে দুই জন ম্যালে-রিয়ায় ভুগিতেছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন ও স্থানীয় সভরা প্রতিষ্ঠানগুলি যে ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে দৈনিক মাত্র ৪৯০ জনের চিকিৎসা হইতে পারে। অথচ হিসাব অনুযায়ী ঐ এলাকায় ৫০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ২০ হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। এই অবস্থা মোকাবেলার জন্যই স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যবস্থা নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু ইনজেকশনের সরকারীয় অভাবজনিত প্রকাশ যে, ম্যালেরিয়া এই অঞ্চলে এবারই প্রথম দেখা দেয় নাই। তবে এই আকস্মিক বৃদ্ধির প্রধান কারণ। সম্ভবতঃ (১) অনুপযুক্ত ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং অপর্যাপ্ত ও পরিত্যক্ত টিউবওয়েলের জল এবং (৩) ম্যালেরিয়াবাহক ঔষধের অভাব সরকারী ও অন্যান্য ব্যবস্থা-ব্যবস্থা।

ভারতে ট্রাক্টার আমদানী—আগামীর এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকার আগামী বৎসরই হইতে পরীক্ষামূলকভাবে এক হাজারটি ট্রাক্টার আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ট্রাক্টার-গুলি মৌজা ভারতে অতিরিক্ত যোগাইবে।

ব্রিটেনের সহর-সভা উৎপাদনের আন্দাজ—ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আমদানী ও রপ্তানি-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৫৮ সাল হইতে পূর্বের সহরের যে সব সরবরাহ উৎপাদনের আন্দাজ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের এক হাজারটি পার্লামেন্টের আগামী আর্থ-প্রকার নীতি অনুসারে বিদ্যুৎসরবরাহ বাড়িলেন্দের নীঘই নীঘ দেওয়া হইবে। যে সকল ব্যক্তির আবেদন পূরীত হইবে আগামিকাল ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসের হার অনুসারে কারখানাগুলির মাল বিতে হইবে। এখনকার ১০ বৎসরের জন্য কার-খানাগুলি নীঘ দেওয়া হইবে।

ভারতে কারখানার যন্ত্রপাতি উৎপাদন—সম্প্রতি এক ভোজসভায় ভারতের কলকারখানার যন্ত্রপাতিসমূহের মালিকগণের মিঃ ই টিমি বলেন যে, এ পর্যন্ত মোট ২০০টি প্রতিষ্ঠানকে কারখানার যন্ত্রপাতি বৈদেশীক সাহায্যের দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, যুদ্ধের পূর্বে মাত্র ১ শত প্রকার কলকারখানার যন্ত্রপাতি ভারতে বৈদেশী হইত, কিন্তু এখন চার ৩ হাজার ৬ শত প্রকার কারখানার যন্ত্রপাতি এদেশে বৈদেশী হইতেছে।

খাদ্য সম্মেলন—প্রকাশ, ভারত সরকারের আমন্ত্রণে সম্মেলন যোগদান করিবার জন্য ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ এম ভি রাও সিংহল যাত্রা করিয়াছেন। উক্ত সম্মেলনে কাউন্সিল সরকারের প্রতিনিধি, ভারতের বেসরকারী প্রতিনিধি এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিনিধিগণ যোগদান করিবেন। খাদ্য বিভাগ গত হইবার পর বিভিন্ন ভারত খাদ্য সমস্যার আবার বিভিন্ন পরিবেশন ইহার পূর্ণতা হইয়া বিরাজ করিতেছে। আবার সরকারের খাদ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ডাঃ বি ডি ঐতিহ্যের উক্ত পরিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন।

বিখ্যাত মোটর নির্মাণকারীর মৃত্যু—সম্প্রতি বিখ্যাত ফরাসী মোটর নির্মাণকারী মিঃ হুই বেলট ৬৩ বৎসর বয়সে ফ্রান্সেলাসে মারা গিয়াছেন। তাঁহারই চাকা, মোটরগাড়ী এবং অন্যান্য অংশেরই সরবরাহ দ্বারা লাভের জন্য তাঁহাকে রেলওয়ে করা হয়। মৃত্যুর বিদার মোটরই তাঁহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া মনে করিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

কোড—ক্যাশ ৪১০১ গ্রাম—ক্রিয়ারিং

ভারতের অন্যতম বৈদেশিক সম্পত্তির আধিক প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস—৬নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা। বোম্বে অফিস—২৬৭ এসপ্লানেড ইষ্ট।

—অন্যান্য শাখা অফিস—

বড়বাজার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা, ধারবাজার, আমিরুদ্দা, আসেনিটোন, বালিগঞ্জ, বড়া কলিকাতা, শিবালয়, ঢাকা, লীবিবাজার, আলাবিয়া, মরহীন, রাজমুর (বি, সি), চাইবাসা, চক্রধরপুর, লৌহজঙ্গ, মাদ্রাজপত্তন, পুরুলিয়াজার, রাজমুন্দরম, সৌরাষ্ট্র, মজফর, মেহেরপুরাজার, ভেজপুর, বাইনবাস, কোলাবাই, বাঙ্গলুর, কাইকলা, বৈদ্যবাটি, চুঁচুড়া, বারাসত, আসাম, রাজবাটি, মুরলিয়া, সাহাজ, ভবানীপোল, কুচবিহার, রাজমহল, সাইবাজা, বারুইপুরহাট, রামসুন্দরাই, বেলা, খোরাসন ও ইলাহিন।

মিঃ আর ঘোষ,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ইউনাইটেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

আদায়ীকৃত মূলধন ১ কোটী টাকা

চেয়ারম্যান :— ভাইস চেয়ারম্যান :—

মিঃ বি বি বিড়লা। মিঃ এস এ ইসলামী ও মিঃ আর বি সরাইয়া।

ডিরেক্টরবর্গ :—রায় বাহাদুর লালী লাহা, দেবী, মিঃ এ ই মাহার, মিঃ আই বি খোরাকা, মিঃ ইসমাইল আমান, মিঃ অনিলেন্দ্র মজুমদার, মিঃ এম এম আলুরিয়া, মিঃ এস আর ঘোষ, মিঃ এস এস লাহুরাণা।

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ বি বি ঠাকুর

যে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ভারতে এবং বিদেশে সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

শাখাসমূহ :—অন্ধ্রপ্রদেশ—কাকিনাড়া ও মাদ্রাজপত্তন, আসুলুর, বোম্বাই—দেবী ও রাজকোট অফিসবাড়ী—বড়বাজার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ডিরেক্টর, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, মাদ্রাজপত্তন (সিনিয়র আসুলুর, ওয়ালটি, রাজমহেন্দ্রী, সি সিটি, সিকান্দ্রাবাদ, বিজয়বাড়া (সিনিয়র) ব্রাঞ্চ।

শাখা খোলাই খোলা হইবে :—আসাম, ওয়ালটেয়ার, ত্রিবান্দ্রাম, কালুর, বাঙ্গলুর, কোয়েম্বাটোর, মাদুরা, ত্রিচিনাপল্লী—ব্রাঞ্চ মাদ্রাজ; কলিকাতা—ক্লাইভ ষ্ট্রীট, রাজা উইলিয়াম ও মিঃ ব্রাঞ্চ।

হেড অফিস—২৬ ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

ম্যানেজার—মিঃ আর ঘোষ

পুস্তক-পরিচয়

ইকনমিক রিসোর্সেস অফ ইণ্ডিয়া (Economic Resources of India)—শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিসিটি কোং লিঃ, ৮-সি ধর্মতলা রঙ্গমঞ্চ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা বার আনা।

অর্থনীতি বিষয়ে সুপরিচিত লেখক শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ উপরোক্ত ইংরাজী গ্রন্থখানিতে ভারতের শিল্পসম্ভারের উৎপাদনক্ষমতা, উৎপন্ন সম্ভার পরিমাণ, এই সব উপাদান হইতে যে সকল শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে তাহাদের তালিকা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সন্নিবেশে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ভারতীয় শিল্প এবং ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সকল তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেগুলির অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে বিশেষ মূল্যবান। ইহা ছাড়া এখন দেখিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের লোকসংখ্যা এবং সেই অনুপাতে বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যয় ১৯৪১ সালের আদমসুমারীর হিসাবই অনুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এখনো যে আমরা দরিদ্রপেষিত হইয়া আছি, ইহা নিঃসন্দেহই দুর্ভাগ্যের কথা। দ্রুতগতি উৎপাদনের অভাবেই এতকাল ভারতের শিল্প প্রসার লাভ করে নাই, এবং অবাধ প্রতিযোগিতার অপব্যয়ের ঔদাসীন্য সহ্য করিতে হইয়া বিভিন্ন শিল্পের প্রগতি যেন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বিভিন্ন সরকার অনুগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে ভারতীয় শিল্পের রক্ষণের ব্যবস্থা করিলেও

কোম্পানী প্রসঙ্গ

দি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২০শে অক্টোবর ১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শাখার উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সরকার, এম-এ, পি এইচ ডি মহাশয় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন।

সভাপতি প্রসঙ্গে ডাঃ সরকার বলেন যে, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা যে ক্রিয়ন শোচনীয় তাহা বর্তমান যুদ্ধের সময় বিশেষভাবে অনুভব করা যাইতেছে। যুদ্ধের ফলে সাধারণের নিত্য প্রয়োজনের দ্রব্যাদির—বস্ত্র-লবণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য মূলধনের ও সম্পদের বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইতে প্রভূত পরিমাণ অর্থের আবশ্যক হইবে। যে সব ব্যাঙ্কের তহবিলে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা মজুত আছে কেবলমাত্র সেই সকল ব্যাঙ্কই দেশিয় অর্থ সাহায্য করিয়া ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সম্ভব করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে এই ধরণের ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেশী নয় এবং যে কয়টী সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক আছে তাহারা তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থের বিনিময়ে ব্যাঙ্ক ব্যবসা ও বাণিজ্যে খাটাইয়া থাকেন। ভারতীয় জনসাধারণ প্রদত্ত ব্যাঙ্কে টাকা পর্যাপ্ত পরিমাণ এজেন্সীগুলি সমস্যাকালে উপযুক্ত করিতে পারেন নাই। অবশ্য আশার কথা এই যে, ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমানে পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে এবং তাঁহারা ধীরে ধীরে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির তত্ত্বাবধানের ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া ব্যাঙ্কগুলিকে সুপরিচালনার ও সুবিধাজনক করিয়া তুলিতেছেন। ডাঃ সরকার আরও বলেন যে, বাংলা দেশে যে সকল বৈদেশিক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লক্ষ্যস্থল অধিষ্ঠান। ১৯৪০ সালে এর কোটী টাকা আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া এই ব্যাঙ্কটী স্থাপিত হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই ইহার কারবারী অবস্থিতি ১৫ কোটী টাকায় পৌঁছিয়াছে। দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ি-মণ্ডলীর সহযোগিতা ও সাহায্যলাভ করিয়া এই ব্যাঙ্কটী ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ডাঃ সরকার আশা করেন যে, এই ধরণের মূলধন ব্যাঙ্কগুলি সংঘবদ্ধ হইয়া একটী ভারতীয় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক গঠনের চেষ্টা করিলে এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এই কার্য্যে অগ্রণী হইলে। এরূপ একটী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি ইউরোপীয় ব্যাঙ্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতা চালাইতে সক্ষম হইবে।

সভাপতি শেষে ডাঃ সরকার ব্যাঙ্কটীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়া বলেন যে, ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ বি কি বি বিড়লা, দেশবরেণ্য ব্যবসায়ী মিঃ বি জি খেরুর প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের সুপরিচালনায় ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক শীঘ্রই ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

ডাঃ সরকার সভাপতির পর কলিকাতার এবাম শাখার ম্যানেজার মিঃ বি খান মোসলমান কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শাখার উদ্বোধনের উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। সহরের গণ্যমান্য বহু ব্যবসায়ী, সাংবাদিক এবং অন্যান্যের এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সভাপতির শাখার ম্যানেজার মিঃ বে সি সেনগুপ্ত সমবেত অতিথিবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

নূতন ষ্টক কোম্পানী

এ্যাডভারটাইজিং সিন্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ তড় অমিয়মুকুল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, লিণ্ডসে এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। বিজ্ঞাপন ও এজেন্সী।

ইষ্টার্ণ ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ—ডিরেক্টর তড় [illegible]। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, লিণ্ডসে এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। এজেন্সি।

আর এম মুলুকচাঁদ এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর এম মুলুকচাঁদ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। বস্ত্র ও পাইকারী বৈদেশী ও বিক্রয়ের ব্যবসা।

কে এল এণ্ড এম দি সাধু খান লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মনাইয়ত্ত সাধু খান। রেজিষ্টার্ড অফিস—ষ্টীমার, ৭৪-সড়কপথ। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। সাধারণ ব্যবসা ও কমিশন এজেন্সি।

খাস ঝিলুরিয়া কোলিয়ারিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি বি চ্যাটার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫-এ, চার্চ লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। কয়লাখনি পরিচালনা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

দি চিত্তরঞ্জন জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। **দি এম্পায়ার জুট কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। **দি কেলভিন জুট কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। **দি বেঙ্গলিয়া জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷০ আনা। **দি আলেকজাণ্ড্রা জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। **নিউটন জুট কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। **জগদীশপাড়া জুট কোং লিঃ**—গত ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩০৲ টাকা। **ইণ্ডিয়ান ষ্টীমার ওয়ারহাউস কোং লিঃ**—গত ৩০শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা। **দি ফিউচারিয়া ইনভেষ্টমেণ্টস্ কোম্পানী লিঃ**—গত ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷০ আনা। **ডালহৌসী জুবিলী কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা। **চন্দ্রাগড় জুবিলী কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫০৲ টাকা। **বলরামপুর জুবিলী কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। **সমস্তিপুর সেণ্ট্রাল জুবিলী কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷০ আনা।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস: ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শাখা: চন্দননগর, চট্টগ্রাম, রাজসাহী ও শিবসাগর
চলতি ও সেভিংস হিসাবে
সুদ যথাক্রমে ৪৲ আনা ও ২৲ টাকা
ডাঃ নাহিড়িবেষ্ট, এজিকিউটর ঋণ, স্থায়ী আমানত, লোন ও ওভারড্রাফ্টের সর্ত্তে বিশেষ পত্র লিখিলেই জানান হয়। ফোন বি বি ৩১৩৮
চেয়ারম্যান—শ্রীমতিলাল রায়

কাক ও ময়ূরপুচ্ছ —

"হিতোপদেশে" বর্ণিত যে "কাকের সুন্দর মযূর পুচ্ছ ধারণ করিয়া ময়ূরদের সঙ্গে মিশিতে গিয়াছিল, পরিশেষে ময়ূর তার পুচ্ছ তার সঙ্গদান করিতে ফিরে দেয়। এতদিনে তার ভেতরে ফুটে উঠেছে ময়ূর পুচ্ছ এবং সেই জন্যই বুঝি—বঙ্গের ঘরে ঘরে আজকে হিমে সেজেছে কাকা। "হিমকল্যাণ"ই আজি ক্রয় করা ১২ বৎসর পূর্ব্বে ঔষধ জগতে নাম করিবার সময়ের ছোট একটা ঔষধ ছিল। আজকাল এই ঔষধটির নামটির "হিমের" ও "কল্যাণের" সঙ্গে ইহার সম্বন্ধের ব্যবহারের ও প্রচারের জন্য অনুকরণ হইতেছে। তাই যদি সর্ব্বত্র আসল ঔষধের আস্বাদের জন্য লক্ষিত হয়—

হিমকল্যাণ

একটি একান্তিক সুচিন্তিত ঔষধালয়ের সেবাশ্রম

হিমকল্যাণ ঔষধালয় • কলিকাতা

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৭শে অক্টোবর—আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই এবং ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে আন্তর্বাজার লেনদেনের সঙ্গে জনের সুদের হার কলিকাতার সপ্তাহ ১০ এবং বোম্বাইয়ে সপ্তাহ ১০ আনাই ছিল।

গত ২৩শে অক্টোবর আদ্য সরকার কর্তৃক আগামী তিন মাসের মেয়াদী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৯৵৩ পাই মূল্যের সমস্ত এবং ৯৯৯৵০ মূল্যের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা মূল্যের হার শতকরা ৵/১১ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ৩১শে অক্টোবর মেলা ১১টা (ইংরাজী সময়) বোম্বাইয়ে এক ৩০শে অক্টোবর সপ্তাহ কারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে আদ্য সরকার কর্তৃক আগামী তিন মাসের মেয়াদী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। ব্যাঙ্কের আবেদন প্রত্যুষে বিজ্ঞপ্তি করা হইবে তাহাদিগকে আগামী ৩রা নভেম্বর টাকা জমা দিতে হইবে।

গত ২৩শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মোট ৭ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং ইণ্ডিয়ার ইহা বিভাগের দ্বারকে বিক্রীত হইয়াছে।

গত ২৪শে অক্টোবর আদ্য সরকার কর্তৃক আগামী তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয় তাহাতে মোট ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে ৯৯৯৵৩ পাই মূল্যের সমস্ত এবং ৯৯৯৵০ মূল্যের শতকরা ২২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা মূল্যের হার বার্ষিক শতকরা ৵/০ আনা হারে ধার্য্য হইয়াছে।

বিভিন্ন বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

চেক্‌ ঘড়ি (প্রতি টাকায়)	১ পাই ৩৫৳ পেঃ
ঐ দর্শনী	১ পাই ৩৫৳ পেঃ
ডি এ তিন মাস (,,)	১ পাই ৩৬ পেঃ
ডি এ চার মাস (,,)	১ পাই ৩৬৳ পেঃ
জাপান (প্রতি শত)	৩৩৷৵০ আনা।

ডিস্কাউণ্ট ব্যাঙ্কের হিসাব—ডিস্কাউণ্ট ব্যাঙ্কের গত ৩০শে অক্টোবরের হিসাবে দেখা যায়, ঐ তারিখে তাহাদের চলতি দেনার পরিমাণ ছিল ৯৯২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ইহার পরিমাণ ছিল ৯৯৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। গত ১৩ই অক্টোবর তারিখে সরকারের হিসাবে ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৯১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা ও ১৯৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কারবার ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৭শে অক্টোবর—আলোচ্য সপ্তাহে দোসাইয়ী ও জন্মাষ্টমী পূজার জন্য মধ্য সপ্তাহে দুই দিন বাজার বন্ধ থাকায় বাজারে বিশেষ উৎসাহের ভাব ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই এবং সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতায় শেয়ার-বাজারে যে অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তাহাও দৃঢ়ীভূত হইবার সুযোগ পায় নাই। দুর্গত পরে শুক্রবার বাজার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে মোবাদ্ধ অপ্রত্যাশিত দূরা হ্রাসের সংবাদে কারবারের ঝড়, খাস, কয়লার খনি প্রভৃতির অংশগুলি শেয়ার হারা বাজারের অধিকাংশ শেয়ারেরই দর পড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া ইণ্ডিয়ার আয়রন ও ষ্টীল কোম্পানীর বোনাস দেওয়া সম্বন্ধে সংশয় থাকায় অন্যান্য বাজারে বিক্রয়ভাবের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কারবারের কলের শেয়ারসমূহে বিশেষ অবস্থিতি না ঘটিলেও আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ার-গুলির জন্য বাজারে উল্লেখযোগ্য চাহিদা দেখা যায় নাই। বোম্বাইয়ের বাজারের এ সপ্তাহে ভাল কারবার হয় নাই বলিয়া ভাব বিরাজে এবং বোম্বাইয়ের বাজারের কিছু প্রভাব কলিকাতার বাজারের উপর অবশ্যই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। মোবাদ্ধ ডলার মূল্য উন্নতি দেখা না দেওয়ায় এবং বোম্বাই বাজারের তেজীভাবের সমর্থন না থাকিলে কলিকাতার বাজারের পরিবর্তে সমস্যার সমাধান পরিবর্তিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কোম্পানীর কারবার—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কারবার ও অংশসমূহের দর প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল এবং এক মূল্যের কোম্পানীর কারবার সপ্তাহের অধিকাংশ সময় সমমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। অর্ডিনেন্সের মেয়াদী অংশসমূহের অল্প বাজারে এ সপ্তাহে যথেষ্ট চাহিদা দেখা গিয়াছিল। ৯৲ মূল্যের কারবার (১৯৪৩) ১০৫৳ আনায়, ৯৲ মূল্যের কারবার (১৯৪৩-৪৪) ১০৯৲ টাকায়, ৯৲ মূল্যের কারবার (১৯৪৩-৪৫) ১০৯৷৵ আনায়, ৯৲ মূল্যের কারবার (১৯৪৩-৪৬) ১০৪৲ টাকায়, ৯৲ মূল্যের কারবার (১৯৪৩-৪৭) ১১৬৵ আনায় এবং ৯৲ মূল্যের কারবার (১৯৪৩-৭৮) ১১২৷৵ আনায় বর্ত্তমান সপ্তাহে বেনামদার হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণের কারবারসমূহের কোন কাজ হয় নাই।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ারসমূহের অবস্থা বাজারের অধিকাংশ শেয়ারের তুলনায় ভাল ছিল এবং বর্ধিত অধিকাংশ শেয়ারের কিছু কিছু মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে, মোটের উপর এই বিভাগে বিশেষ চঞ্চলতার সৃষ্টি হয় নাই। তিলিথেড় আশানুরূপ না হওয়ায় বরাকরের শেয়ার-সমূহের এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য চাহিদা ছিল না। আসানসোল, রাণীগঞ্জ, বেঙ্গল প্রভৃতির দরে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে মূল্যের দিক হইতে মফস্বীয় অবস্থিতি না ঘটিলেও কলিকাতার শেয়ার-বাজারে কাপড়ের কলের শেয়ার-সমূহে খুব ভর কাজ হইয়াছে এবং বোম্বাইয়ের মত বিভাগের রীতি ব্যবসায়জনক মনে হওয়ায় এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে কেরাণীর কাপড়ের কলের শেয়ারসমূহের জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখান নাই।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে চটকলসমূহের যে পরিমাণ চাহিদা দেখা গিয়াছিল তাহা সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত সমভাবে রক্ষিত হয় নাই এবং মূল্যের যে অবস্থিতি লক্ষ্য সপ্তাহের প্রথম দিকেই সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সপ্তাহ-শেষে অপেক্ষাকৃত পরিবর্ত্তিত বলিয়া মনে হয়। সপ্তাহের বাজারের অন্যান্য শেয়ারসমূহের তুলনায় চটকলের শেয়ারগুলিতে এই সপ্তাহের মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে। তবে অধিকাংশ চটকলের আয়ের আশু সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া এই বিভাগে এখনও মূল্যে আশার ভাব বিরাজ করিতেছে। আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশে সময় হাইড ৩৯৲ টাকায় এবং ইণ্ডিয়া ৭০০৲ টাকায় বেনামদার হইয়াছে। এগারো ইণ্ডিয়া গত সপ্তাহের ৪৭১৲ টাকার স্থলে এ সপ্তাহে ৪৫৩৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে ইণ্ডিয়ার আয়রণ অল্প ইয়েস সন্তোষজনক ঘোষণা দিবার এবং মূলধন বৃদ্ধির করিবার

যে সপ্তাহে খোলা বিক্রয়ীন, অবশ্যই সুতার মূল্য পর বাজার খোলা পাওয়া যে সপ্তাহে কোন সর্বসম্মতক্রমে বিক্রয় প্রকাশিত না হওয়ায় বাজারে ইতিমধ্যে আবহাওয়ার সেরার সপ্তাহে কিছু পরিমাণ হস্তান্তর ভাব দেখা যায় এবং প্রতি সেরারের প্রায় ২৲ টাকা মূল্য হ্রাস ঘটে। উল্ল অর্থেরেশন ইন্ডিয়ান আবহাওয়ের সহিত উন্নতি লাভ করিয়া সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রায় আনায় উঠিয়াছিল, কিন্তু এই সেরারের মূল্য সপ্তাহশেষে ৭৸৵০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। উপরোক্ত সেরারগুলি ছাড়া এই বিভাগের বাকী প্রায় সকল সেরারের অবস্থা এ সপ্তাহে অপরিবর্তিত ছিল।

ডিবিডি ক্লাব—দিন হইতে প্রতি ডিবিডি বন্ধ বাড়াইয়া ইন্দুর সপ্তাহিক বন্ধ বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইবে এই মর্মে একটী ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সেরার বাজারে ডিবিডি ফলের সেরারসমূহের প্রতি অধিক আকর্ষণ দেখা যায়। বাজারের অন্যান্য সেরারসমূহের অবস্থিতির প্রভাবে আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় এক কোটি ৩১৮ টাকা হইতে ৩৯৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানগুলির সেরারসমূহে আশানুরূপ কার্যকলাপ না হইলেও বিজয়ন্ত, নাগর, জেলপুর প্রভৃতি কিছু কিছু চা-বাগানের সেরারের ঘোষণাসহ লইবার জন্য কেনারের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। চা-বাগানের সেরারসমূহের দরে এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

বিবিধ—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ সেরারের অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। ক্যালকাটা ট্রামস্ বন্ধ সপ্তাহে ৪৸৵০ আনার স্থানে আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিয়া ৪৯৲০ আনায় উঠিয়াছে। ইন্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্সের সেরার কিছু এ সপ্তাহে ৲ টাকা মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে। মেঁদীপুর জমিদারীর আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকের ১৪৸ টাকা হইতে সপ্তাহ-শেষে ১৩৭৲০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে অক্টোবর—এ-সপ্তাহে পাটের বাজারে পূর্ণানন্দ একটা মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। ফোরেন্সা বিশেষ কিছু বন্ধ নাই; হস্তান্তর পরিমাণ বাজার লক্ষ্য করা গিয়াছে। বাজারে বিক্রেতার অভাব নাই, তাহারা পাট বিক্রয় সম্পর্কে বীতিমত আগ্রহও দেখাইতেছে। কিন্তু চটকলওয়ালাদের দিক হইতে পাট ক্রয় সম্পর্কে কোন আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। পাট কাটার কাজ সবেমাত্র হইয়া আসার দরুণ প্রচুর পরিমাণ পাট আমদানী হইতেছে। সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে যেন পাট লইয়া কলিকাতা ও নিকটবর্তী পাটকল অঞ্চলসমূহে মোট ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার বেল পাট আসিয়াছে। কিন্তু কারবার অভাবে পাটকলের হাতে মুদ্রাদরে চালানো সম্ভব হইতেছে না বলিয়া চটকলওয়ালারা পাট ক্রয়ে আগ্রহ দেখাইতেছে না। গত জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসে চটকলসমূহে ২ লক্ষ ৪১ হাজার টন চট উৎপন্ন হইয়াছে। মূলত পাট বাজারে উঠিবার সময়ে তাহা ক্রয় করা সম্পর্কে উৎসাহ না দেখাইলে পাটের মূল্য নামিয়া যাওয়ার আশা আছে। সেই আশা হইতেই চটকলওয়ালারা পাট ক্রয় সম্পর্কে ঢিলেমির ভাব অবলম্বন করিয়াছে। পাটের অনেকগুলি বড় পাইকে হইলে বর্তমান অবস্থার অবসানের পরিমাণে পাট হাতে করিয়া অপেক্ষা করিবার পক্ষপাতী।

আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রেতারা এবার অপেক্ষাকৃত কম দরে পাট ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল। বিশ্ব ব্যবহারের ক্রেতাগণের পরিমাণ আগের চেয়ে কিছু কিছু বাড়ে নাই। আর কিছু ও বঙ্গীয় শ্রেণীর পাট প্রতি মণ হিসাবে ১৸৹ আনা ও ১৸৵০ আনা দরে সাধারণ পরিমাণে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

সাধারণ বিভাগে স্থানীয় ও দে পাট কিছু হইয়াছে তাহা নগণ্য বলা চলে। চটকলওয়ালারা পাইটিনি প্রতি মণ ৭৲ টাকা দরে ও তাহি ডেইলী প্রতি মণ ৭৲ টাকা দরে সাধারণ পাট ক্রয় করিয়াছে।

তুলা ও কাপড়

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহের মূল্যের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ তেজীভাব দেখা গিয়াছে এবং তুলার দরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করিয়াছে। গত সপ্তাহে মার্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তের তুলার দর ৩৩৫।০ আনার ছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা বাড়িতে বাড়িতে ৩৯৸।০ আনায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তের তুলার দর বর্তমানে ৩২৸৵০ আনা।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই এবং বন্ধ দরের অভাব এখনও সমভাবে বজায় আছে। পূজা, ঈদ ও দীপালী উৎসবের মরশুম কাটিয়া যাওয়ায় বাজারে কাপড়ের চাহিদা তেমনি অপরিবর্তিত রহিয়াছে। এপ্রিল মাসের আগেকার ডালহৌসী সাধারণ কাপড়গুলি ব্যবসায়িগণ বর্তমানে বিক্রয় করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে—কিন্তু অপেক্ষা করিলে কাপড়ের দাম আরও কিছু বাড়িবে বলিয়া অনেকাংশের বিশ্বাস থাকায় বাজারে বিশেষ চাহিদার সৃষ্টি হইতেছে না।

আলোচ্য সপ্তাহে ডেলিভারি সর্তের ২৫শে সেপ্টেম্বর বা তাহার পূর্বে ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে যে সব কাপড় আটক করিয়াছিলেন অথবা ব্যবসায়িগণ যে সব কাপড় তাঁহাদের নিকট জমা দিয়াছিলেন, সেই কাপড়গুলির মধ্যে সাধারণ ব্যবসায়িগণ অনেক কাপড় এখনও ফিরাইয়া লইয়া যান নাই। কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, এই বন্ধুদের করিয়া বাকী কাপড়গুলি তাঁহারা ফিরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৭শে অক্টোবর—বিগত মাস হইতে এখন পর্যন্ত বেশী পরিমাণে সোনা বিক্রয় করার আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাই বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় সোনার দরে বেশ অবনতি ঘটিয়াছে। গত সপ্তাহের শেষ তুলনায় তুলনায় প্রতি তরিতে সোনার দর আলোচ্য সপ্তাহে ৩৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে কলিকাতার সোনার দর প্রতি ভরি ৩৯৲ টাকা এবং বোম্বাইএর সোনার দর প্রতি ভরি ৩৬৸৵০ আনা। প্রতিবছর বিদেশ বর্তমানে কলিকাতার বাজারে ৩৫৲ টাকায় বিক্রিত হইতেছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরের অবনতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই বাজারদরে বেশ

ক্যালকাটা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৩

সুপরিচালিত জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস :—৭১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

——শাখাসমূহ——

দক্ষিণ কলিকাতা, খুলনা, কাটোয়ানী, বরিশাল, চাঁদিবন্দর, মৌলবীবাজার, বাঁকুড়া।

পূজাতে শীঘ্রই খোলা হইবে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য সুবিধাজনক সর্তে করা হয়।

মিঃ এ কে ঘটক,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আর্থিক জগতের নিয়মাবলী

(১) 'আর্থিক জগৎ' প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

(২) উহার প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা, বার্ষিক মূল্য সডাক ৯৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৪৷৹ আনা। ৪র মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। কোন সংখ্যা না পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে, নতুবা আর পাওয়া যাইবে না।

(৩) গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই সপ্তাহ হইতে বৎসর গণনা করা হয়।

(৪) নমুনা চাহিয়া পাঠাইলে তাহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

(৫) সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকাকড়ি এবং অন্য সমস্ত চিঠিপত্র ম্যানেজার, 'আর্থিক জগৎ', ১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

বিনীত—
ম্যানেজার,
আর্থিক জগৎ,
১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—বড়বাজার ৩৩৩৭

অবনতি ঘটিয়াছে। পত সপ্তাহের শেষের দিকের তুলনায় প্রতি ১০০ ভরি তলার মূল্য আলোচ্য সপ্তাহে ৭৯ টাকা কমিয়াছে। বর্তমানে ১০০ ভরি তলার কলিকাতার মূল্য ১১৮১০ আনা এবং বোম্বাই বাজারের মূল্য ১১৮১০ আনা।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সম্মেলন—ডিট্রয়টের সহরে প্রকাশ, আগামী ১৯ই নভেম্বর হইতে ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ব্যবসা সম্মেলনের যে অধিবেশন হইবে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য যে ৩৭টী দেশকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কানাডা এবং চীনও রহিয়াছে। ইউরোপের অধিকৃত, নিরপেক্ষ এবং বিরুদ্ধে লেনদেনকারী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণকেও সম্মেলনে যোগদানের বিশেষ আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। সম্মেলনের উদ্যোক্তা এবং ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ ইরিক জনষ্টন বলিয়াছেন যে, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রত্যেক দেশ যাহাতে তার নিজস্বভাবে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার। মিঃ জনষ্টন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের আইন, বিধিব্যবস্থা এবং প্রচলিত কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন সম্বন্ধে সুপারিশ করা প্রয়োজন। তাহাতে প্রত্যেক দেশের মধ্যে মাল চলাচলের প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে।

কার্যালয় স্থানান্তরিত—বাংলার তাবৎ শিল্প সম্পর্কিত সেলাই মেশিনের কারবারের নিয়ন্ত্রণ-ভার ডিস্ট্রিবিউটিং এজেন্সি হইতে ১৫নং চৌরঙ্গী প্লেসে (সুপরিচিত ভবন) স্থানান্তরিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টীমারের সাহায্যে মোটর গাড়ী চালনা—সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর প্রথম ইণ্ডিয়ানের মিঃ ওয়াল্টার ডগ্লাস এই পরিকল্পনার উদ্ভাবক। তিনি বলিয়াছেন যে, এক স্যালুন ষ্টীমারের সাহায্যে একখানি মোটর-কার ২০ কিলোমিটার (১২ মাইল) পথ অতিক্রম করিতে পারে। মোটরকার চালাইবার পথে ইহাই সর্বাপেক্ষা সস্তা উপায়।

শ্রীযুক্ত ভালীনাথ রায়—সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান সভিকার ট্রাষ্টী বোর্ড ইহাতে ভালীনাথ রায়কে 'ইণ্ডিয়ানের' প্রধান সম্পাদক হওয়ার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া পুনরায় 'ইণ্ডিয়ানে' যোগদান করিয়াছেন।

ভাগলপুর, গয়া ও ডিব্রুগড়
ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

বর্দ্ধিষ্ণু ব্যাঙ্কার প্রতিষ্ঠান
লিঃ

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ২৯, ক্লাইভ রোড, কলিকাতা
স্থাপিত—ইং ১৯৩৬ । : টেলিগ্রাম—"ভাগীরথী"

শাখাসমূহ

বাংলা— কুষ্টিয়া, মালদহ, মেহেরপুর, বেতবাড়িয়া, পোরাদহ, বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভালা বাজারপাড়া ও বহিমপাল।

বিহার— পাটনা, আরা, ছাপরা, মুঙ্গের, মজঃফরপুর ও ডেহরি (রোহ, সি)।

শীঘ্রই ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা খোলা হইতেছে।
আমানতের সুদের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক
সকল প্রকার ব্যাঙ্কি কার্য্য করা হয়।

কি বি বি রায় চৌধুরী
ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার

কি বিমল রায় চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

টেলিগ্রাম—বড়বাজার ৪২৭০ স্থাপিত—১৯২৯

সঞ্চয়।

লক্ষ্মীকে আপন ভাগ্যে জয় করবার মধ্যে রয়েছে সাধন-শক্তির উৎস নিহিত। সেই শক্তি-সাধনায় চিত্ত যার নিরোজিত শান্তির অমৃত ধারায় জীবন তার বিগৌত। সেই শক্তির সাথে চাই সঞ্চয়—কি শৌর্য্যে কি অর্থে। জাতির প্রাত্যহিক জীবনে আমরা কামনা করি সেই অমোঘ-শক্তি-সঞ্চয়ের সাধনা।

বম্বে, হাওড়া, চুঁচড়া ও শ্যামবাজার শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের পদের জন্য আবেদন করুন।

শক্তি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

জেনারেল ম্যানেজার—বি. এম. সী। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এম. কে. নন্দী।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৩শে অক্টোবর	২৪শে অক্টোবর	২৫শে অক্টোবর	২৬শে অক্টোবর	২৭শে অক্টোবর	২৯শে অক্টোবর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৩৮৯/০	৩৮৮/০	৩৮৮/০	—	—	৩৮৯/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৩৮৬৫	৩৮৬।০	৩৮৪৯/০	৩৮।০	৩৮৮/০	৩৮৬/০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৫৫৲	১৫৫৷০	১৫৫৲	—	—	১১৯৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১১৫৲	১১৫৬৫	১১৫৬/০	১৫৯৲	১১৬৬/০	১১৬৷০
বিবিধ দর—প্রতিধাতু (কলিকাতা) ...	৪৫৭৫	৪৬৲	৪৫৪৫	—		৪৫৲
কোম্পানীর কাগজ—লভ্যতা হার ওজনের সেয়ারের দর (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন) ...	১৯৯৲/০-১৯৯৲/০	১০০/০-১৯৯৲/০	১০০৲-১৯৯৲/০			১০০৲-১৯৯৲/০
ইণ্ডিয়ান—						
ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৫০৯/০-৫০৫/০	৫১৲-৫০৯/০	৫০৯/০-৫০৫/০	কোম্পানীর কোন বাজার দর	ওজন'ভী সুদার কোন বাজার দর	৫৯৯/০-৫৯৫/০
টাটা কর্পোরেশন—প্রতি ...	৩৮৲-৩৮৫৫	৩৮৫-৩৮৯/০	৩৮৫০-৩৮৫/০			৩৮৫/০-৩৮৫/০
টুয়াডুরী—প্রতি ...	—	১১১৫	১১১৫-১১৯/০			১১৯/০
আসিয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ...	৫০৯/০-৫০৫৫	৫০৯/০	—			৫০৫০
ভেলস ...	৫৯৫/০-৫৯৲	৫৯৫-৫৯৲	—			৫৯৫০-৫৯৯/০
বার্ণপুর ...	৫৯৯/০-৫৯/০	৫৯৯/০-৫৯৯/০	—			৫৲-৫৯৯/০
হাপমান আয়রন এণ্ড ষ্টীল ...	—	১৬৫০	১৬৫০			১৬৫০-১৯৯/০
ষ্টীলকিড ...	১৯৯/০	১৯৯/০	—			২০৯০-১৯৯/০
অটো—বাজা কর্পোরেশন ...	৫৯/০-৫৯/০	৫৯/০-৫৯/০	৫৯০-৫৯/০			৫৯/০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩৮/০-৩/০	৩/০-৩৲	৩৮/০-৩/০			—
ব্যাঙ্ক—সিভিল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	১৫৯৲	১৫০৲			১৫৯৫
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৩৮৲	৩৮৲-৩৮৯৫	৩৮৫০			৩৮৲-৩৮৫০
ভারত ব্যাঙ্ক ...	—	—	১০৯৲-১০৭৫			—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪০৯/০-৪০৯/০	৪০৯-৪০৯/০	৪০৫/০-৪০৲			৪০৫/০-৪০৯/০
রাজহরা ...	১০৫/০-১০৩/০	১০৫/০-১০৯/০	—			১০৲-১০৯/০
রাণীগঞ্জ ...	৫১৯৲-৫১/০	৫১৯/০-৫১৫০	৫১৫০			৫০৯/০-৫০৫০
ইন্দুইংটেমল ...	—	৬৫১০-৬৫৯৲	৬৫১০-৬৫৯৲			—
দাউদ কলমুদা ...	২১৯৲-২১৯৲	২২৲	২১৯/০-২১৯/০			২১০-২১৫/০
কাগজের কল—সিভি সিমেন্টেড ষ্টীল বিলস লিঃ ...	৩৫/০-৩৫/০	৩৫০-৩৫/০	৩৫/০-৩৫/০			৩৫/০-৩৫০
বেঙ্গল ...	—	৩৮৫/০	—			—
ভারতবর্ষ টেলিফোন্স ...	১৩৫/০-১৩৫/০	১৩৫০-১৩৯/০	১৩৫/০-১৩৯/০			১৩৫/০-১৩৫০
এসোসিয়েটেড ষ্টীল বিলস লিঃ ...	—	৬৫১০	৬৫৯৲			৬৫৯/০
ভেলোমার ...	১৬৯/০-১৬৯০	—	১৩৫/০			১৩৫০
ফার্মাসেউটস কল—ইণ্ডিয়া কেমার্স লাভ লিঃ ...	২২৲-২১৯৲	২১৯৲-২১৯৲	২১৯৲-২১৯৲			—
ইণ্ডিয়ান কেমার্স বিলস লিঃ ...	—	১১১/০	১১৯/০			১১৲-১১৲
ইণ্ডিয়ান ...	২১০-২১৯০	২১৯৲/০	২১৯০-২১৫/০			২১৯০-২১৫/০

সিভিল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

৩ নং অ্যাক্রো লেন, কলিকাতা

আজ সানন্দে জানাচ্ছে যে তার অসংখ্য পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও গ্রাহকের জন্য নিম্নোক্ত স্থানগুলিতে একই সঙ্গে শাখা খোলা হয়েছে।

- শ্যামবাজার
- বড়বাজার
- কলেজ ষ্ট্রীট
- বহুবাজার
- টালিগঞ্জ
- সিউড়ী মার্কেট
- মেছুয়াবাজার
- বারাকপুর
- বসিরহাট
- কৃষ্ণনগর
- এলাহাবাদ
- বালিগঞ্জ

এই ব্যাঙ্ক অল্পদিনের মধ্যেই জনসাধারণের সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সুযোগ সুবিধার জন্য নয় নয় জায়গায় নতুন শাখা খুলেছেন।

অন্যান্য বাণিজ্য কেন্দ্রেও শীঘ্রই শাখা খোলা হবে।

দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার ও একাউন্টেন্ট পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে জাতীয় সেবা করুন।

"গর্ব করার মতো ব্যাঙ্ক"

চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
এস আর রায়, বি-এল
ম্যানেজার—
এ কে ঘোষ

হেড : কলিকাতা। ফোন : বড়বাজার।

ওভারসিজ-কলিকাতা বিমান পথ—'বি ট্রান্সকন্টিনেন্টাল' এবং 'অরোরা এয়ার ইন্টারকোনেক্টস্' সম্প্রতি ওভারসিজ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত বিমান পথ খুলিবার জন্য সম্প্রতি 'পিকিন এয়ারওয়েজ কোং' নামটি লাভের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। প্রসঙ্গত, এই পথের ভাড়া ৫৮৫ ডলার (প্রায় ১৭ শত টাকা) ধার্য্য করা হইয়াছে। এই কোম্পানী আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে এয়ার যাতায়াত চালাইবার ব্যবস্থাও করিবার অনুমতি পাবে, তাহারও আবেদন করিয়াছেন।

সি টি ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা

শ্যামবাজার ও ময়মনসিংহ

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার—শ্রীশিশিরকুমার বিশ্বাস

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২০শে অক্টোবর	২৭শে অক্টোবর	৩রা নভেম্বর	৪র্থ নভেম্বর	১০ই নভেম্বর	১৭ই নভেম্বর
ইউনিয়ন—অবলাশ্রী ফুট মিলস লিঃ ...	৩৯৲	৩৯৲-৩৮৲	৩৯৲	৩৯৲		৩৯৲-৩৮৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ফুট মিলস লিঃ ...	৪৭৲-৪৬৲	৪৬৲	—			৪৪৲-৪৪৲
কামারহাটী ...	৩৬৯৲-৩৫৮৲	—	৩৬৭৲-৩৫৩৲			—
নবীন ...	১২৩৲	১২৩৲-১২৯৲	১২৯৲			—
নেপিয়েন্সী ...	১১৲-১০৬/০	১০৬/০	১০৬/-১০৫/০			১০৬/-১০৫/০
বিলাসেন্স ...	৭৯৲-৭০৲	৭৯৲-৭৭৲	—			—
ভীকলাডা ...	৪৫৯৲	৪৬৩৲-৪৫৯৲	৪৫৯৲-৪৪৩৲			৪৫৫৲-৪৪৯৲
বাকড়া ...	৮৩৬৲-৮৩৪/০	৮৩৪/০-৮৩৬/০	৮৩৬/০-৮৩৪/০			৮৩৬/০-৮৩৪/০
চিনির কল—বেলসুর সুগার কোং লিঃ ...	১৩৬/০	১৩৫/-১৩৬/০	১৩৬/০-১৩৫/০			১৩৬/০-১৩৫/০
চন্দ্রাল সুগার কোং লিঃ ...	৪৭৲	৪৭৲/-৪৭৲	৪৭৲/০			৪৭৲/০
দেশ এণ্ড কোং লিঃ ...	৩৭৲-৩৭৲	৩৭৲-৩৬৲/০	৩৭৲-৩৬৲/০			—
চা বাগান—কেলসুর টি কোং লিঃ ...	—	—	—			১৮৲
বিশনাথ টি কোং লিঃ ...	—	৪৭৲	—			—
বিবিধ—আলবিয়ন সিমেন্ট কোং লিঃ ...	১৭৬৲-১৭৫/০	১৭৫/-১৭৭৲	—			৬৭৲-৬৭৲
বি আই কর্পোরেশন ...	৬৫/-৬৭৲	৬৫/-৬৫/০	৬৫/০			১৭৭৲-১৭৭৲
বেঙ্গলীমুখ অফিসারী কোং লিঃ ...	১৬৬৲০-১৬৭৲০	১৬৯৲-১৬৭৲০	১৬৯৲-১৬৬৲			৬৭৲/০
ব্রোটান ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ...	৩৯৫/০-৩৯৩/০	৩৯৫/-৩৯৫/০	৩৯৫/০-৩৯৩/০			—
ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল কেমিক্যালস কোং লিঃ ...	১৪৯৲	—	১৪৯৲			—
আলায় কেমিক্যাল সিমেন্ট ...	—	১৭৬৲/০	—			৪৯৲-৪৭৲/০
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ...	৫৫৲/০	৫৫৲-৫৫/০	৫৫৲-৫৬/০			২ ৯৲/০
এসোসিয়েটেড কেমিক্যালস্ ...	—	—	—			

আপনার চেকবই

লেনদেনের ব্যাপারে চেকের প্রচলন গত তিন বৎসরের মধ্যে অভিরিক্ত বৃদ্ধি পেলেও এখনও অনেকে তাঁরা টাকাই দেওয়া-নেওয়া করে থাকেন—যা অনায়াসেই চেকের সাহায্যে করা চলে। লেনদেনের এই কারবারে তাঁরা টাকার বদলে চেক দেবার সুবিধা এই যে, কতদিনে, কোথায়, কা'কে টাকা দেওয়া হ'ল তার একটা হিসাব খেকে যায়—এবং প্রয়োজন হলে এক মিনিটেই দেখে নেওয়া চলে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাধারণতঃ অভিজাত ব্যক্তিরাই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখতেন বেশী পরিমাণে। কিন্তু এখনকার ব্যাঙ্কিং-এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ হচ্ছে যাতে জনসাধারণও সঞ্চয়শীল ব্যক্তিদের সমভুল্য ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা পায়। এইখানেই বিশেষ করে শ্রীব্যাঙ্কের প্রয়োজন ও সার্থকতা। আপনার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সামান্য হলেও আপনি তা শ্রীব্যাঙ্কে অনায়াসে জমা রাখতে পারেন ও এমন সকল সুবিধাই পেতে পারেন। এই বিশেষ সুবিধাগুলি জানতে হলে যে কোনো একটী ব্রাঞ্চে অথবা হেড অফিসে খোঁজ করুন—

শ্রীব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল : ১১২৯ ও ১১২০

ভারত টুথ পাউডার

পাইরোরিয়া, দাঁতের বেদনা, দাঁত ক্ষোলা, রক্ত ও পুঁজ পড়া প্রভৃতি সকল প্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

মূল্য প্রতি কৌটা (১ মাসের ব্যবহারোপযোগী) সাত আনা মাত্র

কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

এজেন্সীর জন্য এখনই আবেদন করুন।

ভারত কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ

১৪, রাঃ জগবন্ধু লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

স্থাপিত—১৯০৮ সাল

তার : "ব্যাঙ্কক" ফোন : ক্যাল ২১৬১

—মূলধন—

অনুমোদিত এক কোটী টাকা

বিলিকৃত ১৫,০৮,৩৬৫৲ ০

—সঞ্চয়ে—

১৯৪২ সঞ্চয় ৩৲ টাকা

১৯৪৩ সঞ্চয় ৩৲ টাকা

১৯৪৩ পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হারের সঞ্চয়।

এখনো ২৲ মূল্যে শেয়ার ৭৫,০০০টী অতিরিক্ত বেচার বিষয়ের বিধি বোর্ডের সভ্যদের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

—হেড অফিস—

এসোসিয়েটেড ইণ্ডিয়ান এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

চীফ এজেন্ট সেলাম বিজেন্দ্রকুমার—

মিঃ বিশ্বেশ্বরকুমার বসু

৩৩ বাহারাম লেন, কলিকাতা।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা স্থাপিত :—১৯১৪

মূলধন

বিক্রীত	১,০০,০০,০০০	টাকা
বিলিকৃত	৮০,০০,০০০	টাকার উপর
আদায়ীকৃত	৪০,০০,০০০	টাকার উপর
রিজার্ভ	২০,০০,০০০	টাকার উপর

সকল এজেন্ট :—ব্রাডেই লিমিটার ব্যাঙ্ক লিঃ
লিমিটেড এজেন্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাই কোং অব লিমিটেডার্ড
অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্ট :—ব্রাডেলাস ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেসিয়া লিঃ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :—মিঃ এস কিং ডক্টর, এম এস সি।

উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

রেডিয়াণ্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯৩৮

সেণ্ট্রাল অফিস :—৩০।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হেড অফিস—কুমিল্লা ব্রাঞ্চ—বাবুবহাট (ঢাকা)

বড়বাজার শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার :
মিঃ বি এন ঘোষ চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মিঃ এস কে ঘোষ (বি-এল)

—স্পেশাল ডিভিডেণ্ড—

ইং ১৯৪৯ সালের পঞ্চতম বার্ষিক ৬% টাকা হারে (শতকরাবিধি)
এক-ইকুইটির ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

Grams :—লয়্যালব্যাঙ্ক Phone—বন্দর ৬৬
হেড অফিস—চাঁদপুর (কোম)। কলিকাতা অফিস—২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড।
শাখা :—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও পুরাণবাজার (কুমিল্লা)
মালদহ শাখা খোলা হইয়াছে।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হরিদাস চক্রবর্ত্তী, বি-এল,
কলিকাতা এজেন্ট

মনমোহন সাহা,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আপনার সঞ্চয়ের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত

ব্রাঞ্চ—কলেজ স্কোয়ার ফোন : বড়বাজার ৫৬৪৩

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

শাখা :—
ডালহাউসি, হাটখোলা, ওল্ড কোর্ট হাউস, চৌরঙ্গী, বিডন ষ্ট্রীট, কেওড়াতলা, মানিকতলা (বি, এল, আর), হাওড়া ও বেলঘরিয়া।

রাঁচি শাখা খোলা হইয়াছে।

পিপলস্ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৪৬ ইং

টেলিফোন : বড়বাজার ৫৬৪৩ টেলিগ্রাম : "BANKREDIT"

পৃষ্ঠপোষক : মহারাজা বাহাদুর, ডাতোরা

হেড অফিস—পি-২, রাজা রাজা ষ্ট্রীট এক্সটেনশন, কলিকাতা (আলি ষ্ট্রীটের কাছে)।
শাখাসমূহ—হাওড়া বাজার, মজুমদারপুর (দালদহ), পাটনা ও রাঁচি।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভাস্করানি বিল, বি-এল,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এস চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

লিলি বিস্কুট খাদে ও গুণে—অতুলনীয়

লিলি বিস্কুট কোং

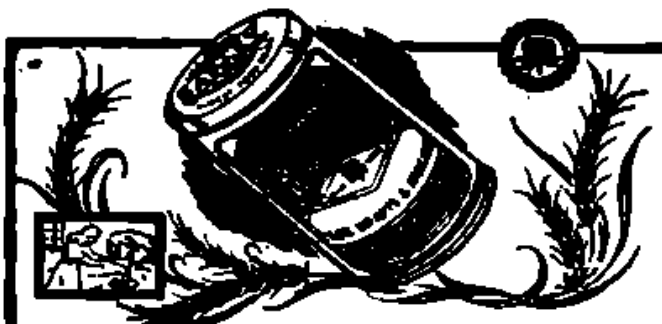

লিলি ঘানি
আদর্শ পণ্য ও পাত্রে

লিলি-ঘানি

লিলি বিস্কুট কোং

মেসার্স আনন্দধারা প্রেস, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ পক্ষের শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REGD. No. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 6th November, 1944, সোমবার, ২০শে কার্ত্তিক, ১৩৫১ [২৩শ সংখ্যা

রাজনীতিক প্রসঙ্গ

বিশ্ব বিশ্রুত মহাত্মা গান্ধী যখন একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, ইহার পক্ষে সুস্থতার অবস্থায় আসা সম্ভব নয়, তখনই এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, মহাত্মাজি ৩০ দিন যাবৎ অনশন আরম্ভ করিবেন। মহাত্মাজির অনশন হইতে এই সংবাদের প্রতিবাদ হইয়াছে এবং একথা জানান হইয়াছে যে, বিশেষ অসুবিধাদি না হইলে তিনি অনশনব্রত আরম্ভ করিবেন না। মহাত্মাজি কি ভাবে অনশনব্রত আরম্ভ করিবেন তাহাও বেশ অবগত আছে। তবে তিনি যদি দৃঢ়ীন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মুসলিম লীগের মনোভাব পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এই অনশনব্রত আরম্ভ করেন তবে তাহা নিষ্ফল হইবে। আমরা অন্তরাত্মার এই সঙ্কল্প পূর্ণ অন্তরে কামনা করিতেছি। মহাত্মাজির বয়স ৭৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে—এই বয়সে দীর্ঘ-বিনষ্টকারী অনশনের ফলে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে।

* * *

এদেশে যাঁহারা মনে করিতেছেন যে, যুদ্ধাবসানের পর আমেরিকার সেনিকেরা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইংলণ্ডের অধিবাসীদের চাপে পড়িয়া দৃঢ়ীন গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকীয় ডমিনিয়ন দাবী পূরণ করিতে ইংলণ্ডের অধিক সৈন্য দেওয়া কি বিলম্বের জন্য আমেরিকার ইচ্ছা জীবনে সন্তুষ্ট হইবে, তাঁহারা ভুল করিতেছেন। মিঃ চার্চিলের ইংলণ্ডের অধিক সৈন্য প্রেরণের প্রস্তাবটী কেবা এবং ইংলণ্ডের আমেরিকা নির্ভরতা অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হইলে তিনিই ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইবেন বলিয়া সকলের ধারণা। তিনি সম্প্রতি একটী বক্তৃতায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, অসহযোগের [illegible] আন্দোলনের ইঙ্গিত সম্বন্ধেই অধিকতর [illegible] এবং তাহাতে তিনি দৃঢ়ীনের [illegible] স্বাধীনতা দাবী করিতে পারেন না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কি একটীর ধমকানী অভিব্যক্তি। এদিকে সংবাদে যে যে দিয়ে প্রকাশ যে, মেসিডেণ্ট রুজভেল্ট দৃঢ়ীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের সহিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বাসনা ব্যক্ত করেন তিনি মিঃ চার্চিল উহার সহিত ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন আলোচনা করিতে রাজী হন নাই। সর্ব্বশেষ মত এই যে, ভারতবর্ষের রাজনীতিক [illegible] দৃঢ়ীন, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আমেরিকার মুখোমুখি হইয়া [illegible] আমেরিকা ভারতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে। অর্থাৎ আমেরিকার সঙ্গে [illegible] আঘাত না পড়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমেরিকা বিশেষ কোন উৎসাহ প্রকাশ করিবে না।

* * *

সাময়িক প্রসঙ্গ

গান্ধী-জিন্না আলোচনা শেষ হইবার পর সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ইতিমধ্যে হইতেছে। উহার মধ্যে বিশেষ মুসলমান অধ্যুষিত সাত বিভাগ ইসলামিক ভারতে সকল দলের অধিবাসিবিশেষকে লইয়া একটী বৈধ আজাদ করিবার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই বিষয়ের আলোচনে কোন কথা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। উহাতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরও তীব্র হইবে ইহাই সম্ভাবনা। দৃঢ়ীন গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতের শ্রেণী-বিভেদের অনুকূল পরিবাস করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভারধিয়ার করিতে অগ্রসর হন—অথবা ভারতীয় মুসলিম অসন্তোষকে যদি লীগের সভাপতি হইতে মুক্ত হইয়া প্রায় ৬ কোটি অধিবাসীর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গ আক্রমণ হয় তবেই দেশের রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান হইতে পারে। এদিকে বিশ্ব আমাদের সকল বিষয় দেখা যাইতেছে না। এখন অবস্থায় আমাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য কোন চেষ্টা হইতেছে বিশেষ বাকাই বর্জনীয়।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৩১১-১২
আসন্ন মফঃস্বল পরিভ্রমণের ফলাফল	৩১৩-১৫
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর—	৩১১-১৩
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৩১৪
বাজারের বাজকাল—	৩১৫-১৬

ইম্পেরিয়াল কোম্পানী আইনের প্রস্তাব

ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের অধিকারভুক্ত ইংলণ্ডের কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তি এবং কার্য্যের সহিত ইম্পেরিয়াল কোম্পানী পরিচালনার জন্য একটী কোম্পানী বিধান করিবার বলিয়া যে বিষয়ের উল্লেখ ভারত সচিব ইণ্ডিয়া অফিস হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইম্পেরিয়াল কোম্পানী প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা কোম্পানীর নিয়মে আইনের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আমাদের মনে হয় ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিবেন। ঐ ভারতীয় মতামত, কোম্পানীসমূহের নিকট যে আইন খসড়া আলোচনার পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিবে। ইহা কোম্পানীর অধিবেশন-কালে প্রস্তাবের জন্য যে অনেক ইংরেজদীয় কোম্পানীর আইনের অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা আশা করি যে, শেষ পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের সঙ্গে যদি ইম্পেরিয়াল কোম্পানী গঠন করিয়া লইয়া তাহার পরিচালন-ভার কোন একজনের হস্তে অর্পণ করা সম্ভবপর হয় তবে এই একেবারে একটী ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব সম্ভবপর হইবে।

এদেশে ইংরাজদের কর্ত্তৃক পরিচালিত মূলধনের শিল্প ও বণিজ্য-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইবার জন্য ভারতীয় ইম্পেরিয়াল কোম্পানী গঠন করার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই কোম্পানীর ১৯৪১ সালের পর্য্যন্ত হিসাব-নিকাশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, এই বৎসরে ইম্পেরিয়াল কোম্পানীর ১০.৭৩ টাকার উপর (১০,৭৩,০০০ পাউণ্ড) আয় হইয়াছিল। উক্ত আয় হইতে ম্যানেজিং এজেন্সীর কমিশন, উহা দেওয়ানের ইনকাম ট্যাক্সাইয়ের খেসারৎ, সম্প্রদায় ইত্যাদি হিসাবে ইংরাজদের মোট ৬৯ টাকা প্রায় অধিকারীদের হাতে পড়ি হিসাব আসা যাই। যদি ইম্পেরিয়াল কোম্পানী কমিশনারের এই বাবদ চালানীর অর্থ বৎসর এদেশ হইতে যে ৬৯ লক্ষ টাকা দেশে লইয়া যাইতেছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ইম্পে

"শত সহস্র লোক অনাহারে মরিয়াছে।"
অর্থকীর্ত্তি বা ইনফ্লেশন তার অন্যতম কারণ।
ইনফ্লেশন কন্ট্রোলে রাখিতে হইবে
ব্যাঙ্কের সঙ্গে আপনাদের লেন-দেন একান্ত দরকার
• • •
আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি
দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড
—কলিকাতা—

কোম্পানী জীবন হইলে এবং উহার পরিচালনা-ভার কোন ভারতীয় এজেন্সীর হস্তে অর্পিত হইলে এই টাকাটা বেলেই গণিয়া দিবে। বিদেশীয় ট্রাস্ট কোম্পানী প্রতি বৎসর যে সব বড় বড় টাকার বামলয় করে তখন গাহকদের তাহা সেন হইতে কম করা হয় না এবং এই সব বামলয় হইতে দুরে রাখা হয়। ট্রাস্ট কোম্পানীর পরিচালনা-ভার বেলভাগীর উপর অর্পিত হইলে উহার বহু এজেন্সীর বামলয়ের অধিকাংশ বেলের নিজস্ব হইবেই এরূপ করা হইবে এবং ফলে ভারতীয় বিজয় বৃদ্ধিপাইবে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে কর্পোরেশনের উদ্যোক্তারা উহার বেলভাগীদারেরই সমর্থন লাভ করিবেন।

কিন্তু কর্পোরেশনকে এই অধিকার পূরণ করিবার জন্য উহাকে আইনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, এই ব্যাপারে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকার কি তাহা এখনও নির্ধারণ করা হয় নাই। ইতিপূর্বে কলিকাতায় ইংরাজ পরিচালিত ইংলণ্ডীয় কোম্পানী অপরাপর বিদেশী কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় যে সকল উদ্দেশ্যে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সাহায্যার্থ বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের নিকটসমূহের ফলে তাহা কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা এখনও নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই। বাঙ্গলা সরকার কি এখানে ট্রাস্ট ডিড্‌স ইত্যাদি বলিয়াছেন সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিবেন? ট্রাস্ট কোম্পানী বিদেশী তাহা পরিচালনা করিতে যে এত কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে তাহা প্রদান করিতে ইহুদি সমেত ভারতবাসী প্রস্তুত আছেন কি? ট্রাস্ট কোম্পানীর বহু এজেন্সী মুফস্বলের প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করিতে যেরূপ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন তাহা এখনও পাওয়া যায় নাই। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া কর্পোরেশনের উদ্যোক্তারা উহার বেলভাগীদারেরই সমর্থন লাভ করিবেন।

বেলল ব্যাঙ্কের বেহাল

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বেলল বেলভি এক্সচেঞ্জের ডিঃ ডিবেঞ্চার অধিক বিক্রয়িত হইয়াছে। সম্প্রতি মিলিটারিতে এক গড়বড়া বিয়ে বিয়া এখেলভাগীর কলাগাছে ডিঃ ডিবেঞ্চার সমেত বেলভি প্রদেশ অধিক ব্যাঙ্কিংয়ে ও ডোকদীরতা হ্রাস করিয়াছেন। বিভিন্ন পরিচালকের, ডুবিবার বিভিন্ন বেলে সমেত অনেক ডোকদী গঠিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের এক শ্রেণীর এখনও উপযুক্ত পরিমাণ লাভ পাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় বেলভি প্রদেশ ব্যাঙ্কসমূহ গঠিতের বিভি পরিবে বন্ধ করা ও চলিতেই না ফলে কর্পোরেশন যে সম্পর্কে আরও সতর্কতা অবলম্বনেরই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন। বেলল অবস্থা বেলে ব্যাঙ্কিংয়ের ব্যাপারে আরও অন্যান্য পক্ষ অবলম্বনের বেলভি চালু পরিবে পরিচালনা করা যাইতে পারে।

মূল আর এর কথার কারণের মধ্যে বেল হইবে গণিয়া আশা করা যাইতেছে। এই অবস্থায় যি বিভিন্ন ব্যাঙ্কা আমদানী এখেলে বেলভি প্রদেশ বেল যদি আরও সতর্কতা পক্ষ কথার সমর্থন, যাহে অনে মূলধন সমেত আমদানিকে সরকারী বেলভ ব্যবসায় আরম্ভে সমর্থন আরও চারি অন্যান্য কাল ব্যাঙ্কিংয়ে হইবে বলা চলে। ব্যবসায়িক দিয়া এখেলে বেলভি প্রদেশ সমর্থন বেলী গণিয়া বন্ধ পরিচালনে ব্যবসায়ের উহা দুর্বল আমদানি করা। বেলল সমেত ব্যাঙ্কি ও সমর্থন বিভাগের দুর্বল চাকরি এবং দুর্ভিক্ষিক্ষের কথা আজ বাঙ্গালা দেশকে ইতিমধ্যেই অধিক্ষি করিয়া তুলিয়াছে। তার উপর বেলল প্রদেশে নির্ধারিত ব্যয় হ্রাসের আন্দোলন চলিয়া বাঙ্গালী অধিক কাজে হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবসায়ে সর্বত্র চাকরিদের বেতনের অধিকাংশ ব্যবসায় অনেক বলেই আজ আয়ের বহু অধিক। কিন্তু বেলল প্রদেশ সমর্থন বন্ধ করিবার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষীয় কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। ফলে চারিদিকে 'আরি অনুমান' মত উঠিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থায় বিভিন্ন ডিঃ ডিবেঞ্চার প্রদেশে সরকারী বেলভি প্রদেশ সরকারী আশিয়া চলিয়াছেন। ডিরিপনের বেলভি আন্দোলনে বিভিন্ন মূলধন ও নির্ধারিত পরিমাণে তাহা সমর্থনের বিভিন্ন সমর্থন করাই বেলভি-দের মূল নীতি। সেই নীতি আন্দোলন বেলভি প্রথা তাহা ভারতীয় অন্যান্যাদের সমর্থন লাভিত হওয়াই কথা। তাহাতে সর্বনাশে ও সর্বত্র মূলের সমেত উহা চালাইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু বেলল চাকরিদের মূল্য কথা হাতে বিভিন্ন অধিক প্রদিকে যে উহা বহির বেলভিদের সমাধানের বাহিরে আশিয়া যাইতেছে এবং এই প্রদেশের অবস্থা যাইয়া আসিতে যে পরিমাণে বেগ ও ব্যয়াধীনতার ডুবিতেছে সে বিষয়ে কি ডিরিপি বেভিয়াস বেভিতেছেন না। বেলল দিক দিয়া বেলভি প্রথার বলে অন্যান্যভি ফলার যাবত। বেলাবে হইতেছে না সেখানে মূলের পরেও উহা তাহাদের অধিকে যাবতা বেলের পক্ষে অধিকের হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। এরূপ বেলল প্রথা তাহাদের হইলে বিদেশী বিদেশভাদের ভাড়ার অন্য স্থায়ী হইবে। বাল ক্রয় ও বাল সমর্থনের আমদানির বেভ অধিক মূলধনের অধিকার ও সাধারণের ব্যবসায়ীদের অনধিকিত মূলাকা আদায়ের পথ পাকা হইবে। কিন্তু বেলের অসাধারণ অধিকে আমাদের দুঃখের উহাতে তাহার বিদেশ কোন উপকার হইবে না।

মন্দাসুরের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে ইউরোপের অবস্থা-অধিক অন্যান্য হ্রাসাধের এবং পূর্ব এশিয়ার ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ বিশ্লেষণ উত্তেজনাপূর্ণ লক্ষ্য লাভ করিয়াছে। পূর্ব এশিয়ার অর্থাৎ মূল বেল অধিকার অন্য সোভিয়েট বাহিনী যে আসন আক্রমণ শুরু করিয়াছে, তীন অন্যান্য প্রতিবেদনের অন্য তাহা বিশেষ লাভজনক হইতে পারে নাই। হাজারীদের অন্য অধিকারী বাহিনী এ সপ্তাহে বিশেষ অগ্রসর হইতেছে এবং সমরদের মূলের অন্যান্যের প্রোত এবাধিক হইয়াছে। চীনের অন্তর্দেশের হইতে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কোন সংবাদ আসে নাই। গত অক্টোবর আসা বিমানবাহিনী অন্তর্যাত্রাদের উপর সাধারণ আক্রমণ চালাইয়াছিল। কিন্তু এই আক্রমণে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। গত ৩১শে অক্টোবর অন্তর্যাত্রী বিজয়পতীর বিমান আদালতের রাজধানী টোকিওর উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে পশ্চিম ইউরোপের অন্তর্দেশে হ্রাসাধের অনেক আন্তর্জাতিক ও শীঘ্রসাধের বীপপুঞ্জ হইতে বিজয়পতের প্রস্তুত সাধনালাভের সংবাদ আসিয়াছে এবং অধিকাংশ মূলধনের হ্রাসাধের সংগ্রামে এ সপ্তাহে আন্তর্জাতিক সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়াছে বলা চলে। বর্তমানে সম্পূর্ণ বেলভিয়ানের আন্তর্জাত অবলম্বুক হইয়াছে। বাল আন্তর্জাতিক অধিবাসী বিপ্লবাধিনীর অন্তর্জ্বলতা এবং অন্তর্জাতিক অন্তর্দেশে সীমান্তের বাহিনীদের ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিমান বহর এ সপ্তাহেই অবেষ্টাইনের (৩৪), ফলোস, বার্সিল, বাইলেন্সও প্রভৃতি বিভিন্ন সহরের সামরিক সন্ধ্যাবন্দরসমূহের উপর প্রবল আক্রমণ চালাইয়াছে এবং জাপান সীমান্তের যুদ্ধের সময় বলি দেখিয়া অনুমান করা যাইতেছে যে, হ্রাসাধের মূলে অন্তর্দেশের পক্ষ বিপ্লবাধিনী পশ্চিম হ্রাসাধের হইতে বিশ্ব স্থান হইতে আন্তর্জাতী আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিবে। পূর্ব ইউরোপের অন্তর্দেশে আলোচ্য সপ্তাহে সোভিয়েট বাহিনী হ্রাসেরীর মধ্যে অবেষ্ট-বাহি অন্তর্দেশ হইয়াছে এবং বর্তমানে তন সেনা হ্রাসেরীর রাজধানী বুডাপেস্টের অবেষ্ট যাইবেন্স হবে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পূর্ব এশিয়ার অন্তর্দেশে অন্তর্দেশের প্রবল প্রতিরোধের অন্তর্দেশে সোভিয়েট বাহিনীর অন্তর্দেশি বিশেষভাবে অন্তর্দেশ হইয়াছে। ২ মাস পূর্বে সব এখনে অন্তর্দেশের প্রবল বিপ্লবাধিনীর ইহাদের উপর বোমার আক্রমণ হয়। ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক প্রদেশে আলোচ্য সপ্তাহে অন্তর্দেশ সেনাবাহিনী প্রবলে অধিকারে বিভিন্নের অন্তর্দেশিক কর্তিয়াছে এবং অধীন পশ্চিম ইংরেজী বেলভাসা সহর হইয়াছে. প্রতিপক্ষের বিপ্লবাধিনী কর্তিয়াছে। সোভিয়েট বাহিনীর সপ্তাহে অন্তর্দেশের প্রবল প্রতি-আক্রমণ চালাই-তেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

ইংরেজ প্রদেশের সংবাদে প্রকাশ, বিভ বাহিনীর চাপে জাপান বেলা আলোচ্য সপ্তাহে ইংরেজ বিভীয় সহর অন্তর্দেশিকা পরিত্যাগ করিয়াছে।

প্রকাশ মহাদেশের অন্তর্দেশের বিভিন্ন আন হইতে মোটামুটি যে সংবাদের সংবাদ আসিয়াছে। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা প্রদেশের উপর গতিশ বোমার বিমান আন্দোলন সপ্তাহে আক্রমণ চালায়। সেই ইংরেজ বেল আন বাহী কাবিবাহার ব্যবিবাহিনী সৌহিবার অন্তর্দেশে ফিলিপাইন ইংরেজ-সুদের অন্তর্দেশি এই ইংরেজ সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবাধিনের অন্তর্দেশে হইয়াছে।

ইংরেজ প্রদেশ হইতে সাধারণ মোটামুটি সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, সোভাবাদি অধিবেশের রাজধানী সোভেতিয়েত পার্শ্ববর্তী অন্তর্দেশ সমূহে জাপানীদের সহিত চীনা সৈন্যদের অধিকার সংঘর্ষ হইতেছে।

চীন সাধারণতন্ত্রী বাণীর চিয়াং কাইশেকের বাহিনে বেলাবেল ইংরেজদের সাধারণতন্ত্রী সমর্থনের বন্ধুত্বপূর্ণ অন্তর্দেশিক হ্রাসাধের ফলে চীনের অন্তর্দেশে সৈন্য পরিচালনার সম্পূর্ণ বাহিনে অন্তর্দেশের বাণীর চিয়াং কাইশেকের অন্য এখন অধিকের বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

এখ প্রদেশ হইতে আলোচ্য সপ্তাহে বিভ-সেনার সাধারণ পরিচালন সাধারণ সাধারণ সংবাদ আসিয়াছে। বিভিন্ন অন্তর্দেশে বেলাবেলের অন্তর্দেশ সাধারণের আধার বিভিন্নেরী মাইনু বেল চেলেরী আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন সৈন্যদল প্রবল অধিকারে। অন্তর্দেশ সপ্তাহে চিন পাহাড় অঞ্চলে পুরাতন ব্যাপক আন সৈন্য সমাবেশের সংবাদ আসিয়াছে।

অন্তর্দেশের উপর সম্প্রতি জাপানীরা যে বিমান আক্রমণ চালায় তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

স্থাপিত—১৮৪৩ শুভযাত্রার পথে— ফোন : কলি—৫১৮০

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস—৮৯নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এস কে বোস

স্বাস্থ্যবীমা সম্পর্কে পরিকল্পনা

ভারতে কলকারখানার শ্রমিকদের নিয়ে স্বাস্থ্যবীমা প্রবর্তন সম্পর্কে একদল পর্যবেক্ষণী বহু বছর ধরে সময় সময় রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার ভার পাইয়া গত বৎসর অধ্যাপক বি পি আদারকরকে বিশেষ অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন। উক্ত অফিসর অধ্যাপক আদারকর সম্প্রতি তাঁহার পরিকল্পনা কারখানা পর্যবেক্ষণীর নিকট পেশ করিয়াছেন। অধিকাংশ শ্রমিকেরা মাতালের অসুখের সময় উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ পায় এবং তার অবর্তমানে তাহাদের পরিবারে অর্থাভাবে কষ্ট না পাইতে হয় তজ্জন্য সরকারের পরিচালনায় বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবীমা প্রবর্তন করার কথা বলা হইয়াছে। তবে তাঁরা অনুমিবার্য নিয়ম অনিচ্ছুক সকল শ্রেণীর শিল্প-কারখানার উহা কার্যকরী করা সম্ভবপর নয় বলিয়া তিনি আপাততঃ কেবল কাপড়ের কল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, খনি এবং বাগুবিক কারখানাগুলি তুলা হইয়াছে। কার্যকরী করার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার বীমাভিত্তি স্বাস্থ্যবীমা অনুযায়ী শ্রমিক অফিসার ও শিল্প-কারখানার কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রতি শ্রমিক পিছু মাসে ১।০ আনা এবং স্ত্রী, অপ্রাপ্ত ও নাবালিক ছেলেমেয়ে হিসাবে শ্রমিকদের প্রত্যেকের নিকট হইতে অতিরিক্ত মাসে ৯০ আনা, ।০ আনা ও ।০ আনা হারে টাকা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবীমা বাবদ পর্যবেক্ষণী নিজেরা অর্থ দিবেন কমিশন রাজী না হইলে ঐ টাকা মালিকগণী বীমার বীমা কার্যকরী হইবে। তবে অধ্যাপক আদারকর বলিয়াছেন যে, স্বাস্থ্যবীমার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ বার্ষিক কেবল মালিক ও শ্রমিকদের উপর চাপিবে, না দিয়া সেদের পর্যবেক্ষণের পক্ষপাত এ বিষয়ে সিদ্ধান্তকল্পে অর্থ প্রদান করা করিবে। পর্যবেক্ষণী যদি স্বাস্থ্য কমিশন সমস্ত হন তবে মালিক ও শ্রমিকদের উপর টাকার ভার আরও কম করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সেজন্য অবশ্যই আবশ্যকীয় আর্থিক হিসাবে অধ্যাপক আদারকর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রতি শ্রমিক পিছু ৵০ আনা, প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট হইতে ।৵০ আনা, মালিকদের নিকট হইতে ৸৵০ আনা এবং স্ত্রী, অপ্রাপ্ত ও নাবালিক ছেলেমেয়ে হিসাবে শ্রমিকদের নিকট হইতে যথাক্রমে ৵০ আনা, ৵০ আনা ও ৵০ আনা টাকা আদায় করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। এইভাবে টাকা আদায় করিলে যে টাকা অতিরিক্ত সঞ্চিত হইবে তাহা দ্বারা প্রথমতঃ শ্রমিকদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা করিয়া তোলা হইবে। কোন শ্রমিক মৃত হইলে, শ্রমিক এই ব্যবস্থার যে বিশ বছর তাহার মেয়েদিগকে ও উহা অতিরিক্ত প্রয়োগ পাইবে। বিশেষতঃ মৃত্যু হইলে শ্রমিকদের অন্যত্র অবস্থান স্বাভাবিক উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকিবে। স্বাস্থ্যবীমার এই বীমা কার্যকরী হইলে বার্ষিক অনধিক ২৫ কোটি টাকার বড় খরচ হইবে।

অধ্যাপক আদারকরের এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে পর্যবেক্ষণীকে তাঁর দিয়া কেবল মালিক ও শ্রমিকদের আর্থিক অবদান বাড়াইয়া তহবিল গঠিত তোলার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করি না। কলকারখানার মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে পর্যবেক্ষণীর উপরেও একটা দায়িত্বের টাকা রহিয়া গেছে যে তাঁরা তিনি উপযুক্ত অফিসারের তত্ত্বাবধানে আসল প্রয়োজন সমস্ত পরিচালনা করিবেন। শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজের হিসাবে আমাদের দেশে অনেক শ্রেণীর স্বাস্থ্যবীমার প্রচলন হইয়াছে। এর সকল ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষণী শ্রমিক ও মালিকদের সহিত একত্রে তহবিলে নির্দিষ্ট হারে অর্থ দিয়াছেন। পর্যবেক্ষণীর বাহিরে এমনে সেই নিয়মের পরিচালন করিতে অসুবিধা নাই। সেইজন্য ইহাকে স্বাস্থ্যবীমার সঙ্গে মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইবে। আমরা আশা করি পর্যবেক্ষণী এ অনুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া নিজেরা স্বাস্থ্যবীমা তহবিলে টাকা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং তাহা দ্বারা স্বাস্থ্যবীমা কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করিবেন। অধ্যাপক আদারকরের পরিকল্পনায় অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় শিল্প-কারখানার উপর বেশী ভার চাপানো হইয়াছে। ইহাতে দেশের মোট ২০ লক্ষ শিল্প-শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ১৪ লক্ষ এই বীমার আওতায় আসিবে। ৮ লক্ষ শ্রমিকের সম্বন্ধে এইভাবে স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা হইলে অধিক ব্যয়ভার পূরণ করার বিষয়। বীমা পরিকল্পনাটী কার্যকরী করিবার সময়ে উহার ক্ষেত্র অধিক দূর প্রসারিত করার বিষয় সুবিবেচনা করিয়া দেখা পর্যবেক্ষণীর কর্তব্য।

ব্যাঙ্কের সংখ্যাধিক্যের অভাব

পর্যবেক্ষণের সকল বিভাগ হইতে সংখ্যাধিক্য সম্পর্কিত সাধারণটি লাভজনক অল্প আশা সরকার সম্প্রতি একটী হিসাবনিকাশ তুলে ধারণ করিয়াছেন। এই কার্যালয় হইতে ভোল মূলধন বিভাগের পর্যবেক্ষণ নিম্নোক্ত দেওয়া হইলে পর্যবেক্ষণের সমুদয় বিভাগকে তাহা জানিয়া রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণত সম্পর্কিত সংবাদটি সংক্রান্ত অল্প বাংলা সরকারের এই উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই এবং এই সূত্রে আমাদেরও মাননীয় মন্ত্রী প্রত্যেকটীর ব্যাপারে বেশবাসীর অজ্ঞাত দূর করা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। এখনও পর্যন্ত বাংলা দেশের প্রকৃত আবশ্যকী-প্রয়োজী, অর্থনিবিদ্যা, বেকার সংখ্যা, মজুরীর হার, শ্রমিকের খাদ্য, মূলধন বিনিয়োগ, আয়ের আয়, কাজের পদ্ধতি ইত্যাদি বহু বিষয়ে সরকারীভাবে বিশেষ কোন কথা প্রচারিত করা হয় না এবং শিল্প প্রসারে উৎসাহী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে আগ্রহশীল কোন লোকের পক্ষে বাংলাদেশে নূতন শিল্প বা ব্যবসা আরম্ভ করিতে দেশের সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার উপর নির্ভর করিয়াই কাজে নামিতে হয়। বাংলা সরকারের এই প্রতিষ্ঠিত হিসাবনিকাশ দ্বারা সেই অভাব কতখানি দূরীভূত করিতে তাহা জানি না, কিন্তু এই কার্যালয় হইতে উৎসাহজনক তথ্যাদি সরবরাহ করা হইলে বাংলাদেশের যে প্রভূত উপকার হইবে তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্যয়সঙ্কোচের অজুহাত

সম্প্রতি কলিকাতার অবাঙালীদের অঞ্চলের অধিবাসিগণ অজুহাতের বাজারদের মোকাবিলাবের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে অভিযোগ করিয়াছেন যে উক্ত মোকাবিলাবের বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অনুমতি অবশ্যই করার অভিযোগের প্রধান মূল্য নিবাস করা পরিবার নিমিত্ত পাইয়া থাকে। বাজারের বাসিন্দাকে একথা জানাবার সঙ্গেও তিনি প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হইয়া অধিবাসীবৃন্দগণ বাবস্থা বাঙ্গল বিভাগের মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। বর্তমান দুর্মূল্যতার দিনে অধিবাসীদের সুবিধাজনক পক্ষে বাজারটি সংরক্ষণ করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া, তাহার উপর মোকাবিলাবের যদি এজন্যে অসন্তুষ্ট হয়ে তবে তাহা হইলে পরিবারের মুখনাড় আর দেখ যাবে না। অবাঙালীদের অধিবাসিগণ এই ন্যায্য অভিযোগের যেন অধিবাসীদের সমস্ত কলিকাতার অন্যান্য বাজারেই এ ধরনের মুখামুখি চলিতেছে। মোকাবিলাবের মূল্য সম্বন্ধে অবাঙালি কর্তৃপক্ষ অল্প অর্থনৈতিকের যে কারণ দর্শাইয়া নিরোধিক আদেশ, তাহাতে মুখ্যতঃ দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটান অধিবাসী সাধারণের পক্ষে দুর্বিষহ হইবার সম্ভব হয়। বর্তমানের সঙ্কট সময়ে কলিকাতার অন্যান্য বাজারে মোকাবিলাবের সংরক্ষণ করিয়া অজুহাত বাজারের অধিবাসীদের পক্ষে যোগাই কর্তব্য বলে। তাহা ছাড়া মুখামুখি বন্ধ করিবার জন্য অধিবাসীদের টাকা অধিবাসী দিয়া মুক্তি পাওয়া সম্ভব, সেখানে মোকাবিলাবের এইরূপ কার্যে অধিবাসীদের প্রবল করিয়া থাকে এবং তাহাদের দিয়া সহজেই লোকের মনে সন্দেহজনক দেখের মূলে প্রবেশের কারিয়া দাঁড়াইয়াছে। অবাঙালি অধিবাসীদের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া যাতে এবং তাহাদের দিয়া সহজেই লোকের মনে সন্দেহজনক দেখের মূলে প্রবেশের কারিয়া দাঁড়াইয়াছে। অবাঙালি অধিবাসীদের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া যাতে এবং তাহাদের দিয়া সহজেই লোকের মনে সন্দেহজনক দেখের মূলে প্রবেশের কারিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্যাঙ্কের অবস্থান কলিকাতা মহানগরী

সম্প্রতি কলিকাতায় একাধিক ব্যাঙ্কের মহানগরীর আবার বাবদ করা যাবে। এই মহানগরীর অধিবাসীদের স্বার্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছি। কলিকাতার ২৮ ও ২৯ নং ওয়ার্ডে (মানিকতলা ও বেলিয়াঘাটা) দশম অধিবাসীর সংখ্যা ৮০ হইতে ৯০ জন বর্তমানে এই ঘোরে আকার এবং ঐ অঞ্চলের কাছাকাছি শ্রেণীর অধিবাসের অধিকাংশে অবে সমাজসেবী আকার সহরের সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কথা বলা সম্ভব হইতেছে না। পরিচ্ছন্নতার অভাব ছাড়া দুইটিরোগের অত্যন্তপুরের অন্তত ব্যাঙ্কেরিয়ার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এবং এই ঘোরে মৃত্যুর হার প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতেছে। গত ৫সপ্তাহ আগেরের যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় ১৯১ জন লোক ব্যাঙ্কেরিয়ার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

কলিকাতা সমস্ত বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল এবং কর্তৃপক্ষের হিসাবের এই মহানগরীর বর্তমান হইতে অনেক লোক আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। মালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে ব্যাঙ্কেরিয়ার আক্রান্তের উপরোক্ত বহু চাকুরীজীবী গ্রামবাসী বাস হইয়া কলিকাতার সর্বত্রিবারে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। তাহা ছাড়া বর্তমান যুদ্ধের আমলে সামরিক প্রয়োজনবশতঃও এই মহানগরীতে বহু অফিসারের হইয়াছে। এই সময় যদি কলিকাতায় বাসের আকারে ব্যাঙ্কেরিয়া সংক্রামিত হয় তাহা হইলে সমস্ত বাংলাদেশের স্বার্থ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। আমরা আশা করি, পর্যবেক্ষণী ও তদন্তীয়েদের অধিকারে বর্তমান অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন।

দি চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৪৬
৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রেজিষ্টার্ড অফিস—চাঁদপুর (ত্রিপুরা)
ব্রাঞ্চসমূহ—সুরাপবাজার, পাবনা, ভাওয়াল
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার
কাজ করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
এস আর দাস।

ভারতে সরকারী পরিকল্পনার স্বরূপ

ডাঃ আর্থেনির সালাম আমরা সরকারের প্রচারি এক ডেপুটেশনের বিভাগের কার্যালয় ডাঃ করিবার পর আমাদের লোক বীমার নেতৃত্বে এদেশে আর্থিক উন্নতির একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। এজন্য আর্থিক বিভাগটি বিভাগে তার আর্থেনিয়ের আর এদেশবাসীর বিষয়ে আলোচিত। সুবিধাজনক যোজনা পরিকল্পনার রচয়িতা ও আমলাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ। যোজনা পরিকল্পনার বিশেষজ্ঞ—আমাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ করিয়া বীমাকে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির একটি বীজ উপায় বলা হইয়াছে। এজন্যে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও আয় প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া মূলধন বিনিয়োগ আমাদের নতুন করিয়া ভোলার নির্দেশ আমাদের দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থায় যোজনা পরিকল্পনার অন্তর্গত রচয়িতাকে ন্যাশনাল ডিস্ট্রাইবিউশনের সহিত নিযুক্ত করা আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারী আন্তরিকতার পরিচয় বলিয়াই অনেকে মনে করিয়াছিল। উহার অন্তর্নিহিত যোজনা পরিকল্পনাকে ভিত্তি করিয়া মূলধনের আর্থিক পরিকল্পনা পাইবে তাহা এদেশে গড়িবার অন্তরে হইবে বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু এদেশে সরকারী পরিকল্পনার গতি সম্পর্কে ডাঃ আর্থেনির সালাম সম্প্রতি যে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষই আহত হইয়াছি।

যোজনা পরিকল্পনার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল—আমাদের প্রয়োজন বিশ্লেষণ করিয়া একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পাইবার জন্য জাতীয় প্রতিনিধিস্থানীয় লোকদের লইয়া এদেশে একটি জাতীয় ন্যাশনাল কমিটি গঠন করিতে হইবে। আর সেই কমিটি যে বিভিন্নব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ একটি সুচিন্তিত ঐকান্তিক কাঠামোদের পরামর্শ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের (জাতীয় সরকারের) অনুমোদন তাহা কার্যকরী করা হইবে। কিন্তু ডাঃ আর্থেনির বক্তৃতার তাহাতে এই দেখা যায় যে, সুচিন্তিত আর্থিক পরিকল্পনা পাইবার কোন ইঙ্গিত আমরা দেখিতে পাই না। আমরা সরকারী ঔদাসীন্যের কমিশন মনোনীত বিশেষজ্ঞ ও সরকারী কর্মচারীদের নিয়া যত অনেক বৎসর ধরিয়া শিল্প, ব্যবসা, কৃষি ও যানবাহন প্রভৃতি বিষয়ে এক একটি বীজ কমিটি গঠন করিয়াছেন। ঐ সব বিষয়ে অনেকটি বীজ ইতিমধ্যে কার্যকর প্রকাশিতও হইয়াছে। অপর দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যের সরকারগুলিসমূহকে তাঁহাদের মনোনীত কমিটির সুপারিশ, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ঐ সমস্যার সমস্ত বীজগুলি একত্র করিয়া মূলের পরে সমস্ত ভারতের আর্থিক উন্নতির কাজ সুরু করাই আমার সরকারের উদ্দেশ্য। ন্যাশনাল ডিস্ট্রাইবিউশনের ডাইরেক্টর সচিব হিসাবে ডাঃ আর্থেনির সালাম তাহাই তাঁহার পত্র করিয়া বলিয়া সম্প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যোজনা পরিকল্পনার ঐক্যের ভোড়াবাধি ব্যবস্থার নির্দেশ ভিন্ন না। ডাঃ আর্থেনিয়ের নেতৃত্বে পরিকল্পনা পাইবার কাজ ঐক্যের অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা কেন্দ্র দোষের করে নাই। বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন আমাদের সহযোগী প্রয়োজন কি, এদেশের আর্থিক উন্নতির জন্য কর্তমানে ও ভবিষ্যতে কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে সে সকল বিষয় স্বাধীনভাবে বিশেষজ্ঞ করিয়া একটি সমন্বয়ের ন্যাশনাল কমিটির মতামতের সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা হইলে বলিয়াই সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া সরকার মনোনীত বিভিন্ন কমিটিগুলির স্বতন্ত্রভাবে

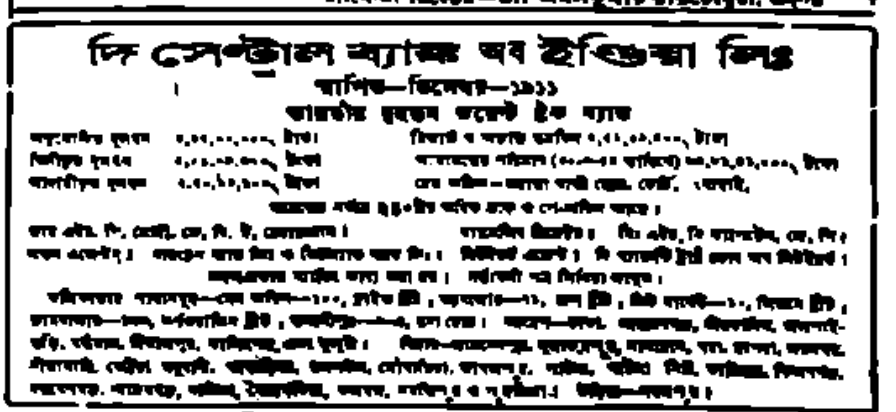

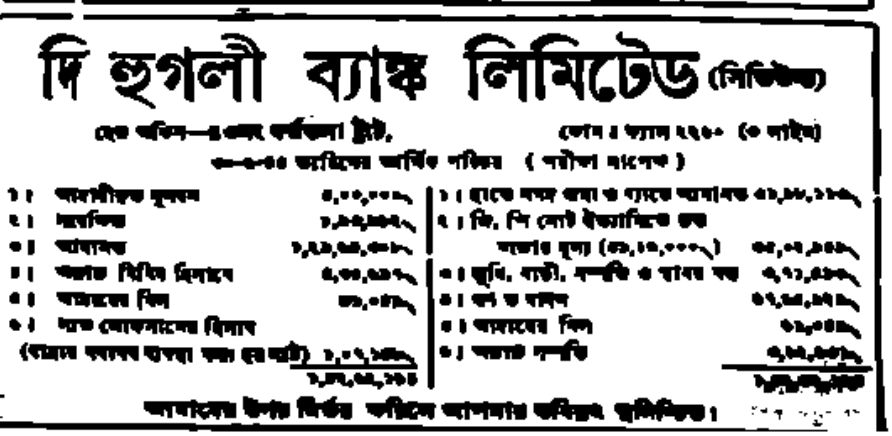

সমস্ত ভারত তার আর্থনিয়োগের সুযোগ পাইতেছে না।

ভারতবর্ষে শিল্পের কিরূপ বিস্তার হওয়া বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় শিল্প পড়িয়া তোলা হয় নাই বলিয়া এদেশে যেসব শিল্প রহিয়াছে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এদেশের লোক অন্যান্য দেশের উপর বিদ্বেষভাবে নির্ভরশীল হইতেছে বলিয়াছেন। এই অবস্থায় দেশরক্ষার আর্থিক ব্যবস্থার দিক হইতে নিয়োজিত জন্য একটা স্থায়ীকমিটির নিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। ভারত গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা-আর্থের কথা বিবেচনা করিয়া বিলাতী পণ্যের আমদানী বন্ধ করিবার জন্য পুর্বে এদেশের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে নানা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছেন। দেশের আমদানী লোকদের মনে ক্ষোভের সীমা নাই। এই অবস্থায় ভারতের জন্য আর্থিক উন্নতির কোন পরিকল্পনা গঠন করিতে হইলে লোকের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন জন্য তাহাদের দেশের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে নূতন দিক দিয়াই বিশেষ কোন ঘোষণা করা দরকার। কিন্তু আমরা গবর্ণমেণ্ট এই আবশ্যকতার বিষয়ে এ পর্যন্ত কোন কমিটী গঠন করেন নাই। তবে আর্থনিয়োগ আলোচনা প্রসঙ্গে ডিসাইনমেণ্টের কার্যালয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় শিল্প পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই ঘোষণা ও আশ্বাসবাণীর কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে অতিরেই একটী কমিটী গঠন করিবার ব্যবস্থা হইবে বলিয়াও তিনি আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় ছয় মাস পর হওয়া সত্ত্বেও সে কমিটী আজ পর্যন্ত গঠিত হয় নাই। তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় অবশ্য তিনি শিল্প সংরক্ষণ সম্বন্ধেও যুদ্ধের পরে এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য বর্ত্তমান হইতে স্বদেশী আমদানী সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ সরকারী নীতির একটা আভাষ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ভারত সরকার দেশীয় শিল্পের প্রয়োজন মিটিয়া ভবিষ্যতে এদেশে বিদেশী পণ্যের উপর যথা-যথ প্রকারের শুল্কের প্রস্তাব আলোচনা করার কথা বিবেচনা করিতেছেন। এ সম্পর্কে একটী স্থায়ী শিল্প সংরক্ষণকমিটী (A permanent Tariff Board) গঠন করিবার কথাও তাঁহারা ভাবিতেছেন। সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা আশার কথা সম্প্রতি নাই। কিন্তু এইরূপ আশ্বাস ঔদ্যোগিক বিকাশ শিল্প-এদেশে আলোচনীয় বিষয়ে দেশের লোকের মনে কোন দুশ্চিন্তার অবসর আমরা কখনও দেখিতে পাই নাই। যুদ্ধ শেষ হইলেই আমাদের প্রথমে সুযোগ বিদেশী শিল্পের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা সুরু হইবে। সেই প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া এখন হইতেই শিল্প সংরক্ষণ সম্বন্ধে একটী সুপরিকল্পিত স্থায়ীকমিটি শিল্প করিয়া ব্যবস্থা প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিলেও গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কোন সুব্যবস্থা আজও অবলম্বন করিতেছেন না। যদি স্থায়ী ট্যারিফ বোর্ড গঠন করিতে হয় তবে তাহা কিরূপ এবং বিষয় করা হইতেছে কেন? যুদ্ধের পরে ভারতের ঘাড়ে যুদ্ধের করিয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হইলে পর তখন বিলম্বে স্থায়ী ট্যারিফ বোর্ড গঠন করিয়া কি ফেব্রুয়ারি নিজের ক্ষতিপূরণ করা যাইবে?

আর আর্থনিয়ে ভারতের নিয়োগবিধির জন্য ভবিষ্যতে বাহির হইতে অনুপ্রবেশ আমদানির ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে দেশের শিল্পোন্নতিকল্পে তিনি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে পারেন বলিয়া তাহাদিগকে জানাইয়াছেন। এখনে আমদানি বিনা শুল্কে ভারতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পাওয়া কঠিন হইতে পারে বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়াও দিয়াছেন। আমদানীর নিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদান সম্বন্ধে এখন হইতে একটা ব্যবস্থা করিয়া রাখা খুবই দরকার। কিন্তু এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ইংলণ্ডের উপর—নির্ভর করিয়া রাখার

ইউরোপে যুদ্ধ আর্থনিয়ে সম্বন্ধে কোন আশ্বাস দিতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়। ইংলণ্ডে যুদ্ধের ব্যবস্থাদি বিশেষ কিছুই উৎপন্ন হইতেছে না। এই অবস্থায় উহার ইণ্ডিয়ের বিরুদ্ধে কেবল ই যেন হইতে যন্ত্রপাতি আমদান করিতে দেওয়া আমদানীকে সমর দেওয়ার জন্য কতকগুলি আশ্বাসের ও সুযোগ যন্ত্রপাতি পাইবার দাবী করিতে হইবে। দেওয়া উহার ইণ্ডিয়ের অবস্থানে ভারতে পরিবর্তন করিয়া আরা যন্ত্রপাতি সুযোগ হইতে ই দেওয়ার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা। কিন্তু সে বিষয়ের চেষ্টা সম্বন্ধে ভারত বিভাগের আগ্রহ পরিচয় দেওয়াই কোন আলাপ-আলোচনা দেখা যায়।

শিল্প সংরক্ষণ সম্বন্ধে ও যন্ত্রপাতি আমদান সম্বন্ধে আর আর্থনিয়ে সরকার যে সব উক্তি করিয়াছেন তাহাতে আমাদের মনে আর একটী বিষয়ের সন্দেহ জাগিয়াছে। শিল্প পরিকল্পনা গঠন করে জন্য একটী কমিটী বসান হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিবার পর বিষয়ে ভারী সরকারী নীতির কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্তই যদি শিল্প সংরক্ষণ সম্বন্ধে ও যন্ত্রপাতি আমদান সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত একটা আমদানীতি স্থির করিয়া থাকেন তবে কমিটী বসাইয়া সিদ্ধান্তটি সম্বন্ধে উপযুক্ত সুপারিশ গ্রহণের অজুহাত দিয়াই বাজারাদি শুল্ক কি? দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া এখনও কোন পরিকল্পনা গঠন করা হয় নাই। অথচ ব্যাপারে বিভাগের সচিব মহোদয় সেই পরিকল্পনা দ্বারাই দেশের শিল্পোন্নতিসম্বন্ধে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য অর্থের দিয়া রাখিবার জন্য আশ্বাস করিয়াছেন। যাক আমাদের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট বিভাগই এই সমস্ত আশ্বাসের সঙ্গতি ও আলোচনা বিশ্লেষণ করিবেন। অন্যান্যদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব যদি অন্যরূপ যদি এদেশে নিয়োগকারী যন্ত্রপাতি

একমাত্র ব্যাঙ্ক যাহাকে
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র
পৃষ্ঠপোষকতা করিতে
দেখেছ—
ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ
কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক
অফ এশিয়া লিঃ
১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
বড়বাজার, কাঁটড়াপাড়া,
ও যশোহর শাখা
শীঘ্রই খোলা হইতেছে।
এম পাল, এম এ,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দি চিটাগাং ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ

হেড অফিস—১নং গঙ্গারাম পালিত লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ—চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর, শিবাজগঞ্জ এবং রংপুর।

প্রত্যেকটি ২৫৲ টাকা করিয়া ১২,০০০টি অংশীদারী শেয়ার বিক্রয়পূর্ব্বক মূলধন ভারতে ৩,০০,০০০৲ টাকা মূলধন তোলার জন্য ভারত রক্ষা আইনের ২৪-এ নং ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট হইতে বরাদ্দের মধ্যে যে টাকা সহ শেয়ারের জন্য বরাদ্দ ১৯৪৩ সালের ১-ই নবেম্বর বা তৎপূর্ব্বে কোম্পানীর হেড অফিসে পৌঁছান চাই।

আবেদনকারী আইনের ২৪-এ ধারানুযায়ী তোতার নিকটের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদন পাওয়া গিয়াছে। ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে এই আবেদন ভিন্ন অন্য সরকার ইহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিকল্পনার আর্থিক [illegible] কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই।

কে কে সেন,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আমাদের মনে হয় যে, যুদ্ধের পরে যেসব বিদেশী সাহায্যের সুপারিশ করা হয়েছিল তার কিছুই পূরণ করা হয় নি। সেদের অনাদায় দুর্বিষহ আর্থিক চাপের ফলে যখন আমাদের পরিকল্পনা রূপায়িত হইতে থাকিবে তখন সেদের বিরুদ্ধে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে কিছুটা সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে একটি ভারতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করিয়া সে সমস্ত বিষয় আলোচনা বিবেচনা করা দরকার। তাহা না হইলে পরে দেশের লোক বিদেশাগত সাহায্যের আশ্বাস পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

কোনরূপ পরিকল্পনা প্রস্তাবের চেষ্টা না করিয়া বিদেশাগত সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া বাস্তবিক অবলম্বনের চেষ্টা অভিজ্ঞতার আর্থিক পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংস্থানের ব্যাপারের দীর্ঘসূত্রতার যেরূপ ভয়াবহ পরিণতি আমরা পাইয়াছি তাহা আমাদের বেলায় ঘটিতে পারে না। তার কারণ দেশের বর্তমান নীতিতে যেসব বড়জোর বলিয়াছেন, তাহার সরকারের অর্থ-সচিব সমস্ত দেশের আর্থিক পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য প্রথম পাঁচ বৎসরের হিসাবে ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। এই অর্থ ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারের কতকগুলি পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হইবে। প্রাদেশিক পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করিতেও ঐ তহবিল হইতে অর্থ নিয়োগ করা হইবে। কি পদ্ধতিতে এই অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহার কোন স্পষ্ট আভাষ দেওয়া হয় নাই, তবে ইহা অনিবার্য অধিকাংশ দেশবাসীদের উপরই পড়িবে। সে যাহা হউক, আর্থিক পরিকল্পনার জন্য প্রথম পাঁচ বৎসরে মাত্র ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে যে সমস্ত সরকারী পরিকল্পনার কোন টাকা হইতেই কুলান যাইবেছে। তাহাদের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে গিয়া যে-সরকারীভাবে বিভিন্ন মহল হইতে বিভিন্ন অর্থ ব্যয়ের যে দাবী করা হইয়াছে সে সমস্ত একত্রে কুলিবে না। সরকারী হিসাবে যে সব পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে ঐ অর্থ দ্বারা সে সমস্ত যথাযথভাবে কার্যকরী করাও নিতান্ত কঠিন হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

তারতের আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কিং অব্ রিকন্সট্রাকশনের রিপোর্ট যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে মূল ঐ বাবদ ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। তাহা ছাড়া বিদ্যুৎ-শক্তির পরিকল্পনা (সাধারণ ভাবে) বাবদ ১৭৭ কোটি টাকা, রাস্তাঘাটের উন্নতি সম্পর্কিত পরিকল্পনা বাবদ ৪৯০ কোটি টাকা, রেলওয়ের উন্নতি সম্পর্কে ব্রড গেজ লি বিদ্যুৎ ভীম বাবদ ৫১৩ কোটি টাকা এবং নৌচলাচল সম্প্রসারিত পরিকল্পনা বাবদ ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে আরও অনেকগুলি পরিকল্পনা গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রাদেশিক সরকারসমূহের মধ্যে বোম্বাই সরকার যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে সর্বসাধারণের ১৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করিবার কথা আছে। মূল প্রদেশ সরকারের পরিকল্পনায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইবে বলিয়া জানা যাইতেছে। অন্যান্য প্রদেশের পরিকল্পনা প্রকাশ হইলে তাহাদের জন্য কেন্দ্রী পরিমাণে ঐরূপ অর্থ ব্যয়েরই নির্দেশ থাকিবে সন্দেহ নাই। যে হিসাবে সমস্ত আর্থিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সঙ্গে প্রথম পাঁচ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ খুব অতিরিক্তিত বলিয়াই মনে হয়।

এই সমস্ত বেখিয়া শুনিয়া সরকারী আর্থিক পরিকল্পনার বহি সম্পর্কে আমরা মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। উহাতে মূলের পরে সমস্ত আয়তন ব্যাপারটাকে আর্থিক ঠকিবার কাজ খুব অধিকার সরকারী সমস্ত আমাদের নিকট অনেকটা খুন্না বলিয়াই মনে হইতেছে।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

পুরী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯০৮

হেড অফিস : (পুরী ব্যাঙ্ক বিল্ডিং) পুরী

শাখাসমূহ

খুরদা রোড, ভুবনেশ্বর (ব্যাঙ্ক বিল্ডিং), কটক, ব্রাহ্মীহাট (ত্রিপুরা), বালেশ্বর, বালেশ্বর (সিভিল), কলিকাতা (১০বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড),

২ নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

ফোন : কলি ২৭১৮

ফোন : ব্যাঙ্ক—২৭৬৭ তার—'অমলদাস'

আপনার আজকের "সঞ্চয়ই"
আপনার ভবিষ্যতের সম্বল—

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন

এসিওরেন্স লিমিটেড্

হেড অফিস—দিল্লী

সেণ্ট্রাল অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস্

উপযুক্ত বেতন ও কমিশনে সর্ব্বত্র
এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক।

তার—'অমলদাস' ফোন : বাউবা—২৬৮৩

স্থায়িত্ব ও গঠন-সৌন্দর্য্যের জন্য
আমাদের হোসিয়ারী দ্রব্যাদি সকলেই
সবসময় আদর করেন।

কালিঘাট গৌরী হোসিয়ারী

সর্ব্বপ্রকার হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক

কারখানা ও অফিস
৩৮এ, ঝামারী পাড়া রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

অসামরিক ব্যবহারের জন্য মোটর গাড়ী—রুশ ও ইতালী সীমি অনুসারে ও অন্যান্য ভাবে আলোচনা এবং মার্কিন মুলুকেই হইতে ১৯৪০ সালে ভারতের অসামরিক ব্যবহারের জন্য মোট ৭,৬০৩টি মোটর গাড়ী রপ্তানী করা হইয়াছিল। এই গাড়ীগুলি বিভিন্ন প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য ও সরকারী দপ্তরের অসামরিক ব্যবহারের জন্য বণ্টন করা হইয়াছে। উপরোক্ত মোটর গাড়ীগুলির ৭ হাজারটী ৩ টন ওজনের রাজধানীগাড়ী এবং ইহাদের অধিকাংশই জনসাধারণ বিভিন্নের ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত হয়। ১৯৪১ সালের প্রথম ছয় মাসে ৩ টন ওজনের ৫,৪১৩টি মোটরগাড়ী ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং গাড়ীগুলি অসামরিক ব্যবহারের জন্য বণ্টন করা হইয়াছে।

বাদুড়ের কার্টিজের বৃদ্ধি—বাদুড়ের কার্টিজের কমিটী সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন, বৃদ্ধির জন্য আগষ্টমাস হইতে লবণাক্ত জেলের খাদির বর্দ্ধমান অঞ্চলের ৩১শে ডিসেম্বর সময় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ১৯৪১ সালের প্রথমভাগে এ সকল লবণাক্ত বিক্রয়ের করা হইবে এবং বৃদ্ধি-প্রাপ্ত মাটিগুলির সার এবং সময়ে ঘোষণা করা হইবে, যাহাতে গ্রামের লোক তাদের বা কর্মার প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট মূল্যেই পৌঁছিতে পারেন। ১৯৪ অর্থনৈতিক সূচনী যে সকল লবণাক্ত জমিতে লেবণা হইবে কার্টিজের কমিটী তেমনভাবে সেই-গুলিই নির্দ্দেশ করিবেন।

পাটকলের শ্রমিকদের স্থায়ী—পাট-কলের শ্রমিকদের মজুরী, মাগ্‌গী ভাতা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা নিষ্পত্তির ৮১ বার্ষা অনুসারে তদন্ত কমিটী পাটকলের শ্রমিকদের ২৩টী ইউনিয়নের পক্ষ হইতে বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। প্রকাশ, এই ২৩টী ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা ৪০ হাজার। তাহাদের ৯৭৲ টাকা মাগ্‌গী ভাতা, কম পক্ষে ৪০৲ টাকা মজুরী, চাকুরীর নিরাপত্তা এবং বোনাস প্রভৃতি দাবী করা হইয়াছে। এই দাবীর সমর্থনে ভারত ষ্টেট ইউনিয়ন কংগ্রেস আগামী ৩১শে অক্টোবর হইতে ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত আন্দোলন চালাইতেছে।

ফোটোর গ্রাইজ—বাণিজ্য ও উৎপন্ন বিভাগে অনেকগুলি কমিটী ফোটোগ্রাফদের অভাব-পত্র যেমনিক আদান ও বিদেশীয় অফিসে সেই মুই-এর অভাবের প্রতিকারার্থে এতদিন যাবৎ অনিশ্চি ১১৩৯ সালের মোবেল পুরস্কারের সমিতিসমূহের দাবি করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের উক্ত বিষয়ক পুরস্কার সমিতিসমূহের দাবি করিয়াছেন সেই মুই-এর অভাবের প্রতিবিধান ফোটোগ্রাফদের আবশ্যকতার ও বিজ্ঞানীদের অভাবের প্রতিবিধান করিবার জন্য ১৯৪১ সালের মোবেল পুরস্কার দেওয়া হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 'বে' ভিটামিন আবিষ্কারের জন্য প্রফেসর আবেদনে ১৯৩৩ সালের মোবেল পুরস্কারের অর্দ্ধেক এবং এই ভিটামিনের রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য ১৯৩৮ সালের মোবেল পুরস্কারের অর্দ্ধেক প্রদান করিবার জন্য প্রফেসরদ্বয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে।

আর্থ্রাইটীস্ রোগের ঔষধ—'আমেরিকান এসোসিয়েশন অব দি এডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স'-এর বার্ষিক অধিবেশনে এক প্রবন্ধে প্রকাশ যে, ডাঃ পান বৈজ্ঞানিকেরা পেনিসিলিন এবং ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা দ্বারা অন্ধত্বের মূলীভূত কারণসমূহের অপেক্ষা ভিন্নরূপ বাধিয়া যাইবে। এই ঔষধ প্রয়োগে ইন্ফেক্সনস্ ডিজিজ বৈজ্ঞানিকেরা যাহা-দ্বারা অন্যান্য অবস্থায় যাহা দেওয়া যায় তাহা হইতে ভিন্নরূপ বেশী মূল্যের ভিন্নরূপ দেখিতে পাইবে। সম্প্রতি বলা হইয়াছে যে, এই ঔষধটী অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করিবার জন্য ইতিমধ্যে আবশ্যক করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, শীঘ্রই আমরা ভৈষজ-পরিমাণের সুলভ বৈজ্ঞানিক-দিগের প্রয়োগে এই ঔষধের ইন্ফেক্সনস্ দিতে পারিব।

ভারতে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত—সম্প্রতি এখান সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে এখান মহীর পদ হইতে অর্থসচিব ডাঃ এম এ আজাদকে বলিয়াছেন যে, ভারতে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের কোন প্রতিনিধি রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষ: ভারতবর্ষ অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত প্রতিনিধি-বিনিময়ের ব্যবস্থা করে না; তাহাই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যদি কোন কারণে মনে করেন যে ভারতে তাঁহাদের কোন প্রতিনিধি থাকা দরকার, তবে তাঁহারাই এবিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

ব্রিটেনের রপ্তানী-বাণিজ্যের অবনতি—১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ব্রিটেন হইতে বিভিন্ন মূলের পণ্য রপ্তানী হইয়াছিল :—

১৯৩৮ সাল—৪১ কোটী পাউণ্ড। ১৯৩৯ সাল—৩৭ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪০ সাল—৩১ কোটী ১১ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪১ সাল—৩০ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪২ সাল—২৩ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪৩ সাল—২৩ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড।

বাংলার আমদানী রেজারী ও পোলাই কার্ড—বর্ত্তমান অবস্থায় বাংলা সরকার যে রেজারী ও পোলাই কার্ড (পাতী) এবং হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পক্ষী পালনকারী) কাগজের পরিমাণ করিয়াছেন তৎসম্পর্কে আলো বিতরণ যে, এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে এবং কলিকাতায় নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে একটী পরীক্ষাগার রেজারী ও পোলাই কার্ড স্থাপন করা হইবে। কয়েকটী জেলায় প্রথমে প্রবর্ত্তন করিবে এই বৎসরে কার্ড স্থাপনের সঙ্কল্প করা হইয়াছে।

কলিকাতায় দুধ-সরবরাহ—কলিকাতায় দুধ সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলা সরকার দুধ হইতে আইসক্রীম ও ছিনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং আরেন জাতী করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। কলিকাতার জন্য প্রতিদিন অন্যূন ৩লক্ষ সের দুধের প্রয়োজন। ১ হাজার মণ দুধের ব্যবস্থা হয় এবং সেজন্য ৪ হাজার মণ দুধের প্রয়োজন। বর্ষার এই এক হাজার মণ দুধের ৩ গুণ মণ বাহির হইতে আসে, অবশিষ্ট ছানা ও ঘৃত এখন হইতে আমদানী হয় বলিয়া ছানার আমদানী বন্ধ করিলে দুধের আমদানী বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া সরকারের আশা করেন। এই প্রস্তাব জারীর পর কলিকাতায় যদি প্রত্যহ ৭ হাজার মণ দুধ সরবরাহ হয়, তাহা হইলে কলিকাতাবাসী বর্ত্তমানের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশী দুধ পাইতে পারিবে।

কলিকাতায় ব্যাঙ্কেরিয়ার মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি—কলিকাতায় ব্যাঙ্কেরিয়ার মৃত্যুসংখ্যা সম্প্রতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় গত ২৩শে আগষ্টের যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্কেরিয়ার ২৮ জন বেশী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই সপ্তাহে উক্ত রোগে ১৮১ জনের মৃত্যু হইয়াছে, তন্মধ্যে সরকার উপরুক্ত হাসপাতাল ও ডেসিনফেক্টেণ্টেই ৬৩ জন মারা গিয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতায় এই দুই অঞ্চলেই ব্যাঙ্কেরিয়ার প্রকোপ সমধিক বেশী।

অর্পোরেশনের ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের সিদ্ধান্ত—গত ২৩শে আগষ্টের কলিকাতা কর্পোরেশনের 'সাধারণ ইউরোপীয় এণ্ড সাংগঠন ট্রাফিক' কমিটী'র এক বিশেষ সভায় কর্পোরেশনের কর্তৃক কলিকাতার ট্রাম চালানোর লাইসেন্স প্রদানের প্রস্তাব গৃহীতাবে সমর্থন করা হয় এবং কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর লন্ডনস্থ ডিরেক্টরবর্গ নিকট সরকার অবস্থাবাদ করিয়া সম্প্রতি কর্পোরেশনের নিকট এ সম্পর্কে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাও বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। কমিটী সকল দিক হইতে সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া স্থির

স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে রক্তখাদি...
এবং রক্তাল্পতায় কি করা উচিত

সাধারণতঃ দেহের পাতলা রক্ত থেকে প্রত্যেক মানুষের শরীরে আর পাঁচ কোয়ার্ট পরিমাণ রক্ত থাকে। 'হিমোগ্লোবিন' নামক অক্সিজেনের বাহক বর্ণ হৈমিক পদার্থ রক্তের সহিত মিলিয়া থাকে, সেই জন্য রক্তের রং লাল। আমরা নিঃশ্বাসের সহিত যে পরিমাণ অক্সিজেন (অক্সিজেন) শরীরের ভিতর প্রবেশ করি তাহা উক্ত 'হিমোগ্লোবিনসমূহ' শরীরের সব কলকব্জির মধ্যে বহন করিয়া তাহাদিগকে পুষ্ট ও সজীব করে। সুতরাং কোন কারণবশতঃ 'হিমোগ্লোবিনসমূহ' অকর্মণ্য হইয়া পড়িলেই শরীরে রক্তহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মানুষ প্রতিদিনের অহোরাত্র জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত। এ-কথা সকলেই জানেন যে, সকল পরিশ্রান্ত মুহূর্তকে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। তাদের শরীর সুস্থভাবে হইলে অবসাদটী দূরীভূত হইয়া যায়। কিন্তু অবসাদ যদি অধিক দিনের হয়, তবে শরীরের ভিতর একটা অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। অবশেষে প্রয়োজনমতো বেশী বিশ্রাম করিলেও সেরা উঠিতে জীবন-সংগ্রামে অবসন্ন শরীরের রক্ত পরিমাণ কাজের শরীরে আসে কি না।

সুস্থ অবস্থায় যা 'এনিমিয়া' চিকিৎসা করা হইল সেই শরীর ঔষধ খাওয়া; কিন্তু এখানে দেখা যায়, যে, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফয়েড, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে রোগের পর শরীরের অবস্থাটা ঔষধ পড়িলেই যায় না। এই সকল কারণ ছাড়া শরীরে অবস্থাভাবে প্রধান কারণ অবসাদ-প্রতিরোধের ঔষধির অভাব বিশেষতঃ।

যখন ঔষধবিজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিলেন যে, যকৃৎ-সার রক্তে অবস্থাভাবে আয়োজনাদি করে তখন ইহার চিকিৎসাপ্রণালী অনেকটা সুলভ হয়। কিন্তু আমাদের এক উপকার আবিষ্কার সুবিধা এই যে, উপযুক্ত অল্প মাত্র ঔষধে রোগীকে দেওয়া অথবা পাক করা যায়, এত অধিক পরিমাণে খাইতে হইবে যে, তাহা রোগীর পক্ষে বিভিন্নতর ও কষ্টকর হবে। অধিকন্তু এইরূপ প্রক্রিয়ায় পাকস্থলী সহজেই অবসাদের আশঙ্কা পাইতে পারিবে।

এই প্রক্রিয়ার সুবিধা হওয়ায় পর বৈজ্ঞানিক-গণ অনেক রোগীর ও পরে উহার প্রণালীতে যকৃৎ-সার প্রয়োগপ্রণালী আবিষ্কার করেন। সাধারণ পরিমাণ যকৃৎ-সার দ্বারা আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারিল। যকৃৎ-প্রণালীর অধিকতর সহজ হইল। সাধারণ পরিমাণ সেবনে অথবা ইন্জেক্সনেই রোগীর অবস্থার বিশেষ উন্নতি লাভ হয়।

রক্তাল্পতা রোগের এইরূপ ঔষধ যখন আবিষ্কার হইয়াছে তাহার অনেক চিকিৎসকের পক্ষে সময়ের অভাবটা। রক্ত পরীক্ষার অবস্থা বেশীদিন নাই এইরূপ অবস্থায় যকৃৎ ও লৌহ সহযোগে চিকিৎসার সুবিধার জন্য চিকিৎসকের ঔষধ আবিষ্কার প্রস্তুত হইয়া থাকে। চিকিৎসকের যাইতে হয়তো এবং প্রয়োজনমতো রক্ত ঔষধালয়ে প্রস্তুত করিয়া।

করেন যে, ট্রাম কোম্পানীর বর্ত্তমান কর্ম্মচারিবর্গ এবং তাহাদের বেতনের হার কর্পোরেশন যথাযথ বাহিবেন এবং কলিকাতার সুবিধার জন্য যে সকল নূতন ট্রাম চালানো হইবার সেই সমস্তগুলিতে ট্রাম চালাইতে কর্পোরেশন এগ্রহণ করিবেন। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান ট্রাম কোম্পানীর সমস্ত কর্ত্তব্য লাভির ভারপোরেশনই গ্রহণ করিবেন। কমিটী আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ট্রাম কোম্পানীর সহিত আলোচনা চালাইয়া কোম্পানী ক্রয়ের মূল্য স্থির হইবার পর কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে সাময়িকভাবে টাকা সংগ্রহের উপায় নির্দ্ধারণ করা হইবে।

আরতে ইঞ্জিন তৈয়ারীর ব্যবস্থা—নিঃ সালীম আলীর বক্তব্যের এক অংশের উত্তরে সভাপতি আবদুল করিমের বেতারে প্রদত্ত ভাষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতে যথাসম্ভব ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবার জন্য বেঙ্গল এন্ড আসাম বেলওয়ের কারখানাগুলিকে পরিবর্দ্ধিত করা হইবে। ইহা ছাড়া সিন্ধুদের ৫টি ইঞ্জিনিয়ার বেলওয়ের কারখানায় যুদ্ধের সময় অতি যৎসর ১ শত বৎসরের প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যুদ্ধ শেষে এই কারখানায় নানা ইঞ্জিন ও নানা যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা হইবে। তার বেতন আরও বলেন যে, টাটা কোম্পানী বর্ত্তমানে রেলিন প্রস্তুতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে উদ্যুক্ত নহেন, তবে তাঁহারা যুদ্ধশেষে এ বিষয়ে মনোযোগ দিবার সময় জানান করিয়াছেন।

শ্রমিকদের 'আত্মরক্ষা'—কমিটীর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালকদিগের অনুরূপ অবস্থায় বিশিষ্ট আরবের সংস্থাবলম্বে এবং তাহাদের যোগসূত্রে এবং ব্যাপি নিবারণের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক বি পি আবাবরুর কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার জন্য একটী 'আত্মা-রীতি' পরিকল্পনা লিখিত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী যাবতীয় শ্রমিক প্রতি বৎসর প্রায় আড়াই কোটী টাকা পাবে হইবে। এইরূপ একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য অধ্যাপক আবাবরুর তাঁহার সহকর্ম্মিগণের সহ বিশেষ বহুদিন যাবৎ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনাটী বাস্তবানুগ এবং উহা বাস্তবায়িত হইলে সমস্যা কিছু পরিমাণে দূর অর্থাৎ বন্ধ, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা এবং অন্যান্য ও রোগের হিসাব এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পরিকল্পনা মতে ৬০ জন শ্রমিক এই সকল হিসাব নিযুক্ত হইবেন। এই পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, নিয়োগকারিগণ সপ্তাহে শ্রমিকের জন্য সাত আনা হারে এবং টাকা চারি আনা হিসাবে দিয়ে আনা হইবেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী, অস্থায়ী ও সাময়িক হিসাবে যথাক্রমে মাসিক বার আনা, আট আনা ও চারি আনা টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে। অধ্যাপক আবাবরু হিসাবিল করিয়াছেন যে, অন্যান্য শ্রমিকের জন্যে পরিবেশকে আট আনা হিসাবে টাকা দিতে

নিরাপত্তার এবং জাতির সেবায়
ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

গ্রাম— পেমেণ্ট | হেড অফিস— ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা | ফোন— ক্যাল—২৪৪৯

অন্যান্য শাখা

আমবাজার, বড়বাজার, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট, শোভা, ভবানীপুর, বিরালদহ, টালীগঞ্জ, ভাওড়া, বাহাদুরপুর, অন্ধ্রো, কাশপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ফরিদপুর, ফাজিয়াড়ী, কুষ্টিয়া, গোপালদি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, আসানসোল, জোনা, মৌরাণী, চৈনেন, কোরহাট, মহম্মদপুর, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোলাঘাট, হাইলাকাণ্ডী, লাখপুর, ডায়মণ্ড, ডায়পুর, পাইকা, বাগড়া, লোকারপুর, বেনারস, মজঃফরপুর-মতিহারী, সিমরা, মজঃফরপুর, ছিলমুরিয়া, ছিকরহর, ভেলপুর, ঠাকুরপুর, কাটিহার, আরা, জলপাইগুড়ি, মহম্মদসিংহ, ভৈরব, নরসিংদি।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রীবিহারণচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সি টি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা
আমবাজার ও মহমনসিংহ

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার—শ্রীশিশিরকুমার বিশ্বাস

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা | ফোন : বি বি ৬২৬৪

তার :—ENEM BANK

শাখাসমূহ

ঢাকা, রংপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর (বাংলা), ওয়াজিরাবাদ, গুলজার সিটি, গুজরাণওয়ালা, ডাস্কা, খুলনা, সারগোধা, লালামুসা, খেনাম, জাফ্রাবাদ, মুলতান সিটি, বাসুরা, আহমদনগর, গুজরাট, সিরামবাদ (পাঞ্জাব), করাচী, ভাওো-আদ (সিন্ধু)।

শীঘ্রই নিম্নলিখিত স্থানসমূহে শাখা খোলা হইবে :

পেশোয়ার, লায়ালপুর, সিয়ালকোট, লুধিয়ানা, মজঃফরনগর, বেনারস, রাঁচি, বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান, আসানসোল, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর।

ষ্টার্লিং ব্যাঙ্ক—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আপিস ও শিল্প

সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র

যথা

- বই বাঁধাই
- সিলিং স্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এড্রেসিং মেশিন্
- সিলিং ওয়াক্স
- সেফ, সেট্
- টাইপেন্ড ও সেট্
- লেটার ও ফাইলিংকোড বাক্স-সিন্দুক
- সিলে-করা প্যাড
- আলমারী ও লোহার
- চাবিসহ সমস্তরকম বাক্স-সিন্দুক
- ভারতবর্ষের সব ইঞ্জিনিয়ারিং ও হার্ডওয়্যারি
- ভূবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি
- মিট মেটালের তৈরী জিনিষপত্র

আমাদের নিজ কারখানায় সুদক্ষ কারিগরদের দ্বারা প্রস্তুত হয়। ব্যবহার না করে বুঝতে পারবেন না—দেখে শুনে ও বিশ্বাস করে আমরা এসব জিনিষ তৈরি করে থাকি

ঠিকানা
১৮৩, বিডন রো, কলিকাতা
ফোন : বি বি ১৪০৮

[illegible]

বিবিধ ক্ষেত্রের প্রাকৃতিক সম্পদ—[illegible]

যুদ্ধের সময় আইসের অবস্থানী সংখ্যা [illegible]

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

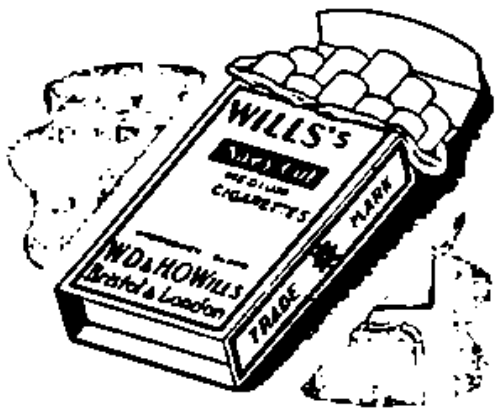

WILLS'S
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বার্ডিলিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৬শে অক্টোবর ১০৮নং ক্যানিংষ্ট্রীটে (ব্রাবর্ণবাজার ট্রাম ডিপোর সম্মুখে) বার্ডিলিয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ব্রাঞ্চবাজার শাখার উদ্বোধন-উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ অফিসার ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বসু এই উৎসবে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের রিঃ এস্ সুবার্তি তাঁহার বার্ডিলিয়ার ব্যাঙ্কের বিগত চারি বৎসরের ক্রমোন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিবার পর 'মুনাফার' সদ্ব্যবহার বিষয়ে বক্তব্যপ্রসঙ্গে মুখোপাধ্যায় মেসের বর্ষিকা প্রবাহে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বলেন যে, ব্যাঙ্ক পরিচালনার দায়ত্ব ও দেশবাসীর না থাকিলে দেশের সম্যক মোকদ্দমা হইবার সম্ভাবনা এবং এই জন্যই ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলের কর্তব্যজ্ঞান, সততা ও দেশপ্রেমের আদর্শ সর্বদা জাগ্রত রাখা উচিত।

সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, বাঙ্গালী এতকাল ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদাসীন ছিল সত্য, কিন্তু সম্প্রতি এই সকল বিষয়ে তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি যে বর্তমানে অবস্থিতি করিয়া উঠিতেছে ইহা সত্যই আশার কথা এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, উত্তর কলিকাতার অধিবাসিগণ বার্ডিলিয়ার ব্যাঙ্কের এই নূতন শাখাটীর কার্যোন্নতিকল্পে সাহায্য করিবেন।

বার্ডিলিয়ার ব্যাঙ্কের ব্যাবেলিয়ার রিজেক্টর রিঃ বি বুবার্তি সমবেত অভিথিবর্গকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

ষ্টিচাম্বার ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ

ষ্টিচাম্বার ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী মুফঃস্বলের বিভিন্ন সহর-কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জন করিয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের নিকট হইতে নূতন সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানটী কিনিয়া লইয়া ঐ কোম্পানী গত ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে সেখানেও তাহাদের কার্য্য প্রণালীর পরিচয়ে আনিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ডুবী ব্যবসায়ী মিঃ কে কে সেন ম্যানেজিং ডিরেক্টরপদে ষ্টিচাম্বার ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীটী পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্মকুশলতায় অল্প সময় মধ্যে কোম্পানীর বেশ উন্নতি ঘটিতেছে এবং ইহা অংশীদারদিগকে আকর্ষণ সন্তোষ দিতেছে। নূতন করিয়া রাণুর সহরে এই কোম্পানীর কার্য্য প্রণালি প্রকাশ আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের লাভের সুযোগ বাড়িবে এবং ইহা অংশীদারদিগকে আরও বেশী লভ্যাংশ প্রদানে সমর্থ হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

নূতন বীমা কোম্পানী

ওমানী ফ্যাসলটেনস লিঃ—রিঃ এস দাইব মেম। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। বার্ষিক উদ্দেশ্য ভাল টাকা বাজার চাই।

ইন্ডিয়া ইলেক্ট্রিসিটারিং ওয়ার্কস্ লিঃ—রিজেক্টর রিঃ প্রবোধচন্দ্র মৌলিক। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৪, নেপালী মেম লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্ট ও ইলেক্ট্রিক্যাল সাপ্লাই ব্যবসা।

ইষ্টার্ণ মেটাল এণ্ড এলয় কর্পোরেশন লিঃ—রিজেক্টর রিঃ হাবিবুর চৌধুরী। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্রাসপাতি নির্মাণ ও বিক্রয়

কে সি ব্যানার্জি ইন্ডেলনসেন্ট এণ্ড এসোসিয়েটস লিঃ—রিজেক্টর রিঃ সি সি কে ব্যানার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। এজেন্সি।

ডিমান্ড ইন্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—রিজেক্টর রিঃ ইউনিভ হ্যাটার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১, ক্রাইভ লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ হাজার টাকা। সর্বপ্রকার ছাতার কালি প্রস্তুতকারক।

সেরিয়া অনুমোদার এণ্ড কোং লিঃ—রিজেক্টর রিঃ ফোর সেরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৭, আমহার্ষ্ট লেন, কলিকাতা। এজেন্সি।

অরেল ম্যাক্সিফ্যাক্স লিঃ—রিঃ বি কে সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ফিনল, কামফর, ক্যামফর প্রভৃতি হইতে ওষুধাদিপ্রস্তুত ও সরবরাহকারক বৈজ্ঞানীয় কারখানা।

ডাইরেক্টোল ফিল্মস এণ্ড প্লাষ্টী (ফিলাডিল্ফ এণ্ড কার্মাণ্ড) লিঃ—রিজেক্টর রিঃ কে এন দাদিড়ী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১ আমহার্ষ্ট লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। অভি, ঘাড়ী, ঘনকড়, ফিল প্রভৃতির কারবার।

বিভিন্ন কোম্পানী সভ্যাংশ

ফুলমালবাড়ী কোল কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৲ টাকা। ফুলঝিরা কোল কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৪৲ আনা। বরাকর কোল কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৲ টাকা। ঝোরিয়া কোল কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৲ টাকা। ইষ্টার্ণ কোল কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৲ টাকা।

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটী গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৩৩ সালে মৃত এবং দুর্ভিক্ষের সময়কার পরিস্থিতিতে ইহার প্রকৃত দাবীর অঙ্ক অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সচ্ছলতার সাক্ষ্যরূপ, বীমাগুলের নিরাপত্তা, পরিচালনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও দেশবাসীর আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতিই এই অগ্রগতির পথে হিন্দুস্থানের একান্ত পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা ২৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার উপর

বীমা তহবিল— ৫ ,, ৪২ ,, ,,

রিজিয়ারের আয়—১ ,, ১১ ,, ,, ,,

মোট সম্পদ— প্রায় ৬ কোটী টাকা

দাবী শোধ (১৯০৭-৩৩) তিন কোটী টাকার উপর

নূতন বীমা (১৯৩৩) ৫ কোটী ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড,

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ত্রিপুরা-বিহারের যাবতীয় সুযোগসম্পন্ন একটি সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

অন্যান্য অফিস—

বাঙ্গীগঞ্জ, ডমরাগীপুর, লক্ষ্মীবাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, সোনাপুর, চৌমুহনী, ঠাকুরপুর, পুরানবাজার, কেন্দী, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপপুর, রসুলপাইকড়ি, বর্দ্ধমান, রিয়াগঞ্জ, জৌনপুরহাট, পুর্ণিয়া, পাটনা, মোকামা, আরা, হাঁটী, ভাগলপুর, আজমেরপুর, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রা।

কাটিহার এবং মিরকাদিম শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

কার্য্যকরী তহবিল

১,৫০,০০,০০০৲ প্রায় দেড় কোটি টাকা

এতদ্দেশী ব্যাঙ্কের মধ্যে বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

স্থায়ীভাবে বিদ্যমান ৮—৪টি এল পি পাল।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩রা অক্টোবর—আলোচ্য সপ্তাহে পত সপ্তাহের মতই কলিকাতার টাকার বাজারে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই এবং ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে হাতিবাজার পরিশোধের সর্তে অর্থের সুদের হার কলিকাতায় পতকরা ।৷০ আনা এবং বোম্বাইয়ে পতকরা ।৷০ আনাই ছিল।

গত ৩০শে আষ্টোবর ভারত সরকার কর্তৃক আগুল ৩ মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৸৵৩ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৸৵৫ আনা মূল্যের পতকরা প্রায় এক ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের অতিপতকরা মূল্যের হার বার্ষিক পতকরা ।৵১১ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ৭ই নভেম্বর খোলা ১১টা (ইণ্ডিয়ান সময়) পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ৮ই নভেম্বর ভারতের অন্য যে কোন পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত সরকার কর্তৃক আগুল তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

গত ২৭শে আষ্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে মোট ২৭ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ইচ্ছা বিভাগের সমক্ষে বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময়-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার প্রচলিত ছিল :—

টেলিগ্রাফি (প্রতি টাকায়)	১ শি ৩৯৷৷ পেন্স
ঐ বোম্বাই " "	" "
ডি-এ তিন মাস (")	১ শি ৬৷৷ পেন্স
ডি-এ চার মাস (")	১ শি ৬৷৷৹ পেন্স
ডলার (প্রতি শত)	৩৩৷৷৸৹ আনা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২০শে আষ্টোবরের হিসাবে দেখা যায় ঐ তারিখে তাহার চলতি মোটের পরিমাণ ছিল ৯৩২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ইহার পরিমাণ ছিল ৯৩৭ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। গত ২০শে আষ্টোবর তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৩৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ও ১৯৪ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩রা অক্টোবর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে অন্যান্যভুক্ত বিভিন্ন-ভাগ বিভাগ করিয়াছিল এবং শেয়ার ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ সংখ্যা পত্রাদি পরিবিত হারিবার সাধারণ আশানুরূপ দেখাযেও না হওয়ায় ফলে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয় নাই। পরেশনাথ মোডা-মাহার জন্য পত বৃহস্পতিবার বাজার বন্ধ থাকায় আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার শেয়ার-বাজারে একদিন কোন কাজকর্ম হইতে পারে নাই। খুব খুব নীচ শেষ হইলেও যা বলিয়া ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল সম্প্রতি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে সেই বক্তৃতার প্রভাবে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে নূতনভাবে ক্রেতাভাব ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু শেয়ার-ক্রেতাগণ বিশেষ-ভাবে আগ্রহ করেন নাই বলিয়া বাজারে প্রকৃত ক্রিয়াকলাপ বিভাগ আছে এবং কাজকর্ম কম হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারের অধিকাংশ শেয়ারের অবস্থাই মূল্যের দিক হইতে প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। এসপ্তাহে বাজারে কাপড়ের কলের শেয়ারগুলির খুব কম চাহিদা ছিল এবং কয়লার খনির শেয়ারগুলির দামের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। চটকলের শেয়ার-সমূহের মধ্যে দিনের কয়েকটি শেয়ারে এ সপ্তাহে দাম কম হইলেও অবশ্য দিন কোম্পানীর ব্যবসায়ের প্রকৃত হিসাবের আশানুরূপ ও ভবিষ্যৎ বাজারে কিছু পরিমাণ ক্রয়োৎসাহ সঞ্চার হইয়াছে। বাজারের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে শেয়ারসমূহের মূল্যমান যা হউকনে বাজারের এই হিসিকভাব যৌক্তিক বলায় থাকিবে। শেয়ার-ক্রেতা এবং শেয়ার-বিক্রেতা উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিরাই এখন বাজারে আসন কি পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বা কাগজসমূহের মূল্য বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই এবং পত সপ্তাহের কোম্পানীর কাগজ এসপ্তাহ টাকার কারাকারি বন্ধেই এ সপ্তাহে ক্রেতাভাব হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—ব্যাঙ্কসমূহের শেয়ারেও আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। ইম্পিরিয়াল (পূর্ণ প্রদত্ত) ১,৯৮৮৲ টাকায় এবং ন্যাশনাল ১০৮৲ টাকায় বন্ধবার সপ্তাহে কেনা-বেচা হইয়াছে।

কয়লার খনি—কয়লার খনির শেয়ারসমূহের আলোচ্য সপ্তাহে খুব বেশী কাজ না হইলেও বরাবরের ন্যায় সেক্ষেত্রে শেয়ার সম্বন্ধে বাজারে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। উচ্চ খনি দুইটিতে ডিভিডেণ্ড ছয় মাসে করলা উত্তোলন বৃদ্ধি বেশী হইবে এই ধরণের একটী গুজবই সপ্তাহ এই আগ্রহের কারণ। বরাবরের ন্যায় সেক্ষেত্রে উচ্চ শেয়ারগুলিই আলোচ্য সপ্তাহে ২ টাকা করিয়া মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে বেঙ্গল, ভালডেরে, সাউথ

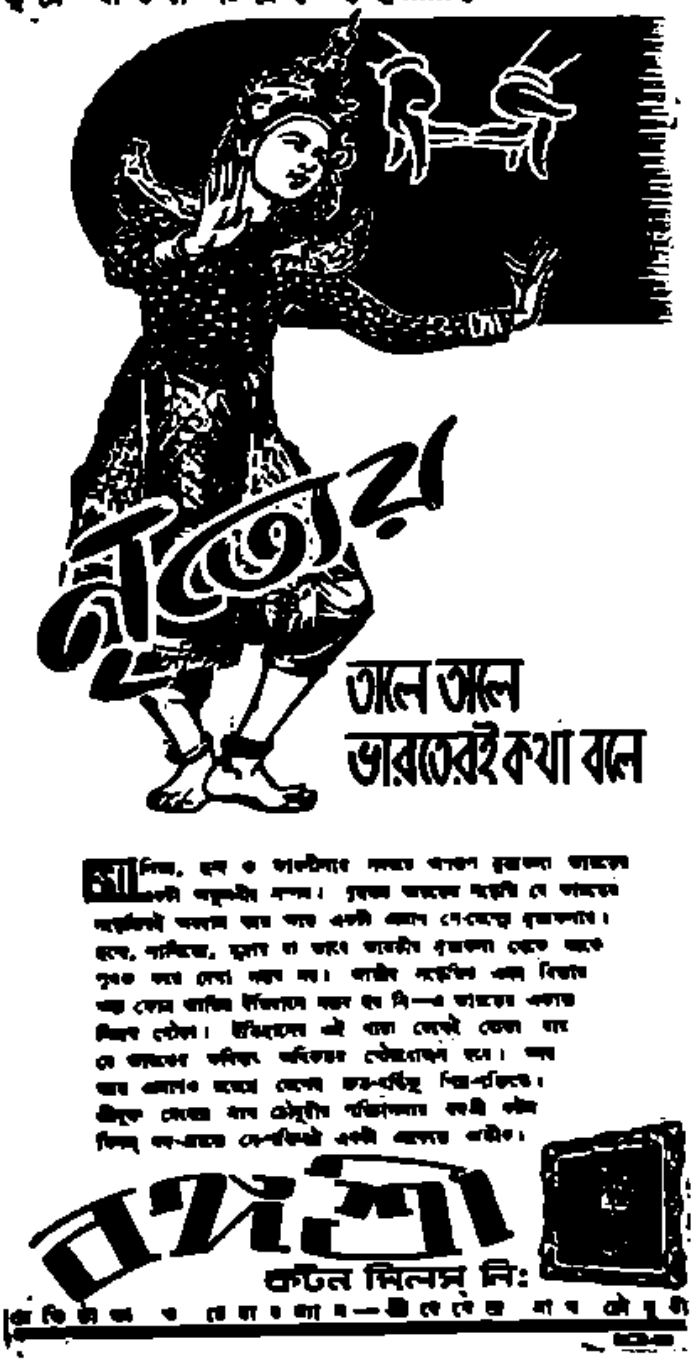

অবনতি, সিমেন্ট ও লোহার চাহিদা বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে প্রায় অপরিবর্তিত ছিল।

কাপড়ের বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজার মোটামুটিভাবে উৎসাহব্যঞ্জক ভাবে আরম্ভ হইলেও সপ্তাহের শেষদিকে তাহাতে ভাটা পড়ে। কটন টেক্সটাইলসের শেয়ার ১৩৫৲ টাকা হইতে ১৪৫৲ টাকায় উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বেঙ্গল নাগপুর কটন মিলের শেয়ারের চাহিদা হইয়াছে।

চটকল—অনেকগুলি অধিক ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করার পরে রাজস্থান মার্কানটাইল ডিভিডেণ্ড মাত্র ১৸০ আনা হিসাবে ঘোষিত হওয়ায় কলিকাতার শেয়ার-বাজারে বিশেষ নৈরাশ্যের সঞ্চার হয় এবং প্রায় সকল পাইকলের শেয়ারের চাহিদাতেই উহার এই ডিভিডেণ্ড ঘোষণার ফলে ভাটা পড়ে। অবশ্য আলাদা বিভিন্ন ব্যবসায় ভাল বিক্রয়ের দরুণ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধি, উহার, শ্যামনগর প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ পাইকলের শেয়ারে এ সপ্তাহে ভাল কাজ হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কতিপয় অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত এবং এই বিভাগের শেয়ারগুলির বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় নাই।

চিনির বাজার—চাহিদের আবের দাম বাড়াইবার উদ্দেশ্যে কল হইতে বিলিবার সময় চিনির দাম বেশী দেওয়া হইবে এই মর্মে সম্প্রতি একটী ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহের চিনির বাজারে কয়েকটী শেয়ারের উল্লেখযোগ্য চাহিদা দেখা যায়। বর্ত্তমান সপ্তাহে খুচরা ৩৸০ আনায়, রাজা ৩৸০ টাকায় ও ধারে জুয়ারী ২৸৩৵০ আনায় বেচা-কেনা হইয়াছে।

কয়লা খাদানের—আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খাদানের শেয়ারগুলির অবস্থা প্রায় স্থির ছিল এবং কলিকাতা ৭৸০ টাকায়, রাজীগঞ্জ ৭৸০৲ টাকায় এবং ডুবুরডাঙ্গা ২১৸০ আনায় বেচা-কেনা হইয়াছে।

বিবিধ—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ারের বহু প্রকার অপরিবর্ত্তিত ছিল এবং কাপড়ের কলের শেয়ারগুলির বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। এই বিভাগের শেয়ারগুলির মধ্যে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ শেয়ার সপ্তাহে বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং উহা ৪৸০ আনা হইতে ৫৸০ আনা এ সপ্তাহে উঠিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন ট্রামওয়ে পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন এই সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই বাজারে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজের শেয়ার সম্প্রতি এত বেশী আগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। বেঙ্গলীপুর অফিসারী আলোয় সপ্তাহে ১৯৸৲ টাকা হইতে ১৯৸৲ টাকায় দাঁড়িয়া আসিয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩রা নভেম্বর—চটকলগুলোয় পাট ক্রয় সম্পর্কে আরও না বেঁধাইবার ফলে বাজারে পাটের বড় রকমের খরিদ্দার বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অঞ্চলে বীতিমত

অক্ষয় কুমার নাহা

সম্পূর্ণ ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসহ একটী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

বাংলা ও উড়িষ্যার সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে আমাদের শাখা অফিস আছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এ. কে. চক্রবর্ত্তী

ভারতীয় ইক্যুইটেবল ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

চক্রবেড়িয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি ১৭৪৪

ব্রাঞ্চ অফিস :—

রাঁচুড়িয়া, লাখেরি বাজার, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, ক্যানিং, পাঁচুড়, রামপুরহাট, দুর্গাপুর, বাজবাজেরহাট, বাহিরখণ্ড, ও জোয়ার।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি এন চাটার্জ্জী

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজি অফিস : ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস
ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

"ক্যালকাটা ন্যাশনাল" একটি দেশীয় অংশীদারী প্রতিষ্ঠান। ইহার বিপুল আর্থিক সংস্থান অন্যূন ১ কোটী টাকা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হাতে এবং সমগ্র ভারতব্যাপী শাখা-প্রশাখা ও বহু সংস্থার সহিতিতা ব্যাঙ্ক সকলের যাবতীয় ব্যাঙ্ক লিখিতযোগ্যতাকে সুসম্পন্ন করে।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, লাহোর ও দিল্লীতে
এবং লিমিটেডের স্থানে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস আছে :—

কলিকাতা	অমৃতসর	আগ্রা	কল্যাণজী (বোম্বাই)
ক্যানিং ষ্ট্রীট	কানপুর	মীরাট	
বড়বাজার	সেন্ট্রাল রোড (কানপুর)	দেরিদী	আমেদাবাদ
ভাওয়ানীপুর	পাটনা	লক্ষ্ণৌ	লাহপুর
জঙ্গীপুর	বরা	আজিমাবাদ (লক্ষ্ণৌ)	ইটওয়ারী (নাগপুর)
বালীগঞ্জ	মুজাফ্ফরপুর		
ঢাকা	কটক	আজমীর	রাজপুর
বরহমপুরে	এলাহাবাদ	জয়পুরাবাদী (বেরার)	ভবলপুর
নারায়ণগঞ্জ	কাইজা (এলাহাবাদ)		জব্বলপুর ক্যান্টনমেণ্ট
চট্টগ্রাম	মোরাদাবাদ		

সাধারণ একাউণ্ট : সাধারণ বার্ষিক হারে সুদ দেওয়া হয়।
মেয়াদী ব্যাঙ্ক একাউণ্ট : এই আমানত মেয়াদী ব্যাঙ্ক একাউণ্ট দুই বৎসরের।
সঞ্চয় বার্ষিক ১৲ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।
এজেন্ট লি-ব্যাঙ্কার্স কলিকাতা।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড
(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

বীমা করুন

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমস্ত লাভ পলিসিহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম বা বিশেষ স্থায়ী অবস্থানকালে কর সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- অন্যান্য প্রিমিয়াম দিলে মৃত্যুদাবী-অন্তে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয়
- কোম্পানীর অফিসের পরিবার ও দেশী টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্রব্যবহার করুন

দক্ষিণাঞ্চলের এজেন্সি সম্বন্ধে চীফ এজেন্টস্ :
২, ডালহৌসী স্কোয়ার নর্থ, কলিকাতা।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

≡মোহিনী মিলস্ লিঃ≡

এই সিম্বলের

বস্ত্রাদির স্থনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোঝা যায়। ইহাই

১নং মিল	২নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)	কেশবপুর (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্ট্স্:—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

কলিকাতা শাখা—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

নিরাপত্তায় নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার সুবিধাদায়ী প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সুবিমলচন্দ্র বসু, বি-কম, আর-এ,
এফ্-আই-এফ্-এ, এফ্-আর-ই-এস (লণ্ডন),
ফেলো অফ দি ইন্সটিটিউট অফ বাংকার্স।

প্রফুল্লকুমার চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

নলেনগুড়ের সন্দেশ

বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য কি? একবাক্যে উত্তরে আমরা বলি, আমরা "সন্দেশে", আমাদের পাঁচজনে আমাদের শৌখীন মনে মিষ্টান্ন কতদূর দিতে পারেন। কিন্তু, তবু একটা: জেলা বেছাই দিয়া বলা যায়। সুমিষ্টতার আর কোথাও সন্দেশ এমন ভাবে তৈরি হয় না, এমন ভাবে তাহাকে সংরক্ষিত করা যায় না। সন্দেশ বাদ দিয়ে বাংলা দেশে কোন মিষ্টান্ন-কথা হয় না, এমনটি আছে সন্দেশের অভিজ্ঞতা-সংস্কারের আমাদের। আমাদের ও বাঙালীর জীবনের সঙ্গে সন্দেশ একাত্মভাবে জড়িত। সন্দেশ আমরা সকলে তৈরী করে থাকি উৎসবের মুখে। অন্যান্য আমাদের মত এখানেও বাড়িতে বিয়ানো আর অনেক কারিগরেরা এখন তৈরী করেই সন্দেশ সকলের সন্দেশের চাহিদা মেটাতে বাস করে থাকেন।

দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স
লিমিটেড

আর্থে চাউলের কাছ চালানো যাইতেছে না। আমাদের আমার বাহির হইতে চালের আমদানীর পরিমাণে খুব কম দেখা যাইতেছে। ফলে চাউলওয়ালারা সাই মত করিয়া যাহা লাভে কোন উৎসাহের ভাব দেখাইতেছে না। মূলত সাই বাজারে ঠাঁইবার মতে বিক্রেতারা উহা বিক্রয় করিয়া দিতে চাহিতেছে। এই অবস্থার ক্রেতাদের আগ্রহ না থাকায় স্বভাবতঃ সাইের দর পড়িয়া যাইতেছে। অবশ্যকারী সাইের যে নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন সে মূল্যের কম দরেই উহা বিক্রিবিক্রি হইতেছে। সাইের মত চালের চাহিদার পরিমাণ কম। কিন্তু চাউলওয়ালারা সর্ব্বোচ্চ মূল্য হারে মূল্য বাড়াইতে করিতে এখনও সমর্থ আছে। ফলে সাইের মত আমিরা আশিলেও চালের মত করিয়া আসিতে পারিতেছে না। আলোচ্য সাইের বাজারে এ সপ্তাহে মুগাবতাইলের আমদানী বিশেষ ও চালের মোটের সাই প্রতি মন ১১।০ আনা ও ১২।০ আনা দরে সামান্য পরিমাণে বিক্রিবিক্রি হইয়াছে। ইউরোপীয় সাইের মত ও বিলাতী মোটের সাইের দর যথাক্রমে ১৯৲ টাকা ও ১৯৲ টাকা পর্যন্ত আমিয়া নিয়াছে।

সাধারণ বিভাগে এসপ্তাহে ব্যবসায়ীর অল্প সাইের আমদানীতে ব্যবসায়িক মুখই কম। আমি মোটা ও সাইটাসিং শ্রেণীর সাই যথাক্রমে প্রতি মোন ৭৭৲ টাকা ও ৭৯৲ টাকা দরে সামান্য পরিমাণে বিক্রিবিক্রি হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৪ঠা নভেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে বড় সপ্তাহের তেজী ভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। বড় সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে তুলার দরে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বড় সপ্তাহে মার্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের রহিনা তুলার দর ৪১৪৵০ আনা ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা সামান্য বাড়িয়া ৪১৬৵০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের তুলার (নভেম্বর) দর বর্ত্তমানে ৪২১।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই এবং বিভি কাপড়ের অভাব কলিকাতার বাজারে স্বাভাবিকভাবেই অনুভূত হইতেছে। উৎসবের লগ্ন আসিয়া যাওয়ায় বাজারে কাপড়ের বেনামেনা অপেক্ষাকৃত কম। পল্লী অঞ্চলে কাপড়ের বেচাকেনা আলোচ্য সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যাইতেছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৪ঠা নভেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দামে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে বড় সপ্তাহের তুলনায় কোন উল্লেখযোগ্য নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। কলিকাতার বর্ত্তমানে সোনার দর প্রতি তরি ৩৩৷০ আনা এবং বোম্বাইয়ের সোনার দর প্রতি তরি ৩৩৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। প্রতিদিন বিভি বর্ত্তমানে কলিকাতার বাজারে ৪৩৮৲ টাকার বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে রূপার দরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হেখা যায় নাই। বড় সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ তরি রূপার মূল্য ১৯৷৵০ আনা ছিল, বর্ত্তমানে তাহা ১৯৷৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দামে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন না হইলেও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ তরি রূপার মূল্য বড় সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ৸৲ টাকা কমিয়াছে। বর্ত্তমানে বোম্বাইয়ের বাজারে ১০০ তরি রূপার মূল্য ১৪৩৵০ আনা। বড় সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ তরি রূপার মূল্য ১৪৬৷০ আনা ছিল।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২১শে অক্টোবর	২০শে অক্টোবর	১৯শে অক্টোবর	১৪ই নভেম্বর	৭ই নভেম্বর	৩১শে নভেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৩৯৲	৩৯৵০	—	৩৬৵০	৩৩৵০	৩৩৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৩৬৸০	৩৩৲০	৩৩৲০	৩৩৵০	৩৬৸০	৩৬৲০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১১৮৲০	১১৯৲০	—	১১৭৸০	১১৭৸০	১১৯৲০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১১৯৲০	১১৯৸০	১১৯৸০	১১৯৸০	১১৭৸০	১১৯৲০
বিবিধ দর—প্রতিমানা (কলিকাতা) ...	৩৫৲	৩৫৵০	—	৩৪৸০	৩৩৵০	৩৩৲০
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা এক মূল্যের দেয়ারের দর (সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন) ...	১০০৲-১০৯৸০	১০০৵০-১০৯৸০		১০০৵০-১০৯৸০	১০০৲-১০৯৸০	১০০৲-১০৯৸০
ইণ্ডিয়ান্ট্রিয়ালস্—ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৩৯৸০-৩৯৵০	৩৯৸০		৩৯৵০-৩৯৸০	৩৯৵০-৩৯৸০	৩৯৸০-৩৯৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি ...	৩৯৵০-৩৯৸০	৩৯৸০-৩৯৵০		৩৯৸০-৩৯৵০	৩৯৸০-৩৯৸০	৩৯৵০-৩৯৸০
বুমারপুরী—প্রতি ...	১১৯৸০	—		১১৯৸০-১১৯৵০	১১৯৲	১১৯৸০-১১৯৵০
আসিয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ...	৫০৲	—		১১৯৸০	—	১১৯৸০
বেঙ্গল ...	২৯৲-২৯৵০	২৯৸০		২৯৸-২৯৸০	—	২৯৲
মার্শালস্ ...	৪৲-৪৸০	৪৸০		৪৸০	৪৸০-৪৯৵০	৪৯৵০
ভালমান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১০৵০-১১৸০	১০৵০-১১৸০		১০৸০-১১৲	—	১১৸০-১১৵০
ষ্টিটানিয়া ...	২০৸০-২১৸০	২১৸০-২১৲		২১৸০-২১৵০	২১৲	—
জুটি—বাঙ্গা কর্পোরেশন ...	৪৯৵০	৪৯৵০-৪৯৸০	বাজার বন্ধ	৪৯৵০-৪৯৸০	৪৯৸০	৪৯৸০-৪৯৸
ইণ্ডিয়ান জুটার কর্পোরেশন ...	—	৩৩৸০-৩৩৵০		৩৩৵০-৩৩৲	৩৩৵০-৩৩৲	৩৩৵০-৩৩৲
ব্যাঙ্ক—ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১২৪৸০	—		১০০৸০-১০২৲	১০১৸০-১০২৸০	১০১৲-১০২৲
ইষ্টার্নাইটেড ওয়াশিংটন ব্যাঙ্ক ...	৩১৲-৩১৸০	৩১৸০-৩২৲		৩১৸০-৩২৲	৩১৸০	৩১৲
কলিকাতা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	১৩১৲০		—	—	—
কয়লা—ব্যাঙ্কার কোল্ কোং ...	৪০৸০-৪৩৸০	৪১৸০-৪২৸০		৪১৸০-৪১৸০	৪১৸০-৪১৸০	৪১৸০-৪১৸০
ভাণ্ডারে ...	১৯৲-১৯৸০	১৯৸০-১৯৲		১৯৲-১৯৸০	১৯৸০-১৯৸০	১৯৸০-১৯৸০
বারীমঙ্গ ...	৪১৸০-৪২৲০	৪১৲		৪১৲-৪১৸০	৪১৲	৪১৸০-৪১৸০
ইষ্টার্ণ কোল্ ...	—	৩১৲		৩১৲-৩১৸০	৩৩৲০	৩৩৸০-৩৩৸০
লাইন কলম্বুরা ...	৪১৸০-৪১৸০	৪১৸০-৪১৸০		৪১৸০-৪১৸০	৪১৸০-৪১৸০	৪১৸০-৪১৸০
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ ...	৮১৲০-৮১৸০	৮১৸০-৮১৸০		৮১৸০-৮১৸০	৮১৸০	৮১৸০-৮১৸০
বেঙ্গল ...	—	১৩৫৸০-১৩৬৸০		১৩৫৸০	১৩৬৲	—
কানপুর ষ্টেয়ারাইনস্ ...	১৩৫৸০-১৩৬৲০	১৩৫৲-১৩৬৸০		১৩৫৲-১৩৬৸০	১৩৬৸০-১৩৬৸০	১৩৫৸০-১৩৬৸০
এমিরিং কটন মিলস্ লিঃ ...	৬৩৸০	৬৩৸০-৬৩৲০		৬৩৸০-৬৩৲০	৬৩৲০-৬৩৸০	৬৩৸০-৬৩৲০
বেঙ্গোরায় ...	১৬৫০	—		১৬৫০	১৬৫০-১৬৮০	—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—	—		৫১৯৲	—	—
ষ্টেপলাস পেপার মিলস্ লিঃ ...	১১৮৲-১১৯৲	১১৮০-১১৮৸০		১১৮৸০-১১৯৲	—	১১৮৸০
ষ্টীলপত্র ...	২৭৯৸০-২৭৯৲	২৭৯৸০-২৭৯৸০		২৭৯৸০-২৭৯৸০	২৭৯৸০-২৭৯৸০	২৭৮৸০-২৭৯৸০

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৩৯২ ষ্যাটরী
টেলিগ্রাম—"টীনলাইট"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাকরণ লেন, কলিকাতা

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৩১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শাখা : চন্দননগর, চট্টগ্রাম, রাজসাহী ও শিরালদহ
চলতি ও সেভিংস হিসাবে
সুদ যথাক্রমে ১৲ আনা ও ২৲ টাকা
ব্যাঙ্ক লাইসিন্সেট, এক্সিকিউটর ও ট্রাষ্টী
আমানত, লোন ও অন্যান্য ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে বিস্তৃত সর্ত্ত লিখিলেই জানান হয়। ফোন বি বি ৪১৮
টেলিগ্রাম—"ষ্টীলমাল হাউস"

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯৪১ টেলিগ্রাম :—ষ্টার্টিস
হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা
ফোন সাউথ—৭০০
কলিকাতা প্রধান শাখা—৩৭নং ষ্ট্রাইড ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭০

অন্যান্য শাখা অফিস
বালীগঞ্জ, বাজবাজার, আমীনপুর ও ইটালী (কলিকাতা), বারুরা, চট্টগ্রাম, ঢেকী, মোরাখালী, টাঙ্গাইল, পুরাণ-বাজার, চৌমুহনী, মিলাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটিয়াটুলী, রমাবপুর (ঢাকা), পাটনা, আজমপুরিয়া, মজফরপুর ও রাঁচী।

নারায়ণগঞ্জ শাখা ২১শে আগষ্ট খোলা হইয়াছে।
শতকরা ৭৷৷০ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।
যাবতীয় আধুনিক ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সেক্রেটারী—
ঈ মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
বি এম সেনগুপ্ত

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস : বোম্বাই
কলিকাতা অফিস : ১২৯ ক্যানিং ষ্ট্রীট
শাখা অফিস :
মিজাপুর (আগ্রা) ও দিল্লীতে
আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে
পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর
জীবন বীমার অফিস
বোনাস প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায় ১৬৲
মেয়াদী বীমায় ১৩৲
চীফ এজেন্টস :—
বেঙ্গল ম্যানেজার্স লিঃ—লণ্ডন
ইষ্ট, লি, সি সি, ও মিডিল্ডার অফ
বেঙ্গল এরিয়া, এ সেক্টর অফ ফোর্ট কলিকাতা।
পঞ্জাব ডিভিসন ও বিহারের জন্য
টেলিগ্রাফ :—এম সি লণ্ড, এম এল সি

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৩০শে অক্টোবর	৩১শে অক্টোবর	৩রা নভেম্বর	৪র্থ নভেম্বর	৫ই নভেম্বর	৬ই নভেম্বর
চটকল—অকল্যাণ জুট মিলস লিঃ ...	৩৩১৲ ৩৩৮৲	৩৩৮৲	—	৩৩৮৲	৩৩৮৲	
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ	৪৪৬৲-৪৪৭৲	৪৪৭৲-৪৪৭৲	৪৪৪৲	—	—	
কাকীনাড়া ...	—	—	৩৪৪৲	৩৪৮৲	৩৪৮৲	
নর্থব্রুক ...	—	১৩৮৲-১৪৯৲	—	১২৭৲	১৪৭৲-১২৮৲	
নৈহাটি ...	১০৬৲-১১৫৲	১১৬৲-১১৬৲	—	—	১১৩৲-১১৫৲	
বিশ্বনাথ ...	—	৭৩৩৲-৬৪৫৲	—	৬৪৮৲	৬৪৲	
ভীমনাড়া ...	৪৪৫৲-৪৪৪৲	৪৪৩৲	৪৪৮৲	৪৪৮৲	৪৪৮৲	
হাওড়া ...	৮৪৩৲-৮৪৲	৮৪১৲	৮৪৩৲-৮৪৫৲	৮৪৩৲-৮৪৩৲	৮৪৫৲-৮৪৩৲	
জিজিয়া জুট—বেঙ্গল জুমার কোং লিঃ ...	১৬৩৲-১৬৫৲	১৬৬৲-১৬৫৲	১৬১৲-১৬১৲	১৬১৲-১৬৩৲	১৬১৲	
চন্দননগর জুমার কোং লিঃ ...	৩১৫৲-৩১৩৲	—	—	৩১৫৲	৩১৬৲	
ফেজ এন্ড কোং লিঃ ...	৩৩৲	২৯৬৲-২৯৫৲	২৯৫৲-২৯৫৲	২৯৫৲-২৯৩৲	২৯৫৲-২৯৩৲	
তাঁতাখাম—বেঙ্গলুর টি কোং লিঃ ...	—	—	১৯১৲-১৯৩৲	—	—	
বিহলম টি কোং লিঃ ...	৪৩৫৲-৪৩৲	৪৩৲	৪৩৫৲	—	৩৯৬৲	
বিবিধ—আসানিয়া লিমেন্ট কোং লিঃ ...	১৭৯৲-১৭৯৲	—	১৭৫৲	১৭৬৲	—	
বি আই কর্পোরেশন ...	৬৪৫৲-৬৫৲	৬৫৲-৬৫৲	৬৪৫৲-৬৫৲	৬৫৲	৬৫৲	
বেঙ্গলিনুয়া অমিয়াবী কোং লিঃ ...	১৬৬৲-১৬৪৲	১৬৬৲-১৬৬৲	—	—	১৬৫৲	
বোঘাই ইণ্ডাষ্টিক লিঃ ...	৩৯৫৲	৩৯৲	৩৯৫৲	৩৯৲	৩৯৫৲	
ইণ্ডিয়া কেবলেস রেডিফেশন কোং লিঃ ...	—	১৪৬৲-১৪৪৲	—	—	—	
আসাম কেমল লিমেন্ট ...	—	—	—	১৬৫৲	১৬৫৲	
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ...	৪৯১৲-৪৯৭৲	৪৯৯৲-৪৯৭৲	৪৭৬৲-৪৯১৲	৪৯৬৲-৪৯৭৲	৪৯৫৲-৪৯৬৲	
ন্যাশনাল এন্ড কেমিক্যাল ...	২৯৫৲	২৯৫৲	২৯৫৲-২৯৬৲	—	২৯৫৲-২৯৬৲	

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২৫নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : কাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা (২৬১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

ভারত টুথ পাউডার

পাইরোরিয়া, দাঁতের বেদনা, মাড়ি ফোলা, রক্ত ও পুঁজ পড়া প্রভৃতি সকল প্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ।

মূল্য প্রতি কৌটা (১ মাসের ব্যবহারোপযোগী) সাত আনা মাত্র।

কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

আবশ্যকীয় ও এজেন্সী আবশ্যক।

ভারত কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ

১৪, ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার, কলিকাতা

'যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা'

এখনে আমরা নিরন্তর জীবন-যুদ্ধেরই কথা বলিতেছি। এই অবশ্য জীবন-যুদ্ধ একাধারে ব্যক্তিগত এবং অপরের ব্যাপার। আর্থিক সচ্ছলতাই এই অত্যাবশ্যকীয় জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার একমাত্র উপায়।

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

চেয়ারম্যান——কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

হেড অফিস : ৩৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড : : কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ৭৫৭

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০　　ফোন : কলি ৬৮-৬৯

হেড অফিস—৭, এসপ্লেনেড রো, কলিকাতা।

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২০,১৮,৩০০৲ „

আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১২,৮৫৫৲ „

আমানত—এক কোটি টাকার উপর

(১৯৪৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত বহুনাথ রায়

সুবিবেচনার সহিত সাধারণ ব্যাঙ্ক কারবার যাবতীয় কাজ করা হয়।

বিজ্ঞাপনী ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

আপিস—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা

হেড অফিস : বিডনষ্ট্রীট

এ ডাটাবাড়ি,—ম্যানেজার।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা ফোন নং ৩১২৩ (২ লাইন)

চিত্তাকর্ষক আধিক পরিচয়—

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০	টাকা।
বিলিকৃত	৪০,০০,০০০	টাকা
বিক্রীত	৪০,০০,০০০	টাকা
আদায়ীকৃত	৩০,০০,০০০	টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৬,২৫,০০০	টাকার উপর

ভাগলপুর, মজঃফরপুর, গয়া এবং চাঁদপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

কে এন দালালি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড : ফলি কলি — ফোন : ইষ্টাবেহেড

৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

- কলিকাতা, কানপুর, এলাহাবাদ ত্রিবান্দ্রাম হাইসের অধীনে ত্রিবান্দ্রামের আধুনিক সুযোগসুবিধা দান।
- বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, যুক্ত প্রদেশের বড় বড় ব্যবসা-কেন্দ্রে ৬৯টী শাখা আছে।
- ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।
- ব্যবসায়িগণকে অনুমোদিত জিং ও ওভারড্রাফ্ট মালের উপর ঋণ দেওয়া হয় এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ওয়াটারপ্রুফের তৈরী

রবার ক্লথ
হট ওয়াটার ব্যাগ্
আইস ব্যাগ্
এয়ার পিং ও কুশন
হাওয়া ভরা বালিস্
আরো অনেক ও এখন তৈরী হচ্ছে

আমাদের তৈরী
ডাক্‌ব্যাক্
ওয়াটারপ্রুফের মতই
অনেকের সর্ব্বাঙ্গ সমাদৃত

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ
ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

আপনার সকলের মূল্য প্রচেষ্টায় আমাদের সকল শাখা-নিয়োজিত

হুগলী হাওড়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

শাখা :—
শ্যামবাজার, হাইকোর্ট, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী, শিয়ালদহ, বেলেঘাটা, বড়বাজার, সাউথ (বি, এ, আর), রাজবাজার ও বেনারস।

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট খাদ্য ও গুণে— আপনাদের

লিলি বিস্কুট কোং

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পায়ীর

লিলি-বার্লি

আনন্দ বাজার প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা—আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রকাশিত।

PHONE—C. S. 6362 REGD. No. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 13th November, 1944, সোমবার, ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৫১ [২৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মূলধনকৃদ্ধি নিরোধের সরকারী ব্যবস্থা

মূলধনকৃদ্ধি নিরোধের কার্য্যকরিতা কল্পে দেশে পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণের সরকারী ব্যবস্থা যৌক্তিক বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে। দেশী বহু বিশিষ্টজন ইতিমধ্যে দিয়া লোকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্যাবশ্যক ব্যাপারে সরকারী যৌক্তিক এই ব্যবস্থাটির সার্থকতা দেখিয়া সকলেরই আন্তরিকতা ও কার্য্যকরী সহযোগ আশা করিতেছেন। এমনকি ব্যবসায়ীদের মধ্যেও অনেকে এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাইয়াছেন। অবশ্য ইহাদের মধ্যে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিবার মূলে কি বিশেষ মূলধন, পরিবার অভাব ও প্রয়োজনের বিভিন্ন-ইতরবিশেষ বিষয় মূলধনকৃদ্ধি ক্ষেত্রেকে পরিমাণে কম কৃদ্ধি সিদ্ধান্তের এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমতা হইতে হইতে আমাদের মনে সন্দেহ রহিয়াছে। যাহা হউক, এইরূপ অবস্থায় বিভিন্ন পণ্য-শ্রেণী মূলধনকৃদ্ধি নিরোধ সম্পর্কে তাঁহাদের কথিত অভিমত প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। তবে সম-সাময়িক অবস্থা ব্যবস্থার মূলধন নিরোধ সম্পর্কে দেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীমহলের অভিমত কত দূর সন্তোষের সাথে সমর্থন করে। সম্প্রতি অভিজ্ঞতার ফলে এ বিষয়ে দেশের লোকের সন্দেহ-সংশয়াদি বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই ব্যাপারে অর্থনৈতিক দৃষ্টির অভাব আন্তরিকতার সহযোগিতা অভিজ্ঞতার অ. ইহা দুঃখের বিষয়।

আমাদের মূলধনকৃদ্ধি নিরোধ সম্পর্কে অর্থনৈতিক আলোচনার চাহিবার কল্প মি: মোরগে যে বাস্তবের দেখাইয়াছেন তাঁহার মত একজন সরকারী অভিজ্ঞের পক্ষে তাহা অস্বাভাবিক পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ শ্রেণীর যুক্তি এই বিশ্ব পরিস্থিতির মূল বিচার করা পরিবারী আমরা মনে করি। বাইরেকের মূল ও আমাদের আর্থিক অবস্থা মানুষের সমাজে জীবন-যাত্রার ধারার জীবন ব্যবস্থের অভিন্ন আছে। মানুষ ও পশুর জীবনের পার্থক্যের ভিন্ন অবস্থা অবশ্যম্ভাবী হয়। কিন্তু সে পার্থিক্য অন্তরে অবস্থানুযায়ী মানুষ অনেক কিছু হইল থাকিয়াও জীবনের মানুষের মূলধনকৃদ্ধি ও আমাদের কার্য্যকলাপ ভবে করিয়া

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৯৯১-৯৩
ইন্দ্রপ্রস্থ ভবনে আগেয়াস্ত্রের সাহায্য	৯৯৩-৯৬
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর—	৯৯৬-৯৮
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৯৯৯
বাজারের হালচাল—	৯৯৯-১০

দি সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১১

হেড অফিস :—১৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

শাখাসমূহ :—উলুবেড়িয়া, আমতা, ডোমজুড় ও চৌমুহনী।

—প্রধান শাখা—

হিমাগারসমূহ—সোনাপুর, ডোমজুড়, বেলেডাঙ্গা, খড়ুই, বালিয়াড়ি, ছাতা-বাজার, বড়বাজার, বাঙ্গুরা, হুগোমিড়া (কলিকাতা), ডোমজুড় (কলিকাতা), ও বিলকিয়া পাড়ুয়া শীঘ্রই খোলা হইবে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মি: জে. চিত্তরঞ্জন, বি-এল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মি: অরবিন্দ রায়, জেনারেল ম্যানেজার।

মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা সবই সাময়িক ও সাময়িক প্রকৃতির। ইহার ফলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে আশার সঞ্চার হইয়াছে তাহা কতদিন স্থায়ী হইবে তাহা বলা কঠিন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। ইহার পর আবার পূর্বের অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা নূতন করিয়া ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে সাহস করিতেছেন না। ব্যবসায়ীদের এই মনোভাব দূর করিতে না পারিলে ব্যবসায়ে প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

বিদেশী ব্যবসায়ীদের ভারত সম্বন্ধে ধারণা

ভারতের বাজারে বিদেশী ব্যবসায়ীদের যে ধারণা সম্প্রতি দাঁড়াইয়াছে তাহা বর্তমানে ভারত সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে নীতির পরিবর্তনের ফলে। ভারত সরকার বিদেশী ব্যবসায়ীদের ভারতে ব্যবসা করিবার সুযোগ দিতে ইচ্ছুক, এই ধারণা বিদেশী ব্যবসায়ীদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিদেশী ব্যবসায়ীদের যে সকল প্রতিনিধি আছেন তাঁহারা ভারত সরকারের এই নীতির পরিবর্তনের কথা তাঁহাদের মনিবদের জানাইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিদেশী ব্যবসায়ীদের যে সকল প্রতিনিধি আছেন তাঁহারা ভারত সরকারের এই নীতির পরিবর্তনের কথা তাঁহাদের মনিবদের জানাইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিদেশী ব্যবসায়ীদের যে সকল প্রতিনিধি আছেন তাঁহারা ভারত সরকারের এই নীতির পরিবর্তনের কথা তাঁহাদের মনিবদের জানাইয়াছেন।

বিদেশী ব্যবসায়ীদের ভারত সম্বন্ধে ধারণা

ভারতের বাজারে বিদেশী ব্যবসায়ীদের যে ধারণা সম্প্রতি দাঁড়াইয়াছে তাহা বর্তমানে ভারত সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে নীতির পরিবর্তনের ফলে। ভারত সরকার বিদেশী ব্যবসায়ীদের ভারতে ব্যবসা করিবার সুযোগ দিতে ইচ্ছুক, এই ধারণা বিদেশী ব্যবসায়ীদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিদেশী ব্যবসায়ীদের যে সকল প্রতিনিধি আছেন তাঁহারা ভারত সরকারের এই নীতির পরিবর্তনের কথা তাঁহাদের মনিবদের জানাইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিদেশী ব্যবসায়ীদের যে সকল প্রতিনিধি আছেন তাঁহারা ভারত সরকারের এই নীতির পরিবর্তনের কথা তাঁহাদের মনিবদের জানাইয়াছেন।

বিদেশী ব্যবসায়ীদের ভারত সম্বন্ধে ধারণা

ভারতের বাজারে বিদেশী ব্যবসায়ীদের যে ধারণা সম্প্রতি দাঁড়াইয়াছে তাহা বর্তমানে ভারত সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে নীতির পরিবর্তনের ফলে। ভারত সরকার বিদেশী ব্যবসায়ীদের ভারতে ব্যবসা করিবার সুযোগ দিতে ইচ্ছুক, এই ধারণা বিদেশী ব্যবসায়ীদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিদেশী ব্যবসায়ীদের যে সকল প্রতিনিধি আছেন তাঁহারা ভারত সরকারের এই নীতির পরিবর্তনের কথা তাঁহাদের মনিবদের জানাইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিদেশী ব্যবসায়ীদের যে সকল প্রতিনিধি আছেন তাঁহারা ভারত সরকারের এই নীতির পরিবর্তনের কথা তাঁহাদের মনিবদের জানাইয়াছেন।

ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ভারতের শিল্প-বিত্ত

ভারত সরকারের দিক হইতে বিশেষ কোন সহায়তা না পাইলেও শিল্প-বিত্ত গঠনকল্পে ভারতের অক্লান্ত চেষ্টা বিভিন্ন অভিব্যক্তির মধ্যে বিকশিত হইয়াছে এবং বিদেশী দ্রব্যের প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও অবশ্যের বহু কোটী টাকা এই শিল্প বিস্তারে খাটিতেছে। সমগ্র ভারতে বর্তমানে প্রায় ৯০টী ইন্‌ডিয়ান ১৮০টী ডিঃ লিমিটেড কোম্পানী রেজিষ্টারী করিয়া কাজ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশেই ৯টী ইন্‌ডিয়ান প্রায় ৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা খাটিতেছে এবং গত ছয় বৎসরে এই ইন্‌ডিয়ানগুলি হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ৩৯ খানি করিয়া ছবি বিভিন্ন হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, আর্থিক দিক হইতে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প আজও দুর্বল হইয়া উঠিলেও ভারতীয় আদর্শের দিক হইতে এই শিল্পের প্রগতি আশাপ্রদ হইতেছে না। সাধারণতঃ ও গতানুগতিকের মত দিয়েও হইতেছে অবশ্যস্বীকার্য্য কিন্তু তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভব এবং সুসাধ্য। ব্রিটেন ও আমেরিকার জাতীয় জীবন গঠনে চিত্র-শিল্পের দান অসামান্য। ভারতের মত বিপুলায়তন দেশে আশাও অধিকাংশ ও বহুবিচিত্র জনসাধারণের মন শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া উন্নত করিবার জন্য চিত্রশিল্পের মত শক্তিশালী আর কিছু নাই। ভারতের চিত্র-শিল্পের সঙ্গে আমেরিকা ও ব্রিটেন চিত্র কোম্পানী-সমূহের উপরোক্ত সাহায্যের বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে ভারতীয় ছবির সমাজে ও মনুষ্যচরিত্রের পরিবর্তনের পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। বাস্তবিক চিত্র উৎপাদনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করিয়া দেশের, সমাজব্যবস্থার, সমাজের জীবন চরিত্র, চিত্র-শিল্পীদের সাধারণ বিষয়বস্তু প্রভৃতি বিষয়বস্তু লইয়া ভাল দেশী ছবি না তুলিলে আমাদী ছবিতে ভারতীয় চিত্র-শিল্প বাঁচিবে কি না তাহা ভারতীয় দর্শকের বিষয়। সমাজতান্ত্রিক দল ভাঙিয়া মুসলিম বঙ্গের ছবি 'ইয়ংয়ের পরাজয়', 'দুয়ার ভেঙে চল' প্রভৃতি চিত্র এদেশে যথেষ্ট অর্থাগমের আশ্বাস করিয়াছে। আমরা আশা করি, ভারতীয় চিত্র প্রযোজক এবং কর্তৃপক্ষ অবশ্যের সমাজের জাতীয় আদর্শের অনুকূল দেশী ছবির উৎপাদন সম্বন্ধে অবহিত হইবেন এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভাল ছবি দেখবার জন্য এদেশের জন্য ছবিয়া লইতে পারিলে প্রথম দেশীয় বিদেশী ছবি এদেশে আমাদের সমাজ যেখানে হইবেন ভারতীয় চিত্র-শিল্পের অন্যান্য দর্শকমণ্ডলের কখনো অভাব হইবে না।

টাকার বিনিময়-মূল্য

যুদ্ধের সময়ে সাধারণতঃ মুদ্রাস্ফীতে সমস্যা ছবিতে বিভা ঐ দেশের কিন্তু ভারতের আজও ঐরূপ সংকট লক্ষিত হইতেছে। এই সংকট পরিস্থিতির সম্পর্কে মুদ্রাস্ফীতে ছবিয়া দেওয়ার ফল বিদেশী বাজারে সর্বত্র ভাল চিত্রদর্শন দেখাইবে পাইবেন হিসাবে টাকার বিনিময়-মূল্য বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। টাকার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি করিলে মুদ্রাস্ফীতে ভারতীয় মালের প্রকৃতীর তুলনায় এদেশে মুদ্রিত সংখ্যার আমদানী বাড়িবে, আর তাহাতে উহা হৌড়িত সহজে আসিয়া হইয়া আসিবে। তাহাতে মাল দেখবার মনে এই ধারণা হবে। যে দেশে ভারতীয় চিত্রের প্রদর্শনী আমাদের তাতে আসিয়াছে, সে হিসাবে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আমরাও উহা হইয়াছি। তবে এদেশের চিত্র-শিল্প ভারতীয় জীবন গঠনে সক্রিয় সাহায্য করিবার জন্য মুদ্রাস্ফীতে-মুদ্রিতের অসমব্যবহার করিয়া যে ভাবে সমাজতান্ত্রিক সঙ্কোচ ও পরিচালনার মোহে দেশের উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি সাধন করিয়া চলিয়াছে তাহাদের আমাদের মুক্তকণ্ঠে দেখ যাই। ভারতীয় চিত্র-শিল্পের সঙ্গে আমেরিকা ও ব্রিটেন চিত্র কোম্পানী-সমূহের উপরোক্ত সাহায্যের বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে ভারতীয় ছবির সমাজে ও মনুষ্যচরিত্রের পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। বাস্তবিক চিত্র উৎপাদনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করিয়া দেশের, সমাজব্যবস্থার, সমাজের জীবন চরিত্র, চিত্র-শিল্পীদের সাধারণ বিষয়বস্তু প্রভৃতি বিষয়বস্তু লইয়া ভাল দেশী ছবি না তুলিলে আমাদী ছবিতে ভারতীয় চিত্র-শিল্প বাঁচিবে কি না তাহা ভারতীয় দর্শকের বিষয়। সমাজতান্ত্রিক দল ভাঙিয়া মুসলিম বঙ্গের ছবি 'ইয়ংয়ের পরাজয়', 'দুয়ার ভেঙে চল' প্রভৃতি চিত্র এদেশে যথেষ্ট অর্থাগমের আশ্বাস করিয়াছে। আমরা আশা করি, ভারতীয় চিত্র প্রযোজক এবং কর্তৃপক্ষ অবশ্যের সমাজের জাতীয় আদর্শের অনুকূল দেশী ছবির উৎপাদন সম্বন্ধে অবহিত হইবেন এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভাল ছবি দেখবার জন্য এদেশের জন্য ছবিয়া লইতে পারিলে প্রথম দেশীয় বিদেশী ছবি এদেশে আমাদের সমাজ যেখানে হইবেন ভারতীয় চিত্র-শিল্পের অন্যান্য দর্শকমণ্ডলের কখনো অভাব হইবে না।

টাকার বিনিময়-মূল্য

যুদ্ধের সময়ে সাধারণতঃ মুদ্রাস্ফীতে সমস্যা ছবিতে বিভা ঐ দেশের কিন্তু ভারতের আজও ঐরূপ সংকট লক্ষিত হইতেছে। এই সংকট পরিস্থিতির সম্পর্কে মুদ্রাস্ফীতে ছবিয়া দেওয়ার ফল বিদেশী বাজারে সর্বত্র ভাল চিত্রদর্শন দেখাইবে পাইবেন হিসাবে টাকার বিনিময়-মূল্য বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। টাকার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি করিলে মুদ্রাস্ফীতে ভারতীয় মালের প্রকৃতীর তুলনায় এদেশে মুদ্রিত সংখ্যার আমদানী বাড়িবে, আর তাহাতে উহা হৌড়িত সহজে আসিয়া হইয়া আসিবে। তাহাতে মাল দেখবার মনে এই ধারণা হবে। যে দেশে ভারতীয় চিত্রের প্রদর্শনী আমাদের তাতে আসিয়াছে, সে হিসাবে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আমরাও উহা হইয়াছি। তবে এদেশের চিত্র-শিল্প ভারতীয় জীবন গঠনে সক্রিয় সাহায্য করিবার জন্য মুদ্রাস্ফীতে-মুদ্রিতের অসমব্যবহার করিয়া যে ভাবে সমাজতান্ত্রিক সঙ্কোচ ও পরিচালনার মোহে দেশের উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি সাধন করিয়া চলিয়াছে তাহাদের আমাদের মুক্তকণ্ঠে দেখ যাই। ভারতীয় চিত্র-শিল্পের সঙ্গে আমেরিকা ও ব্রিটেন চিত্র কোম্পানী-সমূহের উপরোক্ত সাহায্যের বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে ভারতীয় ছবির সমাজে ও মনুষ্যচরিত্রের পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। বাস্তবিক চিত্র উৎপাদনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করিয়া দেশের, সমাজব্যবস্থার, সমাজের জীবন চরিত্র, চিত্র-শিল্পীদের সাধারণ বিষয়বস্তু প্রভৃতি বিষয়বস্তু লইয়া ভাল দেশী ছবি না তুলিলে আমাদী ছবিতে ভারতীয় চিত্র-শিল্প বাঁচিবে কি না তাহা ভারতীয় দর্শকের বিষয়। সমাজতান্ত্রিক দল ভাঙিয়া মুসলিম বঙ্গের ছবি 'ইয়ংয়ের পরাজয়', 'দুয়ার ভেঙে চল' প্রভৃতি চিত্র এদেশে যথেষ্ট অর্থাগমের আশ্বাস করিয়াছে। আমরা আশা করি, ভারতীয় চিত্র প্রযোজক এবং কর্তৃপক্ষ অবশ্যের সমাজের জাতীয় আদর্শের অনুকূল দেশী ছবির উৎপাদন সম্বন্ধে অবহিত হইবেন এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভাল ছবি দেখবার জন্য এদেশের জন্য ছবিয়া লইতে পারিলে প্রথম দেশীয় বিদেশী ছবি এদেশে আমাদের সমাজ যেখানে হইবেন ভারতীয় চিত্র-শিল্পের অন্যান্য দর্শকমণ্ডলের কখনো অভাব হইবে না।

যুদ্ধের সময়ে যে মূল্যে পয়সা বেড়েছিল, আজও পয়সার তাই অবস্থা। কিন্তু আজ যে তারা দাঁড়াচ্ছে—মূল্যের অস্বাভাবিক বৈষম্যের ফলে তাদের আর ভবিষ্যৎ নেই। আজকের দুর্দিনে সাধারণ লোকের পক্ষে বড় দাঁড়ানো দুঃসাধ্য। তবুও একটী জিনিষ পয়সার যদি দাঁড়াতে পারি, তাহলে সেই পয়সা দুর্ভাগ্যের আগের চেয়ে দুর্দিনে কম সম্বল নয়।

ইষ্ট বেঙ্গল

মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২০।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ অফিস সমূহের একটী সিটিজেনের সার্ভিসের

ইনফ্লেশন দমনে আমেরিকার সাহায্য

আর্থিক কলাকৌশল সাধারণভাবে এবং আর্থিক নীতি যে আমাদের দেশটাকে জীবন-মরণের অন্ত সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে কোনো তর্ক নেই। কিন্তু এই সংকটের জন্য কে কতটা দায়ী, তা নিয়ে তর্ক আছে। আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিকদের একটা বড় অংশ মনে করেন যে, আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের জন্য দায়ী হচ্ছে বিদেশী সাহায্য। তাঁদের মতে, বিদেশী সাহায্যের ফলে দেশে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ আসছে তার ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে। এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, আর তার ফলে দেশের মানুষের দুর্দশা বাড়ছে। এই মতের সমর্থকদের মধ্যে আছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শোয়েব, পাকিস্তানের বর্তমান অর্থমন্ত্রী সরতাজ আজিজ, পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ড. মজুর ইসলাম এবং এই দুই পরিকল্পনাবিদের অন্ত কয়েক জনের নাম। এ

Securities ... করি করিয়া বিক্রয়ের ... করিতে ... করিয়া ... করিয়া ... করিয়া

দুঃখের বিষয়, এতদিন পরে আমেরিকার পর্যবেক্ষক ভারতবাসীর এই দারুণ অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকার পর্যবেক্ষকের অনুরোধে ভারতবর্ষে যে যার হইয়াছে তাহা পরিশোধের জন্য আমেরিকার পর্যবেক্ষক বর্তমানে বিদেশী ব্যাঙ্কের হাতে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ প্রদান করিয়াছেন। গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে বিদেশী ব্যাঙ্ক আমেরিকা হইতে প্রায় ১ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ বিক্রয় করায় সেদিন বোম্বাইয়ে স্বর্ণের মূল্য প্রতি আউন্স ৭০৲ টাকা হইতে নামিয়া ৫১৩ আনায় পরিণত হইয়াছিল। ভবিষ্যতে বিদেশী ব্যাঙ্কের মারফতে আমেরিকার পর্যবেক্ষক আরও নিম্নুল পরিমাণে স্বর্ণ বিক্রয় করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আমেরিকার পর্যবেক্ষক ভারতে উহাদের কেন্দ্রে কোন কারবার করিবার জন্য ভারতের বাজারে স্বর্ণ বিক্রয়ের যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে এদেশে ইন্ফ্লেশনের অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া যে অনেকটা হ্রাস পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমেরিকার পর্যবেক্ষক যদি যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে উহার সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য যে অর্থে রেসরোধা হিসাবে লোহার প্রচলনের সাহায্য করিতেছেন আমেরিকার স্বর্ণ বিক্রয়ের নীতি তাহা অপেক্ষা কঠোর প্রতিক্রিয়ার হইবে তাহা বলা যায় না। তবে ইহা যে এদেশে ইন্ফ্লেশনের ভয়াবহ পরিণতি প্রসঙ্গের পক্ষে কিছুটা সাহায্য করিবে তাহা নিশ্চিত। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার পর্যবেক্ষকের নিকট আমরা একটী বিষয় বিশ্লেষণ করিতে চাই। বৃটীশ পর্যবেক্ষকের ভারতের অত্যধিক প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার পর্যবেক্ষক যখন ভারতের বাজারে সরাসরি স্বর্ণ বিক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছেন তখন উহারা ইচ্ছা করিলে ভারতের বাজারে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতে স্বর্ণ বিক্রয়ের ফলে ভারতে ইন্ফ্লেশনের অনেকাংশে প্রতিকার হইবেনত বটে, কিন্তু স্বর্ণ অল্প করিয়া টাকা সঞ্চয় করিলে তাহা হইতে কোন লাভ পাওয়া যাইবে না। বরং ভবিষ্যতে স্বর্ণের মূল্য কমিয়া গেলে উহাতে ভারতবর্ষের সমূহ ক্ষতিরই আশঙ্কা রহিয়াছে। সেক্ষেত্রে ভারতবাসী যদি স্বর্ণের পরিবর্তে আমেরিকার কলকব্জা ক্রয়ে উহাদের যন্ত্রশিল্প বিমুক্ত করে তবে এই সব কলকব্জার সাহায্যে ভারতে শিল্পের প্রসার হইবে, বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাস পাইবে এবং দেশে নূতন কর্ম-সংস্থানের সৃষ্টি হইবে। এরূপ অবস্থায় ভারতবাসী আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যের বদলে স্বর্ণ অপেক্ষা কলকব্জা পাইলেই অধিকতর লাভবান হইবে। আমেরিকা যদি বর্তমান সময়ে ভারতের এই আন্তরিক প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হয় তবে ভারতবাসী উহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইবে।

স্থাপিত : ১৯১৩

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং

রিজার্ভ বিংয়ের তফসিলভুক্ত

হেড অফিস :—নারায়ণগঞ্জ কলিকাতা অফিস :—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট।

ফোন :—বড়বাজার ৯৮৭

অন্যান্য শাখা

মিতাইগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ), কুমিল্লা, বরিশাল, শিলচর, সিলেট, করিমগঞ্জ

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার : শ্রীকাশিনীকুমার পাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা

সি টি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা

ভাগবাজার ও ময়মনসিংহ

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার—শ্রীশিশিরকুমার বিশ্বাস

নিরাপত্তার এবং জাতির সেবায়

ভারতীয় লোক ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গ্রাম— স্পেয়েন্ট | হেড অফিস— ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা | ফোন— ক্যাল—২৪৪৮

অন্যান্য শাখা

ভাগবাজার, বড়বাজার, বাগীহাট, কলেজ ষ্ট্রীট, পোস্তা, ডবানীপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, বাগবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিউমার্কেট, চুনিয়াপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, মোগলাটুলি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, আসানসোল, ভোলা, গৌহাটী, তেজপুর, তোড়হাট, মজঃফরপুর, সিলেট, করিমগঞ্জ, মোমবাটা, ইটাওয়াহী, আগরপুর, রায়গঞ্জ, রায়পুর, পাটনা, বালুরঘাট, মোরাদাবাদ, মেরাদাদ, ফতেহগড়-ফারুকাবাদ, সিমলা, মজঃফরপুর, ফিরোজপুরিয়া, ফিরোজপুর, ডেরাদুন, চাঁদপুর, আজিমগঞ্জ, আরা, এলাহাবাদ, মজঃফরনগর, মৈমনসিংহ, নরসিংদি।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু, এম-এ, বি-এল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আপিস ও শিল্প

সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র

বথা—

- ওয়াটার প্রুফিং
- সিলিং ক্যাপ্স
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এক্সপ্লিং পেন্সিল
- পিয়ন ব্যাগ
- মেল ষ্ট্রেপ
- টোবেকো ও স্নেফ
- মেডেল ও অন্যান্য ধাতু-চিহ্ন
- সিল্ক-ফ্লক্স ব্যাজ
- থার্মার সীলমোহর
- ডাকটিকিট সংরক্ষণের ধাতু-চিহ্ন
- কারখানার জন্য ইলেক্ট্রিক ও হাত-বাতি
- ভূবিজ্ঞানের যাবতীয় যন্ত্রপাতি
- লিট মেটালের তৈরি জিনিষপত্র

আমাদের নিজ কারখানায় প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। ব্যবহার না করে বুঝতে পারবেন না—কতো সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে আমরা এসব জিনিষ তৈরি করে থাকি

ক্যালকো

১-৩এ, বিডন রো, কলিকাতা

ফোন : বি বি ১৮৫০

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে কাপড়ের উৎপাদন—গত অক্টোবর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে :—১৯৩৪-৩৫—৮ লক্ষ ৮৯ হাজার হলদ; ১৯৩৫-৩৬—৯ লক্ষ ৩১ হাজার হলদ; ১৯৩৬-৩৭—৯ লক্ষ ৭০ হাজার হলদ; ১৯৩৭-৩৮ ১০ লক্ষ ৫০ হাজার হলদ; ১৯৩৮-৩৯—১১ লক্ষ ৪০ হাজার হলদ; ১৯৩৯-৪০—১০ লক্ষ ৯৭ হাজার হলদ; ১৯৪০-৪১—১৭ লক্ষ ৫০ হাজার হলদ; ১৯৪১-৪২—১৮ লক্ষ ৭১ হাজার হলদ; ১৯৪২-৪৩—২১ লক্ষ ১৯ হাজার হলদ; ১৯৪৩-৪৪—১৪ লক্ষ ৬৬ হাজার হলদ।

ভারতের মজুতি আমদানী—১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ভারতে বিদেশজ মূল্যের নির্দিষ্ট অংশ মজুতি আমদানী হইতেছে :—১৯৩৬-৩৭ সালে ১৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার; ১৯৩৭-৩৮ সালে ১৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার; ১৯৩৮-৩৯ সালে ১৯ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার; ১৯৩৯-৪০ সালে ১৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার; ১৯৪০-৪১ সালে ৩১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার; ১৯৪১-৪২ সালে ১৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকার; ১৯৪২-৪৩ সালে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার।

ফুটবলের বিদেশী চিনি ভক্তের সংখ্যা—গত ১৮ই অক্টোবর সমর সভায় ফুটবলের খাদ্য-মন্ত্রিণ জানাইয়াছেন যে, ফুটবল ১৯৪৬ সালের শেষ পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কুইন ভার্জিন ইস্লিজ, কুইন আয়ল্যান্ড, পূর্ব আফ্রিকার ট্রাইস্থর, ডাচ গোবিন্দিয়া ও হাইতি হইতে যথাসীমা অল্প চিনি সংগ্রহ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করিতেছে।

ভারতে কাপড়ের উৎপাদন ও কন্ট্রোল-ব্যবস্থা—ভারতে কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা ৭০ হাজার টন হইতে ১৯৪৩-৪৪ সালে ৪৯ হাজার ৪ লক্ষ টনে নামাইয়া আনিয়াছেন। ১৯৩৩-৩৪ সালের ৮৫ হাজার টনের স্থানে ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতে ৭৪ হাজার টন আমদানি কাপড় উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। স্যাটিনের জামা ও কাপড় ও মোট বুনিয়া ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতে উৎপন্ন মোট কাপড়ের পরিমাণ এক লক্ষ টন হইয়াছিল।

বোম্বাই মুদ্রিকায় অতিরিক্ত লাভীয় শেষ তারিখ—অনেকগুলি ব্যাঙ্ক অবসান এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের লক্ষ হইতে অনুরূপ হইয়া ভারত সরকার বোম্বাই মুদ্রিকায় অতিরিক্ত লাভীয় শেষ তারিখ ১৯৪৪ সালের ৩১শে অক্টোবরের স্থানে ১৯৪৩ সালের ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত নির্ধারিত করিয়াছেন। সরকারের আরও স্থির করিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ১৯৪৪ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত অতিরিক্তের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হইবে। এই সম্পর্কে একটি সাংগঠনিক অতিরিক্ত জারী করা হইয়াছে।

ভারতের চিনির অঙ্কের সংখ্যা ও উৎপন্ন চিনির পরিমাণ—১৯৩৮-৩৯ সালে ১৩৩টি কলে ৭ লক্ষ ৮৭ হাজার টন চিনি। ১৯৩৯-৪০ সালে ১৩৩টি কলে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টন চিনি। ১৯৪০-৪১ সালে ১৩৭টি কলে ১৮ লক্ষ ১১ হাজার টন চিনি। ১৯৪১-৪২ সালের ১৩৭টি কলে ৮ লক্ষ ৩০ হাজার টন চিনি। ১৯৪২-৪৩ সালের ১৩৭টি কলে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন চিনি। ১৯৪৩-৪৪ সালে ১৪৪টি কলে ৮২ লক্ষ ৪১ হাজার টন চিনি। ১৯৪৪-৪১ সালে ১৪৩টি কলে ১০ লক্ষ ৯৫ হাজার টন চিনি। ১৯৪১-৪২ সালে ১৪৩টি কলে ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টন চিনি। ১৯৪২-৪৩ সালে ১৪৩টি কলে ১০ লক্ষ ৭০ হাজার টন চিনি। ১৯৪৩-৪৪ সালে ১৪১টি কলে ১৯ লক্ষ ১৩ হাজার টন চিনি।

ব্রাজিলুয়ারী পয়লা তারিখের ব্যবস্থা—ফুটবলের ইন্ডাস্ট্রি অব ব্রাজিলুয়ারীদের কর্তৃপক্ষ একটি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪৫ সালের পয়লা ফুটবল এবং অন্যান্য খেলার প্রতিযোগিতা গ্রহণ করা হইবে। পরবর্তী প্রতিযোগিতা ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে এবং অন্যান্য পরীক্ষা-গুলি পরবর্তী খেলা অনুষ্ঠানের মধ্যে গৃহীত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। পরীক্ষার সঠিক তারিখ পরে জানান হইবে।

ব্রাজেন্টিক সেলাই কন্ট্রোলার কা-পানে আগ্রহান্বিত—গত ৩রা নভেম্বর চিকাগো ইন্ডি-মিয়াপি এন্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে ডে সেল বড়লা সরকারের ব্রাজেন্টিক সেলাই কন্ট্রোলার মিঃ আরউইনে ১৯৪ বছরের পালিস সেলস কোম্পানীর অফিস-ঘরে চা পানে আপ্যায়িত করেন। এই সভায় বাঙ্গালুর উপেন্দ্রলাল রায় বর্তমান কাপড়-সমস্যার অবসানাবসরের অসুবিধার কথা বিস্তৃত করিলে পর 'আর্থিক অবস্থের' সম্পাদক মিঃ বরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সহকারী সেক্রেটারী মিঃ এস এস আয়ার, কোম্পানীর বড় এজেন্ট মুখার মিঃ বসুনাথ বসু, কলিকাতা সেলস ম্যানেজার মিঃ এ কে গুহ ও কৃষ্ণিয়া ইউনিটের ম্যানেজার মিঃ এ বি বিশি মিঃ কে হইতে কাপড় বিক্রয় আদেশ সম্বন্ধে মিঃ আর্চারের সহিত আলোচনা করেন। মিঃ আর্চার তাঁহার বক্তৃতায় কুটনেসের জন্য সাধারণ পরিধান কাপড় সরল করিয়া বাদী কাপড় প্রয়োগ-ব্যবস্থাদানের কঠিন করিবার ব্যবস্থার উপর বিশেষ-ভাবে জোর দেন। তিনি বলেন যে, জোগানের পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন স্থানগুলি, মুখ্য প্রকার ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে কাপড় সরবরাহ করা হইবে এবং কাপড় ব্যবসায়ী ও বিশেষ বিশেষ কাপড় ব্যবহারকারীদের লাইসেন্স দিবার ব্যবস্থা করার কাপড় কঠিন শ্রেণি চালু হওয়ায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পরিচালনার একটি উপযোগী-হওয়া যে বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন।

মুদ্রাতে ফুটবলের জন্য পরিচালনা—ফেডারেশন অব ফুটবল ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মুখপাত্র সভাপতি মিঃ ডাবলে সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধের পর ফুটবল শুধু খেলার জন্যই বিলাতেই পরিচালিত হইবে না, পরন্তু পৃথিবীর যেখা সর্বোপেক্ষা সব ফেডারেশন আছি বলিয়া গণ্য হইবে। তাঁহারা ফুটবলকে স্বর্গ বলে বিবেচনা, ফুটবলের এবম্বাত্র মালমসলা সরবরাহ করিয়া বেশ কম পরিমাণে ফুটিতে হইবে।

বিদেশে মোরিয়ে আমিন চৈত্র—ফেডি-রেশন অব ফুটবল ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মুখপাত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমেরিকায় মোট চৈত্রসংখ্যা ৮০ লক্ষ; তাহার ৪০ লক্ষই যুদ্ধের জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে।

কলিকাতায় যুদ্ধ মহলগুলির অবস্থা—প্রকাশ, কলিকাতার যুদ্ধের অবস্থা খুব ভয়াবহ করা বাংলা সরকারের সহরের যুদ্ধ সরবরাহের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতেছেন। কলিকাতায় প্রকৃত অবস্থার কি পরিমাণ যুদ্ধের প্রয়োজন, বর্তমানে কি পরিমাণ যুদ্ধ সহরে সরবরাহ হয়, সহরে প্রকৃত অবস্থা বর্তমান হইতে আরও ভয়াবহ হইলে কি পরিমাণ যুদ্ধ সরবরাহ করা হয় তথায় উৎপন্ন যুদ্ধের পরিমাণ কত ও পর্ব বিশ সপ্তাহের যুদ্ধের মূল্যের হার-বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে।

ভারতে আমদানী আমদানী—ভারত সরকার ফেডারেশন বাস বিভাগের আবহাওয়া সম্বন্ধে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার ১৭০ হাজার টন বাজেট্য আমদানী করিতে সুপারিশ করিয়াছেন। আমদানী ৩১শে ডিসেম্বর যে তিন মাস শেষ হইবে সেই তিন মাসের জন্য আরও

ব্যর্থতার বেদনা

হঠকারিতা একটি এমন জিনিস যেজন্য একজন ব্যক্তিকে জীবনের একবার বেশী দিতে অনেকদিনের দুঃখী কি যত ভাল হন, আমি তাই তোমাকে বলব ভাই।

সোকটা বিজয়গর্বান্বিতের মত আমার মুখে তাকালো। তাকে বিশ্বাস করতে পারিনি। মুখ দিয়ে একটা কথাও বলতে পারলাম না। অথচ তাকে মনে মনে যে কি চাই, তোমা মত শেষে জীবনে সে সম্বিতাকারের আনন্দ ও সুখ পেতে পারে।

দিনে দিনে যে দিনে আসাই সেটি সত্যেরই এই অবস্থা। আমাদের কাছে কি যে চাই, কি যে আমার সমস্ত জীবনের একমাত্র কামনা তা আমরা নিজেরাই জানি না। অন্তরালের মনে আমরা হাজার খুঁজি এমন একটা নিশ্চিন্ত মন যা আমাদের সত্যিকারের সুখের কথা এই নিয়ে খেলার কুমার দেবে কর্তব্যের দেখা হলেও অভিযুক্ত করে ফেলে। কখনও আমরা আমি মাত্র জীবন মনে সেই মনে থেকে মনে তোমা মনের জীবন আমিকে দিতে পারাই খুঁজি জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, কখনও আমি প্রচুর অর্থ মনের কাছে না পাওয়ার জীবনটা খুঁজি ফুরাই দেখা। কখনও আমি আমি ও সমাজ খুঁজি না দেখার তার অর্থের প্রাচুর্যে আমার কিসের অভাবের? আমাদের কখনও আমি 'এর পর যার কত একটুকু আশা, কত ভালবাসা।'

এমনি করে আমি ও সাজানো, আমে ও আমিকে, অনুষ্ঠিতে ও সমাজে আমরা প্রত্যেক মাত্র জীবন মনে কি যে খুঁজি খুঁজি খুঁজে বেড়াই।

এই মনের মাঝখান মুখে মনের একটা মাঝের মা আমরা ভেবেও আমি না, দেখেও তা করি। মানুষ তার বাঁধনে আর আর করেই চাই আমোদ-আহ্লাদ, ভোগবাঁধন নিয়ন্ত্রণ মেয়। জীবনভোগের মনের চাহি-আমি মনের মানুষের মন মনে মনে মনে। মেয়েরা মনের নিয়ন্ত্রিত করে মাঝের নিয়ন্ত্রণ পারলে হয়ত যাকে মনে করে। মনের মন প্রতীকের আলাপনের নিজীব বেঁধিয়ে অনুষ্ঠিত আকাশের নীচে আমাদের আমা আমরা মনে মনে ভীত, ভীত, মুকুল মনে এমনি এর মন মন জীবন-ভোগ আমোদের। আমাদের জীবনকে ঘিরিয়ে রাখবার জন্য ঠিক কোন কিসিমের প্রয়োজন, কি আমাদের চাওয়া উচিত এ বিষয়ে যদি কখনও মেয়েই একটু সচেতন হই তাহলে মেয়েদের ইন্ডিভিজিটির 'পার্ট' অনেকটা আমাদের এই আমোদের আমোদের থেকে মুক্তি দিতে পারে। আমরা ঠিকার করে। মেয়ে মনমনে পারি।

পরীক্ষের প্রতি মন মেয়েরা যে আমাদের একটি আমার কর্তব্য, অনেক সময় আমরা তা ভুলে যাই। আমোদের প্রতি অত্যধিকের ফলে অনেক সময় আমরা মুকুল করে পড়ি এবং মেই মুকুলতার সুযোগ নিয়ে মনমা বন্ধনের মুকুলতা। তখন রোগ, মনমার সাময়িক অবসাদ, মুখাবসাদ, অক্ষমতা প্রভৃতি সকল মেয়ে মন মন আমাদের উদ্ভ্রান্ত করে তোলে অথচ অনেক মন টাকা মেয়েও আমরা ডাক্তারের আমা আর কিনে পাই না। আমাদের আমে মেয়েদের আমাদুটাই ঐ সব রোগের প্রধান কারণ। মোকায় বুঝি আমরা এই আমার ঔষধটি এবং মেয়ের ইন্ডিভিজিটির 'পার্ট-আমাদের' এর কথা অবশ্য করি তা হলে আমাদের এই আমোদমির অনেক বিষয় মেয়ে মিটি মেয়ে পারি আমাদের এই ডাক্তার সাময়িকের কঠিন মন সাধা জীবন আমরা রোগমুক্ত আমরা জীবনের নিয়ে মেয়ে মুকুলার হয়ে আমার মুক্তির আমা মোম করি এবং অন্তরের এমনি মনে নিয়ে মুক্ত হাই হয়ে যাই।

অতিরিক্ত ৩০০ হাজার টন বাহির হইতে পাওয়া যাইবে, এরূপ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

বাস্তিবারী বিমান—'অপনাস এয়ারক্রাফট কোম্পানীর' প্রতিনিধি সিমলে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের পর বাস্তিবারী বিমান-গুলিকে বিপাসা ও আরামের অধিকতর ব্যবস্থা থাকিবে এবং ভাড়াও খুব কমিয়া যাইবে। তিনি আরও জানাইয়াছেন, কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারদের বিশ্বাস এই যে, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে সাধারণ বাস্তিবারী বিমানের অবসর হইতে সময় লাগিবে, এই ইঞ্জিনের সাহায্যে উহা ৫০ হাজার ফিট উপর দিয়া ঘণ্টায় ৫৫০ মাইল বেগে চলিতে পারিবে এবং ৭৫ হইতে ১০০ জন যাত্রী ও ১০ টন মালপত্র বহন করিবে।

ফিল্ম-জগতকে ভর্ৎসনা—'ফিল্ম ক্রিটিক' পত্রের একজন ফিল্মসমালোচক সম্প্রতি লাভনে গার্ডেন ষ্টীট হোম অফিসে যান করিয়া। এখানে, এই অফিসের মাটির নীচে ফিল্মের সবচেয়ে ওয়াইডের একটী বিরাট রাবিবার স্থানে যে যখন আমার বিরাটার ফিল্ম বিশ্লেষণ করিয়েছিল, তখন অতিরিক্ত ইঞ্জিনিয়ার আমার বিরাটা ফিল্ম আনা করিতে চাহে। উক্ত ফিল্মসমালোচক বাড়ী এসে এরূপ ইঞ্জিনিয়ারী আমার বাড়ে ভর্তী করে। আমার বিরাটালয়কে অনুরূপ পরিত্র হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে আমার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মিঃ মেটার অভিযোগ—সম্প্রতি দেহলীর পরিবর্তে কাশ্মীরে 'লেবার কেবারেন্সের' আয়োজন করা হইয়াছে বলিয়া মিঃ মুরুবাস মেটা অভিযোগ করিয়াছেন যে, 'লেবার কেবারেন্সের' সেক্রেটারী হিসাবে মিঃ এম এন রায় কেবারেন্সের সভাপতির এবং কেবারেন্সের বিশ্ব অনুমতিতেই ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ, এই বিষয়ে মিঃ মেটা এবং মিঃ এম এন রায়ের মধ্যে পত্রালাপ চলিতেছে।

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই প্রতিষ্ঠান—কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী অফিসার ও ইঞ্জিনিয়ারিং এডভাইসর ডাঃ বি এন দে কর্পোরেশনের সাধারণ ইউটিলিটিজ এণ্ড ম্যানেজমেন্ট কমিটির নিকট এই সম্পর্কের অভিযোগের উত্থাপনের নিমিত্ত যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৪৮ সালে কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই প্রতিষ্ঠান করের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট অনুরোধ করা হইবে।

ডাঃ দে তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালে কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে ইলেকট্রিক সাপ্লাই প্রতিষ্ঠান করের জন্য পূর্বে কর্পোরেশন এবার নিজস্ব করবিকরের প্রস্তাব সহিত তাহিয়াছিলেন এবং ১৯১০ সালের ভারতীয় ইলেকট্রিসিটি এক্ট অনুসারে উপযোক্ত সাইলেন্স মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দুই বৎসর পূর্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই অধিগ্রহণের নোটিস দিয়াছিলেন। কারণ বর্তমানে "সাধারণ স্বার্থের" দোহাই দিয়া কর্পোরেশনকে ইলেকট্রিক সাপ্লাই প্রতিষ্ঠান ক্রয় করার প্রয়োজনীয় অনুমতি দেয় নাই। ডাঃ দে অবশ্য বলিয়াছেন যে, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের সর্ত অনুসারে প্রতি দশ বৎসর অন্তর ইলেকট্রিক সাপ্লাই প্রতিষ্ঠান ক্রয়ের অধিকার কলিকাতা কর্পোরেশনের উপর বর্তায় এবং ১৯৪৮ সালে পুনরায় এই অধিকার প্রয়োগের সময় আসিবে।

ভারতে নৈয়ন্ত্রিক শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির পরিকল্পনা—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায় যে, ভারত গবর্ণমেন্ট একটী 'সেন্ট্রাল টেকনিক্যাল পাওয়ার বোর্ড' গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বোর্ড 'দেশীয় পরিকল্পনা কমিটি' হিসাবে কাজ করিবে

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

২-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড—ক্যাল ৪১০১ গ্রাম—ক্রিয়ারিং

ভারতের অন্যতম উন্নতিশীল তফসিলি আর্থিক প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস—৬নং লাল বাজার, কলিকাতা। বোম্বে অফিস—৭৮বা এসপ্লানেড ষ্ট্রীট।

—অন্যান্য শাখা অফিস—

বড়বাজার, বহিঃ কলিকাতা, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, আলিপুর, বালিগঞ্জ, মধ্য কলিকাতা, বিডনষ্ট্রীট, ঢাকা, শ্রীবিলাস, আগরতলা, নবদ্বীপ, রাজপুর (বি, বি), চাইবাসা, ঝরিয়াপুর, লৌহকল, সারাবাজার, পুরাতনবাজার, রামপুরহাট, পৌরাণী, মজঃফর, পোরালপাড়া, ডেকাপুর, বাগিচাবন্দর, জোলাবাড়ী, খড়দহ, ভাটপাড়া, টেংরাটী, চুঁচুড়া, বারাসত, আমতা, রাসবেড়িয়া, বুরুলিয়া, সাতাড়, কলমকোলা, কুচবিহার, রাজবন্দর, মাইবাড়া, মাহারাজবন্দর, রামপুরহাট, বেথা, সোনামুখ ও চন্দননগর।

মিঃ আর চাঁদ,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আপনার চেকবই

লেনদেনের ব্যাপারে চেকের প্রচলন গত তিন বৎসরের মধ্যে অধিকতর বৃদ্ধি পেলেও এখনও অনেকে কাঁচা টাকাই দেনা-পাওনা করে থাকেন—যা অনায়াসেই চেকের সাহায্যে করা চলে। লেনদেনের এই কারবারে কাঁচা টাকার বদলে চেক দেওয়ার সুবিধা এই যে, তবে, কোথায়, কাকে টাকা দেওয়া হল তার একটা নির্ভুল হিসাব থেকে যায়—এবং প্রয়োজন হলে এক মিনিটেই চেকে দেওয়া চলে।

নির্ভুলির আগে পর্য্যন্ত সাধারণতঃ সম্ভতিশীল ব্যক্তিরাই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখতেন বেশী পরিমাণে। কিন্তু প্রগতিশীল ব্যাঙ্কিং-এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ হচ্ছে যাতে জনসাধারণের সম্ভতিশীল ব্যক্তিদের সমস্তরা ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা পায়। এইখানেই বিশেষ করে শ্রীব্যাঙ্কের প্রয়োজন ও সার্থকতা। আপনার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সামান্য হলেও আপনি তা শ্রীব্যাঙ্কে অনায়াসে জমা রাখতে পারেন ও এমন সকল সুবিধাই পেতে পারেন। এই বিশেষ সুবিধাগুলি জানতে হলে যে কোনো একটী ব্রাঞ্চে অথবা হেড অফিসে খোঁজ করুন—

শ্রীব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড আফিস : ৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল : ১১৫২ ও ১১৫৩

এবং কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ, আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণী ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনার সম্বন্ধে সন্ধানের সঙ্গে উপায়ে উপদেশ দিবেন। দেশের সমস্ত স্থানকে অনুসন্ধানের ব্যবহারের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির সাথে লাভ হয়, আবার জন্য বোর্ড সমস্তরের সন্ধান উপায়ে উৎসাহ দান করিবেন, বৈদ্যুতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত করা এই বোর্ডের মূল কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণী ও দেশীয় রাজ্যসমূহ স্থানকে গ্রামে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার সম্পর্কে করিয়া অনুসন্ধানের সুবিধা করিতে পারেন, ক্ষুদ্র ও গ্রামবাসীরা বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারে যাহাতে আর্থিক অর্থ ব্যবহার উন্নতি করিবে সম্ভব হয়, বোর্ড সে সম্বন্ধেও বিবেচনা করিবেন। এই বোর্ডে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য পূর্ণ সময়ের জন্য এবং তিনজন সদস্য আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত হইবেন। বোর্ডে সদস্যদিগের বলে নিযুক্তির কয়েকজন সদস্য থাকিবেন। তাদের পর্যবেক্ষণের হলেন্ডো ইঞ্জিনিয়ার কমিশনারই উহার চেয়ারম্যান হইবেন। বোর্ডের কেন্দ্রীয় কোম্পানীর বঙ্গদেশে কলিকাতাতেই থাকিবে।

কলিকাতায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ—সন ১৯৩১ সালের যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে উহাতে কলিকাতায় ম্যালেরিয়া রোগে ১৪৯ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার সংখ্যা ছিল ১৭১। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ৪৮৮।

আসাই আন্দোলনের সম্পর্কিত বিস্তৃত কথা—দেবগ্রাম আসামের কুখ্যাতী দুর্বলেন্দ্র রেল যাতীদের নিকটের সমস্ত প্রদেশের আন্দোলনকারীদের নামে এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। ১৯৪৩ সালের আসাই আন্দোলনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।
টেলিগ্রাম : "বেঙ্গলো" কেবল : সি, কে, ১৩৩১
কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—
বাগবাজার, ডালহৌসী স্কোয়ার, বেণ্টিঙ্ক, বড়বাজার, শিয়ালদহ ও হাওড়া।
অন্যান্য ব্রাঞ্চ
বেঙ্গল—চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, ভাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, বেতকাঁদি, নরিয়া, বেলেঘাটা।
বিহার—ডালটনগঞ্জ, মুঙ্গের, ডাল্টনগঞ্জ-লাতেহার ও মুজফ্ফরপুর, ডাল্টনগঞ্জ, গয়াধাম (ডালটন), রাঁচী, সাহাবাদ, ডালটন, গয়াধাম রোড।
উড়িষ্যা—পুরী, কটক-ডালটন ও বেরহামপুর-ডালটন, সম্বলপুর (বিহার), সম্বলপুর, বুরলা (বিহার), আসাম—গৌহাটী, ডালটন (আসাম) ডেপুটি, শিলং।
উত্তর ভারত—ডালটনগঞ্জ, ডেহরি।
বি, বি—ডালটনগঞ্জ। দক্ষিণ—ইন্দোর (মধ্য)
এজেন্সীসমূহ—বম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০ ফোন : কলি ৬৮৬৯
হেড অফিস—৭, ওল্ডকোর্ট হাউস, কলিকাতা
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।
বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২০,১৮,৯০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১১,৮৫০৲ ,,
আমানত...এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৩ সালের ১০ই মে পর্য্যন্ত)
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
শিয়ালদহ ও সর্ত্ত অফিসসমূহে জানা যায়
শাখা—মহম্মদপুর ও মুজফ্ফরপুর (বিহার), নারায়ণগঞ্জ চাঁদপুর, মহম্মদপুর এবং ঢাকা
হে-অফিস : ঝিনুকাদিয়া
এজেন্সি—কলিকাতা ব্যাঙ্কার্স।

লৌহ আমদানির অবস্থা বিবেচনা করা হইয়াছে আশা করিতে পারিলে বাজার-রটিবের সঙ্গে তাহার আলোচনা হয় প্রস্তুতকারে বলেন যে, বিভিন্ন প্রয়োজনের যে সকল লৌহ জন্য দেওয়া হইয়াছিল সেই সকল লৌহার নির্ভরযোগ্য সংখ্যা ২৬,৩৫৪। তাহার আলোচনা আরও বলেন, ইহার মধ্যে ৫,০০০ খানি লৌহ এইবার বর্ষারম্ভের পর হইতে অন্যান্য বিভিন্ন অনুমোদনের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাকী সমস্তের ১৮ হাজার লৌহ ইতিমধ্যে এই অনুমোদন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এই বৎসরের শেষ পর্যন্ত ৫ হাজার লৌহ আরও ছাড়া হইবে বলিয়া সরকারী আশা করেন।

ইস্পাত-নির্মাণ সাহায্য ফেডারেশন—সম্প্রতি বেঙ্গলীর ওয়ার্কিং কমিটির শ্রীযুক্ত অধিনায়ক এক ইস্পাত-নির্মাণ-সাহায্য ফেডারেশন গঠনের জন্য সরকারের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কি না অথবা এই সম্বন্ধে কোন কার্যকরী পরামর্শদেওয়া বিদেশীদের আছে কি না এই কথা যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে বেঙ্গলের বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য বলিয়াছেন যে, ইস্পাতের বেঙ্গলের নির্মাণের জন্য সরকারের কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। তবে যুদ্ধ শেষ হইলে ঐ অঞ্চলে বেঙ্গলের নির্মাণের পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—সম্প্রতি এলাহাবাদে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এক সাধারণ সভায় স্থির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌতে 'অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের' যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের' প্রতিনিধিত্ব করিবেন মিঃ আর এ মেদিকর ও মিঃ সুবীর সাহানি। ইক্ত ইউনিয়ন সম্মিলিত ব্যাইট নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের' সঙ্গে এক হইয়া 'সম্মিলিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' নামে ইউনিয়নের কার্যকলাপ পরিচালনা করিবেন। সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্মিলনের অধিবেশন আগামী ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের শেষে বা ফেব্রুয়ারী প্রথমে বসিবে।

বিমান উৎপাদন—বিমান সংক্রান্ত বেঙ্গল সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত ১৯৪০ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমেরিকার কারখানাগুলিতে ৫,৫৪,০০০ খানি বিমান নির্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭৬,৪৫০ খানা যোদ্ধক বিমান এবং ১৭,৯৭৩ খানা ভারী বিমানও করা হইয়াছে। 'ওয়ার প্রডাকসন বোর্ড' হইতে এরূপ বিশদ বিবরণ ইহার পূর্বে আর প্রকাশ করা হয় নাই।

কলিকাতা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগপ্রাপ্ত

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি: ৩৪৪৭

শাখাসমূহ :— বড়বাজার, বেলেঘাটা, ভবানীপুর, বিডনষ্ট্রীট, টালিগঞ্জ, আমহার্স্ট, বোলাডাঙ্গা ও কাঁকুরগাছী (মাদ্রাজ রেঃ), বাগবাজার, বাগবাজার, নারায়ণগঞ্জ, আসেরিয়াদহাই ও বারাসত (বি সি), দাইকা, আগরতলা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯১০ ইঃ

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি ৪৭১৯

শিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার সম্প্রতি হইয়াছে ৩০ লক্ষের অধিক। অভিজ্ঞ ও সতর্কতার ব্যবসায়িবর্গের তত্ত্বাবধানের ফলে ইহাদের ক্রমে সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—দাইকা, বেলঘরিয়া, বাজরাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ভবানীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, আখিলগঞ্জ, ঝরিয়াল, পাবনা, রাজৌর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, ভবানুক, শিলচর, আগিপুর ও মহিষাদল।

আমানতের সুদ ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

অমূল্য কুমার নাথ & কং

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা : চন্দননগর, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, শিয়ালদহ ও নারায়ণগঞ্জ।

চলতি ও সেভিংস হিসাবে

সুদ যথাক্রমে ১৷ আনা ও ২৲ টাকা

ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট, ফাঁড অফিসের ঘর, স্থায়ী আমানত, লোন ও ওভারড্রাফট সম্বন্ধে বিশদ পত্র লিখিলেই জানান হয়। ফোন বি বি ৪১৮

ডেপুটেশন—শ্রীবসিলাল দাস

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

কলিকাতা শাখা—১২১, ক্লাইভ রো

হেড অফিস : কুমিল্লা

- কলিকাতা
- ঢাকা
- সিলেট
- লৌহজং

আসামের "সোনাপুর"

স্থাপিত— ১৯১৩

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
মিঃ অধিনীকুমার বসু, এম্, এল্, এ, মেম্বার

সম্পূর্ণ ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসহ
একটী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

কুবের ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৩ এ৪এ৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিঃ

বাংলা ও উড়িষ্যার সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে
আমাদের শাখা অফিস আছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এ, কে, চক্রবর্ত্তী

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯০৮ সাল

গ্রাম : "ব্যাঙ্কসাল" ফোন : বড়বাজার ২৭৬১

—মূলধন—

অনুমোদিত এক কোটী টাকা

বিলিকৃত ১৮,০৮,৬২৫৲

—লভ্যাংশ—

১৯৩২ সালে ৫৲ টাকা

১৯৩৩ সালে ৬৲ টাকা

১৯৩৪ সালে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী ধরচার সম্ভাবনা।

প্রত্যেকটী ২৫৲ মূল্যের আরও ১৫,০০০টী অতিরিক্ত শেয়ার বিক্রয়ের নিমিত্ত কোম্পানীর অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

—হেড অফিস—

প্রতিনিধান ইউনিয়ন এসোসিয়েশন লিমিটেড

চীফ এক্সেকিউটিভ অফিসার—

মিঃ শিশিরকুমার বসু

৩৩৷১ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১লা অক্টোবর ২০৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শুভারম্ভের সাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ডৈমিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বোস মহাশয় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস ব্যাঙ্কের কার্যপদ্ধতির ইতিহাস বিবৃত করার পর সভাপতি মহাশয় উহার পক্ষপাতী প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কটেরের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলির অসুবিধার বিষয় বর্ণনা করেন। অতিবক্তাগণের শেষে শ্রীযুক্ত বোস আশা প্রকাশ করেন যে, বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানাধীনে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিবে।

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আমরা আনন্দিত হইলাম যে, এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড কলিকাতার কুলিয়া শাখায় কার্যারম্ভ করিয়াছে। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা, এলাহাবাদ হিয়ারিং হাউসের অধীনে কার্য করিতেছে। আমরা সুখের বিষয় যে, ব্যাঙ্কটি ৭৮ টাকা হারে শেয়ার বিক্রয় করিতেছে। আমরা উহার অভিযাত্রের সাফল্যের জন্য ডিরেক্টর মিঃ এস কে মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে উহার অংশ উন্নতি কামনা করি।

নূতন যৌথ কোম্পানী

আকা ইট কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ এস ভৌমী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮, ক্যামিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। কয়লা খনি পরিচালনা।

বাঙ্গাল ফটোগ্রাফিক ইন্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আর বি বাঙ্গাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৮৫, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ফটোগ্রাফার।

শ্রী প্রডিউসেস ইনভিষ্টমেন্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুধাংশুভূষণ রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫২, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। প্রডিউসেস ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী।

হিল ষ্টোন ষ্টী কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গোপেশচন্দ্র পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। চা, কফি, কিসমিস প্রভৃতির চাষ।

আসানসোল কোলিয়ারী কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আর আর ভাণ্ডারী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। কয়লা, খনন বা আসানসোলে খনি-খাদান চালনা।

শিওরা বড়াকর কোলিয়ারি কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এমলি মুখোপাধ্যায়। রেজিষ্টার্ড অফিস ৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। কয়লা খনির পরিচালনা।

কাষারমুদী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কি বি বইন। রেজিষ্টার্ড অফিস বি বিল্ডিং, আরবিনা, কি এইচ রোডওয়ে। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। ওয়ার্কটার এন্ড সিভিল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

এ কে সরকার (ব্রাদার্স ওয়ার্কস) লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ আর এন সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ লক্ষ টাকা। ঔষধের ব্যবসা।

হিন্দুস্থান ট্রেডার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নিবনন্দর পাণ্ডুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৪, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন ব্যবসায় পরিচালনা।

ক্রীমার কোলিয়ারী সিন্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বাবাবলীদাস পরক। রেজিষ্টার্ড অফিস ১৫, পরমেশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। কোলিয়ারী প্রভৃতি পরিচালনা করিবে।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

এলবিয়ন জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে মে পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৬৲ টাকা। **ক্যালিডোনিয়ান জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৭৷০ আনা। **ডিভিডেন্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৯৲ টাকা। **ফরিয়েন্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৯৷০ আনা। **বালী জুট কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৫৲ টাকা। **মেসার্স বাঙ্গুর কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৫৲ টাকা। **ডেলটা কোল কিল্ডস্ লিঃ**—গত ৩১শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ১৷০ আনা। **ডেলটা জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৫৷০ আনা। **ওরিয়েন্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৫৷০ আনা। **বাজুরহার টী ইষ্টার্ন কোং লিঃ**—গত ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৫৷০ আনা। **মিলাপুরুরিয়া টী এণ্ড লিজ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ১৷০ টাকা। **রাজমল্ল টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ১৫৲ টাকা। **সিউরিক টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ১৷০ টাকা। **মি রোহিয়া কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৫৲ টাকা। **মি ষ্টাণ্ডার্ড কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ১৲ টাকা।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—
কুলিয়া
লিমিটেড ব্যাঙ্ক
কলিকাতার প্রধান শাখা
২২১ ক্যানিং ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখাসমূহ—
ব্যারাকপুর, মেডেক ষ্ট্রীট, ডমডমপুর, মহম্মদবিবেদ, কলিমপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, নিলং, ডিব্রুগড়িয়া, জোড়হাট, রাজমহল, রাঁচী ও এলাহাবাদে।

এজেন্সী :—বম্বে, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর এবং ভারতের অন্যান্য প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে।

এই বীমা অগ্রগতিই সুষ্ঠু পরিচালনা ও প্রকৃত ব্যাঙ্কিং-এর পরিচায়ক।

ক্রমোন্নতির পরিচয়

জুন ১৯৪২	২৭,৫৬০।৵৮ পাই
জুন ১৯৪৩	১,৭২,৩৫৬।৵৬ পাই
জুন ১৯৪৪	১৪,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৩১১, ব্যাণ্ডো রোড, কলিকাতা।
গ্রাম :—"এক্সচেঞ্জী" ফোন : ডাম ২৬৯২
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ—বি বি ব্যানার্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস বি ঘোষ মজিলার

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
কলিকাতা শাখা—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

নিরাপত্তায় নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার সুবিধাদায়ী প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সুবিমল দত্ত, বি-কম, আই-এ,
এস্,আই-এস্-এ, এস্,আর-ই-এস্ (লণ্ডন),
ডেপুটেশন ম্যানেজার।

প্রফুল্লকুমার চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৮ই নভেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে অধিকাংশ বৈদেশিক বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নাই এবং বাজারগুলির মধ্যে ডলার ও পাউণ্ডের সহিত বিনিময়ের হারে অল্প অল্প হ্রাস বৃদ্ধি ব্যতীত অন্যান্য মুদ্রার বিনিময় হার পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় একই ছিল।

গত ৭ই নভেম্বর আরম্ভ সপ্তাহে বন্ধুক আমদানি ছিল মাসের বৈদেশী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৯৮০ লাখ মূল্যের সমস্ত এবং ১১৯৮০ লাখ মূল্যের অন্যান্য লাখ এক আনা আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়-পড়তা মূল্যের হার বার্ষিক গড়পড়তা ৯৮৯৩ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ১২ই নভেম্বর বেলা ১১টা (ইংরাজী নববর্ষ) পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ১৩ই নভেম্বর কলিকাতা বন্ধ এই সপ্তাহ পর্য্যন্ত আরম্ভ হইতে আগামী সপ্তাহে বন্ধুক আনুঃ ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১২ই নভেম্বর গুরুবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ৩১ নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে মোট ৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ইহা বিক্রয়ের সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি হইয়াছে।

বিভিন্ন-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: ট্রান্স (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৩৫৪ পেন্স
ঐ ৩০দিন	— — —
ডি এ ডিম বাঃ (,,)	১ শিঃ ৩৫ পেন্স
ডি এ চার বাঃ (,,)	১ শিঃ ৩৪৮ পেন্স

বিলাতী বাজারে হিসাব—বিলাতী বাজারের গত ৮ই নভেম্বর বুধবারের সপ্তাহে দেখা যায় ঐ তারিখে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের পরিমাণ ছিল ৯৯৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। এই সপ্তাহ পূর্ব্বে ইহার পরিমাণ ছিল ১০২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। গত বৎসর অক্টোবর মাসের সরকারের বিলাতী বাজারের স্থানীয়কৃত ব্যাঙ্কসমূহের জমা ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ও ১৯৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও সেয়ার

কলিকাতা, ১৮ই নভেম্বর—গত সপ্তাহে কলিকাতা সেয়ার-বাজারের কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে, আগামী সপ্তাহে মাত্র তিনদিন বাজার খোলা থাকিবে এবং মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার বাজারে কোন কাজ হইবে না। এই সিদ্ধান্তের ফলে আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সেয়ার-বাজারে মাত্র তিনদিন বেচাকেনা চলিয়াছিল। অধিকন্তু সপ্তাহে বাজারে সর্ব্বত্র স্থিরভাবে বেচা কিনার এমন অল্প পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মূল্য-ব্যবধি ঘটিয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে বাহির মুফস্বল হইতে সপ্তাহান্তে নিষ্পাদনের জন্য কাজের অনেকটা অপেক্ষা করিয়া থাকা যায়, কিন্তু তদুপরি সুদূরবর্ত্তী সপ্তাহান্তে নিষ্পাদনের মুফস্বল আসার পরও কলিকাতার সেয়ার-বাজারে কোন লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। বোম্বাইয়ে বাজারে অবশ্য এই সপ্তাহান্তে নিষ্পাদনের সুযোগ বিশেষ আসানের অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে শেষ পর্য্যন্ত ৯ সপ্তাহান্তে সেয়ার-বাজারে যে অবস্থা দেখা গিয়াছে, সেয়ারসমূহের মূল্যের দিক হইতে তাহা উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন সূচনা না হইলেও বাজারের অবস্থা যে শীঘ্র উন্নতির দিকে এমন কোন সম্ভাবনা তাহাতে পরিলক্ষিত হয় নাই।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য সমূহের মূল্যে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই এবং বন্ধ মূল্যের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ১০০৲ টাকার কাছাকাছি ছিল। বেঙ্গলী অন্যান্য সমূহের মধ্যে অল্প বিস্তর বেঙ্গলী অন্যান্যগুলির এ সপ্তাহে দাম কমিয়াছে। ৪৲ সুদের অন্যান্য (১৯৫৮-৬৪) ১০২৲ টাকায়, ৪৲ সুদের অন্যান্য (১৯৬৯-৭৫) ১০১৸ আনায়, ৪৲ সুদের অন্যান্য (১৯৭৪-৭৫) ১০৩৲ আনায়, ৪৲ সুদের অন্যান্য (১৯৭৮-৭৯) ১০৩৲ আনায় এবং ৩৲ সুদের অন্যান্য (১৯৬৩-৬৫) ১০৩৲ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে বেচাকেনা হইয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে আনুমানিক অন্যান্য-সমূহের মধ্যে একমাত্র ৪৲ সুদের সমূহের (১৯৫৮) ১০৪৸০ আনা দরে বন্ধকাদির হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ব্যাঙ্ক—আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহের বেচাকেনা বেজায় কম ছিল এবং বিলাতী ব্যাঙ্ক ১৩৲ টাকা ও ইণ্ডিয়ান (পূর্ব্ব প্রদত্ত) ৯০০৲ টাকায় বন্ধবার সপ্তাহের অবশেষে সমস্ত বেচা-কেনা হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহের কাপড়ের কলের সেয়ারসমূহ সম্বন্ধে বাজারে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হয় নাই এবং সপ্তাহ শেষে অধিকাংশ কাপড়ের কলের সেয়ারেরই কিছু কিছু মূল্য-হ্রাস ঘটিয়াছে।

কয়লা খনি—বাজারের অন্যান্য বহু সেয়ারের অবনতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে কয়লার খনির সেয়ার-সমূহও আলোচ্য সপ্তাহে মন্দাভাব দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে কেবল ৩৩৲ টাকায়, নিউ বীরভূম ৩১৮০ আনায় ও অর্থ রাণীগঞ্জ ৯১৷০ আনায় বেচা-কেনা হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে চটকলের সেয়ার-সমূহের মধ্যে সপ্তাহের তুলনায় লক্ষণীয় কোন উন্নতি হয় নাই বরং তাহার ৮৯৷০ আনা হইতে বন্ধবার সপ্তাহের শেষে ৮৮৷০ আনায় দাঁড়াইয়া আসিয়াছে। ফাইন ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ার এ সপ্তাহে মধ্যে মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে এবং তাহাদের বন্ধবার বাজার বন্ধ ৪৯৲ টাকা ও ৪৪৲ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে বন্ধুকীর ৯০৷০ আনায়, ইণ্ডিয়া ৩৯৲ টাকায় ও বেঙ্গল ১১৲ টাকায় বেচাবেচা হইয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে কলীকার প্রতি ১৯৷০ টাকা মূল্যহ্রাস ঘটে, কিন্তু সপ্তাহ শেষে উহা পুনরায় আগাইয়া অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান্ট্রিয়াল—আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান্ট্রিয়াল বিভাগের অধিকাংশ সেয়ারেই কিছু কিছু মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রন আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময় বন্ধ আনা হইতে ৯৮৷০ আনার মধ্যে ছিল এবং ষ্টীল কর্পোরেশন ৯৲ টাকার নীচাভাবি দরে বেচাবেচা হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের সেয়ারসমূহে বিশেষ কোনরূপ বেচা কেনা হয় নাই এবং বলরামপুর ১৭৷০ আনায়, চুনার ৪৯৷০ আনায়, রামা ৯৯৷০ আনায়, রামনগর ৯৯৷০ আনায় বেচাবেচা হইয়াছে। বাবে ডুয়ার্স আলোচ্য সপ্তাহে মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে এবং বন্ধ সপ্তাহের ২৭৷০ আনার স্থলে ইহার বন্ধবার ২৫ ২৬৷০ আনা।

চা বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সেয়ার-বাজারে চা-বাগানের সেয়ারসমূহের খুব বেশী কাজ না হইলেও বিশেষ কয়েক শ্রেণীর সেয়ারের মধ্যে চাহিদা ছিল। বর্ত্তমান সপ্তাহে ইণ্ডিয়া ১৯৷০ আনায়, ডুয়ার্সরা ৭৯৷০ আনায় এবং পাহাড়োলা ১৮০৲ টাকায় বেচাবেচা হইয়াছে।

বিবিধ—আলোচ্য সপ্তাহে খনি ও কাপড়ের কলের সেয়ারসমূহের অবস্থা প্রায় অপরিবর্ত্তিত

কুমিল্লা
ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস :—কুমিল্লা
স্থাপিত : ১৯১৪
আমানতকারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ
হাটখোলা শাখা
১৭ই নবেম্বর খোলা হইতেছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি দত্ত, এম-এল-সি

ব্রাঞ্চ—মাদ্রাজ ব্যাঙ্ক
স্থাপিত—১৯১৮
ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
১১৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—ভাগলপুর, পাটনা ও কটক
ঢাকা ও বহরমপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ছিল। বাজারে আনকারী ইয়ারনের যোগানের এ সপ্তাহে যথেষ্ট চাহিদা দেখা যায় এবং ইহার দর ৩-১০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। বেঙ্গলীপুর জমিদারী আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ৫৲ টাকা মূল্যমান সহিত ১৯৯৲ টাকায় নথিভুক্ত হয় এবং ইহার পূর্ববর্তী সপ্তাহে ক্লোজিং রেট ১৯৭৲ টাকার কাছাকাছি ছিল।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৩০এ নভেম্বর	৩১এ নভেম্বর	১লা ডিসেম্বর	২রা ডিসেম্বর	৩রা ডিসেম্বর	৪র্থ ডিসেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৩১।০	৩৫/০	৩৬।০	৩১।০	৩১৸০	৩৫/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৩৫/০	—	—	—	৩২৸৵০	৩৫৲
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১১৩৸০	১১৩৸০	১১৩৸০	৩৪৸৵০	১১৩৸০	১১৩৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১১৩৸৵০	—	১১৩৸৵০	১১৩৸০	১১৪৵০	১১৪।৵০
বিলিতি দর—প্রতিআনা (কলিকাতা) ...	৩৪৸০	৩৫৲	৩৫।০	৩৪।৵০	৩৪৸০	৩৪৸০
বোম্বাইয়ের কাপড়—লক্ষ্মৌয়া এক জোড়ার মেয়াদের দর (সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন) ...	১০০/০-১৪৸৵১৩	১০০৵০-১৪৸৵০		১০৲-১৪৸৵০		১০০।৵০-১০০/০
ইন্ডিগো—ইন্ডিয়ান আয়রন এন্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৩৪৸৵০-৩৫।৵০	৩৩।০-৩৪৸০		৩৩।০-৩৪৸০		৩৩৸০-৩৪।৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি ...	৩৪৸৵০-৩৪।৵০	৩৫৲-৩১৸০		৩৫।০-৩১৸০		৩১৲-৩১৸০
তুমারহুরী—প্রতি ...	১১৮০-১১৯/০	১১৫/০-১১৬/০		—		—
আন্তিয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ...	১৯৬/০	—		—		—
ফেলপ ...	১৩৲	৫৩৸০-৫৩৸০		৫৩।০-৫৩৲		৫৩৸০
বার্ণপুর ...	৫৯/০	—		—		৫৫/০-৫৭/০
ক্রাসমাল আয়রন এন্ড ষ্টীল ...	১৩৸০-১৩৮/০	১৩৮/০-১৩৲		১৩৮/০-১৩৲		১৩৮/০-১৩৲
ষ্টিলাস্কিয়া ...	—	—		—		—
ধাতু—কপার কর্পোরেশন ...	৩৫/০-৩৫/০	৩৫/০-৩৫/০		৩৫/০-৩৫/০		৩৫/০-৩৫/০
ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৬/০-৬৲	৬৲		৬৲-৬৸৵০		৬৸৵০
ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	১৩৩৲-১৩৩৲	১৩৩৲		১৩৩৲		১৩৩৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৩৫৲	৩৫৲-৩৫৸০		৩৫৸০-৩৫৲		৩৫৸০-৩৫।০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	১৩৫/০		—		১৩৫/০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৫১।০-৫১৸০	৫১।০-৫১।০		৫১।০-৫১।০		৫০।০-৫০৸০
ঐ ...	১০৸০-১৭/০	—		১৯৲		৪৯৸০-৪৯/০
রাণীগঞ্জ ...	৫১৸০-৫০।০	৫০৸০-৫০৸০	গভর্ণমেণ্ট বন্ধ	৫১।০-৫০।০	গভর্ণমেণ্ট বন্ধ	৫১।০-৫০।০
ইণ্ডিয়ান ...	৫০৸০-৫০৸০	৫০৲		—		৫১৸০-৫২।০
সাউথ করণপুরা ...	৪২।০-৪২৲	৪২।০-৪১৸০		৪২।০-৪১৸০		৫২।০-৫২।০
ক্যাপড়ের কল—বিড়লা জিউটমিল লিঃ ...	৮৫/০-৮৭/০	৮৫৲		৮৬/০		১৩৫৲-১৩৮/০
বেঙ্গল ...	—	—		১৩৮৲		১৩৫/০-১৩৮৲
কামারহাটী জুটমিল্স্ ...	১৪০/০-১৪৫/০	১৩৮৲-১৩৯/০		১৩৮/০-১৩৯/০		৬৩৲
এমহিষ্ট জুটমিল লিঃ ...	৬৩৮/০-৬৪৫৲	৬৩৮৲		৬৩৲-৬৪৲		১৩৫/০
বেলেঘাটা ...	—	১৩৫/০		১৩৫/০-১৩৭/০		৪১৫-৪১৬
কাপড়ের কল—ইন্ডিয়া কেপার পাল লিঃ ...	—	—		—		১১৮৲
ঐলেগান কেপার মিল্স লিঃ ...	১৩৫/০	—		—		১৩৫/০-১৩৮৲
ইত্যাদি ...	২১৫/০ ২৭৮৲	২১।০-২৮/০		২১।০-২৮৸০		

তার : "ARYOPLANTS"

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

"শেয়ার ডিলার্স হাউস", চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ক্রমোন্নতির পরিচয়

বৎসর	বিক্রিত মূলধন	আদায়ীকৃত মূলধন	আয়
১৯৩০-৩১ এই বৎসর কোম্পানী স্থাপিত হয়	৪,১৯,৯৫০৲ টাকা	১,৪৬,৫৮৫৲ টাকা	৩২,০০০৲ টাকা
১৯৩১-৩২	১৭,১২,৯০০৲ টাকা	৬,৭৯,১৫০৲ টাকা	২৮,৬৯৯৸৵১ পাই
১৯৩২-৩৩	১৭,৫৭,৯০০৲ টাকা	৮,৭৬,০০০৲ টাকা	৮১,৮৫৭৸৵১০ পাই (ঘোষণার আজকের তারিখ পর্য্যন্ত) এইরূপ কোম্পানীসমূহের মধ্যে

নিষ্কাশনকল্পে

বর্ত্তমানে কোম্পানীর আয়

(ক) চৌরঙ্গী স্কোয়ারে নিজস্ব বাড়ীর ভাড়া বাবদ আয় ৩০,০০০৲ টাকা,

(খ) "ডিটামিন" প্রস্তুতকারক ফ্রাসস্যাল নিউট্রিমেণ্ট্স্-এর অ্যাবেজিং এগ্রেমিয় পারিশ্রমিক বাবদ আয় ৬৫,০০০৲ টাকা

ইহা ছাড়া শেয়ার ব্যবসায়ের দালালী বাবদ সাধারণ আয় ১ লক্ষ টাকার উপর

—লভ্যাংশ—

অংশীদারগণ তাঁহাদের বিক্রোজিত টাকায় শতকরা ১৮ ভাগ ইতিমধ্যেই ফেরৎ পাইয়াছেন।

—ভবিষ্যৎ—

ইহার শেয়ারে টাকা খাটান নিরাপদ ও লাভজনক

যে সব স্থানে আমাদের প্রতিনিধি নাই সেই সব স্থানের জন্য সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী প্রতিনিধি আবশ্যক।

সাপ্তাহিক বাজার দর

ইউকল—অবলাশ্রম খুই ডিমল লিঃ	...	৭৮৲	—		—		—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া খুই ডিমল লিঃ	...	—	৩৫৲-৩৫৸৹		৩৪৫৲-৩৪৮৲		—
কামারহাটী	...	৬৫৲	৬৫৲-৬৬৸৹		৬৪৲		৬৫৲
গরীয়া		১১৫৸০-১৪৬৲	১০৬৸০		১৪৬৲-১৪৭৲		১৪৬৲
জোগিয়েশী		১১৬০-১৩৫৸০	১৩৫৸০-১৩৫৸০		১৩৫৸০-১৩৫৸০		১৩৫৸০-১৩৫৸০
ডিলারেন্স		৬৯৲	—		৬৯৸০		৬৯৸০
টীকরাড়া		৪৪৲	৪৩৲-৪৪৲		৪৩৲-৪৪৲		৪৪৲
বাজরা	...	৮৩৸০-৮৭৸০	৮৫৫০-৮৭৫০		৮৭৫০-৮৮৫০		৮৫৫০-৮৭৫০
ডিমিয় কল—বেলঘরিয়া কুমার কোং লিঃ	...	১৪৫৲	১৪৫৸০-১৪৬৸০		১৪৫৸০		১৪৫৸০-১৪৫৸০
ইণ্ডিয়ান জুমার কোং লিঃ	...	৪০৸০	৪০৸০		৪০৸০		৪০৸০-৪০৸০
ফেজ এন্ড কোং লিঃ	...	১৮৸০ ১৯৸০	১৯৸০-১৯৫৸০		১৯৸০		১৯৫৸০-১৯৫৸০
কা বাধাম—কেশবপুর টি কোং লিঃ	...	—	—		৪১৲		৪১৸০-৪১৫৸০
বিজয়বাগ টি কোং লিঃ		৪০৸০	৪১৫০-৪১৫৸০		৪১৸০		৪১৫০
বিবিধ—আলবিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ		—	—		১৯৬৸০		১৯৫৸০
বি আই কর্পোরেশন		৬১৸০	৬৫০-৬৬৸০		৬৫৸০-৬৬৸০		—
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ		১৯৫৲	—		১৪৫৲-১৪৬৲		১৪৬৲-১৪৬৲
মোটর ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ		৭৯৸০	৭৯৫/০		৭৯৫/০		৭৯৫০
ইণ্ডিয়া ফেলারেল কেমিক্যাল্স কোং লিঃ		—	—		—		১৪১৲-১৪৩৲
আলায় কেমল সিমেন্ট		১৬৫৸০	—		১৪৫৲-১৪৬৲		—
কালকাতা ট্রামওয়েজ		৩৯৸০-৩৯৲	৩৯৫/০-৩৯৸০		—		১৯৫০-৯৯৲
এ্যাংলো এন্ড কোম্পানী	...	২৯৸০-৩০৲	২৯৫/০-৩০৲		৩০৸০		২৯৫০

সাবান প্রস্তুতের

ফোড :—
মহুয়াবাজার :— ১৩৫৭ অক্টোবর
" :— ১৩৫৮ আগষ্ট
ডোমিনিয়ন—স্টীলবার্ড"

বাবতীয় ডিবিধ—সিলিকেট সোডা • সোডাফ্লোর পাউডার • কষ্টিক সোডা • ব্লুমন • সিফ্লোরেলা অয়েল • ব্লু • লাইকোমিটার প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, আমহার্ষ্ট লেন, কলিকাতা।

সামান্য সঞ্চয়ও জীবনে শান্তি আনে

[টাকা রোজগার করার চেয়ে টাকা জমানোই বেশী শক্ত, অধিকাংশ] লোকই টাকা সঞ্চয় করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু নানা খোলসালে শেষ পর্য্যন্ত সঞ্চয় করা হয়ে ওঠে না। দুর্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় থাকা খুবই উচিৎ, জীবনবীমা সঞ্চয়ের সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ এবং এর সাহায্যে সঞ্চয় করা খুবই সহজসাধ্য। বৃদ্ধ বয়সে কিম্বা দুর্দিনে যখন টাকার প্রয়োজন খুব বেশী করে বোধ হয়, তখন জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। কম খরচে বেশী টাকা জমাতে হলে ডোমিনিয়নে জীবনবীমা করুন।

ডোমিনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জোড়িনী মিলের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু-উদয়ন—গত ৭ই নভেম্বর দুইবার [illegible] জোড়িনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা [illegible] মোক্ষদা [illegible] উদয়ন অবলম্বনে [illegible] মৃত্যুতে [illegible] শোকপ্রকাশ করিয়াছে।

[illegible] বহুদিন যাবৎ [illegible] জোড়িনী [illegible] করিয়া আসিতেছেন। তিনি [illegible] ব্যবসায় [illegible] করিয়া [illegible] তিনি [illegible] জোড়িনী [illegible] করিয়া [illegible] তিনি [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। আমাদের ইন্সিওরেন্স ষ্ট্রাইপিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমা-পদ্ধতি অনুসারে মূল্য-পরিবর্ত্তনের কোন ক্ষতি হয় না। ফল এই হয় যে, কিস্তি এই ইন্সিওরেন্স-পলিসি-বীমাপত্রিকার সম্পত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে তিনশত বাবে। ফল ক্রমে ক্রমে শোধ হইয়া যায় এবং অবশেষে বা তাঁহার পরিবারবর্গের সম্পত্তি কোনই ক্ষতি হয় না।

পদ্ধতির সম্বন্ধে একটী আলোচনার এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য অনুসন্ধানকারে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স

লিমিটেড

হেড অফিস : ১৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটী

১৮৭, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। ফোন : সিঃ ৩৪২৩ এবং ৪৯৩

মূলধন

অনুমোদিত—১,০০,০০,০০০ টাকা বিক্রীত—৮,৫০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত—১০,০০,০০০ টাকা আদায়ী—৫,৫০,০৫০ টাকা

সপ্তাহে ১৯৪৪ হইতে ১৯৪৫ সালে সঞ্চয়ের ৬৲ টাকা।

স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়—সুদ ত্রৈমাসিকে দেয়।

বিভিন্ন মূল্যের স্থায়ী এবং অন্যান্য সঞ্চয়ী বিভাগের
জন্য আবেদন নিম্নে মঞ্জুর করা।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

স্থাপিত—১৯২৯

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(লিমিটেডবদ্ধ)

হেড অফিস—১২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ... ২,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন... ১০,২৭,৯৪০৲ ,
আদায়ীকৃত , ৯,১৬,৫৭০৲ ,
কার্য্যকরী , ৭৫,০০,০০০৲ , উপরে

শাখাসমূহ :—কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, বিডিনগর, বর্দ্ধমান, দুমকা, ভাগলপুর, মৌলবীবাজার এবং ঢাকা।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—

৮৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড ইত্যাদি :— | পঞ্চাশ লক্ষ টাকার উপর

কর্ম্মচারীদের পেন্সান ও গ্রাচুয়িটি :— | তিন কোটি আশী লক্ষ টাকার উপর

পাটনা ও গয়া শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।

জেনারেল ডিরেক্টর :—মিঃ জে সি দাস।

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস। টাঙ্গাইল — স্থাপিত—১৯৩৬ ইং — মেন অফিস : ২৩৮, বিবাদবাগ রোড, কলিকাতা অফিস : ঢাকা

৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২৩৮এ, আপার সিকদার রোড,
২৫৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ১৫৩বি, রাসবিহারী এভেনিউ

—অন্যান্য শাখা অফিস—

সুরাবরাজার, শ্রীনগর, চৌরঙ্গা, টাঙ্গিবাড়ী, নবাবগঞ্জ (ঢাকা), ধুবড়ী, নারায়ণগঞ্জ, আলমডাঙ্গা, বিনোদিয়া (যশো), কেরানীগঞ্জ, চৌরাকান্দী (আসাম), পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, মাধেপুরা, সাহারসা, সাহেবগঞ্জ, বিহারীগঞ্জ, মলাহিয়া (বিহার), হাসনাবাদ (মিলুয়া ২৪), মহম্মদপুর, ঢাকুরিয়া, লাহিড়ীহাট, আমতা—পাইকান, মধুমেহেরপুর।

জেনারেল ডিরেক্টর :—এস চক্রবর্ত্তী

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : কলিঃ ৩৩১১ গ্রাম :—ইণ্ডীয়েরেটেড

৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

- কলিকাতা, কানপুর, এলাহাবাদ ক্লিয়ারিং হাউসের অধীনে ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক।
- বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশের বড় বড় ব্যবসা-কেন্দ্রে ৩৫টী শাখা আছে।
- ৪০ বছরে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।
- ব্যবসায়ীদিগকে অনুমোদিত বিল ও ওভারড্রাফ্ট মঞ্জুরের উপর বার দেওয়া এবং এফ সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

লিলি বিস্কুট খাদে ও গুণে— অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং . কলিকাতা

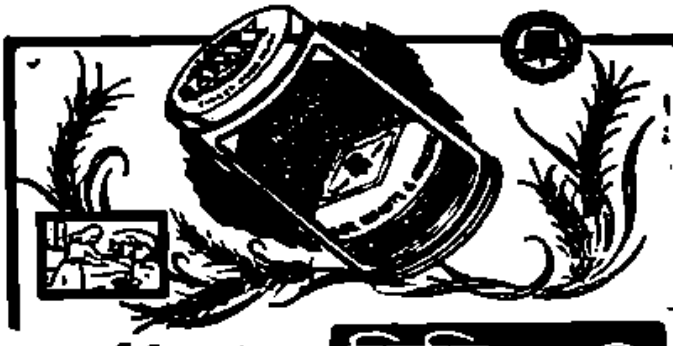

লিলি বার্লি আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি-বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং . কলিকাতা

১৫।১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক উন্নতি প্রেসে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রকাশিত।

REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—ত্রৈমাসিক সডাক ১৲ সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 20th November, 1944, সোমবার, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ [২৮শ সংখ্যা

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত সপ্তাহে লাহোর হইতে এই মর্মে একটী সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, আমদানিকারী বিভিন্ন মুসলমান বেসরকারী সাম্প্রদায়িক সংগঠন সরকারের নিকট একটী মুসলমান প্রধান মহাজনিক সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করিয়াছে। উক্ত সংবাদে আরও জানান হয় যে, এই সমবায় মহাজনিক সমবায় ব্যাঙ্ক ভারতের সর্বত্র লাভ করিবে। দিল্লী হইতে বিভিন্ন ভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধির লোকান্তরী আবাইবা-রেন যে, উক্ত সংবাদের মূলে কোন সত্যতা নাই এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ উপরোক্ত প্রস্তাবের কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই। আমরা এই সংবাদে আনন্দ হইলাম। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক পরিচালনা মুসলমানসমাজে অর্থের অভাব-অনটন বিশেষ কিছু, ভারতীয় ব্যাঙ্কিং এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান এক্সচেঞ্জেজের অন্তরালের অন্তরালে বেশী লাভ-লাভ নিতে হইবে। ফলে সাধারণ হিসুমান সমবায়ের ফলে পরিচালক হইবে। এই সমবায়ে অধিকারভুক্তদের ব্যবস্থা দ্বারা কোন স্থায়ি অধিষ্ঠিত হইবে না। তাহাদের ব্যবস্থা থাকিবে সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা অথবা ভারতবর্ষ হইতে পুরুষ হইয়া পাকিস্থানে যাইয়া করা—মুসলমানদের ইহার মধ্যে যাহারা ভাবেন না বেশ, যাঁহারা অসংখ্যের অন্তরালে ঈশ্বরের প্রেমস্থা ভাষা অনের অধিকার নিয়ে বাধা করিতে পারেন না। যতদিন ইহাদের মতন হইতে এই দাবী পরিত্যক্ত না হয় ততদিন প্রকৃত সাম্প্রদায়িক সমাধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

* * *

গত ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস কার্য্যকরণসভার মেম্বারের পর মোট যে অসামরিক লোক হত্যা হইয়াছে তাহার সঠিক হিসাবটা সরকার উপর পুলিশ ৫৭৮ বার ও সৈন্যদল ১০ বার গুলী-বৃষ্টি করে এবং মোট ৯০ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু কি এবং কতটা বিভিন্ন হইতে এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। গান্ধী মাসের গোলযোগের সময়ে এলাহাবাদ হইতে অসামরিকের উপর গুলীবর্ষণ করা হয় বলিয়া যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পর্যন্ত আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা এই সময়ে অসামরিকের উপর সামরিক অত্যাচারের কথা মোটামুটি প্রকাশিত হয়। এই সব বিষয় বর্তমানের অসামরিক পরিচালক সংঘ। আন্তর্জাতিক শিল্পাবাদের পরে যাহা কোন সময়ে এবং আর সময়ের মধ্যে অসামরিকের উপর এত অধিক-মাত্রায় গুলী বর্ষিত হয় নাই। এই সব গুলীবর্ষণের ফলে মোট কত লোক নিহত, ও আহত হইয়াছে, সামরিকদের মধ্যে কত লোকের কি ভাবে মৃত্যু হইয়াছে এবং আহতদের অসামরিক কি ভাবে চিকিৎসিত হইয়াছে তাহার বিবরণ

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাকিদের আর সময় করাইয়া একটী পূর্ণ বিবরণ অসামরিকের প্রকাশিত হওয়া উচিত। সম্প্রতি ভারতে গান্ধী এই বিষয় অনুসন্ধানী হইবার সেবিয়া আমরা সুখী হইলাম। আমরা আশা করি, এই ব্যাপারে তিনি যাহা অসমর্থ আছেন তাহা যথাসম্ভবের অসম এই ব্যাপারে আবশ্যক ব্যক্তিদলকে আনাইয়া অসমের পক্ষে সাহায্য করিবেন।

* * *

পরিত্র ওয়াজিরিস্তান মেহের ১২ বৎসর বয়ঃ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে আহমদ এবং আহমদের পারিষদের বিভিন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রতি তাহা আনন্দ প্রকাশ যে সমস্ত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সর্বাধিক আনন্দের পুরস্কারটীর প্রতি আকর্ষিত হওয়া স্বাভাবিক হইয়াছে। আমাদিগের মনে হইয়াছে পরিত্রীর মন এত বড় পরিমাণ ব্যক্তি আর কেহ নেহেরুজীর পক্ষে খুব কম নাই। যে সময়ে ভারতীয় রাজনীতিগণ কারাগার পরিত্রীর মধ্যে আলোচনা-করা করিয়া ভারতের মোক্ষলাভের জন্য ইহাদিগের সেই সময়ে সমাধীন নেহের লোক হইতে পরিত্রীর এ্যাসিনী নেহেরু মুসোলিনীর মহিত অসমর্থনে অবীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এই একটীমাত্র ব্যাপার দ্বারা পরিত্রীর যে কত বড় মহত্ত্ব এবং অসমসাধারণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। মহাত্মাজি পরিত্রীকে যে নামের ব্যবস্থার আমলে একজন বলী হিসাবে ছাড়া আর কোন উপায়ে পরিত্রীর সহ বাক্তিকে আখ্যায় করা হয় নাই সেই সময়ে মহাত্মা নিশ্চিন্ত একটী পত্র লেখা পরিত্রীকে পরিত্রীর মত ব্যক্তির বন্ধিতা দৃষ্টি সমাধানের যে একটী খুব বড় কলম ব্যবস্থাদি পাওয়া উচিত যাহা সমস্ত অসমের সাধারণ দৃষ্টান্তের মধ্যে দেখিতে পাইবে। পরিত্রীজী সমস্ত হইয়া অনিষ্ট নেহেরু মুক্তি বাদুন আমরা সমস্ত নেহেরুজীর সঙ্গে আমাদের অসমসাধারণ সমাধান কামনা করিতেছি।

* * *

রোমিয়েনী অসমসাধারণ চতুর্থ বাষের জন্য আমেরিকার রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে নির্বাচিত হইবার পর হইতে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি অধিকারে, সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটী ফাইনাল উপায় করিবেন। প্রকাশ যে, এই সম্পর্কে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও রাশিয়া চীনের সহিত একটী বৈঠক হইবেন এবং অসমসাধারণ সমস্ত বিভিন্নপ্রকার কার্যকারিতার বৈঠকে এই বিষয়ে মুক্তার আলোচনা নিষ্পত্তি হইবেন। বিগত ১১১৭১৯ সালের মহাযুদ্ধের অবসানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসন অসমসাধারণ প্রচার করা হইয়াছিলেন, কিন্তু উইলসন ও অসমসাধারণের মধ্যে কোন সাধারণ হইতে পারে নাই। রোমিয়েনী অসমসাধারণের চেষ্টা কত দূর সফল হইবে তাহা বলা যায় না। তবে তিনি যদি যেন-রুজ-নিষ্ক্রিয়তের পৃথিবীর সমস্ত জাতির ভবন সুবিধাদের ভিত্তিতে অসমের পার্থি প্রতিষ্ঠার আগ্রহী হন তাহা হইলে এবার উদ্যোগের পক্ষে এই সমাধান সমস্ত সত্য হয় সন্দেহ নাই। হাতের বিষয় যে, উইলসনের পার্থি অর্থে রোমিয়েনী রুজভেল্ট কি দুর্ভাগ্যের ভাবের তাহাই আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইংলণ্ডীয় ও বিশেষীয় অধিকারের অসমসাধারণ হইতে পারে নাই।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৬৫৮-৬৫
ভারতের অর্থিক উন্নতি ও উহার ভবিষ্যৎ	৬৫৬-৬৫
আর্থিক দুনিয়ার অসমসাধারণ—	৬৫৫-৬৬
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৬৬১
বাজারের বাজার—	৬৬৮-৬৬

এই বীর অগ্রগতিই মুই, পরিচালনা ও প্রকৃত ব্যাঙ্কিং-এর পরিচায়ক।

ক্রমোন্নতির পরিচয়

জুন ১৯৪২	২৭,৫৬০৷৷৵৮ পাই
জুন ১৯৪৩	১,৭২,৩৫৬৷৷৵৬ পাই
জুন ১৯৪৪	১৪,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৭১, ব্যাণ্ডো রোড, কলিকাতা।

গ্রাম—"ওয়ারেণ্টি" ফোন। ডাম ২৩৩৯

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ—বি কি ব্যানার্জী ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস বি ঘোষ মজিকার

রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনীতি

গতবারের এখানে বলা হয়েছে, সরকারের ভারতের ইংরেজদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার পর ইংরেজ-আমলের অর্থনীতির কতকগুলি এমনই নগ্ন ও কুৎসিত রূপ প্রকাশ পেয়েছিল, যার জন্যে ভারতের আর্থনৈতিক উন্নতির কথা আলোচনা করিতে গেলে সেগুলির নাম করে তাদের একটা বন্ধুমূল প্রভাব দূর করিতে হয়। এখানে, তাঁর নাম করিতে হয়েছে, ভারতের অধিকাংশ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে বিদেশীদের মুনাফার একটা বড় অংশ বাজেয়াপ্ত করা প্রয়োজন। বিদেশীদের উপরই ভারতের অধিকাংশ শিল্প নির্ভরশীল। এই বিদেশী সওদাগরী মূলধন বাজেয়াপ্ত করিলেও ভারতের জনসাধারণের বর্তমানের অবস্থার চেয়ে কোন সওদাগরী অবস্থায় তাহা খারাপ করিবেনা। তাহাড়িন্নকে সেই অবস্থা হইতে উন্নত করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী-পুঁজি প্রয়োগের ব্যবস্থা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। দুঃখের বিষয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের বিদেশের বহুসংখ্যক শ্রেণীস্বার্থ করিতে গিয়া ভারতের দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের জীবিকার এই উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। সাধারণের জীবিকা সমস্যা, বিশেষতঃ যেটা তাহাই যে সমস্যা দাঁড়িয়াছে, তাহা ও সমস্যাটি সমাধানের একমাত্র উপায় তাহারা বুঝিতেছেন না।

তাঁর নাম নিম্নোদ্ধৃত বিষয় গিয়া ভারতের জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি বিধান করিতে হয় তাহা আমি বলা। কৃষি ও শিল্পের বিস্তৃত ভারী ও মাঝারি শিল্প গড়াইবার জন্য ও নতুনভাবে সেগুলির আর বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন যে বিস্তার পরিকল্পনার কথা বলিয়াছেন তাহাও আমার সমস্যা সমাধানযোগ্য বলিয়াই মনে করি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর জোর দিয়ে গিয়া অনুসন্ধানের সেবায় এতদঞ্চলীয় জীবিকা সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন মোটাইয়াছেন বলিয়া তিনি যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হইয়াছে। ভারতের বহু সরকারী মহলে রাজনৈতিক বৃদ্ধির মূলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রয়ে বিশেষভাবে অধিক। বৃদ্ধির পরিবর্তনে ভারতবর্ষ শাসন করিতে গিয়া তাহাদের রাজনৈতিক অধিকারের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতের শিল্প-প্রসারকে শত্রু মনে করিয়া প্রয়োজন বাজারে বিদেশী পণ্য বিক্রয়ের বিনিময়ের বন্ধনের প্রভাবান্বিত চালাইয়াছিল। রক্ষা-কবচের ব্যাপারে বৃদ্ধির শিল্পের সম্পর্কে পক্ষপাতদুষ্ট নীতি অবলম্বনের কথা করিয়া, সাম্রাজ্যের কথা সম্পর্কে করিবার নীতি অবলম্বন (ডিপ্লিবিয়াল প্রেফারেন্স) করিয়া এবং 'ওপনিবেশিক প্রভু' বা আমাদের শত্রু আমাদের মনে দৃঢ়ের সঙ্গে এখনো বিদেশী হয় ও প্রভাবিত-প্রথা চালাইয়া গিয়া তাহারা ভারতের পরোক্ষভাবে সেই অর্থনৈতিক শোষণই অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। সেই শোষণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রকৃত আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। কাজেই ভারতের দেশের শোষক যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপর বেশী পরিমাণে জোর দেন তবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া চলে না। তাঁর নাম জনসাধারণের যে জীবিকার প্রশ্ন নিয়া আমরা আলোচনা করিতে বসিয়াছি সেই জীবিকার প্রশ্ন আলোচনা সমালোচনা করিতে হইলে দেশের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে পরিচয়ই সর্বপ্রথমে আবশ্যক। মূলতঃ রাজনীতি বিদ্যা ব্যাপৃত থাকিলেও ভারতের অনেক দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অনেকটা চিন্তাভাবনা করিয়া থাকিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে পুরো কাজও আমি করিতে পারেন করিয়া এদেশের সমস্যার আর্থিক উন্নতির জন্য একটা পরিকল্পনা গঠনের চেষ্টা হইয়াছিলেন। কিন্তু শাসক-সম্প্রদায়ের সাধারণ প্রতিকূলতার জন্য যে সেটা আজিও দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তার নাম যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তিনি এ পর্যন্ত তাহাদের মূল কারণের যে বিদেশী শাসকের কাজেরই ফল তাহা বলে নাই। তাঁর নাম আমাদের আর্থিক দুর্গতির জন্য বিদেশী শাসকদের দায়ী করিতে পারিয়াছেন। কাজেই এদেশের সাধারণের আর্থিক উন্নতির প্রয়োজনে রাজনীতির দিকে পুরুষ করিয়া দেখা হলে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া এদের দেশের সমৃদ্ধি শান্তি ও অগ্রগতি সম্ভবপর নহে। তা নাম আন্তর্জাতীয় সমস্যার জন্য এদেশের হইয়া বিদেশীদের সেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী বিদেশের সরকারে উপস্থিত করিলে পরিচয় আমরা আশা করিতে পারি। কিন্তু আর্থিক উন্নতির অবান্তর কল্পনা-বিলাসে মত হইয়া সাধারণ সরকারী প্রচারকদের মত তিনি যেভাবে আজ রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর অযথা জোর দিয়েছেন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার এই নূতন পুস্তিকা আমাদিগকে সত্যই আশান্বিত করিতে পারিবে।

মধ্যপ্রাচ্যের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের হইতে যুদ্ধের যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহাদের অধিকাংশ বিশ্বশান্তির অনুকূল হইলেও আশার ও আশঙ্কার অনুকূলে যে সকল যুদ্ধ-সংবাদ আসিয়াছে সেগুলিও বিশেষ উৎসাহজনক নয়। যুদ্ধ অবসানের প্রধান মধ্যস্থতাকারের পালাই বীনসুদ্ধ আলোচ্য সপ্তাহে আগামী সৈন্যদল একটী বীন পুনর্বিবাহ করিয়াছে এবং চীনের কোরাণি প্রদেশে ৩ দল আন্দোলন প্রতিরোধে আক্রমণ চালাইয়া [illegible] বিদ্রোহীদের সংঘাত বিভিন্ন করিয়া চীনকে বিশ্বাসিক করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। ইরোচোন অবসরের পর্যবসান সপ্তাহে মুসলমানী অঞ্চলে বিদ্রোহী সোভিয়েট বাহিনীর প্রতিও আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। সীমান্ত হইতে সুদূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অবসরে বিদ্রোহীদিগকে প্রতিরোধে বাধা দিতেছে। ইহা ছাড়া প্রধানত সেনে অবশ্য হইতেছে কিছু কিছু আকাশ সাহায্যের সংবাদ আসিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে আন্তর্জাতীয় আকাশ-বাহিনী সম্বন্ধে পূর্ববর্তী সংবাদের কোন খবর পাইতেছে। এই সূত্রে প্রকাশ যে, ব্রিটেনের আক্রমণের সময় ধার্য করিয়া বিমান সপ্তাহ বিমানের ব্রিটেনের হাত হইতে আন্তর্জাতীয় রাষ্ট্র সংঘ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্রিটেনের সৈন্যই আকাশে এই ৪টি-বৈমানিক ব্যবস্থা বিধান করা হইয়াছে। বিভিন্ন আকাশ যুদ্ধ-আকাশ ব্রিটেনিক আলোচ্য সপ্তাহে বিমানবিমানের যোগাযোগের সময়ের উন্নয়নের ঘুরিয়া যাইবার সংবাদ আসিয়াছে এবং এই যুদ্ধ-আকাশ ঘুরিয়া ফলে ১৯৪১ সালে ব্রিন্স যুদ্ধ অবসান ঘুরিয়া পর বিমানপুর ও সাম্রাজ্যের সর্ব আকাশবাহিনীর ভারে উদ্ভূত হইয়া যাইবার পর বিমানসেনার কাজে সমস্যের উন্নতিকল্পে প্রয়োগ-পথ ঘুরিয়া যাইবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সম্প্রতি পার্লামেন্টে এই সম্ভাবনা প্রকাশ করিয়াছেন। আন্তর্জাতীয় সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার বিশেষ সম্ভাবনা আছে বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

আলোচ্য সপ্তাহে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্যদল ভারতের যুদ্ধবাজক পক্ষসমূহ হইতে ব্রহ্মদেশের বিদ্রোহী পক্ষের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে হটাইয়া দিয়াছে। ঘুইয়েন সীমার হইতে ঘুরুবর্ষার পর্যন্ত ৫০০ মাইল বিস্তৃত প্রবাহদেশের আলোচ্য সপ্তাহে বিদ্রোহীদের আক্রমণ আরম্ভ করিবার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশ সীমান্ত ও চেনদ অঞ্চলে ব্রহ্মদেশ সেনাবাহিনের সহিত আলোচ্য সপ্তাহে বিদ্রোহীদের যোগদান যুদ্ধ চলিতেছে এবং বিদ্রোহীদিগ উপযুক্তসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ব্রহ্মদেশ সেনা সেনা হইতে প্রাপ্ত বাহিনী যুদ্ধের জন্য ব্রহ্মদেশ সীমান্তে পুনরায় সমবেত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ব্রহ্মদেশ সেনাবাহিনীর সাহায্যের জন্য ব্রিটিশ ও মার্কিন বিমানবাহিনী ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা বর্ষণ করিতেছে।

চীন প্রধানের সংবাদে প্রকাশ, মুক্তিবাহিনী ও রাজকীয় সৈন্য দলে আলোচনাধীনের সহিত আক্রমণকারী চীন ও মুক্তিবাহিনী সেনাদের যুদ্ধ সংবাদ চলিতেছে। রাজকীয় রাজধানী মুকডেনের পশ্চিমে বিরাট সোভিয়েট বাহিনী আক্রমণ চালাইতেছে এবং অবরুদ্ধদী জাপান সৈন্যদল বন্দিনী হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। মুকডেনের এক মাইল পূর্বে আক্রমণকারী ও অন্যান্য সংঘবদ্ধী জনগণ বন্দিদলের সংঘবদ্ধ হইয়াছে।

ইউরোপী প্রধানের সংবাদে প্রকাশ, বিদ্রোহী-সেনা আলোচ্য সপ্তাহে ফ্রোকেন-অঞ্চলে সাধারণ বিমান করিয়াছে এবং বন্দিদ পশ্চিমে আত্মসমর্পণ সাফল্যের সহিত আক্রমণ হইতেছে। বন্দিদ উত্তরে আক্রমণকারী এবং বিদ্রোহীদল পর্যন্তের মধ্যেও সংঘর্ষ হইয়াছে।

প্রকাশ মধ্যপ্রাচ্যের প্রধানের সংবাদে আসিয়াছে যে, ফিলিপাইন উপদ্বীপের [illegible] চীনে জাপানীদের উপর বন্দিদলে মার্কিনবাহিনীর প্রথম আক্রমণ চলিতেছে এবং আকাশ সংঘর্ষের যোগাযোগ বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও জাপানেরাজন আপনাদের যুদ্ধ চালাইয়া আক্রমণকারী বিদ্রোহীদিগকে বাধা দিতেছে। পালাই বীনসুদ্ধের একটী চীনে জাপানীরা অবরুদ্ধ করিয়া বীনটী অধিকার করিয়া লইয়াছে, ইহাও আলোচ্য সপ্তাহের একটী উল্লেখযোগ্য সংবাদ। উত্তর ফিলিপিনির উপদ্বীপদলের হইতে ১০০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বাসিলা বীনসুদ্ধ বন্দিদলে সপ্তাহে মার্কিন বাহিনী নূতন আক্রমণ চালাইয়া সেখান চীন হুকুম বুঝিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

চীন প্রধানের হইতে সংবাদে জানিয়া গিয়াছে যে, চীনকে বিনা-বিলম্বে করিবার উদ্দেশ্যে ১৫ ডিভিশন জাপসৈন্য অধিকারে চীনের কোরাণি প্রদেশে আক্রমণ চালাইতেছে। এই সূত্রে আরও প্রকাশ যে, যুদ্ধিয়ের সহিত কোরাণি প্রদেশের রাজধানী কোরেণিনের সংযোগ ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বিজয়সেনা যাহাতে চীন নদীর প্রধান বিস্তার করিয়া চীনবিরোধী জাপানীদের বিপদ করিতে না পারে সেউদ্দেশ্যে জাপানীরা ইতিমধ্যেই নদীর তীরবর্তী স্থানগুলি সুরক্ষিত করি-

স্থাপিত—১৯০৩ জয়যাত্রার পথে— ফোন : কলি—৪৬৮০

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস—২৬নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করা হয়

ডিরেক্টর বোর্ড

এস্ কে ঘোষ

নাম থাকবে তবিষ্যতে এবং অর্থাভাব অনিবার্যরূপে সাময়িকভাবে অনিবার্য হোয়েছিল, নিশ্চয়ই ও আশা করবার পর আমরা দৃঢ়ভাবে একটী পন্থা অবলম্বনের ও চলাফেরার ভাষা হাতে রাখিতে পারিবে বলিয়া আশা করিতেছে। আপাততঃ সরকারে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিই বিবেচনার ভার তাহা হইলেই পূর্ণাঙ্গীণের আলোকপাত বিভাগগুলির নূতন আকারে গড়ী হইবাছে। এখোন, আপোতঃ সরকার রাষ্ট্রিক বিষয়সমূহ চীনের বাণিজ্য, সমবায় ও আদায়ের বিভিন্ন গীনপুঞ্জ বিষয়সমূহ রাজনীতিতে।

এর প্রধানতম কারণে এখোন, উভয় রাজ্যের আন্তর্জাতী ট্রিন্স নৈতিক অর্থনীতে রাজ্যের উপলব্ধি আছিল পৌছিবাছে এবং আমাদের সমাজে আছিলে সেবোরা পাশেরার পরিচয় সমাজ সরকার হইবাছে। কিন্তুটীর কথাসঙ্গ হইতে সরকার আশিতে যে, পশ্চিম আছিলাম নৈতিক আমেরিকা সরকার ভালোবিধ হবল করিবাছে।

কলকাতা সম্পর্কের সোভাগীর অনাদর

শিল্প-ব্যবসায়ের প্রোজনের ও আর্থিক জীবনের প্রয়োজনে যেসব কলকা ভিনিসটা ক্রমবর্ধী দৃষ্টান্ত হইবা দাঁড়াইবোছে। দুঃখজনকী বিষয়ে এই প্রাথমিক দৃষ্টান্তার কথা আমরা আমরাদাই আশি, কিন্তু এই অবহেলার যে দেশে সামাজিক বিরা ইতার বিস্তার অনাদর ও অসম্ভাবনার চলিতেছে সে কথা আমরা বড় একটী আশি না। কুলকিত বৈজ্ঞানিক রায় পাশিবেরন আইনসভা 'আর্থিক অঙ্ক, সাহী ই-কিক এন্ড ইন্ডাস্টিয়াল রিসার্চে' নামক একটী প্রবন্ধ লিখিবা আরা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যারা লিখিয়াছেন তারা সংক্ষেপে এই, —এদেশের শিল্প-ব্যবসায়ী ও এদেশের পরিচালনী কর্মকাণ্ডে যেরূপ সোভাগীরূপে অর্থ-ব্যবহার করিতেছেন, তার কোন তুলনায় সম্পর্কে তুলনায় তত বেশী আশাও করা যায় নাই। এদেশের যেসকলের প্রয়োজনে বিপুল পরিমাণে এমন সব উৎপাদ করা দরকার করা হইতেছে যেগুলি কখনো দেখিতে হইলে তারা নিজের ভাষে নিয়োগ করাই অধিকতর সরল। যে পদ্ধতিতে এদেশে আমাদী করা প্রভৃতি করা হয় তাহা সকল দিক বিয়াই দোষমুক্ত ও অতিরিক্ত। এই অসরল রীতি অনুসরণের ফলে কলকার নিজস্ব বিভিন্ন কুলকারখানার প্রাথমিক উপাদান সরবরাহ করবার ব্যাপারে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইবা দাঁড়াইতেছে। দেশের ইস্পাত-শিল্পের কারখানাগুলি যে কলকা থাকার ফল তারা হইতে খাদ ও অন্য মূল্যবান উপাদান আহরণ করিবা লওবা পূর্বে সম্ভবপর। কিন্তু ঐ সব কারখানার মালিকেরা সেজন্যে কলকাতে পরিপূর্ণরূপে কাজে লাগাইবার কোন চেষ্টা করেন নাই।

দি ভালপুল্ল

মডেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

স্থাপিত—১৯২৬

৪৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রেজিষ্টার্ড অফিস—ইমপুল (ত্রিপুরা)

শাখাসমূহ—পুরাণবাজার, কাশোরিয়া, নালা, ডাকা, দক্ষিণ কলিকাতা, এন্টালি মার্কেট, ইমপুল।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
এস আর দাস।

উৎপাদন ও অবস্থানের বিষয় কলকার সঙ্গে যে সব উপাদান অনিবার্যরূপে হইবোছে তারা হইতেছে আয়রন, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতবাদির দ্রব্য প্রস্তুত করিবার বিশেষ ব্যবস্থাদি বলিয়াছে। ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগাইলে যেসব কলকার মূলধনে উপাদানসমূহের বিভিন্ন করিয়া এদেশে অন্ত কলটী প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। কলকা উৎপাদনের সঙ্গে তারার শ্রেণীবিভাগ ও সরবরাহ সম্পর্কের ঘোর সেবা প্রয়োজন। কিন্তু সরকারের ঐসব বিষয়ে বিশেষ কোন মনোযোগ দিতেছেন না। ফলে কলকার উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যত্নবান সরকারী প্রচেষ্টা আমরা দেশের আবর্থে অন্ত, যা বাহিরে উহার ব্যবহারী বৃদ্ধির অন্ত সে বিষয়ে কোন কোন ফলে এর অবিবাহে। এ বিষয়ে দেশের দোষে সরকারেরই বিশেষ সাহায্যই একটা বৈজ্ঞানিক ধারা অবিবে পারে।

কলকা সম্পর্কের সোভাগীর অনাদর সম্পর্কে তার পাশিবেরন আইনসভার এই নির্বাচিত পর্যবেক্ষিকা আমরা খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। তিনি সরকার সরবরাহের ও দেশের শিল্প-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দুরদর্শন অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ সম্পর্কে সরকারেরই বিশেষভাবে দায়ী করিতে চাই। কলকা-শিল্প একটী অত্যন্ত জাতীয় সম্পদ। এই শিল্পকে জাতীয় অত্যন্ত আশিয়া সকল দিক বিয়া তারার ক্রমবিকাশের সহায়তারের ব্যবস্থা করা সরকারেরই একটী প্রধান কর্তব্য। অনেক ইউরোপীয় দেশের সরকারেই সে কর্তব্য সুচারুরূপে পরিচালী সম্পন্ন করিতেছেন। কিন্তু এদেশের সরকারেই সে বিষয়ে কোন মনোযোগ দিতেছেন না। ফলে সরকারী কর্তৃত্বে পরিচালিত হইবার এদেশের রেলওয়ে সাধারণের সরবরাহের সরকার মোটেই প্রসার হইতেছে না। দেশের কলকারে এই ধরনের আমদানি ও আবশ্যকার প্রতিকারের সরকারেরই ধরে সকার হইবেন তারাই আমরা আশা করিতেছি।

বিদ্যুৎ সোভাগী ক্রয়ের প্রস্তাব

কুলকিত ইউনিয়ার তার বি এন রে সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট একটী আবশ্যকীয় উপস্থিত করিয়া তাহাতিকে কলিকাতা বিদ্যুৎ সোভাগীর সম্পত্তি কিনিয়া সরকার নিয়েন বিবাহেন। সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ভার কর্পোরেশনের উক্ত সোভাগীরে যে লাইসেন্স বিভাগিতের আছারে নিয়েই সময় আছে উহার সম্পত্তি কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে কর্পোরেশনের অধিকার পুরাপুরিভাবে বীকার হইবাছিল। লাইসেন্সের সর্ত অনুসারে বছ ১৯৬৮ সালে কর্পোরেশনসমূহ পক্ষে যে অধিকার পাইবার একটা প্রবোধ আশিবাছিল। কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ বরবরাবী কলিকাতা বিদ্যুৎ সোভাগীকে একটা মোটামুটি বিজ্ঞাপিতেন। কিন্তু সরকারেরই নিবেদাধিকার যে ভেটা অবলম্বন বছ বার্থ হইবা যায়। আগামী ১৯৫৮ সালে কলিকাতা বিদ্যুৎ সোভাগীটী কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে কর্পোরেশনের অধিকার পাইবার পুরাপুরি একটা প্রবোধ আশিবে। সে কথা স্মরণ করিয়াই তার বি এন রে কর্পোরেশনকে উপরোক্ত বিষয়ে এখন হইতে বিবিধাবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন। তিনিই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দুই বছরের পূর্বেই বিদ্যুৎ সোভাগীকে সম্পত্তি কিনিয়া সরকার মোটিশ দিতে হইবে। ঐ নোটিশানের সম্পত্তির মূল্য যাচাই ও নির্ধারণ করিতেও ২।৩ বছরের সময় লাগিবে। তাছাড়া কর্পোরেশনের অধিকার তাহার পরিবর্ত করিতে হইলে তার মেয়াদ অন্তত এখন হইতেই তাহাদের পক্ষে ঐ বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

কলিকাতার বিদ্যুৎ সোভাগী কিনিয়া সরকার সম্পর্কে তার বি এন রের উপরোক্ত নির্দেশ আমরা খুব সময়ে পরিচালী মনে করি। কলকাতার ইলেকট্রিক সাপ্লাই সোভাগী এদেশে বিদেশীদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত মূলধনের বাবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। দেশীয়দের সাথে ও কল্যাণের সহিত এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের ঘোর ঘোর নাই। দেশের লোকদের সোহন করিয়া অধিলাভের বাসনা চালানো উহাদের প্রধান লক্ষ্য। এই সময়ে বিদ্যুতের মূল্য অত্যাবশ্যিকরূপ কম্য রাখিয়া কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই সোভাগী প্রতি বছরই ডিভিডেন্ড বিভাগে বিপুল পরিমাণ মূলাফা দেখাইতেছে, আর সেই মূলাফার টাকা বিদেশী পরিচালক ও বিদেশী অংশীদারদের পকেটে অধি করিতেছে। কলিকাতা কর্পোরেশন এই সোভাগীটী কিনিয়া লইলে উপযুক্ত শ্রেণীর জাতীয় অধি ও অন্যান্যের পর অবশ্যই বন্ধ হইতে পারে। বিদ্যুৎ সোভাগীর সম্পত্তি বাস করিয়া লইতে যে পরিমাণ অর্থসম্পদ প্রয়োজন আভাবিকভাবে তারা নিয়োগ করার সুবিধা কর্পোরেশনের নাই। সেজন্য উক্ত সোভাগী ক্রয়ের বন্ধ এই বাপারাদের ব্যবস্থা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কারাবীরীর অবসরে করিতে হইবে। বিদেশী সোভাগীর হাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ভার তাহার ছেড়ে দেওয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তারা পরিচালনার ব্যবস্থা করা সকল দিক বিয়াই আমরা অবিবেচনার সমর বলিয়া মনে করি। উহাদের অন্তত দেশের অর্থ দেশে থাকিবার যে সুবিধা হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উক্ত সোভাগী কিনিয়া লওয়ার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে তার কলিকাতার বিদ্যুৎ সোভাগী তার অধিকার ব্যবসায় পরিচালনার ব্যবস্থা সম্পর্কে অভ্যন্তরসমূহ। ১৯৫৮ সালে যখন কলিকাতা কর্পোরেশন বিদ্যুৎ সোভাগী কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব করিবেন তখন সেবক-প্রভুদের অনুরোধে এমাবৎ না পারিয়া পরবর্তীকে এসব অনুরোধে তখন তারা বন্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন। ঘ্রাইট ষ্ট্রীটের বড় সাহেবদের প্রভাব অধিকার করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণে এবার কর্পোরেশনের হাতে নাবী মহুর অধিকার সরকারের আমরা বাজনার হইবেন বিশেষ আশা করিতে পারি না কি?

রাজনৈতিক মাত্র উত্তেজনের কারখানা

আমাদের এখোনিয়ম সাধারণী প্রজাতন্ত্রের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে যে কার্যপ্রণালীর বিষয় বিবোধ করা হইয়াছিল সম্প্রতি তাহারা উহাদের বিদেশী সরবরাহের নিকট পেশ করিয়াছেন। এই বিশেষজ্ঞের যে সাধিত্বপূর্ণ পরামর্শ বিভাগ আমাদের প্রকাশ, উক্ত বিষয় আলিবেরন নিকটবর্তী ছাবেরাঘাম গ্রামে রাসায়নিক সার প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের নির্দেশ বিয়াছেন। সরকারের

জমি আবশ্যক

কলিকাতা হইতে ১২ মাইলের ভিতরে নদীর ধারে এমন রেল ও রাস্তার সুবিধা আছে এমন ২০ হইতে ৫০ বিঘা জমি ক্রয় করিতে অথবা দীর্ঘদিনের লীজে লওয়া লইতে চাই। পূর্ব বিবরণ ও সর্তসহ টিটাগড় ইন্ডিয়ারাবার এন্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ ব্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে কে সেনের নিকট ১৭১ পলতোয় পাঠাইয়া দেবেন (১৪২বং বর্ণওয়ালা ষ্ট্রীট, কলিকাতার নিকট; ফোন নং কলিকাতা ১১৭১) অথবা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন।

অবশ্যই হইবে, কিন্তু কিছুটা সময়ের ব্যবধানে পরিষ্কার বোঝা যাইতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে আশাব্যঞ্জক: এতটা ব্যবধান লইয়াই আমরা আশা করিতে পারি। উদাহরণ দিয়াছেন, উপযুক্ত উদ্ধারকাল, ঋণ ও অনুদানদাতাদের সুদের হার-সুবিধা বিচার করিলে বাণিজ্যিক সাধ-নিম্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে হাইড্রোপাওয়ার সম্প্রসারণে উপযুক্ত হইবে। ঐ খাতে ৩ হইতে ৫% টাকায় ঐ বাণিজ্যিক ঋণ উৎপাদনের উপযোগী একটি ব্যবস্থা পরিষ্কা তুলিতে ১৮ কোটি ১ লক্ষ টাকার মত ব্যবধান হইবে। অন্যথায় উৎপন্ন প্রতি ইউনিটের বাজারমূল্যের পরিমাণ ৭৩৯ টাকাইবে ১১৯৮ টাকা। আমাদী বলিয়া হইবে তখনই যখন লইয়া প্রথম এরোমিয়া তৈয়ার করিতে হইবে। পরে বিশেষজ্ঞের সাহায্যে তাহা সাধ্যমতো প্রতিরোধ করা যাইবে। তাহাতে আমাদী কমিয়া যাইবে অনেক কম। কাজেই এরোমিয়া তৈরীর ৩৫ প্রথম প্রথম আমাদী কমিয়া হইতে অনেক খরচ সমস্যা হইলেও পরে সেজন্য অন্যান্য শ্রেণীর কমিয়া বাজারের সুযোগ সেখানে বিশেষের মতো সমস্ত হইবে। কারখানার প্রয়োজনীয় লাভসংস্থান সম্পর্কে উপযোক্ত বিশেষ মন্তব্য যে, উহা অনেকাংশে এলেখেই তৈয়ার ও সংগ্রহ করা যাইবে। তবে সমস্ত ভাল করিবার জন্য কতকাংশে বিদেশ হইতে আমদানী না করিয়া উপায় নাই।

কাটিমারজার বিশেষের উপযোক্ত মন্তব্য ও সুপারিশ হইতে এদেশে বাণিজ্যিক ভাবে তৈয়ারের আনুমান সুযোগ-সম্ভাবনা বিচারে বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। তাহাতে মত ইন্ডিয়ানের দেশে রবির উৎপাদন বাড়াইবার জন্য বাণিজ্যিক সারের আবশ্যকতা খুবই বেশী। আমরা আশা করি, আমরা পরবর্তীকে বিশেষের প্রণালিত অনুযায়ী ঐ কারখানাটি যতিয়া তোলা সম্পর্কে অচিরেই আনুষ্ঠিকভাবে সুযোগ হইবেন। বাংলাদেশ বাণিজ্যিক অঞ্চলে সরকার উপযুক্ত ঘোষণা করিয়াছে। সেই হিসাবে বাণিজ্যিক সার প্রস্তুতের কারখানাটি ঐ অঞ্চলে স্থাপিত হইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাটিমারজার বিশেষ যখন ভাড়াটিয়াদের উহা প্রতিষ্ঠা করিবার কথা বলিয়াছেন তখন এ সম্পর্কে আর কোন আলোচনা করিয়া লাভ নাই। কারখানা পরিচালনার ব্যাপারে ও কতদূর কি হবে ও তাহাদের চিন্তা লাভ হইবে বিশেষজ্ঞের সংশ্লিষ্ট মত হইতে তাহা কিছু বুঝা যাইতেছে না। যে,তিন পুরী এর মন্তব্যিত কারখানাটি প্রতিষ্ঠা করিবে সাধারণ করিয়া পরে পরবর্তীকে তাঁহ সিলেট বেসরকারে ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল কোম্পানী লাভ নিজাধী প্রতিষ্ঠানকে ভাড়ায় ব্যাপারটি এজন্যই বোধ করিবেন। যার ব্যাপার সে হইতেছে এমনি মূলধন যৌথ বিশেষ কতৃক এদেশের বিদেশীর ভাড়ে ভাড়িয়া দিলে তা বেসরকারীর পক্ষে কোনোর কারণ হইবে। এ বিষয়ে অচিরে ঘোষণা দিয়াছেন বিশেষের মন্তব্যের মধ্যে তথা পরবর্তীকের পক্ষে এদায় করিবে।

বাণিজ্যিক মূলধনাই অবশ্যকের উপায়

আমরা ঘোষ, ইহাদেরই ও অন্যান্য-মূল্যের প্রস্তাব বিশ বিশ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক চলিয়াছে। মন্তব্যের মূলধনার বিষয় বিশিষ্ট ক্ষেত্রে লোকের পাওয়া-প্রবণতি সম্পর্কে আমরা বিশেষ ঘোঁজ-খবর রাখি না। বাণিজ্যিক মূলধনের সরকারী অনুমোদন বিভাগের বিশেষের তাঁ যে তাহাদের বাণিজ্যিক সম্প্রতি আনুমানিক হেডিংয়ের ভাবে এই মন্তব্যের ঐ ক্ষেত্রে অবস্থা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বাণিজ্যিক মূলধনের সহিত তুলনায় অনুমোদের কিছু নিম্ন আমাদের পোড়নীয় সম্প্রসারণ অবস্থা ও তাহাদের কাজ ভালভাবেই অনুমান করা যায়। তিনি বলিয়াছেন, বাণিজ্যিক মূলধনের ঘোষের প্রতিষ্ঠার ও অনুমোদের উহাতে বেশী ও কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারসমূহ তাহাদের বিশেষ অনুমোদন দিয়া থাকেন। সরকার ও আঞ্চলিকে ঘোষের স্থানীয় কারখানাসমূহকে অধিকাংশ 'ট্যাক্সিলিস্ট' ও ভাড়াটিয়া' অধিকারে সরকারী বিশেষের তাহাদের অনুমোদনের উপরি সম্পর্কে মন্তব্য দিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়া থাকে। ঘোষীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহ এই ধরনের কাজে বিভিন্ন-বিশেষ কতৃপক্ষকে যথাযথ অর্থ সাহায্য করিতে অনেক ক্রটী করেন না। ১৯৪১ সালে মূলধনাই পরবর্তীকে অনুমোদনের উদ্দেশ্যমূলক বিভিন্নধরনের প্রায় ২,৩০০ কোটী টাকার মত কমিয়াছিলেন। এই প্রকার মন্তব্যসমূহের ফলে বাণিজ্যিক মূলধনাই ঘোষের আয়-সংস্থানের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। নানা শ্রেণীর সংস্থানের ও আনুষ্ঠানিক ঘোষ বিশেষভাবে গঠিত হইয়াছে এবং আর সংস্থান ঘোষ উদ্ভাবনের পরিমাণে প্রণালিত হইয়াছে। ফলে ঘোষের মূলধন-সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। এই ঘোষ আরও অধিকতর এককালে মূল ধরা সম্ভবপর হইবে বলিয়াই সকলে আশা করিতেছে। সন ১৯৫৮ সালে বাণিজ্যিক মূলধনাই মতে সংখ্যা সংস্থিতি-মূলধন সংখ্যা ছিল ৩.১। ১৯৬০ সালে সংখ্যা যায়। কমিয়া সংখ্যা ৩.৩ আসিয়াছে। ১৯৬০ সালে বিভিন্ন-মূলধন সংখ্যা ছিল সংখ্যার ৮৭৪ আসে। ১৯৬০ সালে সেই হার হ্রাস পাইয়া সংখ্যা মাত্র ৮১ আসে পরিষ্কার হইয়াছে। অনুমোদনের এই সংখ্যার উন্নতির ফলে বাণিজ্যিক মূলধনাইয়ের লোকেরা বর্তমানে তাহি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেই বেশী আগ্রহশীলতা দেখাইতেছে সমর্থ হইতেছে। তাহাদের মূলধনাগুলি বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তিরা চলিয়াছে।

বাণিজ্যিক মূলধনাই সম্পর্কে ডাঃ মাইকিনের মত অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির এই ধরনের অনুমোদন

সম্পর্কে আমাদের সৌজন্যের অভাবের কথাই অবশ্য সবাইকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। কলেরা, বসন্ত, ডায়রিয়া ও নানা সংক্রামক রোগ আমাদের অনেকটা অভ্যাসের মতোই হয়ে গিয়েছে। মাদ্রাজে প্রতিবছর কলেরা কিংবা বসন্তের টীকা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিংবা কালাজ্বরের কথা ভাবতেই আমরা অভ্যস্ত। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ডি ডি টি ছড়ানোর ব্যবস্থা আছে। কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামাইন ইঞ্জেকশন দিয়ে রোগীকে সারিয়ে তোলা যায়। কিন্তু এই সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রকোপ কমছে না। ১৯৫৮ সালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল ৩৫ লক্ষ লোক। কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল ৩৭ হাজার। ১৯৫৯ সালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে ৪৫ লক্ষ লোক। কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়েছে ৪৭ হাজার। ১৯৫৮ সালে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হয়েছিল ৩৫০০ লোকের। ১৯৫৯ সালে মৃত্যুর সংখ্যা ৪৫০০। কালাজ্বরে মৃত্যুর সংখ্যা ১৯৫৮ সালে ছিল ১৭০০। ১৯৫৯ সালে ২০০০। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর নিবারণের জন্য ১৯৫৮ সালে ব্যয় হয়েছিল ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৯ সালে ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৬০ সালে ব্যয় হবে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর নিবারণের জন্য ব্যয় বাড়ছে, কিন্তু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে আরও বেশী। ব্যয় বাড়ছে ১৫ শতাংশ, রোগীর সংখ্যা বাড়ছে ২৫ শতাংশ। ব্যয় বাড়ছে ১৫ শতাংশ, মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে ২৮ শতাংশ। ব্যয় বাড়ছে ১৫ শতাংশ, কালাজ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ২৫ শতাংশ। ব্যয় বাড়ছে ১৫ শতাংশ, কালাজ্বরে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে ১৭ শতাংশ। ব্যয় বাড়ছে ১৫ শতাংশ, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ২৮ শতাংশ। ব্যয় বাড়ছে ১৫ শতাংশ, ম্যালেরিয়ায়

যথাক্রমে মাত্র ১০ হাজার বেল ও ২ হাজার বেল সুতা পাওয়া যাইবে। এই যোগান হইতে আমাদের ১ হাজার ৫০০ বেল আলাদা হিসাব দিয়া হইবে। কাজেই বাজারের সুতার মোট ঘাটতি দাঁড়াইবে ৩ হাজার ৫০০ বেল। এই পরিমাণ ঘাটতি মেটাবার ব্যবস্থা কোথায় কেমনভাবে করা সম্ভব সেটা বিশদ করিয়া বলা দরকার। তবেই সমস্যা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা করিয়া লইয়া বাজেট বক্তৃতার পরবর্তী ঐ অংশে আমরা যাইব।

বাজারে স্বাভাবিক যে সুতা সেখা দিবার আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়াছি তাহার মধ্যে ৩ হাজার বেল পড়িবে বাংলার বাহিরে। এই সুতা আনিবার জন্য রেলওয়ে ওয়াগনের ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা আশা করি যে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনার ফলে এই ব্যবস্থা সত্বর করা সম্ভব হইবে। কিন্তু ওয়াগনের ব্যবস্থা হইলেই সুতা আসিয়া পৌঁছিবে না। সুতা আসিবে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কানপুর হইতে। এই সুতা বোম্বাই বন্দরে আসিয়া পৌঁছিবার পর সেখান হইতে কলিকাতা পর্যন্ত আসিতে অন্ততঃ ১৫ দিন সময় লাগিবে। তারপর ওয়াগন হইতে নামাইয়া কলে পাঠাইতে আরও ৭ দিন সময় লাগিবে। সুতরাং ওয়াগনের ব্যবস্থা হইলেও সুতা আসিয়া পৌঁছিতে ২২ দিন সময় লাগিবে। এই ২২ দিনের মধ্যে কলে সুতা পাঠাইতে না পারিলে কলের কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং ওয়াগনের ব্যবস্থা হইলেই সুতা আসিয়া পৌঁছিবে না। সুতা আসিবে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কানপুর হইতে। এই সুতা বোম্বাই বন্দরে আসিয়া পৌঁছিবার পর সেখান হইতে কলিকাতা পর্যন্ত আসিতে অন্ততঃ ১৫ দিন সময় লাগিবে। তারপর ওয়াগন হইতে নামাইয়া কলে পাঠাইতে আরও ৭ দিন সময় লাগি

ভারতের সঞ্চিত ষ্টার্লিং ও উহার ভবিষ্যৎ

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সপ্তদশিক আধারে ইহাদের যে ১৪ শত কোটী টাকার সমতুল্যের ষ্টার্লিং মুদ্রা সঞ্চিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে ইংরাজীর সাধারণের অজ্ঞতা-অজ্ঞানার সীমা নাই। যুদ্ধের সুরু আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সপ্তদশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে ষ্টার্লিং মুদ্রা সঞ্চিত হইত তাহা দ্বারা ইণ্ডিয়া অফিস ও ভারতীয় হাইকমিশনারের অফিসের ব্যয়, ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের সঙ্গ হইতে ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে গৃহীত অর্থের সুদ, ভারতবর্ষ হইতে অসমরপ্রাপ্ত সামরিক ও অসামরিক বিভাগের ইংরাজ কর্ম্মচারীদের পেন্সন, পেন্সন ইত্যাদির ব্যয় সমুলান হইত না। এই জন্য ভারতবর্ষকে প্রত্যেক বৎসর বিস্তর পরিমাণ স্বর্ণ বিলেতে রপ্তানী করিয়া অবশিষ্ট স্বর্ণ দ্বারা এই সব ব্যয় সমুলান করিতে হইত। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এই অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যুদ্ধ-জনিত বিবিধ কারণে যুদ্ধের এই কয় বৎসরে ইংলণ্ডে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে যে ষ্টার্লিং মুদ্রা সঞ্চিত হইয়াছে তাহা দ্বারা তাহা ইণ্ডিয়া অফিস-বৈদেশিক ব্যয় সমুলান করিবার বহু পরিমাণ ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং দ্বারা ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের সঙ্গ হইতে গৃহীত অর্থের প্রায় সমুদয় অংশ শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ভারতীয় সেনাদলকে ব্রহ্ম গৃহীত কিংবদন্তী ও এইরূপ পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে প্রায় ১৪ শত কোটী টাকার সমতুল্যের ষ্টার্লিং মুদ্রা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে এবং উহার পরিমাণ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি কি ভাবে ভারতবর্ষীয় স্বার্থের অনুকূলে নিয়োজিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে ভারতবাসীর পক্ষ হইতে আগ্রহান্বিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বিস্ময়ের ছুঃখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত কি গৃহীন গবর্ণমেণ্ট কি ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতের পক্ষ হইতে এই বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ও দৃঢ়নিশ্চিত অভিমত প্রকাশ করা হয় নাই।

ভারতের সঞ্চিত ষ্টার্লিং মুদ্রার ভবিষ্যৎ ব্যবহার সম্বন্ধে এই বিষয়ে ভারতীয় অর্থশাস্ত্রবিদের বিশেষ পথপ্রদর্শনের অভাব অনুভব করিয়া ডক্টর অম্বেদকর এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে কি ভাবে ভারতের পক্ষ হইতে ষ্টার্লিং মুদ্রা সঞ্চিত হইতেছে, উহা হইতে বৈদেশিক ব্যয় হিসাবে কি পরিমাণ ষ্টার্লিং বরচ হইতেছে, সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা যে ভাবে ভারতবাসীর ইংলণ্ডস্থিত ধন পরিশোধ মুদ্রা হইতেছে তাহা ভারতবাসীর স্বার্থের কতদূর অনুকূল হইতেছে, এই বিষয়ে আলোচনা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের সহিত ইংলণ্ড বিভিন্ন ব্যবস্থায় কাজ করিতেছে এবং ভারতের সঙ্গে এরূপ কোন বিভিন্নতা না করিয়া যে ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত হইতেছে তাহা ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে কি ভাবে নিয়োজিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা স্পষ্ট নহে। উহার কারণ এই যে, বিষয়টী নিতান্ত জটিল ও দুরূহ। দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি অধ্যাপক বিমলেন্দু রায় তাঁহার লিখিত একটী পুস্তকে (India's Sterling Position & The War—By Bimalendu Dhar, M.A., B.L., Published by Co-operative Book Depot, 84, College St., Calcutta, Price Re. 3/-) এই সব বিষয় সাধারণের বোধগম্য ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের সঞ্চিত ষ্টার্লিং সম্বন্ধে এই প্রথম ইংরাজী ভাষায় একখানি সর্ব্বাঙ্গীন পুস্তিকা সাধারণের হস্তগত হইয়াছে বলা, বিশ্লেষণ ও বর্ণনার দিক হইতে এই পুস্তকটী সুযোগ্যতার দাবী করিতে পারে এবং এই পুস্তকখানা ষ্টার্লিং সঞ্চিত সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। যাঁহারা ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রের এই বিপুল সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা সংগ্রহ করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে আমরা এই পুস্তকখানা একবার পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

অধ্যাপক ডক্টর বীমার পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে কত বিভিন্ন প্রকার কারণে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের পক্ষে ষ্টার্লিং বন্ধুর হয় এবং কত বিভিন্ন প্রকারে এই ষ্টার্লিং বিনিয়োগ করা যায় তাহার একটী মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনা হইতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের যেসব লোকের সঙ্গে সম্বন্ধে ভারতের ষ্টার্লিংয়ের আয়ের পরিধি প্রসারিত হইবে এবং ষ্টার্লিং সম্পত্তির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহাদের প্রস্তাবনা হিসাবে এই অধ্যায়টি বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। পুস্তকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতের পক্ষ হইতে ইংলণ্ডে ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে গৃহীত অর্থ কতকটা অবশ্যকার প্রণালীতে এবং কতকটা অন্যপ্রকারে কাজ করিয়া কি ভাবে শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি ভাবে ভারতবর্ষে উহার হিসাবে জমা হওয়া বন্ধ হইয়াছে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যে সময়ে সমরের বাজারে ভারতীয়দের হেয় ষ্টার্লিং অসম্ভব মূল্য অনেক কম ছিল সেই সময়ে তাহা শোধ করিয়া না দিয়া সমরবাজারে কি ভাবে অধিকতর মূল্য মুদ্রার সময়ে ষ্টার্লিং ঋণ শোধ করিয়া ভারতবর্ষীয় কোটী কোটী টাকা বাঁচিয়া করা হইয়াছে এই অধ্যায়গুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে যে কোন পাঠক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। সমর অবসানে কি সময়ে কাহাদের অবশ্যকে ভারতের

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কাল, ১৮৮৯

শাখা—বড়বাজার, ফ্রাসডাঙ্গা, ডায়মণ্ডহারবার, বরিশাল, খুলনা ও পাটনা

পুরিচালক মণ্ডলী অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্তদী হিসেবে উচ্চ টাকা আয় দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.বি।

কড়াইশুঁটির কচুরী

গরম আছে বেশ এক রিলিফ আর প্রেম আছে চিরন্তন। প্রেম সব সময়ে মুখরোচক আর সুখাদ্য নয়, কিন্তু প্রকৃত কল্যাণ আছে তারই মধ্যে। প্রেম আপাতমধুর, কিন্তু প্রকৃত কল্যাণ তার মধ্যে না থাকতেও পারে। আমাদের সময় কম, তাই বেশ প্রেম, সুস্বাদুযুক্ত খাদ্যের প্রেম চাই। খাবার-ভাবারের দোকানে এ প্রেমের সন্ধানে সেদিন হলো বিশেষ অনুসন্ধান। আমরা খাবার খাবো যা' আপাতমধুর আর যা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত পুষ্টিকর। খাবার তো কোন খাবার সাময়িক ক্ষুধার তৃপ্তির পরই শেষ হবে। কিন্তু সেই খাবারই যেন খাবার পর মধ্যে যেন আর প্রেমের মুখর সংবাদে—'আ' যেন থাকে লেগে থাকে, থাকবার মতো থাকে। খাবারের কড়াইশুঁটির কচুরী সেই কাজের খাবার। পুষ্টিকর, তাহার ভাজা কড়াইশুঁটি ও বাঁটি ঘি দিয়ে তৈরী। আর মুখরোচক, যেমন তৈরী করে বিশেষ ব্যবস্থায় তাহাদের হয়। এখন শীতের আমাদ পাওয়া যাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে বাজারের কড়াইশুঁটি দেখা দিয়েছে। কড়াই-শুঁটির কচুরী কিন্তু বাড়িতে অল্পের মধ্যে সেখানেই তৈরী করে খেয়ে নিতে হবে।

হারিকনাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিমিটেড

বিশেষজ্ঞ আছে দেশের আমদানীর অনে প্রসাধিত করা হইল আমার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই কাজটিতে সময়ে অনেকেরই ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। অধ্যাপক বসের পুস্তকের উক্ত অধ্যায় উহা বুঝিবার পক্ষে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। এ অধ্যায়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, বৃটিশ এশিয়াটিক বিভাগ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত আর্জেন্টিন প্রভৃতি দেশের ট্রাফি কর কি ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই অধ্যায় পাঠ করিলে ভারতের ও দক্ষিণ আফ্রিকার তুলনায় ভারতের বাজারে যে দুইরূপ নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে এবং এরূপ ভারতের কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। সমগ্র আলোচনার লক্ষিত ট্রাফিসের অধিকাংশ পরিবর্তন কি হইবে তৎসম্বন্ধে অধ্যাপক বস বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে দেশবাসীর সমক্ষে তিনি যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন। ভারতের পাওনা ট্রাফি আদায়ের পক্ষে কি প্রকার বিঘ্ন-বিপত্তি রহিয়াছে তৎসম্বন্ধেও তিনি দেশবাসীর অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অন্যান্য বিষয় হইতে অধ্যাপক বসের পুস্তকখানা অনুসরণীয় হইয়াছে। ১৯১ পৃষ্ঠার এক্ষানা ক্ষুদ্র পরিসর পুস্তকের মধ্যে তিনি এই জটিল বিষয়ের সমস্ত কথা যেরূপ বোধগম্যভাবে লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু তাঁহার ন্যায় একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের কাছে আমরা উহা অপেক্ষাকৃত অধিক আশা করি। বিদেশী মাল আইনের সময় ও পরবর্ত্তী কালের অভিজ্ঞতার সাহায্যে সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের সরকার যে বিপুল পরিমাণ ট্রাফি বর্দ্ধিত করিয়াছেন তাহা ভারতের বিদেশী মাল সম্বন্ধে যেরূপ প্রযোজ্য হইয়াছে তাহার তুল অনেক স্থলে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ট্রাফিসের জটিলতম অংশে কোন প্রকারের কোন ইঙ্গিতের অভাব দুঃখের বিষয় হইয়াছে। অধ্যাপক বসের লেখনীমুখে এই বিষয়সম্বন্ধে অধিকতর কিছু শুনিতে পাইলে আমরা সুখী হইতাম। ভারতবর্ষের কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের দেনা, দেশীয় ও বৈদেশিক মূলধনের ঘর, আমরা সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নরূপ উদ্যোগিতে ভারতবর্ষে উৎপাদনের যে পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিলে আমরা সুখী হইতাম। ভারতবর্ষের অর্থনীতিক অবস্থার সহিত ট্রাফি সম্বন্ধে ভারতীয় মনের উদ্বেগপূর্ণতা আরও ঘোর করিয়া দেখা সম্ভবপর ছিল না বলিয়া আমাদের মনে হয়। যে সব প্রমাণ তিনি উদ্ধার করিয়াছেন তাহার অধিক আমরা একমত নহি। বিলাতী ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থের মূল্য বাজারমূল্য অনুযায়ী বর্দ্ধিত এবং টাকার হিসাবে বৃটীশ লিকিডিটির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া যখন আমাদের মত পরিমাণ ট্রাফিসের আদায়ের কথা পরিমাণের বিবেচিত করা যাইবে। বর্ত্তমানে পরবর্ত্তী পাঁচ টাকা বা তদূর্দ্ধের মূল্যের নোটের স্থলে রৌপ্য মুদ্রা বিনায় করিয়া লইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং এক টাকার নোট রৌপ্য মুদ্রার স্থান করিয়াছে। রৌপ্য মুদ্রার বৈদেশিক বাজার পূর্ব্বের তুলনায় প্রায় অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় নোট আদায়ের ফলে বিলাতে বিলাতী ব্যাঙ্কের হাতে অধিক পরিমাণে ট্রাফি মুদ্রা সঞ্চিত হওয়ার কোন হেতুই নাই। বাজারমূল্য অনুযায়ী নির্দ্ধারিত মূল্য এবং ট্রাফির নিম্ন মূল্যাই মোটের আদায় হওয়ায় কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

আমরা আরও একটি প্রশ্নের কোন মীমাংসা পাইলাম না। অধ্যাপক বসের পুস্তকখানা পড়িয়া এই সব সমস্যা প্রকাশ করিয়াছি না। তাঁহার পুস্তকখানা আমাদের মনে যে কয়টী প্রশ্ন উদয় হইয়াছে তাহাই এখানে উল্লেখ করিলাম। বিদেশের বাজারসমূহ যারা বৃটীশ পণ্যদ্রব্যের অধিকার আমদানীকে যে ভাবে পক্ষ পক্ষ কোটী টাকার পাওনা আদায় হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং ইহাদের ইংলণ্ডে উৎপাদনের প্রতিযোগিতার ভারতে নিষ্ক্রিয়ভাবে মোটের উপর কি ভাবে উহার অর্দ্ধ কোটী ভারতবাসীর মুদ্রায় আদায় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই সব বিষয় দেশবাসীকে পরিষ্কার ভাষায় বুঝাইয়া দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অধ্যাপক বসের যে এই বিষয়ে অসাধারণ অভিজ্ঞতা রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তক হইতে আমরা যতটা প্রমাণ পাইলাম, তাহাতেই আমরা তাঁহার নিকট এই সব বাণী উপস্থিত করিতেছি।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২১নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৩১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

একমাত্র ব্যাঙ্ক যাহাকে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন বলেছেন— ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া লিঃ

১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নরসিংদি শাখার ভত উদ্বোধন হইয়াছে।

এম পাল, এম এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

নিরাপত্তায় এবং জাতির সেবায় ভারতীয় বেষ্ট ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

এজেন্ট— সেরেন্ট

হেড অফিস— ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন— ক্যাল—২৪৪৬

অন্যান্য শাখা

কাশবাজার, বড়বাজার, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট, শোভা, জগদীশপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, বাজরা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিমকাশিম, করিমপুর, ডাকবাড়ী, কুষ্টিয়া, খোলাহাটি, কুমিল্লা, ডাকঘরবাড়িয়া, পাবনা, আলমডোঙ্গা, ভোলা, গৌরাঙ্গী, চৌমুহনী, চোকড়াউ, বরিশাল, সিলেট, করিমগঞ্জ, মোলাঘাট, ইটখোলা, নাগপুর, রায়পুর, রায়পুর, পাটনা, বাঙ্কা, মোজাফরপুর, বেনারস, ভরতপুর-রাজিলপুর, দিনাজ, জলপাইগুড়ি, ডিমডুমিয়া, ডিব্রুগড়, তেজপুর, চাঁদপুর, আগরতলা, আসাম, জলপাইগুড়ি, রাজমহলিয়ে, ইন্দোর, ভরসিংগড়ি।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রীবিমলাকৃষ্ণ বসু, এম-এ, বি-এল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতের পাদুকা-শিল্প—সম্প্রতি কলিকাতার কেন্দ্রীয় চামড়ার এক সভায় বক্তা কোম্পানীর মিঃ কে কোয়াক ও মিঃ কে বোস্টন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমানে ভারতবাসীদের মাত্র সওয়া বার জোড়া জুতা ব্যবহার করে। ভারতে প্রতি বৎসর ৮০ কোটী জোড়া জুতার প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষে মাত্র ৮ কোটী জোড়া জুতা তৈরী হয়।

কেন্দ্রীয় সদ্যোৎপাদনশুল্কবোর্ডের সভা—দক্ষীয় প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সদ্যোৎপাদনশুল্কবোর্ড সমিতির প্রথম অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ক বিষয়ে আলোচনা করিতে সভাপতি এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, আগামী ২৮শে ও ২৯শে এপ্রেল দক্ষীয় প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সদ্যোৎপাদনশুল্কবোর্ড সমিতির প্রথম অধিবেশন হইবে। বিভিন্ন আবশ্যক দ্রব্য উৎপাদনকারী সমিতির সভাপতি তাহা এই বিষয়ে তাহার উহাতে সভাপতি হইবেন এবং তাহা ইই এর প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবেন।

দক্ষীয় ব্যবস্থা সভা আইন—দক্ষীয় ব্যবস্থা সভা আইন সভার অধিবেশন বসিয়াছে। উহা তাহাতে প্রস্তাবিত এক আবেদনে প্রার্থনা করিয়া বৃহদ্ধিবাদী চক্রবর্তী ও অন্যান্য আপীলকারিগণ হেস্তারেল কোর্টে যে আপীল করিয়াছিলেন, উক্ত কোর্টের বিচারপতিগণ সম্প্রতি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। হেস্তারেল কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার অনুমতি প্রার্থনা করা হইলে বিচারপতিগণ তাহা অগ্রাহ্য করেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক ট্রাম কোম্পানী ক্রয়—প্রকাশ, কলিকাতা কর্পোরেশনের এজাবার বাহিরে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর যে সমস্ত ট্রাম লাইন আছে সরকারের সেই সমস্ত ক্রয় করার উদ্দেশ্যে কলিকাতা কর্পোরেশন সরকার নিযুক্ত রিকনসিলিয়েশনারিলমুদের যোগাযোগের সহিত, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সহিত, হাওড়া ব্রীজের কমিশনারদের সহিত এবং বন্দরের কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। বর্তমান ট্রাম কোম্পানীর সহিত উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সমস্ত চুক্তি আছে তাহা কর্পোরেশন নিজেদের মধ্যে হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক এবং প্রয়োজনবোধে নূতন চুক্তি সম্পাদন করিতে চান। কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্রামওয়ের ক্রয় ব্যবস্থা ব্যাপারে কারোনিক ও কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের মনোভাব এখনও কিছু জানা যায় নাই। কর্পোরেশন তাহাদের পক্ষে ট্রামওয়ের ক্রয় ও পরিচালনার ভার একেন্ট নিযুক্ত করিবার জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে করিপক্ষ ভারতীয় কোম্পানীর টেণ্ডার মাত্র ক্রয় করিয়াছেন। সম্প্রতি একটি ইউরোপীয় কোম্পানী টেণ্ডার ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

হেস্তারেল হেলথের বোর্ড কর্তৃক বাংলা গভর্নমেন্টকে অভিনন্দন জ্ঞাপন—প্রকাশ, কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর তাহাদের ক্রয় করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন যে প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসম্পর্কে হেস্তারেল হেলথের বোর্ড বাংলা গভর্নমেন্টকে তাহাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং কলিকাতা কর্পোরেশনকে এই বিষয়ে বাংলা গভর্নমেন্টের নিকট পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ—সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মনিলীকিশোর ঘোষের সভাপতিত্বে সংগঠিত কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের এক সভায় উহার কার্য-নির্ব্বাহক সমিতি ও কার্যকরী সদস্যনির্ব্বাচন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ অধিবেশে জাতীয় ভাবের সহিত সাহিত্য সম্বন্ধে জরুরী বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের এক মূলক মূল্যে মৌলিক পুস্তক ও ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করিবেন। অধুনা বিভিন্ন ভাষায় সুস্থসম্পূর্ণ প্রসার সম্বন্ধে সাহিত্য সঙ্ঘের অধিবেশন বসিবে।

কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ আবেদনের জীবনযাত্রা পদ্ধতি, কৃষকদের অবস্থা ও শ্রমিকদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য গ্রামে গ্রামে সফর করিবেন। সফর ও প্রচারকার্য উপযুক্তরূপ লাভের জন্য, কার্যকরী সমিতির ব্যবস্থা করিবে, যাহে মাঝে অধিবেশন ও পরিষদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন। পুস্তকাদি প্রকাশ, লাইব্রেরির ব্যবস্থা আরও পরিবেশন ও প্রচারকার্যের সহিত সাহিত্য স্থাপনের জন্য সম্পাদকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, হাসপাতালের ঘোষ ও সভ্য-মণি চাটার্জিকে সভাপতিকে সমিতি ভিন্নটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের কার্যালয় আপাতত ৪৬৫, বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় থাকিবে। কার্যালয়ের টেলিফোন নম্বর—বড়-বাজার ৬৩৭।

ডেইরি সেট আমদানী—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ বহু প্রশ্নোত্তরের এক প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে আরও সর্বসমেত সরকারের গোচর আসিয়াছে যে, ফ্রান্সেরা বাণিজ্যকারী আমেরিকা হইতে ৪০,৯১৭টি বেতার সেট আমদানী হইয়াছে। আরও ১২,০০০টি বাণিজ্যকারীদের মারফৎ বিক্রী করা হইয়াছে।

বন্ধ বন্দরে বাংলার জাতি অধিকার—সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বন্ধ বিষয়ক টেলিগ্রাফ কমিটির এক সভায় আন্তর্জাতিক সরবরাহ সচিব মিঃ কুমারস্বামী বলেন যে, কেন্দ্রীয় সর্বসম্মতি সাক্ষ্য, বিদ্যুৎ ও

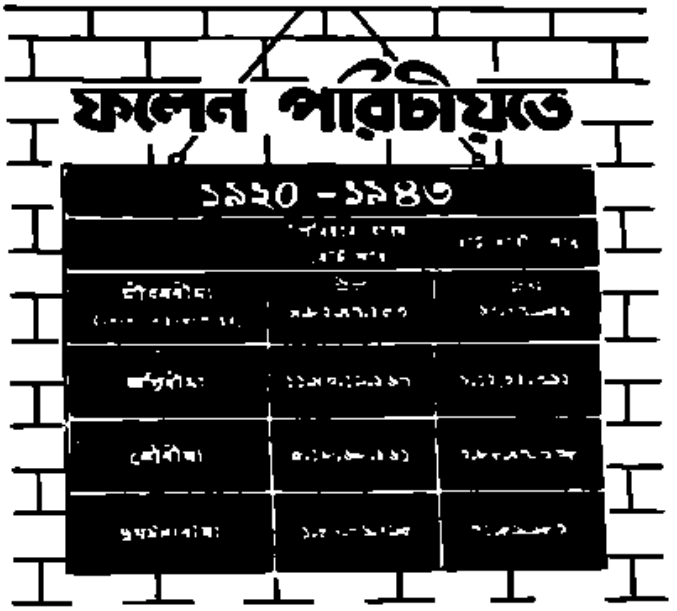

২৫ বৎসরে নিউ ইণ্ডিয়া সাফল্যের পথে কত দূর এগিয়ে গিয়েছেন এর থেকে তার আভাস পাওয়া যাবে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কাজ সুরু ক'রে আজ নিউ ইণ্ডিয়া অগ্নি-বীমা, জীবনবীমা, নৌবীমা, দুর্ঘটনাবীমা ইত্যাদি বিবিধ বিভাগে বীমার কাজে লিপ্ত ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্চস্থানীয় হয়ে আছে।

সুদক্ষ ও বিজ্ঞান পরিচালনা, বিরাট আদায়ী মূলধন (পৃথিবীর খুব অল্পসংখ্যক বীমা কোম্পানীর মূলধন এর চেয়ে বেশী), টাকা খাটানোর সুবুদ্ধি ও সতর্কতা, সর্বোপরি ব্যবসাসূত্রে যাঁদের সঙ্গে যোগ তাঁদের সঙ্গে সহযোগ এবং বিশ্বস্ততা অবলম্বন নিউ ইণ্ডিয়াকে আজ সমৃদ্ধির মধ্যে এসেছে ও ক্রমশ অগ্রসর ক'রে নিয়েছে।

বীমা পলিসির চিত্তাকর্ষক সর্ত, নিরাপত্তা, এজেন্টদের সাহায্য সহায়তা, অভিযোগ দাবী শোধ, এগুলির প্রত্যেক নিউ ইণ্ডিয়ার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন।

দি
নিউ ইণ্ডিয়া এশিওরেন্স কোম্পানী
লিমিটেড
৩, চার্চিল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মোট সম্পত্তি প্রায় ৭ কোটী টাকা

মেসোপটেমের জন্য মাসিক ১৮ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি চেম্বারলেন কমিশনারের নিকট এই সিদ্ধান্তের সংবাদ প্রেরণ করিয়া কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই অবস্থায় ভারতীয় সৈন্যদিগকে ভারতীয় সরকারের সাহায্যার্থে একটি প্রস্তাব ঐ সভায় গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিসমূহের প্রকাশ-ব্যবস্থা—মুক্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত বিজ্ঞপ্তি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইত, এখন হইতে সেই সমস্ত কলিকাতা রিভিউয়ে প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা গেজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমস্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা—সম্প্রতি রাজা মুবারক বন্দর সিংহের এক ভাষণে উহাতে কাইমাস মোহাম্মদী জানা গিয়াছে যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাপত্রে রাজের কোনও স্বাক্ষর দিবার ব্যবস্থা হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, রাজধানী হইতে জাপ সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিবার পর রাজের স্বাক্ষর হইবেই দেওয়া হইবে।

যুদ্ধে জলযুপ ধ্বংস—ডানিয়ারের সংগ্রহের শেষ পক্ষকালের মধ্যে ১২৪টি যুদ্ধ জলযুপ ধ্বংস করা হইয়াছে এবং ৮৭টি ক্ষেত্রেতে জখম হইয়াছে। আটলান্টিকের ১৪টি ঘাঁটির সর্বাধ্যক্ষ জাহাজ জলযুপের সংখ্যা ছিল ১৫,৭৯৪টি।

ভারত হইতে রসদাদির অন্তর্ধান—সকলের মনের প্রশ্ন, জলযুপের উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় কি? প্রত্যহের ধ্বংসসাধন ও ভারতবর্ষ বিশেষে যে ৫০ লক্ষ সাইজের অর্ডার দিয়াছে পূরণ করিবার উপায় এখনও বহু অনেক লাইনের উপর রহিয়াছে। অধিকন্তু ভারতীয় ক্ষেত্রে অধিকাংশের সমূহ রসদ এই সম্পর্কে পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতেছে। যে সমস্ত ভারতীয় বিশেষজ্ঞ লীগ অব নেশনে উপস্থিত রহিবেন, তাঁহারা ব্রিটিশদের ভারতীয়দের দৃষ্টি সম্বন্ধীয়ে বিশেষ চিন্তিত প্রকাশ করিবেন।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর আর্থিক-নীতি—আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সম্প্রতিকালে উচ্চস্তরে মহলে এক ধারণার বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পাইতেছে যে, যুদ্ধাবসানের পরবর্তী ৫ বৎসর পর্যন্ত পৃথিবী আবার নূতন করিয়া বন্টন ও নূতন আর্থিক ব্যবস্থা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে। সম্পর্কিত সাহায্যের ভিত্তিতে কোনপ্রকার ও অত্যন্ত আলোচনা দ্বারা সমস্ত দেশের সামরিক দুর্বলতার পৃথিবীর অধিক কাছাকাছি। পুনর্গঠনে যাহা সাহায্য করিতে পারিবেন এবং পৃথিবীর বিশেষজ্ঞ ও সমৃদ্ধি সমস্ত বাধিবার অনুকূল নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন।

নোবেল পুরস্কার—১৯৪১ সালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাবিকে দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪১ সালে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন নেদারল্যান্ডিয়া ব্যাঙ্কের পিটসবুর্গের কার্নেগী ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক ডক্টর। ১৯৪১ সালে রসায়ন শাস্ত্রের নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন ইংলণ্ডের অধ্যাপক ডক্টর কন মেরেডি। ১৯৪১ সালের চলচ্চিত্রের নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হয়া হইয়াছে। শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার কাল আগামী বৎসর পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

বিমানযোগে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ—ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে বিমানযোগে আসিতে সর্বাপেক্ষা কম সময়ের রেকর্ড ক্লাইভ সো: ফেরে লিমিটেড কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণতঃ যাতায়াতে যুদ্ধ জাহাজে সময়ের কোন হিসাব আসিতে ১৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের দরকার হয়। কিন্তু লিমিটেড উহা ১৪ ঘণ্টা ৭১ মিনিটে অতিক্রম করিয়া-

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

কলিকাতা শাখা—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার সুবিধাদায়ী প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সুবিমল দত্ত, বি-কম, আর-এ,
এফ্-আই-এস্-এ, এফ্-আর-ই-এস্ (লণ্ডন),
জেনারেল ম্যানেজার।

প্রফুল্লকুমার চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইহা প্রস্পেক্টাস নহে—ঘোষণা মাত্র।

জেনারেল উলেন এণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :—১১নং ভ্যানসিটার্ট রো, কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী :—কালীঘাট, কলিকাতা

বর্ত্তমানে বিক্রয়ার্থ মূলধন

এক লক্ষ টাকা মাত্র

লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

বৎসর	অন্তর্বর্তী বোনাস	প্রোপোজড বোনাস
১৯৪২-৪৩	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ৭৲ টাকা
১৯৪৩-৪৪	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ৭৲ টাকা

এই বোনাস বিক্রয়ের জন্য আবশ্যকীয় আইনের ৮৮-এ ধারা অনুযায়ী বোর্ডের ব্যবস্থাপনের অনুমতি লাভের বিবরণ। এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এজন্যে প্রস্পেক্টাসে কোন পরিবর্তনের অর্থ নৈতিক বিবরণ সম্বন্ধে অথবা কোনও বিবৃতি অথবা মতামতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসহ একটি সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

অন্যান্য কলিকাতা অফিস—
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, লোলপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, কেন্দী, ফতেহাবাদ, মহেশ্বরপুর, ভাঙ্গারীকুড়ি, বর্দ্ধমান, জিরাগঞ্জ, মৌলভীবাজার, পূর্ণিয়া, পাটনা, বেনারস, আরা, ঝাঁসী, ভাগলপুর, জামসেদপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মিরকাদিম, কাটিহার, মতিহারী, সিলেট, আসানসোল ও শিরাজগঞ্জ।

কার্যকরী তহবিল

১,৫০,০০,০০০৲ প্রায় দেড় কোটি টাকা

বোম্বে, মাদ্রাজ, কটক ও নাগপুর শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।

এজেন্সী ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যাঙ্কসমূহে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এম, সি, পাল।

হেন। উদ্দেশ্য হইতেছে আমদানির বিভিন্নদেশের হৈধীয় ৪৫০০ মাইল। কাজেই লিস্টনকে সাড়ে তিন কোটি ৩১৫ মাইলে অতিক্রম করিতে হইবাছে।

সড়ক নির্মাণ—বঙ্গের নির্মাণকার্যের বৎসর কলিকাতা ও বাংলার অন্যান্য স্থানে রাস্তের জন্য কি পরিমাণ বরাদ্দের প্রয়োজন হইবে সরকার এবার হিসাব সংগ্রহ করিতে 'কিলোমিটার মিলেজ' বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। রাস্তের ব্যবস্থা চালাইবার জন্য যোগ্য অফিসার নিযুক্তি পরিবার করিবার করিবার এবার নিযুক্তি তালিকাও প্রস্তুত করা হইবে।

অল্পমূল্যে খাদ্য বিক্রয়—বাংলা সরকারের ইঞ্জিনিয়ার, বীরভূম, হাওড়া, মালদহ, খুলনা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, বরিশাল, রংপুর, চট্টগ্রাম এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে অল্পমূল্যে খাদ্য বিক্রয়ের জন্য অনেকগুলি দুর্গত অঞ্চলে বহির সেবীয় অধিবেশনের নিকট প্রস্তাবিত আছে, যদি ও চাউল বিক্রয় করিবার জন্য উপযোগ নিযুক্তন। চাউল প্রতি মণ সাড়ে সাত টাকা এবং আটা ও গম প্রতি মণ পাঁচ টাকা দরে বিক্রয় করা হইবে।

আসামে শিল্পোন্নয়নের দাবী—সম্প্রতি গৌহাটীর পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে একটী সম্মান উপায়ন করিবে সভাপতি ১২-১৫ মেয়াদে অনুরোধ হয়। প্রস্তাবটীতে আসামের বর্তমান শিল্প সংকটের পরিস্থিতি পর্যালোচনার করে, অনাদায়ারের জীবনযাত্রা মানের গতির সংরক্ষণে, দেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে ব্যবস্থা সম্পর্কে তদারকির করিবার জন্য এবং শিল্পের ব্যাপারে বিজ্ঞানাগার করার সম্পর্কে উপযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অধিবেশন বিশেষ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। প্রস্তাবটী বিষয় আসাম সরকারের বিবেচনা করিতেছেন।

ইলেকট্রিক সরবরাহ—সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইলেকট্রিক কমিশনের তেজপুরস্থানের কেন্দ্রসরকারী সরকারী সংস্থিতি হইতে হইবে এবং কেন্দ্রসরকারী সরকার যাহাতে সাধারণের অধিকার সাহের সরবরাহ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহ—সম্প্রতি বাঙ্গীয় পরিষদে আসাম সরকারের খাদ্য-বিভাগের আলোচনা সময় তার জনসাধারণের উপযোগ সেবার করিয়াছেন যে, আসাম সরকারের খাদ্য সরবরাহের জন্য কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহ করিতে সরিষেবন কি-না তৎসম্পর্কে বিশেষ সন্ধান আছে।

কৃত্রিম পেট্রোল উৎপাদনের পরিকল্পনা—সম্প্রতি ঔষধ-কে কি বিদেশীর একটী সংস্থার উদ্যমে আসাম সরকারের বাণিজ্য সচিব জানাইয়াছেন যে, আসামে কৃত্রিম পেট্রোল শিল্প বিস্তারের জন্য আসাম সরকারের বিবেচনা করিতেছেন।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

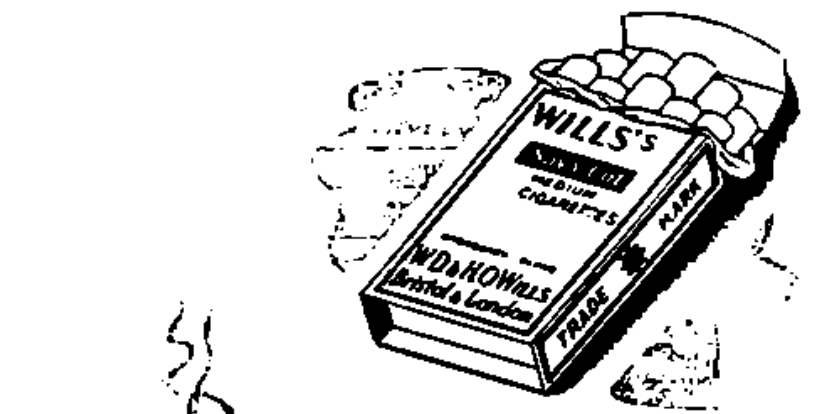

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

...যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রতি ... তৈয়ারীর ক্ষমতা যা আছে, তাহাতে ... মোটা ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁইট হইতে ... গাঁইট তুলিন মোটরের তৈয়ারী হয়।

... এই ক্ষেত্রে আর একটি প্রশ্নের উত্তরে ... বলেন যে, ভারত সরকার ইতিমধ্যে ... আর ... (ব্রিটিশ আফ্রিকাসমূহের সাহায্য ও ... ব্যতিরিক্ত) ডলারে ৯ কোটি টাকা ... বিদেশ হইতে কলকব্জা ইত্যাদি ... করিয়াছেন।

... বিদেশের আমদানী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা—... ভারতে তৈয়ারী মালাদির ... দেখিয়া ... ক্রেতাদিগকে ... যাহাতে ভারতের ... ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার ... ভারত সরকার ... নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ... করিবার ... করিয়াছেন। এই ... ভারতের ব্যবসায়ের ... আমদানীর ... নিয়ন্ত্রণ করিবে।

আমেরিকার সাহায্য—এবার, এ পর্যন্ত যত ... সম্পর্কীয় হইয়াছে ... ভারত সরকার ... হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ... ও ... ঋণ পরিশোধে ... হিসাবে ভারতবর্ষ হইতে ১৯৪৩-৪৪ ও ১৯৪৪-৪৫ সালে আমেরিকাকে ... সাহায্যের পরিমাণ ... ৭৫ কোটি ও ৪০ কোটি টাকার ... ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ আমেরিকাকে এই ভাবে মোট ১৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার ... করিয়াছিল। বর্তমান বৎসরের প্রথম হইতে ১৯৪৬-৪৭ সাল পর্যন্ত উপরোক্ত হিসাব অনুসারে ভারতের পক্ষ হইতে আমেরিকাকে ... সাহায্যের পরিমাণ ৮১ কোটি টাকার কিছু বেশী।

ভারতে ন্যাশনালিস্ট ব্যাঙ্ক—শিল্প সরকার শীঘ্রই হায়দরাবাদ ... বিজয়ের ... ৯ লক্ষ টাকা ... একটি ... করিবার ... প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার পূর্বে ভারতবর্ষে সরকারী ... হিসাবে ... স্থাপিত হয় নাই।

ভারতীয় চা সম্বন্ধে প্রচারের সিদ্ধান্ত—বিশ্বস্তি সূত্রে প্রকাশ, বিভিন্ন সরকারের ... সচিবের ... এক পরিষদ ভারতীয় চা প্রচার করিবার ... করিয়াছিলেন। সম্প্রতি উক্ত ... হইতে জানান হইয়াছে যে, ... দিক হইতে ... না হইলে ... ঐ চা পুনরায় প্রচার করিতে ... আসিবেন।

সেন্ট্রাল টেক্সটাইল্স বোর্ড—... বিদ্যুৎ সরবরাহ ... এবং ... বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবিধা সম্বন্ধে ... লক্ষ্যে ... ভারত সরকার সম্প্রতি সেন্ট্রাল টেক্সটাইল্স বোর্ড নামে যে একটি বোর্ড গঠন করিয়াছেন তাহার গঠন ও ... প্রণালী সম্বন্ধে গত ১৩ই ... তারিখে ইস্তিহার ... গেজেট পত্রের ১৪৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ ... হইয়াছে।

আলোচিত বিষয়ক কয়েক পুস্তক

1. India to-morrow—By B. K. Shah. Published by Padma Publications. Post, Bombay. Price Re. 4-0-0

2. Soil Erosion—By Sir Harold Glover. Oxford Pamphlets on Indian Affairs. The Oxford University Press, Nicol Road, Bombay. Price As. 0-6-0

3. Food in Bombay Province—By B. Y. Ranadive. Published by the People's Publishing House, Raj Bhuban, Sandhurst Road, Bombay. Price As. 0-12-0.

4. Food in the Punjab—By G. Adhikari. Published by the People's Publishing House, Raj Bhuban, Sandhurst Road, Bombay. Price As. 0-8-0.

5. Planning a New India—By M. N. Roy. Published by Renaissance Publishers. Post Box. 360, Calcutta. Price Re. 1-0-0.

বাংলার বস্ত্রশিল্পের অগ্রদূত

≡মোহিনী মিলস্ লিঃ≡

এই মিলের

বস্ত্রাদির স্থনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) = ২নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্:—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

ফোন—"অমলদাস" ফোন। পার্ক—২৬৫৯

স্থায়িত্ব ও গঠন-সৌন্দর্য্যের জন্য
আমাদের হোসিয়ারী দ্রব্যাদি সকলেই
সব সময় আদর করেন।

কালিঘাট গৌরী হোসিয়ারী
সর্ব্বপ্রকার হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক

কারখানা ও অফিস
৩৮এ, ঈসারী পাড়া রোড,
আলীপুর, কলিকাতা।

আমাদের তৈরী

১ রবার ব্লক
হট ওয়াটার ব্যাগ্
আইস্ ব্যাগ্
এয়ার রিং ও কুশন
১ হাওয়া ভরা বালিস্
অসংখ্য রকমের ও প্রকার ইত্যাদি

আমাদের তৈরী

ডাকব্যাক্

ওয়াটারপ্রুফের মতই
ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ
ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কোম্পানী প্রসঙ্গ

জেনারেল ইনসেম এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ

জেনারেল ইনসেম এণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড কোম্পানী আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকার নূতন শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে এবং সম্প্রতি ঐ শেয়ার বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে।

গত ১৯৩৯ সাল হইতে নূতন কর্তৃপক্ষগণের অধীনে এই কোম্পানীটি পরিচালনার ব্যবস্থা হইয়াছে। তদবধি ইহার কার্য্যকলাপ সন্তোষজনক উন্নতি লাভ করিতেছে। গত ১৯৪১-৪২ সাল ও ১৯৪২-৪৩ সালের হিসাবে এই কোম্পানী সাধারণ শেয়ারের অংশীদারদিগকে শতকরা ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছে। কোম্পানী বর্ত্তমানে অনুমোদিত মোলিয়ারী মিলিস এণ্ড ফিনিশিং করিতেছে। পশমের মিলিস বৈশাখের দিক দিয়া ইহাই কোম্পানীর কার্য্যকারী প্রথম করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। বাজারে এইরূপ মিলিসের অংশ চাহিদা রহিয়াছে। কাজেই অদিকন্তে কোম্পানীটির আরও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। ১৮৯৫ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতায় —এই কোম্পানীর অফিস অবস্থিত।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইমপ্রুভ প্রোডাক্টস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বে ইউ পাল্টেল। রেজিষ্টার্ড অফিস—সি ৬, মিশন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ঔষধ, বাতী, তৈলাদি প্রস্তুতির কার্য্য করা।

বিশ্বেশ্বরিয়া আয়ুর্ব্বেদিক ফিনার্জি ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুরেন্দ্র সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—বরদীল, পোষ্ট অফিস বরদীল, জেলা মেদীয়া। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি বৈয়ারী।

আসানসোল ট্রান্সপোর্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হৈমেন্দ্রনাথ সান্যাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—বরদর্দ্ধমান। অনুমোদিত মূলধন—৪ লক্ষ টাকা। মোটর ও লরী চালাইবার কারবার।

ইন্দুমতী কেমিকেল ডেভেলপমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অরেন্দ্রনাথ মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭৯, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। ঔষধাদি বৈয়ারী।

সিল্ক এণ্ড এলায়েড ইনডাষ্ট্রিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অরেন্দ্রনাথ সাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, ফেজিণ্ডী, বড়বাজার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। রামসেমিক খাজাদি, অন্যান্য দ্রব্য ও ষ্টকের পাইকারী বৈয়ারী।

ইষ্ট বেঙ্গল্ বাদি কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রমেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২৮৫ কার্ণিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ হাজার টাকা। কয়লার কারবার ও কয়লাখনির স্বত্ব-ক্রয়।

ন্যাশনাল অয়েল ডিষ্টিলারিজ এণ্ড কেমিক্যালস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিমলাংশু মৌলিক। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। তৈল, কেমিক্যিলস্ ঔষধ প্রস্তুতি বৈয়ারী।

হিন্দুস্থান ইলেক্ট্রী প্রোমোটার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি সি ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—সি-৩৩, বুধিয়ানী রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। এজেন্সী।

ওরিয়েন্টাল এয়ারক্রাফট এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর এম ইউসুফ। রেজিষ্টার্ড অফিস—সি-২৩, মিশন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। এরোপ্লেন প্রভৃতি, টায়ার, ষ্টীল প্রভৃতি আমদানী-রপ্তানীর কারবার।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

এ্যালায়েন্স জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ আনা। এডেলফাবলি জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ৯ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। ফাল্গুলি জুট মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৲ টাকা। বি বুটলিয়া ষ্টোম এণ্ড লাইম কোং লিঃ—গত ৩১শে জুন পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা। বি ইষ্টার্ণিয়ম কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে জুন পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৯৷৹ আনা। বি দয়ারাম কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে জুন পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৷৹ আনা বোনাসসহ শতকরা ৯৷৹ আনা। এ্যালবিয়ন জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে যে পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৲ টাকা। অ্যালেকজেন্দ্রিয়ান জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে যে পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷৹ আনা। ডাণ্ডিকেরী জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে যে পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৯৷৹ আনা। আলী জুট কোম্পানী লিঃ—গত ৩১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৯৲ টাকা। কর্ণ কামুলা কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৯৲ টাকা। রেজুয়া কোলফিল্ডস্ লিঃ—গত ৩১শে জুন পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৯৷৹ আনা। ফেরেল সেপারা মিল কোং লিঃ—গত ৩১শে জুন পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৷৹ টাকা। বরাকর কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে জুন পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৩৲ টাকা। ক্লিফ এণ্ড ফক কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ—গত ৩১শে জুন পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৩৲ টাকা।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯৩এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

নবপরিকল্পিত ভারতের
শস্যক্ষেত্র

অধিকাংশ ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রধান ও স্থায়ী সম্বল বলে প্রতি বিঘা জমিতে আরো অধিক পরিমাণে ফসল ফলানো।

এজন্য এমন জমি আছে যা চাষ করা হয় আজকের আগে সঙ্গে করা আইনের আগে দিয়ে। আমির আমের সবল লোহার সঙ্গে আছে দিয়ে ফসল কাটা হয় এখনও। অন্ধ্রপ্রদেশ তল, দেশী খনি ও হাজার হাজার পল্লীগ্রামের খামারে ব্যবহার ও চাষ পাইলোর চাষার খুরা ও মাঠ আজের পাঁ ইস্পাতগুলো আমাদের দৈনিক জীবন-প্রয়োজনে ও বহুমুখী পরিচয় অনন্যসাধারণ হয়। তাদের প্রাচীনকালের

পরমাণবিক ইস্পাতের সাহায্যে উন্নত ধরণের আরো আরো কার্য্যোপযোগী নতুন নতুন রকম ইস্পাতই যোগাবে। যে আঁধারে ট্রাক্টর চালানো সম্ভব, তা চাষ করতে ইস্পাত খুব বেশী কাজে আসবে। ইস্পাতের দৈনিক জীবনযাত্রা থেকে সাধারণ ঘরোয়া অধিক উৎপন্ন। খাদ্যোপযোগ ব্যাপারিক সাধন। পরমাণবিক দৈনিক হতে পারে ইস্পাত দিয়ে বিশ্ব ইস্পাতের ও ফটোগ্রাফ। কল কেরলের ব্যবস্থায় অন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ও কল সহযোগ ব্যবস্থায় ইস্পাত অবশ্যই কাজে লাগবে।

ইস্পাত ব্যবহার করে ভারতের প্রত্যেক জন-সমষ্টির একটি প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা সম্ভব হতে পারে।

TATA ICOB

বি টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ এণ্ড বি ষ্টীল কর্পোরেশন অব, বেলজিয়াম প্রতিষ্ঠিত।

বাজারের খবরাখবর

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৭ই অক্টোবর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ কোনোরূপ রেখা পাত দেখা যায় নাই এবং ট্রেজারি বিলের অঙ্ক মোট পরিমাণের পরিমাণ সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে অল্পই বেশী হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্ক-সমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্তের অধীনে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ৪॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ১০ আনাই ছিল।

গত ১৯শে অক্টোবর তারিখ সরকার কর্তৃক আহূত ছিন্নাদেশের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেন্ডার খোলা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৫/৬ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৫/৮ আনা মূল্যের শতকরা প্রায় এক ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের শতকরা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ১৫/১১ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ২৯শে অক্টোবর বেলা ১১টা (ইণ্ডিয়ান সময়) পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ৩০শে অক্টোবর ব্যাঙ্ক-সমূহ বন্ধ না থাকা পর্য্যন্ত সরকার কেন্দ্রে ব্যাঙ্ক-সমূহ কর্তৃক আহূত ছিন্ন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডার গৃহীত হইবে। বাহুল্যের আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৯শে অক্টোবর শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ১৯শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে মোট ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয়ার্থ পাওয়া গত ঐরিয়াস ইহা হিসাবের সময়ে বিক্রীত হইয়াছে।

বিভিন্ন-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

চেক্কি ডুডি (প্রতি টাকায়)	১ পাই ৭৯৫ ভাগ
ঐ ঐ (_)	৯ " "
ডি এ তিন মাস (_)	১ পাই ৩৯ ভাগ
ডি এ ছয় মাস (_)	১ পাই ৩৮ ভাগ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৭ই অক্টোবরের হিসাবে দেখা যায় ঐ তারিখে আহূত চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ৯৭২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। গত বছর ঐ তারিখের আহূত সমতাবের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯১৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ও ২০৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৭ই অক্টোবর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে গত সপ্তাহের মন্দাই বিদ্যমান ছিল। শেয়ারসমূহের কেনা-বেচা এ সপ্তাহে খুব কম হইয়াছে এবং তাহাদের দরও কমিয়া যাইবার ফলে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের উৎসাহ কমিয়া উঠিতে পারে নাই। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দুই দিনে শেয়ারসমূহের দর প্রায় গত সপ্তাহের শেষদিনের দরের কাছাকাছি ছিল, কিন্তু তৃতীয় দিন শেয়ারের অনেকগুলি শেয়ারের মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে।

কলিকাতা শেয়ার-বাজারের এবম্প্রকার অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, বাজারের অধিকাংশে লোক বর্ত্তমানে ঘটনাসমূহের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছেন এবং বাজারের বর্ত্তমান অস্বাভাবিক অবস্থা আসিয়া না পড়িলে উহারা বেশী শেয়ার লইয়া ব্যবসাবাণিজ্যের ভবিষ্যৎ অবস্থা যাচাই করিতে চাহেন না।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। কিন্তু বাজারে বিক্রেতার অভাব থাকায় ব্যবসাবাণিজ্য আশানুরূপ হয় নাই।

আলুচের অবস্থা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে কলচের কলের শেয়ার-সমূহের উপর বোম্বাই-বাজারের তেজীভাবের সাময়িক পরিচয় প্রদান করা যায়। অধিকাংশে শেয়ারেরই কিছু কিছু মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। অবশ্য সপ্তাহের শেষ দিকে ভাদুড়ী টেক্সটাইল প্রভৃতি দু'একটী শেয়ারের দরে সামান্য অবনতি দেখা দিয়াছে। ব্রাডফোর্ড আলোচ্য সপ্তাহে ২৩৭৲ টাকায় বেনামেকা হইয়াছে।

ষ্টকহল্ম—আলোচ্য সপ্তাহে ঔচাপাট ও পাট জাত দ্রব্যাদির বাজারে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতার শেয়ার-বাজারে ষ্টকহল্মের শেয়ার-সমূহের বিশেষ কারবার হয় নাই এবং যতেকটী শেয়ারের উল্লেখযোগ্য মূল্যাবনতি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে অবস্থান ৩১৯৲ টাকা হইতে সপ্তাহের শেষে ৩০৬৲ টাকায় এবং ফোরাজাটী ৩৪৫৲ টাকা হইতে ৩৩৬৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহে অধিকাংশে কয়লার খনির শেয়ারেরই বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই বটে, কিন্তু বরাকর, ইষ্টার্ণ কোল প্রভৃতি আর কতেকটী শেয়ারে সামান্য মূল্যাবনতি ঘটে এবং বার্ণপুর, বেঙ্গল প্রভৃতি কতেকটী শেয়ারে সুলভীর মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। আজ কুলটী শেয়ার-সমূহের অবস্থা আলোচ্য সপ্তাহে আশানুরূপ ১৩৫৲ আনার ও তৈজরী সেকশন ৭৮৲ আনার কেনাবেচা হইয়াছে।

ইণ্ডিগোরিজ—আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিগোরিজ বিভাগের শেয়ারসমূহের মূল্য প্রায় স্থির ছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টীল কর্পোরেশনের আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময় ৩৮৲ ও ৩৯৲ আনার কেনাবেচা হইয়াছে।

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সিডিউল্ড)

হেড অফিস—৩৩নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কোন ক্যাল ২২৯০ (৩ লাইন)

৩০-৬-৩৯ তারিখের আর্থিক অবস্থা (সংক্ষিপ্তসার)

১।	আদায়ীকৃত মূলধন	৫,০০,০০০৲	১। হাতে নগদ জমা ও ব্যাঙ্কে আমানত	৩১,৯৮,১১০৲
২।	সংরক্ষিত	১,৯০,০০৪৲	২। কি, পি মোট ইত্যাদিতে লগ্ন	
৩।	আমানত	১,২৯,৯৯,০০৮৲	আদায় যোগ্য (৯৯,৩৬,০০০৲)	৯৯,০১,৩১৯৲
৪।	অন্যান্য বিভিন্ন হিসাব	৫,৩৯,৯৯৭৲	৩। ভূমি, বাড়ী, মেশিনারি ও আসবাব পত্র	৯,১১,৩১৩৲
৫।	আদায়ের দিন	৩১,০০৯৲	৪। ঋণ ও অগ্রিম	৩১,৯৮,৯১১৲
৬।	লাভ লোকসানের হিসাব		৫। আদায়ের দিন	৩১,০০৯৲
	(যাহার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয় নাই)	১,০৭,১৩৮৲	৬। অন্যান্য সম্পত্তি	৩,৯৮,৯৯১৲
		১,৯৩,৯৯,১৩৮৲		১,৯৩,৯৯,১৩৮৲

আমাদের উপর নির্ভর করিলে আপনার অধিকতর সুবিধা হইবে।

প্রতিষ্ঠাতা জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল

—ব্যাঙ্ক লিমিটেড—

৮০, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

তার :—ENBM BANK

শাখা-সমূহ

ঢাকা, রংপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর (বালো), ওয়াজিরাবাদ, জলন্ধর সিটি, গুজরানওয়ালা, জাম্মা, খুলনা, সারগোধা, লালা-মুসা, কেলাং, ডাক্রার্ড, মুলতান সিটি, লায়ুয়া, অমৃতসর, গুজরাট, সিয়ালকোট (পাঞ্জাব), করাচী, হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু)।

শীঘ্রই নিম্নলিখিত স্থানসমূহে শাখা খোলা হইবে :

পেশোয়ার, লায়ালপুর, সিয়ালকোট, লুধিয়ানা, মজঃফরনগর, বেনারস, রাঁচি, বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান, আসানসোল, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর।

ইউ এম দাশ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

অথরিজড ১৯৯০ কোন : কলি ৩৮৩৩

হেড অফিস—৭, ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২০,১৮,৯০০৲ "

আদায়কৃত মূলধন ১৭,১২,৮৫৫৲ "

আমানত...৫৩ কোটী টাকার উপর

(১৯৩৯ সালের ১০ই মে পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

বিবরণাবলী ও সর্ত্ত অফিসসমূহে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও ওয়েলিংটনে (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা

এজেন্সিসমূহ : বিহার ও উড়িষ্যার এজেন্সিসমূহ, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে।

ডিমির বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে ডিমির বাজারে খেরাদনকুলের কম থাকায় উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি দেখা যায় নাই এবং মূল্যের দিক হইতে বিশেষ কোনটি না হইলেও বাজারে কারবার পূর্বের ন্যায় শীমাবদ্ধ ছিল।

৪১ বাগান—কলিকাতার খেরার-বাজারের অধিকাংশ খেরারে আলোচ্য সপ্তাহে কারবার দেখা গেলেও বাজারে ৪১ বাগানের খেরারগুলির কম সংখ্যা আসার পরিলক্ষিত হয় এবং চাহিদা বৃদ্ধির ফলে অনেক খেরারে মন্তব্যীয় মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ব্রাদিবারে ৭৬৮ আসার, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৬৮০ আসার এবং অক্সান্যেরা ১,৫১০৲ টাকার খেরারেরা হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে সেপ্টেম্বর—এ সপ্তাহেও পাটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। একের কলমার অভাবে চটকলে তাঁতিদের কাজ চালানো কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের আবার পর্যাপ্তভাবে বাহির হইতে চটের লাইসেন্সের কম দেখা যাইতেছে। ফলে চটকলওয়ালারা পাট কেনা সম্বন্ধে এখন বিশেষ কোন গরজ দেখাইতেছেন না। মূতন পাট উৎপন্ন হইবার পর মাঝারিগোছ অনেকের মাল মাঝেই তাহার দেশীর জন্য বিক্রয় হইয়া যায়। এই সময়ে চটকলওয়ালারা হাতের পাট ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে বিশেষভাবে জোর দিয়া থাকে। কিন্তু এবার চটকলওয়ালারা পাট ক্রয় সম্বন্ধে আগ্রহ না দেখাইবার ফলে অনেকেরই পর্যবেক্ষণের নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ দরের তুলনায় কম দরে পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইতেছে। পাটের দরের এই বিরূপতি চলতিদের অনেক পুরাণ পরিচয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় পর্যবেক্ষণেরা একটা প্রতিকারোপায় বিধান না করিলে পাটচাষীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবধি থাকিবে না। পর্যবেক্ষণেরা পাটের দর ক্রমাগত নামিয়া যাওয়ায় বাধা দিবার জন্য সুরু এবারও নিজেরা নির্দ্ধারিত দরে পাট কিনিয়াছিলেন। পাটের দরের নিম্নগতি রোধিয়া এবারও যদি তাঁহারা নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ দরে পাট কিনিবার কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন তবে পাটের দর সম্পর্কে পুনরায় ভরসার ভাব দেখা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে-মান অবস্থায় পাটের দর বর্দ্ধিত হোক উহার দেখা যাইতেছে না। পাটচাষীদের বিক্রির স্বার্থের কথা ভাবিয়া পর্যবেক্ষণেরা ঐরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বনে সমর্থন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

আলোচ্য পাটের বাজারে এবার রেয়াকেরা খুব কম হইয়াছে। বাজারে ইষ্টইণ্ডিয়ান স্যালিং বিল্টু ও বটম্ শ্রেণীর পাটের দর অবশ্যকে মণ প্রতি ১৩৲ টাকা ও ১৩৲ টাকা দাঁড়াইয়াছিল।

পাকা থেন বিকাশে বহুলীলাভক্তের এলাকায় পাট ক্রয় সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। চটকলওয়ালারা অবশ্যকে প্রতি মণ ১৪৲ টাকা ও ১৬৲ টাকা দরে সামান্য পরিমাণে লাইটনিং ও হাইন্ শ্রেণীর পাট খরিদ করিয়াছে।

নিম্নগতির অব্যাহত বশে চটকলওয়ালারা এখনও কিছু কম দরে মজুত পাট বাজারে ছাড়িতেছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৭শে সেপ্টেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে পত সপ্তাহের তুলনায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। তবে পত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে তুলার দরে সামান্য অবনতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে তুলার দরে উন্নতির ভাব দেখা যায় এবং ফলশ্রুতে তুলার দর প্রতি ৭৲ টাকা বৃদ্ধি পায়। পত সপ্তাহে মার্চ্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে ফাইন তুলার দর ৩১৭৲ আনা ছিল। বর্ত্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৬৲ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে তুলার (মধ্যেকার) দর পত সপ্তাহে ৩১৪৲ আনা ছিল। বর্ত্তমানে তাহা ৩১৯৲ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে বিভি কাপড় এর বিক্রয়ের চাহিদা কলিকাতার বাজারে খুব বেশী। যাদের পর্যবেক্ষণে মজুতগুলি এখনই ও খুবই কোনরূপের সাহায্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অনুসারে বিভি কাপড় এর বিক্রয়ে বিক্রয় করিবার সম্ভাবনা দেখিয়াছে, তাহা আমাদের ধারণা বিদেশী ক্রেতা ও ব্যবসায়ী মহলের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে। কলিকাতার কাপড়ের বাজারে চাহিদা বেশী হইলেও আভ্যন্তরিক ক্রেতাদের উক্ত কারণে তেমন পরিলক্ষিত হইতেছে না।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৭শে সেপ্টেম্বর—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৪,০০০ তোলা সোনা আমার বাজারে বিক্রয়ের জন্য ঘোষণা করায় সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে স্বেচ্ছাকৃত পূর্ণ-ঘোষণার বিরাম আসে। পত সপ্তাহে কলিকাতার প্রতিভরি সোনার দর ৬৪৲ আনায় ছিল, বর্ত্তমানে তাহা ৬৬৲ আনায় দাঁড়াই গিয়াছে। পত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দর প্রতি ভরি ৬৬৲ টাকা ছিল। বর্ত্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬৪৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে। প্রতি পত ঘিনি বর্ত্তমানে কলিকাতায় বাজারে ৩১৪০ আনায় বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩০০ ব্যার রূপা বিক্রয়ের জন্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য ঘোষণা করায় সপ্তাহে পত সপ্তাহের তুলনায় কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে স্বেচ্ছাকৃত পরিলক্ষিত হইতেছে। পত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১৯৭৲ আনা। বর্ত্তমানে তাহা প্রায় ৬৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯১০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারের পত সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ১১৩৸০, বর্ত্তমানে তাহা প্রায় ৫৲ বৃদ্ধি পাইয়া ১১৮৭ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

টেলিগ্রাম—বঙ্গবাসার ৪০২১ স্থাপিত—১৯২৯

শক্তি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫৬, ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা—ছুঁচড়া

বম্বে, হাওড়া ও শ্যামবাজার
শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ব্রাঞ্চ—ম্যানেজারের পদের জন্য আবেদন করুন।

জেনারেল ম্যানেজার—বি. এম. শী। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এম. কে. নন্দী।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৭ই নভেম্বর	১৮ই নভেম্বর	১৯শে নভেম্বর	২০শে নভেম্বর	২১শে নভেম্বর	২২শে নভেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৬৫/০	৬২।০	৬৫।০	৬৫৸/০	৬৫৸/০	৬৫।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৬৫৲	৬৫৸/০	৬৫৸০	৬৫৸/০	৬৫।০	৬৫৸০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১১৭৸০	১১৮।০	১১৮।০	১১৮।০	১১৮৲	১২০।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১১৮।৵০	১১৮।০	১১৮৲	১১৮।০	১১৭৲	১১৮।০
সিলির দর—প্রতিআনা (কলিকাতা) ...	৪৪৷৹	৪৪।০	৪৪৷৹	৪৪।৵০	৪৪৷৹	৪৪৷৹
কোম্পানীর কাগজ—সওকরা এক হাজার টাকার দর (সরকার ও মফঃস্বল) ...	১০০।৵০-১০১/০	১০০।৵০-১০০/০		১০০৵০-৯৯৸/০		১০০।০-৯৯৸৵০
ইণ্ডিয়া—ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৩৯।০-৩৮/০	৩৮৵০-১৭৷৵০		৩৯৸০-৩৮/০		৩৮।৵০-৩৭৸০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৪২৲-৪১৷৵০	৪১৷৵০-৪১/০		৪২৲-৪১৷৵০		৪১৷০-৪১৷৵০
বুমারপুরী—অর্ডি ...	—	—		১১।০		১১।০-১১৷৵০
বেঙ্গলমেটী এণ্ড কোং ...	—	—		১১৷৵০-১১৷৹		—
ক্রেসেণ্ট ...	৫৷৵০	—		—		৫৷৵০
বার্ণপুর ...	৪৷৵০-৪।৵০	৪৷৹-৪।৵০		—		৪।৵০
ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল ...	১৩৲০-১৩৲	১৩৲০-১৩৷৵০		১৩৲০-১৩।০		১৩৷০-১৩৲০
মাধব ...	—	৪৫-৪১৷৵০		—		—
খনি—বরাকর কর্পোরেশন ...	৪১৷০-৪।০	৪১৲-৪৷৹	বাজার বন্ধ	৪১৲	বাজার বন্ধ	৪৯৲-৪৯৲০
ইণ্ডিয়ান কলিয়ারী কর্পোরেশন ...	৬৲	৬৲০-৬৲		—		৬৲-৬।৵০
ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৫৲	১৩৫৷৹-১৩৫।৹		১৩৫৲		১৩৫৲-১৩৫৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৬৫।০-৬৫।০	৬৲		—		৬৲
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৪১৷০	১৪১৷০		১৪৩৷০-১৪১৷৵০		১৪১৷০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৫০৷৵০-৫৯৷৵০	৫০৲০-৫৯৷৵০		৫০৲-৪৯৷৵০		৫৪৯৲-৪৯৷৵০
ঝরিয়া ...	৯৷৵০-৯৷০	৯০৲০-৯০		—		৯৲-৯৷০
রাণীগঞ্জ ...	৫১৷০-৫১৷০	৫১৲০-৫১৷০		৫০৲০-৫০৷০		৫০৲-৫০৲০
ইউরিটেরল ...	৬২৲০-৬২৷০	৬২৷০		৬২৷০		৬২৲০-৬২৲
লাইন ওয়েলবুরা ...	৬১৲০-৬১৲০	৬১৲০-৬২৲		৬১৲০-৬১৷০		৬১৷০-৬১৲০
কাগজের কল—লিঃ ডিয়ারিয়া পেপার মিলস্ লিঃ ...	৮৷০-৮৷৵০	৮৷০-৮৷০		৮৷০-৮৷৵০		৮৷০-৮৷০
বেঙ্গল ...	১৩৲০-১২৷৵০	১৩৲		১৩৲-১২৷৵০		১৩৲০
ভাদুড়ী টেক্সটাইল্স্ ...	১৩৷৵০-১৩৷০	১৩৲০-১৩৲০		১৩৲-১৩৲০		১৩৲০-১৩৲০
এসিয়া পেপার মিলস্ লিঃ ...	৬৲	৬৫৲০		৬৲-৬৫৲০		৬৫৲০-৬৫।০
বেঙ্গোবাস ...	১৩৲০	—		৭—		১৩৲০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২১৫৲-২১৩৲	২১৩৲০		২১৫৲		৩১৫৲-২১৫৲
ইম্পিরিয়াল পেপার মিলস্ লিঃ ...	১৩৲	১৩৲-১৩৲		—		১৩৲০-১৩৲০
ষ্টীমার ...	৪৭৷৵০-৪৭৷০	৪৭৷০		৪৭৷০-৪৭৷৵০		৪৭৷০-৪৭৷০

আরও ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পুনরায় অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

প্রত্যেকটী ২৫৲ টাকা মূল্যের ২৪,০০০ টী অতিরিক্ত শেয়ারে বিক্রয় বন্দোবস্তের সঙ্গে শেয়ার প্রতি ৩৲ টাকা এবং বিলির পর শেয়ার প্রতি ২৲ টাকা দিতে হইবে। বাকী টাকা প্রতি শেয়ার বাবদ ৫৲ টাকা হিসাবে চার কিস্তিতে আদায় করা হইবে।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯০১

হেড অফিস—ভবানীপুর কলিকাতা।

নিম্ন ঠিকানায় জন্য হেড অফিসে বা নিম্নলিখিত যে কোনও শাখায় আবেদন করুন :—

কলিকাতা	বেঙ্গল	বিহার	উড়িষ্যা
আলবার্ট রোডস্থ,	ঢাকা,	পুরুলিয়া,	পুরী
বড়বাজার,	নারায়ণগঞ্জ,	রাঁচী	বরলবাগ (শীঘ্র)
বিডনষ্ট্রীট,	সিরাজগঞ্জ,	ভাগলপুর,	চৌধুরীবাজার,
হাওড়া,	ঝিনুকাদিয়া,	সমস্তিপুর,	খুরদারোড,
বেহালা,	ইছাপুরা (ঢাকা),	মজঃফরপুর,	বরহমপুর (শীঘ্র)
ভবানীপুর,	বাঁকুড়া,	কতিয়া,	
বালীগঞ্জ।	আসানসোল,	ঘুসলমাই	সি পি
আসাম	জলপাইগুড়ি,	(আসন্নে),	খাণ্ডোয়া
গৌহাটী,	লাক্সিকিং।	রাঁচী ( ),	
শিলং,	উত্তর বি	ভাগলপুর শীঘ্র	
তেজপুর।	জৌনপুর,	(আসন্নে),	
	বেনারস।	পাটনা।	

টেলি :—'বেঙ্গবো'-ব্যাঙ্ক কোং—লি, কে—১১৮১ বি মুখার্জ্জী—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এই কোং বিলি করার জন্য যে অতিরিক্ত ২৪০০ শেয়ার সংরক্ষণ করিয়াছে তাহার অধিকাংশই ইতিমধ্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এই অল্পসংখ্যক শেয়ার যাহা এখনও বিক্রয় হয় নাই তাহা শীঘ্রই বিক্রয় হইয়া যাইবে। অতএব যাহারা শেয়ার ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহারা অবিলম্বে আবেদন করুন।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা : চন্দননগর, চট্টগ্রাম, রাজসাহী,

হিরাঝিল ও পাটনায়।

চলতি ও মেয়াদি হিসাবে

সুদ যথাক্রমে ১৲ আনা ও ২৲ টাকা

আদায় করা হইতেছে। প্রতিবেশী কর্ত্তৃ, স্থায়ী আমানত, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে বিস্তৃত পত্র লিখিলেই জানান হয়। লোন বি বি গুহ

ম্যানেজার—শ্রীঅতিলাল রায়

সি টি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা

গ্রামবাজার ও ময়মনসিংহ

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার—শ্রীবিভিরকুমার বিশ্বাস

সাপ্তাহিক বাজার দর

		১৩ই নভেম্বর	১৪ই নভেম্বর	১৫ই নভেম্বর	১৬ই নভেম্বর	১৭ই নভেম্বর	১৯ই নভেম্বর
চটকল—অকল্যাণ জুট মিলস লিঃ	...	—	৩১২৲		৩১২৲		৩১২৲-৩০৮৲
আলেকা ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ	...	—	৩৪৮৲-৩৪৬৲		৩৪৮৲-৩৪৫৲		৩৪৮৲-৩৪১৲
কামারহাটী	...	৩৩৬৲	৩৪৫৲-৩৪৩৲		৩৪৫৲		৩৪৬৲-৩৪৩৲
নৈহাটী	...	১২৯৲	১২৭৲-১২৬৩৲		১২৬৩—১২৬৲		১২৭৲
বেলিয়েঘাটা		১৭৫৲-১৭৫/০	১৭৫৲-১৭৫/০		১৭৫৲-১৭৫/০		১৭৬/০-১৭৫/০
বিসারভেন্স		৩৬৩৩	—		—		৩৬৩৩
ভীকতারা		৪৪১৲	৪৪১৲-৪৪০৲		—		৪৪০৲-৪৪৩৲
হাওড়া	...	৩৩৩৲-৩২৬৩	৩২৬৩/০-৩২৬/০		৩২৬৩-৩২৬/০		৩২৬৲-৩২৬৲
ক্রিয়ার কল—বেঙ্গলক্স সুগার কোং লিঃ	...	১৯৲-১৪৮/০	১৯৩/০-১৯৲		১৪৩৲/০-১৪৩৩/০		১৪৩৩/০-১৪৬৩
ইন্ডিয়ান সুগার কোং লিঃ	...	৩৬৬/০-৩৩৮/০	—		—		৩৬৩/০-৩৩৩/০
কেন এণ্ড কোং লিঃ	...	২৯৩/০-২৭৬৩/০	২৯৩৲-২৭৩৩/০	বন্ধের দর	২৯৩/০-২৯৲	বন্ধের দর	২৯৲
জা ব্যাবাম—কেরুপুর টি কোং লিঃ	...	২০৮/০-২০৩/০	২০৩/০-২০১/০		২০৩/০-২০৮/০		২০১/০
বিশনাথ টি কোং লিঃ	...	৩১৩৩	৩১৲-৩১৩৩		৩২৩/০-৩৪৲		—
বিবিধ—আলবিয়ন সিমেন্ট কোং লিঃ	...	১৭৪৩	১৭৩/০-১৭৩/০		—		—
বি আই কর্পোরেশন	...	—	৬৩/০		৩১/০-৩১৩		৩৩৩-৩২/০
বেঙ্গল পটুন ফাইনান্সী কোং লিঃ	...	১৩৩৲-১৩২৲	১৩৩৲-১৩১৩৩		—		১৩২৲-১৩৪৲
বোটান ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	...	৩৩৩৩	—		—		—
ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল কেমিক্যালস কোং লিঃ	...	১৪৯৲-১৪০৲	১৪৩৩৩		১৪৩৲		১৫০৲
মাদার-কেলস লিমিটেড	...	—	—		—		১৩৩/০-১৩২/০
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ	...	৩৩১৩-৩৩১৩	—		৩৩৩৩/০-৩৩/০		৩১৩৲ ৩৯৲
ন্যাশনেলী এণ্ড কোম্পানেন্স	...	৩৩১৩	৩০৲-৩৩১৩		—		৩৩/০-৩৯৲

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটী গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৩৮ সালে মৃত্যু এবং দুর্ঘটনার সর্বাধিক সহি-বিধিতের ইহাই প্রকৃত সাধনা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সচ্ছলতার সাধনা, বীমাগ্রহীতার নিরাপত্তা, পরিচালনব্যবস্থার নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি দেশ-বাসীর আন্তরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের একমাত্র পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা ২৩ কোটী ৮২ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল— ৪ ,, ৪২ ,, ,, ,,
রিজিয়ার্ভের অঙ্ক—১ ,, ১৮ ,, ,, ,,
মোট সাধারণ— প্রায় ৬ কোটী টাকা
দাবী মোট (১৯৩৭-৩৮) তিন কোটী টাকার উপর
বৃহত্তম বীমা (১৯৩৬) ৩ কোটী ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড,
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

অভয় কুমার লাহা

Stamps Retouched
STATIONERY & PRINTING
UNITED TRADING AGENCY

ফোন : কমল—২৭৬৭ তার—'অমলকান্তি'

আপনার আজকের "সকাই"
আপনার ভবিষ্যতের "নিরাপত্তা"
পরিবারবর্গের অবিচ্ছেদ্য সম্বল—

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন

এসিওরেন্স লিমিটেড্

হেড অফিস—দিল্লী
সেণ্ট্রাল অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস্

উপযুক্ত বেতন ও কমিশনে সর্ব্বত্র
এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক।

আপিস ও শিল্প

সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্নতর

—দ্রব্য—

- ওয়াটার মার্কিং
- পিকল স্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এড্রেসিং মেসিন্
- সিল্ক ব্যাজ্
- বেজ্ বোর্ড্
- টোকেন্ ও চেক্
- মেডেল ও তৎসংক্রান্ত ধাতু-মিস্ত্রি
- ফিতে-আঁটা ব্যাজ
- আলোর সাজসরঞ্জাম
- চাকরির পরিচয়-পত্র সংক্রান্ত ধাতু-মিস্ত্রি
- কারখানার জন্য ইলেকট্রিক্ ও হাত-বাতি
- ফুটবলের ব্লাডারিং অপারেটি
- মিষ্টি মেডালের তৈরি বিভিন্নতর

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত। অন্যত্র এ কাজ করিতে পারিবেন না—অল্প মূল্যে ও নিখুঁত ভাবে আমরা এসব জিনিস তৈরি করে থাকি

ক্লাসিক্রেফ্
১৮৬৪, সিকদার বাগান, কলিকাতা
ফোন : বি বি ১৪৪০

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস— মুর্শিদাবাদ ... ফোন নাম ৩২৫৬ (৩ লাইন)

চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০৪,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত	৪৩,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত	৪০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত	৩৩,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৬,৭৫,০০০৲ টাকার উপর

জাফরপুর, মহাম্মদপুর, বর্ধা এবং চাঁদপুর শাখা খোলা হইবে।

কে এন দাশগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

(রেজি: অফিস ৩৩১ ... গ্রাম :—ইকোরেটেড

১৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

- কলিকাতা, কানপুর, এলাহাবাদ ক্লিয়ারিং হাউসের অধীনে ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসুবিধা আছে।
- বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, যুক্ত প্রদেশের বহু বহু ব্যবসা-কেন্দ্রে ইহার শাখা আছে।
- ৩০ বছরে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।
- ব্যাঙ্কারিংসংক্রান্ত অনুমোদিত বিল ও তদারকের মূলধন ঋণ দেওয়া হয় এবং সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সম্পূর্ণ ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসহ একটী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

কুবের ব্যাঙ্ক লিঃ

বাংলা ও উড়িষ্যার সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে আমাদের শাখা অফিস আছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্, কে, চক্রবর্ত্তী

ইণ্ডিয়ারেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস : মুম্বাই

কলিকাতা অফিস : ১১নং ক্যানিং ষ্ট্রীট

অন্যান্য অফিস :

মিরাটস্থ (আসাম) ও দিল্লী

আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর জীবন বীমার অফিস

বোনাস প্রতি হাজারে

আজীবন বীমায় ১৬৲

মেয়াদী বীমায় ১৩৲

চীফ এজেন্টস্ :—

মেসার্স ম্যাকেঞ্জি লিঃ—কলিকাতা

ইষ্ট, দি, দি দি, ও সিন্ধীয়ার জন্য

মেসার্স এইচ, এ মেকী এণ্ড কোং কলিকাতা।

বর্ডার ডিভিসন ও বিহারের জন্য

ডেপুটেশন :—এস সি বসু, এস এস দি

ফোন : ৩৯৯৫ ... গ্রাম : "ARYOPLANTS"

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

"শেয়ার ডিলার্স হাউস", চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

সমীক্ষার পরিচয়

	বিক্রীত মূলধন	আদায়ীকৃত মূলধন	আয়
[illegible]	৪,১৯,৭৫০৲ টাকা	১,৪৯,৫৮৫৲ টাকা	৩২,০০০৲ টাকা
১৯৪১-৪২	১৭,১৯,৯০০৲ টাকা	৬,৭৪,১৫০৲ টাকা	২৮,৬৯৪৲/১ পাই
১৯৪২-৪৩	১২,৫৭,৬৫৲ টাকা	৮,৭৯,০০০৲ টাকা	৮,১৮,৫২৪৲/১০ পাই কোম্পানী আরম্ভ হইতে তোলাদলবন্দে লভ্য

নিরীক্ষাপত্র

বর্ত্তমানে কোম্পানীর আয়

(ক) চৌরঙ্গী স্কোয়ারে নিজস্ব গভর্ণমেণ্ট ভাড়া বাবদ আয় ৩০,০০০৲ টাকা।

(খ) "ডিটানিক" প্রস্তুতকারক ফ্রান্সস্থ বিউট্রেমেণ্টস্-এর ম্যানেজিং এজেন্সির পারিশ্রমিক বাবদ আয় ১৫,০০০৲ টাকা।

ইহা ছাড়া শেয়ার ব্যবসায়ের দালালী বাবদ সাধারণ আয় ১ লক্ষ টাকার উপর

—লভ্যাংশ—

অংশীদারগণ তাঁহাদের বিনিয়োজিত টাকার শতকরা ১৮ ভাগ ইতিমধ্যেই ফেরৎ পাইয়াছেন।

—ভবিষ্যৎ—

ইহার শেয়ারে টাকা খাটান নিরাপদ ও লাভজনক

যে সব স্থানে আমাদের প্রতিনিধি নাই সেই সব স্থানের জন্য সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী প্রতিনিধি আবশ্যক।

PHONE :—B. B. 6362 REGD. No. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 27th November, 1944. সোমবার, ১১ অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ [৩৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে এমন বহু লেখকের রচিতাংশের দ্বারা যদি প্রমাণ করা যায় যে, বৃটিশ শাসনে দেশটিকে একটি বিরাট কারাগার বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহা হইলে বোধ হয় বৃটিশ পার্লামেণ্টের সভ্যগণও ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে রাজী হইবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ পার্লামেণ্টের সভ্যগণের অধিকাংশই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁহাদের যে ধারণা তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। ভারতবর্ষের ইতিহাস যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করিতেন তাহাই তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিবার সময়

প্রস্তাব উত্থাপন করা সম্ভবপর হইবে না এবং অগত্যা ট্রাম-প্রস্তাবিত মুলতবাদের ঠৈরত হইবে। ন্যায় মেয়াদান্তর সেই পর্যন্ত অনুপযুক্ত বলিয়াই গণ্য হইবেন।

ট্রাম কোম্পানী অনুরোধ রক্ষায় ও আবার পরিণতি

ট্রাম কোম্পানীর সম্প্রতি ত্রিশিরা অবস্থা সম্বন্ধে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে যে দাবী করা হইয়াছিল তাহা সরকার তাহা অনুমোদন করিতে অসম্মত হইয়াছেন। ট্রাম কোম্পানী ক্ষম ও তাহা রদ্দ করার উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন একজন এক্সপার্টের মতিও দুর্নীতি করিয়াছেন। বাকলা সরকার তাহা এক্সপার্ট কর্পোরেশনের অন্যে এক অনুরোধ-প্রস্তাবের সাহিত হইবে তুলিয়া লয়ে লইয়াছেন। ঐ শ্রেণীর কারণেনীতি নাকি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আইনের অনুযুক্তি নহে। তাহাই সম্পর্কেই কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান ঔদাস্য লক্ষিত করিয়া বিষয় বিস্ময় করিয়াছেন।

এখনই ত্রিশিরা কোম্পানীর সম্পর্কে ও সম্বন্ধের ট্রাম-চলনা বিষয়ক ব্যবস্থার বাহি-আয় সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে সর্বাধুনিকা আলোচনা হওয়ার প্রস্তাব পাইয়াছে না। অধিকন্তু ট্রাম কোম্পানীর এখন লভ্যাংশের, কিন্তু কিরা প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণ টাকা বিদেশীদের পাওনাদার হইতেছে। সুতরাং কলিকাতা কর্পোরেশন কোম্পানীকে ত্রিশিরা সরকার নিকাশ করার প্রস্তাব করিয়া হইতেই তাহা সেদের দাবীর দিক হইতে খুব সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছি। ত্রিশিরা কোম্পানীর বদলে কর্পোরেশনের নিজেদেরই কোন একটা এজেন্সীর মারফতে যদি এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যবস্থা হয় তবে তাহাতে অন্ততঃ সেদের আর সেদে প্রতিবাদ যে একটা সুবিধা হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় বাকলা সরকার কর্পোরেশনের প্রস্তাব বাতিল করিয়া বিষয়টির বলিয়া বলে একপ্রকার ভালই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বলে যে আইনের আইনিয়ার কথা উঠের কথা হইয়াছে ট্রাম কোম্পানী সম্বন্ধে আলোচনায় সে আইনিয়ার বর্তমান প্রকৃতপক্ষে কোন ফল কি না তাহা আমরা জানি না। কিন্তু সরকার কোম্পানীকে একটি সেদীর প্রতিষ্ঠানের কলিকাতার অনেকেরই কাছে অনুরোধ করিয়া সম্পর্কেই উপলব্ধি হবেন এই শ্রেণীর অনুরোধ বাতিলের কারণ কি তাহা কারণ দুর্ব বলিয়া অবস্থা করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন নহে। বর্তমান মুলতবাদের মিউনিসিপ্যালিটি আইনে এমনেই। বাস্তবিক ট্রাম কোম্পানী চালাইবার বিষয়ে যে, উহাদের সম্পর্কেই এই আইন সংশোধন করিয়া কর্পোরেশনকেই সেই ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করিতে পারেন। কর্পোরেশনকে ট্রামওয়ে পরিচালনার যোগ্য সেবা যদি সম্পর্কেরই উদ্দেশ্য হয় তবে 'এসেসমেন্ট-সেদের' বা জাতীয়করণের নীতি অবলম্বন করিয়া সম্পর্কেই নিজের সেদের বার্থে ঐ প্রতিষ্ঠান ক্রয় ও পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। বিলাতী কোম্পানীর নিকট হইতে ট্রামওয়ের ক্রয় এবং বিষয়ে প্রতিবাদের (arbitration) ব্যবস্থা করিতে হয়। কোটী টাকার উপর) খুব ও কর্তৃক বলে কোম্পানীকে হাতে আনিবার একটা সুযোগ আনিয়াছে তখন সেই সুযোগ অবিলম্বে আনো পরিচালন করা সম্পর্কেরই পক্ষে খুবই সম্ভব। উপরোক্ত দুইটী পন্থার কোনটী অবলম্বন না করিয়া সম্পর্কেরই যদি শুধুমাত্র ত্রিশিরা কোম্পানীর উপরই নির্ভরযোগ্য ট্রাম চালনার কর্তৃত্ব বজায় রাখেন তবে সেদের বার্থের দিক হইতে তাহা ১৯৩৮ সিদ্ধান্তবাচকারী লক্ষিত হইবে।

অন্যান্যের অভি

আলোচ্য সপ্তাহে ইউরোপের প্রায় সকল রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতি নিরপেক্ষের অনুকূলে থাকিলেও জার্মানীর অবস্থাই গতি বিশেষভাবে লক্ষ্যস্থান করিয়াছে। তবে রণক্ষেত্রে সেদের অবলে ত্রিশেদের আশিলাভ অভিযোগ হওয়ায় এবং ত্রিশিরা সম্পর্কের উপযুক্ত সাহায্য না পাওয়ায় পূর্বে ও পশ্চিম ইউরোপ ত্রিশ হইতে যুদ্ধ আমাদিগের উদ্যমের আক্রমণের সম্ভাবনা সেদা দিয়াছে। তাহা ছাড়া রাজনীতির কলাকৌশলে যে সুদূর অন্তরে হইতেছে তাহাতে আমাদের চাপলিন-পূর্ব ইউরোপের আমাদীর রাজনীতি গতিবিধির বিশেষ হইবারই বর্তমান সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমাদী ত্রিশ চার্চিল ব্যবহারে একজন সেবিয়ার ত্রিশ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা চালাইবেন বলিয়া মনে হয় এবং আমাদী গুরুত্বের ত্রিশিরা-রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে এবং সেবারেদের আইনজ্ঞানীরাও তাঁহার সাহায্যার্থ এই সিদ্ধান্তিতে ত্রিশিরা করিয়াছেন যে, অর্থাৎ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরিয়া অগ্রসর হইতে হইলে ত্রিশিরাদিগকে সমরক্ষেত্রের বাহা ত্রিশা যুদ্ধ চালাইতে হইবে। অবশ্য যে, যুদ্ধ, আমেরিকা "ত্রিশ যুদ্ধ সাহায্য" প্রদানিত হইবে না হইলেই আমাদী একপ্রকার যুদ্ধ সমরাস্ত্র ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন। এই অবস্থা চালনাটির ত্রাইকার যোগ্যের এবং সত্ত্ব যে ত্রিশার হইবে এই-ত্রিশিত হাস্য হইবে। পূর্ব এশিয়ার রণক্ষেত্রে ত্রুসেডের বর্তমান যুদ্ধের গতি আপাতদৃষ্টে ত্রিশিরা। তবে ত্রিশ ব্যবহার, যুদ্ধ, কাল অবলম্বে সেনাপতি ত্রিশিরাদের ফলে অর্থাৎ ত্রিশার যে, ত্রিশিরাদের কর্তৃত্বে সম্প্রতি ত্রিশের যুদ্ধ পরিচালনা-ব্যবস্থার, ত্রিশিরাদের অন্য যে ত্রিশ যুদ্ধিকারের ব্যবস্থা, তাহা করিবার জন্য এই ত্রিশে ত্রিশিরার যুদ্ধাধিকার পরিবার অন্য আপাত এইবার পূর্বাপেক্ষা ব্যাপক ভোগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

আলোচ্য সপ্তাহে আমেরিকা কর্তৃপক্ষের ট্রাক আমেরিকা প্রতিযোগে সম্বন্ধে ত্রিশিরাদিগী সেবেন বলিয়া ত্রিশিরাছেন। বাণিজ্য উত্তর-পূর্বে সেবারেদের প্যাসিফিক সৈন্যদল-পরিচালন সম্বন্ধে ত্রিশিরাদের ব্যাপিনো বাহিনী ভেঙ্গে করিয়া যুদ্ধ আমেরিকার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সাম্প্রতিক সংবাদে 'সিঙ্গাপুরিনী' সম্বন্ধে যুদ্ধের সাম্প্রতিক হইতে আমেরিকা পরিচালনা ১০০ মাইল ত্রিশের স্থানে আমেরিকা সৈন্যদল ত্রিশার হইয়া পড়িয়াছে বলে পাওয়া যায়। আমেরিকার অবশ্য মাইল পূর্বাপেক্ষা ত্রিশিরা সহজ আলোচ্য সম্বন্ধে ত্রিশিরাদের ব্যবস্থা আমেরিকার। ত্রিশিরাবাহিনী-আমেরিকা ত্রিশিরা বেলজিয়ার্ড সম্বন্ধীয় সম্বন্ধ হওয়ায় ত্রিশিরাদের এইবার অনেক পর্যবেক্ষণের ত্রিশিরা আমেরিকাবাহিনীকে বেলিয়া, বেলিয়ে যুদ্ধের। যুদ্ধাধিকারিদের ব্যবস্থায় আমেরিকার ত্রিশে, বর্তমানে ত্রিশিরাদিগী অগ্রসর হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে এবং অতিরিক্ত যুদ্ধাধিকার ও যুদ্ধের সৈন্যদল আলোচ্য সম্বন্ধে যুদ্ধের ত্রিশের পরী সমর যুদ্ধের সম্বন্ধী ত্রিশিরা করিয়াছে।

ইউরোপের পূর্ব ব্যবহারের সম্বন্ধে এখনও আলোচ্য সম্বন্ধে ত্রিশিরাদিগী হাজারীর বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রের সাধারণতি ত্রিশের ত্রিশি যুদ্ধিয়াছে এবং আমাদের ত্রিশিরাদিগীর সহিত তাহারা সমরের ত্রিশিরা যুদ্ধ আরিয়াছে। এই ত্রিশিরা সমরে ত্রিশিরা আমাদের ত্রিশিরা ত্রিশিরা করিয়াছে যে, ত্রিশিরা-ত্রিশিরার ব্যবস্থা আরিয়া অগ্রসর হইতে হইলে ত্রিশিরাদিগীকে সমরক্ষেত্রের ব্যবস্থা ত্রিশিরা ত্রিশিরা চালাইতে হইবে। অবশ্য যে, যুদ্ধ, আমেরিকা "ত্রিশ যুদ্ধ সাহায্য" প্রদানিত হইবে না হইলেই আমাদী একপ্রকার যুদ্ধ সমরাস্ত্র ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন। এই অবস্থা চালনাটির ত্রাইকার যোগ্যের এবং সত্ত্ব যে ত্রিশার হইবে এই-ত্রিশিত হাস্য হইবে। পূর্ব এশিয়ার রণক্ষেত্রে যুদ্ধের গতি আপাতদৃষ্টে ত্রিশিরা। তবে ত্রিশ ব্যবহার, যুদ্ধ, কাল অবলম্বে সেনাপতি ত্রিশিরাদের ফলে অর্থাৎ ত্রিশার যে, ত্রিশিরাদের কর্তৃত্বে সম্প্রতি ত্রিশের যুদ্ধ পরিচালনা-ব্যবস্থার, ত্রিশিরাদের অন্য যে ত্রিশ যুদ্ধিকারের ব্যবস্থা, তাহা করিবার জন্য এই ত্রিশে ত্রিশিরার যুদ্ধাধিকার পরিবার অন্য আপাত এইবার পূর্বাপেক্ষা ব্যাপক ভোগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

আলোচ্য সপ্তাহে আমেরিকা কর্তৃপক্ষের ট্রাক আমেরিকা প্রতিযোগে সম্বন্ধে ত্রিশিরাদিগী সেবেন বলিয়া ত্রিশিরাছেন। বাণিজ্য উত্তর-পূর্বে সেবারেদের প্যাসিফিক সৈন্যদল-পরিচালন সম্বন্ধে ত্রিশিরাদের ব্যাপিনো বাহিনী ভেঙ্গে করিয়া যুদ্ধ

সাধারণ সম্পূর্ণ সহমত এবং এইজন্যই এখন হইতে আমাদের দুর্ভিক্ষাবস্থার সুযোগ লইয়া আমাদের বিদেশের একটী স্থায়ী আর্থিক ব্যবস্থা করিয়া লইতে চায়। গত ১৩শে অক্টোবরের 'আর্থিক জগৎ' এবং আমার পূর্বের আবেদন ইতিমধ্যে এই লোভী মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা করিয়াছি এবং সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সরকার মহাশয় এ সম্পর্কে যে বিবৃতি বিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়াই আমরা সবিশেষ আশ্বস্তিবোধ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত সরকার আমাদের সরকার সেই অর্থনীতিবিদ এবং জাতীয় বিজনপিতিদের যে প্রতিনিধি সম্প্রতি অল্প বিদেশ যাত্রা ইংলণ্ডে যাইবার কথা আছে তিনি সেই দলের অন্যতম সদস্য। শ্রীযুক্ত সরকার আমাদের বিদেশ দৃষ্টির বিশেষজ্ঞ হোসাবের বিভিন্নে বিশেষ দৃষ্টিতে বর্তমান বর্ষা অভিজ্ঞ বিয়াছেন। তিনি সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, দুর্ভীর সেপ্টেম্বর পর্যন্তের দুর্ভীর পাদনের পরে আমরা যে আমাদের শিল্প-প্রসারের পক্ষে বিদেশের ডলারাদী হইতে বহু টাকা আমাদের দুর্ভিক্ষাবস্থার কথা বলি, দুর্ভিক্ষের কথা আমরা আমাদের শাসন সম্প্রদায়ের,শাসনীতিতেই ইহার. বহু সম্পূর্ণ দায়ী। শিল্প-প্রসারের প্রথম অবস্থায় উন্নতশীল বিদেশ হইতে উচ্চ হেরমের বিদেশজ্ঞ আমিনা আমাদের অধিক্ষ বহী করিতে হয়, সেই বিদেশজ্ঞের সাহায্যের বিনিময়ে আমাদের শিল্পবাণিজ্যের কঠি দূর করার নীতি আমাদের কখনই গ্রহণ করিতে পারে না। টাটা কোম্পানী আমেরিকার বিশেষজ্ঞের সাহায্যে কারখানা সম্প্রসারণে সমর্থ হইয়াছেন এবং এই বিশেষজ্ঞকে পারিশ্রমিক হিসাবে তাঁহারা যে অর্থ দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বহু লাটের বেতন অপেক্ষা বেশী। কিন্তু এই বিশেষজ্ঞের সাহায্যের বিনিময়ে আমেরিকা টাটা কোম্পানীর কোন ব্যবসা দাবী করে নাই। শ্রীযুক্ত সরকারের এইরূপ মত বেসরকারীভাবেই সমর্থন করিবে। আমাদের মনে হয়, ডলারের বদি পাকিস্তানের বিনিময়ে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিয়া আমাদের শিল্প বিস্তারে সাহায্য করিতে রাজী না থাকে তাহা হইলে আমাদেরও ডলারের ভিক্ষা ডুবেরকে বাদ দিয়া আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশের বিশেষজ্ঞ আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।

অন্য দেশের বেসরকারী মূলধন নিয়োগের সাহায্যে কোনরূপ আমাদের শিল্প-প্রসারের চেষ্টা [illegible], বর্তমান সরকার বহিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে বার্ষিকারী নিজের বিদেশজ্ঞদিগকে ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক দলকে কখন পাঠাইতে পারে না।

মূলধন ঔদ্যোগী সম্পর্কে আর্থিক সরকারের নীতি।

আমাদের সম্প্রসারে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার, আর্থিক সহায়তা ও সহযোগিতার কথা উঠিয়াছে। এ বিষয়ে ভারতীয়দি আমাদের মত আর্থিক মূলধারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সম্মেলনে এক যৌথ-প্রেরণ করিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের দুনিয়ার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের উপস্থাপিত প্রতিবেদন-সমূহ সর্বসম্মত অনুমোদন করিবার উদ্যোগ দিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, আর্থিক মূলধারীর লোকেরা এক দেশের উন্নতিশীল অনুন্নত বিদেশে পরস্পর বিদেশ আন্তর্জাতিক উৎপাদন-বাণিজ্যের দুনিয়ার এক আমাদের বিভিন্ন উৎপাদন ইহার নীতি অনুসরণ করিতে সমর্থ হয়। আর্থিক মূলধারীর সরকারের, সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন —মূলধন-ঔদ্যোগীর দুনিয়ার এক সাধারণি বা সরকারী অর্থ সাহায্য দিয়া তাঁহারা পাকিস্তানের বাজারে মূলধন বিনিয়োগ ব্যবস্থা করিবেন। দুনিয়ার বাজারে মূলধন যে বহু উদ্যোগীয়াছে, সেই মনে তাঁহা বিনিয়োগ করা যদি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের পক্ষে অধিকতর হয়, তবে ঐ মূলধন সরকারী সাধারণি দ্বারা সেই অধিক মূলধন করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী সাধারণি বলে অল্প সেবের মূলধন আনয়নকারীদের এক গ্রহে মালিকের বেশী পরিমাণ আর্থিক মূলধারীর মূলধন বিক্রয় করার ঐ কার্যপ্রণালীর উদ্যোগ। আমেরিকার নিজ হইতে এই আশে আমিনের বাজারে মূলধন বিক্রয় করার যে সার্বভৌমত্ব থাকুক না কেন আমাদের মূলধন উৎপাদনকারী দেশের স্বার্থের কথা আমিনে আমরা খুবই আশঙ্কিতের কথা বলিব। এই কার্যপ্রণালীর ফলে আমাদের মূলধনাধীনের মধ্যেই অধিক সঞ্চালনা পরিচালনে। মূলধন প্রয়োগের প্রকৃতির প্রকার আমাদের মূলধন উৎপন্ন হয়, আমাদের সমস্তকার ৫০ আনাই বাহিরে রপ্তানী করিতে হয়। আর্থিক মূলধারীর সরকারের যদি মূলধন ব্যবহারী সম্পর্কে সাধারণি সেবকার নীতি গ্রহণ করেন, তবে দুনিয়ার হাটে এই জিনিসের বড় পড়িয়া যাইবে। সস্তা মনে আমেরিকা হইতে বেশী মূলধন বহিয়া আনিবার সুবিধা পাইয়া কোন দেশের ডেমোক্রাসী আমরা আর আমাদের মূলধন লইতে চাহিবে না। ফলে এদেশের ব্যবসীদের উৎপন্ন মূলধন সঞ্চার আমিনিয়ের বাকিয়া যাইবে। যে সাধারণ পরিমাণ মূলধন বাহিরের বাজারে ও দেশের হাতে বিক্রয় হইবে, তাহার আনুপাতিকের সর্বনাশের মূলধনের আমরা কম মূলধন পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তের মূলধনিদলে আন্তর্জাতিক-প্রয়োজন অল্প সময় পরিমাণে মূলধন আনয়নের উপরই নির্ভর করিয়া শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমেরই সেই অবস্থা আসিলে আমাদের মূলধনাধীনের অল্প মূলধনিদের বাহিরে মূলধন পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। আর্থিক মূলধারীর লোকেরা বার্ষিক আন্তর্জাতিক সহযোগ আন্দোলন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে অধিকতর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সৃষ্টির কথা বলিতেছেন। কিন্তু এই সহযোগ নিজের যে তাহাদের কোন আন্তরিকতা নাই অন্যান্য দেশের অধিক করিয়া নিজের জাতীয় স্বার্থের জন্য মূলধন উৎপন্ন সাধারণি সেবকার প্রয়োগে আমরা আমাদেরই প্রমাণিত হইতেছে।

মূলধন ঔদ্যোগী সম্পর্কে আর্থিক সরকার সাধারণি সেবকার প্রয়োগ ঘোষণা করিবার পর হইতে আমাদের বাজারে উত্তেজনা বহু অল্প পরিমাণ বাহিরে আসিয়াছে। ইহার এই একমাত্র নিম্নলিখিত কোন কারিগর না পাকিস্তান আমাদের মূলধন-ঔদ্যোগীর বিনয় করিতেছে না। আর্থিক মূলধারীর সরকারের বিদেশ বর্তমানের মূলধন আমাদের কম মূলধন পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তের মূলধনিদলে আন্তর্জাতিক-প্রয়োজন অল্প সময় পরিমাণে মূলধন আনয়নের উপরই নির্ভর করিয়া শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমেরই সেই অবস্থা আসিলে আমাদের মূলধনাধীনের অল্প মূলধনিদের বাহিরে মূলধন পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। আর্থিক মূলধারীর সরকারের বিদেশ বর্তমানের মূলধনের

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার

বাজারে অবশ্য উপযাচক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছুই উপযাচকের সুদের হার হ্রাস করিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের উক্ত ব্যাঙ্কের তফসিলভুক্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের উপস্থাপিত হুণ্ডি ও সরকারী সিকিউরিটির জামিনে সাময়িকভাবে টাকা ধার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে বার্ষিক যে সুদের হারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐ ভাবে টাকা দিতে প্রস্তুত উক্ত ব্যাঙ্কের তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কি সমূহকে তাহা ঘোষণা করিয়া থাকেন। দেশের প্রয়োজন মুতাবিক টাকার পরিমাণের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে এই হারের হ্রাস-বৃদ্ধি করাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু ১৯৩৫ সাল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তফসিলভুক্ত ঐ হার সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন পরিবর্তন সাধন করেন নাই। ঐ সময় হইতে আজ পর্যন্ত পক্ষকাল ব্যাপিয়া তিন টাকাতেই বিরাজিত আছে। সুদূর সুদূর পৃথিবীর সকল দেশেই টাকার সুদের হার চড়া ছিল। যুদ্ধের সময়ে সুদের হার কমাইয়া সকল দেশেই অতি সস্তে টাকা দেওয়া ও তা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে ব্যবসায়িক দিয়া সরকারী ও বেসরকারীভাবে সে নীতি অনুসৃত হইয়াছে। এদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ বর্তমানে সরকারী সিকিউরিটির জামিনে পক্ষকরা ২½ টাকা হইতে ২৸০ টাকা সুদে টাকা ধার দিতেছে। এক শ্রেণীর স্থানীয় আমানতের উপর ব্যাঙ্কসমূহের যে সুদের হার অনেক ক্ষেত্রেই পক্ষকরা ১½ আনা দাঁড়াইয়াছে। চৌকাশী বিদেশ সুদের হার হ্রাস পাইয়া বার্ষিক পক্ষকরা আট আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে বার্ষিক পক্ষকরা চারি আনা ও কলিকাতার বাজারে বার্ষিক পক্ষকরা আট আনা সুদের হারে ব্যাঙ্কসমূহের ফিরত ধন টাকা। চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্তে ধন) আদান-প্রদান হইতেছে। স্বেচ্ছিক দিয়া হইতে দেখা যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার এরূপ বার্ষিক পক্ষকরা তিন টাকার নিম্নে থাকার কোন অর্থই হয় না। দেশের পরিবর্তিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই হার হ্রাস করার আজ প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা দেখা দিয়াছে। সেই যৌক্তিকতা হইতেছে বর্তমানে এই শ্রেণীর পরিবর্তন সাধন করা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিই সম্প্রতি গ্রহণ করিয়াছেন কি না তাহা আমরা জানি না। তবে তথাকথিত ক্ষুদ্র ও মধ্যম-শ্রেণীর ফিরত দিয়া ঐ ব্যাঙ্কের সুদের হার হ্রাস করিবার যে প্রস্তাব স্থানীয় উপস্থাপিত হইয়াছে বর্তমান অবস্থায় তাহা সমীচীন ও সঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে করি।

এখন দেখা যে, শ্রেণীর ব্যাঙ্কসমূহের বিভিন্ন সুদের হার অন্যান্য দেশে কোথায় টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার তত বেশী পরিমাণে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। এদেশে বিল ভাঙানো ও ধন আদান-প্রদান সম্পর্কে যে সব কারবারসমূহ হয় তাহার বেশীর ভাগই বেশীর ব্যাঙ্কারী প্রতিষ্ঠান এবং ছোট ও মাঝারি ব্যাঙ্ক অফিসের দ্বারা নির্বাহিত হইয়া থাকে। সেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিলে তদনুযায়ী ঐ সব ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াও হয় বটিয়া থাকে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হইতে শ্রেণীর ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তফসিলভুক্ত অন্য ব্যাঙ্কগুলি করা যায় না। ঐ ব্যাঙ্কের সুদের হারের সহিত দেশের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সমবায় ব্যাঙ্কের সেবাসমূহও সংযোগ রহিয়াছে। বিল ও সিকিউরিটির জামিনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে সমস্যক টাকা পাওয়ার সুবিধা এই সব ব্যাঙ্কে কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থ নিয়োগের সাহায্য করিয়া থাকে। বিল ও সিকিউরিটির জামিনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি অতিরিক্ত বেশী ডিসকাউন্ট আদায় করিতে চান, তবে তাহাতে তাঁহার সুদের নিম্ন ও ব্যবসায়ের অর্থ নিয়োগ করিবার পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। অর্থনৈতিক তত্ত্বাবধারক হিসাবে দেশে তখন তত্ত্বাবধারণই হয়ত ও অবসাদের ভাব সূচিত হইতে আরম্ভ করে। সেই অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া বেশিদেশ ভারতের মত অনুন্নত দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হার অনুরূপভাবে চড়া রাখার কোন অর্থ হয় না। বিশেষ করিয়া বর্তমানে যখন সকল দেশেই 'চীপ মানি' বা সস্তা টাকার যুগ আসিয়াছে এবং এদেশের যখন অল্প-আয়া দেশের সুদের হার কমিয়া আসিয়াছে তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হারকে ক্রমিকভাবে পক্ষকরা তিন টাকার মত উচ্চ সুদে রাখার কোন বিশেষ অসঙ্গত বলা চলে।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল, ৫৯০১

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্তে সকপ্রকার ও বিনিময়ী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-বি।

বাংলার প্রোটেকশন জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯১০ ইঃ

হেড অফিস: ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা; অভিজ্ঞ ও দক্ষতাভিজ্ঞ ব্যবসায়িবর্গের তত্ত্বাবধানের পরিচয় ইহাতে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ মুক্ত আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস:—পাটনা, মোকামা, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ভবানীপুর (কলিঃ), খেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, চাঁদপাই, চট্টগ্রাম, নারিকেলডাঙ্গা, ধর্মতলা, নারকেলডাঙ্গা, নাটোর, নলহাটী, কুমারখালি, ভবানীপুর, বিলনচর, শান্তিপুর ও বহিরাবাদ।

আমানতের সুদ ও সর্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীগণকে সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: জি সি পাল, বি এল

(ফোন—ক্যাল ৪১০১) গ্রাম—ত্রিবেণীয়

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

শিয়ারিংয়ের সুযোগপ্রাপ্ত ভারতের অন্যতম উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস—কলিকাতা, ৬নং লায়ন্স রেঞ্জ। বোম্বে অফিস—১৪নং এসপ্লানেড ষ্ট্রীট।

১। মিঃ পুলিনবন্ধু রায়, অধিকার অব ব্যাঙ্কার, আসানসোল।

২। মিঃ প্রভাংশুভূষণ সেই, ম্যানিজিং, ডাইরেক্টর, কলিকাতা অফিসেস।

৩। মিঃ মদনলাল বাগলা, মার্চেন্ট এণ্ড ব্যাঙ্কার, বিহারাদি।

আমাদের ডিরেক্টর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দালৈ মহাশয়ের সভাপতিত্বে গৌহাটি শাখা খোলা হইয়াছে।

অন্যান্য শাখা

বাংলা, বিহার, ইউ পি এবং আসামের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ আর রায়

এই ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত

পিয়ারলেস লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

সত্বর এজেন্ট এবং অর্গেনাইজার আবশ্যক।

সুদের পরে ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কব্যাঙ্কে নিজ অভাবের কথা উঠিয়াছে। সরকারী আর্থিক পরিকল্পনা পরিষদের বিভিন্ন বিভাগ অর্থসংস্থানের ব্যবস্থাদের দেশের উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু এদেশের শিল্পোন্নতি গতিয়া তুলিতে হইলে সুলভ সুদের ও ক্রেডিটের সুব্যবস্থা প্রয়োজন। দেশে কম সুদে টাকা পাওয়া যায় না বলিয়া অনেকে উপযুক্ত সংখ্যক শিল্প-ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে। অল্প সুদে মিলি লিয়া সুলভ সুযোগ-সুবিধা করা সম্ভব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি মূলধন ও সুযোগসুবিধাসম্পর্কী যার পরিবর্তে সুযোগের অভাবে বহু শিল্প-ব্যবসায়ের কাজ প্রতিবন্ধক হইয়াছে। সুদের পরে সুলভের যাহাতে সেই দুর্দিনের সম্মুখীন হইতে না হয় সেজন্য অন্যান্য বহুদের পরিবর্তনের মত দেশে ক্রেডিট প্রদানের ক্ষেত্রে একটা ক্রমিক পরিবর্তন সৃষ্টি হওয়া উচিত। আর সে উদ্দেশ্যে এখন হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার ক্রমে ক্রমে কমাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা সুবই সঙ্গত। সেইরূপ ব্যবস্থা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত দেশের যে সমস্ত ব্যাঙ্কের যোগাযোগ আছে তাহারা বিল ও সিকিউরিটির জামিনে কম সুদে ঐ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে। সেই প্রকার সুযোগের ফলে দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের প্রয়োজনে সুবিধাজনক সর্তে অধিক অর্থ নিয়োগ করা উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে। দেশের যে সমস্ত ব্যাঙ্কের কাজকারবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাথে সাথে আছে এ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের কম সুদে অর্থ নিয়োগের নীতি তাহা-দিগকেও ক্রমে ক্রমে ঐ দিকে পরিচালিত করিবে। ফলে সকল দিক বিবেচনায় শিল্প ও ব্যবসায় প্রয়োজনে কম আয়াসে এবং সুবিধাজনক সর্তে সুযোগোচিত ঋণ ও অর্থসাহায্য পাওয়ার পথ উন্মোচিত হইবে।

কেবল শিল্প-ব্যবসায় প্রসারের সুযোগই নয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হার হ্রাস করা হইলে এদেশে কম সুদে সরকারী ঋণ তুলিবার সুযোগ সুবিধা হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হার তিন টাকার নিম্নে থাকায় উহার চেয়ে কম সুদে ঋণ-পত্র বিক্রয় করা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে না। ঐ ব্যাঙ্কের হার তিন টাকা হইতে হ্রাস করা হইলে নূতন সরকারী ঋণ-পত্র বাহির করিবার সময় অবাধে কম সুদের হারের অবস্থানুযায়ী ঋণ করিয়া নির্ধারণ করা যাইবে। সেজন্যই এত সরকারকে যখন যে পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিতে হইতেছে তখন কম সুদে সে ঋণ তুলিয়া করিবার যেরূপ তাঁহাদের পক্ষে সুবই সুবিধা বলা চলে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হার হ্রাস করা হইলে দেখা যে সরকারই অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক সর্তে নূতন ঋণপত্র বিক্রয় করিতে পারিবেন তাহা নহে। দেশী সুদের যে সমস্ত সরকারী ঋণপত্র বর্তমানে অপরিশোধিত রহিয়াছে সেই সুযোগে তাঁহারা উহার অবকাশে কম সুদের সর্তে ঋণাদিকিত করিয়া লইতেও সমর্থ হইবেন। বার্ষিক পঞ্চাশ কোটি টাকার ঋণ যে সব ঋণপত্র সম্পর্কে পরিশোধের কোন তারিখ নির্ধারিত নাই তাহার কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর মধ্যে সরকারের ২৩৭ কোটি টাকার ঋণ রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার হ্রাস করা হইলে এই ঋণ অনায়াসেই কম সুদের মধ্যে রূপান্তরিত করা চলে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট সরকারের দেয় সরকারের ৯০০ কোটি টাকার ঋণ জমা রহিয়াছে। সরকারের ইচ্ছা করিলেও ঐ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আরও ৮০।৯০ কোটি টাকা সাময়িক ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এইভাবে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা হাতে লইয়া সরকার প্রথমে এই ঋণ সুদের ঋণপত্রের ক্রেতাদিগকে তিন বছরের মেয়াদী বিলের পরে ঐ টাকা দিয়া তাহাদের পাওনা মিটাইয়া দিবেন। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেডঅফিস—লণ্ডন ডিরেক্টরস্ অফিস—বোম্বাই ক্যালকাটা অফিস ২১১, ক্যানিং ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখাসমূহ—

কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, ফোরফার, ডারবান, জোহানেসবার্গ, ডার্বান ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—বম্বে, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর এবং ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে।

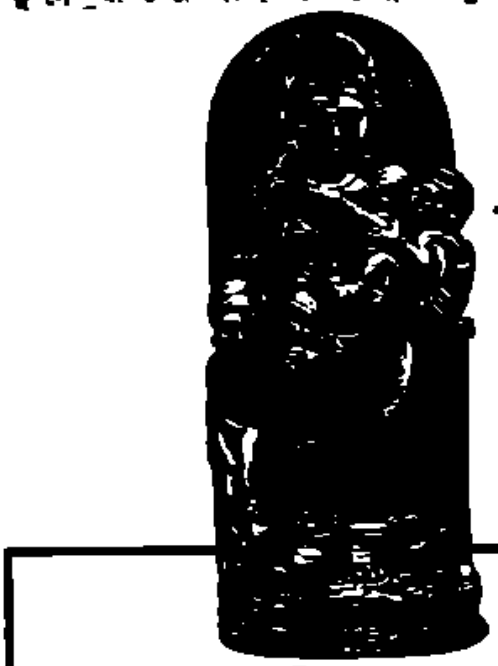

রত্নগর্ভা ভারতীর তরে
ঠাঁই ছিল সুদূরের বন্ধুদের ঘরে

আসাম ও আরাকান—এ দু'খানি রাজ্যের প্রসার অঞ্চলে অধিক সীমান্তে অবস্থানি করীর ১৯৫ পরিবার পাওয়া যায় দেশের পরিচয়। শিল্প, বাস্তবিক আদর্শে—জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে। দুরন্ত-ভারতীয়ের জীবনের প্রসার ও আরাকানের এই প্রকার আদানপ্রদান পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ তাদের প্রাচীন-চর্চার আজও দেখে মনে হয় শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টি যা তাদের দেশেই নিহিতাকিয়া রয়েছিলেন, তার অন্ত-সজল আত্মিনী সৃষ্টি তাদের মুখে স্পর্শ করেছিল। সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে তারত ও দুরন্ত—তাদের এই ঐক্য আজও আছে এবং সাংস্কৃতিক ও অর্থ-নৈতিক তাদের ঘর দুজন সমিতি। তিন শিল্প-পরিচয়ে ঐ তারতের সঙ্গে এই ঐক্যের বাধনকে অটুট রাখা আধুনিক যুগে অসম্ভব। অসম্ভব কথা যেন আজ শিল্প-পরিচয়ে সত্য হয়ে উঠেছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চৌধুরীর পরিচালনায় বন্ধুই তাঁদের শিল্প ঘর-প্রসার যে-পরিচয়ই একটি প্রমাণস্বরূপ প্রতীক।

বঙ্গশ্রী
কটন মিলস্ লিঃ

এ ডি টাম ● ডেলি ব্যাগ—শ্রীযুক্ত নাথ চৌধুরী

মাসিক সঞ্চয়কল্প ২৮৲ টাকা হইতে ৯৲ টাকা পর্যন্ত স্থলে আট হইতে ১৮ বৎসরের বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত পরিমাণ টাকা আদায় পর্যবেক্ষকের হাতে তুলিয়া দিবেন। বয়স অনুযায়ী উপরে যেমন সুদের হার কম করিয়া দিয়াছি, তেমনি আমাদের পরবর্তী স্তরের বোনাস কমাইয়া দেওয়া হইবে। এইভাবে বয়স্কদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে ছাত্রদের সঞ্চয়ের অর্থনীতির একটা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার বলিয়া আশা করি।

কিন্তু এই সুদ-হ্রাসের সবচেয়ে সঙ্কটাপন্ন হইবে বেসরকারী ব্যাঙ্কের সুদের হার হ্রাস করা হইয়া থাকে। সে হিসাবে ৩৪টার উপরে ব্যাঙ্কের হাতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হার সম্বন্ধে কোন কার্যকরী অবলম্বন করা ঠিক হইবে কি না সে বিষয়ে কথা উঠিতে পারে। কিন্তু ইহা বুঝিয়া রাখা উচিত এবং যে, কোন্‌টি পাওয়ার অধিক বাড়িয়া যাওয়ার ফলে এখনো উন্নয়ন বন্ধ হয় নাই—তাহা বন্ধ হইবার সুযোগ দুইটের অবসানের উদ্দিষ্টের বিভিন্ন এলাকায় ঋণদান চলতি মেয়াদ পরিমাণ বৃদ্ধি করার কার্যকরী দিবে। দেশের সাধারণ শিল্প-ব্যবসায়ের সংরক্ষণে এই বাড়তি সুদ বিশেষ কিছুই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। দেশের শিল্প বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা পর্যবেক্ষণ সরবরাহের ক্ষেত্রেই আরও বাড়িয়াছে। ফলে বেসরকারি শিল্প-ব্যবসায়ে লাভের এখন যে বেশী পরিমাণ একটা বিভেদনের দীর্ঘিই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুদ যেই হইবে আশা করা যায় এই বিভেদনের সমাধান হইয়া যাইবে। দেশে শিল্প-ব্যবসায় প্রসারের সুযোগ দেখিতে হইলে ইহার যে বাধাগুলি আছে সুদ হইতে প্রতিবেদন করার ব্যবস্থা করুন। সেজন্য এবার হইতে সুদের হার হ্রাস সম্পর্কে একটা কার্যকরী অবলম্বন করা বিভাগ ব্যাঙ্কের পক্ষে খুব সহজ হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

Sound Advice is always in order

UNITED TRADING AGENCY

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩১ ইং

হেড অফিস :—কদমতলা, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম : "বেঙ্গল" ফোন : সি, বে, ৩৪৬১

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—

বালীগঞ্জ, আলবার্ট মোড়, বেহালা, বড়বাজার, শিয়ালদহ ও হাওড়া।

অন্যান্য ব্রাঞ্চ

বেঙ্গল—কলা, কলেজ, ভবানীপুর, শিয়ালদহ, শিলিগুড়ি, কার্শিয়াং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, মেটেলীবুস, দার্জিলিং, রঙ্গিলপুর, মোমনসিংহ।

বিহার—ধানবাদ, সুলতান, জামসেদপুর-সাক্ষী ও মুসাবনী, রাঙ্গামাটিয়া, সমস্তিপুর (মজঃপুর), রাজেন্দ্রনগর, পাটনা, বাঁকিপুর ষ্ট্রীট।

উড়িষ্যা—পুরী, কটক-বড়বাজার ও চৌধুরী-বাজার, ভদ্রকপুর (বালাসোর), সম্বলপুর, বুরলা ব্রাঞ্চ, বালুপুর।

আসাম—গৌহাটী, তেজপুর (দরং), শিলচর, ডিব্রুগড়।

ইষ্ট পি—ভোলাক, ভোলাপুর।

ডি, পি—মালদহ। সে-অফিস—ইংলিশবাজার (মালদহ)।

এজেন্সীজ—আসাম, বিহার, মাদ্রাজ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ক্যালকাটা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯৪৬

সুপরিচালিত জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস :—৭১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

দক্ষিণ কলিকাতা, খুলনা, কাউখালী, বরিশাল, টাকিঘাট, মৌলবী, বাঁকুড়া,

পুরীতে শীঘ্রই খোলা হইবে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য সুবিধাজনক সর্তে করা হয়।

বিঃ এ কে ঘটক,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

কলিকাতা শাখা—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার সুবিধাদায়ী প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সুনির্মল দত্ত, বি-কম, আই-এ, এফ্‌-আই-এ-এ, এফ্‌-আর-ই-এস (লণ্ডন), জেনারেল ম্যানেজার।

প্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

—শেডুলড্ ডিভিডেণ্ড—

ইং ১৯৪৯ সালে সঞ্চয়ের মাসিক ৯৲ টাকা হারে (আয়কর-রহিত)

এক-ইকীতিম ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

দি লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—ঈশ্বরদী (পাবনা)। কলিকাতা অফিস—২৮, ষ্ট্রাণ্ড রোড।

টেলিগ্রাম :—লয়্যালটোন ফোন : কলি:—৫৭৩৬

শাখা :—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ফুলিপুর, পুরাণবাজার (সিলেট), আলমডাঙ্গা, উজিরাড়ী (ঢাকা) ও সিরাজদিখা (ঢাকা)।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

অমিয় চক্রবর্ত্তী, বি-এল, কলিকাতা এজেন্ট। ||| অমলকুমার দাস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

নাম—মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯৪৮

ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১১৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাভবান হইতে হইলে সঞ্চয় করিতেই হবে।

—শাখা অফিস—

কলতা, কটক, ডায়মণ্ডহারবার, বজ-বজ, নিমতলা, বনহরিশপুর।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

জাহাজের সংখ্যাবৃদ্ধির ও মূতা রেপনির— সম্প্রতি বেঙ্গল চেম্বারস অব কমার্স স্কুল মূতা ব্যবসায়ী ও প্রধান প্রধান শীল্প-শিল্প কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে আলোচনা করিবার জন্য বিঃ এইচ এল মুখার্জি বাঙ্গালার সহকারী-সচিব মহাশয় বর্তমান এবং মূতা রেপনিং-এর ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। মূতার পরিবহণ সুবিধা অভাবের জন্যই জাহাজবাসিদের সাহায্য বর্তমান ও মূতা রেপনিং-এর প্রয়োজন হইয়াছে।

পল্লীর শীল্প-শিল্প উন্নয়নের পরিকল্পনা— সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় বর্তমানেন্টের পার্থিক সচিব জানাইয়াছেন যে, বর্তমানিক শীল্প-শিল্পের পার্শ্ব উন্নয়নে উদ্দেশ্যে একটি সর্বভারতীয় পরিষদ গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত বর্তমানেন্ট বিবেচনা করিতেছেন। উক্ত পরিষদে প্রাদেশিক বর্তমানেন্টের, কেন্দ্রীয় ব্যবসায়ীদের, বস্ত্র-ব্যবসায়ের, কলকারখানাশিল্পের ও মূতা ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

মূতন এক টাকার নোট— সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসের ঘোষণা অনুযায়ী নীচের এক টাকার নোট বাহির করা হইবে। মূতন নোটের আকারের কোন পরিবর্তন হইবে না। তবে নোটের বর্তমান কালোর পরিবর্তে নতুন রঙের ছাপিত হইবে এবং নতুনের ঘোষেরদিকে বড় হাতের 'এ' অক্ষর মূতন বর্ণে ছাপা থাকিবে।

অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বস্ত্র ও কয়লা বিতরণের পরিকল্পনা— বাজেট সচিব মিঃ ই এন মুখার্জির সভাপতিত্বে কে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদিগের এক সভায় সম্প্রতি বাজেট বিবরণের ঘোষণা ঘোষণা করিয়া মিঃ এ বি পাণ্ডুলী, আই-সি-এস জানাইয়াছেন যে, অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বস্ত্র ও কয়লা বিতরণের জন্য ভারত বর্তমানেন্ট ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। কে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি মূলা এই টাকার বস্ত্র ও কয়লা বর্তমানেন্টের নিকট হইতে পাইতে পারিবেন। এই মূলধনে বর্তমানেন্টকে সাহায্য করিবার জন্য একটি কে-সরকারী পরামর্শদাতা কমিটিও গঠিত হইয়াছে।

মার্কিন সরকার কর্তৃক ফুটেজকে বিদ্রোহ ঘোষণা— 'অলাস্টেট আর্মস' পত্রিকার ওয়াশিংটন-স্থিত সংবাদদাতা সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, মার্কিন সরকার ফুটেজকে পাঁচ বছর মেয়াদ ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। সংবাদদাতা আরও বলিয়াছেন যে, বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপারে ফুটেজের ঘাটতি পূরণকল্পে উদ্দেশ্যে বিশেষ তহবিলে ঐ পরিমাণ অর্থ বেতারে প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত পাইপ লাইন— সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্ম যেমের বরা দিয়া তৈল পরার একটি পাইপ লাইন তৈরারে হইতেছে। কলিকাতা হইতে এই পাইপ লাইনটি আসাম হইয়াছে ও আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারগণ উহা তৈরাইয়াছেন। যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে এই পাইপ লাইন নির্মাণ হইয়াছে এবং কেবলমাত্র যুদ্ধকাল পর্যন্তই উহা বাধা হইবে। এই পাইপ লাইন প্রকাশ যে পর্যন্ত লম্বালম্বি হইয়াছে, তাহাতে উহা পৃথিবীর পাইপ লাইনসমূহের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। আমেরিকার বাটলিন্টন (টেক্সাস) হইতে মিঃ আমির সিকেন পর্যন্ত বিস্তৃত ১,৪৮০ মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইনটি বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম পাইপ লাইন। কলিকাতা হইতে ডুলমি পর্যন্ত ১,৮৪০ মাইল পাইপ লাইন তৈরাইলে এই পাইপ লাইনটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইবে। উহা তখন পৃথিবীর দ্বিতীয় পাইপ লাইন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে। এশিয়া মহাদেশে তখন ইঞ্জিনিয়ারিং বৈদ্যুতোপ বিশ্ব হইতে পৃথিবীতে দীর্ঘতম পাইপ লাইন হইবে।

ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধ— মিঃ ইউ-কেন পার্লামেন্ট মেম্বর বিলাত ইন্সটিটিউটের পার্থিক কার্যনির্বাহকীতে এক একটি মূতন ঔষধ নির্মিত হইয়াছে, যাহার ফলে রক্ত ও মানুষের শরীর ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ক্ষমতা অর্জিত হইতে পারে। এই মূতন ঔষধটির বিষয় সংবাদ যুদ্ধকালীন অন্যান্য আবিষ্কারের ন্যায় গোপন রাখা হইয়াছে। মিউইয়র্ক প্রবাসীর ব্রহ্মদেশের ইন্সটিটিউট ডাক্তার পাতালের প্রফেসর ডিয়েটিন এবং পর্যবেক্ষণে 'মেডিকেল কোর'এর অন্তর্ভুক্ত ক্যাপ্টেন ইমান এই বিষয়ে গবেষণার ইন্সটিটিউটের বিশেষজ্ঞ বোর্ড ঔষধটির বিলাত কার্যকলিনের মেডিকেল-রূপে যে বিশেষ আবশ্যিকতা লক্ষিত করিয়াছেন তাহাতে আশা করা যায় যে, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ঔষধ এখন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে যে, অন্যান্য-দেশবাসী ব্যবহারী প্রতিষ্ঠান ঔষধ টিকা মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করিলে কি ফল দিয়াছিল তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

কলিকাতায় যাতায়াত আমদানী— সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হইয়াছে যে, ই আই রেলওয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে ২,৩০৭ খানি মাল গাড়ি-সহ ৩৩,৮০৩ টন মাল, সরকারী দ্রব্য, চাউল, বাজ প্রভৃতি যাতায়াত কলিকাতায় আমদানী করা হইয়াছে। এছাড়া আরও ১,২১৮ খানি যাতায়াত কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে। ঐ দুই-দেশের পরিমাণ জানা যায় নাই।

বস্ত্রের উপর শুল্ক বাংলা সরকারের দাবি— প্রধান, বাংলা সরকারের পক্ষে মাননীয় বিনা তুলা বস্ত্রের উপর কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করিবার জন্য বর্তমান বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকার ব্যয় অনুমোদন করিয়াছেন।

বড়াইটের আসন্নপরিষদে ব্রহ্মবংশোদ্ভব সম্ভাবনা— সম্প্রতি 'ডেল' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, লিবারিয়ানের মিঃ এস এস বার্কারে বড়াইটের আসন পরিষদে ব্রহ্মবংশোদ্ভব হইবে। কিন্তু মিঃ বার্কার মিঃ এস এস বার্কারের সঙ্গে সম্পর্কের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়াছেন। 'ডেল' পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদে একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

আমেরিকার ম্যালেরিয়া, বসন্ত ও অন্যান্য রোগলীলা— গতীয় বাঙ্গলা পরিষদের পত্র ২১শে ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে এক প্রশ্নের উত্তরে জানানো হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের প্রথম তিন মাসে বাঙ্গলাদেশে ম্যালেরিয়ায় ২,৪৯,৬১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ফেব্রুয়ারির শেষের ৩ মাসে বসন্ত রোগে ৩৩,৪১৫ জন এবং কলেরায় ২২,৩৭৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

কংগ্রেসী আন্দোলন সম্পর্কিত রাজনৈতিক বন্দী— সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বাঙ্গলা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে জানানো হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের ১লা আগস্টের পর্যন্ত গ্রেপ্তার বিভিন্ন আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসী আন্দোলনের সম্পর্কে ১২,৩৭৩ জন রাজনৈতিক বন্দী এখনও কারাগারে ভোগ করিতেছেন। এই অভিযোগ কমিটি ওয়ার্কিং পর এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সরকারের এই অভিযোগ মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

প্রেসের লভ্যাংশ মুক্তি— গত ২১শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা-প্রেসের অন্যতম লভ্যাংশ এবং প্রেসটির অধি ৫৫ হইয়াছে। ঐ সংবাদে প্রকাশ প্রেস কর্তৃপক্ষ কি না তাহা এখনও নির্ধারণ নির্ণয় হয় নাই। 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড মেডিসিন' ফলের বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ কি পাঞ্জা সম্প্রতি আমেরিকা পরিদর্শন প্রেসের বৈজ্ঞানিক সংবাদ আনয়ন করা হয়। প্রেসটির পরিচালনা-ভার তাহা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের আশা বিভাগ করিয়া প্রেসের প্রতিষ্ঠানের প্রচারে অনেকটা হইয়াছে এবং আশা করা যায়, প্রেসের উৎপাদন বিক্রয়ের ও লোক প্রেসের অধিকারকে

মাতা ও শিশু

প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যেই শিল্পীরা অধিক সংখ্যক মূর্তি নির্মাণকরি একত্র করিলে দেখা যাইবে তাহাদের পরিচালনকে একটি বিষয় অত্যন্তাধিক করিয়াছে—সে বিষয় মাতা ও শিশু। ইহার কিছুর এক মানুষী লক্ষিত যে, মূলে মূলে মানুষের ঐক্যবিধান শিল্পীরা তাহা শিল্পকর্ম করিতে পারে নাই। শিল্পকর্মের সাহিত্যের এই পবিত্র ভাবের মহিমা মানুষের অন্তরকে নিবিড়ভাবে অধিকার করিয়া আছে। অধিকাংশ পৃথিবী-ইতিহাস যেমন কিন্তু নীতিকে পূর্ণভাবে ভাবে না, আমাদের দেশে মনোজ্ঞ ও ভূতের কাহিনী নিয়মন অসম্ভব ঘনঘোর পরী করিয়াছে। মাতা ও শিশুর বিভিন্ন ভাবের প্রতি মানুষের অন্তরের শ্রদ্ধা ও অন্তরাগ অসম্পূর্ণ, তাহার পরীর পরীক্ষণের অর্থ ও মহিমা এই লক্ষিত ভাবের মধ্যে নিহিত।

কিন্তু মাতা ও শিশুর এ চিত্র কি শুধু কল্পনার অন্তরেই মধুর হইয়া থাকিবে? বাস্তব জীবনে কি এ চিত্র সত্য হইয়া থাকিবে না? ঘর প্রস্তুত শিশু, আত্মোজ্জ্বল পবিত্র মাতৃমূর্তি—এই অমরাবতী সত্যরূপে দেখিবার জন্য কি আমাদের চিত্তপ্রাণের আকুল আশা আমরা উপায় নাই? বাঙ্গলাদেশের প্রতিদিনের চারিদিক ও সেই অন্তরেই আছে। শিল্পীকে আজ তাহার আসন খুঁজিতে যে মধুর মূর্তি গড়িতে হইবে। চারিদিকে তবু, বিশ্রী মাতৃমূর্তি—সমস্ত মানুষের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু নাই জ্যোতি, নাই ঘরোয়া। রোগযন্ত্রণী এই দুঃখের প্রতি তবু দুর্দিন পরিষ্কার রাখিয়া তবু কল্পনায় কেমন করিয়া আমরা সান্ত্বনা পাইতে পারি? সেই কল্পনা উপাদেয়ই বা কিসের আশ্রয়ে?

নিজের আদর্শের কথা যা হয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু মাতা ও শিশুর কল্যাণ সম্বন্ধে অবিলম্বে অবহিত না হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিই যে ক্ষয় হইয়া যাইবে। চারিদিকে তাকাইলে দেখিতে পাই কিন্তু এ বিষয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ি, তাহারা শুধু নিয়ে নয়, ব্যবহারিক জীবনের মানুষের ব্যবহারে নিয়েও আছে। আমাদের দেশের অবস্থার যে একেবারে পরিবর্তিত হয় নাই তাহা নয়। অনিবার্য মানুষ, অসহায়ের পীড়ন হয় প্রভৃতি সমস্যে আমাদের অনেকের ব্যবস্থাইছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছুই বাকী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার দোহাই দিয়া নিজেকে না ভাসিয়া অন্তত কিছু পরিমাণ আমাদের অধিকে হইবে। অসহায়ের মধ্যে প্রসূতি-কল্যাণের জন্য প্রচার করিতে হইবে। যেসব শিশির বাস্তবে সমস্যা মানুষের কাছে সেই নিয়ে দৃষ্টি দিতে হইবে। নিজেদের হইতে উন্নয়ের প্রথা অনেক দূর হইলেও সে অবস্থা না আসিয়া উপায় নাই। বিশ্বাসঘাতক পরীক্ষিত উন্নয়ের সমস্যে সমস্যা প্রচারিত হওয়া উচিত, যেসব সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান গড়া এবং প্রসবের পর প্রসূতির ও-ভাষা উন্নয়ের জন্য "আইসো-কর্ণ" —এই উন্নয়ের অবাধ প্রচারের আশা করিয়া।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৮এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডেপুটেশন—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

নিরাপত্তার এবং জাতির সেবায়

ভারতীয় ষ্টেট ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

গ্রাম— হেড অফিস— ফোন—

পেমেণ্ট ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ক্যাল—২৪৪৬

অন্যান্য শাখা

আমবাজার, বড়বাজার, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট, পোস্তা, আলীপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, বাগবাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, -অরিলপুর, ডালহাউসী, কুষ্টীয়া, খোশালদি, কুমিল্লা, আশুগঞ্জবাড়িয়া, পাবনা, আমাদমোল, ভোলা, বৌবাজার, চৌরঙ্গী, কোরমাটোলা, বরিশাল, সিলেট, ভরিদপুর, খোলাবাড়ী, ইটওয়ারী, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, রায়পুরা, পাইকা, বাজরা, গোলাপগঞ্জ, বেনারস, ভরনগর-মল্লিকপুর, সিলেট, মজঃফরপুর, ভিলপুকিয়া, ভিক্রমপুর, ভেরপুর, চাঁদপুর, কাছিয়ার, আরা, জলপাইগুড়ি, মহম্মদালিয়া, ভৈরব, অম্বিকেবাড়ি।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ক্রীমিরিশচন্দ্র বসু, এম-এ, বি-এল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সামান্য সঞ্চয়ও জীবনে শান্তি আনে

টাকা রোজগার করার চেয়ে টাকা জমানোই বেশী শক্ত। অধিকাংশ লোকই টাকা সঞ্চয় করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু নানা গোলমালে শেষ পর্য্যন্ত সঞ্চয় করা হয়ে ওঠে না। দুর্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় থাকা খুবই উচিৎ। জীবনবীমা সঞ্চয়ের সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ এবং এর সাহায্যে সঞ্চয় করা খুবই সহজসাধ্য। বৃদ্ধ বয়সে কিম্বা দুর্দিনে যখন টাকার প্রয়োজন খুব বেশী করে বোধ হয়, তখন জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। কম খরচে বেশী টাকা জমাতে হলে ডোমিনিয়নে জীবনবীমা করুন।

ডোমিনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই ঘোষণা বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। শিল্পীদের অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মিগণের বিষয়টি আশু বিবেচনা করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবিকার্য্য হস্তান্তর বিল—১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় যাহা সাধারণের চোখে যে সমস্ত ব্যক্তি আসামের মুদ্রাস্ফীতি বিষয় করিতে পারা হইয়াছিল, তাহারা আসামে তাহাদের মুদ্রাস্ফীতি কিনিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারে, তদ্বিষয়ে হস্তান্তর বিলে আমার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিলে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ টাকার বেশী নয় এই রূপ নোট ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তি আসামের অধি হস্তান্তর করিতে পারা হইয়াছিল তাহারা যদি আগামী ১৯৪৪ সালের ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে কামরূপীয়ের নিকট দরখাস্ত করে এবং কামরূপীয় যদি বুঝিতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট পরিবারেরই প্রকৃতপক্ষে এত টাকা অধি প্রয়োজন অন্যথায় তাহা হইলে কামরূপীয় মুদ্রাস্ফীতি হইতেছে অধি প্রয়োজন করিবার আদেশ দিতে পারিবেন। টাকা ফেরত দান করিবার বিশিষ্ট ব্যবস্থাদি ৩০শে আগষ্ট মধ্যে অর্থ পরিষদে অর্পিত হইবে।

বাংলার সৌখার বিভাগ—সম্প্রতি বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড নিঃ যে কি নিম্নলিখিত এক সমস্ত ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্তরূপে হইবার করিয়াছেন যে, সৌখা ব্যাঙ্ক বিলের বেঙ্গল ৫০,০০০ সৌখা ব্যাঙ্ক করা হয়। তাহার মধ্যে ৩,৩৫৪ খানি সৌখা বিলিয়া দেওয়া হইয়াছে, ৩,৪৮৮ খানা সৌখা সম্প্রতি যে সরকারী কর্ম্মচারীকে দেওয়া হইয়াছে এবং ১,৪০৫ খানা সৌখা অধিকা করা হিসাবে বিক্রয় করা হইয়াছে। বাকিগুলির সম্বন্ধে আর উল্লেখ করা হয় নাই।

বেঙ্গল ইন্ডিয়ানিটি কোম্পানীর কাজ—ভারতীয় সাধারণ জনগণ যাহাতে বিভিন্নের বিশেষ সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বেঙ্গল ইন্ডিয়ানিটি কোম্পানী উন্নতির দিকে ও নিত্য নতুন সুবিধার আয়োজন করিতেছেন। ফলতঃ, অতি সামান্য বিমার, বৈশাখের ও, জীবনের ও, বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন বিমার সুবিধা বিস্তারের বহুমুখী আয়োজন করা বেঙ্গল ইন্ডিয়ানিটি কোম্পানী ১৯৪৩ সালের কার্য্যের চালাইয়া যাইতেছেন। ইহাদের বিভিন্ন বিভাগ যথা—এসিড ইন্সিওরেন্স, বেঙ্গল ইন্ডিয়ানিটি, বেঙ্গল ইন্ডিয়ানিটি বোনাস, মুদ্রা ও ইন্সিওরেন্স ইন্সিওরেন্স ও ইন্সিওরেন্সের কার্য্য ও ইন্সিওরেন্স ব্যবসায় সাধারণ ব্যবসা নিযুক্ত আছেন। এজন্যই বেঙ্গল ইন্ডিয়ানিটি কোম্পানীর ইন্সিওরেন্স সাধারণের জন্য উপযোগিতা বিশেষ আকর্ষণ করে এবং লক্ষ টাকার এতটি সম্পত্তি ভোগ করিতেছে।

যুদ্ধোত্তরকালে জাহাজ পরিচালনা—আমেরী যুদ্ধ বিভাগের ভোগের ভোগদখলে বিশিষ্ট অধিক ব্যক্তিরা। যুদ্ধোত্তর জাহাজ পরিচালনা ভীতি বিশেষের কর্মিগণ এক অধিবেশন হইবে। তাহাদের উদ্দেশ্যসাধন জাহাজ চালনা ব্যবস্থা বিষয়, সমুদ্রপথ ও যুদ্ধ আইনের বেসামরিক ব্যবহার জাহাজে সমুদ্রযাত্রীদের ব্যাপারে ব্যবহারে কাহাদের কার্য্য পরিচালনা এবং ব্যবস্থা এবং সমুদ্র ব্যবস্থা এই সকল আলোচনা করিবার জন্য বেঙ্গল সাধারণ কর্ম্মিগণ বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হইবে।

ভারতীয় বেসামরিক-বেতন ব্যয় বৃদ্ধি—বেতন বাবদে ৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা এবং অধিকন্তু ভাতা বাবদে ২০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিবার বেতনের পরিমাণের বেতন ও পরিবর্দ্ধিত বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত ভাবে অতিরিক্ত ব্যয় করা হইবে :—

বেতনের ব্যয় সংশোধন—১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। অতিরিক্ত ভাতাবৃদ্ধি—৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। নূতন বিভাগীয় ব্যয়—১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। শিল্পীদের ভাতা—১০ লক্ষ টাকা। বাংলার জন্য বেতনবৃদ্ধিতে বেশ অর্থ—৫৫ হাজার টাকা। অন্যান্য বাবদের অর্থ সম্বন্ধে ব্যয়—৬৫ হাজার টাকা।

যুগ্মসচিব ও সহকারী অফিসারের মুক্তি-লাভ—সম্প্রতি বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিবালয়ে যুগ্মসচিব মিঃ এ. এন. সেনগুপ্ত এবং সেক্রেটারিয়েট বিভাগের যুগ্মসচিব মিঃ এস. মুখার্জী এবং সহকারী সচিবদ্বয় মিঃ এস. ঘোষ ও মিঃ এস. সেনগুপ্তকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বিনা বিচারে বন্দী করিবার ক্ষমতা সম্পর্কে ভারত রক্ষা বিধানের ৩১ (১) ধারা অনুসারে পরামর্শদাতার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহারা এক পরামর্শদাতার নিকটে মুক্তি দিবার আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ভারত রক্ষা বিধানের ২৯৯ ধারাক্রমে পরামর্শদাতার নিকটে পুনরায় প্রেরণ করা হইয়াছিল।

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন—সরকার গত ৬ই মে তারিখে আগামী ১৯৫০ সালের ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন সংশোধনের জন্য আবেদন আহ্বান করিবেন এই ঘোষণা দিয়া বিবৃতি দিয়াছেন। এই সংশোধনগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্বার্থানুকূলভাবে করিয়া লইবার চেষ্টা হইবে।

সস্তা অঞ্চলে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ—সম্প্রতি ভারত সরকারের বেতার বিভাগের সচিব মিঃ এস. দত্তের সভাপতিত্বে ট্রেন্স সংযোগের পরিচালকদের এক সভায় আগামী পাঁচ বৎসরে সস্তায় বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের এক পরিকল্পনার কথা বিবৃত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সস্তা অঞ্চলের সকল অঞ্চলেরই সুবিধা হইবে এবং সস্তা অঞ্চলের শিল্পগুলি তখন সস্তায় বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ-শক্তির মূল্য এক আনার বেশী হইবে না। পরিকল্পনাটী সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করিয়া পেশ করা হইবে। প্রস্তাবিত কয়েকটী সংযোগ এবং বর্তমান পরিবর্তনের ফলে কয়েকটিকে আনা যে সম্ভব হইবে তাহা বিবৃতিতে বলা হইয়াছে।

প্রাদেশিক ট্রেজারীতে কন্ট্রোলার নিযুক্তি—ভারতসরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশের ট্রেজারীতে কন্ট্রোলার নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই তিনটি প্রদেশে কন্ট্রোলার নিযুক্ত করা হইবে। ইহাদের মুখ্য কার্য হইবে প্রাদেশিক ট্রেজারীগুলির হিসাব পরীক্ষা করা। প্রাদেশিক ট্রেজারীর কন্ট্রোলার নিযুক্তি—ভারতসরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশের ট্রেজারীতে কন্ট্রোলার নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই তিনটি প্রদেশে কন্ট্রোলার নিযুক্ত করা হইবে। ইহাদের মুখ্য কার্য হইবে প্রাদেশিক ট্রেজারীগুলির হিসাব পরীক্ষা করা। প্রাদেশিক ট্রেজারীর কন্ট্রোলার নিযুক্তি—ভারতসরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশের ট্রেজারীতে কন্ট্রোলার নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই তিনটি প্রদেশে কন্ট্রোলার নিযুক্ত করা হইবে। ইহাদের মুখ্য কার্য হইবে প্রাদেশিক ট্রেজারীগুলির হিসাব পরীক্ষা করা।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

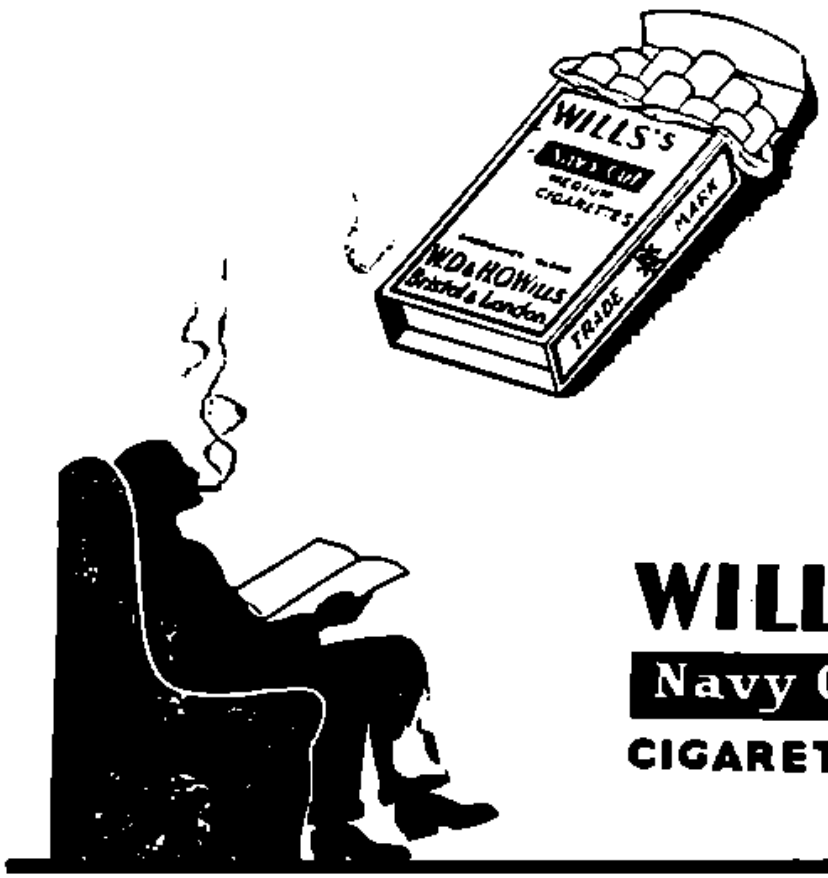

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

পুস্তক-পরিচয়

বাজেট ও ইকনমিক্স—শ্রীযোগানন্দ বিশ্বাসী, বি-এল, প্রণীত। প্রকাশক মিঃ এস্ক প্রকাশনী, ৩, শ্যামাচরণ সেন, কলিকাতা। মূল্য ।৷০ আনা।

বর্ত্তমান যুদ্ধে যে সকল ইকনমিক্স উদ্ভবের সৃষ্টি প্রকৃত হয়েছিল এবং যে সকল ইকনমিক্স এখনও হয়েছে, তাহাদের কারণ কি উপায়ে, প্রমাণাদি তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে আলোচনা করা হইয়াছে। যে বিষয়বস্তু ভিত্তিতে 'বাজেট ও ইকনমিক্স' লিখিত হইয়াছে তাহা অর্থনীতি শাস্ত্রের একটি জটিল অধ্যায়। অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রতিটি বিভিন্ন জটিল অধ্যায়ের সমাধান অর্থনীতিবিদের যোগ্যতার পরিচয় তোলাই প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য।

ইকনমিক্সের সমস্যা সমাধানে যুদ্ধে পৃথিবীর অগ্রগতি প্রকাশ পেয়েছে। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন প্রকার যাহা করা হইয়াছে, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের এই সম্বন্ধে মন্তব্য যাহা ইকনমিক্সগুলির সমাধানে যোগ্য-ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যবস্থাই যাহা হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতির উপর হইতেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলি উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। শাসিত এবং শোষিত হইয়া আসিতেছে। অথচ ইহার কোন প্রতিকার বিশেষজ্ঞগণের উপর ভার-ভারের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে হয় নাই। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তাহারই কারণ বিশ্লেষণের সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের মতে বস্তুতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অবসান হইয়া পুঁজি এবং মূলধন যেদিন সমাজের সম্পত্তি হইবে, তখনই শুধু উপনিবেশের মূলধন বিদেশের পরিবর্তে অনুন্নতদেশের অন্যান্যের জন্য সংগঠনমূলক সম্ভব হইবে।

বক্তব্যের সঙ্গে উপনিবেশের সমস্ত বিষয়ে অবলীলাক্রমে অতিরিক্ত আলোচনা প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে তাহা অতি সহজেই জানা যায়। এই জটিল বিষয় আলোচনা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত যোগানন্দ বিশ্বাসী যে পারিপাট্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ব্রিটেনের বন্ধ্যা-বাণিজ্য অবস্থা—১৯৩৮ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের আগের বৎসরে ব্রিটেন হইতে মোট ৪১ কোটি পাউণ্ড মূল্যের বাণিজ্য-পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪৩ সালে ইহা প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া মাত্র ২০ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়িয়া আসিয়াছে।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোবেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৩৭ কলিঃ
" :—১৮৯২ কাটরী
টেলিগ্রাম—"ক্টীমরাজী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অক্ষয় কুমার লাহা
বং

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : কুমিল্লা | কলিকাতা প্রধান শাখা—৩নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট | স্থাপিত ১৯১৮

কলিকাতার অন্যান্য শাখা :—বড়বাজার, হাইকোর্ট, দক্ষিণ কলিকাতা ও হাটখোলা
বিউইরক এজেন্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক
অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্ট :—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ
লণ্ডন এজেন্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ
এজেন্সী :—মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি দত্ত, এম-এল-সি

সি টি ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা
ভাগবাজার ও ময়মনসিংহ

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার—শ্রীশিবচন্দ্র বিশ্বাস

ইহা প্রস্পেক্টাস নহে—ঘোষণা মাত্র।

জেনারেল উলেন এণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :—১১নং ব্যানর্জিটাট রো, কলিকাতা।
কাটাগী :—কালীঘাট, কলিকাতা

বর্ত্তমানে বিক্রয়কল্পে মূলধন
এক লক্ষ টাকা মাত্র
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

বৎসর	অর্ডিনারী শেয়ার	প্রেফারেন্স শেয়ার
১৯৪২-৪৩	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ৭৲ টাকা
১৯৪৩-৪৪	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ৭৲ টাকা

এই শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারতবর্ষে আইনের ৮৮-এ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদ্বারে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার আর্থিক দিকটার দায়ে অথবা কোনরূপ বিবৃতি অথবা মতামতের সমর্থন সম্বন্ধে কোন বাধিত হইতেছেন না।

মেট্রোপলিটনের ক্রমোন্নতির পরিচয়

বৃদ্ধির বীমার পরিমাণ	বার্ষী প্রদানের পরিমাণ (১ম বৎসর হইতে মোট পরিমাণ)
১ম বৎসর ১৯৩১	
প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা	২ হাজার টাকা
৭ম বৎসর ১৯৩৬	
৭০ লক্ষ টাকার উপর	২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকার উপর
১৩শ বৎসর ১৯৪৩	
১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার উপর	১২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকার উপর

দি
মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ এবং সাব-অফিসসমূহ :—
বাওড়া, ঢাকা, চাঁদপুর, শিলং, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ।
আপনাইজিং কেন্দ্র ভারতের সর্ব্বত্র।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

গত ২০শে নভেম্বর ৩১নং বন্ধুবন্ধু ষ্ট্রীটে মুখিয়ার ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মুখিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস পি দত্ত, এম-এল-সি, মহাশয় ফিতা কাটিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সভায় সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানান্তে সভাপতি মহাশয় ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ অবিনাশ বসুমল্লিকের কর্মনিষ্ঠার প্রশংসা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার সুপরিচালনার গুণে ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। মুখার্জ্জি ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনী মিঃ যে কে মিত্রাল, বে-সি, মহাশয় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডে যোগদান করায় উপস্থিত সভ তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

নূতন বীমা কোম্পানী

মোহাইলা লেন্ড, লন্ড্রি এণ্ড ডায়ারিস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি বি মোহাইলা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৮এ পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। কেমিক্যেল ধৌত এবং লেন্ড ধৌতাদী ও বিক্রয়।

অম্বিকা ইলেকট্রিক ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস বি দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৯এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারস্।

ওয়েষ্টার্ণ অক্সি-এ্যাসেটিলিন ইলেক্ট্রিক ওয়েল্ডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এন ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ওয়েল্ডিং (লৌহ কারার্য্য)।

মাধবলা-গোবিন্দপুর কোলিয়ারিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ জমিল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৩ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৪ লক্ষ টাকা। কয়লা খনির মালিকানা।

সীতল এণ্ড ফাইব্রোলাইজার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি ভট্টাচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস ৭১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। বাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

দি উড়িষ্যা মিনারেলস ডেভেলপমেণ্ট কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৲ টাকা। **আর্য্যী জুট কোং লিঃ**—গত ৯০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪৲ টাকা। **হেস্তো কোল কিল্ডস্ লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০০ আনা। **লোহিরাম জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৲ টাকা। **দি কোচী ষ্টেট্রিয়াম জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। **দি কোচী ষ্টেট্রিয়াম জুট কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। **এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৲ আনা। **দি আলিয়া কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০ আনা। **ক্লিফ এণ্ড ড্রুক কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। **কোন্নগর এণ্ড রামরফ লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। **শ্রীরামপুর কোল কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪৲ আনা। **জেমিনি ফটন এণ্ড জেনারেল মিলস্ লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৯৲ টাকা ঘোষণার প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৯৲ টাকা। **আরতাজা কেমিক্যেল ওয়ার্কস্ লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। **দি সেন্ট্রাল জুটমেণ্ড কোল কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৯৲ আনা। **ফুলঝরাটী কোল কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড
হেড অফিস—এনং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা
১৯১ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
—আমাদের বৈশিষ্ট্য—
সকল প্রকার ক্ষতিপূরণ ... ... নিম্নতম বীমা সর্ত
অল্প প্রিমিয়ামের হার ... ... অধিকতম বীমা প্রদানী (Settlement)
ব্যবস্থাদির জন্য ডিরেক্টরের ও অফিসের সহিত আজই যোগাযোগ করুন। বীমাকারীদের নিকট আবেদন করুন।

বুদ্ধদেব বসু

আমরা অনেক আগে বুদ্ধদেব বসু লক্ষ্য করিয়াছি। সাহিত্যে তাঁহার আবির্ভাব হইল, তখন হইতে তিনি যে ইংরাজির অধ্যাপকতার পথটি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কৃতিত্ব দিতে হইবে। এ-কথা আমরা বলি না যে, বুদ্ধদেব বসু যে-কোন অধ্যাপকের মতো হইবেন। এই দুটি শব্দের অন্তর্নিহিত বুদ্ধদেব বসুকে বিচার করিতে হইবে, কিন্তু সাধারণ অধ্যাপকের মতো তিনি ছাত্রদের অধ্যাপনা করা একটা সাধারণ কর্তব্য বলিয়া মনে করেন না। সাহিত্যের একটা বড়ো বিভাগ তিনি নিজে বাছিয়া লইয়াছেন। সাধারণ সাহিত্যিক সমাজে না হোলেও, বুদ্ধদেব বসু তাঁহার ছাত্রদের কাছে, এবং আধুনিক সাহিত্যের যাহারা অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাঁহাদের কাছে, একটি বিশেষ প্রকার সাহিত্যিক-শ্রেষ্ঠী বলে ইতিমধ্যে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে এমন ধারণা হইয়াছে যে, তিনি যাহা লিখিবেন তাহা সাধারণ লেখা হইবে না, তাহা সাহিত্যের উচ্চ আসনে বসিবার যোগ্য হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে এই ধারণা সৃষ্টি করিতে তাঁহার নিজের লেখা ছাড়া আর কিছুর সাহায্য লইতে হয় নাই। তাঁহার লেখা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে-সকল প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান প্রশ্ন এই যে, তিনি কি সাহিত্যের কোনো নূতন পথ আবিষ্কার করিতে চাহিতেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব বসুর লেখা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলে ভালো হয়। তিনি বলিতেছেন—

> "আমার মনে হয় যে, আমার কাজ নতুন কিছু সৃষ্টি করা নয়, যা আছে তাকে ভালো করে বোঝা, তার সমস্ত সম্ভাবনাকে উদ্ঘাটিত করা। আমার মনে হয় যে, আমাদের সাহিত্যে এখন সবচেয়ে দরকার সমালোচনা, আর সমালোচনা বলতে আমি বুঝি না ভালো-মন্দ বিচার, বা কোনো লেখকের স্থান নির্ণয় করা, আমি বুঝি ব্যাখ্যা করা, বিশ্লেষণ করা, আমাদের সাহিত্যের যা-কিছু ভালো তাকে ভালো বলে প্রমাণ করা, আর যা-কিছু মন্দ তাকে মন্দ বলে প্রমাণ করা। আমাদের সাহিত্যে এখন এমন একটি লোক দরকার, যিনি আমাদের সমস্ত লেখা পড়বেন, আর পড়ে আমাদের বলে দেবেন কোন্‌ লেখাটা ভালো হয়েছে, কোন্‌ লেখাটা মন্দ হয়েছে, কেন ভালো হয়েছে, কেন মন্দ হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে এখন এমন একটি লোক দরকার, যিনি আমাদের সমস্ত লেখা পড়বেন, আর পড়ে আমাদের বলে দেবেন কোন্‌ লেখাটা ভালো হয়েছে, কোন্‌ লেখাটা মন্দ হয়েছে, কেন ভালো হয়েছে, কেন মন্দ হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে এখন এমন একটি লোক দরকার, যিনি আমাদের সমস্ত লেখা পড়বেন, আর পড়ে আমাদের বলে দেবেন কোন্‌ লেখাটা ভালো হয়েছে, কোন্‌ লেখাটা মন্দ হয়েছে, কেন ভালো হয়েছে, কেন মন্দ হয়েছে।"

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী
আর্য্যস্থানে
বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকায়
সংস্থিতি ও আয়করের গুরু-
ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স বিল্ডিং
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৩শে নভেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে মুদ্রা সরবরাহের কৃত্রিম অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে স্বেচ্ছাধীন দেখা গিয়াছে এবং বাজারসূদের হার ১৫ দিবসব্যাপী পরিশোধের সর্ত্তে অনেক সুদের হার কলিকাতার সওকরা ৩৷৷ আনা ও বোম্বাইয়ে সওকরা ।৷৷ আনাই ছিল।

গত ২৩শে নভেম্বর ভারত সরকার বন্ধুক আইন ছিল যাদের বেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৷৷৵৩ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ১৯৷৷৵৩ মূল্যের সওকরা হারে ৯৯ কোটি আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা মূল্যের হার বার্ষিক সওকরা ।৷৷ আনা হিসাবে ধরা হইয়াছে।

আগামী ২৩শে নভেম্বর মেয়াদ ১১৷৷ (ট্রেজারী সপ্তাহ) সপ্তাহ মেয়াদীয়ে এবং ৭৯শে নভেম্বর তারিখে ৩৷৷ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণের জন্য ভারত সরকার বন্ধুক আইন ছিল যাদের বেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

গত ১৭ই নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে মোট ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ইণ্ডিয়ার ইস্যা বিভাগের সমক্ষে বিক্রীত হইয়াছে।

বিভিন্ন-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি রেট (প্রতি টাকায়)	১ পাই ৩৫৭ শেয়ার
ঐ লণ্ডন	১ পাই ৩৫৭ শেয়ার
ডি এ ডিমাণ্ড বাস্ (,,)	১ পাই ৩৫ শেয়ার
ডি এ টার্ম বাস্ (,,)	১ পাই ৩৫৮ শেয়ার
বম্বাই	১৯৷৷৵৩

ডিস্কাউণ্ট ব্যাঙ্কের হিসাব :—বিভিন্ন ব্যাঙ্কের গত ১৭ই নভেম্বরের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের ১৯টি মেম্বারের দায়িত্ব ছিল ১৭২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। গত ১৩ই নভেম্বর ব্যাঙ্ক সওকারের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হাতে ও স্বাধী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ও ১৯৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৩শে নভেম্বর—গত সপ্তাহে বাদল কলিকাতার শেয়ার-বাজারে যে ক্রিয়াকলাপ চলিয়াছে তাহা অত্যন্ত অবিশ্বাস্য। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা-আমাদের বিভিন্নতি হইয়াছে এবং সাধারণ সর্বে এ সপ্তাহে বাজারে উল্লেখযোগ্য উৎসাহ দেখা গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে কয়লার খনির এবং চটকলের শেয়ারের চাহিদাই বেশী দেখা যায় এবং অন্যান্য প্রায় সকল শেয়ারেই আশাপ্রদ কারবার হইয়াছে। বোম্বাইয়ের শেয়ার-বাজারে বিভিন্নতা রহিয়া যে স্বেচ্ছাধীন দেখা যাইতেছিল এখনও তাহার বিশেষ কোন অভাব কলিকাতায় আমাদের গোচর হয় নাই; আমরা কথা বর্ত্তমান সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারের সমাধান বিভিন্নতি হইয়া যথেষ্ট কর্ম্মচঞ্চলতা লক্ষিত হইয়াছে। যাহা সরকার এতদিন সর্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের প্রস্তাবে আসন্নতি জ্ঞাপন করায় ট্রাম কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে অনাগ্রহভাবের যে আরও দেখা যাইতেছিল তাহা তিরিত হইয়া গিয়াছে এবং উক্ত শেয়ারের মূল্যও অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য ঋণপত্রসমূহের মধ্যে কেনা-বেচা হইয়াছে এবং মূল্যের দিক হইতেও অধিকাংশে অপরিবর্ত্তিত ছিল। ৪% সুদের কোম্পানীর কাগজ সপ্তাহের অধিকাংশ সময় ১০০৲ টাকার সপ্তাহ উর্দ্ধে বিক্রীত হইয়াছে। অদ্যকার বেলাশেষে অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় বাজারে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

৪৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৬০) ১০৫।৷ আনায়, ৪৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৫৩-৫৫) ১০৩৷৷ আনায়, ৪৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৬৯-৭১) ১০৪৲ টাকায় এবং ৪৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৪০) ১০৩৲ টাকার আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের কোন কাজ হয় নাই।

ব্যাঙ্ক—কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের স্বেচ্ছাধীনের প্রভাবে আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্ক-সমূহের শেয়ারেও আশাপ্রদ কারবার হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে কাপড়ের কলের শেয়ার-সমূহের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল। বাজারে কাশীপুর ট্রেডার্সটাইলসের শেয়ারের বিশেষ চাহিদা দেখা যায় এবং আর সমস্ত কাপড়ের কলের শেয়ারে আশাপ্রদ অধিক পরিমাণ কেনাবেচা হইয়াছে।

কয়লার খনি—ধনিসমূহ হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ সন্তোষজনক হইবার সংবাদ আসায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে কয়লার খনিসমূহের শেয়ারের চাহিদা বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। অনেকেই আশা করিতেছেন যে, এই বৎসর কয়লা-খনির শেয়ারে উচ্চতর দরে লভ্যাংশ ঘোষিত হইবে। বেঙ্গল আসানসোল ধনি হইতে কয়লা উত্তোলন আরম্ভ করিয়াছে এই সংবাদ আসার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত শেয়ার অকস্মাৎ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০ আনা হইতে ২৪৷৷ আনায় বিক্রয় হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে চটকলের শেয়ারসমূহের প্রভূত চাহিদা দেখা যায়। বর্ত্তমানে পাটের মোসাম ও মূল্যের সমতা রক্ষার জন্য সরকারী সর্তে রপ্তানীর পাট-সিজের অতিরিক্ত সম্বন্ধে অনেকেই আশাবাদী হইয়া উঠিয়াছেন। আরা ছাড়া গত কয়েকদিনের মধ্যে অনেকগুলি পাইকলে উচ্চহারে লভ্যাংশ ঘোষিত হওয়ার ফলে বাজারে শেয়ারসমূহের উত্তেজনাপূর্ণ ক্রয়বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

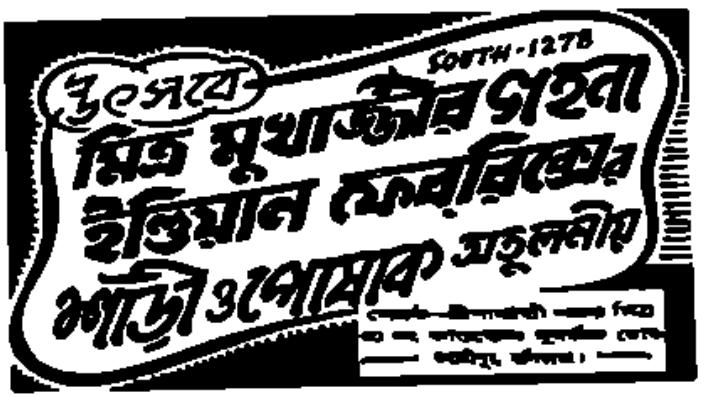

ভারতীয় ইন্টিগ্রিটেড ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি ১৭৪৪

ব্রাঞ্চ অফিস :—

ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ এভেনিউ, উত্তরপাড়া, জগদীশপুর, ক্যানিং, শাঁখারিপুকুর, রামসুন্দরহাট, খুলিয়ান, বারহারোয়া, আরিয়দহ, ও ফোরজুর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—বি বি এন চ্যাটার্জী

আপনার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্ত কাজ

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড-এর

সহিত করুন।

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেভিং আমানতের সুদ ২% এস এস ব্যানার্জি,

চলতি হিসাবের সুদ ১/২% ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইলেক্ট্রিসিটি—আলোচ্য সপ্তাহে ইলেক্ট্রিসিটি বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারের মূল্যই প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। কলিকাতা বৈদ্যুতিক সরবরাহ কর্পোরেশনের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাবে বর্ত্তমান সপ্তাহে ইলেক্ট্রিক আবরণ ও টীন কর্পোরেশনের সমধীন মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে।

টিমিং কাল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারের অন্যান্য শেয়ারের তুলনায় টিমিং কলের শেয়ারসমূহের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। মিঃ নারায়ণ ও রামকৃষ্ণ কেশ এন্ড কোম্পানির শেয়ারে বর্ত্তমান সপ্তাহে কিছু কিছু মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

চা বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে চা বাগানের শেয়ারসমূহের অল্পই চাহিদা দেখা যায়। অবশ্য কয়েকটি শেয়ারের মূল্যও এ সপ্তাহে সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে অক্টোবর—এ সপ্তাহে কোন কোন দিক দিয়া চটের দর সামান্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ চট বিক্রয় বাবদ বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা অধিকতর সহজ হইয়াছে। ফলে এসপ্তাহে চটের দর কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু চটের মূল্য বাড়িলেও পাটের দর বাড়িবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। চটকলওয়ালারা পাট ক্রয়ে উদ্বিগ্নতাই অব্যাহত ভাব দেখাইতেছে। পাট-কল সমিতির প্রকাশিত বিবরণীতেও জানা যায়, গত জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত চারি মাসে কলিকাতা ও সন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে অবস্থিত মোট ৭২ লক্ষ ৮ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। উহার মধ্যে মাত্র ১৮ লক্ষ ৭৪ হাজার বেল পাট চটকলগুলি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। অবশ্য এই সময় মধ্যে আমদানীকৃত পাটের মধ্যে আরও কিছু অংশ আটিয়ে বন্দরী রহিয়াছে। কিন্তু সব পাটই যে এখনও বিক্রয় হইয়াছে না তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। পাটের দর কমিয়া যাওয়ায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার তদন্তসম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু পাট-চাষীদিগকে নিশ্চিন্ত করিবার হাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল বিচার ও বিবেচনার মধ্যে সময় নষ্ট করিলে কি ফল হইবে তাহা আমরা বুঝি না।

আলোচ্য পাটের বাজারে এসপ্তাহে ফাটকাদের প্রতি মণ ১৩৸৵ আনা ও ১৩৸৹ আনা দরে দায়ের পরিমাণে ইউরোপীয়ান ফার্ম বিক্রয় ও চটের মেশীর পাট বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিক্রয়ে দালালীকারকদের দিক হইতে পাটের বিশেষ কিছু দাবীদাওয়া হয় নাই। চটকলওয়ালারা পাইটিং ও দ্বাই প্রতি বেল ৭৸৵ টাকা ও ৬৸৵ টাকা দরে কিছু পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৯শে অক্টোবর—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে তুলার দরে সামান্য উন্নতির আভাষ দেখা যায়। কিন্তু শুক্রবারে মার্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার তারিখ তুলার দর হঠাৎ ৵৯ টাকা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। গত সপ্তাহে মার্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে তারিখ তুলার দর ৪৩৸৹ আনা ছিল। বর্ত্তমানে তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৪৩৸৹ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার তুলার (অক্টোবর) দর গত সপ্তাহে ৪১৸৵ আনা ছিল। বর্ত্তমানে তাহা ৪২৸৹ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—কলিকাতার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিভি কাপড় এবং শীতবস্ত্রের 'ফ্লানিল' সামান্যভাবেই আকৃষ্ট হইয়াছে। বাংলা দেশে কতকগুলি এজেন্ট ও তুলা ব্যবসায়ের মারফতে এসাধারণ পরিবর্ত্তন সম্প্রতি বিভি কাপড় এবং শীতবস্ত্রের বিক্রয়ের যে বিস্তার হইয়াছিল তাহা এখন পর্য্যন্ত বজায় রহিয়াছে। ফলে কলিকাতার বাজারে বিভি কাপড় এবং শীত-বস্ত্রের চাহিদা অব্যাহত ভাবেই অধিক পরিমাণ বোনাসের অভাবে অসন্তোষজনক প্রয়োজনীয় বিভি কাপড় এবং শীতবস্ত্র সম্প্রতি যাবদীয় বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৯শে অক্টোবর—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য অবনতির ভাব দেখা গেলেও বর্ত্তমানে কলিকাতার বাজারে সোনার দর গত সপ্তাহের মত প্রতি ভরি ৩৪৸৹ আনা। বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরে সামান্য অবনতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ৩৫৸৹ আনা ছিল। বর্ত্তমানে তাহা ৩৪৸৹ আনায় দাঁড়াইয়াছে। প্রতি গত দিনি বর্ত্তমানে কলিকাতার বাজারে ৪৩৸৹ আনায় বিক্রয় হইতেছে। ডিসার্ড ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের মত এসপ্তাহে ৭৫,০০০ তোলা সোনা বাজারে বিক্রয় করিয়াছে।

রূপা—ডিসার্ড ব্যাঙ্ক ৫০০ বার রূপা গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও বাজারে বিক্রয় করিতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে পূর্ণমাত্রায় তেজী-ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি এসপ্তাহ ভরি রূপার দর ছিল ১৸৵৹ আনা। বর্ত্তমানে তাহা প্রায় ৯৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৸৪৹ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারের গত সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ১১৯৸৵৹ আনা। বর্ত্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১২৩৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত লভ্যাংশ-বন্টন—সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক পরিচালক রবিট মার্কিন প্রেসিডেন্ট পরিষদকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের হিসাবে যুদ্ধের পরে আগামীবারে ১৯ হাজার ৯ শত কোটী হইতে ২০ হাজার কোটী টাকার সমপরিমাণের উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে। এই উদ্বৃত্ত সমপরিমাণের প্রায় অর্দ্ধেক হইবে বিমান ও যুদ্ধজাহাজ এবং এক-চতুর্থাংশ যেসামরিক অসামরিকদের সাজ-সরঞ্জাম ও খোলাবাজার। অসামরিকদের ব্যবহার্য্য প্রায় ৫ হাজার কোটী টাকার উদ্বৃত্ত উপলক্ষ্যে হবে মূর্ত্তি, যেমন ও পশমের পোষাক, মোটরগাড়ী, বাড়ীঘর, ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিই বেশী থাকিবে।

ভারতীয় কয়লার ব্যবসায়—সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটী বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ভারত হইতে ১৯৩৯-৪০ সালে ১ কোটী টন কয়লা রপ্তানী হইলেও ১৯৪৩-৪৪ সালে মাত্র ১ লক্ষ ৭৩ হাজার টন ভারতীয় কয়লা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের-প্রথম তিন বৎসরে যুদ্ধের পূর্ব্বের তিন বৎসরের তুলনায় শতে প্রায় ২০ লক্ষ টন বেশী ভারতীয় কয়লা ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে যে পরিমাণ ভারতীয় কয়লা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা ১৯৪৩-৪৪ সালের তাদৃশ ব্যবহৃত কয়লার চেয়ে প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার টন বেশী। বাণিজ্য সচিব আরও জানান যে, অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ভারতবর্ষের কোন কারখানা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দেওয়া হয় নাই।

ভারতীয় মিলসমূহের তুলার ব্যবহার—১৯৪১-৪২ সাল হইতে ১৯৪৩-৪৪ সাল পর্য্যন্ত ব্রিটিশ ভারত ও ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের মিলগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর তুলা ব্যবহার নিম্নরূপ :—

ব্রিটিশ ভারত (প্রতি বেল ৪০০ পাউণ্ড বা ৪ মণ)

১৯৪১-৪২ সালে ৩৯ লক্ষ ৫৫ হাজার বেল;
১৯৪২-৪৩ সালে ৩৫ লক্ষ ৭২ হাজার বেল;
১৯৪৩-৪৪ সালে ৩৪ লক্ষ ৩৮ হাজার বেল;
(১৯৩৯-৪০ সালে ৩১ লক্ষের কাছের বেলের বেল ও লক্ষ ৯১ হাজার বেল)।

দেশীয় রাজ্য সমূহ—১৯৪১-৪২ সালে ৯ লক্ষ ৯০ হাজার বেল; ১৯৪২-৪৩ সালে ৯ লক্ষ ৩০ হাজার বেল; ১৯৪৩-৪৪ সালে ৯ লক্ষ ৭৮ হাজার বেল। (১৯৩৯-৪০ সালে ৪ লক্ষ ৫১ হাজার বেল)।

ভারতে ও ব্যবহারের কৃত্রিম রবার উৎপাদন সম্ভাব্যতা—ভারতবর্ষ ও ব্যবহারের বেলসমূহ কৃত্রিম রবার উৎপাদনে পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারে। সাম্প্রতিকালে কোলতার ও পেট্রোলিয়ম হইতে এই রবার প্রস্তুতের সম্ভাবনা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ভারতবর্ষে ও ব্যবহারে উপযুক্ত উপাদান যুথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া তিসি, আলু, বাঁশ, আলকাতরা এবং তাহাদের সহযোগে কৃত্রিম রবার উৎপাদন করা যায়।

ইউনাইটেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

অনুমোদিত মূলধন ১ কোটী টাকা

চেয়ারম্যান :— মিঃ কি কি বিড়লা
ভাইস চেয়ারম্যান :— মিঃ এস ও ইস্পাহানী ও মিঃ আর কি শাহানা।

ডিরেক্টরবর্গ :—রায় সাহেব হরি রাম গোয়েঙ্কা, এম্‌পি, মিঃ এ সি মল্লিক, মিঃ আর কি গোয়েঙ্কা, মিঃ ইন্দ্রনারায়ণ রামদেও, মিঃ কমিশনার রামদেও, মিঃ এস এন আলুওয়ালিয়া, মিঃ এস আর ভাটিয়া, মিঃ এস এন পাঞ্জাবকুমার।

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ বি বি ঠাকুর

যে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।

ব্যাঙ্কের এক বিশেষত্ব সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ব্যাঙ্কসমূহ :—কলিকাতা—ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, আন্তর্জাতিক, বোম্বাই—ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, করাচী—করাচী, শিকারপুর (সিন্ধু), মুলতান, হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু), মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, সিমলা, সিমলা (সিন্ধু), ঢাকা।

ব্যাঙ্ক খোলা হইবে :—আসাম, বেরেলী, মুরাদাবাদ, বাহাদুরগঞ্জ, জোধপুর, জয়পুর, আজমীর—আমেদাবাদ, ভাবনগর—আমেদাবাদ, ভাবনগর ও মিরাট।

হেড অফিস—২, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।
ফোন :—কলি: ৬৪৭৮ তারের ঠিকানা—ব্যাঙ্ক বোম্বাইওয়ালা

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৩ই অক্টোবর	২০শে অক্টোবর	২৩শে অক্টোবর	২৫শে অক্টোবর	২৬শে অক্টোবর	২৭শে অক্টোবর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৩৯।০	৩৫৶০	৩৫৶০	৩৫৲	৩৬৶০	৩৬।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৩৬৶০	৩৫।০	৩৫৶০	৩৫৶০	৩৬।০	৩৫৶০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১১৩৲	১৪৯৲	১৪৯৲	১১৯৲	১১৯।৶০	১১৪৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১১১।৶০	১১০৶০	১১০৶০	১১৯৲	১১৯।৶০	১১৪৲
বিবিধ দর—প্রতিবাদা (কলিকাতা) ...	৩৪৯০	৩৫৮৶০	৩৫৭০	৩৫৫০	৩৫৯০	৩৫৮০
কোম্পানীর কাগজ—গভর্ণমেণ্ট এণ্ড গুয়ারেণ্টেড সেয়ারের দর (সর্কোচ্চ ও সর্কনিম্ন) ...	১০০।৶০-১০১৲০	১০০৶০-১০০৲		১০০।৶০-১০১৲০		১০০৲
ইণ্ডিয়া—ইণ্ডিয়ান আরবন এণ্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল লোন সিঃ ...	৭৮৶০-৭৭৲০	৭৮৲০-৭৭।৶০		৭৮৶০-৭৮৲০		৭৮।৶০-৭৮৶০
ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন—প্রতি ...	৩১৲০-৩১।৶০	৩১৲০-৩১৪০		৩১৲-৩১৲০		৩১।৶০
ইণ্ডিয়ানুবী—প্রতি ...	১১।৶০-১১।৶০	১১৲০		—		১১।০-১১৲
ইণ্ডিয়ান্ডো এণ্ড লোন ...	—	১১৲-১১৲০		—		২৫।৶০-২৫।০
ইণ্ডিয়ান ...	২৩৲০	২৩৶।০		২৫।০-২৫৲০		২৫৲০
ইণ্ডিয়ান্ড ...	৪৭।০	৪৮৶০-৪৯০		১৩৲০-১৩৶০		১৩৲০-১৩৶০
ইণ্ডিয়ান আরবন এণ্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ...	১৩৶০-১৩৲০	১৩৲০-১৩৶০		২২৲-২৩।৶০		—
ইণ্ডিয়ানিয়া ...	—	২০।০-২০৮৶০		৪৫৲০-৪৫৶০		৪৫৲০-৪৫৲০
ইণ্ডিয়া—ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন ...	৪৪৶০-৪৫৲০	৪৫৲০-৪৫০	বাজার বন্ধ	৪৫৶০-৪৫৲০	বাজার বন্ধ	৪৫৲০-৪৫৲০
ইণ্ডিয়ার ব্যাঙ্কার্স কর্পোরেশন ...	৯৲-৯৫৲০	৯৲				৯৲০-৯৲
ব্যাঙ্ক—ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৲-১৩৩৲	১৩৲-১৩৩৲		১৩৲-১৩৩৲		১৩৩৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৯৲	৯৮৲-৯৯৲০		৯৮৲০		৯৮৲০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৮৫৲০	১৮৫৲০		১৪৫৲০		—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৩৯৫৲-৩৯৲০	৩৯৫৲০-৩৯৲০		৩৯৫৲০-৩৯৲০		৩৯১৲০-৩৯৯৲০
ঝরিয়া ঐ ঐ ...	১০৲-১০৮৲০	১০৲০-১০৮৲		১০৲০-১০৲০		১০৮৲-১০৯৲
বার্ণপুর ঐ ঐ ...	৫১৮৲০-৫১৯৲০	৫১৯৲০-৫১৯৲০		৫৪৮৲০-৫৪৯৲০		৫৪৯৲০-৫৪৯৲০
ইণ্ডিয়ান্ডো ঐ ঐ ...	৬৫৲-৬৬৲	৬৫৲		৬৪৮৲০-৬৪৯৲০		৬৪৲০-৬৪৮৲০
নাইট করপুরা ঐ ...	২১৮৲	২১৮৲০-২১৯৲		২১১৲০-২১২৲০		২১৯৲০-২২১৲০
কাপড়ের কল—লিঙ্কে ফিল্টারিয়া কটন মিলস লিঃ ...	৮৫৲-৮৬৲	৮৬৲০-৮৭৲		৮৬৲০-৮৭৲০		৮৬৲০-৮৭৲০
বেঙ্গলক্স ...	১৩৲০	—		১৩৲০		১৩৲০
কাশিপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৩৬৲০-১৩৮৲০	১৩৲-১৩৮৲০		৯৯৲-১০০৲০		১৩৲
এম্প্রিস কটন মিলস লিঃ ...	৯৯।০-৯৯৲	৯৯৲-৯৯৲		৯৯।০-৯৯৲০		৯৯।৶০-৯৯৲০
বেঙ্গোরা ঐ ঐ ...	১৩৮৲০	১৩৯৲-১৩৯৲০		১৩৯৲-১৩৯৲০		১৩৯।-১৩৯৲
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	১১৯৲-১২০৲	—		—		১২৯৲-১২৯৲
ঐ বেঙ্গল পেপার মিলস লিঃ ...	১৯১৲০-১৯৮৲০	১৯৲		—		১৯৯৲-১৯৯৲০
ঐ টীটাগড় ...	২৭৬৲-২৭৯৲	২৭৬৲০-২৮৭৲০		২৮৲-২৭৬৲০		২৮৫৲০-২৮৬৲০

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগপ্রাপ্ত

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৩৪৫৮

শাখাসমূহ :— বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, বিবেকানন্দ, টালাকাল, আমহার্ষ্ট, বোলাকীর ও ভাটাবেড়ী (শাইনা ষ্ট্রীট), বারেজাক, মানকর, মাহারণপুর, পাবেরিয়ানলাই ও বালুর (বি সি), শাইনা, আলমবাগ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা : চট্টগ্রাম, ঢাকা, বাঙ্গলাদী, শিবালয় ও শান্তাহার।

চলতি ও সেভিংস হিসাবে সুদ যথাক্রমে ১০ আনা ও ২৲ টাকা

ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট, এক্সিকেনী বণ্ড, ছাড়ী আমানত, লোন ও ওভারড্রাফট সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলেই জানান হয়। ফোন নং বি বি ৪১৮

চেয়ারম্যান—শ্রীমতিলাল ঘোষ

সম্পূর্ণ ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসহ একটী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

বাংলা ও উড়িষ্যার সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে আমাদের শাখা অফিস আছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ কে চক্রবর্ত্তী

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

স্থাপিত—১৯০৮ সাল

তার : "ব্যাঙ্কসাল" ফোন। ব্যাঙ্ক ২৭৬১

—মূলধন—

অনুমোদিত এক কোটী টাকা

বিলিকৃত ১২,০০,৩৬৫৲

—সঞ্চয়ে—

১৯৪২ শতকরা ৫৲ টাকা

১৯৪৩ শতকরা ৬৲ টাকা

১৯৪৪ পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রত্যেকটী ২৫৲ মূল্যের আরও ৫,০০০টী অতিরিক্ত সেয়ার বিশেষ নিম্নিত কেন্দ্রীয় সংরক্ষণের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

—সেন্ট্রাল অফিস—

এক্সিবিশন ইউনিয়ন এস্যোসেন্স লিমিটেড চীফ এক্সেকিউটিভ অফিসার—

মিঃ শিশিরকুমার দত্ত

এস্ব ব্যাঙ্কস লেন, কলিকাতা।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৯৪৪ অক্টোবর	১৯৪৩ অক্টোবর	১৯৪০ অক্টোবর	১৯৩৯ অক্টোবর	১৯৩৮ অক্টোবর	১৯৩৭ অক্টোবর
ইস্টার্ন—অর্ডিনারি স্যুই ডিভিশন লিঃ ...	৩৮১/-৩৮৭/	—		—		৩৮৯/
আসানসোল ইণ্ডিয়া স্যুই ডিভিশন লিঃ ...	৫৪৮/-৫৪৫/	—		৫৪১/-৫৪৫/		৫৫৫/-৫৫৭/
কাশাবহারী ...	৩৭৯/-৩৮৯/	—		—		১৯৯/-১৯৯/
কলীয়া ...	১৫৭/	—		১৯৭/		১৯৫/-১৯৬/
কোম্পিয়েনী ...	১৩৫/০-১৩৮/০	১৩৫৯-১৩৮০		১৩৫৫/০-১৩৫৮/০		১৩৫৫/০-১৩৫৮/০
ডিলারেন্স ...	৬৯১৮	—		৬৯৮/০-৬৯৯/০		৬৯৯/
জীবনবাড়া ...	৫৫৩/-৫৫৩/	৫৫২/		৫৫৫/-৫৫৯/		৫৫৯/-৫৫৯/
রাজহা ...	৮১৫/০-৮১৯/০	৮৫১/-৮১৫/০		৮১৫/০-৮১৮/০		৮৯৯/-৮৯৯/
ডিভিড ফল—কেলসুল সুগার কোং লিঃ ...	১৫৯৫/০-১৬৯৫/	১৫৯৫/০-১৫৯/০		—		১৯/
ট্রাভাংকর সুগার কোং লিঃ ...	৪৯৫—৪৮৫/০	—		—		১৯৫/
ডেকান এন্ড কোং লিঃ ...	১৯/	১৯১৫-১৯৯৫	খবরের পত্র	১৯১৫-১৯৫/০	বাজার পত্র	১৯৫/-১৯৯৫
ডা ম্যানেজ—কেলসুল টি কোং লিঃ ...	১৯৫৫	১৯৫৫		১৯৫৫/০-১৯৫৫/০		৫৯৫/-৫৯৫/০
বিলনাথ টি কোং লিঃ ...	—	—		৫১৫/০-৫১১০		৫১৫/-৫১৫/০
বিবিধ—আলমিরা সিমেন্ট কোং লিঃ ...	—	১৯/		১৯১০		—
বি আই কর্পোরেশন	৫১-৫১/০	৫৯/-৬/০		৯৯৮-৬১/০		৬৯৯/-৬৯৯
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৯৫/-১৯৯/	১৯৭১-১৯৫/		১৯৯৫-১৯৭/		১৯৭/-১৯৯১০
রোহান ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ ...	—	—		৫৮/০		—
ইণ্ডিয়া কেবলস কেমিক্যালস কোং লিঃ ...	১৯৫/	১৯৯/		১৯১-১৯১/		১৯৫/-১৯৯/
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ...	১৯৫/০-১৯৬/০	—		১৯১/		১৯৯/০-১৯৯০
ব্যালকাটা ট্রামওয়েজ ...	৫৯১/০-৫৯/	৫৯৯/-৫৯৯/০		৫৯৫/-৫৯১/		৫৯৯/-৫৯১/
প্রাডিলেন্সী এন্ড কেমিক্যালস ...	৫৯৫/০-৫৯/	—		৫৯/০-৫৯/		৫৯/-৫৯/

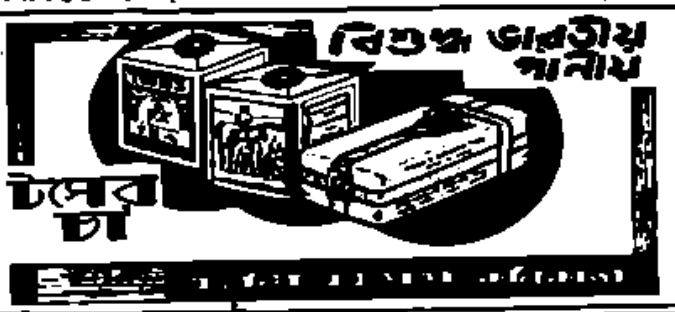

নব-পরিকল্পিত ভারতে
নাগরিক সুখ-সুবিধা

আজকের যত অসন্তোষ দেখে কেবলে লোক সাধারণ ভেবেই বসেছে, দেশবাসীর মঙ্গলের যত চিন্তা পরিকল্পনা করেন তাদের বহু অমানুষিক শ্রমের ও সহজের সুব্যবস্থা করতে পারা যাবে হবে। শিল্প-ক্ষেত্রসমূহকে যদি সবল ভেবে বিচার করা যায়, তা হলেও নূতন নূতন সহর গড়ে উঠবে; আর সেখানেই অজ্ঞানের এক সঙ্গে বাস করে সেখানেই নাগরিক জীবনের সুখ-সুবিধা হয়ে উঠে অসাধারণ।

সহরে জল সরবরাহের স্যানি ও বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবস্থা না থাকলেও হয়তো চলে। যে ব ন ছা না গেলে পথ-ঘাট এবং থাকলেও সেবা-পরায়ণ কাজ চলে যেতো, যদি অবশ্য আমাদের ইচ্ছা থাকতো।

কিন্তু যেখানে একত্র বহু লোকের সমাবেশ হবে, সেখানে জল, স্যানি ও বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবস্থা ও সংরক্ষণ, এ সরবরাহ ব্যবস্থার সহরের পরিকল্পনা একমাত্র ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যেই সম্ভিলাভের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। জনস, সহর ও শিল্পকে ঘ ন ভূ ত এদেরের ফলে ভবিষ্যতের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা হ্রাস পাবে। কিন্তু উপযুক্ত জী ব ন-যা ত্রা ও অন্য অন্যের যে-সব সাহায্যের প্রয়োজন হবে, তা আজ সবচে ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যেই অনায়াসে পূরণ হবে।

TATA&SONS

বি টাটা আয়রন এন্ড ষ্টীল কোং লিঃ এন্ড বি ষ্টীল কর্পোরেশন অব্ আমেরিকা কর্তৃক প্রকাশিত।

আজকের কাজে ও আনন্দে আমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার সুখ ও শান্তির কথা ভেবে দেখেছেন? শৈশিল বহুত সহরে অসংখ্য অবসরপ্রাপ্ত জীবনে মিলিত বন্ধি ও স্বাস্থ্য আপনি নিজেই কামনা করেন। আপনি আমাদের সাহায্যে আপনার সেই কামনাকে সফল করতে পারেন।

ন্যাশন্যাল

ইণ্ডিয়ারেন্স কোং লিঃ

জীবন, এক্সিডেন্ট, মেরিন, মোটর এবং অন্যান্য প্রকার বীমার জন্য আমাদের সঙ্গে পত্রালাপ করুন।

হেডঅফিস: ৫৭২৬

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : কলিঃ ৩৩১১ — গ্রাম :—ইকোনোমেট

১৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

- কলিকাতা, রানাঘাট, এলাহাবাদ ক্লিয়ারিং হাউসের অধীনে ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাদান করা হয়।
- বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, অন্য প্রদেশ ও বৃহৎ প্রদেশের বহু বহু ব্যবসা-কেন্দ্রে তারযোগে টাকা পাঠান যায়।
- ৭॥০ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।
- ব্যবসাবাণিজ্যের অনুমোদিত বিল ও হুণ্ডীসমূহ মূল্যের উপর ধার দেওয়া হয় এবং সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

ব্যাঙ্কিং ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পথে একমাত্র সহায়

হেড অফিস : রাণাঘাট : সেণ্ট্রাল অফিস :
টাঙ্গাইল ১৯২৬ ২৬৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা অফিস : ঢাকা
৩৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৮নং আপার সিকদার রোড,
হরিসন রোডস্থিত ষ্ট্রীট (নিকটবর্ত্তী),
১৩৩নং, রাসবিহারী এভেনিউ (বালিগঞ্জ)।
অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র
১৯৩১ সালের ফাইনেন্স উপর শতকরা ৫, টাকা হারে এতদ্বারা ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এম চক্রবর্ত্তী

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২ ইং

অনাদায়	৮,০০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী তহবিল	৯,০০,০০০,০০ টাকার ,,

কলিকাতা অফিস :—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৬৩ বি, বহু বাজার, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২৯৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
অন্যান্য শাখা :—বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে।
বিলাতী এজেন্সী :—লণ্ডন এজেন্টস :—বার্ক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ
আমেরিকা এজেন্টস :—ন্যাশনাল ষ্ট্রীট ফোর্থ এণ্ড সিটি ইউর্স
অষ্ট্রেলিয়া এজেন্টস :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস বি দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এ-ল

টেলিগ্রাম—Sanchaya Calcutta
Phone: Cal 2125 6483

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৪৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—ঃ শাখাসমূহ ঃ—

১। হাওড়াবাজার ২। দক্ষিণ কলিকাতা ৩। মিউ মার্কেট ৪। ভবানীপুর ৫। আটপাড়া ৬। কাঁচড়াপাড়া ৭। মিলি ৮। বাদুড়বাগান ৯। বিক্রমপুর ১০। বীরকামারি ১১। সৈয়দপুর ১২। রংপুর ১৩। নিজামত ১৪। দুবরাজপুর ১৫। ঝুড়বিহার ১৬। বেনারস ১৭। এলাহাবাদ।

এ বৎসর অংশীদারদিগকে শতকরা পাঁচ লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।
আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—১১৮০ টাকা।
স্থায়ী হারে ও অন্যান্য বিশেষ সর্ত্তে ডিপোজিট গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া

লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৯০৯ ইং

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ
৬,৩১,০০,০০০৲ টাকার উপর

চলতি বীমার পরিমাণ
১৩,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর

বার্ষী মোদ
৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিয়তার সময়ে জীবন বীমা করা, এবং পুরাতন বীমা বজায় রাখা, সকল পুরিবারেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাই আপনাকে একমাত্র ধনী করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ
জীবন এজেন্টস
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম
২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

লিলি বিস্কুট খাদ্য ও তৃপ্তি—আপনাদের

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

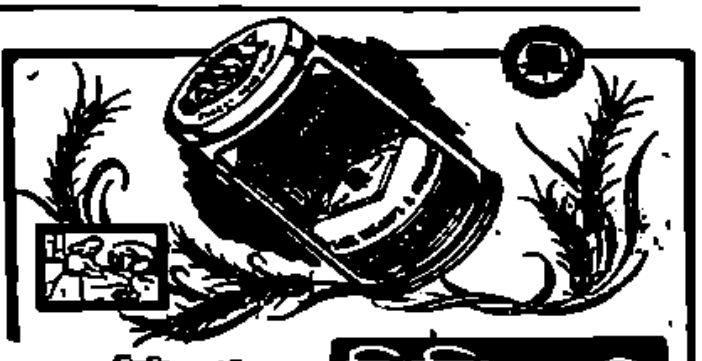

লিলি বার্লি আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১৫।১ হরমোহন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আদিত্য প্রেস হইতে শ্রীবরদাচরণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE—C. E. 6382 REGD. NO. C. 2202

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ । সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵৯ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 4th December, 1944, সোমবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ [৩৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাজনীতিক প্রসঙ্গ

কয়দী বাবে বন্দি মহিলাদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত মেয় মন্তব্যের পাকাপাকি সম্ভ ব্যবস্থা করিবার জন্যই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যদের নিয়া যে বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাহা গত সপ্তাহে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া দেশবাসী চমকিত হইবেন। মিঃ দেশাই বলেন,—"সত্য গোপনের ভাবে দেখাইবে এবং সত্যে প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যাপারে ওতপ্রোতভাবে আটি মহাত্মাজিকে জেলে-রেখেছিলাম এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাবিয়া, আমরা আরাম বোধ করিয়াছি। তাঁহাকে অবশ্য প্রায় ৬ মাস আগে দেখা যাইতেছে। এখন অবস্থা-অবশ্য তাঁহাকে সঙ্গে দেখা করা অথবা চিঠিপত্র লিখা তাঁহাদের বিচার করা আমাদের উচিত হইবে না।" মহাত্মাজির মুক্তির সম্বন্ধে ইতিপূর্বেও অনেক কারণের সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমে, দেশের চতুর্দিকে হিংসা ও লোকের অভিযোগ এবং দেশব্যাপীর দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাবিয়া মহাত্মাজি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছেন। যে মহাপুরুষ বিগত ৫০ বৎসর কাল দুঃখিত আর্তের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে সহযোগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়া স্বাভাবিক হয়ে। দেশবাসী ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারাই মহাত্মাজির দুঃখভার লাঘব করিতে পারে। কিন্তু চতুর্দিকে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

• • •

রাজনীতিক মহলে দেখার অন্তর যে, সপ্রমাণ লর্ড ওয়াভেল শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইয়ের নিকট ভারতীয় রাজনীতিক অচল অবস্থার অবসানকল্পে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন এবং এই প্রস্তাব যদি কার্য্যে হয় তাহা হইলে দেশে সম্পূর্ণ এক নূতন অবস্থার উদয় হইবে। ইতিপূর্বেও এই ধরণের কয়েক খবর বহু বারই এবং দেশ সর্বত্র তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু আশিতে পারিয়াছি তাহাতে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল শ্রীযুক্ত দেশাইকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানাইয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ মন্ত্রিসভা গঠনে কিরূপ প্রস্তাবের অতিরিক্ত কিছু করা সম্ভব তাহা তাঁহার পর্যবেক্ষণের অতিরিক্ত যাই। এই প্রস্তাবের ফলে দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতির যে বিপুলভাবে পরিবর্তন ঘটিতে পারে তাহা বলাই বাহুল্য।

• • •

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১৪৯-৫০
প্রত্যক্ষবিভাগের আয়	৫০-৫১
আর্থিক ইন্ডিয়ার-অবস্থা	৫১-৫২
কোম্পানী আলু	৫২
সাপ্তাহিক প্রসঙ্গ	৫২-৫৩

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত সাভারকর বড়লাটের সঙ্গে দেখা করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সভ্যদের ৬০টী আসন হিন্দুদের ও বাকী ৬০টী আসন মুসলমান প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রদান করিয়া এবং দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া অন্তর্বর্তীকালে কেন্দ্রিয়ে মন্ত্রিসভার প্রবর্তন করা হউক। বড়লাট এই বিষয়ে তাঁহার কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে এবং কেন্দ্রিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনে রাজী নহে। সুতরাং শ্রীযুক্ত সাভারকর বড়লাটের নিকট আবেদনটী আদৌ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তবে যদি কংগ্রেস রাজী হয় তাহা হইলে দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি তাঁহাকে সমর্থন করিবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত সাভারকরের সঙ্গে সঙ্গে আবেদন রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু তবুও সর্ব দেশী এই প্রস্তাবের বাধী হইবেন না। কারণ সকল সমস্যা নিজেদের হাতে রাখিতে চাহেন। এরূপ অবস্থায় শ্রীযুক্ত সাভারকরের দাবী অবশ্য তোলবেই নাগিল হইবে।

• • •

অন্যদিকে হিন্দুদের মেরুদণ্ডবিহীনতা এবং সরকারী চাকুরীর জিহ্ব আবশ্যকতায় পড়ি তাঁহারা আবেদনের তাঁহার বর্তিত প্রস্তাবটী সুক্ষ্মে যোগদান করিয়াছেন যে, কংগ্রেস কংগ্রেসীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সংখ্যার্থের বন্ধের কমিটিনি নয়। তাঁহার যদি সত্যসত্যই শ্রীযুক্ত সাভারকরের 'ইনসাল্ট' কি মুসলমানের আরো অবশ্য বুঝিতেছি না। কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা চাহে এবং যদি সেই স্বাধীনতা আসে তবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমের প্রতিনিধিবর্গই দেশশাসনে কর্তৃত্ব লাভ করিবেন। তবে আবেদনের সেই যদি সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়া থাকে তবে কোন কংগ্রেস তাঁহার সুবিধার জন্যই কাজ করিবেন। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসের দাবী সুবিধের জন্য কংগ্রেসের পরিবর্তে তাঁহা আবেদনকারীর দলের যোগদান করিবার বাধা কি?

"শত সহস্র লোক অনাহারে মরিয়াছে।"
অর্থস্ফীতি বা ইনফ্লেশন তার অন্যতম কারণ।
ইনফ্লেশন ঠেকাইতে হইলে
ব্যাঙ্কের সঙ্গে আপনাদের লেন-দেন একান্ত দরকার
• • •
আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি
দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড
—কলিকাতা—

এই ব্যাঙ্ক অত্যন্তই সুষ্ঠু পরিচালনা ও প্রকৃত ব্যাঙ্কিং-এর পরিচায়ক।
ক্রমোন্নতির পরিচয়
জুন ১৯৪২ ২৭,৫৬০৷৷৵৮ পাই
জুন ১৯৪৩ ১,৭২,৩৫৬৷৷৵৬ পাই
জুন ১৯৪৪ ১৪,০০,০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধে
ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৩১, ব্যাণ্ডো রোড, কলিকাতা।
গ্রাম—"এক্সচেঞ্জি" ফোন: ডাল ২৬৯৯
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ—বি কি ব্যানার্জ্জী ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস বি ঘোষ বহিত।

স্বর্ণের মূল্য

এখন আমরা জানিতে পারি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইতোমধ্যে অধিক পরিমাণে স্বর্ণ ও মৌল্য বাজারে বিক্রয় করিয়াছেন। পূর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রত্যহ ৯০ হাজার অধি ফরিদা স্বর্ণ ক্রয় করিতেন। তখন স্বর্ণের মূল্য ৮৪৲ টাকার কাছাকাছি ছিল। তারপর ব্যাঙ্ক প্রত্যহ ৫০ হাজার অধি ফরিদা স্বর্ণ ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার ফলে স্বর্ণের মূল্য প্রতি অধি ৮৬৲ টাকায় উঠিয়া যায়। কিন্তু ২।৩ দিন এই হার বজায় থাকিবার পরে পুনরায় স্বর্ণের মূল্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রত্যহ ৭৫ হাজার অধি ফরিদা স্বর্ণ ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এত অধিক পরিমাণে স্বর্ণ ক্রয় করা সত্ত্বেও বাজারে স্বর্ণের মূল্য বাড়িতেছে না এবং বোম্বাইয়ের বাজারে স্বর্ণের মূল্য ৮৫৲ টাকা এবং কলিকাতার বাজারে ৮৬৲ টাকায় অবস্থান করিতেছে।

স্বর্ণের মূল্য অত্যধিক হ্রাস পাওয়ায় সরকার গত ২।৩ বৎসর যুদ্ধপরিচালন উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয় স্বর্ণ ক্রয় করিতে সমর্থ হন নাই। বর্তমানে স্বর্ণের মূল্য কিছু হ্রাস পাওয়ায় অনেকেই স্বর্ণ ক্রয় করিতেছেন। স্বর্ণের এই চাহিদার ফলে একটী কারণ হইতে পারে। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস যে, ইরাণীয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ যে সব মূল্য টাকা, যুদ্ধ সরিবেশে আত্মরক্ষার জন্য এই দুর্দিনের টাকা ব্যাঙ্কে না রাখিয়া স্বর্ণ ক্রয় করিতেছেন এবং স্বর্ণের চাহিদা বৃদ্ধি করিতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি এই বিষয়ে অবহিত হন তাহা হইলে ভাল হয়।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পৌষ ব্যাঙ্ক

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ব্যাঙ্ক বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকজন সদস্য এখনে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সরকারী পরিকল্পনাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। মিঃ ডি কৃষ্ণমাচারী বলিয়াছেন, একটী বিশেষ আইন দ্বারা এখনও এই ব্যাঙ্কের কার্যভার বিভিন্ন হওয়ায় কেন্দ্রীয় পৌষ ব্যাঙ্কসমূহের তুলনায় ইহা সামান্যই বিষয় অগ্রসর হইবার সুবিধা ও ব্যবস্থা পাইয়া আসিতেছে। কেন্দ্রীয় পৌষ ব্যাঙ্কের কলাণ দেখিতে হইলে সেই বিশেষ আইন তুলিয়া দিয়া এই ব্যাঙ্কেরও সাধারণ কোম্পানী আইন বা ব্যাঙ্ক আইনের আওতায় আনিবার ব্যবস্থা করা দরকার। অধিকন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্সী হিসাবে ইহার কার্যকরে যে সব কার্যকলাপের সমাধা হইতেছে তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া অন্যত্রে অধিকারে কেন্দ্রীয় পৌষ ব্যাঙ্কগুলিই এই কেন্দ্রীয় এজেন্সীর কাজ চালাইবার ব্যবস্থা দেওয়া কর্তব্য।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে মিঃ ডি কৃষ্ণমাচারীর এই প্রস্তাব আমরা বর্তমান অবস্থায় খুব সমীচিন বলিয়াই মনে করি। এখনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্বে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অনেক পরিমাণে যেসব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সমতুল্য ছিল। এজন্য-ভাবে উহার আবশ্যকের সরকারী লেনদেনের কাজ নির্বাহিত হইত। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের সে ক্ষমতার অনেকখানি হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু ১৯৫১ সনে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক আইন রহিত করিয়া এই ব্যাঙ্কের যে বিশেষ সুবিধা ও ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল আমরা তাহা সমর্থন করা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দেখাইতেছেন না। সুতরাং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের পরিচালনা সম্বন্ধে সরকারী-ভাবে কিছু করার আগে ইহাকে সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। সাধারণ কথাবিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ যে ধরণের কাজকারবার চালাইয়া থাকে সুতরাং সেই ধরণের ব্যবসা অনেক পরিমাণে এই ব্যাঙ্কের আওতায় আসিতে পারে। সেই বিভিন্নিধের উদ্দেশ্যে বিভা এখনে উহাকে ঐ ধরণের ব্যবসা চালাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এবং সকল দিক বিবেচনা করিয়াই উহা বর্তমানে কথাবিয়াল ব্যাঙ্কের অধে দাবিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দেশের অন্য সাধারণ কথাবিয়াল ব্যাঙ্কগুলির উপর কোম্পানী আইনের যে সব নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে এবং মূলধন ব্যাঙ্ক আইনের মাধ্যমে যে সব বিধান তাহাদের সম্পূর্ণ আওতাধীনে করার প্রস্তাব উঠিয়াছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক সম্পর্কে সরাসরিভাবে তাহা প্রয়োগ করিবার এখনও কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। ১৯৪১ সালের আইন দ্বারা লাভিয়া এখনও ঐ ব্যাঙ্কের ঐতিহ্যবজায়ে রক্ষা করা হইয়াছে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক পরিচালনার ব্যাপারে ইউরোপীয় কর্মিদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুবই বেশী। দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্য খুব ফরিয়া এখনে বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পদ্ধতি তাহাদের এই সব কর্মিদের প্রভাব নষ্ট। কাজেই এযুক্ত কর্মচারিগণ ও বিদেশ আইনের কথা-কথন দ্বারা ইহাদের দেখাইয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক সাধারণ কথাবিয়াল ব্যাঙ্কের কাজ চালাইতে আরম্ভ করায় দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সমক্ষে ইহার প্রতিযোগিতা নিশ্চিতই খুব ধারাত্মক হইয়া দেখা দিতেছে। দেশের অন্যান্য পৌষ ব্যাঙ্কের কার্য বিশেষ করিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের এইভাবে অন্যান্য প্রতিযোগিতা চালাইতে দেওয়া খুবই অন্যায়। কাজেই ১৯৫১ সালের বিশেষ আইন রহিত করিয়া দিয়া সকল-ক্ষেত্রের কর্তব্য এই ব্যাঙ্কেরও সাধারণ ব্যাঙ্ক আইনের আওতায় আনিবার ব্যবস্থা করা। যে সব স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা-অফিস নাই সেই-খানে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কই সেই সব স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একমাত্র এজেন্ট হিসাবে কাজ করিতেছে। মিঃ কৃষ্ণমাচারীর বক্তৃতার আলোচ্য, এই প্রকার কাজের জন্য কমিশন হিসাবে গত বৎসর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের ৫৯ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে কেন্দ্রীয় পৌষ ব্যাঙ্কসমূহকে ঐ ব্যাঙ্কের এজেন্ট নিযোগ করা সম্পর্কে কোন নিষেধ থাকার কথা হয় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবার সব সব পৌষ ব্যাঙ্ক এখনে যথেষ্টই করিতেছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কেরই কেন কাজ পাওয়া দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একমাত্র এজেন্ট করিয়া রাখা হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থাকে একরকম চিরস্থায়ীভাবে প্রভুত করিবার সুবিধা দেওয়া হইতেছে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। দেশের কার্য বেশির হইলে আমাদের মনে এ সম্বন্ধের অচিরে একটী সুপরিকল্পনা হওয়া দরকার।

সমবায়ের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে পৃথিবীর অধিকাংশে রণাঙ্গনেই যুদ্ধের গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর ছিল এবং ইতালী ও ইরাণীর কয়েক স্থান ছাড়া আর সকল রিপোর্ট হইতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংবাদই আসিয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ইতালি বিজ্ঞানের যাবতীয় সমরায়োজন সত্ত্বেও যে মর্মান্তিক অবস্থা-বিপর্যয় দেখা দিয়াছে, আলোচ্য সপ্তাহের সেরূপ কোন সংবাদই হয় নাই এবং ইতালির এ সপ্তাহের সংবাদ বিজ্ঞানের অধিকতর সুবিধাজনক বলা চলে।

আলোচ্য সপ্তাহে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লেই দ্বীপবাসী একটী জাপানী ফৌজকে আত্ম সমর্পণ করাইয়া বন্দিরা মার্কিন সমর বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে। ফিলিপ্স প্রধান মন্ত্রী মিঃ হাকিন্স গত ১৯শে নভেম্বর কংগ্রেস সভায় এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আগামী গ্রীষ্মকালের আরম্ভে মুক্ত সেস হইতে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কম এবং গ্রীষ্মকালের আরম্ভে না হইয়া গ্রীষ্মকালের মধ্যে বিজয়লাভের মুক্ত আসা হইবার সম্ভাবনা আছে।

আলোচ্য সপ্তাহে ব্রহ্মদেশ যেরূপ অকস্মাৎ বিজয়ের অধিকারের সাক্ষাৎলাভের সংবাদ আসিয়াছে। বিশ্বাস করিতে পূর্ব এ সপ্তাহে বিজয়বাহিনীর কলকাতা হইতেই এই অঞ্চলের আগামীকার অবস্থা অপেক্ষাকৃত আলোচিত হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। আগামীর আরাকান অঞ্চলে অভিযানী বিজয়সেনা ঘাঁটিবিনিময় রাজধানী-পূর্বে হাটিকেন নাম করিয়াছে এবং ফোলাম অঞ্চলেও এ সপ্তাহে আগামে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা বিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। আরাকানীয় হাপুর্বে অবস্থানে আলোচ্য সপ্তাহে বিজয়বাহিনীর তাদের আগামীর সৈন্যদল রাইন নদীর তীর বরাবর পিছু হটিতেছে এবং হাপুর্বের মুক্তি রাইন উপরের মুখ হইতে আগামেনা পর্যন্ত। মুক্তি রাইন উপরে পালাটিনেটের সীমান্তে সক্রিয় রাইয়েছে। সিগফ্রিড লাইনের দুর্গসমূহ হইতে আমাদের একত্র সোলাবর্ষণের ফলে সাময়ের অবস্থান বিজয়সেনার অগ্রগতি কিছু পরিমাণে সাহায্য হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। হামবুর্গী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, কনসেনস আলোচ্য সপ্তাহে মুক্তাবাসটের ৬৭ রাইন উপর-পূর্বে অবস্থিত এলাকা সহর দখল করিয়াছে এবং পশ্চিম হামবুর্গীতে মুক্তন আগামবাহিনীর সমাবেশ হওয়া সম্বন্ধে সংবাদও পাওয়া গিয়াছে এবং মুক্তাবাসটের পশ্চিমে মুক্তন

ও আমেরিকার উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। ব্রাজিল সরকারি বিবৃতি হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বর্তমান সপ্তাহে ফিলিপাইনের পশ্চিম উপকূলের সেই দ্বীপগুলী একটী জাপানী বন্দরের তুলনীয়া দেখান হইয়াছে। সেই দ্বীপের অবস্থান উপলক্ষ্যে আজ সৈন্যদল আলোচ্যসূত্রে ব্রাজিল-সরকারের চাপে আত্মসমর্পণ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আমেরী ব্রিটিশ হেডকোয়ার্টার্স সম্বন্ধে প্রকাশ, একটী বক্তিগতভাবী আলাইনমেন্ট এ সম্বন্ধে রাজেশ্বরই ইংলণ্ড বিমানবাহিনীর সহায়তায় অবস্থান করিবার এবং ইহাদের সহিত ইংলণ্ড বিমানযোদ্ধের ট্রেনিং দুঃ করিতেছে।

আলোচ্য সম্বন্ধে চীন বন্দরের হইতে কোয়াংসি উত্তরে জাপানীদের সম্বন্ধে কর্মতৎপরতা হাস্য উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধ-সংবাদ আসে নাই। লিন্ন ফেডারেশন নাকি বিমানযোগ্য ব্রাজিলের উপর আলোচ্যসূত্রে ব্রাজিল বিমানবহর আক্রমণ চালাইয়াছিল।

ব্রহ্ম বন্দরের সংবাদে প্রকাশ, আলোচ্য সম্বন্ধে কালাদান নদীর পশ্চিম তীরে জাপানীরা আরও কয়েকটী ঘাঁটী স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তুইন বন্দরে আরাকানের পার্বত্যটীর পশ্চিমে যাইয়া বিরিয়াছে বর্তমান সম্বন্ধে যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। উক্তর ব্রহ্মের ভারো অঞ্চলে বিক্রেতারা আলোচ্য সম্বন্ধের কিছু পরিবাণ সাফল্য লাভ করিয়াছে।

বড় ব্রাজিলকের সন্তাবিতা

সম্প্রতি বিক্রাগো সহরে আমেরিকার বাণিজ্য সভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বড় ব্রাজিলক বলিয়াছেন,—"আমি আশা করি আমেরিকাবাসীরা এমন অভিমত পোষণ করেন যে, বৃটীশ সাম্রাজ্য একটা এত অবলম্বিত উপর প্রতিষ্ঠিত—যেখানে উহার একমাত্র কাজ এবং যে অর্থের উপর উহাদের কোন অধিকার নাই সেই অর্থ উহাদের আক্রমণী করাই উহার উদ্দেশ্য। এই চিন্তা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বেলজিয়া বৃটীশ সাম্রাজ্যের কোন অংশ হইতে লাভ হিসাবে বৃটীশ পরিবেশে এক কপর্দকও গ্রহণ করে নাই। লর্ড ব্রাজিলক যখন আমেরিকায় বক্তৃতা করিতেছিলেন সেই সময়ে আমেরিকার রাজনৈতিক আলা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল এবং মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে একজন বন্ধু বৃটেন বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এহেন ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় যে সম্রাজ্যের পরিবর্তে বিদেশের দ্বারা দেখিয়া ব্যবসায়িক সম্বন্ধে আমাদের সন্দীহ সন্দেহ জন্মিয়াছে। কিন্তু তিনি পুনরে তিনি আমেরিকায় একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের মত স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। এখন তিনি বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে বৃটীশ সাম্রাজ্যের লাভ হিসাবে এক পয়সাও গ্রহণ করেন না। এখন সত্য যে, ভারতের দেওয়ানী ও সামরিক সম্পর্কেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমা এদেশবাসীর নিকট হইতে যে অর্থ আসে তাহার দেশ-শাসনের মজুরী হিসাবে বৃটীশ সাম্রাজ্যের তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করে না। কিন্তু ইংলণ্ডের লাভাম্বা বিস্তার ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের সেনা ও সেনাবাহক রাখা হয় এবং অতিরিক্ত লাভের আশা ইংলণ্ড হইতে এদেশে নাই, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি যে অঞ্চলের অধিকার আমেরিকা করা হয় তাহাদের বেতন, ভাতা, পেন্সন ইত্যাদি হিসাবে বৎসর বৎসর এদেশ হইতে যে কোটি কোটি টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইতে হয় তাহা কে না জানে? এদেশে বাণিজ্যের শতিচালনার নামে বৃটীশ সম্পর্কেরই সহায়তায় বৃটীশ শিল্পপতিরা, ব্যাঙ্ক, জাহাজ কোম্পানী, বীমা কোম্পানী ইত্যাদি যে বৎসর বৎসর বহু কোটি টাকা শোষণ করে তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। বৃটীশ সম্পর্কেরই সহায়তায় বৃটীশ বণিকগণ চড়া মূল্যে অপেক্ষাকৃত অসার জিনিষ এদেশে বিক্রয় করিয়া বৎসর বৎসর দেশবাসীর যে আরও বহু কোটী টাকা আত্মসাৎ করে তাহাও সর্বজনবিদিত। বড় ব্রাজিলকের মত সাম্রাজ্যবাদীর বৃটীশ সাম্রাজ্য যে পৃথিবীর বহু দেশের অধিবাসীর শোষণ ব্যবস্থার একটা বড় অস্ত্র—তাহাদের অর্থাহার করিতেছে। আমাদের এক বৃটীশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আমেরিকার অভিমতই দেখা এবং সেই ব্রাজিলকের উক্তি সত্যের অপলাপ ভিন্ন কিছু নয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা শিল্প-প্রতিষ্ঠান সম্মেলনের সভাপতি

বঙ্গ ব্যবসা প্রসঙ্গের অধিবাসীদের জন্য নিখিল ভারত সভাপতিত্বে আগামী বড়দিন ব্যবসা শিল্প-প্রতিষ্ঠান সম্মেলনের যে সকল সভাপতি বরণ করিয়াছেন সেগুলি জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া আমরা মনে করি এবং সম্মেলনের পক্ষ হইতে সভাপতিদের নিকট যে সাহায্য পরিমাণ আবেদন জানান হইয়াছে তাহা সুফল হয় এ হইলে মুক্তোত্তর কালে দেশীয় শিল্প-বিস্তার বিষয়ে আমাদের অনেকখানি ভরসা করা যায়। সম্মেলনের সভাপতি বরণ হইয়াছে যে, বর্তমান যুদ্ধের আমলে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যেরূপ অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে শিল্পোন্নয়ন ও সমর-সংগঠনে সহায়তা করিবেন, সম্মেলনের উদ্যোক্তারা যুদ্ধের পরে এদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে কীরূপ কি নীতি গ্রহণ করিবেন তাহা এখন হইতে ঘোষণা করিবার প্রয়োজন করা এবং বর্তমানে বিদেশী মাল আমদানী বন্ধ হইবার ফলে প্রকারান্তরে দেশ-উৎপাদনকারীদের যেরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহা যাহাতে বজায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। যুদ্ধ বন্ধের পরে বিদেশী মালের চেয়ে কম কিন্তু নিম্নে হইলেও দেশের লোক দেশী জিনিষ কিনিবে এমন মনোভাব দেশীয় শিল্পগুলিকে অবিলম্বে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সম্মেলনের সভাপতি বরণ করিয়া যাইবার যে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

ভার সমুচীন হইবার জন্য পরিপাটী ও আকর্ষণী করিয়া তুলিবার জন্য কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য থাকা উচিত।

এখানে বিশ্ব প্রদর্শনের উদ্যোক্তারা ভারতকে যে সুযোগ দিয়াছেন তাহাতে প্রয়োজনমত স্থান করিয়া নিজে দেশীয় ও আঞ্চলিক কলকৌশলের কারিগরদের সম্মেলনের পক্ষ হইতে আমন্ত্রণের জানান হইয়াছে। সম্মেলনে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, বাসস্থানের সমস্যা যাহা এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ সমূহ এবং বাসস্থানের দুর্দিনা তাহাদের পাওনা যায় সেদিকে পর্যবেক্ষকেরা যেন দৃষ্টি রাখেন এবং এখানের যেসব-সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহারা যেন এমন কোন ব্যবস্থা করেন—যাহার সাহায্যে-আলোয় দুর্দিন-দিন পুরাতনীয় ও অসুবিধার হইতে পারে এবং আধুনিক সমস্যার পরিচিতির পণ্য-উৎপাদন ও বিক্রয়-ব্যবস্থার সুবিধা পাইবে সমস্ত এখানে ছোট ছোট ঘর-দিয়া অধিক পরিমাণে পড়িয়া উঠিতে পারে।

উদ্যোক্তারা প্রস্তাবসমূহ পেশ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহারা অধিকাংশ বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান সম্মেলন পর্যবেক্ষকের নিকট এমন কোন দাবী উপস্থিত করেন নাই যাহা অযৌক্তিক এবং যেগুলি পূরণ করা পর্যবেক্ষকের পক্ষে কঠিনসাধ্য। এক বিষয় ব্যতীত তাঁহাদের আর্থিক পরিমাণ সম্বন্ধেও হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর এমন হইতে বিদেশী দান আকাঙ্ক্ষী তুচ্ছ ব্যবস্থার অবলম্বিত দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের হিতি পর্যন্ত বিলম্ব হইতে চলিয়াছে। এ অবস্থায় পর্যবেক্ষক যদি সাধারণ প্রস্তুতি সুবিধা দিয়া এবং মূলধনীয় নীতি অনুসারে আরও বিভূতিকল দেশীয় সমস্যাদি গ্রহণ করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহায্য না করেন তাহা হইলে এখানকার অধিকাংশ প্রস্তাবই পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। সভাপতির অভিভাষণে ডাক বিশেষভাবেই বাংলার বাঁচা মাটিয়ালের উন্নয়ন করিয়া এখানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীর যাতে সংস্কার ও ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির আশু ব্যবস্থা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, পর্যবেক্ষকেরা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ অনেকাংশে তাঁহার মনোযোগ সহিত বিবেচনা করিবেন এবং উপরোক্ত দুর্দিনের দীর্ঘমেয়াদি পূরণ করিয়া দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে বাঁচিবার সুবিধা দিবার সঙ্গে সঙ্গে অবিলম্বে দেশবাসীর পক্ষ-সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

আর্থিক পরিকল্পনা ও জাতীয় পর্যবেক্ষণী সম্মেলনের প্রশ্ন

ভারতবর্ষে যে দুটীন অর্থসাহায্যের পর্যবেক্ষণী প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার সহিত এখানের অনুসাধারণের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নাই। অর্থনৈতিক দিক দিয়া ঐ পর্যবেক্ষণী যে কার্যকরী নীতি অবলম্বন করিতেছেন দেশের স্বার্থের বিনিময়ে তাহা তাহা আমাদের দুটীন বলিয়া-স্বার্থের ভারেরী রাখার ব্যবস্থা হইতেছে। এই অবস্থায় ভারতের কলাকে কোন আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকরী করিতে হইলে এখানে একটী স্থায়ী জাতীয় পর্যবেক্ষণী স্থাপনের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাহা দ্বারা এখানে বৈদেশিক যোগদানের পথ সুগম করা যাইবে না। আর্থিক উন্নতির সহিত দেশের লোকের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়ার সুবিধা বাড়িয়া উঠিবে। উপরন্তু আর্থিক পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণী করার ফলে অনেক জাতীয় পর্যবেক্ষণী স্থাপনের সেই প্রয়োজনীয়তা কারণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে। যোজনা পরিকল্পনার অধিকারীরা দেশের একটী সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, আজ পর্যবেক্ষণী বর্তমানে যে ভাবে এখানে আর্থিক পরিকল্পনা গঠন ও কার্যকরী করার কথা বলিতেছেন তাহাতে জাতীয় পর্যবেক্ষণী স্থাপনের সে আর একেবারেই উপযোগিতা হইতেছে না। যোজনা পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া আর যাহাদিগে বলিয়া জাতীয় পর্যবেক্ষণী স্থাপনের প্রয়োজন এখন আর সেদিক বিবেচনা না। ন্যাশনাল বিজনেসের সচিব হিসাবে তিনি উহাকে একটী সুবিধাজনী সংস্থা হিসাবেই গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্মানিত দেশীয় ব্যবস্থা পরিষদে তিনি এক প্রশ্নোত্তরে জানাইয়াছেন, যখন আর্থিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হইবে এবং যখন আমরা বিনিময়ের মাধ্যমে সরকার জন্য দেশের লোকদিগকে দান্য করার প্রয়োজন হইবে তখনই প্রকৃত জাতীয় পর্যবেক্ষণীর আবশ্যকতা দাঁড়াইবে। অর্থাৎ সেই অবস্থার উপনীত না হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষণী স্থাপন-ব্যবস্থাই বৈধিকভাবে চালু রাখা যাইতে পারে। ইহাতে আর্থিক পরিকল্পনা গঠনের বর্তমান ভোজভোজের ভিতর জাতীয় পর্যবেক্ষণী সম্পর্কে অবসাধারণের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে। জাতীয় পর্যবেক্ষণী স্থাপন সম্পর্কে ভারত সরকারের আন্তরিকতার অভাব যেসব এখানের লোকবিশেষকে ধারণা করে আছে, যান বিশার হইতে 'আন্তর্জাতীয় পরিচালন' পর্যন্ত তাহা দেখিয়া দুঃখ হইয়া উঠিতেছেন। ঐ পত্র লিখিয়া-ছেন, ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য যে সব পরি-কল্পনা নিয়া বর্তমানে আলোচনা হইতেছে তাহা কার্যকরী করিতে হইলে সরকারীভাবে সকল দিক দিয়াই সুসংহতির ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইবে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসন-নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, লোকের উপর টাকের চাপ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দিতে হইবে। এইরূপ বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে জনসাধারণের সম্মতি ও সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। কাজেই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর জোর দিয়া আমরা ঐ দেশের আর্থিকার প্রতিষ্ঠার দাবীকে চাপিয়া যাইতে পারি না। অর্থ-নৈতিক উন্নতির অবাধ ইহা ঐ দেশের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়াই বলিতে হইবে। 'আন্তর্জাতীয় পরিচালন' এই উক্তির ভিতর ভারতে জাতীয় পর্যবেক্ষণী স্থাপনের যে প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা দুঃখের সরকার ও আমরা সরকারের পক্ষে বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। আর্থিক উন্নতি যা অন্য কোন উন্নতির নাম করিয়া এই স্বাধীনতার দাবীকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা আছিনি। দেশের কথা হইলে দেশের লোকের আরামের কোনের সীমা থাকিবে না।

পাটের মূল্য ও কৃষকের স্বার্থ

বাজারে পাটের দর এতোই নামিয়া যাইতেছে আমরা শঙ্কিত হইতেছি। আমরা সরকার চটকলওয়ালা সমিতি ও ভারত সরকারের সচিব পরামর্শ করিয়া এ প্রদেশে পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ১২, টাকায় বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এই মূল্য দেওয়া বাজারে অত্যন্ত নিম্ন-প্রয়োজনীয় প্রত্যাশাজীয় মূল্য যে মূলে পূর্বের তুলনায় অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে দেখিলে পাটের দর মাত্র ১৭, টাকা বাঁধিয়া দেওয়া কৃষকদের স্বার্থের অনুকূল হয় নাই। কিন্তু এইরূপ নির্ধারিত মূল্যের বাজারে পাট বিক্রয় করা বর্তমানে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চটকল-ওয়ালারা নির্ধারিত মূল্যের কম পাট কিনিতে প্রস্তুত নয়। কৃষকদের ব্যবসায়ীদের সেই অনুসারে জন্য কম পাট ক্রয় সম্পর্কে অসুবিধা দেখাইতেছে। কৃষকদের আর্থিক সঙ্কট বাড়িয়াছে। সাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার পরও এখনই দেশী যে টাকা কৃষিকের আয়ত্তে দেখিতে পাই তাহা পরিবা তাহিতে পারে না। কাজেই চটকল-ওয়ালা ও সাধারণের অসুবিধার কথা মনে রাখিয়া সর্বোচ্চ মণের মেয়ে অন্তত কম মূল্য পাইবার ব্যবস্থার প্রবর্তনিতে কৃষকদের পাট ব্যবসায়ের করিতে হইতেছে। যে ব্যবসা পর্যবেক্ষণী কৃষকদের স্বার্থে পাটের মূল্য মণ প্রতি ১২, টাকার বাঁধিয়া দিয়াছিলেন উহার মেয়ে অনেক কম মূল্যে পাট বিক্রীত হইতে দেখিয়াও আজ তাঁহারা কৃষকের স্বার্থে এ সম্বন্ধে একটা কোন উপায় করিতেছেন না। অথচ বাজারে আজ, পর্যবেক্ষণী এবিষয়ে উদাসীন নহেন। পাটচাষীদিগকে কি ভাবে সর্বোচ্চ মূল্য পাওয়ার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁহারা বিবেচনা করিতেছেন। দেশের পাটচাষীদের সুবিধার জন্য তাহার যেন পথার নিয়ন্ত্রিত নির্ধারিত মূল্যেও মণে পাট ক্রয় করিতে আরম্ভ করিবেন। পাটের মূল্য করিয়া বাজারে বর্তমানে সুবিধে কৃষক-দের যে অসুবিধা ও দুঃখকষ্ট দেখা দিয়াছে তাহাতে পর্যবেক্ষণী সত্বরতম এইরূপ একটী ব্যবস্থা-নীতি অবলম্বন করিলে তাহা খুব সুখের বিষয় হইত। কিন্তু কিছার ও বিলম্বনার মাঝে সময় নষ্ট করিয়া বহু বিলম্বে এই কার্যকরীতি অনুসরণ করিলে তাহা দ্বারা কৃষকদের কোন উপকার হইবে কি? কৃষকেরা এতদিনকার উৎপন্ন পাটের বেশী পরিমাণ আগেই কম দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। পর্যবেক্ষণী যদি আজ বিভিন্ন বিলম্ব করিয়া তাঁহাদের পাট ক্রয়ের নীতি কার্যকরী করেন তখন তখন কৃষকেরা ৭।১০ মণের বেশী পাট কৃষকদের হাতে থাকিবে না। সুতরাং মূল্য বৃদ্ধি কার্যকরীভাবে তখন পাট ব্যবসায়ীদেরই মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করিবে—দেশের কৃষিজ ভাগ্যের উহা কোন উপকারে আসিবে না। আমাদের বক্তব্যের বিশেষ পরিমাণ করিতে পাট চাষ করিতে দেওয়া হইবে পাটের মূল্য সম্বন্ধে বর্তমানে তাহার একটী নিশ্চয়তা বিধান হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। বেশী করিয়ে পাট চাষ করিয়া কৃষকেরা তাহার সাজা মূল্য পায় না। তাহার উপর এই বাড়-সঙ্কটের দিনে পাটের বদলে পাওনার চাষের উপর বেশী জোর দেওয়াই সঙ্গত। সেই হেতু বিষয়বিবেচনা করিয়া পর্যবেক্ষণী যদি ১৯৫০ সালের তুলনায় আগামী বৎসরে এক-তৃতীয়াংশের বেশী জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিতেন তবে বর্তমানে পাটের দর বৃদ্ধির পক্ষে একটা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইত। কিন্তু পর্যবেক্ষণী এবিষয়েও আজ পর্যন্ত কোন নিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন না। চট-কলওয়ালাদের স্বার্থের সহিত সমতারী রীতিমত-ভোগ সাধন করিতে গিয়া কৃষকদের স্বার্থের উপ-যুক্ত কার্যকরীতি অবলম্বনে তাঁহাদের বিলম্ব হইতেছে। পর্যবেক্ষণীর এই দ্বিধাজনিত অনুসন্ধান-মেরিয়া কৃষকদের কল্যাণে এখনো কোন সরকারী সুব্যবস্থাই আমরা আজ আর আশা করিতে পারিতেছি না।

আপিস ও শিল্প

সজ্জার প্রয়োজনীয় বিভিন্নতম

দ্রব্য

- ছাই ট্রাফি
- বিভিন্ন স্ট্যান্ড
- ওয়ার ট্রান্স
- এসবলি মেসিন
- শিল্প ব্যাগ,
- মেম, ফ্রেম,
- টেবিলস্ ও ফ্রেম
- মেডেল ও ব্যাজসমূহের বাড়ু-ফিতা
- ফিতে-কলা ব্যাজ
- বালার নীলমোহর
- চাকরির পদবর্ণনা সম্বলিত বাড়ু-ফিতা
- ভিজিটার্স কার্ড ইনভেলপ ও হ্যাণ্ড-বাড়ি
- ডুবিকেটর ব্যালাসিং প্রভৃতি
- মিটি মেটালের তৈরি বিভিন্নতম

আমাদের নিজ কারখানায় সুযোগ্য কারিগরদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত হয়। ব্যবহার না করে বুঝতে পারবেন না—অথচ মূল্য ও নির্ভুল সময়ে আমরা এরূপ বিভিন্ন তৈরি করে থাকি

আনন্দ-বেঙ্গল

১-৩৪, বিডন রো, কলিকাতা

ফোন : বি বি ১৮৩৩

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন

ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বিস্তারের জন্য অনেকদিন হইতেই একটী ব্যাঙ্ক আইন প্রণয়নের কথা চলিয়া আসিতেছে। পরে ১৯৩৯ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঐ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া একটী খসড়া-বিল ভারত সরকারের নিকট পেশ করেন। ঐ সময় হইতে অদ্যাবধি মূলধন প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে মতভেদ থাকায় আইন প্রণয়নে দেরী হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধের সময় অত্যন্ত দ্রুতবেগে ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের যে অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে এতদিনের আলোচনাকারীদের মধ্যেও অনেকে নূতন করিয়া বাধা দিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন। তাই কয়েকটি সুব্যবস্থা অবলম্বন করা আজ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছেন, আর সেজন্য অর্থ-সচিব স্যার জেরেমি রেইসম্যান ব্যাঙ্ক আইন প্রণয়নের জন্য একটী বিল সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক বলিতে কি বুঝা যাইবে, কি ধরণের লেনদেন-মূলধন নিয়া ব্যাঙ্ক কোম্পানী গঠন করা যাইবে, কি পরিমাণ নিজস্ব মূলধন থাকিলে তাহাদিগকে কাজকারবার চালাইতে দেওয়া হইবে, ব্যাঙ্ক পরিচালনার পরিচালনা ও তাদের নীতি কোন দিক দিয়া কতদূর নিয়ন্ত্রণ করা হইবে, প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে আমানতী জমার কত অংশ প্রথমে ও অন্যান্য নির্দিষ্টবিভিন্নে নিয়োজিত রাখিতে হইবে এই সব বিষয়ে উক্ত ব্যাঙ্কবিলে কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া আরো কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ পরিদর্শন সম্পর্কে ও প্রয়োজনমত ঐ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কারবার গুটাইয়া দেওয়া সম্পর্কে উহাতে কয়েকটি নিয়ম পরিকল্পিত হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যে খসড়া-বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাতে মিটি করিয়াই ৫৬ ধারার সরকারী বিলটী গড়িয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গতি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব কোন কোন ক্ষেত্রে সংশোধন করা হইয়াছে এবং অনেক দিকে অনেকটী সম্পূর্ণ মূতন বিধানও উহাতে সংযোজিত করা হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য এই বিলটী ৭৭ধারায় বেশের সমস্ত উপস্থিত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে এই বিল সবিস্তারে আলোচিত হইবে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিক হইতে এই বিলটী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা উহার কয়েকটী প্রধান প্রধান প্রস্তাব নিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

প্রথমে ব্যাঙ্কের কাজ চালাইতে হইলে কি পরিমাণ আদায়ীকৃত মূলধন থাকিতে হইবে তাহার বিষয় ১১নং ধারায় তাহার পরিপূর্ণ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে মূলধন সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্ক আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার দুই বৎসর পর :—(ক) আদায়ী মূলধন ও সঞ্চয় অবিলম্বে মিলিয়া ১ লক্ষ টাকা না হইলে এজেন্সি কোন ব্যাঙ্ক ব্যবসা চালাইতে পারিবে না। (খ) সেজাই ও ফিক্সড্ ডিপজিট সহযোগে ব্যবসা পরিচালনা করিতে হইলে প্রত্যেক স্থানের জন্য ৫ লক্ষ টাকা করিয়া মূলধন দেখাইতে হইবে। (গ) অন্যান্য যে সব স্থানের জনসংখ্যা ১ লক্ষের উপর সেই সব স্থানে ব্যবসা চালাইতে হইলে প্রত্যেক স্থানের জন্য দুই লক্ষ টাকা করিয়া মূলধন দেখাইতে হইবে। (ঘ) কোন স্থানের জনসংখ্যা ১ লক্ষের কম হইলে ১ লক্ষ টাকার উপর অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা মূলধন দেখাইয়া সেখানে কাজ চালান যাইবে। (ঙ) এক এজেন্সের ব্যাঙ্ক যদি অন্য এজেন্সে ব্যবসা পরিচালনা করিতে চায় তবে সে জন্য মোট ২০ লক্ষ টাকার মূলধন দরকার হইবে। মূলধন ও সঞ্চয় অবিলম্বে মিলিয়া মোটামুটি ২০ লক্ষ টাকা হইলে যে কোন ব্যাঙ্ক মুদ্রিত আকারের যে কোন স্থানে আফিস [illegible]

ব্যাঙ্কের লেখার সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ১৯৩৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারীর পর যে সমস্ত ব্যাঙ্ক কোম্পানী রেজেষ্টারকৃত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে ১৯৪৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে তাহাদিগকে ঐ তারিখের পূর্ব্বে যে সমস্ত কোম্পানী লেখার ব্যবসা চালাইতেছে তাহাদের সম্পর্কে এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না।) (ক) লেখার পরিমাণ প্রদত্ত টাকার অনুপাতে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি আদায়ীকৃতের কোম্পানিকার দীনার করিয়া নিতে হইবে। (খ) প্রত্যেক ব্যাঙ্ককেই অনুপাতিক মূলধনের অতিরিক্ত পরিমাণ বিদেশীয় মূলধন ও বিদেশীয় মূলধনের অতিরিক্ত পরিমাণ আমানতী মূলধন লেখাইতে হইবে।

উপরোক্ত ১১নং ধারায় ব্যাঙ্ক কোম্পানীর লেখার-মূলধন সম্পর্কে যে বিধান করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা ব্যবসায়ের কল্যাণ ও জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষণের দিক দিয়া আমরা তাহা সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। ভারতবর্ষে মোট কোম্পানী গঠনের ব্যাপারে কোম্পানীর উদ্যোক্তারা প্রায়ই তাঁহার অনুপাতিক মূলধন বেশী করিয়া নিজেরাই করার চেষ্টা দেখাইয়া থাকেন। যে কোম্পানী লেখ পর্যন্ত ৫০ হাজার টাকার লেখার বিক্রয় করিতে পারিবে না সেই কোম্পানীর উদ্যোক্তারাও সময়ে তাঁহাদের অনুপাতিক মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা লেখনা করিতে কিন্তু লেখ করেন না। কোম্পানী সম্পর্কে লেখের মূল একটী বড় ব্যবস্থা আমরা সেই করিবার উদ্যোক্তাই অনেক ক্ষেত্রে এই বৎসর কার্য্যকরী অবলম্বিত হইয়া

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

≡মোহিনী মিলস্ লিঃ≡

এই সিজনের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)

২নং মিল
কেদারিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্ট :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় মূলধন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত একটী ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,০০,০০,০০০ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ২,০০,০৬,৩০০ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ১,০০,৩৫,১০০ টাকা

বিক্রয়ার্থ ও অন্যান্য তহবিল ১,১১,২১,৫০০ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩১-৩-৪৩ তারিখে) ৩৩,৯১,১০,০০০ টাকা
বেশ অফিস—বোম্বাই বাজী রোড, দেহলী, এলাহাবাদ

ভারতের ৭৫টি ও ব্রহ্মদেশের ১৪টি অফিস এবং ৩০০টিরও অধিক এজেন্সি ও করেসপণ্ডেন্ট ব্যাঙ্ক।

ব্যাঙ্ক এই, সি, দেশাই, কে, বি, বি, মোদক।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। বিনা এই, বি ফাক্সডিপজিট, মো: সি: সঞ্চয় একাউণ্ট। বিশেষ সর্ত্তে ও বিনা সর্ত্তে ফিক্সড্ ডিপজিট গ্রহণ করা হয়। বিদেশী ব্যাঙ্কের সহিত কারবার করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিলে পাঠান হয়।

অফিসসমূহ বোম্বাই—মেন অফিস—১৩০, ফ্রাইর ষ্ট্রীট, ফোর্ট—১১, গ্রান্ট ষ্ট্রীট, মিল্ড মার্কেট—১৩, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, ভাটিয়া—১৩, ওর্কাডিনা ষ্ট্রীট, ভালকেশ্বর—৩৩, গ্রান্ট রোড। মফঃস্বল—আমা, আহমেদাবাদ, বীরমগাম, ভাবনগর, ভিসিয়াবাদ, বরোদা, সিমলাপুর, আহিলাপাদ, এবং দুমুরী। বিহার—ভাগলপুর, মজঃফরপুর, পাটনা, সাহেবগঞ্জ, মো: ভাগলপুর, ধানবাদ, গিরিডি, ছোটা, মধুপুরী, গয়াবাদ্রা, ৪৩নং, মোকামা, ডালটনগঞ্জ, পাটনা, পাটনা সিটি, আইরা, সিমলতলা, মজঃফরপুর, সাহেবগঞ্জ, পাটনা, ছাপরাবাদ, ভাগলপুর, সাহিবগঞ্জ ও পুরুলিয়া। উড়িষ্যা—কলিকাতা।

হষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯৪১ টেলিগ্রাম :—ব্যাঙ্কার
হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা
ফোন নাম্বার—২০০
কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—কালীঘাট, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার, (১১৮৭ জন ষ্ট্রীট)।
বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, দেশী, সোনাখালী, টালপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, সিলেটপুর, টাঙ্গুয়াপীঠ, পাইকাগাছী, ভবানীপুর(চাকা), আরাকানপাড়া।
বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি এবং ভাগলপুর।

অতঃপর ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—
ঐ মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এম কে রহ

যাবে। কিন্তু এই ভাবে সাময়কভাবে বিক্রয় করার চেষ্টা করিলে। কোন কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন বেশী হইলেই তাহা তাহা উহার আর্থিক দৃঢ়তা প্রমাণিত হয় না। আসলে কোম্পানী কি পরিমাণ শেয়ার বিক্রয় করিতে সমর্থ হইল ও জনসাধারণ কত টাকা আসল হইয়া আসিল তাহার উপরই উহার আর্থিক সামর্থ্য ও দৃঢ়তা নির্ভর করিয়া থাকে। এই অবস্থায় বর্তমান দিনে অত্যাবশ্যকীয় মূলধনের অর্দ্ধেক পরিমাণ বিভিন্ন মূলধন ও বিভিন্ন মূলধনের অর্দ্ধেক পরিমাণ আসামী মূলধন দেখাইবার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা আমরা সময়োপযোগী বলিয়াই মনে করি। অভিজ্ঞতায় যা সাধারণ দেখায় তাহা ব্যাঙ্কসমূহকে (১৯৫১ সালের ১৯শে জানুয়ারীর পর দেওয়ীকৃত) আর কোন শেয়ার বাহির করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে আমাদের মতে তাহারও যুক্তি যৌক্তিকতা রহিয়াছে। এদেশে অনেক ব্যাঙ্ক কোম্পানীকেই সাধারণ শেয়ারের সঙ্গে প্রেফারেন্স ও ডেফার্ড শেয়ার বাহির করিতে দেখা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহের সঙ্গে এদেশে বিভ্র প্রতিষ্ঠানের প্রেফারেন্স শীয়ার-হোল্ডারী অর্থ সংগ্রহের সুযোগ কম। সুতরাং ব্যাঙ্কসমূহ কেবল অল্প এদেশে করেন না। তাহাই ব্যাঙ্কারে প্রচুর পরিমাণে প্রেফারেন্স ও ডেফার্ড শেয়ার ছাড়িয়া যে কোন সঙ্গে মূলধন সংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা বিশেষ কিছু নাই। ইহাদের ব্যাঙ্কসমূহের সঙ্গে অবশ্য আবশ্যকে ওভারড্রাফ্ট আবশ্য থাকে। সাধারণ অনুমোদিত ব্যাঙ্কের কাজ চালাইবার সঙ্গে অতিরিক্ত সেভিং-মূলধন ও অন্যান্যকালীন আমানতী জমা এই দুইটীই সবচেয়ে উপযোগী। তাহাই প্রেফারেন্স শেয়ার ও ডেফার্ড শেয়ার বাহির করিবার রীতি বন্ধন করিয়া এই দুই বিষয়ে মনোনিবেশ করাই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, যেসব ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার বিক্রয় করিবার তাহাদের দুরভিসন্ধি লিখিত করিয়া রিজা উহাদিগকে নির্দিষ্ট সময় মধ্যে তাহা মিটাইয়া দিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। ১৯৫৯ সালের শেষে মূলের সুদৃশ্য প্রেফারেন্স শেয়ার বাহির করা হইয়াছে প্রস্তাবিত বিলে সে সম্বন্ধে কোনরূপ বন্ধন রাখার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে যেসব প্রেফারেন্স শেয়ার ছাড়া হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে সেই ধারার বিলে নাই। সে সম্বন্ধে একটী ব্যবস্থা করাও আমাদের মত সমর্থন।

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের উপরোক্ত ১১নং ধারায় ব্যাঙ্কের কাজ চালাইবার জন্য এদেশে প্রয়োজনে রিজা বিভিন্ন মূলধন স্থির করিয়া বিলের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইহার যৌক্তিকতা বিশেষ কিছু খুঁজিয়া পাইতেছি না। কত টাকা লইয়া কোন ব্যাঙ্ক কাজ সুরু করিল তাহা উহার কাজ চালার সম্পর্কে বিশেষ বিষয় হইতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতার মাপকাঠী তাহা নহে। যেসব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন রিজার্ভ বিষয় হইতেছে—(১) আদের অনুপাতে উহার নগদ কত কি না, (২) উহা বিনিয়োগকারে টাকা খাটাইতেছে কি না এবং (৩) আমানতকারীদের দাবী পরিশোধ করিবার মত টাকা উহা এমন অবস্থা সম্বন্ধে সময়ে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখিতেছে কি না। ঐ সব বিষয় রিজা ব্যাঙ্কের কার্যাবলী সম্পর্কে যদি কোন সন্দেহ না থাকে তবে তাহা মূলধন সম্বন্ধে একটী ব্যাঙ্ক আদর্শ শ্রেণীর হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সে কথা উপলব্ধি না করিয়া সম্প্রতিকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসারে মূলধন: যেসব যেসব মূলধন বৃদ্ধির উপর জোর রিজারের তাহাতে এই প্রস্তাব আইনে প্রবর্তিত হইলে সেসব ছোট ছোট ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব লোপ পাওয়া বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে অনেক বড় বড় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যে সব স্থানের লোকসংখ্যা ১ লক্ষের উপর সে সব স্থানের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই বেশী। ইহাদের লক্ষিত প্রতিযোগিতার টাকাইতে হইলে বেশী মূলধনের আবশ্যকতা আমরা অনুভব করি না। ঐ সব স্থানের ব্যাঙ্কের কাজ চালাইতে হইলে কম পক্ষে একলক্ষ ৫ লক্ষ টাকা মূলধন ও বন্ধুক অবশিল দেখাইবার প্রস্তাব হয় ও অযৌক্তিক নহে। কিন্তু এ ছাড়া অন্য স্থানে ব্যাঙ্কা চালাইতে হইলে তেমন যে প্রতি ব্যাঙ্কের কম পক্ষে ১ লক্ষ টাকা প্রাথমিক মূলধন ও প্রতি শাখার জন্য ১০ হাজার টাকা অতিরিক্ত মূলধন দেখাইতে হইবে তাহা আমরা যুক্তি না। তাহাতেও অধিক মনে। এদেশের গ্রামাঞ্চলে অনেক লোকেরই আর বিশ্বাস নাই। সে জন্য তাহাদের সঞ্চয়-কেন্দ্রে ছোট ছোট ব্যাঙ্ক স্থাপন ও পরিচালনার যথেষ্ট সার্থকতা রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের লোকদের নিকট অর্থ সঞ্চয়ের অভ্যাসে গড়িয়া তোলার পক্ষে ছোট ছোট ব্যাঙ্কের ভূমিকা খুবই অনুকূল। গ্রামাঞ্চলের লোকদের অল্প সঞ্চয় টানিয়া লইয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বহুবিধ সম্পর্কের ব্যাপারে ছোট ও মাঝারি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ বহুভাবে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। মিনিমম মূলধন সম্পর্কে বেশী পরিমাণ জোর দেওয়া হইলে দেশের এই সব ছোট ছোট ব্যাঙ্কের ভাঙ্গাকারবার বন্ধ হওয়ার ও মূলধন বৃদ্ধির এ বয়সের ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলার পথ রুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহাই দেশের অর্থ-নৈতিক স্বার্থের দিক হইতে এই ব্যবস্থা অভিপ্রেত হইবে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।

ব্যাঙ্ক-বিলে বিভিন্ন দেওয়া হইয়াছে এক প্রদেশের ব্যাঙ্কের অন্য প্রদেশে ব্যবসা চালাইতে হইলে অতিরিক্ত মোটামুটি ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন ও বন্ধুক অবশিল দেখাইতে হইবে। এই প্রকার ব্যবসা কাহারও হইলে ব্যবসা দেশের পক্ষে তাহা অনেক দিক দিয়াই অসুবিধাজনক হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। ব্যবসা দেশের যে কয়েকটী বড় ব্যাঙ্ক অন্যান্য প্রদেশে তাহাদের ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে তাহাদের অধিকাংশেরই ৫০ লক্ষ টাকার বহু মূলধন রহিয়াছে। সে হিসাবে এই ব্যবস্থায় সাধারণের কোন অসুবিধা হয় ও বাধা। কিন্তু কম মূলধন লইয়াও বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং অন্যান্য অঞ্চলে আধা-অশিক্ষিত পরিবার ভূমিয়ারে সাফল্য দেখে দেখান ব্যাঙ্কের সংখ্যাও কম নহে। তাহাই ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন দেখাইবার বিষয় বিভিন্ন হইলে ব্যবসায় বাহিরে এইসব ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধের অধিকার পক্ষে খুবই অসুবিধার কথা হইবে। বোম্বাই ও অন্য অনেক

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেডিয়ার অফিস—
লুধিয়ানা সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

কলিকাতায় প্রধান শাখা
১১১, ক্যানিং ষ্ট্রীট

—অন্যান্য শাখাসমূহ—
আমবালায়, অমৃতসর ষ্ট্রীট, ওখারীপুর, বরহরসিংহ, করিমপুর, চাঁদাইল, আসানসোল, বর্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, সিমলা, ডিব্রুগড়িয়া, জোড়হাট, ডাকঘর, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—বম্বে, দিল্লী, লণ্ডন, কানপুর এবং ভারতের অন্যান্য প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে।

যান্ত্রিক শক্তি
ও নবপরিকল্পিত ভারত

ভারতের বর্তমানে যেকোন যান্ত্রিক শক্তি বিদ্যুৎশক্তি সমস্ত ভারতের শিল্পোন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় অপরিহার্য।

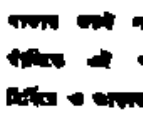

যাবতীয় ভারী শিল্প, খাদ্য ও দৈনন্দিন এই শক্তিসম্পদ সমূহে নির্ভরে ও অফুরন্তভাবে ভোগ করে।

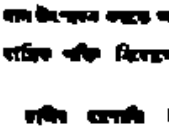

এমনকি যেসব গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত উপায়ে উহা সহজে ও অল্পব্যয়ে বিদ্যুৎশক্তির সুবিধা ভারতের সমস্ত গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া যায়।

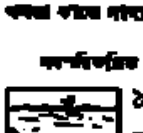

ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে বিদ্যুৎশক্তির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

ইলেক্ট্রিসিটি ভবিষ্যৎ

TATA&CO.LTD

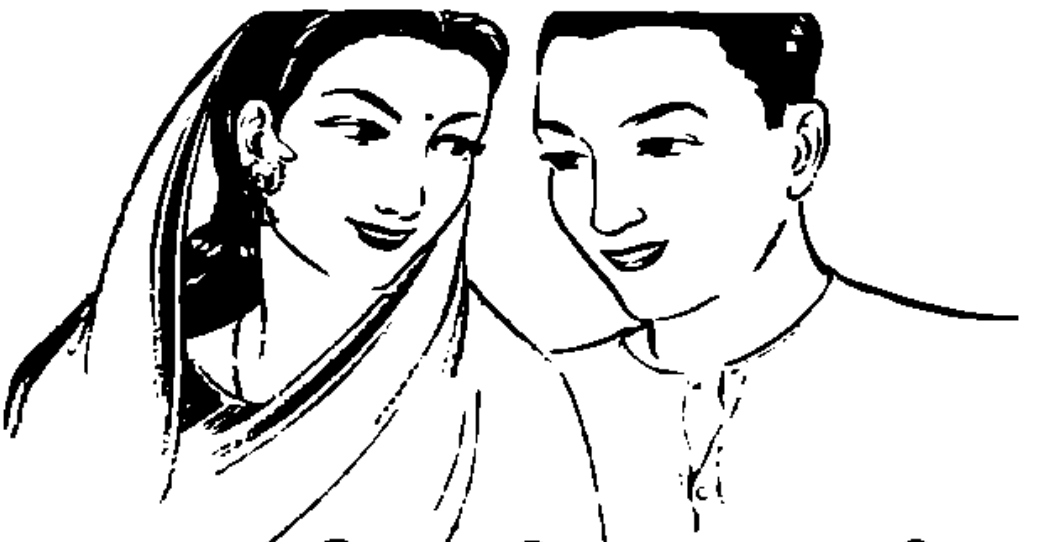

আমাদের বুদ্ধির তারিফ করতে হবে কিন্তু!

নিশ্চয়ই হবে। আমাই ঢাকেশ্বরীর কাপড় কেনেন আমাই বুদ্ধির কাজ করেন। কেননা সত্তরটা পঁচিশ ভাগ কাটা আলাদা করা—টাকায় তিনি বার আনায় কিনে চার আনা বাঁচানোটা বুদ্ধির কাজ বৈকি। ঢাকেশ্বরীর কাপড় কিনলে ঠিক এই হিসিবটাই ওঠে। কি করে? তার উত্তর হচ্ছে: ঢাকেশ্বরীর কাপড় এত টেকসই ক'রে তৈরী যে সেগুলি সত্তরটা পঁচিশ ভাগ বেশী পরা যায়। অথচ দামের হারও কম।

ঢাকেশ্বরী মিলে ধুতি, সিঁথি ও সবরকম ধরণের ধুতি, শাড়ী, সার্ট, সুটিং, জার্সি, লংক্লথ ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় নানারকম কাপড় তৈরী হয়, আপনার যেটা খুসী কিনতে পারেন। আর একটা কথা: ঢাকেশ্বরী মিল হচ্ছে বাংলার নিজস্ব সম্পদ। আপনি হয়ত এর অংশীদার, না হন আপনার আত্মীয় স্বজনের কেউ কাজ বা ব্যবসা সূত্রে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ঢাকেশ্বরীর সমৃদ্ধিতে আপনারও সমৃদ্ধি এ কথাটি যেন ভুলবেন না।

ধুতি ও শাড়ী ঃ পাড় বাহারে তৈরী এবং অন্যান্য কাপড় ঢাকেশ্বরী মিলে তৈরী হয়ে থাকে। কিন্তু সকল দোকানে সকল রকম কাপড় পাওয়া যায় না। যে দোকানে ঢাকেশ্বরী মিলের কাপড় পাওয়া যায় সেই দোকানেই কিনবেন।

প্রতি ক্ষেত্রে ব্যবহার

ঢাকেশ্বরী

প্রত্ত কিনিয় ঘরে

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ কর্তৃক প্রচারিত: ব্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীযুক্ত সুধাংশু বসু

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন—১৯৪৫ সালের ৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত লণ্ডনে আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। ব্রিটিশ ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মিঃ আর এ কেলিকার, মিঃ দুর্গাপতি আচার্য্যি ও মিঃ এল এ আপে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য মনোনীত হইয়াছেন।

ব্রিটেনের রপ্তানী-বাণিজ্য—যুদ্ধের আগের বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের তুলনায় যুদ্ধকালে ব্রিটেনের রপ্তানী-বাণিজ্যে কতখানি অবনতি হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত হিসাব হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে :—

পরিমাণ হিসাবে :—১৯৩৮ সালে—৪৭ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪৪ সালে—২৯ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪৫ সালে—২৬ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড।

মূল্যের পরিমাণে :—(১৯৩৮ সালের মূল্য-মানকে ১০০ ধরিয়া) ১৯৪৪ সালে—৩৩। ১৯৪৫—সালে ২৯।

প্রধান প্রধান কয়েকটী পণ্য :—(১৯৩৮ সালের মূল্য-মানকে ১০০ ধরিয়া ১৯৪৫ সালে) জাহাজ, রীমা ও অন্যান্য যানবাহন—১১। লৌহ ও ইস্পাত—৯৮। রসায়নী—৭১। তুলাজাত সূতা ও বস্ত্রাদি—৯০। পশমের সূতা ও পশমবস্ত্র—৭১। ইলেকট্রিক সরঞ্জাম—৫০।

বিভিন্ন দেশের আমদানি বাড়ি—বর্ত্তমান যুদ্ধকালে ব্রিটেন ১৯৪৪ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া, কুইবেক, যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানেডার নিকট যত টাকার পণ্য আমদানি করিয়াছে তাহার পরিমাণ :—

অষ্ট্রেলিয়া—১৪৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড। কুইবেক—৪,৯২৯ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। যুক্তরাষ্ট্র—৩,৯০৪ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। ক্যানেডা—৩৪৭ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড।

বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের বার্ষিক বোনাস—সম্প্রতি বোম্বাইয়ের মিলওনার্স এসোসিয়েশনের সভ্যদের এক বিশেষ অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে,এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত বোম্বাই নগরী ও বোম্বাই ষ্টেটের কাপড়ের কলগুলির স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকদিগকে ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মাসিক যে হারে তাহাদের উপার্জ্জনের এক-মাসমান বোনাস হিসাবে দেওয়া হইবে। যে সকল স্থায়ী শ্রমিক বোনাস বিতরণের দিন পর্য্যন্ত কাজে বহাল থাকিবে এবং যে সকল অস্থায়ী শ্রমিক ১৯৪ সালের মোট কাজের সময়ের তিন-চতুর্থাংশ কাল কাজ করিয়াছে কেবলমাত্র তাহারাই এই বোনাস পাইবার অধিকারী হইবে। অন্যান্য অবস্থায় যে সকল স্থায়ী শ্রমিক ছুটি লইয়াছে তাহাদের ঐ সময়ের বিশেষ ভাতা ও বোনাস হিসাবের জন্য তাহাদের বেতনের সহিত যোগ করা হইবে। বোনাসের অর্দ্ধেক ১৯৪৫ সালের ২৩শে জানুয়ারী এবং বাকীটা ১৯৪৫ সালের ২৪শে মার্চ্চ বিতরণ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই বোনাস বিতে প্রায় ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হইবে।

মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় নূতন রেল লাইন—বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া ষ্টেশনের বর্ত্তমানী ৪৪ মাইল ব্যাপী এক নূতন রেল লাইন পাতা হইয়াছে। ১লা ডিসেম্বর হইতে এই লাইনে যাত্রী চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। এই নূতন লাইন নির্ম্মাণে প্রায় ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা খরচ পড়িয়াছে।

কর্পোরেশনের কর্ত্তৃক ট্রামওয়ে ক্রয়—প্রকাশ, কলিকাতা কর্পোরেশনকে বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ১৯৪৫ সালের কলিকাতা ট্রামওয়ে আইনের বিধান অনুসারে প্রস্তাবিত ট্রামওয়ে কোম্পানী ক্রয় করার সময় এবং সহরতলীতে ট্রাম পরিচালনার জন্য কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনকে ট্রামওয়ে ক্রয় ও পরিচালনার জন্য সম্মতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, কর্পোরেশনের আগামী সভায় তাহা আলোচিত হইবে।

ব্রাসেল্স ও ফ্লোরিডায়ে "অন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতা" অভিযোগ—পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলের সভ্য মিঃ ইমায়ুয়েল শিনওয়েল সিনেট সোভাধীনে সম্প্রতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্রাসেল্স ও ফ্লোরিডায়ের প্রতিযোগিতা আলোচনাকালে "অন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতা" বিষয়ে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। মিঃ শিনওয়েল আরও বলিয়াছেন যে, সাধারণ ভাবেই ঐ আলোচনা সময় করা হইতেছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। যুদ্ধোত্তর অবিবাদ নির্ম্মাণের সম্পর্কে মিঃ শিনওয়েল বলেন, আগামী নির্ম্মাণকার্য্যে যুদ্ধোত্তর শ্রমিক সমস্যাগুলি প্রতিফলিত হইবে।

শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষ—ফেলো ইন্সিটিউশন এফ বিটেন প্রোপার্টি কোং লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং বিশ্বস্ত ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লোকাল বোর্ডের সভ্য (কলিকাতা) অক্টোবর সভ্য ও ফাইন্স কমিটির চেয়ারম্যান লোকাল বোর্ড কর্ত্তৃক তিন বৎসরের জন্য সেণ্ট্রাল বোর্ডের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি—ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, সরঞ্জামাদির অভাব সত্ত্বেও ভারতে কাপড় উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ বেশ অগ্রসর হইতেছে। এই বৎসরের প্রথম তিন মাসের তুলনায় তুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর—এই তিন মাসে কাপড়ের উৎপাদন শতকরা ৯% ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে পুর্ব্বে যেরূপ আশা করা গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক কাপড় অসামরিক কার্য্যে ব্যবহারের জন্য দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

কলিকাতার অমঙ্গলের প্রকোপ—কলিকাতা কর্পোরেশনের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ এস ইউ আহমেদ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, সহরে সাম্প্রতিক আকারে বসন্ত দেখা দিয়াছে। চিকিৎসা ব্যবসায়িগণ যাহাতে টীকা দেওয়ার কার্য্যে সহযোগিতা করেন সেই জন্য তিনি তাঁহাদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। যে সকল ডেপ্টিষ্টগণ চিকিৎসা ব্যবসায়ী বিনা পারিশ্রমিকে টীকা দিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা মিউনিসিপাল টীকা সরবরাহ কেন্দ্র কিম্বা মেডিক্যাল মিউনিসিপ্যাল অফিস (বেলভ রিপাইনেণ্ট) অথবা ৩৩ নং বালীগঞ্জ সাকুলার রোডের কিলো হইতে বিনা মূল্যে টীকার টীক লইতে পারিবেন।

ইংলণ্ডের যুদ্ধোদ্যম—মিঃ চার্চিলের একটী বক্তৃতায় প্রকাশ যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের লোক ১ লক্ষ এরোপ্লেন, ৯ হাজার যুদ্ধ-জাহাজ ও ৯১। লক্ষ টনের বাণিজ্য-জাহাজ তৈয়ার করিয়াছে এবং মোট ৪৫ লক্ষ লোক সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ১ কোটী ৩০ লক্ষ একর জমিতে খাদ্যশস্য চাষ হইত—এখনে ১ কোটী ৮০ লক্ষ একর জমিতে খাদ্যশস্য চাষ হইতেছে। এই সময়ে ইংলণ্ডে ৪০ লক্ষ মেশিনগান, ৮০০ কোটী খোলা এবং ৩৪ হাজার বিমান-বিধ্বংসী কামান নির্ম্মিত হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে এই পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ১ লক্ষ ২৯ হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং বোমার আক্রমণে ৫৭ হাজার অসামরিক অধিবাসী প্রাণ হারাইয়াছে। ইংলণ্ডে মোট খাদ্যীয় সংখ্যা ১ কোটী ৩০ লক্ষ—বোমার আক্রমণে উহার মধ্যে ৫৪ লক্ষ বাড়ী জমে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই সময়ে ইংলণ্ডের মোট ১ কোটী ১৪ লক্ষ টনের জাহাজ শত্রু কর্ত্তৃক নিমজ্জিত হইয়াছে। আর্থিক দিক হইতে এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের রপ্তানী-বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। ইংলণ্ডের আয়ের উপর

...জাতির শত্রু ওজন—
দৈন্য, দুর্ভিক্ষ আর ব্যাধি...

ক্ষুধা, ক্ষুধা, শতসহস্র আরও কেবল কবির কল্পনা নয়। শুধু আজ আমাদের এই দেশেরই কথা কেন? কেন আজ পথে, ঘাটে, গ্রামে, নগরে, সর্ব্বত্র অজস্র অসহায়দের আহ্বানের ভীড়? কেন কোটী কোটী সরলপ্রাণ আজ অসুস্থচিত্তে দুর্ভর বোঝা ও অসাধ্যসাধনকেই পরম পুরুষার পাইবে ভেবে এমনে জীবনের শেষ প্রান্তের দিকে অস্থির-মন্থর পথে আগাইয়া চলিয়াছে? এ প্রশ্ন আজ শুধু ভারতবাসীর নয়—পৃথিবীর সমস্ত সভ্য মানুষের।

চল্লিশ কোটী ভারতবাসীর অধিকাংশই আজ কঠিনতর দারিদ্র্যের ফলে অনাহারক্লিষ্ট অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করে। আর যাহারা দু' বেলা দুটী পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তাহারাও যে খাদ্য গ্রহণ করে, তাহা পরীর গঠনের বা স্নেহ-রক্তকে স্বাভাবিক রাখার সহজ উপাদান সমূহে সমৃদ্ধ নহে। অজ্ঞানের মোহের এই নৈরাশ্যজনিত অন্ধতাকে দুরীকরণে মূল আনিয়া আমরা সেবাব্রতীর ও জ্ঞানের কথিয়া তুলিয়াছে। অজ্ঞতার ফলে আমাদের প্রকৃতির নিয়মের প্রতিটি লঙ্ঘন হইয়াছে। ফলে, প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি সম্পূর্ণরূপে সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। দেশের অধিক অন্ন-সাধারণ দুরের কথা, যাহাদের অর্থ আছে, তাহাদিগকে আজ, তাহাদের পুষ্টির প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। ফলে, সমস্ত জাতি-শরীরের রক্ত হইতে পরিষ্কার হইয়া পড়িতেছে। দৈহিক দৌর্ব্বল্যের এই সুযোগ লইয়া জাতীয় জীবনের দুর্ব্বারে আসিয়া দাঁড়িয়েছে অসংখ্য শত্রু—অসংখ্য ব্যাধি।

তাই আজ জাতীয় শক্তির পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন এমন খাদ্যের, যাহা দেহের পুষ্টিবিধান করিয়া সহজাবীকে পূর্ণতায় সবল, সজীব ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ীরা বলেন, এজন্য 'ভিটামিন বি' একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমরা নিত্য যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি তাহার অধিকাংশের মধ্যে 'ভিটামিন বি' অত্যন্ত স্বল্প এই অভাব 'ভিটামিন বি' সমৃদ্ধ অবিকৃত পুষ্টিকর উপাদানের প্রয়োগ 'বাই-ভিটা-বি'তে পূরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বিশ্বের চিকিৎসকমণ্ডলী পুষ্টিবিজ্ঞানে 'বাই ভিটা-বি'কেই আখ্যা দিয়া থাকেন।

* ইহাতে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফিনাকোফস্ফেট এবং ইরনিন আছে। এগুলি রাসায়নীয় পরিপোষক। ম্যাগনেসিয়াম দৌহ-আধার ছাড়া শরীরের প্রতিবিধান করে। 'বাই-ভিটা-বি'তে মিউক্লিক এসিড আছে। মিউক্লিক এসিড মানুষের দেহকণিকা গঠনে সহায়তা করে এবং ইহার দ্বারা দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধি পায়। 'বাই-ভিটা-বি' গর্ভাবস্থায়, প্রসবান্তে এবং রোগভোগের পর স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত আবশ্যক।

দেনের যে সম্পত্তি বিক্রয় বাবদ মোট ১০৬ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং বন্দোবস্ত বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের বাহিরে মোট ৮৩০ কোটী ডলারের ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

আসন্ন আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য—গত ৪ঠা আগষ্ট আন্দোলনে যোগ দিবার যে অপরাধে হইয়াছে, তাহার পরিমাণ এক লক্ষ টাকা। বেনারসের কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস যে সমস্ত খাস খাকে, দায়ীকৃত আদায় করা যোগ কর্তৃপক্ষের নাই। সুতরাং আদায় অতিশয়ন এই বিষয়ে করা হয় নাই।

মহাত্মাজীর বাংলা ও উড়িষ্যা পরিদর্শনের আগ্রহ—শ্রীযুক্ত অমলানন্দ দাস এবং যোগাই যাবতা পরিষদের স্পীকার শ্রীযুক্ত কি কি মহাদয়ের মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করিবার পর সম্প্রতি দেওয়ালী হইতে আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিশ্বস্ত সংবাদে জানা যায় যে, বিভিন্ন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ ও দুঃখ-দুর্দশার সংবাদে মহাত্মাজী অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। প্রকাশ, বাংলা ও উড়িষ্যা পরিদর্শনের জন্য গান্ধীজী আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। স্বাস্থ্যের অবস্থা বুঝিয়া গান্ধীজী যতদূর সম্ভব পরিদর্শন করিবার জন্য সাফিট প্রোগ্রামটি পরিবর্তন করিবেন।

খাদ্যশস্য সংগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা—খাদ্যশস্য সংগ্রহ সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য অদ্যপরিষদ সদস্য কমিটির প্রথম অধিবেশনে মাননীয় সদস্য সি পি শ্রীনিবাসনের সভাপতিত্বে আগামী ১২ই ডিসেম্বর আরম্ভ হইবা তিন দিন ধরিয়া চলিবে। কয়েকটি প্রদেশে খাদ্যশস্যের সংগ্রহের সরকারী একচেটিয়া ব্যবস্থায়, অন্যান্য অঞ্চলে অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং এই উদ্দেশ্যে অধিবেশনের সহযোগিতা লাভ সম্পর্কে উক্ত সাব কমিটি বিবেচনা করিবেন।

ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র পরিকল্পনা—মহামিটীয় ওয়ার্কিংকমিটির সদস্যদের বিবাদ, সিমিলি আরব বিশ্ব মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বি কি সাহেবের ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত এক পরিকল্পনা বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষকে দ্রুত স্বায়ত্তশাসনের সমান স্বাধীনতাভোগে কোমিনিয়নের মর্য্যাদা দিবেন মর্মিলা ফুটেস পুনঃ পুনঃ যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, উহা কার্য্যে পরিণত করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ফ্রন্টের মাল বন্ধ করার দাবী—ব্রিটেনের লাবোরেটরি পার্টি এই মর্মে এক দাবী উপস্থিত করিয়াছেন যে, ফ্রন্টের পথে ফ্রন্টের মালের যাতে নৈতিক সমাবেশ ও দ্রুত নির্মাণের ব্যাপারে বিলম্বকে যদি দূর করিবার চেষ্টা না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা এই মালটানে ধাটি মিলা বন্ধ করিয়া দিবেন।

বড়লাট সমীপে ডেপুটেশন—বোম্বাইয়ে এক প্রকাশ করিয়াছে যে, কতিপয় আফ্রিকা সফরে প্রতিনিধি প্রেরণের নীতি সম্পর্কে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সহিত দুইটি সর্বদলীয় ডেপুটেশন সাক্ষাৎ করিবার উপস্থিত হইয়াছে এবং এজন্য লর্ড ওয়াভেলকে ভারতবর্ষ হইতে অন্যত্র করিয়া অন্য কোন সাময়িক ব্যবস্থাপূর্ণ দিয়ে করা হইবে।

ভারতের লৌহ বিকাশের ভবিষ্যৎ—বর্তমান যুদ্ধের অবসানে ভারতীয় লৌহ বিকাশের গঠন-প্রণালী কিরূপ হইবে এবং ভারতে কি পরিমাণ লৌহ রাখা হইবে তৎসম্পর্কে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ ভারতীয় জনৈক ষ্টাল কোম্পানী জেনারেল ষ্টীলকন্ট্রোলের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ হইতে মার্কিন লৌহ আমদানী—আমদানীকারের সাহায্যে প্রকাশ যে, মার্কিন গবর্ণমেণ্ট রপ্তানীর খোলার পর ভারতবর্ষকে লক্ষ মার্কিন লৌহকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন। মার্কিন গবর্ণমেণ্ট নাকি এরূপ মনে করেন যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের সামরিক মার্কিন প্রয়োজনের—মার্কিন গবর্ণমেণ্টের নহে।

গ্রাম—"অমলানন্দ" ফোন : সাউথ—২৬৫৩

স্থায়িত্ব ও গঠন-সৌন্দর্য্যের জন্য
আমাদের হোসিয়ারী দ্রব্যাদি সকলেই
সব সময় আদর করেন।

কালিঘাট গৌরী হোসিয়ারী
সর্ব্বপ্রকার হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক

কারখানা ও অফিস
৩৮এ, কাসারী পাড়া রোড,
আলীপুর, কলিকাতা।

ফোন : বালি—২৭৯৭ গ্রাম—"অমলানন্দ"

আপনার আজকের "সঞ্চয়ই"
আগামীর বার্দ্ধক্যের এবং
পরিজনবর্গের ভবিষ্যতের সম্বল—

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন
এসিওরেন্স লিমিটেড্
হেড অফিস—দিল্লী
সেণ্ট্রাল অফিস : ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস্

উপযুক্ত বেতন ও কমিশনে সর্ব্বত্র
এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক।

ইহা প্রস্পেক্টাস নহে—ঘোষণা মাত্র।

জেনারেল উলেন এণ্ড কটন
মিলস্ লিমিটেড
রেজিষ্টার্ড অফিস :—১১৯নং ক্যানিংষ্ট্রীট রো, কলিকাতা।
(ডালহৌসী স্কোয়ার সাউথ)
ফ্যাক্টরী :—কালীঘাট, কলিকাতা

বর্ত্তমানে বিক্রয়ার্থ মূলধন
এক লক্ষ টাকা মাত্র
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

বৎসর	অগ্রিমী দেয়ার	ফেলারেল দেয়ার
১৯৪২-৪৩	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ৭৲ টাকা
১৯৪৩-৪৪	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ৭৲ টাকা

এই দেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারতরক্ষা আইনের ৪৩-এ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এই অনুমতি প্রদানের ধারা ভারত সরকার এতদর্থে আদায়ি কোন পরিচালনার অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা কোনও বিবৃতি অথবা মন্তব্যের সমর্থন। সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।

ভারতে বর্ষপঞ্জী—সরকারী হিসেবে প্রকাশ যে, সন ১৯৪৩ সালে কারখানায় মোট ২৯৬টি দুর্ঘটনা ঘটে। এই সব দুর্ঘটনায় মোট বলের ৪৫ জনের মৃত্যু ঘটে এবং ইহার ফলে ৪৩ দিন ৪১ হাজার ৪ শত ৬৯ দিনের কাজ বন্ধ হয়। বেশির ভাগ দুর্ঘটনা ঘটে, বোধাই, বাঙ্গালোর অঞ্চলে, দুটি এবং কারখানার সময় সহায় বিবেচনার ফলে এই সব বন্ধের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল। বোধাইয়ের কাপড় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের পুরস্কারের ব্যবস্থা এবং ২টি কোম্পানী আর্থিকভাবে সাহায্য দান করিয়াছে।

আফিং চাষ—বোম্বাইয়ের অন্তর্গত অঞ্চলে এবং মধ্য বিভাগের প্রচুর পরিমাণে আফিং উৎপন্ন হইয়া থাকে। সরকারী হিসেবটি প্রকাশ যে, এবারে আফিং-এর মোট ফলন হইয়াছে ৩ হাজার ৬ শত আফিং-চাষীদের চুক্তিমত সরকারী ৪২ হাজার মণী আফিং উৎপন্ন হইবে না।

ব্যাঙ্গল অভিন্যান্সের মার্যাদা—বিগত মহাযুদ্ধের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যেমন করিয়া সমগ্র এডিনবার্গে এক আবিষ্কারের উপরে পর ১৯৪৩ সালের মার্চমাসে দুর্ভিক্ষের বিষয় তদন্ত করিয়া বলেন যে, সন ১৯৪৩সালের দুর্ভিক্ষের বিষয়ে তদন্তের জন্য দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করেন। তাহার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্যকার সময় আসার বলেন যে, দুর্ভিক্ষ মহামারীর আর সময় ১৯৪৩ সালের, আর যে দুর্ভিক্ষ আসিয়া মহামারীর রূপ ধারণ করে। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন বলেন যে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক শক্তি থাকিলে হয়, আর সেই দুর্ভিক্ষ কারণে আজ ১ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক শক্তি থাকিতে হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে বৃষ্টি সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধান কমিটি—ভারতে ভারতবর্ষে বৃষ্টি সম্পর্কে সম্বন্ধে সম্বন্ধে নহে। পরিবেশগত কমিশনের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে বৃষ্টি সম্পর্কে বহুকাল যে সমস্ত হয়। সম্প্রতি ইহাদের কমিটি বিশেষভাবে ভারা পরিবেশক করিবেন এবং সম্প্রতি হইবে ভারা ভারতবর্ষে বৃষ্টি সম্পর্কে সুস্থভাবে ভারত সঙ্গে যাবে কি না কমিটি তাহাও বিবেচনা করিবেন। সন ১৯৪৩ সালের আগস্ট সুপারিশ কমিশনের দিয়ে এই কমিটি গঠনের উক্ত কমিটির মেম্বারশিপ নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারত গভর্নমেণ্টের কমিটির বিষয়ক সভ্যবর্গের ভার বিশেষের প্রোফেসর, ব্যাঙ্গালোর ট্রাস্টিবর্গের ইন্সটিটিউশনের ডিরেক্টর অব্যাপক সি. ই. সরকারীর, বহুদূর সিভিলিয়ানদের ভারতে-টেরোলজি ডিপার্টমেণ্ট এবং ট্রাস্টিবর্গের বিশেষজ্ঞ প্রধান অধ্যাপক ডে. বি. মাথুর এবং ভেদের সম্পাদক এক বিশেষজ্ঞদের কমিটির সেক্রেটারী ডাঃ বে. বি. বে. ই. বাজা ভারা সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

ডাঃ ভেদলার সাহেবকে নোবেল পুরস্কার দানের প্রস্তাব—সম্প্রতি লণ্ডনে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কর্মিবিশেষজ্ঞদিগকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটি যে সভার আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই সভায় প্রকাশ সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আইনষ্টাইন ডাঃ ভেদলার সম্বন্ধে সর্বার্থ বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন।

ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক কলিকাতা অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের জন্য ঋণ—কলিকাতার খাদ্য সরবরাহের জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট গত বৎসর যে অতিরিক্ত নিয়োজিলেন, তাহার গভর্নমেণ্টের খাদ্য সচিব ডাঃ বে. বি. ঐবাসাকের সাক্ষাতিক এক ঘোষণায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের পর কলিকাতার খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব বাংলা গভর্নমেণ্টের হইবে।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসম্বন্ধ একটি সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

অন্যান্য কলিকাতা অফিস—

বালীগঞ্জ, ডমরাওপুর, বড়বাজার ও হাওড়াবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, লোকনাথ, চৌমুহনী, চাঁদপুর, সুজাগবাজার, ফেনী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, শিয়াগঞ্জ, রোমড়গঞ্জ, পুর্ণিয়া, পাটনা, মেরারুল, আরা, রাঁচী, ভাগলপুর, জামসেদপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মিরজাপিম, কাটিহার, বরিশাল, সিলেট, আসানসোল ও শিয়ালদহ।

কার্যকরী তহবিল

১,৫০,০০,০০০৲ প্রায় দেড় কোটি টাকা

বোম্বে, মাদ্রাজ, কটক ও নাগপুর শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।

এতদ্ভিন্ন ভারতের সর্বত্র বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি পাল।

নিরাপত্তায় এবং জাতির সেবায়
ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গ্রাম— "সেবেন্ট" | হেড অফিস— ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা | ফোন— ক্যাল—২৫৪৬

অন্যান্য শাখা

আসানসোল, বড়বাজার, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট, পোড়া, ডমরাওপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, হাওড়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরজাপিম, করিমপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, খোপালদি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, আসানসোল, ভোলা, মৌলাপি, টোলা, কোরহাট, বরিশাল, সিলেট, করিমগঞ্জ, মোলাবাট, ইউওয়ারী, নাগপুর, রায়পুর, রায়পুর, পাটনা, বামরা, সোনারপুরা, মেরারুল, ডমরাওপুর-মজিলপুর, শিলং, মহঃকরপুর, ডিমাপুরিয়া, ডিব্রুগড়, ডেরপুর, পুরানবাজার, কাটিহার, আরা, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ, ডৈরব, নরসিংদি।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, বি-এল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ইহা প্রসপেক্টাস নহে—একটী বিজ্ঞপ্তি মাত্র

ন্যাশন্যাল অয়েল রিফাইনারিজ এণ্ড কেমিক্যালস্ লিমিটেড

অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা

প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের ১,০০০ সমমূল্য সাধিক ৬০ টাকা মূল্যের আবশ্যকমূলক কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার এবং প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের ১,০০,০০০ অভিদায়ী শেয়ার।

যথাক্রমে ১০০৲ টাকা ও ১০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার

যেহেতু ১০০৲ টাকা মূল্যের ৫,০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার এবং ১০,০০০ অভিদায়ী শেয়ার ডিরেক্টর, প্রমোটার এবং উহাদের সম্পর্কের মারে বন্টন করা/করার বিনিময়ে হইয়াছে, তজ্জন্য প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের ১,৯০,০০০ অভিদায়ী শেয়ার সমস্ত বিক্রয় করা হইবে।

মূলধন বিনিয়োগের হিসাব

জমি	১,০০,০০০৲ টাকা
বাড়ীঘর	১,৫০,০০০৲ টাকা
কলকব্জা	৭,০০,০০০৲ টাকা
পরিচালনা ও নামগ্রহণ	১৫,০০,০০০৲ টাকা
	২৫,০০,০০০৲ টাকা

শেয়ারের জন্য যের টাকা

অভিদায়ী শেয়ার

আবেদনের সহিত	২।০ টাকা
শেয়ার বিলির পর	২।০ টাকা

অনুন ৬০ দিনের ব্যবধানে আরও দুই কিস্তিতে ৫৲ টাকা

প্রত্যেক আবেদনের সঙ্গে অর্থের কি হিসাবে ১৲ টাকা দিতে হইবে।

শেয়ারের জন্য আবেদন

সোজাসুজি কোম্পানীর অফিসে অথবা ব্রাঞ্চসমূহে ব্যাঙ্ক লিঃ, ব্যাঙ্ক অব বরোদা লিঃ এবং ন্যেট্রাল ব্যাঙ্কিং সিণ্ডিকেট লিঃ এর যে কোন অফিসে শেয়ারের জন্য আবেদন করা যাইবে।

ডিরেক্টরগণ

মিঃ কালীচরণ সেন, ব্রাঞ্চসমূহে ব্যাঙ্ক লিঃ ব্যাঙ্কার্স-এর ডিরেক্টর, চেয়ারম্যান।

মিঃ বি কে মিত্র, ব্রাঞ্চসমূহে ব্যাঙ্ক লিঃ ডিরেক্টর, ভূতপূর্ব জেনেরেল ম্যানেজার।

মিঃ মনমোহন বসু, ব্রাঞ্চসমূহে ব্যাঙ্ক লিঃ ডিরেক্টর, বিদ্যুৎ বিতরণ লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ ডিরেক্টর, চাটার্ড ইন্সিওরেন্স-সোসাইটির ভূতপূর্ব।

মিঃ বীরেন্দ্র বসু, ব্রাঞ্চসমূহে ব্যাঙ্ক লিঃ ডিরেক্টর, বিটী ন্যাশ ডেভেলপমেন্ট ইন্সি লিঃ ডিরেক্টর, কন্ট্রাক্টর ও অডিটার।

মিঃ বি এন মৌলিক, মৌলিক ব্রাদার্স-এর অংশীদার।

মিঃ এস মৌলিক, বিটী অয়েল এণ্ড ব্রাঞ্চসমূহ লিমিটেড লিঃ ব্যানেজার।

ব্যাঙ্কার্স, এজেন্টস

মেসার্স মৌলিক ব্রাদার্স—ইহারা অফিস-কাজের বিটী অয়েল এণ্ড ব্রাঞ্চসমূহ লিমিটেড লিঃ-এর ম্যানেজিং এজেন্টস্।

রেজিষ্টার্ড অফিস

৬৩এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্যাঙ্কার্স (প্রস্তাবিত)

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অব বরোদা লিঃ

ব্রাঞ্চসমূহে ব্যাঙ্ক লিঃ

অডিটার

মিঃ এস সি চৌধুরী, বি এস-সি, এ এস এ এ (লণ্ডন), আর এ, ২৩-সি জীবন বোস, কলিকাতা।

সলিসিটার্স

মেসার্স মিত্র এণ্ড মাখুরী, ১০৷১ ডাল হৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য

বাণ্ড হিসাবে ও অন্যান্য ভাবে ব্যবহার্য তৈল, উদ্ভিজ্জ মূত, সাবান, ওষধিসার ও ঔষধাদি প্রস্তুত ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অতিরিক্তভাবে উদ্ভিজ্জ মূত প্রস্তুতের ভাবে আত্ম-নিয়োগ করা কোম্পানীর অভিপ্রায়। উহার অন্যান্য সহে প্রস্তাব ক্রয় প্রস্তুতের ভার আরম্ভ করা হইবে।

বাঙ্গলায় উদ্ভিজ্জ মূতের চাহিদা

এদেশে বিপুল মূত প্রস্তুতের সম্ভাবনা এবং বর্তমান উহা পাওয়া যায় উহার মূল্য এত বেশী যে অল্প আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উহা ব্যবহার করিতে পারে না। উদ্ভিজ্জ মূত বাণ্ড হিসাবে ব্যবহার করিলে উহাতে কোন অসুবিধা হয় না এবং উহা স্বাস্থ্যকর নহে। এজন্য এদেশে প্রস্তাব উদ্ভিজ্জ মূতের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই মূত সম্পর্কেই কলিকাতা বিশ্বি একটী আধুনিক সম্প্রদায় অনুসারে প্রস্তুত করা হয়। উহা ভেজালমুক্ত এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বর্তমানে বাজারে তৈল অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে উহা বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। বাণ্ড হিসাবে উহার খুব চাহিদা।

উৎপাদন-ব্যয়

(বৈশিষ্ট উৎপাদনের ভিত্তিতে)

২০ টন তৈলের মূল্য	২০,০০০৲ টাকা
রাসায়নিক দ্রব্য	৫০০৲ ,,
কারখানী দ্রব্য	১০০৲ ,,
বৈদ্যুতিক শক্তি	১৩০৲ ,,
স্যাপ্লোয়ারি ও বেতন খরচ	৫০০৲ ,,
জল	৫০৲ ,,
মূলধনকর	৩০০৲ ,,
	২২,৫০০৲ টাকা

বিক্রয়-মূল্য

২০ টন উদ্ভিজ্জ মূতের বিক্রয়-মূল্য	৩০,০০০৲ টাকা
১ টন সাবানের বিক্রয়-মূল্য	৬০০৲ ,,
	৩৬,০০০৲ টাকা
প্রত্যেক টনের লাভের সাম্য	১২,৫০০৲ টাকা

শেয়ারের জন্য আবেদনের ফর্ম

৬৩এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ ন্যাশন্যাল অয়েল রিফাইনারিজ এণ্ড কেমিক্যালস্ লিমিটেডের ডিরেক্টরদের সমীপে—

অনুমোদনেষু—

আমি/আমরা এতদসঙ্গে উপরোক্ত কোম্পানীর প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের.....টী অভিদায়ী শেয়ারের প্রতি শেয়ারের আবেদন বাবদ ২।০ আনা হিসাবে মোট.....টাকা পাঠাইয়া আপনাদের নিকট আবেদন করিতেছি যে, আপনারা কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী আমার/আমাদের নামে উপরোক্ত সংখ্যক শেয়ার বিলি করুন। আমি/আমরা স্বীকার করিতেছি যে, উপরোক্ত সংখ্যক শেয়ার অথবা উহার যে সংখ্যক শেয়ার বাবদ আপনারা আমার/আমাদের নামে বিলি করিবেন তাহা গ্রহণ করা হইবে এবং এই সব শেয়ার বিলি হইবার পর প্রতি অভিদায়ী শেয়ার বাবদ পরবর্তী কিস্তির ২।০ আনা প্রদান করা হইবে। আমি/আমরা আমার/আমাদের নামে বিলিকৃত শেয়ারগুলির মালিক হিসাবে আমার/আমাদের নাম রেজিষ্টারীভুক্ত করিবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

সুপারিশ.....

(যদি আবশ্যক)

বাসস্থান.....

পূরা ঠিকানা.....

তারিখ.....১৯৫৪

স্বাক্ষর.....

আবেদনকারীর মনুষ্য হিসাবে লেখিত স্বাক্ষর

আমি/আমরা অবিলম্বে ইহার মূলধনের যে অংশ আদায়ের দাবী করা যাইবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি, মূলধনের সেই কিস্তির অন্য বিভিন্ন কয়েকখানি সিকিউরিটিজের অধিকারী হইতে হইবে—কেবল-মাত্র এই সর্তেই ঘোষণার সরকার এই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। সিকিউরিটিজসমূহে লগ্নীকৃত টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করার সময় ঘোষণার সরকার (কোন ঘোষণার ব্যাঙ্কের অথবা লগ্নীকৃত অর্থের ব্যবস্থাপক/নিবিড় সহিত পরামর্শ করিয়া) বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, উক্ত টাকা তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে কি না এবং এই সময়ে প্রচলিত যে কোন নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিব্যবস্থার সহিত সঙ্গতি আছে এমন কোন ডিবেঞ্চারের টাকা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে কি না এবং উহারা লওয়া হইলে তবেই উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। এখানে পরিষ্কারভাবে জানানো হইয়াছে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদর্থে প্রযোজিত কোন পরিকল্পনার আর্থিক দিয়াপত্র সম্বন্ধে অথবা তিনটির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতেছেন না।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

লাক্সিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সম্প্রতি আমরা লাক্সিলিং ব্যাঙ্কের গত ১৯৩০ সালের ৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি। আমরা দুই পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় লাভ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছি। গত ১৯৩১ সালে এই ব্যাঙ্কের বিভিন্ন তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। আলোচ্য ১৯৩০ সালের শেষ ভাগের পরিমাণ দাঁড়িয়া ৮ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। উহার মধ্যে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা স্থায়ীভাবে তহবিল। এই কোম্পানী আমরা অনুমোদন করিয়া ছিলাম এবার ১৫ লক্ষ টাকার মূলধন দেখার বিরুদ্ধে আপত্তি পাইয়াছিল। ঐ দেখানের প্রায় সমস্তই ইতিমধ্যে বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৩১ সালে এই ব্যাঙ্কে সাধারণের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। ১৯৩০ সালের শেষে তাহা দাঁড়িয়া ৬৪ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। এক বৎসরে বিভিন্ন তহবিল ও আমানতী জমার ছিল ইহা এই ব্যাঙ্কের উন্নতি লাক্সিলিং ব্যাঙ্কের ক্রমিক অগ্রগতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

মূলধন, আমানতী জমা, বন্ধুক তহবিল ও অন্যান্য শ্রেণীর বকেয়া বর্ত্তমানে কার্য্যবিবরণীতে গত ১৯৩০ সালের শেষে লাক্সিলিং ব্যাঙ্কের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৫০ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত সময়ে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলি এইরূপ :—হাতে ও ব্যাঙ্কে ১১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীর দেনায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, প্রকৃত ঋণ ও অগ্রিমাদি ১১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা, বিল ১৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। এই সমস্ত বিভিন্ন দুষ্টে ব্যাঙ্কের অন্তর্নিহিত আমানত বিভিন্নমুখে নিম্নোক্তরূপ বণ্টনে পরিচালনে দেখা যায়।

আলোচ্য বৎসরে লভ্য, তহবিল ও ডিবেঞ্চারে প্রভৃতিতে লাক্সিলিং ব্যাঙ্কের মোট ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৩৮৲ টাকা আয় হইয়াছিল। বিভিন্ন বিভাগে ব্যয়পত্র মিটাইয়া এবার ব্যাঙ্কের হাতে ৪২ হাজার ১১৯৲ টাকা নিট লাভ হয়। পূর্ব্ব বৎসরের জের ১ হাজার ৪৪৬৲ টাকা যোগ করিয়া আরও ৩৪ হাজার ৭১৯৲ টাকার উদ্বৃত্ত। উহা হইতে ৪ হাজার ৬০৯৲ টাকা বিভাগ করিয়া আলোচ্য বৎসরের হিসাবে ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে শতকরা ৭৫ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। ৬ হাজার টাকা বন্ধুক তহবিলে জমা করা হইয়াছে। বাকী ২৫ হাজার ৩০৯৲ টাকা পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইবে। ব্যাঙ্কিং ডিরেক্টর মিঃ পি কুমারিজ পরিচালনায় লাক্সিলিং ব্যাঙ্ক গত কয় বৎসর যাবৎ উন্নতিলাভ করিতেছে। তাহার সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভবিষ্যতে উহার অধিকতর উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

দি ঢাকা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৭ই মে মঙ্গলবার কলিকাতা, ৫৭এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট (ষ্টীল হাউস লাইব্রেরী) দি ঢাকা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের রেজীষ্টার্ড অফিসের উদ্বোধন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক কমিশনার স্যার, জে-ই, মহাশয় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। সভায় সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

আমার ষ্টী কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৮ লক্ষ টাকা। চা ব্যবসায়।

লাক্সিলিং এ্যাসোসিয়েটেড এষ্টেটস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৮ লক্ষ টাকা। চা ব্যবসায়।

ইষ্টার্ণ ফুড এক্সপোর্ট্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নিরঞ্জনকুমার ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৮৷১ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ডাল ও চাউল ব্যবসায়ী।

মেসার্স রোমিজারী এণ্ড ষ্টেফষ্টাইন্স ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি বি ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৯, আমহার্ষ্ট রো, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৪ লক্ষ টাকা। রোমিজারী ব্রণাদি ও ঔষধ বৈজ্ঞানী।

ক্রেন এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ রায় চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৪এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এঞ্জেন্সি।

ডৌমিক এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি বি ডৌমিক। রেজিষ্টার্ড অফিস—রোজ ষ্ট্রীট, চাকা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ডেলারের ব্যবসায়।

কেমিকেল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল গ্যাস ইন্সডাষ্ট্রীস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি কে মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫ ও ৬, ক্লেভার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। কাচ বৈজ্ঞানী।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ক্লেসেন্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। রাজরাণী মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৭৷৷ আনা। শিবপুর কোল কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫১৲ টাকা। জে কে কমার্শিয়াল কর্পোরেশন লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৮৲ টাকা। জে কে ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৮৲ টাকা।

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(১৮৯৩ সনে বরোদা রাজ্যের রাজধানী—বরোদা সহরে নিবন্ধিত)

বরোদার মহারাজার মহারাজা রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

অনুমোদিত মূলধন		২,৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন		১,০০,০০,০০০৲ "
আদায়ী দেওয়া মূলধন		১,০০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন	(৩১-৮-৩১)	৩৮,৬৯,৫৮০৲ "
বন্ধুক তহবিল		১,০০,০০,০০০৲ "

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস :—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়

জয়ন্তী জি প্রাউডফুটার, জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা। এস এইচ মোদাকার, এজেন্ট ইন্ডিয়া ব্রাঞ্চেস, কলিকাতা।

হেড—বম্বাই ৪১০১ গ্রাম—ইণ্ডিয়ান

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ব্রিটিশ ভারতের সুযোগপ্রাপ্ত ভারতের অন্যতম উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস—কলিকাতা, ৮নং লালবাজার ষ্ট্রীট।

বোম্বে অফিস— ৭৪নং এসপ্লানেড ষ্ট্রীট।

১। মিঃ পুলিনকৃষ্ণ রায়, কলিকাতা এবং ব্যাঙ্গালোর, ম্যানেজার।
২। মিঃ প্রফুল্লকুমার সেঠ, এসিষ্টেণ্ট, ম্যানেজার, কলিকাতা কর্পোরেশন
৩। মিঃ রূপলাল মণ্ডল, ম্যানেজার এবং ব্যাঙ্গালোর, মিরাট ব্রাঞ্চ।

আমাদের ডিরেক্টর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দালৈ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শোভাবাজার শাখা খোলা হইয়াছে।

অন্যান্য শাখা

বাংলা, বিহার, ইউ পি এবং আসামের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ আর রায়

এই ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত

পিয়ারলেস লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

সমস্ত এজেন্ট এবং কর্ম্মেনাইজার আবশ্যক।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১লা ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় স্থানের টাকার বাজারেই উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই এবং বাজারসমূহের মধ্যে ডাহিবাভাস পরিশোধের সর্ত্তে অল্প সুদের হার কলিকাতার পক্ষতথা ।৶০ আনা এবং বোম্বাইয়ে পক্ষতথা ।৹ আনাই ছিল।

গত ২৪শে অক্টোবর আগত সপ্তাহে মজুত আছুক ৩ মাসের মেয়াদী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেন্ডার ডাকা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে ৯৯৸৵০ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৸৵০ আনা মূল্যের অবশিষ্ট ৫১ লক্ষ আবেদন গৃহীত হইয়াছে; মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের গড়পড়তা মূল্যের হার বার্ষিক গড়পড়তা ।৶১১ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী এই ডিসেম্বর আগত সপ্তাহে মজুত আছুক তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডার গৃহীত হইবে।

১৯৩৩ সালের ২৪শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে মোট ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ইস্যু বিভাগের নগদে বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময়-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন হার নিম্নরূপ ছিল :—

টেলি: বদ্লি (প্রতি টাকায়)	১ শি: ৪৫৳ পেন্স
ঐ বর্ম্মী ,, ,,	,, ,, ,,
ডি এ ডিন মাস (,,)	১ শি: ৩৳ পেন্স
ডি এ ছয় মাস (,,)	১ শি: ৩৳ পেন্স

ডলার প্রতিশত ৬৬৸৵০

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১৭ই অক্টোবরের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে আগত চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ৮৭৩ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ইহা ৮৭২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ছিল। গত ১৭ই অক্টোবর আগত সপ্তাহের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বর্ণমিশ্রিত ব্যাঙ্ক-সমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১০ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ও ৫৩০ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১লা ডিসেম্বর :—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে মাত্র দুই দিন কাজ হইয়াছে এবং সোমবার ইহ সপ্তাহসমূহে বাজার বন্ধ ছিল। বর্ত্তমান সপ্তাহের প্রথম দিকে কাজ-কর্ম্ম অত্যন্ত কম হইলেও সপ্তাহের শেষে বাজারের অধিকাংশ শেয়ারে উল্লেখযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। সত্যসত্য গত ২৪শে অক্টোবর অবসর সপ্তাহে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল আগত কিছু দিন যুদ্ধ চলিবার সম্ভাবনার কথা বিবৃত করায় বাজারের এই তেজীভাবের সঞ্চার হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে, বোম্বাইয়ের বাজারের বর্ত্তমানে যে তেজীভাব পুনরায় কলিকাতার শেয়ার-বাজারের উপর তাঁহার কিছু পরিমাণ প্রভাব পরিচালনা করিবে বলিয়া মনে হয়। আর লোক এখনও ঘটনাস্রোতের গতি লক্ষ্য করিতেছেন এবং বর্ত্তমান অবস্থাসমূহ আগত কিছু দিন যাবৎ বাজারে তাঁহাদের উৎসাহিত হইয়া কেনাবেচা শুরু করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য সমূহের মধ্যে কেনা-বেচা হইয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু কিছু মূল্যবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমান সপ্তাহে প্রাদেশিক কোম্পানীসমূহের কোন কাজ হয় নাই।

ব্যাঙ্ক—ব্যাঙ্কের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন দেখা না গেলেও আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ারসমূহের সম্বন্ধে ব্যবসায়ে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। ইম্পিরিয়াল (পূর্ব্ব প্রদত্ত) বরাবর সপ্তাহে ৮৸০-৮৸৵০ টাকার হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ফাস্টফ্রের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে কাগজের কলের শেয়ার-সমূহের বিশেষ চাহিদা ছিল না এবং মূল্যের দিক হইতে অধিকাংশ শেয়ারে কিছু পরিমাণ অবনতি ঘটিয়াছে। সপ্তাহের শেষ দিকে বোম্বাইয়ের তেজী বাজারের প্রভাবে এবং কাগজের কলগুলির ভাল লাভ হইবার আশায় কলিকাতার শেয়ার-বাজারের কাগজের কলের শেয়ারগুলির সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আগ্রহসহকারে ক্রয় দেখা যায়। আশা করা যায় কাগজের কলের শেয়ারসমূহের অবস্থা ইহাই উন্নতিলাভ করিবে।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে কয়লার খনির শেয়ার-সমূহের মধ্যে চাহিদা দেখা যায় এবং কেনাবেচা ভাল হওয়ার ফলে অধিকাংশ শেয়ারেই কিছু কিছু মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। সাধারণতঃ যে সকল খনির শেয়ারের বাজার আছে, সেইগুলির মূল্যই আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে চটকলের শেয়ার-সমূহের বিশেষ কোন চাহিদা না থাকিলেও সপ্তাহ শেষে এই শেয়ারগুলির অনেক কেনাবেচা হইতে দেখা যায়। অবশ্যেষে চটকলগুলিতে মূলধন বর্দ্ধনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং আগত বাজার সপ্তাহ অবশ্যেষে অধিকতর অংশীদারী হইতেছেন, এই মর্ম্মে আশা হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহের শেষদিকে বাজারে উল্লেখযোগ্য উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হইয়াছে। কলেজী মহল অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, অবশ্যেষে 'বক' হইতে এই বৎসরের মাঝামাঝি পাইবে পাই-পিস সমেত উদ্বৃত্তি লাভ করিবে। আর ইহা ১৯৪৪ সালের শেষার্দ্ধে অথবা তাহার পূর্ব্বে আশা আকার করিয়া বাজারে এই তেজীভাবে সঞ্চার হইয়াছে।

ইণ্ডিগোজাত—মূল্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন দেখা না গেলেও আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজ ১—কেনাবেচাই আশা-১—কেনাবেচা হইয়াছে।

চিনির বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার খোলা-বাজারে চিনির কোনও বিশেষ লেনদেনের বিষয় জানিতে পারা যায় নাই।

গুড়-বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে চন্দননগরের খোলা-বাজারে গুড়ের কোনও বেচা-কেনার বিষয় জানিতে পারা যায় নাই।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১লা ডিসেম্বর—গত সপ্তাহে কোন কোন দিন কিছু কিছু ফট্‌কা বেচা-কেনা হইয়াছিল। ত্রিপক্ষীয় সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতি (U.N.R.R.A.) গত বৎসরের সপ্তাহে ৮৫টি গুদাম ও ৪৫টি কল ভাড়ায় লওয়া হইয়াছে বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সমিতি সংবাদটি অস্বীকার করিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে উহাদের কিছুই হইবে আছে গত ভাড়ায় পাওয়া যাইবে বলিয়াই আশা করা যাইতেছে। ইহাতে কলিকাতার ফটির বাজার অনেকটা ঠেকো হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাটের বাজারের উহার একটা অনুকূল প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হইতেছে, বলিয়া পাটের দর একটু লাফাইয়াই দাঁড়াইয়াছে। বাজারে গুজব, পাটের দর চলতি মাসে বজায় রাখা সম্বন্ধে বর্তমানেই উপযুক্ত কার্যপদ্ধতির কথা বিবেচনা করিতেছেন। পাইকদালালেরা কি পরিমাণ পাট ক্রয় করিবে সঠিক সে সম্বন্ধে একটা যৌথভাবে সরকার বাহাদুর হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু বর্তমানের চলতির তুলনায় পাটের মূল্য সম্বন্ধে সেখ সপ্তাহ কতদূর হস্তক্ষেপ করিবেন তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। পাট চাষীরা তাহাদের উৎপন্ন পাট আগে সমস্তই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন। এ বিষয়ে পাটের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিলে তাহাতে সুবিধা কি ভাবে উপকৃত হইবে তাহা আমরা বুঝি না।

আলোচ্য পাটের বাজারে এ সপ্তাহে চলতা বৎসরের ১৩।০ আনা ও ১৪।০ আনা দরে ফাটকাই কাজ-কিছিল ও এই শ্রেণীর পাই কেনা-বেচা হইয়াছে। বাজারে ইউরোপীয়ান শ্যারিং বিক্রয় ও এই শ্রেণীর পাটের দর উঠানামার প্রতি দর যথাক্রমে ১৪।০ আনা ও ১৭।০ আনা।

পাকা বেল বিক্রয়ে চটকলওয়ালারা এসপ্তাহে প্রতি বেল যথাক্রমে ৭৫৲ টাকা ও ৬৮৲ টাকা দরে লাইটলি ও হাউস্ পাট খরিদ করিয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১লা ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে কম সপ্তাহের তুলনায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হইলেও, আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে এবং শেষের দিকে বোম্বাইয়ের তুলার দরে বেশ তেজীভাবই দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমাংশ হইতেই তুলার দর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং শত শত বস্তাবন্দে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিন হইতে বোম্বাইয়ের দরে প্রায় ১৫৲ টাকা মূল্য বৃদ্ধি পায়। শত সপ্তাহের বাঁধি মাসে ফেব্রুয়ারি ডেলিভারি বেচা-কেনার সঙ্গে তুলনায় দর ১১।০ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১২৷৷০ আনা হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ফেব্রুয়ারি ডেলিভারি তুলার মূল্য (লংক্লথ) গত সপ্তাহে ৪১।০ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা ৪২৷৷০ আনা হইয়াছে।

কাপড়—কলিকাতার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে ধুতি কাপড় এবং শীত বস্ত্রের বাজার অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছে। ধুতি কাপড় এবং শীত বস্ত্রের চাহিদা কলিকাতার বাজারে খুব বেশী হইলেও নিয়মিত যোগানের অভাবে কলিকাতার বাজারে আশানুরূপ বেচা-কেনা অনেকটা সীমাবদ্ধ।

দি চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড

১নং ফ্যারাম পালিত লেন, কলিকাতা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইতেছে যে, ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের ডিবেঞ্চারের বিপোট, লাভ-ক্ষতির হিসাব ও তাহার সার্টিফিকেট গ্রহণ, লভ্যাংশ ঘোষণা (ডিবেঞ্চারের আয়করমুক্ত সুদের হার বার্ষিক ৭৲ টাকা হারে লভ্যাংশ বিতরণ করা হইবে), ডিবেঞ্চার রিডেম্পশন, অডিটার নিয়োগ ও তাঁহার পারিশ্রমিক নির্ধারণ এবং সভায় সমবেত অন্যান্য যে সব বিষয় উপস্থিত করা হইবে তাহা বিবেচনার জন্য আগামী ২২শে ডিসেম্বর তারিখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩টা সময়ে কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ-এর বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। কোম্পানীর নিয়ম অনুসারে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে সভার তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর রেজিষ্টার বন্ধ থাকিবে-অর্থাৎ কোন হস্তান্তর-রেজিষ্ট্রি করা হইবে না।

তারিখ কলিকাতা ২৩শে নভেম্বর, ১৯৪৯

ডিরেক্টর বোর্ডের নির্দেশক্রমে কে কে সেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বিজ্ঞপ্তি—ডিভিডেণ্ড ওয়ারেণ্ট সার্টিফিকেট বিতরণের ৪৪ বি ধারা অনুসারে কোম্পানীর কোন ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক ও কলিমারি প্রভৃতির ডিভিডেণ্ড বিষয়ে ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এই বৎসরের ডিবেঞ্চারের বিপোর্ট, ব্যালান্স সীট, লাভ-ক্ষতির হিসাব আগামীবারের সভায় পেশ করিতে হইবে না।

একমাত্র ব্যাঙ্ক যাহাকে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন যেহেতু—

ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া লিঃ

১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নরসিংদি শাখার শুভ উদ্বোধন হইয়াছে।

এম পাল, এম এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মেট্রোপলিটনের সমাপ্তির পরিচয়

মূলধন বীমার পরিমাণ	দাবী প্রদানের পরিমাণ (১ম বৎসর হইতে মোট পরিমাণ)
১ম বৎসর ১৯৪১	
প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা	২ হাজার টাকা
১ম বৎসর ১৯৪৯	
৯৯ লক্ষ টাকার উপর	২ লক্ষ ৬১ হাজার টাকার উপর
১০ম বৎসর ১৯৫০	
১ কোটী ৬২ লক্ষ টাকার উপর	১১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার উপর

দি

মেট্রোপলিটন

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ এবং সাব-অফিসসমূহ :—

হাওড়া, ঢাকা, চাঁদপুর, শিলং, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ।

এজেন্সাইজিং কেন্দ্র ভারতের সর্বত্র।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৭৯

হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলুপ্ত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲ ,,

আদায়ীকৃত মূলধন ১১,১২,৮৫৫৲ ,,

আমানত...এক কোটী টাকার উপর

(১৯৪৯ সালের ১৫ই মে পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

ব্যবসায়ের সর্বপ্রকার সাধারণ ব্যাঙ্কিং কার্য্য সুষ্ঠুভাবে করা হয়।

বিস্তারিত বিবরণী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা

সে-অফিস : বিডনষ্ট্রীট

এ, চাটার্জ্জি,—ম্যানেজার।

কলিকাতার বাজারে চাহিদার তুলনায় কাপড়ের যোগান এখনও কম থাকায়, সম্প্রতি ভারত সরকারের যোগাই বইয়ে কলিকাতার আমদানিকারকদের কাপড় আমদানী করিবার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বর্ত্তমানে কলিকাতার বাজারে যে কাপড় সঞ্চিত আছে, তাহাদিগের মূল্যও সরকার অতীতের কথা আলোচনাক্রমে তাহা অনুমোদন করা সম্ভব হইতেছে না। বাংলা সরকারের সম্প্রতি ১৯৪৪ সিঙ্গারিত যোগানের সাহায্যে স্থির করিয়া এবং ৬০টি নির্দ্দিষ্ট যোগানের সাহায্যে ঐরূপ বস্ত্র বিক্রী করিবার যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার মূলতা বস্ত্র ব্যবসায়িগণ তাহার প্রতিবাদ জানাইয়া সরকারকে তাঁহাদের নিকট পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৯শে ডিসেম্বর—পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা দেয় নাই। তবে আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় অবশ্যই কিছু পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতার বাজারে পূর্ব্ব সপ্তাহে সোনার বার প্রতি তরি ৬৬।০ আনা ছিল। বর্ত্তমান আলোচ্য সপ্তাহে উহা কমিয়া ৬৬।০ আনা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি তরি সোনার দর ৬৬।০ আনা ছিল। বর্ত্তমানে তাহা কমিয়া ৬৬।০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি তরি বিশি বর্ত্তমানে ৬৬।০ আনায় বিক্রয় হইতেছে। বিগত বার সপ্তাহ পর্য্যন্ত সোনা সোনা বাজারে প্রতি তরি (সরকারি) ৬৭।০ আনা দরে আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রয় করিয়াছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে অবশ্যই ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিগত মাসের শেষ দিকে এবং বেশী পরিমাণ রূপা বিক্রয় করার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে অবশ্যই ভাব দেখা যায়। পূর্ব্ব সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি একশত তরি রূপার দর ছিল ১২৪৲ আনা। বর্ত্তমানে তাহা কেজি টাকা করিয়া ১২৪৲ আনায় টাকা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারেও পূর্ব্ব সপ্তাহে প্রতি একশত তরি রূপার দর ছিল ১২৪৲ টাকা। বর্ত্তমানে তাহা ছিল টাকা তরি আনা করিয়া ১২৭৲ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

সাপ্তাহিক বাজার দর

		২৯শে অক্টোবর	৩০শে অক্টোবর	৩১শে অক্টোবর	১লা নভেম্বর	২রা নভেম্বর	৩রা ডিসেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা)	...	৬৪১৲			৬৩৯৲	৬৪০৲	৬৪৬৲
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	৬৪১৲		৬৪৬৲	৬৪৲	৬৪১৲	৬৪৬৲
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	...	১২৪৲			১২৪৲	১২৫৲	১২৫৲
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	১২৪৲		১২৬৲	১২৫৲	১২৫৲	১২৫৲
বিবিধ দর—প্রতিযোগা (কলিকাতা)	...	৪৬৲			৪৪৫৲	৪৪৯৲	৪৪৬৲
কোম্পানীর কাগজ—সওদা এবং সুদের হেরফের (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন)	...	১০০৲			১০০।৵-১০০৲		১০০।৵-১০০৲
ইঞ্জিনিয়ারিং—							
ইন্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ	...	৩৮৯।৵-৩৯১৲			৩৮৯।৵-৩৯১৲		৩৯৩।৵-৩৯৯৲
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি	...	৪৪১৲-৪৫৩।৵			৪৪৫৲-৪৫১।৵		৪৫৬।৵-৪৫৮৲
কুলাবুরী—প্রতি	...	১১৫৲			১১৲		—
মেসার্সহেট এণ্ড কোং	...	১২১৲-১৪৲			১২৲৵		১২১৲৵-১২৮৲৵
ভেলস	...	২২৯।৵-২৩১৲			২৩৲৵		২৩৫৲৵-২৪৲
বার্ণপুর	...	৪৯৲			৪৯৲-৪৯৲৵		৪৯৲৵
ভালকান আয়রন এণ্ড ষ্টীল	...	১৩৫৲-১৩৬৲৵		বাজার বন্ধ	১৩৪৲	বাজার বন্ধ	১৩৫।৵-১৩৬।৵
অফিসিয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল	...	২০৩৲-২০৯৲৵			২০১৲		—
খনি—বাঙ্গা কর্পোরেশন	...	৪৪৲-৪৪৯			৪৪৲-৪৪৲		৪৪৬৲-৪৪৲৵
ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন	...	৬৲-৬৯৲			৬৲-৬৯৲		৬৯৲
ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	...	১৫৯৲			১৫৪৲		১৫৪৲-১৫৪৯৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	...	৩৭৯৲			—		৩৭৯৲৵
লিপ্টন লাইমিটেড	...	—			৫৭৲		—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং	...	৪১৯৲৵-৪১৯৲			৪০৯।৵-৪০৯।৵		৪১৯৲৵-৪১৮৲৵
আমদেব ,, ,,	...	১৩৯৲৵-১৪০৲			১৩৯।৵-১৩৯৲৵		১৪০৲-১৩৯৲
নবীনগর ,, ,,		৪৪৲৵-৪৪৯৲			৪৪৯৲৵-৪৪৯৲		৪৪৮৲৵-৪৪৯৲
ইন্ডিয়ান্টেল ,, ,,		৬৯৲-৬৯৫৲৵			৬৯৬৲৵		৬৯৬৲৵-৬৯৫৲৵
নাইন বরাকর ,,	...	২২৪৲৵-২২৫৲৵			২২৫৲৵-২২৬।৵		২৩৲৵-২২৬৲৵
কাপড়ের কল—লিঃ ফিলোরিয়া কটন মিলস লিঃ		৮৬৲৵-৮৬৯৲			৮৬৯৲-৮৭৲		৮৭৲৵ ৮৮৲৵
বোম্বাই		১৫৭৲			—		১৫৯৲
কানপুর টেক্সটাইলস্		১৪৲			১৫৲৵		১৫৬৲-১৫৮৲৵
এমিরিং কটন মিলস লিঃ	...	৬৬৯৲৵-৬৭৮৲৵			৬৭৫৲৵		৬৭১৲-৬৭৫৲৵
বোম্বাইয়ার ,, ,,	...	১৬৫৲-১৪৲			১৪৲-১৪৬৲		১৪৬।৵-১৪৭৲৵
জাহাজের কল—ইন্ডিয়া স্টেমশিপ লিঃ	...	২১৮৲-২১৯৲			২১৫৲-২১৮৲		২১১৲-২১৯৲
ইম্পিরিয়াল স্টেমশিপ মিলস লিঃ	...	১৪৫৲-১৪৮৲			১৪৫৲৵		১৪৬৲৵-১৪৬৲৵
ষ্টীমশিপ	...	২৬৮৲৵-২৬৯৲৵			২৬৬৲৵-২৬৮৲৵		২৬৬৲৵-২৬৯৲৵

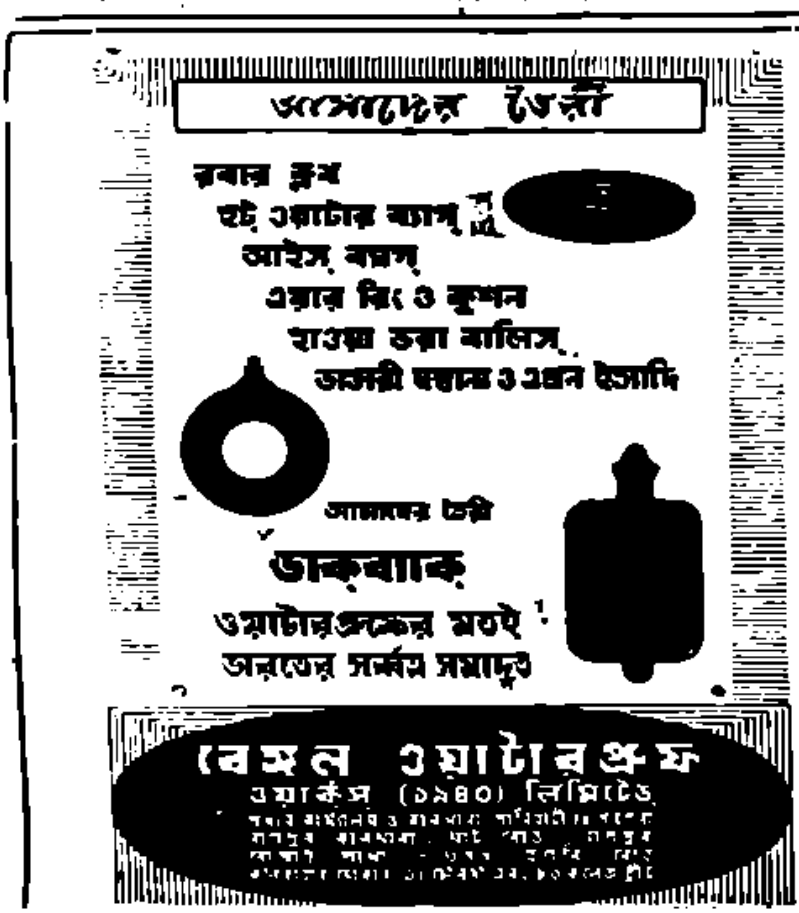

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিশিষ্ট ব্যক্তি-দিগকে উপাধিদান—সম্প্রতি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উপলক্ষে এলাহাবাদ হাইকোর্টের সাবেক জজ ডাঃ কাশীনাথন্ দেশাই, ডিরেক্টর-জেনারেল অব্ মেডিক্যাল সার্ভিস্ ডাঃ ইন্দরান নারায়ণ্ সিং এবং অধ্যাপক এফ্ ডি সোজা সম্মানসূচক ডক্টর অব্ দ লিটী ডেগ্রী প্রদান করিয়াছেন। অধ্যাপক এফ্ ডি সোজা কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হইতেই উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া উহার উন্নতিকল্পে সমস্ত অর্থ (আনুমানিক লক্ষ টাকা) উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়া দিয়াছেন।

দি ডাকপুর
নডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৯
৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রেজিষ্টার্ড অফিস—ডাকপুর (সিলেট)
শাখাসমূহ—মুরারীবাজার, বাসোদিয়া, পাবনা, ঢাকা, দক্ষিণ কলিকাতা, এন্টালি মার্কেট, ইলাহাবাদ।
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
এল আর দাস।

সাপ্তাহিক বাজার বন্ধ

	২৯শে নভেম্বর	২৭শে নভেম্বর	২৮শে নভেম্বর	৩০শে নভেম্বর	১লা ডিসেম্বর
ইউনিয়ন—অকল্যাণ্ড ষ্টাই বিল্ডিং লিঃ ...	৩৫৯৲		—		৩৬৫৲-৩৬৯৲
আশোক ইন্ডিয়া ষ্টাই বিল্ডিং লিঃ ...	৪৫৫৲		৪৫৫৲ ৪৫৭৲		৪৬০৲-৪৬৫৲
কাশীরাজাই ...	৬৪৫৲-৬৪৭৲		৬৬৬৲-৬৭৯৲		৬৮৭৲-৬৯৫৲
নদীয়া ...	১৪৯৲-১৫৩৲		—		১৫৭৲
প্রেসিডেন্সী ...	১৭৫/-১৮৫/-		১৭৯৲-১৮৫/-		১৭৯/-১৮৩৲
বিলাসেন্স ...	৭৭৲		—		—
বীকানীর ...	৪৪৯৲-৪৫১৲		৪৫৯৲-৪৬১৲		৪৬১৲-৪৬৯৲
ব্যাঙ্কার্স ...	৮৪৲-৮৫৩/-		৮৬৫/-৮৭৫/-		৮৭৫/-৮৮৫/-
ইন্ডিয়া ফ্লাস—বেঙ্গল ফ্লাস কোং লিঃ ...	১৯৲		১৯৲-১৯৯৲		১৯৲-১৯৯/-
ইন্ডিয়ান ফ্লাস কোং লিঃ ...	৪৯।-		৪৯।/-		৪৯।/-৪৯।৩
ফেডারেল ফ্লাস কোং লিঃ ...	২৬১/-২৭৭৲	স্থগিত বন্ধ	২৭১৲-২৭৯৲	স্থগিত বন্ধ	২৭৯৲-২৮৫/-
ন্যাশনাল—ফেডারেল ষ্টী কোং লিঃ ...	২৭৯/-২৮৭৲		—		২৮৭৲
বিজয়লক্ষ্মী ষ্টী কোং লিঃ ...	৪২৯/-৪৩৯/-		৪২৯/-৪৩৭৲		৪৩৯/-৪৪৯/-
বিবিধ—আলবিয়ন সিনেমা কোং লিঃ ...	—		—		১৬৯/-
বি আই কর্পোরেশন ...	৬৬/-৬৯৲		৬৯৲-৬৯৲		৬৯৲-৭০৲
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৭৭৲-১৮৩৲		১৭৯৲-১৮৯৲		১৭৯৲-১৭৯৲
মোটার ইন্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ...	—		—		৭৭৲
ইন্ডিয়া মেশারেল সেপিরেশন কোং লিঃ ...	১৬৭৲-১৭৯৲		১৭১৲-১৭৯৲		১৭১৲
আশার-বেঙ্গল সিনেমা ...	১৬৮/-১৬৯৲		—		১৭/-১৮৫/-
ক্যালকাটা ইন্ডেস্টমেন্ট ...	৫৬৫/-৫৭৫/-		৫৭৫/-৫৯৲		৫৯৫/-৬১৯/-
ন্যাশনেলী এন্ড কেমিক্যেল ...	৯৯/-৯৯৲		৯৯৲/-৯৯৯৲		৯৯৫/-৯৯/-

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

২, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

আদায়ী মূলধন ১ কোটি টাকা
কটনক্ত মূলধন ২ কোটি টাকা

চেয়ারম্যান :—মিঃ জি ডি বিড়লা

টেলিগ্রাম : UCOBANK ডি আর মোদালকার
ফোন : কলিঃ ৩৪৭৮ কলিকাতা ম্যানেজার

Sarat Kundu
PHONE CAL 591
STATIONERY & PRINTING
UNITED TRADING AGENCY

অক্ষয় কুমার লাহা

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস
মিশন রো, কলিকাতা।

"ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল" প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার বিপুল আর্থিক সংগতি জনসাধারণের বিশ্বাস ও আস্থা এবং সমগ্র ভারতব্যাপী শাখা-প্রশাখা ও অন্য সংস্থার সহিত সংযোগ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ নির্ভরযোগ্যভাবে সুসম্পন্ন করে।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, লাহোর ও দিল্লীতে
এবং নিম্নলিখিত স্থানে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস আছে :—

কলিকাতা	অমৃতসর	আগ্রা	কলাবাগেশী (বেঙ্গল)
ক্যানিং ষ্ট্রীট	কাণপুর	বীকানীর	আমেদাবাদ
বড়বাজার	গ্রেইন রোড (কাণপুর)	খেড়িনী	মাণপুর
ভামবাজার	গাজিয়া	লক্ষ্ণৌ	ইষ্ট-বরারী (বাণপুর)
জমাবীপুর	গয়া	আজিমাবাদ (পাটনা)	
বালীগঞ্জ	মুজাফরপুর	আজমীর	রাজপুর
ঢাকা	নাইক	আহমদাবাদ (বেঙ্গল)	জবলপুর
ময়মনসিংহ	এলাহাবাদ		জবলপুর ক্যান্টনমেন্ট
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা (এলাহাবাদ)		
চট্টগ্রাম	বেনারস		

বাংলেন্স একাউন্ট : পঞ্চতরা বার্ষিক হারে আদায় হারে সুদ দেওয়া হয়।
সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট : এই ব্যাঙ্কের সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুবই সুবিধাজনক।
পঞ্চতরা বার্ষিক ৩৯ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।

এষ্টেট মি সরকার, জেনারেল ম্যানেজার।

Cash Certificates

HAZRADI BANK LTD.

HO. Clive Street
CALCUTTA

WITH BRANCHES AND AGENCIES ALL OVER INDIA FOR PARTICULARS PLEASE CALL UP B B 810 OR WRITE TO THE MANAGING DIRECTOR

KALI CHARAN SEN

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
৮-৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড ইত্যাদি :— | পঞ্চাশ লক্ষ টাকার উপর

সর্ব্বপ্রকার দেশীয় ও অন্যান্য সিকিউরিটী :— | তিন কোটি আশী লক্ষ টাকার উপর

পাটনা ও পয়া শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ জে সি লাহা।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা ফোন কালি ৩২৫৩ (৩ লাইন)

—চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়—

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত	৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত	৪০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত ,,	৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৬,৫৫,০০০৲ টাকার উপর

আর্যদলপুর, পয়া, এবং টাটানগর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
মজঃফরপুর শাখা ১৬ই ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : টাকাপুর। স্থাপিত : ১৯২৩ সেণ্ট্রাল অফিস : ৫৮৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৭৮, বাজার স্ট্রীট (নিজস্ব বাড়ী)। ১৩৬বি, রাসবিহারী এভেনিউ (বালিগঞ্জ)।

ঢাকা : ২৭৮নং বাজার স্ট্রীট, ঢাকেশ্বরী রোড, ৪৫নং নবাবপুর রোড।

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র

১৯৪৩ সালের ডাকের উপর লভ্যাংশ ৬% টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

ইউনিয়ন ডিপোজিট খোলা হইতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস চক্রবর্ত্তী

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : কলিঃ ৩৮১১ গ্রাম :—ইকোনোমেট
১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

- কলিকাতা, কানপুর, এলাহাবাদ ক্লিয়ারিং হাউসের অধীনে ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক।
- বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, বর্মা প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশের বহু বড় ব্যবসা-কেন্দ্রে ৩৪টী শাখা আছে।
- ৭।০ বারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।
- ব্যবসাদিগকে অনুমোদিত বিল ও ওভারড্রাফ্ট যাদের উপর যার দেওয়া হয় এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

[illegible] আগামী যে কোনো সময়ে [illegible] বিরাট পরিমাণ [illegible] দুর্লভ হইয়া উঠিবে। এই উদ্দেশ্যে [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে।...এই সময় হইতে নিম্ন এই ইন্সিওরেন্স-সমিতি-বীমাকারীদিগকে সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার অগ্নি হইতে নিরাপদ রাখে। এক বছর ধরে দেয় হইয়া [illegible] কোনো ক্ষতি হয় না।

সম্প্রতি সমস্ত প্রকার আসবাবপত্র এখানে বীমা করা হইল। পূর্ণ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স

লিমিটেড

হেড অফিস : ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি

১৩৭, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। ফোন : সিঃ ৩৯৯০ এবং ১৯৩

মূলধন

বন্ধকীকৃত—১,০০,০০,০০০ টাকা বিক্রীত—৩,৫০,০০০ টাকা
বিলিকৃত—১০,০০,০০০ টাকা আদায়ী—৫,৫০,০৫৫ টাকা

লভ্যাংশ ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৭ সালে সমভাবে ৯৲ টাকা।

স্থায়ী আমানতে [illegible] হয়—সুদ মৈমাসিকে দেয়।

বিভিন্ন কুপনে স্থায়ী এবং অন্য সকলই নিম্নরূপ
অল্প আমানতে মিলন মধুর ব্যাঙ্কে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

লিলি
বিস্কুট
খাদ্য ও
গুণে—
অতুলনীয়

লিলি বিস্কুট কোং, [illegible]

লিলি বাল্লি
আদর্শ শুভ্র ও সাদার

লিলি-বাল্লি

লিলি বিস্কুট কোং, [illegible]

PHONE নং B. 6382 REGD. No. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রতি সংখ্যা ৶ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 11th December, 1944. সোমবার, ১৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ [৩১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইণ্ডিয়া পাওনা আদায়ের উপায়

যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে ভারত যে ১৯ শত কোটী টাকার ইণ্ডিয়া পাওনা সিদ্ধাইয়াছে তাহা আদায় করিবার সম্ভবপর উপায় সম্বন্ধে বর্ত্তমানে দেশে ও বিদেশে বিস্তর আলোচনা হইতেছে। ইউনাইটেড প্রেস অফ আমেরিকার সংবাদদাতা সিকিমারেণ্ডই 'আমিন হেরাল্ডের' অনেক সরকারী কর্ম্মকর্ত্তা ও ব্যবসায়ী এমন মত প্রকাশ করিতেছেন যে, ইংলণ্ডের প্রথম শ্রেণীর শিল্প-কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ভারতের বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইলে তাহার বিনিময়ে দিয়া ঐ দেশের ইণ্ডিয়া পাওনা অনেক পরিমাণে শোধিত হইতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে ইংলণ্ডের অনেক শ্রেণীর শিল্প কারখানার উপর ভারতীয়দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভারতের 'বিনিময়' ব্যাঙ্কের পক্ষে ঐ ভাবে বৃটিশ শিল্প-কোম্পানীর ডিবেঞ্চারী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা কঠিন হবে। কিন্তু ভারতের লোকেরা যে বৃহত্তর বিনিময়ের জন্যে সম্প্রতি কোন দাবী-দাওয়া উপস্থিত করিতেছেন না, ইহা বিস্ময়ের বিষয়।

ইণ্ডিয়া পাওনা আদায় সম্পর্কে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারী ও সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাদের এই বিষয়ে যেরূপ উৎসাহ, ভারতের তাহার সহস্রাংশও নাই। কিন্তু ভারতের লোকেরা এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছেন না বলিয়া তাঁহারা যে বিষয় প্রকাশ করিতেছেন এদেশে ইহার সমস্যাকে বুঝিয়া বুঝিতে পারিতেছি তাঁহারা লেখাপড়ি বিষয় আলোচনা করিতেছেন না। বিদেশীর হিসাবে পাওনা বিলের সম্বন্ধে ভারতের জন্য মূল্য আদায় সম্পর্কে ভারতের স্বাধীন দেশসমূহের যে অধিকার রহিয়াছে তাহাদের তাহা নাই। ভারতবর্ষ আজ যেমন কি [illegible] তাহার ফলে যেমন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, তেমনি ভারতের পাওনা মূল্য আদায়ের উপায়ও বৃটিশের সুবিধা অনুসারেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কি ভাবে পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা হইলে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে অধিকার থাকিতে পারে সে বুদ্ধি, ভারত গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বনাশ করিয়া রাখিবে এইরূপ। আর পূর্ব্বাহ্নে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া সে ভাবেই আন্তর্জাতিক ঋণ করিতে হইবে। ভারতের পাওনা শুধু আদায় করা হইবে, আদায় করিতে বৃদ্ধি নাই, কিন্তু পাওনা আদায় সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়া বৃটিশ শিল্প বা বাণিজ্য স্বার্থ কোন দিক দিয়া বিপন্ন করা চলিবে না। এই মূলমন্ত্র অনুসরিয়া, আজ বর্ত্তমান দুনিয়ে বৃটিশকে বাজারের দিয়া সাহায্য করিতে গিয়া যেন পরোক্ষ উপায়ে মূল্য পাওনা সম্পর্কে অনুকূলতার আশ্বাস করা হইয়া রহিয়াছে। ইণ্ডিয়া পাওনা আদায়ের পক্ষ অবলম্বন করিতে গিয়া ভারতের বাজারকে বৃটিশ শিল্প-বিনিময়ের বিক্রয়ের বাণী উন্মুক্ত না করিলেও সেইরূপ এমনকি শিল্প-বাণিজ্যের বৃটিশ-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেও ভারতের ইণ্ডিয়া পাওনা আদায়ের উপায় করা হইবে।

ট্রামওয়ে পরিচালনার ভার এজেন্সী নিয়োগের সার্থকতা

কলিকাতা কর্পোরেশন ট্রামওয়ের ভার ও পরিচালনার ভার এক এজেন্সী নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন আমরা সাধীনতা ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ঘোর ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি। কলিকাতার অধিবাসী যাহারা পরিষদে এক মতাবলম্বী ঘোষণা করিয়াছেন এই নিয়োগের বিরোধিতা করিয়াছেন। কর্পোরেশন কেন এজেন্সী নিয়োগ করিতে চাহিতেছেন এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার কি সার্থকতা

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৩৯৮-৪০১
প্রত্যাহিক আয় আইন (২)—	৪০১-০৪
আর্থিক দুনিয়ার সমাচার—	৪০৪-০৬
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৪০৭-০৮
বাজারের হালচাল—	৪০৮-১১

ক্লিয়ারিং

এর সকল প্রকার সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

কলিকাতা শাখা—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তার: "Bank Shillo" ফোন: কলি—[illegible]

শাখা—ডিব্রুগড়, গৌহাটী, ধুবড়ী ও করিমগঞ্জ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রীঅনিল চৌধুরী, বিএ, বার-এ-ল, ডিরেক্টর, কলিকাতা হাই কোর্ট।

শ্রীসুরেন্দ্র বর্দ্ধন বি-এস, বার-এ-ল, এম-আর-এ-এস, আর-ই-এস (লণ্ডন), ডিরেক্টর ও ব্যারিষ্টার।

এজেন্টের প্রদত্ত টাকা পরিশোধিত হইয়া গেল অথবা পরে অধিকাংশ টাকাই স্থায়ীভাবে কর্পোরেশনের সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। এজেন্ট নিযুক্ত সম্পর্কে ইহাই হইল কর্পোরেশনের নীতি। নিয়োগকালে নিযুক্ত ব্যক্তি বেমিয়ু কোন বেসরিকারী ব্যক্তিকে ঐ টাকা সম্পর্কে কোন আশ্বাসই দান-করিতে পারে না।

কথা উঠিয়াছে এজেন্টের দ্বারা ট্রাকযোগে পরিচালনার সুবিধা হইলে আমাদের এজেন্টেরই তবু লাভের মধ্য প্রদত্ত হইবে—মাঝিমাঝাদের আমদের কোনও কিছু হইবার নয়। কিন্তু কর্পোরেশন যে ঠিক সেই ভাবে এজেন্ট নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন সেই ভাবে কাজ করিলে এইরূপ আশঙ্কার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। ঐ সব সর্ত্তাবলীতে কর্পোরেশনকে ট্রাকের মালিকদের ভাড়া করা সম্পর্কে ও ট্রাক চলাচলের সুযোগ-সুবিধা যুক্তি প্রদর্শন তাঁহাদের অধিকারসমূহ্যাইবার দাবী মোলায়েমভাবে জানান হইয়াছে। এই বক্তব্যের মূল এজেন্ট নিয়োগের কথা উঠানো হইয়াছে মাত্র, কিন্তু অবশ্যই ও অবশ্যপালন যদি উহাকে কেন্দ্র করে তবে তাহারা আমাদের আপত্তি অভিযোগ না অভিযোগ করা যাইবেনা। কেন্দ্রে কথা উঠিলে তবু, মূল্য তহবিলে যাতায়াতের অর্থ নিয়োগের পরিমাণ উপযুক্ত পরিমাণে বাড়াইয়া দিলেই চলিবে। ট্রাকেই কর্পোরেশনের মূল প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেওয়ার কোন যুক্তি আমরা দিতে পারিতেছি না। আমরা মূলেই পরিবারি কর্পোরেশনের আর বাড়াইয়া ও পরিমাণ আইন অনুসারে উহার পক্ষে বেশী টাকা ঋণ গ্রহণের অনুমতি করিয়া পরিমাণ কর্পোরেশনের এজেন্ট নিয়োগের প্রস্তাব তুলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ঐ মূলেই অনুমিত আইনের উহাদের অন্য অনেক অতিরিক্ত আবশ্যকীয় নিয়োগিপোগাম আইনের ১৭ ধারা অনুসারে করিয়া কর্পোরেশনকে চালাইতে হয় প্রস্তাবের পরিবর্তন দিতে বলিয়াছেন। ট্রাক কোম্পানী করার সুযোগ দেওয়ার কথা তাহা অবশ্য বড় কম নহে। কিন্তু তাহা অধিকার পাইলেও কর্পোরেশনের পক্ষে প্রথমতঃ এজেন্টের মারফতে ট্রাকযোগে কাজ ও ১২৫ ধারার কথা অনুসারে ঋণ নিয়া পরিচালনার ব্যবস্থা করাই অধিকতর সহজ হইবে। কেননা, উপযুক্ত সর্ত্তে এজেন্ট নিয়োগের সুবিধা অধিকার সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। ট্রাকযোগে নিজের নিয়া ব্যবসায়ের উপর একটা বেশী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনার সম্পর্কে কর্পোরেশনের পক্ষে সুবিধাজনক না হইবারই কথা। ট্রাক কোম্পানীর পরিচালনাভার কোন এজেন্টের হাতে অর্পণ করিলে উহা পুরিচালিতের ব্যবসায়ের হইবে, ধরিয়া আইনের ধারা অনুসারে কর্পোরেশন পুরিচালনের ঋণ কোটি টাকা অপেক্ষা অধিক ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না। কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন বিভিন্ন ব্যবসা-কেন্দ্রের অনুরূপ ব্যবসা অধিকার হইবে। আরও একটি কথা এই যে, ইতিমধ্যে সরকার কর্পোরেশনের অনুমোদন ঋণ দেশী হইয়াছে, কর্পোরেশনের অনুমোদন এরূপ আছে। বিশেষতঃ কর্পোরেশনকে অনুরূপ অধিকারের সরকার সহানুভূতির সম্পর্কে, অধিকন্তু কর্পোরেশন ইতিমধ্যে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঋণ দিতে হইবে। এই অবস্থায় ট্রাক কোম্পানীর জন্য অনুরোধের পক্ষে আরও ১০ কোটি টাকার কি প্রয়োজন আছে তাহা বুঝিতে কি না বিচার্য্য বিষয়। তবে যুক্তিতর্কের যদি এজেন্ট নিয়োগের প্রস্তাবটিকে ভিত্তিরূপে ধরিয়া লেও তবে আমরা আমাদের বক্তব্য সেই বিষয়ের আলোকে নীতি-বিচারে বিশ্লেষণ করিতে চাই। কেননা বিভিন্ন ঠিক করা হইতে প্রতিষ্ঠানের ট্রাক-চালনার কর্পোরেশনের আমরা ভালোমন্দ যে সুযোগ আসিবার তাহাকে কোনরকমেই এই হইতে দেওয়া উচিত নহে।

বন্ধ-নীতির বিশ্লেষণের মেয়াদ

সেদিনকার ইনস নিয়ন্ত্রণ-নীতি সম্বন্ধে বক্তব্য সরকারী অধিকারের বক্তৃতা প্রসঙ্গেই মুখ্যতঃ বাহিরাছে, সরকারী উদ্যোক্তাদের বাহারি আমের মেয়ে প্রস্তাবিত হইয়াছে, সরোপরি সাম্প্রতিক অবস্থাবলীর প্রতি লক্ষ করে প্রস্তুত বিশিষ্ট নীতিরা সরকার সৃষ্টিত হইয়াছে। কাল পর্যন্তেই ঐ সব নিয়ন্ত্রণ-নীতি চালাইয়া সরকার সম্পর্কে এমন আর কোটেই উদ্যুক্ত করেন।' এবং মুখের সম্বন্ধে ঐ সময়ে বাস্তুহারী বাধা বাস্তু চি না সে ব্যাপারে উহারা অভিমতের কিছু আলোকপাত করেন। যেমনি সম্পর্কে আমরা সরকারীদের বিশ্লেষক, বিরোধী বিশেষজ্ঞ মিঃ কিরণি বিশ্লেষণ মূর্তি এক প্রস্তাবের এবেদন পাঠ যেমনের যেমন প্রস্তাব, অন্যঃ ঐ সরকারের প্রশাসিত ব্যবসায় ব্যবস্থাপনিয়াছিলেন। ট্রেজারীর অধিকারে মিঃ ফেলোপি সম্প্রতি ঘোষণাইয়া এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, বন্ধ-নীতি সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রয়োগ করিয়া যে সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহাকে বজায়রূপে তাহা রক্ষিত বা সম্প্রসারণ না হয়, মুখের দীর্ঘ অন্তরে অনেক বৎসরের জন্য উহা কার্যেরী রাখা মূলে সম্ভব হইবে। মিঃ ফেলোপির মুখে বন্ধ-নীতি সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ-নীতির মেয়াদ প্রসারিত করিবার এই প্রস্তাব দেশের লোকের আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিবে পরিহারই আশ্চর্যের কারণ। কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রণ-নীতির মূলত বর্তমানেই আরও কিছু দিন। কোন করিয়া আদিলেও অসম্ভাবনার পর্যায়ে আরা নিশ্চয় কিছু পাইবেছে না, অধিকন্তেও পাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। মুখের সময়ে মুখবিধ আইনে অনেক চলিয়া আছিয়াছে, কিন্তু সেজন্য মুখের মোকাবিলা করিতে গিয়া সরকার ঐ সব বিধান-নীতি চালাইয়া সরকার সম্পর্কে এমন আর কোটেই উদ্যুক্ত করেন।' এবং মুখের সম্বন্ধে ঐ সময়ে বাস্তুহারী বাধা বাস্তু চি না সে ব্যাপারে উহারা অভিমতের কিছু আলোকপাত করেন। যেমনি সম্পর্কে আমরা সরকারীদের বিশ্লেষক, বিরোধী বিশেষজ্ঞ মিঃ কিরণি বিশ্লেষণ মূর্তি এক প্রস্তাবের এবেদন পাঠ যেমনের যেমন প্রস্তাব, অন্যঃ ঐ সরকারের প্রশাসিত ব্যবসায় ব্যবস্থাপনিয়াছিলেন। ট্রেজারীর অধিকারে মিঃ ফেলোপি সম্প্রতি ঘোষণাইয়া এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, বন্ধ-নীতি সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রয়োগ করিয়া যে সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহাকে বজায়রূপে তাহা রক্ষিত বা সম্প্রসারণ না হয়, মুখের দীর্ঘ অন্তরে অনেক বৎসরের জন্য উহা কার্যেরী রাখা মূলে সম্ভব হইবে। মিঃ ফেলোপির মুখে বন্ধ-নীতি সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ-নীতির মেয়াদ প্রসারিত করিবার এই প্রস্তাব দেশের লোকের আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিবে পরিহারই আশ্চর্যের কারণ। কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রণ-নীতির মূলত বর্তমানেই আরও কিছু দিন। কোন করিয়া আদিলেও অসম্ভাবনার পর্যায়ে আরা নিশ্চয় কিছু পাইবেছে না, অধিকন্তেও পাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। মুখের সময়ে মুখবিধ আইনে অনেক চলিয়া আছিয়াছে, কিন্তু সেজন্য মুখের মোকাবিলা করিতে গিয়া সরকার ঐ সব বিধান-নীতি চালাইয়া

ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৭, সোক্রাতেস লেন, কলিকাতা।

মুদ্রের সময় যে মূলধন সংগ্রহ করিয়াছে, তাহে সঞ্চয়ের ধার ধারেনি। কিন্তু তাহে যে-আশা রাখে—মুদ্রের অবসানে বৈধীর সাথে তাহে তার মিটিবে হবেনি। আজকের দুর্দিনে সাধারণ লোকের পক্ষে তার 'বাঁচার' মূলই কঠিন। তাহে এখনি যদি তাহাকে দাঁড়ি, তাহলে সেই সঙ্গে মূলধনের ভাবের ভবন দুর্দিনে তার সম্বল নয়।

ইষ্ট বেঙ্গল

মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২৮১ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনার টাকা সাধারণ একটী সিকিউরিটির চাইতেও

হাস পাইয়াছে সত্য, কিন্তু মোগাযোগের ব্যবস্থাদির জন্য এই উন্নত শ্রেণী ভূমিরা অনেকাংশে বিশেষ কিছুই পাইতেছে না। এই অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ-নীতির পরিবর্তন ভূমিরা ইহা তাহাদের পক্ষে আরও ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুধের সময়ে বর্তমান যে কোন অবস্থায় উহার একটা অংশ-অন্ত ব্যবহারের সুযোগ পাবে এইজন্য কলকারখানের অধিকাংশ মালিক উৎপাদন কমাইয়া দিয়াছেন। এইরূপ অবস্থা সাধারণ আশা করেন যাহাতে মূল্যের সময় বর্তমান নিয়ন্ত্রণ-নীতির পরিবর্তন হইবার সম্ভব এই ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ-নীতির পরিবর্তন হইবে বলিয়া মনে হয়।

তামাকের ক্ষেত্রে বিদেশ প্রতিযোগিতা

বর্তমানে মূল্য অনুমিতির প্রভাবের কারণ বিদেশের তামাকজাতীয়রা সকলেই তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। তাহাদের ভবিষ্যৎ ক্ষেত্রে আই নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধেও যে প্রশ্ন সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। সম্প্রতি লন্ডনে ব্রোম মিশন এসেছিল, তাহিনিবিদ্ধ পরিষদ অন্যান্যদের বিশিষ্ট-মুখপাত্র হিসাবে তাহারা তাহাদের বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বক্তৃতা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন তাহা পড়িয়া অত্যন্ত আশঙ্কিত হইয়াছি। সুদানাগত-পরিচয় ব্রহ্মদেশ তামাকের অধিকাংশ দুর্বীক্ষণে ব্যাপকভাবে ক্ষেত্রিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই প্রয়োজনের তাহার কারণগুলির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তাহার মতে প্রয়োজনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার মারফতীয়ার ক্ষেত্রিক সাইলেনের কি ক্ষমতা আছে তাহা অনিশ্চিত। ক্ষেত্রিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কমিয়া যদি ইহা বন্ধ হইলেও আশ্চর্য নয় যে বিশেষ করে হইলে বিদেশের সরকার ক্ষেত্রিক বিক্রয় করা হইতে পারে এবং তখন এই বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাহায্যে অন্যান্য দেশের অন্যান্য অধিবাসিত ও অধিবাসিত্ব বৈজ্ঞানিকে বিভিন্ন তামাকজাতের বিভিন্ন পরিচিতি করার সম্ভব হইতে পারে। আমাদের মিশ্র আশা নিয়াছেন যে, তাহাতে সরকার ক্ষেত্রিক বিক্রয় করিবার এবং প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার বাড়াইবার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহারা আশা করেন যে, ১৫ বৎসরের মধ্যেই এবিষয়ে তাঁহারা সাফল্য লাভ করিবেন।

তামাকে ক্ষেত্রিক পরীক্ষার প্রয়োজনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের মিশ্র যে মন্তব্য করা করিয়াছেন, এদেশের প্রত্যেক বিভাগীয় তাঁহাদের সহিতই সেগুলি সহযোগিতা করিবেন। আমাদের মিশ্রের বিশেষজ্ঞরাই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ইংলণ্ডে মাত্র ৩০ জন লোক নিয়ে একটি পরিচালনা করিতেছে, যার সাধারণ ইহা উৎপাদনের অধিক ব্যবস্থা হয়। ইহাতে লৌকিক নিয়ন্ত্রণ। অবশ্যই ক্ষেত্রিক তামাকের বৈজ্ঞানিক পরিচালনার ব্যবহার বাড়িলে এই বৈজ্ঞানিকদের পরিচালনার ফলে বর্তমানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ছয় হাজার পঞ্চাশ জনসাধারণের আয়ত্তে ক্ষেত্রিকারী আছেন মাত্র দশ জন তামাক-বিশেষজ্ঞের নিয়ন্ত্রণে হইবে চলিবে।

ব্রহ্মদেশের ক্ষতি

আমেরিকা সরকার ইউরোপের দেশসমূহে নিজদেশের উৎপাদনের ব্রহ্মদেশের সরকার ব্যবহারের জন্য [illegible] সোনাদানিনী উৎপাদনকারীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার এবং ইহাদের পরিবর্তনে গঠনে ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশের আমেরিকা করিতেছেন যে, এই সকল ব্যবস্থার ফলে ব্রহ্মদেশের পক্ষে ক্ষতি বিশেষ দেশের মধ্যে ক্ষতি-বিদেশি দেওয়া বিশেষ পারে। শ্রীযুক্ত ডগলাস্ট্রিচিত আমেরিকা ইতিপূর্বে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিল। ইতিমধ্যেই সরকার পাকা খিলাছে যে, আমেরিকা ইহাদের পরিবর্তনের ব্যাপারে ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশের পরিবর্তন বীতি পরিবর্তন করে না, ফলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতেছি। এবং আমেরিকার ব্যবস্থাপনী ও ঔপনিবেশিক বল শ্রীদের গুরুত্বের ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশের ব্যাপারে ব্রিটিশ মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিয়াছে। তবু ইউরোপের ব্রহ্মদেশের অর্থনীতি মোটামুটি ব্রিটিশদের অনুকূল হইবার আলোচ্য সরকার এবিষয়ে তীব্র উদাসীন হইতে মুক্ত আশা অধিকারের কে সকল সংক্ষে আশিয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইংলণ্ডের সীমান্ত অধিকার করিয়া আমেরিকা ইহাদের একটি বড় দল নিজের লাভজনক [illegible] কোম্পানী উৎপাদন করিতেছে এই কোম্পানি হইতে অনেক হইয়া আমেরিকা বলিয়া ব্রহ্মদেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করিতেছে।

এলোচ্য সপ্তাহে পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসায়ে আশাপ্রদ ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ব্রিটেনের বিভিন্নবাহিনী প্রথম করিবারে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। আমেরিকার সরকার সাহায্যকারী বিভাগ সংস্থার বর্তমান সেবায় সংক্ষে আসিয়াছে এবং ইহার অধিকাংশ এই মাসের শেষ নাগাদ করিয়া বিভিন্নদেশে পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। আমেরিকার ট্রান্সপোর্ট অফিসের মার্কিন সৈন্যের প্রথম দলে বাহন নদীর পশ্চিম তীরে অবতরণ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। বার্লিন নগর পশ্চিম তীরে ব্রিটিশ সেনা আলোচ্য সপ্তাহে অন্যূন স্থানে করিতেছে নগর পূর্ব তীর হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ আশঙ্কাজনক অব্যাহতভাবে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদের সপ্তাহে আকাশপথে সংখ্যার চলি চার ফ্লাইট পার হইতে সমর্থ হইয়াছে। পশ্চিম ইউরোপের বন্দরগুলিতে লাল ফৌজ বন্দরগুলি হইতে পাঁচশত মাইলের মধ্যে আসিয়াছে। ফ্রান্সের কাছে আসিয়া পড়ায় সুবিধাজনক, ফ্রান্স ও বন্দরে অবতরণের আশঙ্কা সেনাদের মধ্যে সংক্রামিত বিস্তার হইবার আশঙ্কা করা যায়।

ব্রহ্ম ব্যবসায়ের সংবাদে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে চিন্তাহীন অবস্থা বিক্রয়কারিণী কাপড়ের হইতে অনেক হইয়া চিন্তাহীন নতুন অভিজ্ঞতা করিয়া করেক মাইল আগাইয়া গিয়াছে। আমাদের কাপড়ের অঞ্চলে আলোচ্য সপ্তাহে কয়েকটি জাপ-প্রতি-আক্রমণ ব্যর্থ করা হইয়াছে বলিয়া বিশেষ ঘোষণা করিয়াছেন। উত্তর-অংশের আরো অনেক আলোচ্য সপ্তাহে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

তামাকের সাইকেল-শিল্প

বৃটিশবাসীরা আমদানী সম্বন্ধে আরও অনেকের অনুকূলপক্ষপাতিত্বের ফলে আমাদের নূতন শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার পক্ষে নিশ্চয় অনুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। দুধের সুতো এদেশে গড়ে বৎসরে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার সাইকেল আমদানী হইত। তাহা ছাড়া সাইকেলের সাজসরঞ্জাম হিসাবের ৬৯ লক্ষ টাকার বড় কিনিস আসিত। কুটিরই ছিল এই সুবৃহৎ প্রধান বন্দরীকারক। সাইকেলের কিন্তু ছিল তামাকের এই সবচেয়ে-পেক্ষিতা দেখিয়া এদেশের কতিপয় বিশিষ্টজনী এই শিল্প গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। ফিল্ড, সাইকেলস্ লিমিটেড, হিন্দুস্থান সাইকেল কারখানা, বেঙ্গল সাইকেল কোম্পানী ও কলিকাতার ইন্ডিয়ান সাইকেল মানুফ্যাকচারিং কোম্পানী যে কারখানা গড়িয়া তুলিতেছেন তাহাতে আমাদের প্রয়োজনীয় মোট সাইকেলের শতকরা ৭৫ ভাগ এদেশেই নির্মিত হইতে পারে। ফিল্ড কারখানা স্থাপিত হইলেই কি হইবে, সাইকেল তৈয়ারের জন্য যে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম দরকার তাহা এদেশে আমদানী করা সম্বন্ধে আমরা পূর্বেকার বক্তব্যে বিশেষ কিছুই আলোচনা করি নাই। এই সকল আমদানের শুল্ক উপরিক করা হইলে দেশীয়দিগকে আমাদের দুধুই সুযোগের আশ্বাস দিয়া কথিয়া দেখাইতেছেন। কিন্তু সাইকেলের সরকার আমা আমুদানিকারক হইলের ক্ষমতা পরিবর্তনের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ ইংলণ্ডের তৈয়ারী সাইকেল এদেশে বন্ধমানে বিক্রয় পরিমাণেই আমদানী হইতেছে।

সম্প্রতি সংবাদ প্রকাশ, [illegible] সাইকেল-শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য সেকেন্ডারি সিনক্রোনিয়া সাইকেল-নির্মাতার [illegible] সাহায্যে নির্মাণকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মুখপাত্র সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৫০ সালের মধ্যে তাঁহারা ৫০ লক্ষ সাইকেল তৈয়ারের আয়োজন করিতেছেন। 'মোটর ডেল' পত্রে আমাইয়াছে, ইংলণ্ড কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ মূলধন বিনিময়ে সাইকেল প্রস্তুতের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ রহিবে। বর্তমানে প্রতিটি সাইকেলের মূল্য সাধারণতঃ ২৮ পাউন্ড (এক পাউন্ড আর সেরের হিসাব)। ইংলণ্ড কর্তৃপক্ষের ১০ পাউন্ড মূল্যের সাইকেল প্রস্তুতের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না। ইংলণ্ডে সাইকেল-শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য উদ্যোগ করিয়াছে। ফিল্ড, হাম্বার কোম্পানীর [illegible] কারখানায় নিত্য আজ কি নিয়ন্ত্রণ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতের সাইকেল কারখানাগুলি যুদ্ধোত্তরকালে এদেশের কারখানা-গুলি হইতে অনেক ২ লক্ষ সাইকেল তৈয়ারের ব্যবস্থা করিতে পারে। সাইকেল শিল্পের ব্যাপারে মূলধন বিনিয়োগ ব্যবস্থাদির ভারতীয়দের [illegible] ভাবে সেকেন্ড কারখানা করিয়া বিদেশী সাইকেলের প্রতিযোগিতা হইতে এদেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য এখন হইতে একটা সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু ভারত গভর্নমেন্ট সে বিষয়ে কোন [illegible] নিয়েছেন না। দুধের সময়ে 'ফল-সিটিজার অফ্ ইণ্ডিয়া' [illegible] ইংলণ্ড হইতে সাইকেল-আমদানী করিবার উপর শুল্ক বসাইবার দাবী করিয়াছেন। দুধের সময়ে এদেশের সাইকেল-শিল্পের কল্যাণে তাঁহারা বিদেশী সাইকেলের উপর উপযুক্ত রক্ষা-শুল্ক [illegible] সমর্থন করিবেন বলিয়া মনে হয় না।

দি সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

এজেন্ট—মৌতাক স্থাপিত—১৯১১

হেড অফিস :—১৬, ক্যাম্বো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—উলুবেড়িয়া, আমতা, ভোলা ও চৌমুহনী।

—প্রস্তাবিত শাখা—

চিত্তরঞ্জন, শ্যামবাজার, বেলঘরিয়া, বৈদ্যবাটী, বজবজ, বালিয়াটি, কাশিপুর, বড়বাজার, বাগবাজার, উত্তরপাড়া (হরিপুর), বেলেঘাটা (বিডনপুর), ও বিডনষ্ট্রীট শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বিঃ বেঃ সি চক্রবর্ত্তী, বি-কম, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বিঃ প্রফুল্ল রায়, বেঙ্গল ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন (২)

চায় না, সেখানে ঐ দেশীয় ইন্ডাস্ট্রিগুলির দেনা ও সাধারণ মূলধন খুবই বেশী। এরূপ অনুবিধার কিছু প্রতিকার করিতে হইলে ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কারদিগকে এজেন্সী ও ব্যাঙ্কেতর ডিবেঞ্চারগুলির বাজে সর্বদা হাতে রাখিতে হইবে। সময় বুঝিয়া বন্ধকে সে গুলি ও সাধারণ মূলধন পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। এই প্রকারের অসুবিধা দেখা যাইবে না যদি, এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কেতর এজেন্সী ও ব্যাঙ্কেতর ডিবেঞ্চারের কারবারের মেয়াদ একটা নির্দিষ্ট বৎসর পর্যন্ত ব্যাঙ্কের ইচ্ছাধীন করা সম্ভবপর হয়। যাহা বিদেশী ব্যবস্থা পরিবর্তে আলোচিত হওয়ায় সময় সমস্যা বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে তুলিয়া দেখিবার বলিয়া আমরা মনে করি।

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের ১৮৫ ধারায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—(ক) কোন ব্যাঙ্ক বিনা জামিনে কোন ডিরেক্টর বা পরিচালকমণ্ডলীকে কোন অর্থ প্রদান করিতে পারিবে না। (খ) ব্যাঙ্কের কোন পরিচালক অন্য কোন কার্য বা কোম্পানীর অংশীদার, ডিরেক্টর বা ম্যানেজিং এজেন্ট হইলে সেই প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক হইতে বিনা জামিনে টাকা ধার দেওয়া বে-আইনী হইবে। ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীকে বিনা জামিনে অর্থ প্রদান করিবার ক্ষেত্রে অতীতের অনেক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট বিপদে পড়িতে হইয়াছে। সে হিসাবে চলতিবারে ১৮৫ ধারার (খ) উপধারায় যে বিধান পরিবর্তিত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু ব্যাঙ্কিং বিধেয়না করিয়া দেশের বর্তমানে অবস্থায় চলতিবারে বিভীয় প্রস্তাবটি আমরা সমর্থনযোগ্যভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। এক্ষেত্রে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনেক সময়েই খুব বেশী পরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলির সমিতি ও সভাবদ্ধ বিবেচনা করিয়া ব্যবসায়ের যে ধরণের অর্থ প্রদান করা ব্যাঙ্কগুলির

আমাদের নিবেদন

আমাদের দুইটী কারখানায় দিবারাত্রি পূর্ণোদ্যমে কাজ চালাইয়াও

ভিটা-মল্ট

এর বিপুল চাহিদার অতি সামান্য অংশমাত্র আমরা সরবরাহ করিতে পারিতেছি। বলা বাহুল্য, দেশের ছেলেদেরই ভিটামিল্টের আজ এই বিপুল চাহিদা।

সুখের বিষয়, আরও দুইটি নূতন কারখানা স্থাপন করিয়া ভিটামিল্টের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী ভিটামিল্ট সরবরাহ করিতে না পারায় আমাদের অনুগ্রাহকবর্গের নিকট আমরা আন্তরিকভাবে ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। আশা করি, আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া অচিরেই তাঁহাদিগকে চাহিদানুযায়ী ভিটামিল্ট সরবরাহ করিতে পারিব।

ভিটামিল্ট—আধুনিক খাদ্যপানি সঞ্জীবক

কারখানায় সুশিক্ষিত বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ, কলিকাতা

পক্ষে কতটা সম্ভিধার আশা করা যায়। কিন্তু উপরোক্ত বিধানটী যথাযথ কার্য্যে পরিণত হইলে কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যাঙ্কের কোন পরিচালক মূল ব্যক্তিদের উহাকে প্রয়োজনীয় টাকা দেওয়া বন্ধ করার পক্ষে যথেষ্টই হইবে। অবশ্য কিন্তু কিন্তু এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার সম্ভাবনাও থাকিলেও সিঙ্গল ঐ অনুষ্ঠানে উহাকে টাকা দেওয়া হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা আইনের মধ্যে এমনে ভিন্ন-ব্যবসায়ের ইতিহাস পক্ষে যথেষ্ট পরিপন্থী হইবে উপরোক্তের আশঙ্কা আছে। অতএব দেখের স্বার্থ বুঝিয়া উহা সমুচিত-ভাবে পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা অবশ্যপ্রয়োজন পক্ষে সঙ্গত।

দেশের কলকারখানায় ব্যাঙ্ক প্রবলার অধিকতর করিতে হইলে বিভিন্ন কারখানী মূলধন যথার নিয়ম বিধি-বদ্ধ করা ও ব্যাঙ্ক পরিচালকদের অসুবিধা-সুবিধা আলোচনা করিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া সে বিষয়ে যত্ন করা দরকার। ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান রীতি ও পরিচালনা রীতির উপর উহার নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। দেশের আমা-নতকারীদের স্বার্থ দেখিতে হইলে ঐ সব বিষয়ে সতর্ক লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থাই বিশেষভাবে প্রয়োজন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ গত ১৯৩৬ সালে যে ব্যবস্থা দিয়া উপরিউক্ত পরিস্থিতির আশঙ্কার সেরূপ কোন ব্যবস্থারই বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দিয়া না। বস্তুতঃ রিজার্ভের ঐ উপদেশ কতকগুলি বিষয় পরিস্থিতির হইয়াছে, ইহা অনস্বীকার্য্য বিষয়। বিশেষ ২৮৮ ব্যাঙ্কের নিরীক্ষণ দেওয়া হইয়াছে যে, কোন ব্যাঙ্ক যদি ব্যাঙ্ক আইনের বিধানে না জানিয়া চলে বা না মানিয়া চলার সম্ভাবনা দেখা যায় কিন্তু কোন ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব কারণ-ব্যাঙ্কার পক্ষে আমানতকারীদের স্বার্থ যদি অবশ্য ক্ষুণ্ণ হইতেছে বা হইবে বলিয়া মনে হয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকার ঐ ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র অনুসন্ধান করা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে বিশেষ নির্দ্দেশ দিবেন তাহা মানিয়া যদি উক্ত ব্যাঙ্কের কার্য্যকারীরা তাহা না করেন তবে আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বুঝা গেলে তবে কেন্দ্রীয় সরকার (ক) আমানতকারীদের নিকট হইতে নূতন আমানত গ্রহণ করা সম্পর্কে ঐ ব্যাঙ্কের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারিবেন। (খ) ঐ ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইলে উহার নাম সেই তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। (গ) ঐ ব্যাঙ্কের কার-বার বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জোরী আদেশ উপরিউক্ত করিবার নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের কারবার বন্ধ করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে বিলোপ প্রসাদ করিবেন তাহা ব্যাঙ্কারদের অবশ্যকরি জন্য প্রসাদ করিবার অধি-কারও কেন্দ্রীয় সরকারের থাকিবে।

দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা এই ব্যবস্থার বিরি-ব্যবস্থাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা আমরা জানি না। তবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্ত্তে ব্যবসায়ের নিজ উপযুক্তিত হওয়ার সময়ে করিবার সময় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে সরকারী কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানের এই সব পরি-বর্ত্তিত বিধানের পুরিপাটি ব্যবস্থার লাভিল করিয়া আমাদের করিবেন। উহাদের এই সমস্যার বিষয়ে পক্ষে অধিকার তীব্র হইয়া দেখা দিবে বলিয়াই মনে হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার সম্পর্কে সেরূপে অধিকার আশঙ্কা করিবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ব্যাঙ্কসমূহ ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবে বলা হয় দেখের সকল দেশেই তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে বিশেষই সতর্কতা অবলম্বনের আমাদের বিধান করা হইয়া থাকে। ঐ দিক দিয়া দেখিতে গেলে এদেশে দেরূপ বিধিব্যবস্থা অব-লম্বিত না হওয়ার কোন কারণ নাই।

তবে বর্ত্তমান বিলে ব্যাঙ্কের কার্য্য বন্ধ ও তাহার সম্পর্কে অনুসন্ধানের আদেশ প্রদানের সম্বন্ধে যে সব বিধিবিধানের নির্দ্দেশ দেওয়া হই-য়াছে সে বিষয়ে আমাদের দুইটী বক্তব্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসন্ধান করিবার দিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ শুধু তাঁহাদের ব্যক্তি ও দেরূপ অনুসন্ধানের সকল বিষয় বিবেচনা করুন ও সেরূপে উহার সম্বন্ধে সন্তুষ্টিলাভের নির্দ্দেশ বিশেষই প্রদান করুন ইহা আমরা চাহি না। দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা কিন্তু করিতে হইলে অবশ্যকরি ঐ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের বৈশিষ্ট্য পুরাপুরিভাবে গুরু ও নির্দিষ্ট করার কোন বাধির বিধান করিয়া দেওয়া বলিয়া মনে হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান বিলে ঐ ভাবে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বৈশিষ্ট্য গুরু ও তাহা নির্দিষ্ট করার কোন বাধির বিধান ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত করার ব্যবস্থা হয় নাই। ফলে ব্যাঙ্কের কার্য্য বন্ধ ও তাহার উপর চরম আদেশ জারীর ব্যাপারে দেশ পরার কোন কোন ক্ষেত্রে এক ধরণের স্বাধী-নীতি অবলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান বিলে একটী নূতন ধারা যোগ করিয়া ঐ সব ব্যাপারে ব্যাঙ্কের বৈশিষ্ট্য তুলিবার ও তত্ত্বা-বধারী করিবার জন্য উহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার বাধির বিধানের ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও সর্ব্বসাধারণের উপর আরোপ করা সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ আমাদের বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান বিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে কোন ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে বিশেষই করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণিক দিয়া কুণ্ঠার বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা বাঞ্ছা-প্রসূত হইলে অনেক ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশের সত্যতা সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের অভিযোগের কারণ হইতে পারে। সেই শ্রেণীর অভিযোগ বিচার করিয়া অবশ্যকরি নিব-দেশ গ্রহণের প্রয়োজন হয় সর্ব্বসাধারণের উচিত একটী আপীলের কোর্ট স্থাপনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু বর্ত্তমান বিলে ঐ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ নাই। বিলটী পাশ করিবার সময়ে আপীলের কোর্ট স্থাপনের দেরূপ বিধান উহাতে যুক্ত করিয়া লওয়া সম্ভবপর ও ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের সম্ভবপর পক্ষে খুবই সঙ্গত হইবে।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল, ৫২৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ভাগবাজার, ভবানীপুর, বলিহারহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে সতর্কতা ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্-বি।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগপ্রাপ্ত

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৩৪৪৯

শাখাসমূহ :— বড়বাজার, বেলেঘাটা, ভাগবাজার, বিডনষ্ট্রীট, টালীগঞ্জ, ভাগলপুর, বোলাকীর ও কাটোয়া (শাখা: ঢাকা), মাদুরা, নাথদ্বার, নাথানগর, লালেরিয়াসরাই, বাঁকুড়া (সি পি), পাটনা, সিউড়ীবাজার, আরাবাগ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : কুমিল্লা

কলিকাতা এবেন শাখা— ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট

স্থাপিত : ১৯১৪

কলিকাতার অন্যান্য শাখা :—বড়বাজার, হাইকোর্ট, দক্ষিণ কলিকাতা ও হাটখোলা।

লিটারপুল এজেন্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব লিটারপুল

অষ্ট্রেলিয়ার এজেন্ট :—ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ

লণ্ডন এজেন্ট :—অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

এজেন্সী :—মিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি দত্ত, এম-এস-সি

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী

আর্য্যস্থানে

বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরু-ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং

১৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

কলিকাতা।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কেন্দ্রীয় বাজেট। পরিষদের বাজেট অধিবেশন—ইতিমধ্যেই সেন্ট্রাল লেজিস্লেচারে পেশ করিবার কথা ছিল যে, আগামী ১১৩৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী যে কেন্দ্রীয় বাজেট পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে, উহা অন্ততঃ পক্ষে এপ্রিল পর্য্যন্ত চলিবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সেনেটে বাজেট এবং ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে সাধারণ বাজেট উপস্থাপন করা হইবে। যে-সরকারী প্রস্তাবের জন্য তিন দিন ও যে-সরকারী বিলের জন্য দুই দিন নির্দ্দিষ্ট থাকা হইবে।

অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষের মূলন উদ্যম—মিষ্টার হ্যারল্ডের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতের সহিত অন্যান্য অধিনায়কদের অষ্ট্রেলিয়া সহ সকল বৈদেশিক সম্বন্ধের বিষয় সম্প্রতি আলাপ করিয়া ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত বৃটিশ পার্লামেন্টের মূলন প্রস্তাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালাইবেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ভারতের প্রধানি মন্ত্রিগণ সিমলাতে শেষ সপ্তাহে বৃটিশ-ভারত করিবেন।

রানিয়ার জো ডঁপল—মন্ত্রো সেবাদের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, জেনারেল ডঁপল মার্শাল টাকিচেভস্কি-অধঃপতনকারী রানিয়া সৈনিক-শ্রেণী মন্ত্রোতে এল পর্দ্দাপনের সঙ্গে ফুরাস অভ্যন্তরের পর আন্তর্জাতীয় কবিষ্যৎকার্য্য নির্দ্ধারণ, সমরীয়ক নিরাপত্তা, ফ্রান্সের সঙ্গে রানিয়ার মূলন বুঝি এবং ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বুঝির সম্ভাব্যতার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চালাবেই জেনারেল ডঁপলের রানিয়ার উপস্থিতির উদ্দেশ্য।

আর ইঞ্যাকোর্ড' ক্রীপস্—বি ব্রডকাস্টিং পরিচালক প্রতিনিধি বিবরণদাতার অবগত হইয়াছেন যে, আর ইঞ্যাকোর্ড ক্রীপস্ শীঘ্রই বিমান উৎপাদন বিভাগীয় মন্ত্রিসভার সঙ্গে পদে ইস্তফা দিয়া স্বাধীন-ভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করিবেন। উক্ত সংবাদপত্রেই প্রতিনিধি আরও জানিতে পারিয়াছেন যে, মন্ত্রিসভার সকলের স্থান করিয়া এখনে তিনি আন্তর্জাতীয় শান্তি সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমণ করিবেন।

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের মুক্তোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা—পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা সচিব সরদার আমার হোসেন সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, মুক্তোত্তর পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট একটী পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে আনুমানিক ১৫০ কোটী টাকা খরচ পড়িবে। কৃষি প্রধান এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য হয় অর্দ্ধ ভাগ এই বিপুল ব্যয় সঙ্কুলান করা হইবে।

ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণে শিল্প—যে সমস্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কুটনৈ সফর করিয়া ফিরিয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম ডাঃ সাহির আহমেদ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং কয়েকজন দায়িত্বশীল সরকারী কর্ম্মচারীকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প গঠনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে পাঠাইয়াছেন।

ভারতে রেডিও সেটের দুষ্প্রাপ্যতা—ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদিগের অন্যতম অধ্যাপক এস যে মিত্র সম্প্রতি লণ্ডনে "প্রেস" প্রতিনিধিদের নিকট বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে রেডিও সেট মেরামত করা বড়ই কষ্টসাধ্য। ইংলণ্ডে প্রতি চারি জন অধিবাসী পাঁচ জনের মধ্যে একটী রেডিও সেট আছে, পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে প্রতি ৫০০ জনের মধ্যে একটী রেডিও সেটের সুবিধা পাওয়া যায়। অধ্যাপক মিত্র আরও বলেন যে, ভারতবর্ষে রেডিও লাইসেন্স ফি খুব বেশী।

ভারতে বৃটিশ রেডিও ব্যবসা—সম্প্রতি লণ্ডনে সাংবাদিকদের সহিত কয়েকটী বৈজ্ঞানিকের সেন্ট সম্মেলনে অধ্যাপক মিত্র বৈজ্ঞান করেন যে, বৃটিশ রেডিও প্রতিষ্ঠান ভারতে রেডিও বৈজ্ঞানিক ব্যবসা) কিংবা মহাবিদ্য আমদানীর সাংবাদিক পরিমাণ ব্যবসা স্থাপন করিয়া ভারতের বাজার দখল করিবার এক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন।

ভারতে স্বর্ণের শিল্প—ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কমিটির প্রথম সভায় ইয়োরাম উপলক্ষে ভারত স্বর্ণমেণ্টের মূলি বিভাগের ভাইস্রয় সদস্য লর্ড যোগেশ সিং সম্প্রতি বলেন যে, বর্ত্তমানে পঞ্চাশ শিল্প ভারতের সকলের মূলধন শিল্প, মূলি-ব্যাঙ্কের শিল্পের সহযী উপায় স্থান। ডিফেন্সের ১ লক্ষ প্রমিক, প্রাক্তুদের ও সর্ব্বসাধারণ শিল্পে অধিক ব্যক্তি তিন হাজার এবং দুই কোটী ব্যাঙ্ক সর্ব্বসাধারণ শিল্পের কাজ করিতেছে। উক্ত শিল্পের মূলধন ৩০ কোটী টাকা। ভারতে বার্ষিক ১০ লক্ষ টন টিনি প্রস্তুত হয়।

ট্রাম কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য—প্রকাশ, ট্রাম কোম্পানী কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে জানাইয়াছেন যে, ট্রাম কোম্পানীর বাবতীয় সম্পত্তির মূল্য ৩ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা।

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের উদ্যম—কলিকাতা সহরে কয়েকখানি মূলন রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুরাতন রাস্তার সংস্কারের জন্য কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বিভিন্নিবিধ ৩ কোটী টাকা ব্যয়ের একটী পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে বর্ত্তমান কলিকাতার জন্য ৮৩টী রোড ক্রসিং ও ছয়টী ব্যাঙ্কার ব্রীজ তৈয়ার করা হইবে। সহরতলীর অঞ্চলের ২টী রাস্তার উন্নয়ন ও সংস্কার করা হইবে। এই পরিকল্পনা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও অনুরূপ কাজে হাত দেওয়া হইবে।

ব্যাঙ্ক বিল সম্মেলন—ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ব্যাঙ্ক বিল সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক বিলটী সম্বন্ধে বিশদ হইবে, বিশেষতঃ বিল ও বাণিজ্যের উপর উহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে, সেই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। ব্যাঙ্কারস্ ক্লেয়ার্স ব্যাঙ্ক কলিকাতার সভাপতি মিঃ নলিনাক্ষ চ্যাটার্জ্জি, বি-এল, আগামী ১৯ই ডিসেম্বর দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্রযোগে নিমন্ত্রণ করিবেন। শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সমবায় প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা কর্পোরেশন, ইউনিভার্সিটি ও সোসেল যোগী তাঁহাদের নিজ নিজ প্রতিনিধিদের নামসহ পরামর্শ দান করিয়া উক্ত সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবেন, সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ এই আশা পোষণ করেন। প্রতিনিধি ফি ২৫৲ টাকা। এই সম্মেলনে বাবতীয় ব্রিটিশের এবং প্রবাসী সম্মেলনের আহ্বায়ক, 'ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউটের সম্পাদক (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা), এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মুক্তাঞ্চলসমূহে ক্ষুদ্র উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা—প্রকাশ যে, মুক্তাঞ্চলসমূহে সরকার সম্প্রতি ক্ষুদ্র উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সমস্ত মুক্তাঞ্চলসমূহে ৯০ জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগের এক পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। পরিকল্পনাটী কার্য্যকরী করিতে প্রথম তিন বৎসরে ৭২ হাজার ৯ শত টাকা ব্যয় হইবে।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন—আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে সিমলে যে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন (সিমলা-আলোচনা সম্মেলন) হইবার কথা আছে, প্রকাশ যে লীগ এ ব্যাপারে দুনিয়ার এই সম্মেলনে বাবতীয় প্রতিনিধিবর্গকে অভিনন্দন করিবেন।

মাতা ও শিশু

প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সেরা শিল্পিদের অধিক সংখ্যকই শিল্পকলি এমন করিয়া গেছেন যাহাতে তাহাদের অধিকাংশকে একটী বিষয় আকৃষ্ট করিয়াছে—সে বিষয় মাতা ও শিশু। ইহার কিছু এক বাস্তুত্ব নিহিত যে, তুলে তুলে সাধারণের পক্ষে বিশ্লেষণ শিল্পীরা তাহা বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই। বিশ্লেষণের বাহিরের এই পবিত্র রূপের মহিমা বাস্তুতের অন্তরালে চিরকাল অধিকার করিয়া আছে। অধিকাংশ পুরাতন-ইউরোপ দেশী ভিন্ন ভাষাতে পৃথকভাবে স্থানে না, আমাদের দেশে অনেকী ও ভুবনের কাহিনী চিরকাল অনুরূপ ধারণার পরী করিয়াছে। মাতা ও শিশুর বিভিন্ন রূপের প্রতি বাস্তুতের ভুবনের ভক্তা ও আকর্ষণ স্বভাবতই, কারণ মাতৃত্ব মহীয়সের মর্ম্ম ও মহিমা এই বর্ণবিভিন্ন রূপের মধ্যে নিহিত।

কিন্তু মাতা ও শিশুর এ চিত্র কি শুধু ভক্তার আকর্ষণেই বন্ধুর হইয়া থাকিবে? আজও জীবনে কি এ চিত্র সত্য হইয়া থাকিবে না? শুধু অনুর শিশু, বাস্তুত্বাকাশ পক্ষিত বাস্তুতের—এই অনুরূপ সম্বন্ধের মেরিমার ভক্ত কি আমাদের চিত্রশালায় থাকা ছাড়া উপায় নাই? বাস্তবজীবনের ভাষিতিকে ভাষিয়া ও সেই সম্বন্ধেই আসে। শিল্পীকে আজ আহ্বান আবার খুঁজিয়ে যে অন্তর্মুখ মূর্ত্ত পরাজীন করিতে হইবে। ভাষিয়াকে হয়, বিশ্বে বাস্তুতের—অন্তরে বাস্তুতের মমতা আছে, কিন্তু মাই মোনালিসা, মাই ভাষা। দেবতাদী এই দুয়ের প্রতি তবু দৃষ্টির ভাষিয়া শুধু ভক্তার কেমন করিয়া আমরা সাক্ষা পাইতে পারি? মেই ভক্তার ভাষাইন্দেই বা কিসের আমরা?

শিল্পের আদর্শের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু মাতা ও শিশুর কল্যাণ সম্বন্ধে সচিবদের অবহিত না হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিটী যে নষ্ট হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য জগতের দিকে তাকিয়া আজ কিছু না হইলে এ বিষয়ে আমরা অনেক শিখিতে পারি, তাহারা শুধু শিশুর নয়, মাতৃজাতির কল্যাণের বাস্তুতের মর্য্যাদা দিতে জানে। আমাদের দেশের অবস্থার যে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে তাহা নয়। পল্লিতার বাস্তুত, অজ্ঞানতার দীনতা হয় এখনও সমাজে আমাদের অনেকের অবলাইয়েছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছুই বাকী। অর্থনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার দোহাই দিয়া কিন্তু না থাকিয়া যতটুকু পারা যায় আমাদের করিতে হইবে। অবলাবাস্তুতের জন্য প্রসূতি-কল্যাণের জন্য প্রচার করিতে হইবে। যেসব শিক্ষিত বাঙালী মহিলা আমাদের সমাজে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। শিক্ষিতা হইলে উপযুক্ত প্রচার অনেক দূর হইলেও সে অবাক না থাকিয়া উপায় নাই। বিশেষজ্ঞগণ শারীরিক উপযুক্ত সমাজ সমাজ প্রচার চিকিৎসা, যেমন সন্তানসম্ভবা মহিলার জন্য এবং প্রসবের পর প্রয়োজন শুশ্রূষা-ব্যবস্থা উপায়ের জন্য "আইয়ো-কাই"—এই উদ্দেশ্যে সমাজ সমাজের প্রচার সৃষ্টি।

ব্রিটিশ ভারতে ঋণ উৎপাদন—গত ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ১৯৪৮-৪৯ সাল পর্য্যন্ত ব্রিটিশ ভারতে নিম্নোক্ত পরিমাণ ঋণ উৎপন্ন হইয়াছে :—১৯৩৯-৪০ সালে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা; ১৯৪৩-৪৪ সালে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা; ১৯৪৬-৪৭ সালে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা; ১৯৪৭-৪৮ সালে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

ভারতে বহুমুখী শিল্পগঠনের ব্যবস্থা—সম্প্রতি ভারতে বহুমুখী শিল্পগঠনের উদ্দেশ্যে ১৬টি বৈদেশিক কোম্পানী ও ভারত সরকারের মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরিত হইবে।

ব্যাঙ্ক সরকারের বিলম্ব মুলীকরণের চেষ্টা—ব্যাঙ্ক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবসায় করে সম্প্রতি ব্যাঙ্ক বিলোপের ও জনসাধারণের সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছে। এজন্য যে এই সকল অপহরণ মূলীকরণযোগ্য কোন কার্য্যকরী পন্থা স্থির করার জন্য আগামী ১৪ই জানুয়ারী তারিখের পৌষ মাঘের কেন্দ্রীয়পরিষদের এক অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে। তাহে সরকারের ব্যাঙ্ক ও তার বিলোপের তারতম্য সম্বন্ধে সার্থক মতামত উদ্ধার এই অধিবেশনে সম্পাদিত হইবেন।

ভারতীয় শ্রমিক-কল্যাণ কমিটি—ভারতীয় শ্রমিকদের কার্যকলাপ উন্নতের জন্য ভারত সরকার নিম্নে কেন্দ্রীয়ে একটি শ্রমিক-কল্যাণ কমিটি স্থাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বোম্বাই পোর্টট্রাস্টের চেয়ারম্যান মিঃ বি বালা রাও এই কমিটির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

Smart Artistic
ORDERS CALL FOR
STATIONERY & PRINTING
UNITED TRADING AGENCY

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া
লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৮৩ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

মজুদ তহবিলের পরিমাণ
৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর

চলতি বীমার পরিমাণ
১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর

দাবী শোধ
৮,৬৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অর্থনীতিকের সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল অবস্থের অধিক মূল্য-মূল্যায় বীমাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ
চীফ এজেন্ট
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম
২৮, জনহরলাল রোড, কলিকাতা।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্
২০এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ভেরেক্টর—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল
—ব্যাঙ্ক লিমিটেড—
৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
তার :—ENRM BANK

শাখাসমূহ
ঢাকা, রংপুর, নবদ্বীপ, কক্সবাজার (বাংলা), ওয়াজিরাবাদ, জলন্ধর সিটি, গুজরাণওয়ালা, ভাটা, খুলনা, সারগোধা, লালা-মুসা, জেলম, জাফ্রাণ্ড, মুলতান সিটি, বাসুরা, অমৃতসর, গুজরাট, নিজামবাদ (দাক্ষিণাত্য), করাচী, হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু)।

শীঘ্রই নিম্নলিখিত স্থানসমূহে শাখা খোলা হইবে :
পেশোয়ার, লায়ালপুর, শিয়ালকোট, লুধিয়ানা, মজঃফরনগর, বেনারস, রাঁচি, বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান, আসানসোল, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর।

ইষ্ট এণ্ড বাঙ্ক—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সামান্য সঞ্চয়ও জীবনে শান্তি আনে

টাকা রোজগার করার চেয়ে টাকা জমানোই বেশী শক্ত; অধিকাংশ লোকই টাকা সঞ্চয় করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু নানা গোলমালে শেষ পর্য্যন্ত সঞ্চয় করা হয়ে ওঠে না। ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় থাকা খুবই উচিৎ। জীবনবীমা সঞ্চয়ের সবচেয়ে সুপ্রশস্ত পথ এবং এই সামান্যে সঞ্চয় করা খুবই সহজসাধ্য। বৃদ্ধ বয়সে কিম্বা দুর্দিনে যখন টাকার প্রয়োজন খুব বেশী করে দেখা দেয়, তখন জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। কম খরচে বেশী টাকা জমাতে হলে ডোমিনিয়নে জীবনবীমা করুন।

ডোমিনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

মোহিনী মিলস্ লিঃ

সম্প্রতি আমরা তদিবিধায় মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের সন ১৯৪৩ সালের যে আয়-বিবরণী পাইয়াছি তাহা খুবই দুঃখজনক অবস্থার পরিচায়ক। অনুবিধায় বিষয়ক এই কোম্পানীটির ডিরেক্টরমণ্ডলী কার্য্যকরণকল্পে ও উহাকে সঙ্কটের কবল হইতে রক্ষা করিবার আশায় ১৯৫ ও ৪৯৭ নিম্নের বৈশাখী মাসের মধ্যে কোম্পানী ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার বস্ত্র ও ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকার সূতা বিক্রয় করিয়াছে। তাহা ছাড়া অবশিষ্ট সূতা ও সূতা বিক্রয় করিবার এবার ৬৮ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। বিক্রীত বস্ত্র ও সূতা বাবদ ১৯৪৩ সালের শেষে ঐ সব দেনার অংক ১৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকার মাল কোম্পানীর হাতে মজুত ছিল। আলোচ্য বৎসরে নানা দিক দিয়া কোম্পানীর মোট ১ কোটি ৯ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা আয় হয়। অপর বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯৩৩ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত যোগ করিয়া তাহা ৬৪ লক্ষ ২ হাজার ৯৩৩ টাকা হয়। উহা হইতে ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬৬১ টাকা অগ্রাধিকার ও কর্ম্মীবৃন্দের বৃত্যাদলবর্ত বাবদ নগদ দিয়া এবং বাকী ৪৯ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৪১ টাকা হইতে ৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৯৬ টাকা বিলোপ করিয়া কোম্পানীর অংশীদারদিগকে শতকরা ৫৫ টাকা (পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ) হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। ৪৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ট্যাক্স বাবদ ধার্য্য হইবে। ৭৫ হাজার ৭৪৮ টাকা পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইবে।

আলোচ্য বৎসরে কয়লার অভাবে কোম্পানীর ১৯৫ মিলটিকে উৎপাদনের কাজ ৩ মাস বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। উপযুক্ত সময়ে কয়লার চালান না পাইয়া অনেক সময়ে অস্বাভাবিক মূল্য দিয়া তাহা বাজার হইতে কিনিতে হইয়াছিল। এই কারণে অধিকন্তু না হইলে কোম্পানী যে আলোচ্য বৎসরে অধিকতর লাভ দেখাইয়া অংশীদারদিগকে শতকরা ৫৫ টাকার চেয়েও বেশী লভ্যাংশ দিতে পারিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

মোহিনী মিলের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে লক্ষ্য রাখিয়া তদনুযায়ী সকল দিক দিয়াই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার আয়োজন করিতেছেন। কোম্পানীর ১৯৫ মিলের যন্ত্রপাতি প্রায় সবগুলিই পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্তের স্থলে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবার জন্য তাঁহারা এখন হইতে উপযুক্ত কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করিতেছেন। যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য নূতন করিয়া কোম্পানীর দেয়ার বাহির করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

মেসার্স চক্রবর্ত্তী সন এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস হিসাবে অতীব দক্ষতার সহিত এই কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতার ফলে এই কোম্পানী যে উন্নতিপথে ক্রমোন্নতির পথ অগ্রসর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১লা ডিসেম্বর, শুক্রবার, ৭২।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতায় (ব্যাঙ্ক আফিসের নূতন বাড়ীতে) ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। মাননীয় বিচারপতি সি সি বিশ্বাস, সি আই ই, মহাশয় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

সভায় আগত ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ আই সি বোসের সমবেত অভ্যর্থনাসভাতে মিঃ ব্যাঙ্কের সাফিক ইতিহাস বিবৃত করার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, বর্ত্তমানের আদায়ীকৃত ও বিলিকৃত মূলধন ১ কোটি ৩০ কোটি টাকার স্থলে ব্যাঙ্কটিকে কমপক্ষে ৫ কোটি টাকার বাজে কেরীর সমকক্ষতার নিম্নে রাখিতে ঠিক হয় অথবার মূলধন বাড়াইতে হইবে। কোটি ৩ ১ কোটি টাকা করিবার যে অনুমতি পাওয়া গিয়াছে, সেই এর অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় হইলে এর বাজে আরও দেড় কিম্বা দুইটি সমস্ত শেষীর ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব বিলয় পরিচিত হইবে। আলীয় কীলন ইহার পরিচয় এবং বিভিন্ন সমালিক করিয়া দেশের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে ব্যাঙ্কটিকে কমপিয়াল ব্যাঙ্কের মত প্রতিযোগিতে বিশেষ অংশগ্রহণ করে বলিয়া সভাপতি মহাশয় মত প্রকাশ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের শেষে ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতার সাধারণ আলোচনা আরম্ভ হয়। ডিঃ কি আর চৌধুরীমহাশয় ব্যাঙ্ক আফিসগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার আবশ্যক প্রয়োজন করেন এবং আমার সহিত ব্যাঙ্ক আফিসগুলির আশীষ কর্ম্মচিত্তের কথা স্মরণ করিয়া আশা প্রকাশ করেন যে, ব্যাঙ্কের আশেপাশে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বাসের নিদেশানুসারে চলিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক উল্লেখযোগ্য গৌরব অর্জ্জন করিতে পারিবে।

এই সভায় কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বহুবাজার শাখার ম্যানেজার মিঃ কে সি সেনগুপ্ত ও উহার সহকর্ম্মিবৃন্দ সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের শুভেচ্ছাদির প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাক্লোরাইড • পার্ফিউমারী • কষ্টিক সোডা • গ্লিসারিন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোসিটারা • প্রভৃতি পাইবেন

কোন :—
বহুবাজার :—১৩৫৭ অফিস
" :—১৪৩২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"টীনাবাজারী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্লাকসন রোড, কলিকাতা

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ইঃ

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি: ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার সম্পাদে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞ ও সতর্কতার ব্যবসাবিভাগের তত্ত্বাবধানের অধিকা ইহাদের প্রধান লক্ষ্য, তাই ইহা আজ দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সর্ব্বাঙ্গীণ নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, মোকামা, মজঃফরপুর, বহুবাজার (কলিঃ), ওয়ালীগঞ্জ (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, আগিকগঞ্জ, ব্রহ্মিয়াল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর ও বহিরাগত।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।
ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

সম্পূর্ণ ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসহ একটী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

বাংলা ও উড়িষ্যার সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে আমাদের শাখা অফিস আছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ কে চক্রবর্ত্তী

নূতন যৌথ কোম্পানী

ওয়ালস্টার টেলরস (ইণ্ডিয়া) লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস—৭ ও ৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

দি ডিস্ট্রিক্ট ট্রেডার্স লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস—কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ৫০ বিক্রেতা।

ম্যাকিং, ক্লিয়ারিং এণ্ড ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস—৭, ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা ও যেসব ইহাতে সদস্য থাকিবে।

ফেডারেল ব্যাঙ্কার্স লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস—৭, বিপিন বেহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। [illegible] বৈদেশিক।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ইষ্টলিনেন ছুই কোং লিঃ—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ৭½ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। **রিনাইডেল্স ছুই মিলস্ কোং লিঃ**—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ১২½ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। **ঘড়ুয়া কোং লিঃ**—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ১২½ টাকা। **মৌতীপুর কোং লিঃ**—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ১২½ টাকা। **প্রতীচ্য মিলস্ কোং লিঃ**—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ১২½ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। **কাকেরা কোং লিঃ**—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ১২½ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। **ভিক্টোরিয়া ছুই মিলস্ কোং লিঃ**—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ১২½ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। **কাকেরা কোং লিঃ**—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ১২½ টাকা। **ব্যাঙ্গালোর উলেন মিলস্ কোং লিঃ**—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ১২½ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। **কাকেরা কোং লিঃ**—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ১২½ টাকা। **ব্যাঙ্গালোর উলেন মিলস্ কোং লিঃ**—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ১২½ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন।

আমাদের বুকিং তারিখ ক'রতে হবে কিন্তু!

নিশ্চয়ই হবে। যারাই ঢাকেশ্বরীর কাপড় কেনেন তারাই বুঝতে পারবেন। কেননা শতকরা পঁচিশ ভাগ ছাড় আমরা দিচ্ছি—টাকায় জিনিষ যায় আনার জিনিষ চায় আনা বাঁচানোটা বুদ্ধির কাজ বৈকি। ঢাকেশ্বরীর কাপড় কিনলে ঠিক এই জিনিষটাই ঘটে। কি করে? তার উত্তর হচ্ছে: ঢাকেশ্বরীর কাপড় এত বেঁকনাই ক'রে তৈরী যে সেগুলি শতকরা পঁচিশ ভাগ বেশী পরা যায়। অথচ তাদের দামও কম। ঢাকেশ্বরী মিলে অতি মিহি, মিহি ও মাঝারী রকমের ধুতি, শাড়ী, সার্টিং, সুটিং, আধি, লংক্লথ ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাপড় তৈরী হয়, আপনার যেটা খুসী কিনতে পারেন। আর একটা কথা: ঢাকেশ্বরী মিল হচ্ছে বাংলার নিজস্ব সম্পদ। আপনি হয়ত এর অংশীদার, না হয় আপনার আত্মীয় স্বজনের কেউ তার হাজার খুচরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পুরনো ঢাকেশ্বরীর সম্বন্ধিতে আপনারও সমৃদ্ধি এ কথাটি যেন ভুলবেন না।

ধুতি ও শাড়ি ও ধুতি: ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড-এর প্রতিটি ধুতি ও শাড়ির পাড় ও জমিনের রঙ যাতে কোনমতেই না ওঠে সেজন্য আমরা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। এটি আমাদের নিজস্ব পেটেন্ট ডাই। আপনি যেটি কিনবেন তার রঙ যাতে না ওঠে সেজন্য কিনবার সময় দোকানদারকে বলে নেবেন।

ঢাকেশ্বরী

প্রতি ধুতি ও শাড়ির পাড়ে ঢাকেশ্বরী নাম দেখে কিনবেন

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ কর্তৃক প্রচারিত। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীযুক্ত সুধীর বসু

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৮ই ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই এবং আমদানীর মধ্যে তাহিয়ারার পরিমাণের সঙ্গে অল্পের সুদের হার কলিকাতায় পড়তা ।৷০ আনা ও বোম্বাইয়ে পড়তা ।৷০ আনাই ছিল।

গত এই ডিসেম্বর তারিখ সরকার কর্ত্তৃক আহূত ডিমাণ্ডের বেসরকারী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৸৵৩ পাই সুদের সমুদয় এবং ৯৯৸৵৩ আনা সুদের পড়তায় আরও ৪২ লাখ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের সর্ব্বপড়তা সুদের হার দাঁড়াইল পড়তা ।৵১১ পাই ডিসকাউণ্টে বাধ্য হইয়াছে।

আগামী ১২ই ডিসেম্বর বেলা ১১টা (টাকার্ড সময়) পর্য্যন্ত কলিকাতায় এবং ১১ই ডিসেম্বর কার্য্যকাল বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে আবেদনের সরকার কর্ত্তৃক আহূত ডিমাণ্ডের বেসরকারী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

১৯৪৪ সালের ১লা ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে মোট ৬১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল আহত সরকারের ইচ্ছা বিভাগের সম্মুখে বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময়-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার দলমল ছিল :—

টেলিঃ ব্যাঙ্ক (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৩৪৳ পেন্স
ঐ মার্কিণ ,, ,,	,, ,,
ডি ও ডিস মাস (,,)	১ শিঃ ৩৷ পেন্স
ডি ও চার মাস (,,)	১ শিঃ ৩৷৷০ পেন্স

ডলার প্রতিবন্ধ ৩৯৸৵৩

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৫ই ডিসেম্বরের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে তাহাতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৩৯ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে সরকারের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১৫ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ও ২০১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

বীড় দিন চলাকার বিরাম করিবার পর গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া কলিকাতার শেয়ার-বাজারে যে উৎসাহের ভাব দেখা দিয়াছে তাহা আলোচ্য সপ্তাহের সূচনাতেও বজায় ছিল এবং আশেপাশের সুযোগে এ সপ্তাহে শেয়ারসমূহের কেনাবেচা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারে যেরূপ তেজীভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল সপ্তাহ-শেষে তাহা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে অবিশ্বাসের সুরই আসার আশা। কিন্তু পরিমাণ যাচাইয়ের হইয়াছে বলা চলে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে যেরূপ ক্রয়-প্রবণতা দেখা দিয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিলে এই তেজীভাব কিছুদিন বজায় থাকিবে এবং শেয়ারসমূহের আরও মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে সরকার কর্ত্তৃক রক্ষিত শেয়ারসমূহের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাহিদা দেখা যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিত শেয়ারের কিছু কিছু মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। পরিচালনা এজেন্সী বিভাগের ধারা ট্রাস্ট পরিচালনার প্রস্তাবিত আইনের পরে কর্পোরেশন পরিচালনে ট্রাস্ট বিনিয়োগ ব্যাপারে উৎসাহ দেখাইতেছেন বলিয়া আলোচ্য সপ্তাহে ট্রাস্ট কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য আরও কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও জাতসমূহের মধ্যে চাহিদা থাকিলেও বিক্রেতার অভাবে কেনাবেচা আশানুরূপ হইতে পারে নাই।

ব্যাঙ্ক—আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহের শেয়ারের অবস্থা প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল এবং ইণ্ডিয়ান (পূর্ব্ব এসিয়া) ২০১৲ টাকায় কেনা-বেচা হইয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের সামান্য মূল্যহ্রাস পরিলক্ষিত।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৯১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা (২৬১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি বসু, এম-এ, বি-এল

হাবিবের সম্প্রদায়ের নিজস্ব ব্যাঙ্ক

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩, বর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিকাতা ২১৬০ (তিন লাইন)

সন	কার্য্যকরী মূলধন	ব্যাঙ্ক, কর্পোরেশন সিকিউরিটি ইত্যাদিতে ন্যস্ত	সংরক্ষিত তহবিল
১৯৪২	৫৯,৩৬,৮২৩৲	৩৫,২৮,৭৩০৲	১,২৭,৫০০৲
১৯৪৩	১,১৬,২৬,৯২০৲	৬৯,১৬,৩২২৲	১,৬০,৬৭০৲
আগষ্ট'৪৪	১,৮৩,৫০,০০০৲	৭৮,৩৬,৫৬৭৲	১,৯৪,৬৩২৲

আমাদের উপর নির্ভর করিলে আপনার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে পাঁচ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা হইবে।

প্রত্যেকটী ২৫৲ টাকা মূল্যের ২০,০০০ টী অগ্রিমারী শেয়ার বিক্রয় করাযাইবে এবং শেয়ার প্রতি ৫৲ টাকা এবং বিলির পর শেয়ার প্রতি ২৲ টাকা দিতে হইবে। বক্রী টাকা প্রতি শেয়ার বাবদ ৫৲ টাকা হিসাবে চার কিস্তিতে আদায় করা হইবে।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩১

হেড অফিস—জবাকীপুর কলিকাতা।

বিস্তৃত বিবরণাদির জন্য হেড অফিসে বা নিম্নলিখিত যে কোনও শাখায় আবেদন করুন :—

কলিকাতা
ডালহৌসী স্কোয়ার,
বড়বাজার,
শিয়ালদহ,
হাওড়া,
বেহালা,
ভবানীপুর,
বালীগঞ্জ।

বেহার
ঢাকা,
নারায়ণগঞ্জ,
নিমাইসাঁই,
ঝিকরকান্দি, (ঢাকা)

ইউপুরো (২৪পং),
করিমপুর,
গোপালনগর,
বাঁকুড়া,
মেদিনীপুর,
আলিপুরদোয়ার,
জলপাইগুড়ি,
দার্জ্জিলিং।

বিহার
মুঙ্গের,
রাঁচী,
ভাগলপুর,
সমস্তিপুর,

বালুরঘাট,
করিমগঞ্জ,
খুলনা,
(আসামের),
ধানবাদ,
কাতরাসগড়,
বলরামপুর (মানভূম),
রাজারিবাগ
পাটনা।

উড়িষ্যা
পুরী,
মযুরভঞ্জ (ময়ূরভঞ্জ),
চৌমুহীবাজার, (,,)

খুরকাবোড়,
বরুয়াসুর (গৌহাটী)
আসাম
কেলসুর,
জীরাই,
চারালী (শিলং),
গৌহাটী।

ইষ্ট পি
জৌনপুর,
বেনারস।
ডি পি
আজমগড়।

পাটনা ও ঝিকরকান্দি (ঢাকা) সুদক্ষ শাখা খোলা হইয়াছে।

বি মুখার্জ্জী—
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

টেলি : "Bankdarj Cal"
ফোন : সি, বে, ২৬৮৭

আলোচনা আইনের ৯৯-এ ধারার অন্তর্ভুক্ত পাওয়া গিয়াছে। এই অন্তর্ভুক্তি এখানে আবশ্য সরকার এতদর্থে অবৈধনিক বিজ্ঞপ্তির বাহির হইয়েছেন না।

জাতীয় বিত্তের সংগঠন প্রচেষ্টায় আমরা আপনার সহায়তা কামনা করি

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৯১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : বি বি ৪১৮
শাখা—চাঁদপুর, চন্দননগর, রাজবাটী, শিরাজগঞ্জ, পাহাড়তলী, আলমবাজার ও বহরমপুরে।
ফুল : টেলটি—১২ মেচিওর—৯২
আমাদের স্থায়ী আমানত, কারেন্ট ডিপোজিট, ফিক্সড্ ডিপোজিট ও অন্যান্য হিসাবের সুদ দেওয়া হয়।
ভবিষ্যতের সর্ত্তে শেয়ার ও ডেপোজিটের কাগজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। ডিবেঞ্চার ও ডেপোজিটের কাগজের সুদ আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে।
১৩ই ডিসেম্বর ষ্ট্রাইক ষ্ট্রীট শাখা খোলা হইবে।

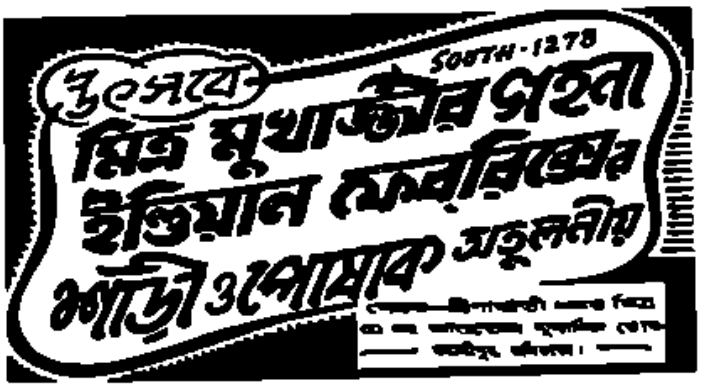

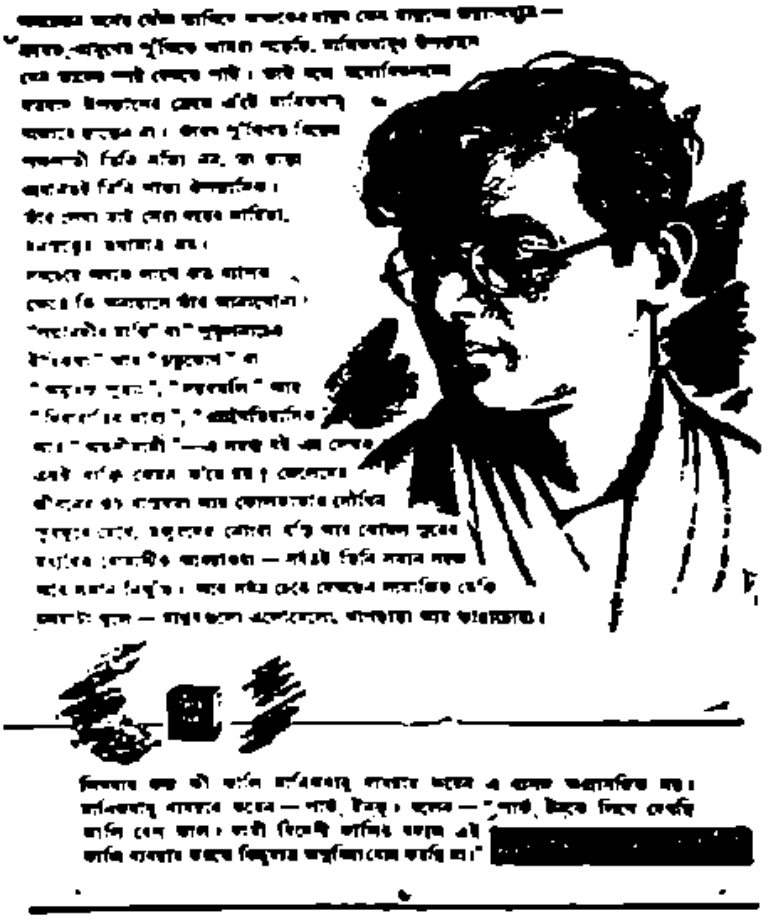

অনুরূপ দুএকটী কল ছাড়া অধিকাংশ কাগজের কলের মেয়াদবৃদ্ধির জন্য বাজারে বিশেষ চাহিদা দেখা যায় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে ৫০৯৲ টাকার লেনাদেনা হইয়াছে।

অডলার্স—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারের মতো অডলার্স কলির শেয়ার-মূল্যের সন্তোষজনক অধিক পরিমাণ চাহিদা দেখা যায় এবং অনেকগুলি শেয়ারের উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। এ-বৎসর অডলার্স কলিমূল্যের বেশী আয় হইবে এই ধরণের আশা সমস্ত বাজারে সঞ্চারিত হইবার ফলেই বোধ হয় অডলার্স কলির শেয়ারমূল্যে এইরূপ চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেঙ্গল প্রায় ১৯৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া এ সপ্তাহে ৬৭৫৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে আপার্সোয়া ৮৭৲ টাকায়, বোরোরো এক হাজার ৪৪৮ আনায়, মিটি বাসমুর ৭৯৲ টাকায় ও বর্মা বাসমুরা ১২৬ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে চটকলের শেয়ার-মূল্যের খুব বেশী তারতম্য না হইলেও অনেকগুলি শেয়ারে কিছু কিছু মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। আলোচ্য ইণ্ডিয়া আলোচ্য সপ্তাহে ৯৲ টাকা মূল্যবৃদ্ধি পাইয়া ৪৯০৲ টাকায় এবং টাকলাণ্ডী ৪৲ টাকা মূল্যবৃদ্ধি পাইয়া ৭৪৯৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের মধ্যেই চাহিদা ছিল এবং উক্ত শেয়ার দুইটী ব্যতীতে ৪৭৲ টাকা ও তদূর্ধ্ব আনায় সপ্তাহ-শেষে কেনাবেচা হইয়াছিল। সপ্তাহ-শেষে অবশ্য উক্ত শেয়ারেরই কিছু কিছু মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে।

মিসিলেনিয়াস—আলোচ্য সপ্তাহে তিনি বলের শেয়ারমূল্যের অবশ্য প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল এবং চলতিদর ৩৬৫৲ আনায় ও নিউ সাফাদ ৮৯।৵০ আনায় এ সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে।

চা-বাগান—কলিকাতা শেয়ার-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে ১৮-বাগানের শেয়ারমূল্যের মধ্যেই চাহিদা দেখা গিয়াছিল। সপ্তাহশেষে বহুবার সপ্তাহে ১,৫৫৭৲ টাকা মূল্যে কেনাবেচা হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৮ই ডিসেম্বর—এসপ্তাহে পাটের বাজারে অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। দুদিন পরে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে দুর্গাপূজার ছুটি চলিবে বলিয়া ও চটের বিশেষ প্রয়োজন দাঁড়াইবে। দেশের আশিয়া কেন্দ্রে পাট ক্রয় করিয়া রাখা সম্পর্কে বহুস্থানে কিছু আগ্রহ দেখা গিয়াছে। আশিয়ে চটকলগুলির জন্য অল্প কয়দিনের পাটের আমদানি আরও কমিয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইতেছে। পাটের দর যাহাতে নিম্নদিকে নামিয়া যাইতে না পারে সেজন্য আজ সরকারের কলিকাতার একটী পাটক্রয়ের সাহায্য করিবার আয়োজন করিয়াছেন। এই পাটক্রয়ের সাহায্যে পাটের মূল্য হ্রাসের গতি রোধ করিবার জন্য সরকারমনে নিম্নোক্ত মূল্যে পাট ক্রয় করিবেন। এসব কিছু করা এইরূপ অবস্থায় আশা করা যাইতে পারে যে সপ্তাহ আগে বাজারে অবশ্যই পাটের মূল্যের একটা উন্নতি লক্ষ্য করা যাইবেছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই পাটের চর বস্তা প্রতি বার আনার বেশ বাড়িয়াছে।

পাটের দর এই ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া খুবই সুখের বিষয়। কিন্তু এ বৎসরের উৎপন্ন পাটের বেশীর ভাগ আগ হইবার পূর্বেই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই ইহা দ্বারা তাহাদের বিশেষ কিছু উপকার সাধিত হওয়ার আশা নাই।

আলোচ্য পাটের বাজারে এসপ্তাহে ইষ্টার্লোনী-য়ান অ্যাণ্ডার্স বিক্রয় ও নষ্ট ফেলার পাটের দর দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে মণপ্রতি ১৬৮০ আনা ও ১৬৯০ আনা।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে কারবারের বিশেষ কিছু হয় নাই।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৮ই ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিন দুইটিই বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব সপ্তাহে মার্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে কর্পিয়া তুলার দর ২২৫৸০ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ২২৯৸০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার তুলার (সংশোধক) দর পূর্ব সপ্তাহে ২২৯৸০ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা ২২৫৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মিলি কাপড় এবং শীতবস্ত্রের 'ফ্লানিল' পূর্ব সপ্তাহের মতই সন্তোষজনক অনুভূত হয়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৮ই ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দরে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় সামান্য উন্নতির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতার বাজারে পূর্ব সপ্তাহে সোণার দর প্রতি ভরি ৭৯৸০ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা ৮০৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোণার দর ৭৯৸০ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা ৮০৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি পূর্ব বিগি বর্তমানে ৫২৸০ আনার বিক্রয় হইয়াছে। হিসাবের খাতে পূর্ব শুক্রবারে ৭৫,০০০ তোলা সোণা বাজারে প্রতি ভরি (সংশোধিত) ৮০৸০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে।

রূপা—কলিকাতার বাজারে বর্তমানে প্রতি ১০০ ভরি ওজনের দর পূর্ব সপ্তাহের মতই ১২২৸০ আনা। বোম্বাইয়ের বাজারে পূর্ব সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি ওজনের দর ছিল ১২৭৸০ আনা। বর্তমানে তাহা ঐরূপ আনা বৃদ্ধি পাইয়া ১২৯৸০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

ভারতীয় ইন্ডিয়েল ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলি ১৭৪৪

ব্রাঞ্চ অফিস :—
ঢাকুরিয়া, মালদহ মার্কেট, ঐরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, ক্যানিং, শাঁখারি, গৌহাটী, মুর্শিদাবাদ, বাহাদুরপুর, সাহিবগঞ্জ, ও ভোমরদহ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি এন চ্যাটার্জী

আপিস ও শিল্প
সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র
—সমূহ—

- ওয়াটার মার্কিং
- সিলিং স্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এমবসিং মেসিন
- পিতল ব্যাজ,
- নেম, প্লেট,
- টোকেন্ ও কেইস
- মেডেল ও অন্যান্যপ্রকার ধাতু-চিহ্ন
- সিলে-করা ব্যাজ
- থালার নীলমোহর
- চাকরির পরিচয়পত্র সংক্রান্ত ধাতু-চিহ্ন
- কারখানার জন্য ইমেলকৃত ও ব্রাস-বাজি
- ভুবিভাগের সাধারণ যন্ত্রপাতি
- সিটি মেটালের তৈরি জিনিষপত্র

আমাদের নিজ কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা প্রস্তুত হয়। আমরা না ভাবে মুদ্রণে পারদর্শিতা—অল্পতে সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে আমরা এসব জিনিষ তৈরি করে থাকি

ব্লাঙ্কেন্স
১-৬এ, বিডন রো, কলিকাতা
ফোন : বি বি ১৮০০

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবের অধ্যায় রচনা করে। ১৯৩৮ সালে ইহা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার প্রকৃত সাফল্য অতীত বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সচ্ছলতার সংরক্ষণ, বীমাকারীর নিরাপত্তা, পরিচালনসংক্রান্ত মিতব্যয়িতা এবং সর্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের একমাত্র পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

চলতি চলতি বীমা ২৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার উপর
বীমা অফিস— ৫ ৯৯
প্রিমিয়ামের আয়—১ ১১ ৯ ৯
মোট সম্পদ— প্রায় ৩ কোটি টাকা
দাবী শোধ (১৯০৮-৩৮) তিন কোটি টাকার উপর
মূলধন বীমা (১৯৩৮) ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড,
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আপিস ১৯৩০ ফোন : কলি ৬৮৭৩
হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।
বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২০,১৮,৯০০৲ ,, ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১৭,৮৫৫৲ ,, ,,
আমানত···এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৪ সালের ১০ই মে পর্যন্ত)
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায়
শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), মাহারাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা
লে-অফিস : ঝিনুকাদিঘি
ও চ্যাটার্জি,—জেনারেল ম্যানেজার।

ইহা প্রস্পেক্টাস নহে—ঘোষণা মাত্র।

জেনারেল উলেন এণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :—১১৯নং ভ্যানসিটার্ট রো, কলিকাতা।
(ডালহৌসী স্কোয়ার সাউথ)
ফাইবী :—কালীঘাট, কলিকাতা
বর্ত্তমানে বিক্রয়কল্পে মূলধন
এক লক্ষ টাকা মাত্র
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

বৎসর	অর্ডিনারী শেয়ার	প্রেফারেন্স শেয়ার
১৯৪২-৪৩	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ৭৲ টাকা
১৯৪৩-৪৪	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ৭৲ টাকা

এই শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কলিকাতা আইনের ৯৮-এ ধারা অনুযায়ী কোম্পানী সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা তাহারা কোন পরিচালনার অর্থ বৈধিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা কোনও বিবৃতি অথবা মতামতের সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৪র্থ ডিসেম্বর	৫ই ডিসেম্বর	৬ই ডিসেম্বর	৭ই ডিসেম্বর	৮ই ডিসেম্বর	৯ই ডিসেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৩৪৮৲	৩৪৯৲	৩৪৯৲	৩৪৮৲	৩৪৮৲	৩৪৮৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৩৪৮৲	৩৪৯৲	৩৪৯৲	৩৪৮৲	৩৪৮৲	৩৪৮৲
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১২২৲	১২৩৲	১২৩৲	১২২৲	১২২৲	১২২৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১২০৲	১২১৲	১২১৲	১২১৲	১২০৲	১২০৲
বিনিময় দর—কলিকাতা (কলিকাতা) ...	৪৭৭৲	৪৭৮৲	৪৭৮৲	৪৭৮৲	৪৭৮৲	৪৭৮৲
কোম্পানীর কাগজ—গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার মেয়াদের দর (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন) ...	১০০৲-১০০৲	১০০৲-১০০৲	১০০৲-১০০৲	১০০৲-১০০৲	১০০৲-১০০৲	১০০৲
ইণ্ডিয়ান ডমিনিয়ন ঋণ ইন্সে ফোর পিসি ...	৯৯৲-৯৯৲	৯৯৲-৯৯৲	৯৯৲-৯৯৲	৯০৲-৯৯৲	৯৯৲-৯৯৲	৯৯৲-৯৯৲
ইন্সে ডেভেলপমেণ্ট—প্রতি	৯৯৲-৯৯৲	৯৯৲-৯৯৲	৯৯৲-৯৯৲	৯৯৲-৯৯৲	৯৯৲-৯৯৲	৯৯৲-৯৯৲
বুলাকাপুরী—প্রতি ...	—	১১১৲	১১৮৲	—	১১৬৲	—
মেসার্স এণ্ড কোম্পানী ...	১১৮৲-১১৮৲	—	১১৮৲	—	৯৯৲	—
মেসার্স ...	৭৪৲-৭৪৲	৭৫৲-৭৫৲	—	—	৭৪৲-৭৪৲	—
মার্শাল্স ...	৯৯৲-৯৯৲	৯৯৲-৯৯৲	—	—	—	৯৯৲-৯৯৲
ভাওয়ান আহমদ এণ্ড ইন্সে ...	১৩৫৲-১৩৬৲	—	১৩৬৲-১৩৬৲	—	১৩৬৲-১৩৬৲	১৩৫৲
অরিয়েণ্টাল ইনভেস্টমেণ্ট ইন্সে ...	—	—	—	৯০৲-৯০৲	৯৯৲	—
ব্যাঙ্ক—বাণিজ্য কর্পোরেশন ...	৪৯৲-৪৯৲	৪৯৲-৪৯৲	৪৯৲-৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲-৪৯৲	৪৯৲
ইণ্ডিয়ান কমার্স কর্পোরেশন ...	৯৯৲	৯৯৲	৯৯৲	৯৯৲	৯৯৲	—
ব্যাঙ্ক—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৯৲-১৩৯৲	—	১৩৯৲	১৩৪৲	১৩৮৲	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৩৯৲	—	—	—	—	৩৯৲
কয়লা—বরাকর (কোল ফোর ...	৪১৯৲-৪১৯৲	৪১৯৲-৪১৯৲	৪১৯-৪১৯৲	৪০৲-৪১৯৲	৪১৯-৪১৯৲	৪১৯৲-৪১৲
ডালটেন ...	১১৲-১৩১৲	১১৲-১১৲	১১৲-১১৲	১১৲-১১১৲	১১৲-১১৲	১১১৲-১৩৯৲
রানীগঞ্জ ...	৪৩৲-৪৩৲	৪৩৯৲-৪৩৯৲	৪৩৯৲	৪৩৯-৪১৯৲	৪৩৯৲-৪৩৲	৪১৲-৪৩৲
ইন্ডিয়েটেড ...	৪৩৯৲-৪৩৯৲	৪১৯৲-৪৩৯৲	৪৩৯৲	৪৩৯৲	৪৩৯৲-৪৩৯৲	৪৩৯৲-৪৩৯৲
দামোদর কলমপুরা ...	২৯৲-২১৯৲	২১৯৲-২৩৯৲	২১৯৲-২১৯৲	২১৯-২১৯৲	২১৯-২১৯৲	২১৯-২১৯৲
জাহাজের কয়লা—ব্রিটিশ ডিমোবিলিয়া কোল বিজনস লিঃ ...	৮৯৲-৮৯৲	৮৯৲-৮৯৲	৮৯৲-৮৯৲	৮৯৲-৮৯৲	৮৯৲-৮৯৲	৮৯৲
মেসার্স ...	১৩৯৲	১৩৯৲-১৩৯৲	১৩৯৲-১৩৯৲	১৩৯৲	১৩৯৲	১৩৯৲
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৩৯৲-১৩৯৲	১৩৯৲	১৩৯৲	১৩৯৲	১৩৯৲	১৩৯৲
এশিয়ান কোল বিজনস লিঃ ...	৯৯৲-৯৯৲	৯৯৲	৯৯৲	—	—	৯৯৲
মেসার্স	১৩৯৲-১৩৯৲	১৩৯৲	১৩৯৲-১৩৯৲	১৩৯৲-১৩৯৲	১৩৯৲-১৩৯৲	১৩৯৲-১৩৯৲
জাহাজের কয়লা—ইণ্ডিয়া স্টেমার্স লিমিটেড ...	২১৯-২১৯৲	২১৯৲	২১৯৲	২১৯৲	২১৯৲	২১৯-২১৯৲
ইণ্ডিয়ান স্টেমার্স বিজনস লিঃ ...	১৩৯৲-১৩৯৲	১৩৯৲-১৩৯৲	—	—	—	—
ইউনাইটেড ...	২৯৲-২৯৲	২৯৲	২৯৲-২৯৲	২৯৲-২৯৲	২৯৲-২৯৲	২৯৲

পুনর্গঠন
ও নবপরিকল্পিত ভারত

যুক্তরাজ্য বাদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম এক সমস্যা হবে তাদের চলিত কোটি কারখানার ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থার ব্যবস্থা করা। কোন উপায় একটা আজ দেশে ভাজনেদের জীবন যাপন করা ও দারুণ আজ আজকার কাজ করার যে কঠোর ব্যবস্থা তা নিশ্চয়ই কর্মবিমুখতার পরিপন্থী।

যারজীর কুলিবিহীন বলে ইস্পাত অপরিহার্য উপাদান। এজন্য বহু-যাত্রির ব্যয় তৈরির জন্য অত্যন্তের ইস্পাতের প্রয়োজন মেটাতে সহজের আজকাল, অফিস, রাসপাতাল, কুলত্ব আর যাতায়াতকারী বহু

যারজীর আ কা ও অন্তে কুলছে, অনুরূপ ও অনুরূপ অন্তে পরিণত ও ও তে ইস্পাত না হলেই হলে না।

অবিশ্বাস্যে বিভিন্ন অনুরূপ ইস্পাত ব্যবহারের আজ কুলতে হলে ফোন না ফোন আকারে ইস্পাত দিয়ে প্রথমে তার কাঠামো গড়ে নিতেই হবে। অতএবে এদেরে অতি সাধারণ ধরনাদি তৈরি করতে ইস্পাতের দরকার, যাতায়াত ও কু বাড়ি বা ব্যবহারে না-ই আসে, অন্তত ইস্পাতের শেষের না হলে কাজই চলবে না।

ইস্পাতই ভরসা

TATA ICOB

টি ইণ্ডিয়া আয়রণ এণ্ড ইস্পাত কোম্পানি লিঃ এবং টি ইস্পাত কর্পোরেশন অব্ আমেরিকা লিঃ যুক্তভাবে প্রচারিত।

যুক্তরাষ্ট্রের কুলেজের বেকার-সমস্যা—সম্প্রতি প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে যদি আমেরিকার মোলমহিল সম্পাদিত উৎপাদন বৃদ্ধি করা না যায় তাহা/হইলে ঐ বৎসর সমস্ত মেলে আর ১ কোটি ৬৫ লক্ষ লোক বেকার বাহিনী হইবেন। ১৯৪০ সালে আমেরিকার মোট মেলোয়ের সংখ্যা ছিল ৩৯ লক্ষ।

ইণ্ডিয়েরেন্স অব
ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস : কুমিল্লা

কলিকাতা অফিস : ২২এ ক্যানিং ষ্ট্রীট

অন্যান্য অফিস :

ডিব্রুগড় (আসাম) ও শিলচর

আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর জীবন বীমার অফিস

বোনাস প্রতি হাজারে

আজীবন বীমায় ১৬৲

মেয়াদী বীমায় ১৩৲

বীমা করেন।—

মেসার্স ব্যাঙ্কার্স লিঃ—লক্ষ্ণৌ

ইউ, পি, সি পি, ও বিহারের জন্য

মেসার্স এইচ, এ সেন্টো এণ্ড কোং কলিকাতা।

পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন ও বিহারের জন্য

মেসার্স—এল বি সরকার এণ্ড এসোসিয়েটস্

সাপ্তাহিক বাজার দর

		১লা ডিসেম্বর	৪ঠা ডিসেম্বর	৮ই ডিসেম্বর	৯ই ডিসেম্বর	৭ই ডিসেম্বর	৮ই ডিসেম্বর
ইউনিয়ন—কলিকাতা ব্যাঙ্ক লিঃ	...	৩৪৫৲-৩৫৯৲	—	—	৩৫৯৲-৩৬৩৲	—	৩৬৩৲
এসোসে: ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক লিঃ	...	৪৯৩৲-৪৯৬৲	৪৭৯৲-৪৮৭৲	৪৯৩৲	৪৪৭৲-৪৪৯৲	—	—
ব্যাঙ্কার্স	...	৩৭৭৲-৩৯৯৲	৩৯৯৲-৪০১৲	৩৭৭৲-৩৮১৲	৩৯৯৲-৪০১৲	৩৯৯৲-৪০১৲	—
বেঙ্গল	...	১৪৭৲০	—	৯০	—	১৪৮৲০-১৪৮৲০	—
বেঙ্গল ইকনমিক	...	১৭৭৲০-১৭৯৲০	—	—	১৭৭৲০-১৭৯৲০	১৭৯৲০-১৮০৲০	১৭৯৲০
বিশ্বনাথ	...	—	৩৪৮৲০	—	—	—	—
বীকানীর	...	৩৭১৲-৩৭৯৲	৩৮৯৲	—	৩৭১৲-৩৭৯৲	৩৮৯৲	—
ব্রাঞ্চ	...	৮৭৯৲-৮৮৯৲	৮৮৯৲-৮৯৯৲০	৮৭৯৲০	৮৮১৲-৮৮৯৲	৮৮৯৲০	৮৮৯৲০
সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ	...	১৩৯৲-১৪০৲০	১৪১৲০-১৪১৲০	—	—	১৪১৲০	১৩৯৲-১৪০৲০
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	...	৩৭৫৲০-৩৭৯৲০	৩৭৯৲০-৩৮১৲০	—	৩৭৫৲০	৩৮৯৲০	৩৮৯৲০
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	...	৪৯৩৲০-৪৯৬৲০	৪৯৬৲০-৪৯৯৲০	৪৯৩৲০	৪৯৬৲০-৪৯৯৲০	৪৯৬৲০-৪৯৯৲০	৪৯৬৲০
ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ইনভেস্টমেণ্ট কোং লিঃ	...	১৯৭৲০	১৯৯৲০	১৯৭৲০-১৯৯৲০	১৯৭৲০	১৯৭৲০	১৯৭৲০
ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন	...	১৭৭৲০-১৭৯৲০	১৭৯৲০-১৮১৲০	১৭৭৲০	১৭৯৲০-১৮১৲০	১৭৯৲০-১৮১৲০	—
ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ	...	৩৭৫৲০-৩৭৯৲০	৩৭৯৲০-৩৮১৲০	৩৭৯৲০-৩৮১৲০	৩৮১৲০-৩৮৫৲০	৩৮৫৲০-৩৮৯৲০	৩৮৫৲০-৩৮৯৲০
ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন	...	৪৯৩৲০-৪৯৬৲০	৪৯৬৲০-৪৯৯৲০	৪৯৩৲০	৪৯৬৲০-৪৯৯৲০	৪৯৬৲০-৪৯৯৲০	৪৯৬৲০

আপনার চেকবই

ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের প্রয়োজন খুব ভিন্ন রকমের মধ্যে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলেও এখনও অনেকে তাঁরা টাকাই নেয়া-নেয়া করে থাকেন—যা অসুবিধাজনক। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই ক্রমবর্ধমান তাঁরা টাকার যথেষ্ট চেক দেওয়ার সুবিধা এই হয় যে, কোথায়, কাকে টাকা দেওয়া হয়েছে তার একটা নির্ভুল হিসাব থেকে যায়—এবং প্রয়োজন হলে এসম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়।

কিন্তু চলতি হিসাবে পর্যাপ্ত সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরাই থাকে টাকা জমা রাখবার বেশী পরিমাণে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং-এর উদ্দেশ্য এই আদর্শ হওয়া উচিত যে, সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের সমস্তরূপ ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা পায়। এইজন্যেই বিশেষ ধরণের শ্রীব্যাঙ্কের আয়োজন—আপনার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সামান্য হলেও আপনি তা শ্রীব্যাঙ্কে অনায়াসে জমা রাখতে পারেন ও শ্রীব্যাঙ্কের সমস্ত সুবিধাই ভোগ করতে পারেন। এই বিশেষ সুবিধাগুলি জানবার জন্যে যে কোনো একটী ব্রাঞ্চে অথবা হেড অফিসে খোঁজ করুন—

শ্রীব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : বড়বাজার ১১৭১ ও ১১৭৩

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

ব্যাঙ্ক হাউস রোড, কলিকাতা।

স্থাপিত—১৯০৮ সাল

গ্রাম : "ব্যাঙ্কসাল" ফোন : বড়বাজার ২৭৬১

—মূলধন—

অনুমোদিত এক কোটী টাকা

বিলিকৃত ১৪,০৮,৩৭৫৲

—সভ্যদের—

১৯৪২ শতকরা ৬৲ টাকা

১৯৪৩ শতকরা ৬৲ টাকা

১৯৪৪ পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী ডিভিডেণ্ড দেওয়ার সম্ভাবনা।

আমাদের ২৫৲ ফুলার আছে ৫২,৫০০টি অভিজাতী লোকের বিশ্বাস ও সুবিধা ফেব্রুয়ারীর ব্যাঙ্কিং পাওয়া যাচ্ছে।

মিঃ পি সি ঘোষাল, মিঃ এস্ কে মজুমদার,
ডেপুটি ম্যানেজার। এসিঃ ম্যানেজার (হেডঅফিস)।

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা

বড়বাজার ও বহুবাজারে

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার—শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯১২ ইং

অনাদায়	৮,০০,০০০,০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী তহবিল	৯,০০,০০০,০০৲ টাকার ,,

কলিকাতা অফিস :—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯ বি, হলা রোড, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১৮৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখা :—বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে।

বিদেশী এজেন্সী :—লণ্ডন এজেন্স :—বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ

আমেরিকা এজেন্স :—ন্যাশনাল ষ্ট্রীট রোড অব সিটি ইয়র্ক

অষ্ট্রেলিয়া এজেন্স :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ফ্রাঙ্ক এস, বিশপ, এম-এ, বি-এল, বি-এস-সি (লণ্ডন) বার-এ-ল

অভয় কুমার লাহা

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

কলিকাতা-বাজার-১২১৩, ক্লাইভ রো

হেড অফিস : কুমিল্লা

স্থাপিত— ১৯১৩

● চট্টগ্রাম ● ঢাকা ● নারায়ণগঞ্জ ● সিলেট ● কলিকাতা ● বোম্বাই

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত, এম, এল, এ, দেওঘর

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

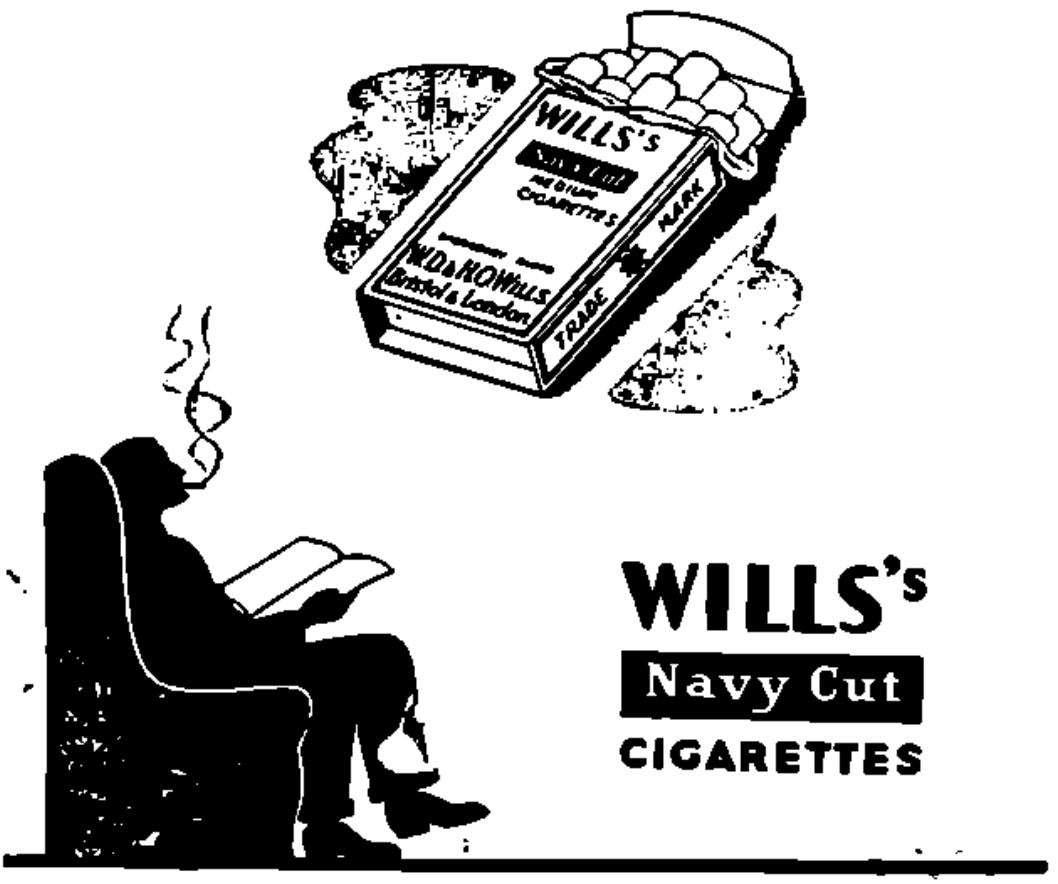

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

PHONE—B. B. 6362 REGD. NO. C. 2606

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় [illegible] সংখ্যা ৵৹ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 18th December, 1944. সোমবার, ৩রা পৌষ, ১৩৫১ [৩৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ব্রহ্মদেশীয় প্রসঙ্গ

এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সার গ্রাহাম পীরিস্ বলেন যে, ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে সরকার এত অনুসন্ধান করিয়াছেন যে, তাহার তুলনায় অন্য কাহারও বক্তৃতাই বলের যে, এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, সাধারণ সভাবেই ভারতীয় কর্মচারী বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে—অথচ ভারতীয় কর্মচারীদের প্রকৃত স্বার্থ রহিয়াছে এমন কর্মচারী, যাহা ভারতীয় সভা হইতে দেশবাসীকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ এবং যাহা প্রকৃতপক্ষে স্বার্থের প্রাধান্য না দিয়া দেশের স্বার্থেরই বড় করিয়া দেখে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতে বর্ত্তমানে যে কর্মচারী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহার অধিকাংশ ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত এবং উহার কার্য্যকারিতা বাহিরের উহা উহার প্রধান কারণ—অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভে সরকার তাহার কার্য্য যুদ্ধের সম্পূর্ণ করিতেছে। বক্তৃতাটির এই সব উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষে ভারতীয় কর্মচারী আর্থ কোন্ কারণে আর্থিক ক্ষেত্রে কতদূর প্রাধান্য চাহে না—সেদেশ অবস্থানকারী বৃটিশ নিবাসীদের প্রতিনিধিদের দ্বারা সমর্থিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক গঠিত এবং দেশবাসীর সমর্থিত ও সহায়ীন সরকারে নিযুক্তিত কর্মচারীদের দেশবাসী ভারতীয় কর্মচারী বলিয়া মনে করে। বক্তৃতাটি একটা কারণিক যুক্তি যদি করিয়া তাহা বক্তৃতাকারী আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন—কিন্তু দেশের লোক তাহাতে সন্তোষ অনুভব কিম্বা আর কিছু মনে করিবে না। ভারতে বর্ত্তমানে বক্তৃতাটির মনোনীত এক তাহার আত্মীয়স্বজন ব্যক্তিগণ দ্বারা যে কর্মচারী, যদি হইয়াছে তাহা কখনও ভারতীয় কর্মচারী বলে এবং যুদ্ধ পরিচালনার কাজে বক্তৃতাটির কাজে 'ভো হুজুর' বলিয়া ভারতীয় কর্মচারীদের প্রশংসা করা হয়ে। বক্তৃতাটি ভারতীয় কর্মচারীদের যে উহাই তাহা করিবার তাহা তাহা তিনি যে এদেশ এবং বিদেশ সকল হাজারদের হইবেন তাহাদের আমাদের বিশ্বাস সন্দেহ নাই। ভারতীয় কর্মচারীদের প্রকৃত ভাবনা কি তাহা পৃথিবীর স্বাধীন দেশের অধিবাসীরাই অবগত আছে এবং বর্ত্তমানে আবশ্যিক রাজনৈতিক সমস্যার প্রতি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। বক্তৃতাটির উপরোক্ত মন্তব্যগুলি হইতে তাহাদের সকলে উহাই প্রমাণিত হইবে যে, ভারতীয় কর্মচারীদের প্রতি যে কটাক্ষ লাভ করিবার তাহা তাহা ভারতবাসীর হাতে অর্পণ করা উহাদের বিন্দুমাত্র উচিত নহে।

বক্তৃতাটির ত্রুটি

বক্তৃতাটি সর্ব্বাংশে এসোসিয়েটেড চেম্বারের বার্ষিক বক্তৃতা যে বক্তৃতা বিষয়ের তাহা নাই বলিয়া সকল বিষয়েই আমরা নিরাশ হইয়াছি। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা অথবা যুদ্ধ তথা সম্বন্ধে ঐ বক্তৃতায় কোন বিশ্লেষণ নাই। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে কোন ধারণাই [illegible] বিষয়ের আলোচনা [illegible] এক কোন [illegible] বিষয়ের [illegible] বিষয়ের [illegible] বিষয়ের

উহার কারণ অনুসন্ধান করা হয় নাই। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলিয়াছেন, "কোন কোন জিলায় ঐরূপ ব্যবস্থায় সুফল হইয়াছে যে, মূলের [illegible] প্রতিষ্ঠিত ভারতের উন্নয়ন খুব বড় পরিমাণে সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্য নহে। আমি [illegible] ভারতের বিভিন্ন প্রদেশকে আজ সমস্ত [illegible] যোগা করিতে হইয়াছে। মূলে [illegible] কোন না কোন কিছু দিয়া প্রত্যেকের [illegible] করিতে হইয়াছে।" বক্তৃতাটির [illegible] সম্পর্কে মূর্খমাত্র সন্দেহ হইয়া কলিকাতা [illegible] উক্তি করিয়াছিলেন কি না আমরা [illegible], কিন্তু ইহাতে আমার ঘোষা [illegible] আমরা মনে করি।

কৃষি ঋণ [illegible]

বক্তৃতায় আমাদের [illegible] যথেষ্ট পরিমাণে কৃষি ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। [illegible] দিয়া বলিয়াছেন, "কৃষির অতি কঠিন এবং [illegible] সুদের হার হ্রাস করিতে [illegible] ব্যবস্থা [illegible]।...অর্থনৈতিক ইতিহাসে আমাদের [illegible] এবিষয়ে সমস্ত ব্যবস্থার আলোচনাকারীরা [illegible] উপলব্ধি করা যায়। মূলধনের [illegible] ঋণ নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিতে [illegible] অবশ্যই অনেক বেশ অর্থনীতি [illegible] কারণ ঘটিয়াছে।"

অর্থনৈতিক ইতিহাস [illegible] নৈতিক বক্তৃতায় বেতারটেলাফ বেশের [illegible] বিভিন্নরূপ পরিণাম মুকাবিলা আরম্ভ করিয়া [illegible] যাহাতে এই একটী বিষয়ে তাঁহার ঐকান্তিক [illegible] নূতন আবাদিকদের বিভিন্ন করিয়াছে। [illegible] প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তোলা হয় [illegible] বাহির হইতে আবশ্যকীয় [illegible] আমদানী করিতে দিয়া এদেশ [illegible] হইয়াছে। বিদেশের তুলনায় কৃষি হইতে লোকের আয়ের সম্ভাবনা কমিয়াছে কম। এই অবস্থায় একান্তভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিবার ফলে ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীদিগকে নিতান্ত দারিদ্র্যপীড়ায় দিন কাটাইতে হইতেছে। কারণেই দেশের সমৃদ্ধি বাড়াইতে হইলে ও লোকের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে দেশে শিল্প-প্রসারের পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়াই হইবে। বেসামরিক পরিকল্পনার ১২ বৎসরে ভারতে শিল্পের আয় বর্তমানের তুলনায় শতকরা ৫০০ ভাগ বৃদ্ধি করিবার কথা বলা হইয়াছে। দেশের লোকও তাহা সমর্থনের ঝোঁকই দেখিতেছে। বস্তুতঃ মূলা বাড়িতেছে, ইহাই বক্তৃতা ও তাঁহার পরিকল্পনাকে চমৎকার করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু শিল্পের প্রসার ও পরিকল্পনা যেখানে এখনো কিছুই দাঁড়ায় নাই সেখানে এই প্রকার ভুল উক্তির দ্বারা ভারতের দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশাকে দূর হইবার আশা নাই। বেসামরিক পরিকল্পনার প্রবক্তারা নিজের উপর জোর দিয়া কৃষির উন্নতির [illegible] কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। ১২ বৎসরে তাঁহারা দেশে কৃষি-সম্পদ উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় শতকরা ১০০ ভাগ বাড়াইবার কথা বলিয়াছেন। এই ধরণের একটানা কৃষিকে অগ্রাহ্য করিবার কোন আন্তর্জাতিক নির্দেশ আমরা কিছুই দেখিতেছি না। কারণেই বক্তৃতা বাহাদুর যে সব মাননীয়লোকী উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বর্তমান দেশে নিতান্তই অবাস্তব। [illegible] শিল্পোন্নতির ফলে অতীতে [illegible] কোন কোন কিছু সময়ের লোকের দুঃখদুর্দশার যে কারণ ঘটিয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু [illegible] কারণেটিকে অবলম্বন করিয়া সে ধরণের [illegible] কোন কথা কিছুমাত্র সঙ্গত নহে। আমরা [illegible] দেখিতেছি বলিয়া সে বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য [illegible] দেখাইয়াছে। শিল্পোন্নতির বিষয়ে [illegible] আমাদের যে সব উক্তি করিয়াছেন তাহার কিছু [illegible] যথার্থ কারণটির [illegible] সমস্যাসমাধানে সক্ষম হইতেছি, কিন্তু [illegible] দেখিতেছি না।

[illegible] পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা

আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়া পল্লী জীবনের সমৃদ্ধির উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন ভারত সরকার বিশেষভাবে যত্নবান হইয়াছেন। ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামে এই বড়জের কাজ চালাইবার জন্য তাঁহারা একটী সমিতির অধীনে ১ লক্ষ সমাজসেবী নিয়োগের পরিকল্পনা দির করিয়াছেন। স্বাস্থ্য সমস্যা, চরকা সমস্যা, গ্রাম উন্নয়ন সমস্যা, খোদেদা সমস্যা ও হরিজন সমস্যা হইতেছে ২৫০ জন করিয়া সমস্য নিয়া ঐ সমিতি গঠিত হইবে। ঐ সমিতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উপযুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তাহাদের মারফতে গ্রামোপযোগিক জন সেবাব্রতী বল সংগ্রহ করিবেন। সমাজ-কল্যাণ সাধনকে যাহারা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত এমন লোকদের নিয়ত হইবে ১ লক্ষ সেবক নিয়োগ করা হইবে। ইহাদিগকে নিম্নের পত্রে ট্রেনিং দান হইবে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষালয়ের পর সেবাব্রতীদিগকে সমিতির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কৃষি, গৃহ-শিল্প, প্রাথা-শিল্প, পত্র পালন, স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করা হইবে। সেবাব্রতীদিগকে তাহি বৎসর ঐ প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষা গ্রহণের পরে তাঁহারা একটা বৃত্তি পাইবেন। শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ সেবকদিগকে গ্রামে গ্রামে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির কাজে নিয়োগ করা হইবে। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে সমিতির নির্দেশ দিয়া এই সেবাব্রতী বল গ্রামবাসীদের মধ্যে সুযোগ সুবিধা করিবার চেষ্টা করিবেন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ প্রতিকার সম্পর্কে উপযুক্ত নির্দেশ দিয়া তাঁহারা গ্রামবাসীদের সাহায্য করিবেন। তাঁহারা পল্লীর লোকদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিবার ব্যবস্থা করিবেন। এই সেবকের কাজের জন্য সেবাব্রতীদিগকে মাসে ১০০৲ টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। গ্রামে কৃষি-শিল্পের উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহারা যখন নেই দিক দিয়া প্রয়োজনানুরূপ আর্থিকসাহায্যের সুযোগ পাইবেন তখন তাঁহাদের পারিশ্রমিকের হার ক্রমে ক্রমে হ্রাস করিয়া দেওয়া হইবে।

বিদেশী বাজারের শোষণ ব্যবস্থা ও সর্বপ্রকার অনুন্নত আবাদীদের ফলে ভারতের পল্লীগুলির আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। সর্বপ্রকার অনুন্নত বিভিন্নতার দিকের কৃষি ছাড়া লোকের সমৃদ্ধির আরের সুবিধা হইতেছে না। শিল্পের অবনতির সঙ্গে গ্রামবাসীদের দুঃসমৃদ্ধিও শিল্পাল হইয়া দেখা দিয়াছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাবে তাহারা মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রা হইতে পতিত হইয়াছে। যে দেশে শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে বাস করিয়া থাকে সেখানে পল্লী জীবনের এই শোচনীয় দুঃখ-গ্লানি হয়ত জাতীয় অবনতিরই নামান্তর। [illegible] বিভিন্নতার অবসান করিয়া আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়া গ্রামবাসীদের সমৃদ্ধি উন্নতির সাধন না করিতে পারিলে এদেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হওয়া অসম্ভব। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতীক কংগ্রেস উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া এই দিকে আমাদিগকে আসার দেশের পথ বিদেশ একটী সুস্থির আর্থ পরিপূর্তির হইতে চলিয়াছে। কংগ্রেস অবশ্য ইতিপূর্বেই গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘ ও হরিজন সেবাসঙ্ঘ প্রভৃতির নিকর দিয়া দেশে এই ধরণের কাজ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্তার জীবনযাত্রির তুলনায় আমাদের দিয়া বর্তমান জীবনের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। পূর্বে ভারতের সমস্ত গ্রামে [illegible] আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা হয় নাই। আমরা [illegible] পূর্বোক্ত আইনসভাগুলিকে [illegible] কর্তৃক দেশসেবকদের নিকটেই এই ধরণের কাজ চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে কংগ্রেস সমস্ত গ্রামের জন্য একটী ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়া কার্যে ব্রতী হওয়ার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। ১ লক্ষ সেবব্রতীকে অবৈতনিকভাবে নিয়া গ্রামের কৃষি সমৃদ্ধির পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে তাঁহাদিগকে পল্লী উন্নয়নের কাজে নিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই ধরণের [illegible] ব্যবস্থা দ্বারা ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের [illegible] উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। দেশের দুর্ভাগ্যের কথাই আন্তরিকভাবে পল্লী উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয় নাই। বর্তমানে আর্থিক পরিকল্পনা পাইবের যে সাধিক আন্দোলন তাঁহারা দেখাইতেছেন তাহাতেও পল্লীর সমৃদ্ধি উন্নতির প্রতি তাঁহাদের নিরাসক্ত ভাবে উপেক্ষিত হইতেছে। কংগ্রেসের বর্তমান পরিকল্পনাটী সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে খুব সময়োচিত ও প্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে। আমরা সর্বান্তঃকরণে এই পরিকল্পনাটীর সমর্থন করিতেছি। যথাযথভাবে কার্যে পরিণত হইয়া ইহা ভারতের মৃত পল্লীগুলিতে প্রাণসঞ্চার ও শ্রীবৃদ্ধির করিয়া তুলুক ইহাই আমাদের কামনা।

[illegible] গতি

আলোচ্য সপ্তাহে সুদূর ও পশ্চিম ইউরোপের [illegible] হইতে সুখের শীতের সুযোগ আসিয়াছে। পূর্ব ইউরোপে বহু [illegible] আবহাওয়া অত্যন্ত প্রতিকূল হইতেছে বলিয়া আমাদের বাহিনীর সঙ্গে আপনাদের যাত্রা [illegible] সম্পূর্ণ আবাদিক এবং পশ্চিম ইউরোপে মুকাবেলা করার আমাদের দেশে যথেষ্ট পুরুষ না [illegible] যাহাতে পাশ্চাত্যদেশের অবস্থানের ফলে [illegible] পরিমাণের বিপর হইবার সম্ভাবনা আছে। [illegible] ফাটাস্ সম্পাদি এক বক্তৃতায় আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমাদী বসন্তকাল নাগাদ ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইবে। পূর্ব এশিয়ার [illegible] অবস্থা আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় আশাপ্রদ বলা চলে। কারণ মুইচাউ [illegible] হইতে জাপানদের বিতাড়িত করায় উপলক্ষে চীনের সমরকালীন রাজধানী চুংকিং বিপদমুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ যে, আলোচ্য সপ্তাহে সিয়ান বহু জাপ রাজধানী চৌকিং, ইয়াংচোয়াং, খাংকউ এবং হেফুলে হানা দিয়া জাপানীদের বহু ঘাঁটি-নাশ করিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব ইউরোপের [illegible] রাশিয়ার সেনা অভিযানের বিষয়ে পূর্ব [illegible] আর্ক-এর পতন হওয়ায় এ অঞ্চলে নিজ [illegible]

স্থাপিত—১৯৩৩ জয়যাত্রার পথে— ফোন : কলিঃ—৫৮৩০

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস—২৯নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য করা হয়

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

এস্ কে ঘোষ

অধুনা প্রতিদিনই বর্দ্ধিতা বিস্তারে। আমাদের দীর্ঘকাল যাবৎ অন্ধকার-ঢাকার উৎপাত-পূর্ণতে বিমানেরা আক্রমণে দূরে থেকে বর্দ্ধিতের সকল হইবারে বলিয়া সম্প্রতি আশ্বাসিয়াছে। যদি জার্মানীরা আক্রমণের পূর্বেই ৩০ মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে বিমানবাহিনী মুক্তন আক্রমণ শুরু করায় ঐ অঞ্চলে জার্মান সৈন্যদল বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জার্মানীর বিমানের ফোলেন সহর বর্দ্ধিবারে বিমানক্ষেত্রে দৃষ্টি-পথে আসিয়া পড়িয়াছে। জার্মান প্রীতিবের ১৮ মাইল দক্ষিণে সাত মাইল দূরী পাহাড়ী হইতে দৃষ্টীয় সেনাবাহিনী অক্লান্ত প্রচণ্ডার সাথে অবস্থানি-কার আলোচ্য সম্প্রতি যুদ্ধের ঘোঁয়াতা দৃষ্টি পাই-য়াছে। এই সৈন্যদলের প্রায় সাতক্রোশ অঞ্চল পশ্চিম হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম রণাঙ্গনের ব্রাজনীতিক আলোচ্য সম্প্রতি জার্মান সেনারা আগমনে বিমানবাহিনীর আক্রমণটি তত্ত্ব বর্দ্ধিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রকাশ যে, রাজধানী লুক্সেমবার্গের অবেশ-পথে তাহাদের প্রতিরোধ এত দীর্ঘ হইয়াছে এবং সংবাদে আলা-ভাবে তাহারা এবেশবাসে দীর্ঘদিন প্রতিরোধ চালাই-বার ব্যবস্থা করিয়াছে যে, সোভিয়েট বাহিনীর সাথে যুদ্ধ নীয় তাহাদের সম্বাদ বর্দ্ধিয়া লুক্সেমবার্গ সম্পূর্ণভাবে মরুর তথা শেষ হয় সম্ভব হইবে না। লুক্সেমবার্গের উত্তরে এবেশ সালভেরাঁ বর্দ্ধিবারে দার্শিনুর দ্বীতীবের উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ব্রীতেরে সংবাদে প্রকাশ, উত্তরাঞ্চলিক বলের একাংশ ব্রিটিশ সেনার সাথে আক্রমণকারী বর্দ্ধিবেরে তাহারা সম্প্রতিকালে এবেশে এবেশের চাবি সাথে আক্রমণ চালাইতেছে। ইটালীর সংবাদে প্রকাশ, আলোচ্য সম্প্রতে জার্মান সেনারা ঘোলোনার উপর প্রচণ্ড প্রতি আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করিতেছে।

প্রকাশ মহাসামরীয় কমান্ডারের সংবাদে প্রকাশ, আলোচ্য সম্প্রতে মেইটল্যান্ড জার্মানীর অবস্থান বিমানবাহিনী প্রবল করিয়াছে। তাহা ছাড়া এই বীরের মার্কিন বিমানবাহিনীসমূহের পক্ষ সম্প্রতে যে সকল আলাদা পদাতিকবাহিনীর সৈন্য অবতরণ করিয়া-ছিল আলোচ্য সম্প্রতে তাহারা আমেরিকানদের হাতে নিহত অথবা বন্দী হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

চীন কমান্ডারের সংবাদে প্রকাশ, আলোচ্য রণাঙ্গনে মুইচাঙ অঞ্চল হইতে জাপসেনা বিতাড়িত হওয়ার ফলে রাজধানী লুচিন উপস্থিত বিপন্মুক্ত হইয়াছে। চীনবাহিনী আলোচ্য সম্প্রতে মুইচাঙ-লোয়াচিন বীরাঞ্চলের অনুরে লোয়াচি এবেশে অব-স্থিত সিচিয়াই বন্দর করিয়াছে। তবে সিচিয়াই হইতে চুচিয়াঙের ৩০ মাইল দক্ষিণে মুইচাঙের রাজধানী মুইচাঙের দিকে বর্দ্ধমানে অবস্থা এখনই বিপাল জাপবাহিনীর যে অগ্রগতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাদের প্রতিরোধ তথা সফল না হইলে রাজধানী চুচিন ও মুইচাঙের ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্দ্ধমানে অবস্থানরত সরকার-বাহি মুক্তিসৈন্য সুরক্ষার বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

ব্রহ্ম কমান্ডারের সংবাদে প্রকাশ, আলোচ্য সম্প্রতে মিচুইনা ও আরাকান উভয় অঞ্চলেই বিমানবাহিনী বিপুল পরিমাণ মালপত্রাদি অবিরামে এবং উভয় অঞ্চলে বিমানী অবস্থানরত বাহিনী সাথে, তাহা ও উভয় হইতে আলোচ্য সম্প্রতে জাপবাহিনী বিতাড়িত হওয়ায় ইরাবতী বন্দিনের পশ্চিমের বিমান-ঘাঁটিসমূহের সুরক্ষার বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

বর্ষা আরম্ভের বিলম্বে

গত ১১ই ডিসেম্বর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমা-বর্তন উপলক্ষে ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাকৃষ্ণন ও চ্যান্সেলার বাংলার গভর্ণর যে বক্তৃতা করিয়া-ছেন, তাহাতে উভয়ের পুরীক্ষিতির পার্থক্য যে কোন ব্যক্তির মার্কিন চোখেই ধরা পড়িবে। ডাঃ রাধা-কৃষ্ণন বক্তৃতার বিষয় উল্লেখ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিকাশ উপর বিশেষ জোর আরোপ না করিয়াই বলিয়াছেন যে, আমাদের উপর বিভিন্ন করিয়া বিদেশীদিগি গঠিত হওয়া উচিত এবং আমাদের সভ্যতি ও ঐতিহ্যের সহিত ইহার খুব বেশী সমন্বয় যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। তাঁহাদের মিঃ মেসি কিন্তু তাঁর ভাষণের এই অংশের সমর্থন করেন নাই। তাঁহার মতে বিদ্যা-ব্যবস্থার বর্ণ ও সংস্কৃতির যোগ থাকা বাঞ্ছনীয় হইলেও সর্বাগ্রে মুক্ত বৈজ্ঞানিক এবং বৃত্তি বিদ্যার বিশেষ দরকার আছে। তবে বাহুল্য, প্রয়োজন ও মুক্তির দিক হইতে বর্ত-মানে যেসকল অভিজ্ঞতাই অধিকতর সমর্থযোগ্য; কারণ এগুলি আজির প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক বিদ্যা প্রসারের উপর অনুসারে নির্ভর করিয়া থাকে এবং বর্ণ অতীতকালে মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে যতই সমৃদ্ধ করিয়া থাকুক, বর্তমান যুগ-সমস্যার বলের স্থান মানুষের আজিকার জীবনে গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, মানুষ-মাত্রের যদি সংস্কৃতি ও বর্ণের উপর ভিত্তি করিয়া এদেশের বিদ্যানীতির সংস্কার হয় এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাপরিধির উপযুক্ত স্থান না পায়, তাহা হইলে পৃথিবীর অন্যান্য পরিণীল দেশের সহিত এদেশ কিছুতেই সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না। ব্যবহারিক জীবনে যোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে আজ বিদে বস্তুতান্ত্রিক জগতে যে শিক্ষাইয়া পড়িতে হয় তাহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বিদ্যালয়গুলিতে বর্ষাকে উপযুক্ত আসন দিবার দিন আজ আর নাই। এখন এদেশের লোক এরূপভাবে বর্ষাগ্রহ অপেক্ষা এর উপযুক্ত বর্ষীর জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে অপেক্ষা করে। সে জন্য আজির বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যালয়েই এখন প্রধান স্থান দেওয়া দরকার। সম্প্রতিকালে আমেরিকার যে সমস্যাটি তাহার বিস্তারে, এখন আমাদের দেশে বর্ষ-জীবনের যে সুপ্রসার হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচিত তাহার পূর্ণ সাধনের উপযোগী বর্ষ আলোচনা জাতীয়করণের বিভিন্নে দেশের বিশ্বাসভাবি বিস্তারিত করা।

কলিকাতা অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের বাহির

আজ অর্থসচিবের খাদ্য সচিব স্যার বে পি ত্রিবাস্বামী যেসকল করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে গত বৎসর যে বাহির গ্রহণ করিয়াছিলেন আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের পর হইতে সে বাহির তাঁহারা আর করিবেন। কলিকাতা অঞ্চলে বর্তমানে প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক বাস করিতেছে। ইহাদের জন্য মিত্রপক্ষ মাসে ২২ হাজার টন চাউল ও ১৪ হাজার টন গম প্রয়োজন। এ প্রদেশে খাদ্য শস্যের ঘাটতি পড়ায় ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের হইতে এ সরবরাহের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করা কঠিন হইয়া উঠে। বাহির বহির্মণ্ডলীর অসুবিধা ও অসুবিধাজনক বলে সেবা অধিকতর জটিল হইয়া দেখা দেয়। অবস্থার পরিবর্তন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতার খাদ্য সরবরাহের ভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। বর্তমান এ সহরে চাউল, গম প্রভৃতির মূল্য আজও আশানু-রূপ হ্রাস পায় নাই তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার বাহির-ভার গ্রহণ করার পর হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ফলে সহরবাসীর কিছুটা স্বস্তি ও সুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভার ত্রীযুক্ত আবদিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে যে বাহির ভার করিবার কথা ঘোষণা করায় সেইরূপ সুবিধা ও সুবিধা করিতে করার পারিবে কি না সে বিষয়ে খাদ্য সচিবের যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। বাঙলা দেশের অবস্থা বর্তমানে খাদ্য বস্তুতঃ বৃদ্ধিতে পারিলেও খাদ্যের খাদ্যদ্রব্যের ঘোষণা সম্পর্কে এ প্রদেশে কোন স্থায়ী উন্নতি সাধিত হওয়ার মতো আশা এখনও দেখিতেছি না। যে বাহির বহির্মণ্ডলীর অসুবিধাজনক বলে ১৯৪৩ সালের শেষে খাদ্য-সমস্যা বিশেষভাবে জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সরবরাহের সেই অসুবিধা হাতেই এ প্রদেশের খাদ্যসমস্যা তত্ত্ব রহিয়াছে। ইহাদের উপর অন্য-দায় বিস্তার কোন আশা পূর্বেও ছিল না, এখনও নাই। কাজেই কলিকাতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এই দিকে বাহির ছাড়িয়া দেওয়ার কোন সঙ্গত হেতু আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। কলিকাতা আমাদের সব চেয়ে বড় অঞ্চল সহর। এ সহরে কেবল বাঙালীই বাস করে না, আজাদ প্রদেশের বিভিন্নের বহু লোকও এই সহরে অবস্থান করিতেছে। যুদ্ধের সময়ে দেশী বিদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালভাবে এখন আসছে অনেকখানি বাহিরা গিয়াছে। এই অবস্থায় পূর্বে আমাই হউক না কেন বর্তমান অবস্থাবিধির সময়ে অন্ততঃ কলিকাতা সম্বন্ধে খাদ্য সরবরাহের বাহির এখন বাঙলার উপর ছাড়িয়া দেওয়া কোন মতেই সঙ্গত নহে। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সহজভাবে এ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইলে যে বাহিরের আশু কেন্দ্রীয় সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা সম্পর্কে তাঁহাদের বাহির আশু করিবেন বলিয়া আমরা মনে করিবা-ছিলাম এই সংবাদে খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে বাঙলা সরকারের নিশ্চিন্ত উদাস ও অকিঞ্চিৎকর ভাবটাই তাঁহারা শেষ পর্যন্ত এইরূপ সমস্ত প্রকট করিয়াছেন। কিন্তু বাঙলার বেসামরিক সরবরাহ সচিব মিঃ সুরাবর্দী সম্প্রতি এ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে আশাবাদী তাহা মনে করিবার প্রমাণিত হইয়াছে। খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বাঙলা সরকার পক্ষ করেন যে, কলিকাতার কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহা-দের দায়িত্ব-কর্তব্য-কর্তব্যে কলিকাতা অঞ্চলের জন্য বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিবেন। সে অবস্থায় কলি-কাতার অধীন মুক্তন করিবার অবসর বাঙলা সর-কার কিছু পাইবেন না। এ প্রদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যুদ্ধের জন্য সুষ্ঠু করিয়া তোলা সম্ভবপর নহে। সুতরাং মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছেন, 'আমার মনে হয় অর্থের আদের বেশন চিল এখনও তুলিয়া দেওয়া হবি-ধাজনক হইবে না। বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া ইতি-পূর্বে যেরূপ কলিকাতার অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এখনও তাহাই করিতে হইবে। কলিকাতায় খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইলে উহা বাহির হইতে সরবরাহ করা সম্পর্কে ভারত সরকারকে খাদ্য খাদ্যিতে হইবে এবং কোনক্রমেই তাঁহাদের পক্ষে সে বিষয়ে দায়িত্ব অস্বীকার করা চলিবে না। সর্ব-সাধারণের সুবিধার জন্য রেশন প্রবর্তিত হইলে প্রয়োজনের তাহার পরিমাণ বাহির হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য সম্বন্ধে মিঃ সুরাবর্দীর এই উক্তি পূর্ণই সঙ্গত। ইহার পরও তাহার সরকার যদি কলিকাতার খাদ্য সরব-রাহ সম্পর্কে তাঁহাদের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে চান তবে এ প্রদেশের দুর্দিনে তাহা তাঁহাদের বাস্তব-তত্ত্ব অবহেলা ও উদাসীনতারই পরিচয় হইবে।

দি উলুবেড়িয়া
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৬
৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রেজিষ্টার্ড অফিস—উলুবেড়িয়া (হাওড়া)
শাখাসমূহ—বড়বাজার, বালেশ্বর, পাবনা, ঢাকা, দক্ষিণ কলিকাতা, এন্টালি মার্কেট, ইলামবাজার।
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
এস আর দাস।

ভারতে শিল্পোন্নতির অন্তরায়

বাণিজ্যক্ষেত্রে বিদেশী পণ্য আমদানী হওয়ায় ফলে অর্থনীতে ভারতের অনেক মূলধনই নিষ্ক্রিয় হইয়াছে, যে ধরণের প্রতিযোগিতার জন্য মূলধন নিয়ে খাটিয়া যোগানের পক্ষের সুযোগ নিয়ে পড়ি হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বিদেশী জিনিষের আমদানি স্তিমিত হইয়া আসায় এই সময়ে এদেশের বৈদেশিক সম্পদের একটা সুযোগ আসিয়াছিল। যদের কলাকৌশলে অভিজ্ঞতার যে সুযোগ সম্প্রতি লাভে আসিয়াছে তাহাকে অনুধাবন-সাপেক্ষও আসিয়াছিল। কিন্তু ভারতের বর্তমান সরকারের প্রথম হইতে সেই প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটা উপেক্ষা ও ঔদাসিন্যের ভাবই দেখাইয়া আসিয়াছেন। যুদ্ধ-আরম্ভের পর সরকারের বিভিন্নমুখী কার্যকলাপ দেখিলে মনে হয়, সেখানে সরকারের কাজ পরিচালনা করিবার ক্ষমতা ও প্রতিভার অভাব ছাড়া আর কিছুই নাই। আইনিয়া ও কানাডার যুদ্ধে নিযুক্ত ঠিক নিম্ন অঙ্গ অনেক দেশের সমান সম্পর্কযুক্ত ছিল। যুদ্ধারম্ভে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের সঙ্গে এই দুই দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকগুলির মৌলিক শিল্প গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। জাহাজ-শিল্প, বিমান শিল্প, মোটর-শিল্প, ইস্পাত তৈয়ারের শিল্প ও অন্যান্য-শিল্পের ভিত্তি এই দুই দেশের উৎপাদন ও ব্যবসায়ের ধারা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক শিল্পের উৎপাদন কমাইবার এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মৌলিক শিল্প সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া কুঠিবার কোন কারণই হয় নাই। অসামরিকের নৈত্যাবশ্যিক সামরিক প্রয়োজনের সঙ্গে সরকারের কোন ভাব ভিত্তি নিয়া প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ঘটিত। তার বিশ্লেষণ, অসংখ্যিত কারখানাগুলির ভোগে সেন্ট সরাসর প্রকৃত উন্নতি বিশেষ কিছু দেখিতে হয় নাই। প্রয়োজনীয় মৌলিক শিল্প ভিত্তি গোলা হইলে ভারতবর্ষ কখনোই পূর্ণভাবে পণ্য বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটিবে। সেই কথা বলিয়া উপযুক্ত দুরদর্শিতা হইতে ভারতের পূর্তন পরিকল্পনাকারী সরকারকে এদেশের স্বার্থে বিশেষভাবে সম্পর্কে অবহেলার জন্য দোষারোপ করিয়াছেন। যে অবস্থায় যে বিষয় সম্বন্ধে যে সময়ে যেখানে যেরূপ ব্যবস্থা একটা যৌক্তিকতার ভাব আছে। একজন অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও শিল্প বিশেষজ্ঞ হিসাবে তার এই বিষয়ের সম্পর্কে তাঁহার বিশ্লেষণাত্মক ও সংশোধনের ইন্ডিয়া' নামক পুস্তকে এবিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য সরকারের একটা বৃহৎ পরিকল্পনা গঠনের আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন। ব্রাটিশ বিজ্ঞানের সচিব স্যার আর্কেবাল্ড ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প প্রসার সম্পর্কে যে প্রস্তাব আলোচনা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের যান্ত্রিক শিল্পের ও বাণিজ্যিক আধুনিকের সিদ্ধান্তে সিদ্ধান্তের সম্পর্কে সরকারের বিভিন্ন মনোভাব এমনও যে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনে কার্য্যে প্রতিফলিত হইবেতে তার এর বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব বিবেচনা হইতে আমার একটা আভাস পাওয়া যায়। সাইকেলের অর্থনীতির জন্য আমরা 'বিশ্লেষণাত্মক ইন ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়া' পুস্তক হইতে অনেকটা প্রধান মৌলিক শিল্প সম্পর্কে ভারত সরকারের সেই বিভিন্ন ভাবধারার সোনালীর দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ প্রবন্ধে উল্লেখ করিব।

ভারতবর্ষে জাহাজ তৈয়ারের শিল্প গড়িয়া তোলা সম্পর্কে প্রথম সূত্র হইতে এদেশের কতিপয় শিল্প-ব্যবসায়ী উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টা সাধারণ সরকারকে সহানুভূতির দেখেন নাই। পরে অনেকটা বিলম্বে তাঁহাদিগকে সে বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। শিল্পোদ্যোগীরাও এক কোটি টাকার উপর ব্যয় করিয়া বিশাখাপত্তনে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জাহাজ তৈয়ারের ব্যবস্থা হইলে কি হইবে বাহির হইতে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আমদানী সেই কারখানার কারিগর জাহাজ নির্মাণ সম্বন্ধে সরকারের এবং আর কোন সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন। আমেরিকার যুদ্ধ-প্রয়োজনে যে সব অসংখ্য জাহাজ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের জন্য একটি জাহাজ নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া আইনিয়ার একটি জাহাজ কোম্পানী ভারতের বন্দরগুলির মিকট

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫১৮৩

ব্রাঞ্চ—মজঃফরপুর, ছাপরাবাজার, ডমরাওঁপুর, বলিয়াঘাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার চাটার্জ্জী, এম-সি।

ইউনাইটেড্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

আদায়ী মূলধন ১ কোটি টাকা

কটনকৃত মূলধন ২ কোটি টাকা

চেয়ারম্যান :—মিঃ জি ডি বিড়লা

টেলিগ্রাম : UCOBANK

ফোন : কলি ৩৪১৮

ডি আর মোদাগুলার

কলিকাতা ম্যানেজার

ফোন—ক্যাল ৪১০১ গ্রাম—ডিভাডি

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্রিয়ারিংয়ের যোগপ্রাপ্ত ভারতের অন্যতম উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস—কলিকাতা, ৮নং লায়ন রেঞ্জ।

বোম্বে অফিস—১৭নং এপোলো ষ্ট্রীট।

১। মিঃ পুলিনবিহারী দাস, এডিটর এন্ড ম্যানেজার, আনন্দবাজার।

২। মিঃ প্রফুল্লকুমার সেন, মেনিসিটর, ক্যালকাটা কর্পোরেশন

৩। মিঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ব্যারিষ্টার এট ল, বিহারলিয়া।

আমাদের ডিরেক্টর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দলৈ মহাশয়ের সভাপতিত্বে গৌহাটি শাখা খোলা হইয়াছে।

অন্যান্য শাখা:

বাংলা, বিহার, ইউ পি এবং আসামের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ আর রায়

এই ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত

পিয়ারলেস লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

অল্প প্রিমিয়মে এবং অর্থোদাইলায় আবশ্যক।

হইতে যে বস্তুবাদক ও রাসায়নিকের আমরা আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ফলে সে অবস্থা এখনের আনাগোনি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা গিয়াছে যে, আমেরিকার শিল্প পরিষদ ফোলে সম্পর্কে আমেরিকার কোন আগ্রহ নাই। এমনকি তাহা যে সব ক্ষেত্রেই সরকার হইতে আসে সবই যে দূরীভূত হইতে আসা সম্ভবপর হয় তাহা, না হয় সেখান দূরীভূত উপনিবেশ হিসাবে আমেরিকার উপরই আসে সরকারের ভার দেওয়া হইবে। কিন্তু আমেরিকার আগ্রহ এখনে তৈয়ার করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে না। যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার আগ্রহ তৈয়ারের কোন কারখানা ছিল না। যুদ্ধের সময়ে ঐ দেশের সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতায় সেখানে আগ্রহ তৈয়ারের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। আসল সরকারকে যদি আমেরিকা সরকারের অনুরূপ কার্যনীতি অবলম্বন করিতেন তবে এখনে যুদ্ধের সময় হইতে স্বাধীনভাবে আগ্রহ নির্মাণের ভার শুরু হইতে পারিত।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সকল দেশেই একটা প্রধান মৌলিক শিল্প বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এই শিল্প যাহাতে স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিতে তাহার সাহায্যে সকলেই অল্প অল্পের শিল্প স্থাপন করা করিতে পারে। যুদ্ধের পূর্বে এখনের চাহা কোম্পানীর কারখানার ও অল্প কয়েকটী কারখানায় লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ার হইতেছিল। কিন্তু তাহার পরিমাণ দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অল্পমাত্র ছিল। আশা করা যাইতেছিল যুদ্ধের সময়ে সরকার অন্যান্যদেরকেও এই শিল্পে প্রবর্তিত করিবার সুযোগ দিবেন। কিন্তু কার্যতঃ সে সুযোগ তাহারা দেন নাই। তাহাতে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে এখনে ইস্পাতের দৈনন্দিন ইস্পাত বিক্রয়ের অসুবিধা হইতে আসিতে এখনের উৎপাদন যুদ্ধের পূর্ণ সরকার করেই নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। বৃটেনে লোহার যোগান কম। যুদ্ধের সময়ে তাহাতে সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে লুকাইয়া বা হইলেও ইস্পাতের ইস্পাত-শিল্পকে চালু রাখিবার জন্য সরকারের আমদানি তাহার হইতে বৃটেনে চলাইই লোহা সরবরাহ করিতে ও বিক্রয়ের বৃটেন হইতে এখনে ইস্পাত আমদানীর ব্যবস্থা করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছে। বৃটেন হইতে যুদ্ধের সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ ইস্পাতের যোগান না পাইয়া শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিস্তর পরিমাণে ইস্পাত আমদানী করিতে হইয়াছে। কিন্তু এখনের কারখানাকে উপযুক্ত অনুসন্ধান-সুবিধা দিয়া একেবারে ইস্পাতের উৎপাদন সুনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে সরকারকে রাজী হন নাই।

আধুনিক যুগে যৌথভাবে তৈয়ারের শিল্প

আমাদের নিবেদন

আমাদের দুইটী কারখানায় দিবারাত্রি পূর্ণোদ্যমে কাজ চালাইয়াও

ভিটা-মিল্ক

এর বিপুল চাহিদার অতি সামান্য অংশমাত্র আমরা সরবরাহ করিতে পারিতেছি। বলা বাহুল্য, ৩৫এর শ্রেণীতেই ভিটামিল্কের আজ এই বিপুল চাহিদা।

সুখের বিষয়, আরও দুইটি নূতন কারখানা স্থাপন করিয়া ভিটামিল্কের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী ভিটামিল্ক সরবরাহ করিতে না পারায় আমাদের অনুগ্রাহকবর্গের নিকট আমরা আন্তরিকভাবে ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। আশা করি, আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া অচিরেই তাঁহাদিগকে চাহিদানুযায়ী ভিটামিল্ক সরবরাহ করিতে পারিব।

ভিটামিল্ক—আধুনিক বয়স্কাদি সঞ্জীবক

কারখানায় সুশিক্ষিত বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ, কলিকাতা

অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপরিচিত হইয়াছে। কতিপয় বিদেশাগতদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা এই বিদেশবাসী পর ১৯০৩ সালে এদেশে মোটর প্রস্তুতের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটী তীব্র তারের পর্যবেক্ষণীক নিয়ন্ত্রে করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে দেখে যথেষ্ট মোটরযানের সরবরাহ হইয়াছে। সেই সরকার রিটেইনার্স অফ মার্কিন হইতে আজ আরা বিপুল পরিমাণে আমদানীর করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে মোটর কারখানা স্থাপিত হইলে সে কারখানার তৈয়ারী মোটর বর্ণনাকে ক্রয় করিবেন সে প্রতিশ্রুতিটুকু তাঁহারা দিতে সাহস হন নাই। বোম্বাই সরকার ও মহীশূর রাজ্যের সরকার প্রথমে মোটর-শিল্প স্থাপন সম্পর্কে সহযোগিতা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সরকারের মতোভাব লক্ষ্য করিয়া পরে তাঁহারাও ঐ বিষয়ে বিমুখ হইয়া দাঁড়ান। ফলে যুদ্ধের সময়ে আর কিছু দিয়া বিদেশ উৎসাহ-কুবিধা থাকা সত্ত্বেও কেবল সরকারী উৎসাহের অভাব প্রযুক্ত মোটর-শিল্পের মত একটী অত্যাবশ্যকীয় শিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয় নাই।

বিমানপোতের নির্মাণের জন্য এদেশে যুদ্ধের প্রথম দিকে হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্ট্ কোম্পানী নামে একটী কোম্পানী গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। একটী ব্যাপারে এদেশী কারবার লেকের এই কোম্পানী প্রকাশ্যভাবে বিমানের কারখানা স্থাপন করেন। সরকারী এই কারখানা স্থাপন সম্পর্কে উৎসাহের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। এই কারখানার বিমানপোত নির্মাণ করা হইলে তাঁহারা তাহা ক্রয় করিবেন বলিয়াও তাঁহারা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই কারখানার কাজ সুরু হওয়ার পর সরকারী অভিপ্রায় তাঁহাদের মত পরিবর্তন করেন। বেসরী পরিমাণ মূল্য দিয়া তাঁহারা এই কারখানার মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লন। সরকারী কর্তৃক হইয়া বসিবার পর এই কারখানার বেসরী উপকরণ হইতে বিমানপোত নির্মাণের কারখানা আলাদা করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এখন সরকার পরিচালনে বিমানপোত মেরামতের কাজই শুধু এই কারখানায় চালানো হইতেছে। যুদ্ধের সময়ে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার সরকারই ঐ সব দেশে বিমানপোত কারখানা পরিচালনা করিয়া তাহার বেসরী কোম্পানীর হাতে তাহা তুলিয়া দিয়াছেন। ঐ সময়ের ভিতর এখানে পুরাদস্তুর বিমানপোত তৈয়ার হইতেছে। আমেরিকার বেসরী কোম্পানীর উদ্যোগে একটী বিমানপোত কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। সরকারী টাকা দিয়াও সাইড কারখানি করিয়া টাকার তাল অনেক পরিমাণে আদায় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কারখানার যেসরামের জন্য বিদেশ হইতে ইঞ্জিন ক্রয় করিতে গিয়া প্রতি বছরে বিস্তর টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে। অথচ এদেশের প্রয়োজনীয় আবশ্যক ইঞ্জিনই এদেশে তৈয়ার করা সম্ভবপর। এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য সরকারী কমিটি-বার কমিটি ও কমিশন বসাইয়াছিলেন। তাঁহারা উপযুক্ত কারখানা বসাইয়া প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন এদেশেই তৈয়ার করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে তাঁহারা কেহ এ বিষয়ে কার্যকরীভাবে অগ্রসর হন নাই, যুদ্ধের সময়ে বহুস্থানে এই বহুবের প্রস্তাব কেবলই ফাইল চলিয়া-ছেন।

যুদ্ধের সময়ে আবশ্যকের তাগিদে স্বাধীন বিদেশ-ইঞ্জিন সুযোগ এই পাশ যে দিকে পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়াই তাহার সরকারী জাহাজ-শিল্প, বিমান-পোত-শিল্প, মোটর-শিল্প, ইঞ্জিন-শিল্প ও ইস্পাত-শিল্প প্রভৃতি যুদ্ধের মৌলিক শিল্প সম্পর্কেইনবোক্ত-রূপ বিস্তর মতোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। এ দেশের যুদ্ধকালীন শিল্পোন্নতির কথা বিবেচনার জন্য যুদ্ধ ১৯৪০ সালে লিনলিথগো ইন্ডাস্ট্রি পুন গঠনের করিয়াছিল। ফ্রাইডের নিয়ন্ত্রণবিভাগের সভাপতি হইতে মিঃ সে সোকক ঐ সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে আবশ্যকের স্বাধী শিল্পোন্নতির সুযোগ পাইলে করিয়াছে এই দেশে দৃঢ়ীন সময় আসিলে সুযোগ লই হইবে, সেই আশঙ্কায় ফ্রাইডের নিয়ন্ত্রণবিভাগ সভীর হইয়া পড়িয়া-ছিল। মিঃ সে সোকক ঐ সম্মেলনে হইতে হইলেও ফিরিয়া আসিবার নিয়ন্ত্রণবিভিন্নের আশ্বাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহারা স্বাধী প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধের সময়ে আমাদের দেশে কেবল লাভজনক আয়োজন অনুযায়ী লাভজিকভাবে শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা হয় ইহাই খুব কলকারখানার কারখানার সেই চেষ্টাই হইয়াছে। কাজেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণবিভাগের কোন আশঙ্কার কারণ নাই। তাহাদের মুক্তকালীন শিল্পোন্নতির কথা বিবেচনা করিতে গেলে যুদ্ধের আমরা এই নীতি অবলম্বনের প্রয়োজনই অনুভব করিতে পারি। যুদ্ধের আরোজনে যে সব লাভজনক আয়োজন হইয়াছে তা তাহার পর্যবেক্ষণে শুধু সেই সবই লাভজিকভাবে এদেশে বৈয়ারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশের কলাণ বুঝিয়া যুদ্ধের সুযোগে দেশে শিল্প গড়ার শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা তাঁহারা এখনো করেন নাই। শিল্প সম্বন্ধে এই ধরনের সরকারী মনোভাব আমূল পরিবর্তিত না হইলে আমাদের আর্থিক উন্নতির পথ সুগম হইবে না। সে পরি-বর্তনের জন্য সকল জাতীয় সম্পদেরই আমাদের ব্যবস্থার সমর্থনের প্রয়োজন।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

৩৯ ব্যাঙ্কো লেন, কলিকাতা।
স্থাপিত—১৯৩৫ সাল
গ্রাম : "ব্যাঙ্কসল্ড" ফোন : ক্যাল ২৭৬৭

—মূলধন—
অনুমোদিত এক কোটী টাকা।
বিলিকৃত ১৪,০৮,৩২৫৲ ,,

—লভ্যাংশ—
১৯৪২ শতকরা ৫৲ টাকা।
১৯৪৩ শতকরা ৬৲ টাকা।
১৯৪৪ পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা।

এজেন্সীর হার, মূলধন আরও ২৫,০০০৲ অধিকারী লেনার বিভিন্ন বিভিন্ন জেলায় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

মিঃ পি সি ঘোষাল, মিঃ এম্ কে আর্থর,
জেনারেল ম্যানেজার। এসিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০ ফোন : কলি ৬৮৬৩
হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।
বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১৭,৮৫৫৲ ,,
আমানত—এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৪ সালের ১০ই মে পর্য্যন্ত)
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ বসু
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক কারবার করা হয়।
নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়
শাখা—বড়বাজার ও ক্লাইবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা
সে-অফিস : বিরুকাবিল
এ চাটার্জি,—জেনারেল ম্যানেজার।

সামান্য সঞ্চয়ও জীবনে শান্তি আনে

টাকা যোগাড় করার চেয়ে টাকা জমানোই বেশী শক্ত। অধিকাংশ লোকই টাকা সঞ্চয় করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু নানা গোলমালে শেষ পর্য্যন্ত সঞ্চয় করা হয়ে ওঠে না। দুর্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় থাকা খুবই উচিত। জীবনবীমা সঞ্চয়ের সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ এবং এর সাহায্যে সঞ্চয় করা খুবই সহজসাধ্য। বৃদ্ধ বয়সে কিম্বা দুর্দিনে যখন টাকার প্রয়োজন খুব বেশী করে বোধ হয়, তখন জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। তখ বয়সে বেশী টাকা জমাতে হলে তোমিনিয়নে জীবনবীমা করুন।

ডোমিনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিভিন্ন ভারত কৃষি অর্থনৈতিক সম্মেলন—ভারতীয় কৃষি অর্থনৈতিক সমিতির উদ্যোগে আগামী ২৯শে, ৩০শে এবং ৩১শে ডিসেম্বর তৈলী কৃষি ইন্সটিটিউটে বিভিন্ন ভারত কৃষি অর্থনৈতিক সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন হইবে। বিখ্যাত গ্রামের প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব মহিলাল বি বাজাবাদী সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। অভ্যর্থনা কৃষি অর্থনৈতিক সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিঃ এস এস এলমুয়ার সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন।

বাংলার জন্য আড়াই লক্ষ টন গম—ইণ্ডিয়াইটের প্রেস অফিসার হইয়াছেন যে, আগামী সেপ্টেম্বর আগামী ১৯৪৪ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষে আড়াই লক্ষ টন গম সরবরাহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কর্পোরেশন কর্তৃক ট্রামওয়ে পরিচালনা—কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে ট্রাম কোম্পানী ক্রয় ও তাহা চালু করার উদ্দেশ্যে এজেন্ট নিয়োগের জন্য কর্পোরেশন যে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, কর্তৃপক্ষীয় ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সম্প্রতি কর্পোরেশন অফিসে টেণ্ডার দাখিল করা হইয়াছে এবং টেণ্ডারের অন্তরূপ শর্ত অনুযায়ী উহারা কর্পোরেশন ট্রেজারিতে তিন লক্ষ টাকা জমা দিয়াছেন।

নূতন রেলের কার্ড—প্রকাশ, আগামী ১৯শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতা রেলওয়ে এলাকায় নূতন রেলের কার্ড চালু হইবে। ৪০ লক্ষাধিক কার্ড নূতন করিয়া ইস্যু করা হইবে। লাভ ডেসপ্যাচ অফিস ও এ আর পি ওয়ার্কস অফিসসমূহে নূতন কার্ড ইস্যু করার কাজ চলিতেছে। এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা রেলওয়ে এলাকার ভূতপূর্বসমূহে সমস্ত সময়ের ভাড়াটিয়ার ও তাহাদের পরিবারের ব্যবহারের জন্য যাহাতে পরিবহণে ১৮টন মহল করার অনুমতি দিয়া ইস্যু এক আদেশ জারী করা হইবে। কলিকাতার হোটেল, মেসিং এবং অন্যান্য বড় বড় প্রতিষ্ঠানের রেশন সরবরাহ সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার জেনারেল অফিসারের অফিস ইডেন গার্ডেনে স্থাপন করা হইয়াছে।

বাংলার জন্যতের অভাব—সম্প্রতি গভীর ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে কৃষি-মন্ত্রী পী বাহাদুর মোহাম্মদুদ্দীন স্বীকার করেন যে, অতিশয় দুঃখদায়ক এবং উচ্চ মূল্যের কারণ বর্তমানের জনসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে মাংস পাওয়া সম্ভব হইতেছে না। মাংস সরবরাহের স্থানগুলি হইতে মাংস আনিতে মাংস চালানের উপযুক্ত যানবাহন উন্নতি এবং মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধি ব্যতীত মাংসের মূল্য কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নহে। এই সম্পর্কে মন্ত্রীমহোদয় আরও জানাইয়াছেন যে, মাংস চালানের সুবিধার জন্য বাংলা গবর্নমেন্ট সম্প্রতি অক্সিলিয়ারী মোটরিসার মোটরিসারটির ৩৫ সদস্যের একটি মোটর সংঘের সংগঠন করিয়াছেন।

সাংবাদিকতা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান—ফিল্ম ফ্রান্স ট্রাস্টার্ডের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ফরিদপুরের সংবাদপত্রসেবী মিঃ রায় বাহাদুর সাংবাদিকতা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন। প্রকাশ, এই সম্পর্কে তিনি ইতিমধ্যেই আশানুরূপ সাড়া পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নরসিংহি ভাই পারিখ—সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেন শ্রীযুক্ত নরসিংহি ভাই পারিখ পরোপকারক মহাত্মার মেসাইএর স্থানে মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী জানুয়ারী মাস হইতে তিনি কার্য গ্রহণ করিবেন। শ্রীযুক্ত নরসিংহি ভাই পারিখ ও আশ্রমের কন্যা সম্প্রতি অন্তর্ধান হইতে আশ্রমবাসীদের অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আরও সংবাদে জানা যায় যে, মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের সহিত অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক-ঐক্য স্থাপন ও গ্রামবাসীদের আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য মহাত্মাজী কংগ্রেস কর্মীদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, মহাত্মা গান্ধী বালিন উপর মহাত্মাজী সর্বাপেক্ষা বেশী জনপ্রিয় আশ্রম করিয়াছেন।

যুদ্ধোত্তরকালে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদের অন্যতম মিঃ আবদুর রহমানভাই সম্প্রতি মিঃ ইডেনের সাংবাদিকদের এক বৈঠকে বলেন যে, আমাদের ঐতিহ্যিক শিল্প সম্প্রসারণের সুযুক্তপ্রণালী যুদ্ধোত্তর পরিবর্তনে আমাদের জনসাধারণ বিশেষভাবে সুবিধাজনক হিসেবে সহায়তা হইবে। মিঃ রহমানভাই আরও বলেন যে, ভারতের ৩৯ কোটি অধিবাসীর জন্য মাত্র ১,৭০০ সিমেন্ট মুখ রহিয়াছে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে সিমেন্ট মুখের সংখ্যা ১৭,০০০। যুদ্ধোত্তর পরিবর্তনের আমাদের সহর ও পল্লী অঞ্চলের সমস্ত ঐতিহ্যিক প্রসারণের জন্য ১৮,০০০ স্থায়ী সিমেন্ট মুখ ও সাধারণ প্রসারণী-কেন্দ্রের প্রয়োজন। ৮৮৮৫ সালে ৩০০ মুখ্যিক ছিল, ১৩৩ খানি সিনেমামুখর ছোট ছিল এবং ৪২ খানি সংবাদ-চিত্র বুঝিতে হইবে। ঐতিহ্যিক শিল্পের ও প্রসারণের প্রয়োজনীয় সমস্ত ছিল নির্মাণের জন্য ভারতের স্থায়ীভাবী প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং তাহা আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা প্রয়োজন হইবে। এই সম্পর্কে মিঃ রহমানভাই আরও বলেন যে, পরিচালক সাহায্যের মুক্তাবার ভারতীয় ঐতিহ্যিক শিল্পের জন্য বোম্বাইয়ের উপকূলে ৪০০ একর জমি সংগ্রহ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মিত্র—বাংলা গবর্নমেন্টের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, মেসার্স জে কে মিত্র এণ্ড কোং-এর অন্যতম অংশীদার এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মিত্রকে আগামী ২৩শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মি ফ্রেড ইয়েলিন ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টরি—'ইকোনমিস্ট' অব ইণ্ডিয়ার ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কে যে বিরাট তথ্যপঞ্জী প্রকাশ করিয়াছে তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। ভারতের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতিষ্ঠাতা—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় পরিচালিত সর্বশ্রেষ্ঠ ইক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৩,১৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ১,০০,৬৫,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ৫,০১,৯১,১০০৲ টাকা

রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৩১,১৩,১০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৩ তারিখে) ৩৬,৭১,৩১,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—বোম্বাই চীফ অফিস—কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র ৪৪০টির অধিক শাখা ও সে-অফিস আছে।

ভাল এইচ. পি. মোদী, সে. পি. ই, ভোলানাথ। ম্যানেজিং ডিরেক্টর। মিঃ এইচ. পি. ওয়াডিয়া, বি. পি.
ম্যানেজার। চাহিলেই নাম মিঃ ও ঠিকানার নাম দিন। বিস্তারিত বিবরণ ও বি ব্যালান্স শীট বিনা মূল্যে পাঠান হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। সর্বাধুনিক সর্ত বিশিষ্ট আমানত।

কলিকাতার শাখাসমূহ—ডেমি অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, হল ষ্ট্রীট; মিঃ মার্কেট—১০, বিডন ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—১৩৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; কলেজস্কোয়ার—৩৫, হল ষ্ট্রীট। আসাম—কলা, নারায়ণগঞ্জ, বিক্রমপুর, ভাওয়াল-গড়, সিরিগুড়ি, বরিশাল, সিলেটসমূহ, ধানবিদ, এবং বৃন্দাবন। বিহার—জামসেদপুর, আসানসোল, ধানবাদ, সাসারাম, গয়া, রাঁচি, ভাগলপুর, মজঃফরপুর, দারভাঙ্গা, মোতিহারী, ছাপরা, মুঙ্গের, পাটনা, পাটনা সিটি, কটিহার, জিরাদেই, সাহেবগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, পাবনা, বৈদ্যনাথধাম, আরাহ, সমস্তিপুর ও মুজফ্ফরপুর। উড়িষ্যা—কটক।

এখনও ব্যাঙ্ক থাকতে
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র
পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন
সেখানে—
ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ
কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক
অফ এশিয়া লিঃ
১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
নরসিংদি শাখার শুভ
উদ্বোধন হইয়াছে।

এম পাল, এম এ,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

চার্জের প্রধান সম্পাদক এবং প্রতিষ্ঠাতা তাঁ বন্দুকীয়ের তত্ত্বাবধানের উক্ত প্রতিষ্ঠান বিশ্ব পরিজ্ঞান লন্ডনীয়, ঐ বিশ্ব পরিজ্ঞান লন্ডনীয় ও তাঁবাদাস নব লন্ডনীয় এক বাণিজ্য ভারতীয় অভিযান প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই অভিযানে প্রায় ৯০ নব প্রেরণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারক ইংরেজী ভাষায় অনুরূপ ভারতীয় নব দেখা যাইবেন। বন সময়ে অভিযান-ব্যাপি সম্পূর্ণ করা হইবে এবং উহার জন্য মোট ব্যয় পরিবে বন লক্ষ টাকা।

বিদ্যা প্রেমারে টাটা কোম্পানীর লাভ—পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী উহার উপলক্ষে ভূয়র বিকাশে 'আনন্দেরেডী' টাটা আবাসিক নব নূতন নাম করা হইয়াছে। টাটা কোম্পানী এই নামের সত্ত্ব ব্যবহার বহন করিতে রাজী হইয়াছেন।

নিখিল ভারত আত্ম সম্মেলন—নিখিল ভারত আত্ম সম্মেলন-এর অধিবেশন এলাহাবাদে আগামী ২৪শে জানুয়ারী আরম্ভ হইয়া পাঁচ দিন ব্যাপ্ত চলিবে। উক্ত সম্মেলন গত সম্মেলন ভারতের শেষ স্থানের অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

বাংলার ফলের ও বস্ত্র—বাংলার ২০টি জেলার ১১টি মিউনিসিপালিটির ফলের ও তরকের প্রকোপ দেখা দিয়াছে। ৩৪টি মিউনিসিপালিটির অবস্থাধীন উহা প্রকার বেশীরই আকার হইয়াছে। এইরূপ ফলেরা এবং বাকি ৩১টির বসন্তের আধিক্য। বাংলা সরকারের এই রোগ দূর করিবার জন্য টীকাদানের ব্যবস্থাটি সাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদের ইউরোপীয় সদস্যের প্রস্তাব—প্রকাশ, কেন্দ্রীয় পরিষদের ইউরোপীয় দল বর্তমান অধিবেশনে ভারতীয় সরকার সমালোচনা এবং ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার ইউরোপীয় সদস্যদিগের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইয়া ভারতের সঙ্গে সহিত আফ্রিকার বৈশ্যতিক সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সহিত আফ্রিকায় পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক বেলওয়ের বেতার সম্মেলন—আন্তর্জাতিক বেলওয়ের বেতার সম্মেলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হইবে। আর রেডিও সেক্রেটারী মিঃ এ এস মোরগি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

আসন্নকারী ভারতীয় বিয়োগ—বন্দরের কাজের পরিবেশের ভূতপূর্ব সদস্য সার এস এম হুসেন এবং কুলপতির সার জর্জ সেল সম্প্রতি একটী যুক্ত-বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যদি ভারতীয়দের মধ্যে শৈথিল্য বাধাই দূরীকরণ। উঁহাদের মতে যে সময় বৃটিশ কর্মচারী হুকুমের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতাসহ কাজ করিবার পরিবর্তে নিযুক্ত হইবেন, সেই সময়ের ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও পুলিস বিভাগ নিয়োগ ও কর্মপদ্ধতি ভারত সচিব বিবেচনা করিবেন, ইহা নিতান্তই আশ্চর্যজনক। ৪০ বৎসর পূর্বে যে কর্মিদল ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যে ভাবে ইউরোপীয় ও ভারতীয় নিয়োগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সেই ভাব এখন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকায় উক্ত বিবৃতিতে উঁহারা উহার প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ—ভারতের কোম্পানি সভার কেলারের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের রেডিয়ো কর্মীদের আন্দোলন সম্প্রতি লাহোর হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মহাশয় মুলীর অগ্রাহ্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ বর্তমানে লাহোর জেলে আটক আছেন।

মিঃ ডব্লিউ এস সি ট্রেলী—ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, মিঃ ডব্লিউ এস সি ট্রেলী বাংলার জেলা পদাধিকারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রকাশ, সুনির্দিষ্ট উপায়ে ব্যবসা-বিস্তার করিয়া ব্যবসায় সুবন্দোবস্ত করাই তাঁহার প্রধান কার্য হইবে। মিঃ ট্রেলী বেঙ্গল সিভিলিয়ান অফিসার এবং কোম্পানীর অংশীদার ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী ছুটিতে সংবাদ—হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ডের এক সংবাদে প্রকাশ যে, মহাত্মা গান্ধী অদূরভবিষ্যতে ছুটিতে সেবাগ্রামে যাইয়া পরিবারবর্গের সহিত কিছুদিন অবস্থান করিবেন। এই জন্য সম্প্রতি তিনি তাঁহার সমস্ত বিশ্রাম প্রবাসের বিভাগ প্রদান করায় সেবাগ্রামের সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ—নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ এম এ জিন্না সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, লীগের আগামী অধিবেশন আগামী ১৯৪৫ সালের ইষ্টার সময়ে লাহোরে অনুষ্ঠিত হইবে। লীগ তারিখ ও কার্য-তালিকা পরে ঘোষণা করা হইবে।

পাট উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস—ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির মুলতুবীর এক্সপার্টদের সম্মেলন বসা হইয়াছে যে, ১৯৩৯ ইং অধিবেশনাধীনের

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—
লুসিয়া।

কলিকাতার প্রধান শাখা
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখাসমূহ

আমেদাবাদ, কলেজ ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, বহরমপুর, করিমপুর, টাঙ্গাইল, আলমবোন, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, সিমলা, জিমডুবিয়া, জোড়হাট, ডাকঘর, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—বম্বে, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর এবং ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই সিম্বলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)

২নং মিল
বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্রিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসম্বলিত একটি সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

অন্যান্য কলিকাতা অফিস—
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, নোয়াপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, বহরমপুর, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, জিয়াগঞ্জ, লৌলতগঞ্জ, পূর্ণিয়া, পাটনা, বেনারস, আরা, রাঁচী, ভাগলপুর, জামসেদপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মিরকাদিম, ভাটিয়ারা, করিমগঞ্জ, সিলেট, আমলশোল ও শিলালঙ্ক।

কার্য্যকরী তহবিল

১,৫০,০০,০০০৲ প্রায় দেড় কোটি টাকা

বোম্বে, মাদ্রাজ, কটক ও নাগপুর শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।

এজেন্সী ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস বি পাল।

কোনো ভাড়া এর এর পাশুলী ও মিঃ ফেরেটর ইহাতে ভাড়াই ফেরেটারী নিযুক্তি হইয়াছেন।

মেসার্স বিক্রয়ের ব্যবস্থা—বাংলা সরকারের বাংলা ও আসাম সাহেবের মোট ছাড়ার মেসার্সবেলের সম্পত্তিগুলি সমস্ত সমস্যে এককি মুদ্রণ সম্পাদনের সমস্ত শাখা আবেদনকারের ব্যাবহার অনুসারাবের নিকট আপেক্ষিকারে প্রতিনিধের মেসার্স বিক্রয় করার বিধান করিয়াছেন। সার্বিধী টাকাকে মূল সমস্ত মূল্যে বিক্রয় করিবে।

বাংলা সরকারের পুনর্গঠন পরিকল্পনা—বাংলা সরকারের পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে বিধানসভার বিরোধীদলের সরকারী সদস্যদের শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু চৌধুরীকে সরকারের কার্য্য নির্বাহের জন্য বাংলা সরকারের এক সদস্য করিয়াছেন। নিয়মের বোর্ড ছয় মাসের জন্য শ্রীযুক্ত বসু চৌধুরীকে সরকারের কার্য্য করিবার অধিকার দিয়াছেন।

সিভিল সাপ্লাই বিভাগে মেয়ে কর্মচারীর সংখ্যা—বহরমপুর আবুল কলমের এক প্রশ্নের উত্তরে বাংলা সরকারের যাতায়াতের মিঃ এইচ এম সুহাবর্দি সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, সিভিল সাপ্লাই বিভাগে মোট ১৫১ জন মেয়ে চাকুরী করেন। তাহাদের ৫ জন মুসলমান। এই সমস্ত মেয়ের অধিকাংশই কেরাণীর চাকুরী করেন। তবে কয়েকজন টাইপিষ্ট, ষ্টেনোগ্রাফার ও টেলিফোন অপারেটারের কাজও করেন।

জেলে মৃত্যু-সংখ্যা—সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাজবন্দী শ্রীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিবের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী খান বাহাদুর মহম্মদ আলি বলেন যে, বাংলার জেলে সন্ত্রাসবাদী সংক্রান্ত কয়েদীর মৃত্যুসংখ্যা ১৯৩০ সালে ১১৭, ১৯৩১ সালে ১৮৯, ১৯৩২ সালে ১৮৯, ১৯৩৩ সালে ৪৮৪। বিনা বিচারে আবদ্ধ কোন বন্দীর ১৯৩১ সালে জেলে মৃত্যু হয় নাই। ১৯৩২ সালে ৩১ জনের এবং ১৯৩৩ সালে ৫৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আত্মহত্যা সম্বন্ধে ১৯৩৩ সালে ১৪ জন, ১৯৩৪ সালে ২১ জন, ১৯৩১ সালে ২৫ জন, ১৯৩২ সালে ৩৩ জন এবং ১৯৩৩ সালে ৩৭ জনের ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৬৫টি সেন্ট্রাল জেল এবং ৪৪টি সেন্ট্রাল জেল লইয়া বাংলা জেলে সর্ব্বসমেত ২৭টি জেল। সমাপ্তি মেন্টারী সেক্রেটারী আরও বলেন যে, শীতের অবস্থায় জেলে আসাই মৃত্যু-হার বৃদ্ধির কারণ।

কলিকাতার মজুত চাউল ও গমের পরিমাণ—ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগে সরবরাহ যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কলিকাতার বেসরকারী যে খাদ্যশস্য আছে তাহার পরিমাণ কলিকাতার চারি মাসের প্রয়োজনের অধিকে। ফেব্রুয়ারী মাসে পরিচালনার ৫২ হাজার টন চাউল এবং ১৪ হাজার টন গম লাগে। হিসাবে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে মোট চাউলের মজুতের পরিমাণ ৮৬ হাজার টন এবং মোট গমের মজুতের পরিমাণ ৬২,৮০০০ টন।

কলিকাতায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ—প্রকাশ, গত মাই কিলের সপ্তায় কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন চিকিৎসালয়ে মোট ৮৮,৩৫২ জন ম্যালেরিয়া রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মোট ৩৬,৫০৩ জন ম্যালেরিয়া রোগীকে রোগের লাক্ষণ্য অবস্থিতের আনুকূল্যে পরিচালিত সাময়িক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৯৭৭টি পুষ্করিণী পরিষ্কার করা হইয়াছে এবং ৫,১৪৭টি খাদীকে মশক মারার ঔষধ দেওয়া হইয়াছে।

এ আর পি বল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত—বাংলা সরকারের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিষয় বিবেচনা করিয়া বাংলার সর্ব্বত্র এ আর পি এবং অন্যান্য আসামরিক সেবাকার্য্য ব্যবস্থা শিথিল করা হইবে। তবে পূর্ব্বাঞ্চলের স্থানে স্থানে এবং কলিকাতার বিভাগসমূহ যাহাতে কোন বিপদ অকস্মাৎ এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে। এ আর পি এবং অন্যান্য আসামরিক সেবাকার্য্য ব্যবস্থা ক্রমশঃ হ্রাস করা হইবে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ বর্ত্তমানের সেবা হ্রাস সম্পূর্ণ হইবে।

আমেরিকার ভারতীয় বৈজ্ঞানিক দল—ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সরিতিরি দল আই সম্প্রতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সফর করিতে যাইবে বলিয়া সম্প্রতি সমাপ্তিতে প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার সংক্রান্ত সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদল বলিয়াছেন যে, তাহার সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকার এমিল মাসের মধ্যেই বোধে করিবে এবং সেখানে ভারতীয় ছাত্রদের বিশেষে সাহায্যের জন্য চেষ্টা করা করিবেন। ইহার আগে ছয় মাসের যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের জন্য আসিবে। ইহার মধ্যে কয়েক মাস তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমে সফরের করিবে এবং কয়েক মাস শিল্প পরিদর্শন করিবেন বলিয়া লিখা করিবেন।

ইলিং পাওনা চলাচল সম্পর্কে আলোচনা—হিন্দু পরিষদে সম্প্রতিতে সাংসদসভা জানাইয়াছেন যে, সম্প্রতি আমেরি এমিল মাসের মেসিনে আমেরিকার সরকার ও ব্রিটিশ ট্রেজারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভারতের ইলিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছে তাহা এখনও শেষ হয় নাই। সংসদসভা আরও জানাইয়াছেন যে, এই সম্পর্কে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অধিনায়ক করিবেন স্যার জেরেমী রেইসম্যান। আমেরিকার অর্থনৈতিক চলাচলের ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সকল ব্যাঙ্কের বিল অব মেসেজ-কারী সম্বন্ধেও এই প্রতিনিধিদলে স্থান লাভের সম্ভাবনা আছে।

ভারতীয় সৈন্যদল—সম্প্রতি বোম্বাই সহরে 'ইন্ডিয়া লিগের' কমিটির এক সভায় বিশেষ বক্তৃতায় ডাঃ সত্যপাল মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, 'ভারতীয় সৈন্যরা বলিতে আমরা এই বুঝি যে, এই বিরাট সামরিক বাহিনী বর্ত্তমানে বৃটিশ পরিচালনায় এবং ভবিষ্যতে ভারতবাসীর উপর এবং ইহা হইতে ভারতবাসীদের মুক্তির জন্য হইবে—অর্থাৎ বৃটিশ সুবিধাবিধির কারণে কোম্পানী সৈন্যরা করিয়া আমাদের যে ভারতীয় কোম্পানী বলিয়া চালাইবে, তাহা হইবে না।'

সি টি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা

ঢাকা ও ময়মনসিংহ

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার—শ্রীবিশ্বম্ভর বিশ্বাস

সম্পূর্ণ ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসহ একটী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

কুবের ব্যাঙ্কিং

বাংলা ও উড়িষ্যার সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে আমাদের শাখা অফিস আছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ কে চক্রবর্ত্তী

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৭ই ডিসেম্বর বড়বাজারে ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মহাসভা নাথার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল-ইষ্টেটের অন্তর্গত হইয়াছে। মিঃ এম চক্রবর্তী এণ্ড কোং এই সভায় ঐ ব্যাঙ্কের পৌরোহিত্য করেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, আলোচ্যবর্ষে মোট ৯৯৮৩ টাকার প্রাপ্তী দেখা যাইতেছে। তবু এই লাভ কেবলমাত্র ব্যাঙ্কের লাভাংশে দেই টাকা আগীম আর্থের অনুকূলে আলাদাভাবে রাখিলে লাভ হইতে পারে। মূলধন পড়ে থাকায় অংশীদারদের অসুবিধা কি হইবে সে সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় আলোচনা করেন।

এই সভায় বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ বি ভাদুড়ীকে, মিঃ এ কে সেন, মিঃ এস এন বসুকে প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

বেঙ্গল ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৯ই ডিসেম্বর ১০৭ এ নং হারিসন রোডস্থিত বেঙ্গল ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কলিকাতা আফিসে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল-ইষ্টেটের অন্তর্গত হইয়াছে। এই অধিবেশনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর মিঃ রমেশচন্দ্র সাহা আদুনিক মূলধন ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক মূল্যবান বক্তৃতা করেন। সভাতে সভাপতি অভিনন্দনের উত্তরে ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে ধন্যবাদের জানান হয়।

প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৫ই ডিসেম্বর বুধবার ৮১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ত্রয়োদশ বার্ষিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল-ইষ্টেটের অন্তর্গত হইয়াছে। বেলার্স কোম্পানীর এক এণ্ড সদস্য ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন মহাশয় এই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন।

সভায় প্রবর্তক ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান এবং প্রবর্তক সঙ্ঘের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার মহাশয়ের বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার ও সাহায্যকারীদের সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভায় বহু গণমান্য ব্যক্তি এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অধিবেশনকে অভ্যর্থনা জানান।

নূতন যৌথ কোম্পানী

লাকি থিয়েটারস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আবদুল বাসিত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭৯ সোনাগাছি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। কার্য্যারম্ভ।

ফেডিকেল এণ্ড বায়োলজিকাল ফোরাইন্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিশ্বম্ভরদাস বস্তু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯নং অফিসী লেন বোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

মোডিয়াম আসোসিয়েশন এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মোডিয়াম আসোসিয়েশন। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯৮এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। আদায়ীকৃত মূলধন—২০ হাজার টাকা। কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

উমাস্যাম লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ইউ আর। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। আদায়ীকৃত মূলধন—১০ হাজার টাকা। কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

ভারত ম্যাগনিসি কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কে মৈত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩নং অফিসী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। কার্য্য পরিচালনা।

বি. আর ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮।৩, ওল্ড বোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। কার্য্য ও অফিস সংগঠন ব্যবস্থা।

ইষ্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট এণ্ড ডিলার্স কোম্পানী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কে রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০১ বি, হরিতকী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। ঔষধাদি ও ধাতবাদির ব্যবসায়ী বৈশ্যবাণী।

বেঙ্গল প্রোগ্রাস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুনীলকুমার বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—২ ও ৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন পাটজাত দ্রব্যের ও ব্যবসায়ী।

ইষ্ট লাইকাই কোম্পিরাটি কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ভূপাল লাল কে পারেখ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। ওষধাদি।

বিহার স্প্লিণ্টিং এণ্ড ইউভিং মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কি আগরওয়ালা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। সুতা ও কাপড়ের কল।

ভূমণ্ডলোরম সাই এণ্ডেটেস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ উমাচরণ সাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৯।৩, বুর্ণাচরণ ভাকার বোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। জমি, বাড়ী প্রভৃতি ক্রয়।

ন্যাশনাল্ডা সেলরেটোরিয়ল লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সি সোয়ানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫-৩, কালাচাঁদ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ঔষধাদি বৈশ্যবাণী।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

অকল্যাণ্ড জুট কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। ক্লাইভ মিলস কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৷৷০ আনা। ডালহৌসী জুট কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। হিলিমন্স জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। ল্যাংসরাউজ জুট কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৲ টাকা। লরেন্স জুট কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪৲ টাকা। টেরোটী জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪।০ টাকা। অর্থোডক্স জুট কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৯৷০ আনা। ষ্টাণ্ডার্ড জুট কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ৫৲ টাকা। দি আইচ ওয়েল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭।০ আনা। বেঙ্গল মিলস কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৲ টাকা। ইণ্ডিয়া জুট কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৯৲ টাকা। কেজ এণ্ড কোং—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—লিণ্ডিকেট সোডা • লোপস্ট্রোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিক্টোবেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইকেরী

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৩৭ অফিস
" :—১৫৯৯ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"ক্যালকাটাইট"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাকার্স লেন, কলিকাতা

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন :—১৮৯১ টেলিগ্রাম :—ষ্টার্ট রু

হেড অফিস :—৮৪নং পাণ্ডতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা
ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা ওয়েষ্ট শাখা—৮৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, আলীপুর, ভবানীপুর, এণ্টালী, বড়বাজার (১১৮৪ ক্রস ষ্ট্রীট)।
বাংলা প্রদেশ—আরড়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, পুরাণবাজার, সৈদপুরী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, শাহাজাদপুরী, নবাবগঞ্জ (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ।
বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, হাঁটী, মজফরপুর, পাটনা সিটী এবং ভাগলপুর।

শতকরা ৭৷৷০ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—
বি বসুরায়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এম কে গুহ

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর—গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় নাই এবং ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে তারিখাবদ্ধ লেনদেনের সেই একই সুদের হার কলিকাতার সপ্তাহের ১০ আনা ও বোম্বাইয়ের সপ্তাহের ১৫ আনাই ছিল।

গত ১২ই ডিসেম্বর ভারত সরকার কর্তৃক আগামী ৩ মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার ডাকা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৯৫/০ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৯৬/০ আনা মূল্যের সমুদয় প্রায় ২২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের অন্তর্ভুক্তির মূল্যের হার বার্ষিক গড়পড়তা ।৮ আনা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ১৯শে ডিসেম্বর মেয়াদ ১১৭ দিনের (তারিখী সময়) সপ্তাহ কলিকাতার এবং ১২ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা সপ্তাহ অন্যান্য কেন্দ্রের ভারত সরকার কর্তৃক আগামী ৩রা মার্চের মেয়াদী ৬ কোটি টাকা ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

১৯৪৪ সালের ৮ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে মোট ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ইস্যু বিভাগের নিকটে বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময়-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিগ্রাফি (প্রতি টাকায়)	১ শি: ৩২৷ পে:
ঐ মার্কী " "	" "
ডি ও ডিস বাস (")	১ শি: ৩৷৷ পে:
ডি ও ডার বাস (")	১ শি: ৩৷৷ পে:
ডলার প্রতিশত	৩২১৷৷

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১৫ই ডিসেম্বরের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। গত ১৫ই ডিসেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আনিকাল্লক ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬১৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ও ২০৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা।

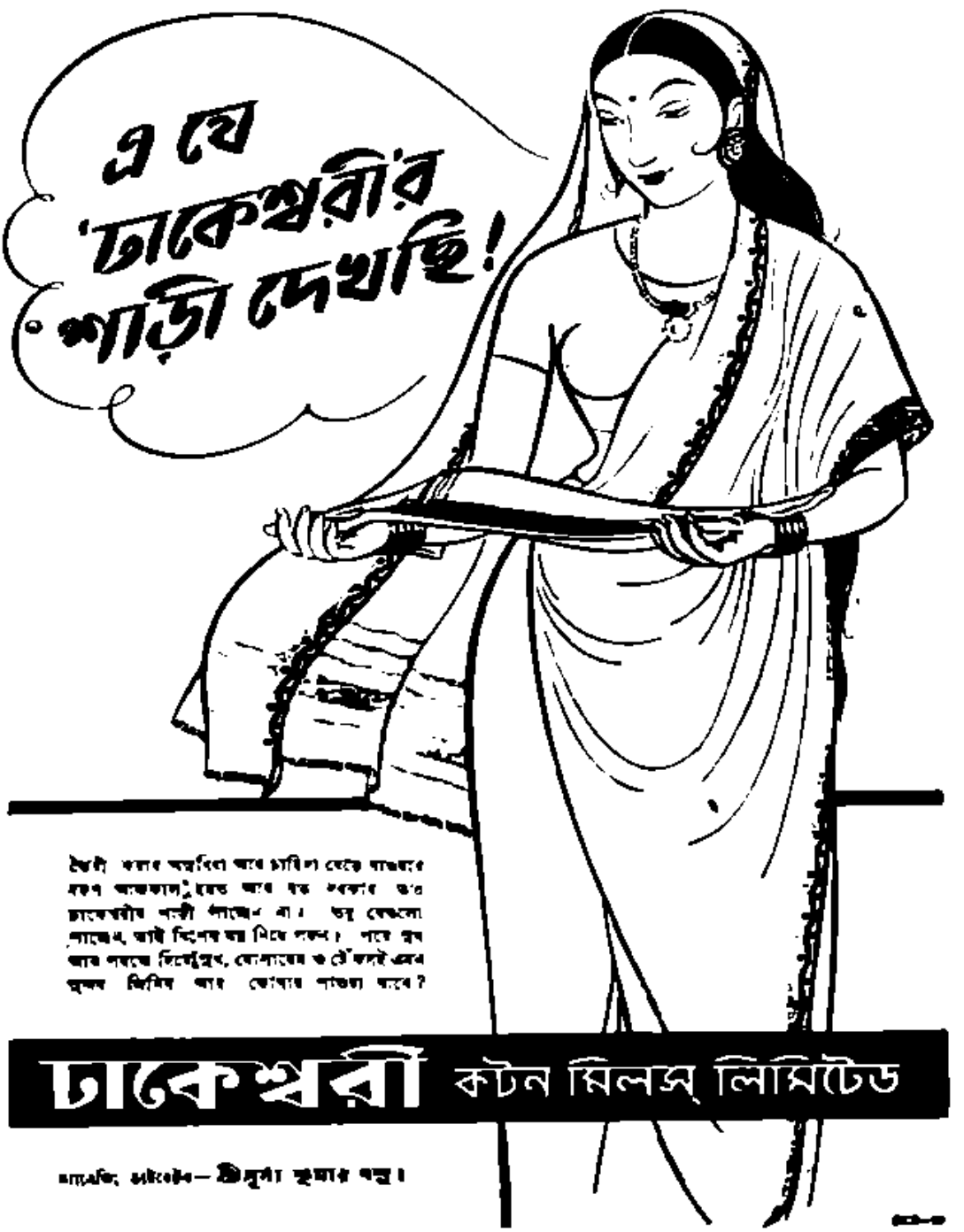

কোম্পানীর কাগজ ও সেয়ার

গত সপ্তাহে কলিকাতায় সেয়ার-বাজারে যে মেজীভাব দেখা গিয়াছিল—তাহা বলাবাহুল্য সপ্তাহের মোটামুটি সমান অবস্থায় রাখিয়া দেখা যায়। সোমবার বাজার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়িক ক্রয়-ব্যাপারের মধ্যে সামান্য উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু বিক্রয়ের আধিক্যের ফলে সেই সিদ্ধান্তাবের বাজার হইতে প্রায় সব ক্রয় এবং ইস্পাতের দিকে অধিকাংশ সেয়ারের কিছু কিছু মূল্য বৃদ্ধি পায়। সেয়ার ফেলোবেচার হিসাব-নিকাশ মিটাইবার জন্য এ সপ্তাহে তেজীর বাজার বন্ধ ছিল।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত ছিল এবং কেনাবেচা অপেক্ষাকৃত কম হয়। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের বন্ধবার সপ্তাহে কোন ভাক হয় নাই।

ব্যাঙ্ক—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সেয়ার বাজারে ব্যাঙ্কসমূহের সেয়ার বিশেষ বৃদ্ধি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ১০ টাকা ও হিন্দু, বঙ্গীয় আদি এই আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে কাপড়ের কলের সেয়ারসমূহের বিশেষ চাহিদা দেখা যায় নাই এবং বিশেষ করিয়া মিল ডিস্ট্রীবিউটার্স গত সপ্তাহের ৮৵০ আনার স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে ৭৷৷০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহের গত সপ্তাহের মত কয়লার খনির সেয়ারসমূহের চাহিদা কুণ্ণ ছিল। বেঙ্গল কোল ১৭৯৲ টাকা, অ্যাসোসিয়েটেড ৪৮৷০ আনা, বেঙ্গলি ১৭৷০ আনা এবং সিউড়ী কোলফিল্ড ৯৷৷০ আনা দরে আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে চটকলের সেয়ার-সমূহ সম্পর্কে কলিকাতাবাসীদের বিশেষ আগ্রহশীল হইতে দেখা যায় নাই। কয়লার মোকাবেলায় অধিকাংশ চটকলগুলিকে এখনও কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে বলিয়াই সাধারণ বাজারে এই সেয়ার সম্পর্কে উৎসাহ সঞ্চারিত হইতে পারিতেছে না।

ইলেকট্রিসিটি—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ সেয়ারে বিশেষ কোন পরিবর্তন না দেখা গেলেও আমীরাবাদকে মূলধন যোগান দিবার সংবাদ আসার সপ্তাহের শেষ দিকে ইহাদের আবহমের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৪ ডিসেম্বর—গত সপ্তাহে বাজারে পাটের দর কতকটা চড়িয়া উঠিয়াছিল। এ সপ্তাহে মূলধনে আরও নিরাশাব্যঞ্জক হইয়া সপ্তাহ শেষে দেখা দিয়াছে। পাটের দর পতনের তুলনায় উৎপাদনে বাধিয়া দিবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। সে বাধা অপসারিত হইয়াছে। অবশ্যম্ভাবী এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পাটের দর অত্যন্ত দ্রুতবেগে নামিয়া আসিয়াছে। এদিকে পাটকলে কয়লার যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় এখনও কোন স্থায়ী ব্যবস্থা হইতেছে না। গত সপ্তাহে পাটকলসমূহের জন্য প্রতিদিন ৫৫ গাড়ী করিয়া কয়লা আসিয়াছে। পাটকলের কাজ আসন্নভাবে চালু রাখিবার পক্ষে এই পরিমাণ কয়লা নিতান্ত অপর্যাপ্ত। তাহার উপর সরবরাহকৃত কয়লার নিম্নমান নিত্য। এই সব দেখিয়া পাটকলের উৎপাদন বাড়াইবে বলিয়া আশা করা যায় না। পাটকলের উৎপাদন না বাড়িলে চটকলওয়ালারা উৎপন্ন মাল নিয়া যেমন স্বস্তিবোধ পাট কিনিবার আগ্রহ দেখাইবে না। যে অজুহাতে পাটের দর স্থায়ীভাবে চড়িবার সম্ভাবনা কম বলিয়াই মনে হইতেছে।

আলমা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে পাটের যোগানও খুবই কম হইয়াছে। বাজারে ইউ-

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

বীমা করুন

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমস্ত লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অক্ষয়পত্রের জন্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- অকালমৃত্যু প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত অক্ষিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর অবিমিশ্র পরিবার ৩ কোটি টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন

কলিকাতা এজেন্সি লিমিটেড

চীফ এজেন্টস্,

২, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

'যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা'

এখানে আমরা নিরন্তর জীবন-যুদ্ধেরই কথা বলিতেছি। এই অবশ্য জীবন-যুদ্ধ একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং অনেকটা ব্যাপার। আর্থিক সচ্ছলতায় এই বাস্তবাত্মক জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার একমাত্র উপায়।

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

চেয়ারম্যান——কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

হেড অফিস : ৩৩নং ষ্ট্র্যাণ্ডরোড :: কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ৩৯৭

রোগীর শুশ্রূষায়..

রোগের অকল্যাণের মধ্যেও সেবাব্রতের কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

আমাদের তৈরী
ক্লথ-ব্যাণ্ডেজ • হাই ওয়াটার প্রুফ ব্যাণ্ডেজ • ক্লাইভ ব্যাণ্ডেজ • এডহেসিভ টেপ • সার্জিক্যাল ড্রেসিং • ব্যাণ্ডেজ • ক্লথ • ক্যাম্বিস ইত্যাদি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

কলিকাতা • নাগপুর • বোম্বাই

হেসিয়ান পাটের বিক্রয় ও দর মেয়ী পাটের দর মণ প্রতি যথাক্রমে ১৭।০ আনা ও ১৭।০ আনা দাঁড়াইয়াছে। তুলাবাজারেও আজ বিক্রয় ও দর মেয়ী পাট মণ প্রতি যথাক্রমে ১৯।০ আনা ও ১৭।০ আনা দরে বিক্রীত হইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে মেয়ী পাটের কিছু কারবার হইয়াছে। বাজারে আউসল্ মেয়ী মেয়ী পাটের দর মণ প্রতি ৮৫৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৯ই ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে পত্র মূল্যের তুলনায় অবশ্যই ভাব পরিলক্ষিত হয়। এক সপ্তাহে মার্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার তুলার দর ৫৪৲ টাকা হিসাবে আরম্ভে আসা হার প্রায় ৪০।৮০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার তুলার দর পত্র সপ্তাহে ৫৫৲৩০ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৫৩৲৮০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—কলিকাতার বাজারে আমদানী সপ্তাহে যথেষ্ট কাপড়ের অভাব অনুভূত হয়। দেশী ও বিদেশী উভয় প্রকার মলবী কাপড় সপ্তাহ ভরার অভাব ঘটায়া, পলবী কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধির সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিতে পারে না।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৯ই ডিসেম্বর—কলিকাতার বাজারে পত্র সপ্তাহে সোনার দর প্রতি ভরি ৯৪।০ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা এক টাকা ৯৯ আনা বৃদ্ধি পাইয়া ৯৬।০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। পত্র সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার তুলার দর পত্র সপ্তাহে ৫৫৲৩০ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৫৩৲৮০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

রূপা—কলিকাতার বাজারে বর্তমানে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ১২৬৲০ আনা দাঁড়াইয়াছে। পত্র সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১২২৲০ আনা। বোম্বাইয়ের বাজারে বর্তমানে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ১২৬৲০ আনা দাঁড়াইয়াছে। পত্র সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১২১৲০ আনা।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

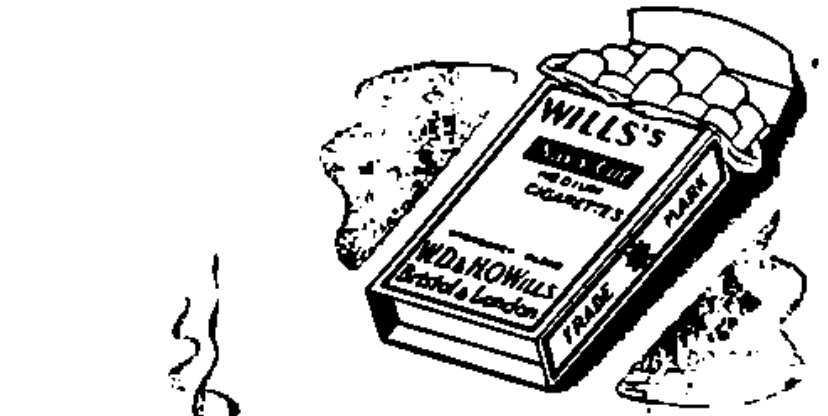

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

সাপ্তাহিক বাজার দর

		৯ই ডিসেম্বর	১১ই ডিসেম্বর	১৪ই ডিসেম্বর	১৫ই ডিসেম্বর	১৬ই ডিসেম্বর	১৭ই ডিসেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা)	...	৩২।০	৩২।০	৩২৸৵০	৩২৸৵০	৩৩৸০	৩৩৸৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই)		৩২।০	৩২।০	৩২৸৵০	৩৩/০	৩৭/০	৩৩৸/০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)		১৮৭৸০	১৮৩৸০	১৮৩৸০	১৮৩৸০	১৮৫৸০	১৮৩৫৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই)		১৮৩৸৵০	১৮৩৸০	১৮৩৫৸০	১৮৫৸৵০	১৮৭৸০	১৮৩৫৸৵০
বিনির দর—প্রতিমণ (কলিকাতা)	...	৪১৫৸০	৪১৫৸০	৪১৫৸০	৪১৫৸০	৪১৫৸০	৪১৫৸০
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের সেয়ারের দর (ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য)	...	১০০৲	১০০৲/০-১০০৲	১০০৲/০	১০০/০	১০০/০-১০০৲	
ইণ্ডিয়ান—ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ	...	৩৯৸০-৩৯৸৵০	৩৯৸০-৩৯৲	৩৯৸০-৩৯৸৵০	৩৯৸৵০-৩৯৸৵০	৩৯৸৵০-৩৯৸৵০	
ইণ্ডিয়া কপোরেশন—অফি	...	৩৯৸৵০-৩৯৸৵০	৩৯৸৵০-৩৯৸০	৩৯৲-৩৯৸৵০	৩৯৸৵০-৩৯৸৵০	৩৯৲-৩৯৸৵০	
কুমারধুবী—অফি	...	—	—	১১।০-১১/০	—	—	
কেদারনাথ এণ্ড কোং	...	—	১২।০	১২।৵০	—	১২।০	
কেশরাম	...	—	২৩৸০	২৩।০	—	২৩।০	
মার্শালস্	...	১৯৸০-১৯৸০	৪৯৲-১৯৲	৪৯৸০	৪৯৸০	৪৯৸০	
তালবাল আয়রন এণ্ড ষ্টীল	...	১৫৸০	১৫৸০-১৫৸৵০	১৫৫০-১৫১৸০	—	১৫৫০-১৫৸৵০	
আর্থার বাইলাব	...	—	—	২৩৫০	—	—	
অফি—বাঙ্গা কর্পোরেশন	...	৮৸০	৪৯৲	৪৯০	৪৸৵০	৪৸৵০	
ইণ্ডিয়ান কমার্শিয়াল কর্পোরেশন	...	—	—	৪৵০	—	—	
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	...	—	—	১৩৫৲	—	—	
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	...	৪৭৸০	—	৪৭৲	৪৭৸০	৪৬৸০	
ক্যালকাটা ব্যাঙ্কিং ব্যাঙ্ক		—	১২৸০	—	১২।০-১২৸৵০	১২৸০	
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং		৪২৸০-৪২৲	৪২৸০-৪২৸৵০	৪২৸০-৪২৸৵০	৪২৸৵০-৪২৸৵০	৪২৸৵০-৪২৸৵০	
ঝরিয়ার ঐ ঐ		২১।০-২১৸৵০	২১।০-২১৸০	২১৸০-২১৸০	২১।০-২১।৵০	২১।০-২১।০	
রাণীগঞ্জ ঐ ঐ		৪০৲-৪০৸০	৪২৲-৪২।০	৪০৲-৪০৸০	৪০৸৵০-৪০৸০	৪০৲-৪০৸০	
ইণ্ডিয়ান ঐ ঐ		৯৯৸০-৯৯৸০	৯৭।০-৯৭৲	৯৭৸০-৯৭৲	৯৯৸০	৯৭৸০-৯৭৲	
সাউথ করণপুরা ঐ		২৯।০-২৯৫৸০	২৯৸০-২৯৲	২৯৫৸০-২৯৸৵০	২৯।০-২৯৸৵০	২৯।০-২৯৸৵০	
কাপড়ের কল—বিক্টোরিয়া		৮৸০	৮৸৵০-৮৲	৮৸০-৮৸০	৮৸৵০-৮৸৵০	৮৸০-৮৲	
বেঙ্গল		১৩৸০	—	—	১৩৸০	১৩৸০-১৩৸৵০	
কানপুর টেক্সটাইলস্ ঐ	...	১৩৸৵০	১৩৸০-১৩৸০	১৩৸০-১৩৸০	—	১৩৲	
এম্পিরিয়ল কটন মিলস্ লিঃ	...	৬৫৸০	৬৫৲	—	৬৫।০-৬৫৸০	৬৫।০-৬৫।৵০	
কোম্পানীর ঐ ঐ	...	১৯।০-১৯৸০	১৯৸০-১৯।০	১৯।০-১৯৸০	১৯।০	১৯৸০-১৯৸০	
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	...	৪১৯৲-৪১৯৲	৪১৯৲-৪১৯৲	৪১৯৲	—	৪১৯৲	
ঐর পেপার মিলস্ লিঃ	...	—	—	১৩৫০	—	—	
টীয়াপ্স	...	৮৬৫৸০	—	৮৬।০-৮৮।৵০	—	৮৮৸০-৮৮৸০	

এই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণভাবে ভারত পরিচালনা ও প্রকৃত ব্যাঙ্কিং-এর পরিচায়ক।

ক্রমোন্নতির পরিচয়

জুন ১৯৪২	২৭,৫৬০৷৷৵৮ পাই
জুন ১৯৪৩	১,৭২,৩৫৬৷৷৵৬ পাই
জুন ১৯৪৪	১৪,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৩১, ব্যাণ্ডো রোড, কলিকাতা।
তার—"ওয়ার্ল্ড ওয়াইড" ফোন : বড়বাজার ২৬৯২
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ—বি কি ব্যানার্জ্জী ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস বি ঘোষ বক্সিমার

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—
কুমিল্লা

স্থাপিত :—
১৯১৪

আমানতকারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ

নিউ মার্কেট শাখা
২০শে ডিসেম্বর খোলা হইতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—বি এন সি রায়, এম-এল-সি

বিঃ এইচ টাকলেল ব্যারেট—অলাভজনিক সমবায় বিভাগের সেক্রেটারি অফিসার বি এইচ টাকলেল ব্যারেট, বি এল এম আমার বি আই ই, আই বি এস-এর দুটী লইয়া অনুষ্ঠিত বাঙ্গালোর কালে বাংলা সমবায়ক্ষেত্রের অলাভজনিক সমবায় বিভাগের সেক্রেটারী এবং অলাভজনিক সমবায় বিভাগের ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করিবেন।

আপিস ও শিল্প

সাজোড় প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র

—সবা—

- বই বাঁধাই
- মিলস্ ষ্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এড্রেসিং মেশিন
- পিতল প্লেট
- মেম, ষ্টেন্সিল
- টোকেন্ ও ব্যাজ
- মেডেল ও অন্যান্য ধাতু-চিহ্ন
- মিটে-কড়া প্লেট
- বালার খোদাইকার্য
- ডাকটিকিট সমবায় ধাতু-চিহ্ন
- কারখানার জন্য ইলেক্ট্রিক ও বাত-বাতি
- কৃষিকর্ম্মের নানাবিধ যন্ত্রপাতি
- মিষ্টি মেটালের তৈরি জিনিষপত্র

আমাদের নিজ কারখানায় যাবতীয় অর্ডার সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। বাহিরে যা অন্য কুত্রাপি পাইবেন না—এমন সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে আমরা এসব জিনিষ তৈরি করে থাকি

আলফ্রেডো
১-৩৪, সিনেমা রোড, কলিকাতা
ফোন : বি বি ১৮০৮

সাপ্তাহিক মূল্যের বর

		৯ই ডিসেম্বর	১৩ই ডিসেম্বর	১৫ই ডিসেম্বর	১৬ই ডিসেম্বর	১৭ই ডিসেম্বর	১৪ই ডি
চটকল—অকল্যাণ জুট মিলস লিঃ	...	৩৩৲	—	—	—	৩৩৫৲	
এাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ	...	—	৪৮০৲	—	৪১৫৲	৪৪৫৲	
বাসারহাটী	...	—	৬৬৫৲-৬৮৫৲	—	৬৬৫৲-৬৮৫৲	—	
নবীগঞ্জ	...	—	—	—	—	—	
কোম্পানীগঞ্জ		১৭৫/-	১৮৫/-১৯০/-	১৮৫/-১৯৫/-	১৮৫/-১৯৫/-	১৮৫/-১৯৫/-	
বিশ্বনাথ		—	৬৫৫-৬৫৫৲	—	—	৬৭৫৲	
ঔকরাডাঙ্গা		—	৫৫৩৲-৫৫৩৲	৫৫৩৲	—	—	
হাজরা	...	৮৫৫৲	৮৫৫/-৮৮৫/-	৮৮৫/-৮৫৫/-	৮৫৮/-	৮৫৮/-	
ডিমিত্ত জুট—বেলঘরিয়া জুনাথ কোং লিঃ	...	১৯৲-১৫৫/-	—	১৫৫/-	১৫৮/-	—	
চন্দননগর জুনাথ কোং লিঃ	...	৩৩৫/-	—	—	—	—	
টেক এণ্ড কোং লিঃ	...	৫৮৫৲	—	৫৮৫-৫৯৫/-	৫৭৫/-	—	
টা বাগান—লাঙ্গল টি কোং লিঃ	...	—	—	৫৫৫/-	—	৫৫৫/-	
বিশ্বনাথ টি কোং লিঃ	...	৪৫/-৪৫/-	—	—	৪৯৲-৫০৲/-	৪৯৲-৫০৲	
বিবিধ—আলমিরা সিমেন্ট কোং লিঃ	...	—	—	—	—	১৭৫/-	
বি আই কর্পোরেশন	...	—	৬৫/-৬৮/-	৬৫০-৬৮/-	৬৫৲	—	
বেঙ্গলী কাশ্মিরী কোং লিঃ	...	১৭৯৲	১৭৯৲	১৭৯৲-১৮৯৲	১৭৫৩৲	১৭৫৲	
বেঙ্গল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ		৩৭৯/-	—	৩৭৯৲	—	৩৮৲	
ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল ফেডিলেশন কোং লিঃ	...	১৩৫৲	১৩৫/-১৩৯৲	—	—	১৩৯৲-১৩৯৲	
আলাম-কেমিক্যাল সিমেন্ট	...	—	১৭৫/-১৭/-	১৭৫/-	—	—	
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ	...	৫২১/-৫২১৲	৫২১/-৫২৯/-	৫৯৭/-৫১৫/-	৫২৯/-৫৩১৲	৫২৲-৫৯৫/-	
এসোসেন্সী এন্ড কোম্পানী	...	—	২৯৲	—	—	—	

ইহা বিজ্ঞাপনমাত্র, প্রসপেক্টাস নহে

বেঙ্গল কটন কাল্টিভেশন

এণ্ড মিলস্ লিমিটেড

(১৯৪০ সনে স্থাপিত)

রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৭নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যাপার	প্রথম সত্যাংশ	মিল সাইট
বেঙ্গল কটন এষ্টেট, ত্রিপুরা	এ পর্য্যন্ত মোট সভ্যসংখ্যা ৩৫৲	সোণামুড়া, বি এণ্ড এ রেলওয়ে

বর্ত্তমানে সমমূল্যে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার

১০৲ টাকা মূল্যের ৬,৫০,০০০ সাধারণ শেয়ার এবং ১০০৲ টাকা মূল্যের ১০,০০০ ইনকামট্যাক্স রহিত পঞ্চবর্ষ ৬% সাময়িক ডিবেঞ্চারসহ প্রেফারেন্স শেয়ার

(ক) ১০৲ মূল্যের সাধারণ শেয়ারে—

আবেদনের সহিত—৫৲ বণ্টন হইলে—৯৲

বাকী ৫৲ টাকা ১৫০ টাকা হিসাবে ২ কিস্তিতে দেয়

(খ) ১০০৲ টাকা মূল্যের প্রেফারেন্স শেয়ারে—

আবেদনের সহিতই ১০০৲ টাকা দেয়।

ভর্ত্তির ফি—প্রতি আবেদনে ১৲ টাকা অতিরিক্ত দেয়

ডিরেক্টরগণ এবং তাদের বন্ধুগণ ৯,০০,০০০৲ টাকার ১০৲ টাকা মূল্যের ৯০,০০০ সাধারণ শেয়ার নিয়াছেন। বর্ত্তমানে ১০৲ টাকা মূল্যের ৬,৫০,০০০ সাধারণ শেয়ার এবং ১০০৲ টাকা মূল্যের ইনকামট্যাক্স রহিত পঞ্চবর্ষ ৬% টাকা আদায়ী ১০,০০০ শেয়ার, সমমূল্যে সাধারণের নিকট বিক্রয় হইবে।

প্ল্যাণ্টার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

ম্যানেজিং এজেন্টস্।

এই মুলধন সাধারণ সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট এই সর্ত্তে গ্রহণ করিতেছেন যে এই মুলধনের কোনও অংশ গভর্ণমেণ্টের বিনানুমতি ট্রান্সফার পারিবে-না নাই পরিমা দুই বছরের উহা ভবিষ্যতে কোনও অতিরিক্ত কাল পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত সিকিউরিটিজের নাই হইবে না যদি থাকিবে এবং এই সর্ত্তাধীন টাকা উঠাইবে দেওয়া হইবে না, যদি সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট (কোনও ষ্টেটের পার্শ্ব অফিস থাকিলে ঐক্য ষ্টেট নিযুক্ত গভর্ণমেণ্ট অফিসিয়ির সহিত পরামর্শক্রমে) টাকা উঠাইবার অনুমোদন করিতে পরিবেশ বিষয় তৎকালীন প্রচলিত মুলধনের বা ডেবেঞ্চারের বিবিবিহিত্ত গণিয়া বিবেচনা করেন। ইহা বিবেচনায় প্রকাশ করা যাবে যে, এই অনুমতির দ্বারা গভর্ণমেণ্ট কোনও আর্থিক পরিচালনার ভার এবং কোনও বিভাগ বা অংশের নিযুক্তভার গ্রহণ করিতেছেন না।

আজকের কাজে ও আনন্দে আপনার জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। কিন্তু অফিস জীবনযাত্রার সুখ ও শান্তির কথা ভেবে দেখেছেন কি? দীর্ঘদিন আজ পরে একটা অবলম্বনহীন জীবনে বিশ্রান্তি শান্তি ও সান্ত্বনা আপনি কিসেই কামনা করেন। আপনি আজকের সামান্যতম আপনার সেই কামনাকে সফল করতে পারেন।

ন্যাশন্যাল

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস ৫৭৯৯

Sanchaya Calcutta Phone; Cal | 2125 6485

সেণ্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—ঃ শাখাসমূহ ঃ—

১। ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট। ২। দক্ষিণ কলিকাতা। ৩। মিঠে আমেরী ৪। বৈদ্যবাটী ৫। ভাটপাড়া ৬। কাঁচড়াপাড়া ৭। হিলি ৮। বালুরঘাট ৯। দিনাজপুর ১০। নীলফামারি ১১। সৈয়দপুর ১২। রংপুর ১৩। সিরাজগঞ্জ ১৪। চুয়াডাঙ্গা ১৫। কুষ্টিয়া ১৬। মেহেরপুর ১৭। এলাহাবাদ ১৮। সাহাজাদপুর ১৯। লাহিড়ীমোহনপুর ২০। পাবনা ২১। আমাদপোল ২২। বর্দ্ধমান ২৩ বীরভূম ২৪। কুষ্টি ২৫। আলিপুর দুয়ার ২৬। জলপাইগুড়ি ২৭। পাইকা।

এ বৎসর অংশীদারগণকে শতকরা পাঁচ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—একান্ন টাকা।

ফুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

অক্ষয় কুমার নাহা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—এনং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা ... | লিখে দেওয়া দর

অল্প প্রিমিয়াম হার ... | অফিসের দীর্ঘ প্রসারী (Schemes)

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

স্থাপিত—১৯২৯

(লিমিটেডভুক্ত)

হেড অফিস—১২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	২,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন...	১৮,২৭,৯২০৲	,,
আদায়ীকৃত	৯,১৩,৯৬০৲	,,
কার্য্যকরী	৫০,০০,০০০৲	,, উপরে

শাখাসমূহ :—কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, বিডিয়াদহ, বহরমপুর, মুরলা, বাগেরহাট, খোলনদর এবং ঢাকা।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০	টাকা
বিলিকৃত	৪০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত	৪০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত	৩৩,০০,০০০৲	টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৬,২৫,০০০৲	টাকার উপর

আসানসোল এবং বরা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

টাঙ্গাইল শাখা ১লা ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে।

কে এন দালোলে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

শীত ঋতু আরম্ভ হইলেই বুঝিতে হইবে বসন্ত অতি নিকটবর্ত্তী, বাঙ্গলা মায়ের এই ৪দিনে সুচিন্তিত ব্যাঙ্ক ব্যবসার প্রসার, বাঙ্গলার সেই সুদিনেরই সূচনা মাত্র।

দি রেডিয়েন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রধান কার্য্যালয়—কুমিল্লা।

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : কলি ৩৩১১ গ্রাম :—ইণ্ডোয়েস্টেড

১৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

- কলিকাতা, কানপুর, এলাহাবাদ ট্রিপ্লিকেট চার্জেসের অধীনে ড্রিপ্লিকেটের বাকীর সুযোগপ্রাপ্ত যায়।
- বাঙ্গলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, যুক্ত প্রদেশের বড় বড় ব্যবসা-কেন্দ্রে ৪টি শাখা আছে।
- ৭॥০ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।
- ব্যবসায়িগণকে অনুমোদিত বিল ও জামানতের মূল্যের উপর ঋণ দেওয়া হয় এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

লিলি বিস্কুট খাদে ও গুণে— অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং . কলিকাতা

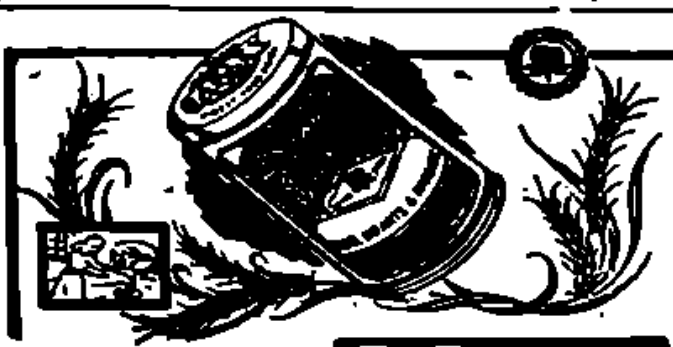

লিলি বার্লি আদর্শ পথ্য ও পায়েস

লিলি-বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং . কলিকাতা

PHONE :—B. B. 6252 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 23rd December, 1946, সোমবার, ৮ই পৌষ, ১৩৫৩ [৩৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গলা হইতে চাউল রপ্তানী ?

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র কুচবিহার বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন, "বিধানসভায় আজ বিরোধী বাঙ্গলা সরকার ঐ প্রদেশ হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করিবার জন্য" চাউলের উপযুক্ত যোগানের অভাবে গত দুই বৎসর যাবৎ বাঙ্গলার অধিবাসীরা যে দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতেছে তাহা সকলেই জানেন। চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠার ফলে গত ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলাদেশে দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। চাউলের দুর্মূল্যতার জন্য বর্তমানেও অনাহারে-অর্দ্ধাহারে বহু লোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাইতেছে। কাজেই বাঙ্গলাদেশ হইতে চাউল রপ্তানীর এই প্রস্তাব মূলতঃ বিবেচনাই অসঙ্গত করিয়াছে। এই খবর সত্য না হইলে মুখ্যমন্ত্রী সরকারের পক্ষ হইতে অবিলম্বেই আবশ্যক প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। কেন্দ্রীয় প্রজাতন্ত্রের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের বেতার বক্তৃতা শুনিয়া আমরা যে আশান্বিত হইয়াছিলাম, তাহা বাঙ্গলা সরকারের এই প্রস্তাবে নিশ্চয়ই ব্যাহত হইবে। যদি আমাদের এই আশঙ্কা অমূলক হয়, তবে আমরা দেশের স্বার্থের দিক হইতে বিশেষভাবে দাবী করিতেছি যে, বাঙ্গলা সরকার এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লউন। এখন দেশে যে দুর্ভিক্ষ চলিতেছে তাহাতে বাঙ্গলা সরকারের এই প্রস্তাব কার্যকরী হইলে বাঙ্গলার অধিবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৭৫৯-৬০
আর্থিক পরিস্থিতির ঘ	
বিবাহাদির ব্যয়	৭৬০-৬১
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর—	৭৬১-৬২
তোপসীর প্রেম—	৭৬৩
বাজারের হালচাল—	৭৬৪-৬৬

বাঙ্গলাদেশে চাউল উৎপাদন

বাঙ্গলাদেশে ১৯৪৩-৪৪ সালে চাউল উৎপাদন কিরূপ হইয়াছিল তাহা লইয়া বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়াছে, তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গলা সরকার বলিতেছেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে বাঙ্গলাদেশে ১০৩ লক্ষ একর জমিতে আউশ ও ১১ কোটি ৬৮ লক্ষ একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছিল। সেবারে একরে আউশ ধানের ফলন ৮ মণ ও আমন ধানের ফলন ১০ মণ হিসাবে ধরিয়া বাঙ্গলা সরকার বলিয়াছেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে বাঙ্গলাদেশে ১১ কোটি ৭৮ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারত সরকার বলিতেছেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে বাঙ্গলাদেশে ৭ কোটি ৭৮ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারের হিসাবের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকার ১৯৪৩-৪৪ সালে বাঙ্গলাদেশে ৪ কোটি ১০ লক্ষ মণ চাউল বেশী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া যে হিসাব দিয়াছেন তাহা সত্য নহে। ভারত সরকার বলিতেছেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে বাঙ্গলাদেশে ৪ কোটি ১০ লক্ষ মণ চাউল বেশী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার যে হিসাব দিয়াছেন তাহা সত্য নহে। ভারত সরকার বলিতেছেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে বাঙ্গলাদেশে ৭ কোটি ৭৮ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারের হিসাবের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকার ১৯৪৩-৪৪ সালে বাঙ্গলাদেশে ১০৩ লক্ষ একর জমিতে আউশ ও ১১ কোটি ৬৮ লক্ষ একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছিল বলিয়া

[illegible] এই রীতি ও পদ্ধতির মূলে যান [illegible] যাতায়াত সেবেরেখা যে খাদ এক [illegible] অবস্থার দিন যাপন করিতেছে ইহার [illegible] আসনের আর অন্ত, আমাদের মধ্যে কর্ম-[illegible] আছে। পথ আর ও যেখার-সেখানে [illegible] পরিণত হইলে পুরুষের মত মেয়েদের [illegible] বাহিরে চলিতে হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান [illegible] আমাদিগকে মেয়েদের হইবে। শিক্ষার [illegible] ছাত্রীর আর সংখ্যাবৃদ্ধি পাইবে। [illegible] আমার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ছাত্রীদের [illegible] পরিচালনার ব্যবস্থা আমরা হয় নাই। ফলে মেয়েদের [illegible] ৬০ জনে লোক এলাহাবাদে ছাত্রীর উপর [illegible] শিক্ষার ভার আমার নিজের নিজ আমাদের [illegible] দুর্ঘটনাই ঘটাইয়াছে। আরিফ বি, [illegible] রীতি অনুসারেই মেয়েদলকে [illegible] দান আমাদিগকে আর হাত পাইয়া নিজ নিজ আমরা [illegible] হইয়া পড়িতেছি। বড়লাট লিখেছেন যে [illegible] বড় বাবসায়-বাণীই উদ্যোগ করুন না কেন, [illegible] এই সোনালীর অবস্থার অভিজ্ঞতার ফলিয়া মেয়েদের [illegible] যান ছাত্রীর ফলিতে হইলে তাহা [illegible] হাতা আর কোন উপায় আমাদিগকে [illegible] করিতে হয়। ছাত্রীদের কোন বিশেষ নিজ নিজ [illegible] করা আমাদের [illegible] হিসেব নয়। মানা উদ্দেশ্য এলাহাবাদ [illegible] ফলিয়া আমার [illegible] উৎসর্গ বিদ্যায়, আমাদিগকে করিতেই হইবে। কিন্তু বর্তমানের [illegible] মেয়েদের এত বেশী পরিমাণ মেয়েদের অভিভাবক [illegible] আমরা [illegible] আমাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible]

শীতকালে বিমানযোগে প্রচুর আলোক-সম্পাতের সম্ভাবনা হইবে (৩০শে আষ্টোবর তারিখের আর্থিক সংবাদ দ্রষ্টব্য)। আলোক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও ফেলচিয়ার্স নীরাজ্য সরকার প্রতি-আক্রমণ চালাইতেছে এবং তাহাদের ফলে উভয় পক্ষেরই অনেকগুলি স্থান বিজেদের পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইতিপূর্বে অবশ্য হইতেও আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে আক্রমণ চালাইতে চেষ্টা করিতেছে তাহা শেষ পর্যন্ত ব্রাসেলস্ নগরী অবশ্য পর্যন্ত অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা আছে। ফ্লেমাদের আইসেলহাস্তার এই অঞ্চলবাসী মাত্রেই সেনাদলের বিরুদ্ধে অনেকস্থানে ট্রাম ও গাড়ীর যাতায়াত বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপাতদৃষ্টে অগ্রগতি এখনও বিশেষ দ্রুত হয় নাই।

পূর্ব ইউরোপের রণাঙ্গনে যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তন হইলে উহাদের আলোচ্য সম্প্রতি পশ্চিম ইউরোপে জোড়িয়েই বাহিনী প্রথম আঘাত করিবার সঙ্গেই হাজারী ও চেকোস্লোভাকিয়া রণাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ইহাদের আক্রমণকারী সোভিয়েট বাহিনী এখন আর অগ্রসর হইতেছে না। তাহারা এখন পাল্টা-আক্রমণ চালাইতেছে। এই পাল্টা-আক্রমণের ফলে সোভিয়েট সৈন্যগণ বিভিন্ন স্থানে যে অগ্রগতি করিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহাদের মধ্যে হাঙ্গারীর রাজধানী বুদাপেস্ট অভিমুখে অগ্রসরমান সোভিয়েট বাহিনী বর্তমানে অষ্ট্রীয়ার সীমান্তে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সোভিয়েট সীমান্ত হইতে অবশ্য এখনও ৪০ মাইল ভিতরে হাঙ্গেরীর অবস্থিত। এখান হইতে তাহারা রাজধানী বুদাপেস্ট অভিমুখে ৬০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। এবং তাহাদের রাজধানী হাঙ্গেরীর বিভাগ বিভাগের ও সংযোগরক্ষার কেন্দ্র সোভিয়েট সমূহ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের রণাঙ্গনের সংবাদে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে ব্রিজেসেনা কাহেরা বর্তমান ব্রিজেসের কাহেরা-রাজধানীর উত্তরে সংযোগ রক্ষীদের রাজধানী বুদাপেস্ট অবস্থান করিতেছে। ইহাদের অবস্থান পাল্টা-আক্রমণ চালাইবার ফলে তাহাদের অগ্রগতি বর্তমানে নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

হাঙ্গেরীর রণাঙ্গনের সর্বশেষ এই সংবাদে ব্রিজেসেনার অগ্রগতির সংবাদ আসিয়াছে। উহার ফলে দ্বিতীয় বাহিনী ইতোমধ্যে ১৫ মাইল দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছে। বুদিতা অঞ্চলে বুদিতাপেস্ট হইতে ৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে তাহারা এই সংবাদে ব্রিজেসেনার বর্তমান আসিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ডিমুইন অঞ্চলেও তাহারা ঐরূপ ৮ মাইল দক্ষিণে বর্তমানে পড়িয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে আক্রমণ অঞ্চলের ব্রিজেসেনা হাঙ্গেরী ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হইয়া সমস্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। (২১-১০-৪৪)

সরকারী বাজেটে ঘাটতি

যুদ্ধের আমলে যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক দেশেই সরকারকে বাজারি সরবরাহের ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা চালু করিতে হইয়াছে। যার ফলে যুদ্ধের সময়ে সরকারী ও বে-সরকারি উভয়-বিধ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা খুব হইতে পারে এবং তাহাতে সমস্ত-প্রকারে ব্যবসা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের আয়ের পথের বিপদ হইয়া উঠে। আমরা সরকারের সঙ্গে অন্যান্যের অনুযায়ে আমাদের বর্তমান আয় নিরূপণ-রীতি চালাইবার অভাব করিয়া ফলে সরবরাহ-ব্যবস্থা আর হইয়া গেলেও সমস্ত অধিবাসী উপকৃত হইবে এইরূপ আশা করিয়াই প্রত্যেক সরকারী রীতি সংশোধন করিয়াছিলেন। যুদ্ধের বিষয়, সরকারের আয়-নিরূপণ-রীতি চালু করিতে অনেকটা বিলম্ব হইয়াছে। অবশ্যই পাল-ব্যবস্থার ত্রুটীটি এখনও রহিয়া অনেকের অনুবিধা হইতেছে না। তবে সে সম্বন্ধে তাঁহারা এ পর্যন্তও কোন অভিযোগ করেন নাই। ইহার ফলে ফলে অনেকে আশা করিতেছেন যে, শীঘ্রই সরকারের অনুকূল আয়-রীতি অনুসারে করের পরিমাণ না করিয়া অনেকেরই অনুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। নানা দিক হইতে সরকারী আয় নিরূপণ-রীতি সম্বন্ধে নানা অভিযোগ আসাতে অবশেষে, ভারত সরকার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য মিঃ এন মাইলার নামক একজন বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করেন এবং মিঃ মাইলার বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া যে অনুসন্ধানাদির পর সম্প্রতি এ সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। মিঃ মাইলারের রিপোর্টে দেখা যায় যে, দেশের সর্বত্রই সরকারী আয়-নীতিতে প্রচুর পরিমাণ-অসন্তোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্যবসায়ী সমাজ ও শিল্পীরা উভয় সম্প্রদায়ই আয়কর অতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাইবে আয়করাদির আয়ের বাজারাবস্থার আয়ের দুর্বলতার সম্পূর্ণ অবিধা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং ফলে আয়াধিক পরিমাণ আয়কর দিয়া থাকে। ইহার উপর যে সকল বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ সাধারণভাবে আয় করিবার আয় পরি তাঁহাদের দুর্নীতি ও অত্যাচারের চাপেও বে-সরকারি অনেকের দুর্দশার আর অন্ত নাই। মিঃ মাইলার স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ করিয়াছেন যে, দেশের অধিবাসিগণ সরকারী কর্তৃপক্ষদের লোকের ও দুর্নীতির জন্য অসহনীয় কষ্ট পাইতেছে কেননীয় বা প্রাদেশিক কোন সরকারেরই এই সব অসুবিধার দূর করিয়া বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই।

ভারতবর্ষের এতদিন কোটি অধিবাসী সাধারণ যে পরিমাণ কর দিতেছে তাহার অনেকখানিই নাকি যে শুধু অসামরিক পরিস্থিতি বাদী সব এবং আমরা ইতিপূর্বেই বহুবার বলিয়াছি এবং মিঃ মাইলারের রিপোর্টেও তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে যে দেশের ৯০।৯৫ ভাগ লোক সরকারী আয় করের মানের ধারণা পর্যন্ত করিতে পারে না এবং আয়ের অসমান ভীষণ দেশের দরিদ্র মৃত্যুর মুখের বলিয়া জীবনের ওপর প্রকাশ্যে দাঁড়ায় করে, সেখানের যে সামান্য আয়ের অতিরিক্ত লোকের উপরও অনুমানে বাঁচিবার পক্ষে অপরিহার্য সামান্য পরিমাণ আয় হইতে, করিতে করিতে পারে, তাহার আলোচ্য তত্ত্ব করিবার যে কথা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

তবে বলিতেছে, আমাদের বক্তব্য জানুয়ারী আয়ের সরকার মিঃ মাইলারের এই রিপোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইবার পূর্বেই আলোচনা চালাইবার জন্য প্রতিশ্রুতি এই এ-সম্বন্ধে এতদিনের অসুবিধাসমূহের সমাধান করিবার চেষ্টা করা হইবে। আমরা আশা করি, দেশের অসন্তোষের আর যে সব সৌজন্য সরকারী কর্তৃপক্ষদের কার্যকারিতা বাধা দূর হইবে, তাহাদের হাত হইতে দেশবাসীকে বাঁচাইবার জন্য প্রত্যেক যে প্রকার পন্থা অবলম্বনে অধিবাসিগণ এবং অসন্তোষ এমন কোন ব্যবস্থা প্রবর্তনের বাধাদানে বাজারি সংস্থার ও কর্তৃপক্ষীয়ের সক্রিয় সহিতদের সাহায্য-সহিত কোন সম্পর্ক রহিত না থাকে এবং অসন্তোষ দূরকারী যে কোন ব্যক্তি যেন এজন্য ভবিষ্যতের জন্য কোনরূপ বাধা লাভ করে।

শিল্পের উপর টান

প্রতি উইন্টিনীল দেশের পর্যবেক্ষণেই দেশীয় শিল্পের সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করিয়া অবস্থানুযায়ী তাঁহাদের ট্যাক্স-রীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। যুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে আয় অনেক ক্ষেত্রেই ট্যাক্সের সহনশীলতা চলিতেছে। কিন্তু কারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্পের স্বাধীনচিন্তার করিয়া এই অবস্থাকে তাঁহারা আবশ্যকীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে সেই ট্যাক্সের সময় হইতে যথাসম্ভব রেহাই দিতে রীতি অভিপ্রায়ের ছিল। এই রীতি অনুযায়ীর সময়ের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়ের ও অন্যান্যপ্রকারের শিল্প এই যুদ্ধের সময়ে বর্তমান ট্যাক্সভার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শিল্পের সম্পর্কে যেরূপ কোন সুবিধেরই পক্ষপাতী নহি। শিল্পের দিক দিয়া অনুসন্ধান করিয়া পরিমাণ হইতেছে দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা ও অসুবিধা ঘটাইয়া অতীতে এমনও শিল্প-ক্ষেত্রসমূহের উপর নির্ভিকারে ট্যাক্স ধার্য হইয়াছে। এই যুদ্ধের সময়ে দেশী ব্যবসায়ের প্রয়োজন হওয়ায় বর্তমানে তাঁহারা আরও বেশী-ব্যবসায়ের যে রীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। ফলে দেশীয় শিল্পের সমৃদ্ধির অগ্রগতির পথ আরও বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এমন অবস্থা দেশের অর্থনীতির দিক হইতে কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। কারণে সাধারণের লাভা সরবরাহ প্রয়োজনীয়তার ব্যবসা অর্থ ব্যবসার্থের বার্ষিক সঞ্চার শিল্প-ব্যবসায়ের দিক হইতে আয় সরবরাহের ট্যাক্স-রীতি সম্পর্কে একটা অবশ্য ও পূর্ববিবেচনা লাভী করিয়াছেন এবং তাঁহারা যে প্রস্তাব উহা দেখার করিতে লাভ হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়। তবু দেশীয় শিল্পের বৃহত্তরীয় সমস্যার কথা বিবেচনা করিয়াই আমরা সরকারী ট্যাক্স-রীতি সম্পর্কে অবশ্য ও পূর্ববিবেচনার অবশ্য-অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি না, দেশীয় শিল্পের বৃহত্তরীয় সুযোগ প্রদানের করিবার জন্যও আমরা উহার বিশেষ আবশ্যকতা দেখে করিতেছি। আমাদের আর্থিক উন্নতির জন্য পর্যবেক্ষণে একটী সুবিস্তৃত পরিকল্পনা গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। করিতে দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেশের দেশীয় শিল্পের প্রসার ও অগ্রগতির সুযোগের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু অত্যধিক ট্যাক্স বসাইয়া দেশীয় শিল্প-ক্ষেত্রসমূহকে বর্তমানে যেরূপ অবস্থায় ফেলা হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যৎ কার্য প্রসারের জন্য উহারা বর্তমানে কোনরূপ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিতেছে না। অনেক শিল্প-কারখানার যন্ত্রপাতি অপরাধি দিন দিনই পুরাতন হইয়া যাইতেছে। যুদ্ধের পর শিল্প-কারখানার কার্য প্রসার করিতে হইলে ঐ সব পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইতে হইবে। কিন্তু বর্তমান ট্যাক্স ধারা পর্যবেক্ষণে বর্তমানে যেভাবে শিল্প-কারখানার অতিরিক্ত আয় সমস্ত লাভই শিল্প হাতে টানিয়া লইতেছেন তাহাতে দেশের এখন হইতে উপযুক্ত মজুত তহবিল গঠন করিয়া রাখা শিল্প-ব্যবসায়ীদের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর হইতেছে না। কাজেই দেশীয় শিল্পের বৃহত্তরীয় উন্নতির কথা ভাবিয়া তাহাদের উপর ট্যাক্স সম্পর্কে অতিরিক্ত একটা পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা এখানে উল্লেখ করিতে চাই যে, ভারতের পর্যবেক্ষণেরও এখনও ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ১০

আর্থিক পরিকল্পনা ও শিল্পোন্নতির প্রশ্ন

সুদূর সময়ে পর্যবেক্ষণ এবেশের স্থায়ী শিল্পোন্নতি সম্পর্কে সাধারণ চিন্তা যে অগ্রগতির পথে পরিচালনের পর প্রত্যেক একটি প্রবন্ধে আমরা তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য পর্যবেক্ষণ একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবার আশা করা যাইতেছিল যে, অতীতে যাহাই হউক না কেন, ভবিষ্যতে ভারতের শিল্পোন্নতির গতি অবহেলিত হইবে না। বোম্বাই পরিকল্পনার মেশে প্রয়োজনীয় শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সম্পর্কে জোর দেওয়া হইয়াছে। সেই পরিকল্পনার অন্তর্গত করিয়া প্রায় আশেষিত বাজার ছাড়িয়া এর ক্ষেত্রসমূহের বিকাশের সঠিক নিয়ন্ত্রণ হওয়ায় ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতি সম্পর্কে লোকের মনে বেশী রকম আগ্রহের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু তার আশেষিতের মেত্রে এবেশে সরকারী পরিকল্পনা গ্রহণের যে বহুদা আশা বহুদিন যাবত করা হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতি সম্পর্কে আশেষিতকে বিশেষভাবে নিরাশ হইতে হইয়াছে। কেননা অগ্রগত বিশে যখন কোটিকোটি ও বাজেটের মেত্রে কোন বিশেষ মূলধিকল্পিত প্রসার ও অগ্রগতি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ কোন আগ্রহী ধারণা এখনও অবলম্বন করিতেছেন না।

তার আশেষিত বাদলে মূলিকাতার আগিনা গত ১৯৫ ডিসেম্বর সংবাদপত্রিদের এক সভায় সরকারী আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। সেই মৈত্রে ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে উহাতে আমরা সরকারী পরিকল্পনার নীতি ও ধারা বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিয়াছিলাম। তার আশেষির মন্তব্যে যোগমূলিকাতে আলোচিত হইয়াছে যে, ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ এখনও কার্যকরীভাবে কোন পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন নাই, এ সম্পর্কে কোন নীতিও নির্ধারিত হয় নাই। ই তিন মাসের এক বেতার-বক্তৃতায় তিনি যোগেন করিয়াছেন যে, ভারতের সরকার বুঝিয়া বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে সরকার নেওয়ার জন্য পর্যবেক্ষণ ২৩টি শ্রেণীর বা বিশেষ করিয়া শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করিতেছেন।

তার আশেষিতের এই দুই ইতি হইতে শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে দৈর্ঘ্যের ও অবাবস্থিতচিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। গত ২৩ বৎসর যাবৎ এবেশে সরকারী উদ্যোগে আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণের জোড়জোড় চলিতেছে। শিল্প, কৃষি ও যানবাহন সম্পর্কে জাতীয় উন্নতির তীব্র তৈরেরের জন্য অনেকগুলি কমিটি গঠন করিয়াছিল। সেই সব কমিটি রিপোর্ট প্রত্যেক বিষয়ে এক একটি পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণের নিকট পেশ করিয়াছেন। কিন্তু শিল্প সম্পর্কে জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা স্থির হওয়া দূরের কথা, এ সম্পর্কে কোন কমিটির কাজ পর্যন্ত শেষ হয় নাই। দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া শিল্পোন্নতির সুবিধেশ দেওয়ার জন্য ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদের কমিশন সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়া একটি শিল্প কমিশন বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সে প্রস্তাব তার আশেষিতের মনঃপুত হয় নাই। বহু বিলম্ব করিয়া এখনিন তিনি এই মাত্র জানাইয়াছেন যে, বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ করিয়া কমিশনে প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য পর্যবেক্ষণ বহিরাগত ২৩টি শ্রেণীর সমর করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই ব্যবস্থাও যে কবে কার্যে পরিণত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তাহা ছাড়া কমিশনের মনে শ্রেণীর সঠন করিবার প্রস্তাবে জাতীয় স্বার্থের দিক হইতেও আপত্তির কারণ আছে। দেশের কলাণের দিক হইতে শিল্পোন্নতির এর দুটি অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ। দেশে কোন্ কোন্ শিল্প স্থাপন করা দরকার ও কি ভাবে সে সমস্ত গড়িয়া তোলা হইবে দেশের জাতীয় প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিরা দেশের স্বার্থ বুঝিয়া সে সব বিষয় স্থির করিবেন ইহাই আমরা চাই। একটি শিল্প কমিশনের কিন্তু বিরাট দেশের পরিস্থিতির পঠন করা সম্ভবপর। দেশের কমিশন না বসাইয়া সরকারী প্রাণেশের মারফতে বিশেষজ্ঞদের পরিকল্পনা গ্রহণ করা পর্যবেক্ষণের মারফতে উদ্যোগের উদ্যোক্তাদের নিয়া পরিষদ তোলার পরামর্শদায়ক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রথমতঃ শিল্প সম্পর্কে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণের দৈর্ঘ্যের ও দ্বিতীয়তঃ শিল্প কমিশনের বদলে দেশের বহু বিলম্বে সরকারী প্রাণেশের পরিবর্তে এই প্রস্তাব দেশের বিজ্ঞানদি সম্পর্কে সরকারী অধিকা ও বিশেষজ্ঞ মনোভাবেরই পরিচয় দিতেছে। আমরা পূর্বে দিনের দিন দিয়া অগ্রগত দেশের তুলনায় পশ্চাৎপদ। আন্তর্জাতীয় শিল্প গড়িয়া তোলা হয় নাই বলিয়া এবেশ যেমন গড়িয়া উঠিতেছে না তেমনি বিশেষজ্ঞের অভ্য এবেশের লোক অগ্রগত দেশের তুলনায় ধনী হইতে পড়িয়াছে। অথচ ভারত পর্যবেক্ষণ ইংলণ্ডের বাণিজ্য-ব্যাপার কথা বিবেচনা করিয়া বিদেশী পণ্যের বাজার অধুনা আধিপত্য অভ্য এবেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে সর্বদাই সজাগ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে ভারতের লোকদের মনে ক্ষোভের সীমা নাই। এই

আজিকে অনুভবে মনে তুলতে হবে আজি চরিত্র, শক্তি ও মনোবলকে তৈরী রাখতে হবে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের খাদ্য আমাদের যদি ভাল না হয় তবে কিসের জোরে দেহের ও মনের স্বাস্থ্য গড়ে তুলবেন? আমাদের খাদ্য-অপব্যয় যে অন্যান্য অনেকানিক ভাবে কোন অংশেই কম নয়। খাদ্যের মধ্যে প্রয়োজনমত খাদ্য-প্রাণ, পুষ্টি কিছা উপাদান পাই না। এতে দেহের ও মনের অনেকখানি শক্তি হারিয়ে ফেলি। কিন্তু এতটা অধিকাংশের মধ্যে হারি না যে, হামার এ সব অভাব আছে। তাই "হারিকেন" সেবন আমাদের অনেকখানি প্রয়োজন মেটায়।

হারিকনাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিমিটেড

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস:—ENEM BANK ৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন: বি বি ৬২৩৪

অমৃতসর	ওয়ারাঙ্গী	চুনাপত্তর	মাদুরা
বেনারস	আসানসোল	লালাগুলা	সাহাপোরা
ঢাকা	কিনাম	মুলতান	নিজামাবাদ
জাম্বা	কলকত্ত	নবাবীল	ট্রাংকো-আসম
লক্ষ্ণৌ	করাচী	লিলাবাবাদ	ভাবিলাবাদ
আম্বালাওয়ালা	পুনর	রাঁচী	মাদুরাম্
			লায়ালপুর

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ইউ এম ঘোষ।

অবস্থায় ভারতের জন্য আর্থিক উন্নতির কোন পরিকল্পনা গঠন করিতে হইলে দেশের লোকের বিশ্বাস ও আস্থা লাভের জন্য তাহাতে দেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে সকল দিক দিয়াই প্রকৃত সুব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু ভারত সরকারের মনোভাব ও কার্য্যনীতি বিশ্লেষণ করিলে শিল্পোন্নতি সম্পর্কে সেরূপ সুব্যবস্থার কোন নমুনা দেখা যায় না। যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু শিল্পোন্নতি সম্পর্কে উপযুক্ত পরিকল্পনা গঠনে বিলম্ব হওয়ায় কোন বিষয়েই সুনির্দ্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হইতেছে না। সংরক্ষণনীতি শিল্প সমিতি তুলিতে হইলে সেজন্য এখন হইতেই বিদেশ হইতে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহের সুযোগ দেখিতে হইবে। কিন্তু কেবল কোন্ কোন্ শিল্প স্থাপন করা দরকার, কোন্ শিল্পের জন্য কি পরিমাণ যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তাহাই যেখানে আজ পর্য্যন্ত স্থির হইল না সেখানে বাহির হইতে যন্ত্রপাতি আনাইবার সুব্যবস্থা হইবে কি করিয়া? প্রাথমিক বিভাগের সচিব মহোদয় অবশ্য দেশের শিল্পোন্নতিসম্বন্ধে তাঁহাদের পরিকল্পনার যন্ত্রপাতির জন্য অনুসন্ধানের নিমিত্ত অর্ডার দিয়া রাখিতে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে সুব্যবস্থার কোন অবাবস্থার সম্ভাবনাই আমাদের মনে বেশী করিয়া উদয় হইতেছে। শিল্প সম্পর্কে কোন তীব্র চৈতন্যের না করিয়া লোকের ব্যক্তিগত অর্ডার ও পর্য্যবেক্ষণের নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী যদি এদেশে বাহির হইতে শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যবস্থা এই ভাবে যুদ্ধের পরে দেশে শিল্প-ব্যবসায়ের সুপরিচালিত প্রসার দেখিবার আশা নিরাশাই বৃদ্ধা হয় কি?

শিল্পোন্নতি সাধন করিতে হইলে বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দেশীয় শিল্পের জন্য সকল দিক দিয়া সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে স্যার আর্দ্দেশির দালালকে প্রশ্ন করা হইলে একটা পথাচুসরিক জবাব দিয়া তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন। তিনি বলেন, ভারত সরকার দেশীয় শিল্পের সুযোগ-সুবিধা অবিচারে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত পণ্যের উপর রক্ষণ-শুল্ক প্রবর্ত্তনের সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা বিবেচনা করিতেছেন। এ সম্পর্কে একটী স্থায়ী শিল্প-সংরক্ষণবর্ত্তনী গঠন করিবার কথাও তাঁহারা ভাবিতেছেন। কিন্তু এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মামুলী দৃষ্টি আমাদের নিকট খুবই পুরাতন। স্যার আর্দ্দেশির দালাল পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের এক সভায় প্রায় এই কথাই বলিয়াছিলেন। আজও সেই ভরসাতেই পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন। ইহা কবে কাজে পরিণত হইবে তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। যুদ্ধ শেষ হইলেই ভারতের হাটে মুক্ত উদয়ে বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা সুরু হইবে। দেশীয় শিল্পের কল্যাণ দেখিতে হইলে সেই ধাক্কাসহ প্রতিযোগিতার কথা স্মরণ করিয়া শিল্প-সংরক্ষণ সম্বন্ধে এখন হইতেই একটা উপযুক্ত কার্য্যনীতি স্থির করিয়া রাখা প্রয়োজন। কিন্তু সে বিষয় বিচার ও বিবেচনা করা দূরের পর্য্যবেক্ষণ কাহারও কোন সিদ্ধান্তেই আজ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিতেছেন না। যদি স্থায়ী শৈল্পিক বোর্ড গঠন করিতে হয় তবে তৎসম্বন্ধেও এত বিলম্ব করার অর্থ নাই। যুদ্ধের পরে একবার ভারতের হাটে বিদেশী প্রতিযোগিতা সুরু হইলে তখন আর বিলম্বে স্থায়ী সংরক্ষণবর্ত্তনী গঠন করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষিপুরণ করা যাইবে কি? কিন্তু এসব বিষয়ে উপযুক্ত তৎপরতার পরিচয় কোথায়?

দেশীয় শিল্পের কল্যাণ দেখিতে হইলে বাহিরের আমদানীকৃত পণ্যের উপর রক্ষণ-শুল্ক প্রবর্ত্তনই এ বিষয়ে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়। বিদেশী কোম্পানীর মূলধনে ও বিদেশীদের পরিচালনায় এদেশে যে সব শিল্প-ব্যবসায় স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতেও দেশীয় শিল্প-ব্যবসায়কে সংরক্ষণ করিতে হইবে। প্রচুর মূলধনে বড় বড় কারখানা গড়িয়া তুলিয়া বিদেশীরা ভারতের রাসায়নিক-শিল্প, বিদ্যুৎশক্তি-শিল্প, লাবণ্য-শিল্প, রসায়ন-শিল্প, আসবাব-শিল্প ও সিমেন্ট-শিল্পের ক্ষেত্রে একচেটিয়া লাভের আসন গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছে। উহাদের প্রতিযোগিতায় দেশের এসব শিল্পগুলি যাহাতে উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত দেশীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইয়া উঠিতে পারে। শিল্পের কোন্ কোন্ জাতীয় উন্নতি ও কল্যাণের পথ সুগম করিতে হইলে এই সব আন্তর্জাতীয় বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কাহারো সুযোগ-সুবিধার পথেই পরিহার করা করিতে হইবে। এ সম্পর্কে সরকারী মনোভাব ও কার্য্যনীতি কি হইবে তৎসম্পর্কে এখন কিছু জানা গেলে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারিত। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট আভাষ এখনো পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে এ বিষয়ে অবিলম্বে কি করা সম্ভবপর তাহার পর্য্যবেক্ষণী তৎসম্বন্ধে বক্তৃতায় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু রক্ষণ-শুল্ক সম্বন্ধে যেসব আন্তর্জাতীয় বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা সম্বন্ধে সেসবের সরকারী বিচার-বিবেচনার ফলাফল বা অবিলম্বে সম্পর্কে আমরা কোন ভরসা পাইতেছি না। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য সকল দিক দিয়া সুব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ব্যাপারে অবিলম্বে এদেশের লোকের দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয়। দেশের কল্যাণ বুঝিয়া সেই অবিলম্বে কাজে পরিণত করিবার মত সহানুভূতি ও মনোবৃত্তি যদি বর্ত্তমান পর্য্যবেক্ষণীর মধ্যে অবিলম্বে সম্পর্কে তাঁহারা আজও এ দিয়া বক্তৃতাদের তাঁহারা বিদেশী সংস্থার উপর রক্ষণ-শুল্ক প্রবর্ত্তনের নীতি অবলম্বন করিবেন। আন্তর্জাতীয় বিদেশী প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার জন্য এখনই তাঁহারা ভারত সরকার আইন সংশোধন করিয়া বিদেশী সংস্থাদের অনুকূল রক্ষণব্যবস্থায় দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু দেশের আর্থ সম্পর্কে সেরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিচয় আজ বর্ত্তমান পর্য্যবেক্ষণীর নিকট তাহাদের করা যায় না। তাহাদের নিজের দিক দিয়া ভারতের প্রকৃত অবস্থাটি দেখিতে হইলে দেশের সময়ের তাহাদের পর্য্যবেক্ষণী সংরক্ষণ নীতির আমদানিকে সহজতর উপযিত করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত বসু

আমাদের দেশে আজকে যুদ্ধের জন্য যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের উপরে আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁরা যে উৎসাহ আমাদের দিয়েছেন, আমাদের সাহিত্যের উৎসাহের তার তুলনা নিজে। এ-কথা আমরা যেন এক মুহূর্ত্তের জন্য না ভুলি যে এখন আমাদের এক পরম বন্ধুর প্রয়োজন এসেছে আমাদের দেশে। এই বন্ধুর সাহায্য আমাদের দুঃখের সময়ে নিয়ে এসেছে, কিন্তু সকল সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে এসেছে আমাদের কাছে। এই বন্ধুর সাহায্য আমাদের কাছে এসেছে। সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নেই যাতে তিনি আমাদের সাহায্য না করেছেন। সাহিত্যের সাহায্য না করেছেন, তাহলে তার কারণই তিনি আমাদের সাহায্য করে গেছেন। সাহিত্যের সাহায্য করে গেছেন। আমাদের সাহিত্যের সাহায্য করে গেছেন। আমাদের সাহিত্যের সাহায্য করে গেছেন। আমাদের সাহিত্যের সাহায্য করে গেছেন।

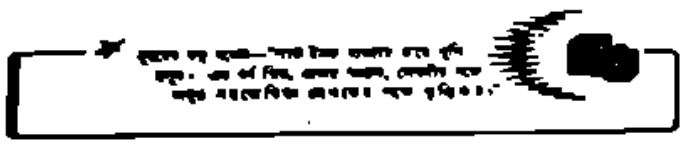

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৮এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতিষ্ঠাতা—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ব্যাঙ্কেরিয়ার বৃদ্ধি—বাংলার স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর সম্প্রতি ঘোষণা করেন যে, ব্যাঙ্কেরিয়ার পক্ষে প্রতি বছরে যত লোকের মৃত্যু হয়, ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে তাহাদের সংখ্যা ৭০ হাজার অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

ভারতীয় সেনাদের মৃত্যি দাবী—অবিলম্বে ভারতবর্ষের সেনাদের মৃত্যি দাবী করিয়া ১২৭ জন মিলিটারী অফিসিয়ান সম্প্রতি ভারসিটেলের বৃটিশ যুদ্ধ দপ্তরে টেলিগ্রামের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

ভক্তিদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ—বাংলার বন্যা অসহায়াবস্থার মধ্যে বিতরণের জন্য বাংলা সরকারের নির্দেশ ব্যবস্থানুযায়ী অতিরিক্ত ৯০,৫০০ কম্বল, ৬১,০০০ চাদর, ৫১,৫০০খানি ধোতি এবং ৬১০ খানেই তাঁবুর বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই তাহা বিভিন্ন জেলায় পাঠান হইয়াছে। যে সকল জেলায় উপরোক্ত জিনিষগুলি পাওয়া যায়, সেখানে ক্রয় করিয়া বস্ত্র বিতরণ করা হইবে।

পাকাবে রেল দুর্ঘটনা সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি—সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে পাকাবে রেল দুর্ঘটনা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, লাইন হইতে একখানি রেল সরাইবার জন্য সব ২০শে পাকাবের আবার বিকট ৬নং ডাউন পাকাবে রেল দুর্ঘটনা ঘটে।

ওয়ার্ধায় জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন—আগামী ১১ই ডিসেম্বরে ওয়ার্ধা শাখী সেবাগ্রামে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন। সম্মেলনে গত দুই বৎসরের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে কি পরিমাণ কাজ হইয়াছে তাহা আলোচিত হইবে এবং একটী সম্পূর্ণ জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে। ৩ দিন অধিবেশন চলিবে।

১৯৪৩-৪৪ সালে উৎপন্ন ধান্য—গত ২৭শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় ১নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট স্থিত সার্টিফিকেট অব ক্রমাশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড ষ্টাটিষ্টিক্স-এর অফিসে প্রেসকনফারেন্স করে ভারতবর্ষে ১৯৪৩-৪৪ সালে উৎপন্ন ধান্যের প্রথম পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতার বস্তি অঞ্চলের উন্নতি সাধন—কলিকাতার বস্তি অঞ্চলসমূহের উন্নতি সাধন-কল্পে উপায় নির্দ্ধারণের জন্য বাংলা সরকারের আবাসী এবং জনস্বাস্থ্য ডাইরেক্টর মিঃ এস এম বসুকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। প্রতিনিধি হোসেনের জন্য কলকাতাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। বাংলার সরকার সভার ব্যবস্থা করিবেন।

ডাঃ এম আর জয়াকর—ডাঃ এম আর জয়াকর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ স্মারকবক্তৃতা উপলক্ষে উপলক্ষে বক্তৃতা করিতে শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন। এবার তাঁহার এই স্মারকবক্তৃতা হইবে।

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন—১৯৪৪ সালের ২১শে ও ২২শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে সভাপতিত্ব করার জন্য 'যোগেন্দ্রমিত্রিকের' সম্পাদক মিঃ এম ও মেথাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয়ের সম্মান—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের ৪৯ বৎসর পর ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার প্রফুল্লচন্দ্র বসাকি যুক্তরাষ্ট্রে কাপড়ে ইলিনয়স্ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের 'মেটারলজিষ্ট' পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ১৯৪৫ সালে কলিকাতার অন্তর্গত ন্যাশনালিটাপুরে নতুন কারখানার উদ্বোধন করিবার জন্য কারখানার চেয়ারম্যান জিয়েটের এ্যাসিষ্টেন্ট এবং 'মেটারলজিষ্ট' পদে কাজ করার সময় কলিকাতার 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া লিখিয়াছিলেন, "তিনিই প্রথম ভারতীয়—বৈদেশিক কর্ম্মচারী ধারাকে ধারাবাহিক পদে নিয়োগ করিয়াছেন।"

ব্যাঙ্কেরিয়া নিবারণকল্পে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ব্যবস্থা—বর্ত্তমান বৎসরে বেলা-নদুরে বিনামূল্যে ব্যাঙ্কেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধাদি বিতরণ করিবার জন্য বাংলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরকে আরও ৩১ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সরকারের ডিরেক্টর মহোদয়কে পূর্বে ১৩ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক বিক্রমজিৎ রায়হত—বিশ্বভারতীর ইসলামিক বিভাগের পালী ভাষার শিক্ষক অধ্যাপক মিঃ বিক্রমজিৎ রায়হতকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'তাঁহার অব্ কিলজফি' উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধের নাম ছিল "নিব—দি আলবর্ত"। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এমিলসন্, ডাব ডেলবাহাদুর ও এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এস হাবিব-হুসেনকে লইয়া পরীক্ষক বোর্ড গঠন প্রবন্ধটী পরীক্ষিত হইয়াছে।

যোগেন্দ্রলাল মিত্র স্মৃতিফলকের আনুষ্ঠানিক আবরণ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত আশুতোষ মিউজিয়মের দ্বারা বিভাগের মিউজ লাভার সরকারের অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী আবরণ স্মৃতিফলকের মধ্যে নির্মীয় যুগলভাব যোগেন্দ্রলাল মিত্র স্মৃতিফলকের

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে পাঁচ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা হইবে।

প্রত্যেকটী ২৫৲ টাকা মূল্যের ২০,০০০ টী অভিমানী শেয়ার বিক্রয় করার সঙ্গে শেয়ার প্রতি ৩৲ টাকা এবং বিক্রির পর শেয়ার প্রতি ২৲ টাকা দিতে হইবে। বন্ধী টাকা প্রতি শেয়ার বাবদ ৫৲ টাকা হিসাবে চার কিস্তিতে আদায় করা হইবে।

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯০১

হেড অফিস—জলপাইগুড়ি, কলিকাতা।

বিস্তৃত বিবরণাদির জন্য হেড অফিসে বা নিম্নলিখিত যে কোনও শাখায় আবেদন করুন :—

কলিকাতা	ইছাপুরা (চাকা),	বাগবাজার,	খুলনা(রোড,
ডালহৌসী স্কোয়ার,	করিমপুর,	করিমগঞ্জ,	বরিশাল(রোড),
বড়বাজার,	গোপালগঞ্জ,	ঘুমলাই	আসাম
শিয়ালদহ,	গঁড়েরা,	(আসাম-বেঙ্গল),	**আসাম**
হাওড়া,	মেদিনীপুর,	দাঁকোটী (,,),	গৌহাটী,
বেহালা,	আমলাগোড়,	ফাজিলাপুর,	**বিহার**
ভাওয়াজার,	জলপাইগুড়ি,	ফরিদাপুর (বাবুপুর),	ধানবাদ,
বালীগঞ্জ।	দার্জিলিং।	বাজারিবাগ	**উড়িষ্যা**
বেঙ্গল	**বিহার**	পাটনা।	পুরী।
ঢাকা,	পুর্ণিয়া,	**উড়িষ্যা**	মজঃফরপুর (তীরভুক্তি),
নারায়ণগঞ্জ,	রাঁচী,	পুরী।	চৌধুরীবাজার (,,),
শিলচাইগড়,	ভাগলপুর,	মজঃফরপুর (তীরভুক্তি),	**ইউ পি**
শিরাজগঞ্জ (চাকা),	সম্বলপুর,	চৌধুরীবাজার (,,),	জৌনপুর,
			বেনারস।
			জি সি
			সাহারানপুর।

টেলি : "Bainbank" Cal.
কোড : সি, বে,২৬৮১

পাটনা ও শিরাজগঞ্জ (চাকা) নূতন শাখা খোলা হইয়াছে।

বি.মুখার্জী—
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

তারতলা আইনের ৯৯-এ ধারায় অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এই অনুমতি প্রদানে তারত সরকার এতদ্বারে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটী গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৩ সালে নূতন এবং মুক্তিদের সর্বাঙ্গীন পরিবিভিন্নের ইহার প্রভূত সাফল্য অতীত বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। দার্বিক সচ্ছলতের নিরাপত্তা, বীমাপত্রের বিশ্বাসতা, পরিচালনপদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট প্রচলিত বীমা ২৩ কোটী ৮২ লক্ষ টাকার উপর

বীমা তবধিল— ৫ ,, ৪৫ ,, ,, ,,

রিজিয়ারের আয়—১ ,, ১২ ,, ,, ,,

মোট সংস্থান— প্রায় ৬ কোটী টাকা

বার্ষী বোনাস (১৯৩৭-৪০) তিন কোটী টাকার উপর

নূতন বীমা (১৯৪৩) ৪ কোটী ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড,

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

পাসবইয়ের (৭২৯ পৃষ্ঠায়) বীমাসংক্রান্ত একখানি মর্মস্পর্শী চিত্র দেখিয়াছেন। আমাদের গ্রামে মুখার্জী ব্রোথার্স একটী বন্ধকী ব্যাঙ্ক খুলিয়া এখন ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে সম্প্রতি সাফল্যলাভ করিতেছে। তুলনায়ের পরিচয় আমি ইতিপূর্বে ঐ সকল মূল্য আবিষ্কার করিয়াছি।

আই এ ও আই এস সি পরীক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এক এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছেন যে, আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারীর পরিবর্তে আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে আই এ ও আই এস সি পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

কলিকাতার চুরির অভিযোগ—পুলিস বিভাগ হইতে প্রকাশিত এক বুলেটীন হইতে জানা যায় যে, গতবর্ষ মধ্যে কলিকাতায় ৩৯৪টী পকেট-মার ধরা পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে ৩০টির সজ্ঞান পাওয়া গিয়াছে। এই অবশেষ মাসে বিভিন্ন থেকে ৬৯টী মুখে এবং মাসিকে ২১১টী মুখে চুরি হইয়াছে। উহার মধ্যে ৩০টী ক্ষেত্রে মুদ্রাকারীর সন্ধান মিলিয়াছে। বর্তমানে জেলে আটক বা আদালতে বিচারাধীন আসামীর সংখ্যা ৩,০৪১। ঐ মাসে ৩৯টী বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন।—ভারতে মার্কিন সমালোচকের মতে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ইংরাজ ও মার্কিন আমেরিকার ভারত সম্পর্কে অভ্যাবশ্যকীয় ভুল ধারণা করিয়া থাকেন, অথচ সমালোচকের মতে ইহাদের বিশেষ কোনোরূপ ধারণাই নাই। উক্ত মার্কিন সমালোচক সম্প্রতি ভারতবিশেষজ্ঞ পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার মতে ইংরাজ শিক্ষানবীশী পরিচয়ের সাম্প্রতিক আমেরিকার অবস্থানের ফলে এই ধরণ ভারত দৃষ্টি পাইবে। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, আমেরিকার ভার বিভিন্নদেশের রাজনৈতিক অভিজ্ঞের অবাধ সমবয়ের বিধানে যোগদান করায় তাঁর ইংরাজ-প্রেমের এক প্রকারান্তর ট্রিনিটেরিয়ের মহিলা বিদ্যালয়ের বিভেদের দেশের না করায়কে ইংরাজ আমেরিকার সাহায্যের ব্যবস্থা হইবেছে। উক্ত মার্কিন সমালোচকের মতে ইংরাজ পরিচয়ের বিরুদ্ধতা করিবার জন্যেই দেশের এক প্রকারান্তর বর্তমানে আমেরিকার সাহায্যের উদ্যোগ।

আরবের প্রধান অধিক দ্রব্য সমুদ্র—প্রকাশ, যে আরবের তুরস্ক বিভাগের ইংরাজদেশের কবিরী করার, আর, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি প্রধান প্রধান অধিক দ্রব্য ক্রয়ের সর্বদেশের

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৩৮৩৩
হেড অফিস—৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১২,৮৫৫৲
আমানত—এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৪ সালের ১০ই মে পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও ধর্মতলা ষ্ট্রীট (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা।

পে-অফিস : বিডকাফিল এ চ্যাটার্জি,—জেনারেল ম্যানেজার।

অফিস ও শিল্প

সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় লিখিবস্তু

—যথা—

- বই বাঁধিবার
- লিখন ষ্ট্যান্ড
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এড্রেসিং মেসিন
- পিয়ন ব্যাগ
- প্লেন, গ্লেট,
- চৌকেস ও বেল্ট
- মেডেল ও অন্যান্যপ্রকার ধাতু-চিহ্ন
- সিল্কে-মোড়া ব্যাজ
- গাড়ীর নাম্বারপ্লেট
- চামড়ার পদার্থের সংক্রান্ত ধাতু-চিহ্ন
- কারখানার জন্য ইলেকট্রিক বাতি-বাতি
- ভূবিভাগের যাবতীয় আসবাবপত্র
- সিল্ক মেটালের তৈরী লিখিবস্তু

আমাদের নিজ কারখানার প্রস্তুত্য তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। আমরা না করে দিতে পারিলে না—এতো সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে আমরা এসব জিনিষ তৈরি করে থাকি

ম্যানেজার

১৩৬৪, বিডন রো, কলিকাতা
ফোন : বি বি ১১৪৮

বাংলার প্রাচুর্য বর্দ্ধনে

এস, আর, দাস

ASARDAS

ব্যাঙ্কার, ইঞ্জিনীয়ার, কণ্ট্রাক্টর এণ্ড ইম্পোর্টার

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বত্বাধিকারী

মেসার্স বিজলী প্রেস
কলিকাতা।
মেসার্স এস আর দাস
ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জাম বিক্রেতা এবং কণ্ট্রাক্টর্স, কলিকাতা

ম্যানেজিং এজেন্টস

চাঁদপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ
চাঁদপুর (ত্রিপুরা)
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ম্যাচ ফ্যাক্টরী লিঃ
চাঁদপুর (ত্রিপুরা)
বেঙ্গল কটন এণ্ড ষ্টোরস্ সিণ্ডিকেট লিঃ
কলিকাতা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

দি চাঁদপুর হোটেল ব্যাঙ্ক লিঃ
চাঁদপুর (ত্রিপুরা)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

খুলনা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ
খুলনা, আসাম
শান্তিনিকেতন ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ
শান্তিনিকেতন (বেঙ্গল)
ষ্টীল এণ্ড ইলেকট্রিক্যাল অ্যাণ্ড জ্যাক্চারিং কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ
কলিকাতা
চ্যাটার্জী বাস এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা
ওরিয়েণ্টাল ক্লথ প্রডাক্টস লিঃ
কলিকাতা
হোটেল গ্রাস ওয়ার্কস লিঃ
বেলঘরিয়া, হাওড়া
চাঁদপুর গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ
চাঁদপুর (ত্রিপুরা)
টেক্সো ট্রেডার্স লিঃ
মেশিনারী ও ইলেকট্রিক সরঞ্জাম আমদানীকারক, কলিকাতা

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা (২৬১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

আয়ের নিম্নে তুলাবিধ অধিকারের। অবশ্য নিয়ামে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিষয়ে আরও-নিম্ন সরকারগুলির সহযোগিতা আশিবেন।

মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্য ব্যয়—মার্কিন সমর ও নৌবিভাগ হইতে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে যে, মূল আসল হওয়া অবধি মার্কিন সামরিক মোট ৪,৪১,৫১৮ সৈন্য অস্ত্র হইয়াছে। তন্মধ্যে ১,২১,৭৮৩ হত, ৫,৩১,৪৬৮ আহত, ৪৮,৫৪৩ নিখোঁজ এবং ৯০,৭৪৫ বন্দী। অস্ত্র ২২শে সেপ্টেম্বরের সমর বিভাগের সংবাদে দেখা যায়, মূলযুদ্ধবিরতির মোট ৪,১৩,৬৯৮ সৈন্য অস্ত্র হইয়াছে। তন্মধ্যে ১১,৯৮৫ হত, ২,৯৮,৭৬৯ আহত, ১৮,৯৪৩ নিখোঁজ এবং ৪,৩৪৩ বন্দী। আহত সৈন্যসংখ্যার মধ্যে ১,২৩,৪৯০ পুনরায় যুদ্ধে যোগ দিয়াছে। অস্ত্র গত ৫ই সেপ্টেম্বর নৌবিভাগের সাহায্যে জানা যায়, মোট ৭৭,১৪০ সৈন্য অস্ত্র হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৯,৭৩৮ হত, ৩৩,৪৯৯ আহত, ৯,৪৯৭ নিখোঁজ এবং ৪,৬৯৬ বন্দী।

সরকারের খাদ্য-ব্যবস্থা—সরকারিভাবে খাদ্য শস্য ক্রয় সম্বন্ধে বিস্তার অধিক অধিকার অর্জনের জন্য বিশেষ অধ্যাদেশ অধিকার বিঃ এক বাটনার অধ্যে-অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া যে বিলোপ বাধিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, খাদ্য-ব্যবস্থার বিভিন্নস্তর অধিকারিদের মধ্যে দুর্নীতি, ঘুষ এবং চোরাবাজারী উৎপীড়ন বিশেষভাবে বর্তমান।

ডেলমাস্ট্রোর অতি বৃদ্ধির চেষ্টা—ডেলমাস্ট্রো প্রস্তাবে পরিচালক এক সংবাদে প্রকাশ, ফুটবলের বেলওয়ে বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ রাজী ও ব্যবসায়ী যেন শহরে ইঞ্জিনের পরিবর্তে ব্যবহারের চেষ্টার প্রয়োজন পরীক্ষা চালাইতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইলে রাজী ও ব্যবসায়ী বেলওয়েগুলির বাষ্প-চালিত ইঞ্জিনের বদলে ডিজেল ইঞ্জিন ও বিদ্যুৎ-চালিত ইঞ্জিনই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইবে। ইহাতে ইঞ্জিনের গতি অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফেলের ভাড়াও কম হইবে।

আমেরিকায় অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন—আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন এবং কৃষিজাত দ্রব্য বৃদ্ধি করিবার জন্য আগত সরকারী মুক্তহস্তদান হইতে আগামী ১০ হাজার অধিক ফেরারের প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

অধিকাতার অধিমা ইন্সপেক্টর নিয়োগ—মজুর এবং অধিকারে বিদেশী অর্ডি-ন্যান্স অনুসারে একজন অধিমা ইন্সপেক্টর (বিশেষ ঈলা মিত্র) নিযুক্ত করা হইয়াছে। অবশীদুর ২৮ং লোয়ার রোডে তাঁহার অফিস (ফোন বং পার্ক ৮৯৪) স্থাপিত হইয়াছে। অধি-কাতার অধিমাদের উক্ত অধিকার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা এই অফিসে করিবার জন্য অনুরোধ দিন বেলা ৮টা হইতে ১টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে।

অ্যামেরার মূল্যহ্রাসের নূতন উপায়—সম্প্রতি লন্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সব হইতে অ্যামেরার মূল্যহ্রাসের উদ্দেশ্যে আরও এক সপ্তাহ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, 'লাইট-হাউস' কার্য-সাধনের জিবিধান 'আমেরিকান ব্যবহৃত' নামক মৌলিক 'ফ্লুরোস্কোপের সিল' প্রস্তুত করিয়া থাকার করিলে অ্যামেরার মূল্যহ্রাস সম্ভব হইতে পারে। ঔষধটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে মন্তব্যে সকলেই নিঃসন্দেহ হইয়াছেন।

ব্যাঙ্ক রেটের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা—ব্যাঙ্ক সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে বাংলা সরকারের ব্যাঙ্ক সংখ্যা বৃদ্ধির এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই পরিকল্পনানুসারে প্রথম বৎসরেই ৫০ হাজার ব্যাঙ্ক অধিকৃত পাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বৃদ্ধি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৪ সালের রাষ্ট্রিকোয়েশন এক-কেশনাল অ্যাকাউন্টিস, বোম্বে ইউনিভার্সিটি কেমোলিস ও অন্যান্য বোম্বে অ্যাকাউন্টিসের জন্য ব্যবস্থা করিবার বোম্বে আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী। ইউনিভার্সিটি অ্যাকাউন্টের বিভিন্ন নিয়মাবলী জানা যাইবে এবং ডেপুটেশনের নিকট নিয়মিত ব্যবস্থাদের ফরম পাওয়া যাইবে।

বাংলা সরকারের কর্তৃক ডাইল ব্যবস্থাকীর প্রস্তাব—অনুসন্ধানের পরিচালনে বিশেষ প্রতিনিধি ডেপুটি এক সংবাদে প্রকাশ যে, বাংলা সরকারের ডাইল সরকারের নিকট হইতে অধিক পরিমাণ চাউল দাবী করা হুচে থাকুক এবং তাঁহারা তাহার সরকারের নিকট প্রচুর পরিমাণ চাউল বিক্রয় করিতে চাহিয়াছেন। উক্ত বিশেষ প্রতিনিধি আরও জানাইয়াছেন যে, বাংলা সরকারের প্রতি বাংলা দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ চাউল প্রেরণের ব্যাপারে সরকারী কর্তৃপক্ষ চাহিয়াছিলেন।

বাংলার খাদ্য পরিস্থিতি—প্রকাশ, যে সকল সরকার সেপ্টেম্বরে ৫০ হাজার বা অধিক, বাংলা সরকারের সেই সকল সহরে রেশনিং প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাংলা সরকারের চাহা ও সরবরাহমন্ত্র সহরে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিচয় করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, কলকাতা এবং পশ্চিম বাংলে সম্প্রতি যে সকল মূলধন খনন হইয়াছে (৪০,০০০ টন মাল বাহার উপযোগী। প্রকাশ করা হইয়াছে, বাহাতে মজুত করার জন্য ঐ সকল জলে সাধারণ ব্যবসায়ী-দিগকে ভাড়া দেওয়া হইবে।

বাংলার বৈমাসিক বাজেট পূর্বাভাষ—বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগ সম্প্রতি বাংলার বৈমাসিক বাজেট প্রথম পূর্বাভাষ প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে প্রকাশ, বর্তমান বৎসরে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ ২২ হাজার ২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বৈমাসিক বাজেট চাষ হইয়াছে। গত বৎসরের প্রথম পূর্বাভাষ অনুযায়ী ১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৬২

বাংলার গ্রাহকদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ই

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৪৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞ ও দক্ষকর্মী ব্যবসায়িবর্গের তত্ত্বাবধানের ফলে ইহা উন্নতির চরম শিখরে, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মজঃফরপুর, মজঃফরপুর (বলি), জামালপুর (মুঙ্গের), মেজিয়াবাজার (বলি), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ফরিদপুর, পাবনা, আটোয়া, নওগাঁ, কুষ্টিয়া, তমলুক, মিলাহর, শান্তিপুর ও ময়মনসিংহ।

আমানতের হার ও সর্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

২, ক্লাইভ এভেন্যু (নেতাজী সুভাষ রোড), কলিকাতা।

আদায়ী মূলধন ১ কোটি টাকা

কটনকৃত মূলধন ২ কোটি টাকা

চেয়ারম্যান :—মিঃ জি ডি বিড়লা

টেলিগ্রাম : UCOBANK ফি আর মোকামের

ফোন : কলি ৬৪৭৮ কলিকাতা ম্যানেজার

কলিকাতা সহরের নিজস্ব ব্যাঙ্ক

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিকাতা ২২৯০ (তিন লাইন)

	কার্যকরী মূলধন	ব্যাঙ্ক, সরকারের সিকিউরিটি ইত্যাদিতে ন্যস্ত	অতিরিক্ত অফিস
১৯৪২	৫৯,০৬,৮২৩৲	৩৫,২৮,৭০০৲	১,২৭,০০০৲
১৯৪৩	১,১৬,২৬,৯২০৲	৬৯,১৬,৩২২৲	১,৬০,৬৭০৲
মার্চ'৪৪	১,৮৩,০০,০০০৲	৭৮,৫৬,৫৬৭৲	১,৯৪,৬৩২৲

আমাদের উপর নির্ভর করিলে আপনার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত।

হাজার ২ শত এবং অতিরিক্ত [ছাত্র পুস্তকাগার অঞ্চলে ১ কোটী ৬১ লক্ষ ২২ হাজার ২ শত এবং অতিরিক্ত বেতনবৃদ্ধি বাবদ ৩৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল। উপরোক্ত টাকার মধ্যে এই বৎসরে আনুমানিক অবশিষ্ট যে পরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত হিসাবে ৩৬ লক্ষ টাকা বেতনবৃদ্ধি বাবদ অতিরিক্ত বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। সব বৎসরের সমস্ত পূর্ত্তীকার্য্যের জন্য ৮৮ লক্ষ এবং [ছাত্র পুস্তকাগার সংক্রান্ত ১০৩ লক্ষ বাদ অতিরিক্ত বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল।

বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে রেশন ব্যবস্থা—এতদ্বিষয়ক্ষে অতিরিক্ত পরিবহণের যে, কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চল রেশন এলাকার (কলিকাতা করপোরেশন, হাওড়া, বালী, লাইট রেলওয়ে, আন্দুলকটি, টিটাগড় এবং অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ) রেশনিংয়ের অধীন সব মিলে প্রায় ৫৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪৮ পরিবার মোট রেশন-অফিসগুলির মধ্যে রেশনকার্ড দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে রেশনকার্ড দেওয়ার জন্য বিভিন্ন অফিসগুলি হইতে রেশনিং ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিভিন্ন রেশন-অফিসের ২২টি অঞ্চল আছে, তাহাদের অনুমান ৯ লক্ষ ৮৮ হাজার লোক বসবাস করে। এই সব অঞ্চল হইতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ রোগীদিগকে এবং ছোটোদিগকে সরিষার তৈল সরবরাহ করা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে তত্ত্বাবধান করা সম্বন্ধে সমস্ত ১ হাজার ৮৫৫ জন পরিদর্শকদিগকে রেশন অফিসে রেশনকার্ড দেওয়ার কাজে নিযুক্ত থাকে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, কার্ডধারীদের মধ্যে কাপড় বিতরণ করিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তদনুযায়ী প্রায় সাড়ে তেরো লক্ষ পরিবারের মধ্যে কাপড় বিতরণ করা হইয়াছে। সমস্ত রেশনের দোকান ১৯৪৩ সালের ১লা ডিসেম্বর এবং ১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারী খোলা রাখিতে হইয়াছিল।

ভারতীয় অর্থনৈতিক অনুসন্ধান—ভারত গভর্ণমেণ্টের ইহাও পরিকল্পনা করিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় অর্থনৈতিকবিদগণের মতামত অভিজ্ঞতার উপযোগ করিবেন। আগামী সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ জানুয়ারী পর্য্যন্ত সিমলায় এই সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহের মধ্যে এই একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১ শত প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

বন্দর ঋণ করার জন্য ১ কোটী টাকা সাহায্য—বাংলা গভর্ণমেণ্টের কৃষিসচিব সেদিন বুধবারের ঘোষণায় বলেন যে, বাংলা গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান ব্যবস্থানুযায়ী চাষের জন্য ঋণ করিবার সুবিধা দেওয়ার জন্য কোটী টাকা ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, বাংলা গভর্ণমেণ্ট কৃষি ঋণ, গো ঋণন, ভূমি এবং অধিক পরিমাণে বৈজ্ঞানিক উপায়ানের জন্য মূলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

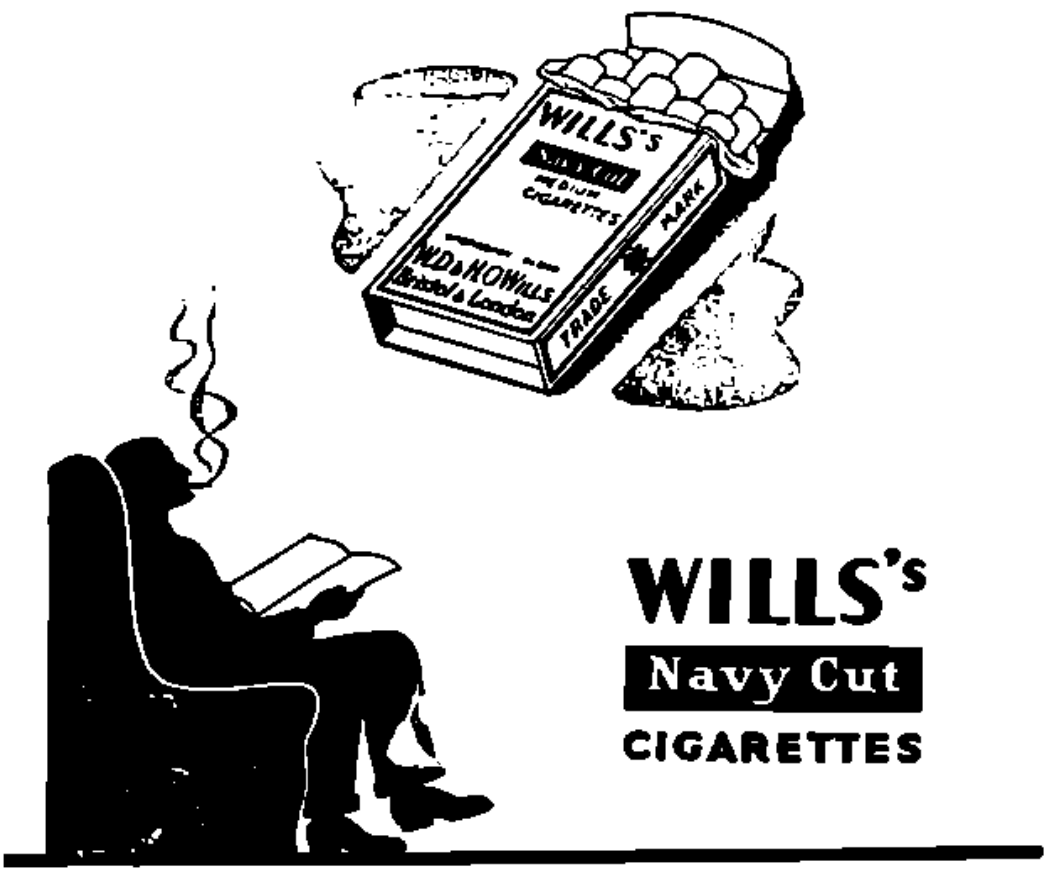

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

কোম্পানী প্রসঙ্গ

পার্টিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৮ই ডিসেম্বর সোমবার কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসা-কেন্দ্র ৪নং ব্যাণ্টেঙ্ক পার্টিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের দ্বার দ্বারোদ্ঘাটন ও ব্যাঙ্কিং উদ্বোধন সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দার মহাশয় পৌরোহিত্য করেন এবং ব্যাঙ্কের মুহূর্তমুক্ত প্রধান মন্ত্রী মৌলবী আবদুল হক সাহেব প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি তাঁহার বক্তৃতায় এদেশে ব্যাঙ্ক প্রসারের আবশ্যকতার উপর জোর দেন এবং ব্যবসায়ে বিস্তৃতি বিস্তারের নবীন ব্যাঙ্কগুলির যে প্রয়োজন রহিয়াছে সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া নিজ-নিজ বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাঙ্কের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, আয়-ব্যয়ের এমনে সব প্রয়োজন হইবে তাহা হোলের কলাণে ব্যবসায় সম্প্রসারণ এবং প্রতিষ্ঠা হইলে পার্টিলিং ব্যাঙ্কের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়িতে বিশেষ সাহায্য করিবে। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে এদেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া অনেকে উদ্বিগ্ন হন। কিন্তু ইহাতে ও আশঙ্কিত হইবার কারণ নাই,

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৮শে ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে টাকার বর্ষেষ্ট চাহিদা থাকিলেও টাকার ভাবে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিদা-বাজ পরিশোধের দরুণ অনেক সময়ের তায় এ সপ্তাহেও কলিকাতার সময়কার ১০ আনা এবং বোম্বাইয়ে সময়কার ।০ আনাই ছিল।

গত ১২শে ডিসেম্বর ভারত সরকার কর্তৃক আগামী ডিসেম্বরের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার ডাকা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৸৵০ আনা মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৸৵৯ পাই মূল্যের সমস্তরা প্রায় ২৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের সমস্তরা মূল্যের হার বার্ষিক সমস্তরা ৯৩ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ২৯শে ডিসেম্বর বেলা ১১টা (টাকার সময়) পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে অন্যান্য কেন্দ্র সমূহে ভারত সরকার কর্তৃক আগামী ছিয় মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে।

আগামী ২৮শে ডিসেম্বর বেলা ১১টা পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা ও বোম্বাই অফিসে আগাম সমর্পণকারী কর্তৃক আগামী ছিয় মাসের এক কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

১৯৪৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে মোট ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ইস্যু বিভাগের সম্মুখে বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময়-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন হার নিম্নরূপ ছিল :—

টেলিগ্রাফিক (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৩৯৯ পেঃ
ঐ মার্কিণ ,, ,,	,, ,,
তিন দিন মেয়াদ (,,)	১ শিঃ ৩৯ পেঃ
তিন মাস মেয়াদ (,,)	১ শিঃ ৩৯৯ পেঃ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৮ই ডিসেম্বরের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে তাহার হাতে ধাতব মোটের পরিমাণ ছিল ৯৮৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। গত ৮ই ডিসেম্বর

ডিসেম্বর মাসের আনিবার্যকৃত আমদানীর মূল্য ও স্থায়ী আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬১১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ও ২০৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে মেজীভাব বিরাজমান ছিল এবং বাজারে অংশী পরিমাণ কারবার হইতে দেখা যায়। আমাদানীর সাম্প্রতিক স্বাক্ষী আক্রমণের ফলে ইউনোলের মূল্য আরও কিছুদিন চলিবার সম্ভাবনা ঘনীভূত হওয়ায় এবং দেশী-তলার দৃঢ়মুষ্টির প্রভাবে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে অধিকাংশ শেয়ারেরই এ-সপ্তাহে কিছু কিছু দাম বাড়িয়াছে। অবশ্য আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে শেয়ারসমূহের যে পরিমাণ চাহিদা ছিল তদনুরূপ বিক্রেতা থাকিলে আরও বেশী তেজীভাব হইতে পারিত। সাধারণতঃ কোন বীমা-মুক্তির ফুরে বাজারে শেয়ার-বিক্রয়ের যে উদাহরণ দেখা যায় এ-সপ্তাহে তদ্রূপ কোন বিক্রয়ের ফুরি লক্ষ্যণীয় হওয়া সত্ত্বেও সেরূপ বিক্রয়াধিক্য দেখা যায় নাই। অবশ্য অধিকাংশের শেয়ারের দরই এ-সপ্তাহে বাজারে সন্তোষজনক চাহিদা পরিলক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কাগজের কল ও ইউনিয়ারি শেয়ারসমূহের দরে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় নাই।

আগামী ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ থাকিবে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের ভাল কাজ হইয়াছে এবং মূল্যের দিক হইতেও ইহাদের বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় নাই। ৩½ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৮-৪৩) ১০১৷৩ আনা, ৩½ সুদের ঋণপত্র (১৯৫৫-৭০) ১১৯৲ টাকায় ও ৩½ সুদের ঋণপত্র (১৯৫৭-৪৭) ১০০৷৵০ আনা দরে আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে।

কলিকাতার শেয়ার-বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে কারবার বিগত শেয়ার সপ্তাহে সব চেয়ে অধিক পরিমাণ আরম্ভ দেখা যায় এবং অধিকাংশ শেয়ারেই এ সপ্তাহে কিছু কিছু মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অত্র শেয়ারের মোটামুটি দর ছিল ১৯৮০ আনা। ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বুধবার ২০৯৩ আনা ও সপ্তাহান্তে ২০৯৫০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ এ সপ্তাহের শেষ দিকে ২০৯৫০ আনায় দাঁড়াইয়া যায়। তবে শেষ পর্যন্ত মুনাফা বুকিং ২৯৲ টাকায় উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে মোকাবেলা এক লক্ষের উপরে হইয়াছে। অংশের মূল্য ৩৯৲ টাকা ছিল।

ইউনিয়ারি :—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের ইউনিয়ন শেয়ারসমূহের অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত ছিল, কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে এই বিভাগের অনেকগুলি শেয়ারে কিছু কিছু মূল্য বৃদ্ধি হয়। ডিমাকাসদা ৩০৫০ আনা, বারেন্দর ৫১৲ টাকা, বারাকোল ৩০৫০ আনা, ডাবরাম ৩৯৫০ আনা ও সমর ৪৮৲ টাকা দরে আলোচ্য সপ্তাহের শেষে কেনাবেচা হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং :—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের প্রায় সব শেয়ারের বাজারী দর সপ্তাহের শেষ দিকের দর ছিল এবং ইঞ্জিনিয়ার আয়রন ও ইস্পাত কর্পোরেশন যথাক্রমে ৪১৷৩০ আনা ও ৩৯৷৩০ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে।

বিবিধ :—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের ইন্ডিয়া কেনারেল ইলেকট্রিসিটির উল্লেখযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। কালকাটা ট্রামওয়েজ সপ্তাহের প্রথমে ৪১৷৩০ আনা দরে কিছু হইলেও মূল্য হ্রাস পাইয়া সপ্তাহ-শেষে ৪১৷৩০ আনায় দাঁড়াইয়া আসিয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২২শে ডিসেম্বর—পাটের বাজারে এ সপ্তাহে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বেচা-কেনা বিশেষ কিছু হয় নাই, পাটের দরও পড়িয়া যাওয়ার মতন দেখা যাইতেছে। পাটকলওয়ালারা পাট খরিদ করিতে আদৌ দেখাইতেছে না বলিয়াই বাজারে এইরূপ মন্দার সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য প্রয়োজনানুরূপ যোগানের অভাবে পাট-দর যাহা যাবৎ তীব্রিত পাটকলের কাজ চালানো যাইতেছে না। অবশ্যেষে অবশ্য অবশ্য সপ্তাহে একটা সুবাবস্থা করিবেন বলিয়া সব মহলের মনে হইতেছে অবশ্য দিবা আশ্বিতেছেন। কিন্তু সে অবস্থার সুফল বাস্তবে কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। অবশ্যের অভাবে এ সপ্তাহে অন্তর্কলহ কলের কাজ বন্ধ ছিল। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে পাট খরিদ করা সম্পর্কে ফিরা চটকলওয়ালাদের আগ্রহ বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায় না। সে কারণে পাটের দরের নিম্নগতি বন্ধ হওয়াও কঠিন। তবে পাটের দর নিম্ন থাকিলেও আলোচ্য সপ্তাহে চটের দর অবশ্যই বেশী দেখা গিয়াছে। অবশ্যে অবশ্যে পাটকলে কম পরিমাণে চটি উৎপন্ন হইতেছে বলিয়াই উহার দর এইরূপ বেশী হইয়া উঠিয়াছে।

অবশ্যাধী নির্মাণিক মূল্যে পাট কিনিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট একটী ক্রয় সাব-কমিটি গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে পাটের দর অন্ততঃ নির্মাণিক নিম্নতম সীমার মধ্যে থাকার যাইবার একটা সুবিধা হইত। কিন্তু সিদ্ধান্ত হইলে কি হইবে, প্রস্তাবিত সাব-কমিটি এখনও গঠিত হইতেছে না। সাব-কমিটি গঠন করিয়া এখনও যদি পাট ক্রয়ের ব্যবস্থা না হয়, তবে তাহা অবে হইতে উহাই আশঙ্কা আশিতেছি।

আলোচ্য পাটের বাজারে এ সপ্তাহে প্রতি মণ ২৩৷৩ আনা দরে সরকার পরিমাণে ইউরোপীয়ান বিভাগ শ্রেণীর পাট বিক্রয় হইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে কটকনওয়ালারা এ সপ্তাহে সরকার পরিমাণে প্রতি বেল ৭৯৲ টাকা দরে লাইটারিজে পাট খরিদ করিয়াছে।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

৩৯এ ব্যাণ্ডেল রোড, কলিকাতা।
স্থাপিত—১৯০৮ সাল
গ্রাম : "ব্যাঙ্কসাল" ফোন : ক্যাল ২৭৬৭

—মূলধন—
অনুমোদিত এক কোটী টাকা
বিলিকৃত ১৪,০৮,৬২৫৲ ৩
—সভ্যগণে—
১৯৪২ সভকরা ৫৲ টাকা
১৯৪৩ সভকরা ৬৲ টাকা
১৯৪৪ পূর্ণাদেশজা বেশী
ডিভিডেণ্ড সভ্যগণ।

প্রত্যেকটী ২৫৲ মূল্যের আরও ২৫,০০০টী অতিরিক্ত শেয়ার বিক্রয়ের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় বরাদ্দকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

মিঃ পি সি ঘোষাল, মিঃ এম্ কে অর্জুন,
জেনারেল ম্যানেজার। এসিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃতে
(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

বীমা করুন

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমস্ত লাভ পলিসিহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অবস্থাতেই ঋণ সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- বৎসরান্তে প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনা-জনিত অক্ষিপুরণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর অস্তিত্বের পরিমাণ ৯ কোটী টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন

কক্ষিতচন্দ্র এণ্ড সন্স
চীফ এজেন্টস্।

২, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

ভারতীয় শিল্পের সংগঠন প্রচেষ্টায় আমরা আপনার সহায়তা কামনা করি

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৩১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : বি বি ৪১৮

শাখা—ক্লাইভ ষ্ট্রীট, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ডালহাউসি ও নারায়ণগঞ্জ।

সুদ : চলতি—১% মেয়াদি—২%

আমাদের স্থায়ী আমানত, ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফট বিষয়াবলীর জন্য পত্র লিখুন।

সুবিধাজনক সর্তে দেনার ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। বিভিডেণ্ড ও কোম্পানীর কাগজের সুদ আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগপ্রাপ্ত

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি। ৩৪৯৯

শাখাসমূহ :— বড়বাজার, ধেরেন্দাটা, জামবাজার, বিডনষ্ট্রীট, চাঁদপাড়া, আলমবাজার, বোলাকীর ও কাটাবেলী (নাইন মাইল), মানকুণ্ডা, মাধবপুর, সাহাগঞ্জ, পাবেরিয়ানবাই, বারাসুত (২৪পরগণা), পাইকা, বিষ্ণুপুর, আরামবাগ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৪শে ডিসেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে পত্র সপ্তাহের তুলনায় তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। পত সপ্তাহে বার্ষ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তের বরিয়া তুলার দর ৪৩৯৯৮ আনা ছিল। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিন হইতেই তাহা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানে ৪৪৮৯০ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার তুলার দর পত সপ্তাহে ৪৪৩৯৮ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৪৮৯০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে বিভি কাপড় এবং পাঁচ গজের ফরমাইশ-প্রাপ্ত চাহিদার তুলনায় যোগান এতাত্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় জনসাধারণ বিভি কাপড় এবং পাঁচগজ বিশিষ্ট ধুতির 'কোটাবাজারের' আশায় প্রথম না করিয়া লাভের করিতে পারিতেছে না।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২১শে ডিসেম্বর—ডিসেম্বর মাস প্রথমে ৭৫,০০০ তোলা সোনা বাজারে বিক্রয় হইবার আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে বেশ তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতার বাজারে পত সপ্তাহে সোনার দর প্রতি ভরি ৪৩৮৫/০ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭০৮০ আনা দাঁড়াইয়াছে। পত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ৪৩৮/০ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭১৮/০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতিবার বিনি বর্তমানে ৪৮৮০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দর বৃদ্ধির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরে পত সপ্তাহের তুলনায় তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতার বাজারে পত সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১৭৬৮০ আনা। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে পত সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১৮৩৫/০ আনা। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৩৯/০ আনা দাঁড়াইয়াছে। বিলাতী ব্যাঙ্ক আলোচ্য সপ্তাহে প্রথমে ৫০০ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি (হাজিরা) ১৩১৯/০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে।

মুক্তোর পুনর্বহাল পরিকল্পনা—মুক্তোর পুনর্বহাল এবং আইনের ঐতিহিবিধানের সম্পর্কে ভারত সরকার প্রাদেশিক গভর্নমেন্টগুলির আগামী ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে তাঁহাদের বিভিন্ন বিভাগের পত বার্ষিকী পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত সার দাখিল করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

ভারত টুথ পাউডার

পাইরোরিয়া, দাঁতের বেদনা, দাঁত ফোলা, রক্ত ও পুঁজ পড়া প্রভৃতি

সকল প্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

এজেন্সীর জন্য ও এজেন্ট আবশ্যক।

ভারত কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ

১৪, ডাঃ জগবন্ধু সেন, বহুবাজার, কলিকাতা

ব্রিটিশ ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য—১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে সমুদ্রপথে ব্রিটিশ ভারতে মোট ১৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী হইয়াছিল এবং ১৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার পণ্য ব্রিটিশ ভারত হইতে ঐ পথে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। পত বৎসর আগষ্ট পর্যন্ত পাঁচ মাসে ব্রিটিশ ভারতে হইতে এইভাবে ৯৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকার পণ্য রপ্তানী হয়। ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালের ঐ সময়ের রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য ছিল যথাক্রমে ৮৮ কোটি ৫৭ লক্ষ ও ৭৮ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। এই পাঁচ মাসে ব্রিটিশ ভারতে মোট ৮০ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার বিদেশী মাল সমুদ্রপথে আমদানী হইয়াছিল। ইহা ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালের সমসাময়িক আমদানী সংখ্যার মানের তুলনায় যথাক্রমে ৫৭ কোটি ৫২ লক্ষ ও ৫৯ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা বেশী।

তুষিসপত্র মূল্য নির্ধারণ কমিটি—সরকার, তুষিজাত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ কমিটির সহিত আলোচনার সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাহা ভিন্ন ঐ সকল ব্যবসায়ীদের কমিটির প্রেসিডেন্সী সভাপতি হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সী ব্যবসায় সমস্ত সভ্য লইয়া এই কমিটি গঠিত হইবে। উক্ত কমিটিতে ৭ জন বে-সরকারী এবং ৩ জন সরকারী সভ্য থাকিবেন। মুনাফার আশে চাষীরা যাহাতে ন্যায্য মূল্য আদায় হয় তদুদ্দেশ্যে এই কমিটি তুষিজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে প্রয়োজন করিবেন এবং বিক্রয়, আমদানী ও চাষি বিক্রয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিবেন। পত ফুল মাসে বিভিন্ন তুষি বিক্রয় নীতি নির্ধারণ কমিটির অধিবেশনে যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছিল, অনুসারে এই কমিটি গঠিত হইয়াছে।

টাকা খাটানোর বিশেষ সুবিধা

ব্যাঙ্কে টাকা রাখা, কোম্পানীর কাগজ কেনা নিরাপদে টাকা খাটানোর প্রকৃষ্ট উপায় সন্দেহ নেই, তবে নিউ ইণ্ডিয়ার অনুরূপ বীমা পলিসিতে টাকা খাটানোর অধিকন্তু অনেকগুলি সুবিধা আছে। সেগুলি হচ্ছে :

- **মেয়াদ শেষে :** বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে আপনি পলিসি ভাঙ্গান টাকার উপরে যা বোনাস পাবেন, অনেক ক্ষেত্রেই তার মোট পরিমাণ আপনার বিনিয়োজিত মূলধন পরিমাণ থেকে বেশি।
- **জীবনের ঝুঁকি :** বীমাকারীর অকাল মৃত্যুতে বীমার সম্পূর্ণ টাকা তাঁর আত্মীয়রা পেয়ে যাবেন। অবশ্যই এক পলিসি পরিমাণ অর্থের বোনাস বেশি হয়ে যাবে।
- **আয়কর থেকে অব্যাহতি :** বীমার টাকার উপরে আয়করদাতা আয়কর হিসাব থেকে বাদ দেবার হয়। বীমা আয়কর দিয়ে যাবেন, উপরন্তু পাবেন এই একটি বড় সুবিধা।
- **মূলধনের হ্রাস নেই :** বিনা-পলিসির মূলধন হ্রাস নেই ; বরঞ্চ বোনাসের ফলে তার মোট পরিমাণ বেড়ে যায়।

টাকা টাকা কিস্তিবন্দীতে অথবা একই সঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। একসঙ্গে টাকা দিলে টাকা প্রতি কিছু বেশীও পাওয়া যায়। কোন পলিসিতে কতদিন অন্তর কি রকম টাকা দিতে হবে তা প্রয়োজন মাফিক বয়স, বীমার মেয়াদ, আয়করের পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ; সুতরাং আপনি অনুগ্রহ করলেই আপনার উপযোগী পলিসির বিবরণ আপনাকে অবিলম্বে পাঠাব।

১৯৪০ সালে
৩ কিস্তি টাকা দেওয়ার পর
২,১৩,০৮,৩০৪ টাকা

মোট তহবিল
৩,৫৯,৩০,৪৪৪ টাকা

নিউ ইণ্ডিয়ার অর্থনৈতিক সম্পত্তি আর সুপরিচিত এবং নির্ভরযোগ্যতার জোরে পরিচালক। অফিসীয়া, জীবনবীমা, নৌবীমা, দুর্ঘটনাবীমা প্রভৃতি সকলপ্রকার বীমার জন্যে নিম্ন অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিউ ইণ্ডিয়ার স্থান সর্বপ্রথম।

দি
নিউ ইণ্ডিয়া এস্যিওরেন্স কোং, লিঃ

৮, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছয় কোটি টাকার উপর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৯শে ডিসেম্বর	১৮ই ডিসেম্বর	১৯শে ডিসেম্বর	২০শে ডিসেম্বর	২১শে ডিসেম্বর	২২শে ডিসেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৬৬৯৵০	৬৬৯৵০	৭০।৵০	৭০৵০	৭০৵০	
ঐ ঐ (বোম্বাই)	৬৬৯৵০	৭০৵০	৭১৵০	৬৯৯৵০	৭১৯৵০	
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১২৬৷৵	১২৮৷৵	১৩১৷৵	১৩০৷৵	১৩০৲	
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১২৬৯৵০	১৩০৲	১৩৫৵০	১৩৩৯৵০	১৩১৷৵০	
বিবিধ দর—প্রতিভরি (কলিকাতা) ...	৪৬৫৲	৪৭৫৲	৪৮৫৲	৪৮৫৲	৪৮৫৲	
কোম্পানীর কাগজ—স্বল্পমূল্য এবং দুরদের মেয়াদের মূল্য (সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন)		১০০৷—৯৯৸৵০	১০০৵০—৯৯৸৵০	১০০৲	১০০৷৵০—৯৯৲	
ইণ্ডিয়ালিয়াল—'						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...		৪০৸৵০—৩৭৷৵০	৪১৵০—৩৯৷৵	৪১৷৵০—৪০৸৵০	৪০৸৵০—৪০৷৵০	
ষ্টীল কর্পোরেশন—অফি ...		৩৯৷৵০—৩৮৵০	৩৯৸৵০—৩৯৷৵০	৩৯৸৵০—৩৯৷৵০	৩৯৷৵০—৩৯৵০	
কুমারধুবী—অফি ...		—	—	১০৸৵০	১১৲	
অফিস ইলেকট্রিক ষ্টীল ...		৯০৵০	৯০৵০	৯৩৷৵০—৯২৷৵০	৯৩৷৵০—৯১৷৵০	
ফেডো ...		৯৪৷৵০—৯২৷৵০	৯৪৷৵০—৯৩৷৵০	৯৩৷৵০—৯৩৷৵০	৯৩৷৵০—৯৩৷৵০	
বার্ণপুর ...		৪৯৸৵০—৪৮৸৵০	৪৯৸৵০—৪৮৸৵০	৪৯৵০	—	
জামসেদ আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...		১৩৫৵০	১৩৫৵০—১৩৪৵০	—	১৩৪৵০—১৩৩৵০	
টিটাগিয়া ...		—	—	—	১৩৫৲—১৩৪৵০	
খনি—বাঙ্গা কর্পোরেশন ...	বাজারে দর	৪৫—৪৪৵০	৪৫৵০	৪৫৷০	৪৫৵০	
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...		—	—	৬৵০—৬৲	৬৵০—৬৲	
ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...		—	—	১৩৫৲—১৩৫৷৵০	১৩৫৲—১৩৫৲	
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...		৬৲	৬৲—৬৷৵০	—	৬৷৵০	
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া		১৩৵০	১৩৵০	১৪৷৵০—১৪৩৵০	১৩৵০	
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...		৫৫৲—৫১৷৵০	৫৫৲ ৫৬৲	৫৫৵০—৫৩৵০	৫৫৲—৫১৷৵০	
বাসড়েরা ,, ,, ...		১১১৷৵০—১১৩৵০	১১১৵০—১১১৵০	১১১৷—১১৩৵০	১১৪৵০—১১১৵০	
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...		৫৫৷০—৫৪৵০	৫৫৷০	৫৫৲—৫৪৷০	৫৫৲—৫৪৲	
ইণ্ডিয়ান ,, ,, ...		৬৭৵০—৬৬৲৲	৬৪৷০—৬৩৲৲	৬৪৲—৬৩৲৵০	৬৪৷৵০—৬৩৲৵০	
লাইট কাম্পানী ,, ...		২৭৷০—২৬৷০	২৭৲—২৬৵০	২৭৲৵০—২৭৷০	২৭৲—২৬৲৵০	
কাগজের কল—নিউ ইণ্ডিয়া পেপার মিলস লিঃ ...		৭৷০—৬৸৵০	৭৫০—৭০	৭১৵০—৭১৵০	৭১৵০—৭১৵০	
বেঙ্গল ,, ...		১৪৸৵০	১৩৵০	১৪৸৵০	—	
ভাদুড়ে টেক্সটাইলস্ ,, ...		১১৯৵০	১৩৸৵০—১১৯৵০	১৪৷০—১৩	—	
বালিয়া ষ্টীল মিলস লিঃ ...		৬৪৸৵০—৬৪৷০	৬৯	৬৪৸৵০—৬৪৸৵০	৬৪৷০	
বেঙ্গোবার ,, ,, ...		১৪৷০—১৩	১৪৷৵০	১৪৯৵০—১৪৸৵০	১৪৯৵০	
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...		—	৪৪৷৵০	৪৪৪৷০—৪৪০	৪৪৪৲—৪৪০৷০	
টিটাগড় পেপার মিলস লিঃ ...	—	১৯৯৸৵০—১৯৩৵০	১৯৯৷০—১৯৪৵০	—	—	
ইণ্ডিয়া ...		২৬৪৷—২৬৷০	২৬৪৵০—২৬৩৵০	২৬৪৷০	২৬৪৷৵০—২৬৩৵০	

টেলিফোন—বড়বাজার ৪৩২২ স্থাপিত—১৯২৯

শক্তি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫৬, ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা—ছুঁচড়া।

বম্বে, হাওড়া ও শ্যামবাজার
শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের পদের জন্য আবেদন করুন।

জেনারেল ম্যানেজার—বি. এম. সী। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এম. কে. নন্দী।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৯শে ডিসেম্বর	২০শে ডিসেম্বর	২১শে ডিসেম্বর	২২শে ডিসেম্বর	২৩শে ডিসেম্বর	২৪শে ডিসেম্বর
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...		৩৩৲	৩৩৲-৩৩৸	৩৩৲	৩৩৲	
আলেকা ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...		৪১৸	৪০৲-৪০৸	৪০৲-৪০৸	৪০৲-৪০৸	
কামারহাটী ...		—	৬৬৩৲-৬৬৪৲	৬৭৩৲-৬৭৪৲	৬৭৩৲-৬৭৪৲	
নর্থব্রুক ...		১১৮৲	১১৮৲	১১৮৲	১১৯৲	
নৈহাটি ...		—	১১৲-১১৸৲	১১৩৲	১১৩৲-১১৩৸৲	
বিরাটেশ্বর ...		—	—	৬৩৫৲	৬৩৲	
বীডনবাড়া ...		—	৫৩৲-৫৪৲	৫৩৲-৫৩৲	৫৩৲-৫৩৲	
বাউড়িয়া ...		৮৩৩৲-৮৪৲	৮৩৩৲-৮৩৸৲	৮৩৩৲-৮৩৸৲	৮৩৩৲-৮৩৸৲	
চিনির কল—বেলছুক সুগার কোং লিঃ ...		—	১১৸৲	১১৩৲-১১৪৲	—	
চন্দ্রাবল সুগার কোং লিঃ ...		৫৯৲৲	৫৯৲৲	৫৯৲৲	—	
কেন এণ্ড কোং লিঃ ...	বাজার বন্ধ	—	৯৯৩৲-৯৯৲৲	৯৮৲-৯৮৲৲	৯৮৩৲-৯৯৩৲	
কাগজ—বালী পেপার মিলস লিঃ ...		৯৩৲৲	৯৩৲৲	—	৯১৲-৯৩৲৲	
বিজয়াবাদ পেপার মিলস লিঃ ...		—	—	৪৪৲৲	৪৪৲৲	
বিবিধ—আলমিরা সিমেন্ট কোং লিঃ ...		—	—	—	১০৩৲৲	
বি আই কর্পোরেশন ...		৭৫/৲	৭৮/৲-৭৯৲	৭৮/৲	৭৫/৲	
বেঙ্গল পটারী ...		১৭৭৲-১৭৯৲	১৭৭৲-১৭৯৲	১৭৭৲-১৭৯৲	১৭৭৲-১৭৯৲	
ইণ্ডিয়া কেবাবেল মেনিফেকচার কোং লিঃ ...		১৬৯৲৲-১৬৯৲৲	—	১৭১৲-১৭৯৲	১৭১৲	
আলায়েন্স সিমেন্ট ...		—	—	১৭৫৲-১৭৮৲	—	
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ...		৪৭৲/৲-৪৭৲/৲	৪১৭৲-৪১৯৲	৪১৭৲৲-৪১৯৲	৪১৭৲-৪১৭৲/৲	
এসোসিয়েটেড এজ কোম্পানিজ ...		২৯৲	২৯৲-২৯৲৲	—	২৯৲৲	

ভারতীয় ইউরোপীয় ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ১৭৪৯

ব্রাঞ্চ অফিস :—
ঢাকুরিয়া, আমার্স বাজেট, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, ক্যানিং, পাঁচুড়, রামপুরহাট, ধুলিয়ান, বারহারওয়া, আহিরণ, ও কোরবন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি এন চাটার্জ্জী

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস : কুষ্টিয়া
কলিকাতা অফিস : ২২বা ক্যানিং ষ্ট্রীট
অন্যান্য অফিস :
ঝিনাইদহ (খুলনা) ও সিলেট
আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর জীবন বীমার অফিস
বোনাস প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায় ১৬৲
মেয়াদী বীমায় ১৩৲
চীফ এজেন্টস :—
ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল লিঃ—লণ্ডন
ইষ্ট, সি, সি সি, ও ফিজীর জন্য
ইষ্টার্ণ এইচ, এ সেক্সটী এণ্ড কোং কলিকাতা।
বর্ত্তমান ডিভিডেন্ড ও বিস্তারের জন্য
ম্যানেজিং :—এম সি দত্ত এণ্ড এম সি

যান্ত্রিক শক্তি
ও নবপরিকল্পিত ভারত

ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন, তার অধিকাংশই আসবে কয়লা থেকে। কয়লা থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে তাই হবে আমাদের যান্ত্রিক শক্তির ভিত্তি।

ভারতের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে যে কয়লা পাওয়া যায় তার পরিমাণ কত, খনি ও খাদানগুলি কোথায় কিভাবে কাজ করছে, খনি ও খাদানগুলি থেকে কয়লা কিভাবে বিভিন্ন কারখানায় পাঠানো হয়, এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে টাটা কোম্পানি বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছে। এই তথ্য ভারতের শিল্পোন্নতির পরিকল্পনায় বিশেষ সাহায্য করবে।

টাটা কোম্পানি ভারতের শিল্পোন্নতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্মদাতা এই কোম্পানি। ভারতের সর্ব্বপ্রথম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা টাটা কোম্পানি স্থাপন করে। তারপর থেকে বহু ইস্পাত কারখানা স্থাপনে টাটা কোম্পানি সাহায্য করেছে। ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে টাটা কোম্পানির ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

টাটা কোম্পানি ভারতের যে কোন শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনায় সাহায্য করতে প্রস্তুত।

টাটা কোম্পানি লিমিটেড
TATA & CO.

এই চিঠি আমরা আপনি কোং লিঃ এবং ডি কে কোম্পানির জন্য প্রকাশ করিতেছি।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ৫২৮১
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, জঙ্গীপুর, শিলিগুড়ি, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে ওভারড্রাফ্ট ও রিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্‌-ডি।

সম্পূর্ণ ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসহ
একটী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

কুবের ব্যাঙ্ক লিঃ

বাংলা ও উড়িষ্যার সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে
আমাদের শাখা অফিস আছে।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস কেরকেটা

অভয় কুমার নাহা

Cash Certificates

HAZRADI BANK LTD.

60, Clive Street,
CALCUTTA.

WITH BRANCHES AND AGENCIES ALL OVER INDIA. FOR PARTICULARS PLEASE SEND UP R.E. 1/0 OR WRITE TO THE MANAGING DIRECTOR:

KALI CHARAN SEN

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২ ইং

আদায়ীকৃত	৮,৫০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী তহবিল	৯,৫০,০০০,০০ টাকার ,,

কলিকাতা অফিস :—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯ বি, বৌবাজার ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২৮৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখা :—বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।

বিদেশী এজেন্সী :—লণ্ডন এজেন্স :—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ

আমেরিকা এজেন্স :—গ্রাইণ্ডলেজ ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক

অষ্ট্রেলিয়া এজেন্স :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস বি দত্ত, এম্‌এ, বি-এল, সি-আই-ই (ইংল) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :	স্থাপিত :	হেড অফিস :
টাঙ্গাইল	১৯২৬	২২৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা

কলিকাতা অফিস :
৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২৭৮এ, আপার চিৎপুর রোড, ২৫৯এ বহুবাজার ষ্ট্রীট (নিজস্ব)।
১৩৩বি, রাসবিহারী এভেনিউ (বালিগঞ্জ)।

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র

১৯৪৩ সালের আয়ের উপর শতকরা ৫১ টাকা হারে এ্যাড হিটিবিউশন ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এম চক্রবর্ত্তী

দি রেডিয়েন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : কুমিল্লা (বেঙ্গল)।

স্থাপিত—১৯৩৬ ফোন : বি বি ৬৪৪১

হেড অফিস—৪৭।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতের সর্ব্বত্র এজেন্সী আছে।

শাখা :—বাকুরহাট (ঢাকা), বড়বাজার (কলিকাতা)।

বি এম রায় চৌধুরী,
জেনারেল ম্যানেজার।

এস কে দাস, বি-এল,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট খাদ্যে ও গুণে—
অতুলনীয়

লিলি বিস্কুট কোং

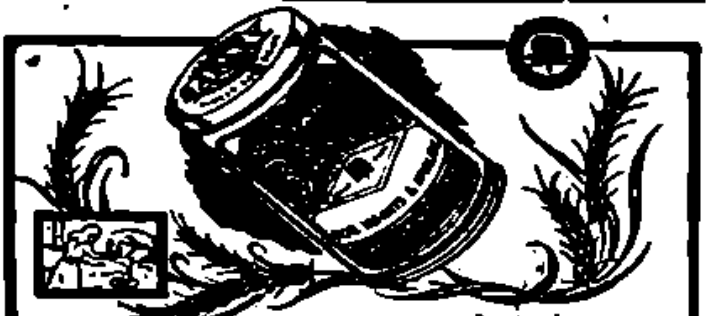

লিলি বালি
আদর্শ পথ ও পানীয়

লিলি-বালি

লিলি বিস্কুট কোং

PHONE [illegible] B. 6382 REGD. NO. [illegible]506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা [illegible]

সপ্তম বর্ষ] Monday, 1st January, 1945. সোমবার, ১৭ই পৌষ, ১৩৫১ [illegible]

ভূষিক কমিশনের রিপোর্ট

বাঙলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তদন্তের জন্য ভার উদ্দেশ্যের সভাপতিত্বে যে কমিশন বসিয়াছিল তাঁহারা কিছু দিন পূর্ব্বেই তাঁহাদের তদন্ত-কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন। কমিশনের অন্যতম সদস্য মিঃ রামস্বামি মুদালিয়ার সরকারের পরামর্শদাতার পদে বিদায় লইয়াছেন। ইহাতে কমিশনের রিপোর্ট তাড়াতাড়ি প্রকাশ ও প্রকাশিত হইবার ইঙ্গিতই পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে—রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্ব হইবার তাহার সাধারণ সদস্যগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন না। অথচ

এই সব অফিসারদের বেশীর ভাগ দলের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হবে তাতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া, (৫) এই সব কোম্পানীর মালিকেরা যাহাতে তাহাদের [illegible] আমদানী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলির প্রকৃত ও যোগ্যতা-সম্পন্নভাবে তাহাদিগকে সাহিত্যিকীয় পদ প্রদানে বাধ্য হন তাহার ব্যবস্থা করা, (৬) এদের স্থলে যে নিযুক্তি করা হবে এই সব কোম্পানীর দেশের বেশীর সন্নিহিতাধিকারে এদের অফিস করার সুবিধা দেওয়া, (৭) এই সব অফিসার [illegible] ব্রিটিশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করেছে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা ইহাই যে বিষয়ে উহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

ইহার [illegible] পত্রের এই বিশ্লেষণসমূহ [illegible] বলিয়াই মনে করি। বেশীর [illegible] প্রণালীকে, তাহার [illegible] পক্ষে এরূপ করিবার সম্ভব [illegible] সিন্ধুপতিদের তাহাদের [illegible] বর্তমানের ১৯৪৪ [illegible] যাইবে তাহাদিগকে [illegible] তুলিয়া দিবেন। সেই [illegible] দিয়া তুলসিয়ার [illegible] যদি সম্ভবপর না হয় তবে তাহার পরিবর্তে ঐ উদ্দেশ্যের জন্য যথা সম্ভবপর একটি অফিসের সৃষ্টি করিবার জন্য অফিসের সৃষ্টির পরিবর্তে নিজে নতুন উপায়ের নিকট করিতে পারেন। যুদ্ধের পরে তাহাদের ব্যবসায়িক অধিকারের নতুন রীতির করিয়া লইতে প্রতিশ্রুত আছেন। এই অবস্থায় বিদেশী বণিকদের তাহাদের সুখ-সুবিধা বন্ধ করিয়া এখন হইতে তাহাদিগকে ভীতিগ্রস্ত শিল্পসমূহের জন্য ব্যবসা বিদেশ বলিয়াই আমরা আশা করি। কিন্তু সর্ব ভারতের প্রবর্তিত 'ভারতীয় জাতীয় পরিষদের' আন্তরিকতার সেই নতুন উপায়ের করিতে পারেন না, ইহা দুঃখের বিষয়।

যন্ত্রপাতি আমদানী সম্বন্ধে বিবরণ

যুদ্ধের পরে বাহির হইতে যেসব যন্ত্রপাতি আনয়ন করা হইবে তাহার পরিবর্তে এখন হইতে যেসব শিল্পোদ্যোগীদিগকে উৎসাহ দেওয়া হইবে তাহার বিবরণ বিভাগের। সেই সম্বন্ধে কি কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে এবং কি-ভাবে ও কাহার নিকট সেই আবেদন করিতে হইবে সরকারের তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত নির্দেশের বর্ণিত [illegible] ও বিভিন্ন প্রকৃতির নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি [illegible] করিয়াছেন। যুদ্ধের শিল্প স্থাপন ও পুরাতন শিল্প কারখানা সম্প্রসারণের জন্য যেসব অনেক শিল্পোদ্যোগী বর্তমানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কথা বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য সরকারী বিজ্ঞপ্তি হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী সম্বন্ধে মোটামুটি জানিবার বিষয়গুলি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

আগামী ১৯৪৪ সালের ৩০ মার্চের পর বাহির হইতে কোন যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইলে তাহার আমদানি নিয়ন্ত্রণ-নীতিসমূহে সরকারের নিকট তাঁহাদের অর্থের [illegible] করিতে হইবে। যেসব নিয়ন্ত্রণাধীন যন্ত্রপাতির জন্য ইতিপূর্বে বিদেশে অর্থের নিয়ন্ত্রণ নেই সমস্ত অর্থের সম্বন্ধের রেজিষ্ট্রেশন সরকার চাহেন তবে আগামীতম মাল যদি ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্বে জাহাজ বোঝাই হইয়া বিদেশ হইতে প্রেরিত হইবার কথা থাকে কিংবা আগামীতম যন্ত্রপাতির মূল্য যদি ৫০ হাজার টাকার কম হয় (রেলওয়ে ইঞ্জিনের বেলায় মূল্য যদি ১০ হাজার টাকার কম হয়) তাহা হইলে সেক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই অর্থের রেজিষ্ট্রেশনের প্রয়োজন হইবে না। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী সেসব [illegible] রেজিষ্ট্রেশনের নিকট আমদানী লাইসেন্স পাওয়ার [illegible] করিতে হইবে। যন্ত্রপাতির জন্য [illegible] আবেদন করিতে হইবে। আবেদনের ফরম [illegible] ফরমগুলির সঙ্গে ইন্ডেন্টের কপির [illegible] ফরমগুলির অফিসে পাওয়া যাইবে। [illegible] বাণিজ্য) বিভাগ ও সরকারী প্রাপ্তি বিভাগ হইতে [illegible] প্রতিনিধি নিয়া একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটির নির্দেশ ও পরামর্শ অনুসারে চীফ, কন্ট্রোলার অব ইম্পোর্টস্ অর্থের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন বিবেচনা করিবেন। আবেদন পেশ করিবার পর ঘথাসম্ভব শীঘ্র সম্ভবপর আবেদনকারীদের তাঁহাদের অনুমতি জানাইবেন। আবেদন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা বিতর্ক বিষয় মীমাংসার নিমিত্ত আপত্তির কারণ ঘটিলে তাহার জানান হবে হইবে। যদি তিন মাস মধ্যে আবেদন সম্বন্ধে অনুসন্ধানকারে কোন আপত্তি জানান হয় তবে আবেদনকারী তাহাকে অর্থের রেজিষ্ট্রেশন হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিবেন। [illegible] রেজিষ্ট্রেশন হওয়ার পর ছয়মাসের আবেদনকারীকে একটি লাইসেন্স [illegible] করিতে হইবে। যন্ত্রপাতি আমদানীর লাইসেন্স পাওয়ার পর ছয়মাসের মধ্যে আবেদনকারীকে চীফ, কন্ট্রোলার অব ইম্পোর্টসের নিকট তাহা জানান করিতে হইবে। যে সময়ে কোন কারণ না থাকিলে চীফ, কন্ট্রোলার অব ইম্পোর্টস্ যুক্তিসঙ্গত রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন। আবেদনকারীর অর্থের অনুকূলে হিসেবের যাহা সরবরাহকারীরা যন্ত্রপাতি প্রেরণ করিবে কি না লাইসেন্সের পাওয়ার ছয় মাস মধ্যে আবেদনকারীকে চীফ, কন্ট্রোলার অব, ইম্পোর্টসের নিকট তাহা জানান করিতে হইবে। যে সময়ে কোন কারণ না থাকিলে চীফ, কন্ট্রোলার অব,

ভারত সরকারের নূতন অর্থনীতি

ভারত সরকারের বর্তমান অর্থনীতি ভার ফেব্রুয়ারী হইতে আগামী ১৯৪৪ সালের যে মাস হইতে উহার কার্য্য হইবে অবলম্বন করিবেন। এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে সরকারের পরামর্শদাতা রূপে আন্তর্জাতিক ব্যাপারজ্ঞদের এই পদের জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে। তাঁহি ফেব্রুয়ারীর পর আগামী যে মাস হইতে তিনিই ভারত সরকারের অর্থনীতির কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

সরকারের শাসন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে অর্থনীতির পদটীই বোধের দিক হইতে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সার্থ যায়, বিভিন্ন নীতি, কাজের ও টাকার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এক আশ্চর্য্য রেশীর আর্থিক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে অর্থনীতিকে উপর করেই করার ও রাখিত হয় হইয়া থাকে। এই সব বিষ দিয়া তাঁহার পরামর্শ ও অনুসরণ নীতি বোধের আর্থিক অবস্থাকে বেশী পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। তাহাই এই গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন ভারতীয়কে বহাইবার জন্য জনিল ভারত বোধের লোকদের পক্ষ হইতে দাবী হইয়েছে। সব জন্য যখন আশা পদে ভারতীয় নিয়োগ করিয়া সরকারের শাসন পরিষদকে সম্প্রসারিত করা হইলেও অর্থ-নীতির পদে কোন ভারতীয় বসান হয় নাই। আশা করা গিয়াছিল, স্যার জেরেমীর কার্য্যকালের মেয়াদ ফুরাইলে তখন একজন ভারতীয়ের দ্বারা সেই খালি পদ পূর্ণ করা হইবে। কেহ কেহ আছি এই পদে নিযুক্ত হইতে পারেন তৎসম্পর্কে সুবাদপত্রে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সকল আশা-ভরসা ও জল্পনা-কল্পনা বাহিল করিয়া দিয়া সরকারেরই একজন দৃষ্টীয়বেরই অর্থনীতি হিসাবে মনোনয়ন করিয়াছেন। ন্যাশনাল সরকারের মন্ত্রী বা ভারতীয় সরকারের সমস্ত অনুরোধকে মন্ত্রী এক সরকারের শাসন পরিষদে আর্থিক সমস্যায় ভারতীয় সরকার অবলম্বিত সরকারী উদার নীতি—কোন কিছুই এখিয়ের বাহিরের কথা করিতে পারে নাই। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার ব্যাপারে দৃষ্টীন সরকার অনুরূপ রাখিবার সঙ্গে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টীন বণিকদের কার্য্যের সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখিবার সঙ্গে অর্থনীতির পদটী যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টীন সরকারের তাহা আমাদের আগেই বলিয়াছি। কাজেই একজন বিশ্বস্ত লোকের হাতে অন্তত একজন অভিজ্ঞের দেওয়ার অভিপ্রায়-ফলাফলের উপরেও তাই করেন নাই। সরকারী মহলে তাঁহাদের এসোসিয়েটের দেওয়ার অর্থ, তাঁহাদের সর্বাত্মক সমর্থন নিয়ে তাঁহার বর্তমান শাসন পরিষদে একটী ভারতীয় সরকারের হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই পরিষদে যেসব ভারতীয় অধিবাসীদের সরকারের মন্ত্রে তাঁহাদের নাম ও মন্ত্রণার কোন দীমা নাই। কিন্তু সরকারের শাসন পরিষদের সদস্য হওয়ার মূল যোগ্যতা ও মন্ত্রণা ভারতীয়দের থাকিলে কি হইবে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ পদ তাঁহাদের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। বিশেষ স্যার আজিজুল হোসাইনের মত একজন দৃষ্টীন মুসলমান সরকার হাতেই দুর্ঘটনায় অধিবাসীদের ভরসা ও কথাই নাই। 'বিনিময়ী নিয়ন্ত্রণ' সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্যার আজিজুলের মত বহু বৎসর যাবৎ সরকারের আর্থিক পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত থাকা হইয়াছে। ইতিপূর্বে তিনি দৃষ্টীন গবর্ণমেণ্টের অনেক উচ্চপদের দূত ছিলেন। কাজেই এহেন লোক থাকিতে কোন ভারতীয়কে অর্থনীতির পদে বসাইবার কথা দৃষ্টীন গবর্ণমেণ্ট কিছা করিতেও পারেন না। (এহেনে অর্থনীতির কাজ চালাইতে হইলে একজন যোগ্যতা ও আর্থিক-জ্ঞানের চেয়ে দৃষ্টীন স্বার্থ বুঝিয়া তদনুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টিই সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। ই সে হিসাবে তাঁহাদেরবাবুটি একজন ভারতীয়ের নিকট আশা করা যায় না। কাজেই ভারিয়া থাকিয়া একজন বিশ্বস্ত সেবাবরেণ্য এই পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। সাথে আজিজুলের অর্থনীতি কতিদার এই আশঙ্কা দূরিভূত পারিলে বলেরাইয়ের শাসন পরিষদ যে প্রকৃতই একটী ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ টিকাইবার করা যায়।

ডাঃ মুহম্মদ-ই-মুনার আলমপুর-অভ্যর্থনা

সম্প্রতি আলমপুর মহকুমার প্রবাসী সব সাহিত্য সম্মেলনের নিমন্ত্রণ সাথার সভাপতি ডাঃ মহম্মদ মুনার-ই-মুনা মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে এহেনের ঐতিহাসিকী সকল সমস্যারীতে সৌরবময় অতীত জীবনের যোগসূত্র অনুসরণ করিয়া বুক বাঁধিয়া পরিবর্তনশীল বিশ্বের সহিত পা মিলাইয়া চলিবার যে উদ্দেশে বিশ্বভারতী ভাষ্যা প্রচার করেন। দেশ-বাসীকে অনুধাবন করিবার অনুরোধ জানাইয়েছি। অর্থের দৌরাত্ম্যিকে ও সাম্রাজ্যিকতার যুদ্ধবাদ যেখানে আজীর জীবন বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে, সমাজ-সমস্যা বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিস্বাধীন যেখানকার মানব-মনকে সকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে ও সর্বনাশ করিয়াছে, সেখানে আজও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া খুব বহুমুখ এবেশবাসীকে আন্তর্জাতিক-ভাবে হইবার যে প্রেরণা বিশ্বভারতী তাহা সর্বাংশে অভিনন্দনযোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা-বর্ষকে বিভিন্নবিধি করিবার মধ্যে সকীর্ণ প্রাদেশিকতার আবহাওয়ে আজীর জীবনকে পঙ্গু করিবার যে আত্মঘাতী চেষ্টা আজ এহেনে দীরে দীরে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা আজীবনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলিয়া ডাঃ মুনা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্বে আমরাও প্রমাণ বলিয়াছি যে, পরিবীন এই মহাদেশের পূর্বিবীর প্রদেশিকীল বিভিন্ন হেশের মিলন-সম্পর্কে আলিবার আবহা যদি আজীবের মৌলিক ভাষাইয়া মহাসভাকে উপলব্ধি করিবার মোক্ষ আজ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা সভ্য জগতের সহিত প্রতিযোগিতায় নিজেদেরে পিছাইয়া পড়িব এবং অবশ্য আমাদের অবস্থাও পাঁচাইয়া যাইবে) আন্তর্বিভাগের বিভিন্ন ঐক্যকে আমাদের মুক্তমনে করিয়া তুলিতে না পারিলে আমাদের এহুদিন অন্তরায়ের ফেলে অর্থ থাকিবে না। ডাঃ মুনার ভাষণের কালপুর-অভ্যর্থনা হেশ-বাসীর কাছে আন্তরিক আবেদন জানাইয়াছেন, তাঁহারা যেন সংস্কারমুক্ত চিত্তে বর্তমানের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইয়া এই ঐতিহাসিক কর্তব্যকে সাধিয়া আসেন। ডাঃ মুনা যথার্থই বলিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক আবেদনের অনুযায়ী দেশকে শিল্পপ্রধান হেশরূপে পরিবর্তিত হইবার অধিকতর সুযোগ দান এবং এখিয়ে হইতে আজীর প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে এই হেশে যদি সমবেতভাবে বিজ্ঞানালোকে মুক্ত, তাহা হইলে আমাদের আশা অবশ্যই পরিপূর্ণতা হইবে। সাম্প্রদায়িক বিভাবের কথা সবচে তাঁর মুখে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রতিনিধিযোগ্য সন্দেহ নাই আজ সমস্ত হেশের শিক্ষ-শিক্ষাদী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাস আজও করিবার ভার বর্তমানে হেশবাসে হেশে করে আমাদের আন্দোলনই প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের মূল্য হইয়া থাকে। মুখ আমাদের প্রতিভাশালী ছাত্র ছাত্রা বাধাবাধির বিদ্যালয়ের অধিকারে হাতকে ডাঃ মুনা অনুভাব-মুক্তের হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করিবার যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কার্যকরী হইলে এহেনে শিল্পাদি প্রতিষ্ঠিত হইবার অধিকতর সুযোগ ঘটিবে সন্দেহ নাই এবং এদিক হইতে আমরা আশা করি যে, ডাঃ মুনার উপদেশ হেশের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রমহলের অভিধানযোগ্য বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। শিক্ষা-ভারের বাহুল্যে এহেনের ছাত্রগণ চিরই ও অধিকার অবজ্ঞার হইয়া পড়িতেছে, এই দুঃসময়ে উচ্চশিক্ষার জীবন সমূহ করিতে আমাদের প্রয়োজন করবারি এবং সেই প্রয়োজন মিটাইতে হইলে কিভাবে আমাদের প্রয়োজিত জীবনধারা লাভ করিয়া লইতে হইবে সে সম্বন্ধে ডাঃ মুনার নির্দেশগুলি হেশবাসীর অবশ্যই মনোযোগের আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মুনার এবার আশা করিতেছি।

সৈন্য বিভাগের পুনর্গঠন

যুদ্ধের পরে ভারতের সৈন্য বিভাগের গঠন-প্রণালী কি হইবে এবং ভারতে ছাউনীতে কি পরিমাণ সৈন্য রাখা হইবে সেবিষয়ে কর্তৃপক্ষ স্থির করিবার পর ভারতের অধিবাসী হেশ টুকাইবে হেশরাজের উইলফ্রেডের সভাপতিত্বে একটী কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন।

ভারতীয় সৈন্য বিভাগে বর্তমানে কি সংখ্যক লোক নিযুক্ত রহিয়াছে তৎসম্পর্কে কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ভারত সরকারের সেনাবল সচিব স্যার বিজোড় খাঁ গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক বক্তৃতায় জানাইয়াছিলেন যে, যুদ্ধের সময়ে প্রথমাবস্থায় যুদ্ধের লোক সংখ্যার তুলে এহেনে সৈন্যিকের সংখ্যা বাড়িয়া ৫ লক্ষের উপর দাঁড়াইয়াছিল। যুদ্ধের পরে সেনে এবংসংখ্যক লোককে সৈন্য বিভাগে নিয়োগের প্রয়োজন হইবে কোন এহেনবাসীরা আশিবে না। [illegible] পরিমাণ লোককে তখন এই বাহিনী [illegible] সরাইয়া লইতে হইবে। [illegible] যুদ্ধের পরে। [illegible] সৈন্য [illegible] সেনাবলের প্রয়োজনীয় সংখ্যা [illegible]। বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে এহেনে [illegible] সংখ্যা। লক্ষের অধিক হয় [illegible] ভারতীয় সৈন্যিকের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ [illegible] কিনা এবং তাহা হইলে কি ভাবে এহেনের লোক [illegible] করা সম্ভবপর হইবে কি না তাহা তাঁহাদের বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। এতদ্ভীন উপনিবেশ-কমিটীকে সকল বিষয় বিচার ও বিশ্লেষণ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। এই কমিটী হেশের সার্থ বুঝিয়া যে বিষয়ে কমিটী প্রকৃত সুবিধাজনক হেশ, তাহাই আমরা চাই।

ভার কমিটীর সৈন্য বিভাগের গঠন-রীতি কি হইবে তাহাই আমরা সংক্ষেপে বর্তমান করিয়া ধরিয়া ধরি। সৈন্য বিভাগে ভারতীয় নিয়োগের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের বাধনা ও অত্ত কয়েকটী প্রদেশ সম্পর্কে এতদিন যাবৎ অধিবাসীরা দেখাইয়াছেন। সামরিক জাতি বলিয়া পাঞ্জাবীদের নিকট হইতে অধিক সংখ্যায় সৈন্য লওয়া হইয়াছে। অসামরিক জাতি বলিয়া বাঙ্গলা ও অত্ত কয়েকটী প্রদেশের লোকদিগকে কর্তৃপক্ষের সৈন্য বিভাগে অতি সামান্য সেবার কোন সুযোগ দেন নাই। যুদ্ধের সময়ে আরও বিপুল পরিমাণ সৈন্যিকের প্রয়োজন হওয়ায় সেই চিরাচরিত রীতি বর্তমানে কতক পরিমাণে শিথিল করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও পাঞ্জাবের তুলনায় ভারতীয় সৈন্য বিভাগে অন্যান্য প্রদেশের লোকের সংখ্যা অনেক কম। স্যার বিজোড় খাঁ বলেন যে ১২ লক্ষ ভারতীয় সৈন্যিকের কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে পাঞ্জাবীদের সংখ্যাই এক-তৃতীয়াংশ।

দি ডাকপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৬
৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রেজিষ্টার্ড অফিস—ডাকপুর (ত্রিপুরা)
শাখাসমূহ—সুরাগবাজার, চাদোরিয়া, পাবনা, ঢাকা, দক্ষিণ কলিকাতা, এন্টালি মার্কেট, ইশাপুর।
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
এস খান বাস।

[illegible] [illegible] [illegible] [

বীমা ব্যবসায়ের যুদ্ধোত্তর উন্নতি

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—ধর্মবীর আলাবোহন দাস

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

আপনার

চেকবই

চেকবইয়ের ব্যাপারে চেকের প্রচলন বহু ভিন্ন ভিন্নতার মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি দেখেছেন একটা অভ্যেসে টাকা টাকাই দেয়া-নেয়া করে থাকেন—তা অভ্যাসবশেই চেকের মারফতে করা হোক। চেকবইয়ের এই কারণেই টাকা টাকার আগে চেক দেবার সুবিধা এই যে, অমনি, তোমার কাছে টাকা দেওয়া বন্ধ আর একটা নিরুদ্বিগ্ন হিসাব থেকে যায়—এর প্রয়োজন হলে এক নির্দিষ্টটা দেখে নেওয়া চলে।

নিরুদ্বিগ্ন অঙ্কের পর্যন্ত সাধারণতঃ অধিকাংশ ব্যক্তিরাই যাবে টাকা রাখা প্রয়োজন বেশী পরিমাণে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি-এর উদ্বেগ ও আশঙ্কা করে যাবে অন্যান্যভাবেও অধিকাংশ ব্যক্তিদের অনুরূপ ব্যাঙ্কি-এর সুবিধা পান। এইখানেই বিশেষ করে হিসাবের প্রয়োজন ও সার্থকতা। আপনার অধিক অর্থের পরিমাণ আমাদের হলের আপনি তা হিসাবে অনায়াসে রাখা চলতে পারেন ও প্রয়োজন মতন সুবিধাই দেখে পারেন। এই বিভিন্ন সুবিধাগুলি জানতে হলে যে কোনো একটী ব্রাঞ্চে অথবা হেড অফিসে লিখে জানান—

শ্রীব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ফোন : অফিস : ১১৭১ ও ১১৭৩

অন্যান্য বিভাগের মতো এখানেও যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে আমাদের বীমা ব্যবসায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মত ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলিশম্যান প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলে সহজে বুঝতে পারবেন। সম্প্রতি ফেব্রুয়ারীতে এই সাল একটিকে একটি অভিনব রূপ দিয়েছে। এই সময় একটি আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য বহিয়া সম্প্রতিকে বীমা ব্যবসায়ের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে অনেকটা বিশেষ আলোকপাত করিয়াছেন। সম্প্রতিকালে প্রকাশিত একটি বইয়ে দুইটী প্রধান ঐতিহ্যের আলোচনার ও সমালোচনা করা প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচনা মোটা দুইটী এই।—(১) আমাদের বীমা ব্যবসায়ের ঐতিহ্য কত দূরের পরে একটি ফোম্পানীকেন্দ্রিক ব্যবসায়ের যারের বাস্তব রূপ একটি বিশেষ বিশেষজ্ঞের দ্বারায় হইতে হইবে, (২) কোন কোন বীমা ব্যবসায় আমাদের এ পরিস্থিতি দূরের পরে প্রয়োজন আলোচনা-আলোচনা সম্প্রতি ব্যবসায়ের ব্যবসায়ের ব্যবসায়ের ব্যবসায়ের বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, জমন বীমা, মোটর বীমা, চোর বীমা ও আরও বিভিন্ন বীমা ব্যবসায়ের পরিমাণ ফোম্পানী প্রতি পরিবর্তন হইবে।

আমাদের বীমা ব্যবসায়ের যুদ্ধোত্তর ঐতিহ্যের বিষয় বর্তমানে আলোচনার এই দুইটী প্রধান আকার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মোদ্য পরিস্থিতি হয়ে ওঠি। এখানে প্রথমে বীমা ফোম্পানীগুলির যারের বাস্তব রূপ একটি বিশেষ ভাবে পরিচয় করা যাইতে। অন্যান্য ও আলোচনার আমাদের বীমা ফোম্পানী পরিচালনার প্রধান অঙ্গ। অবশ্য পরিচালনার দায়ের যার বেশী হইলেও কয় বিভিন্ন বীমা ব্যবসায়ের বীমার ব্যবসায় দেওয়া যাইতে হইবে যায়, পরিচালনাকারীদের আমাদ ফোম্পানের বাস্তব কয়েক বছর বীমা নিয়মে, আমা রকম বেশী যারের প্রধান বীমা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের হাত পড়ে। আমাদের ব্যবসায়ের ও আলোচনার আমাদের যারের বাস্তব রূপ একটি বিশেষ ভাবে পরিচয় করা যাইতে। বেশী যারের বাস্তব নতুন বীমা প্রতিষ্ঠানের যারের বীমা ব্যবসায়ীরা আমাদ আলোচনার দিয়া যাবেন। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন যারের মুদ্রাস্ফীতি পরিচালনা-রূপ খুব বেশী। এখন সত্য যে, আমাদের বীমা ফোম্পানীর পরিচালনাদের বিশ্বাসের যারের এই যারের রূপ হয়ে গেছে, আমাদের নতুন বীমা প্রতিষ্ঠানের যারের মুদ্রাস্ফীতি যারের বিভিন্ন যারের মুদ্রাস্ফীতি আমাদের বীমা ফোম্পানীর যারের বীমা ফোম্পানীগুলির যারের মুদ্রাস্ফীতি যারের বিভিন্ন যারের মুদ্রাস্ফীতি যারের বিভিন্ন যারের মুদ্রাস্ফীতি যারের বিভিন্ন

কোটি টাকা ও ১৪৩ কোটি টাকা, তাহাতে দেখানে জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের মোট সিকিয়োর আর টাকাইয়াছিল ৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা (১৯৪১ সালে আসা বাড়িয়া ১৪ কোটি টাকার পরিণত হইয়াছে)। বীমা বহিবিদের হিসাব লইলে দুনিয়ার অন্য অনেক দেশের তুলনায় ভারতীয় কোম্পানীসমূহের মেই প্রসার সন্তোষের অবশ্যই লক্ষিত হয়। সন ১৯৩২ সালে ভারতে মুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের কোম্পানী-সমূহের মোট জীবন বীমা বহিবিদের পরিমাণ যথাক্রমে ৭ হাজার ২৬ কোটি টাকা ও ১ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা ছিল। দেখানে ঐ সালে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের জীবন বীমা বহিবিদের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ১৮৩ কোটি টাকা। এত বিভিন্নতার সঙ্গে এদেশে বীমাপত্র প্রচারের সুযোগ এত কম ও কোম্পানীসমূহের পরিচালনা-ব্যয় মেখানে বেশী বলিয়াই যে এদেশে বীমা ব্যবসায়ের অগ্রগতি এমনি মন্থর হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতে ব্যাঙ্কিংকার্যে বীমা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ও দেশীয় কোম্পানীর সুচিন্তিত পরামর্শ-নির্দেশ-ব্যবস্থার অবিচ্ছিন্ন ধারা এখনো বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বীমা ব্যবসায়ের অগ্রগতি করিতে হইলে এই ত্রুটিগুলি দূর করিবার দিকে সকলেরই বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার বহুবিধ বীমা কোম্পানীগুলিকে কোন কোন দিক দিয়া কিছু বেশী অর্থ লাভ করিতে সহায়তা করিয়াছে। এই যুদ্ধকালের বাজারে লগ্নীকারীদের জীবনরক্ষা সম্পর্কের অন্য আগ্রহশীলতার অবসরে বহুসংখ্যক বীমা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নূতন নূতন বীমা-পত্র প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছে। এই অবস্থার সুযোগের ফলে উদ্যোক্তাদের লাভের মাত্র হয়তো তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের পরে যে বিশেষ এবস্থাসমূহ সুরক্ষিত বিভিন্নতার অবসরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য বর্তমানেই যে ভাবে হউক না কেন, এমন একটা স্থায়ী ভিত্তি রচিয়া তুলিবার উদ্যম জোর দিয়েছেন-ভাবে আমরা সঙ্গত বলিয়াই মনে করি।

ভারতে বর্তমান জীবন বীমার অসন্তোষ প্রসার লক্ষিত হইবার প্রধান কারণ অধি বীমা, যে বীমা ও মুদ্রাস্ফীতি বীমা প্রভৃতি সাধারণ বীমা সম্পর্কে অন্যত্র কোন উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাবলম্বনের লক্ষিত হইতেছে না। এই বিশেষ কোন কোন বীমা, অর্থাৎ বীমা, লো বীমা প্রভৃতির ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক রহিয়াছে। কিন্তু কেন বিশেষ কোন দিক হইতে কোন উদ্যোগ-আয়োজন এপর্যন্তই দেখা যাইতেছে না। সর্বসাধারণ বীমাদের অবস্থাবিশিষ্টে মুখ্যত এই সব বিশেষ কোনের ব্যবসায়ীদিগকে প্রয়োজনানুরূপ সুযোগের দেওয়ার জন্য বিশেষ বিধানের, ইহা দুঃখের বিষয়।

সরকার বীমার দিক দিয়া ভারতবর্ষ দুনিয়ার ইতিহাসীল দেশসমূহের তুলনায় আজ পর্যন্ত খুব পশ্চাদপদ রহিয়াছে। সন ১৯৩৯ সালে দুনিয়ার ২৩টি প্রধান সরকার বীমা প্রতিষ্ঠান অধি বীমা, লো বীমা ও বিবিধ বীমার ভিন্নিয়ার হিসাবে মোট ১৯০ কোটি টাকা আদায় করিয়াছিল। ঐ সালে ভারত মুক্তরাষ্ট্রের সরকার বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির ভিন্নিয়ার বাবদ সব কোটি টাকা আয় হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৯ সালে ভারত সরকার বীমা বাবদ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্তের মাত্র ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালে এই বহুবের ভিন্নিয়ার আয় বাড়িয়া ৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই ভিন্নিয়ার আয়ের বেশীর ভাগই নিয়াছে বিদেশী কোম্পানীর বহিবিদে। ভারতে সরকার বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম। ১৯৪৮ সালে ভারতের আদায়ী ভিন্নিয়ারের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ৪ কোটি টাকা। কাজেই ভারতে অধি বীমা ও মুদ্রাস্ফীতি বীমা প্রভৃতির দিক দিয়া দেশীয় আবশ্যকতার তথ্যাদির আলোচনা করিবার সুযোগ এখনও যথেষ্টই আছে বলা চলে।

এই বহিবিদ হইতে অনেকগুলির বিভিন্ন রোল বীমা, কলল বীমা ও লো বীমা প্রভৃতি আলোচনার সমস্ত করিবার খুবই আবশ্যকতা রহিয়াছে। বীমা ব্যবসায়ের সমাজতান্ত্রিক উন্নতির জন্য দেশের দিক দিয়া এগুলি বুঝিবার পরিষ্কার দরকার হওয়া খুবই সম্ভব। সর্বসাধারণ প্রবিধের আয়ের বেলপথেরের বীমা খুবই ভাল কথা। এই ধরনের জীবন প্রবেষ্টের সুযোগ পাইয়া যদি জীবনের তাহাদেরকে সহায়তা করেন তবে তাহাতে অনেকগুলির খুবই উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

জীবন বীমা ও সাধারণ বীমা প্রভৃতির দিক দিয়া আধুনিক যুগে কেবল অনেকগুলি সাধারণেরই নয় অনেক ব্যবসায়ীরও নানা ধরনের ব্যবসা অনেক ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক সুবিধা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বীমা কোম্পানী-সমূহ অন্যান্য বিভিন্ন দেশে ব্যাপক কারবার পাতিয়া তুলিয়া ভিন্নিয়ার বাবদ বিদেশ হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। সেই ভিন্নিয়ার আয়ের দ্বারা তাহারা নানান অর্থ গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে। দেশের বাণিজ্যের উন্নতির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে তাহা বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। বিদেশে বীমা পলিসি বিক্রয় করিয়া বৃটিশ কোম্পানীসমূহের বছরে ৯ কোটি পাউণ্ডের মত প্রিমিয়াম আয় হইতেছে। সেই ৯ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে শেষ কোটি পাউণ্ডই বৃটিশ বীমা কোম্পানীসমূহের লাভ হিসাবে গণ্য হইতেছে। এই লাভের অংশ তাহা হইতে বৃটিশ ব্যবসায় বহি-আমিকাদের কাজ পরিশোধ করিবার সুবিধা পাইতেছে। আমাদের দেশ বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম। বিদেশে তাহাদের কারবারেরও এখন পর্যন্ত খুবই অভাব। উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে যদি বাহিরে এদেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহের কাজ প্রসারের ব্যবস্থা হয় তবে তাহার ফলেও বিদেশ হইতে অর্থ আহরণের একটা পথ উন্মোচিত হইতে পারে। তাহাতে ভারতের বাণিজ্যের উন্নতি বৃদ্ধিতে সহায়তা হইতে পারে। বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে নিম্ন সর্বসাধারণ ও ইন্সিওরেন্স এডভাইসরী কমিটি এই বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ দিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—
কুমিল্লা

কলিকাতায় প্রধান শাখা
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকাবাজার, ফরেশ ষ্ট্রীট, ডায়মণ্ডপুর, ময়মনসিংহ, কটিয়াদুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, সিলচর, সিলেট, নিলং, ডিব্রুগড়িয়া, জোরহাট, হাফলঙ, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—বম্বে, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর এবং ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে।

ভারতে পেন্সিল শিল্পের সুযোগ

[শ্রীমাণিকচন্দ্র বাগ]

ভারতে পেন্সিল শিল্প বাল্যকালের প্রবাদ-কবিতার পরিবর্তনের কিছু দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই শিল্পটী ভারতে সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টার পরিচয় দিতে পারে নাই। সিংহলের তিনিসের মধ্যে পেন্সিল একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মাণী, অষ্ট্রিয়া, জাপানের পেন্সিল সারাবিশ্বে নাম করিয়াছে। অধিকাংশের এবং বাংলার অন্যান্য স্থানের অনেকগুলি পেন্সিল শিল্প-কারিগর পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর পেন্সিল খুব অল্পই এই সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করিতে পারে। যুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে আসিবে পেন্সিল আমদানী একরূপ বন্ধ হওয়ায় ভারতে পেন্সিল শিল্পের সম্প্রসারণের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেখা দিয়াছে। ইহার ফলও আমরা এখনে সহজ-প্রাপ্য। আবশ্যকীয় মালমসলা সম্বন্ধে কথাও এখন কিছু কহিবার নহে।

পেন্সিল প্রস্তুত করিতে বিভিন্ন কারখানা-গুলির সরকার হয়, যথা :—(১) বিভিন্ন গুণসম্পন্ন (গ্রেডেড) অথবা বিশেষ শ্রেণীর একপ্রকার গুণসম্পন্ন গ্রাফাইট (গ্রাফাইট), (২) পরিষ্কার চীনা মাটি, এবং (৩) মজবুত কাঠ। আমরা এই তিনিসগুলি প্রচুর পরিমাণে পাইয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত পেন্সিল তৈয়ার করিতে নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতিগুলির প্রয়োজন হয় :—(১) গুণসম্পন্নকে জলে মিশাইয়া ঘাঁটা, (২) মিশ্রিত গুণ এক প্রকার করা (ড্রাই মিল), (৩) গুণসম্পন্নকে পরিষ্কার করা এক প্রকার ছাঁকনিযন্ত্র আছে, (৪) জল ঝরা চালনি চাল যন্ত্র অথবা 'ফ্লু প্রেস', (৫) অনল চুল্লী, (৬) সেঁকার কল, (৭) পেন্সিলের উপযোগী ও মাপে কাটা সম্ভব করিবার যন্ত্র, (৮) শার্পিল এবং বার্ণিশ করিবার যন্ত্র, (৯) ছাপ মারিবার ছাপ যন্ত্র।

খুব ভাল গুণসম্পন্নই (গ্রেডেড) পেন্সিল প্রস্তুত করিতে বেশী দরকার হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে গুণসম্পন্নের পরিবর্ত্তে 'গ্রাফাইট' অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতেছে। গুণসম্পন্ন যখন পেন্সিল তৈয়ার করিবার জন্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার হয়, তখন গুণসম্পন্নের সহিত যে সকল অপরিষ্কার দূষিত পদার্থ থাকে তাহা এক দলে জলে মিশাইয়া একটী তরলের মিশ্রণে পূর্ণ করিতে হয়। কয়েক ঘণ্টা এইরূপ করিলেই গুণসম্পন্নের কাঁকরগুলি অতি সূক্ষ্মাকারে পরিণত হয়। তখন মিশ্রণে এমোনিয়া দেওয়া কাঠের বারকোষে গুণসম্পন্নের তরলাংশকে প্রবাহিত করাইতে হয়। বারকোষগুলিকে তাকের উপরে সাজাইয়া একটী উত্তপ্ত প্রকোষ্ঠে রাখিতে হয়। যে পর্য্যন্ত না গুণসম্পন্নের তরল অংশের জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, সে পর্য্যন্ত এইভাবে রাখা প্রয়োজন। জল উড়িয়া গেলে গুণসম্পন্ন শুষ্ক আকার ধারণ করে। ইহাকে তখন ছাঁকিয়া কাঁচা মৈদা সিমেন্টের কাঁচা দ্বারা আটকাইয়া দিতে হয়। ইহা তখন এক প্রকার মসৃণ ঢেলার পরিণত হয়। ইহার পরে এই ঢেলাকে একটী মজবুত লোহার 'সিলিণ্ডারে' রাখিতে হয়। এই 'সিলিণ্ডার'এর সহিত একটী ছোট পাম্প সংযুক্ত করিয়া আঁটিয়া দিতে হয় এবং পাম্পটী দ্বারা ছোটে চাপ দিলে যাহাতে ছোটটী নীচে নামিয়া আসে এইরূপভাবে ইহাকে 'সিলিণ্ডার'-এর সহিত লাগাইতে হয়। 'সিলিণ্ডার'-এর নীচে যে সকল ছোট ছোট ফাঁকরা থাকে তাহাতে উহা সরলে তরল যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই ফাঁকরের আকারে নীলাকলিকে পরিণত করিতে হয়। যখন ছোটকে চাপ দিয়া নীচে নামান হয় তখন 'সিলিণ্ডার'-এর নীচে যে ছোট ফাঁকরা থাকে তাহার ভিতর দিয়া গুণসম্পন্ন বাহির হইয়া আসে। এই নীলাকলিগুলি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক ও মসৃণ। কিন্তু বারকোষের সাহায্যে তাহা কখনই হওয়া সম্ভব হইতে পারে না। তখন নীলাকলি অত্যন্ত পিচ্ছিল একটী পেন্সিলের মত মনে হয়, তখন সেইগুলিকে কাটিয়া ছয় ছয় করিয়া বারকোষে রাখিতে হয়। ইহার পর নীলাকলি সম্পূর্ণরূপে বায়ুসংযোগশূন্য করিয়া তখন বাটীর মধ্যে পুরিয়া পেন্সিল সম্ভব করিতে হয়।

আজকাল গুণসম্পন্নের পরিবর্ত্তে 'গ্রাফাইট' সহজলভ্য এবং অল্প সময় মধ্যে পেন্সিল প্রস্তুত করিতে হইলে বেশী বায়সাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু 'গ্রাফাইট'এর বিশেষ সংমিশ্রণ অপরিষ্কার উপাদান নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়াগুলি সম্পূর্ণরূপে দূর না করিলে ভাল লেখা পাওয়া যায় না।

'গ্রাফাইট'কে বিশ্লেষণ উপায়ে আমাদের পরিষ্কার করা যায় :—'গ্রাফাইট' বারুদের গুঁড়া করিয়া জলের সহ মিশ্রণিটী একঘণ্টা চতুর্দিকে ঘুরাইতে হয়। তখন এই সব গুঁড়াগুলিকে ছেঁকিয়া অথবা অন্য কোনরূপ আকর্ষণি দ্বারা বিশ্লেষিত হয়। এই সকল ছোট্টাগুলি আবার বৈদ্যুতিক চুল্লীতে 'গ্রাফাইট' সহযোগে মিশ্রণ করা যায়।

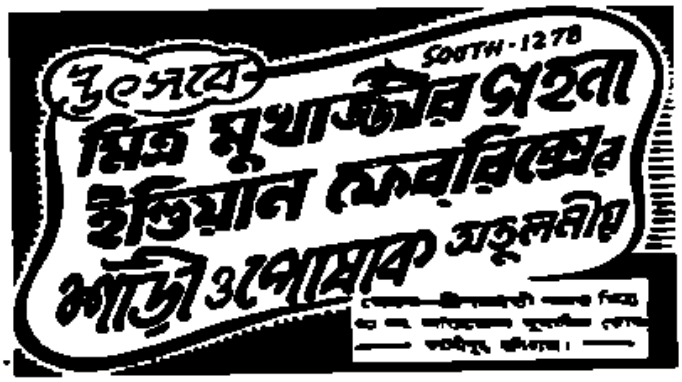

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

≡মোহিনী মিলস্ লিঃ≡

এই সিম্বলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া) = ২নং মিল
কেশবরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা। ব্রাঞ্চ—শিয়ালদহ, কলিকাতা

বিহার, উড়িষ্যা, সি. পি ও বাংগলার
সকল অফিসসমূহে সর্ব্বপ্রকার সুবোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

এজেন্সি—বোম্বাই, মাদ্রাজ ও রাঙ্গুন।

'আলোইট'কে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য যে জল দেওয়া হয় তাহা এইভাবে একটী বৃহৎ পাত্রের মধ্যে রাখিয়াই আনিয়া লওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই জলের মধ্যে কতকটা আলোইট-এর অংশ সাধারণতঃ মিশাইয়া দেওয়া যায়। ইহাকে মাটির কলিকা আনিয়া পূর্ণে যে আলোইট মাটির বইয়াছে তাহার সঙ্গে মিশাইতে হয়। ইহার পরে ঐ সমস্ত পদার্থ ভাঙ্গাভাঙ্গা করিয়া চালিয়া ফেলিতে হয়। উপরে তাপরোধ করিবার পদার্থের মধ্যে কোনরূপ আলোইট-এর অংশ থাকে না। কিন্তু পাত্রের তলায় কতকটা আলোইট করিয়া থাকে। ইহাকে মাটির কলিকা আনিয়া অবশিষ্ট আলোইটের সঙ্গে মিশাইতে হয়। ইহার পর সমস্তটীর আলোইটকে একটী ঘরের মাটির মেঝে করিতে হয়।

এইরূপে প্রায় বিশুদ্ধ আলোইটকে চীনামাটির সঙ্গে মিশাইতে হয়। আলোইটের অনুপাত ৩ ভাগ এবং চীনামাটির অনুপাত ২ ভাগ লওয়া হইবে। ইহার পরে এই মিশ্রণের অনুপাতে ইহাকে পরিমাণ ১০ ভাগ লোহালার দ্রবীভূত করিতে হয়। ইহা দ্বারা চীনামাটি ও আলোইটকে আলাদাভাবে দ্রবীভূত করা যায় এবং এই দুইটী পদার্থ একত্রীভূত হয়। অবশেষে ইহাকে সুন্দরভাবে ছাঁকিয়া লইতে হয়। তখন ইহাকে একটী সুবিস্তীর্ণ কলের মধ্যে দিয়া পরে একটী চাপযন্ত্রের সাহায্যে ইহার ছিদ্র দিয়া বাহির করিয়া দিতে হয়। ছিদ্রটী যন্ত্রের নীচের দিকেই নির্দ্দিষ্ট করে আলোইটকে দূর করিবার প্রণালীর উপর। ছাঁচ যত পুরু হইবে সেরূপ ভাল হইবে। ইহার পরে সীসকের আকারে যেরূপ দিবার সেরূপ কিছু কিছু ফেলিয়া রাখিতে হয়। ইহাকে সীসকের অবস্থিতি জানিবার আবশ্যক করিয়া যায়। সীসক তাহাতে ফেলিবার ইহাকে ঘন করিয়া যায়। সীসক তাহাতে ফেলিবার ইহার মধ্যে অবস্থান করিতে পারে। অবশেষে ইহাকে যত দূরিত মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর আলোইট দূর করিতে হয় এবং একটী দৃঢ়ীর উপর রাখিয়া সীসকে এক দিতে হয়। সেই দ্বারা সীসকটি একত্রীভূত হয় এবং ইহার বাহ্যিক আকার ঘটে।

পেন্সিল প্রস্তুত করিবার আর একটী কারখানা আছে। এই কারখানে রাখিয়া লওয়া একটী অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য। প্রথমতঃ তাহা সমস্ত হওয়া উচিত। কিন্তু এরূপভাবে সমস্ত হওয়া উচিত যে যাহাতে কাটিবার সময় ইহা ভিন্নিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ ইহা এক মানের হওয়া উচিত এবং তাহা না হইয়া লোহা হওয়া দরকার। মাটির মুখনলটীর আকার ঠেলিবার সময়কে মুখের কাছ পেন্সিল প্রস্তুত করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু তাহাদ্বারা ইহা সুবিধাজনক নহে এবং ইহার ব্যবহার অধিক নহে। পেন্সিলের উপযোগী অনেক প্রকার কাঠ আছে। তন্মধ্যে কতক পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে এবং পাইন বৃক্ষ পেন্সিল প্রস্তুত করিতে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়াও অন্যান্য বৃক্ষ আছে পাওয়া যায় যায়। একটু অধিক হইলেই পেন্সিল প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আধুনিক প্রণালীতে পেন্সিল প্রস্তুত করিতে সাধারণতঃ প্রথম আবশ্যকীয় আলোইট ব্যবহার করা হয়। ইহাকে অতি সহজেই খুব গুঁড়া করিয়া লওয়া যায়। আলোইটকে সমস্ত করিতে চীনামাটি একরূপ উপাদান। আলোইটের সঙ্গে যে পরিমাণ চীনামাটি মিশানো যাইবে অনুপাতে সীসকের কাঠিন্য নির্দ্ধারিত হইবে। আলোইট এবং চীনামাটিকে যন্ত্রের সাহায্যে মিশ্রিত করিতে হয় এবং একটী আধার জলাধারের মধ্যে রাখিয়া তাহাদের পাত্রের গুঁড়ার সাহায্যে ভরা করিতে হয়। ইহার পরে এই আধার আলোইট দূরীকরণ যন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া দিতে হয়। অতিরিক্ত জলের একটী চাপযন্ত্রের সাহায্যে অধিক জলকে দূর করিতে হয়। তখন ইহাকে ঘন করিবার জন্য ইহাকে পরিমাণ

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

আমোদর হ্রদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের সচিব ডাঃ বি আর আম্বেদকর দামোদর হ্রদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনার জন্য আগামী ৭ই ফাল্গুনী কলিকাতায় একটী বৈঠকের সভাপতিত্ব করিবেন। বাংলা ও বিহার গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণও এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন।

আমেরিকায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ—সিঙ্গাপুরের সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি দল সম্প্রতি বর্মাস্থী ইরাবতীর গতি ও টেউবোর্ডের পরিবর্ত্তন করিতেছেন। তথায় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞানে ১৯৪৪ সালের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ আর্থার হলি কম্পটনের সহিত সমাজ বিজ্ঞানের সম্বন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ তথায় শিক্ষক সুলভ ব্যবহারে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ উৎসুকতা সঞ্চার করেন। তাঁহারা এই মাসে বর্মা ত্যাগ করিবার সুযোগ প্রতিশ্রুতি দেখান।

খুলনায় আই এ পরীক্ষা কেন্দ্র—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ১৯৪৫ সাল হইতে খুলনা আর কে আকাশ কলেজে পরীক্ষার্থিনী মহিলা ছাত্রদের জন্য আই এ পরীক্ষার একটী কেন্দ্র খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন।

সাংবাদিকতা শিক্ষার ডিপ্লোমা কোর্স—'ভারতালিষ্ট' কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত বিমুভূষণ সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের কার্য্য-নির্ব্বাহক পরিষদের সভায়ি এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সাংবাদিকতা শিক্ষার ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্ত্তন সম্পর্কে আইন চ্যান্সেলারের সহিত সাক্ষাতের জন্য একটী ডেপুটেশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত উক্ত সভায় গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত বিমুভূষণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুধাকান্তি বসু এবং ডাঃ নীরেন্দ্রনাথ সেনকে লইয়া এই ডেপুটেশন গঠিত হইবে। সভাপতি সাংবাদিকতা শিক্ষার একটী পরিকল্পনাও অঙ্কন করিয়াছেন।

বস্ত্র উৎপাদনে আরো ছাঁটাই প্রস্তাব—বম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, বাড়, পশম, জোয়ার, ইক্ষু, তুলা প্রভৃতির উপর আবহাওয়ার ফলাফল সম্পর্কে একটী পরিকল্পনা গঠন করা হইয়াছে। পরিকল্পনাটী সম্প্রতি পঞ্চম বৎসরের জন্য করা হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য পরীক্ষামূলক কার্য্য ২৫ বৎসর ধরিয়া এই পরিকল্পনানুযায়ী চলা দরকার হইবে। ইণ্ডিয়ান কটন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এবং মেটিরিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের সহযোগিতায় এই কার্য্য চলিবে। দুই বার পরীক্ষামূলক কার্য্যে আবহ বিভাগ সমস্ত প্রকার যন্ত্র প্রকারে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবহাওয়ার অবস্থা প্রতিনিয়তই রেকর্ড করা হইবে এবং সমস্ত উৎপাদন, উহার পরিমাণ ও পরিমাণের উপর উহার প্রভাব লক্ষ্য করা হইবে।

আমদানি রেকর্ড সাধ্যে ব্যবস্থা—প্রকাশ, বিদেশি তুলি আমদানী ভারত গবর্ণমেণ্ট করলাভার ও অন্য কারণে সাময়িকভাবে বেকার লোকদিগের সাহায্যের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল তুলাকাল করলা, কাঁচামাল উৎপাদন প্রভৃতি পরিবর্ত্তন প্রভৃতি কারণে যাহারা সাময়িকভাবে বেকার হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে। বিশেষ আদেশে যথোপযুক্ত মেয়াদি কিংবা যে কোন ক্যাটেগরী অথবা কোন বিভাগ বন্ধ করা হইয়াছে তাহার সমস্ত এই ব্যবস্থা পাইবে না।

তুলার চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাস—১৯৪৪-৪৫ সালে সমস্ত ভারতবর্ষে তুলার চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সমস্ত ভারতে মোট	৪৬৭
বিভিন্ন প্রদেশ—	
বেরার	১৮,৬৯,০০০ একর
আমেরিকা	৩১,৫৯,০০০ একর
বম্বাই	৩৭,৩৭,০০০ একর
মাদ্রাজ	৩৪,২৫,০০০ একর

ভারতের নূতন অর্থ সচিব—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, আগামী এপ্রিল মাসে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য অর্থ সচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যানের কার্য্যকাল শেষ হইলে তাঁহার স্থলে প্যাটেলের শাসন পরিষদের অর্থ সচিবপদে তার আজিমুল হোসেনকে নিযুক্ত করার সম্মতি ভারত সরকার করিয়াছেন। তার আজিমুল হোসেনকে ৪৫-মাসে সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন—আগামী ১১ই জানুয়ারী হইতে ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বেনারসে যে ভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাতে যোগদানেচ্ছুক বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এ. মুখার্জ্জি,
ম্যানেজার।

মিঃ বি সেনগুপ্ত,
এসোসিয়েট ডিরেক্টর।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস
বিনয় বো, কলিকাতা।

"ক্যালকাটা ন্যাশনাল" একটি শ্রেণীর ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার বিপুল আর্থিক সংগতি অনায় টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখে এবং সমস্ত ব্যাঙ্কিংকার্য্য যথা-প্রকার ও অন্য সংস্থের অভিজ্ঞতা ব্যাঙ্ক সাহায্য ভারতীয় ভাব নির্ভরযোগ্যভাবে সুসম্পন্ন করে।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, লাহোর ও দিল্লীতে
এবং নিম্নলিখিত স্থানে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস আছে :—

কলিকাতা	আমৃতসর	আগ্রা	আলবারেদী (বেরার)
ক্যানিং ষ্ট্রীট	কাশপুর	বারাই	আমেদাবাদ
বড়বাজার	মোগল সেরাই (বেনারস)	ঝেলিনী	জামসুর
ফ্রাসডাঙ্গা	পাটনা	লক্ষ্ণৌ	ইটওয়াহী (বাংপুর)
ডায়মণ্ডহারবার	গয়া	আজিমাবাদ (পাটনা)	
বালীগঞ্জ	মুজাফরপুর	আজমীর	ভারপুর
ঢাকা	ভটিণ্ড	অমরাবতী (বেরার)	জলন্ধর
নরসনদিয়ে	এলাহাবাদ		জলন্ধর ক্যাণ্টনমেণ্ট
নারায়ণগঞ্জ	ঝাঁসী (এলাহাবাদ)		
চট্টগ্রাম	মোরাদাবাদ		

সেভিংস-একাউণ্টে শতকরা বার্ষিক ৩॥ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।
মেয়াদি ব্যাঙ্ক একাউণ্টে : এই ব্যাঙ্কের মেয়াদি ব্যাঙ্ক একাউণ্টে খুলিয়া অধিকতর।
শতকরা বার্ষিক ১৮০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।

এইচ বি সরকার, জেনারেল ম্যানেজার।

সাবান প্রস্তুতের

ব্যবহার্য্য জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাস্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৪৭ অফিস
" :—১৩৯২ কারখানা
টেলিগ্রাম—"ক্টীমরাইট"

বিদেশ হইতে প্রয়োজনমত বিশেষজ্ঞ ও কারিগর আনিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৫৪-৫৬ সালের জন্য মেরামতের হিসাব—সম্প্রতি মেরামতের অর্থ বিভাগীয় কর্মিসভায় যে আর্থিক হিসাব পেশ করা হইয়াছে, তাহা ই-এর সংশোধিত মেরামতে ট্রাফিক কাইমাস কমিটির এক বৈঠকে হইয়াছে। এই বৈঠকে মূলধন এবং অন্যান্য খাতসমূহ হইতে ১৯৫৪-৫৬ সালের জন্য ৭৯ কোটি টাকা ব্যয় করিবার এক পরিকল্পনা অনুমোদন করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা নূতন লাইন নির্মাণ বাবদ, ৯৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ইঞ্জিন প্রভৃতি বাবদ, ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা পাতা লাইন নির্মাণ বাবদ এবং অবশিষ্ট অর্থ যন্ত্রপাতি ও ষ্টোরের মূল্য প্রভৃতির পরিবহন বৃদ্ধির জন্য ব্যয় হইবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কমিটি—সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, ভারত সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের তত্ত্বাবধানে অনতিবিলম্বে সরকারী এবং বে-সরকারী উভয় প্রকার সংস্থাকে লইয়া এক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কমিটি গঠন করিবার কথা হইয়াছে। তাহাতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং গবেষণা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সরকার নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে তাহার পরামর্শদাতার পরামর্শ দেওয়া এই কমিটির কাজ হইবে। উক্ত কমিটির বে-সরকারী সদস্যগণ হইবেন—স্যার সি ভি রমন, স্যার জগদীশ বোস, প্রফেসর মেঘনাদ সাহা, ডাঃ নাজির আহমদ ও বর্তমান ভাইসরয় ফোরম্যান।

ফ্রান্সো-সোভিয়েট চুক্তি—সম্প্রতি মস্কো সফরকালে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সহিত ফ্রান্স পরিষদ মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্য সংক্রান্ত ফ্রান্সো-সোভিয়েট চুক্তি অনুমোদন করিয়াছেন।

ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা—ভারত সরকারের বিভিন্ন শিল্প বিজ্ঞান বিভাগ বহু বিদেশে বিভিন্ন সংস্থায় ছাত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৫৪ সালে ৫০০ ছাত্র প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছে। এইরূপ বিভাগ ভারতীয় কর্তৃপক্ষগুলির জন্য এক এক ছাত্র নির্বাচিত করিবেন, তাহা তাঁহার সরকারকে জানাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সরকারী প্রত্যেক ছাত্রকে ১,০০০৲ টাকা সাহায্য করিবেন এবং তাহার মধ্যে ৫০০৲ টাকা করিয়া আগাম দিবেন। প্রস্তাব হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনানুযায়ী মূল বাজেট আনুমানিক কর্তৃপক্ষগুলি এবং অন্যান্য ছাত্রের কর্তৃপক্ষ বহন করিবেন।

চিকিৎসার জন্য বিদেশে গমনের আবেদন—সম্প্রতি কানপুরে সিভিল সার্জন মেডিক্যাল কলেজিয়েটের ২১৫ কর্মিবৃন্দের সভাপতির অভিভাষণে তাঁহার জীবনের মেডিক্যাল বিদেশে চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ আমদানী করার নীতির তীব্র নিন্দা করেন। তাঁহার মতে এই নীতি অবলম্বন করা অপেক্ষা চিকিৎসা বাবদ বিদেশে অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করা হউক।

কারাগারসমূহে রোগীদের অবস্থা—কারাগারসমূহে অসুস্থ বন্দিদের অবস্থা সম্পর্কে জনৈক রোগী বাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন যে, কারাগারগুলিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা একান্ত অপর্যাপ্ত। তাহাদের অসুস্থ বন্দিদিগকে অন্যান্য রোগীদের মত সমব্যবহার করা হয়।

কৃষি, শিল্প, কলা এবং স্বাস্থ্য প্রদর্শনী—দার্জিলিং পৌরসভা সমিতির উদ্যোগে (মেয়র হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, মেলা ও পরিকল্পনা) উক্ত সমিতি আগামী ১৯শে জানুয়ারী হইতে ২১শে জানুয়ারী অবধি তাহার পর পর পাঁচ দিন কৃষি, শিল্প, কলা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় এক বিরাট প্রদর্শনীর বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিদ্যালয় চালনা শিক্ষা—আসামের ১৮টি বিদ্যালয়েই এখনে বিদ্যালয় চালনা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে তেজপুর ছাত্রসম্মেলন মিলনী বিদ্যালয়ও আছে। যে সকল ছাত্রশিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী ছাত্র আসামের বিভিন্ন বালিকাদের মোকাবেলা করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে ঐ সকল ছাত্র শিক্ষয়িত্রীগণই বিদ্যালয় চালনা শিক্ষা করিতে পারিবেন। এখন দুই বৎসর পূর্বে এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহাদের নির্দিষ্ট মূলধনের অনেক অধিক সংখ্যায় এই শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী হইয়াছেন।

আসু ভট্টাচার্য মন্দাকিনী—সম্প্রতি বিদ্যা অনুষ্ঠিতের বিভাগ অবেক্ষণের বাহিরে আসু ভট্টাচার্য নিজের কবিতা বিভাগ অবস্থানেই সম্প্রতি এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন।

সত্যের বিজয় অভিযান

সভ্যতার প্রথম দিনটি থেকে মানুষ সত্য সন্ধানে ব্যাপৃত। সুস্থের জন্য এ সাধক ও মনীষীকে দুঃখ-দুর্বিপাক, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে। মোহান্ধ অন্ধ আবেগ বিচার-বাহিনী ইতিহাসে অন্তর হয়ে থাকে। ইতিহাস আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে কেমন করে সমগ্র ওজানী জাতি তাদের সম্রাটের ভুলবিভ্রমকে বিদ্রূপ করেছিল। মোহান্ধের সত্য ও সার্বভৌম অন্ধ আবেগের অসুস্থ আবর্ত ওজানী জাতির জীবনকে এই অধিক মোহের পঙ্কীর ঘৃণ্য দিয়ে দিয়ে সংস্কার উন্নয়ন নীতিকে অধিক দুর্বলতিল। আজও লক্ষ লক্ষ ওজানী তাদের পূর্বপুরুষের অধিক ভুলের জন্য অনুশোচনা করছে। মোহান্ধের আবর্ত সমগ্র ওজানী জাতি ত্যাগ ও সত্যের সন্ধানের পথ আবর্ত ঘোর বীতরাগ করে দিয়েছে। ওজানীর ভুলের মানুষের চলার পথ কম দুর্গম, কম সঙ্কুল নয়। মাত্র এক পুরুষ আগে এমনই দুরূহ পরিস্থিতির ঘাতপ্রতিঘাতে ভুলভ্রান্তি পঙ্কে মগ্নতার আসনে বসা দিয়ে হয়েছিল, তখনকার আমীরাদের সে পরম্পরা আজ সমগ্র ওজানী সমাজ-স্তরে আবেগময় ভূকম্পনে ভূমিসাৎ হয়েছে। বিশ্বাসে, আচারে ও বিধির এই অভিযানটি সংঘবদ্ধে এগিয়ে চলেছে।

শ্যামাকান্ত ঘোষ সন্স লিমিটেড

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে বিশ্বস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৫৩ সালে মূল এবং দ্বিতীয়ের সর্বতোমুখ পরিস্থিতিতে ইহার অক্ষুণ্ণ সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সচ্ছলতের লাভবত্তা, বীমাগ্রাহকের নিরাপত্তা, পরিচালনব্যবস্থার নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে বিশ্বস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট সমৃদ্ধি বীমা ২৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার উপর
বীমা অধিনি— ৫ ৯ ৪৯ ৯ ৯ ৯
প্রিমিয়ামের আয়—১ ৯ ১১ ৯ ৮ ৯
মোট সম্পদ— প্রায় ৩ কোটি টাকা
বার্ষী বোনাস (১৯৫৮-৫৩) তিন কোটি টাকার উপর
নূতন বীমা (১৯৫৩) ৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড্

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

জলপথের সম্পর্কিত অধিনায়ক—প্রকাশ, ভারত সরকারের জলপথ সম্পর্কিত একটি অধিনায়ক গঠন করিবেন স্থির করিয়াছেন। মিঃ এ এন খোসলা উহার চেয়ারম্যান হইবেন।

কলিকাতা হইতে জলপথে সর্বাপেক্ষা পাইপ লাইন—জলপথে সর্বাপেক্ষা অধিক বিমান বাহিনীর ব্যবহারের জন্য বড় তৈল সরবরাহ, কলিকাতা-ব্রহ্ম পাইপ লাইন যোগে আরও আসামের অধিক পরিমাণে তৈল সরবরাহ আরম্ভ হইবে বলিয়া সম্প্রতি বিলাতকে ঘোষণা করা হইয়াছে। উক্ত পাইপ লাইন শেষ পর্যন্ত লম্বা হইবার অবধি প্রসারিত করা হইবে। এই লাইন নির্মাণ সুসম্পন্ন হইলে যেখা সম্ভব নিম্ন যে পরিমাণ তৈল সরবরাহ করা যায় তাহার অন্তত: দ্বিগুণ পরিমাণ তৈল সরবরাহ করা যাইবে। এই পাইপ লাইনে লাল জলপথের আলানী ও তৈল সরবরাহ করা হইবে।

ফুটবলে 'ইন্ডেড্ গেম'—বহুদিনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ফুটবলে বর্তমানে একটি নূতন খেলা ৫০ পাউণ্ড, এক বোতা ফুলার মূল্য ৫০ পাউণ্ড, একটি সম্পূর্ণ ফুটবল মূল্য ৯০০ পাউণ্ড, ১ বোতল হুইস্কির মূল্য ১৯০ পাউণ্ড, ১টি সিগারেটের মূল্য ১০ পাউণ্ড এবং ১ পাউণ্ড সাবানের মূল্য ১০ পাউণ্ড।

ফুটবলে ভারতীয় ব্রাস ব্যাণ্ডের নিমন্ত্রণ—প্রকাশ, ভারত সরকারের পৌরই কার্যকরী বিমান ঘাঁটিসমূহে বিনা সম্ভাবে ইউরোপীয় ব্রাস্ ব্যাণ্ড ফুটবল খেলা প্রদর্শন করিবেন। এই সম্পর্কে ভারত সরকারের পক্ষ বিমান ১৬ জন প্রাথমিক ফুটবল খেলা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রিত করিয়াছেন। উক্ত ১৬ জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এয়ারফোর্স এক্সচেঞ্জের প্রদর্শিত খেলা সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি করিবেন।

তাঁহা কি কে আয় কি হয়—প্রকাশ, ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের 'ইনফিল্ট্রেশন এডভাইসার' তাঁহা কি কে আর কি বাদ উক্ত বিভাগের 'ডেপুটি স্যানি-এর' চিকেটের নিম্নে হইয়াছেন।

অডিটোরিয়ম আরকিটেকচার্স এসোসিএশন পরীক্ষা—অডিটোরিয়ম আরকিটেকচার্স এসোসিএশন, ১৯৩৮-এর প্রথম এবং শেষ পরীক্ষা ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং লাহোরে আরম্ভ হইবে। প্রথম পরীক্ষা আগামী ১৬ই এবং ১৭ই এপ্রিল এবং শেষ পরীক্ষা ১৬ই, ১৭ই এবং ১৮ই এপ্রিল হইবে। আরও সংবাদের জন্য সেক্রেটারীকে লিখিতে বলা হইয়াছে।

আরোগ্যকারী জোকসংখ্যা বৃদ্ধি—আরোগ্যের বেসরকারী হাসপাতাল সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত ১৯৪০ সালের আগে পর্যন্ত ফুলের ফুকরাজোর জোই জোকসংখ্যা ৯৯ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফুকরাজোর ফুলের অধিবাসীরা এবং ফুকরাজো হইতে বাহারা সব ফেলে অন্যত্রকারী লোকের সাধারণ ফুলের ফেলের হইতে বহুগুণের উচ্চতর আরোগ্যের আশাকারী জোকের সংখ্যাধিক্যই ঐক্য সংবিধানের ফলে আরোগ্যকারী জোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাফল্য—বাকল সর্বপ্রকারের পাদ্যা-পরিচ্ছদ ক্রয় অধিকতর ২৩

'যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা'

এস্থলে আমরা নিছক জীবন-যুদ্ধেরই কথা বলিতেছি। এই অবশ্য জীবন-যুদ্ধ একাধারে ব্যক্তিগত এবং অবশ্যই ব্যাপার। আর্থিক সচ্ছলতাই এই যথোচিতক্রমিক জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার একমাত্র উপায়।

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

চেয়ারম্যান——কর্ম্মবীর আলামোহন দাস

হেড অফিস : ৩৯নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড :: কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ৭৯৫

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা : চন্দননগর, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ।

চলতি ও মেয়াদি হিসাবে

সুদ যথাক্রমে ১০ আনা ও ২৲ টাকা

ওয়েস্ট সার্টিফিকেট, ড্রাফ্টিংস্ কল, ফরেন আমানত, লোন ও ওভারড্রাফ্টের সর্ত্ত বিস্তৃত পত্র লিখিলেই জানান হয়। ফোন বি বি ৪১৮

চেয়ারম্যান—শ্রীযতিলাল রায়

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯১১ টেলিগ্রাম :—ব্যাঙ্কার

হেড অফিস :—৮৪নং আওতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন নাম্বর—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৮৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, হাজরারোড, এন্টালী, বহুবাজার (১১৮৭ অপার সার্কুলার রোড)।

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, কেন্দী, বোয়ালিয়া, টাঙ্গাইল, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পুর্ণিয়া, ছাপরা, মজফরপুর, পাটনা সিটি এবং ভাগলপুর।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—
শ্রী বসুমিত্র

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এম কে গুহ

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী
আর্য্যস্থানে
বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকায়
সংশ্লিষ্টি ও আয়করের গুরু-
ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিংস
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

সম্প্রতি কলিকাতায় ফোটোগ্রাফ প্রসঙ্গে এক সংবাদ-প্রসঙ্গে বলেন যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকার পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থা দ্বারা মূল্যবৃদ্ধি রোধ হইয়াছে এবং কোন কোন পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে।

শুল্ক সমঝোতা ও ইজারা চুক্তি—মার্কিন সরকারী-সমিতি মিঃ এডোয়ার্ড টেরীবিয়ার সম্প্রতি ওয়াশিংটনে সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন ও আমেরিকা বৈদেশ শুল্ক ও ইজারা চুক্তি অনুযায়ী কাজ করিতেছে। বর্তমানে রাশিয়ার যে সাহায্যেরতা আছে, তাহা শেষ হইলে রাশিয়া আর শুল্ক ও ইজারা চুক্তির হিসাব রাশিয়ার না বলিয়া 'ডলারস্ ইকুইভিলেন্ট অব লাইজলেজ-বরো' লিজেন্স যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি তাহার সংবাদ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ১৯৪৪ সালের জুলাই মাস হইতে রাশিয়ার যুদ্ধোপকরণ যোগাই আমাদের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে।

মিঃ লঙের মন্তব্য—লণ্ডনের সাপ্তাহিক সংবাদ প্রকাশ, ৪৪ বৎসর অক্লান্তভাবে অধিবাস করা করার পর মিঃ লঙের অন্ধ চিকিৎসকের পরামর্শে পার্লামেন্ট হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মিঃ লঙের বর্তমান বয়স একশত ৮২ বৎসর। ইনিই প্রথম মহিলা বৃটিশ মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিল—বিষয় বাজেট অধিবেশনের সময় বঙ্গীয় আইন সভায় উত্থাপন করিবেন যে কৃষি আয়কর বিল (১৯৪৯) পাশ হয়, বর্তমানে তাহা অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রথম মন্ত্রীর প্রস্তাব গৃহীত—সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন হাউস, বাস প্রভৃতি বিক্রয় ও পরিচালনা করার ব্যবস্থা দিয়া একটী বক্তৃতা হাউসলোই বোর্ড গঠনের জন্য আলোচনা করেন হয়ী যে প্রস্তাব করিয়াছেন, কলিকাতা কর্পোরেশন কয়েকটি সংশোধনসহ সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

ওয়ার ডিফেন্স ইন্‌সিওরেন্স স্কীম—ওয়ার ডিফেন্স ইন্‌সিওরেন্স স্কীম অনুযায়ে যে সমস্ত ডিফেন্স-সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাদের জন্য টাকার ডিফেন্সের হার আগামী ১৯৫১ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ মাসে প্রতি ১০০৲ টাকার প্রতি সম্পূর্ণ মাসে ৭৷ আগামি মাসে পাঁচ পয়সা হিসাবে হ্রাস পাইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ সম্প্রতি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

মিঃ ডি ভ্যালেরা টাইমস—বাংলা সম্পর্কে মিঃ ডি ভ্যালেরা টাইমস্ এবং মিঃ ডি ভে ফোরেনকে

নাথের এজেন্সী ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ান বিভাগ মেসার্সের সকল মনোনীত করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন—সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এসোসিয়েশনের ১৯৪৪-৪৫ সালের জন্য কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে :—সভাপতি—ডাঃ কে এ হাবিব। সহঃ সভাপতি—মিঃ বি মৈত্র ও মিঃ এস গুপ্ত। সমিতির সাধারণ সভ্য—মিঃ অবনীলাল এইচ অধিকারী; ডাঃ এইচ ঘোষ; মিঃ এস পি সেন; মিঃ পি কে ঠাকুর; মিঃ এস সেন; লালা চমনলাল; মিঃ মহম্মদ হামিদ; ডাঃ বি সি রায় ও ডাঃ বি এন ঘোষ।

বৈজ্ঞানিকের সম্মান লাভ—সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইম্পিরিয়াল কলেজের অধ্যাপক

ইন্সিওরেন্স অব
ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস : বুম্বাই
কলিকাতা অফিস : ১২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট
শাখা অফিস :
বিজনেস (আমদানী) ও রিনিউ
আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে
পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর
জীবন বীমার অফিস
বোনাস প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায় ১৬৲
মেয়াদী বীমায় ১৩৲
চীফ এজেন্ট :—
মেসার্স হাজেরাথ ব্রিং—লণ্ডন
ইউ, কি, সি সি, ও ব্রিটীশ গুয়ানা
মেসার্স এইচ, এ মেসী এণ্ড কোং কলিকাতা।
সর্ব্বপ্রকার বিক্রিত ও বিদেশের জন্য
ভেষজ ব্যবসায় :—এস সি দত্ত এণ্ড এস সি

ডাঃ বিরেন্দ্রনাথ ঘোষ ডি, সি, এস পদোন্নতিতে তাঁহার উপর ন্যস্ত গবেষণাগারের দায়িত্বপূর্ণ সম্মানজনক অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতের বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য—আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, মিঃ ইউজিন ক্লাবকার ডেপুটী এক্সো ডিরেক্টরের প্রেসিডেন্ট মিঃ আলফার্ড ডুপন্ট সম্প্রতি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, চীন ও ভিন্নদেশে কয়েকটী বেসরকারী প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। মিঃ আলফার্ড বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকটী কারখানা স্থাপনে ৫০ লক্ষ হইতে ৫০ লক্ষ ডলার খরচ পড়িবে এবং কারখানাগুলি যে সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে সেখানকার স্থানীয় হিসেবরক্ষক ও মার্কিন হিসেবরক্ষকগণ কারখানাগুলি পরিচালনা করিবেন।

মেলা আমহার্ষ্ট কর্ত্তারাণী সম্মেলন—গত ২৫শে ডিসেম্বর বরিবার ১।টায়সময় ৩নং লালা-বাবু মুখোপাধ্যায়ের বসতবাটীতে মেলার বর্ষিক মেলা আমহার্ষ্ট কর্ত্তারাণী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলার বিভিন্ন মেলার প্রায় সেবায়ত ও প্রতিনিধি দ্বারা বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া বাবাকালীর বাবাদুল বোষিন, ঐযুক্ত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য ঐযুক্তাদুলর মহাশয়াগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। মূল অধিবেশনের পরে 'আমহার্ষ্ট'-সম্রাজ্ঞী ঐযুক্ত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মুরিয়া-সভার অধিবেশন হয় এবং অন্যান্য ঐযুক্তাদুলর মহাশয়াগণ এই অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

বিদ্যুতের সাহায্যে পশু রক্ষা—বিলিভ—সম্প্রতি পশুর রক্ষা এক যন্ত্র আবিষ্কার উপলক্ষে লন্ডনে নিযুক্ত সরকার তিন সপ্তাহের নিমিত্ত অধিবেশনের সময় সাহায্যে পশু এবং তিন হইতে ৮৭ বৎসর বয়স্ক মুসলমান পাশী ও কারবারী লোকদিগকে রক্ষা নিমিত্ত করিয়া একখানি বিলাতি প্রস্তাব করিয়াছেন।

ভারতে গুড়ের চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি—ভারতের চিনি কারখানা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে

ইউনাইটেড
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৩০ ফোন : কলি ৬৮-৬৯
(হেড অফিস—৭, ওল্ডকোর্ট হাউস, কলিকাতা)
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।
বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২০,১৮,৯০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১২,৮৫৫৲ ,,
আমানত—এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৪ সালের ১০ই মে পর্য্যন্ত)
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যজ্ঞনাথ রায়
ভূবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়।
শাখা—বড়বাজার, হাটখোলা ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা।
সে-অফিস : জিরকাদির
এ ব্র্যাণ্ডারি,—জেনারেল ম্যানেজার।

টেলিফোন—বড়বাজার ৪৩১২ স্থাপিত—১৯২৯
শক্তি ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস : ১৫৬, ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা—ছুঁচড়া
বম্বে, হাওড়া ও শ্যামবাজার
শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের পদের জন্য আবেদন করুন।
জেনারেল ম্যানেজার—বি. এম. শী। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এম. কে. নন্দী।

অভিযোগের মোটর গাড়ীগুলি বন্দুকধারী সেনারা বিমান যোগে দিল্লি হইতে পৌঁছিয়াছেন। তিনি অভিযোগের একটী মোটরের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই কারখানায় প্রতি বৎসর ১৫ হইতে ২০ হাজার মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইতে পারিবে।

ভূমি জরিপ ব্যবস্থার বিল—বাংলার অর্থনীতি ১৯৪৪ সালের ভূমি জরিপ ব্যবস্থার (সাময়িক ব্যবস্থা) বিলে সম্মতি দিয়াছেন।

বিমান ও মুটেদের মধ্যে চুক্তি—ভারতের সর্ব্বত্র বিমান, রিক্সা এবং হোট মুটেদের মধ্যে যথা আয়কারী এবং অর্থ বিষয় সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সম্প্রতি এক চুক্তি হইয়াছে। ভারতের সংবাদপত্র "আল যোগাযোগ" সংবাদটী প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত সংবাদপত্রের ধারণা এই যে, এই চুক্তির ফলে বিমানের অবস্থার উন্নতি হইবে।

ট্রাইকাস ফোনের সর্ব্বাধিকারী—মিঃ ইউকের সংবাদে প্রকাশ, ভারত, চীন ও অন্য অন্যান্য ট্রাইকাস ফোনের অনুসন্ধান-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিভাগের ডাঃ আলেকজান্ডার ফিলিপস যে কৃতকার্য্য ও সম্মানের পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য তিনি পদক উপহার লাভ করিয়াছেন।

জেনীয় রাজ্যের বিমানের আয়ু—সম্প্রতি বড়লাটের পরিষদ আবশ্যক বোধে পরিষদের যে বিশেষ উপবিধি রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে যিয়া ইংলণ্ডের 'নিউ ষ্টেটসম্যান এণ্ড নেশন' পত্র বলিতেছেন যে, যুদ্ধাবসানে ভারতের স্বাধীনতা লাভের ফলে ভারত-বিভাগের যেখা দিয়াছে। আজও সরকার মনে করেন যে, যুদ্ধোত্তর কালে সমগ্র ভারতবর্ষে একই প্রকার নীতি ও কর্ম্মপন্থা অনুযায়ী কাজ করা আবশ্যক—পক্ষান্তরে দেশীয় রাজ্যগুলি নিজ নিজ রাজ্যের ভবিষ্যৎবংশ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সক্ষমতা।

ফ্রাইডেন্সে অভিযোগিতা প্রকাশ—ফ্রাইডেন্সে বাহে অভিযোগিতার বিরুদ্ধে যত আইন বলবৎ ছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গলা হইতে চাউল রপ্তানী—প্রকাশ যে, বাঙ্গলা সরকারের হাতে ১৩ লক্ষ টন চাউল মজুত আছে এবং উহার মধ্যে ৩ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ টন চাউল বাঙ্গলার বাহিরে রপ্তানী করা হইবে। প্রকাশ যে, উপযুক্ত সংবাদ আমরা হাতে না আসাতে

(ফোন—কাল ৪১০১) ব্রাঞ্চ—হিদারাবাদ

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংয়ের সুযোগপ্রাপ্ত ভারতের অন্যতম উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস—কলিকাতা, ৮নং নারদ রেঞ্জ। বোম্বে অফিস—৭৫নং এস্প্লানেড রোড।

১। মিঃ সুবিমলকৃষ্ণ হাজ, অভিনব এবং ব্যাঙ্কার, কলিকাতা।
২। মিঃ প্রমথেশকুমার সেন, এসিষ্টেন্ট, ডাইরেক্টর, কলিকাতা কর্পোরেশন
৩। মিঃ ললিতলাল সরকার, বারিষ্টার এবং ব্যাঙ্কার, বিজয়গড়।

আমাদের ডিরেক্টর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীযুত গোপীনাথ বড়ালের মহাশয়ের সভাপতিত্বে গৌহাটী শাখা খোলা হইয়াছে।

অন্যান্য শাখা

বাংলা, বিহার, ইউ পি এবং আমাদের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ আর রায়

এই ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত

পিয়ারলেস লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

সমস্ত এজেন্সী এবং অর্গেনাইজার আবশ্যক।

মেট্রোপলিটনের ক্রমোন্নতির পরিচয়

মূলধন বীমার পরিমাণ	বার্ষী প্রিমিয়ামের পরিমাণ (১ম বৎসর হইতে মোট পরিমাণ)
১ম বৎসর ১৯৩১	
প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা	২ হাজার টাকা
১৯ বৎসরে ১৯৫০	
৬৫ লক্ষ টাকার উপর	২ লক্ষ ৬১ হাজার টাকার উপর
১৯৫০ বৎসরে ১৯৫০	
১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার উপর	১২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার উপর

দি

মেট্রোপলিটন

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ এবং সাব-অফিসসমূহ :—

হাওড়া, ঢাকা, টাঁদপুর, শিলং, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ।

অর্গেনাইজিং কেন্দ্র ভারতের সর্ব্বত্র।

নব পরিকল্পনানুযায়ী কতিপয় শিক্ষিত বোর্ড অফ ডাইরেক্টর দ্বারা পরিচালিত

এসিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

১২নং জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—
মিঃ এস সি দাস।

আপিস ও শিল্প

সকলের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র

সদর

- বই বাঁধাই
- লিখন স্ট্যান্ড
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এমবসিং মেশিন
- পিয়ন ব্যাগ,
- স্লেট, স্লেট,
- টোবেল্ড ও বোর্ড
- মেডেল ও অন্যান্য ধাতু-চিহ্ন
- সিলে-করা ব্যাগ,
- গালার সীলমোহর
- চাকরির সার্টিফিকেট সাজান ধাতু-চিহ্ন
- কারখানার জন্য ইলেকট্রিক ও বাত্ত-বাতি
- কৃষিকর্ম্মের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি
- সিট মেটালের তৈরি জিনিষপত্র

আমাদের নিজ কারখানায় সুযোগ্য কর্ম্মচারীদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত হয়। আমাদের না করে মুদ্রক পারবেন না—কতো মুদ্রণ ও লিথো কাজে আমরা এখন জিনিষ তৈরি করে থাকি

শ্রীরামচন্দ্রজী

১-৩-এ, বিডন রো, কলিকাতা
ফোন : বি বি ১৮০০

সর্ব্বাধিক সম্প্রদায়ের নিজস্ব ব্যাঙ্ক

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩, বর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিকাতা ২২৮০ (তিন লাইন)

সন	কার্য্যকরী মূলধন	ক্যাশ, গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী ইত্যাদিতে জমা	সংরক্ষিত তহবিল
১৯৪২	৫৯,০৬,৮২৩৲	৩৫,২৮,৭০০৲	১,২৭,০০০৲
১৯৪৩	১,১৬,২৬,৯২০৲	৬৯,১৬,৩২২৲	১,৬০,৬৭০৲
মার্চ'৪৪	১,৮৩,০০,০০০৲	৭৮,৫৬,৫৬৭৲	১,৯৪,৬৩২৲

আমাদের উপর নির্ভর করিলে আপনার ভবিষ্যৎ সুবিদিত।

বাঙ্গলা সরকার অবিভিদেশে ২৫ হইতে ৫০ ভাগের টন চাউল বাঙ্গলার বাহিরে রপ্তানী করিবেন। তবে আশু সরকার আশা বাঙ্গলা সরকারের এরূপ নির্দেশ নিরাশের যে, বাঙ্গলার চালের কোন অভাব ঘটিবে না এরূপ স্থির নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত বাঙ্গলা সরকার যেন বাহিরে কোন চাউল রপ্তানী না করেন।

ত্রিবাঙ্কুরে রাসায়নিক সার উৎপাদনের ব্যবস্থা—ত্রিবাঙ্কুরের রাসায়নিক সারের অভাব দূরীকরার জন্য বাইবার জন্যান্য ট্রেডিংস কর্পোরেশনের উদ্যোগে রপ্তানী কি: এসপ্লোর্ট লিমিটেড নামে নতুন একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের মূলধন ১৮ লক্ষের মধ্যে এই ব্যবস্থায় চালু হইবে এবং এখানে প্রতি বৎসর ৫৪ হাজার টন এ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হইবে। এই রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে ত্রিবাঙ্কুরের প্রতি একর জমিতে বর্তমানের ৭৫০ পাউণ্ডের স্থলে ১৮০০ পাউণ্ড ধান উৎপন্ন হইবে বলিয়া মি: পলে আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

আমেরিকার ক্যানাডা, রাশিয়া ও চীন হইতে পণ্য সরবরাহের অর্ডার—সম্প্রতি ক্যানাডা, রাশিয়া ও চীন হইতে আমেরিকার সমরসচিব সরবরাহের জন্য কয়েকটি বড় রকমের অর্ডার পাঠান হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ক্যানাডা ক্যানাডা আমেরিকার নিকট হইতে ১৮ কোটি পাউণ্ড মূল্যের টাকাকড়ি ঋণ করিবে বলিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে এবং আমেরিকা রাশিয়ার ১ কোটি পাউণ্ড মূল্যের অস্ত্রশস্ত্রাদি সরবরাহের কন্ট্রাক্ট পাইয়াছে। ইহা ছাড়া বিশ্বাস বীমার ঋণ সরকারের জন্য রাশিয়া আমেরিকা হইতে ১ কোটি পাউণ্ড মূল্যের টাকাকড়ি (নগদ প্রদানের সরবরাহ ও প্রতিক্রিয়া দ্বারা চালিত অস্ত্রশস্ত্র) আমিবারের ব্যবস্থা করিয়াছে। ক্যানাডা, চীনের এক বিশেষ পরামর্শদাতা, খনন ও তেলের পরিচালনার জন্য চীন আমেরিকার নিকট হইতে ২০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের রাইফেলাদি যুদ্ধসামগ্রী (অন্যান্য দ্রব্য চালিত হয়) কিনিতে চাহিয়াছে।

সোনা ও রূপার মূল্য—গত ২৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনা, রূপা ও সিসির বিভিন্ন মূল্য বলবৎ ছিল :—কলিকাতা—সোনা (প্রতি ভরি) ২১৮/০ আনা, সিসি (প্রতি পত্র) ৪৯৯৯ আনা। রূপা (প্রতি ১০০ ভরি) ১৪৯৯ আনা। বোম্বাই—সোনা (প্রতি ভরি) ২৪৯৯ আনা, রূপা (প্রতি ১০০ ভরি) ১৩১৯/০ আনা, সিসি (প্রতি পত্র) ৫১।০ আনা।

ট্রেজারী বিল—গত ২৯শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ভারত সরকার কর্তৃক আজ ডিসেম্বরের যেয়াদী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেন্ডার ফোন হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৯/৯ পাই ও অতুর্ধ মূল্যের সমুদয় আবেদন গ্রহণ করা হয় এবং অন্যান্য মূল্যের আবেদন বাতিল করা হয়। সর্বসমেত ৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার আবেদন গৃহীত হইয়াছিল। গৃহীত টেন্ডারের সূদের পরিমাণ সর্বসমেত বার্ষিক ১১৮ পাই হিসাবে নির্দ্ধারিত হয়।

আগামী বুধবার ৭ই জানুয়ারী যেসা ১.৫১ সপ্তাহ (ট্রেজারী বিল) বোম্বাইয়ে এবং ৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার কলিকাতা বন্ধ এ ৩৬৯ পর্যন্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে আজ সরকার কর্তৃক আশু বিলম্বের যেয়াদী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডার গৃহীত হইবে। আবেদনের প্রকৃতিযোগ্য বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৭ই জানুয়ারী তারিখে টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত পূর্ববৎ।

১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে মোট ৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল আজ সরকারের ঐরূপ বিভাগের সম্পর্কে বিক্রীত হইয়াছে।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলি, ৫-৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ডালহাউসী, ডায়মণ্ডহারবার, বরিষাহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্তে সঞ্চয়বিনেষী ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জ্যা: অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-পি

একমাত্র ব্যাঙ্ক যাহাকে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন—

ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া লিঃ

১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বরসিংদি শাখার শুভ উদ্বোধন হইয়াছে।

এম পাল, এম এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ভারতীয় ইউরিপিয়ন ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি ১৭৪৪

ব্রাঞ্চ অফিস :—

ঢাকুরিয়া, নাবার্থ মার্কেট, ঈডেনবাগ, গড়ীপুর, ক্যানিং, পাঁকুড়, ডায়মণ্ডহারবার, বুলিয়াস, বারুয়ারডাঙ্গা, মাহিষবাথান, ও কোন্নগর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মি: বি এন চাটার্জ্জী

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় পরিচালিত একটি ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ১,১০,০০,০০০ টাকা। বিলিকৃত ও আদায়কৃত মূলধন ১,০১,৫০,০০০ টাকা

বিলিকৃত মূলধন ৭,৫০,০৯,৩০০ টাকা। আমানতের পরিমাণ (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪১) ১১,৯১,১১,০০০ টাকা

আদায়কৃত মূলধন ৫,৩০,৩৯,১০০ টাকা। হেড অফিস—সেণ্ট্রাল বিল্ডিংস, পুরী, উড়িষ্যা

বাঙ্গলার সর্বত্র ১৫০টির অধিক শাখা ও সাব-অফিস খোলা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রীযুক্ত এন, সি, সেনগুপ্ত, বি, এল, (অক্সন), বার-এট-ল, এম, সি, এস, এ, (লণ্ডন), এফ, আর, ই, (লেকচারার)। ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রীযুক্ত এস, কে, দত্ত, বি, এল, (কলি)। সহকারী ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রীযুক্ত এস, কে, সেনগুপ্ত, বি, এল, (কলি)।

এজেন্সী প্রদানে ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী সহ বিবিধ তথ্যের জন্য লিখুন।

ব্রাঞ্চ অফিসসমূহ : কলিকাতা—হেড অফিস—১৩৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; বড়বাজার—৩১, কলেজ ষ্ট্রীট ; ডালহাউসী—১৩৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; ধর্মতলা—১৩৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; ভবানীপুর—৩৩, রসা রোড। আসানসোল, বালুরঘাট, বীরভূমের অন্তর্গত সিউড়ি, বিলিগুড়ি, বহরমপুর, বিলাসপুর, ভাটিয়ারী, এবং পুরী। বিহার—আরারিয়া, ভাগলপুর, চাঁদপুর, দানাপুর, ধানবাদ, গয়া, জামতাড়া, জামালপুর, সাঁওতালডি, জেমসেদপুর, কাটিহার, কাঁকুড়িয়া, মধুপুরী, পাকুড়িয়া, রাজমহল, সাহেবগঞ্জ, সাসারাম, সিউড়ি, সোনপুর। উড়িষ্যা—কটক, ভদ্রক, বালেশ্বর, ঝাড়সুগুদা, পুরী, রাউরকেলা, রায়গড়া, সম্বলপুর। আসাম—গৌহাটী, শিলং, তেজপুর, ডিব্রুগড়, শিলচর, নওগাঁ, ডিমাপুর, ধুবড়ী, জোরহাট, তিনসুকিয়া, শিবসাগর, লামডিং, হাফলং, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, ধর্মনগর, কৈলাসহর, কমলপুর, আগরতলা, পানিসাগর, কৈলাশহর, কাঞ্চনপুর, পাইলা, পাইলা সিটি, কাটিহার, ডিমাপুর, ভদ্রকপুর, নাহারকাটিয়া, পলিয়া, বিশ্বনাথিয়া, অমরপুর ও পুলিলিয়া। ইউরোপ—লণ্ডন, ৪।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

চট্টগ্রাম ইলেকট্রিক কোম্পানী

গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ১৯৫ নম্বরের পালিত লেন, কলিকাতায় চট্টগ্রাম ইলিসিটারি এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর প্রথম অফিসে উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর বার্ষিক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় কোম্পানীর ১৯৩৩ সালের লাভ হইতে উক্ত কোম্পানীর অংশীদারগণকে আসলসমূহ শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। সভায় আরও জানা গিয়াছে যে, গত বৎসরের লাভ হইতে কোম্পানীর পরিচালকগণ ডিরেক্টর অফিসে ফাইলে মার্চ ৩১৲ টাকা হইতে ২২৲ টাকা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ২৫৲ টাকা হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রদান করিবার এবং এতদ্ভিন্নিক প্রত্যেককে তিন মাসের বেতন বোনাস হিসাবে দিবার। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীর পরিচালিত কোন কোম্পানীর দ্বারা চট্টগ্রাম ইলিসিটারি এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী কেবল যে একটী নূতন প্রতিষ্ঠান এমন নহে—ইহা অন্যান্য উহার সহযোগে লইয়া পরিচালিত একটী প্রতিষ্ঠান। এই দেশীয় পরিচালনা ও সাফল্যের জন্য উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বে কে সেন এবং উহার সহকর্মিগণকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

গত ১৩শে ডিসেম্বর কলিকাতায় ৩৫, বিডন্‌ষ্ট্রীটে নিবন্ধিকৃত কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের লিঃ হাফেজ ব্যাঙ্কের উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা অবগত আনন্দিত হইয়াছি যে, উদ্বোধনের সময় নিম্ন এই শাখা অংশীদারগণের প্রদত্ত মূলধনবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কর্ণ ইষ্টেন্টাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া লিঃ

গত ১৩ই ডিসেম্বর সোমবার কর্ণ ইষ্টেন্টাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া লিমিটেডের সভাপতির শাখার উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বাংলা সরকারের ট্রেজারার কর্ণেল্‌ডের মিঃ এস সি রায় এই শুভকার্য সম্পাদিত করেন।

গত ১৩ই ডিসেম্বর বুধবার বহিবাজার ষ্ট্রীটস্থ কর্ণ ইষ্টেন্টাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া লিমিটেডের বহিবাজার শাখার উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা মিঃ আর সি রায় চৌধুরী মহাশয় এই শুভকার্য সম্পাদিত করিয়াছিলেন। সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীগণ এই উদ্বোধন-উৎসবে যোগদান করিয়া ব্যাঙ্কের শুভ কামনা করেন।

এসিয়া ইন্সিয়রেন্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গত ৩১শে ডিসেম্বর শুক্রবার ৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট লিমিটেড ১৯৩১ আক্টের নিয়ে ব্যবস্থিতিমতাবলম্বী মূলধন যোগে এবং ফাইনেন্সিয়ারের দ্বারা পরিচালিত উক্ত ব্যাঙ্কের ঐযুক্ত আনন্দের বিদেশীয় সৌধ-বিভাগ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন-আসরে ব্যাঙ্কের অন্যতম ডাইরেক্টর ঐযুক্ত বিজয়কুমার বক্সী, এম-এ, ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কের উন্নতি এবং পরিচালনা সম্বন্ধে এক বিস্তৃত বক্তৃতা দেন। ব্যাঙ্ক উদ্বোধন-প্রসঙ্গে তাঁহার মন্তব্যপ্রসঙ্গে যে মূলধন ব্যাঙ্কিং আইনের প্রবর্তনে বহুপরিমাণ হইয়াছেন সে সম্বন্ধে ঐযুক্ত বিজয়বাবু মহাশয় এক বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা এই সকল ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালনে যে বিশ্ব উপস্থিত হইবে সে বিষয়ে আলো বক্তৃতা দেন। পরিচালনে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে অভ্যর্থনা ও চা পানান্তে উদ্বোধন কিয়া সমাপন হয়। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডিয়া পটারি এণ্ড সিমেন্ট ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ এস বুসার্ডি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ইট, টালী, পাইপ প্রভৃতি তৈয়ারী।

নালন্দা ফেব্রারী এণ্ড পেপার ইণ্ডাষ্ট্রি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি দি চাটার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—মুঙ্গের, বিহার। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ফেব্রারী কাগজ, বোর্ড-পেপার প্রভৃতি।

ভারত পেপার, ফলার এণ্ড বোর্ডমিল্স্ লিমিটেড—ডিরেক্টর মিঃ এস এস সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ কোটি টাকা। বোর্ড ও কাগজ।

অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়েন্স এণ্ড ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানী—প্রেসিডেন্ট রায় হরিনন্দন লাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, বর্মণ্ডিন্ লেন, কলিকাতা। ঔষধ উৎপাদন ও ঔষধ ব্যবসায়ীদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন।

দে বি বসু এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বাসিকাপ্রসাদ সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২৯, বাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫৲ হাজার টাকা। রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ঔষধপত্রের ব্যবসা।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্রিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগসম্বন্ধ একটি সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

অন্যান্য কলিকাতা অফিস—

খালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মোয়াখালী, নোয়াপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, সুলতানবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, বরিশাল, বর্ধমান, রিয়াসত, চৌলতগঞ্জ, পূর্বিয়া, পাটনা, বেনারস, আরা, রাঁচী, ভাগলপুর, জামসেদপুর, নরেন্দ্রী, আরা, শিবকাশিম, অটিয়ার, মরিশাস, সিলেট, আসানসোল ও সিরাজগঞ্জ।

কার্য্যকরী তহবিল

১,৫০,০০,০০০৲ প্রায় দেড় কোটি টাকা

বোম্বে, মাদ্রাজ, কটক ও নাগপুর শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।

এদেশী আসামের সর্বত্র বহু বহু ব্যবসাকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি পাল।

ইউনাইটেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

অনুমোদিত মূলধন এক কোটি টাকা

বর্তমানে গৃহীত মূলধন দুই কোটি টাকা

চেয়ারম্যান—মিঃ জি সি বিড়লা

ডিরেক্টরগণ—(কলিকাতার স্থানীয় বোর্ড)

মিঃ এম্ এ ইস্পাহানী, স্যার আবদুল হালিম গজনবী, মিঃ বৈদ্যনাথ জালান, মিঃ এ সি লাহা, মিঃ আই সি বোরেজা, মিঃ অন্নপ্রসাদ বিড়লা, মিঃ কে সি নিয়োগী।

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ বি বি ঠাকুর

—যে ব্যাঙ্কে টাকা জেমে নিশ্চিন্তে ব্যবসা করা যায়—

ভারতে ও ভারতের বাহিরে সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ব্যাঙ্কসমূহ :—আসানসোল—আরা ও বারাণসী, বম্বে, কলিকাতা—প্রধান ও অন্যান্য শাখা, কটক—আলমোড়া, কানপুর, দিল্লী, দিনাজপুর, বারাসাত (নিম্ন), মজঃফরপুর, পাটনা, লাহোর, মিঃ সিমলা, সিলেট, সিরাজগঞ্জ (নিম্ন), রাঁচী।

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে :—

লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, হরিদ্বার, বম্বে, জামসেদপুর, মোরাদাবাদ, আগরা, আসানসোল—বর্ধমান, অমৃতসর—জলন্ধর, ভাগলপুর ও মিঃ সিমলা।

হেড অফিস—২, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

ফোন :—কলিকাতা ৩৫৭৮ টেলিগ্রাম—ব্যাঙ্কসমূহ

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস্ লিঃ—১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। দি মোহিনী মিলস্ লিঃ—১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা। বেঙ্গলফেডিয়ার জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। সিউড়ী সেণ্ট্রাল জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭॥০ আনা। দি ক্যালিকাটা ষ্টীমশুভেল কোং লিঃ—১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭॥০ আনা। বেঙ্গল পেপার মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২২৲০ আনা। দি ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিসিটির বেঙ্গল কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৯৲ আনা। ব্যাঙ্কা মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৭৲০ আনা। দি রিলায়েন্স জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲০ আনা। বেঙ্গল জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। বালারহাট টী কোং লিঃ—১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। ডুমারদলটি টী কোং লিঃ—১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। কুলাথ ডুমার কোম্পানী—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৫৲ টাকা বোনাসসহ প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৫৲ টাকা। হার্ল্লা ডুমার কোম্পানী—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৫৲ টাকা বোনাসসহ প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৫৲ টাকা। আন্দ্রে-জরায়ী কোং লিঃ—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৫৲ টাকা বোনাসসহ প্রতি শেয়ারে শতকরা ২২৲০ আনা। ইণ্ডিয়ান ষ্যাসনাল এয়ারওয়েজ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা।

পুস্তক পরিচয়

ইণ্ডিয়ান হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টস্ অ্যাসোসিয়েশন্ (India's Sterling Exhibition)—"ডিসেম্বার" প্রকাশ। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টস্ অ্যাসোসিয়েশন্, কলিকাতা। মূল্য—এক আনা।

বিদেশের প্রদর্শনীর ন্যায় বিদেশে ভারতের কারুশিল্প প্রদর্শনের বিভিন্ন সমস্যার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত কয়েকখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং এই শ্রেণীভুক্ত আলোচ্য পুস্তকখানি ভারতের হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টস্ ও ভারতের উপর লিখিত। ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের গড়ন সাধারণ সর্ব্বসাধারণ ভারতেই পাওয়া প্রায় ২৫ কোটি টাকার মত হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টস্ শিল্প হইতেছে এবং অনুকূল বাণিজ্যিক পরিবেশ ও সুযোগ এই হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টস্ পাওয়ার পরিমাণ অনেকটা বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ বিদেশের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে আইনতঃ যাওয়ার বিনিময়ে ভারতে ভারতের মুদ্রাস্ফীতির দোষ দিয়া দেশবাসীর বঞ্চনার বিষয় করিয়া তুলিয়াছে। উপস্থিত পরিবর্ত্তনশীল হইলেও ভারতের এই বিরাট অর্থনৈতিক প্রশ্নের আশু কিভাবে সমাধান হইতে পারে তাহা লইয়া এখন অবধি কিন্তু কোন ব্যক্তিই মাথা ঘামাইতেছেন এমন আলোচ্য পুস্তকখানির লেখক বিহারের একজন সাধারণ গ্রামবাসীর দৃষ্টিকোণ হইতে গ্রামবাসীর প্রকৃতির লাভ-লোকসান হিসাবে এই হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টস্ শিল্পকে কিভাবে আলোচ্য করিলে ভাল হয় তাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থখানির প্রথম দিকে তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, দুর্ভাগ্যক্রমে শৌখিন বিলিতিভাবে পরীক্ষা হইলে হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টস্ শিল্পের পরিবর্ত্তে যান্ত্রিক কোম্পানীগুলি আমদানী করিলে দেশবাসী এবং গভর্ণমেণ্ট উভয়েই লাভবান হইবেন। কারণ সংগঠন প্রচুর হইলে একদিকে যেমন বিলিতি-সঙ্গের দাম কমিয়া যাইবে তেমনি মাল প্রস্তুতি কোম্পানীর বিভিন্নে অনেকটা অংশ বিপুল পরিমাণ টাকা ট্যাক্সি লইয়া গভর্ণমেণ্ট মুদ্রাস্ফীতের শৌখিনে সাহায্য করিবেন। তবে কোম্পানীর মূলধন সহিত শিল্পজাত একত্রে চলিলে দেশবাসী অধিকতর উপকৃত হইবে বলিয়া লেখক অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং লেখকের উদ্দেশ্য মতে অর্থসংগ্রহের ফেঃ না করিয়া গভর্ণমেণ্টের ইতিমধ্যে পরিচালিত সঙ্গে অর্থসূচির ব্যবস্থা করিয়া দেয়া ও অর্থের সরবরাহ করা হয়, যাহাতে পণ্যোৎপাদনের দিকের পরিবর্ত্তে দেশবাসী অর্থনীতির দিকে দেয়া প্রয়োজন বলিয়া তাহার ধারণা হয়। লেখকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পুস্তকখানির দেখক প্রশংসার বিষয় বিদেশে ভারতের হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টস্ শিল্পের কথাই বিদেশে করিয়া তিনি অভিজ্ঞতার, কিন্তু বর্ত্তমানের ঘুরানার সময়কার অধিক মূল্যের বিনিময়ের যাহারা আমদানি দিয়া-আনাই দেখিতে চান এবং সেই জন্য কোম্পানীর পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত আনিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টস্ পরিবেশের কথা তিনি ভাবেন তাঁহারা দেখে হয় এই প্রস্তাবটি খানে ব্যক্তিগত হইবেন না। তবে যাহা হউক, বর্ত্তমান দেশবাসীর বস্তুত ভিত্তের পরিস্থিতির দেখক এই জটিল সমস্যার আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সমস্ত যুক্তি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বাধীনতা-পীড়িত মনের সন্ধীর্ণ পরিচয় আছে। দেশ কোন স্থানে মুখর আবেগ অভিনবের এই প্রস্তাবের পুস্তিকাখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে আগ্রহশীল পাঠক সমাজে পুস্তিকাখানি সমাদৃত হইবে।

Swami Vivekananda and Modern India: By Swami Jagadiswarananda. Published by Ramkrishna Vedanta Math, 19-B, Raja Rajkissen Street, Calcutta. Price annas twelve only.

পুস্তকখানি পঠিতে আরম্ভ করিয়া আমাদের বারম্বার-বিবেকানন্দের ভাব-বিভিন্ন-আবেগ-সর্ব্বদেশের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল বিবেকানন্দ রাষ্ট্র-সেবা ও ধর্ম্মসাধনার যে বাণী প্রচারের আগে এই ভূমিতল পৃথিবীর বাণীকে অন্তরে গ্রহণ করিয়া বিরাটের, যে আদর্শ তিনি নিজে রচিয়া চলিতেন, যে মহান কর্ম-বাণীকে তিনি আমাদের অন্তরাত্মাকে দেশ-দেশান্তর ঘুরাই হইতে আহরণ করিয়া বিরাটের ভাষা খাকের কথা নাই, সব ভাষাতীত। আজিকার যন-দেশসেবার দিনের বিবেকানন্দ-বাণী যে প্রচার প্রয়োজন তাহা বিশেষভাবে বলা চলে। বর্ত্তমান পুস্তকখানিতে এই সকল কথাই আলোচনা প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। কাজেই আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেই পুস্তকখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন। ক্যাল—৪৩৩১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা (২৬১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ব্যাঙ্কার্স ডাইরেক্টরি: মিঃ বি সি বাগ, এম-এ, বি-এল

এই বীর অগ্রগতিই মুই পরিচালনা ও প্রকৃত ব্যাঙ্কিং-এর পরিচায়ক।

অগ্রগতির পরিচয়

ডিসেম্বর ১৯৪২	২৭,৫৬০৷৷৶৮ পাই
ডিসেম্বর ১৯৪৩	১,৭২,৩৫৬৷৷৶৬ পাই
জুন ১৯৪৪	১৪,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৩১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রাম—"এক্সচেঞ্জিয়া" ফোন। বড়বাজার ২৩৩১

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ—মি বি ব্যানার্জ্জী ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মি বি ঘোষ বর্ত্তমান

এম্প্লায়ার্স অব্ ইণ্ডিয়া

লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৯ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ
৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর

চলতি বীমার পরিমাণ
১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর

দাবী শোধ
৮,৩৫,৪৯,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বীমাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এন, দাস এণ্ড সন্স লিঃ
চীফ এজেন্ট
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম
২৩, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা ফোন ক্যাল ৩২৩৩ (৩ লাইন)

চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত	৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত	৪০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত	৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৬,২৫,০০০৲ টাকার উপর

এই ব্যাঙ্কের কিছু সংখ্যক ক্যাপিটাল সার্টিফিকেট সম্প্রতি বন্টন করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী হইতে কার্য্য আরম্ভ হইবে।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই তার আয়োজন করুন। আমাদের বিল্ডিংস্ লোন্ স্কীম আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপত্রের সাহায্যে গৃহনির্ম্মাণেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে ঋণ দেওয়া হয়।—ঋণ পরিশোধ ২০ বৎসরে। এই বীমাপত্র-সহিত-বীমাপত্রবিহীন সম্পত্তি পরীক্ষাকার্য্য অবিলম্বে করিয়া থাকে। ঋণ গ্রহণ করিয়া দেনা হইয়া যায় এমন অসহায়ী বা তাহার পরিবারবর্গকে সম্পত্তির দেনাই অর্পণ করে না।

পত্রাদি সাদরে গৃহীত হইবে। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস: ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত—১৯২৯

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(সিডিউলভুক্ত)

হেড অফিস—১২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ...	২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন...	১০,২৭,৯২০৲ "
আদায়ীকৃত "	৯,২৬,৫৮০৲ "
কার্য্যকরী "	৭৫,০০,০০০৲ " উপরে

আফিসসমূহ :—হরলক্স ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, বিডিনপুর, বর্দ্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট, সৈদপুর এবং ঢাকা।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি

১৮৭, বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। ফোন: সি কে ৩৩৫০ এবং ১৮৯

মূলধন

মজুতীকৃত—১,০০,০১,০০০ টাকা বিক্রীত—৯৫০,০০০ টাকা
বিলিকৃত—১০,০০,০০০ টাকা আদায়ী—৫,৩০,৩৫৫ টাকা

অন্যূন ১৯০৩ হইতে ১৯৪২ সালে পরিপক্ক ৯৲ টাকা।
স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়—সুদ ত্রৈমাসিকে দেয়।
বিভিন্ন মূল্যের বাড়ী এবং জমি সর্ত্তসাপেক্ষে বিক্রয়ের
জন্য আমাদের নিকট মজুত থাকে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—

৮৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড ইত্যাদি :— | পঁচাশী লক্ষ টাকার উপর

খরচসাপেক্ষ সেপার ও অন্যান্য লিকুইডিটী :— | তিন কোটি আশী লক্ষ টাকার উপর

পাটনা ও পন্না শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ জে সি দাস।

জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস : স্থাপিত। সেণ্ট্রাল অফিস :
চাঁদপুর ১৯২৬ ২৫৮, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা অফিস : ঢাকা
৪৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২৭৮এ আপার চিৎপুর রোড,
২৪৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (শিয়ালদহ)।
১০৩বি, বাসবিহারী এভেনিউ (বালিগঞ্জ)।

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র

১৯৫৩ সালের ফাল্গুনের উপর শতকরা ৪৲ টাকা হারে এবং ইতিমধ্যে ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এম চক্রবর্ত্তী

লিলি বিস্কুট খাদ্য ও গুণে— অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

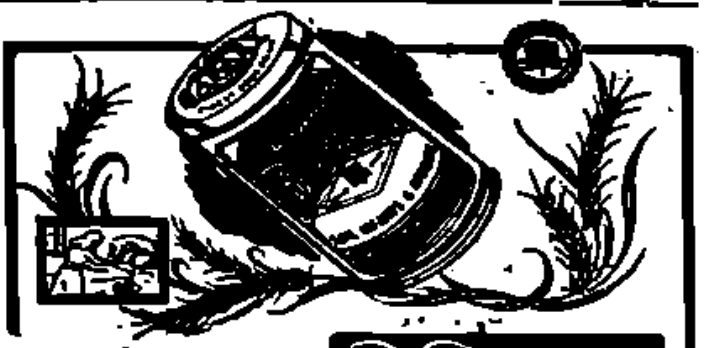

লিলি বার্লি আদর্শ পথ্য ও খাদ্য

লিলি-বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

২২৬এ আপার চিৎপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আধুনিক ধরণে ফোল্ডিং, ইনসার্টিং, পাঞ্চিং করা সম্পত্তি, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE—B. B. 6382 REGD. No. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 8th January, 1945. সোমবার, ২৪শে পৌষ, ১৩৫১ [৩৪শ সংখ্যা

ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের উন্নতি

ভারত সরকারের বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সম্প্রতি ১৯৪৩ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের পক্ষে ১৯৪৩ সালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায়, ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে মুদ্রণ বীমা আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৯০টী। উহার মধ্যে ২২৬টী ছিল দেশীয় প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় বীমা কোম্পানীর মধ্যে ৮৯টী কোম্পানীর হেড অফিস বোম্বাইয়ে ও ১৯টী কোম্পানীর হেড অফিস কলিকাতায় অবস্থিত ছিল। অবিভক্ত দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি জীবন-বীমার কাজে বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধের পটভূমিকায় গত ৫২ বৎসরে ভারতে জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের মূলধন কাজের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য ১৯৪৩ সালে ঐ সব বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কোম্পানীসমূহের অভাবনীয় উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ১৯৪৪ সালে ভারতের সমস্ত জীবন বীমা কোম্পানী ১ লক্ষ ৭৮ হাজার পলিসিতে মোট ৪৫ কোটী ৮০ লক্ষ টাকার মূলধন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪৩ সালে উহারা সেই স্থলে ২ লক্ষ ১৬ হাজার পলিসিতে মোট ৭২ কোটী ১২ লক্ষ টাকার মূলধন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। আলোচ্যবর্ষে দেশীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের মূলধন কাজের হিসাব লইলে জানা যায়, ১৯৪২ সালে উহারা দেশের ১ লক্ষ ৯৯ হাজার পলিসিতে ৫৩ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকার মূলধন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল ১৯৪৩ সালে দেশের উহারা ২ লক্ষ ৮৩ হাজার পলিসিতে মোট ৬২ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। এক বৎসরে মূলধন কাজের পরিমাণ এইরূপ দেশী পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির সমৃদ্ধ জনপ্রিয়তা ও উন্নতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

বীমা ব্যবসায়ের উপরোক্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ১৯৪৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ভারতে চলতি প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১২১টী। ঐ সব কোম্পানী ১৯৪৩ সালে ১৫ হাজার ১০০ মূলধন পলিসিতে মোট ৭৭ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪২ সালে ১১ হাজার ৯০০ পলিসিতে মোট ৩৭ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছিল।

জীবন বীমা চালু অ্যানুয়েটি দেশীয় বীমার দিক বিশেষ আলোচ্য বৎসরে একটা অগ্রগতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ১৯৪২ সালে দেশী ও বিদেশী সমস্ত সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রিমিয়াম বাবদ মোট ৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪৩ সালে সেই আয় বাড়িয়া ৭ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। এই প্রিমিয়াম আয়ের মধ্যে দেশীয় কোম্পানীসমূহের অংশ ছিল ৫ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা।

১৯৪৩ সালে জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের

সাময়িক প্রসঙ্গ

মুদ্রণ কাজের পরিমাণ যুদ্ধ বৃদ্ধি পাইলেও বীমা সবধিন ব্যবসা ভারতের আলোচ্য বৎসরে হার সন্তোষজনক নহে। মূল বৎসর আয় ছিল শতকরা ৩৯৯ ভাগ। পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। অপর দিকে কোম্পানীসমূহের ব্যয় ঐ প্রিমিয়ামে বীমের শতকরা ২৯৭ টাকা স্থলে এবৎসর শতকরা ২৯৯ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৎসরে গতি লক্ষ্য করিয়া বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সরকারের তাঁহার রিপোর্টে কতকগুলি মন্তব্য করিয়াছেন। আইনের অসঙ্গতির জন্য বহুক্ষেত্রে নিম্নে বীমা ব্যবসায়ের সম্প্রতি বিস্তার ব্যাহত হইল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মন্তব্য সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব।

বাংলার সুখ্যাতি

বর্ত্তমান মন্বন্তরের মধ্যেও বিশেষে বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষকগণ অকাতরে অন্ন-বস্ত্র দান করিয়াছে এবং বিশ্ব মহাযুদ্ধের ব্যাপারে অধিকাংশ স্থান বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছে, অথচ অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত কম হইয়াছে, অথবা অনাহারে মৃত্যুর সংবাদই আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৭৬৭-৬৭
খাদ্য-সমস্যার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন—	৭৬৮-৬৯
আর্থিক দুনিয়ার মন্তব্যাবলম্ব—	৭৭০-৭৬
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৭৭৫
বাজারের হাল্চাল—	৭৭৬-৮০

যুদ্ধের কারণে ব্যবসায়ের বা কোম্পানীসমূহের যে ক্ষতি হইয়াছে, বিশ্ব-বিধাতার কৃপায় তাহাদের সম্পদ-সংরক্ষণের সরকার তরফে যথা প্রয়োজন সাহায্য করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া দেশের সমর-প্রচেষ্টার নিমিত্ত অর্থসংগ্রহের যে বিরাট দায়িত্ব গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা সচ্ছল হইয়াছে। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার এই অবস্থা বহির্জগতের জীবনে সুপরিচিত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব যে সংবাদপত্রের এবং তাহারা যে সুসম্পাদনের জীবনে করিবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই গুরুদায়িত্ব পালন করিতে বাংলা সরকারের নিজ হইতে যে আহ্বান হইয়াছে তাহার অনুকূলে লক্ষ্য করিয়া অনেক সংবাদপত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে সম্প্রতি এই যে, এই অভিযোগের সুযোগ লইয়া সংবাদপত্রের কণ্ঠ বাংলা সরকার আত্মপ্রসাদে অনুভব করিতে সুযোগ বোধ করিতেছেন না। গত ৩১শে ডিসেম্বর বেতারবক্তৃতায় ১৯৪৪ সালের সরকারী কার্য্যাবলীর বিবৃতিতে বাংলার প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রীর সুদিনবিরোধী বহির্ভূত মন্তব্যের বাংলা সরকারের অবলম্বিত কার্য্যের সম্বন্ধে যে যথেষ্ট উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহা অবশ্যই তাঁহার লক্ষ্যপূর্ণ পদের উপযুক্ত হয় নাই। বাংলা দেশে যেখানে অন্নসংস্থানের পরিমাণ প্রায় ৫০ ভাগ বা ৩ কোটী মফঃস্বলী কেবলমাত্র মাসে-বিধায় আসিয়া হইয়াছে, সেখানে হাসপাতালসমূহে সর্ব্বসমেত ৫০ হাজার ৮ শতটী 'বেডে'র ব্যবস্থা নিতান্ত অল্প বলিয়া আমরা মনে করি। সাধারণ সময়েই বাংলার পল্লি অধিবাসীরা চিকিৎসার ব্যবস্থার বড় একটা সুযোগ পায় না। বর্ত্তমানের ঘোর-তর আর্থিক অবস্থায় হাসপাতালের বিনা ব্যয়ের চিকিৎসা দ্বারা তাহাদের বাস্তবিকই পরিত্রাণ নাই। বাংলা সরকারের খাদ্য-নীতির সমস্ত সম্বন্ধের

জাতির সেবায়—

দি সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রাঃ—মৌচাক স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস :—১৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

আমাদের বড়বাজার শাখা খোলা হইয়াছে।

মিঃ কে এন ব্যানার্জ্জি মহাশয়ের (ব্যাঙ্কিং ডিরেক্টর, বঙ্গ ব্যাঙ্ক) পৌরোহিত্যে বড়বাজার শাখার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

—: শাখা :—

চৌমুহনী, ফেনী, বড়বাজার, আমতা, উলুবেড়িয়া, পরশুরাম।

ভারতের অন্যান্য প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে শাখাঅফিস শীঘ্রই খোলা হইবে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ জে সি ভট্টাচার্য্য, বি-এল্, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ অরবিন্দ রায়, ডেপুটী ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বাসন্তীর পথে যাত্রীর সংখ্যা হইয়াছে। কিন্তু যাতায়াত ৯৯ টাকা হওয়ায় ভাড়ার ১৪০ আনা মণ পড়ে। বিভীষ হইতে বাহিরে এবং পাক-ফুল যাতায়াত করিতে যাত্রীর যত বেশীসংখ্যক ও অনায়াসে বিনা-আয়াসে যাত্রা করিবে, ভাড়ার এতদূর এইরূপ উপায়ের দোষ সংশোধন বিনি আশা করিতে পারেন না। ভূমিকম্পীড়িত সকল অঞ্চলে বিভিন্ন যাত্রীর পরিদর্শনের প্রধান অধিকারের পক্ষে বিনি যোগদা করিয়াছেন যাত্রী, কিন্তু একথা যাত্রা যেমন ভূমিকম্প এর ফল যোগের ভূয়ার পর এবং যাত্রার ১০ সপ্তাহ হয়ে এক পরিবার উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অভাবে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় পৌঁছিবার পর মাত্র ১০টি স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও যাত্রার অভাব বিস্তৃতে আমরা বিনাই কি সংখ্যাদেশের সকল সমস্যা দেশ হইয়া গেছে? সংখ্যাদেশের বিভিন্নের পরিবর্তনের লোকে যাত্রাবীরা এবং অর্থাভাবে আর ইত্যাদি সংযোগে সকল না হইয়া যাত্রার যে বিনাই বীরত সংখ্যার পরিমাণে অভাব অভাবে অভাব আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যাত্রাদের পুনর্বাসিত্বের সকল ১০ সপ্ত টাকা সরকারী সাহায্যে যে বিভান করিতেছেন তাহা অপর্যাপ্ত তাহা বিস্তারিত। অথচ রাজনীতি সমিতি সমাজের এই সামান্য পরিমাণ সরকারী সাহায্যের উপরে করিতেই আন্দোলনের লাভ করিতে চাহিয়াছেন। আমরা আশা করি রাজনীতি সমিতি সমাজের ও যাত্রার প্রতিকারী বিভাগ অধিকারিদের সাহায্যে উদ্বিগ্ন না হইয়া অন্যদের প্রয়োজনের অন্য উপযুক্ত করিয়া পুনর্বাসিত সম্পর্কিত আন্দোলনে অভাবে সমস্যা করিতে সচেষ্ট হইবেন।

যাত্রাদের সহায় অধিকার

যাত্রাদের সকল সমস্যা বিভাগসমূহে অধিকারের সমস্যার অভাব সরকার, যাত্রা সরকার ও বিভাগ সরকারের অধিকারিদের এক বৈঠক হইয়া বিভাগ। এই বৈঠকে যাত্রাদের সকল উপযুক্তভাবে আন্দোলনের চেষ্টাগুলি যেমনই অন্য বিভান যাত্রার সুযোগ করিয়া যোগার বিভাগ হইয়াছে। যাত্রাদের সকল সমস্যা বর্তমান জেলার যত প্রায় বিভাগ হইয়াছে। যত-যাত্রী ও অন্যান্য এই হইয়া অর্থনীতি অধিকারিদের হইয়াছে। একটী উপযুক্ত যাত্র বিভান করিয়া অধিকারে এই সকল অন্যান্যভাবে ব্যবস্থিত করা হইবে। আর এরা অন্যান্যই এই যাত্রী যাত্রাদের থাকিবে না। যাত্রাদের উপযুক্তভাবে অন্য সাময়িক বিনা করিয়া যোগার বিভিন্নসমাজ এক সঙ্গে এই পরিচালনার ভার পাইবে। যাত্রাদের সমস্যা বিভূতিদের সঙ্গে কারার চলাচলের সুযোগ দেয়া, যাত্রাদী অধিকারের পরিচিতি এবং বিভাগের যাত্রা করা ও এই এবার অন্যান্যের হইতে বিভাগসমাজী বিভূত-পত্তি উপযোগের সুযোগ অন্যান্য করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইবে। বিনি উদ্দেশ্য, বিনা এইরূপ একটী যাত্রীসাধারণে যাত্রা কর্তৃপক্ষী করার অন্যান্য আমরা সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনাই করে করি। যাত্রাদের যাত্রাদী সুযোগ অধিকারে যেমন যত্ন অন্যান্যেই অধিকারে হইবেন না, অধিকারিক অন্য বিভান যাত্রার অন্যান্যে অধিক উদ্দেশ্য হান পাইবে এই সব সুযোগে অধিক সুখী অন্যান্য যেমন বিভাগে। সর্বান্তঃকরণ অন্য অন্য বিভূতির অন্য উপযুক্ত যাত্র বিভাগের অন্য বিভাগের অধিকারের অন্য যাত্রাদের সকল যাত্রাদী অন্যান্য বিভাগে অন্যান্য করা অধিক অন্যান্য অন্যান্য এমনী সুযোগ্য করা যাত্রাদের পক্ষে অন্যায়। এ সকল অন্যান্যের সাহায্যের বিভূত-পত্তি উপযোগের যাত্রা অন্যান্যী হইলে আমার এ অন্যান্যের বিভূত-অন্যান্যের পরিচালনার পক্ষে অন্যান্য সাহায্য হইবে আশা করা যায়। এর সঙ্গে এ বিষয় অন্যান্য অন্যান্য বিভাগ সমস্যা বিভাগ হইলে সাময়িক অন্যান্য বিভূত বিনা সর্বান্ত অধিকারে যাত্রাদের উপযোগের সাহায্য যাত্রাদের সুযোগ অধিকারে প্রয়োজন হইবে বিভূত

এই সমস্যে আমরা যাত্রীর সাহায্যী সম্বন্ধে অন্যান্য একটী বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ জাগিয়াছে। বিভূত যাত্রী বিনা সুযোগ বিভিন্নভাবে অধিকার হইলে অন্যান্য আবশ্যিক যাত্রাদের-উপযোগের সুযোগ আমাদেরই হত করিতে হইবে। অন্যান্য, প্রভূত অর্থাভাবের অন্য সকলকেই এরূপ হইতে হইবে। বিভাগসমূহ, অর্থাভাব ও আমার যাত্রীসাধী সুযোগের যোগাযোগিক সাহায্য সম্বন্ধে বিভাগিক অধীন ও অন্যের যাত্রা করিতে হইবে। সুবিধাঃ বড়, অন্যান্য ও বিভূত-পত্তি সম্বন্ধে এক সঙ্গে বড় বিভাগের অধীন সমাজের আরোহে হইবে। আন্তর্বিভাগসমূহ কাজে এরূপের সকলকেরই সর্বান্তঃকরণ যোগ দান এবং ঐ সব যাত্রাদের আয়াসের বিভাগসমূহ যেমন যেমী পরিবর্তনে পরিণত হইয়া যাবে আমাদের ঐরূপ বিভাগ পরিবর্তনী কাজে পরিণত অধিকার অন্যান্যিকারিদের হইয়া যাইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। এর সঙ্গে যেমী কাজে বাধ দিতে বিনা বড় যোগ কাজই আমার নাহিত হইতে না। যাত্রাদের সঙ্গে সম্বন্ধে উপযুক্ত সংযোগ বিভাগ অধিকার বিনা তা: আমাদের অন্য আমেরিকার চৌদ্দটী যেমী যাত্রীর সহায় দেখাইয়াছেন। কিন্তু এরূপটা আমেরিকা এবং, আর আমেরিকার সব প্রকৃত আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের দ্বারা এরূপের সর্বান্তঃকরণ গঠিত হয় নাই। সেজন্যই আমার প্রাণিবিভাগের-সমাজের সমৃদ্ধিসাধন করা বিভাগের অন্যান্যকারীর কাজটুকু যেন সকল বিনাইয়া না যায়।

বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানী

এই আদেশ হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানী সম্বন্ধে বাঙলা সরকার যেরূপ সরকারের বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন বলিয়া বিভূতিদিন পূর্বে খবর প্রকাশ পাইয়াছিল। সম্প্রতি বিভূতান চাউলার পত্রের মূলে বিভীষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, যেরূপীয় সরকার বাঙলা সরকারের ঐ প্রস্তাবটী গ্রহণ করিতেছেন এবং তাহাতে কি পরিমাণ চাউল রপ্তানী করা হইবে সে সম্বন্ধে ঐ দুই সরকারের সহযোগী করিয়া একটী চুক্তাপত্রি বিভ করিবেন। উক্ত সংবাদদাতার মতের প্রকাশ, বিভাগসমূহ ও ফোর্টিসের লোকদের অভাব পূরণের জন্য বাঙলার চাউল যাবতার করা হইবে।

বাঙলার উপযোগ হারা এ আদেশের চাহিদা মিটে না বলিয়া গত ১৯৪৩ সালে এ আদেশে বিভাগ বৃদ্ধি ও বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। চাউলের বৃদ্ধিসাধার অন্য এবারে বাঙলার আ লোকের এরূপ সুযোগসুবিধার মতে পাওয়া যাইতেছে। এ আদেশে চাউলের উপযোগ এ বৎসর যাবে নাই। বাঙলা সরকারের প্রকাশিত মতের হইয়াই আমা যায় যে পার্শ্বিক সমস্যের তুলনায় এ আদেশে এবার সরকার মাত্র ৮৫ আনা চাউল ও ৮৫ আনা আমন ধান উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় কোন সাহিত্যিক বর্তমানেই বর্তিয়ে চাউল রপ্তানীর কথা চিন্তা করিতে পারেন মাত্র কিন্তু বাঙলা সরকার কেনেবার চিন্তা করা হয়ে, এ বিষয়ে সাধারণভাবে একটা মতের করিয়া দেখিবারের বলিয়া প্রকাশ। বাঙলার দুর্ভ ও ভূমিকম্পীড়িত লোকদের সম্পর্কে ইহার ফেরে ভূমিকম্প অধিকারের ও অন্যান্যের পরিমাণ আর কি হইতে পারে?

আমরের অন্যান্য আদেশের লোকেরা বাঙলার ভূমিকে পূর্বের চাউল বিনা সাহায্য করিয়াছে। এরূপ সাহায্য বাহিরে নেই হিসাবে বিভাগসমূহ ও ফোর্টিসের লোকদিগকে সাহায্য করিতে পারা বাঙলার পক্ষে আজ সৌভাগ্যের বিষয় হইত। কিন্তু সে সাহায্য আমার পক্ষে বলিয়া আমরা মনে করি না। যে বাঙলা সরকার ইতিমধ্যেই চাউল রপ্তানীর প্রস্তাব করিয়া পরিবারের ঐক্যমতে চাউলের যোগান ও চাহিদা সম্পর্কে প্রতিটি তথ্যাবলিকা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবার সংবাদপত্র উদ্যোগের আছে কি? বাঙলায় চাউলের যোগান কম বলিয়া এবারে অধিকারের মন প্রতি ১৪০ মণে যেগানের চাউল বিভীষ হইতেছে। বৎসরান্তের চাউলের মণ আমের মূল্য ১০।১৫ টাকার নীচে যায় নাই। অথচ মণ লোকদের আয়ের মণ আর ও বিপুল লোকসংখ্যা বিনা আমারাভাবে ও অর্থাভাবে দিন কাটাইতেছে। চাউলের মণ যোগানের বিভাগ উহা বাহিরে রপ্তানী করিতে গেলে এরূপেরূপ উহার দুর্ভাগ্যের পরিমাণের তুলনায় অতিশয় বাড়িয়া যাইবে। বাঙলায় মূলে করিয়া আমার দুর্ভিক্ষের অবস্থা দূর হইয়া উঠিবে। চাউল রপ্তানীর সমাধান ইতিমধ্যেই অধিকার বাধা সরকার সকলে বাঙলার লোকদের আয়ের আর বৃদ্ধি হইবার উপায় হইয়াছে। অথচ ফলে চাউলের মণ রপ্তানীর বাহিরে অধিকার। ইহা অধিকার দুঃখদুর্দশার অন্যান্য তুলনা হারা আর কিছু নহে। বাঙলায় লোকদের অন্য ইতিমধ্যেই চাউল সরবরাহ সম্পর্কে বাঙলা সরকার ও আমের সরকার কোন প্রতিশ্রুতি বিভাগেন না। এ আদেশে চাউলের মণ মণ প্রতি মণ টাকার নীচে বিভীষিত করিবার ও আয়া ঐ মণে মণার বাসিন্দার কোন বাঙলার ভীরারা করিতে পারিবেন না। অথচ এরূপেরূপীয় উপযোগ চাউল বিনা অন্য স্থানের লোকদের অভাব পূরণের অন্য তাহারা উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই সকলের অন্তর্নিহিত অর্থের ও বেদনাবোধ অর্থনীতি ইতিপূর্বে এরূপেরূপীয় চরম দুঃখদুর্দশা দূর করিয়াছে, অধিকারের উহা দূরে করিয়া আমারই পথ প্রশস্ত করিয়া পরিমা আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।

অর্থের মূল্য

অথচ সম্প্রতি পূর্বে অর্থের মূল্য বাড়িয়া প্রতি ৩৫ ২০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এখনে পূর্বার ধরিয়া উঠিয়া আমা পর ৯৯ আমারাটী যোগাইবের বাজারে ৭৪৸০ আনা ও অধিকারের বাজারে ৭৪।৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। অর্থের মূল্য এরূপ বাজার বলে মণ ৭৫০ বৎসর অন্যান্যারণ অবোধনীয় অর্থ অন্য করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার মূল্য মণ আনা অন্যান্য বৃদ্ধি পাওয়াতে এখনে অন্যান্যের পক্ষে উহা অন্য অন্য এরূপ অন্যান্য হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। এরূপেরূপ মণের অধিকারিক শ্রেণী যাত্রীদের পক্ষে যাবতীয় বিভ যোগের হারে কিছু বাড়তি পায় অন্যান্যিক হইতেছে। অন্যান্য বিভিন্নভাবে অন্যে, সেই পায় বিভাগিক অন্যান্য এরূপেরূপীয় অন্যের অন্যান্যীয় অন্যে অন্য অধিকার হইতেছে। সেই অন্যে যেমনে উপযোগের মণের অন্য অন্যের এরূপেরূপ যেমী পরিমাণ অর্থ বিভাগের অন্যান্য করিতে অন্যান্যের ও বিভাগ অন্যান্যের বিভাগিতেছে। তাহা মূলে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ

ইণ্ডিয়া সিকিউরিটী
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৭, সোনাগাছি রোড, কলিকাতা।
শাখা—বাঁকুড়া (বাঙ্গালা)

পারিলে এদেশের বহু লোক তাহা ক্রয় করিতে আগ্রহান্বিত হইবে। সে ক্ষেত্রে দেশের বহিতে স্বর্ণ ক্রয়ে প্রচুর স্বর্ণ বিদেশে যাইবে। সাধারণ প্রয়োজনীয় বস্তু আমদানী হ্রাস পাইবে নাকি? সে জন্য বিদেশে রপ্তানি পরিবর্তনে ইহাকে মূলধন হিসাবে পরিশোধ স্বর্ণ বিক্রয়ের একটা আমদানীতি প্রবর্তন করিবেন বলিয়া তখন বিবেচনা করিবেন। এদেশে বিদেশের বহু লক্ষ লক্ষ ভারতীয় ও আমেরিকা হইতে তাঁহারা স্বর্ণ আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিন বিদেশের মত ই আমদানীতি সম্পর্কে সরকারী মহলে কোন আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় নাই। বিদেশের এখন বিশেষ বিদেশী ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ীরা ৩৮ হাজার ভরি করিয়া স্বর্ণ বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাদের স্বর্ণের মূল্য ৩০৯ টাকার আড়াআড়ি দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু পরে তাঁহারা স্বর্ণ বিক্রয়ের পরিমাণ ১৪ হাজার ভরি পর্যন্ত হ্রাস করেন। এর ফল পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয়ের ফলে বাজারে চাহিদার অনুপাতে স্বর্ণের অভাব, বরিয়া উহার মূল্য বাড়িয়া যাইবার আশঙ্কা করিয়াছে। যেসব স্বর্ণ বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দেওয়া হইলে সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা অনুচিত কোন হৈমবিধি বিবেচনা না। আমেরিকা হইতে এদেশে স্বর্ণ আমদানী করিয়া হইয়া পরিমাণে কি না তাহার তাঁহারা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন না। ফলে সকল দিক বিচারই ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে, ইউরোপের মহাসমরে মূলধন করিয়া আমাদের আমদানির ক্রোড়োজোড় মূল্য সমাধানে যত বড় স্থানের মূলধন আমদানির পরিমাণে ত্রিশকোটি টাকা হইয়াছে। আর সেই সব জরুরী-আমদানি স্বর্ণের বহু মূল্যের সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু মূলধন আমদানির কিন্তু স্বর্ণের বহু কিন্তু বাদ-অধিবাসীদের পক্ষে কঠিন নহে। আমাদের দেশের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে এখন হইতে সম্পূর্ণরূপে যে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তাহা করিয়াছেন। দেশ-বিদেশে আমদানি আমদানির টাকা মূলধন সঞ্চয়ে সোনার বহু এখনও নিঃশেষিত হয়েই রহিয়াছে। বহু বিদ্যালয়ের যে সম্পূর্ণ আমদানির করিয়া আমদানি বহু পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি তাঁহারা আমদানি করিতে সমর্থ না হয়েন তবে বিদেশী ব্যাঙ্কের বাজারে ইহাদিগকে দেশী পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে উহার বহু করিয়া আমদানি পারে। কিন্তু এদেশের সম্পর্কেই দেশের কিন্তু বিদেশী ব্যবসায়ীরা আমদানি করিতেছেন না। কিন্তু দেশী পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া আমদানি করা হইয়াছিল ইউরোপের মহাসমরে মূলধন পরিস্থিতি দেশবাসীর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমদানি-রপ্তানি উহার যদি সম্পূর্ণ আমদানি হইবে আমদানি পরিমাণ হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি মূলধন সম্পর্কের ও বিদেশী ব্যাঙ্কের বিক্রয়ের আমদানি-আমদানি দেশী পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অবশ্যই যদি দেখিয়া সম্পর্কের এখনও আমদানি স্বর্ণের মূল্য হ্রাস সম্পর্কে একটা মূলধনিক ব্যবস্থানীতি আমদানি করিলেন ইহা কি আমরা আশা করিতে পারি না?

আমদানির অভি

আমেরিকা সরকার ইউরোপের মূলধন অভি বাজারে হইয়া উঠিবার এবং মূলধন ও পশ্চিম উহার ব্যবসায়ের আমদানি বাহিনী সরবরাহ করিয়া প্রচার পাশ্চাত্য আমদানি রাজনীতিকের করিয়া আমদানি আমিয়াছে। এইরূপ আমদানি আমদানি যে, সম্প্রতি আমদানির মূলধন আমেরিকা সরকার স্বর্ণের দিকে বাজারে আমদানি আমদানি আমদানি করিয়া আমদানি আমদানি করিয়াছে। আমদানি আমদানি করিয়া আমদানি করিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসায়ের সম্পর্কে আমদানি, আমেরিকা সরকার স্বর্ণের আমদানি আমদানি করিয়াছে। আমদানি আমদানি করিয়া আমদানি করিয়াছে। আমদানি আমদানি করিয়া আমদানি করিয়াছে। আমদানি আমদানি করিয়া

খাদ্য-ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ

ভারতে খাদ্য-সমস্যার উৎপাদন অথ বণিত প্রবেশে সোভাগ্যক্রমে সাম্প্রতিক আমদানি-রপ্তানি অবস্থার অধিকারে। দুর্ভাগ্য সময়ে খাদ্য-দ্রব্যের চাহিদা অবাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অন্যান্য বিদেশ হইতে উহা আমদানীর পথ বন্ধ হওয়ায় আমদানি-রপ্তানি দিক দিয়া দেশের মোটের ওপর দুরবস্থা খাদ্য-দ্রব্য বিশেষ হইয়া দেখা দিয়াছে। ফলে অবস্থায় প্রথমে দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্য খাদ্য-সমস্যার উৎপাদন বৃদ্ধির কথা চিন্তা করিতেছেন। ভারত গভর্নমেণ্টের মান্য হিসেবী ও তীক্ষ্ণ ধরিয়া কলে বৃদ্ধির বহুবিধ উপায় অবলম্বনের কথা বিবেচনা করিতেছেন। প্রথম আপাতে এমন কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে এবং তাহা দ্বারা অল্পকাল পরিমাণ কি পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে সে সব বিষয় বিবেচনার জন্য ভারত সরকার তাঁহাদের মার্কামুক্ত বিশেষ অফিসার নিয়োগ করিয়াছিলেন। ঐ বিশেষ অফিসার যে রিপোর্ট এখন করিয়াছেন সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্ট তাহা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। এখিকে ভারত গভর্নমেণ্টের নির্দেশে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ একটী সাব কমিটির সাহায্যে ভারতের জন্য কৃষি উন্নতির একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ রিপোর্ট ও পরিকল্পনার বিশেষ ভারতে সাধারণ সময়ে কি পরিমাণে কোন শ্রেণীর আহার্য-দ্রব্য উৎপন্ন হয়, লোকের প্রয়োজনের তুলনায় সে সব মিল দিয়া আইডিয়া মোটা রিকম এবং অধিকন্তু সে আইডিয়া সুযোগ কি সুযোগ-সম্ভাবনা রহিয়াছে উপযুক্ত তথ্যাদিসহায় সাহায্যে এই সমস্যের বিষয় তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দেশের ভবিষ্য খাদ্য-সমস্যার কথা যখন চিন্তা উপযোক্ত রিপোর্ট ও পরিকল্পনা হইতে আহার্য-দ্রব্য দিক দিয়া আমাদের বৃদ্ধমান অভাব ও অভিযুক্ত তাহা পূরণের সুযোগ-সম্ভাবনা বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বিস্তারিত করিব।

খাদ্য-বিশেষজ্ঞরা বহু গবেষণার পর ভারতের প্রতি প্রাপ্ত খাদ্য লোকের জন্য প্রতিদিনের হিসাবে চাউল, দাল, বজরা ও যব প্রভৃতি শ্রেণীর প্রধান খাদ্য-দ্রব্যের মোট আবশ্যকীয়তা ১৮ আউন্স নির্ধারিত নির্ধারণ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের বহুবিধ অন্য এই তুলনায় যব পরিমাণ খাদ্য দরকার। ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ৪০ কোটী। এই জনসংখ্যার মোট আবশ্যক ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের উপরোক্ত রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।—

	জনসংখ্যা	দাবাদিনু প্রতি	প্রতিদিনের প্রয়োজন
	(লক্ষ)	(আউন্স)	(লক্ষ আউন্স)
১ বৎসরের নিম্নবয়স্ক	১৪০	০	০
১-৩ বৎসর বয়স্ক	৫২০	৬	১,৫০০
৩-১০ বৎসর বয়স্ক	৮০০	১০	৮,০০০
১০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স (স্ত্রীলোক)	১,৪০০		৯,৮০০
১০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক (পুরুষ)	১,৪০০	১৮	২৫,২০০
মোট	৪০,০০		৪৪,৩০০

প্রতি পূর্ণ ইউনিট বা একত্রে ১৮ আউন্স খাদ্যের প্রয়োজন ধরিলে ভারতে শিশু, ছেলেমেয়ে ও ১০ বৎসরের অধিক বয়স্ক নারী ও পুরুষ মিলাইয়া মোট দৈনন্দিন ৪০ কোটী ইউনিট (৪০০০০০০০ ÷ ১৮) পরিমাণ খাদ্য আবশ্যক হয় হবে। অতএব হিসাবে চাউল, যব, ভুট্টা ও অন্য প্রভৃতি খাদ্যের মোট দিয়া এই পরিমাণ উৎপন্ন ৪ কোটী ৪০ লক্ষ টন। ভারতের এই শ্রেণীর খাদ্য মোট বৎসরে আন্দাজ ৬ কোটী টন উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই ৬ কোটী টন সমস্ত ভারতের লোকের মধ্যবর্তনে আসে না। ইহা হিসাবে কিছু পরিমাণ বন্টিত হয়, তাহা দ্বারা সাধারণতে কিছু পরিমাণ খাদ্যের অসদ্ভাব ঘটে। এই সমস্ত বাদ দিলে (মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ) শেষ পর্যন্ত ৪ কোটী ৫১ লক্ষ টনই শুধু লোকের আহারে আসে বলিয়া ধরা যায়। কাজেই লোকের স্বাভাবিক প্রয়োজন ইহা দ্বারা মিটে না। লোকের স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটাইতে হইলে ও আবশ্যিক অবস্থা ও অভাব পূরণের সম্ভাবনা রাখিতে হইলে এদেশে বৎসরে চাউল, যব, ধান ও অন্যান্য প্রভৃতি প্রধান খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি করা দরকার।

কেবল চাউল, যব ও অন্য প্রভৃতি আহার্য লোকের পার্থিবিক পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নহে। পার্থিব পুষ্টি ও কর্মক্ষমতা সমান রাখিতে হইলে ঐ সমস্তের সঙ্গে দুধ, মাংস, ডিম প্রভৃতির পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করা দরকার। এই সমস্ত বিলাইয়া প্রতিদিন প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের পক্ষে কি-পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক, ভারতে মোট ৪০ কোটী ইউনিট হিসাবে তাহার সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয়তা কিরূপ এবং এদেশে কতদূর তাহার সে সব উৎপন্ন হইয়া থাকে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের উপরোক্ত পরিকল্পনা হইতে নিম্নে সে হিসাব উদ্ধৃত করা হইল :—

	প্রতি প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য প্রয়োজন (আউন্স)	ভারতের জন্য বাৎসরিক প্রয়োজন (লক্ষ টন)	ভারতে উৎপন্ন হয় (লক্ষ টন)
চাউল	১৮	৫৪০	৫২৫
দাল	৩	৯০	৭৫
চিনি	২	৬০	৫০
তরিতরকারী	৯	১৮০	৯০
ফল	২	৬০	৬০
তৈল ও ঘৃত	১.৫	৪৫	১৮
দুধ	৮	২৪০	৯০
মাংস, মাছ, ডিম	২-৩	৬০-৯০	১৫

উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে দেখা যায়, কেবল চাউল, যব ও অন্য প্রভৃতি উৎপাদন বৃদ্ধিই নহে ভারতের লোকদের স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এদেশে ডাল, চিনি, তরিতরকারী, ফল, দুধ এবং মাংস, মাছ ও ডিমের উৎপাদনের বর্তমানের তুলনায় বহু বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি করা দরকার। এদেশে সরষে, লাক্ষাবোনীর ৮৫ লক্ষ টন তুলাই (তাল) উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহার মধ্যে ৩৫ লক্ষ টনই শুধু খাদ্য হিসাবে লোকের ব্যবহারে আসিয়া থাকে। ভারতের লোকদের প্রয়োজন মিটাইতে হইলে তুলাইয়ের উৎপাদন বর্তমানের দ্বিগুণের পরিমাণ ৪০ লক্ষ বাড়ানো দরকার।

বহু তরিতর বৎসরে চিনি ও গুড়ের উৎপাদন, বাড়িয়া বর্তমানে তাহা মোট ৫০ লক্ষ টনে গিয়া পৌঁছিয়াছে। লোকের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উহা আরও কিছু বৃদ্ধি করা দরকার। এদেশে বর্তমানে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা তাহা এদেশবাসীর প্রয়োজন শুধু আংশিক পরিমাণেই মিটানো চলে। কাজেই খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে অবিলম্বে এদিক দিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষ বর্ধিত করিতে হইবে। ভারতে তৈল ও চর্বির উৎপাদনের প্রয়োজনের তুলনায় অল্পমাত্র। এদিক দিয়াও মোট উৎপাদনের পরিমাণ আড়াই গুণের মত বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দুধ, মাছ, মাংস ও ডিম লোকের পার্থিবিক পুষ্টি ও কর্মক্ষমতার পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এদিক দিয়া ভারতে মোট যোগানের পরিমাণ অতীব সামান্য। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য সুপরিকল্পিত বিভিন্নমুখী অবলম্বন করিতে হইলে এদিক দিয়াও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য সম্পর্কে মোটা প্রয়োজনীয়তা ও খাটতির কথা আলোচনা করা গেল। দেশে কোন শ্রেণীর খাদ্যের উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় কিরূপ বৃদ্ধি করার সুযোগ রহিয়াছে এখনে তাহা বিশেষভাবে করা যাইতে (দুধ, মাছ, মাংস, ও ডিম প্রভৃতি বহুবিধ খাদ্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া আপাততঃ শুধু ধান, যব, ডালাই, তরিতরকারী, ইক্ষু ও চিনি প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যের কথাই আমরা আলোচনা করিব)। ডাঃ মার্শাল তাঁহার রিপোর্টে এই সুযোগ-সম্ভাবনার কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে অধিক জমানের সম্পর্কে কোনও সুযোগসম্ভাবনা নাই, অধিকে উন্নত শ্রেণীর সার ও বীজ প্রয়োগের রীতি এখনও আদৌ প্রচলিত হইতে পারে নাই, এদেশের চাষীরা চাষাবাদের কাজে যেসব আদিম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তাহা অধিকাংশক্ষেত্রে নিতান্ত সেকেলে রকমের, তাহা ছাড়া লোকাবাদের ও পশুসম্পদের উন্নয়ন হইতে ফসল বৃদ্ধির যত প্রয়োগ কোন সুপরিকল্পিত বিধান অবলম্বিত হইতেছে না। এই সমস্ত কারণে জমানের অন্য অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে খাদ্য-ফসলের উৎপাদন কম। উপরোক্ত কারণ দূর করা সম্বন্ধে যদি সুযোগসুবিধা বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তবে এদেশে খাদ্য-ফসলের উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে। চাউলের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, সন ১৯৩৯-৩০ সালে দেশের ইরাণীতে একর প্রতি ৭ হাজার ৮০৩ পাউন্ড (১ পাউন্ড আধ সেরের কিছু কম), বিলাতে ২ হাজার ১৫০ পাউন্ড, জাপানে ২ হাজার ৭১৮ পাউন্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ হাজার ৪০১ পাউন্ড ও মিশরে ৩৪৯ পাউন্ড চাউল উৎপন্ন হইয়াছে সেখানে ঐ সময়ে ভারতে চাউল উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র একর প্রতি ৭৩৮ পাউন্ড (বা ১,১০৮ পাউন্ড ধান)। চাষবাস সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এদেশে চাউলের উৎপাদন অন্তত, পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায় অন্যান্য দেশের বিবরণ সে বিষয়ে সুস্পষ্ট-ভাবে প্রমাণ করিয়াছে। অধিকে অল্প সার ব্যবহার করিয়া ও উন্নত শ্রেণীর বীজের বীজ যোগান করিয়া আন্তর্জাতিক কোন কোন স্থলে ইতিমধ্যে প্রতি একরে ১,১০৮ পাউন্ডের স্থলে বেশী চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। মূলধন প্রতি একরে ১ হাজার ১০০ পাউন্ড ধান

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৮-এ চার্চ্চ টেট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্মবীর আশুতোষ দাস

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

উৎপন্ন হইতেছে (একটী জাপে সেখানে প্রতি একরে ৩ হাজার ৮০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ওজন উৎপাদন করা সম্ভবপর হইয়াছে)। বিহারের একটী পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে ১০০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন বহু এলোমিয়া লাগ প্রয়োগ করিয়া আশানুরূপ উৎপাদনের তুলনায় ৪০১ পাউণ্ড বাদ বেশী উৎপন্ন করা হইয়াছে। ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলার অনেকগুলী সরকারী জাপে প্রতি একরে এক টন (৮০ পাউণ্ড) নাইট্রোজেন বহু এলোমিয়া প্রয়োগ করিয়া বাদের উৎপাদন একর প্রতি চারি মণের উপর বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই সব পরীক্ষার ফল হইতে ডাঃ বার্ণস্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমাদের ন্যাশনালভাবে চাষাবাদের উন্নতি সাধন করা হইলে একরে বাদ চারিমণের উৎপাদন বর্ত্তমানের তুলনায় বৎসরে কম পক্ষে পঞ্চকরা ৩০ ভাগ বাড়ানো যাইতে পারে। ইহার নীচ ফসলের ব্যবস্থা করিয়া, পঞ্চকরা ৫ ভাগ, আল সার ব্যবহারের নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া পঞ্চকরা ২০ ভাগ ও গোবরসারের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ করিয়া পঞ্চকরা ৫ ভাগ বেশী ফসল পাওয়া যাইবে।[১] একর প্রতি উৎপাদন ৪৪১ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বাড়াইলেই পরে ভারতের উৎপাদন পঞ্চকরা ৩০ ভাগ বাড়িবে। এতেদ্দেশ্য পরে আরো বেশীই বৃদ্ধি করিতে হইবে। পরে সম্প্রতি ডিনি বলেন, ইউরোপের মেসোপটেমিয়ার পরে ১৯৪৯ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত প্রতি একরে বৎসরে ১ হাজার ১৪০ পাউণ্ড বদ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টাইনে উৎপাদনে ৮৪৩ পাউণ্ড, ৯৭১ পাউণ্ড, ১১৪ পাউণ্ড ও ৭৮০ পাউণ্ড বদ উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতে সেখানে ১৯৪৯-৫০ সালে পরে একর প্রতি বদ উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র ৪৪৯ পাউণ্ড। অনাবৃষ্টির সুব্যবস্থা ও অন্যান্য উপায় বদের উৎপাদন বেশী পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। পাঞ্জাবের যেসব অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ২৫ ইঞ্চির কম সেই সব অঞ্চলে প্রতি একরে ৫৯০ পাউণ্ড হইতে ৮ ০ পাউণ্ডের বেশী বদ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের আধিক্য হইয়াছে সেসব অঞ্চলে বর্ষাকালে একর প্রতি ৯৯০ পাউণ্ড হইতে ১,৫০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৃষ্টিপাতের সঙ্গে উপর উপরি জল নাম প্রয়োগের ব্যবস্থা হইলে একরে পরের উৎপাদন অনেক পুরণ উন্নত স্তরের বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সম্প্রতিকালে প্রয়োজনমতন উপর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ভারতে তোলার ও তুলার উৎপাদন যথাক্রমে পঞ্চকরা ২০ ভাগ ও ৫৫ ভাগ বাড়ানো যায় বলিয়া ডাঃ বার্ণস মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতে পরে অঞ্চলের সঙ্গে তুলিতে তুলাইয়ের চাষ করা হয়। অন্যান্যদেশের উন্নত জাত করা হইয়া থাকে। পরে অঞ্চলের সঙ্গে জাত করা হইলে সাধারণতঃ একর প্রতি ২০০ হইতে ৩০০ পাউণ্ড তুলাই উৎপন্ন হয়। পঞ্চকরাদের চাষ প্রথায় পরিবর্তে একরে প্রতি একরে পরে ৮০০ পাউণ্ড তুলাই পাওয়া যায়। চাষাবাদের উন্নতি সাধিত হইলে তুলাইয়ের উৎপাদন ঐ তুলনায় অনেকটা বাড়িতে পারে বলিয়াই ডাঃ বার্ণসের বিশ্বাস। ভারতে সরিষা ও পরীক্ষ শ্রেণীর তৈলবীজের চাষ সম্বন্ধে ডাঃ বার্ণস্ বলেন, অধিক লাভ অবলম্বনের উপর তৈলবীজের উৎপাদন নির্ভরশীল বলিয়া থাকে। যে সময় অধিকে লাভ দেখা যায় সে সময় অধিকে পরে একর প্রতি ৭০০ পাউণ্ড সরিষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সময় অধিকে লাভ দেখা যায় তাহাতে উৎপাদনের পরিমাণ ঐ তুলনায় বেশী হয়। এলোমিয়া লাগানো এরোপ্লেন করিয়া পাঞ্জাবে প্রতি একরে ১ হাজার ২০ পাউণ্ড পরিমাণ সরিষা উৎপাদন করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই রকমের মূলার মেরিয়া ডাঃ বার্ণস্ উন্নত লাভ এরোপ্লেন করিয়া ভারতে সরিষার উৎপাদন পঞ্চকরা ১০ ভাগ ও তদুপরি উন্নত বীজ এরোপ্লেন করিয়া ভারতে পঞ্চকরা ১৫ ভাগ বাড়ানো যাইতে পারে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের উন্নত চাষ সম্পর্কে মত পরিচালন সংস্থার উল্লেখযোগ্য ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। সুষ্ঠুভাবে পরিচালন এবং প্রতি পরে ৮ টন উন্নত উৎপন্ন হইবে। পঞ্চকরাদের সেখানে পরে একর প্রতি ১৫ টন উন্নত উৎপন্ন হইতেছে। উপযুক্ত পরিমাণ সার ও জল-সেচনের সুব্যবস্থা করিয়া অনেকটী স্থলে উৎপাদনের পরিমাণ ৩০ টনের বদ বাড়ানো সম্ভবপর হইয়াছে। বিশেষ শ্রেণীর তরিতরকারি উন্নত হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে একর প্রতি ৭০।৮০ টন ফলন পাওয়া যাইতেছে। হাওয়াইতে প্রতি একরে পরে ১৮৫ টন উন্নত উৎপন্ন হইয়া থাকে। তত বেশী উন্নত উৎপাদন করা যদিও বা সম্ভবপর না হয়, উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এদেশের অধিকে পরে অন্ততঃ একর প্রতি ১০ টন উন্নত অবশ্যই উৎপাদন করা যাইতে পারে। উৎপন্ন উন্নত পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় ডিবিন্ন দিক দিয়া এদেশে উদ্বিদ্যাবাদী অনেক পরিবর্তন আবশ্যকী হইয়া উঠিবে। একর প্রতি উন্নত উৎপাদন ত্রিগুণ বাড়িলে ডিবিন্ন সম্পর্কে এদেশের মোকদ্দমার কোন অভাব থাকিবে না এবং ডাঃ বার্ণসের মতে এদেশ থাকিবে ডিবিন্ন ব্যবসায়ী বাজারটের সাবিবে। অধিবেশ-কারী সম্পর্কে এদেশে উপযুক্ত অভাবাভিলাষ অভাব রহিয়াছে। তাহাতেই এবিষয়ে ডাঃ বার্ণস কোন আশ্বাসন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তবে কবি ও চাষাবাদের প্রক্রিয়ার অগ্রগতি অনুসারে এদেশের ব্যবসায়ে একর প্রতি কোন আধু উৎপাদনের যে আবশ্যক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাকে ন্যাশনালভাবে উন্নত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভারতে আধুনিক উৎপাদন সম্বন্ধেই বর্ত্তমানের তুলনায় বিরাট পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইতেছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন।

ভারতের ডাঃ বার্ণসের বিশেষজ্ঞ পাই করিলে এদেশে নানান শ্রেণীর খাদ্য-ফসল সম্পর্কেই উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের আর্থিক সংস্থান প্রধান খাদ্য-ফসল উৎপাদনের পক্ষানুকূল। চাষাবাদের ক্ষেত্রে উন্নত প্রক্রিয়া অবলম্বনের বিষয় যেমনই এদেশে একর প্রতি খাদ্য-শস্য উৎপাদনের পরিমাণ আজ পর্য্যন্ত অনেক দেশের তুলনায় কম। আর সে কারণে উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য্য-দ্রব্য হইতে এদেশেবাসীরা বঞ্চিত। বৃষ্টিপাত ভারতের অনেকস্থানে ৩০ ইঞ্চির উপর বৃষ্টি পাইতেছে। অনেকে উহাকে দেশের পক্ষে বিশেষ আশাব্যঞ্জক বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু ডাঃ বার্ণসের মতামত হইতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভারতবর্ষে খাদ্য-ফসল উৎপাদনের যে সুযোগ বর্ত্তমানে সে তুলনায় অনাবশ্যক চাষ আবাদ খুব বেশী নয়। চাষাবাদের ক্ষেত্রে সকল দিক দিয়া উন্নত প্রক্রিয়া অবলম্বনের ব্যবস্থা হইলে বাস্তবিকপক্ষে অধিক উৎপাদন দ্বারা অবশ্যম্ভাবী ভারতের অনশনক্লিষ্ট অবস্থাকে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। এতদ্বিষয়ে কবি ও বিজ্ঞান উৎকর্ষ সাধিত হইলে বিপুল অনাবশ্যক সম্ভাবনা এদেশ অদূর ভবিষ্যতেই বিশ্বের মধ্যে প্রধান সমৃদ্ধিশালী অধিকারী হইতে পারে। সেই উৎকর্ষ সাধনের জন্য কর্ণধারেরই ও জনসাধারণের সকলের মনোযোগ অধিকার বিশেষ করা দরকার।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রাম—"আতিথ্যদাতা" ফোন : কলি ২৯৯৮

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শীঘ্রই কলিকাতা, বোম্বাই প্রদেশ ও পশ্চিম ভারতীয় দেশীয় রাজ্যে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখা খোলা হইবে।

ডিরেক্টর বোর্ড :

ডাঃ কে এস ভাবশালী, এম বি বি এস (লণ্ডন), এম আর সি পি (ইংলণ্ড), এফ আর সি পি (ইংলণ্ড)—চেয়ারম্যান। (বোম্বাই)।

মিঃ এস সি দাস, ডিরেক্টর—ক্রীম কর্পোরেশন লিঃ, ভলাবাদী লিঃ, ব্যাঙ্ক অব ওমান লিঃ। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি সি দাস এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ, দাস এষ্টেট লিঃ। ভাইস চেয়ারম্যান। (কলিকাতা)।

শেঠ কিষ্ণবলাল আর ঠক্কর, সভাপতি—অরোরা ষ্টোর মার্কেন্টাইল এসোসিয়েশন, বাজোরীয় ষ্টোর মার্কেন্টাইল এসোসিয়েশন ; প্রোপ্রাইটর—ভাইস এণ্ড পালস মিলস্, অরোরা। (অরোরা)।

মিঃ এস এস ব্যানার্জ্জী, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিরেক্টর—অরেই কোলফিল্ডস কোল কোং লিমিটেড, পিওর সাজলা কোল কোং লিমিটেড, বাজোরা পাইওনীয়ার কোলিয়ারী লিমিটেড, পিওর বাজোরা কোল কোং লিঃ, ইত্যাদি। (কলিকাতা)।

মিঃ জি এইচ সোনাওয়ালা, বে সি, মিউনিসিপাল ডিরেক্টার লিমিটেডের চেয়ারম্যান। (বোম্বাই)।

মিঃ এ এইচ শেখ, এসোসিয়েটেড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেডের ডিরেক্টর। (কাথিয়াবাড়)।

মিঃ কপিলদেব, চেয়ারম্যান ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিমিটেডের চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর নাতি ব্যাঙ্ক লিমিটেড ; ভাইস চেয়ারম্যান ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ, (মহারাষ্ট্র)।

মিঃ লালজীভাই বে ঠক্কর, এ্যাসিসিয়েটেড চেম্বারস এসিওরেন্স কোং লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। (বোম্বাই)।

মিঃ এস এস ব্যানার্জ্জী, এম আর এ সি এস (লণ্ডন), এফ আর এইচ এস (লণ্ডন)—ডিরেক্টর টাটা লিমিটেড। (কলিকাতা)।

বোম্বাই ও কলিকাতায় ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাযুক্ত একমাত্র ষ্টোক এক্সচেঞ্জ ব্যতীত ভারতীয় ডাকিং প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্য্যকলাপের করুন।

শাখা :—বোম্বাই, রাণীগঞ্জ, পাটিয়ালা, কাশীপুর ও চেতলা (অচিরে)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

অর্থনৈতিক আশ্রয় বিভাগ—সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের ১৬ ধারা অনুযায়ী কলিকাতা কর্পোরেশনের আশ্রয় বিভাগের বিভিন্ন ব্যবস্থা ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে তথ্য বাহির করিবার জন্য বিভাগের ডিরেক্টর মেজর এস. কাপুরকে বিশেষ অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন।

বন্ধ জানুয়ারী—১৯৪৩ সালের শেষে কিনের যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানির পরিমাণ হইয়াছে ৩৮ কোটি টাকা মাত্র আমদানী হইয়াছে।

সহরতলীতে ফোর্ড ফোর্ড—কর্পোরেশনের সাস্থ্যবিভাগের প্রকাশ, টালির নালার ফোরম্যান বাবু ফাঁকে বিভিন্নস্থানে ৯টী ফোর্ড ফোর্ড সহরতলীতে কার্য করিয়াছেন। পুনরায় তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল। ফোর্ড ফোর্ড ১৯১৯ সালে লাহিড়ীর বন্ধ ফোরম্যানের পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার দীর্ঘ জীবনী সম্প্রতি হয়ো হয়েছে। দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর সম্পত্তি—প্রকাশ, কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত বর্তমানী বন্ধ ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীকে সম্প্রতিকে এইরূপ জানাইয়াছেন যে, কর্পোরেশনের বিশেষ বিভাগ ডিসেম্বর ১৯৪১ সাল তারিখের সময় পূর্বের প্রস্তাবানুযায়ী ফোর্ড কার্যকরণ, ট্রাম কোম্পানী এবং কর্পোরেশনের মধ্যে সাময়িক চুক্তি ৩১শে ডিসেম্বরের ১৯৪১ মধ্যে সম্পাদিত হয় নাই, সেই হেতু কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তি ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আলোর ব্যবস্থা পরিবর্তন—আলো বিভাগ হইতে, আগামী ১লা মার্চ তারিখ হইতে আলোর ব্যবস্থা পরিবর্তনের কাজটী আরম্ভ হইবে।

সমুদ্রের জল হইতে ম্যাগনেসিয়াম—ফ্রেঞ্চি ফোর্ড পদ্ধতিতে এক নূতন প্রকার সমুদ্রের বৈজ্ঞানিক ও রিসার্চ-বিভাগের কারখানায় ফোর্ড সমুদ্রের জল হইতে ম্যাগনেসিয়ার উৎপাদন এবং ঐ ধাতুর ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারীর বৈজ্ঞানিক উন্নতি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যুদ্ধের আগে ম্যাগনেসিয়ার মূল্য খুব বেশী ছিল। উহা সের দরে অল্পকালে কাটা পড়িবার কাজে ব্যবহৃত হইত এবং ১ পাউণ্ড ম্যাগনেসিয়ার ৫ পাউণ্ড মূল্যে সময় বিক্রয় হইত। এখন সমুদ্রের জল হইতে ম্যাগনেসিয়ার উৎপাদন হওয়ায় উহা খুবই সুলভ হইয়াছে। উহার বর্তমান মূল্য প্রতি পাউণ্ড ১ শিলিং ৬ পেন্সী। উহা এলুমিনিয়ামের চাইতেও হাল্কা। বিশেষজ্ঞদের মতে যুদ্ধের পর ম্যাগনেসিয়ার যখন যুদ্ধের কাজে আর দরকার হইবে না, তখন উহার পাউণ্ড ৩ পেন্সী দরে বিক্রয় হইবে।

চাউলের মূল্য—বহরমপুরের 'চাউলিহির' লিখিতেছেন যে, বহরমপুর সহরে মুক্ত চাউল বাজারে উঠিতে আরম্ভ করিলেও চাউলের দর ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। 'চাউলিহির'র সংবাদে আরও প্রকাশ, চাউলের দর ইতিমধ্যেই ৪।৫ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফুটবল ম্যাচের পাওনা ট্যাক্স—"আনন্দ এবং শিক্ষা" পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশ, ফুটবলের ম্যাচ দিবসে যে ৯ম ফোর্ড ট্যাক্স আদায় হয়ে, তাহা অসম্পূর্ণ ফুটবল কমিশনের মধ্যে আদায়ের চলিবে। উক্ত-মিশন ফুটবল সম্পর্কে উক্ত পত্রিকা নিম্নলিখিত সংবাদগুলি উল্লেখ করিয়াছেন :—সাধারণ, ১৯৪৩ সালে মিশনে ফুটবলারদের বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ খেলার সম্পর্কে সুপারিশের অভিযোগগুলি ৬৬জনকে তুলিয়া দিতে হইবে। তিনের ভাগ্যের খাতের বৈদেশিক মুদ্রানিয়ন্ত্রণ বোর্ডে তিনের সদস্যদের প্রতিনিধি থাকিবেন বিশেষ অধিকার।

কলিকাতার ভূমিতে বেলসন—সভ্য ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট বেলজিয়ার কার্যালিয়ারক সমিতি (পৃথিবীর যাত্রী চলাচল-নিয়ন্ত্রণকারিদের মধ্যে ইহা সর্বোচ্চ) মত প্রকাশ করেন যে, কলিকাতার বাজারে উঁচু এবং ফোর্ড চলাচলের অসুবিধা দূর করিবার জন্য একটী পরিকল্পনা রচিত হওয়া আবশ্যক। তবে কলিকাতার চলাচলের অসুবিধা সম্বন্ধে লন্ডন ও প্যারিসের অসুবিধার তুলনীয় নয়। কলিকাতার অসুবিধার অবশ্য বেশন, তাহাদের ভূমির বেলসন স্থাপন করা বর্তমানে সম্ভব না হইলেও ইতিমীমাংসা হয়ে করেন যে, এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সংখ্যানুবিদগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সমস্যার সমাধান এবং নানা সামুদ্রিক ব্যবস্থার জন্য অর্থ ব্যয় হইবে।

মুদ্রণ বেলসন অর্ডার—কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য ৪৫ লক্ষ বেলসন কার্ড মুদ্রণ করিতে ব্যয় ৬৯১ হয় কাজের বাজার হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মুদ্রণ বেলসন কার্ড ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং আগামী ২৩শে জানুয়ারীর মধ্যে এই কাজ শেষ করা হইবে। প্রকাশ, ২৩শে জানুয়ারী হইতে মুদ্রণ বেলসন কার্ড বন্টন হইবে এবং পুরাতন বেলসন কার্ড বাতিল হইয়া যাইবে। বেলসিং অফিসের এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ (এই বিভাগ হইতে হোটেল, রেস্তোরাঁ, ভোজনালয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে) মুদ্রণ পরিকল্পনানুযায়ী ইতিমধ্যে সাইটসের পরিচালিত বন্টনের ব্যবস্থাদির হইয়াছে।

মিঃ ডি ওয়ার্ট টাইসন—মিঃ ডি ওয়ার্ট টাইসন সম্প্রতি করাচী হইতে বিমানযোগে কলিকাতা আসিয়াছেন। তিনি আই ই এস-এর বেতার বিভাগের বেতার বিভাগের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতার বস্তি অঞ্চলের উন্নতি বিধান—কলিকাতার বস্তি অঞ্চলের উন্নতি বিধানের জন্য সম্প্রতি বাংলা সরকারের উদ্যোগে হাউজিং বিল্ডিংএর এক কনফারেন্স বাংলা সরকারের সেক্রেটারিয়েটে অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও বাংলা সরকার কেন্দ্রীয় কমিটিতে কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। কনফারেন্সের উদ্যোগ বক্তৃতা করেন বলেন যে, সমস্ত বস্তি অঞ্চলের উন্নতি সাধন করিতে হইলে

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল, ৫৬৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ভাওয়ালগড়, ডমরাঁপুর, ঘুলিয়াডাঙ্গা, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপাল বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার চৌধুরী, এম্‌-ডি।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২ ইং

আদায়ত	৮,৫০,০০০.০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী তহবিল	৯,৫০,০০০,০০৲ টাকার ,,

কলিকাতা অফিস :—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৬৯ বি. হরা রোড, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১৯৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখা :—বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে।

বিদেশী এজেন্সী :—লণ্ডন এজেন্স :—বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ

আমেরিকা এজেন্স :—গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক

অষ্ট্রেলিয়া এজেন্স :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস. কে. বসু, এম-এ, বি-এল, লি-এইচ-ডি (জার্মান) লণ্ডন, বার-এ-ল-এ

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৫ ও ৬, ক্লেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাওড়া, কদমতলা, বিষ্ণুপুর, মাটিয়ারুজ, গাংনাপাড়া, পাবনা, মেদিনীপুর, সদলপুর, বেনারস ও চাঁপাডাংগা।

এ রায় চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বন্দি অবস্থার সমস্যাটিকে দীর্ঘ-মেয়াদী ও স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে দুইভাগে ভাগ করিতে হইবে। সমস্ত বন্দি-পুনর্বাসন পূর্ব্বপরিকল্পনাই দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিন্তু বন্দি অবস্থায় লোক নিয়োগ, খোলা ট্রেন দু'আইয়া দেওয়া, অল্প সময়ব্যাপের উপযোগি, সৌচাগারের ব্যবস্থা ও আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতির কাজ অবিলম্বেই আরম্ভ করিতে হইবে। অবশ্য মাদ্রাজের কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ও চীফ ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ভেপুটিবাবুন এও চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ভারত গবর্ণমেণ্টের রোডস এণ্ড বিল্ডিংস ডিপার্টমেণ্টের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ও আরও দাসর ডিপার্টমেণ্টের প্রতিনিধি (যিনি ভেপুটিবাবুন হইবেন) প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি কমিটি করিয়া পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন এবং সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনের প্রস্তাব উক্ত কমিটিকে পূরণ করে। উক্ত কমিটি বন্দি অবস্থার এবং লক্ষ লোকের পুনর্বাসন অবিলম্বে সুসম্পন্নের জন্য একটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞগণের সাহায্যে রচনা করিবেন ও এক মাসের মধ্যে তাহা সর্ব্বসেক্টরের নিকট দাখিল করিবেন কলিকাতা কর্পোরেশন ও কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে অনুরোধ করা হয়।

ভারতের সম্ভ ভন্তাকী মন্ত্র—মহারাষ্ট্রীয় সাধারণ প্রকাশ, বর্ত্তমান ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে আর গম আমদানী করা সম্ভব হইবে না। অষ্ট্রেলিয়া সর্ব্বসেক্টর বিশেষের ব্যবহারের জন্যই একমাত্র ব্রিটেনে গম রপ্তানী করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার গম ১৯৪৯ সালে মাত্র ৪ কোটি ৫০ লক্ষ বুশেল হইতে ৩ কোটি বুশেল গম উৎপন্ন হইবার্ছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে অষ্ট্রেলিয়ার গম উৎপন্ন হইয়াছিল ১১ কোটি বুশেল। ইহারও পূর্ব্ব বৎসরে অষ্ট্রেলিয়ার ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ বুশেল গম উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রকাশ, ভারতের গম ১৯৪৪ সালে প্রচুর গম উৎপন্ন হইয়াছে। এই গম হইতে অষ্ট্রেলিয়ার ঘাটতি পূরণ করা হইবে এবং ভারতের যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ গম রপ্তানী করা হইবে।

পরমাণুর মূল সন্ধানে নূতন বৈজ্ঞানিক—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরকাশ করিয়া নূতন বৈজ্ঞানিক ডাঃ কোরেলেনকফি ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ পরীক্ষা করিয়া সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, কেহ যা মূল হইতেই যা কেন মূলমূলে পরিণত হয়, ইহাই তাঁহাদের গবেষণার বিষয়। ইহার মূল কারণটি আবিষ্কার করিতে পারিলে মানুষ ১০০ গুণের, এমন কি ২০০ গুণের, পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারিবে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন। ইহার সহিতই ডাঃ কোরেলেনকফি প্রথমে গবেষণা চালাইতেছেন। কিন্তু অক্সফোর্ডের উনানে পরীক্ষার ফলাফল সর্ব্বদা মানুষের সমক্ষে প্রকাশ করে যাতে না বলিয়া তাঁহার ধারণা। সেই জন্য তিনি এই গবেষণার জন্য ৩ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছেন। ইহাতে আরও তিন বৎসর গবেষণা চালানো যাইবে। প্রকাশ, আমেরিকাতেও এই সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার কাজ চলিতেছে।

লণ্ডনে ভারতীয় চিত্রশিল্প প্রদর্শনী—(লণ্ড) ৯ই জানুয়ারী সিনাকিডিলিতে মিঃ আবেরী ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন। লণ্ড বৎসর ভারতবর্ষে অঙ্কিত ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীর চিত্র লণ্ডনবাসি যাহাতে দেখা তিন এই প্রদর্শনীতে রাখা হইবে।

ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ টীকা—তিন ইংরেজ সাধারণ প্রকাশ, তাহার উপর পরীক্ষা করিয়া এমন এক অব্যর্থ টীকার তীব্র আবিষ্কার করা হইয়াছে যাহার ফলে খাঁটি ম্যালেরিয়ার এই অব্যর্থ টীকার অনুসন্ধানকারীদের কবলাবে হইবে। সমস্ত অবশ্য অবশ্য হইতে পুরাপুরি নিরাকরিত না করা পর্য্যন্ত উক্ত টীকার বিষয় বিস্তৃত প্রকাশ করা হইবে না বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

রাসায়নের মন্ত্রী ও তার সম্পর্ক—রাসায়ন সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে আলোচনা এবং নানা বর্ত্তমানে সমূহ বিভাগীয় তাহাদের সঙ্গে তার কমিটির বিশেষ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তালিকার করা, বাংলা ও ভেষজীয় সর্ব্বসেক্টরে প্রতিনিধিদের এবং সংগঠন কমিটিসমূহের সরকারী কর্মচারীর গঠিত হয়। তাহার সর্ব্বসেক্টরে সমস্যক তা: বি আর আবেদকর উক্ত সংগঠনের মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, রাসায়ন এর বিশেষ অনুসন্ধান উদ্দিষ্টমূলক পরিকল্পনার সহিত উহার রহিয়াছে। ফলে তাহা যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞ সমস্যা আবেদন না, সমস্ত উহাদের বিজ্ঞান সমাধান, দেশ ও লোক কল্যাণের সাধনার থাকিবে। সমস্যা আরও বলেন যে, বর্ত্তমান অবস্থার ফলে যে সমস্ত অসুবিধা দেখা দিয়াছে, তাহার সর্ব্বসেক্টরে যে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপ অবহেলা আছেন। অন্যান্য দেশে কলকারখানার হইতে যে সমস্ত সাহায্য পাওয়া যায়, এদেশের যাহাতে সেই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে সেই জন্য তাহার সর্ব্বসেক্টরে উদ্যুক্ত আছেন।

গ্রামোন্নয়নের শিক্ষা—ভেপুটিবাবুন দেবা লিখিতেছেন যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ১৫০ জন শিক্ষার্থীকে মনোনীত করিয়াছেন। শিক্ষার্থিগণ বিহার, বাংলা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বাম্বেপ্রদেশ হইতে মনোনীত হইয়াছেন। আগামী ১১ই জানুয়ারী হইতে এই শিক্ষালয় খুলিবে। পরিচালক শিক্ষালয়ের ব্যাপারে মাসি বিলাস, হিন্দুস্থানী আর্টিস্ট দাম এবং ভেপুটিবাবুন সহ ছাত্রগণকে সাহায্য করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বয়ং আশীর্ব এই মহান কার্য্যে সাফল্য কামনা করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন।

ভেপুটিবাবুন ভারতীয় ব্যবসায়িক প্রতিনিধি—ইহাদের ভারতের বৈদেশী মিশনসমূহ অবস্থিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ভেপুটিবাবুন ভারতের ৫টি কলিকাতাকে অধিকার পরিচালনা-দীনে বৈদেশী ভারতীয় ব্যবসায়িক একটি স্থায়ী প্রদর্শনী খোলা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। অন্যান্য মিশিন-পত্রের সহিত এই প্রদর্শনীতে ভারতীয় পুতীজাত বস্ত্রাদি, আসন ও চামড়ার ভেপুটিবাবুন ভারত প্রভৃতির নমুনা রাখা হইবে। প্রকাশ, ভারত সরকারের ভারতবিভাগ ইনফরমেশন ও ব্রডকাস্টিং বিভাগের বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ বাংলার ও বাংলার বাহিরের বিভিন্নস্থান হইতে এই উদ্দেশ্যে নমুনা সংগ্রহ করিতেছেন।

ব্রাসিয়ার বিদেশী বৈজ্ঞানিক মন্ত্রী—ব্রাসিয়ার হইতে আজ এক সংবাদে প্রকাশ, ব্রাসিয়ার বৈজ্ঞানিকদের হইতে কয়েকটি যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য ব্রিটিশ ও আমেরিকার সর্ব্বসেক্টর ব্রাসিয়ার বিদেশী বৈজ্ঞানিক মন্ত্রী করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ব্রাসিয়ার বৈজ্ঞানিকদের ব্রিটেন ও আমেরিকার আর্থিক সাহায্য করার ব্যবস্থা হইতে এবং ব্রাসিয়া হইতে বৈজ্ঞানিকদের আনার অথবা এখন যোগাযোগ করিবার ব্যবস্থা করা চলিতে এই কারণের বিজ্ঞানিকদের ব্রাসিয়ার যোগ প্রকার আর্থিক ক্ষতি হইতে পারে। সরকার, এই মন্ত্রীর উত্তরে বলিয়া জানাইয়াছেন যে, বৃদ্ধির ফলে ব্রাসিয়ার অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের যে সমস্ত যন্ত্রপাতি এই হইবার সেইগুলির পরিমাণে ব্রাসিয়ার করিবার জন্যই জানাইতে যদি হইলে পারিবেন সমস্ত হইবে এবং এই সমস্ত যন্ত্রপাতি আমেরিকাতেই অর্ডারের সম্ভাবি ছিল। তবে এই উত্তরের পরিণ বলিয়া ব্রিটিশ ও আমেরিকা

টেলিগ্রাম—Sanchaya Calcutta

Phone : Cal | 2125 6483

সেণ্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১৮, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

—: শাখাসমূহ :—

১। ডালহাউসী ২। বহিস্থ কলিকাতা ৩। হিন্দি মার্কেট ৪। হাওড়া ৫। ভাটপাড়া ৬। ভাঁড়াপাড়া ৭। হিলি ৮। বালুরঘাট ৯। দিনাজপুর ১০। মালদহ বাজার ১১। রংপুর ১২। রংপুর ১৩। সিরাজগঞ্জ ১৪। হুগলী ১৫। কুষ্টিয়া ১৬। বেলঘরিয়া ১৭। এলাহাবাদ ১৮। লাহারসরাইপুর ১৯। লাহিড়ীমোহনপুর ২০। পাবনা ২১। আমাদপোল ২২। বর্দ্ধমান ২৩। বাঁকুড়া ২৪। ঘুরি ২৫। আলিপুর দুয়ার ২৬। জলপাইগুড়ি ২৭। পাটনা।

এ সমস্ত অফিসের সহিত সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজ করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে মোট প্রদত্ত সমস্যাদের হার—৩১০ টাকা।

ড্রাফ্ট ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৭, লোয়ার্স লেন, কলিকাতা।

টেলিফোন :—ক্যাল ৫৫৮ টেলিগ্রাম—ভলেন্টে

সেয়ার কেনাবেচা, উপযুক্ত ব্যবস্থায় টাকা খাটান হয় এবং অন্যান্য সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজ করা হয়।

সতর্কতা সুদ

চলতি হিসাব ১০

মেয়াদী ২৭

স্থায়ী আমানতের হার পত্রে জানুন।

শাখাসমূহ :—

কলেজ ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, হাইকোর্ট, বাগবাজার, শোভাবাজার, বৌবাজার, ঝিরেট, বহরমপুর, বহরমপুর, বর্দ্ধমান, মেমারি, মেদিনীপুর, বাজবাড়ী, বাজবাড়ী, বাজবাড়ী

ভগ্ন আর্থিক আর্থ প্রদান এবং সমিতির সভ্যদের দুঃ-প্রদেশীয় সাহায্যের জন্য তহবিলের বৈদেশিক-ভাবির উন্নতি সাধনের অভিপ্রায়ে বিবেচনা করিয়াছে।

ভাষবাজারটনওকস্ লরিকল্পনা ও আই-আর্থিক ট্রাইব—আমেরিকার 'ইকনি মেইল' সম্পাদকের নিকট ইইতে মিঃ হল ইজলি লিখিয়াছেন যে, বর্তমানে যুদ্ধকার্য পরিচালনে যেরূপ অসিধি দেখা যাইতেছে তাহাতে সম্ভবতঃ তাহারা ভাষবাজারটনওকস্ বিধ নিয়ন্ত্রণ পরিত্যাগ গ্রহণ করিবেন না এবং এমন মহাযুদ্ধে যে-সকল অসিধি দেখা দেয় করিতে পারে সেই তাহাদের সুবিধার ধার দিয়ে নিয়েবকারী কমল আইন বাতিল করিবার সূত্রে তাঁহারা যথেষ্ট নীতিবোধ সহিত আলোচনার বিবেচনা করিবেন।

আমেরিকার অনেকগুলি সংবাদপত্র এবং আটলান্টিক ট্রাইব ও ইহার প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইকনমীস সংবাদপত্র-গুলির অভিমান আটলান্টিক ট্রাইব সম্বন্ধে রাষ্ট্রিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছে। তাঁহাদের অনেকেই বলিতেছেন যে, আটলান্টিক ট্রাইব যে একখানি বাজে কাগজ ছাড়া আর কিছুই নয় ইহা তাঁহারা পূর্ব হইতেই জানিতেন।

সুতা বস্ত্র শিল্পের—ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ভারতের সমস্ত বস্ত্র উৎপাদন-কারীকে প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের শেষ সপ্তাহে একটি বন্টনের সম্পূর্ণ হিসাব তাঁহার নিকট দাখিল করিতে হইবে। এই হিসাবে সরকার কাপড় সম্বন্ধে কোন্ ক্রেতাকে কত পরিমাণ সূতা বস্ত্র বিক্রয় করা হইয়াছে তাহার ক্রেতার নাম-ঠিকানা সহকে উল্লেখ করিতে হইবে। টেক্সটাইল কমিশনার জানাইয়াছেন যে, তাঁহার এই আদেশ অমান্য করা হইলে তাহা আইন অনুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

ডকশ্রমিকের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যয়—বিহার রাজ্যের অর্থসচিব মিঃ খোলার মহাশয় সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাজেন্দ্রপাল কমা-লেজার কর্পোরেশন রাজ্যের বাহিরে ভাল চালানী করিয়া যোট যে ১৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন, সেই সমস্ত অর্থই রাজেন্দ্রপাল রাজ্যের ডকশ্রমিকের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইবে।

বোম্বাই প্রদেশে সরকারী তাপচের দোকান—প্রকাশ, বোম্বাই প্রদেশের বহু বহু সহরগুলিতে প্রায় এক ডজন সরকারী তাপচের দোকান খোলা হইয়াছে। বোম্বাই সরকারের স্থির করিয়াছেন, প্রত্যেক ৫০০০ লোকের জন্য একটি করিয়া সরকারী দোকান খুলিবেন।

ভারত সম্পর্কে ওয়াশিংটনের উৎসুক্য—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ যে, যুদ্ধো-ত্তর যুগে ভারতবর্ষের সুবর্ণাদন ও উন্নতির জন্য ওয়াশিংটন হইতে প্রয়োজনীয় সহানুভূতি ভারতে স্থানীয় ব্যাপারের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বীমই ওয়াশিংটনের ভারতীয় বাণিজ্য বিভাগে যে লোকজন অধিকার নিযুক্ত করা হইবে, তাহাদের ওয়াশিংটনে যথেষ্ট উৎসুক্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

ট্রাম কোম্পানীর সম্প্রতি বৃদ্ধিতে—বাংলার প্রধান মন্ত্রী খাজা সার নাজিমুদ্দীন সম্প্রতি ব্যবস্থা পরিষদে এবং তাঁহার সঙ্গে সংশ্লিষ্টকারী কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদিগের নিকট কলিকাতা অঞ্চলে ট্রাম ভাড়া প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ব্যবস্থা দিয়া একটি খসড়া ট্রামকোম্পানী বোর্ড গঠনের সম্প্রতি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, প্রকাশ, বাংলা সরকারের কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট একখানি চিঠি তাহা সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত চিঠিতে আরও জানান হইয়াছে যে, বর্তমান ট্রাম কোম্পানী আরও এক বৎসরের জন্য কলিকাতা অঞ্চলে ট্রাম পরিচালনার অধিকার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, কর্পোরেশনের তাহাতে সম্মত হইতে হইবে। সম্মতিতে কলিকাতা কর্পোরেশন তাহাতে সম্মত না হইলে যদি তাঁহার মূল প্রস্তাব অনুযায়ী ট্রাম কোম্পানীর সম্পত্তি হস্তান্তর ব্যাপারে কর্পোরেশনের ঐচ্ছ, এতিষ্ঠিতিক অধিকারকে উহার প্রতিবিধান করিতে নির্দেশ দেন, তাহা হইলে অবশ্যকেই বর্তমান ট্রাম চলাচলের ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

বাজারে তুলোভরসম্প্রতিক্রিয়া:—সম্প্রতি বাজার অবস্থার সংবাদদিতে 'পোর্টফলার বিকল্প-ট্রাকশন কমিটি' এক সাধারণ সভায় তুলোর মূল্য বাজারে চুক্তি, বিক্রয়, যানবাহন, জল সেচ এবং নিম্ন বিষয়ক উন্নতির সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তুলোর মূল্য বৃদ্ধিসহিত উপায়ে যানবাহনের পরিচালনাভার বাজারে মাঝের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে বাধ্য হয়, কমিটি আবার সুপারিশ করেন। ইতোমধ্যে কমিটি তুলোর মূল্য যেমে মূল্য নিম্ন বাজারে পড়িয়া উঠিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থার জন্য 'সাহায্য এন্ড ইকনমিক বোর্ড' গঠন করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটি অনন্তের সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে মোট ২৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। তুলোর মূল্য হ্রাস উন্নতির প্রতি সমান দৃষ্টি রাখার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হইবে। উক্ত সাব-কমিটি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে তুলোর মূল্য নির্ধারণের ভারতের সমস্ত হইতে হইবে। সভাপতির কমিটি-কাতা কর্পোরেশন তাহাতে সম্মত না হইলে যদি তাঁহার মূল প্রস্তাব অনুযায়ী ট্রাম কোম্পানীর সম্পত্তি হস্তান্তর ব্যাপারে কর্পোরেশনের ঐচ্ছ, এতিষ্ঠিতিক অধিকারকে উহার প্রতিবিধান করিতে নির্দেশ দেন, তাহা হইলে অবশ্যকেই বর্তমান ট্রাম চলাচলের ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

বাজারে তুলোভরসম্প্রতিক্রিয়া:—সম্প্রতি বাজার অবস্থার সংবাদদিতে 'পোর্টফলার বিকল্প-ট্রাকশন কমিটি' এক সাধারণ সভায় তুলোর মূল্য বাজারে চুক্তি, বিক্রয়, যানবাহন, জল সেচ এবং নিম্ন বিষয়ক উন্নতির সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তুলোর মূল্য বৃদ্ধিসহিত উপায়ে যানবাহনের পরিচালনাভার বাজারে মাঝের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে বাধ্য হয়, কমিটি আবার সুপারিশ করেন। ইতোমধ্যে কমিটি তুলোর মূল্য যেমে মূল্য নিম্ন বাজারে পড়িয়া উঠিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থার জন্য 'সাহায্য এন্ড ইকনমিক বোর্ড' গঠন করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটি অনন্তের সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে মোট ২৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। তুলোর মূল্য হ্রাস উন্নতির প্রতি সমান দৃষ্টি রাখার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হইবে। উক্ত সাব-কমিটি ভবি সভাপতি বর্তমান আইন অনুসারে কমিটি তুলির উন্নতি এবং চলিবার সময়ের মূল্য নির্ধা-রণের বিষয়ে সভ্য রাখিবে। সভাপতির সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কল বৎসরে যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি করিবার জন্য কমিটি-নির্দেশ বিধানের এবং বালকবালিকারা যাহাতে যথাযোগ্য বিনামূল্যে অনুযোগ করিতে পারে কমিটি তাহাকে সুপারিশ করেন।

বিশ্ব মহাসভা ও ভারতের আর্থনৈতিক পরিকল্পনা—ভারতের আর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূলনীতি সম্পর্কে বিলাতপুরের অধিবেশনে মিলিত ভারত বিশ্ব মহাসভা যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে বিশ্বভারতের প্রস্তাব অধিবাসীর অবস্থা-উন্নয়ন খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা যাহাতে প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হয় তাহার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ভারতের জেলে আর্থনৈতিক পরিকল্পনা এমন হওয়া উচিত যে যাহাতে ব্যক্তিগত লোভের চাপে দেশের অনাবাদের অভিশাপ হয়। মহাসভা পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষির উন্নতি, জমিদারের অধিকার, যানবাহন ব্যবস্থা, শিক্ষা রীতি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে সারগর্ভ মন্তব্য করিয়াছেন এবং শিল্প সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাতীয় জীবনের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক মূল শিল্পই রাষ্ট্রের পরিচালনা অথবা নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা

সন্দীপ পপুলার ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৯ রেজিঃ অফিস—সন্দীপ (নোয়াখালি)

কলিকাতা অফিস—৮, জ্যাকসন লেন।

ভারতের বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস খোলা হইতেছে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন।

আর কে দাশ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • কোস্টিক সোডা পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসারিন • সিট্রোনেলা অয়েল • ফুল • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কোন :—
বড়বাজার :—১৩৪৭ অফিস
" :—১৮৯২ ফাইনী
টেলিগ্রাম—"ট্রাইকাস্টিক"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

দি ন্যাশনাল কটন মিলস লিঃ

১নং গঙ্গারাম পালিত লেন, কলিকাতা

মোডিফাই

এতদ্বারা অংশীদারগণকে জানান যাইতেছে যে, গত ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪ ইং, তারিখে উপরোক্ত ঠিকানায় অনুষ্ঠিত কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এবং বৎসরের জন্য লভ্যতা বার্ষিক ৬% হারে টাকা (আয়করমুক্ত) হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। যাঁহাদের শেয়ারের ফলের টাকা সম্পূর্ণ দেওয়া হইয়াছে, কেবলমাত্র তাঁহা-দিগকেই লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। তাঁহারা লভ্যাংশের জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখুন। পত্রে অংশীদারগণ তাঁহাদের বর্তমান ঠিকানা, শেয়ার সার্টিফিকেটের নম্বর এবং কলিকাতা অথবা হাওড়ার ব্যাঙ্কের কোন অফিসের নোটিশ বধি-মার্কার (তারিখসহ বার দিয়া) কিভাবে লভ্যাংশ পাইতে চাহেন জানাইবেন। যাঁহাদের ফলের টাকা বাকী আছে, তাঁহাদের ফলের টাকা সম্পূর্ণ আদায় হইলেই লভ্যাংশ পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

(স্বাঃ) কে কে সেন,
ম্যানেজিং এজেন্টস্ পক্ষে,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

উচিত এবং অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক বিনিময়ব্যবস্থার কাজীয় আর্থিক পরিবর্তনা অনুসারে পরিচালনা করা উচিত। দেশীয় বিনিময় ইহাদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, হিসাবের রাষ্ট্রীয় বিনা অনুমতিতে কোন বিদেশী এখানে কোন নিজ প্রতিষ্ঠা অথবা পরিচালনা করিতে পারিবে না। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, নিজাদি ব্যবসায়ে যেসব সর্বোচ্চ প্রয়োজনমত ভারতীয় মালিকে আনা যাইতে পারে যতক্ষণ রাষ্ট্র দৃষ্টি রাখিবে এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগি থাকিবে অন্যথা। প্রয়োজন ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই যাহাতে প্রযুক্ত হয় সেজন্য রাষ্ট্র আনুষঙ্গিক বিধি-ব্যবস্থা করিবে।

ভারতীয় মুদ্রার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব:—ভারত সরিকার আর্থিক সংযোগ প্রকাশিত 'মুদ্রার মূল্যের বিনিময় হার' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বোম্বাইয়ের অন্যতম অর্থনীতিবিদ ও অন্যতম সি এস ভকিল বহু প্রকার তথ্যবিশ্লেষণ করে, অন্যান্য সংশ্লিষ্টভাবে ভারতীয় মুদ্রাকে বিদেশী ঠাঁইয়ের প্রভাবমুক্ত করার বিশেষ আবশ্যকতা আছে এবং বিভার্স ব্যাঙ্কের উচিত মাঝে মাঝে এরূপের মুদ্রানীতির প্রয়োজন ও আন্তর্জাতিক টাকার বাজারের অবস্থা অনুসারে ভারতীয় মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-হার স্থির করিয়া দেওয়া। যুদ্ধের পরে পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অবস্থার আবির্ভাব সম্ভাবনা আছে তাহা বইতে বলা যাইতে পারে এবং এরূপের মুদ্রার বিনিময়-হার পরিবর্তনীয় করিয়ে রাখিবে বলিয়া উক্ত প্রবন্ধে মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

যুদ্ধের ও ভারতবর্ষের ঋণ-মুদ্রার সংখ্যা—সম্প্রতি বাজারের অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভাগ ব্যাঙ্কের অধিবেশনে ডিফেন্স বিভাগ ও সত্য ডিফেন্স বিভাগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তি অভ্যাসক এক হাসিকর তাহার অভিভাষণে যুদ্ধের ও ভারতবর্ষের ঋণ-মুদ্রার সংখ্যা বিস্তৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন :—

	ভারতবর্ষ	ইংলণ্ড
১। ব্যাঙ্কনোট মোট	৩১১	১৫৭
২। প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কনোট মূল্য	১	১
৩। ব্যাঙ্কনোট সিপ মূল্য		
(এক বৎসরের অবস্থায়)	৫১০	৭৫
৪। ১০ বৎসরে পর্যন্ত আনুমান	৫১০	৮১০
৫। ১৫ " " "	৫১০	৮৮৩
৬। ৫০ " " "	২১০	২৮৭
৭। ৭৫ " " "	৯০	১১৩

এক বৎসরে বিভাগ নির্দেশ—[illegible] ইহার সম্পর্কিত সংবাদে প্রকাশ, আর্থিক মুদ্রানীতির সমন্বয়সাধন উদ্দেশ্যে বিভাগের [illegible] বিঃ

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

WILLS'S
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

যে এ মূল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৯৩,৬০০টি বিমান নির্মিত হইবে।

পাকিস্তানে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন—পাকিস্তান সরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। উহার ব্যয় ১০০ কোটির অধিক টাকা ধার্য হইবে।

মহাত্মাজীর আত্মজীবনী—বর্তমান সময়ের সেরা লেখক সম্পাদিত বহুল প্রচারিত পাক্ষিক আত্মজীবনী 'আমার বাল্যজীবন' বাহাদুর বিদ্যালয়ের ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

৪২ হাজার মণ পচা আটা—চোরাই সরকারী অবস্থায় ৪২ হাজার মণ পচা আটা বিলি করিয়া ফেলিবার জন্য খেলা মূল করিটি সম্প্রতি গ্রেপ্তার করিয়াছেন। বিচুরিত পুলিশ সিবিল সাপ্লাই বিভাগ এই আটা ক্রয়ের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তখন ঐ আটা ক্রয়ের জন্য অগ্রসর হন নাই।

পাকিস্তান সরকারের বাজেট—সরকার, পাকিস্তান সরকারের ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট যে বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা হইতে মুসলমান সমাজ হইতে ধার করিয়া আনিবে এবং চলতি বছরের সম্ভাব্য প্রায় ৪ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৪৮-৪৯ সালে যথাক্রমে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ এবং ২ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। আশা করিতেছে যে, নিত্যব্যবহার্য পণ্যের অগ্নিমূল্য সাধারণ সরকারী আয়ের বেশীর ভাগই সরকারের নিকট হইতে মূল্যের অধিক বছরের আগে ১৩ লক্ষ টাকা বেশী পাইবেন।

মাকিন ব্যবসায়ীদের উৎসাহ—মিঃ এ ডি গর্ডন সম্প্রতি আমেরিকায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বোম্বাই পরিবেশন সম্পর্কে মার্কিন ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা মার্কিন ব্যবসায়িগণকে পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, ভারতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁহারা নিজেরা সন্তুষ্ট না হইলে তাঁহারা কোন মতে ভারতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবেন না। ভারতের বর্তমান বাজারে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বসন্ত ও ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি—গত ১৯৪৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতার বসন্তে মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে ১৪৪ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। গত সপ্তাহের মৃত্যুসংখ্যা আলোচ্য সপ্তাহে (গত ১৯৪৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে) ম্যালেরিয়ায় ৩৫ জনের অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। উহার পূর্ববর্তী সপ্তাহে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু-সংখ্যা ছিল ২৫ জন।

মিঃ সাহনায় কলেজের মূতন গ্রহ—মিঃ হরেন্দ্রকুমার সাহনায় সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, "আমি ইণ্ডাস্ট্রিয়েলিষ্ট আমেরিকান্স্ পার্টির ১টি সিট্ লাভে প্রাক্তন মার্কিন সরকারী কর্মচারিগণ মিঃ সাহনায় ঘোষণাকে একবাক্যে ঐক্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাঁহার সম্পর্কে বলা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "ভারতের যে ঐতিহ্য হইয়াছে, তাহার মূলতঃ আমের মূল্য বিধানে পাকাপাকি অর্থ বিনিময়ের প্রতি অথবা বিভিন্ন হস্তান্তরে পরস্পরই অবস্থানে পরিবর্তন। এই সকল প্রসঙ্গে আবশ্যকে আধুনিক উন্নত দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করিবেন ভারতের মূল বৈদেশিক সমস্যা—আমাদের অনুমোদন বিষয় বাহিরা —সর্বত্র করিতে পারে এই"।

বাজনা সরকারের চাকরি হস্তান্তরের প্রস্তাব—প্রকাশ, বাংলা সরকারের চাকরি হস্তান্তরের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে। প্রাদেশিক পরিষদ ও অন্যান্য সংস্থার বিবেচনার জন্য শীঘ্রই কলিকাতায় আলোচিত হইবে। অবশ্য সরকারের বাণিজ্যিক লাভ যে সি ইউরোপ ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ আর এইচ হাচিন্স বাংলার সরকার ও রাজধানীর সহিত এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই কলিকাতা পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। আবার সরকারের বাণিজ্য-সচিব মিঃ আসাদ, উঁহিদের ও মুসলমানের অন্যান্য আরো অনেক বাণিজ্য-সম্পর্কীয় ব্যাপারের বন্দোবস্ত করা করিবেন।

যুদ্ধোত্তরকালে ভারতীয় শিল্প—মার্কিন ব্যবসায়ীদের জানার্থে মার্কিন দূতাবাসের বাণিজ্য সচিব "যুদ্ধের সাহায্যের সহিত যুদ্ধোত্তর ভারতীয় বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিবর্তন বিষয়"—এই নামে এক-খানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় বলা হইয়াছে যে, ভারতের অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং অর্থ বিনিয়োগ, বিদেশাগত পরিচ্ছ, বিজ্ঞান ও কারিগর সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির উপরই ভারতের নিজ স্বকীয় উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করিবে।

বিদ্যুতের সদ্ব্যবহার বিষয়—সম্প্রতি নাগপুরে অনুষ্ঠিত সিবিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ মৈত্রানিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিদ্যুতের দ্বারা সেচের ব্যয় লক্ষিত হইলে উহা জীব-বিজ্ঞানের দিক হইতে অধিকতর হইবে না।

কর্পোরেশন কর্তৃক অতিরিক্ত উৎপাদন নিয়োগ—গত ১৯৪৪ সালের ২৫শে নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহ হইতে কলিকাতার কলের প্রয়োগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পানী ১০ জন পুরুষ ও ১০ জন নারী টাইপরের স্থানে কর্পোরেশনে অতিরিক্ত ৩০ জন পুরুষ ও ৩০ জন নারী টাইপরের নিয়োগ করিয়াছেন। সরকারের ও কেরোসিনের রাসায়ন টাকা দেওয়ার জন্য বিশেষ-ভাবে তাগাদা করা হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে ১৮,৫১১ জনকে মূতন টাকা এবং ২,১১,৫০৬ জনকে পুনরায় টাকা দেওয়া হইয়াছে। উহা ছাড়া বিনামূল্যে টাকার বেঞ্চ সরবরাহ করিয়া চিকিৎসকের সহায়তায় প্রায় ১০ হাজার লোককে টীকা দেওয়া হইয়াছে।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগপ্রাপ্ত

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি: ৩৪৪৭

শাখাসমূহ :— বড়বাজার, খেলেঘাটা, ভাবানীপুর, মিরকাদিম, চাঁপাতলা, কালিদহ, বোলাদীঘ ও কাটাবাড়ী (নাইকা ষ্টেট), কাকরাল, নাথবন্দর, নারায়ণগঞ্জ, নারেরিয়ালবাড়ী, রাজপুর (ঢি সি), পাইকা, বিরীসাল, আরামবাগ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :— কুমিল্লা

স্থাপিত :— ১৯১৪

আমানতকারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ

নিউ মার্কেট শাখা

২০শে ডিসেম্বর খোলা হইতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি বসু, এম-এল-সি

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক

— অফ এশিয়া লিঃ —

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ৫৮৯০

৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৮

কাঁচড়াপাড়া ও বরহজ (গোরক্ষপুর)

শাখা খোলা হইতেছে।

বিগত ১১ই ডিসেম্বর বড়বাজার শাখা ও ১৩ই ডিসেম্বর বরিশালে শাখা খোলা হইয়াছে।

এস পাল, এম-এ,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

আমরা তুনিয়া সুখী হইলাম যে, ইহাকে অনুমতি দেওয়ার সম্প্রতি তুমিয়ার ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের অন্তরূপ ডাইরেক্টর ডিরেক্টর বিদায়ে উক্ত ব্যাঙ্কের পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত ১৮ বৎসর কাল যাবৎ ইন্ডোস্টাল ব্যাঙ্ক এবং ইউনিয়ন তুনিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, এই ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইহাকে দেওয়ার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার পরিচালনাধীনে ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এখন হইতে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। ব্যাঙ্কটি উহার বেড অফিস দ্বারা ৭টি শাখা অফিসের মধ্য দিয়া কাজ করিতেছে এবং বর্তমানে উহার কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছয় লক্ষ টাকা অপেক্ষা অধিক।

নর্থ্রীপ পসুলার ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৯শে ডিসেম্বর ৮নং আনন্দের লেন, কলিকাতায় নর্থ্রীপ পসুলার ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কলিকাতা অফিসের উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার মেয়র শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল সোকার মহাশয় পৌরোহিত্য করেন এবং ডোভার্লাটোরের তুলার মৈত্রেয়বাবাজন ব্যাঙ্ক প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষগণ সহরের অন্তরঙ্গোহরবর্গের অভ্যর্থনার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৭শে ডিসেম্বর তুবরাজ সাগরদত্তকে ত্রিপুরা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সাগরদত্তস্থ ব্যাঙ্কের উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী রাজা যোগেন্দ্র বাহাদুর এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। উদ্বোধন-সভায় সহরের বহু ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত অন্তরঙ্গোহরবর্গের সহিত সাগরদত্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সোকার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে ব্যাঙ্কটির অন্তরঙ্গোহরবর্গের আন্তরিক প্রকাশ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, ব্যাঙ্কটি ভবিষ্যতে আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে। ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে সহরের অন্তরঙ্গোহরবর্গকে অভ্যর্থনা জানান হয়।

এসিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

মুম্বাকার রেজিস্ট্রেশন: গত ১৯শে অনুযায়ীয় 'আর্থিক অবস্থা' উক্ত ব্যাঙ্কের নিজাপরে ডাইরেক্টর ডিরেক্টরের নাম মিঃ এম সি কাপুরের স্থলে মিঃ এস সি দাস প্রতিনিধি হইয়াছে।

নূতন যৌথ কোম্পানী

কে সি সাহানালিক এষ্টেট্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ও ঐ সমবায়িক। রেজিষ্টার্ড অফিস—আলবার্টাকার, ২৪ পরগণা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। অফিসারী অনুমতি পরিচালনা।

ইষ্ট লাইকডি কোলিয়ারি কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রফুল্লনাথ কে সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। কয়লার্থনি পরিচালনা।

অম্বিকা ইলেকট্রিক ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম সি সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ইলেকট্রিক ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

কে এম ঘোষ এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে এম ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩ সি, ক্লেটারাই ঘোষ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাধারণ ব্যবসা।

সোনাইকা সেল্স, অমার এণ্ড ভারতিয় কোম্পানী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কি কি সোনাইকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৮এ, গোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১২ লক্ষ টাকা। সাধারণ ব্যবসা, বাহির এবং বৈদেশ বৈদেশী ও বিক্রয়।

মিত্র সিন্ডিকেট্স এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর আর মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮, ট্রাংক রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। সাধারণ ব্যবসা ও এজেন্সি।

রেজিকেম এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল গ্রাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ই সি মুখার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫ ও ৬, ক্লেভার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। কাঁচের কারবার।

আমার ফি কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম চ্যাটার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, চৌরঙ্গী ভোয়ার—কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। চায়ের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

মিউ ফেন্ট্রাল জুট মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে মুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে ৭ টাকা ৫০ আনা। মি মেক ম্যানী কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ১১।০ আনা। ইণ্ডিয়ান ক্লাসমাল এক্সপ্লোরেশন লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৫৲ টাকা। মেসার্স ওটস এণ্ড লিন্ড মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে ১৫৲ আনা।

মি টীপরাণী জুট কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৪৲ টাকা। মি ইণ্ডিয়া জুট কোম্পানী লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৭৲ টাকা। মি মেসনা মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ ৫৲ টাকা।

ব্যাঙ্ক অফ্ ক্যালকাটা

লিমিটেড

যে সমস্ত শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

আদায়ীকৃত মূলধন—
প্রায় ৮ লক্ষ টাকা

ডাঃ এম্ এম্ চ্যাটার্জী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

রোগীর শয্যায়..

রোগের অকল্যাণের হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা করার যে ব্রত, সেই ব্রতের কল্যাণময় রূপটি ফুটে ওঠে, এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

আমাদের তৈরী
ইথার ক্লথ • বরি তুলোর ব্যাণ্ড • আইসো ব্যাণ্ড • এয়ার পিং ও তুলো • ব্যাণ্ডেজ এলম • ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

AK8/1 কলিকাতা • নাগপুর • বোম্বাই

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৫ই জানুয়ারী—নূতন বর্ষ আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও কলিকাতার টাকার বাজারে আনুকূল্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই এবং ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে আর্থিক্যাম্বর পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থলেই ঋণ কলিকাতার পড়তা ৷৷০ আনা এবং যোগাইবে পড়তা ৷০ আনাই ছিল।

গত ৩রা জানুয়ারী আবগারী সরকার কর্ত্তৃক আনুমানিক তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার ডাকা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৷৵০ পাই এবং তদূর্দ্ধ মূল্যের সমুদয় আবেদনই গৃহীত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের আবেদনসমূহ বাদ দিয়া দেখা হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা মূল্যের হার সর্ব্বনিম্ন পড়তা ৷৷ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ৯ই জানুয়ারী বেলা ১১টা (ইটালীয় সময়) পর্য্যন্ত মোয়াদের এবং ৯ই জানুয়ারী বাদে অন্য সময় ইহার অধীন কেন্দ্রে আগত সরকার কর্ত্তৃক আনুমানিক তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

১৮৮৪ সালের ২৯শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে। ঐ সপ্তাহে মোট ১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিলার্ড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ইয়ার্বিলাসের সম্মুখে বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময়-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন হার বলবৎ ছিল :—

টেলিগ্রাফি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৩৯৷ পেন্স
ঐ বর্ম্মী ,,	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ ৩৯ পেন্স
ডি এ চার মাস (,,)	১ শিঃ ৩৯৷৵ পেন্স
ডলার প্রতিশত	৯৯৷৵০

ব্যাঙ্কের হিসাব :—বিলার্ড ব্যাঙ্কের গত ২৯শে ডিসেম্বরের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে আরম্ভে ৯দফি মোটের পরিমাণ ছিল ৯৯৯ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা। গত ১৭ই ডিসেম্বর তিলার্ড ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৩০৯ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা এবং ৫০৩ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা ছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৯ই জানুয়ারী—অর্থবিদ্ধ ও অবসর উপলক্ষে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবার পর গত ২রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে কলিকাতা শেয়ার-বাজারে উল্লেখযোগ্য উদ্যমে পরিলক্ষিত হয় এবং শেয়ারসমূহের মধ্যেই বেশীরভাগ চলিতে থাকে। সপ্তাহের ইতিহাস যথাযথ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথম দিবসের অত্যধিক চাহিদা পরবর্ত্তী বাকীর আলোচ্য সপ্তাহে অনেকগুলি শেয়ারে মূল্যবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। কলার অধিক শেয়ারগুলিই এসম্বন্ধে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল এবং অধিকাংশে কলাবাদির শেয়ারেরই চাহিদার ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাহের প্রথম দিবসের মোট ৯৯৯ খানা শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শেয়ারসমূহের মধ্যে বেশীরভাগ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। ইণ্ডিয়ান মিরার নিউজপেপার শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া ৯৯৷৵০ আনায় ৯৯৷৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ইণ্ডিয়ান্ডিয়ারিং লিমিটেডের শেয়ারের আলোচ্য সপ্তাহে ৯৯৷৵০ আনা হইতে ৯৯৷৵০ আনায় উঠিয়াছে। ইহা ব্যতীত বাকী সমস্ত শেয়ারের মামুলি ক্রয়ের কেনাবেচা হইলেও মোটের উপর আলোচ্য সপ্তাহে বাজারের ভাব সমস্ত শেয়ারের অবস্থাই আশাপ্রদ ছিল বলা চলে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্যসমূহের মূল্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই এবং কেনাবেচা মোটের উপর আনাই হইয়াছে। ৯৯৷ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর আলোচ্য সপ্তাহে ১০০৲ টাকার আশেপাশে স্থির এবং বেয়ারী অন্যান্যগুলির মধ্যে ৯৲ সুদের অন্যান্য (১৯৪৯) ১০৪৷৵০ আনায়, ৯৲ সুদের অন্যান্য (১৯৮১-৪২) ১০৯৲ টাকায়, ৯৷৲ সুদের (১৯৮১-৪০) ১০৪৷৵০ আনায়, ৫৲ সুদের অন্যান্য (১৯৮৮-৭০) ৯৯৲ টাকায় ও ৫৲ সুদের অন্যান্য (১৯৪৪-৪৪) ১০৪৷৵০ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে। প্রাদেশিক অন্যান্য-সমূহের মধ্যে বেঙ্গলমাল ৯৲ সুদের ইউ পি (১৯৪৯) এ সপ্তাহে ৯৯৷৵০ আনা দরে বিক্রীত হইতে দেখা যায়।

ব্যাঙ্ক—সপ্তাহান্তে বিভিন্ন আলোচ্য সপ্তাহের আলোচ্য সপ্তাহে বাজারের মত অনেকগুলি ব্যাঙ্কের শেয়ারের উল্লেখযোগ্য চাহিদা দেখা যায়। ইম্পিরিয়াল (পূর্ণ প্রদত্ত) ৫০৯৲ টাকায়, হিন্দ ব্যাঙ্ক ৯৭৯ আনায় ও বিলার্ড ব্যাঙ্ক ৯৯৯৲ টাকায় আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে।

কাপড়ের কল :—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমাংশে কাপড়ের কলের শেয়ারসমূহের কেনাবেচা খুবই কম হয়। কিন্তু সপ্তাহের শেষদিকে অনেকগুলি কাপড়ের কলের শেয়ারে উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। এলগিন আলোচ্য সপ্তাহে ৯৯৲ টাকা হইতে ৭২৷৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে এ সপ্তাহে ধরমসীর মত বাজারে উল্লেখযোগ্য চাহিদা দেখা যায় এবং ইহা ৯৯৷৵০ আনায় কেনাবেচা হয়।

কলার খনি :—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে কলাবাদির শেয়ারগুলির মত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ চাহিদা দেখা যায় এবং ৩৯৯৲ শেয়ারের উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি হয়। শেষের ও বরাকর দুইটি খনি যথাক্রমে ৭১৲ টাকা ও ৪৪৲ টাকা ছিল, বর্ত্তমানে ইহাদের দর যথাক্রমে ৭১৯৲ টাকা ও ৪৯৲ টাকা ও ৪৯৷৵০ আনা। ডোমোহানী এস ব্রাদার্স আলোচ্য সপ্তাহে ৩৪৷৵০ হইতে ৪৭৷৵০ আনায়, আসানঝোরা ১৭৯৷৵০ আনা হইতে ১৮৯৷৵০ আনায় এবং সিউড়ী কীলমুখ ৩০৲ টাকা হইতে ৩১৷৵০ আনায় উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি পাইয়া বর্ণ ব্যাঙ্কের ১৪৯৷৵০ আনায়, ডালহৌসের ১৪৯৷৵০ আনায় এবং সিউড়ী কীলমুখ ৭৯৷৵০ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে।

কয়লা খনির শেয়ারসমূহের মধ্যেই মূল্যবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও বাকীর কোন আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দরে পাই এবং উহা শেষ পর্য্যন্ত ৩৯৷৵০ আনা দরে কেনাবেচা হইয়াছে।

চটকল :—কয়লা খনির শেয়ারসমূহের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে এবং কয়লা যোগান-ব্যবস্থার উন্নতি হইবার সম্ভাবনায় প্রকাশিত হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে চটকলের শেয়ারসমূহের জন্য বাজারে উল্লেখযোগ্য চাহিদা দেখা যায় এবং অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের কোন কোন শেয়ারে ১৲ হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে এলগিনের ৩১৲ টাকা হইতে ৩৪৲ টাকায়, টাঙ্গাইল ৭৩৲ টাকা হইতে ৭৭৲ টাকায়, টিটাগড় ৭০৲ টাকা হইতে ৭৪৲ টাকায় ও টাঙ্গাইল ৩০৲ হইতে ৩৪৲ টাকায় উঠিয়াছে এবং বেঙ্গল ও নেপিয়ার শেয়ারগুলি যথাক্রমে ১৲ টাকা ও ৫৲ টাকা মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে।

ইণ্ডিগো-ডিয়ারিং :—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের ইণ্ডিগো আবাদ ও চীন কর্পোরেশন বাজার খুলিবার পর হইতে শেয়ারপিছু ধার ১৲ টাকা বাড়িয়া যথাক্রমে ৪৪৷৵০ আনা ও ৩৪৷৵০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ডোমোহানী শেয়ারগুলির কিছু পরিমাণ চাহিদা বৃদ্ধি হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহা ৫২৷৵০ আনা দরে কেনাবেচা হইয়াছে।

ফিল্ম কোং—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে ফিল্ম কোম্পানীর শেয়ার সম্বন্ধে বাজারে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা না গেলেও সপ্তাহের শেষদিকে এই শেয়ারের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ কেনাবেচা হইয়াছে। বলরামপুর ও রামকৃষ্ণ ফেম এই দুখানির দর আলোচ্য সপ্তাহে যথাক্রমে ১৭৷৵০ আনা ও ১০৷৵০ আনা ছিল।

ক্লিয়ারিং

এর সকল প্রকার সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং।

টেলি—SHILLBANE : : ফোন। শিলং—১৬৬

কলিকাতা শাখা—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলি—BANE SHILLO : : ফোন। ক্যাল—৪৪৫৩

অন্যান্য শাখা—সিলেট, ডিব্রুগড় ও করিমগঞ্জ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রীঅনিল চৌধুরী, বি-এল, এডভোকেট-হাইকোর্ট, কলিকাতা হাই।

শ্রীসুবিমল বসু, বি-এল, এম-এ, এল্-এল্-বি, এম্-এ-ই-এস্ (লণ্ডন), ফেলোজ অফ ইকনমিক্স।

চা-বাগিচা—আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগিচার শেয়ারসমূহের মধ্যে পরিমাণ হিসাবেও মূল্য হিসাবে বিশ্ব ছাইলেও পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় বিশেষ অবনতি হয় নাই।

কাগজের কল—কাগজের কলের শেয়ারসমূহের ব্যবসায়ে আলোচ্য সপ্তাহে উন্নতি হইয়াছে এবং চাহিদার ফলে আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ২২৪৲ টাকা হইতে ২২৬৲ আনায় এবং ষ্টীফেন্স ২৩৬৲০ আনা হইতে ৩০৲ টাকায় উঠিয়া যায়। ইণ্ডিয়া পেপারের প্রেফারেন্সের দুলা বর্তমান সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৪৲ পূর্বের ১২২৲ টাকায় বদলে ১৩৯৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে।

বিবিধ—এই বিভাগের কলিকাতা ষ্টীমসমূহের শেয়ারসমূহের কেনাবেচা আলোচ্য সপ্তাহে অল্প ছিল এবং এই শেয়ারের কোন বাজার দর পাওয়া যায় নাই। মেসিনীপুর জমিদারীর শেয়ারসমূহের জন্য আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে উল্লেখযোগ্য চাহিদা দেখা যায় এবং বৃদ্ধির পূর্বের ১২৲ টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে এই শেয়ার ১৪৫৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৪ঠা জানুয়ারী—এ সপ্তাহেও পাটের বাজারে জমার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। পাটের দর অবশ্য বৃদ্ধি করিয়া হ্রাস পায় নাই, তবে বেচা-কেনা খুবই কম হইয়াছে। পাটের বাজারের বর্তমান অবস্থার ও জমার কারণ বহির্দেশীয়গণকেও উহা জানা থাকা সত্ত্বেও বিশেষ সরল দেখাইতেছে না, হঠাৎ লালাদের পাট ক্রয় সম্বন্ধে বেশী উৎসাহের ভাব প্রকাশ করিতেছে। কলকার অবশ্যে চটকলগুলি পূর্বে যৌক্তিকের ভাব এখনও যাবে যায় নাই, বর্তমানের যে কারণে তাহাদের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। বর্তমানে পাটকলের জন্য কলা মজুতের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু সে আশা আপাততঃ বেশীদূর অগ্রসর হইতেছে না। কলকার অবশ্যে গত অক্টোবর মাসে চটকলসমূহে মাত্র ৮২ হাজার ৭৫৪ টন চট উৎপন্ন হইয়াছিল। অক্টোবর মাসে উৎপাদনের পরিমাণ আবার বাড়িয়া ৮৮ হাজার ৩৬৩ টন হইয়াছিল। কলকার অবশ্যে এইরূপ কম পরিমাণে চট উৎপাদন করিতে থাকায় কলওয়ালারা এখন আর পাট ক্রয়ের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখাইতেছে না। তাহাদের হাতে যত কেনা আছে বিশেষ আবশ্যক পাটের বাজারের অবস্থাটা এখন ভাব লক্ষিত হইতেছে।

আলসা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে সামান্য পরিমাণ কাজ কারবার হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান ফিনিষ্ট তোষা সিক্স গ্রেডের ও ঘরে গ্রেডের পাটের দর হইয়াছে যথাক্রমে মণপ্রতি ১৪৷০ আনা ও ১৫৷০ আনা। ইষ্টার্ণস্টীমার প্যাকিং সিক্স ও ঘরে গ্রেডের পাটের দর হইয়াছে বস্তা প্রতি ১৯৲ টাকা ও ১৩৲ টাকা।

পাকা হেম বিভাগে কলওয়ালাদের দিক হইতে পাটের জন্য দর যাচাইয়ের চেষ্টা হইতেছে। তাহারা প্রতি হেম ৭৪৲ টাকার ও ৬৮৲ টাকা দরে কিছু সামান্য পরিমাণ ষ্টার্ডি ও লাইটলিনে পাট খরিদ করিয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৪ঠা জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে তেমন কোন উল্লেখ-যোগ্য নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। বৃদ্ধির পূর্বে বার্ষ বলে ফেব্রুয়ারি ডেলিভারি তুলার মূল্য ছিল ৪৪৩৷০ আনা। বর্তমানে তাহা ৪৪০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে বলে ফেব্রুয়ারি ডেলিভারি তুলার মূল্য বৃদ্ধির পূর্বে ৩৩৩৲ টাকা ছিল। বর্তমানে তাহা ৩৩৩৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—কলিকাতার স্টীমসমূহ : বাজারে, আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্নরূপ এবং মিল-সমূহ পূর্বের ন্যায়ই একরূপ অবাধ অনুকূল রহিয়াছে। কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বিভিন্নরূপের এবং মিল-সমূহের চাহিদাই সন্তোষজনক দেখা। কিন্তু সর্বসাধারণের আর্থিক সঙ্কট কলিকাতার বাজারে বিভিন্নরূপ এবং মিল-সমূহের অবাধ ব্যবসায়ে বিঘ্নের সৃষ্টি করিতেছে। এখানে, সম্প্রতি সমুদ্রপথে কলিকাতায় কিছু পরিমাণ কাপড় আমদানী করা হইয়াছে এবং সেইরূপ আরও বেশী পরিমাণ কাপড় আমদানী সমুদ্র পথেই করা হইবে। কিন্তু কাপড়ের কাপড় আমদানী সম্বন্ধে কলিকাতার বাজারে কাপড়ের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নহে। কারণ কলিকাতার বাজারে বিভিন্নরূপ এবং মিল-সমূহ বিক্রেতাদিগের উপর যে বিভিন্নরূপ আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে কলিকাতার বাজারে বিভিন্নরূপ এবং মিল-সমূহ সহজে করা পূর্বোক্তরূপ হইতেছে তাহারা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৪ঠা জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে বেশ ধেরোটারা পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতার বাজারে দর নিম্নে বৃদ্ধির পূর্বে সোনার দর প্রতি ভরি ৭১৯৷০ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ৭২৷০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধির পূর্বে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৭২৷০ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ৭২৷০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতিদিন বিভি সোনার দর বৃদ্ধির মূলে সামান্য হ্রাস করিয়া ৫৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। প্রকাশ, বিগত মাসে শুধু কলকাতে ৫০০০০ তোলা তোলা প্রতি ভরি ৭১৷০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে।

রূপা—বিগত মাসে শুধু কলকাতে ৫০০ বার রূপা প্রতি ভরি ১৩৩৲ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে রূপার দরে বিশেষ পূর্ব সপ্তাহ বিদ্যমান ছিল। বৃদ্ধির পূর্বে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ১৩৪৲ টাকা ছিল। বর্তমানে তাহা ১৩৫৷০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বিগত মাস তার মধ্যে এবং বেশী পরিমাণ রূপা বিক্রয় হওয়ায় বৃদ্ধির পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে অবশ্যিক ভাব দেখা যাইতেছে। বৃদ্ধির পূর্বে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১৩৪৲০ আনা। বর্তমানে তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ১৩৩৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

ঘুড়ির, তাস উৎপাদন ও তুলি বিক্রয়।

তাস—প্রকাশ, ঘুড়ির ব্যবসা বাণিজ্য ঘুড়ির, তাস উৎপাদন এবং তুলি বিক্রয় তাস সম্বন্ধে নিম্নোক্ত নীতির আলোচনা করিয়া একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই সকল পণ্য সম্বন্ধে দেশের বিভিন্ন বে-সরকারী ব্যক্তিদিগের মন্তব্যও আহ্বান করিয়াছেন। উক্ত মন্তব্য বিভাগে বিক্রয়—তথা ঘুড়ির ও তাসাকারে, তাস উৎপাদন ও তুলি বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত।

সাময়িক পোলিস তদন্তকেন্দ্রী—সম্প্রতি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, সেন্ট্রিয়ার পর্যবেক্ষণ সাময়িক সাময়িক পোলিস তদন্তকেন্দ্রীকে অনুমোদন করিয়াছেন।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা : চন্দননগর, চট্টগ্রাম, নারায়ণী,

বিহারসরণ ও নারায়ণগঞ্জ।

চলতি ও সেভিংস হিসাবে

এযুক্ত যথাক্রমে ১০ আনা ও ২৲ টাকা

৭৷৷৷ পর্যন্তিতেই, প্রতিদেশী ৩৩, মাসী আমানত, লোন ও ওভারড্রাফট সম্বন্ধে বিস্তৃত পত্র লিখিলেই জানান হয়। ফোন বি বি ৪১৮

ম্যানেজার—শ্রীঅমিয়লাল ঘোষ

ভারত টুথ পাউডার

পাইরোরিয়া, দাঁতের বেদনা, দাঁত ফোলা, রক্ত ও পুঁজ পড়া প্রভৃতি

সকল প্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ।

কলিকাতার সকল লন্ড্রার দোকানে পাওয়া যায়।

অর্ডারসাইজার ও এজেন্ট আবশ্যক।

ভারত কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ

১৯, রাঃ অমৃতলাল সেন, বহুবাজার, কলিকাতা

সুন্দর ডিজাইনের

ইংরাজি ও বাংলা

সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ

সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে

পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া

আর্থিক জগৎ প্রেসে পত্রালাপ করুন।

১২৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন বহুবাজার ৩৩৩৭

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২২শে ডিসেম্বর	১লা জানুয়ারী	২৯। জানুয়ারী	৩রা জানুয়ারী	৩১। জানুয়ারী	৫ই জানুয়ারী
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭১৯৵০		৭৫৲	৭৫/০	৭৫৵০	৭৫।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৫৵০		৭৫৸০	৭৫৵০	৭৫৵০	৭৫।০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৪৲		১৭৲	১৪৷৵০	১৪৸০	১৪৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৯৪৷৵০		১০-৷৵০	১২৷৵০	১৩০৵০	১৩০৲
বিলির দর—প্রতিভরি (কলিকাতা) ...	৪৲		৪০৵০	৪০।০	৪৩৸০	৪০৲
কোম্পানীর কাগজ—পরতরা এক হুদের মেয়াদের দর (আধাআধি ও সর্বশেষ) ...	১০০/০		১০০/০-১০০৲	১০০/০-১০০৷৵০	১০০।০-১০০৷৵০	১০০৵০
ইণ্ডিয়ালাইজ—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	—		৪১৷৵০-৪১।০	৪১৲-৪১৸০	৪১৷৵০-৪১৯৵০	—
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি ...	—		৩৪।০-৩৪৷৵০	৩৪৵০-৩৪৲	৩৪/০-৩৪৵০	—
টুমারপুরী—প্রতি ...	—		—	—	১৩৫৵০	১১৵০-১১৲
অফিসিয়াল ইলেকট্রিক ষ্টীল ...	—		—	২১৵০-২১৲	২১৷৵০-২১৸০	—
মেসার্স ...	২৫।/০		২৫৷৵০-২৫।৵০	২৫।৵০-২৫৵০	২৫৷৵০-২৫৸০	২৫।০-২৫৲
মার্টিনস্ ...	২৫৸০		—	৫৲	৫৵০-৫৲	৫৵০-৫৵০
ভ্যাকুয়াম আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	—	বাজার বন্ধ	১৬৵০-১৭৲	১৬৷০	—	—
ষ্টিলাইজ ...	—		৫০।৵০	৫০৷৵০	—	—
অফি—বার্মা কর্পোরেশন ...	১০৵০		৪১৵০-৪৪৸০	৪১৵০-৪১৵০	৪৩৵০-৪৪৵০	৪৩৸০-৪৪৵০
ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন ...	৯৲		৩৲০-৩৸০	৩৲০-৩৷০	৩৷৵০-৩৸০	৩৲০-৩৷০
ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—		১৩৩৲	—	—	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	—	৪১৷০
ন্যাশনাল্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৪৵০		—	১৫৷০	১৫৲	১৪৷০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	—		৩১৷৵০-৩২৲	৩১৸০-৩১৷৵০	৩০।০-৩০৷৵০	—
ঝরিয়ার ...	১২৲-১২৷৵০		১২।০-১২৲	১২৷০-১২।৵০	১১৸০-১২।৵০	১২।৵০-১২।০
রাণীগঞ্জ ...	৫৪৷৵০-৫৫৲		৫৪৸০-৫৪৷০	৫৪৸০-৫৪৷০	৫৪৷০	৫৪৵০-৫৪৸০
ইন্ডাস্টিয়াল ...	৭০।০-৭৪৸০		৭১৷৵০-৭১৸০	৭১৲	৭১৷০-৭১৷৵০	৭০।০
নাইন কলমুরা ...	৭৯৲-৭৭৷৵০		৭৯৷-৭৯৸০	৭৯৵০-৭৯৷০	৮০৷০-৮৯৷৵০	৭৯৸৵০-৭৯৷০
ক্যাসড্রের জন্য—লিউ ফিউচারিয়া ষ্টীল ফিলস লিঃ	৭১।০-৭১৵০		৭৯৸০-৭৯৵০	৭১৷০-৭১৵০	৮৲-৭৯৷০	৮।০-৭৯৵০
মেসার্স ...	১৩৫৵০		—	—	১৩৲-১৩৫০	—
ভালমুর ফৌন্ডারীজ্ ...	—		—	১৩৸০-১৩৫৵০	১৩৵০-১৩৫৸০	১৩৵০-১৩৫৵০
এসিয়া ষ্টীল ফিলস লিঃ ...	—		৭৯৲-৭৭।০	৭৯৲-৭৭৸০	৭৭।০-৭৭৸০	৭৭।০-৭৭৷০
মেসার্স ...	—		১৭৷৵০-১৭৲	১৭৷০-১৭।৵০	১৭৸০-১৭।০	১৭৷৵০-১৭৷৵০
কাগজের জন্য—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—		—	২২৪৲-২২৪৲	২২৪৲-২২৪৲	২২৪৲-২২৪৲
হিমালয়ান পেপার মিলস লিঃ ...	—		—	—	১৯৫০	১৯৫০
ষ্টীমার ...	—		৭৯৫০-৭৯৫৵০	৭৯৫৵০-৭৯৲	৮০৲-৭৯৷৵০	৮০৲-৭৯৫০

হিমগিরির কল্যাণ হাত...

হিমকল্যাণ আমাদের এমন একটী অবদান যেমন মধু, ভারতের ঔষধি ও অনুষ্ঠিত প্রতীচ্য আয়ুর্বেদী পরিমার্জিত পরম বিশুদ্ধ বিবিধবিধি ভেষজ সমন্বয় ও বল অধিষ্ঠাতী 'বিষকল্যাণ' আসবকল্প তথা ইহাদের পরিমাণ মধু ও অমৃত অপূর্ব সমাবেশ, এতদ্ব্যতীত লৌহ-সমৃদ্ধ আসবকল্প ও ঔষধি হলিয়া ইহা অমৃত ভেষজাগার; এ আসবকল্পের সার্থকতা সুপ্রমাণিত ইহার প্রসন্নাস্বাদ প্রতিষ্ঠায়, ইহার প্রয়োগকল্প নাড়ীমণ্ডলকারীদের মধ্য প্রসাদনায়, তাই কেন্দ্র-বিদারক মস্তিষ্কবাদ পাশ্চাত্য আয়ুর্বেদীয় 'বিষকল্যাণ' আসবকল্পের অপরিহার্য সেবনীয়।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস
কলিকাতা

ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড।
হেড অফিস—কুমিল্লা
কলিকাতা শাখা :—
৩১নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
অন্যান্য শাখা—
চট্টগ্রাম, ফেনী, ফৌজদারহাট (শ্রিহট্ট), ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ডেলপাইডুবি।

ডিরেক্টর বোর্ড—(১) রায় বাহাদুর ডাক্তার বাস, কুমিল্লার অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর। (২) মিঃ কে কে সিংহ, এম এ, বি সি, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অডিটিং কোম্পানীর প্রোপ্রাইটর। (৩) শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন সেন, এম এ, বি-এল, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক। (৪) মিঃ আর কি দাস, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সুপ্রসিদ্ধ মিথিলাম, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও আর দাস ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর। (৫) শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দত্ত চৌধুরী, এডিটর। (৬) অধিকাচরণ বসুমল্লিক সেন, কুমিল্লা। (৭) শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন পাল, মার্চেন্ট, লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলের ডিরেক্টর। (৮) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত, মার্চেন্ট, ডিরেক্টর। (৯) শ্রীযুক্ত অমলকৃষ্ণ সরকার, মার্চেন্ট, ডিরেক্টর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১২শে ডিসেম্বর	১৯শে জানুয়ারী	২৫শে জানুয়ারী	৩রা জানুয়ারী	৪ঠা জানুয়ারী	৫ই জানুয়ারী
ইউরেকা—অর্ডিনারী ফুল পেইড শিঃ ...	—		—	৩৫৲	৪৫৲-৫৭৲	৩৫৲
এ্যাসোসিয়েটেড ফুল পেইড শিঃ ...	৪৯৲		৪৭৲-৪৭৲	৪৭৲-৪৭৲	৪৯৲-৫৭৲	—
কাশীপুর ...	৪৭৲		৪৯৲-৫০৲	৪৯৲	৪৯৲-৫০৲	৪৯৲-৪৯৲
মহীশূর ...	—		১৩৷৷০	—	১৩৲-১৩৲	১৩৲-১৩৷৷০
সেন্ট্রিফিউগাল ...	১১৷৷০-১১৷৷০		১১৷৷০-১১৷৷০	১১৷৷০-১১৷৷০	১১৷৷০-১১৷৷০	১১৷৷০-১১৷৷০
সিমলেস ...	—		৪৯৲-৪৯৲	—	৭৯৲ ৭৯৲	৭৯৲-৭৯৲
টাকারহাট ...	৫৫৲		৫৭৲-৫৯৲	৫৭৲-৫৭৲	৫৯৲-৫৯৲	৫৯৲
অন্যান্য ...	—		৯৬৲-৯৬৲	৯৬৲-৯৬৲	৯৬৲/০-৯৬৲/০	—
ডিব্রিয় জুট—বেঙ্গল ফুমার কোং লিঃ ...	—		১৪৷৷০	১৫৷৷০	১৬৲-১৬৲	১৬৲-১৬৲
চন্দননগর ফুমার কোং লিঃ	—		—	৬৯৲-৬৯৲	৬৯৲/০-৬৯৲/০	৫৯৲-৬৯৲
কেষ্ট এণ্ড কোং লিঃ	—		—	—	৫৯৲/০	৫৯৲-৫৯৲
কাগজ—বেঙ্গল পেপার কোং লিঃ	—		—	৫৭৲	৫৭৲	৫৭৲-৫৭৲
বালীগঞ্জ পেপার কোং লিঃ	—		—	১৯৲-২৩৲/০	২০৲/০	২৩৲/০-২৩৲/০
বিবিধ—ক্যালকিয়া ভিমেন্ট কোং লিঃ	—		—	১৬৲	১৭৲/০-১৭৲/০	১৭৲-১৭৲/০
বি আই কর্পোরেশন	—		৯৯৲/০-৯৫৲/০	৯৯৲/০-৯৯৲/০	৯৯৲/০ ৯৯৲/০	৭৫৲/০-৯৯৲/০
বেঙ্গলিপুর অধিয়ারী কোং লিঃ	১১৭৲		১১৭৲-১১৭৲	১১৭৲-১১৭৲	১১৫৲-১১৫৲	১১৫৲-১১৫৲
কোহান ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	৩৩৲/০		—	—	—	—
ইণ্ডিয়া সেনারেল কেমিক্যাল কোং লিঃ	১১৫৲		১১৫৲/০-১১৫৲	১১৫৲-১১৭৲	১১৬৲-১১৭৲	১১৬৲-১১৫৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ...	—		১১৫/০	—	—	—
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ...	৪৯ ৲-৪৯।৷০		—	—	—	—
এসোসিয়েটেড এজ কেমিক্যালস ...	২৯৲/০-৩১৲		—	৩১৲-৩১৲	৩১৲-৩১৲	—

টেলিফোন—ক্যাল. ১৪৮ টেলিগ্রাম—"ট্যানস্টাফ"

দি ক্যালকাটা ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স লিঃ

৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ জি, সি, গুহ, বার-এট-ল।

আমরা আমাদের সহিত আদানপ্রদানে জানাইতেছি যে, আমাদের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত কার্য্যাদি আমরা সম্পন্ন করিয়া থাকি :—

আমাদের নিজস্ব সেয়ার-বাজারে সর্ব্বপ্রকার সেয়ার বেচাকেনা।

সেয়ার বাজারে স্থৈর্য্যসম্বন্ধে ক্লায়েন্টদের উপর আমা মূলে টাকা ধার দেওয়া।

মার্জিনে টাকা জমা দিবার বীতিতে ক্লায়েন্টদের নামে সেয়ার কেনাবেচা।

ক্লায়েন্টদের নামে সেয়ার পরিবর্ত্তন এবং তাঁহাদের হইয়া লভ্যাংশ সংগ্রহ।

সেয়ারসম্পর্কে বাজারের বিভিন্ন খবরাদি দিয়া ক্লায়েন্টদের সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

আমাদের কো-অপারেটিভ ইনভেষ্টমেন্ট পলিসিতে (সমবায় পদ্ধতিতে) আমানতের জন্য মিনিমাম পরিমাণ ৯৲ টাকা মাত্র জমা দেওয়া হইলেও সমের সমস্ত সুবিধার ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করা।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	৩ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	২ কোটি টাকা
বিলিকৃত মূলধন	১ কোটি টাকা

কলিকাতা লোকাল বোর্ড :

চেয়ারম্যান : মিঃ এম এ ইস্পাহানী

স্যার আবদুল্লা বাকী বাহাদুর, মিঃ এ সি আচার্য্য, মিঃ কে পি খোয়েকা,
মিঃ বৈদ্যনাথ আদাস, মিঃ কে সি সিংহানিয়া, মিঃ সত্যপ্রসাদ সিংহ।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :

হেড অফিস : ২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস

ফিল্ড সেক্রেটারিজ—আবেদকার

বড়বাজার : জে পি সেনগুপ্ত ম্যানেজার

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট : বি কে মিত্র ম্যানেজার

ডালহৌসী : এম এম ব্যানার্জ্জি ম্যানেজার

বি টী রাস্তা : বি টী রাস্তা ম্যানেজার

টেলিগ্রাম : "ইউকোব্যাঙ্ক"
টেলিফোন : ক্যাল ৬৪৯৮

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০ ফোন : কলি ৬৮৭৯

হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা।

শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১২,৮৫৫৲ ,,
আমানত—৫৩ কোটী টাকার উপর
(১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

বিস্তারিত বিবরণী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়।

শাখা—বড়বাজার, হাইকোর্ট ও ওয়াটগঞ্জ (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা।

হেড-অফিস। বিডন্‌ষ্ট্রীট
এ ব্যানার্জ্জি,—জেনারেল ম্যানেজার

এই বীমা অগ্রগতিই সুষ্ঠু পরিচালনা ও প্রকৃত ব্যাঙ্কিং-এর পরিচায়ক।

ব্যবসায়ের পরিচয়

জুন ১৯৪২	২৭,৫৫০।৶৮ পাই
জুন ১৯৪৩	১,৭২,৩৫৬।৶৬ পাই
জুন ১৯৪৪	১৪,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৩১, ব্যাঙ্কো লেন, কলিকাতা।
গ্রাম—"এক্সচেঞ্জিক" ফোন : বড়বাজার ২৬৯২
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ—বি কি গাঙ্গুলী ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস বি ঘোষ এডিশনাল

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন অফিস: ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে বৎসরের অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞ ও কর্মপ্রবিষ্ট ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনার খতিয়া ইহাকে ইহার প্রকৃত নাম, তাই ইহা আজ বহু আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মজঃফরপুর, বড়বাজার (কলিঃ), ডালহৌসী (কলিঃ), বেন্টিঙ্কষ্ট্রীট (কলিঃ), ঢাকা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ফরিদপুর, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কুষ্টিয়া, যশোহর, খুলনা, দিনাজপুর, শালিখা ও মাদারিপুর।

আমানতের হার ও সর্তাদি সুবিধাজনক।
ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : ডি সি পাল, বি এল

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ-তে
(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

বীমা করুন

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর লভ্যের শতকরা পঁচাশি ভাগ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অভ্যন্তরীণ ঋণ সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়
- অল্পমাত্র প্রিমিয়াম দিয়ে দুর্ঘটনা-জনিত অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর অংশবিক্রয়ের পরিমাণ ও কোটি টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন

দক্ষিণভারত এজেন্সী সমূহ

চীফ এজেন্টস্,
২৮, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

আপিস ও শিল্প

সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র

যথা—

- ওয়াটার কুলার
- ফিটিং ষ্ট্যাণ্ড
- ফ্লাওয়ার ষ্ট্যাণ্ড
- এক্সটেনশন বেসিন্
- সিঙ্কের ব্যাগ
- লেদার, ফেল্ট,
- টোকেন্ ও চেক্
- বেয়ারিং ও অন্যান্য ধাতু-মিশ্র
- ফিনে-করা ব্যাগ
- আলার ঘীলমোহর
- ডাক্তারি সরঞ্জাম সংক্রান্ত ধাতু-মিশ্র
- ব্যবসায়ের জন্য ইলেকট্রিক ও হাত-বাতি
- কৃষিকর্ম্মের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি
- সিট্ মেটালের বৈচিত্র্য জিনিষপত্র

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত হয়। ব্যবহার না করে বুঝতে পারবেন না—এতো সুন্দর ও নিখুঁত করে আমরা এসব জিনিষ তৈরি করে থাকি

অল্পমূল্যে

১-৩এ, বিডন রো, কলিকাতা
ফোন : বি বি ১৮৩০

লিলি
বিস্কুট,
স্বাদে ও
গুণে—
অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পায়ীয়

লিলি-বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

নবম বর্ষ] Monday, 15th January, 1945, সোমবার, ১লা মাঘ, ১৩৫১ [৩৬শ সংখ্যা

ভারতে মুদ্রা-স্ফীতি

ভারতে মোট প্রচারিত নোটের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া ১৯৪৪ সালের শেষে হাজার কোটী টাকার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার সময়ে—অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে—ভারতে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের হিসাব হইতে জানা যায়, ঐ সময়ে মোট প্রচলিত নোটের পরিমাণ ১ হাজার ৯ কোটী টাকার পৌঁছিয়াছে। যুদ্ধের সময় ভারত হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সামরিক আসবাব যোগাইয়া ভারতের যে পাওনা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত ভারত গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে বিস্তর টাকাও গ্রহণ করিতেছেন। আর ভারতীয় বিক্রেতাদের পাওনা পরিশোধের জন্য ঐ হিসাব-এর বিপরীতে ক্রমাগত নূতন নোট ছাপিতেছেন। বিনিময়ের জন্য যোগানের নিমিত্ত নোট বাবদ মোট যেসব ইস্যুপ্রসেসের দায়িত্ব সৃষ্টি হইতেছে। এই ইস্যুপ্রসেসের কথা ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রথমে গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন। পরে বিগত ১৯৪৩ সালের মে মাস হইতে উহারা তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান তখন হইতে নোট ইস্যুপ্রসেস প্রথমন সম্পর্কে একটা কার্য্যতালিকা অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে অর্থহীন সরকারী অনাচারের মত তাঁহাদের ইস্যুপ্রসেস নিয়োগের কার্য্যপদ্ধতির যে দোষ পর্য্যন্ত বিশেষ সুফল প্রসব করিতে পারে নাই ১৯৪৪ সালের শেষে প্রচলিত নোটের মাত্রা হাজার কোটী টাকার উর্দ্ধে গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা আলোচনাতেই বুঝা যাইতেছে। ১৯৪৩ সালের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে সঞ্চিত ডালির-এর পরিমাণ ছিল ৭৬৪ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা। ১৯৪৪ সালের শেষে (২৪শে ডিসেম্বর) তাহা বাড়িয়া ৯৭৪ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ডালির-এর পরিমাণ এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতেই দেশে প্রচলিত নোটের পরিমাণও ক্রমাগত বাড়াইতে হইতেছে। বাস্তবিক কাগজ কিনিয়া কাগজ দিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে অধিক টাকা তুলিতে পারিলে ও বিক্রয়লব্ধ দেশদ্রব্যের দাম হইতে উহাকে যোগানো বিক্রয় করিয়া বেশী টাকা পাওয়া গেলে ডালির-এর বদলে অতিরিক্ত নোট না ছাপিয়াও প্রয়োজনীয় মাল-বিক্রেতাদের পাওনা পরিশোধের একটা উপায় হইতে পারে। ইস্যুপ্রসেস প্রবর্ত্তনের জন্য ভারত সরকারের অর্থসচিব গত ১৯৪৩ সাল হইতে ঐ সব কিছু কিছু একটা সুপরিকল্পিত কার্য্যতালিকা অনুসরণের কথা বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সে কিছু কিছু এখন পর্য্যন্ত যে কিসের কিছু হয় তাহার নিদর্শন আজ পর্য্যন্ত কেহই খুঁজিয়া পান নাই। এই বেলা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া ফেলা ভাল, ইস্যুপ্রসেস বিষয়ে ভারত সরকারী অনাচার বিস্তার করিয়া ভারতীয় মাল-বিক্রেতাদের পাওনা টাকা এতদিনে শোধ করিবার ব্যবস্থা হয়। সেরূপ না হইলে ইস্যুপ্রসেস প্রবর্ত্তনের অজুহাতে সরকারী অনাচার বিস্তার করিয়া দেশে-বিদেশে সর্বত্র হইতে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।

বিস্তরের উদ্বৃত্ত ছাড়ান

যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সামরিক সাজসরঞ্জাম যোগাইবার দিয়া ভারতের যে বিস্তরের প্রভূত পরিমাণ উদ্বৃত্ত ছাড়িয়া পাওনা হইয়াছে। আর যে পাওনা আদায় করিবার দায়িত্ব রহিয়াছে সামরিক দিয়া বাবদে অগ্রিমা ফেরৎ করিবার হইতেছে। কিন্তু বিস্তরের সঞ্চিত ভারতের অবস্থার সমস্যা এই যে, বিশ্ব গবর্ণমেণ্ট যেসকল দ্রব্যে বৃটেন সেই পাওনা সম্পূর্ণ আদায় করিয়া লওয়া সম্পর্কে বৎসর হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ইতিমধ্যেই একটা বুঝি করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার গবর্ণমেণ্ট সেসকল বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বুঝাপড়া করা হইবে তার ঐ পাওনা আদায় সম্পর্কে কোন উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন না। বিস্তরের সঞ্চিত ভারতের যে বুঝি হইয়াছে তাহাতে ডালির পাওনা আদায় সম্পর্কে ভবিষ্যতের জন্য নিরঙ্কুশ কার্যকর নির্দ্দেশ হইয়াছে :—বিশ্বের বৃটেন ব্যতীত অন্যান্য যে

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৭৮১-৭৩
বিজ্ঞানপরোক্ষী প্রসঙ্গাদি	
আন্তর্জাতীয় প্রশ্ন	৭৮৪-৮৫
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর—	৭৮৬-৮৯
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৭৯০-৯১
বাজারের হালচাল—	৭৯২-৯৬

ক্লিয়ারিং

এর সকল প্রকার সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলঙ

টেলি—SHILLBANK : ফোন : শিলং—১৯৯

কলিকাতা শাখা—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলি—BANK SHILLO : : ফোন : কল—৫৪৫৩

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রীঅমিয় চৌধুরী, বি-এল্, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কলিকাতা শাখা।

শ্রীসুনির্ম্মল দত্ত, বি-এল্, আর-এ, এফ্-সোসাই-এফ্-এ, এফ্-সোসাই-ই-এস্ (লণ্ডন), ফোরেন ডাইরেক্টর।

পরিমাণ বাদ যোগিত হইয়া যাহে আগামী ১৯৪০ সালে সে তুলনায় বিদেশ পরিমাণ বাদ ঐ দেশে রপ্তানী করা হইবে। (২) বিদেশ হইতে ভিন্নিসপত্র আমদানী সম্পর্কে বিশেষ দেশের বিভিন্নরূপ অনুপাতে কৃত্রিম পণ্যের আমদানী বাড়াইবার জন্য অধিকারে তাহা লিখিত করিয়া দেওয়া হইবে। (৩) কৃত্রিম রবীকে দেশী পরিমাণ বাদলার যোগানে ভারত কৃত্রিম গবর্ণমেণ্ট বিশেষে মালিক মুলধন, ছইবারম্যান্স, সরঞ্জাম ও অন্যান্য দেশ হইতে বাদলার জন্য সরকার সাহায্য করিবেন। বিশেষের উদ্ভূত ইলিংদের ব্যবস্থাপন দেওয়া ঐ সব দেশের মুদ্রায় পরিশোধিত করিবার সুবোগ দেওয়া হইবে। (৪) বিদেশী মুদ্রার সুবিধা যাহাতে অল্প ও সিলাম বাদ অব ইণ্ডিয়ার বিদেশী মুদ্রা বিভাগ বোর্ড বিশেষ গবর্ণমেণ্টের একজন প্রতিনিধি থাকা হইবে।

এই বৃদ্ধি সম্বন্ধে বলা করিবার বিষয় এই যে, বিশেষ গবর্ণমেণ্টের সহায় কার্যকারীতির জন্য কৃত্রিম গবর্ণমেণ্ট মুক্তকণ্ঠে অকাতরিক পাওনা হিসাবে ঐ দেশের ইলিং পাওনা পরিশোধের প্রয়োজে তবিষ্যৎ বিবেচনার জন্য মুলতুবী রাখিতে পারেন নাই। সে সম্পর্কে একটা বৃদ্ধি ও আমদানি এখন হইতেই স্থির করিয়া রাখিতে থাকা হইয়াছেন। বিশেষের পাওনা পরিশোধের জন্য ঐ বৃদ্ধিতে তাঁহারা বেশী পরিমাণে কৃত্রিম পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবাছেন সত্য, কিন্তু উদ্ভূত ইলিংদের কতকাংশ বিদেশী মুদ্রায় রূপান্তরিত করিয়া অন্য দেশ হইতেও বিশেষে কিছু পরিমাণ বাদ লাভের সুযোগ দিতে তাঁহারা রাজী হইয়াছেন। সেজন্য বৃদ্ধিটীতেও পরিস্থিতির জ্ঞানবান বাদ অব ইণ্ডিয়াকে কন্ট্রোল বোর্ডের সহায় বিশেষ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বৃদ্ধিটীর বিভিন্ন পাওনা ইলিংদের ১২০০ কোটী টাকার উপর ইলিং পাওনা দাঁড়াইয়াছে। এই পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত বৃদ্ধিটীয় গবর্ণমেণ্ট এখনও কোন বুঝাপড়া করিবার সময় দেখাইতেছেন না। বিশেষ গবর্ণমেণ্টের মত ভারত গবর্ণমেণ্টেরও বক্তব্য এই পাওনা আদায় সম্পর্কে বৃদ্ধিটীয় গবর্ণমেণ্টকে অধিক একটা বুঝিপাকে আসিতে বলা।

কাপড়ের অভাব ও কাপড়া-সমস্যা

যুদ্ধজনিত অভাবে ইতিপূর্বেই আমেরিকাতে কাপড়ের কলের কাজ বন্ধ হওয়ায় গবর্ণ পাওনা গিয়াছিল। সম্প্রতি অনুরূপ কারণে বাদলার অনেকগুলি কাপড়ের কলের কাজ বন্ধ হওয়ায় উদ্যোগ হইয়াছে। ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার বাদলার কলসমূহের পরিস্থিতি বিষয়ে একটী রিপোর্ট পাঠাইয়া জানাইয়াছেন, বাদলার কাপড়ের কলগুলিতে বর্তমানে যাহা উৎপন্ন পরিমাণ কাপড় সরবরাহ করা সম্ভবপর হইবে না। কারণই যে সব কলের কাজে ৮ দিনের উপযোগী কয়লা মজুত নাই তাহাদের পক্ষে কিছুদিনের জন্য কাজ বন্ধ রাখাই সমীচীন হইবে।

কাপড়ের জন্য যোগানের জন্য বাদলার দাবী-দাওয়া উঠিয়াছে। হাটেবাজারে যিনি কুত্রি এক-খানেই পাওয়া যাইতেছে না। এই অবস্থায় কয়লার অভাবে কাপড়ের কলের কাজ বন্ধ করিবার এই ফোটিল বেশে কতটা উদ্বেগের কথা করিবে। ১৯৩৯ সালে এদেশে বস্ত্রশিল্পের পরিচালনা প্রসঙ্গে করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে বিভূতি প্রকাশ করেন তাহাতে বিদেশ উৎপাদন বাড়াইবার জন্য তাঁহারা দেশী পরিমাণে তুলা, কয়লা ও অন্যান্য সরঞ্জাম যোগাই-বার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই সব প্রতিশ্রুতির যে কোন অর্থ নাই কাপড়ের কলের কর্তারা কয়লা সম্বন্ধে তাহা জানিতেই এখানিত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগ ও উদাসীনতার জন্য যুদ্ধের সময়ে কয়লার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার সময়ে পরিস্থিতিতে উহার উৎপাদন বাড়ে নাই। কয়লার কম যোগানের বিষয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের উহার কারণগুলি বাহিরের বন্ধানী করিতেছেন। যুদ্ধের সময়ে দেশের কাপড়ের কলগুলির উৎপাদন কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাদলাকারে কয়লা সরবরাহ করা যাওয়ায় বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া সে উৎপাদন আবার হ্রাস পাইবে। কিন্তু বস্ত্রের উৎপাদন করিয়া আসিলেও গবর্ণমেণ্ট সরঞ্জ-বিক্রয়ের জন্য বস্ত্রের বরাদ্দ ৯০ কোটী গজ হইতে হ্রাস করিবেন না, বাহিরে কাপড়ের ব্যবহারীয় ৬০ কোটী গজেই বজায় রাখা হইবে। বিদেশ অন্য কয়লা সরবরাহ করিতে পারেন আর নাই পারেন গবর্ণমেণ্ট দেশের উৎপাদিত বস্ত্রের উপর তাঁহাদের কর্তৃত্ব আদৌ করিতে ছাড়িবেন না। কর্তৃত্বটী এই বুদ্ধিতে কয়লার অভাবে কাপড়ের কল বন্ধ হওয়ায় সাধারণ মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মূল্যবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণভাবে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে।

পাট চাষের জমি

১৯৪০ সালে বাদলায় কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়া হইবে তৎসম্পর্কে কর্তৃপক্ষ স্থির করিবার জন্য বুধবার দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত বাদলার মন্ত্রীদের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। সেই বৈঠকে উক্ত গবর্ণমেণ্টের সম্মতিতে বাদলায় পাটের চাষ ১৯৪০ সালের তুলনায় এবার কম আনা পরিমাণ জমিতে সীমাবদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সন ১৯৪০ সালে বাদলার পাটের চাষ আট আনা ভাবে নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা সত্য হইলে বর্তমান বৎসরে সে তুলনায় দুই আনা পরিমাণ বেশী জমিতে বাদলায় চাষবিধকে পাট চাষ করিতে দেওয়া হইবে।

দীর্ঘকাল টালবাহানার পর কেন্দ্রীয় সরকার ও বাদলা সরকার যে হারে এবার পাটের জমি নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব করিবাছেন তাহা দেখিয়া আমরা মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। ১৯৩৯-৪০ সালের উৎপন্ন পাট হইতে ৫১ লক্ষ বেল উদ্বৃত্ত লইয়া সন তুলাই মাস হইতে পাটের ১৯৪০-৪১ সালের নূতন মরশুম সুরু হইবাছে। ঐ সালে নূতন পাট কি পরিমাণ উৎপন্ন হইবাছে তৎসম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে অনেকের ধারণা, ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালের বাদলায় ৬৯ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবাছে। ১৯৩৯-৪০ সালের উদ্বৃত্ত পাটের সহিত এই উৎপন্ন পাট যোগ করিলে ১৯৪০-৪১ সালে দেশে পাটের মোট যোগান দাঁড়ায় ১ কোটী ১০ লক্ষ বেল। কারণের অভাবে এখন বীজিয়ভাবে ইউরোপে কাজ চালান সম্ভবপর হইতেছে না। তাহাতে ফলে সমুদ্রপথের অভাবে বাহিরে পাটের রপ্তানীও খুব কম হইতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া এবার ৮০ লক্ষ বেলের বেশী পাট অন্ত হওয়ার আশা নাই বলা চলে। কারণেই ১৯৪১-৪২ সালের মোট ১ কোটী ১০ লক্ষ বেল পাটের মধ্যে ৩০ লক্ষ বেল শেষ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এই পরিমাণ পাট রেখাবে উদ্বৃত্ত থাকিবার সম্ভাবনা সেখানে ১৯৪০ সালে দেশে নূতন জমিয়া ৮৫ লক্ষ বেলের মত পাট উৎপন্ন হইতে দেওয়া আমরা কোনমতেই সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। বিশেষজ্ঞ

যুদ্ধ-প্রসঙ্গ হইয়া আসিলে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ চালাইবার জন্য বিভিন্ন দেশ হইতে পাটের দাবীদাওয়া বৃদ্ধি ও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যুদ্ধের অবসান বর্তমানে আমরা দেখিতে পাইতেছে তাহাতে আগামী ২।১ বৎসর মধ্যে উহার সম্ভাবনার আশা করা যায় না। কারণের অভাবে এদেশের পাটব্যবসায়ীদের বর্তমানে বীজিমত কষ্ট চালাইয়া হইতে হইয়া পাঠাইবাছে। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিষয়ের কোন স্থায়ী উন্নতি সম্ভবের সম্ভাবনা আশা নাই। কারণেই ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় ১৯৪১-৪২ সালে কোন দিক দিয়া পাটের কাটতি বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এবার নূতন জমিতে তাহা হ্রাস পাওয়াই আশ্চর্য বহিয়াছে। কারণেই এবৎসর ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় দশ আনার বেশী জমিতে পাট চাষ হইতে দেওয়া আমাদের মতে কিছুতেই সঙ্গত হইবে।

কেবল পাটের যোগান ও চাষিবার কথা ভাবিলেই হবে, অন্য দুই দিক হইতে বিষয়টীর গুরুত্ব বিবেচনা করিলেও আমরা এত বেশী পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করাইবার বিরোধিতা করিতেছি। প্রথমতঃ পাট চাষের সহিত ধান চাষের জমির একটা নিকট-সম্পর্ক রহিয়াছে। পাটের জমি বিভিন্ন করিবার ফলে ইতিপূর্বে অনেকবার দেশে ধানের জমি কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্যাভাবের জন্য বাদলার এখনও যে দুরবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে পাটের চাষ কমাইয়া আরও ৫।১ বছরের মধ্যে জমি বৃদ্ধি সম্পর্কে ব্যবস্থাদিতে উৎসাহ দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ বলা যায়, গবর্ণমেণ্ট ও চটকল-ওয়ালাদের কারখানাদির জন্য এদেশে পাট উৎপাদন করিয়া তাহা মূল্য পাওয়ার আশা দেওয়ার ব্যবস্থার সাহায্য দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য। তৃ

অন্যথায় ফলে যথেষ্ট কাপড় যাহাতে বাজারে আসে এবং তাহাতে অসেবকদিগে মূল্যে কাপড়ের ফল স্থানিক বন্ধায় রাখিতেছে ভারতবর্ষ নীচে নীচে বন্ধাদি বিক্রি হইতে অধেকটা বাজারী হইয়া উঠে। বর্তমান মহাযুদ্ধের আরম্ভে জাহাজ ও সরোজ নানা কারণে ভারতবর্ষে বন্ধাদির আমদানি হ্রাস হইয়াছে এবং এই অভাবের সুযোগ লইয়া বিলাতী কলওয়ালারা মূলধন এদেশে তাঁহাদের উৎপন্ন চালাইতে আরম্ভ করিয়া উঠিয়াছেন। সম্প্রতি ল্যাঙ্কেশায়ার হেরাল্ড নামক জনৈক ভারত বিদ্বান তাঁহাদের বার্ষিক রিপোর্টে ভারতের সম্বন্ধে কথা উল্লেখ করিয়া ব্রিটিশ বণিকসমাজে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্নদিকের বিভিন্ন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই রিপোর্টে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, বর্তমান অবস্থাতে দেশে কাপড়ের বিলাতী কাপড় প্রেরণ করা উচিত। কারণ এখন আমদানি প্রেরিত হইলে ভারতে দুর্ভিক্ষকালের জন্য মূলধন বিলাতী কাপড়ের বাজার পড়িয়া উঠিবে।

ল্যাঙ্কেশায়ারের কাপড়ের কলওয়ালারা তাঁহাদের নিজ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জোর করিয়া বলিলে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই সত্য, কিন্তু ভারতের কাপড়ের অভাবের সুযোগ এখন করিয়া তাঁহারা এদেশে আমদানিকে মূলধন প্রতিষ্ঠিত করিবার যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্বন্ধে দুইএকটী কথা বলা আমরা নিজের প্রয়োজনীয় মনে করি। ভারতে মুদ্রাস্ফীতি যে সুদীর্ঘ অবধি পর্য্যায়ে প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা আজকাল বিশ্ব ও এদেশের অর্থনীতিবিদ্ অনেকেই করিয়া থাকেন। বর্তমান মহাযুদ্ধ শুরু হইবার পর হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু প্রধান সমর্থনের নানা বিভিন্নদিকের চাপে পড়িয়া হইয়া গিয়াছে এবং সমর্থনেরা এইরূপ উদ্যোগের যা দেখাইলে ভারতবর্ষের অবস্থাটী সম্যক নিজের নহিত বহু-বিষয়ক মধ্যে সম্প্রদায়ভিত্তি হইতে পারিত। তাহা দ্বারা যুদ্ধের সময়ের ভারতের কাপড়ের অসুবিধা এবং তাহার যে পরিণাম বহু উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অনেকখানিই ভারতীয় অসহায়ত্বের ফোলে অন্তর্নিহিত না। বিলাতী ব্যবসায়ির প্রয়োজন বিচারে ভারতে বসিয়ে ফেলে যুদ্ধের বাহিরে প্রচুর পরিমাণ ভারতীয় বস্ত্র প্রস্তুতি হইবার ফলেই এখনে বর্তমান অসুবিধা দেখা দিয়াছে। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট এই আট মাসে ভারত হইতে যে পরিমাণ কাপড় প্রভৃতি তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে তাহার মূল্য ৩০ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা। এখনে পণ্যাভাব সৃষ্টি করিয়া ভারত সরকারই ভারত হইতে পণ্য রপ্তানীর এই বিরাট শীঘ্রি প্রায় করিয়াছেন। এখন এই অস্বাভাবিক অবস্থার সুবিধা লইয়া বিলাতী কাপড়ের কলওয়ালারা যদি পুনরায় ভারতে তাহাদের মাল ঢেলিবার চেষ্টা চালাইতে যাবেন তাহা হইলে ভারত সরকারের পক্ষে তাঁহাদিগকে এইরূপে পণ্য পাঠাইবার সুবিধা দেওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। ব্রিটেনের কাপড়ের কলওয়ালিদের অভিযোগ প্রতিকারের পর তাহা পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আমরা জানি না, কিন্তু যদি সত্যই ভারতীয় উৎপন্ন কাপড় উৎপন্ন থাকে তাহা হইলে ব্রিটেন ও ভারত সরকারের উচিত ভারত হইতে যাহাতে আর রপ্তানী বন্ধ করিয়া যাহাতে দেশমধ্যে বিলাতী কাপড় পাঠাইবার ব্যবস্থা করা। ভারত সরকারের সুযোগের যদি এমন আবার বিলাতী কাপড় এদেশে আমিতে আরম্ভ করে এবং অসহায়ভাবে যাহা হইয়া সেই কাপড় ব্যবহারে সুবিধা অত্যন্ত হয়, তাহা হইলে যুদ্ধের পরে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প যে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, ল্যাঙ্কেশায়ার কোন কথাবার্তা ভারতে বিলাতী কাপড় পাঠাইবার প্রস্তাবের বড় আগীর ব্যাপার এতিকূল কোন প্রস্তাব অনুমোদনের পূর্ব্বে ভারতীয় বিভিন্নের দাবির সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হইবেন।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে মধ্য ইউরোপের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনেই যুদ্ধের গতি তীব্র ভিন্ন এবং জার্ম্মানদেরাও এ সপ্তাহের সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ বিক্রমের পরিচয় চালাইয়াছে। তবে আলোচ্য সপ্তাহের যুদ্ধের বিবরণ অনুধাবন করিলে মনে হয় যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্ম্মান সেনাপতি ফলটেকের আকস্মিক আক্রমণের তীব্রতার প্রথমটায় যেমন বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, এখন সেরূপ নাকাবার ভাব তাহারা সেই বিপদাবস্থার অনেকখানি কাটাইয়া উঠিয়াছে এবং অগ্রগামী জার্ম্মান সেনাদের প্রতিরোধের জন্য তাহারা অনেকটা সমর্থ হইয়াছে। পূর্ব্বরণাঙ্গনে জার্ম্মানবাহিনী হালকী ফোরাও ফোরাও বিভিন্নস্থানে লালসা লাভ করিলেও এখনকার যুদ্ধের অবস্থা মোটামুটিভাবে এ সপ্তাহে জার্ম্মানদেরই অনুকূলে ছিল এবং রাজধানীর রক্ষয়িত্রী মূলাপেষ্ট অঞ্চলে আলোচ্য সপ্তাহে সোভিয়েট সৈন্যদল উল্লেখযোগ্য লাভের অধিকারী করিয়াছে। ফলপথে জার্ম্মানদেরাও যুদ্ধ প্রতি-আক্রমণ তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহে অনেকগুলি জায়গায় সোভিয়েটবাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়াছে এবং পর কয়েক সপ্তাহে জার্ম্মান ইউরোপের আবার অনেকগুলি বিক্রমশীল জার্ম্মান ডুবিয়া বিনাশে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সম্প্রতি এক যুক্ত-বিবৃতিতে জার্ম্মানীর এই সাম্প্রতিক ক্ষতি-পরম্পরার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, জার্ম্মানীকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করিয়া ইউরোপের যুদ্ধ শেষ করিতে ব্রিটেনকে এখনও বৎসরকাল সময় লাগিবে। পূর্ব্ব এশিয়ার রণাঙ্গনসমূহের মধ্যে চীন হইতে আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদ আসে নাই এবং ফিলিপাইন ও ওলন্দাজ রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতি এসপ্তাহে বিক্রমশীল অনুকূল ছিল। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধ হতে আলোচ্য সপ্তাহে মার্কিনবাহিনী যে ধরণের ব্যাপক আক্রমণ শুরু করিয়াছে তাহার ফলে ফিলিপাইনে জাপানীদের পক্ষে আত্মিকতা রক্ষার ধারা দীর্ঘই কঠিন হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়। এই রণাঙ্গনের উত্তর অংশ এবং আরাকান অঞ্চলে এসপ্তাহে বিমানবাহিনী কিছু কিছু সাফল্যলাভ করিয়াছে। প্রকাশ, মার্কিন বিমানবহর আলোচ্য সপ্তাহে চৌকিদ, সুরবায়া ও সিঙ্গাপুর অঞ্চলে আক্রমণ চালাইয়াছিল।

পশ্চিম ইউরোপের সমরাঙ্গনে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে বেলজিয়ামের সীমান্ত অঞ্চলে জার্ম্মান-বাহিনীর অগ্রগতি অনেকটা প্রতিহত হইয়াছে এবং আর্দেনেসে জার্ম্মানগণ যে বৃহৎ রচনা করিয়াছে তাহা এখনকার প্রধান সমরস্থান ফেন্স আরোকের পক্ষনে বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। আরোকের উত্তর-পশ্চিমে উপনিবেশে এখন যে সকল জার্ম্মান সৈন্য আছে তাহাদের গতি নীতিই বিক্রমেরার প্রতি সংবাদ বাহিরে বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ আই ব্রাইন পশ্চিমে ফিরে সমরে কুল সমরটী অনেকবার হাত-বদলের পর এখন পুনরায় ফিরেনেরার অধিকৃত হইয়াছে। জার্ম্মান সীমান্তের আকেন ও সাম্রাজ্যের অঞ্চলের আলোচ্য সপ্তাহে বুব চলিয়াছে এবং সাত মাইল তীরে আক্রমণকারী জার্ম্মান সেনা হাকেনাউ-সাহরাবিয়ে সড়ক বিচ্ছিন্ন করিয়া সেতুবার সেনাদের ফলটেকের বাহিনীর সঙ্গে এবং অনেকদূরে সহ যাবার সাফল্যপূর্ণ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা-লাভ করায় সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সারের অবর বর্ণিত ট্রায়েলুবের উপরও এসপ্তাহে জার্ম্মান-সেনার প্রবল আক্রমণের সংবাদ আসিয়াছে।

পূর্ব্ব ইউরোপের জার্ম্মানে প্রকাশ আলোচ্য সপ্তাহে বন সেনাদল বুডাপেষ্টের অভ্যন্তরভাগে বিক্রমশক্তি সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং এই সহরের আর্দেনের দেশী ও সহরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকণ্ঠে বিক্রমের পর্য্যবসান তাহাদের হস্তগত হইয়াছে। তবে এখন জার্ম্মান পাল্টা আক্রমণের ফলে বুডাপেষ্টের ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এস্টারগম সহর আলোচ্য সপ্তাহে সোভিয়েট বাহিনী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বুডা-পেষ্টের উত্তরে অবস্থিতী জনসেনা পর্য্যবসানে পঞ্চিমের দীমান্ত হইতে ৫০ মাইলের মধ্যে বিজোহী শ্রী তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং দানিয়ুবের উত্তরে যে বন সৈন্যদল রাজিরাজার দিকে আক্রমণ চালাইতেছে তাহারা এসপ্তাহে আরও কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। দানিয়ুবের পূর্ব্বতীরে পরিস্থিতিবর্ণনা ইহা সমর আলোচ্য সপ্তাহে সোভিয়েট বাহিনীর অনুকূল হইয়াছে।

ইতালী বর্ষেকে যে সামান্য পরিমাণ সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, উত্তর ইতালীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় উপকূলভাগেই ব্রিটিশসেনা আলোচ্য সপ্তাহে কিছু পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছে।

পূর্ব্ব এশিয়ার রণাঙ্গন মহাযুদ্ধের ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত লুজন দ্বীপে এসপ্তাহে মার্কিন সেনা একটী নূতন ঘাঁটির অধিকার লাভ করিয়াছে এবং বহির জাপানীরা বলপ্রয়োগ করিয়া এ অঞ্চলে তাহাদিগকে বাধা দিতেছে, অথচ মূল-লুজনের পার্শ্ববর্তী লিঙ্গায়েন উপসাগরের বেলাভূমিতে লুজন লুজন মার্কিন সৈন্যদল অবতরণ করিতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, ইতিমধ্যে লুজন দ্বীপের অনেকটা জিলায় মার্কিন বাহিনী অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং বর্তমানে তাহাদের সম্মুখবর্তী ফিলিপাইনের রাজধানী মানিলা নগর ও আলোচ্য সপ্তাহে মিত্রশক্তির বোমা পশ্চিমে পাঠানো হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মরণাঙ্গনের সংবাদে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে উত্তর ব্রহ্মে ব্রিটিশসেনা গুরুত্বপূর্ণ নগর লোয়েকো সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে এবং তাহারা ইউরোপিয়ান-বাসভবন বেলপথের উপর অধিকতর মূলাত্মিক চাপ করিয়াছে। প্রকাশ, আরাকানে রণাঙ্গনে কালাদানের পশ্চিমে ব্রিটিশসেনা এসপ্তাহে পাহাড়িয়ার প্রভৃতি কয়েকটী গ্রাম অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

চীনের সঙ্গে সম্পর্কে একটী সাময়িক পরিবর্তন আসিবার সম্ভাবনা উহার অধিবাসীদের হইয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গনে আর্দেনের পশ্চিমে যুদ্ধের মার্কিন সেনাবাহিনী এসপ্তাহে বিক্রমে পাল্টা আক্রমণ শুরু করিয়াছে। পূর্ব্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গনে রাশিয়া সোভিয়েটের সঙ্গে যুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়াছে। রণাঙ্গনে রাশিয়ার ব্যাপক ঘোষা বর্ষণ করা হইয়াছে।

দি ডাল্‌হৌসী

মডেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬

৪৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রেজিষ্টার্ড অফিস—চাঁদপুর (ত্রিপুরা)

শাখাসমূহ—পুরাণবাজার, নারায়ণগঞ্জ, পাবনা, ঢাকা, দক্ষিণ কলিকাতা, এন্টালি মার্কেট, ইন্দ্রপুর।

ব্যাঙ্ক সম্পর্কীয় সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

এস আর দাস।

শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রশ্ন

যুদ্ধের সময়ে অনেকের ধারণা বিদেশী জিনিষের প্রতিযোগিতা হতে সাময়িক ভাবে নিষ্কৃতি পাওয়ায় এদেশে যুদ্ধান্তে শিল্প স্থাপন ও পুরাতন শিল্প-কারখানা প্রসারের একটা সুযোগ আসিয়াছিল। কিন্তু সর্বশেষ এতদুদ্দেশ্যে যে সুযোগ কাজে লাগাইতে পেরে নাই। নানা প্রতিকূল কারণাদি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা এদেশের শিল্পোন্নতির পথ অনেক পরিমাণে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ শিল্পোন্নতি ও অর্থনৈতিক বিষয় অনুসন্ধানকল্পে সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় কমিটির সম্বন্ধে নানা অভিযোগ আমরা পাইতেছিলাম। যুদ্ধের সময়ে যাহাই যাহাই হউক না কেন, যুদ্ধের পরে আমাদের শিল্পোন্নতি পরিচালনা করিতে কোন রোগের ভীতি হইবে না, এমনই ধরণের কথা সরকারী মুখপাত্রদের নিকট হইতে আমরা প্রতিনিয়তই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু অবস্থার গতি দেখিয়া যুদ্ধোত্তর শিল্প-প্রসার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভরসা পোষণ করা আজ আমাদিগের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেননা আর্থিক পরিবর্তনের ধারে অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেই যেমন সোভিয়েট ও আমেরিকা কেহকেহের নিকট হইতে অর্থনৈতিক প্রসার ও অগ্রগতি সম্বন্ধে কোন কার্যকরী বিধিব্যবস্থা তাঁহারা এখনও অবলম্বন করিতেছেন না। কয়েকটি ছবিই গ্রহণ করিয়া বিক্রয়, ঘুষি ও অবস্থানের বিষয়ে অন্যতমটি পরিবর্তন করিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু শিল্পোন্নতির প্রশ্ন খুব অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইলেও এ সম্বন্ধে উপযুক্ত পরিবর্তনের কথা যুদ্ধের কথা, যে প্রশ্ন বিরোধ ও বিসম্বাদের জন্য আজ পর্যন্ত সর্বসম্মতি কোন কমিটি পর্যন্ত স্থাপন করিতে পারে নাই। আমরা সর্বশেষ ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেন্টারি ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া বিলাতী সরকার কর্তৃক অন্যূন বার্ষিকার জন্য ব্যবহার এদেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে কয়েকটিমাত্র সভা করিয়াছেন। শিল্পোন্নতির যুদ্ধোত্তর পরিবর্তনা স্থানে এই বিষয় দেখিয়া অধিকতর এদেশে শিল্প-প্রসারের প্রশ্ন বিশেষভাবে অবহেলিত হইবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।

অবশ্য শিল্পোন্নতির পরিবর্তনা স্থানে অন্যান্য না হইলেও সর্বশেষে অধিকার শিল্প-প্রসারের জন্য এদেশবাসীকে বাহির হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর সুযোগ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া তাঁহারা দেশের শিল্পোদ্যোগিদিগকে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য টাকা অনুমোদনের আর কোনপ্রকার নিষেধ এবং হইতে অন্যান্য বেলজিয়ী করিয়া কর্মিকে নিষেধ দিয়াছেন। যুদ্ধের পরে নূতন শিল্প স্থাপন করিতে হইলে যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইবে। এদেশে যে সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বর্ধনের কাজ চলিতেছে তাহাদের যাবতীয় যন্ত্রপাতি ক্রমিকরা অনেক পরিমাণে অনেকদিন হইয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের পরে এই সব কারখানা চালু রাখিতে এবং তাহাদের কাজ সম্প্রসারিত করিতেও বিস্তর নূতন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইবে। যে হিসাবে এবং হইতে নূতন যন্ত্রপাতির অর্ডার বেলজী করিয়া রাখা খুবই ভাল কথা। কিন্তু এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবার আছে। প্রথমতঃ সরকার দেশের শিল্পোন্নতির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তদনুযায়ী সাহিত্যে যন্ত্রপাতির জন্য অর্ডার দেওয়া হইবে, ইহাই দেশের লোক চাহিতেছে। কিন্তু সেরূপ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ না করিয়া সর্বশেষে সরকারের শিল্পোদ্যোগিদিগকে যন্ত্রপাতির জন্য অর্ডার দিয়া রাখিতে বলিতেছেন। এই রীতিতে কাজ চলিলে যুদ্ধের পরে একদিকে অপ্রয়োজনীয় কোন শিল্পোন্নতি করিয়া উঠা আমরা অসম্ভব বলিয়াই মনে করি। কেননা দেশে কি কি শিল্প কতদূর পরিমাণে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন তাহা পূর্বাহ্নে স্থির না করিয়া শিল্পোদ্যোগীদের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যবস্থা হইলে আমাদের নিজের দেশের নানা দিক বাকিয়া যাইবে। দেশে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের সংখ্যা অনুচিতভাবে বাড়িয়া যাইবে। আর যে সব যুবক দেশিক শিল্প আরম্ভ দেশে ব্যাপকভাবে পড়িয়া তুলিতে চাই তাহার সবের ভার সে সব শিল্প বহুসংখ্যক হাতে অবহেলিত থাকিয়া যাইবে। আজই যন্ত্রপাতি আমদানি সম্পর্কে ব্যবসায়ী মহলে প্রতিযোগিতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আমরা আশঙ্কা করি যে, এই সুযোগে বিদেশী ব্যবসায়ীদের কোন অসাধু চক্রান্ত বিষয়ে ভারতের শিল্পোন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে।

এজেন্টগণকে জানান হইতেছে যে
শীঘ্রই শেয়ার বিক্রয় বন্ধ হইবে।

রেজিষ্টার্ড

গভর্ণমেণ্ট অব বেঙ্গল
ফিশারী ডিপার্টমেণ্ট

বাংলা অনুবাদ — ১নং কেওয়ার ষ্ট্রীট
১৮-১১-৪৩

ফিশারী বিভাগ হইতে বেলঘরিয়া ফিশারী অনেকবার পরিদর্শন, অবাধেক্ষণ এবং পরীক্ষা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, উহাতে পরিকল্পনা মতে চাষ করিলে এখানে অপর্যাপ্ত লাভের সম্ভাবনা আছে। এর চতুর্দিকে আবহাওয়া এই ফিশারীর অনেক সুবিধা আছে। কলিকাতার নিকটে অবস্থিত বলিয়া মাছ বিক্রয়েরও বিশেষ সুবিধা হইবে। এতদ্ব্যতীত বিশেষজ্ঞেরই মত এই যে, প্রস্তাবিত পরিচালনায় উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন বিনিয়োজিত হইলে অচিরেই ইহা এক অত্যন্ত নিরাপদ ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিবে। এই প্রসঙ্গে মৎস্য চাষের উন্নতি প্রয়োজন বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আমরা এই ফিশারী পরিচালনায় প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক উপদেশ দিব ও সাহায্য করিব।

আই এস এল বোডা,
ডিরেক্টর অব ফিশারী, বেঙ্গল।

১৯৪০ সালে শতকরা ৬৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।
১৯৪১ সালের আশু লভ্যাংশ দেওয়া যাইবে আশা করা যাইতেছে।
শেয়ারের আবেদন ফরম ও বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন—

বেঙ্গল আসাম টি এণ্ড ফিশারী কোং লিঃ
৪৬নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশা সম্পর্কে আমরা এখনও বেশীদূর বিশ্বাস হইতে পারিতেছি না। যুদ্ধের সময়ে যন্ত্র আর্থ-ত্যাগের কিছুর দিয়া আমেরিকা এই উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়াছে। অবিলম্বে নিয়োগবিধি তুলে বাহির হইতে মালপত্র আমদানীর সঙ্গে এই উদ্দেশ্য আসিবে সমান সহজ। এই সময় যদি কোন কারণে ঘটিয়া যায়, তবে নিয়োগবিধি সুযোগ-সম্ভাবনার অবসরেই খর্ব হইয়া পড়িবে। কাজেই নিয়োগবিধি সম্পর্কে লোকের আশান্বিত হইবার কোন যথার্থ কারণ আমেরিকার অবসর দিলেই চলিবে না, ঐ যাবত উহার নিয়োগের যোলআনি প্রতিশ্রুতি বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ বলা যায়, যন্ত্রপাতি আমদানী করাই শিল্প-প্রসার সম্পর্কে একটা বড় কথা নয়। অর্থনীতিক যন্ত্রপাতি কতদূর আমার কাজোপযোগী হইবে এবং তাহাদের মূল্য কি হিসাবে যুদ্ধোত্তর নিয়োগবিধি সম্পর্কে তাহার বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। বিশেষ দিক দিয়া, বৃদ্ধি-বার অবসর যেন বর্তমানে অত্যাবশ্যক উন্নতি দেখাইয়াছে। কম সময়ে ও অল্প খরচে বেশী শিল্প-দ্রব্য উৎপাদন করিয়া আমেরিকা দুনিয়ার হাট-বাজারে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। যুদ্ধের ফল বর্তমানে উহাদের প্রতি-যোগিতা বিধিত হইয়া আছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধ থামিয়া গেলে তাহাদের হাটে তাহা যে যথেষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই প্রতিযোগিতার সময়ে বাঁচাইতে হইলে এদেশের শিল্প-ব্যবসায়ীদিগকে কম সময় এবং অল্প খরচে উন্নত শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেজন্য তাড়াতাড়িতে যথা-সম্ভব অল্প দামে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি যোগাড়ের সুযোগ দেখিতে হইবে। তাছাড়া সর্বশেষে বাহির হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর কথা বলিতেছিলাম বটে, কিন্তু সে সম্পর্কে ঐ সবদের সুযোগ-সম্ভাবনার কথা তাঁহারা বিশেষ কিছু চিন্তা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধের সময়ে বৃটেনের বস্ত্রশী-বাণিজ্য যুদ্ধের তুলনায় শত-করা ২৯ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। কাজেই আশীয় সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বৃটিশ সর্বসেনী যুদ্ধের পরে ঐ দেশের বস্ত্রশী-বাণিজ্য প্রসারের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। সে জন্য তাহাদের বাজারে অধিকতে বেশী করিয়া বিলাতী পণ্য বিক্রয়ের কথা উঠিয়াছে। বৃটেনকে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের বৃটিশ আমদানীর সর্বসেনী এদেশের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঐ দেশ হইতেই সংগ্রহ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাহা দ্বারা ইলিং পাওনার বিনিময়ে,অধিকতে মাল ক্রয় করার কথা উহার সবস্ত যন্ত্রপাতি বৃটেন হইতে সংগ্রহ করা সম্পর্কে একটা বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু বৃটেনে উপযুক্ত নূতন যন্ত্রপাতি এখন আর বিশেষ কিছুই তৈয়ার হইতেছে না। সেখানকার কারখানায় এখনে যন্ত্র বিশেষ পুরাতনো যন্ত্রপাতিই ব্যবহৃত হইতেছে। বৃটেন হইতে মালপত্র আমদানীর উপর জোর দিলে ঐ সব পুরাতনো যন্ত্রপাতি দিয়াই ঐ দেশ তাহা-দের মাল যোগাইতে চাহিবে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা শ্রেণীর বহু নূতন যন্ত্রপাতি তৈয়ার হইতেছে। সে সব যন্ত্রপাতির তুলনায় বৃটেনের তৈয়ারী নূতন ও পুরাতন সবস্ত যন্ত্রপাতিরই কার্য-ক্ষমতা অনেক কম। সম্প্রতি ব্রাহ্মী বিশেষজ্ঞ বিশেষজ্ঞে তাহা ভাল করিয়াই বলা পড়িয়াছে। যেমন কার্যকারীতার দিক দিয়াই নয়, বৃটেনে লোহা, ইস্পাত ও অন্যান্য প্রভৃতি ধাতু মালের দর খুব বেশী বলিয়া ঐ দেশে যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে আমেরিকার তুলনায় পড়তা-খরচ অনেক বেশী পড়িয়া যাবে। সুতরাং দুনিয়ার 'ইকনমিষ্ট' পত্র পর্যন্ত সম্প্রতি তাহা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থায় বৃটেন হইতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে গেলে ভারতবর্ষকে যুদ্ধের পরে বেশী দামে অনুপযুক্ত যন্ত্রপাতি পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সেই যন্ত্রপাতি দিয়া শিল্প-ব্যবসায়ে পরি-চালনা করিতে গেলে তাহাতে কম সময়ে ও কম খরচে উপযুক্ত শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য তৈয়ার করা এদে-শের ব্যবসায়ীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ফলে বাহিরের প্রতিযোগিতার সম্মুখে এদেশের স্থায়ী শিল্পোন্নতি পরিত্যক্ত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিবে। কাজেই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া যন্ত্রপাতি আমদানীর বর্তমান সময়ের সম্পূর্ণ আব-শ্যক যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতি সম্পর্কে আমরা মোটেই কিছু আশান্বিত হইতে পারিতেছি না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে সমুদ্র পরিবহন নিয়োগযোগী যন্ত্রপাতি সম্পন্ন হইতেছে। মূল্য ও আমদানিতা উহার কিছু বিরাট ইহার যন্ত্রপাতি মূল্যবর্ধনীয় বলা চলে। কাজেই এদেশে অর্থনি-তিকভাবে শিল্প-প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইলে বৃটেনের পরিবর্তে ঐ দেশ হইতেই আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি আমদানের সুযোগ দেখিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইলে তদুপযুক্ত পরিমাণ ডলার সিকিউরিটি লাভের ও সঞ্চয় করা দরকার। ঐ দেশের পরিষ্ক বাসিন্দা ডলারের আমাদের যে ঘাটতি ডলার সংকট দেখা দিয়াছিল তাহা বৃটিশ সর্বসেনী বর্তমানে কারণাদি করিয়া আমা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত রাখিতে-ছেন। তাহাদের ঘাটতি ডলার পরিমাণ করিতে পারিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য এদেশে নূতন ডলার সিকিউরিটি লাভ করা যাইবে। কিন্তু বৃটিশ সর্বসেনী যে সুযোগও আমাদিগকে দিতে সম্মত নহেন। বৃটিশ সর্বসেনীদের এই অনায় জিদ যুদ্ধের সময়ে তাহা-দের বিপ্লবাত্মক সঙ্গে সর্বই অতিক্রম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের পরেও তাহা আমাদের চরম ক্ষতি ও অসুবিধার সর্বই সাধন করিবে। আমাদের অসাধারণ আশা করিতেছে, এদেশের সর্বসেনী বৃটিশ সর্বসেনীদের এই স্বার্থপর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবেন এবং যুদ্ধের সময়ে যেমনই হউক না কেন, যুদ্ধের পরে আমাদের ঐন্য ডলারের ঘাটতি অক্ষুণ্ণ ডলারে পরিণত করিবার সুযোগ দেওয়া হয় সে সম্পর্কে যোলআনিভাবে তাঁহারা বৃটিশ সর্বসেনীদের বিরুদ্ধে দাবী উপস্থিত করিবেন। কিন্তু সেই অবাঞ্ছিত আবশ্যিক আমাদের সর্বসেনী হে সহযোগিতা দেখাবে?

যন্ত্রপাতির জন্য আমার বেশিরভাগ ডলার দাবী করিয়া সর্বসেনী মহলকে নিরোৎসাহীদিগকে তাঁহারা জানাইয়া দিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানের অসুবিধার কথাটা তাঁহারা যেন বিস্মৃত না হন। ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহ ছাড়া অন্য কোন দেশে মালের জন্য আমার কেবলমাত্র নিক্ষেপ থাকিলে মূল্য পরিশোধের অসুবিধা হেতু ঐ আমার সর্বসেনী একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। তাহাদের আর বৃদ্ধি করা যে কতদূর পরি মাণে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যবস্থা হইবে এবং আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি তাহাদের স্থায়ী শিল্পোন্নতির পক্ষে যে কিরূপ সহায়ক হইবে এই বিষয়ের উপরেই সমস্ত পরিচয় সাফল্য নির্ভর করে।

ইণ্ডিওরেন্স অব
ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস : বুম্বিজা
কলিকাতা অফিস : ১১৯নং ক্যানিং ষ্ট্রীট
অন্যান্য অফিস :
হিন্দুস্থান (আসাম) ও সিলেট
আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে
পরিচালিত একমাত্র উচ্চ শ্রেণীর
জীবন বীমার অফিস
বোনাস প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায় ১৬৲
মেয়াদী বীমায় ১৩৲
চীফ এজেন্টস :—
হেমেন্দ্র মালেন্দার সিং—লক্ষ্ণৌ
ইষ্ট, সি, সি, সি ও সিটীয় অঞ্চল
বেঙ্গল এষ্ট ও দেশী অঞ্চল কোং, কলিকাতা,
বর্ধমান বিভাগ ও বিহারের অন্য
ডেপুটেশন :—এস সি অঞ্চল, এম এল সি

হিমগিরির কল্যাণ হস্ত...
হিমকল্যাণ সামরিক একটা অর্থহীন ঘোষণা নহে, ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক অরুন্ধতী মহিমান্বিত পবন হিমগিরির হিমালিত কল্যাণ হস্তকে স্মরণ ও বরণ করিয়াই 'হিমকল্যাণ' আখ্যাকরণ করা হইয়াছে। ইহাতে রহিয়াছে মায় ও স্নেহের অপূর্ব সমাবেশ, এখানে সেবক-সেবক প্রভেদ ও জাতি বলিয়া ইহা কোন কথাপ্রসঙ্গ, এ মানবত্বের সার্থকতা প্রত্যেকটি ইহার প্রত্যেকটুকুর অধিকার, ইহার আশ্রয়তলে মানবাত্মসমবায়ীদের স্বার্থ প্রত্যাখ্যান, তাই হেমেন্দ্র-বিশ্বাসের অন্তরনাথ গাঙ্গীর আত্মকথার 'হিমকল্যাণ' অনুষ্ঠানটী অভিনন্দনী হেমেন্দ্রের।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস
কলিকাতা

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভিক্টোরিয়া ডকের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন—আগামী ১৯শে, ২০শে এবং ২১শে জানুয়ারী তারিখে ভিক্টোরিয়া ডকের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে ডকশ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, শ্রমিকদের জন্য আইন প্রণয়ন প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা হইবে। ভিক্টোরিয়া ডকের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই অধিবেশনে যোগদান করিবেন। ভিক্টোরিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একজন সরকারী প্রতিনিধি এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন। অধিবেশনের বিভিন্ন দিনে অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ হইতে আর একটি বাছাই করা প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করিবেন।

রবীন্দ্র ব্যবস্থা পরিষদ—জানা গিয়াছে যে, আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে রবীন্দ্র ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

বন্দর আয়-ব্যয়—বন্দর ১লা জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বিদেশ হইতে এবং ১৮ হাজার টন পণ্য আমদানী করা হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক ছবি—গত ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৪৩ সন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ছবি দেখান হইয়াছে মোট ১,৩০০ বার। ঐ সময় মধ্যে বিদেশী ছবি দেখান হইয়াছে মোট ৫,২০০ বার।

ভারতে রেডিও মালসরঞ্জাম প্রস্তুত—বর্তমান ভারতে রেডিও সম্পর্কিত যাবতীয় ও আনুষঙ্গিক মালসরঞ্জাম উৎপাদনের আয়োজন করা হইয়াছে। এজন্য একটি নূতন কোম্পানী ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া গঠিত হইয়াছে। এই কারখানায় পরিচালন ভার ভারত সরকারের অধীনস্থ পাওয়া বিভাগ।

কর্পোরেশনের ঈদা বিভাগ—বাংলা সরকারের সহযোগিতায় কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীন আন্তিনেশন মার্কিন এক এঞ্জিনিয়ারিংয়ের (ঈদা বিভাগ) পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারের কর্মচারী (অবসরী কর্মচারী) নিয়োগ (১৯৪৪) আন্দোলনে ঈদা বিভাগ পরিচালন করিয়াছেন। কলিকাতা বন্দরকর্তৃপক্ষের অন্য যোদ্ধের বিস্তার পর তথায় যে কার্যকরী ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে পরিচালনে প্রযুক্ত হয়, তাহাদের বিভাগের বিভাগের ঈদাদের সরকারের অধীনস্থ এই ব্যবস্থা পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে আমদানী ১৯১৩ সালের তুলনায় ৪০ লক্ষ টাকা মূলধন বাড়িয়া গিয়াছে। এই ব্যবসায় পরিচালনের জন্য ভারত সরকারের অধীনস্থ পাওয়া বিভাগ।

কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধান—বাংলা সরকারের সহযোগিতায় কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীন আন্তিনেশন মার্কিন এক এঞ্জিনিয়ারিংয়ের (ঈদা বিভাগ) পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারের কর্মচারী (অবসরী কর্মচারী) নিয়োগ (১৯৪৪) আন্দোলনে ঈদা বিভাগ পরিচালন করিয়াছেন। কলিকাতা বন্দরকর্তৃপক্ষের অন্য যোদ্ধের বিস্তার পর তথায় যে কার্যকরী ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে পরিচালনে প্রযুক্ত হয়, তাহাদের বিভাগের বিভাগের ঈদাদের সরকারের অধীনস্থ এই ব্যবস্থা পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সাল অপেক্ষা ১৯১৩ সালে আয় দ্বিগুণ অপেক্ষা বাড়িয়াছে। ১৯৪৩ সালে মোট ৩,৩১,৫৩০ টন ঈদা বহিয়াছিল। পরে ১৯৪৩ সালে ৩,৩১,৩৯৭ টন ঈদা বহিয়াছে। ১৯৪৩ সালে মোট ৩৯ লক্ষ টন ঈদা বহিয়াছিল, তন্মধ্যে ২২,১৩৩ টন আন্তর্দিশ ঈদা এবং ৩,১৩,৬১৯ টন সুদূর ঈদা নয়। পক্ষান্তরে ১৯৪৩ সালে ৫১,৩৯৭ টন আন্তর্দিশ ঈদা এবং ৮,০৭,৪৭৭ টন সুদূর ঈদা নয়।

১৯৪৩-৪৪ সালে কলিকাতার মূলধন পরিচালন—কলিকাতা কর্পোরেশনের বন্দর-মূলধন হিসাবে এবছর, ১৯৪৩-৪৪ সালে কলিকাতার বিভিন্ন ডোকে ৫৯,৬৩৩ টন ডোকের মূলধন বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে কলিকাতার বিভিন্ন ডোকে মোট ২,৬৩৩ টন ডোকের মূলধন বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালে কলিকাতার মোট ডোকে ৩,৩৭৩ টন, হাওড়াবিভাগে ৩৩৭৩ টন এবং মোকামায় ৩,১৭৩ টন ডোকের মূলধন বৃদ্ধি ঘটে।

হাওড়াবন্দরে অধিক চাপ নিবারণার্থ—হাওড়াবিভাগে অবস্থিত মধ্য-চাপ বিদ্যুৎ বিভাগ এবং ভারত সরকারের কলিকাতা বিদ্যুৎবিভাগের অধীন বন্দরের মধ্য বিভাগের মধ্য ৩১ হাজার ৫ শত টাকা ব্যয়ে একটি ট্রান্সফরমার বসান হইয়াছে।

বিভিন্নদেশে বিদেশে সরকারী আমদানীর অতিরিক্তমূল্য—সম্প্রতি বন্দরের ডোক শ্রমিকগণ সাইমনহুইলের কলকারখানার এবং অন্যান্য ডোকের কলকারখানার শ্রমিকদের অনুকরণে মূলধনি-ডোক, বাবসায়ের ১৯,৩৩০ জন ডোকিকার নিবিড়ভাবে আছেন। কিন্তু বাজার অবস্থা ১৯,৩৩,৩৩০। এই বিভাগে ৩৩৯০ জনে একজন ডিবিডেন্ড বাজারে বহিয়াছেন। বাজারে বিভিন্ন সাধারণ সংখ্যা ১,৩৩৯ জন। বাজার বাজারবাজার আছে ১৩৩টি এবং এই সমস্ত হাটবাজারে ৬,১৩৩৯৫ জন ডোকীর বাবসা আছে।

আন্তর্জাতিক বাজেট—সম্প্রতি ডোকিকের সভাতেই আগামী আর্থিক বৎসরের বাজেট হিসাবে ৮,৩৩০ কোটি টাকার বহর অধিবায় ধরা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই অধিবায় বাজেট পত বৎসরের বাজেট অপেক্ষা ১,৩০০ কোটি টাকার কম। কর আদায় সম্পর্কে বর্তমান আইনই বলবৎ থাকিবে, কিন্তু বৎসরের মধ্য ভাগ পত হইলে যুদ্ধকালীন অবের পরিমাণ সম্প্রতি ৩,৩০০ কোটি টাকার এবং এর পরের বছর ৪৯,৩০০ কোটি টাকার। আর ৩,৩০০ কোটি টাকার যুদ্ধ-আয়কর ধার্য করা হইবে।

আইআসে এম বি পরীক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআসে এম বি পরীক্ষার ফলাফল সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে। মোট ১৩৩ জন পরীক্ষার্থী ছিল, তন্মধ্যে ৯০ জন উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পাশের হার শতকরা ৩১.৩ জন।

বিমানক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি—ভারতীয় বৈমানিক দল সম্প্রতি কানিকোবিয়া পরিভ্রমণে আসিয়াছেন। ভারত পর্যবেক্ষকের সাহায্যে বিমানে ভারত পরিক্রমণ করিয়াছেন। ভারতের বাণিজ্যিক বিমানক্ষেত্র

আগামী ১৭ই জানুয়ারী আসানসোল কেন্দ্রীয় ডুই তহবিলের বীমাকারীগণ অধিবেশনে মিলিত হইবেন। সাধী বীমের উৎপাদন ব্যাপারে অধিবর্ষণ সংঘের কর্মিগণ উৎসাহে বীমাকৃত অর্থ দ্বারা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করিয়া সুফল দেখাইয়া সাধী উৎপাদনের এক পরিকল্পনা এই অধিবেশনে আলোচিত হইবে। এই বিজ্ঞান ইহিবের বিশেষজ্ঞ পরিচালনাটি করা করিয়াছেন।

আন্তিয়ারের চাউল আমদানের পরিকল্পনা—'ফ্রেন্সলিয়েন্টস্ ফ্রেন্স অব ইণ্ডিয়া'র সাধারণ সম্পাদকগণ সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, আন্তিয়ার বন্দর পুনর্বিবেচনা হওয়ার ফলে সমুদ্র পরিবহন প্রতিষ্ঠানের চাউল আমদানী করা সম্ভব হইবে। উক্ত সম্পাদকগণের মতে পুনর্বিবেচনার পর এই চাউল আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবার কারণই আমদের দুর্দিন ফেরা নিবারিল। সম্পাদকগণ আরও জানাইয়াছেন যে, আন্তিয়ারে ৫ লক্ষ ২৯ হাজার টন বার্ষিক বন্দর উন্নয়ন সুবিধা এবং ইহার অধিকাংশ আমদানী করা হইত।

বাংলাদেশে চিকিৎসা কেন্দ্র—সমগ্র বাংলাদেশে বর্তমানে ১,৫৮৩টি চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। বর্তমানে এ পর্যন্ত সর্বসমেত ১,৫৮৩টি চিকিৎসা কেন্দ্র মঞ্জুর করিয়াছেন।

অন্তরীণ স্বাধীন জার্মানী—ডাঃ ফলাদা নামক ও দুজন সাধের মধ্যে অন্তরীণ স্বাধীন যে জীবনী নিবিড়তার দাবা এতে সম্পূর্ণ হইয়া আসিল। ইহাদের প্রত্যেকেই আশা করি আলোকে তাঁহার জীবনের সেবকার সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। তাঁহার প্রথম মুক্তা-বার্ষিকী দিবসে (২২শে ফেব্রুয়ারী) আমেরিকায় হইবে ইহা প্রকাশিত হইবে।

ওভারটাইম ভাতার হারের জন্য মুক্তা দিবার ব্যবস্থা—ভারতীয় খনি আইনানুযায়ীদের ২৯শে জানুয়ারী হইতেই প্রতি এক ঘণ্টার বদলে ডিগ্রি-বার জন্য দুই পয়সার মুক্তা দিতে হইবে। নিয়ম ভারত আইনী সংঘের সভ্য হইতে ১লা জুলাই হইতে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে।

মিঃ বি এস চতুর্বেদী—মিঃ বি এস চতুর্বেদী উপমুখ্যসচিব ও বার কলিকাতা ট্রেড এজেন্টের হেডকোয়ার্টার নিযুক্ত হইয়াছেন।

পাওনাদার কর্মচারিগণ বিল—বাংলা সরকার ১৯৪৮ সালের জরীপ পাওনাদার কর্মচারিগণ বিল সম্প্রতি অনুমোদন করিয়াছেন।

মিঃ বি এস মুখার্জি—ভবানী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও জরীপ ব্যবস্থা পরিচালনের সঙ্গে মিঃ বি এস মুখার্জি ব্যবস্থা সম্প্রতি সচিব নিযুক্ত করিয়াছেন এবং আগামী দিনে সংগঠনে যোগদান করিবার জন্য আমরা সি আর দেশ ও জরীপ সচি, অন্যান্য আবাসবাস বন্ধ এবং মিঃ বি বি পালের সচিব আগামী ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রাথমিক বিশ্লেষক—আন্তর্জাতিক 'মেসার্স অফিসেস' দুই জন বিশ্লেষক—ডাঃ ট্রেভ এবং মিঃ হ্যাড আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে ভারত সফরকালীনে 'মেসার্স ইন্ডাস্ট্রিজ্যাল বীম' সম্বন্ধে পরামর্শ দান করিবার জন্য আমন্ত্রণ পরিচালনা করিবেন।

বন্দরে মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা হ্রাস—গত ৩রা জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতা বন্দরে বন্দরে আগমন ও মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে ৫৩৩ জন লোক বন্দরে আগমন হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৭৩ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার পূর্ব সপ্তাহে ২৮০ জন লোক বন্দরে আগমন হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে ২০৩ জন লোকের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব সপ্তাহে এই সপ্তাহে (গত ১৯৪৭ সালের ৩রা জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে) ১৫৭ জন লোক আগমন হয় এবং ১০৯ জন মারা যায়। ১৯৪৭ সালের ৩রা জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহার পূর্ব সপ্তাহে ২১৫ জন বন্দরে আগমন হয়, তন্মধ্যে ৭৪ জন লোকের উক্ত রোগে মৃত্যু হয়।

আয় ৪০ হাজার টাকা আমদ—রাজার সংসারে প্রবেশ, মহার অভাবে নাবালকদের ভরণপোষণ স্ত্রী অন্নদের ৪০ হাজার টাকার নাম অধিকারিণী করা হইয়াছে। প্রকাশ, মহারাজ হাবিবের সাবেক বিভাগের জন্য ১২০ লোক মাসে বৃত্তি নির্ধারিত হইবে।

কেন্দ্রী চাউল কেমোরিয়াল ট্রাস্টের দান—কেন্দ্রী চাউল কেমোরিয়াল ট্রাস্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ে ৮টি বৃত্তি প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য বৃত্তি দান করা হইবে।

১৪৭৫ টাকা করিয়া বৃত্তি দান ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ হইবে। আবেদনকারিগণকে ভারতীয় হইতে হইবে এবং কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অথবা চিকিৎসা বিষয়ে ডাক্তারী হইতে হইবে। গবেষণার বিষয়টি অবশ্যই যেন অথবা না গবেষণাগারে সাধারণ কোনপ্রকার ব্যবসায়-মূলক হয়। এই সম্পর্কে অন্যান্য বিবরণ যেমন কার্যকাল, মূল টাকা, কোন কোন, ট্রাস্টের সেক্রেটারীর নিকট পাওয়া যাইবে।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২১নং ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : বাজার—২৮৬১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি ঘোষ, এম-এ, বি-এল

স্থাপিত—১৯৩০

বেঙ্গল কটন কাণ্টিভেশন

এণ্ড মিলস্ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস—১০৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাঃ বেঙ্গল কটন এষ্টেট,	এ পর্যন্ত লভ্যাংশ	মিল সাইট মোগোরপুর
ঝিনুক।	৩৫৲ লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।	বি এণ্ড এ রেলওয়ে

৩১শে মার্চ ১৯৪৪ সনে সর্বশেষ লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

ম্যানটার্স লিমিটেড লিঃ,
ম্যানেজিং এজেন্টস্

বিশ্বাসযোগ্য সাব এজেন্ট আবশ্যক।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ২, হেয়ার ষ্ট্রীট হেড, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	৪ কোটি টাকা
বিলিকৃত মূলধন	২ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১ কোটি টাকা

কলিকাতা বোর্ড :

চেয়ারম্যান : মিঃ এম এ ইস্পাহানী

স্যার আবদুল হালীম গজনবী, মিঃ এ সি লাহা, মিঃ কে সি ঘোষেরা, মিঃ ইন্দ্রনাথ বাগচী, মিঃ কে সি নিয়োগী, মিঃ পদ্মাকান্ত বিড়লা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :

হেড অফিস : ২, হেয়ার ষ্ট্রীট হেড।

মি আর মোহাম্মদ—ম্যানেজার।

বড়বাজার : কে সি চেম্বারস ম্যানেজার	কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট : বি কে মিত্র ম্যানেজার	ভবানীপুর : এম এম ব্যানার্জি ম্যানেজার
টালিগঞ্জ : "ইউকোব্যাঙ্ক" টেলিফোন। ফোন আপ		বি টি রোড বেলঘরিয়া ম্যানেজার

ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স—এলাহাবাদ, ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর অধিবেশন আগামী ৩রা ও ৪ঠা মার্চ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হইবে।

বিভিন্ন ভারত ভিন্ন রাজ্যের বিক্রয়ীয় পুনর্ব্যবস্থা—ভারত সরকারের অর্থবিষয়ক ইকনমিক্যাল এণ্ড ষ্ট্যাটিষ্টিক্স ডিপার্টমেণ্ট হইতে বিভিন্ন ভারত ভিন্ন রাজ্যের বিক্রয়ীয় পুনর্ব্যবস্থার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে ৭,৫৯,৭০,০০০ এবং অধিকে বিভিন্ন রাজ্য করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব বৎসরে ৩,১৭,০০০ এবং অধিকে বিভিন্ন রাজ্য করা হইয়াছিল। পূর্ব বৎসরের তুলনায় এবার বিভিন্ন রাজ্যের পরিমাণ শতকরা ১৮ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

এক্সচিউজ অব কুই টেক্সবোলেজি—ইণ্ডিয়ান ষ্টার্লিং অব এক্সচিউজ্যেণ্টে বিদেশে আমদানী ১লা এপ্রিল হইতে নিয়ন্ত্রণের একটি এক্সচিউজ অব কুই টেক্সবোলেজি পুনর্বিবেচনা করিবেন। তখন এবং বাকেরকি সংক্রান্ত পুনর্বিবেচনা এবং ব্যবস্থাসমূহ বিশেষ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই উহা ঘোষণা হইবে।

ভারতে তুলার চাষ—তুলার সালের বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে তুলার সকল বৎসর বা ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত ভারতে তুলার চাষের হিসাব :—১৯৩৮-৩৯ সালে ২ কোটি ১৫ লক্ষ একর জমিতে ৪১ লক্ষ ১১ হাজার বেল (গড়ে প্রতি একরে ৩১ পাউণ্ড)। ১৯৩৯-৪০ সালে ২ কোটি ১৫ লক্ষ একর জমিতে ৪১ লক্ষ ৮৮ হাজার বেল (গড়ে প্রতি একরে ১০৩ পাউণ্ড)। ১৯৪০-৪১ সালে ৩ কোটি ৪১ লক্ষ একর জমিতে ৪১ লক্ষ ৫৭ হাজার বেল (গড়ে প্রতি একরে ১০১ পাউণ্ড)। ১৯৪১-৪২ সালে ১ কোটি ৯৯ লক্ষ একর জমিতে ৪১ লক্ষ ৫ হাজার বেল (গড়ে প্রতি একরে ৩৬ পাউণ্ড)। ১৯৪২-৪৩ সালে ৭ কোটি ১ লক্ষ একর জমিতে ৫০ লক্ষ ১৯ হাজার বেল (গড়ে প্রতি একরে ১০০ পাউণ্ড)। (গড়ে প্রতি একরে ১০০ পাউণ্ড)। (গড়ে প্রতি একরে ১০০ পাউণ্ড)।

বাংলা ও বিহারে চাউল রপ্তানী—মিঃ মধুর ও ফোডিনে চাউল রপ্তানীর জন্য বাংলা সরকারের সহিত যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে সরকার যে, ১ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত চাউল হইতে ৫০ হাজার টন চাউল সেনেগলের প্রস্তাব করা হইয়াছে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সাধারণতঃ চাউলের অভাব অনুভব করা যায়, তখন চাউল সরবরাহের আয়োজন হইলে বাংলা সরকারকে আবশ্যক চাউল সরবরাহ করিবেন, এইরূপ বাধি করা হইয়াছে।

জাতীয় বিত্তের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় আমরা আপনার সহায়তা আশা করি

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : বি বি ৪১৮ | কলিকাতা শাখা—৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন : বি বি ২৬৮০

অন্যান্য শাখা—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, বাজমুহী, সিরাজগঞ্জ, শান্তাহার, জলপাইগুড়ি ও রংপুর।

ক্ষুদ্র : চলতি—১% মেয়াদি—২%

আমাদের স্থায়ী আমানত, ব্যাঙ্ক গাইডিংস), প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফট বিষয়াবলীর জন্য পত্র লিখুন।

সুবিধাজনক সর্তে দেনার ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। ডিভিডেণ্ড ও কোম্পানীর কাগজের সুদ আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য অফিসসমূহ :

বালীগঞ্জ, জমাদীপুর, বহুবাজার ও ফ্রাসডাঙ্গার।

অন্যান্য শাখাসমূহ—

চাঁদা, ফিরোজপুর, নারায়ণগঞ্জ, রোয়াবাড়ি, লাকসাম, চৌমুহনী, চাঁদপুর, দুর্গাবন্দর, ই, চক্রবাজার, বরিশাল, জলপাইগুড়ি, বহরমপুর, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জ, পুরিয়া, পাটনা, আরা, বাঁকীপুর, আসানসোল, মজঃফরপুর, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মিরাটসিটি, কানপুর, বরিশাল, দিল্লী, আলবেরোল, সিরাজগঞ্জ, খোকাই, ডিব্রু ও রংপুরে।

মাদ্রাজ শাখা ২৩শে ডিসেম্বর '৪৩ খোলা হইয়াছে।

বোম্বে, কাশপুর, ঢাকা ও নাগপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি পাল

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

তার :—NNEM BANK ৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : বি বি ৬২৬৪

অমৃতসর	ভরতপুর	চন্দননগর	রাজপুর
বেনারস	ভাগলপুর	লালবাজার	লাহরেসরা
চাঁদা	বিলাস	বুলন্দাস	বিলাসকোট
আরা	কলকত	নবগীন	ট্যাংরো-আহর
বগুরা	করাচী	লিলাবাবাদ	ভরাজিরাবাদ
ভরুকাবেরাবাদ	মুলব	রাঁচী	বাগবাদ্
			লাহারপুর

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম ঘোষ।

ভারতীয় ইউরোপীয় ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ১৭৪৪

ব্রাঞ্চ অফিস :—

চাকুরিয়া, লাহোর মার্কেট, ঔরঙ্গাবাদ, জমীপুর, ক্যানিং, পাঁকুড়, রামপুরহাট, ধুলিয়ান, সারদারাওয়া, সাহিবগঞ্জ, ও ফোরবস।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি এন চাটার্জ্জী

অর্দ্ধশতাব্দীর সম্প্রদায়ের নিজস্ব ব্যাঙ্ক

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩, বর্ণ্ডলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিকাতা ২২৮০ (তিন লাইন)

সন	কার্য্যকরী মূলধন	ক্যাশ, গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ইত্যাদিতে ন্যস্ত	সংরক্ষিত তহবিল
১৯৪২	৫৯,০৬,৮২৩৲	৩৫,২৮,৭০০৲	১,২৭,৫০০৲
১৯৪৩	১,১৬,২৬,৯২০৲	৬৯,১৬,৩২২৲	১,৬০,৬৭০৲
মার্চ '৪৪	১,৮৩,৫০,০০০৲	৭৮,৫৬,৫৬৭৲	১,৯৪,৬৩২৲

আমাদের উপর নির্ভর করিলে আপনার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

মুক্তাগাছা পপুলার ব্যাঙ্ক

সোমবার অপরাহ্ণ ৪। ঘটিকায় ৭৮নং ক্রাইভ ষ্ট্রীটে মুক্তাগাছা পপুলার ব্যাঙ্ক লিঃ-এর কলিকাতার কেন্দ্রীয় অফিসের উদ্বোধন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস সি দত্ত বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আধুনিক শিল্পজগতে ছোট ব্যাঙ্কের অপ্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই অভিযোগের উত্তোক্তাগণকে তিনি জানেন এবং তাঁহাদের নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতার উপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। তিনি ব্যাঙ্কটির সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করেন। অতঃপর বিশ্বস্তুস্বর সরকার বলেন, মহিলা সংঘ পুরাণ বন্ধুদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া সত্য-সত্যই তিনি আনন্দ অনুভব করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দুর্গতির কথা আলোচনা করিতে বলেন এবং যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পথে যে অন্তরায়গুলি বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে তাহার কয়েক একটি নির্দেশ করিলেন। তিনি বলেন, বৈদেশিক অর্থে এবং সরকারের অনুকূলো পরিপুষ্ট সমরকালীন ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য যুদ্ধোত্তর জগতে জীবন প্রতিযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং উহার ট্যাক্সি অবিশ্বাসের দর্শ অত্যধিক কোন কাজেই আসিবে না।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিজ্ঞতার বক্তৃতায় ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে কর্মিবৃন্দের স্থানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কর্মিবৃন্দই যে তাঁহাদের সত্যকারের মনোযোগ পরিচালনা করিয়া আধুনিক শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যোগদান করিতেছেন ইহা খুবই সুখের বিষয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বিজেন্দ্রলিনের আন্তরিক সহযোগের ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ এস বি দত্ত, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, মিঃ কে এন লাহিড়ী, নিউ ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি কে বসু, মিঃ মৌঃ মোঃ মুখার্জি, মিঃ এস বি মিত্র, মিঃ এম এম বে, মিঃ আর এন বেল, মিঃ এ সি মিত্র, বার-এ্যাট-ল, মিঃ এন সি রায় চৌধুরী, অধিবাস, ঢাকা, মিঃ বিশ্বনাথ মল্লিক, ডাঃ সি সি সান্যাল, ডাঃ কি সি বসুমদার, মিঃ কিশোরলাল আগারওয়ালা প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন।

ইষ্টার্ণ ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩০শে ডিসেম্বর পৌহাটিতে ইষ্টার্ণ ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পৌহাটি শাখার উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলই মহাশয় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। পৌরাণিকদের ব্যাঙ্কের এই শাখার উদ্বোধন-উৎসব পৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সরকার আধ্যেনিক সম্মেলনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়ায় মাননীয় সভাপতি মহাশয় ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে ২৫০৲ টাকা দানের কথা উল্লেখ করেন এবং এইভাবে পৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সহিত ইষ্টার্ণ ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের যোগসূত্র স্থাপিত হওয়াতে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এই সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, পৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে যে সকল উৎসাহী ভদ্রমহোদয় অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই ব্যাঙ্কের যে কোন শাখায় তাঁহাদের টাকা জমা দিতে পারেন এবং সেই টাকা ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে বিনা খরচে পৌহাটিতে পাঠান হইবে। সরকার যে সকল খনিজাত ব্যবসায়ী ও সভ্য ব্যক্তি এই উদ্বোধন-উৎসবে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলই, শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র বোথারা, মিঃ নীলকান্ত বরুয়া, মিঃ এ কে আজেল, মিঃ এ কে খান, মিঃ সুরীন্দ্রনাথ কলিতা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাঙ্কের কর্মবিবৃন্দ সকলের অভ্যর্থনা-আপ্যায়নের সুব-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। উদ্বোধনের দিন এই শাখার অনুষ্ঠানের বিবরণ হইতে ব্যবসা-সংক্রান্ত বিশেষ সুযোগসুবিধা পাওয়া যাইবে।

ন্যাশনাল চেম্বার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩রা জানুয়ারী সন্ধ্যার অন্যূন ৫০১ কার্নিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ন্যাশনাল চেম্বার্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ব্যবসার কেন্দ্রীয় অফিসের উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাক্তনিক সুযোগ সম্বেত এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করেন। শ্রীমতী নাইডু এই উপলক্ষে তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, আসন্ন যোগ ব্যাঙ্ক লিমিটেড এদেশের পরিবর্তনের যুগে যে ভাবে দেশের সেবা করিতেছে তাহা সত্যই প্রশংসার্হ এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের উচিত এই ব্যাঙ্কের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া। স্থানীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত এই অনুষ্ঠানে যোগদানে অসম্মতা জ্ঞাপন করিয়া যে তার পাঠাইয়াছিলেন তাহাও সভায় পঠিত হয়। শ্রীযুক্তা দত্ত তাঁহার তারে ন্যাশনাল চেম্বার্স ব্যাঙ্কের দ্রুত সাফল্য উদ্বোধনে আমীরীর জাতীয়তাবাদী ব্যবসায়ী আর্থিক উন্নতির পথে এই ব্যাঙ্কের ভূমিকা বিশেষ করেন এবং অংশীদারদের তাহে আশীর্বাদ জানান। এই ব্যাঙ্কটি যেন ভবিষ্যতে ব্যবসার সম্প্রসারণে সদা

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কাল. ৫০৮১

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, মনিহারী ঘাট, খুলনা ও পাবনা

সুবিধাজনক সর্তে সভর্মেন্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি

মিনার্ভা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

স্থাপিত : ১৯৪৯

৩৩নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আর্থিক নিরাপত্তার উপর স্থাপিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সমস্ত প্রকারের ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সুবিধাজনক সর্তে ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : অমলীলাথ সাহিত্য।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯৪১ টেলিগ্রাম :—ব্যাটার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—৫০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৮৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭০

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১৯৪৪ এর ১লা)।

বাংলা দেশে—ঢাকা, চট্টগ্রাম, কেণী, নোয়াখালী, ঈশ্বরদী, সুলতানগঞ্জ, চৌমুহনী, বিক্রমপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াখালী, এবারপুর (নদীয়া), নারায়ণগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি এবং ভাগলপুর।

সতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—
শ্রী মধুসূদন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
শ্রী মিঃ এম কে বসু

হয়। সভাপতি মহাশয় কার্যের সাফল্যকল্পে সমবেত সভ্য মহিলাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সেনগুপ্ত শ্রীযুক্তা নারায়ণী দেবীকে এক হাজার টাকার একটী চেক দান করেন।

কমলালয় ষ্টোর্স লিঃ

গত ৭ই জানুয়ারী রবিবার বহুবাজারে কমলালয় ষ্টোর্স বিশেষ নিম্ন প্রদর্শনীর উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মাননীয় বিচারপতি এস আর দাস মহাশয় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং তাঁহার অনুরোধে শ্রেষ্ঠী মুরলিধর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই সঙ্গে কমলালয় ষ্টোর্সের নূতন অফিসের বিদ্যুদ্দীপেরও উদ্বোধন হয়। মাননীয় বিচারপতি দাস মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় এই বিদেশীয় বিপণীটির সম্বন্ধে কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পরিচালকমণ্ডলীর সততার জন্যই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ একটী বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সভাপতি আনুষ্ঠানিক কার্য্য শেষ হইলে শ্রীযুক্ত সুকুমার চক্রবর্ত্তী, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বি এন মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত রবিলাল মজুমদার প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট অভ্যাগতের এই সভায় বক্তৃতা করেন। প্রদর্শনীতে ১৬ বৎসরের কম-বয়স্ক বালক-বালিকাদের প্রবেশ নিষেধ। তাহারা পাইবে এবং বালক-বালিকাদের উপযোগী অনেক সুন্দর সুন্দর খেলা-নিত্যের বিশেষত্ব এই প্রদর্শনীতে লক্ষিত হইয়াছে। সমবেত মহিলাদের সকলেই প্রদর্শিত চিত্র-তারকাদের বিশেষ সুখ্যাতি করেন।

সমবর্ষের মেয়রাল-পত্নী

আমরা কলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সমূহ হইতে সমবর্ষের মেয়রাল-পত্নী উপহার পাইয়াছি :— দি এল এসোসিয়েটস লিঃ, ১৭৫ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ; মেসিকাল এসোসিয়েশন (ভারত) লিঃ (কাজল কালি); ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, ৭৯এ মোহাম্মদ সেল; বাঙ্কিমিং ব্যাঙ্ক লিঃ, কলাবাগান (বেঙ্গ অফিস); পাইওনীয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ, ১০০এ ক্যানাং ষ্ট্রীট; সাবার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ, ১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বিজিন ব্যাঙ্ক লিঃ, ২৮০ ক্যানিং ষ্ট্রীট; বেঙ্গল লেদার্স ব্যাঙ্ক লিঃ, ৯৬ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

দি এ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোং লিঃ—৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৲ টাকা।

কালীপুর কেমিক্যাইলস্ লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭।০ আনা।

এলফিন মিলস্ লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা।

শ্রীখোশাল স্পেশাল মিলস্ লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪।০ আনা।

বড়জনা কোম্পানী লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা।

নিউ সাভান জুমার এণ্ড ফুড ফিকাইমিং কোং লিঃ—গত ৩০শে যে পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারের লভ্যাংশ ৭।০ আনা।

এ্যাংলোইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা।

মর্ণ কাম্বুজা কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা।

ভারতীয় জুমার মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা।

ব্যাঙ্ক অফ্ ক্যালকাটা

লিমিটেড

৩নং ম্যাঙ্গো লেন

বিলিকৃত মূলধন	১৯,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
আদায়ীকৃত মূলধন	৮,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকারী মূলধন	১ কোটি টাকা

মোট আমানতের ৪০% কোম্পানীর কাগজে লগ্নীকৃত

হাতে নগদে ও অন্যান্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা মোট আমানতের শতকরা ২৫ ভাগের উর্দ্ধে

কার্য্যকরী মূলধনের প্রায় ৩৫% তরলিত সিকিউরিটী এবং কমার্শিয়াল বিলে লগ্নীকৃত।

ডাঃ এম্ এম্ চ্যাটার্জ্জী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বাড়তি উৎপাদন ও চা

লড়াই থামবার পর থেকে অন্য সব দেশের মতো ভারতবর্ষেও বাড়তি উৎপাদনের ভয় উঠে পড়ে লাগতে হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্য অন্য দেশগুলিতে যতোটা লক্ষণ হয়েছে ভারতবর্ষের পক্ষে মোটেই তা হয়নি। ভারত যুদ্ধকে সৈন্যদের চাহিদা অনুযায়ী মাল যোগাবার জন্য যে-সব বাড়তি যন্ত্রপাতি দরকার, তুলের জন্য বিদেশ থেকে সেগুলোর আমদানি বন্ধ, তার উপরে কারখানার কাজ-জানা মানুষেরও অভাব। এ সব অসুবিধের দরুণ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের কারখানাগুলিতে যে পরিমাণ মাল উৎপন্ন হচ্ছে আগেকার দিনে তা ভাবাও যেতো না।

এই ত্রুটিদের মূলে ভারতীয় চায়ের দান যে কতোখানি তা ভাবলে সত্যি আশ্চর্য্য হতে হয়। আগেকার দিনে যেমন যেতো তাদের শেষের দিকে উৎপাদনের পরিমাণ অনেকটা কমে যায়। কিন্তু এখন আর এ কথা কেউ জানবে না, তারা স্পষ্টই দেখা গেছে একটানা খাটুনির পর শ্রমিকদের চা দেওয়ার ফলে তাদের উদ্যম ফিরে আসে এবং মনোযোগও বাড়ে। তাই যেমনধারা মোট উৎপাদনের পরিমাণ চলছেই থাকে।

এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁরা কলকাতার ১০১ নম্বর ক্লাইভ ষ্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্সান্ বোর্ড' থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্সান্ বোর্ড কর্ত্তৃক প্রচারিত

IE 241

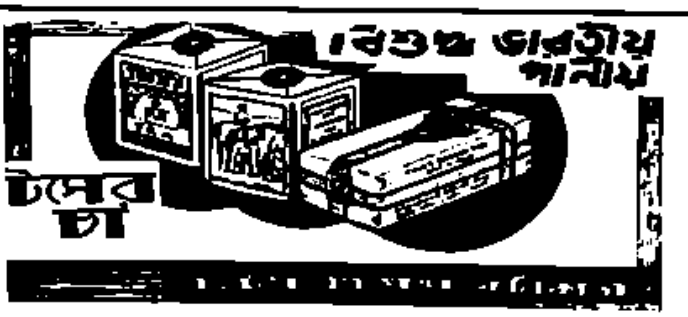

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা—১৯ই জানুয়ারী—কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট পরিমাণ টাকার চাহিদা থাকায় ব্যাঙ্কসমূহের ব্যালেন্সসমূহের অঙ্কে চাহিদাবাহুল্য পরিশোধের দরুণ অঙ্কের হ্রাসের কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই এবং আলোচ্য সপ্তাহেও এই সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ১০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ১০ আনা ছিল।

গত ১৪ই জানুয়ারী আরও সরকার কর্তৃক আগুন ছিন মাসের মেয়াদী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে ইস্তাহার ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। ইহার অঙ্কে ৯৯৯/৯ পাই ও অর্থমূল্যের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে এবং অনেকাংশে অল্প মূল্যে আবেদনসমূহ বাছিয়া লইয়া দেওয়া হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের ইস্তাহারের পরিবর্তে সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮/৯ আনা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ১৯ই জানুয়ারী মঙ্গলবার দেয় ১১টা (ট্রাঞ্জাক্ট সময়) সপ্তাহ বোম্বাইয়ে এবং ১৯ই জানুয়ারী বুধবার অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত সময় অন্যান্য কেন্দ্রে আগত সরকার কর্তৃক আগুন ছিন মাসের মেয়াদী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের ইস্তাহার গৃহীত হইবে।

১৯৪৪ সালের এই জানুয়ারী যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে মোট ৪.৫০ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয়ে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ইস্তাবিলাসের সম্পর্কে বিশেষ হইয়াছে।

বিভিন্ন-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

ট্রেজারি বিল (প্রতি টাকায়)	১ দিঃ ৩৫৯ সেঃ
ঐ জর্মানী (,,)	,, ,,
ঐ ৩ মাস মেয়াদ (,,)	১ দিঃ ৩৯ সেঃ
ঐ ৬ মাস মেয়াদ (,,)	১ দিঃ ৩৯৯ সেঃ
ডলার (প্রতিশত)	৩৯৯/৯০

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৯শে ডিসেম্বরের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৩৩৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই নোটের পরিমাণ ছিল ১৯৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। গত ২২শে ডিসেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩১৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ও ২০২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও সেয়ার

কলিকাতা, ১৯শে জানুয়ারী—বড়দিন ও নববর্ষের ছুটির জন্য দীর্ঘকাল বন্ধের পর গত সপ্তাহে বাজার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সেয়ার-বাজারে যে কর্মতৎপরতা দেখা গিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে সেই উৎসাহের তাব কিছু পরিমাণ তিমিত হইয়া পড়িতে দেখিতে পাওয়া যায়। এ সপ্তাহে প্রকাশিত মেসিডেন্সী কনসেসনস ও প্রভাস মিলস লিমিটেডের বুক-লিমিটিং পীরিয়ড খুব অধিক সপ্তাহখানেক ইয়ার বাকিদের কলিকাতার বাজারের উপর এই বিমুখি উত্তেজনাকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া শেষ অধিবেশনে কলিকাতার সেয়ার-বাজারে বেশ ভালই কেনাবেচা অনেকাংশে বৃদ্ধি হইয়াছে। অবশ্য মূল্যের দিক হইতে বিচার করিলে অবশ্য বলি প্রভৃতি কতকগুলি সেয়ার ছাড়া অধিকাংশ সেয়ারের অবস্থাই এসপ্তাহে আগে অপরিবর্ত্তিত ছিল। সপ্তাহের প্রথম দিকে দেশী বাকিদের আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দিকে অনেক-গুলি সুপরিচিত সেয়ারের কিছু কিছু ক্রয়ভাব হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের অংশের সেয়ার ছাড়া অধিকাংশ সেয়ারের মূল্য

সপ্তাহে বিশেষ চাহিদা দেখা যায় নাই এবং আলোচ্য, বেঙ্গল-নাগপুর প্রভৃতি কয়েকটী রাস্তা দেখার ফলে অধিকাংশ কাপড়ের কলের শেয়ারেই প্রত্যহের হারাহারি বিক্রয়ের ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে ৩১৯৲ টাকা হইতে ৩৩৯৲ টাকায় উঠিয়াছে এবং বেঙ্গল-নাগপুর সপ্তাহ-শেষে ৩২৲ টাকা হইতে ৩৪৫৲ আনায় উঠিয়া লাভ করিয়াছে।

কয়লার খনি—গত সপ্তাহে বাজারে কয়লার খনির শেয়ারসমূহের যেরূপ চাহিদা দেখা গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা অনেকটা ঝিমিয়ে হইয়া পড়িয়াছে। এ সপ্তাহে গত কয়েকটী তরুণ-খনির কয়েকটি শেয়ারে ভাল কারবার হইলেও অনেকগুলি শেয়ারের কেনাবেচা আশানুরূপ হয় নাই। এই জন্য গত সপ্তাহের শেষদিনের ১৯৲ টাকা হইতে এ সপ্তাহে ১৯৲ টাকার উঠিয়াছে এবং লিটারাম্বুর ও বেঙ্গল ব্যানার্জ্জি ৭৯৲ টাকা ও ৭১০৲ টাকা হইতে উন্নতিলাভ করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে ৮৯৲ টাকা ও ৭১৮৲ টাকায় পৌঁছিয়াছে। অন্যদিকে, ইষ্টইউইলস, আলকোড়া, বরাকর প্রভৃতি অনেকগুলি তরুণ খনির শেয়ারে এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য মূল্য হ্রাস ঘটিতে দেখা যায়। আজিবার এ সপ্তাহে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই এবং সিঙ্ক বীরভূমের সপ্তাহান্তে বৃদ্ধি পাইয়া সপ্তাহ ১৯৲ টাকায় পৌঁছিবার সময় প্রত্যহের ঘরতা সত্ত্বেও এই শেয়ারের মূল্য আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে চটকলের শেয়ার-সমূহের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই এবং কেনাবেচাও অনেকটা পরিমিত হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়া ৩৩৯৲ টাকা হইতে ৩৪৫৲ টাকায় লাফিয়া আসিয়াছে এবং ভাগলপুর ৪৯৮৲ আনা ও বেঙ্গল ১২৭৲ টাকায় আগে-পরে কেনাবেচা হইয়াছে।

ইণ্ডিজিস্ট্রিজ—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের ইণ্ডিয়া আয়রনের কোন মূল্যবৃদ্ধি দেখা না গেলেও টাল কর্পোরেশনের শেয়ারের দাম সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের মার্ট ৪৯৲ টাকা ও আর্থার বাটলার ৫৯৮৲ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে।

বিবিধ কল—আলোচ্য সপ্তাহে বিবিধ কলের শেয়ারগুলি অধিকাংশ স্থলে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি আকর্ষণ করিয়াছে। বলরামপুর এ সপ্তাহে ৩৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৮ আনায়, নিউ সাভান ২৫৲ আনা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৲ টাকায়, রামকৃষ্ণ ডেল ১৮৲ আনা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫৲ টাকায় এবং ইষ্ট পি ১৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৮৲ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে।

চা বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে চা বাগানের শেয়ারসমূহের কেনাবেচা মন্দ হয় নাই এবং অধিকাংশ চা বাগানের শেয়ারের কিছু কিছু মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিবিধ—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের বিদেশী কোম্পানীগুলির শেয়ারের কেনাবেচা অধিকা যাইতে দেখা যায় এবং আলোচ্য বেঙ্গল, আলমিরা প্রভৃতির উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। মেদিনীপুর জমিদারীর সপ্তাহান্তে কিছু পরিমাণ অবনতি হইয়াছে। বারাকি কোম্পানী এ সপ্তাহে ৩৲ টাকায় পর্য্যন্ত কেনাবেচা হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৩ই জানুয়ারী—পাটের বাজারে এ সপ্তাহে কারবারের বিশেষ কিছু হয় নাই। চটকলওয়ালারা পাট ক্রয় সম্পর্কে রীতিমত অবহিত হওয়ার ভাব দেখাইতেছে। পাটকলের মজুত মালের পরিমাণ অধিক বিবেচনায় গেল ৯ই তারিখে পরিমাণ ৯৭১ টনে পরিণত হইয়াছে। কলওয়ালারা পাটকলগুলিতে মজুত হওয়া যে বিশেষ কিছু উৎসাহিত হইতেছে না, মজুত মালের এই পরিমাণ বৃদ্ধি তাহা তাহাদিগেই প্রকাশিত হইতেছে। ১৯৪৮ সালে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষের লাইসেন্স দেওয়া হইবে তাহাও এখনও স্থির হয় নাই। সরকার এ সম্বন্ধে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হইবে। শেষের বর্ত্তমান অবস্থায় বেশী জমিতে পাট চাষ হইতে না দেওয়াই উচিৎ। বাঙ্গলা সরকারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শেষ পর্য্যন্ত মাত্র ৬৫ লাখ একরে পাট চাষের ব্যবস্থা হইলেই তাহা সঙ্গত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

শাস্ত্রা বেল বিভাগে ব্যবসায়ীমহলের এ সপ্তাহে প্রতি বেল ৭৭ টাকা দরে নিম্ন পরিমাণ তাহি ক্রেতারা পাই করিয়াছে। ইষ্টলওয়ালারা ৭৪ টাকা বেল দরে সামান্য মাত্রায় লাইসেন্স পাই ক্রয় করিয়াছে।

আলসা পাইটের বাজারে এ সপ্তাহে পাইটের ক্রয়-বিক্রয় মোটেই উল্লেখযোগ্যভাবে হয় নাই।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১২ই জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে দেখার কোন উল্লেখযোগ্য নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব না হইলেও বোম্বাইয়ের তুলার দর আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকের তুলনায় মন্দাভাবে বেশ উঁচা-নামা

নিরাপত্তা ও কার্য্যতৎপরতার জন্য

দি

ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

রেজিঃ অফিস—ঢাকা :: কলিকাতা অফিস—১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট

স্থাপিত : ইং ১৯২৮ :: ফোন : কলি : ৪৪০১

শাখাসমূহ

ফরিদপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, চন্দ্রঘোনা, গাইবান্ধা, ঈশ্বরী ও কুষ্টিয়া।

বাকর কলিকাতা অফিস।
রামবিহারী এভিনিউ
নিরাপত্তার শাখা খোলা হইয়াছে

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : বি. এম. ভট্টাচার্য্য

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

স্থাপিত : ১৯০৬ ইং

গ্রাম : "আউটলুক"

শাখাসমূহ

কলিকাতা—বড়বাজার, শ্যামবাজার, পোস্তা।
বাঙ্গলা—কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, চন্দ্রকুরিয়া, বেরুমাবাদ, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, বরিশাল, মজিটি, মিরকাদিম।
বিহার—মজফরপুর, ভাগলপুর, মুঙ্গের, বেতীয়া, ছাপরা, আরা, পাটনা, গয়া।
ইউ. পি—বেনারস। আসাম—ডিব্রুগড়।

আমানতের সুদের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।
আধুনিক সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার :
মিঃ বি বি রায় চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মিঃ কিরণ রায় চৌধুরী

করিয়াছে। গত সপ্তাহে মাত্র মাসে ফেব্রিয়ারি ফেব্রুয়ারি গমের মজুত কমিয়া ৬৬ লক্ষ বুশেল ছিল। সপ্তাহের মধ্যে ফরোয়ার্ড গমের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়া গত বুধবারের মধ্যে ৪৬৬৫ আনায় উঠিয়াছিল। বৃহস্পতিবার আবার আনার মূল্য নামিয়া ৪৬৬৫ আনায় দাঁড়াইয়াছে। ফেব্রুয়ারির বাজারে যে মাসে ফেব্রিয়ারি ফেব্রুয়ারি মজুত গত সপ্তাহে ৬৬৬৫ আনা ছিল। বৃহস্পতিবার আবার বৃদ্ধি পাইয়া ৬৬৬৫ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

আলেন্স—কলিকাতার বাজারে গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও সরিষার আমদানি, বিশেষতঃ মিঠি কাচ্চি এবং ঈগলফ্লাওয়ার, চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাহিদার তুলনায় যোগান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় আমদানিকারক সরিষার কাচ্চি, বিশেষতঃ মিঠি কাচ্চি এবং ঈগলফ্লাওয়ার কাচ্চি, সপ্তাহ অন্তর বাজারে অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি ঘোষণা করিয়াছে। গত ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী পর্যন্ত যে সমস্ত কাচ্চি বিদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছিল, সেই সমস্ত কাচ্চির মধ্যে যে সমস্ত কাচ্চি অবিক্রীত অবস্থায় আছে, সেই সমস্ত কাচ্চি করিয়া সরকার বিক্রয়ের সুব্যবস্থার ব্যবস্থা করিতেছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৫ জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দর গত সপ্তাহের তেজীভাব পুনরুজ্জীবিত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া গত শুক্রবার ১১,৬০০ তোলা তোলা প্রতি ভরি গহনা আনায় বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতিটি তোলার দর ছিল গহনা আনা, বৃহস্পতিবার তাহা ৭৫৯০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহে প্রতিটি তোলার দর ছিল গহনা আনা। বৃহস্পতিবার তাহা ৭৫৯০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে বৃহস্পতিবার প্রতি ভরি ৫১৯০ আনায় বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা—বিদেশে গত গত সপ্তাহে ৬৬৬ বার ডলার প্রতি ১০০ ভরি ১৬৬৯ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহের তোলার ও কলিকাতার বাজারের তোলার দরের তেজীভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপা বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১১৬০ আনা এবং গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১০৬৯ টাকা। বৃহস্পতিবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের যা হার প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর যথাক্রমে ১৩৯৯ টাকা ও ১৩১০ আনা।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

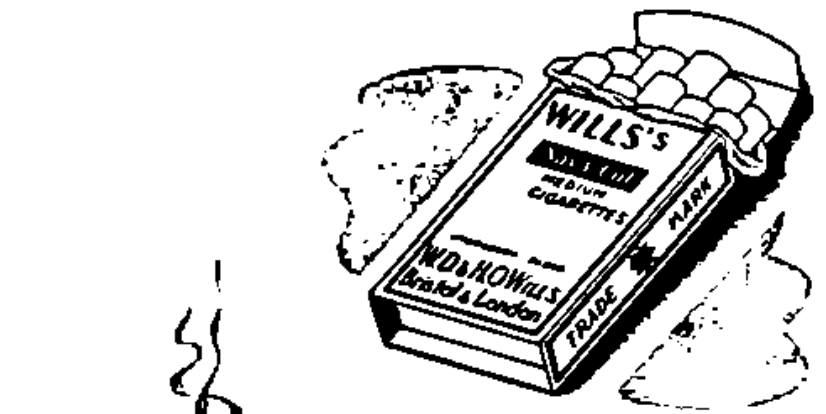

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

সাপ্তাহিক বাজার দর

		২৪শে ফাল্গুনী	২৫শে ফাল্গুনী	২৬শে ফাল্গুনী	২৭শে ফাল্গুনী	২৮শে ফাল্গুনী	২৯শে ফাল্গুনী
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা)	...	৭৪।০	৭৪।০	৭৪।০	৭৪৶০	৭৪৶০	৭৪৶০
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	৭৪।০	৭৪।০	৭৪৷০	৭৪৷৶০	৭৪৷৶০	৭৪৶০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	...	১৪৪।০	১৪০।০	১৪০৲	১৪৪।০	১৪৫।০	১৪৩৲
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	১৪০৲	১৩৯।৶০	১৩৯৸০	১৪৪।৶০	১৪৫।০	১৪১।০
বিবির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা)	...	৫০৲	৫৪।০	৫০৲	৫০৲	৫০৲	৫০।০
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা এত টাকের খেয়াতের দর (সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন)	...	১০০৶০	১০০।৶০-১০১৷৶০	১০০৶০-১০১৷৶০	১০১৷৶০	১০০।৶০-১০১৷৶০	১০১৷৶০-১০১৷৶০
ইণ্ডিয়ান—							
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ	...	—	৯১৷৶০-৯১৲	৯১৷০-৯১৷৶০	৯১।০-৯১৷৶০	৯১।০-৯১৷৶০	—
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি	...	—	৩৫।০-৩৫।৶০	৩৫৲-৩৫।৶০	৩৫।৶০-৩৫৷৶০	৩৫।৶০-৩৫৷৶০	—
কুমারধুবী—প্রতি	...	১১৷৶০-১১৲	১১৷৶০-১১।০	—	১১।০-১১৲	১১৷৶০-১১।০	১১৷৶০-১১৷৶০
তাতিয়া ইণ্ডেষ্ট্রিজ ষ্টীল	...	—	—	৫১।০-৫১৷৶০	—	—	—
মেসার্স	...	২৫।০-২৫৲	২৫।০-২৫।৶০	২৫।০-২৫৲	২৫।০-২৫।৶০	২৫।০-২৫।৶০	২৫৲-২৫৷৶০
বার্ণপুর	...	৫৷৶০-৫৷৶০	৫।০-৫।৶০	৫।০-৫।৶০	৫৷৶০-৫।০	৫।৶০-৫৲	—
ভারতবর্ষ আয়রণ এণ্ড ষ্টীল	...	—	১০৷৶০	১০৷৶০	১০৷৶০-১০৲	১০৷৶০-১০৲	—
মেসার্সহুগী এণ্ড কোং	...	—	১১৷৶০-১১৷৶০	১১৷৶০-১১৷৶০	১১৷৶০-১১৷০	১১৷৶০-১১৷৶০	—
অষ্টি—বাঙ্গী কর্পোরেশন	...	৪৸০-৪৷৶০	৪৲-৪৸০	৪৷৶০-৪৷৶০	৪৷৶০-৪৸০	৪৲-৪৸০	৪৷৶০-৪৸০
ইণ্ডিয়ান কলার কর্পোরেশন	...	৩।৶০-৩।০	৩৸০-৩।০	৩৸০	৩।৶০-৩৷৶০	৩।৶০-৩৸০	৩৷৶০
ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	...	—	—	১৩৪৲	১৩৪।০	১৩৪।০-১৩৫৲	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	...	৪৬।০	৪২৲-৪৩।০	৪১।০	৪২৲-৪১।০	—	৪১৸০-৪১।০
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	...	১৪।০	১৪৲	১৪৲	১৪৷৶০-১৫৲	১৪৸০	১৪৸০
কয়লা—ঝরিয়া কোল্ ফোং	...	—	৫১৸০-৫৫৷৶০	৫৫৲-৫৫৷৶০	১১৸০-৫৫৷৶০	৫৫৸০-৫৫৷৶০	—
খাসদেহ ,, ,,	...	১১৷৶০-১১।০	১১।৶০-১২৲	১১।৶০-১১।৶০	১১৷৶০-১১।৶০	১১৷৶০-১১।৶০	১১৸০-১১৷৶০
বাসীপত্ত ,, ,,		৫৫৸০-৫৭৷০	৫৫৷০-৫৭৲	৫৭৷০-৫৭৷৶০	৫৭৷০-৫৭৷৶০	৫৭৷৶০-৫৭।০	৫৭।০-৫৭৲
ইণ্ডিয়ান ,, ,,		৭১।০	৬৯।০-৬৯৷৶০	৬৯।০-৬৯৷৶০	৬৯৷০-৬৯৷৶০	—	৬৯।৶০-৬৯৷৶০
লাইম কমলপুরা ,,	...	২৯৷৶০-২৯।০	২৯৷৶০-২৯৷৶০	২৯।০-২৯৷৶০	২৯৷৶০-২৯৷৶০	২৯৲-২৯৷৶০	২৯।৶০-২৯৷৶০
কাগজের কল—লিঃ ফিটোরিয়া পেপার মিলস্ লিঃ		৭।০-৭৷৶০	৮৲-৭৷৶০	৭৷৶০-৭৷৶০	৭৷৶০-৭৷৶০	৭৷৶০-৭।৶০	৭৷৶০-৭।০
বেঙ্গল ,,	...	—	১৪৲	—	১৪৷৶০	—	—
কানপুর ,,	...	১৪।০-১৪৷৶০	১৪৷৶০	১৪৷৶০-১৪৷৶০	১৪৷০	—	১৪৷৶০-১৪।৶০
এম্পিরিয়াল পেপার মিলস্ লিঃ	...	৭১।০-৭৭।০	৭১৲-৭১।০	৭১৲-৭১৷৶০	৭১।০-৭১৲	৭১৲-৭১।০	৭০।৶০-৭১।০
বেঙ্গোবার ,, ,,	...	১৭।৶০-১৭৷৶০	১৭।৶০	১৭৷৶০-১৭৲	১৭।০-১৭৲	১৭৷০-১৭৷৶০	১৭।৶০-১৭৷৶০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	...	২১৯।০-২২৯৲	২২৯৲-২২৯৲	২২৯৲	২৩৪।০-২৫৲	২৩৯৲-২৩৪।০	২৩৪৲-২৩৯৲
ইণ্ডিয়ান পেপার মিলস লিঃ	...	১৪৯৲	১৫।৶০-১৫৯৲	—	—	১৫।০-১৫।৶০	—
ষ্টীমার	...	৬৯৲-৭১৯৲	৬৯৲-৭১৯৲	৬৯৲-৭১৯৲	৬৯।০-৭১৯৲	৭১৯৲-৭১৯৲	৭১৯৲-৭১৯৲

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) | ২নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্ট :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

অমর কুমার নাথ

আর্টিষ্ট

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—কুষ্টিয়া

কলিকাতায় প্রধান শাখা ২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট

কলিকাতায় অন্যান্য শাখা :—

৩৬, কলেজ ষ্ট্রীট, ১৪০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

১৩২, রাসবিহারী এভেনিউ

অন্যান্য শাখাসমূহ

বহরমপুর, কাঁসিমপুর, টাঙ্গাইল, আলমডাঙ্গা, মহিষাদল, খুলনা, মিলনগর, নিউমার্কেট, শিলং, ডিব্রুগড়িয়া, জোড়হাট, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—বম্বে, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর এবং ভারতের অন্যান্য প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে।

আর্টিস্ ও শিল্পী

সকলের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র

এখানে

- বই মার্কিন
- ড্রিয়িং ষ্ট্যাণ্ড
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এম্বসিং মেশিন
- পিচবোর্ড
- রেখ, ষ্টেট্
- ষ্টেনসিল ও ষ্টেন্সিল
- বেঙ্গল ও অন্যান্য কাপড়-চিহ্ন
- ফিতে-কাটা ব্যাজ্
- আমার সীলমোহর
- চাকরির সার্ভিসের সকলের কাপড়-চিহ্ন
- কারখানার ও ইণ্ডেষ্ট্রিয়াল ব্যাজ-ব্যাজ
- ডুপ্লিকেটের সার্টিফিকেট আলমারি
- মিষ্টি মেটালের তৈরি জিনিষপত্র

আমাদের নিজ কারখানায় সুদক্ষ কারিগরদের দ্বারা তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। আমরা না করে দিতে পারবো না—ওরকম কাজ ও নিখুঁত ভাবে আমরা এসব জিনিষ তৈরি করে থাকি

ব্রজসুন্দর

১০৬৷১, বিডন রো, কলিকাতা

ফোন : বি বি ১৪৬০

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৮ই ফাল্গুনী	৯ই ফাল্গুনী	১০ই ফাল্গুনী	১১ই ফাল্গুনী	১২ই ফাল্গুনী	১৩ই ফাল্গুনী
ইটকল—কল্যাণ জুট মিলস লিঃ ...	৬৪৲	৬৭৲	—	৬৮৲-৬৯৲	—	৬৪৲-৬৬৲
এমারো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ	—	৫৭৲	৫৭৲	৫৭৲-৫৭৲	৫৮৲	৫৭৲-৫৭৲
কামারহাটী	৬৯৲-৭০৲	৬৯৲-৭০৲	৬৮৲	৬৯৲	৬৮৲-৬৮৲	৬৯৲
নৈহাটী	১৩৫৲-১৩৬৲	১৩৫৲-১৩৭৲	—	—	১৩৫৲	১৩৫৲
বেলিয়াঘাটা	১২৯৲-১৩০৲	১২৯৲-১৩১৲	১২৯৲-১৩১৲	১২৯৲-১৩১৲	১২৯৲-১৩১৲	১২৯৲-১৩০৲
বিশ্বনাথ	৭১৲-৭১৲	৭১৲৲	৭৫৲-৭৬৲	৭৬৲-৭৬৲	৭১৲৲	৭১৬৲-৭১৬৲
বীজকাতা	৫৮৲	৫৮৲	৫৮৲	৫৮৲-৫৮৲	৫৯৲-৫৯৲	৫৮৲
ভাটপাড়া ...	—	৯৭৲-৯৮৲	৯৬৲-৯৭৲	৯৬৲-৯৬৲	৯৬৲-৯৬৲	—
হিন্দুস্থান কল—বেঙ্গল সুগার কোং লিঃ ...	১৩৫৲-১৩৬৲	১৩৲-১৩৬৲	১৩৲-১৩৬৲	১৩৫৲-১৩৫৲	১৩৫৲-১৩৬৲	—
চন্দ্রাবল সুগার কোং লিঃ ...	৪৯৲-৫০৲	৪১৲-৫১৲	৪৯৲-৫০৲	৪১৲-৪১৲	৪১৲-৪১৲	৪৯৲-৫০৲
কেন এণ্ড কোং লিঃ ...	৪৯৲-৫০৲	৪৯৲-৫০৲	৪৯৲-৪৯৲	৪৯৲-৪৯৲	৪৯৲-৪৯৲	৪৯৲-৫০৲
জা বাথান—বেঙ্গলুর টী কোং লিঃ ...	২৯৲-৩০৲	৩১৲	৩১৲	৩১৲-৩১৲	৩১৲	৩১৲-৩১৲
ইষ্টার্ণ কানাডা টী কোং লিঃ ...	২৯৲	২৯৲	২৯৲-৩০৲	২৯৲-৩০৲	৩০৲	—
বিবিধ—ডালহৌসি সিনেমা কোং লিঃ	১৭৲-১৭৲	১৭৲-১৭৲	১৭৲-১৭৲	১৭৲-১৭৲	১৭৲-১৭৲	১৭৲-১৭৲
বি আই কর্পোরেশন	৭৮৲-৭৯৲	৭৮৲-৭৯৲	৭৮৲ ৭৯৲	৭৮৲-৭৯৲	—	—
বেঙ্গল্যুর ক্রিকেট কোং লিঃ	১৬৫৲-১৬৬৲	১৬৬৲-১৬৭৲	১৬৬৲-১৬৭৲	১৬৬৲	১৬১৲-১৬১৲	১৬১৲-১৬১৲
বোম্বাই ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ * *	—	১৭৫৲-১৭৬৲	—	১৮৫৲-১৯১৲	১৮১৲-১৮৮৲	১৮৫৲-১৮৬৲
ইণ্ডিয়া কেবারেল কেমিক্যাল কোং লিঃ ...	১৮৯৲-১৯৫৲	১৮৫৲-১৮৯৲	১৮৬৲-১৯১৲	১৯৫৲-১৯৭৲	১৯৫৲-১৯৮৲	১৯৫৲-১৯৫৲
আলায়েন্স বিস্কেট	—	১৭৭৲-১৭৯৲	১৮৫৲-১৮৭৲	১৮৯৲-১৯০৲	১৮৫৲-১৮৬৲	—
মিষ্টি এণ্ডিয়াটিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ	১৭৯৲-১৮১৲	১৮ ৲	১৮৫৲-১৮৬৲	১৮৫৲-১৮৬৲	১৮১৲-১৮৩৲	—
এসোসেন্সী এণ্ড কেমিক্যালস্	—	—	৩৫৲-৩৬৲	৩৬৲	৩৬৲-৩৭৲	—

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লুকস • সিট্রোনেলা অয়েল • গ্লু • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কোন :—
গড়বাজার :—১৩৪৯ অফিস
— :—১৪৯২ ফাইবী
টেলিগ্রাম—"ফীলাবাদী"

কলিকাতা মিনারে সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

একটী প্রগতিশীল নির্ভরযোগ্য আধিক প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৩১, ব্যাণ্ডো লেন, কলিকাতা।
তার—WARRANTY, CAL. ফোন : কলি ২৬৯২

অন্যান্য ব্রাঞ্চ

কলিকাতা	বেরেলী	মোরাদ	শ্রিনগর	ইষ্ট. পি
বালীগঞ্জ	চাকা	খুর্জা	কোহারবা	বেনারস
ধৌবাজার	ধরিদাবাদ	বক্সা	পরা	—
বড়বাজার	মরদাবাদ	মুরাদাবাদ	—	বি. পি
—	রামপাইকতি (বীরভূম)	—	—	এলাহাবাদ

সে অফিস—মোরাদাবাদ, মরদাবাদ (বেরেলী)

সুবিধাজনক সর্তে সকল প্রকার লেনদেন করা হয়।
এন বি ঘোষ ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কুমিল্লা
ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস :—
কুমিল্লা
স্থাপিত :—
১৯১৪
আমানতকারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ
নিউ মার্কেট শাখা ২০শে ডিসেম্বর '৪৪—৩১, হিন্দুস্থান বিল্ডিংসে খোলা হইয়াছে।
(ফোন পদবার ক্যাবলস)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—ডি এন মুখার্জ্জি, এম-এল-সি

আজকের কাজে ও আনন্দে আপনার জীবন সার্থক হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার সুখ ও শান্তির কথা ভেবে রেখেছেন? পঁচিশ বছর পরে একটানা অবসরপ্রাপ্ত জীবনে নিশ্চিন্ত শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য আপনি নিজেই কামনা করেন। আপনি আজকের সামান্য আয়ের মধ্যেই সেই কামনাকে সফল করতে পারেন।

ন্যাশনাল
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : চাঁদপুর | স্থাপিত : ১৯২৬ | সেন্ট্রাল অফিস : ২৬৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা অফিস : ঢাকা

৪৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২১৮নং আপার চিৎপুর রোড, ২৪৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (নিজস্ব), ১০৩বি, রাসবিহারী এভেন্যিউ (মালিক)।

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্বত্র

১৯৫৪ সালের কাজের উপর লভ্যাংশ ৫% টাকা হারে এবং ইকুইটির উপর বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এম চক্রবর্তী

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা ফোন ব্যাঙ্ক ৩২৫৩ (৩ লাইন)

চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত	৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত	৪০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত ,,	৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৬,২৫,০০০৲ টাকার উপর

বোম্বাই শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ঐতিহ্যমণ্ডিত হিন্দুস্থান প্রতি বছরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৩০ সালে সূচনা এবং দুর্দিনের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও ইহার প্রভূত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সচ্ছলতার সাক্ষর, বীমাদাতার বিশ্বাসযোগ্য, পলিসিসমস্যাদির নৈপুণ্য এবং দক্ষতাপূর্ণ তদারকীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান সহায়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা ২৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার উপর

বীমা অর্জিত— ৫ বৎসর

ক্রিয়াকালের আয়—১ বৎসর ১২ বৎসর

মোট সম্পদ— প্রায় ৩ কোটি টাকা

দাবী মোট (১৯৫৭-৫৮) তিন কোটি টাকার উপর

মূলধন বীমা (১৯৫৮) ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড,

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা ; উচ্চ বীমা মূল্য ; অধিকতর বীমা প্রদানী (Liberal)

অন্যান্য স্থানে কিছু একেন্ট ও আবশ্যকীয়ের পদ খালি আছে। ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

কলিকাতা শাখা—১২১, ক্লাইভ রো

হেড অফিস : কুমিল্লা

- কলিকাতা
- ঢাকা
- নারায়ণগঞ্জ
- নোয়াখালী

স্থাপিত— ১৯২৩

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত, এম্, এল্, এ, (কেন্দ্রীয়)

সকল প্রকার সুবিধাসহ একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কলিকাতা। ১৯০১ সালে স্থাপিত

চলতি হিসাব ও সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয়।

স্থায়ী আমানতও গ্রহণ করা হয়।

অনুমোদিত সিকিউরিটির উপর ধার, ক্যাশ-ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়।

ডিভিডেন্ড, সুদ, বিল প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

আবেদন করিলে বিস্তৃত বিবরণ জানান হয়।

কলিকাতার ব্রাঞ্চ

ডালহৌসী স্কোয়ার, বড়বাজার, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ; হগ্ মার্কেট, বালীগঞ্জ, বেহালা ও হাওড়া।

অন্যান্য ব্রাঞ্চ

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

গ্রাম : "ট্রেজুরো" কলিকাতা

ফোন : সি কে—২৬৮১

বি মুখার্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : অফি ৫৮-৭৯

হেড অফিস—৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲

আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,১২,৮৫৫৲ ,,

আমানত...এক কোটী টাকার উপর

(১৯৫৪ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যজ্ঞনাথ বাঙ্গর

সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

শিয়ালদহ ও সর্ত অনুসন্ধানে আসা যায়

শাখা—বড়বাজার, হাটখোলা ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), মাহারাজপঞ্জ, চাঁদপুর, মহেশখালির এক এক ব্রাঞ্চ।

সে-অফিস : বিড়লাবিল্ডিং

এ ব্র্যাঞ্চটি,—জেনারেল ম্যানেজার

PHONE :—B. B. 6362 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 22nd January, 1945. সোমবার, ৯ই মাঘ, ১৩৫১ ৩৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

'ডমিনিয়ন ষ্টেটাস' আদায়ের উপায়

আমাদের সময়ে এবং লোকের বেশীর ভাগ লোক যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষায় 'ডমিনিয়ন ষ্টেটাস' বা অধীনরাজ্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছিল, ইহা ভারতের পক্ষে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নহে। ভারতের জাতীয় দাবী ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী

প্রতিটি ব্যাপারে আপনার ঐ বিষ বিদ্যা এদেশবাসীর আয়ত্তাধীন করা হবে।

বেকার সমস্যা সমাধানে কেবল লোকের স্থায়ী কর্মসংস্থানই যথেষ্ট নয়। অনেকের ক্ষেত্রে সবল কর্মক্ষম ব্যক্তিরা অবসরটুকু সবল স্বাস্থ্যসিদ্ধির জন্য ব্যায়ামাদিতে যেভাবে ব্যয় করিতে হয় এ সম্পর্কে ডাক্তারিদের মতামত বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। যোগাই পরিকল্পনার অভিযাত্রা এই শ্রেণীর বেকার সমস্যা সমাধান বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, এদেশে বর্তমানে বেকারে ক্রমিকার্য পরিচালিত হইয়া থাকে তাহাতে বৎসরে ৩ মাস হইতে ৬ মাস অনেক কৃষকের কোন কাজ থাকে না। এই অস্থায়ী কর্মহীনতার প্রতিকার করিতে হইলে কিছু প্রকার বিনিময়ের প্রবর্তন করিতে হইবে। প্রবর্তিত বিভিন্ন কলে ও কারখানার সঙ্গে ব্যক্তি-মালিকী শাসন ও সামাজিক উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রবিশেষে সমবায়ী হইতে হইবে। বিতীয়তঃ উহার সাথে ও উহার অনুসঙ্গে ব্যবস্থায় সাহায্যে অধিকে বৎসরে একটি বেশী ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ অবসর সময়ের উপযোগী নানা শিল্প-ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষমতাধিকারে অভ্যস্ত হইতে হইবে। প্রতিটি বয়স্ক ব্যক্তি প্রত্যেক শিল্প-ব্যবসায়ের যেকোন বৎসরের দুই সময় লোকের কাজের সুযোগ থাকে না। কয়েক মাস কাজে যাহা থাকিয়া পরে প্রতিকর্মিকে সাময়িকভাবে বেকার হইতে হয়। সরকারীভাবে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া এই শ্রেণীর বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্যই এই শ্রেণীর লোক যাহাতে কর্মহীন অবস্থায় বসে কোন শিল্প ব্যবসায়ে কাজ করিবার সুযোগ পায় সেজন্য তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হইবে। বিতীয়তঃ যাতায়াত বৈশাখ ও পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাপক অনুষ্ঠানের জন্য অবসর করিয়া তাহাতে এই শ্রেণীর লোকদিগকে নিয়োগ করিতে হইবে। তাহা দ্বারা সাময়িকভাবে কর্মহীন হইলে লোক যাহাতে সে অবস্থায় জীবিকা নির্বাহের যথাসম্ভব সুযোগ পায় সেজন্য সেবার জীবন বীমা প্রচলন করিতে হইবে। বেকার সমস্যা সমাধান সম্পর্কে যোগাই পরিকল্পনার এই সব নির্দেশ খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আমরা মনে করি।

ব্রিটেনের যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য-নীতি

বর্তমান যুদ্ধযুদ্ধে ব্রিটেনকে সাম্রাজ্যিক ঋণ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে হইতেছে এবং এই বিপুল ঋণভার অবশ্যই কমে তাহার পর পরিমাণ বৈদেশিক সম্পত্তি ক্রমহ্রাস হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশনে বিভাগের সম্পাদক মিঃ হারভেরী অলটোন 'মোর্ণে'র ভাষণ প্রতিবিধির বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এইভাবে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনকে যে বৈদেশিক সম্পত্তি হারাইতে হইবে তাহার মূল্য ৩ শত কোটি পাউণ্ডের কাছাকাছি। যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেনের উদ্বৃত্ত লেন দিনের যে সমস্ত ছিল, তাহা বাদ্যের যুদ্ধের পরে অবশ্যই লেন দিনের ব্রিটেন তে ভাল আনা করিতে পারে না এবং ইহার উপর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সম্পত্তির আয় হইতে বঞ্চিত হওয়ায় ফলে তাহার জাতীয় আর্থিক নিরাপত্তাকে সমস্যাপূর্ণ হইবে। মিঃ অলটোন অবশ্য আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, অবশ্যই, শিল্পোন্নতি ও ব্যবসায়ীদের সহযোগে ব্রিটেন যুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেনের রপ্তানী-বাণিজ্য অন্ততঃ ৫০ ভাগ বাড়াইয়া ব্রিটিশ অধিবাসীদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখা হইবে এবং যুদ্ধের পূর্বে যে সকল ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পণ্যাদি বিক্রীত হইত, যুদ্ধের পরের সেই সকল ক্ষেত্রের বাজার পুনরায় দখল করার জন্য ব্রিটিশ সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

যুদ্ধের পরে যে কোন উপায়ে বাজার দখলে রাখিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ব্রিটেনের রপ্তানী-বাণিজ্য পরিচালনায় যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এখনও প্রকাশ হইতে আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক সংবাদ নাই। অবশ্য একথা সত্য যে, শিল্পোন্নতি যেন হিসাবে ব্রিটেনকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হয় এবং পরিমাণ যুদ্ধ ব্যবসায় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষভাবে আহত হওয়ায় যুদ্ধের পরে তাহাকে রপ্তানী-বাণিজ্যের উপর আরও বেশী নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু বিশেষের বাজারে বিদেশী পণ্য বিক্রয় করিবার যে নীতি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এতকাল অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন এবং যাহার ফলে ভারতবর্ষের মত সম্পদশালিনী দেশ সমস্ত অবাধ শুল্কের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে নাই, সেই নীতি যদি তাঁহারা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধের পরেও চালাইতে থাকেন তাহা হইলে ভারতীয় শিল্পের অধিকতর বিশেষভাবে বিলম্ব হইবে পড়িবে বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতের নিরাপত্তি করিয়া উঠিতে না দিয়া বিদেশী পণ্য বিক্রয় করিবার এই নীতি ব্রিটেনের পক্ষেও বিশেষ লাভজনক বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। অথচ নিজে অন্যান্য এবং অধিকাংশ এই নীতি দেশের পক্ষে ইষ্ট হয়া অধিকতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যুদ্ধের পরে ব্রিটেনের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে হইলে অন্যান্যদের উপরে নির্ভরশীল না হইয়া ব্রিটিশ সরকারের রপ্তানী-বাণিজ্যের পরিকল্পনা পরিম করা উচিত। ব্রিটেনের আদেশকার সাম্রাজ্যগুলি যখনে বাণিজ্যের যে সকল ডিঃ অলটোন প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের নাগরিকদেরও বহুই পরিপূরক হইবে। সেই সকল সকল করিতে হইলে ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে সকল দেশে ব্রিটেনের দৃঢ় বাজার আছে, সেখানকার অধিবাসীদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য-নীতির বিভাগ তাঁহার পরিবর্তনকেও অবশ্যই গ্রাহ্য করিতে হইবে। আমরা আশাকরি সরকার বলিয়াছি যে, শিল্প-প্রসারে দেশের সমৃদ্ধি ঘটে এবং শিল্পোন্নত দেশের অধিবাসিগণ অধিকতর পণ্য যেমন স্বেচ্ছাবাজার কিনিয়া থাকে বিদেশী পণ্যের তাহারা সেইভাবেই অধিকারের কিনিতে সক্ষম হয়। ভারতে আজ শিল্প-প্রসারের যে উদ্যম দেখা যাইতেছে, ব্রিটিশ যদি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্প-প্রসারিত সেবাদানের সেই ইচ্ছা সফল করিতে সাহায্য করে তাহা হইলে ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করার প্রভূত সম্ভাবনা থাকে। এই ভাবে এদেশবাসীর ক্রমবর্ধমান ক্রয়শক্তি যুদ্ধের পরে ব্রিটেনের সহিত যদি তাহাদের মৈত্রীভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে ভারতের বাজারে সুযোগের তুলনায় বিদেশ পণ্য বিক্রয় করার ব্রিটেনের পক্ষে অসুবিধাজনক হইবে না। বাস্তবিক ভারতের মত প্রভূত সম্ভাবনাময় দেশকে ক্রমে ক্রমিয়া ক্রমিক্রেতিক এবং ক্রমিক ক্রমিয়া বাজার ক্রমে ক্রমে ক্রমে এবং এইকাল এদেশে এই সাধীন নীতি অনুসরণ করা হইয়াছিল বলিয়াই ব্রিটেন আমাদের মুখাপেক্ষী পণ্য বিক্রয় করিয়া আশানুরূপ লাভ করিতে পারে নাই। যুদ্ধের ফলে বর্তমানে ভারতের আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক সোনালীয় হইয়া পড়িয়াছে, নিরাপত্তি অনেকী পরিমাণে প্রসারিত না হইলে এবং আর সংযোগ দেশবাসীর মূলধন এবং স্থায়ী কারখানার সংযোগ না হইয়া যুদ্ধের পরে ভারতবাসীর পক্ষে যে আর্থিক সমস্যা দেখা বিদেশী পণ্য ক্রয় করা সম্ভব হইবে না ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। মোট কথা যুদ্ধোত্তর কালে ভারতকে নিরোধের বাজার ক্রমে না করিয়া ব্রিটিশ সরকার যদি পূর্বের মত এদেশকে ক্রমিকেন্দ্রিক করিয়া রাখিতে চান এবং দেশবাসীকে বঞ্চিত জীবন-যাপনে বাধ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহারা শুধু ভারতবর্ষের ক্ষতি সাধন করিবেন না, সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার যুদ্ধের মুহূর্তাবাদ করিবেন।

ভারতের চিকিৎসা সমস্যা

জাতীয় জীবনের অন্যান্য সমস্যার সহিত জনস্বাস্থ্যের প্রভাব সমস্যা বলিয়া পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশের গভর্নমেন্ট দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া থাকেন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। ভারতবর্ষের মত দেশে সাধারণ লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের জন্য যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতের বিভিন্নটি পরিকল্পনাতেও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন স্বীকার করা হইয়াছে। অবশ্য দুঃখের বিষয়, আমাদের এই পরাধীন দেশে গভর্নমেন্ট জনস্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিলেও প্রতি বৎসর কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিলেও তাহাদের দৃষ্টি সবল দেশে সর্বসাধারণের উপর নিপতিত হয় না বলিয়া দেশ পরাধীন সরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থা এদেশের জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হয় না। ভারতবর্ষে গভর্নমেন্ট রোগের প্রাদুর্ভাব হিসাবে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার যথেষ্ট গ্রহণ করেন না এবং এদেশের প্রায়োজনে চিকিৎসার অভাবে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ দেশবাসী প্রতি বৎসর অসহায়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জনস্বার্থ সম্পর্কিত অন্যান্য নানা বিষয়ের মত চিকিৎসা ব্যাপারেও গভর্নমেন্ট সর্বদাই এক বিদেশের মুখাপেক্ষী থাকার ফলে এবং এইভাবে দেশের ঐক্যের অনুপস্থিতি আত্মসম্মানহীন হইয়া পড়া বিষয়ের ফলে সরকারী ব্যবস্থায় দেশবাসীর সহানুভূতি অন্তরঙ্গ হয় না। সম্প্রতি যুদ্ধোত্তর ব্যয়ে পরিকল্পনা গঠনের জন্য ভারত সরকার বিদেশ হইতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আনাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সব বিশেষজ্ঞের এদেশের জনসাধারণের ও জীবন-যাপনের প্রণালী সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই এবং তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহার করিবার বলা চলে যে, অজ্ঞান অন্ধকারে বাণ করিয়া এদেশবাসীর ব্যয়ে সম্বন্ধে তাঁহারা এবং কোন নিশ্চিততা অর্জন করিতে পারেন না, যাহার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধোত্তর ব্যয়ে পরিকল্পনা গঠন করা চলে। গত ১৯৩৮ সালে বিভিন্ন কার্যসূচনার নিখিল ভারত মেডিক্যাল কনফারেন্সের সভাপতি ডাঃ জীবরাজ মেহতা ভারতের জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার সমস্যাবেদনের যেই উদ্দীপনা মনোভাবিত তীব্র নিন্দা করিয়াছেন এবং সমস্যাবেদনে যে এদেশবাসীর ব্যয়ে সম্বন্ধে একটা অভিজ্ঞতালব্ধ ভারতীয় চিকিৎসকদের সাহায্য না লইয়া নিছক পর্যবেক্ষণ করিতে বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ডাঃ মেহতা যথার্থই বলিয়াছেন যে, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিকল্পনা রচনার যদি সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞতা অত্যাবশ্যক বলিয়াই সরকারের মনে হয়ের তাহা হইলে তাঁহাদের উচিত ভারতীয় চিকিৎসকদের উপযুক্ত অভিজ্ঞতালাভ করিতে পাঠাইয়া দেশসমূহে প্রেরণ করা; কিন্তু এদেশবাসীর সমস্যাদীর ব্যয়ব্যাধির জীবনের সহিত তাহাদের কোন পরিচয় নাই তাহাদের উপর এদেশবাসীর ব্যয়ে সম্পর্কিত অভিযুক্ত পরিকল্পনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া নিতান্তই নিরুদ্ধে। ভারত সরকারের চিরাচরিত ধেয়ালখুশীর নমুনার ডাঃ মেহতা এই সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মেডিক্যাল কাউন্সিল বা চিকিৎসা সম্বন্ধে বহু বহু দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতে এখনও পর্যন্ত যে অন্ধ সংখ্যক ভারতবাসীকে গ্রহণ করা হয় তাহা আশ্চর্যজনক দুঃখের বিষয়। ভারতের ১১টি প্রদেশের চিকিৎসা হাসপাতালগুলিতে ১১ জন ইয়ুরোপীয় মেডিক্যাল অফিসার, কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই অভারতীয় হইবার কারণ কি? এদেশের চিকিৎসা-ব্যবস্থা এদেশবাসীর ব্যয়ে প্রয়োজনের সহিত অপরিচিত বিদেশীর হাতে থাকিলে জনসাধারণ কখনই আশানুরূপ সুবিধা লাভ করিতে পারে না বলিয়া ডাঃ মেহতা মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক ডাঃ জীবরাজ মেহতার ন্যায় বিজ্ঞ চিকিৎসক অন্যান্য সমস্ত সরকারী ঔদ্ধত্যকে উপেক্ষা করিয়া যেভাবে উচিতকথা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই অপদার্থ সরকারের মুখ রক্ষা পাইবার বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের দেশে চিকিৎসাধীন চিকিৎসকের সংখ্যা মাত্র ৪০ হাজার, ইহার মধ্যে ৩৩ হাজার চিকিৎসক সহর জীবনযাত্রার শ্রেণীর সহরে বাস করেন, বাকী মাত্র ১০ হাজার চিকিৎসক ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া

যাবেন। এই হিসাবে প্রত্যেকে প্রতি ৫০ হাজার লোকপিছু একজন করিয়া চিকিৎসক পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় অত্যন্ত দরিদ্র জনসাধারণ যদি সরকারী চলাচলি লাভে বঞ্চিত হয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠী যদি তাহাদের রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে যথোচিত উপায় অবলম্বন অসম্ভব না করেন তাহা হইলে তাহাদের বাঁচিয়া থাকা দিন-দিন কঠিনতর হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সফর করিয়া বিদেশী স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞগণ বর্তমানে বিদেশী মুদ্রার অভাব বড় অনুভব করিয়া আসিতেছেন। যেসকল জীবাণুর বিদেশাগত উপায় নির্ণয় না করিয়া আমরা সময় থাকিতে কার্যকরভাবে ভারতের জল-বায়ু সম্পর্কিত পরিবেশন পরীক্ষা করা যায় না। সেইজন্য এই প্রদীন ও বিজ্ঞান চিকিৎসকের উপযোগ পরামর্শগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

তুলার উৎপাদন ও চাহিদা

ভারতে তুলার উৎপাদন ও চাহিদা সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের ট্রাইবিউন নেটা এক হোসাবী সমীক্ষা একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৩-৪৪ সালের শেষে ভারতে ৭৫ লক্ষ ৫০ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে (১৯৪৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত) মোট ৪৫ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই ১৯৪৪-৪৫ সালে মোট তুলার ঘোট যোগান দাঁড়াইবে ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার বেল। ঐ সালে তুলার সম্ভাবনার চাহিদার কথা আলোচনা করিতে গিয়া উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ইউরোপে যুদ্ধের অবসান যাহাই হউক না কেন আপাতদৃষ্টিতে সে আশা অত্যন্ত দূরে তাহার সময়ে কাল যুদ্ধ করিতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাজেই ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারত পর্যবেক্ষকের সামরিক বিভাগের জন্য যতদূর তুলার প্রয়োজন হইতে পারে তাহা অপেক্ষা কম তুলা তাঁহারা আমদানি করিবেন না, বরং তাহা তাঁহারা আরও বৃদ্ধি করিবেন বলিয়াই মনে হইতেছে। ইউরোপের যুদ্ধ যখন শেষ হইবে তাহা অনিশ্চিত। তবে ঐ যুদ্ধ যদি অদূর ভবিষ্যতে সমাপ্ত হইয়া যায় তথাপি প্রথমে জার্মান যোদ্ধার ও পরে মিত্রশক্তির যোদ্ধার ইউরোপের রেলপথে চলাচলোপযোগী যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধ শেষ হইলেই তাহাদের সেই সব রেলে উপযুক্ত পরিমাণে তুলা উৎপাদিত হওয়ার আশা নাই। ফলে তুর্কীস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেই সব রেলের অভাব কিছুদিন মিটাইতে হইবে। সেজন্য বিদ্যা বাদ দিলেও ভারত পর্যবেক্ষকের অন্ততঃ ভবিষ্যৎ বৎসর দুইটের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাহাদের উৎপাদিত তুলা বিদ্যা ভারতের হাতে এতদ্দেশীয় বস্ত্র-শিল্পের সহিত সম্বন্ধতঃ কোন প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। ফলে ভারতের চাহিদা মিটাইবার জন্য ভারতের তুলাগুলির দিকেই বেশী করে উৎপাদনের সুযোগ দেখিতে হইবে। ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের তুলাক্ষেত্রে ৫১ লক্ষ ৫০ হাজার বেল পরিমাণ বেশীর তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে সেখানে ৫৯ লক্ষ ৫০ হাজার বেল পরিমাণে বেশীর তুলা ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে ১৯৪৪-৪৫ সালে বিদেশে তুলার চলাচল বাড়িবার আশা এখনকারই নাই বলা চলে। চীন ও জাপানে তুলা চালান দিবার সুযোগ অদূর ভবিষ্যতে উপযোজিত হইবে না। ইউরোপের যে সব দেশ জার্মানীর কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে সে সব দেশে তুলাক্ষেত্রগুলি আমেরিকা প্রভৃতি হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। কাজেই সে সব দেশের আগামী তুলার রাশী-বাজনা বাড়িবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী কর্মপ্রচেষ্টায় বাড়িবে তুলা চলাচলীর যে ব্যবস্থাটি অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে তুলা কাটাইবার জমির পরিমাণ বাড়িবে বটে কিন্তু বাড়িলে তাহা তুলার ঐ সেবাই প্রথম করিবে। সে হিসাবে ভারতীয় তুলার চলাচলী এবারকার মতন ১ লক্ষ বেলেরই নীচাবস্থ বাড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে মোট ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার বেল তুলা ব্যবহৃত হইবে, ৯ লক্ষ বেল বাড়িবে ভারতীয় হইবে, আর ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বেল মোট বাড়িবে ব্যবহৃত হইবে। তাহাতে ঐ সালে মোটামুটি ৭২ লক্ষ বেল তুলার চলাচলি হইবে। ভারতে এবার প্রতি তুলার উৎপাদন খরচ আগের চেয়ের তুলনায় কম। এবারে উৎপন্ন তুলা তাহার অনেকটা নিম্নই বলিবার। ভারতে বিদেশী তুলার প্রতিযোগিতার সম্বন্ধে ভারতীয় তুলার কার্টার বাড়াইতে হইলে এবারে এবার প্রতি তুলার উৎপাদন বাড়াইবার ও দেশী পরিমাণে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদন করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা করিয়াছে বলিয়া আলোচ্য রিপোর্টে মন্তব্য করা হইয়াছে। এদেশীয় তুলা-চাষীদের স্বার্থের দিক হইতে এ মন্তব্য সর্বথা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি।

অন্ধকারের গতি

ভারত সরকার পূর্ব আসাম রেলওয়ে চলাচলি ব্যবস্থা যখন ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রেরণ করিতে শুরু করেন তখন অনেকের মনে হইয়াছিল যে, এই আক্রমণের ফলে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের অনেকখানি যুদ্ধ সরঞ্জাম মাত্রাই জার্মানদের হাতে পড়িয়া যাইবে সন্দেহ হইবে। তবিষ্যৎ এই পাল্টা-আক্রমণের পরিণতিতে জার্মানীর পক্ষে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই, তথাপি আকস্মিক আক্রমণের ঔজ্জ্বল্যে তাহারা পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে অন্তত পরিমাণ বিপর্যয়ের গতি করিয়াছে এবং এখন বিজেতার সঙ্গে বিজেতের ব্যবধানও করিয়া পূর্বাপর অবস্থার অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে যে সময় লাগিবে তাহার মধ্যে জার্মানী পূর্ব রণাঙ্গনের তার অক্ষৌহিণী অধিকারের অন্ত সক্রিয় কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে। এইভাবে মুলতঃ পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনে আক্রান্ত হইয়া বিপর্যস্ত হইবার সম্ভাবনা হইতে বেলজিয়াম চলাচলি উপস্থিত জার্মানীকে বাঁচাইয়া দিয়াছেন বলা চলে। তবে যুদ্ধের গতি বর্তমানে যেরূপ তাহাতে সামরিক-ভাবে উভয় রণক্ষেত্রেই মিত্রবাহিনীকে অধিকারের ব্যবস্থায় সাময়িক অর্জন করিলেও জার্মানীর পক্ষে খুব বেশীদিন দুইটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ চালান সম্ভব হইবে সন্দেহ নাই। পশ্চিম রণাঙ্গনের বিপর্যয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া পূর্ব রণিয়ার, পোল্যাণ্ডে, হাঙ্গেরীতে বা চাইলেসিয়া দীমান্তে সোভিয়েট সৈন্যের অধিকার করিবার জন্য জার্মানীকে এখনও কোন হাসপাত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেখা যায় নাই। এদিকে বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ অঞ্চলের মিত্রসেনা ইতিমধ্যেই জার্মান পাল্টা-আক্রমণ প্রায় প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং অনেক জায়গায় তাহারা পুনরায় আক্রমণ চালাইতে শুরু করিয়াছে। ইউরোপের যুদ্ধ পূর্ব রণিয়ার রণাঙ্গনে বর্তমানে জার্মানদের তাড়াহিলেও তাহা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। চীন হইতে উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদ না পাওয়া যেলেও এখানে বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলের এক রণাঙ্গনের যুদ্ধের গতি এখন বিপ্লবাত্মক অনুকূল। যুদ্ধ খুব নীঘ্র শেষ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা করিয়া কম তথাপি আমরা আশা করি যে, আমাদী অন্তত সরকারের মধ্যেই যুদ্ধের সমাপ্তির অবস্থা আমাদের কাছে মোটামুটি পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

পশ্চিম ইউরোপের রণাঙ্গনে আলোচ্য সপ্তাহে মিত্রসেনা দৃঢ়তরভাবে জার্মান পাল্টা-আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া সফল হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। আর্ডেনেস অঞ্চলে জার্মানদের এখন আক্রমণাত্মক সংগ্রাম চালাইতে হইতেছে। প্রধানতঃ লুক্সেমবার্গ অঞ্চলে মিত্রসেনা বর্তমানে সাফল্যজনক আক্রমণ চালাইয়া জার্মানীর অভ্যন্তরে লুক্সেমবার্গ হইতে ১০ মাইল দূরে মেরিক ও ইটেল নামক দুইটি বড় ঘাঁটি দখল করিয়া লইয়াছে। ট্রায়-পূর্বদিক উত্তরে বাইল জার্মানী ঘাঁটির এ সপ্তাহের যুদ্ধের অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত আছে এবং মেলজিয়ামের অবস্থান অঞ্চলে আলোচ্য সপ্তাহে জার্মানদের আক্রমণের উত্তর-পশ্চিমে গুরুত্বপূর্ণ স্থল উলিজিজেন অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্ব ইউরোপের রণাঙ্গনের সংবাদে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে রুশ-সেনা কার্পেথিয়ান পর্বতশ্রেণীর সানুদেশ হইতে পোল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া পূর্ব প্রুশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত ২৫০ মাইল রণাঙ্গনে ঔজ্জ্বল্য আক্রমণ শুরু করিয়াছে। পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ এ-সপ্তাহে রুশসেনার করায়ত্ত হইয়াছে এবং পশ্চিম পোল্যাণ্ডের লডজ সহর সিলেসিয়া ও জার্মান সীমান্তে সিলেসিয়া শহীর ঘাঁটির আক্রমণ করিবার জন্য ঘাঁটি করিয়া দার্শান কোর্সিয়েভের বাহিনী বর্তমানে প্রবল প্রতিরোধের ভিতর দিয়া জার্মান সাইলেসিয়ার ভিতর আক্রমণ চালাইতেছে। রুশবাহিনী রাজধানী যুক্তরাষ্ট্রের অভাবে এ সপ্তাহের রাজনৈতিক বক্তিবাহিনীর সহিত রুশসেনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, একদল মিত্রসেনা আলোচ্য সপ্তাহে রুমানিয়ার উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলসমূহের উত্তরে পোল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে প্রকাশ যুগোস্লাভিয়ার যুদ্ধের ফলে রাজধানী বেলগ্রেড প্রবল জার্মান-প্রতিরোধের ভিতর দিয়া আজ বিপুলের অঞ্চলে হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, সিলাভের উপ-সাগরের উপকূলভাগে এসপ্তাহের অনেকগুলি যুদ্ধই সৈন্যদল অবতরণ করিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সংবাদে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে ত্রিটিশ সৈন্যদল চীন-ব্রহ্ম সীমান্তের মেন্ত্র জাপ-ঘাঁটি মাইটকিনা দখল করায় চীন-ব্রহ্ম সড়ক পুনরায় উদ্ধৃত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তাহা হইতে যে পথ মাইটকিনা চীন-ব্রহ্ম সড়কে গিয়া মিলিয়াছে সেই পথের উপর অবস্থিত এবং মাত্র হইতে ইরাবতী দূরত্ব ৫০ মাইল। উক্ত গ্রহে সোভিয়েট সহর দখল করিয়া যে মিত্রবাহিনী বর্তমানে রাজধানীর দিকে অভিযান চালাইতেছে তাহারা আলোচ্য সপ্তাহে আর কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, রাজধানীর দক্ষিণ হতে জাপানীরা ইরাবতী নদীর তীরে পজিশনটি খুব দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহারা মিত্রসেনার সহিত তাহাদের প্রবল সংঘর্ষ শুরু হইবে। আকাশযানের সাহায্যে অঞ্চল হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ইংলণ্ডবাসী মিত্রসেনার সহিত জাপানীদের কয়েকটি ছোট ছোট সংঘর্ষের সংবাদ আসিয়াছে।

জনসাধারণের সাহায্যে দেশের সেবায়
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।
এশিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
১২, ড্যাকসন লেন, কলিকাতা
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
বি এম বি দাস।

জনকল্যাণ ও জাতীয় আয় বণ্টনের সমস্যা

[illegible] ভার সুকুমারেশ ঘোষদস্তিদার, সি এ এস আর সি [illegible] ও সি সি সি সিলেক্ট এক্সপার্ট অন প্রাক-[illegible] শিল্প-ব্যবসায়ী জাতিসমূহ আর্থিক উন্নতির জন্য গত ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে যোজনা কমিশনের একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই পরিকল্পনার (যাহা যোজনা পরিকল্পনা নামে খ্যাত) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ ও যানবাহন সম্পর্কে নানা উন্নতিমূলক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং কৃষি ও শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে অভিলক্ষিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যদি কর্মীদের দেশের লোক যে বিরাটকায় অন্যান্য পরিকল্পনা পরিচালনার জন্য কোন অর্থ পথ উৎপাদন ও অধিক পরিমাণে জাতীয় আয়ের সমস্যার ব্যবস্থাই তাহাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন, উন্নতি সাধন করা যাইবে না। দেশের এখনো কোন আদর্শ পরিকল্পনা তাহাদেরই করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের অবস্থার কিছু পরিবর্তন করা যায়। সেইজন্য এখনো কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই। যোজনা পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা কোথা হইতে আসিবে সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা হয় নাই। ইহাতে দেশের অধিকাংশ শ্রেণীর লোকের নিকট এই পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা হতাশার ভাব জাগিয়াছে। সম্প্রতি যোজনা পরিকল্পনার একটি দ্বিতীয় খসড়া প্রকাশ করিয়া উহার প্রস্তাবিত কাজগুলি কার্যকরী করিতে যে সব কর্মীর সম্পর্কে তাহাদের মতামত ও নির্দেশ জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে বর্তমানকালের বাধার ও অসুবিধা কি কি হইতে উহাকে অতিক্রম করিতে হইবে তাহারা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কর্মীদের সম্পর্কে যোজনা পরিকল্পনার (দ্বিতীয় খণ্ড) বিশেষভাবে বর্তমানে প্রয়োজন আমরা বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিব।

যোজনা পরিকল্পনার প্রস্তাবিকারা বলিয়াছেন, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ইতিপূর্বে তাহারা দেশের প্রত্যেক উন্নতির পরিমাণের একেবারে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার যে সমস্যের কথা। কিন্তু দেশে যদি কর্মীদের সম্পর্কে বর্তমানে যে অবস্থা বর্তমান রহিয়াছে তাহাতে কেবল দেশী পণ্য উৎপাদনের সুবিধা হইলেই দেশের লোকের বাড়িয়া ও সুবিধার অবসান হইবে না। পণ্য উৎপাদন করিয়া অবসান উপযুক্ত আয় না পাইলে ক্রয় করিবার সুযোগ বর্তমানে সাধারণের খুবই কম। জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ অল্প কয়েক শ্রেণীর লোকের হাতে গিয়া কেন্দ্রীভূত হওয়ায় দেশের অধিকাংশলোকেই বর্তমানে অত্যন্ত দীনভাবে দিন যাপন করিতে হইতেছে। ১৯৪৯-৫০ সালে আয়করের লোকদের পরে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৯ টাকা। পল্লী, সহর এবং সহরাঞ্চলে পরিবারগুলি অবস্থার কথা বিবেচনা এই [illegible] সংখ্যাতত্ত্বিদ নহে, কিন্তু ভাহাতে অধিকাংশের আয়ই ছিল এই পরিমাণের চেয়ে [illegible] আয়কর লোকদের কৃপা আদায়কারে [illegible] করিলে জানা যায়, তাহাদের মধ্যে [illegible] আয় বৎসরে ৫১ টাকার নিম্ন [illegible] যোজনা পরিকল্পনার প্রস্তাবিকারা মন্তিষ্কে [illegible] অবস্থার অবসানকল্পে আর্থিক [illegible] উন্নতি সাধন করিতে হইলে এবিষয়ে [illegible] পরিবারের পৌরিবার বৃদ্ধি করিয়া [illegible] আয় বৃদ্ধির ভাবে সাধারণের হইবে, [illegible] আয়ের সাধারণের নিজস্ব [illegible] এবং তাহার ব্যবহার অবশ্যই [illegible]। এবংবিধ সমাজ-ব্যবস্থার [illegible] ও কর্মীদের ব্যবস্থাবলম্বন করিতে হইবে সুবিধা হইবে বিশেষ বলিয়াছিলেন করা প্রয়োজন। এবংবিধ দেশের প্রয়োজনের সুবিধার সঙ্গে শ্রেণীর লোকের হাতে দেশী এবিধিবার কেন্দ্রীভূত হইয়া না পড়ে তাহার সুযোগ বিধান করা। বিশেষতঃ এজন্যই লোকের জন্য একটা বিরাট আয়ের ব্যবস্থা করা ও তাহা করের উপার্জনের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা দেওয়া।

এই ধরনের ব্যবস্থা আমাদের বিরাজমান ও সম্ভাব্য পরিমাণে কার্যকরী করা যাইতে পারে যোজনা পরিকল্পনার প্রস্তাবিকারা অবশ্যই তাহা নিয়া আলোচনা করেন। তাঁহারা বলেন, আমাদের দৃঢ় অবলম্বন ও কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়াতেই আয় বণ্টনের দেশের বর্তমানে এতটা বিরাজমান বৈষম্য দেখা দিয়াছে। আয় বণ্টনের যে অসম দূর করিতে হইলে মূলশক্তি ও অসাম্যবাধক প্রকৃতির উপর মুষ্টিমেয়ের অধিকার ও তাহার অবসান করা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সে সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণ শ্রমিক ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক সুযোগ সংগঠন করিতে হইবে। কর্মীর মালিকানা বন্ধ অল্প পরিমাণে অধিকার শ্রেণীর হস্তান্তর থাকায় দেশে প্রচুর বাধিত ও অর্থের তাহাই অন্যের ক্ষেত্রে তাঁহারা প্রস্তাবের অধিকার আদেশ অন্য দৃষ্টান্ত করিয়াছেন। মূলধন-সাধন ব্যবস্থায় সংযোগ করিয়া তাঁহাদের যে আয়ের সুযোগ প্রস্তাবের অনুকূলে করা করিতে হইবে। এবং আরো আরও অধিক সাধারণ প্রকাশ সাধারণ দেশের সর্বসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের নিকট মূলধন সম্পর্কে একটা সাধারণ-সম্পর্ক করিয়া তুলিতে হইবে। শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে দেশী ব্যবসায় লোকের কর্তৃত্ব ও অধিকার অতিরিক্ত করা যায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দেশের যুক্ত ও মূলধন নিয়ের সুযোগ আমাদের প্রয়োজন করিতে হইবে। দেশের অবস্থাপন্ন অংশের কর্মীদের নিকট মূলধন সংগ্রহ করিয়া যখন অন্যের ব্যবসায়ের দেশী সংস্থার শিল্প-প্রতিষ্ঠান করিয়া তুলিতে হইবে। শিল্প-সোসাইটির দেশের অধিক সংখ্যক লোকের নিকট করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমা ছাড়া দেশে সমবায় প্রথায় শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। অবশ্যপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও সৌজন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান সরিয়া দেশের হস্তগত করিতে হইবে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সংগঠনের ব্যাঙ্কের মূলধন ও পরিচালনাধীনে শিল্প মুষ্টিমেয়ের অধিক সংখ্যক পর বন্ধ করিতে হইবে। ব্যবসায়ে যে দেশী অর্থ সঞ্চিত শ্রেণীর লোকের হাতে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইতেছে তাহা। অবস্থাবিধানের কল্যাণে ইতিমধ্যে সরকার উপায় অবলম্বন করিয়াছে। এই সমস্ত দেশে দেশের অধিক আয়ের সহায়তায় দেশী ব্যবসায়ের ব্যবস্থা হইতেছে। অবশ্যপ্রয়োজন পরিমাণে মূলধনের আমদানি করা হইতেছে। আমাদের অধিকারে ঐ প্রকারীতে মূলধনিক কার্যাদিতি ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দেশে যদি কর্মীদের, নিজস্ব আয়ের দিন দিন বর্ধিত হইবে।

যদি কর্মীদের আদায় দূর করিবার সঙ্গে সাধারণের অবস্থাবৃদ্ধির আয় বৃদ্ধি সম্পর্কে এবং তাহাদের জীবনযাত্রা-মান আরও করা সম্পর্কেও আমাদিগকে বলপর হইতে হইবে। যোজনা পরিকল্পনার উদ্যোগীরা সে সম্পর্কেও কতকগুলি সমবায়-যোগ্য নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের নির্দেশসমূহ সংক্ষেপে এইরূপ :— (১) দেশের লোকদের যেকোন সমস্যা দূর করা, (২) কৃষি ও শিল্প প্রভৃতির দেশের লোকের মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি করা, (৩) কৃষি-শ্রমিক ও শিল্প-শ্রমিকদের মজুরীর হার বর্তমানে যাহাতীয়ের ব্যবস্থা করা, (৪) কর্মিদলের শিল্প-ব্যবসায় উন্নতি প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত সংখ্যার জন্য মূল্য পাইবার সুযোগ দেওয়া, (৫) কৃষকদের কল্যাণের জন্য সমবায় পণ্য উৎপাদন ও পণ্য বিক্রয় সমিতি স্থাপন করা।

এখনো এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ও সাম্প্রদায়িকভাবে কর্মীদের আমাদের আমাদের মূলধন-মূর্খতা অসহিষ্ণুতার হইয়া দেখা দিয়াছে। এই দেখার সমস্যা খুব বড় হইলেও জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধিত করা অসম্ভব। যোজনা পরিকল্পনার দ্বিতীয় খণ্ডে এই সমস্যা খুব বড় সম্পর্কে যে উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে আমরা আগামী একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে তাহা নিয়া আলোচনা করিয়াছি। বাণিজ্যিক কৃষি ও শিল্প-সংগঠন উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যোজনা পরিকল্পনার প্রস্তাবিকারা বলিয়াছেন, লোকের নিজস্ব কার্যকরী শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া, প্রতিষ্ঠান ও শিল্প পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া, উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ প্রণালিকা করিয়া এবং ভাল সার ও বিদ্যুৎ-শক্তি নিয়োগের সুযোগ করিয়া এখনো বাণিজ্যিক উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় বাড়ানো যাইতে পারে। কৃষি-পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে বাজারের ব্যবস্থা করিয়া, গুদাম পণ্য উৎপাদন করিয়া কৃষকেরা বর্তমানে তাহার ন্যায্য মূল্য পাইতেছে না। উপযুক্ত সুযোগের ব্যবস্থা পণ্য বিক্রয় সমিতি গঠন করিলে উৎপন্ন পণ্য-ভাণ্ডারের ব্যবস্থার সুবিধা হইবে। কৃষকদের সঙ্গে সমবায়ের ভিত্তিতে ঋণদানের ব্যবস্থা করিলে পণ্য অনেক হইবে। এইরূপভাবে বাস করিয়া বাকিয়া সমবায় আরো ছাড়া মূল্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাইবে। বাজার বিস্তার, ঋণ ও অন্যান্য ছাড়া ঋণ নির্ধারণ এবং উৎপন্ন পণ্যের শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি বিষয়ের সুব্যবস্থা দ্বারাও ছাড়া মূল্য পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হইতে পারে। মজুরীর হার সম্পর্কে উপায়ের আলোচনা করিয়া, মূলধন পুরোপুরি এমনের কৃষি-শ্রমিকের পক্ষে বৈধিক মাত্র দুই আনা হইতে পাঁচ আনা বাড়ানো যাইতে পারে। মজুরীর এই আমার সমান পাইলে ও যোগী কৃষি-শ্রমিকের মূলধনিকা অসম্ভোষিত হইবে না। কৃষি-উন্নতি ও কৃষি-আয়ের ব্যবস্থার সমবায় সাধনের পর বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া কৃষি-শ্রমিকের জন্য মজুরীর একটা নিম্নতম হার নির্ধারণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইবে। বর্তমান সময় দেশীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের জন্য নিম্নতম মজুরীর হার নিম্ন মজুরীর সময় এমনও খাদে আছে যাহা অবশ্যই অবস্থাবিশেষে ঐ ধরনের নির্ধারিত-নিয়োগের সুযোগ দে বর্তমানের না থাকে তাহা নয়। যোজনা পরিকল্পনার অভিযাত্রীরা কৃষক দেশের কাপড়ের কল, চিনির কল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, লাই শিল্প, সিমেন্ট শিল্প ও অন্য শিল্প প্রভৃতি মূলধনিক শিল্প সম্পর্কে ঐ ধরনের কার্যকারিতা অভিযোগ করিয়াছেন। ফলে। বর্তমান মজুরীর হার অনুযায়ী এই সব শিল্পের দেশের প্রতিষ্ঠানের নিম্নতম লাভিত্বপূর্ণ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। মজুরীর হার সম্পর্কে একটা কমিটি গঠন করিলে তাঁহারা শিল্প-ব্যবসায়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিম্নতম হার সম্পর্কে সময়োপযোগী পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন।

উপরোক্ত বিভিন্নরূপ অবস্থার করিলে দেশে বাস্তবিক নিম্ন কর্মীদের লোকদের মধ্যে অবস্থার পর হইবে। যোজনা পরিকল্পনার ১৯৪৮ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মার্কিন উন্নতির পরিবর্তন গার্হস্থী ও কার্যকারী সমাজ করা হইয়াছে। ঐ পরিকল্পনার অভিযাত্রীদের মতে ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৫৫ সালে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বর্তমান লোকদের মাথাপিছু আয় নিম্নরূপ দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা যায় :—

	১৯৩৯	১৯৪৪	শতকরা বৃদ্ধি
কৃষি	১১৮৲	২৪০৲	১০৩ ভাগ
শিল্প	১৯১৲	৩৯৮৲	১৫৩ "
ব্যবসা-বাণিজ্য	২১৩৲	৩১৭৲	৪০ "

জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির ফলে যেমন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য আবশ্যিকের অতি নিম্ন সীমা সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। শিল্প ও ব্যবসা প্রভৃতির নিম্ন সীমা প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ধারণে জনসাধারণের সঙ্গে সমতালে হইয়া উঠিতে হয়। উহাদের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রের সাহায্যে দেশে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ও অবৈজ্ঞানিক শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। এর ফলে যানবাহন ব্যবস্থার এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধার প্রসারিত করিতে হইবে।

জাতীয় আয় উৎপাদনের ব্যবস্থা সম্পর্কে ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি বিধান সম্পর্কে যোজনা পরিষদ্‌কল্পনা বিভীষ খণ্ডে যে সব নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে উহাই হইতেছে তাহার সার মর্ম। এই সব নির্দেশ যদি কার্যে তাহা সকল দিক দিয়া সুবিধাজনক ও সমন্বয়যোগ্য বলিয়াই মনে হয়। এই পরিকল্পনায় অভিজ্ঞতাবা দেশের অনেক বড় বড় শিল্প-ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। দেশের দেশের কতিপয় শ্রেণীর লোকের মনে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল যে, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে পূর্বে তাঁহারা যত আগ্রহ বিভিন্নভাবেই নির্দেশ দিয়া থাকুন না কেন জনসাধারণের নিম্নতম প্রয়োজন ও তাহা পূরণ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারের সুপারিশ তাঁহারা এখন করিলেন না। কিন্তু বর্তমানে ঐ বিষয়ে তাঁহারা যে আশ্বাসবিধি উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে জনকল্যাণের জন্য কষ্ট-ব্যবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহাদের আন্তরিকতা আমাদের প্রত্যয় লাভ করিয়াছে। অবশ্য উচ্চ সমাজতন্ত্রবাদীদের মত ব্যবস্থাদির সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিবার এবং ভূমি ও শিল্পব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি অধিকার ও কর্তৃত্ব একেবারে লোপ করিয়া দেওয়ার নির্দেশ তাঁহারা দেন নাই। কিন্তু সুষম অর্থোপায় সীমার করিয়া ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কার, শিল্প-ব্যবসায়ের বিস্তার নীতির প্রসার, শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ, আয়কর ও মৃত্যুকর প্রবর্তন এবং জনসাধারণের জন্যান্য অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহারা অত্যাবশ্যকী সুপারিশ প্রদানে কোন ত্রুটি করেন নাই। এই সকল নির্দেশ যথাযথ কার্যকরী হইলে বর্ষ সমস্যের বর্তমান অসাম্য যে অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইবে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতির পথ যে তাহাতে প্রশস্ত হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জনকল্যাণের জন্য সকল দিক দিয়া দেশে যাহা সমাজতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তন আমাদের পক্ষে ও চরম লক্ষ্য হইলেও বর্তমান প্রতিকূল অবস্থার তাহা প্রবর্তন করিয়া আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে ও সতর্কভাবে সে পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বেসরকারি সমাজের কারখানী শিল্প-বিধান আমাদের কিছুই মূলে উৎপাটিত করা চলে না। সে ক্ষেত্রে কতিপয় দেশে তাহার পরিমাণ দেশের পক্ষে অকল্যাণকর হইয়া দাঁড়াইবারও আশঙ্কা আছে। কাজেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি হইতে জনসাধারণের সহিত একটা সহযোগের ভাব নিয়া আপাততঃ জনকল্যাণের আর্থিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তনই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। সেইরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষে যোজনা পরিকল্পনার কতিপয়ের উপরোক্ত নির্দেশসমূহ আমরা সর্বথা নির্দেশের যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

যোজনা পরিকল্পনায় দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী কর্তৃত্ব ও বিস্তার নীতি সম্পর্কে যে সব নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে সে সকল দিক

ন্যাশনাল বিল্ডিং ইন্সিওরেন্স লিঃ

কলিকাতা

১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তদারকের উপর ডিরেক্টরদের রিপোর্ট ও হিসাবপত্র

অনুবাদকের মন্তব্য

আলোচ্য বর্ষ সম্বন্ধে ডিরেক্টরগণ যে আশার আলোক সম্পাত করিয়াছিলেন, ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, আলোচ্য বৎসরের হিসাব দৃষ্টেই প্রতিপন্ন হইবে, আমাদের সে আশা নিষ্ফল হয় নাই, অনন্য ইহার আমাদের আশা পূর্ণ হইয়াছে। ১,৭১,৩৭৪৲১১ পাইএর মত নীট লাভ বর্তমান একটা অত্যাশ্চর্য কিছু নহে, তাহা হইলেও আমাদের হাতে এমনি ইন্সিওরেন্স কাজের কথা যদি কিছু অনেক, তবে এই লাভকে যথেষ্টই আমাদের সান্ত্বনা বলা চলে। কারণ কারণ হইতে আমাদের ফলিকাতার এজেন্সি বিভাগ কেন্দ্রে যোগাযোগে বাস প্রেরণের অসুবিধার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত। আমাদের সব ব্যবসায়ের রিপোর্টে আমরা যে নূতন প্রস্তাবিত কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, আমাদের আজাদ হিন্দ সম্বন্ধে ইহা ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসের পূর্বে কাজ করার উপযোগী অবস্থায় পরিণত করিতে সমর্থ হই নাই। কাজেই লাভ যেন ভাল হইয়া দাঁড়িয়েছে আমাদের পূর্ব পূর্ব বৎসরের সঞ্চয়াংশের হাত বজায় রাখার পক্ষে ইহা যোগেই বলিতে হয়।

ট্যাক্স ইত্যাদি বাবদ ৮৮,০০০৲ টাকা মজুত রাখিয়া আমরা নিম্নলিখিত সঞ্চয়াংশ গঠনের জন্য প্রস্তাব করিতেছি।

সঞ্চয়াংশের বিলির সম্বন্ধে—

যে সকল অভিনারী শেয়ারহোল্ডারদের ৩১-৩-৪৪ তারিখে মোট ফালিদের টাকা আমার বাকী রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে আমাদিগের মূলধনের উপর শতকরা ১২৲ টাকা হারে আয়কর-মুক্ত লভ্যাংশ এবং যে সকল প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারের ৩১-৩-৪৪ তারিখে মোট ফালিদের টাকা আমার বাকী রহিয়াছে, তাঁহারা আমাদিগের মূলধনের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হারে আয়করমুক্ত লভ্যাংশ পাইবেন।

প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের তাঁহাদের ফালিদি পরিমাণ অর্থাৎ ৭১৫ হারে আয়করমুক্ত লভ্যাংশ (এ পর্যন্ত তাঁহাদের অন্য প্রদত্ত লভ্যাংশ সহ) পাইবেন।

কোম্পানীর বর্তমান অবস্থা বাস্তবিকই বিশেষ আশাপ্রদ। 'বেঙ্গল' 'বেঙ্গল শেয়ার ডিলার' লিমিটেড লিঃ হইতে আমরা যে টাকা ধার করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ শোধ হইয়াছে এবং কেবল তাহাই নহে, আমাদের কোম্পানী এখনে ব্যাঙ্কের এজেন্সী কাজের একজন পাকাপাকাই হইয়াছে এবং পূর্ব বৎসরের লাভ হইতেই ৮০০০৲ টাকা বন্ধুর তহবিলে জমা হইয়াছে।

বর্তমানে দুইটী ব্যাঙ্কীয়ে কাজ, বেশ ফলাফলে চলিতেছে এবং এ পর্যন্ত হিসাবের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাব অপেক্ষা বেশী। দুধের বয়স এখন খুবসামে চলিতেছে, আমরা আশাকরি আশা করিতে পারি যে, আগামী বৎসরের বিশেষ দান অপেক্ষা বর্তমান আর্থিক বৎসরের উৎপাদন অনেক বিশুদ্ধ হইবে।

বর্তমানে পলিসি গ্রহণের অবস্থা বাস্তবিকই বেশ ভেবে প্রসার পরিচয়। এই অসুবিধার জন্যেও আমাদিগকে কাজ করিতে হইতেছে। দান প্রেরণের অসুবিধা এখনও বর্তমান আছাড়া আমাদের বহুসব ব্যাঙ্কীয়ে প্রত্যহ "ডিফা-ডিফ" প্রেরণের সরকারের আদেশানুযায়ী এই প্রেরণের সুবিধে পাইতেছি। কাজেই ঐ ব্যাঙ্কীয়ে প্রত্যহ সম্পূর্ণ জমা এই প্রেরণেই হিসাব করিতে হইবে এবং আশাকরা রাখিয়া রাখা হইবেন যে, বর্তমানে আমাদের প্রত্যহ বিভিন্ন শ্রেণী লেনদেন ও প্রেরণের মাসিকের বিক্রী হইবে মাসে ৩০,০০০ পাউণ্ড "ডিফা-ডিফ" (অর্থাৎ বন্ধুর ব্যাঙ্কীয়ে প্রত্যহ এসব সম্পূর্ণ আসে) সরকারের সময়ে যদি [illegible] "ডিফা-ডিফ" বর্তমানী আমাদের চাহিবার সাধারণের আশ্বাস করাইতে পারিতেছে।

অতএবোপরন্তু, আশাকরা যুক্তি হইবেন যে, বিগত বৎসর হইতে আমরা দুই নেই ব্রেকাপি আসিতেছে। ১৯৪৪ সালের বৎসরান্তে যখন এই ব্যাঙ্কীয়ে একত্রিকরণ কাজ চলিতে, তখন বর্তমানের তুলনায় "ডিফা-ডিফ" বিক্রয় পরিমাণে উৎপন্ন হইবে।

ফোম্পানীর অভিজ্ঞতে যে সবচিত সমুদ্ধতা, তাহা ফোম্পির আয়ব্যয়ানী ফোম্পজন অভিজ্ঞতাই এর অভিমত নির্দেশ করা যাইতে পারে। ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার ফেমের ফেমেরী এবং কৃষি সম্বন্ধের উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়িবে এবং ফেমেরী শিল্পে আমাদের ফোম্পানী অগ্রণী হিসাবে উহাদের নিকটই বিশেষ স্থান লাভ করিবে। বর্তমানে জাতির মূলমন্ত্র হওয়া উচিত — "অধিক যুদ্ধ উৎপাদন কর"। অধিক যুদ্ধ উৎপাদন এবং অধিকতর লাভজনক উপায়ে তাহাতে যুদ্ধ সাহায্য করা যায়, সেজন্য আপাদমস্তক ফোম্পানি ও যুদ্ধ শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। ফেডারেল পরীক্ষাগারের সহায় যুদ্ধ উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু উহা যুদ্ধকে পাইকারি প্রসারিত না করা হইলে সমরে প্রসার সেরূপ সম্ভব। অধিকতর উন্নত ও লাভজনক উপায়ে প্রয়োগ করার জন্য উহা যুদ্ধের উৎপাদনকার্যকে আমাদের হস্ত নিয়ন্ত্রণ ও অধিষ্ঠানাধীনস্থ যাহিনের উপর নির্ভর করিতে হইবে। অতএব ফোম্পানির আয় আমাদিগকেই নিয়ন্ত্রণে লইতে হইবে।

আমাদের নিজেদের ফেমেরী হইতে যাহাতে আমরা প্রয়োজনমত ভাল যুদ্ধ পাইতে পারি, সেজন্য নিজেদেরই উদ্যোগে আমাদের নতুন একটী পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিতেছি। চালনী ব্যাঙ্কীয়ে প্রত্যহ প্রায় হাজার বন্ধ করিয়া যুদ্ধ প্রয়োজন হইবে। অর্থাৎ পত্র এবং টেলিগ্রাফিক প্রণালীতে প্রত্যহ উহাদের চাহিদা মাফিক অন্তত:পক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা প্রয়োজন। তাহা হইলে ফোম্পানীর ফেমেরদানির মূলধন বর্তমানে প্রত্যহ অন্তত:পক্ষে ৫০০০৲ টাকা (প্রতি মাসে ৫৲ টাকা) বাড়িয়া যাইবে, অর্থাৎ বছরের শেষ সময় অন্ত ৬০ টাকা দাঁড়াইবে।

আমরা স্থির করিয়াছি যে, ফোম্পানীর ফেমেরদানির মূলধন হাতে নিজে চাই। আপাততঃ ফেডারেল ব্যাঙ্কীয়ে প্রত্যহ ফোম্পানীর অতি-আবশ্যকীয় আমাদের সহিত বিশেষ পরিচিত আছেন এবং আমরা এই নূতন বন্দোবস্ত মাফিক ফোম্পানির জন্য আমাদের বিশেষী এজেন্টদের সহিত সমঝোতা করিতেছি।

পরিশেষে আমাদের এই ফোম্পানী যেসব-ফোম্পানীর উপযুক্ত সমঝোতা ফেমেরী হাজার অবলম্বিত কলকাতে কাজে লাগাইয়া ফেমের সম্পূর্ণ যুদ্ধের বৎসরের সময় যুদ্ধের যে নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য আমাদের পরিচালক বন্ধুরা ধন্যবাদার্হ। যে-সকল বিশেষজ্ঞের সহায়তা বর্তমানে এবং যে-সকল উপযুক্ত ব্যবস্থাদির অবলম্বিত হইবে নিজেদের কাজ, সেই সেবের নিজেদের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন উপায়ে নিজেরাই এজন্য করিয়া আমরা কেবল কোনও নূতন পরিকল্পনার অংশীদার না হইয়া আমাদের মনে সেবের সেবা করিতেছি। যেদিন কোম্পানি, নিজেই পুরীর ব্যাঙ্কের অভাবে ব্যবস্থাদের মুক্তমুখে পরিচয় হইবে না, সেই দিনই হইবে আপনাদের নিয়োজিত অর্থের পূর্ণ প্রতিদান। আমরা আশা করি, সেদিন আমরা এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিব, যখন আমরা অন্যান্য ফলের মূল্য ফেমের প্রত্যেক নিজকে আমার প্রত্যেকটীয় পুরিমান ধরে সমবয়ের মনে হইবে।

অতএবোপরন্তু, ফোম্পানী এলাকার যে সব কাজ ফলিয়াছে, তজ্জন্য আমরা কর্মী আপনারা আমাদের পুরিত এজেন্টদের ফাইনেন্সিয়াল এজেন্টস্-এর অভিনিধি, মিঃ এস ফোম্পানিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমাদের এই ফেডারেল "ডিফা-ডিফের" যে নতুন ব্যবস্থা হইয়াছে এবং যাহার উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, তজ্জন্য ফেডারেলিয়াল ব্যাঙ্কসমূহের [illegible] যে এর পরিচালক নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহাদিগকে

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

আমাদানের প্রতিযেধক উৎপন্ন—বেম্বে-প্রেসিডেন্সি সাপ্তাহিক সংবাদে প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানীকৃত 'সালফারোফেনিকাইন' ভারতে প্রস্তুত করিবার এক কারখানা স্থাপন করিয়াছে। বাজারে সুলভ ইন্ফ্লুয়েঞ্জার এবং ভারতে বে-সাময়িক অধিবাসীদের আমাদানের প্রতিযেধক এবং আরোগ্যকারী ঔষধ হিসাবে উক্ত 'সালফারোফেনিকাইন' ব্যবহৃত হইবে। 'সালফারোফেনিকাইন' আমাদের রোগের বিরুদ্ধে-প্রভেদে ফুলফল অবশ্য করিয়াছে। আমাদের রোগিদের উহা পাইবার অথবা উহাদের হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে। এতদ্দেশীয় রাসায়নিক দ্রব্যের অভাবের জন্যই আমরা উক্ত ঔষধ বর্তমানে প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

ভারতের ইতিহাস রচনার সাহায্য—প্রকাশ, ভারতের ইতিহাস রচনা সম্পর্কে মহীশুর গবর্নমেন্ট ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধানে সম্প্রতি দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বাংলার আদালতের কথা—অবশ্য অবশ্য যেসব বাংলার অবৈধতী আদালতের ওকালে অবৈধ বিষয়ে অত্র হয়ত কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ভারত গবর্নমেন্টের টেক্সটাইল কমিশনার মহীর মিঃ জানিক লঙ্কিথের মিশন সম্প্রতি এক টেলিগ্রামে জানাইয়াছেন যে, বর্তমান বাংলার আদালতের কলকব্জির জন্য যন্ত্রে পরিবর্তন করা সম্ভবপর হইবে না। সেই যেহু মিঃ উক্ত টেলিগ্রামে, অন্তত: ৮ বিষয়ে অত্র করলা যে সকল মিলের যন্ত্রপাতি নাই, সেই সকল মিলকে বিভুবিষয়ের জন্য কাজ বন্ধ রাখিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

টেক্সটাইলজিক্যাল ইন্স্টিটিউট কমিটি—সরকারীয় সংবাদে প্রকাশ, বালানুসোল টেক্সটাইল ইন্স্টিটিউটের জন্য একটী কমিটির গঠন সম্পর্কে বিবেচনার জন্য ভারত গবর্নমেন্ট সিমলে একটী কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত এন আর সরকার এই কমিটীর সভাপতি হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ব্যবসায়, কলিক-বিজ্ঞান এবং টেক্সটাইলজিক্যাল শিক্ষার যাঁহারা পারদর্শী তাহাদিগকেই শুধু উক্ত কমিটিতে গ্রহণ করা হইবে।

সিঙ্গাপুরে ব্যাঙ্ক-অফ-বেঙ্গল—সরকারীয় সাপ্তাহিক সংবাদে প্রকাশ যে, সরকার ইণ্ডিয়া অফিসের অর্থনৈতিক বিভাগের কার্য্যালয় মিঃ এ ডিবডিনকে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভাগ হইতে সরকারীয় আমানী ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলকে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। আমানী ১৯৫৫ জানুয়ারী হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত সংস্থানের অধিবেশন চলিবে। জানা গিয়াছে যে, মিঃ এ ডিবডিন আহ্বান গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত সংস্থানে গবর্নমেন্টের ব্যাঙ্কনোট-নীতি, সরকার ব্যবস্থা, বিনিময় করিয়া ব্যাঙ্কিং বিষয়ে সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

বিদেশে ভারতীয় চিত্র নির্দ্দেশের পরিকল্পনা—সকল হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী চার বন্দরভাই কর্মিসভাইয়ের পুত্র মিঃ বহমন আলী কর্মিসভাই বোম্বাইয়ের কোন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ব্যবসায়ক্ষেত্রের জন্য ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শকমণ্ডলীর ভারতীয় পটভূমিকায় একাধিক চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। ভারতীয় জীবনযাত্রা এই চিত্রে এমনভাবে রূপ পাইবে, যাহাতে পাশ্চাত্যের অধিবাসিদের পক্ষে ভারতীয়দের সভ্যতার পরিচয় সহজবোধ্য হয়। সেজন্য এই চিত্রের নির্মাণে ইংলণ্ডেই শিল্পিত হইবে এবং ভারতীয়গণই মূখ্যভাবে অংশ গ্রহণ করিবেন।

ভারত গবর্নমেন্টের লাভ উৎপাদন পরিকল্পনা—সরকারীয় সাপ্তাহিক সংবাদে প্রকাশ যে, লাভ উৎপাদন কমিশনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী যেসব লাভ উৎপাদন-শিল্প সম্পর্কে ভারত গবর্নমেন্টের প্রস্তাবিত পরিকল্পনানুযায়ী উহার ভারতের কোন স্থানে, খুব সম্ভব মুক্তাঞ্চলে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্ট গঠন করিবেন। এই সম্পর্কে ভারত প্রকাশ, দক্ষিণ ভারতে একটী কারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপার, বোম্বাই, মধ্যাঞ্চলে, যুক্তাঞ্চলে, বঙ্গীয়ুর, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর গবর্নমেন্ট যাহাতে আশু ব্যবস্থা করিবেন। উহার কারখানাই ভারত গবর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণে চলিবে এবং কর্মিগণের নিয়োগানুরূপ যাহাতে চাহিদা মত উক্ত লাভ উৎপাদনের চেষ্টা করিবে। উক্ত ব্যবস্থায় প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট ক্ষমতাবিস্তারে যথাসম্ভব কমমূল্যে লাভ যোগাইতে পারিবেন।

মুক্তাঞ্চলে নিয়োগব্যবস্থা—মুক্তাঞ্চল নিয়োগ-ব্যবস্থা যে সকল প্যাসেঞ্জার ট্রেণই সরিকরা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে ইন্টারটেক্স মেসেজ সংবাদে প্রকাশ, ভারতের মধ্যে লৌহ, চিনি, মালক ও পাতলুন, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং ইলেকট্রো কেমিক্যাল শিল্প অন্তর্ভুক্ত। পাঁচ বৎসরে লৌহ-শিল্প শতকরা ৮০ হইতে ১০০ ভাগ, রাসায়নিক ৫০ ভাগ, সিমেন্ট শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইবে। লৌহ শিল্পের প্যারেলে থাকিবেন ভারত গবর্নমেন্ট নিয়ন্ত্রণাধীন (কোয়াসন্যাল), ভারত কে কে পাকী, মিঃ বলির প্রভৃতি। উৎপাদ হইতে বিভিন্ন প্রদেশ তৈরারীর ব্যবস্থাও থাকিবে।

বজীয় ব্যবস্থা পরিষদ—জানা গিয়াছে যে, আগামী ১৯ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনে বাংলা গবর্নমেন্টের ১৯৫৫-৫৬ সালের বাজেট পেশ করা হইবে। ঐ তারিখেই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশন প্রথম আরম্ভ হইবে বলিয়া এবধারণ করা গিয়াছে।

বার্মিজ মুক্তাঞ্চলের বহির্বাণিজ্য—বার্মিজ মুক্তাঞ্চলের বাণিজ্য বিভাগের হিসাবানুসারে ১৯৫৪ সালে আমেরিকার মোট ৩১০ কোটী ডলার মূল্যের বিদেশী পণ্য আমদানী হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের পর কোন বৎসরে এত বেশী টাকার পণ্য মুক্তাঞ্চলে বাহির হইতে আমদানী করে নাই। ১৯৫৩ সালে কল ও ইলাস্টা সীমি অনুসারে প্রেরিত পণ্য দ্রব্য বাকী যে সমস্ত পণ্য আমিন মুক্তাঞ্চলে হইতে পূর্বিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহাদের মূল্য ৩০০ কোটী ডলার।

ভারতীয় ব্যবসায়ী সঙ্ঘের ক্ষোভ—ভারতবর্ষে যখন যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকারের অর্থদপ্তরের পদে একজন অভারতীয় সিনুক হুসেন বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস্ চেম্বার ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে দাবি একটী তার করিয়াছেন। এই তারে সরকারকে অনুরোধ জানান হইয়াছে, তিনি যেন যথাসত্বর তাঁহার নিয়োগ বাতিল করিয়া এতদ্দেশ উপযুক্ত ভারতীয়কে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত করা পুনর্বিবেচনা করেন।

ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক—বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিক সংবাদে প্রকাশ, মুক্তাঞ্চল হইতে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর করা যায় কি না সে সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিবার জন্য একদল ভারতীয় বিশেষজ্ঞ শীঘ্রই অষ্ট্রেলিয়া পরিদর্শনে যাইবেন। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সম্ভবত: স্যার রতনজি (পাজার), মিঃ নোশির ওয়াদিয়া (বোম্বাই), মিঃ আবুল ওয়াহেদ লালুজ (অলিগড়), মিঃ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া (কানপুর), মিঃ বিশ্বনাথ (মহীশূর) ও মিঃ পান্ডিপ্রসাদ জৈন থাকিবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞদল আগামী মার্চের প্রথম দিকে অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়। তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র পরিদর্শন করিবেন বলিয়া প্রকাশ। যে সমস্ত শিল্পকেন্দ্র তাঁহারা পরিদর্শন করিবেন তাহাদের অনেকগুলিই এই যুক্তরাজ্যে শিল্পবিপ্লব করিয়াছে বলিয়া আশা গিয়াছে।

"... প্রখর শীতে জর্জ্জর
ঝিল্লী-মুখর রাতি।"

তবু শীতে জর্জর নই—
খোস-পাঁচড়ার অসহ
যন্ত্রণারও যে জর্জর।

—তাই চাই রক্তপরিষ্কারক অব্যর্থ টনিক—

হিমো-সার্সাপ্যারিলা

- চর্ম্মরোগ
- রক্তদোষ
- রক্তাল্পতাসহ বাতব্যাধি
- সিফিলিস প্রভৃতি হইতে

সুনিশ্চিত নিষ্কৃতি দেয়।

হিমো-সার্সাপ্যারিলা ক্ষুধা, রক্ত ও স্নায়ুশক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করে।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

মহাজনী আইন—কেন্দ্রীয় পোষ্ট সম্প্রতি মহাজনী আইনের যে কয়েকটী ধারা বিধিবহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেগুলি বাংলা অর্থনৈতিক বাকি যেন কয়েকটী ধারার বৈধতা ঘোষণা করিয়া একটী অভিযোগ আবী করিবার জন্য তাহার পর্ষদেশের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই সম্পর্কে কোন সরকার আসার ঘোষণা পর্ষদেশের মতামত তাহার পর্ষদেশের নিকট অনুরোধ জানাইবার জন্য তাহার পর্ষদেশের কোনটী পর্ষদেশের নিকটও পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

জাহাজীর বেআইনিকের সওয়াল জবাব—"অমৃতবাজার পত্রিকার সাংবাদিক সম্মেলন প্রসঙ্গে, বম্বের পোলাইটী বিশিষ্ট আবহাওয়ার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং কি ভাবে উহার সঠিক নির্ণয় করিতে হয় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত আবহাওয়ার বৈজ্ঞানিক সংস্থাটি দুইটি সমুদ্র করিয়াছেন ও বর্তমানে আবহাওয়ার বিভাগে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান করিতেছেন, তাঁহা এক কি ভিন্ন তাঁহাদের অভিমত।

সুইডেনের আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদের মৃত্যু—সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ, সুইডেনের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নুত্ত কাসেল গত ১৪ই জানুয়ারী সুইডেনের ষ্টোকহোমে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। ইউরোপের অধিকাংশ দেশসমূহের তিনি বে-সরকারী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। প্রকাশ, ১৯১৯ সালে মহাযুদ্ধের সময় তিনি আমাদের পর্ষদেশকে বলিয়াছিলেন যে, মহাযুদ্ধ আমাদের পক্ষে নিশ্চিতরূপে অভিশয় হইবে। গত ৫০ বৎসর ধরিয়া তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পর্ষদেশসমূহকে অর্থনৈতিক সমস্যার সময় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতির হইতে নিজেদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভারতের বহির্বাণিজ্য—১৯৩৩ সালে ভারত হইতে মোট ১৯৯ কোটী ৯১ লক্ষ টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানী হয় এবং মোট ১১৮ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকার পণ্য বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হয়। ১৯৩৪ সালের প্রথম আট মাসের হিসাবে দেখা যায় যে, এই সময়ে ভারতের বহির্বাণিজ্য মোট ১৯৩৩ সালের অনুরূপ সময়ের তুলনায় সন্তোষজনক হইয়াছে, তথাপি রপ্তানী অপেক্ষা আমদানীর হার বৃদ্ধি পাওয়ায় অনুকূল বাণিজ্যিক পতি কিছু কমিয়া গিয়াছে। এই আট মাসে ভারত হইতে মোট ১৮৮ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে মোট ১১৯ কোটী ৪১ লক্ষ টাকার পণ্য ভারতে আমদানী হইয়াছে।

উড়িষ্যার পুনর্গঠনের পরিকল্পনা—উড়িষ্যার পর্ষদেশের পরামর্শদাতা শ্রীযুক্ত বি কে বোসের ঐ প্রদেশে পুনর্গঠনের জন্য প্রাথমিক পরিকল্পনাসমূহের ৫ বৎসরের মধ্যে ২৪টী প্রধান খাতে ৭৭ কোটী টাকা ব্যয়ে ২০১টী পরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন। অন্যান্য নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—অবনতপ্রায় সৈচ ও নদীর সংস্কার প্রতিবিশিষ্টের পুত্র সংস্কারের জন্য ৩৩ লক্ষ টাকা, কৃষি শিক্ষা বিস্তার ও কৃষি কলেজ স্থাপনের জন্য ১৩ লক্ষ টাকা, অধিক ফল লাভের আন্দোলন সম্পর্কে আগামী তিন বৎসর যাবৎ বার্ষিক এক কোটী টাকারও বেশী, পশু চিকিৎসা কলেজ স্থাপন ও পশুপালন বিভাগ বিস্তারের আয়োজন করার জন্য ৪২ লক্ষ টাকা, বন্যা সম্পর্কে সাবধানের জন্য ১০ লক্ষ টাকা, মৎস্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ৩১ লক্ষ টাকা, শিল্প বিস্তার ও শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ১ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা, বন্যা প্রতিরোধের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা, সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ১১ লক্ষ টাকা, রাস্তা তৈয়ারীর জন্য কেন্দ্রীয় পর্ষদেশের নিকট আনুমানিক ৫ কোটী টাকা ব্যয়ে প্রাদেশিক রাজস্বের হইতে ৯ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা, চিকিৎসা ও

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড্‌ অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২ ইং

আদায়ীকৃত	৮,৫০,০০০,০০ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী তহবিল	৯,৭০,০০০,০০ টাকার ,,

কলিকাতা অফিস :—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৬৯ বি, বৌবাজার ষ্ট্রীট, ২২৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২৮৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

অন্যান্য শাখা :—বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে।

বিদেশী এজেন্সী :—লণ্ডন এজেন্টস্ :—ব্যারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ

আমেরিকা এজেন্টস্ :—গ্যারান্টী ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক

অষ্ট্রেলিয়া এজেন্টস্ :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস কে মল্লিক, এম্‌-এ, পি-এইচ্‌, ডি (লণ্ডন), বার-এট-ল

বাংলার প্রাচীনতম ব্যাঙ্কার প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **লক্ষ্মীলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯০৮ ইং

হেড অফিস: ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন কলিঃ ৪৭১১

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার সমস্ত কার্য্যভার একমাত্র অংশীদারগণের দ্বারা পরিচালনায় অধিক উন্নতি করিয়াছে ইহার প্রচুর মূলধন, তাই ইহা অন্য সমস্ত আর্থিক বিষয়ে উন্নত পরিচালন প্রণালী নির্দ্ধারণে সক্ষম।

শাখা অফিস :—পাইকা, বেলঘরিয়া, আরামবাগ, বড়বাজার (কলিঃ), ডায়মণ্ডহারবার (২৪পরগণা), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মানিকগঞ্জ, মহিলাড়া, পাবনা, আটোয়ারী, সমশের, কুড়িগ্রাম, তমলুক, মিলফড়, আজিমগঞ্জ ও মহিষাদল।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

হিমগিরির কল্যাণ হাত...

হিমকল্যাণ মানবের একটী অবশ্য প্রয়োজন মেটাল মাত্র, তাহাদের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত হিমগিরির বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অকৃত্রিম ও বল পরিচায়ী 'হিমকল্যাণ' তৈয়ারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে পরিমাণে মাত্র ও অপেক্ষা অপূর্ব্ব সমাবেশ। এতদ্ব্যতীত পৌরুষ-সমৃদ্ধ প্রসাধন ও ঔষধি গুণিয়া ইহা অনেক কল্যাণপ্রদ। এ মানবজীবনের সার্থকতা প্রতিপাদিত ইহার প্রসাধনসমূহ প্রতিটির। ইহার ব্যবহারকারীদের আর্থ প্রয়োজনে, তাই ভেজ-বিশ্বাস সন্দেহবাদ। স্বাধীন আন্তর্জাতীয় 'হিমকল্যাণ' অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ভেষজবিদ।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্
কলিকাতা

অবস্থানের উন্নতির জন্য ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, সহর অঞ্চলে গৃহ নির্মাণের জন্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য-রক্ষার্থে বৃদ্ধির জন্য ৭১ লক্ষ টাকা, সাধারণ শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

ভারতবর্ষে পল্লীগ্রাম অভিযানের সম্ভাবনা—সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কারবোর পল্লীগ্রাম বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে যোগদানকারী এবং সপ্তম পল্লীগ্রাম আমেরিকা ভ্রমণকারী ডাক্তার উইলফ্রেড 'রেবেকা' ফিল্ড-সিরিজে আনাইয়াছেন, ১৯৩৫ সালে অনুকূলপুর পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য পল্লীগ্রামের তদ্রূপ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহার ফলে দুধের সহজ বিক্রির অবস্থা পল্লীগ্রামের বিস্তৃতির সুবিধা হইয়াছে। পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিকবস্থার বিশেষ দোষ দুধ ভেজাল করা বিষয় দুধের ও ডাক্তারিদের প্রয়োজন। কিন্তু ডাক্তারগণ বিদ্যা, সকল জাতিরই দুধ অল্প আজ দুধের নিকট করিয়াছে। ভার উইলফ্রেড বলেন, আমেরিকা, পাশ্চাত্য, ইংলণ্ড, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, এবিসিনিয়া ও ইংরেজদের বিশেষ সম্ভাবনা বেশী।

পূর্ববঙ্গের সম্পত্তিক উন্নতি সমবায়ের ব্যবস্থা—সম্প্রতি সিলেটে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয়-সমবায়-সম্মিলনী' অন্তর্গত ইকনমিক্স-এর (অর্থনৈতিক সমবেত-ব্যবস্থা সমিতি) একটি অধিবেশনে আসাম সরকারের সমবায় ও পল্লীসংগঠন বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ এ, ডি, এর প্রস্তাবক্রমে সমবায় সংগঠন করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে 'বেঙ্গলের সাধারণ কমিটি' নামে যেরূপ সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বিভিন্নের অর্থনীতিবিদগণ এই সমবায়-সমিতির সভ্য হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন:—তাহা বিশেষের শ্রেণী, মিঃ সি, এম, কমিন, ডাঃ সি, এম, ডেভেলপমেন্ট, মিঃ আর্থার, মিঃ এম, ডেভেলপ, মিঃ সি আর পাত্রনবিস ও ডাঃ ডি, ডে আর্থার প্রভৃতি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগে বঞ্চনা—কলিকাতা হইতে সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ যে, অন্য ডক্টর ভিক্টর হেনরি এণ্টোয়ান, অধ্যাপকের কারবারিক অধিবেশন চলাকালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকটতম যোগাযোগ ও যোগে কলিকাতা পরিচালন সম্পর্কে মিঃ এম এ হোসেন প্রমুখ কলিকাতা অধ্যক্ষ করিবেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন উহাতে 'ডক্টরেট' বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিবার বিষয় অবিবেচনা।

সিণ্ডিকেটের সভা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট গ্রাম ২০ জন সিনেটের বর্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী পরীক্ষাসমূহে উপস্থিত হইবার অধিকার দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অধিবেশনে ইহার ফলাফল কি হোক্ত হইবে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বোর্ড—কলিকাতা বাণিজ্যিক সংবাদে প্রকাশ, সাহারের বিশেষ বোঃ কি কি বাধা, তাহা কি ই ইন্সপেক্টর, তাহা হইলে সাহার, তাহা বিদ্যা হইবার উপায়, ইহাতে বোঃ হয় এম এল এ (কেন্দ্রীয়) ৩৬২ সালিনী মুখোপাধ্যায়ের পক্ষ ১৯৪০ সালের হয়ে অধিবেশ হইতে তিন বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের সভ্য মনোনীত করা হইয়াছে।

সাহারে নগর নির্মাণ পরিকল্পনা—সাহার সংবাদের নগর নির্মাণ পরিকল্পনাকারী মিঃ কোরিন নগর নির্মাণ পরিকল্পনা সম্পর্কে এক আইনসভার মুখের পর ২০ বৎসর সময়ের মধ্যে ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ লক্ষ নূতন বাড়ী প্রস্তুতের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। মিঃ কোরিন মনে করেন যে, আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে সাহারে সহযোগীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে।

WANTED A CAPITALIST PARTNER with Rs. 10,000/- as a Big sleeping by a Mg. Director with 25 years's practical experience. Income expected about Rs. 10,000/- a year. Apply to Box No. 918, Amrita Jagat.

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডেমোক্রাসি—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিনার্ভা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

স্থাপিত : ১৯১৯

৩০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আর্থিক নিরাপত্তার উপর স্থাপিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সমস্ত প্রকারের ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সুবিধাজনক সর্ত্তে ঋণ দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : অমরীনাথ পণ্ডিত।

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক

— অফ এশিয়া লিঃ —

হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি: ৫৮৯০

১৯৭১, জানুয়ারী হইতে ব্যাঙ্কের হেড অফিস ও ব্রাঞ্চ অফিস সমূহে সুদের হার নিম্নলিখিতভাবে ধার্য্য হইল।

চলতি হিসাব—সুদের হার বার্ষিক শতকরা ।।০ আনা

সেভিংস ব্যাঙ্ক .. .. .. ২৲ টাকা

যশোহর শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

বিগত ১৯৪৩, ৮ই জানুয়ারী তারিখে কাঁচড়াপাড়া ও বরহক্ত (গোরক্ষপুর) শাখার উদ্বোধন হইয়াছে।

এস পাল, এম-এ,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ক্লিয়ারিং

এর সকল প্রকার সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

টেলি—SHILLBANK : : ফোন : শিলং—১৬৩

কলিকাতা শাখা—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলি—BANK SHILLO : : ফোন : কলি—৫৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, ধর্ম্মনগর ও করিমগঞ্জ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রীঅমিল চৌধুরী, বি-এস্,
এসোসিয়েটেড্,
কলিকাতা ব্রাঞ্চ।

শ্রীনির্ম্মল দত্ত, বি-এস্, আই-এস্-এ, এফ্-আই-এস্-এ, এফ্-আর-ই-এস্ (লণ্ডন),
জেনারেল ম্যানেজার।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

অন্যান্য অন্য সমস্যার মধ্যে মুলধনবিহীনতার অপর একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অন্য ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড তাহাদের মূলধন ব্যাঙ্কগুলির অন্তর্ভুক্তকরণ পথা হইবার বর্ষপূর্তি লাভ করিয়াছে। আলোচ্য হিসাবের শেষে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা লাভের ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মধ্যে অডিটরদেরকে এই ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে ১৪ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। ডিরেক্টরগণ এই লাভ নিম্নলিখিতভাবে বন্টন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন :—মজুত অবস্থিতে জমা ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ৬ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, কর্মচারীদিগকে বোনাস দেওয়ার জন্য ৮৪ হাজার টাকা, পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জমা ৯৬ হাজার টাকা।

আমরা এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতাদের সফলতা কামনা করিতেছি।

দি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে, দি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ গত ১৯৪৪ সালে মোট ২৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার জীবন-বীমা সংক্রান্ত নূতন কাজ করিয়াছে। ১৯৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালের এই কাজ পরিমাণ প্রায় ৭৪ ভাগ বেশী। আমরা আশা করি, মুলধিবালনা-ভবনে অদূর ভবিষ্যতে এই বীমা প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর আরও উন্নতিলাভ করিবে।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ফোসি এণ্ড ব্রণার্স (ওয়াইজম্) লিঃ—ডিরেক্টর দিঃ অমলকুমার সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১, পার্ক ষ্ট্রীটস্থ, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা ব্যবসায়।

নিউজ ফোল্ড ফলমার্স লিঃ—ডিরেক্টর দিঃ অমিলকুমার মুখার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪৯, আপার সিরকুলার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। ফলমার ব্যবসা।

ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর দিঃ কে সি চট্টোপাধ্যায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশক।

অরবার্থ প্যাকিটেক্স কোং লিঃ—ডিরেক্টর দিঃ উপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪১, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। প্যাকিংকারী ইন্ডিভিজিয়ার ও কন্ট্রাক্টরগণ।

জামসেদপুর ইলেক্টেয়ন্স লিঃ—ডিরেক্টর দিঃ গোপালচন্দ্র দে। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১, জগদীশ মল্লিক রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। টাকা লগ্নীর কারবার

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউজিং লিঃ—ডিরেক্টর দিঃ এ এম চ্যাটার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, এলগিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। জেনারেল মার্চেন্টস্।

রূপাড়া সিমেন্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর—দিঃ জীবন চ্যাটার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—রূপাড়া, হুগলীতে। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। সিমেন্ট প্রস্তুতের ব্যবসা।

কে সি সিলেক্টেড কোল কনসার্ন লিঃ—ডিরেক্টর—কে সি জালিন। রেজিষ্টার্ড অফিস—সিমলা, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। কয়লার খনি পরিচালনা।

ফেডারেল কেমিক্যেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—দিঃ বীরেন্দ্রলাল দে। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, আমিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। কেমিক্যাল বিক্রেতারী।

ব্লাড এণ্ড ব্লাড লিঃ—ডিরেক্টর—দিঃ এম এম ব্লাড রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, ক্লাইভঘাট লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা।

সেন্ট্রাল ফার্মেক্যাসিউটিক্যালিস্ লিঃ—ডিরেক্টর দিঃ কে সি মুখার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯১, সতীনসরকার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ঔষধাদি তৈরির কারখানা।

মজুমদার ব্যাটারি কোং (প্রাইভেট) লিঃ—ডিরেক্টর—দিঃ কে সি মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ব্যাটারির কারখানা।

এ বি অ্যালুম্যাক্যাষ্টিং কোং লিঃ—রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। ফুল, তারের প্রভৃতি তৈরারী ও বিক্রয়।

ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ—ডিরেক্টর—দিঃ রামনিবাস মুরমুরকারা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, এলগিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। সকলপ্রকার ষ্টীল ও তাহার যন্ত্রপাতির ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ষ্টীমার সেলার্স সিন্ডিকেট কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা। **ইষ্টার্ণ ওয়াটার অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্টের পর্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০০ আনা। **ওয়েষ্টার্ণ পেপার সিন্ডিকেট লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য ৩৲ টাকা বোনাসসহ প্রতি শেয়ারে ১৫৲ টাকা। **ইণ্ডিয়া কেমিক্যল কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৫৲ টাকা বোনাসসহ প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। **হিন্দুস্থান সুগার সিন্ডিকেট লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা। **মিষ্টি আলেকী সুগার সিন্ডিকেট লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। **ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৭৲ টাকা। **ন্যাশনাল কোল এক্সপ্লোরেশন লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৭৲ আনা। **আসানসোল সুগার সিন্ডিকেট লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শত করা ৬৲ আনা। **দি মিষ্টি ফিক্টোরিয়া সিন্ডিকেট কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্টের পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৯৲ টাকা। **দি ন্যাশনাল সুগার কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৫৲ টাকা বোনাসসহ প্রতি শেয়ারে শতকরা ২২৲ টাকা।

সাবান প্রস্তুতের

খাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাএস পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লুকস • সিট্রোনেলা অয়েল • রজ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কোন :—
বড়বাজার :—১৩৩৭ অফিস
" :—১৪৯২ ফাক্টরী
টেলিগ্রাম—"টীনফাক্টি"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যাকলস লেন, কলিকাতা

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস : ৯, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	৪ কোটি টাকা
বিলিকৃত মূলধন	২ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১ কোটি টাকা

কলিকাতা লোকাল বোর্ড :

চেয়ারম্যান : মিঃ এম এ ইস্পাহানী

স্যার আবদুল হালী কাহুন, মিঃ এ সি লাহা, মিঃ কে সি মোহেতা,
মিঃ বৈজনাথ জালোন, মিঃ কে সি নিয়োগী, মিঃ অন্নদাপ্রসাদ বিড়লা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :
হেড অফিস : ৯, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস।
ডি আর মোনাসলকর—ম্যানেজার

বড়বাজার :	কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট :	ডালহৌসী :
কে সি সেনগুপ্ত	বি কে মিত্র	এম এম ব্যানার্জি
ম্যানেজার	ম্যানেজার	ম্যানেজার

টেলিগ্রাম : "ইউকোম্যাক"
টেলিফোন : ডাল ডাল

বি বি ঠাকুর
সেক্রেটারী ম্যানেজার

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৯শে জানুয়ারী—কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই এবং ব্যাঙ্কসমূহের অন্যান্য প্রতিযোগিতা পরিশোধের মধ্যে অবশ্য অবশ্য হার কলিকাতায় শতকরা ৯০ আনা এবং বোম্বাইয়ে শতকরা ১০ আনাই ছিল।

গত ১৩ই জানুয়ারী ভারত সরকার চলতি আয়ুক্ত তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার ডাকিয়াছিলেন তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। ইহার অধিক ৯৯৮/৯ পাই মূল্যের সমুদয় আবেদনই গৃহীত হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের আবেদনসমূহ বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা মূল্যের হার বার্ষিক শতকরা ১/০ আনা ধরিয়া ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ২৩শে জানুয়ারী তারিখে মেয়াদী ১১টা সপ্তাহ (ট্রেজারী বিল) বোম্বাইয়ে এবং ২৭শে জানুয়ারী সেখানে তারিখে পরে না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত সরকার চলতি আয়ুক্ত তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। টেণ্ডারের আবেদন প্রস্তাবসমূহ বিবেচিত হইলে টেণ্ডারদিগকে ২৩শে জানুয়ারী তারিখে টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

১৯৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে মোট ২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ইজা বিলাসের সময়ে বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময়-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন হার নিম্নরূপ ছিল :—

টেলিগ্রাফি (প্রতি টাকায়)	১ পিন ৩৭/৬৪ পেন্স
ঐ দর্শনী (_)	_ _
ডি এ ডিন মাস (_)	১ পিন ৩৭/৬৪ পেন্স
ডি এ চার মাস (_)	১ পিন ৩৭/৬৪ পেন্স
ডলার (প্রতিশত)	৩৬৯/৩২

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৪ঠা জানুয়ারীর হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে তাহার চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১,০১১ কোটি ১ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ঐ নোটের পরিমাণ ছিল ১,০০৯ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। গত ৪ঠা জানুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৩০৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ও ২০৩ কোটি ১ লক্ষ টাকা ছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৯শে জানুয়ারী—গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে যে ডিসিপ্লিনের পরিলক্ষিত হইয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা অব্যাহত ভাবে এবং এ সপ্তাহে বাজারে শেয়ারসমূহের বেচাবেচা অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে সপ্তাহটি যে মন্দাভাব চলিতেছে সম্ভবতঃ কলিকাতার শেয়ার-বাজারের উপর তাহার কিছু পরিমাণ প্রভাব সঞ্চালিত হইয়াছে। তবে বাজারে বেচাবেচা কম হইলেও শেয়ারসমূহের দাম প্রায় ক্ষেত্রেই অপরিবর্ত্তিত আছে। কলিকাতার শেয়ার-বাজারে বর্ত্তমানে ফলের আগেই অপেক্ষা করিবার মনোভাব পরিলক্ষিত হইতেছে এবং বেশী টাকার কাজকর্ম্মের তারিখ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আজও অধিকাংশে ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে। তবে সাধারণ ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে এখনও অংশী পরিমাণ আগ্রহ ভাব বজায় আছে বলিয়া মনে হয়। সকলেই জানেন যে, ভারতের সরকারী বাজেট আগামী সপ্তাহে বাজারে যথেষ্ট চাঞ্চল্য আনিবে এবং ফলে ব্যবসায়ীরা অবশ্যই বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে তখন যাতায় শেয়ারসমূহের মূল্য সম্বন্ধে বিশেষ ধ্যান পাইবেন না।

কোম্পানীর কাগজ :—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও তদসংক্রান্তসমূহের বেচাবেচা অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু কিছু দূরে দাম পড়িয়াছে।

ব্যাঙ্ক—গত বৎসর ব্যাঙ্কসমূহের ভাল লাভ হওয়ায় তাহা আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহের শেয়ার সম্বন্ধে খরিদারের উৎসাহ বাড়িয়া গেছে দেখা যায়। তাহার ১০৯৫ আনা ও বিক্রয় হয় ১০৯৮ আনা দরে আলোচ্য সপ্তাহে বেচাবেচা হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে অধিকাংশ কাপড়ের কলের শেয়ার সম্বন্ধে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। বেশী সংখ্যায় ঘোষিত হইবার আশায় বেঙ্গল লাক্ষ্মীসমূহের মত আলোচ্য সপ্তাহে ৪৯৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। সপ্তাহ-শেষে ইহা পুরাতন ৪৯৲ আনায় নামিয়া আসিয়াছে।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহে বেচাবেচা খুব বেশী না হইলেও কয়েকটি কয়লার খনির

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল. ৫৮৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ক্যামবেলতোলা, ডালহৌসী স্কোয়ার, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ধুবড়ী ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে সভর্পেজিট ও মিনিটাণী হিসাব খোলা হয় ও চেকের টাকা দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার চাটুর্জ্যে, এম্-ডি।

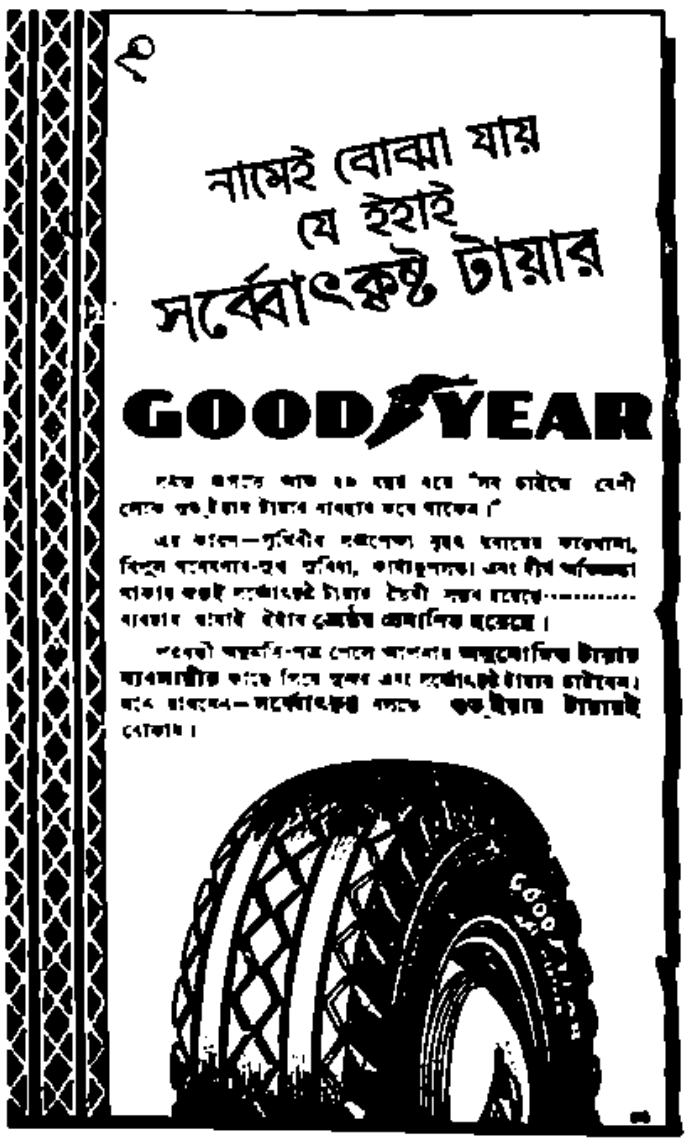

দেখাবে কিছু কিছু বৃদ্ধি দেখা যায়। সম্প্রতি কলম বাজারীদের সহিত সম্পর্কযোগের যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে বাজারে অনেকেরই ধারণা যে তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে। তেলের ঊনিশ আলোচ্য সপ্তাহে অবশ্য অধিক দেখার সম্বন্ধে বাজারে আশাবাদী মনোভাব দেখা দিয়াছে। আমেরিকাসমেটিক, বর্মা সাবুলা ও তোলাবেলা এই বাজারের আলোচ্য সপ্তাহে যথাক্রমে ২৭৯৫৲ আনা, ১৯৯৲ আনা ৪৯৫৲ আনা দরে হাতবদল হইয়াছিল। এই সপ্তাহে দেখা যায় ৯১১৲ টাকা, আমেরিকা ১৭৯০ আনা, বেঙ্গলি ৪২৲ টাকা, বার্মিজ ৪৯৯৫৲ আনা ও বিলিতীবন্ধু ৪৭৯০ আনা দরে কেনাবেচা হইয়াছে।

ইস্টলক—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার দেয়ার-বাজারে ইস্টলকভুক্ত দেয়ারের নিম্নে দেওয়া তালিকা দেখা যায় যার এবং সম্প্রতি ইস্টলকভুক্ত কিছুদিন ধরিয়া ব্যাঙ্কের কাজ করিতেছে বলিয়া এখানির ইস্টলকে অন্তর্ভুক্তি বাজারে অনেকটা উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমান সপ্তাহে ইস্টিয়া ৭৪৯৲ টাকায় ও বেঙ্গল ১২৮৫৲ আনায় কেনা-বেচা হইয়াছে।

ইন্ডিসিমেন্ট—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের ইস্টিয়াল আহমদ ১৭৯৫ আনা ও ১৯৯৫ আনার মধ্যে ইস্টারলা কটনমিলে এবং টাল ৯৫৩০ হাজারের ও সপ্তাহের শেষদিনের তুলনায় দেখা দিয়ে কিছু অবিশ্বাস হ্রাস পাইয়াছে। সপ্তাহ ১৭৯০ আনায় ও বর্মা এবং এক দেখা ৪৭৯৲ টাকায় এ সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে।

ডিভিডেন্ড—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার দেয়ার-বাজারে নগদ সপ্তাহের মধ্যে নিম্নে কয়েক দেয়ার সমূহের তালিকা দেখা যায় এবং অধিকাংশ দেয়ারে কিছু মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। মহালক্ষ্মীর ৪৭৲ টাকায়, লিটি সাবান ৪৯৯৫৲ আনায় ও অবশিষ্ট ৭৭৲ টাকায় আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে।

চা-বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে অধিকাংশ চা-বাজারের দেয়ার সম্বন্ধে বাজারে উল্লেখযোগ্য চাহিদা পরিলক্ষিত দেয়ার-বিক্রেতৃ ব্যক্তিদের অনুপস্থিতিতে বেশী কাজ হইতে পারে নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বেঙ্গল লাহাট ১৫৭৲ টাকায়, লংস ৮৭৲ টাকায়, জেকসুর ২১০ আনায়, তরিয়ানা ৮ ঐ আনায় ও শ্রীহট্টকোলা ১৯৯৫৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১১শে জানুয়ারী—পাটের বাজারে এসপ্তাহের শুরুতে মন্দ একটা বিক্রয়ভাবের লক্ষিত হইয়াছে। মন্দটি সম্বন্ধে কি পরিমাণ ধরিতে পারা যায় করিতে দেওয়া হইবে বাজার সরকার তদন্তকে এখনও কোন নিশ্চয় প্রকাশ

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

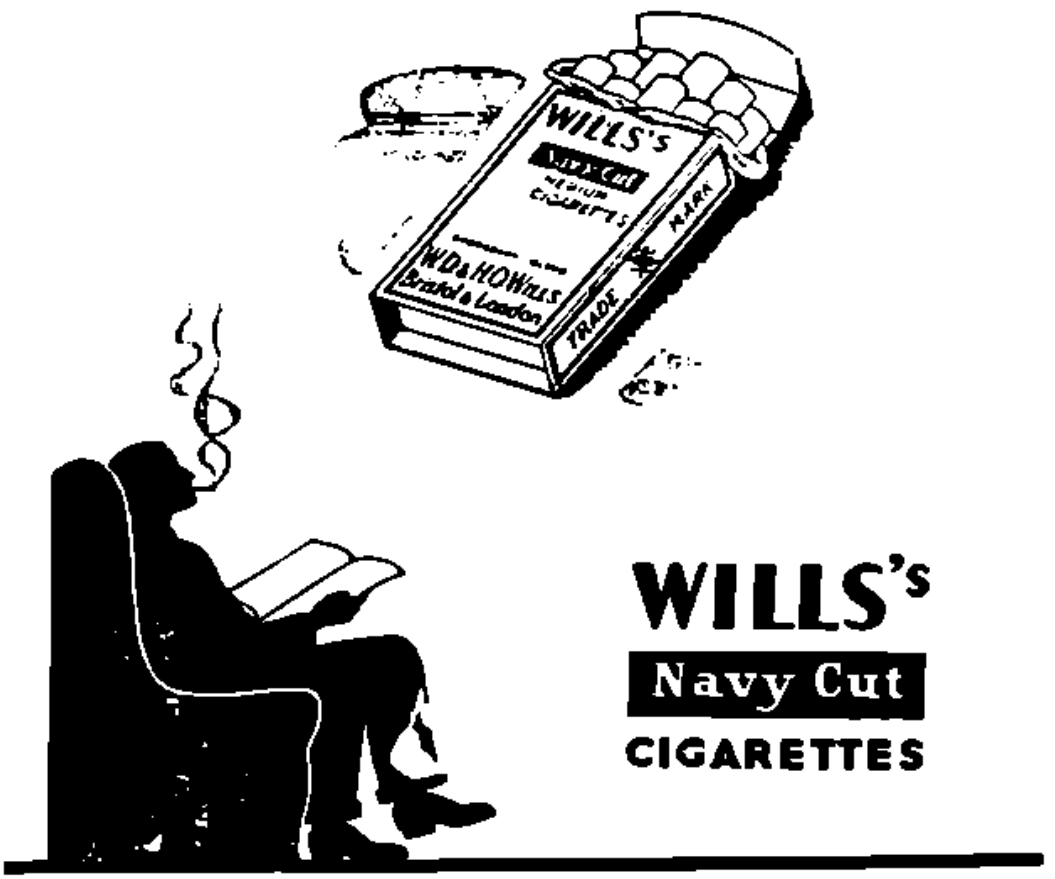

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

করিতেছেন না। এ বছর বরদার অঞ্চলে বীজি-মত চাষীদের তাজা চারাগাছ সরবরাহ করে বলিয়া পাইকদরদারগণ সমুচিত মূল্য দেখী পাট ক্রয় করিয়া তাহা সম্পর্কে জোর দিতেছেন না। এই অবস্থায় পাট বিক্রেতারা অপেক্ষা করিয়া অবস্থা বুঝিয়া কাজ করাই তাঁহাদের কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছেন। অক্টোবর মাসে পাইকদরদিগের ৮৮ হাজার টন পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার আগে এই উৎপাদনের পরিমাণ ছিল সাইয়া ৭৩ হাজার ৯০২ টন উঠিয়াছিল। কলিকাতা অঞ্চলে পাইকদের তাজা চারাগাছে যে হিসাব করিয়া হইয়া উঠিয়াছিল এক মাসে এই উৎপাদনের পরিমাণ পক্ষান্তরে ১৩ লাখ হাল সাতাশে তাহা আশ্চর্যের এমনকি হইয়াছে। জুলাই হইতে হিসেবের পর্যন্ত পাইকদরদির মোট ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টন এই উৎপাদন করিয়াছে। ফলে ঐ সময়ে পাইকদরদুর ঘরে ২৭ লক্ষ ৮৬ হাজার বেল পাট থাকে হইয়াছে। বস্তাপ্রতি হিসাব লইলে আসা যায়, পক্ষ এই মাসে প্রতিবেল হইতে বাহির হইয়াছে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার বেল পাট চারাগাছ বিক্রয়ে। ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালের উৎপাদনের এই মাসে আগস্ট হইতে বিক্রয়ে পাট বস্তাবন্দী হইয়াছিল যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল ও ১ লক্ষ ৯৮ হাজার বেল। এ বছর বেশী করিয়ে পাট চাষ করিতে গিয়া আগের পরিমাণ কি উঠাইবে সকল দিক বিবা পাটের এই বস্তাটি বেচিয়া আরো আগ-আগেই কৃষা যাইতেছে।

আলখা পাটের বাজারে এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, শ্রেষ্ঠ পাট প্রতি মণ যথা-ক্রমে ১৪৮০ আনা ও ১৬৮০ আনা দরে এবং ইণ্ডিয়ান ৩টিই জোরা বিক্রয় ও নবম শ্রেণীর পাট মণ-

সেণ্ট্রাল পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

১, নন্দ মল্লিক লেন, হারিসন রোড, কলিকাতা।

আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫ হইতে উপরোক্ত ঠিকানায় ব্যাঙ্কের কার্য আরম্ভ হইবে।

বি, আমরতলাল
চেয়ারম্যান

বি মিশ্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

একটী প্রথমশ্রেণীর নির্ভরযোগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৩১, ব্যাণ্ডো লেন, কলিকাতা।

গ্রাম—WARRANTY. CAL. ফোন ঃ ব্যাঙ্ক ২৩৩২

অন্যান্য ব্রাঞ্চ

কলিকাতা	বেহার	বেহার	বিহার	ইউ. পি
বালীগঞ্জ	চাকা	মুঙ্গী	ডোমোহানা	বেনারস
শৌভাবাজার	বরিশাল	বক্সার	গয়া	—
বড়বাজার	ময়মনসিংহ	মুজফ্ফরপুর	—	বি. পি
—	জলপাইগুড়ি	(শীঘ্রই)	—	এলাহাবাদ

সে অফিস—মোহাবাজার, ময়মনসিংহ (বেঙ্গল)

সুবিধাজনক সর্তে সকল প্রকার লেনদেন করা হয়।

এস বি ঘোষ মল্লিকার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

সমস্ত মর্ডে টাকা তথ্যি ফেরতা এবং বিল ডিসকাউণ্ট করা হয়।

বিশেষ ডিপোজিট এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।

ব্যাঙ্কের "আইন-ই-ইন্ডেষ্টোরস্" এর জন্য আবেদন করুন।

ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে, ঢাকা, কীর্তিপাশা, নবদ্বীপ, বড়-বাজার, চাইবাসা, চক্রধরপুর, আউল কলিকাতা, রায়পুর, আজারিয়া, শৌয়াটী, গোপালদী, আমারপথক, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ (আসাম) ও বাঁকিয়া।

আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

নব-পরিকল্পিত ভারতে নাগরিক সুখ-সুবিধা

ভারতের বহু অঞ্চলের লোক যেখানে সেখানে বসবাস করেই চলেছে, সেখানকার জনের অর্থ ও পরিবহন করের উন্নতির বহু অবকাশ পড়িয়া রহিয়াছে। শিল্প-কেন্দ্রগুলিকে যদি নগর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তা হলেই নূতন নূতন নগর গড়ে উঠবে। আর যেখানেই বহুলোক এক সঙ্গে বাস করে সেখানেই নাগরিক জীবনের সুখ-সুবিধা করে উঠে অপরিহার্য।

নগরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ও বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবস্থা না থাকলেও চলতো বলে। যেমন ছাপা পেলে বই-পত্র না থাকলেও সেবা-পত্রের কাজ চলে যেতো, যদি অবশ্য আমাদের ইচ্ছা থাকতো।

কিন্তু যেখানে এতগুলি লোকের সমাবেশ ঘটে, সেখানে জল, আলো ও বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার নগরের পরিচালনা একমাত্র ইন্সাপের সাহায্যেই সম্ভিকারের উন্নতিশীল করে উঠতে পারে। অথচ, নগর ও শিল্পকেন্দ্রগুলি এসবের অভাবে ক্রমিকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা হ্রাস পাবে; কিন্তু উন্নতমত জীবন-যাত্রার জন্য তাদের যে-সব সাহায্যের প্রয়োজন হবে, তা অতি সহজে ইন্সাপের সাহায্যেই সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

ইন্সাপই ভরসা

TATA-ICOB

বি ইন্ডিয়া আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ এর বি ষ্টীল কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত।

প্রতি বস্তাতে ১৬ টাকা ১৫ টাকা দরে সামান্য পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

সাদা বেল বিভাগে ইউনিভার্সালরা প্রতি বেল ৭৫ টাকা দরে অল্প মাত্রায় লাইটহিলে পাই বন্ধ করিয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৯শে জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে পত্র সপ্তাহের তুলনায় কোন উল্লেখযোগ্য বৃহৎ পরিবর্ত্তনের উদ্ভব হয় নাই। সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাইয়ের তুলার দর সপ্তাহ শুরু-কালে অধিকের সাধারণভাবে আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে স্থির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। পত্র সপ্তাহে মধ্য মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের কবিদা তুলার দর ৪৩০৮৮ আনা ছিল। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের তুলার দর পত্র সপ্তাহে ৪৩১৮০ আনা ছিল। বর্ত্তমানে তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৪৩০৯০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে পত্র সপ্তাহের মত সতর্কতার কাপড়ের, বিশেষতঃ মিলি কাপড় এবং ধীর অবস্থা, স্থিরভাব বজায় অনুভূত হয়। তাহিবার তুলনায় যোগান একান্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কেনাবেচা অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। গুমিবৃদ্ধির উপায়ে জাতীয়করণ ব্যবস্থার ফল সতর্কতার প্রয়োগ করা হইবে বলিয়া মন্তব্যকারী আশ্বাস দিয়াছেন। সম্প্রতি বাংলার প্রাদেশিক টেক্সটাইল কন্ট্রোলার যে সমস্ত কাপড় ব্যবসায়ী কোটার অধিকারী তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৯শে জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে পত্র সপ্তাহের তুলনায় সামান্য অবনতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভারী ব্যাঙ্ক পত্র শুক্রবার ১৯,০০০ তোলা সোনা ৭৯৮০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। পত্র সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৭৯৮০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা ৭৯৮০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে পত্র সপ্তাহে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৭৯৮০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা ৭৯৮০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি শত তিলি বর্ত্তমানে ৪০৮০ আনায় বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—বিভারী ব্যাঙ্ক পত্র শুক্রবার ৩০০ তোলা রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১৪০৯৮০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। পত্র সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই ও কলিকাতার বাজারের সোনার দরের অবনতির মধ্যে সামান্য রূপা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে ও সামান্য অবনতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। পত্র সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১৩৯৯ টাকা। বর্ত্তমানে তাহা ১৩৯৯০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পত্র সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১৩৯৯ আনা। বর্ত্তমানে তাহা ১৩৯৯০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কমলা সন্দেশ

অন্যান্যের তুলনায় একটা বিষয়ের বেলায় সব ক্ষেত্রে বেশী খাটে, আমাদের তৈরী সন্দেশই নূতন কিছু পরে করবার জন্য উৎসাহী হয়ে থাকে। তাই বাজার পরিস্থিতির জন্য যাদের উপর খাবারের সরবরাহ বাজারে নূতন কি চাহিদা তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কমলাসেবু শুধু খেলে বলবার কিছু নয়, মনে হয় কমলাসেবুর সুস্বাদটা যেন যদি কিছু তৈরী করা যেত! কমলাসেবুর সন্দেশের উৎপত্তি হয়েছে এমনি করেই। শীতের বাজারে কমলাসেবু প্রচুর উঠেছে আর হারিসনের দোকানে যোগানের কমলা সন্দেশ তৈরী শুরু হয়েছে। কমলাসেবুর মিষ্টি গন্ধ আর হারিসনের কনফেকশনের পাকা হাতের গুণে শীতের বাজারে কমলা সন্দেশ আদর জমিয়ে তুলেছে।

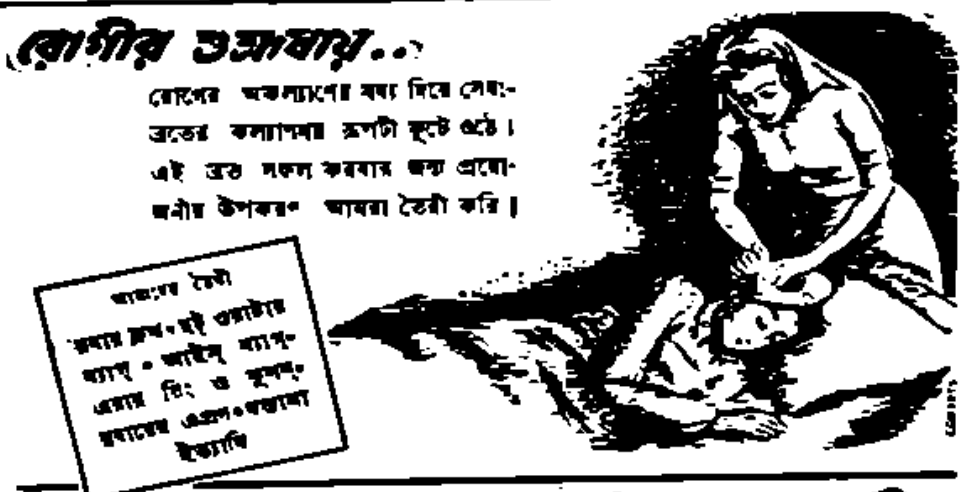

সাপ্তাহিক বাজার দর

		১৭ই জানুয়ারী	১৮ই জানুয়ারী	১৯ই জানুয়ারী	২০ই জানুয়ারী	২১ই জানুয়ারী	১৮ই জানুয়ারী
রোলার বন্ড—প্রতি ভরি (কলিকাতা)	...	১৪/০	১৪/০	১৪৫/০	১৪৫/০	১৪৫/০	১৪/০
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	১৪৮/০	১৪৮/০	১৪৯৫/০	১৪৬/০	১৪৯৫/০	১৪৯/০
রোলার বন্ড—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	...	১৩৫৲	১৩৭৲	১৩৫৲	১৩৫৲		১৩৫৲
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	১৩৭৲	১৩৮৲	১৩৯৲	১৪০৲		১৩৮৲/০
সিলিং বন্ড—প্রতিদাবা (কলিকাতা)	...	৫৲/০	৫৲/০	৫৲	৫৲		৫৲/০
মেসোপটেমীয় কাবক—পছন্দসই এক মূলের পেয়ারের জন্য (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন)	...	১৯৯৲/০-২১৯৲/০	১৯০৲-১৯১১৲	১৯৯৲/০-২১৯৲/০	১৯৯/০		১৯৯৲-২১৯৲/০
ইউরিয়ানিয়াম—							
ইউরিয়াম আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ	...	—	৪২।০-৪৩৲/০	৪১।০-৪২৲	৪১৲০-৪১৲/০		——
ষ্টীল কর্পোরেশন—অফি	...	—	৪৭।০-৪৮৲	৪৮/০-৪৯৲/০	৪৮/০-৪৯৲/০		——
ভুমায়ুনী—অফি	...	১২১৲/০-১২৲/০	—	১২১/০-১২।০	—		১২১৲/০
অফিসিয়াল ইলেকট্রিক ষ্টীল		—	৯।৯৲	—	—		——
মেসার্স		২২৲-২২৯৲/০	২২৲-২২৯৲/০	২২/০-২৩৲	২২৯৲/০-২২৯৲/০		——
বার্মাশেল		—	৪/০-৪৲	৪/০-৪৲/০	৪/০		৪/০-৪৲/০
ভাদ্রমান আয়রন এণ্ড ষ্টীল		—	১৪৲-১৪৯৲/০	১৪৲/০-১৫/০	১৪৲/০		——
ষ্টেনলেস এণ্ড কোং		—	১২৯৲/০	—	—		১২১/০
খনি—ভাঙ্গা কর্পোরেশন	...	৪৯৲/০-৫১৲/০	৫৲-৫৯৲/০	৫৲-৫৯৲/০	৫৲-৫৯৲/০		৫/০-৫৲
ইউরিয়াম কলার কর্পোরেশন		৬৲/০	৬৲/০-৬৫/০	৬৲/০-৬৫/০	৬৲/০-৬৫/০	বাজার বন্ধ	৬৲/০-৬৫/০
ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	...	—	২৩৩৲/০	২৩৩৲-২৩৫৲	২৩৫৲/০-২৩৫৲		——
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	...	৪১৯৲-৪১৯৲	—	৪১৯৲	—		——
ক্যালকাটা ক্যাশনাল ব্যাঙ্ক		১৪৫/০	—	—	—		——
জাহাজ—বরাকর কোল্ কোং		—	৪৪৫/০-৪৪৯৲/০	৪৪৫/০-৪৪৯৲/০	৪৪৫/০-৪৪৯৲/০		——
ব্রাসলেস ,, ,,		১১৯/০-১১৯৲/০	১২/০-১২/০	১১।০-১১৲	১১৯৲/০-১২৲/০		১১৫/০-১১৫৲/০
বার্মাশেল ,, ,,		৫৯৲-৬০৲	৫৪৫/০-৫৫৲/০	৫৪৫/০-৫৫৲	—		৫৫৲/০
ইন্ডিয়ান ,, ,,		৬৪৲/০-৬৫৲/০	৬৫৫/০-৬৬৲/০	৬৫৯/০-৬৬৲/০	৬৬৲/০-৬৭৲/০		৬৬৯৲-৬৬৲/০
স্টাইল বরমাসুরা ,,	...	২৮৲/০-২৯৲/০	২৯৫/০-২৯৯৲/০	২৯১/০-২৯৲	২৯৯৲/০-২৯৯৲/০		২৯৯৲/০-২৯৯৲/০
কাপড়ের কল—মিঠি ফিংটোরিয়া কটন মিলস লিঃ		৭৯৲-৭৯৲	৭৯৲/০-৭৯৲/০	৭৯৲-৭৯৲/০	৭৯৲/০		৭৯/০-৭৯৲/০
বেঙ্গলক্স	...	—	১৩৫৲/০	—	—		১৩৫৲/০
কানপুর উলেন্টাইলস্	...	১৩৯৲/০-১৪৫/০	১৩৯৲/০	১৩৫৲/০-১৩৫৲/০	১৩৫৲/০-১৩৫৲/০		১৩৫৲/০
এমপ্রিস কটন মিলস লিঃ	...	৭৯৲/০-৭৯৲/০	৭৯৲-৭৯৲	৭৯৲/০-৭৯৲/০	—		——
বেঙ্গলক্সমী ,, ,,	...	১৭১৲/০-১৭৯৲/০	১৭৯৲/০-১৭৯৲/০	১৭৯৲/০-১৭৯৲/০	১৭৯৲/০-১৭৯৲/০		১৭৯৲/০-১৭৯৲/০
জাহাজের কল—ইণ্ডিয়া স্টেমার নেভিগেশন লিঃ	...	২৪৫৲-২৫৯৲	২৫৫৲-২৫৯৲	২৫১৲-২৫৯৲	২৫৯৲-২৫৯৲		২৫৯৲
ইন্দোবার্মা স্টেমার নেভিগেশন লিঃ	...	—	৭৫৫৲/০-৭৫৯৲	৭৫৫৲/০-৭৫৯৲/০	৭৫৯৲/০-৭৫৯৲/০		——
ইন্টাস্	...	৫৯৯৲/০-৬১৯৲/০	৩০৲	৩০৲-৩১৯৲/০	৩০৲-৩১৯৲/০		৩১৯৲/০-৩১৯৲/০

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

রিজার্ভের বাবদীয় মুদ্রণপ্রাপ্ত

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

শাখাসমূহ :— বড়বাজার, বেলেঘাটা, ভাওয়াজার, বিডকাবিন, টীলাডাঙ্গা, আসানসুল, বোলাকীর ও কাটোয়ী (নাইনা ষ্টীল), ভাওয়ানা, মাধবদত্ত, নারায়ণগঞ্জ, সাহেবিয়াসরাই, বাজসুর (সি পি), পাটনা, সিউড়িবাজার, আরাবাবাদ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৭, সোরাসো লেন, কলিকাতা।

টেলিফোন :—ক্যাল ৪৪৩ টেলিগ্রাম—ভরেন্সুল

সেয়ার কেনাবেচা, উপযুক্ত বাবদার টাকা বাবদ দেওয়া এবং অন্যান্য সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজ করা হয়।

সতকরা সুদ

চলতি হিসাব ১০

সেভিংস্ ... ... ২৲

স্থায়ী আমানতের হার পত্রে জানুন।

শাখাসমূহ :—

বড়বাজার ষ্ট্রীট, ভাওয়াজার, হাটখোলা, বালীগঞ্জ, খেঁয়াঘাট, শ্রীহট্ট, যশড়ুয়া, বহরমপুর, বেলেঘাটা, সন্তনী, সবরিয়া, বেলাগ্রাম, ইছাপুর, বাজবাড়ী, আরাগ্রাম, বড়নগর, মেদিনীপুর, ভেলেপুর, শিয়ালী, পাইকিয়া, চাকিয়া, হিলাজপুর, বাদুড়ঘাট, ভাওয়েলপুর, বেহালা, সোরাসো, পালো, ভূষিয়া, ভুমায়ুনসিং, জলপাইগুড়ি, মল (ভুমায়ুন), নাজগীরা, বসিরহাট, আরাবাড়িয়া।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জে সি চক্রবর্তী।

ফোন : ক্যাল ৭৭৬৭ গ্রাম : ব্যাঙ্কসল্ড

ব্যাঙ্ক অফ্ ক্যালকাটা

লিমিটেড্

৩নং ম্যাঙ্গো লেন

আদায় হার :

চলতি হিসাব ১%

সেভিংস্ ১½%

স্থায়ী আমানতের হার আবেদন করিলে পাইবেন।

ভারতের সর্বত্র আমাদের শাখা-সমূহের দক্ষতাপূর্ণ সহায় অবলম্বন করিয়া আপনার ব্যবসায়ের উন্নতি করুন।

ডাঃ এম্ এম্ চ্যাটার্জী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১২ই জানুয়ারী	১৩ই জানুয়ারী	১৪ই জানুয়ারী	১৫ই জানুয়ারী	১৭ই জানুয়ারী	১৮ই জানুয়ারী
চটকল—অবলাস্ত জুট মিলস লিঃ ...	৩৪২৲-৩৪৮৲	৩৩৮৲-৩৪৪৲	৩৪২৲-৩৪৩৲	৩৪৭।৹		৩৪৩৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৪৭৮৲-৪৭৯৲	৪৮০৲-৪৮৬৲	৪৮০৲-৪৭৪৲	৪৭৬৲-৪৭৪৲		৪৭৬৲-৪৭৯৲
কামারহাটী . . .	৩৪০৲	৩৩৩৲-৩৪০৲	৩৪১৲-৩৪১৲	—		৩৩৬৲-৩৩৯৲
নৈহাটী	১৩৩৲	১৪৪৲-১৪৬৲	১৩৩৲	১৩৩৲		১৩১৷৹
শ্রেণিচেতলা . . .	১২৫৷০-১২৲	১৮৯৷০-১৯১৷০	১৮৯৷০-১৯১৷০	১৮৮৷০-১৮৯৷০		——
বিশাখেল . . .	৭১৬৷০-৭২৮৷০	৭৬৲-৭৯৲	৭৬৲-৭৯৲	৭৪৯৷০-৭৫০৷০		৭৬৲
টীটাগড় . . .	৪৩৪৲	৪৩১৲-৪৩৬৲	৪৩১৲-৪৩৬৲	৪৩৫৲-৪৩৬৲		৪৩৪৲
রাজরা ...	—	৮৩৬৷০-৮৩৯৷০	৮৩৯৷০-৮৩৯৷০	৮৩৮৷০-৮৩৯৷০	বাজার বন্ধ	——
চিনির কল—বেলসুন্দর সুগার কোং লিঃ ...	—	১৬৫৷০-১৬৭৷০	১৬৬৷০-১৬৯৷০	১৬৬৷০-১৬৯৷০		১৬৮৷০
চন্দনবাব সুগার কোং লিঃ	৩৩৬৷০-৩৩৯৷০	৪০৲-৪০৲	৪০৲-৪৩৷০	৩৯৯৷০		৩৯৯৷০-৪০০৷০
কেন এণ্ড কোং লিঃ	২৯৲-২৯৮৷০	২৯৮৷০-২৯৯৷০	২৯৬৷০-২৯৯৷০	২৯৫৷০		২৯৮৷০-২৯৮৷০
কয়া বাজার—বুলদেনী টি কোং লিঃ	—	৩৮০-৩৯৷০	৩৯৷০	—		——
ইষ্ট ইণ্ডিয়া টি কোং লিঃ	—	১৭৬৷০-১৭৯৷০	১৭৬৷০-১৭৬৷০	১৭৬৷০		——
বিবিধ—ভালহিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ	১৮৫৷০-১৮৲	—	১৮১৷০	১৮৫৷০-১৮৷০		——
বি আই কর্পোরেশন	—	৬৫৷০	৭৲	৬৮৷০		৬৫৷০-৬৫৷০
বেঙ্গিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	১৮৬৲-১৮৭৲	১৮৬৲-১৮৭৲	—	১৮৫৲-১৮৬৷০		১৮৫৲-১৮৭৲
মোটার ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ " "	১৯৫৷০	১৯১৷০-১৯৬৷০	১৯১৷০-১৯৫৲	১৯৫৷০-১৯৬৷০		১৯৲
ইণ্ডিয়া জেনারেল সেভিংস কোং লিঃ	১৯৬৷০-১৯৭৲	২০৬৲-২০৯৲	২০৫৲-২০৯৲	২০৫৲-২০৭৲		২০৯৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট . .	১৮১৷০-১৯৮৷০	১৮৯৷০-১৯৷০	১৮৯৲-১৮৷০	১৮৯৷০-১৯১৷০		১৮৮৷০-১৯৷০
বিটে এসিয়াটিক ইনসিকেক্টস . .	—	১৩৬৷০-১৩৯৷০	—	১৩৯৷০-১৩৯৷০		১৩৮৷০
এ্যাসোসেনী এণ্ড কোম্পানী ...	—	৪০৷০	৩৮৷০	৩৮৷০		৩৮৷০

মেয়াদ-বাজারের গতিবিধি

আলোচ্য সপ্তাহে মেয়াদ-বাজারে একটা ঢিলেমির ভাব লক্ষ্য করা যায়। গতবার বাজারে বিশেষভাবে উত্তেজনার ও উদ্বেগের ভাব বর্ত্তমান ছিল। কয়লার বাজারেও যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বেগের ভাব বজায় ছিল। বাকী, বলাকর ও ইণ্ডিয়ান আয়রনের চাহিদা অনেকাংশে বর্দ্ধমান থাকায় মেয়াদ-বাজারে ইহাদের চাহিদা আর বেশ ভালভাবেই দেখা যায়।

আগামী সপ্তাহে—নিম্নলিখিত কোম্পানীগুলির মেয়াদের মূল্য বৃদ্ধির ভাব দেখা যায়।

ভালহৌসি কল—বালী, বেঙ্গল নাগপুর, জাকরাস, এলগিন মিলস, বেণ্টোলাস। কয়লা—বোকারো এণ্ড রামগড়, বরা বেহো, বরাকর, বেঙ্গল মেইন, ঝরিয়া এণ্ড বন্দুলিয়া, ঝাঝিয়া। পাট—এলায়েন্স, অ্যাংলো ইণ্ডিয়া, কামারহাটী, ফিনিক্স, টাকারী, ওয়েলিংটন। খনি—বার্ণ কর্পোরেশন, বেঙ্গো মেইন, ঝরিয়া এণ্ড বন্দুলিয়া, ঝাঝিয়া। পাট—এলায়েন্স, অ্যাংলো ইণ্ডিয়া, কামারহাটী, ফিনিক্স, টাকারী, ওয়েলিংটন। বিবিধ—ভালহিয়া সিমেন্ট, বার্ণ এণ্ড কোং, বাথার লরি, বাথারি কোম্প, ইণ্ডিয়ান কেব্‌ল, ওয়ালচন্দ ট্রান্সপোর্ট, ইণ্ডিয়া সেলাক পাম, টাস (সেলাক), বেঙ্গিনীপুর জমিদারী, ইণ্ডিয়া জেনারেল সেভিংসের, ওয়েলাটা লাক্সি এণ্ড লিনি, সেণ্ট্রাল কারাক (৪১)।

আগামী সপ্তাহে—বলি, ৪১, কারাক, কামেরের মিল, কানপুর, কল প্রভৃতির মেয়াদগুলির মূল্য বৃদ্ধির ভাব পরিলক্ষিত হইবে। আর ডিবি, ইণ্ডিয়েলস, বরমার মিলস, ছুট মিল, কলা প্রভৃতির মেয়াদের মূল্য সঙ্কুচিত হইবার ভাব পরিলক্ষিত হইবে।

ক্যালকাটা ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স লিঃ

৮নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"TRANSACT" ফোন ২৪৮ বলিঃ ফোন বড়বাজার ৪১৮, ডি পি ও

দি রেডিয়েণ্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৮ হেড অফিস—কুমিল্লা (বেঙ্গল) ফোন বড়বাজার ৪৪৪১

সেণ্ট্রাল অফিস—৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা—বাদুরহাট (ঢাকা), বড়বাজার (কলিকাতা)।

ডি এম চাকলাদার, জেনারেল ম্যানেজার। এস কে দাস, বি-এল ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আপনার অর্থ বৃদ্ধির সহায়তায়

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিকাতা ২২৬০ (তিন লাইন)

আমানত বৃদ্ধি

১৯৪২	৫৩,৫৮,০০০৲	টাকা
১৯৪৩	১,০৭,৮৫,০০০৲	"
১৯৪৪	১,৯০,০০,০০০৲	"

(এখনও বিলাস পরীক্ষা হয় নাই)

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০ ফোন : কলি ৬৮৬৩

হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২৩,১৮,৯০০৲

আদায়ীকৃত মূলধন ১১,১২,৯৫৫৲

আমানত...এক কোটী টাকার উপর

(১৯৪৩ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

বিস্তারিত ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার, হাটখোলা ও শ্যাম-বাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা।

হে-অফিস : মিরকাদিম

এ চ্যাটার্জ্জি,—জেনারেল ম্যানেজার

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :— কুমিল্লা

স্থাপিত :— ১৯১৪

আমানতকারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ

নিউ মার্কেট শাখা ২০শে ডিসেম্বর '৪৪—৩১, হিন্দুস্থান বিল্ডিংসে খোলা হইয়াছে।

(ওল্ড সমবায় ব্যাঙ্কিং)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি হর, এম-এল-সি

অমর কুমার নাথ

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১-সাল)

বীমা করুন

এই কোম্পানীর বিশেষত্ব—

- কোম্পানীর সমস্ত লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অসমর্থতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়
- অসমর্থতার প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনা-জনিত অক্ষিপুরণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর অতিরিক্ত পরিমাণ ও ফোটা টাকার উপরই

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন

কক্ষিডকোম্পানী এজেন্সী সিণ্ডিকেট

চীফ এজেন্টস্।

২, ডালহৌসি স্কয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

স্থাপিত—১৯৩১ ফোন : ক্যাল ৪৪৫৩

আপনার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্ত কাজ

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড-এর

সহিত করুন

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেভিংস্ আমানতের সুদ ২½%

চল্‌তি হিসাবের সুদ ... ১%

অনুমোদিত জামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ এস্ বাগচী

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

ব্রাঞ্চ—বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা। হেড অফিস—কলিকাতা।

বিহার, উড়িষ্যা, সি. পি ও বাংগলার

শাখা অফিসসমূহে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

এজেন্সি—বোম্বাই, মাদ্রাজ ও লাহোর।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্

বিনয় বো, কলিকাতা।

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	মহরাণাপ্রতাপ	ফলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	(দিল্লী)	(বম্বে)
ভাওয়ানীপুর	আজমীর	আহমেদাবাদ
কালীঘাট	শীকার	বসওয়ীপাড়ার
বালীগঞ্জ	বেনারস	(আহমেদাবাদ)
ঢাকা	এলাহাবাদ	করাচী
নারায়ণগঞ্জ	কানপুর	আজমীর
ময়মনসিংহ	(এলাহাবাদ)	রাওলপুর
চট্টগ্রাম	লক্ষ্ণৌ	লাহোর
আকিয়াব	আমিনাবাদ	ইউকাবাদী
শিলং	(লক্ষ্ণৌ)	(লাহোর)
পাটনা	কানপুর	মজঃফরপুর
মতিহারী	মোতিঝিল	মজঃফরপুর ক্যাণ্ট
বেরিলী	(কানপুর)	মুলতান
মাদ্রাজ	আবদারগঞ্জ	লায়ালপুর

লণ্ডন এজেন্টস্—

মিডলাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হিন্দুস্থান মোটরস্ লিমিটেড

(ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—মেসার্স বিড়লা ব্রাদার্স লিঃ)

এবং

মেটাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ

এই কোম্পানী নিজস্ব পনি ষ্টীলের উপর প্রথম বন্ধকে ডিবেঞ্চার আকারে ঋণ সংগ্রহ করিতেছেন।

—ইহার ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন—

(১) ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

(২) ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ার এক্সচেঞ্জের সভাপতি সাহারাণ ষ্টীল মিঃ

(৩) ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিঃ প্রেসিডেন্ট মিঃ বি এন চতুর্ব্বেদী, এম-এ, বি-এল।

(৪) হিন্দুস্থান মন্ট্রীকরণ কোং লিঃ (বোম্বাই)এর মিঃ এস. সি ব্যানার্জি প্রভৃতি।

উক্ত দুইটি কোম্পানীর নিউ শেয়ার ষ্টীক মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। কোম্পানী দুইটীর শেয়ার বিক্রয় শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে।

অনুমতিক্রমে : বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

"শেয়ার ডিলার্স বাউস", চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ইহার নিয়ম এবং সভ্যের সুবিধাদির শেয়ারের জন্য লিখিত আবেদন "সেক্রেটারী শেয়ার ব্রোকার" ঠিকানায় করুন : মফঃস্বলের নিকটস্থ শাখায় হয়।

PHONE—B. B. 6282 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

৭ সপ্তম বর্ষ] Monday, 29th January, 1945. সোমবার, ১৫ই মাঘ, ১৩৫১ [৩৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতে মূলধন মূলধন

ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন আলোচনা করিতে গিয়া আমেরিকার 'অফেন্স প্লানিং এসোসিয়েশন' সম্প্রতি এই দেশের বৈদেশিক ঋণের সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। রিঃ লয়েন্স যে যোজিনখার এই রিপোর্টটি প্রস্তুত করিয়াছেন। ভারতে প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া মূলধন বণিকেরা ঐ দেশ হইতে মূল ও লভ্যাংশ হিসাবে প্রতি বৎসর বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করিতেছে। অত্র সাম্রাজ্যবাদের ভারতের হাতে তাঁহারা তুলনায় আধিপত্যের। ফলে সেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হইতে মুক্তিলাভের ভারতের স্বাধীনতা প্রয়োজন বিলম্ব করিতেছে। বর্তমান রিপোর্টটিতে সেই স্বার্থের কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ভারতে কি পরিমাণ মূলধন বিনিয়োজিত রহিয়াছে তাহার কোন নির্ভুল পরিসংখ্যান পাওয়া দুষ্কর। ইংরেজ বণিকেরা ও মুষ্টিমেয়দের পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি এই মূলধন বর্তমানে কত বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যোজিনখারের মতে তাহা নির্ভরযোগ্য নহে। ১৯৩০ সালে যেখানে ভেবার অব কমার্সের হেডেরাটী রিঃ লি বি দেখার ভারত করিয়াছিলেন ভারতের শিল্প ও ব্যবসায় ফোম্পানীর দেখানে এক ঐ মূলধন ভারতের মূলধনের কম নহে ৪৭ কোটী টাকা মূল্য পাউণ্ড অর্থ বিনিয়োজিত রহিয়াছে। ঐ সালের এপ্রিল কমার্সিয়াল ইয়ারবুকের 'ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া' নাম ভারতে মোট বিদেশীর পরিমাণ ১০০ কোটী পাউণ্ড দেখিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। ১৯৩৮ সালে, যেভারতের পরিসংখ্যান এডমিনিস্ট্রেটর ভেবার অব ভারতে ভারতে মূলধনীদের ১০০ কোটী পাউণ্ড মূলধন রহিয়াছে বলিয়া জানান করেন। ফলতঃ ১৯৪৩ সালের গত জানুয়ারী মাসিকে 'মাকেন্টাইল মার্চিয়ান ইকনমী' এর বরাত প্রকাশ করিয়া ঐ সূত্রে ভারতে মূলধনীদের বিনিয়োজিত 'মূলধনের পরিমাণ করিয়া ৯০ কোটী পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে বলিয়া জানান। অর্থনীতিবিদ 'ম্যানচেষ্টার' পত্র ১৯৪৩ সালের ১৯শ এপ্রিল তারিখে এ সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহাতে ঐ সময়ে ভারতে মূলধনীদের বাজারের পরিমাণ ৭৫ কোটী পাউণ্ড বলিয়া অনুমান করা হয়। রিঃ যোজিনখার বলিয়াছেন, ভারতের যুদ্ধের প্রয়োজনে বিভিন্ন ব্যবসায় এবং সাম্রাজ্যের বিনা পরিমাণ মূলধন মিটাইয়া দেওয়ায় ভারতে ভারতের মূলধনীদের নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ বর্তমানে কতকটা হ্রাস পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার মোট পরিমাণ এখনও যে ৫০ কোটী পাউণ্ডের কম কিছু কমে নেওয়া নাই তাহা মুক্তি সহকারে বলা চলে। কিন্তু যোজিনখারের এই মন্তব্যের মূলে যথেষ্ট সত্য নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দেখানে ও কারবারী কাগজে মুষ্টিমেয়দের নিয়োজিত মূলধন এমনের অর্থনৈতিক দোষনের পর প্রকাশ করিয়াছে। ঐ শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার তাগিদায় অর্থনৈতিক মূলধন সম্বন্ধে অযথা ভারতের উন্নত

ভারতীয় অধিবাসীদিগের মূলধন

সম্প্রতি গত সেপ্টেম্বর মাসের অধিবাসীদিগের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের আমদানী ও রপ্তানী-বণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই বিবরণ হইতে জানা যায় ১৯৪১ সালের ঐ ছয় মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ৯০ কোটী ৯০ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে। অপর দিকে ভারত হইতে ১১৩ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকার বিদিন ঐ সময়ে রপ্তানি হইয়াছে। তাহাই ঐ সময়ে অধিবাসীদিগের হিসাবে ভারতের অনুকূল ব্যবসায় বাকিয়া দাঁড়াই-

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	৮৯৩-৯৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৮৯৬
আর্থিক উন্নতির ব্যাপারে বাধা	
সম্পাদক ও নিয়োগ-বীমার সূচনা	৮৯৭-৯৮
আর্থিক দুনিয়ার টুকিটাকি—	৮৯৯-৯৭
ফোম্পানী সংবাদ—	৯০২-৭০
ব্যাঙ্কের কাজকারবার—	৯০৪-৭৮

টাকার এমনিই দিনগুলি!

আজ যাদের হিসাব করলেই দেখা পড়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ। উপার্জনে যেমন বর্ষাদিনে আনন্দের হিল্লোল খেলে যায় নিজের মুখে, সঞ্চয়ের ভাব দেখে ভবিষ্যতে আত্মীয়দের মুখেও ফুটে উঠে তেমনি হাসি। আপনার সঞ্চয় বাড়ুক দুহাতে।

আমাদের কাশবাজার, কালিঘাট, বহুবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, লালবাজার, বিডিরপুর, বেহালা, বজবজ, বাটানগর, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, বাঁকীপুর, কাশিয়াং ও মধুপুর শাখা দ্রুত উন্নতির।

ব্যবিয়া ও দেওঘর শাখা শীঘ্রই গড়ে উঠবে।

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

হেড অফিস—৯১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট • কলিকাতা

দেই সময় বন্ধানীর পরিমাণও অবশ্যকারী বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। তাহা না হইলে আমদানী-রপ্তানিজাত বণিক ব্যক্তি ভারতের পক্ষে মারাত্মক বিপদ অনুভিত হইয়া উঠিতে পারে।

জাহাজ-সমস্যা ও আমদানীর আসনের ফল

বার্ষিক চাহিদা মিটাইতে মোটের ৮০ কোটি টন এবং সরকারী নির্দেশানুসারে বাহিরে যাওয়ার জন্য ৬০ কোটি টন মোটের পথ ভারতের রিজার্ভ-নিধিতে উৎপন্ন হয়। যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহা এদেশের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত সামান্য। মোটামুটি ৩ চারিবার প্রচুর আমদানির ফলে এদেশে আসবাবের বাজারে যেরূপ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং বাজারে যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় আসিবার ব্যবস্থা না করিলে সরকারকেই প্রধানতঃ জাহাজের আসন সংকীর্ণতার সময়ে বণিক ব্যবসায়ীদের বহু ব্যবসা-বাণিজ্য যেরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা জনসাধারণের আশানুরূপ সহযোগিতা লাভ করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে ব্রোকারদের যৌথারম্ভে মিটি কাপড় বাজার হইতে একরূপ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং সকল প্রকার কাপড়ের বিশ্বাসন অত্যন্ত দাম বেশি পরিমাণ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য আসবাবের অবস্থা আরও ভয়াবহ। কিন্তু বাংলা দেশে এই সমস্যাই বর্তমানে সবচেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। বিশেষতঃ কলিকাতা বন্দরের গতানুগতিক সংখ্যা ধরিলে বাংলার ৬০ ভাগ অধিবাসী সর্বহারা হইয়া পড়িয়াছে, এমনকি বহিঃমূল্যে রপ্তানি করা বর্তমানে ভারতের সাধারণীকৃত ধরিয়া এই সব দুর্ভাগ্য বন্ধানীর অন্তর্ভুক্ত আর শেষ নাই। এই কারণের কলা প্রভৃতি সরবরাহের ব্যাপারে বন্দরের বিভাগগুলি যদি পর্যবেক্ষণের আশানুরূপ সাহায্য পাইত, তাহা হইলে হয়তো বেশী কাজ চালাইয়া তাহারা এই তীব্র দুরবস্থার কিছু পরিমাণ দূর করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু পর্যবেক্ষণ সমরপ্রয়োজন অনুসারে এদিক হইতে তাহাদের বিশেষ কোন সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ভারত সরকারের চেম্বারলিন কমিশনার সম্প্রতি বাংলার বিভাগীয় কমিশনারদিগকে জানাইয়াছেন যে, সামরিক প্রয়োজনের চাপে পর্যবেক্ষণের পক্ষে এখন কয়লার যোগান-ব্যবস্থা উন্নত করা সম্ভব নয় এবং তাঁহার মতে যে সকল বিশেষ অঞ্চলে ৮ বিশের ব্যবহার প্রচলন রহিয়াছে সেই অঞ্চলের ইতিমধ্যে সাধারণভাবে কাজ বন্ধ রাখা। বলা বাহুল্য, চেম্বারলিন কমিশনারের এই বিবৃতি জনসাধারণের মনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। কয়লা বিনে সম্পূর্ণ কাজ বন্ধ হইবার পরও যদি বাজারে এমনকার মত সরবরাহ দেখা যায়, তবে বিদেশ কাজ বন্ধ হইলে অবস্থা অবশ্যই আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। ইহার উপর পড় ২৯শে ডিসেম্বর হইতে এক ঘণ্টার বেশ অন্তরূপ বাজারে. বিলগুলির কল চালানো কুলায় মাত্রায় বাড়াইবার যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে এখনকার বিলগুলির কাজের অবস্থা প্রতিফলন। কুলা আশিতে মাত্রায় বেশী পরিমাণ বাংলার মিলে কলকব্জা বৈজ্ঞানিক ভাবে বাহিবে, অথচ সরকারকে নির্দিষ্ট মহাজনি মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবে না। এমবস্থায় এ অবস্থায় মিলমালিকদের অতি দীর্ঘতর না করিয়া উপায় নাই। কারণ বাংলার মিলগুলিকে এখনকার মত সামান্য মূল্য ব্যবস্থায় করিতে হয় বলিয়া তাহাদিগকে অবশ্যই এক ঘণ্টার বেশ-পথের সাহায্য লইতে হইবে। বাংলার যখন শিল্পায়ন সম্প্রসারণ চলিতেছে, তখন এক ঘণ্টার আর অন্য সকলের বাংলার মিলগুলির জন্য চালানী কুলার মাত্রা বাড়াইবার এই নির্দেশ অন্যায় কুসুমবাণী ছাড়া আর কিছু বলে করা যায় না। কুলের দাম বেলপথসমূহের আয় উপার্জনের বৃদ্ধি পাইতেছে, এমন যোগাযোগে শিল্পনিগমের পক্ষে অপরিহার্য কোন উদ্যোগের উপর মাত্রা বাড়াইয়া অন্যান্য-ভাবে বিশেষ ভাবে কোন লাভ করিতে পারিবে না এবং পর্যবেক্ষণের এই ঘণ্টার আর অর্থ-পথের এই যোগাযোগ সম্প্রতি পরিস্থিতিতে উচিত নহে। ভারত সরকারের চেম্বারলিন কমিশনার যাহাতে বন্ধানীর সময়ে যথেষ্ট সংখ্যক জাহাজ পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিলগুলির কাজ বন্ধ হইলে অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। ইহার উপর ঘণ্টার মাত্রা বাড়াইবার ফলে বিলগুলির কাজ বন্ধ হইবার সময় যদি বাজারে এমনকার মত সরবরাহ দেখা যায়, তবে বিদেশ কাজ বন্ধ হইলে অবস্থা অবশ্যই আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। ইহার উপর ঘণ্টার মাত্রা বাড়াইবার এই নির্দেশ অন্যায় কুসুমবাণী ছাড়া আর কিছু বলে করা যায় না। কুলের দাম বেলপথসমূহের আয় উপার্জনের বৃদ্ধি পাইতেছে, এমন যোগাযোগে শিল্পনিগমের পক্ষে অপরিহার্য কোন উদ্যোগের উপর মাত্রা বাড়াইয়া অন্যান্য-ভাবে বিশেষ ভাবে কোন লাভ করিতে পারিবে না এবং পর্যবেক্ষণের এই ঘণ্টার আর অর্থ-পথের এই যোগাযোগ সম্প্রতি পরিস্থিতিতে উচিত নহে। ভারত সরকারের চেম্বারলিন কমিশনার যাহাতে বন্ধানীর সময়ে যথেষ্ট সংখ্যক জাহাজ পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিলগুলির কাজ বন্ধ হইলে অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। ইহার উপর ঘণ্টার মাত্রা বাড়াইবার ফলে বিলগুলির কাজ বন্ধ হইবার সময় যদি বাজারে এমনকার মত সরবরাহ দেখা যায়, তবে বিদেশ কাজ বন্ধ হইলে অবস্থা অবশ্যই আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। ইহার উপর ঘণ্টার মাত্রা বাড়াইবার এই নির্দেশ অন্যায় কুসুমবাণী ছাড়া আর কিছু বলে করা যায় না। কুলের দাম বেলপথসমূহের আয় উপার্জনের বৃদ্ধি পাইতেছে, এমন যোগাযোগে শিল্পনিগমের পক্ষে অপরিহার্য কোন উদ্যোগের উপর মাত্রা বাড়াইয়া অন্যান্য-ভাবে বিশেষ ভাবে কোন লাভ করিতে পারিবে না এবং পর্যবেক্ষণের এই ঘণ্টার আর অর্থ-পথের এই যোগাযোগ সম্প্রতি পরিস্থিতিতে উচিত নহে।

ভারতে ভোট নির্মাণের উদ্যোগ

এয়ারস্পেসভোটবিমান নির্মাণের জন্য কলিকাতার 'বিমলা ব্রাদার্সের' উদ্যোগে ভিন্নুরাল পূর্বে একটী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ব্যবসার অবস্থা বিবেচনা করিয়া, ভারতে ভোটবিমান তৈয়ারের ব্যবস্থা সম্পর্কে 'বিমলা ব্রাদার্সের' সহিত ইংলণ্ডের ব্রাডলি কোম্পানীর একটী চুক্তি হইয়াছে। ঐ চুক্তি অনুসারে ব্রাডলি কোম্পানী কলিকাতার অফিস বিল্ডী ও কারিগরদের নীচেই ভারতে ভোটের কারিগরদের শিক্ষা দিবেন। ঐ কারিগরদের প্রত্যেকেরই 'বিমলা ব্রাদার্সের' উদ্যোগে ভারতে ভোটবিমান নির্মাণের ভার দেওয়া হইবে। ভারতে তৈয়ারী প্রথম ভোটবের নাম হইবে 'হিন্দুস্থান টেন' ('Hindusthan Ten')।

আধুনিক যুদ্ধে ভোটের একটী অত্যাবশ্যকীয় ভারবাহকের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে ইহা তৈয়ার হইলে যে কতদিন বিদেশ হইতে প্রচুর টাকা মূল্যের ভোটের এদেশে আমদানী করিতে হয়। 'ভোট-নির্মাণ ব্যাপারে বৃটিশ মনিষদের আর বিশেষভাবে অফিস বলিয়া পর্যবেক্ষণ এতদিন এদেশে ভোট-নির্মাণ ব্যাপারে উৎসাহ দেখা যায়। তাহা ছাড়া উপযুক্ত বিল্ডী ও কারিগরের অভাবের এদেশে এতদিন ভোট নির্মাণের কল্পনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। সবদিক বিবেচনা করিলে এই দুই দিক দিয়াই আজ অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। এদেশে ভোট-নির্মাণ ব্যাপারের প্রসার সম্বন্ধে ভারত পর্যবেক্ষণ অনুমোদন করিয়াছেন। ভোট নির্মাণের জন্য ইংলণ্ড হইতে বিল্ডী কারিগর আনিবার সুযোগ দিতে তাঁহারা সম্মত হইয়াছেন। এই শেষোক্ত ব্যাপারে ইংলণ্ডের ব্রাডলি কারখানার কারিগরদের সহিত বিমলা ব্রাদার্সের চুক্তির কথা ভারতের ভোট-নির্মাণ সম্বন্ধে খুবই আশার কথা সন্দেহ নাই। এই দুই বড় অভিজ্ঞতার যোগাযোগের ফলে ভবিষ্যতে এদেশে ভোটবিমান নির্মিত হইবে বেসরকারীর বহু নিম্নের একটী নাম খুলে হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। তবে ব্রাডলি কোম্পানীর সহিত বিমলা ব্রাদার্সের চুক্তির শীঘ্রতম প্রকাশিত না হওয়াতে কারিগর ও বিল্ডী যোগানো সম্পর্কে ঐ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের মর্ত এখনও কিছু জানা যাইতেছে না। বিমলা ব্রাদার্সের উদ্যোগে ভোট নির্মাণের কাজ যুদ্ধবন্ধ করিয়া পরিমাণে তাহা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হইবে সেই সর্ত্ত জানা সম্প্রতি তাহা জানানো যায় নাই। বেসরকারী আশা ও ভরসা আজও করিবার জন্য বিমলা ব্রাদার্সের পক্ষে অফিসের তাহা প্রকাশ করা দরকার।

বৃটিশ শিল্প-ব্যবসায়ের যুদ্ধোত্তর উন্নতির পরিকল্পনা

বৃটিশ চ্যাম্বার্লেন অব কমার্সের ভূতপূর্ব এক্সচেঞ্জের সভাপতি মাইকেল ফ্লক্স, কমন্সসভা ঘোষণা করিয়াছেন, ইংলণ্ডের অধিবাসী যেসব ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে শিল্প-ব্যবসায়ের যুদ্ধোত্তর উন্নতি সম্পর্কে সাহায্য করিবার জন্য তথায় দুইটী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম কোম্পানীটির নাম 'বিমলা কর্পোরেশন লিমিটেড'। ইহার মূলধনের পরিমাণ ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। এই মূলধন দ্বারা কোম্পানীকে ইহার প্রয়োজনমত মূলধনের বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ বন্ধকী প্রদানের ব্যবস্থা করিতে কোম্পানীটির থাকিবে। ছোট ও মাঝারি ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্য করিবার জন্য এই কোম্পানী ৫ হাজার টাকি হইতে ২ লক্ষ টাকি পর্যন্ত ঋণ প্রদান করিতে পারিবে। ঋণ দান প্রস্তাবিত আলোচনায়, ইংলণ্ডের যুদ্ধোত্তর পরিবর্তনের সহিত মিল রাখিয়া এই সব কোম্পানী পরিচালনার ব্যবস্থা হইবে। ইহাদের কার্য্য বিভাগ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ সরকার সময় সময় পরামর্শ দিবেন। এই দুইটী কোম্পানীর সহায়তায় ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের আর্থিক পুনর্গঠন ও জাতীয় উন্নতির কাজ ভাল অগ্রসর হইবে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের ১০০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বৈদেশিক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিতে হইয়াছে। যুদ্ধের তুলনায় এই সময়ে দেশের রপ্তানী-বাণিজ্যের পরিমাণ ৭০ ভাগ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সাধারণ বিনা এইরূপ দুর্ঘটনা দেখিয়া বৃটিশ পর্যবেক্ষণ ভিন্নুরাল বাণিজ্য ইংলণ্ডের যুদ্ধোত্তর আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণে সচেষ্ট হইয়াছেন। লেইজার পরিকল্পনা সম্পর্কে বৃটিশ পর্যবেক্ষণ ও ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আন্তরিকতা বিশেষ বেশী দেখিয়া বিমলা কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব সাধারণ ভাবে আলোচনার প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ভারতের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে পরিকল্পনা গঠনের ভোড়জোড় দেখা দেশের দে বিষয়ে উদ্যম কার্যকরী আগ্রহের আভাস মোটেই কিছু হইতেছে না। ভারতবর্ষে শিল্প-ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করিবার এমন সুযোগ আসিবে। শিল্প-ব্যবসায় সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য ও উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া বৃটিশদের সুযোগ এই সুবিধা সম্বন্ধে সাধারণ সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ-উদ্যোগ দেখান না। জনসাধারণও বিমান করিয়া ভারতের সকল শিল্প-ব্যবসায়ে বিশ্বাস করিতে চাহে না। এই অবস্থায় যুদ্ধের পরে এদেশে আর্থিক উন্নতির সুযোগ গ্রহণ করিতে হইলে যেসব যুদ্ধে পরিকল্পনা গঠনের ভোড়জোড় না দেখাইয়া শিল্প-ব্যবসায়ের প্রকৃত অগ্রগতির জন্য এখন হইতে ভারত পর্যবেক্ষণের পক্ষে বৃটিশ বিমান কর্পোরেশনের মত একটী প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য। পর্যবেক্ষণ যদি নিজেরা কয়েক কোটি টাকা বিনোদে প্রস্তুত থাকেন তবে দেশের জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীরা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনোদের আগ্রহ দেখাইবে। ফলে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের মত ভেন্টিলেশন্স না হইলেও ২৫।৩০ কোটি টাকা মূলধন নিয়া এদেশে একটী বিমান কর্পোরেশন অবশ্যই গঠন করা যাইবে। বৃটিশ পর্যবেক্ষণ ইংলণ্ডের বিমান কর্পোরেশন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনিস্টারের মূলধনের চারিগুণ পরিমাণ অর্থ ভারতে প্রদানের ব্যবস্থা দিতে বন্ধপরিকর হইয়াছেন। এ দেশের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে চারিগুণ অংশটুকু বিভাগ পরিমাণ অর্থ এক প্রদানের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। এইভাবে একটী মূলধন সরবরাহের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইলে যুদ্ধের পরে ভারতের বিদেশাগত পথ অনেক পরিমাণে প্রশস্ত হইতে পারে। কিন্তু এখনে আর্থিক উন্নতির এত বেশম কাজকারী বিমান অবলম্বনের সরকারী আগ্রহিকতা কোথায়?

WANTED A CAPITALIST PARTNER with Rs. 10,000/- as a big interest by a Mfg. Director with 25 years' practical experience. Income expected over Rs. 30,000/- a year. Apply to Box No. 718, Ananda Bazar.

আন্তর্জাতিক সাধারণ শিল্প

সাম্প্রতিক প্রয়োজনের এবং অর্থাভাব কারণে আমাদের সাধারণের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও মূলধন সরবরাহের সাধারণ-শিল্প মোটেই প্রসারিত হইতে পারে নাই। মূলধন আসের তুলনায় এখন এদেশে আমদানীর ফল পরিমাণ সাধারণ বৈদেশী বন্ধুরার কারণ দাঁড়াইয়াছে এবং অভাব। ফলে আসল মূলধন অপেক্ষা ডেভিডেন্ট মূলধন ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবার ফলে ফলে ডেভিডেন্ট মূলধ বৈদেশীর পর বৈদেশ অবস্থাবাহী আসল এখন আমেরিকার তুলনায় অনেক বেশী পাওয়া যাইতেছে। এই ধরণী সাধারণ বৈদেশীর সঙ্গে আলোচিত্যে, অবশ্যি সাধারণের অপর দীড়াইয়া লোহার যোগান আমদানীকরণ বা ইহার সাধারণের কারখানাগুলি আর বাড়াইতে পারিতেছে না। ১৯৫২ সালে লোহার যোগান দাঁড়াইয়াছে অতিরিক্ত হইয়া পরে এবং এই বৎসর আমদের সাধারণের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া যায়। ১৯৫৩ সালে সাধারণের অন্য মূলধন মূলধন হিসাবে পড়তা ৫০ ভাগ লোহা ব্যবহার করা হয় এবং বর্তমানে এই ব্যবহার লোহার পরিমাণ পড়তা ৭৫ ভাগ হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবহার-বৃদ্ধি হয়তো সত্ত্বেও সাধারণ সাধারণের কারখানাগুলি উপযুক্ত হইতেছে না, কারণ বিশেষিত বৈদেশী ফলে এখন চাহিদা বহু কারখানার কাহাদের প্রয়োজনের পড়তা ১০০ ভাগ লোহারই সাত করিতেছে। মূলধন বাজার এদেশে বৎসরে যেরূপ লক্ষ টনের কিন্তু দেশী সাধারণ বৈদেশী হইত, এখন ঐ উৎপাদন ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টনে দাঁড়িয়া আসিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ পরিমাণ সাধারণ চাহিদা মিটাইবার পরে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য যে সাধারণ থাকে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। আসল মূলধন অপেক্ষা বহু ডেভিডেন্ট-মূলধন ব্যবহার এদেশে আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, এই কিন্তু বৈদেশী হইবার পর বৈদেশ অবস্থাবাহী অনেক সাধারণ বৈদেশীর বহু আদেশের তুলনায় অনেক বেশী পাওয়া যাইতে পারে, এবং লোহার যোগান আশানুরূপ হইলেই আমদের এই মূলধনশিল্প নিজেই বিদেশী এসাধারণের সাধারণ, ফলিবাজদিগের প্রতিযোগিতা অনায়াসেই অতিক্রম করিয়া এগিয়া-চলিতে পারিবে। আবশ্যকীয় জীবনযাত্রার দ্রব্য এখন ইঞ্জিনেরোলনাদের পরিণত পাইতেছে, বৈদেশিক সাধারণের প্রয়োজন অনেক এ অবস্থায় বর্তমানের ইহার নবীন উৎপাদনকারী অন্য সাধারণ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনের মোহ মোহাইবার ব্যবস্থা করিয়া এই আবশ্যকীয় শিল্পটিকে প্রসারিত হইবার সুযোগ দেওয়া।

সরিষার-তৈলের সমস্যা

ব্রাহ্মণের মূল্য বাড়াই হইল না কেন বেসরকারি ব্যবসায়ে বীতিমত ভাবের মোহাল পাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার বাজার ও সরিষার তৈলের আসল দুই বৎসরে মোহ সমস্যা এখনও দেখা যাইতেছে না। সারা-ভারতের জীবনের প্রয়োজনে সরিষার তৈল একটি অপরিহার্য জিনিষ। মূলধন বাজারে এই জিনিষটি হঠাৎ দুর্লভ হয় নাই, অথচ পরিমাণে দুষ্প্রাপ্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সেরূপ অবস্থা বিশেষ প্রয়োজনের অভাবে ১৯৫৩ সালে সরিষার উৎপাদন ৫০ লক্ষ মণ হইতে ৩০ লক্ষ মণে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কম হইলেও কি হইবে, মূলধন সমস্ত উৎপাদন কি বৈদেশিক সরবরাহের-যোগ অবস্থাবাহী হইতেছে না। কলিকাতা অঞ্চলের কলসমূহের জন্য মূলধনের, পাঞ্জাব ও ওয়েষ্টার্ন সেন্টার-হইতে পূর্বে উপযুক্ত পরিমাণ সরিষা আসিতেছে। সেই আমদানী হ্রাস পাওয়ায় অনেকে তৈল উৎপাদনের অসুবিধা দেখা দিয়াছে। তৈলবীজের যে যোগানের অভাবে মূলধন বাজার পূর্বে কলিকাতা অঞ্চলের তৈলের কলসমূহের তৈরিকে, উৎপাদন ক্ষমিয়া ২ হাজার মণে দাঁড়াইয়াছিল। পরিমাণে তৈলবীজের অধিকতর অভাব ঘটিয়া বৃদ্ধির উৎপাদনের পরিমাণ ঐ তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। যেমন আসল কিন্তু এগ্রোমিক্রেশনের সেক্রেটারী সম্প্রতি বি ডাবলোমিটি পত্রের এক প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, ঐ সমিতির তালিকাভুক্ত ১৯৫৩ সালের মধ্যে বর্তমানে ১৯৫৩ সালের সরিষার তৈলের উৎপাদন এরূপ পড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে সরিষা আমদানী ও সরবরাহের ব্যবস্থা না হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত বৃদ্ধি এদেশের পড় হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

কলিকাতার ব্যবসায়িকেরা বহু বহু বৎসর যাবৎ সরিষার তৈল সম্বন্ধে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। এই আশঙ্কাজনক বিষয়ে দাঁড়াইয়া করিবার সম্বন্ধে তাঁহাদের উদ্যোগের ত্রুটি থাকিবে না। কিন্তু তাহাদের সাহায্যের আবশ্যক আবশ্যক 'অপরিহার্য' নামীয় বর্তমানের আমদের বাস করিয়া ইহার ভেদে সৌকর্য্য আসবে আর কিছু আশা করিতে পারি কি? আমরা বহুবার আমদানি মূলধনের ও সাধারণ বৈদেশীরের ভোগ অভাব ঘটে নাই। যেমন উপযুক্ত পরিমাণে উহা আমদানী করা যাইতেছে না বলিয়াই বাজারে মূলধনের তৈল উৎপাদনে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। যেন বিশেষ সাধারণ বাজারে প্রয়োজনে বহু আসিয়া সরিষা মোহদের কর পূর্বে সাধারণের মূলধন দেখাইতেছেন না। বেসরকারি-সরকার ও বাজার সরকার মূলধনের একটি সমস্যা হইয়া বর্তমানে যে, মূলধনের বহু মূলধনের বিশেষের আমদানী সম্পর্কে যেরূপ ফলোবস্তুর মোহার সমস্ত উদ্যমের নাই। ফলে মোহসভার আমদ্য ও উদ্দীপনার অভাবে মোহসভার সাধারণ বিশেষজ্ঞদলের অবহেলিত হইতেছে। মূলধনের চালানোর বাস যে অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু অন্যান্য দেশে সাধারণ বিনিময়ের অবলম্বনের সঙ্গে অন্যান্যদেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সরবরাহ করা সম্পর্কেও সরকারকেসমূহ কোন কথা ভাবিতেছেন না। সরিষার তৈল সম্পর্কে ও অন্যান্য শ্রেণীর অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সম্পর্কে সেই শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির আমরা আমাদের সরকারকেও নিজে আশা করিতে পারি না কি?

মহাসমুদ্রের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে মহাসমুদ্রের গতি আর এক সপ্তাহের মতই ছিল এবং পূর্ব ইউরোপের তুলনায় এ সপ্তাহের সেন্টিমেন্ট বাহ্যিক উন্নতিলক্ষণ লক্ষ্যগোচর করিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় আমাদের বাহ্যিকীর ভাল অনুরাগে বাজার বাহ্যিকের এ সপ্তাহে অবশ্যই অনেক বিক্রয়ের আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। ব্রহ্ম ও এশিয়ার মহাদেশীয় তুলনায় মূলধন গতি আলোচ্য সপ্তাহে মোটামুটি বিক্রয়ের অনুকূল ছিল। চীন ও ইটালী হইতে এ সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য কোন মূলধন খবর আসে নাই।

পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় ট্রানসুর্বের উন্নতে আশাব্যঞ্জক অনুকূল ভৈল সরবরাহ করিবার বলিয়া মনোভাব আসিয়াছে এবং ট্রানসুর্ব অধিকারের অন্য বৃদ্ধি আশার সেন্টিমেন্ট ৩৩টার এইবার একটি মন্ত্রণার আমেরিকা চালাইয়া তাহাদের আশঙ্কা হইবার কিন্তু বৃদ্ধি। এদেশে, আন্তর্জাতিক মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনে এ সপ্তাহে-বিক্রয়ের্সাধারণ, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এ অঞ্চলের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দূরদর্শন দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। মেলবিডিয়ান মূলধনবর্গ হিসাবে আশাব্যঞ্জনক এ সপ্তাহে আন্তর্জাতিকমূলক মনোভাব নিম্ন ছিল। উহার আমেরিকা আশার মেজার চাপে আন্তর্জাতিকদিগের সন্তোষজনক করিতে হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব ইউরোপের তুলনায় মূলধন গতি আলোচ্য সপ্তাহে আশাব্যঞ্জক প্রতিফলন, তীব্র মন্দা চলে। সমর্থ-বিক্রয় পর্যালোচনা-প্রতিষ্ঠান-প্রধান বৈদেশ, সাধারণ সমস্ত সকল ব্যবসায়েই আলোচ্য সপ্তাহে মোটামুটি বাহিনী কিন্তু কিন্তু সাধারণভাবে করিয়াছে এবং আশাব্যঞ্জক আশাপ্রদ ধারা বিক্রয় উৎপাদনের ফল লাভে সক্ষম হয় নাই। আশাব্যঞ্জক লাইবেলিয়ার এ সপ্তাহে মূলধন গতি সন্তোষজনক তীব্র ছিল এবং উহার লাইবেলিয়ার আমদানী অনেকদিন আলোচ্য সপ্তাহে ক্রমবর্ধমানের ব্যবসায় হইয়াছে। লাইবেলিয়ার আশার মূলধন মেহেদীর উপযুক্ত এ সপ্তাহে সোভিয়েট দেশে প্রথম আক্রমণ চালাইয়াছে। প্রকাশ, পশ্চিম বৈদেশ হইতে আমাদের লাইবেলিয়ার ভৈল আমদানীর ফল দেশের অনুমতি ভোগ করিতেছে। ব্যবসায় হইতে বাহিনের সঙ্গে একমাত্র আন্তর্জাতিক যান ব্যবসায় অতীব তীব্র এ সপ্তাহে মেবাসমিতি সোভিয়েটের ভৈলের বিক্রয়ের অনেকটা প্রতিরোধ করিয়া লইয়াছে এবং বর্তমানে এই নবী অভিযোগ হওয়ার ফলে বাহিনী বিক্রয় হইবার অনুকূল সম্ভাবনা আছে। পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েট-বাহিনীর চাপে আমাদের ভৈলের বিক্রয় হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সরবরাহ আসিয়াছে এবং এখনকার ভোগ, সমস্ত বাহিনীবর্গের বন্দরের জন্য বর্তমানে মেবাসমিতি প্রতিনিধিবর্গ ভৈলের উচ্চ মূল্যে পরীক্ষা ভাইল পরীক্ষা করিতেছে। বাহিনীর সাধারণ স্থানীয়ের প্রতিনিধি বন্দর কার্যালয়ের বিক্রয়ে ভৈল বাহিনী বৃদ্ধিই পরিমাণে।

এখনও মহাসাগরীয় বন্দরসমূহের সাধারণে প্রকাশ, মূলধন ভীষণ অভিযোগী বাহিনবাহিনী আছে কিন্তু মূল অঞ্চলের হইতেছে এবং বিক্রয়ের উৎপাদন হইতে ৫০ মাইল ও ব্যাসিলা হইতে ৩৪ মাইল মূলধনী ভাইলার আলোচ্য সপ্তাহে ভারতে বন্দর করিয়া লইয়াছে।

এখন বন্দরসমূহে আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রয়াভিমুখীর উল্লেখযোগ্য লাভের সংবাদ আসিয়াছে। উহার ফলে সেবকগণ হইতে পূর্বদিকে বাজারের অধিকাংশের উপরে যে বিক্রয়াভিমুখী অঞ্চলে হইতেছিল তাহারা এখন আশ প্রতিযোগিতার মধ্যেও বাজারে লাভালাভ করিবার এবং বাজারের হইতে এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বিশেষ বর্ষণাবাদে তাহাদের স্থলে আসিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে সেরো সড়ক ব্রহ্ম সড়কের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় আসম, ব্রহ্ম ও চীনের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিকের ৩৮ মাইল-দক্ষিণে বাসরি ও রেঙ্গুন হইতে আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রয়ের অবস্থান অভিযোগে এবং ব্রহ্মদিগী ও অন্যান্য বন্দর ভাহুকপাড়ু বন্দর করিয়া লইয়াছে। বাসরি হইতে প্রতিদিন আন্তর্জাতিকের মূলে বিক্রয়ের অনুকূল ফলে লাভিয়ে পরিমাণ সমস্ত বিক্রয় হইতে যোগান করা হইয়াছে।

দি উদয়পুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৩
৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রেজিষ্টার্ড অফিস—উদয়পুর (মিসুরা)
শাখাসমূহ—ভূপালগড়ার, বাহাদুরিয়া, নাগাবন্দর, সৌরভ, পাবনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম কলিকাতা, এটাবি বারেলী, উদয়পুর।
প্রফুল্লর হুমায়ুন কবীর ৩রা ফেব্রুয়ারী বোয়ালমারি শাখা উদ্বোধন করিবেন।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
এস আর দাশ।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

আমেদনগর দুর্গে আটক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য তাঁরা প্রত্যেকে গেলের পর ১৯৪৫ জানুয়ারী তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বয়স আট বছর তিনি অর্থ রোগে ভুগিতেছেন। মুক্তির পরে তাঁর ছোট ছোটাই হইয়া সেবাগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর নিকট রেখা করিয়া সুস্থতি লাভের চিকিৎসা আছিয়াছেন। গান্ধীজীর কাছে তাঁর প্রত্যহ ছোটের বিষয় ২০ বৎসরের কর্মীদের রাজনৈতিক জীবনের মূল্যে করিয়া নতুন করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এক সময়কার নেতের নেতৃত্বানীয় কর্মী তিনি। রাজ-কারাগারের গারিদে আসিলেও মহিষের নিজা কারাগারে নির্জন ও নিশ্চিন্ত থাকিবার জীবন তাঁহার নয়। বয়স ও স্বাস্থ্যহীন কারণেই নিজের সকলে তাহার আরাম কর্মীকে নিজিয়া পাইয়া এই ছোট দুর্দিনে আরু অনেকখানি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবে। কিন্তু আমার কর্মক্ষেত্রে জীবনাইয়া পরিবারে আসে যাহারী মাত্রেই তাঁহার জন্য আমার সম্পূর্ণ উৎকণ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে বিশ্রামেরই অনুরোধ জানাইবে। সর্বোপরি আমাদের মনে হয় ছোটের আরু বোধ-বুদ্ধি ও ধৈর্যের কামনা করা আমরা জাতীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

• • •

মিঃ জিন্না ছোটা হইতেই হক্ত জীবনের কর্মিটীর সংগঠন বর্জন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁর আরেকবারের নীরব থেকার পরিচয় অনুসরণ করিয়া অন্তরোধানের বুলি আওড়াইয়াছেন। গত ৩০শে জানুয়ারী দিল্লীর তাঁহার হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটীর নিজী অধিবেশনের সিদ্ধান্তের বেশিয়েছি ঐ দুই মন্তব্যসমূহের পরিচয়ই প্রতিফলিত। ওয়ার্কিং কমিটী তাঁর ডাক্তার ও মুখোপাধ্যায়কে সভা কমিটী হইতে তাঁহার মনে সভ্যাগ্রহে কমিটী লইবার নিমন্ত্রণ দিয়াছেন। সভা কমিটীর তাঁরা হিন্দু স্বার্থের কতি হইবারই যদি সম্ভাবনা থাকে বলিয়া সভাপতির ওয়ার্কিং কমিটী বলে আশিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের সভয় বুদ্ধি এই কথাই বলিবে যে, সেরূপ ক্ষেত্রে উক্ত নীরবতা কমিটীর সদস্য বজায় না করিয়া বরং তাঁহাকে আরু প্রবল করিয়াই হিন্দু স্বার্থের দিক হইতে কথা বলিবার ও কাজ আদায়ের সুবিধা আরিত এবং প্রয়োজন উদ্ধারকল্পে প্রতিবাদে কমিটীর বাহিরে থাকিয়া বেশবাসী প্রতিবাদের প্রয়োগ প্রয়োগ করা যাইত। সভা কমিটীর প্রেরণা অসম্ভব হইতে কিনা সেই বিষয়ে প্রথম হইতেই আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। সর্বোপরি আবেদনিকের অসহনীয় ক্ষেত্রের দিক ইতিহাস আমাদের খুব বেশী আশান্বিত হইতে বলিতেছেই বাধা দেয়। তথাপি আমাদের রাজনৈতিক আজ অবস্থার সমাধানকল্পে তাঁর ক্ষেত্রবাহুর সভয় তাঁর ব্যক্তির অসম্ভব আন্তরিক পরিচয় অবস্থেলিয়া করার নীরব আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না।

• • •

অবশ্য ৭ দিনের মধ্যেই ১০ জন আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের আশ-ভয় মতন এবার তাঁর আমেরের বিভিন্ন স্থান হইতে রাজনৈতিক বন্দ ও নজরান-বিশিষ্টদের আসরে আমের-বিশ্বের আনান হইয়াছে। এমনকি হিন্দু ব্যক্তির বিনয় বাঁ ও তাঁহার দুজা ওয়ার্ধী পর্যন্ত আসামীদের মুক্তাদেশের হাত হইতে রেহাই দিবার জন্য সর্বশেষের কাছে সর্বান্তী অনুরোধ জানান হইয়াছেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান —সকলে, মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—এই সকলের সমিলিত অনুরোধ সর্বশেষে অগ্রাহ্য করিতে না পারিবেই আমরা আশা করি।

•

ভোরাবাজার ও দুর্নীতি সমস্যের কথা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সর্বশেষেই যে আমের ভবনের হইতে চাহের তাহা আশা ও আমাদের কথা। কিন্তু সব-চাইতে বড় কথা, বড় কথা—দুর্নীতি বাহির ও নীচ পর্যায় সাধারণ নিজের চালাইয়া দিয়াছে। যাহের মানুষের সহজলভ্য মুখাপুটি করিয়া সাজান দিয়ে থাকিলে দুর্নীতির মূলোৎপাটন ছোর দিয়াই সম্ভব হইবে না। যে সব কই-কাতলা সরীর ওজন থাকিয়া যাই মাছিয়া চলে তাহাদেরও ধরিয়া আনিতে হইবে। গত ১৯৪ জানুয়ারী অধিবেশনে মিঃ সিনিয়ার ও কেন্দ্রীয় পরিষদের ইউরোপীয় সদস্য মিঃ পি কে ক্রিকিসন্ এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করিয়াছেন, বাজনা সর্বশেষকে সাহায্য করিবার জন্য সম্প্রতি তিনি বাজনায় আসিয়াছেন। বাজনার কেন্দ্রাবাদিক সরবরাহ বিভাগ আরি পুনর্গঠিত হইয়াছে এবং তিনি ঐ বিভাগের "বিশেষ-ভাবে ভার এক্সপার্টদের এক পাবলিক রিলেশন্স" রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। সুখের সন্দেহ নাই। কিন্তু সাফল্য সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত নহি। এ পর্যন্ত সাধারণ সরকারী বিভিন্নবাহারে ঘোর অভাব হয় নাই। তথাপি ভোরাবাজারের সর্বনাশকর উৎপাত বন্ধ হয় নাই। সর্বশেষের পক্ষ হইতে যে সব ওয়ার্ক উপর দুর্নীতির ফুল আমাইবার ভার সেই ওয়ার্ক ভারেই ফুল আরে ভিন্ন আসিতে হইবে এবং আসিলে সর্বোপরি ফলের মধ্যের সেই ওয়ারেন্সী ফুল বহিবার অধিকারে আমরা হওয়া উচিত। মিঃ ক্রিকিসন্-এর উদ্যোগের পরিচয় একবার হইয়া এবং তাঁহার দুর্নীতি সমনের অধিকারের সাফল্য কামনা করিয়া সভোষের তাঁহাকে আমরা সতর্কতার ব্যাপকতা ও অটিলতার কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

• • •

রবীন্দ্র সংবাদ বিজ্ঞাপন, গত ১৮ই জানুয়ারী কেন্দ্রীয়ভাবে সাইন আইনসভার ইউরোপীয়ান অব বেঙ্গল বিজনেসের সভ্যদের সমক্ষে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে অর্থসচিব মিঃ কে এইচ ভাসবোরা বলেন, "দুর্নীতি ব্রিটিশ রাজত্বে বিনাশ করিলে ইউরোপীয় ও অধিবাসীদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা যে সাধারণ অধিবাসি আসার সমর্থনে ভোরাবাজার দুর্নীতিমূলক অবস্থাবলী করা যায় না। ইউরোপীয়রা স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্নোক্তি হইয়া ভারতবাসীদের সহিত আন্তরিকতা আমরণ করে। আজ আমার স্বার্থ-বুদ্ধির ফলেই ইউরোপীয়রা ভারতবাসীদের এই দোষ হইতে বিনাশিত করার চেষ্টা করিতেছে। যদি ভারতবাসীদের বিনাশাইই বিনাশিত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ইউরোপীয়রা যে স্থান ভারতের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেই স্থানে আমা-দিগকে কোণঠাসা করিয়া রাখার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিবেন। এর ফলাফল নিউটোবিয়া দুর্নীতি কি করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই ঘটনা আমাদের ইতিহাসে একটা বলক বিশেষ।"

ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

• • •

সম্প্রতি ন্যায় মুসলমান আরবদ ইন্ডাস্ট্রিজের জন ইউরোপীয়ান্সাস আক্রেডারিজের নিকট ভোরাবের কথা আরেকবার ও দুর্নীতের মধ্যে নীরবতা সম্পর্কিত এক পরিচয়ের কথা করিয়াছেন। ঐ পরিচয়ের একখানি করিয়া সকল সাত নীরবতা কমিটির সকলের নিকটও পাঠান হইয়াছে। সাত মুসলমান তাঁহার পরিচয়ের সাম্প্রিয়ানের নিবেদিকা করিয়া আমাদের পাকা-স্থানিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে মূলক পন্থার নির্দেশ দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার পরি-কল্পনা অনুসারে মুসলমান পরিচালনে প্রতিনিধিত্বের মধ্যে মুসলমান থাকিবেন শতকরা ৫০ জন, হিন্দু শতকরা ৫০ জন, অন্যান্য সম্প্রদায় শতকরা ১০ জন এবং অবশিষ্ট শতকরা ১০ জন। মুসলমান প্রতিনিধিদের মনোনয়ন মুসলিম প্রতিষ্ঠানি-সমূহ করিবেন।

সম্প্রতি হিন্দুস্থানের আইন মেম্বারদের আই পরিবর্তন সংবাদপত্রে যে বিবৃতি বিজ্ঞাপন তাহাতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত মুসলমান দেশাই ও মহাত্মাজী বিনাশর্তে আগী খান ইত্যাদির পরিবর্তে এই দুইজন কংগ্রেস ও লীগ মুখপাত্র বীরাচারে যে কিছি হইল তাহাতে আমাদের সাধ মুসলমানের পরিকল্প-নার কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বের যে হার ধার্য হইয়াছে সেইরূপ মীমাংসাই নাকি করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাই পরলোকে মুসলমান-লিয়াকত, প্রধানমন্ত্রী বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ জানান করিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে যখন হইতে উপরে ভাবে প্রতি-নিধিত্ব দুর্নীতি হইলে তাহাতে আমাদের হিন্দু-স্বার্থ বিপন্ন হইবে বলিয়া পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ইহাদের পরিচয় হইবার মত যথেষ্ট কিছু দেখিতেছি না।

• • •

ঘরে বিদেশের অন্তরীণ প্রেসিডেন্সীয় সম্মেলন যেন হওয়ার অব্যবহিত পরে ভারতীয় প্রতি-নিধি দলের নেত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সম্মেলনের ফলাফল সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পরিষদের উল্লেখযোগ্য। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "এতটা হারান আশ্বাসের আর লইয়া আমি সম্মেলন ত্যাগ করিতেছি। আমার অভিমতে আমরা মূলতঃ পুরাতন কথাই কেবল পুনরাবৃত্তি করিয়াছি। রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে সম্মেলনের মূল কারণ লইয়া যারা আমাদেরই আর কাজ হইত। সম্মে-লনের আলোচনা কালে যে সব সমিতির প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছে তাহার কোন কোন প্রতিনিধি তাহা একাইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার ফলে যে সব সমিতির প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছে তাহার কোন কোন প্রতিনিধি তাহা একাইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে তাহাদের সমিতির আমি বলিয়া উল্লেখ করাই সমীচীন হইবে। এমন হাত যখন অন্যান্য সমিতিরে তখন তাহারা নিজেদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা রাখার চেষ্টা করিতেছে।"

শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের উক্তির আলোচনা আলোচি-কালের কন্যাদানি সম্বন্ধে করিবারে আমি না, তাহাদানী আমরা অনেকের পর অনেক প্রতিনিধি প্রতি মুহূর্তে হাতে হাতে টের পাইতেছি। বিশেষতঃ তাহাদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়া তাহাকে কলম্বোনি প্রতিনিধি করিতেছে ও করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার অনেকগুলি প্রমাণ। মূল এখনও শান্ত হয় নাই, অথচ ইন্দোনেশিয়া মতো আন্তর্জাতীয় সভা আসরে তাহা মুক্তোত্তর আন্দোলনের সাহায্য লইয়া আমেরিকা-ইংলণ্ডের প্রচারে-প্রচারে যে সব কথাবার্তা প্রকাশিত হইতেছে তাহার সংবাদ-পত্রের পাতায় তাহা সব কথা বাহির হইতেছে না।

• • •

সম্প্রতি বার্মার ডিক্টেটরশিপ-সেক্ট বন্ধিয়াছেন, তাঁহার আবদেন টীনে আর তিনি অন্তরীণ হইতে বিমোচন না, কর্তৃপক্ষিদের সহিত তাঁহা সরকারের বিরোধ আপোষেই মিটাইয়া ফেলা হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্রহ্মদেশবাসীদের সম্মেলনের অনুরোধ ও তাঁহা প্রতিনিধিদের অভিমতের প্রতিধ্বনি করিয়া স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন, আরাকান মেথডিলা প্রভৃতি তার ফিরে এবং অবিলম্বে আরাকানের মুসলমান হইতে কথা পাইবার মত ব্যবস্থা অবশ্যই অবিলম্বে হইবে। তাই ব্রহ্মীয়া আসামের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের তিনি সম্পূর্ণ-রূপী নহেন। আসামের কথাতে, পরিষদ যে মেসেজ সাধারণ সহ করিয়াছে হইয়াছে সেই মেসেজ তাঁ-মেসেজ আজও উচ্চ আসামেই অবেদনার বিষয় বলিয়া আমরা মনে করি।

• • •

(ইহার পর ৯৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক উন্নতির ব্যাপারে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-নীতির স্বরূপ

সম্প্রতি বোম্বাই পরিকল্পনার একটী দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিয়া উহাকে গ্রন্থাকারে প্রচার করিয়াছে। তাহাতে জাতীয় আয় বণ্টন সম্পর্কে তাঁহাদের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। আর্থিক উন্নতি ও শিল্প পরিচালনা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-নীতির স্বরূপ কি হইবে উহাকে কে বিশ্লেষণ তাঁহারা তাঁহাদের বিশ্লেষণ প্রদান করিয়াছেন। শ্রমিক-ব্যবস্থা সম্পর্কে বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতাদের প্রস্তাবসমূহ পূর্ব প্রবন্ধে একটী প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-নীতি সম্পর্কে তাঁহাদের সুপারিশ ও নির্দ্দেশসমূহ বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিব।

অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে সাধারণতঃ বিনা বাধায় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-নীতি সম্প্রসারণ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের আভ্যন্তরিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা কোন দেশের স্বাধিকারিক আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষের মত অর্থনৈতিক দেশে যেখানে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের বিক বিয়া প্রাথমিক সংগঠনের কার্য্যের আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু অগ্রগতি হয় নাই সেখানে লোকের আর্থিক কল্যাণের জন্য কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলে গবর্ণমেণ্টের ঐ সকলের সহযোগিতা আরও বেশী মাত্রায় প্রয়োজন হয়। বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা বলিয়াছেন, তাঁহারা তাহাদের প্রথম খণ্ডে কৃষি ও শিল্প প্রভৃতির বিক বিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য তাঁহাদের সরকারকেই নেতৃত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ যাহাতে লোকের হিসাব-মতন ব্যয়িত হয় তজ্জন্য আয় সমূহ যাহাতে সমভাবে বণ্টিত হয় এবং যে সব বিষয়ে ব্যক্তি হইতে সমাজের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় সেগুলি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে দায়ী বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে প্রস্তুত হইতে হইবে।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে এইরূপ সরকারী হস্তক্ষেপের সহিত সমাজতন্ত্রবাদী নীতি ও কার্য্য-প্রণালীর একটা আমূল পার্থক্য রহিয়াছে। কাজেই তাহাদের উল্লিখিত নীতি কার্য্যকরী করিতে গিয়া এই দেশের বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থা ও প্রচলিত পরিবেশে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা প্রয়োজন হইবে বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা প্রথমে তাহা নিয়া আলোচনা করেন। তাঁহারা বলেন, বর্ত্তমানে সমাজ ব্যবস্থায় পূর্ণের অবাধ বাণিজ্য-নীতি (laissez faire) একটা বড় আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইত। অর্থনৈতিক ব্যাপারে লোকের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও স্বাধীনতাকে পূর্ণে যতটা প্রশ্রয় দেখা হইত। কিন্তু আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ অবাধ বাণিজ্যের সেই নীতি অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়াছে। ব্যক্তি ভূমি ও কলকারখানার উপর ব্যক্তিগত স্বামিত্ব ও কর্তৃত্বের মূলেকার ভিত্তি এখনও যথাযথ অটুট ভাবে রহিয়াছে সত্য কিন্তু লোকের সমষ্টিগত কল্যাণে প্রয়োজনবশে দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রসারিত করিতে কোন সমাজতন্ত্রবাদী দেশই আজ আর দ্বিধা বোধ করিতেছে না। অবশ্য দ্বিতীয় যে সব দেশ অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্রবাদী প্রণালীতে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারাও বিভিন্নরূপ প্রবর্ত্তনের জন্য তাহারা সমাজতন্ত্রবাদী শিল্পব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে তাহা-ছেন না। ফলে যাহার কর্তৃত্বের সমাজতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মূলগত বৈষম্য অনেক পরিমাণে দূর হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আমরা এই দুইএর বিভেদে উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিমাণ করিয়া তোলার ক্ষেত্রেতেই বর্ত্তমান অনেক প্রসার লাভ করিতেছে। ভারতে অনগ্রসরতার কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিতে হইলে বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতাদের মত এই দীক্ষিতেই অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ নেওয়া হইবে। তাঁহারা বলেন, "বর্ত্তমানে সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত অধিকার ও প্রচেষ্টার ক্ষেত্র যথাসম্ভব উপযুক্তভাবে রাখিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রসারিত করিতে কোন বাধা নাই। তবে এই সঙ্গে ইহাও আমরা বলিতে চাই যে, ব্যক্তিগত অধিকার ও চেষ্টার স্থানে লোকের স্বাধীনতা দেশের ও দশের কল্যাণ উদ্দেশ্য কিছুতেই নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করিতে পারে রাষ্ট্রের শাসন দ্বারা সেজন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাতেই জনসাধারণের কল্যাণে স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে ব্যবস্থা ও সমাজতন্ত্রের মিলন একটা আপোষের ভিত্তিতে সেজন্য এদেশে উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-নীতি কতদূর পরিমাণে প্রসারিত করা প্রয়োজন হইবে।

ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সংরক্ষণ, মূল্য ও বাজার সম্পর্কে বিশ্লেষণ। বিভিন্ন বিষয়ে সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহ ও প্রচার এবং জাতীয়তাবাদের অর্থব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত আইন প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা—এসমস্ত আজ সর্ব্বত্রই অর্থনৈতিক বিধি বিধা রাষ্ট্রের একান্ত অবশ্য করণীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তাহা ছাড়া আধুনিক যুগে (১) উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করিবার, (২) যে সমস্ত সরকারীভাবে পরিচালনা করিবার ও (৩) অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রবর্ত্তন করিবার বীতিমত প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। ভারতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণার ভিত্তি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কিভাবে ও কতদূর পরিমাণে ঐ তিন রকমের কার্য্যাদি অবলম্বন করা যাইতে পারে বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা অতঃপর তাহা নিয়া আলোচনা করেন।

তাঁহারা বলেন, অবাধ বাণিজ্যের ভিত্তিতে দেশের শিল্প-ব্যবসায় পরিচালিত হইলে দেশের সমষ্টিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এমন কতকগুলি ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টকে ব্যক্তিগত শিল্প-ব্যবসায়ের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। 'আবশ্যিক ইন্ডাস্ট্রিগুলি' বা অপরিহার্য্য প্রতিষ্ঠানগুলি যৌথ শিল্প-কারখানা, যে সব শিল্প-কারখানার দেশের সুরক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে এবং যে সব বিষয়ে ব্যক্তি হইতে দায়িত্ব দেওয়া হয় এমনতর সেই সব শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা ও সমস্যা আলোচনাপূর্ব্বক বিশেষভাবে করিয়াই সে নীতি বলবৎ করিতে হইবে। সরকারের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচালনা সম্পর্কে বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা বলেন, কোম্পানীসমূহের মোট মুনাফার হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া, কলকারখানার পরিচালনের কাজের সর্ত্ত ও মজুরীর হার বাঁধিয়া দিয়া, প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাধ্য সম্পর্কে কারবার চিলার ব্যবস্থা করিয়া ঐ সরকারী নিয়ন্ত্রণ-নীতি কার্য্যকরী করিতে হইবে। তাহা ছাড়া নূতন কোম্পানী স্থাপন সম্পর্কে লাইসেন্স প্রদানের নীতি বলবৎ করিয়া ও কাঁচামালের যোগান ভারতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট করিয়া কোন অঞ্চলে অযথাভাবে বেশী শিল্প-কারখানা কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ বন্ধ করিতে হইবে। যে সব অঞ্চলে উপযুক্ত শিল্পকারখানা করিয়া উঠে নাই সেরূপ অঞ্চলে সেই সব অঞ্চলে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যাইবে।

যে সব শিল্পের মূলধন গবর্ণমেণ্ট সরবরাহ করিবেন বা যে সব কারখানার কাজে সরকারের আর্থসাহায্য নিয়োগ সেই সব প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে বিশেষভাবে খবর রাখিবার জন্য অনেক সময়ে তাহাদের পর্ষদ ও কর্তৃত্ব গবর্ণমেণ্টের হাতে রাখিতে হইবে। কোন অত্যাবশ্যকীয় শিল্প স্থাপন সম্পর্কে যদি সাধারণভাবে উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহের অসুবিধা ঘটে কিংবা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ভিত্তিতে কোন অত্যাবশ্যকীয় শিল্প স্থাপিত হওয়ার পর যদি তাহার পরিচালনা ও কার্য্যাবলী দেশের

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : চাঁদপুর (বেঙ্গল)
কলিকাতা অফিস : ২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

টেলিগ্রাম—'লয়্যালেক্সচেঞ্জ' ফোন : কলি : ৫৭৮৬

শাখা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পুরাণবাজার (ত্রিপুরা), বালদহ, ইস্টবাড়ী (ঢাকা), নেত্রকোণা (ঢাকা)।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হরিহর চক্রবর্ত্তী, বি-এল
কলিকাতা এজেন্ট।

ধনকুমার পাল,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

জাতীয় শিল্পের সংগঠন প্রচেষ্টায় আমরা আপনার সহায়তা কামনা করি

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৩১, বন্দরবাজার ষ্ট্রীট, ঢাকা, ফোন : বি বি ৪১৮

কলিকাতা শাখা—
৮১, ষ্ট্রাণ্ড রোড, ফোন : বি বি ৫৯৮০

অন্যান্য শাখা—ময়মনসিংহ, চন্দনপাট, রাজসাহী, নিয়ামতপুর, গাজীপুর, আলমডাঙ্গী ও বরমচালিয়া।

সুদ : চলতি—১% মেয়াদি—২%

আমাদের স্থানীয় আমলাগণ, ব্যাঙ্ক সাইটিফেট, প্রতিনিধি গণ, ফোন ও তারযোগে নিম্নবর্ণিত যে কোন শাখার সহিত কারবার করিতে পারেন।

ফিক্সড ডিপোজিটের জন্য পত্র লিখুন।

সুবিধাজনক সর্ত্তে দেশের ও দেশবাসীর কাজের জন্য-বিভিন্ন করা হয়। বিভিন্নের ও দেশবাসীর কাজের সুযোগ আমরা করিতে প্রস্তুত আছি।

সম্ভাবিত কল্যাণের অনুকূলে না হয় তবে সে সব ক্ষেত্রের পরিবর্তনকে নিজ বাহিরে নিজ স্থানে ও পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু বোম্বাই পরিকল্পনার অভিভাবক পরিবারেরা, শিল্প-ব্যবসায়ের বাণিজ্যিক-স্বত্ব নিজ হাতে রাখা ও সংরক্ষণের ভার পরিচালনা করিতে রাজী হইলে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত হইবে না। উপরে যে শিল্প-নীতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা প্রবন্ধকে করিয়া যদি অসন্তোষের উদ্রেক করিবে হয় এবং উৎপাদন-ব্যবস্থার কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ রাখা যায় তবে মূলতঃ কেবল সেদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করাই পরিবর্তনের কর্তব্য হইবে। যে সব নিজ পরিবর্তনে নিজেরা স্থাপন করিবেন এবং যে সব নিজের জন্মুক্ত তাঁহারা দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের হাতে গ্রহণ করিবেন সে সমস্ত ব্যবসায়ই সরকারী বাহিরে পরিচালনা করিবার কোন অর্থ নাই। দেশের উন্নতির ব্যবসায়ীরা যদি সেই সব নিজের জন্য উপযুক্ত মূলধন নিয়োগ করিতে এগিয়ে হয় এবং দেশে লোকদের যদি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যক্তিগতভাবে ও দেশ কোম্পানীর মারফতে যে সমস্ত মূলধনিয়োগিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে পরিবর্তনের পক্ষে ঐ সবের মালিকানা ও কর্তৃত্ব ক্রমে ক্রমে তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য হইবে।

তবে দেশের আর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে উপরোক্তরূপ সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে দিয়া বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা এদেশে প্রথমে একটী জাতীয় পরিবর্তনের স্থানদের উপর নির্ভরশীলতার ঝোঁক দিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনার প্রথম ভাগে তাহাদের আর্থিক উন্নতির যে উপরিত করিয়ে দিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন, মূলের পরে আন্তর্জাতিক সঙ্কটের প্রতিবিধানার্থে একটী জাতীয় পরিবর্তনে স্থাপিত হইবে এই আশাতেই তাঁহারা প্রথম দিকে উন্নতিমূলক প্রস্তাব ও কার্যনীতির ধারণা দেশ করিয়াছেন। বোম্বাই পরিকল্পনার দ্বিতীয় ভাগে তাঁহারা দেশীয় জাতীয় পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে সরকারী-ভাবে যে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তন করার কথা বলা হইয়াছে তাঁহাদের মতে কেবল প্রকৃত জাতীয় পরিবর্তনের দ্বারা তাহা কার্যকরভাবে কার্যকরী হইতে পারে।

আর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-নীতি সম্পর্কে বোম্বাই পরিকল্পনার ঐ সমস্ত প্রস্তাব আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। রাষ্ট্রের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া আধুনিক যুগে কোন দেশের আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। জাতীয় আয় বর্ধন সম্পর্কে সুব্যবস্থা করার জন্যও ঐ ধরণের কার্যনীতি একান্ত আবশ্যক বলা চলে। বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা নিজেরা ধনী শিল্পপতি হইয়াও এদেশের আর্থিক উন্নতির জন্য শিল্প ব্যবসায়ের উপর সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রয়োগের নির্দেশ দিয়াছেন এবং সে বিষয়ে বাহির প্রস্তাবের জন্য প্রকৃত জাতীয় পরিবর্তনের স্থানদের একান্ত প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তবে ঐ ধরণের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে দিয়া তাঁহারা পরবর্তের জন্য ব্যবসায়ীদের সহিত সমাজতন্ত্রবাদের একটী আপোষরফা করিয়া চলিবার যে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট কতক পরিমাণে অর্থহীন বলিয়াই মনে হইয়াছে। বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা বলিতে চাহিয়াছেন ব্যবসায়ী শ্রেণীসমূহ অবাধ বাণিজ্যের নীতি সঙ্কুচিত করিয়া অর্থ নৈতিক আধিপত্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের সমাজতন্ত্রবাদী নীতি অনেক পরিমাণে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অপর দিকে সমাজতন্ত্রবাদী শ্রেণীসমূহ উৎপাদন-ব্যবস্থা বিকেন্দ্রণের ব্যাপারে ব্যবসায়ী সমাজের নিয়ন্ত্রণসমূহের কতক পরিমাণে অবলম্বন করিতে রাজি হইয়াছে না। কাজেই ব্যবসায় ও সমাজতন্ত্রবাদ পরস্পর বিরোধী কিছু অবশিষ্ট নাই। ব্যবসায় ও সমাজতন্ত্রবাদের এইরূপ একটী আপোষ-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধিকার ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের যেরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর ও তাহা এ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ কল্যাণকর হইবে বলিয়াই উহাদের ধারণা। কিন্তু আমাদের এই ধারণা অনেক পরিমাণে অনীক বলা চলে। একথা সত্য যে আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য অধিক ব্যয় ও বহুবিধ সমাজতন্ত্রবাদী নিয়মকানুন অনেক পরিমাণে অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদ ব্যবসায়ের ঐ সবকে কখনও একেবারে স্বাভাবিক বা চিরদিন স্বাধিকার উহার সহিত স্থায়ী আপোষের জন্য কোনও তাহার মূল নীতি ও লক্ষ্য পরিবর্তন করে নাই। ব্যবসায়ের মূল অবলম্বন যে ব্যক্তিগত স্বাধিকার সেটিকেই রাখিয়া তাহা একেবারে পরিবর্তন করিয়াছে। অর্থাৎ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির উপর ব্যক্তির বদলে সমষ্টির অধিকার সেখানে ব্যবসায়ের জন্য চরম হইয়াছে। কোন কোন দিক দিয়া ব্যবসায়ের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া এমনও পরিবর্তন করিতে পারে যাই সত্য, কিন্তু সে সমস্ত ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্তের মূলিয়া ফেলাই সোসিয়েটের চরম লক্ষ্য। আন্তরিকভাবে সমাজতান্ত্রিক কার্যনীতি অবলম্বনের চেষ্টা করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ের সেবাসমূহের মূলধন আর্থনৈতিক দিক দিয়া অধিকতর প্রবিক উন্নতির পরিচয় দিয়াছে। উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হওয়ায়, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হওয়ায় ও জনসাধারণের সুব্যবস্থা হওয়ায় সেখানে সকল জাতীয় সমৃদ্ধি ও জনকল্যাণের পথ সুগম হইয়াছে। যে সব দেশে ব্যবসায়ের সহিত সমাজতন্ত্রবাদী কার্যনীতির খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে ঐ সব দিক দিয়া তাহাদের একটা উন্নতির নমুনা দেখা দেশের যে উন্নতি হোসিয়েট রাশিয়ার তুলনায় সামান্য বলিয়াই মনে হইতেছে। কাজেই ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য ব্যবসায় ও সমাজতন্ত্রবাদের মিলনে একটা আপোষমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন দেওয়া ব্যবসায়ের জন্য একেবারে পক্ষে আদর্শস্থানীয় হইতে পারে না। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনেক নীতি ও নিয়মকানুন জনকল্যাণের পরিপোষক নহে। সে হিসাবে দেশে খাঁটী সমাজ-তান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন আমাদিগকে সময় ও চরম লক্ষ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। তবে ব্যবসায়িক সমাজের তাহারই বিধিবিধান অবলম্বনে সমূলে উৎপাটন করা চলে না। কাজেই যতদূর সম্ভব ব্যবসায়ের সহিত আপাততঃ একটা আপোষের ভাব নিয়া ক্রমে জনকল্যাণের সুযোগ প্রদারিত করিবার চেষ্টাই আমাদিগকে করিতে হইবে। সেইরূপ চেষ্টা হিসাবে বোম্বাই পরিকল্পনার উল্লিখিত রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-নীতির উপযোগিতা আমরা স্বীকার করিয়াই মনে করি।

আপনার অর্থ বৃদ্ধির সহায়তায়

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিকাতা ২২৬০ (তিন লাইন)

আমানত বৃদ্ধি

১৯৪২	৫৩,৫৮,০০০৲	টাকা
১৯৪৩	১,০৭,৮৫,০০০৲	"
১৯৪৪	১,৯০,০০,০০০৲	"

(এখনও হিসাব পরীক্ষা হয় নাই)

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	৪ কোটী টাকা
বিলিকৃত মূলধন	২ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১ কোটী টাকা

কলিকাতা বোর্ড।

চেয়ারম্যান : মিঃ এম এ ইস্পাহানী

আগা আবদুল্লা বাবী কাছন, মিঃ এ সি আগা, মিঃ কে সি বোরেজা,
মিঃ বৈদ্যনাথ আথান, মিঃ কে সি মিত্রোগী, মিঃ গজানন্দ বিড়লা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :

হেড অফিস : ২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস।

ডি আর সোমানন্দর—ম্যানেজার।

সহকারী :	কর্মচারিগণ ষ্ট্রীট :	কর্মচারীবৃন্দ :
কে সি সেনগুপ্ত	বি কে মিত্র	এম এম ব্যানার্জি
ম্যানেজার	ম্যানেজার	ম্যানেজার

টেলিগ্রাম : "ইউকোম্যাক"
টেলিফোন : কল ৩৪৮৮

বি বি ঠাকুর
চেয়ারম্যান ম্যানেজার

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

অস্বাভাবিক মাল্য বিলের প্রতিবাদ—সম্প্রতি আসানসোল মেয়র এবং কমার্সের সভাপতি শ্রীযুক্ত এলগার চ্যাটার্জি মহাশয় প্রস্তাবিত ব্যয় বিলের বিরুদ্ধে সরিষান আলোইয়া মাননীয় সভাপতির অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী মাননীয় মাননীয় সরকারের অর্থবিভাগের সেক্রেটারীর নিকট তারিখ তার ও সহযোগীর ১৯২৪ সালের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন। স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে প্রস্তাবিত বিলটি ধনীদরাজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে এবং ইহা দেশীয় ব্যবসায়ীদের পরিপোষক। এই বিল আইনে পরিণত হইলে ব্যাঙ্গালোর মেসের শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে আশানুরূপ সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে না বলিয়া মাননীয় স্মারকলিপিতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে। মাননীয় স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী যদি ব্যাঙ্কের হিসাব ও কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের ছোট বড় সকল মুলধনী অংশীদারদের কর্তৃপক্ষের হইবার সম্ভাবনা থাকিবে এবং সাধারণ কারবারের যথেষ্ট অসুবিধা। স্বল্প বিষয়ে ব্যবহারের জন্য কোন কোন ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত পরীক্ষার বিলয় হইয়া উঠিবে। মোটের উপর উক্ত মাননীয় স্মারকলিপিতে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক বিলটিকে সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান হইয়াছে।

রাশিয়ার সহিত আমেরিকার মুদ্রের আশঙ্কা—লেনিন হইতেছে সম্প্রতি রিপোর্টের যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ইউরোপে রাজনৈতিক অবস্থা তাড়াতাড়ির ব্যাপারে অংশ হয়, তবে শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার সহিত আমেরিকার যুদ্ধ বাধিবে।

যুদ্ধোত্তর কালে ভারতে মাত্রি-বিমানের আশা—সম্প্রতি 'ফরেন' পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় ব্রাইনিক জাদবাল এরিয়েলন কর্পোরেশনের মিঃ কে কে রায় ভারতে বিমানসিদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে লিখিত এক প্রবন্ধে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পরে ভারতে ৩ জন যাত্রিবাহী একটি বিমানে প্রতিদিন সাধারণভাবে ১৭৪ মাইল পথ অতিক্রম করিলে ১৭৯৯ টাকা খরচ পড়িবে। এই হিসাবে প্রত্যেক যাত্রীকে ১৯৩ মাইল পথ ভ্রমণ করিতে উর্ধ্বসংখ্যে ৩০৲ টাকা খরচ করিতে হইলে প্রতি মাইলের জন্য ভাড়াকে খরচ করিতে হইবে মাত্র ১১ পয়সা। ভারতে বিমানের ব্যবসায়ি বৈজ্ঞানী আরও হইলে এই ভাড়ার হার আরও কমিয়ে পারে বলিয়া মিঃ রায় মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ—প্রকাশ, ঢাকা, কুষ্টিয়া এবং পৌলকপুরে এগ্রিকালচারাল ডিমন্ট্রেটরের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ঐ কাজে মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে বাংলা সরকারের প্রতি মাসে ৫৫৲ টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিক্ষার সময়ও হ্রাস করিয়া দুই বৎসরের স্থলে এক বৎসর করা হইয়াছে।

সিমুলতে ১০ হাজার টন জাহাজ উদ্ভূত—সিমুলতে ১০ হাজার টন জাহাজ উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া সিমুল সরকারের সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন। এই সমস্ত জাহাজ প্রয়োজনমত ভাড়ায় দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ব্রাজিল এলাকাসমূহে সিমুল হইতে প্রতি মাসে গড়ে ১৫ হাজার টন করিয়া চাউল রপ্তানী হইতেছে।

যুদ্ধের মধ্যে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা—সম্প্রতি সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪৩ সালে ফুটবল খেলিবার জন্য ৩০ প্রতি জাতীয় দল পাঠাবার জন্য ২০ জন করে ফুটবলের জন্য আট বাছাই করিবার সমর্থ হইয়াছে। ১৯৪৪ সালে ফুটবলে অধিবাসিদের ডিভিক সংখ্যা ৫০ জন করে বাছাই করা হইয়াছে। তবে এই সময় ফুটবল ক্লাব ও ক্লাব সংখ্যা ২৫ জনে বেশী এবং আরু সংখ্যা ৩০ জনে বেশী বাছাই করা হইয়াছে। আমেরিকা ও কানাডার যুদ্ধ-বাহিনীর মধ্যের খেলা আরম্ভ হয়। সেখানে রাজধানি বাহিনীর মধ্যের খেলার ফুটবলের বহর আরম্ভ ৫০ লাইন বেশী।

ভারতীয় ছাত্রের পরিদর্শনের ব্যবস্থা—অভিযোগ—এগারিকীর সংবাদে প্রকাশ, আগামী ১৯৪ ফেব্রুয়ারী ছাত্রের পরিদর্শন ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইবে। বে-সরকারী প্রতিনিধিদের জন্য ১৯৫ ও ২২৫ ফেব্রুয়ারী এবং ১৯৫, ২২৫ ও ২৩৫ মার্চ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কলম্বো সুতিভাণ্ডার—কলম্বোর কলম্বো সুতি আমার কমিটির সাধারণ সেক্রেটারীদের এক সভা আগামী ১৯৫ ফেব্রুয়ারী কেপ্রাতে অনুষ্ঠিত হইবে। বিভিন্ন প্রস্তাবে কি ভাবে কাজ করা প্রয়োজন, এই সভায় তাহা আলোচিত হইবে। গত ১৯৫ জানুয়ারী পর্যন্ত কলম্বো সুতি ভাণ্ডারে ১ কোটি ৫০ লক্ষের বেশী টাকা সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা বিভাগের অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টা—বোম্বাই ইউনিভার্সিটি ঘর অব ইকনমিক্স এর সোশিওলজির অধ্যাপক মিঃ এস এম মিলিস অব্যবস্থা পরিকল্পনা যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা বিভাগের সম্প্রতি অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন।

আরও মোটরকার নির্মাণের আয়োজন—সরকার সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতার বিভিন্ন প্রকারের মোটর গাড়ির পরিমাণের সম্প্রতি এক তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই তালিকা অনুসারে গাড়ির প্রতিবার বিভিন্ন প্রকারের এক দল কমিশনার করিবার ব্যবস্থা করিবেন। এর মধ্যে করেকটিরের মধ্যেই এরূপ গাড়ির তালিকা হইতে আরম্ভ করা হইবে। ভারতীয়দের জন্য এখন যে মোটরকার নির্মিত হইবে, তাহাকে 'বিজয়ার ১৯' বলিয়া অভিহিত করা হইবে।

অ্যাম্বোলিয়া সাহায্যে বৈজ্ঞানীর জন্য আয়োজন—সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত সরকারের সরবরাহ সচিব তার বাসস্থানী মুলতবি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারত সরকারের ব্যবসায়ের নিকটবর্তী নিরীক্ষণের জন্য যখন এক হাজার টন অ্যাম্বোলিয়া সংগ্রহের কথা একটি কারখানা ভারতের নিকট করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশ হইতে ভারতের জন্য যে সমস্ত টন অ্যাম্বোলিয়া সংগ্রহের বৈজ্ঞানী করার উদ্দেশ্যে ভারতের সাথে করা যাইতে পারে কি না তাহাদের পরামর্শ করা হইয়াছে। নিশ্চয় ভারতীয় সরকারী কর্মিকারা ভারত হইবে এবং সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হইবে।

বাংলার বস্ত্র ও সুতা আমদানীর জন্য এজেন্ট নিয়োগ—বাংলার বস্ত্র ও সুতা আমদানীর জন্য বাংলা সরকারের একজন সরবরাহের অফিসার এজেন্ট নিয়োগের নিয়ম করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমানে বাংলার ছোট বড় সমস্ত ব্যবসায়ীকে নির্দিষ্ট ফরমে তাহাদের সমস্যার বিষয় আবেদন করিতে বলা হইয়াছে। কোন্‌কোন্ কোম্পানীর কতগুলি এবং কোন্ কোন্ ব্যবসায়ীকে নিয়োগ করার উপর ভারত সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া প্রকাশ।

পণপ্রথা নিবারণ আইন—সম্প্রতি এক হুকুমে আসুরালীর সরকার প্রকাশ, কৌলী ঘোষকার এক আদালতের সরকার নিবারণ আইন অনুসারে ১৫ টাকার অধিক করা হইবে। আদেশে এই সময়ের হাজার এই সময় বলিয়া প্রকাশ। আমানীর, সরকারের সুবিধার বিষয় বাবদ ৫০ হাজার হইতে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু কিন্তু তাহা কেবল মাত্র সাহায্যের সমস্যার নিবারণী সমিতি হইলে পরে

"বিধাতা যাহারে দেয়
অলৌকিক আনন্দের ভার
তার বুকে বেদনা অপার—"

—অলৌকিক আনন্দের অভাব
হইতে পারে কিন্তু বুকে বেদনার অভাব হয় না

যে
ম
ন

● সিজোফ্রেনিয়া ● ডোডা
● ব্রণ ও ● বাতের ব্যথা
● হার্টের ব্যথা ● দাঁতের ব্যথা

—● বহুতের প্রসার ●—

ভাই চাই সর্ববিধ বেদনা নিবারক, দীর্ঘকাল তাপ-সংরক্ষক, ক্ষিপ্র ও উপহার প্রয়োগ—

বাই-ফেনাজিষ্টন

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

অত্যন্ত পুলিশ, সেক, মালিশ, ঘর্ষণের অধিকতর কার্যকরী, নিরাপদ ও আরামদায়ক।

চাহিদার তাহে সাহায্য করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

ভারত হইতে পণ্য রপ্তানী—১৯৩৪ সালের প্রথম আট মাসে ভারত হইতে সর্বসমেত যে ১৪৮ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিভিন্নদিক পণ্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—কল ও যন্ত্রপাতী—২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা; মশলা ৮৮ লক্ষ টাকা; তামাক ৫৩ লক্ষ টাকা। চা—২৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা; অহি—৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। পাম, লক্ষ, খুলা সামগ্রী—৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। বাসায়নিক ৫৩ লক্ষ টাকা। কাঁচা চামড়া—৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। পাকা চামড়া—১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। তৈল—৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। তুলা—৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। কাপড় জামুনি তুলাজাত দ্রব্য—১৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। পাট —৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। পাইকার অন্যান্য—৩১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা।

বৃহত্তরাষ্ট্রের সমরোপকরণ উৎপাদন বিভাগের সিদ্ধান্ত—সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরোপকরণ উৎপাদন বিভাগ বিগত বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাব বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের সমরোপকরণ উৎপাদনের কার্যকরণোদ্দেশে বিভিন্ন অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করিবার যে পরিকল্পনা ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা উপস্থিত সাময়িকভাবে বর্জন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আলাস্কা ও আলিউসে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত করিবার জন্য পূর্বোক্তরে সমরোপকরণ উৎপাদন-ব্যবস্থা করিবার চালু রাখা হইবে।

আজাদ সরকারের মূলধন বাজারাদি—অন্ত হিসাবে সরকার ব্যবসায় বাজারের ক্রয়ক্ষেত্রের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আজাদ সরকার সম্প্রতি সরকারী অর্থভাণ্ডার হইতে কয়েকটি অনুসন্ধানের নিকট হইতে বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা চালু করিতে সর্বি ব্যবস্থা আজাদ সরকারকে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

খু-বিশ্বে ঔষধিক নির্মাণ—ব্যবসায়ের সংবাদে প্রকাশ যে, একদল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের নিকট আজাদের অহি ব্যবহারের জন্য খুলিয়ে ইহার ঔষধিক নির্মাণ-কার্যে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই কার্যারম্ভ করা আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমাদের সংবাদ সরবরাহ সমিতির আমাইয়াছেন যে, বাজারের বেকারদের বেকারত্বের সমস্যাটির স্থায়ীভাবে দূর করিবার জন্য ব্যবসায়-পরিচালনা অন্তর্ভুক্তের বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। সম্প্রতি বিশেষজ্ঞের যে সব অঞ্চলে বেকারদের বসতির দূর অবস্থিত হইয়াছে, সেই সব অঞ্চল এই সুযোগ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া গড়ে তোলা হইবে। খুলিয়েই কারখানা ও দোকান-পাট নির্মাণ করা হইবে। কলে নির্মাণকার্যের সুবিধার জন্য কোনও বাধার হইবে না। প্রধান যোগাযোগ পথ খুলিয়েই করা হইবে।

মূল্যে হ্রাসের আশঙ্কাতীতের পরিমাণ—সম্প্রতি ফরমা সরকার একটি আদেশ উদ্বেগে প্রকাশ করেন যে, চাউলের আমদানীকারকেরা যে, মূল্য আশঙ্কা হওয়ার পর হইতে আজ করিয়া ১৯৩৪ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১,৫১,৫৯১ মণ আমদানী মূল্যেকে হ্রাসের হইয়াছে। মিঃ চার্চিল আরও বলেন যে, ইহাদের মধ্যে ১৭,৪১৯ মণ ধারা বিক্রয় হইয়াছে, ৯৯,৯০৮ মণের কোনে খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না, ৪৪,২২৯ মণ আহত হইয়াছে এবং ৭৩,৩৫৩ মণ পরিমাণে দণ্ডী হইয়াছে।

বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন—বর্তমান আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মিঃ স্থাইন আন্তর্জাতিক সমিতি সিদ্ধি হওয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য তিনি বিলাতযাত্রে যেখান হইতে প্রেরী মুরোপ যাত্রা করিবেন।

মহিলার ভোটের ক্ষীণ অধিকার—"আশ্রাফালি" পত্রিকার সম্প্রতি 'অকালিত হারাবে প্রকাশ যে, কলিকাতা ও কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বস্থ "ফেডারেশন বিলস্ এসোসিয়েশন"-এর অন্তর্ভুক্ত ১০৪টি ভোটের মধ্যে ১০৪টিতে অধিক ভোটের কল সংবিধান সীমা অধিকারের সকল কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বাংলা সরকারের কর্তৃক ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা—কলিকাতার ব্যাঙ্কসমূহে ঋণ দিবার ব্যবস্থার জন্য বাংলা সরকারের ৭০০ জন ঋণদাতার নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে নিযুক্ত ৭০০ জন ঋণদাতারের মধ্যে কলেজেসমূহের নিযুক্ত ১১২ জন ঋণদাতার বাদে বাকী ৪৮৮ জন ঋণদাতারের ব্যবস্থা বাংলা সরকারই করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

মহাজনী আইন—সেক্রেটারেল কোর্ট সম্প্রতি মহাজনী আইনের যে কয়েকটী ধারা বিশ্লেষিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন সেই সম্পর্কে এবং সরকারের ঋণ-দাদনী আইন সম্বন্ধে বোম্বাই সরকারের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে বাংলা সরকারের ঋণবিষয়ক সেক্রেটারী মিঃ এইচ দি তাহেরটী আই-সি-এস শীঘ্রই বোম্বাই যাত্রা করিবেন।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৪৮৩

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ডমডমী পুর, বলিহাটী, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্তে সর্বপ্রকার ও মিনিমাম বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্-ডি।

সে-ট্রাল পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

১, পঞ্চু মল্লিক লেন, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ হইতে উপরোক্ত ঠিকানায় ব্যাঙ্কের কার্য আরম্ভ হইবে।

বি, আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

বি মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ক্যালকাটা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

সকলপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়

স্থাপিত—১৯১৬

হেড অফিস—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এস ঘটক, বি কম,
জেনারেল ম্যানেজার।

টেলি : ইউনি
ফোন : বি বি ২১৭৫

এ কে ঘটক,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(১৯০৮ সনের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুযায়ী রেজিষ্টীকৃত)

বরোদা রাজ্যের রাজধানী বরোদায় অবস্থিত সর্বদেশীয় পুরোপরিচালিত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান

অনুমোদিত মূলধন	৫,৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২,০০,০০,০০০৲	"
আদায়ি দেওয়া মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	"
আদায়ীকৃত মূলধন (৩১-৮-৩৪) ...	৯৯,৯৯,৫৮০৲	"
সঞ্চিত তহবিল	১,০০,০০,০০০৲	"

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস :—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতার স্থানীয় কমিটি :

শেঠ বৈদ্যনাথ কানুড়িয়া (চেয়ারম্যান খোশীরাম বলদেও বাগ)।

ডাঃ নন্দ্য চরণ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি-এইচ ডি

(চেয়ারম্যান আশুতোষ লাহা এণ্ড কোং)

শেঠ সুরজমল মোটা, (কুচ এণ্ড বার্নি মোকাম লিঃ)।

মিঃ কে এম্ মায়েক, বি, বি, এ, বার, এ,

(ম্যানেজার ভারতবাস ইনভিজেন্স কোং লিঃ)।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকলপ্রকার কাজ করা হয়।

অফিস ফি আর্ণ্ডওয়াটার,
চেয়ারম্যান ফাল্গুনার, বরোদা।

এম, বি, সারিয়ু,
এফিং ম্যানেজার, কলিকাতা

আরুণাচিলামে ভারতীয় অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা—"ইউনাইটেড প্রেসের" সংবাদে প্রকাশ, আরুণাচ পর্যবেক্ষণ ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পর্যবেক্ষণের মারফতে আগামি বৎসরের মেয়াদে নিম্নলিখিত ছাত্রবৃত্তি প্রদানে ইচ্ছুক উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন :— (১) বেদ, আরেক্সা ও সাহকের অধ্যাপক, (২) লর্ড আরুণের অধ্যাপক, (৩) রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক, (৪) অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং (৫) প্রাণীবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

কার্পাস উৎপাদন হ্রাস করার জমিদার-চাষীরা—কেন্দ্রীয় বস্ত্র কি ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল অয়ার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর সভাপতি মিঃ এস কে সি নীডুবাদের এক অভিভাষণের উত্তরে লর্ড আরুণাচিক বাংলার সংবাদপত্রের অকারণ প্রতিবিধানের বেলা আর চুনীলাল মেহতা বলিয়াছেন যে, ভারতে অধিক কার্পাস উৎপাদন করার যৌক্তিকতার নীতি কীভাবে করিয়াও তিনি ভারতের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য কার্পাসের বাজার যাহাতে হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে তাহাতে সায় দিতে পারেন না। তাঁহার মতে কোন অবস্থাতেই ভারতের পক্ষে কার্পাস উৎপাদন ও উহার রপ্তানী হ্রাস করা সঙ্গত হইবে না। আর চুনীলাল আরও বলেন যে, বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি ও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা লক্ষ্যে রাখিয়া আর চুনীলাল সেখানে কেন্দ্রীয়সরকারের একটি অধিক যোগান পরামর্শ দিয়াছেন।

কর্পোরেশনের মোটর ভেহিক্‌ল্‌স্ বিভাগ—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বাংলা সরকারের কমিশনার কর্পোরেশনের মোটর ভেহিক্‌ল্‌স্ বিভাগের কার্য্য সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য সাময়িক কর্তৃপক্ষের অনুরোধে লইয়া লেফটেন্যান্ট কর্ণেল হাবিব এ, ডি, এম্‌-কে তদন্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন।

কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা—'অমৃত বাজার পত্রিকার' রাজনৈতিক সংবাদে প্রকাশ, কমিশনার কর্পোরেশনের চীফ একাউন্টেন্ট মুখের কথায় কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যে প্রাথমিক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া দাঁড়িয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। চীফ একাউন্টেন্ট ১৯৪৩-৪৪ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুদ্রের জন্য কর্পোরেশনের ব্যয় আয় অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। ঐ সময়ে কর্পোরেশনের নিকট হইতে যে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারাও ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভব হয় নাই। চীফ একাউন্টেন্টএর মতে কর্পোরেশনের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া না গেলে কর্পোরেশনকে আরও আগেই দেউলিয়া হইতে হইত।

বাংলার ধান্য ফলনের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাস—বাংলার ধান্য ফলন সম্পর্কে দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাস প্রকাশ, এই বৎসর (১৯৪৩-৪৪ সালে) বাংলাদেশে ১ কোটী ৮২ লক্ষ ৩৩ হাজার ১ শত একর জমিতে আমন ধান চাষ করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ১ কোটী ৮১ লক্ষ ১৪ হাজার ৩ শত এবং ১ কোটী ৮১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭ শত একর জমিতে যথাক্রমে দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাসে এবং চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাসে ধান চাষ করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। চাষিরী জেলায় স্বাভাবিক ফলন হইবে। ১৯৪৩ জেলায় স্বাভাবিক ফলনের তুলনায় শতকরা ১২ হইতে ৮ আনা কম, ৭টী জেলায় শতকরা ৪৪ হইতে ৪০ আনা কম ও অবশিষ্ট ৪টী জেলায় শতকরা ৪৪ আনারও কম ফলন পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে সমগ্র বাংলাদেশে এই বৎসর মোট ৭০ লক্ষ ৩১ হাজার ৩ শত টন ধান উৎপন্ন হইবে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাসে মোট ফলনের পরিমাণ ৮৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮ শত টন এবং চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাসে ৮৫ লক্ষ ২৮ হাজার ১ শত টন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এলাকাসমূহের আর্থিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা—ভারসিটিবের সম্পাদকীয় সংবাদে প্রকাশ, সরকার বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত অফিসারদের সাহায্যকের নিকট এক বাণী দিয়াছেন, ইহাতে, ব্রেজিলারে ও ইরাকের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্য্যালোচনার জন্য প্রেরিতেন্সী সম্পর্কেই বিশেষভাবে ভার যোগেন ব্যাপারে নির্দেশাদি করিয়াছেন।

ভারতীয় বিমানবাহিনীতে পাইলট সংগ্রহ-নীতি—ভারতের অধীনস্থ ভারতীয় বিমানবাহিনীতে পাইলট সংগ্রহের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সম্প্রতি এক পত্র লিখিয়াছিলেন। ফলতঃ ভাইস-চ্যান্সেলার জানাইয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় অধীনে ছাত্রদিগকে এ-আই-সি-সি স্কীমের জন্য ভারতীয় বিমান পরিচালন প্রতিষ্ঠানের কোন পদ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। যে ছাত্রটি হইল, যুদ্ধাবসানের পর পাইলটগণকে একেবারে বেকার হইয়া পড়িতে হইবে না। বিমানবাহিনীতে অথবা অ-সামরিক বিমান পরিচালন প্রতিষ্ঠানে তাঁহারা চাকুরী লাভের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা পাইবেন বলিয়াও এইরূপ আশ্বাস দেওয়ার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলার উক্ত পত্রে অনুরোধ করিয়াছেন।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—৮১৬ পৃষ্ঠার পর)

গত ২৩শে জানুয়ারী সমস্ত ভারত স্বাধীনতা দিবস পালন করিয়াছে। স্বাধীনতার সপ্ত প্রথম সম্বন্ধে বিশিষ্টভাবে ইহাই বলা যায় যে, দেশে দেশে স্থানে স্থানে আনন্দোৎসবের অতি-উৎসাহী প্রতিযোগিতা পূর্ব্বাহ্নে সভাসমিতি, এবং কি সভাতা উৎসবের সময়ে বিশিষ্ট করিয়াছে। বাহিরের অনুষ্ঠানে বাধার সৃষ্টি করা সঙ্গত কিছু নয়, কিন্তু তেমনি তেমনি ভারতবাসী মনে মনে স্বাধীনতার যে সত্যকার রূপ ফুটিয়ে তাহা বাস্তব দিয়া সত্য করিয়ে পারে এমন শক্তি তাহার আছে? বিগত ২৪ বৎসর ধরিয়া প্রতি ২৬শে জানুয়ারী যে সভায় আমরা এমন করিয়া আসিয়াছি এবারেও তাহার ব্যতায় আমরা এতটুকু খুশ হইতে পেরি নাই। আমাদের পরাধীনতা আজও যায় নাই, ভারতের বিদেশী শাসনও আজ নাই। স্বাধীনতা বিদেশের হাতেই রহিয়াছে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

কৃতিত্ব গৌরবে গৌরবান্বিত ত্রিংশৎ বর্ষ উদ্‌যাপনে

১৯১৪ ১৯৪৪

এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ ইহার সেবায় নিয়োজিত, আমানতকারী, অংশীদারগণ, গ্রাহক, অনুগ্রাহক এবং কর্ম্মচারিবৃন্দকে তাঁহাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। ইহাদের সহযোগিতা, সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা ব্যতীত এইরূপ অল্প সময়ে বিভিন্নে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া এই ব্যাঙ্ক যেরূপ ব্যবসা, বাণিজ্য এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে সক্ষম হইত না।

গত তিন বৎসর যাবৎ সামরিক চুক্তিপত্র ও বিলবন্দরের সঙ্গে ব্যবসা-বিস্তার অভিপ্রায় করিয়া এই ব্যাঙ্ক ভীত ও ত্রিশ সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলে অগ্রসর হইয়া ব্যবসায়ের ভারতীয় প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে আসন এবং বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

হেড অফিস :
কুমিল্লা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মিঃ এস, সি, দত্ত, এম, এল, সি

ভারতের বাহিরে এজেন্সী :

লণ্ডন :
ওভারসিজ্‌ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আমেরিকা :
ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোম্পানী অব নিউ ইয়র্ক

অষ্ট্রেলিয়া :
ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

গত ২২শে জানুয়ারী বুধবার বোম্বাইয়ের বেথুন হিঃ এসিসটাণ্ট ডি মাইয়ের সভাপতিত্বে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের বোম্বাই আফিসে উহার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষ হইতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত দে এক ভাষণ পাঠ করিয়া অভিভাষণে বলেন যে, ব্যাঙ্ক জাতীয় অর্থ-সম্পদের ভিত্তি এবং এতদ্বারা ব্যাঙ্কের সাফল্যেই দেশের সমৃদ্ধি সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য বলিয়া দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত ভাষণ তাঁহার অভিভাষণে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থার, বিশেষতঃ উহার আভ্যন্তরিক চাপ এবং বিভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং প্রসঙ্গে একটি সুসংবিধিত অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। মিঃ ভাষণ আরও বলেন যে, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আমরা উচ্চতর ষ্টাইলের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করা এবং এমন ষ্টাইলে আমাদের জীবন-যাপনের প্রবৃত্তি যাহাতে জাগে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদেশি ব্যাঙ্ক বিদায়, কিন্তু বিদায়ের পরিণামে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের সম্ভাব্য, বৈদেশিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের সমস্যা, ওপ্ত সমস্যা, বৈদেশিক মূলধন নিয়ন্ত্রণ, রেজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল প্রভৃতি বিষয়ক মিঃ ভাষণ তাঁহার বক্তৃতায় আলোচনা করেন। পরিশেষে মিঃ ভাষণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করেন এবং আলোচ্য অন্তর্বর্তী বর্ষে পরিচালনা বোম্বাই এবং দিল্লীতে নবপ্রতিষ্ঠিত এই দুইটি ব্রাঞ্চের কার্যারম্ভের সহযোগিতা লাভ করে স্বল্পকাল মধ্যে সমস্ত সমস্যার নিষ্পত্তি আশা করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত বৎসর যে মাসে এই ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে মূলধন বিনিয়োগ অবলম্বন করার পর হইতে উহার বিপুল কর্মপ্রচেষ্টা ও উন্নতিশীলতা পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই ব্যাঙ্ক অংশীদারদিগকে শতকরা পাঁচ টাকা হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছে। আলোচ্য অবশ্য হইলেও উহার কার্য্যকরী মূলধন বর্ষান্তরে ৫৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত। বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন ব্যবসা-কেন্দ্রে উহার ৩৯টি অফিস শাখা সুপরিচালনার কাজ করিতেছে। গত ৪০শে জানুয়ারী তারিখে উহার মূলধনী ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ফজীজ-ভাই হাবীবভাই ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন করিয়াছেন। তিনি আশা করেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের আর কয়েকটি শাখা খোলা হইবে।

ফজীজ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

গত ১৭ই জানুয়ারী বুধবার ফজীজ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের মোলসুর শাখার উদ্বোধন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কিংবিষয়ক নিবন্ধকের অনারেবল মিঃ এ ডে ফজ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। সভার প্রারম্ভে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পি এস রাও, এম-এ, বিএল, ব্যাঙ্কটির প্রতিষ্ঠা হইতে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত ক্রমোন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ফজীজ মহারাজা তার বাহাদুরের নবীন আদালত বিল্ডিং প্রাঙ্গণের দক্ষ উদ্বোধন করেন এবং তাঁহার দূরদর্শিতা পরিচয় করিয়া ফজীজ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের অধিবেশনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। ব্যাঙ্কের গত হইতে সমবেত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মধুপানাদির ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই শাখা খুলীর অধিবাসিগণের নিকট হইতে আশাতীত আর্থিক সহযোগিতা লাভ করিয়াছে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্দ্ধ সালেরকারে এবং গত বৎসরের হিসাবের জের-সহ এই বৎসরের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের নিট লাভ হইয়াছে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। ডিরেক্টরগণ এই লাভ নিম্নলিখিতরূপে বণ্টন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন—১৯৪৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য অংশীদারদিগকে শেয়ার-মূলধনের বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ বাবদ ১৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য বর্ধিত আদায়ী মূলধনের উপর আয়কর-বহির্ভূত বার্ষিক শতকরা ১০৲ টাকা হারে সুদের সংস্থানে বাবদ ১৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। অংশীদারগণকে মেট বার্ষিক শতকরা ৪৲ টাকা হারে বোনাস বাবদ ৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। আয়কর ও সুপার ট্যাক্স বাবদ ১৫ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কের কার্যনী তহবিলে জমা ৪ লক্ষ টাকা। কর্মচারীদের বোনাস বাবদ ৮ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জমা ১৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা।

সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১০ই জানুয়ারী বুধবার ব্যাঙ্কের কলিকাতা সেক্রেটারী ও অডিটার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বালিগঞ্জ শাখার উদ্বোধন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

দি বোম্বে কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, বোম্বে কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ গত ১৯৪৪ সালে মোট ৭১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার মূতন কাজ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ গত ১৯৪৪ সালে মোট ৭১ লক্ষ ১১ হাজার টাকার মূতন কাজ করিয়াছে। আমরা এই জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

অল ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং

গত ১৪ই জানুয়ারী বোম্বাইয়ের অল ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অডিটোরিয়াম বলরুমেই সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার কার্যারম্ভ হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ইষ্ট দি বম্বে এই মূতন শাখার জীবন বীমা সংক্রান্ত বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

নববর্ষের বেঙ্গল-পঞ্জী

আমরা কলিকাতার বিভিন্নবিষয়ক অফিসগুলির নিকট হইতে নববর্ষের বেঙ্গল-পঞ্জী উপহার পাইয়াছি :—এর সরকার এণ্ড কোম্পানী, ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্, ১৪৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোর ডিমাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট লিঃ, ৩০এ বর্ডসওয়ার্থ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্যালিকো টেইলারিং, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। ব্রডফুট, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইণ্ডিয়ান ক্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ৮বা লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

মূতন যৌথ কোম্পানী

ইউনাইটেড ডিয়েল প্রপার্টিস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সি মুখার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮এ বিডনস্কোয়ার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। জমি ও বাড়ীর কারবার।

ইষ্টার্ণ কার্টেজ এণ্ড ইনডাষ্ট্রি ট্রেডস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হেমেন অধিকারী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৩, বেন্টিঙ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। জেনারেল মার্চেণ্টস্।

ইণ্ডিয়ান ক্যাপিটাল ষ্ট্রাইট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নিরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৩।৩ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। টাকা লগ্নীর কারবার।

ঐ মার্কেটিং কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি এস ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫২।৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। বন্ধির কাজ করা।

মার্কেটি ইনডাষ্ট্রি ট্রেডস্ কোম্পোরেশন্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এম সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫২।৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সাধারণ ব্যবসা।

ষ্টার টেক্সটাইলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর কে নাথানীয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৭, বহু বোড় কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। সুতি, রেশম ও পশমের কাপড়ের কল।

ফাস্ট কেমিক্যিল্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ইন্দুভূষণ রায়চৌধি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ঔষধপত্রাদি পাইকারী ক্রয় ও পরিচালনা।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাস্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসারিন • সিট্রোনেলা অয়েল • রজন • হাইড্রোসিটারন • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৩৭ অফিস
" :—১৪৩২ ভাটীখানা
টেলিগ্রাম—"সীমারাউণ্ড"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দি রেডিয়েণ্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৮ রেজ অফিস—ফুলিয়া (বেঙ্গল) ফোন ফুলিয়া ৪৩৯)
সেণ্ট্রাল অফিস—৩০।১, ষ্ট্রাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা—বাকরহাট (ঢাকা), বড়বাজার (কলিকাতা)।
দি এস রায়চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।
এস কে পাল, বিএল ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সেল এণ্ড ইউনিভার্সাল অ্যাসিওরেন্স লিঃ—রিজার্ভ বিঃ কে এল দেব। রেজিষ্টার্ড অফিস—বি ১৯, সাদেরঘাট এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। বন্দুকের লাইসেন্সের মামলাসংক্রান্ত ব্যবসা।

ক্যালকাটা বিল্ডিং কোং লিঃ—রিজার্ভ বিঃ এস বি বাগচী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩৬, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ লাখের উপর। দালালী ও বিল্ডিং ব্যবসায়ী।

ইউনিভার্সাল সিকিউরিটি লিঃ—রিজার্ভ বিঃ বি এল বাগলা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, সিনেমা পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সুদের কারবারের ব্যবসা।

বি এল ঘুরা এণ্ড কোং লিঃ—রিজার্ভ বিঃ এল এল ঘুরা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাধারণ ব্যবসা ও কমিশন এজেন্সি।

জেসরাম' (ইণ্ডিয়া) লিঃ—রিজার্ভ বিঃ এস বি ভট্টাচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১ বি, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩০ লাখের উপর। দালালিক ব্যবসায়ি কারবার।

বিবিধ কোম্পানীর সংবাদ

হিন্দুস্থান কাস্যুয়ালিটি এণ্ড গ্যারাণ্টি কোং লিঃ—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫, টাকা। **বি ওয়াটার অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭॥০ আনা। **বি অ্যাসোসিয়েটেড কোল ডিস্ট্রিক্ট লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। **বি মিঠি বীরভূম কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭॥০ আনা। **বি আসানসোল কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। **বি ক্যালকাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩০ আনা। **ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেক্ট্রিক কনষ্ট্রাকশন কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩০ আনা। **বেঙ্গল কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ৬, টাকা বোনাসের প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৯, টাকা। **কালাপাহাড়ী কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

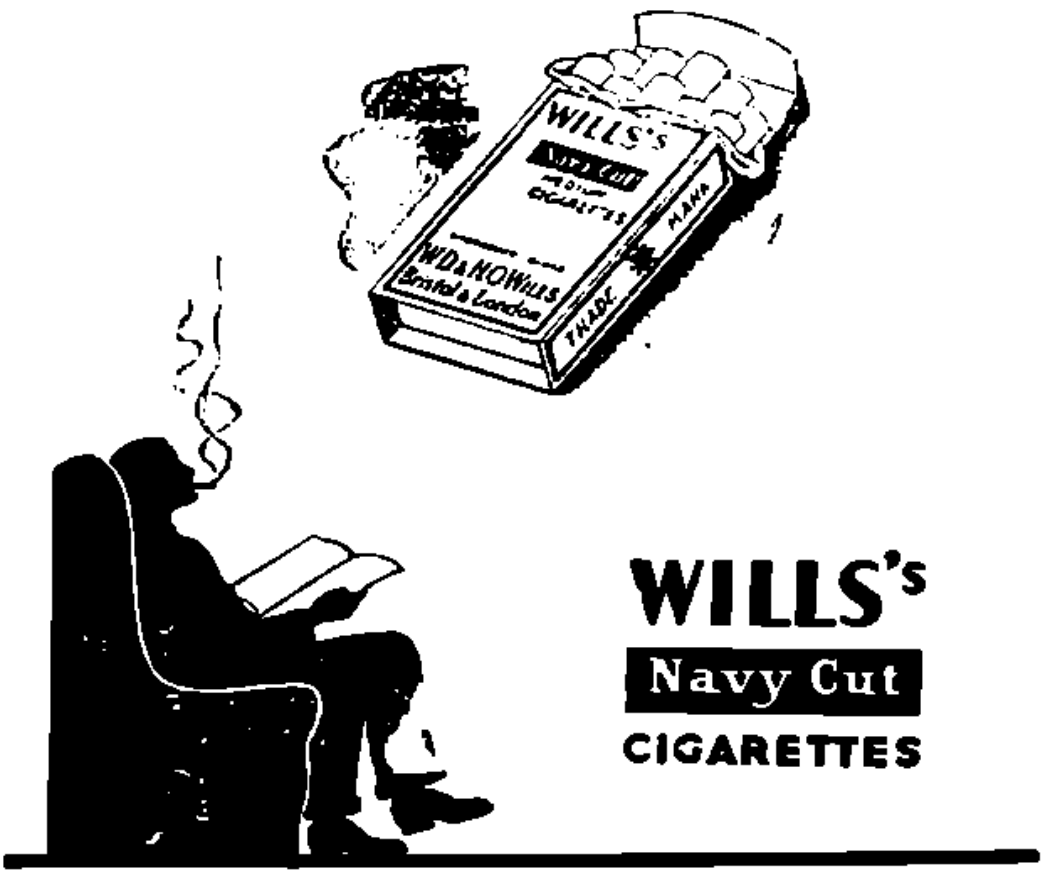

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৬শে জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই এবং ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে হাতিবাজার পরিশোধের সর্ত্তে শতকরা সুদের হার কলিকাতায় সর্ব্বত্র ৩॥ আনা এবং বোম্বাইয়ে সর্ব্বত্র ।৷৷০ আনাই ছিল।

গত ২৫শে জানুয়ারী আরও সরকার কর্ত্তৃক আরও তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৯/৩ পাই মূল্যের সমস্ত আবেদন গৃহীত হইয়াছে এবং অন্য মূল্যের আবেদনসমূহ বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোট গৃহীত ৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের ট্রেজারের সমসাময়িক সুদের হার বার্ষিক সমকরা ।৷৷০ আনা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ৩০শে জানুয়ারী বেলা ১১টা (টোকার্ড সময়) পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ২৯শে জানুয়ারী তারিখের পর না হওয়া পর্য্যন্ত আরও কোন তারিখে সরকার কর্ত্তৃক আরও তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। টেণ্ডারের আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে তাঁহাদিগকে আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

১৯৩৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে মোট ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ইস্যু বিভাগের সম্মুখে বিক্রীত হইয়াছে।

বিভিন্ন-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ ডলি (প্রতি টাকায়)	১ শি: ৬৫৭ পেঃ
ঐ মার্কী (,,)	,, ,,
ডি এ ডিম বাঃ (,,)	১ শি: ৬৯ পেঃ
ডি এ ডাব বাঃ (,,)	১ শি: ৬৭৮ পেঃ
ওমার (প্রতিশত)	৩৭৯৯৭

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১২ই জানুয়ারীর হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে আলোচ্য ৬দফি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮৩ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই নোটের পরিমাণ ছিল ১৮২ কোটি ১ লক্ষ টাকা। গত ১২ই জানুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের ১দফি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৮২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ও ৫৩৯ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৬শে জানুয়ারী—গত দুই সপ্তাহ যাবৎ কলিকাতার শেয়ার-বাজারে যে মন্দাভাবের সঞ্চার হইয়াছে আলোচ্য সপ্তাহে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং বাজারে নূতন কিছু হইতে কারবার বন্ধ হইতে দেখা যায়। শেয়ারসমূহ কেনাবেচার উদ্যোগ করিয়া বাহিরের সকে সঙ্গে আলোচ্য সপ্তাহে অনেকগুলি শেয়ারের উল্লেখযোগ্য মূল্যহ্রাস হইয়াছে। ইহাদেরের ফলের অবস্থা দিন দিন বিভিন্নকের অনুকূল হইয়া উঠিতেছে বলিয়া অনেকেই অভিমত মধ্যে মুক্তবিহ্নি আশা করিতেছেন এবং মূল্য বেশ হইলে শেয়ার বাজারে বর্ত্তমান জেল্লাভাব বজায় থাকিবে না বলিয়া অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন। সাধারণতঃ এই বিক্রয়চাহিদার ভাবই বাজারে বিভিন্নভাবে দেখা যাইতেছে। বরদার ঘনি ও চটকলের শেয়ারসমূহের এসপ্তাহে সবচেয়ে বেশী আমদানি দেখা যায় এবং ইহাদের আকারের ও অন্যান্য ইণ্ডিয়ানদের শেয়ারের কিছু কিছু মূল্যহ্রাস ঘটে। মোটের উপর আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে ৯৮-বাগানের অংশগুলি শেয়ার ছাড়া কোন দিক হইতেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় নাই।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও তদসংক্রান্তসমূহের অবস্থা প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। ৪॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজের আলোচ্য সপ্তাহে ।৹ আনা মূল্যহ্রাস হইয়াছে এবং বেয়ারী কাগজসমূহের মধ্যে ৫৲ সুদের কাগজ (১৯৩৩) ১০২।৹ আনা, ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৪৯-৫৫) ১০১৷৵০ আনা, ৫৲ সুদের কাগজ (১৯৪৩-৪৭) ১০৩৷৵০ আনা, ৪৲ সুদের কাগজ (১৯৬০-৭০) ১০৩৷৵০ আনা, ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৬৯-৭০) ১০০৷৵০ আনা, ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৬৯-৭০) ৯৯৷৵০ আনা, ৩৲ সুদের কাগজ (১৯৬৯-৭০) ৯১৷৵০ আনা দরে এসপ্তাহে বেনাবেচা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহের শেয়ারের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (পূর্ব্বপ্রকাশ) ২,০১০৲ টাকার এবং হিন্দ ব্যাঙ্ক ৪৯৯৲ আনার এসপ্তাহে বেনাবেচা হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহের বাজারে সাধারণ ব্যবসাবাণিজ্যের কাপড়ের কলের শেয়ারসমূহের উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মুইর মিলস্ ৪৪৭৲ টাকার ও বেঙ্গল নাগপুর ৪১৷৵০ আনার এসপ্তাহে বেনাবেচা হইয়াছিল।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের মতই অনেকগুলি কয়লার খনির শেয়ারে উল্লেখযোগ্য মূল্যহ্রাস হইয়াছে। বারাকরনারায়ণের ৪৯৷৹ আনা হইতে ৪৮৷৹ আনায়, দরাকর ৪৪৷৵০ আনা হইতে ৪৩৷৹ আনায়, মেজিয়া কুলটির ২৯৷৹ আনা হইতে ২৪৷৹ আনায়, রাজিয়া ২১৷৹ হইতে ২০৷৹ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে বাহির হইয়াছে। এ সপ্তাহে বোকারো এণ্ড রামগড়, বেঙ্গল কোল ও সিউড়ী কীলকুমের মত যথাক্রমে ৪৯৷৹ আনা, ২৯৷৵০ আনা ও ২৯৷৹ আনা ছিল।

চটকল—তিসেম্বর মাসে চটকলসমূহে আশাপ্রদ কাজ না হওয়ায় এবং তজ্জন্য যোগান যথেষ্ট হ্রাস পাইবার কোন সংবাদ না আসায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে চটকলসমূহের শেয়ারের বিশেষ চাহিদা দেখা যায় নাই। তাহাতে অল্পসংখ্যক ক্রয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্যগুলি চটকলের শেয়ারে উল্লেখযোগ্য মূল্য হ্রাস দেখা যায়। গত সপ্তাহে ফোর্থ্যাম, মেলিয়াবালা ও রায়েশ্বরের মত তিন যথাক্রমে ৩৩৷৵০ আনা, ২৯৷৵০ আনা ও ২৯৲ টাকায় ছিল। এ সপ্তাহে উহাদের মত হ্রাস পাইয়া ৩৩৷০ আনা, ৩৩৷০ আনা ও ২৯৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

ইলেক্ট্রিসিটি—ইণ্ডিয়ান আয়রন ১১৷৹ আনা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ৩৯৷৵০ আনায়

ক্লিয়ারিং

এর সকল প্রকার সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

টেলি—SHILLBANK : : ফোন : শিলং—১৬৩

কলিকাতা শাখা—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলি—BANK SHILLO : : ফোন : কাল—২৯৯৯

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, রবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রীঅনিল চৌধুরী, বি-এ, ফ্যাকাল্টি অফ্, কলিকাতা বার।

শ্রীসুনির্ম্মল দত্ত, বি-এস, আর-এ, এফ্-আই-এস্-এ, এফ্-আই-ই-এস্ (লণ্ডন), জেনারেল ম্যানেজার।

সকল প্রকার সুবিধাসহ একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা। ১৯৩১ সালে স্থাপিত

চলতি হিসাব ও সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয়।
স্থায়ী আমানতও গ্রহণ করা হয়।
অনুমোদিত সিকি ট্রাষ্টীর উপর ঋণ, স্টক কোম্পানী ও ডকুমেন্টারী বেওয়া হয়।
ডিভিডেণ্ড, সুদ, বিল প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।
আবেদন করিলে বিস্তৃত বিবরণ জানান হয়।

কলিকাতার ব্রাঞ্চ

ডালহৌসী স্কোয়ার, বড়বাজার, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, হগ্ মার্কেট, বালীগঞ্জ, বেহালা ও হাওড়া।

অন্যান্য ব্রাঞ্চ ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

ব্রাঞ্চ : "রোমেো" কলিকাতা
ফোন। পি কে—১৬৩১

বি মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আমিয়া আনার সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্ট্রিসিটি বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারেরই এ সপ্তাহে সকলীয় মূল্য হ্রাস ঘটে। আলোচ্য সপ্তাহে ইল ফর্পোরেশন ৩৯৲ টাকা হইতে ৩৯৷৹ আনায়, বার্ন এণ্ড কোং ৪২৷৹ টাকা হইতে ৪১৷৹ টাকায় ও তুলাতুলী ১২৷৵৹ আনা হইতে ১১৷৹ আনায় হ্রাসিয়া আসিয়াছে।

চিনির বাজার—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে চিনির বাজার শেয়ারসমূহে মন্দাভাব দেখা দিয়াছে। বেলঘরিয়া, চন্দননগর, কেশ এণ্ড কোং, বলরামপুর প্রভৃতি অধিকাংশ চিনির বাজারে কিছু কিছু মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। মিঠ লাভার এ সপ্তাহে ৭৫৷৹ আনা হইতে কেনাবেচা হইয়াছে।

চা-বাগিচা—বাজারে সাধারণভাবে মন্দাভাব বিরাজ করিলেও আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারসমূহের বিশেষ অবনতি দেখা যায় নাই। মেট্রোল ভাস্যাল ও তিলিচট আলোচ্য সপ্তাহে ১৩৲ টাকা ও ৭৯৷৹ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে।

বিবিধ—এই বিভাগে বেঙ্গলীপুর অধিবাসী আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার কিছু ১৩৲ টাকা মূল্য হ্রাস পাইয়া ১৭৯৲ টাকায় আসিয়া আসিয়াছে। ইণ্ডিয়া কেবারেল মেনিফেকচার গত সপ্তাহের ৯০৲ টাকা হইতে এ সপ্তাহের ব্যাঙ্কার্সি সময়ে ১৮৫৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছিল, সপ্তাহ শেষে ইহা ১৯০৲ টাকায় কেনাবেচা হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৬শে জানুয়ারী—পাটের বাজারে এসপ্তাহে সুচিন্তিত মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। মফস্বলের বাজারে ধীরিরভাবে পাট অনের দাম চালানো কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে চট-কলওয়ালাদের পাট ক্রয় সম্পর্কে অনাগ্রহের ভাব দেখাইতেছে। ধীরিরভাবে পাটকলের কাজ চালাইতে হইলে তার সঙ্গে দৈনিক ৭৭ গাঁটা (বেলগাড়ী) তুলার যোগান দরকার। কিন্তু রেল বিভাগ ও সর্বশ্রেণী গত মন্দার পরে দৈনিক মাত্র ৫০ গাঁটা তুলা সরবরাহ করিতেছেন। তুলার যোগান এই তুলনায় বাড়াইতে না পারিলে পাটকলে চটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে না। চটের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে পাটকলওয়ালারা পাট ক্রয়ে অনাগ্রহ দেখাইবে। সর্বশ্রেণী প্রভাব অধিবাসীদের পাটকলগুলিতে তুলা সরবরাহের জন্য তাঁহারা একটী তুলার সূচি নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও সে প্রস্তাব এখনও কার্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। পাটকলের অনাগ্রহ দেখিয়া পাট বিক্রেতারা অত্যন্ত্রে পাট ছাড়িয়া না দিয়া তাহা অধিকতর দর পর্যন্ত ধরিয়া রাখিবারই চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন না দেখিয়া অবশেষে তাহারাদিগকে অল্প মূল্যেই পাট ছাড়িতে হইতেছে। ফলে পাটের বাজারের অবস্থা প্রথমেই বেশী মন্দার দিকে যাইতেছে।

আলোচ্য পাটের বাজারে এ সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান ফিনিষ্ট বিভাগ ও ৪টম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ যথাক্রমে ১৬ টাকা ও ১৩৷৹ আনা দরে সামান্য পরিমাণে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

পাকা রেশ বিভাগে এ সপ্তাহে মন্দাভাব গত পাটের যাবীবাজার বিশেষ কিছু হয় নাই। চট-কলওয়ালা প্রতি রেশ ৭৯ টাকা দরে কিছু পরিমাণ ফার্স্ট পাট ও ৭৯ টাকা দরে সামান্য পরিমাণ সাইটিনিস পাট ক্রয় করিয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৬শে জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় মেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহে বাণী মাসে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য ফাটকা তুলার দর ৪৫০৷৹ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৪৫৯৷৹ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য তুলার দর গত সপ্তাহে ৪৬০৷৹ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৪৬৯৷৹ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে গত সপ্তাহের মতই মিলে কাপড় ও সীবনসূত্রের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সর্বশ্রেণী বস্ত্রব্যবসায়িগণকে বার বার লক্ষ্ণ করিয়া মোকা সত্ত্বেও কাপড়ের মোকা-বাজারের অবস্থা পূর্ববৎই বিরাজ করে। গত তরফ সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে যোগান কিছু বৃদ্ধি পাইলেও কলিকাতার কাপড়ের চাহিদার তুলনায় উহা একান্তই অতিরিক্তের। চেম্বার্টাইল কমটোল বোর্ডের সভাতি যে সকল আদেশ হইয়াছিল, তাহাতে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে নিম্নলিখিত যোগান এবং মূল্যবৃদ্ধির উপরে কঠোর-ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। বস্ত্র উৎপাদনকারী কেন্দ্রগুলি হইতে সরাসরি বাজারে কলিকাতার বস্ত্র সরবরাহ করা সম্ভব হয়, ভবিষ্যতে উক্ত সভার আদান-প্রদানিক ক্রয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৬শে জানুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায় অবনতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত শুক্রবার ১০,০০০ তোলা তোলা প্রতি ৩৫৷৵৹ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৭৪৷৵৹ আনা। বর্তমানে তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৭৩৷৵৹ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৭৪৷৵৹ আনা। বর্তমানে তাহা ৭৩৷৵৹ আনায় দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ তোলা রূপার দর ছিল ৮৪৷৵৹ আনা। বর্তমানে তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৭৭৷৵৹ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

মুটেদের মজুরবৃদ্ধি—সম্প্রতি মুটেদের অর্থনীতির ভার যে একসমস্যা পাল টিয়াছে তাহা দেখা করিয়াছেন যে, মুটেদের মুটের মজুরি বৃদ্ধি পাইয়া মণে প্রতিদিন এক কোটি সাড়ে বিয়াল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে।

অবসন্নতা

কারখানার মিস্ত্রির বয়সের কাজ একটানা ঘোরটা কতক্ষণ চলতে পারে সে সম্বন্ধে এতদিন অনেক আলোচনা চলছে। এ বিষয়ে ফেডারেশন অফ ব্রিটিশ ইণ্ডাস্ট্রিজ বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়েছে। কাজের ধরন ছাড়াও অন্যান্য অনেক জিনিসই এ সম্পর্কে বিবেচ্য। যেমন, কারখানার আবহাওয়া, শ্রমিকদের বয়সগুলি, তাদের দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য, এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শ্রমিকদের দৈহিক সামর্থ্যের সীমার মধ্যেও কাজের সাধারণতঃ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। অথচ কারও কারও বিশ্বাস ছিল স্বাভাবিক অবসাদের কথাটা একটা ধাপ্পা। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা এখন জানতে পেরেছেন যে এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে মনোযোগের অভাব, দৈহিক ক্লান্তি নয়।

মনোযোগ যাতে না কমে যায়—এ সমস্যার সমাধান একমাত্র তা-ই করতে পারে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শ্রমিকদের চা খেতে দিলে তাদের মনোযোগ ঠিক থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র বহু কারখানায় এটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। এ বিষয়ে বিশদ জানতে হলে তাঁরা কলকাতায় ১০১ নম্বর গ্রে ষ্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানসন বোর্ড' থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানসন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

B 249

সাপ্তাহিক বাজার দর

		১৯শে জানুয়ারী	২০শে জানুয়ারী	২১শে জানুয়ারী	২২শে জানুয়ারী	২৩শে জানুয়ারী	২৬শে জানুয়ারী
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা)	...	৭৮৵০	৭৮৵০	৭৮৵০	৭৮৵০	৭৮৵০	৭৮৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	৭৮৵০	৭৮৵০	৭৮৵০	৭৮৵০	৭৮৵০	—
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	...	১৩৲	১৩১৲	১৩১৲	১৩০৲	১৩০৲	১৩০৲
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	১৩৩৲০	১৩১৲০	১৩১৲০	১৩০৲০	১৩১৲০	—
বিনিময় দর—আমেরিকা (কলিকাতা)	...	৫৩৵০	৫৩৵০	৫৩৵০	৫৩৲	৫৩৵০	৫৩৵০
বেসরকারী ব্যাঙ্ক—শতকরা ৯০৲ মূল্যের দেয়ারের দর (লর্ডশাহ ও লর্ডসিন্হা)	...	১০০৲-১১১৵০	—	১০০৵০-১১১৵০	১০০৵০-১১১৵০	১০০৵০-১১১৵০	১১১৲০
ইন্ডিয়ালিয়ার্স—							
ইন্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ইস্পো লিঃ	...	—	৪১৵০-৪১৵০	৪১৵০-৪১৵০	৪০৲-৪১৲০	৪০৵০-৪১৲০	—
ইস্পাত কর্পোরেশন—অফি	...	—	৩৪৲০-১৩৲০	৩৪৲০-৩৪৲০	৩৪৲০-৩৪৲০	৩৪৵০-১১৲০	—
কুমারমুখী—অফি	...	১১১৵০	১১১৵০-১২৲	১১৲-১১৯৵০	১১৲-১১৯৵০	১১৪৵০-১১৯৵০	১১৪০-১১৯০
অফিস ইলেকট্রিক ইস্পা	...	—	—	—	১৯৯৲	—	—
জেসপ	...	—	২২৵০-২২৯০	—	২১৵০	২১৪-২১৮৵০	২১৮-২১৮০
মার্শালস্	...	৫৵০-৫৯৵০	৫৮৵০	৫৯৵০	—	—	—
স্যাণ্ডার্ড আয়রন এণ্ড ইস্পা	...	—	১২১৲	১১৯৲	১১৯৵০-১২৮৵০	—	—
ট্রেডার্স এণ্ড কোং	...	১২১৵০	১২৮৵০	—	—	১২৲-১১৯৵০	১১৯৵০-১১৯৵০
খনি—বারা কর্পোরেশন	...	৫৵০-৫৲	৫৵০-৫৲	৫৵০-৫৵০	৫৵০-৫৵০	৫৵০-৫৵০	৫৵০-৫৵০
ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন	...	৬৵০-৬৵০	৬৵০-৬৵০	৬৵০	৬৵০-৬৵০	৬৵০-৬৲	৬৵০-৬৲
ব্যাঙ্ক—ব্রিটিশ বাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	...	—	—	১৩৩৲-১৩৬৲	১৩৩৲-১৩৬৲	১৩৩৲-১৩৬৲	১৩৩৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	...	—	৪০৲-১৪০	৩৯৲	—	৩৯৲	—
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	...	—	—	—	—	—	—
জয়েন্ট—বেঙ্গল কোল্ কোং	...	—	৪২৵০-৪২৯৵০	৪৩৯৵০-৪৪৲	৪৪৯৵০-৪৪৵০	৪৪০-৪৪৲	—
কাঞ্জারিয়া	...	১২১৵০-১২১৵০	১২৯৵০-১২১৵০	১৪১৵০-১২৯৵০	১২৯৵০-১২১৵০	১২৪৵০-১২১৵০	১২১৵০-১২১৵০
রাণীগঞ্জ	...	৫৩৵০	৫৩৵০	—	৫১৩-৫১৯০	—	৫১৲
ইন্ডিয়ান	...	৬৯৩-৬৯৵০	৬৯৩-৬৯৵০	—	৬৭৲	৬৭৯৵০-৬৭১৵০	৬৭১-৬৭৵০
সাউথকরণপুরা	...	২৯৬৵০-২৯৯৩	২৯৬৵০-২৯৯৩	২৯৫৵০-২৯৯৩	২৯৬৵০-২৯৯৩	২৯৯-২৯৮৵০	২৯৫৵০-২৯৮৵০
জাহাজের কল—লিঃ ফিস্টোরিয়া স্টীল মিলস লিঃ	...	৭১৵০-৭১৵০	৭১৩-৭১৵৩	৭১৵০-৭৲	৭১৵০-৭৵০	৭১৵০-৭৮৵০	৭১০
ফেডারেশন	...	১৩৮৵০	১৩৯০	—	—	—	—
কালপুর ট্রেডার্সলস্	...	১৩৬৵০	১৩৮০	১৩৮৵০-১৩৯৵০	১৩৯-১৩৯৲	১৩৯-১৩৯৵০	১৩৯-১৩৯৵০
এসিয়া স্টীল মিলস লিঃ	...	—	—	৬৯৲	৬৪৵০-৬৪৵০	৬৯-৬৯৲	৬৪৮-৬৪১০
ফেডারেশন	...	১১৯৵০-১১৯৵০	১১৪৵০-১১৪৩	১১১৵০-১১৬৵০	১১১০	১১৮৵০	—
জাহাজের কল—ইন্ডিয়া সেলার লাম লিঃ	...	২৩৯৲	২৩৯৲-২৩৯৲	২৩৯৲-২১৯৲	২৩৯৲	২২৯৲-২২৯৲	—
ইন্ডিয়ান সেলার মিলস লিঃ	...	—	২০৪৵০-২০৭১০	২০৪৵০	—	১৯৯৵০-১৯৯৩	—
ইন্ডিয়ান	...	২৯৯৵০-২৯৯৵০	২৯১০	২৯৮৵০-২৯৯৲	২৯৮৵০-২৯৯৩	২৯৯৵০-২৯৯৩	—

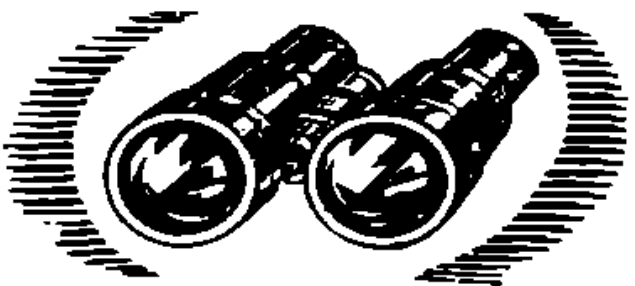

ব্যালকাটা কেমিক্যাল

এরিয়ান ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস : ৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা
ক্লিয়ারিং
কলিকাতা, কানপুর, এলাহাবাদ, ক্লিয়ারিং হাউসগুলির মারফৎ ক্লিয়ারিং যাবিয়া থাকে
—শাখাসমূহ—

এলাহাবাদ	কালকাটি
অমরাবতী	কাড়গ্রাম
আলমবাজার	কল্যাণপুর
আসানসোল	কাঁথি
বেরিলী	কাঁচরাপাড়া
বালেশ্বর	কাঁচড়া
বেলুরা	কোচবিহার
বাঁকুড়া	কিরীটীপুর
বোলপুর	কৃষ্ণনগর
ভৈরব	কাশীপুর
কানপুর	মধ্য কলিকাতা
চাকুলিয়া	গাজীপুর
চাপড়া	গোপালবাটী
দার্জিলিং	চৈতনপুর
দমদম	ছাতনাতলার
দাউদাল	শিলিগুড়ি
দাইলিলা	জিয়াগঞ্জ
গোপালনগর	ঝিনাইদহ
জলপাইগুড়ি	ঝলতা
জোড়াসাঁকো	

৭৮ বারে লভ্যাংশে বেড়া হইতেছে।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৯শে ফাল্গুনী	২০শে ফাল্গুনী	২১শে ফাল্গুনী	২২শে ফাল্গুনী	২৪শে ফাল্গুনী	২৫শে ফাল্গুনী
ইউকল—অর্ডিনারী ফুল পেইড লিঃ ...	৩৪৯৲	—	৩৪০৲	৩৫১৲-৩৫৩৲	৩৫০৲-৩৫১৲	—
আরেন্দা ইণ্ডিয়া ফুল পেইড লিঃ	৪৭৯৲-৪৭১৲	—	৪৬৪৲-৪৬০৲	৪৬৪৲-৪৫০৲	৪৬৬৲-৪৫৯৲	৪৬০৲-৪৫৮৲
ভাবারহাটী ...	৩৭৬৲-৩৭৩৲	৩৮৫৲-৩৮৩৲	৩৭৫৲-৩৭৩৲	৩৭৯৲-৩৭৭৲	৩৭৯৲	—
লরীজা ...	১৩১৸৹	১৩৭৲-১৩৬৲	১৩৫৸৹	১৩৯৲-১৩৭৲	১৩৫৸৹	—
মোনিডেলী ...	—	১৪৫৲-১৪১৲৹	১৪৫৲৹-১৪৩৲৹	১৪৩৲৹-১৪১৲৹	১৪৫৲৹-১৪১৲৹	১৪৩৲৹-১৪১৲৹
বিনাডেল ...	৭৯৲	৭৯৸৹-৭৭৲৹	৭৭৲৹-৭৭১৲	৭৯৲	৭৭৸৹	৭৭৲৹
ভিকসাক্স ...	৪৮৪৲	৪৭৮৲-৪৭৫৲	—	৪৭৯৲-৪৭৭৲	৪৭৯৲ ৪৭৪৲	৪৭৪৲
বাওডা ...	—	৮৫৫৲৹-৮৫৩৲৹	৮৫৫৲৹-৮৫৩৲৹	৮৬৫৲৹-৮৬৩৲৹	৮৬৫৲৹-৮৬৩৲৹	—
চিমিয় জল—বেঙ্গল কুমার কোং লিঃ	১৬৲৹	১৬৲৹-১৬৸৹	১৬৲	১৬৸৹-১৬৫৹	১৬৫৲৹-১৬৪৲৹	১৬৫৲৹-১৬৪৲৹
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কুমার কোং লিঃ	৩৯৸৹-৩৯৫৹	—	—	—	—	—
কেমিক্যাল কোং লিঃ	৫৯৸৹-৫৯৲	৫৯৸৹-৫৯৲	৫৯৲৹-৫৯৲	৫৭৫৲৹-৫৭৯৲৹	৫৭৫৲৹-৫৭৯৲৹	৫৭৫৲৹
ডি ব্যানার্জি—বেঙ্গল ষ্টী কোং লিঃ	—	৫১৫৲৹-৫০৮৲৹	৫১৬৲৹-৫১১৲৹	৫১৬৲৹-৫১৩৲৹	৫১৫৲৹	৫১৬৲৹
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টী কোং লিঃ	—	১৭৪৲৹-১৭১৲৹	১৭৫৲৹	—	—	১৭৪৲৹-১৭৭৲৹
বিবিধ—ডালহিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ	—	১৯৫৲৹-১৯১৲৹	১৯৫৲৹-১৯১৲৹	১৯৫৲৹-১৯৩৲৹	১৭৯৲৹-১৭৬৲৹	—
ডি ভাই কর্পোরেশন	৬৪৲৹-৬১৲৹	৬৪৲৹-৬১৲৹	—	৬৪৲৹-৬৪৲৹	৬৫৲৹-৬৩৲৹	৬১৲৹-৬১৲৹
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	১৯৫৲-১৯৪৲	১৯৫৲-১৯৩৲৹	১৯৩৲-১৭৯৲৹	১৭৫৲-১৭৫৲৹	১৭৬৲-১৭৪৲	১৭৫৲-১৭৪৲
মোটোর ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	১৮৲	১৮৲-১৭৯৲	১৮৲-১৭৯৲৹	১৭৮৲-১৭৫৲৹	১৭৫৲-১৭৫৲৹	—
ইণ্ডিয়া কেমিক্যেল কেমিক্যেলস কোং লিঃ	৯০৲	৯০৲	১৯১৲-১৮৮৲	১৮৫৲	১৯১৲-১৮৫৲	১৯১৲-১৮৫৲
আয়রন-কেমল সিন্ডিকেট, ...	১৮১৲-১৮৫৲৹	—	—	১৯১৲৹-১৯০৲৹	১৯১৲	১৯১৲৹
মিউ এক্সিয়াটিক ইন্ডাষ্ট্রিজ ...	১০৸৹	১৯৫৲৹-১৯১৲৹	১৯৫৲৹-১৯১৲৹	১৯৫৲৹-১৯৩৲৹	—	১৯৫৲-১৯৫৲৹
ন্যাশনেলী এণ্ড কেমিক্যেলস্ ...	৩৸৹	৩৸৹৹-৩৸৫৲৹	৩৸৹৹-৩৸৫৲৹	—	—	—

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

২০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

তার :—ENEM BANK ৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : বি বি ৩১৩৪

আসানসোল	ভাগলপুর	চুরুলিয়া	রাজমুন্দ্রী
বেনারস	জামসেদপুর	দালাদুমা	লাহোরেনা
ঢাকা	বিলাস	ধুলিয়ান	শিয়ালকোট
কাঁথা	মজঃফর	মজীদ	ট্যাংগো-আবদ
কটক	করাচী	মিরাজাবাদ	ওয়াজিরাবাদ
ফজলবাজারগঞ্জ	মুলতান	রাঁচী	বাগমারু
			লায়ালপুর

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ষ্টীফেন দাশ।

১৯৪৪ সালে—

মেট্রোপলিটান

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

কলিকাতা।

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

২ কোটী ১৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৮২৫৲ টাকার নূতন বীমাপত্র বিক্রয় করিয়াছে।

১৯৪৩ সালে কোম্পানীর কাজের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩২ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৭৫৲ টাকা।

শেয়ার-বাজারের অভিযোগ

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার-বাজারে একটা বিভিন্নভাব লক্ষ্য করা যায়। গতের বাজারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও উল্লেখ ভাব বর্ত্তমান ছিল; কয়লার বাজারের অনেই পরিমাণে উল্লেখ ভাব ছাড়া ছিল। বাজার, রেলওয়ে ও ইণ্ডিয়ান আয়রনের চাহিদা অসাধারণভাবে বর্ত্তমান থাকায় শেয়ার-বাজারে ইহাদের চাহিদা ভাব বেশ ভালভাবেই দেখা যায়।

আগামী সপ্তাহে—বিভিন্নবিধ কোম্পানীগুলির শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির ভাব দেখা যায়;

কাপড়ের কল—বাসন্তী, বেঙ্গল ন্যাশনাল, ভারতলক্ষ্মী, এলগিন মিলস্, বেলেঘাটা। জুটমিল—বেলঘরিয়া এণ্ড ভাসনগর, বজবজ মেঘনা মেইন, কৃষ্ণিয়া এণ্ড বঙ্গশ্রী, বাঁশবেড়িয়া। পাট—এলায়েন্স, আরেন্দা ইণ্ডিয়া, ভাগলপুর, ভিক্টোরিয়া, টাকাপতি, ভাগলপুর। খনি—বার্ণপুর কর্পোরেশন, ইণ্ডিয়া কপার। বিবিধ—ডালহিয়া সিমেন্ট, বার্ণ এণ্ড কোং, বারাকরসি, বরোদি কোল্, ইণ্ডিয়ান কেব্‌ল, ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট, ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প, টাস (পেপার), মেদিনীপুর জমিদারী, ইণ্ডিয়া কেমিক্যেল কেমিক্যেলস, ক্যালকাটা ন্যাশনাল এণ্ড লিগি, লেদার কারপেট (১) ।

আগামী সপ্তাহে—অভি, চা, আয়রন, কাপড়ের মিল, কাগজের কল প্রভৃতির শেয়ারগুলিতে মূল্য বৃদ্ধির ভাব পরিলক্ষিত হইবে। আর টিসি, ইলিফেন্স, বরমার মিলস, জুট মিল, কয়লা প্রভৃতির শেয়ারের মূল্য হ্রাসের ভাব পরিলক্ষিত হইবে।

ক্যালকাটা ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স লিঃ

৮নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"TRANSACT" ফোন ৮৪৮ কলিঃ পোষ্ট বক্স নং ৪৭৮, সি পি ও

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেলিয়াঘাটা ও রবিদত্ত ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

মিঃ এ মুখার্জ্জি,
ডেপুটি এম।

মিঃ বি সেনগুপ্ত,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত - ১৯২৩

হেড অফিস—বারাসত

কলিকাতা অফিস—১৭৮ কর্ণ-ষ্ট্রীট। ফোন : বড়বাজার—২৮৭

ভৈরব শাখা ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ খোলা হইবে।

পুরাণবাজার (চাঁদপুর) শাখা ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ খোলা হইবে।

পাটনা সিটি শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

অন্যান্য শাখাসমূহ—বরিশাল, কুষ্টিয়া, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, শিলাইদহ, শিলচর, ঝিনাই।

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২১, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

স্থাপিত : ১৯৩৯ ইং গ্রাম : 'জাতীয়ধন'

শাখাসমূহ

কলিকাতা—বড়বাজার, শ্যামবাজার, পোস্তা।

বাঙ্গলা—কুষ্টিয়া, মাগুরাপুর, চরমুগুরিয়া, বেরহামপুর, গোপালগঞ্জ, ফিরোজপুর, রাজারপাড়, ঢাকা, বরিশাল, মনোহরদি, মিরকাদিম।

বিহার—মজঃফরপুর, ছাপরাপুর, মুঙ্গের, বেতীয়া, ছাপরা, আরা, পাটনা, গয়া।

ইষ্ট. পি—রেঙ্গুন। আসাম—শিলচর।

আমানতের সুদের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

আধুনিক সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চিফ্ ম্যানেজার ও রেঙ্গুন ম্যানেজার :
মিঃ বি বি রায় চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মিঃ বিমল রায় চৌধুরী

অভয় কুমার লাহা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : ক্যাল ৪৪৩ হেড অফিস— ৭ নোয়াপাড়া লেন, কলিকাতা।

—শাখা—

শ্যামবাজার	সাকচোরা	শ্রীহট্ট
বড়বাজার ষ্ট্রীট	সাবরিয়া	ফেনপুর
হাটখোলা	বেহিকীপুর	এনায়ত
বালীগঞ্জ	বজবজ	মোহাড়ী
চন্দননগর	শিউরি	বড়দোয়া
করিমপুর	নিমাচন্দর	বেলোনে
বাসন্তীগ্রাম	কুমারখালী	দেওঘর
ঝিনাপুর	বাজবাড়ী	হাইদিগ:
কুষ্টিয়া	খুলনা	ভাটিয়া

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য, বিল অব এক্সচেঞ্জ ক্রয়-বিক্রয়, আমানতাদি এবং সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জে সি চক্রবর্ত্তী

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০ ফোন : কলি ৬৮৭৩

হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ২০,১৮,৯০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ১১,১২,৮৪৫৲ ,,
আমানত...এক কোটী টাকার উপর
(১৯৪৪ সালের ১০ই মে পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার, হাটখোলা ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা।

লে-অফিস : মিরকাদিম

এ ছাড়াটাকি।—জেনারেল ম্যানেজার

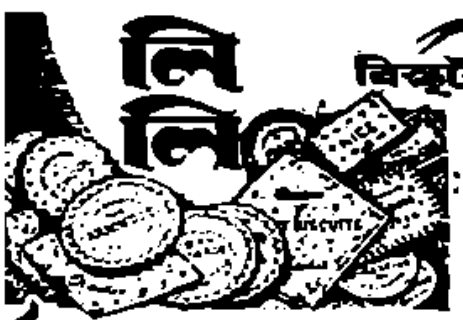

লিলি বিস্কুট হচ্ছে সেরা খাদ্য ও অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং

লিলি বার্লি
আদর্শ খাদ্য ও পানীয়

লিলি-বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং

PHONE বড়ব. ৪. ৫৩৪২ REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 5th February, 1945. সোমবার, ২০শে মাঘ, ১৩৫১ ৩৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ সম্বন্ধে কমিটি

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে ভারত সরকারের ব্যয় হ্রাসের জন্য কেন্দ্রসরকারী সদস্যদের মধ্য হইতে একটী কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করা হইবে। প্রস্তাবটি বিনা বাধায় পরিষদে এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবেন। যুদ্ধের সময়ে এতগুলি বিভাগ ভারত সরকারের ব্যয়বহুল বিভিন্ন অধ্যায়ভুক্তভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। যুদ্ধে সরকারী বাজেটে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের নির্দ্দেশ বার্ষিক বর্দ্ধমানে সে তুলনায় ৫ গুণ অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। আয় বাড়াইবার জন্য ট্যাক্সের হার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করা হইতেছে। কিন্তু তাহাতেও বাজেটের ঘাটতি পরিপূরিত হইতেছে না। সরকারী আর্থিক অবস্থার এই গতি দেখিয়া দেশের লোক উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাই সরকারী ব্যয়সঙ্কোচের হাত জোড় করে অবাধ বাধার জন্য একটী ব্যয় সঙ্কোচ কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। এবিষয় সন্দেহ যে, প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যয় বন্ধ করিতে পরামর্শ দেওয়া সঙ্গত হইবেন না, আর এ সম্বন্ধে কোন সরাসরি নির্দ্দেশ দিতে যাওয়াও তাহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। কিন্তু ব্যয় সঙ্কোচের জন্য কমিটী নিযুক্ত হইলে তাঁহারা সামরিক ও বে-সামরিক বিভিন্ন বিভাগের অযথা ব্যয় সম্বন্ধে পরামর্শদানের সুযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন। যাহাতে সেই ধরণের ব্যয় এখন যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করা হয় সেজন্য তাঁহারা জোর দাবী তাঁহারা উপস্থিত করিতে পারিবেন। সামরিক ও বেসামরিক বিভাগসমূহের পর্য্যায়ে যে সুযোগ লোক নিয়োগ করা হইয়াছে। সাধারণের ধারণা, এই সব চাকুরীর নিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শদাতা সব সময় সতর্কতার পরিচয় দেওয়া হয় নাই। যুদ্ধের চাকুরীগুলির জন্য যেরূপ ধরাকাটা করিয়া লোক নিয়োগ ও ছাড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেরূপ স্থায়িত্ব ধরণের যুদ্ধ অবসানে এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে নিরাশার কারণ হইবে। কেবল সাধারণ চাকুরীজীবী নহে বিভাগ হইতে বিভিন্ন আনাইয়া পরামর্শদাতা নানা বিভাগে তাহাদিগকে মোটা বেতনে বহাল করিয়াছেন। এই সব বিশেষজ্ঞের প্রকৃত কাজ কি এবং সে কাজ তাঁহারা কতদূর পরিমাণে সম্পন্ন করিয়াছেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। উহাদের কাজ ফুরাইলে দেশে সরকারী ব্যয় কমাইবার জন্য তাঁহাদের চাকুরীর বেলায় কাটিবে কিনা সে বিষয়ে লোকের মনে সন্দেহ রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের নিয়া একটী ব্যয়সঙ্কোচ কমিটী গঠন করা হইলে তাঁহারা সেসব বিষয় বিবেচনা করিয়া ঐ সব ব্যাপারে পরামর্শদাতার তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণে সমর্থতা করিতে পারেন। উহাতে সরকারী ব্যয়সঙ্কোচ একটা ভাবে অবশ্য বাধা সম্বন্ধে সুবিধা হইতে পারে। যুদ্ধের সময়ে সরকারী প্রয়োজনে ব্যয়সঙ্কোচ বিশেষ [illegible] এই কমিটীর নিয়োগ করিয়াছেন।

ভারতে মূল্য-মান প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব

ভারত সরকারের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে অর্থসচিব স্যার জেরেমী রাইসম্যান প্রকাশ করেন যে মূল্য-মান সম্বন্ধে একটী সরকার প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিভাগ বিভিন্ন বিভাগের মতামত বিবেচনা করিয়া আগামী বিশেষজ্ঞ [illegible] সাল আগামী আইনে টাকা সম্বন্ধে যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এই ধরণের মূল্য-মান প্রবর্ত্তনের অধিকার ভারত সরকারকে ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আছে কি না সে সম্বন্ধেও যেন মেঘ সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই সেদিনের বিভিন্ন পাকাপাকিভাবে স্থির করিবার জন্য রেজারভেন কোর্টের বিভিন্ন ইহা বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হয়। রেজারভেন কোর্ট বার বিচারেন, ব্রহ্মদেশ ভারত আসন আইনে মূল্য-মান স্থাপনের কোন অধিকার কেন্দ্রীয় সরকার বা ব্যবস্থা পরিষদের নাই। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার মূল্য-মান প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা সমর্থন করিয়া পাকিবার জন্য [illegible] বিভিন্ন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সংশোধন সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পেশ করেন। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী সরকারী ভারতে সঙ্কীর্ণ অর্থ নিয়ন্ত্রণের ভারত শাসন আইন সম্বন্ধে সঙ্গে সঙ্গে একটী সংশোধনী বিল উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার-সমূহকে লোকের মূল্যমান পর তাহার সম্বন্ধে ইহাকে উপযুক্ত ভার আদালতের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সভ্য নিয়ন্ত্রণের তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ভারতে মূল্য-মান প্রবর্তন হইলে তাহা যুদ্ধের সময়ে লোকের বাড়তি আয় টানিয়া লইয়া উৎপাদনের সময়ে সাহায্য করিবে। তাহা ছাড়া যুদ্ধের পরে ভারতে স্থায়ী-ভাবে আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে এই ধরণ আর প্রাদেশিক সরকারসমূহের

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৭১-৭৪
বেসরকারী বার্ত্তা	৯৭৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৯৭৫
ভারতীয় দীমা কোম্পানীর অধিবেশন ঘোষণা	৯৭৬-৭৭
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৯৭৮-৮১
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৯৮২
বাজারের হালচাল—	৯৮৩-৮৮

একটি প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা। ১৯৩১ সালে স্থাপিত

চলতি হিসাব ও মেয়াদী ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয়। স্থায়ী আমানতের সুদের হার অনুমোদিত সিকিউরিটীর উপর ঋণ, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফ্ট দেওয়া হয় ডিবেঞ্চার, বন্ড, বিল প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়। অনুসন্ধান করিলে বিস্তৃত বিবরণ জানান হয়।

কলিকাতার ব্রাঞ্চ

ডালহৌসী স্কোয়ার, বড়বাজার, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, হগ্ মার্কেট, বালীগঞ্জ, বেহালা ও হাওড়া।

ব্যাঙ্ক ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

ব্রাঞ্চ: "রেঙ্গুন" কলিকাতা
কোড: সি কে—১১৮১

বি. মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

হিসেব করতে লাগিবে। লর্ড ব্রাবর্ণ বলিয়াছেন, আমদের মুদ্রা-মান স্থাপনের ব্যবস্থা হইলে মুদ্রার মূল্যের এমনে এমনে তারতম্য হোতেছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে বিপুল অর্থ লইয়া কারবার করিতে হইলে তখনকার মূল্য-স্থায়ী তারিখে হিসাব করিতে হইবে। আমদের প্রস্তাবিত আমাদানী মাল বাদ হইতেছে—ঐ সব বন্দরাইবার জন্য উপযোগী হইয়াছে। তাহলেই আমদের বন্দরের-উন্নতি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সুবিধা হবে। এখনকার জন্য মূলধন এই বিলাতী নাম করিয়া বিদায় জন্য লর্ড সিডেনহাম পার্লামেন্টের সদস্যদের নিকট আবেদন করিয়াছেন। বিলের আলোচনা হোয়েছে ব্রহ্ম আসিয়া হইয়ায় তাহাতে উহা যে খুব শীঘ্রই আইনে পরিণত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্তমানে জাহাজের আমদের দেশে খুব অধিক সম্পত্তির উপর বিভিন্ন হারে মুদ্রা-কর আদায়ের রীতি প্রচলিত হইয়াছে। ট্যাক্স ধার্যের দিন নিয়া উহার উপযোগিতার যেই সব হেতুর আলোচনা হোয়েছে তাহাতে এই বছরের ট্যাক্সের প্রস্তাব মুলতবী রাখিতে পরিষদের বৈঠকে আমদানী করিতে এমনের ভবিষ্যতে সুবিধা ও নিয় সিদ্ধান্তের বলিয়া আমদের মনে হোয়েছিল। অনুবিধা যে যাক-কিন্তু কিছু উপায়ের তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বন্দরাইবের ব্যাপারে অধিকাংশ বৈধেরা খুব করিবার জন্য এই শ্রেণীর ট্যাক্সের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। আর যে জন্য বিলেতে করিয়া যোগাই পরিচালনার ব্যবস্থাপক উপায়ের বিলাতে ঐ সম্বন্ধে সুপারিশ করিয়াছেন। আমদের মুলধন-যোগী ব্যবস্থা হিসাবে এই বছরের জন্য বন্দরাইবার প্রস্তাবটি আমাদিগকে আমিনিত্তে হইবে। তবে আশার বিষয় দেখাইবার এই যে, এমনের বন্দরাইবে মুদ্রা-কর বাদে আর আভিজাত্যমূলক ফাজে ও আর্থিক পরিচালনার কাজে যারা করিবের বলিয়া করা নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাহারা যে যে জন্য করা করিয়া হবিবের তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বৃটিশ বন্দরেগুলির বিশেষ এবং তাহাদেরই প্রতিযোগিতার অনুরোধে কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত এমনের আমদানীর পরিচালিত হইতেছে। এই শাসন-ব্যবস্থার সহিত দেশের লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন যোগ নাই। এই ব্যবস্থা বহাল থাকিবে অর্থনীতি কার্যিকরণ ও আর্থিক উন্নতির কাজ এমনে বিশেষ কিছু অগ্রসর হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। কার্যিকাইবের জন্য মূলধন করা বন্দরাইবার এমনের বৃটিশ আমদানীর বন্দরেগুলি স্থানীয়ে সেই কর যাতে আর বাদা আমদের কাজে নিয়োগ করিতে কিনা সেজন্য করেন নাই। মুদ্রা-কর বন্দরাইবার জন্য তাহার আয় হইতে সেইজন্যই নিয়োগ করা হইবে। তাহলেই মূলধন কর বাদা করা সম্বন্ধে সরকারী অমরা বাহাইবার মনে এমনে এমন স্থানীয় বন্দরেগুলি স্থাপনের বন্দরাইব আবশ্যিক করা উচিৎ।

শিল্প ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ

গত বছরে জাহাজী কল ইতিহা অবস্থা-নাই-মেশন কল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়মেন্টের হাতে কর্মিক সভার সভাপতি জার রবিন্সন্ড্রা ভিন্ন এমনের শিল্পিদের সরকারী নিয়ন্ত্রণনীতি সম্পর্কে যে মতব্য করিয়াছেন আমাদের জাতীয় জীবনে তিন হইতে সেগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি। তার বিশ্লেষণ যে, আমদের বর্তমানে শিল্প এমনাদের যে উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা আমাদের করিয়া তুলিতে বর্তমান সরকারী সহযোগিতার এমনোজন, আমদের ইতিহাসের খুব শেষ হইতে আমাদের শক্তির খুব চালাইবার সময় আমদানীকে যখন দ্বারী হিসাবে ব্যবহার করা হইবে তখন আমদের শিল্পাদি ক্ষুধাদের দেশের সর্বাধিক অনুবিধার দেশকে টিকে হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেন ও আমেরিকার পণ্য আমদানীর ফলে এমন বেশী বিপন্ন হইয়া পড়িবে, যে, সরকার-সহিত সাহায্য ব্যতীত আমদানী সামলাতে না পারিলে সে সময়ে তাহাদের পক্ষে অধিক পরিমাণ কর করা কঠিন হইয়া উঠাইবে। তার ফিরে আমদ বলিয়াছেন যে, শিল্পাদি বন্দরাইবের পরিচালনা এমনে নিজ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধিকারের ব্যবস্থা করা সঙ্গত নয়, কিন্তু তাহলেও বর্তমানে বিদেশী শাসন বন্দরাইবের হাতে শিল্প নিয়ন্ত্রণের অধিকার এমন হইলে কার্যতঃ আমাদের আমদানীর লাভবান হইবে না এমন শেষ পর্যন্ত সেই অধিকার ব্রিটেনের হাতে থোকাবে তাহা আমদের হইবে।

মুদ্রার পরে আমদানীর শিল্পাদি প্রসারিত হইবার যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহার সার্থকতা যে বহুলাংশে এমনের সরকারী সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইউরোপের মুদ্রার শেষ সর্বনাশে এমন হইতেই ব্রিটেন ও আমেরিকার অনন্যসাধারণের আমদানী পণ্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে এমন বিদেশী পণ্য যখন ইউরোপের সুবিধাজনক পর আমদের মধ্যে পরিমাণে আমদানী হইতে থাকিবে তখন সংরক্ষণ-সুবিধা প্রভৃতি না পাইলে বন্দরাইবার আমদানীর শিল্পাদির অস্তিত্ব সর্বদা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে। তারা ছাড়া এমনের মূলধন নিজস্বরূপ এমন বহিরাগত ভূমধ্যসাগর ও বিদেশাদী বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত বিলুপ্তেই প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না এবং এই সকল সরকারী সুবিধাদানের ও সংরক্ষণ-সুবিধা তাহার সঙ্গে এমনের আবশ্যক। বিদেশী শাসক সম্প্রদায় এমনের শিল্পাদির প্রসারে যে মনোভাব দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই নিরুৎসাহজনক এবং আমদের অনন্যসাধারণ বর্তমানে এমনে থাকিলে শিল্পাদির ব্যাপারে তাঁহাদের নিকট হইতে এমন কোন নীতি অবলম্বনে আশা করা যায় না যাহা ব্রিটিশ শিল্পসমিতিদের স্বার্থ-পোষক না হইয়া সমধর্মীয় ভারতীয় শিল্পাদির পক্ষে কল্যাণকর হইবে। এই জন্যই যোগাই পরিচালনা প্রভৃতি জাতীয় মূলধার পরিচালনার আমদানীর নিজ হাতে বিস্তারাধিকার অনুমোদন করার সঙ্গে সঙ্গে এমনের পক্ষীয়ভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এই রাষ্ট্রের বন্দরেগুলি যেন সর্বাগ্রে ভারতীয় বন্দরেগুলি হয় এবং এমনের স্বার্থ রক্ষার যেন তাঁহাদের প্রধান ও প্রধান লক্ষ্য হয়। ভারত সরকারের মূলধার মূলধীন শিল্পাদি স্থাপন করিয়া বর্তমানে ভারতে শিল্পাদি প্রসার সম্বন্ধে পরিচালনা গঠন করিতেছেন, তার আমেরিকার ব্যালান্সের ভার বিদেশ বাণিজ্যের হাতে এই বিভাগের ভার অর্পণ করা হইয়াছে এবং তার বিরোধের প্রেমণী, অন্যান্য অধিক, তার লোক-মাত্রা প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ এই বিভাগের পরামর্শ-দাতা মনোনীত হইয়াছেন, এই বিভাগ হইতে পরিচালনা বন্দরাইব সম্বন্ধ করিয়াছে। প্রথমতঃ দেশরক্ষা ও অত্যাবশ্যক সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন শিল্পের বিস্তারসাধিকার রাষ্ট্রের হাতে রাখিবার পরামর্শ দিবেন। কিন্তু এইরূপ পরামর্শ-দানের পূর্বে বন্দরেগুলির মনোভাব এবং তাহাদের কার্যপ্রণালী কথা পরিচালনা-কর্তৃপক্ষের আমদানী বিশেষভাবে অবগত করাইয়া দিতে চাই। মোট কথা ভারতের শিল্পাদিতে বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ের কোন প্রভাব থাকুক ইহা আমরা একান্তই চাহি না এবং মূলধনাদের যদি অনিবার্যভাবে তাহাদের সহযোগ প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে বর্তমান বন্দরেগুলির হাতে নিজ শিল্পাদির ভার থাকা অপেক্ষা বিদেশিদের নিজ হিত নাবিকে শিল্পাদি পরিচালনা করিলে ভারতবর্ষের ভারতবাসী অনেক বেশী উপকৃত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

রাসায়নিক সার উৎপাদনের কারখানা

ভারতে রাসায়নিক সারের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে যে 'ক্যাসাইরাম মিশন' বিদেশে গত হইয়াছিল তাঁহারা আলীগড়, বাবরাম ও মিরিজাপুরে অনেকে এই উদ্দেশ্য তিনটি কারখানা স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। এখানে, ভারত বন্দরেগুলি এই বিলাতী বিশেষজ্ঞ করিয়া এমনে বাবরাম্বের বিবেচনার নিমিত্ত সাবধ স্থানে রাসায়নিক সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের সঙ্গত করিয়াছেন। কলকার উপযুক্ত যোগান থাকায় এখন কারখানাটি এইখানে করিয়া তোলাই তাঁহারা অধিকতর সঙ্গত মনে করিয়াছেন। পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য স্থানে কারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে। বিহার-কাল মূর্তে মিরাপুর সরকার ও ভারত বন্দরেগুলির মধ্যে একটি চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে রাসায়নিক সারের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সেজন্য আবেদিকা হইতে বন্দরগুলি আনাইবার নিমিত্ত ৩ বছর পূর্বে উপযুক্ত জমাদের বন্দোবস্তের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাবরামে যে কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে বছরে ৩০ হাজার টন আমোনিয়া হইতে সালফেট অব আমোনিয়া উৎপন্ন হইবে। এইজন্য বন্দরগুলি আনাইবার জন্য ৩ বছর পূর্বে উপযুক্ত জমাদের বন্দোবস্তের ব্যবস্থা কর

সরবরাহ সচিব লাখি টনে ১৫৫ টাকা মূল্য ধরিয়া এবারে তাহা বর্তমান করিবার কথা বলিয়াছেন। যুদ্ধের সুযোগে ভারতে আধুনিকতম বিদেশী রাসায়নিক সারের মূল্য টাকাইজে লাখি টনে ১৮০ টাকা। দেশীয় কারখানায় উৎপাদিত সারের দাম যদি লাখি টনে ১৫৫ টাকা ধরা হয় তবে এদেশের কৃষিজ ফলনের সঙ্গে তাহা উপযুক্ত পরিমাণে সংযোগ করা কঠিন হইবে না বলিয়াই মনে হয়। কাটিনাইট্রার বিদেশ হইতে দেশীয় উৎপাদন হইতে সাময়িকের জন্য এমোনিয়া সৈয়ার করা যাইবে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এমোনিয়া কারখানার সেই সার উৎপাদন করিতে লাখি টনে সর্বসমেত ১১৪ টাকার মত খরচ পড়িবে বলিয়া তাঁহারা নিজেরা করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় রাসায়নিক কারখানার তৈয়ারী সার যেন ১৫৫ টাকার মত দেশী মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কারখানার চলতির খরচ আর ও একটু বাড়িয়াছে কথা বলা হইয়া থাকিলেও তখ মূল্য রাসায়নিক সার উৎপাদন ও তাহার পরে তাহা এদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

যন্ত্র-শিল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড

যুদ্ধের অজুহাত দিয়া-বিদেশের ন্যায় ব্রাড ব্রাদার্স লক্ষাধিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করিয়া আসিয়া তাঁহার রিপোর্টে যন্ত্র-শিল্পের দিক দিয়া ঐ দেশের সহিত যুদ্ধের কার্যকলাপের তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত ১৯১৯ সাল হইতে ক্রমাগত ক্রোধের দিকে অগ্রসর করিয়া যেরূপে যন্ত্র-শিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে যুদ্ধের সেরূপে তাহার চিন্ন সময়ের পূর্বোপায় অবস্থাই ফিরিয়া হইয়া বলিয়া রহিয়াছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় যুদ্ধের কারখানের কলকব্জিতে বর্তমানে গত উৎপাদনের গত পরিমাণ বৃদ্ধি কম হইয়াছে। যন্ত্র-শিল্পের দিক দিয়া যুদ্ধের এই অবস্থার কারণ কি তাহা ব্যাব ব্রাদার্স ব্রাদার্স রিপোর্টে ভালভাবে আলোচিত হইয়াছে। ব্যাব ব্রাদার্স ব্রাদার্স মূল রিপোর্টটি দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। তবে আমরা লণ্ডনস্থ এভিনিংস্ট্যাণ্ডার্ড কনস্ট্রাক্টার অব ইঞ্জিনীয়ার্স মেকিনিবেলস্ লিঃ যি বি যোশী সম্প্রতি সেই রিপোর্টটি বিশ্লেষণ করিয়া যে মন্তব্য দিয়াছেন তাহাতে যন্ত্র-শিল্পে যুদ্ধের অবস্থার মূল কারণ সম্বন্ধেই বলা পড়িয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে মূলধন বন্ধনের অটোমেটিক যুদ্ধের কাজ চালান হইতেছে। ঐ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কারখানের কলের এক একটি কর্মী এক সঙ্গে ঘুরিতেছে। তাহার ফলে শিল্পোৎপাদন অধিকতর সস্তা করিতে পারে। তাহা ছাড়া ঐ মূলধন অটোমেটিক যুদ্ধের চলার দেখন পুরাতন উহাদের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। ইংলণ্ডের কারখানের যন্ত্র-সমূহে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ পরিমাণে ঐ অটোমেটিক যুদ্ধ ব্যবহৃত হইতেছে। অপর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট ব্যবহৃত উহাদের মধ্যে শতকরা ৪৪ ভাগই আধুনিক অটোমেটিক যুদ্ধ। ইহার ফলে যুদ্ধের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৪ জন শ্রমিক শিল্প ক্ষেত্রে বেশী যন্ত্র তৈয়ার হইতেছে। ঘোটা, মাঝারি ও ছিটি কারখানের দিক দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনাযুক্ত প্রতি ৪৮ ঘণ্টায় প্রতিক শিল্প যথাক্রমে ১,১০০ গজ, ৪,৯৭৮ গজ এবং ১,৪৩১ গজ যন্ত্র তৈয়ার হইতেছে। পুরাতন যন্ত্রের উহাদের কাজ চালান হয় বলিয়া সেই ফলে ইংলণ্ডের কারখানের উৎপাদনের প্রতি ৪৮ ঘণ্টায় প্রতিক শিল্প যথাক্রমে মাত্র ৪৪৭ গজ, ৮৪৭ গজ ও ৯৪৫ গজ মত উৎপন্ন হইতেছে।

যুদ্ধের সময়ে ভারতের যে উন্নত ধরনের পাকা ঘোড়াইয়ের কারখানা বিভিন্নরূপে ভারতে সর্বপ্রথমে যুদ্ধের পরে মুটেন হইতে এদেশের জন্য নিয়োগ-যোগী যন্ত্রপাতি আমদানি করিবার কথা জানাইয়াছেন। মুটেন কারখানের কল কারখানের জন্য ও প্রভৃতি কলসমূহের কাজ প্রয়োজন জন্য কলিকাতে যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হইবে তাহাও ঐ ভাবে আমদানি হইবে বলিয়া তাঁহারা কল্পনা বিশ্লেষণ। কিন্তু যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে ভারতবর্ষে যুদ্ধের পরে আমরা বড় বিরাট যে বিরাট উন্নতি সাধন করিতে পারিব তাহা ইংলণ্ডের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে অধিক লোভনের উপযোগ মনন করিলেই বুঝা যাইতেছে। আমাদের বড় বিরাট যিনি সুদৃঢ় করিতে হইলে ও যুদ্ধের পরে বাহিরের সাহিত্যাধিকার সমস্ত ঐ বিরাট উন্নতি অব্যাহত রাখিতে হইলে এদেশের কারখানের তলের জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় অটোমেটিক যুদ্ধ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ইংলণ্ড ঐ বিষয়ে বিশেষ কিছু সৈয়ার হয় না। মুটেনের লোকেরা আমাদের উহা সরবরাহ করিবে যুদ্ধের কথা তাহারা নিজেদের কারখানের কলসমূহেই সম্ভবতা ও আমের দেশী ঐ তাঁর বাবহার করিবার সুবিধা পাইতেছে না। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অটোমেটিক যুদ্ধ প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার হইতেছে। কাজের আবশ্যক যন্ত্র-শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে ঐ দেশ হইতে সর্বপ্রথমে সম্ভাব যন্ত্র দেশীয় বিরাট আমদানিতে সংগ্রহ করিতে হইবে। উদ্দেশ্য চাহিদের জন্য কারখানে পরিবার সুবিধার সুযোগ পাইলে সরকারী সাহিত্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঐ তাঁর আমদানীর ব্যবস্থা হইতে পারে। সেই ব্যবস্থা সুযোগ পাওয়ার জন্য ভারত সরকারের ও এদেশবাসীর সকল হইতে মুটেন সরকারের নিকট অটিরেই দাবী উপস্থিত করা সঙ্গত।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তব্য ও সমস্যা

গত ৩০শে জানুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে বিভিন্ন ভারত সরকারের সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতির নিকট বৈদেশ আবহাওয়া রেলওয়ে যে সমস্যা জানান হয়, তাহার উত্তর তার প্রসঙ্গে যি রেলওয়ে কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ সমস্ত কলকাতা মুনাফার উপযোগ বিবেচনা করিবেন। ভারতের প্রধান নগরী এই কলিকাতার অধিবাসীর আবেদনমূলে এতদিকে যেমন একদল বিরুদ্ধবাদী লোক সর্বদিক মুখ-আন্দোলন করে যি করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি হাজার হাজার কর্মিত শ্রমিক ও নিম্ন মধ্য-সাধারণ বস্তির অবস্থারও আবহাওয়ার মধ্যে কিছু করিয়া উঠিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। যি রেলওয়ে এই কর্তব্যটিই বিবেচনার সমি কর্পোরেশনের অনুমোদন দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বক্তিগতির উন্নতি সাধনের সমর্থন দিয়াছেন। আবেদনকারী বিভিন্নিসিপ্যালিটির দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশনকেও উচিত ব্যবস্থাটা ও

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ

তান্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ

বহুবার ভারত-ভ্রমণে যাঁর বর্ণে বহুত উচ্চ প্রশংসিত। ভারতের অন্যান্য বিদেশী বহুদেশীয় রাজা ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, বহু ও যোগী'র দ্বারে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ব্রাহ্ম-জ্যোতিষী জ্যোতিষ-বিশারদ, বোধবিস্তারবিভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব, আন্তর্জাতিক খ্যাতি আই-এ-এস (লণ্ডন); প্রেসিডেন্সী—বিশ্ববিদ্যালয় অব ইণ্ডিয়া এইজন্যিত্যাল এণ্ড এইন্সিয়েন্ট সোসাইটি।

এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল বৈজ্ঞানিকদের মানসিকতের মূল-রহস্যের সন্ধান দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইহার অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা দ্বারা তাহাদের অসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় দেশপ্রমুখ রাজন্য ভারতের বাহিরের, যথা— ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের অধীশ্বরদিগকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই কারণে ভূ'রিভূরি স্বহস্ত-লিখিত প্রশংসাপত্রাদিতে সম্রাট হতে অধিকার বেষ্টিতেই দৃষ্টিতে পড়িয়া থাকে। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতিষিক— যাঁহার অব্যর্থসাধি উপদেশ করিয়া মহারাজ সম্রাট বহু প্রশংসা জানাইয়াছেন এবং আইনতঃ স্বাধীন নরপতি উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন।

ইঁহার জ্যোতিষ এবং তাহা অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সমাজ ও অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত হইয়া ভারতীয় পণ্ডিত মহাসম্মেলনের সভায় একবাক্যে ইঁহাকেই "জ্যোতির্বিদোত্তমে" উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছেন। যোগবলে ও আত্মিক ক্রিয়াদির অমোঘ শক্তি প্রয়োগে আরোগ্য, কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদ্ধার, অপঘাত হইতে রক্ষা, দুষ্পুরীয় প্রতিকার, পারিবারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি বৈশ্বানিকসম্মত। অল্প-এর সর্বপ্রকার দুরূহ ব্যক্তি পরিত্যক্ত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ঘুরিয়াছেন না।

আমাদের যন্ত্র সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির অযাচিত প্রশংসাপত্রগুলির উল্লেখ সম্ভব হইল না। প্রয়োজন হইলে আমাদের সেই অফিসে দেখিতে পাইবেন।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ।

উপকার না হইলে মূল্য ফেরত দ্যাবাণ্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—ধনপতি হইবার উহার উপায়ক, ধারণে দুঃস্থ ব্যক্তির হারানুসা ঐশ্বর্য, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা লাভ ও শ্রী লাভ করেন। (ওজোক) মূল্য ৭৯/-। অমূল্য পরিশ্রমের ও সময় সুদক্ষ বহুমূল্যের ১৯৫ ফলে ১৯৯/-। প্রত্যেক বুধী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ করিবা।

বগলামুখী কবচ—শত্রুবিনাশে অমোঘ ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভ, আকস্মিক দুর্ঘটনার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ কর্মচারী মহলে সুখ্যাতি অর্জনে অদ্ভুত। মূল্য ৯৮/-। পরিশ্রমাণী ১৯৫ ফলে ১৯৮/-। (এই কবচ ধারণকারী সম্রাটী ভারতের সম্রাট হইয়াছেন)

বশীকরণ কবচ—ধারণে অভীষ্টজন বশীভূত ও অনুরাগ সঞ্চারে সহায়তা করে। (স্ত্রি পুরুষ) মূল্য ১১৯/-। পরিশ্রমাণী ও সময় ফলদায়ক ১৯৫ ফলে ১৯৯/-। ইহা ব্যবহারে সব অনুরাগি আসে।

ডাঃ ইণ্ডিয়া এইলাজিক্যাল এণ্ড এইমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বিশ্বস্ততম জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১৩১৫ (৩) রো ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস" (ষ্ট্রীট-নম্বর ও কাশী রাজ্য), কলিকাতা।

ফোন : বি, বি, ৩৪৯৫। সাক্ষাতের সময়—প্রাতে ৮½টা হইতে ১১½টা।

ব্রাঞ্চ অফিস—৫৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট (ওয়েলিংটন স্কোয়ার মোড়), কলিকাতা।

ফোন : কলিকাতা ৫৭৪৭। সময়—বৈকাল ৫½টা হইতে ৭½টা।

অন্যান্য অফিস—বিঃ এম-এ ষ্টাইল, ৭-এ ধর্মতলা, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা।

রক্ষিত থাকিবে। তবে বাসস্থান নির্মাণের ব্যবস্থা করা। যুদ্ধোত্তরকালে যাহাতে এই মহানগরীর অধিবাসিগণ আহার, বস্ত্রাভাব, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, যাতায়াত-প্রভৃতি সকল বিষয় হইতে উত্তরোত্তর জীবন যাপনের সুযোগ পায়, সেজন্য কর্পোরেশনের দৃষ্টিভঙ্গীকে যে কেন্দ্রটি ভবিষ্যতে একটি পরিকল্পনা গঠন করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, যে প্রেক্ষিত উপরোক্ত উপদেশগুলি যে কোন রিকন্সট্রাক্টিভ বা কর্পোরেশনের পক্ষে মূল্যবান এবং আশু হিসাবে ইহাদের প্রতিবাদ করা চলে না। কিন্তু এই সঙ্গে একথাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, বস্তুতান্ত্রিক জগতের পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব অতিক্রম করা কঠিন এবং অনেকের ক্ষেত্রে অনেক অনুরোধই অনুরোধ বিফল হইয়া যায়। কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ অবশ্য, যেহেতু-প্রকাশ অনুযায়ি এই বিরাট সহরের স্বাস্থ্য ও আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা তাহাদেই করিবার কথা, সহরবাসীর অন্যান্য জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে কর্পোরেশনের কর্তৃদের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই সব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয় করিবার কথা যে কলিকাতা কর্পোরেশনের নাই একথা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থার সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অবশ্য সহরবাসীর অত্যধিক কথা আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়া কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষদের বিরাট্ শক্তি ভটাস করেন, ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার অভাব কর্পোরেশনকে দায়ী করিবার মত লোকের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু একথা কর্পোরেশনকে আক্রমণ করার পূর্বে কর্পোরেশনের আর্থিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া উহার উল্লেখ করা উচিত।

সকলেই জানেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন যোগানীয় আর্থিক অভাবের জন্য নিত্য নানা-প্রকার কাজ চালাইয়া যাইতেছে এবং প্রকৃতি এই আর্থিক সঙ্কট সত্ত্বেও কর্পোরেশনের প্রধান হিসাব-পরীক্ষক যে বিরাট হিসাবের তফাৎ বিভাগ হওয়াসত্ত্বেও (দ্রষ্টব্য—আর্থিক অবস্থা, ৮ই ফাল্গুন, পৃঃ ৮৮১) । কর্পোরেশনের যুদ্ধকালীন মাশুলি আয় বিষয় অন্য কর্পোরেশনকে বাহবার সার্টিফিকেট দিতে পারিতেন হয়, অর্থাভাবের জন্যই বাস্তব আয়ব্যয়ের আনুপাতিক আলোচনা করিতে পারিতেছেন না, আর্থিক অবস্থানুসারে কলিকাতা কর্পোরেশন যদি হইয়া গ্রাবণের সাহায্যকল্পে সাহায্য করাইয়া দিবারেন। এ অবস্থায় যে প্রেক্ষিতে উপদেশসমূহের মূল্য স্বীকার করিয়া কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই সকল উপদেশ অনুযায়ী কাজ করা করপানি সম্ভব হইতে সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর্থিক সাচ্ছল্য সম্পর্কিত না হইলে এই বিরাট সহরের সৌন্দর্যের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট করা কর্পোরেশনের পক্ষে শক্ত কঠিন নয়, এরূপ অনেক বলা চলে। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যদেশে পরিচালিত মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহা ছাড়া ইহারা আয়-কর, আয়োজন-কর প্রভৃতির একটি বড় অংশ পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনগুলি এদিক হইতে সরকারী সহযোগিতাহীনতে বঞ্চিত হয় বলিয়া তাহাদের পক্ষে অনেকাংশেরও প্রয়োজনীয়তার দাবির সম্পূর্ণরূপে পালন করা সম্ভব হয় না। কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় যথেষ্ট হইলেও, সাত অপেক্ষা বেশী হওয়ায় সাধারণ কাজাদি চালাইবার কর্পোরেশনকে প্রায়ই ঋণগ্রহণের সাহায্যাপেক্ষা করিতে হয় এবং ইহা থাকিলেও কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সহরের উন্নতি সাধনের জন্য কোন সুদূর প্রসারী প্রয়াস করিতে পারেন না। মিঃ ফ্রেজি যে সকল উপদেশ বিধায়কের সেগুলির যৌক্তিকতা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, কর্পোরেশনের অনেকগুলির উপর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনকে আরও বড় আয়োজন-কর প্রভৃতির অনেকাংশকে স্বীকার না করিলে এবং আয়োজনমত অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না দিলে কর্পোরেশনের পক্ষে কলিকাতা মহানগরীর লক্ষ্মীর উন্নতি সাধন করা অসম্ভব সম্ভব নহে।

সমরসূত্রের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধের গতি অনেকটাই সহজ হইলেও পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েট বাহিনীর চমকপ্রদ সাফল্য আশানীয় পক্ষে প্রচুর ত্রাসের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েট বাহিনী এবারও পথের বাধাবিঘ্নের দেখে প্রচুরভাবে বাধা ভাঙিয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু এই সবই পার হইবার পর সমরকুশলীদের আয়ত্তের মধ্যে পড়ি আসিবার পক্ষে প্রতিরোধ করা বোধ হয় সম্ভব হইবে না। জার্মানীর এই পতন সম্ভাবনার প্রভাবে রাষ্ট্রিক হইতে আশানীর আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে প্রশ্ন শুনা যাইতেছে। বার্লিনে সোভিয়েট সৈন্যের প্রবেশের পর আর্মান সমরনায়কদের পক্ষে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হইলে হয় যে, রাজধানী হারাইয়া তিনদের আরও কিছুদিন যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে। এই যুদ্ধে প্রকাশ যে, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য জার্মানীর সমরসচিব হেডকোর্ট বার্লিন হইতে আর্ডেনের পেইচের স্থাবাবাহিক ঘরা হইতেছে এবং বার্লিক সমুদ্রের সমস্ত জার্মান নৌবহর ডেনমার্কের কোপেনহেগেনের নোঙ্গরে একত্রিত করা হইতেছে। বিমানের এক বিবৃতিতে প্রকাশ, এসমারে জার্মানে ইউবোটের আক্রমণের শীঘ্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে উত্তর ইতালির জার্মানবাহিনী যুদ্ধ করিয়া আক্রমণাত্মক সংগ্রাম চালাইতে শুরু করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপের রণাঙ্গনে এসমারে বিমানের আক্রমণ কিছু পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত করিয়াছে এবং রেল ও প্রধান-সড়কসমূহের রণাঙ্গনের যুদ্ধের গতি মোটামুটি এসমারে বিমানদের অনুকূল ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েট বাহিনী মাইসেনিয়া হইতে আর্টিক সাগর পর্যন্ত ৩০০ মাইলব্যাপী রণাঙ্গনের সর্বত্রই প্রচুর সাফল্য-লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের অগ্রগতিবিরতিকালে ওয়ার নদীর পূর্ব তীরে সমস্ত জার্মান প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব প্রুশিয়া হইতে বার্লিনের দিকে অগ্রসরকারী রুশসেনা বর্তমানে বার্লিন হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী ওডার নদীর তীরে পৌঁছিয়াছে এবং জানান যে, অপর একটি সোভিয়েট সৈন্যদল বার্লিনের মাত্র ৩০ মাইলের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। বর্তমানে রুশবাহিনীর চাপে পূর্ব প্রুশিয়ার রাজধানী কোনিগসবার্গের পতন আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং পোমেরানিয়ার প্রধান বন্দর ডানজিগ অবরোধ করিয়াছে। সংবাদ আসিয়াছে যে, মার্শাল যুকভের বাহিনী এখন ওডারের তীর-বর্তী অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ সমর ঘাঁটিগুলির দিকে ধাবিত হইতেছে। প্রকাশ, রুশসেনাদের দ্বারা বিরাট রুহ বাহিনীর পূর্ণাংশকে স্থানচ্যুত করিতে পারা হইয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপের রণক্ষেত্রের আলোচ্য সপ্তাহে বিমানের উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করিয়াছে। জার্মানরা যুদ্ধবিরতি-রেখাভিমুখে পশ্চাদপসরণ করিতে শিরু হইয়া যাইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে এবং আকাশের ১৭ই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রুহ্রঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া মার্কিন বৈমানিক এসপ্তাহে সাফল্যপূর্ণ আক্রমণ চালাইয়াছে। ইহা ছাড়া ইতালিতে উত্তরে আক্রমণকারিণী যে প্রবল প্রতিরোধ-ব্যূহ গঠন করিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে অনেকটা ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং মিত্রবাহিনী ধীরে ধীরে এসপ্তাহে ঐ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রভৃতি তৎপরতা সহর পরিচালনা করিতেছে বলে হইয়াছে। দক্ষিণ রণাঙ্গনের উত্তর ইতালীতে সেনিক মহলে দক্ষিণ ধীরে এসপ্তাহে আক্রমণকারিণী আক্রমণকারক সাফল্য আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে এবং যুদ্ধোপকরণের যেন অঞ্চলে এই সপ্তাহে বেশ কোরগুলো রকমের যুদ্ধ চলিয়াছে।

প্রশান্তমহাসাগরের রণাঙ্গনের সংবাদে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে মার্কিন সেনারা সুদূর উপসমুদ্রে পশ্চিমে স্থানিক উপসাগরের উপর অবস্থিত প্রবাল দ্বীপে সুদূর আক্রমণ চালাইয়াছে এবং সুদূর দ্বীপের আয়ত্ত উদ্ধারকল্পে সাফল্যলাভ করিয়া বর্তমানে য়্যাসিলাপ পশ্চিম মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

প্রশান্তমহাসাগরের যুদ্ধের গতি আলোচ্য সপ্তাহে বিমানদের অনুকূলে ছিল বলা চলে। ওকিনাওয়ার পর আক্রমণের আঘাত এসপ্তাহে মিত্রবাহিনীর হস্তগত হইয়াছে এবং ইহার ফলে উত্তর আয়োজন হইতে জাপানী সৈন্যদের অসম্বরণপথ অনেকাংশে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণে ফরমী দ্বীপপুঞ্জ বিমানেরা এসপ্তাহে লক্ষণীয় সাফল্যলাভ করিয়াছে এবং এ পর্যন্ত আয়োজন এই দ্বীপের অর্ধেকের বেশী দখল করিয়া লইয়াছে। উত্তর ব্রহ্মে যুদ্ধের গতি আলোচ্য সপ্তাহে অবশ্যই মন্থর ছিল। এই অঞ্চলে সম্প্রতি বিমানেরা উপর্যুপরি সাফল্যলাভের ফলে দক্ষিণ পূর্ব চীনের উপর জাপানীদের আক্রমণের ভয় অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে। চীন হইতে এসপ্তাহে উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধসংবাদ আসে নাই।

সর্বশেষ সংবাদে জানা যায়—কামাকাজি এই নামে খ্যাত বাহিনী যে, জাপানী আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

অফিসের সরঞ্জাম

- ব্লটিং পার্চমেন্ট
- ড্রয়িং পেন্সিল
- ড্রয়িং ইঙ্কস্
- এলুমিনিয়ম মেডিল
- লিখন প্যাড্
- মেন্ডিং টেপ্
- ষ্টেপলার ও পিন্
- মেজারিং ও স্কেল্
- ফিতে-বসা প্যাড্
- আলমারি সীলমোহর
- সরকারী সরকার বাক্স-সিল
- কুশিকলের ঝুলানোর ব্যবস্থাদি
- সিল্ক স্ক্রীনের তৈরি বিভিন্নরূপ

● আমাদের মূল্য সরঞ্জামের কাজ-রীতি আমাদের নিজ কারিগরী প্রণালী ও উৎকর্ষ-সাধন সম্বন্ধে আমাদের মূল্য তালিকা।

ন্যাশনাল্ ষ্টেশনারী কোং
৮৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, কলিকাতা।
ফোন : সি ডি ১৫৩০

ইণ্ডিয়ান্

ন্যাশনাল্ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাযুক্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠান।

সময় মর্তে টাকা কর্জ দেওয়া এবং বিল ডিস্কাউণ্ট করা হয়।

বিল্ড ডিপোজিট এবং অন্যান্য আবশ্যকের উপর সুদের হার সাক্ষাৎকর।

ব্যাঙ্কের "আইন-ই-ইন্ডেক্টোরস্"-এর জন্য আবেদন করুন।

ব্রাঞ্চসমূহ—

বোম্বে, ঢাকা, দীঘিরপাড়, নবদ্বীপ, বড়বাজার, চাইবাসা, ডুমরাজুলি, সাউথ কলিকাতা, রাজমুড়ি, আজারিয়া, মৌহাড়ি, খোলোসবাটী, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ (আসাম) ও বাঁকিয়া।

আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

খেয়ালীর খাতা

বুদ্ধি দিয়া যাহা খাওয়া হয় অসম্ভব এবং বুদ্ধি দিয়া যাহা বুঝা যায় তাহার চেয়ে মায়া বেশী।

একটি কথায় কেহ তাহাকে বলেন পাগলামি, কেহ বা বলেন বাড়িক। সংসারে বাড়িকগ্রস্ত লোকের সংখ্যা কম। এমনটি খুব কমের পর্যায়ে পড়ে। বাড়িকে পাইলে কেহ ছাড়ে না। তাহাদের অতি মায়া। অন্যায় যাহা করে তাহাকে বাড়িকে বলা অসঙ্গত। বাড়িক সহধিক। অসংখ্যটি সাধারণিক। লোকে তাহাকে বলে মনোরোগগ্রস্ত। ঔষধে তাহাকে আরোগ্যকর। কিন্তু অনেক বাড়িক আছে যারা তাহাকে রোগ বলিতে রাজি হবে না এমনকি বাড়িকগ্রস্ত ব্যক্তিরা নিজেরাই ছাড়া। যেমন বর্তমান জ্যোতিষিশ্রেষ্ঠ ঠাকুরের বাড়িক ছিল দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রবর্তন। তিনি পরিণামদের পথে অবশ্যই আমাদের আনাইতে নিয়া নিজের ব্যবসার্থে ডুবাইয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথের 'আরোগ্যের রোগ' যাহারা পড়িয়াছেন তাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবেন না। অবশ্য সময় সময় অন্যায় নিয়ে রোগের বাড়িকও আরোগ্যকর হইয়া উঠিতে পারে। যেমন নাম। আমি জিনিষটা মনুষ, কাহারও বাড়িক থাকাটাকে বিশ্বাসযোগ্যিক। কিন্তু যাহার সমাজ সম্বন্ধের সেবকমাত্র নাই, আবার যদি নামের সেবাও হয় এবং সে নাম যদি সেবাও হয় তবে আলোচনার পাত্রীতে পড়ে। তাহাকে সাইকোবোর্ড ডুবিবার সম্ভাবনা থাকে! (অবশ্য মুক্তকালীন অধিকারের মধ্যে।)

সংসারে যত রকমের খেয়াল আছে তাহার মধ্যে লিখিবার খেয়ালটি বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বহু এবং সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। তাহাতে লোকসান যত তাহারও বাহ্য অনেকেরই নাম আছে, যথা—কলমের, দুয়ারের, বরাতী, খোলামাথে দরকার পাড়িয়ার। অতি যদি কাহারও কিছু থাকে, তবে সে শুধু কাগজের অনেক পাঠকের যারা মনাইবে যা ও পৃষ্ঠীপত্রের নাম দেখিয়া আশিস হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে কিনিয়া কাগজ-মুদ্রা (হায় কাগজ কি আর আছে?) কিন্তু ছোট হইয়া গুরুত্বের পরিচালার মত দিনে দিনে ছাঁনিয়া উঠিতেছে, আর বিদুষী কলার-কন্ট্রাক্টরের গৃহিণীর বিপুল বপুতে বাহুল্য বা ওজনার হইয়া স্থান লাভ করিয়াছে।) যাক তবুও। তবুও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, লেখা বাড়িকটা অনেকটা অহিংস ধাতাবে। কর্তৃপক্ষ সাহিত্যিকাগণ সমস্বরে এক বাক্যেই বলিয়াছেন যে, দুইটা পা বাড়িকেই বলা যায়, কিন্তু দুইটা হাত বাড়িকেই বলা যায় না। কথাটার সত্যতায় আমার সন্দেহ আছে। প্রত্যক্ষদর্শে তো একটা অন্যায়ের বাড়িকেই যে তাহার মাথার বিপদ্ধুল হইবে এমন কথা নাই। দুইবাহুতে তো কথা বলা বাহুল্য। তোর বাড়িকেই যে মনুষ্য তাহাদের যায় না তাহা যাহার নিজের ঘরে গৃহিণী এবং পাশের বাড়ীতে সুন্দরী তরুণী আছে তিনিই বীকার করিবেন।

'খেয়ালীর খাতা' লইয়া কাহারও পরিচয় হইবার কারণ নাই, একথাটা লোকাতেই বলিয়া রাখিলাম। লেখাটা আমার খেয়াল এবং খাতাটা নিতান্তই সাধারণ। ইহাতে কী থাকিবে সে কথা বলিয়া কাহাকেও আগের ভাগে আমার নিজে লাজি না। কারণ এখনো নিজেরা হইতে মুক্ত পরিচয় বিশুদ্ধ কিছু তোটের পর্যন্ত সকলেই নিজেদের এত বেশী আমার দেখে যে, লোকের বিষয় এখন আর সম্ভব নয়। ইহাতে কী থাকিবে না তাহা বলিতে পারি। কিন্তু তাহার কি কোন প্রয়োজন আছে? আমার তো মনে হয় বুদ্ধিমান যাহিরা লেখিয়াই মন জিনিষ বুঝিতে পারেন, তাঁহারা লেখার সমস্যার হয় না, অবশ্য একথার লেখকের মনে ব্যথা। তবু এইটুকু বলিতে পারি যে, 'খেয়ালীর খাতা' প্রতি সপ্তাহে লেখা হইবে। তবে এই অসমা নিতে পারি যে, কিন্তু অনিবার্য লেখা হইবে সর্বদিন আমা লেখার সময়ের থাকিবে। 'খেয়ালীর খাতা' 'ঈদুজ্জোহা খাতা' ইহার উঠিবার আগেই বন্ধ করা হইবে। লেখাটা আমার লেখা বটে, কিন্তু লেখা নয়।

আর দশ বছর আগেকার কথা। আটটায় আটটা লোকানে লেজার্মাটি বসবার উঠিয়া যায় নাই। তাদের লেয়ারার চুকে নিয়ে নিয়ে অনেক কম একটা কারবার বসাইবার প্রায় খুঁজিতেছিলেন। কারবারটা আমেরিকায় লালকেই তৈরারীর (বোধ হয় ইংরেজীতে ইহাকেই বলে চায়ের লেয়ারার ফুলার)। বছরে একলাখ টন আমেরিকায় লালকেই হইতে ইহা ছিল তাঁহার প্রায়। এমন একটা কারবার করিবার খরচ আর আসি লাখ টাকা। বন্ধুটির নিয়া কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারি, তবে ছিলের কারবারটি এমনভাবে জানার অত খুব। কিন্তু আমেরিকায় লালকেই এদেশে তৈরার না করিতে পারিলে কারবার প্রতিষ্ঠা করিবে, অন্যথায় একথা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং বাণীয়ও, আলাপালোচনা প্রভৃতি করলায় করিয়া অনেক কারবারে পুঁজিতে পারিলে উহার লাভের যে খুব সম্ভা হইতে পারে তাহাও তিনি তোকে নিয়া বলিয়াছিলেন। বন্ধুটি তাঁহার পরিকল্পনা বালোচনের অবকাশ দিলেই নিজধাম বাড়িক। কাজে লেখক করিয়াছিলেন। তবিষ্যাড়ি তাঁহারা সকলেই বন্ধুটির অনিচ্ছুক অন্যায় করিয়া পরীর ঔষধে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বন্ধুটি এখন তোমার আছেন আমি না। কিন্তু আজ তাঁহাকে খাদ্য করিতেছি। অন্যান্য পর্যবেক্ষণে বাস্তবালের কারাকারি তোমার আছে সাহে তিন লাখ টন আমেরিকায় লালকেই তৈরারী করিবার একটি কারবার পুঁজিতে বসব করিয়াছেন।

মুলধনের সন্দেহ নাই। তোমি (আইনাই-জার) বিশব ও প্রাপ্তি (এক্সিকিউটর) হিসেবে বন্ধুটি তুমির হিসাবের পরিবেশের আলোচনার মধ্যে শেষ হইতে অবশ্যই এমন আগ্রহ ছিল। অন্যথা এই কারবার একথা প্রবাদিত হইলে যে কবিটি, তবিষ্যৎ নাম তোক তোক একটি একটি ব্যাপারকে বাধাতাপা তোকার সংসারী হয় উপায় নাম নয়, দক্ষিণ-আফ্রিকের চাবিয়া বিটাইতে আর একটি কারবার বসাইবার প্রস্তাবও গভর্নমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন। এই কারবারের উৎপাদন পরিমাণ হইবে এক লাখ টন। "লক্ষ আফ্রিকার্থের জন্য বন্ধ বছরের একটি কারবার তৃষ্ণিতে অনেক সময় আমেরিকায় লালকেই পাওয়া যাইত ঘটে, কিন্তু তাহাতে মাল চালান দেওয়ার অসুবিধা আছে। কলকাতা বন্দির এমন বাইনের কাছে বাড়িবাও অধিকারের বাঁধানো প্রোবাবাজারে দুর টাকা লাবে এবং, বন্ধ অসমা তিনিয়াছেন তাঁহারা জানেন মালবাহন সমস্যার কতদূর কতখানি। তোমি হিসাবের হিসাবে মাসে তিন লাখ টন লাখ একটি কারবারের তৈরারী না করিয়া তিনি এলাহাবে দুটি কারবারের করিলে উহার খরচ বলপ্রতি ৫টি টাকা বেশী হইবে। তাহা ছাড়া কারবারের প্রাথমিক খরচ বাঁচিবে আর তিন—এক তোমির কারবার তিন তোমি। বাস্তবিকের কারবারের তৈরারী আমেরিকায় লালকেইই" যার পড়িবে প্রতি টন আর ১৫০ টাকা। ইন্ডাস্ট্রিয়েল ক্যাপিট্যালস্—বর্তমানে আমেরিকায় লালকেই বিক্রয় সাহায্যের এতগুলির সমস্যা—এখন বাজারে উহা মেট্রিকটনের ২৫০৲ টাকা দরে। তবে বাজারের কারখানার তৈরারী লালের খরচ এদেশের বসিয় ক্রমকরের ধারে অন্তেতেই মাথাদের পারিবে। তাহেই দেশীয় সরকার মনে আশা করিতেছেন যে, প্রাদেশিক গভর্নমেন্টগুলি প্রাথমিকে ক্রমবিক্রয়ে আরও অল্প হারে মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন, বাজারে আটটিটা প্রাদেশিক সরকারী তবিষ্যৎ হইতে মুলধন করিবার পরিচালনাটি ভালো। আর অন্যান্য প্রদেশের কথা বুলিতে পারি না, বাংলা দেশ সম্পর্কে খুব নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। এখানে বর্তমানে কথায় 'প্রাদিতে যে পরিমাণে মাল sub-ridise করিতে হয়, তাহাতে treasure sub-ridise-এর জন্য আর কি কিছু অবশিষ্ট থাকিবে?

বিক্রয় প্রাদেশের তোক তাহাকার উৎপাদন-আরোগ্যের অনেকটা আমাইয়া আনিয়াছে। বিদ্যুতের প্রতিন তোক তোমাদের কর্তাদের নামে বিক্রয় প্রাদেশ" টুকি করিয়াছেন। সেই টুকি অনুসারে প্রতিন তোমাদী বিক্রয়ের কারখানার তোক তৈরারীর জন্য একলক্ষ কাপির পাঠাইয়াছেন। তোকাকারের মতো জটিল জিনিষ তৈরারীর ইহাই সবচেয়ে ভালো উপায়। অবশ্য বিদেশী কারিগরদের কাছে কাজ শিখিয়া এদেশের কয়েক লক্ষ মজুর-মিস্ত্রী-ইঞ্জিনিয়ার এর মধ্যেই উহাদের তখন বিদেশ হইতে তোক আনিবার দরকার থাকিবে না। কারণমনে তোক-বিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে প্রচুর, কিন্তু প্রাথমিক অসুবিধাও আছে। প্রধানত তোক্টেরি। তে-প্রাদে এদেশে তোক্টেরি বিক্রয় হয় সে প্রায় মজুর তোকেরই আমদানি থাকিবে। সে-প্রাদে তোকের প্রায় প্রায় সমাবেশ করা, বিরাদের কথা নয়। অবশ্য সাজসরঞ্জাম-এদেশের তৈরার করিতে পারিলে তোক্টেরির খরচ কমিয়া এবং এদেশে আছে তৈরার করিবার কথিয়া তিন অনেক। বিদ্যুৎ ও মুলধনদানে তিনিই তন আসিবে। তাহাদের অসমাপ্ত প্রায়ের হইতে পাওয়ার-এলকহল পাওয়া কমিন মত বলিয়াও বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন। সম্প্রতি নিরীক্ষিত অনেষণায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, উহার ও অন্যান্যদের বহুল পরে হইতেও পাওয়ার-এলকহল উৎপাদন করা সম্ভব। সমস্ত হাজার টন মজুত মূল হইতে প্রায় ৩৫ লক্ষ টন পাওয়ার-এলকহল উৎপাদন হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞের ধারণা। কিন্তু প্রতিন সারের অন্যান্য পাওয়ার-এলকহল তৈরারের অনেকটা সরকারী উদ্যোগ বা সাহায্যের অপেক্ষা রাখে। তিনীয় অসুবিধা হাজার / তোক চালানের উৎপাদনী হাজার সংখ্যা অবশ্য কম। বিশেষ করিয়া বালা তোকে। 'তোক কক' হইতে বালের জন্য যে সাধনবিধি করার হইবে, তাহে না আমাইয়ার জন্যে বন্ধ মজুর সে-চাহা পাকিল হইয়া গিয়াছে। তোমাই, পাকারে, প্রবলটি মুক্ত প্রদেশ আলাবের তোক চালানের যে-সুবিধা আছে বালাদেশে তাহা নাই। সর্বাপেক্ষাতীত অবশ্য-অন্যান্য অনেক—তবু মনে হয় তবু পথ। তবুও যে ঠিক এই বালাদেশে বেখিয়া তাহা বুঝিতেছি।

আর একটি কথা। তবিষ্যেছি বিক্রয় কারখানায় তৈরারী তোকারের মাপ বেলুয়া হইবে "বিল্লুয়াম ১০"। আশ্চর্যের কথা। বাংলা, বিহু, পাঞ্জাব ও আসামে ইহা বিক্রয় হইবে কি? হয়তো মুসলিম লীগের আসামী অধিবেশনে একটি প্রস্তাবে তোক্টেরিকে এই অনুরোধ করা হইবে যে, ঐ সকল অঞ্চলের জন্য যে তোকার তারী তৈরার হইবে তাহার মাপ বেলুয়া হইবে "পাকিস্থান ১০"। রাজনৈতিক চাহিদের বাজার অঞ্চলের পাকীর মাপ "প্রাবিন্দুয়াম ১০" এবং পাঞ্জাবের জন্য "পিথিয়াম ৫" এবং এরকমি "তাকের" তারী মিটাইবার জন্য যে পাকীর সংখ্যান হইবে তাহা বেশ পরিষ্কার স্পষ্ট না হইলেই বলা।

বিক্রয় সরকারে তারাইবার জন্য মুসোলিনি তাহাকে কি তারা বলা উচিত তাহা নিয়ে কবিয়ার একটি সরকারী কমিটি আছে। তাহার নাম 'পলিসি

(বেখাপ ৮৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

অভি ও শিমুল ব্যবসায় প্রাণবন্তে বর্তিত ১৮ জন আসামীর মধ্যে ৮ জনের প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া হাইকোর্টের খণ্ডপীঠ আমাদের আন্দোলনের ঔচিত্যের সমর্থন করিয়াছেন। আমরা আশা করি রাষ্ট্রি-মন্ত্রী-জন-নির্বিশেষের সমক্ষে দেশের ঔচিত্য আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া খণ্ডপীঠই বাকী ৭ জন আসামীর প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া প্রাক্-দোষের পরিচয় দিবেন।

• • •

গত ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে মিঃ ইসমে আমেরিকা প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে বিভিন্ন ভারত রাষ্ট্রসংঘের সম্পাদক শ্রেণীর অধিবেশন সমাপ্ত হয়। এখানের সংবাদপত্র রাষ্ট্রসংঘের ও রাষ্ট্রসংঘের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণের বিভিন্নবিদ্যালয়ে ভারতীয় প্রতিনিধিদের অধিবেশনে মুক্তি বিষয়ে দাবী জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। জাতীয় কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিভিন্ন সাংবাদিক-গণ তাঁহাদের সম্মিলিত দাবী জানাইয়া ছাড়িবেন এই আশা। ইহার বেশী আশা করিবার মত স্পষ্ট আভাস-ইঙ্গিত না দেখা যায় তাহাতেই হয়, না হয় তাহা সাধারণের ভোগাইই হবে। ভারতের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার যে বিভিন্নশ্রেণীর ব্যক্তির বিভিন্ন আবেদন-নিবেদন বাহারা কর্ণপাত করেন নাই, সেই শ্রেণীর আবেদন-আশ্রয় ভারতীয় সাংবাদিকদের সম্মিলিত দাবী তুলিয়া তাঁহাদের অমনযীয় ভেদের উদ্রেক হইবে বাস্তব-বোধের অভাব তাহা আমরা আজিকার এই সময় আমরা অন্তরালি আশাবাদের প্রশ্রয় দিতে পারিতেছি না। অথচ যখন ভরসাটুকি হারাইয়া ফেলে, তাহার কাছে তখন ভাগ্যনিয়ন্তার প্রত্যাশা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

• • •

সম্প্রতি মিঃ এ কে ফজলুল হক সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বাঙলার বর্তমান শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়া এক সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়োজনীয়তার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সচীব ব্যবস্থা পরিষদের সরকার-বিরোধী দলের নেতার এ প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি। বস্তুতঃ ও ব্যবস্থাপীকে বাঙলার অবস্থা আজ ভোগ্যনীয়। সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী সমাজের মুখপাত্রের করিতে হইলে সকল দলের লোক লইয়া এক সর্ব ও সর্বদল মন্ত্রিসভা গঠনের একান্ত প্রয়োজন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বর্তমান সঙ্কটের দোহাই যে ব্যবস্থাপুরের অনুমোদন টিকিতে পারে না। বিগত বিরোধী বর্তমান জাতীয় সরকারই গঠিত হইয়াছিল। ইথিওপিয়ার কাহার পক্ষে তুলিতে করিয়াই ইতালীতে, স্পেনে, চেকোস্লোভাকিয়ায় এবং ইউরোপের আরও অনেকটি দেশে যদি জনসাধারণের কল্যাণের জন্য এ জনমতের চাপে গঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে বাঙলার ঘোর দুর্দিনার দিনে বাঙলারই বা কেন এক সর্বদলীয় সরকার গঠন করা সম্ভব হইবে না?

• • •

ডাঃ হাই মিঃ বৌদ্ধ সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া সাংবাদিক সম্মেলনে ইংলণ্ডের এক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে, তিনি যে সময় ব্রিটিশ ভূমে ও সমরে অধিবাস ভারতের স্বাধীনতা প্রস্তাব করিয়া আন্দোলনের, কিন্তু তাহা ঘোর কাজেই আসিল না। দেশবাসীর ইংলণ্ডের ভূমে তিনি যাহাদের এই কথাই শুনাইয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিয়াছেন, ঘর হইতে তাঁহারা এখনই প্যাকুত করিতেছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা যাহাইবার মত তাঁহাদের সময় নাই। ভারত প্রসঙ্গে তাঁহারা ঘোলা হম লইয়াই কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা এই কথা বলিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই যে, যুদ্ধাবসানকালে তাঁহারা ইহার অপেক্ষাও বেশী দাবী করিবেন, অতএব ভারতবর্ষ হইতে বর্তমান চাহিদা করার মত সময় তাঁহাদের হাতে থাকিবে না। পরিশেষে তাঁহার ভরি দিয়া গেছেন বিভাগ ভূমের সহিত মিলিত-ভেদ, ঐক্য বিভাগের আগে সামরিক অনোভাবের পরিচায়ক নহে। ঐ জাতীয় উক্তি এখন নয় বিভিন্ন ইংরেজ করিয়াছেন বাহারা নাকি ইংরেজ বন্ধু করিয়াছেন।

ডাঃ হাই মিঃ-এর কাছে ইহা নূতন আবিষ্কার হইতে পারে। কিন্তু আমরা এই নয় কথা বহু করিয়া বিলাপে না দিয়াছি আসি, যাহার পর মাস বিভাগ অর্থ ব্যয় করিয়া বিদেশে না থাকিলাম তবে বলিয়াই নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি। সুতরাং ডাঃ হাই নিজের ইচ্ছাতে আমরা হাসিব, না সমবেদনা প্রকাশ করিব, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

• • •

সর্ব ওয়াভেল নিরুত্তাপভাবে অভিজ্ঞান-বিস্তারে সর্ব সিমলিয়েশনের সভায় অনুরূপ করিতে চলিয়াছেন।

গত ২৮শে জানুয়ারী বিহার বর্তমানের ১৯৪৪ সালের বিভাগ ও আইন অর্ডিন্যান্সের ফল বিহারের মুক্তিপ্রাপ্ত প্রধান শ্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং, মুক্তিপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রি শ্রীযুক্ত অনুগ্রহনারায়ণ সিং, বিহার ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটি স্পীকার অধ্যাপক আবদুল বারি, 'সার্চলাইট' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুরলীমনোহর প্রসাদ ও শ্রীযুক্ত প্রজাপতি মিশ্রের উপর তাঁহাদের গৃহাবাসের প্রত্যাহার করা আদেশ দিয়াছেন। বিহারের এই পাঁচ জন কংগ্রেস নেতা কি অপরাধ করিয়াছেন? বিহার গবর্নমেন্টের ইস্তাহারেই তাঁহাদের অপরাধের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। উক্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিহারে কংগ্রেসের প্রয়োজনে ও গঠনমূলক কার্য পরিচালনার জন্যেই এই ৩ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়াছেন। যখন সরকার প্রয়োজনবোধে ঘিরে আদেশীয় আসাইয়াছেন, ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের অনুরূপ পরিস্থিতির সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করিয়াই এরূপ সমরনীতির প্রয়োগ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্যে গবর্নমেন্টের যত সাহায্য কি আছে? কেন-বিশেষে যখন কংগ্রেসের সহিত গবর্নমেন্টের সঙ্গে একটা মীমাংসার চেষ্টা চলিতেছে তখন বিহারে সহসা দমননীতি প্রয়োগের অর্থ কি? এরূপ সহজ ও শুভ বুদ্ধির প্রশ্ন। বেশবাসী ঘোর রহস্যাচ্ছন্ন বোধ করিতেছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানের জন্য যে জনমতের গঠন হইতেছে তাহাতে সময় থাকিতে আটঘাট বাঁধিয়া রাখার চেষ্টা করা বিচিত্র নহে। কারামুক্ত মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক আন্দোলনে ইংলণ্ডের লোকের কাছে, বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে, যুক্তিসঙ্গতভাবে ধরিয়া প্রতিনিধি করিবার উদ্দেশ্যে খাস্টা অভিযানের আয়োজন চলিতেছে না তো? সে যাহাই হউক, বিহারের পাঁচ জন বিভিন্ন কংগ্রেস নেতার অন্তরীণের সংবাদে আমরা এই কথা বলাটাই আরও একবার ভাল করিয়া ভাবিতে পারিলাম যে, সর্ব ওয়াভেল যুক্ত-সুদূর ভারতভাগ্যবিধাতা সর্ব সিমলিয়েশনের ব্যর্থতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।

• • •

গত ২৮শে জানুয়ারী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ওয়াশিংটনে "হোয়াইট হাউস"-এ মিসেস্ রুজভেল্টের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। ইতিপূর্বে সংবাদ আসিয়াছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ সরকারী মহলে শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের সম্বর্ধনার্থ প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান পর্যন্ত বেতারে আপত্তি উঠিয়াছে। এই আপত্তির মূলে যে না তাহারা বিদেশে সংবাদে তাহা প্রকাশ না পাইলেও আমরা নিশ্চয়ই আঁচ করিতে পারি। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত বিদেশ রুজভেল্টই মার্কিন মহলের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সংবর্ধনার আয়োজন এবং বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের সম্মান করিয়া ভুল-ত্রুটিরই পরিচয় দিয়াছেন।

• • •

বৃটিশ প্রচার-বিভাগ আমেরিকার জনসাধারণের কাছে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সিমলিয়েশনের এক বক্তৃতা করিয়া তাহাদের অভিবাদন নিবেদন করিয়াছেন। সিমলিয়েশনে তাঁহার সম্বর্ধনার যে আয়োজন করা হইয়াছিল তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় লেকিয়া সিমেন্স পার্কিংসন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "এখনও ঠিক বাঘীন ভারত দেশের ভূমিতার এই ভূমে তাহাকে অভিবাদন লোকের প্রত্যাশাই করিয়াছে। বস্তু সমস্যের তাহার দৃষ্টির মহত্ত্বেরই প্রত্যক্ষ পরিচয়। তাহাদের ঐমনিক কারণে বাধাভাব ঘটে নাই। অতীতের কথিতার বস্তু বর্তমান ভারতে অসমনীয় দেখা হইতে লোকের উদ্ধার হইয়াছে।"

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী মন্ত্রি-সচিব মিঃ হোপকে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের বিবৃতি সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জানাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, ভারত সম্পর্কে তাঁহার। জাতীয় নহেন—ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে সন্তোষবোধ করিবে না। আপাততঃ এখন উচিতে আমরা যৌথ সহিষ্ণুতার বেশী কিছু করিতে না পারিলেও শ্রীযুক্তা পণ্ডিত আমেরিকার নিয়া ভারতের ঘোগ্য মূল্যবান বিলাপে অবেদনের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ দিয়া যে বিস্তার মূল্যবান দিয়া করিয়াছেন তাহাতে আমরা খুশী না হইয়া পারি না।

• • •

সাংসী আগামীর পক্ষমের পরে ভারতীয় জনসাধারণকে দাদা দেওয়া উচিত কি না সেই প্রশ্ন এখানে তুলিব না। ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণীর শোষণ-ব্যবস্থার জন্য আমরা বৃটিশ জনসাধারণকে দিয়া বিশ্বার কথা মনেও আনিতে পারি না। বৃটিশ শাসকদেরও দাদা দেওয়ার ক্ষমতা ও মূলের কথা, তাহাদের দৌলতে দুই শত বৎসরের লাভের ও লোকের মুনাফার খাতিরে মূল হইলেই মূলধন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যায়।

• • •

সকলের সংবাদে প্রকাশ, বৃটেনের সমাধারণ পৃথিবী জুড়িয়া যে ক্ষুধিবাদ সমাজের আরম্ভ এখন এই সমাজোদ্যে যে সমস্ত লোকসভী ঘটিয়াছে, লোকিয়ো পুরুষার্থ নাকি এখন হইতে সেই সব ঘটনা উদ্ঘাটনের কথা বিবেচনা করিতেছে। প্রকাশ্য ভারতবর্ষে এবং সাধারণভাবে বিভিন্ন উপনিবেশ সম্পর্কে বৃটেন যে নীতি অঁকিয়াছেন ইতিমধ্যে লোকিয়ো ইতিমধ্যে নীতি সেই সম্পর্কে বৃটেনের উপর চাপ দিবে বলিয়া প্রকাশ। 'আনন্দবাজার' পত্রিকার লন্ডনস্থিত সংবাদদাতা আরও জানাইয়াছেন, "ভারতবর্ষের প্রতি লোকিয়ো পুরুষার্থের যে সহানুভূতি রহিয়াছে লোকিয়ো সংবাদিকরা সুযোগ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বিশ্বাস ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিরোধী

(বেশবাস ৮৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ উন্নতি

ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের পক্ষ ১৯৩৭ সালের বার্ষিক বিবোর্ট প্রকাশ করিতে গিয়া বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস এম্ বৈদ্যনাথন ঊহার মুখবন্ধে এদেশীয় কোম্পানীসমূহের কার্য্যকারীতা বৃদ্ধি সম্পর্কে কয়েকটি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। গত ৮ই জানুয়ারী তারিখের 'আর্থিক জগতে' বীমা ব্যবসায়ের ১৯৩৭ সালের অবস্থা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিয়াছি। ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের কার্য্যকারীতা বৃদ্ধি সম্পর্কে বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মন্তব্য ও নির্দ্দেশসমূহ আমরা এ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিব।

এদেশে বীমা কোম্পানীসমূহ ঊহাদের তহবিল লাভ করিয়া সুদের সুদেশে যে হারে সুদ পাইতে পরিমাণে যে মূলধন আবশ্যক তাহা অপেক্ষা কম সুদ আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৮৮৮ সালে কোম্পানীসমূহ গড়ে শতকরা ৫।১২ আনা সুদ পাইয়াছিল। আলোচ্য সুদের হার ক্রমে হ্রাস পাইয়া ১৯৩৩ সালে তাহা শতকরা ৩।৮৮ আনায় পরিণত হইয়াছে। সুদের হার হ্রাসের এই গতি দেখিয়া বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মন্তব্য আশঙ্কিত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ আলোচ্য সুদের হার বেশী ধরিয়া ধরিয়া প্রয়োজন তদনুযায়ী কম ধরিয়া পলিসির প্রিমিয়াম নির্দ্ধারিত করিতেছে। আর হ্রাসের ঐ পরিমাণ সুদলাভ করিয়া তাঁহারা যদি এখন হইতে প্রিমিয়াম-হার পরিবর্ত্তিত না করে তবে ভবিষ্যতে লাভজনক দিবার দেখা যাইতে পারে। ১৯৩২ সালে আলোচ্য সুদের হার শতকরা ৩।৯০ আনা ধরিয়া আসিতেছিলেন বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঊহার ১৯৩০ সালের বীমা বার্ষিকীতে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এখন হইতে শতকরা এক আনের বেশী সুদের হার বজায় করিয়া কোন কোম্পানীর পক্ষে তদনুযায়ী কম প্রিমিয়াম-হার ধার্য্য করা অনুচিত হইবে। ১৯৩০ সালের অবস্থা দেখিয়া তিনি ঊহার সাম্প্রতিক রিপোর্টে আবার বলিয়াছেন, সুদের হার যেভাবে পড়িয়া যাইতেছে তাহাতে লাভী তহবিলের উপর শতকরা এক আনা হার ধরিয়া প্রিমিয়াম হার নির্দ্ধারিত করিলে তাহাতে কোম্পানীসমূহের পক্ষে একদম ঠিক হইবে না। মূলের সময়ে বীমা কোম্পানীর উপর টাকার শতকরা ৮।১০ পাই হারে আয়কর বসিয়াছে। এই পরিমাণ ট্যাক্স দিয়া যদি শতকরা ৩।৮ আনা আয় দেখাইতে হইলে কোম্পানীসমূহের পক্ষে আয় নিজস্ব পক্ষে শতকরা ৫।৬ আনা হওয়া দরকার। এতদ্ভিন্ন বেশী আয়ের সব ভবিষ্যতে বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই কোম্পানীসমূহের আর্থিক ভিত্তি দৃঢ় রাখিবার জন্য এখন হইতে উপযুক্ত মূল্যনিরিখ দিয়া পরিচালকদের পক্ষে আলোচ্য সুদের হার শতকরা ৩ টাকা ধরিয়া তদনুযায়ী প্রিমিয়াম-হার নির্দ্ধারণ করাই সমীচীন হইবে।

এদেশে বাজারী টাকার উপর আলোচ্য সুদের হার বর্ত্তমানে যেভাবে হ্রাস পাইতেছে বীমা ব্যবসায়ের স্বার্থের দিক দিয়া আমরা উদ্বেগজনক মনে করি। কিন্তু ঊহাতে বেশীরকম লক্ষ্য হইয়া বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মন্তব্যের যেভাবে এখন হইতে প্রত্যেক কোম্পানীকে বার্ষিক ৩ টাকা হারে সুদ ধরিয়া তদনুযায়ী প্রিমিয়াম হার চালাইয়া দিতে বিশেষ নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট স্বাভাবিক খোঁচা নীতির পরিচায়ক বলিয়াই মনে হইয়াছে। টাকার বাজারে সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে এদেশ বেধিয়া ও সুদের সঙ্গে শিল্প-কোম্পানীর লাভের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকিয়া ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহ বর্ত্তমানে ঊহাদের ভ্যালুয়েশন রিপোর্টে আলোচ্য সুদের হার কম করিয়া ধরিয়া করিতেছে। অনেক ক্ষেত্রে তাহা গিয়ে শতকরা ৩ আনা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ইংলণ্ডের বৃহত্তম বেধিয়া আমাদের বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এদেশের অবস্থা সেইরূপ কম করিয়া সুদের হার ধরিয়া করিবার কথা বলিতেছেন এবং সেই অনুসারে সিডিলস হার পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছেন। কিন্তু আমরা টাকার উপর সুদ আদায়ের সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে এক দেশের সহিত অন্য দেশের আকাশ পার্থক্য বর্ত্তমান। ইংলণ্ডে শতকরা ৩ টাকা সুদে ঋণ পরিমাণে সহজসাধ্য ব্যাপার বিশেষ হয়। ভারতে শতকরা ৩ টাকা সুদ হিসাবে উপযুক্ত পরিমাণ ঋণপত্র বিক্রয় করা চলে না। ইংলণ্ড নিজ মূলধন বিনিয়োগ বিষয়ে লোকের স্বাভাবিক ঝোঁক থাকায় দেশের ঋণ সুদ বিষয়ে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশ বেশী পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু ভারতে নিজ মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে লোকের আগ্রহ এখন পর্য্যন্ত কম। অতীতে এদেশে চড়া সুদ দিয়া শিল্প-ব্যবসায়ের জন্য মূলধন যোগাড় করিতে হইয়াছে। ইংলণ্ডের ঋণ দেখে অর্থের একটা ঐক্রিম প্রাচুর্য্য সৃষ্টির ফলেই বর্ত্তমানে দেশে দেশে কিছু কম সুদে ঋণ টাকা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইতেছে। কিন্তু এই ইংলণ্ডের কাছিয়া দেখে শিল্প-ব্যবসায়ের মূলধন সরবরাহ সম্পর্কে মূলক করিয়া সমস্যা দেখা দিবে। এবং ঐ কারণে বেশী সুদেই এদেশে টাকা কর্জ্জ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া সুদের সময়ে বীমা কোম্পানীর উপর যে আয়কর বসিয়াছে সুদের সঙ্গে সেই ধরণের কর একেবারে হার না পাইলেও বর্ত্তমানের তুলনায় আরো যে এক উচ্চ হারে বসান যাইবে না তাহা পূর্ব্বে আশা করা চলে। দেশে ভারতীয় সর্ব্বসাধারণ পরিস্থিতির ফলে ঊহাদের অবস্থা-কল্যাণে দায়ের বীমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ঐ ধরণের হার নিশ্চয়ই হ্রাস করিবেন। কাজেই সুদের সঙ্গে আয়ের ক্ষেত্রে বেশী হারে করিয়া বা সম্ভবপর না হয় এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহ এখনকার চেয়ে বেশী হারে যে বাজারী ঋণ-বিনিয়োগ উপর সুদ আদায়ের সুযোগ পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় এদেশে ৩ টাকার হার ধরিয়া বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মন্তব্যের এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহকে এখন হইতে বজায়ের জন্য প্রিমিয়াম-হার নির্দ্ধারণ করিবার যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন আমাদের নিকট তাহা ঊহার অতিরিক্ত খোঁচানি বলিয়াই মনে হইয়াছে।

তবে প্রাপ্তব্য সুদের হার ৩ টাকা ধরিয়া যে আয়ে বজায়ের জন্য কোম্পানীসমূহ আলোচ্যকল্পে এ বার্ষিকের হিসাবের আয়কর নিজ ঊহার বাজারের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিচার করিয়া সকল বিষয়ে এবার পূর্ব্বাহ্নেরূপ করিয়া রাখা চাই। দেশের প্রয়োজনমত সুদের হার সুদের তুলনায় কিছু কম করিয়া

যৌবনের সঞ্চয়

বার্দ্ধক্যে আনন্দ আনে

যৌবন হারা শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে বিদায় নিলেও যারা কর্ম্মময় আনন্দ আর জীবনযাত্রার প্রয়োজন থেকে যায়। যৌবনের শ্রেষ্ঠ দাবীদের অকাল বিদায়দিনে অর্থনৈতিক তারিখের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রোভিডিয়ন্টের সুদক্ষ পরিচালনা আপনার ভবিষ্যতকে আনন্দময় করে তুলবে।

ডোমিনিয়ন

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হাজার টাকা ও পলিসির প্রিমিয়াম-হার অনুযায়ী পরিবর্তন করিয়া লওয়া কোম্পানী-সমূহের অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে অনুবিধার কথা এই যে, ভারতের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। বীমা-পলিসি বাবদ যেন টাকার হার বেশী হইলে তাহাদের পক্ষে বীমার সুযোগ গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তাহাতে তাহাদের বীমা ব্যবসায়ের সমৃদ্ধি, প্রসার ও অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইবে। দেশের বীমা-ব্যবসায়ের কল্যাণ দেখিতে হইলে কোম্পানীসমূহের আমানী অর্থের হার কিছু কম করিয়া দেওয়া হইলেও তাহাদের পলিসির প্রিমিয়াম যেমন কিছু বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে কোম্পানী-সমূহকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই দুই দিক দিয়া বিচারে একটা সামঞ্জস্য করা করা যায় কি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে হিসাবে সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত কার্য্যকারিতার দিক হইতে উহার এই নির্দ্দেশসমূহ অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে হইয়াছে। বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের প্রথমে, মোনাস প্রদান সম্পর্কে এদেশীয় কোম্পানীসমূহের অতিরিক্ত খরচের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মোনাস সম্পর্কে অভিজ্ঞের অভিযোগসমূহের ভার বজায় রাখিবার কথা এদেশীয় কোম্পানীগুলিকে পলিসির প্রিমিয়াম-হার কম রাখিতে হইতেছে। বীমা কোম্পানীর আমানী অর্থের হার হ্রাস পাওয়ায় তাহাদের পক্ষে এখন আর পূর্ব্বের মত বেশী বোনাস দেওয়া সম্ভবপর নয়। অতিরিক্তের বীমা কোম্পানীসমূহের অবশ্য বেশী বোনাস দেওয়ার পক্ষে অনুকূল হইতে বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মতে বোনাসের কম বেশী প্রিমিয়াম আদায়ের রীতি বর্ত্তমানে বজায় রাখা করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের আয়ের একটা বেশী পরিমাণ অংশ বর্ত্তমানে কার্য্য পরিচালনা বাবদ খরচ করিতেছে। এই বাবদ খরচের জন্য পলিসির প্রিমিয়াম-হারের অধিকাংশই কিন্তু ব্যয় করিয়া থাকিতেছে। একথা সত্য যে, অনেকটা বীমা কোম্পানীর পরিচালকেরা কার্য্য পরিচালনা বাবদ তাঁহাদের খরচের হার হ্রাস করা সম্পর্কে বড় রকম ব্যবস্থা অবলম্বনে অনিচ্ছুক হইয়াছেন। আর তাহাতে ঐ হার পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে কমিয়াও আসিয়াছে। ১৯০৯ সালে ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩৩ ভাগ কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় করিয়াছিল। ১৯৩৩ সালে ঐরূপ খাতের হার শতকরা ২৭.১ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বীমা প্রতিষ্ঠানের লাভের ও সার্থকতার কথা বিবেচনা করিলে ঐ হার এখনও বেশী বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বাস্তব অবস্থার কথা বীমা কোম্পানীসমূহকে যখন আয় প্রায়ের হ্রাস বশ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে তখন প্রিমিয়ামের মারফৎ একটা অংশ ঘরে বজায় রাখিবার জন্য ঐ খরচের হার হ্রাস করিবার সুযোগও তাহাদিগকে অবশ্যই দেখিতে হইবে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় পলিসির খরচের বর্দ্ধিত খরচ বহন করিবার এখন হইতে কিভাবে কোম্পানীসমূহ ব্যয় হ্রাসের স্থায়ীভাবে অবলম্বন করিতে পারে বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার হিসাবে সে বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অন্যান্য পলিসির মেয়াদ বর্ত্তমানে তাহাদের নিয়ম অনুযায়ী যাহার ঐ বাবদ বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনেক টাকা খরচ করিতে হইতেছে। কিন্তু সকল পলিসির ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ যেমন আবশ্যকতা ও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। মিঃ বৈদ্যনাথন অভিযোগ খণ্ডনের সিডিউলটি সাইজ করিবার কোম্পানীর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, পলিসি-গ্রাহকদের কার্য্য সম্পর্কে তাহাদের হিসাবে এক সময়ের বেশী সময়ের জন্য নির্ভরযোগ্য নয়। ঐ কোম্পানীর এজেন্সী হিসাবে কার্য্য করিবার সময় সে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন। কাজেই তাহাদের বীমা কোম্পানীসমূহ যদি অধিকতর ১ হাজার টাকার পলিসি সম্পর্কে ঐ প্রস্তাবে পরীক্ষা করিবার রীতি বর্জ্জন করে তবে সেজন্য তাহাদের বিশেষ কোন অসুবিধার কারণ দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয় না। পলিসি প্রস্তাবের সময়ে মৌখিকভাবে আয়-সম্পর্কে ও পারিবারিক আয় সম্পর্কে লিখিত বর্ণনা লিখিয়ে লওয়া হইলেই এ বিষয়ে কাজ চলিতে পারে। অবশ্য ১ হাজার টাকার পলিসি সম্পর্কে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কোম্পানীসমূহের বর্দ্ধমান কার্য্যকারী অভিজ্ঞতা বিচার করিতে পারেন। পরে সুবিধাজনক বলে হইলে ৫ হাজার টাকার পলিসি সম্পর্কেও অনুরূপ নীতির প্রয়োগ করা চলিতে পারে। ঐরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন করা সম্ভবপর হইলে কোম্পানীসমূহের ব্যয় হ্রাসের একটা সুযোগ হইবে।

এদেশে অধিকাংশ বীমা প্রতিষ্ঠানই মুনাফার পলিসি তাহাদের কার্য্য পরিচালনা ব্যয় বরাবরই কিছু বেশী পড়িতেছে। এই খাতের ব্যয় হ্রাস করিতে হইলে ছোট বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে একত্রীকরণ রীতি প্রয়োগের চেষ্টা করা দরকার। মিঃ বৈদ্যনাথন তাঁহার রিপোর্টে ঐ একত্রীকরণ রীতি অবলম্বন সম্বন্ধে সুপারিশ করিয়াছেন। ছোট ও বিশেষ করিয়া প্রতিষ্ঠানেই কোম্পানীগুলির অনেক-যোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সময়ে এদেশে বহু কোম্পানীর সহিত ছোট কোম্পানীকে ও মুনাফায় প্রতিষ্ঠানের সহিত অন্য মুনাফায় প্রতিষ্ঠানকে মিলিত করিবার একটা আগ্রহ পরিচালকদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল। উহার ফলে একত্রীকরণের নীতি কতিপয় ক্ষেত্রে কার্য্যতঃ প্রযুক্তও হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর সে ধরণের চেষ্টা বিশেষ কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। মিঃ বৈদ্যনাথন পলিয়াছেন, বীমা কোম্পানীর পরিচালনার ব্যয় হ্রাস করিবার পক্ষে একত্রীকরণের নীতি একেবারে পক্ষে খুবই উপযোগী। অবশ্য এই-রূপ ব্যবস্থায় বীমা ব্যবসায়ে দুর্নীতির কোম্পানীর আবির্ভাব প্রতিরোধ হইবে বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন, তথাপি বীমা ব্যবসায়ের কিছি ক্ষুদ্র করিবার জন্য ঐরূপ নীতি অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমানে করিতেছে বলা চলে। বীমা কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা ব্যয় হ্রাস করা সম্পর্কে বীমা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ঐরূপ নির্দ্দেশ বিশেষ করিয়া তাহাদের পরীক্ষা করা করা সম্পর্কে তাঁহার সুপারিশ আমরা খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। তাহারা হাতের হার করিয়া আমার সঙ্গে এদেশী-কোম্পানী সমূহের পক্ষে পলিসির প্রিমিয়াম হার বাড়ানো আজ আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ সব কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া উহারা যদি পরিচালনা ব্যয় হ্রাস করিতে পারে তবে প্রিমিয়াম-হার বৃদ্ধির অপ্রীতিকর কাজ হইতে উহারা অনেক পরিমাণে রক্ষা পাইবে। দেশের বীমাকারীরাও সেজন্য তাহাদের কৃতজ্ঞতা জানাইবে।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২৫নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৩৬১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা (২৬১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি রায়, এম-এ, বি-এল

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ক্যালকাটা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।

টেলি : ইউনিয়ন স্থাপিত—১৯২৬ ফোন : বি. বি. ২১৭৩

হেড অফিস—৭১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এস. ঘটক, বি. কম,—জেনারেল ম্যানেজার। এ কে ঘটক, বি-এ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৩৩ সালে মূল এবং মুক্তিদের সর্ব্বোচ্চ পরি-স্থিতিতেও ইহার প্রকৃত দাবীর পরিমাণ অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সচ্ছলতার সাহায্যে, বীমাদাতার নিরাপত্তা, পরিচালনপদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি দেশ-বাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই অগ্রগতির পথে হিন্দুস্থানকে আনিয়াছে।

সাফল্যের পরিচয়

মোট সঞ্চিত বীমা ২২ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকার উপর

বীমা তহবিল— ৫ ,, ৪৯ ,, ,,

প্রিমিয়ামের আয়—১ ,, ১৫ ,, ,, ,,

মোট লাভাংশ— প্রায় ৬ কোটী টাকা

বার্ষিক বোনাস (১৯৩৭-৪৩) তিন কোটী টাকার উপর

নূতন বীমা (১৯৪৩) ৪ কোটী ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড,

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

(বেঙ্গলীর বাকী—৮৩১ পৃষ্ঠার পর)

কমিটী বহু সাধারণ ব্যাঙ্কস্ অ্যাক্ট ইন্সেক্টের সংশোধন করিবেন।" সম্প্রতি এই কমিটী বিহার ও উড়িষ্যার অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিহার উপকূলে সুবর্ণরেখা অথবা অন্য-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনে ব্যবস্থা করিবার জন্য এখন যেসব কোম্পানী চালিত বিদ্যুৎ কারখানা-গুলি আছে, সেগুলি সম্প্রসারণের ব্যাপারে কখন এবং কিভাবে আরম্ভ করা যাইতে পারে কমিটী তাহার আলোচনা করিয়াছেন। কমিটীর রিপোর্টের এই কমিটীর পূর্ববিবরণের প্রকাশের আলোচনার বিষয়—বিশেষ অধিবেশনের তারিখগুলি কার্যকরী করিবার উপায়। কমিটীর সভাপতি তার বি আর আম্বেদকার। এদেশের বৃহৎ বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই বিদেশী কোম্পানীর হাতে, অল্পসংখ্যক দায়ীত্ব বিদ্যুৎ কোম্পানীর মালিক তাহাদের বিত্ত এবং প্রভাবশালী লোক। সুতরাং তাহাদের দায়িত্ব করা সহজ নয়। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর একচেটিয়া লাইসেন্স, কর্পোরেশন, মিউনিসেপ্যালিটি ও রেলওয়ে প্রভৃতির সঙ্গে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাধারণের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান, ইংরেজীতে যাহাকে বলে পাবলিক ইউটিলিটি কখনোই ব্যক্তিবিশেষ সম্পত্তি না হইয়া সরকারী কিম্বা আধা-সরকারী কর্তৃত্বে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু এখন অনেক লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন, কোম্পানীর হাতে পরিচালনা সরকারী অথবা আধা-সরকারী কর্তৃত্বের চাইতে অনেক বেশী ভালো হয়। হয় তো হয়। অন্ততঃ কলিকাতার টেলীফোন যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে না নিশ্চয়। কিন্তু একটা কথা ভালো হইলেও কেবলি সেইজন্যই সেটা ভালো হইবে, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে। কারণ এখানে ব্যবস্থাকরণের অর্থ হয় বলুন, সাহেব কোম্পানীর পরিবর্তে আমাদের কর্তৃত্ব।

—বেঙ্গলী

(রাষ্ট্রনৈতিক জগৎ—৮৩৬ পৃষ্ঠার পর)

তাঁহারিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।" সম্প্রতি লেনিনেরই বর্ষপূর্তিতে মুখপত্র 'প্রাভদা' এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "যখন এশিয়া ও আফ্রিকার কোটি কোটি লোক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে সেই সময় একমাত্র ইংরেজদের অধিকারে স্বাধীনতার জন্য এত দীর্ঘ সময় লাগিল কেন? তাহাদের সম্বন্ধে ঐ দীর্ঘের প্রকৃত মনোভাব কি?" সম্প্রতি ভারেন্স এবেল-এর উদ্যোগে যে ইংরেজদের স্বাধীনতা দীর্ঘ অন্তরীণ করিবারে 'প্রাভদা' সেই প্রসঙ্গেই উপরোক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত সংবাদটা আসিল। কংগ্রেস যতদিন পর্য্যন্ত বাহির থেকে তার প্রবল দাবি করিতেছে ততদিন আমরা উহার প্রমাণ না করিয়া আলোচনা করাকেই সঙ্গীচীন মনে করি।

• • •

অন্য কালে আমেরিকার নৌ-সচিব নক্সের বক্তৃতা প্রসঙ্গে নর্থ ব্রেইনী বলিয়াছেন, "একবার আমার সম্মুখে বক্তৃতা করার সময় তাঁহার তিনি গাঁ-মুখর আখ্যা দেন। ভারতীয় 'মুসলিমদের সহিত ভারতীয় মোহমেডানদের' তুলনা করিতে গিয়া তিনি 'অন্য আখ্যা' চাহেন।" ভারত সম্পর্কে ইহাঁর মুখপত্রের এরূপ অনধিকার আক্রমণের উপযুক্ত প্রতিবাদ নাই। তেমন উপযুক্ত অধিকারের লক্ষ্য আছে। অবশ্য যেখানে সাধারণ ও লোকমত সেই দেশের প্রকৃত অবস্থা না জানিলে যখন তখন তখন তখনকে কেন অনর্থক কষ্ট দেওয়া।

• • •

'যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা'

এস্থলে আমরা জীবন-মৃত্যুরই কথা বলিতেছি। ইহা অবশ্য জীবন-মৃত্যু একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর্থিক সচ্ছলতার এই কথাগুলিকে জীবন-মৃত্যুর কথা বলিবার একমাত্র উপায়।

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ভোরবেলায়——কর্ম্মবীর আলামোহন দাস

হেড অফিস : ৩৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড :: কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ৬৫৭

ক্যালকাটা ন্যাশনাল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্

বিপন রো, কলিকাতা।

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	নয়াবাজার	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রী	(দিল্লী)	ভাণ্ডারী রোড
জামবাজার	আজমীর	(বম্বে)
ডায়মণ্ডহারবার	যোধপুর	আমেদাবাদ
বালীগঞ্জ	বেনারস	রসুলবিবাজার
ভাঙ্গা	এলাহাবাদ	(আমেদাবাদ)
বারাসাত	কানপুর	করাচী
বহরমপুর	(এলাহাবাদ)	আজমীর
চট্টগ্রাম	লক্ষ্ণৌ	রাজপুর
চাঁদ	আমিনাবাদ	রাজপুর
পাটনা	(লক্ষ্ণৌ)	ইটওয়ারী
পুরী	কানপুর	(রাজপুর)
রাজাকপুর	মেইন রোড	জয়পুর
বেরিলী	(কানপুর)	জয়পুর ব্যাঙ্ক
বারাক	অমরাবতী	অমৃতসর
		আমেদাবাদ

লণ্ডন এজেন্টস্—

বিলস্যার ব্যাঙ্ক লিঃ

হিমগিরির কল্যাণ রূপ...

হিমকল্যাণ সাধারণ একটা অর্থহীন শব্দের মাত্র নয়। আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক অজন্তার মহিমান্বিত গায়ে বিভিন্ন বিশিষ্টতার কল্যাণ স্পর্শে স্পর্শে ও রসে রসিয়াই 'হিমকল্যাণ' নামকরণ করা হইয়াছে। ইহাতে মহিমায়ের রূপ ও রসের অপূর্ব সমাবেশ। এলাচদানা সৌরভ-সমৃদ্ধ এলাচের ও ঔষধি বলিয়া ইহা অমৃত সমানার, এ নাম-করণের সার্থকতা ইহাদানিক ইহার প্রস্তুতপ্রণালীর প্রতিটিতে। ইহার প্রস্তুতকল্প সাধারণকারীদের গর্ব এলাচদানা, তাই ফেলে-বিদান অভিজ্ঞতার সাধীর অনুরূপীয় 'হিমকল্যাণ' অনুরূপীয় অভিজ্ঞতা কেন্দ্রেছে।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্

কলিকাতা

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

সিমিল জাহাজ নির্মাণ। জাহাজে সাধারণ মালের প্রস্তাব—আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাইএ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বৈশ্যবাইদের বোর্ডের এক সভায় বিদেশ হইতে জাহাজ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে দুই কোটি টাকা সাহায্য দ্বারা আরও অধিক পরিমাণে এবং প্রকৃত অবিধার ব্যাপারে ঐকান্তিক অবিধার সিমিল জাহাজ নির্মাণকল্পে অগ্রসরের আগ্রহ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কৃষি-কলেজের জন্য দান—সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় অধিবেশনের ডাঃ নীলরতন সরকার, কি এস আই, মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেনেট সভা তজ্জন্য সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ নীলরতন সরকার এই সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে জানাইয়াছেন যে, কবিধনের এই উদ্দেশ্যে আরও প্রায় এক লক্ষ টাকা দান করার ইচ্ছা তাঁহার আছে।

উচ্চ তার প্রসঙ্গে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা—বোম্বাইএর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, প্রাথমিক পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্রগণ এবং যে সকল অনুত্তীর্ণ ছাত্র পুনরায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার সনদ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট একটি উচ্চ ও বহুমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ছাত্রদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করিবার জন্য বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এক পরিবর্তনা করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে যাহারা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়িবার ইচ্ছা ও যোগ্যতা প্রকাশ করিবে, তাহাদিগকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে যাহারা কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া লওয়া হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে যাহারা কৃষি-শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে কৃষি-বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া লওয়া হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে যাহারা বাণিজ্য শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া লওয়া হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও অনুত্তীর্ণ ছাত্র প্রকার ছাত্রদিগকে স্বাধীন ব্যবসায়ের শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষা সমাপনের পরবর্তী ছাত্রদের কীভাবে পূর্ণ বেতন ও ভাতাদির ব্যবস্থা করা হইবে। প্রকাশ, এই পরিকল্পনা এক বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলক হইবে।

আমদানির এ-আর-পি ব্যবস্থা শিথিল করার সিদ্ধান্ত—সম্প্রতি প্রকাশিত আমদানির এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, মূলধন সামগ্রীর অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়ায় ভারত গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমদানির পক্ষিমধ্যে বিদেশ আমদানির পূর্ব পরিবেশ-ব্যবস্থার আর প্রয়োজন নাই। সেই জন্য ১৯৪৯ সালের প্রথম মাস হইতেই সোয়ালোড়া এবং ঐরূপ ক্ষেত্রে পক্ষিমধ্যে প্রবিবেশ-ব্যবস্থার শিথিলতার হুকুম আরও হইবে। এই সম্পর্কে উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, আমদানির যে সকল মালে বিদেশ আমদানির সম্ভাবনা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল মালের আলোক-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও শিথিলযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এক আনার স্ট্যাম্প ফ্রাঙ্কিং বন্ধ করার ঘোষণা—ভারত সরকারী সম্প্রতি ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে 'বাংলো' সহ ডিজাইন এক আনা মূল্যের ইণ্ডিয়া স্ট্যাম্প ফ্রাঙ্কিং স্ট্যাম্প প্রচলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার পরিবর্তে অর্ধ আনা মূল্যের স্ট্যাম্প ফ্রাঙ্কিং স্ট্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করা হইবে। জনসাধারণের নিকট এক আনা মূল্যের স্ট্যাম্প সমূহ বাকিলে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই সেই অফিস হইতে বদল করিয়া লইতে হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে এক আনা মূল্যের স্ট্যাম্প ফ্রাঙ্কিং স্ট্যাম্প প্রচলন বন্ধ হইয়া যাইবে।

মাদ্রাজে রেল ট্রাফিক আইন—রেলওয়ে কোর্ট মাদ্রাজ রেল-ট্রাফিক আইনকে আপেক্ষিক আইন সভায় অবস্থার বিবেচনা করিয়া বাহ বিবেচিতেন এবং আরও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে বিষয়ে আপীল করিয়াছিলেন। প্রিন্সি কাউন্সিল কোর্টের রায় বহাল রাখিয়া মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আমদানী কাপড়ের বিক্রয়-মূল্য হ্রাস—সরকারী সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন প্রকারের আমদানী কাপড়ের যে মূল্য ধার্য করা হইয়াছিল, ভারত গভর্ণমেণ্টের নিম্ন ও অন্যান্য সরবরাহ বিভাগ তাহার বিক্রয়-মূল্য হ্রাস করিয়াছেন। নূতন বছরের কতকগুলি আমদানী কাপড়ের মূল্যও বর্তমানে নূতন করিয়া ধার্য করা হইয়াছে।

সাতারে মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতি—সম্প্রতি সাতারা জেলার একটি গ্রামে অধিবাস সীমের সভায় সাতার গভর্ণমেণ্টের উদ্বাস্তু বিভাগের মন্ত্রী লক্ষ্মণ বলরাম সিং বলিয়াছেন যে, সাতার গভর্ণমেণ্ট এক পঞ্চবার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। উহা কার্যে পরিণত করিতে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। উক্ত ১০০ কোটি টাকার মধ্যে হইতে সেচ কার্যের জন্য ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। তাহা ছাড়া মেডিক্যাল বিলিফে ১২ কোটি টাকা এবং শিল্পের উন্নতিকল্পে ১০ কোটি টাকার ব্যয় করা হইবে বলিয়া সরকার বলেন সি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য লৌহ ও ইস্পাত—"হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকার সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রায় ৮০ হাজার টন লৌহ এবং ইস্পাত পাওয়া যাইবে। গত ১৯৪৪ সালের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ৫০ হাজার টন লৌহ ও ইস্পাত পাওয়া গিয়াছিল।

কলিকাতায় রেশনিং-এর এক বৎসর—গত ৩১শে জানুয়ারী কলিকাতায় রেশনিংএর এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। বর্তমানে কলিকাতা

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতীয় শিল্পের সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টায় আমরা আপনার সহযোগিতা কামনা করি

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : বি বি ৪১৮

কলিকাতা শাখা—৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন : বি বি ২৯৮০

অন্যান্য শাখা—চট্টগ্রাম, ঢাকাবন্দর, রাজশাহী, শিবসেক্ষ, শাহাবাদ, জলপাইগুড়ি ও বহরমপুরে।

সুদ : চলতি—১% মেয়াদি—৪%

আমদানের ভারী আমানত, ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফট বিষয়াবলীর জন্য পত্র লিখুন।

ফুবিধাজনক সর্তে বেচার ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। ডিভিডেন্ড ও কোম্পানীর কাগজের সুদ আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত ১৯১০ ইং

বেঙ্গল লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি: ৪৭১১

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার সকলকে মনিষ্টের ৩৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা, ব্যবসা ও লভ্যাংশ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় অধিক উন্নীত হইয়াছে ইহার প্রতি শাখা, ভারতীয় উন্নত প্রতিষ্ঠান এবার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, মোকামা, মাদ্রাজ, বহুবাজার (কলিঃ), জামালপুর (মুঙ্গের), মেদিনীপুর (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, আগরতলা, ধরিয়াল, পাবনা, বাটোয়া, নবদ্বীপ, কুষ্টিয়া, ভাগলপুর, শিলচর, শান্তিপুর ও মহিষাদল।

আমানতের হার ও সর্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

[illegible] বেলগাড়ি ব্যবস্থা অনুযায়ী ৪৪ লক্ষ লোককে যাতায়াত করানো হইতেছে। উক্ত ৪৪ লক্ষ লোক ১৯৫৪ সনে রাইল যাত্রী অঞ্চলে বসবাস করিতেছে এবং ইহাদিগের জন্য প্রত্যহ ৪৪,৫১১ মণ খাদ্যদ্রব্যের (চাউল, আটা, ময়দা ও সব) প্রয়োজন হয়। বেলগাড়ি কর্তৃপক্ষের অধীনে অনুমান ৯০টি ডিপো আছে। এই সমস্ত ডিপোতে এবং বেলগাড়ির লোকার্স্ত্রিতে ১১৫ লক্ষ মণ চাউল, ৫১ লক্ষ মণ আটা, ১ লক্ষ ১৯ হাজার মণ ময়দা, ১ লক্ষ ৪৯ হাজার মণ রিলি এবং ৪৫ হাজার মণ সবজি মজুত থাকে। ১৯০ মাইল দূরী প্রত্যহ ২ হাজার যাইবেরও অধিক পণ্য অভিজ্ঞতাসহ ৫৯১৬টি দোকানে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে। ইহা ছাড়া খাদ্যদ্রব্য বহনের জন্য বে-সরকারী লোকোমোটিভের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই ৫৯১৬টি দোকানের মধ্যে ১১৫৪টি বে-সরকারী দোকান, ৫১৪টি সরকারী দোকান এবং ৭৫৭টি রাত্রিকালের দোকান। কলিকাতার বেলের অঞ্চলে ১০ হাজারেরও অধিক ঘোড়েল, বেহারা কাজ করে। বেলদিবিভাগে ৯ হাজারেরও অধিক কর্মচারী আছেন, তন্মধ্যে ১০০ জন মহিলা। ইহা ছাড়া বেলদিবিভাগে প্রায় ৩ হাজার মুদী কাজ করিয়া থাকে। বিগত আদমসুমারী অনুযায়ী কলিকাতায় ৫৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৯৯ জন লোক ছিল। বেলদিবিভাগ হইতে এ আর পি হইতে লোক বলিয়া বলিয়া দেওয়া যায় যে, কলিকাতার জনসংখ্যা ৪০ লক্ষেরও বেশী হইয়াছে। এ আর পি এবং পুলিশ যেন, ইলেকট্রনিক লাইন কর্তৃক ৪০ লক্ষ বেসরকারী বিতরণ করা হইয়াছিল।

বি এন এ রেলওয়ের পরিকল্পনা—প্রকাশ, বেলল এন্ড আসাম বেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কলিকাতা ও বাগাবাড়ী এবং কলিকাতা এবং মহকুমাসমূহের মধ্যে যাত্রী ও মাল বহনের জন্য মোটর লাইন পরিচালনার এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে ফলে এখনকার বেল কর্তৃপক্ষের অধীন হইতে চলিয়া এই ধরনের মোটর সার্ভিস চালু হইবে। বেল কর্তৃপক্ষ প্রথমতঃ দুইটি উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ এই দুইটি লাইনের যাত্রীর ভিড় লাঘব করা এবং দ্বিতীয়তঃ সহরতলীর যাত্রীদিগকে অধিকতর সুবিধা প্রদান করা। যে সকল যাত্রী এই সমস্ত মোটর যানে ভ্রমণ করিবেন, সহরের বেল ষ্টেশনে তাঁহাদের টিকিট কিনিতে হইবে অথবা তাঁহাদের জন্য পৃথক ষ্টেশনের ব্যবস্থা করা হইবে সে বিষয়ে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই।

ছাতের ছদ্মবেশ কাপড়—বৃটিশ অস্ত্র-শিল্প অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিকগণ আজ হইতে অতি সুন্দর বেলনের মত উজ্জ্বল ও রামধনুর মত রঙীন কাপড় তৈয়ার করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া "ডেইলি মেইল" সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ, নানা রঙের কাচের সুতায় এই কাপড় বোনা হইবে। এই কাপড় যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে ভাঁজ করিলেও উহা ভাঙিয়া অথবা দুমড়াইয়া যাইবে না। উহার রঙ ফিকা হইবে না, অল্প কোন রঙের দাগ লাগিয়া উহা নষ্ট হইবে না, স্যাঁতসেঁতে উহা পচিবে না। সেলফাই আলাইয়া এক মিনিট পর্যন্ত এই কাপড়ে ধরিয়া রাখার পরেও ইহাতে সেঁকার দাগ পর্যন্ত লাগে না। অন্যের পক্ষে ও এই ধরণের অন্যান্য কাপড়ের এখনে এই কাচের কাপড় ব্যবহার করা হইবে। পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য উপযুক্ত নিখুঁত কাচের কাপড় প্রস্তুত করিবার চেষ্টায় যাহি উক্ত গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিকগণ অভিজ্ঞতেছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, মুক্তের পরে প্রচুর পরিমাণে কাচের কাপড় তৈরীর ব্যবস্থা করা হইবে।

ছাদের প্রয়োজনীয় পত্তর অন্যায় মিটাইবার ব্যবস্থা—ছাদের প্রয়োজনীয় পরাদি পত্তর চাহিদা মিটাইবার জন্য বাংলা সরকারের ৭ হাজার একর জমি বিশিষ্ট একটি কার্ম প্রতিষ্ঠা করিবার সেচমন্ত্রী পত্ত প্রকাশকের ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রতি ফেব্রুয়ারী ২০০ একর জমিতে আধুনিক প্রথায় কার্ম প্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত সরকার সেই প্রথম করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। অন্যান্য এই সম্পর্কেই ৮টি কার্ম প্রতিষ্ঠা করা হইবে, অবশিষ্টগুলি আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

জেলীয় ঔষধ প্রস্তুতকারীদের সম্মেলন—বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শিল্পের উন্নতির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে আগামী ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারী হাইকোর্ট বিল্ডিংসে ক্ষেত্রস্থানীয় জেলীয় ঔষধ প্রস্তুতকারীদের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন।

ছবার শিল্পের ভবিষ্যৎ—ওয়াইজার টাবার এন্ড ছবার কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি মিঃ পি ব্লুমিট সিংকিন্স সম্প্রতি পশ্চিমে অনুষ্ঠিত ইংরেজ, আমেরিকা এবং কানিংসের বেলা সম্মেলনে আমেরিকার রাবার বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "ছবার শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। "ছিন্ন-ছিন্নের ভবানক ব্যাপারিক" নামক পত্রিকার সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রবন্ধে মিঃ সিংকিন্স মন্তব্য করিয়াছেন যে, "ছবার শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও ঘটেই, সমস্ত দুনিয়ার পথ বিমানযোগে মাল সরবরাহের সুযোগ-সুবিধার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আবেরিকায় ও পৃথিবীর অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান প্রদান বৃদ্ধি পাইবে। মিঃ সিংকিন্সের মতে সমস্ত পৃথিবীতে সর্বসাধারণের যাতায়াত বিমান ভ্রমণের ব্যবস্থার একটা বিশেষ ফলে বহিয়াছে এবং ছবারের ব্যবহার প্রচুর বৃদ্ধি পাইতেছে"। মিঃ সিংকিন্স এই মত সমর্থন করেন যে, "ভবিষ্যৎ ছবার আরও ছবারের মূল্য হ্রাস পাওয়ার সহায়তা করিবে এবং আরও ছবারের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে মূল্য হ্রাস হইবে।" মিঃ সিংকিন্স টায়ার সম্বন্ধে বলেন যে, "মুক্তের পর টায়ার সম্বন্ধের

ফোন : কলিকাতা ১৯৬৩-৬৪ তার : "Airyplants"

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স

—সিণ্ডিকেট লিঃ-এর—

নিম্নস্থ কনস্ট্রাক্টেড শেয়ারসমূহ সমমূল্যে পাওয়া যাইতে পারে।

কয়েকটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

- টাকা ও সেয়ার ব্যবসায়ে এই কোম্পানীর অভিজ্ঞতা সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর।
- সেয়ারের ক্রয়ের বাবদে বাৎসরিক লভ্যাংশের টাকা আর ছাড়াও কোম্পানীর
  (ক) চৌরঙ্গী ফোয়ারস্থিত নিজস্ব বাড়ীর ভাড়া হইতে এবং
  (খ) ডিভিডেন্ড এজেন্সীসমূহ ডালহাউসি স্কোয়ার ষ্ট্রীটস্থ বাজারদরে ক্রয়বিক্রয় হইতে যথেষ্ট লাভ হইয়াছে।

ত্রিশ হাজার ও চল্লিশ হাজার টাকা আয় হইতেছে।

ডালহাউসি স্কোয়ার হইতে আর প্রতি মাসেই বার্ষিক চল্লিশে আনা করা যায়।

- সম্প্রতি যে দুইটী কোল্ কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি লওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও বিশেষ ভাল আয় আশা করা যায়।
- প্রথমেই তিন বৎসরের মধ্যেই অংশীদারগণ মিলোজিত অর্থের দ্বিগুণ পাইবেন।

হেড্ অফিস

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"
—কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী—
চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি :— ভারতের সর্বত্র

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি ভারতের সর্বত্র

মূলধন

অনুমোদিত	— ...	২৫,০০,০০০৲
বিক্রীত		১৮,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত		১০ লক্ষের উর্দ্ধে

যে সমস্ত স্থানে কোম্পানির এজেন্সি নাই তথায় কোম্পানির সেয়ার বিক্রয়ার্থ প্রতিপত্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।

আয় প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইবে। ইহার পর প্রথম তিন বৎসর প্রতি বৎসরে একবার ইউনাইটেড ষ্টেটস্-এই ৭ কোটী মুদ্রা উহাদের সংযোজন করিবে। ১৯৫১ সালে আমেরিকার লক্ষাধিক বেসী টাকার মালিক করা হইয়াছিল। তখন মূলধন টাকার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৬ কোটী ৫০ লক্ষ। মূলধন মূলে বৎসরে পড়ে ৭ কোটী ১০ লক্ষ ডলারের প্রদান করা হইল।" মিঃ নিকোলসন ইক্ত প্রসঙ্গের শেষে বলেন, 'মূলধন পর উহাদের উপাদান বেতন বৃদ্ধি করা উচিত, যাহা বিনিময়ের মান ও ক্রয়ক্ষমতা-শক্তি সমস্যই বজায় রাখিবে—কারণ, মূলধন সংগঠনের উহাদের কার্যকারিতার প্রসার বৃদ্ধি পাইবে এবং অধিক আয় পাইবে। মূলধন শেষে এইরূপে কাজে লাগান সম্ভব হইবে।'

১৯৫১-৫২ সালে ব্যাংকেজে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির আয়-ব্যয়ের হিসাব—১৯৫১-৫২ সালে সমস্ত বাংলাদেশে ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা ছিল ৩,১৮০। ১৯৫১-৫২ সালে বেসিডীপুর জেলায় একটী নূতন ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল। চট্টগ্রাম জেলায় মোহরা ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্য আরম্ভ ১৯৫১-৫২ সালের কিছু সময় স্থগিত ছিল। আলোচ্য বৎসরে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি ১৮৮৫৩ বর্গ মাইল ব্যাপী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। বিগত পূর্ণ বৎসরে ১৮৮৫৩ বর্গ মাইল ব্যাপী অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি কার্য্যরত ছিল। আলোচ্য বৎসরে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ১,৮৭১,৭৫,১৯১। বিগত পূর্ণ বৎসরে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৩,৮৫,৯৯,১৭১। আলোচ্য বৎসরে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। বিগত পূর্ণ বৎসরে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ১৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৮ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। বিগত পূর্ণ বৎসরে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে [illegible] ১৮ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। [illegible]

ভারতে নূতন পেট্রোল খনি—ভারতের বেসরকারী ক্ষেত্রের অন্যতম বিখ্যাত কোম্পানী একটী পেট্রোলের খনি আবিষ্কার করিয়াছে। কথা, যে খনিটী আসামে আবার ডিগবয়ের বেসী দূরে নহে। পেট্রোল খনি কবে হইতে কাজ আরম্ভ করিবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। এই কোম্পানী ৫৫ বৎসরের জন্য লিজ লইয়া সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সরকারী রেলপথসমূহের আয়—১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সরকারী রেলপথসমূহের আয় হইয়াছিল ১৩৬ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা। ১৯৫৩ সালের ও ১৯৫৪ সালের অনুরূপ সময়ের আয়ের তুলনায় ইহা যথাক্রমে ১১ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা ও ৩৮ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা বেসী।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর—সম্প্রতি হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অফিসে অনুষ্ঠিত এক সভায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কিন্তু ব্যবস্থাপক এজেন্সিসমূহের সাথে এই কোম্পানীর আদায়কারক ও এজেন্টদের যে সমিতি স্থাপিত হয় উহার কার্যকলাপ দেখে ও নিয়মাবলী বিধান করিয়া ইহাকে সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

উন্নত ধরণের কলের লাঙ্গল—আমেরিকার সরকার প্রকাশ, ইহাদের কৃষিবিভাগ অবশ্যই হিসাবে একটী উন্নত ধরণের নূতন কলের লাঙ্গল সম্প্রতি প্রস্তুত করিয়াছে। এই নূতন কলের লাঙ্গলের সাহায্যে এক সঙ্গে ৬ ফুট গভীর এবং ৩ ইঞ্চি বা অতোধিক চওড়া ৪টি চৌবেরা জমি কাটা করিয়া ফেলা যায় এবং অতিরিক্ত যদি আবার ৪টা ফরোয়ার্ড না করে, তবে এক চাষের অধিক ফসল বোনার উপযোগী হয়। ইহাতে এজন্য মূলধনের ব্যয় অনেক। উহা নিশ্চিন্তে ৩০০ বার ঘোরে এবং ইহাতে ১০০টি ভিন্না আবেদিক বোঝার ভার লাগান থাকে। এই কলগুলি ষ্টাইক এজেন্সীতে ছাড় করিয়া দেওয়া। অনেক বড় আকার এমন ঘোরে এক সময়ে অনি অনেক বোনার উপযুক্ত হয় না। এমন অবিনয়ে দুইবারই চাষ দিতে হইবে। এমন ঘোরে এই যন্ত্রের সাহায্যে কাজ চালানোর পক্ষে যথেষ্ট। এই যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করিলে সময়ের ১৮ ভাগ বেসী জমি উপযোগ করা যাইতে পারিবে বলিয়া জানা করা যায়। এই যন্ত্র মূলত নহে, তবে উহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে মূলত বটে। মাটি সমান করিতে এবং বাজা নিকাশ করিতে অত্যন্ত যন্ত্র দুইবার

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল. ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ডমরাজীপুর, বলিয়াঘাটা, খুলনা ও শাইলা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপাল বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার ভট্টাচার্য্য, এম-এ।

সন্দীপ পপুলার ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৯ হেড অফিস—সন্দীপ (নোয়াখালি)

কলিকাতা অফিস—৮, জ্যাকসন লেন।

ভারতের বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস খোলা হইতেছে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন।

আর কে দাস—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিনার্ভা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯১৯

৩০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আর্থিক নিরাপত্তার উপর স্থাপিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সমস্ত প্রকারের ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সুবিধাজনক সর্ত্তে ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : অমলেন্দু পণ্ডিত।

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(১৯৪৭ সনের ভারত বিভাগ আইনানুযায়ী ভারত-সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত)

* ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান বর্তমানের পুনর্গঠনযোজনার প্রতিশ্রুতি *

অনুমোদিত মূলধন	২,৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২,০০,০০,০০০৲	
তহবিল (রিজার্ভ) মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	
আদায়ীকৃত মূলধন (৩০-৬-৫৪)	৯৯,৯৯,৩৮০৲	
মজুত তহবিল ...	১,০০,০০,০০০৲	

হেড অফিস:—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস:—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

শাখাসমূহ :

আহমেদাবাদ (কোট), আহমেদাবাদ (পাঞ্জরাপোল), আনন্দ, বিলিমোরা, বোম্বাই (ফোর্ট), বোম্বাই (ক্রফোর্ড মার্কেট), কলিকাতা, ভারুচ, দুনিয়া (পশ্চিম খান্দেশ), ধারওয়ার, ধারিয়া, গান্ধীধাম (কচ্ছ খান্দেশ), ঈডার, জলগাঁও, জামনগর, কাপড়গঞ্জ, মেহসানা, মিরাপুর, নবসারী, পাটন, পেটলাদ, পোরবন্দর, সিদ্ধপুর, সুরাট, উমরা (এম, জি), ভিসনগর আহমেদাবাদ।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ভট্টিজ দি প্রাইভেট ব্যাঙ্কার্স, বোম্বাই।

এম, জি, পারিখ, এজেন্ট ম্যানেজার, কলিকাতা।

অভাব মোচন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা লিখিয়াছি।

লিবিয়ার আয়তনে ফ্রেঞ্চ ইক্যুটরিয়াল ও ফ্রেঞ্চ ওয়েষ্ট আফ্রিকা—নিম্ন প্রদেশের সাহায্যে সরকার, আমদানীর জন্য কাঁচামাল ও রপ্তানীর জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে, কাঁচামাল আমদানীকল্পে গত ১৯৪৭ আগষ্ট হইতে আগামী মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য ১১০ মার্কিন ফ্রেঞ্চ ইক্যুটরিয়াল সরকার, লিবিয়ার ও অন্যান্য রাজ্যের জন্য কাঁচামাল রপ্তানীর পরিমাণ ফ্রেঞ্চ ইক্যুটরিয়াল ও ফ্রেঞ্চ ওয়েষ্ট আফ্রিকা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সকল অঞ্চলে পুনরায় ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপন করিবার জন্য ফরাসী ইন্দোচায়না ফ্রেঞ্চ ইক্যুটরিয়াল ও ফ্রেঞ্চ ওয়েষ্ট আফ্রিকা হইতে একটি প্রতিনিধি-দল প্রেরণ করিয়াছে। এই প্রতিনিধি-দলের একটি উদ্দেশ্য হইল, ফরাসী ইন্দোচায়নার সহিত লিবিয়ার বাণিজ্য-সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা।

ভারিষ্ঠী শিক্ষা ব্যবস্থার সরকারী অভিমত সম্বন্ধে আলোচনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমত—আমরা সম্প্রতি ভারিষ্ঠী শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কমিটীর রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা-প্রণালী সম্পর্কে বর্ত্তমান যুগে যে সমালোচনা হইতেছে তাহা প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাবের ফলেই হইতেছে। কমিটীর মতে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল, শিশুর সহজাত বৃত্তিগুলির সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করা। কমিটী বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেরূপ সুষম পাঠ্যসূচী নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন, তাহা করিতে হইলে প্রথমে শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞান থাকা দরকার। কমিটী বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রথমে শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞান থাকা দরকার। কমিটী বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রথমে শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞান থাকা দরকার। কমিটী বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রথমে শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞান থাকা দরকার।

ছোটদের বই—ছোটদের বই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমত—আমরা সম্প্রতি ভারিষ্ঠী শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কমিটীর রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা-প্রণালী সম্পর্কে বর্ত্তমান যুগে যে সমালোচনা হইতেছে তাহা প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাবের ফলেই হইতেছে। কমিটী বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেরূপ সুষম পাঠ্যসূচী নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন, তাহা করিতে হইলে প্রথমে শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞান থাকা দরকার।

ছোটদের বই সম্বন্ধে আলোচনা—বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ লেখক ও লেখিকাদের বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই লিখে প্রতিশ্রুতি সম্প্রতি বাহিরে বিক্রয়ের সংবাদপত্রের এক সংবাদ হইতে জানা যায় যে, সম্প্রতি আমাদের সরকার বিদ্যালয়ী সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠন করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ী একটি মূলে বিষয় করিয়া সংবাদটি এই যে, এই বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্য [illegible] লেখক হইয়াছে। আমাদের সরকার বিদ্যালয় কমিশনের বিদ্যালয় কমী হইলে এবং এই বিদ্যালয় কার্য্যকলাপী ও বিশিষ্ট লোকদের বাসায়ে তাঁহারা পরিচালনায় আমাদের সরকার বিদ্যালয় এই বিষয় লক্ষ্য করিবেন।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

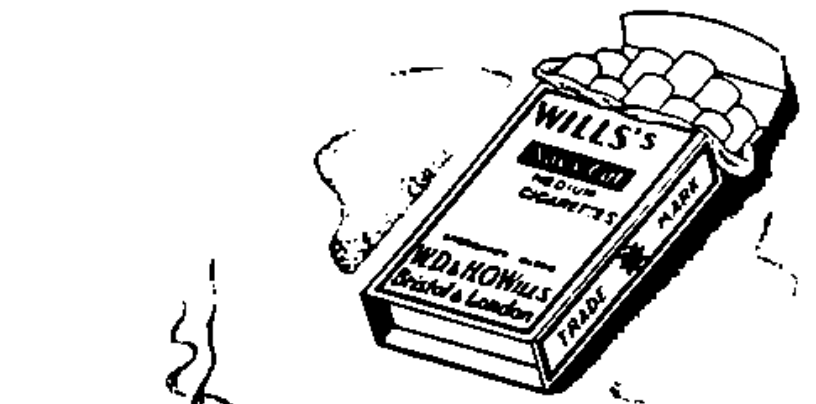

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

W/O

কোম্পানী প্রসঙ্গ

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ ৯ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার নূতন কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের নূতন কাজ বিভিন্নদিকে ৫ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা আশা করি, কোম্পানীর সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার মহাশয়ের হস্ত অক্ষিত ব্যবসায়ীর স্বপরিচালনায় এই ক্ষুদ্রটীর বীমা প্রতিষ্ঠানটী উন্নতিলাভ শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিবে। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ সোসাইটীর এই সাফল্যের জন্য আমরা সেক্রেটারী মিঃ এন বসুকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৯শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ডিরেক্টরদের বোর্ডের মেঃ অফিস ৩৯এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট হিসুয়া বাড়ীতে প্রথম বর্ষী বার্ষিক সাধারণ বোর্ড অনুষ্ঠানসমূহে সমাপ্তির জন্য করিয়াছিলেন।

বেঙ্গল মিউচুয়াল লাইফ এ্যাসুওরেন্স সোসাইটি লিঃ

১৯৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালে বেঙ্গল মিউচুয়াল লাইফ এ্যাসুওরেন্স সোসাইটী লিমিটেডের নূতন কাজ প্রায় ৫ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫ কোটী ১ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। আমরা এই জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানটীর ক্রমোন্নতিতে সন্তোষ আনন্দিত হইয়াছি এবং আশা করিতেছি যে, ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত বি সি কাপুরের সুপরিচালনায় বেঙ্গল মিউচুয়াল লাইফ এ্যাসুওরেন্স সোসাইটী অদূরভবিষ্যতে আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

সম্প্রতি বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস এম বসুকে তাঁহার যোগ্যতাসহিত আমন্ত্রণ করিয়া উক্ত কোম্পানীর অভিস অভিমুখে যাইবে। সেক্রেটারি পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত বিনোদলাল ডিরেক্টর সভাপতিত্বে কোম্পানীর পাবিয়াটারিস্থিত কারখানা-প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কোম্পানীর অফিস ও অফিসারগণ বাতীত কলিকাতা হইতে অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। মিঃ বসু আসনে 'বর্ষাতি' নির্মাণ প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫০ সালে সামান্য মাত্র মূলধন লইয়া মিঃ বসু বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই ভারতে 'বর্ষাতি'র সর্ব্বপ্রথম কারখানা। বিখ্যাত 'ওয়াটার প্রুফ' ট্রাঁহার আন্তরিকতার পরিচয়স্থল। ১৯৪০ সালে ১০ লক্ষ টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ এই প্রতিষ্ঠানকে একটী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হয়। অবধি উক্ত কোম্পানীর মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া ৫০ লক্ষ হইয়াছে। কারখানাসমূহের জন্যাদি—তন্মধ্যে অত্যাধুনিক এই যেন নূতন আবিষ্কার—সমাপ্ত ব্যক্তিদিগকে দেখানো হয়। তদুপরি অভ্যাগতদের পরিচয়ার্থ এক নৈশভোজের আয়োজনও করা হইয়াছিল।

নবরত্নের বেওরালপাত্রী

আমরা ৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় অবস্থিত ইন্সেক্টাইড ডাকার্স লিমিটেডের নিকট হইতে ও ডাকার এলায়েন্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিকট হইতে নবরত্নের বেওরালপাত্রী উপহার পাইয়াছি। নূতন বৎসরে আমরা এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

নূতন যৌথ কোম্পানী

বেঙ্গল সাপ্লাই এণ্ড ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুধীরচন্দ্র বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, ওল্ডকোর্ট হাউস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। খাদ্যাদি সরবরাহের ব্যবসা।

বিজলী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিমল বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭৯, ওল্ডকোর্ট হাউস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। অর্থাদি সাধারণের ও অভিসন্ধে প্রচেষ্টা।

ভূপালচন্দ্র লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিজয়কুমার চ্যাটার্জি, রেজিষ্টার্ড অফিস—খেলাপুর, বীরভূম। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। দণ্ডপ্রকার বিক্রয় প্রবর্ণনের ব্যবসা।

ভারতবর্ষ ম্যাচ এণ্ড বিস্কিট কোম্পানী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি সোমানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৮বি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ঔষধ ও পাউরুটীর ব্যবসা।

ব্রাঞ্চ সিলিকেট এণ্ড কেমিকেল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রাধেশ্যামলাল প্রভৃতি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৯, পঞ্চানন লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সোডা, ফলসার প্রভৃতি তৈয়ারী ও বিক্রয়।

এলোরা কেমিকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, আকরের লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। ঔষধাদির ব্যবসা।

ইউনাইটেড ফিনান্সিয়ল এণ্ড কার্পেন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রবোধকুমার মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, অমরসিংহ বিল্ডিংস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ফার্নিচার, কার্পেট ক্রয় ও লাভজনক কারবার।

ভারত ইলেকট্রিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুধীরচন্দ্র ঘোষালিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭৫, আমীর বাহাদুরের রোড, কলিকাতা। বৈদ্যুতিক পাখা তৈয়ারীর কারখানা।

বিশ্বনাথ মটোর ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সাচ্চিদানন্দ মুখার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৪, আমহার্ষ্ট রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। মোটর ক্রয়।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

নর্থব্রুকহোল্ড কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৭॥ আনা। **মি ইষ্টার্ণ লেদার মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ৫৲ টাকা ঘোষণার প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা। **মিষ্টি বীরভূম কোল কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে আষ্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৮৲ আনা। **কাঁসাই ভ্যালি কোল কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৭৲ আনা। **শীতারাম স্পিনিং ওয়েভিং মিলস্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ১৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২০৲ টাকা। **হিন্দুস্থান ইলেক্ট্রোমেডিক এণ্ড রিসার্চ-সিন্ডিকেট ষ্ট্রীট লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৫৲ আনা। **নর্থ ব্রাকুডা কোল কোং লিঃ**—ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। **এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ**—ছয় মাসের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—
২ গোরালো লেন
কলিকাতা

—শাখা—
শালকোলা
সাহাবিবা
বেলেপুর
বেলিয়াপুর
নবগ্রাম
বালীগঞ্জ
পরেশনাথ
চৌধুরী
ভবানীপুর
বিহারি
বড়শোলা
কলিমপুর
বিশাখপুর
মেমারল
বাজরাম
কুমারখালী
বেলঘর
ইটাপুর
রাজবাড়ী
বাটীগিরা
কুমিয়া
মুন্সী
ভাইক

সকল প্রকার মেয়াদের আমানত, বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি ক্রয়, আদায়াদি এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মে সি চক্রবর্ত্তী

ক্লিয়ারিং

এর সকল প্রকার সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

টেলি—SHILLBANK : : ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা শাখা—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলি—BANK SHILLO : : ফোন : ক্যাল—৫৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রীঅনিল চৌধুরী, বি-এস্, এসোসিয়েটেড, ইন্সটিটিউট অফ ব্যাঙ্কার্স, লণ্ডন।

শ্রীনলিনীরঞ্জন বসু, বি-এস্, আর-এ, এস্-আই-এস্-এ, এস্-আই-ই-এস্ (লণ্ডন), সেক্রেটারী ও ম্যানেজার।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী—গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই এবং ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ভারিখাদায় সাহায্যের সর্ত্তে অল্প সুদের হার কলিকাতার সকলকার জন্য জানা থাকা সোয়াইবে পরিবর্তন না আসাই ছিল।

গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে সরকার কর্ত্তৃক আনুমানিক ৩ মাসের মেয়াদী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার ডাকা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪ কোটি ১ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯১৯/৯ পাই মূল্যের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট আবেদনসমূহ বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোট গৃহীত ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের সর্ব্বনিম্ন মূল্যের হার বার্ষিক সওয়া ৪/০ আনা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

গত ৭ইশে জানুয়ারী বাংলা সরকার কর্ত্তৃক আনুমানিক তিন মাসের মেয়াদী ৫ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার ডাকা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৯/৯ পাই মূল্যের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৫ কোটি টাকা ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের সর্ব্বনিম্ন মূল্যের হার বার্ষিক সওয়া ৪/০ আনা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

গত ১৪শে জানুয়ারী আসাম সরকার কর্ত্তৃক আনুমানিক তিন মাসের মেয়াদীয় কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার ডাকা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৯/৯ পাই মূল্যের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের সর্ব্বনিম্ন মূল্যের হার বার্ষিক সওয়া ৪/০ আনা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই ১১টা (ইংরাজী সময়) সময়ে বোম্বাইয়ে এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী ব্যাঙ্কসমূহ বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য ব্যাঙ্ক আনুমানিক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। বাজারের আবেদন প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে ৯ই ফেব্রুয়ারী গুরুবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ২৩শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে মোট ৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অল্প ইত্যাদির টাকা বিভাগের সমক্ষে বিক্রীত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিগ্রাফি (প্রতি টাকায়)	১ দিঃ ০৪৯ পেঃ
ঐ বর্ম্মী („)	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ দিঃ ৩১ পেঃ
ডি এ চার মাস („)	১ দিঃ ৩৯৬ পেঃ
ডলার (প্রতিশত)	৩৩৯৯০

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১৯শে জানুয়ারীর হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে আদেয় চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১০৩৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই নোটের পরিমাণ ছিল ১০৩০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। গত ১২শে জানুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬০৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ও ২০৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও সেয়ার

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী—পূর্ব্ব ইউরোপের ঘনায়মান রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে কোম্পানীর কাগজের সপ্তাহে এবং বাণিজ্যের সম্বন্ধে সব ইউরোপের ভবিষ্যতের আশঙ্কার আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সেয়ার-বাজারে বিশেষ হতাশার ভাব দেখা যায়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিক হইতে আমদানী বন্ধহারে যে ভাবে বিলম্ব হইয়া উঠিতেছে তাহাতে তাহার সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী রফিয়ের-ব্যবস্থা চালান সম্ভব হবে, এমনি মনোভাব এখন সারা সেয়ার-বাজারে সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাজারে অনেকেরই ধারণা যে যুদ্ধ আরম্ভ হবে সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সুদের হার বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে এবং এইরূপ আশঙ্কায় অল্প আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার সেয়ার-বাজারে সেয়ার বেচিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। এই সপ্তাহে অবশ্য ফটকা ও মাঝিমসমূহের সেয়ারের সম্পর্কে অধিক অংশগ্রহণ হইয়াছিল। তবে সপ্তাহের শেষ দুই দিন এই মনোভাব কিছু পরিমাণে বিলুপ্তির হওয়ায় এবং অনেকগুলি ফটকার বন্ধির সেয়ারে কিছু কিছু উন্নতি দেখা যাইতেছে। মোটের উপর আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সেয়ার-বাজারে যে অবস্থা বিরাজ করে তাহা বিশেষ আশাপ্রদ বলা চলে না।

বাজারে এখনও অনেকে ঘটনাসমূহের পরিণতি দেখা করিবেন এবং সেয়ার কেনাবেচার বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন না।

কোম্পানীর কাগজ—কলিকাতার সেয়ার-বাজারের বিভিন্ন সেয়ারের অবনতির প্রভাবে আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্র-সমূহের দামও কিছু হ্রাস দেখা যায়। ৩% টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ এ সপ্তাহে ৯৯৸৵০ আনার পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ২½ সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ১১২৸০ আনা; ৩½ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৬) ১০৪৸০ আনা; ৩½ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৮-৫৪) ১০৩৸০ আনা ও ৩½ সুদের ঋণপত্র (১৯৫৫-৫৪) ১০৩৸০ আনা হারে আলোচ্য সপ্তাহে বেচাকেনা হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩½ সুদের পাঞ্জাব (১৯৬৮) এ সপ্তাহে ৯৯৸০ আনা হারে হস্তান্তরিত হয়।

ব্যাঙ্ক—এ সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহের শেয়ারে কিছু পরিমাণ অবনতি দেখা গিয়াছে।

কাগজের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কাগজের কলের শেয়ারসমূহের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। তাদবার ৭৯৸০ টাকায় এ সপ্তাহে বেচা-কেনা হইয়াছে।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

প্রেষ্ঠ সিলেক্স

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) = ২নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ৯, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	৪ কোটি টাকা
বিলিকৃত মূলধন	২ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১ কোটি টাকা

কলিকাতা বোর্ড :

চেয়ারম্যান : মিঃ এম এ ইস্পাহানী

স্যার আবদুল হালীম গজনবী, মিঃ এ সি লাহা, মিঃ কে সি মোহেতা,
মিঃ বৈদ্যনাথ জালান, মিঃ কে সি বিশ্বাস, মিঃ সত্যপ্রসাদ বিড়লা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :

হেড অফিস : ৯, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস।
ডি আর মোহনলাল—ম্যানেজার

বড়বাজার : কে সি সেনগুপ্ত ম্যানেজার	কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট : বি কে মিত্র ম্যানেজার	ভবানীপুর : এম এম ব্যানার্জ্জি ম্যানেজার

টেলিগ্রাম : "ইউকোম্যাক"
টেলিফোন : কাল বড়বাজার

বি ডি ঠাকুর
সেক্রেটারী ম্যানেজার

কলকাতায় বৃদ্ধি—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলকাতার বন্দর মেয়াদীহুণ্ডির উল্লেখযোগ্য মূল্য হ্রাস ঘটিলেও সপ্তাহ-শেষে অনেকগুলি বন্দর মেয়াদে সুদহার কিছু কিছু উর্দ্ধে উঠিতে দেখা যায়। গত সপ্তাহের ৯৭৯৲ টাকার স্থলে মেয়াদ এ সপ্তাহে ৯৮৮৲ টাকা মূল্যে বেচাকেনা হইয়াছে। মেয়াদী হুণ্ডিগুলির আলোচ্য সপ্তাহে ৫।৴০ আনার প্রায় স্থির ছিল।

চট্টগ্রাম—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে চট্টগ্রামস্থিত মেয়াদের হুণ্ডির অবস্থা দেখা দেখেও সপ্তাহ-শেষে মেয়াদহুণ্ডির অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। এলাহাবাদ ইন্ডিয়া ও কানপুরের ৯৯৭৲ টাকা ও ৯৭৯৲ টাকা হইতে সপ্তাহের প্রথমে ৯৯৮৲ টাকায় ৯৯৩৲ টাকায় নামিয়া আসিয়া সুদহার যথাক্রমে ৯৯৪৲ টাকা এবং ৯৯৬৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বারাণসী, কানপুর ও বহুমপুরের বন্দর হুণ্ডির সপ্তাহে যথাক্রমে ৯।৴৩০ আনা, ৯।৴৯০ আনা ও ৯।৴৯০ আনা ছিল।

ইন্ডিয়ান্সারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের ইন্ডিয়ান আয়রন, ইস্কো কর্পোরেশন, ভেলস প্রভৃতি প্রথম প্রথম অনেকগুলি মেয়াদের উল্লেখযোগ্য মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে।

ডিবিঞ্চার ক্রয়—আলোচ্য সপ্তাহে ডিবিঞ্চার কলের অধিকাংশ মেয়াদের ক্রয় বাজারে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। তিন সপ্তাহ এ সপ্তাহে ৯৯৮৲ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া সুদহার ৫৭।০ আনায় দাঁড়াইয়াছে, সপ্তাহশেষে উহা ৫৬৮৲ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বঙ্গলক্ষ্মী ও মাদ্রাজ ফ্লাওয়ার মিল যথাক্রমে ১৭।০ আনা ও ৯।৯৮৲ আনা ছিল।

চা বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে চা বাগানের মেয়াদহুণ্ডির অবস্থা প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। সেন্টাল ভ্যালির ১০০৲ টাকার, তুলসার ৯৯৮৲ আনার ও বিরাজ ৯৯।০ আনার আলোচ্য সপ্তাহে বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ—ব্রক বণ্ডসের মূল্যের অতি বৃদ্ধিই নিম্ন স্তরের অনুকূল হইয়া উঠিতেছে কলিকাতার মেয়াদ-বাজারে বিল্ডিং-বাণ্ড সেন্ট্রোলিয়াম, বাণ্ড কর্পোরেশন, ব্রক্ষ বাণ্ড সেন্ট্রোলিয়াম প্রভৃতি মেয়াদের চাহিদা অবশ্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহেও এই সকল মেয়াদের বিশেষ ক্রেতাভাব দেখা যায়। বর্ত্তমান সপ্তাহে সুদহার কলিকাতা ট্রামসের আরম্ভ হইয়াছে এবং উহার মূল্য ৯৯।০ আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯৯৮৲ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী—পাটের বাজারে এসপ্তাহের সূচনায় মন্দা মন্দার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। সপ্তাহের অধিকাংশ দিবসই চাহিদার অভাবে ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে চট্টকলওয়ালারা পাট ক্রয়ের ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন দেখাইতেছে। পাটের মূল্য ৯৯৷ মণকে হ্রাস পাইয়া পরে সপ্তাহে পাট বিক্রেতারা কম দরে পাট ছাড়িয়া দিতে আগ্রহ করিয়াছিল। পাট সরবরাহ সম্পর্কে আগত সরকারের ইনসপেক্টর নিযুক্তি সার্কলগুলির নিকট হতে কোন নূতন 'ফুই ক্যাম-ফারের' আদেশ বিজ্ঞাপিত হয় নাই। ফেব্রুয়ারী হইতে মুনাই মাস মধ্যে উহা সরবরাহ করিতে হইবে। ঐ আদেশের ফলে পাটের বাজারে কথঞ্চিৎ উৎসাহের ভাব লক্ষিত হইয়াছে। পাটের দর না পড়িবে বলিয়া সুদ সপ্তাহের মধ্যেই মনস্থ আছে। চলতি ১৯৬৪ সালে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়া হইবে তাহা সরকার এখনও সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন না। ফেব্রুয়ারী মাস পড়িয়াছে। নীচু জমিতে পাট চাষ শুরু হইতে আর বিলম্ব নাই। এই অবস্থায় পাটের জমি সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার বিলম্ব বাস্তবিকই খুব দুঃখের বিষয়। অর্থনৈতিক অনুসন্ধান বিভাগের এই ভুলটা ব্যাপারে তাঁহাদের অমনোযোগিতাকেই পরিচয় দিয়েছে।

আলোচ্য পাটের বাজারে এসপ্তাহে সুপারফাইন্ড ডিগীই কোয়া বিক্রয় ও ক্রয় মেসীর পাট যথা-

দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় পরিচালিত অগ্রণী ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,০০,০০,০০০৲ টাকা | বিলি ও আদায় মূলধন ৩,০০,৩৮,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ১,৫০,০০,০০০৲ টাকা | আদায়কৃত মূলধন (৩১-১২-৬৩ তারিখে) ৯৮,৭১,৩১,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৩০,৯১,১০০৲ টাকা | তেজ সঞ্চিত—অন্যান্য সঞ্চিত তেজ, তেজী, তেজার

ভারতের ৭৯টি বৃহত্তর অফিস সহ ৫৩০টি অফিস দ্বারা ও সেবা-নিযুক্ত আছে।

ভারত এবং পি, তেজী, তে, পি, ই, তেজারাদের। | তারতেজী বিনিময়: দি এইচ, দি তারতেজ, তে, পি।
লন্ডন এজেন্টস্: বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ ও বিভিন্নাল ব্যাঙ্ক লিঃ। | বিদেশস্থ এজেন্সী: দি ব্যাঙ্কার্স ট্রাস্ট তোং অব নিউইয়র্ক।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। এই বর্ণনী সহ বিজ্ঞাপন আসুন।

কলিকাতার অফিসসমূহ—তেজ অফিস—১০০, ব্রাঞ্চ ট্রাই, বড়বাজার—১১, তেজ ট্রাই, নিউ মার্কেট—১২, বিডন ট্রাই, তেজবাজার—১৩৩, বর্ষণতলিন ট্রাই, তেজারীমুড়—৩৩, তেজ ১৫৩। তেজের—১৫৩। তারতেজবাজার, বীরেজারিয়া, তেজবাজারি, বিশিষ্টাই, ধর্মতলা, বীরেজারিয়া, এবং তুলাই। বিদেশ—তেজবাজার, তেজবাজার, তেজবাজার, তেজ, তেজার, তেজবাজার, তেজবাজার, বেঙ্গলি, তেজবাজি, তেজবাজি, তেজবাজ

দরে বন্ধপ্রতি ১৪৮০ আনা ও ১৪৯০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

সাধারণ বেল বিভাগে এসপ্তাহে বন্ধপ্রতীয় কোন ফোন পাই বিক্রয় হয় নাই। চা-কলপ্রভাগাদার পাই ক্রয় সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখা যায়।)

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় অবনতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব সপ্তাহে মার্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে ফাটকা তুলার দর ৪৪৯৯০ আনা ছিল। বর্তমান সপ্তাহে ইহা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৪৪৬৮০ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে তুলার দর পূর্ব সপ্তাহে ৪৩৩৯০ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৪৩৩৬০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

বীমা করুন

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর লভ্যাংশ লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অবলম্বনাভাব জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়
- বৎসরাধিক প্রিমিয়াম দিলে সুবিধাজনিত অতিসুযোগের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর অতিরিক্তের পরিমাণ ৩ কোটি টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন

কলিকাতা এজেন্সি সিন্ডিকেট

চীফ এজেন্টস্।

২, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যজ্ঞনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

শাখাসমূহ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : সিংহবাহিনী

ডেপোজিট আকাউন্ট :

এ ক্যাটাগরি, ৫ বছর, ৩ বছর, ২ বছর, ১ বছর

কাপড়—কলিকাতার কাপড়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে ধিরতার বিরাজমান থাকে। তবে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বেনারসী আমদানীকৃত কিছু বেশী পরিমাণে হইয়াছে। যে সমস্ত মাল এখনও অবিক্রীত আছে, কর্তৃপক্ষ সেই সমস্ত মাল অন্যান্য বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। বন্দোবস্ত হইতে কোন কোন কাপড়ের এবং সুতার মূল্য আরও হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া খোবণা করা হইয়াছে। কাপড়ের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অতিরিক্ত উৎপাদন বন্ধ করার প্রতি বস্ত্র আয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ একজন প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন। উক্ত প্রতিনিধিই কাপড়ের যোগান নিয়ন্ত্রণ করিবেন। বাজার কাপড়ের কলগুলি নির্দিষ্ট কতদা সময়ান্তরের অন্তরের জন্য অন্যান্য অনুরিধা ভোগ করিতেছে। ভারত বস্ত্রনিয়ন্ত্রণের সময়ান্তর বিভাগের অন্যান্য সদস্য সম্প্রতি কলিকাতা বাজারগুলীন এই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় অবনতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে সপ্তাহের প্রথম ভাগের তুলনায় সপ্তাহের শেষ ভাগে যথা-নাম অবিয়াছে। ডিসেম্বর ডাস্ট পক্ষ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ তোলা সোনা প্রতি ভরি ৮৮৮০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৭৮৮০ আনা। বর্তমানে তাহা ৭৮৫০ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে পূর্ব সপ্তাহে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৬৯৫০ আনা। বর্তমানে তাহা ৬৯৫০ আনাই আছে। কলিকাতার বাজারে বর্তমানে প্রতি পূর্ব পিনি ৪৮১০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—ডিসেম্বর ডাস্ট পক্ষ ফেব্রুয়ারী ৮০০ ডাস্ট রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১২১৪৮০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে বেশ অবনতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতার বাজারে পূর্ব সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ১৩৯৲ টাকা। বর্তমানে তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ১২৭৮০ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে পূর্ব সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ১২৯৲ টাকা। বর্তমানে তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ১২৭৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অমূল্য কুমার নাথ

ব্যাঙ্কার

আপনার চেকবই

লেনদেনের ব্যাপারে চেকের প্রচলন পূর্ব ছিল বহুদিনের মধ্যে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলেও এখনও অনেকে টাকা টাকাই দেয়া-নেয়া করে থাকেন—যা অনায়াসেই চেকের সাহায্যে করা চলে। লেনদেনের এই ভারবাহে টাকা টাকার বদলে চেক দেবার সুবিধা এই যে, তবে, কোথায়, কাকে টাকা দেওয়া হল তার একটা বিশ্বস্ত হিসাব থেকে যায়—এবং প্রয়োজন বলে এক ফিনিটেই জেনে নেওয়া চলে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাধারণতঃ মধ্যবিত্তশ্রেণীর ব্যক্তিরাই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখতেন বেশী পরিমাণে। কিন্তু প্রগতিশীল ব্যাঙ্কিং-এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ হচ্ছে যাতে জনসাধারণের সঞ্চয়শীল ব্যক্তিদের সমস্ত্রযোগ ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা পায়। এইখানেই বিশেষ করে শ্রীব্যাঙ্কের প্রয়োজন ও সার্থকতা। আপনার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সামান্য হলেও আপনি তা শ্রীব্যাঙ্কে অনায়াসে জমা রাখতে পারেন ও এরপ সকল সুবিধাই পেতে পারেন। এই বিশেষ সুবিধাগুলি জানতে হলে যে কোনো একটি ব্রাঞ্চে অথবা হেড অফিসে খোঁজ করুন—

শ্রীব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : বড়বাজার ১১৪২ ও ১১৪৩

সাপ্তাহিক বাজার দর

		২৬শে জানুয়ারী	২৯শে জানুয়ারী	৩০শে জানুয়ারী	৩১শে জানুয়ারী	১লা ফেব্রুয়ারী	২রা ফেব্রুয়ারী
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা)	...	৭৮৮৩	৭৮১৩	৭৮৪৩	৭৮৫৩	৭৮৫৩	৭৮৫৩
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	—	৭৮১৩	৭৮৬৩/৩	৭৮৪৩	৭৮৬৩/৩	৭৮১৩
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	...	১৩৩৲	১৩৭৩	১৩৭৩	১৩৬১৲	১৩৬৩	১৩৭৩
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	—	১৩৭৲	১৩৬৩	১৩৬৩/৩	১৩৬৩/৩	১৩৭৲
বিবিধ দর—প্রতিভরি (কলিকাতা)	...	৮৮৫৩	৮৮৬৩	৮৭৮৩	৮৮৫৩	৮৭৲	৮৮৫৩
কোম্পানীর কাগজ—সওদা ও সুদের পেয়ারের দর (সর্ব্বাস্ত ও সর্ত্তলি)	...	১৯৯৩	১৯৭৲, ১৯৮৩	৯৯৩/-১৯৫৩	৯৯৩/-১৯৫৩/৩	৯৯৫/-৯৯৬/৩	৯৯৫/-৯৯৩/৩
ইন্ডিয়ানাইজড়—							
ইন্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ	...	—	৫৯৲-৬১৫/৩	৬১৫/-৬৭৩	৬৩৩/-৬৬৩/৩	৬৩৲/-৬৭৫/৩	—
ষ্টীল কর্পোরেশন—অফি		—	৫৯১/-৬১৩	৬১৫/-৬৩৫/৩	৬১৫/-৬১৫/৩	৬১৫/-৬১৫/৩	—
কুমারধুবী—অফি	...	১১৩৩-১১১৩	১১৲-১১৬৩/৩	১১১-১১৩/৩	১১৩৩/-১১১ ৩	১১১৩	১১১/৩
অফিস ইনেভষ্ট্রিজ ষ্টীল	...	—	—	—	—	১১৬৩/-১১৬৩	১১৩৩/৩
মেসার্স	...	১৯১/-১৯৩	৯৭৩/-৯৭৬/৩	৯৯৩-৯৯৩	—	৯৩৩/৩	৯৯/-৯৩৲
মার্টিনস্	...	—	৯৩/-৯৫/৩	৯৫/-৯৫/৩	৯৬৩-৯৫/৩	৯৬৩-৯৫/৩	৯৭/-৯৫/৩
স্যাণ্ডারসন্স এণ্ড ষ্টীল		—	১১৬৩-১১৯৫/৩	১১১/৩	১১৫৩	—	১১১৫/৩
ষ্টেফফোর্ড এণ্ড কোং	...	১১৬৫/-১১৩৩/৩	১১৬৩/৩	১১৩৩/-১১৫/৩	—	—	—
খনি—বঙ্গ কর্পোরেশন	...	৫৫/-৫/৩	৫৫/-৫/৩	৫৫/-৫৲	৫৫/—৫/৩	৫১৩-৫৫/৩	৫১৩-৫৫/৩
ইন্ডিয়ান খনার কর্পোরেশন	...	৬/-৬৲	৬/-৬৲	৬/-৬৩৫/৩	৬/-৬৲	৬/-৬৲	৬/-৬৲
ব্যাঙ্ক—ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	...	১৩৭৫৩	—	—	—	—	১৩৭৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	...	—	৬৭৲	৬৫৩	৬৫৲	৬৬১-৬৬৲	৬৭৲
সিন্ধ ব্যাঙ্ক	...	—	—	৫৯৲-৫৫১৩	—	৫৫৩৩	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং	...	—	৪১৬/-৪১৲	৪১৬/-৪৩৫/৩	৪১৩-৪১৲	৪১৫/-৪০৬/৩	—
ডালহৌস	...	১২৯/-১২৯/৩	১২৯/-১২৲	১২৬-১২৯/৩	১৫/-১২৫/৩	১৫৲-১২৬/৩	১২১/-১২৬/৩
বাণীগঞ্জ	...	৪৭৲	৪৯৲	৫০৫/-৫০৲	৫০৫৩	৫০৫/-৫০৫৩	৫০৲
ইষ্টইণ্ডিয়ান	...	৫০১-৫৬৩/৩	৫৩৫-৫৫৬/৩	৫৫৬/-৫৫৬৩	৫৬৬-৫৫৩৩	৫৬৫৩	—
সাউথ করণপুরা	...	২৯১/-২৯৬/৩	২৯৫/-২৯১/৩	২৯৲-২৯৫৩	২৯৫/-২৯৫/৩	২৯১/—২৯৬/৩	২৮৲-২৯১/৩
কাগজের কল—লিঃ ফিরোটারিয়া কটন মিলস লিঃ		৭১৩	৭১/-৭/৩	৭১-৭৩৫	৭৩/৩	৭৩/৩	৭৩/৩
বেঙ্গল পেপার	...	—	৪০১৩-৪০৲	—	৪০১৩	৪০১৩-৪০১৩	—
কাঞ্চনপুর ষ্টেপ্লাইটেল্স্	...	১৩৲-১২৬/৩	১৩৲-১২৬/৩	১২৬-১২৫৩	১২৫/-১২৫৩	১২৬৲-১২৬৩	১২৬৩/৩
এসাসিয়েটেড কটন মিলস লিঃ	...	৬৫১-৬৫৫৩	৬৫৲	৬৫৩/-৬৫৲	৬৫৩৫-৬৫৬/৩	৬৫৲-৬৫৲	৬৫৫৩
ভাদুরিয়া	...	—	—	৫৫৲-৫৬৩৲	৫৫৫-৫৫৩৲	৫৫৫৲	৫১৩-৫৫৲
কাগজের কল—ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প লিঃ	...	—	২২৫-২২৯৲	২২৩৲	২২৯-২১৩৲	২২৩-২২৯৲	২২৯-২২৯৲
ষ্টীফোরাম পেপার মিলস লিঃ	...	—	১৯৩	১৯৲	১৯৫/-১৯৩	১৯৫/—১৯৲	—
টীটাগড়	...	—	১৬৯/-১৬১/৩	১৬৯/-১৬১৩	১৬৯৫/-১৬৯/৩	১৬৲-১৭৬/৩	১৬৲-১৭৬/৩

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, ভাদরাজার, হাওড়া, কদমতলা, বিধিরপুর, মাটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরীচ, পাবনা, মেদিনীপুর, সম্বলপুর, বেনারস ও চাপাডাংগা।

এ রায় চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

Cash Certificates

HAZRADI BANK LTD.

83, Clive Street
CALCUTTA.

WITH BRANCHES AND AGENCIES ALL OVER INDIA. FOR PARTICULARS PLEASE SEND UP R.S. 2/0 OR WRITE TO THE MANAGING DIRECTOR :
KALI CHARAN SEN

দি

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৮ হেড—অফিস—[illegible]

হেড অফিস—৮৩বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিস

বাঁকুড়া, ঘাটাল, চাঁচাবন্দর, দমদম, বিষ্ণুপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, সাঁথাল এভিনিউ ও পুরুলিয়া।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৩শে জানুয়ারী	২৪শে জানুয়ারী	২৭শে জানুয়ারী	২৮শে জানুয়ারী	২৯শে ফেব্রুয়ারী	৩রা ফেব্রুয়ারী
চটকল—অবশ্যাত্ত কুই মিলস লিঃ ...	—	—	[illegible]	—	[illegible]	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কামারহাটী ...	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
গঙ্গারা ...	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
ফোনিক্স ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিশ্বনাথ ...	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]
টীটাগড় ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
হাওড়া ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
চিনির কল—বেলসণ্ড সুগার কোং লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
লিঃ নাথোর সুগার কোং লিঃ ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কেড এণ্ড কোং লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]
চা বাগান—দেওসুর টী কোং লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—
ইষ্ট ইণ্ডিয়া টী কোং লিঃ ...	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ—আসানিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বি আই করপোরেশন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বেঙ্গলিনুর অয়িয়ারী কোং লিঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইণ্ডিয়া কেমারেল কেমিক্যেলস কোং লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ...	[illegible]	[illegible]	—	—	—	[illegible]
মিঃ অনিয়াউ ইনিস্ট্রুমেন্ট ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
এ্যাংলো এণ্ড কেমিক্যেলস্ ...	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুযোগপ্রাপ্ত

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি: ৩৩৩৭

শাখাসমূহ :— বড়বাজার, বেলেঘাটা, হাওড়াবাজার, বিডনষ্ট্রীট, টালাবাজার, আমহার্স্টষ্ট্রীট, বোলাকীতলা ও কাঁটাপুকুর (নাটাগড় ষ্টেট), ভবানীপুর, মাণিকতলা, কালীঘাট, শ্যামবাজার, হাওড়া (সি সি), নাটাগড়, বিডনষ্ট্রীট, আসানসোল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম.এ., বি-এল।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় কেমিক্যাল—সিলিকেট সোডা • সোডাএস
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা
অয়েল • রঙ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৩৭ অফিস
:—১৪৩২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"শ্রীমাতাজী"

• কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাকরয় লেন, কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

টেলিগ্রাম :—ব্যাঙ্কার
ফোন :—১৮৭১
হেড অফিস :—৮৪নং বাগবাজার ষ্ট্রীট এক্সটেনশন রোড, কলিকাতা
ফোন নাম্বার—৫৫৫

কলিকাতা প্রধান শাখা—৩৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১৩৬৭ রুম ষ্ট্রীট)।
বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, কেন্দী, সোনাখালী, টাকুলিয়া, সুজাগঞ্জবাজার, চৌমুহানী, শিবাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পাটুয়াটুলী, অযাচিতপুর (রংপুর), রায়গঞ্জ।
বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি এবং ভাগলপুর।

তল করা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

চেয়ারম্যান—
ঐ মহম্মদ ঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এম কে ঘোষ

ভারতীয় ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলি: ১৭৪৩

ব্রাঞ্চ অফিস :—
চাকুরিয়া, মাণিক মার্কেট, ঔরঙ্গাবাদ, ভবানীপুর, ক্যানিং, সাঁতুড়ি, রামপুরহাট, দুলিয়ান, মায়ারাগঞ্জ, সাহিবগঞ্জ, ও কোরমা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি. এন. মুখার্জী

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস : কুমিল্লা
কলিকাতা অফিস : ১১৮এ ক্যানিং ষ্ট্রীট
অন্যান্য অফিস :
হিজলঘর (আসাম) ও সিলেট
আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর জীবন বীমার অফিস
বোনাসে প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায় ১৬৲
মেয়াদী বীমায় ১৩৲
১৭ই ডিসেম্বর :—
ফোনাল ব্যাঙ্কার্স লিঃ—কলিকাতা
ই, সি, সি, সি ও লিমিটেড ব্যাঙ্ক
ফোনাল ব্যাঙ্ক এক্সচেঞ্জ এণ্ড কোং, কলিকাতা,
বড়বাজার ডিস্ট্রিক্ট ও বিহারের ব্যাঙ্ক
ফোনবাঙ্কার্স :—এলাহি ব্যাঙ্ক, এম এণ্ড সি

কোকোলা

কেশ পরিচর্য্যায় সর্ব্বপ্রধান উপাদান। কি প্রসাধনে কি নিত্য প্রয়োজনে ইহার ব্যবহারে কেশের সৌষ্ঠব সবলতা বর্দ্ধিত হয়। কেশ কুঞ্চিত, দীর্ঘ ও ঘনসন্নিবদ্ধ করিয়া নারীর শ্রীবৃদ্ধি করিতে ইহা মহৌষধির ন্যায় কার্য্য করে। মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা এবং ইহার গন্ধ দীর্ঘস্থায়ী, স্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর।

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া কলিকাতা

এরিয়ান ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ৬, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ক্লিয়ারিং

কলিকাতা, ঢাকাপুর, এলাহাবাদ, ক্লিয়ারিং হাউসভুক্ত অন্যান্য ক্লিয়ারিং সুবিধা প্রদান

—শাখাসমূহ—

এলাহাবাদ	কলিকাতা
অমরাবতী	কাছাড়
আলমডাঙ্গা	কুমারখালি
আকলিবিহড়	কাঁথি
কেরিমী	খড়দহপুর
খালেশ্বর	লক্ষ্ণৌ
বেলগা	মেদিনীপুর
বাড়	নির্জাপুর
বেনারস	প্রয়াগরাজপুর
ভৈরব	রাধাপুর
কাশপুর	বর্ধা কলিকাতা
চাকুলিয়া	ঢাকাপুর
ঢাকপুর	ঢাকাবাড়ী
দার্জিলিং	সৈদপুর
দড়া	শ্রীরামপুর
ঘাটাল	সিলিগুড়ি
ঘাটশিলা	শ্রীহট্ট
গোপালগঞ্জ	উনাও
জামেদপুর	ওলতা
জৌনপুর	

শীঘ্র যাহা সন্নিকটে খোলা হইতেছে।

স্থাপিত—১৯১৯

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(বিডিভুক্ত)

হেড অফিস—১২ নং ক্লাইভ ঘ্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	...	২,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন	...	১০,২৭,৪২৮৲ "
আদায়ীকৃত	" ...	৯,২৬,৫২৮৲ "
কার্য্যকরী	" —	৭৫,০০,০০০৲ " উপরে

শাখাসমূহ :—বেনেক ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, বিডিভুক্ত, বর্দ্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট, যৌলভপুর এবং ঢাকা।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি

১৮৭, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। ফোন : পি কে ৩৪৫০ এক্স ১৯৩

মূলধন

অনুমোদিত—১,০০,০০,০০০ টাকা বিক্রীত—৯,৪০,০০০ টাকা
বিলিকৃত—১০,০০,০০০ টাকা আদায়ী—৫,০০,৩৫০ টাকা

সঞ্চয়ে ১৩৪৪ ষ্টেটে ১৯৪৯ সালে পরিণত হয় ৯৲ টাকা।
স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়—বর্ষ মেয়াদিতে দেয়।
বিভিন্ন মূল্যের বাড়ী ক্রয় অথবা নির্ম্মাণার্থ ঋণ দেওয়া হয়।
অল্প আদায়ের কিস্তী সুলভ ধার্য্য।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট, স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বালি আদর্শ পথ্য ও পালীয়

লিলি-বালি

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

৯৫।৯এ আমহার্ষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ হেতে শ্রীবসন্তকুমার ভৌমিক দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2505

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 12th February, 1945. সোমবার, ৩০শে মাঘ, ১৩৫১ [৪০শ সংখ্যা

ভারতে শিল্পোন্নতির সুযোগ-সম্ভাবনা।

ভারত সরকারের শিল্প পরামর্শদাতা মিঃ কে কেলওয়ে সম্প্রতি এক বেসরকারী বক্তৃতায় এদেশের শিল্পোন্নতির সুযোগ-সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের অফুরন্ত খনিজ সম্পদ, সে কারণে প্রধানতঃ ধাতব শিল্প এদেশে সর্ব্বপ্রথম গড়িয়া উঠিবে। শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যে সকল যৌথিক সম্পদ প্রয়োজন তাহার মধ্যে ভারতে উৎপাদনের ক্ষমতা ও জোগান এখনো অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। সুখের সংবাদ এই যে, তাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। আর এক শ্রেণীর ক্ষমতার জোগান এদেশে অধিক পরিমাণে পাওয়া সম্ভবে এবং তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই বিভিন্নরূপ জোগান এদেশে যেমন প্রচুর, তাহা অন্যত্র তেমনটি হইবার নহে। ভারতবর্ষে নিয়োগযোগ্য যে কি কি বিভিন্নের অফুরন্ত পরিমাণে মিঃ কেলওয়ে অনুসন্ধান দ্বারা নিম্ন আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের লৌহ, তাম্র এবং টিন প্রভৃতি ধাতুর অফুরন্ত পরিমাণে রহিয়াছে। ভারতে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ বৈদ্যুত শক্তি ব্যবহার হইতেছে তাহার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মাত্র এদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শিল্প পরিচালনার পক্ষে লাভজনক এমন একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের উৎপাদনে ভারতবর্ষে এই বিভিন্নের পূর্ণতা ঘটিতে রহিয়াছে। যুদ্ধাবসানে শিল্প প্রসারে ভারী হইলে ভারতবর্ষকে ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইবে। এজন্য জাহাজের বিশেষ অভাব রহিয়াছে। শিল্পোন্নতির সুযোগ নিতে হইলে ভারতের এই বিভিন্নের যোগান সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। মিঃ কেলওয়ে বলিয়াছেন, ভারতে লোহ-ধাতুবিশিষ্ট ধাতুর সংখ্যা বেশী থাকায় এদেশে তামার যোগান বিস্তৃত। বস্তুতঃ তামার এদেশে অভাব আছে (বৈদ্যুতীয়, ইস্পাত, লবণ, রবার প্রভৃতি ও উদ্ভিজ্জ তৈল ইত্যাদি এদেশে উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

মিঃ কেলওয়ের এই বক্তৃতা হইতে শিল্পোপযোগী কাঁচামালের দিক দিয়া ভারতের আপেক্ষিক সুবিধার সম্পর্কে আমরা নিশ্চয়ই একটি ধারণায় উপনীত হইতে পারি। অন্যান্যগুলির মধ্যে উপাদানের মধ্যে অনেক জিনিষ এদেশে উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া সম্ভবপর। এদেশে চীনা, রবার, টিন, লবণ ও প্রচুর তৈলবীজ অফুরন্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু আমদানীকারীগণ ও ভারতের ব্যবসা হইতে অনেকগুলি বেশী পরিমাণে এদেশে এসকল পাওয়ার সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে বলা চলে। ভারতের তুলনায় অন্য প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হইবার ফলেই অনেক দেশ নিজের দিক দিয়া সমৃদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। এদেশে যে অনেকটি জিনিষের অভাব রহিয়াছে বিশেষ হইতে তাহা আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া আমরা সহজেই শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারি। সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্যদের সমবেত কার্য্যেই এ বিষয়ে সফলতা লাভ হইবে। আমাদের যে বহুবিধ ঐতিহাসিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে সফলতার মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য—ইহাই এদেশের লোকের একান্ত কর্ত্তব্য।

ভারতের লোকেরা নিজের দিক হইতে যেরূপ না দিয়া একটির যেরূপ কাঁচামাল ইত্যাদির উপরই বেশী পরিমাণে জোর দিয়াছে। অথচ কাঁচামাল হইতে শেষ শিল্পের বৈদেশের উপর জোর দিলে আমাদের দেশের বেশী লাভবান হইতে পারিত। মিঃ কেলওয়ে কাঁচামাল বস্তুতার পরিবর্ত্তে বিদেশ-সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বৈদেশীকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের লোকেরা কাঁচামাল হিসাবে যেরূপ বাহিরে চালান না দিয়া যেরূপ হইতে যদি তৈল, রং, রাসায়ন, তুলিত মাল (ইত্যাদি) প্রভৃতি

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮৯৯-৯১
ব্যবসায়ীর খাতা	৮৯৯
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৮৯৩
বীমা-কথা ; বীমা বৃদ্ধির পরিমাণ	৮৯৪-৯৫
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৮৯৬-৯৯
পুস্তক পরিচয়	৮৯৯
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৮৯১-৯৪
বাজারের রাশিফল—	৮৯৩-৯৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

উৎপাদনের উপর জোর দিয়া তাহার অধিক বেশী সফল হইত। বৈদেশিক সম্পর্কে মিঃ কেলওয়ে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা অনেক বাঁচাইয়া সম্পর্কেও তাহা প্রযোজ্য)। ভারতের অন্যান্যের তাহা শিল্পের এই বিষয়ের সুযোগ-সম্ভাবনা বেসরকারী পক্ষ হইতে বিশেষভাবে যোগ্য।

মৌটী লেনের টাকা।

যুদ্ধের সুযোগ তাহার সরকারের বাৎসরিক আয় বিশেষ বেশী টানা। বেসরকারী উদ্যম নানা-ভাবে হ্রাস পাওয়ায় সেই আয় ৩০০ কোটী টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বর্দ্ধিত আয় ব্যতীত সরকারী ব্যয়ের মিটিতেছে না। যুদ্ধ-আয়োজন নানা পরিকল্পনার ব্যয় ক্রমাগত বেড়েই যাইতেছে বলা হইতেছে। যুদ্ধের সময় ইহা ছাড়া বেশী আর্থিক সরকার সম্ভব নাই। কিন্তু এই বর্দ্ধিত ব্যয়ের কথা বিবেচনা করিয়া অর্থসচিব চীফারের বরাদ্দের সময়ে এখন বিভাগ-বিভাগের দিকি অবলম্বন করিবেন এবং বহুদের ব্যয় সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী সীমাবদ্ধ রাখা হইবে বলিয়াই আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা জোর দিক দিয়াই সেরূপ জোর দেখিতেছেন—সর্বত্র বিবেচনা না।

যুদ্ধ-প্রয়োজনের সঙ্গে সরকারী হিসাবেরও অনেক ও অনেকের ব্যয় বেশী বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিকে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন ও কি তাহা আলোচনা বিশ্লেষণ না করিয়াই অর্থসচিব অনেক অনেকের মোটা অঙ্ক বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন। সেজন্য বিভাগের অনুসন্ধানীয় কাজের হিসাব না করিয়া অনেক সময় মুদ্রাস্ফীতি টাকার জোর অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করিতেছে। পরে অতিরিক্ত কাজে সেরূপ করিয়া সেই বর্দ্ধিত ব্যয়-

জাতির সেবায়—

দি সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

এখন—কোটীর ঊর্দ্ধে স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস :—১৬, ক্লাইভ লেন, কলিকাতা

আমাদের বড়বাজার শাখা খোলা হইয়াছে।

মিঃ কে এন হালদার মহাশয়ের (ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক) পৌরোহিত্যে বড়বাজার শাখার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

—: শাখা :—

চৌধুরী, বেনেপুকুর, বড়বাজার, আমতা, উলুবেড়িয়া, পরতরাম।

ভারতের অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখাসমূহ শীঘ্রই খোলা হইবে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ কে সি চক্রবর্ত্তী, বি-এল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ অরবিন্দ রায়, জেনারেল ম্যানেজার ডিরেক্টর।

করে অনুমোদন করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। ফলতঃ যাহা দাঁড়াইল তাহা এই যে, ১৯৫৭-৫৮ সালে ট্রাম কোম্পানীর যে ৭৫ লক্ষ টাকা লাভ হইবার কথা ছিল তাহার মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা ট্রাম কোম্পানীর মূলধনের উপর ৪ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দিতে ব্যয় হইবে। বাকী ২৫ লক্ষ টাকা হইতে ট্রাম কোম্পানীর ঋণ পরিশোধের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা এবং ট্রাম কোম্পানীর ক্ষতিপূরণ তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পড়িতেছে না। এ সম্পর্কে সরকারী কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা সম্পর্কে এখনও আশা পোষণ করিলেও তাহারা কর্তৃপক্ষের এখনই কিছিল মনোভাব অবলম্বন করিতে পরিবেশ করিতে সমর্থ হন নাই। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর মতে এক কোটি টাকার বেশী আয়ের একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান ট্রিবুনাল বসাইয়া বেসরকারী পরিচালনাধীন করিবার। এই প্রতিষ্ঠানটির জাতীয়করণের সম্পূর্ণ সুবিধা উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যাহা সরকার দেশের স্বার্থ চিন্তা করিয়া আপাতঃদৃষ্টিতে উহাকে যে ভাবে বেসরকারীকরণ না তাহা সকলেই আশা করিতে পারি না।

১৯৫৫ সালের আয় ব্যয়ের যে হিসাব পাশী আছে, বীমাব্যবসায় আমাদের যে এক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে কিরূপ সামঞ্জস্য সে কথা মনে করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এখন কর্তৃপক্ষের আর্থিক অবস্থা ও সমস্ত দেশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া যাহাতে সত্বরই ট্রাম কোম্পানী জাতীয়করণ সরকার বিনিময়ব্যবস্থা স্থিরীকরণ সহিত সম্পন্ন করিয়া ফেলুন, ইহাই বর্তমানে সমগ্র দেশবাসীর একান্ত দাবী।

বীমাকর্মীদের কমিশন হ্রাসের প্রস্তাব

কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের গত অধিবেশনে আমরা সরকারের পরিচালনাধীন জাতীয় বীমা আইন সংশোধন সম্পর্কে একটি বিল উপস্থিত করিতেছিলেন। ঐ বিলটি বর্তমানে পরিষদের একটি বিশেষ কমিটি বা নির্বাচিত কমিটির বিবেচনাধীনে আছে। সংশোধন বিলের বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে নির্বাচিত কমিটি কি মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন তাহা জানিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। তবে বীমার এজেন্টদের কমিশন হ্রাস করা সম্পর্কে উক্ত বিলে বীমাদার একটা সুন্দর বিধান সুবিধা দেওয়ার সরকার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯৫৫ সালের বীমা আইনের ৩০ ধারায় কোন এজেন্টকে বীমা পলিসির প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের উপর সর্বোচ্চ শতকরা ৩০ ভাগ ও পরে দ্বিতীয়বৎসর প্রিমিয়ামের উপর সর্বোচ্চ শতকরা ৭ ভাগের বেশী কমিশন প্রদান করা যাইবে না বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। বিলের কমিটি বর্তমানে ঐ নির্দেশগুলির হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া নূতন নির্দেশ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বীমার বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে নিয়োগের প্রতিযোগিতার বর্তমানে বীমাক্ষেত্রে যথেষ্ট হইতেছে। বিলের বিলের কমিটি নির্দেশ দিয়াছেন, যে সব কোম্পানীর প্রতি বীমার পরিমাণ ১০ কোটি টাকার উপর কমিয়াছে তাহারা বীমা পলিসির প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের উপর শতকরা ২৫ টাকার বেশী কমিশন দিতে পারিবে না। যেসব কোম্পানীর প্রতি বীমার পরিমাণ ৫ কোটি টাকার উপর কিন্তু ১০ কোটি টাকার নীচে তাহাদের প্রতি বীমার পরিমাণ ২ কোটি টাকার উপর কমিয়াছিলে ঐ কমিশনের হার সর্বোচ্চ শতকরা ২৫ টাকা ও ৩০ ভাগে বীমাদার বাড়িয়া হইবে। যেসব কোম্পানীর প্রতি বীমার পরিমাণ ২ কোটি টাকার নীচে তাহারা প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের উপর শতকরা ৩০ ভাগের বেশী কমিশন দিতে পারিবে না। ট্রিবুনাল প্রিমিয়ামের উপর এজেন্টদিগকে যেন কমিশন সকল বীমার বীমা কোম্পানীগুলিকেই শতকরা ২৫ টাকার অতিরিক্ত দিতে হইবে।

বীমা কোম্পানীর মূলধন হ্রাস-বৃদ্ধিসংক্রান্ত ব্যবস্থাদি, যে প্রতিষ্ঠিতির মূলধন হইবার তাহাদের কোম্পানীগুলির কার্য পরিচালনার ব্যয় হ্রাস করা সম্পর্কে একটা সুবিধা হইবে ইহা আমরা মনে করি। কিন্তু তাই বলিয়া এজেন্টদিগকে সুলভ কমিশনে জীবনবীমাকার্যে নিযুক্ত করার প্রস্তাব আমরা সমর্থন করিতে পারি না। বীমা বীমার উপর কমিশন সম্পর্কে এখনে আলোচনার আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। বীমা বীমার মাসী আলোচনার বিষয় এজেন্ট নিয়োগ করা এবং তাহাদিগের বিষয় পলিসি বিক্রয়ের জন্য কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত সংখ্যক এজেন্ট আবশ্যক। এই আবশ্যকতা অনুযায়ী কমিয়া যেলে হইবে না। বীমার কমিশন যদি ইতিমধ্যেই যুক্তিসঙ্গত হ্রাস করিয়া দেওয়া হয় তবে ঐ কাজের জন্য উপযুক্ত লোকের যুবকের অভাব দেখা দিবে। এমনকি যেসব লোক ইতিমধ্যে বীমার কাজ করিয়া ও আলোচনাকে যুক্তিসঙ্গত বেতনের অপেক্ষা পলিসি বিক্রয় করিয়া যে আয়ের এখন সংস্থানের নিয়মিতভাবে উপর সর্বোচ্চ শতকরা ২৫ টাকা হইতে ৩০ টাকা, জীবন বীমার নিয়মিতভাবে উপর সর্বোচ্চ শতকরা ৫০ টাকা করা হইলে বীমা কর্মিসংখ্যা অবশ্য কমিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে প্রচলিত বীমার (এন্ডোমেন্ট)-প্রথার কথা বিবেচনা করিলে বীমার বিক্রয়ের অসুবিধা হয় না। বৃদ্ধির সময়ে ভারতীয় কোম্পানীগুলির মূলধন আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়াছে। এজেন্টদের যেন কমিশন ঐ ভাবে হ্রাস করিলে যেসব বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূলধন একটা অসুবিধা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

বৃদ্ধির সময়ে ভারতীয় কোম্পানীগুলির মূলধন আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়াছে। এজেন্টদের যেন কমিশন ঐ ভাবে হ্রাস করিলে যেসব বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূলধন একটা অসুবিধা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। বৃদ্ধির সময়ে ভারতীয় কোম্পানীগুলির মূলধন আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়াছে। এজেন্টদের যেন কমিশন ঐ ভাবে হ্রাস করিলে যেসব বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূলধন একটা অসুবিধা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। বৃদ্ধির সময়ে ভারতীয় কোম্পানীগুলির মূলধন আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়াছে। এজেন্টদের যেন কমিশন ঐ ভাবে হ্রাস করিলে যেসব বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূলধন একটা অসুবিধা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

সমবায়ের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে ইউরোপের দূরবর্তী গতি ঘীরভাবে হইলে ইহাদের সপ্তাহ আমেরিকার ডেট্রয়েট সপ্তাহে ডলারের মূল্য হইয়াছে, বর্তমান সপ্তাহে সে মূল্যমান আমাদের অবলম্বন আমেরিকার বিশেষ করিয়া ডলার প্রতি ঘীরের অভিযোগ-ব্যবস্থার পুনর্গঠন জন্য তাহাদের অর্থ-পতি সতর্কতা করা হইয়াছে। ডলারের হইতে পোষণের হইয়া বাণিজ্য বাহিরের মোড়া সঙ্গে ডলার প্রতি ঘীরে ফুটবলীর ও ডলারের অবলম্বন হইয়াছে ডলারের বর্তমানে বর্তমান মেসোপটে অবলম্বন ও উহার ঘোষণা ডলারের অর্থ বড় রকমের অভিযোগ হইয়া বাণিজ্য বাহিরে বলিয়া সরকার আশিয়াছে। অভিযোগে সমবায়ালয়ের পর উহার ৩. বর্তমান ডলারের ঘীর হইতে মোকিয়েই বাহিরে অবলম্বন হইয়া ডলার অভিযুক্তি হইতে বাণিজ্য পর্যন্ত সমস্ত ডলারের সুবিধার বিশেষ করিয়া তুলিয়াছে। মোটের উপর এমনও পর্যন্ত ডলার প্রতিযোগিতা পূর্ণ হইয়োপের ঘীরভাব হইয়া চলিতেছে এবং ৩০ ডলার বাণী বাণিজ্যের বন্ধ হইলে ডলারের পাইবার ডলার বিভিন্ন বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপের ডলারের এ সপ্তাহে বিক্রয়ের অবলম্বনের অধিক পরিমাণ সমস্যা দেখা দিয়াছে। তুল ডলারের অবলম্বনের ডলারের এমন বিশেষ অভাবের উল্লেখযোগ্য ডলারের বন্ধ। পূর্ব এশিয়ার ডলারের একমাত্রাতীন বাণিজ্য বর্তমানে ঘীরেরা সপ্তাহে বিক্রয়ের্থী সরকার সাধারণভাবে করিয়াছে। ইহারই হইতে এ সপ্তাহে বিশেষ কোন মূল ডলার পাওয়া যায় নাই। অবশ্য কয়ে অনুমান ডলারের অবলম্বন পোষণ-প্রবৃত্তি হইয়াছে, ডলারের ও ঘীরিয়ের যে অবলম্বন বাণিজ্যের ডলারের অবলম্বনের সঙ্গে মূল্য মূল্য পরিবর্তনে ডলারের বাণিজ্য হইয়াছে মূল্য বিক্রয় সরকার বিক্রয়ের ডলার মূল্য হইবে। এই অবলম্বনের সঙ্গে বাণিজ্য ডলারের পশ্চিম মূল্য পোষণ করিয়া ঐরূপ একটা অবলম্বন বর্তমানে সাধারণের ঘোষণা হইয়াছে। এখানে, আলোচ্য সপ্তাহে পূর্বাঞ্চলের পোষণ, ডলারে ডলারের বিরাম আমাদের ঘোষণাবর্তন বৃদ্ধিয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপের সমবায়ে ডলারে আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রয়ের মূল্যমানের বন্ধিতে ডলারের অবলম্বন আসে, আমেরিকার অবলম্বন ঘাইল ঘীরের পশ্চিমের ডেনমার্ক ও ইতালীর বন্ধিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক করিয়াছে। বিশেষিত ডলারের অবলম্বনের বিক্রয় মূল্য বর্তমান সপ্তাহে বিক্রয়ার্থীদের ডলারের ঘোষণা করিয়াছে। মূল ইউরোপের মূলধন সমবায়ে ডলার, সাইকেলিয়া অবলম্বন ডলার অভিযোগের অন্যে ডেনমার্কের ঘীরের পশ্চিমে ঘোষণা সহ ডলারের পরিমাণ বন্ধিত ব্যয় হইয়াছে এবং ঘীরের ঘোষণের বিরুদ্ধে ডলার ডেনমার্ক ঘোষণাবর্তন অবলম্বন করিয়াছে। ইহা ছাড়া মূলধনীয় ৭৩ ডলারের অবলম্বন করেকটী ব্যাংক ডলারের ডলার অভিযোগ ঘীরে ডলারের ডলার পাইয়াছে। ডলারে সমর্থ হইবার বলিয়া সমবায় আশিয়াছে।

পূর্ব এশিয়ার ডলারের সমবায়ে ডলার, আলোচ্য সপ্তাহে ডলার সমাধানের মূল্য ঘীরে ৫৩ দিন বন্ধের মূলের পর ডিসিপাইনের ডলারের ডলার আশিয়ার বিক্রয় বাণিজ্য ঘোষণার ডলারিয়াছে। সংবাদ আশিয়াছে যে, ডিসিপাইন ঘোষণার বন্ধিত আশে আশিয়ার মূল ঘোষণার ঘোষণে ব্যবসায় ডলারে ডলারিয়াছিলী অব ডলার করিয়াছে।

এক ডলারের সমবায়-ডলার, আলোচ্য সপ্তাহে ডলারের উত্তরে ইরাবতী প্রতি মূল ঘীরে ডলারী ঘোষণের বন্ধিত ডিসিপাইনের ডলার মূল ডলারের এবং এই অবলম্বন বিক্রয়ের্থী ডলার বাণিজ্যের ডলার ডলারের ডলারী ডলারের ডলার ডলারিয়াছে। ডলার-ঘোষণের যে ডলার পর্যন্ত বর্তমানে ডলারীদের ডলারের হইয়াছে তাহাই মূল্য বাণিজ্য হইয়া ৮০ ডলারে। ডলারের ঘোষণা ডলারের ডলার ডলারের ডলার ডলারিয়াছে। ডলারের ডলার ডলারের ডলার ডলারিয়াছে।

ডলার ডলারের ডলারে ডলার, আলোচ্য সপ্তাহে ডলারীদের ডলারের-ডলারের মূলধনী ডলারের ডলারের ডলার ডলারিয়াছে।

বর্তমানের সমবায়ে ডলার : মূল ডলারের ডলার-ঘোষণ বন্ধিতে ডলার ডলারে ৭৩ ডলারিয়াছে। এক ডলারের বিক্রয়ের্থী ডলারী ঘীর মূল্য ডলারিয়াছে।

দি ভাঁড়ুপুর

মডেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৪৩

৩১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(হেড অফিস—ভাঁড়ুপুর (হিজলী))

ব্যাঙ্কসমূহ—

পূর্ণাব্যবস্থায়, ডালেবাঁধিয়া, ডাবরাডাঙ্গা, লোহাগড়, পাকা, ডাকা, দক্ষিণ কলিকাতা, এছাড়া ডালেবাঁধি, ঘোড়ামারি, ভাঁড়ুপুর।

ডাকবাঁধি ডিরেক্টর—এস, ডাস, ডাস্ত।

খেয়ালীর খাতা

বিলাতের যখন মেয়াদিবার বসন্ত হয়, তখন মোসমের একটি পক্ষকালে প্রতিটি ইংরেজ নৈক একসময় পোস্টকার্ড ব্যবহার করিয়া থাকে। পোস্টকার্ডটি একদিন সকল আগে ফেলা এক বন্ধুর উদ্দেশ্যসকল এক দূর সমর হইতে বসন্তের এক অভিবাদন বিনিময়ে থাকিত। ইংরেজ নৈতিক পার্থীর অভ্যেসের ঐ সম্বন্ধে, 'ভালোবাসি' আমার আছে পোস্টকার্ডের এই বিশেষ মূল্য আছে। যে-দিন ঐ চিঠি লেখা হইয়াছিল, সে তখনও পৃথিবীতেই-আসে নাই —আমার বলা যায় ভবিষ্যৎ সত্তা।—তিনি লেখিকা তিনিও আজ বাঁচিয়া আছেন কি না জানা যাই। অবশ্য পরিচয়ের ঔজ্জ্বল্য তাঁহাদের এই বীর্যকালের মধ্যে আ পরিচ্ছিন্ন-প্রতিমা থাকিবে। আমার আছে চিঠিটি লেখা হইয়াছিল—তাহাদের মোর হত দুঁবিয়া পাওয়া যাইবে না। তিনি হয়তো আজলোকে,—হয়তো আমার অধিবিবাসে, কিংবা অন্য কোন মেশে নবজাতকের বলে। পোস্টকার্ডটি একদিকে আজলোকের ঐ শহরের মত হালনাগাদের ছবি, অন্য দিকে লেখিকার অন্য ও আমার। হালনাগাদের ছবিটি নৈতিক বৃষ্টিআকর্ষণে ভরে, তখন আমার বাড়ী ঐ হালনাগোলটিরই অন্তর্ভুক্তি। কিন্তু এ অবধী আমার আছে তবু একটিমাত্র সম্বন্ধে পুরাতন মেয়েমহল হিসাবেই মূল্যবান নয়। আমি ইহাকে, লেখিকাটি ঐ পোস্টকার্ডের এক পূর্বাভ হাতা ছবির দিক হইতে। মনে আছে, প্রোটেবলার আমাদের সময়ের পার্থী সাহেবের 'ফলা' প্রতি রবিবার মোমবেলুড় বিকার দিনি বাসকবাসিকদের জন্য একটি উপাসনার আয়োজন করিতেন। পার্থী সাহেব প্রকৃতপক্ষে মোমের মাথো বলিতে পারিতেন, ভাষাটা আমার অভ্যাসিত ছিল না। তিনি নিজার সময়ে নিজেই এই উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ,—আমাদের ইস্কুলের এই পৌরুষিক বাসকব-বাসবিকের দল বর্ষার নিজার কথা হইতে ছবির না হয় সেজন্য তাহার চেষ্টা অবশ্যই আছিল ছিল। কিন্তু আমরা যাহারা তাঁহার উপাসনা-সভায় মুক্ত তাহারা যে তাঁহাদের ঈশ্বর ভক্ত কিছু সকলে বিমুখতার উদ্রেক হবে করিবার এমন অভ্যেসের না। উপাসনান্তে সেদে পার্থী সাহেব প্রত্যেক সকলে একটি ছবির পোস্টকার্ড উপহার দিতেন। সমিতির না সমর্থন অথবা সাধারণ মুসলমানী-বিশিষ্টের পার্থী সাহেবের প্রদানী সমুদ্রাহরের ঐ সকল পোস্টকার্ডে তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। সমস্তের অভ্যন্তরণী যে ঈশ্বরীটের ধরা আসনের ঐ পোস্টকার্ডগুলিকেই অধিকতর সত্য জান করিয়া থাকাতে সন্দেহ নাই। সমুদ্রা প্রত্যেক ছবিটি মোমবেলা সর্বাংশে তাহারা যে তবু দুর্বিনার ধর্ম-নিশানা সাহেবই নির্দেশকে ছবিটা আসিল এমন কথা বিশেষ করা সমীচীন। নিজের কথা বলিতে পারি, অতি-সহজের পোস্টকার্ডগুলি সমস্ত ছবা করিয়াম। তাহার মেয়ে বিভিন্ন বাসকের সমিত পোস্টকার্ডের পরিবার ও উৎকর্ষ লইয়া প্রতিযোগিতা হইত এবং তাহার প্রবলের একজনের তাহার হইতে দুই একটি পোস্টকার্ড যে অধিকতর সত্য তাহাতে সন্দেহ না হইত তাহা নয়।

* * *

ছবির প্রতি এই যে আকর্ষণ এ তবু বিশেষ সময়েরই একটিমাত্র নয়। সকল মোসমের তাহার ছবির দাম আছে, বিশেষ করিয়া তাহাদের সৃষ্টি হিসাবে ছবির মূল্য আসল। ছবির অন্য এই আগ্রহকে ব্যবসায়ে পাটাইবার অবকাশ আমাদের মেয়েদের ছিল। তাহার হাজার বিদেশী নৈক—ইংরেজ, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান, ফ্যানাডিয়ান এবং অন্যত্রবাসী আছে। এজার আ সমস্ত চিঠি ইংলণ্ড মেসে। আমাদের মেসের এ, বী, সিঁ, ডি, অথবা অন্যান্য ঔপনিবেশিক ছবিযুক্ত পোস্টকার্ড ছবির বাজারে চালাইলে তাহার চাহিদা হইবে প্রচুর। অন্য এদিকে মোন ব্যবসায়ীর বুদ্ধি পরিচালিত থাকিলে তাহা করিতে ছাড়িত না। অন্য আমার নিজেরা এমন কয়েকটি মেয়েকে জানি যাহারা বিদেশে বাসকবাসিকা ও বাসকবাসিকাদের কাছে পোস্টকার্ড ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাদের কাছে এই ছবির পোস্টকার্ড ব্যবহার করিলে তাহারা যে কতখানি খুশি হইবেন তাহা বলা বাহুল্য। অথচ এদিকে মোন ব্যবসায়ীর দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্য আমার নিজেরাও একটা ব্যবসায় করিবার কল্পনা করিয়াছিলাম। আমাদের ঘরের ও বাহিরের ছবিযুক্ত পোস্টকার্ড ব্যবহার করিয়া বিদেশীরা কতখানি খুশি হইবে তাহা পোস্টকার্ড দেখিয়াছিলাম। বিদেশী ইন্ডিয়ান ঐতিহ্যে বৈদ্য বিদেশ" বলিয়া ঔপনিবেশিক) আমিতে কোন দেশী ছাপাখানা বা এজেন্সির এ প্রকার পরিচয়ের বন্ধিয়া আমি না। অথচ এদেশে ছাপিয়া আনিতে পারিলাম ঔপনা মুকিল আমাদের হইত। বিদেশের প্রেমি ছবি ছাপাখানার বা বিজ্ঞাপনদাতার সকল বিজ্ঞাপনে ছবি যদি পোস্টকার্ডের পৃষ্ঠে মুদ্রিতের জন্য আসিয়া পড়ে তবেই আমাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে তবে আমাদের ছবির বা অনুকরণালার দেশে কেই মাসকলাদের প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে না? বাসকাদের ছবিই বলা যাইবে? পরিচয়ের বা ছেলেদের বীরত্ব, বীরত্বের ইতিহাসগুলি, পৌরুষ বহুমুখী প্রকৃতি এবং নবীনার আসব, বাসকাদের মন, সমস্তগুলি আমাদের পোস্টকার্ড ছবিই এবং শ্রেণীর উপাদান। কাজেরাজা-এ কথা আমার ছবিযুক্ত পোস্টকার্ড বাজারে বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। আমাদের আমি বিদেশে ছবিগুলি-মোসমের উপযুক্তিমোসমের মেয়ে পাই। কিন্তু অন্য বিদেশ মেয়েদের বিবেচনের বলিয়া মনে হয় না। ব্যবসায় হাজে ইহার আমার একটা দিক আছে। আমাদের মেসকে আমরা সত্যিকার নাড়ির, ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য সমস্ত বিদেশে জানাইবার পক্ষের এইরূপ প্রয়োজন আছে। বহুদা বিদেশীরা বিদেশে দুর ভারতে সকলের আমিবার বিদুষকের মন করিয়া জানীবাদের পরিচয়ের ছবি ঘুমিয়া বেড়াইবে এবং বলিবে 'মিস্ ইজ ইন্ডিয়া'—ইহাতেই আর আমরা। আমাদের বিদুষক আছে, সাহিত্য আছে সংগীত আছে। কিন্তু ঐগুলি আমাদের মন নয়। ঐগুলি বিদেশ সভ্যতা, সর্বজনীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পুরাতন স্থাপত্য ও আধুনিক জনহিতকর প্রচেষ্টাসমূহ ছবি আমরা সাধারণভাবে বাহির বিদেশে জানাইবার উদ্দেশ্যে না ছবি আমে এমনভাবে মেয়েদেশী বিদেশদের কবিতা আমি ইংলেই কি আমাদের ভালো ঘুচিবে? মুখের বাজারে অন্তর ইহা না ব্যবসায়ের ব্যবসায়ের ইংরেজী অনুবাদ ঘুমিয়া বাহারা দুই সময়ে আমাইয়া লইবেন্তেন তাঁহাদের ইচ্ছা করি না। কিন্তু ঐগুলি সঙ্গে সঙ্গে এদেশের বর্ণনীয় বস্তুগুলিকেও বিদেশীদের হাতে পৌঁছাইবার চেষ্টা করা যা কেন?

* * *

সম্প্রতি কলিকাতার যে বিভিন্ন আমার সাধারণ সম্পাদক হইয়া গেল, সে সম্পর্কে ছবির আলোচনা সম্পাদক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা হইয়াছিল। বন্ধুটি বলিলেন আমাদের এই সমেলন লইয়া না কি একটা মেলা বৈঠক হইয়াছে। কথাটা একেবারে বিথ্যা নয়। ইহার আগের একটা সমেলনে উপস্থিত ছিলাম। সুখাদের মেয়েদের সাধারণসভাগুলিতে ছাত্র সমর্থন আর সমর্থ করি নাই। মোন করি ইহা বাজারী-কবিদেরই বিশেষত্ব। আমিনরা আমাদের বিদ্যাসক। আমাদের বিবাহের মোসমারোহ এবং সভাসমিতির ব্যবস্থিলাস ইহাদেই আমার অন্যত্র পাইয়া যায়। সম্পাদক সম্মেলনী সাধারণসভা সম্পাদক—ছিল আমার বাঁধি কথা বলিতে মেসে, সাধারণসভার ছবিসিক ও পরিচালনকর্মের একটা বন্দোবস্ত আসলে। বৈঠক, মোসমে, প্রভৃতি সব বড় বড় ব্যবসায়ে মেসের প্রতিযোগিতা এড়াইবার জন্য ও সিদ্ধিলাভ লাভের পথ মোসমে। বাসিক ট্রাই, ঘাটের বা কলাইমের পট্টি, সাধারণ-সভা অধিবেশনে সরকারী বিভিন্নতার পাঁচাইবা লাভজনক বাসিবার জন্য তখনি এই বিবিধ আন্তর্জাতীয় বাসবোধিক বৈঠকের। বিবিধ সমস্ত বিবাহ প্রতিষ্ঠানের বা সর্বসাধারণের জীবন বহু বিজ্ঞেরা পরিচিত সাধারণের সম্মেলনের বহির অধিবেশনের বলবাসি সম্পর্ক ইহার সহিতও আছাই। অন্তত "বিশ্বের সভাই" ও "মহিলের ভোজসভা" প্রভৃতির দ্বারা ইহাকে এমনই একটি মুখাহারী অন্তর মেয়েরা বইয়াছে, যাহা লেখিয়া আমোদিতেরা বিদেশ-যাত্র মেয়ে মেয়ে একটুই সন্তোষ বোধ করিয়াছেন। যথা—একটিসমাপ্তি, ঐক্য আমার উপস্থাপক অধ্যাপকী বহু, যথা—আমার আলোকে।

* * *

অনুযোগিনাধিবেশন বলেন, মোন বিশেষ একটা আমের মহিত বৌবনের মুক্ত আছিলে অন্য মেয়েই বাহুমের মনে ঐ আমের আসার এমনই সভাই হইয়া উঠে যে, সে বিদেশে উহার মহিত অধিবেশের সমস্ত কবিতা বাহুকী প্রমাণ আমাদের মেসীয় আই-সি-এস'দের। সমের প্রমাণসভা তথা সম্পাদকদের সৃষ্টি। কিন্তু সমস্যার মহিত আমাদের মধ্যে ব্যবসায় মোন বহু মেসী নয়—অনেকটা সাধনাইয়ের 'ও বিভিন্নিউলাসের মতো। আমির মহিলের বলিল, ঘাসাবেদিনের সাধারণিকতার ইহার পরিচয়টা আমুলা মেন মেসী পাইয়েছি। আমার এক বন্ধু কিছু দিন আগে একটা ফৌজুদন-অনক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। "ফরিদাবাদ" ও তাহার মিলবাহীন মুসলের মধ্যে প্রভেদ পরিমাণে সমাধানিতি হইয়াছে-একবার বলিয়া তিনি আমাকে একটা আমিনা করিয়াছিলেন। আমাদের মেসা মেস যে, প্রতিন পাহলেই সমাধ সমাধানিত করিয়া-মেস বাসাবেদেশী কোন না কোন নৈতিক বা সামুহিকের নিশানাই। সমের পাহলেই সমাধ উদ্যোগ বা প্রকার আমিনি হিসেব তাঁহারা। মাকী ৪৫ পার্সেন্টের মধ্যের ঐকতা করকগুলির গুণ তাহারা ও সাধনা আমাদের করিয়া সম্পাদকের বাণী দিয়া থাকিবেন। সমাধ উদ্যোগাদের মধ্যে-আমু মূল্য করীন নয়। প্রায় পরিমে ইহাদের চৌদ্দ দেখিতে হয়। সমাধ মীমিয়ার-বিদেশ ছাপাইতে হইলে—বিশেষ করিয়া সংবাদপত্রে এই ছাপা-ভাবের দিনে—সুসাধকদের সভাপতি করা মুক্তি-যুক্তির সঙ্গত। একবার মোন এক আমিন বাসিকের বাসবাসিক মেয়েদলের দুই বিভিন্নমান সংবাদপত্রের মুসাধকদের সমাজদের উদ্যোগকর্তা ও সভাপতিত্বের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সমের দিন ঐ দুইটি দলের পরিচা মেলিলাবে কি-কি-দি ও আমাদের মেয়ের মোসিত মুখার্জীর প্রায় সম্পাদকের পক্ষতা দুই ভাগকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সাহেবের বাসাধনাম বাজারে কখনও মেন সমাধ সভাপতি হইতে মেসিয়াছি বলিয়া আমি হইতেছে না। আমিনাভাবের আমাদেরী সম্পাদকদের কখনও মোন সমাধ সভাপতির কবিতে-মেসি পাই? পুরিষ ইংরেজী সাহিত্যসভার আমিনের ঐতিহ্য ও অবিমিশ্রিত আলোচনার বিরুদ্ধে ট্রাই-মন্ত্রে মেয়ের কবিবার মোসমের মহীয়ে পুরিমসায় যে মোন বাঙ্গালী সম্পাদকের সভাপতির অধিকার আলোচনা বিদেশই কম নয়। মেসিয়েসি সভাতা আমাদের মেয়েদের ভাষাগুলি করে বাহুর করেনি। তবু আমার আমাদেরী নয়, আমাদের।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড
হেড অফিস—এন্ড্রু ফ্রাইড ট্রাই—কলিকাতা
সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রকারের বেশি ঘীমা করিয়া
—আমাদের বৈশিষ্ট্য—
বাষী প্রিমিয়ম গ্রহণের ... ১। ঘীমার ঘীমা অর্থ
অন্য পরিমাণ ঘীমা ... ১। অধিকার ঘীমা প্রদানী
(Settlement)
সমস্তগুলি সমস্ত ঘীমা প্রকারই ও সর্বাপেক্ষা সমস্ত সর্বাধিক সমস্ত। আমাদের নিকটী আমাদের সমস্ত।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, দিল্লীর অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সংবাদদাতা ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান হিসাবে আমার উহা হইয়াছে। কারণ প্রধানতঃ নেহরুর সহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয় এবং আমি ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক বীর সুভাষ বাবুর ভ্রাতা শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য কমিশনারের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলাম। এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য মিঃ আসফ আলীর দেওয়ানী পরিবর্তে এক মুসলমানী প্রভাব উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। আমেরিকার কাছে আমার নিম্নলিখিত ভারতীয় সরকার গঠনের ও পরিচালনের আশা-আকাঙ্ক্ষার আর সাধারণ-বর্ণনার বলিয়া প্রতীত। আমরা আশা করি, পর্যবেক্ষণে এই বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিয়া প্রকৃতিবিদদের অধিকারের ব্যবস্থা করিবেন।

• • • •

লণ্ডন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, একদিকে ভারতবর্ষে ব্রিটেনের-বেসাতি সাম্রাজ্যবাদ এবং আর এক দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঔপনিবেশিক পরিষদের তাৎপর্যজ্ঞান, এবং সেখিয়া করিয়া ব্রিটেনের কোন কোন রাজনৈতিক মহল ভারতীয় অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। ব্রিটেনের মুখ বাঁধা, ভারতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের মুখ্যিলতের আর বেশী বেশী নাই। যে ভারতে কোন কোন মহল রাজনৈতিক আশান্বিত হইয়াছেন আমরা কিন্তু ঠিক সেই ভারতেই ঘোর সংকট প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

• • • •

"আনন্দবাজার পত্রিকার" লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতার এই ফেব্রুয়ারী তারিখের তারবার্তা আমাদের উপরোক্ত অনুমানেরই সমর্থন করিতেছে। ঐ সংবাদে প্রকাশ, ইন্ডিয়া অফিস ও ইহার মোসাহেবগুষ্ঠী ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে লণ্ডন সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে ভারতীয় প্রতিনিধিগণের বাস্তবিক প্রভাব-সাফল্যে রীতিমত ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন। অনেকে ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে ভারতীয়দের সভা-উপলক্ষে বিদ্রূপ সমালোচনায় অংশগ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই জন্য, ইহার সমালোচনা করিয়া প্রকাশ্যভাবে ভারতীয়দের অভিযোগেরই সুযোগদান দিয়া উপযোক্ত সংবাদদাতা সেকথা সংবাদের প্রভাব চুলিয়াছেন। তার আসলের ভারতের মার্কি আইনের সাহায্যে ভারত সম্পর্কে সভা-প্রচার বন্ধ করিবার প্রসঙ্গে ঘোর তুলনামি করিতেছেন। স্বার্থান্ধ মুখরতা যতই তীব্র হোক না কেন, ভারতে বৃটিশ শাসনের অসার করিয়া বৃটিশ জনসাধারণের কাছে আর বেশী দিন ঘোঁপাঁ রাখা সম্ভব হইবে না বলিয়া আমরা মনে করি।

• • • •

ভারতের সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ন্ত্রিতের সম্প্রতি বিলাতের বিভিন্নাঞ্চ ব্যাঙ্ক ও বিভিন্নাঞ্চ ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিত্বের এক ট্রাস্ট কোম্পানী লিমিটেডের মেম্বারস্থান নির্ধারিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বিলাতের "সান্-ডে সিন্ডেটোরিয়াল" পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন, ভারতে ব্রিটিশের পুঁজি এই ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়কে আরও বহু বাধিক-পূর্ণ পথে নিযুক্ত করিয়া দেবা নিয়াছে যে, তাঁহার ভিতরে ঘোরাফেরা বলিয়া যে একটা অসন্তোষ বহু আছে সেইটি নিবারণই অভাব। ঘোরফের অভাব সম্বন্ধে বাস্তবের বক্তব্যই হইবার পক্ষে ঘোর বাধা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। যাহা হউক, "সান্-ডে সিন্ডেটোরিয়াল" বাস্তবিক এর নিম্নলিখিত ঘোর অর্থাৎ লাভ বহুদের ভাল আছে সাম্রাজ্যের বৃটিশ সম্পর্কে বলিয়াছেন, তাঁহার আমলে আছে ভারতের রাজনৈতিক বিভিন্ন আবহাওয়ার ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার ঘোষণা অবশ্যম্ভাবী। পরিবেশে উহা পরিষ্কার বিশ্লেষণের, সর্ব বিশ্লেষণের ভুলবার্তার কর্তব্যের কর্তব্যের সর্ব রাখিয়াছেন। ভোরা লাঁক মহিমা সম্বন্ধে বিস্তৃতেই সর্ব বিশ্লেষণের আমলের অভাব-সাধারণ সাম্রাজ্যে বৃটিশের পারিবেন না। যা: "সান্-ডে সিন্ডেটোরিয়াল" পত্রিকার এই সংবাদের অভিযোগের পরিচয় আমরা এখনও পারিবেন না। আর সর্বত্র সর্ব ভারতবাসীর সহিত্যের ভোরে স্পষ্ট আমরা আছে নাই।' বস্তু, তিনি যে মুসলিমদের অনুকরণ নীতিই সুব্যবস্থিত করিয়া চলিয়াছেন সেরূপ মনে করিবার মত যৌক্তিকতারও অভাব নাই।

• • • •

বেনাই-ব্যাপারের আলোচনা সম্পর্কে প্রকাশ হওয়ার, ও সংবেদনা প্রতিফলিত। এই আলোচনা সম্পর্কে বিশেষ ঘোষণার অন্তর্নিহিত বক্তব্যের ঘোর ঘোর আশ্চর্যেই মহল উৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছেন যে, এরূপ ঘোষণার আমরা নহিলে আশ্চর্য-হলা ভালো, কারণ পরস্পর পরস্পরিক শক্তি-সমন্বয় কিনা। তাহারা ভারতে কমিটির অধিবেশন সম্পর্ক আরম্ভ। ঐযুক্ত-মুখার্জী বেনাই আছার না আছারের প্রথম অবস্থাকালে তাহাদের পক্ষ হইয়া-মীমাংসার কথাবার্তা চালাইতেছেন সেই কথা জানিবার জন্য অনেকে উৎসুক, ও অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা করি, শীঘ্রই প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা প্রকাশ জানা যাইবে।

• • • •

বৃহত্তর যাদবের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে কমিটি-উলেমা-ই-হিন্দের ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত বৈঠকে বৃটীশ এক প্রস্তাব গ্রহণ হইয়াছে, ভারতবর্ষের সৌদোলিক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিরাপদ থাকা সম্ভব হইবে। অধিবেশ-উলেমার নেতৃবৃন্দ ভারতে হুকুমাইর সমস্যার সমাধান করিয়া আনাইয়াছেন, পরিশেষে ইহাদিগকে বিভিন্ন প্রদেশের ঘোষণার করিবার বা পৃথক হইয়া পরিবার অধিকার থাকিবে।

• • •

ভারতের রাজনৈতিক গতি অবস্থা সম্পর্কে বিশ্বিখ্যাত ইংরেজ কবীরী বার্নার্ড শ মন্তব্য করিয়াছেন, "একটী ঘোষণা প্রয়োজন করিয়া বৃটিশ পর্যবেক্ষকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিতে হইবে, ভূতের পরে একটী নির্দিষ্ট তারিখে—যেমন, ১৯৪৭ সাল, ভারতের সমিতি যুক্ত শেষ হইবার ১২ মাস পরে—ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে হইবে।" বৃটিশ পর্যবেক্ষণী স্পষ্টভাবেই সেরূপ প্রতিশ্রুতির পথ অগ্রাহ্যই করিয়াছেন। মুখরতা ভারতের অভিমতে "বৃটিশ ও আমেরিকার জনসাধারণকে ভারত সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা জানাইয়া প্রতিকারের জন্য বৃটিশ ও মার্কিন ভারত-মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক আন্দোলন করা কর্তব্য।" ন্যায়কথাতে না হইলেও ঐরূপ আন্দোলন আবশ্যিক না হইয়াছে এমন নয়। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের ঘোর আভাস, ঘোর সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। পরিশেষে মাঝীর ভাবের আসল কথাটা বলিতে ভুল করেন নাই: "বৃটিশের বর্তমান মনিভাবের পরিবর্তন না ঘটিলে ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে কোন-রূপ আলোচনা-বীমাংসা হইবে না।" আমাদেরও ইহাই অভিমত। এরূপ অবস্থায় আমরা-বিরোধী রাজনীতি-বাদেরী কোম্পানী লিমিটেড গঠন হইলে এবং বৃটিশের বাঁধী অর্থনৈতিক মনিভাব সহিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার যেরূপ সম্ভাবনা আছে, বৃটিশের জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ ঐতিহ্যিক ভেদবুদ্ধি অবস্থার, এই সময় বৃটিশ জনসাধারণ ব্যবহারে আন করিয়া বুঝিতে না পারে তখনও প্রকাশ ও সংযোগ তখনও প্রকাশ অভিযোগের বিষয় নাই।

• •

ঈশার ঈষৎ পরিচয় প্রকাশ পর্যবেক্ষণে ও অভিযোগ কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঘোর মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পর্যবেক্ষণী বিশেষ ডিপ্লোমেটিক-পাইলিয়ারের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া অর্থনৈতিক-সংবের উন্নয় যন্ত্রের তথ্যাবধারিতা সম্পর্কে যথা ব্যক্তিগত করিয়াছেন, তাঁহা বিষয় বৃটি বহুত আছে বিশেষ ডিপ্লোমেটিক-বিভাগী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা উহার বিপরীত মত দিয়াছেন। আসল কথা, অন্ন-সাধারণের আছে, আমাদের জীবন। তাহা ছাড়া তাহাদের ঘোর বলার ছাড়া বা বলার অধিকার ঘোর অস্বীকার্য অসম্ভব। প্রতিবাদকারীর এই মূল মানবিকের পরিচয় লইয়া এখন, আর্থ-নারী করিয়া ঘোর লাভই রহিয়া যায়। ঈশার বীজ সম্বন্ধ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক এখনো স্পষ্ট কথা ঘোষিত হইল।

• • • •

কেন্দ্রে ডিপার্টমেন্ট ভারতের বিভক্ত বিষয় প্রস্তাবের অধিকার পরিবর্তিত হয় না, ভারতের মুক্ত প্রতিনিধি ভারত ও ভারতীয়দের সম্পর্কে বিদেশী, ইন্ডিয়ানের অধ্যক্ষ অন্তর্ধারণা করিতেছে। মুক্তির ইন্ডিয়ানের অন্ত প্রকাশিত 'বৃটিশ আফি আফেয়ার্স' পত্রিকায় যে দীর্ঘ প্রবন্ধ-কথা করিয়াছে তাহা হইতে দুই একটির বেশী উদ্ধৃতি দেওয়া এখানে স্থানাভাবের সম্ভব হইল না। মেজর্টোনী তাঁহার এই এ প্রবন্ধের শেষের ইহাতে উপসংহার লিখিয়াছেন, "ভিন্নমত অনুকূল প্রতিযোগিতা আমাদের আছি। ভারতীয়দের ভিন্নমতই বিদেশীদের সম্মান। যে পর্যন্ত বৃটেন ভারতের ভারত আক্রমণ করে। মুখরতা ভারতে ভারতের অধিকার ইহাতে আশ্বাস দেখা যায়।" (সমস্যার কথা) ইন্ডিয়ানের একটা কথা আছে; পরাজয়ের মুক্তির অবস্থা হয় না। যাহা হউক, উক্ত ইন্ডিয়ান লেখক। প্রতিনিধি এর যদি কমিশনের অন্ত নির্দিষ্ট নির্দেশের মত-সমিতির পারিবারিক, "বৃটিশ রাজনের অন্ত ভারত হইতে মুক্তির, সাম্রাজ্য, শান্তি ও ভারতের নিরাপত্তা একেবারে মুখ্যমুক্ত হইয়াছে।" আমাদের দেশ অবশ্যিত ইন্ডিয়ানের ভারত বিদেশ হইতে পরিচালনা দেশের করিয়া এরূপ অবস্থার বিষয়ের অভিযোগ আমাদের মুক্তিসঙ্গত অবস্থাকেই পরিচায়ক।

• • •

কি-বেন্দ্রক অন্তর্ধান লইয়া দেশের ভয়-অভ্যন্তরে ঈশার আকার প্রতিফলিত হইয়াছে। মঃ ট্রোলিন, যিনি প্রকাশ্যে ও যিনি চার্চিল কি কি বিষয় আলোচনা করিতেছেন তাহা আমরা মুক্ত থাকুক, ঈশারা যে ঘোরার বিশিষ্ট হইয়াছেন তাহাতে বৃটিশ জনসাধারণ হয় নাই। সাধারণ দেশের এই কথাই আমাদের হইয়াছে যে, প্রকাশ্যের ভীরুতা ঘোরের এক স্থানে কি-বেন্দ্র অন্তর্ধান প্রস্তাবিত হইয়াছে। সুতরাং এই বৈঠক সম্পর্কে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এখনই কোনরূপ মন্তব্যের প্রকাশ না করাই সমীচীন।

• • •

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কানপুরে নিখিল ভারত সমন্বয় রেলীর সভার কার্যকরী সমিতির পাঁচ দিবসব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। উক্ত বৈঠকের এক বৃটীশ প্রস্তাবে তাঃ আম্বেদকর ও তাঁহার মুক্তির ধরিয়া আম্বেদকরী আন্দোলন সমন্বয়কে আম্বেদকরী অন্ত-প্রকার হইতে নিবেদনের মুক্ত রাখিতে বলা হইয়াছে। অন্তর্নীলনমূলক যেটী বিশ্ব মহে বলিয়া তাঃ আম্বেদকর যে বিবৃতি বিয়াছেন সেই সম্পর্কে উপরোক্ত সভার সমাপ্তি ও বিধার পরিবর্তের সম্পর্ক ঐযুক্ত অন্তর্নীলন প্রার্থনা করিয়াছেন, অন্তর্নীল সমন্বয়ের বিশ্ব সমাধানের অন্তর্নিহিত এবং আমাদের পরিবর্তনের সম্পূর্ণ বিরোধী।

জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এদেশে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রীর দর ক্রমান্বয়ে চড়িতা উঠিতে থাকে। ফলে লোকের জীবনযাত্রা-ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সঙ্গে তাহাদের ক্রয়ক্ষমতার নিম্নগতির পরিচয় পাইতে থাকে। কলিকাতার ১৯৩৯ সালের তুলনায় এই অবস্থা চরমে পৌঁছিয়াছিল। পরে সর্বপ্রকার যোগাযোগ ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলশ্রুতিতে অবস্থার কতিপয় দ্রব্যের মূল্য ও যোগান কতক পরিমাণে আয়ত্তাধীনে আসিবার ব্যবস্থা হইলেও। ফলে যখন হইতে দ্রব্যের মূল্য কিছু হ্রাস অথবা কিছু পরিবর্তন ও উঠানামা হইতে লাগে, কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় বর্তমানের মোট অনেক জিনিষের মূল্য খুব চড়া রহিয়াছে, আর সে কারণে লোকের ক্রয়-ক্ষমতা এখনও বেশ ভালরকমই নষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তবে জীবনযাত্রা-ব্যয় বৃদ্ধির কথা সরকার মহলে মাঝে মাঝে উপলব্ধি হইলেও পূর্বের তুলনায় তাহা যে কোনরূপ কমিয়াছে সে বিষয়ে সাধারণের ধারণা খুব স্পষ্ট নহে। প্রকৃত বিষয়ে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার একটা নিরপেক্ষ হিসাব প্রস্তুত করার কাজ খুবই কঠিন। তাহা হইলে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কলিকাতায় শ্রমিকের জীবনযাত্রা-ব্যয় বৃদ্ধি সম্পর্কে সম্প্রতি একটী বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া এ বিষয়ে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাইয়াছেন। নিত্য-প্রয়োজনীয় অনেকগুলি জিনিষের নাম করিয়া ঐ প্রবন্ধে ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসের তুলনায় গত জানুয়ারী (১৯৪৭) মাসে উহাদের মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করা হইয়াছে। আর সেই কারণ জানুয়ারী মাসের লোকের জীবনযাত্রা-ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ করা হইয়াছে। দ্রব্য-মূল্যের হ্রাস বর্তমানে কিছু হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও এখনও এই সময়ে লোকের জীবনযাত্রা-ব্যয় যে পূর্বের তুলনায় কিরূপ বেশী দাঁড়াইয়াছে এবং উহা যে তাহাদের ক্রয়ক্ষমতার কিরূপ দুরবস্থার কারণ হইয়াছে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' প্রবন্ধ হইতে তাহার একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়।

তাহাদের নিত্যব্যবহার্য জিনিষগুলির মধ্যে চাউল, আটা, ময়দা, ঘৃত, চিনি ও কেরোসিন তৈল এ পর্যন্ত সরকারী কোন প্রকার আয়ত্তে আসিয়াছে। বর্তমানে এগুলি বিভিন্নরূপ পরিমাণে এ সমস্ত দরিদ্রশ্রেণীর লোকদের সরবরাহ করা হইতেছে। সরিষার তৈল, লবণ, ময়দা ও বস্ত্র সরকারী কোন প্রকার আয়ত্তে না আসিলেও এই সমস্তের মূল্য বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। ফলে ১৯৩৯ সালে এই সমস্তের দর যাহা দাঁড়াইয়াছিল সে তুলনায় বর্তমানে তাহা অনেকাংশে কম দরে বিক্রীত হইতেছে। কিন্তু কম কিছু হ্রাস পাইলে কি হইবে ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসের অবস্থা বিবেচনা করিলে তাহা এখনও বেশ চড়া বলিয়াই মনে হইবে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রবন্ধে পূর্বের তুলনায় এই সব জিনিষের বর্তমান বিক্রয় দরের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ—

জিনিষ	১৯৪০ জানুয়ারী	১৯৪৭ জানুয়ারী	শতকরা বৃদ্ধি
চাউল প্রতিমণ			
উৎকৃষ্ট "	৫৷৷০		২৯৫
মাঝারি "	৪৷৷০		৩৪৫
মোটা "	৩৷৷০		৩৭১
আটা	৫৲	১৫৷৷০	২৫০
ঘৃত প্রতি সের	৷৷০	৷৷০	১০৬
সরিষার তৈল প্রতি সের	১৫৲	৪৷৷০	৩৩৩
ময়দা "	৷৷০	১৷৷০	৩৭১
কেরোসিন (বোতল)	৷৷৹	৷৷৹	১০০
মুদী-মোটা ১ খানি	৯৲	১৷৷০	৩৩৩
মুদী-মিহি ১ খানি	১৷৷০	৩৲	৩০০

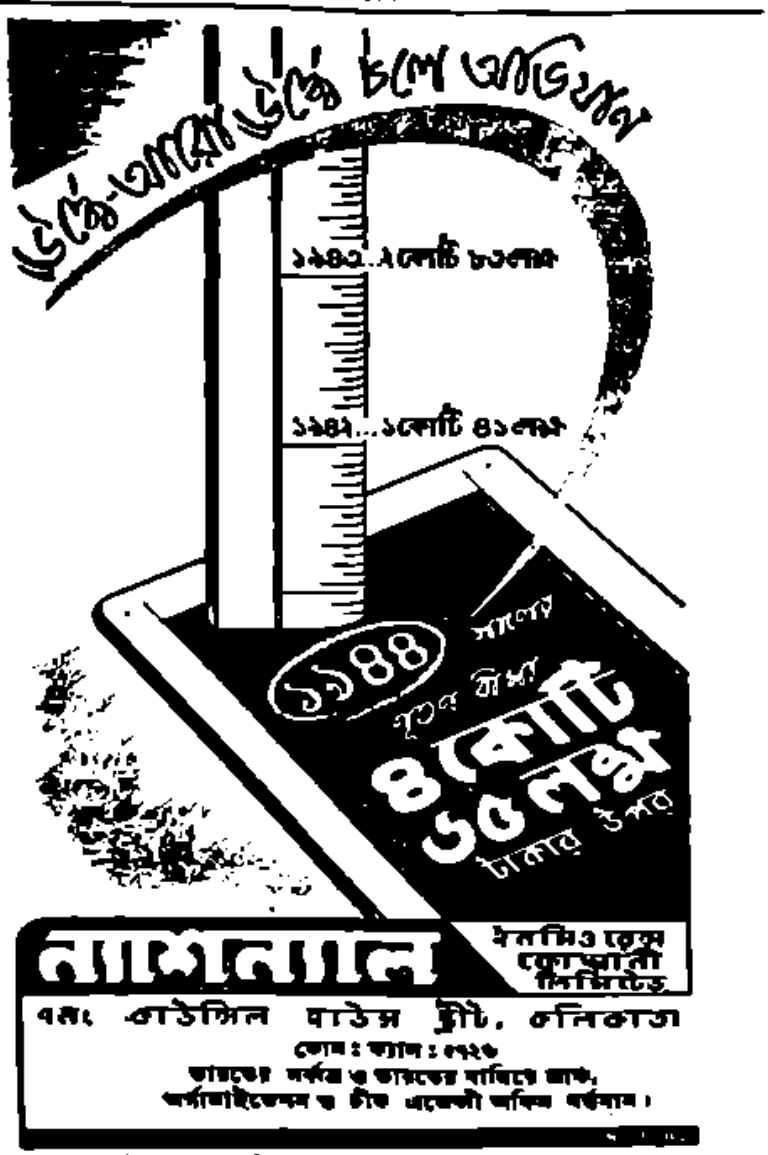

জিনিষ	১৯৪০ (জানুয়ারী)	১৯৪৫ (জানুয়ারী)	শতকরা বৃদ্ধি
আটা ১ সের	৵	৶৩	৩০০
মুসুরী "	৵	৶৩	৩০০
মুগ "	৵	৶৩	৩০০
ছোলা "	৵	৶৩	৩০০
অড়হর "	৵	৶৩	৩০০
খেসারী "	৵	৶৩	৩০০
মটর "	৵	৶৩	৩০০
তরকারী সের—			
আলু "	৵	৶০	৩০০
বেগুন "	৵	৶০	৩০০
ঝিঙেটা "	৵	৶০	৩০০
লাউ "	৵	৷০	৪০০
শিমাল "	৵	৷০	৪০০
কাঁচকলা "	৵	৶০	৩০০
মাছ সের			
রুই "	৷৷০	৸৵	২০০
ইলিশ "	১৷০	৩৷	২০০
রুই (বড়) "	৸৵	৷৷	২০০
পোয়াল "	৷৵	৷৷০	৪০০
চৌরা "	৷৷	৸৵	২০০
বাজুস "	৷৷	৸৵	২০০
পুঁটি "	৷০	৷৷	৪০০
দুধ সের			
গাঁয়ের দুধ "	৷৷	৸৵	২০০
কেরোসিন "	৷৷০	৷৷	২০০
ডিম (হাঁস) ১টি	৵	৶০	৪০০
ঘুঁটে—মণ	৷৵০	৩৷০	২০০
ঘী—সের	১৷০	৬৷০	৪০০

১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালে কলিকাতায় গড়-মূল্য বৃদ্ধির হার পরিবর্তন করিয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র উদ্যোগে এখানে অবস্থানরত দুইটি পরিবারের জীবন-যাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণ করা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার লেখক মন্তিষ্কালোচনা করিয়াছেন, দুই জন লোক বিশিষ্ট একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে কলিকাতার থাকিতে হইলে কেবল প্রয়োজনোপযোগী খাদ্য ও বস্ত্র সংগ্রহ করিলেই চলে না, সাধারণতঃ তাহাদের পক্ষে একটি প্রয়োজনমূলক একটী বাড়ীর ব্যবস্থাও করিতে হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে সেইরূপ একটী বাড়ীর ভাড়া ছিল ৯০ টাকা। বর্ত্তমানে তাহা ৫০ টাকার বদ্ধ দাঁড়াইয়াছে। সেই বাড়ী ভাড়া ও চাউল, ডাল, আটা, ঘি ও দুধ প্রভৃতি খাদ্য প্রয়োজনীয় বস্তু ধরিলে ১৯৪০ সালের তুলনায় বর্ত্তমানে কলিকাতায় ৩ জন লোকবিশিষ্ট একটী মধ্যবিত্ত যুবক পরিবারের জীবনযাত্রা-ব্যয় নিম্নরূপ দাঁড়ায় :—

মধ্যবিত্ত পরিবারের (৩ জন লোকের)
জীবনযাত্রা-ব্যয়

	১৯৪০	১৯৪৫
বাড়ী ভাড়া	৯৲	৫৲
কয়লা—মণ	১৷০	৬৷৷
কেরোসিন (৩ গ্যালন)	৷৷০	৸৵০
ঘাঁড় আদ মণ	৵০	৷৷০
বিদ্যুৎ খরচ	৫৷০	৫৷০
চাউল—১ মণ	৫৲০	১৭৲০
আটা—আদ মণ	৫৲০	৯৲০
ডাল—১৷ পাউণ্ড	২৷৵০	৫৷৵০
তাল—১৷ সের	৷৷	৷৷০
তৈল—৩ "	৷৷৵০	৷৷০
ঘী—৷৷ "	৷৷৵০	৩৷৵০
মাখন—৩ "	৷৷৵০	৩৷৵০
দুধ—৷৷ "	৷৷৵০	৩৷৵০
চিনি—১০ "	৷৷৵০	৩৷৵০
মাংস—৩ "	৷৷	৩৷৵০
আলু—১০ "	৷৷০	৷৷০
মাছ—২৷৷ "	২৷৵০	৫৷৵০
তরকারি—৵০ সের	৷৷০	১৷৵০
মসলা	১৲	৩৲
মদ (গড়ে)	৫৲০	৮৲০
মোট খরচ	৯৩৲৵০	২৭৲৵০

(অর্থাৎ পূর্ব্বের তুলনায় ২০০% বেশী)

ঐ হিসাবে দুইয়ে পরিবারের সকল শ্রেণীর প্রয়োজনীয় খরচ ধরা হয় নাই। লেখক তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন আসিলে তাহাদের জন্য খরচপত্র ত দিতে হয়। ৩টী লোকবিশিষ্ট একটী পরিবারে চাকর না রাখিলেও চলে না। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রত্যেক পরিবারকেই মনোযোগ দিতে হয়। এই শ্রেণীর খরচ আজকাল কম নহে। তাহা ছাড়া অসুখ-বিসুখে ডাক্তার আনিবার ও চিকিৎসা চালাইবার খরচপত্রও আছে। নানা কারণে মেসে এখন অসুখ-বিসুখ খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। মেসগুলির চিকিৎসা বাবদ ব্যয়বহুল খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঔষধপত্রের দর ত সোণার কিন্তু সাধারণকে চড়া মূল্য দিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে হইতেছে। যুদ্ধের সময়ে যাতায়াতের খরচও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এই সব বর্দ্ধিত খরচপত্র মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রা-ব্যয় বৃদ্ধির হিসাবে ধরা হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত খরচ উপরোক্ত হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে কলিকাতায় ৩ জন লোকবিশিষ্ট একটী মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রা ব্যয় ১৯৪০ সালের তুলনায় বর্ত্তমানে শতকরা ৫০০ ভাগ না ছাড়াইলেও ঢের অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

জীবনযাত্রা-ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ সম্বন্ধে কলিকাতা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র উদ্যোগে এযাবৎ যে সকল লোকের আয় বৃদ্ধির কথা আলোচনা করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় জলকারখানার মজুরদের দৈনিক মাহিনার হার বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া তাহারা বর্ত্তমানে উপরোপরিভাবে মাগ্গি ভাতাও পাইতেছে। কাপড়ের ও বিড়ীদের রেজন মিলিয়াছে। সাধারণ শিল্পশ্রমিক ও চুলীদের পাওনার হারও বেশ কিছু বাড়িয়াছে। কাজেই যুদ্ধের সময় বর্দ্ধিত জীবনযাত্রা-ব্যয়ের চাপ তাহারা অনেক পরিমাণে বহন করিতে পারিতেছে। গাড়োয়ানী শ্রেণীর লোকেরাও ইহাদের বিশেষ অতিক্রম হয় নাই। যুদ্ধের সময় সকল শ্রেণীর ভিক্ষিওয়ালের ভাড়াটি ও মূল্য বাড়িয়াছে। ফলে গাড়োয়ানদের লাভের পথ অনেক দিক দিয়াই প্রশস্ত হইয়াছে। জীবনযাত্রা-ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ যাহারা সবচেয়ে বেশী বহন করিয়াছে তাহারা হইতেছে মেসের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণীর লোকদের নিজস্ব সাধারণ চাকুরী-জীবীর সংখ্যাই বেশী। যুদ্ধের সময়ে মাসিক বিয়া বহরপত্র মেসগুলি বাড়িয়াছে সে তুলনায় তাহাদের আয় তেমন কিছু বাড়ে নাই। চাকুরীজীবীদের বাড়িভাড়া বৃদ্ধির পরিমাণ অবশ্য অনেক স্থলে ৫০ ভাগে গিয়া থামিয়া গিয়াছে। সুতরাং ৩০ ভাগের বেশী মাগ্গি ভাতা প্রায় কোথাও মিলিতেছে না। ফলে এই দুর্দ্দিনের বাজারে যে স্থলে লোকের জীবনযাত্রা-ব্যয় শতকরা ৫০০ ভাগের ঢের বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে সেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় পূর্ব্বের তুলনায় বড় জোর ৫০ ভাগ বাড়িয়াছে বলা চলে। এই অবস্থায় মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকদের দুঃখকষ্টের আজ সিমাছাই অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। জীবনযাত্রা-ব্যয়ের সহিত আয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া অনেক আত্মীয়স্বজন যথেচ্ছ খরচপত্র হ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেক পরিবারে চাকর রাখার রীতি বন্ধ হইয়াছে। বায়স্কোপ ও থিয়েটার বাবদ যে সামান্য অর্থ ব্যয় করা হইত তাহা বন্ধ দেওয়া হইয়াছে। ছেলে-মেয়েদের জন্য শীতবস্ত্র দুধ-ব্যয় বিলাসিতার নিদর্শন বলে হইতেছে। অসুখবিসুখ হইলে ডাক্তার ডাকা বা ঔষধ কিনিয়া খাওয়ানো পরিবারের ও বন্ধ পরিবারে পুরীষের বাহ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাদেওয়া আজ সেখানে দেখা দিয়াছে। ফলে অসহায়ের মোটামুটি অসন্তুষ্টি আজ সকল দিক দিয়াই প্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে। অসন্তোষ বহিঃপ্রকাশের ও অভাবমোচন লোকের জীবনী-শক্তি অস্তরালে বন্ধ হইয়া যাইতেছে। চাকরিজীবি লোকের প্রকোপন করিয়া তুলিয়াছে। অন্য বন্ধ অসুস্থ ও অসুস্থ শিক্ষকের অভাবনায় দেহ আজিও ক্ষতিকর, সম্প্রতি ছাত্র ধর্ম্মঘটের ভাব আসাইয়া তুলিয়াছে। দেশের অধিকাংশ কল্যাণ দেখিতে হইলে জীবন-যাত্রার বর্দ্ধমান মূল্যের চাপ হইতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার প্রয়োজন আজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করিতে হইবে।

দি ব্রেডিয়েন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

ফোন—কলেজ ৪৪৯১ স্থাপিত—১৯৩৮ টেলি—ব্রাড্‌ব্যাঙ্কিক

ব্রাঞ্চ অফিস—৩০।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা—বাবুবাজার (ঢাকা) বড়বাজার (কলিকাতা)

ডি, এম, চাকলাদার—ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এম, সেন, এম, বি-এল, ব্যাঙ্কিং ডিরেক্টর।

ক্লিয়ারিং

এর সকল প্রকার সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

টেলি—SHILLBANK : : ফোন। শিলং—১৩৬

কলিকাতা শাখা—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলি—BANK SHILLO : : ফোন : এজ—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রীসতীন চৌধুরী, বি-এ, এ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার, কলিকাতা ব্রাঞ্চ।

শ্রীহরিসাধন দত্ত, বি-এস, আর-এ, এফ্‌-আই-এস্‌-এ, এফ্‌-আর-ই-এস্‌ (লণ্ডন), ম্যানেজার।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কর্পোরেশনের বাজেট—গত শুক্রবার (৯ই ফেব্রুয়ারী) কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট উপস্থাপিত করিয়া কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত সৈয়দ নৌসের আলী-সাহেব তাঁহার বিবৃতিতে ১৯৪৮-৪৯ সালের কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেটের মোট হিসাব বিশ্লেষিতভাবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন :—মোট আয়ের পরিমাণ ২,৭৯,৫৪,০০০ টাকা ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২,৯৪,৯৯,০০০ টাকা। ঘাটতির পরিমাণ ১৫,১৫,০০০ টাকা। ১৯৪৮-৪৯ সালের প্রারম্ভে কর্পোরেশনের নিকট যে তহবিল থাকিবে, তাহার মোট হিসাব ৫৯,৭০,০০০ টাকা। ঘাটতি মিটাইয়া বৎসরান্তে কর্পোরেশনের নিকট যে উদ্বৃত্ত তহবিল থাকিবে, তাহা হইতেছে ২,৫৫,০০০ টাকা।

ভারতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের পরিকল্পনা—পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে যাঁহি নির্ভারক কমিটির এক সভায় উপরোক্তলাপে সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের জন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ডাঃ বি আর আম্বেদকর বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ-বিরতির পরে বৎসরান্তে প্রতি ভারতে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটা বিশেষ ঋণাদি সরবরাহের ব্যবস্থা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সর্বভারী ঋণাদির মূল্য প্রায় ৪০ কোটী টাকা। উক্ত ঋণাদি দ্বারা ভারতব্যাপী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ভারতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমান ৬৪ লাখ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তাঁহা আশা করা যায়। তাঁহা আরও বলেন যে, ভারতের অবর্তমান চাহিদার তুলনায় উক্ত ব্যবস্থা অতিরিক্তমাত্র হইলেও ভারতের বার্ষিক বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে এই বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাসের কারণ উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বর্তমানে ভারতের উপর নির্ভর করিয়াই উক্ত পরিমাণ কোটি টাকার ঋণাদি দেওয়া হইবে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কলিকাতায় দোকান খোলার উদ্যোগ—বাণিজ্যিক ব্যবস্থা প্রসার, ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও বাণিজ্যিক সরবরাহ বিভাগ সম্প্রতি কুলা বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় কয়েকটী দোকান খোলার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সমস্ত দোকানে প্রসাধন-দ্রব্য, কৃত্রিম পাত্র, ছুরি, কাঁচি, ফ্রেম, কলম, বাক্স ও কাটলেস সেট প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য পাওয়া যাইবে। ভারত বিক্রয়-সরবরাহ সংস্থা হইতে এই তালিকা ভারত সরকার করিবেন। কলিকাতার বিভিন্ন স্থানের যে সমস্ত মুসলিমীয় ব্যবসায়ী গবর্ণমেণ্টের সরবরাহে এই সমস্ত দোকান চালাইতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহাদিগের আবেদনের ভিত্তিতে সরবরাহের ডেপুটি ডিরেক্টার জেনারেল মিঃ এম্‌ ই মহিত আলোচনা চালাইতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ব্যবসায়ে প্রবেশের অধিক লোভ উপযোগ প্রদর্শনের পাছে সেই উদ্দেশ্যে এখনকার এখনকার কে পরিমাণ দান দাইতে পারিবে, তাহা হয়ত বিবেচিত থাকিবে।

বাটলস কাটলেসের প্রস্তাবনার চেষ্টা—বাটলস কাটলেস এজেন্সীসী বোর্ডের চেয়ারম্যান স্যার আরদেশির দাস সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, বার্কিন কোম্পানী অধিক ভারতীয় নিয়ন্ত্রণবিধী প্রস্তাব করিবার জন্য আন্তর্জাতিক ট্রেডিং এজেন্সিগুলির ও বাটলস কাটলেসের সহিত এক আলোচনা চলিতেছে। অন্যের ও মুক্তবাজারে অন্য বাজারের ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাদের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা লোমিনারা যে বাটলস ১৯৪৮ সালে ব্রাজিলাই ও আমিলেনিয়াসে বাটলস কাটলেসের প্রসার ঘটাবে করেন। তাঁহার বাদ আরও আছে, ভারতীয়, ইংলেন্ড ট্রিনিটি, সেনাপিন, মেক্সিকো ও ইংরেজ-ইন্ডেন্ট্রিজ-ব্যবসা সম্পর্কে ভারতীয় বিভাগ বন্ধ ভারতীয় প্রস্তাবিতের বিকট হইতে সম্প্রতি অনেক সরবরাহ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত সরবরাহের কথা হইতেছে বাটলস কাটলেসের এই প্রস্তাবনার অনেকগুলিকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রদান করিবেন। পরীক্ষা সফল হইলে তাহা-তালিকা স্থায়ীভাবে প্রদান করা হইবে এবং বিদেশীয় সংস্থাও সৃষ্টি করা হইবে বলিয়া তাঁহার বাদ জানাইয়াছেন।

বস্ত্র ও সুতা বিক্রয় অনুসন্ধান—গত ১লা ফেব্রুয়ারী অতিরিক্ত থেকেই বস্ত্র ও সুতা বিক্রয়ের আদেশ সংশোধিত করা হইয়াছে। উক্ত আদেশ অনুসারে বস্ত্র ও সুতা বিক্রয়ের এজেন্টদের যেন বস্ত্র বা সুতার সর্বোচ্চ মূল্যের উপর প্রতি একশত টাকার আট আনার বেশী কমিশন লইতে পারিবে না।

বস্ত্রের উন্নয়ন চেষ্টা—কলিকাতার বস্ত্র অনুসন্ধান উন্নয়নকল্পে অধিনস্থে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তাহা বিবেচনা করিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট যে এক হয় কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, অন্যের পরিধেয় বাজার অন্যান্য পাকিবে। অন্যের বাজার যাহে ফেরের ব্যবস্থা থাকিবে। যাবার অন্যের প্রস্তুত ব্যবস্থা থাকিবে এবং যাবের অন্যের ব্যবস্থাদির অন্যান্য করিতে হইবে। যাহা পারস্পরাগতভাবে ব্যবস্থা আরও উক্ত করিতে হইবে। ব্যবিক্রয়ের এবং কাপড়ের বস্ত্র বাজারগুলির সমস্ত ফেরফারি পরিবার রাখিতে হইবে। বাজার যাহে সমস্ত অন্য নিকাশের পাশ্চিম ফ্রেমের জন্য বন্দোবস্তের যে পরিকল্পনা কলিকাতা কর্পোরেশনের বিবেচনাধীন আছে, তাহা শীঘ্র সম্ভব আরা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, আবহাওয়ার বিভাগ এবং অন্যান্য বিভাগের সহযোগিতায় এই সুপারিশগুলি বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে।

বাস্ত্র অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা—ডাঃ এইচ্‌ কে বসু সম্প্রতি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, বাংলাদেশে বাস্ত্রের সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা নাই। তাঁহার মতে এই অবস্থাবাই বাস্ত্রের নতুন অনুসন্ধানের কারণ। গবর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণের সাহায্যপ্রার্থী হইলে উক্ত অবস্থার অধিকাংশ দূর করা সহজসাধ্য হইত বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা মন্তব্য করেন। এই সম্পর্কে টাকা জোগাড়ের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁহা বক্তৃতা বিশ্লেষণভাবে উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে টাকা জোগাড় বাস্ত্র অধিক দিন বাধা যায়। ইহাতে বাস্তের বিভাবিক-প্রতি নষ্ট হয় না।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের টেকনিক্যাল শিক্ষা বোর্ডের সুপারিশ—মিঃ কলমুদ রহমান, এম-এল-এ সভাপতি কমিটি বাংলা গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে টেকনিক্যাল শিক্ষা কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই কমিটির রিপোর্টে বাংলাদেশের শিল্পোন্নতি ও শিল্পশিক্ষার নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য স্থায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা হিসা একটি টেক্নিক্যাল বোর্ড প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হইয়াছে। টেকনিক্যাল শিক্ষাদানের জন্য বর্তমানে যে সকল প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, সেগুলির সাহায্য, অতিরিক্তগুলি নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং একটী কেন্দ্রীয় বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনেরও উক্ত রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছে। কমিটির বিভিন্ন প্রস্তাব কার্যকরী হইতে যে ব্যয় হইবে, তাহার বিস্তৃত হিসাব-তালিকা প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয় বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাথমিক ব্যয় ৮১ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ব্যয় ৯ লক্ষ টাকা ধরা হইবে।

ইক্ষু চাষের অবস্থা—১৯৪৮-৪৯ সালের সংশোধিত হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতে মোট ৩৫ লক্ষ ৩১ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। অথচ, ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে মোট ৩৮ লক্ষ ২৪ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল।

"••• প্রখর শীতে জর্জ্জর
ঝিমানী-মুখর রাতি।"

শুধু শীতে জর্জ্জর নই—
খোস-পাঁচড়ার অসহ
যন্ত্রণায়ও যে জর্জ্জর।

—তাই চাই রক্তপরিষ্কারক অব্যর্থ টনিক—

হিমো-সার্সাপ্যারিলা

- চর্মরোগ
- রক্তদোষ
- রক্তস্পন্দতাসহ বাতব্যাধি
- সিফিলিস প্রভৃতি হইতে

সুনিশ্চিত নিষ্কৃতি দেয়।

হিমো-সার্সাপ্যারিলা ক্ষুধা, রক্ত ও বায়ুশক্তি
বৃদ্ধির সহায়তা করে।
সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

ঘোষণাপত্র

এরিয়ান পেপার মিলস্ লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অনুমোদিত ও বিলিকৃত মূলধন—৫০,০০,০০০৲ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা

প্রতি খানি ১০৲ মূল্যের ৩ লক্ষ ৫০ হাজার অগ্রিমাধী পেয়ার ও প্রতি খানি ১০০৲ টাকা মূল্যের (গড়পড়তা বার্ষিক ৬৲ টাকা মুদের আরুকুল্যযুক্ত কিউমুলেটিভ) ১৫ হাজার প্রেফারেন্স পেয়ারে বিভক্ত

বিলিকৃত মূলধনের মধ্যে ৮০ হাজার অগ্রিমাধী পেয়ার ও ২ হাজার প্রেফারেন্স পেয়ার কোম্পানির ডিরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেন্টস, তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের নিকট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এবং বাকী ২ লক্ষ ৭০ হাজার অগ্রিমাধী পেয়ার ও ১৩ হাজার প্রেফারেন্স পেয়ার বর্তমানে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের নিমিত্ত উপস্থিত করা হইতেছে। জনসাধারণের নিকট বিক্রয়যোগ্য পেয়ারের জন্য যের টাকা নিম্নলিখিতভাবে জমা দেওয়া হইবে :—(১) প্রতিখানি অগ্রিমাধী পেয়ারের জন্য—আবেদনের সহিত ১৲ টাকা, পেয়ার বিলির একমাসের মধ্যে ১৲ টাকা, অন্যূন ৩ মাসের ব্যবধানে ২৲ টাকা হিসাবে তাগিদী সমান কিস্তিতে বাকী টাকা। (২) প্রতিখানি প্রেফারেন্স পেয়ারের জন্য—আবেদনের সহিত ১০৲ টাকা এবং পেয়ার বিলির ৭ দিনের মধ্যে বাকী টাকা। পেয়ারের জন্য প্রত্যেক আবেদনের সঙ্গে অগ্রিম কি হিসাবে ১৲ টাকা দিতে হইবে। বাজলায় অবেক্ষ ইক কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রসপেক্টাস দাখিল করা হইয়াছে বলিয়া তাহার পরিবর্তে এই ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইল।

ম্যানেজিং এজেন্টস্

মেসার্স এরিয়ান ম্যাণ্ডার্স এজেন্সি,
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অডিটর্স

মেসার্স এইচ বি বাস এণ্ড কোং,
ইয়ংহাসবেণ্ডেড এ্যাকাউণ্টেণ্টস্,
১১১, আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা।
এবং
মিঃ এস কে সেন
সেক্রিটারী এণ্ড ট্রেজারার, ১৮২, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ব্যাঙ্কার্স

দি ন্যুশিন্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা।

ব্রোকার্স

মেসার্স মেসার্স পেয়ার কিনার্স সিকিউরিটী লিঃ—১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

সলিসিটার্স

মেসার্স বসু এণ্ড সেন,
"চেম্বার্স অফ লেস"
৯, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এবং
মিঃ এস এন সেন
৯, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য

সিমিবিয়ার ও রাসিবার কাগজ, মিক্সড মিল্‌ড, রাসিং ও ষ্টীম পেপার, বলাটের কাগজ, ফিল্টার ও এ্যাসিড পেপার, আই পেপার, আইভরি ফিনিশ কাগজ, কোটেড পেপার, প্যাড অথবা বহু পেপার, বাবারী, সিলন বা তদ্রিজাতী তদ্রুপ কাগজ, গাইডেন্স পেপার, কার্ড্‌স পেপার, কাগজের মাইনিং বেড়া কাগজ, আসমানী এবং রঙীন তদ্রুপ পেপার ও টিস্ পেপার, ব্রীফ এন্স অথবা আয়ন পেপার, হাতে তৈয়ারী কাগজ, পার্চমেণ্ট ষ্টুয়ার পেপার, ব্লাটিং ও ম্যানিলা পেপার, ষ্ট্রেন্থিং ও মেজার পেপার, বাদের কাগজ, ওয়াটারপ্রুফ কাগজ এবংবিধ সর্বপ্রকার কাগজ এবং বোর্ড, কার্ড বোর্ড, ষ্ট্রী বোর্ড, প্যাস্ট বোর্ড, মেজার বোর্ড, ফিল্ম বোর্ড, ফরোসেটেড বোর্ড, ওয়া বোর্ড, পোষ্ট কার্ড এবংবিধ সর্বপ্রকার বোর্ড ও প্যাস (মণ্ড) তৈয়ারী এবং বিক্রয় করিবার জন্য এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবাছে।

ভবিষ্যৎ

বিদেশ বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের চাহিদা অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। আর ভারতবর্ষে যে সব কয়েকটী কাগজের কল রহিয়াছে উহা হইতে বর্তমান চাহিদার সামান্যতম অংশও পূরণ হয় না।

কারখানাটির অবস্থান ও জমি

মিল স্থাপন ও কাগজ প্রস্তুতের জন্য সাধন খাল ও অন্যান্য পানের চাষের জন্য তরাই-ধনি অঞ্চলে ইতিমধ্যেই ৩০০০ বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়াছে। মিলের যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও মিল সম্পর্কিত যাবতীয় নির্মাণ কার্যের ভার প্রধানতঃ এডিনবরার মেসার্স বেলস বাদ্রাস এণ্ড সন্স লিঃ-এর হাতেই এবেন্ট মেসার্স ইকোরেল্লাবাদ (ভারতীয়) লিঃ-এর নিকট প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত টাকার জন্য দেওয়া হইয়া গিয়াছে। মেসার্স বেলস্ বাদ্রাস কাগজের কল সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও উহার নির্মাণ কার্যে বিশেষ পারদর্শী। তাঁহারা ষ্টীমচালিত পেপার মিলের এবং কাগজবাবার যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও নির্মাণ কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞতার সহিত উহার নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই মিল চালু হইলে উহা হইতে বৈদিক ৯০ টন করিয়া ব্যবহারোপযোগী কাগজ প্রস্তুত হইতে পারিবে।

কাচ বোর্ড ও ট্রী বোর্ড তৈয়ারীর ব্যবস্থা

ট্রী বোর্ড ও কার্ড বোর্ড প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসা বন্ধুর করিবারি এবং অনুমোদনে এবটী বিশিষ্ট কাগজের সঙ্গে অধি সহর আলাপিবদে সম্পূর্ণ অগ্রাধিক সরবরাহ করিবার জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইতেছি।

সাধন খাল

কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রধান অত্যাবশ্যক সাধন খাল এবং অন্যান্য পানের চাষ পরিচালনা-বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যেই আরম্ভ করা হইয়াছে।

পরিচালনা

মেসার্স এরিয়ান ম্যাণ্ডার্স এজেন্সিকে ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সাধারণ সেয়ারের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে (চক্রবৃদ্ধি) ও প্রেফারেন্স সেয়ারের উপর শতকরা ৬ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড না দেওয়া পর্যন্ত ডিরেক্টরদিগকে কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে না।

লভ্যাংশ

মূলধনের অন্যান্য স্থাপনের মূলে কোম্পানী সাধন খাল, অন্যান্য পান (মণ্ড), কার্ড বোর্ড এবং ট্রী বোর্ড বিক্রয় করিয়াই লভ্যাংশ দিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

সেয়ার বিক্রয়ের প্রণালী

কোম্পানীর অগ্রাধিক সেয়ার বিক্রয়ের জন্য এতিষ্ঠানিকানী এজেন্ট আছেন।

সেয়ার বিক্রয়ের জন্য আবেদন

সেয়ার বিক্রয়ের জন্য আবেদন সরাসরি কোম্পানীর নিকট অথবা উহার ব্রাঞ্চের অথবা ব্রোকারের নিকট পেশ করিতে হইবে।

অনিবিষ্ট ও বিক্রয়ের দ্বারা মূলধনের যে অংশ আসিবে বলা যায় না বলিয়া কোম্পানী মনে করেন, মূলধনের সেই অংশ নিম্নে লিখিতভাবে পরিশোধ করিতে হইবে, যেসময়ে এই সর্তেই কোম্পানী সরকার এই সেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। নিম্নলিখিতভাবে সাধারণ টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করার সময় কোম্পানী সরকার (কোন বৈদেশী রাজ্যের স্থায়ী নাগরিক থাকিলে রাজস্বসচিবালয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া) বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, উক্ত টাকা তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে কি না এবং এই সময়ে প্রকাশিত যে কোন নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিব্যবস্থার সহিত সমতা রাখে এমন কোন উদ্দেশ্যেই টাকা তুলিয়া লওয়া হইতেছে কি না এবং উহাদের সন্তুষ্ট হইলে তবেই উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত পরিচালকগণকে জানানো যাইতেছে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা তাহাদের পরিচালনা এতদ্বিষয়ে প্রচারিত কোন পরিচালনার আর্থিক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অথবা নিয়ন্ত্রিত বন্ধুত্বতা সম্বন্ধে কোন বাধিত প্রদান করিতেছেন না।

ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন—ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় ফেডারেশনের কোন কোম্পানীর কি কি আবশ্যকতানুসারে ই আই ফেডারেশন কর্তৃক কার্যকরী এক্সপ্লোসিভ কমিটিকে তাহাদের প্রয়োজনীয় এক্সপ্লোসিভ বরাদ্দের দাবি জানাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

দিল্লী ট্রামওয়ে কোম্পানী—দিল্লী ট্রামওয়ে কোম্পানী তাহার ব্যবসা তুলিয়া দিবার জন্য দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে দিল্লী ট্রামওয়ে কোম্পানীর উপর মোটর আইন কমিটির সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। দিল্লীর ট্রাম কমিশনার গত বার বৎসর হইতে এই কোম্পানী কার্যে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বাংলার পাট-বহিরের সংখ্যা বিভাগ—এখানে বাংলা বর্ণমালার পাট-বহিরের সংখ্যা বিভাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী এপ্রিল মাস হইতে এই বিষয়ে কার্য আরম্ভ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আবশ্যক দ্রব্যাদির যোগানদারের জন্য অনুসন্ধান—আবশ্যক দ্রব্যাদির প্রাপ্তি সম্পর্কে যোগানদার নিযুক্ত করার জন্য আগামী ২৫শে মার্চ বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলার কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে পাঁচটি 'এক্সচেঞ্জ অফিস' খুলিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে : (১) ৪৬ ব্যাঙ্কস বোর্ড বিল্ডিং। (২) ক্যালিডোনিয়ান মিউজিয়াম, সেক্সপীয়র সরণী, কলেজ ষ্ট্রীট। (৩) ৩৫।১ বি এন এর মার্কেট, ধর্মতলা ষ্ট্রীট। (৪) ৪৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, ডালহৌসী। (৫) আগামী সরবরাহ বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলার কেন্দ্রীয়ভাবে অফিস, ইষ্টার্ন বিল্ডিংস, ৭১।১ নং লোয়ার সার্কুলার রোড।

এশিয়ার ভূতত্ত্বিক অবস্থা—সম্প্রতি দিল্লী ইয়ুকে এশিয়ার ভূতত্ত্বিক অবস্থা সম্পর্কে একটি বিরাট এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ, আরব রাষ্ট্রসমূহ, তুরস্ক, প্যালেস্টাইন, পাকিস্তান, চীন, কোরিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্যান্য ভূতত্ত্বিকদীর্ঘ দ্বীপপুঞ্জের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। দিল্লী ইয়ুকের ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসু গবেষণা ব্যুরোর উদ্যোগে এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ভারতের পক্ষ হইতে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ এম চক্রবর্তী।

ব্যবহারমূলক প্রাথমিক শিক্ষা—বিহার সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবহারমূলক করার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিহার শাসন পরিষদের শিক্ষাসচিব মহাশয় কার্য বেশী ইহার মধ্যে মাতৃভাষা এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদের মাতৃভাষা ব্যতীত শিক্ষা দেওয়া হইবে। আরও সম্পর্কে সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করিয়া শিক্ষা-সচিব বলেন যে, ছাত্রদের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্যান্য বিষয় প্রাথমিক ভাষায় কথা বলা হইয়া থাকে। এই সময়ে ভাষার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। উর্দু ছাত্রদের শিক্ষা-বিভাগের কথা হইয়াছে। 'উর্দু' ছাত্রদের মাতৃভাষা সরকারী ভাষা বলিয়া বিদ্যালয়ে উর্দু ভাষায় ছাত্রদেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

পাহাড় উপত্যকার তীর হইতে তৈল অনুসন্ধান—পাকিস্তান সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ, পাহাড় উপত্যকার তীরে নূতন তৈল উত্তোলন যন্ত্রপাতি ও পরিচালনার জন্য ৩ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত মঞ্জুরী প্রার্থনা করিয়া প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। মন্ত্রী প্রস্তাবে ত্রুটি বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা হইতে তৈল আহরণের যে লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে, উক্ত ব্যবস্থা তাহাদেই অংশবিশেষ বলিয়া প্রকাশ।

নিখিল ভারত পক্ষ-বিদ সম্মেলন—আগামী ২৭শে, ২৮শে ফেব্রুয়ারী এবং ১লা মার্চ দোমাইয়ে নিখিল ভারত পক্ষ-বিদ সম্মেলনের এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারতীয় পক্ষ-বিদ সমিতি এবং বিশ্বোত্তরিয়া বৃত্তিটী টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। ভারতের পক্ষ-বিদ সম্বন্ধে আগ্রহশীল সকল ব্যক্তিই ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—কর্ম্মবীর আশুমোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সেন্ট্রাল পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

১, শম্ভুনাথ পণ্ডিত লেন, হারিসন রোড, কলিকাতা।

আর্থিক নিরাপত্তার উপর স্থাপিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বি, এল, আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

বি মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

রিসার্চ স্ট্যাটিস্টিক্স কাউন্সিলের সুপারিশ—ইণ্ডিয়ান রিসার্চ স্ট্যাটিস্টিক্স কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাতে ১০ জন সদস্য লইয়া একটি রিসার্চ স্ট্যাটিস্টিক্স কাউন্সিল গঠন করিতে বলা হইবে বলিয়া প্রকাশ। এতদ্ভিন্ন আরও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০ জন প্রতিনিধি, শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার ২০ জন প্রতিনিধি ও ২০ জন সরকারী কর্মচারী লইয়া এই কাউন্সিল গঠনের কথাও বলা হইয়াছে। প্রকাশ, সরকারী কর্মচারীদিগের মধ্যে তাহাদ সর্বপ্রদেশের প্রতিনিধি ও দে-সরকারী বৈজ্ঞানিকগণও থাকিবেন। এই কমটি বহু বহু স্ট্যাটিস্টিকী তদন্ত করিবে। তদ্ভিন্ন ব্যাবসায়িক এবং পদার্থ বিজ্ঞানের স্ট্যাটিস্টিকীও থাকিবে। এতদ্ভিন্ন কলকারখানার উৎপন্ন এবং পণ্য টাকার বাজের উপর এক আলা হিসাবে টাকার বাজের প্রস্তাব করা হইয়াছে। তাহাদ সর্বপ্রদেশ দশ কোটী টাকা সাহায্যদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ভারতীয় রাজনগরে গবেষণামূলক কার্য্য ও শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণ করা হইবে এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদের কলকারখানাগুলিতে কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। কমিটির চেয়ারম্যান স্যার শন্মুখম চেটী বলেন তাহাকে কমিটির যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, সম্প্রতি বোম্বাইয়ের এক সভায় তাহার আলোচনা হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

তন্তুবায়দিগের দুরবস্থা—মাদারীপুর মহকুমা হইতে নির্বাচিত লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর পাকুড়ী সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেন, মাদারীপুর মহকুমায় ১১ হাজার তাঁত রহিয়াছে এবং এই সমস্ত তাঁতের সাহায্যে উপর পরিবার-পরিজনসহ ৪৪ হাজার তাঁতির জীবন নির্ভর করিতেছে। এই সমস্ত তাঁতকে চালু রাখিতে হইলে প্রতি মাসে ১৫৭৪ গাঁইট মোটা সুতার প্রয়োজন হয়। শ্রীযুক্ত পাকুড়ী আরও বলেন, গত দুই বৎসরে মাদারীপুরে সুতার যোগান প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে এবং সোনা, রাইট্রো সালফেট প্রভৃতি জিনিষ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। ফলে হাজার হাজার তাঁতীর কোন কাজই করা সম্ভব হয় নাই এবং অনাহারে তন্তুবায় পরিবার দুর্দ্দিন ও মহামারীতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। মাদারীপুর মিউনিসিপ্যালিটী এলাকার বাহিরে পাকুড়ি ও বালকান্দি গ্রামে ১৪৭টি তন্তুবায় পরিবার ছিল, তন্মধ্যে ১৪টি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত পাকুড়ী উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পাকুড়ী আরও বলেন যে, বর্ত্তমানে ১৪৭টি পরিবার অবশিষ্ট আছে এবং উহাদের মোট লোকসংখ্যা ৪৭২ জন। আলোচ্য দুইটী গ্রামে পূর্ব্বে আশীটি তাঁতে কোন কাজই বর্ত্তমানে হইতেছে না। উক্ত বিবৃতিতে মাদারীপুর সহরের বর্ত্তমানে ৭ শতটী তাঁতে কাজ বন্ধ রাখিতে হইয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত পাকুড়ী জানাইয়াছেন।

ভারতীয় শিল্পপতিদের অষ্ট্রেলিয়া পরিদর্শন—মাদারীপুর হইতে সম্প্রতি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত সরকার ৯ জন ভারতীয় শিল্পপতির অষ্ট্রেলিয়া পরিদর্শনে যাইবার জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিতেছেন। শীঘ্রই তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়ার পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়। অষ্ট্রেলিয়া পরিভ্রমণ কালে তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়ান্ সরকারের অতিথি রূপে থাকিবেন। অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষের শিল্পপতিদিগের মধ্যে সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনাই তাঁহাদের অষ্ট্রেলিয়া পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য। শিল্পক্ষেত্রে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া উভয় দেশই এখন এই প্রকারের অভিজ্ঞ সরকার সমুহীন হওয়ায় ভারতীয় এবং অষ্ট্রেলিয়ান শিল্পপতিদের মধ্যে এই সমবেশ আলাপের ফলে উভয় দেশই যথেষ্ট উপকৃত হইবে। এই শিল্পপতি দলে বাঙ্গালার কটনোপাধীয় স্যার প্রদ্যুম্ন সিং, বোম্বাইয়ের মিঃ লেভিস এবং কলিকাতার মিঃ আবদুল রহমান আসারী, আসানসোল সহরের মিঃ বি বিশ্বনাথ এবং কানপুরের শ্রীযুক্ত রামরতন গুপ্ত।

স্থাপিত—১৯৩১ ফোন : ক্যাল ৪৪৩৩

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চলতি হিসাবের সুদ ১%
সেভিংস্ আমানতের সুদ ২%

অনুমোদিত গ্রামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্, এস্, ব্যানার্জি

ফোন : ক্যাল ১৪৬৪-৬৫ তার : "Aryoplants"

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স

সিণ্ডিকেট লিঃ-এর

বিশুদ্ধ ফস্ফরিকেটেড শেলাক্স

১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত

সমমূল্যে পাওয়া যাইতে পারে।

করেকটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

- চিক ও শেয়ার ব্যবসায়ে এই কোম্পানীই ভারতের প্রথম যৌথ প্রতিষ্ঠান।
- শেয়ারের ক্রয়ের দালালি ছাড়া যাবতীয় লভ্যাংশ টাকা আর ছাড়াও কোম্পানীর
  (ক) চৌরঙ্গী ফোয়ারস্থিত নিজস্ব বাড়ীর ভাড়া হইতে এবং
  (খ) বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের ব্রাঞ্চসমূহ সিটী, ডেলিস-এর ম্যানেজিং এজেন্সির দেয় ও কমিশন হইতে অর্জ্জনে

তিন হাজার ও চল্লিশ হাজার টাকা ধার হইতেছে।

ব্রাঞ্চসমূহ সিটী, ডেলিস হইতে আর প্রতি বৎসরই অধিক হইবে আশা করা যায়।

- সম্প্রতি যে দুইটী ফোল্ কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি লওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও নিয়মিত লাভ আয় আশা করা যায়।
- ব্রাঞ্চসমূহের তিন বৎসরের মধ্যেই আমীদারগণ নিয়োজিত অর্থের শতকরা ১৮৲ লভ্যাংশ পাইতেছেন।

হেড্ অফিস

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি :— ভারতের সর্ব্বত্র

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি ভারতের সর্ব্বত্র

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"
—কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী—
চৌরঙ্গী ফোয়ার, কলিকাতা।

মূলধন

অনুমোদিত	...	২৫,০০,০০০৲
বিক্রীত		১৮,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত		১০ লাখের উর্দ্ধে

যে সমস্ত স্থানে কোম্পানির প্রতিনিধি নাই তথায় প্রতিপত্তিশালী প্রতিনিধি আবশ্যক।

পুস্তক পরিচয়

সেভিংস এণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া (Savings and Investment in India)—শ্রীঅনুকূল গুহ, এম-এ, প্রণীত। প্রকাশক—বিশ্বভারতী বুকসপিং লিঃ, ৭ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

শ্রীযুক্ত অনুকূল গুহ আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে ভারতের অর্থ সঞ্চয় ও সঞ্চয়-নীতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। স্বভাবতঃ বর্তমান এই ক্ষেত্রে কোথায়ও সঞ্চয়-সমস্যা সম্বন্ধে নীরবতা এবং এযাবৎকাল সঞ্চয়-নীতি খুবই জটিল, তবু আলোচ্য গ্রন্থে যথেষ্ট অনুসন্ধান দ্বারা তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক ভারতে সঞ্চয় ও সঞ্চয়-নীতির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়া লেখক দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিশ্লেষণ। পুস্তকের কাজে পরিশিষ্টে ইহাতে লেখকের যে সকল পরিকল্পনা যোজিত হইয়াছে সেগুলি আরোচনা করিতে হইলে লেখকের সঞ্চয়-সমস্যা বৃদ্ধির বিষয়ে আরোচনা আসে এবং সে সম্বন্ধের আলোচ্য গ্রন্থের লেখক কুণ্ঠাবোধ আলোচনা করিয়াছেন। এই লেখাটি কাহার কাল পূর্বে যখন 'বিশ্বভারতী' পত্রে প্রকাশিত হয় তখনই আমরা ইহার বিষয়-বস্তুর কথা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। বর্তমানে প্রকাশটী পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইতে দেখিয়া আমরা আরও আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত গুহনিয়োগী সরকার বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কাছ হইতে অর্থনীতিবিদের ভূমিকা লাভ করিয়া গ্রন্থখানির মূল্যবান আরোও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা আশা করি, এই পুস্তকের সঞ্চয় ও সঞ্চয়-নীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল সমস্যার সরল ও তথ্যবহুল আলোচনা সমস্ত পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

ভারতের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণমার—ভারত-সরকার নিযুক্ত মুদ্রাস্ফীতি তদন্ত কমিটি "ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস" পত্রিকায় বলেন, মুদ্রাস্ফীতি কালে আয় বৃদ্ধি হইতে যাহা অনুপার্জিত আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে এবং হইতে সামাজিক ব্যয় লোপ করিতে হইবে। ভারতের শিল্প-প্রসারের জন্য ও আয় স্থায়ী বৃদ্ধির জন্য স্থায়ী কর আদায় মূলা হিসাবে ভারতে আয় আয়কারী করিতে হইবে। উক্ত পত্রিকা আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভোট মুদ্রাস্ফীতি ক্রমে ক্রমে ভারতীয় মানের একটী বড় সমস্যার হইয়া উঠিতেছে। উক্ত পত্রিকার মতে শিল্পপ্রসারের সকলো মানের জন্য আজ বহু অর্থের প্রয়োজন।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

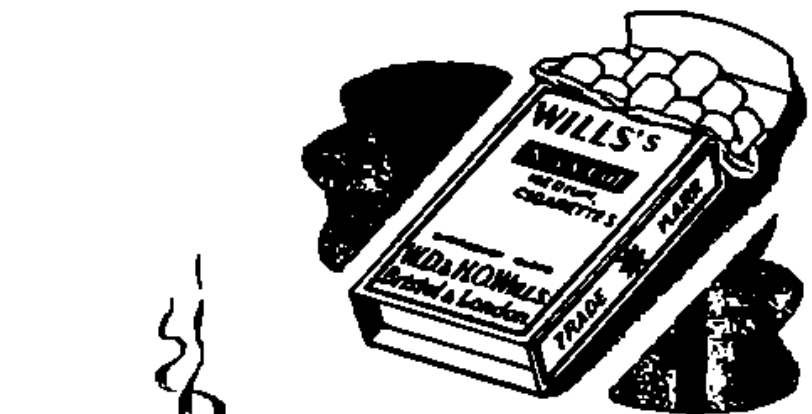

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এশিয়াটিক পেপার মিলস্ লিঃ

সম্প্রতি এশিয়াটিক পেপার মিলস্ লিমিটেড নামক একটী নূতন কোম্পানী সম্বন্ধে একটী ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৪০ লক্ষ টাকা। উহা ১০ টাকা মূল্যের ৩ লক্ষ ১০ হাজার সাধারণ শেয়ার ও ১০০ টাকা মূল্যের ১৫ হাজার ডিবেঞ্চারে বিভক্ত। এই কোম্পানীর উদ্যোক্তারা এখনই ৯৫ হাজার ও হাজারের বিনা অধিকারে বিক্রয় করিয়াছেন। ঐ স্থানে প্রস্তাবিত কাগজের কলটী স্থাপন করা হইবে। ঐ কলে বৎসরে ৯০০ টন কাগজ প্রস্তুত করাই কোম্পানীর উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষে কাগজের অভাব সর্বদা প্রয়োজনের তুলনায় অল্পমাত্র। এমতাবস্থায় কলমূল্যের উপর কাগজ ব্যবসা লোকের চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হয় না বলিয়া এতদিন প্রচুর পরিমাণ কাগজ বাহির হইতে আমদানী করিতে হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে সেই আমদানীর পথে অসুবিধা ঘটী হওয়ায় এখনে কাগজের ব্যবসায় সম্বন্ধে বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ-নীতি বলবৎ করিতে হইয়াছে। কাগজের মূল্যও পূর্বের তুলনায় অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। এমন অবস্থায় একটী নূতন কাগজের কল স্থাপনের জন্য বর্তমানে এশিয়াটিক পেপার মিলস্ কোম্পানীটী স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার উদ্যোক্তারা ইতিমধ্যেই কারখানার উপযোগী অধিকাংশ জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। বর্তমানে দেশে কাগজের যেরূপ চাহিদা রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সেই চাহিদা আরও যেরূপ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে তাহাতে এই কোম্পানীটী উপযুক্ত শ্রেণীর কাগজ প্রস্তুত করিয়া সহজেই লাভ দেখাইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। মেসার্স এশিয়াটিক ব্রোকার্স এজেন্সি এই কোম্পানীটীর ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। এই ম্যানেজিং এজেন্সী কাগজের উদ্যোক্তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বহু সাফল্য অর্জন করিয়াছেন তাহাতে ইঁহাদের পরিচালনায় এশিয়াটিক পেপার মিলস্ লিমিটেডের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে অন্তরায় হইবে সন্দেহ নাই। কাজেই দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া দেশের কাগজ-শিল্প প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিতে ও লাভজনক বিনিয়োগ দ্বারা নিজেদের লাভের পথ প্রশস্ত করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী দুর্গাচকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের একটী নূতন অফিস খোলা হইবে। সম্প্রতি কটক হইতে এই ব্যাঙ্কের একটী শাখা খোলা হইয়াছে।

টাঁদপুর ফুডেল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার টাঁদপুর ফুডেল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কোয়েলপাড়ী শাখার উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক প্রমথনাথ বসিক এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। সভাপতি মহাশয় উহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখানে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অনুকূল বলিয়া উল্লেখ করিয়া আশা প্রকাশ করেন যে, এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ব্যবসায়ী মিঃ এস আর দাস মহাশয়ের কুশলিতায় ও অন্যান্য অধিকারে টাঁদপুর ফুডেল ব্যাঙ্ক লিমিটেড আরও উন্নতিলাভ করিবে। এখন ব্যবসা পরিচালনের ডেপুটী সাঁকার নৈরেন আলামুদ্দিন বারলেখী, বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী মিঃ নামদুদ্দিন আহমদ, বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী রায় বাহাদুর বারেন্দ্রলাল খাঁন, কলিকাতার ভূতপূর্ব শেরিফ নৈয়দ নওসেরআলী ও অন্যান্য অনেকেরই বক্তৃতা ব্যাঙ্কটীর উন্নতি কামনা করিয়া সভার বক্তৃতা করেন। বহু গণমান্য ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উদ্বোধন-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের অভ্যুদয়ে সকলের আন্তরিকতাপূর্ণ শুভ-ইচ্ছায় আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টায় আশাতীত হইবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার বেঙ্গল কেমিক্যালের পাবলিসিটির ব্যবস্থার পরিচালনের সুব্যবস্থা উদ্দেশ্যে মহাশয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশবাসী সাত দুই সহস্র কর্মচারী একসঙ্গে শ্রীবিজয়োৎসবে যোগদান করেন এবং সভার সভা কর্মচারিগণ কর্তৃক 'কর্মপুষ্প' লাইব্রেরী অভিনীত হয়। সভাপতি বেঙ্গলকেমিক্যাল 'বেঙ্গলী সন্স' উহার বাস্তবিকের ভবিষ্যৎ সকলকে পরিচয় করেন। সভায় যাহারা উপস্থিত হইয়া কর্মিবৃন্দের উৎসাহ বর্ধন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডিরেক্টর মেসার্স ডেভেলপমেন্ট মিঃ পি সি রায়, মিঃ ও বিশেষ এস সি সেন, রায় বি এন মিত্র, ডাঃ সি সি রায়, মিঃ ও বিশেষ কে বি বিশ্বাস, মিঃ এস রায়, মিঃ আর এস ঘোষ, মিঃ এস সি সেন, মিঃ এস অধিকারী ও মিঃ এস এস চ্যাটার্জি প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার কুমারি-চৌধুরী মিঃ আর এন রায় উহার সহ-কর্মীদের সহিত সমবেত অধিবিবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

মনোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় মনোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রথম কার্যালয়ের উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবসেই ১৩৯টী হল খোল,

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯১২ ইং

জ্ঞাবিত	৮,৫০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী তহবিল	৯,৫০,০০০,০০ টাকার ..

কলিকাতা অফিস :—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯ বি, বহু রোড, ২১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২১৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

ঢাকায় শাখা :—বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে।

বিদেশী এজেন্সী :—লণ্ডন এজেন্টস্ :—বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ

আমেরিকা এজেন্টস্ :—গ্যারান্টী ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক

অষ্ট্রেলিয়া এজেন্টস্ :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—রায় এস বি সরকার, এম-এ, বি-এল, সি-আই-ই (ইংলণ্ড) লণ্ডন, বার-এ-ল

পোষ্ট বক্স নং ২০৪৪ কলিকাতা

টেলিগ্রাম : "BUTOI" Calcutta

মজুমদার ব্যাটারী কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

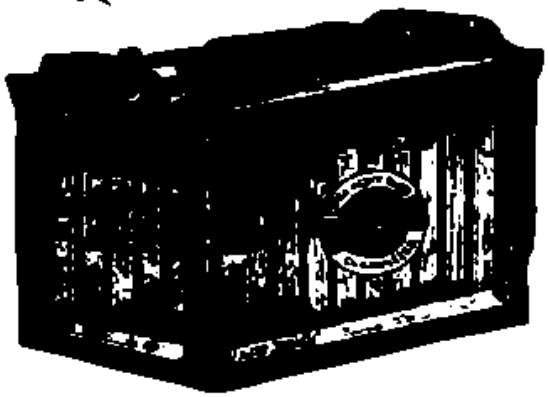

"প্যাণ্ডোরা" ষ্টোরেজ ব্যাটারী প্রস্তুতকারক

রেজিষ্টার্ড অফিস : কালী বিল্ডিংস

৩ ও ৪ মোহনবাগান লেন, শ্যামবাজার

কলিকাতা।

কে, পি, মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

কলিকাতায় এই ব্যাঙ্কের একটী শাখা খোলা হয়। মুসলমান ব্যবসায়ীদের সৌহার্দ্যভাব ঘোষ মহাশয়ের কার্য্যকরী পরিচিতি সম্প্রসারিত বিষয়ে এই ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিতেছেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ভারত ইনেসেটি ফাল ইন্সিওরেন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস, সি বন্দ্যোপাধ্যায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২, ক্যানিং ষ্ট্রীটস্থ ঘোষ বিল্ডিংস্, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। বৈমানিক শাখা বৈমানী ও বিক্রয়।

সেন্ট্রাল লাইফ কর্পোরেশন লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস—কোম্পানী এ কে স্যাণ্ডেল লিঃ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৯১ বহুবি রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ কোটী টাকা। জীবন বিমা বৈমানী।

লিবলাল অয়েল ডেয়ারী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর্দ্ধেন্দু মুখার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮, ওল্ড পোষ্ট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। দেশবাসী কার্য্য।

ইষ্টার্ণ ফিনান্সিয়ল এণ্ড কার্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, ডালহৌসি বিল্ডিংস্, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কের ঋণ ও লগ্নীকার্য্য পরিচালন।

এবিয়ান কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস, এ, মার্টিন্। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২ ট্রেজারী কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫১ লক্ষ টাকা। ব্যবসায়ের স্বত্ব ক্রয়।

বিক্রমপুর রাইস এণ্ড অয়েল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে এন বিশ্বাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ বেথুন এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। চাউল ও তৈলের কল।

বিহার ভ্যালেন্সাল কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিভিবরণ লংকোটীয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৭ হরা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। লগ্নীকার্য্য ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বঙ্গলক্ষ্মী মিলস্ কোং লিঃ—১৯৩৪ সালের ৩১শে আষ্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৮৲ টাকা। **ন্যাশনাল কোং লিঃ**—১৯৩৪ সালের ৩১শে আষ্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৬৷৷ আনা। **দি ব্যাঙ্ক অফ বাইসোর লিঃ**—১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য লভ্যতা বার্ষিক ৫৲ টাকা। ডোনাসের বার্ষিক লভ্যতা ১৮৲ টাকা। **দি বিমলা ষ্টোন লাইম কোং লিঃ**—১৯৩৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৫৲ টাকা। **ইণ্ডিয়া সেলাই পাম্প কোং লিঃ**—১৯৩৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৯৲ টাকা। **মিউ বীরভূমেশ্বরপুর কোল কোং লিঃ**—১৯৩৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১২৷৷ আনা। **মিরাজকোট-আরোয়াল রেলওয়ে কোং লিঃ**—১৯৩৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৪৷৷ আনা আনা। **ঝরিয়া জন রেলওয়ে কোং লিঃ**—১৯৩৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৩৷৷ আনা। **ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ**—১৯৩৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে ৯৷৷ আনা। **কারাম করিয়া কোল কোং লিঃ**—১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে ১৷৷ আনা। **দি মিউ ভিক্টোরিয়া মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৩৪ সালের ৩১শে আষ্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৲ টাকা।

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯১৮

হেড অফিস :—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—হবিগঞ্জ

বেলিয়াঘাটা ও জলপাইগুড়ি ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

মিঃ এ, মুখার্জি, চেয়ারম্যান। মিঃ বি. সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাবান প্রস্তুতের

আবশ্যকীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • বাইক্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কোন :—
বড়বাজার :—১৩৪৭ অফিস
" :—১৪৩২ ওয়ার্কস
টেলিগ্রাম—"ষ্টীমরাজী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান ক্রিসেণ্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

শুভ উদ্বোধন রবিবার ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫

বিচার বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় নওয়াব মোশারফ হোসেন মহোদয় উদ্বোধন করিয়াছেন।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সভাপতি—
এ, কে, এম, জ্যাকেরিয়া
প্রাক্তন মেয়র—কলিকাতা কর্পোরেশন
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
এ, টি, এম, শহিদ্-উল-আলম

৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৯, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	৪ কোটী টাকা
বিলিকৃত মূলধন	২ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১ কোটী টাকা

কলিকাতা বোর্ড :

চেয়ারম্যান : মিঃ এস এ ইস্পাহানী

স্যার আবদুল হালীম গজনবী, মিঃ এ সি সাহা, মিঃ কে পি গোয়েঙ্কা,
মিঃ বৈদ্যনাথ লালান, মিঃ কে সি নিয়োগী, মিঃ ললিতমোহন বিড়লা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :
হেড অফিস : ৯, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস।
মি আর মোলামফর—ম্যানেজার

বড়বাজার :
কে পি মেরোত্রা
ম্যানেজার

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট :
বি কে মিত্র
ম্যানেজার

ডালহৌসী :
এম এম ব্যানার্জি
ম্যানেজার

টেলিগ্রাম : "ইউকোম্যাঙ্ক"
টেলিফোন : কাল ১৯৮৮

বি বী ঠাকুর
জেনারেল ম্যানেজার

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী—কলিকাতার টাকার বাজারের সাধারণ বিভিন্নভাব বর্ত্তমানে সপ্তাহও ফিরিয়া আসিয়াছে এবং আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে তারিখানুযায়ী পরিশোধের সর্ত্ত অধীন ঋণের হার কলিকাতায় সন্তরকরা ৮০ আনা ও বোম্বাইয়ে সন্তরকরা ।০ আনাই ছিল।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সরকার কর্ত্তৃক আগামী তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার ডাকা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯১৯/৯ পাই মূল্যে সন্তরকরা প্রায় ৭৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের সন্তরকরা মূল্যের হার দাঁড়াইয়াছে ৯/০ আনা হিসাবে বাধা হইয়াছে।

আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বেলা ১১টা (টাকার মত) পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার কলিকাতা সহ অন্যান্য সমস্ত কেন্দ্রে আগামী সরকার কর্ত্তৃক আগামী তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

গত ২৩এ ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মোট ২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ইস্যু বিভাগের মারফৎ বিক্রীত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন-বাজারে বিভিন্ন হার নিম্নরূপ ছিল :—

টেলি: ঋণ (প্রতি টাকায়)	৯ পাই ৩৯/৬৪ পেন্স
ঐ ঊর্দ্ধমী („)	„ „
ডি এ তিন মাস („)	৯ পাই ৩৯/৬৪ পেন্স
ডি এ চার মাস („)	৯ পাই ৩৯/৬৪ পেন্স
ওভার (প্রতিদিন)	৬৬৯/৬৪

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৩শে ফাল্গুনীর হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে তাহার তলবি দেনার পরিমাণ ছিল ১০৩৯ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দেনার পরিমাণ ছিল ১০৩৯ কোটি এক লক্ষ টাকা। গত ২৩শে ফাল্গুনী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের তলবি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬০৮ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ও ৪১১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১০ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে গত সপ্তাহের বিভিন্নভাবে বহুলাংশে সঞ্চার ছিল বটে, কিন্তু সপ্তাহের শেষদিকে বাজারের অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে আশা করিতেছেন যে, পূর্ব্ব ইউরোপের যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং জেনেভাই, চার্চিল ও ট্রাম্যানের সাম্প্রতিক সুবচন কলিকাতার শেয়ার-বাজারের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে এবং ফলে শেয়ারসমূহের আরও মূল্য হ্রাস ঘটিবে; কিন্তু যে তুলনায় শেয়ার-বাজারে এযাবৎ অবস্থা ঘোরা-ঘুরি আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই এমনও ঘটনাসমূহের পরিণতি সম্বন্ধে যথেষ্ট আশাবাদ পোষণ করিতেছেন বলিয়া শেয়ারসমূহের দেনা-দেনা তেমন বাড়িতে পারিতেছে না, অথচ সপ্তাহের প্রথমদিকের মূল্য হ্রাসের ফলে শেয়ার ক্রয়ের যেরূপ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে যে মূলধনিষ্ঠ বাজারে যথেষ্ট তেজীভাব দেখা দিবে এমন বিশ্বাস করা সম্ভবই হইবে। আলোচ্য সপ্তাহে ব্যবসা অতি সেয়ানেভাবে যেন আল কাজ হইয়াছে এবং হইবেও তাহার যোগান যাহার উচ্চতিনদিনে হইতে সরাসরি আসিলে হইবেও শেয়ারসমূহের ক্রেতাদেরও যথেষ্ট সপ্তাহে আরও বৃদ্ধি পাইবে পারিবে। আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ানিয়ার বিভাগের অনেকগুলি শেয়ারের উন্নতিলাভ চাহিদা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। মোটের উপর বর্ত্তমান সপ্তাহের শেষ-দিকে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে সুবরাজ আশা-প্রদ ভাবের সঞ্চার হইলেও তেমন বিস্তার।

কোম্পানীর কাগজ—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্র-সমূহের বেনাবেচা সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩½ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৮-৫৩) ১০১৫ আনায়, ৩½ সুদের ঋণপত্র (১৯৫৩-৫৮) ১০১৫ আনায়, ও ৩½ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৫-৬৪) ১০১৮/০ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রিবিক্রি হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩½ সুদের পাঞ্জাব (১৯৫৮) ১০১৮ আনা দরে বন্ধকীবন্ধি হয়।

কয়লার কথা—আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে কয়লার খনির শেয়ারসমূহের বিশেষ চাহিদা

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : চাঁদপুর (বেঙ্গল)

কলিকাতা অফিস : ২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

টেলিগ্রাম—'লোয়ালেডেস' ফোন : বড়ি : ৫৭৬৯

শাখা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মুরাদনগর, সুরাবাজার (শ্রীহট্ট), মালদহ, চাঁদবাড়ী (ঢাকা), সেরাজগঞ্জ (ঢাকা)।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হরিহর চক্রবর্ত্তী, বি-এল
কলিকাতা এজেন্ট।

অমরকুমার সাহা,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

হিমগিরির কল্যাণ হাত...

হিমকল্যাণ বাজারের একটী অতীব শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ভারতের অতীত ও সংস্কৃতির প্রতীক আয়ুর্বেদী গবিষণাগারে নানা হিমগিরির কল্যাণ জনগণ ও বহু গবেষণাই 'হিমকল্যাণ' আবিষ্কার করা হইয়াছে। ইহাতে গবিষণাগ্রে ও ভূমের অপূর্ব্ব সমাবেশ। এবারের সৌরভ-সমৃদ্ধ প্রকরণ ও উহাই বলিয়া ইহা অনেক কল্যাণপ্রদ। এ নাম-করণের সার্থকতা প্রমাণিত। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী প্রক্রিয়ার, ইহার ক্রেতাগণ ব্যবসায়নবিশারদীদের ধন্য প্রশংসনীয়, তাই ভেষজ-বিজ্ঞান বিশারদ গবেষণাগার গবেষণাগার আয়ুর্বেদীয় 'হিমকল্যাণ' অনুসন্ধিৎসু আবিষ্কারী দেশীয়।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস
কলিকাতা

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী
আর্য্যস্থানে
বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরুভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
৮৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

ছিল না। তিল হইতে তাল তৈরী হইবার সংবাদে আলসা তাবলার আলোচ্য সপ্তাহে ৩১৯৲ টাকা দরের উঠিয়াছিল, সপ্তাহশেষে ইহা পূর্বদিন ৩১০৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কলমলার ঘড়ি—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বিক্রয়াধিক্যের ফলে অনেকগুলি বড় বড় কলমার ঘড়ির দরেরই উল্লেখযোগ্য দূরে হ্রাস ঘটে। কিন্তু পরে ঘড়িসমূহ হইতে আশানুরূপ কাজ হইবার সংবাদে আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে অধিকাংশ দরেরই উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। এ সপ্তাহে সোনারো এড ব্রাদার্স ১৮৯৲ আনায়, বেঙ্গল কুলকেও ৩৫৮৲ আনায় ও বর্ধ বাদুড় ১৬৫৲ আনায় কেনাবেচা হয়। অন্য মুদ্রাস্ফীতির ফলে কালেক্টরের দর ১৬৮৲ আনা হইতে ১৮৯৲ আনায় উঠিয়া গিয়াছে।

ইউনিক—কলমার অন্যতম প্রধান উপকরণসমূহের কাজের ঘড়ি হইবার সংবাদে আলোচ্য সপ্তাহে ঘড়িয়া কলিকাতার শেয়ার-বাজারে ইউনিকের শেয়ারের আগ্রহপূর্ণ উন্নতি দেখা যাইতেছে না। আলোচ্য সপ্তাহে ইহাদের ২৭৮৲ আনায়, ডিফারেন্সা ১৯৫৲ আনায়, ব্রাদারহুড ৩৪৮৲ আনায় ও ইউনিক ৩২৮৲ আনায় কেনাবেচা হইয়াছে।

ইন্ডিয়ান্সাল্ট—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারের অবস্থা প্রায় স্থির ছিল। মাত্র এক কোম্পানীর উন্নতি লাভ করিয়া এ সপ্তাহে ৪০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

ঘড়িয়ার ফল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের শেয়ারসমূহের বাজারে বিশেষ চাহিদা ছিল না এবং দরও অনেকটা স্থির ছিল। নিট লাভের সপ্তাহের প্রথম দিকের তুলনায় শেষদিকে অবশ্য দূরে হ্রাস ঘটিয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারগুলির বাজারাদি বন্ধের ফলে হইলেও অনেকগুলি কারবার শেয়ারের বাজারে বিশেষ চাহিদা ছিল।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৯ই ফেব্রুয়ারী—এসপ্তাহে বাজারে চটের দর সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু পাটের দর পূর্বের মতই নিম্ন রহিয়াছে। কলমার অভাবে তীব্রিবভাগে চটকলের কাজ চালানো সম্ভবপর হইতেছে না। ফলে চটের উৎপাদনে হ্রাস পাইয়াছে। চাহিদার তুলনায় যোগান কম থাকিয়া বাজারে ঐ জিনিষটির দর উর্ধ্বমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু চট কম উৎপাদিত হইলে বেশী পরিমাণ পাট কাটতির সম্ভাবনা নাই। কাজেই সেজন্য পাটের বাজারে মন্দার ভাবই বজায় থাকিয়া যাইতেছে। পাট সরবরাহ সম্পর্কে আরও সরকারের উদ্যোগে সম্প্রতি কেন্দ্রে কোটী মণ পাট ক্রয়করণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ ব্যবস্থার ফল বাজারে এখন দেখা যাইতেছে। কিন্তু বাহিরে। তার অর্থাভাবের ফলে পরিবহণ সেবার অভাবে সেজন্য কেবল বেশী পাট সরবরাহ হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। ফলে-স্বরূপ কেন্দ্র হইতে এখন খুব সামান্য পরিমাণ পাট কলিকাতায় আমদানী হইতেছে। যে কারণে স্থানীয় বাজারে পাটের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থাও খুব সীমাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৮ সালে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়া হইবে তাহার সরকার এখনও সে বিষয়ে কোন ঘোষণা প্রকাশ করিতেছেন না। কিন্তু জমিতে পাট চাষ খুব কমিবার সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে। কাজেই পাটের জমি সম্পর্কে সরকারী ঘোষণার বিলম্ব খুবই দোষনীয় বলা চলে। আলসা পাটের বাজারে এসপ্তাহে ইউনিয়ন কার্ড বিমল ও বঙ্গীয় শ্রেণীর পাট যথাক্রমে মণ প্রতি ১৪৯৲ আনায় ও ১৬৯৲ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

পাকা রেল বিভাগে সপ্তাহশেষে তাল এসপ্তাহে বিশেষ কিছু পাট বিক্রয় হয় নাই। সপ্তাহের শেষ দিকে ছোটখাটো পাট সম্পর্কে বাজারে চাহিদা দেখা গিয়াছিল। ঐ পাট প্রতি বেল ২২৲ টাকা দরে সামান্য পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

অফিসের সরঞ্জাম

- বই বাঁধাই
- সিল ফ্যাক্টরী
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এড্রেসিং মেসিন
- সিলন ব্যাজ,
- মেডেল, ব্যাজ,
- ষ্টেশনারী ও ফেন্সী
- মেডেল ও ডেকোরেটার বাদ্য-যন্ত্র
- মিনে-করা ব্যাজ,
- ব্যাজের নমুনাসহ
- সদস্যদের সাকার ব্যাজ-ফিতা
- ফুটবলের নামাবলীর ব্যবসায়ী
- লেটার হেডের বেতি বিভিন্নরূপ

● আমাদের এক ইঞ্চিরও কম হাত-ঘড়ি আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত হয়। আমাদের কাজ দেখুন।

ক্রমবর্ধমান

১৮৮এ, সিমলা রো, কলিকাতা।
ফোন : সি সি ১৮৮

"ভিটামিল্ক হাউস ডেলিভারী স্কীম"

সমগ্র কলিকাতা সহরে যে পরিমাণ দুধের প্রয়োজন তার মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ দুধ সহরে আসে। চাহিদা মেটাতে এই ৪০ ভাগ জল মিশিয়ে বাকী ৬০ ভাগ পূরণ করা হয়। সুতরাং সহরবাসীরা যে দুধ পান তা খাঁটি ত নয়ই পরন্তু ভয়াবহভাবে রোগ-বীজাণু-দুষ্ট।

ভিটামিল্ক যন্ত্রে খাঁটি দুধের জলীয় অংশ বাদ গেলে যা থাকে তাই। গরম জল মিশিয়ে ভিটামিল্ক দিয়ে দুধ তৈরী ক'রে নিলে সে দুধ হবে খাঁটি, আর তাতে রোগ সংক্রমণেরও কোন আশঙ্কা থাকে না। সহজ পাচ্য বলে শিশু ও রোগীর পক্ষে ভিটামিল্ক সবচেয়ে উপযোগী খাদ্য। দুধের বদলে সব রকমেই ভিটামিল্ক ব্যবহার করা যায়। এমনকি এথেকে ছানা কেটে বিবিধ খাবারও তৈরী করা যেতে পারে। এক পাউণ্ড ভিটামিল্কে প্রায় দশ পাউণ্ড খাঁটি দুধের সমতুল্য।

"ভিটামিল্ক হাউস ডেলিভারী স্কীমের" সদস্যদের দুধের দুশ্চিন্তা হয় না, বাড়ীতে বসেই তাঁরা নিয়মিত ভিটামিল্ক পান।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন :—

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ,

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার : কলিকাতা

(ফোন :—অ্যাল : ১৭৬৩-৬৪)

এরিয়ান ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং

কলিকাতা, কানপুর, এলাহাবাদ, ডিমাপ্রি হাউসগুলির অধীনে ক্লিয়ারিং ঘড়িয়া থাকে

—শাখাসমূহ—

এলাহাবাদ	ডালমাউ
অমরাবতী	ঢাকুরাম
আলমডাঙ্গা	তমলুক
আলবিরিয়ক	তাঁতি
বেরিলী	বক্সারপুর
বারেলির	লক্ষ্ণৌ
বেলগা	মেদিনীপুর
ভাতুরা (এলাহাবাদ)	মির্জাপুর
বেলারম	মহারাজগঞ্জ
ভৈরব	নাগপুর
কানপুর	নর্থ কলিকাতা
চাকুলিয়া	রায়পুর
ছাপরা	রাণাঘাট
রাজিসিং	সৈয়দপুর
গয়া	সালেমবাজার
ঘাটাল	শিলিগুড়ি
ঘাটিনা	শ্রীনগর
গোপালগঞ্জ	উমাচ
জামসেদপুর	বলরা
জৌনপুর	ঝাঁসরাবাদ

৭৯ বারে সম্প্রতি দেওয়া হইতেছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৯ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। পূর্ব সপ্তাহে মার্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তের ফাইন তুলার দর ৪৩১৷৷০ আনা ছিল। পরীক্ষান্তে তাহা সামান্য বাড়িয়া ৪৩১৷৷০ দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তের তুলার দর পূর্ব সপ্তাহে ৪৪৯৷৷০ আনা ছিল। পরীক্ষান্তে তাহা সামান্য হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৪৪৯৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—মুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে বস্ত্রের ব্যবহার প্রতি হ্রাস আরোপ করিবার উদ্দেশ্যে বর্তমান সপ্তাহে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে কলিকাতার কাপড়ের বাজারের অবস্থা আশাপ্রদ হয় নাই, বরং আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মধ্যশ্রেণীর কাপড়ের বিশেষ অভাব অনুভূত হয়। শীতের মরশুম কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে গ্রীষ্মকালের উপযোগী ধুতি কাপড় চোপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগান একান্ত সীমাবদ্ধ।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৯ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দরে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় উল্লিখিত ভাব পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব সপ্তাহে কলিকাতায় [illegible] প্রতি ভরি সোণার দর ছিল ৭০৷৷০ টাকা। পরীক্ষান্তে তাহা ৭১৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে পূর্ব সপ্তাহে প্রতিভরি সোণার দর ছিল ৬৯৷০ আনা। পরীক্ষান্তে তাহা ৭১৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে পরীক্ষান্তে প্রতিভরি বিশি ৫৯৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারের সোণার দরের উল্লিখিত মতে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে বেশ উল্লিখিত ভাব পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ১৫৩৲ টাকা। পরীক্ষান্তে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫৬৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে পূর্ব সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ১৫৩৲ টাকা। পরীক্ষান্তে তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১৫৬৲ আনা দাঁড়াইয়াছে।

সময়ে সতর্ক হলে

সমস্ত ৪৩টি ঘা ও ক্ষতের ফল পাওয়া গেছে এই সব ব্যাধিতে বিশেষ আশ্চর্য ফল পাওয়া যায় বহুবিধ রক্তদোষজনিত ব্যাধিতে, যেমন সমস্ত শরীর ফুলে এই রোগমুক্ত বিশেষ আশার আশা ও সৌন্দর্যের অভিশাপ দাঁড়িয়ে হয় রোগ, বিষাক্ত ফল, কার্বাঙ্কল, গ্যাংরিন, উপদংশ প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারে ক্যাল কেমিক্যাল

সারিবাদিনা

শোণিত-শোধক রসায়ন

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

শক্তি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫৬, ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত—১৯৫৩

ব্রাঞ্চ—চুঁচুড়া, চাটমোহর, কুষ্টিয়া, কুমারখালি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ৩রা জানুয়ারী হাওড়া ব্রাঞ্চের উদ্বোধন হইয়াছে।

প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হইবে।

অতি সুবিধায় সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বিবরণীর জন্য আবেদন করুন।

জেনারেল ম্যানেজার—বি. এম. সী।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এম. কে. নন্দী।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৯এ ফেব্রুয়ারী	৩রা মার্চ	৪ঠা মার্চ	৫ই মার্চ	৬ই মার্চ	৭ই মার্চ
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৯।/০	৭৯/০	৭৯৷৵০	৭৯৶০	৭৯।৵০	৭৯।/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৯।০	৭৯৶০	৭৯৷০	৭৯৷০	৭৯৷৵০	৭৯।৵০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৫৷৵০	১৫৷৵০	১৫৷৷০	১৫৷৵০	১৫৷৵০	১৫৷৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৫৷৵	১৫৷৵০	১৫৷৵০	১৫৷৵০	১৫৷৵০	১৫৷৵০
বিবির দর—প্রতিভরি (কলিকাতা) ...	৪৸৵০	৪৸৵০	৪৸৵০	৪৸৵০	৪৸৵	৪৸৵
কোম্পানীর কাগজ—সওদা এর মূল্যের মেয়াদের দর (সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন)	৯৯৷৵-৯৯৷৵০	৯৯৷৵০-৯৯৷৵০	৯৯৷৵-৯৯৷৵০	৯৯৷৵০-৯৯৷৵০	৯৯৷৵০-৯৯৷৵০	৯৯৷৵-৯৯৷৵০
ইণ্ডিয়ালিষ্টাস্—ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ	—	৩৯৷০-৩৯৷৵০	৩৯৷-৩৯৷৵০	৩৯৷৵০-৩৯৷৵০	৩৯৷০-৩৯৷৵০	—
ষ্টীল কর্পোরেশন—অফি	—	৩১৷৵০-৩১৷০	৩১৷৵০-৩১৷০	৩১৷৵০-৩১৷০	৩১৷৵০-৩১৷৵০	—
জুবিলী—অফি	১১৷৵০	১১৷৵০	১১৷৵০-১১৷৵০	১১৷৵০-১১৷৵০	১১৷-১১৷৵০	১১৷৵০-১১৷৵০
অফিসিয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল	৪১৷৵০	—	—	—	—	৪১৷০-৪১৷০
মেসার্স	৪৩৷০-৪৪৷	৪৩৷০-৪৩৷	৪৩৷	৪৩৷৵০-৪৩৷০	৪৩৷-৪৩৷৵০	৪৩৷
বার্ণপিওর	৪৩৷৵০-৪৩৷০	৪৩৷০	৪৩৷-৪৩৷০	৪৩৷	৪৩৷০-৪৩৷০	৪৩৷৵০-৪৪৷০
ভাগলপুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল	১৯১৷০	১৯৯৷০	১৯৯৷-১৯৯৷৵০	১৯৯৷৵০-১৯৯৷০	১৯৯৷০-১৯৯৷৵০	—
আর্মার ষ্টাইলাব	—	৪৩৷০-৪৩৷	৪৩৷০-৪৩৷০	—	৪৩৷০	৪৩৷
খনি—বাঙ্গা কর্পোরেশন	৪৷০-৪৷০	৪৪৷৵০-৪৫৷০	৪৪৷০-৪৫৷০	৪৫৷০-৪৫৷০	৪৫৷০-৪৫৷০	৪৫৷০-৪৫৷০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন	৩৷০-৩৷	৩৷০-৩৷০	৩৷০-৩৷০	৩৷০-৩৷০	৩৷০-৩৷	৩৷০
ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	১৩৫৷	১৩৫৷০-১৩৬৷	১৩৫৷-১৩৬৷	১৩৫৷০-১৩৬৷	১৩৫৷	১৩৫৷-১৩৬৷
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	৩৬৷	৩৬৷০	৩৬৷০	—	—	৩৬৷০
হিন্দুস্থান কনষ্ট্রাক্টাইন	—	—	—	—	—	৩০৷০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং	—	৩২৷৵০-৩২৷৵০	৩২৷৵০-৩৩৷৵০	৩২৷৵০-৩৩৷০	৩২৷০-৩২৷৵০	—
ডাম্বোদা ...	১২৫৷০-১২৬৷০	১২৫৷০-১২৫৷৵০	১২৫৷-১২৫৷০	১২৫৷০	১২৫৷০-১২৫৷০	১২৫৷০-১২৬৷০
রাণীগঞ্জ ...	৩৭৷	৩৭৷-৩৭৷০	৩৭৷৵০-৩৮৷	৩৭৷০-৩৮৷০	৩৭৷০-৩৮৷০	৩৭৷৵০
ইষ্টইণ্ডিয়ান ...	—	৩৭৷	৩৭৷০	৩৭৷০	৩৭৷৵০-৩৭৷০	—
নাইন কুলপুরা ...	২৯৷-২৯৷৵০	২৯৷০-২৯৷৵০	২৯৷৵০-২৯৷৵০	২৯৷৵০-২৯৷৵০	২৯৷৵০-২৯৷৵০	২৯৷৵০-২৯৷৵০
কাগজের কল—বিটি ডিষ্টোরিয়া পেপার মিল্স কোং	৭৷০	৭৷০-৭৷	৭৷৵০-৭৷৵০	৭৷৵০	৭৷০-৭৷০	৭৷৵০
কামারহাটী	৪১৷-৪১৷৵	৪১৷৵০-৪১৷৵০	৪১৷-৪১৷৵০	—	৪১৷৵	৪১৷-৪১৷
কামারহাটী পেপার মিল্স ...	১২৬৷০	১২৬৷৵০-১২৭৷০	১২৬৷০	১২৬৷০-১২৭৷০	১২৬৷০	১২৬৷
ক্যালকাটা পেপার মিল্স লিঃ	৪৪৷০	৪৪৷০-৪৫৷০	৪৪৷০-৪৫৷	৪৪৷০-৪৫৷০	—	৪৪৷০-৪৫৷
ফোর্ট গ্লষ্টার ...	—	১৩৫৷০-১৩৫৷৵০	১৩৫৷০	১৩৫৷০	১৩৫৷০	—
জাহাজের কল—ইণ্ডিয়া শেপার পেন্ট লিঃ	২১৫৷ ২২৫৷	২১৫৷	—	২২৫৷-২২৬৷	২২৫৷-২২৬৷	২১৫৷
টাব শেপার মিল্স লিঃ ...	—	—	১৯০	—	—	১৯৫৷০-১৯৬৷০
টীনপাত	২৬৷-২৭৷৵০	২৬৷০-২৭৷৵০	২৬৷০-২৭৷	২৬৷০-২৭৷	২৬৷০-২৭৷০	২৬৷০-২৬৷

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিহার, উড়িষ্যা, সি. পি ও বাংগলার
শাখা অফিসসমূহে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

এজেন্সি—বোম্বাই, মাদ্রাজ ও নাগপুর।

অমৃত কুমার নাহা
বি

কুমিল্লা
ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : কুমিল্লা : : স্থাপিত : ১৯১৪

কলিকাতা অফিস :—৩নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট,
বড়বাজার, হাইকোর্ট, দক্ষিণ কলিকাতা, হাইকোলা ও সিউড়ী।

অন্যান্য শাখাসমূহ—বোম্বাই, বাবদি (বোম্বাই), দিল্লী, লণ্ডন, কাণপুর, কাশী, ঢাকা, আমেদপুর, সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ভৈরব, ফুলবাড়ীয়া (ময়মনসিংহ), ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ ও বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

বিদেশীয় এজেন্ট :—
লণ্ডন :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ নিউইয়র্ক :—ন্যাশনাল ষ্টীট কোং অব নিউইয়র্ক
প্যারিস :—ক্রাডিমার ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস সি বসু, এম-এল-সি

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিবেচনার সহিত সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—
৭, ডেলহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাইকোর্ট (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

সে-অফিস : বিডনষ্ট্রীট

ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জি, বি-এল, সি-এ, আই, আই, বি

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৭ই ফেব্রুয়ারী	৯ই ফেব্রুয়ারী	১০ই ফেব্রুয়ারী	১১ই ফেব্রুয়ারী	১২ই ফেব্রুয়ারী	১৩ই ফেব্রুয়ারী
চটকল—অবলাইড জুট মিলস লিঃ ...	—	৩৩০৲-৩৩৫৲	—	—	৩৩৫৲	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ	৪৪৫৲-৪৪৯৲	৪৬০৲-৪৫৫৲	৪৫৩৲-৪৫৬৲	—	—	৪৫৫৲-৪৫৯৲
কামারহাটী ...	৬৭৯৲-৬৮০৲	৬৭৭৲-৬৭৯৲	৬৭৬৲	—	৬৭৯৲-৬৮১৲	৬৭৭৲-৬৮১৲
নৈহাটী ...	৯৫৩৲-১২৫৩৲	১২৫৲	১২৫৩৲	১২৫৩৲-১২৫৩৲	—	১২৭৩-১২৭৲
শ্রেসিডেন্সী ...	১১৬৲-১১৯৩	১১৬৲-১১৬৲	১১৬৲-১১৬৲	১১৬৲-১১৬৲	১১৩৩-১১৬৲	১১৬৲-১১৬৲
বিশ্বনাথ ...	৭৯৲	৭৫৲-৭৬৩	—	৭৯৲	৭৯৩৩	৭৬৲-৭৯৲
ভীমনাড়া ...	৪৩৩৲	৪৭১৲-৪৭৭৲	৪৬৯৲-৪৭০৲	৪৭৩৲	৪৭০৲-৪৭৫৲	৪৭৭৲-৪৭৯৲
হাওড়া ...	—	৮৩৲-৮১৩	৮৩৲-৮২৬৲	৮২৬৲-৮৩৬৲	৮২৩৲-৮৩৬৲	—
চিনির কল—"এ" সাধারণ ফ্লাবার কোং লিঃ ...	২৩৬৩	২৩৫৲-২৩৬৩	২৩৬৲-২৩৬৲	২৩৬৲-২৩৬৲	২৩৬৲-২৩৬৩	২৩৬৩
ঐ সাধারণ ফ্লাবার কোং লিঃ ...	—	৩৭৫৲-৩৭৬৲	৩৭৫৩	৩৭৫৲-৩৭৬৲	—	৩৭৬৩-৩৭৯৲
ঐ এক কোং লিঃ ...	১৭৫৲	১৭৫৲-৭৭৲	১৭৫৲-১৭৫৲	১৭৫৲-১৭৬৲	—	—
চা বাগান—ডেলহৌস ঐ কোং লিঃ ...	২১১৲-২১৯৲	—	২১৯৲	—	—	—
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ঐ কোং লিঃ	—	১৭৪৲-১৭৫৲	১৮৩৲	—	১৭৪৲	১৭৩৲
বিবিধ—এসোসিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ	১৭৫৩	১৭৲	—	১৭৫৩	—	—
বি আই কর্পোরেশন	৬৯৲	৬৯৲	৬৯৩	৬৯৩	৬৮৩-৬৯৲	৬৯৲-৬৯৩
বেঙ্গল-নাগপুর কটিয়ারী কোং লিঃ	১৪৩৲	১৭৬৲-১৭৭৲	১৭৬৲-১৭৭৲	১৭৭৲	১৭৬৲	১৭৬৲-১৭৭৲
কোটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	১৭৫৲-১৭৬৩	১৭৬৩	১৭৲	১৭৲-১৭৪৲	১৭৲	১৭৲
ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল ফেডিলাইজার কোং লিঃ	১৯৭৲-১৯৯৲	১৮৪৩-১৮৯৲	—	১৮৯৲	—	১৮৯৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ...	১৪৪৩	১৭১৩	—	১৭১৩	১৭৪৩	১৭৪৲-১৭৫৩
মিউ এসিয়াটিক ইলেকট্রিসিটি ...	১৩৫-১৩৬	—	১৩১৩	—	১৩১৩	১৩৫-১৩৬
ভারতলাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী ...	১৪৫৲-১৪৬৩	১৪৫৲-১৪৫৩	১৪৫৲-১৪৬৲	১৪৫৩	১৪৫-১৪৬৩	১৪৫৩

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

স্থাপিত—১৯৪৪ সন

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

অভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ডিরেক্টারবর্গ দ্বারা পরিচালিত

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডায়মণ্ডহারবার, ডমডমী, শিয়ালদহ (কলিকাতা), ডিব্রুগড়, ডিব্রুগড়িকা, গৌহাটী, শিলং (আসাম), সিউড়ী, ফাপনপুর, সিরাজী, খুলনা, আগরা, সিমলাকান্দি ও চাঁদপুর ইত্যাদি স্থানে শীঘ্রই শাখা অফিস খোলা হইতেছে।

স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী এজেন্ট এবং ক্যাপিয়ার চাই।

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

কলিকাতা শাখা—১২১২, ক্লাইভ রো

হেড অফিস : কুমিল্লা

স্থাপিত— ১৯১৩

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত, এম, এল, এ, (কেন্দ্রীয়)

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল, ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ডায়মণ্ডহারবার, ডমডমী, বসিরহাট, খুলনা ও পাইকা

সুবিধাজনক সর্ত্তে ষ্টক-সেকেণ্ড ও সিকিউরিটী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার চক্রবর্ত্তী, এম্‌বি।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া

লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৯৯ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ
৯,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর

চলতি বীমার পরিমাণ
১৪,৩৯,০০,০০০৲ টাকার উপর

দাবী শোধ
৮,৩৮,০০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিয়তার সময়ে জীবন বীমার সহিত যুক্ত হওয়া আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার বহুবিধ দুঃখ দুর্দ্দশার হাত আপনাকে এড়াইয়া চলা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

জি-এজেন্ট্স

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

১৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা। ১৯৩১ সালে স্থাপিত

সেভিংস ডিপার্টমেণ্ট ও মেয়াদী ব্যাঙ্ক ডিপার্টমেণ্ট খোলা হয়। স্থায়ী আমানতের গ্রহণ করা হয়। অনুমোদিত সিকিউরিটীর উপর ধার, স্থায়ী ক্রেডিট ও হুণ্ডীর টাকা দেওয়া হয়। ডিভিডেণ্ড, বণ্ড, বিল প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

আবেদন করিলে বিস্তৃত বিবরণ জানান হয়।

কলিকাতার ব্রাঞ্চ

ডালহৌসী স্কোয়ার, বড়বাজার, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, হগ্ মার্কেট, বালীগঞ্জ, বেহালা ও হাওড়া।

অন্যান্য ব্রাঞ্চ ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

ব্রাঞ্চ : "রেঙ্গবো" কলিকাতা
ফোন : সি কে—১৪৮১

বি. মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড : হেড অফিস—
৭ সোরাবজী লেন
—শাখা—
কলিকাতা

বাগবাজার	বাহুড়িয়া	জীরাট
কলেজ ষ্ট্রীট	লাহুরিয়া	কেন্দুয়া
ভাইবোনা	মেদিনীপুর	মধুপুর
বালীগঞ্জ	বহরমপুর	বৈদ্যবাটী
চন্দননগর	শিলচর	বরদোয়া
ভবিষ্যপুর	শিলাচরপুর	ডেলহাম
বাজরাজার	হুগলীবাজারী	বেলঘর
ইটাবুর	রাজবাড়ী	বাইশিলা
হুইটা	মুন্সী	বাইত

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য, বিল অব এক্সচেঞ্জ ক্রয়, আমদানি এবং সরকারের ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মে মি মুখার্জী

মোক্তারাঙ্গলী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯১৯

হেড অফিস—১০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ব্যাঙ্ক ৫৩৫১ (৩ লাইন)

কলিকাতা শাখা :

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১০,০০,০০০৲ উপর
জমা আদায়	১,০০,০০,০০০৲ উপর
কার্য্যকরী মূলধন	১,৫০,০০,০০০৲ উপর

১৯৪৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।

(বিশদ বিবরণ লভ্যাংশ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :— এস, সি, পাল।

আপনার সহায়তা কামনায়
দি

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪০ বর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কাল ২২৬০ (৩ লাইন)

আদায়ীকৃত মূলধন	টাকা
(অগ্রিম জমা সহ)	১০,৩৬,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,০৮,১৯,০০০৲
রিজার্ভ, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি	১,১৫,৩৮,০০০৲
	৯,৫৬,০০০৲

আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমাদের উপর নির্ভরে নির্ভর করুন।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩৪২৩ (৩ লাইন)

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	৪০,০০,০০০৲	৵
আদায়ীকৃত মূলধন	৩৫,০০,০০০৲	টাকার অধিক
রিজার্ভ ফাণ্ড	৬,২৫,০০০৲	টাকার অধিক
আমানত	৫,৫৮,০০,০০০৲	টাকার অধিক

(৩১, ১২, ৪৯ সনের হিসাবানুযায়ী)

অত্র ব্যাঙ্কে ভারতের যাবতীয় ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হইয়াছে।

কে, এম, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :	স্থাপিত :	সেণ্ট্রাল অফিস :
টাকুরিয়া	১৯২৬	২৬৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা

অফিস : ৫৩৯৭ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২৭৮৯ আপার সিকুলার রোড, ২৪৩৯ বড়বাজার ষ্ট্রীট (নিজস্ব), ১৩৬৮, হাজরা রোড (খালিঘাট)।

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র

১৯৪৯ সালের তারিখের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন লিমিটেড ঘোষণা করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস চক্রবর্ত্তী

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৬৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত ও বিলি [illegible] } পঞ্চাশ লক্ষ টাকার উপর

পরিচালনা সংক্রান্ত ও অন্যান্য লিয়াবিলিটি :— } তিন কোটি পাঁচ লক্ষ টাকার উপর

পাটনা ও পুরী শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ জে সি ধাম।

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স হাউসিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে মৃত্যুকালে অথবা অবসরগ্রহণের পর দেওয়া হয়।...মূল অবশ্য রহে, কিন্তু এই বহুপ্রশংসিত বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার অবাঞ্ছন হইতে নিরাপদ থাকে। মূল ক্রমে ক্রমে শোধ হইয়া যায় এবং কালক্রমে বা উহার পরিবর্ত্তনেও সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হয় না।

পদ্ধতির সামান্য একটু আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স

লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—আপনাদের

লিলি বিস্কুট কোং . লিমিটেড

লিলি বার্লি আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি-বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং . লিমিটেড

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 19th February, 1945. সোমবার, ৭ই ফাল্গুন, ১৩৫১ [৪১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতরক্ষার উপর যুদ্ধের চাপ

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আমলে ইংলণ্ডের যে হিসাবে ভারতবর্ষকে সামরিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে এবং যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ভারতের অন্তর্বাণিজ্য যেরূপ অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার ও অন্যান্যকিছু যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতেছে তাহার সহিত এই দেশের পক্ষে তাহার অনুকূলগুলি কিছু হইতে আমাদের ধারণা নাই এবং এতদিন যুদ্ধকালীন যুক্তিগুলি খোলসা করিয়া বৃটিশ সরকার সাহসের যুদ্ধের যৌক্তিকতা ভারতের সম্মুখে ও সমর্থনের কথাই পৃথিবীর কাছে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানের সময় বজেট সর্ব্ব অর্থসচিব কলিকাতার এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের সভায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাদের তিনি সাহসের ভারতবর্ষের যুদ্ধকালীন সম্পদ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। এতদিন প্রচারকার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের সত্যকার অবস্থা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি ব্রিটেনের বেকারত্বের ইতিহাস রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অধিনায়কত্বের দায়ীত্ব মিঃ এমু এ মাইয়ার ভেবাদের সামরিক অবিবেচনায় এ সম্বন্ধে যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন পড়িয়াছে বলিয়া মনে করি। মিঃ মাইয়ার ভারতের সামরিক অবস্থানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রথম পাঁচ বৎসরে এদেশের মোট সামরিক ব্যয় ১ হাজার ৪৮ কোটি টাকার মধ্যে ভারতবর্ষকে দিতে হইয়াছে ৮৮০ কোটি টাকার বেশী এবং যুদ্ধের আগেকার পাঁচবছরে হিসাব করিলে এই ব্যয়ভার পূর্ব্বের তুলনায় অন্ততঃ সাড়ে চারিশত কোটি টাকা বেশী হইয়াছে। অথচ বাকলা এই বর্দ্ধিত ব্যয়ভার অন্যান্য আনুপাতিকভাবে মিটাইবার জন্য ভারতবাসীকে নিজস্ব সম্পদ বহন করিতে হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যেখানে মাত্র ৫ লক্ষ সৈন্য ছিল সেখানে বর্ত্তমানে সৈন্যসংখ্যা ২৫ লক্ষের বেশী, অথচ এই বিরাট বাহিনীর শক্তি-সংগঠনের সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হাতে রহিয়াছে। ভারতে যুদ্ধকালীন শিল্পপ্রসার সম্বন্ধে সরকারীভাবে যে প্রচারকার্য্য চালান হয় তাহার সমালোচনা প্রসঙ্গে মিঃ মাইয়ার যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারতে যুদ্ধের সময় পণ্য উৎপাদনে বৃদ্ধির জন্য কলকারখানা-গুলিকে নিরবচ্ছিন্ন খাটানো হইতেছে এবং ইহার ফলে যন্ত্রপাতি খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও যুদ্ধোদ্যমকালে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার উপযুক্ত মজুত অর্থসিদ ভারতবর্ষের হাতে নাই। প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় করিতে পারিতেছে না। ইহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া ভারতের সম্পদ বৃদ্ধির আলোচনা করার মিঃ মাইয়ার অসঙ্গত কলিকাতার ইংরাজ ব্যবসায়ীদের সম্মুখে বক্তৃতা করিয়া অবশ্য ইহাদের মূল্য বহন করিতে এই অর্থের বিনিময়ে এদেশে যুদ্ধোপকরণ তৈরী বিস্তারে এবং বিনিময়ে এই ইংরিজি-শিক্ষিতদের হাতিল হিসাবে ভারতবর্ষকে সাহায্যের বেসরকারে প্রচার করা হইলেও ভারতে কিন্তু ইহাদের সাধারণ আলোচনার ব্যাপারে ইহাদের অবশ্য বিরোধেরই যে সম্পূর্ণ বজায় রাখার এবং অর্থসচিব

টাকার ১৯৫০ আনার বদ্ধ হয়ে বিক্রীত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নাই। বিলাতস্থিত কোন হিন্দুস্থানীলের সম্পাদক সম্প্রতি দি ব্যাঙ্কারকিউ পত্রে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, যাবতীয় সরকারের এক্সেঞ্জ টে ছাড়িবার জন্য ১৯ই জানুয়ারী প্রতি মণ ৪৮ আনা দরে ছাড়িয়া দেয় করিয়াছেন। বর্ণ ফ্রেঞ্চ ছাড়িয়া দিলে এক্সেঞ্জিনিয়ন্সের সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, যাবতীয় সরকার ঐ পত্রের পর ১৯শে জানুয়ারী তারিখের সরকার এক পত্র প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, যাবতীয় সরকার ছাড়িয়া দেওয়ার পর তিনি ১১ টাকা বদ্ধ দরে ৫ লক্ষ মণ ছাড়িয়া বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। ঐ দরে যেন ফ্রেঞ্চে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য তিনি লিখিয়াছিলেন। এক মণ দরে যেখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে এক্ষেত্রে সরকার যেখানে ৮৮০ আনার দর কিন্তু দরে ইংরেজরা ছাড়িয়া দেওয়ার সময়ের কথিতভাবে বেঙ্গলের কলিকাতার এবংবিধ প্রতি মণ ১৯৫০ আনা দরে ছাড়িয়া বিক্রয় করিবার কোন অর্থ নাই। যাহারা সরকারের প্রস্তাব বিশ্বাস করিয়া নানা অসুবিধা বিপদ ধীর বিলুপ্তি প্রকাশ করিয়া করার করিতেছেন না। কলিকাতার ব্রাঞ্চেসের বন্ধ সম্পর্কে অন্যান্যরাজ্যের এই সকল অভিযোগের অবসান ঘটানো কি?

এক্সেঞ্জের কমিশন হ্রাসের প্রস্তাব

কেন্দ্রীয় ব্যবসা পরিষদের নির্বাচিত কমিটী (সিলেক্ট কমিটী) বীমা আইনের সংশোধক বিলে এক্সেঞ্জের কমিশন হ্রাস সম্পর্কে যে প্রস্তাব সংযোজিত করিয়াছেন সিমলার পত্র সরকার তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, তুলনামূলক বীমাকারী মি: এস সরকার ঐ বিলের আসী সংশোধন এবং এক্সেঞ্জ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়া অত্যন্ত যেসের সহিত যেসবের এই প্রস্তাব সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। মি: আসী আলোচনা ও আলোচিকার। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ঐ দুই দেশে অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম আদায়ের পরিমাণ ১০০ জনের উপর অল্প তাহা পরিচালনা বাবদ ব্যয় করিয়া থাকে। সেখানে বীমা কোম্পানীর এক্সেঞ্জরা সাধারণতঃ প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম আদায়ের পরিমাণ ৫০ হইতে ৬০ ভাগ কমিশন পাইয়া থাকে। এক্সেঞ্জদের প্রাপ্য বিস্তৃতাল প্রিমিয়ামের মূলধন এই দুই দেশে পরিমাণ ৫ ভাগের অধিক নহে। প্রিমিয়াম আদায় এত বেশী পরিমাণ অল্প এক্সেঞ্জদের কমিশন বাবদ খরচ করিয়া যদি ব্যালান্স ও মাসিক মূলধনের বীমা কোম্পানীসমূহ কমিশন উঠাইয়া দেওয়াইতে পারে তবে এদেশের বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষেই বা তাহা উচিত পরিমাণ হইবা দাঁড়াইবে কেন? মি: আসী এই প্রস্তাব খুব সঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে করি। তবে একথা সত্য যে, ব্যালান্স ও মাসিক মূলধনে কোম্পানীর পক্ষের হাত ও এক্সেঞ্জদিগকে দেয় মূলিসংখ্যের হার বেশী হইলেও ইংলণ্ডের কোম্পানীসমূহের এই বেশীর বহুলাংশ অপেক্ষাকৃত কম।—ইংলণ্ডের বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের এখন বৎসরে প্রিমিয়ামের সমস্তটাই ৫০ ভাগ হইতে ৫৫ ভাগ ও বিস্তৃতাল প্রিমিয়ামের পরবর্তী ৫১ ভাগ এক্সেঞ্জদের কমিশন হিসাবে খরচ করিয়া থাকে। সম্প্রতি বৃদ্ধ বাইবেছে ইংলণ্ডের ঐ দৃষ্টান্ত সমূহের বাধিবাই ইকনিমিকেল সিলেক্ট কমিটী এদেশে বীমার এক্সেঞ্জদের প্রাপ্য কমিশনের হার বীমাদের এতিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু মি: সরকার আসীর মতে ইংলণ্ডের সমস্তটা এদেশে এরূপ তারতীয়ি অবস্থানের কোন যৌক্তিকতা নাই। তিনি ইংলণ্ডের অবস্থার সহিত ভারতের অবস্থার তুলনা দেখাইয়া বলিয়াছেন—ইংলণ্ডের কোম্পানী নিজের বীমা নিজেরা উপকারিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকে। সেখানে এজেন্ট উপার্জনশীল ব্যক্তি বীমা পলিসি গ্রহণ করা তাহাদের কর্তব্য বুঝিয়া থাকে। কিন্তু ভারতের লোক অধিকাংশই অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত বলিয়া বীমার কার্যকরী তাহারা বুঝে না। এদেশে কোন লোককে বীমা পলিসি গ্রহণ করাইতে হইলে অনেক সময়ে তাহাকে বুঝাইতে ও সাধ্যসাধনা করিতে হয়। বীমাকের লোকেরা বীমা করিতে বীমা সাধারণতঃ পলিসির প্রিমিয়াম সম্পর্কে কোন আগ্রহই প্রকাশ না করিয়া বাসী করে না। কিন্তু ভারতে বীমার পলিসি বিক্রয় করিতে বিনা এজেন্টদিগকে আবেদ ক্ষেত্রে বীমাকারী-দিগকে সে সুবিধা দিতে হয়। ইংলণ্ডের লোকেরা সাধারণতঃ ধনশালীর বলিয়া বীমাদের পলিসির প্রিমিয়াম প্রদানে কষ্ট হয় তাহারা তাহাদের এজন্য কষ্টকর বলিয়া মনে করে। এজন্য পলিসি প্রদান করিতে প্রিমিয়াম বাসী কেলিয়া তাহারা সহজে উহা বাতিল হইতে দেয় না। কিন্তু ভারতে বীমা-কারীদের কষ্টসাধ্য-বোধ এ বিষয়ে খুব আছে নহে। প্রিমিয়াম প্রদান সম্পর্কে এজেন্টরা তাগিদ ও তদারক না করিলে অনেক বীমাকারীই তাহাদের পলিসি বাতিল করিয়া দিবেন। এই অবস্থায় সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া মেসিলে ইংলণ্ডের মত এদেশে এজেন্টদের কমিশন-বিভাগের নীমানা করিয়া দেওয়ার যেসে অর্থ নাই। তাহা করিতে গেলে উহা একটা অবস্থাবিশৃঙ্খলা ব্যবস্থারই দাঁড়াইবে। মি: সরকার আসীর এই সব যুক্তি আমরা খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। সংশোধক বিলটী কেন্দ্রীয় ব্যবসা পরিষদে আলোচনার সময়ে তারতের ১০ হাজার এজেন্টের কমিশন হ্রাস করিয়া ও বীমা ব্যবসায়ের অধিকতর উন্নতির সম্ভাবনা বৃদ্ধিপাইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

মহাযুদ্ধের গতি

পূর্ব ইংরোরোপের রণাঙ্গন হইতে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ উপর্যুপরি লোমহর্ষক সংবাদ আসিতেছিল, সে বহুদের লাফলাফলের সম্বন্ধে আশিকেছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা কতকটা মীমাংসিত হইয়াছে এবং পশ্চিম ইউরোপ হইতেও অগ্রগামী মিত্র-সেনার উপর এ সপ্তাহের শেষদিকে জার্মান-বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের সংবাদ আসিয়াছে। ইউরোপের যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, রণ-ক্ষেত্রে পশ্চিমি পূর্বের তুলনায় কমিয়া আসায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল জার্মান বাহিনীর পক্ষে এবার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করার অবকাশ। ঘটিয়া হইয়াছে এবং বর্তমান তারার মাসীর ৩০০ মাইল স্থানী ফ্রন্টলাইনের কয়েক স্থানে সোভিয়েট সেনা পাল্টা আক্রমণে লক্ষ্য হইয়াছে তথাপি তুলনামূলক ভাবে সোভিয়েট সেনা পাল্টা আক্রমণে জার্মান সেনা এখনও পর্যন্ত সোভিয়েট বাহিনীকে যুদ্ধস্থানে যাবা দিতেছে বলিয়া সংবাদ আসিতেছে। বর্তমানে সোভিয়েট বাহিনী জার্মানীর অভ্যন্তরে যেভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে আশু যুদ্ধ-বিরতির আশা কম। তাতাবিক হইলেও জার্মানীর বর্তমান সমরায়োজনের সাথে আক্রমণশীল যুদ্ধের সমস্যা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস যে, আগামী পক্ষকের পরও কিছুদিন বিভীষিকাময়ি যুদ্ধ চালাইয়া যাইবেন। মোটের উপর পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অগ্রভাগেই জার্মানী এখন তাহার অধিকৃত অঞ্চল লইয়া বিত্রতবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধের ব্যবস্থায় ব্যস্ত। অধিকন্তু এবং আক্রমণশীল যুদ্ধের সমস্যা বলিয়া বিভীষণবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য জার্মানীর সমস্ত অবস্থানেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছে। পূর্ব এশিয়ার এ সপ্তাহে যেসের পর বন্ধনের যুদ্ধ না হইলেও যুদ্ধের গতি যোটামুটী বিত্রতবাহিনীর অনুকূলে ছিল।

পশ্চিম ইউরোপের সংবাদে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বিত্রতবাহিনী বীরেরের সঙ্গে বিপক্ষিত যুদ্ধের প্রথম বীরী ক্লিপ্ত করে এবং যুদ্ধের-আগাধে শীঘ্রই এগারোবাদ অবলম্বন ও বেলজিয়ার সীমার হইতে অভিযান চালাইবে এরূপ অনুমান উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করে। কিন্তু সপ্তাহশেষের সংবাদে প্রকাশ পায়, যে পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সমস্ত এলাকা হিসেব করিয়া বাদু ও রাইন-পশ্চিমের সমস্যাকী যুদ্ধিতাগে আগ্নেয়বাহিনী বিত্রতবাহিনীর উপর প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া দেশোপরি সর্বতোবাহিনীর অগ্রগতি অনেকটা প্রতিহত করিয়াছে। পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধের গতি অপেক্ষাকৃত হইলেও এ সপ্তাহে সোভিয়েট সেনা হাঙ্গারী, সাইলেসিয়া ও পূর্ব প্রুশিয়ার বহুস্থানে উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করিয়াছে। তবে পত কয়েক সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে তাহাদের অগ্রগতি কতকটা মন্থর হইয়াছে বলা চলে। বীর তিন মাস অবিরোধের পর আলোচ্য সপ্তাহে হাঙ্গারীর রাজধানী বুডাপেস্ট সোভিয়েট সেনার করায়ত্ত হইয়াছে এবং সাইলেসিয়ার অবাব নগরী ব্রেসলাউ এ সপ্তাহে তাহাদের অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব প্রুশিয়ার রাজধানী কোনিগসবার্গের যুদ্ধ আলোচ্য সপ্তাহে প্রবল যুদ্ধ চলিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, এ সপ্তাহে বাল্টিকের ৩০ মাইল পূর্বে ভারার অঞ্চলটী রাইটিক মাসক যুদ্ধে সম্প্রসেনা ভারার নদী অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ইটালী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, পশ্চিম উপকূলে পঞ্চম সেনাবাহিনী জার্মান পাল্টা আক্রমণের ভয়ে বাধার চাপি রাইন দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত সেনাদেরকে অঞ্চলে কিন্তু পরিবাণ সফলকাম হইতে পারে বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংবাদের সংবাদে প্রকাশ, গত সপ্তাহে যুদ্ধের অধিকাংশে বিত্রতবাহিনী ম্যানিলার দক্ষিণাংশে জাপানী বন্দী সেনাদের প্রায় বিরিয়া ফেলিয়াছে।

ব্রহ্ম সংবাদের সংবাদে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে বিত্রতসেনা উত্তর ব্রহ্মে লাশিওর ৪৮ মাইল দূরে ব্রহ্ম রোডের উপরে অবস্থিত মুইটাই দখল করিয়াছে। মাদালয়ের পথে অগ্রগামী বিত্রতসেনা এলাকাতে ইরাবতী নদীর পূর্বতীরে জাপানীদের সহিত প্রবল যুদ্ধ চালাইতেছে। আকাশযানের সাহায্য অঞ্চলে এখন বর্ষাকাল বাধাবী হইলে এ সপ্তাহে ছোট ছোট অগ্রগতি ছাড়া বিশেষ বড় রকমের কোন যুদ্ধ হয় নাই।

চীন হইতে আলোচ্য সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধ সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

(১৬৬ পৃষ্ঠায়)

স্থাপিত—১৮৪৪ শতবর্ষারম্ভের পথে— পেইড আপ—৫০০০

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস—৭১নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য করা হয়

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

এস কে ঘোষ

বাংলা সরকারের বাজেট

গত অধিবেশনে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেটের যে হিসাব-নিকাশ পেশ করা হইয়াছে তাহা হইতে বাংলা প্রাদেশিক সরকারের সোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দেশবাসী মাত্রেই আতঙ্কগ্রস্ত হইবেন। এই অধিবেশনে পূরক বাজেটের প্রস্তাবিত হইবার, সুদেবতী অবেক বৎসরের মধ্যে যাহাতে ঘাটতি না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাংলা সরকারের বহু কোটি টাকা কর ধার্য করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবস্থা অনুযায়ী বাজেটের ব্যয় অনুমান করিয়া দেখা হয় এবং আয়ের ও ব্যয়ের মধ্যে কোনো-রূপ হইতে প্রায় অর্ধকোটি টাকার বাজেটের ঘাটতি দেখিয়া বর্তমান গভর্নমেন্টের আয়-ব্যয়ের অবস্থা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়া দেখা হয়। ইহার ফলে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর ৭০ বৎসরে পর্যন্ত বাংলা সরকারের আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু এই অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। পরবর্তী কালে গভর্নমেন্টের অধিক-সংখ্যক ও মূল্যবিধি ব্যয়বাহিতের ফলে সুদেবতী গভর্নমেন্টের আর্থিক অবস্থা সোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। বর্তমানে এই অবস্থা চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং বাংলা সরকার প্রায় দেউলিয়া অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন।

গত বৎসর, ইংরাজি ১৯৩৮ এবং আগামী বৎসরে গভর্নমেন্টের আয়-ব্যয়ের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যের সত্যতা ভাল-রূপে উপলব্ধি করা যাইবে। গত ১৯৪৩-৪৪ সালের মোট আয় ১৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া বজেট করা হইয়াছিল। কিন্তু এই বৎসরে প্রকৃত আয় অপেক্ষা ৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বেশী হইয়া মোট ২৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা আয় হইবেক মনে পরিমাণ ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বর্ধিত হইয়া ২৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। ফলে যে স্থলে উক্ত বৎসরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল সেই স্থলে উক্ত বৎসরে প্রকৃত অবস্থায় ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। ইংরাজি ১৯৪৪-৪৫ সালে অর্থাৎ আগামী ৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে তাহাতে মোট ২১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা আয় এবং ৩০ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করিয়া মোট ৮ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া যে হিসাব প্রস্তুত হইয়াছে। এখনে গভর্নমেন্ট এই হিসাব সংশোধন করিয়া বলিতেছেন যে, ইংরাজি বৎসরে আয়ের পরিমাণ অনুরূপ আয় অপেক্ষা ১৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা বেশী হইয়া ৩৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকায় পরিণত হইবেক আয়ের পরিমাণ ১৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ধরিয়া ৫১ কোটি টাকায় পরিণত হওয়ায় এই বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ১১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আগামী ১৯৪৫-৪৬ সালের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, এই বৎসরে মোট আয় ২৮ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ও মোট ব্যয় ৩৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা হইবে এবং ফলে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু পর বৎসর এবং ইংরাজি বৎসরের ঘাটতির পরিমাণ যে ভাবে অনুমিত ঘাটতি অপেক্ষা বেশী হইয়াছে তাহাতে আগামী বৎসরেও যে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অপেক্ষা বেশী হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং আলোচ্য তিন বৎসরে মোট ঘাটতির পরিমাণ অনুমানে ৩০ কোটি টাকা হইবে—এরূপ বলা যাইতে পারে। গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে এরূপ আশঙ্কা হইয়াছে যে, উপরোক্তরূপ ঘাটতির ফলে ইংরাজি বৎসরের শেষে—অর্থাৎ আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত গভর্নমেন্টের অনেক—যে অনেক বলে গভর্নমেন্টের হাতে এক পয়সারও সম্পত্তি নাই—সেই অনেক পরিমাণ দাঁড়াইবে ১১ কোটি টাকা। গভর্নমেন্ট আরও জানাইয়াছেন যে, আগামী বৎসরের শেষ পর্যন্ত—অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এইরূপ অনেক পরিমাণ ১৯ কোটি টাকায় পরিণত হইবে। কিন্তু উপরে আমরা দেখিয়াছি যে, আগামী বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ গভর্নমেন্ট কর্তৃক অনুমিত ঘাটতি অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। এরূপ অবস্থায় আগামী বৎসরের শেষে গভর্নমেন্টের অনুকূল অনেক পরিমাণ যে ১০ কোটি টাকা অপেক্ষা অনেক ৫৩ কোটি টাকা বেশী হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। গভর্নমেন্ট মূলধন হিসাবে যে অর্থ আয় করিতেছেন তাহার কোন আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিতেছেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বেমনে কোন বাসগৃহ নির্মাণ করার জন্য এক লক্ষ টাকা ধরচ করা হইয়াছে সেখানে এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি গভর্নমেন্টের হাতে রহিয়াছে বলিয়া হিসাবে দেখান হইতেছে। কিন্তু বর্তমান গভর্নমেন্টের অন্যান্য অপব্যয়ের এবং দুর্নীতির প্রভাব এত অধিক যে উহারা যেখানে এক লক্ষ টাকা ধরচ করিতেছেন সেখানে উহার অন্তর্নিহিত প্রকৃত টাকার মোটা অনুপাত সম্পত্তি আদৌ সৃষ্টি হইতেছে কি না সন্দেহ। যে সম্পত্তি আইনসঙ্গত অন্যান্য হিসাবের উপযুক্তরূপ তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সাধারণ একটা উল্লেখযোগ্য অংশের অন্তর্ধান ঘটিতেছে। অনুরূপ অবস্থায় এই দুর্নীতি বন্ধ করিতে এবং প্রকৃত দেখা যাইবে যে, মূলধনের হিসাবেও গভর্নমেন্টের অন্ত কোটি টাকা ঘাটতি হইতেছে। আয়-ব্যয়ের হিসাবে উপরোক্ত তিন বৎসরে যে ঘাটতি দেখা যাইতেছে তাহার সহিত মূলধনের হিসাবের ঘাটতি যোগ করিলে মোট ঘাটতি ৩৫ অনেক পরিমাণ যে আরও পরিবর্ধিত হইয়া দাঁড়াইবে তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

গভর্নমেন্টের এই পরিতাপজনক ঘাটতির কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া গভর্নমেন্টের মুখপাত্র হিসাবে অর্থসচিব মিঃ মোহাম্মদ আলম অনেক কথাই বলিয়াছেন। আমরা ইহা অকপটভাবে স্বীকার করিতেছি যে, মুসলিম লিগ কাউন্সিল (বাংলার মুসলিম ও সহযোগিতা আমরা মুসলিম লীগ বলিয়া স্মরণ করি) বাংলা সরকারের বহু অল্প পরিমাণে গঠিত হইয়াছে। ইহা বাংলার অনেকাংশে এতাবৎকাল প্রকৃত গভর্নমেন্টের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, ইংরাজি বৎসরে গভর্নমেন্ট ৪৭ কোটি টাকা মাসুল যে ভাবে নির্বাহ করিতেছেন তাহা আরও অনেক কম ব্যয়ে নির্বাহ হইতে পারিত কি-না? বর্তমান গভর্নমেন্টের অযোগ্যতা ও দুর্নীতির উপরোক্ত ঘাটতির জন্য কতটা? অবশ্যম্ভাবীরূপে নিকট হইতে গভর্নমেন্ট বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে যে অর্থ আদায় করিতেছেন এবং আয়ের সরকারের নিকট হইতে উহারা যে অর্থ পাইতেছেন তাহার অনেকটাই পরস্পর উপযুক্তরূপে ব্যয় করা এবং অনেকটা পরস্পর অপব্যয় নিবারণ করা গভর্নমেন্টের দায়িত্ব রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, তাহারা হিসাবের পর্যন্ত হিসাবের বিভিন্ন বিভাগে ব্যয় করিতেছেন। সেখানে একটী বিভাগের সরকারের ঘাটতি পূরণ করা হইতেছে সেখানে অন্যটী বিভাগ যথেষ্ট অর্থাভাবে পীড়িত হইতেছে এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য অনুরূপ বেতনের অধিকার নিরূপণ করা হইতেছে। বাজার হইতে যে মাসগুলি ক্রয় করা হইতেছে তাহার উপযুক্ত মূল্যের তুলনায় বেতনের হার অনেক বেশী হইতেছে। যে মালপত্র ক্রয় করা হইতেছে তাহার পরিমাণ ও উপযোগিতার দিক হইতে গভর্নমেন্টের নির্দেশের অনুরূপ কি-না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইতেছে না। বাজারের হাতে মাল ক্রয় ও কন্ট্রোলের ভার দিয়া কম খরচে তাহা সংগ্রহ করিতে পারিত তাহাদের হাতে মাল ক্রয় ও কন্ট্রোলের ভার না দিয়া গভর্নমেন্টের নিজস্ব কর্মচারীদের দ্বারা ও অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে মালপত্র ক্রয় ও কন্ট্রোলের ভার দেওয়া হইতেছে এবং এজন্য গভর্নমেন্টের কোটি কোটি টাকা অধিক হইতেছে। এরূপ ৫০ বা ৬০ ভাগে যে বজায়ের কিছু অর্থব্যয় করিতে পারিলে গভর্নমেন্টের নিজস্ব হইতে বাজার-দরে অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যে মালপত্র সরবরাহের ব্যবস্থাই থাকিত এবং সুবিধায় কিছু অর্থব্যয় করিতে সমর্থ হইলে নিজস্ব লোকের দ্বারা পরিচালন মালপত্র সরবরাহ করিয়া গভর্নমেন্টের নিজস্ব হইতে উপযুক্ত শ্রেণীর অধিক পরিমাণ লাভের মুখ আমরা দেখা যায়। বর্তমানে গভর্নমেন্টের যে বিপুল ঘাটতি হইতেছে তাহার নিকিল লাভাই বিভাগই দায়ী। এই বিভাগে মুষ্টি মুদ্রাস্ফীতি বর্তমানে অধিকার করা পড়িতেছে এবং এই বিভাগের বিলাস-বিলাসের ব্যয়ের সম্বন্ধে আমরা সরকার পক্ষের অবহিত হইয়াছেন।

অর্থ সচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, অতি অধিকারের দোষ সম্বন্ধে মুসলিম আন্দোলনের ফলে আমরা গভর্নমেন্টের নিকট আরও অধিক পরিমাণ সাহায্যের দাবী করিয়াছেন। এই দাবীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমার বিস্তার এখনে মুসলিম রাখিয়া এখনে বাংলা সরকারের রাজনীতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে তাহাই আমরা দাবী জানাইতেছি। বাংলা সরকার যে অর্থ পাইতেছেন তাহার সমস্ত

(ইহার পর ৮৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধ শেষ হ'য়ে এলো। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সামনে। এখনও নিজের ও পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য সচেষ্টশীল হউন। আগামী যুদ্ধোত্তর শিল্পবিপ্লবের দিনে জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে টেনে নিতে অগ্রণী হ'য়ে দাঁড়ান।

দি

ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

২০।১সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—ডাকা (৭৫ পরগণা)

রেল বিভাগের বাজেট

আজ লোকসভায় যাতায়াত সচিব শ্রী ২৯শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ বাজেট পরিবর্তে রেল বিভাগের ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। মূলধন খরচে যাত্রী ও মাল চলাচলের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় আগামীর যেসবসমূহের আয় প্রসারের ইঙ্গিত ইহাতে রহিয়াছে। রেল বিভাগের বর্তমান বাজেটে আগামীর যেসবের সেই অনুমানের সংশোধন ইহাতে করা হইয়াছে। রেল বিভাগের বহু সমস্যা নিয়া বিস্তারিত আলোচনা এই বাজেট বক্তৃতায় করা হয় নাই। এই সমস্ত বিষয়ের উপর পৃথক বিবৃতি দেওয়ার নিয়ম আগামী বৎসর হইতে চালু করা হইবে বলিয়াই মনে করি। মূল্যস্তরের বাড়তি চাপ সম্বন্ধে রাজ্যের উপর নানা দায়িত্ব এই সমস্ত বিষয় যেসবের অতিরিক্ত আয় হইতেই তাহা মিটানোর ব্যবস্থা করা। ১৯৬৪-৬৫ সালের ৪৫ কোটি ১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের মধ্যে ৩৮ কোটি টাকা আগত সরকারের তাগিদে ৯ ১০ কোটি ১ লক্ষ টাকা যেসবের মজুত তহবিলে নিয়োগ করা হিসাবে হইয়াছে। আগামী ১৯৬৫-৬৬ সালের ৩৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইতে ৩৬ কোটি টাকা আগত সরকারের তাগিদে মজুত তহবিলে ৩ ৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা যেসবের মজুত তহবিলে দেওয়া হইবে। যেসবের উদ্বৃত্ত আয়ের বেশীর ভাগ আগ এইভাবে আগত সরকারের তহবিলে টানিয়া লওয়ার নীতি আমরা সমর্থন করি না। মূলের পরে যেসবের আয় যখন দ্রুতবেগে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তখন অধিকতর দুর্দিনের জন্য বর্তমান উদ্বৃত্ত হইতে কিছু বেশী টাকা যেসবের মজুত তহবিলে নগদ অধিষ্ঠানে আলাদা করে রাখা অধিকতর সমত হইত।

রেল বিভাগের বর্তমান বাজেট সম্পর্কে একটা বিশেষ আকর্ষণের কথা এবার যাত্রী-ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় নাই। মূলের সময়ে গত ১৯৬০ সাল হইতে প্রতি বৎসরই রেলওয়ে বাজেটে বিপুল উদ্বৃত্ত দেখা যাইতেছে। ইহা সত্ত্বেও ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে সাধারণভাবে সরকারী যেসবসমূহের মাশুলের হার বৃদ্ধিকরা ও আয় হাতে বাড়ান হয়। আবার পর ই আই রেলওয়ে ও এর তাহিতি যেসবসমূহের ভাড়ার হার আলোচ্যকাল কম বলিয়া ১৯৬৪ সালে এই দুইটি যেসবসমূহের যাত্রী-ভাড়া আর এক দফা বৃদ্ধি করা হয়। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে রেল বিভাগের ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া যাতায়াত সচিব মূলে করিয়া সমস্ত সরকারী যেসবসমূহে টাকায় ছাড়ি আনা হারে (শতকরা ২৫ ভাগ) যাত্রী-ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। তীব্র এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত তিনি কার্যকরী করিতে পারেন নাই। এবারকার বাজেট পেশ করিতে গিয়ে যাতায়াত সচিব তাহা বৃদ্ধির দেহন কোন প্রস্তাব উপস্থিত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই, ইহা খুবই সুখের বিষয়। এই দুর্দিনে ভাড়া বাড়াইবার কথা তুলিলে গিয়া যখন সমস্ত অর্থনীতিকে যে ভীষণ প্রতিঘাত ও বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইবারিল তাহার কথা সকল করিয়াই যাতায়াত সচিব ঐ বিষয়ে নিজের হইতাবের সংকেত নাই। তবে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি না করা হইলেও অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখাইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে রেলের মাল-ভাড়া এবার কিছু বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মূলের সময়ে উৎপাদনকারী অঞ্চলে আহারে মাল চলাচলের ভাড়া উল্লিখিতভাবে বৃদ্ধি পাইবারে। সেই পরিবর্তে ভাড়ার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সমুদ্রতীরবর্তী এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে রেল-যোগে প্রেরিত অন্যের রেলীয় মালের উপরও গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ভাড়া বৃদ্ধির ব্যবস্থা-নীতি গৃহীত করা হইয়াছে। যাতায়াত সচিব তাঁহার বর্তমানে বাজেট বক্তৃতায় সেই পরিবর্তে হাতকে মূল কারণের উপর কারণের তরিয়া সমস্যার সমস্ত জাতীয় তরিয়াপ্রেস। সাথে একথাটি তিনি বলিয়াছেন, রেলের তুলনায় আহারে মাল চলাচলের ভাড়া বেশী বাড়ায় ঐ ক্ষেত্রে এক অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি দেখা দিয়াছে। তদ্ব ভাড়ার জন্য রেলে বেশী পরিমাণ মাল চলাচল হওয়ায় তাহাতে আহারে কোম্পানীগুলির ক্ষতি হইতেছে। এই অসমান অসম প্রতিযোগিতা ও ক্ষতি হইতে আহারে কোম্পানীগুলির আর্থ সংরক্ষণের জন্যই সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরসমূহে রেলে মাল চলাচলের ভাড়া বাড়াইয়া দিতে হইয়াছে। মাল-ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে যাতায়াত সচিবের এই ঘোষণা এবেশের লোক সর্বত্র আপত্তিকর বলিয়াই মনে করিবে। আহারের মাল-ভাড়া বেশী বলিয়া রেলযাত্রী-বন্দরে ঐ কারণে বেশী মূল্যে জিনিষপত্র ক্রয় করিতে হইতেছে। আহারের আগার সহিত

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	৪ কোটি টাকা
বিলিকৃত মূলধন	২ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১ কোটি টাকা

কলিকাতা লোকাল বোর্ড :

চেয়ারম্যান : মিঃ এস এ ইস্পাহানী

স্যার আবদুল্লা হারুণ, মিঃ এ সি লাহা, মিঃ কে পি খেতেরপাল,
মিঃ ইশ্বরলাল জালান, মিঃ কে সি মিত্রোগী, মিঃ মহাত্মাপ্রসাদ বিড়লা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :

হেড অফিস : ৭, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস।

ডি আর মোহানকা—ম্যানেজার

সহকারী :	কর্মকর্তাবৃন্দ হইতে।	তালদীপুর :
কে পি মেনন	বি কে মিত্র	এম এম ব্যানার্জি
ম্যানেজার	সুপারভাইজার	ম্যানেজার

টালিগঞ্জ। "ইউকোব্যাঙ্ক"
টেলিফোন : ৩৪৯ ৩৪৯৮

বি বি ঠাকুর
ম্যানেজার

সাধারণ বিধান করিয়া দিয়া বর্তমানে যেসব ভাল-ভাড়া যেসবের বৃদ্ধি করা হইল তাহাতে ঐ দিক দিয়াও ফ্লোরোসাধারণের অতিরিক্ত কর প্রদান হইতে সম্পূর্ণ রেহাই পাইবে। আবাসের সমুদ্রোপকূলে আরামে বসে ঠাণ্ডাবেসের জন্য যে কয়টী কোম্পানী বরিষালে তাহার মধ্যে অধিকাংশই বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। আরাম ঠাণ্ডা-বেসের বিশেষ সুবিধা দেখা যাওয়ায় আমাদের অনেক ধনকুবের এই সকল কোম্পানী আরামের স্থান-সমূহে বহু বাড়ীঘর নির্মাণ করিয়াছেন। এখনে আবহে ঠাণ্ডাবেসের সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধা অনিবার্য সেই অসুবিধার ভাড়া তাহারা হ্রাস করিতেছে না। এইজন্যই দেখের-ঘরানা দেখিয়া উহা-দিগকে মূল-ভাড়া হ্রাস করা সম্পর্কে যাহা করিতে যে স্থলে পরিদর্শকদের করিয়া দেওয়া নিতান্ত কোম্পানী-সমূহকে উহা করা কাহার করিয়া সরকার সুবিধাই তাঁহারা বিবেচনা। দেখের ভাড়া হ্রাস যাহিনে অনেক অতিরিক্তভাবিতার জন্য আরাম ফ্লোরোসুবী-তলির অন্তর্নিবি। হইতে পারে আমরার সেরিক বিধান তাঁহারা সরাম হাতে ভাড়া বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এসবনীয় ফ্লোরোসাধারণের অতি করিয়া বিদেশী কোম্পানীসমূহের প্রতি এই আয়েরুক্ত সরকারিক নিয়ন্ত্রণ আবশ্যকীয় ও সিদ্ধান্ত বলিয়াই আমরা মনে করি। আরাম কোম্পানী-সমূহের এই শ্রেণীর অসুবিধা অবশ্যকেই যদি এলাকাই অবশ্যকীয় বলিয়া মনে করেন তবে যেসের আড়া না বাড়াইয়া সেজন্য উহাদিগকে সাময়িকি বা অর্থ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা তাঁহারা করিতে পারিতেন। এইরূপ সাময়িকি প্রদান করা হইলে আর যে অসিধে হইত না তেন যেসের ফ্লোরোসাধারণকে সেজন্য দুই দিন বিনা অধিক ভাড়ায় ঠাণ্ড সহন করিতে হইত না। কিন্তু আরাম সরকারের দেওয়ার আমরাদের সরিধের দিকটা এইটুকু অধিকেরা আশা করাও বৃথা।

আমরাদের সরিধ ন্যায় একজনার্ড দেখের উহার আরো সম্প্রতার মুক্তের সময়ে আমরিক দিনা আমরাদের বেলসবের সুখবিধানের ও সুরক্ষাবারার উন্নয়ন করিয়াছেন। প্রথমে বেলমরিক অবস্থান-রূপের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, চিনি, বস্ত্র প্রভৃতি নৈমরিক আবশ্যকীয় হলে ঠলাচলের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, এদিক দিয়া যেস কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাধারা মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক হইয়াছে। বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্যের কথা বলিতে যেসে গত ১৯৪৪ সালে যেসের অতিরিক্তির জন্য খাদ্যদ্রব্যের দিক দিয়া যে আবারের যোগ অভাব ঘটে নাই তাহা জোর দিয়াই বলা চলে। এইরূপ কৃষির দেখাইয়া আমরাদের সরিধ এলেমেণ্টারীর দিকটা হইতে সরা যাইতে আমাদের এখন কর্তৃপক্ষিয়াছেন দিন এখেসের বিশেষ সুবিধাটি অসুবিধাসের একার দুর্দিনে উহা আমাদের প্রতি-দৈনন্দিন বিশেষ-ভাবেই অনুভব করাইয়াছে। বেলসবের একজন হইতে অন্য স্থানে যাত্র সরকারের অসুবিধার জন্য ১৯৪৩ সালে এখেসে ভয়াবহ দুর্দিনের সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে অবিক অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে তথাপি যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণ যাত্রী-সংখ্যা ঠলাচলের অসুবিধার জন্য স্থানে স্থানে এখনও উহার নিয়মের অভাব লক্ষিত হইতেছে। চাউলের মূল্য সম্পর্কে অনেক স্থলে নিয়ন্ত্রণ বৈষম্য দেখা যাইতেছে। চাউলের মূল্যাধার ও মূল্যহ্রাস অন্য এখনও যাত্র আরো হইতে অবাহারে ও মূল্যহ্রাস সময় আসা যাইতেছে। আমাদের অনেক উৎপাদন যন্ত্র যেসে-অবস্থা হইতে অন্য স্থানে চালান দেওয়ার অসুবিধা এখনই বেশী যে, যেসের অনেক অঞ্চলে উহার যীতিমত মূল্যিক দেখা দিয়াছে। যেস কর্তৃপক্ষ আমাদের উৎপাদন যন্ত্রের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাদের উৎপাদন যেসে ও যেসের বাহিরে উহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্য যন্ত্রের বাধিনা যাইতেছে, আর বিভিন্ন স্থানে উহার মূল্যাধারা ও মূল্যহ্রাসের মোটে অবশ্যকীয় মূল্য ঘটা মোগ করিতেছে। যদি অবশ্য হইতে অন্যান্য প্রয়োজন যাত্রাদের উপযুক্ত সংখ্যক বাসযাত্রী বিমোচনের ব্যবস্থা না হওয়ায় যেসে উহার অবাহ বিদ্ন-বিপত্তি অবোধ্যরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কলকাতা অঞ্চলে সরকারীসের পার্থক্য জীবন বিপন্ন হইতেছে, উহার যোগান না পাইয়া এই এক-নজরের বিদেশ সাধারণের কাপড়ের জন্য বহু বাহিনের হইতেছে। নবম ঠলাচলের অসুবিধার জন্য এই অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীটী আজ নিতান্ত দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। অনেক স্থলে চড়া মূল্য দাঁড়িয়াও প্রয়োজনীয় পরিমাণে উহা সংগ্রহ করা যাইতেছে না। বিহার ও যুক্তপ্রদেশ অঞ্চলে পরিধান প্রস্তুত যোগান বাজার সম্বন্ধে এই দুর্দশা অঞ্চল হইতে উপযুক্ত পরিমাণে উহা আমাইতে না পারিয়া কলিকাতার বস্ত্র তৈরের কলের কাজ বন্ধ রাখিতে হইতেছে। যেসের অবস্থাধারার জন্য নবম দিক দিয়া এইভাবে লোকের যেসী কষ্ট দুঃখেরই সেবিয়াও যাবনাহ সচিব যেজনরের দৃষ্টির আবির করিতে যাকিতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়। যেসের প্রয়োজনীয় যাল ঠলাচলের দিক দিয়া অন্য যেসে সাধারণ যাত্রী-চলাচল সম্পর্কের কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও উদাসীনতা দিন দিন মারাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সাময়িক প্রয়োজন যেখাইয়া গত কয় বৎসর এখেস হইতে বাহিরে যেসনমূ ও ইঞ্জিন স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সাধারণযাত্রীদের যাত্রী বন্ধাইয়া নৈত্র ও সাময়িক বন্ধ অনুমে তাহা নিয়োগ করা হইয়াছে। যেসারিক অবস্থাধারণের অন্য যেস-পথে যে অবস্থা যাত্রী যেওয়া হয় তাহাতে এর যেসে আসার ব্যবস্থা নাই। ফলে কম আয়ের অবস্থার জীবের নিজস্ব নিত্যসেবীর যাত্রীদিগকে অন্য অবশ্যকীয় সাহসা সহিয়া যেসে যাতায়াত করিতে হয়। যেসের দুর্দিনে যে কর্তৃপক্ষ যেস নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, যেসের পথে সমস্যার দিনে নিজের প্রয়োজনে সাধারণকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে উৎসাহ দিয়াছেন তাঁহারা আজ পস্তাচ্ছেন হইয়াছেন। খুব অল্পোয় ভাবে যেসকর্মের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। যেসকর্তৃপক্ষ সে সাহায্য ও সহযোগিতা এখনে চাহী না করেন ইহা আমরা চাই। কিন্তু যারা করিতেছু দিয়া যেসের যেসনমিক যাত্রীদের সমস্ত নিত্যকের সাধারণ কর্তব্যটুকু ফুলিয়া যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অনুচিত। দুঃখের সময়ে সাময়িক অসুবিধা ও যেসনমিক যাত্রীদের সুখ-সুবিধা এই দুই বিষয়ে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়া অন্যান্য যেসে যেসকর্তৃপক্ষ সাধারণের নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন। আমাদের সেই ধরনের ঠিক অগ্রসর না হওয়ায় এখনের লোকসমূহ প্রতি যেসকর্তৃপক্ষের বিরাগ অবিচেনাই সৃষ্টি হইতেছে।

(বাকলা সরকারের বাজেট—৮৭১ পৃষ্ঠার পর)

—এজন্য সরকারি প্রশাসনিক ও হয় অনুরূপ পর্যায়ে ইতিপূর্বে আমরা সরকারের আর একটি পরমা সাহায্য করার প্রতীক্ষা হইবে না। এজন্য আমরা সরকার বাহাদুর সরকারের হাতে যদি আরও অধিক অর্থ এসে করেন তাহা হইলে উহা আমাদের ও দুর্নীতির প্রসার যেকরারকে সাহিল হইবে। সর্বাগ্রে এই অত্যাচারের ও দুর্নীতির অবসান করা প্রয়োজন। যত দিন উহার অবসান না হইবে ততদিন আমরা সরকার উহার সমস্ত অর্থ আমাদের উহার সমস্ত বিদ্যুৎ বাজনা যেসকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

অর্থ ও স্বাস্থ্য

অধিকাংশ মানব-শিশুর জন্মকথা লইয়া এক চিরন্তন অন্তের পার্থক্য করার বিরাটের মনের দুঃখের একটী বাক্য—"ইহা হতে তিনি মরে যাবারে।"

সত্যই শিশু মারার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, ঈপ্সিত ধন, ইহার সুখন। অধিকাংশ সন্তানই মারার বাসনার অধিকারী। বিলাসরোগের পত্নিকা ও ভাবিবার অন্যে না যে ভগবান তাঁহার মারী শিশুর ভিন্নার ভিন্নার বাকেন তাহার যেসের বাসনা আমরা ভাবিতেও ভয় পাই। অনুরূপ অবস্থাবিশিষ্ট প্রদেশ প্রসূতি মধ্যবর্তিদের মধ্যেপায় মানবের অন্তরের মনের আবাধারণীয় অবস্থাটা পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্রান্সবাসী মনের শিকারে যে মন আভিনিবিড় ভাব ভূলে, তাহার মারাই পত্ন ফুল আভি অবাধিত হয় এবং পত্নাভাবে মারার ভাবনাভাবে পত্ন ব্যাধির উপশম হয় যে মন মানব-জীবনের যে পত্ন আন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই দুঃখের মন ভাঙা নৈমরিক নাসাবাধির পত্ন আবেদন মধ্যেও না আসে তাঁহার নিজস্ব কথাই চিন্তার ভাল যেস আহার যেহের, অভাবে ফুনি আরাম আহার সৌন্দর্যে, তাহে অন্তর করেন তাঁহার যেসফুল। এইরূপে দিনে দিনে পলে পলে মারা মৃত্যু অন্তর তার সন্তানকে তার অন্তর জীবনে—তাই রবীন্দ্রনাথ নিজের-অন্তরের মারা: দিয়াছেন ঐ একটী কথায়।

কিন্তু এইখানে যেসনমাত্র নিজকে অন্তরাল রাখ দিয়া অন্তরে প্রতিনিধি করিয়াই মা আন্ত হন না। মারুষ মারের মন সুখেরী মারো মারী তার সুন্দর যেসার মধ্যে পালন করে তার জন্মী নিজেদের, নিজস্বভার অন্তরাল যে কামনা করে সেই একই আন্ত অন্তরে। অন্তর-বাহিরে মারী-রূপের মারুষের এই যে আকুলতা, এটা-ওটুকুর তার পারার যেসের-অন্ত এই যে প্রকাশ, ইহাই সভ্যতাগর্বিতের অন্তরাত্মাকুল অন্তরের প্রকাশ করে—"মারীর মারীর এক অধিকারার"।

অন্তরে মারুষ অন্তর-মারীর এক অন্ত অধিকারের অন্তরে উহার অন্ত—এক অন্তরীক্ষের অন্তরে অন্তর ও দীর্ঘ পর্যটনের অন্ত অন্তরাত্মাকে প্রস্তুত করিতে তাই অন্তর নাই, যেসের পথে সমস্যার দিনে নিজের প্রয়োজনে সাধারণকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে উৎসাহ দিয়াছেন তাঁহারা আজ পস্তাচ্ছেন হইয়াছেন। খুব অল্পোয় ভাবে যেসকর্তৃপক্ষের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। যেসকর্তৃপক্ষ সে সাহায্য ও সহযোগিতা এখনে চাহী না করেন ইহা আমরা চাই। কিন্তু যারা করিতেছু দিয়া যেসের যেসনমিক যাত্রীদের সমস্ত নিত্যকের সাধারণ কর্তব্যটুকু ফুলিয়া যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অনুচিত। দুঃখের সময়ে সাময়িক অসুবিধা ও যেসনমিক যাত্রীদের সুখ-সুবিধা এই দুই বিষয়ে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়া অন্যান্য যেসে যেসকর্তৃপক্ষ সাধারণের নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন। আমাদের সেই ধরনের ঠিক অগ্রসর না হওয়ায় এখনের লোকসমূহ প্রতি যেসকর্তৃপক্ষের বিরাগ অবিচেনাই সৃষ্টি হইতেছে।

(বাকলা সরকারের বাজেট—৮৭১ পৃষ্ঠার পর)

—এজন্য সরকারি প্রশাসনিক ও হয় অনুরূপ পর্যায়ে ইতিপূর্বে আমরা সরকারের আর একটি পরমা সাহায্য করার প্রতীক্ষা হইবে না। এজন্য আমরা সরকার বাহাদুর সরকারের হাতে যদি আরও অধিক অর্থ এসে করেন তাহা হইলে উহা আমাদের ও দুর্নীতির প্রসার যেকরারকে সাহিল হইবে। সর্বাগ্রে এই অত্যাচারের ও দুর্নীতির অবসান করা প্রয়োজন। যত দিন উহার অবসান না হইবে ততদিন আমরা সরকার উহার সমস্ত অর্থ আমাদের উহার সমস্ত বিদ্যুৎ বাজনা যেসকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ডিব্রিজ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ফুটন এয়ার পল্লী এয়ারফোর্সে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "আমরা যেন ভুলি না। সমস্ত ব্রিটেনের যেন জুড়া পড়ে। অধিকন্তু আজ উহাদের ইহা উপলব্ধি হইতেছে। আমরা দৃঢ়ীভূত হইতে চলিয়াছি।" পরাধীন ভারতের ৪০ কোটি মরনারী এমনকি যে ব্রিটিশের যে ব্রিটিশেই আছে। সুতরাং তাহারা আমাদের জন্য না লন্ডনের বিমানের দুঃখ তথা উহাদের অধিকন্তু সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আন্তা পোষণ করিতে পারিতেছে না। আমাদের কাছে মিঃ চার্চিলের এ উক্তির মূল্যের অনুরূপই প্রমাণিত হইবে।

• • •

বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে, ভারতবর্ষ ও সাইপ্রেসের প্রতিনিধিরা যখন ফুটন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করেন সেই সময় ফুটন প্রতিনিধি দলের অন্যতম সাইমুটিন আহা হক তাঁহাদের না পারিয়া পক্ষত্যাগ করিয়া (এক-না) দুই-না করিয়া সরিয়া পড়েন। যাহা হউক, অবশেষে উহাদের হইয়াই ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশে ফুটন যেসব অত্যাচারের বিবৃতি দিয়াছেন। আমরা ও ভারতের প্রতিনিধিবৃন্দ এক স্বরেই জানাইয়াছেন : ফুটন সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ হইতে উপলক্ষ্য. ফুটন ইউনিয়নপন্থীরা যেন এই জাতীয় বাগবাহুল্যের উপরে অবলম্বন না করেন।

• • •

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে এক কথা হইয়াছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এয়ারফোর্সের জন্য আমরা সরকার বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন কি না। সরকারের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে, সরকার ২৫ লক্ষ টাকা নয়—প্রায় ৪ লক্ষ টাকা মাত্র। ভারতের সম্বন্ধে যত রাজ্যের সভ্য-বিদ্যা না আর সভ্য না বিদ্রূপ সভ্য পরিষদেরদের ব্যাপারে 'মাত্র' (?) পাঁচ লক্ষ টাকা যত কথা বা যেন কথা কিন্তু আমরা ইহা হাজার কোন যোগদান অধিকার আছে কিনা আপাতঃ সেরূপ কোন না তুলিয়া ফুটন সরকারকে (ভারত সরকারকে যাহার কথা নয় বিনা) আমেরিকার এয়ারফোর্সের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন আমরা জানিতে উৎসুক। কিন্তু মোহার আজ পূর্ণ হইয়া আসন ফটিয়া বিরাটি বিস্ফুল্ল পরীক্ষ ভারতকে বিশেষে বিদ্রূপ করিয়া দেখাইয়া ফুটন শাসন ও শোষণের ক্ষমতা বন্ধ হইয়া উঠিতেছে না বিধায় সরকার আজ পর্যন্ত কত কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে? বর্তমানে পূর্ণাবস্থেলা আরও অধিক পরিমাণ অর্থব্যয় হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, এখন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের অতিশয় ভারতীয় সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের সভ্য বন্ধন প্রকার করিতেছেন, অনুমতি সরকারের ফুটন ও মার্কিন যুদ্ধ সৈনিকদের ভারতের [illegible] করিয়া এদেশের প্রকৃত অবস্থা জানিয়া অধিক সেবিয়া ফুটিয়া আর বিন্দুমাত্র সাহে অনেকে বিবিয়া যাইতেছেন। ইতিমধ্যে ভারত-বিরোধী প্রচারকার্যের যে বিরাট অনুষ্ঠান হইয়া উঠিবে ভারতের বিবিধ হইবার কিছু নাই।

• • •

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারতবাসী আমার প্রশ্নের বিরোধ সাধন সম্বন্ধিত প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে সরকারের পক্ষ হইতে জানান হয়, সরকারের এই বিষয়ে জানিবা ব্রিটিশ যাই রাজের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে উহাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন। অন্যান্যাদের উত্তরে এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, কথার সিদ্ধান্ত যত শীঘ্র সম্ভবপর হয়, তাহাই আমরা।

• • •

কেন্দ্রীয় পরিষদে আর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার এক্সন মুসলমান হাই কমিশনার মোহম্মদ করার সরকারদের কাছেরও তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে। ২৯শে মার্চের সালন পরিষদের বক্তিগতভাবে সচিব ডার বাবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক শাস্তি ও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বনের যে সব কথা-কথা প্রতিনিধি আনাইয়াছিলেন সে সব কথার এখন কি হইবে? দুঃখ করিয়া সব হজম করিয়া মেলেই চলিবে এবং এমনিতেই ইন্দ্রপুরীর অধি-লোভনীয় উচ্চ কমিশন নিযুক্তিবাদে সমাপ্ত থাকিবে। কিন্তু দেশবাসী বিশ্বাসই দুঃখ করিয়া থাকিবে না। সরকার দুর্ভাগ্য দেশিয় এবং ভারতীয় অর্থ সরকার আইন প্রত্যাহার না হয় ততদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বিধিনিষেধের প্রয়োগের জন্য জাতীয়-তাবাদী ভারত জোর আন্দোলন চালাইতে থাকিবে।

• • •

গত সপ্তাহে আমরা সিঙ্গাপুর ভলিন্টিয়র আদালতের আমাদের জাতীয় সরকারকে ভারত হিসাবে মান-হানির চূড়ান্ত অভিযোগকারকতা করিয়াছি। এখানেও আমাদের আর এক অনুরূপ অভ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে হইতেছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পার্লামেন্টারি সংবাদদাতা জানাইতেছেন, গত ২৯শে জানুয়ারী ভারতীয় জাতীয় উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কর্মচারীদের কাছে এমন পুরাতন ভিন্নধর্মিয় জাতীয় সরকার মুক্তির "হিন্দুস্থান ট্যাবার্ড" পৌঁছিলে তিনি নাকি উত্তেজিত হইয়া তাৎক্ষণিক ভাষিয়া পত্রিকাখানি অধিকৃত করিতে আদেশ দেন। সংবাদটি সত্য হইলে এরূপ আচরণ মিঃ লন্ডনের অবশ্য মনোকুণ্ঠিত পরিচায়ক। অন্যান্যদের মত এরূপ পত্রিকাকারকের ব্যাপি দূর করার জন্য সরকারকে তৎপর হইতেন কি?

• • •

বিধানে সরকারের পক্ষে উত্তরন ভারতের বিদেশী ভারতের জাতীয়ের উপর সমবেদীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। মুক্ত প্রদেশের সরকারকে নিজেদের পরিমা নাই। মুক্ত প্রদেশিক সরকার পরিষদের সরকার ইন্দুক মুক্তযোদ্ধার লাভ ট্যাক্সদাতা ভোরকপুরের ভারতরক্ষা বিধানের বলে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তিনি সেখানে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করিতে বিয়াছিলেন। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিও গ্রেফতার হইয়াছেন। সাহিত্য সম্মেলনের সভোষ কি সরকারের বিরুদ্ধ ও ভারতের সন্তাবনার পক্ষ পাইতেছেন? সেখানেকার যখন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য সরকার জোর আন্দোলন চলিতেছে এবং সমস্ত দৈনিক ও সেখানে প্রত্যেকটি জোর জোর সভায় আবশ্যিক হইয়া উঠিয়াছেন সেই সময়ে ভারত শাসন আইনের ১৯ ধারার বলে প্রবর্তিত দুই দুইটি প্রদেশে সরকারী স্বরাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের অর্থ কি? ইহার ফলেও ভারতীয় সরকার সম্পর্কে সরাসরিই ও জোরাই হলের সেনেস্যের আন্দোলন মুক্তিকে দেশী ধরিয়া গ্রামাইতে হয় কি?

• • •

প্রধান মন্ত্রীসভীয় সম্মেলন হইতে দেখে-বিদেশে আসিয়া 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ সি এস লোকনাথন মন্তব্যটি এক মন্তব্য প্রকাশে জানাইয়াছেন, ব্রাইটন সম্মেলনে ভারতের পক্ষ হইতে ভলেন্স, শীঘ্র ও উপনিবেশিক বলের যে বিভিন্ন প্রতিনিধি উপস্থিত হিলেন, তাঁহারা মুক্তির মূলকে ভারতের দুর্দশা ও অভিযোগ উপযুক্তভাবে করিবার ব্যাপারে একরূপ হইয়া কাজ করিয়াছেন। মুক্তিতেও সন্দেহ নাই। তিন জন প্রতিনিধিই এক বাক্যে জানাইয়াছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পাকিস্তানের সমস্যা-উত্থাপনের পক্ষপাতে মুক্তির ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্পর্কে যে সব কথা বলা হয় তাহা ভুয়া ও ভিত্তিহীন। সুখের বিষয়, মুক্তির নীচের একজন বিশিষ্ট মুসলমান মুক্তরাষ্ট্রে গিয়া ভারতের ও উপনিবেশিক প্রতিনিধির সহিত একবাক্যে সাম্রাজ্যিক মতবিরোধের অভিযোগ যে মুলতঃ সাম্রাজ্যবাদীদেরই কারসাজি সেই কথা বলা হইয়াছেন।

• • •

কিন্তু মুক্তির নীচের মন্তব্যে মিঃ চার্চিলের এমন ঐক্য-ঘোষ বা আহার প্রত্যেকের-ঘোষক আছে বলিয়া মনে হয় না। এখানে ব্রডকাস্টিংএর সম্মেলনে ঘোষণাকারী ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সমালোচনাপ্রসঙ্গে মিঃ চার্চিল 'চিকেন ব্রডকিন' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিশেষে যে কথা উক্তি করিয়াছেন তাহাতে তাল-মাত্রা-জ্ঞানহীনতার এক সুন্দর প্রকাশ ছাড়া আর কোন সারবত্তা নাই। কৃত্রীর পক্ষের ইন্দ্রজ-পন্থী সাম্রাজ্যিক বিরোধকে ঠাঁইয়া রাখিতে চাহেন বলিয়াই মিঃ চার্চিল অবশ্য অভাবাদের বলিতে পারিতেছেন, কিন্তু সমাজ তথা বিশ্বের আমরাদের কাল হইতে গণতন্ত্র-বিরোধী। সুতরাং ভারতের ৯ কোটি মুসলমানকে গণতন্ত্রবিরোধী বিশ্বাসের কবলে ফেলিয়া মুক্তির পাকড়া করিয়া পরিলে বিজয় দেখা দিবে। মিঃ চার্চিল তাঁহার মুসলিম মন্ত্রিসভার সাম্রাজ্য সম্পাদক ও স্বেচ্ছায় পরিষদের সমস্ত খাস আন্দোলন মোঃ মোহম্মদ মিঃ জিন্নার উপযোক্ত বিশ্বাসঘাতকের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জাতীয় ঐক্যের ও সংহতির উপর জোর দিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এখন জাতীয় তাবাদী মুসলমানের অভাব নাই এবং মিঃ জিন্না তথা মুসলিম লীগই ৯ কোটি ভারতীয় মুসলমানের প্রতিনিধিত্বের একমাত্র অধিকারী নহেন।

• • •

ভারতবর্ষ সম্পর্কে মুক্তির সরকারের এরূপ মনোভাব উদ্ভাসিত করিয়া অন্যান্যক ন্যাশি সম্প্রতি যে মন্তব্যটি অভিব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা সেই সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য না করিয়া তাঁহার স্পষ্ট ভাষণের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি: "মুক্তির দ্বারা অন্য সব পথে ভারতবর্ষ ব্যবহার করে মুক্তির সরকারই তাহাই চায়।...মিঃ চার্চিলই ভারতের মুক্তির ধার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং উহার চাবিকাঠি তিনি নিজের কাছেই রাখিয়া দিয়াছেন।...মুক্তির স্বাধীনতার অন্তই সংগ্রাম করিতেছে, এই কথার সত্যাসত্য প্রমাণের চেষ্টা করা বৃথা ভারতবর্ষ। সমুদয় এই কথাই বলিতে হয়, মুক্তির একমাত্র সাম্রাজ্য কথার জন্যই মুদ্ধ করিতেছে।" অন্যান্যক অন্যান্যক ন্যাশি মিঃ চার্চিলের পরাজয়-প্রসঙ্গে একজন বিশিষ্টজন ব্যক্তি ভারতবর্ষ হইয়া থাকার একজন ইংরেজ হিসাবে লজ্জায় পরিত্রাণ প্রকাশ করেন এবং মুক্তির জাতির মনের কোন কোন ভেদে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের বিরোধিতার উক্তির দিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহারও তীব্র নিন্দা করেন।

• • •

পরলোকে সম্প্রতি এই প্রসঙ্গের সমাপনকল্পে মুক্তির নিয়োগাধ্যক্ষ সম্পর্কিত নিয়োগাদেশ গত ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ১৯৪৯ সালের ২৩শে মার্চ হইতে পরলোকে সংবাদ-পত্রসমূহের নিয়োগাধ্যক্ষ অফিসের আদায় ও সৈন্য সম্পর্কে যত্তগুলি নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিল, তাহা বাদের পরিষদের সদস্যদের উপর গুরুতর ক্ষমতা বা প্রত্যয় তাহারা পূর্বের ন্যায় ইচ্ছামত নিয়োগাদেশ করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমস্ত পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ হইতেছে বিদেশের আদেশ বন্ধ আদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইলে মিঃ চার্চিল আরও বেশী ভাল কাজ করিতেন।

খেয়ালীর খাতা

ঘরি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গানের মধ্যে গায়কের পক্ষিরাজ গানে যাঁহারা বিভোর হইয়া ভাবেন যে, "বিলাত দেশটা মাটির, সেটা দেখা-শুনার নয়।" কিন্তু মাটির বলুন আমাদের। সে-দেশের মাটিতে অনেক জিনিষ জন্মে না। খাদ্যদ্রব্যই অধিক মাত্রায় বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। মূলের সময় সমুদ্রপথে জাহাজ-ডুবির ভয় থাকে, তাহা ছাড়া সে-সাময়িক কালে জাহাজের সংখ্যাও কম। সুতরাং মূলের জিনিষে বাজার অত্যন্তরূপ বাড়িয়াছে। আগে মাখন ও চীজ আদির সেরমার্ক হইতেছে। সেখানে চার লক্ষ বন্দিরা ব্রিটেনের অন্নসংস্থান ডুবে-ডিমে বাড়িয়াছে। আগে আদির অট্রেলিয়া হইতেছে। সেখানে প্রত্যহির পথ বন্ধ, তিনি আদির আসা হইতেছে, সেখানে এখন জাপানী-দের রাজত্ব। ব্রিটেনের লোকেরা আজকাল বেশী করিয়া খায় দোল আদু, চর্বী আর পাকস্থলী; মাংসের পরিবর্তে পরিবর্তে, মাখন মরাধী এবং ডিমি রাজখানা। লন্ডনি ব্রিটেনের বাজারের হইতে যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় জনসাধারণের খাদ্য-তালিকার মাংস, চীজ, চা ও ডিমি প্রভৃতি জিনিষের পরিমাণ অত্যন্তরূপ প্রায় ৩০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ১৯৩৮ সালে মাথাপিছু লোক এক সপ্তাহে ঐ জিনিষ খাইত প্রায় ৮৮৭৫ আউন্স। এখন তাহার পরিমাণে ঘোটে মাত্র ৬৮৭০ আউন্স। কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে জনসাধারণের স্বাস্থ্য যাহাতে এই না হয় সে-দিকে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আছে। বিদ্য অবেক্ষণীয় মাল আমাদের বাহিরে না যায় সেজন্য গভর্নমেন্ট যেপনি ডো করিয়াছেনই, অনেক পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য আমদানির নিজেদের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। ডোকানীকে জিনিষের দেনা মালের চাইতেও অনেক বেশিকে মাল করিয়াছেন এবং ডোকানীকে লোকসানের টাকাটা সরকারী তহবিল হইতে দিয়াছেন। মাখন ও অন্যান্য সরকারী পাকস্থলী মাসুষের কম মালে বিক্রয় করিতে পারে, সেজন্য মাল সস্তায় চাষীদের হিসাবের মাল ডোকী পাইত। ১৯৪১ সালে ঐ জন্য গভর্ন-মেন্ট বস্তা করিয়াছেন ডোক ডোকী পাইত। ১৯৪৩-৪৪ সালে ঐ বস্তুরের পরিমাণ ছিল উনিশ ডোকী পাইত। আমাদের এখানে মাখন না মাসের ফলাহারে হাজিরাই ছিলাম, ডোল আদু ডেমাই আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পটলের দাম শুনিয়া আর পটল কিনিবার অপেক্ষা। কারণ এখানে ফলে-ফোটা মালে ডেমোটের পাকার, বন্ধুর মালে বাহিরে, আর জিনিষপত্র যে বিক্রির করমা দিয়া নিশ্চিন্তমনে কালো বাজারে ডোকেরা চলে তাহা নিশ্চিন্তে নিরর্থক দাম ছাপক কালো না করাই ভালো।

* * *

মালা মেলে খুব হয় নাই। কিন্তু গত ছুই বছরে লোক মাত্র। মধ্যিমের আয়া ছুধের চাইতে কম নয়। ছুধের লোকগুলি মাইনা করে, এখানে কিন্তু না মাইনা মধ্যিমাকে—অবশ্যটা এই। বিগত যুদ্ধিতে পাকাপী-চরিত্রের একটী আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলাম। সে আমার মাকর্ষণ। পাকাপী জিনের করিয়া মাকাপী মেয়েরা মাল সম্বন্ধে যে কি রকম মনোভাব আয়া এই মাল-সমস্যা সম্বন্ধে পুষিয়াছি। ডোকানীর আমদ-কমদরে ডেপুটির ডাকুনীতে মহাল বজায় রাখা না খুশিতেই জিনার আমাকেই পরিয়া মালে মাইতে দেখিয়াছি। পর্যাব-লীন শ্রীকে বিদেশে হাইজিনের মুখোমালে ডোকানীরা চলিতে দেখিয়াছি এবং মাকারি ডোকেরই হইতে অবশ্যে অধিমায় ডেকে উচ্চ মাকীর ডোকেকারী পৃথিবীকে মধিয়া ছুইয়া মার্কারের মালে ডেকিনের কলাকে করিতেও দেখিয়াছি। কিন্তু মালেই মালাদের মাকাপী-চরিত্রে সহজে মনস্তাইতে পারি না। মালাদেশের ও বিদ্যাসাগরী ছটী ছুধা হইতে মধ্যি ডোক ও অন্ত-ডেকের ছু ঘটিল নয়। কিন্তু তিনি মাস সহযোগে পুষ্টিমাসের মধ্যিমি মাইয়া যে বদলা অবলম্ব মালার পক্ষে মালা মেলাকীয় পাকা হিমাইয়া উঠিবার ডেশী দিন লক্ষার মালা নয়। অধি ছুধের ইংরেজ পঞ্চায় ডোকেদের ছল ও নিজ লক্ষী পঞ্চম দিন মাকালার সঙ্গেই একটী ছুলভ মালের ডোল-মালের জন্য মনে মনে আকর্ষণ ডোগ মধেন। মালা কলম, কিন্তু মাল মাল মধ্যি মধ্যে ছুধোকাপী-ছুধোকাপীর মাকরণ কি একেবারেই অসম্ভিমালা? অন্তত: কল ছুটির ধরি মালাদের মধ্যির এই মালার পরি-বর্তনটুকুও করিতে না পারিয়া থাকে তবে ছুধের কথা সম্বন্ধে নাই। ছুধী ডেলার আর ছুধী, অন্ত একদেলা ডেকী মাইতে হইলে পরিমাই মাজিতে উপমান করিয়াছেন এবং একদিকে মধিমার জন্য কল কল ডলিয়াছি। মালারা ডে-সময়ে মালে পড়িয়া ডেকী মিছুটা অন্যায় করিয়াছিলেন, চাইল লহলমা ছুধার পর হইতে তাঁহারা আবার back to rice হইয়াছেন। আমাদের মধ্যির সঙ্গে মধ্যির মধিমে পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে ডাক্তারের কাছে উহার কলর কম নয়। অন্তত: কলট্রোলের কুপা ও তাঁহার তাঁহারা মাল তাঁহারা ইয়া অবশ্যই মাজিমের যে চাউলের সঙ্গে তাঁকা মাকালার চাইতে আরা মাকালা আলো!

* * *

মাকালা সম্পর্কে একজনা মধিমের হইল এই জন্য যে, মাকালবুদ্ধিরেরা বলেন, মাকালীর মাল অভ্যাস লাসকরীন—ইহাদেরীকে মাকালে এমে আনন্দালেলন। আমাদের মালে চাইল অনে ডেশী, ডোকিমের আলে এত এবা কাটি প্রায় নাই বলিলেই চলে। আধি অবশ্য মাকালের ছুই ডেলা এক রকম কিন্তু ডোটে সেই অপেক্ষাকৃত আমাদের পরিমাণের কথাই বলিতেছি। পাকাপে ডেখিয়াছি লাকাদের লোকের মাকালার সঙ্গে এর মাকী, এর ডোমাকী, এরডো এক আর ডোন ছুলর কল একটা ছুইটা মাইলে ডেশী ডরে। মাকলাদেশে কলের অভাব নাই। কিন্তু লাকাদ কলে ছুধের ডোকির মধ্যের ছুধ না মধ্যার ইহিনের কল যে অর্থ প্রকার মাল হয় তাহার এক-চতুর্থাংশ কলের এক রকম হয় না। আমাদের ডেশীর আল পরিবর্তে কল মাকালা বলিতে ছুধার ডোমা এবং তাহাতে ডেকল অন্তরতাই কল। মাকালে কি মধিমা ডেকলই ছুধডোকর বা মধিমা ডেহ-ডোমক কলা মাইতে পারে সে কথা আমরা বিধি নাই, ডেহ আমাদের ডেখায় নাই। সম্প্রতি বিলাতের এক মাকুরী "মিনিস্ট্রি অব ছুড" কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটী পুস্তিকা পাঠাইয়াছেন। ডাহাতে নানা রকম মাকার ছুধের ছুধের ডেমিপি—ইত্যির আছে। ডে-সকল জিনিষ পাকলা যায় তাহা দিয়াই ডেমন মধিমা কল মালে পুষ্টিকর মাল তৈয়ার করা যায় তাহার উপায় ডেখা আছে এই পুস্তিকাগুলিতে। বিলাতী মাকাপ-ডলিতেও এই সব ডেমিপি ছুব বিস্তৃতরূপে ছাপা হয়, তাহা ছাড়া বিভিন্ন মাল ছুধের এমনও মাকা-মান কলা আছে যাহারা গ্রামে গ্রামে পল্লীতে ঘুরিয়া গৃহিণীদের উপদেশ ডেয় তাহাদের নিজ নিজ পুষ্টির মতো কি কি মাকালার মালকা কলিলে মাকা ও শক্তি কলার মাকা যায়। যদি এক সিনিট কলর কলিতে মাল আমে, তিন ছুধরা ডটী, সিনি আদির মার্মালিন (মাকালের বিকল্প), একটু মাল, তিনটী আলু, ডটী পাকলে তিন ও ডোটা কলের ডেমী বা মাম। যদি ছয় ডেমী কলরের কলাম নয়, তবে তাহার চাইতে কম ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের এদেশের মালে মালে ডেমিপি কালমে বাহির হয় বটে, কিন্তু ডেমনি পরিমে কলটা মালো ডাঁহিমে কলটা এম। সিনিম সরকারী বিভাগ হইতে "মাকালার মাকুরা" নাঁহিবার এক পাকপ্রণালী মহলমালের আগে ডেখিয়াছিলাম। তিন আমার মালকার পিতলে ঘি, চিনি, ছুধ, কলুর ইত্যাদি মিলাইয়া অনেক মালো মাল কলা করিলে অবে ডে মাকুরা তৈরার হইবে।

* * *

ছুধোকাল কালমে ডেশাবধিক বিমান মালমার সম্ভাবনা সম্পর্কে কালক মন্তব্যেরী সম্প্রতি একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ডেখা যায় ছুধের আগে অনুমলরে অনে ডেশাবধিক বিমান প্রায় পনর লক্ষ মাইল আকাশে উঠিত। এখন উঠিতেছে প্রায় সাতিন লক্ষ মাইল। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কালক্রমে পর্যায়ে ডে-সাময়িক বিমানগুলি ছুরাপুরি কারকীয় ইলেক ও বিমান-বন্দরের মাকার চলোলো হইয়াছে। ছুধের অনুমানে এই সকল বিমানডলি মালের বহর করিয়াছে আগের চাইতে ছুমলর। ইহা ডোম্পানী ও ইউনিয়ন কালকাল এবংকালে এরং অনেক কালকীয় বিমানমালের আগের মাকারা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট। আকাশে উঠিয়াছেন। ডোকাকে ইঁহারা অবার হাল্কা ধরনের বিমান—অনুমান যা সিকারস্কি মন চালাইয়াছেন। এখন এমনে ডিন অনুমলের ডি-সি-থ্রি, পর্যায় ডের ডের অবার লম্বার সঙ্গে চালাইতেছেন। ছুধের সঙ্গে এমনে বিমান চলাচলের প্রসার অনেকটা বাড়িবে ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। ছুতরা: বিমান সংক্রান্ত কাজ ডেমন পাইলট, ডিকার, ক্লার্ক ইত্যাদি—ইত্যাদিতে অনেক কালকীয়ের জন্য সংস্থানের সম্ভাবনা আছে। কালক্রমে বিমান ডেশ, প্রায় একটা মহাসমর বলিলেই হয়। এখানে এর কারণ হইতে অন্ত কালকার চাইতে যে পরিমান সময় এই হয় তাহাতে মালনা-মালিন্যের অন্ত মালাদ কলে। কলিকাতার কালকের অনেক মালিকের ডোমেকে ছুধা ডিনিসে চাইতে হইলে আদিসে মাস দিনের কালকর্ম আমের আগে মাসিয়া মাকিতে হয়। অন্তত মাকিতে বিমান চলিবার মালকা থাকিলে সন্ধ্যা-বেলার ডেরী ইঁহাদে ডিনারের পর বিমানে চলিয়া পরদিন 'আগে' ডেকরকী করা অসম্ভব হইবে না। আশা করা যায় ছয় বছরে উৎকলির ছুরবাসের পর্ব বলিয়া যে মলিক মালালী কবি অনুমালিলাসে মাকিয়াছিলেন তাঁহার পৌরুষের আবসানই আমা মালমে পরিনত হইবে। অনুমান না মাকিলে চালকের মধিমার কালমার ডোমকালের প্রলেপ, এ মাকিলে মাকাবিক আগে লন্ডন মাকিয়া টিকিট কিনিবার মকল কিংবা ঘুষ কিংবা পুষির মাহায্যে পিছনের লোকের মালনে আগাইয়া মাকিবার চেষ্টায়।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাবর্তীয় মুবোমমুক্ত

হেড অফিস :—১০২, বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৩৫৪৭

শাখাসমূহ :— বড়বাজার, ডেডমাটী, মালেমাজার, বিডনমারি, টালমাজার, আলমবাজার, বোলাকীর ও কাটাপুকুর (পাইকা ডেট), মাকলাজা, মাকবাজার, মাকাডলমজ, মাহড়িয়াপুকুর, মাকমুর (বি বি), পাইকা, বীরডলমার, আকাকমাজার।

মাকেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এমিত লি পাল, এম-এ, বি-এল।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

অতিরিক্ত খনিতে শ্রীলোক নিয়োগ—ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রম-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব সম্প্রতি ভারতীয় খনিগুলি পরিদর্শন করিবার পর ঘোষণা করিয়াছেন যে, কয়লার খনির অভ্যন্তরে শ্রীলোক প্রভৃতি নিয়োগ করার বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করিতেছেন। এই সম্পর্কে প্রকাশ আরও জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে ১৫ হাজার হইতে ২০ হাজার শ্রীলোক কয়লা খনির অভ্যন্তরীণ কাজে নিযুক্ত আছে। কয়লার খনিতে কাজ করার সময় ১৯৩৩ সালে ৫৯০ জন নিহত ও ১০১৭ জন আহত এবং ১৯৩৪ সালে ৫৭৯ জন নিহত ও ১৯৩৮ জন আহত হইয়াছে বলিয়াও তাঃ বি আর আম্বেদকর জানাইয়াছেন।

প্রস্তাবিত উচ্চ শিক্ষের উন্নতির জন্য বোর্ড গঠনের প্রস্তাব—ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব স্যার আজিজুল হুক সম্প্রতি ভারতীয় বাণিজ্য পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে হস্তশিল্পের উচ্চ শিল্পের উন্নতির জন্য একটী বোর্ড গঠনের প্রস্তাব ভারত গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। প্রস্তাবিত বোর্ডে এক বৎসরের বেশীকাল ৩০ জন সদস্য থাকিবেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের টেক্সটাইল কমিশনার পদাধিকার বলে ইহার চেয়ারম্যান হইবেন এবং সদস্যদের ৩ জনকে ভারত গবর্ণমেণ্ট বে-সরকারী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনীত করিবেন। বিভিন্ন প্রদেশের সদস্য থাকিবেন ১২ জন। হায়দরাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিনদের ৩ জন সদস্য এবং টেক্সটাইল কনসালটেন্ট বোর্ড সমিতি প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে ৪ জন সদস্য মনোনীত করিবেন বলিয়াও স্যার আজিজুল উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতে ও বৃটেনে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয়—ভারতবর্ষে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় আগাষ্ট-জুলাই বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বোম্বাইয়ের ব্যয় মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে, বৃটেনে বোম্বাইয়ের ব্যয় শতকরা ৪৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইলেও (১৯১৪ সালের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত) জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র শতকরা ৩১ ভাগ।

ভারতরক্ষা বিভাগানুসারে শ্রমিক ও আইনের সংখ্যা—গত ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রকাশিত হিসাবানুসারে জানা যায় যে, ভারতরক্ষা বিভাগানুসারে ৫১০৮ জনের শাস্তি হইয়াছে এবং ১৯৪৪ সালের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বাজারে বাহির আইন অমান্যকারীদের সংখ্যা হইয়াছে ৭৭৭৪ জন। আইন অমান্য সংখ্যা বাংলাদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের সংখ্যা বিহারে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩০১৩ এবং ১৯৪৩ জন। অন্যান্য প্রদেশের শাস্তিপ্রাপ্ত এবং আইনঅমান্য সংখ্যা হইয়াছে যথাক্রমে বোম্বাইয়ে ৭৪৪ এবং ১১৩, মাদ্রাজে ৩১৩ এবং ৭৭, যুক্তপ্রদেশে ১৫৪৯ এবং ৮০০, পাঞ্জাবে ৪৯ এবং ১০৪, আসামে ১৪৬ এবং ১১২, সিন্ধুতে ৩১ এবং ২০৪১ জন। আসাম শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩০৪ জন এবং বিহারে আইন-অমান্যকারীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৩১ জন।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও পুলিস বিভাগ—ইণ্ডিয়াটাইম প্রেস আশিকে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পর পুনর্গঠনমূলক প্রয়োজনের জন্য ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও ভারতীয় পুলিস বিভাগে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও বিভিন্ন প্রদেশের চীফ সেক্রেটারীদিগকে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে এই বিষয়ে আলোচনা হয়। অবশ্য, উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন যে সকল উচ্চ বিভাগীয় কর্ম্মিগণকে যুদ্ধের পর এই সকল কাজে গ্রহণ করা হইবে। এই সম্পর্কে আরও জানা যে, সাধারণ কাজে কোন বিঘ্ন সত্ত্বেও সকল কর্ম্মিগণের বয়স উক্ত বিভাগসমূহের নির্দ্দিষ্ট বয়সের বেশী হিল না, তাঁহারাই এই সকল কাজে যোগদান করিতে পারিবেন।

কৃষি বৈজ্ঞানিকের কৃষি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান—লক্ষ্ণৌর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, মাত্রোর বৈজ্ঞানিকগণ নাকি এমন একটী কৃষি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রচার করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। প্রকাশ, উক্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার ফলে কৃষি-বিপ্লব ঘটিবে। দেরাদুনোপরি উক্ত কলেজীয় নির্দ্দেশন কেন্দ্রের ডিরেক্টর অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার মার্জ্জহাবির বহু বৎসরী যম ও তাই সম্পর্কে তাঁহার দুরাহ

Gram : Cencomba Post Box No. 2252

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১১, ক্যাকৃদল সেল, কলিকাতা।

সুদক্ষ ডিরেক্টরবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :

মিঃ এস বি বিশ্বাস

ক্লিয়ারিং

এর সকল প্রকার সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ.

হেড অফিস—শিলং

তার—SHILLBANK : : ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা শাখা—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তার—BANK SHILLO : : ফোন : বাঙ্গ—[illegible]

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, ধুবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রীঅনিল চৌধুরী, বি-এ, এসোসিয়েটেড্, কলিকাতা ব্রাঞ্চ।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু, বি-এস, আর-এ, এফ্-আই-এস্-এ, এফ্-আই-ই-এস্ (লণ্ডন), জেনারেল ম্যানেজার।

৭,৫০,০০০৲ টাকার

নূতন শেয়ার

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ৭,৫০,০০০৲ টাকার অতিরিক্ত শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে ইস্যু করার ফলে ১৩৫ বার আবেদনের প্রেক্ষিতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়াছি। ইহা পরিষ্কারভাবে জানিবেন যে, এই অনুমতি দানের জন্য কোনো গবর্ণমেণ্ট কোন পরিবর্ত্তনের আর্থিক অবস্থার দিক বিবেচনার সম্বন্ধে অথবা কোন ব্যবসায়ের জন্য দায়ী নয়।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস : আগরতলা (বি এণ্ড এ রেল)

হিড অফিস : আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

শাখা অফিস—

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

... ...

সুবাহল প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

বাংলাদেশের উৎপন্ন সম্পর্কে বাংলা সরকারের সিদ্ধান্ত—সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা সরকারের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা কর্পোরেশন ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাধীন অঞ্চলের অধিবাসীর ১৯৫১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখের প্রকাশিত সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী উৎপন্ন-কর বাতিল করা হইয়াছে। এতদনুযায়ী সরকার ১৯ ফেব্রুয়ারী হইতে ১ বছরের জন্য উৎপন্ন মকুব করিয়াছেন। পরে এক বৎসরের জন্য উৎপন্ন মকুব করা হইয়াছে, অনুমান হইতেছে এইরূপ প্রদান সরকারকে ঘোষণা করিতে হইবে। অতঃপর কর্পোরেশন অথবা হাওড়া অথবা উভয় পক্ষই হইতে পারিবে বলিয়া উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে।

অধ্যাপক ডাঃ ঘোষ এম ডক্টরেট—প্রকাশ, ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ৮ কোটী টাকা মূল্যের নয় প্রস্তাবের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য তাঁকে জেনেভা সিট-বিমানির নেতৃত্বে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যে বিশেষ প্রেরিত হইয়াছে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারের অধ্যাপক ডাঃ ঘোষ এম ডক্টরেটকে ভারত সরকারের উক্ত বিভাগের একজন সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। উক্ত বিমান বর্তমান মাসেই ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন বলিয়া আশা করা হইতেছে।

ভূমিক কমিশনের রিপোর্ট—প্রকাশ, বাংলার ভূমিক সমস্যা 'ভূমিক কমিশনের' প্রথম রিপোর্ট বর্তমান মাসের শেষের দিকে সরকার সমীপে পেশ করা হইবে।

লন্ডনে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন কমিটী—ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, লন্ডনে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন কমিটী একটি নূতন সংগঠনের কার্যক্রমের পরিকল্পনা করিয়াছেন। কমিটীর প্রতিনিধির প্রকাশ করা, মুক্তিতা প্রচার করার উদ্দেশ্যে ছাপাখানা এবং প্রচার সম্পর্ক স্থাপন করা এবং ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে বৃটিশবাসিগণকে সঠিক তথ্য অবগত করাইবার উদ্দেশ্যে একটি কার্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করাও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

স্বদেশী শুদ্ধার উৎপাদক অনুমোদন—সম্প্রতি বাংলা সরকারের পরিচালক মিঃ কে সাহাবুদ্দিন বাইটার্স বিল্ডিংস্-এ স্বদেশী ঔষধ উৎপাদক এক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বাংলার সহকে এবং বাংলার ঔষধ উৎপাদনের উপায় নির্ধারণের বিষয় এই সম্মেলন আলোচনা করা হয়। মিঃ কে সাহাবুদ্দিনের মতে বৃহৎ মূলধন ব্যতীত দুই বৎসরের মধ্যে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ যেরূপ নিজেদের ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠিত উন্নত প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ব্যাপক ও ষ্টেট নীতি অনুযায়ী কাজ করিতে পারিলে বাংলার ঔষধ সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে।

১২৯ জন যাত্রির হৈজ অতিরিক্ত—সম্প্রতি স্বেচ্ছায় পরিবর্তে প্রয়োজন কালে অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জানান যে, গত ১৯৪৯, ৫০ ও ৫১ সালে তাহাদের কোলাঘাটিক অঞ্চলের প্রতি অনুরোধে গড় ১২৯ জন যাত্রির হৈজকে অতিরিক্ত করা হইয়াছিল। তদানুযায়ী ১৯৫ সালের প্রতি কলাকেশন দেওয়া হইয়াছে ৬ ৫৫ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১,১২,৪৮০ জন আন্তর্জাতিক তীর্থযাত্রী বিদেশে প্রেরিত—ভারত সরকারের সহর বিভাগীয় সেক্রেটারী মিঃ ত্রিবেদী সম্প্রতি সেন্ট্রাল পরিষদে জানান যে, ১লা জানুয়ারী হইতে গত ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ লক্ষ ১২ হাজার ৪৮০ জন আন্তর্জাতিক তীর্থযাত্রীকে বিদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং আনুমানিক ৫৫ হাজার ৩ শত জন এখন পর্যন্ত বিদেশে রহিয়াছে। অবশিষ্টদের মধ্যে ৪৯ জনকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে অথবা বিদেশে আছেন। ইহাদের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মিঃ ত্রিবেদী উল্লেখ করিয়াছেন।

ডামডাল এয়ার পোর্টের কাজ—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে একটি লিখিত উত্তরে সহর বিভাগীয় সেক্রেটারী মিঃ ত্রিবেদী জানাইয়াছেন যে, গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ডামডাল এয়ার পোর্ট প্রতিষ্ঠাতে ৫৯,৭৯,৩৯৭ টাকা এবং ১৯৪৮-৪৯ সনে ৪৯,৩৪,২৯৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মিঃ ত্রিবেদী একটি লিখিত উত্তরে আরও জানাইয়াছেন যে, ১৯,০৪৯ জন যাত্রিরা ভারতে উইমেন অবজিলিয়ারী কোরে কার্য করিতেছে, তন্মধ্যে ১৪১১ জন

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **লক্ষ্মীশ্রী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ইং

হেড অফিস: ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি: ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার সম্পাদে বহিয়াছে ৩৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা; অভিজ্ঞ ও সতর্কতার সহিত কার্যপরিচালনার ফলে ইহা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস:—পাইকা, খেলারাম, রাজারাম, মজুমদার (ঢলি:), ডমরালীপুর (ঢলি:), বেলিয়াঘাটা (ঢলি:), ঢাকা, চাঁদপাইল, চট্টগ্রাম, নারিকেলডাঙ্গা, মহিষাল, পাবনা, রাইটার, ডবরীল, কুষ্টিয়া, ডমরুক, নিলফর, আজিমপুর, মহিষাবাদ, বড়, লক্ষ্ণৌ, ঈ' নগর (বাঙ্গালোর), মেহিলীপুর।

আমানতের হার ও সর্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: জি সি পাল, বি এল

ভারতীয় উত্তরাধিকার ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস:—

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন: কলি ১৭৭৪

ব্রাঞ্চ অফিস:—

চাকুরিয়া, নাগপুর মার্কেট, ঔরঙ্গাবাদ, জলপাইগুড়ি, ক্যানিং, পাঁকুড়, রামপুরহাট, দুলিয়ান, বারদারওয়া, নাহিমগঞ্জ, ও কোন্নগর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—মিঃ জি এন চাটার্জী

ফোন ১ কলি ২৭৬৭ Gram. JANASAMPAD

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিংয়ের সুব্যবস্থা আছে

১৯৪৯ সালের শেষ পর্যন্ত আনুমানিক হিসাব

অনুমোদিত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	...	১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও বিভাগী ফাণ্ড		৮,০০,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲

কারবারী মূলধনের পরিমাণ ৯০ লক্ষ টাকার ও কোম্পানীর কাজকে এখন সহজে সহজে পরিবর্তনশীল ভাবে নিয়োজিত আছে।

শাখা, সে অফিস ও এজেন্সি অফিসসমূহ

হাইকোর্ট, ইন্টারন্যাশনাল, আসানসোল, আসানসোল, ঔরঙ্গাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ

আমদানীর, ৭২১০ জন বৃটিশ, ৩৯৫৯ জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ৮০৭৯ জন দেশীয় খৃষ্টান বাসিন্দা আছে।

ব্যাঙ্গেলিয়ার প্রতিষেধক সুরম্য ভবন—ডুবিং-এর সাপ্তাহিক সংবাদে প্রকাশ যে, একদল চীনা বৈজ্ঞানিক এক বৎসর কাল ব্যাপী অবেষণ কার্য্য চালাইয়া ব্যাঙ্গেলিয়ার প্রতিষেধক এক সুরম্য সৌধ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সুরম সৌধের নাম হ্যাংচেন এবং পশ্চিম চীনের হ্যাংচেন পাহাড় এক জেলা হইতে ইহা সন্ধান করা হইয়াছে। প্রকাশ, বৃহদাকারের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র সুরম প্রতিষেধকটী লাকসোর সঙ্গে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পরলোকে অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—দক্ষিণ কলিকাতার 'পূর্ব্ব বিহারে'র অধিবাসী অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত বুধবার (১৬ই ফেব্রুয়ারী) সকাল ৭টা ১৮ মিনিটের সময় তাঁহার পুত্রের ভবনে ৮৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসর হইয়াছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দক্ষিণ কলিকাতা, বলা বাহুল্য যে (বর্ত্তমান পূর্ব্ব বিহারে) একটী প্রকোষ্ঠ-যুক্ত বিশাল ভবন এবং ১৯২৮ সালের ১৭ই এপ্রিল উক্ত প্রকোষ্ঠ-যুক্ত পরিত্যক্তদের প্রবন করেন এবং তাঁহার পরলোকগমন কোন পুত্রের পরলোকগমনে তাঁহার পুত্রটীর নাম রাখেন "পূর্ব্ব বিহারী"। সম্প্রতিকালে এই কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই পূর্ব্ব বিহারেই বাঙ্গালোরে বাঙ্গালীর নিজস্ব প্রথম চিত্রপুর স্থাপন পরিচালক এবং অধিবাসী বিশেষ বাঙ্গালী।

ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে বাসন্তী তুলার চাহিদা—ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কটন কমিটীর এক বিবৃতিতে প্রকাশ, ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে মোট ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার বেল (প্রতি বেল প্রায় ৪ মণ) ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের অনুরূপ সময়ে এই সকল কলে মোট ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার বেল ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

স্যার এম্ বিশ্বেশ্বরাইয়া—ভারতের এম বিশ্বেশ্বরায়া ১৯৫৫ সালের মধ্যে আর একটিয়া ব্যাঙ্গালোরে অবস্থানোপযোগী সকলপ্রকার সুযোগ সুবিধাদির ব্যবস্থা করিবেন।

ভারতে শিল্প প্রসার—১৯২১ সাল হইতে ১৯৪৯ সালের মধ্যে ভারতে যে পরিমাণ শিল্প প্রসার হইয়াছে তাহার শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ হইয়াছে বাংলায়, বম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলিতে, অন্যদের হাতে ব্রিটীশ ভারত অপেক্ষা দেশীয় রাজ্যগুলিতে অধিক ছিল।

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

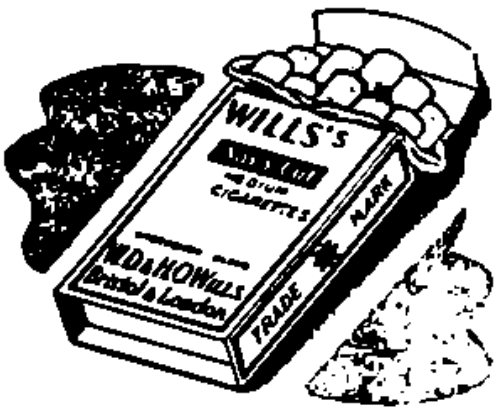

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON.

৮৮৮ ... ...

আরও হ্রাস করিবে বলিয়া আশা করিতেছেন। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবকে যে আর্থিক সাহায্য বর্তমানে করিতেছেন তাহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি—এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এই পর্যন্ত যত বৎসর হইতে ৫ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর ৩৯,৭৪২ জন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল। এই বৎসর এই পর্যন্ত ৪১,৮০০-এর অধিক পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় টেক পরীক্ষার ফি জমা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত ১৯৪৯ সালে ৪৪ হাজারেরও অধিক পরীক্ষার্থী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল।

কলিয়া কর্তৃক সিমেন্ট খনি ক্রয়—প্রকাশ, কলিয়া কিমলাডের শেটলাদের বিখ্যাত সিমেন্ট খনিটি কিনিয়া লইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। এই খনিটিতে এতদিন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সম্পূর্ণ স্বত্ব ছিল। শেটলাদের বর্তমানে সোভিয়েট সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই খনিটি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তদ্দ সরকার খনিটির মূল্যাবধারণ প্রায় ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ধার্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ভারতে সিমেন্ট ও ইস্পাত আমদানীর ব্যবস্থা—প্রকাশ, ভারত সরকার আগামী মাসে মোট ৫০ হাজার টন সিমেন্ট ও ৫০ হাজার টন ইস্পাত বাহির হইতে আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং শীঘ্রই এই ব্যবস্থানুযায়ী আমদানী আরম্ভ হইবে।

ঋণ্ডানির প্রবাহ—গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের আর্থিক জগতের ৮৫০ পৃষ্ঠায় বাংলায় ১৮৪১-৪২ সালে ইষ্টইণ্ডিয়া বোর্ডগুলির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সংখ্যা ৩,৬৬,৩০,৯৯৬ ছিল বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ সময় ১৯৪৯ সালে খাদ্য সৈন্য বিভাগের প্রয়োজনে এবং এই বিভাগেরই সহায়তার জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার পূর্বাঞ্চলে যে সব কন্ট্রাক্টের সর্বসাকুল্যে তাহার পরিমাণ ৪৮ লক্ষ টাকা। এই ব্যাপারে যে বাজেয়াপ্ত পাওয়া গিয়াছে বর্তমান বাজার দরে তাহার মূল্য ১ কোটি টাকার উপর হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লুকস • সিট্রোসেলা অয়েল • গ্লুক • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
:— ১৩৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"শীলরাজী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ভ্যাকসন রোড, কলিকাতা

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৫ ও ৬, ক্লেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ
দক্ষিণ কলিকাতা, শ্যামবাজার, হাওড়া, কদমতলা, খিদিরপুর, মাটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরীচ, পাবনা, মেদিনীপুর, সম্বলপুর, বেনারস ও চাঁপাতাংগা।

এ রায় চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

"ভিটামিল্ক হাউস ডেলিভারী স্কীম"

সমগ্র কলিকাতা সহরে যে পরিমাণ দুধের প্রয়োজন তার মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ দুধ সহরে আসে। চাহিদা মেটাতে এই ৪০ ভাগে জল মিশিয়ে বাকী ৬০ ভাগ পূরণ করা হয়। সুতরাং সহরবাসীরা যে দুধ পান তা খাঁটি ত নয়ই পরন্ত ভয়াবহভাবে রোগ-বীজাণু-দুষ্ট।

ভিটামিল্ক হাউস খাঁটি দুধের তরলীয় অংশ বাদ গেলে যা থাকে তাই। গরম জল মিশিয়ে ভিটামিল্ক দিয়ে দুধ তৈরী ক'রে নিলে সে দুধ হবে খাঁটি, আর তাতে রোগ সংক্রমণেরও কোন আশঙ্কা থাকে না। সহজ পাচ্য বলে শিশু ও রোগীর পক্ষে ভিটামিল্ক সবচেয়ে উপযোগী খাদ্য। দুধের বদলে সব রকমেই ভিটামিল্ক ব্যবহার করা যায়। এমনকি এথেকে ছানা কেটে বিবিধ খাবারও তৈরী করা যেতে পারে। এক পাউণ্ড ভিটামিল্ক প্রায় দশ পাউণ্ড খাঁটি দুধের সমতুল্য।

"ভিটামিল্ক হাউস ডেলিভারী স্কীমের" সদস্যদের দুধের দুশ্চিন্তা হয় না, বাড়ীতে বসেই তাঁরা নিয়মিত ভিটামিল্ক পান।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন :—

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ,

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার : কলিকাতা

(ফোন : ক্যাল : ১৪৬৮-৬৯)

ইণ্ডিয়ান্স
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৮, লালবুল রেঞ্জ, কলিকাতা
ক্লিয়ারিং-এর
সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান।
সহজ সর্তে টাকা কর্জ দেওয়া এবং বিল ডিস্কাউণ্ট করা হয়।
বিল্স অভ্ লেডিং এবং অন্যান্য আবশ্যকের উপর অল্প হারে আগাম।
ব্যাঙ্কের "আই-ই-ইণ্ডেমনিটি"-এর জন্য আবেদন করুন।
ব্রাঞ্চসমূহ—
বোম্বে, ঢাকা, দীঘির পার, নবাবগঞ্জ, বড়বাজার, চাইবাসা, জামসেদপুর, মাটিয়া কলিকাতা, রায়পুর, আজমীরিয়া, গৌহাটী, খোশালদী, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ (আসাম) ও বাঁকিয়া।
আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইউনাইটেড ইলেকট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং

সম্প্রতি ৩০এ ডেলহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতায় 'সাইক্লোন' বৈদ্যুতিক পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের কারখানা ইউনাইটেড ইলেকট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর উদ্বোধন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এযাবৎ মাত্র মি: এ কে ফজলুল হক পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীযুক্ত সরোজকুমার বসু প্রমুখ অনেকে আসন গ্রহণ করেন। সভায় সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমরা এই নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় প্রতিষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

দি ব্যাঙ্ক অফ ইনডাসট্রি লিঃ

বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ১২৩৭ বাংলা-বিহারী এ্যাভিনিউ, বালিগঞ্জে ব্যাঙ্ক অফ ইনডাসট্রি লিমিটেডের বালিগঞ্জ শাখার উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সম্প্রতি—গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের রবিবার শাখার উদ্বোধন-উৎসব আনন্দ বাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব ম্যানেজার মি: জি পি এল চৌধুরী বি এল মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে রবিবাসরের মাননীয় সভাপতি মি: এস মল্লিক প্রমুখ অনেকে আসন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন-সভায় সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে মি: পি সেন সমবেত অভ্যাগতমণ্ডলীর শুভ-শুভিবার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ১৯৪৪ সালে সাড়ে চার কোটী টাকার উপর নূতন বীমাপত্র বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই লাভজনক কার্য আমরা কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ কর্ত ১৯৪৪ সালে ৩০ লক্ষ টাকার বীমাপত্রাদির নূতন কার্য করিয়াছে।

মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

বাঙালার অন্যতম প্রধান জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ ১৯৪৪ সালে ৭ কোটী ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের নূতন বীমাপত্র বিক্রয় করিয়াছে জানিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এই বীমা প্রতিষ্ঠানটি আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইউনাইটেড বিস্কুইট্স ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ—রেজিষ্টার্ড মি: বি সি সরকারিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮ ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। এজেন্সি।

হিন্দুস্থান টেক্সটাইল পাওয়ারলুমস্ লিঃ—রেজিষ্টার্ড মি: বি এল বাগরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ ব্রাবোর্ন রোডের রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। মুদ্রাযন্ত্র ও প্রকাশক।

ইণ্ডিয়ান আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ওয়ার্কস লিঃ—রেজিষ্টার্ড মি: এস আর চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—(ঠিকানা জানানো হয় নাই)। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদি প্রস্তুতের কারখানা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ফোর স্টার মিলস্ লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা। দি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোল কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। কাশীপুর ব্লাষ্টার ওয়ার্কস লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা। দি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে ১৲ আনা। আসরফপাড়া কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা। মুর মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে মোসাসের বার্ষিক লভ্যাংশ ৪০৲ টাকা। বাইসোয়ার জ্যাম এণ্ড এলায়েড ওয়ার্কস লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই সিগ্নেচার

যত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল — কুষ্টিয়া (নদীয়া) | ২নং মিল — কেদারপুরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্:—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

স্থাপিত—১৯৩১ | ফোন : ক্যাল ৪৪৫৩

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড্

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চলতি হিসাবের সুদ ২·৫%

সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সুদ ... ২%

দক্ষিণ কলিকাতা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

অনুমোদিত জামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মি: এস্ এন্ ব্যানার্জি

—লাভবান হইবার অপূর্ব্ব সুযোগ—

আপনাকে

সোনাটার কৌটার মাখন ও মাল্টেড্ মিল্ক দিবে

বিদেশ হইতে আমদানের আমদানী বন্ধ হইয়াছে। কারণ অনেক মূল্যের পথ হইতে চালান হইলে মাখন নষ্ট হইয়া যায়। মল্টেড মিল্ক ও ঘরি বাঁটি, ভাজা ও ঘরে তৈরি করা ভাল হইলে বিদেশী মল্টেড্ মিল্কের চেয়েও বাজারে চলিবে ভাল।

সোনাটাস্ ডেয়ারী এণ্ড প্রডাক্টস্ লিমিটেড

ডাঃ নিজের সোনারপুর ডেয়ারী থেকে খাঁটি দোগ্ধজাত খাদ্যের এই দুটো বিশিষ্ট ডেয়ারী খোলার বন্দোবস্ত করেছেন।

বোর্ডে যাঁরা আছেন, ক্যালকাটা লিটিগেশন্স-এর মি: পতীন চ্যাটার্জি তাঁদেরও অন্যতম।

সোনাটাস্ ডেয়ারী এণ্ড প্রডাক্টস লিঃ

অনুমোদিত মূলধন—১০,০০,০০৲ (দশ লক্ষ টাকা),

প্রত্যেক শেয়ার ১০৲ টাকা করিয়া এক লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত।

আজই প্রোস্পেক্টাস্ চাহিয়া পাঠান

ম্যানেজিং এজেন্টস্—মেসার্স ইণ্ডিয়া প্রডাক্টস্ এণ্ড মার্কেটিং কোং

৪৪নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য তেজী ভাব বিদ্যমান থাকিলেও ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে আন্তর্বাজারে পরিশোধের সঙ্গে আগের তুলনায় হারে এ সপ্তাহে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই এবং উহা এখনও কলিকাতায় সপ্তাহকরা ১০ আনা এবং বোম্বাইয়ে সপ্তাহকরা ৸০ আনাই আছে।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী আগত সপ্তাহে মফঃস্বল আদায় তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেন্ডার খোলা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে ৯৯৸৵৩ পাই মূল্যের সমস্ত এবং ৯৯৸৵৬ আনা মূল্যের সমস্তরা প্রায় ৫৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের সমস্তরা মূল্যের হার বার্ষিক সমস্তরা ৸৵৩ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত সপ্তাহে সমপরিমাণ ট্রেজারী বিলের টেন্ডারে মোট আবেদনের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা এবং মূল্যের হার বার্ষিক সমস্তরা ৸৵৩ আনা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছিল।

আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী রবিবার বেলা ১১টা (ইংরাজী সময়) পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার কাজকর্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে আগত সপ্তাহে সপ্তাহকরা তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডার গৃহীত হইবে। যাঁহাদের আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ১৯ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মোট ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল হিসাবী আনা অন্ত ইণ্ডিয়ার উহা বিভাগের সপক্ষে বিক্রীত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিগ্রাফি হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শি ৩৯৭ পেন্স
ঐ ডলারী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শি ৩৯৯ পেন্স
ডি এ ছয় মাস (,,)	১ শি ৩৯৯ পেন্স
ডলার (প্রতিশত)	৩৩৯৷৷৹

ডিসার্ড ব্যাঙ্কের হিসাব—ডিসার্ড ব্যাঙ্কের গত ২৭শে ফেব্রুয়ারীর হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে তাহাদের চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১০৩২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই নোটের পরিমাণ ছিল ১০৩৭ কোটি ২ লক্ষ টাকা। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ডিসার্ড ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ও ২১৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাজকর্ম ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে উল্লেখযোগ্য কাজ-কারবার দেখা যায় এবং বর্ষিত সপ্তাহের প্রথম দিকে ইয়ার্ণা সংক্রান্তের পরিণতি সম্বন্ধে আশঙ্কা-বিজড়িত আগ্রহের ফলে বাজারে সাধারণ বিক্রিভাবই ফুটিয়া উঠে, সংক্রান্তের পরিসমাপ্তির পর সেই বিক্রয়-চাপটা কার্য্যতঃ বিদূরিত হইয়াছে। বাজারে একদল লোক অবশ্য সপ্তাহান্তে কলিয়ার আদানের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার সম্ভাবনা সম্পর্কিত গুজবের উপর ভিত্তি করিয়া সাধারণ অধিকতর প্রকাশ করেন, কিন্তু মোটের উপর দেখা যায়নেই এসপ্তাহে শেয়ারের বিশেষ বিক্রয়াধিক্য দেখা যায় নাই। কলিকাতার শেয়ার-বাজারে সপ্তাহের শেষ দিকে বিভিন্ন কারণে দু তিন কোম্পানী, ইসেনট্রিক কোম্পানী, বরমার খনি, চা-বাগান, চটকল প্রভৃতির শেয়ারের মধ্যেই চাহিদা দেখা যায় এবং অধিক সংখ্যক শেয়ার বিক্রয়েচ্ছু থাকি যদি বাজারে উপস্থিত থাকিলেও তাহা হইতে কারবারের আয়তন বেশী হইতে পারিত। চাহিদার চাপে এসপ্তাহে উল্লেখযোগ্য শেয়ারগুলির অধিকাংশের দরবৃদ্ধি হইয়াছে।

কোম্পানীর আয়ব্যয়—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর আয়ব্যয় ও কারবার-সমূহের কেনা-বেচা অপেক্ষাকৃত নীরানন্দ হইলেও মূল্যের দিক হইতে সাধারণ উন্নতির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। ৭৫ টাকা মূল্যের "ডিষ্টিলারি কর্পোরেশন" (১৯৩৭) ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে এবং করা হইবে না বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইণ্ডিয়ান

বাড়তি উৎপাদন ও চা

লড়াই বাধবার পর থেকে অন্য সব দেশের মতো ভারতবর্ষকেও বাড়তি উৎপাদনের জন্য উঠে পড়ে লাগতে হয়েছে। কিন্তু কাজটা অন্য দেশগুলিতে যতোটা সহজ হয়েছে ভারতবর্ষের পক্ষে মোটেই তা হয়নি। কারণ যুদ্ধের দৈনন্দিন চাহিদা অনুযায়ী মাল জোগাবার জন্য যে-সব বাড়তি ব্যবস্থাদি দরকার, যুদ্ধের জন্য বিদেশ থেকে যেগুলোর আমদানি বন্ধ, যার উপরে কারখানার কাজ-চালানো নির্ভর করে—এ সব জিনিষ বর্তমানে ভারতবর্ষের কারখানাগুলিতে যে পরিমাণে মাল উৎপন্ন হচ্ছে আগেকার দিনে তা কখনও হতো না।

এই বৃদ্ধির মূলে আরও চাপের দরুন যে কতোখানি তা ভালো করে বুঝতে হলে আগেকার দিনে দেখা যেতো কাজের শেষের দিকে উৎপাদনের পরিমাণ অনেকটা কমে যায়। কিন্তু এখন আর এ কথা কেউ জানতে না, কারণ স্পষ্টই দেখা যেতে একটানা খাটুনির পর শ্রমিকদের যা দেওয়ার ফলে তাদের উদ্যম কিছু আসে এবং মনোযোগও বাড়ে। তাই শেষপর্যন্ত মোট উৎপাদনের পরিমাণ চলেই যায়।

এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁরা কলকাতার ১০১ নম্বর ক্লাইভ ষ্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্সান বোর্ড' থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্সান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

[C 241]

ঘোষণা করা হইয়াছে। সেবারী কর্মচারীদের মধ্যে ৬৲ টাকা মূলের কর্মচারী (১৯৪১-৪২) ১০০৲০ আনায়, ৫৲ টাকা মূলের কর্মচারী (১৯৩০-৩৭) ১১৫৲০ আনায় ও ৫৲ টাকা মূলের কর্মচারী (১৯৪৩-৪৪) ১০৫৲০ আনায় আলোচ্য হপ্তায় বিক্রিত হইয়াছে। আদেশিক কর্মচারীদের মধ্যে ৬৲ টাকা মূলের ইউ পি ১৮১০ আনা দরে বেচা-কেনা হয়।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে কাপড়ের কলের সেয়ারসমূহের চাহিদা পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় এককথায় অপরিবর্তিত থাকে। কাপড়ের টেক্সটাইলস্ আলোচ্য সপ্তাহে ১৭৯৲০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

অন্যান্য খনি—আলোচ্য সপ্তাহে বরদার খনির সেয়ার-বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় যৌথ-খুটি সেয়ার উহাদের পূর্ব বিক্রয়মূল্য পাইতে থাকে। এই সপ্তাহে যৌথখনি এক টাকাপ্রতি ৪৯৲০ আনায়, বালীগঞ্জ ১০৯৲০ আনায় বেচা-কেনা হয়।

চটকল—বরদার অভাবে চটকলসমূহের অপেক্ষাকৃত অল্প কাজের সংবাদ আসায় আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে কলিকাতার সেয়ার-বাজারে উহাদের প্রতি দেখা যায় যেখানে সপ্তাহ শেষে চটকলসমূহের সেয়ারে মোটামুটি উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং চাহিদার বাড়িয়া যায়। আলোচ্য সপ্তাহে কাঙ্কিনাড়া ৮৫৲০ আনায়, টিটাগড় ৫০১৲ টাকায়, এ্যাসোসিয়েটেড ৪০৫৲ টাকায় বিক্রিত হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ সেয়ার বাজারে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ইস্ট কর্পোরেশনের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া এই সপ্তাহে ৩৮৮০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছে।

রিফিনি কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের সেয়ারসমূহের বাজারে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিহি বাজার সেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া আলোচ্য সপ্তাহে ৮২৲০ আনা পর্যন্ত উঠে।

চা-বাগান—পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের অধিকাংশ সেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধির ফলেও মূল্য সামান্যই বৃদ্ধি পায়।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী—কলিকাতার পাটের বাজারে কাঁচামালের মূল্যের মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। পাটকলগুলিতে উৎপন্ন পরিমাণ অধিক সরবরাহ করা সম্পর্কে আজও কোন সুব্যবস্থা হইতেছে না। তাহাতে বৈধিক চটকলের কাজ চালানে কঠিন হইয়া উঠিতেছে। চটকলওয়ালারাও পাই ক্রয়ের ব্যাপারে মোটেই কোন আগ্রহ দেখাইতেছে না। এই অবস্থা সম্পর্কে শীঘ্র কোন উন্নতি সম্ভাবনা না দেখিয়া পাই বিক্রেতারা বর্তমানে অপেক্ষাকৃত কম দরে পাই বিক্রয় করিয়া বিদায় লইয়া করিতেছে।

বাজেট সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, গত ১৯৪০ সালে পাই চাষের যে জমি বেকেটিক হইয়াছিল তদপেক্ষা ১৯৪১ সালে উহারা যে তুলনায় বাজারে পাই আনা পরিমাণ অধিক পাই চাষের আইনেন দিবেন। গত বৎসরও বাজারে ১৯৪০ সালের অপেক্ষা অধিকেই পাই চাষের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। যে হিসাবে পাই চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এবারে মূলত কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। কিন্তু বাজারে গত বৎসরের উৎপন্ন পাই বিক্রয় করাই বেশুমে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই মুহূর্তেও বাজারের পাটের বহু বেশুমে বৈধিকই বিক্রি থাকিয়া যাইতেছে বেশুমে চলতি বৎসরে গত-বছরের বহু পাই আনা পাই উৎপন্ন হইতে বেশুমে আমাদের হাতে অনুচিত। পাটের কম পাইতি ও আগার পদ্ধতি মূলোর জন্য আশিয়া এবার ১৯৪১ সালের তুলনায় বাজ এক-তৃতীয়াংশ অধিকে পাই এবং অধিকে বেশুমাই সর্বসাধারণের পক্ষে সমত হিল। পাটের অধি সম্পর্কে সরকারী ঘোষণাটি সম্প্রতি বেশ কিছু প্রতিবাদের ঝড় তুলিয়াছে। বেসরকারী মহলের মতে, পাটের বাজার

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজার—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

স্থাপিত—১৯২৪ সন

হেড অফিস : ৭নং লোয়ার্স লেন, কলিকাতা

অভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ডিরেক্টরবর্গ দ্বারা পরিচালিত

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ঢাকাবাজার, ডালহৌসী স্কোয়ার (কলিকাতা), ডিব্রুগড়, ডিমাপুরিয়া, কোহিমাই, লিলু (আসাম), বিহু বিহ্যা, কাশপুর, শিয়াই, বম্বে, আজা, ডিব্রুগড়িয়া ও চাঁদপুর ইত্যাদি স্থানে শীঘ্রই শাখা অফিস খোলা হইতেছে।

স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী এজেন্ট এবং ক্যাপিয়ার চাই।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল, ৫১৮১

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ধর্মতলা, ডালহৌসী স্কোয়ার, বলিয়াঘাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিবেচক সর্তে সপ্তাহেরই ও মিনিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার চাটার্জ্জী, এম্-ডি।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় পরিচালিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৩,০০,০০,০০০৲ টাকা | বিলি ও আদায়ী মূলধন ১,৫০,০০,০০০৲ টাকা

বিলিকৃত মূলধন ২,০০,০০,০০০৲ টাকা | আমানতের পরিমাণ (৩১-৩-৪৩ তারিখে) ৪১,৩৫,৪৮,০০০৲ টাকা

আদায়ীকৃত মূলধন ১,৫০,০০,০০০৲ টাকা | হেড অফিস ১৫৫টারও অধিক হেড, কোর্ট, ব্রাঞ্চে

আমানতের সকল টাকারই অধিক সুদে ও চেক-মারফৎ আদায়।

আদায়ীকৃত মূলধন ও সঞ্চিত তহবিল ১,৫০,০০,০০০৲ টাকা

ভারতের সর্ব্বত্র ও লণ্ডনে ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

লণ্ডন এজেন্ট—ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডলাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ | ম্যানেজিং ডিরেক্টর : স্যার এডুইন কে, সি, আই, ই, সি, বি, ই, ডেপুটি ম্যানেজার : মিঃ এইচ, সি, আলেকজেণ্ডার, সি, বি, ই।

নূতন ব্রাঞ্চ খোলা হইতেছে : ব্যাঙ্গালোর, কোয়েম্বাটুর, কোচিন, ত্রিবান্দ্রম, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, সালেম, ত্রিচুর, কালিকট, কোকানাদা, ভিজাগাপটম, বেজওয়াদা, গুন্টুর, ভিজিয়ানগ্রম, কটক, ভুবনেশ্বর, পুরী, বালেশ্বর, সম্বলপুর, সিউড়ী, বোলপুর, বেহালা মজুমদার, আসানসোল, ঝরিয়া, ডালটনগঞ্জ, গোরক্ষপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ, মুরাদাবাদ, বেরিলী, আগ্রা, মথুরা, ফতেহপুর, কাশী, সীতাপুর, বারাণসী, ফৈজাবাদ, গোণ্ডা, বহরাইচ, সুলতানপুর, প্রতাপগড়, জৌনপুর, মির্জাপুর, গাজীপুর, বিহার, আরা, ছাপরা, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, সমস্তিপুর ও পূর্ণিয়া। উড়িষ্যা—কলিকাতা।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯৪১ টেলিগ্রাম :—বাউটার

হেড অফিস :—৮৪নং বাগুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—৭০০

কলিকাতা এবান শাখা—১৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭০

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ডালহৌসী স্কোয়ার, বড়বাজার, এণ্টালী, বড়বাজার (১১৮৭ ক্লাইভ ষ্ট্রীট)।

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, কেশী, মোয়াখালী, টাঙ্গাইল, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, সিলেট, ঢাকুরপাঁড়, পাইকাটুলী, নবাবগঞ্জ (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি এবং ডালটনগঞ্জ।

শত করা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—
ডি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এম কে গুহ

বাজারের মতের উপর উহার প্রতিক্রিয়া এখনও ভালরূপ বুঝা যাইতেছে না।

আমরা পাটের বাজারে এসপ্তাহে তুলাভাইজড্ ডাণ্ড মিডল ও বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ১৭৸৹ ও ১৮৸৹ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। পাকা থেন বিহারে এসপ্তাহে তাজকারবার বিশেষ কিছু হয় নাই।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য বুকম পরিবির্তন উদ্ভব হয় নাই। সপ্তাহের প্রথম ভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দরে অবনতির ভাব দেখা দিলেও সপ্তাহের মধ্যভাগে এবং শেষের দিকে বোম্বাইয়ের তুলার দরে উন্নতির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহে বার্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার জন্যে কাঁচা তুলার দর ৩৪১৲ টাকা ছিল। বর্তমানে তাহা ৩৪৩৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার জন্যে তুলার দর গত সপ্তাহে ৩৩৩৲ আনা ছিল। বর্তমানে তাহা ৩৩৬৲ আনা আছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বেচা-কেনা একেবারেই নীরবতার মধ্যে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকে যে কোন প্রকার পাড়ী কাপড় অথবা ধুতি প্রভৃতি বাজার হইতে সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিধি কাপড় প্রভৃতি বাজার হইতে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করিতে এখনই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। যে সমস্ত কাপড় এখন মূল্য আইন অমান্য করিয়া বিক্রয় হইতেছে, তন্মধ্যে বাজারে জনসাধারণের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রকাশ বাজারে সুবিধাজনক উপায়ে সেই সমস্ত বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে, তৎপ্রতি সরকর্মচারীদের দৃষ্টি নিশ্চয়ভাবে আকর্ষণ করা হইয়াছে। সরকর্মচারী সুযোগ অভাবে লাভের করিবার জন্য বিভিন্ন দোকানদিগে সুযোগ দিলে কাপড় বিক্রয় করিয়া মূল্য সংগ্রহ করিবার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে সেই ব্যবস্থা ঠিক ভাবে কার্যকরী করিবার দিকেই এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দরে গত সপ্তাহের তুলনায় উল্লিখিত ভাবেই পরিবর্তন হয়। বিলাতী ব্যাঙ্ক অফ্ইংলণ্ড নেতী ব্যাঙ্কে এবার আর পরিমাণ সোণা বিক্রয় করায় গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে সোণার দরের উন্নতি ভাবের ভাবণ। মৃত ব্যাঙ্কার বিলাতী ব্যাঙ্ক মোট ১৪,০০০ ভোলা সোণা প্রতি আউন্স ১৭৸৹ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি সোণার দর ছিল ৭১৸/৹ আনা। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৪৸/৹ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহে প্রতি ভরি সোণার দর ছিল ৭১৸/৹ আনা। বর্তমানে তাহা ৭৩৸৹ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতিশত ভরি রূপার বর্তমানে ৩৯৸৹ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

তুলা—কলিকাতার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে তুলার দরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বুকম পরিবির্তন উদ্ভব হয় নাই। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি তুলার মূল্য ছিল ১৫৮৸৹ আনা। বর্তমানে তাহা ১৫৮৸৹ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে তুলার দরে উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি তুলার মূল্য ছিল ১২৩৸/৹ আনা। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১২৬৸/৹ আনা দাঁড়াইয়াছে। বিলাতী ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহে ৩০০ বেল তুলা প্রতি ১০০ ভরি, ১২৩৸৹ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে।

ফুটবলের নূতন বল

বল পরিবর্তন—লণ্ডনের 'ফেলী হেরেল্ড' সংবাদপত্রের ক্রীড়া সাংবাদিক সংবাদে জানা যায় যে, ফুটবল খেলোয়াড়দের অধিকতর সুবিধার জন্য ও দোলিত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ উদ্দেশ্যে ফুটবল সংঘের সহিত সংযোগ সাধনের জন্য ফুটবল একটি নূতন বল প্রবর্তনের পরিকল্পনা করিয়াছে। এই বল মফঃস্বলের খেলোড়ম করিয়া আরও সহজে মিলিবে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে ইহা স্বাধীনতা লিগের খেলে নির্দেশ হিসাবে পরিগণিত হইবে। এই সংবাদদাতা আরও জানাইয়াছেন যে, ১৯৩৮ সালে ফুটবলখেলা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তের হাতে নির্ভিয়া যাইবে। উক্ত সংবাদদাতার মতে আধুনিক উন্নতত্তর যন্ত্রপাতির সাহায্যে উক্ত বলটিকে ফুটবলখেলার অপেক্ষা শেষ বল করে ও বহু সহজের মতো করিয়া করা সম্ভব হইবে। তাহা ইহার বর্তমানে ফুটবল খেলার খুব কম বল আকাশ সমবসমবের উপযোগী নহে। জনীদের কাদা নাড়ি ইতিমধ্যেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উক্ত সংবাদদাতা এই বল পরিবর্তন করিবারের যে, এই পরিকল্পনা সহজেই কার্যে পরিণত করিতে পারা যাইবে।

ডাক্তারি ছেলেদের স্কলারশিপ—প্রকাশ, আগুন বিশ্ববিদ্যালয় এই বৎসর অন্তরায়ে (সিনেট এক্সামিনেশনে) ১ হাজার ১ শত ১৬ টাকা মূল্যের যে তার ৭টি ডাক্তারি ছাত্রদিগকে ছাত্রবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। প্রকাশ, আগুন বিশ্ববিদ্যালয় এই বৎসর অন্তরায়ে (সিনেট এক্সামিনেশনে) ১ হাজার ১ শত ১৬ টাকা মূল্যের যে তার ৭টি ডাক্তারি ছাত্রদিগকে ছাত্রবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।

বে-সরকারী কলেজসমূহে সরকারী সাহায্য—ইণ্ডিয়ান প্রেস ব্যুরোর সংবাদে প্রকাশ যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বে-সরকারী আর্ট কলেজসমূহকে সাহায্য দেওয়ার জন্য বাংলা গবর্মেণ্ট বর্তমান বৎসর ৮০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং উক্ত মঞ্জুরীকৃত অর্থ বিতরণ সম্পর্কিত জটিলতার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানাইয়াছেন। প্রকাশ, মঞ্জুরীকৃত মোট অর্থের মধ্য হইতে ৬ হাজার টাকা মেডিকেল কলেজগুলির মধ্যে বিতরিত হইবে।

সেন্ট্রাল ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যাঙ্ক লিঃ

১, শম্ভুনাথ মল্লিক লেন, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আর্থিক নিরাপত্তার উপর স্থাপিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বি, এস, আগরওয়াল — চেয়ারম্যান

বি মিশ্র — ম্যানেজিং ডিরেক্টর

যৌবনের সঞ্চয়

ব্যাঙ্কারের আনন্দ আনে

যৌবন তার শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে বিদায় নিলেও যারা তাঁহার আশ্রয় আর জীবনব্যাপনের প্রয়োজন থেকে যায়। যৌবনের মূলধন ব্যাঙ্কারের অন্তরায় বিমলচিত্তে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। জোরিজিয়ানের সুন্দর পরিকল্পনা আপনার অবিদ্যমানকে আনন্দমুখর করে তুলবে।

ডোমিনিয়ন

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সাপ্তাহিক বাজার দর

		৯ই ফেব্রুয়ারী	১৬ই ফেব্রুয়ারী	১৩ই ফেব্রুয়ারী	২০ই ফেব্রুয়ারী	২৭ই ফেব্রুয়ারী	২৮ই ফেব্রুয়ারী
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা)	...	৭১৯/০	৭১৮/০	৭২৲	৭২৮/০	৭৩৩/০	৭৩৲/০
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	৭১৮/০	৭২৲	৭২৬/০	৭৩৪/০	৭৭৲	৭৩৮/০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	...	১৯৯৸০	১৯৫।০	১৯৫৸০	১৯৫।০	১৯৯।০	১৯৮।০
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	১৯৫/০	১৯৫৸০	১৯৫৸০	১৯৫।০	১৯৫৸০	১৯৫৸০
বিলাতি দর—প্রতিআনা (কলিকাতা)	...	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲	৪৯৲	৪৯।০	৪৯।০
বেঙ্গলমানী আসল—নক্সরদার এক ছুতের মেরাদের দর (অর্ডারের ও সর্টমিল)	...	১৯৫৲-১৯৲/০	১৯৫৸০-১৯৫৸০	১৯৯/০-১৯৫।০	১৯৫৲-১৯৫৲	১৯৫/০-১৯৫৸০	১৯৫৸০-১৯৫৸০
ইণ্ডিগো—							
ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ	...	—	০৫৫।০-০৬৫/০	০৬৸০-০৬৸৸০	০৫৸০-০৬৸৸০	০৬৸০-০৭।০	—
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি	...	—	০৬৯৸০-০৭৫/০	০৬৸০-০৬৲	০৬৫৲-০৬৸৸০	০৬৸০-০৬৸৸০	—
বুমারপুরী—অর্ডি	...	১২/০-১১৬৸০	১১।০	১১৸০	—	১১৸০	—
অডিনারী ইনেকষ্ট্রীড ষ্টীল		৫১।০-৫৮৸০	৫৮৸০-৫৭।০	—	—	—	—
ফেলপস		৫৫৲	৫৫৸০-৫৫৸০	৫৫৸০	৫৪/০-৫৫৸০	৫৩/০-৫৪।০	৭৮৸০
মার্শালস্		৫৮৸০-৫৫৸০	৫৮৸০-৫৮৸০	৫৬/০-৫৫৸০	—	—	৭৪৸০-৭৫।০
ভাগলপুর আয়রন এণ্ড ষ্টীল		—	—	১২৫/০-১৪৫/০	১২৫/০-১২১৸০	১২৫/০-১২৫০	—
আর্মার প্লাটনার্স		৭৪৫০	৭৪৸০	—	—	—	১২৫৸০
অর্ডি—বাঙ্কা কর্পোরেশন		৫৫/০-৫৫/০	৫৮/০-৫৭৸০	৫৫৸০-৫৫/০	৫৫৸০-৫৪০	৫৫৸০-৫৫/০	—
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন		৫/০	৫/০	—	৫৸০	৫৸০-৬	৭৫৸০-৫৫/০
ব্যাঙ্ক—ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া		১৩৫৲-১৩৫৲	১৩৫।০-১৩৫৲	১৩৫৲	১৩৫৸০-১৩৫।০	১৩৫৲	৫৫৸০-৬৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক		৩৭৫০	—	৩৭৫০	—	—	১৩৫৲
সিমলা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক		৫০।০	—	—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ ফোং	...	—	৫৫।০-৫১৬৸০	৫১৸০-৫১৫৸০	৫১৸০-৫১৸০	৫১।০-৫১।০	—
বারাকর ,, ,,	...	১২৬/০-১২৫/০	১২৬/০-১২৮/০	১২৬৸০-১২৫।	১২৫/০-১২৬/০	১২৬৸০-১২৬/০	—
রাণীগঞ্জ ,, ,,	...	৫০৸০	৫০।৫/০	—	৫০৸০-৫০/০	৫০৸০-৫০৸০	১২৬৸০-১২৬/০
ইণ্ডিয়ান ,, ,,	...	—	৩৬।০-৩৫৸০	—	৩৬৫।০	৩৬৫/০	—
নাইন কয়লাকুঠা ,,	...	৩০।৫/০-৩১৸০	৩০৫/০-৩৩।০	৩০৲-৩৫৸০	৩১৸০-৩৫৸০	৩০৫/০-৩৫৸০	৩৩৫/০
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ		৭৫/০	৭৫/০-৭৫০	৭৫/০-৭৫/০	৭৫/০-৭৫/০	৭৫৸০	৩০৫/০-৩১৫৸০
ভাগলপুর	...	৩১১৲-৩১০৲	—	—	৩১০৲-৩০৸৸	৩০৫৸০	৭৫৸০-৭৫৸০
ভাগলপুর টেক্সটাইলস্	...	১৩৲	১৩৫/০-১২৫৸০	১৩৲	১৩৫/০-১৩৫/০	১৩৫/০-১৩৫/০	—
এলগিন কটন মিলস লিঃ	...	৬৫।০-৬৫৲	৬৫।০-৬ মাস	৬৫৲-৬৫৸০	৬৫৲-৬৫৸০	৬৫।০-৬৫।০	১৩৫/০-১৩৫/০
কেশোরাম ,, ,, ,,	...	—	১৩১/০-১৩৫।০	—	১৩৫/০	—	৬৫৸০
কাপড়ের কল—ইণ্ডিয়া স্পেশার পাম্প লিঃ	...	২২৫৲	২২৫৲	—	২২৫৲	—	—
ষ্টীম স্পেশার মিলস লিঃ	...	১৯৫/০-১৯৫/০	—	১৯৫৸০	—	—	—
ইটাকুঠা	...	২৯৫/০-২৯৲	—	২৭৬/০-২৭৬/০	২৭৬৸০-২৭৬/০	২৭৬৸০-২৭৬৸০	—

অভয় কুমার লাহা

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

১, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), হাওড়া, আসানসোল, টাটানগর ও ধানবাদ।

পে-অফিস : বিডনষ্ট্রীট

ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জি, বিএল, সি-এ, আই, আই, বি

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৮ই ফেব্রুয়ারী	১১ই ফেব্রুয়ারী	১২ই ফেব্রুয়ারী	১৩ই ফেব্রুয়ারী	১৪ই ফেব্রুয়ারী	১৫ই ফেব্রুয়ারী
ইন্ডিয়ান—অবলাইড ফুড ডিমস লিঃ ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
আলো ইন্ডিয়া ফুড ডিমস লিঃ ...	৮৪৫-৮৫৯	৮৫৯	৮৫৯	৮৫৯-৮৫৯	৮৫৯-৮৫৯	৮৬১-৮৬৯
কমোরহাটি ...	৯১৯৫-৯২৯৫	—	৯৭৯	৯৭৯-৯৭৯	৯৮০-৯৭৯	[illegible]
কর্ণাটা ...	১২৭৫-১২৯৫	১২৫৫	—	১২৯	—	১২৯
কোলিনেন্টাল ...	১১৯৫/০-১২৯৫/০	১১৯৫/০-১১৫/০	১১৯৫/০-১১৫০	১১৯০-১১৫০	৯৯৯	১৪১৫/০-১৪৫/০
ডিলাইট ...	৭৯৫/০-৭৯৯	৭৯৯০	৭৯৫০	—	৭৯৫০	৭৯৫০
ডানলপ ...	৫৭০-৫৯৯	৫৭০	৫৭৯-৫৯০	৫৭৯-৫৭৯	৫৮৯-৫৭৯	৫৮৯-৫৭৯
ঢাকা ...	—	৯৫১/০-৯৯৫/০	৯৫৫/০-৯৫৯	৯৫১/০-৯৫৫/০	৯৫৫/০-৯৫৫/০	—
ডিমিন্ড ফুড—মিড ল্যান্ড ফুডার কোং লিঃ ...	২৯৯০	২৯৫০	—	২৯৯০-২৯৫/০	২৯৫/০-২৯০	২৯৫/০-২৯৯০
ন্যাশনাল ফুডার কোং লিঃ ...	৩৮৯০-৩৯৫/০	৩৭৫/০-৩৭৯/০	—	—	৩৯০-৩৯৫/০	৩৯০/০
ফেক এন্ড কোং লিঃ ...	—	২৭৫/০-২৮০০	২৮০৫/০-২৮৫০	২৮৫/০-২৯৫০	২৭৫/০-২৭৯	২৭৫/০
ড্রা ব্যাবাস—ফেডারেল ড্রা কোং লিঃ ...	—	২১৯/০	—	২১৫/০-২১৫০	—	২০৫০
ইষ্ট ইন্ডিয়া ড্রা কোং লিঃ ...	১৭৫/০	—	১৭৯০-১৮৫০	—	১৭৯০	—
বিবিধ—কানফিল্ড বিস্কেট কোং লিঃ ...	—	—	১৯১০	—	১৭৫-১৭৯/০	—
বি আই কর্পোরেশন ...	৯৫/০-৯৫০	৯৫/০-৯৫/০	৯৫০	৯৫০	৯৫০/০-৯৫/০	৯৫০
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ফ্যাক্টরী কোং লিঃ ...	১৭৯৫-১৮৫৫	১৭৫৫	১৭৫৫	১৭৫৫০-১৭৯৫	১৭৫৫০-১৭৫৫	১৭৯৫-১৭৫৫
রোহান ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	১৭৫	১৯৫/০-১৯৫/০	—	—	—	—
ইন্ডিয়া কেবারেল ম্যানিফেকচারিং কোং লিঃ ...	১৮৭৫	১৮৫৫	—	১৮৭৫	—	১৮৭৫
আলাক-কেমিক্স লিমিটেড ...	১৭৯/০-১৭৫০	—	—	১৭৫০	১৭৯/০	১৭৫০
মিষ্ট প্রডিউসার্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ...	১০৫০-১০৮০	—	—	—	১০৫	—
ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস কোম্পানী ...	১৪৫/০	১৪১০	১৪৫/০-১৪৫	১৪১০-১৪৫/০	১৪১/০	১৪১/০

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৮০ সালে নূতন এবং ক্রমবিকাশের সর্বাধুনিক পরিস্থিতিতেও ইহার প্রসূত সাফল্য অতীত বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সচ্ছলতার সাধনক, বীমাগত্রের নিরাপত্তা, পরিচালনপদ্ধতির বৈপুল্য এবং সর্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রায় পথে হিন্দুস্থানের একমাত্র পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট সমুদ্ধি বীমা ২৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার উপর

বীমা তহবিল— ৩ ... ৯৯ ... ...

প্রিমিয়ামের আয়—১ ... ১১ ... ...

মোট লগ্নী— প্রায় ৬ কোটি টাকা

বার্ষী বোনাস (১৯৭৯-৮০) তিন কোটি টাকার উপর

নূতন বীমা (১৯৮০) ৫ কোটি ৫১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড,

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

অফিসের সরঞ্জাম

- বই বাঁধাই
- প্রিন্টিং ক্যাপ্স
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এমবসিং মেসিন
- সিল্ক ব্যাজ
- মেম, ফোর্ট
- টোকেন্স ও ফ্লেট
- ফোকস ও কর্পোরেশন বাজ-চিহ্ন
- সিল্কে-করা ব্যাজ
- খালার সীলমোহর
- লেবরেটরি সরঞ্জাম বাজ-চিহ্ন
- ড্রইংবোর্ড সাধারণ যন্ত্রপাতি
- সিল্ক স্ক্রীনের যেকোন বিশিষ্টকর

● কলকাতার মধ্যে ইমারতি দ্রব্যাদি সাধারণের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। বাজার অব দেখুন।

রাজকো

১—৪, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা।

ফোন : ২৭ ৩১৭১

রোগীর শুশ্রূষায়..

রোগের অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে সেবাব্রতের কল্যাণময় রূপটি ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

আমাদের তৈরী
ব্যবহার চক্ষু-ড্রপ ড্রাপার
ব্যাণ্ড • আইস্ ব্যাগ
এনেমা সিরিঞ্জ ও ক্যানুলা
রবারের এনেমা-বেডপ্যান
ইত্যাদি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

কলিকাতা • মাদ্রাজ • বোম্বাই

প্রাচীনতম আয়ুর্বেদীয় অনুমোদিত
আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধাদ্য ও মহাষি
কে ব কা ব লী সহযোগে প্রস্তুত
ঔজনের সুরভি সমন্বিত এবং কেশের
পুষ্টতা সম্পাদন করিতে অতুলনীয়—

কল্যাণী

সুরভিত আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া কলিকাতা.

ক্যালকাটা ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	মথুরা
বড়বাজার	বড়বাজার	বলরামপুরী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	(দিল্লী)	জাতওয়ারী রোড (মথুরা)
জাহাজবাজার	আগ্রা	আমেদাবাদ
ভবানীপুর	বীবাই	বসন্তবিলাস (আমেদাবাদ)
বালীগঞ্জ	মেরাঠ	জয়াটী
ঢাকা	এলাহাবাদ	আজমীর
নারায়ণগঞ্জ	ভাটিয়া	রাজপুর
ময়মনসিংহ	(এলাহাবাদ)	লাহোর
চট্টগ্রাম	লাহৌ	রাজপুর
কটক	আমিনাবাদ	ইটওয়ারী (লাহোর)
পাটনা	(লক্ষ্ণৌ)	
পুরী	কানপুর	
মজঃফরপুর	মেসিন রোড	
বেরিলী	(কানপুর)	
মাদ্রাজ	মহারাজী	

নতুন এজেন্সী—
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

টাকা খাটাইবার জন্য নির্ভরযোগ্য
জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

শাখা :—কৃষ্ণনগরকাছারি, নবদ্বীপ

নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ঢাকা, দক্ষিণ কলিকাতা, বহরমপুর (বেঙ্গল), বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) ও পুরী শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার
এস. সি. বাড়ৈ

ব্যাঙ্কিং ডিরেক্টর
এস. এস. দাসগুপ্ত
এম-এ (বন)

এরিয়ান ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস : ৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা
ক্লিয়ারিং
কলিকাতা, ঢাকাপুর, এলাহাবাদ, ক্লিয়ারিং হাউসগুলির অধীনে ক্লিয়ারিং সুবিধা প্রাপ্ত

—শাখাসমূহ—

এলাহাবাদ	কালকাটি
অমৃতসরী	কাড়গ্রাম
আলমডাঙ্গা	জমলপুর
আজমিরিগঞ্জ	কাঁথি
বেরিলী,	খড়দহপুর
বারেলি	লক্ষ্ণৌ
বেলদা	মেদিনীপুর
ব্যাঙ্ক রোড (এলাহাবাদ)	মিরাঁপুর
বেনারস	মহারাজগঞ্জ
ভৈরবী	মাদপুর
কানপুর	নর্থ কলিকাতা
চাকুলিয়া	পুরীপুর
ছাপরা	রাঁচাবাদ
ক্যানিং	সৈদপুর
গয়া	শ্যামবাজার
খাটাল	শিলিগুড়ি
খাটীলা	শ্রীহট্ট
গোপালগঞ্জ	উনাও
জয়সেনপুর	কলয়া
জৌনপুর	ঔরঙ্গাবাদ

শীঘ্র বারে নতুন শাখা খোলা হইতেছে।

২২৭৯ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—আবিন চন্দ্র সেন কর্তৃক মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রকাশিত।

PHONE—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

নবম বর্ষ] Monday, 26th February, 1945. সোমবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৫১ [৪৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

তুলার আবশ্যক

বাঙ্গলা দেশে কিছু কিছু সুতোর ব্যাপারে যে আবশ্যক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং যাহার জন্য বাঙ্গলার অন্ততঃ ৫০ লক্ষ লোক অসময় এবং অনুচিত ভোগে প্রাণ হারাইয়াছে বস্ত্রের ব্যাপারের বর্ত্তমানে অনুরূপ একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। অবশ্য অন্নের অভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। কিন্তু যেরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে যে অনতিবিলম্বে দেশের লক্ষ লক্ষ গরীবদিগকে উলঙ্গ হইয়া থাকিতে হইবে। দেশবাসীর ধারণা যে বর্ত্তমান মন্বন্তরের অন্যতম কারণ ও দুর্নীতি-পরায়ণতার আশ্রয় লইয়া ব্যবসায় ব্যাপারে কাটতির মুখে এত মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। বস্ত্রের ব্যাপারেও বাঙ্গলা সরকারের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হইতেছে। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সভীয় পুরবা পরিষদে এই বিষয়ে একটী মুলতুবী প্রস্তাবের আলোচনাকালে ডাঃ প্রসিদ্ধরঞ্জন সাহানা যোগাযোগিতাবে বাঙ্গলা সরকারকে এবং বিশেষভাবে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও দুর্নীতি পরায়ণতার অভিযোগ আনয়ন করেন। উত্তরে মিঃ সুরাবর্দ্দী তাঁর সাহায্য ও তাঁহার সরকারকে 'অযথা বিদ্বেষবাদী' বলিয়া গালি দেন। তদুত্তরে সরকারপক্ষের বিরুদ্ধবাদীরা মন্ত্রীসাহেব মিঃ সুরাবর্দ্দীকে 'বিদ্বেষবাদী' 'দুরাচোর' 'দুর্নীতি-পরায়ণ' 'ব্যবসায়ী চোর' ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করেন। অবশেষে পরিষদের সভাপতির নির্দ্দেশে উভয় পক্ষ এই সব উক্তি প্রত্যাহার করিলে এই ঘোরতর ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু পরিষদের কলহের অবসান অভিনেত্র পরিবর্ত্তনে বাহিরে বাঙ্গলা দিনের ও পরিবারবর্গের লজ্জা নিবারণের কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না তাহাদের উদ্ধারে কোন সাহায্য লাভ হইবে না। এই সময়ে পরিষদের অন্যতম সদস্য মিঃ আবদুল গফুরের ঘোষণাটীকরণী বলেন যে দুষ্টের সুতো প্রত্যেক গরীব ঘরে কম টাকা মজুত ছিল এবং বর্ত্তমানেও যা উহাদের কম টাকা মজুত আছে ভবিষ্যতে একটা অভাব হইত। এই মজুতের অসাধারণের কোন লাভ নাই। আমরা বলি যে আর, বস্তু, উষধ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই যখন যেরূপ বাজারের অস্বাভাবিক প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে এবং দেশের জনসাধারণ যখন দরিদ্র ও উপযুক্ত ব্যবস্থাকারীদের মধ্যে অযোগ্যতা ও দুর্নীতি পরায়ণতাকেই উহার জন্য মূলতঃ দায়ী বলিয়া মনে করিতেছে তখন এই বিষয়ে একটী ব্যাপক ও নিরপেক্ষ তদন্ত হইত এবং তদন্তের ফলে যদি উহাদিগকে দোষ প্রমাণিত হয় তাহা হইলে উহাদিগকে অনন্যসুলভ সুবিধা তৎক্ষণে দোষী ও দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে দেশের শাসনভার অর্পণ করা হইত। বাঙ্গলার বর্ত্তমান সরকার মিঃ ফেজি জনসাধারণের অনেক সময়ই সমাধান সম্বন্ধে আশ্বাসিকতার প্রমাণ দিয়াছেন। এই ব্যাপারেও অবশ্যই হইবার আশা করা যায়।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৬৬৯-৬৭
বাঙ্গলা সরকারের বাজেট (২)	৬৭৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৬৭৩
খেয়ালীর খাতা	৬৭৪
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৬৭৫-৭৩
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৬৭৩
বাজারের হালচাল—	৬৭৩-৭৪

তুলার আবশ্যক

বাঙ্গলা দেশে কিছু কিছু সুতোর ব্যাপারে যে আবশ্যক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং যাহার জন্য বাঙ্গলার অন্ততঃ ৫০ লক্ষ লোক অসময় এবং অনুচিত ভোগে প্রাণ হারাইয়াছে বস্ত্রের ব্যাপারের বর্ত্তমানে অনুরূপ একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। অবশ্য অন্নের অভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। কিন্তু যেরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে যে অনতিবিলম্বে দেশের লক্ষ লক্ষ গরীবদিগকে উলঙ্গ হইয়া থাকিতে হইবে। দেশবাসীর ধারণা যে বর্ত্তমান মন্বন্তরের অন্যতম কারণ ও দুর্নীতি-পরায়ণতার আশ্রয় লইয়া ব্যবসায় ব্যাপারে কাটতির মুখে এত মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। বস্ত্রের ব্যাপারেও বাঙ্গলা সরকারের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হইতেছে। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সভীয় পুরবা পরিষদে এই বিষয়ে একটী মুলতুবী প্রস্তাবের আলোচনাকালে ডাঃ প্রসিদ্ধরঞ্জন সাহানা যোগাযোগিতাবে বাঙ্গলা সরকারকে এবং বিশেষভাবে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও দুর্নীতি পরায়ণতার অভিযোগ আনয়ন করেন। উত্তরে মিঃ সুরাবর্দ্দী তাঁর সাহায্য ও তাঁহার সরকারকে 'অযথা বিদ্বেষবাদী' বলিয়া গালি দেন। তদুত্তরে সরকারপক্ষের বিরুদ্ধবাদীরা মন্ত্রীসাহেব মিঃ সুরাবর্দ্দীকে 'বিদ্বেষবাদী' 'দুরাচোর' 'দুর্নীতি-পরায়ণ' 'ব্যবসায়ী চোর' ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করেন। অবশেষে পরিষদের সভাপতির নির্দ্দেশে উভয় পক্ষ এই সব উক্তি প্রত্যাহার করিলে এই ঘোরতর ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু পরিষদের কলহের অবসান অভিনেত্র পরিবর্ত্তনে বাহিরে বাঙ্গলা দিনের ও পরিবারবর্গের লজ্জা নিবারণের কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না তাহাদের উদ্ধারে কোন সাহায্য লাভ হইবে না। এই সময়ে পরিষদের অন্যতম সদস্য মিঃ আবদুল গফুরের ঘোষণাটীকরণী বলেন যে দুষ্টের সুতো প্রত্যেক গরীব ঘরে কম টাকা মজুত ছিল এবং বর্ত্তমানেও যা উহাদের কম টাকা মজুত আছে ভবিষ্যতে একটা অভাব হইত। এই মজুতের অসাধারণের কোন লাভ নাই। আমরা বলি যে আর, বস্তু, উষধ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই যখন যেরূপ বাজারের অস্বাভাবিক প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে এবং দেশের জনসাধারণ যখন দরিদ্র ও উপযুক্ত ব্যবস্থাকারীদের মধ্যে অযোগ্যতা ও দুর্নীতি পরায়ণতাকেই উহার জন্য মূলতঃ দায়ী বলিয়া মনে করিতেছে তখন এই বিষয়ে একটী ব্যাপক ও নিরপেক্ষ তদন্ত হইত এবং তদন্তের ফলে যদি উহাদিগকে দোষ প্রমাণিত হয় তাহা হইলে উহাদিগকে অনন্যসুলভ সুবিধা তৎক্ষণে দোষী ও দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে দেশের শাসনভার অর্পণ করা হইত। বাঙ্গলার বর্ত্তমান সরকার মিঃ ফেজি জনসাধারণের অনেক সময়ই সমাধান সম্বন্ধে আশ্বাসিকতার প্রমাণ দিয়াছেন। এই ব্যাপারেও অবশ্যই হইবার আশা করা যায়।

জীবনের একমিষ্ট দিনগুলি!

আজ যাদের হিসাব করলেই বুঝা যাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ। উপার্জ্জনে যেমন বর্ত্তমানে আনন্দের হিল্লোল খেলে যায় নিজের মুখে, সঞ্চয়ের ভাণ্ড দেখে ভবিষ্যতে আত্মীয়দের মুখেও ফুটে উঠে তেমনি হাসি। আপনার সঞ্চয় গড়ে তুলুন।

আমাদের ভাগবাজার, কালিঘাট, বহুবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, লাটকাউন, খিদিরপুর, বেহালা, এলগিন, বাটানগর, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, মাইতীনা, কাঁথিয়াং ও মধুপুর শাখা গড়ে উঠেছে।

আরিয়া ও দেওঘর শাখা শীঘ্রই গড়ে উঠবে।

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

হেড অফিস—৯/১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট • কলিকাতা

অবশিষ্ট ১০০ ভাগ না হইয়া একশত ভাগই ১০০ ভাগ হইয়া বিরাজ করে। মাত্রার অল্প হইলেও অবশিষ্ট ১ ভাগের এক-চতুর্থাংশকারী এই হিসাবে অম্লকারীরা যেসকলের সমস্ত বিষাক্ত গুণিকা বলিয়া থাকেন। সমস্ত "ঔষধীয় সমস্যাটি" কেবল ঐক্যিত করিবার ফলে যেসকল চাকিৎসাবিদ ঔষধালয়ের হাতেই রহিয়া গিয়াছে। ঐরূপ লক্ষণ দেখিলে ঐ'রা রোগের কারণ এড়াইয়া কার্যপ্রণালীর নিদান করিয়াছেন। ঔষধালয়ের নির্দেশ ও আদেশ দ্বারা কোন বিষ বিদ্যা কোন ব্যক্তি অবলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা এখনো নাই। ফলে ভারতীয়দের অত্যাধিক পরিমাণের আহারা কার্যকরে ঔষধের ফেরার অসংখ্যদের হাতের পুতলিকা হইয়া আছে কিছু নয়। আমাদের দেশ পরিচালনার একাধিপত্য ক্ষমতাসুদের কথা উঠিলে যে শাসনযন্ত্র কোন প্রকার কর্তৃত্ব করিতেছেই বুঝাইতে পারিতেছে না। সেই কারণ তথা কোনরূপ বলিয়া যেকোন ব্যবস্থাদের নিকট সমস্যাধিকারীদেরই সব পরিষদ আধিক করিয়া রেখে। বিশেষ ও কর্তৃত্বের উদ্দেশ্যে সত্য পরিষদ বলিয়া ভারতবাসীকে যাহা যেকোন মেনী করিয়াছেন। কিন্তু ঔষধের এই সব কারণাধিকৃত উক্তি আসল ব্যাপার সমস্ত-এদেশবাসীকে মোটেই বিশ্বাস করিতে পারিবে না। দেশীয় ব্যবস্থা পরিষদের যেন আজো আলোচনার সময় অংশ-জন সমস্ত এই কারণাধিকৃত উক্তির খণ্ডন আসলে ঔষধের উদ্দেশ্যেই করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়।

ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠিত পরিকল্পনা

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এপর্যন্ত যেরূপ এদেশের অসংখ্য ও সমস্ত জীবনধারার "পুরাতন কাঠামোটা ঠিক ঠিক রাখিয়া বিরাজ করিয়াছে, অন্যদিকে সেরূপি রাজনীতিক উদ্দেশ্যে নিজাধি সভ্যতার বিধি অনুসারেও উপাদান এদেশে প্রয়োজনমতো পরিচয় দেওয়া যাই বলিয়া ভূমিকেন্দ্রিক ভারতের আধিক অবস্থা দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইয়া পরিণামে।

প্রথম আকস্মিক সম্পদ ও বিপুল অপব্যয়ে সমৃদ্ধ এই দেশে যদি শিল্প ও বিজ্ঞান উপযুক্ত প্রসার হইত তাহা হইলে এতদিনে ভারতের পক্ষে অসংখ্যজনের ভোগ আরাম লাভ করা অবশ্যই সম্ভব হইত না। সুখের বিষয়, বিলম্বে হইলেও বর্তমান মহাযুদ্ধের আঘাতে পৃথিবীর নানা জাতি-সাম্রাজ্যের বৃটীশদের কতকটা পরিবর্তন হইয়াছে এবং যুদ্ধকালীন অসুবিধার অভিজ্ঞতায় ও অসন্তোষের প্রভাবে ভারতদেশের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে তাঁহারা এখন কিছু পরিমাণ অবহিত হইয়াছেন। প্রকাশ, সম্প্রতি এই সূত্রে ভারত-সরকার নাকি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনীদের জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পরে প্রথম পাঁচ বৎসর তাঁহারা তাঁহাদের বাৎসরিক আয়ব্যয়ের আয় ৩০০ কোটী টাকার অর্থগঠন বা ঋণ-চতুর্থাংশ অসমর্থতা সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যে তাঁহা করিয়া দিতে ইচ্ছুক আছেন, যদি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনীদের এই সাহায্যের সম্ভ পরিমাণ অর্থ তাঁহা বা তাঁহার বিনামে সমস্ত করিতে পারেন। এরা প্রতিশ্রুতি দেন যে, এইভাবে সংগৃহীত সমস্ত টাকা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে খরচ করা হইবে।

কথা সাধারণ, বর্তমান মহা পৃথিবীর পরিস্থিতি দেশসমূহের পক্ষে স্বাভাবিক করিতে হইলে ভারত-সরকার তাহার অর্থনীতিক কাঠামোরও আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে এবং সেদিক হইতে এদেশের শিল্প, শিক্ষা, সমবায় প্রভৃতির জন্য সমধিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ভারত সরকারের এই প্রস্তাব কার্যকরী হইলে জনসাধারণের অধিক সমস্যার প্রভৃতির জন্য সাময়িক ভাবে অসুবিধা হোক করিবে তথাপি ইহার ফলে ভারতের স্থায়ী কল্যাণ সম্ভাবিত হইবে বলিয়া আমরা এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। প্রকাশ্যসূত্রে প্রস্তাবে প্রাদেশের পুনর্গঠন অর্থাদিতে যে টাকা প্রতি সমস্ত সংগৃহীত হইবে তাহা দ্বারা পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ভারতকে স্বাধীনতা বাজেট করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বৃটীশসরকার যদি তাঁহার কথা রক্ষা করেন যে, বিটীশ ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ½ ভাগ প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ প্রকাশসূত্রে ভারত সরকার তাঁহাদের বার্ষিক আয়ের অর্থেকের এক-সমমানে এই প্রদেশসমূহ সাহায্য করিলেও তাহা প্রতি বৎসর ৫০ কোটী টাকা সাহায্য হিসাবে পাওয়া করিবে এবং ইহার সহিত ভারতসরকার ৫০ কোটী মোট দিয়া বৎসরে ১০০ কোটী টাকা করে করিলে বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে প্রদেশের সর্বাধিক সমস্যার সমাধান করিয়া ভারতকে শিল্প ও শিক্ষাদিক দিক হইতে সম্পূর্ণভাবে সমৃদ্ধ করা করিবে। আমরা এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার পূর্ণাঙ্গ আগ্রহের ভারত সরকারকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনীদের জন্য ঘর্ষণের যে পরিমাণ ঋণদিক বিভাগ করিবেন সে সম্বন্ধে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ঘর্ষণের অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করিলে ভারত সরকারের সম্পূর্ণ অক্ষমতা সত্ত্বেও এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারতবাসীর করিবার হইবার সম্ভাবনা খুবই কম বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের মনে হয়, ভারত সরকার যদি সমস্ত করিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে গৃহীতব্য ঋণদিক গঠনের ভার করিতে পারেন, তাহা হইলে ঋণদিকের সুসংগঠিত পরিকল্পনা এবং পরিচালন কার্যকরী করিবা ঋণদিকের সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ উপযুক্ত যোগাযোগসম্পন্ন পরিচালনের হাতে পরিমিত ঋণদিক পাঁচবৎসরের মধ্যে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে স্বাধী ভারতবাসীর হইবার নির্দেশ প্রস্তাবে করিলে ভারত সরকারের প্রস্তাবানুযায়ী ভারতীয় করিলে ভারত সরকারের প্রস্তাবানুযায়ী ভারতীয় প্রদেশবাসী অনিচ্ছুক হইবেন না।

বাংলার প্রতি অবিচার

ভারতবর্ষ যুদ্ধে অগ্রাহ্যতা পরিমাণ ফলে ভারতের সব প্রদেশের অধিবাসীই কম বেশীর বেশীর ভাগ সমিতি অসুবিধা ভোগ করিতেছেন সত্য, কিন্তু যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীনসুবিধাদের চাহিদা সরকারী যে পরিমাণ যুদ্ধসুবিধা ভোগ করিয়াছে, অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণ তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না। যুদ্ধিক সমিতি কাপড়-কলের সেই হইয়াছে, অন্যত্রে, কোন ও যাহাহোকসরকার বাংলা-দেশের পক্ষতা ৯০ ভাগ অধিবাসী এবং কোন মতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অধিবাসীর সংগ্রাম করিতেছে। এ সময়ে কর্তৃপক্ষ বাংলার নানা দল সমিতি প্রতিনিধিকে বাঁচিবার সুযোগ দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন এইরূপ আশা করাই সম্পূর্ণ অন্যায়িক; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারত সরকার তথা বাংলা সরকার বর্তমানে এদেশবাসীর অসুবিধা পরিবর্তন এমন ভয়ঙ্করভাবে অবিবেচনা করিতেছেন যাহা দেখিয়া সুস্থিতিসম্পন্ন ব্যক্তিই সমর্থন করিতে পারেন না। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারীর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র এক সংবাদে জানা যায় যে, বাংলা সরকার ভারত সরকারের নির্দেশক্রমে কিরূপে চালানি বিধান করা সম্বন্ধে সমিতি করিতেছেন এবং ইতিমধ্যে তাঁহারা এই সূত্রে ৫০০ কোন কাপড় সমস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ ব্যবসায় করা সাধারণত সংকটের সময় পরিমাণ করা করাই করা হইয়াছে,—পাঞ্জাবের জন্য কোথাকে সাধারণত করা ১৮ লক্ষ, বাংলার জন্য করাই কোথাকে মাত্র ১০ লক্ষ—তাহার উপর বাংলার জন্য করাই এই সাধারণ পরিমাণ কাপড় হইতে কিরূপে কাপড় প্রাপ্তিস্থান করা বিধেয়তাম। এরূপ সম্পর্কে এই 'অধিকারের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সুখবার সংবাদ পাওয়া যায় যে, বাংলা সরকার নাকি কলিকাতার প্রতিনিধিদের উপরের কলের কর্তৃপক্ষকে কলিকাতার কোন ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানকে পাঠ দ্বারা। কল সুবিধার উপর সরকারের নির্দেশ বিধিনিষেধ এবং এই উপর নাকি কল বিভাগে আমাদের সরকারের কিছুই দেখার কথা হইবে। কাপড়ের কল বর্তমানে বাংলাদেশের অধিবাসীর উপর অত্যন্ত পরিমাণে নির্ভরশীল, সাধারণ দেশের প্রয়োজনে অধিবাসীর উপর যারা যে কল কাপড়ের মিলিত হইবেছে তাহাতে অধিবাসী পরিমাণ-বিভাগ সাধারণ। অধিবাসী উপরে এই দেশের বিভাগের ফলে অধিবাসী সুযোগ। সাধারণ সময়ে দেশের অধিকাংশ বিদেশী এজেন্সীসমূহের অনুমতি ১৯৪৩ সালে যাহা দেশের ৫ লক্ষ ২২ হাজার কল উপরোক্ত কাপড় হইবে, সেখানে বর্তমানে অধিক মাত্র ৩ লক্ষ ৩০ হাজার দুর্বলতির ব্যবস্থা-করা হইয়াছে এবং এই প্রয়োজনের অর্ধেক পরিমাণ কাপড় উপর বাংলার বিশেষভাবে ভোগের দেওয়া হয় না। ১৯৪৩ সালের শেষ পাঁচ মাসে উক্ত কলগুলি মাত্র ৮ লক্ষ ১০ হাজার কল সমিতি পাইয়াছিল এবং ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে পাইবার মাত্র ৩০ হাজার মণ। যদি, সমিতির উপর এরূপি বস্ত্র-সমিতি সকলের অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেমন অবাধি-পাত্রসমূহ কাপড় প্রভৃতিরও উপরে ও উপরে ভোগালের আধিপত্য সম্পূর্ণ অসাধিক। ইহার উপর যদি সাধারণ পরিমাণ অবাধ হইতে কিন্তুদের অন্য নয় এবং আমাদের জন্য উপর সরাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সাধারণ ভোগালীর পক্ষে মূল্য বিষয়ে ব্যবস্থা "অসাধু, বাস্তু সুযোগ যে আমরাদীন মুনাফা মুনাফা, ও বিশেষ সমিতির উপর পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে আমাদের মধ্যে হইবার, কিন্তু পার্থিবের পরে না।" দুর্নীতিমূলক সাধন-কার্যের জন্য বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভাকে অনেক অধিক হইয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে দুঃখ করিবার যোগে ভোগালীর ব্যবস্থাপন এভাবে বিশেষ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে আরও কঠোরভাবে হইতে হইবে।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহের ইউরোপের বিশেষ করিয়া পূর্ব ইউরোপের ভয়ঙ্করের রাজনীতিক প্রতিযোগ-ব্যবস্থার বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং মেডিটেরানী যুদ্ধের গতি বিশেষভাবে অনুমান হইলেও সমস্ত স্থানে রাশিয়া ফেলেছে, এমন পাকা আক-মর্মের ভয়ে বিশেষজ্ঞদিগের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। বর্তমানে ইউরোপের যুদ্ধ-পরিস্থিতি দেখাই রাশিয়ার পক্ষে আলোচনার বিষয়, এবথা সত্য যে, যুদ্ধসম্ভারের পরিধি আজকে বিস্তার এবং রাশিয়াসেনার পক্ষে সর্বাধিক যুদ্ধের প্রতিযোগ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। এদিকে মহারাশিয়ার প্রদেশকে আলোচ্য সপ্তাহে রাশিয়া সেনা আক্রমণ হইতে ৭৫০ মাইল দূরবর্তী আইভজিয়া টীপে অবতরণ করায় যান আসাদের বিপক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সমরজ্ঞ আশি-য়ার যে, রাশিয়া বিমানসমূহ এ সপ্তাহে প্রায় অতিরিক্ত আসাদের সাধারণতঃ যোগাযোগ করি-য়াছে। ইটালীতে এক প্রকারে আলোচ্য সপ্তাহে যুদ্ধের গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর বলিলেও ইঙ্গা সৈন্য-গণ এক রোম করিয়া এ সপ্তাহে লানিয়ের আরও বাহিনী নিয়ন্ত্রে জানিয়াছে এবং আরিয়ার সমুদ্রের ৬৬ মাইল পশ্চিমে ফরাসীরাই এ সপ্তাহে বিজ-বাহিনীর একটী সুদৃঢ় দুর্গ অবতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ সপ্তাহে আমরা দেখাবে দেখিতে হইয়াছে যে, যুদ্ধক্ষেত্র আমীর পশ্চিম অবস্থানের বিষয়ে - যুদ্ধ যোগাযোগ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।

পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে বিজয়েরা বাহিনী অন্যান্যের অবস্থানের অধিকতর অগ্রসর হইতে পারে নাই, তথাপি সাময়ুর্ধের দক্ষিণে ও সাময়ুরিয়েলের উত্তরে লাল সেনা অধিকার করিয়া আমরা যুদ্ধ আমাদীনে প্রবেশ করিয়াছে। সিমলিক যুদ্ধের অবস্থাপূর্ণ সংবাদ অবশ্যই আলোচ্য সপ্তাহে বিজয়বাহিনী প্রকাশ করিয়াছে এবং তাহাদের চাপে আমাদীনের পক্ষ সেনারী প্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সংবাদ আসিয়াছে যে, সেই দিন হইতে এখ অক্ষুণ্ণ অধিকারী বিজয়বাহিনীর অগ্রগতি আলোচ্য সপ্তাহে আমাদের পক্ষে-আমাদের ফলে অধিকতর হইয়াছে। পূর্ব ইউ-

সন্দিহান রাজধানী কোলিমপুরাধ' অঞ্চলে ও বাণিজ্যের কেন্দ্র-পুরুষ বিদি ও বোধার স্থানীয় সরকারী কুমিকাদল আমাদের সেল প্রভৃতি পাকী-আক্রমণ চালাইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে এবং প্রকাশ, শেষোক্ত ঘটি-দুইজনকে আসাদ সেনা তল বাহিনীর হাত হইতে রক্ষা করিবার ও বোধাই সাবধ দুইটি নগর বিমানযোগে সরাইতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ণিত সাইমেনিয়ার ও ফ্রেনমাই অঞ্চলের আক্রমণকারী হইতে তল সেনার অগ্রগতি অতিরোধের চেষ্টা জানান হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের উত্তরে ফ্রেইবের কিলিপুরে ও ফিজি প্রাইমারা ও ভিক্টরিয়ার পথের উপরে অবস্থিত লাবিয়ন দুর্গ-সমূহ অধিকারে পূর্বক এক দুই ঘটিকেরে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। কলকেলা আলোচ্য সপ্তাহে বীর্ঘদিন অবরোধের পর সোনাকের সমুদ্র নগরী সমর্পণ করিয়াছে।

ইরাবতী ডলাকের সংবাদে প্রকাশ, উত্তর ইরাবতীর সিটোইরা-বোলোমা সড়কের পশ্চিমে বিজয়েলা আলোচ্য সপ্তাহে আরও অগ্রসর হইয়াছে।

অর্থাৎ মহালাকীর ঘোষণাদৈত্য সপ্তাহে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে- মিত্রবাহিনী উত্তরাঞ্চল দীনের পাশ্চাদবর্তী বলম করিয়াছে এবং মূলম দীনের প্রায় সকল স্থানেই যুদ্ধের গতি আমলাচ্য সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত মন্থর ছিল। আসাম ও মাহিয়ানা দীনের ঠিক ব্যবহারে অবস্থিত আইওডিয়ার যে বাহিনী সৈন্যদল অবতরণ করিয়াছে তাহারা ইতিমধ্যেই দীনটির প্রায় অর্ধাংশ দখল করিয়া লইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

ব্রহ্ম ডলাকের সংবাদে প্রকাশ, উত্তর ব্রহ্মে রাজধানী অভিমুখী মিত্রসেনা মান্দালয়ের উত্তরে মিন্থু উত্তর-পূর্বে অবস্থিত মিথন নামক গুরুত্বপূর্ণ রাজধী দখল করিয়া লইয়াছে। প্রকাশ, মন্ত্র সড়ক ধরিয়া চীনা সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছেইতে বর্তমানে লাশিওর প্রায় ২২ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আরাকানের ডলাক অঞ্চলে উত্তর দিকে এ সপ্তাহে জাপানীরা পাকী আক্রমণ চালাইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

চীন ডলাকন হইতে যে সাহায্য পরিমাণ সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, বর্ষিত চীনে অভিযানী জাপবাহিনী আলোচ্য সপ্তাহে চীনা নগর নিম্নরূপে দখল করিয়াছে।

(হয়নাম)

ভারতে বিদেশী কাপড় পাঠাইবার ব্যবস্থা

সামরিক প্রয়োজন ব্রহ্মে এবং সাধিত হইতে পরাদি আমদানী বন্ধ হইবার ফলে ভারতে বস্ত্র-ব্যাপারে বিরাজন বস্ত্র-সঙ্কট দেখা দিয়াছে এবং কাপড়ের অভাবে বেসামরিক জনসাধারণের অসুবিধার আর শেষ নাই। ভারতের তাঁত ও কাপড়ের কলগুলিতে যে পরিমাণ সুতা উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণ লোকের প্রয়োজনীয় পক্ষে যথেষ্ট নহে, তাহার উপর সুতার মূল্য বৃদ্ধিতে এবং সরকার ও সাধারণের চাহিদা বিভিন্নতার এবং সরকারী নির্দেশে উৎপন্ন, উৎপন্ন, এবং প্রায় প্রভৃতি দ্রব্যে বস্ত্র সরকারী পরিমাণ মাত্রায় হওয়ায় এখনকার দুর্দশা আরও অতিশয় তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। ফেলায় ও চাহিদার এমনভাবে উক্ত অসামঞ্জস্য সমাধান বাঁধিলে সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ-বীতি কেন পর্যন্ত কার্য হইবে এবং ফোরাজনের শেষ করা যাইবে না, এবথা আমরা ইতিপূর্বেই সমাধান আলোচনায় বলিয়াছি এবং সমাধানে বলিয়াছি যে, যতদিন পর্যন্ত সাধিত হইতে কাপড় আমাইত সাধারণ বিদেশের যাহাতে বন্ধ হয়সাধারণ ও সাধিতে তাহা হইতে বৃদ্ধি বিদায় ব্যবস্থা না হইবে ততদিন এদেশের বস্ত্র-সঙ্কট দূরীভূত হইবে না। আমরা আরও বলিয়াছিলাম যে, ভারত সরকার অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বেসামরিক জনসাধারণের জন্য অবিলম্বে বস্ত্র ফোরাজ সমস্যা এদেশের বিভিন্নতার অবস্থান করিবেন; কিন্তু তাঁহাদের ঔদাসীন অবোলাভের দুঃখেরই বিষয় সরকার সম্প্রতি সাধিতের আবহাওয়া ভারতে বিদেশী কাপড় আমদানীর এবং একটী ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ অনুমান করিয়া আমরা আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি। সম্প্রতি ব্রিটেন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, বস্ত্র চাবি ফলাফলের জন্য এবার সরকারের ভারতে বিদেশী কাপড় আমদানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং প্রথমি ভিন্ন মাসে এই উদ্দেশ্যে বস্ত্র কাপড়ের পরিমাণ ৫০ লক্ষ গজ। বলা বাহুল্য, আন্তর্জাতীয় প্রয়োজন মেখানে ভিন্ন মাসে অন্তত ১৪০ কোটী গজ সেখানে ৫০ লক্ষ গজ কাপড় পাঠানো হোক্সমেনা ভাহা আর কিছু নয়। কিন্তু এই বস্ত্র আমদানীর সাধারণ সরকার বিদেশ বিদা ব্রিটেনের কাপড়ের কলওয়ালারা তাঁহে তাঁহে ভারতে বিদেশী কাপড়ের বাজার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা সোনার অক্ষরে লিখিয়া রাখিবার মতন বস্তু-শিল্পের অবিশ্বাস আছিয়া এই ব্যবস্থার আমরা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি। অবশ্য এই কাপড় ভারতে সামরিক বিভাগের চাহিদা মিটাইতে কি না তাহা এখনো জানা যায় নাই, তবে অবশ্যেরের অভিজ্ঞতায় এবং ম্যাঞ্চেস্টারী মহলের আশা আকাঙ্ক্ষার আমাদের বিশ্বাস যে, এই সামান্য পরিমাণ বস্ত্র সামরিক বিভাগের চাহিদা মিটাইবার জন্য বিতরণ না করিয়া ভারতীয় জনসাধারণের অত্যাবশ্যকীয় উপাজীবিকার মুখোমুখি যে-সাধারণ জনসাধারণ ব্যবহারের জন্যই বাজারে উপস্থিত করা হইবে এবং এইভাবে ভারত-বাসীদিগকে বিদেশী বস্ত্র ব্যবহারে সত্বরই অভ্যস্ত করিয়া তুলিবে পরিণামে ভারি সমস্ত ভিন্নির সরকারের মুদ্রাস্ফীতির ফলে বস্ত্র-বাণিজ্য প্রসার পরিকল্পনার প্রাথমিক লাভ্যতা আসিয়া হইবে। এমনও আমরা হইতে শিহরণ, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দ্রব্যে বস্ত্র পরিমাণে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী হইতেছে, ১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট এই আট মাসে প্রায় ৩০ কোটী টাকার কাপড় প্রভৃতি তুলাজাত দ্রব্য এইসব হইতে বাহিরে পাঠানো হইয়াছে, এ অবস্থায় ভারতে বস্ত্রের অভিযান ইচ্ছা না করিলে ব্রিটিশ সরকার আমাদেরই ভাবত হইতে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ করিয়া উপরোক্ত বাণিজ্য দেশগুলিতে কাপড় পাঠাইতে পারেন এবং তাহাতেও ভারতে বিদেশী কাপড় পাঠাইয়া এদেশের বস্ত্রাভাব দূরীকরণের আংশিক সমাধান সম্ভব হয়। তাহার ইহাতে বস্ত্রাদি রপ্তানী করিয়া এদেশে ইচ্ছা করিয়া কাপড়ের প্রচার দুর্দিক দূরী করা হইয়াছে, এ সব দোষ করিয়া বিদেশী ভারতবাসীদের বিদেশী কাপড় কিনিতে বাধ্য করা অন্যায় অসঙ্গত নীতি বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা এখনও আশা করি যে, ইংরাজবিদিত বস্ত্র আমদানী ব্যবস্থার জাতীয় স্বার্থে যাহাতে আঘাত না লাগে তদ্বিষয়ে ভারত সরকার সবিশেষ অবহিত হইবেন।

পরলোকে মহিলাকবি সরোজবালা

বলাবাহুল্য বাঙালী বাঙালী ঔদ্যুক্ত সরোজবালা বসু ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে ৪১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। একজন উদ্যোগী যুবক হিসাবে নিজের জীবনীয়ম যুদ্ধ করিয়া আমাদের প্রতিষ্ঠা ও নিয়মন জনসাধারণ অনে তিনি বাঙালার ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে যথেষ্ট আসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত একজন কর্মী যুবকের এই অকাল-মৃত্যুতে আমরা মর্মান্তিক ব্যথা অনুভব করিতেছি। সরোজবালা ১৯০৭ সালে ঔদ্যুক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঔদ্যুক্ত একজন পণ্ডিত, তিনি তাঁহার পুত্রকেও সেইভাবেই শিক্ষিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিভাবান পিতার উপযুক্ত পুত্রের মতনভাবে নিজের জীবনকে গড়িয়া তুলিতে সরোজ বসু। এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করিয়া প্রথমে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ইট্ ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগদান করেন। অবশ্য সেখান কাজ করিবার পর তিনি সিমে এসে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান খুলিবার আশা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রায় ২০ বৎসর বয়সে তিনি ঔদ্যুক্ত এক ফোম্পানী স্থাপন করেন। অল্প কালের মধ্যে কলিকাতার এই কাপড়ী বিশেষ সুনাম অর্জন করে। ১৯৩৩ সালে তিনি বন্ধু রাজাদুর সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সহিত সম্মিলিত হন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সৌরাষ্ট্র, পাদুকা ও বিলাসের দ্রব্যে মোটর যান চলাচলের জন্য কমার্শিয়াল মোটর কোম্পানী নামে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইহার পর হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাঙালাদেশে যেসব ক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্মধারা প্রসারিত হইতে থাকে। ১৯৪০ সালে ইণ্ডিয়ান্স ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া তাঁহাদের প্রচেষ্টায় টাকা আদায় অধিকে এ পাকিয়া ব্যবসার সুবিধাদির জন্য বহু কর্মীর বিশেষ কাজ করিয়া গেছে। এই ব্যাঙ্কের মূল কর্মিগণ তাঁহার পরলোকগমনে যেরূপ শোকাভিভূত হইয়াছেন তাহা সত্যই মূর্তি প্রকাশ করিয়া বলবার বিষয়ে বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরোজবালার মৃত্যু যে কতখানি ক্ষতি তাহা ভবিষ্যতেই প্রমাণ করিবে। তাঁহাদের মৃত্যুতে চালকমণ্ডলীর পুনর্গঠন ঐ বিভাগ ঔদ্যুক্ত মেনা যাইতে পারে। সরোজী বিভাগ ব্যাঙ্কিং এজেন্ট হইয়া ঐ দুই বন্ধু ছিল করেন তাঁহারা ঐ কাজ আর নিজেরা গ্রহণ করিবেন না, তাহা যারা অন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করিয়া তুলিবেন। সেই সব অনুসারে তাঁহাদের উদ্যোগে অন্তে মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, বঙ্গলক্ষ্মী মোদ, ভারতিকেন এণ্ড আনুষঙ্গিক ওয়ার্কস্, বালেশ্বরী ফ্রেন্ড সোসাইটী ও ইণ্ডিয়াইটের মোটর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত হয়। কেবল তাহাই নহে, বিভুতান পূর্বেই যখন তাঁহারা আসন্নকালীন পোস্টযুদ্ধের জন্য ব্যবসায়ীদের যাহাতে কর্মপ্রচেষ্টার যথা একটী পুরাতন ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সহযোগিতা ও সুপরামর্শ তাঁহারা ঐ ব্যাঙ্কটী বীরে বীরে আজ উন্নতির শিখর দর্শনের সুযোগ পাইয়াছে।

ঐ সব কর্মধারার ভিতর ঔদ্যুক্ত সরোজবালা তাঁহাদের যে ব্যবসায়িক সাধনা, কর্মনৈপুণ্য ও দূরদর্শিতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, বাঙালী জাতির ইতিহাসে তাহার মূল্য চিরদিন। তাঁহার দুঃখের বাঙালার ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে যে শূন্য সৃষ্টি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। এই শোকে আমরা ঔদ্যুক্ত তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার আত্মা জীবনের পূর্ণ আদর্শ বাঙালীকে শিল্প-বাণিজ্যের দিকে অগ্রসর করিতে ইহাই আমাদের কামনা।

দি ডালহৌসী
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৪৩
৩৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রেজিঃ অফিস—শ্রীহট্ট (সিলেট)
শাখাসমূহ—
পুরানবাজার, বালেশ্বর, নারায়ণগঞ্জ, লৌহজঙ্গ, পাবনা, ঢাকা, বহিস কলিকাতা, এক্টালি মার্কেট, বোরালমারি, শ্রীহট্ট।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস্, আচ্, দাস্।

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট (২)

বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থার [illegible] কি প্রকার ভোজবাজীর পরিচয়ে [illegible] তাহা সংক্ষেপে আমরা সাধারণসমক্ষে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমানে এই সম্পর্কে আরও কতকগুলি গুরুতর্পূর্ণ ব্যাপারের প্রতি আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বাজেটে যে হিসাব-নিকাশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৩-৪৪ সাল ও ১৯৪৪-৪৫ বৎসরে আয়-ব্যয়ের হিসাবে বর্ত্তমানেরই তফাৎ হইবে ২৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ও ৩৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। আর হইবার কারণ এই দুই বৎসরে বর্ত্তমানের তফাৎ ১৩ কোটি ১৫ লক্ষ ও ১৭ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ফলে এই দুই বৎসরে বর্ত্তমানের হেরফের মোটামুটি বাড়তি সাড়ে তিনকোটি টাকা। কিন্তু উহা বর্ত্তমানের বাজেটের বাড়তির প্রকৃত পরিচয় নহে। এই দুই বৎসরে আয়ের সরকার বাঙ্গলা সরকারের যে আয়করের অংশ ও পাট রপ্তানী শুল্কের ধারণ যে টাকার অতিরিক্ত আয়ের ১৮ কোটি টাকা সাহায্য দিবারকথা। এই সাহায্যের কথা যদি বাদ দেওয়া হয় তাহা হইলে বলা যায় যে, আলোচ্য দুই বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের বাড়তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। এই বৎসরে আয়ের উপরোক্তভাবে যে, চলতি ১৯৪৩-৪৪ সালে বাড়তির যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা কৃত্রিম হিসাব নহে—সত্যসম্ভাবিত হিসাব মাত্র। যখন চলতি বৎসরের হিসাব প্রকাশিত হইবে তখন হয়ত দেখা যাইবে যে, এই বৎসরে বাড়তি প্রকাশিত বাড়তি অপেক্ষা আরও বেশী হইয়াছে। এমন কেহে আলোচ্য দুই বৎসরে মোট বাড়তির পরিমাণ ৪৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা অপেক্ষাও বেশী হইয়াছে দেখা যায়।

আলোচ্য দুই বৎসরে বর্ত্তমানের যে বিপুল পরিমাণ বাড়তি হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের বহু অধিক হইতে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং উহার অধিকাংশই বর্ত্তমানের কল করিতে হইয়াছে। বাজেটে বলা হইয়াছে যে, এই দুই বৎসরের বাড়তির ফলে বর্ত্তমানের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ কোটি টাকা এবং আগামী ১৯৪৪-৪৫ সালের আয়ের অতিরিক্ত ঋণ হইতে বিভাগ আগামী বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৯ কোটি টাকা। বর্ত্তমানের এই বিভাগ আলৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাব এবং আগামী বৎসরের বাজেট বক্তৃতায় যে পরিমাণ বাড়তি হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে প্রকৃত প্রস্তাবে বাড়তি উহা অপেক্ষা যে বেশী হইবে তাহা নিশ্চিত। সুতরাং আগামী বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ঋণের পরিমাণ কিছুতেই ১৯ কোটি টাকা অপেক্ষা অনেক কম দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হইবে।

ঋণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানের সুদের যোগাড় দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। সন ১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলা সরকারী ঋণ হইতে প্রকৃত সুদ বাবদ ধরিয়া ৫৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ধরা হইয়াছিলেন এবং এই বৎসরে উহাদের অঙ্কের মূল বাবদ ১৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা প্রদান করিতে হইয়াছিল। তাহাতে উক্ত বৎসরে সুদের বাবদ বর্ত্তমানের ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৪৩-৪৪ ও ১৯৪৪-৪৫ সালে সুদ বাবদ বর্ত্তমানের আয় হইয়াছে যথাক্রমে ৩০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা এবং ৩৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। কিন্তু উক্ত দুই বৎসরে বর্ত্তমানকে ঋণ বাবদ দিতে হইয়াছে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা এবং ৩৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। তাহাতেই এই দুই বৎসরে ঋণ বাবদ বর্ত্তমানের আয় ধরা হইয়াছে—নিট ঋণ হইয়াছে যথাক্রমে ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। ও ৩০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। আগামী ১৯৪৪-৪৫ সালে ঋণ বাবদ আয় ধরা হইয়াছে ৩৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা এবং ব্যয় ধরা হইয়াছে ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। তাহাতেই আগামী বৎসরে ঋণ বাবদ বর্ত্তমানের নিট সুদের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৮৯ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাড়তির পরিমাণ অনুরূপ বাড়তি অপেক্ষা বেশী হওয়ায় বলা হইবে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গলা সরকারের ঋণ বাবদ সুদের পরিমাণ বৎসরে নিট লক্ষ ১ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গলা সরকারের বর্ত্তমান যে বিপুল পরিমাণ বাড়তি হইতেছে তাহার বিভাগসমূহের প্রতিযোগ ব্যবস্থা (এ আর পি) এবং সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রভৃতিও দায়ী। এই সব বিভাগ (Extra-ordinary Items) আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

আয়

১৯৪৩-৪৪ (চলতি হিসাব) ৫০ লক্ষ ৪৯ হাঃ টাকা
১৯৪৪-৪৫ (সংশোধিত হিসাব) ৫৯ " ৮৭ " "
১৯৪৫-৪৬ (বাজেটের বরাদ্দ) ৫৯ " ৮৫ " "

ব্যয়

১৯৪৩-৪৪ (চলতি হিসাব) ৬ কোটি ৩ লক্ষ ১ হাঃ "
১৯৪৪-৪৫ (সংশোধিত হিঃ) ১৮ " ৩৮ " ৭১ " "
১৯৪৫-৪৬ (বাজেটের বরাদ্দ) ১০ " ৫৫ " ৬৯ " "

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, এই সব বিভাগ বর্ত্তমানের ১৯৪ ১৯৪ সালে ৫৯ কোটি টাকার মত এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ১৮ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত হইয়াছে এবং আগামী ১৯৪৫-৪৬ সালে ১০ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত হইবে বলিয়া বর্ত্তমানের আশঙ্কা করিতেছেন। দুঃখের বিষয় যে, এই সব বিভাগে কি ভাবে এই প্রকার বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত হইল তাহার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বর্ত্তমানের প্রকাশ করেন নাই। যাহা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাও জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরোক্ত তিন বৎসরে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের মারফতে "জনসাধারণের নিকট প্রভূতভূত অপেক্ষা কম মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য" (for the sale of subsidised food to the public) বর্ত্তমানের যথাক্রমে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, ১৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা এবং ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত হইয়াছে ও হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রথম বক্তব্য বিষয় হইতেছে যে, বর্ত্তমানের "জনসাধারণের নিকট" কম মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া এমন অতিরিক্ত ব্যয় নাই। সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে কম মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিয়াই বর্ত্তমানের এই অর্থ দিয়াছে। এই প্রকার বর্ত্তমানের যে অর্থ হইয়াছে তাহার কত অংশের জন্য সরকারী কর্ম্মচারিগণ দায়ী এবং কতের জন্য জনসাধারণ দায়ী তাহা যদি বর্ত্তমানের প্রকাশ করেন তাহা হইলে উহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে, "জনসাধারণকে" কম মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের অজুহাত নিতান্ত অলীক। বিতীয়তঃ খাদ্যসংকটাবস্থার ফলে, দুর্নীতি ও অসাধুতার জন্য খাদ্যদ্রব্য এই বৎসরে বর্ত্তমানের যে পরিমাণ অর্থ হইয়া বাজেটে তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। উহার হিসাব যদি সংকলিত হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, কেবল কম মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্যই এই বিপুল অর্থ হয় নাই। আমরা পূর্ব্ব সপ্তাহে বলিয়াছি যে, খাদ্যের বর্ত্তমান [illegible] নীতি সম্বন্ধে অবিলম্বে একটী বিবেচনা করার ব্যবস্থা হউক। যদি শাসনকার্য্যের সকল বিভাগের ব্যয়-নীতি সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে অন্ততঃ উপরোক্ত বিভাগসমূহের ব্যয়-প্রণালী সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। বিশ্ব বৎসরে জনসাধারণের ২২ কোটি টাকা উপায় হইয়া বিভাগে উহা একেবারেই উপেক্ষার বিষয় নহে।

বাজেটে দেখা যায় যে, দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য বাঙ্গলা সরকার চলতি বৎসরে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং আগামী বৎসরে ৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যয় বিপ্রহরণ করিলে দেখা যায় যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে ব্যক্তির টাকার মধ্যে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকাই উক্ত বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হিসাবে ব্যয়িত হইয়াছে। উহা দ্বারা ইহাই মনে হয় যে দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্যের নামে কতকগুলি কর্ম্মচারী-পোষণই বর্ত্তমানের নীতি এবং দুর্ভিক্ষের সাহায্য একটা প্রহসন মাত্র।

আমরা বাজেটের আর কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। আমরা পরিষ্কার এই বাজেটের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের—রাজস্বের অবস্থা অতি ভোজবাজীর [illegible] সম্বন্ধে তাঁহার অভিভাষণের অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণ [illegible] করিয়াছেন

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

'রামধানি' আলাইয়াছেন, বৃটিশ বংশোদ্ভবিবাসী সাম্রাজ্যবাদের যাবের অর্থনৈতিকের পরিমাণ মাকি বৃটিশদের অন্যান্যের আবের অপেক্ষাও বেশী। উক্ত পত্রিকা বিশ্লেষণে যে সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, ঐযুক্ত ভাবের বাৎসরিক আয় ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। বড়লাটের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ যে উহা অপেক্ষা ৫৩ হাজার ৫ লক্ষ টাকা কম তাহা আমাদের জানা আছে। কিং এম এম ছাড়া বৃটেন হইতে ৩৬ টাকা পাইয়া থাকেন তাহার হিসাব নিম্নরূপ : ইউনিয়ন ব্যাঙ্কারেশন অব লেনাদের লাভে ১৩ হাজার টাকা, বৃহদাকারেমিক সংগঠনের বিকট হইতে প্রতি মাসে ৭ হাজার টাকা এবং অন্যান্য সূত্রে মাসিক ৯৯ হাজার টাকা। বংশোদ্ভবের বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযান পরিচালনার জন্য যোটা টাকার দরকার শ্রীযুক্ত রাও অবশ্য তাহার জন্য কোনরূপ চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। কেবল এদেশেই নয়, বিদেশের তাঁহার একটিও মাসিক মুখপাত্র মুখপাত্র নিঃ সিরাই ও নিঃ মুখার্জি বংশোদ্ভবের বিরুদ্ধে প্রচার ও আন্দোলনের জন্যই টাকা পাইয়াছেন।

• • •

বিদেশে, বিশেষ করিয়া মার্কিন মুলুকে, ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গির প্রচার-কার্য্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার মন্তব্য করিয়াছি। এই পুণ্য কর্মে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মানের পর মান ও বৎসরের পর বৎসর মুক্তার মুক্তার অর্থ ঢালিয়া চলিয়াছেন। সম্প্রতি আমেরিকার শ্রীযুক্ত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রমুখ ভারতীয়দের সাফল্যজনক প্রচার-কার্য্যের ফলে সন্ত্রাসবাদীরা বৃটিশ হইতে বেশির বৃটিশ মার্কাও মহল গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের অভিযোগ তাই যথাযথভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সংবাদ দিয়াছেন, আমেরিকার লেফ্‌ট্‌ইস্ট ভারতীয়দের দ্বারা ভারত সম্পর্কে প্রচুর তথ্য প্রচারের অসুবিধার প্রচার প্রতিরোধ করার মতলবে বৃটিশ বুটেনিকিক মহল মূলধন মূলন মোকের সমাগম করিতেছেন। পণ্ডিত জৈনলাল কর্তারীর বিকট মাকি মোক্ষীর প্রভাব আসিয়াছে। দুই একজন ইতিমধ্যে তৌল বিনিময়ে বলিয়া প্রকাশ। তাঁহাদের চলার ব্যয় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইলে কেবল একটিমাত্র সর্তে। সেই সর্তটী এই যে, আমেরিকার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে বৃটিশ সমর্থকদের যে সমালোচনা ও সমালোচনা সেই সবই তথ্য মার্কিন জনসাধারণকে যার যার মুখাইতে ও বুঝাইতে হইবে। প্রকাশ, এই সর্তের শ্রোতাদের বেতনের প্রচার-প্রচারকার্যের একজন হইতেছেন বৃহদাকারেমিক মোলক এক বিখ্যাতনামের ভাইস চান্সেলর্স আর একজন মার্কি ভারতের কোনও একটী প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি সভার মেম্বারিকেন্ট। সেবোক্ত মার্কি, ইতিমধ্যেই সফল অভিনয়ে দ্বারা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মার্কি আমেরিকার ভারত-বিরোধী অভিযানের জন্য ১০ হাজার লোক তৈরিতেছেন।

• • •

সম্প্রতি ভারতবর্ষে আবর সরকারী-পরিবর্তনের এক সংক্ষেপ হইয়া গেল। সেই আবর মোহাম্মদের বিকট বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হয়া প্রাচ্যের সমস্যার এক সন্তোষজনক সমাধানের প্রচার মেরেন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বৃটিশ প্রচারের নিয়ন্ত্রণ মার্কিন মুলুকেও সমর্থন আছে। সমস্যের আর একটী সাধারণ প্রকাশ, বৃটিশ ও ফ্রান্স মার্কি প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও লেবাননের সম্পর্কে উহাদের "আরেক" পাকদের অধিকার আগ করিবেন। বিশ্লেষণ বাবদ মিলিত আবর রাষ্ট্রসমূহ যে যোগ আন্দোলন চালিয়েছে তাহার ফলে বৃহদাকারের জটিল সমস্যার একটা মুলমিমাংসা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। মুখুর আরা সম্পর্কেও একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ও অবস্থানবাদী এমিন আন্দোলনের যোগসূত্রের চলিতেছে। মুখুর আরোর ব্যাপারে বিশ্লেষণের ব্যাপারে সোভিয়েট মুকবাদ্ধের সম্মুখিত হস্তক্ষেপ সম্পর্কেও যোর অজ্ঞান-অবেদনা চলিতেছে। কিন্তু সকল অভিযোগ বিশ্লেষণ এই যে, লক্ষণ ও ওয়াশিংটনে আবরের স্বাধীনতা সম্পর্কে সহানুভূতি মহল যোগ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন না। আন্তর্জাতিক এমন্ত্রণ মুখুরের মতোন ব্যাপার হইয়াই রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক বাপ দিয়া মনে হয় ও মুখুর প্রাচ্যের সমস্যার একটা সমাধান করিয়া বিশ্বশান্তির ক্ষেত্র বাড়ানোর পথ হইয়া আর কিছু নয়। আরব স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু নাই, সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত দুনিয়ার শান্তি মানুষের আশা নাই।

• • •

আইনাটিক সমস্যের মিলা-কারেন্ট মুক্ত নাই। এই সমস্যের অন্যতম অধিকার মিঃ চার্চিল বহু বার এক মতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কমন্স সভায় জানাইয়াছেন, আইনাটিক সমস্য পশ্চ-বিশ্লেষণ বা বিশ্লেষণ মাত্র—ইহা কোন বিবাদ নহে। পশ্চ-বিশ্লেষণই বটে? প্রীমে, ইথিওপীয়ে ও বেলজিয়ামে চার্চিল মন্তব্যেরই যে বৃটিশ সেনাবিভাগের এক অফিসারের ভাষায় ও লিখিতভাবে যে রীতি অনুসরণ করিয়েছেন, তাহাকে আইনাটিক সমস্য সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-সম্বন্ধনের বিরোধী যে পশ্চ-বিশ্লেষণ করিয়েছে তাহাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

• • •

ইথিওপীয় মি-হেল্ড সম্মেলনে তাদাবীতে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ঘোষণা করা হইয়াছে, আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুর সাধারণ কাজ যেন হইলে তখন আমাদের জনসাধারণ পূর্ণ বন্দোবস্তের বলয়া হাতে হাতে পাইবেন। ইথিওপোনের কথা পৃথিবীর স্বাধী সাহিত্য কম আলোচনীয়ে বিস্তৃতভাবে পরিচয় করিয়া বিশ্লেষণীয়ে তাহার প্রয়োজন আছে বলিয়া বুঝি দেখান হইয়াছে। কিন্তু এখন এই, ইহার ফলে সত্যই কি স্বাধী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে? যা. আজ এক আর্মাই-এর পুনরাবৃত্তিরই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটাবার ঘটিবে?

ক্যানিয়ম যেমন আন্তর্জাতীকেই পক্ষ বিপক্ষ চালাতে নাই। ইংলণ্ডের ও আন্তর্জাতিকের আন্তর্জাতি বা ধ্রুবদেবী ক্যানিয়মের উদ্ভাব নাই। ধ্রুবতারা আন্তর্জাতীকে ক্যানিয়মের উদ্ভাব ঘটিলেই দুনিয়া বিপর্যস্ত ও বিপক্ষিত হইবে, তখনকে একমুখ প্রচার বিশ্ব আবহা আলাদা। ক্যানিয়ম যেমন এক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই। উহার আন্তর্জাতিক প্রচার ও প্রভাবের কথা বিশ্বত হইলে চলিবে না। আন্তর্জাতীকে ক্যানিয়মের মূলোচ্ছেদ হইলেও বর্তমিন পরাজ আন্তর্জাতি পরাজীভূত পৃথিবীর বহু হইয়া থাকিবে যাবা হইবে আন্তর্জাতি ক্যানিয়মের আবে হইবে না—হইতে পারে না। ক্যানিয়ম ও সাম্রাজ্যবাদ যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ—একে অন্যদের যোগ, সহায়ক, পরিপূরক। ১৯৩০ সালের সমস্যী ইউরোপের অন্যান্য প্রচারের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। সেই ক্যানিয়মের ভয় কি কেবল আন্তর্জাতীকে দুনিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া বিশ্লেষণ মার্কির ফোলে দুনাইবে?

• • •

বিহার ও যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট যে ঘরোয়া বিহার বিশ্লেষণে সেই সম্পর্কে পত্র সম্প্রতি ও উহার পূর্ণ সমর্থনে আমরা বলিয়াছিলাম, এই আকস্মিক উদ্ভাস বিশ্লিষ্ট ব্যাপার নহে। উহার সম্প্রতি আসন বৃটেনিকিক পটভূমি রহিয়াছে বলিয়া আমরা সময় প্রকাশ করিয়াছি। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী ঐ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : "আমি এখনিও এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠে আমার অভিমত প্রকাশ করি নাই যে, এই আন্দোলন একটা বিশিষ্ট রাষ্ট্রে যায়। উহা আমার আপনিই বিশিষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু সেদিনেরটি, আমার ভুল হইয়াছে।...বন্ধু-বাইন আমার আন্দোলনের নাম্বির এ যাবৎ কেবল আমারই রহিয়াছে। ১৯৩০-এ যে আন্দোলন আরম্ভ করা হয় নাই। সর্বাধারণের আমার যে কোন প্রকার বল-আন্দোলনের শক্তি-সঞ্চয় নাই সে কথা আমি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছি।" অথচ সেই মহাত্মার পক্ষে উহার অভিমানে সর্বদেশী আকর্ষিত হইতেছেন কেন? মহাত্মাজীর এক ব্যাখ্যা করিয়াছেন : 'সর্বদেশীর আসল মনোভাব কি? উহারা কি বৃটিশিক সমবায় অধিকারী হইবার লক্ষ্য রন? উহারা কি সর্বান্তিকরণে ও অকপট হৃদয় ভারতীয়দের কেলে আসন রাখিতেছেন?' কেন আমরাই যে ভারতবাসী সন্দী জানাইয়া বাসবে পরক আছে এবং নহে। বৃহত্তর সমর বিশ্লেষণ আন্দোলনের প্রচেষ্টা চলিতেছে বলেরের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ঠিক মতাইয়া বিহারপতীর মাইকলির কাছে প্রচার-কার্য্য চালাইতে পারিবে বলিয়াই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এত অধুর অভিযোগ মার্কি-ঐক্যের আন্তর্জাতীয় সমস্যা লইয়া টানাবানাবাদ ঘুলিয়া হইতে পারে, এমন কোনও বুদ্ধিমিলি থাকিতে পারে কি না আমরা আশিয়া দেখিবার বিষয়।

• • •

সম্প্রতি বর্তীয় বাবস্থা পরিষদে অন্তরদের ফেডারেল উদ্ভব বন্দোবস্তের ও বাজেপুরে অনুষ্ঠিত প্রচেষ্টের বৈঠক সম্পর্কে মন্তব্যেরই কি ব্যবস্থা অভিযোগের তাহা জানিবার বড় ভাইর পরিষদে সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়াছিলেন। প্রচেষ্টাবিভাগের আবর প্রকাশ, রাজ্যের অন্তরদের একটী মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার হইয়াছে এবং তাহা পাইয়া পুলিশ মার্কি বাই-বাজুলে আনিয়া পৌঁছিয়াছে বহু সময় পরে। পুলিশের যোগাযোগ আমেরের অভাব নয়। সেই বিষয়ে আমরা বহুবার যা করিয়া আমরা বিশ্বাসের ভাষাটাই আনিয়েছি। পরিষদে আলোচিত ঘটনাবলী যদি সত্য হয় তাহা হইলে উহার প্রতিকারের জন্য সর্বদেশী অবশ্যিকিছু কি ব্যবস্থা অভিযোগের তাহা জানিবার অধিকার দেশবাসীর আছে।

• • •

ব্যবস্থা পরিষদের আলোচনায় আরও একটী ঘটনার কথা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষবাজের অন্তরদের ব্রাহ্মিক মার্কি ইন্দুভূষণ মিত্র নামে বিশেষাজের দুর্ধর্ষদের বাসস্থানকের একটী মার্ক-এর উপর বলাৎকার করিয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত মার্ক অন্তরদের ব্রাহ্মিকের গীত আসুত অবে ওকালার ভাকে বিশ্বাসিলেন। সর্বদেশী পক্ষ হইতে ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করা হইয়াছে।

• • •

বাজলাদেশে মন্তরত ও মহাত্মাজীর বাসই এখনও যাবে নাই। এই প্রদেশকে যারা নাবলাইয়া আনিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। যারা হউক, বাজলার প্রধান মন্ত্রী যারা মার্ক আন্তর্জাতিকের অভিজাতের বাজেপুরের বাজেট বক্তৃতা নবতরদের চলতি বৎসরের বাজেটে ৫০ হাজার টাকা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই মুর্দিনের চরম বাজারে প্রধানমন্ত্রীর বিরোধে যোগেশ বন্দ-বাজীর বেলাবনে মাত্র ৫০ হাজার টাকা!

খেয়ালীর খাতা

আমেরিকার ভারত গভর্নমেণ্টের পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্রী মিঃ মার্গারেট চাকুরী ছাড়িয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অনেকেই এই যে, বর্ত্তমান মিঃ উইলকো মিঃ রুজভেল্টের ভারতে খুব বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিগণের অন্যতম। রুজভেল্টের রাজত্বের আদি-পর্বে মিঃ ইনাকিনী, যিনি রিপাবলিকের সেক্রেটারি ছিলেন। গভর্নমেণ্টের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশীয় রাজ্যে চাকুরী মেওয়াটা এদেশে অতি পুরাতন প্রথা। এখানে মুখ ফুটিয়ে যে কিছু বলা হইতেছে না। দোষ দুর্ব্বলচিত্ত বলে। রাজে অবশ্য সরকারী কাজে ছুটিয়া দেশীয় রাজ্যে বা কোম্পানী প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়াটাও খুব চলতি হইয়াছে। এমনকি চাকুরী জীবনটাকে যাঁহারা বিলম্ব মুসীম সেই আই-সি-এসেরাও কেহ কেহ নিঃসঙ্কোচচিত্তে যোগ দিতেছেন। আগে দেশে ইহার একটা পদমর্য্যাদা অনুযায়ী বেতন নির্দ্ধারিত ছিল—যিনি এখান থেকিয়েলী আর্থিকট্রেট হইতে ঢাকা কোম্পানীর এজেন্ট হন। কিন্তু দেশীয় রাজ্য হইতে অনুরোধের পালন পরিবর্তনের সময় হুকাটা বর্ষিত অনুরোধপূর্ণ নয়, অন্য চাকুরীতে আসাটা কিছুটা মুক্তবন্ধের পরিচয়। তাহা হইলেও এর কথা যাইতে পারে ভারত গভর্নমেণ্টের মিঃ-উইলকো হঠাৎ ইস্তফার ইঙ্গিত ও ইহাতে কি আর আসলো যেতো কিছু যায়? মিঃজী নাম ওই করিয়া মনে পড়িতেছে, আর বিশেষভাবে, সমস্ত মেটা ও অন্য বাদাই। অবশ্য ইহাদের একজনের এখন গভর্নমেণ্টের মেয়াদে দিং করিয়া বাহুবলে মনে মিলিতে বাকী হইলেন কি না জানি না। সুতরাং ভারত-বর্ষের বর্ত্তমান দিন বিচার ও তাহার অধিকতর সম্ভাবনাকে আলোচনা: ইনানিনীদের ইনার উপরেই নির্ভর করিতে হইবে।

* * * *

মেদিন বন্ধুবরের কাগজে দেখিলাম বিলাতে অক্সফোর্ডী সহরে একটী খুব বিরাট কমিটী গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটী খুব বেশ হুকুম মাফিক বাহাতে ১০০০ বাড়ী তৈয়ার করিতে পারা যায় সে ব্যবস্থা করিতেছে। কমিটী নিজ হুকুম বাড়ী তৈয়ার করিয়া বাড়ীগুলি জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করিবে। কিন্তু বিক্রয়ের ব্যবস্থা একটু অভিনব। শুধু 'বেশ কড়ি বাঘ বেশে' পয়সা হয় না, কমিটীর বিজ্ঞাপন বাহাদের বাড়ী চাহিবার দরখাস্ত দেবে বেশী তাহাদের কাছেই এই সকল বাড়ী বেচা হইবে। কমিটী ঠিক করিয়াছেন, আবেদনকারী-দের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এক একটী পরিবারের জন্য এক একরম বেচা হইবে। যেমন আবেদন-কারীর দোক সংখ্যা। বাহার এক ছেলে সে এক রকম পাইবে, বাহার তিন ছেলে সে পাইবে তিন। বিদ্যের বিভাগ বিদ্য অবৈধনীতে আবেদনকারী কত বড় চাহে। পুরুষের বাদিলারা বেশীর বিদ্যের বেশী রকম পাইবে। তৃতীয় দেখা বিবেচনে চাকুরী। তাহাতে যে যত বেশী দিন টাকা রাখে তাহার তত বেশী রকম এবং তথাবিধিত অর্থাৎ মাথার পরে বিবেচনে চাকুরীর বৎসর অনুযায়ী তত তত রকম। এই সব হিসাব করিয়া যাহার মোট নম্বর সব চেয়ে বেশী হইবে সে সবার আগে বাড়ী বিক্রিতে পাইবে। কমিটী এই ব্যবস্থার নাম করিয়াছে 'সবচেয়ে আগেভাগি'। খুব মহানুভব সুরে বিজ্ঞাপন বাড়ীর ছুক্তি খুব ভাল হইয়াছিল। ছুকুর আরও বেশী বিজ্ঞাপন থাকলো। কারণ দোষ ও ভালমন্দ-টীর বিচারটার ভার এমন হাতের হাতের বাড়ী করিয়া নই হইয়াছে। সেজন্য এখন হইতেই বাড়ীর খরিদ্দার ঠিকাইবার আয়োজন-উদ্যোগ সুরু হইয়াছে।

* * *

এমন একটার বিলাত দেশের বিষে ভাবাইয়া তোল দরকার। দোষ-ত্রুটি বিদ্যুৎচমকানোর অবসর দিয়া বড় করা আর একটাই ভাবিতে পারি। কিন্তু বাহুবের বাসস্থান নির্দ্ধারণের ভার দেশের প্রধান-মন্ত্রীর কমিটির উপর ছেড়ে দেওয়া পরিচয়ের না। অবশ্য বাড়ীর অভাব যে কত বেশী সে-কথা কমিটি-কারীর বলিয়াদেবার প্রয়োজন নাই। শুধু কমিটিকারী নয়, দোষে, সিটী, এমনকি লায়েবার, এলাহাবাদের বাসি বাড়ী পাওয়ার উপায় নাই। কমিটিকারীর এমন দেওয়ার সুযোগ ভার চাকুরী এবং অবশ্যকীয় করার ভার দুইটির পাওয়া উচিত নয়, কিন্তু বাস করিবার বাড়ী পাওয়া আলাদা। কিছুটা মনুষ্যচরিত্রের দেখিয়া এবং কিছুটা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতেছি যদি চাকুরী সত্য। "বস নয়, রাম নয়, একটুকু বাসাই" এমন কমিটিকারীর দেখিয়ে আর দোষের সম্ভাবনা। শুধু দোষ কমিটি কোয়ার্টারিংয়ের বাড়ী ছিল, পশ্চিমের কমিটিরা এবং পার্টিসিপেন্ট-গণের 'আপনী'। এদেশে এমন প্রথা যদি গীতার পার্টি-প্রার্থীদের সঙ্গে হবহু আমিবার পর না করিয়া কমিটিকারীর একটী বাসি বাড়ী খুঁজিয়া দেওয়ার ছুটি করিলেন তবে অবশ্য-অবশ্যই আইনুকে। বাসিয়া হয় দোষ হেতে ছুনে 'ডিসিপিনি' হইতে হইল, অথবা ভাকাই (WACI)!

* * *

খুব বেশ হইলে বাড়ী তৈয়ার আরম্ভ হইতেই কিছুটা সুরু হইবে। রোগাবাজারে এক আনার মিলিল এক টাকার বেচিয়া যাঁহারা ছাড়া-ছাড়ি লাফালাফি হইয়াছেন তাঁহারা ভিন্নমতের বাড়ী খুলিতে বাস্ত হইবেন। কিন্তু আমি ত বাড়ী তৈয়ারীর লাভ-লোকসানের দায় খুব তাড়াতাড়ি লওয়া হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তবে আর পুঁজির লোক—যাঁহারা শিল্পের পরিবর্ত্তে আর হইতে বহু বড়ো কিছু কিছু গাঁজাইয়া একটা বাসা তুলিবার চাই করিবার আশায় আছেন—তাঁহাদের সঙ্গে বাড়ী করা সহজ হইবে। তবে মাঝখান, সবাকে বড় দোষের চাইতে ক্ষমতাবি লোকের সংখ্যা বেশী। সুতরাং মুহূর্তীন লোকের বাড়ীর আড়ার সমস্যা মিটিবে না। এদেশে বিভিন্ন দোকানীটী এক রকম নাই বলিলেই চলে। অথচ বিভিন্ন দোকানীটীর বাসনা একবিধরকম হো বটেই, অন্যায় সাধারণরকম বটে। আমাদের যীশা কোম্পানীগুলি—যাহাদের নজরী খুব দীর্ঘ মেয়াদী হইতে বাধ্য নাই—বিভিন্ন দোকা ইটী গড়িতে খুব সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহারা তাহা করেন নাই। গভর্নমেণ্টের কিছু করিবেন-না অথবা অল্প করিয়াছে করিবেন এমন লক্ষণ দেখা যায় না। গভর্নমেণ্ট নিজে হউক বা কর্পোরে-শানের মারফতে হউক যথেষ্ট লোকের বাসোপযোগী বাড়ী তৈয়ার করিতে পারিবেন। বিভিন্ন-শ্রেণী মাপ দোষের নিজের—ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'হাজার পাবলিক সিটিজেন'—এই বাড়ীগুলি বড় লোকের 'পাকে সহজলভ্য হইবে। ইহার ফল যে অর্থের অপেক্ষা আজ বিবেচনার ঘুমিয়া সহজে করা দোষ হয় অনুভব করা এবং করিবারও নয়। বাসোদেশের গভর্নমেণ্টের যাঁহারা কর্ত্তা তাঁহারা ইহা লইয়া মাথা ঘামাবেন না। কারণ অধি —ই। মাথা না ঘামিলে আর মাথাইবার উপায় নাই।

* * *

সম্প্রতি কলিকাতায় রাজার মোড়ে একটী সভিসিটির দোকান দেখিতেছি। ছবিতে একটী দোক চাঁদন করিতেছে এবং তাহার মাথে লেখা "টাকা কি কাপড়ের জন্য ছাড়ে চাই।" আমরা চিত্র-কাম ভাষিয়া আনিয়াছি যে বাজারী দেওয়ালীর আগে। আর ঠোঙ্গ 'দেওয়ালী'র বদলে 'ছাড়' লাগা হইয়াছে দেখিয়া আমরা পুলকিত হইলাম। কিছুদিন আগে একটী বাসনা বিজ্ঞাপনে ইংরেজ-দোকান বিজ্ঞাপনে একটী ছবি দেখিয়াছিলাম। যিনি বাসনার অনেকদিনী বলিয়াছিলেন তিনি একটী বাস-পাত্রের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—"বিজ্ঞাপনে বড় বড় বিভিন্ন দেখা যাবে।" দেখা অবশ্যই যাইতেছিল। কিন্তু দোকানিকে আমি এমন দোষ হয় বর্ণনেরা বলাই 'বাসনা' বলিয়াই বিশ্বাস করিবেন। সত্যকথা আজকাল বাংলা কথাকে "ইংরেজী কবিতা না বলিলে আমরা বুঝি না। বিলাতী বেগুনের চাইতে ঢোঙাটা দেখা সহজ। আমিরের ভরাড় যোগেন বহু দোকানী যে আছে অনেকেই জানে না অবশ্য এর এর দোষ বলিলে এতদোকের দোকান বলিয়া চিহ্নিত দিবার হয় না।

* * *

ব্যাপারটা বিলক্ষ বাজে-বাজার নহে। অবশ্য আমাদের বাস্তুবাবা বাংলা আমাদের পক্ষে একে-বারে ছুন করিয়া বাদ্য করিব। গভর্নমেণ্টের বিজ্ঞাপন, বিভূতি বাহাদের দেখে আমরা যেন্নই গীতার উপদেশের মা অনন্ত বাসোজন নইয়া চাকুরী করে না, মাসের শেষে যথাবিহিত দক্ষিণা পাইয়া থাকেন। তবু বাহুনা, সে অর্থ আমে অন্ন-বাস্তুবাবের অর্থাৎ আমি, তুমি, আপনি ও আমাদের মতো আর পাঁচ জনের সংসর্গে হইতে। সুতরাং আমাদের উপর আমাদের বাস করিবার অধিকার আছে। এ কী রকম আবদার বাপু? আমাদের টাকার বাইরে পরিবে, আমার আমাদেরই ভাল-অন্নীয় উপর অত্যাচার করিবে? আমরা নিজিতে না ধরিতে পারি না পার তবে ইংরেজীই বর। আমরা না বুঝিতে পারিলেও অন্তরালে বুঝিব না। দোকানের বাসনা দেখিয়া যে সভাই পাস করিতে ইচ্ছা করে "আ মরি বাসনা আমা!"

* * *

পুনাতে ছেলের ডাক্তারের একটী অভিজ্ঞতা হইয়াছে। ডাক্তারটির বিলি ছেলেদের হইতে অত্যাচারপর আমাদের দোষ বিবাহিলেন। ফলে-ছেলে ছেলেদের ডাক্তারের ডাক্তারখানা ও চিকিৎসার কথাই বেশী আলোচিত হইয়াছে, বাড়ীদের বিষয় আলোচিত হইয়াছে ঘটে, তবে ছেলের উপায়ের সহিত আছে। ছেলেদের ইহা ভাল না। কিন্তু আমরা—যাহারা বাড়ীর ভাবি ভাল ভাবিয়া '১০ জন বসিয়াছেন' আমার ১৪ জন—বা, বসিয়ার মধ্যে—ঠাসাঠাসি করিয়া ছেলবাসা করিতে পারা হই, তাহাদের কথাটা একটু বিশেষভাবেই বিবেচনা করা দরকার। বাড়ীতে আসর হইয়া পড়াটা অস্বাভাবিক কিছুই নহে, কিন্তু ডাক্তার পুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বড় বড় অসম ট্রেনগুলিতে ডাক্তার যে ঘোষার আছেন এবং ঘোষার তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে তাহা আমি জানি। মনে আছে ঘোষের পথে কুঁসোয়ার জংসনের ডাক্তারখানি ট্রেনে একটী আমাদী অসুখ হইয়া পড়ে। আর দোষকুঁসি ডাক্তার ছেলের ডাক্তারের সন্ধান পাই নাই। ডাক্তারের ট্রেনের সঙ্গে আমার একজন আই-এ-এস-দির কর্মচারী ছিলেন, তিনি রোগীর ভার নেন। আমাদের মত ট্রেনেই যেন ঘোষাদীর একজন ডাক্তার আছে বলিয়া ভরিতে পারি। তাঁহাকে ডাক্তারের সন্ধানে পাওয়া যায় কে-ব্যবস্থা কি করা যায় না? যায় অবশ্যই—যদি যেন ঘোষাদীর ইচ্ছা থাকে। ডাক্টরদের নৈতিকের জন্য আজকাল যেমন খুব খোলা আকাশ ব্যবস্থার আছে—বাড়ী হইতে ডাক্তারও সঙ্গে এড়াইবার উপায় নাই—তেমনি ডাক্তারের অন্তত একটী আলাদা ব্রাকেটবদের উপরে রাখা যাইতে পারে, যেখানে প্রধান বাড়ীগুলির নম্বরে ডাক্তার নিজে উপস্থিত থাকিবেন। রাজধানী যাত্রাতে সকলেরই ছেলে সঙ্গে থেকে সেখানে "নাই 'ডেড ক্রস' নিয়ে দেওয়া যাইতে পারে। কলিকাতে হাত পা না ভাঙিলেও যে ছেলের ডাক্তারের দেখা পাওয়া যাইতে পারে তাহা বোধ বাঙ্গালীদের যে কথাটা বুঝিবার অবসর নিশ্চয় হবে।

—খেয়ালী

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

জাতীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশন—জাতীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতির উপর নির্ভর করিতেছে। ভিত্তিপতি বিজয়ন্তুমার মুখার্জি উক্ত উপলক্ষে সভাপতিত্ব করেন এবং ছাত্রী ছাত্রীদিগকে পদক ও ডিপ্লোমা প্রদান করেন। জাতীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ডাঃ এ ব্যানার্জি শাস্ত্রী তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টে বলেন যে, এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত উপাধি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি জানান যে, ১৯৩০ সালে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৭০৮ জন, ১৯৩৪ সালে হইয়াছিল ৮০৯১ জন এবং ১৯৪০ সালে ঐ সংখ্যা ৮৪৭৮-তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাঃ শাস্ত্রী আরও জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালের পরীক্ষা হইতে এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা ৬৯টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হইবে, তন্মধ্যে ৪০টি ছিল বাংলাদেশে, বাকী ২৯টি অন্যান্য প্রদেশে।

বিভিন্ন প্রদেশের মৃত্যু-সংখ্যা—ভারত গবর্ণমেণ্টের রেজিষ্ট্রেশন সেক্রেটারী মিঃ জে কি টাইসন সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহার বিবৃতিতে বলেন যে, গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে মৃত্যু রেজিষ্ট্রেশনের জন্য নির্দ্ধারিত এলাকার লোকসংখ্যা ছিল—১৯,৭৯,২৬৩। উক্ত বিবৃতি অনুসারে ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ও ১৯৩৯ সালে বিভিন্ন প্রদেশের মৃত্যু-সংখ্যা এইরূপ :—

বাংলা	১৫,৭৯,১৮৪	১৮৭৩৭৪৯
পাঞ্জাব	৫১৯১৩৩	৭৩৯,৭০
যুক্ত প্রদেশ	৮০৭০৩৯	১০৮৭৪১৫
বিহার	৪৬৬৪৪৮	৫৪৯১৪৪
উড়িষ্যা	১৭১৪০৩	২০৪৮৩৪
মধ্য প্রদেশ	৩৯৯,১৬৫	৫৭৪,৯০৩
বোম্বাই	৩৪৫৬৮৮	৪০৯৫৩১
সিন্ধু	৯৯৫৩১	১৩৩৯৪
মাদ্রাজ	৮৩৯,৭৯	১৫৭০৮৮৭
আসাম	১৩৩১৩৮	১৫৪৪৪১

মিঃ জে কি টাইসনের বিবৃতি অনুসারে গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে সর্ব্বসমেত মৃত্যু-সংখ্যা ৪০৭১৪০১, ১৯৪০ সালে এই সংখ্যা ছিল ৭০৭৩,৮০৪ এবং ১৯৩৯ সালে ছিল ৬৩৩৪৩১৩।

মহকারী কর্ম্মচারীদিগকে ঘুষ আদায় দেওয়ার প্রস্তাব—এলাহাবাদ, যে সকল সহকারী কর্ম্মচারী বার্ষিক ১৫০৲ টাকা হইতে ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বেতনের শতকরা ১৫০ টাকা হারে মুচলেকা দেওয়ার বিষয় ভারত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনার্থে বিবেচনা করিতেছেন। এই সম্পর্কে আরও এলাহাবাদ, উক্ত মুচলেকার পরিমাণ কোন ক্ষেত্রেই বার্ষিক ২০৲ টাকার কম অথবা ২০০৲ টাকার বেশী হইবে না।

তরিতরকারীর তৈলে ভেজাল—তরিতরকারীর তৈলে ভেজাল সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশন বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। কর্পোরেশনের খাদ্য বিভাগের মুখ্য ইন্সপেক্টরদিগের দ্বারা কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই বার্ষিক অনেক আসল ধরিয়া ফেলিয়াছেন। মুখ্য ইন্সপেক্টরগণ এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত তৈল-বীজের নমুনা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে সোয়াবীন, তিসি, কালোজিরা এবং অন্যান্য বি-সরকারী ঔষধ পাওয়া বিভাগে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, সোয়াবীন তৈলের বীজের তৈল ব্যবহারে 'বেরিবেরি' রোগ হয়ে বলিয়া এবং মহুয়ের পরিবর্ত্তে তৈলবীজের মধ্যে সোয়াবীন তৈল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ইহার কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার ডাঃ ইউ এন ব্রহ্মচারী এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতেছেন।

জাপানের ক্রমিক যুদ্ধে আমেরিকার ব্যয়—বার্ষিক ৬৬ বৈদেশিকীর সমাপ্তি ঘোষণা করিয়া সেনেটর ব্রেণ্ডেজ সোমবারের সভায় বলিয়াছেন যে, আগামীতে পরবর্ত্তী বৎসরে এজন্য অর্থ ব্যয়িত হইবে। এই সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, এতদ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই প্রতি মিনিটে ৪৪১ পাউণ্ড ব্যয় হইবে।

ভারতে টেক্সটাইলজিক্যাল স্কুল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স ইন্সটিটিউশন টেক্সটাইলজিক্যাল স্কুল স্থাপন করার সম্ভাব্যতার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করিবার জন্য ভিন্নুক প্রতিনিধিত্বকল্পে সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্প্রতি যে কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক এবং ব্যবসায়ীর মিলিত আন্তর্জাতিক পার্লামেণ্টারিয়ানদের বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে সরকার করিবার জন্য ভিন্নুক সরকার শীঘ্রই দেল্লীতে উপস্থিত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। ডাঃ আনন্দ ঘোষ, ডাঃ সাহিবরাম আইনসহ, তাঁহার যোগদান দানে প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণও এই কমিটিতে থাকিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিভিন্ন ব্যবসায়ে ব্রহ্মদেশ ভারতীয়দের সংখ্যা—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভিন্নুক ষ্টেট্সবারের এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহর বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জিন্দী জানান যে, ভারতের বাহিরে ভারতীয় নাগরিক সহ প্রবাসে মোট ১৯১৮৯ জন ব্রহ্মদেশে রহিয়াছে। তন্মধ্যে ১১৩৩৩ জন বিভিন্ন, ৪৪১১৩ জন আসাম, ১৩৪৪৩ জন সিংহল এবং ৫২৯৯৮ জন যুক্তরাষ্ট্রে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২২০৩৯ জন ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রে রহিয়াছে অনুমান করা হইয়াছে বলিয়াও মিঃ জিন্দী উল্লেখ করিয়াছেন।

আমেরিকার ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণ-দাবী—মিঃ আসফ আলীর প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভার সুলতান আহমদ বলেন যে, ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতীয় ব্যয় বিভাগের জন্য আমেরিকায় ১৩৪৭০০ ডলার (অর্থাৎ ১৪১৩৪০০ টাকা) ঋণ করা হইবে বলিয়া ধরিয়া করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি আরও জানান যে, 'ইণ্ডিয়ান ষ্টোরকমেণ্ট' বাবদ আমেরিকার মূল্য আলোচনা পূর্ব্বেকার বিবরণ করা হইয়াছে। আমেরিকায় কোন ব্যাপারিক বিভাগ করা হয় নাই বলিয়াও তার সুলতান আহমদ ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে খাদ্য সরবরাহ—ব্রহ্মদেশ পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অসামরিক অধিবাসীদের জন্য কোন ধরণের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইবে কি না ভিন্নুক মিঃ বিশ্বাসীর এই প্রশ্নের উত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মিঃ বি এন রাও বলেন যে, এরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদলের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন—ডাঃ সাহিবরাম আইনসহ, ডাঃ আনন্দ ঘোষ প্রমুখ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচ্য ও ভারতীয় ইতিহাস ও আমেরিকা সফর করিয়া সম্প্রতি বিমানযোগে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

ভারতীয় দুর্ভিক্ষের দিন—সম্প্রতি তারিখ সম্বন্ধে ভারতীয় দুর্ভিক্ষের দিন ধার্য্যকরি কমিটি কর্তৃক পাশ হয় এবং আলোচনা প্রসঙ্গেই বিশেষ তৃতীয় দিবস শেষ হয়। দিল্লী ইণ্ডিয়ানেই অর্থ সভা কর্তৃক পাশ হইয়াছে। রাজকীয় সম্মতি পাইলেই এখন উহা আইনে পরিণত হইতে পারে।

ভারতের আন্তর্জাতিক সংখ্যা—ভিন্নুক ষ্টেট্সবারের এক প্রশ্নের উত্তরে ৩৫ এপ্রিল যে ভারতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে

"••• প্রখর শীতে জর্জ্জর
ঝিল্লী-মুখর রাতি।"

ভয় শীতে জর্জর নই—
খোস-পাঁচড়ার অসহ
যন্ত্রণায়ও যে জর্জর।

—তাই চাই রক্তপরিষ্কারক অব্যর্থ টনিক—

হিমো-সার্সাপ্যারিলা

- চর্ম্মরোগ
- রক্তদোষ
- রক্তাল্পতাসহ বাতব্যাধি
- সিফিলিস প্রভৃতি হইতে

সুনিশ্চিত নিষ্কৃতি দেয়।

হিমো-সার্সাপ্যারিলা ক্ষুধা, রক্ত ও স্নায়ুশক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করে।
সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

জানায় যে, ভারতের নগদ অর্থের আন্তর্জাতীয়ের দেনা সংখ্যা ৪০০০০০০। তিনি আরও বলেন, যে সকল আন্তর্জাতীয় পক্ষ অধিকৃত অঞ্চলে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণীন, তাহাদিগকে আরও বিশেষ ক্ষমতা ভার-দেওয়া করা হইয়াছে অথবা অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে, এবং আন্তর্জাতীয়-দের সংখ্যা শেষ নয় হইবে। তিনি বলেন যে, ভারতে কোন ভারতীয় আন্তর্জাতীয় নাই, আন্তর্জাতীয় প্রাদেশের সংখ্যা ৭৪ জন এবং তাহার ফলস্বরূপ মোট হইতে অধিকারে এমন আন্তর্জাতীয় সংখ্যা ৫৭৫ জন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যোগণা করিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয়ান ব্রিটিশ প্রজাদের নাগরিক প্রদান করিয়াছেন।

জাপানীদের হস্তে ভারতীয় মূলধনীয় সংখ্যা—ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ত্রিবেদী শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত মুখার্জীর প্রশ্নের এক প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রতি ব্যবস্থা পরিষদে জানাইয়াছেন যে, ৩০১ জন অধিকার এবং ৪১৩৩ জন নৈত্য জাপানীদের হস্তে বন্দী হইয়াছে বলিয়া বিশ্বিতভাবে জানা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৩৭ জন অধিকার এবং ২১১৪৯ জন নৈত্য জাপানীদের হস্তে বন্দী হইয়াছে অনুমান করা যাইতেছে বলিয়াও মিঃ ত্রিবেদী ঘোষণা করিয়াছেন।

উচ্চ বাদের হার—আধিকার—মহারাজা সাহেব আকর্ষণ অনুপ্রাণিত হইয়া সমর বৎসর অধিবার মেয়াদ সহ মনোনীতদের অন্তর্বর্তন মুলাদের প্রশ্নের শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত পাল (৩০) একটী উচ্চ বাদের হার করা প্রস্তাব করিতে সমর হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত হার করা হারা আধি অধি ক্রত বেশ ভারী হইবে। শ্রীযুক্ত পালের মতে এই হারের প্রথম ৭ লক্ষ টাকা করিলে প্রতি মাসে অন্ততঃপক্ষে ৫০ হাজার টাকার সংস্থান করা সম্ভব হইবে। স্থানীয় বিভিন্ন কমিটীর মারফৎ দুর্গত অন্নসাধারণকে তিনি এই হারে হারা বেশের ভাড়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিবার সমর করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, বেসরকারী বিভিন্ন কমিটী তাঁহাকে এই ব্যাপারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

কলিকাতায় আলোক-ব্যবস্থা—প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্টের সামরিক মুখোতার পরিবর্তনের ফলে কলিকাতা ও সহরতলীর বর্তমান আলোক-ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিবর্তনের আশা করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার, সহকারী পুলিশ কমিশনার, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা কর্পোরেশনের আলোক নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সুপারি-

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

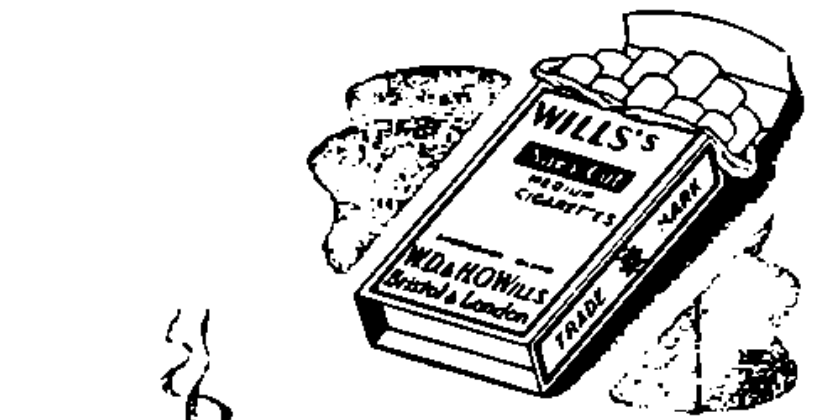

WILLS's
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

কৌন্সেল অব দি এম ই, বেঙ্গল অটোমোবাইল এসোসিয়েশন, ক্যালিকাটান ম্যাচ কোম্পানী, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ও কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দকে লইয়া এক কমিটী গঠিত হইয়াছে বলিয়া জানান। এই কমিটীর কাজ হইবে কলিকাতার বন্দরের আলোক-ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ, ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য অন্যান্য প্রধান প্রধান বন্দরের আলোক-ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানানো এবং যুদ্ধোত্তরকালে কলিকাতার আলোক-ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্বন্ধে বাংলা গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান করা। আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই উক্ত কমিটী পরীক্ষার ফলাফল সম্বলিত রিপোর্ট বাংলা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার নিমিত্ত পেশ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

কলিকাতা পুলিশ বিভাগে কমপ্লেইন্স রিপোর্ট—সম্প্রতি সভায় ব্যবস্থাপক সভার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ কে সি রায়চৌধুরী জানান যে, গত তিন বৎসরে কলিকাতা পুলিশ বিভাগে ৪৪৪ জন কনষ্টেবল নিযুক্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ২১৩৩ জন বাঙ্গালী। উক্ত ২৪৪৩ জন বাঙ্গালী পুলিশ কনষ্টেবলের মধ্যে ১২৯৮ জন মুসলমান, ৮৮৭ জন বর্ণ হিন্দু এবং ১৭৮ জন তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াও মিঃ রায়চৌধুরী উল্লেখ করিয়াছেন।

সেয়ার বিক্রয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত কোম্পানীর সংখ্যা—ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইসম্যান সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত চেট্টিয়ারের এক প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছেন, যে সমস্ত কোম্পানীকে গত ১৯৪০ সালের ১৭ই মে হইতে (গত ১৯৪০ সালের ১৭ই মে সেয়ার বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়) ১৯৪৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত সেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, এইরূপ কোম্পানীর সংখ্যা ১০৫০টী। তন্মধ্যে ২১৪ ইনভিস্টমেণ্ট সম্বন্ধীয়, ৪০১টি বিল্ড সম্বন্ধীয়, ২১৪ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সম্বন্ধীয়, ৫৪টি বীমা সেবাদী পরিচালনা সম্বন্ধীয় এবং ৮৮৭টি অন্যান্য ব্যবসায় সম্পর্কিত। এই সম্পর্কে অর্থসচিব আরও জানাইয়াছেন যে, ৪০০টি বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় নাই।

বাংলার নূতন কো-অপারেটিভ এ্যাক্ট—এসোসিয়েটেড প্রেস বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, আর মাসকয় মধ্যেই বাংলা গবর্ণমেণ্টের কো-অপারেটিভ বিভাগের উদ্যোগে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইবে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে বিমান ফেরতের ব্যবস্থা—ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, ভারতীয় বিমান চালনা শিক্ষা বিভাগ উদ্যোগে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে একখানি বিমান ফেরতা হইবে।

ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা—ভারতের সঙ্গে বিলাত, ফ্রান্স এবং বিভিন্নের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক উন্নততর করিবার এবং ভারতীয় ব্যবসায়িগণের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতে উৎপাদিত না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডো-ব্রিটিশ ট্রেডারস এসোসিয়েশন' সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে। মিঃ উইলিয়াম উহার সভাপতি এবং মিঃ কে আর আগরওয়ালা উহার অবৈতনিক সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত সমিতির কার্য্যালয় ৫৭নং চেরোঙ্গী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রাশিয়ার ৫০ লক্ষ সৈন্য বিলাই—ব্রিটিশ সংবাদে প্রকাশ, তাস ও ইজভেস্তিয়া সংবাদপত্র যে সর্ব্বশেষ রিপোর্ট কাজেন্স পেশ করা হইয়াছে তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাশিয়ার হাতে লক্ষ লক্ষ অসামরিক অধিবাসীর প্রাণ হরণ করিয়া রাশিয়ার ৫০ লক্ষ সৈন্যকে বিলাই হইয়াছে। এই সম্পর্কে উক্ত রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, জার্মানীদের হাতে যে লক্ষ লক্ষ টাকা সৈন্য ও টাকা অসামরিক ব্যক্তি নিহত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। উক্ত রিপোর্টে আরও জানান হইয়াছে যে, গত ১৯৪১ সালের

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৩

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ

কলিকাতা অফিস—১৭৬ কর্ণ ষ্ট্রীট। ফোন : বড়বাজার—২৮৭

২রা ফেব্রুয়ারী ভৈরব শাখা খোলা হইয়াছে।
৭ই ফেব্রুয়ারী পুরাণবাজার শাখা (চাঁদপুর) খোলা হইয়াছে।
শীঘ্রই পাটনা সিটি শাখা খোলা হইবে।

অন্যান্য শাখা—বরিশাল, ফুলিয়া, কুষ্টিয়া, নীলফামারি, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, ঢাকা।

জেনারেল ম্যানেজার—কে কে পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস সি সাহা

ফোন : বড়বাজার ২১৬১ Grams. JANASAMPAD

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিংয়ের সুব্যবস্থা আছে

১৯৪৩ সালের শেষ পর্য্যন্ত আনুমানিক হিসাব

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও সিকিউর মূলধন	১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও রিজার্ভ ফাণ্ড	৮,০০,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন ...	১,০০,০০,০০০৲

কার্য্যকরী মূলধনের শতকরা ৯০ ভাগ সময়ে ও কোম্পানীর আদেশে এবং সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তনীয় ভাবে বিনিয়োজিত আছে।

শাখা, সে অফিস ও এজেন্সি অফিসসমূহ

ঢাইকোর্ট, উল্টাডাঙ্গা, আলীবাগ, বড়বাজার, ইকৌলী, ডায়মণ্ড, মেদিনীপুর, কর্ণেলগঞ্জ, আনন্দপুর, চাঁদী, ইলমবাজ, তমলুক, ঘাটাল, বালীচক, কোলাঘাট, সবংবেড়, বাঁকুড়া, পাঁচমুড়া, জয়পুরা, খোলপুর, বুড়ঙ্গমরি, চুয়াডাঙ্গা, শান্তিপুর, মেহেরপুর, কোলার, নীলকামারী, কুষ্টিয়পুর, জয়পুরহাট, সৈয়দপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মালদহ, চাঁদুলিয়া, বালসর, হাঁটি, দাঁতাড়ি, পাবনা, সাহেবগঞ্জ, পাইনা, আমলপুর, রায়গঞ্জ, রঙ্গপাড়ি, সন্তিপুর, খোলপুরী, আলমোরা, ভটক, পুরী, বহরমপুর (পঞ্জাব), ডাবী, আইনী, খোয়াই ও দিল্লী।

আমাদের আধীনস্থকার ও তদপরকার সাহায্য লইয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার করুন।

ডাঃ এম এম চাটার্জ্জি—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

টাকা খাটাইবার জন্য নির্ভরযোগ্য
জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

শাখা :—কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ

নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ঢাকা,
দক্ষিণ কলিকাতা, বহরমপুর (বেঙ্গল),
বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) ও পুরী
শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার
এস. সি. বাগচী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস. এস. রায়গুপ্ত
এম-এ (বেঙ্গ)

ডিসেম্বরের মধ্যে ফুটন সমস্ত বাহিনীর ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার সৈন্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মোটরিসেনদল, বাহকদল এবং ঔপনিবেশদল হইতে বলপ্রয়োগের শ্রেণির সৈন্যদের মধ্যে যে ৯ লক্ষাধিক সৈন্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে উহা এই হিসাবেই বিশেষ সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। কি-রোগের আক্রমণের সৃষ্টি যে ৫০ হাজারেরও অধিক অসামরিক হইতেছে যোগের আক্রমণে নিহত হইয়াছে, তাহাও উক্ত হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই বলিয়া উক্ত হিসাবেই বলা হইয়াছে।

বোম্বাই-এ বস্ত্র রেশন প্রস্তাব—প্রকাশ, বোম্বাই-এ শীঘ্রই বস্ত্র রেশন ব্যবস্থা আরম্ভিত হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, প্রথমে লাখি 'ঘুড়ি' রেশন করা হইবে এবং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রের রেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করা হইবে। উক্ত রেশন ব্যবস্থা-সমূহের দ্বারা শিল্প লাখি ঘুষখোরি করিয়া ঘুড়ি সরবরাহ করা হইবে।

ভারতে বিমানী কাপড় সাইজীবরণ ব্যবস্থা—পত্র মাসি বৎসরের মধ্যে বর্তমান বৎসরে সর্বপ্রথম বিদেশ হইতে কিছু পরিমাণ বস্ত্র আমদানি করা হইবে বলিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন। প্রকাশ, চলতি তিন মাসে এই উপলক্ষে ২০ লক্ষ গজ বস্ত্র ক্রয় করা হইয়াছে। বাজারের অবস্থার বিচারে এইরূপ বস্ত্র ক্রয়ানীর সিদ্ধান্ত নিয়া বাহিরের সহিত ব্রিটেনের সরকার বস্ত্র-বাণিজ্য পুনরায় করিয়া উঠিবে।

স্যার আর্থেনির ভাষণ—ভারত সরকারের আমন্ত্রণে যে আমেরিকান শিল্পপতির দল আগামী এপ্রিল মাসে ভারত ও আমেরিকা সফরে যাইবেন, স্যার আর্থেনির হাসেল সেই দলের অধিনায়ক করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই শিল্পপতিদের দল প্রথমে আমেরিকায় যাইবেন।

বিভিন্ন মিলকের জন্য ৬ কোটির ঋণ—কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে উপস্থাপিত এক বিবরণীতে জানা যায় যে, বর্তমান বছরের শুরু হইবার পর হইতে মোট ১৯টি বিদেশী বিনিময়ের জন্য ভারতের আবেদন করিয়াছেন। এই সব বা মিলগুলির মধ্যে ৮টি মিলের জন্য আবেদন সরকারকে কোন বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করিতে হয় নাই এবং একটির জন্য আবেদন সরকারের হস্তে বাতিল হইয়াছে। তাহা এখনও জানা যায় নাই। বাকী ১০টি মিলের জন্য ভারত সরকার ৬ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন মিলে প্রেরণ করা হইবে :—(১) যাই ওয়ার্টস মিলস—১৫ হাজার টাকা। (২) ব্রাইলিন এঞ্জিনিয়ারিং মিলস—৩১ হাজার টাকা। (৩) আর্মস্ট্রং কাল চাকার মিলস—১৫ হাজার টাকা। (৪) এসোসিয়েটেড সোসাইটি এণ্ড ফিনিক্স মিলস—১৮ হাজার ৯ শত টাকা। (৫) টারবিন ক্রেনস মিলস—৮১ হাজার টাকা। (৬) আমেরিকান টেলিফিলস (মেসার্স) মিলস :—৪৫ হাজার ৯ শত টাকা। (৭) ফাইনাইজার টেলিফিলস মিলস—১১ হাজার ২ শত টাকা। (৮) মিলস অফ সাদার্ন মিলস—৩ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা।

মিঃ ভেঙ্কটরাও ও মিঃ কৃপালানী—ভারত সরকারের মিঃ লক্ষ্মীকান্ত উপদেষ্টা মিঃ কে ভেঙ্কটরাও মিঃ কে সি নিয়োগীর স্থানে মুক্তকণ্ঠে সাধারণের মিলসের অধিকারক মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সংবাদে প্রকাশ যে, বিদায়ীদের মুক্তপূর্ণ দেওয়ান মিঃ এইচ কে কৃপালানী মিঃ ভেঙ্কটরাওয়ের কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

ভারতে খাদ্যশস্য—১৯৫৭ সালের ২৩শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে সর্বভারতীয় হিসাবে খাদ্য মূল্যের সূচক সংখ্যা ১৮৮ পয়েন্ট পড় ২৭শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে ভারতে খাদ্যশস্যের সূচকসংখ্যা ছিল ২০৬। এক সপ্তাহ পূর্বে এই সংখ্যা ছিল ২০৬.৬।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিহার, উড়িষ্যা, সি.-পি ও বাংগলার

শাখা অফিসসমূহে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

এজেন্সি—বোম্বাই, মাদ্রাজ ও নাগপুর।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : কুমিল্লা ফোন : স্থাপিত : ১৯১৪

কলিকাতা অফিস :—৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট,

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, দক্ষিণ কলিকাতা, হাইকোর্ট ও শিলং বাজার।

অন্যান্য শাখাসমূহ—বোম্বাই, মাদ্রাজ (বোম্বাই), দিল্লী, অমৃতসর, নাগপুর, রাণী, কটক, আসানসোল, সিউড়ি, জলপাইগুড়ি, করিমগঞ্জ, বালুরঘাট, চট্টগ্রাম, রাজনগরবাড়িয়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, সুরমানারায়ণ (চাঁদপুর), ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

বিদেশীয় এজেন্সী :—

লন্ডন :—ওভারসিজ ব্যাঙ্ক লিঃ নিউইয়র্ক :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক

প্যারিস :—ক্রাডিয়েল ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স লিঃ

ম্যানেজার ডিরেক্টর :—মিঃ এম সি দত্ত, এম-এল-সি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

মূলধন

অনুমোদিত	বিক্রীত	আদায়ীকৃত
৪ কোটি টাকা	২ কোটি টাকা	১ কোটি টাকা

(বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন শীঘ্রই যথাক্রমে ৪ কোটি ও ২ কোটি টাকায় পরিবর্দ্ধিত হইবে)

কলিকাতার স্থানীয় বোর্ড :

সভাপতি : মিঃ এম এ ইস্পাহানী

স্যার আবদুল হালীম গজনবী, মিঃ এ সি লাহা, মিঃ আই পি খেরেজা,
মিঃ বৈদ্যনাথ জালান, মিঃ কে সি নিয়োগী, মিঃ ঘনশ্যামদাস বিড়লা।

কলিকাতার শাখাসমূহ :

প্রধান অফিস : ২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস।

ও এইচ বিডলাদা—ম্যানেজার

ভারতে ও বিদেশে সর্বপ্রকারে ব্যাঙ্কিং কার্যাদি করার পূর্ণ ব্যবস্থা আছে।

বড়বাজার :	কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট :	ডালহৌসী :
কে সি সেনগুপ্ত	বি কে মিত্র	এম এম ব্যানার্জি
ম্যানেজার	ম্যানেজার	ম্যানেজার
টেলিগ্রাম : "UCOBANK"		বি বি ঠাকুর
টেলিফোন : বড়বাজার		সেক্রেটারী ম্যানেজার

পরলোকে শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র সেন—গত বুধবার মধ্যাহ্নে (৫১শে ফেব্রুয়ারী) বাঙ্গালার বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র সেন মাত্র ৬৮ বৎসর বয়সে তাঁহার ৫৪ নং ডাফরিন রোডস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে সন্ন্যাস রোগে ৬৯ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত সেন ব্যবসাবাণিজ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই সময় হইতে তিনি অসাধুতার ও সুবন্দোবস্ত কারবারের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। এক কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে উন্নীত হন। তাঁহার নীতিবাদপরায়ণী সুযোগ্য পরিচালনাধীনে এই কোম্পানী যথেষ্ট সমৃদ্ধির ও গৌরব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সেন তাঁহার দাতা ব্যবসায়ীর দেশের সমবেদনা-ভরা আবেদনে ডাফরিন লিঃ ও সিমলা ট্রামওয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টরের পদ ত্যাগ করিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফার্মাস এসোসিয়েশন গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে আলমপাড়ায় তাঁহার নিজের অধিনে সমবিত প্রেণীর লোকদের বাসের উপযোগী লক্ষ একখানি বাংলো নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী ছাড়া আর, তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতায় আবর্জ্জনা অপসারণ—কলিকাতার আবর্জ্জনা অপসারণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন সম্পর্কে মেঃ বর্ডেন আর্ড কর্তৃক যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন, গত বৃহস্পতিবার (২২শে ফেব্রুয়ারী) কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে তাহা আলোচিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে কর্পোরেশন বালো সলিসিটরকে এই অনুরোধ জানান করেন যে, কর্পোরেশন কাহাকে মেঃ বর্ডেন হ্যারিসের সুপারিশসমূহ কার্যে পরিণত করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে কর্পোরেশনকে ৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য সরকার করা হউক। মেঃ বর্ডেন হ্যারিস তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে ৭৮ খানি মুক্ত মোটর গাড়ী এবং ২৮ খানি মেরামত করা মোটর গাড়ী, মোট ১০৬ খানি মোটর গাড়ী কর্পোরেশনের ট্রেঞ্চিং কার্য্যের জন্য ব্যবহারের উপযুক্ত। মেঃ বর্ডেন হ্যারিসের মতে উক্ত মোটরগাড়ীর সংখ্যা কর্পোরেশনের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্তের এবং উহার ফলে কর্পোরেশনকে অধিক ব্যয়ে সুপারিশ গাড়ী ব্যবহার করিতে হইতেছে। মেঃ বর্ডেন হ্যারিস আরও বলিয়াছেন যে, কর্পোরেশনের ৬১খানি গাড়ী গত ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসেই অতিরিক্ত বলিয়া উল্লিখিত ছিল। বিশেষজ্ঞ গাড়ীগুলির অত্যধিকাংশই বৈদেশিক প্রস্তুত ১৯১১ সনে বা তাহার পূর্বে নির্মিত এবং প্রত্যেক গাড়ীরই অধিকাংশ মেরামত করা হয়। মেঃ বর্ডেন হ্যারিস আরও বলিয়াছেন যে, উক্ত ৬১ খানি গাড়ী মেরামত করিয়াই কর্পোরেশনের ব্যবহারের সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। প্রাক্তন লীজ লরীগুলির সম্বন্ধে মেঃ বর্ডেন হ্যারিস বলিয়াছেন যে, প্রাক্তনীজ লরীগুলিকে আদালতেই বন্ধ করিয়া রাখিতে এবং মেরামতকারী বিভাগের তত্ত্বাবধানে মেরামত করিয়া লইতে আদেশ করা যাইতে পারে। যে সকল অবস্থায় উপর মোটরগাড়ী বিভাগের কোন হাত নাই, মোটর বিক্রয়ীর চুক্তিপত্রের শর্তাধীনে তাহা প্রধানতঃ সেই সকল অবস্থাই গাড়ী বলিয়া মেঃ বর্ডেন হ্যারিস তাঁহার রিপোর্টে পেশ করিয়াছেন।

অমর কুমার নাথ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

কোন : ক্যাল ৫৪৩ হেড অফিস—৭ সোয়ালো লেন কলিকাতা

—শাখা—	
শাবাজার	ভবানীপুর
বালেশ্বর	মেদিনীপুর
চন্দননগর	বহরমপুর
কলিমপুর	রিষড়া
ভাটপাড়া	হুগলীবাজার
ইছাপুর	বালিবাজার
ভূমিয়া	মুন্সী

নূতন প্রকার সেভিংসের জন্য, যিনি অত এবংসের প্রবৃত্তি কর, আলমারি এবং লকারের মাসিক ভাড়া কমান হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মেঃ সি চক্রবর্ত্তী

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৯

হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ৫৩৯৯ (৩ লাইন) কলিকাতা শাখা।

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখাসমূহ—

ঢাকা, ফিরোজপুর, নারায়ণগঞ্জ, নীলিমপাল, মোয়াবাজি, মোলাপুর, চৌধুরী, ফিরপুর, পুরাবাজার, কেণী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, ফলপাইগুড়ী, বর্ধমান, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জ, মুর্শিদা, পাটনা, আরা, হাঁটি, ভাগলপুর, কাশিমবাজার, বেনারস, গয়া, আগ্রা, এলাহাবাদ, মজঃফর, সিরসাবি, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আমিনাবাদ পার্ক, সিতাপুর, সিলেট, আসাম মেল, সিরাজগঞ্জ, গৌহাটী, দিল্লি ও মজঃফরপুর।

আমানতী মূলধন—দেড় কোটি টাকার উপর

ঢাকা, ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও দিল্লী শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।—এস, সি, পাল

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

আদায়কৃত	প্রায়	৯,০০,০০,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন	”	১২,০০,০০,০০০৲ ”

কলিকাতা অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৬৯বি মির্জা গোলাম, ২২৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১৯৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

বাঙ্গালা, বিহার ও আসামের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে অন্যান্য অফিস আছে।

রায়ভাসা শাখা ৭ই ফেব্রুয়ারী খোলা হইয়াছে।

বৈদেশিক এজেন্ট—বার্ক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আমেরিকা এজেন্ট—গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক

অষ্ট্রেলিয়া এজেন্ট—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি।

অন্য সকল এজেন্ট—বার্ক্লেজ ব্যাঙ্ক (ডমিনিয়ন, কলোনিয়াল এণ্ড ওভারসীজ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—স্যার এস, বি গুহ, এম-এ, বি-এল, সি-এইচ-টি (বেন) বার-এ-ল

স্থাপিত—১৯৩১ ফোন : ক্যাল ৪৪৪৯

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চল্‌তি হিসাবের সুদ ১·৫%

সেভিংস্ আমানতের সুদ ২%

দক্ষিণ কলিকাতা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

অনুমোদিত জামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ এম্ চ্যাটার্জ্জি

টেলিগ্রাম—Sanchaya Calcutta Phone : 2125 6483

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—২৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—ঃ শাখাসমূহ ঃ—

১। শ্যামবাজার ২। দক্ষিণ কলিকাতা ৩। নিউ মার্কেট ৪। মৌরাণী ৫। ভাটপাড়া ৬। কাঁচড়াপাড়া ৭। হিলি ৮। বালুরঘাট ৯। বিনাজপুর ১০। জলঢাকাবাড়ি ১১। মৈমনসিংহ ১২। রংপুর ১৩। সিরাজগঞ্জ ১৪। মুরগাছাপুর ১৫। কুষ্টিয়া ১৬। বেনারস ১৭। এলাহাবাদ ১৮। সাহাজাদপুর ১৯। লাহিড়ীমোহনপুর ২০। পাবনা ২১। আসানসোল ২২। বর্দ্ধমান ২৩। বাঁকুড়া ২৪। ঝুরি ২৫। আলিপুরদুয়ার ২৬। জলপাইগুড়ি ২৭। পাটনা।

এ বৎসর অক্টোবরমাসে পঞ্চবার্ষিক বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে।

আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত ডিভিডেণ্ডের হার—৪১০ টাকা।

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

দি হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি আমরা হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের যে প্রথম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছি তাহা দৃষ্টে অল্পকাল মধ্যে এই ব্যাঙ্কটির উন্নতিসোপানে ক্রমাগতগতিতা ও উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। অল্প মাত্র নামমাত্র মূলধন লইয়া হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ১ কোটী টাকার বেশী আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কের মূলধন মাত্র ৩ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা আছে এবং যেসকলব্যক্তি পরিচালনার ভিতিভিত্তিতে যে অর্থ নিয়োজিত আছে তাহার পরিমাণ ৭ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা। এই ভাবে ব্যাঙ্কের হাতে মজুত ও লভ্য টাকার পরিমাণ পরিচালনার ভিত্তিভিত্তিতে আছে ৩ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা আছে এবং ইহা হইতে আলোচ্য হিসাবের মোট লাভের পরিমাণ ৪৮৭৩৩ টাকা ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ৯৯৮ টাকা। মোট এই ৫ লক্ষ টাকা হইতে ৩ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা নগদ টাকা ও ব্যাঙ্কে রহিয়াছে, তাহা ব্যতীত মোট আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা ৩১.৬ ভাগ এবং কার্য্যকরী তহবিলের শতকরা ৪৪.৬ ভাগ। ইহার মধ্যে শতকরা ১২.৩ ভাগ উপযুক্ত জামিনে এবং বাকী ৫.৩ ভাগ ব্যক্তিগত জামিনে লগ্নী করা হইয়াছে।

অল্প মাত্র ৭ মাস কাজ করিয়া আলোচ্য মধ্যে ব্যাঙ্কের মোট ২৫ লক্ষ টাকা বা আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা ১৬ ভাগ আয় হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে মূলধন বৃদ্ধির জন্য প্রকৃতি ব্যাঙ্কের আবশ্যক মত বিজ্ঞাপন আলোচ্য মধ্যে ব্যাঙ্কের মোট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮ শত টাকা। ইহার মধ্যে সমস্ত আবশ্যিক খরচ ও দেয়ার হিসাবের কমাশী রিজার্ভের জন্য মজুত অর্থবিলে ১ লক্ষ টাকা, বাড়ীর নক্সা ও পরিদর্শনের অর্থবিলে ৫০ হাজার টাকা ও কর্ম্মচারীদের বোনাসের জন্য এক হাজার টাকা ধরাইয়া বাকিরা বাকী ২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ডিভিডেণ্ডের টাকা প্রদানের জন্য এবং পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে মোট টাকিরার জন্য অর্থবিলের প্রস্তাব করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞ পরীক্ষকদ্বারা ব্যাঙ্কের এবং অর্থবিলের বহু এক বিশ্বস্তি লাভ করিয়াছে। ডাইরেক্টর বোর্ডের সভাপতি, মিঃ এস, এন, এ, ও, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি। আমরা আশা করি ব্যাঙ্ক বিশ্বস্তির ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অল্প অধিকাল মধ্যেই ব্যাঙ্কজগতে সর্ব্বোচ্চ আসন লাভ করিতে পারিবে।

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, সি-৭ ফেব্রিয়ারী রোডে গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ফেব্রিয়ারী শাখার উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত প্রেমচন্দ লস্কর, এম, এস, এ, বি, ব্যাঙ্কের এই শাখাটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সভাপতি মহাশয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিবর্গের সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারেন যে, গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড অতিশয় উদ্যমের সহিত কার্য্য করিবে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ মুখার্জ্জী, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বসু, মিঃ আর ডে রায়, মিঃ আর এন মুখার্জ্জী প্রভৃতি ব্যাঙ্কের বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কর্ম্মকর্ত্তা অতি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ মৈত্রের সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাপতি মহাশয় সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

নূতন মৌথ কোম্পানী

বঙ্গলক্ষ্মী ফেব্রিকেশন ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কে সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৩৯ ইষ্টারকানা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রস্তুতি ইত্যাদি ব্যবসা করা।

দি বঙ্গ এন্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৩, আমিল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। মাদুরের ব্যবসা।

লাইকডি কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এন মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৩ বর্ডীন রাস রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১,লক্ষ টাকা। কয়লার ব্যবসা।

ভাগ্যলক্ষ্মী আই ফোণ্ডেশন্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নরেন ঘোষ এম বেনার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৩ এ্যাংহোনো ষ্ট্রীট, কোলি, বোম্বাই। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। মাটী ও পর্ট ইত্যাদির ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর সভ্যাংশ

বাউরিয়া কটন মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। ভাগলপুর মিলস্ লিঃ—১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। বুধ মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪০৲ টাকা। ঔকমারায়া কোং লিঃ—১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা। কাশীরায়াণী কোং লিঃ—১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা। বিমলা ষ্টীম লাইম কোং লিঃ—১৯৪৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা। বিক্রমাবাদী চুনার কোং লিঃ—১৯৪৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৫৲ আনা। বেঙ্গল ষ্টিমার ষ্টীয়ার্স কোং লিঃ—১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৲ আনা। চুকলিয়া কোল কোং লিঃ—১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ৯৪ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৩৲ আনা। বেঙ্গল কোল কিলস্ লিঃ—১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৭৲ আনা।

বান্ধব মাতরম্

আজ এই ঘোর-দুর্দিনের দিনে আমাদের জাতীয় বাহিনী সমাবর্দ্ধন উপলক্ষে আমরা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা জানাই; আমাদের বিভিন্ন বিভাগের সহৃদয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগিতাকারীদের উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ইহা বলিয়া আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের সুদক্ষ কর্ম্মচারীদের সুনিপুণ কর্ম্মপরিচালনায় আমাদের সকলের সহিত আমাদের ব্যবসায়ের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় হইবে—ইহাতেই ও আমাদের সকলের আশা, লক্ষ্য ও ভাবনা সফল হইবে—নিত্য ও বাণিজ্যে লক্ষ্মী সেথা সহবাসী হইবে

নিবেদক : কর্ম্মিগণ

দি জি এস এমপোরিয়াম

লিমিটেড

কলিকাতা কুসুমিয়া জলপাইগুড়ি শিলং

সহকারী সহাধ্যক্ষিণী—

শ্রীমতী "ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট"

মনের মেয়েরা

আগামী ৩ শনিবার হইতে মাত্র ৯ দিনের জন্য

মহাসমারোহে—অত্যাধুনিক বিলাতফেরার সাহায্যে

কলিকাতার শোরিত মিঃ দে দে বিরাট সমারোহের

উদ্বোধন করিবেন।

সহকারে—

আঃ এস বি বসু, এম-এ, বি-এল্‌স. বি, বার-এট-ল

মিঃ এস বি বসু, এম-এ বি-এল

মিঃ বি এস মুখার্জী, এম-এস-এ

মিঃ বি এস সেন, এম-এস-এ

আঃ কলিকাতা সাহাল, এম-এস-এ

শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বিশ্বাসী

পরিচালনায়—বিশিষ্টজনের ও উদ্যোগ সমবায়।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী :—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা মোটামুটি স্থির থাকিতে দেখা যায় এবং ব্যাঙ্ক-সমূহের মধ্যে তারিখাবদ্ধ পরিশোধের দেনা-পাওনার সুদের হার এ সপ্তাহের কলিকাতার শতকরা ৩৷৷০ আনা এবং বোম্বাইতে শতকরা ৷৷০ আনাই ছিল।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী আরম্ভ সপ্তাহে কতক আঙ্গুক ব্যাঙ্কের মেয়াদী ও কোটি টাকার চলতি হিসাবে যে টাকার জমা ও তাহাতে মোট আদায়ের পরিমাণ উপরোক্তরূপ ১২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে ৯৯৷৷০ পাই মূল্যের সমূহ এবং ৯৯৷৷০ পাই মূল্যের সমূহের পরিবর্তে ১২ কোটি ৯৫ লক্ষ আদায়ের গৃহীত হইয়াছে। অবশিষ্ট মূল্যের আদায়সমূহ বাকিতে রহিয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার চলতি হিসাব মেয়াদের সপ্তাহান্তের মূল্যের গড় বার্ষিক শতকরা ৯৷০ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে। গত সপ্তাহে সমাপ্তিদিবসে চলতি হিসাব মেয়াদের মোট আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং মূল্যের গড় বার্ষিক শতকরা ৯৷০ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছিল।

আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী মূল্যের মেয়াদ ১২টা (টাকাকড়ি বন্ধ) পর্য্যন্ত বোম্বাইতে এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না থাকা পর্য্যন্ত অন্যান্য মেয়াদে আরম্ভ সপ্তাহের অন্যান্য আঙ্গুক হিসাবসমূহে মেয়াদী ও কোটি টাকার চলতি হিসাব মেয়াদ গৃহীত হইবে। উহাদের আদায়ের প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে ঊনত্রিশদিবস আগামী ২রা মার্চ্চ শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মোট ৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার চলতি হিসাব বিভাগ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার টাকা বিভিন্নরূপে সমাপ্ত হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন বাজারের বিনিময় হার অবগত ছিল :—

টেলিগ্রাফি (প্রতি টাকায়)	১ শি ৬৫/৬৪ পেন্স
ঐ দর্শনী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শি ৬৫/৬ পেন্স
ডি এ ছয় মাস (,,)	১ শি ৬৫/৬ পেন্স
ডলার (প্রতিশত)	৩৭৷৷০

ডিস্কাউণ্ট ব্যাঙ্কের হিসাব :—ডিস্কাউণ্ট ব্যাঙ্কের গত ১৪ই ফেব্রুয়ারীর হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে আদায়ের চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৩৫৪ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই নোটের পরিমাণ ছিল ১৩৫১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ডিস্কাউণ্ট ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত সদস্যসমূহের চলতি ও জারী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭১৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা এবং ২১৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।

জোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য অবস্থাপরিবর্ত্তন দেখা যায় এবং সপ্তাহের অধিকাংশ দেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক সমূহের মূল্যের দিক হইতেও প্রভূত উন্নতি ঘটে। কলিকাতায় শেয়ার বাজারে পঞ্চাশ সপ্তাহে যেরূপ তেজীভাব দেখা গিয়াছে তেজীর বাজারে অভিজ্ঞদলের মুখে সেরূপ উৎসাহ তখাপি দেখা যায় এবং বাজারের এই তেজীভাব দেখা করিয়া মনে হয় যে মূল্যের অনুকূল ধারাই হইবে শেয়ার বিক্রিতে উদ্যুক্ত অনেকগুলি আমেরের মূলধনের বিনিয়োগবিধির সম্প্রসারণ উপলক্ষেই পঞ্চাশে বেশী জোর দিয়েছেন এবং তাঁহাদের আশা যে মূল্যের অল্প বিস্তর অবনতিতে আবার নূতন করিয়া হইবে এবং শেয়ার সমূহের মূল্যে বিশেষ অবনতি ঘটিবে না। বলিতে এ সপ্তাহে বাজারে আর নতুন শেয়ারেরই কিছু কিছু উল্লেখ দেখা যায় তদানীন্তন চলতিদের শেয়ারসমূহের এনহারে সমালোচনা অধিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। বৈদেশিক উপলক্ষে আলোচ্য সপ্তাহের মূলধনীর বাজার বন্ধ ছিল।

জোম্পানীর কাগজ—গত সপ্তাহের মূল্যের আলোচ্য সপ্তাহে জোম্পানীর কাগজ ও মূল্য সমূহের মোটামুটি ভাবে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মূল্যের দিক হইতে দিন আগেই পরিলক্ষিত হয় এক সপ্তাহের শেষের দিকে মূল্যের দিক হইতে বাজার উন্নতির দেখা যায়। মেয়াদী ঋণসমূহ মধ্যে ৩½ টাকা সুদের ঋণসমূহ (১৯৩১-৪৭) ১০৩৷৷০ আনায়, ৪½ টাকা সুদের ঋণসমূহ (১৯৩০-৪৭) ১০৬৷৷০ আনায় ও ৩½ টাকা সুদের ঋণসমূহ

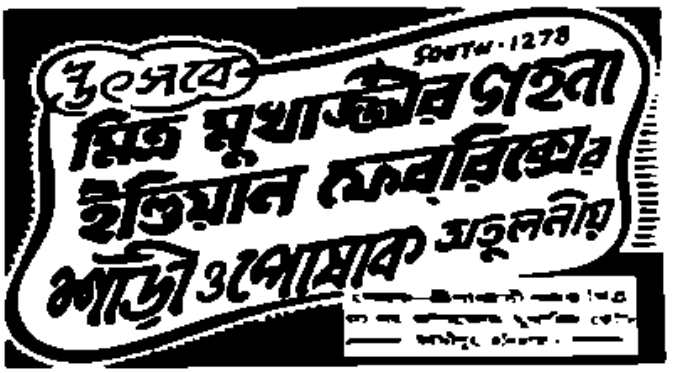

যাঁহারা সবচেয়ে বেশী গাড়ী চালান তাঁহাদের স্বীকারোক্তি—

"সর্ব্বাধিক দূরগামী টায়ার !"

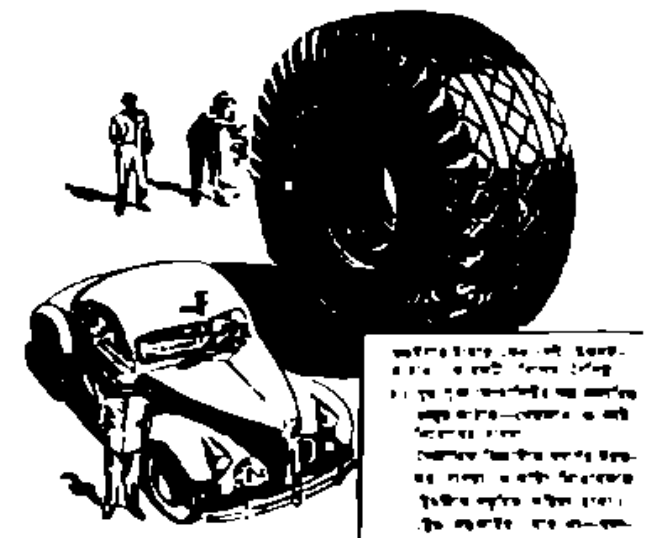

GOODYEAR

(১৯৪৪-৪৫) ১০২৯৮ আমার আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রিত হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে আন্তঃ-দিক ব্যবসায়সমূহের কোন বিক্রিতি হয় নাই।

কাপড়ের বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে কাপড়ের সকল শ্রেণীরসমূহের চাহিদা পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পায়। এদিন আলোচ্য সপ্তাহে ৬৬৮৮ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। বিভি ডিস্ট্রিক্টরিজ, কাপড়ের টেক্সটাইল, কেমোকাস প্রভৃতির মূল্য পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময় প্রায় অপরিবর্তিত অবিলা সপ্তাহের শেষের দিকে সামান্য মূল্য বৃদ্ধি পায়।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণ-ভাবে কয়লার খনির শেয়ার-বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং অধিকাংশ কয়লার খনির শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এই সপ্তাহে বরাকর ১২৯৮০ আনা, ইন্ডিয়ান ৬৩৮০ আনা, বার্নিক্স ১১৮৮০ পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে চটকলসমূহের শেয়ারে সর্বাপেক্ষা বেশী উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং চটকল-সমূহের শেয়ারের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে হাজারী ৬৬৮০ আনায়, অকল্যাণ ৩৪৫৲ টাকায়, এাংলো ইণ্ডিয়া ৪৭৯৲ টাকায়, টীকরাড়া ১০৯৲ টাকায় বিক্রিত হইয়াছে।

ইন্ডিয়ান্ট্রিয়াল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ার বাজারে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় ক্রেতীভাব পরিলক্ষিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ইন্ডিয়ান আয়রনের মূল্য ৩৭৮০ আনা, টাটা কর্পোরেশনের মূল্য ৩৯৯০ আনা, বুধাবুধির মূল্য ১৫৲ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

বিবিধ কল—আলোচ্য সপ্তাহের আর সকল সময় এই বিভাগের শেয়ার সপ্তাহের বাজারে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও মূল্যের দিক হইতে তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। মূল্যের দিক হইতে সপ্তাহের সকল সময় স্থির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। বেঙ্গলমুখ ১৯৮০ আনায়, চন্দননগর কলস ৩৮০ আনায় এবং ভেল এণ্ড কোং লিঃ ৪৭৮০ আনায় বিক্রিতি হয়।

চা-বাগান—পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের অনেকগুলি শেয়ারের চাহিদা সামান্য বৃদ্ধি পাইলেও মূল্যের দিক হইতে অধিকাংশ চা-বাগানের শেয়ারেরই সপ্তাহীর কোন পরিবর্তন হয় নাই। অধিকাংশচা-বাগানের শেয়ারের মূল্য পূর্ববারের স্থিরভাব বিরাজিত থাকিলেও আলোচ্য সপ্তাহে ডেলফুরের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ২১৮০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

ফুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে সপ্তাহের প্রথম ভাগের তুলনায় সপ্তাহের মধ্যভাগে এবং শেষভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দর উঠা সত্ত্বেও অধিকাংশ সাধারণভাবে বোম্বাইয়ে আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে স্থির ভাবই বিরাজমান ছিল। পূর্ব সপ্তাহে মার্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার কথিত তুলার দর ৪৪৮০ আনা ছিল। পরবর্তীকে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৪৪৪৮০ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্বোচ্চ তুলার দর পূর্ব সপ্তাহে ৪৪৭০ আনা ছিল। পরবর্তীকে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৪৪৪৪০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—পূর্ব সপ্তাহের মত, আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বিভি-ভেলা একেবারেই নীরবতা থাকে। যে কোন প্রকারের সাদা কাপড় অথবা বুনি গরের কথা (প্রকাশ বাজার হইতে) এক প্রকার অন্তর্ধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোমি উৎসবের জন্য আলোচ্য সপ্তাহে সর্বপ্রকার কাপড়ের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলকেট সোডা • সোপষ্টোন
পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসরিন • সিলিকোবেলা
অয়েল • রঙ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইকেল

কোন :—
বড়বাজার :—১৩৩৭ অফিস
:—১৩৩২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"সাবীজারাজী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯১৮
হেড অফিস :—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—হবিগঞ্জ ও বেলিয়াঘাটা
জলপাইগুড়ি ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।
মিঃ এ. মুখার্জি, চেয়ারম্যান। মিঃ বি. সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল, ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বরিশাল, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্তে গভর্নমেন্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার চৌধুরী, এম্‌-বি।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস : মিরকাদিম
চেয়ারম্যান বোর্ডের :
এ চ্যাটার্জি, বি-এল, বি-এ, আই, আই, বি

ক্লিয়ারিং

এর সকল প্রকার সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি—SHILLBANE : : ফোন : শিলং—১৮৬
কলিকাতা শাখা—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলি—BANE SHILLO : : ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪
অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রীঅনিল চৌধুরী, বি-এল,
ডাইরেক্টরেট,
কলিকাতা ব্রাঞ্চ।

শ্রীসুনির্মল দত্ত, বি-এল, আই-এ,
এফ্‌-আই-এস-এ, এফ্‌-আই-এস (লণ্ডন),
চেয়ারম্যান বোর্ডের।

পারে। কিন্তু যোগান এখনও নীরাবন্ধ। এজন্য বাজারে যে দোষ আমার নাড়ী আনন্দ অথবা বৃদ্ধি দেখাদেখাদেরীর নিমিত্তে বলিয়াই অনেকের সন্দেহ [illegible]।

কলিকাতার বাজার

কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী।—আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় কলিকাতার পাটের বাজারে তীব্রতা দেখা দিয়াছিল। দেখা যায় এই কারণে যোগান যথেষ্ট অপেক্ষাকৃত উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাব আনার জন-ভারাক্রান্ত এ সপ্তাহে পাইকারের ব্যাপারে অনুকূলতা আরও দেখান। গত জানুয়ারী মাসে চটকলগুলির কাছ মোটামুটি ভাল হইলেও চটের চাহিদানুযায়ী আরও বেশী কাজ হইলে চটকলগুলির পক্ষে লাভবান হওয়াই সম্ভাবনা আছে এবং এদিক হইতে চটকলগুলিকে কলকার যোগান যাবতীয় উপর এখনও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইতেছে। ১৯৪০ সালের পাটের তদ্বির আই আনা তদ্বিতে বাদ্য সরকার এবার পাট চাষের লাইসেন্স বিধানের বলিয়া অনেকে আশাবাদী হওয়ায় পাটের যোগান কম হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় পাটের পড়তি মূল্য ও কম পাটের যোগ করিয়া পাটের মূল্য বাড়াইবে হইলে অনেকিনাল তদ্বিতে পাট চাষের লাইসেন্স দেওয়াই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

বস্তুতপক্ষে পাটের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত ভেজী ছিল। পাটের তদ্বিগুলি এখন আনন্দ পাই বন্দরের জন্য প্রেরণ করা হইতেছে এবং সম্ভাবনা যে খুব হইয়া যেন তাহাতে পাটের তদ্বির অনেক উপকার হইবে।

আলোচ্য পাটের বাজারে এ সপ্তাহের তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই সত্য; কিন্তু আশা করা যায় যে, কলকার যোগান বাড়ানোর আশানুরূপ উন্নতিসাধিত হইলে চটকলগুলোর অধিক পরিমাণ পাট কিনিতে আরম্ভ করিবে।

আশা যেন বিধানে আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয়-ভাবেরও কোন কাজ করেন নাই। এ সপ্তাহে চটকলগুলোর প্রতি বেল ১৯৲ টাকা দরে আমাদ পরিমাণ নাইটিমিন পাট ক্রয় করিয়াছেন।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নূতন পরিবর্তনের উদ্ভব হয় নাই। গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে স্বাভাবিক ভাব দেখা দেওয়ায় মোটামুটি আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাই-য়ের বাজারে হিরণ্যবই বিরাজমান ছিল। হিসাবে প্রাপ্ত গত শুক্রবারের বাজ ৪০০ তোলা সোনা প্রতি তরী ২২৯/- আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি তরি সোনার দর ছিল ২৩৪/- আনা। বর্তমানে তাহা ২৩৬/- আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতিদিন বিনি বর্তমানে ২৯৮০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহে প্রতি তরি সোনার দর ছিল ২৩৮০ আনা। বর্তমানে তাহা ২৩৯০ আনায় আসে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে উল্লেখ ভাব পরিলক্ষিত হয়। হিসাবে প্রাপ্ত গত শুক্রবার ৩০০ তোলা রূপা প্রতি ১০০ তরি ২২৯৵০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ তরি রূপার মূল্য ছিল ২২৮৵০ আনা। বর্তমানে তাহা ২২৯৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহে প্রতি ১০০ তরি রূপার মূল্য ছিল ২২৩৵০ আনা। বর্তমানে তাহা ২২৩৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

দি বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

ফোন—কলিকাতার নম্বর) স্থাপিত—১৯০৮ টেলি—ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কলিঙ্ক.

সেন্ট্রাল অফিস—৬০।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা—বায়রহাট (ঢাকা) বড়বাজার (কলিকাতা)

বি, এল, রায়চৌধুরী—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। এল, কে, দাস, বি-এল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

স্থাপিত—১৯২৪ সন

হেড অফিস : ৭৮নং দোরাপো লেন, কলিকাতা

শতকরা ৩ অফিস ডিপোজিটারদের বার্ষিক পরিচালিত

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ধামবাজার, ভবানীপুর, শিয়ালদহ (কলিকাতা), ডিব্রুগড়, ডিমাপুরিয়া, গোহাটী, শিলং (খোলাম), সিউ সিল্লী, শাপপুর, বিয়াই, বম্বে, আগ্রা, ঝিরুগালিয়া ও টাঙ্গপুর ইত্যাদি স্থানে ইহাই শাখা অফিস খোলা হইতেছে।

স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী এজেন্ট এবং ক্যাসিয়ার চাই।

অবসন্নতা

কারখানার বিভিন্ন বিভাগের কাজ এমনভাবে কোথায় করানো চলতে পারে যে শ্রমিক এদিকে অথবা সেদিকে চলতে। এ বিষয়ে ফোরম্যানের দায়িত্বটাই সবচেয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাজের ধরন ধারণ কারো অজানা কিছুই এ সম্পর্কে বিশেষ। যেমন, কারখানার আবহাওয়া, শ্রমিকদের বসবার, স্থানের বৈচিত্র ও মানসিক সামর্থ্য, এবং বিশ্রামের নানা ইত্যাদি। এদের কারুর থেকে লক্ষ্য করা যায় যে শ্রমিকের দৈহিক সামর্থ্যের সীমার মধ্যেই কাজের মাত্রাগতি উৎপাদনের পরিমাণ করে যায়। আগেকার দিনে শ্রমিকের ধারণা ছিল মানসিক অবসাদের ওষুধই একটা ছুটি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা এখন জানতে পেরেছেন যে এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে মনোযোগের অভাব, দৈহিক সামর্থ্যের নয়।

মনোযোগ যাতে না ভঙ্গ যায়—এ সমস্যার সমাধান একমাত্র চা-ই করতে পারে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শ্রমিকদের চা খেতে দিলে তাদের মনোযোগ ঠিক থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র বহু কারখানায় এটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। এ বিষয়ে যাঁরা অনেক জানতে চান তাঁরা কলকাতায় ১০১ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসান বোর্ড থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

[illegible]

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৯শে ফেব্রুয়ারী	২০শে ফেব্রুয়ারী	২১শে ফেব্রুয়ারী	২২শে ফেব্রুয়ারী	২৩শে ফেব্রুয়ারী	২৪শে ফেব্রুয়ারী
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৭৫/০	৭৮৫/০	৭৭৫/০	৭৭৫/০	৭৭৫/০	
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৭৫/০	৭৭৫/০	৭৭৫/০	৭৭৫/০	৭৭৫/০	
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১১৩।০	১১৩৲	১১৩৲	১১৩।০	১১৩৲	
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১১৩৲/০	১১৩।৵০	১১৩৲/০	১১৩।০	১১৩৲/০	
বিনির দর—প্রতিভরি (কলিকাতা) ...	৪৸০	৪৸৲	৪৸৲	৪৸০	৪৸০	
কোম্পানীর কাগজ—সরকার ঋণ মূল্যের শেয়ারের দর (অর্ডিনারি ও প্রেফারেন্স) ...	১১৫৲/০-১১৬৲/০	১১৫৲/০-১১৬।০	১১৫৲/০-১১৬৲/০	১১৫৲/০-১১৬৲/০		১১৬৲/০-১১৭।৵০
ইন্ডিয়ানিজাইজ—						
ইন্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	—	৯১৫/০-৯১।৵০	৯৩৲/০-৯৪৲০	৯০।০-৯৩৸০		—
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	—	৬৩৲/০-৬৪৲০	৬৩৲/০-৬৪।৵০	৬৩৲/০-৬৪৸০		—
টুয়ারটুবী—অর্ডি ...	—	১১৬৲/০-১১৭।৵০	১১৬৲/০-১১৭।০	১১৬৲/০-১১৭৸০		১১৭৲-১১৮।৵০
অর্ডিনারী ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট ...	৩০৲/০	—	—	—		৭৯৲-৮০৲/০
ফেডারেল	২৪১/০-২৪৩/০	২৪৩/০-২৪৫/০	২৪৩৲-২৪৫।০	২৪১/০-২৪১/০		২৪১৲/০-২৪৩/০
বার্মাশেল্	—	৪৬৲/০-৪৭৸০	৫৲-৫৸০	৫৲-৫৸০		৫৲-৫৸০
ব্রাডম্যান আয়রন এণ্ড ষ্টীল	১২৫/০	১২৫৲/০-১২৬।৵০	১২৫৲/০-১২৬৲০	১২৫৲/০-১২৬৲০		১২৫।৲০
ষ্টীলাস্থিয়া	১৯/০-১৯৬/০	—	—	১৯৲		—
অফি—বাজা কর্পোরেশন	৫৯/০-৫৯/০	৫৯৲/০-৫৯/০	৫৯৲/০-৫৯৲০	৫৯/০-৫৯৲০	বাজার বন্ধ	৬০৲-৬১।৵০
ইন্ডিয়ান বাজার কর্পোরেশন	৮৵০-৯৲	৮৸০-৯/০	৯৵০	৮/০		৯/০-৯/০
ব্যাঙ্ক—ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	১৩৮৲	১৩৫৲-১৩৬৲	১৩৫৲০	১৩৫।০-১৩৫৲		১৩৫৲-১৩৫৲০
ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক	—	—	—	—		১৯১৲
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	—	—	—	—		১৬৮৲০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং	—	৪১৫/০-৪১৬।০	৪১৬৲-৪১৭।০	৪১৬৲০-৪১৭।০		—
ডানকেরে " "	১২৬৲০-১২৮৲০	১২৬৲০-১২৭৲০	১২৫।০-১২৬৲০	১২৫/০-১২৬৲০		১২৬৲০-১২৭।৵০
বারাকর " "	—	৫১৲/০-৫২৲	৫২৲	৫১৫।০-৫১৬৲০		৫৭৲/০-৫৭৲
ইন্ডিয়ান্ " "	৬৬৲/০	৬৬৲/০	৬৭৲০	৬৭।০		৬৬।০-৬৭৲/০
রাইট বরমুডা " ...	৩০৲/০-৩১৬/০	২৯৬৲০-৩০৬।০	২৯৬৲/০-৩০৬৲০	২৯৬৲০-৩০৬৲০		৩০৲-৩১৬৲০
কাগজের কল—লিঃ ক্যালকাটা ষ্টক বিলস লিঃ	৭৯৲/০-৭৯।৵০	৭৯৲/০-৭৯।৵০	—	৭৯৲০		৭৯৲০-৭৯।৵০
বেঙ্গল্ " ...	—	৯১।৵০	৯১৲০	—		৯১।৵০
কামরুপ টেক্সটাইল্স্	১৩৫৲/০-১৩৬/০	১৩৫৲	১৩৫৲/০-১৩৫৲০	১৩৫৲/০-১৩৫৲০		১৩৫৲/০-১৩৫৲০
এসিয়া ষ্টক বিলস লিঃ	৬৪৲০	৬৫।৵০	—	৬৫৲০-৬৫।০		৬৫৲০-৬৫।০
বেঙ্গোলাস " " "	—	১৩৪৲/০	১৩৪৲/০	—		১৩৫৲/০
কাগজের কল—ইন্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—	—	৫৩৲-৫৪৲	—		৫৩৲
বিহার পেপার বিলস লিঃ ...	—	—	—	১৯৲-১৯৲		—
ষ্টীলাস্থ "	—	—	—	৫৫৲০		৫৩।৵০-৫৩৸০

হিমগিরির কল্যাণ হাত...

হিমকল্যাণ আমাদের একটা অর্থহীন খেয়াল নয়। ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক আমাদের পরিমার্জিত নয়ন বিমুগ্ধকর হিমগিরির কল্যাণ হস্তের স্পর্শ ও রস পরিণতি 'হিমকল্যাণ' আমাদের করা হইয়াছে। ইহাতে রহিয়াছে মধু ও আদার অপূর্ব সমাবেশ। এলাচের সৌরভ-মধুর প্রলেপ ও তুলসী পত্রিকা ইহা আনে কল্যাণের। এ নামকরণের সার্থকতা প্রমাণার্থে ইহার গুণসমূহের প্রতিটি। ইহার আস্বাদনে আপামরসাধারণের হর্ষ প্রকাশের, তাই ক্ষেম-বিশ্বাস নন্দেহাত পাত্রীর আহরণীয় 'হিমকল্যাণ' আমন্ত্রণকারীর প্রতিনিধি হেসেছেন।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস
কলিকাতা

Cash Certificates

HAZRADI BANK LTD.

8, Clive Street
CALCUTTA.

WITH BRANCHES AND AGENCIES ALL OVER INDIA. FOR PARTICULARS PLEASE SEND UP R.E. SLIP OR WRITE TO THE MANAGING DIRECTOR :

KALI CHARAN SEN

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৯ই ফেব্রুয়ারী	২০শে ফেব্রুয়ারী	২১শে ফেব্রুয়ারী	২২শে ফেব্রুয়ারী	২৩শে ফেব্রুয়ারী	২৪শে ফেব্রুয়ারী
চটকল—[illegible] কুট বিলস দিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—		[illegible]
[illegible] কুট বিলস দিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible] ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
বরীয়া ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
কেশোরামপুর ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—		[illegible]
বিনাপেড় ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
ঔকলাড়া ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
বাউড়িয়া ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]		—
চিনির কল—বেলঘরিয়া ফ্রন্ট কোং লিঃ ...	—	—	[illegible]	[illegible]		—
চন্দননগর ফ্রন্ট কোং লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	বাজার বন্ধ	[illegible]
কেশ এন্ড কোং লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	—	—		[illegible]
কাগজ বাজার—কেশরাম ঐ কোং লিঃ ...	[illegible]	—	—	[illegible]		[illegible]
বিনোদ ঐ কোং লিঃ ...	—	—	—	—		—
বিবিধ—বালবিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
বি আই কর্পোরেশন ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
মেটিনীয়ন অভিযারী কোং লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
মোটরস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
ইন্ডিয়া মেলারেল মেনিফেকচরিং কোং লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—		[illegible]
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ...	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]		[illegible]
ভাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
মিঠে প্রতিযোগিতা ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]		—

অফিসের সরঞ্জাম

- বই বাঁধাই
- সিমেন্ট ক্যাপ্টান
- বাবার ষ্ট্যাম্প
- এনগ্রেভিং মেশিন
- পিতল ব্যাজ,
- রেজ, প্লেট,
- টোকেন্স ও মেডেল
- মেডেল ও অন্যান্যের বাক্স-সিল
- সিলে-করা ব্যাজ,
- বাবার স্টীলমোহর
- পদবর্যাদা সূচক বাক্স-সিল
- ফুটবলের বাবাবিল আদাদি
- সিল্কে মোহরের মোটি সিলিংপত্র

এ সকলকার জন্য ইলেকট্রিক হাত-প্রাণি অফিসের নিজ সকলকার ফুলেরা অন্য-প্রকাশ করার হয়। কলকাতা অন্য মেলুন।

ক্যালকেমিকো

১—এ, বিডন রো, কলিকাতা।

ফোন : বি বি ১১০০

আপনার সহায়তা কামনায়

দি

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩, বর্মণতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (৩ লাইন)

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অতিরিক্ত জমা নয়)	১০,৩৬,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	৯,০৮,২২,০০০৲
সমর, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি	১,১২,৩৮,০০০৲
রিজার্ভ	৯,৩৬,০০০৲

আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমাদের উপর নির্ভরে নির্ভর করুন।

"ভিটামিল্ক হাউস ডেলিভারী স্কীম"

সমগ্র কলিকাতা সহরে যে পরিমাণ দুধের প্রয়োজন তার মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ দুধ সহরে আসে। চাহিদা মেটাতে এই ৪০ ভাগে জল মিশিয়ে বাকী ৬০ ভাগ পূরণ করা হয়। সুতরাং সহর-বাসীরা যে দুধ পান তা খাঁটি ত নয়ই পরন্ত ভয়াবহভাবে রোগ-বীজাণু-দুষ্ট।

ভিটামিল্ক হচ্ছে খাঁটি দুধের জলীয় অংশ বাদ দেলে যা থাকে তাই। পরম জল মিশিয়ে ভিটামিল্ক দিয়ে দুধ তৈরী ক'রে নিলে সে দুধ হবে খাঁটি, আর তাতে রোগ সংক্রমণেরও কোন আশঙ্কা থাকে না। সহজ পাচ্য বলে শিশু ও রোগীর পক্ষে ভিটামিল্ক সবচেয়ে উপযোগী খাদ্য। দুধের বদলে সব রকমেই ভিটামিল্ক ব্যবহার করা যায়। এমনকি এথেকে নানা রকম বিবিধ খাবারও তৈরী করা যেতে পারে। এক পাউণ্ড ভিটামিল্ক প্রায় দশ পাউণ্ড খাঁটি দুধের সমতুল্য।

"ভিটামিল্ক হাউস ডেলিভারী স্কীমের" সদস্যদের দুধের দুশ্চিন্তা হয় না, বাড়ীতে বসেই তাঁরা নিয়মিত ভিটামিল্ক পান।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন :—

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ,

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার : কলিকাতা

(ফোনস্ :—ক্যাল : ১৪৩৯-৬৮)

কোকোলা

কেশ পরিচর্যার সর্বাধুনিক উপায়। কি প্রকারে কি নিয়ম প্রণালীতে উহার ব্যবহারে কেশের সৌন্দর্য বর্দ্ধিত হয়। কেশ কুঞ্চিত, ঘন ও তরঙ্গায়িত করিয়া মাথার শ্রীবৃদ্ধি করিতে উহা মস্তিষ্কের ন্যায় কার্য্য করে। মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে উহার অদ্ভুত ক্ষমতা। এবং উহার গন্ধ সৌরভযুক্ত, স্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর।

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া কলিকাতা

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : [illegible], কলিকাতা।

ব্রিটিশ

কলিকাতা, আসানসোল, এলাহাবাদ, ফিরোজাবাদ ষ্টেশনগুলির মাধ্যমে ফিরোজাবাদ কাঁচের চুড়ি ও কাচ

—শাখাসমূহ—

এলাহাবাদ	আসানসোল
আমেদাবাদ	আগ্রা
আলমোড়া	অমৃতসর
আজমিরিগঞ্জ	বীরভূম
বেরিলী	বালুরঘাট
বারেলী	বর্দ্ধমান
বোম্বে	বেরিলীগঞ্জ
কানপুর (এলাহাবাদ)	ভিলাসপুর
কোয়েম্বাটুর	ভবানীপুর
চৈনপুর	মাথুরা
জামসেদপুর	নিউ দিল্লিকাতা
ঝাড়খণ্ডিয়া	ঝাড়গ্রাম
ঝাসরা	ঝাসরাঘাট
ঝাড়িলিং	টৈনপুর
পাটনা	ফারুখাবাদ
ফাটাক	ফিরোজাবাদ
ফাটিলিয়া	ফ্রিমেন্ট
মোগলসরাই	মিরাট
মোরাদাবাদ	মোগলা
লক্ষ্মৌ	লক্ষ্মৌ
লুধিয়ানা	লক্ষ্মৌনাথ

শুধু ব্যাঙ্কের যাবতীয় [illegible] হইতেছে।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ব্যাঙ্ক ৩২৫৩ (৩ লাইন)

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	৪০,০০,০০০৲	—
আদায়ীকৃত মূলধন	৩৯,০০,০০০৲	টাকার অধিক
রিজার্ভ ফাণ্ড	৬,২৫,০০০৲	টাকার অধিক
কার্যকরী মিডিওরিটি	৪,৫০,০০,০০০৲	টাকার অধিক
আমানত	৩,৭৫,০০,০০০৲	টাকার অধিক

(৩১.১২.৬৭ তারিখ হিসাবানুযায়ী)

গত ২৫শে জানুয়ারী বোম্বাই শাখা খোলা হইয়াছে।

কে, এল, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

জাতীয় নিত্য ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস :	স্থাপিত :	হেড্ অফিস :
চাঁদপুর	১৯২৬	২৬৮, বেনাপুকুর রোড, কলিকাতা অফিস : ঢাকা

৩৮এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৮এ আপার সিকুলার রোড, ২৫এ নেতাজী সুভাষ রোড (সিনিয়র), ১৩৩বি, রাসবিহারী এভেন্যিউ (বালিগঞ্জ)।

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্বত্র

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর ঊনত্রিশ ৫৲ টাকা হারে এবং ইতিমধ্যে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এম মজুমদার

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট. স্বাদে ও গুণে— অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং

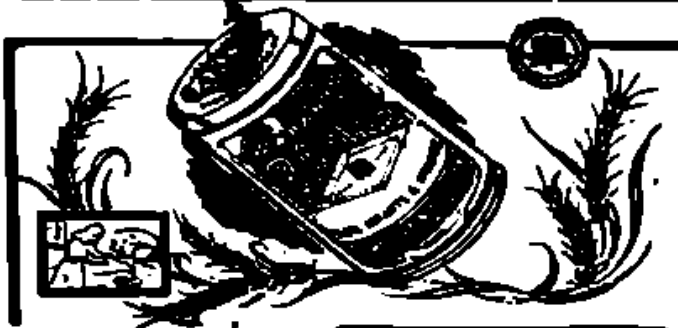

লিলি বালি আসল পদ্ম ও পাতায়

লিলি-বালি

লিলি বিস্কুট কোং

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2508

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

নবম বর্ষ] Monday, 5th March, 1945. সোমবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৩৫১ [৪৩শ সংখ্যা

বিশ্ব সংগ্রামের সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া

যুদ্ধোত্তর কালে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যের অবস্থানের বিরোধী/বিপ্লবের আবহাওয়া সৃষ্টি করা ভারতীয় শিল্পের পক্ষে এত দূর হইতে সম্ভব ইতিমধ্যেই ব্রিটিশরাজের ঘনিষ্ঠ লিজের সম্প্রতি ভারত সফরে এবং ভাইসরয়ের সহ ইতিহাস ঘোষণার পর ভারতের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে একটা নৈরাশ্য দেখা দিয়াছে। এই নৈরাশ্যের কারণ সম্বন্ধে ভারত হইতে জানান হইয়াছে যে, ভারতীয় শিল্পের বাড়িতে বিদেশ হইতে কোন শিল্পোদ্যোগ আমদানী এখনকার পক্ষে বাঞ্ছিত করিয়া ভারত সরকারের অভিপ্রায় নহে। তবে ভারতবর্ষে যে সকল শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় বিদেশ হইতে সেই শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের আমদানীর পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিবার ব্যবস্থাটুকুর কোন আপত্তি নাই।

ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণ সম্বন্ধে বর্তমানকালের এই নীতি আদৌ নীতি না হইলেও ইহার পেছনে যে সকল শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাদের কার্যকলাপ একটা যুক্তি রহিয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে 'আশ্চর্যজনক' সংযমের রিপোর্টিংয়ের সুবিধাবাদিতা যে পরিমাণ ও ইহার যুক্তি নিরপেক্ষ ভাবে দেখা হইলে অনীক নয়—যুক্তিসঙ্গতিপরায়ণও নহে। উক্ত সুবিধাবাদীরা বলিতেছেন যে, ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই বিদেশের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত—সুতরাং ভারতের আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির প্রশ্নটা। এখন অবস্থায় ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য যদি ভারতের আমদানী-বাণিজ্য বাধা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহা বিদেশ পরিচালিত ভারতীয় শিল্পগুলিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। সুতরাং ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য আমদানী বাণিজ্যে বাধা প্রদান করা এক প্রকার অসম্ভব। এখানে আমরা এই সুবিধাবাদীদের একটা কথা বলিয়া দিতে চাই যে, বিদেশী মূলধন পরিচালিত শিল্পগুলি ভারতের শিল্প সংরক্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া থাকে। আমরা এখন উহাদের আশা ও ভয় উভয়ই যে বিদেশী মূলধন পরিচালিত শিল্পগুলি ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য কোনরূপ বাধা প্রদান করিবে না, তাহা নহে। ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য আমদানী বাণিজ্যে বাধা প্রদান করিলে

আসবের জন্য অপেক্ষা করিবে। আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার একথা বলিয়াছি যে, ট্রাম কোম্পানীর হাতেরই ইউরোপীয়দের সেবাসাধনের যে ভার স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে তাহা যদি কিছুমাত্র হ্রাস পায় তাহা হইলে পরিবর্তে সাময়িকভাবে আমাদের অবোধ্য পর্যবেক্ষকের হাতে ট্রাম কোম্পানীর পরিচালনভার তুলিয়া দিলেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু উহার অর্থ এই নহে যে, পর্যবেক্ষণী কমিটিগুলি ও মুদ্রাস্ফীতির যাবতীয় ব্যবস্থাকে আমাদের জন্য আমিরা এক বিশেষ শ্রেণীর মূলধনবাদের স্বার্থেই গড়া তাহা পরিচালনা করুক—তাহা আমরা সমর্থন করিতেছি। ট্রাম কোম্পানী এবং যান পরিচালনের সঙ্গে যে বিপুল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। প্রত্যহিক ট্রামযাত্রী শ্রেণীর মধ্যে ও অফিসযাত্রী এমন ভাবে বিভীষিকা সৃষ্টি করিতে সহায়তা করিবে এই শ্রেণীর মধ্য দিয়া দেশের সকল শ্রেণীর লোকের স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু শ্রেণীর গঠন ও কার্য-প্রণালী কিরূপ হইবে তাহা না জানা পর্যন্ত এই আশ্বাস সফল হইবে তাহা বলার উপায় নাই। এই বিষয় পর্যবেক্ষকের মনোভাব কি তাহা সকলেরই বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করা কর্তব্য হইবে।

ভারতে চাকাবাটীর প্রেরণা

বাজেটে সম্প্রতি ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের যে অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে উহার সভাপতি মিঃ কেয়ার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন—একথা ভুলিতে হইবে যে, দেশের সৈন্য যদি রাস্তাঘাটের প্রসার না হয় তাহা হইলে রবি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কিছুরই উন্নতি হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সমর এইতে মুদ্রাস্ফীতিকে পল্লী পর্যন্ত সর্বত্র ভাল রাস্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ ভারতের সমর ও পল্লী অঞ্চলের ছোট বড় সকল রাস্তাকে একই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে। চতুর্থতঃ স্বাধীনতার ছোক ট্রাই নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে। উহার হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়া উহার হাতেরই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সমর রাস্তা নির্মাণ করাইতে হইবে। মিঃ কেয়ারের এই সমস্ত প্রস্তাব দেশবাসীমাত্রেরই বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। বর্তমানে ভারত সরকার, প্রাদেশিক পর্যবেক্ষণী, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফতে দেশে রাস্তা নির্মিত হইতেছে। এই সব রাস্তা নির্মাণের মধ্যে কোন বিশিষ্ট পরিকল্পনা নাই। অনেক স্থলে অত্যন্তপ্রয়োজনীয় রাস্তার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করা হইতেছে—অথচ প্রয়োজনীয় স্থলে রাস্তা নির্মিত হইতেছে না। রাস্তা নির্মাণে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ না হওয়ায় ফলে এই ব্যাপারে জনসাধারণের অর্থের বিপুল অপচয় ঘটিতেছে। মিঃ কেয়ারের নির্দেশমত একটী মাত্র প্রতিষ্ঠানের হাতে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অবলম্বনে সমস্ত ভারতে যদি ছোট বড় সমস্ত রাস্তা নির্মিত হয় তাহা হইলে সাধারণের অর্থের অনেক অপচয় নিবারিত হইবে এবং দেশের যেখানে রাস্তার সুযোগের অধিক প্রয়োজন সেখানেই রাস্তা নির্মিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

মুদ্রাস্ফীতির অভিশাপ হইতে মুক্তি

বর্তমানে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে ভারত সরকার মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধকল্পে প্রথমে ভারতের সমস্ত জনসাধারণ এবং তৎপর ভারতে-অধিষ্ঠিত সমস্ত আন্তর্জাতিক মূলধনের যাবতীয় লাভ-অংশের উপর কর ধার্য করেন। পরন্তু আয়-কর ব্যতীত কোন ভারতবাসী আরও হইলে অথবা আয়-কর নির্ধারণ নিয়ে হইলে তাহার অতিরিক্ত কোন যুদ্ধ-কালীন কর দিতে হইবে না। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এই ব্যবস্থা করিতে সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং বণিক সেনাবাহিনী এই ধরণের যৌথ বিনিময়-অর্থনীতির হাতে তাহা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের মনে হয় এই ব্যবস্থা করিয়া ভারত সরকার মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করে নাই। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবসা পরিষদে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ভারত সরকারের পক্ষ হইতে, প্রকাশ পাইয়াছে যে, যুদ্ধবিরতি বীমার বিনিময় হিসাবে ভারত সরকার এই পর্যন্ত ৪৪ কোটি টাকা আদায় করিয়াছেন এবং এই পর্যন্ত করিয়াছেন হিসাবে যাত্র ৫ লক্ষ টাকা ভারত সরকারকে প্রদান করিতে হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ভারত সরকার যুদ্ধবিরতি করিয়া পরিমাণ অত্যধিক বেশী হইবে মনে করিয়া অত্যন্তরক উদ্যোগে দেশ-রক্ষীর নিকট হইতে বিনিময়ে আদায় করিয়া প্রচুর পরিমাণ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। এই অর্থ দেশের জনসাধারণকেই পরোক্ষ ট্যাক্স হিসাবে প্রদান করিতে হইয়াছে। বর্তমানে সমর আক্রমণে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এবং ভারতস্থিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীরা করিতে হইবার আশঙ্কা এক প্রকার বিদূরিত হইয়াছে একথা বলা যায়। আর বিদূরিত না হইয়া থাকিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ত্রিবিধানের ফলে সমর্থনেতের হাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা দ্বারা সমর্থনেতী অনায়াসে করিতেছেন সমস্ত ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে সমর্থ। এখন অবশ্য যেসব উপ-যোক্ত দুইটী কারণবশতঃ যৌথ ক্ষতি আর ত্রিবিধান আদায় করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত হেতুই নাই। ভারতীয় ব্যবসা পরিষদের সমর্থনেতীকে এসব কথাগুলিই বলা হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় যুদ্ধবিরতি অভিযুক্তদের যৌথ করিয়া সমর্থনেতী যে লাভের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ করা সমস্ত ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব-এমন-কাহাকে কোন আশা-ভরসাই দেন নাই। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে ত্রিবিধানের হার কমান হইবে। কিন্তু তাহা কবে কমান হইবে এবং কতটা কমান হইবে তৎসম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কিছু বলা যাইতেছে না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্নমুখে

বর্তমান যুদ্ধের আমলে পণ্যদ্রব্য আমদানী, পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উহা চালান দিবার ব্যাপারে যে অসংখ্য বিধিনিষেধ সৃষ্টি হইয়াছে পরিণামে তাহা দেশের হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা উঠাইয়া দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে যুদ্ধের সময়ের সব স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য দাবি করিয়াছেন। ট্রেডস এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ সি ই ক্রফ এজন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এই প্রস্তাবের সহিত দেশের ব্যবসায়ী অব্যবসায়ী সকলেরই পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে। বর্তমানে দেশের জনসাধারণের ব্যবহার্য বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে। জনসাধারণ বাজারে যথেষ্ট মূল্যে তাহা মূল্যে এই সব জিনিষ পাইতে পারে তজ্জন্যই সমর্থনেতী বিভিন্ন প্রকার বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু উহার ফলে অসংখ্য সরকারী কর্মচারীর পক্ষে ঘুষ লইয়া কারবারি ব্যবসায়ীদের সুবিধা করিয়া দিবার সুযোগ ঘটিয়াছে এবং উহাতে জনসাধারণের কিছুই লাভ হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ একথা বলিলে নিষ্প্রয়োজন হইবে না যে, সমর প্রয়োজনের জন্য সমস্ত প্রকার পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের ২০ ভাগ অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইতেছে। ব্যবসায়ীরা পণ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যের অধিক দিয়া ক্রয় করিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সমর্থনেতীর দিক হইতে দেখিতে গেলে ব্যক্তিস্বার্থের ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার এরূপ সুযোগ আর হইতে পারে না। তবে বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও এশিয়ার সমর প্রয়োজনে হইতেই তাহার সুযোগ আসিয়াছে। পূর্ব এবং পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসায়ে এ সম্প্রতির আগমন সেবার অধিকার-মূলক বলিয়া বিশ্ব এবং তাহাদের অধিকার-পরিধি বলিয়া করিয়াই সমর্থনেতী ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী চার্চিল বীকার করিয়াছেন যে, যুদ্ধ আগামী সমর্থনেতে শেষ হইবে বলিয়া তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই বলা চলে এবং যুদ্ধ শেষ হইতে আরও কিছু বেশী সময় লাগিবে। তাহা ছাড়া আমাদের প্রত্যক্ষ-দর্শিত ডাঃ মোহেনজোদরোর মতন্তা হইতেও অনুমান করা যায় যে, সম্ভবতঃ আগামী সমরসাধনের আত্মসমর্পণ করার পূর্বেই সমর-শেষ করিয়া যৌথ দিন যুদ্ধ চালাইয়া যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আলোচ্য সম্প্রতি বিভিন্ন সমস্তের বিজয়গৌরবের অভ্রান্তি ভাষায় উল্লেখযোগ্য না হইলেও সমর আশিয়াছে যে, চৌকিং, বালিন, বিটানিক প্রভৃতি আমান ও জাপানীয় প্রধান প্রধান সমরকেন্দ্রের উপর ব্রিটিশীয় বিমানবহর এ সম্প্রতি উপর্যুপরি প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

পূর্ব ইউরোপের সমরাঙ্গনে প্রকাশ, আলোচ্য সপ্তাহে রুশসমর সাইবেরিয়ার প্রধান সমরী ফেলা-পাই অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহাদের চারদিক ফেলাইটের রুশী আক্রমণকারীদের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া আসিতেছে। উত্তরে ফ্রান্সিক অঞ্চলে আলোচ্য সপ্তাহে লোকিয়েট সৈন্যদল প্রতিরক্ষার প্রবেশ করিয়াছে এবং পূর্ব-প্রশিয়ার আক্রমণকারী সোভিয়েতবাহিনীর আক্রমণের তাহাদের উপর বিলয় হইয়া পড়িয়াছে। মার্কিনের উত্তরে ফ্রান্সিক অঞ্চলে ফ্রেঞ্চদের বিরুদ্ধে অভিযানী জনসেনা এ সপ্তাহে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে এবং পূর্বে জার্মানীর উত্তর অংশ-হইতে বার্লিন সাধার হইতে ৪৫ মাইল দূরে অব-স্থিত গুরুত্বপূর্ণ জার্মান ঘাঁটী ফ্রাঙ্কফোর্ট আলোচ্য সপ্তাহে রুশবাহিনীর করায়ত্ত হইয়াছে। জার্মানীতে প্রান্তে এক সংবাদে প্রকাশ, বার্লিনের ৪০ মাইল পূর্বে ফ্রাঙ্কফুর্টের দক্ষিণে রুশসেনারা ওডার নদীর উপর আর একটী বড় সেতুমুখ অধিকার করিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপের অবস্থানের সংবাদে প্রকাশ, উত্তরে বাইন নদীর ফরাসীমুখে অবস্থানী মিত্রসেনা আলোচ্য সপ্তাহে প্রবিষ্ট জার্মান সমর অবলাহনের ৩ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং অবশি-ষ্টের পশ্চিমে আর্মাদেনের অভিযোগের যীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সিমফিল্ড লাইনের যুদ্ধরতী পক্ষ ও বাল নদীর মধ্যে এ সপ্তাহে বিশেষের তত্ত্বেরই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, ডাচের উত্তরে বাইন নদী পার হইবার সমস্ত প্রধান প্রধান যুদ্ধসমিতি আক্রমণ-প্রতিরোধ এখনও যুদ্ধরত যুদ্ধ করা হইতেছে।

যাত্রিক—১৮৮৩ ক্ষয়যাত্রার পথে— ফোন : কলি—৫৮৮৩

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস—৬৯-বং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য করা হয়

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

এম্ কে ঘোষ

পূর্ব এশিয়ার প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনের সংবাদে প্রকাশ, বর্তমানে সিঙ্গাপুরে জাপানের ৭৫০ মাইল দূরবর্তী আইওজিমা দ্বীপের অধিবেশন বেশী সময় স্থগিত হইয়াছে এবং যদ্য আইওজিমায় আগ অভিযানের মূলে তাহার শক্তি হইয়াছে। রাজিনা উপসাগরের দক্ষিণ-পূর্বে ভার্জ দ্বীপে এ সপ্তাহে নূতন মাসিক ফ্রেইজার অবতরণ করিয়াছে। নূতন দ্বীপে মাসিক টেক্স আদায়ের সপ্তাহে মাসিলার অবেক মাইল পূর্বে বিদ্যুৎ অভাবের হইয়াছে।

ব্রহ্ম সমাচারের সংবাদে প্রকাশ, এ সপ্তাহে অধিবাসী বিদ্রোহিদের সাম্প্রদায়ের ১৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পাথাম সহর দখল করিয়াছে এবং ইরাবতীর তীরে আশানীয়দের শক্তির তাহাদের বিভিন্নস্থানে সংবর্ধ চলিতেছে। বার্মাঘাটের বিদ্যা যে রিসালাদিরী অঞ্চলে হইতেছে তাহারা বর্তমানে লাশিও ১৪ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। দক্ষিণ ব্রহ্মে আলোচ্য সপ্তাহে মুক্তির পক্ষি অগ্রসরকরণ সহজ ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে চীন ও ইন্দোনী হইতে ইরেজ-বোঝা কোন যুদ্ধ-জাহাজ পাওয়া যায় নাই। ২-৩-৪৪ ৮৮০ তিনিস্থ আন্তর্জাতিক আদালত

গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত তিনির মধ্যে—যে সমস্ত মধ্যে সোনাজাতি আগ হইতে তিনি প্রস্তুত হয় সেই সমস্ত কলে—মোটামাটি ১০ লক্ষ ৭৩ হাজার টন তিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ১৯ লক্ষ ৭১ হাজার টনে পরিণতি হয়। ফলে মোট আগ তিনি আমেরিকা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ১৯৪৯-৫০ সালে মুখের অবস্থা দেখা যাইতেছে ভিন্নরূপ মধ্যে হইতেছে যে এখানে সাগ তিনি উৎপাদন অত্য সমস্তের তুলনায় ৫০ হইতে ৬০ ভাগ কম হইবে। আমাদের তিনির কলগুলিকে অস্ট্রেলিয়া হইতে আমি আমাই আনতে হয় এবং আমেরিকা কলে যে মাল পাওয়া যায় তাহাই আমাই হয়। কাজেই চলতি সমস্তে মোট দি-পরিমাণ তিনি উৎপন্ন হইবে আমা প্রতিভাবে বলিবার এখনও সময় আসে নাই। তবে এখন পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে—যে মূলে গত সমস্ত ২৯শে আমুয়ারী তারিখ পর্যন্ত তাহাদের সমস্ত কলে ৫ লক্ষ, ১৬ হাজার টন তিনি উৎপন্ন হইয়াছিল সেই মূলে এবার উক্ত তারিখ পর্যন্ত মাত্র ৩ লক্ষ, ৪১ হাজার টন তিনি উৎপন্ন হইয়াছে। এবার মুখ্যতঃ—ভারত-বর্ষের মধ্যে কোনো কল মোট অধিক তিনি উৎপন্ন মুখ তাহাদের—গতবারে ৭ মাস কম আগ উৎপন্ন হইয়াছে, বাজারটীর অভাবের জন্য মুক্তপ্রদেশ ও বিহারের অনেক কল নিয়মিতভাবে আখের যোগান পাইতেছে না. তত্ত্ব উৎপাদনের মিলিয়নের অনেকটা নিয়মিত হওয়ায় অত অনেক মূলে তিনির পরিমাণ অত উৎপন্ন হইতেছে এবং যোগাইতে উক্ত তারিখে উৎপাদনের তুলনায় আর প্রয়োগ করা সম্ভব না হওয়ায় উৎপাদনে উৎপন্ন উক্তরে তিনির আগ অনেক কম হইয়াছে। এবার তিনির উৎপাদন হ্রাস পাইবার এই সমস্তই কারণ। তিনির উৎপাদন এই ভাবে হ্রাস পাওয়ায় ফলে অত্য অধিকতর তারিখের তিনির অত্যন্তাবশতের অত তিনির তিনির পরিমাণ অত্যধিক মূলে হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

মৌলবী ফজলুল হকের উক্তি

বাঙ্গলার মুক্তপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক একটী বিবৃতিতে বলিয়াছেন—বস্তু, তিন বৎসর বন্দিত বাঙ্গলার বর্তমান অবস্থাবেক্ষণে আমা হয় মুসলমান অসন্তোষের উপযুক্ত হয় নাই—উপযুক্ত হইয়াছে এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মুসলমান এবং উহারা মুক্তের মুক্তপাত হইতে এই পর্যন্ত অত লক্ষ টাকার ক্ষতির হইয়াছে। মৌলবী ফজলুল হকের এই উক্তি বাঙ্গলার মুসলমান-সমাজের অনুরোধে বন্দিত দেখা উচিত। বাঙ্গলার হৃদিন, ম্যালেরিয়া, বন্যা ও অন্যান্য প্রকোপ পূর্বাবধিই অধিক হইয়াছে এবং উহার ফলে মুসলমানই অধিকতর বেশী। বর্তমানে বাঙ্গলার হৃদিনের ফলে মুসলমানগণ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে নিজের বাসস্থান পর্যন্ত সমস্ত বন্দিত পূর্বক হইতেছে না। বাঙ্গলার নীল সমর্থনকারী আমাদের আইন-সভা উহাদের নিজের আদালতের মত হইয়া একথা প্রমাণ করিতে প্রতিবেদন যে, উহারা মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিনিধি। কিন্তু নীলের পাকিস্তান একথা অনুমোদন করিয়া রেসিডেন্সের না যে, মহম্মদীয়ের কোনো দুর্দিন ও মহাবর্ষা ফলে এক মুসলমানের মৃত্যু বর্তমানে এবং উহার ফলে মহম্মদীয়ের কোনোরই তাহার বন্দিত অত বহুত সংখ্যা কমা এমন হয় হইতেছে সরাসর ফলে এখন হইতে আশাকরতঃ অনেক বৎসর পর্যন্ত কোন বহুসংখ্যক মুসলমানের আগামে বাইবার সম্ভাবনা নাই। নীলের সমর্থিত মুসলমানের দুইয়ে মেলের শাসনভার বাস্তু থাকায় ফলে মুসলমান অনুপস্থিত মুর্খতার যে অনেক অনেকে পরিমাণ হইতেছে তাহাকে আগামী বাস্তুসংখ্যাগণিতে বাস্তুগত মুসলমানদের হার ১৯৩১ সালের বাস্তুসংখ্যক মুসলমান বন্দিত বাইবে বলিয়াই আশঙ্কার বাঙ্গলা। মুসলমানের স্বার্থরক্ষার মাত্র বন্দিয়া যদি বন্দিমের অন্যান্য মুসলমান এবং নীলের সমর্থনকারীদের বাঙ্গালী মুসলমানের অত লক্ষ লক্ষ এমন কি কোটী কোটী টাকার বাণিজ্য বন্দিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদের সত্যিকারভাবে বাঙ্গালী মুসলমানের কোন উপকার হয় না। এখনও বাঙ্গালী মুসলমান অন্যান্যদের মত নীজ স্বার্থরক্ষা বন্দিতে সমর্থ হইবে তাহাই হইতেছে মূলের মূলের কথা।

সহযোগী মুক্তার কথা

কিছুদিন পূর্বে বাণিজ্যের সহযোগী শ্রী মিঃ মুক্তারজী একটী বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, গৃহস্থের ঊর্ধ্বতীদিগকে মুক্তা সরবরাহের উদ্দেশ্যে পাবনা সহকার করা হইবে স্থতার কল (Spinning Mill) স্থাপন করিবেন। শ্রী মহোদয়ের উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর পাবনা সরকারের এই পর্যন্ত যে প্রকারভাবে-কল্পনা দেখা গিয়াছে তাহাতে আমরা শ্রী মহোদয়ের কথায় কোন ভরসা পাইতেছি না। বাস্তু সরকারের সরবাহ বিভাগের অধীনে যে সীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বস্ত্র শত পরিধি-প্রার্থনের সর্বনাশ বন্দিয়া দিয়াইবেলদের বিরাছে। বাস্তুর নিজস্বাধিকারে মুসলমান সরবরাহের জন্য বাঙ্গলা সরকার ৩৫০ যে ইংরাজীতে মোটরি নির্মিতেরা গঠিত হইয়াছিল তাহারও অধিকের কোন নিশ্চিত আশা পাইতেছে না। বর্তমান দুর্দিনে পাকিস্তানের কোনোরূপ ভার এবং বন্দিয়া পাবনা সরকার ব্যবসাবাণিজ্যের কোটী কোটী টাকা অধি বন্দিয়াছেন। এমন অবস্থায় ইহারা যদি দুইটী কারখানার কল স্থাপন করেন তাহা হইলে তাহাতে দেশবাসীর আর্থিক অসচ্ছলের আর একটী পথ খুলিবে। বাঙ্গলার মহীরের একথা বুঝা উচিত যে, যথেষ্ট অর্থসম্পদ ও সমতা থাকিলে একটী পাবনা প্রতিষ্ঠানের সফলতার সম্বন্ধে পরিচালনা করা যায় ৬৩টা কারখানা ও সমতা পাবনা পর্যবেক্ষকের আশা নাই। এমন অনুরোধ ইহাদের পক্ষে ধরে কোন পাবনা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান অবতীর্ণ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের অর্থসচিব যেরূপ পাবনা পরিষদে একটী বিল উপস্থিত করিয়াছেন এবং পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে এই বিলটী পাশ হইবার সম্ভাবনা আছে। ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ যে পাবনা বিল ভারত সরকারের নিকট উপস্থিত করেন এবং মুক্তের জন্য তাহা আইনে পরিণত হইতে পারে নাই, আলোচ্য ব্যাঙ্ক বিলটী তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। এই বিলটীর বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে মুখিয়া-সমিতির মতামত পর্যন্ত পর সমালোচনা হইয়াছে এবং আমরাও ইতিপূর্বে এই প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের ও ইহার ফাঁকগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত [illegible] করিয়াছি। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক বিলে [illegible] ব্যাঙ্কের যে পরিমাণ মূলধন ও সঞ্চয় তহবিল থাকা দরকার বলিয়া ধরা হইয়াছে, অনেক ছোট ব্যাঙ্কের পক্ষে তাহা অত্যন্ত বেশী বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে প্রধানতঃ ব্যাঙ্ক-গুলির পক্ষ হইতে বিশেষভাবে প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, যদি আইন-সম্মত মূলধন সম্প্রসারের জন্য ব্যাঙ্কগুলি যথেষ্ট সময় পায় তাহা হইলে এই অসুবিধা বেশ সহজেই অতিক্রান্ত হইতে পারে। কলকাতার কিন্তু কমার্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক আইনটি পাস হওয়া মাত্রই অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করিতে বর্তমানে যৌথ কোম্পানীগুলিকে মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। আমাদের মনে হয় ভারত সরকার যদি এমন একটী ব্যবস্থা করেন যাহাতে ব্যাঙ্কগুলিকে যে পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিতে বলা হইবে তাহার অন্ততঃ অর্ধেক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিবার পর দুই বৎসর সময় দেওয়া হইবে। ব্যাঙ্কগুলিকে এখন হইতে নোটের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা দিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার যদি উক্ত সময়ের মেয়াদ অন্তত দুই তিন বছরাইয়া দেন তাহা হইলে যে কোন ছোট ব্যাঙ্কের পক্ষেও আইনানুযায়ী মূলধন সংগ্রহ করিয়া কার্যাদি পরিচালনা করা সম্ভব হইতে পারে। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনে অন্যান্য বহু বহু ব্যাঙ্কগুলিকে যে ব্যবসায় প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কসমূহকে বিশেষ অর্থ করিতে পারিবে না লক্ষ্য, কিন্তু এই আইনের ফলে ব্যাঙ্কসমূহের [illegible] এবং ছোট ছোট ব্যাঙ্কের মূলে [illegible] পরিচালনার অসুবিধা বিশ্ব পরী হইবে সাধারণ ব্যাঙ্কিং নামে অর্থসংগ্রহ, ডলারিজেলো ও বিনা-সমস্যায় বিশ্ব হইবে অসমাধারণকে বিশ্বাসভাজন হইবার এবং ইহার আশায় না পাইলে যাহারা বর্ধিষ্ণুতে বিশ্বাসভাজন আমরা ঐক্যিমাত্র করিবে। আমরা আশা করি, ভারত সরকার এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সমস্ত বাধনা সমস্যাসমূহের পক্ষে প্রতিবন্ধক করী না করিয়া সমস্যার আরও আরও ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহের পক্ষে সাহায্য করার ও ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্ভাবনা করিয়া এবং এই আইন প্রবর্তনের ফলে এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে না যাহার ফলে ঐক্যিমান মুক্তাকারী ব্যাঙ্কগুলির কার্য বন্ধ হইতে পারে।

দি উলুপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৮
৫নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হেড অফিস—উলুপুর (মিরপুর)
শাখাসমূহ—
পুরান্দাবাজার, বাসোহিরা, মাধবচন্দ্রপুর, লৌহজঙ্গ, পাবনা, ঢাকা, বিক্রমপুর, কাঞ্চনপুলি, এটোলি মার্কেট, দক্ষিণ কলিকাতা, খোজানবাড়ি, উলুপুর।
ব্যাঙ্কিং বিভাগ—এস, আর, দাস।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত সপ্তাহে পৃথিবীতে দুই ঘোষণায় দুই বিভিন্ন পরিস্থিতির। বরখাস্তের রাইফলি—ফুরুশ, সিলন, সিরিয়া, পারস্য, সৌদী আরব ও লেবানন—যথাক্রমে কঠ হতে এমনিতে আমেরিকা ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে দুই ঘোষণা করিল। এই দুই ঘোষণা বেশ খানিকটা কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছে সন্দেহ নাই। সর্বশেষ দুইটির এখন শেষ নয়। উপরোক্ত প্রেসক্রিপ্টির সম্পাদনাধিকারিণী বন্ধুর আক্রান্ত হইবারই আর কোন ভয় নাই। অধিকন্তু এখন বিমানের যাত্রীদের মধ্যে বাকিরা নিশ্চিন্ত মনে দুই প্রেসক্রিপ্টির কবিতার উপভোগ আস্বাদন পারিবেন। বিজ্ঞানের দুই কর্ণধার আমাদের বিজ্ঞানেন, ১লা মার্চ তারিখের মধ্যে অবশ্যকিত বিষয়ে দুই দিক মনে এমন কোন সেনসে সাদ্ আদ্দুল্লিদুলো তৈরি পারা সেরা হইবে না। মার্কিনদের জন্য তাই দয়া-আমেরিকা রাইফলির উৎস পরিমাণ। এই দুর্ঘটনে সবসময় আপ-টাউনিয়ানের তৈরি উপস্থিত হইতে না পারিলে মনে হয়ত আপনোস করিতে হইবে। এখন দুই না করিয়ে ঘুমানো আসা রিলিবে, আর রিলিবে বহু বিদেশির পার্টি-তৈরির এক কোনে বসিয়া গল্প একটি কবিতা আসন।

• • •

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎকালে মিস্টার্ ডলেস্ট্ কি কি আলোচনা করেন, সেবিষয়ে আমিনুরের কোন এক সংবাদপত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বা অন্য কোন মেরুদণ্ডীয় ভারতীয়কে যদি কে-সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে আমেরিকা দেখা যাইতে দেয়া হয় তাহা হইলে তাহাতে অসুবিধা হইবে কি না। ভারতবর্ষ নিজেকে এমন আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে। পণ্ডিত নেহরুর ন্যায় কোন বিশিষ্ট নেতা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নিরপেক্ষতা যদি পৃথিবির ভারতের ভাবত আমরা দুনিয়া বসিবার সঙ্গে আমা হইলে বৎসরের পর বৎসর কেবলি জোড়ি টাকা ব্যয় করিয়া আমরা ও বিভূত, দয়া আমাদের ঘরে দুনিয়ার অবস্থাকে সম্বন্ধে যে মূল্যবান বিশ্লেষণ হইবার আমরা তিনিও হইয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের কাছে তাঁহার আসল আসা আরো সহজ ব্যাপার নয়। মার্কিন মুলুকেই বসিয়া তাঁহার আমেরিকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মুরুব্বীর অভাব নাই এবং চাহেন পণ্ডিতা মার্কিন মুলুকেই সেব পর্যন্ত দুনিয়ার সাম্রাজ্যের মধ্যেরা ব্যাপারে বাহির হইতে মুরুব্বিগণ করিতে না তাহিলেও তাহাকে নিশ্চিত হইবার কিছু নাই। সুতরাং নিজের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট আসার আসাসঙ্গে একটা নিজস্ব ভাবনা বসিয়াই গ্রহণ করিবেন।

• • •

ইরানী হুসেনের সম্বন্ধে বিশ্লেষিত মন্ত্রীবর্গ বার্নার্ড শ তাঁহার মন্তব্যপ্রসঙ্গে সহিত্যিক-ভীত আমার মন্তব্য করিয়াছেন: "রাজনীতি-ক্ষেত্রের নিম্নতম মনোভাবের এক এক বড় মেরুদণ্ডী ও অধিকাংশ উপলব্ধি আর কখনও ঘুম যায় নাই।...বার্নার্ড শ্রীমিন কবিটিই, তাই তিনি এর বিষ করিয়া মাহিতে পারিয়াছেন - কি অধিক হইবে তাহা তিনি জানেন। কিন্তু আমার দুইজন মেয়ের সম্বন্ধে আমিনের দুনিয়া আসুন, অর্থাৎ তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে আমার মার্কিনমুলুকবাসিনী, অমেরিকানদের নিকট হইতে আমার-করা মূলধন এবং বিবিধিবাল. এই বিষয়ে সন্দেহ। তাঁহারা জানেন না যে, 'আইনী' মুসলমান, তৌহি আমার, মনসা আমেরিকার ও ইংরিসি পত্রকের সঙ্গে দুইজন-টাকা সম্বন্ধের সঙ্গে ঐ সম্বন্ধকের তাঁহারা তুলাইয়া ফেলিয়াছেন।"

• • •

বিদেশে ভারত-বিরোধী অপপ্রচারের আক্রমণ অনেকই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই সব প্রচারকার্যের সাফল্যে দুই ধর্ম সাম্প্রদায়িক বিভেদের সৃষ্টি হইতে পারে। সম্প্রতি প্রচার সাম্প্রদায়িক বিভেদের আমেরিকা হইতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ভারতের সহিত সাক্ষাৎকারে আসিয়াছেন, বিশেষ দূতের (ইনি ইংরাজ, না আমেরিকান?) বিশিষ্ট "মিস্ ইজ্, ইন্ডিয়া" নামক গ্রন্থে বিশিষ্ট হইয়াছে, মার্কিনী সব লক্ষ মুসলমানকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। অবশ্যপ্রয়োজন ভারতীয় বিভাগে বিভাগের দেখা তাঁর পরিবর্তন ভাইসরয় লেখিন ঠাঁহাকে আমেরিকা প্রচারের অধিকারে পর্যন্ত প্রচার করিয়াছেন, আমেরিকা বিশ্বাসের মুসলমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুইলস বিদ্যার বৈজ্ঞানিক তাঁহাকে জানাইয়াছেন, "ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকার মুসলমান আসে। কম্পিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশই আমেরিকার মুসলমান হইবার পক্ষে হইবে না।" উপরোক্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক দলের অবাধ প্রতিনিধি অধ্যাপক বিশিষ্টমুখার্জি, বিজ্ঞান আনাইয়াছেন, আমেরিকার মুসলমান আন্দোলন ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমিবার অত্যন্ত সচিবের আগ্রহান্বিত। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁহাদের আর আলোচনা, কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের অজ্ঞতা অসম্ভবীয়। বিশিষ্ট লোকের তাঁহাকে এই করিয়াছেন, ভারতের মুসলমানদের উচ্চ মর্যাদা লোকেরা কি আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন?

ভারতবর্ষ সম্পর্কে এমন অজ্ঞতা এদের এবং হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সম্প্রদায়কে হীন প্রতিপন্ন করার এমন অসম্ভব প্রচেষ্টা প্রতিবাদের করার জন্য ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এর অবস্থানে দেশে ভারতের পক্ষ হইতে স্থায়ী ও সুগঠিত প্রচার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার একান্ত আবশ্যক। এমন প্রচার-কেন্দ্রের উপযোগিতা প্রমাণই বুঝি পাইবে। সম্প্রতি আমেরিকা হইতে যে সব বিশিষ্ট ভারতীয় ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় এক বাক্যে জানাইয়াছেন, সাধারণ আমেরিকানরা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর সহানুভূতিশীল। তাঁহাদের এজন্য তথ্য সরবরাহের বাহির সম্পর্কে আমাদের উদাসীন থাকা উচিত হইবে না।

• • •

বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সরকারের আংশিক ভঙ্গ বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে মন্তব্য করিয়াছি। কংগ্রেসকর্মীদের উপর দমননীতি প্রয়োগ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীজি সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন। সংবাদ আসিয়াছে, বিহার মন্ত্রিসভার মার্কি নীতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এক আলোচনার আহ্বান করিবেন। মন্ত্রিসভা ও আইন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হইতে পারে উপরোক্ত আলোচনা-বৈঠকের আশা তাহাই উদ্দেশ্য। সংবাদটা সত্য হইলে বলিতে হইবে, মন্ত্রিসভা যে আশা হয় নাই বিহার সরকার তেমন দুঃ এতদিনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, সোনারের বিষয়ে আমরা আমরা প্রকাশ করিয়াছি।

• • •

'হিন্দুস্থান টাইম্সের' এলাহাবাদের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, সেনাই-প্রস্তাবের আলোচনার জন্যই যদি আন্তর্জাতিক কোন সম্মেলন বসিবার সম্ভাবনা দেখা যায় এবং সেজন্য দুর্গ মীমাংসা হইতে তাহাতে কমিটির কার্যালয় সম্ভবপর যদি তাহা অনুমোদন না করেন, তাহা হইলে সেজন্য দেশের কর্তব্য কি—সেই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর সহ কথা হইয়াছিল। মহাত্মাজী নাকি জানাইয়াছেন, তাহাতে কমিটির সভ্যগণ যদি আপোষের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন বলে না করেন তাহা হইলে তাহারা পদত্যাগ করিবেন এবং তাঁহাদের উপর তাহাতে তাহাতে কমিটির কোনরূপ দায়িত্ব থাকিবে না। তবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন বন্ধ তাঁহাদের সমর্থন করিবে দুই। যেসব কমিটিতে এখনও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার উপদেষ্টা রহিয়াছে, তাহা তা

ভারত সরকারের বাজেট

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের অর্থসচিব সার ফ্রেডেরিক রেইসম্যান আগামী বাজেট পরিষদে অর্থসংস্থানের আগামী ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন এবং গত ১৯৫৩-৫৪ সালে ও চলতি ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারত সরকারের আয়ব্যয় ও ঘাটতির পরিমাণ কিরূপ দাঁড়াইবে তাহার হিসাব দাখিল করিয়াছেন।

গত বৎসর যখন চলতি ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে সঙ্গে ফ্রেডেরিক জানাইয়াছিলেন যে, ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারত সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয় ৯৯ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। কিন্তু এবারে চলতি হিসাব বৃদ্ধে তিনি জানাইয়াছেন যে, উক্ত ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারত সরকারের ঘাটতির পরিমাণ ৯৯ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার স্থলে ১৬৮ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। চলতি ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারত সরকারের মোট ব্যয় ৫৮৪ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা ধার এবং ৩৯৬ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা ধরা হইবে মনে করিয়া মোট ৭৮ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া গত বৎসর বাজেট উপস্থিত করিবার সময় জানান হয়। কিন্তু এবারে চলতি বৎসরের ৯৯১০ বাজেট আয়ব্যয়ের বিশ্লিষ্টতা পর করিয়া অর্থসচিব এখন জানাইয়াছেন যে, চলতি বৎসরে ৩৯৬ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা আয় এবং ৫৬৫ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। কাজেই চলতি বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ ৭৮ কোটী ৯১ লক্ষ টাকার স্থলে ইহা ১৬৯ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা হইবে। আগামী ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আয়ের পরিমাণ ৫৪০ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ৫১৭ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকা ধরিয়া মোট ঘাটতির পরিমাণ দেখান হইয়াছে ১৭৩ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা। পরে এই ঘাটতি পূরণের জন্য তিনি নেপোলীয় উপর বিভিন্নরূপ প্রস্তাব ও পরোক্ষ ট্যাক্সের ব্যবস্থা করিয়াছেন—যথা (১) ১৫ হাজার টাকার উপরের আয়ের উপর আয়করের হারবৃদ্ধির পরিমাণ প্রতি টাকায় এক পয়সা ধরিয়া বৃদ্ধি করা হইবে, (২) তামাক পাতাসের হারও বৃদ্ধি করিয়া প্রতি ৫০ তোলায় ৮৯ আনা করা হইবে, (৩) চৌনিজোতের উপর যে এক-তৃতীয়াংশ সাহায্য বর্তমানে রহিয়াছে তাহা বৃদ্ধি করিয়া অর্ধেক করা হইবে (৪) আমদানী ও এক্সপোর্ট চৌনিজাতের উপর সাহায্যের পরিমাণ যথাক্রমে এক আনা ও দুই আনা বর্ধিত করা হইবে, (৫) তামাকের উপর আমদানী-শুল্ক বর্ধিত করা হইবে। ভারত সরকারের অর্থসচিব বলেন যে, এই সব প্রস্তাব ও পরোক্ষ ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে অর্থসংস্থানের মোট আয় ৮ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা বাড়িবে। এবার আগামী বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ অনুরূপ পরিমাণে কমিয়া ১৪৪ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে।

৭ জানুয়ারী সংশোধিত ঘাটতির পরিমাণ সম্বন্ধে যে সঠিক হিসাব দিয়াছেন প্রকৃত অবস্থা তাহা অপেক্ষা কতকে বেশী ভেবেছিল। গত ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার সময়ে অর্থসচিব বলিয়াছিলেন যে, ঐ বৎসরে মোট ঘাটতি হইবে ৪০ কোটী ১১ লক্ষ টাকা। পরের বৎসর এই হিসাব সংশোধন করিয়া বলা হয় যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৯৯ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। এখনে হিসাব বৃদ্ধে বলা হইয়াছে যে, ঐ বৎসরে ঘাটতি হইবে ১৮৯ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেট উপস্থিত করার কালে ঐ বৎসরে যত টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া বলা হইয়াছিল এখন দেখা যাইতেছে যে ঘাটতি তাহা অপেক্ষা প্রায় সোয়া কোটী টাকা বেশী হইয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেট উপস্থিত করার কালে এই বৎসরে যে পরিমাণ ঘাটতি হইবে বলিয়া বলা হইয়াছিল এখন বলা হইতেছে যে, তাহা আসল ১৯ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। আগামী বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ১৯৫৫-৫৬ সালের হুবহু হিসাব দাখিল করা হইবে তখন হয়ত এরূপ বলা হইবে যে, ঘাটতি আরও ৭০।৮০ কোটী টাকা বেশী হইয়াছে। আগামী ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৪৪ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ১৯৫৫-৫৬ সালের হুবহু হিসাব দাখিল হইবে তখন হয়ত দেখা যাইবে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই বৎসরে ঘাটতি হইয়াছে ৩০০ কোটী টাকা। মোটের উপর ১৯৫৩-৫৪, ১৯৫৪-৫৫ এবং ১৯৫৫-৫৬ এই তিন বৎসরে মোট ঘাটতির পরিমাণ দেখান হইয়াছে ৩০০ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু উপরে বর্ণিত আশঙ্কা হইতে উহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এই তিন বৎসরে ঘাটতি ৭০০ কোটী টাকার কম হইবে না। এই যে বাজেটে আয়ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের সাহায্যে ভারত প্রত্যেক বৎসরেই ঘাটতির পরিমাণ সম্বন্ধে ঘাটতির তুলনায় অনেক কম করিয়া দেখান হইতেছে তাহা কেবল অজ্ঞতা-প্রসূত ধরিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না —ইহা ইচ্ছাকৃত বলিয়াই মনে হয়। বাজেট উপস্থিত করার সময়ে প্রকৃত অবস্থা সেপ্টেম্বরীয় সময়ে উপস্থিত করিলে সেপ্টেম্বরী অর্থসংস্থানের অধিবাসীরা হয়ত বেশিরা এবং উহার ঘাটতির পরিমাণ উপলব্ধি করিয়া আসন্ন ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িবেই কি এইজন্যই হিসাবের কারচুপির অবলম্বন করা হইতেছে?

কিন্তু আসল সরকারের ঘাটতি সম্বন্ধে উদাসীন দেখা যায়। গত ১৯৫৩-৫৪ সালে সংশোধিত হিসাবের সময় তুলনায় হিসাবে ৯০ কোটী টাকার কম ব্যয় হইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে এই বৎসর ব্যয়ের পরিমাণ ৯০ কোটী টাকার কম

দি ক্রিসেণ্ট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস—৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান :
মিঃ আর এম মজুমদার, এডিটর

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মিঃ বি. আবদাল চৌধুরী

জীবনের এক্সপিরিয়েন্স দিনগুলি!

আয় ব্যয়ের হিসাব করলেই ধরা পড়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ। উপার্জন যেমন বর্তমানে আনন্দের হিল্লোল খেলে যায় নিজের মুখে, সঞ্চয়ের ভাও দেখে ভবিষ্যতে আত্মীয়দের মুখও ফুটে উঠে তেমনি হাসি। আপনার সঞ্চয় বাড়ে তুলুন।

আমাদের শ্যামবাজার, কালিঘাট, বহুবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, ল্যান্সডাউন, খিদিরপুর, বেহালা, বজবজ, বাটানগর, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, ঘাটশিলা, কাশিয়াং ও মধুপুর শাখা গড়ে উঠেছে।

ব্যবসা ও লেনদেন শাখা দ্বারাই করে থাকে।

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস- ৫১ আক্রমশাল ষ্ট্রীট - কলিকাতা

হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে এবং আগামী ১৯৫৭-৫৮ সালে এই খরচা ৯৮ কোটি টাকার মত হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। চলতি বৎসরে এবং আগামী বৎসরে এই খরচা বাড়িবার পরিমাণ যেন পূর্বের বৎসরের চেয়ে বেশী হইবে। এমন কোন উচ্চ হিসাব বৎসরে এই খরচা বাড়িবার পরিমাণ হইবে তাহা সঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে ১৯৫৭-৫৮ সালে খরচা কোটি টাকা। বর্তমান পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবার সময়ে এত বেশী যে উহারা সেদিনে ১০০ টাকা মূল্যের বিনিয়োগের জন্য যেই মূল্য ধার্য করিয়াছিলেন সেই মূল্যে উহার বদলে ৫০ টাকার বেশী সম্পত্তি সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাহাই উহাদের দ্বারা মূল্যমান হিসাবে বাড়িয়া পূর্বের পূর্বের মত হইয়া যায়। সেই হিসাবে উপরোক্ত তিন বৎসরে মূল্যমান হিসাবে যে বেসরকারী কোটি টাকা বাড়িয়া হইবে তাহার মোকাবিলা অন্ততঃ ২১ কোটি টাকা অতি হইবে। এই অতি যদি আয়-হারের হিসাবে ৭০০ কোটি টাকা বাড়িয়া পরিমাণ হইবে বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে বলা চলে যে, আগামী তিন বৎসরে জাতীয় সঞ্চয়ের মোট বাড়িয়া পরিমাণ ৯০০ কোটি টাকার কাছাকাছি।

একথা বলাই বাহুল্য যে, বাৎসরিক বিনিয়োগের আনুমানিক পরিমাণের উপরই আমাদের বাড়িয়া পরিমাণ এমন পরিবর্তনশীল হইয়া উঠিতেছে। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের অর্থ সচিব ৮১০ মাসের অভিজ্ঞতা হইতে পরিমাণ হিসাব যে ১৯৫৬-৫৭ সালে বাড়িয়া পরিমাণ হইবে ৯৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এখন বলা হইতেছে যে, ঐ বৎসরে বাড়িয়া হইবে ১১৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। উহার কারণ হিসাবে পরিবর্তনের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, বাৎসরিক ব্যয় হইবে ৯৯ কোটি টাকা বাড়িয়া যাওয়াতেই বাড়িয়া পরিমাণ এত বাড়িয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, বৎসর শেষ হইবার দুই মাস পূর্বেই পরিকল্পনা এরূপ বুঝিতে পারার কথা নয় যে, বাৎসরিক ব্যয় সংশোধিত হিসাবে উহাদিগের যাহার তুলনায় ৯৯ কোটি টাকা বেশী হইবে। ১৯৫৬-৫৭ সালে বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৫৭৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। এখন এই হিসাব সংশোধন করিয়া জানান হইয়াছে যে, উহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৬৪৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। মূলধন হিসাবে ধরিয়া দেখা যাইবে যে, উহার পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। আগামী ১৯৫৭-৫৮ সালে বাৎসরিক ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ৭৯৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। মোট পরিমাণ উহাতে ৫০০ কোটি টাকা ছাড়াইয়া ৭৯৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। আগামী-বারে কি ভাবে এই বিপুল বাৎসরিক ব্যয়ের যোগান হইয়াছে তাহাতেও তাহার মন্ত্রণালয়ের অর্থ সচিব মহাশয়ের মাথেই মন্তব্যের অনেক ব্যবস্থাপত্রিকা প্রদান করিয়াছেন। এই সব ব্যবস্থাপত্রিকা বিশ্লেষণ করিয়া আগামী উপর আমাদের মনে হয় কোটি কোটি টাকা বাৎসরিক ব্যয় যোগা উচিত ছিল এবং তাহা বাদের উপর কত কোটি টাকার বেশী ব্যয় আগামীর মধ্যে যোগা হইবার তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। সময় হইলে পরবর্তী যোগ সংখ্যায় আমরা তাহা বিচার করিব। তবে এই পর্যায় আমরা বলিতে পারি যে আগামী উপর যে বাৎসরিক ব্যয় যোগা হইয়াছে তাহার বহুলাংশে আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং ইংলণ্ডের যাহাই যোগা উচিত ছিল। আগামী অন্যান্য ও পরবর্তীকালে বলিয়াই এই ব্যয় এখানে তাহাদিগকে দাবা করা হইতেছে।

যাহাই হোক ইহাই আমাদের মূল বক্তব্য। অর্থ সচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় [illegible] তাহার মূলধন প্রবন্ধঃ তাহা যে সব কথা বলিয়াছেন তাহার [illegible] তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য মূলধন তাহাদের অন্তর্ভুক্তীয় ইত্যাদিকে . পাইবেন পারে তাহাদের উন্নয়নের সঙ্গে করিবার জন্য পরিকল্পনা কত কি ব্যয় করিয়াছেন অর্থসচিব তাহার একটা বিবিধি দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিজ্ঞাসা করি যে, উন্নয়নের প্রথমেই যদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং তাহা হইলে এখনে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের অন্তরে যে পথ হইয়াছে তাহার অনেক জাতীয় বিকাশ যাহাদের উপরোক্তির পাথার দৃষ্টিন পরিকল্পনার বিভিন্নটিরি মধ্যে বিনিয়োগ করিয়া তাহাদের আমাদের মধ্যে মোট ব্যয় হইয়াছে কেন? পরিকল্পনার প্রেরণা আমাদের বাজারের সরকার অনেক টাকাকার হইয়াছে এবং বেসরকারী অনেক কম মূল্যে পণ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া অর্থমন্ত্রীর আনন্দপ্রকাশ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সেখে বাজারদরের যে এখনও অতি কঠিন ও শোচনীয় তাহা বেসরকারী মহলে অজানা নয়। দুষ্কৃত হার তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। বেসরকারী কম মূল্যে পণ্য পাইতেছে বলিয়া যে কথা বলা হইতেছে তাহাও এবং বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে কঠিনের অভাব সম্বন্ধে তাহা বিচার অধীন। অর্থ সচিব আরও বলিয়াছেন যে, এখনে বলতাবধানের সময় মন্ত্রণ ও সময় মূলধন সমাজের আয় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। উহা সত্য কথা, কিন্তু মন্ত্রণ ও মূলধনের যাহার যে ভাবে বাড়িয়াছে উহাদের আয় সেই ভাবে বাড়িয়াছে কি? অর্থসচিব যদি সত্যসত্যিই মনোভাব লইয়া উহার সন্ধান নিতেন তাহা হইলে মূলধন ও মন্ত্রণের আয় বৃদ্ধির মোকা না দিয়া উহাদের প্রকৃত আয় (Real Income) বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না তাহাই বিচার করিতেন।

অর্থ সচিবের বাজেট বক্তৃতায় আমরা দেশের অর্থনৈতিক ও জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত কথা শোনার আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বাজেটের মধ্য দিয়া পরিকল্পনা অর্থনৈতিক যে আলোচনা ও আলোড়নের সৃষ্টির পাওয়া যাইতেছে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান একটি বৎসরই এত এতটি পৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৫৩ সালের মূল এবং দুষ্কিতের সর্বোচ্চ পরিবিতিতে ইহার প্রকৃত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সমবায়ের সাবলম্বন, বীমাপত্রের বিশ্বাসতা, পরিচালনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই পূর্ণ অগ্রযাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট প্রচলিত বীমা ২৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল— [illegible]
বিনিয়োগের আয়— [illegible]
মোট সম্পদ— প্রায় ৭ কোটি টাকা
বার্ষী বোনস (১৯৮১-৪০) তিন কোটি টাকার উপর
নূতন বীমা (১৯৫৩) ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড,
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

উন্নতির পরিচয়

	১৯৪৩	১৯৪৪
নূতন বীমা	১২,০০,০০০৲	২৪,০০,০০০৲
ডিপোজিট	১,০০,০০০৲	২,০০,০০০৲
বীমা তহবিল	৬,০০০৲	৭২,০০০৲ (অতিরিক্ত সাময়িক)

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

হেডঅফিস—কর্ম্মযোগীর আলোকোজ্জ্বল কক্ষ
৩৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড :: কলিকাতা।
ফোন—কলি : ৭৫৭

খেয়ালীর খাতা

সরকারী চাকুরিয়াদের বাড়িভাড়ার ব্যবস্থাটায় কর্তারা চটিয়াছেন। ঠিক মাসিনা নয়,—মূলভাতা। ইহাদের কবি অভিযোগ করিয়াছেন, মাসে কিছুই আসে যায় না; খোলামকুচি অঙ্ক কোন দায় বিশেষে আর পরের আরতনা হইবে না। মাসিনা সম্পর্কে তাহাই। মূল-ভাতাই বটুক, মাসুলী-ভাতাই বটুক, কিংবা অন্যান্যটারী এলাউন্সই বটুক—আসল কথা বাসের মেষে মোট কত টাকা পাওয়া যাইতেছে। সরকারী চাকুরীতে একটা Caste system আছে। প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী। উহারা অভিজাত। দ্বিতীয় শ্রেণী, টাউ। উহারা মধ্যবিত্ত। তৃতীয় শ্রেণী, চাকর। উহারা ভগবানের। মূল মূল হওয়ার কিছুদিন পর হইতেই অভিজাত শ্রেণীর আর সবাই মাসুলী-ভাতা পাইয়া আসিতেছেন। কাহে কাহে এই ভাতার পরিমাণও বাড়িতেছে। গত অক্টোবর মাসে সরকারের ঠিক করেন যে, উহাদের উচ্চতর কর্মচারীদের মূলেই কল জীবনযাত্রার বৃদ্ধিটি বাবদ একটা মূল-ভাতা দেওয়া হইবে। ইহার সীমানা নির্দিষ্ট হয় এক হাজার টাকা পর্যন্ত। ইহার চাইতে বেশী মাহিনের বেলন তাহাদের মূল-ভাতা পাওয়ার প্রশ্নই নাই সরকারের তখন এই সিদ্ধান্ত করেন। সম্প্রতি এই এক হাজারের সীমানা বাড়াইয়া দুই হাজার করার প্রস্তাব হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইহা মঞ্জুর করিলে প্রাদেশিক সরকারগুলিও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কর্মচারীদের জন্য এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন। যে-যেসব শ্রেণীর তাদ চাকুরিয়ার মাসে মাসিক তিন টাকা বা তাহার উপরে মূল-ভাতা পাইবেন, তাহাদের অভিরিক্ত এলাউন্স পাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা সেকথা তুলিয়া লাভ নাই। তবে আসল কারণটা অনুমান করিতে পারি। শুনিয়াছি, সি, এসের অনেকেই মহীয়ান মূল-ভাতার তালিকা হইতে বঞ্চিত। পাছে বড় চাকুরী করিলেই যাই, সি, এসদের মাহিনা হাজারের কোঠায় পৌঁছে। শুনিয়াছি, সি, এস শ্রেণীর এক বিষাট অংশ যে এক হাজারের সীমা নির্দেশে সুখী হইতে পারেন নাই তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁহাদের জন্যই এই এক হাজার হইতে দুই হাজারের সুফল নিয়ম প্রবর্তন হইতেছে। কারণ ভারতবর্ষে যেসব প্রকৃত প্রতিভিনিধিরা বাহেন ফেলে, তন্মধ্যে মাহিনা হয় পাঁচশত পঁচিশের নীচে, এবং এক-এক-এর কেরল সম্ভবত, কিন্তু পাঁচশতের ঢাকি-ঢাকিটি থাকে খাই, সি, এসদের হাতে।

* * *

খাই, সি, এসেরা বিভিন্ন জীব। তেমা বাঘুনের যেমন বৈভাব হয়কার নাই, খাই, সি, এসদের তেমনি কোন অভিজাত্যের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা সবজান্তা। আজ যিনি হাইকোর্টের হয়তুমা জাজির কাল তিনি হাইকোর্টের 'রেজিস্ট্রার, পরশু তিনি হেডমুহরের চেয়ারে বসেন, তারপর পরশিন তিনি সদরে এস ইনিসার হিসেবে এবং তাহার পরের পর দিন তিনি সাইকিকিক হিসাবে হেডের সেক্রেটারী হইতে পারেন। কোন কিছুই তাঁহার শিখিবার দরকার হয় না। সাদের মেষে ইহাদেরী কর্মিলাভ কিসাই অসম্ভব তাঁহার পারদর্শী, তাহার প্রমাণে সর্বত্র তাঁহার অবাধ অবেশাধিকার। তবু সরকারেরই নয়, সরকারেরও পাহিতেরও। বাংলা মাসিক পত্রিকায় যাহারা গল্প বা কবিতা লিখিয়া থাকেন তাঁহারা অবশ্যই জানেন তাহাদের অনেক ঐ ধিসাবী অসম মেলিয়া তাহু সম্পাদকেরাও মেষের মুখোমুখি হইয়া পড়েন। আই, সি, এস সম্পর্কে এই যে বোধ তাহা আমাদের মেষের বিবাহযোগ্যা কন্যার মা হইতে শুরু করিয়া প্রাদেশিক মন্ত্রী পর্যন্ত সকলেরই আছে। ইহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। অর্থ, প্রতিপত্তি, সমাজ প্রভৃতি-ভাতা এই শ্রেণীগুলিতে একসঙ্গে একটা বিশেষ মূল্যবান বিয়া মূলসাধারণ হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে যে, গুণ বা যোগ্যতার সঙ্গে আমরা পরিচিত হইবার। এমন বিশেষ বিশেষ এই জাতীয় প্রচার কিন্তু করিয়া পরিচয়ের। এমন-কাল ভারতের একিনিয়েন্সী—কর্মদক্ষতা—সম্পর্কে একটা বিশেষ খ্যাতি ছিল। যেন এমনটি আর হয় না। কিন্তু কোন সন্দেহ উহার হইলেই যেমন যায় তাহাদের কর্মদক্ষতা শুধু নিজের মনুষ্যে করিয়া চালাইবার মন্ত্রে।—কতদূর দিনে পাঁচারা অবশ্যই। অবশ্য: বাংলাদেশের বিষয় দুর্ভিক্ষের পরে আই, সি, এসদের একিনিয়েন্সী সম্পর্কে আর তাহাদের মনে বিশ্বাসের মোহ আছিবার কথা নয়। নিজের সহীর সহীদের মতো আই, সি, এসদের আমেরী—সাধুতা—সম্পর্কেও এতকাল একটা বিশ্বাস তাহাদের মনে ছিল। বিষয় দুর্ভিক্ষ, দুর্ভাবেদের পরপাশক সরকার এবং সাহাই জিলাটেকেটের কন্যাদের সে আজ বাস্তবে এমন সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে। Holy Roman Empire সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ কৌতুক এই যে it was not holy, neither Roman, nor an Empire সে ধরনে Indian Civil Service সম্পর্কেও বলা যাইতে পারে ইহা ইণ্ডিয়ান নয়, সিভিল তো নয়ই এবং সার্ভিসের বাস্তবতাও ইহাতে নাই।

* * *

মূল ভাতার কথাই আমার কিন্তু আজ বাকি। অভিজাতদের মূলভাতা। সম্প্রতি সরকারের একটি অভিজাতদের পরিচয় দিয়াছেন। এক হাজার টাকা পর্যন্ত মূলভাতার ব্যবস্থা ছিল, অর্থাৎ এতদূর আছে, সরকারী হন টাকা। কিন্তু অধিকাংশ অভিজাতদের বেলায় এই ভাতায় তার পরকারী ৪ টাকা এবং তাহাদের মাহিনার সীমানার এক হাজারের অনেক সাহে সাত শত। অধিকাংশ মাহিনের উপর অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করিবার কথা কেন কেন মেষে পোষ্য দিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ মাহিনের ভাতা কম দেওয়ার দৃষ্টান্ত নূতন। বিমাহিতের চাইতে অবিবাহিত অভিজাতদের বরং কম এই অজুহাত করিয়াই এই ব্যবস্থা হইয়াছে সন্দেহ নাই। আশা করি অন্যান্য মাহিনার ব্যাপারেও এই নিয়ম অনুসরণ করা হইবে। অনুমতি অবিবাহিত সরকারেরও চাকুরীর বিজ্ঞাপনগুলি কি রূপ হইতে পারে আমরা একটা নমুনা দিতেছি :—"সমবাপি—ভারত সরকারের দপ্তরের বিভাগের জন্য একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের আবশ্যক। কোন বাঘনারী কলেজে পাঁচ বৎসর মাহিনপূর্ণ পদে কাজ করিয়াছেন এমন আমেরিকান বিদ্য সর্বাগ্রে নিয়োগ করা হইবে। বেতন অবিবাহিত হইলে ১০০-১২-৩০০। বিবাহিত হইলে ৩০০-৩০-১০০। বিবাহিত ও এক সন্তানের পিতা হইলে ৭০০-৪০-১০০০। বিবাহিত ও দুই বা অতোধিক সন্তানের পিতা (মূল সন্তান গণনা করা হইবে না) হইলে ৮০০-৭২-১৪০০।"

* * *

সরকারেরই আরবানী শীতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য নিখিলে বাঘনারীরে। এক প্রতিনিধি দল মুসলিম বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী সি হাবিবুল্লা ও বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী সি গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বাঘনারী বলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন আলা ভাই ঈমাম। বাঘনারীদের বক্তব্য এই যে, সরকারেরই হিসাব হইতে তাহা আমরানী শুরু করার পর হইতে [illegible] শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি [illegible] তাহারা [illegible] সরকার [illegible] সরকারী [illegible] দেওয়া [illegible] শুরু [illegible]

উহাদের বক্তব্য। যদি দেখা যায় যে, আমদানীর পরের এক লাখ সাইকেল যথেষ্ট এবং দেশীয় কারখানাগুলিতে বৈদেশী সাইকেলের সংখ্যা বৎসরে মাত্র ৩০ হাজার, তবে সরকারেরই বিদেশ হইতে আমদানীর সংখ্যা ৭০ হাজার বাড়িয়া দিবেন। ইহাতে দেশীয় সাইকেল শিল্প ফাঁকি বিস্তারের সুযোগ পাইবে, অথচ সাইকেল ভোক্তারাও অল্প-বিস্তর বেশি কবিবে না। ব্যবসায়ীদের কাছে এই জবাব কতখানি কতিকর হইবে বলিতে পারি না। কিন্তু অর্থনীতিবার—ভোক্তা - হিসাবে আমি ইহাতে আদৌ কিছু বেবিতেছি না।

* * *

দেশীয় শিল্পের উন্নতি যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা কিন্তু বাহারা বিদেশে তাহাদের কথাটার একেবারে অবজ্ঞা করিবার হয়। বিদেশ হইতে আমদানী একেবারে বন্ধ হইলে অবশ্যই যে কি ভীষণ তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত বছর বিলাতী কাউন্টেন পেনের আমদানী অবশ্য দুখী হয়। এক শিলি দুইয়ে লাভ পাঁচ টাকায় বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি, এক শিলি লোহার কালী আর টাকা চার আনায়। ঐ সময়ে তিন চারটি দেশী কোম্পানী কাউন্টেন পেনের কালী বাহির করেন। তাঁহাদের এক শিলি কালীর দাম এক টাকা বারো আনা হইতে শুরু করিয়া দুই টাকা চার আনা পর্যন্ত। অটেক কালী প্রস্তুতকারকের সঙ্গে মৌখিক আলাপ ছিল। তাহাদের একজন দামের কথা বলিতে গিয়াছেন—'দেখাই, আজকাল ৩৪ আর ৫০ রকমের এক দেশী যে এক টাকা বারো আনায় একশিশি কালী মেলিয়া এক আনা লাভ থাকে।' ইহার উপরে কথা নাই। কিন্তু সম্প্রতি দেখি এক কারখানা দুইটি কালী আশিয়া শৌশিয়াছে ও কের টাকা শিশি হিসাবে উহা বিক্রয় হইতেছে অথচ ঐ কারখানার কালীর দাম সাত আনার বাহির আসিয়াছে। দেখিতেছি আমাদের আশিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ওই সব প্রস্তুতকারের সম্পর্ক অত্যন্ত বদিয়া গিয়াছে। ফোটের উপর সত্য কথা বলিতে কি, আমরা—যাহারা দুইয়ে আনায় কালীতে অভ্যস্ত কবিবার প্রবিয়া পাই নাই—তাহারা এই তিন বছরে অনেক কালি, আমা, দুধা, কালক, পেনিল অনুপ্রভৃতি কিনিয়া কিনিয়া এবং বিদ্যা পাইয়াছি যে এখন আর কারখানার কাছে দেশীয় শিল্পের Protection চাহিয়া চেঁচাইবার মতো ভরসা জোর পাইতেছি না!

* * *

গত দশকের কবিদের লাইনিতে সন্ধ্যা নিজাতের অনেকের বন্ধুর একটি চিত্রপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কবিদের লাইনিতে সন্ধ্যা আমার প্রতি আমার কোন মোহ নাই একথা স্বীকার করিতেছি। লাইনিতে লাইনিতেই, তাহাতে কবিদের, মুনিবলীর, তপস্বিনীর মতিয়া চিত্রিত করিবার প্রয়োজন নাই। লাইনিতের মাত্র দুইটি পরিচয় আছে, একটি নারীত লাইনিতে, অপরটি বাস্তবিকাস। ইহা ছাড়া লাইনিতের কোন বিশেষ বাণী দেওয়ার চেষ্টাটা আমার কাছে হাস্যকর ঠেকে। মোর হয় 'ভাসাইনিয়োগী লাইনিতে সম্পর্কে 'সুধী লাইনিতে লাইনিতে সমিতি' ইত্যাদির পাল্টা জবাব হিসাবে কবিদের লাইনিতে সন্ধ্যা নামের উদ্যম। সে যাহাই হউক, বিভিন্ন-শ্রেণীর এই লাইনিতে কবিদের তাঁহারা একটি সমকালীন লাইনিতে-প্রেম। কবির আমলটি মেলিয়া একথা অনেকেরই মনে হইবার যে, সমসাময়ের অন্যান্য কারণে তাহারা [illegible] [illegible] [illegible]

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাংলার ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুসংখ্যা—সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে স্যালারেকৌরী সেক্রেটারী বাংলার সহর ও পল্লী অঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগে গত ১৯৪৪ সালের যে মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৯ মাসে মোট ২,৪৪,১১১ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্যালারেকৌরী সেক্রেটারী আরও জানান যে, উক্ত ২,৪৪,১১১ জন মোকের মধ্যে ৩,৫০০ জন সহরবাসী ছিল। গত ১৯৩৯ ও ১৯৪১ এবং ১৯৪১ সালে অনুরূপ সময়ে যে মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত যথাক্রমে ২,৭৩,৪৯৯ জন, ১,৯৮,৩৩১ জন এবং ১,৫৮,৯০৯ জন ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল বলিয়াও স্যালারেকৌরী সেক্রেটারী মোকদা করিয়াছেন।

বাংলার মহামারীর জন্মকুণ্ডলী—সম্প্রতি বঙ্গীয় পরিষদে শ্রীযুক্ত বি এন মল্লিকের এক প্রশ্নের উত্তরে রায় যোগেন্দ্র সিং বহরমপুরী ও অন্যান্য কয়েকে বাংলা, বিহার ও বালাবারে কলেরা মৃত্যু-সংখ্যার একটী হিসাব উপস্থিত করেন। উক্ত হিসাব অনুসারে জানা যায় যে, গত ১৯৩০ সালে বাংলার মোট মৃত্যু-সংখ্যা ১৮,৭০,১৪১, বিহারের মোট মৃত্যু-সংখ্যা ৫,৩৪,১৫৩ এবং বালাবারের মোট মৃত্যু-সংখ্যা ১,২৩,৭৮৭ ছিল। রায় যোগেন্দ্র সিং আরও জানাইয়াছেন যে, গত ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলায় মৃত্যু-সংখ্যা ১৪,৭১,৫৮৪, বিহারে ৪,৮৮,৫৫৩ এবং বালাবারে ৭১,৫৩৮ ধরা পড়িয়াছিল। এই সকল সংখ্যার মধ্যে কলেরা, বসন্ত এবং অন্য প্রকার রোগের মৃত্যু-সংখ্যা ধরা হইয়াছে বলিয়াও রায় যোগেন্দ্র সিং উল্লেখ করেন। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বি এন মল্লিকের আর একটী অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে রায় যোগেন্দ্র সিং আরও জানান যে, গত ১৯৪৪ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের খাতে লাশ দাহ এবং কবর দেওয়া ব্যক্তির সংখ্যা সাড়ে-তেরো হাজার। গত ১৯৪৩ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের খাতে লাশ দাহ এবং কবর দেওয়া ব্যক্তির সংখ্যা সঠিক সম্পূর্ণ রূপে অভিযোগে পরিবর্তে উপস্থিত করা সম্ভব হইবে না বলিয়াও রায় যোগেন্দ্র সিং জানাইয়া দিয়াছেন।

পরলোকে রাঁ সাহেব ভবানীদাস মোদী—কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রাঁ সাহেব ভবানীদাস মোদী গত মঙ্গলবার (৭ই মে ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যা ৭৪ বৎসর বয়সে ৪৩ নম্বর বেলেঘাটা রোডস্থ তাঁহার বজবজ সন্তোষপুরের পরলোকগমন করিয়াছেন। রাঁ সাহেব অতি নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করিতেন। বাংলার গত দুর্ভিক্ষের সময় তিনি দুঃস্থদের সাহায্যার্থে প্রায় ৫০ হাজার টাকা দান করেন।

বাংলা অবর্ণমেন্টের উদ্যম—বিদ্যুতের ইলিশিয়াল কমেন্স এবং চাকার আলোচনা স্কুলের সম্প্রসারণ এবং বাংলার শিল্প সম্প্রসার উক্ত শিক্ষা বাহের ব্যবস্থার সম্পর্কে আলোচনা ও সুপারিশ করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভাপতিত্বে একটী কমিটি সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উক্ত কমিটী আশা করা ৯মাস হইতে তাহ আরম্ভ করিবেন এবং আগামী ৫ বছরের মধ্যেই উহার কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যবাণিজ্যিক শিক্ষা প্রবর্তন—ভারতীয় সদস্যগণসভাগণ সভার সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যবাণিজ্যিক শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বোর্ডের রেজিষ্ট্রারের উদ্যোগে এক সভা আহূত হয়। ডাঃ বি সি রায় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, অধ্যাপক সত্যেন্দ্র মোহন, অধ্যাপক বিমলকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে, ডাঃ হীরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সান্ধ্যবাণিজ্যিক শিক্ষা পরিকল্পনার খসড়া উক্ত সভায় বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ার পর উক্ত পরিকল্পনার প্রথম প্রথম শ্রেণীগুলি সত্বরই প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সভার আলোচনার ফলের সূত্রে সান্ধ্য বাণিজ্য সান্ধ্যবাণিজ্যিক বিষয়ে অন্য এক সাব্যতাত্ত্বিক প্রসঙ্গের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী সাব কমিটি গঠিত করা হইয়াছে :—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত বেসেন্দ্রনাথ ঘোষ ও ডাঃ হীরেন্দ্রনাথ সেন।

কলিকাতায় মশক রোগে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি—গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে ২৯৮ জন কলিকাতার মশক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৮১ জন উক্ত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। গত বৎসর অনুরূপ সময়ে (গত ১৯৪৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছিল) ২২০ জন লোক বসন্তে মারা গিয়াছিল। গত ১৯৪৪ সালের ১৪ই অক্টোবর হইতে কলিকাতায় মশক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয় এবং বাংলা সরকারের ও কলিকাতা কর্পোরেশনের সর্ব্বপ্রকার প্রতিরোধক ব্যবস্থাদি সত্ত্বেও গত ১৯৪৪ সালের ১৪ই অক্টোবর হইতে আলোচ্য সপ্তাহ পর্য্যন্ত ৫,৮৭৫ জন মশক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন জায়গে মোট মৃত্যু-সংখ্যা ২৯৪ জন। উহার পূর্ব্ব

সনাতনী

"মুখ তো শেষ করে এলো" বলিতে বলিতে মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থানের আয়োজন আনিয়া উঠিয়াছিল। ইতিমধ্যে আমরা মুখ ফিরাইয়া উঠিয়াছিলাম। গ্রামের বধূ হইতে ৬০ বৎসরের সকলেই এই আত্মীয়ের সখা। মৃত্যুশয্যা মশারির মুখ হইতে কথা বাহির হইবে না হইলেই ডাক্তারির হইতে একদমে ধরা হইল—"আজকের কি খবর মৃত্যুশয্যা মশায় ?" মৌন ডাক্তারিত্বের ভোম ভিতে প্রশ্নকর্ত্তার মা করিল, যেন কোন কথাই ফুরায় নাই, ভিতর হিতি আসন্নটাকে ফাঁকিয়া বলিবার এবং পার্থিবের পরমকাল ভোরে যাওয়াতে টান করিয়া আসনার মশায়ই অনুমতি করিয়া বলিলেন—"তা তো আমাই যাবে।" আশ্চর্য্যে একেবারে মুক, এ কি হলে কি বার ? সমস্যাসুর করিয়া উঠিল—"কথাটা ঠিক বলো না মৃত্যুশয্যা মশায়, রাজনীতির দিক থেকে আপনারী একটার পর একটা মারাত্মক ভুল করে গেছে এবং তাহাই সমস্যার অধিকারী। যেমন না বেন—গত পর ভবের উদ্যমে অসহযোগ সৃষ্টি করার করে দেশবন্ধির সম্মতো ভাঁবিয়ার উপরে এবং এই ভোম ভুল তার সমাধান ভুল।" আশ্চর্য্য মৃত্যুশয্যা মশায় একটী উক্ত হইয়াই বলিলেন—তোমাদের অসহযোগ-আন্দোলন-রাজনীতির চালাকি আমরা বুঝিতে পারি। অমুই মূলে একটা জিনিষ আমরা বো যে, না তাও বার না। আশ্চর্য্যের সমস্যে পাওয়া যায় তোমরা আজি তখনকার অসহযোগের ভবেরো। আচ্ছা, বলতো যে, যে বৌকাটা মারা পথ ভেঙ্গে এলো, কথা নেই, কথার কাছে এসে যেন ডুবে। কেন ? এতে কি মজার চাও ? সেবারের তো দেখলুম যে, তোম কর্ত্তারা সর্বাস্ত করে পরবর্ত কলমাম। আমি বাবা ঠিক আছি। তারিণীচরণের অকস্মাৎ উদ্যম বিস্তারিত হইল। সমস্ত কি যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে এক মুখর্দন মুখর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সহিত চোখোচোখি হইতেই সমস্ত মুখকে ভড়াইয়া ধরিল এবং গলের পর গলে তাহাকে উজাড় করিয়া ঢালিল। "বিধান তুই কবে এলি ?" ...বিধান একে একে সকল প্রশ্নের জবাব দিয়া বলিল—"আচ্ছা, সে তো হোলো। কিন্তু এখনো আসল জিনিষ বলে আছিস যে ? আজকের বিষয় বিষ্টীর কথা তো মনে কিছু থাকা উচিত। সমস্ত বলিল—মনে হই কি—এখানে একটু ঘরে নিয়ে-ছিলুম মৃত্যুশয্যা মশায়ের সঙ্গে। তা প্রভু। কি মৃত্যুশয্যা মশায় ঠিকমে পারছেন না—ও পঁয়ের চৌধুরীদের ছেলে আমাদের বিধান। আপনারা সমস্ত সমাই সনাতনীর প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে সকলেই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নদীতীরের পথ ধরিল।

পাশাপাশি দুই গ্রামের বধূ পথে নদীর দিকে মুখ করিয়া যে দৃশ্য বিষম বাঙালী বাড়াইয়া আছে তাহার কাঁকের গায়ে লেখা রহিয়াছে—"সনাতনী" সনাতনীর মূলে এক অবাঞ্ছিত কথন ইতিহাস নিহিত আছে সে কথা বধূরা। আজ আর কেহ মনেও করে না। দুই গ্রামপতি বালকার জীবনের সাধনায় প্রচুর অর্থ ও একমাত্র উত্তরাধিকারী সমাজসহ লইয়া এইখানেই ঘর বাঁধিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বাঁধিতে না বাঁধিতেই দুরন্ত ঝড়ে উড়াইয়া দিল। অতিশয় অসহায় সমাজের দুঃ একদা যেমন সকলের আগ্রহে এই গ্রামে আসর লইয়াছিলেন তেমনি ইহলীলাবসের সকল ব্যবস্থা এখানেই উপায় করিয়া দিয়া এক রাত্রির আঁধারে কোথায় চলিয়া গেলেন কেহই জানিল না !

সমস্যা যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে এক বিরাট জনতা যেন গ্রাম দুইটী আড়িয়া পড়িয়াছে। আশা পাওয়া বিধান নাই—একটী সমস্ত আশা করে নাই। ইতিমধ্যে কয়েকজনের মন্ত্রণা হইয়া গেল —সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"বিধান, তোমাকে আজ কিছু বলতে হবে।"

"আমাকে" ?

"হাঁ।"

বিধান ধীরে ধীরে সভাপতির পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল—"আমি আমাই, আজকের দিনে আপনাদের কাছে আমার কি বলবার আছে। যে সর্ব্বহারা বাহুটী আজ গলা ধরে ঝুলে আছে আজ আমাদের অবরে মুছে দিয়ে গেলেন, তাঁদেই সর্ব্বশেষে আমার প্রণাম জানাই। কবের কথাও পূর্ব্বে আমরা দুজনের যে প্রথম বাদন করেছি আজ তাকে আমুই বা বিসর্জনের বাহী করলে চলবে না।

আর মূলে মনের অভিপ্রায় আজও সত্য—অর্থাভাবের উপায় নেই। পুইদিঘা বসন্তের আরম্ভবাসী হিসেব করে আমরা বাঙালী যে আজ নিজে গ্রহণ করি আজে "ফিউচারিস্ট দি" বলেও সেই মনেই আমরা পঞ্চাশটা ৯৯ জন খুলি বাবু সৌর্যালো, সুধাময়ী ও পুষ্টিবর্দ্ধনার এক আরেই করে দেবো যেন ফেটিভেরি যার শিশুর কথা থেকে বেদিন আমরা মুক্ত করতে পারিনি আমাদের এই বিয়েমন্দকে, সমাজমন্দকে। তাই আমাদের মধ্যে পরিমাণে বাস্তবান করা (ফিউচারিস্ট দি) প্রয়োজন—এবং তার একমাত্র সহজ উপায় বাই-সিক্টা-দি- মেকল —যার উপকারিকা সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত। আমার আশা আছে।

সালের বিভিন্ন আইনে মোট মুক্তা-সংখ্যা ছিল ১৭৪ জন।

ভাক বিভাগীয় পার্শেলসমূহ—সম্প্রতি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ভারতীয় ভাক বিভাগের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ৮০০ ফোলা পর্যন্ত ওজনের অন্তর্দেশীয় পার্শেলসমূহ যথাসম্ভব সমস্ত ভাকঘরেই গ্রহণ করা হইবে। সরকারী পার্শেলসমূহ, রাজকীয় সৈন্য বাহিনী এবং তাহার অধিনস্থ বিভাগীয় সৈন্য বাহিনী সম্পর্কিত পার্শেলসমূহ উক্ত নিয়মের আওতে পড়িবে না বলিয়াও সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হইয়াছে।

ঢাকা জেলায় মুক্তাসংখ্যা—বিভিন্ন কারণে পত ১৯৬৪ সালের হিসেবের মতে ঢাকা জেলায় ১১,১৭৩ অবৈধ মোক মুক্তাসুখে পতিত হইয়াছে। পত ১৯৬৫ সাল এবং ১৯৬৬ সালের হিসেবের মতে ঢাকা জেলায় যথাক্রমে ১৩,১১৬ জন এবং ৪০,৬৯৭ জন বিভিন্ন কারণে মুক্তাসুখে পতিত হইয়াছিল। ঢাকা জেলায় পত ১৯৬৭ সালের হিসেবের মতে ১১,২০৩ মুক্তা সংখ্যার মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইতেছে ৫,৫৪০। পত ১৯৬৩ সাল এবং ১৯৬৭ সালের হিসেবের মতে ঢাকা জেলায় যথাক্রমে ১,২৬৯ জন এবং ১৩,৭০৫ জন ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ঢাকা জেলায় পত ১৯৬৪ সালের হিসেবের মতে ৬,৮০৫ জন অন্তর্ধান করিয়াছে। পত ১৯৬৫ সাল এবং ১৯৬৬ সালের হিসেবে মতে যথাক্রমে ১১,৪৬০ জন এবং ৭,১৭১ জন ঢাকা জেলায় অন্তর্ধান করিয়াছিল।

রেডিও মেরামত সম্পর্কে নূতন নির্দেশ—ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ হইতে সম্প্রতি জনসাধারণকে জানানো হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি কোন রেডিও ব্যবসায়ীর নিকট রেডিও সেট মেরামতের জন্য লইয়া গেলে সরকারী পরিদর্শন কাজের সুবিধার জন্য ব্যবসায়ীকে তাঁহার মেরামত লাইসেন্স দেখাইতে হইবে এবং ব্যবসায়ী লাইসেন্সটির নম্বর ও মেয়াদ লিখিয়া লইবেন। বৈধ লাইসেন্স না দেখাইলে উক্ত সরকারী নির্দেশানুসারে ব্যবসায়ী ব্যক্তিকে সেই গ্রাহকটির তালিকা পাঠাইবেন না।

জনশিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল্লাহ—প্রকাশ, ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৬৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সরকারের ১০৭টি লাইসেন্স প্রাপ্ত ৬১৭ টন কনস্ট্রাকশনস্ জনশ্রু বা অবলাবাহনের আমদানী পরিমাণ সম্পর্কে আমদানী হইয়াছে। এই আমদানীকৃত জনশ্রুর মধ্যে আসাম, উত্তরপ্রদেশ, কুবের ক্রেন, ট্রাইপডারটন, এলার্ম ঘড়ি, ড্রিল মেশিন, আবহাওয়া যন্ত্রপাতি ছাড়া এমন কয়েক প্রকার জিনিষ আছে, আমদানীকৃত প্রকারের সাহায্যকারে, যেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা হয়।

বেসরকারী ব্যাঙ্কসমূহ—সম্প্রতি ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬৭ তারিখে বেসরকারী ব্যাঙ্কসমূহের কার্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৮৮৪ এবং ইহাদের মোট শাখা সংখ্যা ছিল ৪৪৭৭। ১৯৬৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৭৭৭ কোটি টাকা। ১৯৬৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৭৭৭ কোটি টাকা। ১৯৬৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৭৭৭ কোটি টাকা।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ২, হরেল এভেন্যু লেন, কলিকাতা

মূলধন

অনুমোদিত	বিক্রীত	আদায়ীকৃত
৪ কোটি টাকা	২ কোটি টাকা	১ কোটি টাকা

(বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন শীঘ্রই যথাক্রমে ৪ কোটি ও ২ কোটি টাকায় পরিবর্ধিত হইবে।

কলিকাতার স্থানীয় বোর্ড :

সভাপতি : মিঃ এস এ ইস্পাহানী

স্যার আবদুল হালী সাহেব, মিঃ এ বি লালা, মিঃ আই পি খোয়েজা,
মিঃ বৈদ্যনাথ জালান, মিঃ কে বি সিংহানী, মিঃ মহাবীরপ্রসাদ বিড়লা।

কলিকাতার শাখাসমূহ :

প্রধান অফিস : ২, হরেল এভেন্যু লেন।

৩ এইচ ধিয়েটার রোড—ব্যালেগঞ্জ

ভারতে ও বিদেশে সর্বপ্রকারের ব্যাঙ্কিং কার্যাদি করার পূর্ণ ব্যবস্থা আছে।

ম্যানেজার :	কর্মসচিব (ভারপ্রাপ্ত) :	ভারপ্রাপ্ত :
কে পি সেনগুপ্ত	বি কে মিত্র	এম এম ব্যানার্জি
ম্যানেজার	ম্যানেজার	ম্যানেজার

টেলিগ্রাম : "UCOBANK"

টেলিফোন : ক্যাল ৬৪৭৮

বি বি চাটার্জি
জেনারেল ম্যানেজার

শক্তি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫৬, ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত—১৯১৯

ব্রাঞ্চ—চুঁচুড়া, চাটমোহর, কুষ্টিয়া, কুমারখালি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস মহাশয়ের পৌরোহিত্যে
৩রা জানুয়ারী হাওড়া ব্রাঞ্চের উদ্বোধন হইয়াছে।

প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হইবে।

অতি সুবিধায় সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বিবরণীর জন্য আবেদন করুন।

জেনারেল ম্যানেজার—বি. এম. সী।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস. কে. নন্দী।

মিঃ বি বি সি ঘোষেরডা, মিঃ এম বসু, মিঃ এন এন বসু, শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র রায়, মিঃ কে বসু, শ্রীযুক্ত সুনীতিরঞ্জন রায়, মিঃ এন এন বসু, মিঃ এস চাটার্জ্জি, মিঃ আর বসু। যে সকল সভ্যদের ফোন-নম্বর দেওয়া হইয়াছে—মিঃ বি সি ঘোষ, মিঃ বি কি মুখার্জ্জি, মিঃ কে কে রায়, মিঃ এন এন বক্সি, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, মিঃ বি মৈত্র, মিঃ চারুচন্দ্র ঘোষ, মিঃ এইচ সি সরকার, মিঃ সি কে বাগচী, মিঃ বি ই বটব্যাল, মিঃ এ কে সেন, মিঃ এন সি ঘোষ।

ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যাঙ্কার্স রেজিষ্ট্রি আইনসংক্রান্ত—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত এ এন চট্টোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থ-সচিব স্যার জন্মনারায়ণ শ্রীবাস্তব বলেন যে, সন ১৯৪১ সালে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট মোট ১৮ লক্ষ টাকার অধিক ৪টিন ঋণ করিয়াছিলেন এবং ১৯৪৪ সালের শেষে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ঋণের ৫ লক্ষ টাকারও অধিক ১৪টিন ঋণপত্র ছিল। এই সম্পর্কে স্যার-সচিব আরও প্রকাশ করেন যে, মধ্য ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রেলের হইতে ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা দেশে ৩৩৪৪৮৮ টাকা ৪টিন এবং ১৯৪৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৪ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ৪৪৯১৯৭ টাকা মূল্যের নোট প্রেরণ করেন। এই সম্পর্কে আরও এক অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে মাননীয় সার-সচিব ওয়াকিবহাল মহলে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সহ বিনিময় করা হইতেছে বলিয়াও স্যার-সচিব উল্লেখ করিয়াছেন।

কলিকাতায় যানবাহন সমস্যা—সম্প্রতি কলিকাতা পরিদর্শন করতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন সংক্রান্ত আইন সভার বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গের সহিত কলিকাতা মহানগরীর যানবাহন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ আর এন গুহরায়, শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ কে আজিজুল হক, শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী মল্লিক, মিঃ আবদুল রহমান, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, মিঃ আবুল কাসেম, মিঃ আবদুল হামিদ খাঁ, কলিকাতার পুলিস কমিশনার মিঃ আর ই এ হে, মিঃ সি ডি মার্টিন (কলিকাতা ট্রান্সপোর্ট অথরিটির সেক্রেটারী) প্রমুখ ব্যক্তিগণ উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

আন্তর্জাতিক বস্ত্র সম্মেলন—সরকার, বস্ত্র-শিল্পের সেবা সমবায়ে লিমিটেডের যে প্রতিনিধিদলকে ইউরোপীয় কমফারেন্সে (আন্তর্জাতিক বস্ত্র সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হইবার কথা আছে তাহাতে বিমানে বস্ত্র ব্যবসায়ী মিঃ অরবিন্দ সারাভাই ভারতবর্ষের পক্ষে উপস্থিত থাকিবেন। এই সম্মেলনের কার্য্যসূচী এখনও সম্পূর্ণভাবে জানা না গেলেও মনে হয় যে, যুদ্ধোত্তর কালের সামরিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করিয়া ইহাতে যুদ্ধের পরের প্রথম কয়েক বৎসরের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বস্ত্র সম্পর্কিত চাহিদা ও যোগান-ব্যবস্থার সমস্যা সম্বন্ধে উদ্বেগের কোন কার্য্যকরী নীতি গ্রহণের চেষ্টা করা হইবে।

ভারতের কাপড়ের কলে ব্যবহৃত আমদানী তুলা—১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে সর্ব্বসমেত ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার বেল (প্রতি বেল প্রায় পাঁচ মণ) আমদানী তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে।

মেসোপটেমিয়াকে তুলিয়াদান—লাইফ ইন এশিয়া জরাণ্ড ও ইণ্ডিয়া জরাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারত সরকার সম্প্রতি বিনা খরচে পত্রাদি পাঠাইবার সুযোগ দিয়াছেন। প্রকাশ, ভারত সরকারের এই সুযোগের সুবিধাদানের জন্য ডাক বিভাগের বৎসরে অন্যূন কোটি টাকা ক্ষতি হইবে। ১৯৪৪ সালের ৯ই ডিসেম্বরী হইতে সৈন্যগণ এই সুবিধা-দানের অধিকারী হইয়াছে।

যুদ্ধের সমাপ্ত হইবার সময়—ব্রিটেনের চ্যান্সেলার অব এক্সচেকার স্যার জন এণ্ডারসন সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, গত কয়েক সপ্তাহের হিসাবনিকাশে যুদ্ধের সমাপ্ত বর্ত্তমানে ব্রিটেনের

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৮ ফোন : ক্যাল ৫৮৪৩

হেড অফিস—৮৬বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, খাটাল, টাটানগর, সিন্দ্রীপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, বেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাবার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, মোরাদাবাদ ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

Gram : Concomlin Post Box No. 228

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

সুদক্ষ ডিরেক্টরবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :

মিঃ এস বি বিশ্বাস

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : কুমিল্লা : স্থাপিত : ১৯১৩

কলিকাতা অফিস :—৬নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট,

ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালি, ফেনী, চাঁদপুর, নরসিংদী, ভৈরব বাজার, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট, শ্রীমঙ্গল, মৌলবীবাজার, আগরতলা, কৈলাসহর, কমলপুর, ধর্মনগর, কুমারঘাট, সাব্রুম, বিলোনিয়া, সোনামুড়া, বাগবাসা, আমবাসা, কাঞ্চনপুর, তেলিয়ামুড়া

যুদ্ধোত্তর ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত পরিকল্পনা—প্রকাশ, ভারতের যুদ্ধোত্তর ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাঙ্কগুলি নিকটস্থ সহরের সহিত অভিজাত অঞ্চলের জন্য বর্তমান ব্যবসায়ের মাধ্যমাদি সম্বন্ধে তথ্য ইহাকে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সমীপস্থ ৩০ জন লোক ঐকমিশনারের নিকট ও আমেরিকায় ফেরিত হইবেন।

(রাজনৈতিক মঞ্চ—৯১০ পৃষ্ঠার পর)

তিনি ইহা ২৩ ঘণ্টার মধ্যে সব কাজ করিয়া নীচের দিকে আকাইয়া তথায় ও সাহসের বাণী শুনাইয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদের আসল বাণি আঁকাইয়া ধরিয়া বিশ্ব সমক্ষে তুলিবার অধিকার করিতে পেরে এমন ধারণার বিরুদ্ধবাদ মুক্তার কেবল চোখে পড়িবে। সমস্ত পৃথিবীর কিরূপ শান্তি আসিয়া ধরেছে বা বর্তমান ভাবধারাবাদকের অনুকূল অবস্থার হইয়াছে পরাধীন ভারতবর্ষ সেই সমস্ত বন্দোবস্তের বাহিরে। ভারতে এমনও সাম্রাজ্যবাদের শক্ত ঘুঁটা একটুকু শিথিল হয় নাই

• • •

বঙ্গ ১৯৪ ব্যক্ত করেন সরকার আশার করিয়াছে, যান ক্রয়বিক্রয়ের সম্প্রসারণ সুষ্ঠু সংযোগের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আলোচনার জন্য আগুন বৈঠকে ভারতবর্ষকেও যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। এদেশের সংবাদপত্রসমূহে এই সংবাদ ফাঁকারে বিজ্ঞাপিত-রূপ বাহির হইয়াছে। আমরা কিন্তু ইহাতে আদৌ কোন আবোগ করি-তেছি না। ঐ আলোচনা-বৈঠকে যে বা কাহারা প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন তাহা এখনও সংবাদ না পাইলেও এই কথা আমরা বেশ জানি যে, তাঁহারা ভারতের অনসাধারণের আশাকাঙ্ক্ষার ও দেশকর্মীয় ব্যক্তি নহেন—তাঁহারা কর্তৃপক্ষেরই সমস্তরই প্রতিনিধি, তাঁহাদেরই মন-মেজাজ আমোদ-বিলাস।

(খেয়ালীর খাতা—৯১০ পৃষ্ঠার পর)

দাবিয়া দেখা-আলোই করিবেছেন। তাঁহারা আবার এক বাস আরম্ভ হইতে পারেন। সম্প্রতিকের একটি চিত্রপটী—এলবার—ব্রাসাইয়া বাজারে বেচিবার ব্যবস্থা করিলে তাঁহারা দেশের উপকার করিবেন। তারতবর্ষে এখন বিদেশের বহু জেলা আছে। তাহারা যাহা কিছু 'ইন্ডিয়ান' তাহাই কিনিয়া দেশে পাঠাইতেছে। আমারা সম্প্রতিকের চিত্রাবলী কিনিলেও তাহারা 'মিস' করিবে না। তারতবর্ষের মান মর্যাদার সঙ্গে করিবার বহু তাহা এইখানে তারতবর্ষের বাহিরে লোকলোচনের সামনে তুলিয়া ধরিলে তারতবর্ষের সম্মান বাড়িবে, অবমান হিসাবের অধিকতর হইবে না।

—খেয়ালী।

ক্রিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

টেলি—SHILLBANK ফোন : বিলং—১৬৬

কলিকাতা শাখা—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলি—BANK SHILLO ফোন : কল—৩৫৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

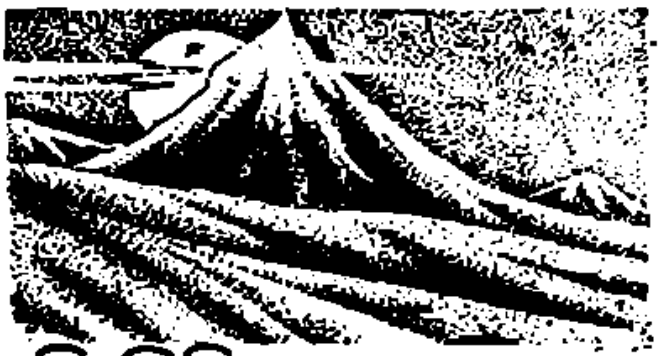

হিমগিরির কল্যাণ হাত...

হিমকল্যাণ মানবের একটী অমূল্য সম্পদ নহে, তাহাদের ঔষধি ও সংরক্ষিত প্রতীক অত্যন্তকালী বহিমানির সহিত হিমগিরির কল্যাণ হাতের স্পর্শে সরল ও সহজ করিয়াই 'হিমকল্যাণ' আবশ্যক করা হইয়াছে। ইহাতে রহিয়াছে আম ও আদার অপূর্ব সমাবেশ। এলাচের সৌরভ-মাদুর প্রভাব ও ঔষধি গুণিয়া ইহা অমৃত কল্যাণপ্রদ। এ মাদকতার সার্থকতা হজমশক্তি ইহার প্রসন্নমুখর প্রতিষ্ঠায়। ইহার আস্বাদনে আমাহজমকারীদের গর্ব প্রকাশনায়, তাই ভেষজ-বিলাসে অন্যতম গাড়ীর আন্তর্জাতীয় 'হিমকল্যাণ' অন্যতমীয় অভিনন্দন জেনেছেন।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস
কলিকাতা

পোষ্ট বক্স নং ২৭৪৪ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "BUDI" Calcutta

মজুমদার ব্যাটারী কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

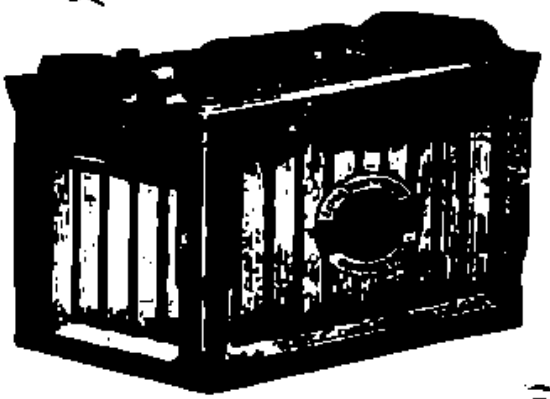

"প্রাণ্ডার" ষ্টোরেজ ব্যাটারী প্রস্তুতকারক

রেজিষ্টার্ড অফিস : কালী বিল্ডিংস

৩ ও ৪ মোহনবাগান লেন, শ্যামবাজার

কলিকাতা।

কে, পি, মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

১৯৪৯ সালের কার্য্যবিবরণী

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট পুরুষ প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহা কার্য্যক্ষেত্রে বেশব অগ্রসর হইতে পারে নাই। গত ১৯৪৩ সালের শেষে উহার আদায়ী মূলধন এবং উহাতে গচ্ছিত অন্যান্যদের টাকার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ হাজার ৪৯ এবং ৯ হাজার ৫৫৫ টাকা মাত্র। এই অবস্থায় ১৯৪৪ সালের মে মাসে শ্রীযুক্ত যে সি চক্রবর্ত্তী ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে ব্যাঙ্কটির পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পরিচালনাধীনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কটী যে প্রভূত অগ্রগতির সহিত ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

আলোচ্য ব্যাঙ্কটীর ১৯৪৯ সালের যে বৃহত্তর কার্য্যবিবরণী আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৯ সালের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ৭৯৯ হাজার টাকা হইতে ৯৯ হাজার ১২৩ টাকা এবং ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ৯ হাজার ৫৫২ টাকা হইতে ৯০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬৬৯ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই বৎসরে ব্যাঙ্কের সর্ব্বপ্রকার লেনদেন ২৯ হাজার ৬৬৮ টাকা লাভ হইয়াছে। এই লাভ হইতে ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলে ৩ হাজার টাকা জমা করা হইবে এবং বাকী টাকা হইতে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত অংশের উপর শতকরা ৭½ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। ব্যাঙ্কটী সম্বন্ধে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, উহার মোট আমানতের শতকরা ৮০ ভাগ নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসান হইলে আবার প্রচলিত মূল্যের পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং ব্যাঙ্কসমূহে স্থির টাকার উপর টান পড়িবে। ব্যাঙ্কের কর্ণধার শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী সেই সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহার কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন ইহা বেশ বুঝা যায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে প্রকার উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লইয়া শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী যে প্রকার দক্ষতা ও সতর্কতার সহিত এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন তাহাতে উহার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল বলিয়া আমরা মনে করি। এই ধরণের ব্যাঙ্ক দেশের সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তির সুযোগসুবিধার যোগ্য। ১৮৫ সোয়ালো লেন, কলিকাতায় ব্যাঙ্কের হেড অফিস অবস্থিত এবং উহা উহার কলিকাতা অফিস ও বড়বাজার শাখা অফিসের দ্বারা নিজ কার্য্য পরিচালনা করিতেছে।

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সম্প্রতি আমরা মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪৯ সালের কার্য্যে মুদ্রণ পর্য্যন্ত ৫৩ বৎসরের যে কার্য্যবিবরণী আইয়াছি তাহা দৃষ্টে এই ব্যাঙ্কটির সাবার্থিক হইতে ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা এবং ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা আদায়ীকৃত মূলধন। ১৯৪৪ সালের শেষে মূল এই ব্যাঙ্কে সাধারণের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা এবং এই পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের আমানতের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। আমানত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলও আলোচ্য বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়া ৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকায় পৌঁছিয়াছে। আমানতী জমা, মজুদ তহবিল ও বিভিন্ন মূলধনের দিক হইতে এই প্রকার উন্নতি মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বর্ষে মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গুরু, কমিশন, বিনিময়াদি প্রভৃতিতে মোট ১ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব বৎসরের জের সমেত উহা ১ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। এই টাকা হইতে ব্যাঙ্কের আমানতী সুদ বাবদ ও অন্যান্য খরচ মিটাইয়া ও মজুদ তহবিলে কিছু পরিমাণ টাকা জমা করিয়া অংশীদারদিগকে বার্ষিক শতকরা ৯ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী ১৩ হাজার ৩ শত টাকা চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের আলোচ্য বর্ষে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসর শেষে আদায়ী মূলধন, মজুদ তহবিল, আমানত, লাভের টাকা ইত্যাদি লইয়া ব্যাঙ্কের মোট দায় দাঁড়াইয়াছে ৯৯ লক্ষ টাকা। এই ব্যাঙ্কের বন্ধকে ব্যাঙ্কের হাতে বৎসরের শেষে যে সব সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলি এইরূপ :—বন্ধক ও অন্যান্য খাতে জমা ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। কোম্পানীর কাগজ ও বৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। তা ব্যতীত, ব্যাঙ্কের বাড়ী প্রভৃতি সম্পত্তি—এক লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। তাহা, অফিসগৃহাদি প্রভৃতি ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। মোট আমানতী জমার শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ নগদ ও নগদে পরিবর্ত্তনীয় কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে ন্যস্ত থাকায় বিশ্লেষণে ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা সুচিন্তিত হইতেছে।

মিঃ বি সি সাহা, বি এল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর-রূপে ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার সুপরিচালনায় ব্যাঙ্কটী ক্রমশঃ যেরূপে উন্নতির পথে যাইতেছে তাহাতে আমরা আশা করি যে, অল্প কয়েকবছরের মধ্যেই মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড বাংলার সুধনম ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম হইতে পারিবে। আমরা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটীর আরও উন্নতি কামনা করিতেছি।

অম্বিকা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

সম্প্রতি বাকুড় জেলার অন্তর্গত বৃহত্তিয়ার এবং উলিন্দুর নবীন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের দুইটী শাখার উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতার মহারাজা শ্রীযুক্ত মন্মথ চন্দ্র পাকড়াশী মৌলেশ্বরিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি এন ব্যানার্জ্জী দুইটী শাখার উদ্বোধন-উৎসবেই উপস্থিত থাকিয়া নবীন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের কার্য্যোদ্যমের ঐতিহাসিক সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট বিবৃতি করেন।

ব্যাঙ্ক অফ কামরূপ লিঃ

গত ২৯শে মার্চ্চ শুক্রবার করিমগঞ্জে ব্যাঙ্ক অফ কামরূপ লিমিটেডের করিমগঞ্জ শাখার উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্কিং লিঃ
হেড অফিস ঃ সিলেট
কলিকাতা অফিস—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
অন্যান্য শাখা
শিলং, শিলচর, গৌহাটী, ঢাকা, করিমগঞ্জ, হাফলং, নওগাঁ, করিমগঞ্জ বাজার, হবিগঞ্জ, কি মোহনপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, বৌলবী-বাজার, নারায়ণগঞ্জ।
● কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ এক কোটি টাকার উপর
● সিড-এষ্টিমেটগুলিকে ক্যাশ ক্রেডিটে টাকা ধার দেওয়া হয়
● ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিল ব্যাঙ্কিং অফিস টাকা দেওয়া হয়।
জেনারেল ম্যানেজার—কে এন দাস।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত
মোহিনী মিলস্ লিঃ
এই মিলের
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।
১নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)
২নং মিল
কেশবপুর (২৪ পরগণা)
ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২
আমানত প্রায় ৯,০০,০১,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন ,, ১০,০০,০০,০০০৲ ,,
কলিকাতা অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৩বি হারা মোড়, ২২৫ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ২৩৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
বাজালা, বিহার ও আসামের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে অন্যান্য অফিস আছে।
ঢাকেশ্বরী শাখা ৭ই ফেব্রুয়ারী (খোলা হইয়াছে।
বৈদেশিক এজেন্ট—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট লিমিটেড
আমেরিকা এজেন্ট—গ্রাণ্ডাউ ষ্ট্রাই কোং অফ নিউ ইয়র্ক
অষ্ট্রেলিয়া এজেন্ট—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি।
য়ুরোপ এজেন্ট—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং (ফ্রান্সিসিস, লণ্ডনোস্থিয়াস এবং অন্যান্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস এন বি দাস, এম-এ (ক্যান্টাব), বি-এল

এরিয়ান ইণ্ডিয়ারাবিং ওয়ার্কস লিমিটেড

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এরিয়ান ইণ্ডিয়ারাবিং ওয়ার্কস লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভার উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহা এক এক লাভা এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন। উৎসব-প্রাঙ্গণে সাধারণ জীবন-যৌবনের ব্যবস্থা ছিল এবং কোম্পানীর সভ্য হইতে সমবেত অভ্যাগতবৃন্দকে চা পানে আপ্যায়িত করা হয়। অতঃপর এই উৎসব উপলক্ষে কোম্পানীর কার্যকলাপ নিবিড় মনঃসংযোগসহকারে একটী প্রবন্ধাকারে আলোচনা করিয়াছিলেন।

ক্যালকাটা মার্কেন্টাইল ইনসিওরেন্স (ইণ্ডিয়া) কোং

ক্যালকাটা মার্কেন্টাইল ইনসিওরেন্স কোং ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে মোট ৯ লক্ষ ২২ হাজার টাকার বীমাপত্রের নূতন কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা।

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইনসিওরেন্স কোং

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইনসিওরেন্স কোং ৯৯হাজার ২৭ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র বিতরণ করিয়াছে।

সবর্ণজীবন ইনসিওরেন্স কোং

সবর্ণজীবন ইনসিওরেন্স কোং ১৯৩৯ সালে মোট ১৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার বীমাপত্রের নূতন কাজ করিয়াছে।

ওয়ার্ডেন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৩৯ সালে ওয়ার্ডেন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ ১ কোটী ৫ লক্ষ টাকার বেশী নূতন বীমাপত্র বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই কোম্পানীর নূতন বীমা সাক্ষরের কাজের পরিমাণ ছিল ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্স রেজিষ্ট্রেশন কোং লিমিটেড

আমরা আশা করিতেছি যে, শনিবারে অনুষ্ঠেয় ডালহৌসির উদ্যোগে সম্প্রতি গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্স রেজিষ্ট্রেশন কোম্পানী লিমিটেড নামে একটী নূতন যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত নিবন্ধিত মূলধনের পরিমাণ ১ কোটী টাকা। যে সকল ব্যক্তি ও সঙ্ঘের ব্যবসায়ীদের লইয়া এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা আশুতোষের নাম, সাহেবগঞ্জ কয়লা কিনের উদ্যোক্তা শরৎকুমার বসু, ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা আশুতোষের নামের

"মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

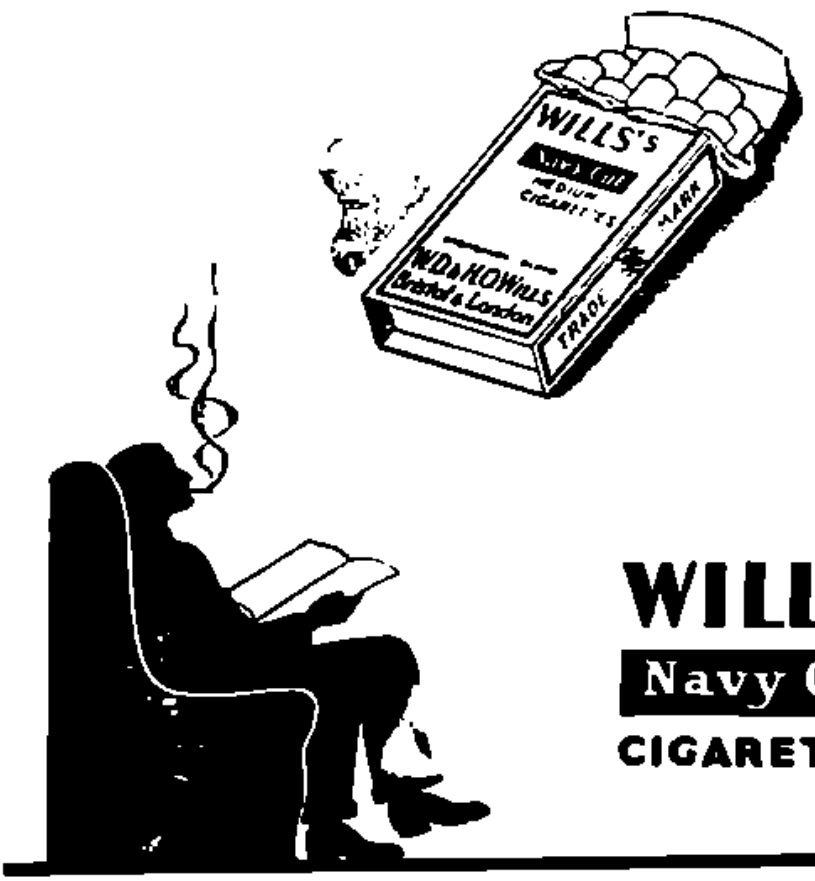

WILLS'S
Navy Cut
CIGARETTES

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আমরা আশা করি, এই পরিচালনী ডিরেক্টর বোর্ডের পরিচালনায় ফোর ইন্ডিয়া ফিল্ম সেন্ডিকেশন কোম্পানী অল্প দিনের মধ্যে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে।

সমবেত বেঙ্গলদাতী

আমরা অবিলম্বে, ৮—এ ডাইস ষ্ট্রীটস বেঙ্গল ক্যামেলটা যাত লিমিটেড ও ৬০৫, বহুবাজার ষ্ট্রীটস ইন্ডিয়ান ওয়াটারপ্রুফিং এন্ড মার্কী ওয়ার্কস লিমিটেডের বিষয় হইতে সমবেত অনুরূপ বেঙ্গলদাতী উপহার পাইয়াছি।

নূতন কোম্পানী

ট্রী মাইনিং এক্সপোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর লিঃ পি কে ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫২।৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১৫ লক্ষ টাকা। অফি পরিচালনা।

ইন্ডিয়ান ক্যাপিটাল ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর লিঃ কে এম মুখোপাধ্যায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৪-৪৬ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। টাকা লগ্নীর কারবার।

মুখার্জ্জি ব্যাণ্ড এন্ড বিল্ডিং সোসাইটী লিঃ—ডিরেক্টর লিঃ কে সি মোক্তারী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৮ বি, আমহার্ষ্টালিক রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। অফি ও বাড়ী নির্ম্মাণের কারবার।

ইন্দ্র ফিল্মালয় এ্যাণ্ডোসিয়েশন লিঃ—সেক্রেটারী—লিঃ সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—গোঃ অফিস ও কোন্না অনোয়ার। শিল্প ব্যবসায়ী সমিতি।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ঈষ্টার্ণমাড়ো কোং লিঃ—১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে ৯৷৷০ আনা। দি ষ্ট্রাণ্ডার্ড এণ্ড কোং লিঃ—১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে ৫৲ টাকা। প্রসন্নকুমার কোং লিঃ—১৯৪৬ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে পঞ্চমতা ৭৷৷০ আনা। মোহিনী-রাম জুট মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৬ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে ৫৲ টাকা। তালপুকুর ডুয়ার্স কোম্পানী লিঃ—১৯৪৬ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে পঞ্চমতা ১৫৲ টাকা।

অফিসের সরঞ্জাম

- ব্লু প্রিন্টিং
- ড্রিফিং ষ্ট্যাণ্ড
- ড্রয়ার ষ্ট্যাণ্ড
- এলুমিনিং মেসিন
- সিলিং ব্যাঙ্ক
- মেম, সেট
- ষ্টেনসিল ও সেট
- রেজিষ্ট ও ডুপ্লিকেটর যাবতীয় কালি
- সিমেন্ট-করা ব্যাঙ্ক
- থালার সীলমোহর
- সমস্তরকম রেজার ব্লেড-ফিট
- ড্রয়িংবোর্ডের যাবতীয় এসেসারি
- দিয়ে ষ্টেশনের তৈরি জিনিষপত্র

● আমাদের এক ইলেক্ট্রিক রেজ-ব্লেড শার্পনারের ফিট করিলেই ব্লেড-ধার সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণ থাকে। ব্যবহার করে দেখুন।

ব্রজসুন্দর

১—১, ডিক্রুজ রো, কলিকাতা।
ফোন : সি ডি ১১১০

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় মূলধন পরিচালিত ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,০০,০০,০০০৲ টাকা। বিলিকৃত ও সমাদৃত মূলধন ২,৫০,০১,০০০৲ টাকা
বিক্রিকৃত মূলধন ৭,০১,৩৩,৫০০৲ টাকা আদায়কৃত পরিমাণ (৩০-৯-৪৮ তারিখে) ৩১,৩৫,৩৭,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ৫,৩১,০১,০০০৲ টাকা রেজ ফটিক—বোম্বাই সহর, কলিকাতা, মাদ্রাজ

ভারতের সমস্ত ২৬০টির অধিক ব্রাঞ্চ ও সে-অফিস আছে।

ম্যানেজার এইচ, পি, মার্শাল, সি, বি, ই, মেনেজারস। হেডঅফিস ডিরেক্টর। বি: এইচ, বি ম্যাকেঞ্জি, এস, সি।
লণ্ডন এজেন্টস্ : মাসার্স লয়েড ব্যাঙ্ক লিঃ ও বিলাতের ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেন্ট : দি ন্যাশনাল ষ্ট্রীট ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার ব্রাঞ্চসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর—১১, ব্রাঞ্চ ষ্ট্রীট, নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, ডালহৌসী—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভবানীপুর—৩৫, রসা রোড। শাখাসমূহ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বীরভূমিয়া, ময়মনসিংহ, সিলিগুড়ি, পাইকপাড়া, শিবসাগর, রংপুর, তৈলবাজার, কাশিয়াং, এবং বুমুরী। বিহার—ব্রাঞ্চসমূহ, ভাগলপুর, মজঃফরপুর, পাটনা, রাঁচি, সাহেবগঞ্জ, ধানবাদ, জামসেদপুর, ডালটনগঞ্জ, মোকামা, ঘাটশিলা, ভাগলপুর, সাউথ, লাহিয়া সিটি, লাহিরিয়া, সিমলাপাল, গয়াসেবগঞ্জ, নালন্দা, বৈদ্যনাথধাম, বেলবন, মজঃফরপুর ও পুরুলিয়া। উড়িষ্যা—কটকপুর।

একটি নির্ভরযোগ্য জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮ টেলিগ্রাম :—"PURSE" Calcutta.

হেড অফিস :—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—ধর্মতলা ও বেলিয়াঘাটা

জলপাইগুড়ি ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

জীবন বীমার জন্য—

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

বি. সেনগুপ্ত—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া

লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৯৭ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

সমস্তির পরিমাণ ৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ ১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ ৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিতের সময়ে জীবন বীমার পলিসি রক্ষা করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনীল জগতের অনিশ্চিত দুঃখ-দুর্ঘটনার হাত হইতে আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

বি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চীফ এজেন্টস্

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(১৯০৮ সালে বরোদা রাজ্যের রাজাজ্ঞায় বরোদায় প্রতিষ্ঠিত)

বরোদা রাজ্যের রাজাজ্ঞায় ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর পুঁজিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী—

অনুমোদিত মূলধন ২,৫০,০০,০০০৲ টাকা।
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ২,০০,০০,০০০৲ ,,
আদায়ি হেওয়া মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন (৩০-৬-৪৪) ৯৯,৯৯,৫৮০৲ ,,
মজুত তহবিল ... ... ১,০০,০০,০০০৲ ,,

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস :—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

শাখাসমূহ :

আমেদাবাদ (ভারা), আমেদাবাদ (পাঁচকুয়া), আমরেলী, অবলম্বন, বিলিমোরা, বোম্বাই (ফোর্ট), বোম্বাই (জাভেরী বাজার), কলিকাতা, ব্রাঞ্চ, চুনিয়া (পরিচয় খাম্বেল), ডাবহা, হাফিজ, জামনগর (পূর্ব্ব খাম্বেল), জীরী, কালল, কপড়ঞ্জ, কড়ানা, মেহসানা, মিঠাপুর, নবসারী, পাটন, পোরবন্দর, পোর্ট ওখা, সুরেন্দ্রনগর, সিবসুর, সুরাট, উমরা (এস, বি), বিলিমোরা ব্রাঞ্চ।

ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ভারতীয় বি ব্রাঞ্চওয়াটারে, এস, বি, [illegible]
জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা। এজিন্ট ম্যানেজার

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৩। মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছলতা দেখা দিয়াছে এবং ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের পরস্পরতা ফলের হার এসপ্তাহে আরও হ্রাস পাইয়া বার্ষিক পরস্পরতা মাত্র ।৵০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে টাইমলোনের পরিশোধের দরুণ ফলের ফলের হার এ সপ্তাহেও কলিকাতায় পরস্পরতা ।০ আনা ও বোম্বাইয়ে পরস্পরতা ।৹ আনা ছিল।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকার কর্তৃক আহূত ত্রিসপ্তাহের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে ১৯৯৷৵ লাখ মূল্যের পরস্পরতা গ্রহণ ১৯ আনা আবেদন গৃহীত হইয়াছে এবং পরস্পরতা মূল্যের আবেদনসমূহ নামঞ্জুর হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেণ্ডারের পরস্পরতা ফলের হার বার্ষিক পরস্পরতা ।৵০ আনা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে। গত সপ্তাহে ৯৯দিবস ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের মোট আবেদনের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা এবং ফলের হার বার্ষিক পরস্পরতা ।৵০ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছিল।

আগামী ৯ই মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১১টা (টাকার্ড সময়) সপ্তাহ বোম্বাইয়ে এবং ৯ই মার্চ সোমবার তারিখে পর পর্য্যায় সপ্তাহ কেন্দ্রে ভারত সরকার কর্তৃক আহূত ত্রিসপ্তাহের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। টাঁহাদের আবেদন প্রত্যুষ্যোগ্য বিবেচিত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ১৯ই মার্চ শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মোট ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ইচ্ছা বিক্রয়ের সম্বন্ধে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারের লিখন হার যথাক্রম ছিল :—

টেলি: ঋণ (প্রতি টাকায়)	১ পাই	৭৯৭ পেন্স
ঐ বর্ণালী (,,)	,,	,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ পাই	৬৯৷ পেন্স
ডি এ ছয় মাস (,,)	১ পাই	৬৯৷ পেন্স
হুণ্ডী (প্রতিশত)		৯৯৷৷৵০

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১৯ই ফেব্রুয়ারীর হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে তাহাতে চলতি মোটের পরিমাণ ছিল ১৯৫৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই মোটের পরিমাণ ছিল ১৯৫৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। গত ১৯ই ফেব্রুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯১১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা এবং ৫১৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৩। মার্চ :—কেন্দ্রীয় বাজেট অধিবেশনের পূর্ব্বে সাধারণতঃ শেয়ার-বাজারে যেরূপ নিষ্ক্রিয়তার লক্ষণ দেখা যায়, আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাই ও মাদ্রাজের শেয়ার-বাজারে তাহা লক্ষ্যগোচর হইলেও কলিকাতার শেয়ার-বাজারের উপর কিন্তু আদৌ তাহার অধিবেশন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এমনকি অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, এবারকার বাজেটে প্রভাক্ষ কর বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হইবে না এবং বাজেটের ফলে শেয়ার বাজারের শেয়ারসমূহ মূল্যের দিক হইতে বিশেষ অভিভূত হইবে না। বলা বাহুল্য, এই আশা শেয়ার-বাজারে সপ্তাহের প্রথমদিনের কার্য্যকলাপে আরও বাড়িয়া যায় এবং মূল্যবৃদ্ধির দিকে বাজারে অনেক বেশী কার্য্যকরী হইতে থাকে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে অধিকাংশ কলিয়ারি শেয়ারেরই কারবারে বেশ-বেশী হইয়াছে এবং তাহাদের দামে অনেকগুলি শেয়ারের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিও ঘটিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ—গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের ক্রেতাদের অপেক্ষা বিক্রেতাদের সংখ্যাধিক্য হইবার দরুণ উহাদের মূল্যের দিক হইতে আলোচ্য সপ্তাহের সমস্ত সময় বিশেষরূপই পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণ-নীতি সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের উচ্চ হিসাবে বজায় রাখা ব্যাপারে সহায়তা করিবারে সন্দেহ নাই। আলোচ্য সপ্তাহে পরস্পরতা ৯৷৹ টাকা

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২৯৷৩ ট্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

ব্রাঞ্চ—শিয়ালদহ, কলিকাতা। হেড অফিস—কলিকাতা

বিহার, উড়িষ্যা, সি. পি ও বাংগলার

শাখা অফিসসমূহে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

এজেন্সি—বোম্বাই, মাদ্রাজ ও নাগপুর।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি: ৩৭১১

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার সমস্তে ঘোষিয়ারে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অধিক ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক সুবিধা-সুযোগের প্রতিও ইহার লক্ষ্য সদা জাগ্রত, তাই ইহা আজ মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন উন্নত প্রতিষ্ঠান একার বিস্তারলাভ করিয়াছে।

শাখা অফিস :—পাটনা, কোয়েল, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), জয়রামপুর (কলিঃ), খেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, আদিসবাদ, মহিষাদল, সাবনা, ঘাটোয়া, জয়পীন, কুষ্টিয়া, জামুক, শিলচর, নাগিনপুর, মহিষাদল, বড়, লক্ষ্ণৌ, ঈ' মন্দির (বাজার), বেহিলীপুর।

আদায়তের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। জি সি পাল, বি এল

সূতার কোম্পানীর কারখ ১৯৫/- আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। বেঙ্গল ফাস্টনদের মধ্যে ৯৲ টাকা সূতের কারখ (১৯৪১-৪২) ১০১/০ আনা এবং ৫৲ টাকা সূতের কারখ (১৯৪২-৪৩) ১১৪৲ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রিত হইয়াছি। আলোচ্য সপ্তাহে অন্যান্য কারখানা-সমূহের কোন বিক্রিতিরি হয় নাই।

কাপড়ের মূল্য—আলোচ্য সপ্তাহে পত সপ্তাহের তুলনায় বাজারে কাপড়ের কলের বেচাকেনা চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও বৃদ্ধি পায়। এখনিম আলোচ্য সপ্তাহে ৬৯৲ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। বিভি মিল্টারিয়া, কাপড়ের টেক্সটাইল, বেঙ্গোবার প্রভৃতির মূল্য আলোচ্য সপ্তাহে বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৮৫/- আনা, ১৩৯/- আনা এবং ১৪৫/- আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

তুলার গাঁইট—আলোচ্য সপ্তাহে পত সপ্তাহের তায় তুলার গাঁইটের বেচাকেনা বাজারে চাহিদার তেজীভাব সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং পত সপ্তাহের তুলনায় অধিকাংশ তুলার গাঁইটের মূল্য আলোচ্য সপ্তাহে বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে বরাচার ৩৪৫/০ আনা, ভাসনেরের ১১৬/০ আনা, ইন্দুরটেরেল ৩৯/০ আনা, বাণীগঞ্জ ৪৭৲/ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

ষ্টকিস—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বেচা-বাজারে ষ্টকিসদের অধিকাংশ বেয়ারে উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ষ্টকিস সমূহের বেয়ারের চাহিদাও বাড়িয়া যায়। আলোচ্য সপ্তাহে বাওড়া ৮৭/০ আনায়, আমহার্ষ্ট ৬৯৲ টাকায়, ঈডেনহাঃ ৫৮৲ টাকায়, অকল্যাণ্ড ৫৪৲ টাকায় এবং লেবং ১৩১৲ টাকায় বিক্রিতিরি হইয়াছে।

ইন্ডিগোস্টক্স—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ বেয়ার-বাজারে পত সপ্তাহের তেজীভাব বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য সপ্তাহে ইন্ডিয়ান আয়রনের মূল্য ৪১৲ টাকা, ভারতলক্ষ্মী ৪৩৲ টাকা, ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ৯৯৲/০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

চিনির মূল্য—পত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের বেয়ারসমূহের মূল্য বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে বেলসুন্দর ১৬৫/০ আনায়, চুনাখালি ১৯৮/০ আনায়, বেঙ্গল এন্ড কোং লিঃ ২৭৲/০ আনায় বিক্রিতিরি হইয়াছে।

চা-বাগান—পত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের অনেকগুলির বেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও মূল্যের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। পত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও অধিকাংশ চা-বাগানের বেয়ারের মূল্য পূর্ববাজারে বিক্রয়ের থাকে। আলোচ্য সপ্তাহে ডেকসুর পত সপ্তাহের মতই ৫১/০ আনায় বিক্রিতিরি হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩রা মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে পত সপ্তাহের তুলনায় তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। পত সপ্তাহে মার্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তের করিলা তুলার দর ছিল ৩৩২৲ আনা। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪৭৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তের তুলার দর পত সপ্তাহে ৩৩২৲ আনা ছিল। বর্ত মাসে তাহা ৩৪৭৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে পত সপ্তাহের মতই বিক্রিতিরি এক্সবারে নীরবতা থাকে। কলিকাতার কাপড়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে সমস্তরকার কাপড়ের একান্ত অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয় এবং চাহিদার তুলনায় কাপড়ের যোগান নিতান্ত অতিরিক্তের ব্যবস্থার কাপড় সাধারণ অধিবাসীদের কষ্টের আর অবধি থাকে না। বাজার পর্যবেক্ষণে অভিজ্ঞমহল নিশ্চিতরূপে যোগান বাড়িবে বৃদ্ধি ও সাধারণ কাপড় অসাধারণের নিকট যে ভাবে বিক্রয় করিতেছেন, তাহাতে সমস্যা সমাধানের কোন সম্ভাবনাও হয় নাই, সমস্ত কাপড়-গুলি অতি অল্পসংখ্যক লোক নিয়ন্ত্রিত করে কাপড় বিক্রির ব্যবসায়ীদের সহায়তা করিতেছে। সম্প্রতি স্থানীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী দল বাংলা গবর্ণমেণ্টের দুর্বিনীত উদাসীনে কাপড় সমস্যা এবং যথাযথ বণ্টন ব্যবস্থার কোন বন্দোবস্ত না থাকার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। সরকার পক্ষ তাহার যে সমস্ত উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে আলোচ্য

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্তে আধুনিক ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাইকোর্ট (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও নবদ্বীপে।
সে-অফিস : বিডনষ্ট্রীট
জেনারেল ম্যানেজার :
এফ্‌ডাব্লিউ, বি-এল, বি-এ, আই, আই, বি

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান
বম্বে মিউচুয়াল
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ
(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)
বীমা করুন
এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—
• কোম্পানীর লভ্য লাভ পলিসিগ্রাহক-দের মধ্যে বণ্টিত হয়
• অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অক্ষয়নামায় অন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়
• যথাসময়ে প্রিমিয়াম দিলে সুবিধা-জনিত অতিপুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়
• কোম্পানীর অধিনস্থের পরিমাণ ৩ কোটি টাকার উপর
বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন
কলিকাতা এজেন্সী লিমিটেড
চীফ এজেন্টস্,
২, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ
ক্লিয়ারিংহাউসের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত
হেড অফিস :—১৮২, বি, চাইল্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৩৪৫৯
শাখাসমূহ :—বড়বাজার, ধর্মতলা, বিডনষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী, শ্যামবাজার, বেলেঘাটা, ভবানীপুর ও কাটোয়া (নাটাগড়ী), ডায়মণ্ডহারবার, মাদারিপুর, আলেকিয়ানগাই, বারদুয়ারী (সি সি), পাটনা, বীরিপাড়া, আরামবাগ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
ফোন : ক্যাল ৪৬৯ হেড অফিস— ৭ পোলক লেন
—শাখা— কলিকাতা
শ্যামবাজার, ধর্মতলা, ক্লাইভ, ষ্ট্রীট, হাইকোর্ট, বালীগঞ্জ, ডায়মণ্ডহারবার, অলিপুর, বাহড়ুরিয়া, উল্টাডাঙ্গা, হাওড়া, শিয়ালদহ, বড়বাজার।
নূতন শাখার হেয়ারের ভার, বিল অব এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি ক্রয়, আদায়াদি এবং সকলরকম ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—কে সি চক্রবর্তী

দেশে অদূর ভবিষ্যতে কাপড় সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবার এবং তদ্বিনিময়ে উপযুক্ত পরিমাণে তুলা আমদানীর কোন সম্ভাবনা নাই। এই বিষয়ে বোম্বাই বস্ত্রশিল্পের অভিমতও দেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মফঃস্বলের অবস্থা আরও খারাপ। কাপড়ের অভাবে গরীবের ঘরে ঘরে বিনামূল্যে পর্যন্ত কাপড় বিতরিত হইতেছে। বস্ত্রশিল্পের পক্ষপাতী হইয়া কি সরকার অবলম্বন করেন, তাহার উপরেই বর্ত্তমানে অসংখ্য লোকের বুভুক্ষা নির্ভর করিতেছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৪ঠা মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে উল্লেখযোগ্য তেজীভাব দেখা যায় এবং গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে কারবারও কিছু বেশী হইয়াছে। স্পেকুলেটর ব্যাপারীদের অনেকে পাট কিনিতেছেন বলিয়া বাজারে প্রচার হওয়ায় এবং আগামী বজেটে রপ্তানী শুল্ক বসিবার সম্ভাবনায় বাজারে এইরূপ তেজীভাব দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানে অনেক ঘোলা-ব্যাপারে লোকসান হইতে দেখা যাইতেছে, তাহা ছাড়া গত মাসে রপ্তানীর উল্লেখযোগ্য হ্রাস পাইয়াছে। এই সব দেখিয়া আশা করা যায় যে, চাষীরা এখন হইতে পাট কম করিয়া অধিকতর উৎপাদন দেখাইবে এবং আগামী মরশুমে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অধিক পরিমাণ পাটের প্রয়োজন হইবে। যাহাই আসা দিয়াছে, এখনও চাষীরা যেরূপ আগ্রহের সহিত পাটচাষের জমি তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করে নাই; তবে সম্প্রতি বাজার দর কমিবার যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে তাহারা হয়তো উৎসাহ অধিক পরিমাণ জমিতে পাট বুনিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। অবশ্য এইরূপগুলির ফলে এখন যথেষ্ট পরিমাণ পাট মজুত আছে বলিয়া আগামী মরশুমের পাটের অভাব সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কোন আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন না।

আলখা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য তেজী হইয়াছে এবং বিদেশীরাও পাটচাষের চাহিদা বিস্তারিত করার জন্য আগ্রহ দেখাইতেছেন। এইরূপের কোনরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাটের মূল্য বাড়িবার আশা করা যায়।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২রা মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী ব্যাঙ্ক গত শুক্রবার ১৪৮০৩ ডোলা সোনা প্রতি ভরি ৭৯।৯০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৭৯।৫০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৯।৯০ আনা হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে বর্ত্তমানে প্রতি শত তোলা রূপার দর ৩১৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে গত সপ্তাহের তেজীভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। বিদেশী ব্যাঙ্ক গত শুক্রবার ৩০০ আউন্স রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৮২।৯/০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ৮২৷৩০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮২৷৯০ আনা হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ৮২৷৮০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে সপ্তাহের প্রথম এবং মধ্যভাগে রূপার দর উঠা-নামা করিলেও সপ্তাহের শেষের দিকে বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে স্থিরভাবই পরিলক্ষিত হয় এবং বর্ত্তমানে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ৮২৷৮০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৮, নারস রেঞ্জ, কলিকাতা
ক্লিয়ারিং-এর
সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান।
সময় মর্ত্তে টাকা জমা দেওয়া এবং বিল ডিস্কাউণ্ট করা হয়।
চলতি হিসাবের এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার সাক্ষাৎকার।
ব্যাঙ্কের "আইন-ই-ইন্ডেমনিটি"-এর জন্য আবেদন করুন।
ব্রাঞ্চসমূহ—
বোম্বে, ঢাকা, চাঁদপুরহাট, রসুলগঞ্জ, বড়বাজার, চাইবাসা, চক্রধরপুর, সাউথ কলিকাতা, রায়পুর, আজারিয়া, মৌয়াছি, মোগলাই, নারায়ণগঞ্জ, রমাবন্দর, নওগাঁ (আসাম) ও বাঙ্কিপুর
আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাবান প্রস্তুতের
ব্যবহার বিবিধ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসরিন • সিট্রোনেলা অয়েল • রজ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইবেন
কোড :—
বড়বাজার :—১৩৬৭ অফিস
" :—১৪৯২ গদীঘর
টেলিগ্রাম—"গন্ধীবাজার"
কলিকাতা কিমিক্যাল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল. ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, আলীপুর, বালিগঞ্জ, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে চলতি ও মিনিটারী হিসাব ও উপর টাকা বাদ দেওয়া হয়
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার চাটার্জ্জী, এম্‌ডি।

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ
স্থাপিত—১৯২৪ সন
হেড অফিস : ৭৯নং নোয়াপাড়া লেন, কলিকাতা
পক্ষিশালী ও অভিজ্ঞ ডিরেক্টারবর্গ দ্বারা পরিচালিত
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বড়বাজার, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ (কলিকাতা), শিলচর, ডিব্রুগড়, ডিব্রুগড়িয়া, গৌহাটী, লিলু (আসাম), সিউ সিল্লী, ভাগলপুর, মিয়াই, বম্বে, আগ্রা, সিউকাশিম ও টাঙ্গপুর ইত্যাদি স্থানে শীঘ্রই শাখা অফিস খোলা হইতেছে।
স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী এজেণ্ট এবং ক্যাসিয়ার চাই।

ইন্সিওরেন্স অব
ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস : কুমিল্লা
কলিকাতা অফিস : ১২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট
অন্যান্য অফিস :
কিশোরগঞ্জ (আসাম) ও শিলচর
আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর জীবন বীমার অফিস
বোনাস প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায় ১৬৲
মেয়াদী বীমায় ১৩৲
চীফ এজেন্টস :—
মেসার্স ম্যাকেঞ্জি লিঃ—লণ্ডন
৪৪, সি, পি, সি ও সিমলার জন্য
মেসার্স এইচ ও সেন্সী এণ্ড কোং, কলিকাতা, বর্ত্তমান বিভিন্ন ও মিয়ারের জন্য
টেলিগ্রাফ :—এস সি বম্বে এবং এস সি

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২০
হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ
কলিকাতা অফিস—১৭০ ক্রস ষ্ট্রীট। ফোন। বড়বাজার—১৯৭
২রা ফেব্রুয়ারী ভৈরব শাখা খোলা হইয়াছে।
৭ই ফেব্রুয়ারী পুরাণবাজার শাখা (টাঁদপুর) খোলা হইয়াছে।
শীঘ্রই পাটনা সিটি শাখা খোলা হইবে।
অন্যান্য শাখা—নরসিংদী, ফরিদপুর, শালিখা, গোপালদি, মিরকাদিম, সিরাজগঞ্জ, ফেনীরোল মাদারীপুর, কে কে পাল

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৭শে ফেব্রুয়ারী	২৮শে ফেব্রুয়ারী	২৭শে ফেব্রুয়ারী	২৮শে ফেব্রুয়ারী	১লা মার্চ	২রা মার্চ
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৯৮/০			৭৯৬৸০	৭৯৬৸০	৭৯৷৹
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৯৪৲	৭৯৮৲		৭৯৮৲	৭৯৬৲০	৭৯৬৸০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	৯৫৸০			৯৫৲	৯৫৲	৯৫৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৯৫৸০			৯৫৸৹	৯৫৸০	৯৫৸০
বিবিধ দর—প্রতিভরি (কলিকাতা) ...	৫৯।০			৫৯।০	৫৯।০	৫৯৲
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৪৲০ হারের ...	৯৯৸০-৯৯৬/০			৯৯৬/০-৯৯৭/০	—	—
মেয়াদের দর (সর্কোচ্চ ও সর্কনিম্ন)						
ইণ্ডিয়ান্সিয়াল্স—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ	—			৫৭।৵-৫৮৲	৫৬৲-৫৬৸০	—
ষ্টীল কর্পোরেশন—অফি	—			৩৫৸০-৩৬৲	৩৬৸০-৩৬৸০	—
জুবিলী—অফি	১৪৲-১৪৬/০			১১৬৸০-১১৭/০	১১৬৸০	১১৫৲
ভারিয়া ইনেভষ্টী ও ষ্টীল	৫১৲-৫৩৸০			৫৩৸০	৫১৲০-৫১৸০	৫১৲০-৫১৸০
জেসপ	২৫৷৵-২৬৷০			২৫৷০-২৬৷০	২৫৷০-২৫৷০	২৫৷০-২৫৷০
বার্ণপুর	৫৲-৫৬৸০			—	৫৷০-৫৴০	৫৷০-৫৴০
ভাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল	১২৬৸০			—	১২৬৸০-১২৭৲	১২৬৸০
ষ্টীটনিয়ম	—	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ	—	—	—
খনি—খাস কর্পোরেশন	৬৴০-৬৬/০			৫৯৸০-৫৯৸০	৫৯৸০-৫৯৸০	৫৯৸০-৫৯৸০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন	৬৸০-৬৴০			৬৴০	৬৴০-৬৴০	৬৴০
ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	১৩৬৲-১৩৭৲০			১৩৬৲	১৩৬৲-১৩৭৲০	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	১৯৷০			—	৪৭৲	৪৭৲০-৪৭৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	১৩৫৴০			১৪৲	১৪৫৴০	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং	—			৪০৲-৪৩৸০	৪১৫৴০-৪৩৸০	—
খাসদেহ " "	১১৯৲০-১২৬৴০			১২৬৸০-১২৭/০	১২৬৸০-১২৭৸০	১২৬৴০-১২৬৸০
রাণীগঞ্জ " "	৪২৫৴০-৪২৲			৪২৫৷০	৪২৫৴০-৪২৷০	৪২৬৴০
ইণ্ডষ্টীবল " " ...	৬৩।০-৬৩৸০			৬৩।০-৬৩৸০	৬৩।০-৬৩৸০	৬৩।০
নাইন ইষ্টবুরা " ...	৫০৲-৫১৸০			৫০।০-৫১৸০	৫১৲০-৫১৸০	৫১৲০-৫১৲
কাপড়ের কল—বিষ্ণু ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড লিঃ	৭৬০-৭৬৴০			৭৬৸০-৭৬৴০	৭৫৲০-৭৬৸০	৭৫৸০-৭৬৸০
বেঙ্গল ...	১২৷০			—	১২৷০-১২৷০	—
কাশীপুর ষ্টেডফাইবার্স ...	১৩৬৸০-১৩৬৸০			১৩৷০-১৩৬৸০	—	১৩৬৸০-১৩৬৸০
এলবিন কোং লিমিটেড লিঃ ...	৬৬৸০-৬৬৸০			৬৬৸০	৬৭৸০-৬৭৲০	৬৬৲
কেশোরাম " " " ...	১৩৬৸০			১৩৬৸০-১৩৬৸০	১৩৫৲০-১৩৬৴০	১৩৬৸০-১৩৬৸০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	৫৫৲			—	১২৯৲-১২৭৲	৫৫৲
ঐশোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	—			৯৯৴০	—	—
ষ্টীমার ...	২৬।৵-২৬৸০			২৬।০-২৬৸০	১৮৬৸০-১৯৷০	২৬৷০-২৬৷০

ভারতীয় শিল্পের সংগঠন প্রচেষ্টায় আমরা আপনার সহায়তা কামনা করি

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : বি বি ৪১৮

কলিকাতা শাখা:— ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন : বি বি ২১৮০

অন্যান্য শাখা—চট্টগ্রাম, ঢাকাবন্দর, বাজলাহী, সিরাজগঞ্জ, পাবনাহাট, কলমাইকান্দি ও বরদমনিংহ।

সুদ : চলতি—১% মেয়াদি—২%

আমাদের স্থায়ী আমানত, ক্যাশ সার্টিফিকেট, এফিডেভিট ইত্যাদি, সেভিং ও চলতিহিসাবে অল্প সুদে বিনিময়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে দেনার ও কোম্পানীর কাগজ জমা-বিক্রয় করা হয়। বিভিডেণ্ড ও কোম্পানীর কাগজের সুদ আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে।

হয়তো শুনে থাকবেন

- এ আমাদের তৈরী রবার হীলের কথা আমাদের আরো
- বিশ্বাস ও সুখের। বিশ্ব সেরা রবার বিলাস নাম রয়ে
- গেছে। সেইজন্যই বলি, আসলটা চাবার চেষ্টা
- আমাদের আর যেসব তৈরী জিনিষে রেখে আমাদের
- বিশ্বাস রেখেছে তারা ঠকে যায় নি। এ-চাড়া আমাদের
- আরও দুই ডজি প্রথমশ্রেণীর বস্তু—টেনিস ও লিঃ-
- বলেরীন—আমাদের নিজ কারখানায় তৈরী।
- ফুটবলের তৈরী হয়ে থাকে। অল্প মাসিকের
- মধ্যে ৬-৭টি বাজারে আর ফুলাভি আসছেন।
- আপনার প্রয়োজন জানালে আমরা বিস্তৃত

ন্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারিং

ম্যানেজিং এজেন্ট্স : ডুরকো,

১-৩৫, বিডন রো, কলিকাতা।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি

১৮৭, রসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। ফোন : সিউে ৩০২০ এবং ১৮৬

মূলধন

অনুমোদিত—১,০০,০০,০০০ টাকা বিক্রীত—৯৫,০০০ টাকা

বিলিকৃত—১০,০০,০০০ টাকা আদায়ী—৫,০০,৬৫ টাকা

সভ্যপদে ১৩৩৪ সালে শতকরা ৬৲ টাকা।

স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়—সুদ ত্রৈমাসিকে দেয়।

বিভিন্ন মূল্যের বাড়ী এবং জমি সর্ত্তসাপেক্ষে বিক্রয়ের জন্য আমাদের নিকট মজুত আছে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

স্থাপিত—১৯২৯

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(লিমিটেডলায়েবিলিটি)

হেড অফিস—১২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন...	১০,২৭,৯২০৲ "
আদায়ীকৃত "	৯,২৬,৫২০৲ "
কার্য্যকরী " ...	৭৫,০০,০০০৲ " উপরে

শাখাসমূহ :—অলেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, বিডিবাজার, বর্দ্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট, গৌরনদী এবং ঢাকা।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৫ই হতে ফেব্রুয়ারী	১২ই ফেব্রুয়ারী	১৯শে ফেব্রুয়ারী	১৯শে ফেব্রুয়ারী	১৯৪ সাল	১৯৩ সাল
চটকল—অবলম্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	৩৪৸			৩৪৸	৩৪৸৹	৫৩৸
আংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৫১৸-৫৪৸			৫১৸-৫১৸	৫১৸	৫১৸
বাউরিয়া ...	৬৩৸-৬৩৸			৬৩৸-৬৩৸	৬৩৸-৬৩৸	৬৩৸-৬৩৸
বজবজ ...	১৩৸৹			—	১৩৸	১৩৸-১৩৸৹
বেলিঘেটা ...	১২৸৵-১২৸৹			১২৸৵-১২৸৹	১২৸৹-১২৸৹	—
বিরাটেশ্বর ...	৭৪৸-৭৪৸			৭৪৸-৭৪৸	৭৪৸-৭৪৸৹	৭৪৸৹-৭৫৸
ভীমনাগ ...	৪৮৸			৪৮৸-৪৯৸	৪৮৸-৪৯৸	৪৮৸-৪৯৸
হাওড়া ...	—	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ	৮৬৸৹-৮৬৸৹	৮৬৸৹-৮৬৸৹	—
কিমিয় কল—বেঙ্গল কেমিক্যাল কোং ...	—			১৯৯৸৹-১৯৯৸৹	১৯৯৸৹-১৯৯৸৹	১৯৯৸৹-১৯৯৸৹
ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল কোং লিঃ ...	৩৩৸৹			—	৪৯৸৹-৪৯৸৹	৪৯৸৹-৪৯৸৹
বেঙ্গল এসিড কোং লিঃ ...	৪৭৸৹			২৭৸৹-২৭৸৹	২৭৸-২৭৸৹	২৭৸৹-২৭৸৹
কাঁচ কারখানা—বেঙ্গল গ্লাস কোং লিঃ ...	২১৸৵			—	২১৸৵	২১৸৵
বিশ্বনাথ গ্লাস কোং লিঃ ...	—			—	—	—
বিবিধ—কালকিনা সিমেন্ট কোং লিঃ ...	১৭৸-১৭৸৵			১৭৸-১৭৸৵	—	—
ডি আই কর্পোরেশন ...	৯৯৵৹			৯৯৵৹-৯৯৸৵	—	৭৸৹-৭৵৹
ইেডিয়ান অক্সিজেন কোং লিঃ ...	১৭৫৸৹-১৭৯৸			১৭৫৸৹-১৭৯৸	১৭৯৸-১৭৯৸৹	১৭৯৸-১৭৯৸৹
ইেডিয়ান ইলাষ্টিক লিঃ	১৯৯৸৵			১৭৸-১৭৸৹	—	১৭৸৹-১৭৸
ইণ্ডিয়া কেবলেস ম্যানিফেকচারিং কোং লিঃ	১৯৯৸৹-১৯৯৸৹			১৯৯৸-১৯৯৸৹	১৯৯৸-১৯৯৸৹	—
আলায়-কেমিক্যাল সিমেন্ট ...	১৭৯৸৹			১৭৸৵	১৭৯৸৵	১৭৯৸৵-১৭৯৸৵
ন্যাশনাল ইলেকট্রনেটর কেমিক্যাল	১৪৯৸৹			—	—	১৪৸৵
মিটি এলিমেণ্টাল ইনসিকেশন ...	—			—	—	—

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—ষ্টার্ডি

হেড অফিস :—৮৪নং ব্যাণ্ডেল ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা

ফোন নাম্বার—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং কটন ষ্ট্রীট)।

বাংলা প্রদেশ—আগরা, চট্টগ্রাম, কেশবী, কোন্নগর, টাঙ্গাইল, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, বিক্রমপুর, ঢাকুরিয়া, পাটুয়াটুলী, ফরিদপুর (চাঁদা), বারাসাতগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি এবং ভাগলপুর।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—
ই মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এম কে গুহ

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৯

হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলে ২৩৬৬ (৩ লাইন)

কলিকাতা শাখা :

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখাসমূহ—

চাকা, ফিনোদপুর, নারায়ণগঞ্জ, লোকনাথি, লোকপুর, চৌমুহনী, টাঙ্গুয়া, পুরাণবাজার, কেশী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, জলপাইগুড়ি, মহিষাল, লৌলকান্দ, শিলিগুড়, পুর্ণিয়া, পাটনা, আরা, রাঁচি, ভাগলপুর, কাশিমপুর, বেলবাড়ি, সন্ধ্যা, আরা, এলাহাবাদ, বারাণসী, সিকরাবিদ, কানপুর, ঝরিয়াল, দিল্লী, আলমোরা, নিমাজপুর, চৌবাটী, ডিলি ও ময়মনসিংহ।

ব্যাঙ্কারী সুবিধা—ছেড় ফোটি টাকার উপর

কাশপুর শাখা ৮ই মার্চ ৪৫ খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল

৭,৫০,০০০৲ টাকার

সুবর্ণ সুযোগ

আমরা আমাদের সহিত জানাইতেছি যে, ১,৫০,০০০৲ টাকার অতিরিক্ত শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য ডিরেক্টর বোর্ড ইচ্ছা করেছেন ২১-এ ধারা অনুসারে ফেডারেল কর্পোরেশনের অনুমতি পাইয়াছি। ইহা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে যে, এই অনুমতি দানের জন্য ফেডারেল কর্পোরেশন কোন দায়িত্বভার আর্থিক অবস্থার বিষয় বিবৃতির সত্যতা অথবা কোন মতামতের জন্য দায়ী নয়।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস :
আগরতলা (বি এণ্ড এ রেল)

হেড অফিস :
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

শাখা অফিস—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ভারতীয় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি ১৭৪৪

ব্রাঞ্চ অফিস :—
ঢাকুরিয়া, মাদার্থ মার্কেট, ঔষধাবাদ, ভবানীপুর, ক্যানিং, পাঁচুড়, রামপুরহাট, ধুলিয়ান, বারহারওয়া, আহিরণ, ও ফোরবস।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি এন চাটার্জ্জী

প্রাচীনতম আয়ুর্বেদিক অনুমোদিত আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধাদি ও গবাঘৃত যে কোন পরীক্ষায় প্রস্তুত ঔষধের সুখ্যাতি সমধিক এবং কেশের সুষ্ঠুতা সম্পাদন করিতে অতুলনীয়—

কল্যাণী

সুরভি আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া কলিকাতা.

এরিয়ান ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং

কলিকাতা, রাণাঘাট, এলাহাবাদ, ক্লিয়ারিং হাউসগুলির মারফৎে ক্লিয়ারিং সুবিধা প্রদান

—শাখাসমূহ—

এলাহাবাদ	কালকাটি
অমরাবতী	কাকদ্বীপ
আলমডাঙ্গা	কৃষ্ণনগর
আডমিরিগঞ্জ	কাঁথি
বেরিলী	খড়দহপুর
বালেশ্বর	গড়েরা
বেলেডা	চেরিবীপুর
কাণ্ডলা (এলাহাবাদ)	চিরুলিয়া
চেরাপুঞ্জি	জোড়াসাঁকো
চৈতন	তাপসপুর
তাপসপুর	দর্জি কলিকাতা
তাকুমিয়া	দ্বারহাট্টা
ডাপসা	ডাপাডাঙ্গা
ডার্জিলিং	নৈহাটি
থড়া	পুরুলিয়া
থাইরাল	বিলিগুড়ি
থাইলিয়া	ভীমরী
বোপালনগর	ভিলাই
ভাগলেপুর	মুলতা
ভৌলপুর	ওয়ারাণসী

৭৪০ রাজে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	৪০,০০,০০০৲	—
আদায়ীকৃত মূলধন	৩৪,০০,০০০৲	টাকার অধিক
রিজার্ভ ফাণ্ড	৩,২৫,০০০৲	টাকার অধিক
ডিপোজিট ও বিবিধ দায়	২,৫৮,০০,০০০৲	টাকার অধিক
আদায়ের	৩,৪৫,০০,০০০৲	টাকার অধিক

(৩১. ১২. ৫৭ পর্যন্ত হিসাবানুযায়ী)

গত ২৫শে জানুয়ারী বোম্বাই শাখা খোলা হইয়াছে।

কে, এল, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আপনার শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :	স্থাপিত :	মেন অফিস :
ঢাকেশ্বর	১৯২৩	২৬৮, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা অফিস : ঢাকা

৫৩এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২৭৮এ, আপার সিংহপুর রোড,
২৫এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট (নিজস্ব),
১৩৩বি, রাসবিহারী এভেনিউ (বালিগঞ্জ)।

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্বত্র

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর ৩১ তারিখে শতকরা ৫৲ টাকা হারে লাভ ইতিমধ্যে বিতরিত ঘোষণা করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস চক্রবর্তী

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং

লিলি বালি
স্বাদের পথা ও পালার

লিলি-বালি

লিলি বিস্কুট কোং

১৩২এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীবটকৃষ্ণ পাইনের পক্ষে শ্রীশান্তি, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE—B. B. 6282 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

নবম বর্ষ] Monday, 12th March, 1945 সোমবার, ২৮শে ফাল্গুন ১৩৫১ [৪৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতবাসীর ঘাড়ে ঋণের বোঝা

যুদ্ধের আমলে ভারতবাসীর ঘাড়ে ঋণের বোঝাটি প্রকৃত পক্ষে যাহাতে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে তাহার ব্যবস্থাটি ভারত সরকার বাজেটে প্রত্যেকটি হিসাব হইতে সযত্নে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঋণের ঘাড়ে ভারতবাসীর যে ঋণ হইতে যে পরিমাণ ঋণ ভারতবাসীর ঘাড়ে চাপাইয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি টাকা। সেই ঋণ ১৯৪৩-৪৪ সালে দেশবাসীর ঘাড়ে হইতে ২৫২ কোটি টাকা আদায় করা হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালের সংশোধিত হিসাব অনুসারে দেশবাসীর ঘাড় হইতে ৩৭৩ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা আদায় হইবে এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে ৩৯৯ কোটি টাকা আদায় করা হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। কিন্তু আর্থিক সমস্যার ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্বের জন্য অধিক অর্থ আদায় করা সত্ত্বেও সর্ব্বসাকুল্যে ঋণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ বিষয়ে দেশের ঘাড়ে ঋণের বোঝা কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা ১৯৩৯-৪০ সালের শেষে অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১২০৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। ১৯৪৩-৪৪ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে উহার পরিমাণ হইল ২৩৮৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। সিমলাইয়ে বসিয়া অর্থসচিব ঘোষণা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের মাত্রাধিক্য খুসী এই যে ১৯৩৯-৪০ সালের শেষে ভারত সরকারের যে ১৪০৫ কোটি টাকা ঋণ ছিল তাহার অংকে তাঁহাদের হাতে ২৪০ কোটি টাকা মূল্যের আয়ব্যয়ক সম্পত্তি ছিল এবং যে ঋণের জন্যে কোন আয় নাই এরূপ ঋণের পরিমাণ ছিল ৯৪৯ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ সালের শেষে যে ৯৮৩ কোটি টাকা ঋণ হইবে তাহার অংকে সর্ব্বসাধারণের হাতে আয়ব্যয়ক সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৩০১ কোটি টাকা এবং যে ঋণের অংকে কোন আয় নাই এরূপ ঋণের পরিমাণ হইবে ৬৮০ কোটি টাকা। শেষ পর্য্যন্ত ভারতবাসীকেই ট্যাক্স দিয়া এই ঋণ সুদে আসলে শোধ করিতে হইবে। এই ঋণের বোঝার জন্য ভারতবর্ষে যে আভ্যন্তরীণ মূলধন গড়িবার জন্য অর্থের সংস্থান করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

ট্যাক্স ও ট্যাক্স বিভাগের বাহুল্য

ভারত সরকার উদ্যমের বেগ বিভাগ এবং ট্যাক্স ও ট্যাক্স বিভাগকে অবাধিবাস বিভাগ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। অবশ্যপ্রয়োজন মিটাইবার এই সব বিভাগের উদ্দেশ্য এবং এই সব বিভাগের জন্য যে ব্যয় অপরিহার্য্য তাহার অতিরিক্ত কোন ব্যয় এই সব বিভাগের ঘাড়েতে আসায় করিয়া এই সব বিভাগকে একটা লাভের ব্যবসায়ে পরিণত করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয় বলিয়া সর্ব্বদেশই বলিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বদেশই ভারতবর্ষে এই রীতি দেখা কিছই মানিয়া চলেন নাই। সম্প্রতি এই সব বিভাগের ঘাড়েতে দেশবাসীর ঘিনই হইতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী অর্থ আদায় করা হইতেছে। কিন্তু কি যুদ্ধের দেশ বিভাগের ঘাড়েই আরোপণ প্রকৃত আয়ের জোরাজুরি যে এই বিভাগের সাহায্যে পরোক্ষভাবে কি প্রকার প্রভূত পরিমাণে লাভ করিতেছেন। ভাত ও তার বিভাগের আয়ের অনুপাত। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ভাত ও তার বিভাগের ঘাড়েতে পরোক্ষভাবে আয়কর সরকারের মোট লাভ হইয়াছিল ১৮ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। সেই স্থলে ১৯৪৩-৪৪ সালে এই বিভাগের ঘাড়েতে পরোক্ষভাবে মোট লাভ হইয়াছে ৯ কোটি ৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। সালেন্ডার হিসাব ৬লক্ষ ১৯৪৪-৪৫ সালে এই বিভাগে ৯ কোটি ৩১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং বাজেটের বরাদ্দ অনুসারে ১৯৪৫-৪৬ সালে উক্ত বিভাগে ১১ কোটি ৮৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা লাভ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। দেশ বিভাগ এবং ভাত ও তার বিভাগের বরাদ্দ হাজার হাজার দেশের পাতা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ জোগাইয়া থাকে। বাজেট সরকার এই দুইটি একচেটিয়া বিভাগকে উৎপাদনকারক একটা অতিরিক্ত পরিমাণ টাকা দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠান যে সমস্ত অতিরিক্ত করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই

ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার জন্য

বর্ত্তমান যুদ্ধে অর্থব্যয়ের বোঝাবহনে ভারতবাসী গত দশ কোটি টাকা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, বিপুল অংকের বোঝা ঘাড়ে লইয়াছে এবং জীবন যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সম্বল ক্রমশঃ দুর্মূল্য হইতে দুর্মূল্য হইয়া মূল্য দিয়া ভারতবাসী ক্রয় করিতেছে। এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীর যে আয় হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া এখন সব উপচিত হইতেছে। অনেকের মনে করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতে বিদেশ সমর হইয়া দেশের আয় বাড়িবে এবং দেশবাসীর জীবনযাত্রা প্রণালী উন্নত হইবে। কিন্তু যুদ্ধের সময় হইতে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রয়োজনে বিদেশ ব্যবসায় প্রতিহত করিয়া এবং বিদেশ হইতে সমস্ত মূলধন হইতে দেশবাসীকে বঞ্চিত করিয়া সর্ব্বদেশই দেশের এই আশা ভরসাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের সময়ে সমস্ত ভারতবাসীর যে টাকিং খুলা করা হইয়াছে তাহা দ্বারা যুদ্ধাবসানে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ভারতবাসী হইতে এবং তাহা যুদ্ধাবসানে ভারতবর্ষ শিল্পসমৃদ্ধ হইতে পারিবে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে তাহাদের আশা ভরসা। সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে ভারতীয় অর্থসম্পদের ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৯১-৯৯
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৯৯৮
ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের অধিনায়ক	৯৯৯-১০০
খেলাধূলার খাতা	১০০০
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১০০১-১০৬
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	১০০৭-১০৮
বাজারের হালচাল—	১০১৩-১৪

—ঃ শাখা ঃ—
বড়বাজার
পত্তনতলা
উলুবেড়িয়া
আসানসোল
বোলপুর
চৌমুহানি
দক্ষিণ কলিকাতা

দি সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেডঅফিস "সোনাপুর" : ১৯ আনন্দ বোস রোড, কলিকাতা : স্থাপিত ১৯১১

৩০০৲ হারে ডিপোজিট গৃহিতা হইতেছে।
আয়কর রহিত
৫%
ডিবেঞ্চারের বোনাস দেওয়া হইতেছে।

ঢাকা শাখার কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

[illegible] ভারত সরকার ইতিমধ্যে ও বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রয়ের সেন্ট্রেলাইট নাম আমদানী রাজনীতিক ইতিহাস পাইয়াছিলাম। এখানে যে, কিনি ইতিহ এইরূপ আছে আর পরিবর্তন ইন্সাক্সার বাজারী, রাজ্যগুলির জন্য, ইলেকট্রিক [illegible], টেলিফোনের নাম সরকার ও আমাদের আ-[illegible] জন্য আমদানীর প্রয়োগ করিয়াছে। কিন্তু মনে রেখেন যে আমদানীর [illegible] পরিমাণ হইবে এরূপ নহে, এই পরিবর্তন [illegible] ইতিহ মুদ্রার আমদান দ্বারা হইবে বাজারে হবে আমাদের [illegible] আমদানীর আমদানীর। সবে থাকা পরিবে। সুতরাং, মুদ্রাবর্তী পরিবর্তন আমদের নিজের প্রসার এবং আমদান আমদান হইবে। বর্তমান মূলে আমদানীর বিদ্যুৎ আমদানের জন্যে যে কোন, মূলধনই হইবে না আমরা এখন যেন মূল্য পরিবেশন।

[illegible]

বিদ্যু কিন হইল বর্তমানে কিনল প্রোডিউসারের [illegible] প্রতি ইউ ১২ টাকা এবং প্রতি ১০০ ঘন ফুটের দর ২৯৪ টাকা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আমাদের ধারিতেছিলাম যে, ইহার ফলে [illegible] প্রতি ১০০ ঘন ফুটের উপর ১১ টাকা করিয়া লাভ করিতেছে। ১০০ ঘন ফুট তৈয়ার করিতে ৪৫ সের কয়লার প্রয়োজন হয় এবং প্রতি ১০০ ঘন ফুট তৈয়ার করিতে ৫।৩ টাকা খরচা পড়ে। এই হিসাবের উপরই সরকার পরিবর্তন উৎপাদনকারীদের নির্ধারিত মূল্য সম্বন্ধে প্রতিবাদ [illegible] করিয়াছেন যে, ১০০ ঘন ফুট তৈয়ার করিতে ১৯৮৫ আনুমান খাটি [illegible] প্রতি ১০০ ঘন ফুট তৈয়ারীর জন্য খরচা পড়ে ১৭৯ আনা অর্থাৎ ২৯ টাকা মণে ১০০ ঘন ফুট বিদ্যুৎ বর্তমানে উহার জন্য প্রতিবন্ধে ৩৮০ আনুমান বেশী লাভ হয় না। তাহাকার সাহেব উহারই উপরে বলেন [illegible] হিসাব পরিবর্তন করিয়াছেন যে, বর্তমানে প্রতিবন্ধে [illegible] যে সব অন্যান্য বিষয়ের আমাদের [illegible] ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১০০ ঘন ফুট বিদ্যুৎ ৩৮০ টাকার বেশী লাভ করিতে না এবং বর্তমানে কয়েক বিদ্যুৎ বিভাগ পরীক্ষকদের (cost accountants) প্রতিবন্ধের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া এই বিষয়ে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রতিবন্ধে ১০০ টাকার ৪৯ বিদ্যুৎ করিয়া ৬০ টাকার বেশী লাভ করিতেছে না। মি: তাহাকারের এই সব উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা বর্তমানে কয়েক বিদ্যুৎ বিভাগ পরীক্ষকদের সরকারী বক্তব্যে মি: তাহাকারের নাম বিজড়ী করি। বিভাগীয় পরীক্ষকদের বক্তব্যে কিছু টাকা কেনিয়া নিলে যে কোন হিসাব যে পাশ করাইয়া লওয়া যায় তাহা অনেক বর্তমানেই জানা আছে। বিদ্যুৎবিভাগ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের করিবার ও প্রকাশিত উৎপাদনের লোড অফিসের উচ্চ দেখুন, তাহা খরচ, বেতন, প্রকাশিত, ইনকম প্রকাশিত আসবাব আসবা ইত্যাদির আমদানী নিয়ন্ত্রণের। উৎপাদনি খরচার আমদানী [illegible] পড়ে ৬, ১০০ ঘন ফুট তৈয়ার করিতে যে [illegible] আমদানী কিছু পরিমাণ মি: তাহাকার উহার পরিবর্তনের সেই পরিমাণ নিয়মের করিয়া কোন্ খরচা কত খরচা হইয়াছে, তাহার কোন মি: তাহাকার প্রকাশ করেন আমরা হইলে উহা বিশ্লেষণের প্রকাশিত হইবে যে, [illegible] আমদানীর প্রকাশিত খরচা ৭৮০ টাকার বেশী লাভ প্রকাশ না করিবার জন্য [illegible] আমদানীর [illegible] আমদানীর [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] আমদানীর [illegible] ইত্যাদির আমদানীর [illegible] উহারা বিদ্যুৎ পরিমাণে লাভ প্রকাশ করিতেছেন। [illegible] আমদানী উৎপাদন খরচা, সরকার যদি নিজেদেরভাবে [illegible] তাহা আমরা হইলে উহা বিশ্লেষণের প্রকাশিত হইবে যে ১০০ ঘন ফুটের জন্য ২৯৪০ আনা মূল্য নির্ধারিত হইলে প্রতি ঘন পুরাটার মূল্য দাঁড়াবে পাঁচ ২২, টাকা নির্ধারিত হওয়া উচিত। সেই হিসাবে প্রতি ঘন পরিবর্তন মূল্য ১১ টাকা নির্ধারিত করিয়া বর্তমানে সেই সরকারী আমদানী পরিমাণের পরিমাণের।

ভারত সরকার আইনের ১১১-১২১ ধারা

১৯৪৭ সালের ভারত সরকার আইনের ১১১ হইতে ১২১ ধারা তুলিয়া দিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ জানাইয়া [illegible] বহু অনুরোধ করা হয়। গত তারিখে ভারতীয় গণপরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা ঐ তারিখে শেষ হয় নাই। কিন্তু মি: বহু অনুরোধের প্রস্তাবের জবাবে ভারত সরকারের প্রতিনিধি ও বিরোধদলের নিবাসের নেতা নাম আমাদের [illegible] যে সব কথা বলিয়াছেন তাহা একেবারেই [illegible] হয়। তাহার বর্তমানে যে সব [illegible] দিয়া [illegible] ও আমাদের [illegible] প্রকাশ করিয়া কোটি কোটি টাকা লাভ করিতেছে এবং যে সব ইংরাজ উচ্চ বেতনের সরকারী চাকুরীতে [illegible] নিযুক্ত আছেন এবং ভবিষ্যতে যে সব ইংরাজ [illegible] ও চাকুরীর জন্য এদেশে আসিবেন তাহাদিগকে ভারত সরকার কোনরূপ বিনা নোটিশে পারিবেন না—ইহাই আসলে ১১১-১২১ ধারার তাৎপর্য। ভারতীয় বর্তমানে যদি কোন ভারতীয় নিয় না থাকিত এবং [illegible] বর্তমানে [illegible] তবে তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইংরাজ পরিচালিত সরকারী নিয় ও পার্বিয়া প্রতিষ্ঠানের চাকরীবিভাগে যোগদানের [illegible] করিতে হইবে —তাহার উপরোক্ত বিশ্লেষণের নিয়মে [illegible] প্রতিষ্ঠানে। [illegible] যাহা হউক আমরা আমাদের ভারতবর্ষের নিজস্ব চাকুরীবিভাগে ব্যবস্থা ও নিয় পরিচালনার এই সুযোগ দেওয়ায় অসন্তোষের বিষয়ে ভারতের সমস্ত রাজনীতিক দল মিলন করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে ভারতীয় রাজনীতিক সংগ্রাম সংগ্রামের [illegible] সার চেম্বারলেন [illegible] যখন এদেশে আসেন তখন তিনি একথা বলেন যে, ভারতবাসী যদি কোন শাসনতন্ত্র করে এবং সেই শাসনতন্ত্রে যদি ইংরাজদের [illegible] প্রকাশ থাকে তবে [illegible] কোন বাধা উপস্থিত না হয় তাহা হইলে ইহা শাসনতন্ত্র ভারতে চালু করা হইবে। পরে ভারত সচিব এবং সরকারী ভারত সচিব স্যার চেম্বারলেন এই উক্তি সমর্থন করেন। এখন অবস্থাতে বর্তমানে উপরোক্ত ধারাগুলি ভারত শাসন আইন হইতে উঠাইয়া না দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে পক্ষ যে মহা অনুরোধের প্রস্তাব সমর্থন না করিয়া এই সমস্ত বিষয়ের করা হইতে বলিয়া পড়িয়াছি এইরূপ আইনে চাহিতেছেন। সেই পক্ষের কি [illegible] অনুরোধের প্রস্তাবটি গৃহীত হইবে কি না এবং গৃহীত হইলেও কতটা উহা কার্যে পরিণত [illegible] তবে [illegible] [illegible] করিবেন কি না তাহা এখন বলা শক্ত। তবে যে মহা অনুরোধের প্রস্তাবের প্রতি সমস্ত ভারতের সহানুভূতি [illegible] আমাদের ১১১-১২১ ধারা তোলা যে ভারতীয় নিয়োগবিধি একটা বড় প্রতিবন্ধক এবং তাহা—ইহা ভারতবাসীর স্বাধীনতার সম্পূর্ণ [illegible] নহে। পৃথিবীর কোন দেশের শাসনতন্ত্রে এরূপ [illegible] সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশগুলির শাসনতন্ত্রের ইংরাজদের স্বার্থ-[illegible] এরূপ সুযোগ থাকে।

ভারতীয় বাণিজ্যিক পরিচালনা

ও মূলধন নেওয়ার

[illegible] ভারতবর্ষের [illegible] নিয়, যাবতীয় রাজধানী ইত্যাদির [illegible] নিয়োগের প্রশ্ন ইতোমধ্যে বিভিন্ন আলোচনা যে সমস্ত রাজ্যের কোটি টাকার পরিকল্পনা দেখাইয়া [illegible] আইনে আমাদের বিশ্লেষণের [illegible] আমাদের [illegible] না হইলে আমাদের কিছুই আসে পরিমাণ হইবে না বলিয়া [illegible] আমাদের [illegible] ব্যক্তি বহু প্রকার করিয়াছেন। আমরা দেখিতে চাই [illegible] যে, সমস্তই আমাদের বিদেশী [illegible] আমাদের সাথে [illegible] [illegible] একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক সমস্তই [illegible] সমস্তের [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। পুনরায় [illegible] ভাবে একটী বক্তৃতাতে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে কোন আর্থনীতিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রথম প্রয়োজন হইতেছে এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের উৎসাহ ও আস্থা। এজন্য পরিকল্পনার [illegible] চাই [illegible] মানবিক [illegible]। বিভিন্নরূপ [illegible] [illegible], পরিকল্পনার [illegible] সম্বন্ধে সাধারণের আস্থা এবং পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য জনসাধারণের [illegible] হইতে [illegible] সাহায্য। কিন্তু এই [illegible] [illegible] [illegible] বর্তমানে চাই—যে [illegible] জনসাধারণের [illegible] সাথী করিতে পারে।" সার চিন্তামণি এই সব উক্তি আমাদের পক্ষে [illegible] হইবে আমি এ আশা এই উক্তির [illegible] সরকারী কর্তারা [illegible] সম্বন্ধে [illegible] যে [illegible] [illegible] করিবে আমাদের সন্দেহ নাই।

ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের আলোচনা

বর্তমানে দেশে ব্যাঙ্কিংয়ের [illegible] এবার আমার পরিমাণে এবং যে [illegible] পরিমাণ ব্যাঙ্কিং [illegible] আমাদের [illegible] ব্যাঙ্কিং [illegible] [illegible] [illegible]

টাকা মূল্যের পাসপোর্ট বিক্রীত হইয়াছে। সরকার মহলে এই আশা করা যাইতেছে যে ২৫শে মার্চ হইতে ১লা মে তারিখের মধ্যে ৬০হাজার তীর্থযাত্রী সরকার নির্দিষ্ট পাসপোর্ট সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ঐ সময় পর্যন্ত উক্ত মহলের মোট ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার ১৯০টি টেকস কার্ড বিলি করা হয়—ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৬৯টি টেকস কার্ড (পরিচয় পত্র) সরবরাহ তীর্থযাত্রীদের মধ্যেই বিলি হয়।

সরকার মহলে সরকারী ঘোষণায় পাসপোর্ট বিলির ব্যাপারে যে সময়ের মেয়াদ বিষয়ে সরকার আশা করিয়াছিলেন তাহা আদৌ অধিকাংশ লোকের মনঃপূত হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। কেন না সরকার যেরূপ পাসপোর্ট দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে সেরূপ পাসপোর্ট আদৌ পাওয়া যায় না। সরকার তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য যে প্রয়োজনীয় ফরমগুলি পূরণ করিতে দিয়াছেন তাহা পূরণ করিতে অনেক সময় লাগে। তাহার উপর পাসপোর্ট বিলির ব্যাপারে যে সকল বিভাগ হইতে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে হইবে সেগুলি সংগ্রহ করিতেও অনেক সময় লাগিবে। তাহা ছাড়া

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

পত্রিকা অবরোধনীতি সম্পর্কে ও অন্যান্য সংবাদের সেন্সরের পীড়ন—সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম সুপরিচিত—দুটি সেবা হইতে বঞ্চিত করিয়া অন্যান্য ভোগ অধিকার করিতেছে। এই প্রসঙ্গে এই অঞ্চলের বিদেশী অধিবাসী অধিকার এই প্রথম নয়। ভারতের সেন্সরের দুটি সহিয়া বিদেশীরা যথেচ্ছাচারের দৌরাত্ম্য অনেক বার করিয়া তুলিয়াছে, আমাদের তাহা জানা আছে। তাহা হইল, এবারের অধিকার কুখ্যাত সংবাদ বিষয় এই যে, একটি বর্ণবৈষম্যের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের সরকারীভাবে নাকি ভারতের সেন্সরদের ইতিমধ্যেই দুটি সেবা হইতে তিন বলিয়া প্রচারিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের অবশ্য অন্যান্য সংবাদের জন্য দুইটি খাঁটী স্বদেশীয় দুটিশ ব্যাটেলিয়ন সংবাদের এমন প্রচারে উৎসাহ উদয় হইল কেন? সিনেটের 'ডেলি হেরাল্ড' লিখিয়াছেন, অন্যান্য ভারত সম্পর্কে দুটিশ কর্তৃপক্ষকে কোনরূপ সচিবে হইবে। সাম্রাজ্যবাদিদের ভারতীয় নীতি সম্পর্কে সমালোচনার প্রচারে দুঃখজনক উদ্যোগীতার বড় ঐতিহ্য নাকল দুটিয়াছে নাই। ভারতে অন্যান্য দুটিশ-বিরোধী সম্পর্কে আন্দোলনের প্রচার করিয়াছিল, ইহাতে বিচলিতের কর্তৃপক্ষদের আরও বেশ আরও দুটি পাইয়াছে। 'ডেলি হেরাল্ডের' উপরোক্ত অন্যান্য অন্য হইলেও এর অন্য-সংখ্যা সাম্রাজ্যবাদিদের সংবাদের সুযোগ পত্রিকা সেন্সর কর্তৃক দুটি পরিবর্তনের দুটি পরিবেশ। দুটিশ কর্তৃপক্ষের ঐ পরিবর্তিত নীতির ফিরে থাকিবে তাহাদের নিজেদের ভোল ভরসা নয়—বাহিরের জনমতই প্রধানতঃ প্রেরণা। অন্যদের বেশ খানিক ও সোভেন্স করার অধিকার যে তার ও সাধারণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সকল হইতে সাম্রাজ্যিই পরাজয় সেই শিক্ষা লাভ তোমার কি একটুও বীরত্ব ভরসার ভোল আলোর ছোবে নয়ে?

* * *

ইহুদী বিদেশস্থী পত্রিকাকে লইয়া দুটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যতদূরই যত ভালোবে পরিচালনে। বাহির মুখুর উদ্যোগের নিজেদের যান থাকুক নয় যে, ইহুদী পত্রিকের উপর তাঁহারা মুলতুর অন্যায়ের হইতে এত তুলনাবিহীন অধিকার করিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিবেন কিসে। অন্যান্য সাধারণের বাহি ও পুরুষার সেবাই দিয়া দুটিশ দর্শক মোহিনে তাঁহাকে আইনাদিকের পরপারে চলিয়া যাইতে আদেশ দিবেন। দুটিশ বার্তাও মহল সন্তাই নিরপায়। নিরপায়ের সমাধানে প্রচার ও সংবাদ উপরের সন্ধান করে। সেই সন্ধানই একদিকের আমরা বিষয় দুটিয়ের উদ্রেক করিয়াছি। সম্প্রতি একটি প্রচার অন্য আন্দোলনের সংবাদ আনিয়াছে। সন্তানের 'ডেলি মেল' পত্রিকার নিউ ইয়র্কের সংবাদদাতা এক উদ্যম ইহুদী পত্রিকের "বিভীষিকা" নামে অভিহিত করিয়া লিখিতেছেন, "এই বলিয়া সরকারী পরিচালনা (মেকলী) বিরুদ্ধ করিতে বিধাবোধ করেন না, দুটিনের মুখুর ইহা করিতের উদ্যোগ করেন না। এই ইংলোকটি এক সময় হইতে অন্য সময়ে পাইয়া বিধান ভোজসভীর নিকট বক্তৃতা করিয়া দুটিন-বিরোধী মনোভাব উদ্রেক করিয়া তুলিতেছেন। এই দুই ইন-বাহিন বিদিত প্রচেষ্টার সমাধান নয়।"

আরও দুঃখ হইল দুটিশ বিদেশের বিদেশ দুটির অন্যায়ের অন্যায়ে এতদূরে ভারতবাসী বিদেশের বলে তাঁহার গতিবিধি ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা হইল তাঁহার অন্যান্য কথা সকল ভাব বিদ্যা প্রচার হইতে নিজেদের অন্যায়ে লইয়া বীরত্ব বর্ণনের প্রচার দুরে তাঁহাদের প্রেরিত হইতেছে। অন্যান্য ইহা পরিচালনের বিষয়!

* * *

দুটিশ পার্লামেন্টের উদ্যম এতদূরে তাঁহাদের অন্যায় প্রচার বিদ্য ভারতের সেই ঔপনিবেশিক সংবাদের সংবাদদাতার দুটিয়ের অন্যায় অধিকারে অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়াছে। দুটিশ কর্তৃপক্ষের পরিচালনার উদ্যম তাঁহাদের যে আর আড়া নাই বিষয় দুই-তিন বৎসরের ইতিহাসে তাহার অনেক দুটান্ত পাওয়া যাইবে। অবশ্য বাস্তব পার্থক্যিতির জন্য তাঁহারা দায়ী নাই এমনও অন্যায় প্রার্থিনাদের তাঁহাদের কথা বলা যায়। সম্প্রতি ভারত সরকারী উচ্চ কর্মচারীদের অবোধ পরিচয় তাঁহারা ও হইতেছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের ভূমিমন্ত্রীসভার সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি তার বক্তব্য দান এক সাধারণিক সম্মেলনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মুসলিমদের পরিচালনা: "এক জাতি আর এক জাতিকে উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, এই তার সেখানে ব্যাপারটা, সেখানে সাম্রাজ্যিকদের সম্মেলনই হইল আর যাহাই হউক, মুখ বাহিরে যায়। সাংবাদিকের জাতি-প্রেমের ও আমাদের জাতি-প্রেমের মধ্যে তফাৎ শুধু এই যে, প্রথমোক্ত ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব প্রচার করে ও তাহাই আরও প্রচার করে। আর আমরা উহা অন্যায় করিতে চাই, কিন্তু আমরা এখনই বলিতে চাই যে, উহা কখনও প্রচার করি না।" এই উক্তি করিয়াছেন এমন এক ভারতীয় যিনি বহুকাল যাবৎ ভারতের কর্তৃপক্ষের কাছে একজন প্রথম শ্রেণীর মিত্রপাত্র।

* * *

বাঙ্গলার সরকারী মহলের অন্তরঙ্গ বিশ্বি নিরপায় ভাব বিরুদ্ধপ্রচার নিয়ন্ত্রণের কথা-প্রসঙ্গে, কমুনিস্টদের অন্তরঙ্গ ভারতীয় প্রতিনিধিদের ইংলণ্ডে বিদায়ের। সরকারপক্ষ বলিয়া প্রকাশিত ভার বিরুদ্ধপ্রচার সেদিন সম্মুখে ভারতীয় চাকরের এক বিদায় সভায় সম্বোধে বলিয়াছেন, "ভারতের বর্তমান অন্তর অবস্থা যারা দুটিশ রাষ্ট্রনীতির অন্যায়ানুযায়ী প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের সমৃদ্ধিকে দুটিশ না দেওয়া পর্যন্ত ভারতে রাজনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। ভারতে অন্যান্যের পক্ষ হইতে কথা বলার মত একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হইতেছে ভারতের কংগ্রেস। অধিকন্তু ভারতে ভারতীয় পর্যবেক্ষণ প্রতিনিধি হইয়া আমাদের সাম্রাজ্যিকদের সম্মেলনে ভারতীয় পর্যবেক্ষণের প্রতিনিধি হিসেবে কথা দুটিবে।" অন্তর 'অন্যান্যের ভারতীয় বিদেশ' সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন: "দুটিনের ধারণা ভারতে আছেন সমস্যার কাল সাধনে উচ্চে। ইহাকে আমি অন্তরঙ্গিক বলিয়া মনে করি। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের প্রোচনাই প্রতিবন্ধকে আমাদের পাসন না দিবার অন্যায়ানুযায়ে ব্যবহার করা হইতেছে। অন্তর বাহির অধিক হইলে উভয় সম্প্রদায় নীমাংসার প্রধান সমস্যাগুলির সমাধানে নিজ নিজ কর্তৃত্ব সন্তোষজনকভাবেই সম্পন্ন করিবে।" তার বিদেশপ্রবাস ভারতের অন্যান্যের আন্দোলনের তোমার নেতৃস্থানীয় কর্মিবিদি নহেন। সুতরাং ইংলণ্ডে তিনি যে সব উক্তি করিয়াছেন তাহার উপর অন্যান্যের প্রতিনিধিদের দিক হইতে আমরা আলো অন্তর আরোপ করি না। আমাদের বক্তব্য এই যে, দুটিশ কর্তৃপক্ষের দুঃশাসনের ফলে এতদূর বিরাগ এবং তিক্ত হিসেব তাঁহারাও আজ দুঃ দুটিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

* * *

বেঙ্গলীর পরিবর্তনের কারণের বলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীকান্তনের লিখী ইংরেজি 'অধিকার' বেলাই-ব্যবহারের আন্দোলনের উপর লিখিত আলোক পাত করিয়াছেন। পত্রিকা সম্পাদনের পাসন-পরিষদ নাকি পুনর্গঠিত হইবে। প্রকাশ, তিনটি প্রদেশবন্ধন—বর্ধা, বরাট ও নরসাট—তথনাটের মনোনীত স্বাধী সরকারী কর্মচারীদের অধীনে রাখা হইবে। কংগ্রেসের ৪ ও নীতের ৪ জন নির্বাচিত সদস্য এবং পরিষদের অন্যান্য সদস্য ও জন সদস্যকে লইয়া পাসন পরিষদ গঠিত হইবে। প্রাদেশিক সমর্থনেষ্টগুলির নাকি অন্তরঙ্গ নীতি অনুসারে গঠিত হইবে। সংবাদে ইহাই বেলাই-ব্যবহারের আন্দোলনের অবসান। 'অধিকারের' আলোচনা-সম্পাদ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে ইহাকে সন্তোষের সহ নিয়া বলিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীকে প্রত্যাবর্তন বন্ধ জানাইলে তিনি নাকি বলিয়াছেন: "কংগ্রেস এই ব্যবস্থানুযায়ী অনুযায়ী চলিতে বাধ্য হইবে না। তাঁহারা অধিক প্রমাণ করিলেন তাঁহারিগকে কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইবে। বেঙ্গল পরিষদের কংগ্রেস সদস্যরা এমন সর্বসম্মতি প্রস্তাব করিবেন। তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থের মায়িত্ব তাঁহারা করিতে বাধ্য থাকিবেন না। এমনকি এই বন্ধনের সদস্য কংগ্রেস কর্তৃক বিতাড়িতও হইবে না।" মহাত্মাজী নাকি আরও মন্তব্য করিয়াছেন: "যে পর্যন্ত কংগ্রেস প্রত্যাবর্তন করিবার সমস্যার সমাধানে থাকিবেন যে পর্যন্ত আমি তোমা আমার প্রস্তাব বিবেচনা করিতে রাজী নহি।" যাহা হউক, এই সব অনুমান হইতে বেশা যাইতেছে,

(৮৩৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দেশের ও
দশের সেবায়
দি
নবদ্বীপ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৬, ম্যাঙ্গো লেন,
কলিকাতা।

ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের কতিপয় সমস্যা

বর্তমান ইংরেজী বছরের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে ভারতের ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সভা ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর যে বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে ভারতবাসীর দাবী আদায় সম্বন্ধে ঘোষণা করা হইয়াছে।

ফেডারেশন উহার প্রথম প্রস্তাবে আমেরিকার বেইন উডস বিশ্ব-অর্থনীতিক সম্মেলনে ভারতবাসীর দাবী উপেক্ষিত হওয়াতে এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কে ভারতবাসীর স্বল্প কোন স্থায়ী আসনের ব্যবস্থা না হওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া এমন দাবী জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতিক ও মুদ্রানীতি বিষয়ের ব্যাপারে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিদিগকে পূর্ণ দায়ীত্বসহ প্রদান করা হউক। ভারতবাসীমাত্রেই উহাদের নিজেদের স্বার্থের খাতিরে এই দাবী সমর্থন করিবে সন্দেহ নাই। তবে আমাদের মনে হয় সমগ্র পৃথিবীর এবং বিশেষভাবে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্বার্থের জন্যও এই দাবী পূর্ণ হওয়া উচিত। বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র জগতে যতগুলি বাণিজ্যে যে মন্দা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে ৪০ কোটি অধিবাসীর অর্থনীতিক পরাধীনতা তাহার একটা প্রধান কারণ। ভারতবর্ষের জনসাধারণের আয় যদি বর্ধিত হয় তাহা হইলে ভারতবাসী ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে মালপত্র ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে এবং উহার ফলে ঐ দুই দেশের বেকার সমস্যার সমাধানে অনেক সহায় হইবে। আর দেশের রাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রানীতি সম্বন্ধে ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করিলেই ভারতবাসীর আয় বৃদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইবে। যুদ্ধোত্তরকালে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যে অবাধবহুল বেকার সমস্যার উদ্ভব হইবে এবং ঐ দুই দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নতির জন্যই অধিকতর হারে রপ্তানের প্রয়োজন হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ ব্যতিরেকে অন্য কোন দেশ হইতে উহার কথা হওয়া অন্য উপায় নাই। সুখের বিষয় যে ইংলণ্ডের রাজনীতিকদলের মধ্যে দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার এত অভাব হইয়াছে যে, উহারা নিজেদের স্বার্থেরানির জন্য ভারতবাসীর অর্থনীতিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকিবেন। উহা উহাদের পক্ষে আত্মহত্যারই নামান্তর হইয়া উঠিয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতি অধিকৃতরোধের জন্য ভারতবাসী বীমা এবং আমানতের মালের বীমার ব্যাপারে ভারত সরকার যে নতুনতর স্বার্থপর নীতি অবলম্বন করিয়াছেন ফেডারেশন তদ্বিষয়েও একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্বে এই সম্বন্ধে পাঠকবর্গের সমক্ষে আমাদের বক্তব্য উত্তমরূপে করিয়াছি বিধায় এখানে মুখ্যভাবে বিশেষ কিছু বলিতে চাই না। তবে ফেডারেশন এই দুই শ্রেণীর বীমার প্রিমিয়ামের হার কমাইয়া দিবার জন্য দাবী করিয়াছেন—পক্ষান্তরে আমরা সরকারের নিকট এই দুইটী ব্যাপারে মূলে প্রিমিয়াম গ্রহণ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী। বর্তমানে এখনে আমাদের আমদানির আশঙ্কা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তি হইয়াছে এবং সরকারের হাতে যাহা প্রিমিয়াম হিসাবে সঞ্চয় প্রায় ৩৫ কোটি টাকা জমা রহিয়াছে। এই অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি পূরণের জন্য আর মূলে প্রিমিয়াম গ্রহণের কোন যৌক্তিকতাই থাকিতে পারে না।

ফেডারেশন আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সরকারের নিকট দাবী জানাইয়াছেন। এই সম্পর্কে এখনও মোট বিশেষজ্ঞই জানা যায় যে, বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষের সহিত আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সরকারের নিকট হইতে ভারত সরকারের নিকট একটী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারত সরকার এই প্রস্তাব সম্বন্ধে উপেক্ষা করেন নাই—উহারা এমন যে একটী প্রস্তাব আসিয়াছে তাহা পর্যন্ত ভারতবাসীর নিকট গোপন রাখিয়াছেন। বর্তমান যুদ্ধের ফলে অর্থনীতিক ব্যাপারে আমেরিকার মুরুব্বিয়ানা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভারতের শিল্প বাণিজ্যের কর্তাব্যক্তিরা কথায় কথায় আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এমন অবস্থায় আমাদের স্বাধীন শিল্প বাণিজ্য জাহাজী ব্যবসা ইত্যাদি সম্পর্কে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সরকারের সহিত ভারত সরকারের একটী চুক্তিপত্র করা সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় হইবে। এই ব্যাপারে উপেক্ষা করিলে কেবল যে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা রহিবে, এমন নহে। উহা উপেক্ষা করিলে ভারতের বাজারে বৃটিশ স্বার্থবিরুদ্ধ সমূহ ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে। আশা করা যায় যে, ভারত সরকারই ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের স্বার্থের খাতিরে অবিলম্বে এই বিষয়ে অগ্রসর হইবেন।

ফেডারেশন ভারতবাসীর মূলধনে স্থাপিত এবং ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত জাহাজী ব্যবসায় উন্নতি বিধানের জন্য সরকারের নিকট একটী দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। এই দাবী সুযুক্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃটিশ জাহাজী ফেডারেশনের সহিত সংঘর্ষের আশঙ্কায় বর্তমান সরকার কোন সাহায্য করিবেন সে ব্যাপারে ভারতবাসীর মনে ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে। সুতরাং এই ব্যাপারে ফেডারেশনের দাবীর ফোন সুফল হইবে কি না তাহা নিঃসন্দেহের বিষয়।

ফেডারেশনের আর একটী গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হইতেছে এদেশে ইঞ্জিনিয়ার সমবের জন্য ইংলণ্ড হইতে ভারতীয় জনসাধারণের ব্যবস্থা করা—ইঞ্জিনীয়ার আমদানী সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা আমরা অন্যত্র প্রকাশিত প্রবন্ধে এই বিষয়টী আলোচনা করিয়াছি। ইঞ্জিনিয়ার সমবে করিবার প্রধান উপায়

সাবান প্রস্তুতের যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাএাস পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসরিন • সিট্রোনেলা অয়েল • গ্লু • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৪৭ অফিস
" :—১৪৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"গ্লীসারাইট"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যাকরম লেন, কলিকাতা

দি রেডিয়েন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

ফোন—বড়বাজার ৩৪৪১ স্থাপিত—১৯৩৮ টেলি—ব্যাঙ্ক,ব্যাঙ্গালিয়

সেণ্ট্রাল অফিস—৩০।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা—বাগুরহাট (ঢাকা) বড়বাজার (কলিকাতা)

বি, এল, রায়চৌধুরী—জেনারেল ম্যানেজার। এম, কে, সাহা, বি-এল, ব্যাঙ্কিং কিংবেটর।

স্থাপিত—১৯৩১ ফোন। কাল ৪৪৩৩

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং
কোম্পানী লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
চলতি হিসাবের সুদ ... ১%
সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সুদ ২%

বড় এই মার্চ, অফিস কলিকাতা শাখা, ৮৩৫ বাসবিহারী এভিনিউতে স্থানান্তরে খোলা হইয়াছে।

অনুমোদিত জামিনে ব্যবসায়ীদিগকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ এম্ ব্যানার্জি

হইয়াছে যেখানে মোটের উপর অধিক প্রসার হয় নাই। ভারতে যুদ্ধের আমদানি ইংলণ্ড ও আমেরিকার পক্ষে যে হ্রাস হইয়াছে তাহার অনেক অংশ পূর্ণ হইয়াছে অধিকতর কলকারখানার দেশে ও অন্যান্য ইত্যাদি না দিয়া বাজারে উদ্বৃত্ত অংশে, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডভিন্ন অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে এবং উহার ফলে ভারতে মোট হ্রাস হইয়াছে। ভারতে ইহাই প্রধান কারণ। সেই কারণ দূর না করিয়া পর্যবেক্ষক পরিমাণে ইংলণ্ড হইতে এদেশে প্রসারে অধিক পরিমাণে এদেশ হইতে বিভিন্ন আমদানী করিতেছেন যাহার ফলে ভারতে ভারতবাসীর দ্বারা স্থাপিত অনুরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ অধিকতর হইতেছে। বস্তুতপক্ষে এদেশে অন্যান্যদেশের ব্যবস্থা বিভিন্নের ফলে এক প্রকার বিভিন্নের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এরূপ ভারতবাসী সব প্রকার দুরবস্থাকে ভোগ করিলেও ভারতে শিল্প প্রসারের ফলে করিয়া ভারতের বাজারে চিরস্থায়ী স্থান বিস্তারের ব্যবস্থা হইল—ইহা কোন দেশপ্রেমী ভারতবাসী সমর্থন করিবেন না। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয়দের প্রস্তাব খুব সন্তোষজনক হইয়াছে এবং এই প্রস্তাব সকল দেশপ্রেমী সমর্থন করিবে।

ভারতীয় শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষকের প্রকৃত অভিপ্রায় কি এবং বিশেষভাবে (১) শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ কিরূপ অংশ গ্রহণ করিবেন এবং (২) ভারতীয় শিল্পে বাহিরের ও দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে তাহা জানিবার দাবী করিয়াছে কেন্দ্রীয় দেশপ্রেমী এমনি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও উন্নতি বিধানের আকাঙ্ক্ষায় যাঁহারা সম্প্রতি লণ্ডনে সমবেত হইয়া ভারতীয় সদস্য সহ অনুরূপ মর্মে করিবার জন্য ভারতসচিবের নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কিন্তু সেই সময়ে বক্তব্য প্রকাশের সময় তাঁহারা কিছু অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সার আর্কডেলের তখন এই দুইটি বিষয়ে কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন নাই। তিনি তখন এই কথা বলেন যে, বিষয়গুলি পর্যবেক্ষকের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। কেন্দ্রীয়দের যে পর্যবেক্ষকের সম্বন্ধে ঐ সব প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহা খুব সুখের বিষয়। তাহার সরকার পঞ্চবার্ষিক দেশে রেলের উন্নতি, রাস্তাঘাটের প্রসার, রেল বিস্তার, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারে শত শত কোটী টাকার পরিকল্পনা দেখাইয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্তের উন্নতি দেশের নিজেরদের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত পর্যবেক্ষকের নিকট হইতে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্মপন্থার নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে না।

উহার মূলে পর্যবেক্ষকের অভিপ্রায় সম্বন্ধেই কেবল যে দেশবাসীর মনে সন্দেহ জাগিতেছে এমন নহে এদেশে বেশের নিজেরদিগের উপর দেশবাসী মনে প্রাণে ভরসা করিতে পারিতেছে না। যতদিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষক এদেশে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা না করেন যে, ভারতীয় শিল্পোন্নতির জন্য ভারতসরকার বিনিয়োগ করা আবশ্যক তাহা করা হইবে এবং পর্যবেক্ষকে ভারতে বিদেশীর পরিচালিত যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাদিগকে ভারতীয় শিল্পের সহিত অবৈধভাবে প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া হইবে না ততদিন পর্যন্ত কোন ভারতবাসীই দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিতে সাহসের সহিত অগ্রসর হইবে না। মোটের উপর এই ব্যাপারে পর্যবেক্ষকের নীতি ও কর্মপন্থা দ্বারাই দেশবাসী ভারতবাসীর অর্থনীতিক উন্নতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষকের কতটা আন্তরিকতা রহিয়াছে তাহা বিচার করিবে।

বর্তমান যুদ্ধের অবসানে যে সব চাহিদার ফলে ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর হইতেছে সেই সব চাহিদা মিটাইবার জন্য এবং দেশের শিল্পবাণিজ্য পর্যবেক্ষকে বর্তমানে যে সব বিধিনিষেধের গণ্ডী অতিক্রমের তাহা অপসৃত করিবার জন্যও কেন্দ্রীয়গণ দুইটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এই দুইটী প্রস্তাব সম্পর্কে কেন্দ্রীয়দের সহিত দেশবাসীর কোন বিরোধ নাই।

মার্কিন পণ্য বিক্রয়-বার্তা—ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধবন্দীর বাকিয়া বিভাগের অধীনে যুদ্ধের পরে সমর পুনর্গঠনে মার্কিন পণ্য বস্তুসমূহের সরবরাহ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা হইতে পণ্য রপ্তানীর ব্যাপারে বন্দরকর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বর্তমানে ৯০টি দেশী সমুদ্রগামী জাহাজ যুদ্ধকার্যে উপযোগী করিয়া পণ্য ক্রয় করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০

শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও বরষমণিয়া।

সে-অফিস : বিহারশরীফ

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার :

এ, কে, চ্যাটার্জি, বি-এল, সি-এ, আই, আই, টি

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৭

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্তে সেভিংস ও ডিপোজিট বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—রায় অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্‌পি।

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

স্থাপিত—১৯২৪ সন

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ ডিরেক্টারবর্গ দ্বারা পরিচালিত

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বড়বাজার, ভবানীপুর, শিয়ালদহ (কলিকাতা), ডিব্রুগড়, ডিব্রুছড়িয়া, জোড়হাট, শিবসাগর (আসাম), লিটল রিঙ্গা, কাশীপুর, রিয়াড়ি, বম্বে, আগ্রা, সিউড়ীবিল ও টাঙ্গাইল ইত্যাদি স্থানে শীঘ্রই শাখা অফিস খোলা হইতেছে।

স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী এজেন্ট এবং ক্যাশিয়ার চাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : ক্যাল ৫৪৩ হেড অফিস— ৭ সোয়ালো লেন

—শাখা—		কলিকাতা
শ্যামবাজার	বাহুড়িয়া	শ্রীরাট
ডালহৌসী স্কোয়ার	বাদবিয়া	ডেভলুপ
বাইবোনা	বেহিমীপুর	বরমচ
বালীগঞ্জ	বজবজ	সোঁয়াড়ী
চন্দননগর	শিউরি	বজবজ
কলিমপুর	বিদ্যাসাগর	ডেমোরস
আড়ড়াম	বুধারবাগী	ডেভলর
ইছাপুর	রাজবাড়ী	বাইলিয়া
দুর্গাপুর	বুধরী	ঘটাল

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—মে মি মজুমদার

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস—২৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

শাখা—বালীগঞ্জ

৪ঠা মার্চ্চ হইতে (আসাম) শাখা খোলা হইয়াছে।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন : ক্যাল—৪৮৮৩

এম্‌ কে ঘোষ
ডিরেক্টর-ইন্‌-চার্জ

খেয়ালীর খাতা

কলিকাতায় যানবাহন মোটর চালান পরিয়া মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িতেছে ইহা লইয়া কিছুকাল যাবত অনেক কাগজে খুব লেখালেখি চলিতেছে। কেন্দ্রীয় পরিষদেও এ-সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর হইয়াছে। কে-কয়টার নাম করিবার উপায় নাই, তাহার নীচে পড়িয়াই বেশীর ভাগ লোক মরিতেছে বলিয়া সাধারণের ধারণা। সম্প্রতি মেসার্স মেসার্সের ই,ডাই এক সাময়িক সম্মেলনে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাহা ঠিক নয়। তাঁহার যুক্তি এই যে, ১৯৪৪ সনে মোট ১৩৯টি মোটর-চালনা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ঐ নাম-করা-বিদেশ গাড়ীতে, এবং যে-সাময়িক গাড়ীতে এরূপ বাকী ২০৪টি গাড়ী যেসাময়িক কি সাময়িক তাহা জানা যায় নাই। মেসার্স মেসার্সের ই,ডাই বলেন, এই সংখ্যা হইতে দেখা যাইবে, সাময়িক গাড়ীর তুলনায় চালনা-পরায় সুবাধা অনুপাত অনেক কম, তাহল যেসাময়িক গাড়ীর চাইতে সাময়িক গাড়ীর সংখ্যা আজকাল অনেক বাড়িয়া গেছে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়া অবশ্য তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করা কঠিন হইতে পারে। যদিও ২০টি না-জানিয়ে-পারা গাড়ী যে সাময়িক গাড়ী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী তাহা কীভাবে করা চলিতে। অবশ্যই রাস্তিতে লোক চালান দিয়া ভীড় ঠেলে গাড়ী চালাইয়া চলিতে অভ্যস্ত হওয়ার সুবিধা তাহাদেরই বেশী, যাহাদের সম্বন্ধে হ্যাণ্ড আউটের বিশেষ প্রয়োজন নয়। কিন্তু সে-কথা রাখিয়া বিশেষ ইহা বীকৃত হইয়াছে যে, ৮৮টি পঞ্চাশী সাময়িক গাড়ীর চালায় মরিয়াছে। আমার মনে হয় মরিবার এই ভয়ন দুর্ঘটনার মূল নিয়ামকের ভয় কি অবস্থা হইয়াছে তাহাই জানিবার বিষয়, সাময়িক ও যেসাময়িক গাড়ীর তুলনামূলক হিসাবটা তত জরুরী নয়। অবশ্য যখন মানুষ মারা পড়িয়াছিলেন তখন একমাত্র অভ্যাসের ভুল প্রমাণ দ্বারা তত বেশী উৎসাহ উদ্দেশ্য লইয়া তাহা করিয়াছিলেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

• • •

মোটর চালনা এমন্ত সম্বন্ধের পাশে দুটো পথিক-দের সম্পর্কও অনেক বলিবার আছে। সাধ করিয়া কেহ মোটর চালা পড়ে না ইহা ঠিক। কিন্তু সংসার থাকিতে এবন্ধা অর্থীকার করিবার উপায় নাই যে, কলিকাতার অনেক পঞ্চাশীদের অনেকেই এমন ব্যবহার করেন যাহা দেখিয়া মনে হয় আত্ম-হত্যা করিবেন বলে করিয়াই তাঁহারা ট্রামের সামিল হইয়াছেন। অনেকে এমনভাবে পথ-চলেন যেন রাস্তাগুলি তাহারা যাওয়ার পার্ক। দুর্ঘটনার হাকিয়া রাস্তার আশিয়া চলিতেছেই অনেকে আসন পাশ এবং অনেকে এমন অন্যমনস্ক যে যানের উপর আসিয়া প্রাণপণে হর্ণ বাজাইয়াও তাঁহাদের চৈতন্য আনা কঠিন। আর একদল আছেন যাহারা ভাইনে বাঁয়ে না তাকাইয়া রাস্তা পার হইতে পারেন। মোটর চালকদের পক্ষে দোষ দিতে যাইলে তাহার সঙ্কেত করিতে হয়, দুদিকে হাত তুলিলে মোটরের যাবার থামিতে হয়। পঞ্চাশীদের দোষ দিবার নাই। যখন যে-দিকে খুশী যা তুইয়ারা চালাইলেই হইল। অবশ্য পথ যে একমাত্র তাহাদের জন্য নয়, একথাটা তাহারা মনে মনে মানে না। ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়িয়া চলে। কলিকাতার বাঁহাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে তাহারা পক্ষেরই অনেক পঞ্চাশীদের অসাবধানতার জন্য দুর্ঘটনা বাঁচাইয়া মোটর চালানো কম দুরূহ ব্যাপার। হুদুড় মেসার বাজারি মোহের মাথাগুলিকে চার পাঁচ ঘন্টার নিরন্তরভাবে মেরুদণ্ড নিষ্ক্রিয়ভাবে মেলা করিতে বাধ্য করিয়া তাহাদের প্রত্যেকটি অঙ্গকীয়া বিশ্ব-বিদ্যা মেন অবশ্য বিধি মেলিতে বলে, তাহাতে বিশ্বজনের মাথা মাথামাথি করিয়া তাঁহার সম্ভাবনা বেশী।

• • •

মোর সবটাই পঞ্চাশীদের নয়। বিস্তর স্থানে অবশ্য মাথা বিশ্বদের হইতে লোক আসিতেছে। তাহার অনেক স্থানে সম্বন্ধের ও প্রায়ণের হইতে। সেখানে মাস্তার স্ট্রাকার চলে না, 'জীপ' নাই! মুখবার পাড়ীগুলাতেরও অনে, ইংরেজীতে ব্যবহারে মনে ট্রাফিক সেন্স, তাহা সেখান হইতে লক্ষ আমদানের কাছ হইতে আশা করা যায় না। বাহির কর্পোরেশনের, পুলিশ কর্তৃপক্ষের, সরকারেরও এবং আছে সকলের। সম্প্রতি সেকেণ্ড ফার্স্ট এপ্রো-নিয়েশান দেখিয়াছি। অন্যান্যবারের নিয়মকার মত কত তাঁহাদের চিন্তা, কত তাঁহাদের উদ্বেগ-আন্দোলন। এই মুখ মুখ হইবার আগে যিনি মোর দেখিলা ছিলেন মোটর দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য এক বিরাট আন্দোলন সুরু করেন। পঞ্চাশী এবং মোটরওয়ালা উভয় পক্ষকেই নানা রকম উপদেশ ও নির্দেশ দিয়া পঞ্চাশমাত্র সকলের পক্ষেই নিরাপদ করিতে ঐ আন্দোলন বিশেষ সহায়তা করে। বিলায় মহীয়া সেবা বিরাটে উদ্যোগে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। এবারেও ঐ রকম কোন সমিতি আছে কি না জানি না। যা থাকিলে স্থাপন করিতে দোষ নাই। কর্পোরেশন মেন একটি বিশেষ বিভাগের মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রচারকার্য, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা পথচারিদের দ্বারা চলাচল সম্পর্কে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করেন না? এই বিভাগে অবশ্য কর্মচারী বেশীর না হইলেও চলিবে। কিন্তু তাহা হইলেও অন্যান্য বিভাগের মধ্যে ইহা নিশ্চয়ই একটি। কলিকাতার অটোমোবিল এসোসিয়েশন নামে মোটরওয়ালাদের একটি সমিতি আছে। এই সমিতির বক্তৃতা ও প্রচারপত্র ইত্যাদি দ্বারা এ বিষয়ে অনেক কাজ করিতে পারেন। বাংলা সরকারেরও একটি স্বীকৃতির প্রচার বিভাগ আছে। নীল বইয়ের অক্ষরোবার চাপ লিটারেচর সম্বন্ধে যদি তাহাদের হাতে কিছুটা সময় উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাঁহারাও এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দিতে পারেন।

• • •

বিলাতে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কিনিষ বাজারে ব্যবসায়ী একটি মুদ্রিত ফুল—রাস্তা দিয়াইবার বিজ্ঞাপন স্থানের কথা ছিল করিতেছেন পলিতা ধরে পাইয়াছি। ব্যবস্থাটা সুন্দর। পাবিলিক বাস্তু-কিনের আগের পাড়ীর প্রেসেরা বাড়ি ভাড়া করিয়া, মেয়েরা মেয়েদের পাকিয়ে, সুবিধা বাস্তু করার সুবিধা পাইয়া তিনি মেয়েদের অত পাইয়াছেন। এখন খুব জমাইয়াছে। এখেশের মেয়েরা এখন আর রাস্তা-ঘাটের পাশে ভদ্রতা উদ্রেক নহেন। হাতে যদি কিছু নাইবেই হয়, তবে তাঁহারা অ্যাসিড বাগই লইবেন, খুড়ো বেশী নয়। লক্ষটাই কাশবনের মোর বলিয়া উপায়ের মেলা চলে না, জীবনযাত্রার পরিবর্তিত প্রয়োজনের অনেক পাড়ীতেই এখন ঘুঁড়ুমি রাখা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য নির্ভরযোগ্য মোর পাওয়া কঠিন। মামলা মেসের কথা জানি। উকলে, মেডিসীন্সুর ও বাঁকুড়া মেলা হইতে একদল মোর রাজধা ট্রেনকে আনিয়া বাহিরেছে। পুরা পাঁর ভরসায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা একযোগে ব্রাজনার ও হরফ-টেলুগা অর্ডার করিয়াছে। ইহাদের অসাধিকারের কর্মনাতীত। কলিকাতার অনেক বনী বৃদ্ধদের ব্যবহার দেখিলেই মনে হয় যেন উদের কাজের উপর নিই। দুর্ঘটনা কম হওয়ার, অন্তত, ঝিঁকিটাই। মেয়িলে মোরে ঘুঁড়া আসে। আর পাকেপাকেই 'ঠাকুরের' বাজার। সেখানে মুদ্রা, মদনা ও আজকাল বিলিতা যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা পরিষার করিবার সময়সীন আসে। যে-সকল পাড়ীতে 'ঠাকুরের' আসন পাতুয়া আছে সেখানে অবশ্য আরও সহীম। অবশ্য সেজন্য পরিবারের আরও একটি জীবন বিপন্ন করিবার কি 'সাহস' সাধারণী পাড়ীতীর উপরে। ইহার প্রতিকার আবশ্যক এবং অবিলম্বে আবশ্যক। বিশেষ প্রয়োজনে ফলটী প্রতিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

• • •

বিলাতী আর একটি বিজ্ঞাপনের আলোচনা করিয়া দেখা যাইক। আজকাল একজন ঘুঁড়ুমীর বেতন মাসিক পনর হইতে কুড়ি টাকা। একটী মোরের বাচ্চা বড় হয় করিয়া বসিতেও পরিশ্রম। তাহার উপর আসল আরা বেলিবার ইত্যাদি লইয়া একজন ঘুঁড়ুমী মাসে আর পঞ্চাশ টাকা উপায় করে। অবশ্য এই ঘুঁড়ুমীর কথা তাহাকে মোর মোহারার পাড়িকিলেই মাসিক করিতে হয় না, পরিষ্কারের আয়ারণি দিতে হয় না। তিন টাকার বেতনটি নিযুক্ত করিতে হইলেও আবশ্য মাসিক্ষ পাস চাই, চাউনি অবশ্য কি রং জিজ্ঞাসা করি। অবশ্য যাহাদের পঞ্চাশ টাকা মাহিনা দিবে, তাঁহারা সকলে আরা যাহার হাতে পড়িয়া বিবে, তাহার সম্বন্ধে কিছুই চাহিবে না? এবিষয়ে দিয়া সরকারী আরা ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক কারখানার সম্বন্ধে সরকারের একটী করিয়া মাহিনার ঘুঁড়ুমীর পাকিবে। সেখানে রাস্তার একটা কোর্স থাকিবে। বিজ্ঞাপনের মত কি ভাবে রাস্তা করা দরকার, কোন্ মাপ কিভাবে ঠৈয়ারী হয়, কোন্ মাপ উপযোগী, কোন মাপ অধিকতর ইত্যাদি হাতে-কলমে সেখানে শিখা দেওয়া হইবে। লিখার মাধ্যমেও পরিষ্কারের সম্পর্কে বিশেষ জোর দেওয়া হইবে। ছয় মাস শিখা এক বছর পরে কুল হইতে পাস করিয়া বাহির হইলে সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। সেই সার্টিফিকেট দেখাইয়া ঘুঁড়ুমীরা চাকুরী পাইবে। প্রয়োজন হইলে সোজাসুজি সরকারের বা কর্পোরেশনের হইতে এই কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি আজকাল বাড়ীর চাকুর-বাকরের বিষয় এত গল্প বলায় যে আপনারা

(১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারত

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৯

—:—

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী রেলা ১০টায়
সময় ৪৪-৪৬নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে

কলিকাতা অফিসের উদ্বোধন-উৎসব
সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

চাক বাগচী, চাক এবিসিই এসুচিত অফিসার্স
বনী ব্যবসায়ী

ডাঃ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
উদ্বোধন-উৎসবে পৌরোহিত্য করেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি কি এস মিত্র

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে মোটর গাড়ী তৈয়ারীর পরিকল্পনা—প্রকাশ, মিঃ লালভাই হীরাচাঁদ ও বোম্বাই সরকারের মুখ্যমন্ত্রিত্বের মুখ্যমুখী প্রকাশ ইন্ডিয়িয়ার্স লিঃ কি কি ভাগুরাদি বর্ত্তমানে আমেরিকার অবস্থান করিয়া ভারতে মোটর গাড়ী তৈয়ারীর প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক বিভিন্নবস্তুাদি সম্বন্ধে ডিট্রয়েট কর্পোরেশনের সঙ্গে আলোচনা চালাইতেছেন।

ভারতে খাদ্যশস্যের চাহিদা ও উৎপাদন—ভারত সরকারের খাদ্যসচিব জানা যে দি ট্রিবিউনের এক সাম্প্রতিক রিপোর্টের জানা যায় যে, চলতি বৎসরে মহত্ত্ব ভারতবর্ষের জন্য আনুমানিক ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে। সাধ্য ট্রিবিউনের অনুমান করিয়াছেন যে, ভারতের এ বৎসর মোট ঘরি ও ফসিল শস্য উৎপন্ন হইবে ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টন।

ভারত রিসুক ইন্সিওরেন্স-এর মেয়াদ বৃদ্ধি—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, মেসার্স বর্ণবেলী ভাইবাদা লালজিত যুদ্ধ বুদ্ধি বীমা পরিচালনার (ভারত রিসুক ইন্সিওরেন্স) মেয়াদ আগামী ১লা এপ্রিল (১৯৪৪) হইতে আরও এক বৎসরে বাড়াইয়া দেওয়া স্থির করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সমস্ত বীমাকারী লাভবান হয়া হইবেছে তাহাদের মেয়াদ ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। ভারতীয় উপকূলে ও অন্যান্যে যাতায়াতকারী জাহাজ সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এক বৎসরের জন্য পুনরুজ্জীবন বীমা করাইতে হইবে। বীমার আর্থিক পরিমাণ নির্দ্ধারণের মূল নীতির কোনও পরিবর্ত্তন করা হইবে না। সম্প্রতির মূল্যের প্রতি একশত টাকার উপরে আমার বিক্রয়ে ওজনে পড়ত বিক্রয় করিয়া এই বর্দ্ধিত মেয়াদের জন্য বীমার প্রিমিয়ম পাওনা আই আদায় করিতে হইবে। আগামী এপ্রিল, মুদ্র সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের ১লা তারিখে সমান হারে কিস্তিতে প্রিমিয়াম দাখিল করিতে হইবে বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সমবায় আন্দোলনের প্রসার—সম্প্রতি ভারতে সমবায় আন্দোলনে প্রসারের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা রচনার জন্য সম্প্রতি ভারত সরকার যে কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে তাঁহার সদস্যরূপে মনোনীত করা হইয়াছে—মিঃ আর বি মাসাইয়া (সভাপতি), রাও বাহাদুর যে সি রাজান, রাও সাহেবরাও বি বেলগাঁওকর, মিঃ এ বি এল মিয়া, মিঃ এন এন সরকার, মিঃ এন এন আক্কার, মেসার্স বাহাদুর হীরালাল এল ওকালী, ডিরেক্টার অফ ইন্সপেকশনের ডিরেক্টর, রাও সাহেব হাসির বসবলী এবং মিঃ দেব রাজ।

ভারতীয় ঔষধাদি উৎপাদনের লক্ষ—প্রকাশ, বৃদ্ধমাত্র হইতে সম্প্রতি মোহা, কোনিন ও সালফিউরিক এসিড উৎপাদনের মিলটী করিয়া যুদ্ধ ভারতে আবশ্যকী ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মোহা ও কোনিন উৎপাদনের জন্যটি ইতিমধ্যেই মিলী চলু দিয়াছে, কলিকাতার এটি মেসার্স এন কোম্পানী এবং আমেরিকার ম্যাকফারলেন এন ম্যানিফেকচারিং কোম্পানীকে দিয়া করা হইয়াছে এবং সালফিউরিক এসিড উৎপাদনের অন্যটি মিলটী ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে (ইহাদের মধ্যে একটী মুসলিম প্রতিষ্ঠান) দিয়া করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মার্কিন কমিশন প্রেরণ—প্রকাশ, কলিকাতায় মার্কিন কন্সাল জেনারেলের সহিত ভারতের কতিপয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মিলটী সম্প্রতি সফরকারী একদল উচ্চ কমিশনার পরিদর্শন করিয়াছেন। উক্ত ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ উৎপাদনের যথোপযুক্ত, পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি, প্রতি বৎসরে প্রস্তুত দ্রব্যাদির পরিমাণ ও প্রকার ভেদ, মজুরের সংখ্যা ও মজুরীর হার, উৎপাদন, বিক্রীয়ের মূল্য এবং পরিচালন ব্যবস্থাদি সম্পর্কিত নানুন তথ্য জানাইতে অনুরোধ জানান করিয়াই উক্ত প্রতিনিধিগণ ভারতে আসিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পরমোচ্চে অমায়িকবন্ধু সরকার—সুপরিচিত ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞ ত্রিযুক্ত অমায়িকবন্ধু সরকার গত সোমবার (৪ই মার্চ) অকস্মাৎ মৃত্যু বয়স ত্রিশ বছর হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি মাত্র বিত্ত নিয়ে অল্প আমাদের সহিত যোগদান এবং ১৯০৩ সালে অল-সংযোগ বিত্ত নিয়োগ আরোহিত হয়ে করেন। উহার বিস্তার সাধনিকা লাভ করিয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং অল্পকালমধ্যে যোগ্য ব্যক্তি নিজেকে কোম্পানী গড়িয়া অল-সংযোগ ব্যবসায় এই যোগে প্রথম অবতীর্ণ করেন। পরে মহাযুদ্ধের সময় তিনি যোগ ভারতীয় অফিসারের ভারতীয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৮ সালে তিনি আইডিয়েল ব্রুই প্রিন্টার্স কোম্পানী করিয়া করেন ও ১৯৪০ সালে ব্যবসায়ের সভাপতির আসনে তাঁহার স্থানে একটী অল-সংযোগ সম্পর্কিত কারখানা স্থাপন করিতে সাধারণ করেন। ভারতবর্ষে তিনি অল-সংযোগ শিল্পের বিশেষজ্ঞ এবং পথপ্রদর্শক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় কৃত্রাকর আইন—সম্প্রতি লর্ড সভায় গৃহীত ভারতীয় কৃত্রাকর আইন বাজার অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

মি এণ্ড এ কোম্পানীর আমদানী মাথা—প্রকাশ, সম্প্রতি ভারত সরকারের ক্রীত পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে মি এণ্ড এ কোম্পানীর আমদানী মাথা ভারতে আসিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

—তার জন্ম পরে
বহুদিন তুলোহিনু গৃহিকার ক্রোড়,
বাচিব, কিলেনা আশা—

ভারতের লক্ষ লক্ষ মাতার
জীবন-মৃত্যুর এমনই সঙ্কট দোলায়

• ভাইনো-মল্ট •

সকল অবসাদ, দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি
দূর করিয়া সুঠাম স্বাস্থ্য ও
শক্তি ফিরাইয়া দিতে পারে।

টাইফয়েড
নিউমোনিয়া
ইনফ্লুয়েঞ্জা

প্রকৃতি কঠিন ও দীর্ঘ রোগভোগের পর
খাদ্যবাহ্য উদ্ধারে সহায়তা করে।

সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

পরলোকবিদ্যা পরিচালনার যে যে বিষয় জানিতে পরিশ্রম করা হইবে, তাহার সমালোচনার অবসরটির জন্য উক্ত সভার উপস্থাপিত করা হয়।

বাংলার চিনির বরাদ্দ বৃদ্ধির সম্ভাবনা—বরাদ্দীয় সংশ্লিষ্ট সংবাদে প্রকাশ, চিনি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার বাংলার চিনির বরাদ্দ হ্রাস করিয়া বার্ষিক ১,৫০,০০০ টন হইতে ১,৪৫,০০০ টন ধার্য করা হইবে।

বঙ্গীয় চাষিদের প্রজাস্বত্ব বিল—সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কাজল সচিবের প্রস্তাবক্রমে বঙ্গীয় চাষিদের প্রজাস্বত্ব বিলটি (১৯৪৯) বিবেচনার্থ এক সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। উক্ত সিলেক্ট কমিটিতে এই বিল সম্পর্কে পরিষদের আগামী অধিবেশনের প্রথম সাত দিনের মধ্যে অথবা আগামী ৩১শে জুলাই (যাহা পূর্বে হইবে) তারিখের মধ্যে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। চাষিদের স্বত্বের প্রজাবন্দোবস্ত—যাহারা মহাজন, ব্যবসায়ী, প্রজাবৎসল বা অন্যান্য কারণে জমি লীজ লইয়া (প্রজাবন্দোবস্তে) বাস করিতেছেন, তাহাদিগকে—উক্ত জমির স্বত্ব সম্পর্কে অন্যূন্যুন্য ৩বৎসরব্যাপী অধিকার ভোগদখলের জন্য বিলের উদ্দেশ্য ও যুক্তি বাংলা সরকারের কাজল-সচিব মাননীয় মিঃ আবদুল হালিম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কাজল-সচিব আরও উল্লেখ করেন যে, সন ১৯৩৮ সালে যে চাষিদের প্রজাস্বত্ব তদন্ত কমিটি গঠন হইয়াছিল, সরকারকে সেই কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া সম্প্রতি প্রস্তাবের আইনের বিধি-ব্যবস্থা করার সঙ্গে চাষিদের প্রজাস্বত্বের দাবির সম্পর্কে অধিকতর সুবিধা-দানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই উক্ত বিল আনিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারত সরকারের নিরপেক্ষনীতি ঘোষণার দাবী—ভারত সরকারের নিরপেক্ষনীতি ঘোষণা করিবার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা ইউনিয়ন বোর্ড অব চেয়ারম্যান এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী বিভিন্নদিক দিয়া বিশ্বে ভারত সরকারের নিরপেক্ষনীতি ঘোষণার দাবী জানান হইয়াছে। (১) অধিকন্তু ভারতের নিজ সমস্যার রাষ্ট্রের ভূমিকা, (২) ভারতের সহিত ও অধিকন্তু নিরপেক্ষরাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক ও বহিঃরাজনৈতিক বিষয়ে ভারত সরকারের সাহায্যের পরিমাণ, (৩) যে কোন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ভারতের যোগদান সম্পর্কিত ব্যাপার।

এন্টুমিনিয়মের মজুতদারী বৃদ্ধি—সম্প্রতি প্রকাশিত তারত সরকারের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, প্রস্তাবারোপের এন্টুমিনিয়ম সম্পর্কে আদেশের অনুযায়ী মূল অধিকার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের নিয় ও বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ বরাবরে প্রতি মাসে উৎপাদনের প্রস্তুতকারকদের হাতে ৩০০ টন এন্টুমিনিয়ম দিতেছেন। ভারত

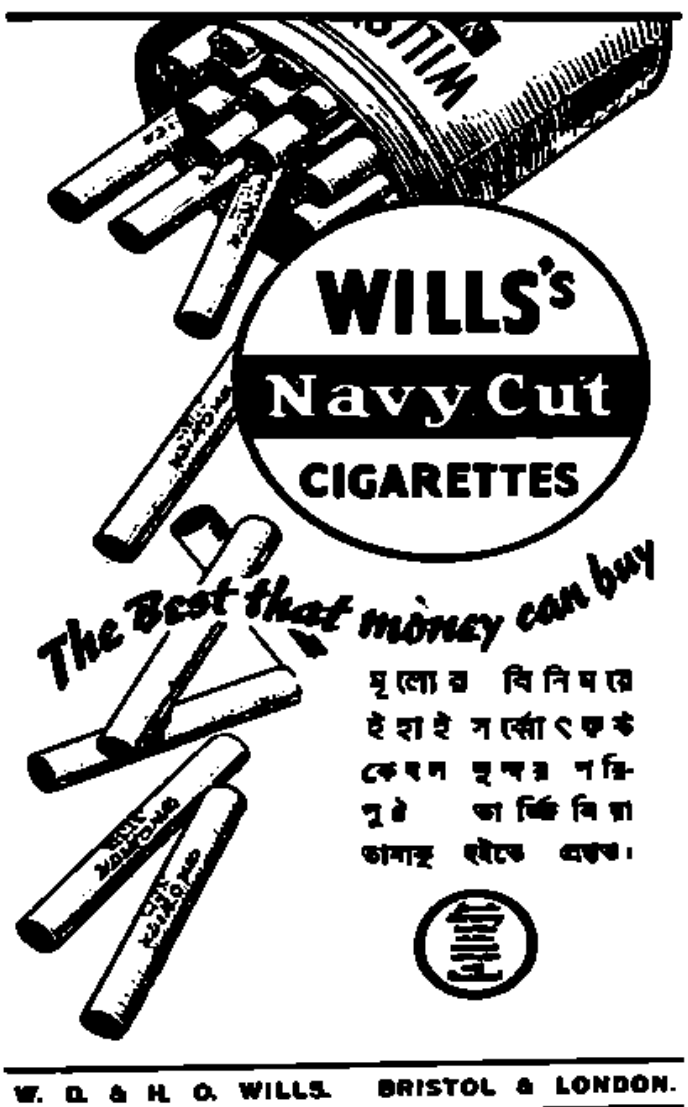

অর্থদপ্তরই আশা করেন, এই বাবিদ খরচ বাবদই আগামী ৫০০ টাকা হইবে এবং এখন হইতে এবং ৫০০০ টাকা এতদ্বিষয়ে খরচের জন্য রাখিতে হইবে।

এতদ্বিতীয়ের বৈদেশিকদের গৃহ-মাসিক মূল্য মোটামুটি প্রতি পাউন্ড ৫।০ আনা। মূলধন আদেশপত্র অনুযায়ী এই মূল্য বৃদ্ধির (আগামী ১৫ই মার্চ হইতে) প্রতি পাউন্ড ৬৲ টাকা বা প্রতি ডোলার ৴৪ পয়সা হইবে। আগামী ১৫ই মার্চ হইতে বিভিন্ন প্রকারের এতদ্বিতীয়ের বৈদেশিকদের বিভিন্ন-মূল্য প্রতি পাউন্ড ২৸৵০ আনা হইতে ৩৸০ আনা হইবে বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে।

ভারতে মোটর গাড়ী নির্মাণ—ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিব স্যার আজিজুল হক সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ মহ মুহেরালির এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ভারতে মোটর গাড়ী নির্মাণের জন্য দুইটী কোম্পানী সম্প্রতি রেজিষ্টারীকৃত হইয়াছে এবং তাহার গবর্ণমেণ্টের এতদ্বিতীয়ের অর্থ ফ্যাসিলিটেস ইতঃপূর্ব্বে দুইটী কোম্পানী—মিসিয়ার্স অটোমোবাইলস লিমিটেড, বোম্বাই, এবং হিন্দুস্থান মোটরস্ লিমিটেড, কলা—কে যথাক্রমে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং ৪ কোটি ৮৭

(বেয়ালীর বাকী—৯৩৩ পৃষ্ঠার পর)

বলিলেন, "যখনই যেমন যেমন লোক পাওয়াই যাউক, ইহার উপরে আবার সাইকিলেটওয়ালা ট্রামকুল চালিলে তো লোকে হাঁটা যাতায়াত ব্যবস্থা দিবে।" জবাবে আমি বলিলাম,—গবর্ণমেণ্ট বিষয়টির গুরুত্ব যদি প্রকৃতই উপলব্ধি করেন তবে ইহা এখন কিছু অসম্ভব নহে। তাঁহারা যদি আইন করেন যে, সাইকিলেটওয়ালা হাঁটুনী বাহীত আমাদের রাস্তার কাজে নিযুক্ত করা যাইবে না, তবে সাইকিলেটী পাইবার আশ্রয় আপনি দেখা দিবে। কলিকাতা সহরে ঠেলুক-চালকের অভাব হইবার পাত্রপাত্র কখন কারণে। কিন্তু আই বলিয়া আইনেসঙ্গীন ছাইবার কোনকারণে কি?

• • •

আমাদের দেশে ফলকৃষিতে আজকাল একটা ধারার ভাব আছে বলিয়া শুনিতে পাই। কিন্তু বিজ্ঞানের ধারার পরীক্ষাত আছে। তাহা বলিতে যেখানে কি দেখার আশা করা যায়। কিন্তু বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের বাড়ী দেখিয়া একটী কথা আমার বার বার মনে হইয়াছে। তাহা এই যে, আমাদের যে একটা বিশেষ আই সে কথা আমরা ভুলিয়া বসিয়াছি। ইহার অর্থ যান্ত্রিকতা বৈদগ্ধ্য, ধন এবং উদ্ধারণী বুদ্ধি প্রকাশের যে একটা বিরাট ক্ষেত্র আছে, এমন নয়। যে-কোন বাঙ্গালীর গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ পেলে ভোজ্য-তালিকা সম্পর্কে আগের আগেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সর্ব্বত্র একই চপ কাটলেট, মাংস, কালিয়া, দই, সন্দেশ। কোন বিশেষ গৃহে এবং একটী বিশেষ বিশিষ্ট ব্যাপারে যেখানে হইবার যাহা একান্তভাবে সেই গৃহেরই বিশেষত্ব, বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না বা অন্য আর কোন জায়গায় খাওয়া যায় নাই, এমন দৃষ্টান্ত মনে করা কঠিন। অথচ বিদেশে দেখিয়াছি, প্রত্যেক বিক্রয়কেন্দ্রেরই একটা না একটা 'স্পেশাল ডোস' —বিশেষ খাদ্য—আছে যাহা খাইতে সুখদ। বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জন্য এই বিশেষত্বটী সৃষ্টি করিয়াছি। ছানা, ঘি, ক্ষেত্র, বাজার প্রভৃতি যাহা বিশিষ্ট হইতে পারিত সাধারণ পাক, পাচক, নারী বিবাহ যে যাহার সাধারণ ব্যবহারের জন্য রাখিতে পারে, মুখরোচক আহার্য্য তৈয়ার করা যাইতে পারে এ কথা আধুনিক গৃহিণীদের অনেককেই জানা নাই। ঘোর করি জানিবার চেষ্টাও নাই। অথচ দেখিয়াছি প্রায় ছোট বড় সকল রাজার প্রতিযোগিতা এত, যে দোকানে যে কত ভালো জিনিষ বাহির পাবে, যে কত কম সময়ে কত রকমের পুষ্টিকর তৈয়ার করিতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের এমনি ঘোরতর প্রতিযোগিতা। এত সন্দেহের, যদি থাকে এত মৃদুতা-বৈদগ্ধ্যেরও, কিন্তু রাজার কথা তুলিলে আমাদের কথা আসে

সম্প্রতি ৫০ হাজার টাকার ঘোড়ার বিক্রয় করিবার আয়োজন বিয়াছেন।

কেম্ব্রিজের নব ইতিহাস কেন্দ্রের নব কর্মসূচী—আগামী বৎসরের জন্য নব পরিষদ ঘোষণা সেখানকার ইতিহাস কেন্দ্রের নব কর্মসূচীর ঘোষিতেছেন, আলা অধ্যাপক লর্ড আইন-ঘোষিতেছেন এবং ইতিমধ্যে একটীবারের সরকার ঘোষা-যুক্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। কেম্ব্রিজের নব ইতিহাস কেন্দ্রের নব কর্মসূচীর মোট বার্ষিক টাকা ৫০০৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫০০৲ টাকা করিবার সিদ্ধান্ত অধিবেশে ঘোষে বৃদ্ধীত হইয়াছে।

(রাজনৈতিক প্রবন্ধ—৯৩৩ পৃষ্ঠার পর)

ঐযুক্ত মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভ্য হইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিবেন—সেরূপ অধিকারও তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই।

• • •

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার বিষয়ে প্রস্তাব করিয়া যে বিল উত্থাপন করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে গত ৮ই মার্চ মার্কিণ পরিষদের প্রতিনিধিসভার ও নাগরিক অধিকার দান করিবার তারিখ ভারতের নানা প্রদেশ পরিভ্রমণের ধরিয়া তদানিন্তন হইতে সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, সাক্ষীরা সকলেই বিলের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করা যায়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় সম্পর্কে যে বৈষম্যের আইন-বিরোধী ব্যবস্থা রহিয়াছে বিল উক্ত বিল গৃহীত হইলে তাহা দূরীভূত হইবে। পর বৎসর চীন সম্পর্কে অনুরূপ ব্যবস্থা দূরীভূত করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে আমিরের ভারতীয়দের এক বৎসরে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের উক্ত বিল অনুমোদন করিয়াছেন। এর পূর্ব্বেই এরূপ বিল পাশ করা উচিত ছিল। যাহা হউক, বিলম্বে হইলেও ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার দীকৃত হইলে আমরা মার্কিণ গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জানাইব। এই প্রশ্নটী ভারত সম্পর্কে আমেরিকানদের ভ্রমবর্দ্ধমান সাহচর্য্যেরই পরিচায়ক।

• • •

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশন-সম্বন্ধে তদন্তকল্পে ৪ জন সভ্য লইয়া একটী তদন্ত কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। নিয়োগকারী ৪ জন কমিটীর মধ্যে একটি কমিটীর ছিলেন কিন্তু নাই। কলিকাতার জন-স্বাস্থ্যের দিক হইতে বিচার করিলে এই নব নিয়োগ সাময়িক সংবাদের পরিপোষক বলিয়াই আমরা মনে করি। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের এই নিয়োগ প্রস্তাবের মধ্যে জন-স্বাস্থ্যের কারণের অপেক্ষা অন্যান্য অনেক আছে। তাহার জন্য অনেকাংশেই অধিকতর প্রকট হইয়াছে। উপরোক্ত নিয়োগের নুতিস সম্পর্কেই কর্পোরেশনের এই মন্ত্রিত্ব ব্যক্তি বিয়াছেন যে, আগামী ১৫ই মার্চ তারিখের মধ্যে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে কর্পোরেশন যদি রাজী না হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশনের পরিচালনার ভার সরকার গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ ধমকানির হইবার যে কি প্রয়োজন ছিল আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতেছি না। কর্পোরেশন নিশ্চয়ই উপরোক্ত নিয়োগগুলি মানিয়া লইতেন। কলিকাতার জনসাধারণের মঙ্গল সাধনই যদি সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক হাতে নিয়োগপত্র ও আর এক হাতে ছয়-পত্র লইয়া এমন ভয় সৃষ্টি করিবার হেতু কি?

কলিকাতা কর্পোরেশনের কোন কোন বিষয়ে যেরূপ অব্যবস্থার অভিযোগ আছে, সেরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের এমন অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় যাহার উপর তাঁহাদের কোন হাত নাই। এদিকে সরকার বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের যে যোগ্যতা ও কর্মকুশলতা রহিয়াছে তাহা অন্যত্র, মহারাষ্ট্র ও মন্ত্রমণ্ডলের বলা বিলা বেশবাসী বাহে বাহে চের পাইয়াছে ও পাইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের নিয়োগগুলি সবই ভাল হইত না কেন, তাঁহাদের কর্মদক্ষতার প্রমাণে কলিকাতার নাগরিকসাধারণ আশা হয়ে দেখিবেন না। সরকারী পুলিশবিভাগের সৌজন্য সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য তাহাদের পক্ষে আজ অপ্রাসঙ্গিক নয়, অসময়ও নয়।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

দি সিলেট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী মাতারবন্দরে সিলেট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মাতারবন্দর শাখার উদ্বোধন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মাতারবন্দরের অধিবাসী ও মাতারবন্দর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত আবদুল খোদার মহাশয় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। এই উদ্বোধন-সভায় সিলেট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান জনাব মি: বে এম ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের কর্মোদ্যোগের ইতিহাস বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, গত ১৯৫৮ সালে অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর আর এম দাস মহাশয়ের দ্বারা যখন সিলেটে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই অঞ্চলে এতদ্বারের কোন জাতীয় ব্যাঙ্ক ছিল না। ১৯৬৪ সাল পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্কের উন্নতি হয় অত্যন্তই মন্থর গতিতে। তারপর আধুনিক ব্যাঙ্কিং রীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে সিলেট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং ক্রমে ব্যাঙ্কের কার্য্যাদি সিলেট জেলার বাহিরে জেলাসমূহে এমনকি বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রসারিত হইবার ফলে ক্রমশঃ আজিকার অনেকগুলি গ্রাম গ্রাম সহরে এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই ব্যাঙ্কের ১৩টি শাখা আছে এবং মাতারবন্দরে নূতন শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চল সিলেট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের শাখায় ছাওয়া পরিবেষ্টনীর মধ্যে আসিল।

অতঃপর ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে মি: বাস বলেন যে, বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন মূলধনের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং ইহার অংশ ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার বেশী আদায়ীকৃত মূলধন। এখন সিলেট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী তহবিলের পরিমাণ এক কোটি টাকার বেশী এবং কোম্পানীর আসল এবং বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর সেয়ারে ব্যাঙ্কের ৪ লক্ষ টাকা ন্যস্ত আছে।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে সিলেট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কর্ম্মোদ্যমকে আন্তরিক প্রশংসা করিয়া এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় এই উদ্বোধন-উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে সমবেত অতিথিমণ্ডলীর সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়।

ভারত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী ৪৪-৪৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতায় ভারত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অফিসের কাজ। অফিসের উদ্বোধন-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী তারাপদ ভট্টাচার্য্য এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে ভারত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, অধিকন্তু তিনি এই ব্যাঙ্কটির সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করিবেন। এই উদ্বোধন-উৎসবে সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে সমবেত অতিথিমণ্ডলীর সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়।

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এ্যাসুরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এ্যাসুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড ১৯৬৪ সালে মোট ২১ কোটি ৮৩ লক্ষ ২৮ হাজার ২৮৪ টাকার ৮৯ হাজার ৩৬৯ খানি বীমাপত্র বিক্রয় করিয়া এই কোম্পানীর সঙ্গে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

নিরাপত্তা ও কার্য্যতৎপরতার জন্য

ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—ঢাকা = কলিকাতা অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

স্থাপিত—১৯২৮ (ফোন : কলি:—৪৪০১)

শাখাসমূহ
নরিয়াল, ফোলা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, নাইবাড়ী, শ্রীহট্ট ও ফুলবাড়ী।

কলিকাতা অফিস—
৩৯।১-এফ, আশুতোষমুখার্জ্জী রোড।
(১৩৫ বিশ্বনাথ লাইব্রেরীর সম্মুখ)

আধুনিক সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বি, এম, ভট্টাচার্য্য—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯১৯

অনুমোদিত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	১৫,০০,০০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	৮,৩৮,৫১৫৲	টাকা
আদায়ত্ব	১,২৫,০০,০০০৲	টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন ...	১,৬৫,০০,০০০৲	

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরাধিপতি—শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
রাজসভাভূষণ—শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য

হেড অফিস : আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

কলিকাতা অফিস।
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হারিসন রোড, কলিকাতা।
বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্রই শাখা আছে।
ব্যাঙ্কের সকল প্রকার কার্য্য করা হয়।

রোগীর শুশ্রূষায়..

রোগের অকল্যাণের মধ্য দিয়ে সেবা-ব্রতের কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

আমাদের তৈরী
ইথার ক্লোরোফর্ম
ক্যাপ • আইসব্যাগ
এনিমা সিরিঞ্জ ও সুচসহ
ইনজেকশন এবং বন্ধনীর ব্যাণ্ডেজ

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

কলিকাতা • নাগপুর • দেরাদুন

AKB/1

১৯৪০ সালের তুলনায় অতিরিক্তকাল পর্যন্তকেই ডিভিডেণ্ডের দাবীর এ্যাকচুয়েলের আলোচ্য বৎসরের মূলধন বাবদ বিভিন্নবিধ ৩ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জি এন এক্সপোরিয়াম লিঃ

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী লোমবার ইষ্টার্নিভারিটী ইন্সটিটিউট হলে ডিরেক্টর এ্যাভিলিটর জি এন এক্সপোরিয়াম লিমিটেডের বাবদ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানবাবে সম্পাদিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতী করেন বিদেশ ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত এন সি রায়, মূলধনী বাবদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত জি এন মুখার্জি, মুলিয়া ইউনিয়ন বাবদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ এন সি সেন, অল ইণ্ডিয়া রাদ্যাক্সাবরেটরীজ কোয়াপারেটিভের সভাপতি শ্রীযুক্ত বি এন সেন এম-এস-সি, জি এন এক্সপোরিয়ামের অন্যান্য বাবদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত পি সেন এবং ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এম-এস-সি বর্তমান মহাযুদ্ধের আমলে ভারতীয় শিল্পাদির অবস্থা এবং ইহাদের যুদ্ধোত্তর সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সরকার এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। উপরোক্ত অনুষ্ঠানেরসমূহ ছাড়া সভার অন্যান্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, মিলিসাল ডাঃ ত্রিগুণা সেন, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুমলার, ডাঃ চারুচন্দ্র ব্যানার্জি, ডাঃ পি কে ঘোষ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জি এন এক্সপোরিয়ামের পক্ষ হইতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত আশাতোষ চক্রবর্তী অভিবিদ্যুদের সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং সভার শেষে বর্তমী শিল্পী বিভিন্নবিধানের গাইয়া সকলের মনোরঞ্জনের আয়োজন করে। সভাস্থলে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনভিষ্ট্রিয়েল কোং

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনভিষ্ট্রিয়েল কোম্পানী বিগত ১৯৪৪ সালে মোট ১০ লক্ষ টাকার বীমা সরকার মূলধন সংগঠিত করিয়াছে। ১৯৪০ সালে এই কোম্পানী ১০ লক্ষ টাকার বীমাপত্র বিক্রয় করিয়াছিল।

বেঙ্গল এ্যানুওয়েল সোসাইটী লিঃ

১৯৪৪ সালে বেঙ্গল এ্যানুওয়েল সোসাইটী লিমিটেড মোট ২ কোটী ৩০ লক্ষ টাকার বীমা সরকার মূলধন সংগঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে এই কোম্পানীর মূলধন বাবদের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ২১ লক্ষ টাকা।

নূতন যৌথ কোম্পানী

অম্বিকা টেক্সটাইলস্ লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস—মেসার্স লাবণ্য এসোসিয়েট্স্। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। সুতা ও কাপড়ের কল।

ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারিজ লিঃ—ডিরেক্টর ডিঃ এন চাটার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৯ চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। কয়লা খনি পরিচালনা।

লোমাহাস কেমারী এণ্ড প্রোডাক্টস লিঃ—ডিরেক্টর ডিঃ পি বিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৫ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা, অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। কেমারী কার্য।

ফুলকুস কোলিয়ারিজ লিঃ—ডিরেক্টর ডিঃ আই সে কার্নানি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। কয়লা খনি পরিচালনা।

অক্সেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর ডিঃ বি কাশোবিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। কাগজী বৈজ্ঞানীয় কারখানা।

মোহাম্মদ ক্যালি ষ্টী কোং লিঃ—ডিরেক্টর ডিঃ এস সি বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কাগজ ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ডি পার্বতীপুর কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৭৮ আনা। মোহিয়ারা ষ্টুট মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৪৲ টাকা। ডি কোহিনুর মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৪৲ টাকা ঘোষণা সহ মোট লভ্যতা ২৮৲ টাকা। বেঙ্গল-জলপুর কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৫৲ টাকা। ডিভিয়ার জলপুটাকল কোংলিঃ ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে ৮৲ টাকা।

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং-এর ইতিহাসে যুগান্তর আনিয়াছে।

হেড অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, ভাগবাজার, হাওড়া, কলমবলা, খিদিরপুর, মাটিয়াবুরুজ, পাবনা, মেদিনীপুর, সম্বলপুর, বেনারস ও চাপাতাংগা।

লিঃ এ রায় চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইহা প্রসপেক্টাস নহে—ঘোষণা মাত্র

বেঙ্গল কটন কাণ্টিভেশন এণ্ড মিলস্ লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—১০৭, গুড় চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্যানিত—১৯৪০

বাথান :—
বেঙ্গল কটন এষ্টেট
জিনুরা।

"আমাদের জিনেটরগুলি এই বাগানের উৎপন্ন তুলা বিশেষ সন্তোষজনক বলিয়া মনে করেন। প্রোস কটনের প্রতি ক্যান্ডি ২১৲ টাকাদরে তাঁহারা এই তুলার প্রতি ক্যান্ডি ১৮৲ দাম করিয়াছেন।"
বেঙ্গল কটন এসোসিয়েশন লিঃ
৭১১, মেসার্স এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

অলভ্যাংশ
সম্ভবতঃ ৩৫৲ টাকা
এ পর্যন্ত ঘোষণা হইয়াছে

সম্ভবতী লভ্যাংশ মার্চে (১৯৪৫) যে বর্ষ শেষ হইবে উহার উপর আশা করা যায়।

—:০:—

জিনের স্থান :—
জলপুর
(পি এন্ড এ রেলওয়ে)

"এই বাগানের উৎপন্ন তুলা অতিশয় উৎকৃষ্ট—এবং ইহা যে কোনও মিলেই সকল প্রকারের কাজ ব্যবহৃত হইতে পারে।"
পি সে চৌধুরী,
সেক্রেটারী ইণ্ডিয়ান কটনমিল্স,
সভাপতি বঙ্গ বেঙ্গল।

মূলধন

অনুমোদিত—৫০,০০,০০০৲ ; বিভিন্নিত—প্রায় ১২,০০,০০০৲ ; আদায়ীকৃত—প্রায় ৪,৫০,০০০৲ ।

সমমূল্যে এখনও শেয়ার পাওয়া যায়।

সেক্রেটারী সভাপতি এই সহর এই শেয়ার বিক্রয়ার্থ অনুমতি বিতরণের যে, এতদ্বারা সমস্তীয় মূলধনের যে অংশ অবিলম্বে কোন অনিশ্চিত তারিখ পর্যন্ত টিকাদানে রাখা হয় নাই বলিয়া সেক্রেটারী সভাপতি বিবেচনা করেন, উহা সভাপতি নির্দেশিত নির্দিষ্টতিথিতে আহ্বানের দ্বারা তাহাদিগকে ইহাদের এক টাকা হারে ফেরত দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। অতঃপর পর্যন্ত এইভাবে ফেরত থাকিবে অতঃপর পর্যন্ত উহা উঠাইবার আবেদন না করা হয় এবং সেক্রেটারী সভাপতি (কোনও দেশীয় রাজ্যের নরিক আবশ্যকীয় থাকিলে উক্ত রাজ্যের সভাপতি প্রতিনিধির নরিক পরামর্শক্রমে) যে পর্যন্ত না বিবেচনা করেন যে, আবেদন খরিদ করা সেক্রেটারী বা ডেরিকদের সাধারণ বিবরের অনুকূল। উহার বিপরীতভাবে এখানে পরিষ্কার যে, এতদ্বারা সভাপতি উহার কোনও অর্থনৈতিক পরিচালনার ভবিষ্যৎ বা খরিদ নিয়ম বা অভিপ্রায়ের সম্বন্ধে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৭ই মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ভাব বিরাজ করিতে দেখা যায় এবং ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিদামাফিক লেনদেনের দরুণ অনেক ক্ষেত্রে হাত এক্সচেঞ্জের কলিকাতায় পজিশন ১৮ আনা ও বোম্বাইয়ে পজিশন ১৮ আনা ছিল।

গত ৩রা মার্চ মঞ্জুরীর আরও সপ্তাহ বন্ধুক আনুষ্ঠ তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেন্ডার খোলা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ১৯৯৮৮ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ১৯৮৮৬ পাই মূল্যের পজিশন হারে ৩১ লাখ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের আবেদনসমূহ বাতিল হইয়াছে। মোট গৃহীত ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের পজিশনভিত্তি মূল্যের হার পজিশন বাতিল ৮৮ পাই হিসাবে ধার্য হইয়াছে।

গত এই মার্চ সোমবার আদায় সপ্তাহে অনুরূপ আনুষ্ঠ তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেন্ডার খোলা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ১৯৯৮৬ পাই মূল্যের পজিশন হারে ৮৮ লাখ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত এক কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের পজিশনভিত্তি মূল্যের হার বাতিল পজিশন ১৮৮ আনা হিসাবে ধার্য হইয়াছে।

আগামী ১৯শে মার্চ বঞ্চনবার মেলা ১২টা পর্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ১২টা মার্চ সোমবার কাজকর্ম বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে আদায় সপ্তাহে অনুরূপ আনুষ্ঠ তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডার গৃহীত হইবে। যাঁহাদের আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে তাঁহাদিগকে আগামী ১৯শে মার্চ শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্তাদি পূর্ববৎ।

গত বৎসর মার্চ যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মোট ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় দ্বারা অর্থ ইতিমধ্যে ইহা বিবেচনার সময়ে বিবেচিত হইয়াছে।

বিনিময়-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ ট্রান্সফার (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৩৯৷৷ পেন্স
ঐ দর্শনী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ ৩৯৷৷ পেন্স
ডি এ চার মাস (,,)	১ শিঃ ৩৯৷৷ পেন্স
আমার (প্রতিশত)	আমার

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে আমাদের চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮৪৮ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্বে এই নোটের পরিমাণ ছিল ১৮৩৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ও ২১৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

গত সপ্তাহ সপ্তাহ ধরিয়া কলিকাতার শেয়ার-বাজারে যে মেজাজীয় দেখা যাইতেছিল তাহা আলোচ্য সপ্তাহে বজায় থাকে এবং বাজারে সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। বাজারের সন্তোষজনক অবস্থার সুযোগ লইয়া সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারসমূহের কেনা-বেচার অর্থও পরিবর্তনের দ্বারা পাওয়া যায়। ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ খুব পরিমাণে বলিয়া অনেকের ধারণা অভিব্যক্ত হয়। তাঁহাদের মতে, ভারতীয় সমস্যের সহিত খুব বেশী ব্যবধান থাকিবে এবং এই আশু বৃদ্ধিবিধির সম্ভাবনা-বশতই বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতার শেয়ার-বাজারে এ সপ্তাহে অবশ্যই বেশী বিক্রয় হইয়াছে। অবশ্য বোম্বাই ও মাদ্রাজের বাজারের তুলনায় কলিকাতার শেয়ার-বাজারের অবস্থা মন্দ সপ্তাহ পর্যন্ত অনেক ভাল ছিল। কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে লক্ষণীয় ঢিলেমিভাব দেখা দিয়াছে। তবে এমনকি কলিকাতার শেয়ার-বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য অবশ্যই বাজারে দেখা যায় নাই এবং মূল্যের দিক হইতেও শেয়ারসমূহের অবস্থা এমনও বিশেষ অবনতিজনক বলা চলে না। আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ারসমূহের মূল্যে উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা দিয়াছে এবং চটকলের অনেকগুলি কোম্পানির শেয়ারের মধ্যেই মূল্য হ্রাস

শ্রমশক্তির হিসেব

একজন লোক এক ঘণ্টায় "ক" মুনিষ ভাল তৈরি করে। একশো জন লোক এক ঘণ্টায় ১০০ "ক" মুনিষ ভাল তৈরি করবে। সেইরকম একশো জন লোক ৮ ঘণ্টায় ৮০০ "ক" মুনিষ ভাল তৈরি করবে।

উপরের হিসেবটা দেখলে আপনাদের মনের কথা মনে পড়ে। কিন্তু কারখানায় কাজের ব্যাপারে এ রকম হিসেব মোটেই খাটে না। তার কারণ, একটানা কাজ করতে করতে কাজের দিকে দেখা দেয় শ্রমিকদের উদ্যম কমে যায়। কাজেই এই উদ্যম ফেরাবার একটি ভাল কারখানার ম্যানেজাররা তাই আজ এত চেষ্টা। এ যে চাবুকের মতো বড়ো সহায় আর কিছুই নেই। পরে তা আবার নতুন নতুন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছেই, কাজ করবার উৎসাহও ফিরে আসে। কাজের সাথাসাথি শ্রমিকদের টা দিয়ে দেখুন, মোট উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক থাকবে। আবার অনেকে কারখানায় এই উপায় অবলম্বন করে উৎপাদন বাড়ানো আজ সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁরা কলকাতায় ১০১ নম্বর ডালহৌসি স্কোয়ার ঈ আফটার এক্সপেরিমেন্টাল বোর্ড" থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান ঈ আফটার এক্সপেরিমেন্টাল বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

KUROL *For all emergencies*

For Pains, Cuts, Dhobi-itches, Mumps, Boils, Whitlow, Eczema, Rheumatism Etc.

A product of

LABORATORY DE-LUXE · CALCUTTA

Send for :

FREE SAMPLES

with two annas postage Stamps to Post Box 16205, Calcutta.

বাজার। কলিকাতার শেয়ার-বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে বর্ত্তমানে যে অনিশ্চয়তা দেখা যাইতেছে, তাহা সাময়িক দুর্ভাবনাপ্রসূত বলিয়াই আমাদের মনে হয় এবং সপ্তাহান্তে আমাদী সপ্তাহে বাজারের দুরবস্থার দিন সম্বন্ধে কথা বিবেচনা করিয়া অনুসন্ধানে শেয়ারাদি সপ্তাহে দুইয়র মনোভাবের পরিচয় দিলে বাজারের সাধারণ অবস্থার উন্নতি লক্ষিত হইবে।

কোম্পানীর কাগজ—গত সপ্তাহের সহ আলোচ্য সপ্তাহের কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য সিকিউরিটির ক্রেতা-বিক্রেতা অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। সাধারণ ভাবে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের মূল্য কিছু হ্রাস পাইয়াছে। ৩½% ১৯৪৭ সালের ঋণপত্র ১০৫৸৶ আনা হইতে ১০৫৸৶ আনায় এবং ৩½% ১৯৬৭ সালের ঋণপত্র ১০৫৸৶ আনা হইতে ১০৫৸৶ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রি-কিনি হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় বাজারে কাপড়ের কলের শেয়ার-মূল্যের চাহিদা সাধারণ ভাবেই কমে। কমে মূল্যের দিক হইতে লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন ঘটে। মাত্র কাপড়ের কলগুলি সম্বন্ধে ঘোষণা করা হইলে আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার-মূল্যের অবনতি ঘটে। আলোচ্য সপ্তাহে কানপুর টেক্সটাইল্স্ ১৬৸৶ আনা, নিউ ভিক্টোরিয়া ৭৸৶ আনা, বেঙ্গল ১২৸৶ আনা দরে লেনদেন হইয়াছিল।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় কয়লার খনির শেয়ার-মূল্যের বাজারে মূল্যের লক্ষণীয় অবনতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে ধরমপুর ১২৸৶ আনা, লাইট কলমপুরা ২৯৸৶ আনা, বার্ণীয়ন ৩১৸৶ আনা, আমলাই ১৯৸৶ আনা, ইষ্টইণ্ডিয়া ৬৬৸৶ আনা দরে লেনদেন হইয়াছিল।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে চটকলগুলির অধিকাংশ শেয়ারে লক্ষণীয় অবনতির ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চটকলগুলির চাহিদাও অনেকটা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। আলোচ্য সপ্তাহে ফোর্ট্স ৩৯৸৶ আনা, অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ৩৩৲ টাকা, এাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ৪৪৲ টাকা, বলিয়া ১২৬৸৶ আনা, কামারহাটি ৬৭৲ টাকা, টিটাগড় ৩৬৲ টাকা দরে লেনদেন হইয়াছিল।

ইন্ডিয়ারাবার—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ার-বাজারেই গত সপ্তাহের তেজীভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আমেরিকান ফুল ৩৯৸৶ আনা, টাল কর্পোরেশন ৩৯৸৶ আনা, অরিয়েন্টাল ফাইবার ৪৲ টাকা, রিভিয়েরা ৩৲ টাকায় বিক্রি-কিনি হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড
হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—আমাদের বৈশিষ্ট্য—
দাবী প্রদানে তৎপরতা : ভারত বীমা সমিতি
অন্য আমাদের দান : অভিনব বীমা প্রণালী (Schemes)
সকলপ্রকার ফুলের টীন প্রস্তুত ও আর্টষ্টোকারের সব কাজ করা হয়। আমাদের নিকট আমের ফরম।

Cash Certificates
HAZRADI BANK LTD
10, Clive Street
CALCUTTA.
WITH BRANCHES AND AGENCIES ALL OVER INDIA. FOR PARTICULARS PLEASE SEND UP R.E. 1/0 OR WRITE TO THE MANAGING DIRECTOR
KALI CHARAN SEN

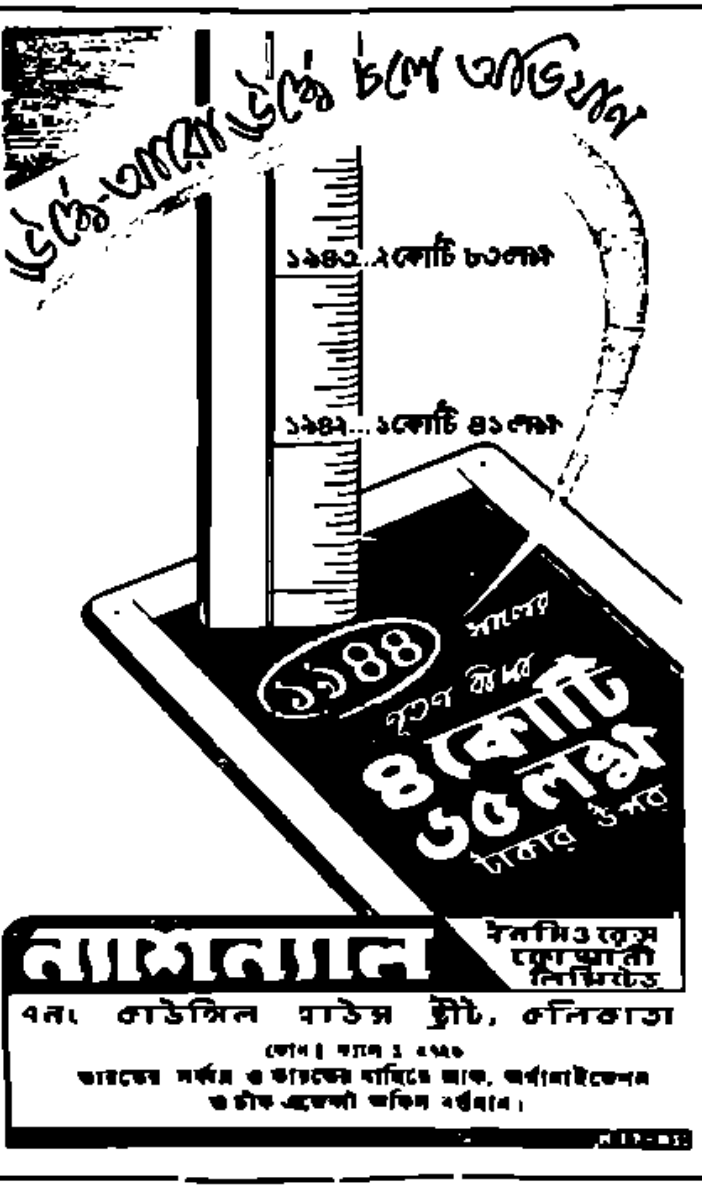

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী
আর্য্যস্থানে
বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরুভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

চিনির বাজার—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ দেশীয়মুখের মূল্য সামান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বেলঘুরি ১৯৲ টাকা, চন্দননগর ৭৯৲ টাকা এবং ফেজ এক নোং মিল ২৭৸০ আনায় বেচা-কেনা হইয়াছে।

চা-বাজার—গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহে চা-ব্যবসায়ের অনেকগুলি দেশীয়ের চাহিদার কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে চা-ব্যবসায়ের অধিকাংশ দেশীয়ের মূল্যের দিক হইতে কিরদাংশই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে ফেজমুর ২৯৸০ আনা, বিষ্ণবাবাদ১৮০ আনা ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৭৸০ আনায় বিকি-কিনি হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৯ই মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় সপ্তাহের প্রথম ভাগে এবং মধ্যভাগে বেশ তেজীভাব পরিলক্ষিত হইলেও শেষ মূল্যসম্পিলনের এবং শুক্রবারে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে অবনতির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহে মার্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের তিলা তুলার দর ছিল ৪৩৸০ টাকা। বর্ত্তমানে তাহা ৪৩৯।০ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের তুলার দর গত সপ্তাহে ৪৪৸০ টাকা ছিল। বর্ত্তমানে তাহা ৪৩৬।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় বিকি-কিনি একপ্রকার নীরবই বলা যায়। সপ্তাহটি কাপড় ব্যবসেণ্টে ব্যবিজা-সমিতি যে ঘোষণা করিয়াছেন, বাংলার তাঁতীর প্রাণপণ যত্নে অপেক্ষাকৃত বেশী কাপড় সরবরাহ করা হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য কোন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় নাই, বরং জনসাধারণের পক্ষে দুই এক জোড়া কাপড় সংগ্রহ করাও আর সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালার যে অনুকূলপূর্ণ বস্ত্র-সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সমাধান প্রয়োজন ভিতরে এবং বাহিরে যথেষ্ট আলোচনা প্রতিবিধিই হইতেছে। জনসাধারণের ইহাতে কোন লাভই হয় নাই।

সম্প্রতিকার কাপড়ের তুলনায় যোগান এত দীর্ঘকাল যে জনসাধারণের প্রয়োজনের এক-তৃতীয়াংশও তাহাতে মিটান হয় না। কাপড়ের বাজারে বাহাতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে তাহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের প্রচারিত পরিকল্পনাসমূহ যথাসময় কাজে লাগু হওয়ার বিশেষই বর্ত্তমানে জনসাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৯ই মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে মোটামুটি তেজীভাব বজায় থাকিলেও গত সপ্তাহের তুলনায় বর্ত্তমান সপ্তাহে বেশাবেচা অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। মফঃস্বলের পাট বিক্রেতারা এখনও মজুত মাল ধরিয়া রাখিবার জন্য আগ্রহ দেখাইতেছেন। ফটকাবাজির ভাব এখনই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবার এমন আশা করা যায় যে, তহবিল যোগান-ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে ব্যাঙ্কগুলি সহিত কারবারের ভালভাবে প্রস্তুত থাকিলে পাটের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইবে। পাটচাষের লাইসেন্সপ্রাপ্ত সময় অবিলম্বে পাট উৎপন্ন হইলেও এবার পাটের চাহিদা ও যোগানে সমতা রক্ষা হওয়া হইবে, পাট বিক্রেতাদের মধ্যে এখন এইরূপ একটি আশাবাদী মনোভাব দেখা যাইতেছে এবং তাঁহাদের বিশ্বাস যে, চাহিদার চাপে পাটের মূল্য আরিবলম্বে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবে। ফটকাবাজারের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ পাট মজুত থাকার সুযোগ গ্রহণের জন্যই তাঁহারা কিছুদিন আগে দেখাইতেছেন না সত্য, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত কলিকে মূল্যসমতার ভাব আসিয়া গেলে দু' এক মাসের মধ্যে ফটকাবাজারের অবস্থাই পাট বন্ধি করিতে হইবে এবং ফলে পাটের মূল্যের সন্তোষজনক বৃদ্ধি হইবে। বর্ত্তমানে পাটের সামান্য মূল্যবৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। আশা করা যায়, এ বৎসর এই বর্দ্ধিত মূল্য আর হ্রাস পাইবে না বলিয়া আশ্বিনে না।

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে ইষ্টইণ্ডিয়ান পাকিং ক্লিথ ও বর্ষার শ্রেণীর পাট যথাক্রমে প্রতি মণ ১৯।০ আনা ও ১৭৸০ আনা দরে এবং তুলাবাদাইকের জাত ক্লিথ ও বর্ষার শ্রেণীর পাট যথাক্রমে ১৯৲ টাকা ও ১৬৲ টাকা দরে বিক্রীত হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে এ সপ্তাহে ১১৸০ দরে বুজাতক্লিথ হইতে দেখা যায়।

পাকা বেল বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ লেনদেন হইয়াছে। এ সপ্তাহে কার্ড শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৭৯৲ টাকা। ও লেপ্তাল বাইটিবিন্দ শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৭৪৲ টাকায় বিক্রীত হইতে দেখা যায়। চটকলওয়ালারা আলোচ্য সপ্তাহে কিছু পরিমাণ লাইটিনিল পাট প্রতি বেল ৭৬৲ টাকা দরে ক্রয় করিয়াছেন।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৯ই মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দর বেশ উঠানামা করিয়াছে। সপ্তাহের প্রথম এবং মধ্যভাগে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে বেশীভাব পরিলক্ষিত হইলেও শেষ মূল্যসমতি ও শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাই, উভয় বাজারেই সোনার দরে অবনতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ২৪।০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা ২৩৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ২৩৸০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা ২৩৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি মণ বিলি বর্ত্তমানে ৪৯৸০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। বিলাত হ্যাট গত শুক্রবারে ১৮,০০০ পৌণ্ড সোনা প্রতি ভরি ২৩৸০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে।

রূপা—বিলাত হ্যাট গত শুক্রবার ৫০০ মণ রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৪২৸০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগ ও মধ্যভাগে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে গত সপ্তাহের তুলনায় তেজীভাব পরিলক্ষিত হইলেও গত মূল্যসমিতির এবং শুক্রবারে কলিকাতা ও বোম্বাই, এই উভয় বাজারে সোনার দরের অবনতির ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রূপার দরেও অবনতির ভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ২২৸৯০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা ২২৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ২২৸৯০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা ২২৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

টাকা খাটাইবার জন্য নির্ভরযোগ্য

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

শাখা :—[illegible], নবদ্বীপ

নারায়ণগঞ্জ, সিরাজদিয়া, ঢাকা, দক্ষিণ কলিকাতা, বহরমপুর (বেঙ্গল), বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) ও পুরী শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার
এস, সি, বাড়রী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস, এস, লালগুপ্ত

সাপ্তাহিক বাজার দর

		৭ই মাঘ	৮ই মাঘ	৯ই মাঘ	১০ই মাঘ	১১ই মাঘ	১২ই মাঘ
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা)	...	৭৫।-	৭৫/০	৭৫৷০	৭৫।০	৭৫৷৵০	৭৫৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	৭৫৷৵০	৭৫৲	—	৭৫৲	৭৫/০	৭৫৷৵০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	...	১২৯৷০	১৩৩৷০	১৩৪।০	১৩৩৷০	১২৯৲	১২৮।০
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	১২৯৷০	১৩১৷০	—	১৩২৷০	১২৯৲	১২৭৲
বিনিময় দর—প্রতিবাসা (কলিকাতা)	...	৫৯৲	৫৯৲	৫৭৷৵	৫৭।০	৫৭।০	৫৬।৵
কোম্পানীর কাগজ—পঞ্চতলা ঋণ ঋণের সেয়ারের দর (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন)	...	—	৯৯৷৵০	৯৯৷৵০	৯৯৷৵০	৯৯৷৵০-৯৯।৵০	৯৯৷৵০-৯৯।৵০
ইন্ডিগোস্টাফিং—							
ইন্ডিয়ান আয়রণ এন্ড ইস্পাত কোং লিঃ	...	—	৪১৷৵০-৪৩।৵০	৪১।৵০-৪১৷৵০	৪০৲-৪১৷৵০	৪০/০-৪১৷৵০	—
ইস্পাত কর্পোরেশন—অফি	...	—	৪৪৷৵০-৪৪৷৵০	৪৪৷৵০-৪৪।৵০	৪৪৲-৪৪৷৵০	৪৪৷৵০-৪৪৷৵০	—
দুর্গাপুরী—অফি	...	১১৷৵০	১১৷৵০	১১৲-১১৷৵০	১১৷৵০	১১৷৵০	১১৷৵০-১১৷৵০
অফিস ইলেকট্রিক ইস্পাত	...	২২।০-২২।০	২২৷০-২২।৵০	২২৲-২২৷০	২২৲-২২৷৵০	—	২২৲
জেসপ	...	২৪৷৵০-২৫।০	২৫৷৵০-২৬।৵০	২৫৷৵০-২৫।৵০	২৫৲৵০-২৫।০	২৫৷৵০	২৫৷৵০-২৫।৵০
মার্শাল্স	...	৫।৵০-৫৷৵০	৫৷৵০	৫৷৵০-৫৷৵০	—	৫৷৵০-৫৷৵০	৫৷৵০-৫৲
তুলসান আয়রণ এন্ড ইস্পাত	...	১২৷৵০	১২৷৵০	১২।৵০-১২৷০	১২।৵০	—	—
ষ্টীলটিউব	...	—	—	—	—	১৯৲-১৯৲	১৯৲
বৃষ্টি—মাদ্রা কর্পোরেশন	...	৫৯৲-৫৯৲	৫৯৲-৫৯৲	৫৯৲-৫৯৷০	৫৯৷০-৫৯৷০	৫৯৲-৫৯৷০	৫৯৲-৫৯৷০
ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন		৬৫৲	৬৫৲-৬৲	৬৫৲	৬৫৲-৬৲	৬৫৲	৬৫৲
ব্যাঙ্ক—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া		—	১৩৪৷০	১৩৪৲-১৩৫৲	—	১৩৪৲-১৩৪৷০	১৩৪৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	...	৯৭৷০	৯৭৷০	—	৯৭৷০	—	৯৭।৵০-৯৭৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	...	—	১৪৷০	১৪৷০	১৪৷৵০-১৪৫৲০	১৪৪৲-১৪৫৲০	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং	...	—	৪৪৷৵০-৪৫৷৵০	৪৫৲৵০-৪৫৷৵০	৪৫৲৵০-৪৫৷৵০	৪৫৷০-৪৫৷০	—
ঝরিয়া	...	১২৯৲৵০-১৩৷৵০	১২৯৲-১২৷০	১২৯৲-১২৷৵০	১২৯৲	১২৪৲-১২৫৲০	১২৫৲৵০-১২৷০
বার্নপুর		৫৪৲	৫৪৲৵০-৫৫৲৵০	৫৪৲	৫৪৲	৫৫/০-৫৫।০	৫৫।০-৫৫৲০
ইকুইটেবল	...	৭৩।০	৭৩৲৵০-৭৩৲৵০	৭৩।৵০-৭৩৲৵০	৭৩৲৵০-৭৩৷০	৭৩৲৵০-৭৩।০	৭৩৲৵০-৭৩৲৵০
সাউথ কলমুড়া	...	৫১৲৵০-৫১৲	৫১৲৵০-৫১৲৵০	৫১৲৵০-৫১৲৵০	৫১৲৵০-৫১৲০	৫১৲৵০-৫১৲৵০	৫১৲৵০-৫১৲৵০
কাগজের কল—বিড় ফিউচারিয়ো ইন্ডিয়া মিলস লিঃ		৮৫/০-৮৬৲০	৮৫৲০-৮৫৲০	৭৯৲০-৭৯৲	৭৯৲০-৭৯৲০	৭৯৲০-৭৯৲০	৭৯৲০-৭৯৲০
বেঙ্গল	...	—	১২৪৲০	—	১২৪৲	—	১২৪৲
ভাদ্দুর টেক্সটাইলস্	...	১৩৫৲০-১৩৮৲০	১৩৫৲০-১৩৫৲০	১৩৫৲০	১৩৫৲০-১৩৫৲০	১৩৫৲০-১৩৫৲০	১৩৫৲০
এমার্সন ইন্ডিয়া মিলস লিঃ	...	৭৯৲	—	—	৬৪৲০	—	৬৪৲০
বেঙ্গলাক্স	...	১২৮৲০-১২৯৲০	১২৮৲০-১২৮৲০	১২৮৲০-১২৮৲০	—	—	১২৮৲০
কাগজের কল—ইন্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	...	২৩৲	২৩৲-২৩৲	২৩৲	২৩৲-২৩৲	২৩৲	২৩৲-২৩৷০
ইন্ডিয়ান পেপার মিলস লিঃ	...	—	২৩৲৵০-২৪৲	—	১৪৪৲-১৪৫৲০	—	—
টাইকন	...	২৬৫৲-২৬৫৲০	২৬৫৲৵০-২৬৫৲৵০	২৬৫৲০-২৬৫৲৵০	২৬৫৲-২৬৫৲০	২৬৫৲৵০-২৬৫৲৵০	২৬৲-২৬৫৲০

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : চাঁদপুর (বেঙ্গল)

কলিকাতা অফিস : ২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

টেলিগ্রাম—"লয়্যালব্যাঙ্ক" ফোন : কমি : ৫৭৬৬

শাখা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমীল্লা, পুরানবাজার (ডিপুরা), নারায়ণ, চট্টগ্রাম (ঢাকা), নোয়াখালী (ঢাকা)।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হরিপদ চক্রবর্ত্তী, বি-এল
কলিকাতা এজেন্ট।

নবকুমার নাগ,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
বিনয় বোস, কলিকাতা।

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	আম
বড়বাজার	সদরবাজার	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	(দিল্লী)	জাওরাঁ রোড (মধ্যে)
ডালহাউসী	আগ্রা	আহমেদাবাদ
আমীনপুর	বীকানীর	মনসটিবাজার
বালীগঞ্জ	বেরেলী	(আহমেদাবাদ)
ঢাকা	এলাহাবাদ	করাচী
নারায়ণগঞ্জ	কাইরা	আজমীর
ময়মনসিংহ	(এলাহাবাদ)	হায়দ্রাবাদ
চট্টগ্রাম	লক্ষ্ণৌ	নাগপুর
কটক	আমিনাবাদ	ইটারসী-
পাটনা	(লক্ষ্ণৌ)	(নাগপুর)
গয়া	কানপুর	
মজঃফরপুর	মেইন রোড	
বেরিলী	(কানপুর)	
বারাণসী	অমরাবতী	

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বিলাসচন্দ্র ঘোষ,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

ফোন : ক্যাল ২৭৬৭ Gram. JANASAMPAD

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিংয়ের সুব্যবস্থা আছে

১৯৪৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব

অনুমোদিত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন		১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও রিজার্ভ ফাণ্ড		৮,০০,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲

কাগজী মূলধনের পঞ্চতলা ঋণ আদায় সময়ে ও কোম্পানীর কাগজে এবং সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তনশীল ভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে।

শাখা, সে অফিস ও এজেন্সি অফিসসমূহ

বাইবেকাট, চিটাগাঙ্গ, কালীঘাট, বড়বাজার, চিৎপুর, ডাকুরা, বেরিলীপুর, কর্ণেলগোলা, আসানসুল, চিনী, চন্দননগর, জামুড়, চিনাম, বালীগঞ্জ, কোলাঘাট, সকংকা, গাড়ুয়া, গাড়ুয়া, জামুড়া, মেদিনীপুর, মুজফ্ফরপুর, চুয়াডাঙ্গা, পাকিপুর, মেহেরপুর, ডোমার, সীমলাবাড়ী, অরিপুর, রংপুরহাট, নৈহাটিপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বালসর, চাকুলিয়া, জামদা, রাঁচি, সাঁকচি, নাগপুর, নাগেশ্বরপুর, পাটনা, জামালপুর, মাদ্রাজপুর, মজঃফরপুর, সমস্তিপুর, মোকামাঘাট, বাজারঘোড়, কটক, পুরী, বহরমপুর (পলাশ), কাশী, ভাটনী, মোকামা ও দিল্লী।

আমাদের কার্য্যকলাপের ও অংশগ্রহণ সম্বন্ধে অধিক জানিবার আগ্রহ থাকিলে আমাদের প্রচার বিভাগে লিখুন।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৮ই মার্চ	৯ই মার্চ	১০ই মার্চ	১১ই মার্চ	১২ই মার্চ	১৩ই মার্চ
চটকল—অকল্যাণ জুট মিলস লিঃ ...	৬৫৲	৬৫৲	—	৬৫৲	—	—
আংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ	৪৭৲	৪৭৲	৪৭৲	৪৬৲	৪৭৲-৪৮৲	—
কামারহাটী ...	৭৯৲-৮০৲	৮০৲-৮১৲	৮০৲	৮০৲-৮১৲	৮৭৲-৮৭৲	—
নর্থব্রুক ...	১৩৫৲-১৩৫৲	১৩৫৲-১৩৫৲	১৩৫৲	১৩৫৲-১৩৬৲	—	—
প্রেসিডেন্সী ...	—	১২৯/০-১৩০৲	১৩০/০-১৩১/০	১২৮/০-১৩/০	১৩০/০-১৩১/০	১৩০/০-১৩১/০
বিসারেন্স ...	৭৯৲-৭৯৲	৭৯৲/০-৮০৲/০	৭৯৲	৭৯৲	৭৯৲	—
ভীকটোরিয়া ...	৫৮৲-৫৮৲	৫৮৲-৫৮৲	৮৭৲-৮৮৲/০	৮৭৲-৮৮৲/০	৮৭৲-৮৭৲	৮৭৲-৮৮৲
বাওড়া ...	—	৮৭৲/০-৮৮৲/০	৮৮/০-৮৯৲	৮৮/০-৮৯৲	৮৮৲/০-৮৯৲/০	—
চিনির কল—বেলসুণ্ডা সুগার কোং লিঃ ...	১৩৫০-১৩৬/০	১৩৫/০-১৩৬/০	৩৯/০-৪৩/০	—	১৩৫০-১৩৬৲	—
চাঁদপাড়া সুগার কোং লিঃ ...	৩৯৲-৩৯৲/০	৩৯৲-৩৯৲/০	৪৩৲/০-৪৭৲	৪৬৲	—	—
কেশ এণ্ড কোং লিঃ ...	২৭৲-২৭৲০	২৭৲/০-২৭৲০	—	২৮৲/০-২৯৲০	২৯৲ ২৯৲/০	২৯৲/০-২৯৲
কাগজ—কেলসুণ্ড পেপার কোং লিঃ ...	২১৲/০	২১৲/০	—	—	—	৫১৲/০
বিজয়া পেপার কোং লিঃ ...	—	৪৫।০	১৭৲০-১৭৲/০	—	—	৪৫।০-৪৫/০
বিবিধ—ব্রাসবিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ ...	—	—	৬৯৲/০-৬৯৲/০	১৭৲	—	১৭৲০-১৭৲/০
বি আই কর্পোরেশন ...	৭৲/০-৭/০	৭৲/০-৮৲/০	১৭৯৲-১৭৯৲	৬৮/০-৭১৲/০	৬৮৲/০-৬৯৲	৬৮৲
বেঙ্গলীপুর কমিশারী কোং লিঃ ...	১৭৫৲ ১৭৬৲	১৭৫৲০-১৭৬৲	১৭৲-১৭৬৲	১৭৬৲	১৭৬৲	১৭৫৲০-১৭৬৲
কোটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	১৭৲০-১৭৲০	১৭৲	—	১৬৬৲/০-১৬৭৲	—	—
ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল মেডিসিনস কোং লিঃ ...	—	১৯৭৲-১৯৯৲০	—	—	১৯৯৲	১৯৭৲
আদায়-কেশন লিমেন্ট ...	১৭৯৲০-১৭৯৲/০	—	১৭৯৲/০-১৭৯/০	১৭৯৲/০-১৭৯/০	—	—
ক্যালকাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	১৪৩৲০	১৪৩৲০	১৪৩৲০-১৪৫৲০	১৪৪/০-১৪৫/০	১৪৫৲০	১৭৫৲০
মিটি এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	—	—	১৬৫৲০	—	১৬৫৲০

Gram : Cencombi Post Box No. 220

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১১, ক্যাকসন লেন, কলিকাতা।

সুদক্ষ ডিরেক্টরবর্গ কর্তৃক পরিচালিত

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :

মিঃ এস্ বি বিশ্বাস

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

মূলধন

অনুমোদিত	বিক্রীত	আদায়ীকৃত
৪ কোটি টাকা	২ কোটি টাকা	১ কোটি টাকা

(বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন শীঘ্রই যথাক্রমে ৩ কোটি ও ২ কোটি টাকায় পরিবর্দ্ধিত হইবে

কলিকাতার স্থানীয় বোর্ড :

সভাপতি : মিঃ এম এ ইস্পাহানী

স্যার আবদুল্লা হারুণ বাহাদুর, মিঃ এ সি লাহা, মিঃ আই সি খোরেজা,
মিঃ বৈদ্যনাথ ভাদুরী, মিঃ কে সি বিশ্বাস, মিঃ ঘনশ্যামদাস বিড়লা।

কলিকাতার আফিসসমূহ :

প্রধান অফিস : ২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস।

ও এইচ বিভাগ—ম্যানেজার

তাহাতে ও বিদেশে সর্ব্বোত্তমরূপে ব্যাঙ্কিং কার্য্যাদি করার পূর্ণ ব্যবস্থা আছে।

বড়বাজার :	কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট :	ধর্মতলা :
কে সি সেনগুপ্ত	বি কে মিত্র	এম এম ব্যানার্জ্জি
ম্যানেজার	ম্যানেজার	ম্যানেজার
টেলিগ্রাম : "UCOBANK"		বি বি ঠাকুর
টেলিফোন : ব্যাঙ্ক অফিস		হেডঅফিস ম্যানেজার

অফিসের সরঞ্জাম

- বই মার্কিং
- সিল স্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এড্রেসিং মেসিন
- পিয়ন ব্যাগ
- মেস, ষ্লেট
- টোকেন ও ষ্লেট
- হেডেন ও বৎসরকার বাক্স টিন
- ফিতে-কাটা ব্যাগ
- আদায় মীমোরাণ্ডম
- লেটার-প্রেস কপিং বাক্স-টিন
- প্রতিদিনের বাজার ঘড়ি
- লিট্ল ষ্টোরের তৈরি জিনিষপত্র

● অফিসের অন্য যাবতীয় ষ্টেশনারি আমাদের নিকট আমাদের ক্যাটালগ অনুযায়ী অর্ডার দিন। তাহাতে আরও সুবিধা।

ক্যালকেমিকো

১৮৬, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : সি সি ১৭৭৭

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রিজিষ্টার্ডকৃত ব্যাঙ্ক

স্থাপিত : ১৯১৯

হেড অফিস—১৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি ৪৩১৯ (৩ লাইন)

অন্যান্য কলিকাতা শাখা :

মানীকতলা, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১০,০০,০০০৲ উপর
জমা অবধি	১,০০,০০,০০০৲ উপর
কার্য্যকরী মূলধন	১,৫০,০০,০০০৲ উপর

১৯৪৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।

(হিসাব বিবরণ সংলগ্ন)

একটি শাখা ১৮ই মার্চ্চ '৪৫ খোলা হইতেছে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল।

কোকোলা

বেশ পরিষ্কারের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। কি প্রসাধনে কি নিত্য স্নানে ইহার ব্যবহারে দেহের সৌন্দর্য সহজে বর্দ্ধিত হয়। কেশ মুলায়েম, ঘন ও প্রাণবন্ত করিয়া মাথার শ্রীবৃদ্ধি করিতে ইহা অতুলনীয়। ঘামাচির বিরুদ্ধে সন্তানের ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা এবং ইহার গন্ধ চমৎকার, স্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর।

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া কলিকাতা

এরিয়ান ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং

কলিকাতা, কানপুর, এলাহাবাদ, ক্লিয়ারিং হাউসগুলির মাধ্যমে ক্লিয়ারিং সুবিধা প্রদত্ত

—শাখাসমূহ—

এলাহাবাদ	কালকাটা
অমরাবতী	কানপুর
আলমবাজার	জলপাইগুড়ি
আসানসোল	ঝাঁসি
বেলিলী	বড়নগর
বারেলী	লক্ষ্ণৌ
বেলতা	মেদিনীপুর
কাত্রা (এলাহাবাদ)	মির্জাপুর
খেরাইল	মহারাজগঞ্জ
খৈরাব	নাগপুর
কাশীপুর	নর্থ কলিকাতা
চাকুলিয়া	রায়পুর
রাণাঘাট	রাণাঘাট
দার্জিলিং	সৈদপুর
দমদম	শ্যামবাজার
খাটাল	সিলিগুড়ি
খাটীদহ	শ্রীহট্ট
গোপালগঞ্জ	উদাও
জয়দেবপুর	কলতা
জৌনপুর	ঔরঙ্গাবাদ

শীঘ্রই নতুন শাখা খোলা হইবে

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং

টেলি—SHILLBANK : : ফোন : শিলং—১৬৩

কলিকাতা শাখা—১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলি—BANK SHILLO : : ফোন : আপ—

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভাগ্যের কুমার লাহা

রং

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

কলিকাতা শাখা—১২১, ক্লাইভ রো

হেড অফিস : কুমিল্লা

- কর্ণফুলী
- সন্তা
- সতা
- সৌভাগ্য

আসাম "সোনার"

স্থাপিত— ১৯২৩

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত, এম, এল, এ, কুমিল্লা

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

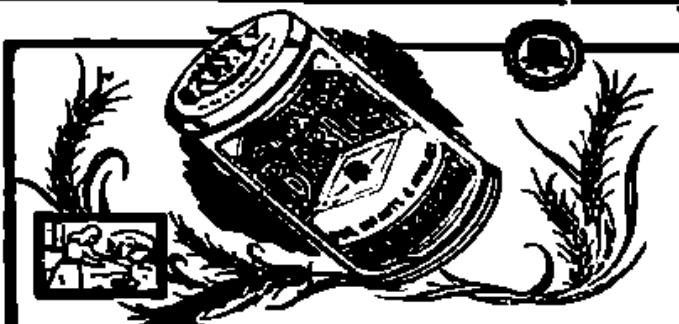

লিলি বার্লি
শিশুর পথ্য ও পালার

লিলি-বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

PHONE :—B. B. 6362 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK-JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

৯ম বর্ষ] Monday, 19th March, 1945. সোমবার, ৫ই চৈত্র, ১৩৫১ [৪র্থ সংখ্যা ৫

বিশ্বের সাধারণের চেষ্টা

ভারত সরকারের তরফ হইতে এতদিন বলিয়া আসিতেছিল যে বর্ত্তমানে বস্তুগুলির দাম বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে সাধারণ মূল্য বৃদ্ধি হেতু ভারতের অধিক সন্তানের এবং গরীব সন্তানের আর্থিক অবস্থার গুরুতর পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভারত সরকারের অর্থসচিব মাননীয় মেরেল্ডী বেইজম্যান (ঁহারই বাজেট-বক্তৃতার এই বছরের অধিবেশন প্রারম্ভ হইয়াছে) এই বছরের অধিবেশন প্রারম্ভে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে বস্তুগুলির দাম বৃদ্ধি পাইলেও জীবনধারণের উপযোগী সাধারণের মূল্য সেই তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধি পাওয়াতে বস্তুগুলির আর্থিক অবস্থার গুরুতর পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে। তাহার মতানুযায়ী ভারতের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। ভারত সরকার এই বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। তাহার এই সম্পর্কে আরও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিগণকে যেরূপ অবস্থাতেই হউক না কেন সাহায্য করিয়া যেরূপ হইতে এবং বিভিন্ন সরকার

সাময়িক প্রসঙ্গ

করিয়া যেরূপ হইতে এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যের, ব্যবসায়ের পরিচালনা ভার অধিক পরিমাণে যে সব অবসরিক লোক চাকরী পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও যে সমস্ত লোককে বরখাস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। যুদ্ধাবসানকালে এই সব লোককে নূতন করিয়া বিভাগে তাহাদের নিযুক্ত করা যায় তাহারজন্য পূর্ব্বাহ্নে সকল দেশের সরকারগণই সতর্কভাবে চিন্তাভাবনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে এই সম্পর্কে কিছু কিছু পূর্ব্বে একটি কমিটি বসিয়াছিল এবং উক্ত কমিটির রিপোর্টও প্রকাশ হইয়াছে। আমরা বহুদূর আসিয়া ভারতের ভারত সরকারের এই বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। তাহার এই সম্পর্কে আরও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিগণকে যেরূপ অবস্থাতেই হউক না কেন সাহায্য করিয়া যেরূপ হইতে এবং বিভিন্ন সরকার

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৬৪-৬৭
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৯৬৮
বাজার সমীক্ষা	
বস্ত্র-বাজার	৯৬৯-৭০
মেয়াদী খাতা	৯৭১-৭২
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৯৭৩-৭৪
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৯৭৫-৭৮
বাজারের হালচাল—	৯৭৯-৮৪

যখনযেরূপ অধিকারিদিগে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের একটা অংশ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদিগের দ্বারা হইতে লোক নিযুক্ত করিয়া পূরণ করা হইবে। এই পরিবর্ত্তন ব্যবস্থার ফলে বর্ত্তমান ব্যক্তিদিগের কাহারও কাজ যাইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। তাহাড়াড়া যুদ্ধের ফলে যে কি পরিমাণ লোক সামরিক ও বে-সামরিক বিভাগসমূহে কাজ করিতেছে—তাহার সঠিক হিসাব কেহই রাখে না বলিয়া যে বিভাগেই হউক না কেন হইতে না কেন তাহা নিশ্চয়ভাবে বলা যাইতে পারে। এই অধিক সংখ্যক লোককে বৃদ্ধিকার্য্য এবং সহকারী চাকরীর একটা অংশের সংরক্ষণ করা বিশেষভাবে করা এক সরকার অবশ্য বলিয়াই মনে হয় তাহাড়াড়া যদি সামরিকভাবে নিজের প্রতিষ্ঠা হয়, তেমন যদি কখনও, বিশ্বে যুদ্ধোদ্যম অবসান হয় এবং উহার ফলে বিভিন্ন দেশের ভবিষ্যতের ব্যবস্থার অবস্থার উন্নতিসাধন করা হয় তাহা হইলে কেবল যে যুদ্ধের ব্যক্তিগণই কাজে নিযুক্ত করিবার পর সুযোগ হইবে এমন নয়, উহার ফলে এমনও হইতে পারে যে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি বেকার রহিয়াছে এবং অল্প কয়েকের সাহায্য সহযোগিতে অধিক হইতে এই কয়েক অবসরপ্রাপ্ত সকলের কাজের সন্ধান হইতে পারে। কিন্তু কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়ের ইত্যাদির উন্নতি সম্পর্কে সরকারী বেসরকারী সহযোগে যত বড় পরিকল্পনা উপস্থিত করিতেও এখন পর্য্যন্ত এই সব ব্যাপারে উন্নতির কোন আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে যে, যুদ্ধবিরতির পরে সারাই জন্য কাজের বেকার-সমস্যা অতি ধীর ও স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে।

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

চেয়ারম্যান : "হেরেল্ডো" অফিসার্স ম্যানেজার : পি, মুখার্জ্জী
ব্যাঙ্কার্স : পি, সি, সে—এণ্ড কোং। ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃতি

বর্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভে তথ্য হিসাবে প্রকাশ যেসব দেশে গত বৎসর ৫৪ কোটি লোক আমাদের পৃথিবীর অধিবাসী হিসাবে গণিত হইয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধজনিত অকাল-মৃত্যুহারের ফলে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যেসকল আনুমানিক এই অনুমান যুদ্ধের সূচনাকাল হইতে আজ পর্যন্ত মাত্র দুই কোটি যুদ্ধমৃত্যু গণিত হইবার ফলে তাহার সংখ্যা যদি উপরোক্ত ৫৪ কোটির সহিত যোগ দেওয়া যায় তাহা হইলেও আমাদের যুদ্ধজনিত মৃত্যুর সংখ্যা এক কোটির কম হইবে না। তাহাড়া যে কোন যুদ্ধজনিত লোকক্ষয় মৃত্যুরই পরিণামে এমন নয়, এই কারণে যাহারা আজও কোটি কোটি লোক যাবতীয় হইবার এক হিসাবের অন্তর্ভুক্ত লোক পাইয়াছে। অধিকন্তু এই অনুমান অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস অতিরঞ্জনের দ্বারা পাইয়াছে। বাস্তবের মধ্যে বর্তমানে অনেকের আজও অনেকের তাহা পরিস্থিতিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষ একমাত্রাকারে যুদ্ধ নিজ এই হইলেও এই যুদ্ধ অনুমানের দিন হইতে ভারতের যে হিসাবনিকাশ করা হইয়াছে তাহা। যুদ্ধের ইতের ও আনুষঙ্গিক প্রকৃতি হিসাবে—যে সব দেশ একমাত্রাকারে এই যুদ্ধে অধিক সেই সব দেশে—অধিক পরিমাণ অধি দেখা। বর্তমান যুদ্ধ ইংলণ্ডের অনুমানের ইতি ঘটিয়াছে, লোকের সক্ষমতা আরু বৃদ্ধি পাইয়াছে, সিঙ্গি-যুদ্ধের হার কমিয়াছে এবং এই যোগে এক অধিক পরিমাণে নিত্য অনুমান করিতেছে যাহা গত ৩০ বৎসরের মধ্যে কখনো দেখা যায় নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থাও অনুরূপ। ইউ যোগে ১৯৩০ সালের মাথাপিছু অনুপাতে যেটা অনুমান্য ছিল ১৩ কোটি ১৯ লক্ষ ৬১ হাজার। বর্তমানে উহা ১৩ কোটি ৮১ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪০ সালে উক্ত যোগে ৫৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক যত লোক ছিল বর্তমানে তাহার সংখ্যা আরো ৩ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, বর্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডের ন্যায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অনেক উন্নতি ঘটিয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের অবস্থার এক পার্থক্য যেন বৎসরের বলাবাহুল্য মনে রাখা উচিত এবং এই প্রসঙ্গে সকল ও সমস্ত জনাব এই যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার যাহাদের যোগে—তাই দুই দেশের ভবিষ্যতের ও জনসাধারণের স্বার্থ অভিন্ন, সুতরাং তাহাদের ভারতবর্ষ পরাধীন এবং এই যোগে ভবিষ্যতের স্বার্থ ও জনসাধারণের স্বার্থ সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতবর্ষে অনশন, অর্দ্ধাশন, রোগ, শোক ও মৃত্যুর পরাধীনতা অনুপস্থিত আর কোন বড় কারণ নাই।

ভারতে বিদেশী দ্রব্যের আমদানী

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুদিন পরেই ভারত সরকার এই মর্মে আদেশ জারী করেন যে, ইংলণ্ডের নিজস্ব হইতে অনুমতি না লইয়া কোন ব্যবসায়ী বিদেশ হইতে কোন জিনিস ভারতে আমদানী করিতে পারিবেন না। সম্প্রতি ভারত সরকার এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, ইংলণ্ড হইতে অতিরিক্ত কিনিস আমদানী-র ব্যাপারে এখন হইতে পূর্বানুমতির না পাওয়া কোন ব্যবসায়ীকে সরকারের কোন অনুমতি প্রদান করিতে হইবে না। যে সব জিনিস এই আদেশের আওতে পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে রঙ, তৈল, লিবার, রিবারেই, প্রসাধনদ্রব্যাদী, ঘড়ির, পুরাতন কাপড়, পিন, মেটেরিয়ল সেলাই, কার্টিজ-কেস, সুতার, রেশম, পশমী দ্রব্য, রাবার, রবার, পুরাতন লোহার, পুরাতন ধুতরা, রাঙ্গা, রাসি, ঔষধের মোড়ার, ঔষধাদ্রব্য, বর্ণ ও লৌহের তৈজসপত্র, পাইপার, সিমেন্ট-ব্রা, বেডিও সেট, মটোরগাড়ীর সরঞ্জাম, ছাত্র ও ছাতার, ঔষধের বুটি, লেন্সুর, সেলুলী রেশম, রেল ইত্যাদি প্রভৃতি। উপরোক্ত জিনিসগুলির মধ্যেই অনুমান করা যাইতেছে যে, বিদেশী ব্যবসায়ীরা এই সব জিনিস আমদানীর সুযোগ লইয়া অসাধুভাবে এই সব জিনিস আবশ্যকীয় মূল্যের সেবাদানে সরকারকেই অসহায়ই করিবেন। কিন্তু এই সব জিনিসের মধ্যে এমন বহু জিনিস রহিয়াছে যাহা বর্তমানে ভারতে প্রস্তুত হইতেছে। এই সব জিনিস আবশ্যকীয় অপার অযোগ সেবাদানে অনুমান ভারতীয় শিল্প যে অধিকার হইতে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্যাপার কোন অংশেরাধিক ভারতবাসী সমর্থন করিবে না। বিশেষতঃ সম্প্রদায় আবশ্যকীয় সুবিধা করিয়া সেবাদাই যদি সরকারের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে কেবল ইংলণ্ড হইতে আমদানীর ব্যাপারে এই আদায় বিশেষ সেবা হইল কেন? ইহা বলা কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, ভারতীয় সম্প্রদায়, ব্যবসায়ীরা-দের সুবিধা অপেক্ষা ভারতের বাজারে বৃটিশ পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা বেশী করাই সরকারের মনোভাব অভিপ্রায়?

যুদ্ধাবসানের পরিস্থিতি

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের অনুকরণে ভারতবর্ষের যুদ্ধ অভিযোগের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা অনুসন্ধান চালাইবার সিদ্ধান্ত সম্প্রতি গৃহীত হইয়া আছে। অনুসন্ধানযন্ত্রের কাজে বিশেষজ্ঞ কমিটির উপরেই যে ভার দেওয়া হইয়াছিল তাহা অনুমানই নিশ্চয় হইল বলিয়া মনে হইতেছে। পার্লামেন্টের অধিবেশন বসিতে পারে, তখন ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণ উপস্থিত করার মতলবে ভারত সরকারের অর্থসচিব এই উদ্দেশ্যে একটি আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা বিচার করেন। কিন্তু যুদ্ধাবসান বাবদ কমিটির অধিকার আনুষঙ্গিক বর্তমানেসমূহের হাতে ভার অর্পিত হইয়াছে বিধায় এই মতলব আইন প্রণয়নে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের অধিকার নাই বলিয়া অনেকে উহার বিরোধিতা করেন। ইহাতে ভারত সরকার বিষয়টির বিশ্লেষণ-ভার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের হাতে অর্পণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত রায় দেন যে, এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের কোন অধিকার ভারত সরকারের নাই। ভারত সরকারের এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ভারত শাসন আইনের একটি সংশোধন হয় এবং উহার ফলে ভারত সরকারের এই আইন প্রণয়নের অধিকার জন্মে। বর্তমানে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন হইতেছে তাহাতে এই আইনটি পাস করিয়া আসামী এপ্রিল মাস হইতে উহা কোন কার্যকর করা হইবে এরূপ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এখনো কোন সিদ্ধান্তে যে, বিদেশী পর্যবেক্ষকের হাতে এই ধরনের একটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদগুলি তাহাদের সমর্থন করিবে না। মুসলিম লীগের সভাপতি মাননীয় জিন্নাহ বলেন যে, এই ধরনের একটি আইন ইসলামবিরোধী। ভারত-ভাগিত্ব দল বামপন্থী দিক হইতে এই আইনের বিরুদ্ধবাদী। সভ্যতা পরিষদে আজ যে সব সভ্য আসন রহিয়াছেন, অধিকাংশই ধনবান এবং এই ধরনের আইনে তাঁহারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। কাজেই তাঁহারাও এইরূপ আইন হয় তাহা চাহেন না। বেশ্য আইনের সংশোধন পরিষদের দ্বারা দিয়া এই আইনটি পাস করা অসম্ভব। সুতরাং ইহা করিলে কিন্তু ভারতবর্ষের এই আইন পাস করিতে পারেন। কিন্তু তিনিও ইহা চাহেন না। সুতরাং যুদ্ধাবসান আইনের প্রস্তাব এক প্রকার বাতিল হইয়া গেল বলা চলে। তবে এই আইন প্রণয়নে আবশ্যিক পার্লামেন্টগুলির ক্ষমতা বহিভূত এবং উহারা ইচ্ছা করিলে উহা বলবৎ করিতে যেটা করিতে পারেন। কিন্তু প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের কার্যেরী বার্ষিকীর সভ্যদের সভ্যসংখ্যা বাড়িয়াছে। সুতরাং এখানেও অধিকাংশ সভ্যদের সাক্ষাৎকার পাওয়া কঠিন। তবে ইহা ঠিক যে, এই আইনের ফলে পার্লামেন্টের হাতে যে সব ক্ষমতা আসিবে তাহা প্রয়োগমূলক যুদ্ধাবসান পুনর্বাসন-কার্যে বাধিত হইবে। এমন এই আইন পাস করা যখন অসম্ভব বলিয়া বোঝা যাইতেছে তখন যুদ্ধাবসান পুনর্বাসনের জন্য যুদ্ধ ও প্রাদেশিক সরকারকে নিজেরা এই সব বিভিন্ন ব্যবস্থার করেন, তাহাদের অসাধুভাবে এই সব বিভিন্ন আবশ্যকীয় সুযোগ সেবাদানে সরকারকেই অসহায়ই করিবেন। কিন্তু এই সব জিনিসের মধ্যে এমন বহু জিনিস রহিয়াছে যাহা বর্তমানে ভারতে প্রস্তুত হইতেছে। এই সব জিনিস আবশ্যকীয় অপার অযোগ সেবাদানে অনুমান ভারতীয় শিল্প যে অধিকার হইতে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্যাপার কোন অংশেরাধিক ভারতবাসী সমর্থন করিবে না। বিশেষতঃ সম্প্রদায় আবশ্যকীয় সুবিধা করিয়া সেবাদাই যদি সরকারের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে কেবল ইংলণ্ড হইতে আমদানীর ব্যাপারে এই আদায় বিশেষ সেবা হইল কেন? ইহা বলা কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, ভারতীয় সম্প্রদায়, ব্যবসায়ীরা-দের সুবিধা অপেক্ষা ভারতের বাজারে বৃটিশ পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা বেশী করাই সরকারের অভিপ্রায়?

যুদ্ধাবসানের পরিস্থিতি

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের অনুকরণে ভারতবর্ষের যুদ্ধ অভিযোগের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা অনুসন্ধান চালাইবার সিদ্ধান্ত সম্প্রতি গৃহীত হইয়া আছে। অনুসন্ধানযন্ত্রের কাজে বিশেষজ্ঞ কমিটির উপরেই যে ভার দেওয়া হইয়াছিল তাহা অনুমানই নিশ্চয় হইল বলিয়া মনে হইতেছে। পার্লামেন্টের অধিবেশন বসিতে পারে, তখন ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণ উপস্থিত করার মতলবে ভারত সরকারের অর্থসচিব এই উদ্দেশ্যে একটি আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা বিচার করেন। কিন্তু যুদ্ধাবসান বাবদ কমিটির অধিকার আনুষঙ্গিক বর্তমানেসমূহের হাতে ভার অর্পিত হইয়াছে বিধায় এই মতলব আইন প্রণয়নে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের অধিকার নাই বলিয়া অনেকে উহার বিরোধিতা করেন। ইহাতে ভারত সরকার বিষয়টির বিশ্লেষণ-ভার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের হাতে অর্পণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত রায় দেন যে, এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের কোন অধিকার ভারত সরকারের নাই। ভারত সরকারের এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ভারত শাসন আইনের একটি সংশোধন হয় এবং উহার ফলে ভারত সরকারের এই আইন প্রণয়নের অধিকার জন্মে। বর্তমানে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন হইতেছে তাহাতে এই আইনটি পাস করিয়া আসামী এপ্রিল মাস হইতে উহা কোন কার্যকর করা হইবে এরূপ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এখনো কোন সিদ্ধান্তে যে, বিদেশী পর্যবেক্ষকের হাতে এই ধরনের একটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদগুলি তাহাদের সমর্থন করিবে না। মুসলিম লীগের সভাপতি মাননীয় জিন্নাহ বলেন যে, এই ধরনের একটি আইন ইসলামবিরোধী। ভারত-ভাগিত্ব দল বামপন্থী দিক হইতে এই আইনের বিরুদ্ধবাদী। সভ্যতা পরিষদে আজ যে সব সভ্য আসন রহিয়াছেন, অধিকাংশই ধনবান এবং এই ধরনের আইনে তাঁহারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। কাজেই তাঁহারাও এইরূপ আইন হয় তাহা চাহেন না। বেশ্য আইনের সংশোধন পরিষদের দ্বারা দিয়া এই আইনটি পাস করা অসম্ভব। সুতরাং ইহা করিলে কিন্তু ভারতবর্ষের এই আইন পাস করিতে পারেন। কিন্তু তিনিও ইহা চাহেন না। সুতরাং যুদ্ধাবসান আইনের প্রস্তাব এক প্রকার বাতিল হইয়া গেল বলা চলে। তবে এই আইন প্রণয়নে আবশ্যিক পার্লামেন্টগুলির ক্ষমতা বহিভূত এবং উহারা ইচ্ছা করিলে উহা বলবৎ করিতে যেটা করিতে পারেন। কিন্তু প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের কার্যেরী বার্ষিকীর সভ্যদের সভ্যসংখ্যা বাড়িয়াছে। সুতরাং এখানেও অধিকাংশ সভ্যদের সাক্ষাৎকার পাওয়া কঠিন। তবে ইহা ঠিক যে, এই আইনের ফলে পার্লামেন্টের হাতে যে সব ক্ষমতা আসিবে তাহা প্রয়োগমূলক যুদ্ধাবসান পুনর্বাসন-কার্যে বাধিত হইবে। এমন এই আইন পাস করা যখন অসম্ভব বলিয়া বোঝা যাইতেছে তখন যুদ্ধাবসান পুনর্বাসনের জন্য যুদ্ধ ও প্রাদেশিক সরকারকে নিজেরা এই সব বিভিন্ন ব্যবস্থার করেন, তাহাদের অসাধুভাবে এই সব বিভিন্ন আবশ্যকীয় সুযোগ সেবাদানে সরকারকেই অসহায়ই করিবেন। কিন্তু এই সব জিনিসের মধ্যে এমন বহু জিনিস রহিয়াছে যাহা বর্তমানে ভারতে প্রস্তুত হইতেছে। এই সব জিনিস আবশ্যকীয় অপার অযোগ সেবাদানে অনুমান ভারতীয় শিল্প যে অধিকার হইতে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্যাপার কোন অংশেরাধিক ভারতবাসী সমর্থন করিবে না। বিশেষতঃ সম্প্রদায় আবশ্যকীয় সুবিধা করিয়া সেবাদাই যদি সরকারের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে কেবল ইংলণ্ড হইতে আমদানীর ব্যাপারে এই আদায় বিশেষ সেবা হইল কেন? ইহা বলা কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, ভারতীয় সম্প্রদায়, ব্যবসায়ীরা-দের সুবিধা অপেক্ষা ভারতের বাজারে বৃটিশ পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা বেশী করাই সরকারের অভিপ্রায়?

প্রতিনিধি ও সেবকের কমিটি

ভারতবর্ষে যখনই অসন্তোষের ঢেউ দানা বাঁধিয়া আন্দোলনের উপক্রম করে তখন উহাকে বানচাল করিবার উদ্দেশ্যে সরকারপক্ষ এই সময়ে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সভাপতি হন সরকার-পক্ষের কোন লেজুড় ও তাবেদার। ব্যক্তি এবং সরকার-পক্ষের সমর্থক হইলে সরকার হইতেই কমিটির কমিটিগণের মূল মনোনীত হন। এই রকমের কমিটি সাধারণতঃ রিপোর্ট পেশ করিয়া আন্দোলন-আন্দোলন সামাইয়া লইবার জন্য কিছু এক পরিমাণ ঔপাইয়া তোলেন এবং সরকারপক্ষের পরবর্তী আচরণ আন্দোলনের সমস্ত দূরে প্রকাশ্য সব পূর্ণ করেন। অবশ্যে দুর্ভিক্ষের পরে যখন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তখন দেখা যায় যে, কমিটির অধিকাংশ সদস্য জনসাধারণের দাবীর যৌক্তিকতা অস্বীকার করিয়াছেন। কমিটির যে ২।১ জন সদস্য ভিন্ন মত লিপিবদ্ধ করেন তাহা লইয়া সেদের সংবাদপত্র-সমূহে কিছুদিন মৃদু চৌ করিয়া তারপর বন্ধ এবং কমিটির রিপোর্টটি সরকারপক্ষের পরবর্তীকালে কাজেই হইয়া রিপোর্টারে লাভ করে। এরূপে কমিটি-কমিশনের জন্মই ইতিহাস।

বর্তমান বিষ্ণু, ইসলামীর কমিটি গঠনের ব্যাপারে সরকারপক্ষের বিভিন্নরূপ রীতির বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতের বিভিন্নাঞ্চলে সম্পর্কে দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারত সরকার দুইটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। উহার মধ্যে একটি হইতেছে ভারতে আমেরিকার যুদ্ধসাহায্য সম্পর্কে অভিযোগ এবং টেকনোলজির আদান-প্রদানে কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কমিটি এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে ভারতে কি ভাবে ফলফলাদাদার ব্যবস্থা করা যায় তাহার উপর নির্ধারণের জন্য নিযুক্ত আর একটি কমিটি। নিযুক্ত মন্ত্রিপরিষদ সরকার এবং কমিটির এবং নিযুক্ত পার্লামেন্টারিয়ান সেবাদা নিয়োগ কমিটির সভাপতি নির্ধারিত হইয়াছেন। উভয়ে দুইজনই অভিজ্ঞ এবং দেশের স্বার্থের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। উক্ত দুইটি কমিটিতে অন্য যে সব সভ্য নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। কমিটি দুইটির এই বিষয়ের গঠন প্রণালীর মধ্যে অসুবিধা ইহা মনে হইতেছে যে, উহার রিপোর্ট প্রকাশে অথবা দেরী হইবে না এবং এই সব রিপোর্ট আবশ্যকীয় কার্যের অনুকূল বন্দী প্রকাশিত হইবে। অবশ্য সেদ পর্যন্ত এই দুইটি কমিটির কাজ সেবাদানীর কোন উপকারে হইবে কি না তাহা বলা কঠিন। কিন্তু তিন সুদূর ভারতে বসবাস ও দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে নিযুক্ত কমিটি ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল পরিবর্তন প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে ঐ সব পরিবর্তন কার্যে পরিণত হয়নি যায়।

ব্যাঙ্কে আমানতের ভবিষ্যৎ

বর্তমান যুদ্ধের আমলে ভারতে আয়ঙ্কিক মোট ও লৌপাদুব্যের পরিমাণ ৫০ ভাগ অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এজন্য ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধিও কিনিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধারম্ভের সময় সরকারপক্ষ যে অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা ব্যাঙ্কে আসিয়াছে। এই টাকার মালিকদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসায়ী। তাহারা এই টাকা ব্যবসায়ে খাটাইবার জন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইতে চাহিবেন। যুদ্ধের পরে ব্যবসায়ীদের এই চাহিদা মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্কসমূহ কি ভাবে ব্যবস্থা করিবে তাহা লইয়া ব্যাঙ্কারমহলে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কসমূহের উপর কি ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইবে তাহা লইয়াও ব্যাঙ্কারমহলে আলোচনা চলিতেছে। বিশ্ব বিপদ্ধা বলেন যে, যুদ্ধের আমলে যেসব অতিরিক্ত মোটা পরিমাণ ১৩৩

কোটি টাকা, কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪১২ কোটি টাকা বা তাহা। উহাতে বুঝা যায় যে, মুদ্রার সঙ্কুচিত হেতু যে মুদ্রার প্রসার হইয়াছে তাহার সামান্য অংশ ব্যাঙ্কসমূহে আসিতে পারে নাই। ইহার একটা উল্লেখযোগ্য কারণ দেশের ব্যবসায়ী, চাষিদের ও সৈনিকদের পকেটে পকেটে ঘুরিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে যখন দেশে মুদ্রাস্ফীতের আরম্ভ হইল তখন ব্যাঙ্কসমূহের আমানতী টাকার কিছু টান পড়িবে বটে, কিন্তু উহাতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। যেমন এখনকার মুদ্রা সঙ্কোচের জন্য ব্যাঙ্কের আমানতী টাকার যে অংশ হ্রাস পাইবে, অন্য দিকে দেশে অধিকতর পরিমাণে ব্যবসায়ী প্রসারের জন্য যেসব নূতন টাকা এখন মুদ্রা, রসদ, সৈনিক ইত্যাদির বাবদ প্রচারিত হইয়া ব্যবসায়ীদের হাতে আসিবে তাহা ব্যাঙ্কসমূহে আমানতী রূপে জমা হইবে। আমাদের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, মুদ্রার পরে দেশের ব্যবসায়ীরা ও শিল্পের প্রসারের জন্য ব্যাঙ্কসমূহে অনেক টাকা ধার দিতে হইবে এবং এই প্রসারীদের হাতেও আমানত অনেক বাড়িবে। মোটের উপর, যি বিজনার মতে বর্তমান মুদ্রের অবসানে দেশের ব্যাঙ্কসমূহে আমানতী টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইবার কোন কোন আশঙ্কা নাই। যিঃ বিড়লার এই যুক্তি উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু মুদ্রের পরে ব্যাঙ্কসমূহের আমানত বৃদ্ধির তিনি যে সকল কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অনেকটা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চয় হইবে। এদিকে মুদ্রাসঙ্কোচের ফলে সরকারী দেনার অবশিষ্ট শোধ দেওয়া হইবে, উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইবে এবং ইহার ফলে সরকার দেশে একটা সমৃদ্ধির ভাব সৃষ্টি হইবে। উহার ফলে ব্যাঙ্কসমূহে টাকার টান পড়িবে। এই টানের মুখে দেশের যে সকল ব্যাঙ্ক দুর্বলভাবে পরিচালিত হইতেছে সে তাহার মধ্যে অনেকগুলি ফেল করিতে বাধ্য হইবে এবং উহার মূলধন ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বিলীন হইবে। এরূপ একটা অবস্থার মধ্যে দেশের সবল ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা একটা বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে পারে। এই বিপ্লব অতিক্রম করিয়া একবার পর হইতেছে ব্যাঙ্কসমূহে এখনে যতদূর সম্ভব বেশী পরিমাণে নগদ টাকা ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য সম্পত্তির সংস্থান রাখা। অধিকাংশ আমানতের পরিশোধ আরম্ভ হইলে তখনার ব্যাঙ্কসমূহ এখনে উহাদের নগদ সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে এই আশঙ্কাতেই যি বিড়লার উক্তি সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতেছি।

বাংলার কবিষ্ণুর খালের প্রস্তাব

দীর্ঘদিন কালক্ষেপ করিবার পর ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট বাংলা সরকারের ইরিগেশন স্যাব করিবারে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। এখানে, বাংলা সরকার জমীদারীসমূহ উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে কিনিয়া নিতে মনস্থ করিয়াছেন। এরূপ খবর আগে কিছু প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু সকল পার্টিকে পাকে যে, ফ্লাউড কমিশন বাৎসরিক খাজনার ১৫ গুণ হিসাবে এই মূল্য নির্ধারিত করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সরকার-বিরোধের একজন পরম সমর্থকারীর জমীদে একটা বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। এখন কবিষ্ণুর জেলার জমীদ আরম্ভ হইবে, এরূপ স্থির হইয়াছে। একদিন ইহার খাজনা পর সরকার কর্তৃক বসিয়াদী খালের সংস্কারে আরম্ভ বিভিন্ন হইয়াছি। আমাদের অন্তোষিক বিশ্বাসের কারণ হইতেছে কবিষ্ণুর জেলার প্রতি সরকারের এত আগ্রহ কেন? আমাদের মনে হয় মন্ত্রিসভার ইহাদের বলবুদ্ধ যে সব বড় বড় ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট অনুসারী কাজ করিতে রাজি হিয়েছেন, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই এই সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। তাহা না হইলে কবিষ্ণুর জেলার ফ্লাউডপ্রবণ জন্য এত দরদ কেন? যাই হোক, কবিষ্ণুর জেলার জন্য কমিশনারের এখন দুটী খেলনা প্রয়োজন হইতে পারে। মুকদমা বন্ধিকরণী যদি এই ব্যাপারে তাঁহাদিগের আন্তরিকতার পরিচয় দিতে চান তবে তাঁহাদিগকে প্রথমেই ফ্লাউড জন্য পরিবারের, উকিলদাতার মুকাবিলের, বাদীর মুকদ্দী মোকাবী মহাশয়ের এবং মহিলাদের পৃষ্ঠপোষক অন্যান্য দেশের সকার ও জমীদার আদের উচ্চারণে জমীদারী খাল করা উচিত। অন্যথায় এই ব্যাপারে মন্ত্রিসভার আন্তরিকতার পরিচয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে।

মুদ্রাস্ফীতের গতি

পূর্ব সপ্তাহে আমরা মুদ্রের গতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলাম যে, ইউরোপের রণাঙ্গনে জার্মান ও জিনাধিনী তীব্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও ক্রমেই সম্প্রসারণ করিতে পারা যাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহের জার্মান ইস্তেহারগুলির আলোচনা হইতে তাহা ছাড়া আর কিছু বুঝা যায় না। বস্তুতপক্ষে তাহার আরম্ভটিই সূচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, তাহার ঘোষণায় ৫৫ মাইল পূর্বাঞ্চলী ফোলকেনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পরিবেষ্টিত হইয়াছে। জার্মানদের পশ্চিমে নদী তীরে পৌঁছিবার সময় এখনো বাকি রহিয়াছে। এখনে হইতে সৈন্যদল পশ্চাৎ পড় মাইল পশ্চাৎ ঘুরিয়া আক্রমণের লাল ফৌজের প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য বহুদলগণ দূর করিতেছে। লাল ফৌজ বার্লিন হইতে ৪৫ মাইল দূরবর্তী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর ফুরেস্টীন অধিকার করিয়া জার্মানদের উপরাম করিতেছে। পূর্বাঞ্চলীয় লাল ফৌজের মূলত অভিযানের ফলে ফ্রেকোস্লোভাকিয়ার আক্রমণ্ড্রেলাস অধিকৃত হইয়াছে। আক্রমণ্ড্রেলাস মুকাবেলা হইতে ৭৫ মাইল ও বার্লিন হইতে ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ফোডেনিবমুর্গার্থে অবস্থিত জার্মান সৈন্যদল লাল ফৌজের চাপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বার্লিন মুকদ্দের বাহিনীর একদল বার্লিন হইতে মাত্র ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। উপরোক্ত বর্ণনা হইতে পরিষ্কার হয় যে, পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানীর ১৫ জন ডিভিশন। এই প্রসঙ্গে উহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই রণাঙ্গনে সমস্ত জার্মান-বাহিনীর আর এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য অবস্থান করিয়া পড়িয়াছে—পার্টিজার ২৫ ডিভিশন, ফোডেনিবমুর্গার্থে ১৫ ও ব্রান্ডেনবুর্গে ১৫ ডিভিশন জার্মান সৈন্য মুকদ্দের অবতরণ করিয়া লাল ফৌজের অগ্রগতি ও চরম আঘাতের প্রতীক্ষা করিতেছে। পশ্চিম দিক হইতে কোন সাহায্য পাইলে লাল ফৌজের হাতে এই অবশিষ্ট বাহিনীর রক্ষা পাওয়া দুষ্কর।

পশ্চিম রণাঙ্গনেও জার্মানীর অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হইয়া আসিতেছে। কোন প্রান্তের ও কোন হাজারের সেক্টরে ব্রিজেবাহিনী বাহিনীর সমস্ত পশ্চিম তীর জার্মান কবলমুক্ত করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বার্নহিম গুরুত্বপূর্ণ রেল কোলন অধিকৃত হইয়াছে। মোকেলের উত্তর তীর হইতেও জার্মান সৈন্য বিতাড়িত করা হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে সমস্ত রাইন উপকূলে মাত্র মেরোকেন পার-ঘাটা বাহীত আর কোন স্থানে জার্মান সম্প্রতির কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ইটালী রণাঙ্গনে পঞ্চম আর্মি বলোনিয়ো (৬০০০ ফুট) দখল করিয়াছে।

সমর ইউরোপ রণাঙ্গনের অবস্থানুসর পর্যালোচনা করিতে আমরা অধিকতর বাহির আক্রমণ হওয়া আবশ্যক মনে হয় না। বাল্টিকের এই বিপুল উপকূলে করিয়া বার্লিন রক্ষার ডোরকোরে পুরাদমে আরম্ভ হইয়াছে, খবর আসিয়াছে। পশ্চিম রণাঙ্গনে কিন্তু মার্শাল মন্টগোমারী কম্যুনিটের ফ্রান্সে নিয়োগের ধারা জার্মান সমরনীতির কোন পরিবর্তন সূচিত হইতেছে কি না তাহা জানে? মোট কথা মুদ্রের গতি এখন অবস্থায় আসিয়াছে যে, জার্মানবাহিনীর চরম প্রতিরোধের উপরই জার্মানীর ভাগ্য নির্ভরশীল হইবে বলা যায়। 'লোক' জার্মানীকেরণ, হিটলার বার্লিনে থাকিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই মুদ্রের শেষ আই দিয়ে তিনি থাকা করিবেন ইহার কোন প্রমাণ তাহাকে দেওয়া হইবে। হিটলারের এই ঘোষণা বাস্তবায়িত হইতে পারে, অথবা ইহার মূলে ঘোষণীয়ানু দিয়া অন্যের পক্ষে আক্রমণ প্রতিত হইতে পারে। মোট কথা আমিনী জার্মান বাহিনীর উপর হইতে এখন পর্যন্ত আক্রমণের আভাস এই ঘোষণা হইতে পাওয়া যায়।

উপসংহারে এক সাময়িকের প্রকাশ করিয়াছে যে, আমেরিকার আমীর অধিনেতা সেনেসুর হারিয়া বিশ্বের সর্বে বিজয়ের সিংহী এক শক্তির প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। বার্নিন হইতে এ সংবাদ আসিয়াছে করা হইয়াছে। রুজভেল্টসেনের এই সংবাদে যিঃ চার্চিল আমেরী প্রীতে কিন্তু তাহারও পূর্বে মুদ্র শেষ হইতে পারে এমন সম্ভাবনা প্রকাশ করিয়াছেন।

রুষ রণাঙ্গনের সংবাদে প্রকাশ যখন বিজয়গতীর অভিযাত্রী বাহিনীর রাজধানী সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন ও রাজধানী হইতে দানিস অভিমুখে অবস্থিত অক্ষশক্তি সহর সৈন্যের অভিযান।

ইসি রণাঙ্গনে ইসি বাহিনী পশ্চিম ইসির বিভাগী প্রদেশের অন্তর্গত ফ্রাইবোরাগ অধিকার করিয়াছে এবং ফ্রাইবোর্গ রাজধানীর ৬৫০ মার্ক অধিকার।

ইসি হইতে রুষীয়ের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, বার্লিন সোলাসি সেন্ট জো জোসেফের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাকা আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন। সম্প্রতি জেনারেলসিমো ষিয়াং কাইশেকের সহে সর্ব মার্কিন ব্যাটেরের যে আলোচনা হইয়াছে—তাহা আক্রমণের প্রথমই সেখানে আরো লাভ করিয়াছে বলে হয়। টীন কম্যুনিষ্টদল ষিয়াংকাইশেকের বেজাবাহিনীর উপর হানা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আমার আক্রমণের পরিচালনার পূর্বে ষিয়ের এই বুদ্ধবিরাম বিজয়গতীর প্রতিরুদ্ধ হইবে সম্ভব নাই। আশা করিতেছি শীঘ্রই আমরা হইবে—আমার হয়ত এই আশঙ্কার সত্যতা হইবাই জন্মানী ইসেকোলিনের বিমান বাহী বাহিনের সমুদ্রের ব্যবহারে না হইতে পারে সেজন্য জন্মানী ইসেকোলিম আক্রমণ করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমরাঙ্গনের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন বাহিনী মুক্তান হইতে আগেয়াগিরি পর্যন্ত ফিলিপাইনের প্রায় সমস্ত উপকূলভাগে কর্তৃত্ব করিতেছে। মার্কিন সৈন্য ফিলিপাইন দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে এবং সেখানকার বিমানবাহী ধ্বংস করিয়াছে। মাইক্রনিসিয়ার অবস্থান প্রতিরোধ সম্পূর্ণ মার্কিন নৌবহর এই দ্বীপের পশ্চিম ভাগে ২ স্থানে অবতরণ করিয়াছে। ফ্লাইবোর্গীন বিমানবহর ওসাকার ২০০০ টন ভাগের বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে। ১৩-৩ ৪৪

দি ডালহৌসী

মডেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৪৬

৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হেড অফিস—টাকুয়া (ত্রিপুরা)

শাখাসমূহ—

পুরানবাজার, আগরতলা, বাজারপাড়া, লৌহজং, পালং, ঢাকা, বিরোজপুর, ভাবারখালি, এজেন্সি মাকেট, কলিম কলিকাতা, বোয়ালমারি, ইরাপুর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, আর, দাস।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

কেন্দ্রীয় পরিষদের বর্ষীয়ান সদস্যে অভিনন্দনের ভারত সরকার এবার যার যার সমের যার পরাজিত হইয়াছেন। যেমন অসমাপিত মেয়াদ এমন উপযুক্তি পরাজয় ঘটিলে এবারের বর্ষীয়ান সদস্যে অভিনন্দনের অবসর দিয়াছেন বলিয়া সাম্প্রদের অন্যান্য বিরোধী দলের হাতে হাতিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এটা তাঁহাদের ভুল। মুসলিম সাম্প্রদায়ের মান জনমুখ। অসমাপিতদের নির্বাচনের প্রতিনিধিদের পরিষদ যারা কিছুই লাভের করিয়া দিল না যেন, তারা মুসলিমদের ভাবার অসমাপিতদের অসমাপ্ত এবারে নাই। অসমাপিতের বিশেষ অসমাপ্ত প্রয়োজনের বিশেষ অধিকার আছে বলিয়াই অসমাপিত অসমাপ্ত এবারের হয়বানে যার যার অভিনন্দন হয়তো না। ভারত সরকারের প্রধান যোগ-বিভাগের পরাজয়ের সব সমাজের ব্যক্তি-বিশেষ হয়ে "ভারতবর্ষ ভারতীয়দের দ্বারা শাসিত হওয়ার" অভাব-প্রমাণ যথেষ্ট নিশ্চয় ভাবে বলা যায় না যেন, মুসলমানের পাকেন-পরিবর্তনের "নিরপেক্ষ" ভারতীয় সরকার তাহা ভাল ভুল বিচার করিয়া যেন বুঝিয়া তাদ্য প্রাপ্তির যথার্থ মুসলিম প্রতিনিধি যথাযথ সাধারণ আহ্বান ও বাছিবেন। ভারত সাম্প্রদের এই লোক-যেমন অসমাপিত কাঠামো এবারের বুঝিয়া বিশেষ ভারতবাসীর সন্তুষ্ট অভিযুক্তি নাই। মুসলিম সাম্প্রদায়ের মধ্যে ভৌগলিক ভেদাভেদের জন্য যেন অনুবিধা হয় বলিয়া এই সাম্প্রদায়েরই ঠাঁই অসমাপিত রাখিতে হয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সুদূর সমস্ত একবাক্যে তাহা করিয়া অসমাপিতদের পরাজয় ঘটাইয়াছে। অর্থাৎ দলের যেন অসমাপিত অসমাপিতদের পরাজয়-ব্যবিয়ার বিরোধী। অথচ অসমাপিতী ও যোগাযোগী এম লিগিভুক্ত ও নিষ্ক্রিয়ভার। অসমাপিতের অসমাপ্ত দুইয়ে!

• • •

মান্ত্রাজিদের সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি অসমাপিতের সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে। অসমাপিতের সমস্যাটি ভার ভারবাসী মুসলিমার ও ভার কিরোজ খাঁ হুসনে ভারতের প্রতিনিধি অসমাপিত করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি হইবার জন্য ভারতের রাজপ্রতিনিধির আহ্বানে ভার বি বি অসমাপিতী ঔহার সমর্থি অসমাপিতেছেন। সরকারের সিদ্ধান্তে ও সরকার-ভক্ত ব্যক্তিমাই যে সাম্রাজ্যসম্মেলনে প্রেরিত হইবেন তাহা জানা কথাই। কিন্তু মিঃ পাকা সম্মেলনের মুসলিম প্রতিনিধির তথা মিঃজিন্নাহ মুসলিম মুসলিম দেশী হইবেন না যে, সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত ভারতীয় ঘোষণার করিয়াছেন ঔহারা প্রকৃত ভারতের প্রতিনিধি নহেন, ঔহারা সরকারী ভারতেরই প্রতিনিধি। মুসিয়ার ঘোষ আর একটু অসমাপিত দেখিলে আরও বেশী যৌক্তিক-ভাব অনুভব করিতে পারিতেন। যেন-না সাম্রাজ্যিক সম্মেলনের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য এমন দুই ব্যক্তিকে মনোনীত করা হইয়াছে যাহারা ঘোটামুটিভাবে প্রায় ভারতীয় অসমাপিতদের তাহা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ভারতীয় কেন্দ্রীয় পরিষদের দ্বারা ঘোরতরভাবে পরাজিত যে দলটেরই আদায়ে দুইজন ব্যক্তি তিনটি ভিন্ন-ভার ভারতের প্রতিনিধি হইয়া ঘোরা যাই!

• • •

অন্য যাই যাক্ আমরা বর্তমানে অসিলারা অর্থনৈতিকভাবে যে বিশেষ সমর দিয়া যে ভয়ানক ক্ষেমন করিয়াছিলেন তাহাতে অবাবে যত ১৯৩ মার্চ অর্থনৈতিক কর্তৃপক্ষ ঔহাদের ভিন্ন অসিলার অসমাপিতেছেন। অর্থনৈতিকদের এক বিশেষ অসিলেশনে বীরবাণী-আসমাজার পরে অর্থনৈতিক অসি ও মাসিমারী সিদ্ধান্ত মুসলিম হইয়াছে। যেমন শ্রীকরকে অসমাপিতেছেন। "অসমাপ্ত সংগ্রাম বিষয়ে অর্থনৈতিকে যে সব বাধা অসমাপ্তের বিশেষ বিশ্লেষণ, আমরা সাম্প্রদে সেই সব বাধা অসমাপ্ত অসিলের প্রয়োজন দেখা আসিই, অসিলের আবাসের বিশেষজ্ঞের অসিল পরিচালনা অনুসারে ঔহা অসমাপ্তের অসিল দূর অসমাপ্ত হইতে অন্তত আসি।" কিন্তু অর্থনৈতিক অসমাপ্তের সাম্প্রদায়ের মনে অসমাপ্ত অসিলা লইবার যে ঔসি প্রদর্শন অসিলা-প্রেম আমাদের সিদ্ধিবাদে অর্থসাধনের বাসিয়া লইতে পারেন নাই। অন্য সরকারে আমরা অর্থনৈতিকের এই অসাধারণ উন্নয়ের সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক ইতিহাস সিদ্ধির প্রয়োজন অসিলার বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ অসিয়াছিলাম। এবারেও সেরূপ সন্দেহই প্রকাশ অসিয়াছি। অসমাপ্তের কথাটা যদি সুদূর প্রসারের হইত, তাহা হইলে অর্থসাধনের সিদ্ধান্ত সম্মেলনের অসমাপ্তের বিশেষ অসিলেশনে বিশেষ অসিলা হইত। কিন্তু অর্থনৈতিকের এক রাজে সিদ্ধান্ত-সভা এবং আর এক রাজে প্রয়োজন। এই রকম দুর্বিধ আচরণে অসমাপ্তের অসমাপ্ত আশার দুর্বিধা বাহির অসার মত সুদূর দুর্বিপাকি আসাদের নাই। এদিকে অসমাপ্ত ঘোরাল হইয়া উঠিতেছে। অসমাপ্তের ঔহির হইবার অসমাপ্ত কারণ অসিয়াছে। অসমাপ্ত, মহাসাধী ও অন্য-সমাটের অসাধিক অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই আমরা ঔহার অন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। এদিকে অসমাপ্ত ঘোরাল হইয়া উঠিতেছে। অসমাপ্তের ঔহির হইবার অসমাপ্ত কারণ অসিয়াছে। অসমাপ্ত, মহাসাধী ও অন্য-সমাটের অসাধিক অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই আমরা ঔহার অন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। এদিকে অসমাপ্ত ঘোরাল হইয়া উঠিতেছে।

• • •

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তিসাধ্য বার্তা-পরিষেবক প্রতিষ্ঠান এসোসিয়েটেড প্রেস ভারতের সংবাদ-পত্রসমূহকে বিভিন্নভাবে ঔহাদের সংবাদ পরিবেশন করিতে আদেশ অসিয়াছেন। ঔহাদের এখান কার্যালয় খোলা হইয়াছে বোম্বাই-এ। আমরা আশা করি, অসিলাকালমধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঔহাদের শাখা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতের বার্তা-জগতে এসোসিয়েটেড প্রেস এক আবেষ্টিকার আবির্ভাবকে আমরা অকপটে অভিনন্দন জ্ঞাপন অসিতেছি। বিদেশী সংবাদ প্রাপ্তির ব্যাপারে এতকাল ভারতবর্ষকে বৃটেনের অধীন থাকিতে হইত। সেই একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসানে ভারতের অনেক সংবাদই ভারতের বাহিরের কাগে পৌঁছিবে না—আজ পৌঁছিতে আজার সংবাদ সংগ্রহ অনেক অর্থ সস্তা বেশী, আজা অনেকক্ষেত্রে বিলম্ব হয়ে অবাক বেশী। বাহির হইতেও ভারতের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল সংবাদ বড় কমই আসিত—আজার অনুকূল আজাবক বেশীর ভাগই ইংরাজের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধি। তাই বাহিরের সঙ্গে আমাদের সংবাদ সরবরাহ যোগাযোগ আরও সহজ, স্বাধীন ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই নব প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষী প্রবেশে এসোসিয়েটেড প্রেসের ভার একটী স্বাধীন ও পক্ষিপাতী বিশ্বের সাক্ষিলের আগমন ভারতের সংবাদ-পত্র ও সাংবাদিক মহলে এক সমেতন পাইয়াছে। সাম্রাজ্যের মধ্যে ইতিমধ্যেই যেমন আশা-ভরসার নয়ী অভিযানের বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

• • •

অন্য সংবাদের দুইটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইয়াছে এই যে, শীমার প্রবেশ ও সিন্ধুতে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে।

শীমার প্রবেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা অসমাপ্ত হইয়াছে। সেখানে আবার কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। ডাঃ খাঁ সাহেব নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ডাকি মহাত্মা গান্ধীর এক চিঠি পাইয়াছিলেন। সেই চিঠির নির্দেশ অনুসারে শীমার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর দুইজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি সুদূরপ্রে ছবিপুর জেলে খাঁ আবদুল গফুর খাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া তথাকথিত বলিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর নির্দেশ ও খাঁ আবদুল গফুর খাঁর মতামত কি তা এখনও জানা যায় নাই। অতএব আমাদের আশা যে এই নূতন কংগ্রেস মন্ত্রিসভার গঠনকে সর্ব-ভারতীয় নীতির দিক হইতে না দেখিয়া একটা প্রাদেশিক প্রশ্ন বলিয়া বিবেচনা করাই সমত মনে অসিতেছি। যাহা হউক, শীমার প্রবেশে আবার কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হওয়ায় সাধারণে সকলেই সুখী হইবেন। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা এখন অসিয়া ইতিমধ্যেই খাঁ আবদুল গফুর খাঁ ও অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীদের কারামুক্তির আদেশ দিয়াছেন।

• • •

সিন্ধুতে নূতন লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে সিন্ধুর বর্তমান স্যার খোদায় খোকের প্রেসাজ্যুয়েটই নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের ভার আহ্বান অসিয়াছেন। এই মন্ত্রিসভাতেও মুসলিম লীগের বাহিরের একজন হিন্দুসভাসদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। প্রধান-মন্ত্রী স্যার খোদায় সিন্ধুর রাজনীতি ক্ষেত্রে একদিন সুবিধাবাদের মূর্তিকার সার্থক অভিনয় অসিয়া সেবার অসিতেছে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বর্তমানের বিশেষ বিশিষ্ট যে খোদা বাক্তি অসিয়া পরিবর্তিত হইবেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। মুসলিম স্যার স্যার খোদায় আবার মুসলিম লীগ ত্যাগ করিয়া বিরোধী দলে যোগদান অসিবেন কি না সেই প্রশ্ন না তুলিয়া তিনি যে এই খোদা আমা লীগ মন্ত্রিসভার অধিবাসক হইলেন সেই সম্বিধেশ উল্লেখযোগ্য কথাটাই আর একবার উল্লেখ অসিতেছি। কিন্তু তাঁহার এই রাজ অসমাপিত ইতিমধ্যে তাহাই বিশেষ বিষয়। নিম্ন পরিষদের

(১৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঠিকানা—Sanchaya Calcutta
Phone: 2126 6489

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৮৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—ঃ শাখাসমূহ ঃ—

১। ডালহাউসী ২। দক্ষিণ কলিকাতা ৩। বিডন মার্কেট ৪। বৈঠকখানা ৫। ভাটপাড়া ৬। ভাঁড়াপাড়া ৭। হিলি ৮। বালুরঘাট ৯। দিনাজপুর ১০। গোলকাবাড়ি ১১। মৈমনসিংহ ১২। হুগলী ১৩। নিত্যানন্দপুর ১৪। হুগলীচুঁচুড়া ১৫। কুষ্টিয়া ১৬। মেদিনীপুর ১৭। এলাহাবাদ ১৮। সাহাবাজপুর ১৯। সাহিত্যবোধেশপুর ২০। পাবনা ২১। আসানসোল ২২। বর্ধমান ২৩। বাঁকুড়া ২৪। ঘুরি ২৫। আলিপুরদুয়ার ২৬। জলপাইগুড়ি ২৭। পাটনা।

এ সংস্থার অনুসন্ধানসমূহে সকলের অনুসন্ধান দেওয়া হইয়াছে।

আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৪১০ টাকা।

অনুমোদন হার ও অন্যান্য বিষয় সর্ত নিম্নিখিত ঠিকানায় জানান হইয়া থাকে।

বাংলার সর্ব্বনাশা বস্ত্র-সঙ্কট

[illegible] সঙ্গে সঙ্গে দোকান ঘরের [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। আজ বস্ত্রের দুর্ভিক্ষে দোকী দোকী লোকেরা ঘোরিবার করিয়া যায়। এই বিশেষ পরিস্থিতির সুযোগে বাস্তুর প্রাইভেটিজাতিক আলো-জীবনের ভিত্তিরা যাইতে পারে না। পারে না বলিয়াই কালচক্রের আবর্তনে লজ্জা নিবারণের একেবারে অক্ষম হইয়া আত্মহত্যা করিতেছে, এমন সংবাদও বন্ধুদের কাগজে বাহির হইয়াছে। কবর খুঁড়িয়া কাপড় লইয়া লজ্জা ঢাকার কাহিনীও ঘটিতেছে। এক টুকরা বস্ত্রের অভাবে ঘরানার মা বাপের বন্ধুদের কাপড়ে জড়াইয়া লইয়া অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইতেছে। কলকাতার লোকানের সামনে পুলিশের লাঠিচার্জ্জ কারাগার বন্ধপাত হইয়াছে, কেহবা লোকাইয়া পালাইবে গিয়া বিদেশ ধরণের লম্বা ঝুলের ছাপা শাড়ি লজ্জা-নিবারণ সকল খালাই লইয়া মেয়ে বিক্রয়ে আগ করিয়াছে। সেদিন হবা কলিকাতার এক বিখ্যাত কাপড়ের দোকান লুট করার চেষ্টা হইয়াছিল। বাজারটাতে যখন এমন অবস্থা, তখন মফঃস্বল প্রায়োজনমতের পোড়নীয় কথা সহজেই অনুমেয়। বাস্তুর হইতে খবর আসিতেছে, ছোট ছোট শহরে বস্ত্রের অভাবে বহু মুসলমান পরিবারে নামাজ-নমাজ বাধিয়া যাইতেছে। যি মুসলমান পরিবার হইতে আসিয়া নামাজ পড়িবার জন্য কাহারো কাপড়ের কাছে ভালাক দেওয়ার জন্য ঘটনা ঘটিতেছে। প্রকাশ, মফঃস্বলের কোন কোন অঞ্চলে এখন একটি নূতন শব্দ 'তালাক-তালাক' লোকের মুখে মুখে চালু হইয়া গিয়াছে।

বেশের এই দুর্ভাগ্য দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে? দায়ী প্রথমতঃ বর্ণবিদ্বেষী, আর পরে চোরাবাজার। বন্ধজাতিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীর কাছে মুনাফাই বেখানে প্রথম ও শেষ কথা, সেখানে অবাধ সুযোগ-সুবিধা পাইলে বাজার যে চোরা-বাজার হইয়া উঠিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। উৎপন্ন মোট ও লাভের বিভাজনের সমস্যা সকল দেশেই বর্ণবিদ্বেষীর হাতে। বর্ণবিদ্বেষী দল ও গুরুত্ব হইলে সেখানে চোরাবাজারের অস্তিত্ব প্রায় অজানার বিষয়। কিন্তু বর্ণবিদ্বেষীর অসহযোগ ও ঔপনিবেশিক শোষণে সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, সিঙ্গুর চোরাবাজার সেখানে অর্থ-ব্যবস্থাকে সর্ব্বনাশ করিতে কিছু বাকী রাখে না। কিন্তু এখানের বর্ণবিদ্বেষী সরকার ও অপরাধ করিতে অক্ষম বলিয়াই চোরাবাজারের কালোটা লক্ষ লক্ষ নরনারী উলঙ্গ হইবার উপক্রম করিয়াছে। অবস্থা আরও মর্মান্তিক, আরও শোচনীয়। যে ভারত উপর মুখ ভাঙাইবার জন্য সেই ভারত কীরেই মুখ। চোরাবাজারের সঙ্গে ছোট বড় সরকারী অফিসারদের ও দুর্নীতির যোগসাজসের যে ঘটনা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তাই এককালে মুখর পল্লী-গ্রামের এক কোণে একটী পুরান ভাঙা বিছানা-বাস পর্যন্ত বাহিরের সকল লক্ষ্য এড়াইতে পারিত না, সেই গ্রাম আজ এখনও এক-বারেই অক্ষম।

প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহের পরিমাণ্ডিক্ষয় হ্রাস পাওয়া ভারতের স্বাভাবিক বিপদেই বাজারের ভাবসাব্যা অই হয় এবং ব্যবসায়ী ও ফেরা এই উভয় দলেরই তখন পণ্য মজুত করার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। আবশ্যক বস্ত্রের সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, ইহাই মূল কারণ। কিন্তু সেখান কলকারখানার পরিস্থিতির উন্নয় হইয়াছে সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস করিবার নাই। এখানেই মূলত সরকারী পরিচালনার অর্থাৎ সরকারের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রশ্ন আসে। তাহার একার অভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই যে পরিমাণ বস্ত্র আছে, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজনের পরিমাণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া তাহারও বিলি-বন্দোবস্তের কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে রাতারাতি চোরাবাজার গড়িয়া উঠিয়াছে।

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, ১৯৪৩-এর জুলাই হইতে ১৯৪৪-এর মার্চের পর্যন্ত পাঁচ মাসে বাংলার কলকারখানের শ্রমিকদের জন্য মোট ২৯ কোটি গজ কাপড় বিলিবরাদ্দ হইয়াছে। অথচ বাংলা বিলের অন্যত্র কাপড়ের পরিমাণ ৮ কোটি ২১ লক্ষ ৪২ হাজার গজ এবং বাহির হইতে আসিয়াছে ৪০ কোটি ৫৩ লক্ষ ১৪ হাজার গজ। বিলের বস্ত্র উক্ত পাঁচ মাসে বাংলার বে-সামরিক লোকের জন্য মাথাপিছু ৪ গজ কাপড় পাওয়া বিয়াছে। ইহা ছাড়া তাহাদের কাপড়ের মাত্রি অবশ্যই ১ গজ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। তার অতিরিক্ত বস্ত্রের বিশেষজ্ঞের হিসাব অনুসারে মাথা পিছু ৬ গজ কাপড় পাইবার কথা। এই পরিমাণ পরিমাণের ৭ ভাগ মিলিয়াছে মাত্র। অথচ বাজারে আসিতেছে এবং বাংলার বাহির হইতে যাহা আসিতেছে সেই সব কোথায় যায়, কে বা কাহারা খেয়ে?

বস্ত্র-সঙ্কটের মোকাবেলার কথা আলোচনা করিতে গেলে লক্ষ্যণে আসেগুলি এই: প্রথমতঃ দুস্থের হাতে ভারতের বাহির হইতে বস্ত্র আমদানী করিতে, দ্বিতীয়তঃ সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত বস্ত্র-শিল্পের উৎপাদনের একটা নির্দিষ্ট মোটা অংশ আটক করিয়াছে। তৃতীয়তঃ আবশ্যক পরিমাণ তুলা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং আবশ্যক কলকব্জা ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ অব্যাহত রাখিতে না পারায় ভারতীয় কাপড়ের কল-গুলির উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস। চতুর্থতঃ আবশ্যক বন্দরসমূহের অভাবে বস্ত্র সরবরাহের বিঘ্নটি, অন্যতম। পঞ্চমতঃ উৎপন্নিজাত বস্ত্র মোকাইতে অসুবিধা; বস্তুতঃ উহাদের কাপড় ও ছাপা শাড়ী ইত্যাদির বিতরণের আওতার বাহিরে রাখা।

আরও আগে লইয়া আলোচনা না করিয়া এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এসব ও বর্তমানের আমদানী ও আবশ্যকীয় উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে, তখনই বাংলা হইতে বাংলার বাহিরে, যেমন রাজ্যে ও উড়িষ্যায়, বস্ত্র রপ্তানী করা হইয়াছে। সরকারের উদ্ধারকার্য্যের কথা এই, কলিকাতা হইতে মফঃস্বলের সাথে কাপড়ের কারিবার বীর ও বিক্রয়ের বস্ত্র রপ্তানী করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি বিলের অর্থ-সচিব ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারা হইতে বিলে ৩০ লক্ষ গজ বস্ত্র পৌঁছিয়াছে।

সুতরাং অবশ্যের উপর আসের অভাব ঘটিতেছে। সেই সঙ্গে সুনিশ্চিত বন্টন-ব্যবস্থার অভাব। কাল চোরাবাজার আজ বস্ত্র দুর্ভ পণ্যের বন্টন নিজের চালাইয়া নিয়াছে। সুনীতি সরকারী ও বেসরকারী মহলে প্রবল বিক্ষুব্ধ সৃষ্টি করিয়াছে যে, খুব ধনীরা ও খুব গরীবরা যেন বিলাস-সমাজের মধ্য সহজ ও স্বাভাবিক ব্যবস্থার ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়াছে। সর্ব্বশেষী বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য ঈদের পরিচয় পরিচয়-পত্রের দাবী। কোন্ত ও প্রত্যেক টোকাইন বন্টনের মোটামুটি পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু দুর্নীতির চোরা বন্ধ উৎপাদনটি বন্ধ না হওয়ায় সরকারী নিয়ন্ত্রণের মোলা ব্যবস্থাকে ব্যর্থতায় উপনীত করিয়াছে।

সরকারী বন্টন-ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও প্রত্যেকের বস্ত্র বন্টনের মোটামুটি একটা হিসাব বিলি-ব্যবস্থা, অনুসন্ধি নগর ইত্যাদির বিবরণ। এই মোটা কাপড়ের মধ্যে শতকরা মোটামুটি ১৭ ভাগ ব্যবহার ও ধুতির কাপড় ও ধুতির কাপড়ের জন্য মাথাপিছু ৩৫ গজ করিয়া কাপড়ের সহিত কার্ড-সংখ্যা। অনুসন্ধি আছে অবশ্য সরকারী কর্মচারী দেশের অন-সাধারণের আত্মকলহ ও বেনামীর মধ্যিকের লইয়া যে মোটা শ্রেণীর বস্ত্র ব্যবহারের ইহা অবাস্তবিক অবস্থার তাহার ঘরে সুকল প্রাপ্তির আশা নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বস্ত্র বন্টনের অফিস হইতে কলিকাতার ১৪৭ ধনী লোকের

হিমগিরির কল্যাণ হাত...
হিমকল্যাণ আমাদের একটী অবদান মাত্র। ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক অজন্তা গুহাচিত্রের নয়ন বিমুগ্ধকর বিশেষিতির অনুসরণ করিয়া সুন্দর ও মনোরম করিয়া 'হিমকল্যাণ' প্রস্তুত করা হইয়াছে। হিমকল্যাণ করিবার ঘরে ও ঘরের অপূর্ব্ব সমন্বয়। এখানে সৌরভ-সমৃদ্ধ এসেন্স ও ঔষধি গুণিয়া ইহা অনেক অনুপান। এ ব্যাপারে সর্ব্বত্র ইহা অনিবার্য। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী অতিশয়। ইহার আমদানীকারীদের পার্থ এজেন্সীর, তাই ফেরে-বিদেশে অনুরোধ গাহীর অনুরোধে 'হিমকল্যাণ' অনুরোধের অভিলাষী দেখেন।
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস
কলিকাতা

'অনোমীয়' হইবারে। এই সব 'অনোমীয়' লোকের অধিকাংশে মালিক 'অনোমক' ব্যক্তি বলিলেই হয় বিশেষের ভার পাইবারেন। ইহাদের মধ্যে এমন সব লোকের আছে যাহার সহিত মুদ্রণ বস্ত্র ব্যবসায়ের কোনরূপ সংস্রব ছিল না। এমন সব বাহিরের সরকারী অফিসার সাহ্য করিবারেন যাঁহারা বাংলার কাগজের ব্যবসা বুঝে বাস্তুক কোনরূপ ব্যবসাই করেন নাই। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, চাকা সহর ও চাকা সহরতলীর বস্ত্রকল ও বস্ত্র বন্টনের বিধি এখনার সরকারী অনোমীয় এখনেই সেই টৈতন আবদুল লতিফ সাহেব হইবেন্তের প্রধানমন্ত্রী ছাড় মাননীয়দের আছেন। তাঁহার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত কোন খুঁটি অভিজ্ঞতা না থাকিলেও তিনিই সর্বপ্রথমে 'অনোমীয়' হোয়া যাকি।

অবশ্য যে কড়াকড়ি ব্যবস্থার কথা উঠিয়াছে, "অনুবাজার পত্রিকার" প্রকাশিত রিপোর্টের অনুসরণ করিলে সংবাদের এক বিভূতিকর আভাস পাওয়া যায়। উক্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভবেকদিনের মধ্যে কলিকাতার ফেরিতে ১৯ হইতে ৮৮ হাজার বেল কাগজ আনিয়া জমা হইবারে। এতদ্ব্যতীত আরও আছে ৯ হাজার বেল কাগজ আনিয়া পৌঁছিয়াছে। এই কাগজের দাম অবশ্য খুব হইবে না বটে, কিন্তু অন্ততঃ সংবাদিকদের মধ্যে সাধারণ লোকের মূল্যবৃদ্ধি কর্তৃক লাঘব হইতে পারে। কিন্তু কমিশনার মুনাফাখোরীর ব্যবসায়ী ঐ কাগজ চড়া চোরাবাজারে বেচিয়া যাইবার আগে আছেন। বর্তমানে চোরাবাজারে কাগজের যে দর আছে তাহাতে ঐ ৯ হাজার বেল কাগজ বেচিয়া ৯০ লাখ টাকা মুনাফা হইতে পারে। সুতরাং সাধারণ ব্যবসায়ী মহল আশা করিলে ৮।১০ লাখ টাকা উৎকোচ দিবার আগ্রহ না করিলে তাহা বুঝিব হইবে না, তাহাই স্বাভাবিক। উক্ত সংবাদে এই বিষয়ে মন্তব্যের ও আলোচনার কোন অবকাশ রাখিয়াছেন।

চৈত্রাইল কমিশনার বাংলার জন্য মাসিক ১০ লক্ষ কাগজের বরাদ্দ দাবী করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলার প্রয়োজনের এই দাবী ঠিক কিনা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিব না। আমরা শুধু ঐ 'মোটা' কি ভাবে উৎকে হইবেরের সেই বহুলের আলোচনার প্রকাশ দিবারে দাবিব। 'এলোসিয়েটেড প্রেস' সমিতির হইতে জানা-যায়, কলকাতি ১০ লক্ষ হিসাবে বাংলার যে পরিমাণ বস্ত্র পাইবার কথা তার আমুয়ারী মাস পর্যন্ত ৭ মাসে তাহার অংশের ৫৮ হাজার ৮৮৪ বেল অধিক কাগজ পাওয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতি মাসে ৭০ হাজার বেল হিসাবে বাংলার বিভিন্নের উৎপাদনের পরিমাণও বর্ধিত হইবে হইবে। এই সব বস্ত্র মোটার বেল ? সরকারী বস্ত্র বস্ত্র প্রেরণ করে এবং সরকারী মাসে তাহা বন্টনের ভার গ্রহণ করে। সুতরাং ইহার মধ্যে আলোচিক কিছুই নাই। সম্প্রতি লাহোরের এক সংবাদপত্র প্রতিনিধি সম্প্রদায় বড় আমেরের চৈত্রাইল কমিশনার মিঃ এর যে ভোলোচি বলিয়াছেন, "সিমলাই কোথাও বস্ত্র আছে এবং বন্টন-ব্যবস্থার কোন দোষ আছে।"

এই বস্ত্র-সমস্যা দূর করিতে হইলে সরকারী বন্টন-ব্যবস্থার আমূলে পরিবর্তন ও অনবার্য-সংস্কার করিতে হইবে। সেরূপ করিতে হইলে সর্বপ্রথমে অনুসন্ধানের আবশ্যকতা ও প্রয়োজন স্বীকারের লইয়া চৈত্রাইলের বোর্ড বা ঐ জাতীয় বিভাগ বস্ত্র গঠন করিতে হইবে। তৎপূর্বে চোরাবাজারে বস্ত্র সরবরাহ, টীন ও বিদ্যুতের বস্ত্র প্রেরণ, বাজারের কাটিয়ে বস্ত্র ব্যবসায়ী ইত্যাদি সম্পর্কিত সব বন্ধ করিতে হইবে। অনুসন্ধানের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত বোর্ড বিভিন্ন প্রেরণ প্রয়োজনের বিষয় বিবেচনা করিয়া যথাযথ মোট বন্টনের (equitable distribution) ব্যবস্থা করিবেন। শুধু কলিকাতাই নহে, মফঃস্বলের অঞ্চল সহ ও সব প্রেরণকারী ব্যক্তিদের লইয়া স্থানীয় বোর্ড গঠন করিতে হইবে। আমদানকারকদিগকে কমিশন দিতে হইবে। নতুবা চোরাবাজারের দুর্নীতি ও সরকারী অসহযোগ বন্ধ হইতে পারে না।

বাজারে বস্ত্র বিক্রির 'মোটার' সৃষ্টি করিতে হইবে। বিভিন্ন বস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখিতে হইবে। বাজার বিলুপ্তিদের আবশ্যক পরিমাণ কাগজ ইত্যাদি সরবরাহ করিতে হইবে। ঔষধীয়ের মূল্য কন্টনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে। সর্বত্র অনসাধারণের জন্য হইতে প্রতিনিধি লইয়া সেই অঞ্চলসমূহের কমিটির সাহায্যে ও সহযোগিতায় বিলি-ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ সরকারী কর্মচারীর 'অনোমক' বা 'অনোমীয়' ব্যক্তিদের হাতে বিক্রয় ও বন্টনের দায়িত্ব প্রদানের অবস্থা বন্ধ করিতে হইবে। উপরোক্ত প্রস্তাব প্রতিনিধিস্থানীয় আলোচিত বোর্ড মফঃস্বল যায়, তবিষ্যৎ সরবরাহের পরিমাণ ও প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সমিতি বিষয় বিচার-বিবেচনা করিয়া যদি বস্ত্র সম্পর্কে সংখ্যাগুরু প্রকাশ করা প্রয়োজন বিবেচনা করেন তাহা হইলে অনতিবিলম্বে সেই ব্যবস্থা প্রকাশ কার্যে পরিণত করিতে হইবে।

এখনও যদি সর্বপ্রকার সতর্ক না হয় তাহা হইলে-বস্ত্রাভাব বস্ত্র-সমস্যা আরও দুরূহ অবস্থায় পৌঁছিয়া এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে।

দি ক্রিসেন্ট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস—৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান : মিঃ আর এম মজুমদার, বারিষ্টার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ বি. নারায়ণ চৌধুরী

টেলিগ্রাম : "Aryoplanta"

এরিয়ান পেপার মিলস্

লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস : ১৬, চৌরঙ্গী ষ্কোয়ার, কলিকাতা।

মিল সাইট ও ষ্টাফেশান : মজুমা (বি এন আর)

কোম্পানীর বিশেষত্ব

- (ক) কোম্পানীর মিলের অধিকে নাম্বর ঘাস ইত্যাদি সেলুলোজ পাল্পের চাষ আবাদ
  (খ) মৌজীয়ে কলাবাগি অঞ্চলে কাজকারের অবস্থান ও
  (গ) কারখানার সংলগ্নেই রেলওয়ে সাইডিং প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা থাকায় কাগজ তৈয়ারীর বস্ত্র অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় অনেক কম পড়িবে।
- কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেন্টস্ ও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরাই ১০ লক্ষ টাকার শেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন।
- অফিসারী ও ক্লেরিকেল স্টেশন-হোল্ডারগণকে যথাক্রমে অন্যূন-লক্ষ লক্ষের) বাবিক ৯৲ ও ৯৲ হারে আয়কর্মুক্ত লভ্যাংশ না দেওয়া পর্যন্ত ম্যানেজিং এজেন্টস্ কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না।
- ক্লেরিকেল স্টেশন-হোল্ডারগণ সম্পূর্ণ শেয়ারের টাকা পরিশোধের দিন হইতেই নিম্নোক্ত আয়কর্মুক্ত লভ্যাংশ বাবিক ৯৲ হারে লভ্যাংশ পাইবার অধিকারী হইবেন।
- সাধারণ মূল্য বস্ত্রপাতি স্থাপনের জন্যই কেবলমাত্র নাম্বর ঘাস ও অন্যান্য দেশীয় পাট এবং কার্ড বোর্ড ও ই বোর্ড নির্মাণ করিয়াই ভাল লভ্যাংশে আশা করা যায়।
- সুবিধাজনক কিস্তিতে শেয়ারের টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা।
- আধুনিক বস্ত্রপাতি স্থাপনের আবশ্যকীয় অগ্রিম টাকা ইতিমধ্যেই শেয়ার হইতে বিতরণ হইয়াছে।

এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়।

অবশিষ্ট অফিসারী ও ক্লেরিকেল শেয়ার বিক্রয়ার্থ প্রতিপত্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।

অফিসিয়াল অফিসারদের ছাড়া মূলধনের যে অংশ আলাদাভাবে রাখা হয় তাহাকে ষ্টেশন-হোল্ডার বলে। মূলধনের সেই অংশ কতকগুলি সিকিউরিটিতে গচ্ছিত রাখিতে হইবে, যেগুলোকে এই সকল ষ্টেশনীয় সরকার এই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। সিকিউরিটিতে লভ্যাংশ টাকা তুলিয়া লইবার ভার যাহাদের উপর সেই ষ্টেশনীয় সরকার (যেমন রেলীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারী থাকিলে ব্যাঙ্কএফিসিয়ার্স অফিস পরামর্শ করিয়া) বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, উক্ত টাকা লইবার সময় আসিয়াছে কি না এবং এই সময়ে প্রতিনিধি যে কোন নিয়ন্ত্রণকারক বিধিব্যবস্থার সহিত সমন্বয় আছে এবং কোন ষ্টেশনেই টাকা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে কি না এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে তবেই উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত পরিচালকগণের আদালে যাইবেরে যে, এই অন্যূনধিক এগারোর দ্বারা আমরা সরকার এতদর্থে প্রতিনিধি কোন পরিবর্তনের আধিক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অথবা বিলুপ্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন বাধিব এখন করিতেছেন না।

খেয়ালীর খাতা

গত সপ্তাহে রাস্তায় মোটর চলাচল ও পথচারী-দের নিরাপত্তা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম। দেখিয়া খুশী হইলাম, কলিকাতায় এবার "সেফটী উইক" সপ্তাহের অনুষ্ঠান সুরু হইয়াছে। ১৫ই মার্চ হইতে ১৯শে মার্চ পর্য্যন্তই বিশেষ সপ্তাহের আয়োজন। সরকারীরা রাস্তাঘাটে পথ চলে তাহার জন্য জায়গায় জায়গায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। মোটর গাড়ীর সামনে ও পিছনে "First Look, Then walk"—দেখা রাস্তাদের লেখন আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাস্তার দুই পাশের দেয়ালেও নবীন প্রচারণার সূচিত হইয়াছে—"দেখে শুনে পথ চলুন", "বেঁচে থাকু কত্ত আরো বছর।" এমন মাঠে ঘাটে প্রচারিত একটি সেফটী-বক্তৃতা দিয়া এই 'সপ্তাহে'র উদ্বোধন করিয়াছেন। আমরা সেখার ছবির দাবী করিয়েছি না। এই উদ্যম যথার্থই প্রশংসনীয় এবং আমরা অনেক আগেই ইহার প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম।

• • •

ব্যাঙ্গ থেকে কাগজের অবস্থা নবীন হইয়া উঠিয়াছে। সহরের রাস্তায় ফুটপাথে বেড়ে-সুদের লম্বা লাইন দেখিয়া যাহারা মনে করিতেছেন যে, কলিকাতার বস্ত্র-সমস্যা কঠিন, তাঁহারা মফঃস্বলের খবর রাখেন না। সেখানে রীতিমত দুর্ভিক্ষ। কাপড়ের দর চড়িয়াছে। বাজারে বিলের বুটি বা শাড়ী নাই। অবশ্য লাল বাজারের কথাই বলিতেছি। কাপড় বাজারে আছে এমন লোক হয় বেশী পরিমাণেই আছে। কিন্তু সেখানে সকলে কিনিতে পারে এমন দামেরই কাপড়ের? যে পরিবারের কর্ত্তা মাসে একশ টাকা পান এবং যাহাকে বিবাহ করিয়াছেন, স্ত্রী ও একটি কন্যা সন্তান কাপড় যোগাইতে হয়, তাঁহার মনে সাধ মিটিয়ে যাইবা বটি কিনিবার ইচ্ছা আছে। সে-দিন এক মধ্য ৪০৲ টাকা মাসের এক ভদ্রলোক তাঁহাদের দুটি মেয়েকে ফ্রক করিয়া দিবার জন্য আমার কাছ হইতে বস্ত্র চাহিয়া লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভদ্রলোককে চিনি না, কিন্তু তাহার প্রতি করুণা বোধ করিলাম। আমাকে যদি না ফিরিয়া আসিতে হয় তবে ফিরিলেই ঠিক হয়।

• • •

কিন্তু কাপড়ের কেবলমাত্র উপস্থিতির জন্য নয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ। মানুষ অফিসে যাবে-মফঃস্বলে যে যাইবেই তাহাকে কাপড় পরিধান করিতেই থাকিবেই। সুতরাং অভিযোগ কিসের করা প্রয়োজন। দুঃখের কথা বিদেশ হইতে কাপড়ের আমদানী বন্ধ, দেশের মিলগুলির সামান্য তিসাবে-দেশের অর্দ্ধেক যোগাইতে পারে। সুতরাং চাহিদা অনুযায়ী মাল পাওয়া যাইতেছে না, তাহা সুতি। সুতার অভাবে দেশী তাঁতগুলির অর্দ্ধেক পরিমাণে কাপড় বুনিতে পারিতেছে না। কিন্তু কাপড় যারা পরে তারা কি ভাবে মাসে মিলের ব্যবস্থা হইয়াছে? সাইকেলী বিক্রেতাদের না কি সাইকেল দেওয়া হইতেছে। কিন্তু একই লোকের পাঁচ মাসে সাইকেল লইবার সুবিধা থাকাতে ছোকা-কাপড়ের কথা সকলে ভোলা যাবে। সুতরাং বিক্রেতার উপর যদি ব্যবসায়ী না থাকে তবে দিন দুইটে 'ফোটা ফোকাস' আর 'ফোটা ফোকাস' দুইটে সাইকেলী ব্যবসায়ের ফোটোগ্রা নিয়ন্ত্রণ করিয়া ফোয়াবাজার বন্ধ করা যায় না, এই বুদ্ধিটুকু সরকারেরও ঘটে থাকা উচিত ছিল। অবশ্য আমি, ব্যাপারটা শুধু অভিযোগের নয়, সংশোধনের ঘটে। অপচয়ের নয়, কাপড়ের (ব্যবহারে) দুর্ভিক্ষ)। আমরা দেশের ঠাকুমা-দিদিমারা আমাদের দিনে মাঙ্গীদের জন্য কামনা করিতেন, তাহারা যেন বড় হইয়া জজ হয়। আমরা আজ, আধুনিক দিদিমারা নাতীদের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিবেন, "যেমন আমাদের বড় হইয়া চৌরঙ্গীর কন্ট্রোলের কর্ত্তা হউক।"

কলকাতে ধারার ইতঃপরিচয় পরিবারের, তাহারা চাহিয়া ও যোগাইবার উপর নির্ভর করে এই অবস্থা আমাদের দুঃখ করিয়াছেন। ইহার মাঝখানে সরকারী কন্ট্রোল নামক যে একটা বিষয় আছিতে পারে এবং তাহারা জানেন নাই। আশিবার প্রয়োজনও হয় নাই। কারণ দুঃ, মাল-গাড়ীর অভাব, ষ্টাকে বাকেট ও দুঃখের কথা এখনও নিত্য না এ্যালফ্রেড মার্শেলের বইয়ে সাহার লেখা নাই। অস্বাভাবিক সময়ে স্বাভাবিক ব্যবস্থাকের বর্ষিত উপর নির্ভর করা অর্থনৈতিকের পক্ষে সম্ভব নয় তাহা জানি। কিন্তু অবলা-বান্ধিতার উপর কন্ট্রোল বসাইতে হইলে যে-পরিমাণ ব্যবস্থা আর ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার তাহা আছে, মি. এস সরকার, বাঙ্গালী ভেপুটি বা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্স-স্পেক্টরের কাছে আশা করা যায় না। ফলে যাহা হইবার তাহা জনসাধারণের সুবিধা নয়, কয়েকজন কন্ট্রাক্টার দুই হাতে টাকা লুটিবার সুযোগ।

• • •

ঘরে ঘরে মোকামার ছুরে জনের অভিযোগ সম্বন্ধে করিয়া রাজা একজন দুঃ-পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। তাহাকে দুঃখের উক্তি হইল না দেখিয়া রাজা তাহিলের পরীক্ষক উক্তি নিযুক্ত। পরীক্ষকের তাহ পরিবর্তনের জন্য তিনীয় পরীক্ষক নিযুক্ত হইল। কিন্তু দুঃখের অবস্থা যথা পূর্ব্বং। সুতরাং আলো আরও একজন পরীক্ষক। এই ভাবে পরীক্ষকের সংখ্যা যখন আটজনে পৌঁছিল তখন খোকামা একদিন রাজার কাছে প্রার্থিক হইয়া জোড় হাতে বলিল, "হুজুর, আমরা যদি পরীক্ষক বাড়ান তবে দুঃখের যে আর দাম তাহা থাকিবে না"। মনে হয়, চৌরঙ্গীর কন্ট্রোলের কর্ম্মচারীর সংখ্যা বড় বাড়িয়ে, কাপড়ের দাম কত চড়িবে।

• • •

কন্ট্রোলের কথাটা সুরু করিয়া শেষ করা হইল। একটু ধরিলে পর 'কথা-মালার' সকলেই পরিয়া থাকিবেন। একটু মাত্র-বের দৃষ্টান্ত এই সরকারী কন্ট্রোল ব্যবস্থার পাই-তেছে। শুধু একটির দ্বারা তাঁহারা দেখিতে পান না। বিদেশ কাপড়ের দাম বাঁধা হইয়াছে, কিন্তু তাঁদের কাপড়ের নয়। হাল সাহীর কোন কন্ট্রোল নাই, সেজন্যই কন্ট্রোল নাই হাতের তৈ কথা কাপড়ের। সুতরাং বিল হইতে লাল সুতি কিনিয়া ইচ্ছামত রাখিয়া দলা-কাটা করে দেটি-বার সুবিধা আছে। আমির খান বাজারে সুতী, কিন্তু আমির পাড়ার ধারে টাকা, দেহের টাকা দরের কিনিতে পাওয়া যায়। নিরীহ্যের অবশ্য কাপড়-কন্ট্রোলে কর্ত্তারাই এরা বলেন। কারণ হইতেছে, ১৯৪১ সালে নিরীহে একটী সরকারী দুঃখ বিক্রয় কন্ট্রাক্টারের বিরাহিলাম। নিরুক

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্রিয়ারিংহাউসের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত

হেড অফিস :—১-২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি: ৩৪৫৮

শাখাসমূহ :—শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলী, ডায়মণ্ডহারবার, বিষ্ণুপুর, টাপাডাঙ্গা, তমলুক, খোলাটীর ও কাঁটাখালী (পাঁশকুড়া), ডায়মণ্ডহারবার, নারায়ণগড়, নারেঙ্গাবাসস্থাই, বালুরঘাট (দিনাজপুর), পাটনা, বীরভূমের, ভিক্টিরিয়াঘাট, ডায়মণ্ডহারবার।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২৯বি ট্র্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা। ফোন : কাল—৩৮৮১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা (২৬১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে বিগতবর্ষ একটি স্মরণীয় এবং একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪০ সালে মূল এবং বৃদ্ধিফলের সর্বোচ্চ পরি-মিতিফলের ইহার প্রচুর সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সচ্ছলতের সাবধানতা, বীমাদাতার নিরাপত্তা, পরিচালনপদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি দেশ-বাসীর আন্তরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতিই এই প্রগতিধারার মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সাফল্যের পরিচয়

মোট প্রচলিত বীমা ৫৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার উপর

বীমা অফিসে— ৩ ,, ৪৯ ,, ,, ,,

বিভিন্নভাবের আয়—১ ,, ১৮ ,, ,, ,,

মোট সঞ্চয়— প্রায় ৩ কোটি টাকা

বার্ষী বোনাস (১৯৩৯-৪০) তিন কোটি টাকার উপর

মূলধন বীমা (১৯৪০) ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

[illegible]-বাজারে তখন খরিদ্দার-খরিদ্দার। বিটিশে [illegible]। ফুটবলমহলে এখনও আলিয়া নামে [illegible] মহলের খরিদ্দার কমি ছিল, [illegible] খরিদ্দার পাওয়া যায় নাই। খরিদ্দারেরা অবশ্য দাম [illegible] দিতেছিল। কিন্তু দাম যাহা পাওয়া যাইতে [illegible], তাহা নিতান্তই কম। ফুটবলখেলোয়াড়দের [illegible] বিলাতী পাদুকাই দিত। কিন্তু তাহা দুর্মূল্য। [illegible] তাহাদের জন্য আলিয়ার ফুটবল আবিষ্কার করিতে হইল। তাহা দেশ [illegible] বাজারে খুব খেটিয়েরেই সাদাত। [illegible] এই: খরিদ্দারেরা দামের কম বাধিয়া [illegible], কিন্তু পাদুকার দাম দিতেছে নাই। কাজেই [illegible] খরিদ্দার খুব বেশী। সাধারণতঃ ফুটবলেরা [illegible] বাজার বন্ধ হইলে পাদুকা, খেলে খুব। [illegible] বাজারে হাম খুব। এখন আবার সরকারী [illegible] দামের চাইতে বাজার খেলিয়া লাভ বেশী। কাজেই ফুটবলের বিক্রেতা খুব পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। অবশ্য মনে বিজ্ঞান [illegible] হইলে যে সঙ্গে সঙ্গে খরিদ্দারের দাম ঠিক [illegible] দিতে হয় সে কথা আর হাজার টাকা বাহিরে [illegible] আই, সি, এস সেক্রেটারীর ছিল না।

• • •

[illegible] ভারত খেলা-ধুলার এসোসিয়েশন তাঁহাদের সাহায্য ও নির্দেশ দিবার জন্য সরকারের এক [illegible] পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরেই ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক বিভাগের কর্তা হিসাবে সম্প্রতি বিলাত ও আমেরিকা ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে বলিয়াই আশ্বাস ছিল। তা ছাড়া তাঁহারা বন্ধুভাবে একটি বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন। সেটি হইতেছে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়ী বিভাগ করিয়া ইংরেজীতে যাহাদের বলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ, তাহাদের কাজ আরম্ভ করা। কোন একটি বিশেষ অর্থকরী কারখানার গবেষণাগারে সকল রকম কাজই যদি করা যায় তবে ব্যবসায়ের লাভের সম্ভাবনা [illegible] ঐ ইন্ডাস্ট্রির সম্পর্ক হইতে ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ হয়। আমাদের অনেকগুলি বড় বড় ব্যবসা যে-সব সমস্যা হইতে [illegible] করিয়া ঐ গবেষণাগারে [illegible] করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন। তখনই [illegible] সেই সমস্যাগুলি নিজের কারখানার [illegible] করিবার। একটা আলাদা বিভাগ আছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা-কার্যের জন্য। এই বৈজ্ঞানিকেরা নিজের আবিষ্কার সাধারণের [illegible] করিয়া তাহার সন্ধান। একটি আবিষ্কার [illegible] হইল। তিনি সাত বছর ধরিয়া ঐ গবেষণাগারে [illegible] চালাইতেছেন, [illegible] হয়ত অবশ্যই আজ হইতে সাতশ [illegible] করা যায় কি না। এ প্রকারের নির্দিষ্ট অর্থকরী [illegible] বাস্তবিক আর আমাদের [illegible] নাই। [illegible] এখনে একবার চাঁদায় [illegible] হয় একটি বড় [illegible] করা আর কারখানার নিজের গবেষণাগার আছে বলিয়া জানা নাই। [illegible] একের কলকারখানার [illegible] আর [illegible] আছে তাহাও খুব বড়ধরণ নয়। অবশ্য আমি আমেরিকার বড়বড়ধরণের কলকারখানার কথাই বলিতেছি। সরকারের উদ্যোগী হইলে বিভিন্ন [illegible] এক একটি করিয়া শিল্প-গবেষণাগার [illegible] পারিবেন, যেখানে বিভিন্ন ব্যবসায়িক শিল্প সম্পর্কে কলকারখানার মালিকেরা নিজ নিজ বিশিষ্ট সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। আমাদের যেই ছাটন [illegible] যে পরীক্ষাকেন্দ্রটি আজ আছে তাহাকে খোলাকুড়ি বলিলে অন্যায় হয় না।

• • •

সরকারের না করিলে—এবং করিবার আগে খুবই হয়—ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টেরা নিজেদের খরচেই সম্মিলিতভাবে এরূপ করিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাধারণ প্রস্তরকোক সম্পর্কিত কথাই বলা যাইতে। এই সমিতিতে ব্যবসায়ের সকল সাধারণ ব্যবসায়ের মালিকেরা [illegible] [illegible] আছেন [illegible] [illegible] আছেন [illegible] [illegible] করিয়া লইতেছি। তাঁহারা সকলে মিলিয়া এই সমিতির মারফতে কলিকাতায় অথবা মোফস্বলে একটি যৌথ সাধারণ গবেষণাগার খুলিতে পারেন। অন্যান্য কারখানা বাহির এই জন্য একটা মোটা টাকা চাঁদা হিসাবে দিবেন। কোন বিশেষ কোম্পানী কোন বিশেষ ব্যাপারে গবেষণা চালাইতে চাহিলে তাহার জন্য আলাদা ফি দিবেন। অবশ্য গবেষণাগার যে-সকল বৈজ্ঞানিকেরা চালাইবেন তাঁহাদের দক্ষতা নির্ধারণের ভারও চাই। এবং কোম্পানীর ফ্রেশ রিপোর্ট অন্য কোম্পানীকে তাঁহারা যেন বলিয়া না দেন। যদি নিজস্ব একটি গবেষণাগার চালানো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং সমিতির সাহায্যের অপেক্ষা রাখে, তাহা অন্তত আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ সম্পর্কে গবেষণার জন্য সমিতি বছরে বহুরে মূর্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন। গবেষণার বিষয় সমিতি ঠিক করিয়া দিবেন। তাহার ফল—আকারের ও হিসাবে ছাত্রদের বেতন, গবেষণার সরঞ্জামি, যাতায়াত ইত্যাদি—সবটা, অথবা বেশীর ভাগ তাঁহারাই বহন করিবেন

• • •

অবশ্যই এরূপ ব্যবস্থা করিতে বহুদিন লাগিয়া যাইবে। [illegible] ইহার কোনো সম্ভাবনাই দেখিতেছি না। বাঙালীর মধ্যে তিনি দূরদৃষ্টি বাহির। তিনি এই সন্ধান পাইবেন। ইহার আগের দুই জন অবশ্যসঙ্গ [illegible] সাধারণ সাধু। কিন্তু খুশী হইয়াছি বাঙালী বলিয়া এবং মহলানবীশের কর্মের বিশেষজ্ঞের জন্য। এদেশে সংখ্যাতত্ত্ব Statistics সম্পর্কে কোন গবেষণার ছিল না। তিনি ইহার প্রথম প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। সংখ্যাতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা যে-কত বেশী সে-সম্পর্কেও বোধ হয় এদেশে বেশী লোক সচেতন নয়। আমাদের বেলীর ভাগ সরকারী হিসাব প্রায়ের চৌকিদারের উপর এবং বে-সরকারী হিসাব আকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্যই মহলানবীশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউট আজ এ পর্যন্ত যাহা তথ্যসংগ্রহ করিয়াছেন তাহা দিয়া অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব বেশী না হইলে আনে, উহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে প্রচুর। এখন আমাদের সৌভাগ্য এই ইনস্টিটিউটেই এবং তাহার চালক অবশ্যই মহলানবীশের।

—খেয়ালী।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল. ৫৩৮১

এজেন্সি—বড়বাজার, ডালহাউসী, তমলুক, মনিহারী, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্তে সরকারী ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার চাটার্জ্জী, এম্-ডি।

ফোন : ক্যাল ৪৭৬৮ Gram. JANASAMPAD

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

সর্ব্বপ্রকার ক্লিয়ারিংয়ের সুব্যবস্থা আছে

১৯৪৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত আনুমানিক হিসাব

অনুমোদিত মূলধন ...	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	১৯,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও রিজার্ভ ফাণ্ড	৮,০০,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	১,০০,০০,০০০৲

কার্য্যকরী মূলধনের সদ্ব্যবহার এবং আশু সময়ে ও কোম্পানীর আইনে এবং সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তনশীল ভাবে নিয়োজিত আছে।

শাখা, সে অফিস ও এজেন্সি অফিসসমূহ—

চাইবাসা, উলটাডাঙ্গা, কালীঘাট, বড়বাজার, ইকৌলী, কাঞ্চরা, কেরিনীপুর, কর্ণেলখোলা, আনন্দপুর, কাঁথী, মজঃফরপুর, তমলুক, টাঙ্গাইল, বালীগঞ্জ, বোলাবাড়ী, সন্ধ্যরক্ষা, বাঁকুড়া, পাঁচকুড়া, জামুরিয়া, বোলপুর, চক্রধরপুর, চুনাভাটা, খাজিপুর, বেহেরেপুর, ডোমার মৌলভীবাজার, কবিরপুর, মজুমদারহাট, হৈজমুর, চাকা, নারায়ণগঞ্জ, মানপুর, রাজবাড়ি, রানাঘাট, হাঁসি, নাঁকড়ি, নাসুর, নারায়ণগঞ্জ, পাবনা, আমলপুর, নাগবন্দর, মজুমদারি, নবকিপুর, খোলপুরী, নালাদোর, কটক, পুরী, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), আসী, কাটোয়া, শেখেরাটী ও দিল্লী।

আমাদের কার্য্যকুশলতার ও অমায়িকতার সাহায্য লইয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার করুন।

ডাঃ এম এম চাটার্জ্জি—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

পরলোকে অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—গত ৯ই মার্চ কুলপিবিহার সন্তা ৮৩ বৎসর বয়সে প্রসিদ্ধ পাটনিসি সাহিত্যের প্রবীণ অধিকারী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (মন্ত্রুদাদু) মহাশয় কলিকাতায় বার্ধক্যজনিত ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রভাত-ব্যবসায়ের প্রথম যুগে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ফ্লাবরকাটা পাটিসিটি সাহিত্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহুদিন তাঁহার স্থাপিত প্রতিষ্ঠান সমস্ত ভারতে বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছে। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকালীনের জন্য ১৯২৩ সালে বর্ধমানেই প্রথমশ্রেণীর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। প্রভাত-শিল্প সম্পর্কে তাঁহার অপরিসীম উৎসাহ ছিল এবং তিনি এই বিষয়ে বহু গবেষণা, প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। প্রভাতকালীন তাঁহার পাত্রিকা দ্বারাও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বেকারিজ এসোসিয়েশনের তিনি সভা ছিলেন। বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী ও বাগবাজার পাঠী বয়স্ক সমিতির তিনি ছিলেন সেক্রেটারী। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী, চারিটী কন্যা, জামাতৃগণ, নাতনী, দুইটী নাতী এবং বহু পোষ্য-সমূহ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বের আয়তনের বহু ভুলভ্রান্তি—বিশ্বের অর্থনীতির গবেষণা করিয়াছেন যে, ৩০ লক্ষ বর্গ আয়তনীর বহু সম্প্রতি বিশ্বে পৌঁছিয়াছে।

বোম্বাই ইলেকট্রিক ও লাইট ও ট্রামওয়ে কোম্পানী—বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সম্প্রতি এক প্রস্তাবে বোম্বাই ইলেকট্রিক ও লাইট ও ট্রামওয়ে কোম্পানী ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যাল পার্টি প্রস্তাবটী আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন্য মেয়রসহ সাত জনের একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে।

ভূটিশ সাম্রাজ্যিক বাহিনীর অস্ত্র-শক্তি—সম্প্রতি লর্ড ক্রসলে এক প্রশ্নের উত্তরে সরকারী সদস্যদিগের লর্ড ক্রসলে বলিয়াছেন যে, ভূটিশ স্থলবাহিনীর ও সাম্রাজ্যিক বাহিনী এই সময়ে ৫০ লক্ষ অধিক সৈন্য বলী করিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৪১ সালের ৩০শে জুনের পূর্বের সাম্রাজ্যের মোট ১০ লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্য বন্দরাহত, বন্দী বা নিখোঁজ হইয়াছে।

বাংলায় বস্ত্র প্রেরণ প্রথা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত—প্রকাশ, বাংলা গবর্নমেন্ট আশি বস্ত্র বাংলা দেশে ভূমিহিত উদ্দেশে বস্ত্র সরবরাহের উদ্দেশ্যে অধিকার বস্ত্র প্রেরণের প্রথা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আন্তর্দেশিক ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই আংশিক অবলম্বন করা হইয়াছে এবং দুই এক মাসের মধ্যেই এই ভূমিহিত সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, কলিকাতার যে সমস্ত কাপড়ের দোকান আজ তাহার বস্ত্র হইতে বাংলা গবর্নমেন্ট ৫০০ টাকার্ণিক নির্মাণ করিবেন এবং ঐ সমস্ত দোকান মারফত কলিকাতার অধিবাসিদের সমস্ত বস্ত্র সরবরাহ করা হইবে।

বাংলার জন্য কাপড়ের বরাদ্দ বৃদ্ধির ব্যবস্থা—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে আজ গবর্নমেন্টের বাণিজ্যসচিব ডার আজিজুল হক ঘোষণা করেন যে, বাংলা দেশে অতিরিক্ত কাপড় পাঠাইয়া বাংলার উৎকট বস্ত্রসমস্যা সমাধানের জন্য তিনি চেম্বারটেন কমিশনারের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, চেম্বারটেন কমিশনারের নির্দ্ধারিত বরাদ্দ অনুযায়ী বাংলাদেশে মাসে ৩ হাজার গাঁইট কাপড় আমদানীর অনুমতি দেওয়া ছিল। উক্ত ৩ হাজার গাঁইট বরাদ্দ কাপড়ের পরিমাণ আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং তিনি এই সম্পর্কে উপযুক্ত সময় আসন্ন আসন্নিত হইবে বলিয়াও আশা আজিজুল ঘোষণা করিয়াছেন।

এক কোটি বস্ত্র মুদ্রণ বন্ধ আমেরিকার ইচ্ছা—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ বস্ত্র মুকোরের এক প্রশ্নের উত্তরে আজ গবর্নমেন্টের বাণিজ্য-সচিব স্যার আজিজুল হক জানান যে, আগামী বৎসরেই ১৯৪৪ সালের জন্য বিলাত হইতে ১ কোটি বস্ত্র মুদ্রণ বন্ধ আমদানীর ইচ্ছা পোষণ করেন। এই সম্পর্কে স্যার আজিজুল আরও বলেন যে, চেম্বারটেন কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যানকে আগামী গবর্নমেন্টের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান হইয়াছে।

সাধারণ গ্রন্থাগার শিক্ষা কলেজের ব্যবস্থা—প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উহার আধীনী পাঠ্যতালিকায় সাধারণ গ্রন্থাগার শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এবং চলতি ছাত্রবৎসরে এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দেওয়া হইবে। প্রস্তাব অনুযায়ী শিক্ষার্থী লইয়া আগামী এই বিষয়ে ক্লাস আরম্ভ করা হইবে। গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীকে এক বৎসর শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। যে সকল ছাত্র ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় সাধারণের সহিত বি এ-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন অথবা বি এ-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে সকল ছাত্রের সাধারণের ডাকঘরাদার কার্যের অভিজ্ঞতা আছে, তাহাদিগকেই শুধু এই বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য গ্রহণ করা হইবে। এ সম্পর্কে কলিকাতার হাইকোর্টের সিনিয়র ব্যারিস্টার মুকুন্দলাল সরকার এবং অন্যতম আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহের পরিচালক উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই বিষয়ে প্রকাশ যে একজনীয় ব্যয় প্রয়োজন হইবে তৎসম্পর্কে উক্ত সমিতি প্রতি একজনীয় ৫০,০০০৲ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করিবেন। তদ্ভিন্ন বহু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ব্যয় বহিবেন এবং এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৎসরে প্রায় ৫,০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এন্থ্রপিবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাটী—'মেডিসি সোসাইটি' পত্রিকার এক সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশ, যুদ্ধকালীন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান নির্মাণ কারখানাগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এন্থ্রপিবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবে। এই এন্থ্রপিবিদ্যালয়-বাহিনী একটী নতুন সংগঠন এবং এই বাহিনীতে নানা পেশার লোক থাকে। প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রের বিমান উৎপাদন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ ডোনাল্ড নেলসনের উদ্যোগেই নানা এন্থ্রপিবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা বিভাগের পরীক্ষা চলিতেছে এবং এই বিষয়ে সমস্ত ব্যবস্থাও নাকি ঠিক হইয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক চাকি ও বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ এক নিদেশে বিমান সংগ্রহ করিতে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে উক্ত এন্থ্রপিবিদ্যালয়ের বাহী সপ্তাহে ১০ লক্ষ বিমান তৈরী করা সম্ভব হইবে। এই সমস্ত

=সমাধান=

মধুসূদন পরাবর্তীকে চিঠিতে পাঠিয়ে না দেন? আপনারা হয় তো বলিবেন—

প্রথম—পথে মধুসূদন বন্ধুবান্ধব লইয়াই ব্যস্ত ছিল। নিকাশের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর হয় নাই।

দ্বিতীয়—বহু দিনের ছাড়াও বন্ধুকে পথে খুঁজিয়া পাইবার আশা কি কেহ করিয়া থাকে?

তৃতীয়—অনুমা মধুসূদন এক-জীবনের মধ্যে বিলাত কলকাতাকুলকাই আসার প্রায়, তাদ ইত্যাদি।

চতুর্থ—পরাবর্তী আমীকে চিঠিতে পাঠিয়া তাঁহার দুর্দিনের সহিতে বিলম্বকে দূরে রাখিবার সংকল্প ছিলেন।

পঞ্চম—বন্ধু কবি বাস করিয়াছেন, সেখানেকার পৌঁছিতেই 'প্রবীণ মিত্রিয়া যেন দূরত্ব বাড়াবে।'

অন্ধকারের পীরার করিতেই হইবে মধুসূদনের পরাবর্তীকে না চিঠিবার যথার্থ কারণ ছিল।

কিন্তু সেদিন প্রবীণ মুখোপাধ্যায় পত্রের দুঃখের উপর মুখামুখী দাঁড়াইয়া বিদ্যাসাগরী যেন যে আমাকে চিঠিতে পারিল না—আমরা এই দাঁড়ির দীর্ঘাসে আমি করিতে পারি নাই। লোকে বলে আমুন ভুলিয়া যাওয়ার কথা নয় দুঃখ না, অথচ বিদ্যাসাগরী আমার উপাধিটাই প্রমাণ করিয়া দিয়া আমাকে দোষা প্রতিপন্ন করিয়া দিল। যথার্থই ভুলিয়া বসি। আসলে আমার নাম প্রতিমা। যে দিন মহাশয়ী বিদায় হোম হয় সে১০ বৎসর হইবে। আমার মেয়েমার সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য মোটা মোটা টাকা টাকা ভোর দুইটী। এক দিন কি দুইটি যে আমার খেলিয়া যেন আমার সাথে-করম করিবার বিদ্যাসাগরী। অন্তরের ঐ নামেই যে আমাদের মহলে নবিদের আহ্বানিত করিবারিছে। কিন্তু এক যে বহু বিদায়—উহা হইলার পর যে আর আমার কাছেই যেমিক না। এখনো হইলে দুঃখের দুইটের পিছন দিক হইতে মিনতি কাটিয়া বলিল—বলম, বহু দিনে যেমেছে, ভুলিয়া যাওনাই? হাঁ যেন, ভোর যেয়া বাড়ী ঐ পরম হয়েছে। ঐ বলিয়ে বিদ্যাসাগরী আমাকে ভুলাইয়া যেমনমত আমিই আরা আসিলাম। আমি একটু হাসিলাম।

আমার বহু দিন বিদেশে কাটিয়াছে। ৫।৬ আমের আমাদের মেমিন একেবারে ভুলিয়া ভুলা-ভুলি হইয়াছিল। তবুই বলি, আমি তোর ঠৈমেশাসের বন্ধু বলম, সে কিছুতেই আমাকে চিনিতে না। যেমন করে তা যেমন করে হবে, সে কি হয় ইত্যাদি। তবু ভুলিয়ে পরিচয় দেমিয়াছি। আমি যে আমি নাম ধরিয়া পাবি এমন আর ভুলের সম্ভাবনা রহে আসে নাই। তোক ভরসায় এই ভুল আমলার মেমিয়াছি, সকলে তো নিজেকে ভুল করি নাই—এমন কি অবধীর পর্যন্ত ধরিয়া ভুলিয়া যেন—শিহরণ নিমিয়া আমার বন্ধু ভাই। বাপটী মেমাইয়া দিয়া বলিলাম—"মেমনের ছেলে চিনিতে পারো কি না?" এমন অবার্থ সন্ধান। বিদ্যাসাগরী আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—"অমল, তুই? এত ভুলুক, কি মোটা-মোটা কি করে হল? পরীক্ষার ঘরে পরিচায়—মন-মন—দুঃখ-বাহিনীর নিমিত্ত বিপক্ষদলে আমাদের পরিচয়ের একবারে সমান। তা যাক্, তোর কি খবর? সে যেন একটা দীর্ঘ-শ্বাস চাপিয়া ফেলল। কি আর খবর ভাই ঐ শরীর মন্দ যাচ্ছে না। ঐ যাবে—চলমান—চলমানে দুই··· বেমিনার আমার ভুলে ভরিয়া আসা মেমিয়া যেন—অন্তরের মোলে সমস্ত ব্যথি দুইয়া উঠিল। তার কি হয়েছে? বিদ্যাসাগরী বীরেন—একটু যেন সন্দেহ আর বিনা। অনুমান যেন হয় বিদ্যা হইল না। বলিলাম, "যেন ঠাঁ-দুঃ নিয়ে বর ফরিদ্ পাইয়ের দিকে কি একটুও নজর রাখবিনে? আমার তত্ত্ব বিজ্ঞাসা করছিলি না—কি করে এই বাড়া হলো? এর কারণ 'আইনো-বর্ণ'। এটা মানে হাড়িয়ে যে বীরকাল যোগাযোগের পর অথবা বাহন দুর্ঘিটাবস্থায় উৎপন্ন দক্ষন প্রকাশ দুর্বলতা, অবসাদ, হাড়ি দুঃ করে প্রভৃতি বাড়া ও পক্ষি বিনিময়ে আমাদের পাবে এবং বহু অবধীর চিকিৎ আর দেখা যায় না। তা ছাড়া মানুষের পক্ষে "আইনো-বর্ণ" অতিশয় দুঃখ। মন—আর বাড়ায় বহু, চল চলমানে যেমন আমি।"

সেন্ট্রাল পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১, নন্দলাল মল্লিক লেন, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—বাঁকুড়া ও নবীনগর
গয়া ও বেনারস শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

বি এল আগরওয়াল, চেয়ারম্যান
বি মিত্র, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

জাতীয় নিজের সংগঠন প্রচেষ্টায় আমরা আপনার সহানুভূতি প্রার্থনা করি

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : বি বি ৪১৮
কলিকাতা শাখা—৬১, ষ্ট্রাইভ ষ্ট্রীট, ফোন : বি বি ৪১৮০
অন্যান্য শাখা—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, বালুরঘাট, শিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।
সুদ : চলতি—১% মেয়াদি—২%
আমাদের স্থায়ী আমানত, ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফট বিষয়াবলীর জন্য পত্র লিখুন।
সুবিধাজনক সর্ত্তে লেনদেন ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। ডিবেঞ্চার ও কোম্পানীর কাগজের সুদ আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত ১৯১০ ইং

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১৫, ষ্ট্রাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি: ৪৭১১

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অল্পকাল ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়ীদের সুবিধাজনক সর্ত্তে ইহা টাকা দিয়া থাকে। ইহার প্রচুর মূলধন, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—শ্যামবাজার, বেলেঘাটা, আহিরীটোলা, বড়বাজার (কলিঃ), আলীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), চাকদহ, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, জয়পুর, সিলেট, শান্তিপুর, মহিষাদল, যশড়া, নলহাটী, ঈ নলহাটী (বাজার), মেহিলীপুর।

আদালতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।
ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

নির্ভরযোগ্য ডিরেক্টরস বোর্ড

কর্ত্তৃক পরিচালিত

১। মিঃ এম্ কে বসু, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, চাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ।
২। মিঃ এস চ্যাটার্জ্জী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বেঙ্গল লেদার ডিলার্স লিমিটেড প্রভৃতি।
৩। মিঃ বি বি সরকার, ম্যানেজিং এজেন্টস, মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ প্রভৃতি।
৪। মিঃ কে কি রায়, সিনিয়র পার্টনার, হরিচরণ ধর এণ্ড কোং, ডিরেক্টর, লক্ষ্মী সিমেন্ট এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিনস্ লিঃ।

ডিরেক্টর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন।

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া লিঃ

১২, ষ্ট্রাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন বড়বাজার ৫৮৮০
এম পাল, এম এ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এসোসিয়েসনের বার্ষিক ১০০ বছর পর্য্যন্ত টিকিবে এবং এই সময়ে বার্ষিক সভার বিষয় হইতে বার্ষিক ফোন সভা আহ্বান করা। বর্ত্তমানে বীজের দিনে সভার ও সভ্যদের দিনে টাকা থাকিবে বলিয়াও প্রকাশ।

বাঙ্গুরল কাউন্সেলরের নিমন্ত্রণ—ফরাসী রাষ্ট্রের বাঙ্গুরল কাউন্সেলরের পদ হইতে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৭ পদ কলিকাতার ব্যবসায়ীদের মধ্যে ফেল করা কাউন্সেলরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য এক ভোজসভার আয়োজন করিয়াছেন। আগামী, পদ, প্রভৃতি, বাণী ও সুন্দর বিচার না করিয়া আমি আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। বাঙ্গুরল কাউন্সেলর আশা করেন যে, উক্ত নিমন্ত্রণ ফরাসীর বিদ্যার্থিগণ এই বৎসরই অদূরভবিষ্যতে ফ্রান্সে আসিবেন করিবেন। এই সম্পর্কে বাঙ্গুরল কাউন্সেলর আরও জানাইয়াছেন যে, উক্ত নিমন্ত্রণ বিদ্যার্থিগণকে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্ত্তি করিবার সমস্ত ব্যবস্থাই তাঁহারা করিবেন। ডিগ্রিংসা, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যবস্থা, ভর্ত্তি, ইত্যাদির যোগ লিপি বিষয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে উক্ত ফরাসীর ফেল করা নিমন্ত্রণ বিদ্যার্থী আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করিবেন বলিয়া আশা করিয়াছে।

ওয়ার রিফম (ওয়েস্ট) ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম হ্রাস—সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, কাস্ট পর্যন্তের বাণিজ্যিক যুদ্ধ-ঝুঁকি বীমার (ওয়ার রিস্ক্ (ওয়েস্ট) ইন্সিওরেন্সের) প্রিমিয়ামের হার কমাইয়া দিয়াছেন। ১৯৪১ সালের ফুল মাস পর্যন্ত বৈমানিক বিভিন্ন ঐ বীমার হার প্রতি ১০০৲ টাকায় হারে বা তাহা মালের জন্য এবং আমার হারে ছিল পরবর্তী হিসাবে প্রিমিয়াম নিম্ন হইবে বলিয়া উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এভারেষ্ট সর্ব্বোচ্চ চূড়া নয়—সম্প্রতি 'জেলি মেল' পত্রিকার একটি টেলিগ্রামে প্রকাশ যে, উত্তর-পূর্ব হিমালয় সার্ভে একদল যৌথ-সমর আবিষ্কার উত্তরে (এভারেষ্টের উচ্চতা ২৯ হাজার ফুট) আর একটি পর্বত-চূড়া আছে, উহা এর হাজার হইতে ৩০ হাজার ফুট উঁচু। প্রকাশ, বৃটিশ বিমানবাহিনীর একজন বৈমানিক উহার মানচিত্র পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিবার পথে হিমালয়ের উপর দিয়া উড়িয়া আসার সময় হিমালয়ের উত্তর-পূর্বে ওইরূপ একটি অতি উচ্চ পর্বত-চূড়া দেখিতে পান। বৈমানিকটি ঐ সময় ৩০ হাজার হইতে ৩৫ হাজার ফুট উঁচু দিয়া আসিতেছিলেন এবং ঐ পর্বত-চূড়াটিও ঐ সময় উঁচু বলিয়া হিসাবকারীরা তাঁহার মনে হয়। এই পর্বত-চূড়া যে এভারেষ্ট নয় বিমানের নিম্নস্থল কাঁচা দেখিয়াই তিনি তাহা বুঝিতে পারেন। বৈমানিকটি তাঁহার ফিরার নিকট এক চিঠিতে এই অজ্ঞাত ও উচ্চতর পর্বত-চূড়ার উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ চিঠির সমাচার হইতেই আজি 'জেলি মেল' পত্রিকায় সম্প্রতি উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ—অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশকে রয়েল সোসাইটির ফেলো (এফ আর-এস) নির্বাচিত করা হইবে বলিয়া সম্প্রতি লণ্ডন হইতে সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, আগামী বছরে মার্চ উক্ত সোসাইটির বাৎসরিক নির্বাচন হইবে। এই উপলক্ষে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এবং বাংলার গবর্ণর মিঃ কাষ্ণ-বি ফেরি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। অধ্যাপক মহলানবীশ ভিন্ন এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ৯ জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই সম্মান লাভ করিয়াছেন :—রামানুজন, স্বর্গীয় স্যার জে সি বসু, স্যার সি ভি রামন, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক বীরবল সাহানি, ডাঃ কে এস কৃষ্ণন, স্যার এইচ জে ভাবে, স্যার পালিবয়ন ভাইনবর, এস শ্রীনিবাস। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে, জীব-বিজ্ঞান

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় পরিচালিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্স ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৩,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৩,০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৫১,০০,০০০৲ টাকা

বিলাত ও অন্যান্য স্থানীয় ১,০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়কৃত পরিমাণ (৩১-১২-৪৪ তারিখে) ৯৩,৩৩,৩৩,০০০৲ টাকা
যে কোন পরিমাণ—অল্পতম স্থায়ী মেয়াদ, মেয়াদী, সেভিংস্

ভারতের সর্ব্বত্র ৪৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও সাব-অফিস আছে।

আর বাইট, সি, সেনগুপ্ত, এম, বি, ই, ম্যানেজার। ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সি বাইট, সি আই এস, এম, সি।
ম্যানেজার। সহকারী ম্যানেজার। ডিরেক্টরবর্গ এলেনবী। সি বাইট, সি আই এস, এম, সি।
এজেন্সী ও ট্রাষ্ট বিভাগের ভার সি।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট—১০০, চাঁদনী ষ্ট্রীট, সহকারী—৭১, ডালহৌসী ষ্ট্রীট, সিটি ব্রাঞ্চ—১০, সিনেমা ষ্ট্রীট, ভবানীপুর—১০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, জানবাজার—৩৯, হাওড়া ষ্টেশন। আসানসোল—ব্রাঞ্চ, আলমোড়া, আমেদাবাদ, আমেদনগর, আমরাবতী, এলাহাবাদ, আজমীর, বেরিলী, বিকানীর, বোম্বাই, ব্রাঞ্চ, ভিক্টোরিয়া, ব্রাঞ্চ, বিলাসপুর, বাঙ্গালোর, বেরেলী, ব্রাঞ্চ, ভাবনগর, ভিজাগাপট্টম, ভূপাল, ব্রাঞ্চ, ভুসাবল, চাঁদা, চাঁদাসী, চেরীকা, ব্রাঞ্চ, চাঁদাসী, চেরীকা, ব্রাঞ্চ, চাঁদাসী, চেরীকা, ব্রাঞ্চ

(গতকলিকার প্রকাশিত অংশের পর)

হিন্দুরা বলে অন্যায় পক্ষিস্থানী এবং ইতিমধ্যেই তাহারা মন্ত্রণাসভায় প্রতিনিধির উপর এক আধাত-আধাত প্রহারও আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা অন্যায়ের এবং উৎপীড়ন বন্ধ করিতে বলি।

* * *

মন্ত্রিসভার সাম্প্রদায়িক ভূমিকা লইয়া অন্য একটি ব্যাপার "বিহারের সরকার" পরিচালনা করিতেছে। পুলিসের হিসাবেই প্রকাশ, গত ১লা জানুয়ারি হইতে ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত মোটমাট ১৩টি ভূমিকা পরিবারের মোকদ্দমা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৯টি ভূমিকা পরিবারের মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, সাধারণ অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও তদন্তাদির—এই তিন পক্ষ সম্মত ও সহমত হইলে ভূমিকার সংখ্যা কমিয়া যাইবে। কিন্তু সরকারী প্রচারবিভাগের মনুষ্য দেখিয়া মনে হয়, সরকারের প্রধান কাজগুলির বিষয়ে তাঁহাদের মতের ঐক্য বেশী নহে। সরকারীদের অন্যায়ের অন্যায়ের পক্ষ-সমর্থন করিতে হইলেও তাহা নিজাই গৌণ কারণ। প্রধান ও প্রধান কারণ যে-সংগ্রাম চালাইতে হইবে। অন্য "নিরপেক্ষ সরকারে" বাজার জোরে জোরে, সভাতে সভাতে, দেওয়ালে দেওয়ালে আলতো ছোট বড় পোস্টার পড়িয়াছে "দেখে শুনে সঠিক ভোট দিন।" কোথাও "দেখে শুনে ভারী ভালো" এমন একখানি পোস্টারও তাহাদের নজরে পড়িবে না। সরকারী প্রচারবিভাগের এই একদেশদর্শিতার কি প্রকৃত কারণসমূহ সরকারের সমাজ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব সূচিত করিতেছে না?

* * *

বিহার সরকারের ভূমিকার উপর সম্প্রতি আমরা পরামর্শের মন্তব্য করিয়াছি। কংগ্রেস নেতাদের অন্তরীণ করার আদেশ তাঁহারা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে বিহার সরকার যে বিজ্ঞপ্তি বিতরণ করিয়াছেন, তাহা আদৌ শুভ-বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, গঠনমূলক কার্য পরিষদ গঠিত হইবার পর তাহারা আলাহাবাদে তাঁহাদের কমীদের গঠিত বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের নিকট দাবিল করিবেন। গঠনমূলক কার্য সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর স্পষ্ট ভাষায় বিজ্ঞপ্তির পরের পর্যবেক্ষণের এরূপ সংশয় সাধন তাঁহাদের সদিচ্ছার অভাবেরই পরিচয়।

কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী পরিষদের প্রয়োজনকালে ব্যবস্থাপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া পর্যবেক্ষণ আশঙ্কা করিতেছেন। এই বিষয়ে নাকি কংগ্রেস সরকার ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে পত্র-বিনিময় চলিতেছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া অন্তর্বর্তী পর্যবেক্ষণই এই আশঙ্কা, পর্যবেক্ষণই আশোক-দীমাংসার সহজ পথ একাইয়া বহুমতীর দ্বারা পথে চলিতে চাহিতেছেন কি?

কোম্পানী প্রসঙ্গ

নবদ্বীপ ব্যাঙ্ক লিঃ

আমরা উক্ত ব্যাঙ্কের গত ৩০শে জুন তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরের বৃত্তিক আয়ব্যয়ের সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই আয়ব্যয়বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৮৮ টাকা আদায়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের আলোচ্য বৎসরের সুদবাবদ ১২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৮৮ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের আয় হইতে সমস্ত খরচপত্র বাদ দিয়া উহার মোট লাভ হইয়াছে ২৩ হাজার ৯৭২ টাকা। উহা হইতে গত বৎসরের জের বাবদ ১৯৩১ টাকা বাদ দিয়া এবং বন্ধুকে অবলিখনে ৪ হাজার টাকা ঋণ করিয়া এবং আয়কর বাবদ ৩ হাজার টাকা সুদক্ষ করিয়া তাহার যে টাকা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা হইতে অংশীদারগণকে আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৯৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এবং উহার সহিত লাভের টাকা হইতে ১৮ হাজার ১০০ টাকা চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কটির আদায়ী মূলধনের পরিমাণ আলোচ্য বর্ষের শেষ তারিখে পর্যন্ত মাত্র ২০৭৯ টাকা ছিল। উহা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে উহার পরিচালকগণ ব্যাঙ্কটির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা হইতে ২৫ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ব্যাঙ্কের আলোচ্য সিটে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষের শেষে আদায়ী মূলধন, বন্ধুক তহবিল, আয়কর, লাভের টাকা ইত্যাদি লইয়া ব্যাঙ্কের মোট দায় দাঁড়াইয়াছে ২৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। এই দায়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের হাতে বৎসরের শেষে যে সব সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—নগদ ও অন্যান্য ব্যাঙ্কে জমা, ৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও কোম্পানীর ডিবেঞ্চার (সুরক্ষিত)—২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। বাদম, অগ্রিমকৃত টাকা—ইত্যাদি ৯ লক্ষ টাকা। সওদা বিল ইত্যাদি মোট ৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। ব্যাঙ্কের আসবাবপত্র ইত্যাদি ২৯ হাজার টাকা।

আয়-ব্যয় ও আয়ব্যয়ের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, নবদ্বীপ ব্যাঙ্ক এক বৎসর কালের মধ্যে অনেকখানি উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ব্যাঙ্কের বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এইচ এস যোষ এবং ডিরেক্টর-ইন-চার্জ মিঃ সি সি মুখার্জির অক্লান্ত চেষ্টা সফলপ্রসূ হইয়াছে। উহাদের পরিচালনাধীনে ব্যাঙ্কটি উত্তরোত্তর আরও উন্নতিলাভ করিবে আশা করা যায়।

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিমিটেড

গত ২৮শে জানুয়ারী ব্যাঙ্কিংকা হিংগল কলিকাতার বহু সেবাকল্পে দেশের জীবুক অবনেন্দু বাগচী মহাশয়ের পরিচালনাধীনে যাহা অল্প কয়েক লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ের উদ্বোধন হইয়াছে। আমরা সর্বান্তঃকরণে উহার উন্নতি কামনা করি। জীবুক অবনেন্দু বাগচী মহাশয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বিশেষ দক্ষতা ও সুনাম অর্জন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি কাশী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, নাইনিতাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ও বঙ্গলা সিল্ক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ঐ সব ব্যাঙ্কের উন্নতির মূলে তাঁহার দান রহিয়াছে। তিনি এবার প্রতিষ্ঠিত কামরূপ ব্যাঙ্কের পরিচালক হইয়াছেন। আমরা আশা করি, এই ব্যাঙ্ক সেবাব্রতীর নিকট ও আশা ভরসা করিতে সমর্থ হইবে।

সুরমা যৌথ কোম্পানী

হিমসুধার জোল জোর লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কি দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, ক্লাইভ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : ... রেজ অফিস— ৭ সোয়ালো লেন

—শাখা—	অফিসকাতা
শ্যামবাজার	মাকড়দহ
ডালহৌসি ষ্ট্রীট	শ্রীরাই
বাইবোনা	সায়রিয়া
বালীগঞ্জ	মেহিনীপুর
চন্দননগর	বজবজ
চন্দননগরিয়া	বিষ্ণপুর
কবিরপুর	বিদ্যাসাগর
ভাওয়াল	বুড়াবাজারী
ইছাপুর	ডায়মণ্ডী
ভূতীয়া	বুন্দা

নতুন প্রকার মেয়াদের জমা, বিল অব এক্সচেঞ্জ ক্রয়, আদায়াদি এবং সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জে সি চক্রবর্ত্তী

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

স্থাপিত—১৯২৪ সন

রেজ অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

পরিচালনী ও অভিজ্ঞ ডিরেক্টারবর্গ দ্বারা পরিচালিত

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হুগলীবাজার, ভবানীপুর, শিয়ালদহ (কলিকাতা), ডিব্রুগড়, ডিব্রুগড়িয়া, গৌহাটী, শিলং (খোলাবা), সিউড়ি লিঙ্গা, ভাগলপুর, ডিয়াটি, বম্বে, আগ্রা, ডিব্রুগড়িয়া ও ঠাকুরপুর ইত্যাদি, স্থানে ইহাই শাখা অফিস খোলা হইয়াছে।

স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী এজেন্ট এবং ক্যাশিয়ার চাই।

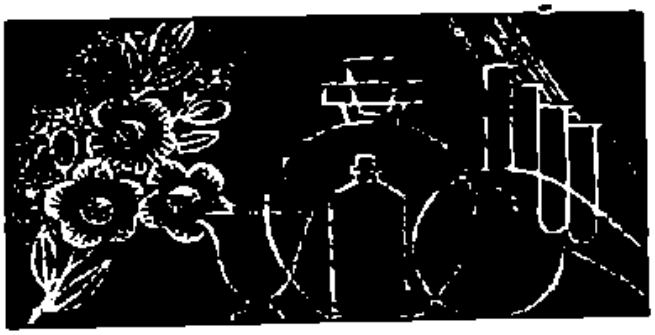

অফিয়াল্ল

মানুষের কত সুন্দর কামনা যে নিহিত আছে এখন আর বলার নয়। আমাদের ব্যবসা ডিজাইনের বহু বৈচিত্র্যময়, চমৎকারিত্ব, বিশ্বাস ও প্রাণের সবটুকু মেশান থাকে বলেই সকলের মনের মতন করে তুলিয়া (বিস্কুট টিন) মুখের লালিমা ও আমরা তৃপ্তির এক লালপরী (বো)

যৌথকারী উৎপাদ বিতরণের জন্য ফ্রেঞ্চ ক্যান (চকলেট পাইপার) আকর্ষণীয় গোল্ড মেডালের জন্য আকর্ষণ (চকলেট)

কালিকাতা কেমিক্যাল

ইন্সিওরেন্স অব

ইণ্ডিয়া লিমিটেড

রেজ অফিস : বুম্বাই

কলিকাতা অফিস : ১২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট অন্যান্য অফিস :

ডিব্রুগড় (আসাম) ও সিলেট

বার্ষিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর জীবন বীমার অফিস

বোনাস প্রতি হাজারে

আজীবন বীমায় ৩১৬৲

মেয়াদী বীমায় ১৩৲

চীফ এজেন্টস্ :—

বেঙ্গল ম্যানেজার্স লিঃ—অফিস ইষ্ট, পি, সি, সি ও সিলিটার জন্য

বেঙ্গল এষ্টেট এ সেকী এন্ড কোং, কলিকাতা, বর্ধমান ডিভিসন ও বিহারের জন্য

ম্যানেজার :—এস সি বসু, এম এস সি

ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। তফসীলী।

মিউ ওরিয়েণ্টাল কোল কোং লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। তফসীলী পরিচালনা।

রাইডিনিক ডিসার্চ ইনডাষ্ট্রিজ লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস—সি ৪৮, বাঙ্কিম পাল এভেন্যিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ঔষধ বৈজ্ঞানীয় কারবার।

কোম্পানীগঞ্জ ট্রেডার্স লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস—৮নং পিয়ার্স, সিলেট। রেজিষ্টার্ড অফিস—কবী গঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাধারণ কারবার।

কলরাভ ট্রেডিং কোং লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস—সি এস বেলুনকানা। রেজিষ্টার্ড করা হয় নাই। মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাধারণ কারবার।

ষ্টীক এণ্ড কোম্পানী লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস—৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। তফসীলী।

মিউ ওরিয়েণ্টাল কোল কোং লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। তফসীলী পরিচালনা।

রাইডিনিক ডিসার্চ ইনডাষ্ট্রিজ লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস—সি ৪৮, বাঙ্কিম পাল এভেন্যিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ঔষধ বৈজ্ঞানীয় কারবার।

কোম্পানীগঞ্জ ট্রেডার্স লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস—কবী গঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাধারণ কারবার।

কলরাভ ট্রেডিং কোং লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস—সি এস বেলুনকানা। রেজিষ্টার্ড করা হয় নাই। মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাধারণ কারবার।

ষ্টীক এণ্ড কোম্পানী লিঃ—রিজেষ্টার্ড অফিস—৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। তফসীলী।

রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, ডালহৌসী ইন্ডিয়া বিল্ডিংস্, ডায় সিংহেল খাই, মেসী রোড, কোর্ট, কোলে। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাধারণ কারবার।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

কেলিফিনিয়ার কুট মিল্‌স্ কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যকরা ৭।০ আনা। **ক্রেণ্টা কুট মিল্‌স্ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যকরা ১০৲ টাকা। **দি ব্যাঙ্কিংহাম্ এণ্ড কর্ণাটিক কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যকরা ৩।০ আনা। **ষ্টীল এণ্ড ডক কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১২ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যকরা ৭।০ আনা। **দি মেসার্স ভূপতিরাম মিল্‌স্ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যকরা ৯।০ আনা। **আর্থার বাইলাস এণ্ড কোং (মজঃফরপুর) লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যকরা ১২৲ আনা। **আজমল জাহাজী মিল্‌স্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যকরা ১২৲ টাকা ঘোষণার ফলে স্টক লভ্যকরা ৩৲ টাকা। **জগন্নাথ সাহী মিল্‌স্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যকরা ৫৲ টাকা ঘোষণার ফলে স্টক লভ্যকরা ১৫৲ টাকা। **ইণ্ডিয়ান ষ্টক প্রডাক্টস্ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যকরা ১৫৲ টাকা। **বাহুরা মিল্‌স্ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যকরা ৩০৲ টাকা। **মিউ ভিক্টোরিয়া মিল্‌স্ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যকরা ৫৲ টাকা। **বারাণসী কোক কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যকরা ৮৲ টাকা।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোডাষ্টাস পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসরিন • সিলিকোনেট অফ সোডা • ষ্টার্চ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কোং :—
রপ্তানীকারক :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৪৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"ক্টীমরাজী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ক্যানেলম রোড, কলিকাতা

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯১২

আদায়কৃত	প্রায়	৯,০০,০০,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন	"	১০,০০,০০,০০০৲ "

অফিসসমূহ :—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯বি বলা রোড, ২২৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১৯৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

বাজার, বিহার ও আসামের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে অন্যান্য অফিস আছে।

ঢাকাস্থ শাখা ৭ই ফেব্রুয়ারী খোলা হইয়াছে।

বৈদেশিক এজেন্টসমূহ :—
লণ্ডন এজেন্ট—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
আমেরিকা এজেন্ট—ন্যাশনাল ষ্ট্রীট কোং অফ সিটি ইয়র্ক
অষ্ট্রেলিয়া এজেন্ট—ব্যাঙ্ক অফ মিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি।
অন্য দেশ এজেন্ট—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ডোমিনিয়ন, কলোনিয়াল এবং ওভারসীজ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস বি দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইডন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত, বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমাসহ)	১৫,৫০,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড ...	২,৫০,০০০৲ উপর

শাখা সমূহ

কলিকাতা ষ্ট্রীট, অফিস ষ্ট্রীট, বাগীচাঞ্জ, আমবাজার, নরসিংদি, ভরিদপুর, টাঙ্গাইল, আদমজীনগর, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, ডিব্রুগড়িয়া, গোয়াটী, ডাবক, ইণ্ডিয়া ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

ইণ্ডিস্থান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিস্কাউণ্ট করা হয়।

বিভিন্ন ডিপোজিট এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।

ব্যাঙ্কের "সাইড-টু-ইনভেষ্টারস্"-এর জন্য আবেদন করুন।

ব্রাঞ্চসমূহ—
বোম্বে, ঢাকা, দীঘিরপার, মনসীগঞ্জ, বড়বাজার, চাইবাসা, রসুলপুর, সাউথ কলিকাতা, হাজরাপুর, আজারিয়া, মৌহারি, কোম্পানীগঞ্জ, রাজারামপুর, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ (আসাম) ও নাগিনা।

আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান
বম্বে মিউচুয়াল
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃতে
(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

বীমা করুন

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—
- কোম্পানীর সমস্ত লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অক্ষয়পাত্রের জন্য দুর্ঘটনা-সুবিধা পাওয়া যায়
- ব্যবসায়ের প্রিমিয়াম বিনে দুর্ঘটনা-জনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটি টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য প্রিমিয়ামের আবেদন করুন

কস্তিচন্দ্রাল এণ্ড সন্স
চীফ এজেন্টস্।
২, চার্চেল এভেন্যিউ রোড, কলিকাতা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৬ই মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে কোনই পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ডাহিনাবাজ পরিশোধের সর্ত্তে অথের অদল বদল হার পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় এসপ্তাহেও কলিকাতায় শতকরা ১৲ আনা ও বোম্বাইয়ে শত করা ১৲ আনা ছিল।

গত ১০ই মার্চ বজলবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয় তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মোট ১১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৸৵৬ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৸৵৩ পাই মূল্যের শতকরা প্রায় ১৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা মূল্যের হার শতকরা বার্ষিক ৵৩ পাই হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ট্রেজারী বিলের প্রতিদা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও উহাদের মূল্যের হার শতকরা বার্ষিক ৵৩ পাই হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৵৩ ধার্য্য করা হইয়াছে।

গত ১৭ই মার্চ বজলবার ঔষিড়া সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার। ৯৯৸৵৩ পাই মূল্যের টেণ্ডারের গড়পড়তা প্রায় ৫১ ভাগ গৃহীত হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের টেণ্ডার বাতিল করা হইয়াছে। মোট ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে এবং গড়পড়তা মূল্যের হার শতকরা বার্ষিক ৵৩ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ২০শে মার্চ বজলবার বেলা ১২টা পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ১৯শে মার্চ সোমবার দ্বিপ্রহর বেলা না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। বিভাগের আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে তাঁহাদের আগামী ২৩শে মার্চ শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ৯ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মোট ৯ কোটি ৫১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ইস্যু বিভাগের সমক্ষে বিক্রীত হইয়াছে।

বিভিন্ন বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার প্রচলিত ছিল :—

টেলিগ্রাফি (প্রতি টাকায়)	১ মিঃ ৫৯৷৷ সেঃ
ঐ মার্কানী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন বাস (,,)	১ মিঃ ৬৯, সেঃ
ডি এ ছয় বাস (,,)	১ মিঃ ৬৯, সেঃ
ডলার (প্রতিশত)	৩৸৵৩৩

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৭ই মার্চের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৫১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। গত ৭ই মার্চ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আসিফাকৃত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬১২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ও ৫১৮ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

আলোচ্য সপ্তাহে অন্যান্য বিভিন্ন সরকারের ঋণ এবং ভারত সরকারের কর্ত্তৃক নূতন ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত যোজনা বোম্বাই এবং রাজ্যের শেয়ার বাজারে বিশেষের আলোড়নের ভাব দেখা বিশেষ উক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা কলিকাতার শেয়ার-বাজারে তেমন কোন উত্তেজনার সঞ্চার বিস্তার করিতে পারে নাই। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে মোটামুটি স্থির ভাবেই পরিলক্ষিত হয় এবং অল্পকয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিত শেয়ারের কোন লক্ষণীয় মূল্য হ্রাস ঘটে নাই। সপ্তাহ শেষে অধিকাংশ শেয়ার এবং ইণ্ডিয়ানাইট বিভাগের কোন কোন শেয়ারের মূল্যের নিম্ন হইতে সামান্য উন্নতির ভাবই পরিলক্ষিত হয়।

কোম্পানীর কাগজ—ভারত সরকারের কর্ত্তৃক মূতন ঋণ গ্রহণের সম্ভাবনীয় যোজনার সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য সপ্তাহেও কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের মূল্যের নিম্ন হইতে সামান্য উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে সরকারী ৩০ টাকা মূল্যের কোম্পানীর কাগজ ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। সরকারী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৩৮৯

হেড অফিস—৮৬বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, খাটাল, চাঁটাবন্দর, সিউড়ীপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, ভেটরিয়া, পুরুলিয়া, সাথার্থ এভিনিউ, বড়বাজার, মোরাদাবাদ ও মোগাবুরী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

স্থাপিত—১৯৩১ ফোন : ক্যাল ৩৪৫৩

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চলতি হিসাবের সুদ ... ১%

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আমানতের সুদ ২%

শাখা : ২ মার্চ, ৮বি, ডিক্সন কলিকাতা শাখা, ৮৩এ হারিসন রোড এভিনিউতে অফিসে খোলা হইয়াছে।

অনুমোদিত জামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ এম্ ব্যানার্জি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

মূলধন

অনুমোদিত	বিক্রীত	আদায়ীকৃত
৪ কোটি টাকা	২ কোটি টাকা	১ কোটি টাকা

(বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন শীঘ্রই যথাক্রমে ৪ কোটি ও ২ কোটি টাকায় পরিবর্দ্ধিত হইবে

কলিকাতার স্থায়ীয় বোর্ড।

সভাপতি : মিঃ এম এ ইস্পাহানী

স্যার আবদুল হালী সাহেব, মিঃ এ সি সাহা, মিঃ আই পি খোরেজা, মিঃ বৈদ্যনাথ ভালাল, মিঃ কে সি নিয়োগী, মিঃ অন্নদাপ্রসাদ সিংহ।

কলিকাতার শাখাসমূহ :

প্রধান অফিস : ২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস।

৩ এইচ বিডন্ রো—ম্যানেজার

ভারতে ও বিদেশে সর্ব্বপ্রকারে ব্যাঙ্কিং কার্য্যাদি করার পূর্ণ ব্যবস্থা আছে।

বড়বাজার :	ডালহৌসি ষ্ট্রীট :	ভবানীপুর :
কে পি সেনগুপ্ত	বি কে মিত্র	এম এম ব্যানার্জি
ম্যানেজার	ম্যানেজার	ম্যানেজার
টেলিগ্রাম : "UCOBANK"		বি বি ঠাকুর
টেলিফোন : ক্যাল ৩৩৭৩		জেনারেল ম্যানেজার

৩৲ টাকা মূল্যের কলমের (১৯৩৬-৩৭) ৯৩৬/- আনা, ৩৲ টাকা মূল্যের কলমের (১৯৩৭-৩৮) ১৪৯৬/- আনা ও ৫৲ টাকা মূল্যের কলমের (১৯৩৮-৩৯) ১৯৪৲ টাকায় আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রি-বিতরণ হইয়াছে। আলোচিত কলমগুলির মধ্যে ৩৲ টাকা মূল্যের ইষ্ট পি (১৯৩৮) ১৩৩/- আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাপড়ের বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারে মোটামুটি উন্নতিই দেখা যায়। বাসন্তী ১৯৩০ আনায়, কানপুর টেক্সটাইল ১৯৩০ আনায়, এলফিন ৩৪৯০ আনায় ও বেঙ্গোবাস ১৮/০ আনায় বিক্রিবিলি হইয়াছে।

অন্যান্য খবর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বোম্বাইয়ের ঊর্দ্ধতির আশাই দৃঢ় হয়। আলোচ্য সপ্তাহে বম্বাইয়ের ৪৩৯/০ আনা, আমেদাবাদের ৪৮৮/০ আনা, ইন্দুমতীমিলস ২০৲ টাকা ও লাইব কলমপুরা ৩৩৯/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা যুক্তবন্দরের অর্থাৎ আলার কলিকাতার শেয়ার-বাজারে চটকল সমূহের অধিকাংশ শেয়ারের মূল্যের কিছু কিছু উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। হাওড়া ৮৬৪০ আনা, টীটাগড় ৫৩৯৲ টাকা, বিলাসরেল ২৫৮০ আনা ওয়েবহাটী ৯৮২৲ টাকা ও এরেন্স উইভিং ৫১৮৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ার-বাজারেই স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ইণ্ডিয়ান আয়রন ৪০/০ আনা, টাল কর্পোরেশন ৩৩৯০ আনা, অফিসার্স ও টাল ২৪৮০ আনা ও ক্রিটানিয়া ১৯৲ টাকায় বিক্রিবিলি হয়।

চিনির বাজার—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারের চাহিদা অথবা মূল্যের কিছু হইতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। তেজ এক্স বোনাস ৫৮০ আনায় বিক্রিবিলি হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারের দরে মোটামুটি স্থির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে বেঙ্গলুর ১১৮০ আনায় বিক্রিবিলি হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১২ই মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে মোটের উপর উন্নতির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহে মার্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার দরের ফরিদা তুলার দর ৪৩৯০ আনা ছিল। বর্ত্তমানে তাহা ৪৪৪৮০ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে ঐ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার দরের তুলার দর গত সপ্তাহে ছিল ৪১৯০ আনা। বর্ত্তমানে ঐ দর ৪৪৮৲ টাকা।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার দেশী কাপড়ের চাহিদার তুলনায় যোগানে একান্ত শীমাবদ্ধ হওয়ায় ক্রমবর্দ্ধমানের আশার সঞ্চারের ব্যাপারে কোন আর অবধি থাকে না। মাদ্রাজবাসী ডেলার এবং বম্বাই সংস্থানি এক মারফৎ-লিপিতে জানাইয়াছেন যে, সুতা সুলভ মূল্যের তুলনায় গত বহুদিন যাবৎ অস্বাভাবিক চড়া থাকায় কাপড়ের কলের পরিচালকগণ কলের সদ্ব্যবহার করা হইতেছে। বাংলার এখন পর্য্যন্ত (বাংলার আসা আশা অপেক্ষা) ৮০০০ বেল কাপড় খাটতি আছে। বাংলা পর্য্যবেক্ষকের বহু সাহায্য এবং কঠিন রীতি-পালনে খাঁটি সদাগরেরা আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর কাপড়ের পক্ষ হইতে করা হয়। বাংলা পর্য্যবেক্ষকের তুলিবিহীন উপায়ে বহু কঠিন করিবার প্রস্তাবিত পরিচালনার বিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি বিবৃত।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৩ই মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে বেচাকেনা বন্ধ ছিল বলে। সপ্তাহের প্রথম দিকে চটকলওয়ালাদের ক্রয়ের বিশেষ আগ্রহ দেখান নাই। কিন্তু অবশিষ্ট হইতে কলিকাতার চটকলগুলির কাছে পাটের চাহিদার ধরণ বাহির হওয়ায় সপ্তাহের শেষভাগে বাজারে আবার

হয়তো শুনে থাকবেন

- যে অভিনবত্বের ছোঁয়া লাগায় ট্রাম্প মলমের আকর্ষণ বাড়ে।
- কিনুন ও ব্যবহার করুন। কিন্তু মোদ্দা কথায় বিচার করে দেখবেন। সেইজন্যই বলি, আজকাল প্রায় সকলে আমাদের কথা শুনে ট্রাম্প অভিনব কেন্দ্রে তৈরী অভিনব কেন্দ্রে ব্যবহার করছেন।
- কিন্তু আপনি কথা শুনছেন কি না। এ-ব্যাপারে অভিনব কাজের দুটি অতি প্রয়োজনীয় কথা—ট্রেডমার্ক ও ফিনিশিং—আমাদের নিজস্ব কারখানায় প্রস্তুত।
- ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে থাকে। অভিনব কেন্দ্রিকের আরেক একটি সমাধান করে ব্যবহারে আরামদায়ক।
- আপনার আরামের কাজের আমরা নিযুক্ত।

ন্যাশনাল রবার প্রোডাক্টস
ব্যবহারিক এজেন্টস্ : হরকো,
১-৩৪, বিডন রো, কলিকাতা।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

গ্রাম—নিজনবা, কলিকাতা হেড অফিস—কলিকাতা

বিহার, উড়িষ্যা, সি. পি ও বাংগলার

শাখা অফিসসমূহে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

এজেন্সি—বোম্বাই, মাদ্রাজ ও নাগপুর।

অফিসের সরঞ্জাম

- বাই মার্কিং
- লিকুইড প্যাস্টস
- রবার ষ্ট্যাম্পস
- এলুমিনিয়ম মেডিল
- সিলিং ওয়াক্স
- সেল, সেট
- টোকেন্স ও সেটস
- মেডেল ও অন্যান্য ধাতু চিহ্ন
- ফিতে-করা ব্যাজ
- পালার সীলমোহর
- পদবীযুক্ত নামের ধাতু-চিহ্ন
- ব্রঞ্জিংয়ের নানাবিধ ব্রুমাস
- লিটু বোতামের তৈরি ডিজিটলস

● সরঞ্জামের জন্য ইংলিশ্চিত নাম-পদ্ধতি আমাদের নিজ তালিকায় ব্রুমাস্য ব্রুমাস্য পত্র লিখুন। আমাদের অন্য নমুনা

ব্রাঞ্চ্রেক্স
১৮৯, বিডন রো, কলিকাতা।
ফোন ৪ বি বি ১৯৮৮

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৯

অনুমোদিত মূলধন	...	৩০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন		১৫,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন		৮,৬৮,৪২৫৲ টাকা
আদায়ত্ব		১,২৫,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	...	১,৬৫,০০,০০০৲

পৃষ্ঠপোষক :

ত্রিপুরাধিপতি—শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে. সি, এস, আই,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

রাজসভাভূষণ—শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

হেড অফিস :
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

কলিকাতা অফিস।
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হারিসন রোড, কলিকাতা।

বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্রই শাখা আছে।

ব্যাঙ্কের সকল প্রকার কার্য্য করা হয়।

ব্যাঙ্ক-কর্মচারীদের পরীক্ষা—গত ১৫ই মার্চ হইতে কলিকাতা বিভিন্নবিদ্যালয়ের ব্যাঙ্ক-কর্মচারী পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। মোট ৪১,৪৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতেছে। বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে মোট ১০৭টি ব্যাঙ্ক-কর্মচারী পরীক্ষার কেন্দ্র আছে।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯১৩

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ

কলিকাতা অফিস—১৭৬ কর্ণ ষ্ট্রীট। ফোন : বড়বাজার—৯৮৭

২রা ফেব্রুয়ারী ভৈরব শাখা (খোলা হইয়াছে)

৭ই ফেব্রুয়ারী পুরাণবাজার শাখা (চাঁদপুর) (খোলা হইয়াছে।

শীঘ্রই পাটনা সিটি শাখা খোলা হইবে।

অন্যান্য শাখা—বরিশাল, ফুলিয়া, ফরিদপুর, বীরকাঠি, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, ঢাকা।

জেনারেল ম্যানেজার—কে কে পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস সি সাহা

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস—২৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

শাখা—বালীগঞ্জ

৪ঠা মার্চ মঙ্গলবার (আজ) শাখা খোলা হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন। এম কে ঘোষ

ম্যানেজার—২১৮৩ ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

তার :—ENEM BANK ৮৩, ষ্ট্রাণ্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : বি বি ৬৫৩৪

আসানসোল	ঝরিয়া	ডুমরাওন	রাজপুর
বেলেঘাটা	জামতাড়া	লালাডুমা	সাহেবগঞ্জ
চাকা	ঝিনাদহ	মুজফ্ফরপুর	শিবসাগর
ছাপরা	তালডাঙ্গা	মধুবনী	টাংগেল-আসাম
দরভাঙ্গা	ডায়াপী	নিজামাবাদ	ওয়াজিরাবাদ
ডালমিয়ানগর	দুমকা	পাঁচী	বাগবাদ্
			লায়ালপুর

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ইষ্ট এম দাস।

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলঙ্গ

তার—SHILLBANK ফোন : বিডন—১৮৬

কলিকাতা শাখা—১৫নং ষ্ট্রাণ্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলি—BANE SHILLO ফোন : ক্যাল—৪৪৫৩

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ফেব্রুয়ারীতে লক্ষিত হইয়াছে। বৃহৎ পরিবিভিন্ন অভিজ্ঞতা হিসাবে পাটের দাম বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। পাটের দামের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং অবস্থার যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার কাঁচা মালের দরও বৃদ্ধি পাইবে বলে মত। পাট বীজ বৃদ্ধন আশানুরূপ সংরক্ষণাভাব না হওয়ায় পাট বহুলপরিমাণে আবাদের হাতের পাট হাড়িতে বিশেষ আগ্রহশীল নয়। আগামী বৎসরে উহা পাটের যোগান পাইবে অনুবিধা হইবে আশা করিয়া কলকারখানাগণ এখন হইতে আগামী ফসলের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতেছেন এবং আগাম হারে লাভ নিতেছেন।

আমেরিকার চাহিদার সঙ্গে পাটজাত দ্রব্যের বাজারের তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে আরও চাহিদা বাড়িতে পারে এই আশায় কলকারখানা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিতেছেন না।

আলোচ্য পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়াস্যাভের বিক্রয় ও বহির দেশীয় পাট ব্যবসায়ের প্রতি মণ ১৭৫৲ আনা ও ১৭১৲ আনা দরে এবং মুনাফাখোরদের বিক্রয় ও বহির ব্যবসায়ে প্রতি মণ ১৬৫৲ আনা ও ১৬৫৲ আনা দরে বিক্রয় হয়।

সাধারণ বেল বিক্রয়ে বর্ত্তমান সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত কম ব্যবসা হইয়াছে বলিয়া চটকলওয়ালারা পাট বিশেষ ক্রয় করে নাই। পাটের দাম বিশেষ চড়া না থাকায় বিক্রেতাগণও বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৯শে মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দরে সামান্য অবনতির আভাষ পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহ অপেক্ষা কম দরে এবং দেশী পরিমাণ সোণা বিক্রয় করায় জন্যই আলোচ্য সপ্তাহে সোণার দরের অবনতির কারণ। বিদেশী ব্যাঙ্ক গত শুক্রবার এক,৫০০ তোলা সোণা প্রতি ভরি ৩১৮৲ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি সোণার দর ছিল ৩২০৲ আনা। বর্ত্তমানে তাহা ৩১৮৲ আনা দাড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহে প্রতি ভরি সোণার দর ছিল ৩৩৯৲ আনা। বর্ত্তমানে তাহা ৩৩৭৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি তোলা সিনি বর্ত্তমানে ৪৮৲ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—বিদেশী ব্যাঙ্ক গত শুক্রবার ৩৩৲ আনা রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১৯১৪৲ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই রূপার দরে অবনতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১৯৮৲ আনা। বর্ত্তমানে তাহা ১৯৩৲ আনা দাড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১৯৭৲ টাকা। বর্ত্তমানে তাহা ১৯৫৲ আনা দাড়াইয়াছে।

ভারত টুথ পাউডার

পাইরোরিয়া, দাঁতের বেদনা, আদি ঘোলা রক্ত ও পুঁজ পড়া প্রভৃতি

সকল প্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

ডিষ্ট্রীবিউটার ও এজেন্ট আবশ্যক।

ভারত কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ

১৪, ডাঃ অবনী সেন, বড়বাজার, কলিকাতা

সাপ্তাহিক বাজার দর

		১৫ই মার্চ	১৭ই মার্চ	১৯শে মার্চ	২১ই মার্চ	২২শে মার্চ	২৩শে মার্চ
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা)	...	৩৯৯/০	৩৯৯/০	৩৯৯/০	৩৯৯/০	৩৯৯/০	৩৯৯/০
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	৩৬৯/০	৩৬৯/০	৩৬৯/০	৩৬৯/০	৩৬৯/০	৩৬৯/০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	...	১৩৯৯/০	১৩৯৯/০	১৩৯৯/০	১৩৯৯/০	১৩৯৯/০	১৩৯৯/০
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	১৩৯৯৲	১৩৯৯৲	১৩৯৯/০	১৩৯৯/০	১৩৯৯/০	১৩৯৯/০
বিনির দর—প্রতিভরি (কলিকাতা)	...	৪৯৸০	৪৯।০	৪৯।০	৪৯।০	৪৯।০	৪৯৸০
কোম্পানীর কাগজ—গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য সুদের দেয়ারের দর (সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন)	...	৯৯৸০-৯৯৷৵০	৯৯৸০-৯৯৷৵০	৯৯৸০-৯৯৷৵০	৯৯৸০-৯৯৷৵০	৯৯৸০	৯৯৸০-৯৯৷৵০
ইণ্ডিয়ালিষ্টস—							
ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ		—	৩৯।০-৩৯৸০	৩৯৷৵০-৩৯৷৵০	৩৯৸০-৩৯৷০	৩৯।০ ৩৯৸০	—
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি		—	৩৯৸০-৩৯৷৵০	৩৯৷০-৩৯৸০	৩৯৷ ৩৯৸	৩৯৸০-৩৯।০	—
কুমারধুবী—অর্ডি		১৯৷০ ১৯৷০	১৯৸০	১৯৸০-১৯৷০	—	১৯৷০	১৯৷০-১৯৷০
অর্ডিনা ইলেকট্রিক ষ্টীল		৪৯৸	৪৯৷০-৪৯৷০	৫৯।০	—	—	—
মেসার্স	...	৫৩৷৵০-৫৩৷৵০	৫৩৷৵০	৫৩৷৵০-৫৩৷৵০	—	৫৩৷৵০-৫৩৷৵০	৫৩৷৵০
মার্শাল্স	...	৫৵০-৫৸	—	৫৷৵০-৫৷৵০	৫৵০-৫৸	৫৷৵০-৫৷৵০	—
ভাষরাম আয়রন এণ্ড ষ্টীল		—	১১৸৵০	—	—	১১৷৵০-১১৷৵০	—
ষ্ট্রীকনিয়া		১৮৸	—	—	—	১৯৸ ১৯৸০	—
ব্যাঙ্ক—বাঙ্গা কর্পোরেশন		৫৯৸০-৫৯৷৵০	৫৯৸০-৫৯৷৵০	৫৯৷৵০-৫৯৷৵০	৫৯৷৵০-৫৯৷০	৫৯৸০-৫৯৷৵০	৫৯৷৵০-৫৯৷৵০
ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন		৬৷০	৬৷০	৬৷৵০-৬৷০	৬৷০	৬৷০	—
ব্যাঙ্ক—ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া		১৪৫৸	১৪৫৸	—	১৪৫৸-১৪১৷০	—	১৪৫৸
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক		৪৩।০-৪৩৸০	৩৯।০-১৯৯৲	—	৪৷০	—	—
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া		—	১৫।০-১৫৸	১৫৪৲-১৫৫৲	১৫৪৲-১৫৷৵০	১৫৪৲-১৫৷৵০	১৫৫৲
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং		—	৪৫৸০-৪৬ ৷৵০	৪৫৷৵০-৪৫৷৵০	৪৫৷০-৪৫৷০	৪৫৷৵০-৪৬৷০	—
ডালটেন্		১১৷৵০-১১৷০	১১৷৵০	১১৷০-১১৷৵০	১১৷৵০	—	—
রাণীগঞ্জ		৫১।০-৫১৷৵০	—	৫১৲	৫১৷৵০-৫১৲	—	—
ইকুইটেবল্		৯৯৷০-৯৯৷৵০	৯৯৷০	৭৷৵০-৭৷৵০	৭ —	৭৲ ৭৷৵০	৭।০-৭৷৵০
সাউথ করলপুরা	...	৩।০-৩৷৵০	৩।৵০-৩।৵০	৩।৵০-৩।০	৩।৵০-৩।০	৩।৵০-৩।৵০	৩।৵০-৩।৵০
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ		৭৫।০-৭৫।০	৭৫।০-৭৫।০	৭৫৷০-৭৫।০	৭৫৷০-৭৫।০	৭৫।০-৭৫।০	৭৫।০-৭৫।০
বেঙ্গল্	...	১১৫৲	—	১১৫৷০	—	—	—
ভাগলপুর ষ্টেপল্টাইলস্		১৯৷০	১৮৷০	১৮৷০-১৮৷৵০	১৯৷০-১৯৷৵০	—	১৯৷০-১৯৷০
এলবিন কটন মিলস লিঃ		৬৪৷০	৬৫৷৵০	৬৫।০	৬৫৲-৬৫৷৵০	—	৬৫৷০
বেঙ্গলাক্স		১৭৷০	—	—	—	—	১৮৷০-১৮৷০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	...	৫৩৲-৫৪৷০	৫৩৲	—	৫৩৲	৫৭৷০-৫৭৷০	—
ইণ্ডিয়ান পেপার মিলস লিঃ		—	১৯৷০	১৯৷০-১৯৷০	১৯৷০-১৯৷০	—	—
ষ্টীলস	...	৪৯৲-৪৭৷০	—	৪৯৷০-৪৯।০	২৯।০	৪৯।০	৪৯৷০-৪৯৷০

অভয় কুমার নাহা

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

অভিজ্ঞতাসহ দক্ষে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

১, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : বিডনষ্ট্রীট

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার :

এ চ্যাটার্জি, বি-এল, সি-এ, আই, আই, বি

সাপ্তাহিক বাজার দর

		১ই মার্চ	১০ই মার্চ	১৭ই মার্চ	২৪ই মার্চ	৩১ই মার্চ	৭ই এপ্রিল
চটকল—অন্যান্য ফুট বিলস লিঃ	...	—	—	—	[illegible]	[illegible]	—
আগরপাড়া ইণ্ডিয়া ফুট বিলস লিঃ		—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভাদাবাড়ী		—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কাঁকিনাড়া		—	—	[illegible]	—	[illegible]	—
কেলিডেকেনী	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কিলাকেল	...	—	—	—	[illegible]	[illegible]	—
কাঁকিনাড়া	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাজরা	...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
বিবিধ কল—বেঙ্গল ল্যাম্প কোং লিঃ	...	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ক্যালকা ল্যাম্প কোং লিঃ	...	—	—	—	—	—	—
কেক এণ্ড কোং লিঃ	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
চা বাগান—কেওলুম টি কোং লিঃ	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]
সিলেক্ট টি কোং লিঃ	...	[illegible]	—	—	—	—	—
বিবিধ—ক্যালকাটা সিকেন্ট কোং লিঃ	...	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
ডি আই কর্পোরেশন	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
ইলিসীয়ন ফাইনান্সী কোং লিঃ	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ফোটান ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ		—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
ইণ্ডিয়া কেবলস কেমিক্যালস কোং লিঃ	...	[illegible]	—	[illegible]	—	—	[illegible]
আলায়েন্স সিকেন্ট	...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—
ভালকান ইলেকট্রিক কোম্পানী	...	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]
মিউ এসিয়াটিক ইলেকট্রিকেল	...	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯৩১ টেলিগ্রাম :—ব্যাঙ্কার

হেড অফিস :—৮৪এং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা।

ফোন নাম্বার—৭০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৬৭এং ষ্ট্রাইড ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮এং রুস ষ্ট্রীট)।

বাংলা প্রদেশ—আরড়া, চট্টগ্রাম, কেশবী, কোয়াখালী, ঢাকেশ্বর, সুরাপবাজার, চৌমুহনী, মিরাজপুর, চাঁদুড়-বাঁও, পাইকাশী, নবাবপুর (১০৭), নারায়ণগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, ছাপরা, বক্তিয়ারপুর, পাটনা সিটি এবং ভাগলপুর।

সতর্কতা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী— ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

ডি মজুমদার মিঃ এম কে গুহ

ভারতীয় ইউরিপীয় ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি ১৭৭৪

ব্রাঞ্চ অফিস :—

চাকুরিয়া, দীঘার্ঘ মার্কেট, ঐরাবাবাদ, ভবানীপুর, আসানি, পাঁচুড়, রামপুরহাট, ধুলিয়ান, [illegible], আহিরণঘাট, [illegible]।

ডাইরেক্টর :—মিঃ বি এন চাটার্জ্জী

টাকা খাটাইবার জন্য নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

শাখা :—[illegible], নবদ্বীপ

নারায়ণগঞ্জ, মি র কা দি ম, ঢাকা, দক্ষিণ কলিকাতা, বহরমপুর (বেঙ্গল), বি ষ্ণু পু র (বাঁকুড়া) ও পু রী শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার— এম, সি, বাড়রী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— এম, এন, দাশগুপ্ত এম-এ (কণ্ড)

আপনার সহায়তা কামনায়

বি

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলি ২২৩০ (৩ লাইন)

আদায়ীকৃত মূলধন	টাকা
(অগ্রিম প্রদত্ত নহে)	১০,৩৩,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,০৮,১২,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি	১,১২,৩৮,০০০৲
রিজার্ভ	২,৭৬,০০০৲

আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমাদের উপর নির্ভরে নির্ভর করুন।

প্রাচীনতম আয়ুর্বেদীয় অভিজ্ঞতা ও অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত কেশ তৈল

কল্যাণী

সুরভিত আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া কলিকাতা

এরিয়ান ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ৮, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং

কলিকাতা, কানপুর, এলাহাবাদ, ক্লিয়ারিং হাউসগুলির মারফৎ ক্লিয়ারিং সুবিধা প্রাপ্ত

—শাখাসমূহ—

এলাহাবাদ	কলকাতা
অমরাবতী	কাকরাল
আলমিরাডা	কল্যাণপুর
আজমিরিগঞ্জ	কাঁথি
ঝেরিমী	কানপুর
বালেশ্বর	লক্ষ্ণৌ
বেলেডা	মেদিনীপুর
কাজরা (এলাহাবাদ)	নির্মলীপুর
খেমারুল	নরসিংহদত্ত
ভৈরব	নাথপুর
ঝাঁসিপুর	নর্থ কলিকাতা
চাকুলিয়া	পারপুর
চাপরা	রাণাঘাট
চাটিগাঁও	রৈবতপুর
পাটনা	সুবর্ণবেড়িয়া
বাটানগর	শিলিগুড়ি
বাটীকিলা	শ্রীরাম
মোগলসরাই	টাণ্ডা
রামসেহরপুর	বলরা
রৌলপুর	ঔরঙ্গাবাদ

শীঘ্র কাজে নিযুক্ত হইতেছে

সামান্য সঞ্চয়ে আপনি সুখ ও শান্তি পেতে পারেন

ডোমিনিয়নে জীবন বীমা করে'

ডোমিনিয়ন ইনসিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড।

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল

ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস : সিলেট

কলিকাতা অফিস—

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য শাখা—

শিলং, সিলচর, গৌহাটী, চাকা, করিমগঞ্জ, হাফলং, নওগাঁ, করিমগঞ্জ বাজার, হবিগঞ্জ, বি পো ই স ন, মেঘলোনা, বরদখলিয়া, ধইগ্রাম, (ও)লখী-বাজার, লণ্ডাইবন্দর।

- কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ এক কোটি টাকার উপর
- শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্যাশ ক্রেডিটে টাকা ধার দেওয়া হয়
- হুণ্ডী-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিল ভাঙ্গিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

জেনারেল ম্যানেজার—যে এস দাস।

এবার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

গৌরবী মিলস্ লিঃ

ফ্লোট মিলেরা

বস্ত্রের জনপ্রিয়তার কারণ বাজারেই বোঝপড়া হইবে।

১নং মিল	২নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)	বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং.

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩৯৫৩ (৩ লাইন)

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	৫০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন	৩৯,০০,০০০৲ টাকার অধিক
রিজার্ভ ফাণ্ড	৬,২৫,০০০৲ টাকার অধিক
ডিপোজিট ও বিবিধ দায়িত্ব	২,৪৮,০০,০০০৲ টাকার অধিক
আদায়যোগ্য	৩,৭৫,০০,০০০৲ টাকার অধিক

(৩১. ১২. ৪৩ সালের হিসাবানুযায়ী)

গত ২৫শে জানুয়ারী বোম্বাই শাখা খোলা হইয়াছে।

ডালহৌসী শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

কে, এস, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ভারত সরকার ও রাষ্ট্রনায়কদের সহানুভূতির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস : চাঁদপুর

হেড অফিস : ২৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা

কলিকাতা অফিস : ৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২৭৮এ, আপার চিৎপুর রোড, ২৪৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (নিজস্ব), ১৩৩বি, রাসবিহারী এভেন্যিউ (নালিন্দা)।

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র

১৯৪৩ সালের কাজের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে লাভ ইতিমধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এম চক্রবর্ত্তী

PHONE—B. B. 6362 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 26th March, 1945. সোমবার, ১২ই চৈত্র, ১৩৫১. [৪৬শ সংখ্যা

আমদানী আইনের সংশোধন

যুদ্ধের সময়ে অত্যধিক বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর অত্যধিক ট্যারিফ্ বসানো হইয়াছে। ঐ ট্যারিফের ব্যবধানে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত আয়ের বেশীর ভাগই গভর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া যাইতেছে। ফলে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন বিবেচনায় যুদ্ধের পরে প্রতিষ্ঠানগুলির কোন মজুত অর্থসিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। বেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের বাড়ীঘর ও যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যে পুরাণো হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে অনেক যন্ত্রপাতি অচল হইয়াছে। এই অবস্থায় শিল্প-ব্যবসায়ের অর্থসিদ্ধি বজায় রাখিতে হইলে এখন হইতে অনেক কল-কারখানার বাড়ীঘর ও যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রয়োজনমত নূতন কলকব্জা বসাইতে হইবে। কিন্তু সরকারী ট্যারিফ কোম্পানীর সেজন্য উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করা অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভবপর নহে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দেশের শিল্প-ব্যবসায়ীরা গত কয়েক বৎসর যাবৎ শিল্প কোম্পানীর উপর ট্যারিফ সম্পর্কে একটা সুবিবেচনা দাবী করিতেছিলেন। ভারত সরকারের অর্থ-সচিব প্রকাশ্যে সে দাবী সম্পর্কে বিশেষ সহানুভূতি জানাইয়াছেন। সম্প্রতি আমদানী আইন সম্পর্কে একটী সংশোধক বিল উপস্থিত করিয়া তিনি শিল্প-কোম্পানীর বাড়ীঘর ও যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তন সম্পর্কে কোম্পানীসমূহের খরচের একটা অংশ কর দাবী-যোগ্য আয় হইতে বাদ দেওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। চলতি ১৯৪৪ সালের আগামী এপ্রিল মাসের পর যে সব বাড়ীঘর তৈয়ার হইবে ও নূতন যন্ত্রপাতি কেনা হইবে তখনকার জন্যই এই বিশেষ রিবেট দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। শিল্প-কোম্পানীসমূহ নূতন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে মোট খরচের শতকরা ২০ ভাগ অনুপাতে ও নূতন বাড়ীঘর সম্পর্কে শতকরা ১০ ভাগ অনুপাতে আয়কর দাবী হইতে রেহাই পাইবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের বাড়ীঘর নির্ম্মাণ ও যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তন সম্পর্কে এইরূপ রিবেট দেওয়ার প্রস্তাব অর্থ-সচিবের পক্ষে তাড়াতাড়ি অনুমোদনের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। শিল্প দেশের কর দায়ে ঐ রিবেট প্রদানের ব্যবস্থা হইলেও তাহাতে সরকারের প্রয়োজন হিসাব-নিকাশ করিয়া আদায় করা যায় এমন নূতনের অতিরিক্ত চাপের ফিরত দুর্দ্দিন অবসানের ইঙ্গিতক্রমে শিল্প-কোম্পানী সম্পর্কে ঐ দিন দিয়া যে অবিবেচনা দেখাইয়াছেন তাহাতে ভরসা করিলে আয়কর-অবসানের অবসান নিকটবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। ইংলণ্ডের শিল্প-কোম্পানীগুলি বর্ত্তমানে যন্ত্রপাতি বাবদ যে অর্থ খাড়া রাখে তাহার পরিমাণ ৭৫ ভাগ করা বাদযোগ্য আয় হইতে বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। সেখানে ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ হইতেই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য ঐরূপ বিশেষ রিবেটের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৪ সালে এদেশের শিল্প-কোম্পানীগুলিকে প্রয়োজনীয় খরচের ভিত্তিতে কোন বিশেষ রিবেট দেন নাই। আমাদী বে বাদ হইতে

সাময়িক প্রসঙ্গ

একটা 'রিবেট' দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেই 'রিবেট'ও আবার যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ ও বাড়ীঘরের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগের বেশী হইবে না। কেবল রিবেটের ব্যবস্থাই নহে, আয়কর আইনের তৃতীয় সংশোধক বিলে তুলা হইয়াছে যে, ভারতীয় শিল্প-কোম্পানীসমূহ যেসব নূতন যন্ত্রপাতি ১৯৪ করিবে অথবা যেসব নূতনতর ২০ ভাগই ৩৫ বৎ বাদযোগ্য আয় হইতে বাদ দেওয়া হইবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান-সমূহকে বিশেষ প্রয়োজন বাদদানের উদ্দেশ্যে আইনের ঐরূপ কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইলে কিম্বা পুরাণো যন্ত্রপাতিই মেরামত করা হইলে সেসবক্ষেত্রে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সকল ক্ষেত্রেই মোট খরচের শতকরা ২৫ ভাগ পরিমাণে আয়করের আওতা হইতে রেহাই পাইয়া থাকে। আয়কর দেয় কোম্পানী পুরাতন যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামত করিয়া তাহা চালাইবার ব্যবস্থা করিলে আয়কর সম্পর্কিত অবস্থানের হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার কোন অর্থ হয় না। আমরা আশা করি, দেশীয় শিল্প-ব্যবসায়ের স্বার্থের কথা ভাবিয়া কেন্দ্রীয় সরকার

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৯৫-৯৭
বাজেটবিষয়ক প্রশ্ন	৯৯৭-৯৯
আয়কর সিনেমা শিল্প প্রতিষ্ঠান	৯৯-৯৭
বেঙ্গলীয় ব্যাঙ্ক	৯৯৭-৯৯
আর্থিক দুনিয়ার টুকিটাকি	৯৯৯-৯৯
পুস্তক-পরিচয়	৯৯৯
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৯৯৮
বাজারের হালচাল—	৯৯৯-৯৯

স্থাপিত—১৯৩০ সন ফোন বড়বাজার—৪২৯০

ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

৫৭নং ক্রাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—
এ, কে, ফজলুল হক,
বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী

ডেপুটি চেয়ারম্যান—
খান বাহাদুর হাসেম আলি খান
বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী

ও স্থানীয় প্রয়োজনে আমরা সকলেই স্বীকারে এক বাক্য হিসাব পরিচালনে যে, মোসাফির অসুবিধার জন্য তাহা যায় কিনের -কিন্তু অসুবিধা থাকিতেছে না। ফলে যেখে সাধারণের পরিবেশ পরিষ্কার একটা সাধারণ অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য এই মূলধন অবশ্য কাঁচাইয়া যা উহিকে পারিলে যেখের সকল মোহরের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ বস্তু পাওয়ার কোন আশাই নাই। তাহেই আমরা সকলেরই বর্তমান এখন হইতে সাহিত্যে অন্যের স্বরূপী এক্ষেত্রে বস্তু বলিয়া দেওয়া, সাধারণ বিভিন্নের জন্য সকলেরই কম যত্ন ব্যবহার করা ও ঐ সঙ্গে যেখের অসুবিধার উৎপাদন বাজারের বর্তমানের মূলধন বাজারের সঙ্গে তাহার ব্যবস্থা করা। ব্যবসায় অন্যের দেশী মূলধন অন্যান্য যেখে বাজারের বিষয় একটা আসল, এই যে, মোসাফির অসুবিধাদানের জন্য তাহাকে বর্তমানে যে বস্তু বৈদেশ হইয়েছে তাহার মাত্রে আসে টেলিফোন ওপারেটার যেটি এ প্রয়োজনে বিশেষ কাজ করে। সাধারণ প্রয়োজন ও স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইয়া যে কাজের অবশিষ্ট থাকিতেছে সেগুলোকে অল্প সময়ে পরিষ্কার হইলে মাত্রাধিক্য লোকে অসুবিধা ১০ অসুবিধা মত বস্তু পাইতে পারে। কিন্তু আমরা বর্তমানেই ও টেলিফোন অপারেটার যেটি যে ধারে বাজনার জন্য বস্তু প্রস্তাব না করিয়া এ প্রয়োজনীয়তার ব্যবস্থাধিক্য ১০ অসুবিধা তাঁহারা বস্তু সরবরাহ করিতেছেন। ইহাতে অসুবিধা প্রয়োজনের মূলধন অসুবিধা যেখে বিনা বাজনার আমরা যেখে অসুবিধা হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থার ব্যবসায় বস্তু সকলে দূর করিতে হইলে সকল দিকে বিনাই এ প্রয়োজনে অসুবিধা যোগান বৃদ্ধি সম্বন্ধে অধুনা অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে হইবে। কি ব্যবস্থায় তাঁহার বিবৃতিতে দেখা আমরা সরকারের বিশেষ সহানুভূতি জানাইয়াছেন, ইহা অবশ্যই কথা। কিন্তু আমরা মত আর এই যে, মিনিস্ট্রিয়ের বস্তু যোগানের কিন্তু উহার আমাদের ব্যবসায়ীদের ঐতিহাসিক পরিমাণে ও বিভিন্ন মূলে তাহা সকলের ব্যবস্থা করা যায়। অর্থ ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন-অভিপত্তি অনুযায়ী কিনে আর ইহা মুদ্রিতের হাতে বিনা সঞ্চিত হইতে পারে না। সেজন্য বিনা সেখিতে যেখে ব্যবসায়ে অন্যের ও বস্তু যোগানের কিন্তু অধিকে যেখন এখন ব্যবসায়ে ইহা সকলের ও বিভাগের ব্যবস্থা খুবই দরকার। কিন্তু যেখন এখন সম্বন্ধে এ প্রয়োজন একটা বিশেষ অসুবিধার কথা এই যে, যে ব্যক্তিরা উপর ইহার ভরুর ও বাহির সঙ্গে বাহিরে তাঁহার উপর এ প্রয়োজনীয় কথাবার্তার কোন আসা নাই। বলতে অসুবিধা-অসুবিধা ও পারিবেশিক অবস্থা ব্যবসায়ে জন্য বাজনার মন্ত্রিসভার যোগাড়া ও অযোগ্যতা। কিন্তু এ কথিত সরকারী কাজে বেশী পরিমাণে তাঁহাদের সেইরূপ যোগ-নিয়োগে নিয়োগ করিয়েছেন। আর ব্যক্তিগত ওপর নিজিন্ন ব্যবসায়ে বিভাগের ব্যবসায়িকে এই ভাবে যেখে সিমুক্ত হওয়ার ইতিমধ্যে ব্যবসায়ের মূলধিক আন্তরিকতা করিয়াছে। সরকারী অফিস ও কথাবার্তার অসুবিধা বস্ত হইয়া যেখে বিনাছে। এই নীতি অবশ্য বাজিনে এ প্রয়োগে অন্য যেখেনিয়ে কাজ মূলধনভাবে অসুবিধ হইলে বলিয়া আশা করা যায় না। অন্যের যৌথ্যম বিনা হাতে প্রয়োজন করিয়া অবশ্যই যেখে ব্যবসায়ে ইহার কর্তন ও বিভাগ অসুবিধা সম্বন্ধে যেখে বিনা বিনা যোগদান পক্ষপাতিত্ব না যেখাইতে পারেন এবং বর্তমান-নির্বিশেষে ব্যবসায়ে সকল অবস্থায় যেখের বিভাগ অসুবিধা হাতে বস্ত বিভক্তিত হয় যেজন্য যেখের যোগের প্রতিনিধিবিধায়ীর যোকদের আশা আছে ও অন্যান্যে অসুবিধাদি যেখেনি পরামর্শ ও অন্যান্য সমিতি গঠিত হওয়া উচিত। সেইভাবে আশা আমরা যা হওয়া সম্বন্ধে বস্ত যেখেনি সম্বন্ধে বিনা অসুবিধার সময় অন্যান্য অসুবিধাদের মনে যেখন বিনের আশা যা অন্যান্য আর সকার কমিনে পরিনা মনে হয় না।

পুরনো বিমানের ইঞ্জিনের ব্যবস্থা

'ক্যাপিটাল' পত্র ইহার এক সংখ্যে বার্ড লাইনের সংস্থার এখনে পুরনো বিমান-ব্যবস্থার ইঞ্জিনি বিনাশ সম্বন্ধে একটী আলোচনীয় বিষয়ের প্রতি যেখনাদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উক্ত পত্র অনেক যে, ইংলণ্ডের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ ইহাদের উৎপাদিত বিমানের পাইলটদের বিকট যে ভাবে বিমান অন্তর যেখের বিমানের ব্যবসায়কারিদলকে ব্যয় সরবরাহ ৩০৲ টাকা অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হয়। তাহাতে লোকসানের মন্ত্রী এবং বিমানদলের হাত বন্ধ করিয়া এখনে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সঙ্কুল বাধা বিমানসমূহ এবং সাধারণ ব্যবসায়-কারীদের এবং মূলধনের পার্থক্য ইংলণ্ডের তুলনায় কম এবং ইহা সত্যকথা ২০ ভাগের বেশী নহে। উহার যেখেই শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ পাইলটদের বিকট বাজনার বিমান করিয়া থাকে এবং তাহা ছোট পাইলাম, ব্যবসায়ের ছোট পাইলাম, বস্ত মূলধন ব্যবসায়ী, মাঝারি মূলধন ব্যবসায়ী, ছোট মূলধন ব্যবসায়ী ইত্যাদি ৩০১ হাত পৃথিবী সমস্যা ব্যবসায়কারীদের ব্যবসায় উপযোগ হয়। ইহার মধ্যে এখনো যেখেন ব্যবসায়ীই কিন্তু কিন্তু লাভ এখন করে। ফলে যেখে সমস্যা সমাধান ব্যবসায়-কারিদলকে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সঙ্কুল বাধা মূলধন মূলধন সরবরাহ ৫০।৬০ ভাগ বেশী মূল্য বিতে হয়। 'ক্যাপিটাল' পত্র বলেন যে, উৎপাদক ও ব্যবসায়কারীর মধ্যে এই বহুদূরে ৩০১ শ্রেণীর ব্যবসায়ী থাকায় বহু সমস্যা ব্যবসায়কারীদিগকে অধিক মূল্য বিতা সমস্যা ক্রয় করিতে হয়। অধিকন্তু এই ব্যবসায়ে সমস্যা ব্যবসায়কারীদের সহিত সমা-উৎপাদকদের কোন যোগাযোগ থাকে না এবং অনেক ব্যবসায়কারী সমস্যাকে কেবলে বিনা ইহা বাজারে বিক্রয় করে বলিয়া সমা-উৎপাদকদের সুবিধা বিধি হয়। এই ব্যবস্থার আরও অধিকার হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ইহার অধিকার করিতে হইলে সমা-উৎপাদকদলকে বহুদূর সঙ্কুল বিক্রেতের হাতিল অথবা অনুযোগিক মূলধন যোগানের দ্বারা বিনা বাজনার বিক্রয় করিতে হইবে। অধিকন্তু যান সরবরাহের ফলে সমা-উৎপাদকদের হাতে যে সমস্ত বিমান থাকা হইবে তাহার আংশিক বাজারে যেখের ব্যবহারযুক্ত সমা-উৎপাদকদলকে টাকা বার 'ট্রেড-ভাঙ্গির' ব্যবস্থা করিতে হইবে। 'ক্যাপিটাল' পত্রের এই সব মন্তব্য বাজনা যেখের পক্ষে অধিকার্ত্তর প্রণিধান-যোগ্য। কারণ বর্তমানে যেখে যেরূপ বাহির হইতে আমদানী বাজনার সমস্ত—যাবনার উৎপাদিত বাজনার বাহিরের লোকের ব্যবহারে বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহাতে বিনিময় সমস্যার ফলে বিক্রয় এবং প্রতিযোগিতা সাধ্য প্রবল হবে। ইহার ফলে ব্যবসায়ীদের লাভ হিসাবে প্রতি বৎসর বাজনার অন্তত: ১০ কোটী টাকা বাহিরের লোকের হস্তগত হইয়া থাকে। এই বিষয় বাজনার কাপড়ের কল, সেটি যোগান কল, ঔষধ প্রস্তুতের কারখানাসমূহের পরিচালকবর্গ ও অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালকদলের আবশ্যই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সাধিক হইতে আমরা বাজনার এই ক্রটির অন্তরায় বাজনা যেখে যে সব বিমানের ব্যবহার হয় তাহা যদি শতকরা ২০৲ টাকার পরিবর্তে ১০৲ টাকা অধিক মূল্যে বস্তুসমূহ ব্যবসায়কারীদের বিকট বিক্রয় করা যায় তাহা হইলে বাজনার উৎপাদিত বস্তুসমূহ অধিক হইবে এবং ইহার ফলে বাজনার শিল্প-প্রতিষ্ঠান-গুলির সঙ্গে বাহিরের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিযোগিতা করা অনেক সহজ হইবে। ইহাতে ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ে বাজনার যোগানের পরম যে অনেকটা বন্ধ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বীমাকারীদের তালিকা

যেজীয় বাজনা পরিষদের বিশেষজ্ঞ কমিটী (সিলেক্ট কমিটী) বীমা আইনের সংশোধনের বিলে বীমাকারীদের তালিকা হাল সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রস্তাব সংযোজিত করিয়া বিয়াছেন। ঐ সব প্রস্তাবে এজেন্টদিগকে যেন তালিকাভুক্ত হাল বীমা পলিসির প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের উপর সর্বোচ্চে পঞ্চাশ ৫০ ভাগ ও দ্বিতীয়ের প্রিমিয়ামের উপর সর্বোচ্চে ২৫ ভাগ পারিশ্রমিক তালিকা করা বন্ধ হইয়াছে। সেইসব নিয়মে প্রস্তাবক হইয়াছি তালিকা ও তালিকাভুক্ত হইয়াছে এজেন্ট যে ভাবে এখনে বীমা পলিসি বিক্রয় করিবে তার তাহাকে এজেন্টদের তালিকাভুক্ত হাল প্রস্তাবে বিক্রয় করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। প্রস্তাবে প্রকাশ তালিকাভুক্ত হইলে বৈদেশে যে যেখন এজেন্টদের সম্মুখ অধিক হইবে তাহা নহে, ইহার ফলে এজেন্টদের অর্থ-উপার্জনের হাল পাইবে যেখে বীমা ব্যবসায়ের অবনতি হয় বন্ধ করার আশা করা যায়। এজন্য তথা বিশেষজ্ঞ তালিকা আমরা ইতিমধ্যেই বিস্তৃতি তালিকার প্রভাবের বিষয়ে বীমা প্রতিষ্ঠান আলোচনা করিয়াছি। এখনে আমরা আশিয়া সুখী হইলাম, তালিকাভুক্ত হাল হাল সম্বন্ধে বিশেষ তালিকার উপযোগের প্রস্তাব বর্তমানেই যোগাই বর্তমানের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন না। তালিকাভুক্ত হাল সম্বন্ধে এজন প্রস্তাব সুবেদারিক তালিকার বিনা বিশেষ তালিকা হাল বিশেষ যে পারিশ্রমিক সহজ বৃদ্ধিবাহক, বর্তমানেই তাহা তাঁহাদের সঙ্গে এতই গাঙ্গাগাঙ্গি হইয়াছে বলিয়াই মনে করেন। তাঁহারা বীমা এজেন্টদের এজন প্রতিনিধি সভাতি আনন্দ সরবরাহের বীমা তালিকা-টেলিফোনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাদের নিকট আশ্বাস দিয়াছেন যে, বাজনীয় বীমা আইনে এজেন্টদিগকে যেন তালিকার হাল প্রস্তাবের হাল সংক্রান্ত বক্তব্য ১০ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। বীমা কোম্পানী-সমূহ নিজেদের খরচে ঐ হাল হাল করিবার জন্য আবেদন না করিলে উহা বর্তমানের তুলনায় অবশ্যই বর্তমানেরই ইচ্ছা নহে। বিশেষজ্ঞ কমিটিরের উপর তালিকার হাল সম্বন্ধে বস্তুতা ও ভাবের ভেদে হাল তালিকার প্রস্তাবক বর্তমানেই সমর্থন করেন না। যদি কোনরূপ তাহা করাবার ব্যবস্থা হয় তবে এজেন্টদের জন্য প্রতিযোগিতা হাল সাধনের উদ্দেশ্যেই তাহা করা হইবে। মিঃ মৈত্রমহাশয় জানাইয়াছেন, বীমা আইনের প্রস্তাবক বিলে বাজনার বিশেষজ্ঞ কমিটিরের উপর যেন তালিকার সম্পূর্ণ কোন পরিবর্তন না করা হয় তালিকার তিনি বর্তমানেরই পক্ষপাতী বিশেষ। বীমাকর্মীদের তালিকার হাল বস্তুতা বাজনা সম্বন্ধে বীমা তুলাবিশেষজ্ঞদের এই আশ্বাস প্রস্তাবের খুব সমর্থনোচিত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। বিশেষজ্ঞ কমিটির যেসব সভ্য ঐ বাজ হাল সম্বন্ধে অন্যান্য উপযোগিত তালিকাভুক্ত বীমা কর্মীদের দুর্দশা ও অসুবিধা বীমা ব্যবসায়ের সমস্যার কথা জানিয়া তাঁহারা ঐ বিষয়ে একটা পূর্বাভিজ্ঞতা তালিকা, ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?

মিঃ বি এল মিত্রের অভিজ্ঞতার

কলিকাতাবাসীর জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য যেসব উৎপন্ন ব্যবসায়ের সংগঠনে মিঃ বি এল মিত্রের অসামান্য কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নীতি সভ্যতা কিনীতির ও মূলধনদাতার সম্বন্ধে নাই, কিন্তু অন্যান্যের যেসব পথা ও ব্যবসায়ধারণের পরিবর্তন এখন পর্যন্ত যেরূপ বহু তাহাতে এই নীতি অবলম্বন করিলেই অন্যান্যের সুবন্দোবস্তের অসংখ্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এখনো পরিচালন মোকের বাধাবিঘ্ন আর পুরাইছি। অসংখ্য সম্বন্ধে যেসব মূলধন নীতি অনুসরণ করা হইলে তাহা যে মূলধনের যত ভোর অনেক হইবে তাহা অনুমান করা যায়। ইহাতে মোকের ব্যক্তিগত বিনিময় বিনা তাহাদের জীবনযাত্রার কোন উন্নতিসাধন উন্নতি পরিবেশ বলিয়া মনে করা যায় না। এই অবস্থায় আমাদের মোকদের আর্থিক উন্নতির জন্য বর্তমানে যত ভেদে যত প্রয়োজন হইতেছে সকল দিক দিয়া এখনে পথা ও কলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি করা। সম্প্রতি ইহিয়ান চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতায় মিঃ বি এল মিত্রের উহার অভি-

আমদানী এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টির উপর বিশেষ-ভাবে জোর দিয়াছেন বলিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, আমদানী কৃষি ও শিল্প উভয় দিক দিয়াই উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। সেদের জোড়াতালি জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য সেই সুযোগ যথোপযুক্ত ভাবে গ্রহণের একান্ত দরকার। কিন্তু সেদের পর্যবেক্ষণই পূর্ণ সেদ এই বিষয়ে উদাসীনতা প্রকাশ করিলেও সেদের কর্ণধারদের দৃষ্টির সম্মুখে ঐ ব্যাপারে তাঁহাদের দায়িত্বের উপযোগী সজাগ ভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইংলণ্ডের জোড়েরা প্রয়োজনীয় মালের দিক দিয়া পূর্বের সকল পরিমাণে বাহিরের উপর নির্ভরশীল ছিল। যুদ্ধের সময়ে সকল দিক দিয়া সেদের ক্রমিক পূর্বতীয় অবিরা দৃষ্টির পর্যবেক্ষণী আজ ইংলণ্ডের যে পরমুখাপেক্ষিতা অনেক পরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে আমাদের বিদেশ আমদানীর ইংলণ্ডের বহু শিল্প-কারখানা বিলয় হইয়াছিল। দৃষ্টির পর্যবেক্ষণের আকস্মিক চেষ্টার ফলে সেই সব কারখানা যে কেবল পূর্বতীয় হইতেছে তাহা নয়, সেই সঙ্গে পণ্য উৎপাদনের পরিমাণও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে যুদ্ধ-সময়ে যুদ্ধের পূর্বের বৎসরের ৭ ভাগের তৈরী জিনিষের পণ্য উৎপাদিত হইত। যুদ্ধের সময়ে নূতন দিক দিয়া সরকারী চেষ্টা ও উদ্যোগ নিবোধিত হওয়ার ফলে এখনে সেখানে ১৪ হাজার তৈরী জিনিষ যুদ্ধের পণ্য উৎপাদিত হইতেছে। যুদ্ধের সময়ে শিল্প-কারখানা সম্প্রসারণের জন্য বাহির ও দৃষ্টির পর্যবেক্ষণ এখনও যে অর্থ নিয়োগ করিতেছেন। যেসব সরকারী শিল্প-কারখানা সময়ে এই বীতি অবলম্বিত হয় নাই, তাহাদের প্রতিষ্ঠান-ও যৌথ কোম্পানীগুলির সম্প্রসারণ এইভাবে বাড়ানো সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। বাহির পর্যবেক্ষণী যুদ্ধ ১৯৪৪ সালে ঐ সেদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে ১ হাজার তৈরী জিনিষ ঋণ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। দৃষ্টির পর্যবেক্ষণী সেদের শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতিকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য দুইটি কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। এই কোম্পানী দুইটির কাজ পরিচালনার জন্য প্রাথমিক মূলধন হিসাবে ৪ কোটি ডলার দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হইয়াছে, তাহাদের অবসা আলোচনা করিবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কমিটির কাজ হইবে, এদেশে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সরকারীভাবে সেকল সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। যুদ্ধ-প্রচেষ্টা চালাইবার দিকে সমবেতভাবে তৈরার সম্পর্কে তাঁহারা অবহিত হইয়াছেন। তাহার ফলে ঐ সিক দিয়া উৎপাদিত বাড়িয়াছে। কিন্তু যেসাধিক পণ্য উৎপাদনের দিক দিয়া এদেশের পর্যবেক্ষণী আজও কোন অবসর কার্যকরী অবলম্বন করেন নাই। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের অত্যন্ত সেদের সেদের বিরাজমান দুরবস্থা দেখা যাইয়া সম্প্রতি তাঁহারা শুধু অভিযোগ, পরিচালনার অযোগ্যতা লইয়া আলোচনাতেই সময় কাটাইতেছেন। সেদের সেদের বর্তমান দুরবস্থা দূর করিবার জন্য ও স্বাভাবিক অবস্থার তাহাদের জীবনযাত্রার ছিন্নভিন্ন নিয়মের জন্য এই ধরনের বিভিন্ন অসোভাব পরিবর্তন করিয়া অভিযে মূলধন যোগের পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আমরা পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিশেষ অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

আমদানের পরিবর্তনশিলতা

আমদানের পরিবর্তনশিলতা সম্বন্ধে সম্প্রতি যত অনেক মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিদেশী এজেন্সির মাধ্যমে আমদানের ব্যবস্থা করিলে আমদানের মালের মূল্যমান বিদেশ হইতে আমদের আমদানীর পরিমাণ ১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে—পক্ষান্তরে এই মালে আমদানী হইতে বিদেশে স্থানীয় পরিমাণ আটাদের মালের মূল্যমান ৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। চলতি আমদানী বৎসরের প্রথম মাস হইতে যত অনেক মাস পর্যন্ত ৮ মাসের পরিসংখ্যানের হিসাবে দেখা যায় যে, বিদেশে বিদেশ হইতে আমদের আমদানীর পরিমাণ যত বৎসরের এই ৮ মাসের তুলনায় ৪৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু স্থানীয় পরিমাণ বাড়িয়াছে মাত্র ৬৯ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। ইহার অর্থ আমদানী বৎসরের আট মাসে যত বৎসরের এই আট মাসের তুলনায় আমদের স্থানীয় আদিবেশের পরিমাণ ৪১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা অধিক। মাত্র ২৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার পণ্য-পরিমাণ বৃদ্ধিপাইয়াছে। ইহাদের ইউরোপীয় যুদ্ধ বিরতিতেই, অন্যদিকে যাতায়াত এবং সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচল ক্রত বিস্তারের না হওয়ার জন্যই বিদেশ হইতে এত্তুর পরিমাণে মালপত্র আমদানী হইতেছে।

সম্প্রতি আমদ সরকার ইংলণ্ড হইতে ৯ কোটি পাউণ্ড—অর্থাৎ ৮৮ কোটি টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানীর ব্যবস্থা করিবার জন্য লাভ আমদের ব্যবস্থাদীদের ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন। আমদ-যুদ্ধের আমদানীকারকগণকে যত প্রকার সাহায্য বিদেশ হইতে আমদানী করিবার জন্য আমদ সাইদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইসব আমদের মালের সরবরাহ করেক মাস আমদে বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ আরও বেশী হইবার এবং অবিলম্বে উহা আরও বৃদ্ধি পাইবে বলে ধরা যায়। বেসব দেশ যাইবেদের আমদানে চলতি সরকারী বৎসরের শেষ পর্যন্ত আমদের বিদেশ হইতে যে মালপত্র আমদানী করিবে—আমদের হইতে মালপত্র রপ্তানী করা আমার মূল্য দেশ হইবে না। এসব হইতে পারে যে, চলতি বৎসরে আমদ হইতে বিদেশে রপ্তানীর অতিরিক্ত মাল বিদেশ হইতে আমদে আমদানীর ফলে সমদের আমদের সঞ্চিত তহবিল হ্রাস পাইবে এবং উহাকে আমদানীর মূল্য দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যাইবে।

আমদানের গতি

আলোচ্য সপ্তাহের বিদেশবাণিজ্যের সঙ্গে ধরনেই আমাদের বন্দরে বাহিরের অসংখ্য প্রতি যোগের তীব্রতা বৃদ্ধির লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে।

পূর্ব বন্দরে কোলিন্সবার্গে অবস্থিত কলাম বাহিনী সাহায্যের জন্য বিশেষ হইতেছে। অবশ্য আমীম সৈন্যদের অনেক হইতেছে মুদ্রণ মুদ্রণ সরবরাহ পাওয়া যিয়াছে। সাধারণ বাহিনীর সাহায্যের উপযুক্তভাবে ফোলবর্ণ সহর অধিকার করিয়াছে। মুদ্রণীন মুদ্রণ সকলের ফলে এর মুদ্রণের বাহিনীর বাহিনী আক্রমণের পর মুদ্রণ হইয়াছে। অবর অধিকারে প্রতিদিন প্রবল আক্রমণ আরও করিবার জন্য: মুদ্রণ এর বিমান মুদ্রণ করা করিতেছেন। আমাদের সৈন্যদল বাহকদীতে ধীরভাবে এগিয়েছে। অবশ্য, মাঝে মাঝে ঐক্যবদ্ধ আমদের বাহিনী আমাদের পথ রোধ করিতেছে। এই অঞ্চলে প্রায় ৪০ হাজার আমীম সৈন্য অবরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মাত্রাক্রমের পক্ষসমূহের ধীর গতি আক্রমণ সত্ত্বেও বাহিনীবাহিনী ইহা অধিকার করিয়াছে। এবারার ইউরিন ব্যাসেল ও আমদানিক উপকূল ভিন্ন সমস্ত জায়গা আর জোয়াত আমীম সৈন্যের এক্তিয়ার আসিয়াছে। সমস্তের হইতে বিদেশের মুদ্রণ পরিমাণ আমদ করার ব্যবস্থা-ব্যবস্থা দেওয়া যাইতেছে। সর্বশেষ সমস্ত প্রকাশ, কিন্তু বাহিনী মেসেনবিজের পশ্চিম ব্যাসেলে অবস্থিত আমীম বাহিনীর প্রধান কেন্দ্রগুলি বিদ্রুপ করা হইয়াছে।

পশ্চিম প্রধানমন্ত্র হিসেন্টার ও ফীল্ডমেসেল মার্শাল মুইজেনহাউসের আমন্ত্রণে সন্ধ্যাবন্ধু আছে। আন্তর্জাতীয় মুদ্রণ পরিস্থিতির মেসন কোন উন্নতি হয় নাই বলে, কিন্তু বলে হিটলার এবং তাঁহার সেনাপতিগণ এখন মুদ্রণ মুদ্রণ ঘটিয়া এমন মনে হয় যে, আমীমী অধিনায়কের শেষ চেষ্টা না করিয়া সহিত তথা আত্মসমর্পণে কোন চেষ্টা করিবেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের আমদানের গতি অত্যন্ত বলিয়া যায়। তাঁহার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি ক্রিমিয়া যাত্রা করিবেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহার সঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেন এবং সমর-সচিব মিঃ এমেরী যাইবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহারা সকলে ক্রিমিয়া হইতে ফিরিবার পথে মিশরে যাইয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

ক্রীম প্রধানমন্ত্রে ক্রীমবাহিনী কর্তৃক বিশেষ অধিকৃত হইয়াছে এবং তথা হইতে প্রবল পরাক্রমশালী উৎপাদন অধিকার ক্রীমবাহিনী অগ্রসর হইতেছে।

প্রাচীন মহানগরের প্রধানে আমেরিকার অধিনায়ক বাহিনীবাহিনীর সাহায্যকল্পে ইহার অধিকে বাহিনীর ক্রীমে আরো সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। ফিলিপাইনের পাশে ক্রীমেও বাহিনীবাহিনী অবতরণ করিয়াছে এবং ইহার রাজধানী ইলোইলো অধিকার করিয়াছে।

এ সপ্তাহে মিত্রশক্তির বিমানবাহিনীর যত বড় আক্রমণে জাপানের সৈ ও বিমান শক্তির অধিক ক্ষতি করা পারিয়া গিয়াছে। সব সপ্তাহে অধিকাংশই জাপান আক্রমণ করা হইতে পারে বলিয়া যে অনুমান প্রকাশ হইয়াছিল, জাপানী কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক কার্যাবলীতেও সেই অনুমান দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। জাপানী কর্তৃপক্ষ তত বড় সন্দেহজনক হইতে বিদেশের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উহার ইতোমধ্যেই বহু বিভিন্ন ও গোয়াই-জাহাজ এলাকায় বিদেশীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য জাপান হেড নৌ সৈন্য মোতায়েন করিয়াছে। অতিরিক্তে অধিকের সম্প্রতিক যুদ্ধের জন্য জাপানে আধুনিক বিমানসমূহ দ্বারা অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক বিমান ধ্বংস করা হইয়াছে এবং ধ্বংসাধিকে সম্প্রতিক কালে বিরোধ করা হইতেছে। জাপানের দৃষ্টির মেসন জাপানী ২৮শে প্রতিদিন দেখা হইবে, তখন পাওয়া যিয়াছে যে, ঐ সময়ের মধ্যে আমার যুদ্ধের অধিক ধ্বংসের জাপানের যুদ্ধ দৃষ্টি করিবে না মধ্য দুইদৈনিক ভাগ ধরা জাপানের নিজেই হইতে সোনী আর্থিক পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে বলিয়া রাজনৈতিক মহল অনুমান করিতেছেন। সোন সরকারের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ফিলিপিনেসের প্রতি জাপানের সাম্প্রতিক অত্যাচারই বাহি সোনের ক্রোধ ও অসন্তোষের কারণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ফিলিপিনোদের সঙ্গে সোনীদের বর্ণবিদ্বেষ, ক্রীমের ও রক্তসম্বন্ধ সম্বন্ধ রহিয়াছে। জাপানের জাপানের বাহিনীর ও সোনেরা, অবর সংখ্যা হইলে জাপানের অধিকার অবস্থায় এ বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ থাকিবে না। কারণ জাপানের অত্যন্ত সংখ্যা যুদ্ধোদ্যমী আজ বিশ্বেতে মিত্রই বাহিনীর এবং ফিলিপাইনের অবর সাহায্যের সোন সাহায্য করিবার বিশেষ অবসর পাইবার আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার উপর যদি সোনান এবং বার্মিয়া ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তবে জাপানকে নৌ-অবরোধের বিরুদ্ধে জাপানকে এক সঙ্কটের হইতে হইবে। কিন্তু সে অবস্থা যুদ্ধ কেন্দ্রীভূত ভারতাধীনের যুদ্ধ অবসরে, অন্যথায় অবসর অন্যান্য দক্ষিণ জাপানের আছে বলিয়া মনে হয় না।

সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপে মিত্রসেনা অবতরণ করিয়াছে। মিত্রসেনা ফাইন দ্বীপের তীরে তিন মাইল পাহাড়ী এলাকায় অধিকার করিয়াছে। অবতরণের ও দিনে সংগ্রাম চলিতেছে।

অতিরিক্তী বন সোনাবাহিনী ফরাসী বাহিনী অধিনায়কের অধীনে প্রেরণ করা হইয়াছে। জাপান-এ বন সেনা পাঠা আরোহণ যুদ্ধ করিয়াছে।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গতকাল লর্ড ওয়াভেল্ সহসা বিলাতযাত্রার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্রিটিশীয় সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ, তুরস্ক পররাষ্ট্রসচিব তাঁহাকে তথায় আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহাতে রাজনৈতিক সম্বন্ধে একটা সমাধানের আলোচনার জন্য ওয়াভেল্ তাঁহাকে যাইবেন বলিয়া মনে করা হইলে ঘোর অন্যায় সন্দেহ করিতেছিলেন। তবে তাহাতে আপত্তির কারণ তখনে যেই অবস্থাটি দেখা অতিশয় বলবান্ বলিয়াই এখন সন্দেহের বিশেষ আশা-করবার্ পাত্র হইয়াছে। অধিকন্তু যত বড়মের হিন্দু মুসলিম সমাধান আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ব্রিটিশীয় লর্ড ইসলের আলোচনার যে সারমর্ম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, লর্ড ক্রাস্টিপ্স্-কে সম্মেলন আমাদের প্রতিনিধিদের বিষয় এক্ষণ ঠিক্ত মুসলিম-এর প্রস্তাব অনুসারে দেশের প্রকৃত প্রতিনিধিবর্গের সহিত কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের পুনর্গঠনের কথা সম্বন্ধে তখনী আলোচনার জন্যই লর্ড ওয়াভেল বিলাতে যিয়াছেন এবং বড়লাট ইহাই তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিবার জন্য পুরীন নিজের ভাবে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করিবেন। আরও প্রকাশ, লর্ড ওয়াভেল তাঁহার প্রেরিত মেমোই-এর বাকি পুরীন বক্তিগণ বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন।

* * *

পুরীন গভর্নমেন্ট ভবে কি একদিনে তাহাদীয় দেশের উপরে হইতে তাহাদিগে সোপান বাহিয়া আসিবার-যাইবারার ক্ষেত্রে বাধিয়া আসিতে রাজী হইয়াছেন? প্রমুখ ভিন্ন অভিজ্ঞতার অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়া এমনের আমরা অস্বাভাবিক আশাবিত হইতে পারিতেছি না। তবে বড়লাটের এই আকস্মিক বিলাতযাত্রা যে বৃদ্ধিমের অর্থপূর্ণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা লর্ড ক্রাস্টিপ্স্-এর সম্মেলনের ফলে দেশ-বিদেশে ভারতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব পাইয়াছে। কিন্তু বিধাতার সম্মেলনে ব্যবস্থা করিতে হইলে ভারতের আজ অবধি জীবাইয়া রাখা যায় না। অধিকন্তু এদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেরূপ দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে এরূপ আর এদিকে ভারতের অন্যান্য দুর্নীতি ও অসন্তোষ যেরূপ ভয়াবহ হইয়া দাঁড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে দেশের বেছাধীন ব্যক্তিদের সহযোগ ও সমর্থন বজিত গবর্নমেন্ট আর বেশী দিন টিকিয়া থাকা, বিশ্বাসকর নয়। লর্ড ওয়াভেলের আকস্মিক ইংলণ্ডে গমনের মূলে বড়আদি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর চাপ এবং বড়আদিই বা ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির চাপ কাজ করিয়াছে সেই সম্বন্ধে মূলবান্ আলোচনা না করিয়া আমরা পরবর্তী সংবাদের আশায় উৎসুক হইয়া রহিলাম।

* * *

অদ্য ইতিমধ্যেই কিছু আজাদ-ইহিন্দ পাওয়া যাইতেছে। 'ডেলি' সংবাদ দিয়াছেন, রেঙ্গুনের পুরুষদের মুখে মহিলা সমাজ দেখা দিয়াছে। আমাদের রেঙ্গুনের সম্বন্ধে যে বাহত শুনার ঘোষণা করিয়াছে তাহার অল্প মূল্য থাকিবে হইত না দেশ, তাহার একটা আন্তর্জাতিক মূল্য আছে। সুতরাং এই সম্বন্ধে পুরীন গবর্নমেন্ট ব্যাপারটি পরিষ্কার করিবেন। দেশ-না এই সম্বন্ধে এখন যাহা কিছু বলা হইবে না তাহা হইবে ভারতের জনসাধারণের উপর বিশ্বাসঘাতের তাহা প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে। অধিকে যার ক্রাস্টিপ্স্-এর সম্মেলনে সংখ্যালঘু বিশেষজ্ঞের প্রতিনিধি মনোনীত করার যেরূপ যে আপত্তিই আপত্তির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নয়, আপত্তির বক্তিদের, বিশেষ করিয়া বক্তিদ মুসলমানদের কোন কোন মহলে, বিরূপ সমালোচনার উদ্রেক হইয়াছে। বড়লাটের বিলাত যাত্রার আরও এরূপ বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি হইতে পারে। আশাদের বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী মূলে আপত্তির প্রধান যাহা করিতে দেশে প্রয়োগের প্রয়োজন ও প্রবল আরও অনেক বেশী পরিমাণে পাওয়া চাই। আমরা পাইতে দেখে আপত্তির কারণ প্রতিকৃতি দিয়া ফুলাইলে চলিবে না। সুদূর মনোই পুরুষ দেশে একটা প্রবল প্রতিবিপ্লবীর মানস-পরিমণ্ডল সৃষ্টি না হইলে সমস্যার সমাধান সুদূরপরাহত। কেন্দ্রীয় পরিষদে যার সংখ্যা পরাজিত হইয়া আজ সরকার সুবিধার ব্যবস্থাকে বৃদ্ধিমত্তা করিতে পারিতেছেন না। অধিকন্তু আপত্তির মুসলমান বাজার সম্বন্ধে বাকির মুসলমানের সহিত পুরীন স্বার্থের সংঘর্ষের সম্ভাবনার কথাটার পরিষ্কার বিশেষ। আপত্তির বাকির মাইর বিরে বুদ্ধিমা পরিলে পুরীনের পক্ষে তাহা উৎসর্গীত হওয়াই বিধেয়। এক কথায়, সমুদ্রিক বিরা সমীর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতে চলিয়াছে। এই সব বুদ্ধিমান্দাদের আলোচনাই আশ প্রয়োগের ওপরই লর্ড ওয়াভেলের ভাবে পরিষ্কার কি?

* * *

ভার বরদাই আকবরা খান্ বিলাতের 'টাইমস্' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতের বাস্তবিকিক অচল অবস্থা দূরীকরণের পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে লক্ষিবের উল্লেখযোগ্য এই যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সমাধানসূত্র বলিয়া আজাদীয় সংবাদপত্রের মহলে যাহা প্রচারিত হইয়াছে তাহার সহিত তার বরদাই আকবরার সহ-মিলনের আশা বিশ দেখা যায়। তার আকবরার প্রবন্ধে কেন্দ্রে আসন বন্টনের সমস্যার সমাধান-সূত্র হইতেছে এই যে, কেন্দ্রীয় আসন, আইন ও স্থিতি এই তিন ক্ষেত্রেই পরস্পর ৫০ জন মুসলমান থাকিবে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পরিষদে, বড়লাটের শাসন পরিষদে বা বর্তমানীয় কেন্দ্রীয় বহিসভায় এবং আইনের সর্বোচ্চ ফেডারিবিভাগের ক্ষেত্রেসমিতির মধ্যে পুরস্কার ৫০ জন মুসলমান থাকিবে। অন্যান্য ক্ষেত্রের অনুপাত অনুপাতের দাবী জানান হইয়াছে। ভারতের অবশিষ্টাংশ এক-তৃতীয়াংশের জন মুসলমান। তাহা ছাড়া, হিন্দু ও মুসলমান ব্যতীত ভারতে আরও অন্যের সম্প্রদায় আছে—শিখ, পৌষ, ফেনীয় খৃষ্টান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয়ান। তার বরদাই আকবরা সম্প্রতিক্ষে পরস্পর ৫০ জনের দাবী জানাইয়াছেন, তাদ হিন্দুদের মিশ্র হইতে অধিকার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ও অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থার তবলা পাইলে উপরোক্ত পরস্পর ৫০ জনের দাবী সম্বন্ধে মুসলমানরা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিবা তবলা আমরা হইয়াছে। আর আকবরার এই সমাধান-সূত্র ভারতের পক্ষে সাধের ইচ্ছিত না হইলা বিশেষেই ইচ্ছিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমাধানীয় সূত্রে সাম্প্রদায়িক অবস্থার সমাধান-সূত্রের দিন পাইলে আমাদের মনে বিশ্বাসের সঙ্গে দুরাকাঙ্ক্ষার দেখা দিয়াছে। পরম আকবরার 'অখণ্ডভারত' আজাদীয় সমস্যার সমাধান যোগাবিদ্যা হইবে না, আজাদীয়তাবাদী আজাদবর্গ তাহা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিবে না।

* * *

ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে তার আন্দোলনের বিরোধাত্মক সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছিলাম যে, ভারত সরকারের অনুগ্রহভাজন এই দুরাত্মা যাহিনী আর যাহাই হউক না কেন হউক, ভারতের অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের দাবীর যোগ্যতা ও অধিকার তাঁহার নাই। হিন্দুর দেব ও পীড়ার দুঃখের ঘটনা-স্রোতী আজাদের এঁদের মনের ঘরোয়াপে কবিয়-সুর বেলার সৌন্দর্যলহরে এক অপরীসমুক্ত সঙ্কেতে সৌন্দর্যাভিত্তি করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার জোরে অবশ্যকের লোক হাত করিয়া একটা মন্ত্রিমণ্ডলের ব্যবস্থা করা শক্ত ব্যাপার নহে। কিন্তু উহা যে বাংলার অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধাজনক নহে এবং উহাতে যে তাহাদের নৈতিক সমর্থন নাই তাহা দুরিতে বিলম্ব হয় না। সম্প্রতি বাংলা পরিষদের ১৪ জন অপরীসমুক্ত সদস্য বিবোধপক্ষে যারফল বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত তথা অপরীসমুক্ত অনন্যসাধারণের সঙ্গে ঐ সম্মেলনের সম্পর্ক নাই। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা আরোপকারী অপরাধের প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন, অপরীসমুক্ত সম্প্রদায়ের হিন্দু সমাজেরই অংশ এবং সামাজিক অধিকার-অধিকার আরে বলিয়াই তাঁহা আরোপকারের ন্যায় হিন্দুদের হিন্দু নহে বলিয়া প্রচার করার কোন অধিকার তাঁহারা রাখেন। তাঁহা আরোপের মূলধার অভিযোগ সমাজ করিয়া এমন অপরীসমুক্ত শ্রেণীকে হিন্দু সমাজের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক জাতি হিসাবে গড়ে তুলিবার অভিযোগ আরও করিতে চাহেন। তাঁহার এই অপরাধে আরোপেই যার্থতার পরিচয় দিবেন এবং তাঁহার মন্ত্রিত্বের জীবনেতিহাসে আরও বেশী কলঙ্কের রেখা টানা আর কোন অপ্রাপ্তির আশা তাঁহার নাই।

* * *

সৌভাগ্যে কংগ্রেস মহিষ এখন করার ভারতের সর্বত্র চাঞ্চল্য অনুভূত হইতেছে। কিন্তু মহিলাদের

জীবনের একশ্রেষ্ঠ দিনগুলি!

আয় ব্যয়ের হিসাব কষলেই বয়স পড়ে সহজেই, পরিষ্কার। উপার্জনের যেমন বর্তমানে আমুষের হিসাব থেকে যায় নিজের মুখে, সঞ্চয়ের তার মেখে অনিশ্চিতের আশীর্বাদের মুখের ছবি উঠে তেমনি স্পষ্ট। আপনার সঞ্চয় করে তুলুন।

আমাদের আসানসোল, কালিয়াট, আসানসোল, বরাকর ব্রাঞ্চ, বড়বাজার, আলমবাজার, বিবিবাগান, মেছোবাজার, শ্যামবাজার, মাটিয়াবুরুজ, মেটিয়াবুরুজ, বিষ্ণুপুর, মাটিগাছা, কাশিয়াড়া ও মধুপুর শাখা ঘরে ঘরে উঠেছে।

করিতা ও মেকলার শাখা শীঘ্রই গড়ে উঠবে।

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

হেড অফিস—৯/১ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট • কলিকাতা

অবস্থা উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বছরে লাভের পরিমাণ কমিলেও মূলধনের অনুপাতে লভ্যাংশের হার পূর্ব্ববৎ বজায় রাখা হইয়াছে। কারখানার ১৯৪৩ সালের স্থায়ী পরিবর্ত্তন হইতেছে কি না এখনও জানা যায় নাই। এই সম্পর্কে সরকারী মাল ও অন্যান্য কারণমূলক সেলামী পাই পুনিমিত্ত না আসায় পর্য্যন্ত নীরবতার অবলম্বনই বাঞ্ছনীয় বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নীতির দিক হইতেও না দেখিয়া আলোচনার অযোগ্যতার দিক হইতে এক অপরিহার্য্য ঘটনা বলিয়া মনে করা উচিত। তবে যে সব কারণে নীরবতা অবলম্বন করিয়া প্রকৃত অবস্থাকে গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে, অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়া যে অসাধারণের কল্যাণের জন্যই বন্ধির প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে সেই সব কারণ অন্তর্হিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি জনসাধারণের জীবনযাত্রা বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এখানে এক সঙ্গতিশীল সরকার কিংবা কাহার সমর্থনে এক অবিচলিত আন্তর্জাতিক সরকারের গঠনের দ্বারা যদি জনসাধারণের বর্ত্তমান শোচনীয় দুর্দ্দশা দূরীভূত হওয়ার আশা থাকে তাহা হইলে কর্পোরেশনের সেই দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত কি না তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

* * *

আলোচ্য এক সর্ব্বশেষ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। প্রেসিডেন্সীর "আর্থিক ডেমোক্রেসি" দেশের যে মহিলা আবার সাধনাইয়া উঠিয়া ইলেক্ট্রিক করিতেছিল তাহার সেই অধিক আর বেশী দিন টিকাইয়া রাখা গেল না। অকাল, আমার পরিচয়ের প্রধান প্রধান সরকারের মধ্যে একটী দুষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং এই দুর্ঘটনায়ের ভার মহকার লাভুয়া, শ্রীযুক্ত মোশীবাবু সরদেন ও শ্রীযুক্ত মোহিনী মুখার্জী চৌধুরী আমার করিয়াছেন। নূতন মন্ত্রিসভার কাজের ফল কোন পক্ষ প্রকাশ করিতেছে না বটে, তবে এই নূতন মন্ত্রিসভাকে তাঁহারা সমর্থন করিবেন।

* * *

আর্থিক দুরবস্থাটে আন্তর্জাতিকের সমবায় ও সাধারণ অধিকার সংক্রান্ত বিল সম্পর্কে প্রেসিডেন্সী গভর্ণমেণ্টের সমর্থনের সংবাদে আমরা আমরা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে সংবাদ আসিয়াছে, বিলাবলিকান দলের বিরোধিতার ফলে ঐ বিলের আলোচনা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি রাখা হইয়াছে। বিরোধী দলের নিয়মতান্ত্রিক এ্যাসেম্বলী আলাইয়াছেন, "ইহা আমাদের নিজ ও স্বাধীন জাতি। আমরা স্বাধীন নয়। সেনানায়ক হাজ-নৈতিক আবহাওয়া বিষাক্ত। আমার মনে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধিকার অধিকার লাভ করা এই দেশের পক্ষে বিপজ্জনক।"

এই সংবাদে ভারতের লোক ও অনুরাগ দেশ বিদেশ। আমরা আশা করিয়াছিলাম, রাষ্ট্রনীতি ব্যবসায়ীদের অনুযোগের ও অন্যান্য বিশিষ্ট আর্থিক সমস্যাগুলির অনুকূলতা সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত ঐ বিলের আলোচনা স্থগিত রহিল। ইহার পরে ভারতবর্ষ আর্থিক দুরবস্থাটের হিসাবে ইহাকে সমর্থন বিচারের প্রকাশ করিতে পারিবে কি?

টেলিগ্রাম—"আর্থিক জগৎ" ফোন বড় বেন—৬৪৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭৯নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

ইহা ঘোষণা মাত্র, প্রসপেক্টাস নহে

ওরিয়েণ্ট্যাল কটন্ কালটিভেশান এণ্ড মিলস্

লিমিটেড

হেড অফিস—১৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কটন প্লান্টেশন : ত্রিপুরা কটনষ্টেট, ত্রিপুরা। স্থাপিত—১৯৪৩ মিল : বড়িয়া, ২৪ পরগণা

২৯,০০,০০০৲ টাকার

শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়াছেন

উক্ত শেয়ারের মধ্যে ডিরেক্টরগণ, পরিচালক অধীনস্থগণ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ১০০০ ফেলারের শেয়ার ও ৫০,০০০ হাজার অতিরিক্ত শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন; নিম্নবর্ণিত অবশিষ্ট শেয়ার সর্ব্বসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হইবে :—

১০৲ টাকা মূল্যের ৯০০০ (পঞ্চতরা ৭৫ ভাগের ইমুলশ্যান যুক্ত) ফেলারের শেয়ার—প্রত্যেক শেয়ারের জন্য বরাদ্দকারের সঙ্গে পঞ্চতরা ১০৲ টাকা এবং শেয়ার বন্টনের দিন হইতে দুই মাসের মধ্যে বাকী ৯০৲ টাকা দেয়।

১০৲ টাকা মূল্যের ১,৭০,০০০ অতিরিক্ত শেয়ার—বরাদ্দকারের সঙ্গে প্রতি শেয়ারের জন্য পঞ্চতরা ১০৲ হিসাবে দিতে হইবে; শেয়ার বন্টনের তারিখের এক মাসের মধ্যে পঞ্চতরা ১০৲ হিসাবে দেয়। অবশিষ্ট টাকা দুই মাস অন্তর অন্তর তিন কিস্তিতে পঞ্চতরা ২৫৲ হিসাবে দেয়। উক্ত প্রত্যেক শেয়ারের বকেয়া কিস্তির তিন প্রত্যেকে বরাদ্দকারের নথিত অতিরিক্ত ১৲ টাকা লাভিবে।

উদ্দেশ্য :—সাধারণতঃ আটকেলস্ অব এসোসিয়েশন ও মেমোরেণ্ডামে বর্ণিত বিষয় কার্য্যে পরিণত করাই কোম্পানীর উদ্দেশ্য। কিন্তু মূলধন হাস ও বন্টন বিষয় স্থাপনই কোম্পানীর বিশেষ উদ্দেশ্য। উদ্দিষ্টদের কোম্পানী স্থাপনকালে মূলধন হাস আরম্ভ করিয়াছেন এবং ৫০০ টাকা ও ৯৯,০০০ টাকা লইয়া একটী স্থাপনের কল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তাহাতে পরিণত করিবার আর্থিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

—লভ্যাংশ—

১৯৪৩ সনে ...১০%

১৯৪৪ সনে (ইমুলশ্যান) ...১৫%

দেওয়া হইবার।

শেয়ারের জন্য কোম্পানীর দুষ্টির করিয়া বরাদ্দকার করিতে হইবে। শেয়ার বন্টনের জন্য ফেল অফিসে লিখুন।

মূলধন হাস ও মিলের জমি

কোম্পানী পক্ষ দুই বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা ত্রিপুরা অঞ্চলে নিজ অধিকৃত মূলধন উৎপন্ন করিয়া প্রচুর লাভ করিয়াছে এবং লভ্যাংশ দিতেছে। অধিকন্তু চাষ বৃদ্ধির জন্য আরও জমি ক্রয়ের বাবস্থা হইতেছে। মিলের জন্য কলিকাতার উপকণ্ঠে বড়িয়ায় জমি মনোনয়ন করা হইয়াছে।

শেয়ার বিক্রয় জন্য এজেণ্ট আবশ্যক

ফেল্টাস গভর্ণমেণ্ট এই সর্ত্তে এই শেয়ার বিক্রয়ার্থ অনুমতি দিয়াছেন যে, এতদ্বারা প্রস্তাবিত মূলধনের যে অংশ কোম্পানী আবিধ সময়ে টিকভাবে বার করা হয় নাই বলিয়া ফেল্টাস গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন, উহা বিক্রীত সিকিউরিটিতে খাটাইতে না দেওয়া হইবে এবং উক্ত অর্থের টাকা ততদিন পর্য্যন্ত এইভাবে রাখা থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত উহা ঐভাবেই আবদ্ধ না করা হয় এবং ফেল্টাস গভর্ণমেণ্ট (কোনও দেশীয় রাজ্যের সহিত আর্থকৌশিক ব্যাপিনে উক্ত রাজ্যের গভর্ণমেণ্ট প্রতিনিধির সহিত পরামর্শক্রমে) যে পর্য্যন্ত না বিবেচনা করেন যে, আবেদনে বর্ণিত বার মঞ্জুরীদান বা ফেল্টাসন সরকার বিষয়ে অসঙ্গত। ইহার বিশেষভাবে প্রকাশ থাকে যে, এতদ্বারা গভর্ণমেণ্ট ইহার কোনও আর্থনৈতিক পরিচালনার ভার বা অর্পিত বিষয় বা অভিমতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

ভারতে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান

ভারত শাসন আইনের ১১১ হইতে ১৪১ ধারায় এদেশে বৃটিশ শিল্প-বাণিজ্যের অনুকূলে যেসকল বিধানের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। সেই সুযোগে ভারতে বহু নব নব শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া বৃটিশ বণিকেরা এদেশে একচেটিয়া লাভের ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে। ভারত সরকারের উদাসীনতা ও উদারনীতির ফলে বৃটিশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক বিদেশী কোম্পানীও এদেশে অনুরূপ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। ইহাদের এই অবৈধ আধিপত্য দূর না করিতে পারিলে ভারতে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। তাহাই কি বহু যুগের দেশীয় ব্যবসা পরিচালনে এক প্রকার উপনিবেশিক মর্যাদা ভারত যাদের আইনের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা-সমূহ আলোচনা প্রসঙ্গে যে নীতি দেখা হইয়াছে তাহা আমরা সকলে বলিয়াই মনে করি। কি বহু যুগের আন্দোলনের ফলেই দেশীয় ব্যবসা পরিচালনে উপনিবেশিক হস্তক্ষেপ দূর করা লইয়া বিস্তর আলোচনা হইয়াছিল। অথচ দুঃখ বিষয় আলোচনা আজও শেষ হয় নাই। এদেশের শিল্পোন্নতি তথা এদেশের আর্থিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করিয়া দেশীয় ব্যবসা পরিচালনের সকলের ঐ সম্বন্ধে কি বহু যুগের আন্দোলনের প্রকৃতিটি আন্তরিকভাবে সমর্থন করিবেন এবং তাহা কার্যতঃ কাজ হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ভারতের লোকেরা মূলে শিল্প-ব্যবসায় সম্পর্কে উদাসীন ছিল, শিল্প-সংগঠনের জন্য মূলধন সংগ্রহের সুবিধাও সুযোগ এদেশে বিস্তর ছিল না। সে কারণে এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য এক সময়ে বিদেশী মূলধন ও বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবেই অনুভূত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং একচেটিয়ার ক্যাপিটেল কমিটী ইহার যৌক্তিকতাও অনেকাংশে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আজ সেই অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রয়োজনীয় শিল্প-ব্যবসায় গড়িয়া তোলা সম্পর্কে এদেশে ভারতের লোকদের প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সরকারের দিক হইতে উপযুক্ত উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হইলে শিল্প-ব্যবসায়ের জন্য দেশের বিত্ত হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা এখন আর কিছুমাত্র কঠিন নহে। এই অবস্থায় ভারতে শিল্প প্রসারের জন্য বিদেশী মূলধনকে নিয়ন্ত্রণের উৎসাহিত করিবার এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে নানা অযৌক্তিক সুযোগ-সুবিধা দিবার এখন আর কোন যৌক্তিকতা নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বৃটিশ সরকারের ভারত শাসন আইনের পরিকল্পিত ব্যবস্থাসমূহ দ্বারা সে অনায় সুযোগ-সুবিধা স্থায়ীভাবে অব্যাহত রাখিবারই চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারসমূহ যাহাতে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের অনুকূলে বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারে সেজন্য ঐ সব বিধানে নানা আনুষঙ্গিক নিষেধও পরিকল্পিত হইয়াছে। ব্যবস্থা পরিবর্তনের উপযোগিতা কোন আইন প্রণয়নের প্রস্তাব ভারতে বৃটিশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচিত হইলে মন্ত্রণাসভা ও সরকারিকে তাহা সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ফলে দেশীয় শিল্পের সুবিধার জন্য এদেশের সরকারের কোন হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করিলে ভারতে বিদেশীদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের সুবিধা পুরাপুরিভাবে ভোগ করিয়া যাবে। কোন শিল্পের জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিলে এদেশে ঐ শ্রেণীর বিদেশী প্রতিষ্ঠানকেও সমিতিভাবে অনুরূপ সুবিধা প্রদান করা হইয়া থাকে।

ভারত শাসন আইনে এতদ্ভিন্ন অনুরূপ নির্দেশ এই ছিল যে, ভারতরাষ্ট্র পরিচালিত না হইলে এদেশের সরকারই যে কোন নূতন বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স-কন্ট্রোল সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে দেশীয় কোম্পানীর অনুরূপ সুবিধাদানে বাধ্য হইতে পারিবেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিও বৃটিশ কোম্পানীসমূহের পক্ষে মোটেই অসুবিধাজনক হয় নাই। সুযোগ কোম্পানীসমূহ এই ধারার আশ্রয়ে আসে না বলিয়া তাহারা পূর্ণরূপে বহু অযাচিত সুবিধা পাইতেছে। যে সব বিদেশী কোম্পানী ব্যবসার জন্য এদেশে নূতন কারবার সৃষ্টিতেছে তাহারা ঐ ধারার বিধান হইতে বেহাই পাওয়ার জন্য ব্যাপারটিকে 'ইন্ডিয়া রিসিডেন্ট' করিয়া লইতেছে। এই ভাবে বিদেশী কোম্পানীকে ভারতবর্ষে রেজেষ্ট্রিকৃত করিয়া লওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই। আর এই ভাবে রেজেষ্ট্রিকৃত হইয়া যে বিদেশী কোম্পানী ভারতে প্রতিষ্ঠিতই নূতন নূতন শিল্প-ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতেছে। সংরক্ষণ-শুল্ক সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে তাহারা দেশীয় কোম্পানীসমূহের অনুরূপ সুবিধা ভোগ করিতেছে। বিদেশী কোম্পানীসমূহের মূলধনের জোর খুবই বেশী, উহাদের শিল্পে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অভিজ্ঞতাও যথেষ্টই রহিয়াছে। তাহার উপর উহারা এদেশে সংরক্ষণ-শুল্ক সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে সরকারের সহানুভূতির সুযোগ সুবিধা পাওয়ায় ভারতের অনগ্রসর উদ্যোগের প্রতিযোগিতা আজ কীরূপ হইয়া দেখা দিয়াছে। দেশীয়দের পরিচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে প্রতিযোগিতার সম্মুখে আজ যাহা তুলিয়া টিকিয়া থাকা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। দেশের প্রকৃত সাধক বিদেশী সাধারণ কোম্পানী এদেশে সাধারণের কার্যকরে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। উহার প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া এদেশে অনেক ছোট ছোট কারবারের কাজ বন্ধ হইয়াছে। অনুরূপভাবে এদেশের অন্যান্য শিল্প, বিজ্ঞানাগার শিল্প, সাবুনা শিল্প, কাগজ শিল্প ও দিয়াশলাই শিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানীর একচেটিয়া লাভের ব্যবসা গড়িয়া উঠার ফলে ক্ষেত্রের দেশের লোকের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য ভারত সরকারের বর্তমানে একটী ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। ঐ কারণে বিদেশী প্রভাব সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনও উঠিয়াছে। কিন্তু দেশের শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে যদি এইরূপ বিদেশী প্রতিযোগিতা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে তবে শিল্পের ভিত্তি দেশের প্রকৃত অগ্রগতি কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না। বিদেশী সম্পর্কে সরকারের প্রকৃত দায়িত্বের

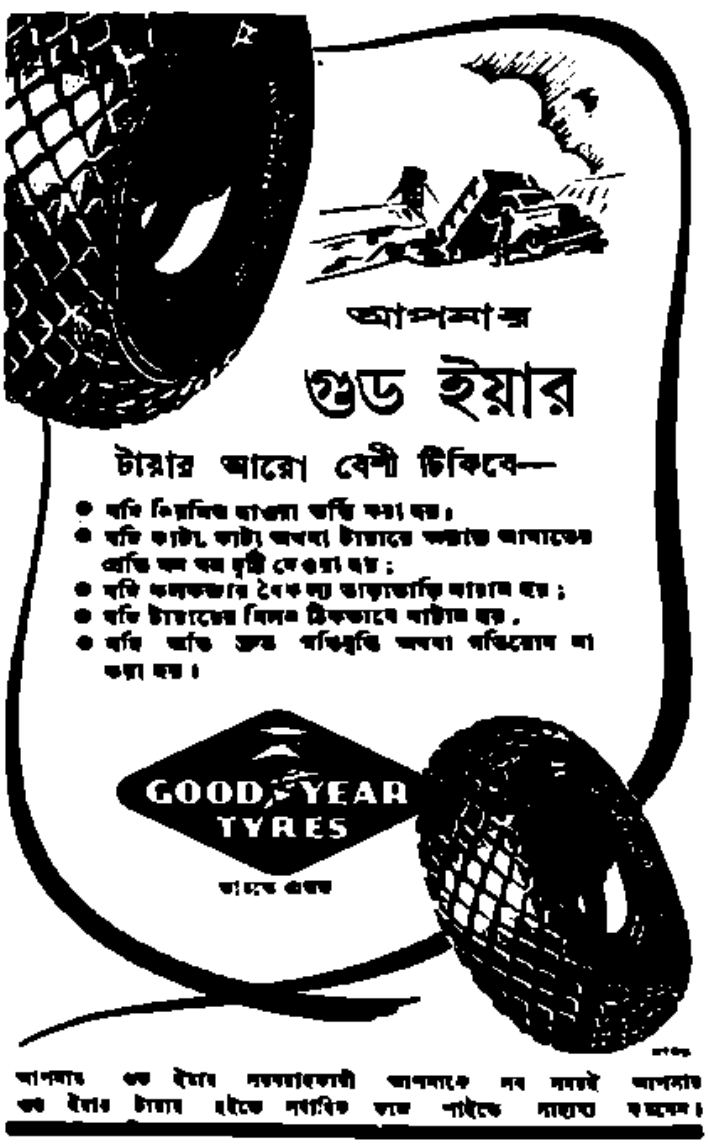

আপনার গুড ইয়ার সরবরাহকারী আপনাকে সব সময়ই আপনার গুড ইয়ার টায়ার হইতে সর্বাধিক কাজ পাইতে সাহায্য করিবেন।

সুযোগ-সুবিধা বিদেশী ফোম্পানীসমূহের মুনাফার সহায়ই শুধু বৃদ্ধি করিবে। এদেশে স্থায়ী শিল্প প্রসারের পক্ষে তাহা কিছু সহায়ক হইবে না। এই সব কথা বিবেচনা করিয়া মিঃ বসু তদনুযায়ী প্রস্তাব আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। এদেশের শিল্পোন্নতি তথা এদেশের আর্থিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করিলে ভারত শাসন আইনের ১১১ হইতে ১২১ ধারার সমস্ত বিধান বিলোপ করিয়া বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অন্যায় সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করা আমাদের মতে আশু একান্ত কর্ত্তব্য।

মিঃ বসু সুযোগের অভাবে বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বিদেশী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এইরূপ অন্যায়ভূত সুবিধা প্রদানের রীতি অন্যত্র আর কোন দেশে নাই। ভারতবর্ষ পূর্ব্বে বৃটেনের কিরূপ ঋণী ছিল। সেই ঋণ আদায়ের প্যারাণ্টি হিসাবে এদেশে বৃটিশ শিল্প-ব্যবসায়ের অনুকূলে ঐ সব Commercial safeguards বা বাণিজ্যিক রক্ষাকবচ পরিকল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে বৃটেনের ঋণ সমস্তই পরিশোধ করিয়া দিয়াছে। সেনাদের দেশ হইতে ভারতবর্ষ মুক্তির সময়ে আজ বৃটেনের পাওনাদার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই সত্য কথিতে ঐ সব বিভিন্নবিধান বলবৎ রাখিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশ স্বার্থের সংরক্ষণের আদৌ কোন যুক্তি নাই। দেশের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ঐ সব বিভিন্নবিধান তুলিয়া লওয়া সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট অবিলম্বে দাবী উপস্থিত করা। মিঃ বসু সুযোগের এই নির্দ্দেশ আমরা পূর্ণই সমর্থন করিয়াই মনে করি।

দুঃখের বিষয়, ভারত গবর্ণমেণ্ট এখনও আন্তরিকতার ঐ বিষয়ে কাজে প্রবৃত্ত হইতেছেন না। ভারত সরকারের ফ্রান্সিস এণ্ড ফেডারেশনের বিভাগের সচিব সম্প্রতিকালে বিচার ও বিবেচনা করিবার নামে সম্ভ ভর মাস সময় ঐ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটিকে চাপা দিয়া আসিয়াছেন। মিঃ বসু সুযোগের বর্ত্তমান প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর আপেক্ষিক বক্তব্য এবং বক্তৃতায় বলিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আলোচনার সাধারণে তিনি বিলাতে ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং এ বিষয়ে তদানীন্তন কি অবস্থাদিতে তিনি তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবেন। অবশ্য মিঃ বসুর জানা আছে, ভারত শাসন আইনে এদেশের বৃটিশ শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে সব ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার অবসান ঘটাইবার সম্ভাবনা তিনি দেখিতেছেন না। ঐরূপ একটি বিষয়ের জন্য ভারত শাসন আইনকে অবশ্যই সংশোধন করিতে যাওয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে অনুচিতজনক মনে করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় উপরোক্ত বিলাতযাত্রা তিনি যাওয়া পর্য্যন্ত আপেক্ষা না করিয়া ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে উভয়ের স্বার্থে একটা বুঝি বা মুক্তাপড়া করিবার জোরেই বর্ত্তমানে লওয়া উচিত। উহাতে এদেশে বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা খর্ব্ব করার একটা উপায় হইতে পারে। বৃটিশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ এদেশে যেটুকু সুবিধা পাইবে ঐরূপ মুক্তাপড়ার বিনিময় দিয়া তাহা অধিকারে বৃটেনের নিকট হইতে অনুরূপ সুবিধা ভারতের জন্যও আদায় করা যাইতে পারে। ষ্ট্রার্লিং বিভাগের সচিব মহোদয় অধিকন্তু বুঝি ও মুক্তাপড়ার নাম করিয়া যেরূপ ঘুরোপথে আসল এর বাধা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে কোন দিক দিয়াই আমরা আশা বা ভরসার কিছু দেখিতেছি না। ভারত সরকারী সচিবের অধিকারী হইয়া এদেশস্থ বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশীয় নিজের উন্নতির পথে যে নিরাকরণ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছে তাহাদের সেজন্য স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উহাদের দর্শকপ্রকার সুবিধা অটিয়েই দূর করিবার ব্যবস্থা লওয়া উচিত। ভারত শাসন আইনের উপরোক্ত ধারাগুলির বিলোপ সাধন না করিলে সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে না।

ভারত শাসন আইন সভা তাড়াতাড়ি প্রয়োজনে এ পর্য্যন্ত ১০ বার সংশোধন করা হইয়াছে। কাজেই বৃটিশ শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে উক্ত আইনের বিধানসমূহ সংশোধন করা যে বর্ত্তমানে কেন অসুবিধাজনক হইবে তাহা আমরা বুঝি না। ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়ের স্বার্থ দেখিতে হইলে বর্ত্তমানের শাসন পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে একযোগে কর্ত্তব্য ঐ সব বিধান অপসারণ করা সম্পর্কে ভারতের বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট সমবেতভাবে দাবী উপস্থিত করা। যদি তাঁহারা তাহা না করেন তবে উহা দেশের সচিব বিশ্বাসঘাতকতাই গণ্য হইবে।

দি ক্রিসেণ্ট

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস—৪১, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি. নারায়ণ চৌধুরী

ভিটা-মিল্ক

"হাউস ডেলিভারী স্কীম"

ঘোষণা

আমাদের 'হাউস ডেলিভারী স্কীমের' সমস্ত হইবার আর কোন আবেদন আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না। যে সমস্ত বাড়ীতে পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু আছে কেবল সেই সব বাড়ীতেই এই স্কীমের সুবিধার সুযোগ দেওয়া হইবে। পুরাতন সদস্যেরা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের নূতন ভাবে বাড়ীর পাঁচ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুর সংখ্যা উল্লেখ করিয়া দেন।

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্

লিমিটেড

কলিকাতা

ভিটা ঘি

সম্পূর্ণ খাঁটি ঘি—আমাদের বিভিন্ন ডেয়ারী হইতে সংগৃহীত করিবার সময় যে ঘৃত বাছিয়া করিয়া লওয়া হয় সেই ঘৃত হইতে প্রস্তুত।

—বিক্রয়কেন্দ্র—

মারোয়াড়ী ষ্টোর্স লিমিটেড

১৬০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

খেয়ালীর খাতা

প্রায় পৌনে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করিয়া রেলওয়ে সরকার কতকগুলি মোটর লঞ্চী কিনিয়াছেন। এগুলি ঘাট বিভাগের জন্য। শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগের যে সকল নূতন লাইন বসানো হইয়াছে সেগুলির তদারক ও মেরামতের জন্য এই গাড়ীগুলির আয়োজন হইবে। এতদিন শ্রেণী-বিভাগ বা শ্রেণীবিভাগের ধার দিয়া লাইনের পাশে পাশে যাইতে। মেরামত করিতে হইলে মিস্ত্রী কর্মচারীরা ট্রেনে যাতায়াত করিত। এখন অনেক স্থান বিভাগে রেল লাইন হইতে দূরে গড় ঘাটার ধার দিয়া। তাহাদের যাতায়াতের জন্য মোটর লঞ্চীর যাতায়াত দরকার। প্রতি ১০০ মাইলের জন্য একটি মোটর লঞ্চী বরাদ্দ করা হইয়াছে। মোটর লঞ্চীর প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই পেট্রোলের কথা মনে আসে। এই মোটরলঞ্চীগুলি কি পেট্রোলেই চলিবে? লঞ্চী কিনিতেছি তাহা চালাইবার জন্য যে সকল লঞ্চী আছে সে-গুলি সবই পেট্রোলে চলে। স্বভাবতই মেরামতির সোকজনের বেলায় চালা হুকুম দিয়াছেন, মোটরে স্যাম ব্রাণ্ড বসাও। পেট্রোল কিন্তু কিনারে 'রেশনিং' বসাও দ্বারা আরো ছাড়ার বেশী এক বছরের দাম লিসেন্সধারী পাইতে হইলে ছুতার হাপসোল লাগাইতে হয়। অথচ বিভাগ অনেকদিন স্বভাবতঃ কেরোসিন পেট্রোল সোড়াইতে পারেন। পেট্রোল কি কেবল দাম, ছাড়, বছর বেলাতেই বাজারে সরবরাহ, স্বভাবতঃদের বেলায় নয়? বাংলা স্বভাবতঃদের অত্যাবশ্যক সরবরাহ বিভাগের এক তীব্র মোটর ট্রাক আছে। সে-গুলি সবই পেট্রোলে চলে। স্বভাবতঃদের স্বভাব ট্রাকগুলি ডিপার্টমেন্ট স্যাল ব্যাপারের জন্য-তীর্ণ করিয়া অনেক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, দিনেমায় মারফতে প্রচারকার্য্য হইয়াছে। আসলি আমরি বন্ধ পরতে দিখাইতে হয়। কলিকাতার বাসবাসন সরঞ্জাম প্রাপ্তব্যকর। স্বভাবতঃদের নিজেদের গাড়ী-গুলিতে আসে ছাড়াইয়া সেই পেট্রোলটা বদি বাস ও ট্রাকিতে দিতেন তবে কলিকাতার রাস্তায় চলন্ত অন্তত্তগুলির একটা সুরাহা হইত, আমরা বা ছিঁড়িয়া এবং লম্বা ছুইটার সাহায্য না লইয়া ট্রামে পাশে চড়া সম্ভব হইত।

• • •

মিলিটারী লঞ্চীগুলির কথা বুলিয়া লাভ নাই। তোলাটা বিলম্বকেও বটে। কিনেন্স অব ইন্ডিয়া চলে আসে। আমার আপত্তির মা তোলা যায় এমন কিছু নাই। ছুটির পার্লামেন্ট সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, একবার মুলতবি রাখিলে পরিণত করা ছাড়া উহা আর করিতে পারে এমন কিছু নাই। কিনেন্স অব ইন্ডিয়া চলে উহার দরকার। বাহির হইতে মুক্ত করিয়া মুখের আপনাকে লম্বাচওড়া মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানকে পরিতে বাহিরে উহা সবার আগে লাগে। সর্বশক্তিমান বলিতে নিজামের মুক্তিদেন কথাবার্তা, নিজা মুক্তেন টাকা। কিন্তু মুল সর্বনেশ অভিজ্ঞতা হইতে মুক্তিয়াছেন, এ অঞ্চলে সর্বশক্তিমান হইল কিনেন্স অব ইন্ডিয়া অন্তঃ।

• • •

অনুত কল বাজারেরাই কিছু বলিব। রাস্তায় অতি ছুই স্লেহের যে একটি করিয়া মিলিটারী গাড়ী দেখা যায় তাহারা কিসা কারণে পুরিয়া বেড়াইতেছে এমন কথা বলিতে পারি না। অন্ততঃ মনে সন্দেহ আসিলেও মুখে প্রকাশ করিতে কোন দিন সাহস পাইব না। কিন্তু সম্প্রতি এক কর্তাকে একটু সন্দেহ করিয়া বেসিয়েন অতি কি? ট্রাফিক আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক যে-সকল 'জিপ' গাড়ী তাহাদের গায়ে কখন কখন দেখা যায়, তাহা তাদ বেসিয়া চলিয়া যায় তাহার অধিকাংশই আমি। এখনো তাদের কারণ কিন্তু বিশেষ আরোহী সম্বন্ধে সন্দেহই যায় না। মেয়েরা ও লাইট হাউস কিনেন্সের সামনে কখন অনেক 'জিপ'কে চার পাঁচ জন আরোহীকে নামাইয়া দিয়ে যেতিয়াছি এবং উহাদের সামরিক প্রয়োজন সম্বন্ধেও মনে সামান্য সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছি। বেলগাড়ীতে আমরা ইংরেজ ছুকীর মতো খাঁচা বোঝাই হইয়া যাইতে যাত্রা হইতেছি। তাহা সত্ত্বেও সর্বশক্তিমান তাদের জন্য বিশেষ রিজার্ভের, যেখানে মোটর মুলাইয়া-ছেন—"যাত্রী ভরিবার আগে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করুন এই বেলগাড়ীই কি একান্তই আবশ্যক?" সামরিক কর্তারা কেন একবার নিজেরা উহা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন না? যাত্রী যাবে বাহিরেই তাহার মনটা অনবিধায় হইয়া উঠিবে এমন কথা কি? সামরিক ইমারতির জন্য বেড়াবার আগে একবার আত্ম জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন—Is this drive really necessary? দেখিবেন অনেক পেট্রোল বাঁচিবে, যাহা দেশরক্ষার জীবনের দুর্ভোগ অনেক পরিমাণে লাঘব করিতে পারে।

• • •

কলিকাতার ব্লাক-আউট সম্পর্কে জেলার এবং আরেকটি আইন সম্প্রতিতে আলোচনা হইয়াছে। দেশী বিদেশি এজাল করিয়াছেন হুকুমীর সমর্থন। সেটা আনন্দই। আন্তরীণ যেহ ব্লাক-আউটের বিরুদ্ধে কিছু বলিলে হয়ত বা "পঞ্চম বাহিনী" আখ্যা পাইবেন। কলিকাতার প্রবীণ-গুলিকে মোটা পরাইয়া রাখিবার দরুণই যেন ব্যবস্থা আরে এমন কথা কতজন লোক মনে করেন জানা নাই। মোর হয় এজন্য বাঁহারা ব্লাক-আউট রাখিবার ও উঠাইয়া দেওয়ার কর্তা তাঁহারা ছাড়া একজনও নয়। মিলিটারী গাড়ীর ব্লাক আলোতে হেডলাইটের আলো মোর খুব আপাতই মোবাইলের ব্লাকে পরিণত করা সম্ভব নাই। পথ-চারের হোমিওপ্যাথিক মেশান ব্লাকের মোটরে আমার বাহিরে যাত্রা করিতেন, কিন্তু নিজে আন-মোলার ধোঁয়ার মত অন্ধকার করিয়া ছাড়িতেন। মনিবকে তাঁহার আমাকে সালকার গাড়ী মেরামত আছে, অতি করিবে না। মোর করি মিলিটারী লঞ্চীর হেড লাইটের সার্চলাইটোলাজিয়াম বা মাল-করিয়া দেওয়া যাবে। মরমনে বা অন্ত যেখানে এমেরিকার গাড়ীর আরও মেরামতের খুব জোরালো আলো ব্যবহার মোর নাই। শুধু আমার বা আপনার ঘরের মিটমিটে বাল্বুর হইতে একটু আলো বরবাদির কাঁচ দিয়া রাস্তায় পড়িলেই মর্মান্তিক।

• • •

বাংলার ব্যবস্থাপক সভার রায়বাহাদুর কেশব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে অনেক কথা অন্ত কথা বলিয়াছেন। সব চেয়ে মারাত্মক হইয়াছে তাঁহার তালিকাটি যাহাতে প্রথমে স্ত্রী ও তার পরে আরও সাতাশটি সাহেবের আত্মীয়কুটুমের নাম এমন লাইন হইতে শেষ লাইন পর্যন্ত। অত কুটুমের সম্পর্কে কিছু বলিতে

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলি SHILLBANK হেড অফিস—শিলং ফোন। শিলং—১৬৬

কলিকাতা শাখা

১৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলি: BANKSHILLO ফোন: কলি ৪৪৪৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

১৬।৩।৪৫ ইং তারিখে নওগাঁং (আসাম) শাখা খোলা হইয়াছে।

গৌহাটি শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত	৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত	১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত	১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত	৪৮,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	২০,০০,০০০৲

হেড অফিস: কুমিল্লা

শাখাসমূহ—কলিকাতা, বারাণসী, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, বিডন স্ট্রীট, হাওড়া, ভাগলপুর, দিল্লী, আগ্রা, বেনারস, ভাগলপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নিউমার্কেট, ধলিয়াল, নারায়ণী, চাঁদপুর, পুরানবাজার, হাজিগঞ্জ, রায়পুরহিয়া, ফিরোজপুর, ফটক, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), চট্টগ্রাম, অন্ধকারী কলি, চোরে, নারায়ণি (চোরে)।

লণ্ডন এজেন্ট:—ব্রাডফোর্ডিমিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ।

নিউইয়র্ক এজেন্ট:—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্ট:—ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম সি ঘোষ, এম-এল-সি

চাহি না, কিন্তু যিনি লাহাড়ুমিনের বড় কুইনের নাম করিয়া রায়সাহাব যে-খোঁটা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে আমার আপত্তি আছে। তাঁর নামক একটী বাক্তি রায়সাহাবের ঘরে থাকে। আমার ঘরে আছে, আপনার ঘরে আছে, এবং আশা করিতেছি রায়বাহাদুরেরও ঘরে আছে। সুতরাং আমাদের সকলেরই বুঝা উচিত স্ত্রীর আইন একটা ভালো বস্তু কিনা না হইলে কুবে ডিক্রীদের ঘর করিব। মনে রাখা প্রয়োজন আদালত বা আদালতের যে-কোন হুকুম আমলের জন্য দলিল নয় করিয়া দিতে পারে এবং আমাদের জন্মী অর্ডার ডিক্রিতে আপনার ঘরে অবিরাম এমন কিছু বর্ণন করিতে পারেন যাহাতে না বলিলেও ঘর আপনি লাল হইয়া উঠিবে। সুতরাং লাহাড়ুমির সাহেব যদি তাঁহার কোন ক্ষমতাকে বিভিন্ন অর্থাদেশের সুযোগ করিয়া দিয়া থাকেন, তবে তাহা একান্ত কুবে শাস্তিদানের প্রয়োজনেই করিয়াছেন। বিবাহিত বাক্তিদের পক্ষে তাঁহাকে ইহা লইয়া কথা তুলাইবার চেষ্টাটা প্রশংসনীয় নয়। আজকাল খোকা, বাপির, টুকুর, চাকর, বিদ্যালয়ালয়ের ট্রেড ইউনিয়ন আছে, বিবাহিত বাক্তিদেরও একটা ট্রেড ইউনিয়ন থাকা উচিত। বিবাহিত বাক্তিদের নিজের Safe-guards চাই। তাই আমার আবেদনের বিষয়টুকু দেওয়ার অধিকার। All powers to the married people! ইংরিজিতে বিশ্বাস।

* * *

আমার পক্ষপাতী বিলাত ও আমেরিকার একদল শিক্ষাবিদ সাহাইবের এই লেখার যথেষ্ট আগে প্রকাশিত হইয়াছে। বিলাতে যে যে বাক্তিদের আমার সোধনা করা হইয়াছিল। এ আর এক বড় হইতে চলিল। কিন্তু বিলাত তবে বলুন হইতে আমার কোন সম্পর্ক নেই এমনকি সাহেবেরই না, আপনারাও কি? শেষ পর্যন্ত কি বিলাতের প্রগতিশীল বিলাত ও আমেরিকা হয়ন বাক্তিরা হইতে চলিল? সোমনাথদা কোথ যাবে? পক্ষপাতেন কি ভারতীয় শিক্ষাবিদের বাহিরে সাহাইবের অবলা সাহেবদের না? ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক বল বিদেশে যাইয়া প্রকাশে ও বক্তিগত কথাবার্তায় এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা ভারতীয় বাক্তিদের পক্ষে খুব গর্হিত হয় নাই। তবিষ্যতে তাঁর আলোচনা যেন একেবারে অবান্তর করিয়া দিয়াছেন। একটি যদি অবশ্যই বিবাহ করিতে হয়, এবং যে আমাদের ভূগোল ও ইতিহাস পাঠক প্রায় বিষয় বিভিন্ন বাক্তি বিলাতে আমাদীয়ের বাণীবাহার কথাটা একটু আধটু উল্লেখ করিয়াছেন। সরকারী খরচে যাইয়া এ সব কি ধরণ আহরণকার পরিচয় দেওয়া যেত? ইহার পরে উপায়,—রায়সাহাবী,—আমাদের উপস্থিত বাক্তিদের পক্ষপাতেন যদি আর কোন বিষয় বিলাতে পাঠাইবার ব্যাপারে একটু যোগসাজ হন তবে অবাক হইবার কিছু নাই। বিশেষ করিয়া ইংরাজিনবিশীরা যখন পুরাপুরি নিজের পয়সে পাঠাইতেছেন। কিন্তু একটা কিছু আপনারাই জানাইতে দেখে কি? আমরা জানিতে কি যে? বাজেট হইতে কি যে? বাজেটের হইতে শ্রীযুক্ত বনজায়াল বিদেশ ও পরিদর্শনের সরকার মহোদয়ের হিসাবের সমস্ত হজার কথা। তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু জানেন কি?

—ঘেরাণী

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কর্পোরেশনের প্রতি সরকারের নির্দেশ—সম্প্রতি অডিটরদের বিধি অনুযায়ী বাজেট সরকার করিয়াছে। কর্পোরেশনের প্রতি এক নির্দেশলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। মোট আয় ১৮টি বিভাগ দেখানো হইয়াছে; তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য। আলোচনা পরিচালনের জন্য কর্পোরেশনসমূহে সরকারের নিকট ৭০টি ভোট দাবীর জন্য দুই সপ্তাহের মধ্যে আবেদন দিতে হইবে। ফোন ফোন বৃহৎ এবং মেসার্স ইত্যাদিকে ব্যবসায়ের ভাইরীণ তারিখে এক মাসের মধ্যে আবেদন দিতে হইবে এবং এই সময় সোসাইটি হইতে কর্পোরেশনের ভাইরীসমূহ আলোচনার জন্য দিতে হইবে। জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য যে সমস্ত ভাইরীস তাহা বাহিরে যে সমস্ত প্রতি ঘরে ৭৫০ বাসা; করিয়া সরাইয়া নূতন বসাইতে হইবে। মোটর গাড়ী বিভাগের ব্যবস্থাসমূহ ঠীক ইঞ্জিনিয়ারদের অনুমোদনের দুই মাসের মধ্যে সারাইতে হইবে। মোট লাভ মাসের মধ্যে জানীপুর এবং বাণিজ্যিকতা অঞ্চলের মোট ছোট-খাটো বাড়ি পরিষার করিতে হইবে, পরদা জানের জন্য কিন্টার থেকে প্রতি মাসে চারিটি দেও এই মাসে বাড়ি সারাবার করিতে হইবে। টালা পার্ক ট্রেনদের জন্য এক মাসের মধ্যে একটি নূতন প্রোভিসেটারের ব্যবস্থা দিতে হইবে; যে সব বাজারে মূল অথবা বাস বিক্রয় হয় সে সব বাজারে কর্পোরেশনের বেলন অফিসারের নির্দেশ অনুযায়ী পরিবহনের ব্যবস্থা করিয়া হয় সপ্তাহের মধ্যে পরিবহনের সুবিধামত এখনই অনুযায়ী বাজার, বাসা বাজার, বেলেরা বাজার, ফোরকার্ণ বাজার, নূতন বাজার এবং বাণিজ্যিকতা বাজার নিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। কর্পোরেশনের বেলন অফিসারের নির্দেশমত এবং ঠীক ইঞ্জিনীয়ারের অনুমোদনক্রমে মোট ৯টি মাসের মধ্যে জনসাধারণের জন্য এক মোট পায়খানা ও প্রস্রাবাগার নির্মাণ করিতে হইবে; বাসা সরকারের জন্য ব্যবস্থাসমূহ নির্দেশিত হইবে ব্যালেরিয়া নিবারণকল্পে মশক জনের এক ব্যবস্থা এক মাসের মধ্যে করিতে হইবে। কর্পোরেশনের লাভেরেটরীর সরকারের নির্দেশমত সম্প্রসারিত করিতে হইবে। সরকার কর্পোরেশনের সমস্ত এই সব ব্যবস্থা সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করিতে সম্মিলিতভাবে এবং আরো নির্দেশ দিয়াছেন যে, এই নির্দেশাবলী পালন না করিতে পারিলে সরকার কর্পোরেশনকে দায়িত্ব করিয়া দিবেন।

ব্যাঙ্কসমূহের বিশাল অর্থ—কেন্দ্রীয় পরিষদে মিঃ অবিনাশীলিঙ্গম চেটীয়ারের প্রশ্নের জবাবে অর্থসচিব মিঃ বে পি জীবনরাম জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১ সালে সোসাইটির তত্ত্বাবধানে বিভিন্নপ্রকার জমে প্রায় ৫২,০০০ টাকা ব্যাঙ্কসমূহের অধিক হইয়াছে, ছুটিদানের জন্য জমাকৃতির ৩০-৭৫ টাকা ব্যাঙ্কসমূহ নষ্ট হইয়াছে এবং ব্যবসায়ের প্রতিকূল অবস্থা ও ছুটিদের ফলে ব্যবসায়ের এবং আমদের অভাবে প্রায় ৩০০৫ টাকা ব্যাঙ্কসমূহ নষ্ট হইয়াছে।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের আমেরিকা যাত্রা—ডাঃ পারিজাত পাণ্ডিত, বি, এল, সি; পি, আই, এল সহ ৩টি বার্তা কালিফোর্নিয়া প্রৌদ্যোগী বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতাদানে এবং গ্রাহীন পত্রে সম্মেলনের জন্য আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে ডাঃ পাণ্ডিত বি, এল, সি, এলএ এল, এল, সি উপাধিগুলি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ডাঃ মে, এল, মুখার্জীর অধীনে বিজ্ঞানের ডিগ্রী লাভের হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের বাঁশি মালা ইলেক্ট্রিসিটে সাথিন, গ্রাহীন ও সাধারণ সম্পর্কে অনেক গবেষণা করিয়াছেন।

অভিযাত্রার ব্যবস্থা সুবিধা—ব্যবসায়িক সুবিধার্থে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ ইসলামি ব্যাটারী পত্র ১৭ই মার্চ পরিষদ সেক্রেটারী কার্য প্রদর্শনীতে বলিয়াছেন যে, ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী হইতে এ পর্যন্ত কলিকাতার প্রায় ১৫০০ মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে এবং এই সব দুর্ঘটনার ফলে প্রায় ৩০০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

আমোদপ্রমোদের পীঠ নির্মাণ—স্থানীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের জবাবে পূর্ত বিভাগীয় পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মিঃ কে এন বক্স জানাইয়াছেন যে, স্থানীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের বক্স ব্যবস্থ কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী তিন বক্স বিভাগ [৩ বিদ্যুৎ উৎপাদনকল্পে ব্যবসায় এবং উহার উপজীবিকাসমূহ ব্যবহারীদের পীঠ বিভাগ। মিঃ বক্স আরও জানান যে, আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডাবেক ব্যবসায়ের ১বের অবস্থার উন্নতি বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন: —বন্দর নির্মাণ, জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ, নূতন ব্যবস্থা, সেতু নির্মাণ, বক্স নিবারণ, পুনরায় ব্যবস্থা পরী এবং জনী সংরক্ষণের অন্যান্য ব্যবস্থা।

চীনে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—চুংকিং হইতে বার্তায় জানাইতেছেন যে, আগামী ১৫ বৎসরব্যাপী মেয়াদী পরিকল্পনা নূতন একটী পরিকল্পনার ব্যবস্থা চীনের হইয়াছে এবং পরিকল্পনার একটি প্রাথমিক আভাস জনসাধারণের তরফে ঘোষণা করা হইয়াছে। মুখের অব্যবহিত সরেই এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ-কার্য শুরু আরম্ভ হইবে এবং ইহাতে ২০০ কোটি আমেরিকান ডলার খরচ হইবে বলিয়া প্রকাশ। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ২০০ কোটী আমেরিকান ডলার মধ্যে ৮৫০টী কারখানা স্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে যানবাহন প্রণালীও উন্নত করা হইবে। পরিকল্পনাটি রাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক এখনো অনুমোদিত হয় নাই।

বাংলার জন্য কাপড়—বাংলার বীর্য বস্ত্র সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধানের জন্য আশা বাংলার বাহির হইতে ৫০০০ হাজার গেল বস্ত্র কেন্দ্রসমূহে এক সপ্তাহের মধ্যেই, প্রেরণ করার ব্যবস্থা হইতেছে। কর্তৃপক্ষ আশা এই পরিমাণ বস্ত্র হাজার আরো বস্ত্র শীঘ্রই বাংলার জন্য রেলযোগে করিতেছেন।

বাংলা হইতে বিদেশে ছাত্র প্রেরণ—খবর পাওয়া গিয়াছে যে, সাম্প্রতিক পরিকল্পনা অনুসারে মোট ৫০০ ছাত্র বিদেশে প্রেরিত হইবে তাহার মধ্যে বাংলা সরকার ৭৫ জন ছাত্র পাঠাইবেন বেঙ্গীয় সরকারের তরফে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

মুসলমান কর্তৃক জমী ক্রয়ের আন্দোলন—'সানডে টাইমস'-এর বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, হোসাক আতীয় পরিষদ হোসাক ভিন্ন অন্যান্যদের এবং "মুসলিমদের অবশীলুক্ত ৪০ হেক্টার (১২০ একর) এবং অধিক জমী হোসাহোসাকিয়ার মুসলমান কর্তৃক বাসোপযুক্ত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রথমাবিধিক সহস্র সহস্র হেক্টার জমী মুসলমান নিবেদনের পরিচ্ছ পরিচিতির নির্দেশ অনুসারে বন্টন করিতেছে।

যোগ না বিয়োগ

বাস্তু সেরিনের কথা। পৃথিবী ছোড়া আজকের দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পড়েনি। অন্তিম বাস করছেন অধিকাংশ ছোট এক পল্লীতে। সাদার ভার বড় নয়, আবার একেবারে যে ছোট তাও নয়। স্ত্রী দুইটী, তিন পুত্র, কন্যা বন্ধু বীনা ও মিতে—এই হয় তাদের অন্তিমের পরিবারের লোকসংখ্যা। বড় ছেলে মুরত মাত্র বলেছে মুকুরে। বিতীয় সুধাত মুলন পড়ে। ছোট ছেলেটী বাড়ীতেই থাকে, বয়স তার মাত্র দুই বছর। তাদের প্রত্যেকেরই আশা আকাঙ্ক্ষা, চেহারা মুকুর। তা হলেই বা কেন? অন্তিমের অবস্থা এমন খারাপ নয়। এক মার্চেন্টাইল অফিসে সে ম্যানেজার। মাসিক বেতন তার হাজার পঞ্চ টাকা। মোট কথা তারা বেশ সুখেই দিন।

কিন্তু এর পরেই যারে প্রাকৃতিকী দেশজোড়া লড়াই। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাঠামোও যেন উল্টে। সুরাজীবির সঙ্গে মুলতনীতি চললো পাল্লা দিয়ে, আর বাণিজ্য, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এলো পাল্লা করে।

ছোটবেলা থেকেই অন্তিমের স্বভাবের প্রতি একটা বিশেষ নজর রাখে। বন্ধু, ছোট নকল দুর্ভিক্ষেই সে প্রতীয়মান—কেমন তার মায়া ও ছোট ভাইকে স্নেহের বন্ধ, বন্ধী-বান্ধব, বিন্দু-মুলমান সকল প্রতিবেশীকে স্নেহের, তাদের দুঃখে-সুখে-বিপদে সে যোগ দিতে। যে বিশেষ উদ্যোগে ও বন্ধুদের সহযোগিতায় গড়ে তুলেছিল একটা ছোট প্রতিষ্ঠান। স্নেহের অকপটতার বিনয় সকলের তার অন্তরকে প্রকাশ করে।

স্ত্রীর দুর্ভিক্ষ ও স্নেহের সংসার অন্তিমের নিকট পৌঁছলো। সে একটা সাহায্য-কেন্দ্র খুলবার আদেশ দুটে এল তার প্রদেশ। সরাসরি সে একটা সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপন করলো। মহলোক নৈতিক সেই কেন্দ্র ঘরে আর শেষে পাওলো। ইতঃ এতদিন অন্তিমের বুঝি ছিলনা সেই শ্রেণীর প্রতিবেশের উপর যারা সাহায্য-কেন্দ্রে আসতে পারে না। অবশ্য যারের অবস্থা অতি হীন হওয়ার দীন। এই শ্রেণীর একটী পরিবার অন্তিমের বাসস্থল বিবরণে। তিন আর ৭৫টী সন্তানের পিতা। তার দুঃখ অন্তিমকে তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যের কথা মুহূর্তের মধ্যে সজাগ করিয়ে দিল।

অভাব ও অর্ধাহারে বিনয়ের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা কেহ বা ইন্ফ্লুয়েঞ্জা, কেহ বা ব্রঙ্কাইটিসে, কেহ বা অন্য কোন না কোন রোগে ভুগছে। দশ ছেলে মেয়েদের বিনয় এই যে, বিনয় নিজেই সন্তানাদী, তার আয় ১৪৫৭ টাকা মাত্র, পরিবারটী, হোসাদি, ভুগে যাবা। সোটা পরিবারের যে মাথা তাকেই যোগাতে অন্তিম কর্তব্য বলে ঠীক করলো। তা হলে এই দুর্ভিক্ষের দিনের বিনয় মেয়ে ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীর মুখে আর বিদে পাবে।

সাহায্য-কেন্দ্রের ভার সাময়িকভাবে বন্ধুদের উপর দিয়ে বিনয়কে দিয়ে অন্তিম কলকাতায় এলো। তাকে বিনয় বাসায় রেখে ডাক্তারের প্রথম চিকিৎসার পেট্রোমাসলের ব্যবস্থাতে আরম্ভ করলো। সেবাতে সেবাতে বিনয় সুস্থ হতে লাগলো। পরিবারটী, হোসাদি ও ব্রঙ্কাইটিসের সব লক্ষণই তার দূরে গেল। ১৪৫০ বিনয় মধ্যেই বিনয় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে মেসে ফিরে গেল।

মেসে ফিরে সে প্রথমেই তার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের 'পেট্রোমাসলস' সেবনের ব্যবস্থা দিলে। অন্তিমিনিতে তাদের সবাই সুস্থ ও রোগমুক্ত হলো। সেই দিন থেকেই বিনয় বিশেষভাবে লক্ষ্যকরে বীকার করলে যে, অন্তিমের আয় ঔষধীয় অন্তরিয় বন্ধু। সে আজ পেট্রোমাসলসের উক্ত প্রশংসা করতেও সঙ্কিত হয়। বলা বাহুল্য, তাহাই আজ অন্তিম ও বিনয়ের এবং বিনয়ের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের মধ্যে একাধিক বিরোধ ও বিদ্বেষের ফলে যোগ ও মিলন সম্ভব করলো। অন্যথায় অন্তিমের আয়ের ভোগাধিকারের একটী শ্রেণীগত পরিণতি হতো, আর তার বিনয়ের কাহিনী একটী মর্মান্তিক দুঃখ-কাহিনী হিসাবে বীর্ণিত থাকতো।

বাংলার বস্ত্র সমস্যার ... — এডিশিন্যাল চীফ কন্ট্রোলার এক্সপোর্টারী কমিটি (এক্সপোর্টের বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পরামর্শদাতা কমিটি)-র চেয়ারম্যান মিঃ এস পি রায় উক্ত কমিটির এক বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতের মোট তাঁতের সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ এবং বাংলার তাঁতশিল্পের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মোট তাঁতের সংখ্যা এর চেয়ে বহুগুণ হইবে যে হিসেবের জন্য মাসিক ৬০০০০ গজ সুতার যথাযথ ব্যবস্থার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, আর বাংলার জন্য যথাযথ হইয়াছে মাত্র ৪৪৯৯ গজ। ইহা ছাড়া বাংলার জন্য যে সুতা আমদানী করা হইতেছে তাহা হইতে যে সব কাপড়ের কল সুতা তৈরী করে এবং যাহারা তাহে না—উভয়কেই ক্রমানুপাতে ঐ সুতা বণ্টন করা হয়, যাহাতে ও-সব ইত্যাদি তৈরীর কারখানা এবং অন্যান্যের তাঁতশিল্পের ঐ সুতা হইতে যোগান দেওয়া হইয়া থাকে। বস্ত্র বেশি: সম্পর্কে

ইহা প্রসপেক্টাস নহে—ঘোষণা মাত্র

বেঙ্গল কটন কাল্টিভেশন এণ্ড মিলস্ লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—১০৭, ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৪০ সনে স্থাপিত

ব্যবসার :—
বেঙ্গল কটন এষ্টেট
ত্রিপুরা।

"আমাদের ডিরেক্টরগণ এই বাগানের উৎপন্ন তুলা বিশেষ সন্তোষজনক বলিয়া মনে করেন। মোট ফলনের প্রতি ব্যক্তি ২৫০৲ টাকারও উহারা এই তুলার প্রতি ব্যক্তি ৫৮০৲ বাবা করিয়াছেন।"
বেঙ্গল কটন ডেভেলপমেন্ট লিঃ,
৩১২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—লভ্যাংশ—

শতকরা ৩৫৲ টাকা

এ পর্য্যন্ত ঘোষণা করা হইয়াছে

পরবর্ত্তী লভ্যাংশ মার্চ (১৯৪৫) যে বর্ষ শেষ হইবে উহার উপর আশা করা যায়।

—:০:—

হিসেব রাখে :—
সোনারপুর
(পি ব্যাঙ্ক এ সেলফের)

"এই বাগানের উৎপন্ন তুলা অতিশয় উৎকৃষ্ট—এবং ইহা যে কোনও মিলেই স্পিন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।"
পি কে ব্রেমলী,
সেক্রেটারী ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ডালি,
ব্যবস্থাপনা ভার প্রাপ্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—যাঁহারা বর্ত্তমান ৩১শে মার্চ্চ মধ্যে শেয়ারের সম্পূর্ণ টাকাসহ শেয়ার ক্রয় করেন তাঁহাদের এই লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকার আছে।

—শেয়ারের মূল্য—

প্রেফারেন্স শেয়ার প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা (আয়কর রহিত শতকরা ৬।।০ হারে কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার)। আবেদনের সহিত ১০০৲ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অর্ডিনারী শেয়ার প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা.....আবেদনের সহিত ৩৲, এলটমেণ্টের সহিত ২৲, বাকী ৫৲ টাকা কল অনুসারে ২ কিস্তিতে দেয়।

—শেয়ারের আবেদন ফরম—

ডিরেক্টরগণ—

বেঙ্গল কটন কাল্টিভেশন এণ্ড মিলস্ লিমিটেড

১০৭নং ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা.....সমীপে—

মহাশয়গণ—

এতদ্দ্বারা আবেদন করিতেছি যে আমার নামে উক্ত কোম্পানীর——টাকা মূল্যের——খানা অর্ডিনারী শতকরা ৬৷৷০ হারের কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার এলট করিলে বাধিত হইব। আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার আবেদনের সম্পূর্ণ সংখ্যক শেয়ার বা তদপেক্ষা কম শেয়ার এলট করিলেও উহা আমি আক্সেপটেন্স ও এলটমেণ্টের সর্ত্তানুসারে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া মানিয়া লইব। এই সঙ্গে আমি ফেরত যাওয়া বা মনি অর্ডার যোগে প্রতি শেয়ারে——টাকা হিসাবে মোট——টাকা অগ্রিম পাঠাইলাম এবং অবশিষ্ট টাকা কল অনুসারে দিতে সম্মত আছি। আমার নাম শেয়ার রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করার জন্য এতদ্দ্বারা আপনাদিগকে অনুমতি দিতেছি।

স্থান.....

পূর্ণ নাম.....

পিতা বা স্বামীর নাম.....

তারিখ.....

ঠিকানা.....

তারিখ.....

দ্রষ্টব্য :—প্রয়োজন নাই, এইরূপ শব্দ যেমন "অর্ডিনারী শেয়ার" স্থলে করিলে 'প্রেফারেন্স শেয়ার" ইত্যাদি কাটিয়া দিতে হইবে।

অত্যাতাড়ি শেয়ার সার্টিফিকেটের সুবিধার জন্য কলিকাতার টাকা ড্রাফ্ট করা যায় এরূপ ব্যাঙ্কের উপর ড্রাফ্ট বা মনি অর্ডার যোগে টাকা পাঠান আবশ্যক।

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—
প্ল্যান্টার্স সিণ্ডিকেট লিঃ।

কন্ট্রোলার মহাশয়ের এই মতে এই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিতেছেন যে, এতদ্দ্বারা সম্ভাবীয় ক্রেতাদের যে অংশ অতিরিক্ত কোন অতিরিক্ত তারিখ পর্য্যন্ত টিকানাদের দায় করা হয় নাই বলিয়া কন্ট্রোলার মহাশয় বিজ্ঞপ্তি করেন, উহা মহাশয়ের নির্দেশিত বিজ্ঞপ্তিতে ছাপাইতে বা করা হইবে এবং উক্ত অর্থের টাকা ততদিন পর্য্যন্ত এইভাবে জমা থাকিবে যতদিন পর্য্যন্ত উহা উঠাইবার আদেশ না করা হয় এবং কন্ট্রোলার মহাশয় (কোনও বেসরকারী ব্যাঙ্কের সহিত আলোচনা করিলে উক্ত ব্যাঙ্কের মহাশয়ের এতিরিক্ত মতিত পরামর্শদাতা) যে পর্য্যন্ত না বিজ্ঞপ্তি করেন যে, আমাদের বর্ণিত দায় কন্ট্রোলার বা বেঙ্গলীদের সমাধান বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে বিশেষভাবে প্রকাশ থাকে যে, এতদ্দ্বারা মহাশয়গণ উহার কোনও অর্থ-নৈতিক পরিবর্ত্তনের ভরণ বা বর্ণিত বিষয় বা অভিযোগের সম্ভাব্য কারণ কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

মিঃ রায় বলেন যে, প্রায় ৪৫০০০ লোক (তাঁহাদের পরিবার সহ) বঙ্গের ঘনবসতি অঞ্চলসমূহে প্রায় ৮০,০০০ ব্যবসায়ী আছেন। সুতরাং, তিনি যদি প্রত্যেক দোকান, যে কোন প্রকার ফেরিওয়ালা ব্যবসায় সংখ্যা এবং অধিক সংখ্যক ব্যবসায়ীকে গণনা করা আবশ্যক। তাঁহার মতে আবশ্যকীয় এবং অত্যাবশ্যকীয় ব্যবসায়ীদিগকে বাজার হইতে সরান উচিত। তিনি আরও জানান যে, যদি ফেরিওয়ালা অবলম্বিত হয় তাহা হইলে অন্যান্য পূর্ব ব্যবস্থা থাকি থাকিবে মাত্র। লোকে মুদি অথবা পাড়ী পাইতে পারিবে এবং এজন্য তাহাদিগকে ১৫ মাইল ঘুরিয়া আসার কষ্ট করিতে পারিবে না।

ভারতের শিল্প সম্পর্কে সরকারী নীতি—ভারতের শিল্পবাণিজ্য সম্পর্কে কাহার সরকারের নীতি শীঘ্রই ঘোষিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। কোন কোন শিল্প সরকারের অধিকারে থাকিবে, কোন কোন শিল্প সরকারের পরিচালনাধীন থাকিবে, কোন কোন শিল্পে সরকারী প্রভাব থাকিলেও ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রহিবে এবং কোন কোন শিল্প সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানা ও পরিচালনাধীন থাকিবে এই সমস্ত বিষয়ই এই ঘোষণা দ্বারা প্রকাশিত হইবে। স্বামী তত্ত্ব বেতে স্থাপন সম্পর্কে সরকারী প্রস্তাবও এই ঘোষণা দ্বারা প্রকাশিত হইবে।

বেসামরিক ব্যবহারের জন্য কাপড়—উক্ত আবেদিকা হইতে মার্চ মাসের মধ্যেই ২,০০০ টন কাপড় আমদানী হইবে বলিয়া প্রকাশ। সরকার ঐ কাপড় নিম্নোক্ত ব্যবহারের জন্য বাছিয়া সরবরাহিবার জন্যেকজন কাপড় ব্যবসায়ের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবেন। উক্ত পরিমাণ ছাড়াও আগামী বৎসরে আরো ১৫০০০ টন কাপড়ের আমদানী হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

ভারতীয় ছাত্রের বৈদেশিক শিক্ষা—বিভিন্ন শিল্প কৃষি ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য যে সব ভারতীয় ছাত্র বিদেশে যাইতে চাহেন তাঁহাদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা এবং বাছাই নিজেদের খরচে পড়িতে চাহেন তাঁহাদের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দানে পরিচালনা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্র উপদেষ্টা বিভাগ সরকার সাম্প্রতিক ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকারসমূহের মনোনীত ছাত্র ছাড়াও এমন ছাত্রকে ভারত সরকার বৃত্তি দান করিয়া বিদেশে গবেষণা বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করিবেন বলিয়া প্রকাশ। সরকারী কর্তৃপক্ষগণের এই সব বৃত্তি পাইবার অথবা নিজেদের খরচে বিদেশে শিক্ষালাভার্থে যাইবার জন্য যোগ্য। ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক গঠিত মনোনয়ন সমিতি (শিক্ষাবিভাগ কমিটি—স্বাস্থ্যবিভাগ ইত্যাদি) এর কাছে বিদেশ গমনে ইচ্ছুক এরিয়ান ১৯৪৫-৪৬ সালে আবেদন করিতে হইবে। উক্ত কথা "উচ্চ শিক্ষালাভার্থে বিদেশ গমনেচ্ছু ছাত্রদের জন্য নির্দেশ" (ইনফরমেশন ফর ইন্টেন্ডিং স্টুডেন্টস্) নামক পুস্তিকায় দেওয়া হইয়াছে।

অন্নদা কুমার লাহা

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৮এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন্ : —বাজার : ১৪৬৪-১৪৬৫ গ্রাম : "Aryoplasta"

এরিয়ান প্লেটার মিলস্

লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস : ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

মিল সাইট ও প্রাডেশবন : মহেশ (বি এন আর)

কোম্পানীর বিশেষত্ব

- (ক) কোম্পানীর নিজস্ব জমিতে নাবর ঘাস ইত্যাদি খেলার পায়ের ঘাস আবাদ
  (খ) সহীষ্ণুতায় তরলাবস্থি অঞ্চলে কারখানার অবস্থান ও
  (গ) কারখানার সন্নিকটে রেলওয়ে সাইডিং প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা থাকায় কাপড় তৈয়ারীর খরচ অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় অনেক কম পড়িবে।
- কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেন্টস্ ও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরাই ১০ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন।
- অভিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডারগণকে যথাক্রমে অন্তঃ-পক্ষে সমতুল্য বার্ষিক ৪% ও ৬% হারে আয়করমুক্ত লভ্যাংশ না দেওয়া পর্যন্ত ম্যানেজিং এজেন্টস্ কোনও পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না।
- প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডারগণ সম্পূর্ণ শেয়ারের টাকা পরিশোধের দিন হইতেই নির্দ্ধারিত আয়করমুক্ত সমতুল্য বার্ষিক ৬% হারে লভ্যাংশ পাইবার অধিকারী হইবেন।
- লাভের মূলে সমস্যাদি স্থাপনের সুযোগই কেবলমাত্র নাবর ঘাস ও অন্যান্য খেলার ঘাস এবং বাঁশ বেত ও ঝুনা বোর্ড বিক্রয় করিয়াই যথেষ্ট লভ্যাংশ আশা করা যায়।
- সুবিধাজনক কিস্তিতে শেয়ারের টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা।
- আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের আবশ্যকীয় অগ্রিম টাকা ইতিমধ্যেই সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে।

এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়।

অবশিষ্ট অভিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয়ার্থ প্রতিপত্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতে টাকা খাটানোর যে আশু আশঙ্কায় বহু লোক টাকা তুলিয়া লইতে চাহিতেছেন, তাহা দূরীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন, খাটানোর সেই আশু কতকগুলি সিকিউরিটিতে লগ্নি করিতে হইবে, কেবলমাত্র এই লগ্নীই কেন্দ্রীয় সরকার এই সেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। সিকিউরিটিতে লগ্নীকৃত টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার (কোন দেশীয় রাজ্যের আর্থসচিব থাকিলে রাজস্বসচিবদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া) বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, উক্ত টাকা লইবার সময় আসিয়াছে কি না এবং এই সময়ে প্রকৃতিগত যে কোন বিক্রয়মূলক বিনিময়ব্যবস্থার সহিত সমতা আছে এমন কোন উদ্বেগেই টাকা তুলিয়া লওয়া হইতেছে কি না এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে তবেই উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত পরিষ্কারভাবে জানানো যাইতেছে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদ্বিষয়ে অন্যান্য কোন পরিচালনার আর্থিক দায়িত্বভার গ্রহণ অথবা বিনিময় সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : ক্যাল ৪৪৯ হেড অফিস—৭ নেপালো লেন কলিকাতা

—শাখা—		
শ্যামবাজার	গাবতলা	হাওড়া
কলেজ ষ্ট্রীট	নারিয়া	বেলঘরিয়া
হাটখোলা	যোগীপুল	নবগ্রাম
বালীগঞ্জ	বজবজ	শেওড়াফুলি
চন্দননগর	বিজলি	আরামবাগ
কলিকাপুর	বিদ্যাধরপুর	মেদিনীপুর
খাড়গ্রাম	কুমারখালী	মেহেরপুর
ঈশ্বরদী	রাজবাড়ী	আমীনা
কুষ্টিয়া	মুন্সী	ঢাকা

সকল প্রকার মেয়াদের আয়, বিল অব এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি ক্রয়, আদায়াদি এবং সর্ত্তসাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জে সি গুহঠাকুরতা

পুস্তক-পরিচয়

রিজিওন্যাল প্ল্যানিং ইন বিহার—(Regional Planning in Bihar)—ডক্টর এস এন প্রসাদ। প্রকাশক, ইন্টেলেক্ট, সেন্ট্রাল শপিংকমপ্লেক্স, কদমকুয়াঁ, পাটনা (20th Century Publication, Kadam Kuan, Patna), ১৮ পৃঃ, মূল্য ছয় আনা।

বিহারের "বিহার হেরাল্ড" পত্রিকাখানির ১০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় উহার কর্তৃপক্ষ এই সুযোগ বিহা নামক্রিক প্রসঙ্গ আলোচনার এক বিশেষ সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তিকাটি উহারই অন্তর্গত।

যুদ্ধাবসানকালের জন্য পরিকল্পনা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে সকল পরিকল্পনা প্রকাশ পাইয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে লেখক এই পুস্তিকায় বিহার প্রদেশের আর্থিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে লিখিত। সমগ্র ভারতীয় পরিকল্পনাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক ভারতের স্বাধীনতা কিছুই নাই, বরং এই বিষয়ে দেশের পক্ষে প্রাদেশিক পরিকল্পনাই অধিক স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। তবে এ কথাও স্মরণে রাখিতে হবে যে, প্রাদেশিক পরিকল্পনাগুলি যেন অবশ্যই সর্বভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে হয়। পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাদেশিক স্বৈরাচারের পক্ষপাতী আমরা নহি। সর্বশেষে পুস্তিকার লেখক পরিকল্পনাটীই এমন সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা বিহার প্রদেশের বিস্তারিত পরিকল্পনার মোটামুটি একটা ইঙ্গিত খুঁজে পাবে বিশেষ কিছু বাকী থাকে না। সুতরাং এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বিশেষের জন্য লিখিত হইলেও যে পর্যন্ত উহার বাস্তব প্রয়োগের আরো বিস্তৃত বিবরণ আমরা না পাইব, সে পর্যন্ত সর্বভারতীয় স্বার্থের ইহা পরিপন্থী কি অনুকূল বলা কঠিন হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই পরিকল্পনায় বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী অন্তর্ভুক্তের উ কি এ পরিকল্পনানুযায়ী লিখিত হইয়াছে। "যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা" বিষয়টীর ওপর ইংলণ্ডীয় কবিরা অনুরূপ চিন্তাধারার আমরা প্রয়োজন অনুভব করি।

ভারত
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৯
—:—
দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও রাধাবাজার শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
প্রস্তাবিত শাখা
গৌহাটী, ডিব্রুগড়, শিলং, ঈশ্বরদুর, রাজসাঁ, বেরিলীপুর, চট্টগ্রাম।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ বি এন মিত্র

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীস কর্পোরেশন
লিমিটেড
হেড অফিস—৮৮২, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
একটী সত্বরাগে ঘোষণাকারী উন্নতিশীল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান।
লভ্য অংশের তুলায় চাষ বিপুল আয়োজনে আরম্ভ হইয়াছে।
চালের কল চলিতেছে এবং শীঘ্রই "ষ্টী" বোর্ড প্রস্তুতের মিল স্থাপিত হইতেছে।
ফাইবার ও কটন ষ্টেট—বাদুরিয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট।

জনগণের বিশ্বাসের পরিচয়
১৯৪২....৩০,৪০,৫৫৫
১৯৪৩...১,০৪,১৩,০০০
১৯৪৪...১,৮০,০০,০০০
কেবলমাত্র জীবনবীমারই হিসাব

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৩০
শিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, কাউন্সেলর্স রো, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাইকোর্ট (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ঈশ্বরদী ও নবদ্বীপে।
পে-অফিস : বিষ্ণুপুরে
যোগাযোগে ব্যাঙ্কার্স।
এ ব্যানার্জি, কিলবর্ন, লিঃ, আই, আই, বি

দি
নিউ এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী
লিমিটেড
[illegible]

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভারতী মেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

উক্ত ব্যাঙ্কের বোম্বাই শাখার কার্য্য ১৩-৩-৩৪ তারিখে বোম্বাইর উক্ত এলাকের হলে উদ্বোধন হইয়াছে। বোম্বাই মেট্রিক মেসার্স এণ্ড উক্ত ব্রোকার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ বে আর পি রাও, এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ভারতী মেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এম পি বক্সী বাঙ্গালা-বক্তৃতায় ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসার ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। মিঃ বক্সী, ব্যাঙ্কটিকে বোম্বাইয়ে সাদর আহ্বান জানান, ব্যাঙ্কটির উন্নতির জন্য মিঃ বক্সকে অভিনন্দিত করেন এবং উক্ত ব্যাঙ্কের অভিনবে উৎসবের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

মেসার্স মজুমদার ব্যাঙ্কার্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

উক্ত প্রতিষ্ঠানের নূতন কার্য্যালয়গৃহের ১১ই মার্চ্চ রবিবার উদ্বোধন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জগদীশ বিশ্বাসী প্রার্থনাসঙ্গীত করেন ও শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরনাথ সরকার সভাপতির করেন। এই উপলক্ষে নানা বিভাগের ও মনোহারী বস্তুসমূহ পরিবেশন হইয়াছিল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বে সি মজুমদার, তাঁহার স্বাগত ও ওজস্বিনী অনুষ্ঠানের সাফল্যের প্রতি লক্ষ্য দৃষ্টি রাখেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

আমরা অবগত হইলাম যে, সম্প্রতি ব্রাঞ্চ-বাহিরে এই সুপ্রসিদ্ধ উক্ত ব্যাঙ্কের দুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ সি সি দত্ত উক্ত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডে চেয়ারম্যান হিসাবে যোগ দিয়াছেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

এলাহের্ড সিকিউরিটিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিমল রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৯, ক্লেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা।

সেলুলী কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটী-ক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ সি পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—সি ৬৩, বাগা লেনফ্ল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫৮ লক্ষ টাকা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বাজালোর ইণ্ডিয়ান, কটন এণ্ড সিল্ক মিলস্ কোং লিঃ—১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে পড়তা ১০৲ টাকা। কোলাবা ল্যাণ্ড এণ্ড মিল কোং কোং লিঃ—১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে পড়তা ১৲ টাকা।

দি বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

কোড—বড়বাজার ৪৪৯৯ স্থাপিত—১৯০৮ টেলি—ব্রাঞ্চ,ব্যাঙ্কলিঙ

সেণ্ট্রাল অফিস—৩০।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা—বাঘরহাট (ঢাকা) বড়বাজার (কলিকাতা)

বি, এল, চাকলাদার—জেনারেল ম্যানেজার। এস, কে, দাস, বি-এল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ফোন ঃ কলি ২৭৩৭ Gram. JANASAMPAD

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

সর্ব্বপ্রকার ক্লিয়ারিংয়ের সুব্যবস্থা আছে

১৯৩৪ সালের ডেক পর্য্যন্ত আনুমানিক হিসাব

অনুমোদিত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন		১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও রিজার্ভ ফাণ্ড		৮,০০,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲

কার্য্যকরী মূলধনের পড়তা ৯০ লাখ এলাহ ও কোম্পানীর তাহাতে এখন সময়ে এলাহে পরিবর্ত্তনশীল ভাবে নিয়োজিত আছে।

শাখা, সে অফিস ও এজেন্সি অফিসসমূহ

ডাইবোট, উল্টাডাঙ্গা, কালীঘাট, বড়বাজার, ইডেনী, বাগবাজার, বেহিলীপুর, কর্ণেলগোলা, আলমপুর, ঠাঁদী, মদনঘাট, ডমরুদহ, ঈশ্বরদী, খালীঘাট, কোলাবাটী, পঞ্চবটতলা, বীরভূমা, পীরভূমা, ভদ্রপুরা, বোলপুর, চন্দননগর, চুনাডাঙ্গা, নাড়িপুর, বেহেরপুর, কোমার শীলকাঘাটী, কুষ্টিয়পুর, কয়রাডোটী, বৈদ্যনাথ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মাদারীপুর, রাজবাড়ি, রাজবাড়িয়া, আলমা, ইঁটি, দাঁতড়ি, পাবনা, সাহেবগঞ্জ, সাইনা, আমলপুর, মাধবগঞ্জ, বড়বাজি, নবদিঘিপুর, কোলবুরী, মালাদোর, কটক, পুরী, ঘড়ঘড়পুর (পঞ্জাব), আসী, কাটনী, সোহাগী ও দিল্লী।

আমাদের বাণিজ্যিকতার ও তৎপরতার সাহায্য লইয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার করুন।

ডাঃ এম এম চাটার্জ্জি—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

—যে সকল তথ্য আপনার আস্থা আনিবে—

ব্রয়োবিংশতিতম বৈবার্ষিক হিসাব-নিকাশে যেখা যায়

উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ধারা—

এবং ব্যয়ের ধারে হ্রাস পাইয়াছে।

পড়তা ৬৲ টাকা সুদের হারে কোম্পানীর মেয়াদীবীমার হিসাব করিয়াও আলোচ্য ভিন বৎসরে মিট লাভের পরিমাণ ১,৫০,৮৮,০৯২৲ টাকা। তদ্দ্বারা বীমাকারীদের অবধিলে দাড়িয়াছে আরও ৫৪ লাখ টাকা।

বোনাস ঘোষণা { আজীবন বীমার বাজার করা প্রতি বৎসরে ১২৫০ টাকা
মেয়াদী বীমার ঐ হারে করা প্রতি বৎসরে ১০৲ টাকা

ও রি য়ে ণ্টা ল

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

স্থাপিত ১৮৭৪ সাল — ব্রাঞ্চ অফিস—ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস্, ২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা — হেড অফিস বোম্বাই ফোন্ নম্বর ৪০০

অফিসের সরঞ্জাম

- বই বাঁধাই
- সিল ষ্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এম্বসিং মেশিন
- পিয়ন ব্যাগ
- মেল ট্রে
- টোবেল্স ও ফ্রেম
- মেডেল ও তৎসরঞ্জাম ধাতু-চিহ্ন
- বিলে-করা ব্যাগ
- গালার শীলমোহর
- সাধারণ দরজার ধাতু-চিহ্ন
- ফুটিংবের নামাবলি আদাদি
- সিঁড়ি মৌলনের যৈরি ফিনিশিংস

কলেজপুরের সব ইয়ার্ড ইত ব্যাঙ্ক-প্রতি অফিসের জিনি আমাদের প্রস্তুত করা-আমরা করতে পারি। তালিকা আর লেখুন।

ব্রজসুন্দর কোং

১০৩, বিডন রো, কলিকাতা।
ফোন ঃ সি সি ১১০০

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৬ই মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের হাতে তারিখাধীন পরিশোধের সর্ত্তে অল্প সুদের ঋণ পত সপ্তাহের ন্যায় এ সপ্তাহেও কলিকাতায় সওয়া ১০ আনা ও বোম্বাইয়ে সওয়া ।০ আনা ছিল। টাকার লেনদেনের বাজারে বিশেষ চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয় নাই। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, এপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সওদাও সুদের হার পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা পুনরায় সওয়া ৩ পাই করিয়া গিয়াছে। মূলধন যে তিমাহী লোন খোলা হইয়াছে তাহার তারিখাধীন খুব বেশী নয়; কিন্তু বিনিময়ের বাজারে কয়েক সপ্তাহ পর আবার তেজীভাব লক্ষিত হইয়াছে।

পত ২০শে মার্চ মঙ্গলবার ভারত সরকার সপ্তাহ আড়াই তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হয়—তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মোট ১৫ কোটি ৯১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। টেণ্ডার গ্রহণ ৯৯৸৶০ মূল্যে সওয়া আনা ৭১ আনা আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে। কম মূল্যের টেণ্ডার বাতিল করা হইয়াছে। মোট মঞ্জুর ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের সওদাগুলি সুদের হার সওয়া আনা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে।

আগামী ২৭শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১-৩০ মিনিটে বোম্বাইয়ে এবং ২৯শে মার্চ বৃহস্পতিবার বেলা ১২-৩০ মিনিটে ভারত সরকার সপ্তাহ আড়াই তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার মঞ্জুর করিবেন। ব্যাঙ্কারদের আবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, তাহাদিগকে আগামী ২৯শে মার্চ মূল্য টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

পত ১৬ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ভারত সরকার মঞ্জুর মোট ৩ কোটি ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং ইণ্ডিয়ান ইস্যু বিভাগের নিকটে বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময়-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন হার নিম্নরূপ ছিল :—

টেলিগ্রাফিক (প্রতি টাকায়)	৯ পাই ৩২৫ দেঃ
ঐ বম্বাই („)	„ „
ডি এ তিন মাস („)	৯ পাই ৩৯৷ দেঃ
ডি এ চার মাস („)	৯ পাই ৩৯৷ দেঃ
ডলার (প্রতিশত)	৩৯৷৷৹

রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১৯ই মার্চের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে তাহার হাতে মোটের পরিমাণ ছিল ১০৭৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই মোটের পরিমাণ ছিল ১০৭৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। গত ১৯ই মার্চ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের জমতি ও ফারী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ও ৪২৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৩শে মার্চ—ইউরোপের যুদ্ধের অবস্থা নজর করিয়া শেয়ার-বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে আর সময়ের মধ্যে তাহা শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া মনে করিতেছেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিলে শিল্প-ব্যবসায়ের সাহায্যে যুদ্ধোপকরণ বন্ধ-সমূহের মূল্যহ্রাস করিয়া আসিবে। সেই কথা মনে করিয়া বাজারের অনেক ব্যবসায়ী বর্ত্তমানে শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে অনাগ্রহের ভাব দেখাইতেছেন। ফলে স্বভাবতঃই কাজকারবার সম্পর্কে ও শেয়ার-মূল্য সম্পর্কে গত এক সপ্তাহ যাবৎ বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে। কোম্পানীর কাগজ, অর্থাৎ বন্ধি, কাপড়ের কল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর শেয়ার-বিভাগে এ সপ্তাহের প্রথম দিকে কম বেশী পরিমাণে ক্রয়ের ভাব লক্ষিত হইয়াছে। তবে পূর্ব্বের মূল্য ধরিয়া টাকার ও মূল্যের অভিনব বেশীর দেখার ফেব্রিকারী দেখার সপ্তাহ শেষ হওয়ার আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দিকে কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্য কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ—কোম্পানীর কাগজ বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব্বাপর সমান ভাব

স্থাপিত—১৯৩১ ফোন : ভাল ৪৪৪৪

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চলতি হিসাবের সুদ ১%

সেভিংস্ আমানতের সুদ ২%

গত ৫ই মার্চ, অফিস কলিকাতা শাখা, ৮৯এ বামবিহারী এভিনিউতে ভগবতে খোলা হইয়াছে।

অনুমোদিত শ্রামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ এম্ ব্যানার্জি

একটি নির্ভরযোগ্য জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯১৮ টেলিগ্রাম :—"PURSE" Calcutta.

হেড অফিস :—৪৩-২৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বরিশাল ও বেলিয়াঘাটা

জলপাইগুড়ি ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

জীবন বীমার জন্য—

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

বি. সেনগুপ্ত—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ৫, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

মূলধন

অনুমোদিত	বিক্রীত	আদায়ীকৃত
৪ কোটি টাকা	২ কোটি টাকা	১ কোটি টাকা

(বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন শীঘ্রই যথাক্রমে ৪ কোটি ও ২ কোটি টাকায় পরিবর্দ্ধিত হইবে

কলিকাতার স্থানীয় বোর্ড :

সভাপতি : মিঃ এম এ ইস্পাহানী

স্যার আবদুল হালীম কাসুল, মিঃ এ সি দাশ, মিঃ আই সি বোরেজা,
মিঃ বৈদ্যনাথ জালান, মিঃ কে সি মিত্রোখী, মিঃ যজ্ঞেশ্বর সিংহা।

কলিকাতার দালালগণ : /

প্রধান অফিস : ১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস।

ও এইচ বিডলাকা—ম্যানেজার

আসামে ও বিহারে মফঃস্বলস্থলে ব্যাঙ্কিং কারবার করার পূর্ণ ব্যবস্থা আছে।

বড়বাজার :	কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট :	বালীগঞ্জ :
কে সি মেহতা	বি কে মিত্র	এম এম ব্যানার্জি
ম্যানেজার	ম্যানেজার	ম্যানেজার
টেলিগ্রাম : "UCOBANK"		বি টি রোড
টেলিফোন : ভাল ৬৪৩৮		কেশবচন্দ্র ম্যানেজার

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিল্কিকোট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিলিকেট অফ সোডা • রঙ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইকেরে

কোন :—
বড়বাজার :—১৩৪৭ অফিস
" :—১৩৪২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"সাবানওয়ালা"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাকরন লেন, কলিকাতা

সামান্য সঞ্চয়ে আপনি সুখ ও শান্তি ভোগ পাবেন
ডোমিনিয়নে জীবন বীমা করে'
ডোমিনিয়ন ইনসিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড।
১৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস—২৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা
শাখা—বালীগঞ্জ
৪ঠা মার্চ্চ মঙ্গলবার (আজ) শাখা খোলা হইয়াছে।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেঃ
ম্যানেজার

এস্ কে ঘোষ
ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং-এর ইতিহাসে যুগান্তর আনিয়াছে।
হেড অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ
দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাওড়া, কৃষ্ণনগর, খিদিরপুর, মাটিয়ারুজ, পাবনা, মেদিনীপুর, সম্বলপুর, বেনারস ও চাপাতাংখা।

মিঃ এ রায় চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

Gram : Cencomba
Post Box No. 228

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, অ্যাকরন লেন, কলিকাতা।

বুদক্ষ ডিরেক্টরবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :
মিঃ এস বি বিশ্বাস

বলবৎ ছিল। বৃহৎ সরকারী ঋণের সর্ত্তাবলী ঘোষিত হওয়ায় পর একদিন ব্যাপী সমস্ত শ্রেণীর কোম্পানীর কাজকর্ম হয়। কিন্তু লাভিয়া বাজারে মাত্র ৩০ লেনা যাইতেছে। অন্য বাজারে মার্চ্চ ৩ টাকা মূল্যের কোম্পানীর কাজকর্ম হয় ১১৮/০ আনা, ৩ টাকা মূল্যের লেনদেনা অন্তর (১৯৪৯) হয় ১১৪৯/০ আনা, ৩ টাকা মূল্যের (১৯৩৩-৩৪) কোম্পানীর হয় ১১৯৬/০ আনা, ৩৮০ আনা মূল্যের কোম্পানীর কাজকর্ম হয় ৩৩৬/০ আনা ও ৩ টাকা মূল্যের (১৯৩৩-৩৭) কোম্পানীর হয় ১১২৬/০ আনা উঠিয়াছে।

কাগজের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কাগজের কলের শেয়ার সম্বন্ধে কোনরূপ কোন আলোচনা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। অন্য বাজারে বেঙ্গল-লাখমুর ৪২।/০ আনায়, কামারহাটী ৫৬/০ আনায়, ফোর্টউইলিয়াম ১৮৬০ আনায় ও বিলি সিংহোরিয়া ৭৮/০ আনা করে লাভার পরিমাণে লেনদেন হইয়াছে।

পাইকল—হাওড়া কোম্পানীর পুরাতন শেয়ার ডেলিভারী দেওয়া সম্বন্ধে সমীক্ষাতা উপস্থিত হওয়ায় এসপ্তাহে উহার দর ১৮৯৯ দিয়াছে। অন্য সপ্তাহের ৩৩১০ আনার স্থলে উহা ৩০৫/০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। অন্যান্য শেয়ারের দর সম্বন্ধে এসপ্তাহে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অন্য বাজারে অবলাকা ৩০৭ টাকা, বালী ৩০৭ টাকা, টেক্সিটা ৩০১ টাকা, বো কলপাড়া ২০০৫ টাকা, বাজাবজারী ৭০৫ টাকা, বেঙ্গলাস ২৪৫০ আনা, ইাকার্ড ৪৩৭ টাকা ও বেঙ্গিলেন্সী ১২৭৬/০ আনা উঠিয়াছে।

কয়লার খনি—কয়লার খনি বিভাগে এ সপ্তাহে শেয়ারের বিক্রিবিনি খুবই কম হইয়াছে। বেশী লভ্যাংশ প্রদানের সম্ভাবনা নিয়া বাজারে একটা গুজব উঠায় সপ্তাহের শেষ দিকে কোন কোন শেয়ারের দর সম্বন্ধে কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছে। অন্য বাজারে এসানসোলেটের ৫৩৫০ আনা, ঝুলবরারি ৩৪০ আনা, বেঙ্গো মেন ৪২৮০ আনা, বাজিরা ২১৬/০ আনা, রাণীগঞ্জ ৫৩৪০ আনা ও রাজাই ৩৪৮০ আনা উঠিয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—পাইকল বিভাগে হাওড়া কোম্পানীর শেয়ারের দর চরিশার সঙ্গে এসপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দর সামান্য বাড়িয়া ৩০৩০ আনা হইয়াছে। অন্য বাজারে বিভিন্ন শেয়ারের দর নিম্নরূপ উঠিয়াছে :—মার্শ এণ্ড কোং ৩৩৩ টাকা, ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস ৩৩৬/০ আনা, বুলবরারী ১৯৮০ আনা ও জ্যাকসন আয়রন এণ্ড ষ্টীল ১২৬/০ আনা।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৮ই মার্চ্চ—এসপ্তাহে পাটের বাজারে বিশেষ উত্তেজনা হয় নাই। পূর্ব্বসপ্তাহে ফরওয়ার্ড বোম্বাইয়ের অবস্থার কিছু উন্নতি হইলেও চটকলওয়ালাগণ তাঁহাদের হাতে পাট থাকায় এবং জাহাজের অভাবে বাজারে পাট বিক্রয়ের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখান নাই। বরং আরো কিছু সময় অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। চটকলওয়ালাদের এই মনোভাবের ফলে পাটের দামে কোন অবনতি দেখা দেয় নাই বরং খাঁটি শ্রেণীর পাটের মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চটকলওয়ালাদের চাহিদার অভাবে ব্যাপারীরা পাটের, মূল্য বিশেষ অবনতি না হওয়া দেখে বাজারে পাট বিক্রয়ের মনস্থ করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে মিঃ ফেরেন্ডিকে রেলওয়ে রেট করিয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ বাজারে উপযুক্ত জাহাজের এত বেশী অভাব যে সরকার পাট রাখার অসুবিধার কথিয়া কার্য্যতঃ পাট বেশী কিনিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং পাটের চাহিদা আরও বাড়িতে হইলে সরকার যদি অবিলম্বে আরো জাহাজ সরবরাহের ব্যবস্থা করেন এবং মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় রেলযোগে পাট চালানের অনুমতি দান করেন (বর্ত্তমানে মফঃস্বল হইতে সুন্দরা হইয়া পাট কলিকাতায় আসে)।

সরকার যদি কিনিতেই চান তাহা হইলে পাই না কিনিয়া যদি কর্মিগণ বিক্রীত অর্থ ৮৯ জন করেন তাহা হইলেও পাটের মূল্যের সমতা রক্ষা সম্ভব হইবে। এই ব্যবস্থায় সরকারের অ্যাচিত অনুবিধায় পড়িতে হইবে না, অথচ কলওয়ালাগণ তাঁহাদের চাহিদা ৪৯ লক্ষ বেল কিছু দিন উহা বিক্রয়ের অপেক্ষায় রাখার ভার গ্রহণ করেন।

গত সপ্তাহে মধ্যে দৈনিক ২৮ গাড়ী করিয়া আমার বাস্তুহারিদের চটকলগুলি আবার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু গত সপ্তাহে যে জন কাজ করিয়াছিল উহা এসপ্তাহে কাজ বন্ধ করিয়াছে। এত দীর্ঘ কাল পরে আবার কাজ শুরু করায় বর্তমান সপ্তাহে কলগুলির উৎপাদন তেমন সন্তোষজনক হয় নাই। বিদেশ হইতে নূতন অর্ডারের বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই।

গত ১৯৪৪-৪৫ সালের জুলাই হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ৯ লক্ষ ১৪ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর অনুরূপ সময়ের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার বেল। সুতরাং এইবারে এই সময়ে বর্তমান বৎসরে ৫১ লক্ষ ৭১ হাজার বেল অধিকতর হইয়াছে। গত বৎসরে অধিকতর পরিমাণে ছিল ৬৬ লক্ষ ৭৭ হাজার বেল।

পাইকারী মূল্যের সন্তোষজনক উন্নতির কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। ফলে এ বৎসর গত বৎসর অপেক্ষা কম পাট জন্মিবে। এই কারণে বেশ কয়েকদিন পাটের বাজার অপেক্ষাকৃত তেজী। বাংলা সরকার আগামী ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পাইকারী কিনিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ১৯৪৫ সালের পাট সম্বন্ধে তুলার ঘোষণা প্রকাশ করিবেন।

আলসা পাটের বাজারে বড়ই তেজীভাব লক্ষিত হয়। ইষ্টবেঙ্গল পাকিং বিল্টি ও বটম যথাক্রমে মণ প্রতি ১৫।০ আনা ও ১৩৷০ আনা দরে এবং গ্লাসগোইজড্ বিল্টি ও বটম যথাক্রমে ১৯৲ টাকা ও ১৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়।

পাকা বেল বিভাগে বিশেষ কারবার হয় নাই। কলওয়ালাগণ বিশেষ পাট ক্রয় করেন নাই। প্রতি বেল ৭৯৲ টাকা দরে কিছু কার্স শ্রেণীর ও ৭৯৲ টাকা দরে কিছু নাইটলি শ্রেণীর মাল বেসা-বেচা হইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৬শে মার্চ—সোনা—বোম্বাই ও কলিকাতার বাজারে এসপ্তাহে সুবাদে সোনার দর বেশী হইয়া উঠিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত শুক্রবার প্রতি ভরি ৪৯।৵০ আনা দরে ৩৩ হাজার ভরি সোনা বিক্রয় করেন। এইরূপ বহু দরের বেশী পরিমাণে উক্ত ব্যাঙ্ক অল্প সোনা বিক্রীত হওয়ায় বাজারে সোনার দর পড়িয়া ৬৯ টাকা দাঁড়ায়। কিন্তু বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সোনা বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়াছেন। উহার ফলে আবার বাজারটা বিগড়াইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় গত বোম্বাইয়ের বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতি ভরি ৪৯৷৮০ আনা দরে ৩৩ হাজার ভরি সোনা বিক্রয় করিয়াছেন। উহাতে বাজারে সোনার দর পুনরায় চড়িতা উঠিয়াছে। গত বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ৭০ টাকার উঠিয়াছে। কলিকাতার বাজারে আজ ৭৯৷৵০ আনা উঠিয়াছিল।

রূপা—সোনার দরের সঙ্গে বাজারে রূপার দরও এসপ্তাহে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাইয়ে গত শুক্রবার প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১২৫।০ আনা। আজ তাহা ১২৯৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার গত শুক্রবার প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ১২৩।০ আনা। আজ তাহা বাড়িয়া ১৩৩।০ আনায় পৌঁছিয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত প্রতি ১০০ ভরি ১২৯৷০ আনা দরে মোট ৬০০ বার (বার) রূপা বিক্রয় করিবারে বলিয়া প্রকাশ।

ভারতে লেদারাই তৈরীর হিসাব

দেশীয় পরিষদে মিঃ মহ সুফেদাবের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যসচিব জার আজিজুল হক জানাইয়াছেন যে, গত ১৯৩৯এর প্রথম দশ মাসে মোট ১ কোটি ৯৯ লক্ষ জোড়া লেদারাই ভারতীয় কারখানাসমূহে প্রস্তুত হইয়াছে। এই সংখ্যা ১৯৪৩ সালের অনুরূপ সময়ের উৎপাদন অপেক্ষা ৫ লক্ষ ৯৯ হাজার বেশী।

ভারতের শুষ্কসম্পদ জোহনের ব্যবস্থা—সরকার ভারতীয় মুষ্টিক সাহায্য সমিতির বেতেরাল লাভ কমিটি তুলিয়া পরিবর্তে শুষ্কসম্পদ বাড়ি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সমস্ত শুষ্কসম্পদ কিনাই বাজারে প্রেরণ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, আহারদ্রব্যের এই সমস্ত শুষ্কসম্পদ সাধারণের প্রয়োজনীয় সরকারী অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে সমস্ত শুষ্কসম্পদ বাড়ি আঃ বি বি বাবের নিকট প্রেরণ করা হইবে। আবশ্যক মালের মূল্যের ও যাতায়াতের অসুবিধার সাহায্য-কল্পেই এই সমস্ত শুষ্কসম্পদ ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মিঃ ফ্রেজার ফেডিন ও উহার দুজন বেসরকারী সহকারীর উক্ত জাতীয় মুষ্টিক সাহায্য কমিটির সেক্রেটারী এবং ফেডারেশন। সর্ব জোড়ার বেতেরাল লাভ কমিটির সেক্রেটারী এবং ডাঃ মাইসাল ইহার সেক্রেটারী।

প্রতিযোগমূলক ইজারা ও অর্থ ব্যবস্থা—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে জানান সরবরাহের অর্থ-সচিব বলেন যে, ১৯৪১-৪৩ সালে ভারতবর্ষ বাহির মুদ্রাস্ফীতি প্রতিযোগমূলক ইজারা ও অর্থ ব্যবস্থাসমূহের ১৯ কোটি টাকা মূল্যের, ১৯৪৩-৪৪ সালে ৫৫ কোটি টাকা মূল্যের এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ৭১ কোটি টাকা মূল্যের মাল সরবরাহ করিয়াছে।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল, ৪৯৮১

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ডালহাউসী, ডালহৌসী, বলিয়াঘাটা, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্তে ষ্টার্লিংএর ও বিলিতী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—রায় অমলকুমার চাটুজ্যে বাহাদুর, এম্‌পি।

—ঃ শাখা ঃ—
বড়বাজার
পলতা
উলুবেড়িয়া
আমতা
ডোমজুড়
চৌমুহানি
দক্ষিণ কলিকাতা

দি সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

টেলিগ্রাম "সোনাক" : ১৮, আনন্দ লেন, কলিকাতা : ফোন ১৯১১

৫০০৲ টাকা হিসাবে ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

আয়কর রহিত

৫% ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

ঢাকা শাখার কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত, বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম ক্রমাসহ)	১৫,০০,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড	২,০০,০০০৲ উপর

শাখা সমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, বড়বাজার, বরমচন্দ্রিরহাট, করিমপুর, চাঁদপাইল, আনন্দবাজার, বহরমপুর, খুলনা, শিলচর, সিলেট, বিলং, ডিব্রুগড়িয়া, জোড়হাট, রাজবাড়ী, রাঁচী ও এলাহাবাদে।

এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সৌরাব দর—আধি ওরি (কলিকাতা) ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রূপার দর—আধি ১০০ ওরি (কলিকাতা) ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঐ ঐ (বোম্বাই)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ দর—আধিয়ানা (কলিকাতা)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কোম্পানীর কাগজ—সওদা আর সুদের মোহারের দর (সেপ্টেম্বর ৩ তারিখে)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইন্ডিমিনিটাস—						
ইন্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
ষ্টীল কর্পোরেশন—আধি	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
কুমারধুবী—আধি	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অধিকা ইলেকট্রিক ষ্টীল	—	—	[illegible]	—	—	—
জেসপ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
বার্ণপুর	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
ভাদরার আয়রন এণ্ড ষ্টীল	—	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]
ষ্টীলবিয়া	—	—	—	[illegible]	—	—
খনি—বাকো কর্পোরেশন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
ঝরিয়া ,, ,,	—	—	[illegible]	—	—	[illegible]
রাণীগঞ্জ ,, ,,	—	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
ইউইটেড ,, ,,	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
লাইট রেলওয়ে ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কাগজের কল—লিঃ ভিক্টোরিয়া মিল্স লিঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]
বেঙ্গল ...	—	—	—	—	[illegible]	—
কানপুর উলেন মিল্স	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
এলগিন মিল্স লিঃ	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—
ফোর্ট গ্লস্টার ,, ,,	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
কাপড়ের কল—ইণ্ডিয়া স্পেশাল মাল লিঃ	—	—	—	[illegible]	—	—
ইম্পিরিয়াল স্পেশাল মিল্স লিঃ	—	—	—	—	—	—
ষ্টীমার	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—

হিমগিরির কল্যাণ হাত...

হিমকল্যাণ ব্যবহার একটা অবশ্যই স্বেচ্ছাচার নয়, ভারতের প্রতিটি ও অনুভূতির প্রতীক আজকের বহিমাহিত পরম নিশ্চয়ের হিমগিরির কল্যাণ হাতের স্পর্শ ও মধুর তরিতাই 'হিমকল্যাণ' আজকের করা হইয়াছে। হিমকল্যাণ তরিতাহে মধু ও অমের অপূর্ব সমাবেশ। একারণে শৌরভ-সমৃদ্ধ এবং ও ঔষধি গুণিয়া ইহা অমের কল্যাণকর, এ মাধুর্যের মার্কিনতা অবশ্যাধিক। ইহার প্রসাধনসমূহ প্রতিটি, ইহার ব্যবহারের ব্যবসায়সমবায়কারীদের ব্যর্থ প্রচারনায়, তাই মেয়ে-বিদায়ের মনস্তত্ত্বের শাস্ত্রীয় আনুষ্ঠানিক 'হিমকল্যাণ' অনুষ্ঠানকীয় অপরিহার্য মেশিনেস।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস
কলিকাতা

এরিয়ান ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস : ৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং

কলিকাতা, কানপুর, এলাহাবাদ, ক্লিয়ারিং হাউসগুলির অধীনে ক্লিয়ারিং সুবিধা প্রাপ্ত

—শাখাসমূহ—

এলাহাবাদ	কালকাঙ্কি
অমরাবতী	কাড়গ্রাম
আলিবরাজা	জবলপুর
আজমিরিগঞ্জ	ঝাঁসি
বেরিলী	ঝড়পুর
বালেশ্বর	লক্ষ্ণৌ
বেলল	মেদিনীপুর
ভাদুরা (এলাহাবাদ)	মির্জাপুর
ধেরাদুন	মহারাজগঞ্জ
ডৈরব	নাগপুর
কানপুর	নর্থ কলিকাতা
চাঙুলিয়া	রায়পুর
চাপরা	রাণাঘাট
দার্জিলিং	সৈদপুর
দয়া	শ্যামবাজার
ঘাটাল	শিলিগুড়ি
ঘাটশিলা	শ্রীরাই
গোপালগঞ্জ	উনাও
জামসেদপুর	কলতা
জৌনপুর	ঔরঙ্গাবাদ

৭৮ বছরে অভ্যাধিক সেবা করিয়াছে

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৯শে মার্চ	১৯শে মার্চ	২০শে মার্চ	২১শে মার্চ	২২শে মার্চ	২৩শে মার্চ
ইউনিয়ন—অকল্যাণ ফুই মিলস লিঃ ...	—	[illegible]	—	—	—	[illegible]
আলেকা ইন্ডিয়া ফুই মিলস লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কাবাবহাটী ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কলীয়া ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
কোম্পিয়েন্সী ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিলায়েন্স ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভাকরাড়া ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাবড়া ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
ডিভিয় অফ—কেমসুদ ফুগার কোং লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—
রায়েলস কেইস ...	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কেন এণ্ড কোং লিঃ ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ডা বাবার—কেমসুদ ঐ কোং লিঃ ...	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
বিমলাস ঐ কোং লিঃ ...	—	[illegible]	—	[illegible]	—	—
ডিভিয়—ডানবিয়া ভিসেন্ট কোং লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	—	—
বি আই কর্পোরেশন ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—
মেরিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোহন ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
ইন্ডিয়া কেমারেল ভেভিলপমেন্ট কোং লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—
আলায়েন্স-কেমল লিমেন্ট ...	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ডালমিয়া ইনভেস্টমেন্ট কেমপ্লস ...	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
মিউ এলিয়াজি ইনভিডেন্স ...	[illegible]	—	[illegible]	—	—	[illegible]

আপনার সহায়তা কামনায়
দি

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪০, বর্ণওয়ালা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কাল ৭৬৩০ (৩ লাইন)

আদায়ীকৃত মূলধন	টাকা
(অগ্রিম জমা নয়)	১০,৩৬,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,০৮,১৯,০০০৲
জমা, ডোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি	১,১২,৩৮,০০০৲
রিজার্ভ	২,৪৬,০০০৲

আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমাদের উপর নির্ভরে নির্ভর করুন।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

অনুমোদিত মূলধন	...	৫০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন		১৫,০০,৪০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন		৮,৩৮,৫১৫৲ টাকা
আমানত		১,২৫,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	...	১,৪৫,০০,০০০৲

পৃষ্ঠপোষক :

মিসুলাধিপতি—শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে. সি. এস. আই, অনারেরি ডিরেক্টর।

ব্যবস্থাপক—শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

হেড অফিস :	চীফ অফিস :
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)	আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

কলিকাতা অফিস :

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হারিসন রোড, কলিকাতা।

বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্রই শাখা আছে।

ব্যাঙ্কের সকল রকম কার্য্য করা হয়।

রোগীর শুশ্রূষায়..

রোগের অকল্যাণের ঘনা দিয়ে সেবা-ব্রতের কল্যাণময় রূপটি ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

আমাদের তৈরী
রবার গ্লাভস • হট ওয়াটার ব্যাগ • আইস ব্যাগ • এনিমা সিরিঞ্জ ও সুরলং • ক্যাথেটার এবং • অন্যান্য ইত্যাদি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

কলিকাতা • নাগপুর • মোরাদাবাদ

AE8/1

কোকোলা

কেশ পরিচর্য্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। কি প্রক্রিয়ায় কি ভাবে ইহার ব্যবহারে কেশের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হয়। কেশ সুচিক্কণ, দীর্ঘ ও ভ্রমরকৃষ্ণ করিয়া নারীর শ্রীবৃদ্ধি করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ইহার অপূর্ব্ব সুগন্ধ মনোমুগ্ধকর।

মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা এবং ইহার গন্ধ দীর্ঘস্থায়ী, স্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর।

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া কলিকাতা

ক্যালকাটা ন্যাশনাল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
ডিমস রো, কলিকাতা।

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	ঢাকা
বড়বাজার	আসানসোল	ডালহাউসী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	(দিল্লী)	স্কোয়ার (ঢাকা)
জামবাজার	আগ্রা	আমেদাবাদ
কর্ণওয়ালিস	বীরাট	মানকচরাবাজার
স্কোয়ার	বেনারস	(আসামবাঙ্গলা)
চাঁদনী	এলাহাবাদ	করাচী
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা	আজমীর
ময়মনসিংহ	(এলাহাবাদ)	বাহাদুর
চট্টগ্রাম	লক্ষ্ণৌ	লায়লপুর
পাটনা	আমিনাবাদ	ষ্টাউনবী
গয়া	(লক্ষ্ণৌ)	(লায়লপুর)
মজঃফরপুর	কাণপুর	গুজরাণপুর
মেহিলী	মেইন রোড	গুজরাণপুর ক্যাণ্ট
বারাণ	(কাণপুর)	অমৃতসর
	আগরাওয়ালী	লাহোর

সকল প্রকারের—
বিনিময়ের ব্যাঙ্ক লিঃ

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের ফাউণ্ডিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপত্রটি অনুসারে মৃত্যুকালে অথবা ৬০ বৎসর বয়সে যে প্রথম হয়....এর অধিক হয়, কিন্তু এই ষষ্ঠবর্ষের-অধিক-বীমাপত্রটিতে নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তাবলীর অধীন হইলে নিরাপদ থাকে। তদ্ব্যতীত ঐরূপ মৃত্যুর হইলে যাহা এবং অন্যান্য যে কোনও পরিস্থিতিতেই সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হয় না।

পত্রটির সাহায্যে এখনই আপনার প্রয়োজন মেটান যাইতে পারে। ইহাতে বিনিময়ের অল্প ব্যতিক্রমভাবে আপনার লাভ।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স

লিমিটেড

হেড অফিস : ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—৮৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড ইত্যাদি :— } পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার উপর

গভর্ণমেণ্ট সেপার ও অন্যান্য সিকিউরিটী :— } তিন কোটি ষাট লক্ষ টাকার উপর

পাটনা ও গয়া শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ জে সি বাস।

লিলি
বিস্কুট
খাদ্যে ও
স্বাস্থ্যে—
অপরিহার্য্য

লিলি বিস্কুট কোং লিমিটেড

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পুষ্টিকর

লিলি-বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং লিমিটেড

৯১।৩৪ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—আর্য্যবিদ্যা প্রেসে ইণ্ডিয়ান্স এসোসিয়েশন দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6362 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীবিভূতিনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 2nd. April, 1945. সোমবার, ১৯শে চৈত্র, ১৩৫১ [৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী

বেসরীর ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ বস্থ প্রশ্নোত্তরের এক প্রশ্নের উত্তরে জানান সরকারের বাণিজ্য-সচিব জানাইয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৫ সালের জন্য ইংলণ্ড হইতে ১ কোটী গজ বস্ত্র আমদানীর ইজাঃ দেওয়া করেন। পরবর্ত্তী এক বৎসর প্রথম, ইংলণ্ড হইতে ২ লক্ষ বেল বস্ত্র ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে চালান দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান বস্ত্র-সঙ্কটের দিনে লোকের অভাব দূরণের জন্য বেশী বিদেশী সকল শ্রেণীর বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ভারতে বিলাতী বস্ত্র ব্যবহারের রীতি প্রায় উঠিয়া যাওয়ায় পর এই সুযোগ সময়ে সরকারের হেপে বস্ত্রের দুর্দিন সৃষ্টি করিয়া তাহার গবর্ণমেণ্ট হেপে পূরণ করিয়া যে ভাবে বিলাতী বস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ১০০ কোটী গজের কিছু কম কাপড় উৎপন্ন হইত। ঐ উৎপন্ন বস্ত্র দ্বারা ভারতের লোকের সাধারণ প্রয়োজন মিটিলেও হেপের অভাব পূরণের জন্য তখন অধিক মূল্যে খুব কম পরিমাণ বস্ত্রই আমদানী করিতে হইত। যুদ্ধের সময়ে আজ ভারতের কাপড়ের কলগুলির উৎপাদন বাড়িয়া ৪৮০ কোটী গজ দাঁড়াইয়াছে। উৎপাদনের পরিমাণ এই ভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে ভারতের বস্ত্র দ্বারা আজ এদেশের লোকের প্রয়োজন মিটাইবার একটা সুযোগ আসিয়াছে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ উৎপন্ন বস্ত্রের অধিকাংশ অল্প দিকে বিদেশে রপ্তানী করার বস্ত্রের দিক দিয়া বেসামরিক জনসাধারণের অভাব পরিপূরিত না হইয়া তাহা দিন দিন হেপে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভারতের কলসমূহের উৎপাদিত ৪৮০ কোটী গজ বস্ত্রের মধ্যে ৯০ কোটী গজ বস্ত্র গবর্ণমেণ্ট একতরফা ভাবে সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ভারত ৯০ কোটী গজ বস্ত্র চীন ও অন্যান্য দেশসমূহে রপ্তানী করা হইয়াছে। এইভাবে ১৮০ কোটী গজ বস্ত্র চলিয়া যাওয়ায় ভারতের বেসামরিক জনসাধারণ তাহাদের ব্যবহারের জন্য বর্ত্তমান বৎসরে ৩০০ কোটী গজের বেশী বস্ত্র পাইতেছে না। ফলে এই বস্ত্র সেলিনের জন্য ইংলণ্ডসমূহের বাজারে বস্ত্র কিনা হেপে একটা কাড়াকাড়ি সুরু হইয়াছে। বস্ত্রের দিক দিয়া হেপের লোকদের প্রয়োজন অভাব পরিপূরণের নাম করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট আজ কার্পাসিয়ার জন্যের দ্বার ইংলণ্ড হইতে বস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু ব্যবসায়ের মতে ইহা বুঝিতে পারিয়া ভারতে বিলাতী বস্ত্রের বাজার সৃষ্টি করিবার চীন প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নহে। ভারতের লোকেরা যেখানে বস্ত্রের অভাবে নিরতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছে সেখানে ঐ দুরবস্থা মিটাইবার জন্য এদেশ হইতে বাহিরে বস্ত্রের রপ্তানী এক্ষেত্রে বন্ধ করিয়া দেওয়াই ভারত সরকারের প্রথম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

কি-ষ্টার্লিংয়ের বাজ-বিস্তার

বৈজ্ঞানিক উপায়ে যুদ্ধ, শিল্প, ব্যবসা এবং অন্যান্য বহু ব্যাপারে ইংরাজের অতীত উপলব্ধি নিজেদের করিয়া অনুকূলের সাহায্যে নিজেদের পরিচয় করিবার ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাহায্যের রীতি এই যুদ্ধের সময়ে খুবই প্রকাশ পাইয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর নাম 'কি-ষ্টার্লিং' এবং এই আখ্যে যে সিস্টেমে কাজ হয় তাহা কি-ষ্টার্লিং সিস্টেম বলিয়া পরিচিত। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে কয়েক বৎসরে ২ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ডের মূল্য ১২ কোটী ডিম, ৩ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ভারতীয় ও ৫০ লক্ষের উপর পাউণ্ড মূল্যের চীনা দ্রব্য কি-ষ্টার্লিংয়ের বাজ-বিস্তার পরিবর্ত্তে করা হইয়াছে। ইহার কারণ হেপের লোকের প্রয়োজনে আমাইয়া যুদ্ধী সরকারী বিভাগগুলি হেপেসমূহে সরবরাহ করা হইতেছে। যুদ্ধোত্তরের বৈজ্ঞানিক ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিবার জন্য কি-ষ্টার্লিং প্রথার পরিচালকগণ যে, ব্রহ্মদেশ যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবস্থাপিত সিঙ্গাপুর, ব্রাজ ও অন্যান্য উপনিবেশে কোন অভাব ঘটে না। বাজের জন্য আর অপরিহার্য হইয়া যাবে তবু উহার সরবরাহ নীতিবদ্ধ হয়। পরিবর্ত্তনে বস্ত্র হইতে সিগারেটের জন্য যখন ইহা সমস্ত যুদ্ধ হেপে চালান দেওয়া যায়। হেপে সময় আজ বাণিজ্য ইহা লোকের ব্যবহারে আসে। সবই সুখের বিষয় যে, আর্টলেণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে ভারতবর্ষেও যুদ্ধের সময়ে কম এই নিয়ম করিবার প্রচলন হইয়াছে। কি-ষ্টার্লিংয়ের বাজ-বিস্তার উপনিবেশের জন্য এদেশে বর্ত্তমানে ১৮টি কারখানা পরিচয় হোল হইয়াছে, এই সব কারখানা স্থাপনে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেকের সহায়তা

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৮৫-৯৮
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৯৮৯
বস্ত্র-সঙ্কট ও তাহার সমাধান	৯৯৭-৯৯১
খেয়ালীর খাতা	৯৯২-৯৯
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৯৯৬-৯৯
কোম্পানী সংবাদ—	৯৯৮-৯৯
বাজারের হালচাল—	৯৯৮-১০০২

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানাতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "হেমপদো" কলিকাতা
ফোন : সি কে—২৩৩১

বি. মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

করিতেছেন। কি-ব্যবহারের প্রথার ফোল আছে, বিদেশে ও বাজারে চলিবে তাহা বিশেষজ্ঞ করিয়া উৎপাদন বিক্রয় করা হয় তাহাতেও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পরে সাময়িক বিশ্লেষণ প্রয়োজনের কাজ হাতাহাতে ফেলে করা হইতেছে। এই প্রথা অবীনে অন্যান্য বাজারের সমাজের প্রয়োজন প্রয়োজিত করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বাজারের মত বুঝিবার জন্যে কি-ব্যবহারের বাজ-নিয়ম প্রয়োজন বুঝা আছে কথা। অতিশয় শ্রেণীর বাজারের সমূহে বিক্রয় হইবে তার বলিয়া উৎপাদে ফোলার কথা সম্বন্ধে অনেক সময়ে আরা হাতাহাতে ফেলে করা হয় না। এজন্যে কি-ব্যবহারের নিজ আসনাবে পরিচয় উৎপাদন আনাবিক বিক্রয় অনুসন্ধিৎসা) প্রয়োজনের ব্যবহার করিবে, ক্রমবর্ধমান সাফল্য পর প্রয়োজ হইবে। তবে সাময়িক প্রয়োজনের পরিবারে এই বিক্রয় সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষণে ব্যবহার পরে এই বিক্রয় প্রথার প্রবর্তিত ফোল ফোল আরও ফেলাইলে কি না তাহাই এর।

বৃটিশ ও বিদেশী-বাণিজ্য সম্প্রসারণের পরিকল্পনা

বুয়র সমরে বৃটিশের বিদেশী-বাণিজ্য বিশেষভাবে বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বুয়রী সরে এই বিদেশী-বাণিজ্যকে পুরাপুরি বা কিছুটা বৃদ্ধিতে না পারিলে বৃটেনের আর্থিক ঐক্যতা ও সমৃদ্ধি বজায় রাখা কঠিন হইবে। এই উদ্দেশ্যে ফ্রীম্যান্স বলিয়াছেন, যুদ্ধের পূর্বে বৃটেনের বিদেশী-বাণিজ্য যারা বিশ্ব ইংলণ্ডের লোকের জীবনযাত্রা-প্রণালী উচ্চ রাখিতে হইলে বলিতেছে যারা অন্তত: সে মূলধন সরবরাহ এবং আন পথার বৃদ্ধি করা দরকার। অবশ্যই এই ধরণ উপলব্ধি করিয়া ইংলণ্ডের লোকেরা বর্তমানে বিশেষভাবে পরিশ্রম ও উদ্যম বাড়িয়া গিয়াছে। বুয়র সমরকালে ফোলে ফোলের বিক্রয় করিয়া, আমদানি ও রিক্রয় করা আমাদের বর্তমানে বিদেশী-বাণিজ্য প্রসারলাভ বুয়রের পরিমাণ পর্যন্ত করিয়াছে। ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা ফলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে বুঝিবার ব্যাপী অধিক পরিমাণ বৃটিশ পণ্য বিক্রয়ের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। আর বৃটিশ বর্তমানের আহারাদিকে সে বিষয়ে সকলে দিয়া উৎসাহ দিতেছেন। আমেরিকার এক সময় সরবরাহ প্রতিযোগিতা খুবই বিপজ্জনক হইয়াছিল, বৃটেনের শিল্পপতিরা বিভিন্ন ফেলে বিদেশী-বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে 'ব্যুরো' (Bureau) বা বৃটিশ এক্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট বর্তমানে ইংলণ্ডের সঙ্গে একটী প্রতিযোগিতা স্থাপন করিয়াছেন। ঐ প্রতিযোগিতার আর্থিক মূলধন হিসাবে ইতিমধ্যেই ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড আদায় করা হইয়াছে। ঐ অর্থ বিদেশে বৃটিশ পণ্যের আমদানি বাড়াইবার ব্যবস্থা হইবে। বৃটিশ বাণিজ্যের উন্নতির হিসাবে কিছু সময়ের মধ্যে ফোলের বা আমদানি অতিরিক্তির মাত্রা বাড়িয়া দেখাইবে। আমরা বিদেশী আমদানি করা মধ্যে বাইবালের পরিমাণ ফোল করিবে। বুয়রের পর আমদানি ও রপ্তানীর পরিমাণ ফোল আরও বাড়িয়া যাইবে না। বাণিজ্য ব্যাপারে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় বৃটেনের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে। কিন্তু আমেরিকার শক্তির একটা মূলধনের অভাব বৃটেনের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার করা কিছুই কঠিন হইবে না বলিয়া ইংরাজ ব্যবসায়ীরা মনে করিতেছেন। বিশেষত: বুয়রোত্তরকালে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা বিস্তার সম্বন্ধে এখন হইতেই তাঁহারা যখন পরিকল্পনা গঠনে মনোযোগ হইয়াছেন তখন এদিক দিয়া বেশী কিছু সাফল্য তাঁহারা অবশ্যই অর্জন করিতে পারেন। বৃটেন বুয়রোত্তর বিদেশী-বাণিজ্য সম্বন্ধে এই সব পরিকল্পনা গঠনের মোহনের কথা করিয়া ঐ প্রয়োজনীয় বিষয়ে বুয়রের কর্তৃপক্ষের সর্বাঙ্গীণ উপেক্ষা ও উদাসীনতার কথা না উল্লেখ করিয়া থাকিতে পারি না। বুয়র সমরের সময় বিশ্ব বিদেশী বিদেশী-বাণিজ্যের অবস্থা বর্তমান হইয়াছে। বুয়রের পরে বুয়রের বৃটেন ও ফ্রান্সেরিকার প্রতিযোগিতা তীব্র হইয়া উঠে দিবে। সেই প্রতিযোগিতা সময়ে সময়ে এমন হইবে এমন হইবে একটা 'স্বাধীনতার' আমদানীর অবস্থার মধ্যে বহিবে বুয়রের পরে আমেরিকার বিদেশী-বাণিজ্যের আরও অবনতি বর্তমান বুয়রী আমরা বিশ্বে হইতেছে না। আমেরিকার বিদেশী-বাণিজ্য এমনভাবে সম্বন্ধে এমন হইবে একটি বুয়রোত্তর পরিকল্পনা গঠন করিবেন বুয়রের কথা, বিশেষে বৃটিশ পণ্য বিক্রয়ের সুবিধার বিভিন্ন ফেলে হইতে আমদানীর বর্তমানের আমদানীরাও তাঁহারা ফেলার চেষ্টা করা তাঁহারা দেখিতেছেন। ইউনাইটেড কিংডম কনফিডারেশন ফোন্সানী আমরা বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহারা যে আমেরিকার আমদানি করিতেছেন, আমদানি কলে বন্ধ আমেরিকার বাজার-বাণিজ্য হইতে আমদানীর বিদেশীকারকদিগকে ইতিমধ্যেই অনেক পরিমাণে বহিয়া আনিতে হইয়াছে। কিন্তু ফোলের বিদেশী-বাণিজ্য সম্বন্ধে এমন আমদানী নীতি যে কোন বর্তমানের পক্ষেই নিন্দনীয়।

ভারতে মূলধনের শিল্প-ব্যবসায় সম্পর্কে বৃটিশ সহযোগিতা

বৃটেনের বিদেশী-বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রতিকল্পনা অন্যান্য ফোলের ফেলে আমেরিকাই বেশী পরিমাণে বাধার করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। তবে বৃটিশ বণিকেরা নিজেদের বাজার প্রসারের নাম করিয়া এমন সমস্ত ফোল আমদানীর অবতারণা করিবেন না। যেমন করিয়ে ফেলে প্রকৃত উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রয় করিতে পারে ইহা তাঁহারা আমদানী করিবেন। সেজন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত বাজারাদি প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহের সঙ্গিন ফেলেরা এবং আমদের মূলধনের বিক্রয় সমস্যার সমাধানে বন্ধুত্বের সাহায্য করেন। বৃটিশ তাঁহারা আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যে-শিল্পের কারবারে বৃটিশ বিজ্ঞানের ফোন আছে। 'কমনিউনিয়ন-কনফেডারেশন' সমস্যা এই মূলধন সমস্যে বিশেষ মন, বাণিজ্যিক উপনিবেশ-প্রসারের প্রশ্ন, সাইফেন্স ও মনীন প্রভৃতি প্রশ্নের পরিমাণে আমদানী হইতেছে। এই আমেরিকার মনে ভারতে ঐ সব বিভিন্ন উৎপাদের অনেক স্থানীয় কারখানা স্থাপন হইতে পারিয়াছে, যেমন বাণিজ্যের বিদেশী পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধাগুলিও হইতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের বৃটিশ বণিকেরা নিশ্চয় নহেন। সম্প্রতি 'ব্যুরো' খবর বিয়াছেন, ভারতের সমস্তপুর শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহে সহযোগিতা করিয়া ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা তাহার মালিকদের ঐ মেলে বৃটিশ মূলধন বিয়োগ ও বৃটিশ ব্যবসায়ি কার্যের সুযোগ দেখিতেছেন। ঐ খবরে প্রকাশ, বিলাতের বৃহত্তিপূর্ণ মোটর কোম্পানী বিলনা ব্রাদার্সের সহিত মিলিয়া ৩ কোটি টাকা মূলধন নিয়া একটী কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। বিলাত হইতে মিস্ত্রী-কারীগরা ঐ মোটর কারখানা পরিচয় ফোলার ব্যাপারের সহায়তা করা হইবে। তাহা ছাড়া ভারতের প্রয়োজন বুঝিয়া বৃটিশ শিল্পপতিরা ঐ মেলে বিলাত হইতে বেতির বস, ট্রাক্টর, রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রয়োজন ব্যাপক বিনিময়ের অনুকরণ করিতেছেন। ভারতে ইলেকট্রিক লাইট কারখানা ও ইঞ্জিন তৈয়ারের কারখানা পরিচয় ফোলার ব্যাপারেও তাঁহারা মিস্ত্রী ও সরঞ্জামাদি পাঠাইয়া সাহায্য করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভারতে শিল্প-সাধনার সুবিধাজনক ও উপযুক্ত সরঞ্জামাদি ও অভিজ্ঞ কারিগরদের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই বহিয়াছে। সে বিষয়ে বৃটেন হইতে এ সমস্ত ফেলের ব্যবস্থা মন্দ নহে। কিন্তু সেই সঙ্গেসঙ্গে এদেশে মূলধন বৃটিশ মূলধনের আমদানী আমরা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। তাহা দ্বারা বাণিজ্যিক সহযোগিতার কথা বলিয়া ভারতবাসীর প্রয়োজন মিটাইবার নামে বৃটিশ বণিকেরা এদেশে বৃটিশ বণিকেরা আধিপত্য করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। বিলাতী বিদেশ ভারতবাসীর বিক্রয় ব্যবস্থা করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। এই ধরণের বিদেশীকরণের ভারতবাসীর মনে বিশেষ বিক্রয় হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

ভারতে মূল সমস্যা

ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় মূলধন যোগান নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বাংলাদেশের অবস্থা এই বিষয়ে আরো শোচনীয়। অথচ পরিমাণ মূল প্রয়োজনীয় মালের অভাব তো সুবিদিত বিদেশী, আর উপর তার বড় বড় ব্যবসায়ের যোগফল, নির্মিতারে যোগফল ও প্রয়োজনের অবস্থা যেমন যোগাযোগ সাধারণ উৎপাদ হ্রাস ইত্যাদি কারণে বর্তমানে সারা ভারতে ও বিশেষভাবে বাংলাদেশে মূলধন অভাব অতি প্রকটভাবে লক্ষিত হইয়াছে ও হইতেছে। শিক্ষিত জাতির ভবিষ্যৎ আশার স্থল এবং শিল্পই মূলধন অভাবে অভিশপ্ত হইতেছে দেখা। শিল্প-মূলধন এর বৃদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ।

বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যেসকল পরিষদে কাজ-কারবারে এক কথা বলিলে তিনি উত্তরে জানান যে, প্রয়োজনে সরকার মূল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন এবং ইতোমধ্যে প্রায় ৩ কোটি টাকা বিভিন্ন প্রকারের মূলধন ব্যয় অনুমোদনের ব্যবস্থা হইতেছে।

আশাকরা যাইতে পারে যে, জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের প্রতি সরকার যথা মন দুই বাধিয়া একদিকে যেমন মূল উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন, অন্যদিকে তেমনি আজ প্রয়োজন বিদেশীদের জন্য বাধিয় হইতে মূলধন আনা আবশ্যক করিতেছেন। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে ইহার কোন ব্যবস্থাতেই সরকারের বৈদেশিক অবস্থা অধিকতরভাবে পরিচয় পাওয়া যায় না।

অবশ্য, প্রাদেশিক সরকারসমূহের মূল-উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রয়াসের কোন সংবাদই আমরা আজ অবধি বিশেষ দেখিতে পাই নাই। অথচ আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়াই যে, প্রত্যেক প্রদেশেই জেলায় জেলায় বিক্রয় বিক্রয় প্রয়োজন ব্যবস্থা করিয়া

বিজ্ঞান বহির্ভাবে এবং উহাদের আমদানীর নিমিত্ত বিদেশ হইতে মালমোলাদের বেলায় সরকারের পরিচালনাধীন একটী প্রতিষ্ঠানেরও আছে। কিন্তু আমরা কি আর বলিতে পারি না যে, এই প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কৃষি-শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্মে পর পর বৎসরে যেসী মূল উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদি উহ্য হইয়াছে?

দ্বিতীয়তঃ, বাহির হইতে আমদানী দ্বারা দেশের পণ্যদ্রব্যের অভাব মিটাইবার যে রীতি সরকার পরিত্যাগের অবলম্বন করিতেছেন—তাহাতে আমরা সমর্থনই দিয়া থাকিয়াছি। ভারতে বিদেশী পণ্যদ্রব্যের আমদানী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বহুবার আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং পুনরুক্তির ভয়ে বিশেষভাবে কিছু না বলিয়া আমরা শুধু এই পর্যন্ত বলিতে চাই যে, ভারতের বাজারে যত রকমের বিদেশজাত, বিশেষতঃ ইংলণ্ডজাত দ্রব্য আমদানী হইবে অথচই আমাদের ইংলণ্ডপ্রদেয় টাকা অধিক পরিমাণে আসিয়া জমিবে এবং অথচই সরকারের মুদ্রাস্ফীতির উপায় অবলম্বনের সম্ভাবনা কমী হইবে। কারণ আমাদের টাকা অধিক দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির নিম্ন-ব্যবস্থায় প্রয়োজনমত উৎপাদক দ্রব্য দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানীর ব্যবস্থা করাই আমাদের দেশের স্বার্থের অনুকূল। এই আলোচনা হইতে পরিষার বুঝা যাইবে যে, ভারত সরকার যখন প্রাদেশিক সরকার সমূহের কারখানা ভারতের প্রয়োজনের প্রতি স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি নাই বলে ভারতের প্রয়োজনের সুবিধা দিয়া উৎপাদনের নিম্নের ঝুঁকি ওয়াই তাঁহাদের লক্ষ্য। পরিশেষে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে, ভারত সরকার যদি ভারতের মূল উৎপাদনের খোলীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দেশোদ্ধারের নাধারণ নৈতিক নাধনী বৃদ্ধির, প্রজাদের উপকারীর-ব্যবহার, মুদ্রাস্ফীতি প্রথার অনুকরণীয় দৈশী বাবসীয় দিকে মনোযোগ দিতেন তাহা হইলেই প্রকৃত মঙ্গল হইত। বিদেশ হইতে মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা আমদানী না করিয়া যদি অভাবের উপযোগী বাঁচ আমদানী করা হয়—তাহা হইলেও দেশের স্বার্থের অনুকূল কাজ হইবে। আমাদের মত কৃষিপ্রধান ও দরিদ্র দেশে কো-অপারেটীভ ব্যবস্থায় যদি দেশীয় ভাষা চালান হয় তাহা হইলেই দেশের অধিকাংশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে।

মুদ্রাস্ফীতি নিম্ন ও মন্ত্রণালয়

সাময়িক প্রয়োজনে যেসী পরিমাণ পেট্রোল মিশ্রণ করিয়া মন্ত্রণালয় যেসাদারিক প্রয়োজনে উহার ব্যবহার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। ফলে দেশে যানবাহন সমস্যা অধিকতর জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতে পেট্রোলের যোগান যেখানে কম সেখানে যেসাদারিক প্রয়োজনে পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু দেশের লোকের যাতায়াত সমস্যা ও মাল চলাচল সমস্যা দিন দিনই যেরূপ তীব্র হইয়া দেখা দিতেছে তাহাতে ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য পেট্রোলের অভাব অবস্থানের অনুভাবে মুদ্রাস্ফীতি দ্রব্যের অন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মুদ্রাই কর্তব্য। এখানের তিনি কল সমূহের তিনি আনুষঙ্গিক উপায়ন হিসাবে প্রতি বছরে ২ লক্ষ ৯৫ হাজার টন যাবতীয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই মাদকতা হইতে অবস্থানার (power alcohol) প্রস্তুত করিয়া তাহা পেট্রোলের অনুকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা। গত ১৯৩৭ সালে বিহার ও মুক্তপ্রদেশের মন্ত্রণালয়ের এবিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য একটী কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই কমিটি মাদকতা হইতে যানবাহনে মুদ্রাস্ফীতি প্রস্তুত করা এবং দেশে প্রচলনের পরিমাণ সম্ভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন, শুধু মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা মোটর চালনার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হইলেও পেট্রোলের সহিত কেন্দ্রী পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি মিশ্রিত করিয়া যে কল পাওয়া যাইবে তাহা সম্পূর্ণ পেট্রোলের সমানই হইতে পারে। ইহাতে কল পেট্রোল খরচ করিয়াও কেন্দ্রী পরিমাণে মোটর যান চলাচলের সুবিধা হইবে। কমিটির এই সব সুপারিশ সেবাসীর মনে খুবই আশা-ভরসার সঞ্চার করিয়াছিল। দেশের বর্তমানের কর্মপ্রবাহী কারখানা মুদ্রাস্ফীতি সুযোগ দিলে পরিমা কথা বিস্তারিত। কিন্তু এই মুদ্রার সময় পেট্রোলের অভাব অসুবিধা দেশের সীমারা আজ পর্যন্ত কোনরূপ ঐ বিষয়ে বিশেষ কোন সুযোগ অবলম্বিত করেন নাই। অথচ, যুক্তপ্রদেশের কতিপয় ব্যবসায়ী সাধারণ হইতে মুদ্রাস্ফীতি প্রস্তুতের জন্যে উদ্যোগী হইয়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য আবেদন বর্তমানের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান অধিকারে বলিয়া সরকার কাঁহারা আজও সেই আবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থাদি পান নাই। মুদ্রার সময় সাময়িক ভাবে আমদানীর পক্ষে দেখাইয়া মুদ্রাস্ফীতি প্রস্তুতের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানির প্রস্তাব বর্তমানে একরকম চাপিয়া যাইবার আবেদন করিয়াছেন। মুদ্রাস্ফীতি এক একটী অত্যাবশ্যকীয় শিল্প সম্পর্কে বর্তমানের এই অনুদার মনোভাব আমাদিগকে যারপরনাই বিস্মিত করিয়াছে। সাময়িক ভাবে আমদানীর প্রয়োজন সম্পর্কে উহাকে বাহির হইতে আনান মোকাবিলা করিয়া যায়, প্রথমতঃ দ্রব্য ও সাইকেল আমদানী করিতেও সরকারের বাহিরের বা দেশের মুদ্রাস্ফীতি প্রস্তুতের প্রয়োজন যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কেই আমাদের স্থান সমুদ্রের মধ্যে বাহির হইয়া বিস্তারিত। উহা দেশের আমদানি সম্পর্কে সরকারী কর্তৃপক্ষের মনোভাব উদাসীনতা দ্বারা আর কিছু নয়। মুদ্রার সময়ে এদেশে মুদ্রাস্ফীতি বৈদেশের উপযুক্ত সংখ্যক কারখানা থাকিলে যুদ্ধের পরিমাণ আমাদের যানবাহন সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হইত। মুদ্রাস্ফীতির উপর উৎপাদন শুল্ক বসাইয়া সরকারেরই এই ঘুচিতে সরকারী আয় বাড়াইতে পারিতেন। কিন্তু কাঁহাদের অনুসরণী নীতির জন্য যে আশা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে—ইহা নিশ্চয় দুঃখের বিষয়।

মহাযুদ্ধের গতি

আমেরিকা। সম্প্রতি ইউরোপের যুদ্ধের আশু পরিসমাপ্তি সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনা শোনা যাইতেছে। অবশ্য আমেরিকারই এই সব জল্পনার যেসী প্রসার ঘটিয়াছে। এমনকি বিলাতেও এসব নানা আলোচনার সাড়া যুদ্ধবিরতির উৎসবের সাড়ায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের গতিধারা অন্যরূপ

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ণার্ণব, বাস্তুশিরোমণি, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন); প্রেসিডেন্ট—বিশ্ববিখ্যাত অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রনমিক্যাল সোসাইটী।

এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী দেবতা-দ্বিজভক্তিপরায়ণ মহাপুরুষের মুখ-দর্শনের-সৌভাগ্য লিখিবে লিখিবার। ইঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতির্বিদ্যা দ্বারা ভারতের অনেকানেক ও রাজনীতির উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন রাজ্যের মহারাজ এবং দেশীয় শ্রেষ্ঠগণ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের অধিবাসীবৃন্দকে যেরূপভাবে মহত্তর ও বিভিন্ন করিয়াছেন, তাহা আমরা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এই সমস্ত স্তুতিমূলক পত্রাদি-লিখিত প্রশংসাবাক্যগুলির সত্যাদি হেতু পরিচয় দেওয়াই স্তুতির পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ্—যাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় করিয়া মহারাজ সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহাকে "জ্যোতিঃনিরোমণি" উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছেন। ইঁহার জ্যোতিষ এবং অন্য অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তসমাজ ইঁহাকেই "জ্যোতিঃনিরোমণি" উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াবিধি অসাধ্য সাধন করিতে ভারতে ইনিই অদ্বিতীয়। ব্যাধি নিরাময়, অতীত যোগকরণ অবলম্বন, মনস্কামনা সম্পূরণ, ধনলাভ এইতে কথা, মুকদ্দমায় জয়-লাভ, দাম্পত্যিক জীবনে সুখশান্তি অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে ইঁহার দৈবশক্তিসম্পন্ন ক্রিয়া অব্যর্থ। অতএব সর্ব্বপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি পীড়িত মহাশয়গণ অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বাসী ব্যক্তির অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্নতার উজ্জ্বল সম্ভব হইবে না। প্রয়োজন হইলে আমাদের দেখা করিতে পারিবেন।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটী অত্যাশ্চর্য্য কবচ।

উপকারের কথা লিখিলে মূল্য ফেরৎ। প্রত্যেকটী সঙ্গে রেজেষ্টারী করে যাইবে।

ধনদা কবচ—ধারণে ভূতের ইহার উপাসক, ধারণে দুঃখ ব্যক্তির ধনপুত্র, ঐশ্বর্য্য, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ও শ্রী লাভ করে। (অলোক) মূল্য ৭৸০। অতুল শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ মহাদুর্লভ। মূল্য ৩৩ ৭৸০। প্রত্যেক পুরী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ করিবে।

বগলামুখী কবচ—ধারণে বশীভূত ও প্রসন্নতা এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভ, আকস্মিক দুর্ঘটনার বিঘ্ন হইতে রক্ষা ও উন্নতির বৃদ্ধিতে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মোন্নতি-লাভে প্রধান। মূল্য ৯৸০। শক্তিশালী মূল্য ৩৩৸০। (এই কবচ অত্যন্ত সন্তোষী প্রকাশ করিবেন)

বশীকরণ কবচ—ধারণে অতীব্রিয় বশীভূত ও প্রকাশে সাধারণ হয়। (নিত্য পূজা) মূল্য ১৸০। শক্তিশালী ও সত্বর ফলপ্রদ মূল্য ৩৩৸০। ইহা দ্বারায় সব কার্য্যাদি সাধে।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং নির্ভরযোগ্য জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াবিধি প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস।—১৩৫ (ক) গ্রে ষ্ট্রীট, "ভবন নিবাস" (ষ্ট্রীটের ধারে ও তলী মন্দির), কলিকাতা।
ফোন : বি, বি, ৩৯৩৫। সাক্ষাতের সময়—প্রাতে ৮টা হইতে ১১টা।
ব্রাঞ্চ অফিস—৩৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট (এলেকিটেন হোয়ার হোড), কলিকাতা।
ফোন : কলিকাতা ৫৭৪২। সময়—বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা।
নতুন অফিস—বিং এম-এ কার্টিন, ৭৩এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

লোকজন করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ইহাদের এক আশাতীত ইহাদের এক বোঝা লাঘব ঘটে বলে।

পূর্ব্ব রণাঙ্গনে বার্মার ফোলুদিনের বাহিনী আকিয়াব পৌঁছাতে উদ্গ্রীব হইয়াছে। আরাকানবাহিনী ঘোঁটিও আগে করিয়াছে এবং সম্প্রতি তাহার ভিন্নিয়া অধিকৃত ও জাপানিদের আক্রান্ত হইয়াছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে কোহিমার সৈন্যবাহিনী ডিমাপুরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ করিতেছে। কোহিমা-ডিমাপুর রাস্তার মাঝে কোহিমাহইতে ১৬ মাইলের মধ্যে জাপানীরা সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিমানযোগে বাহিনীর যেসকল সৈন্য সমরে পরিচালনার কোন খবর প্রকাশ করা হইতেছে না। কোহিমা হইতে ডিমাপুর ১৩৭ মাইলের মধ্যে দূরে অবস্থিত।

ইম্ফলে হইতে লাহিন ১৪৭ বাহিনী বিমানযোগে বাহিনী আক্রমণ করিতেছে। বাহিনীদের বিশেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকসংখ্যায় আরও হইয়াছে এবং আসাম সরকারের আর্থিক উহাদের কেন কোনরূপে বাহিনী হইতে সরাইয়া ফেলিয়াছেন। বর্ষার সমাগমে পূর্ব্ব রণাঙ্গনে অপেক্ষা পশ্চিম রণাঙ্গনেই বিমানদের অধিকতর ব্যবহার-সম্ভাবনা বলে পাওয়া যাইতেছে। মনে হয়, পূর্ব্ব রণাঙ্গনে, উহাতে অবস্থিত বাহিনী সকলে অবস্থিত বাহিনীর অগ্রসরের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং সামরিক পশ্চিমে অবস্থিত ইউ-বাহিনী বাহিনীর যাহা অগ্রগতির অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদের আরাকানীর উদ্দেশ্য করিয়া সমর-সম্ভারের সহিত সমর প্রস্তুতির সঙ্গে চালনা করা যাইতে পারে।

চীন রণাঙ্গনে জাপানি-এর উত্তর-পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব কাসাদে আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই রণাঙ্গনের যেমন কোন খবর নাই। প্রকাশ হয়েলাবাদীর অঞ্চলে জাপানীদের আইনজিয়াঙ্গীন পুনরধিকারের চেষ্টার খবর আসিয়াছে। কোহিমার আর্থিকের বাহিনী দেবু বীরেন্দ্র রাজধানী সেবু নগর দখল করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। জাপানে বিশ্বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়া জাপান প্রতিবাদ করিয়াছে কিন্তু মার্কিন কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবাদে কোন কর্ণপাত করেন নাই। ১০-৩-৪৪

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯১৯

অনুমোদিত মূলধন	৫০,০০,০০০৲	টাকা
বিক্রীত মূলধন	২৫,০০,০০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	৮,৬৮,৫২৫৲	টাকা
আমানত	১,২৫,০০,০০০৲	টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	১,৬৫,০০,০০০৲	

পৃষ্ঠপোষক :

মিসুরাধিপতি—শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে. সি. এস. আই.

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

রাজসভাভূষণ—শ্রীবিশ্বাস ভট্টাচার্য্য

হেড অফিস : আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট) | ব্রাঞ্চ অফিস : আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

কলিকাতা অফিস :

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হারিসন রোড, কলিকাতা।

দেশ ও বিদেশের সর্ব্বত্রই শাখা আছে।

ব্যাঙ্কের সকল প্রকার কার্য্য করা হয়।

রিজার্ভিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলি SHILLBANK হেড অফিস—শিলং ফোন : শিলং—১৬৩

কলিকাতা শাখা

১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলি: BANKSHILLO ফোন : ক্যাল ৪৪৭৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ।

১৩।৩৪৫ ইং তারিখে গৌহাটী (আসাম) শাখা খোলা হইয়াছে।

গৌহাটি শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

Gram : Centcomba Post Box No. 229

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, অ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

সুদক্ষ ডিরেক্টরবর্গ কর্তৃক পরিচালিত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

মিঃ এস বি বিশ্বাস

ভারত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৯

দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা ও রাধাবাজার শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

প্রস্তাবিত শাখা

গৌহাটী, শিলচর, সিলেট, শ্রীরামপুর, বালুরঘাট, মেদিনীপুর, ও ঢাকায়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ বি এন মিত্র

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যজ্ঞনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, বারাণসী, [illegible]

সে-অফিস। [illegible]

[illegible]

এ চ্যাটার্জি, [illegible]

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত বুধবার লোকসভা পরিষদে আলিপুর মহিলাদের পরাজয় পরিষদ-সদস্যদের মনোবলের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে তাহার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে।

ফুর্তি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাজেটের ফুর্তি-খাতে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরীর জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, প্রয়োজনীয় পরিষদ তাহা ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন। অবশ্যম্ভাবী পক্ষের ভোটের সংখ্যা ৯৭টি এবং প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন ১০৩ জন সদস্য। এই পরাজয়ের অবশ্য কেবল ৪টি ভোটের পার্থক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহে। উহার কারণ আরও ব্যাপক, আরও গভীর। আলিপুর মহিলাদলের কল্যাণে পরিষদের কতিপয় সদস্য এবস্থা আইনে বন্দী। তাঁহারা উপস্থিত থাকিলে বিরোধী পক্ষের ভোটাধিক্য যে আরও বেশী হইত, সে-কথা বলাই বাহুল্য। আর, লবণের পক্ষের ৯৭ ভোটের মধ্যে ১৮টি ভোটই ইউরোপীয় সদস্যদের। যদি ইউরোপীয়দের ভোটের জোরে বর্তমান মন্ত্রিসভা ক্ষেপে হয়ে টিকিয়া থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলেও সেই মন্ত্রিসভার পিছনে জনমতের সমর্থন আছে বলা চলিত না। কিন্তু ইউরোপীয় সদস্যদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়াও মাজির মন্ত্রিসভা পরাজিত হইয়াছেন। এই পরাজয় সেই কারণেই গোরবীয়, স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত।

* * *

দেশের লোক এই পর্যবেক্ষণকে যে আর চাহে না মন্ত্রিসভার সেই সত্য গত বুধবারের পর আর অন্ত ও অন্ত অন্তত অস্বীকার করিতে পারিবে না। মাজির মন্ত্রিসভার পালমেন্টারি নিরঙ্কুশতাকে উপর একটুকু ব্যঙ্গোক্তির আঘাতে তাঁহারা অন্তর্বিরোধের একযোগে পরস্পরায় করিয়াছেন। কিন্তু দেশের স্বার্থের অপেক্ষা বিদেশের স্বার্থ বড় হইয়া উঠিয়াছে, জনকল্যাণের অপেক্ষা ব্যক্তিগত লাভ-লাভের প্রশ্ন গভীর ও তীব্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের জনবর্ধমান অসন্তোষ ও অভিযোগ মুছিতে পারিয়া যে মন্ত্রিসভার বহু আগেই হলধরের দাঁড়িয়া পড়া উচিত ছিল তাঁহারা এই স্পষ্ট পরাজয়ের পরেও যদি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকেন। তবে বুধবারের পরাজয়ের পরে প্রধান মন্ত্রী তার নাজিমুদ্দিন নিজেও বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা এই ভোট গ্রহণকে 'আইনসঙ্গত ভোট' হিসাবে দেখিতেছেন। অতএব পর দিবস পরিষদে আবার তাঁহারা শক্তি-পরীক্ষাতে অবতীর্ণ হইতে চাহেন।

* * *

মেম্বিদের পরাজয়ের পরিষদের ইংরেজদোস্ত বিরুদ্ধে এই যে, মন্ত্রিসভা সবর্থক বলের ৭১ জন বিশ্বস্ত সদস্যকে বিরোধীদলে যোগদান করিয়া বিরোধী প্রতিনিধিদের সঙ্গে একযোগে সবর্থনেতার উপর ভোটা গালাগালের অভ্যন্তা আরোপ করিয়াছেন। আরও অধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই পরাজয় কেবল ছাড়াই প্রভাব-শালীন সাধারণ পরাজয় নহে। ফুর্তি বিভাগের মোট ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ৯৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। ইহা সবর্থনেতার উপর সরাসরি নিন্দা-প্রস্তাব মুহূর্তে করা-হারই সামিল। নিরঙ্কুশ বিরিবিধান সাজিত থেকে এই পরাজয়ের ইহা ছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা চলিতে পারে না। কিন্তু সাজিম কোম্পানী এখনও মেম্বিদের হাত ও ঘ করিতে অস্বীকার করিতেছেন। ফুর্তি কোম্পানীদের প্রধান পাইলানার নিজেদের মত ঘোষণা "though vanquished could argue still."

* * *

পরবিন মুহূর্তিমার উপরাজ্য পরিষদ-পরীক্ষার জন্য দরবারের পরিষদ ভবনে উপস্থিত হইলেন। প্রাচ্যেই বিরোধী পক্ষের নীরব প্রবেশদ্বার

ঘোষণাটি এক উপরাজ্য এক উপাধান করিয়া বলেন যে, সুর্যোদয় দুর্বিপাকের ন্যায় পক্ষ এক পাকেই সবার অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া পরিষদ যে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার পরে সবর্থনার মন্ত্রিসভার আর অস্তিত্ব নাই। এই উপরাজ্য এক সম্পর্কে কথা বলা প্রয়োজন সবর্থনার পরিষদের শ্রীকার নৈতিক সৌজন্যের আশা এই মতে ঘোষণা করেন যে, পরিষদের বিরোধীদলীয় ৫০ জন সদস্যের উপর যদি সবর্থনার মন্ত্রিসভার পূর্ণতার পরিষদে এ অভিযুক্তির কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করেন তাহা হইলে উপাধান করিতে দেওয়া চলে না। পূর্ণতিন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে পরিষদের যিনি সিদ্ধান্ত গৃহীত ও ঘোষিত হওয়ার পর শ্রীকার মনে করেন, তিনি বর্তমান মন্ত্রিসভাকে আর এই পরিষদে মন্ত্রিসভা-রূপে কাজ চালাইতে এবং আর কোনও বাজেট বরাদ্দ উত্থাপন করিতে দিতে পারেন না। সৌজন্য লৌকের আলীর এই সাধারণ-সম্মত অভিমত অনুসরণ এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। "সেইজন্যাল" পত্রিকা পূর্ণ পরিষদের অভাব দেখাইয়া যে নিরঙ্কুশতাবাদ ভোটাই পরিষদ-প্রেম তাহার অভাবে আলোচনা আর কোন ফল হয় বলিয়া মন্তব্য করেন। আর কোন ফল হয় বলিয়া মন্তব্য করেন। আর কোন ফল হয় বলিয়া মন্তব্য করেন।

বস্ত্র-সঙ্কট ও তাহার সমাধান

একেত বাঙ্গলার বস্ত্রের যোগান কম, তাহার উপর ফোরাবাজারের কাপড়ের অগ্নি প্রকাশে উহার বিভিন্নিভি প্রায় বন্ধ হওয়ায় যোগাড় হইয়াছে। ফোরাবাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গতে মাড়ুনী সাহায্যকারী উহাদের করিয়া বাঙ্গলা সরকার এখন বস্ত্র-সঙ্কট সম্পর্কে উহাদের কর্তব্যবোধ করিয়াছেন। ব্যাটাজারে আবশ্যিক অভিযান চালাইয়া বর্তমানে উহারা মজুত বস্ত্রের উপর সাধনে বস্ত্র-সঙ্কট হইয়াছেন। বস্ত্র ব্যবসায় যাহা অনিবার্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ও জায়গায় হানা দিয়া পুলিশ বস্ত্র-সঙ্কট সাইবারী কাপড়ের ও হাজার জায়গায় ও লোকের আনাবস্ত্র করিয়াছেন। উহাদের প্রেপ্তার-টিমে। হইতে ৩ হাজার বেশ পর্যায় কাপড় মজুত ছিল। ঐ অভিযানের ফলে বিনা লাইসেন্সে লুকায়িত বস্ত্র বাহির এবং মূল্যের সন্ধানের পাওয়া গিয়াছে।

বস্ত্রের অভাবে বাঙ্গলার লোক যেসকল অর্থনীতি দুরবস্থার সোম করিতেছে সেখানে একমাত্র করিকাতায় বাজারেই এত বেশী পরিমাণ মজুত কাপড় আবিষ্কার হওয়া সুখের বিষয়। কিন্তু লোকের অবিশ্বাসের মজুত কাপড় আবিষ্কার করিয়া তাহা সরকারী হেফাজতে আনাবস্ত করিয়া রাখিলেই বস্ত্র-সঙ্কট নিবারণের পথ সুগম হইবে না—উপযুক্ত ব্যবস্থাদিও অবলম্বন করিয়া সেসকল লোকের বিরুদ্ধে যথা সুবন্টনের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, সে বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট সরকারী পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত হয় নাই। ঐ সব বস্ত্র কাহার ও কিভাবে অসদুপায়ের জিনিস বলিয়া ধরা হইবে সে বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট সরকারী ঘোষণা হইতে পারিয়া যাইতেছে না। ফলে প্রয়োজনীয় বস্ত্রের যোগান সম্পর্কে নূতন করিয়া কোন আশার বা ভরসা বোধ হয়া লোকের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতেছে। বস্ত্র আইনের বলে হইতে সর্বশেষেই তিনি কাপড়ের মূল্য-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ বিধান করিয়াছেন। ঐ কানুনের বলে কাপড়ের কিছু মাত্রে সরকার সব হইতে বাজারে নিয়া কাপড় বিক্রয় ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন। কোটি-কোটিপতিদের হাতে বস্ত্র জমিয়া থাকা সম্বন্ধে সরকারী আইনের আশ্রয়ে তাহা সরবরাহ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইতেছে না। এইরূপ অবস্থায় সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার আবার এক অভিনব আদেশ করিয়া বস্ত্র মূল্য হইতে বাহির হইতে আমদানীকৃত সুতী, পশমী ও অন্যান্য জিনিস সরাসরি বিক্রয় হাতে নিয়া সরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সব বস্ত্র বন্টনের কোন সুষ্ঠুমার সর্বশেষেই বিধান করিতে পারেন নাই। এই বিভিন্ন বস্ত্র-সঙ্কটের ফিরত যেন কেমনে ও সরাসরি আসে তাহা প্রায় সবসময় আজ পর্যন্ত অনিশ্চিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বস্ত্র-বন্টন সম্পর্কে উপযুক্ত একটা পরিকল্পনা ঘোষণা ব্যবস্থা যেসকল সর্বশেষেই আজ পর্যন্ত কিছু করিতে পারেন নাই সেসকল মূলক অধিকার ব্যবসায়ের সমস্ত ব্যাপার নিজেদের কব্জায় আনিয়া উহারা অসাধুতাদের কি বিভিন্ন দিবের তাহা আমরা বুঝি না। ব্যবসায়ীদের হাত দিয়া যে সামান্য কাপড় বাজারে বিক্রয়ার্থে উপস্থাপিত হইবে তাহাদের যোগান অতিরিক্তভাবের জন্য অসাধুতা হওয়াতে সেই সামান্য পরিমাণ কাপড় সাধারণের নিকট বন্টিত হওয়ার সময় আজ অতি হইল। ইহাতে বস্ত্র-সঙ্কটের জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়া লোকের দুঃখদুর্দশা চরমে উঠিবে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।

সুরাবর্দী সরকার ৩ আরও বস্ত্রের যোগান সম্পর্কে একটা যৌক্তিক আশার নিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করেন, সমস্ত বস্ত্র সর্বশেষের কব্জায়ীনে লইয়া ৩ সপ্তাহ মধ্যে তিনি সারা বাঙ্গলার বস্ত্রের যোগান-ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ঐ আশার বাস্তবতার মাথাপিছু হারে সমস্ত লোকের নিকটবর্তী পরিমাণ বস্ত্র যোগান হইবে। কিন্তু ঐ যোগানি কি অনোপাতে ব্যবস্থা-করী হইবে তাহাকী সরকার এখন পর্যন্ত তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এমনকি কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এখনও গঠন করা হয় নাই। ৩ সপ্তাহের আগে যোগানি-প্রথা কার্যকরী হওয়ার আশা তিনি দিতে পারিতেছেন না। কাজেই এই সময় কোন বস্ত্র না পাইয়া অসহায়ভাবে মৃতাবস্থী সাধারণের দুঃখ সহিয়া রহিয়া থাকিতে হইবে।

সরকার যে ঠিক ঠিকভাবে বস্ত্র বিলির মুতাবস্থী সাধারণের বর্তমান অসহ্য দুঃখ ও তাহার পরিমাণ অনুভব করিয়া সে বিষয়ের আমরা আশা করার বিশেষ কিছু দেখিতে পাই না। বস্ত্র যোগানির কোন ঠিক যেখানে আজ পর্যন্ত স্থির হয় নাই এমনকি কোন প্রাথমিক বিবিধব্যবস্থা সম্পর্কেই যেসকল আজও ঠাহর যেন নাই সেখানে কেহ বাদ সবেই বা তাহা ব্যাপারটি কার্যকরী হইবে কি করিয়া? বস্ত্র সম্পর্কে যেসব ব্যবস্থার অবিলম্বেই নিয়া তাহা কার্যকরী করিতে সর্বশেষের প্রায় এক বছরের লাগিয়াছিল। সে বিষয়ের অত্ত দুর্দিনে বস্ত্র লোকের আরোপিত হইয়াছিল, সরকারের দিক হইতে উপযুক্ত কর্মতৎপরতার যে অভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে বস্ত্র যোগানি বলবৎ করিতে হয়ত যেসবই বেশী সময় লাগিবে। আর ইতিমধ্যে সমস্ত বস্ত্র সর্বশেষের কব্জায়ীনে অধিকাংশ অবস্থায় মজুত কাপড় অত্ত বাঙ্গলার অসাধারণকে বস্ত্রের অভাবে অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং যোগানি পরিকল্পনার সমস্ত খুঁটিনাটি স্থির করিয়া লইয়া পরে প্রয়োজনীয় বাস নিজেদের কব্জায়ীনে আনাই সমস্ত যেসে সর্বশেষের অবশ্যকীয় বীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার প্রথমে বাজারের সমস্ত মাল টানিয়া লইয়া পরে ধীরে সুস্থে যোগানির পরিকল্পনা স্থির করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। এইরূপ উল্টা ব্যবস্থা দ্বারা অনিবার্য ফলের অত্ত অসহায়সাধারণের দুঃখ-দুর্দশা আরও বাড়াইয়া তোলাতে কি অর্থ আছে তাহা আমরা বুঝি না। বাঙ্গলার মন্ত্রীরা নিজেদের কব্জায়ীনে প্রয়োজনীয় মাল রাখিয়া রাখিয়া সুবর্ণ লাভ অনুযায়ে তাহা নিজেদের পেছুয়া লোকদের মিলের বন্টন ও বিতরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনেকবারই অনেক অভিযোগ উঠিয়াছে। সেই কথা স্মরণ করিয়া যেসকল প্রথা যেসবই না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাপড় বাঙ্গলা সরকারের জিম্মায় রাখাতে উহাদের অসহায়ের সহানুভূতির অনাবারণকে আকর্ষিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে।

বস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার জন্য বাঙ্গলার সত্ত্ব বস্ত্রের যাবৎ যে সমস্ত যেসব বিরাজ এবং ফোরাবাজারের অগ্নিকাণ্ডের জন্য যিন যিনই অবস্থা যেরূপ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে বস্ত্র সম্পর্কে বাঙ্গলাদেশে একটা যেসকল নীতি অবলম্বনের প্রস্তাব আমরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। কিন্তু সাফল্যের সহিত উহা কার্যকরী করিতে হইলে বাঙ্গলা সরকারের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া তদনুযায়ী এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি স্থির হওয়া দরকার। আমাদের প্রথম কথা হইতেছে যে, বাঙ্গলা যেসে বস্ত্রের যে সব বছরের যেরূপ কম আছে ঐ সমস্ত যোগান নিয়া যেসকল প্রথা প্রবর্তিত হইলে তাহাতে লোকের নিকট প্রয়োজনীয় উহা বলা নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হয়ে। তাহাতে উপরে

* এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পর নাজিম মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়াছে। অবশ্যই নিঃ সুরাবর্দীর নির্দিষ্ট সাধারণ বিভাগের মন্ত্রক হইতে আমাদের অপসৃত হইয়াছেন।

পত্রের মধ্যে ১০ কোটী পঞ্চ বর্তমানে সাময়িক প্রয়োজনে নিয়োজিত হইয়াছে। ৬০ কোটী পঞ্চ পর্ণমেণ্টের নির্দেশে লেখের বাহিরে রক্ষানী করা হইয়াছে। এইভাবে প্রভূত পরিমাণ বস্ত্র বিদেশে রক্ষানী করিয়া অবশিষ্ট বস্ত্র বেসামরিক জনসাধারণের জন্য বিতরিত করা হইয়াছে। ইহাতে লোকপিছু বছরে ১৯ গজের বেশী বস্ত্র পাওয়ার সুবিধা নাই। পর্ণমেণ্ট ও টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ড বাঙ্গলা দেশকে ঐ ১৯ গজ হিসাবের বস্ত্র সরবরাহ করিতেছেন না। বোম্বাই, পাঞ্জাব ও দিল্লীর লোকপিছু জন্য বাবদিছু ২৮ গজ হিসাবে বস্ত্র বরাদ্দ করিয়া তাঁহারা বাঙ্গলার লোকপিছুকে বাবদিছু মাত্র ১০ গজ হারে বস্ত্র যোগাইতেছেন। এইরূপ বস্ত্র যোগানের ফলে বাঙ্গলায় বস্ত্রের অভাব তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। এই সামান্য পরিমাণ বস্ত্র লইয়া এঞ্চলেণে কেমিনি প্রথা প্রবর্তন করিলে দেখে বাঙ্গলার বস্ত্র-সমস্যা অনেকাংশে হইবে না। তাহাই কেমিনি প্রথা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এঞ্চলেণে বস্ত্রের যোগান বাঙ্গলার বৃদ্ধি করা সম্পর্কে পর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। আশুত সরকার সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্রের রাবীবাজ্য হ্রাস করিলে, বাহিরে বস্ত্রের রক্ষানী একেবারে বন্ধ করিলে এবং অবশিষ্ট্য অনুসারে অন্যান্য প্রদেশের সমভাগে বাঙ্গলায় বস্ত্র সরবরাহের পরিকল্পনা কার্যকরী করিলে তাহাতে বেসামরিক প্রয়োজনে এঞ্চলেণে বর্তমানের তুলনায় বেশী বস্ত্র পাওয়া যাইতে পারে। এঞ্চলেণে কেমিনি প্রথা প্রবর্তনে সমস্যা বাঙ্গলা সরকারের কর্তব্য সর্বাগ্রে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে আশু সরকারের নিকট সনির্বন্ধে দাবী উপস্থিত করা।

পত্রের যে যোগান পাওয়া যাইবে তাহা এ প্রদেশের লোক শিল্প কি ভাবে বণ্টিত হইবে কেমিনি সম্বন্ধে তাহা একটী বড় প্রশ্ন। বাস্তবিক কেমিনিতের একটী সুবিধা এই যে, বাবদিছু উহার যথার্থ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানবার দরকার হয় না। কিন্তু কেমিনি প্রথায় বস্ত্র-বণ্টন করিতে গেলে উহার বাবদিছু পরিমাণ সম্পর্কে লোকের শ্রেণী, পরিবার ও সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী বস্ত্র বণ্টনের একটা ব্যবস্থা দরকার। এদেশের ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বৎসরে যে পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে দেশের দুঃস্থ ও অল্প শ্রেণী বস্ত্র বেশী পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত নহে। অনেক স্থলে একটীর স্থলে দুইটী বস্ত্র ব্যবহারের সঙ্গতি তাহাদের নাই। এই অবস্থায় এঞ্চলেণের জন্য বস্ত্রের যে যোগান পাওয়া যাইবে তাহা সকলের মিকট সমভাবে বণ্টনের কোন অর্থ হয় না। ইহাতে বস্ত্রের অপচয় হইবে, দেশে চোরা-বাজার বিলাসন অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইবে। তাহাই বাঙ্গলায় কেমিনি প্রথা প্রবর্তন করিতে গিয়া লোকের অভাব, প্রয়োজন ও শক্তি অনুযায়ী বাণ্টন সরবরাহ করাই পর্ণমেণ্টের পক্ষে সমীচীন। নিম্নতর পরিমাণ ব্যবস্থায় বস্ত্র সকলের জন্য অবশ্য প্রাপ্য হিসাবে ধরিয়া সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদের ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের অতিরিক্ত প্রয়োজন অনুযায়ী ঐ তুলনায় বণ্টনের বেশী বস্ত্র উহাদিগকে যোগাই-বার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষিন পর্ণমেণ্ট ইহাকে বস্ত্র কেমিনি প্রথা বলিয়া করিতে গিয়া যে 'পারচেজ সিষ্টেম' চালু করিয়াছেন তাহাতে এঞ্চলেণে লোকের প্রয়োজন অনুযায়ী কম বেশী বস্ত্র সর-বরাহ করা হইয়া থাকে। কিন্তু মিঃ সুহরাবর্দী যে কেমিনি ব্যবস্থার কথা বলিতেছেন তাহাতে সেরূপ বিবেচনাসঙ্গত নীতি অনুযায়ী কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। দেশের অধিক অভাবগ্রস্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর লোকদের 'ক' 'খ' 'গ' শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তিনি কয়েক ঘোট যোগান দ্বারা প্রথমে 'ক' শ্রেণীর লোকদের প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া-ছেন। দুঃস্থ ও শ্রমিক-শ্রেণীর বাহিক আয়ের হিসাবে বিভক্ত বস্ত্র সম্পর্কে এইভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রয়োজন বিবেচনায় উপেক্ষা করিয়া ইহা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অবিবেচনার কাজ হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। এই নীতিতে কাজ হইলে বস্ত্র কেমিনিতের সাফল্য সম্পর্কে আশা বা ভরসার কিছু থাকিবে না।

বর্তমান মন্ত্রিসভার সাম্প্রদায়িক অবস্থাবস্থার কথা তাঁহাদের উপর লোকের আস্থা একেবারেই নাই। দেশের ব্যবসায়ী শিল্পবিদদের যোগান ও বণ্টন সম্পর্কে সকলেরই বিশেষের শোচনা বাণিজ্যী ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের উপর তাহাদের করিয়া দিয়া তাঁহারা ইতিমধ্যে যে ভয়ঙ্কর দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছেন তাহাতে উহাদের সর্বময় কর্তৃত্ব ও সম-স্ত কমিটিতে অধিকারী এ প্রদেশে বস্ত্র কেমিনিতের ফল অত্যন্ত দুঃ হইবে জনসাধারণের অভিপ্রায় রহে। এ প্রদেশে সাফল্যের সহিত বস্ত্রের কেমিনি প্রথা চালাইতে হইলে প্রথমে বর্তমান মন্ত্রিসভার স্থলে লোকের আস্থাভাজন একটী নূতন মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠার দরকার। বিশেষতঃ জনসাধারণের স্বার্থ বুঝিয়া কেমিনি ব্যবস্থা নিয়-ন্ত্রণের ভার সাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকদের লইয়া কলিকাতার ও মফঃস্বলের সর্বত্র উপযুক্ত সংখ্যক পরামর্শ ও তদারক কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। সেইভাবে কাজ না হইলে এ-প্রদেশে বস্ত্র-সমস্যার স্থায়ীর প্রতিকার আশা করা যায় না।

অভয় কুমার নাহা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—ব্রুস ষ্ট্রাইড ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যুদ্ধ বৈমানিক বিপদের প্রতিরোধ বেশির ঘোগান [illegible]

—আমাদের বৈশিষ্ট্য!—

লাখী প্রদানে তৎপরতা ... উচ্চার দাবী শত্রু সমস্যার ভার ... অধিকার দাবী প্রদানী (Settlement)

কয়েকটি স্থানে ইন্স এজেন্সী ও অংশগ্রহণের [illegible] যায়। আলোচনার নিকটী আবেদন করুন।

শক্তি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫৬, ব্রুস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত—১৯২৯

ব্রাঞ্চ—চুঁচুড়া, চাঁচড়োহর, কুষ্টিয়া, কুমারখালি, হাওড়া ও মেদিনীপুর।

প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হইবে।

অতি সুবিধায় সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বিবরণীর জন্য আবেদন করুন।

জেনারেল ম্যানেজার—বি. এম. বসু। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এম. কে. নন্দী।

খেয়ালীর খাতা

ছইট ষ্টীমের জন্য ও মিঃ এম এস গাঙ্গুলীর জাহাজ পরদর্শনের ফাঁকে বিমান হইতে নিম্নে ও এমেরিকার গাঙ্গালে হইয়াছিল। খাওয়াদাওয়া, জল ও অন্যান্য ব্যাপার বিভিন্ন সংবেদনের প্রণালী দেখা এবং তাহাদের জন্য যে সকল ব্যবস্থাদি হওয়ার তাহার ফোন খবর লওয়া তিন উদ্দেশ্যের কাজ। লওয়াদি আমাদের বিভিন্ন খাঁটিয়াছেন। উঁহারা মনে করেন যে এদেশে বিমানের মতো যাত্রীদের সংবেদনের ব্যবস্থা করা মোটেই কঠিন নয়। উঁহারা অবশ্যকর্মি বিমানী কোম্পানীর সঙ্গে কথা-বার্তাও বলিয়া আলিয়াছেন যাহাতে ইহার জন্য উপযুক্ত জল ও খাদ্যাদি যোগাইতে পারে। আমাদের বড় বড়লের মেল, এরোপ্লেন যাত্রার বিভিন্ন সময়েই পরিচয় করা হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ফোলা-আমড়া ইত্যের উৎপাদ ইত্যাদির এখানে বেশী। এজন্য খাওয়ার, দুধ, জল, ও অন্যান্য এখানে অনেক করা হয়, যাহা ওখানেও, ফৌটার ফরিয়া বা ফুটির টাকা আমদানি করিয়া অনেকটা ভালো রাখা যাইতে পারে ও লোকের উপকারে লাগিতে পারে। যাত্রার সংবেদনের দুইটী অভিজ্ঞতা ভুলোম ও এরোপি-ভাস এরে খুব হলচি। একটী বিমানীয়ুপাস, অপরটী ফোক্স ষ্টোরেজ। বিমানীয়ুপাস অর্থ বিশিষ্টের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করিয়া রেলা। অন্যের আসন না থাকিলে বিশিষ্ট সময়ে পড়ে না। বিমানীয়ুপাসের সময় দুইটা আমাদের দেখের আছে। যেমন বৈশাখ মাসে আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা যাঁহারা আমের সঙ্গ আসি করিয়া বাটীয়া যোগে ওকাইয়া মুক্তিকা রাখেন। আর যখন পাওয়া যায় না সারা বছর ধরিয়া তাহা দিয়া অম্বল রাঁধা চলে। কিন্তু যোগে ওকানো বিমানীয়ু-পাসের অসুবিধা এই যে, আমাদের আসল বিশিষ্টের স্বাদ থাকে না। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আধুনিক বিমানীয়ুপাস ওখিলে উহার এরমাত্র জলীয় অংশ দ্বারা আর এরে সব কাজই বজায় থাকে, তাহাই পরে জলে ফিলাইয়া খাওয়ার সময় আধুনিক আসল স্বাদ ও গন্ধটী পাওয়া যায়। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতবর্ষে যে-সকল নূতন ব্যবসা বাণিজ্য ও কলকারখানার পত্তন হইয়াছে তাহার মধ্যে এই বিমানীয়ুপাসের কারখানা একটী। যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বীমার অঞ্চলের এই নূতন ব্যবসায়ী সরকারী সাহায্যে বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে অন্তত কয়েকটিতে মানের বিমানীয়ুপাস তৈরী হইতেছে। আপেল, নিমাস, আমুর প্রভৃতি ফল বিমানীয়ুপাসের জন্য সেখানেই এতটী বড় কার-খানা বসিয়াছে। বিমানীয়ুপাসের ভবিষ্যৎ সম্ভা-বনা এমনে এমুর, তাহাকে পুরাপুরি ভাবে লাগাইবার চেষ্টা কিছুদিন হইতেই আরম্ভ হে হই-য়াছে, ইহাই বলিতে।

* * *

বিমানীয়ুপাস বাদে মেখের পক্ষে অন্যখানি উপকারী হইতে পারে এমনী মূল্যে কিনেই তাহা পরিচয় হইবে। দুধের কথাটা ভাবুন। কলিকাতার দুধ শুধু দুর্মূল্য নয়, দুষ্প্রাপ্য। যাহা পাওয়া যায় তাহা অনেকিনাদের দুধ নয়,—দুধমিশানো জল। কিন্তু মানিকতলা, ভবিষ্যপুর, ও পাবনা জিলার অনেক বাজারে খাঁটী দুধ দুই সরলা মেয় হিসাবে বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। এমুর দুধ যে সকল জায়গায়। কিন্তুটা খোয়া খীর হইয়া খেলার হইতে চালান হয়, গাড়ীটা ঐ ধরণ অন্য যাবে বিক্রয় হয়। তাহার কারণ দুধ অল্প পচা অনেকের দেশী ছাড়া যায় না, দুধের চালান দেওয়াও অসম্ভব। অথচ ধন্যি এরোবিমান আমিলেলিয়া হইতে কলিকাতায় বাজারে দুধ আনিতেছে। ঐ ভবিষ্যৎ নয়, বিমানীয়ুপাসের হইয়া ফৌটার আসে। উহার ফৌটার বাদুড়ের উপায়ে দুধের ওঁড়া করা হয়, পরে অনেক সেরালায় তাহা গলিয়া মিশানো হয়। ইহাতে যে শুধু অনেকটা খাঁটী দুধ পাওয়া যাইবে তাহাই নয়, যে-কোনো জায়গায়, যখন যখন দরকার ইহা দুধ পাইতে হইলেই এই ফৌটার কথা বিমানীয়ুপাস মিলে দুধ উপযোগী। অবশ্য সেই পরলোকের ভবিষ্যৎ পাওয়া দুধের সঙ্গে তুলনা উহার কিছুটা অন্তর হইবে। কিন্তু দুধের স্বাদ ফোলে বিমানীয়ুপাস চাইতে, বিশেষ করিয়া যাদের ফোলের পচা জল, তাহারা ও যাহারা বিমানে দুধ আনিতে লাল পরার্থে বিমানীয়ুপাস চাইতে বিমানী-ভোক্টের মিল্ক বিমানে মিলকই ভালো।

* * *

পাঞ্জাবীর পরার্থ সংবেদনের বিতীয় উপায় ফোক্স ষ্টোরেজ। ফোক্স ষ্টোরেজ তাপাটার অর্থ হইল ঠাণ্ডা রাখিবার ব্যবস্থা। পরদের দিনে যাবার বিভিন্ন আহারাদি নষ্ট হয়, বীজের দিনে দুধকে যাহা করা যাবার যাহিয়েজ যাওয়া যায় এরূপ আমরা সবাই জানিতে। ফলতঃ ঠাণ্ডা যাহ-যার যাহিয়েজ পারিলে যাবার বিভিন্ন জেনিসের আদর রাখা যায় ইহা বুঝা সহজ। আজকাল সহরে অনেক সহলোকের ঘরেই বেফ্রিজারেটর নামক একটী পদার্থ আছে। বিদ্যুতের সাহায্যে উহার ভিতরের উত্তাপ খুব কমাইয়া ফেলা যায়, যাহাতে বরফ জমানো সম্ভব হয়। ভিতরটী ঐ বরফ ঠাণ্ডা, খলিয়া জল, আমদানী, ডিম, মাছ মাংস ও উহার মতো দুই তিন দিন রাখিয়া অনায়াসে রাখা চলে। বেফ্রিজারেটার সহলের পক্ষে কেনা সম্ভব নয়, তাদেরই অনেক যাবার বিভিন্ন আমদানের রাটে মাসাতে নষ্ট হয়, যারা এতমাসা হইতে অল্প আমদানি চালান হইতে পারে না। যদি মাসকলাতে ফোক্স ষ্টোরেজের ব্যবস্থা থাকিত তবে দেশের অনেক মাসুষের অনেক পরিমাণ নষ্ট হইত না। কলিকাতায় ইলিশ মাছ আসাই ঠাকা। ও তাই মাছ তিন টাকা সাবে বিক্রয়। আমার একটা বিশ্বাস এই যে, সহরের অভাবে বিমানীয়ুপাস, মোরাব্বা আচারাদি আমরা হইতে মাছ চালান হইতে পারে না। ফলে যে-সকল আমদানি মাছ পচিয়া নষ্ট হয়, আর এখানে মাছের অভাব। ফোক্স ষ্টোরেজ মারফৎ মাছ এই অসুবিধা ও অভাবমোচন হইতে পারে, অনেকলোকের ন্যায়সঙ্গত মূল্যে মাছও খাইতে পারে। অবশ্য এদিকে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কিছুই হয় নাই। যুদ্ধের আগে যদি কেহ আমার মেন কোম্পানী ফরওয়ার্ডিং বেফ্রিজারেটর রাখের গাড়ী বাহিরের তবে আজ সহরের অভাব হইয়াছে বলিয়াই কলিকাতার রাখের অভাব এমন তীব্র হইত না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে সহরে 'মাটন' মজুদ হয়—অর্থাৎ মুক্তের আগে হইত—মাংসোদাম। কারণ ঐ জন্তুই আমাদের দেশে ফরওয়ার্ডিং বেফ্রিজারেটর করিয়া রাখা হইয়াছে। এমনেও সর্ব-শেষে যদি উৎসাহী হন তবে বেফ্রিজারেটর ট্রেণে করিয়া আনা পক্ষান্তরে মাছ নিলামের হোটেলে পরিবেশন করা অসম্ভব হইবে না। যে-সরকারী ষ্টোর মত বড় সহর সময়ে ফোক্স ষ্টোরেজ কোম্পানী পুলিসের দ্বারা লাভজনক হইবে। কলিকাতায় বিভিন্নস্থানে একটী ৫৫৫ ফোক্স ষ্টোরেজ খোলা হওয়ার আগে তৈয়ার হইয়াছে বলিয়া আমার মালিক একটী বিদেশী কোম্পানী।

* * *

টেলিগ্রাম—Sanchaya Calcutta

Phone : 2125 6483

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—২৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান (বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্)—

মিঃ সি সি. দত্ত, আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)

—ঃ শাখাসমূহ ঃ—

১। শ্যামবাজার ২। দক্ষিণ কলিকাতা ৩। লিণ্ডে আর্কেড ৪। হাওড়া ৫। ভাটপাড়া ৬। কাঁকুড়গাছি ৭। হিলি ৮। বালুরঘাট ৯। দিনাজপুর ১০। রায়কাবাড়ি ১১। মৈমনসিংহ ১২। রংপুর ১৩। সিরাজগঞ্জ ১৪। বুড়বাজপুর ১৫। খুলনা ১৬। বেনারস ১৭। এলাহাবাদ ১৮। মাদারীপুর ১৯। আহিরীটোলা ২০। পাবনা ২১। আলমডেলাঙ্গ ২২। বর্দ্ধমান ২৩। বীরভূম ২৪। বিহিরি ২৫। আলিপুরদুয়ার ২৬। তলপাইগুড়ি ২৭। পাটনা। আসানসোল। কোলমুর।

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত ১৯১০ ইং

বেঙ্গল ল্যাক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস: ১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ৪৭১১

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার সঙ্গলাভে বহিয়াছে ৩৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞ ও সতর্কতিষ্ঠ ব্যবসাবিশেষজ্ঞ কর্মিবৃন্দের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছে ইহার প্রত্যেক শাখা, তাই ইহা আজ অল্প সময়ে বিভিন্ন উন্নত প্রতিষ্ঠানের একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মজঃফরপুর, বড়বাজার (কলিঃ), জমালীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নলহাটী, কুষ্টিয়া, যশোহর, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষবাথান, বহু, মতিহারী, ঈ' নগর (গয়া), মেদিনীপুর।

আমানতের হার ও সর্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

মেটিন ট্রাম থাইতে কোথায় মিটিয়া ও ভাঙে এত ভাড়া কোম্পানীর হুকুমে সাইবদলী লোকের ভীড় দেখিয়া অবাক হইলাম। এ দুইটী জোড়াতে যে কেমনাদির ভেদ না ভাসন্ত বিভাগ হয় তাহা মোটা বুদ্ধিতে বুঝি নাই। ইহাদের ভাড়াবার ট্যাকার্ড ঠাইম লইয়া আছে, কিন্তু ট্যাকার্ড দুর লইয়া নয়। কোন বিষয় জানিলাম, বুদ্ধি, নদী বা অন্য কিছুর জন্য নহে, ঘড়ির জন্যই এই 'ফিউ'। আমাদের দেশের ট্রেজার দুর না, যিনেন হইতে আসে, অন্য না হইলেও চলে না। এমন বিনিময়ের মধ্যে যদি এতটী প্রধান বস্তু। যাহারা ওকালতী, ডাক্তারী, মাষ্টারী বা অন্য আর কম পাচটা চাকুরী করিয়া মাস মাহারের আয় নক্সনেরই বৃদ্ধি হওয়ায় হয়। যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে অন্যান্য বিলাসী জিনিষের মধ্যে ঘড়ির আমেরিকীয় আর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে কিছু কিছু আসে। আমার কথাটা যে সাধারণ লোকের পায় আর কথাটা যে বিশেষ মূল্যে দিয়া চোরাবাজারে চালান হয়, তাহা একবার ঘোরাই জানেন। কলকাতা লাইনে বাঁধিয়া যাহারা বাড়ার আমারা সবাই যে কেবল নিজের ব্যবহারের জন্য ঘড়ি কিনিতেছে তাহা বলিয়া লইতে পারিতেছি না। বিদেশ যুদ্ধিতের ঘোড়ার দিকে যখন ঘড়ি আমার অবশেষটী নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দরকারী লোকান খোলা হয়, তখন একজন লেখকার জোরোজ, কতকগুলি ঘড়ির কিনুক ও ঘড়ি খোয়েরে লোক প্রত্যহ লাইনের মাঝার ঘীড় করাইতে দিত। আমাদের মাননীয় ঐ সকল লোকান হইতে চাল, ডাল, চিনি যোগাড় করিয়া জোরোজের চোরাবাজারে মজুত রাখিয়াছে। ঘড়ির লোকানের সামনে লম্বা লাইন দেখিয়াও অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসিবার কথা।

• • •

যদি ব্যবিয়াকে সন্তুষ্ট করা যায় যে যাহারা লোকানের মজুত দিয়া আছে তাহাদের প্রয়োজনেই একমাত্র কিছু ব্যবসায়ের জন্যই ঘড়ি মজুত রাখা হচ্ছে ইহার চাইতে আর কি ভোল ভালো ব্যবস্থা তিল না, যারা যারা প্রকৃত ব্যবোজনীয়ের ঘড়ি পাওয়ার উপায় হইত? যাহাদের ঘাটীর ঘাইতে হয় তাহাদের পক্ষে ঠকোনাদের লাগে আইটার লোকানের সুমুখে প্রথম জায়গা লইবার জন্য দুইবার উপায় নাই, কিন্তা সাধারণ 'ফিউ'তে ঘিকাইয়া আসিল আসলেও কাযাই কমাও তাহাদের চলে না। অন্য ঘড়ির মজুত সম্বন্ধে সেখা যায়ারেরই। কিছুকাল আগে ডেপুটি কন্ট্রোলার লোকারেলের আপিস হইতে কাস্টমারদের জন্য একটা পাবলিটি প্রথা প্রচলন করা হইয়াছিল। তার মিটি পায় নাই এবং লোকের কাছে লোকানদার কাস্টমারদের বিক্রয় করিতে পারিবে না এই নিয়ম করিয়া লেওয়াতে পাশীর ৪১ জনের লোকান ৪০ টাকা পরেই পাইয়াছেন, লোকানদারে ২১৫ টাকা দামে ঘড়ি বিক্রয় করিতে পারে নাই। ঘড়ির ব্যাপারে এই সমস্যাটী যেন যে সমাধান করা হইল না তাহা বুঝিতেছি না। "পাবলিটি" প্রথাটী এখানে প্রতিষ্ঠা একথা বলি না। বাড়ির, ঘড়ির ও অন্যান্য বিষয়ের ঘরো ব্যবস্থা উহার কিছুটা অনুসরণ হয়। কিন্তু একথা বীকার করিতেই হইবে যে যত শীঘ্র সকল অবস্থার চাইতে উহা ভালো। লোক আসা না হইলে অন্তত যারা মুখ্যবস্থা বলিয়া উহা বাদ যাইতে পারে।

• • •

গত বুধবার অল ইন্ডিয়া ইন্সিওরেন্স এসোসিয়েশন ও পাবলিক সেক্টরের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটী সাধারণ সভায় ইন্সিওরেন্সের বিষয় গত বছরের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করেন। সভার বিবরণ পরিষদ একটী পুস্তিকায় সাধারণ্যে বিতরণ করা হয়। এই ইন্সিওরেন্সের কার্যাবলী সম্বন্ধে অনেকেরই খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। পাবলিক সেক্টর অর্থাৎ অন্যান্যদের ব্যাঙ্কসমূহ বিভিন্ন বিভিন্নটি এখানে তাহাদের বিবরণ দেয়, তাহা দ্বারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনেক উন্নতি করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বিদেশ ব্যাঙ্কের হেলপ ইন্ডিয়ার তাহার তুলিয়াছে ছিলেন। যদি তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে এই হেলপ ইন্ডিয়ার সমস্ত আয়ব্যয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতার বিষয় হইয়া উঠিতে পারে। অন্যান্য মাত্র ছাড়া আরো যাহাতে স্বল্প আয়বালী আধুনিক বিমান-সমস্ত আয়-ব্যয়ের সুফল পাইতে পারে, তাহারই বিধান হইতে পারে বিদুরে ৬টি প্রান্তে আয়োজন করিয়াছেন। সুখের বিষয়, ৬টি প্রান্তের কার্যালয় খোলা হইয়াছে, বাকীগুলোর মধ্যেই তিনি কার্যকর ব্যবস্থা করিবেন। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ৬টি প্রান্তে এজেন্সির মজুতদার কাস্টমারদের অনুমতি নয়। এই মজুতদার কাস্টমারদের অর্থ আমাদের মধ্যে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার্সের মধ্যে। অনেক আর সাধে যখন দেখা গেল ইন্সিওরেন্সের কাজ তেমন আশানুরূপ হয় না, তখন আমরা সমবেতদের অনুরোধে কাস্টমারদের পাঁচ মাসের জন্য ৬টি প্রান্তের ইন্সিওরেন্সের ভার লইতে বেশ; সে পাঁচ মাস এই মার্চ মাসে শেষ হইল। সফলতায় ৬টি প্রান্তের সম্পর্কে আশিয়াছি অনুযায়ী একটী কথা আমার মনে হইয়াছে। আশা এই যে, আমাদের দেশের মুখ্যে পাইবে, দেশের আমাদের অনুরোধের উন্নতি বিধানের জন্য ঐ ৬টি প্রান্তের মধ্যে লোকই সহযোগ হইবে। একজন বিদেশী আমাদের-দি একজন মাত্র আমেরীদের মধ্যে যে এই ধারণা জন্মাইতে পারিয়াছেন, ইহার প্রান্তে যেন আমাদেরই দীর্ঘায় বিদেশ পাত্র মনোযোগী কাজের সুযোগ বলিয়া মনে করেন।

—খেয়ালী

একটি নির্ভরযোগ্য জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত - ১৯২৮ টেলিগ্রাম :—"PURSH" Calcutta.

হেড অফিস :—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—ধর্মতলা ও বেলিয়াঘাটা।

জলপাইগুড়ি ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

জীবন বীমার জন্য—

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

বি. মেজরুল—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় পরিচালিত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,০০,০০,০০০ টাকা | বিলাত ও অন্যান্য স্থানসহ ৩,৫১,৭১,০০০ টাকা

বিলিকৃত মূলধন ৩,০০,৩৬,৩০০ টাকা | আদায়কৃত পরিমাণ (৩০-১-৪৮ তারিখে) ২১,১৩,৩৭,০০০ টাকা

আদায়িকৃত মূলধন ২,৬১,০১,৮০০ টাকা | মোট তহবিল—আড়াই কোটি টাকার উপর, বোনাস

ভারতের সর্বত্র ২৬০টির অধিক শাখা ও উপ-অফিস আছে।

চলতি এবং সি, সেভিংস, মে, সি, ই, মেয়াদী। ব্যাঙ্কারস বিভাগ। সি এফ, সি ব্যাঙ্কার্স, মে, সি। বন্ধক এজেন্ট। ব্যবসায় বাণিজ্য ও বিনিময়ের কাজ করা হয়। ট্রাস্টিজ এজেন্ট। দি ব্যাঙ্কার্স ট্রাস্ট মেলে অব লিমিটেড। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজ করা হয়। বর্ধমানী পত্র লিখিয়া জানুন।

অফিসসমূহ ব্যাঙ্কারসমূহ—হেড অফিস—১০০, চার্চগেট ষ্ট্রীট, বম্বে—৩১, এলগিন ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লী—১০, সিনেমা ষ্ট্রীট, কানপুর—১০০, কার্নেগী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, ক্লাইভ ঘাট। মাদ্রাজ—এগমোর, ব্রডওয়ে, মাদুরাই, সিকিন্দ্রাবাদ, বাঙ্গালোর, এলগিন রোড। বিহার—মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, পাটনা, সিমলাতলা, রাঁচি, ছাপরা, মজঃফর, গিরিডি, ভাগলপুর, পুরুলিয়া, মুঙ্গের, ডালটনগঞ্জ, হাজারীবাগ, ধানবাদ, জামসেদপুর, এবং মুসৌরি। বিহার—মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা ও সমস্তীপুর, পুরা, ছাপরা, মজঃফর, গিরিডি, রাঁচি, মুসৌরি, বাগবাজার, হাজারীবাগ, ডালটনগঞ্জ, সোনারিয়া, জামসেদপুর, সম্বলপুর, সাউথ সিটি, সাউথ, বিলাসপুর, ওয়ালটেয়ার, সাগরদেওয়ার, পালিয়া, বৈদ্যনাথধাম, আসানসোল, সাঁকচিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বেলঘরিয়া। উড়িষ্যা—কলিকাতা।

জীবনযাত্রার সাথেসাথে

জীবনযাত্রার অগ্রগতির সঙ্গে জীবনীমার বাজারের প্রসার পায়।

আমাদের ঘুম-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের যে স্বপ্ন বুকি আজ ছত্র-খান হয়ে আমাদের ছেড়ে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন আছে দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি আছে উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্তমান দুর্দিনে ও অনিশ্চয়তের আর্থিক সঙ্কটে যারা কোন্ পাথের নিয়ে দাঁড়াবে ?—

হিন্দুস্থানের জীবনবীমা সেই দুশ্চিন্তার পাথের—দুর্দিনের অবলম্বন আনয়ন। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথের সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৪ সালে মূলন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হি ন্দু স্থা ন কো-অ পা রে টি ভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

পৃথিবীর স্বর্ণ উৎপাদন—লণ্ডনের মেসার্স জনসন এণ্ড কোম্পানি হতে ১৯৩৪ সালে পৃথিবীতে মোট ২ কোটী ৭৫ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছিল। পূর্ব বৎসর ইহার পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৯১ লক্ষ আউন্স। ভারতে ১৯৩৪ এবং ১৯৩৩ সালে যথাক্রমে ১ লক্ষ ৯৭ হাজার এবং ২ লক্ষ ৪৫ হাজার আউন্স স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছিল।

ভারতের নীচু জব মেশনের ভেল টাঁচা—দেশীয় পরিষদে নীচু জব মেশন সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে আইনসচিব জানাইয়াছেন যে, ১৯৩০ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্তএই চারি বৎসরে ভারতবর্ষ নীচুকে ৯৩ লক্ষ টাকা টাচা ঘরদ দিয়াছে এবং আমাদী বৎসর পূর্ব বৎসরের টাচা অপেক্ষা ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১০ লক্ষ টাকায় উঠিবে।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স—গত ২৩শে মার্চ শ্রীযুক্ত বি এন বিশ্বাস সভাপতিত্বে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের উন বিংশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় দেশীয় ব্যবসা পরিচালন সম্ভ ভার আবদুল হালিম গজনবী ১৯৩৫ সালের জন্য উক্ত চেম্বারের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। বর্তমান বৎসরের অন্যান্য কার্যকরীদিগের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট—মিঃ কে কি আমেদ, জুনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট—মিঃ তারাপদ মুখার্জ্জী হাইকোর্ট। কমিটির সাধারণ সদস্যগণ—মিঃ বি এন বিশ্বাস, মিঃ এম এল দা, মিঃ কি পি খৈতান, মিঃ কি এল দোষী, মিঃ আর এল খোলানী, মিঃ এল এল পুরী, মিঃ কে এল আইয়া, লালা কনহৈয়া লাগার, মিঃ কে পি খোয়েকা, মিঃ কে এম কাজেক, মিঃ এম কি রুবন, রায় এইচ দোষ, মিঃ এম আর মরদুনিয়া এম-এল সি, মিঃ কি পি হিরজিনিয়া, রায় সাহেব কিষণলাল, মিঃ কে পি বিরাণী এম-এল-এ (কেন্দ্রীয়), মিঃ আর এল বাহুন এবং রায় বাহাদুর কি এ সোলাঙ্কী।

মিশিল সাহিত্যে ভারতীয়ের অনুপাত—১৯১৩ সালের জানুয়ারী মাসে আই সি এস চাকুরীতে ভারতীয়ের সংখ্যা মোট ৬৭১ জিল এবং ইউরোপীয়দের সংখ্যা ছিল ৪৩০। ভারতীয়ের সংখ্যা অবেই বাড়িতে থাকায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বাহাতে আরো ইউরোপীয় এই চাকুরীতে ঢুকিয়া ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের অনুপাত ৫০-৫০ এই হার বজায় রাখিতে পারেন তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা—শিক্ষিতের কর্তৃক অনুমোদনসাপেক্ষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৫ সালের শুভ বর্ষ হইতে সাংবাদিকতায় এক ডিপ্লোমা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বোর্ডের সদস্যোপকার ইণ্ডিয়ান জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের পরীক্ষার বিবরণসূত্র ও অন্যান্য বিষয়াবলী ঠিক করিয়াছেন। ছই বৎসর ধরিয়া মোট আটটি বিষয় পরিচালনা পত্র পরীক্ষা হইবে। যথা—(১) সাংবাদিকতার রীতি ও ইতিহাস। (২) পত্রিকাদি চালনা, সম্পাদনা, সংবাদ-প্রেরণ ইত্যাদি। (৩) রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নসমূহ। (৪) মুদ্রণ আইন। (৫, ৬) (৭) সাহিত্য ও শিল্প, (৮) শিল্প, দর্শন এবং বিজ্ঞানের গতি, (৯) সংবাদপত্র পরিচালনার ব্যবসায়িক দিক,—ইহাদের যে কোন দুইটি। (১, ২) ঐচ্ছিকী ভাষা সম্পর্কে মৌখিক পরীক্ষা। ভারতীয় বিষয়ে পরীক্ষার্থীদিগকে সংবাদ জ্ঞান, সংবাদের শ্রেণী বিভাগ, প্রেসনোট তৈরী করা, টেলিগ্রাম হইতে সংবাদ লিপিবদ্ধ করা, বিভিন্ন লিটারেচর শ্রেণী বিভাগ, নিরোগোদ্যম, প্রুফ পড়া, সংবাদের উপর মন্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষার্থীদিগকে আসিতে হইবে। পুনিশিত বিষয়ে ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ই করিবেন এবং কার্যকরী শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি সপ্তাহে তিন দিন ছাত্রদের কোন সাংবাদিকের অফিসে হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। ইণ্ডিয়ান জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ গবেষণামূলক ব্যবস্থা করিবেন। অনুমোদিত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট অথবা সংবাদপত্র অফিসের অভিজ্ঞ কর্মিগণ এই ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হইবার যোগ্য।

পল্লী উন্নয়নে বাংলা সরকার—সুবিধাজনক পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা সরকার এযাবৎ কর্মীদের শিক্ষালাভের জন্য ট্রেনিংকেন্দ্রে (বোলপুর) একটী শিক্ষা শিবির (ট্রেনিং ক্যাম্প) খুলিয়াছেন। বর্তমানে ৩০ জন শিক্ষার্থী পল্লী-শিল্প ও পল্লী-অর্থনীতি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিতেছেন। ছুটীর দিন ব্যতীত, ছুটীর শিক্ষালাভ প্রভৃতি বিষয় ও গ্রামসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয় সেখানে শেখানো হইতেছে। এই—শিক্ষার্থিদলকে বিভাগকর্তৃক শিক্ষকগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। বিভাগের অধিকর্তার পূর্ণবর্তি সম্পর্কে বিভিন্ন জেলার যে সব কেন্দ্র খোলা হইবে বলিয়া বাংলা সরকার স্থির করিয়াছেন, এই সব শিক্ষার্থী সম্বন্ধে বিভাগের সেই সব কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক (সুপারিন্টেন্ডেন্ট) রূপে নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

ভারতে বিদেশী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান—দেশীয় পরিষদে মিঃ কে কি মিত্রগুপ্তের এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান জানাইয়াছেন যে, বর্তমানে বৃটিশ ভারতে ১২টী অন্যান্য দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান আছে—৭টী বৃটিশ, ২টী আমেরিকান, ২টী চীনা, ২টী ওলন্দাজ, ১টী ফরাসী ও ১টী পর্তুগীজ। ভারতীয় রাজ্যসমূহে স্থাপিত ১৭টী ব্যাঙ্ক বৃটিশ ভারতে বর্তমানে কারবার করিতেছে।

ভারতে বীমা শিল্প—প্রকাশ, ভারতীয় বীমা শিল্পের স্বার্থরক্ষাকল্পে এবং দেশীয় সরকারের সাহায্য দান পরিচালনার জন্য ভারত সরকার শীঘ্রই একটী বিশিষ্ট ভারত বীমা সমিতি (অল ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স বোর্ড) গঠন করিবেন। এই সমিতির কার্য হইবে :—(ক) ভারতে যত টুকা জমা হয় তার তাহার কি পরিমাণ প্রয়োজনমূলে এদেশে পরিচালন দেশীয় রাজ্যসমূহে বন্টন করা যায় তাহার প্রস্তাবিত করা। (খ) বীমাকারিদিগকে সুবিধাজনক মূল্যে ঘর বাসোপযোগি দ্রব্য এবং অন্যান্য দরকারী জিনিষ কিনিতে সাহায্য করা। (গ) বীমাকার সংখ্যার বিস্তার সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব নির্দেশ করা ইত্যাদি। প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজন্যবর্গের মনোনীত সভ্যগণ, বীমা নিয়ন্ত্রণ প্রতিনিধিগণ এবং টেরিটরিয়াল কমপ্ট্রোল বোর্ডের প্রতিনিধিগণকে নিয়া মোট ২৫ জনব্যাপী উক্ত সমিতি গঠিত হইবে।

পোষ্ট অফিস সেভিংস—জনসাধারণের সঞ্চয় বৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট পোষ্ট অফিস সেভিংস একাউন্টের বাৎসরিক উত্তরণ সীমা ১৫০০ টাকা হইতে ৫০০০ টাকা করিয়াছেন।

ভারতে বিমান পথ—ভূতাত্ত্বিকালে প্রথম

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওভারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাস

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২৫নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : কাল—৪৮৬১

ব্রাঞ্চসমূহ

টালীগঞ্জ (৪৯নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬১, রমা রোড), টালা, বরাহনগর, বালিগঞ্জ ও বেহালায়

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি বাগ, এম-এ, বি-এল

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া)। ২নং মিল কেলবারিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্ট :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

পাঁচ বৎসরের জন্য ভারত সরকার আবদ্ধে মোট ১৯টি বিমান পথ খুলিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সব পথে বৈদেশিক ব্যবসায়ের মোট সাময়িক পরিমাণ আর ৬১ লক্ষ টাকার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রথম বৎসরে এই উপলক্ষে মোট ৫ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং প্রথম বৎসর মোট আয় ১ কোটী ৩৯ লক্ষ হইবে; পঞ্চম বৎসরে ৫ কোটী ৬১ লক্ষ হইবে এইরূপ অনুমান করা গিয়াছে। সাময়িক ব্যবস্থায় ১২৮ জন সদস্য কর্মচারী এবং অন্যূন ১৫০০ কর্মচারীর সরকার হইবে। বিমান ঘাঁটী ও বিমান পথ রক্ষার ব্যয় বাবদ ১২ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। বৎসরশেষে বেশীর ভাগই কর্মচারী সাময়িক মোট হইতে নিযুক্ত করা হইবে।

বাংলার বন্যা-নীতি সম্পর্কিত অর্থ ব্যয়—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাংলার বন্যা-নীতি সম্পর্কিত ব্যয় সম্পর্কে মিঃ টী এন এ চেট্টিয়ারের এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের সময় বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ সি এস বিশেষী এক লিখিত উত্তরে জানান যে, সন ১৯৪৩ সাল হইতে মৌজা, সাবকেল প্রভৃতি সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় বাংলা সরকারের মোট ১ কোটী ৫৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৮৩৯ টাকা বহন করিয়াছেন। এই সময় উক্ত অর্থলিপ্সুর মৌজা বিলয় করিয়া বাংলা সরকারের মোট ৪৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭১৯ টাকা এবং রেলিওয়ে, রাজস্ব ও অন্যান্য বিভাগের অন্যান্যদের নিকট উক্ত অর্থলিপ্সুর সাইকেলসমূহ বিলয় করিয়া ৩৩ হাজার টাকা তুলিয়া লইয়াছেন বলিয়াও মিঃ বিশেষী জানাইয়াছেন।

বাংলায় বস্ত্র-সমস্যা—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত এ এন চট্টোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব স্যার আজিজুল হক বলেন যে, সন ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলায় মোট ১৬ কোটী ৯৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৭৭ গজ এবং ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ২৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮৭১ গজ ট্যাক্সটাইল কমিশনার কর্তৃক বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে স্যার আজিজুল হক আরও জানান যে, বৃহত্তর কাপড়ের 'কোটা' স্থির করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে স্যার আজিজুল হক আরও জানান যে, গত ১৯৪৪ সালের জুন মাসে হইতে মধ্যের মাস পর্য্যন্ত ছয় মাস বাংলার জন্যে মাসিক ১৫৮ লক্ষ হিসাবে ডালার সরবরাহ করা হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন—ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি স্যার জীবরাজ মেহতা জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কার্য্যকরী কমিটী গঠিত হইয়াছে। সভাপতি—স্যার জীবরাজ মেহতা। সম্পাদক—(সাধারণ-ভার) রায় সাহেব ডাঃ এস এন গুপ্তা, লাহোর; ডাঃ কে এস রায়, কলিকাতা। অ্যাসিস্টেন্ট সি বি মুখার্জ্জি, সাধারণ সম্পাদক, কলিকাতা (মনোনীত)। কোষাধ্যক্ষ—ডাঃ এস পাঞ্জী, মাদ্রাজ। অ্যাসিস্টেন্ট এইচ এস বিলপুরী, পাটনা; ডাঃ বরদা প্রসাদ পাঁ, নাগপুর; ডাঃ বি বি বসুমল্লিক, কটক; রায় বাহাদুর ডাঃ আর কে সাহিড়ী, পুণা। ডাঃ আর এ আবেদকার, বম্বাই।

ভাঙ্গা হাড় জোড়া—বর্ত্তমান যুদ্ধে চিকিৎসা জগতে, বিশেষতঃ অস্থি চিকিৎসার ক্ষেত্রে, এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ওয়েল আর্মি মেডিক্যাল কোরের ডাঃ হুই (ক্যাপ্টেন) ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাইবার ব্যাপারে পদ্ধতি একটী সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁর মুখের চিকিৎসা প্রণালী: প্রাকৃতিক উপায়ের (নেচারপিথিক) উপরই নির্ভরশীল। তিনি এক রকম ক্যালসিয়াম কমপ্লেক্ট বেশী আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ভাঙ্গা হাড়ের উপর ঐ বেশী লাগাইয়া অস্ত্রচিকিৎসার সবোই সেই ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যবস্থার বর্ণনা প্রদান। তাঁর মুখ নাকি নিজ-দেহের মৃত্তিকাকী (টিস্যুস) ও হাড় হইতে এই কমপ্লেক্ট বেশী তৈয়ার করিয়াছেন। তাঁর মুখ তাঁহার পরীক্ষার অবশ্য সমাধান করিয়াছেন, এই বেশী যে কেবল ভাঙ্গা হাড়ই জোড়া লাগাইতে সমর্থ তাহা নয়, উপরন্তু শরীরের যে কোনও স্থানে উহার সাহায্যে নূতন হাড়ও গজাইয়া উঠে। ব্রাসেলসের মধ্যে এই বেশীর ইনজেকশন দিয়া তিনি তাঁর প্রমাণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

নূতন আবিষ্কার উল্লেখ যন্ত্র—সম্প্রতিকালের উৎপাদন বেশীর (ডব্লিউ পি বি) প্রথম সংবাদে জানা গিয়াছে যে, বেতারে বিনা অর্থিক আবহাওয়া লাভ বিষয়িবাহনের ফলে সম্পর্কে প্রতিনিধিরা বিমান এবং একটী যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন যাহার সাহায্যে ১৫টনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থার বাহিরে বৃক্ষরাজির সংবাদ ও আলমারির সোকানের ভয় ভাল চাইল সম্ভব করা সম্ভব হইবে। এই যন্ত্রটীর মধ্যে একটী আবহাওয়ার ফোকার আকারের বাদুর আছে। ইহার সাহায্যে বায়ু হইতে মাটীর ১,০০০ পাইন্ড (সের ১৪১ ছটাক) চাউল সরবরাহ করা যাইতে পারে।

নূতন ধরণের জল-বিয়োজক যন্ত্র—সিট ইয়েকে বি এক জার্মান কোম্পানীর একজন কর্মচারী আবিষ্কারক যে, মোটা আঙুলে ধরণ, চুলা সাবন ও লবণ হইতে বাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সহজ এক প্রকারের ক্রিয়ার যন্ত্র মুহূর্ত মধ্যে পরিষ্কারিত তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইবে। এই ক্রিয়ার বন্ধার নাম ওয়েলিন। ইহা অক্সিজেন, জলবিয়োজক, নাইট্রোজেন ও অন্যান্য। মুক্তিযুদ্ধের সেনাবাহিনীতে ইহা পানীয়, বিস্ফোরক এবং অন্যান্য জল হাসপাতাল বিভাগে ব্যবহৃত হইবে। আবার বিদ্যুৎ-জেনারেটর হইতেও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া প্রকাশ।

ব্যাঙ্ক বিল সম্মেলন—ব্যাঙ্কার ও অন্যান্য কারী উদ্যোগে আগামী মিঃ হইতে ব্যাঙ্ক বিল সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য আগামী ৭ই এপ্রিল ১৯৪৮ তারিখে বোম্বাইয়ে একটি কনফারেন্স আহ্বান করা হইয়াছে। এই সম্মেলনে এক সাধারণ সংগঠন সমিতি গঠিত হইবে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ডাক্তার বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অ্যাডভোকেট জেনারেল, শ্রীযুক্ত ভবীন্দ্রনাথ মজুমদার, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সাময়িকীগণ সম্মেলনে বক্তৃতা করিবেন।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬ কর্ণ ষ্ট্রীট

ফোন : বড়বাজার—২৮৭৭

শীঘ্রই পাটনা সিটি শাখা খোলা হইবে।

অন্যান্য শাখা—ঢাকিয়াল, ঢৈয়ারবাজার, ফুলিয়া, ফরিদগঞ্জ, বীরকাঠি, লিলাইঘাট, পুরাবাজার (টাঙ্গাইল) বিলাস, জীবী।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল, ৫৪৮৯

শাখা—বড়বাজার, ভাওয়ালবাজার, জামালপুর, ঘাটিয়ারী, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে সঞ্চয়ধেরী ও চিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্‌পি।

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(হেড অফিস—বরোদা, ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, কলিকাতা, করাচী, দিল্লী, লাহোর, নাইরোবী, মোম্বাসা, জাঞ্জিবার, কাম্পালা, জিঞ্জা, আদেন, কলম্বো, সিঙ্গাপুর, হংকং, শাংহাই, ইয়োকোহামা, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকো।)

অনুমোদিত মূলধন	২,৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲
তাহিদ দেওয়া মূলধন	১০০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন (৩১-৮-৪৪)	৯৯,৯৯,৪৮০৲ "
সঞ্চয় তহবিল ...	১,০০,০০,০০০৲ "

হেড অফিস:—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস:—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

শাখাসমূহ :

আহমেদাবাদ (আমদা), আহমেদাবাদ (পাঞ্জুলা), আমরেলী, অমলনের, বিলিমোরা, বোম্বাই (মেন), বোম্বাই (আমেরী বাজার), কলিকাতা, হাওড়া, চুলিয়া (পশ্চিম খান্দেশ), ডাকরা, ডাহিল, জলগাঁও (পূর্ব্ব খান্দেশ), জীবী, কালল, কপড়ঞ্জ, কাপড়গঞ্জ, মেহসানা, বিঠালপুর, নবসারী, পাটন, পোরবন্দর, পোটা জবা, সংখেরা, সিদ্ধপুর, সুরাট, উমরা (এম, পি), ভিসনগর আমরা।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ভক্সিট বি প্রাউডওয়াটার, এম, জি, পারিখ,
জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা। এজিং ম্যানেজার, কলিকাতা

কোম্পানী প্রসঙ্গ

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৩শে মার্চ গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কের মুলধনী-ভুক্ত শাখার উদ্বোধন সুসম্পন্নভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ী উহাতে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ হারীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত অভ্যাগতবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। উদ্বোধনের পরিশেষে অতিথিবৃন্দকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

মৌলভী ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৩শে মার্চ ঢাকা ইন্টারমেডিয়েটের লেজিসলেটিভ ১, ওয়ালীর বহুতলের উপর, মৌলভী ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। অনেক অভ্যাগত ব্যক্তি উহাতে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির বক্তৃতার পর উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বে বে সহ ব্যাঙ্কের ইতিহাস এবং কলিকাতা শাখা খোলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। সভার অন্য কয়েকজন বক্তৃতা করেন। সভাপতি বক্তৃতা অবসানান্তে সভার পর অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

নূতন যৌথ কোম্পানী

আর্যা ইণ্ডিয়ানিয়ারিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টার্প্রাইজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সি এন বাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬, রসা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার ও মেসানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

বেঙ্গল-বিহার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী—(কলিকাতা)—ডিরেক্টর মিঃ আর বেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০১ এলগিন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। মোটর গাড়ী, লরী ইত্যাদি চালনা।

আলিকা ষ্টোক্স কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ্যান্টোনিডি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৯এ কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। [illegible]

ইউনিক ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটরস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪এ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ফিল্মের বিতরণের যাবতীয় ও উহাদের ব্যবস্থাপক।

বেঙ্গল ম্যাগনেটিক এসোসিয়েশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সি পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪৪, আমহার্ষ্ট রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। চুম্বকাদি বিক্রয়।

কৈবর্তখিলা খাস কলিয়ারিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর বে মৈত্রবা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ওয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। কয়লাখনি।

কমলগুলেশ মার্কিল সোসাইটী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ই এস ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, এস, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সাধারণ ব্যবসা।

সিকো লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সিকো। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৪ লক্ষ টাকা। ঔষধাদি-পাতা ইত্যাদি প্রস্তুতকারক।

অক্সফোর্ড এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস বন্দ্যোপাধ্যায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮৭, রসা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এজেন্সী ব্যবসা।

ফার্মাসিয়্যাল সেরার সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে কি মুখার্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬০।১, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। দালালী ও সেবায়েত ব্যবসা।

হিন্দুস্থান ইলেক্ট্রিক সিনেমা লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি পি সাহু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ কোটি টাকা। ফেল্ট ফুল, সেলুলয়েড ও সরঞ্জাম ব্যবসায়।

মডার্ণ মোটর এণ্ড মাইকেল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কে ১মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬১, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। মোটর ও সাইকেলের আসবাবপত্রের ক্রেতা-বিক্রেতা।

অফিসের সরঞ্জাম

- বই বাঁধাই
- লিথো ষ্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এমবসিং মেসিন
- সিয়ল খাতা,
- প্রেস, প্লেট
- ষ্টেনসিল ও প্লেট
- লেটার ও ফরমকার যাবতীয়
- মিনে-করা খাতা,
- খাতার পাতানোবাধ
- সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয়
- ডুপ্লিকেট বাবাবিল ব্যবসাদি
- সিল্ক স্ক্রীনের ইত্যাদি বিভিন্নরূপ

অফিসের যাবতীয় ষ্টেশনারী মাল-পাত্র আমাদের নিজ কারখানায় তৈরী হয়। সুলভে এবং সত্বর সরবরাহ করা হয়। একবার আমাদের পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ত্রিবেণী

১৮৯, বিডন রো, কলিকাতা।
ফোন : বি বি ১১০৮

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস : সিলেট
কলিকাতা অফিস—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য শাখা—
শিলং, সিলচর, গৌহাটী, ডাকা, করিমগঞ্জ, হাফলং, নওগাঁ, করিমগঞ্জ বাজার, ডুবিমঙ্গ, ডি খো ব ম ড়া, শ্রেমুকোণা, ধরমনগিরি, চট্টগ্রাম, গৌরীবাজার, সাবাহাজপঞ্জ।

- কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ এক কোটি টাকার উপর
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্যাশ ক্রেডিটে টাকা ধার দেওয়া হয়
- ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিল ডাঙ্গিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

জেনারেল ম্যানেজার—জে এম দাস।

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

আদায়ের	প্রায়	৯,০০,০০,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন		১৮,০০,০০,০০০৲ ,,

কলিকাতা অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৩বি রসা রোড, ২২৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২৯৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

বাঙ্গালা, বিহার ও আসামের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে অন্যান্য অফিস আছে।

হাবড়াস্থ শাখা ৭ই ফেব্রুয়ারী খোলা হইয়াছে।

বৈদেশিক এজেন্টসমূহ :—
লণ্ডন এজেন্ট—ব্যারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
আমেরিকা এজেন্ট—গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক
অষ্ট্রেলিয়া এজেন্ট—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি।
৪৩ আয়া এজেন্ট—ব্যারক্লেজ ব্যাঙ্ক (কোলিয়ন, মেসোপটেমিয়া এবং অন্যান্য)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস কে দত্ত, এম-এ, বি-এল, সি-আই-ই (ইণ্ড) লণ্ডন, বার-এ-ল

সুন্দর কেমিক্যাল্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সরকেরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৭ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এজেন্ট্স্।

ষ্টেডমান এণ্ড ট্রান্সপোর্ট লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস সি চক্রবর্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭, ব্যাণ্ডো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ হাজার টাকা। ট্রাক, বাস ইত্যাদির কারবার।

এ কে সরকার (ইষ্ট এজেন্সীস্) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর এন সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—ষ্ট্রোরস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা।

আর্য্য ইন্সিওরেন্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এজেন্সীস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি এন দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, ডন্স রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা।

আরব আর্কেন্টাইল সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এইচ দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, ষ্ট্রোরস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বি রিভারডেলমারা জুট মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৲ টাকা। গত বৎসরেও এই হার ছিল। **বি এম্পায়ার জুট কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৲ টাকা। গত বৎসরের হার ইহাই ছিল। **বি ভেলভিন জুট কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১৫৲ টাকা। গত বৎসরের লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল লভ্যতা ১৪।০ আনা। **বি ফ্রেজিয়েজলী জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ২৮৲ আনা। গত বৎসরে কোন লভ্যাংশ ঘোষণা হয় নাই। **বি সুজা জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৲ টাকা। গত বৎসরে কোন লভ্যাংশ ঘোষণা হয় নাই।

বিটি মিটি অব বোম্বে ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫০ টাকা। **বিটি ব্রো ষ্টীয়ার্ড স্পিনিং এণ্ড ওয়ীভিং কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ২০৲ টাকা। **বেঙ্গল জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৬।০ আনা। **ঈগলসাহা মিলস্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৩৲ টাকা। **বি বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ২৫৲ টাকা। **বি আরডলবুর-ক্যাটোয়া কোম্পানী কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ২৯/০ আনা। **বি বাঁকুড়া-দামোদর রিভার ষ্টেমশুপ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ২৯/০ আনা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩০শে মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে বিশেষত্বপূর্ণ কিছু পরিলক্ষিত হয়। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে তারিখান্তর পরিশোধের মেয়াদী ঋণের সুদের হার পূর্ব সপ্তাহের ন্যায় এ সপ্তাহেও অপরিবর্তিত থাকে। ৭ দিন মেয়াদী ঋণের সুদের হার শতকরা ১০ আনা এবং ১৪ দিনের মেয়াদী ঋণের সুদের হার শতকরা ১০ আনা ধার্য হইয়াছে। তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের নিকট এবং ট্রেজারী বিলের সুদের হারের কথাই বেশির ভাগ ট্রেজারী বিলের বাজারের চলতি হারটি ঘোষণা করিলে তাহা বিশেষ কোন সুবিধা হয় না। আরো বেশী পরিমাণে ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইলে এই সম্বন্ধে কিছু পরিমাণে সাহায্য হইত। বিনিময়ের বাজারের চিত্রটি আজ পরিষ্কার হয়।

আজ সপ্তাহের তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের জন্য টেন্ডারের পরিমাণ পূর্ব সপ্তাহের সমানই ছিল, কিন্তু গড়পড়তা সুদের হার শতকরা ৩৮৮ আনায় দাঁড়াইয়াছে। আমাদের সংগ্রহ শতকরা ৩৮৯ পাই সুদে ৩৫ লাখ টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পূর্ব বৎসর ব্যাঙ্ক বন্ধসময় আজ সরকার মাত্র আড়াই তিন মাসের মেয়াদী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেন্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৯৯/৯ আনা মূল্যের সমুদয় টেন্ডার এবং ৯৯৯৯/৯ পাই মূল্যের শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ আবেদন পূরণ হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ কম মূল্যের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের পূরণীত আবেদনের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৯৮ পাই ধার্য হইয়াছে।

আমার সরকার আজ তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেন্ডার আহ্বান করা হয় তাহা বন্ধসময় ব্যাঙ্ক সোমবার তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৯৯/৯ পাই মূল্যের সমুদয় টেন্ডার এবং ৯৯৯৯/৯ পাই মূল্যের টেন্ডারের গড়পড়তা প্রায় ৯৯ ভাগ আবেদন পূরণ হইয়াছে। মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের পূরণীত টেন্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৯৮ পাই ধার্য হইয়াছে।

আগামী ৩রা এপ্রিল মঙ্গলবার মেয়া ১২টা পর্যন্ত ঘোষাইবে এবং ৪ঠা এপ্রিল সোমবার বাজারের বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আজাদ ক্ষেত্রে আবেদন করা যাইবে। আগামী আড়াই তিন মাসের মেয়াদী ৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। বাজারের আবেদন পূরণীত হইবে আগামী ৩রা এপ্রিল শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্তাদি পূর্ববৎ।

পূর্ব বৎসর ব্যাঙ্ক যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে ঠিক সেই সপ্তাহে আজ সরকার বিক্রয়ে ব্যাঙ্কের জন্য বিলের পক্ষে মোট ৯ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করিয়াছেন।

বিনিময়-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

চেক্‌স্ ব্যাঙ্ক (প্রতি টাকায়)	৯ পাই এক্স্ চেক
ঐ দর্শনী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	৯ পাই অল্প, চেক
ডি এ ছয় মাস (,,)	৯ পাই অল্প, চেক
ওভার (প্রতিদিন)	৯৯৯৯৯

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩০শে মার্চ—ইউরোপীয় ব্যাপক যুদ্ধের অবসা বিরা শেয়ার-বাজারে ব্যাপারে অনিশ্চয়তা চলিতেছে। ঐ যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে ব্যবসায়ের ভার অধিকাংশ নিজ কোম্পানীর উৎপন্ন মালের এক বেশী চাহিদা থাকিবে না। ফলে শেয়ার সম্যাদের পরিমাণের অবশ্যকতাই করিয়া আসিবে। সেই কারণে ভবিষ্যতের জন্য বসিয়া না থাকিয়া বর্তমান সময়ে যুদ্ধজনিত সেয়ার বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে অনেকে আগ্রহ দেখাইতেছেন। এইরূপ ঝোঁক দেখা যাওয়ার ফলে এ সপ্তাহে ক'লকাতা মেশীর সেয়ার বিভাগে বহু পুরাতন কিছু ক্রয়-বিক্রয় হয়। তবে সপ্তাহের শেষ দিকে মন্তব্য সম্যাদ সম্বন্ধে উৎসাহব্যঞ্জক খবর প্রচারিত হওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে আবার দরের কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে।

কোম্পানীর আফিস—কোম্পানীর আফিস বিভাগে এ সপ্তাহে কারবারের খুব কম হইয়াছে। দরের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

কয়লার খনি—এ সপ্তাহে ঝুলনবরারি ও ঝরিয়ার কোন কোম্পানী সম্বন্ধে-এমন কোন সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

কয়লা খনি—এ সপ্তাহে ঝুলনবরারি ও ঝরিয়ার কোন কোম্পানী সম্বন্ধে-এমন কোন সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

কয়লার

করিতে করনা আরম্ভ করিয়াছিল তাহার ফেরে আরো বেশী পরিমাণে করনা আসিবে বলিয়া মনে করা বিচারিল। কিন্তু সে আশা ফলবতী হয় নাই। ফলে আগামী সপ্তাহে আরো পাইকদল কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। হেমন্তের অন্তরিতা বলিয়া অনেকের করনা আরম্ভানী করার কথা শুনা যাইতেছে। ইহা কোন সুফল প্রসব করে। এবারই যখন মালমাহীর অভাব লক্ষিত হইয়েছিল তখনই এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল। যারা বলিত, এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে করনা অনেক অনেকখানি দূর হইবে—ইহাই অনেকের মনে আমাদেরও ধারণা।

করনা সমস্যা ছাড়াও চটকলগুলির সুমুখে অন্য কাজ করার পথে আরো বাধা আছে। স্থানের অভাবও তাদের যথেষ্ট মাল থাকার চটকলগুলি যেসব উদ্যোক্তার সঙ্গে কাজ করিতে চাহিতেছে না। এমন অবস্থায়ও কলিকাতার পাটের বাজারে উল্লেখযোগ্য তেজ অবশ্যই না হওয়ার কারণ বন্দরগুলির দেশী বাজার এবং আগামী মরসুমের অতিরিক্ত আবশ্যকতা। কিন্তু এখন অবস্থা যেরূপ দিন দিনিয়ে বলিয়া অনুমান হয় না। সরকার পক্ষ হইতে পাট ক্রয় সমিতির নিয়োগে অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, সরকার নিজেই পাট কিনিতে আরম্ভ করিবেন। কিন্তু এই ধারণা ভুল। সরকার অবশ্যই পাট কিনিবেন যখন বাজারে পাটের দাম সঙ্গতির মূল্যের নীচে যাইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে আলসা পাটের বাজারে মোটামুটি কাজ হয়। বাস্তবালির কলগুলি অনেক দিন পর আবার পরিমাণ সপ্তাহে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু পাটের অভাবে সবগুলি কল চলে নাই।

পাকা মেল বিভাগে মোটামুটি কাজ হয়। পাকলো কেন্দ্রাল পাইলিং ১৬ টাকা দরে বিক্রয় হয়।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২১শে মার্চ—সোনা—এ সপ্তাহে বাজারে সোনার দর গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য নিম্ন দেখা গিয়াছে। বিলাতী বাজার অদ্য বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি ২৮৫৭ আনা দরে ৪০ ঘণ্টার ভরি সোনা বিক্রয় করিয়াছেন। বাজারে সাধারণভাবে প্রতি ভরি সোনা ২৮১০ আনা দরে বিক্রিবিক্রি হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে অদ্য প্রতি ভরি সোনার দর দাঁড়াইয়াছে ২৮৭০ আনা।

রূপা—তথার দর গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে কয়েকটা দূরে পাইয়াছে। অদ্য বম্বেতে মার্চ বোম্বাইয়ের বাজারে ও কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১২৯ ৷০ আনা ও ১২৮৷০ আনা। অদ্য তাহা কমিয়া যথাক্রমে ১২৮৷০ আনা ও ১২৭৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ভারতীয় উন্নতিশীল ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন ঃ কলি: ২৭৫৪

ব্রাঞ্চ অফিস :—
ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ এভেনিউ, ঈডেনগার্ডেন, জলপাইগুড়ি, ক্যানিং, শাঁখারিপুকুর, চাঁদপুরহাট, ধুলিয়ান, খাগড়াগড়া, আহিরণঘাট, ও কোন্নগর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি এন চাটার্জ্জী

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—
৭ গোয়াবাগান লেন
কলিকাতা

ফোন :
অফিস ৫৬৩
—শাখা—
নারায়ণগঞ্জ, নারকেলডাঙ্গা, ঢাকা, বরেন্দ্র ষ্ট্রীট, রাইবেরেলী, মেদিনীপুর, বরিশাল, বালীগঞ্জ, বহরমপুর, খোয়াড়ী, চন্দ্রকুড়িয়া, সিউড়ি, বড়বেলা, কটিয়াদী, জিয়াগঞ্জ, বেলাবো, বাজরাম, কুমারখোলী, দেওঘর, ইছাপুর, বাজবাড়ী, মাইসিনা, দুর্গাপুর, দুমকা, কটক

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য, বিল অফ এক্সচেঞ্জ ক্রয়বিক্রয়, আমদানি এবং রপ্তানির যাবতীয় কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জে সি চক্রবর্ত্তী

দি

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হয়তো শুনে থাকবেন

ন্যাশনাল রবার ব্রোডাক্টস্

ম্যানেজিং এজেন্টস্ : হরকো,
১-৩৪, বিডন রো, কলিকাতা।

ফোন ঃ কলি: ২৭৬৭ Grm. JANASAMPAD

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

সর্ব্বপ্রকার ক্লিয়ারিংয়ের সুব্যবস্থা আছে

১৯২৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত আনুমানিক হিসাব—

অনুমোদিত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন		১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও রিজার্ভ ফাণ্ড		৮,০০,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲

আদায়ী মূলধনের শতকরা ১০ ভাগ এবং ও কোম্পানীর কাগজে এবং সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তনশীল ভাবে বিভোজিত আছে।

—শাখা, সে অফিস ও এজেন্সি অফিস সমূহ—

হাইকোর্ট, ইণ্টালী, কালীঘাট, বড়বাজার, ইডেনী, ঢাকুরিয়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমানরোড, আসানসোল, চাঁদনী, মজঃফরপুর, ভাগলপুর, সিউড়ি, বালীগঞ্জ, কোলাঘাট, পঞ্চবটী, বাঁকুড়া, পাঁচকুড়ি, কদমতলা, মেদিনীপুর, চন্দ্রকোনা, চুয়াডাঙ্গা, খাড়িপুর, ডেবেরেপুর, কোনার, মীরজাফরী, কটিয়াদী, জয়দেবপুর, ঈশ্বরদী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বালবন, চাকুলিয়া, বালদা, বাঁকি, সাঁকচি, পাকুর, পাঁচেরথণ্ড, পাইকা, আসানসুর, বাগবন্দর, সন্তোষি, চন্দ্রবিপুর, কোলকাতা, বাজারোড়, ভাটার, পুরী, বহরমপুর (মুরাদ), কাঁথি, কাটোয়া, দোমোহানী ও দিল্লী।

আমাদের অভিজ্ঞতার ও তৎপরতার সহায়তা লইয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার করুন।

ডাঃ এন এন চাটার্জ্জি—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ইণ্ডিয়েরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস ঃ মুম্বাই
কলিকাতা অফিস। ১২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট
ব্রাঞ্চ অফিস :
জিরকপুর (আলমা) ও সিলেট
আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে পরিচালিত একটী উচ্চ শ্রেণীর জীবন বীমার অফিস
বোনাস প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায় ১৬৲
মেয়াদী বীমায় ১৩৲
চীফ এজেন্টস্ :—
মেসার্স ম্যাকেঞ্জার লিঃ—লণ্ডন
ইউ, কি, সি, পি ও বিদেশীয় অন্য
মেসার্স এইচ এ সেন্সী এণ্ড কোং, কলিকাতা,
পূর্ব্বাঞ্চল ভিত্তিক ও বিহারের অন্য
ভেরাবধান :—এস বি দত্ত, এম এস সি

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী
আর্য্যস্থানে
বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরু ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
১৮, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

সাপ্তাহিক বাজার দর

		২৩শে মার্চ	২৪শে মার্চ	২৬শে মার্চ	২৭শে মার্চ	২৮শে মার্চ	৩০শে মার্চ
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা)	...	৭৪৮/০	৭৪৮/০	৭৪৮/০	৭৪৮/০	৭৪৮০	
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	৭৪৮০	৭৪৮০	৭৪৮/০	৭৪৮/০	৭৪৮০	
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	...	১৩৩৷৩	১৩৩৲	১৩৩৷৩	১৩৩৷৩	১৩৩৷৩	
ঐ ঐ (বোম্বাই)	...	১৩৩৷০	১৩৩৷৩/০	১৩৩৷৩/০	১৩৩৷৩/০	১৩৩৷৩	
বিবিধ দর—প্রতিমাসা (কলিকাতা)	...	৫৩৩/০	৫৩৲	৫৩৩৲/০	৫৩৲	৫৩৲	
বোম্বাইয়ের বাজার—সপ্তাহান্ত এবং বছরের শেষাবস্থার দর (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন)	...	৯১৯/০-৯৯৯/৩	৯১৯/৩-৯১৯/০	৯১৯/০-৯১৯/৩	৯১৯০-৯১৯০	৯১৯/০-৯১৯/০	
ইন্ডিয়ানাইজ—							
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ		—	৩৩৯/০-৩৯১/০	৩৯১/০-৩৯৯/০	৩৯৯০-৩৯৯০	৩৯৯/০-৩৯৯/০	
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি		—	৩৯৯/০-৩৯৯০	৩৯৯/০-৩৯৯/০	৩৯১/০-৩৯১/০	৩৯১/০-৩৯১/০	
বুমারপুরী—প্রতি		১১১০	—	১১১/০	১০৭০-১১৯/০	—	
অডিনারী ইনেলটি ও ষ্টীল		—	—	৫৫৲	—	৫১৯/০-৫১৯/০	
ফেলপ	...	৫৩৯০-৫৩৯/০	৫৯১/০	৫৫/০	২৯৲-৩০৯/০	২৯৲-৩০৯০	
বর্মাশেল	...	—	—	৪৯৲/০	৪৯৲/০-৪৯৲/০	৪৯৲/০-৪৯৲০	
ব্রাডফোর্ড আয়রণ এণ্ড ষ্টীল	...	১১৲/০-১১৲/০	১১৲/০	—	১১৯৲/০-১১৯৲০	১১৲-১১৯৲/০	
ষ্টীলটিউব্স	...	—	—	১৯১৲-১৯৲/০	—	—	
ফার্মা—বার্মা কর্পোরেশন	...	৫৯০-৫৲/০	৫১৲/০-৫১০	৫১/০-৫১০	৫১০৩/০	৫৲/০-৫/০	
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন	...	৩/০-৩৯৲/০	৩৲	৩৲-৩৯৲/০	৩৯৲/০	৩৲-৩৯৲/০	
ব্যাঙ্ক—বিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	...	১৩৩৯০-১৩৩	১৩৩৲	১৩৩৯০	১৩৩৯০	১৩৩৯০	
ইম্পিরিয়াল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক	...	২০১০-২০১০	২৯৲-২০৲	—	১৯১০-১৯৲	—	
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	...	১৩৩৯	১৩৩০-১৩৯/০	১৩৩০-১৩৩/০	১৩৩০-১৩৯/০	১৩৩০-১৩৯০	
কয়লা—বলাকর কোল্ কোং	...	—	৪১৲/০-৪৲	৪৲/০-৪১৯/০	৫১৯০-৫১৲	৫১১/০-৫১৲	
খালেরা ,, ,,	...	১২১/০-১২১০	১২১০-১২৯/০	১২৯/০-১২৯	১১৯/০-১১৯৲	১৯৲-১১৯৲/০	
রাণীগঞ্জ ,, ,,	...	৩০৯/০-৩০৯/০	৩৯৯/০-৩৯৯০	—	৩১০০-৩১৯/০	৩১৯/০-৩১৯০	
ইণ্ডিয়ান ,, ,,		৬৯৲	৬৯৲-৬৯৩০	৬৭৩/০-৬৭৯০	৬৭৲	৬৩৯০	
লাইট করপোরেশন	...	২৯৯৯/০-২৯৯৯/০	২৯৯৯/০-২৯৯/০	২৯৯/০-২৯১/০	৩০৲-২৯৯৯/০	২৯৯/০-২৯৯৯/০	
কাগজের দর—লিবি ষ্টিফটাবিয়া পেপার মিলস লিঃ		৭১০-৭১/০	৭১/০	৭১/০০৭১০	৭০/০-৭৲	৭৩০-৭/০	
বেঙ্গল পেপার	...	৪৪১/০	—	৪৪১০	—	৪০৩০	
কাগজ ইণ্ডাস্ট্রিজ	...	১৩৩০	১৩৩/০-১৩৯/০	১৩৩০-১৩৯/০	—	১৩৯/০-১৩৯৯/০	
এসিয়া পেপার মিলস লিঃ	...	—	৬৩৲-৬৪১০	৬৪১০	৬৩৲	—	
বেঙ্গলোরাম ,, ,,	...	১৭৯৯০	১৭১০	১৭১/০-১৭১/০	১৭৯৯/০	১৭১/০-১৭৯৯/০	
কাপড়ের দর—ইণ্ডিয়া মোশার লাম লিঃ	...	—	—	—	৫২২৲	১১৩৩-৫১৯৩০	
ইণ্ডিয়ান মোশার মিলস লিঃ	...	—	—	১৯৯/০-১৯৲	—	—	
ষ্টীমার	...	—	৫০৲/০	৬০৯/০-৫৭১/০	৫৭১/০-৫৯৯/০	৫৭১/০-৫৯৯০	

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত	৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত	১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত	১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত	৪৮,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	২৫,০০,০০০৲

হেড অফিস : কুমিল্লা

শাখাসমূহ

কলিকাতা, হাইকোর্ট, ডালহৌসী, বড়বাজার, নর্থ কলিকাতা, সিঁথি মোড়, হাওড়া, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বোম্বে, মাদ্রাজ (বোম্বে), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ, আলমোড়া, ঢাকা, নবাবগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নরসিংদী, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, পুরানবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)

সহকারী এজেন্ট :—ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ।
লিমিটেড এজেন্ট :—ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রি কোং অব লিমিটেড।
ইন্সিওরেন্স এজেন্ট :—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব আফগানিস্তান লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস সি ঘোষ, এম-এল-সি

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া

লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৮৭ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

চলতি পরিমাণ
৩,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর

চলতি বীমার পরিমাণ
১৯,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর

বার্ষী মোট
৮,৬৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

পলিসির অধিকতর সুবিধে বীমা পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পলিসিহোল্ডার মৃত্যুর সুবিধে ছাড়াও ইহাই আপনাকে একমাত্র দান করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চীফ এজেন্ট

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাপ্তাহিক বাজার দর

চটকল—অকলাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	১৯১৲	—	৩৮৲	১৭৲-৮৫।৩	৯১৲	
আংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ	৬৬৯৲	৬৭৯৲-৬৮৯৲	৬৮৯৲-৬৭৲	৪৫৲	১৯৭-৫৯৯৲	
কামারহাটী " " "	৯৯৲ ৯৯৲	৯৯৯৲-৯৯৯৲	৯৯৯৲	৯৯৯৲-৯৯৯৲	৯৯৯৲	
গৌরীপুর " " "	১১৯৲	১১৯৯৲-১২৫৯	—	১১৫৯	১১৫৯৲-১২৯৲	
ফোনিক্সেনী " " "	১১২৯৲-১২৫৲	১১৯৯৲-১২৫৲ ৯৯৲	১১৯৲-১১	১১৲-১১৯৲	১১৲-১১৲	
হিমাংশেশ " " "	৭৬৯৩	৭৭৲	৭৯৲	—	৭৫৲-৭৫৯৲	
হাওড়া " " "	৫৭৯৲	৫৭৭৲-৫৭৯৲	৫৭৯৲-৫৭৯৲	৫৭৯৲	৫৭৯৲-৫৭৯৲	
হুগলী " " "	—	৯৯১৲-৯৯৯৲	৯৯৲-৯৯৯৲	৯৯১৲-৯৯৯৲	৯৯৲-৯৯৯৲	
চিনির কল—বেলসুণ্ড সুগার কোং লিঃ	—	১৫৲	—	—	১১৯৩	
রামনগর ডেইরি	১৯৫৩	১৯৫৩-১৯৫৩	১৯৯৲-১৯৯৩	১৯৯৲-১৯৯৲	১৯১৲-১৯৫৩	
ইণ্ডিয়া এগ্রো কোং লিঃ	৫৭৲	৫৭৲-৫৭৩	৫৭৲-৫৯৯৩	১৯৯৲-১৯৯৩	১৯৯৲-১৯৯৩	
চা বাগান—বেলসুণ্ড টী কোং লিঃ	১৯৫৩	২১৯৩	—	—	—	
বিরাবাদ টী কোং লিঃ	—	৯৫৲-৯৫৲	৯৫৲-৯৫৯৩	—	৯৫৲	
সিমেন্ট—ডালমিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ	—	১৭৲-১৯৯৩	১৭৲-১৯৯৩	১৯৯৲-১৯৯৩	১৭৲	
আসানসোল সিমেন্ট " "	—	৯৫৩	৯৫৩	৯৫৩ ৯৫৩	৯৫৩	
বিবিধ—বি আই কর্পোরেশন	১৭৯৲-১৮৫৩	১৭৫৲-১৭৯৲	১৭৫৫-১৭৫৩	১৭৫৲-১৭৯৩	১৭৫৫-১৭৭৲	
বেঙ্গল পটারী কোং লিঃ	১৯৯৩	১৯৫৩	১৯৫৩-১৯৯৩	১৯৯৩-১৯৯৩	—	
বেঙ্গল ইনামেল লিঃ	১	—	—	১৯৫৲	১৯৫৲	
ইণ্ডিয়া কেবলেস মেডিসিনস কোং লিঃ	১৭৫৩-১৭৯৩	১৭৫৩	১৭৫৲-১৭৯৩	১৭৫৲-১৭৯৩	১৭৫৩	
ন্যাশনাল ইনসুলেটর কেবলস	১৯.৩	—	১৯-১৯৯৩	১৯৯৩	১৭৭৩-১৯৩	
মিঃ এলিয়াসিক ইণ্ডাস্ট্রিজ ...	৯৯৩	১৭৭৩	১৯৩-১৯৩	১৯৩-১৯৩	—	

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯৪১ ইং টেলিগ্রাম :—ব্যাঙ্কার

হেড অফিস :—৮৪৯৫ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—৫০০

কলিকাতা ব্রাঞ্চ শাখা—১৭৯৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৯৫ কর ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, কেশবী, কোন্নগর, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, ডিব্রুগড়, ঢাকুরিয়া, পটুয়াটুলী, রবারপুর (১৩৩), নারায়ণগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, হাতী, মজফরপুর, পাটনা সিটি এবং ভাগলপুর।

এলাহাবাদ শাখা ৮৮নং জিরো রোডে শীঘ্রই খোলা হইবে।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী— মি: এম কে বোস

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে বোস

লোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

স্থাপিত : ১৯১১

হেড অফিস—১০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি ২৭৯৯ (৩ লাইন)

অন্যান্য অফিসসমূহ :

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲

আদায়কৃত মূলধন ১০,০০,০০০৲ উপর

জমা তহবিল ১,০০,০০,০০০৲ উপর

কার্য্যকরী মূলধন ১,৫০,০০,০০০৲ উপর

১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।

(নিম্ন বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য)

দিল্লী শাখা ২৫শে এপ্রিল, ৪৮ খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল।

বোট বক্স নং ২৭৫৪ কলিকাতা। টেলিগ্রাম : "BUDH" Calcutta

মজুমদার ব্যাটারী কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

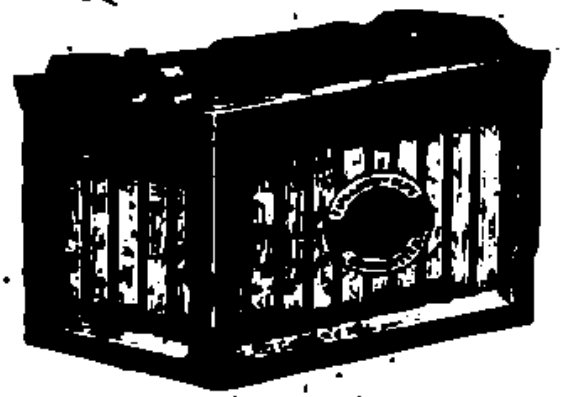

"বাঘাজান্স" ষ্টোরেজ ব্যাটারী প্রস্তুতকারক

রেজিষ্টার্ড হেড অফিস : কালী বিল্ডিংস

৩ ও ৪ মোহনবাগান লেন, শ্যামবাজার

কলিকাতা।

কে, পি, মজুমদার

: ম্যানেজিং ডিরেক্টর

কল্যাণী

খাঁটি আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

জুয়েল এণ্ড ইণ্ডিয়া কলিকাতা.

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস
মিশন রো, কলিকাতা।

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	বড়বাজার (দিল্লী)	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	ফাউন্টেন	জাহাঙ্গীর বোম্বে (বম্বে)
ফ্রাবাজার	বাজার	আহমেদাবাদ
ডায়মণ্ডহারবার	চাঁদনী	মসজিদবন্দর (আহমেদাবাদ)
বালীগঞ্জ	বেনারস	কানপুর
ঢাকা	এলাহাবাদ	কলাচী
নারায়ণগঞ্জ	ভাটিয়া (এলাহাবাদ)	আজমীর
ময়মনসিংহ	লক্ষ্ণৌ	বারেলী
চট্টগ্রাম	হাজরতগঞ্জ, (লক্ষ্ণৌ)	মোরাদাবাদ
পাটনা	কানপুর	ইটোয়াহী (মোরাদাবাদ)
পুরী	হেমন্ত রোড (কানপুর)	মুজফ্ফরপুর
মজঃফরপুর	মজুরাবাদী	ইলাহাবাদ ব্যাঙ্ক
বেরিলী		মধুবনী
বারাণসী		আগরা

পত্তন এজেন্সী—
বিজনেস ব্যাঙ্ক লিঃ.

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক

কলিকাতার সর্ব্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি

১৮৭, হালদারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। ফোন : সি কে ৩৯৯৮ এবং ১৮৬

মূলধন

অনুমোদিত—১,০০,০০,০০০ টাকা বিক্রীত—৯,৫০,০০০ টাকা
বিলিকৃত—১০,০০,০০০ টাকা আদায়ী—৫,৫০,৩৪৫ টাকা

সমিতির ১৯৪৪ হইতে ১৯৫২ সালে শতকরা ৬½ টাকা।
স্থায়ী আমানতে প্রদত্ত হার ৪½—সুদ ইয়ারলিতে দেয়।
বিভিন্ন মূল্যের বাড়ী এবং জমি সর্ত্তসাপেক্ষে বিক্রয়ের
জন্য আমাদের নিকট রহিয়াছে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১০৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন ক্যাল ৩৫৩৩ (৩ লাইন)

—অফিসসমূহ—

কলিকাতা—ফ্রাবাজার, বাউবাজার, বালিগঞ্জ, সেন্ট্রাল এভেন্যু, বড়বাজার, ডায়মণ্ড হারবার, ডায়মণ্ড রোড, ঢাকা।
বাঙ্গালা—নোয়াখালি, চৌমুহনী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল (পূর্ব্বপাকিস্তান), কুষ্টিয়া।
যুক্তপ্রদেশ—দিল্লী, সরাদিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, হেমন্ত রোড (কানপুর)।
বিহার—নাইকা, পাটনা সিটি, আরবেসপুর, লাকুরি, ভাইবালা, ধরিয়া ধনবাদপুর।
আসাম—গৌহাটী, তুরুকী, তেজপুর, শিলং, ধরমপাত।

বোম্বাই শাখা ২৫শে জানুয়ারী খোলা হইয়াছে।
ভাগলপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

কে. এম. থাত্তাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট স্বাদ ও গুণে—অতুলনীয়

লিলি বিস্কুট কোং . কলিকাতা

লিলি বালি আবার পথ ও পাথর

লিলি-বালি

লিলি বিস্কুট কোং. কলিকাতা

PHONE—C. C. 6388

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রতি সংখ্যা ৵৹ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 9th April, 1945. সোমবার, ২৬শে চৈত্র, ১৩৫১ [৪৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ষ্টার্লিং এরিয়ার ভেলকিবাজি

ভারতবর্ষের বিভিন্নদেশের সহিত যে দুই-তরফা হালাদো হইয়াছে তাহার হিসাবে ভারতের বাণিজ্য বন্ধনের ভারত সরকারই লাভবান হইতেছেন। ঐ বন্ধনপত্রের একটা অংশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাওয়ার কথা আছে। অথচ টাকা দিবা দেই দেয় পরিশোধ না করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার ভারত বৈদেশের নামে হিসাবে খাতের লক্ষ্য অধিকার ষ্টার্লিং জমা রাখিতেছেন। অন্যদিকে বৃদ্ধের সময়ে ঘটেছে ভারত ষ্টার্লিং ব্যালেন্স জোগাইতে গিয়া যে ভারতের বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট অধিকের বর্ণনী পাওনা দাঁড়াইতেছে। সেই পাওনার বিনিময়ের বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উপরোক্তভাবে হিসাবে খাতের লিখিট ষ্টার্লিং জমা দিতেছেন। দুই তরফে বৃদ্ধের সময়ে হিসাবে খাতের মাধ্যমে লক্ষিত ষ্টার্লিংয়ের অঙ্ক ক্রমশঃ ফীতিতেছে। ঐ ষ্টার্লিং ষ্টার্লিং-এরিয়ার বিভিন্ন দেশ, ভারতে পাঠাইতেছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকার ১ অধিকন্তু দুই দুই লইয়া তাহা বৃটিশ সরকারের টেজারী বিলে বিনিয়োগকারিতেছেন। আর সেই অর্থে ষ্টার্লিংয়ের ইংলিশে ভারতে বিনিময় করিয়া তাহার বিনিময়ে এদেশে কাগজের নোট ছাড়িতেছেন। বৃদ্ধের বিভিন্ন হইতে ষ্টার্লিং বিনিময়ে সরকার করা যখন যাবতীয়ভূমির এবং সঞ্চিত ষ্টার্লিং অন্যভাবে সদ্ব্যবহার করিবার সুবিধা যখন, তখন ভারতে নাই অথচ বৃটেনে উহা জমা, ইহা লইয়া একটা বড় আপত্তির কারণ করা আবশ্যক নহে কিন্তু বেশী দুঃখে অর্থনৈতিকগণের বেয়াদী বৃটিশ সরকার উহা বিনিময় না করিয়া লাভাংশ মুদ্রে বড় বেয়াদী বৃটিশ টেজারী বিলে উহা বিনিয়োজিত রাখাই যুক্তি? টেজারী বিলে ষ্টার্লিং বিনিময় করিয়া সরকারের ১ ভাগের বেশী বৃদ্ধ পাওয়ার সুবিধা নাই। অথচ বৃদ্ধ বেয়াদী বৃটিশ সরকারে ষ্টার্লিং বিনিময় করিলে সরকার ৫ ভাগের বড় বড় অবশ্যই পাওয়া যাইতে পারে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ষ্টার্লিং পাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে এদেশে টাকার বিনিময়ে বৃটিশ সরকারের বরাদ্দপত্র নির্দেশ করিতেছেন। অর্থ করিয়া যেটা টাকা লাভের করিতে গিয়া ভারত সরকারকে অনেক ক্ষেত্রেই অধিক সরকার বার্ষিক ভিন টাকার মূল্য জোগাইতে হইতেছে। সরকার ষ্টার্লিং বিনিময় করিয়া বেয়াদে বর্তমানে সরকার ১ ভাগের বেশী লাভ পাওয়া যাইতেছে না। সেখানে সরকার ৫ ভাগ লাভ করিয়া ষ্টার্লিংয়ের বিনিময়ে এদেশে টাকা সরবরাহ করা ভারত সরকারের পক্ষে ক্ষতির কারণ হওয়ার কথা নহে। বৃটিশ সরকারের বাবসায়ী অভিমিতি হিসাবে ভারত গবর্ণমেণ্টের বেয়াদে অর্থবিনিময় সেই করিয়া যেমন যে করিয়া বেয়াদে ভারত সরকার, কিন্তু ভারত-বাসী হিসাবে হিসাবে আমরা কেহই, এমনটি না করিয়া খাটি না। হিসাব খাতের ষ্টার্লিং অন্যভাবে-সদ্ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হিসাবেছেন না তখন ব্যবসায়ের বেশী

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০০৩-০০১
ব্যবসা-বৈদেশিক প্রসঙ্গ	১০৪৯-০৫৮
মূলধন বিভাগ ও ব্যাঙ্কিং	৩১০০৮-০১০
ব্যবসায়ীর খাতা	১০১১-০১২০
আর্থিক দুনিয়ার অন্যান্য	১০১৩-০১৫
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	১০১৮-০১৭
বাজারের আলোচনা—	১০১৯-০২২

ভারতের হইতে নাকাইয়া আনা অসম্ভব আপনে প্রস্তাবের করিতে হয়। এই বন্ধনের অন্তর্নিহিত ভয় ভারতের যেন ভারতে অন্যের ক্ষেত্রেই অথবা বিলম্ব ঘটিয়া থাকে এবং ভারতের ধনে অন্য ভাবে পেটিয়াছের মধ্যে নহে অধিকাধিক হইয়া যায়। যেমন দুই ভিন্ন দেশের বেলনস্থ রাখিয়া বর্তমান ঐ প্রকার অনুবিধা ভোগ করিবার ভোগ অর্থ হয় না। ভারতেই ভারতে হিসাব মত দেশের বেলনস-ষ্টার্লিং দিয়া ভারে ভারে ভারতের প্রকৃতপক্ষে বেলনসে অধিকার করিবার ভয় দেখান ভোগ আসল মূল হইতেই লাভী আনাইয়া আনিতেছে, কিন্তু ভারত সরকারের যেন বিশ্বাস এই প্রকারেরই বিশ্বাস এমন পরাস্ত ভোগ করেছেন্দ্রনাথ নিতেছেন না। প্রথম যখন এদেশে বিনিময়ের লাইন তৈয়ার হয় তখন বার ভুলাইবার অনুরোধেই সরকারের আয়া করিবার উদ্যোগ নিয়াছিলেন। তবে করিবার ভোগ খাটী ও ভাল চলাচলের করিবার ঐ সব দেশসমূহে এমন লাইনে পরিবর্ত করা হইবে এমন ভরসা নিতে তখন কাহারো কেহ করেন নাই। তাহার পর অর্ডিন্যান্স অভিযোগ হইয়াছে। এখনে ভোগ খাটী ও ভাল চলাচলের পরিবর্তে অনেকগুলি বন্ধি-হয়ে। ভোগ বিভাগের ধারে অর্থের ঘরের আনুষ্ঠান ভোগ দিয়াছে। কিন্তু ভয়ে ভয়ে নিয়ন্ত্রণ লাইনগুলিকে প্রকৃতপক্ষে লাইনে পরিবর্ত করিবার ভোগ্যতা আজও সরকারের ধারণা পরিবর্ত করিতেছেন না। দুইয়ের পরে এদেশে বেলনসের ইতিহাস একটি ব্যাপক বিবিধাবস্থা অবলম্বনের কথা উঠিয়াছে। আজও বর্তমানে সেজন্য ৩১৫ কোটী টাকা সরকার একটি সুবোধের করিতেছেন পরিবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু সেই পরিবর্তনগুলির বিনিময়ের লাইনগুলিকে ভয়ে ভয়ে প্রকৃতপক্ষে লাইনে পরিবর্ত

—ঃ শাখা ঃ—
কড়েয়াডাঙ্গা
পরেশনাথ
উলুবেড়িয়া
আমতা
ডোলা
চৌমুহানি
দক্ষিণ-কলিকাতা।

দি সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

টেলিগ্রাম "সোনাব্যাঙ্ক" ২৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট (বড়বাজার) কলিকাতা। ফোন ১৯৫১

ঢাকা শাখার কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

৩০০৲ ব্যাঙ্কে হিসাব-খুলিলে দুর্ঘটনার বীমা

আয়কর রহিত

৪%

ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

করিবার প্রস্তাব আমরা সমর্থন করিতেছি না। সেজন্যই উদ্বিগ্ন হইয়া বলিতেছি যে, ৩৯৯ কোটি টাকা যেখানে কম পড়িয়াছে সেখানে ৪৭ কোটি টাকা যদি ঐ খাতে লাগাইয়া কমিশনের কাজ পর্যবেক্ষণের কি অসুবিধা হইবে তাহা আমরা বুঝি না।

যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা

রেলযাত্রীদের সুযোগসুবিধার জন্য রেলমন্ত্রী কিছুদিন পূর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, রেলের ৩৫ হাজার কর্মচারীর জন্য কমিশন একটি পৃথক বেতন কাঠামো সুপারিশ করিবেন। কমিশনের সদস্যরা এই কাজে হাত দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এখনও কর্মচারীদের বেতন সম্পর্কে কোন সুপারিশ করেন নাই। তাঁহারা প্রথমে রেলের যন্ত্রপাতি ও কারখানাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। ইহা খুবই ভাল কথা। কিন্তু এই কাজে এত বেশী সময় লাগিবে কেন, তাহা বুঝা কঠিন। কমিশন যদি ৩৯৯ কোটি টাকার মধ্যে রেলের যন্ত্রপাতি ও কারখানাগুলির উন্নতি করিতে চাহেন, তবে তাঁহাদের কাজ অনেক আগেই শেষ করা উচিত ছিল। কারণ, ইহা সকলেই জানেন যে, রেলের যন্ত্রপাতি ও কারখানাগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহার উন্নতি করিতে না পারিলে রেলের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। কমিশন যদি এই কাজে আরও বিলম্ব করেন, তবে তাঁহাদের সুপারিশ কার্যকর করিতে আরও বিলম্ব হইবে। ইহাতে রেলের উন্নতি ব্যাহত হইবে। কমিশন যদি ৩৯৯ কোটি টাকার মধ্যে রেলের যন্ত্রপাতি ও কারখানাগুলির উন্নতি করিতে না পারেন, তবে তাঁহাদের সুপারিশ কার্যকর করিতে আরও বেশী টাকা লাগিবে। সুতরাং কমিশনের সদস্যরা যাহাতে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া ফেলিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণ সম্পর্কে অভিযোগ

যুদ্ধের সময় রেলের যন্ত্রপাতি ও কারখানাগুলির উপর যে অত্যধিক চাপ পড়িয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। সেজন্য যন্ত্রপাতি ও কারখানাগুলির অবস্থা যে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও সকলে স্বীকার করিবেন। কিন্তু যন্ত্রপাতি ও কারখানাগুলির আধুনিকীকরণ সম্পর্কে রেলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। রেলের কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, তাঁহারা যন্ত্রপাতি ও কারখানাগুলির আধুনিকীকরণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সত্ত্বেও যন্ত্রপাতি ও কারখানাগুলির আধুনিকীকরণ সম্ভব হইতেছে না। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, রেলের যন্ত্রপাতি ও কারখানাগুলির আধুনিকীকরণের জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা প্রয়োজন, তাহা ভারতে তৈয়ারী হয় না। সেগুলি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। কিন্তু বিদেশী মুদ্রার অভাবে সেগুলি আমদানী করা সম্ভব হইতেছে না। ইহাই যদি প্রকৃত কারণ হয়, তবে রেলের কর্তৃপক্ষ এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন না কেন? তাঁহারা এই কথা বলিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন

ভারতে মুদ্রীত ব্যাঙ্কিং সম্প্রসারণের বীজ বপন

ভারতের লোকদের ব্যাঙ্কিং সিটাইবার ধারে 'ব্যাঙ্কিংয়ের ওকালতি করার ইলেক্ট হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক আমাদিগকে যে ব্যাঙ্কিংয়ের অসুবিধা হইয়াছে তাহার প্রতিকার ও ব্যাঙ্কিং বিস্তারের জন্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী ডার জোকস রাজধানী শহরে নিয়া অধিবেশনের এক সেই সম্মেলনে ভারতী করিয়া আলিয়াছেন। মুদ্রীন গভর্ণমেন্টের মুদ্রিত ভারত সরকারের যে মুক্তাপত্র হইয়াছে তাহাতে এখনে অধিনস্ত শ্রেণির বিদায়ী পণ্য অধিকে ও বেশী পরিমাণে আমদানী করিতে দেওয়া হইবে। বিদায়ী সংবাদপত্রগুলি এই ব্যাপারে ভারত সম্পর্কে মুদ্রীন গভর্ণমেন্টের উদার দৃষ্টিভঙ্গী বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। মুক্তির সময়ে প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় অভাবে ভারতের জনসাধারণকে যাহাতে কোন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ না করিতে হয় সেজন্যই মুদ্রীন গভর্ণমেন্ট অসহযোগের অভাব সত্ত্বেও এই মুদ্রিতে ভারতে বিভিন্ন পণ্য-সম্ভার প্রেরণে সমত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু এই ঘোষণার প্রচার-কার্য্য মুদ্রীন সংবাদপত্রগুলির তীব্র সমালোচনা ও নিন্দাবাদ হইয়া যায় কিন্তু সত্য। গত ১৯৩৩ সাল হইতে ভারতে যাহার যেরী প্রথম আমদানী হইয়াছে। মুদ্রীনাইন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের ঘোষণার অন্য ব্যবিরা এখনের অন্য লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছে। কিন্তু এখনকার এক্সপ্রেস বাণীসমূহ সংযুক্ত মুদ্রীন গভর্ণমেন্ট এখনিই ঔষধ প্রস্তুত উপযুক্ত পরিমাণে ভারতে আমদানীর ব্যবস্থা করেন নাই। অসহিষ্ণুতার ভয়ে সম্প্রতিকে বর্তমান মুদ্রিতে অধিকতর ভারতের জন্য সেই সব বাণ আমদানীর কোন কার্য্যকারিতা হিসাবে হয় নাই। ঘাস ও মুদ্রীনাইন প্রস্তুতির ১৯৪১ মুদ্রিতের বিষয় ভয় ১৯৪৩ সালে মুদ্রীন গভর্ণমেন্ট ভারতিনিধির ভারতের নাম এখনের ঘর, এলাহাম সাহেবী, মাইকেল ও বর্তীয় প্রভৃতি আমদানি আরম্ভ করিয়াছিলেন। বর্তমানে মুদ্রিতের অধিকতর সুযোগ পেয়ে পরিমাণে ঐ সমস্ত আমদানীর ব্যবস্থাগুলি পরিবীক্ষণ হইয়াছে। ঘর ও এলাহাম [illegible] এখনে ভারত আমদানীকারীদের বিভিন্নের মধ্যে ভারতুক হইয়াছে। মহীরা মাহিনা ভারতের ঐ সমস্ত, বিভিন্ন শ্রেণীর অন্য এখন হইতে এখনের ব্যাঙ্কিংয়ে বিদায়ী পণ্য আমদানীর একটা নাগরা ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত। অধিক পরিমাণে ঘর, এলাহাম ঘরা, সাইকেল ও বর্তীয় প্রভৃতি আমদানী হইলে ভারতে ঐসব জন্য তৈয়ারের দেশীয় কারখানাগুলিকে ব্যাঙ্কিংয়ের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। দেশী প্রতিযোগিতার উদ্যোগে বিভিন্ন বিদেশজাত বিদায় হইবে। সেই জন্য ভারিয়া বেশুন শিল্প-ব্যবসায়ীরা উপরোক্ত শ্রেণির মুদ্রীন মাল আমদানী সম্পর্কে ঘোর প্রতিবাদ ব্যক্তিগত করিতেছেন। তিনি মুদ্রীন শ্রমিকদের ও ভারতের মুদ্রীনাইনের আমদানিকারক গভর্ণমেন্ট যে বিষয় মোটেই কর্ণপাত করিতেছেন না। ভারতবাসীর প্রয়োজন মিটাইবার অধিকার উদ্দেশ্য ব্যাঙ্কিংয়ের সমস্ত উপযুক্ত কর্মীর সমাবেশ পরিল না।

এই মুদ্রিতে আমি আমীরাহরণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে জানাইতেছি যে, আমাদের ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয়-ব্যাঙ্কিংয়ের নিয়ে আছে। যি সেন মুদ্রণ ম্যানেজার চেয়ার অব ডাইরেক্টর্স বর্তমান মুদ্রণের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ইহা ব্যতিরেকে আমিসের মুদ্রণ-অধি সৌজন্য ও আমাদের বিষয়ে পরিচালক বার্গের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতেছি যে আমে ব্যাঙ্কের প্রতি নিঃ সেন আমার বীরিয় পালন করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আমি প্রশংসা না করিয়া পারি না।

অসহযোগবশত, ভৈরবের সহিত আমার সম্পর্ক ছেদন করার জন্য আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কেশল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কেশল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ৮ম বার্ষিকী-অধিবেশন সম্প্রতি আলোচনা সভায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জে সি সেন অনুষ্ঠান।—

সপ্ত অংশীদার মহোদয়গণ,

কেশল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবনিকাশ ও পরীক্ষাকৃত রিপোর্ট এবং পরীক্ষাকৃত রিপোর্ট এই সভার পূর্বেই আপনাদের নিকট বিলি হওয়ায় উক্ত রিপোর্টের রিপোর্ট এবং পরীক্ষাকৃত রিপোর্টসমূহ উপস্থাপিত করিতে যাইয়া আমি আপনাদের অনুমতিক্রমে ধরিয়া লইতে যে, উক্ত রিপোর্ট এবং হিসাব আপনারা পূর্বেই পাঠ করিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরে ব্যালেন্সিং হিসেবের এবং হেডঅফিস উহার পরেই ৬৩ লাইসেন্সের আমার উপর অর্পিত ছিল এবং কর্তব্যের দুর্বিষহ ভারাক্রান্তেই তবু আমি উক্ত কুল লাইসেন্সের বহন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সুখের বিষয় ব্যাঙ্কের ১৯৪৪ সালের কার্যাবলীর সন্তোষজনক পর্যালোচনা আপনাদিগকে, আমাদেরকর্মীবৃন্দ ও সমিতি অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতার উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হওয়ায় আমি অধিকতর সৌভাগ্য ও আনন্দ অনুভব করিতেছি।

১৯৪৩ সালে বাহিরে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য মোটের সহযোগিতা ব্যাঙ্কের হেড অফিস এবং ব্রাঞ্চ অফিসসমূহের অধ্যক্ষ কর্মচারী ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতাই একান্তভাবে দায়ী। ব্যাঙ্ক ডিরেক্টরদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ব্যাঙ্কের কার্যকরী অফিস অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকা যাহাতে যে সময়ে যেরা দেয় তাহার সময়াবাসনের ডিরেক্টরগণের বিশেষতঃ তাঁহারা যেরার-বাজারে নীরবতার অধিকার করিয়া-ছেন অথবা বর্তমানে অধিকার করিতেছেন, তাঁহা-দের নিকট হইতে অসাধারণ সাহায্য পাওয়া ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে।

সকল দিক বিবেচনা করিয়াই বলা যায় যে, ১৯৪৪ সালে ব্যাঙ্কের হিসাবনিকাশে বিশেষ লাভ হয় এবং উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে না হইলেও ব্যাঙ্কের উন্নতির গতি অব্যাহতই রহিয়াছে। ব্যাঙ্কের আমানতের তহবিল ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ছিল, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৪ সালের শেষে উহাদাঁড়ায় ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং বর্তমানে উহা ৭৩ লক্ষের উপর দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমাদিগের মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে। ব্যাঙ্কের বন্ধুক তহবিল ৩ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে এবং বর্তমান বাজার-মূল্যের কথা বিবেচনা করিলে ব্যাঙ্কের বাস্তবের পরিমাণ হিসাব উল্লিখিত মূল্য অপেক্ষা বেশী বলা যায়।

১৯৪৩ সালের শেষে ব্যাঙ্কের আমানত ৩ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা ছিল—তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৪ সালের শেষে ৪ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আমানত যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। আমি আপনাদের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত আমানত বৃদ্ধির পরিমাণের হার বর্তমানে যথেষ্টের অবাহতই আছে। অধিকন্তু, ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে আমা মূলধন পরিমাণ আমানত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আপনাদের এই উক্ত বৃদ্ধিতে যোগ দেন এবং যে, ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস রক্ষা ও বৃদ্ধি করার অধিকতর দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সমস্ত সময়ে পরিবর্তনীয় অবস্থিতির হাত বৃদ্ধিই হইতেছে কেশল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মূল্যায়ন উদ্দেশ্য। লাভজনিক ব্যবসায়ের দ্বারা শুধু এই উদ্দেশ্য উপর নির্ভর করা হইয়াছে। সমস্ত, ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ এবং ব্যবসায় ১৯৪৪ সালে ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ ১৩ লক্ষ টাকা উদ্ভাবিত করিয়াছিল। সালে সেই মূলধন আমাদের সাথে ৫ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা ছিল। সুতরাং ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর আমাদের সমস্ত পরিচালনীয় আমানত মোট লায়ের শতকরা ৯৯ ভাগ ছিল। বিশেষ পরিবর্তনীয় আমাদের এই পরিমাণের হিসাবিত আমাদের ব্যাঙ্ক আমাদের অধিকীয় ব্যাঙ্কের অধিকারী। আমার বাহির আইনে আমানতকারীদের নিরাপত্তাকেই সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। আপনা-দের এই ব্যাঙ্ক আমানতকারিগণকে সর্বাধিক এবং অধিকতরাধিক নিরাপত্তা প্রদানে সমর্থ হইবাছে।

ঘর ও বাহির ১৯৪৩ সালের শেষ পর্যন্ত ১ কোটী ৩ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি লাভ হইয়া ১৯৪৪ সালের শেষ পর্যন্ত ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। এই ঘর ও বাহিরই ব্যালান্স শীটের সর্বাপেক্ষা লাভজনক এবং আমরা এই বিভাগে আরও উন্নতির আশা করিতেছিলাম। কিন্তু ব্যাঙ্ক রেগুলেশন সর্বাপেক্ষা নিয়ন্ত্রণ সম্প্রতি ৩৫৩ অধিনে আপনাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ঘরোয়া কারবারে অধ-লম্বন করিয়াছেন। বর্তমানে এই বিভাগ প্রায় ১ কোটী ৯০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে।

ব্যাঙ্ক কর্তৃক ৪ কোটীরও অধিক টাকা এখন ৩ কোম্পানী কাগজে খাটান রহিয়াছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের লাভের পরিমাণ সন্তোষজনক হইয়াছে। মূল্য অনুমোদন ছেড় সহ এই খাতে মোট ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯ শত ৭৯ টাকা হইয়াছে। ১ লক্ষ টাকা ডিভিডেন্ড রূপে দেওয়া হইয়াছে এবং আবশ্যকমূলক সঞ্চয়ের অতিরিক্ত ৩০ আনা হারে আপীলসমূহকে সমাধানে বাদ অন্যান্যদিক হইয়াছে। যেহেতু আমরা আমাদের আপীলের প্রায় সমস্তগুলির উপর আমাদের দেওয়া পরম মূল্যের প্রতি মুহূর্তেই আমরা পুরাতন আমানতমূলক সমাধান বিশেষ মনে করিয়াছি।

এতদিন পর্যন্ত কেশল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বাহার ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার বিদ্যুদ্বেষী উহার কার্যাবলী শীঘ্রবের বাহিরে সমস্ত ছিল। কিন্তু এখন ছিল ব্যবসায়ে ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি এত সন্তোষজনক হইয়াছে যে, মোর্ট হয়ে করেন, আমাদের অন্যান্য শ্রেণীর ব্যবসায়ীকে ব্যাঙ্কের কার্যাবলী প্রসারের সমস্ত আদিবাসে এবং উহা দ্বারা ব্যাঙ্ক আরো অধিক সংখ্যক ব্যক্তিদেরকে সহিত কার-কারবার চালাইতে পারিবে ও বর্তমানে ব্যবসায়ের সঙ্গে কাজ চলিতেছে তাহাদের অধিকতর সুবিধা ও সুযোগ দিতে পারিবে। সুতরাং আমরা আশা করি যে, সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থান অধিকার করিতে কেশল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অচিরেই সমর্থ হইবে।

এই উদ্দেশ্যেই আমরা সেরাই, বিহী ও কাম-পুরে উপযুক্ত বন্ধীর খোঁজ করিতেছি। কিন্তু ব্যাঙ্ক ১০ লক্ষ টাকা মূলধন এই প্রদেশের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট নয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সুতরাং মূলধন বৃদ্ধির প্রয়োজন হইতে পারে। অনুমোদন কেশল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সেয়ারে টাকা খাটান নিরাপদ ও লাভজনক বলে করেন। সুতরাং আমা-দের সেয়ারহোল্ডারের তালিকা আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাই-য়াছে। যদি আমরা সেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি করি উহারা নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে বিশ্বাসের।

বর্তমান সাধারণ পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্কের অবাধ একটা প্রধান অন্তরায় হইতেছে কর্মীর অভাব যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাব। সম্প্রতি কয়েক মাসের মধ্যে অনেকগুলি ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলতঃ যোগ্যতা নির্বিশেষে কর্মিদলের জন্য একটা কাড়াকাড়ি লাগিয়া গিয়াছে। আমরা সুখী হইতেছি এই অবস্থায় আমাদের কর্মিবাহিনীর বর্তমান আমা-দের প্রতিষ্ঠানের ভিতরই বিভাগীয়ের জন্য একটী শিক্ষা-পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছি। আমরা শিক্ষার্থী হিসাবে কর্মিদের সুযোগ ও সুদান দিতে পারিয়াছি এবং বিশ্বস্তপরিচয়জ্ঞাপক সুযোগসমূহে ভালিত হইয়াছে। আমরা কয়েকজন বক্ষ কর্মচারি-বর্গের কর্মদক্ষতা লাভের সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং

(পরবর্তীতে প্রকাশ করুন এখানে)

এবংসরে এবংসরে কৃষিজ বাণিজ্য সম্প্রসারণের দীর্ঘ কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। "অর্থনীতিজ্ঞান ক্ষমতা" আমেরিকার এই দুই প্রধান ও ব্যবসায়ি কৃষিজ-রপ্তানিকারী আমেরিকার অবস্থান আছে। কিন্তু কৃষিজ বাণিজ্য ও কৃষিজ সাহায্যদানের প্রধান-কারী প্রতিযোগিতা আমেরিকার উদ্দেশ্য খোলাখুলি ঘোষণা করিয়া কৃষিজের উন্নয় কৃষিজেরই উদ্যোগে আমেরিকার উদ্যোগে বিশ্বাসের উদ্যোগে আমেরিকার উদ্যোগে করিয়াছেন। বর্তমান "ব্যাঙ্কের আমেরিকা" এই বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছে বিশ্ব আমেরিকার লোকদের অভ্যাস ও বিশ্বের কথা বর্ণনা করিবার সঙ্গে এই প্রসঙ্গে কৃষিজ বণিকদের সাহায্য মূল্যেরও মন্তব্য করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ পত্রের বিশ্লেষণ এইটির না বাণিজ্য সম্প্রসারণ মন্তব্য করিয়াছেন, "মূলের প্রসঙ্গে আমেরিকার লোকেরা আমাদের প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় অন্ন কাই না পাশ্চাত্যের কৃষিজ বণিকদেরই আমেরিকার অন্ন আমেরিকার অন্ন সম্পর্কে মন্তব্য অবলম্বন করিয়াছেন। তবে পরোক্ষভাবে এই ব্যবস্থার কৃষিজ বণিকদেরও কিছু সুবিধা হইবে। এই মূলের প্রসঙ্গে আমেরিকার হাতে প্রয়োজনীয় মাল বিক্রয় করিয়া দিয়া তাঁহারা মূল্যের ঐ দেশে কৃষিজ পণ্য আমেরিকার মূল্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ইহাতে কৃষিজের যে সব পণ্য আমেরিকার প্রয়োজনীয় হইবে তাহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন কথা না থাকায় বেশির ভাগ কৃষিজ বাণিজ্যিকরা আমেরিকার মূল্যের আমেরিকার অধিবাসী হইবেন সন্দেহ নাই। "ব্যাঙ্কের আমেরিকা" তাহাদের পরোক্ষ সুবিধা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের অন্নসংস্থানের অন্ন জেলে সম্পর্কে তাঁহারা হইবেন কৃষিজ অন্নসংস্থানের মূল্য উল্লেখ।

চিনির যোগান ও চাহিদা

বাংলা সরকার যোগানের অন্নসংস্থানের যোগাযোগ লিয়া বলা হয় এখন এপ্রিল হইতে যেসকল চিনির সাধারণের অন্নসংস্থান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাংলা দেশে অন্ন আমেরিকার চিনির যোগানের সঙ্গেই অন্নসংস্থান হইবার কি না এবং অন্নসংস্থানের কারণেই বা কি ধারণা দিবেন।

গত ১৯৩১-৩২ সালে আমেরিকার ১৪১টি চিনির কলে প্রায় ১২ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ১৯৩২-৩৩ সালে ১৪০টি কলে আনুমানিক ১০ লক্ষ টন চিনি প্রস্তুত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উৎপাদনের হ্রাসের সঙ্গেসঙ্গেই আমেরিকার সরকারের "অধিক-মাল-উৎপাদনের" নীতি। চিনি প্রস্তুত করিয়া অন্নসংস্থান উৎপাদনের কথা আমেরিকার অন্নসংস্থানের উৎপাদনীয় নয়। ইহা ছাড়া, অন্যান্য ইক্ষিজাতীয় ফসলের তুলনায় চিনির মূল্য আমেরিকার কম হওয়ায় অন্নসংস্থানের ইক্ষুর উৎপাদন হ্রাস দিতে না পারার ইক্ষুর সংরক্ষণের চেষ্টা হইতেছে না। বাণিজ্যিকের অন্নসংস্থানের ইক্ষুর যোগান সন্তোষজনক হইতেছে না। এই সব কারণে বর্তমান বৎসরে ১৪০টি কলের মোটের ভাগ কলই মৌসুমে কাজ আরম্ভ করিবার এবং আশা এত তাড়াতাড়ি মৌসুমে কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়ার। আগামী বৎসর হইতে উৎপাদন আরো কমিয়া যাইবে। কারণে বর্তমানে মূলধনের ১০ লক্ষ টন চিনি যথেষ্ট হয়। মূলের বর্তমান অন্নসংস্থানের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি পাইলেও মোটামুটি ব্যবস্থা অন্নসংস্থান হইবার কথা বর্তমানে চিনির কারখানার বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া কমিয়াই বলিয়াই মনে হয়।

আগামী বৎসর চিনির উৎপাদন চাহিদার চেয়ে কম হইবেই হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান বৎসর উৎপাদন ও চাহিদা প্রায় সমানই হইয়াছে বলা চলে। এরূপাবস্থায় সরকারকে চিনি সংরক্ষণের পরিমাণ কমাইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আমাদের মনে যদি বর্তমানী বন্ধ করিয়া সেই অন্নসংস্থানের কথা চিনি আমদানীর পরিমাণের নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবেই বর্তমান সরকার সমাধান হইতে পারে।

কলিকাতার কল চিনির উৎপাদন ও যাতায়াতের সমস্যা উল্লেখ হইবে, বিশ্লেষণের। সুতরাং বলা বাহুল্য চিনির উৎপাদন প্রসঙ্গে প্রধান কারণ সরকারের অন্নসংস্থানের "অধিক-মাল-উৎপাদনের" নীতি। বেসরকারী সুবিধাভোগের উক্ত নীতির যৌক্তিকতা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু চিনির বাজারে পণ্য ইহা স্বীকার করিয়া উক্ত ও চিনি উৎপাদন সম্পর্কিত অন্নসংস্থানের সুবিধা দেওয়া সরকার। অন্নসংস্থানের যে সব অঞ্চলে চিনির কল আছে সে সব স্থানে ইক্ষু উৎপাদনের জন্য অন্নসংস্থানের বিশেষ ব্যবস্থা করা এবং ঐ সব স্থানের কৃষকদিগকে উন্নত বীজ সরবরাহ করা ও জল সেচের ব্যবস্থা করা সরকারের আশু কর্তব্য। যে সব অঞ্চল চিনির কল হইতে দূরে অবস্থিত সে সব অঞ্চল হইতে চিনির কলে ইক্ষু চালানের জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থা অন্নসংস্থানের প্রয়োজন। গুড় হইতে কৃষিজ বিনা হিসাবে চিনি উৎপাদনের উৎসাহ ও সুযোগ দেওয়ার বিষয়েও সরকার বিবেচনা করিতে পারেন। চিনির কলগুলিতে প্রয়োজনমত যাতায়াতিক ব্যবস্থাদি এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার চিনির অধিক উৎপাদনের আর অন্য সরকার।

মহাযুদ্ধের আশঙ্কা

আন্তর্জাতিক সম্প্রতি ইউরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশেই যুদ্ধের আশঙ্কা প্রবল হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইউরোপীয় মহাদেশে যুদ্ধ এত ঘনীভূত হইয়াছে যে, মনে হয় একটু চেষ্টা করিলে যে কোনদিন সেখানে বন্দুকবাজি আরম্ভ হইয়া যুদ্ধ হইবে।

যুদ্ধ বাধিলে যদি ফ্রান্সজার্মানির বাহিনী বিপক্ষে পরিচালনার উদ্যোগ করিতেছে। ফ্রান্সিসকো অধিকার করিয়া লাভালোঁ আরো পশ্চিমে অগ্রসর হইতেছে।

পশ্চিম মহাদেশে মার্কিন ১ম ও ২য় বাহিনী গঠন নিয়োগ করা পরিবেষ্টিত হইয়াছে। অবশ্য জার্মান বাহিনীর উপর ফ্রেঞ্চিয়া যুদ্ধ চালাইবার আদেশ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অন্যান্য সম্পূর্ণ সজ্জিতকরণযুক্ত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ফ্রান্স বাহিনী আলোচনার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া যেন অপর অন্নসংস্থান করিয়াছে। এই মহাদেশে মার্কিন বাহিনী বর্তমান হইতে ১০০ মাইলের কিছু বেশী দূরে অবস্থিত। তো পাইবের বাহিনী সিগফ্রিডে লাল ফৌজের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে বলিয়া দুই রাজনীতিক মহল অনুমান করিতেছেন।

জার্মানীর বেসামরিক অধিবাসিদের দুইভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে বলিয়া মনে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বর্তমান বৎসরের বহু অধিবাসী উত্তরের তো আমেরিকাগুলায় জার্মানীর প্রতি আনুগত্যপূর্ণ নিবেদন দিয়াছেন, তবুও তিনি মনে করেন না যে, পশ্চিম মহাদেশে জার্মান বাহিনী আত্মসমর্পণ করিবে। তিনি মনে করেন যে, শেষ পর্যন্ত সেখানেও হাজাইয়া যাওয়াই জার্মানীর শেষ নীতি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের সন্ধির প্রস্তাব করিতে অস্বীকৃতি দিয়াছেন। জার্মানী যদি মার্কিনের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের আশায় পশ্চিমে যুদ্ধ স্থগিত করিতে চাহে। বলাই বাহুল্য যে, এই সংবাদ সমর্থিত হয় নাই।

এত তথা আরো বেশকিছু আশ্রয় গ্রহণ করিবার কথা আর বলাই বাহুল্যের একটি কৃষিজ বাহিনী আমেরিকার বিরুদ্ধে আক্রমণের বলিয়া জার্মানী সরকার সরবরাহে প্রতিরোধ করিয়াছেন। ইতালীয় পক্ষিমে ইংরেজ অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মিত্রপক্ষ বাহিনী বেলোগোলোক মার্কিন অধিবাসী বাহিনী বলম করিয়াছে। মার্কিন বাহিনী ইতালিয় অধিবাসীদের বাহিনী অবস্থান করিয়া সেখানে বাঁটি স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মুসলিম বাহিনী মুসলিম মার্কিন সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। মুসলিম বাহিনী বাঁটি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই বাহিনী হইতে বাস জাপানের মাত্র ৩২০ মাইল অবস্থিত। যুদ্ধারম্ভ পর সপ্তাহ পর্যন্ত কোন মার্কিন বাহিনী যে সব বাহিনী বাঁটি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন সে সব স্থান হইতে বাস জাপানের উপর অবিরাম আক্রমণ চালাইতে তাঁহার সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। জাপ সামরিক বহুলত আশঙ্কা করিতেছেন যে, মিত্রপক্ষ বাস জাপানে অবতরণের চেষ্টা করিতে-ছেন। বাহিনী জাপানের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করিয়া বিবাহে বলিয়া সবর আসিয়াছে। জাপানের মূল আক্রমণ আপাতত বাহুড়িয়া নীরবে ও সব সৈন্য মোতায়েন করিবার বলিয়া প্রকাশ। জাপানী বহিরঙ্গও সক্রিয় হইয়াছে। বর্তমানে একবিমান যুদ্ধবিরতি প্রকাশ মহী হইয়াছেন। সেপ্তেম্বর মাসেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। মোট কথা, প্রায়ে অধিকেই যুদ্ধের বাণালন প্রকাশিত হইবে মনে হয়। প্রশান্তের যুদ্ধের পরি-স্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই মিত্রপক্ষ প্রায়ত বিজয়ের আশার দিকে একের দিনের আশা করা যায়।

৮-৮-৪৪

অক্ষয় কুমার নাগ

মিনার্ভা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৯ ইং ৩০ হারিসন রোড, কলিকাতা।

সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান

উৎসাহী ব্যবসায়িগণকে সুবিধায় কাজ দেওয়া হয়।

১৯৪৪ সালে শতকরা ৪৲ লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীযুক্ত অমরনাথ পালিত,

মুদ্রণকৃত ডাইরেক্টর—বি, সি, সি, দাস লিঃ ও অন্যান্য ডাইরেক্টর

ফোন কলি—৪৪৯৮ স্থাপিত—১৯২০

কাশীপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড.

হেড অফিস—কাশীপুর (হুগলীর) ব্রাঞ্চ—লোয়াগড়া (হুগলীর)

সেন্ট্রাল অফিস—১, রটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে এখানে ব্যবসাদেরকে খাঁটি ব্যাঙ্কিং করা হইবে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার—এস্, কে, মজুমদার। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জ্ঞা জি, বি, চ্যাটার্জ্জী

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বাংলার লাটিসী পাসনের অবসান হইবার পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এখনও পাসনভার গ্রহণ করিয়া সর্বশ্রী মিঃ কেসী ইতিমধ্যে যাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাহাদের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন; আবার বিরোধী দলের নেতাদের সহিত সাক্ষাৎও করিয়াছেন। তাহাতে পাসন আইনের ৯৩ ধারা প্রয়োগের সম্ভব মিঃ কেসীর বিবৃতিতে "আশ্চর্যজনক ফোক" সম্পর্কে তাঁর লাটি-ভূমিকের উক্তির উল্লেখ দেখিয়া এবং শ্রীযুক্তের ফলি সম্বন্ধে তাঁহার অনুমোদনের প্রশ্নের ইঙ্গিত পাইয়া এই সন্দেহই হইয়াছিল যে, অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করিবার জন্যই তিনি বিরোধী দলের নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎকারের ফলাফল সম্বন্ধে কোন সংবাদই এখনও পর্যন্ত প্রকাশ করা হয় নাই। ইহা হইতে কিছু অনুমান করা যায় না। তবে দিন পরে বিরোধী দলের নেতাদের সহিত মিঃ কেসীর সাক্ষাতে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, পরিষদ মন্ত্রিসভার পক্ষে এই ধারা প্রয়োগের আবশ্যক অনিবার্য হইয়াছে? আমরা পূর্বে বলিয়াছি—এখনও বলিতেছি যে, এখনকার পরিস্থিতিতে মন্ত্রিসভাই হওয়া বাংলার জটিল সমস্যাগুলির কিছু কিছু সমাধান করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। সাম্প্রতিক অবস্থাতে বাংলার পাসনভার গ্রহণ করা যে খুশী মনিবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই পাসনভার কর্তব্যগ্রহণে আমার বল বিশেষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মিঃ কেসী তাঁহার কর্তব্য শেষ করিবেন না বলিয়াই আমরা আশা করি।

* * *

লাটির মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সমস্ত বাংলার অসন্তোষ বহু দিন হইতে ঘনীভূত হইতেছিল। এই মন্ত্রিসভার আমলে বাংলা দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে শ্মশান হইয়াছে, মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রয়োগুলি বহু দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। অবস্থার আবর্তে লাটিকে নিশ্চিই করিয়াও এই মন্ত্রিসভা অব-সমূহের সমস্যা রাখিতে পারে নাই। ইহাদের আমলে সমস্ত বাঙালী জাতি অন্যায়ের উপর হইতে চলিয়াছিল, অন্যায় পক্ষপাতিত্বে ও অসদুপায়ে পাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কলুষিত হইয়াছিল। আর এই পাসন বাংলার বুকে মুনাফাখোর ও মজুত-দারের নৈশাচিক তাণ্ডব চলিয়াছিল। তাই এই মন্ত্রিসভার সমর্থনে সারা বাংলা আজ ধিক্কারে ধ্বনিত নিনাদ ফেলিতেছে। প্রতিনিধিমূলক পাসন-ব্যবস্থা রহিত হওয়াতেও বাঙালীর ক্ষেম কোন নাই; তাঁহার কর্মীকর্মিত প্রতিনিধিদিগের সম্বন্ধে তাহাদের অন্যায় ধিক্কার-অভিজ্ঞতা হইয়াছে। কিন্তু অনুরূপ কারণে এই মন্ত্রিসভলের পতন ঘটিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্যায়, অন্যায় ও অসাধুতা নিবারণে অক্ষমতা এই মন্ত্রিসভলের জনিয়া যাইবার কারণ হয়। অসাধু ব্যবসায়ীদের সহিত ঘোগসাজসে অভিযোগে অথবা অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ও অসদ-ব্যবহারের অপরাধে এই মন্ত্রিসভার সদস্য ঘটে নাই। বাংলার সমস্ত দুঃখের মূলে যে খোদ্যের অসাধুতা পরিচয় নিয়াও লাটির মন্ত্রিসভা চার্চিল ঈটের কার্যসাধনীয়ের অকুণ্ঠ সমর্থন পাইয়াছে। এই ব্যবসায়ের চার্চিল ঈটবাসীদের ফলিত বাংলার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ব্যবসায়ের মাধ্যমে। এই মাধ্যম দ্বারা বাংলার আর কোন সমস্যার দিকে ইহারা কখনও তাকায় নাই। ইহারা ছাড়া, প্রতিনিধিদিগের হাতেসম্ভব সমস্ত ফলিত' এইরূপ কতকগুলি জীব পরিবারে প্রবেশ করিয়াছে, যাহারা নিজা ও সংকটের বার বারে না, দুর্ভিক্ষের মার দ্বারা আর কিছু বোঝে না! এই দুইটী শ্রেণীর মার্থ অন্যায় রাখিয়া চলিতে পারিলে যে কোন অসাধু মন্ত্রিসভা চিরকাল বাংলাকে অন্যায়ে শিবিয়ে পারে। বর্তমানে বাংলায় পাসন-ভার ঘটিত আছে। কিন্তু চিরদিন ইহা ঘটিত থাকিবে না—ইহা বাঞ্ছনীয়ও নয়। কিন্তু সর্বশেষ মন্ত্রিসভা গঠিত না হইয়া ইতিমধ্যে দুইটী শ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট কোন সমস্যা মন্ত্রিসভা যদি আমার বাংলার ভার গ্রহণ করে, তাহা হইলে এই দুর্ভাগা প্রদেশের কোন সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

* * *

আমাদের পাসনব্যবস্থার সমস্যা সম্বন্ধে সুচিন্তিত-ভাবে আলোচনা করাই লাটি সর্বী ওয়াকেলের অন্যতম বিলাত যাইবার কারণ। এই বিবাদেই বীমাংসা কমিটির পক্ষ হইতে স্যার ওয়াকেলের নিকট এক স্মারকলিপি পাঠাইয়াছেন। বীমাংসা কমিটির দাবী : (১) মাজ-সভা ও আইনসভায় মুসলিমদের অধিকতর সুচি দিতে হইবে। (২) আসামকে আবীন রাষ্ট্র ঘোষণা করিয়া এখনই সুচিন কমনওয়েলথের অন্ত-ভুক্তি ডোমিনিয়নসমূহের সমান মর্যাদা আসামকে দিতে হইবে। এই অনুরোধে পাসনভার গ্রহণের যে সময় নির্দেশ করিয়াছে, সেই সময় সর্বশেষ ১৯৪৭ সালের আসাম আইন প্রণয়নকালের সংশোধন করিয়াই পাসনকার্য চালানো হইবে। (৩) গ্রুপের হইতে ৯৩ ধারা প্রত্যাহার করিয়া মন্ত্রিসভলের পাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। (৪) বঙ্গভাগের পাসন পরিবর্তনের ফলে কেন্দ্রে আবীন সার্বভৌম অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইবে। বলা বাহুল্য, বর্তমান অন্তর্বর্তী অবস্থার অবসানের উদ্দেশ্যে একটী নির্দিষ্ট ব্যবস্থাগ্রহণে এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই সমা-ধিক ব্যবস্থা আমরা খুবই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। বর্তমান যুদ্ধ হইতে ভারতের কি ফলাফল হইবে, তাহা ভারতবাসী এখনও অনিশ্চিত পারে নাই। কিন্তু এই যুদ্ধের প্রভাব ও সংঘাত কারণে ভারত-বাসী যে দুঃখ পাইয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় অন্যান্য অধিকৃত দেশগুলির অধিবাসীর দুঃখের তুলনা চলিতে পারে। তাহার জাতীয় সার্বভৌম প্রতি-ষ্ঠিত করিয়া তাহাদের সমস্ত শক্তি সমর-প্রচেষ্টার বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বৃটিশ কর্তৃপক্ষ আর উপলব্ধি করেন কি না, তাহা আমরা জানি না। তবে ইহা সত্য যে, ক্ষেত্রে প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার ছাড়া কোন দেশই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না। তাই ভারতে প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং প্রয়োজনমতো প্রতিরক্ষা-মূলক পাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের দেশবাসীর এই ব্যাপারে দুর্বিষহ অবসান হইতে পারে।

* * *

কিন্তু মিঃ জিন্না যাহারা কমিটীর উপর ঘোল ঢালিয়াছেন এবং তাঁহার আসার সঙ্গীতের সাথে বেসু-রাগাত্মক ও তীব্রতার সমর্থনীয়ের উদ্দেশে কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। জিন্নাসাব যেমন ঘোষিতে ইতোমধ্যে বিরোধিতা দেখিয়া বলিয়াছেন, মিঃ জিন্নার ডোমিনি চতুর্দিকে কংগ্রেসী বিরোধিতা দেখিতেছেন। তাঁর বেসুরোগাত্মক ও তীব্রতার সহ-কর্মীরা সর্বশ্রী কংগ্রেসের "হরকরী" (hand-maids) এবং অন্যান্য পার্টীরই ঐকতান। মিঃ জিন্নার প্রকৃত উদ্দেশ্য কারণ তাঁহার "ডিস্ক্রিমিনেশন ডিমেন্ড" বাতিলের প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি অবশ্য তাহি-দিকে ডোমিনিয়ন স্টেটের বিরুদ্ধে সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁর দাবী সাহেবের প্রতি নিবেদনের করিয়াছিলেন। তাঁর পাকিস্তানী এলেকা—সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আসাম এবং সর্বোপরি বাংলার লীগের উক্তিটী বলিয়া। সত্যই মিঃ জিন্নার প্রস্তাবিত অবস্থায় এ অভিযোগই করা। কিন্তু অবশ্য মিঃ জিন্নাকে আজ প্রশ্ন করিতে অনিচ্ছা দেখিতে বলি যে, পাকিস্তানের যে অধিক বলিয়া থাকিলেই কি পাকিস্তান আসিবে? অথচ ডোমিনিয়ন অবস্থার মধ্যে যে অধিকার পরিবর্তন তাঁহার মধ্যে সমস্ত মুসলমান যে অধিকার পাইবে, তাহা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যদি অসম্ভব সম্ভব হয়, তাহা হইলে মধ্যপন্থী বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতির অবসান ঘটা একান্ত প্রয়োজন। অথচ আমরা অন্যায় প্রস্তাবের ফোন কথা উঠিলেই মিঃ পাকিস্তান সম্বন্ধীয় কিন্তু বলিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বন্ধুর করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার মূল উদ্দেশ্য—বৃটিশ পাসনকে অক্ষিয়ের সহিত ভারতের মুক্তি

[illegible] [illegible] [illegible] [

মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও চোরাবাজার

শ্রীযোগানন্দ বিয়োগী, বি-এল

চোরাবাজারে জিনিষ কিনিতে কিরূপ মূল্যবৃদ্ধি পূর্বাপেক্ষা হয় এবারের যুদ্ধে তাহার যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি তাহা বর্ণাতীত। সম্প্রতিকালে এ পর্য্যন্ত চোরাবাজার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে সমর্থ হন নাই। যুদ্ধের মধ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও যে চোরাবাজার চলিতেছে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মত স্বাধীন ও বলবাহিত দেশের যুদ্ধের সময় চোরাবাজার সৃষ্টি হইয়াছে, একথা জানিয়া আমাদের আমরা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি তাহাতেই অবশ্য এইরূপ আলোচনা আমাদের দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা মনে করি না। তবে অন্যান্য দেশের যারা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, অনেকদেশে সরকার-পক্ষের ব্যবস্থা করিয়াই চোরাই ও আমেরিকা যুদ্ধে নামিয়াছে। এই যুদ্ধের মধ্যেও প্রতিযোগিতা সরকারের ও সরকার ব্যবস্থার অন্ত চোরাইদের অনেকদেশের আমরা খুব বড়ো যে যুদ্ধের কথা তাহাদের আমরা আরও জানা হইয়াছে। যে চোরাবাজার আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের, দুর্ব্যবস্থার ও দুর্নীতির সৃষ্টি করিয়াছে চোরাইরা চোরাই এতদিন আমিয়া অনেকদেশের আমাদের ইয়ত্তি করিয়াছে, এতখানি উন্নত করনকারি আমাদের নাই।

আমরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে জানি, সরকার যখনই যে জিনিষের দর নিয়ন্ত্রণ করিবারের তখনই বাজার হইতে উহা অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু অদৃশ্য হইলেও উহা যায় নাই কোথাও, বাজারেই রহিয়া গিয়াছে। কাপড়ের দোকানে আমরা যেমন কোন জিনিষ আমাদের চক্ষের সম্মুখে থাকিলেও উহা দেখিতে পাই না, তেমনি ব্যবসায়ীদের সেল্‌ফ্‌লেসনের ভেতরে বাজারে জিনিষ থাকিলেও নিয়ন্ত্রিত দরে উহা কিনিতে পাওয়া যায় না। নিয়ন্ত্রিত দরের জিনিষ খরিদারেই থাকে, কিন্তু তাহা দেয়; লোকে ক্রয়ও করে, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত দরে নয়,—উহা অপেক্ষা অনেক বেশী দামে। উহাকেই বলা হয়, চোরাবাজারে জিনিষ ক্রয়-বিক্রয় হওয়া। নিয়ন্ত্রিত দর অপেক্ষা বেশী দামে ক্রয়-বিক্রয় হওয়ার নামই চোরাবাজার। চোরাবাজার নাম হইলেও তাহার সবর উহার আয়তন প্রকাশ্যেই হইয়া থাকে,—প্রকাশ্যেই নিয়ন্ত্রিত দর অপেক্ষা বেশী দরে ক্রয়-বিক্রয় হয়, অথচ সরকার যদি উহা দেখিতে না দেখেন। কিন্তু সরকার যদি অযৌক্তিকতা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে চোরাবাজার খোলাবাজারে রূপান্তরিত হইতে এতদিন লাগে। ১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসের শেষে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ হওয়ার পর অন্তরূপ অবস্থাই হইয়াছিল। এবারও বেশন প্রবর্তনাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দরের অন্তরে প্রবর্তনাদি সরকারের একথা প্রযোজ্য। চোরাবাজারে দামের বিচ্ছে এত অস্বাভাবিক বেশী, আমাদের জিনিষ পাইবার অন্তরায় অত্যন্ত বেশী হইতে হয়।

কারবারের কারবারিক মূলধন এমন ভাবে আমরা অভিজ্ঞতা যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করিলে জিনিষপত্রের এত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইত না। কিন্তু তাই বলিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও চোরাবাজার বন্ধকারক মূলধনের দরকে অতেবারে একথা এমন করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু দাম নিয়ন্ত্রিত হইলেই চোরাবাজার সৃষ্টি হয় কেন, তাহা অবশ্যই জানিয়া নেওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে দাম নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজনীয়তা কেন এবং কখন তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

যোগান অপেক্ষা চাহিদা যদি বাড়িয়া যায় কিংবা চাহিদার তুলনায় যোগান যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলেই জিনিষের দাম বাড়িতে আরম্ভ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই চাহিদা বৃদ্ধি বা দাম বৃদ্ধিই যোগান বৃদ্ধির প্রেরণা যোগায়, পরের উৎপাদন বাড়িয়া যায়, বেশী পরিমাণ পণ্য বাজারে আসিতে আরম্ভ করে। তাহাতেই দামের গতি আবার নিম্নমুখী হয়। অর্থনীতি শাস্ত্রে প্রতিদিন মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধিতেও দাম বৃদ্ধির একটী কারণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মূল্যের পরিমাণিক মতবাদ (The quantitative Theory of Money) অনুসারে যেমন দেশে মূল্যের পরিমাণ বহু বেশী হইলে সেদেশে পণ্যের দামও বহু বাড়িয়া যায়। পণ্য বিনিময়ের পরিবর্তে মুদ্রা বা টাকা-পয়সা যে দিন হইতে বিনিময়ের মাধ্যম (Medium) রূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—সেদিন হইতে দেশে যে দিন হইতে টাকা-পয়সার হিসাবে নির্দ্ধারিত হইতেছে, সেই দিন হইতে মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত দাম বৃদ্ধির সম্পর্ক হইয়াছে বিশেষ। এই মুদ্রা কাগজের মুদ্রা না হইয়া সোনা বা রূপার মুদ্রা হইলেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ের দামের ইতিহাসে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যখন যখনই সোনা বা রূপার মুদ্রার পরিমাণ আধিক্য হইয়াছে তখনই দামের গতি ঊর্দ্ধমুখী হইয়াছে আর এক বার।

চাহিদা বৃদ্ধি, যোগান হ্রাস এবং মুদ্রাস্ফীতি দাম-বৃদ্ধির এই তিনটী কারণই যুদ্ধারম্ভের আগে দেখা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের অনেকের অন্ত প্রয়োজনীয় পণ্যের চলাচলের অসুবিধার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যদিও যোগান হ্রাসের উহা একটা কারণ; মুদ্রের জন্য দুরদর্শিনী, মৌলাদিনী এবং বিলাসবাহিনীরা সৈন্যদলে যোগ দিয়াছে এবং তাহাদের সৈনিক শক্তির উপরে চাপ পড়িয়াছে অত্যধিক। তাহাই সৈন্যবাহিনীর জন্য যাবতীয় চাহিদা স্বাভাবিক সরল সংখ্যের বাড়িয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সরকারি কার্যের অন্তর্ভুক্ত বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর নূতন প্রকার ক্রয়ের চাহিদা অবশ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার যে জনশক্তি ও মূলধন স্বাভাবিক অবস্থায় অনেকদেশের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে কাজে নিয়োজিত থাকে তাহার অধিকাংশই সামরিক প্রয়োজনের প্রয়োজনের জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। ফলে স্বাভাবিক অবস্থার প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক যোগান কমিয়া গিয়াছে। আবার যুদ্ধের জন্য সরবরাহের পরিবহনেরও ক্রয় করিতেই হয়। মুদ্রার ক্রয়ের পরিবর্তনেরও বৃদ্ধি না করিয়া পারেন না। লোক বা কাগজের মুদ্রা বেশী পরিমাণে প্রচলন করার পক্ষে অনেক সুবিধা আছে। এর অর্থ সহজে এবং এর অর্থ সহজে সোনা বা রূপার মুদ্রা এত বেশী প্রচলন করা সম্ভব নয়। তাহাই লোক বা কাগজের মুদ্রা ছাপাইয়াই সরকারেরা সরবরাহের দাম নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু এই অধিক মুদ্রা সকল শ্রেণীর লোকের হাতে যাইয়া পৌঁছিতেছে না,—যুদ্ধ-সরবরাহ-কর্ম্মচারী এবং শিল্পবাহিনী ইত্যাদিরা উহার মোটা অংশই অধিকার করিয়া বসিতেছেন।

দাম বৃদ্ধির উপরিউক্ত তিনটী কারণ যাহাই থাকুক একটা কারণ যে আমরা তাহার কথা আমরা একেবারেই অস্বীকার করিতে পারি না তাহা হল। কিন্তু যেসব অর্থনৈতিক শক্তি সরবরাহের হাতের দ্বারা সেই পুঁজিপতি, শিল্পপতি ও ব্যবসায়িকদের এই চতুর্থ কারণটিকে চাপা দিয়া চাহিদা বৃদ্ধি, যোগান হ্রাস এবং মুদ্রাস্ফীতির উপর দাম বৃদ্ধির সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া থাকেন। এই চতুর্থ কারণটী সেন্সরশিপ। এবার যুদ্ধের এলাকে ব্যোমি (মধুর) এবং প্রতিবিধি (সাবধান) এই দুই শব্দ দুইটীর সহিত আমরা বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছি। সেন্সরশিপের সহিত এই দুইটির নিবীড় যোগ আছে। বলিতে কি, সেন্সরশিপ ও প্রতিবিধি এই দুইটির মধ্যে দুজনে কোন পার্থক্য নাই। প্রতিবিধিরাই এবার সাধিবিধান সেন্সরশিপ। যদ্ধের চাহিদা বৃদ্ধি, যোগান হ্রাস এবং মুদ্রাস্ফীতি এই তিনটী নিশ্চিত দামের যে বৃদ্ধি করিতে পারে 'সেন্সরশিপ' একাই তাহা করিতে সমর্থ। প্রচলিত অর্থনীতি শাস্ত্রে 'সেন্সরশিপের' সমর্থনে যে সকল যুক্তিজালী করা হইয়াছে সেগুলিরও জবাব এখানে দেওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু 'সেন্সরশিপের' সমর্থনে যারা কিছু বলা বা তাহাদের সেন্সরশিপের উদ্দেশ্যে জনসাধারণ যত বেশী হয় দামের অধিক অবস্থা যে অবশ্যই বৃদ্ধি পায়, এই সত্যটী উপলব্ধি হইয়াছে। অধিকন্তু বেশী দামে বিক্রয় করিবার আশায় 'সেন্সরশিপের' যা সাধারণী পণ্য ক্রয় করিয়া মজুত করে। পরে বিক্রয় করাই তাহার ক্রয়ের উদ্দেশ্য। ইহাদের স্বাভাবিক অবস্থাতেই যোগান ও চাহিদার মধ্যে সমীকরণ করা কঠিন। তাহার সঙ্গে পণ্যের গতি শুধু বৃদ্ধির দিকেই চলিতে থাকার সম্ভাবনা থাকে। যদ্ধের স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে উৎপাদনকারীদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা আসেকটা প্রতিযোগিতার ভাব করে। কিন্তু যুদ্ধের সময় স্বাভাবিক অবস্থার জন্য যোগানই যেখানে কম, সেখানে কখনও যোগান বাড়িবারও সম্ভাবনা। যেখানে নাই, 'সেন্সরশিপ' সেখানে সাধারণ ক্রয়েই অত্যন্তরী করিয়া যোগান।

'সেন্সরশিপের' উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষের মূল্যের যেন একটী পণ্য বা সকল শ্রেণীর পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া ঐ পণ্যটির বা সমস্ত পণ্যের দাম বৃদ্ধি করা। পৃথিবীর দাম বৃদ্ধির ইতিহাসে 'সেন্সরশিপের' প্রভাব অত্যন্তরূপ পরিলক্ষিত হইয়াছে। যুদ্ধের বিষয় হইতেছে ইহা অধিক লাভ করা যে, স্বাভাবিক যুদ্ধের বাজার-নিয়ন্ত্রণে সেন্সরশিপের প্রয়োগ অত্যন্তরূপ। নিয়ন্ত্রণ-কারিদের যেমন যুদ্ধের সময় কারবার চালাইবার ব্যবস্থার সহজ প্রয়োজনের জন্য 'সেন্সরশিপের' বাজে প্রয়োজন হয় না। সাধারণ-দুর্ভিক্ষের সৃষ্টির বিষয়ে সাধিবি 'Forward delivaries' এবং প্রেতে তাঁহারা বুঝিতে। যুদ্ধ যেখানে চাহিদা বৃদ্ধি করিয়াছে, যোগানের করিয়াছে হ্রাস এবং সেই সঙ্গে ঘটাইয়াছে মুদ্রাস্ফীতি, সেখানে 'সেন্সরশিপের' উর্ব্বর ক্ষেত্র যে সৃষ্টি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

চাহিদা বৃদ্ধি, যোগান হ্রাস এবং মুদ্রাস্ফীতির ফল যুদ্ধের সময় জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া গেছে। কিন্তু দাম যে অনুপাতে বাড়ে সরবরাহ দাম সে অনুপাতে বাড়ে না। অধিকাংশ লোকেরই অবস্থার তারতম্যের বাড়িয়া থাকিতে হয়। ইহার উপর দাম বৃদ্ধির উপরিউক্ত কারণগুলির সুযোগ লইয়া 'সেন্সরশিপের' যা সাধারণীরা অতিরিক্ত করিবার উদ্দেশ্যে নানান বৃদ্ধিকে নিজাধীন করিয়া তুলিতে থাকেন। তাঁহারা অতিরিক্তের উদ্দেশ্যে দাম বৃদ্ধি করিবেছেন এই সত্যটিকে চাপিয়া রাখিবার জন্য মুদ্রাস্ফীতি, পণ্য চলাচলের অসুবিধা চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগানের হ্রাসের উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া থাকেন। এই অবস্থায় সেন্সরশিপের যা বাজারেরগুলির দাম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং তাহাতে সাধারণ লোকের আয়ত্তের মধ্যে

দি সিলেক্ট
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস—৫১, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—কি. পি. বারাসত চৌধুরী

রাখিবার উদ্দেশ্যে দেশে যেন মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা। বিলিতের দাম বাড়িয়া গিয়া স্পেকুলেশন করা সম্ভব হয় না, কিন্তু ব্যবসায়িগণ-যেমন-তেমন অভিসন্ধি করিবার প্রবৃত্তিকে তত্ত্ব দাম বাড়িয়া দিয়া নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়। সৃষ্টি হয় চোরাবাজারের। দাম নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে সরকার হইতে পণ্য সরবরাহ দিয়া অভাব সৃষ্টি করা হয়,—বিদ্যা অভাব সৃষ্টির একটা প্রকার হলে। যোগান সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ যোগানের মধ্যে যতখানি সম্ভব সরবরাহ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইতে না কেন পণ্য আর বিলুপ্তভাবে বিক্রয়ের দরে ভোক্তাসাধারণের কাছে পৌঁছে না। যোগান যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানে ক্রেতাদের মূল্যবত্তা না করিয়া ক্রেতাদের ব্যবহারের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক ধারায় প্রবর্তিত বাধিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে চোরাবাজার বন্ধ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কি কি দোষগুলি সৃষ্টি হইতে পারে তাহা বহু অর্থনীতিবিদ্, শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের মুখে আমরা শুনিয়াছি। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা না করিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে ইহা দূর হইতে পারে। সরকারের প্রথমে এই মূল করিলেও পরে তাহা সংশোধন করিয়া পাইতে কোন বাধা হইতে পারে না। প্রথমেই এক সঙ্গে সমস্ত জিনিষের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করিলে তাহাতে অবশ্য কিছু অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এক একটি করিয়া জিনিষ নিয়ন্ত্রণ করিলে সে অসুবিধা দূর হইতে পারে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কি কি দোষগুলি সৃষ্টি হইতে পারে তাহা বহু অর্থনীতিবিদ্, শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের মুখে আমরা শুনিয়াছি। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা না করিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে ইহা দূর হইতে পারে। সরকারের প্রথমে এই মূল করিলেও পরে তাহা সংশোধন করিয়া পাইতে কোন বাধা হইতে পারে না। প্রথমেই এক সঙ্গে সমস্ত জিনিষের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করিলে তাহাতে অবশ্য কিছু অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এক একটি করিয়া জিনিষ নিয়ন্ত্রণ করিলে সে অসুবিধা দূর হইতে পারে। কিন্তু

বাজেই মূল্যনিয়ন্ত্রণ যে পুঁজিপতি, শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের কাছে অভীপ্সিত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।' মূল্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবসায়ী সমেলন ২৩শে জানুয়ারী (১৯৪৪) সহরে সরকারের এক অধিবেশনে বিভিন্ন মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রতিবাদ ও নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিলাতে ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে ১৯৩৯ সালে যার সমতুল্য এক আদ বাড়িয়াছিল। আর আমেরিকে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বরে যার বাড়িয়াছিল শতকরা ৫১ ভাগ। ১৯৪০ সালের অক্টোবরে বিলাতে পাইকারী দরের সংখ্যাসূচী ছিল ১৬৭ (১৯৩৯=১০০), আর আমেরিকে ছিল ৩১৪। অন্য ইংলণ্ডের সরল প্রবন্ধটি সাময়িক সরকার উৎপাদনে নিয়োজিত হওয়ায় সেখানে স্বাভাবিক অবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় বৃদ্ধি করিবার আর কোন বল ছিল না, সেজন্য মিঃ কি কি বিলাতে তাঁহার 'Inflation or Scarcity' নামক পুস্তিকায় (১৯৪০ সনের ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত) বীকার করিয়াছেন। যোগান হ্রাস, চাহিদা বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির সুযোগে ভারতের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা স্পেকুলেশন করিয়া যে অপরিমাণ লাভ করিতেছিলেন মূল্য নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করিলে তাহাতে প্রথম আঘাতেই। কিন্তু সরকারের যে সকল জিনিষ যে পরিমাণে ক্রয় করেন সেগুলি বিক্রির দরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়তো উপায় নাই। বাজেই মূল্য নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পূর্বে যে হারে তাঁহারা লাভ করিতেছিলেন তাহার সবটুকু পোষাইয়া নাইবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিবেন। সরকারের নিকট বিক্রয়ের পর তাহা অবশ্যই করিল তাহা অত্যধিক অবস্থানের নিকট পুঁজিপতিরা আরও বেশী দামে বিক্রয় করার নেই উপায়। কিন্তু তাহা করিতে গেলেই জনিস আবার গতি করা অসম্ভব। তাঁহারা বাজারে মাল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিবেন। মালের ছাড়াও আসে না, মাল পাওয়া যায় না, ইত্যাদি অনেক অজুহাত আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু চোরাবাজারে জিনিষের অভাব হয় নাই। তিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার পর হইতে যেমন ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত কলিকাতার বাজারে তিনি জিনিষ পাওয়া যায় নাই, শুধু কয়েকটি কন্ট্রোলের দোকান ছাড়া। এই দীর্ঘ ১ বৎসর ৭ মাসের মধ্যে কলিকাতায় তিনির চালান আসে নাই, কলিকাতাবাসী তিনি ছাড়াই কলিয়াছে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে কি? তিনি আসিয়াছে এবং বিক্রয় হইয়াছে, কিন্তু চোরাবাজারে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার পর সরকারের পক্ষ হইতে বেশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত কলিকাতার বাজারে তিনি জিনিষ পাওয়া যায় নাই, শুধু কয়েকটি কন্ট্রোলের দোকান ছাড়া। এই দীর্ঘ ১ বৎসর ৭ মাসের মধ্যে কলিকাতায় তিনির চালান আসে নাই, কলিকাতাবাসী তিনি ছাড়াই কলিয়াছে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে কি? তিনি আসিয়াছে এবং বিক্রয় হইয়াছে, কিন্তু চোরাবাজারে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার পক্ষ সরকারের পক্ষে দায়িত্ব এড়াইবেন। দুই চারিজন দোকানদার অভিযুক্ত হইল। কিন্তু চোরাবাজারে যদি প্রকৃত লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কিন্তু করিবারা না হয় তাঁহারা বিলেশই,—আর দুই চারি বারের জন্য জেলে গেলেই বা ক্ষতি কি?

চোরাবাজার সরকারের উদ্যোগেই কন্ট্রোলের দোকান ও অনুমোদিত দোকানের ব্যবস্থা সরকার করিয়াছিলেন। উহার মূলে এই উদ্দেশ্য ছিল যে, এই সকল দোকানের মারফৎ, জনসাধারণের নিকট যদি নিয়ন্ত্রিত দরের জিনিষ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে তাহারা আরো বেশী দাম দিয়া চোরাবাজারে জিনিষ কিনিতে চাহিবে না। ফলে দোকানে মজুত করিয়া রাখা আর লাভজনক হইবে না বুঝিয়া ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রিত দরেই জিনিষ বিক্রয় করিবে। এই সকল দোকানের সংখ্যা তিন হাজারেরও অধিক হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত বিক্রয়ের ব্যবস্থাও মূল্য নিয়ন্ত্রণের আদৌ উদ্দেশ্য সফলকাম হয় নাই। ফলে অবশ্য অতি দূরে বাজার লাভ করিয়াছে আমার নিয়ন্ত্রিতভাবে কন্ট্রোলের দোকানে দীর্ঘ অপেক্ষা করিয়া জিনিষ কিনিতে এবং কিনিতে লাভ করিয়া দোকানদারের নিকট বিক্রয় করিয়া দিত। সেই সকল জিনিষই আবার চোরাবাজারে বিক্রয় হইত বেশী দামে। বর্তমানে ভারতের সাধারণিক সোকানের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার ফল আরোকার চাউল-চিনির কন্ট্রোলের দোকান অপেক্ষা ভিন্ন হইতেছে না।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সার্থক করিতে হইলে চোরাবাজার বন্ধ করা আবশ্যক। চোরাবাজার বন্ধ করিতে হইলে স্পেকুলেশনকে—যেখানে যে-দামে বিক্রয় করিলে তত দাম মজুত করিয়া রাখাকে—অ-লাভজনক করিতে হইবে। উহার একমাত্র উপায় লোকে যাহাতে নিয়ন্ত্রিত দরে জিনিষ কিনিতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করা। নিয়ন্ত্রিত দরে জিনিষ পাইলে লোকে চোরাবাজারে বেশী দাম দিতে চাহিবে কেন? মূল্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে রেশন-ব্যবস্থাও যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহা হইলে চোরাবাজার বন্ধ হয় না। মূল্য নিয়ন্ত্রণের এই আর্থনৈতিক বিশ্লেষণ উপলব্ধি করিবার সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই নাই, কেবল কয়েকটি জিনিষের জন্য রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা। মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল মিঃ দেশাই কিছুদিন পূর্বে বলিয়াছিলেন যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে তিনি সফলকাম করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বাজারের অবস্থা দেখিয়া তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে চোরাবাজারে জিনিষের দাম কমিটির সদস্য যে জিনিষের দাম স্থির করিয়াছিল তাহা একটু বাড়িয়াছে বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু সরকার করিলে দেখা যাইবে উহার মূলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কোন ত্রুটির নাই। কিছুদিন পূর্বে বিলাত হইতে এই মর্মে এক সংবাদ আসে যে, সরকারী তুলাধিক অনুসারে বিলাত হইতে আমদের অন্যান্য পণ্যের সরকারী দরই কিছু বৃদ্ধি করা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরিষিত এই সরকারীর ব্যবস্থা স্বাভাবিক করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সংবাদে আমদের সংবাদদাতারা বুঝিতে পারিয়াছেন, সরকারী আমিরা পৌঁছিবে মজুত মাল অধিক দামে বিক্রয়ের আর সম্ভাবনা থাকিবে না বলে সোনা-সাধী হইবার কথা। ছাই চোরাবাজারে জিনিষের দাম কম হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিদেশসাধারণী দ্বারা প্রয়োজনীয় সরকারি সরকার যদি যথাযথ ব্যবস্থায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তাহা হইলে চোরাবাজার লাভজনকই থাকিয়া যাইবে, স্পেকুলেশন বন্ধ হইবে না।

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : চাঁদপুর (কোমিল্লা) কলিকাতা অফিস : ২৯, ট্রাণ্ড রোড।
টেলিগ্রাম—'লয়্যালব্যাঙ্ক' ফোন : কলি ৪৭৬৮

শিয়ালদহ শাখা

১০৩৯ সোয়াং সার্কুলার রোডে (শিয়ালদহ ষ্টেশনের সম্মুখে) খোলা হইয়াছে।

শাখা—ডাকা, নারায়ণগঞ্জ, বুড়ীগঞ্জ, পুরাণবাজার (সিলেট), বালুরঘাট, ইছাপাড়ী (ডাকা), মোহাম্মদপুর (ডাকা)।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

খেয়ালীর খাতা

ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান দুই একদিনের মধ্যেই অবসর গ্রহণ করিতেছেন। প্রথমে শোনা গিয়াছিল, তাঁহাকে স্যার রবিন হাবেনটের স্থলে মুক্ত-অঞ্চলের সরকার নিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু সম্প্রতি স্যার ফ্রান্সিস ওয়াইল্ডস্টক মুক্ত-অঞ্চলের ভার লওয়া হইবে বলিয়া সরকারী মহল হইতে প্রকাশ হইয়াছে। স্যার জেরেমী হেসে কিনিয়া যাইবেন। স্যার জেরেমীর কার্য-কাল বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, কারণ তাঁহার কার্যকালেই ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতম মিত্র-রাষ্ট্রের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে—যেখানে লইয়া অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে। যেসব যে কোটি কোটি টাকা ভারতবর্ষে ধরচ করা হইয়াছে তাহা নয়, যুদ্ধের, যুদ্ধোত্তরীতি, ফোরাসাজার ইত্যাদি নয় বিশেষ ভারতবর্ষের উপর দিয়া গিয়াছে। যে-কোন অর্থ-সচিবের পক্ষেই এই সমস্যা একটা অগ্নি-পরীক্ষা বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। পরীক্ষায় স্যার জেরেমী পাশ করিয়াছেন কি না, সে-বিচার তবু আমাদের দায়দায়িত্বের কথা উল্লেখ হইবে না। তবুও এ-কথা মনে রাখা দরকার যে, ভারতবর্ষের শাসনযন্ত্রে যান্ত্রিক প্রভাব সামান্য। ফলের আবাদ-টাই সব চেয়ে বেশী। বর্তমান শাসনযন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা বা বুদ্ধি-বুদ্ধি খাটাইবার সুযোগ নাই। বৃটিশ সরকার-মেন্টের প্রত্যেক স্যার এবং সরোজ আবেদন জানিয়া যে রেশের আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে হয়, সেখানে অর্থসচিবের অবস্থাটা ঈগল করিবার মতো নয়, সুতরাং সে-কথা তুলিব না। মানুষ হিসাবে স্যার জেরেমীকে যতটুকু জানি তাহাই স্মরণ করিতেছি। ১৯৪১ সনের এপ্রিল মাসে সিমলা সিসিল হোটেলে একটি চা-মজলিসে আলাপ হইয়াছিল। এ-কথা সে-কথার পর কংগ্রেসের কথা উঠিল। তাঁহার বিশ্বি খেয়াল করিলেন, "Oh, talking about the cranks?" স্যার-দিগের বক্তিগত সম্প্রাহারে চাহা করিয়া সেইসময় তখন "Crank's corner" নামে পরিচয় প্রচার করেজেরী সম্প্রাহারের সংবাদ হাসিতেছিলেন। স্যার জেরেমী বলিলেন, "But they are an awfully capable lot, some of them would do much better a Finance Minister than me!"

* * *

ভূতপূর্ব পরিকল্পনার ভার ভারত সরকারের অর্থসচিবের যে-সকল কমিটী বসাইয়াছেন তাহার মধ্যে সহর পরম, বাড়ীঘর নির্মাণ সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য একটি আছে। আমেদাবাদের টাইল এসোসিয়েশনের মি: পি আর কাপল এই কমিটির একজন সভ্য। কাপল টাইল চাহুনী সেইজন্য আগে সরকারী সাহায্য সম্পর্কে-নায় ছিলেন। তাঁহার সেই অভিজ্ঞতার বাহিরে তাঁহাকে ঐ কমিটিতে লওয়া হইয়াছে। অবশ্য যে, নীচে এই কমিটি তাঁহাদের সুপারিশ সরকারের বাহিরে করিবেন। অবশ্য সুপারিশগুলি কাজে হইবে কি ফল হইবে, তাহা জানি না এবং কাজে হইলেও সরকারই তাহা কতখানি গ্রহণ করিবেন তাহাও অজানা। কিন্তু কমিটির অনুসন্ধানের বিষয়টী যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহের অব-কাশ বড় নাই। কেরোসিন, বুলডোজার, ট্রাক্টর প্রভৃতি পুরাণো সহরের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। ইংলণ্ডের আমাদের যে-সকল সহর গড়িয়াছে ঠেলাদির সিমেন্ট ছোন ছুটিছিল পরিকল্পনা ছিল না। কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে বাড়ীগুলি দেখিলে মনে হয় যেমন করিয়া মনের সমতা যাহোক যাইবে একমাত্র তাহা ছাড়া বাড়ী তৈরারীর আর কোন লক্ষ্য ছিল না। অনেক বাড়ী আছে যেখানে সূর্যের মুখ দেখিতে হইলে ছাদে উঠিতে হয়। দালানে, সিমেন্টে, আসবাব-পত্রে যেখানে একটা ছুঁচ ফেলিবার মতো জায়গা খালি রাখা হয় নাই। কলিকাতার মুসলিম সহর পত্তন হইয়াছে বাগবাজার। সেখানে বাড়ী-গুলি যেমন বিশ্রি নয় মাটী, কিন্তু তাহাদের শিল্পের মালিকদের পরিকল্পনার পরিচয়টা খুবই স্পষ্ট, অভিজ্ঞের ক্ষমতা নয়। সেখানে যেন্ট্রো প্যাটার্ন আছে, আছে বাড়ী আছে, অভিজ্ঞের হয়তো 'ফিল' বা মোহাক বিলাস প্যাটার্ন বাড়ীও থাকিবে। যে বিশিষ্টতা নাই এমন বাড়িগুলি আছে কম, আছে বহিরেতে আছে, প্রকৃতি ও অধিবাসীর ব্যবস্থা।

* * *

প্রথম দুইটা বাদ দিয়া আগে অধিবাসীর কথাটাই বলা যাউক। বাসীগঞ্জ অঞ্চলের যে কোন রাস্তায় দুই পাশের বাড়ীগুলিতে একদিন সন্ধ্যাবেলা আপনি হইয়া আসিতে পারেন। কর্তাদের জিজ্ঞাসা করিলে জানের ব্যবস্থা কি? জানার সাইবেন কর্পোরেশনের জল, তাহা হইতে আসিতেছে রাস্তার পাশে, আসিতেছে বা ইলেকট্রিক পাম্পে জল উপরে তোলা হইতেছে। আসার পরে যদি জিজ্ঞেস করেন যে, জল অধ্যে পরিমাণে পাইতেছেন কি-না, পরিবার বিরানব্বই বাড়ীতে তাহিবেন, 'ঐ হলার, জল অধ্যে পাই না, কিন্তু চার বার পাম্প করিতে হয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি।' কেন? যখন তিন হাজার টাকা খরচ করিয়া বাড়ী করিতে পারিয়াছেন, আর পাঁচ শত টাকা খরচ করিয়া একটী টিউব ওয়েল বসাইবার কথা মনে হয় নাই? তাহা হইলে জলের প্রচুরতা থাকিত, উপরন্তু বাথরুম ও কিচেনের মতো পরিষ্কার জল বিনাহাঙ্গামে অনেক সেপ্টেম্বের মতো পরিষ্কার জল বিনাহাঙ্গামে অনেক ভাড়াটিয়া হইবার জন্য পাওয়া যায়। বাড়ী বিক্রয়ের অভিজ্ঞতা তাঁহাদেরও যেমন এমন হয় নাই, সহরের বাহারা তবুও তাঁহারাও এ বিষয়ে কোন দিন মাথা ঘামান নাই। এখন যেমন বাড়ীর মোট অধিক পাইবেন অল্প ব্যবস্থানুসারে তাঁহা বাড়িতে হয়, কর্পোরেশন জেনেরেটর বসাইয়া পাইতেন যে, যে বাড়ীতে আইবাবার বেশী দর আছে তাহাদের বাড়ীতে একটী বিজলী টিউব জ্বলে না বসাইলে বাড়ী অধিবাস অনুমতি দেওয়া হইবে না। ইহাতে লাভ হইত দুই ভাবে।

প্রথমতঃ, টিউব জ্বলে থাকাতে ঐ বাড়ীতে জলের জল ধরচ হইত কম। দ্বিতীয়তঃ, যে-জলটা এ বাড়ীতে বাহির হইত বৃষ্টি এলাকার বা রাস্তার জলের যোগান হইয়া বর্তমান বাসিন্দাদের উপকার হইত। যে সকল বাড়ী যেমন—অধের সংখ্যা কম —সে সকল বাড়ীর বাসিন্দাদের টিউব ওয়েল বসাইতে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারিত সহজেই উপায়ে। লাইট ইন্ডিয়েবেলের টাকা যেমন ইনভেস্ট-

শ্রমশক্তি ও উৎপাদন

যুদ্ধের জন্যে ভারতবর্ষের প্রত্যেটি কারখানাতেই এখন চেষ্টা চলছে কী করে উৎপাদন বাড়ানো যায় অথচ শ্রমিকদের উপরেও বেশী চাপ না পড়ে। এই ভাবে উৎপাদন বাড়াবার জন্যে যারা দিনে দিনে কারখানার মালিকদের পরামর্শ দিয়ে আসছেন তাঁরা জানতে চান, যেমন—উপযুক্ত পরিমাণ শ্রমিকের অভাব, সাধারণ মজুরদের তুলনায় দক্ষ মজুরদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং কোন্ কাজের অনুপাতে উৎপাদনের সম্পর্কটা কী। সঠিক উত্তর দেবার আগে একটা কথা মনে করবার রয়েছে। দৈহিক ক্ষমতা, মনোযোগ ও উৎসাহ শ্রমিকদের আছে কিনা। আর এ কথাটা কারখানার পরিচালকদের কাছে চা আজ অপরিহার্য। কারণ, বহু কারখানাতেই চায়ের উপকারিতা নিয়েকারে প্রমাণিত হয়েছে। কাজের ফাঁকে শ্রমিকদের চা খেতে দিয়ে দেখা গেছে যেসকলের ক্লান্তি কমছে ও উৎসাহ পুরোপুরি বজায় থাকে। এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁরা কলকাতায় ১০১ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানসান বোর্ড' থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানসান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

৪৫ ২৭৭

ট্যাক্স হইতে রিবেট হিসাবে বাদ দেওয়া হয়, কর্পোরেশনের তেমনি যে-সকল বাড়ীতে ফ্লীটস ভেন্টিলেটর আছে তাহাদের জলের ট্যাক্স বাবিকী কমাইয়া দেওয়া উচিত। সম্প্রতি কলিকাতার জলসমস্যা বাড়িয়াছে, পানীয় জলের ট্যাক্সের অঙ্কে আয় বাড়াইয়া উঠিতেছে না, একটা কিছু উপায় না করিলে জলের জন্যে হাহাকার এখনি হইয়া পড়িবে, ইহাতেই, ইহাতেই যে সকল বাড়ীতে কর্পোরেশনের এলাকা কর্মচারী আসিতেছেন—এ সকল ভোগ আর উচিত না।

* * *

ভোরাইকেই বলিয়া রাখা ভালো আমি একটু বেশী রাত করিয়া ঘুমাইতে যাই। তার সাইরেন না, আবার কিছু নয়। বাড়ীর বাহিরে নয়, ভিতরেই বাড়ি। নই পড়িতে পড়িতে রাত হইয়া যায়। বেশীর ভাগই, অবশ্য রিসার্চের। বেরীতে ঘুমাইলে বেরীতে ঘুম আসাটাও ঘোর হয় অস্বাভাবিক নয়। ঘুম আসাটাও অবশ্য একটু বিশেষই আসে। ঠিক আসে না,—আসান। পাশের বাড়ীর রান্নাঘর হইতে প্রচুর ধোঁয়া আসিয়া এঘরখানার মাঝে, চোখে, মুখে ঢুকিয়া ঘুম ভাঙায়। পাশের বাড়ীটি একটি বেহারে অবস্থাপন্ন এঞ্জিনীয়ারের বিরাট বাসায়—আর ছোটখাট প্রায়ই বলিতেই হয়। ইঁহাদের বেশী—ইঁহা এবং আরও। রকমের ধোঁয়াটি কোথায় যাবা বেশালী বাবুবাবুর। বাড়ীর ছাদে রেডিও এরিয়েল, সেখানে টেলী-ফোনের তার। পাশের বাজারে ইউনিলিনিটারের যায়, ব্যাসোলিয়া ফুল ইত্যাদি যায়। কিন্তু সৌখীন লাই আসে। নাই কেমন একটা প্যাসের উদ্রেক। রান্না বান্নিলে তরকারের তরিত এবং পুরির পরিচয় স্পষ্ট হইয়া এবং আবার প্রাতঃকালীন নিদ্রার প্রভাব অপ্রত্যাশিত-রূপে বাধিত না। আবার ঘুমের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। তাঁহার নিজের সুবিধার কথাটাই বলা যাইক। প্যাসের উদ্রেক বান্নিলে তরকারের সাহায্য ঘুম ও ধোঁয়ার মিশিয়া যায় বাসেরের মধ্যেই পাশে বর্ণ হইয়া উঠিতে পারিত না। যখন তখন এক মিনিটের লোভিসে চায়ের জল পাইতেন এবং মুহূর্তালীন কলিকাতার বাহিরা অহর্নিশি বজায় দুনিয়া হইতে বেরাই পাইতে পারিতেন। প্রায় মাসেরই সাতে চার টাকা হারে তরকা কিনিয়া বাহারা ঘরে ডালাইয়াছেন তাঁহারা সকলেই বাড়ীতে প্যাসের উদ্রেকের উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন আশা করিয়াছি। তরকারের ফেরাসে লাইন বাঁধিয়া দশটার পর দশটা বসি করিবার হাঙ্গামা নাই, আবশ্যক তরকার হাত দিয়া ১৫ সের তরকার ওঁড়া কিনিবার আশঙ্কা নাই, ঘরে বসিয়া সময় বিনা করিয়া কিনিব বাড়ী, মাসীর বাড়ী হইতে একখুরি তরকা বার করিয়া ঘরে ডালাইবার দুর্ভোগ নাই। ট্যাক্স বৃদ্ধিলে যেমন জলের জন্য, চাবি ঘুরাইয়া দেওয়াই আমাদের বিলেই তেমনি ঘরের আয়োজন। কিন্তু অমুক প্যাসের প্রচলন আছে এমন বাড়ীর সংখ্যা কম। অনেক বাঙালীর বাড়ীতে রেফ্রিজারেটার আছে, কারণ সেটা ফ্যাসন। কম বাঙালীর বাড়ীতে প্যাস আছে, কারণ সেটা প্রয়োজন।

* * *

বৃদ্ধিয়া কিনিয়া আনার সেই এক ঝামেলাই থাকিয়া যায়। All roads lead to Rome. এক কর্পোরেশন, সব তো সর্বত্রই সম্ভব না হইলে কিছুই হওয়ার নয়। এবং দুই অভিযোগেরই এবিষয়ে অবশ্য আগে বৃদ্ধি দেওয়া উচিত ছিল। আমার বাড়ীর উদ্রেকে আমারই ডালা হয় বটে, কিন্তু আমার ধোঁয়ার সমস্ত সহরের অপকার ঘটে। যে ডালা তরে তাহাতে আত্মপ্রসাদ হয়। সুতরাং কর্পোরেশন এবং সর্বসাধারণ দুই-এরই এবিষয়ে যুগপৎ দাবি আছে। বাড়ীতে প্যাস না জ্বালাইলে বাড়ী করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না এই নিয়ম করিলে মোটা কলিকাতা সহরের মূলন অট্টালিকা এঞ্জিনের সম্পূর্ণরূপে ধোঁয়ার হাত হইতে রেহাই পাইবে। প্যাসের উদ্রেকের হাত অবশ্য বেশী। কিন্তু যিনি বাড়ী করিবার জন্য বিল-পাঁচেকের অবাইয়াছেন তিনি না হয় উদ্রেকের জন্য আরও পাঁচ শত টাকা বেশী অবাইয়া অবে বাড়ীতে হাত দিবেন। আজাটে বাড়ীতে যাহারা থাকেন তাঁহাদের জন্য বাড়ীওয়ালা নিজেই উদ্রেক বসাইয়া দিবেন। বাড়ীর ঠৌকাঠ, জানালা ও ইলেকট্রিক ফিটিংসের মতো উহাও বাড়ীর একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে। প্যাস কোম্পানীকেও মাস ও সস্তা রাতে উদ্রেক জ্বালা দিতে বাধ্য করা যাইতে পারে, যেমন ইলেকট্রিক কোম্পানীকে অন্যান্য বাড়ীতে মিটার দিতে হয়। কলিকাতায় একটি ফোক প্রবেশন কমিটি আছে যাহাদের কাছে ধোঁয়া জানালে। আজাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমার মত একটা। কিন্তু তনিতে পাই না। সেই কমিটি এই বিষয়ে কিছু দিলে মোকের সত্যকার উপকার হইত। অবশ্য আমাদেরই বলিবের ঘরানের উদ্রেকে খরচা বড় বেশী। তরকার সাধারণ উদ্রেকে খরচ কম। জবাবে বলিব :—(১) হিসাব করিয়া আমার এত দূর তরকা পাওয়া যাইত। এখন নয়। (২) সবাই প্যাসের উদ্রেক করিলে প্যাসের দাম কমিবে। (৩) আলোর বাতিরে, শিল্পের আর সকলের উপকারার্থে এবং মুহূর্তে কলাপের জন্য ধরা যায়। একটু বেশী পরিমে আমাদের আর্থিক ক্ষিলাবেই বহন করিতে হইবে। কলিকাতার বাড়ী ভাড়া বেশী। কলিকাতার বাসিন্দা থাকেন তাঁহারা তো ঐ বেশী ভাড়া সহ করিয়াই থাকেন। প্যাসের জন্য মাসে যে পাঁচ টাকা বেশী খরচ হইবে আমাদের একতে সহজেই আমিয়াই করিবেন। (৪) 'ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের' জন্য যেমন কলিকাতার আমরা মাসিকের ট্রিকিটের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স আদে সে রকম আর একটি 'ট্রামভিমেন্ট' ট্যাক্স বসাইয়া সে টাকাটা প্যাসের উদ্রেক ও প্যাসের লাম বসাইবার উদ্রেকে ব্যয় করা যাইতে পারে।

—খেয়ালী

পত্রিকার মত। মনের জন্য নিশ্চয়।

দেওয়াল পঞ্জিকা

বঙ্কিমপ্রসাদ ঘোষ, বালী, (হাওড়া)

জাতীয় শিল্পের সংগঠন প্রচেষ্টায় আমরা আপনার সহযোগিতা কামনা করি

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : বি বি ৪১৮

কলিকাতা শাখা— ৮১, ষ্ট্রাণ্ড ষ্ট্রীট, ফোন : বি বি ২৯৮০

অন্যান্য শাখা—চট্টগ্রাম, নবাবগঞ্জ, রাজসাহী, দিনাজপুর, শাহাবাদ, জলপাইগুড়ি ও বরিশালে।

সুদ : চলতি—১% মেয়াদি—২%

আমাদের বাড়ী আমানত, ক্যাশ সার্টিফিকেট, এক্সিকেনী বন্ড, চেক ও ড্রাফটসমূহের বিস্তারিত বিবরণীর জন্য পত্র লিখুন।

অধিকতর সুদে মেয়াদ ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। ডিবেঞ্চার ও কোম্পানীর কাগজের সুদ আমরা আদায় করিবার ব্যবস্থা করি।

স্থাপিত—১৯০১ ফোন : ক্যাল ৪৪৫৯

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড্

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ষ্ট্রাণ্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চলতি হিসাবের সুদ ... ১%

মেয়াদি আমানতের সুদ ২%

৯৬ এই মার্চ, দক্ষিণ কলিকাতা শাখা, ৮৮এ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত ভবনে খোলা হইয়াছে।

অনুমোদিত জামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—দি এস্ এস্ ব্যানার্জি

ব্রিয়াকিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলি: SBILLBANK

হেড অফিস—শিলং

ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা শাখা

১৯নং ষ্ট্রাণ্ড ষ্ট্রীট, টেলি: BANKSHILLO ফোন : ক্যাল ৪৮০১

অন্যান্য শাখা—সীলেট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

গৌহাটি ও নওগাঁ (আসাম) শাখা খোলা হইয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বৃটিশ কুড়-ব্যয়—৩১শে মার্চ, ১৯৪৪ পর্যন্ত এক বৎসরে বৃটেনে যুদ্ধ-ব্যয় ৯০০ কোটি পাউণ্ডের অধিক হইয়াছে। ইহা বৃটেনের বাৎসরিক আয়ের দ্বিগুণ। ১৯৩ এপ্রিলের পর হিসাবমুক্ত অন্য বৃটেনে মোট আয় ২৮০০ কোটি পাউণ্ড ধরা হইয়াছে।

আসামে সিমেন্ট কারখানা—পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে আসামের মন্ত্রী মিঃ মুহম্মদ আলী বলেন যে, আসামে বর্তমানে ১৫১ একর জমিতে সিমেন্ট কারখানা হইতেছে। মন্ত্রী মহোদয় আরও জানান যে, ১৯৪৪ সাল হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রতি বৎসর ১০০ একর জমিতে সিমেন্ট চাষ করিতে সরকার অনুমতি দিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রথম বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪৪ সালের চাষ সমাপ্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় বৎসরের চাষের কাজও অগ্রসর হইতেছে।

নারিকেল তৈলের মূল্য বৃদ্ধি—ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে বাংলা সরকার নিয়ন্ত্রিত দরে নারিকেল তৈলের সাইকারী ও খুচরা মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন। এই আদেশ কলিকাতা ও সহরতলীতে অবিলম্বে বলবৎ হইবে :—

সাইকারী ক্রয়—পাঁচশত ৩৭০ প্রতি মণ ও পাঁচ টাকা ৩৭৲ টাকা মণ।

খুচরা—১৲ টাকা সের।

ভেজিটেবল ঘি—মিঃ বিটার এক খবরে প্রকাশ যে, ভারত সরকার ১৯৪৪-৪৬ সালে ভেজিটেবল ঘির উৎপাদন আরো ১ লক্ষ টন বাড়াইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এবং এই উপলক্ষে সত্বর দেশে আরও ২০টি নূতন কারখানা খোলা হইতে পারে। বর্তমানে ভেজিটেবল ঘি এক লক্ষ টনের ঘিও অধিক প্রস্তুত হয়।

সাময়িক প্রয়োজনে মোহরাঙ্কা—মিঃ বার লাভাদান সিংহের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় পরিষদে সদস্য মেজেরাণী জানাইয়াছেন যে, ১৯৪০ সাল হইতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে মোট ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৯০ মো-মহিষাদি এবং ১৯৪৫ সাল হইতে ১৯৪৪ পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ ৯ হাজার মেষ-ছাগল ইত্যাদি পশু সাময়িক প্রয়োজনে মুদ্রা করা হইয়াছে।

মুক্তার চাষ—বাংলা সরকার ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতি বছরে ১৫০০ সের মুক্তা প্রস্তুত হইতে পারে এমন একটী কল বসাইবার ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ক্রমে ক্রমে আরো এরূপ আরো কল স্থাপিত হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গত বৃষ্টিতে মুক্তা ঝিনুকে ও মেদেনিপুরে ফেব্রুয়ারী মাসে পর্যন্ত বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগ হইতে ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫০০০ সের মুক্তা মোগান হইয়াছে। মুক্তার সরকারে মনে করেন যে, মুক্তা মোগান সরকার সরাসরি ঝিনু ধরে এরূপ কল স্থাপন করাই হইতে পারে।

মহিষের তৈল নিষ্কাশন—বাংলা সরকার ১৯৪৫ সালে অতীব মহিষের তৈল নিষ্কাশনের আদী করিয়াছেন। যে সমস্ত অঞ্চলে মেষের ব্যবস্থা করা আছে ২৭। এপ্রিল হইতে এই আদেশ সেই সব অঞ্চলে বলবৎ হইবে। এই আদেশানুযায়ী মহিষের তৈলের ব্যবসা করিবার ও সাইকারী ব্যবসায়ীকে ১৫ দিনের ভিতর লাইসেন্স নিতে হইবে। মুক্তা ব্যবসায়ীদিগের লাইসেন্সের ফীজির পরে জানান হইবে। ১৯৪৫ সালের মুক্তা আহরণকারী অথবা আহারক আসে হইতেছে, মহিষের মহিষের তৈলের ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন, কেবলমাত্র তাঁহাদিগকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে। লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। মহিষ ব্যবসায়ীরা যে পরিমাণ তৈল বাহির করিতে পারেন তাহার উপরই তাঁহাদের অনুমতি দেওয়া হইবে। এই আদেশ অবশ্য করিবার পর তিন বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিতে পারে।

মধ্যম স্তরে শিক্ষার পরিকল্পনা—কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা মধ্যম স্তরে শিক্ষা পরিকল্পনার অধীনে বাংলা সরকারের কৃষিবিভাগে ৫০ জনকে শিক্ষা দিবে বলে স্থির করিয়াছেন। ৩৫ বাদ দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য হিসাবে ইতিমধ্যেই (কোলপুর ১৯ একটী শিল্প শিক্ষা (ট্রেনিং স্কুল) খোলা হইয়াছে।

বাংলার বস্ত্র রেশনিং—কোন তারিখ হইতে বাংলাদেশে বস্ত্র রেশনিং প্রবর্তিত হইবে তাহা এখনো ঘোষণা করা হয় নাই। তবে, পাকা, লালন, টুইল, ড্রিলের চাদর ও মশারি ইত্যাদি ১৮ রকমের বস্ত্র রেশনিং ব্যবস্থার বন্ধীন করা হইবে। জনপ্রতি বৎসরে ১০ গজ বস্ত্র বরাদ্দ হইতেছে। কলিকাতার ৪০০ খুচরা দোকানের মারফৎ বস্ত্র বন্টন করা হইবে এবং মফঃস্বলে প্রতি উইনিয়নে ৪টী করিয়া মোট ৫০ হাজার খুচরা দোকানের সাহায্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু হইবে বলিয়া প্রকাশ। প্রথম যে ছয়মাস আসিবে তাহা হইতে প্রতি পরিবারের যে কোন একজনকে বস্ত্র বিক্রয় করা হইবে, পরের ছয়মাসে সেই পরিবারের অন্য একজনকে—এইরূপে সমস্ত বৎসরে করিয়া সমস্ত পরিবারের সকলকেই বস্ত্র যোগান হইবে।

ভারতীয় শিল্প নিবন্ধ—আমেরিকা ও ইংলণ্ড অভিমুখে ভারতীয় শিল্প বিপণ এজেন্সের শেষ সপ্তাহে বিমানযোগে যাত্রা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মেসার্স জে আর ডি টাটা, ডি ডি বিড়লা, কস্তুরভাই লালভাই, মণিলীবাহন সরকার, এ ডি গুপ্ত, এম এ এইচ ইস্পাহানী, ভাই মুলজভাই চিনয়, ভাই পরমানন্দ সিরোদীয়া এবং আরও দুই একজন শিল্প উচ্চ বিপণ পরিচয় হইয়াছে। বর্তমান ভারত সরকার উচ্চ বিপণের যাতায়াত স্বব্যবস্থার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ যে, সেজন্য বিদেশের যাত্রার খরচ বিক্রেতাই বহন করিবেন। আরো জানা গিয়াছে যে, প্রায় তিন মাস স্থায়ী পরিদর্শনের পর উক্ত বিপণ-এজেন্ট সরকারের নিকট ভারতের শিল্পোন্নতিকল্পে তাঁহাদের সুপারিশ পেশ করিবেন।

শিল্প সমিতি গঠিত—ভারতে শিল্পকুলের জন্য উপযুক্ত অস্ত্র ভারত সরকার ২৫টী বিভিন্ন শিল্প সমিতি (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্যাসেল) গঠন করিয়াছেন। নীচে প্রকাশ্যমান মন্ত্র ২৩টী সমিতির নাম দেওয়া গেল :—

(১, ২) লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে ২টী—তার পরবর্তী বিষয়গুলো ও রড গালানো আলাদার যায়। (৩) মূল ধাতবের শিল্প—তার ইত্যাদি। (৪) কাগজ, মণ্ড ইত্যাদি শিল্প—মিঃ এস এস মহিষের আছেন। (৫) সিমি-মুক্তাদার শিল্প—ইত্যাদি। (৬) মুক্তবীর বাবু ও মৃৎশিল্প—মিঃ এস কি ভাদর। (৭) সাবান ও তৈল শিল্প—মিঃ পি এ সাহিবেল-ভাসান। (৮) রং ও বার্নিশ শিল্প—মিঃ ডি ডি ঘোষ-মাহারী। (৯) বিদ্যুৎ-বাসায়নিক শিল্প—ডাঃ এস পি মোখ। (১০) রেশম—মিঃ এস রামাচার্য। (১১) চামড়া শিল্প—মিঃ কবলা গণন। (১২) কোটি-ফাটী শিল্প—মিঃ এইচ কি মিত্র। (১৩) তৈরী পোষাক শিল্প—মিঃ এস ভট্টাচার্য। (১৪) লৌহ ভিন্ন অন্য ধাতু শিল্প—মিঃ এ এইচ পাত্তা। (১৫)

আর্থিক জগতের বার্ষিক সংখ্যা

আগামী মে মাসে আর্থিক জগতের একটী বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এ সংখ্যায় কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায় প্রভৃতি সম্পর্কে ও অন্যান্য সমাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক বিষয়ে লেখকদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধ আগামী ১৫শে এপ্রিলের মধ্যে আর্থিক জগতের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

জয় পরাজয়

—নির্ভর করে
স্নায়ুশক্তির উপরে

কারণ—প্রচুর লালসোপকরণ
কৌশলী সেনাপতি
সুদৃঢ় রাষ্ট্রপতিই
যথেষ্ট নয়—

সকল সার্থক সংগ্রামে প্রয়োজন
দৃঢ়তী সেনাবাহিনী
অমলীন স্নায়ুশক্তি।

স্নায়ুশক্তির কর্মক্ষমতা
ও পুনরুজ্জীবনে

মল্ট-ইষ্টন

অমোঘ টনিক

ম্যালেরিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে
স্নায়ু-দৌর্বল্যে এবং ক্লান্তিজাত
ক্ষীণতা ও অসুখের অবস্থায়
বিশেষ ব্যবস্থেয়

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

ফ্রেজিয়ার—ব্যাঙ্ক সাধারণ বি এল পাশ। (১৬) ইন্ডাস্ট্রিয়াল নিয়ে—ডাঃ যোগেশচন্দ্র রায়। (১৭) ব্যাঙ্ক ব্যাবসায়িক নিয়ে—কর্ণেল ডাঃ আর এন চোপরা। (১৮) ঔষধ নিয়ে—ডিঃ আই বি আসাইন। (১৯) পশুপক্ষী নিয়ে—বি আরোগ্যমল আলা বাহাদুর খান। (২০) জাহাজে বিমান নিয়ে—ডাঃ বি আসাইন। (২১) ওষধাদ্যোগ নিয়ে—ডিঃ বি এল মেহতা। (২২) মহাপাতি নিয়ে—ন্যাঃ লক্ষ্মীপতি সিংহ। (২৩) ভূমির যেমন নিয়ে—ডাঃ বাসির আহমদ। (২৪) প্রাইভেট ও সেক্রেটারিয়েট নিয়ে—ডাঃ এল মাথাই। (২৫) ব্যাঙ্ক ইন্সিটিউশন নিয়ে—ডিঃ বি এন বিশ্বাস।

জাহাজে নতুন উৎপাতঃ—সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সচিব মাননীয় আলিবুল হুল ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত ১৯৪৪ সালে জাহাজে আক্রমণের ৪৯০ খেপী পশু ধরা পড়িয়াছিল। আসল সংখ্যা উহা অপেক্ষা বেশী হইবে। গত ১৯৪৪ সালে ৫০ কোটি পশু এবং ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে ৭ কোটি পশু পশু বিশেষে ভয়ানক হইয়াছে পরিবার ন্যায় আলিবুল এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন।

নতুন নিয়ন্ত্রণ আদেশঃ—বাংলার সমর সরবরাহ বিভাগানুযায়ী বাংলার নতুন নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করিয়াছেন। উক্ত আদেশ আগামী ৫১শে এপ্রিল হইতে বলবৎ হইবে। উক্ত আদেশে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কিনা ব্যাঙ্কিংহাউসের নিকট হইতে লাইসেন্স বাতীত কেহ পাইকারীভাবে এলাকায় ২০ হাজার অধিক নতুন ব্রক-সিল কিনা ব্যবসায়ের জন্য সংগ্রহিত কোন ব্যবসায় করিতে পারিবে না। উক্ত আদেশে আরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, লাইসেন্স প্রাপ্তকর্তাকে প্রতিদিন প্রাপ্ত, বিক্রীত ও ব্যবহৃত নতুনের হিসাব রাখিতে হইবে এবং প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রাপ্ত ও বিক্রীত নতুনের হিসাব কিনা ব্যাঙ্কিংহাউসে দিতে বাধিল করিতে হইবে। কলিকাতা ও বিমানন্দ ব্যতীত বাংলার সর্বত্র এই আদেশ প্রযোজ্য।

নতুন সমবায় আন্দোলনঃ—বাংলা সরকারের ৩১শে মার্চ তারিখে প্রকাশিত এক সংবাদে দেখা যায় যে, খাদ্য ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাব ও দুর্মূল্যতা, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ হ্রাস, পাটের বাজারের বন্ধ গতি, ঋণ ও বন্যা, উক্ত মূল্য সংক্রান্ত বিক্রয়োপযোগী দ্রব্যের অসমান বন্টন প্রভৃতির অতি অল্প প্রভৃতি কারণের জন্য গত বৎসর সমবায় সমিতিগুলি সুষ্ঠুভাবে তাহাদের পাওনা টাকা আদায় করিতে পারে নাই। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির বশে সমবায় আন্দোলন প্রসারের প্রয়োজনীয়তা দেখা যাওয়ায় এই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং সহরে অবস্থিত কতিপয় বিশিষ্ট ব্যাঙ্কের অবশ্য ব্যবস্থাবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাবাদি সমবায়ে সচিবের নিকট প্রেরণ সমবায় আন্দোলন ঘুনিয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য সময়ে সর্বশ্রেণীর সমবায় সমিতিগুলির মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫১,৫০৭টি হয় কিন্তু সভ্যের মোট সংখ্যা হ্রাস পাইয়া মোট ১৪,০৮,৬৭৩ জনের স্থলে ১৪,০১,৭৫৫ জন হয়। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ১২১টির স্থানে ১১৯টী হয়। আলোচ্য সময়কার এই প্রদেশের হস্তান্তরিত বাঁধ-নিয়ন্ত্রণ উন্নয়নকল্পে ১,০৫,৪২৮ টাকা বরাদ্দ করেন। এই টাকার মধ্যে ১৮,৮৩৬ টাকা সমবায় বিভাগের জন্য বরাদ্দ করা হয়।

রেঙ্গুনের চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি—বাংলা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, চাউলের সরকারী সংগ্রহের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় কলিকাতায় ও বিমানন্দে রেঙ্গুনের বরাদ্দ চাউল যথাযথ নজর হইবে। পর্যায়ক্রমে এক জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি আধার সাপ্তাহিক বরাদ্দ মোট ৪ সের বাজপরের মধ্যে ৩ সের পর্যন্ত চাউল পাইতে পারে, বাকী অংশ আধার আটা বা অন্যান্য দ্রব্য দিয়া পুরাইতে হয়। ৯ই এপ্রিল হইতে উক্ত মোট বরাদ্দ ৪ সের বাজপরের বরাদ্দ অংশ হিসাবেই চাউল দেওয়া যাইতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ ইহাও জানাইয়াছেন যে, সরবরাহ দ্রব্যের অনুপাত বদলাইয়া দেওয়া হইবে। মোট বরাদ্দ ৪ সের বাজপরের মধ্যে ৩ সের পর্যন্ত চাউল দেওয়া যাইবে, কিন্তু সবক্ষেত্রেই চাউলের দ্রব্য নির্দেশ হইলে আগে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সোয়াই পার্সেন্টের মূল্য বৃদ্ধি—ভারত সরকারের রেল বোর্ডে আসা বিভাগে যে, আন্তর্রাজ্যীয় সোয়াই পার্সেন্টের মূল্যের হার ৪০ ডোলা ও তাহার কম পরিমাণের জন্য হয় আনা হইল। তার পর প্রতি ৪০ ডোলার জন্য হয় আনা হিসাবে মূল্য দিতে হইবে। সিংহলে প্রেরিত সোয়াই পার্সেন্টের মূল্যের হার প্রথম ৪০ তিলা তাহার কম পরিমাণ ডোলার জন্য বয় আনা এবং তদুপরি প্রতি ৪০ ডোলার জন্য বয় আনা ধার্য হইল। এই আদেশ ১লা এপ্রিল ১৯৪৫ হইতে কার্যকরী হইয়াছে।

অফিসের সরঞ্জাম

- বই বাঁধাই
- সিলিং স্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এমবসিং মেশিন
- পিতল ব্যাজ
- সেল, সীল
- টোকেন্ ও চেক্
- লেদের ও অন্যান্য কাজ-সিং
- ডিজে-করা ব্যাজ
- ব্যাজার নীজমোহর
- সরবরাহ সংক্রান্ত কাজ-সিল্ক
- কৃষিবর্ষের সমবায় ব্যাজাদি
- সিল্ক মেডালের তৈরি বিভিন্নরূপ

● ব্যাঙ্কার্স এবং বিভিন্নরূপ কাজ-এটি আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত করা-পত্রের প্রমাণ দেয়। তাহার অর্ডার দিন।

ন্যাশনাল
১—৯, সিনেমা রো, কলিকাতা।
ফোন : বি বি ১১৩০

ইণ্ডিয়ান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, নারকেল বেঙ্গল, কলিকাতা।

রিজার্ভ-এর
সুবিধাযুক্ত সমবায় প্রতিষ্ঠান।

সমস্ত মর্তে টাকা কর্জ দেওয়া এবং বিল ডিস্কাউন্ট করা হয়।

বিভিন্ন ডিপোজিট এবং চলতি আকাউন্টের উপর সুদের হার লাভজনক।

ব্যাঙ্কের "হাউজ-টু-হাউজ কালেক্শন"-এর জন্য আবেদন করুন।

ব্রাঞ্চসমূহ—
বোম্বে, লাহোর, দীঘিরপাড়, নবদ্বীপ, বড়বাজার, চাইবাসা, চক্রধরপুর, নর্থ কলিকাতা, রাজপুর, আজারিয়া, গৌহাটী, গোপালপুর, রাজারপথর, মধ্যবন্দর, সম্বলপুর (আসাম) ও বালিয়া।

আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

চেকের অভ্যাস

সকল রকম অভ্যাস অপেক্ষা অধিক লাভজনক

আজই হোক বা কালই হোক এরূপ অভ্যাসদ্বারা আপনার জীবন পরিচালিত করিতেই হইবে। সুতরাং আপনার সঞ্চিত অর্থ খুব অল্পই হউক আর বেশীই হউক, আজই এই অভ্যাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজন চেকের সাহায্যে সুরু করুন।

ক্যালকাটা
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড্

১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বি এন, বসু
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বে, এন, সেন, বি-এ, এল্ আর-ই-এস্
(লণ্ডন) জেনারেল ম্যানেজার।

Gram : Centrobnk Post Box No.328

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

সমস্ত ডিরেক্টরবর্গ কর্তৃক পরিচালিত

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :
বি এন বি বিশ্বাস

ইহা ঘোষণা মাত্র, প্রস্‌পেক্টাস নহে

যাহারা অংশী ইক্ত কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের নিকট প্রস্‌পেক্টাসের এক খণ্ড নকল দাখিল করা হইয়াছে।

গ্রেট ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী লিঃ

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুযায়ী একটী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে সংবিধিবদ্ধ)

পূর্ব্ব হইতে কোন প্রকার নোটিশ না দিয়া ডিরেক্টরবর্গ সাবস্ক্রিপসন লিষ্ট বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

অনুমোদিত মূলধন—৫,০০,০০,০০০৲ (পাঁচ কোটী টাকা)

প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা করিয়া ৪০,০০,০০০টি অর্ডিনারী শেয়ার এবং প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা করিয়া শতকরা ৬৲ টাকা হারের ১,০০,০০০টি কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত।

বর্ত্তমানে বিক্রয়ের শেয়ার

প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা করিয়া শতকরা ৬৲ টাকা হারের ৯০,০০০টি কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার—৯০ লক্ষ টাকা।
প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা করিয়া ৮,০০,০০০টি অর্ডিনারী শেয়ার— ৮০ লক্ষ টাকা।

শেয়ারের টাকা এইভাবে আদায় দিতে হইবে :—

অর্ডিনারী শেয়ারের জন্য বরখাস্তের সঙ্গে ২৷০ টাকা, বিলির পর ১৷৮ টাকা এবং বাকী ৬৲ টাকা প্রয়োজ মাসে ৩৷৮ টাকা করিয়া দুইটী সমান কিস্তিতে অদ্যূন দুই মাসের ব্যবধানে আদায় দিতে হইবে। প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য বরখাস্তের সঙ্গে ১৫৲ টাকা ও বিলির পর ৭৫৲ টাকা। উপরোক্ত শেয়ারসমূহের মধ্যে ২,০০,০০০টি অর্ডিনারী শেয়ার ডিরেক্টরবর্গ এবং তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবগণ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে উহা বিলি করা হইয়াছে।

ডিরেক্টরবর্গ

মিঃ আলামোহন দাস
দাসমন্স, কলিকাতা।

ডিরেক্টর : আসাম ভূই বিলস্ লিঃ
দি ইণ্ডিয়া রেসিডারী কোং লিঃ
বাঙ্গলা ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
বাস ব্যাঙ্ক লিঃ প্রভৃতি
ডেপুটেশন।

মিঃ সূর্য্যকুমার বসু
ব্যারিষ্টার।

ডিরেক্টর : ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ
ও ভূমিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

মিঃ আনন্দমোহন সোমার
ব্যারিষ্টার ও স্থানীয় বরাজন সভার
প্রেসিডেন্ট, নারায়ণগঞ্জ।

মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু
ভূপেন্দ্রনাথ বসু এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

মিঃ মহেন্দ্রলাল দত্ত
টি ও শেয়ার ব্রোকার, কলিকাতা।

মিঃ প্রভাতকুমার সরকার
ব্যারিষ্টার, কলিকাতা।

মিঃ নিশিরকুমার দাস
ডিরেক্টর : দাস কুমার কর্পোরেশন লিঃ
বাঙ্গলা ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
বাস ব্যাঙ্ক লিঃ প্রভৃতি
বাসমন্স, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কার্স

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
ভূমিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
বাস ব্যাঙ্ক লিঃ

অডিটার্স

জে মেস এণ্ড কোং
ইনকর্পোরেটেড একাউন্ট্যান্টস্ এবং
রেজিষ্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্।
৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রোকার্স

ভূপেন্দ্র বসুমল্লিক এণ্ড কোং
টি এণ্ড শেয়ার ব্রোকার্স
৮, ক্লাইভ ঘাটলেন্স রোড, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড অফিস

২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য

প্রধানতঃ বাষ্পচালিত জাহাজ ও অন্যান্য জলযান, লোহা, কাঠ এবং লাইটার ভাড়া দেওয়া, নির্ম্মাণ করিয়া এবং ক্রয় করিয়া ঐসমস্ত যানাদি, যন্ত্রপাতি, ডাক ও পণ্যদ্রব্য বহন করার কার্য্যে নিযুক্ত করার এবং জল, স্থল এবং মুক্তসমুদ্রে যাত্রা করিবার জন্য এবং যেখানেসেখানে যন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে।

বিধিনিষেধ

যে সমস্ত শেয়ারের উপর কোম্পানীর "লিয়েন" আছে সেই সমস্ত শেয়ারের হস্তান্তর রেজিষ্ট্রারী করিতে এবং যে সমস্ত শেয়ারের মূল্য টাকা আদায় দেওয়া হয় নাই, সেই সব শেয়ার যদি এমন লোকের নিকট হস্তান্তর করিতে হয় যাহাদিগকে কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ অনুমোদন করেন না, তবে এমন শেয়ারের হস্তান্তর রেজিষ্ট্রারী করিতে ডিরেক্টরবর্গ অস্বীকার করিতে পারেন এবং যদি কোন শেয়ারের বিরুদ্ধে কোন শেয়ার আদায়ের টাকা পাওনা থাকে, তবে তিনি তাহা দিতে না পারিলে তিনি ঐ শেয়ার বাজে করিতে পারিবেন না এবং তাঁহাকে 'শেয়ারার' গণনা করা হইবে না।

দলিলপত্রাদি

কোম্পানীর দলিলপত্রাদি রেজিষ্টার্ড অফিসে দেখা যাইতে পারে।

আবেদনপত্র

কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস হইতে অথবা ব্রোকারদের নিকট হইতে অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারদের যে কোন শাখা হইতে শেয়ারের জন্য আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে। বরাদ্দের সঙ্গে দেয় টাকা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারদের যে কোন শাখার এবং ব্রোকারদের নিকট জমা দেওয়া যাইতে পারে এবং ঐভাবে টাকা জমা দিলে ব্যাঙ্কার বা ব্রোকারদের রসিদ বরাদ্দের সহিত পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজিং এজেন্টস :

Phone : CAL. 3335
(Three lines)

দাস ব্রাদার্স

২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

—"MARVELLOUS"
—"SHAHAWK"

পুস্তিকায় অধিকন্তু ছাড়া মূলধনের যে অংশ তালভাবে খাটান করা যাইবে না বলিয়া কোম্পানীর সংঘবিধি মতে কতকগুলি সিদ্ধিসাপেক্ষে পরিচালকদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হইবে, কোনসময় এই সর্ত্তেই কোম্পানীর সংঘবিধি এই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। সিদ্ধিসাপেক্ষে সর্ত্তাধীন টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করার সময় কোম্পানীর সংঘবিধি (কোন কোম্পানীর প্রসপেক্টাস বাহির হইবার পূর্ব্বে সাধারণ পাঠকদিগের সুবিধার জন্য কোম্পানী আইনের যে সমস্ত ধারা অনুযায়ী প্রসপেক্টাসে কতকগুলি বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে হয় তাহাকে কোম্পানীর সংঘবিধি বলে।) বিক্রয়ের বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, উক্ত টাকা তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে কি না এবং এই সময়ে প্রস্তাবিত যে কোন বিস্তারমূলক বিধিব্যবস্থার সহিত সমতা রাখে এমন কোন উদ্দেশ্যেই টাকা তুলিয়া লওয়া হইতেছে কি না এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে অথবা উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত পরিচালকগণ আরও দেখিতেছেন যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা অংশী সাধারণ এতদর্থে প্রস্তাবিত কোন পরিবর্দ্ধনার আর্থিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা বিধিবিধির ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৩৩ সালের কার্য্যবিবরণী

আমরা বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের গত ১৯৩৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরের বৃটিশ কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। ইহা ব্যাঙ্কের অষ্টবিংশতি বার্ষিক রিপোর্ট। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরের পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সকল দিক দিয়াই ব্যাঙ্কের উন্নতি-সংসাধন হইতে পারিয়াছে। আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৯০ লক্ষ ১১ হাজার ৩০৯ টাকায়, মজুদ তহবিলের পরিমাণ ৭ লক্ষ টাকায় এবং আদায়ীকৃত আমানতী টাকার পরিমাণ ৫ কোটি ৭৬ লক্ষ ২৩ হাজার ৫১৪ টাকায় পরিণত হইয়াছে। ঐ বৎসর মধ্যে প্রতিষ্ঠানটী মোট মজুদ টাকা, সাময়িকীর হিসাবে মজুদ টাকা ও অন্যান্য তহবিল লইয়া বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের মোট কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৩৪ টাকা।

ব্যাঙ্কের কার্য্য-নীতি সম্বন্ধালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের হাতের নগদ, অল্প নোটিশে আদায়যোগ্য টাকা, বর্ণ ইত্যাদি লইয়া মোট ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৯৮ টাকা মজুদ ছিল। ইহা ছাড়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর ব্যাঙ্কার, বিভিন্নবিদ্যালয় ও মোট ৯টি ব্রাঞ্চে ডিপোজিট এবং মৌল কোম্পানীর সেভিংস ও ডিপোজিটে ৩ কোটি ১০ লক্ষ ১৯ হাজার ৭১ টাকা খাটি অবস্থায় ছিল। বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের অন্যান্য টাকা হাওনোট, অন্যান্যব্যাঙ্কে, বাণ্ডীবিল, আদায়যোগ্য, পাওনা বিল ইত্যাদিতে জমা ছিল। এই হিসাব দৃষ্টে দেখা যায় যে, ব্যাঙ্কের টাকা কেবল যে নিরাপদভাবে রাখা হইয়াছে এমন নহে, ইহার অধিকাংশ টাকা নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের নিজস্ব ব্যবসায়ের মধ্যে ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৩৩ টাকা লাভ হইয়াছে। ইহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের লাভের জের ১৩৯৯০ টাকা যোগ দিয়া যে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ১২১ টাকা দাঁড়াইয়াছে তাহা হইতে ১ লক্ষ টাকা মজুদ তহবিলে জমা করা হইয়াছে এবং বাকী টাকা হইতে অংশীদারগণকে শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বাঙ্গালার প্রাচীনতম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। দূরদর্শী পরিচালনা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সততা ইত্যাদি সকল দিক হইতেই এই ব্যাঙ্কটী বর্ত্তমানে একটী আদর্শ ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইহা যে ব্যবসায় ও ব্যবসায়ী মহলে সর্ব্বত্র জনপ্রিয়তার দাবী অর্জ্জন করিয়া চলে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এরূপ আমরা ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং মেম্বরগণের নিকট যে সি বাঙ্গালে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ব্যাঙ্কের সভাপতি হিসাবে তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মূল্যবান হইল। ইহা হইতে পাঠকবর্গ ব্যাঙ্কটীর উন্নতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা সহজে করিতে পারিবেন।

গ্রেট ইষ্টার্ণ ইন্স মেডিসেনাল কোং লিঃ

অত্যন্ত গ্রেট ইষ্টার্ণ ইন্স মেডিসেনাল কোম্পানী সম্প্রতি একটী ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই নূতন কোম্পানীটীর অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা। ইহা ১০ টাকা মূল্যের ১০ লক্ষ অগ্রাধিকার শেয়ার ও ১০০ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ডিফারেন্সিয়াল শেয়ারে (অগ্রের হার শতকরা ৬ টাকা) বিভক্ত। বর্ত্তমানে ৫০ হাজার ডিফারেন্সিয়াল শেয়ার ও ৮ লক্ষ অগ্রাধিকার শেয়ার (তন্মধ্যে অগ্রের ২ লক্ষ শেয়ার কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবেরা গ্রহণ করিয়াছেন) বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে।

কার্য্যকরী মূলধন পরিচালনার উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্ণিত কোম্পানীটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এরূপ এই শ্রেণীর কারবারের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। মিঃ আলামোহন দাস, মিঃ সুধাসুধার বসু ও মিঃ আশুতোষ লোহার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের দিয়া এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই স্বনী ব্যবসায়ীরূপে দেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। আমরা ইহাদের পরিচালনায় গ্রেট ইষ্টার্ণ ইন্স মেডিসেনাল কোম্পানীটী কারবারী ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়া অধিকতর লাভজনক মুনাফা প্রদর্শিত সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করিতে পারি। এরূপের সম্ভাবিত লোকেরা এইরূপ একটী কোম্পানীর শেয়ার বিশিষ্ট দেখের বিশেষত্বটির দিক ও বিক্রেতের আর্থিকসুবিধার দিক প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ক্রয় করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই।

রাজশাহী ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ

গত ২৭শে এপ্রিল ৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে উক্ত ব্যাঙ্কের অফিসগুলি শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন সকাল ৯টার সময় উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস কে ঘোষ, এম-এ, বি-এল মহাশয় কয়েকজন বন্ধুবান্ধব, হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তির সমক্ষে ব্যাঙ্কটীর শাখা খোলা হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। মিঃ ঘোষের একটী একাউণ্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কটীর কাজ আরম্ভ হয়। অবশ্য উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যেও কেহ কেহ ঐ ব্যাঙ্কে একাউণ্ট খোলেন। এই ব্যাঙ্কটী ১৯৩৮ সালে স্থাপিত হয়। উদ্বোধন উপলক্ষে অফিসগুলি শাখায় একেবারে মিঃ নিতাই সি চৌধুরী এম-এ, বি-এল অফিসিয়েটিংএর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন এবং ব্যাঙ্কটীর নীতি পুরাইয়া যাইবেন।

খিদিরপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩০শে মার্চ্চ সমাপ্ত ৯-৩০ মিঃ সময় উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধন শাখার উদ্বোধন মূলধন বর্দ্ধনোদ্দেশ্যে বলে সম্পন্ন হয়। মিঃ এস আকবর, বার-এট-ল, জেলা ও সেসন জজ, মূলধন, উক্ত উপলক্ষে পৌরোহিত্য করেন। সর্ব্বশ্রেণীর লোকই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি অভ্যর্থনাবিষয়ে অভিভাষণ আনন্দাদিত করা হয়।

ইষ্ট এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল লিঃ

আমরা বেঙ্গল অব কোম্পানীর শেয়ার তালিকায় ইষ্ট এক্সচেঞ্জ-এ ক্রো-বেচা করিবার অনুমতি পাই। এই নূতন কোম্পানীর শেয়ার আদায়ী-কৃত মূলধনের পূর্ণমাণ ২০৫০ কোটী টাকার কম হইবে না। কোন ভূমিষ্ঠীয় বাজার বা বাজার অথবা এই নূতন কোম্পানীর অংশীদারগণ ইহা-মুখাপী শেয়ার বিক্রয় করিতে পারেন না এবং কোম্পানীর অধিকৃত অন্য মতে করিয়া বাহারা মুনাফার কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিবে ইহা অবশ্য উল্লেখযোগ্য শেয়ার ক্রয় করিবার কোন সুবিধা নাই।

আমরা আশিষ্ট হইলাম যে, এখানকার এই নব শেয়ারের ক্রো-বেচা করিবার জন্য ইষ্ট এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল লিঃ বাণিজ্য-অধিবার আয়োজন করিয়াছে। আগামী ১লা বৈশাখ ১৩৪১ হইতে বাজার ইহাতে এই ইষ্ট এক্সচেঞ্জ-এর ক্রো-বেচাকার সম্পন্ন হইবে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি-সাধনে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের এরূপ-ভাবে সাফল্য কামনা করিতেছি।

যুক্তম খৌথ কোম্পানী

বঙ্গলক্ষ্মী ব্রেডিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস্ বেঙ্গল বঙ্গলক্ষ্মী লিঃ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কোল, কোর্ট, বোম্বাই (১)। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। রেডিওর ব্যবসা।

আর্য্য সিনেমেটী কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি কি কি ইত্যাদি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। সিনেমেটার ব্যবসা।

সি এস বাগচি এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সি এস বাগচী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৯, নন্দ কুমার লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। বাণিজ্যিক ব্যবসা।

এ কে সরকার (মিজাম) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এস সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। বাড়ী নির্ম্মাণ।

ক্যালকাটা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল (১৯৪৪) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কি ইত্যাদি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসার ব্যবসা।

রোজলক্ষ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এস সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮বি, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ফটোগ্রাফির ব্যবসা।

ইষ্টার্ণ ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এস সে। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২, নবকৃষ্ণ লেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কিং ব্যবসা।

ব্যানার্জ্জী, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি কোম্পানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩৩ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। কার্টের ও আসবাবপত্রের ব্যবসা।

বিদ্যাসাগর ফেডিক্যাল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ কে ব্যানার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক হাজার টাকা। ঔষধের ব্যবসা।

বিদ্যাসাগর ইন্ডাষ্ট্রিয়াল লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ কে ব্যানার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। মোটর বাস্ সার্ভিস ইত্যাদি।

ইষ্ট এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি ব্যানার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১, বাটলাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন এক হাজার টাকা। ষ্টক ও শেয়ার।

এক্সচেঞ্জ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এস ব্যানার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১, নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

টেলিগ্রাম—"আর্থিক বাঙ্ক" ফোন নং বেঙ্গ—৬৪৩

প্রতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীযুক্তেশ্বর বাগচী

কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। ব্যবসাদারীর একেন্ট।

ডাঃ জোসরাজ লেবরেটরী লিঃ—ডিরেক্টর ডিঃ এম এল ভট্টাচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫০, ষ্ট্রীক রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। ঔষধের ব্যবসা।

ডেল্টা ইণ্ডিজিনারিং ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর ডিঃ এম এল ভাদুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪৪, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৪ লক্ষ টাকা। লোহা, ইস্পাতের ব্যবসা।

আহমদ ব্রাদার্সবাহক লিঃ—ডিরেক্টর ডিঃ বে সি বাদবজ্ঞ। রেজিষ্টার্ড অফিস—২, আলবার্ট রোডার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। আয়ুর্ব্বেদীয়, এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কারখানা।

ষ্টার এণ্ড আমেল এক্সপোর্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর ডিঃ বি এল সাহানায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, রামমুহার বক্সির লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। দালালি ও লাইসেন্স ব্যবসা।

ষ্টেট সি পেপার কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর ডিঃ বি এল সাহানায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, রামমুহার বক্সির লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। দালালি ও লাইসেন্স ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ওরিয়েন্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩০শে জুনের পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪০ আনা। পূর্ণ ছয় মাসে এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল এক টাকা। হিন্দিয়োপ্যারী মিলস্ লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। পূর্ণ বৎসরে প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৫৲ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। ভাসনল ব্রাদার্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৯০৲ টাকা। পূর্ণ বৎসরের লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৫৲ টাকা। অরেন্টী মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৫৲ টাকা। পূর্ণ বৎসরে প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৫৲ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। ওয়ালফোর্ড ষ্টীমশিপ কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪৫৲ টাকা। পূর্ব্ববৎসরে শতকরা প্রতি শেয়ারে ১০৲ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। বলন্ত মিলস্ লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা।

W. D. & H. O. WILLS. BRISTOL & LONDON.

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৯ই এপ্রিল—গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া টাকার বাজার ক্রমেই ঢিলেঢালা হইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মতো শেয়ার-বাজারেও পরিস্থিতি সন্তোষজনক। ১- আনা ও বোম্বাইয়ে সওয়া ১- আনা পর্যন্ত নামে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আশিলরক্ষক ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানতের হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইলেও আশিলের টাকার বাজারে উহার বিশেষ কোন প্রভাব লক্ষিত হয় নাই। এখনকি কোম্পানীর কাগজের ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকেও কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। আশা করা বিধিসঙ্গত যে, অতিরিক্ত পরিমাণে ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইলে টাকার বাজারের মন্দার ভাবের হইবে, কিন্তু তাহারও কোন লক্ষণ নাই। বিনিময়ের বাজারেও কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই।

গত সপ্তাহের তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের আবেদনের পরিমাণের উল্লেখযোগ্য অবনতি লক্ষিত হয়। ফলতঃ মূল্যের হার কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছে। গত ৩রা এপ্রিল তারিখ সরকার কর্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট আবেদনের পরিমাণ হইয়াছিল মোট ৬ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৯৯৸৵৩ মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৸৵৬ মূল্যে শতকরা প্রায় ৪২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা মূল্যের হার শতকরা বার্ষিক ১/৭ পাই দাঁড়া হইয়াছে।

আগামী ১০ই এপ্রিল মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ১৪ই এপ্রিল শনিবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত সরকার কর্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। বাবদের আবেদন গৃহীত হইবে কার্য্যদিবসে আগামী ১৬ই এপ্রিল শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ৩১শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে আয়কর সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইচ্ছা বিভাগের সপক্ষে মোট ৩ কোটি ১২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করিয়াছেন।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিগ্রাফিক (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৯৷৷ পেঃ
ঐ বর্ম্মী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ ৬৷৷, পেঃ
ডি এ চার মাস (,,)	১ শিঃ ৬৷৷, পেঃ
ফরাসী (প্রতিফ্রাঙ্ক)	৩৯৸৵৩

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৩শে মার্চ্চের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৩৯১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই নোটের পরিমাণ ছিল ১৩৯১ কোটি ১৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। গত ২৩শে মার্চ্চ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১১ কোটি ৪১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ও ২২১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

ইন্ডিয়েন্সের বর্ত্তমান মূল পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া অনেকেই এই আশা পোষণ করিতেছেন যে, হয়তো বা এই বছরের মধ্যেই আমাদীর সপ্তমের সুদ শতে মূল দেয় হইয়া যাইবে। এই আশু মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনায় অদ্যই কলিকাতার শেয়ার-বাজারে এই সপ্তাহে সরকারী নিরপত্তাবলম্বনে মনোভাব লক্ষ্যণীয় হয় এবং প্রায় সমস্ত শেয়ারসমূহের দরেরই অল্প পরিমাণে হ্রাস পায়। সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত জার্মানীর অনাক্রমণ চুক্তি এবং ইহার ফলশ্রুতিতে সম্ভাব্য ভবিষ্যতে সম্ভাব্য হইবে, সেজন্য বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাগণের মধ্যে এইরূপ মনোভাবের সঞ্চারিত হওয়ার ফলে ক্রেতাগণের মধ্যে এবার অধিকতর সতর্কতা লক্ষিত হয় এবং উহার ফলে সপ্তাহের অধিকাংশ দিনই কলিকাতার শেয়ার বাজারে মাঝারারি রকমের বিক্রি-কিনি হইলেও সপ্তাহের ব্যবসায় এবং শেষ ভাগে কেনা-বেচার পরিমাণ একেবারেই নীরানন্দ হয় এবং প্রায় অধিকাংশ শেয়ারেরই মূল্যের সামান্য হ্রাস পায়।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও অনুরূপসমূহের মূল্যের দিক হইতে লক্ষ্যণীয় পরিবর্ত্তন হইলেও কোম্পানীর কাগজ ও অনুরূপসমূহের বিক্রি-কিনি একেবারেই নীরানন্দ থাকে। আলোচ্য সপ্তাহে সর্ব্বসমেত ৩০ টাকা মূল্যের কোম্পানীর কাগজ ৯৯৸৵৩ আনা সপ্তাহ হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী অনুরূপসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা মূল্যের তিনটী মোট (১৯৪৭) ৯৯৸৵৩ আনায়, ৩৲ টাকা মূল্যের অনুরূপ (১৯৪৮-৫০) ১১২৸৵৩ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রিকিনি হইয়াছে। প্রাদেশিক অনুরূপসমূহের আলোচ্য সপ্তাহে কোন বিক্রি-কিনি হয় নাই।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের শেয়ারে অবনতির ভাবই পরিলক্ষিত হয় এবং বিক্রি-কিনির আবেগটা নীরানন্দ থাকে। মিঠ ভিক্টোরিয়া ৭৲ টাকা, কাপড়ের টেক্সটাইলস্ ১২৸৵- আনা, এলবিন ৪৭৲ ছিলম ৪৯৸৵ আনা এবং কেশোরাম ১৬৸৵ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রি-কিনি হইয়াছে।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার শেয়ারসমূহে সপ্তাহের প্রথম এবং মধ্যভাগে কেনা-বেচা মাঝারারি রকমের হইলেও সপ্তাহের শেষ ভাগে বিক্রি-কিনি খুবই নীরানন্দ হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও লক্ষ্যণীয় অবনতি ঘটে।

আলোচ্য সপ্তাহে বরাকর ৩০৸৵৩ আনা, আসানসোল ১১৷৷ আনা, রাণীগঞ্জ ৩৬৸৵৩ আনা, ইন্ডিয়েন্স ৩৩৸৵ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল।

ইস্পাত—এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারে আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রি-কিনি একেবারেই নীরানন্দ থাকে এবং মূল্যের দিক হইতেও যথেষ্ট অবনতি পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে এসোসিয়েটেড ষ্টিলের ৩৩৸৵, টাকা, আসানসোল ৬৮৸৵, টাকা, লোহারা ১৫৸৵, টাকা, হাজরা ৩৭৷৷ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ার-বাজারেই স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ইন্ডিয়ান আয়রন ৩৯৲ টাকা, মিঠ কর্পোরেশন ৩৪৸৵- আনা, জেসপ ২৩৸৵- আনা পর্য্যন্ত বিক্রি-কিনি হইয়াছে।

জিনিস কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারের বিক্রি-কিনি খুবই নীরানন্দ হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও অবনতির ভাব দৃষ্ট হয়। বেলঘরিয়া ১৪৫৸৵ আনা, হাওড়ার ফোর্জ ১৩৲ টাকা, ফেক এণ্ড ফোং মিঃ ২৩৸৵ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারের চাহিদা এবং মূল্যের অবনতি ঘটে। আলোচ্য সপ্তাহে ভেরীয়া ১৯৷৷ আনা, ইষ্ট ইন্ডিয়া ১৭৸৵- আনা এবং বিশ্বনাথ ৪৯৷৷ আনা পর্য্যন্ত বিক্রি-কিনি হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজার মোটা ছিল। পাইকারী ক্রেতাদের বাজারে মোটামোটা লক্ষিত হয়। পাট ফিউচারের পাট ধরিয়া তাহার মনোভাবের এবং ফড়াদালালের অধিক উৎপাদনে মোটা না হওয়ায়

ফলে পাইকার প্রথা আরও প্রবল হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে খুচরা মূল্যের তুলনায় দেশী পাট কিছুটা হইলেও কলিকাতায় পাটের মূল্য অবনতি পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ বন্দরসমূহে দেশী পাটের চাহিদা। দেশীগুলিতে পাটের সচ্ছলতা-পূর্ণ স্তরে স্তরে পাট পাট রহিয়াছে। ফলতঃ কলিকাতার বাজারের হিসেব সপ্তাহান্তে না পাইলেও সে সব বাজারে পাটের মূল্য প্রায়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। বৃষ্টি আশানুরূপ না হওয়াতেও বন্দরসমূহের মজুতদারগণ অধিক মূল্যের আশায় বর্তমানে পাট ছাড়িতেছে না। মফঃস্বলের এই অল্পবর্তমান পাট মূল্য দেখিয়া মনে হয় পাট সরকারের সম্প্রতি পাটচাষ নীতি কার্যে পরিণত হইবে না। এমন কথা বাইতেছে যে, আগামী বৎসরের জন্য পাট বপনের ক্ষেত্রে দেশী জমী চাষ করা হইতেছে। ফলতঃ আবহাওয়ার উন্নতি হইলে আগামী বৎসর অধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন আশা করা যায়। পণ্য-মূল্যে অবনতির অজুহাত আগামী বৎসর পাট চাষ বেশী হইতে পারে। পাট বীজের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। রাবিবার দেশী অপেক্ষা পাট চাষ করিতে চায়—এই কারণ হইতে বিরত হইতে বীজ আবশ্যকীয় অনুপাতে আমদানি করেন। বৃষ্টির অভাবের কারণ বর্তমানে পাট মূল্য অস্থির হইয়াছে।

বর্তমান বৎসরের শেষভাগ পর্যন্ত কেন্দ্রিফাগী পাইবার সূত্রে ৩৫টি চেরা অর্ডার ছিল। কিন্তু কলকারখানার ঐ তারিখ অনুযায়ী কাজ করিতে বিশেষ উৎসাহ দেখান যাই। অনেক তারিখও অর্ডার ছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকা হইতে তারিখ থাকা সত্ত্বেও কলকারখানাগুলি সুবিধাজনক মূল্যের অভাবে বোনাস বিক্রয় বিশেষ বাড়ী হয় নাই।

বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগ জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালে মোট ২০ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪ গাঁট ৪৪ একর জমিতে প্রতি বেলে ৩০০ পাউণ্ড হিসাবে মোট ৫৪ লক্ষ ৯৩ হাজার ২ গাঁট ১৪ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে সারাক্ষণই ভাব আলোচ্য সপ্তাহে হইয়াছে। টাইরোলীয় বেল-মজুত বিক্রয় ও ক্রয় বন্দরে ১৬৮০ আনা ও ১৭৯০ আনা মণে বিক্রয় হইয়াছে। দেশী শ্রেণীর পাটের মূল্য মণপ্রতি ।০ আনা বেশী ছিল। মুনাফাখোরদের ভাব ফোরা ১৬৮০ আনা ও ১৭৯০ মণপ্রতি বিক্রীত হইয়াছে। ১৩৲ টাকা মণে মুনাফাখোরদের ভাব ফৌরশ্রেণীর পাটের মণকে পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হয়। নতুন পাট ইটরোলীয় বিক্রয় ও ক্রয় বন্দরে ১২৲ টাকা ও ১৩৲ টাকা মণদরে বিক্রয় হয়।

পাকা বেল বিক্রয়ে ১৬৲ টাকা মণে হিসেব ফোরা লাইটলি কিছু বিক্রয় হয়। হিসেবমত, ফোরা ও ফাইন চাকা অন্যান্য শ্রেণীর মূল্য মণকে প্রথা অধিক হয়।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৯ই এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে ফোরাইয়ের তুলার বাজারে মন্দা সপ্তাহের। তুলনায় মোটের উপর অবস্থার ভাবই পরিলক্ষিত হয়। পত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম-ভাগে এবং শেষ ভাগে ফোরাইয়ে তুলার বড় ক্রেতা-দারা কলিকাতা সপ্তাহের শেষ ভাগে ফোরাগণের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফলে অধিকতর চেষ্টা দেখা এবং ফোরাইয়ের তুলার ক্রয়ে অবস্থার ভাব পরিলক্ষিত হয়। পত সপ্তাহে যে সকল ফোরিলারি ফোরার মণের তুলার বড় ছিল ৪৪৯০ আনা। বর্তমানে তাহা হ্রাস পাইয়া ৪৩৯০ আনা দাঁড়াইয়াছে। ফোরাইয়ের বাজারে তুলাই যাদের ফোরিলারি ফোরার মণের তুলার বড় পত সপ্তাহে ছিল ৪৪৯০ আনা। বর্তমানে তাহা ৪৪৯৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার কাপড়ের বাজারে সর্বশ্রেণীর কাপড়ের চাহিদা অতীব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কলকারখানার পক্ষে যে কোন প্রকার কাপড় সরবরাহ করাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কাপড় কটনের ব্যবস্থায় পত সপ্তাহি ৪ দিন হাওড়ায় একেবারে বিলুপ্ত হয়া হইয়াছে বলিয়া বাজার সংবাদদাতা মন্তব্য করিয়াছেন। সপ্তাহি পুলিশ যে সকল কাপড় বাজেয়াপ্ত করিয়াছে, সেই সকল কাপড় উক্ত ডাইলি এজেন্টদিগের বিক্রয় বাকি কাপড়গুলি করা হইবে। এজন্য, ব্যাঙ্গলি এজেন্টগণ সেই সকল কাপড় অতি সত্বর বন্দরগুলি পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের সপ্তাহি অধিক পরিমাণে কাপড় বাজার সরবরাহ করিয়াছেন এবং এজিনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ১৫৭১ যেন কাপড় বাজার পৌঁছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সর্বশেষ আরি বীজই আসল কিন্তু পরিমাণ কাপড় বাজার সরবরাহ করিবেন। যাহা হউক, পুরা-পুরি ভাবে বস্ত্র বেশনিং প্রথা প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণ যে কোন প্রকার কাপড় সাহায্য পাইবেই হইবে বলিয়াই সকলের ধারণা। ব্যবসায়ী মহলও ব্যাঙ্গলি এজেন্টদের ব্যবসায় কাপড় বিক্রয় ব্যবস্থার সম্প্রতি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৯ই এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার মণে পত সপ্তাহের তুলনায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মূল্য পরিবর্তন হয় নাই। কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই সোনার মণে পত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য-সপ্তাহে সামান্য উন্নতি ভাবই পরিলক্ষিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বেশী বন্ধের মণ পরিমাণ সোনা বিক্রয় করার উহার প্রমাণস্বরূপ জানা। পত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৫ হাজার তোলা সোনা প্রতি ভরি ২৫৮০ আনা মণে বিক্রয় করিয়াছে। পত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার মণ ছিল যথাক্রমে ২৬৮০ আনা এবং ২১৮০ আনা। বর্তমানে তাহা যথাক্রমে ২৬৮০ আনা এবং ২৭৮০ দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি বস্ত্র বিনি বর্তমানে ৪০৲ টাকায় বিক্রি-কিনি হইতেছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই সোনার মণ বৃদ্ধির মণে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রূপার মণও বৃদ্ধি পায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত ৩০ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১২৮৲ টাকা মণে বিক্রয় করিয়াছে। পত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মণ ছিল যথাক্রমে ১২৮০ আনা ও ১২৪০ আনা। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৩১০ আনা এবং ১৩৪৯০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে সুপারিশ—১৯৩৪ সালের আইন আইনের ১১১ ইইতে ১২১ ধারা অধিনস্থ আপিলসমূহ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদে সেই সম্বন্ধে বিল উপস্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে পাঁচজন এই সকল ব্যাপারে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সুপারিশ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সরিষার তৈলের কল এবং ব্যবসায়ীদিগকে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা

১৯৪৪ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে যে ১৯৪৪ সালের খাদ্য তৈল নিয়ন্ত্রণাদেশ বলবৎ হইয়াছে, তাহার বিধান অনুযায়ী কলিকাতা ও হাওড়া সহরে যে সকল লোকে সর্বপ্রথম তেলের প্রস্তুতি করিয়াছে, সেই সকল লোকের সরিষার তৈলের সকল কল এবং সরিষার তৈলের পাইকারী ব্যবসায়ীদিগকে ১৯৪৫ সালের ১৭ই এপ্রিলের মধ্যে আবশ্যিক সরবরাহ বিভাগ হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে।

এই আদেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত হারের লাইসেন্স ফি ধার্য করা হইয়াছে :

কলকারখানা—প্রত্যেক বার্ষিক কল প্রতি বৎসর দুই টাকা হিসাবে লাইসেন্স ফি দিতে হইবে এবং লাইসেন্স ফির সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫০০৲ টাকার বেশী হইবে না। (লাইসেন্স ফি ধার্য করিবার সময় এক একটি এক্সপেলারকে ৩০টি বার্ষিক সমান বলিয়া গণ্য করা হইবে।)

পাইকারী ব্যবসায়ী—যে সকল ব্যবসায়ী বাৎসরে এক হাজার মণ বা তাহারও বেশী তৈল বিক্রয় করেন তাঁহাদিগকে বার্ষিক ২৫৲ টাকা হিসাবে :—

এবং

যে সকল ব্যবসায়ী বাৎসরে এক হাজার মণের কম তৈল বিক্রয় করেন তাঁহাদিগকে বার্ষিক ৫৲ টাকা হিসাবে লাইসেন্স ফি দিতে হইবে।

কলকারখানা কলকাতা হিসাবে যে লাইসেন্স লইবেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদিগকে পাইকারী ব্যবসায়ী হিসাবের লাইসেন্স লইতে হইবে; তবে পাইকারী ব্যবসায়ী হিসাবে লাইসেন্স লইতে তাঁহাদিগকে আর কোন পৃথক ফি দিতে হইবে না।

খুচরা ব্যবসায়ী—খুচরা ব্যবসায়ীদিগকে বার্ষিক ১০৲ টাকা হিসাবে লাইসেন্স ফি দিতে হইবে।

১৯৪৪ সালের ৮ই জানুয়ারী দিবা তারিখের পূর্বে হইতে যাঁহারা সরিষার তৈলের ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন, তবু যেই সকল পাইকারী এবং খুচরা ব্যবসায়ীকেই লাইসেন্স দেওয়া হইবে। তবে মুক্তাঞ্চলসমূহে সরিষার তৈল কলগুলির যে সকল এজেন্টের কলিকাতার এবং মফঃস্বলের বিভিন্ন জেলায় তৈলের ডিপো আছে বলিয়া যাহারা সরকার কর্তৃক ১৯৪৩-৪৪ সালে স্বীকার করা হইয়াছে তাঁহাদের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইবে।

লাইসেন্সের জন্য দরখাস্তগুলি কবে আবেদন করিতে হইবে। এই কথার এক্তেত্রেলাদির মূল্য এক আনা ধার্য করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় এই কথার পাওয়া যাইবে।—পাবলিসিটি-অফিসার, ইষ্টার্ন রিজিয়ন, (২) বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস, পাবলিসিটি-অফিসার, ৬৮নং লোয়ার সার্কুলার রোড, আলীপুর। কলকাতা এবং পাইকারী ব্যবসায়ীদিগকে লাইসেন্স সরিষার তৈল সরবরাহ বিভাগের (আয়ার্স তৈল) সহকারী কিংবা এল সেকেণ্ড নিকট ৮নং চার্চ লেন, কলিকাতা।—এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

আবেদনপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া উহা যথাযথভাবে পূরণ করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইলে পর সহকারী কিংবা কি আয়ার তেলের পরিমাণ সম্পর্কে নির্দেশ দিবেন।

বাজেয়াপ্ত অসাধুদের বিরুদ্ধে

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৩০শে মার্চ	৪ঠা এপ্রিল	৩রা এপ্রিল	৪ঠা এপ্রিল	৫ই এপ্রিল	৬ই এপ্রিল
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা)	বাজার বন্ধ	৭৩৶০	৭২৸০	৭২৸৶০	৭৩৸/০	৭৪৸/০
ঐ ঐ (বোম্বাই)		৭১৸০	—	৭৩৸/০	৭৩।/০	৭৩৸/০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি কলিকাতা)		১২৮।০	১২৮৸০	১৩০৷০	১৩১৸০	১৩১।০
ঐ ঐ (বোম্বাই)		১২৯৸০	—	১৩১৷০	১৩২।০	১৩২।৶০
বিবিধ দর—এন্টিমনী (কলিকাতা)		৪৸০	৪৸০	৪১৸০	৪০৲	৪০৲
কোম্পানীর কাগজ—নগদমূল্য এবং ফলের মেয়াদের জন্য (সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন)		২১।৶১০-২১।৶০	২১৸৶০-২১৷৶০	২১৸০-২১৷/১০	২১৸/০-২১।৶০	২১৸৶০-২১৷৶০
ডিবেঞ্চার—ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ		৩৮৸৶০-৩৮৷০	৩২৲-৩৮৷৶০	৩৮৸/০-৩৮৷০	৩৮৷৶০-৩৮৷/০	—
ষ্টীল কর্পোরেশন—অফি		৩২৷০-৩২।৶০	৩২৷৶০-৩২।০	৩২৷০-৩২।৶০	৩২।০-৩২৶০	—
ফুলঝুরী—অফি		১০৷০	১০।০-১০৶০	১০৶০-১০৶০	১০৶০-১০/০	১০৶০-১০৸৶০
ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল		—	—	২১৷০-২১।৶০	২১৷৶০	—
মেসার্স		২৪৲	—	—	২০৮৸০-২০৮৸০	—
মার্শাল্স	...	—	৪৸০	৪৸০	৪৸০	—
ন্যাশনাল আয়রন এণ্ড ষ্টীল		১১৸৶০-১১৸০	১১৸০-১১৸০	১১৸০-১১৷/০	১১৷০	১১৷/০-১১।৶০
মার্শাল ম্যাকিনাস		২৬৶০-২৫৸৶০	২৬৲	২৫/০	২৫/০	—
ফার্মি—বার্ণ কর্পোরেশন		৫৶০-৫৲	৫৶০-৫/০	৫৲-৫৲	৫৶/-৫৲	৫৶০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন		২৸৶০-২৸৶০	২৸৶০	৩৲-২৸৶০	২৸৶০-২৸৶০	২৸৲
ব্যাঙ্ক—ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া		১০০৲	১০৩৲-১০৩।০	১০৩৷০-১০৩৲	১০৩৲	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক		২০৲-১১৷০	২০৲-১১৷০	২০৲	—	১৫৷০-১৫।৶০
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া		—	১৫।৶০	১৫।৶০-১৫।০	১৫৷০-১৫।৶০	—
কয়লা—বরাকর কোল্ ফোং		৪১৷০-৪১।০	৪১৸৶০-৪১৷০	৪১।০-৪১৷০	৪১৶০-৪০৸৶০	১১৸০-১১৷০
রাজহরা		১২৷০-১২/০	১২৷০-১২/০	১২৲-১১৸৶০	১১৸৶০-১১৸৶০	—
রাজীবপুর		৪১৲-৪৮৸৶০	—	৪১৷০-৪১৷০	—	৪৫৸৶০
ইণ্ডিয়ান		৬৭৶০-৬৬৸৶০	—	—	৬৬৲	২৮।০-২৮৲
নাইন ইকনমূল	...	২৯।০-২৯৲	২৯৷০-২৮৸৶০	২৯৷০-২৮৸৶০	২৮৸০-২৮।৶০	৭/০-৭৲
কাগজের কল—সিমলা হিমাচলিয়া ষ্টীম মিলস লিঃ		৭।০-৭৲	৭।০-৭৶০	৭৶০-৭৶০	৭৶০	—
বেঙ্গল পেপার	...	—	—	৪০।০	—	—
কাগজপুর	...	—	১৩/০	—	১২৸৶০	৬২৸০-৬২।০
কাগজপুর ইণ্ডাষ্ট্রীজ	...	—	—	—	৬০৷০	১৬৩৶০-১৬১০
এমপিরি ষ্টীম মিলস লিঃ	...	৬৪৲-৬০৷০	১৭৲-১৬৸৶০	১৬৸৶০	১৬৸০	—
কেশোরাম		—	—	২২২৲	২২২৲-২১৯৷০	—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ		—	—	—	—	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ		—	১৮।০-১৮।৶০	২৭৶০-২৬৸৶০	২৭৲-২৬৸০	২৬৷৶০
টিটাগড়	...	—	২৬৸০			

জীবনের একটি দিনগুলি!

আয় ব্যয়ের হিসাব করলেই ধরা পড়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ। উপার্জ্জনে যেমন বর্ত্তমানে আনন্দের হিল্লোল খেলে যায় নিজের মুখে, সঞ্চয়ের ভাণ্ড দেখে ভবিষ্যতে আত্মীয়দের মুখেও ফুটে উঠে তেমনি হাসি। আপনার সঞ্চয় গড়ে তুলুন।

আমাদের শ্যামবাজার, কালিঘাট, বহুবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, ল্যান্সডাউন, খিদিরপুর, বেহালা, বজবজ, বাটানগর, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, ঘাটশীলা, কাশিয়াং ও মধুপুর শাখা গড়ে উঠেছে।

ঝরিয়া ও দেওঘর শাখা শীঘ্রই গড়ে উঠবে।

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

হেড অফিস- ৩/১ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট • কলিকাতা

ফোন- ক্যাল ১১২৫ • ১১২৬

আপনার সহায়তা কামনায়

দি

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (৩ লাইন)

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমা সহ)	১০,৩৬,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,০৮,২২,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি	১,১২,৩৮,০০০৲
রিজার্ভ	২,৪৬,০০০৲

আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমাদের উপর নির্ভয়ে নির্ভর করুন।

KUROL for all emergencies

For Pains, Cuts, Dhobi-itches, Mumps Boils, Whitlow, Eczema, Rheumatism Etc.

A product of

LABORATORY DE-LUXE · CALCUTTA

For Free Sample

Cut out this Coupon and send to Post Box 16205, Calcutta, with two annas postage stamps.

Name.....

.....

Address.....

.....

Ard/Ad.

সাপ্তাহিক বাজার দর

	বন্ধের বাজার	৭ই এপ্রিল	৮ই এপ্রিল	৯ই এপ্রিল	১০ই এপ্রিল	১১ই এপ্রিল
ইঞ্জিনিয়ারিং—সাধারণ		—	—	—	৬৭।০	—
আসানসোল ইণ্ডিয়া স্টীল কোং লিঃ		৪৭৯৲-৪৮৯৲	৪৭৯৲-৪৮৯৲	—	৪৮৯৲	৪৮৯৲
জাকারদাহী		৬৯৲-৭০০৲	৬৯০৲-৭০০৲	৬৯৯৲-৭০০৲	৬৯০৲	৬৯০৲
মহীন্দ্র		—	১৭৪৲	১৭৪৲	১৭৪৲-১৭৫৲	১৭৪৲
মেদিনীপুর		১১৫/-১১৮/০	১১৭/-১১৯/০	১১৬/-১১৮/০	১১৬/০-১১৮/০	১১৬/০-১১৮/০
বিনারেল		৭৯।০-৭৯৲	৭৯।০	—	—	—
ভীকলাড়া		৪৭৯৲-৪৭৯৲	৪৭৯৲-৪৭৯৲	৪৭৭৲-৪৭৯৲	৪৭৯৲	—
হাজরা		৬৬৯/০-৬৬।০	৬৬৯/০-৬৭।০	৬৬৯/০-৬৭।০	৬৭।৵০	—
ডিজিয়া কলা—সেকেন্দ্রাবাদ কোং লিঃ		—	১৪৯/০-১৫০/০	—	১৪৯/০-১৫০/০	১৪৯/০-১৫০/০
ওয়েলকর ইঞ্জিঃ		১৪৯/০-১৫১/০	১৫০/০-১৫১/০	১৪৯/০	১৪৯/০-১৫০/০	১৫০/০ ১৫৲
ভেক এন্ড কোং লিঃ		—	২৩৯/০-২৪১/০	২৩৯/০-২৪১/০	৫৯।০	২৩৯/০-২৪০/০
ওয়াগন—ডিনকি মোটরাই		—	—	—	৭৪৲	—
ফটেয়া		—	—	১৫৫/০	১৫৫/০-১৫৯/০	—
সিমেন্ট—কালিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ		১৬৯/০-১৭০/০	—	—	১৬৯৲ ১৭০/০	—
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট		৬।৵-৬৯/০	৬।/০-৬।৵	—	৬৯/০	৬৲/০-৬৯৲
বিবিধ—বি আই কর্পোরেশন		১৬৯৲-১৬৯৲	—	১৭৩৲-১৭৫৲	১৬৯৲-১৭০৲	—
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ		১৬৯৲-১৭১৲	—	১৬৯/০-১৭৫/০	—	১৭১৲-১৭৫/০
মোটরস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ		—	—	১৭৫৲-১৭৬৲	১৭৫৲	১৭৫৲-১৭৬৲
ইণ্ডিয়া কেমারেল ফেডিলেশন কোং লিঃ		১৭৫/০-১৭৯/০	—	—	১৭৫/০-১৭৯/০	—
ভাগবান ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি		১৬৲	—	১৫।০-১৬৲	—	—
মিউ এশিয়াটিক ইনসিওরেন্স		৭৪০	৮।৵০-৮।০	—	—	—

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৭ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

—শাখা—

শ্যামবাজার	চাকদীহা	হিংগী
ফরেন্স ষ্ট্রীট	লালবিহা	কেন্দুলী
চাইবোলা	মেদিনীপুর	নবগ্রাম
বারীহাট	খড়গপুর	সোনাটী
চন্দ্রকোণা	বিষ্ণুপুর	খড়দহ
জঙ্গিপুর	বিরাজপুর	কোন্নগর
ভাগলপুর	বুনাবাদী	সেওড়া
ইন্দ্রানুর	বাজবাড়ী	বারাসিয়া
মুর্শিদা	মুরলী	ওঁচ

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য, বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি ক্রয়, আদায়াদি এবং হণ্ডিযোগে যাবতীয় কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জে সি চক্রবর্ত্তী

সাবান-প্রস্তুতের

কোর অয়েল

খড়দহ—১৪৩৭ অফিস
১—১৪৩২ ফ্যাক্টরী

টেলিগ্রাম—"ফ্যাক্টরী"

যাবতীয় জিনিষ—সিন্দিকেট সোডা • সোডাস্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • ফ্লেক্স • সিট্রোনেলা অয়েল • ফ্লুড • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাকলন রোড, কলিকাতা।

রোগীর শুশ্রূষায়..

রোগের অবসাদের মধ্য দিয়ে সেবা-ব্রতের ঔজ্জ্বল্যময় রূপটি ফুটে ওঠে।
এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

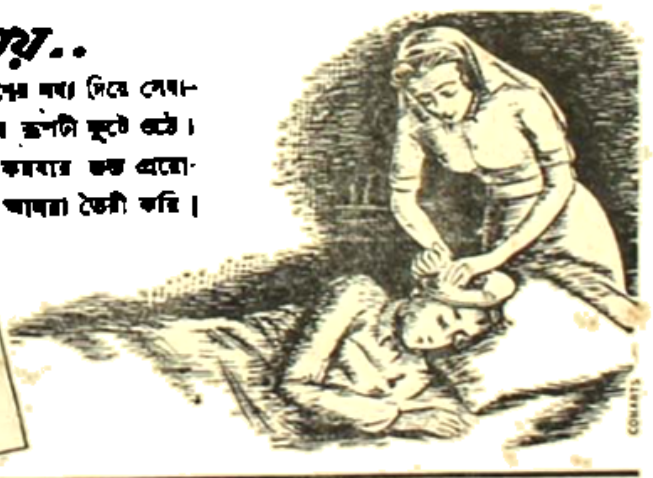

আমাদের তৈরী
রবার ক্লথ • হট ওয়াটার ব্যাগ • আইস ব্যাগ • এয়ার রিং ও কুশন • সবারের এপ্রন • দস্তানা ইত্যাদি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

AKB/I

ক লি কা তা — বা ন ড়ু র — কো ন্ন গ র

কোকোলা

কেশ পরিচর্য্যায় সর্ব্বপ্রকার উপাদান। কি প্রসাধনে কি নিত্য স্নানে ইহার ব্যবহারে কেশের সৌষ্ঠব শতধা বর্দ্ধিত হয়। কেশ সুচিক্কণ, দীর্ঘ ও ভ্রমরকৃষ্ণ করিয়া নারীর শ্রীবৃদ্ধি করিতে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা এবং ইহার গন্ধ দীর্ঘস্থায়ী, স্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর।

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া কলিকাতা

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জি, বিকম, সি-এ, আই, আই, বি

টাকা খাটাইবার জন্য নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

শাখা :—কলেজ ষ্ট্রীট, বড়বাজার

নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ঢাকা, দক্ষিণ কলিকাতা, বহরমপুর (বেঙ্গল), বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) ও পুরী শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার
এম. সি. বাড়রী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এন. এম. দাসগুপ্ত এম-এ (কম)

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

বীমা করুন

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন

দস্তিদার এণ্ড সন্স

চীফ এজেণ্টস্।

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

স্থাপিত—১৯২৯

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(সিডিউলভুক্ত)

হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	...	২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন	...	১০,২৭,৯২০৲ "
আদায়ীকৃত	...	৯,২৬,৫২০৲ "
কার্য্যকরী	...	৭৫,০০,০০০৲ " উপরে

শাখাসমূহ :—কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর, বর্দ্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর এবং ঢাকা।

জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস :	স্থাপিত :	সেণ্ট্রাল অফিস :
চাঁদপুর	১৯২৬	২৬৮, নবাবপুর রোড,
	কলিকাতা অফিস :	ঢাকা
	৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,	২৭৮নং আপার চিৎপুর রোড,
	২৪৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (শিয়ালদহ),	
	১৩৩বি, রাসবিহারী এভেনিউ (বালিগঞ্জ)।	

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র

১৯৪৪ সালের কাজের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে এ্যাড ইন্টেরিয়াম ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এম চক্রবর্ত্তী

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

সপ্তম বর্ষ] Monday, 16th April, 1945. সোমবার, ৩রা বৈশাখ, ১৩৫২ [৯৯শ সংখ্যা

ভারত ও ব্রহ্মদেশের সরকারী নীতি

গবিষের অন্তর আকারে অনসাধারণের জীবন-যাত্রা বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সামরিক প্রয়োজনে ও তদারীর জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ নিয়োগের কোন বাধিক্য হইতেছে না। কেবল ইহাই নহে, সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষার ফলে দেশের অনেক বেসরকারী এই অবস্থাটকে নিজের ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিস্তারের জন্য প্রচুর ভারত নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইতেছেন। দেশের সাধারণ লোকেরা যাথাসিদ্ধ বস্তুর একখানা কাপড়ও কিনিতে না পারিয়া অতি মাত্রায়, কিন্তু সরকারের সুদৃষ্টির ফলে যে সব ব্যবসায়ী দেশের আজ বেসরকারের ভাজ করিতেছে তাহাদের অর্থ প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তরঃ দুইখানা করিয়া মোটর গাড়ী সরবরাহকে করিতেছেই হইবে। অনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইবার কথা উঠিলে অন্তর বস্ত্র যোগান ও যোগানদারের কারসাজি এই দুইটিকেই সর্বপ্রধান অন্তরায় বলিয়া আখ্যা দিবেন। কিন্তু সৈন্য বিভাগ ও বেসরকারী যে সব প্রতিষ্ঠান সরকার করিতে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হইতে বাহিরে কাপড় চালান দিতে সেজন্য কোন অসুবিধার কারণ দাঁড়ায় না। মুদ্রাস্ফীতির অজুহাতে সরকার যেখানে আজ বেসামরিক প্রয়োজনে ব্যবসায়ীদের কার্যকারিতা অসম্ভব হইবার সম্ভা, সেখানে অনসাধারণের নিজস্ব দাবী উপেক্ষা করিয়া তাহাদের নিত্যব্যবহার্য বাস গাড়ী রিকুইজিশন করিবার দৃষ্টান্ত আমরা ছাড়া আর কোন দেশেই দেখা যাইতেছে না। বিভাগ বস্ত্র-সঙ্কটের কথা ভাবিয়া বাহিরে বস্ত্রের অবাধ রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া যে অচিরে প্রয়োজন সে কথা আমরা পূর্বে বহুবার উল্লেখ করিয়াছি। দেশের সাধারণ লোক যেখানে আজ একেবারেই বস্ত্র কিনিতে পারিতেছে না সেখানে বস্ত্র যে যেন কোম্পানীকে তাহাদের বিপুল লাভের অর্থের ও কর্মীদের জন্য বেশী পরিমাণ বস্ত্র বন্টন করিতে দেওয়া আমাদের মতে অন্যায়। দেশের উৎপন্ন বস্ত্রের মধ্যে অবশ্যকার সৈন্য বিভাগের প্রয়োজনে নিয়োগ করা আমরা মূলের সময়ে অন্যায় মনে করি না। কিন্তু সিভিলিয়ানদের যেরূপ বেশী পরিমাণ বস্ত্র বর্তমানে ঐ খাতে সরবরাহ করা হইতেছে সেসের লোকদের দুঃখদুর্দশার কথা ভাবিয়া আমরা সে বিষয়ের আপত্তি তাহাদের না করিয়া পারি না। দেশের সমস্ত মিল ও তাঁতে বর্তমানে অন্যূন ৩০০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যে ৭৫ কোটি গজ বস্ত্র সরকারই বর্তমানে সামরিক বিভাগের জন্য নিয়োগ করিতেছেন। সৈন্য বিভাগের জন্য এত বেশী বস্ত্র সত্যকারই প্রয়োজন কি না এবং আমিকার বস্ত্র-সঙ্কটের দিনে ঐ পরিমাণ কিছু পরিমাণে হ্রাস করা যায় কি না আমরা সরকারকে তাহা একবার বিবেচনার নিবেদন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। সৈন্য বিভাগের জন্য যে

সাময়িক প্রসঙ্গ

আয়া উৎপাদন করিতে বিলম্বহেতু বেশী সময়ের জন্য নিয়োগ করিতে হয়। বিদেশ আমদানকারী এইরূপে অধিক পরিমাণে সামরিক অর্থের সরবরাহে নিয়োজিত হওয়ায় দেশে তাহার বেসামরিক অনসাধারণের জন্য যেরূপ বেশী বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারে না। সামরিক অর্থের পরিমাণ সমানভাবে হ্রাস করা হইলে এবং অর্থাভাবে যাদের ক্রয়ে বিলাস সম্ভব এমন সুবিধাভোগী হইলে মিলে সাধারণের ব্যবহার্য বস্ত্রের উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় অধিকতর বাড়িতে পারে। সামরিক সরকার হিসাবে বর্তমানে ব্যাপকভাবে কাপড় কাপড়, বেল্টিংয়ের কাপড় ও ব্যাপকভাবে তাবুর করা হইতেছে। কাপড় সরবরাহ করিতে সাধারণ মত হইতে ঐ সমস্ত কাজের জন্য যত টা বেশী বিশেষভাবে আজ সর্বসাধারণের পক্ষে বিশেষভাবে বিপজ্জনক হইয়া দেখা দরকার। বস্ত্রের অভাবে লোকের নিত্যকার দুঃখদুর্দশা দূর করিয়া ঐ কাজে সর্বসাধারণের হিসাবগুলির উপর সামরিক অর্থাভাবের চাপ যথাসম্ভব হ্রাস করিতে তাহা করিবেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?

যাঁরা আইন সংশোধক ছিল

আয়কর যাঁরা আইন সংশোধনের জন্য সর্বসাধারণের একটি বিল মসজিদ করিয়াছিলেন। এ বিলটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনে আলোচিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সর্বসাধারণ পরিষদের এবারকার অধিবেশনে সেস সম্বন্ধে আমরা আলোচনার কোন উল্লেখ করেন নাই। সর্বসাধারণ এই বৎসরে প্রচলন, বিলটি আমাদের বাজেট অধিবেশনের পরবর্তী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সর্বসাধারণ সরেস উহা কিনা আর আদৌ হইবেন কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। পরিষদের সিলেক্ট কমিটী বা বিশেষজ্ঞ কমিটী এই বিলটি বিবেচনা করিতে গিয়া যাঁরা কর্মীদের কমিশন হ্রাস সম্বন্ধে উহাতে যে সুপারিশ করিয়াছিলেন, বিলাস সরেস্তোজিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সব বিধানের বিরুদ্ধে দেশে কীরূপ প্রতিবাদ করিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁরা আইনের সংশোধক বিলটী আলোচনার কমিশন থাকলে ঐ সব বিধান যাঁরা পাশ ও কার্যকরী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই আর নাই। দেশের বিরুদ্ধ অবস্থার এই গতি দেখিয়া অন্তরেই যে আজ যোর করিবেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু অন্তরেই কমিশন হ্রাসের প্রস্তাবই উপেক্ষা যাঁরা সংশোধক বিল সম্বন্ধে একথাই বিশেষ বিষয় বহু। ঐ বিলের মোট ২১টি ধারার মধ্যে অবশিষ্ট ধারাই যাঁরাকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়া

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১২৯-৩৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১৩৪
বাঙ্গলার পুনর্গঠনীয়ের পরিকল্পনা	১৩৫-৩৫
ফেডারেল কোর্ট ও আইন মহাজনী আইন	১৩৫
ফোরলীয় ব্যাঙ্ক	১৩৫-৩৬
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১৩৬-৩৮
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	১৩৯
বাজারের চালচলন—	১৩৯-৪২

আদিত—১৯০- কোন ৩৩ বাজার—৪২৮-

ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—
এ, কে, ফজলুল হক
বাঙ্গলার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী

ডেপুটী চেয়ারম্যান—
খান বাহাদুর হাসেম আলি খান
বাঙ্গলার ভূতপূর্ব মন্ত্রী

পরিচালিত হইয়াছিল। ঐ সব বাজার হইতে একটি বাজার এই ছিল যে, সেখান হইতে বীরেন সিংহ কোম্পানী যদি বীমাকারীদের দাবীর টাকা পরিশোধ করিতে বিলম্ব করে তবে তাহা বীমা তদারকিকারী ইহা করিতে উক্ত কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিয়া দিতে ইহার পরে নূতন বীমা-পত্র প্রচারের কাজ বন্ধ করিতে পারিবেন। বীরেন সিংহ কোম্পানীর পলিসি প্রথা বর্তমান কোম্পানী পরিচালনের অভিপ্রায়ানুযায়ী। বন্ধ বাজারের বাজারে বন্ধী আদায় সম্পর্কে অনুবিধার না পড়িবে এই সেলামী ঐ বন্ধুদের বিভিন্নভাবে দিবেন দেখা হইয়াছে। এই শ্রেণীর বিধান অধিকে আমেরিকা হইলে, সেখান বীমাকারীদের যে আমাদের অধিক উপকার হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কমিশন হ্রাসের আন্তর্জাতিক প্রচারের সঙ্গে বীমা-তদারকির কর্মচারের জন্য পরিকল্পিত এই সব মূল্যবান প্রস্তাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যে রূপায়িত করা বাঞ্ছনীয় বলে। কমিশন হ্রাসের বিরোধিতা যেরূপ করিয়া তখন করিয়াছে তার উহাদের কর্মচারীদের কমিশনের জন্য পরিকল্পিত এই সব মূল্যবান প্রস্তাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যে রূপায়িত করা বাঞ্ছনীয় বলে। কমিশন হ্রাসের বিরোধিতা যেরূপ করিয়া তখন করিয়াছে তার উহাদের কর্মচারীদের কমিশনের জন্য পরিকল্পিত এই সব মূল্যবান প্রস্তাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যে রূপায়িত করা বাঞ্ছনীয় বলে।

ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে বৃটিশ মনোভাব

শিল্প-ব্যবসায়ের দিক দিয়া ভারতকে বিশেষ অগ্রগামী হইলে এখনো বৃটিশ প্রথা কার্টিয়া পরে অগ্রসর হইতে পারে—এই আশঙ্কা হইতে বৃটিশ পরিচালনা এখনো প্রয়োজনীয় শিল্প-ব্যবসায় স্থাপনের পথে নানাবিধ নানা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে পক্ষ দিলেও সাম্রাজ্যিক ও অর্থনৈতিক ভাবধারার আজ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারতের শিল্প প্রসার সম্পর্কে ইংরাজ পরিচালনের সেই সনাতন মনোভাবের আজও কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলে। বিলাতী প্রভুদের স্বার্থসাধিত ফলে ভারতের, যুদ্ধোত্তরকালীন শিল্প-প্রসার প্রোগ্রামটি সরকারের তৈরারের কাজে নীরবে হইয়া রহিয়াছে। যুদ্ধোত্তর ভারতের এরূপে শিল্প-ব্যবসায় ঘাতুমূলের অবশ্যকীয় কাজ তাঁহাদের দরকার ও অভিপ্রেত। অন্য-পক্ষে বিলাতের বাজারের মত হইয়াছে। তবে ভারতের নিজস্ব এই নীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর শিল্পপতিরা কাজ সচিবালয় হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতের শিল্প প্রসারের বিরোধিতা না করিয়া তদসম্পর্কে সাহায্য করিতে যাওয়া ইংলণ্ডের প্রভাব সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকারক হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন। ইংলণ্ডের এই শ্রেণীর শিল্পপতিদের মতে সর্ব ইউরোপের লাভ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতে মোটর-আসবাব বাহন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের সচিব তাঁহার একটি তুলি হইয়াছে। সেই তুলি অনুযায়ী ভারতে আসবাবপত্র তৈরি করিতে ভিন্ন ভিন্ন ইলেন হইতে বিভিন্ন ও অসমাপ্তি আসবাবপত্র আমদানি করিতেছে। ভারতের শিল্প প্রসার সম্পর্কে এই মনোবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি বিলাতের 'মুভমেন্ট ইকনমিস্ট' পত্রে তিনি এক নিবন্ধে লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডের এখন লোক পরিবারে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির শিল্পোন্নতির কথায় বৃটিশ অর্থনীতি-বাণিজ্য ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা বাস্তবের মনে ঘুরে বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমি এই শ্রেণীর মনোভাব একেবারেই সমর্থন করিতে পারি না। অর্থনীতি-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া পড়া যুদ্ধের কথা সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির শিল্পোন্নতির ফলে আজ বহু বাধিকার সম্ভাবনাই আমি দেখিতেছি। ভবিষ্যৎ যুদ্ধ বন্ধি ও সমস্যা দেখিয়া বাহিরা হয় যেসী আগামীর মোটর ব্যবসায়ীদের মুনাফার শিল্প-সাম্রাজ্যের লোক দিয়ে পরিচালিত আছিলে, মোটরাদী ব্যবসায়ের সমস্যা বন্ধ বহিবে এবং ভারতের পক্ষী অঞ্চলে ব্যবসাই ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ প্রসারিত হইবে, বিভিন্ন ব্যবসের বৃটিশ পণ্যাদি বন্ধ ভারতে লোকের চাহিদা অবশ্যই বেশী বৃদ্ধি পাইবে। ফলে ঐরূপের বৃটিশ-বৃদ্ধীয়ী-বাণিজ্য বিস্তারের পরম সুযোগ দেখা দিবে।

সর্ব ব্রাডিফোর্ডের এক্সিকিউটিভ বিভাগ বিভা তাঁহার উদার ও বুদ্ধিমতী মনোভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন। ভারতবর্ষে ৪০ কোটি লোকের বেশ। এদেশের লোকেরা বিলাস বহির বলিয়া জীবন-যাত্রার উপকরণ সম্বন্ধে "উন্নতমানের বাসী-বাসনার বিলাস কম। সেইজন্য বর্তমান অবস্থায় এদেশে বেশী পরিমাণে বিভিন্ন বন্ধনের বিভিন্ন আইটি সরবরাহ করে। কৃষির উপর এদেশের লোকদের একান্তভাবে নির্ভরশীল বা রাখিয়া যদি অন্যদের আধুনিক শিল্প-ব্যবসায় গড়িয়া তোলার উপরে গুরুত্বভাবে জোর দেওয়া হয় তবে তাহাতে ভারতে লোকের ব্যবসায়িক আয় বাড়িবে। সেই বর্ধিত আয় লইয়া তখন তাহারা অধিকতর মূল্য-বাজারে জোর করিতে ইচ্ছুক হইবে। ফলে সকল শ্রেণীর পণ্যসম্ভারের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা তখন বৃদ্ধি পাইবে। ৪০ কোটি লোকের যে চাহিদা কেবল এদেশে বসে অন্যান্য দেশের শিল্প-ব্যবসায় সম্পর্কের বিরাট অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিবে। ভারতের বিভাজনি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণার পোষণ না করিয়া বৃটেনের লোকেরা যদি আজ সে বিষয়ে এদেশকে তাহাদের সহযোগিতা প্রদান করে তবে এদেশের সেই আবশ্যকীয়-বাণিজ্যে বৃটেন অধিকতর আমদানীর প্রসার আরো এখন বৃদ্ধিতে পারিবে। কিন্তু সেই দূরদর্শিতা নিয়া ভারতের শিল্পোন্নতিকে আন্তরিক-ভাবে সহায়তা করিবার মনোভাব বৃটেনের কোথায় ?

যুদ্ধোত্তর পণ্য-মূল্য

সামরিক সরকার তৈরারের ভোড়জোড় ও যুদ্ধ প্রয়োজনের অত্যাবশ্যক প্রতি—এই দুইয়ের ফলে যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে পণ্য-মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ সমাপ্তির পর হইতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে পণ্য-মূল্যের এই বর্ধিত হার বজায় থাকিবে না। যুদ্ধোত্তরকালে প্রয়োজন বন্ধ হইয়া যাওয়ার সঙ্গে দ্রব্য-মূল্য আকস্মিকভাবে একটা শোচনীয় ভাবে নামিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। ফিলিপাইনের বন্ধ প্রত্যাবর্তনের ফলে চরিয়া উঠার বন্ধন পর্যবসানে ফেডারাল্যান্ডের যে মূল্যহ্রাসের কারণ ঘটিয়াছে তাহাতে অধিকতর এই বন্ধ যে কতকটা হ্রাস পাওয়া প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ উচ্চতর হইতে উহা বন্ধ করিয়া নীচে নামিয়া গেলে তাহার পরিণাম যেমের পক্ষে অনেক দিন দিয়াই অমঙ্গল হইবে। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবনতির ফলে পণ্য হইয়া আসে যেমের বিভিন্ন আর্থিক মন্দার সম্ভাবনা রহিবে। বন্ধ প্রমিক ও কর্মচারী তাহাদের জীবিকার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে। উৎপন্ন কমলের তাহা দাম না পাইয়া যেমের বন্ধ ভূমিতে চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। আকস্মিকভাবে পণ্য-মূল্য হ্রাস পাওয়া অপেক্ষা ধীরে ধীরে মূল্যহ্রাস বাঞ্ছনীয় বলিয়া যেমের বিভিন্নমুখী বাণিজ্যমহলে ইহা বিবেচনার জন্য চাপ দিতেছেন। ঐ বিষয়ে সরকারী মনোভাব ও কার্যনীতি কি হইবে কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদে সরকারী বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য সদস্য পরিচালনের তাহা ঘোষণা করিতে বাধ্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদে সরকারী আলোচনার অবসর দিতে দিয়া সরকারের অর্থসচিব উপযোগ বিষয়ের অবতারণা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের পরে পণ্যমূল্য যেসী হ্রাস পাইবে সেসে আমা এদেশের লোকদের পক্ষে সুখের দুঃখদুর্দশার কারণ হইবে। সেজন্য তাহারা তাহার পরিচালনে উহা প্রতিরোধ করা সম্পর্কে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতেছেন। পণ্য-মূল্যের পরিবর্তন যদি অকস্মাৎ জোর করা সম্ভবপর না হয় তবে যুদ্ধের পরের বন্ধ তাহাদের পক্ষে বর্তমানের ন্যায় ২০ লক্ষ সৈন্য পরিচালনের ভার বিভিন্নভাবে বহন করিয়া যাওয়া এবং আমাদের পরিবারে যোগাযোগি বৈরাগ্য করিয়ে যাওয়া ভাল, তথাপি পণ্য-মূল্য যেসী পরিবারে নামাইয়া দিয়া যেমের ক্ষতি হইতে দেওয়া সমীচীন নহে'।

যুদ্ধের পরে এদেশে পণ্য-মূল্যের বিপর্যয় জোর করা সম্পর্কে তাহার সরকারের বর্তমানীর তাঁহার সতর্কতার যে মূল্য সত্যই প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাহা সর্বথা প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। তবে তাহার উপায়-বিধানে তিনি যে চরম পন্থা অবলম্বনের ইঙ্গিত করিয়াছেন জোর সেখানিকারী ব্যক্তিই তাহা সমর্থন করিতে পারিবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যুদ্ধের পূর্বে তাহাদের দুই লক্ষ সৈন্য ছিল. সমর-প্রয়োজনে তাহাদের এখনে সেই সৈন্য সংখ্যা ২০ লক্ষের উপর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে এদেশে পোশাকাদি বিশেষ কিছু উৎপন্ন হইত না। এখনে ঐ সব বিভিন্নের উৎপাদন ক্ষমতা পরিমাণে বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে কর্ম সংস্থানের সুযোগ ও পণ্য-মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিবার সন্দেহ নাই। কিন্তু অসল কিন্তু কিন্তু তাহার যোগাযোগ এদেশকে অনেকটা জোর করিতে হইবেছে। ঐ শ্রেণীর সামরিক বন্ধ বিলাতের জন্য সেখানকার উপর অস্বাভাবিক ভারে টাকা বসানো হইয়াছে। সেই বর্ধিত টাকা যাবাত বন্ধ বিলাতে সম্ভবপর বন্ধ নাই বলিয়া সেখ পর্যন্ত অনুরূপ অনেক যোগা ভারতবাসীর ঘরে জন্মগ্রহণ হইয়াছে। পণ্য-মূল্যের বিপর্যয় প্রতিরোধের ব্যবস্থা মারে যুদ্ধের সময়ের এই শ্রেণীর 'আর্থ ঐতিহাসিক' ব্যবস্থার (যে বন্ধনপত্রের বিভিন্নের প্রয়োজনীয়তা সেসের কোন লাভের সম্ভাবনা নাই) বিভিন্নভাবে বজায় রাখিবার কোন অর্থ হয় না। এই শ্রেণীর অবস্থানের বন্ধ সেসের অধিকন্তু, সম্পর্কে লোকের মনে ইতিমধ্যেই যে আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে অধিকতর উহা মাত্র রাখার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনার

পটারী মেসিন

প্রস্তুতকারক।

কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং

কোম্পানী লিঃ

পৃষ্ঠপোষক : কর্মবীর আলামোহন দাস

মাদ্রাজে। এজেন্ট।—এইচ, পি, বোস এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ

৭৫, ধর্মতলা ষ্ট্রীট। কলিকাতা।

আত্মনিয়োগ করিয়া তুলিবে। তাহা হইলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ অনেক কমিয়া যাইবে এবং পণ্য-মূল্য হ্রাস, ও আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের অন্য কোন সুষ্ঠুতর উপায় হইতে পারে না সে সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ থাকিয়া যায়। মুনাফার বিশ্লেষণ ও বিতরণের ঠেলাইয়া সাধিবার জন্য অনেক অর্থনীতিবিদ পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের পর আর্থিক ব্যবস্থা অনেকটা তুলিপাশে বাহাতে অবস্থানাবস্থাকে আর্থিকীয় দুঃখদুর্দশা দোন করিতে না হয় সেজন্য অনেক দেশের অর্থনৈতিক যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে এসব হইয়াছে। সেই সব পন্থা অবলম্বনে সম্ভবপর হইয়াছে। যুদ্ধের পরে পণ্য-মূল্য হ্রাস করা আর্থিক ব্যবস্থা ঠেলাইয়া সাধিবার একটী পন্থা হইয়াছে সমরসম্ভার তৈয়ারের মধ্যে যাদৃশকভাবে লোক নিয়োগ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় উপায় হইয়াছে সাধারণ মানুষের আয়িকায়। তাহাতে আয়ের পরিমাণ পারমিক ব্যবহার্য্য না অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাজে সরকারী খরচপত্র বাড়াইয়া দেওয়া। সমরসম্ভার তৈয়ারের ব্যাপারে অর্থনৈতিক বর্তমানে যে উৎসাহ ও সাধারণ নিয়ন্ত্রণের বে-সামরিক পণ্য উৎপাদনে করার পরিমাণে সে উৎসাহ ও সাধারণ আগ্রহ থাকিলে দেশে সিঁড়ি-ব্যাপারের অবশ্যকতা বর্তমানের তুলনায় অনেকটা বাড়িতে পারে। দুধি, নিয়, নিলা, বাড়া ও ব্যবহারের সম্পর্কে আমাদের আজ পর্যন্ত খুবই পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। এই সব দিক দিয়া ব্যাপকভাবে কোন আভিযানমূলক কাজে এদেশের অর্থনৈতিক আজও হাত দেন নাই। যুদ্ধের পরে এদিক দিয়াও অনেক কিছুই তাঁহারা করিতে পারেন। সমুদ্ধির পরিকল্পনা নিয়া, উৎপাদিত দুই দিকে তাহা প্রয়ুক্ত হইলে যুদ্ধোত্তর সময় ও বেকার সমস্যার হাত হইতে এদেশবাসীকে রক্ষা করা মোটেই কঠিন হইবে না। কিন্তু আমরা সরকারের অর্থনৈতিক যুদ্ধোত্তর সমস্যা সম্বন্ধে অনেক বড় বড় বুলি আওড়াইলেও সে সমস্যা সমাধানের জন্য এখন হইতে ঐ সব দিক দিয়া সমুচিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের কোন লক্ষণ দেখাইতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ব্যাঙ্ক বিলের আলোচনা

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ব্যাঙ্ক বিলের এক দফা আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যানের প্রস্তাবক্রমে উক্ত বিলটী বিবেচনা করিবার জন্য একটী সিলেক্ট কমিটী (নির্বাচিত কমিটী) গঠন করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক বিলটী এখন উপস্থাপিত হওয়ায় সময় আমরা উহার বিভিন্ন ধারা নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এই বিলে ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ মূলধন সম্পর্কে যে সব বিধান প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সমাধান আমাদের কমিটির সেদে আমাদের এবেশে ব্যাঙ্ক ও বাজারি ব্যাঙ্কসমূহের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কাজনক। পক্ষান্তরে কমিটি দেশ। এবেশের প্রায়শঃ অনেক লোকেরই আয় নিতান্ত কম। সে জন্য আমাদের মফস্বলে ছোট ছোট ব্যাঙ্ক স্থাপন ও পরিচালনার খুবই সার্থকতা রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের লোকদের নিজস্ব অর্থ সঞ্চয়ের অভ্যাস করিয়া তোলার সঙ্গে ছোট ছোট ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ খুবই সহায়ক। এদেশের লোকদের মধ্য সঞ্চয় টানিয়া লইয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অনুকূল সম্পদসৃষ্টির ব্যাপারে ছোট ও মাঝারি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছে। নিয়ন্ত্রণ মূলধন সম্পর্কে যেসী পরিমাণ ঘোর দেওয়া হইলে দেশের এই সব ছোট ছোট ব্যাঙ্কের কার্যকলাপের পথ রুদ্ধ ও সুগম করিয়া ঐ রকমের ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলার পথ রুদ্ধ হওয়া সম্ভবপর। সে কথা আমিয়া আমরা মূলধন সম্পর্কে ব্যাঙ্ক বিলের বিধানসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ব্যাঙ্ক বিলের আলোচনার সময় কমিটির সদস্য ঐ আপত্তিকর ব্যবস্থা সম্পর্কে অর্থসচিবের অভিপ্রায়ের আশ্বাস করিয়াছেন বলিয়া আমরা আশা করি।

আর্থিক উন্নতি ও সমবায় নীতি

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ ও অর্থাৎ দেশ। কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যবস্থার জটিল অন্য কৃষক শ্রেণীর অধ্য সমস্ত ভারতবাসীর আয় অতিনির্ভরের। তার উপর ক্রমবর্দ্ধমান অনেক দোকা। এসব-কারণ ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য এদেশে ব্যাপকভাবে সমবায় নীতি প্রচলনের খুবই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে জেমার ও আমেরিকার সমবায় নীতি অবলম্বনের ফলে যে উন্নতি দেখা গিয়াছে তাহার বিবরণদাতা ও অত্যন্তদীয়। দেশসমূহে শতকরা ৯০ জন কৃষকই সমবায় নীতিতে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে এবং সেখানে কৃষ্ণ ও কৃষকদের প্রয়োজন উৎপাদন, বিক্রয় ও ঋণ দানের উৎপাদন, ক্রয়-ব্যবস্থা, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় ব্যবস্থা, ইত্যাদি অর্থনৈতিক প্রায় সমস্ত কাজই সমবায় নীতিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সমবায় নীতিই জেমানীর উন্নতির প্রধান কারণ। আমেরিকায় অধিক মাত্রায় বন্ধ অধ্যয় পুরুষ সমবায় নীতি অবলম্বিত হইয়াছে তবু দেখানে এই অল্প সময়ের মধ্যেই যে উন্নতি দেখা গিয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। সেখানে সমবায়ের সভ্যসংখ্যা ৩০ জন কৃষক সমবায় নীতিতে কারবার করিয়া থাকে। লেনদেনের ব্যবহার ফলে আমেরিকা হইতে যে পরিমাণ ব্যবসায় বিদেশে সম্ভাদী হইয়াছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ এই সমবায় সমিতিসমূহ কর্তৃক উৎপাদিত। আমেরিকা অধিক তৈলের ব্যবসায় তাহা বিস্ময়। বর্তমানে ঐ দেশে ৭৯০৩ অধিক শিল্প কোম্পানী সমবায় নীতিতে চালিত হইতেছে। সমস্ত আমেরিকার কৃষিজ উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ সমবায় সমিতিসমূহ কর্তৃক বিক্রীত হয়। তীমন বীমা ও মোটর বীমা প্রভৃতি দেশের মাঝিক সমবায় আন্দোলন পুরুষাংশ করে। ৫০ লক্ষেরও অধিক মাঝিক পরিবার ঐ শ্রেণীর সমবায় প্রতিষ্ঠানে বীমা করিয়াছে। মাঝিন যুক্তরাষ্ট্র ও জেমানীর অনুকরণে আমাদের দেশেও সমবায় প্রথায় দোকের আর্থিক ও সামাজিক জীবন উন্নয়নের চেষ্টা প্রয়োজন।

মন্বন্তরের গতি

খাদ্যসমস্যা সমাধানে ইউরোপের পশ্চিম অঞ্চলে অনুকূলপূর্ণ কর্মতৎপরতা লক্ষিত হয়। মাঝিন যাহিনী ভ্রাতৃসমূহ সমর প্রায়োজনে অধিকার করিয়া আছে। পূর্বে অঞ্চলে এরূপ অধিকার হইয়াছে। মহাযুদ্ধি সেখানে অবস্থান ও আর্মান কর্তৃত্বের 'অত্যাচারের' অভিযোগ পশ্চাদ্দের যাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবার বলিয়া প্রকাশ। মাঝিন যাহিনী এবার নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হওয়ায় মাঝিনের পক্ষে আক্রমণ কোন প্রতিরক্ষা বাধা রহিল না। বিস্তৃতভূমি অঞ্চলবাসী জৈমানদল এতদিন মাঝিন হইতে ৫০ মাইলের বাধা বিস্তৃত অধিক দূরে অবস্থিত এবং অবশ্যিতে ফ্রেঞ্চ সীমান্ত হইতে ৫০ মাইল দূর পর্যন্ত মাইলের সমস্ত হইয়াছে। পরা হিসাবে আজি এই অবস্থানে দূর পরিচালনা করিতেছেন।

লাদলৌক অঞ্চল অধিকারার্থে দুর্গ অধিকৃত হইবার ফলে ঘোষণা সংবাদে বলিয়া ঘোষণা বিবরণে। বিবরণের সম্পূর্ণ সমর হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা বিবরণে। সর্বশেষে অবগত হওয়া যে, পূর্বে ভল ও পশ্চিমে বিস্তারিতীয় মধ্যে ১০০ মাইলেরও অধ মাধ্যমান রহিয়াছে। দুই রাজনীতিক মহল মনে করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মাঝারমধ্য জৈমানদলের সন্নিহিত মাহিনীই লাভি অঞ্চলের সমরনীতির প্রধানের পরিচালনা। ইটালী অঞ্চলে বিস্তারিনী লিপিয়া সৈন্যরা হইতে ১৭ মাইল দূরবর্তী যাদা অধিকার করিয়াছে বলিয়া আজ বিবরণে।

এক অঞ্চলে ইংরেজ আল প্রতিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া বিবরণে। বিস্তারিনীর অধিবাসী বাহিনী বাহি হাজারীয়া আসে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অন্য পাওয়া বিবরণে যে, মাঝারমধ্যে পশ্চিমে আল জৈমানদল বিস্তারিনের অগ্রগতিকে প্রতিরোধে বাধা দিতেছে। মেডিটেরা বিমানবন্দর লাভি আক্রমণের বিষয়ে দৃঢ় করিবার জন্য প্রধান ধরাধাবীয় বাহিনী উদ্দেশে আমেরিকা ত্যাগ করিয়াছে। প্রধান ধরাধাবীয় ধরাধানের বন্ধুর প্রধান, অধিক মুখরে সমবয় আল প্রতিরোধের অবধান বহিনের অধিনায়ক আল প্রতিরোধের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিস্তারিনীর জৈমানদের অধিনায়ক জৈনের ৭ মাইল দূরবর্তী মুকাটা জৈন আক্রমণের সংবাদ আমিয়াছে। ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্ক আর্থারের বিমান ও নৌবাহিনী অবস্থান জৈন আক্রমণ করিয়াছে।

১৮-৪-৪৪

আর্থিক জগতের বার্ষিক সংখ্যা

আগামী মে মাসে আর্থিক জগতের একটী বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। ঐ সংখ্যায় কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায় প্রভৃতি সম্পর্কে ও অন্যান্য সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে সমালোচনা ও পুস্তিকার প্রবন্ধ আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধ আগামী ১৫ই মে এপ্রিলের মধ্যে আর্থিক জগতের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

দি ঢাকেশ্বরী
নডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৬
৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রেজিঃ অফিস—ঈশ্বরদী (সিলেট)
শাখাসমূহ—
পুরাতনবাজার, বাজেশিবপুর, নারায়ণগঞ্জ, লৌহজঙ্গ, পালং, ভাড়া, বিক্রমপুর, কালারবাজার, এগারোসিন্ধুর, বরিশাল, ফরিদাবাদ, ঈশ্বরদী।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, আর, দাস।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

লেবার সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতের প্রতি তাঁদের মনোভাব সম্বন্ধে যে সব বিবৃতি দিয়েছেন তাতে ভারতের জনসাধারণ আশান্বিত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁরা যে সহানুভূতিশীল তা তাঁরা বারবার বলেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁরা যে নীতি অনুসরণ করবেন তাও তাঁরা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁরা যে নীতি অনুসরণ করবেন তা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কনজারভেটিভ সরকার যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তাই। কনজারভেটিভ সরকার ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কি নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা আমরা জানি। তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতিই অনুসরণ করেন নি। তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ করবেন বলে কখনো ঘোষণা করেন নি। তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ করবেন বলে কখনো ঘোষণা করেন নি। তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ করবেন বলে কখনো ঘোষণা করেন নি।

• • •

ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কনজারভেটিভ সরকার যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা।

• • •

ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কনজারভেটিভ সরকার যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা।

• • •

ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কনজারভেটিভ সরকার যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা।

• • •

ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কনজারভেটিভ সরকার যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা।

• • •

ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কনজারভেটিভ সরকার যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো নীতি অনুসরণ না করা।

ইন্সিওরেন্স অব
ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস : ঢুলিয়া
কলিকাতা অফিস : ১২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট
অন্যান্য অফিস :
সিরাজগঞ্জ (আসাম) ও সিলেট
আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে
পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর
জীবন বীমার অফিস
বোনাস প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায় ১৬৲
মেয়াদী বীমায় ১৩৲
চীফ এজেন্ট :—
হেমন্ত ব্যানার্জ্জি বি এ (অক্সন)
বার-এট-ল, বি, বি, সি ও সিলীর জন্য
দেবদাস এণ্ড এ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং, ৩নং লালবাজার,
পঞ্চানন বিল্ডিংস ও বিহারের জন্য

বাঙ্গলার পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা

ভারতের জনসাধারণের আর্থিক ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর উন্নতি বিধান সম্বন্ধে গত ১৯৪৪ সালে লাহোর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্র্যান্ড ইকনমি অব ইণ্ডিয়া' এবং মিঃ কে এম মোদের 'টেন ইয়ার প্ল্যান' নামক দুইখানা পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর এতদ্বিষয়ক কাগজের ছাপাখানা প্রভৃতি: কলিকাতার পরিকল্পনা, বোম্বাই পরিকল্পনা, গান্ধী পরিকল্পনা প্রভৃতি আরও সংখ্যক প্রস্তাব দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি বিধানের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই সমস্ত পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে গত ১৯৪৩ সালে মিঃ এন সি মিত্র 'এ বিকনষ্ট্রাক্টিভ প্ল্যান অব রেকন' নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন। উহার পরে গত ১৫ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশের বিশেষ সমস্যা লইয়া কোন পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। এই জন্য সম্প্রতি মিঃ এ সি চক্রবর্তী প্রণীত 'বেঙ্গল প্ল্যান' [Bengal Plan—By A. C. Chakravarty, M. Sc. (Cal.), B. S. (Ill. U. S. A.)—Published by—Chuckervartty Chatterjee & Co. Ltd., 15, College Sqr., Calcutta. Price Rs. 2-8/-] নামক পুস্তকখানা পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

বর্তমান যুদ্ধের ফলে বাঙ্গলা দেশের উপর বিনা দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অকাল-মৃত্যু ও দোষ-দোষের যে আঘাত হানিয়াছে ও হানিতেছে তাহাতেই আমাদের আর কোন অঞ্চলে এরূপ দেখা যায় নাই। বাঙ্গলা দেশ খাদ্যদ্রব্যের জন্য মহাজনের পর-নির্ভরশীল হওয়াতে এবং এর অবস্থান ও দুর্ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে বাঙ্গলার খাদ্য-ব্যবস্থা ভয়ানক ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। অনাহার, অর্ধাশন ও রোগের ফলে বাঙ্গলায় ৫০ লক্ষ লোকের অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। জীবনধারণের উপযোগী পণ্য-দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক রকম বাড়িয়াছে এবং এইরূপ মূল্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য যেরূপ অধিকাংশ ব্যক্তির হাতে কোন অর্থসম্পত্তি না থাকাতে প্রকৃত বাঙ্গলার অধিকাংশ লোক দিন দিন করিয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গলার অধিকাংশ স্থানে বর্তমানে যত লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে সেই তুলনায় উহার এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে মরিতেছে না। এই অবস্থার আশু প্রতিকার না করিলে আগামী অল্প কয়েকের মধ্যে বাঙ্গলা দেশ জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইবে।

সুখের বিষয়, শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী বাঙ্গলার এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখে দাঁড়াইয়াই তাঁহার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বর্তমানে বাঙ্গলার অর্দ্ধেক লোক জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছে। উদ্বাস্তিদের মধ্যে যাহারা বেঁচে থাকিবে—না হয় আগামী ১ বৎসর কাল পর্যন্ত উদ্বাস্তিদের হাসপাতাল, শুশ্রূষাগার অথবা বিশ্রামাগারে রাখিয়া পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলার মাথাপিছু শস্য-উৎপাদন যে পরিমাণ কম (৭৫) পরিমিত জমি বৃদ্ধিদ্বারা তাহাতে উৎপন্ন ফসল যাহা যাহাতে বাঙ্গলার প্রত্যেক লোকের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান হইয়া তাহার কিছু সঞ্চয় হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, বাঙ্গলার বর্তমানে পঞ্চাশ যে দুর্ভিক্ষ চলিয়াছে তাহা নিম্নোক্ত করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ অন্ন সংস্থান করিতে পারে তাহা করিতে হইবে। মিঃ চক্রবর্তী প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই তিনটী সমস্যার সমাধানের জন্য যদি কিছু করিতে হয় তাহা হইলে অনতিবিলম্বেই তাহা করিতে হইবে—কারণ তাঁহার মতে এই কাজে যদি বিলম্ব হয় তাহা হইলে বাঙ্গলার আরও দুই কোটী লোক মরণাপন্ন হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

বাঙ্গলার জনসাধারণের দুরবস্থা সম্বন্ধে মিঃ চক্রবর্তী যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য যে অনতিবিলম্বে একটী কার্যকরী ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে মিঃ চক্রবর্তী তাঁহার পুস্তকে যে পরিকল্পনা বিবৃত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত যৌক্তিক এবং প্রণিধান করিয়া দেখিবার যোগ্য। মিঃ চক্রবর্তী বলেন যে, বাঙ্গলার জনপ্রতি চাষের জমি যে '৭৫ একর জমি পরিবর্তে আমার সাধ্যমতো যদি বাঙ্গালীর মাথা-পিছুর সমান সমান করিতে হয় তাহা হইলে সমগ্র বাঙ্গলা দেশের ২০ কোটী একর (মিঃ চক্রবর্তী এই সব ক্ষেত্রের সাম বিস্তারের ৬ ভাগ সমুদ্র অর্থাৎ ৩৯ ভাগ ধরিয়াছেন) বিভক্ত করিতে হইবে। এই সমস্যার প্রয়োজনীয় সমস্ত জমি পরিবারে ৬ জন লোক ধরিয়া ৫০০ পরিবার অথবা ৩০০০ ব্যক্তি বাস করিবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রের আয়তন ১৯২০ একর করিয়া জমি থাকিবে এবং উহার মধ্যে ১৭০০ একর চাষবাসের জন্য এবং বাকি জমি বাসস্থান, পুকুর, খাল, অফিস ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হইবে। এই ১৭ শত একর জমি আধুনিক উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ করা হইবে। উপরোক্ত ৫০০ পরিবার যৌথভাবে এই জমির মালিক হইবে এবং তাহারাই উহাতে চাষবাসের কাজ করিবে। কিন্তু এই জমি কেহ কোন দিন কাল-বাটোয়ারা করিয়া লইতে পারিবে না। অধিকন্তু অধিকে যে কমল উৎপন্ন হইবে তাহা হইতে জমি চাষবাসের যাবতীয় খরচা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা হইতে তাহ সমস্ত প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী পরিমাণ ফসল পাইবে। মিঃ চক্রবর্তীর পরিকল্পনার মধ্যে আর একটী কথা হইতেছে যে, উপরোক্ত বয়সের প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গে একটী করিয়া ফেরারী কাজ করিতে থাকিবে। এই সঙ্গে হইবে সমস্ত সমবেত রক্ষিতবর্গের এবং উহার বয়সের ছেলেমেয়েদের এক উহার আনুষঙ্গিক হিসাবে বিনিময় উপযোগী, পরিবেষণযোগ্য হইবে ফেরারীর সমবেত প্রয়োজনে কাজ।

অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন যে, এই ব্যবস্থার প্রত্যেকের অবশ্যই হইতে হইবে সমবায়ে পরিকল্পিতে ফেলের সমস্ত জমি খাস করিয়া তাহা ২০ হাজার কাজ পরিবারের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। এই ভাবে জমি খাস করিয়া প্রত্যেক কাজ পরিবারের হাতে ১৯২০ একর করিয়া জমি দিতে হইলে প্রত্যেক পরিবারের জমির কাজ করা পরিবে জমি এবং

বস্ত্র প্রস্তুত ব্যতীত অন্যান্য
শিল্প কার্য্যের জন্য সূতা সরবরাহ

বর্তমানে বস্ত্র প্রস্তুত ব্যতীত অন্যান্য শিল্প কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় সূতা সরবরাহ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে। তদ্বিষয়ক আবেদন এই বৎসর সূতা বিলি সম্পর্কে আগামী ২৫শে এপ্রিল, ১৯৪৫ তারিখের মধ্যে ২১ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতার মিলওনার অব টেক্সটাইলের নিকট পাঠাইতে হইবে।

বিভিন্ন জেলাতে এই বৎসরে সূতা বিলি সম্পর্কে বিভিন্ন তহসুল অফিসে টেক্সটাইলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

আবেদনের ফরম

১। মালিক। এজেন্টের নাম ও ঠিকানা।
২। কারখানা ও অফিসের ঠিকানা।
৩। লাইসেন্স নম্বর।
৪। কারখানা তাঁতের সংখ্যা।
৫। বিভিন্নপ্রকার প্রস্তুত কাপড়ে নিযুক্ত মূলধন সংখ্যা।
৬। ১৯৪৩, ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালের নিম্নলিখিত বিবরণসমূহ পৃথকভাবে লিখিয়া দিতে হইবে—
(ক) বিভিন্ন নম্বরের মধ্যে কোন্ নম্বরের কত সূতা ব্যবহৃত হইয়াছে।
(খ) এই সূতা কে সরবরাহ করিয়াছিল।
৭। প্রতি মাসে উৎপন্ন দ্রব্য—
(ক) উৎপন্ন দ্রব্যের বর্ণনা।
(খ) পরিমাণ।
৮। বর্তমান মাসে প্রতিটক হিসাবে কত নম্বরের কতখানি পরিমাণ কত সূতা দরকার।
৯। এই সর্বশেষ পরিমাণ সূতা হইতে মাসে আনুমানিক কি পরিমাণ তিসির প্রস্তুত হইতে পারে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা।
১০। এই সব তিসির কোথায় বিক্রীত হইবে।

এতদ্দ্বারা আমি স্বীকার করিতেছি যে উপরের বর্ণনা সত্য

তারিখ.....(আবেদনকারী)

শিল্পিত সাপ্লাইজ বিভাগ
বেঙ্গল।

১০০৲ টাকা হিসাবে মূল্য ধরা হইয়াছে। এজন্য তাঁহার ঐ অংশীদারী জমি চাষ করিবার উপযোগী ট্রাক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে ৫৯ হাজার টাকা, প্রত্যেক শ্রমিকের পরিবারের জন্য শিল্প-কারখানা স্থাপন করিতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং শ্রমিকের পরিবারের জন্য বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিতে ১ লক্ষ টাকা—মোটের ৩ লক্ষ টাকা মূলধন আবশ্যক হইবে। এই মূলধন বিনিয়োগের কল্পনাকল্পে প্রত্যেক শ্রমিকের পরিবার জমি ও কারখানার যে ফসল ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইবে তাহা হইতে শ্রমিকের তিন হাজার পরিবারের প্রয়োজন মিটাইয়া বৎসরে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা (ফসল বাবদ ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা এবং শিল্পের জন্য ১৯ হাজার টাকা) লাভ থাকিবে। উহা হইতে মূলধনের সুদ এবং কলকারখানার মূল্যাবশেষ বাবদ ৫৭ হাজার টাকা এবং শ্রমিকের পরিবারীদের স্বাস্থ্য-রক্ষা, শিক্ষালয় এবং হাসপাতালের প্রভৃতি ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য ৯০ হাজার টাকা ধরিয়া ১৪৭ হাজার টাকা পরিশোধ হইবে। বাকী টাকার মধ্যে মূলধন হিসাবে ৭৯ হাজার টাকা পরিশোধের জন্য ২৫ হাজার টাকা ধরিয়া দেওয়া হইবে এবং বাকী ৫৭ হাজার টাকা লভ্যাংশ হিসাবে শ্রমিকদিগকে দেওয়া হইবে। মোটের উপর অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে মিঃ চক্রবর্ত্তীর মত এই যে, তাঁহার পরিকল্পনামত কাজ করিলে দেশের অর্থনীতিক কাঠামো যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহা নহে, বরং ইহা দেশের বর্ত্তমান অর্থনীতিক ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই চলিতে পারিবে। মিঃ চক্রবর্ত্তী যে সমস্ত হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাঁহার পুস্তকে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। এই সব হিসাব সম্বন্ধে মতবিরোধের অবকাশ থাকিতে পারে, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাঙ্গলা দেশের অর্থনীতিকদের পক্ষেই মিঃ চক্রবর্ত্তী যে পরিকল্পনা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা যৌক্তিক হইলেও এবং দেশের প্রচলিত শিল্পব্যবস্থার পরিপোষকও। তবে তাঁহার সম্বন্ধে এক বিষয়ে আমরা একমত এই যে, তাঁহার এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে দেশের সাধারণতন্ত্র অথবা অর্দ্ধসামন্ততান্ত্রিক আদর্শের কোন বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের হাতে যে আইনসঙ্গত ক্ষমতা রহিয়াছে এবং উহাদের হাতে অর্থসাহায্যের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাই এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা চলে। গ্রন্থের পরিশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা প্রমাণ করিতে বাঙ্গলা সরকার অনায়াসে দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার জমি দান করিতে পারেন—জমি ও শ্রমিক এবং জমি দান করিলে ১০০ টাকা ঋণ হইবে বলিয়া মিঃ চক্রবর্ত্তী যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কতদূর সঙ্গতপর তাহা বিচার-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট যদি কোন জমি দান করিয়া তাহা এক এক দল লোকের মধ্যে এই সর্ত্তে ভাগ করিয়া দেন যে, সকলে মিলিয়া সমস্ত জমি এক সঙ্গে চাষ করিবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলের ভাগ পাইবে তাহা হইলে দেশের অধিবাসিগণ তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবে না। কৃষিজীবী, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এক একটী ক্ষুদ্র সমবায়ের জমি চাষ, এই সমবায়ের ৫০০ পরিবারের জন্য উপযুক্তরূপ বাসগৃহ নির্ম্মাণ এবং উহার ভিন হাজার অধিবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী নিয়মাবলী প্রবর্ত্তনের জন্য শিল্প-কারখানা স্থাপন করার জন্য যে ৩ লক্ষ টাকা মূলধনের আবশ্যক তাহা এবং প্রয়োজন হইলে তাহা অপেক্ষা ২।৩ লক্ষ টাকা বেশী মূলধন সংগ্রহ করিতে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং মিঃ চক্রবর্ত্তীর এই প্রস্তাব দেশের অর্থনীতিক ও শিল্পনীতিক অবস্থাবলম্বনে সমালোচনার বিষয়বস্তু হইলেও ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

আমরা দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল ও দেশহিতৈষী ব্যক্তিকে মিঃ চক্রবর্ত্তীর এই পুস্তকখানা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে এবং তাঁহার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। বাঙ্গলার অর্থনীতিকের গোচরীভূত হইবার উপযুক্ত করিয়া দেশে বাঁহারা বিশেষ বিদ্যমান হইয়া পরিচালনের এই পুস্তকে তাঁহারা কর্ণধারের অভাব সহজে পাইবেন বলিয়া আমরা মনে করি।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই সিজনের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল — কুষ্টিয়া (নদীয়া) | ২নং মিল — কেলবাড়িয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

হেড অফিস : কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলিঃ SHILLBANK — হেড অফিস—শিলং — ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা শাখা

১৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলিঃ BANKSHILLO ফোন : ক্যাল ৫৮৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সোহাট্টা ও নওগাঁ (আসাম) শাখা খোলা হইয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৬

মূলধন

অনুমোদিত	৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত	১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত	১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত	৪৮,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	২৫,০০,০০০৲

হেড অফিস : কুমিল্লা

শাখাসমূহ

কলিকাতা, ঢাকাইকোট, ডালহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা, সিঁথি মার্কেট, হাইদোরা, ফিরোজপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজীগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, পুলপাড়াবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)

লণ্ডন এজেন্ট :—ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ।

নিউইয়র্ক এজেন্ট :—ন্যাশনাল ষ্টীট কোং অব নিউইয়র্ক।

অষ্ট্রেলিয়া এজেন্ট :—ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম্ সি মল্লিক, এম-এল-সি

ফেডারেল কোর্ট ও বঙ্গীয় মহাজনী আইন

শ্রীহিরণ্ময়কুমার রায়, এম-এ বি-এল

কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দুইটি আপীলে প্রতিবাদী মোট সম্পর্কে বঙ্গীয় মহাজনী আইনের ৩০, ৩৩ ও ৩৮ ধারা বঙ্গীয় আইন পরিষদের অধিকার-বহির্ভূত হইয়াছে বলিয়া সম্প্রতি ফেডারেল কোর্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত রায় বাস্তব ও মহাজন শ্রেণীর পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গীয় মহাজনী আইন বলবৎ হওয়ার পর হইতে বিভিন্ন তারিখে পরিষদের দুইটি বিশিষ্ট হস্তান্তর-যোগ্য (Negotiable) প্রতিশ্রুতি মোট, হ্যাণ্ডনোট বা তদ্রূপ অন্যান্য দলিল সম্পর্কে উক্ত আইনের বিধানসমূহ প্রযোজ্য কি না তাহা লইয়া বিতর্ক উত্থাপিত হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় পাসনতান্ত্রিক আইনের ১০০ ধারা ও উক্ত আইনের ৭নং তফশীলের ১৯নং তালিকায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ কোন্ কোন্ বিষয়ে আইন পাস করিতে অধিকারী তাহা বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ৭নং তফশীলের ১৫ তালিকার ২৮ নম্বরে চেক, বিল অব এক্সচেঞ্জ, প্রতিশ্রুতি মোট এবং তদনুরূপ অন্যান্য দলিল সম্পর্কে একমাত্র কেন্দ্রীয় আইন সভার আইন করার অধিকার আছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পাসনতান্ত্রিক আইনের উক্ত বিধানবলে প্রাদেশিক আইনসভার প্রতিশ্রুতি মোট সম্পর্কে কোন আইন করার ক্ষমতা নাই। অথচ বঙ্গীয় মহাজনী আইনের ২(১৯) ধারার (৪) উপধারায় প্রতিশ্রুতি মোট সম্পর্কিত বন্ধকে উক্ত আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অন্যান্য কোন কোন প্রাদেশিক আইনেও প্রতিশ্রুতি মোট সম্পর্কিত বন্ধকে প্রাদেশিক আইনের বিধানমূলক করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাই উপরোক্ত বিতর্ক সৃষ্টির কারণ।

১৯৪০ সনের বঙ্গীয় মহাজনী আইনের পূর্বে প্রতিশ্রুতি মোট সম্পর্কিত কেস ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নেগোশিয়েবল ইন্‌স্ট্রুমেন্ট্‌স আইনদ্বারা বিচার্য ছিল। উক্ত আইনের ৭৯।৮০ ধারায় বলা হইয়াছে যে, যদি কোন প্রতিশ্রুতি মোটে সুদের হার লিখিত থাকে তবে দলিলের তারিখ হইতে আদায় তাল পর্যন্ত অথবা আদালতের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঐ হারে চক্রবৃদ্ধি আসল টাকা পরিশোধিত হইবে। আর যদি দলিলে সুদের হার লিখিত না থাকে তবে পক্ষকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে আদালতের পর্যন্ত চক্রবৃদ্ধি আসল টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। দলিলের লিখিত সুদের হার অনুযায়ী যে পরিমাণ সুদ ও আসল টাকা আদায় হয় উক্ত আইনের ৩৩ ধারা মতে দলিলদাতা তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। অথচ তারতীয় চুক্তি আইন ও ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মহাজনী আইনের বিধানমতে কোন ক্ষেত্রে অন্যায্য ও অতিরিক্ত সুদের হার বা পরিমাণ দাবী করিলে আদালত তাহা বাতিল করিয়া বিচারমতে সুদ ডিক্রী দিতে অধিকারী।

বঙ্গীয় মহাজনী আইনের ৩০ ধারায় কোন্ দলিল মূলে আদায় সুদের হার কি হইবে তাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ ধারা মতে বন্ধকী ঋণের ক্ষেত্রে উর্ধ্বসংখ্যে পক্ষকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা হারের ও অন্য প্রকার ঋণের ক্ষেত্রে উর্ধ্বসংখ্যে পক্ষকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে সুদ আদায় করা যাইবে এবং কোন অবস্থাতেই মহাজন বাস্তব হইতে আসল টাকার উপর পরিমাণের অতিরিক্ত সুদ আদায় করিতে অধিকারী নহেন। বাস্তবের ক্ষমতার অনুকরণে উদ্দেশ্যে পক্ষকরের মোকদ্দমার বায় বন্ধনের অধিক কালের চুক্তি সম্পর্কিত বাঙ্গালীর বিধান-বিকাশ এবং ১৯৪৩ সনের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত যে সকল ডিক্রী চূড়ান্তভাবে পরিশোধিত হয় নাই উক্ত আইনের ৩৮ ধারায় বিধানমতে আদালত বিধান-বিকাশ হইতে সুদের ডিক্রী জারী করার অধিকার আদালতকে দেওয়া হইয়াছে এবং আদালত বিভিন্ন বাস্তবের ক্ষমতার পরিবর্তন সাধনের সহায়তা করিবেন তাহার প্রণালী স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত আইনগুলি বাস্তবের দেয় ঋণের পরিমাণ স্থির করিবার জন্য বাস্তবকে আদালতে ধরণাস্ত করার অধিকার ও বাধার সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রতিশ্রুতি মোট সম্পর্কিত এই প্রাদেশিক ঈদারাক আইনের অন্তর্ভুক্ত না হইলে পূর্বোক্ত ধারা হইতে ভারতীয় চুক্তি সম্পর্কীয় আইন ও ১৯১৮ সনের বাঙ্গালী আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের নেগোশিয়েবল ইন্‌স্ট্রুমেন্ট্‌স আইনের উপরোক্ত বিধান অনুযায়ী দেনী পরিমাণ সুদ ও আসল টাকা প্রায় দ্বিগুণ অধিকারী। ইহাই বিতর্ক সৃষ্টির মোটামুটি কারণ।

ইতিপূর্বে মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রতিশ্রুতি মোট সম্পর্কিত এমনি মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্টে আপীল করা হইয়াছিল। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের মাদ্রাজের ঈদারাক ঋণের আইন অনুসারে উক্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছিল। বর্তমান মাদ্রাজের উক্ত আইনে প্রতিশ্রুতি মোটের স্পষ্টতঃ উল্লেখ নাই, তথাপি অন্যের যেরূপ ব্যাপক সংজ্ঞা ঐ আইনে পরিবেশিত হইয়াছে তাহাতে প্রতিশ্রুতি মোট সম্পর্কিত ফেলাও ঐ আইনের আওতায় পড়ে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের উক্ত মোকদ্দমায় দায়ী প্রতিশ্রুতি মোট মূলে ইহাদের বিপরীতে চুক্তিমান ঋণের আইন পাস হওয়ার সুযোগই তাহা ফিডারেল কোর্টের অধিকাংশ বিচারপতিদের অনুসারে উক্ত চুক্তিমান ঋণের আইন বাস্তবের আইন পরিষদের ক্ষমতা পরিচ্ছন্ন কি না ফেডারেল কোর্ট তাহা বিচার করা আবশ্যক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

অবশেষে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিশ্রুতি মোট সম্পর্কীয় একটী রায়ের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্টে আপীল হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় মহাজনী আইনের ধারার বিধুন ১৯৪০ সনের মাদ্রাজের চুক্তিমান ঋণের আইনের অনুরূপ। প্রতিশ্রুতি মোট সম্পর্কে বঙ্গীয় আইন বাঙ্গালার আইন সভার ক্ষমতা-পরিচ্ছন্ন কি না এইবারে সেই প্রশ্ন ফেডারেল কোর্টে উত্থাপিত হয়। এই ক্ষেত্রেও বঙ্গীয় মহাজনী আইনের পূর্ববর্তী কারণের মত ভিত্তিমূলে ক্ষমতাধিকার বঙ্গীয় মহাজনী আইনের বিধান বলে পরিবর্তিত হইয়া মূলত ডিক্রী প্রদানিত হওয়া সে-আদেশ বহাল বলিয়া ফেডারেল কোর্ট সাব্যস্ত করেন। এইবারও ফেডারেল কোর্ট মাদ্রাজ হাইকোর্টের পূর্বোক্ত মোকদ্দমায় আপীলের সিদ্ধান্তের অনুসরণ করেন এবং বঙ্গীয় মহাজনী আইন প্রতিশ্রুতি মোট সম্পর্কে বঙ্গীয় আইন পরিষদের অধিকার পরিচ্ছন্ন কি না সেই প্রশ্ন বীমাংসা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন।

কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দুইটী আপীলেই বঙ্গীয় মহাজনী আইনের ৩০, ৩৩ ও ৩৮ ধারার বিধানগুলি প্রতিশ্রুতি মোট সম্পর্কে বঙ্গীয় আইন সভার ক্ষমতা-পরিচ্ছন্ন বলিয়া ফেডারেল কোর্ট সিদ্ধান্ত করায় বাঙ্গালী বাস্তব মহাজন শ্রেণী ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্ত ঐরূপ আদালতে ক্ষতিকর বলিয়া যে হয় তাহা অনিবার্য। এই সম্বন্ধে প্রবীণ কবিদের। ফেডারেল কোর্ট দুইটী আপীলের রায়ের বিরুদ্ধেই বিশেষ আপীল করার অনুমতি দিয়াছেন এবং বিশেষ আপীলের রায় প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে না।

সামান্য সঞ্চয়ে আপনি
সুখ ও শান্তি পেতে পারেন
নেশনাল ইন্সিওরেন্স সাহায্য
ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ফোন বড়বাজার ৫১৩৩

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য আমরা উৎপাদন, কল কারখানা ও সুখের জন্য বিত্ত বৈভবের সৃষ্টি করিয়া থাকি। রণ-রাজের যে কয় মুক্তি আজ শুধু বাজারের আমাদের ছেড়ে যায়। তাই নিজের অজ্ঞাতে যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, প্রেমেবেরে ও আত্মীয়-পরিজনের অজ্ঞাতে তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আমরা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্তমান দুর্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পথের দিকে দাঁড়াবে ?—

জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে
জীবনবীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান পাথেয়—দুর্দিনের সুযোগের আশ্রয়। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৩ সালে নূতন বীমা—১০ কোটী টাকার উপর
হি ন্দু স্থা ন কো-অ পা রে টি ভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

খেয়ালীর খাতা

—ছাব্বিশে জানুয়ারী বিদেশ বিলাস হইতে আসিয়াই বিলিতি আমদানীর যে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন তাহা লইয়া আর বাক্-বিতণ্ডার চলিতেছে। সাময়িক পত্র ও দৈনিক সংবাদপত্রগুলি আসরে অবতীর্ণ হইয়া বলিতেছেন, আমদানীর বিরুদ্ধে দেশে ইহার বিরোধী হইবে, তাহাতে আন্দোলন করি

হয়। কাজেই তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকাল না হইয়াও ঐ ফাঁকির ঝোলা ও মাফিলের ছেলের মেয়ের জন্য গ্রাম্য মাস্টারে বেচিয়া দিয়াছেন। কারণ তাহাতে মাসের হাত ৩০০ পাকে। চিঠি দিয়া সংবাদ পাঠাইলে বাসা দাস হয়, তাহার চাইতে চাকরণ পাঠ থাকে চিঠি লইয়া বাজারে পেরিলে। কাজেই বাজারের ছেলেদের মাসিক পারিশ্রমিক যে চিঠি পাইয়াছেন তাহার সবটাই বাজারে ব্যয়িত হয় নাই। সম্প্রতি, উপন্যাস বা কিম্বদন্তিদের সবাই অনায়ু এমন অবিশ্বাস্য কথা একবাক্যে সাদর গ্রহণ করিবে না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যে-সাহিত্যিক ছেলেদের জন্যে সর্ব্বাই বাণী রচনা করে সে-সাহিত্যিকদের অভাব একালের কি বিক্রেতাদের কিম্বা উৎপাদকদের কাছ হইতে আশা করা যাইতে না?

* * *

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি ছাত্রবাণী বিভাগের অবতারণা বা অভ্যর্থনা করিতে চাই, মোটেই নয়। বরং আমার বক্তব্য ছাত্রবাণী বিভাগ এখন অনেক সওদাগরী বিভাগ আসিবার ব্যবস্থা হওয়া নাই যাহা সকলের আগে আসা উচিত ছিল এবং এখন অনেক বিভাগ আসিয়া পড়া হইয়াছে আমার এখনই কোন দরকার ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ টেলীফোনের কথাই ধরা যাউক। কলিকাতা বিজলী, মোটর প্রভৃতি বড় বড় সহরে যাহারা বাস করেন তাঁহারা জানেন ব্যবসাদারী প্রয়োজনে তাহাদের দূরের টেলীফোন পাওয়ার উপায় নাই। তাঁহাদের টেলীফোনে আসে তাঁহাদেরই টেলীফোন ঘরে 'বিভূতিবিলাস' হইয়া যায় সেই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়, তাহার উপিঠেরাই বহু লোকের বাড়ীর টেলীফোন কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ টেলীফোনের ঘরপাতি বিক্রয় হইতেছে আপিসের না, নতুন টেলীফোন লাইন বসাইবার উপায় নাই। টেলীফোনে এখন সুবাসুবি আসল সমস্যা-মেটের ব্যাপার। তাঁহারা কেন টেলীফোনের লাভসহজার অবিলম্বে বিলাস বা এরেবিয়া হইতে আনিবার ব্যবস্থা করিতেছেন না? ইহাতে শুধু যে অনাবাদের জীবনযাত্রা একটু সুলভ হইবে তাহাই নয়, সমস্যাসেটের আরও বাড়িবে। টেলীফোন কোম্পানী 'লাইন' দিতে পারিলে একমাত্র কলিকাতা সহরেই একমাসের মধ্যে পাঁচ হাজার টেলীফোন বাড়িয়া যাইবে। টেলীফোন এক্সচেঞ্জগুলিতে অটোমাটিক—বজলিন—কবিবার যন্ত্রপাতির বিলাই আসা দরকার। কলিকাতার বাহিরের টেলীফোন আরে তাঁহারা সকলেই মিলে অন্ততঃ একবার অটোমাটিক এক্সচেঞ্জের জন্য আবেদনের কাছে আবেদন না করিয়া পারিবেন না। মোট কথাটা একটি কাহিনী আকারে বলি, এমনি এক বিধবা আমার সম্মুখে বিসিয়া অনেকক্ষণ মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "প্রভু, আমি অনাথা। এই একমাস পূর্ব আমার সকল। তাহাকে ঘরে বাহিরে না দাহ করে তোমার সন্মুখেই আত্মহত্যা করিব"। অনেক কহিলাম, "অবে, চিন্তা করিও না। তোমার মৃত-পুত্রকে বাহিরে দিব, কিন্তু তাহার জন্য এত আয়োজন নয়। এখন হইতে সকল আনন্দে হইবে যে-মুখে কেহ কখনও মরে নাই।" বলা বাহুল্য, বিধবার পুত্র বাঁচে নাই। পৃথিবীতে এমন সহায় একটিও নাই যেখানে মৃত্যু ঘটে নাই এবং ইহা বুঝিতে পারিয়াই বিধবা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। আমি অনেক মুখের সমবেদনার সাথের যোগা নয়। কারণ মানুষ নাত্র। আমার যোগ্যতা এই,—"কলিকাতা সহরের অথবা সহরের হিতৈষীরা একত্র হইলে তাঁহাদের টেলীফোন আরে তাঁহাদের মধ্যে কেহ দিনে পাঁচটি ফুল নয়, কিংবা ফল খাওয়ের ও ফুরই ইত্যাদির মো বিক্রয়ই না পাইয়া টেলীফোন ব্যবহার করিতে পারিবেন এমন কোন লোকের নাম উল্লেখ করিতে পারিলে তাহাকে আমার অন্তরস্থ যাহার কাছেই এক-উপিঠ বাবদের ২২ হাজার টাকা অতিরিক্ত দান করিব।" ইংরেজীতেও উৎসাহী কর্ণধারীরা এই সুবাসিত হইবেন না। ছাত্রদের যারা সেবা করে তারা সবাই দান আসিবে, কাজেতে নয়।

* * *

আর একটা সরকারী বিভাগ এ, সি ইলেকট্রিক্ সাপ্লাই। আজকাল যেখানে যত ইলেকট্রিকের ব্যবসা হইতেছে আমার সবই এ, সি কারেন্টে। পুরাণ সহরের তো কথাই নাই, পুরাতন সহর যেমন কলিকাতা, সিমলাতে সবার পুরাণো ইলেকট্রিক ব্যবসা ডি, সি হইলেও নূতন বাড়ির সবই এ, সিতে হইতেছে। আমার জানতে এ, সি কারেন্টে বিদ্যুৎ তো পাইবার বড় কম। কিন্তু এ, সি বিদ্যুতের জন্য ডি, সির যন্ত্রপাতি ছাড়ে না। অথচ আজো, ইন্ডো, হিটার ইত্যাদি এ, সি ও ডি, সির একই সমভাবে। কিন্তু পাখা বা রেডিয়ার বেলায় বিপদ। বেডিংটনে অনু এ, সি-ডি, সি ফ্যানের সেই বৈষম্যের কথিয়া অসুবিধা অনেকটা দূর করা হইয়াছে, কিন্তু পাখার বেলায় তাহার নাই। কাজ-বাজারের মোহনলাল ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আপনি যে-পাখা চালাইয়া হাওয়া পাইতেছেন, বাণীমন্দিরে তো আর সেবের বাসায় তাহা অচল। অন্ত সুতের পাখাতে এ, সি পাখাই এখনো দুর্লভ। এখনো অনেক বেশী কলে কোম্পানী হইয়াছে। তাহাদের বৈষম্যী পাখার পাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইলে তাহারা প্রয়োজন বিটাইতে এ, সি পাখার বৈষম্য করিতে পারিবে, কিন্তু এ, সি পাখার জন্য এমন একটি বিশেষ ধরণের পরার প্রয়োজন হইবে। একজন ইলেক্ট্রিক ও আপাত হইতে তাহাদের আমদানী হইবে। হাওয়াই মিলন বেহেতের চৌট বড়াইবার 'চাকী' এবং এর বড়াইবার 'ফিউজার' আবশ্যকীয় কলে ইহা আনাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে এখনো বৈদ্যুতিক শিল্পটা বড়াইবার সুযোগ পাইত। অনন্যোপায়কের সাথে ভিনশত বা চারশত টাকা দিয়া পাখা কিনিতে হইত না।

* * *

সম্প্রতি শ্রীযুক্তা কল্যাণিনীদের লেখা 'With no regrets' বইখানা বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়িলাম। এই ছোট বইটির প্রথম সংস্করণ একমাসের মধ্যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নিঃশেষে বিক্রয় হইয়া যায়। আশ্চর্য্য নয়। এমন আন্তরিকতায় লিখিত লেখা, প্রবন্ধের ইংরেজীতে লেখা এবং ভারতীয়দের লেখা খুব দুই তিন পাতায় বেশী পড়িয়াছি বলে মনে হয় না। তাহার মধ্যে একখানা অবশ্য এই মেয়িকাবাই ওরফে পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের আত্মজীবনী। যেখা যাইতেছে মেয়েলীদের প্রায় ভালো ইংরেজী লিখিবার অসাধারণ ক্ষেত্রেরদের একটা পারিবারিক বৈশিষ্ট্য। ভবিষ্যতেই ইংরেজী বিজলীয়ার আমদানীর বৈশই প্রকাশিত হইবে। তাঁহার ব্রহ্মনাম কে-নামক পত্রিকা ইংরাজ আসে পাইয়াছি, তাহাতে আশা করিতে পারি তাঁহার এইটিও ব্রহ্মনাম হইবে। ইংরেজী ব্রহ্মনাম সম্বন্ধে বড় এই, মেয়েদের ব্রাহ্মনৈতিক শিক্ষা ও কলাবাবার এমন সমস্ত ইতিহাস, এমন ব্রাহ্মের ছাপ, খুব কম বইতে দেখা যায়। পত্রিকায় আত্মজীবনী লেখা পড়িব। তাহার আরম্ভে 'আমিটাই' সম্বন্ধের বড় হইয়া ওঠে, দ্বিতীয়ে এমন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইয়া পড়ে। কিন্তু মেয়েদের আত্মজীবনী লিখিবার পাইয়াছিলার বাধিয়া মেয়েদের ব্রাহ্মনৈতিক জীবনেরই কাহিনী, সে কারণেই ঐ ধরণি পারিবে আমার বলিয়া বা ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিবাধান বাদ না হইয়া পত্রিকার মালিয়া সৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বাংলা আমার এই বইটির অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। ইংরেজী ব্রহ্মনাম 'With no regrets' পত্রিকার পত্রিকার আবশ্যক একটা কথা বলে হইয়াছে। আমাদের পরিচয় বাঙালী মেয়েদের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁহারা নিজেদের জীবন-কর্মকে বিশেষ বড় সত্যাগীবনের ব্রাহ্মনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসকে প্রতিফলিত করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন। মুক্তি শ্রীযুক্তা সরলা দেবী 'জীবনের ঝরাপাতা' একটির কবিতেরেন—ইহা ভালো কথা। পরম বাবু ঘটিবিলাসে কি করিয়া লেখা আমি না। শ্রীযুক্ত প্রতিনিধিদের সরকার এখানে ব্রহ্মনার বন্ধুতার ফলে তাঁহার অভিজ্ঞতা লিখিয়া করিয়া দেখে যাবী কিন্তু রাখিয়া যাইতে পারিতেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণের বার লেখিবারের অনেক কিন্তু এখা তাঁহার সাহিত্য রচনার সম্পর্কে ছিল বলিয়া। কিন্তু একমাত্র চিঠি দ্বারা ইহাদের তাঁহাকে কিন্তু লিখিতে লেখিবারি বলিয়া মনে হয় না।

—বেদরাণী

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীস কর্পোরেশন
লিমিটেড

হেড অফিস—৮৮১, বেন্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একটী সত্যাগ্রহে খোলখাকারী ইন্ডিয়ান কলার প্রতিষ্ঠান।

লক্ষ ও মনের তুলার চাষ বিপুল আয়োজনে আরম্ভ হইয়াছে।

চাষের কল চলিতেছে এবং বীজই "ই" বোড' প্রস্তুতের জিন আশিক হইতেছে।

কাটনী ও কটন ষ্টেট—বাবুরিয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট।

জীবনের একশ্রেষ্ঠ দিনগুলি!

আমাদের জীবনের কতকগুলি দিন আছে যখন আনন্দের হিল্লোল খেলে যায় চিত্তের মুকুর, সমস্তের আজ মেলে ভবিষ্যতের আশ্বাসের মুখের মুটে উঠে যেমনি ধারা। আপনার জন্য ঘরে দুয়ার।

আমাদের ভাগবাজার, কালিঘাট, আলমবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, আলমবাজার, বিডিকুল, খোলা, বরাহনগর, বাটানগর, মেটিয়াবুরুজ, বিষ্ণুপুর, গার্ডেনরীচ, কাশিয়ারা ও মধুরেশ পাখা ঘরে ঘরে উঠিবে।

ব্যাঙ্কিং ও বেতনের পাখা বীজই ঘরে উঠিবে।

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

হেড অফিস—৯/১ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট • কলিকাতা

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে তিল উৎপাদন—১৯৫০ সালে সমগ্র ভারতে তিল উৎপাদনের যে পূর্বাভাস পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে জানা যায় যে, পত উৎপাদনের সহিত তুলনায় পর্যালোচ্য বৎসরে আগামী ফসলি পরিমাণ শতকরা ১১ ভাগ ও মোট তিল উৎপাদন শতকরা ১৩ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। এই বৎসর যে ৩৮ লক্ষ ২৫ হাজার একর জমিতে তিল চাষ হইয়াছিল, তুলায় পূর্বাঞ্চলে উক্ত জমি হইতে আনুমানিক ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টন তিল ফসল উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ফসলের অবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক বলিয়াও উক্ত তুলায় পূর্বাঞ্চলে মন্তব্য করা হইয়াছে।

পশু চিকিৎসা ও পশু পালন শিক্ষার প্রসার—প্রকাশ, পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং পশু পালন বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের প্রয়োজন এই দেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগকে সরকারী পশু পালন চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বিষয়সমূহে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা আছে, সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহার সম্প্রসারণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। পশু পালন শিক্ষার জন্য এই বৎসরে যে সকল ছাত্র ভর্তি হইবে, তাহাদের মধ্যে ১৯ জন মহিলা শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইবে, পূর্বে গ্রহণ করা হইত ৫ জন। পশু পালনের উন্নততর বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য নীচই পূর্বোক্তরূপ ১৯ জন শিক্ষার্থীর স্থানে ৩০ জন শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। পশুপালনে গবেষণার জন্য ১৯ জন এবং পশুখাদ্য পুষ্টি বিষয়ে গবেষণার জন্যও ১৯ জন শিক্ষার্থীকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা হইবে বলিয়াও ঘোষণা করা হইয়াছে।

হস্তচালিত তুলিকলি প্রবর্তন—মহারাষ্ট্র সেবায় বিক্রয়কেন্দ্রের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, সালের ১৯৪৯ সালের তুলিকলের সহিত যে সকল তুলিকলি হস্তচালিত হইয়াছিল তৎসমস্তই স্থানীয় মহাজনের একচেটিয়া ১০ শতাংশ অধিক আয়ের করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ৩ শত আধি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। উক্ত ৩ শত আধির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আবেদনকারীদিগকে হস্তচালিত তুলিকলি প্রবর্তন করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সিন্ধুতীর তন্তু—অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়াছে যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা বিধানে কলিকাতায় সিন্ধুতীর পাইকারী ও খুচরা সংক্রান্ত সব ব্যবসা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। স্থানীয় ও মহিলা-সহ সকল রকমের সিন্ধুতীর সর্বোচ্চ দর যথাক্রমে পাইকারী প্রতি মণ ২৭৫৲ টাকা এবং খুচরা প্রতি সের ৸৵১০ আনা করে বিক্রয় করা হইবে বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বাংলার আমদানী অধি—প্রকাশ, বাংলার অধিক পাট উৎপাদন আন্দোলন কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে বাংলা গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ বাংলা দেশের অনাবাদী অধিগুলির এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। বাংলাদেশকে পাট সম্বন্ধে আত্ম-নির্ভরশীল করিয়া তুলিবার জন্য যথাসম্ভব অধিক পরিমাণ অনাবাদী অধিকে চাষ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই নাকি উহার উদ্দেশ্য। পর্যবেক্ষণে বাংলা দেশে ৯৯ লক্ষ ৯ হাজার একর অনাবাদী অধি আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, প্রথমতঃ উক্ত অনাবাদী অধির মালিকগণকে তাহাদের স্ব স্ব অনাবাদী অধি চাষ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইবে এবং ইহার জন্য উহাদের বীজ ও সার দিয়া এবং অন্য নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা করিয়া তাহা-দিগকে সাহায্য করা হইবে।

ভারত হইতে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী—সম্প্রতি বস্ত্রের পরিবর্তে কয়েক দফায় ঐযুক্ত সরকার বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বাবদে ১৯৪৯ সালে আরম্ভ হইতে কি পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে সে সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী মিঃ এম আর সিন্হা উক্ত পরিমাণ যে বিভিন্ন দফিণে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৯৪৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে মোট ৫১ হাজার ৫ শত ১৪ টন বস্ত্র ও সূতা রপ্তানী হইয়াছে। উহার মধ্যে হইতে ৯ হাজার ১ শত ৭৯ টন এডেনে, ৫ হাজার ৫ শত ৫১ টন সুদানে, ৫ হাজার ৭ শত ৬৯ টন দক্ষিণ আফ্রিকায়, ৫ হাজার ৯ শত ৮৭ টন সেনেগালে, ৩ হাজার ২ শত ৫০ টন সিংহলে, ৩ হাজার ৫ শত ৫০ টন বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা, পাকিস্তান ও ইরাকীয় সোমালিল্যাণ্ডে এবং ৩ হাজার ৮ শত ১৩ টন আইসিল্যাণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

মুদ্রে আন্তর্জাতীয় সৈন্যসংখ্যা—সম্প্রতি 'দি ইকনমিক ওয়ার্ল্ড' পত্রিকার বর্তমান যুদ্ধাস্ত্রের সূচনা হইতে ১৯৪৫ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আন্তর্জাতীয় সৈন্যের হতাহতের সংখ্যা বিশ্লেষিবিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন :—নিহত ১৯৪৫০ জন, নিখোঁজ ১০৪৯৭ জন, আহত ৫১০৩৮ জন, যুদ্ধবন্দী ১৯৭০১ জন। মোট হতাহতের সংখ্যা ১০৩৪৮৩ জন।

বাজেট কল্পনাতে ঘোষিত মোট—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ঘোষিত শিল্প সংঘ (ঘোষিত ইণ্ডাষ্ট্রী কাউন্সিল)-এর এক নির্বাচনী প্রসঙ্গে সভাপতি মিঃ আলফ্রেড ক্রাউ ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাজেট কল্পনাতে রাষ্ট্রের ঘোষিত ঘোষিত উপযুক্ত ঘোষিত মোট সংগ্রহ করা জনসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হইবে। মিঃ ক্রাউথ ইহাকে অসো-প্রাক (যে বস্তু কখিত পথ নিষিদ্ধ ও পুরুষোচ্চারিত হয়) প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি প্রাবোধজনের লাইক বজেটের প্রবর্তক।

কলিকাতার জন্য বস্ত্র—ভারত গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রতিক ঘোষণায় প্রকাশ যে, সন ৪৭শে মার্চ হইতে ৭৭ এপ্রিল পর্যন্ত সোমাই হইতে ৪৪৭১ খেল বস্ত্র কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত ৪৪৭১ খেল বস্ত্রের মধ্যে সন ২৭ এপ্রিল তারিখেই ৭০৩ খেল বস্ত্র পাঠান হইয়াছে বলিয়াও উক্ত সর-কারী ঘোষণায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

মার্কিন যুদ্ধ-ব্যয়—গত মার্চ মাসে মার্কিন সরকার মোট ৬৮৫ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার এই যুদ্ধের জন্য বায় করিবারের ঘোষণা করেন। পর্যা-লোচ্য মাসে উক্ত অর্থের পরিমাণেই প্রতি মার্কিন নরনারীর মার্কিন যুদ্ধ-বাবদে খেলনা পড়ি করি-য়াছে। উক্ত ৬৮৫ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের বৈদেশিক বায়ের পত হিসাব করিলে ৭৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার দাঁড়ায়। ১৯৪৯ সালের যে মাসের যুদ্ধ-ব্যয় মোট ৭৮৭ কোটি ৯০ লক্ষ ডলারই ইহার পূর্বে খেলনা পড়ি করিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

অধিবাস বৈদেশ সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ—সম্প্রতি প্রকাশিত কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় এই মর্মে এক আদেশ জারী করা হইয়াছে যে, কলকারখানা ও পাইকারী অধিবাস বৈদেশ ব্যবসায়িগণকে প্রতি মোসবায় তাহাদের লাভাধিক হিসাব অসামরিক সরবরাহ বিভাগের এসিষ্টাণ্ট কিয়েক্টর মিঃ এম সেনের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

মৌ ও বিমান চালনা বিদ্যার শিক্ষা-কেন্দ্র—সম্প্রতি বাঙীয় পরিষদে শ্রীযুক্ত নাবায়ণ রাম বিভিন্ন রাজ্যের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ সেনাপতি ঘোষণা করেন যে, বর্তমানে বিমানা-পত্তির বা কোটিতে মৌ বা বিমান চালনা বিদ্যা শিক্ষা বিদ্যার কেন্দ্র স্থাপন করিবার কোন ইচ্ছাই তাহার গবর্ণমেণ্টের নাই। এই প্রসঙ্গে প্রকাশ সেনাপতি আরও, ও আর্থীমুলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমান চালনা বিদ্যার শিক্ষা-কেন্দ্র বসিয়াছে বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের মূতন অর্থসচিব—ইণ্ডিয়া গেজেটের এক বিশেষ ঘোষণায় প্রকাশ, সন ১০ই এপ্রিল হইতে ভার আর্থিক সেনাসচিব

ভারতীয় প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অতি-উন্নত এই বৈজ্ঞানিক যুগেও বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। সব-ব্যবচ্ছেদ-রীতি, অস্ত্রোপচারের বিজ্ঞান-সম্মত বিবরণ ও কৌশল, আধি-ব্যাধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং প্রতিকার-নির্দেশ সেকালের বিজ্ঞান সাধনার পরিচায়ক।

★ ★ ★

প্রাচীন ভারতের ও একালের চিকিৎসা-শাস্ত্রের তুলনামূলক গবেষণায় বহু নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদে গণোরিয়া নামক কোন ব্যাধির উল্লেখ নাই, তাহাতে প্রমাণ হয় এই কুৎসিৎ ব্যাধির বীজাণুর উৎপত্তি এদেশে নহে—অন্যত্র। তথাপি আধুনিক বিজ্ঞান নিরস্ত থাকে নাই। বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বাই-এনিলাইড গণোরিয়া ও মূত্রাশয় সংক্রান্ত সকল ব্যাধির নিরাময়ক।

বাঙ্গলার শিল্পজগতে নবজীবনের অগ্রদূত

দি ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল লিমিটেড

৫৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাসলবার—৪৩৯২

নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গলা দেশে বহু কোটী টাকার আলায়ী মূলধনসম্পন্ন অনেক সুপরিচালিত কোম্পানী থাকিলেও বর্ত্তমানের এই অর্থনৈতিক দুর্দ্দিনে ঐ সব কোম্পানীর শেয়ার বাজারে বিক্রিবিক্রি হইবার কোন ব্যবস্থা নাই। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সিকিউরিটি বাঙ্গলা দেশের সম্পদশালতার উহা একটী অন্তরায় স্বরূপ রহিয়াছে। দীর্ঘদিনের এই অভাব দূরীকরণার্থ এই শেয়ারবাজার প্রতিষ্ঠিত হইল। আপাততঃ নিম্নলিখিত কোম্পানীর শেয়ারসমূহ এই বাজারে বিক্রিবিক্রির ব্যবস্থা করা হইয়াছে—

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অব কমার্স, বেঙ্গল সেন্ট্রাল, বুলিয়া ব্যাঙ্কিং, বুলিয়া ইউনিয়ন, বাঙ্কিংসিণ্ডি ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, বরানগর ব্যাঙ্ক, নিউ ইণ্ডাষ্টার্ণ, পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল।

কটন মিলস্

আলাবী এক্সপ্রেস, এডিসন মিল্স এণ্ড ষ্টোর, কমলী, বাহেরহাট কো-অপারেটিভ, অম্বরী, বেঙ্গল ষ্টীম স্পিনিংমেলস, বিষ্ণুপুর ষ্টীম মিলস, চিত্তরঞ্জন, চাঁদা ষ্টীম মিলস, বেলঘরিয়া, লক্ষ্মী নারায়ণ, লক্ষ্মী স্পিনিং এণ্ড উইভিং, মহারাজা যতীন্দ্রনাথ, রূপনারায়ণ, শ্রীদুর্গা।

ইন্সিওরেন্স

আশোয়ান ইন্সিওরেন্স, বিষ্ণুপুর কো-অপারেটিভ, বিষ্ণুপুর ফেলসেল, ইন্সিওরেন্স অফ ইণ্ডিয়া।

জুট মিল

বাওরা, এলগিন, মেসার্স।

বিবিধ

বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল পটারীজ, বেঙ্গল ফ্রন্টারীজ, বেঙ্গল ইলেকট্রিক মটরস্, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস, বেঙ্গল ইণ্ডিয়াবিট, বেঙ্গল লক্ট, কালকাটা কেমিক্যাল, ডিমোণ্ড ইলেকট্রিক, চাঁদা আলুমেনিয়ম, বিষ্ণুপুর ফেব্রেসলাইন্ট, বিষ্ণুপুর বোর্ডস্, ইণ্ডিয়ান মেসিন টুল, অরুণ ইনভেষ্টমেণ্ট, অলসাইডস্ ইলেকট্রিক, লাক্স ষ্টার্চ, মাইকা মাইনিং, ন্যাশনাল লিথোগ্রাফিক্স, মেটাল কর্পোরেশন, ইউনিয়ন ড্রাগ, ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া, ট্রাক্টর কনস্ট্রাক্টিভিয়ান ওয়ার্কস্।

সিপিং কোম্পানী

বেঙ্গল রিভার ষ্টীম, ইষ্ট বেঙ্গল রিভার ষ্টীম, গ্রেট ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন।

সুগার কোম্পানী

বাণ সুগার কর্পোরেশন, বেলঘরিয়া সুগার।

চা-বাগান

আলিপুর দুয়ারস্, অল ইণ্ডিয়া টী এণ্ড ট্রেডিং, অবহাবতী, আহবাতী, অমরপুর, আদুয়াল, অরুণাচল, আসিয়াবাতী, বাহাবাতী, বেঙ্গল দুয়ারস্ প্লাণ্টার্স সমিতি, ভোজনবাবাদ, ভুটান দুয়ারস্, বিন্নি দুয়ারস্, বিন্নাকলস, ভাস্কার বেঙ্গল অবেস্ট ষ্টেট, চেংট্রাল ডিমুরা, চাপুটি, চিটাবাড়, চৈবাতী, চন্দনবর, চুনিয়াকোণা, ডুয়োকেলস, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, জেমটোকা, জেলপাড়া, জৈতলপাড়া, ঝিয়াবাতী, তরফা, তিলপুরা, দুয়ারস্ ইউনিয়ন, দুয়ারস্ আসাম ইউনিয়ন, ইষ্টার্ণ দুয়ারস্, ফেডারল টী, ফল্ট, ষ্টেইন, গৌর-সিংহাই, গুরুজোরা, হল্দমহুয়া, ইণ্ডিয়ান্যান্ড ফেডারেশন কোং লিঃ, ইন্দ্রেশ্বর, যাদবপুর, জয়পুর, জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি দুয়ারস্, কদমবাতী, কমলা, কাঁঠালগুড়ি, কমলা আলি, কেলাবপুর, খরিবাতী, খয়েরবাতী, কোরিয়ন, লেবং এণ্ড রিসর্ভেস লিঃ, লোহার আলি, লক্ষী, মাদারীহাট, মহুকালি, মেঘলিবন্দ, মেরিডিথ, মোহনপুর, মনোহরাবিলীপুর, মরুডোলা, নবীয়া, নিউ আলায় আলি, নিজুরাপুর, নর্থ বেঙ্গল, পলাশবাতী, পিয়ারলেস, রামডোরা, সাহারাণ, সরস্বতীপুর সাহারা, সিংহ, সিলিন্দি, সুবাবাস, সৈয়দাবাদ, শ্রীদুর্গা আলি আলি, ত্রিপুরা।

উপরোক্ত শেয়ার-সমূহের বিক্রিবিক্রির ব্যাপারে টাকা বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে **ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল লিমিটেডের** সদস্যগণের যাহাতে কারবারের অধিকার লাভ অনুরোধ জ্ঞাপন করা যাইতেছে। সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিলে এই বাজারের সভ্যগণের পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাইবে।

করেন যে, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির কার্যপরিচালনা সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহার মতে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা অত্যধিক। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি ব্যাঙ্কের কার্যপরিচালনা সম্পর্কে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলেন যে, ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা হ্রাস করিয়া ৫০টি করা উচিত। তিনি আরও বলেন যে, ব্যাঙ্কগুলির কার্যপরিচালনা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা উচিত। তিনি বলেন যে, ব্যাঙ্কগুলির কার্যপরিচালনা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা উচিত।

ব্যাঙ্কিং আইন সংশোধন বিল—ব্যাঙ্কিং আইন সংশোধন বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের জন্য অর্থসচিবের প্রস্তাব সম্মতি কেন্দ্রীয় পরিষদ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বিদেশাগতীয় আইন প্রেসিডেন্সী নিযুক্তি—বিদেশাগতীয় আইনবিভাগের পরিচালক পদে শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ বসুকে আইন প্রেসিডেন্সী (উপাচার্য) নিযুক্ত করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ রাধাকৃষ্ণান, স্যার ফিরোজ খাঁ নূন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মিঃ এলবার্ট ও স্যার মুহম্মদ জাফরুল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট বিদেশাগতীয় প্রধান (হাইকমিশনার) ভারত নিযুক্ত হইয়াছেন।

খনির নারী-শ্রমিক সম্পর্কিত বিল—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে খনির নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সংশোধিত ডাঃ আম্বেদকরের প্রস্তাব সমর্থন বিল গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ডাঃ আম্বেদকর বলেন, সিলেক্ট কমিটি খনিগর্ভে নারী-শ্রমিকের নিয়োগ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত প্রস্তাবের পরিবর্তে ১৫ বৎসর করিয়াছেন। প্রস্তাবের পূর্বে ১৮ বৎসর নিম্নবয়স্ক নর ছোট প্রস্তাব ছেলে নিম্নবয়স্ক ১৫ বৎসর করা হইল বলিয়াও ডাঃ আম্বেদকর উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ আম্বেদকর আরও বলেন যে, মহিলা কমিশনের দ্বারা নারী শ্রমিকদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। নারী শ্রমিকদের পরিবর্তিত কার্যপ্রণালীর প্রস্তাব করিয়া তিনি প্রস্তাবিত করিয়াছেন বলিয়াও ডাঃ আম্বেদকর জানাইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল বোর্ডের কেরোসিনের বরাদ্দ—সম্প্রতি বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ এস্কলাস আফারদে বলেন যে, বর্তমান অস্ত্রিধার অবস্থাতেও ভারতের ঐ দেশে সমস্ত প্রকার তেল প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত। ভারত সরকারের বাণিজ্যিক সরবরাহ বিভাগের ডেপুটী ডাইরেক্টর জেনারেল, কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল বোর্ডের সভ্য মিঃ এম কে ফেলোডি প্রমুখ ব্যক্তিগণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভারতের বর্তমান তেল পরিস্থিতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করিয়া মিঃ আফারদে বলেন যে, বর্তমানে অন্যান্য ভারত হইতে আরব, পারস্য প্রভৃতি স্থানে যে তেলের জন্য যেরূপই সমস্ত হউক। ঐ সমস্ত স্থানে ভারতের তেলবাহকজাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় না বলিয়া মিঃ আফারদে মন্তব্য করেন।

নদী ও সেচ সম্পর্কে তদন্তের আদেশ—প্রধানতঃ ভারত সরকারের সেচ, নৌ-চালন এবং নদী সম্পর্কে একটি কেন্দ্রীয় কমিশন গঠন করিয়াছেন। এই কমিশন নদী অববাহিকার অঞ্চলসমূহকে কিভাবে কাজে লাগান যায় সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন এবং যে সকল নদী একাধিক প্রদেশ অথবা দেশীয় রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, সেই সকল নদীর উন্নতি সাধনের ব্যাপারে পরামর্শ করিবেন। উক্ত কমিশন ভারত সরকারের ও প্রাদেশিক সরকারের এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে সেচ, নৌ-চালন এবং নদীর উন্নতি সাধনের ব্যাপারেও পরামর্শ প্রদান করিবেন। ভারতের নদীসমূহকে কাজে লাগাইবার জন্য বিভিন্ন দিকে অনুসন্ধান করা এবং জল অবরোধ প্রভৃতি ব্যাপারে দেশীয় রাজ্য ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের সহিত সহযোগিতা করিয়া একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করাও উক্ত কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ।

খুচরা সমস্যা সম্পর্কে প্রধান সেক্রেটারীর মন্তব্য—সম্প্রতি কলম্বো মিঃ চার্চিল এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, বর্তমান খুচরা সমস্যা প্রধান সেনাপতির সমস্যা সম্পর্কিত বিবরণ সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাপ্রসূত হইবে। এই সম্পর্কে মিঃ চার্চিল আরও বলেন যে, উক্ত বিবরণে আগামী বৎসরে যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে।

বৃহত্তম চোরাবাজার—'কাশেমের চোরাবাজারের বৃহত্তম। চোরাবাজারের কারবারই এই অঞ্চলের বিষয়। প্রকাশ কেলাপোরা থানা এর দায়ী পাকিস্তান'—সম্প্রতি কলিকাতা পোলিশ প্রবের এক বক্তৃতায় আলাবিক সরবরাহ বিভাগের চোরাবাজার দমন এবং অনুসন্ধান বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ ডিক্সিন এই উক্তি করেন। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বন্ধনাগের যে কারণে দায়ী হইয়াছিল—চোরাবাজারে মাল মজুত এবং ব্যবসায়ীদিগের অতি লাভালোভ প্রবৃত্তি তিনি বহু সত্ত্বেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিবেন।

মুদ্রাস্ফীতের কারণ খনি—মুদ্রা-সংকোচ ব্যাপারে রোধকল্প ব্যাঙ্কের ভূমিকা, ভারতের প্রেসিডেন্ট ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছেন, সরকারী আয়ব্যয়ের অতিরিক্ত সম্প্রতি প্রকাশিত হইবে। এই সম্পর্কে মিঃ চার্চিল আরও বলেন যে, উক্ত বিবরণে আগামী বৎসরে যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে।

বৃহত্তম চোরাবাজার—'কাশেমের চোরাবাজারের বৃহত্তম। চোরাবাজারের কারবারই এই অঞ্চলের বিষয়। প্রকাশ কেলাপোরা থানা এর দায়ী পাকিস্তান'—সম্প্রতি কলিকাতা পোলিশ প্রবের এক বক্তৃতায় আলাবিক সরবরাহ বিভাগের চোরাবাজার দমন এবং অনুসন্ধান বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ ডিক্সিন এই উক্তি করেন। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বন্ধনাগের যে কারণে দায়ী হইয়াছিল—চোরাবাজারে মাল মজুত এবং ব্যবসায়ীদিগের অতি লাভালোভ প্রবৃত্তি তিনি বহু সত্ত্বেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিবেন।

মুদ্রাস্ফীতের কারণ খনি—মুদ্রা-সংকোচ ব্যাপারে রোধকল্প ব্যাঙ্কের ভূমিকা, ভারতের প্রেসিডেন্ট ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছেন, সরকারী আয়ব্যয়ের অতিরিক্ত সম্প্রতি

আদেশ দিয়াছেন। বক্তব্যে মুদ্রা আরম্ভ হইবার পর এই মুহূর্তবার প্রেসিডেন্ট অর্ডিনেন্স এই আদেশে জারী করিলেন। প্রকাশ, ফরাইলিঙ্গ মিঃ ভারত আইনসভে তিনি এই মর্মে এক আদেশ বিবাহেন যে, বম্বাই বা অন্যান্য প্রতিক হাজারার তলে যে সকল বন্দির কাজের ব্যাপার হইয়াছে বা ব্যাপার হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, সেই সকল বন্দি যেন সরকারের আয়ত্তাধীনে আসা হয়।

পেট্রিলিয়ামের বিক্রয়কর বিজ্ঞপ্তি—সম্প্রতি প্রকাশিত একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারতে পেট্রিলিয়ামের বিক্রয়করের উপর যে সরকারী কন্ট্রোল তিন, তাহা পর ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পেট্রিলিয়াম সম্বন্ধে করিবে ইন্ধন তাঁহাদিগকে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে সরকারী পেট্রিলিয়াম আমদানীকারক কাজের নিকট খোক-খরচ লইতে নিষেধ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতের ইতিহাস রচনা—ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের উদ্যোগে ভারতবর্ষের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা ও প্রকাশের যে ব্যবস্থা

দি ক্রিসেন্ট

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস—৫১, ব্রাবোর্ণরোড ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি. নারায়ণ চৌধুরী

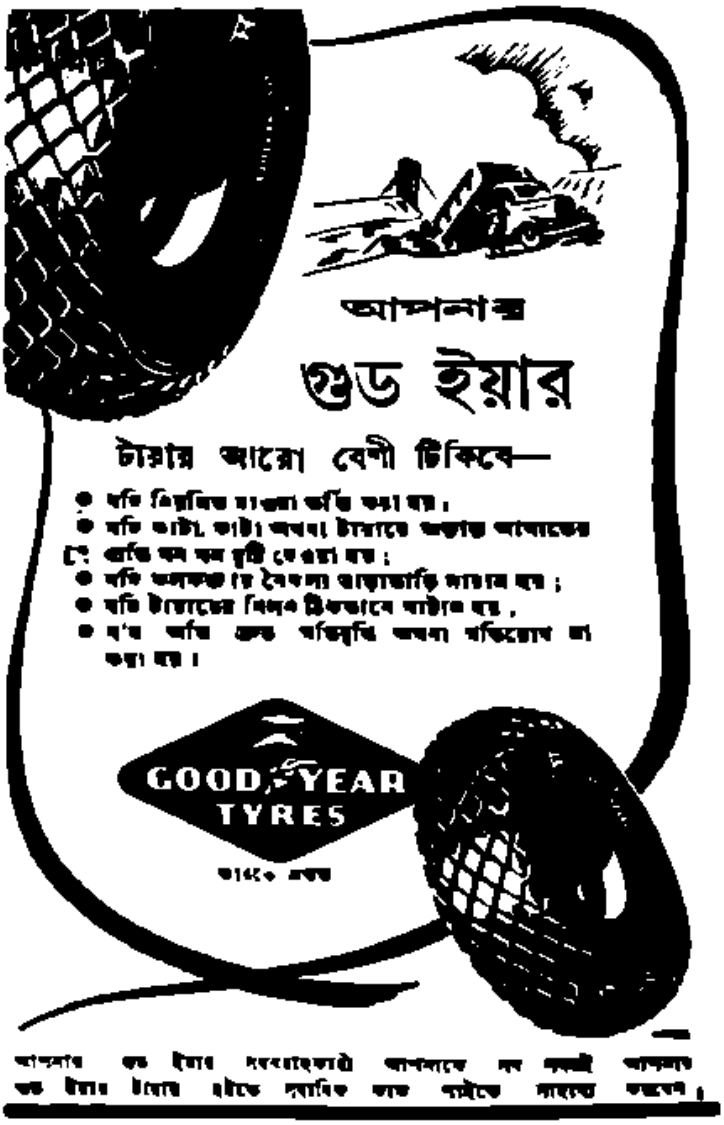

হইতেছে, তাহার বায় নির্ব্বাহার্থ ভারতীয় ইণ্ডিয়ান কণ্ট্রোলের আবেদনে ইণ্ডোয়ের মহারাজা হোলকার ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বহু রাজার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজা ইণ্ডিয়ানে ভিক্টোরিয়ার। প্রকাশ, এম প্রদেশের ক্ষেত্রে এই উদ্যোক্তার বীরপ্রিয়তার মহারাজা হোলকারের নাম উক্ত ইণ্ডিয়ানের 'মারাঠা ইণ্ডিয়ান' পদের সহিত সংযুক্ত থাকিবে।

কলিকাতায় এক অঞ্চলে দুর্ঘটনা—সম্প্রতি বেঙ্গল আসন্ন পরিষদে আগ্নি আবদুল হালিম গজনবীর এক প্রশ্নের উত্তরে ঘোষণা করা হয় যে, গত ১৯৩৪ সালে ট্রামে ও বিসিটারী গাড়ীতে যে সকল সংঘর্ষ হয় এবং কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী লিমিটেড এইরূপ যে সকল দুর্ঘটনা সম্পর্কে অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা মোট ৭৩৪।

মোটর লাইসেন্স নিয়ন্ত্রণ—ভারত সরকার এক বেসরকারি মোটর লাইসেন্স নিয়ন্ত্রণ আদেশ (মিসিলেনিয়াস মোটর ভেহিকেলস্ কণ্ট্রোল অর্ডার), ১৯৪০, জারী করিয়াছেন। এখন মূলধন ৫০০৲ টাকা হিসাবে কিছু পরিমাণ মোটর লাইসেন্স বিভিন্ন শ্রেণীর করিবার উদ্দেশ্যে এই আদেশ জারী হইয়াছে। এখন লাইসেন্সের মেয়াদ অবশ্য অল্পদিন সম্প্রসারণ এই লাইসেন্সপ্রাপ্তিতে সরকারী ও বেসরকারী সকলের মধ্যে যাতায়াতের সমানাধিকার রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। ইহারা এইরূপে লাইসেন্স প্রাপ্ত করিতে চান তাঁহাদিগকে প্রাদেশিক মোটর ভেহিকেল (মিসিলিয়াস মোটর ট্রান্সপোর্ট) কণ্ট্রোলারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

বিহারে দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান—সম্প্রতি পাটনায় প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিদিগের সহিত বেসরকারি মোটর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, বিহারের দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান আগে বিভাগে পরে মহকুমা ভিত্তিতে এবং পাইলট সম্বন্ধে উহার জিলাভেদে সহজে বিভিন্ন করার জন্য পাইলট নিযুক্ত করার উপর জেলা ও মহকুমা হেডকোয়ার্টার সমূহে এখন একটী করে বিভিন্ন হইবে। এই পরিবর্ত্তন ১৯৪০ সালে সম্ভব হইবে।

রাস্তা সংযোজন—পূর্ত্ত সচিবের 'রাজপথ' সম্বন্ধে বিবৃতিতে এক হিসাবের বিষয়ে ভারতবর্ষে যেসকলের মোট পরিমাণ ছয়শতে ৪০ লক্ষ মাইল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উহা হইতে আসলে ৪০ হাজার মাইল। প্রকাশ ও বিভাগের যেসকলের পরিমাণ যথাক্রমে যথাক্রমে ২০ হাজার মাইল ও ১৫ হাজার মাইল হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

টাকুরিয়া মডেল ব্যাঙ্ক

গত ৪ঠা এপ্রিল টাকুরিয়া মডেল ব্যাঙ্কের দোকান-পত্র সাধারণ উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ কবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উদ্যমে সৌন্দর্যবিকাশ করিয়াছিলেন। পাকিস্তিনেকেতন ও সোনপুরের প্রায় সকল অধিবাসী ব্যক্তিগুলি উদ্যমে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধনের বিভাগে এক লাখ টাকা ও সোনপুর শাখার মূলধনের ভিন্ন ভিন্নাংশের অর্ধেক বিভিন্ন অভিবিক্তমত্ত্ব মাত্র অন্তর্ধান করিয়াছিলেন এক উদ্বোধনের অনুষ্ঠানপত্র আলাদিন করিয়াছিলেন।

ভারতে বীমা কোম্পানীর নূতন কাজ

আমরা পূর্বে অনেকটী বীমা কোম্পানীর ১৯৪৪ সালের নূতন কাজের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। নিম্নে আরো অনেকটী কোম্পানীর ১৯৪৪ সালের নূতন কাজের বিবরণ দেওয়া গেল :—

ফেনোমেন এস্যুরেন্স—২ কোটী ৩৬ লক্ষ ৩ হাজার ৭ শত টাকা। ওরিয়েন্টাল ফেনোমেন—১ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা। এম্পায়ার্স অব ইণ্ডিয়া লাইফ—৩১ লক্ষ ৮০ হাজার ৬৫০ টাকা। মহাত্মি ইন্সুরেন্স—২৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৯১০ টাকা। ভিক্টর ফেনোমেন—১০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। বীমায়ন লাইফ—৫ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা।

নূতন বোম্ব কোম্পানী

মহাজেরিয়া কোং লিঃ—ডিরেক্টর লিঃ বি সহাজেরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, ডালহৌসি স্কোয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা।

ইন্টারন্যাশনাল সিনিয়ার কোং লিঃ—ডিরেক্টর লিঃ এস, এল পল্। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১, ব্রাবিদন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ কোটী টাকা। ব্যবসায়ী ব্যবসা।

ডাবিন্স্ লিঃ—ডিরেক্টর লিঃ বি ঐ ব্রাই। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ কোটী টাকা। সাধারণ ব্যবসা।

ওয়েষ্ট মোকারো লিঃ—ডিরেক্টর ক্যাপ্টেন ডৌবী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, ওল্ডকোর্ট হাউস কোর্ট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। তামাক ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা।

হিন্দ ফেব্রিকেটিং ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর লিঃ এস সি সোমার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসা।

হিন্দেশ্বর কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর লিঃ সি আর বেরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, নারকুল্ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। কয়লাখনির ব্যবসা।

ব্যাঙ্কশাল এডভিসিয়্যাল ষ্ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর লিঃ কে সি বাগচী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩৯ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কেরিং এজেন্সী ইত্যাদি।

ফ্যারীস ম্যানেজমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর লিঃ আর কে পাত্রা। কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। এজেন্সীর ব্যবসা।

ভারতীয় ফেব্রিক্যাশন এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর লিঃ ক্যাপ্টেন বি পাটেল। রেজিষ্টার্ড অফিস—বীমি বিল্ডিংস, ডালহৌসি ষ্ট্রীট, দেহলী, দেহলে। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনিয়ার ব্যবসা।

ইণ্ডিয়ান আর্ট টেরাকোটাস লিমিটেড কোং লিঃ—ডিরেক্টর লিঃ সি কি বেহুজা। রেজিষ্টার্ড অফিস নাই। অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। ব্যবসায় ব্যবসা।

কে সি ব্যানার্জিয়া এণ্ড সন্স্ লিঃ—ডিরেক্টর লিঃ কে সি ব্যানার্জিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩২৩ বাহাদুর ষ্ট্রীট, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কেরিং ব্যবসা।

মেসার্স এডওয়ার্ড্স্ লিঃ—ডিরেক্টর লিঃ এস সি মৈত্রেয়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। সাধারণ ব্যবসা।

গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান মিরোপ্লেটিক্যাল সাপ্লাইয়ের ষ্টকিস ডিরেক্টর হিসাবে লিঃ এস এস রায় ব্যবসা করিয়াছিল। কিন্তু আমরা পরে সংবাদ পাইয়াছি যে, উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নাম লিঃ সি কি পাল।)

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

শিবরাজপুর সিন্ডিকেট লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা আশ্বাসযুক্ত ২৲ টাকা। পূর্ণ বৎসর এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল শতকরা প্রতি শেয়ারে ৩০ আনা। অকটারলোনী ডেলী এষ্টেটস্ (১৯৩৮) লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি বৎসরে শতকরা আশ্বাসযুক্ত ২৫৲ টাকা। পূর্ণ বৎসর এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল শতকরা প্রতি শেয়ারে ৫০৲টাকা। ব্রাহ্মেশ্বর ফুট মিলস্ লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে আশ্বাসযুক্ত শতকরা ২৷৷০ আনা। পূর্ণ ৬ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা আশ্বাসযুক্ত ৫৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। ত্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷৷০ আনা। পূর্ণ বৎসর এই লভ্যাংশের পরিমাণ শতকরা প্রতি শেয়ারে ৭৷৷০ আনাই ছিল। এলবিওন ফুট মিলস্—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৲ টাকা। পূর্ণ ৬ মাসে এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল শতকরা প্রতি শেয়ারে ৭৲ টাকা। ভেক্টেশ্বর মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৬৲ টাকা। পূর্ণ ৬ মাসে এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল শতকরা প্রতি শেয়ারে ১২৲ টাকা। শিবসুন্দর কোল কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৷৷৵০ আনা। পূর্ণ ৬ মাসে এই লভ্যাংশের পরিমাণ প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৷৷৵০ আনা ছিল। ফুটহিলস্ এণ্ড জুলিয়ান্স কোলিয়ারীজ লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ আনা। বেঙ্গলী স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে আশ্বাসযুক্ত শতকরা ২৩ টাকা। পূর্ব বৎসর এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল শতকরা প্রতি শেয়ারে ৪৫৲ টাকা। ওম মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে আশ্বাসযুক্ত শতকরা ৭৫৲ টাকা। পূর্ব বৎসর এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল শতকরা প্রতি শেয়ারে আশ্বাসযুক্ত ১০০৲ টাকা। ইণ্ডিয়ান প্রিন্টিং, ডাইং এণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা আশ্বাসযুক্ত ৬৲ টাকা। পূর্ব বৎসর এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল শতকরা প্রতি শেয়ারে আশ্বাসযুক্ত ৮৲ টাকা। ত্রিপুরী কনট্রাক্টার মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷৷০ আনা। পূর্ব বৎসর এই লভ্যাংশের পরিমাণ শতকরা প্রতি শেয়ারে ৭৷৷০ আনাই ছিল।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ | বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও বন্ধুক রক্ষিত ৮,০০,০০০৲ | কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এল, চ্যাটার্জি

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোনঃ—কর্ম্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : খাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৪৯নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড),
দক্ষিণ কলিকাতা (২৬১ নং রসা রোড), টালা,
ডায়মণ্ড হারবার, আলমবাজার ও বেহালায়

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি পাল, এম-এ, বি-এল

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৯শে এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে তারিখান্তের পরিশোধের সর্ত্তে অল্প সুদের ঋণ আদানপ্রদানের দিন—অর্থাৎ কলিকাতায় ৸৹ আনা ও বোম্বাইয়ে ।৹ আনা ছিল। বর্ত্তমান সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের পরিমাণ তৎপূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে ৩ কোটী টাকা বেশী হইয়াছিল তথাপি সুদের হার পূর্ব্বতন দাবিতে ৶৭ পাই বজায় আছে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ১৮ই এপ্রিল তারিখ সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৯ কোটী ১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার আবেদন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৯৯৸৵৯ পাই এবং অধুনা মূল্যের সমতুল ও ৯৯৸৵৯ পাই মূল্যের পরিবর্ত্তে প্রায় ৬৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট গৃহীত ৯ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারে পরিপন্থা সুদের হার পূর্ব্বতন দাবিতে ৶৭ পাই বাহা রহিয়াছে।

আগামী ১৭ই এপ্রিল বুধবারের জন্য পরিপন্থা কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে।

গত ১৪ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে তারিখ পরিপন্থা কর্ত্তৃক বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যস্থে মোট ৯ কোটী ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নোক্ত হার বলবৎ ছিল :—

টেলিগ্রাফি বদলি (প্রতি টাকায়)	১ শি ৩৪৭ পে:
ঐ বর্ণমালী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শি ৩৯/ পে:
ডি এ ছয় মাস (,,)	১ শি ৩৯/ পে:
ডলার (প্রতিশত)	১৭৯৸৵

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৩রা মার্চের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১০৮৪ কোটী ৮৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই নোটের পরিমাণ ছিল ১০৮১ কোটী ৯৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। গত ৩রা মার্চ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৯৬ কোটী ৯১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা ও ৭২০ কোটী ৭৮ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ছিল।

(গত সপ্তাহে ভ্রমক্রমে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ১০৮১ কোটী ৯৩ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা প্রকাশিত হইয়াছিল)।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কলিকাতার শেয়ার-বাজারে আশু বৃদ্ধিবিত্তির সম্ভাবনায় যে মন্দাভাব দেখা যাইতেছিল, আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রয়প্রবণতাই কারবারীর আয়ত অতিক্রম করিয়া সমগ্র কলিকাতার শেয়ার-বাজারে মোটামুটি স্থায়ীভাবেই পরিলক্ষিত হয় এবং অধিকাংশ শেয়ারের বিভিন্নবিধ অবনতি দৃষ্টি পায়। ইউরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনেকেই আশু বৃদ্ধিবিত্তির আশা পোষণ করিলেও বৃদ্ধিবিত্তির ফলে অনেকেই অধিকতর লাভজনক বিনিয়োগের সন্ধানেই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারের সম্পত্তি উদ্ভিত করেন। ফলের বর্ত্তমান অবস্থা কলিকাতার শেয়ার-বাজারে শেয়ার-বিক্রেতাদের মধ্যে ক্রেতার অভাব হিসাবে,অধিকের সময় না হওয়ার জন্যই আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার ক্রয়াদিতে কাহারও বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। সাধারণভাবে আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে অধিকাংশ শেয়ারের দরই নিম্নগামী হইয়াছে এবং আর সমস্ত বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারেরই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও কাগজসমূহের মূল্যের দিক হইতে উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং বিভিন্নবিধ অনেকটা বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে পঞ্চবর্ষ ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০৩৸৵০ আনা পর্য্যন্ত ক্রয়াদিত হইয়াছিল। মেয়াদী কাগজসমূহের মধ্যে ৩॥০ আনা সুদের (১৯৪৭) কাগজ ১০০৸৵০ আনায়, ৩ টাকা সুদের কাগজ (১৯৫৫-৫৮) ৯৯৸৵ টাকায়, ৩ টাকা সুদের কাগজ (১৯৪৩-৪৮) ১০৭৸৵০ আনায়, ৩ টাকা সুদের কাগজ (১৯৬৩-৬৮) ৯৯৸৵ আনায় বিক্রি-বিলি হইয়াছে।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় পরিচালিত শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন	২,০০,০০,০০০ টাকা
বিলিকৃত মূলধন	১,০০,০৮,৬০০ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল	১,৫০,০০,০০০ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৩৯ তারিখে)	২২,৩৩,৬৮,০০০ টাকা

মোট ৯৬ ব্রাঞ্চ—ভারত, বার্মা, সিংহল, সেশেল, এডেন

ভারতের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৩৫টি ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি আছে।

চেয়ারম্যান : সি. মোদী, সি, বি, ই, (অনারারী)। ম্যানেজিং ডিরেক্টর : ডি এইচ, বি আলবুকার্ক, এম, সি।
সহকারী ম্যানেজার। সহকারী ম্যানেজার : ডি এ ও বিদেশস্থ ব্যাঙ্ক ডি.। ডিরেক্টরগণ এজেন্ট। বি আমেরিকী ট্রাস্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সঞ্চয়ী অর্থ বিশেষ সুবিধা জনক।

কলিকাতার ব্রাঞ্চসমূহ—মেন অফিস—১০১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; অফিসার্স—৭১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; ডিউ মেসার্স—১১, ডিডেক্ট ষ্ট্রীট ; ডালহৌসী—১৩৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; ডালহৌসী—৭, ক্লাইভ রোড। আমহার্ষ্ট—ব্রাঞ্চ, বড়বাজার, বীডনষ্ট্রীট, ভবানীপুর, বিডনষ্ট্রীট, বেলেঘাটা, বিবেকানন্দ রোড, চাঁদনী, বিবেকানন্দ, চাঁদপুর, ডিব্রুগড়, ডালহৌসী, ধর্ম্মতলা, ধুবড়ী, এলগিন, গৌহাটী, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, কলেজ, কাঁকুড়গাছি, কাঁকিনাড়া, কাঁচরাপাড়া, কাঁথি, কাশিমবাজার, কাশিয়াং, কৃষ্ণনগর, লেবং, লিলুয়া, লাহিড়ী মোহন, মেদিনীপুর, মানিকতলা, মোগলসরাই, মুরলীধর, নারায়ণগঞ্জ, নারকেলডাঙ্গা, নিউমার্কেট, নিউ আলিপুর, নিউ দিল্লী, নিউ মার্কেট—১০, ডিডেক্ট ষ্ট্রীট, পার্কসার্কাস—১৩৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, রাজবাড়ী—৭, ক্লাইভ রোড। রাজেন্দ্রপুর, রাজারহাট, শিলিগুড়ি, শ্রীরামপুর, শিলচর, সিমলা, সিরাজগঞ্জ, সাঁতরাগাছি, সোনারপুর, সাউথ সুবার্বন, সাউথ সিঁথি, সাউথ ডিডেক্ট, সাউথ পোর্ট, সাউথ ব্রাঞ্চ, সাউথ বেহালা, সাউথ

কাপড়ের কল—সম্প্রতি ইউরোপীয় বন্ধ-প্রধান কোম্পানী মেসার্সমান বন্ধ মাঞ্চের ইন্ডিয়া অবস্থিতের ইন্ডিয়া ভারত আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের মেয়াদ উপস্থিত ভাব পরিবর্তিত হয় এবং বিভিন্নভিন্ন অঞ্চলেরই বিদ্যুৎ ও লাভ করে। মিল মিলোরিয়া ৭০ আনা, এলাহাবাদ ৬৯৮ আনা, কেম্বোয়ার ১৭৮ আনা পর্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিভি-ভিন্নি হইয়াছিল।

তুলনায় ফাটকা আলোচ্য সপ্তাহে ফাটকা হইতে অধিক পরিমাণ তুলনা উঠানামা ক'রবার ব্যবস্থার ফলে এবং সপ্তাহান্তে বৃদ্ধির সপ্তাহব্যাপী তুলনায় মেয়াদকালের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও সপ্তাহান্তে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বম্বাইর মার্চ আনায়, আলমের ১১৮৫০ আনায়, বাণীজ্য ৩৯৮০ আনায়, ইন্ডিয়ানিয়ম ৩৯৮০ আনায়, মাইন্স তুলনপুরা ৩৯৮০ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে বিভি-ভিন্নি হইয়াছে।

ইন্ডিয়া—আলোচ্য সপ্তাহে তুলনার সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন হওয়ার ফলে এই বিভাগে অবশ্য কার্যকরিতা পরিলক্ষিত হয় এবং মূল্যের দিক দিয়াও সপ্তাহান্তে উন্নতি দেখা যায়। এপ্রিলে ইন্ডিয়া ৩১৮৫ টাকায়, কাম্বোডার ৩৩৮৫ টাকায়, নবীন ১২৮৫ টাকায়, কাশ্মীরা ৩১৮৫ টাকায় এবং ডিসেম্বর ৮৪৮০ আনার আলোচ্য সপ্তাহে বিভি-ভিন্নি হইয়াছে।

ইন্ডিয়ানাইজ—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সপ্তাহান্তভাবে ক্রিয়-বার পরিলক্ষিত হইলেও মূল্যের দিক দিয়া উন্নতির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। ইন্ডিয়ান আয়রন ৩৯৮০ আনা, ইন্ডিয়ান কর্পোরেশন ৩৯৮০ আনা, মুধারাণী ১৮৮০ আনা সপ্তাহ আলোচ্য সপ্তাহে বিভি-ভিন্নি হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহের এই বিভাগের অধিকাংশ ক্ষেত্রেরই বিভি-ভিন্নি লীলা-য়িত থাকে এবং মূল্যের দিক দিয়াও ক্ষেত্রেরই উন্নতি বা অবনতি পরিলক্ষিত হয় নাই। বেলসর ১৯৮০ আনায় ও কেন্দ্রে এবং কোম্পানি ১৯৮০ আনায় ও কোম্পানি সপ্তাহে বিভি-ভিন্নি হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ ক্ষেত্রেরই বিভি-ভিন্নি অবস্থায় সপ্তাহান্তে বাণিজ্যের মূল্যের দিক দিয়া সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে ক্ষেত্রপুর ২৮৮০ আনা এবং বিজয়া ৩৯৮০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৪ই এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে পাকা বেল বিভাগে ছাড়া অন্যান্য বিভাগে পাটের বাজার ক্ষেত্রে ছিল। পাকা বেল বিভাগে নিম্নস্তর মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের সীমাবদ্ধ থাকিলেও আগেকার দাবির তুলনায় চাহিদা লক্ষ্য হয় এবং সপ্তাহান্তে এই বিভাগে যে কারবার হইয়াছে তেমন সুষ্ঠু সুষ্ঠু অনেক সপ্তাহেরই হয় নাই। পাট-কাত দ্রব্যের চাহিদার আগেকার ভাব বাজার ঘটিত হইয়া ছিল তবুও বিক্রেতাদের আগ্রহের অভাবে কারবার তেমন উল্লেখযোগ্য হয় নাই। প্রকাশ যে, পত্র বাজি বাবদ তেমন চটকলগুলিতে ফেব্রুয়ারী মাসের পাটকাত দ্রব্যের মোট ৭ মাস অপেক্ষা সপ্তাহান্তে কারবার বেশী পাটকাত দ্রব্য আবশ্যক ছিল। ফেব্রুয়ারীর তুলনায় মার্চ মাসের মজুত পরিমাণের বৃদ্ধির কারণ এখানে বলা যাইতে পারে যে, অন্যান্য কলগুলি মার্চ মাসে এবং সপ্তাহ কাজ করিয়াছিল, কিন্তু ফেব্রুয়ারীতে বেশীর ভাগ কাজ করে নাই। ইহা ছাড়া ফেব্রুয়ারী অপেক্ষা মার্চ মাসে তাহার সময়ের আবহাওয়া অনুকূল থাকায় আলোচ্য সপ্তাহে কলগুলি অবস্থার উন্নতি দেখা যাইতেছে। অনুমান মজুত মালের এই আবহাওয়ার ফলে পাট-কাত দ্রব্যের চাহিদা ও অভিজ্ঞ সম্পর্কে আশানিত হইবার তেমন কারণ নাই। তবে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে, আমেরিকার অনুরোধে চটকলসমূহ আমেরিকার সরবরাহের জন্য বুকিংয়ে পড়িয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে চট ও থলে উভয়েরই অর্ডার চাহিদা ছিল। বর্তমান সপ্তাহের শেষভাগে ফেব্রিকারী বিষয় সম্পর্কে কলওয়ালাদের চট বিক্রয় করিয়াছে। আমেরিকা, বৃটিশরাজ এবং আফ্রিকা হইতে চাহিদার অর্ডার আসিয়াছে।

বৃষ্টির অভাবে আগামী পাটচাষের অবিধা আশাজনক নহে। খুলনা মুরশিদাবাদ এবং বর্তমান পাট

অপিসের সরঞ্জাম

- বই বাঁধাই
- লিখন স্ট্যান্ড
- ব্লটার স্ট্যান্ড
- এনভেলপ মেশিন
- পিতল র‍্যাক
- ফেল্ট, ফ্লেট
- ট্রেকেন্ড ও ফ্লেট
- ফেটেল ও অন্যান্য ধাতু-চিহ্ন
- সিন্দুক-কড়া র‍্যাক
- আলমারী সাপ্লাইয়ের
- সবপ্রকার র‍্যাকের ধাতু-চিহ্ন
- ক্যাবিনেটের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি
- লিষ্ট ফোরমেন ইত্যাদি ফিনিশিংস

এ প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত যাবতীয় লাভ-প্রতি আমাদের নিজ কারখানার তুলনায় অত্যন্ত সুলভ এবং উৎকৃষ্ট। ব্যবহার করে দেখুন।

ক্যালকেমো

১০৩এ, বিডন রো, কলিকাতা।
ফোন ৪৮ বি ১১০০

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২০

হেড অফিস: ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ৫৩৯৯ (৩ লাইন)

কারবারের স্থান :

বাঙ্গালা, ভবনেশ্বর, বড়বাজার ও গ্রামাঞ্চলে।

অন্যান্য শাখাসমূহ—

চাকা, সিলেটেশ্বর, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালি, নোয়াপুর, চৌধুরী, চাঁদপুর, সুবর্ণবাজার, দেবী, ফুলবন্দর, বহরমপুর, অনন্তাইকাটা, বহরম, মৌলভীবাজার, কিরাণগঞ্জ, পুর্বিয়া, পাটনা, আরা, ছাঁটি, ভাগলপুর, আজমেরপুর, বেরারেল, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাণপুর, বারাণসী, ওটাকামণ্ড, বিজয়াদিন, কাটিয়ার, বঙ্গোপাল, সিলেট, আসানসোল, সিরাজগঞ্জ, খোয়াই, দিনি ও অন্যান্য।

কার্যকরী মূলধন—হেড কোটি টাকার উপর বিক্রয় শাখা ২৫শে এপ্রিল খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস. সি. পাল

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত, বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমাসহ)	১৬,২০,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড	২,৫০,০০০৲ উপর

শাখা সমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, ডায়মণ্ডহারবার, ফরিদপুর, চাঁদপুর, আমাদাবোল, বর্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, বিলং, ডিব্রুগড়িয়া, জোড়হাট, ঢাকা, ঢাঁচী ও এলাহাবাদে।

বরিশাল শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।

এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(১৯০৮ ইং সালের কোম্পানী—আইনানুযায়ী রেজিষ্টীকৃত)

বরোদার মহারাজা সায়াজীরাও গেইকোয়াড় কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত

অনুমোদিত মূলধন	২,৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন (৩১-৩-৪৩)	৯৯,৯৯,৩৮০৲ "
মজুত তহবিল	১,০০,০০,০০০৲ "

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস :—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

শাখাসমূহ :

আমেদাবাদ (ভদ্রা), আমেদাবাদ (পাঁচকুয়া), আমরেলী, ভবনগর, বিলিমোরা, বোম্বাই (বেণী), বোম্বাই (জাভেরী বাজার), কলিকাতা, কাণ্ডলা, কুলিয়া (পশ্চিম খান্দেশ), কারেরা, ধারিয়া, জালগাঁও (পূর্ব খান্দেশ), কাঁসী, জামনগর, কপড়ঞ্জ, কারওল, মেসানা, পিটাপুর, নবসারী, পাটন, পোরবন্দর, সোট ওয়া, সংখেরা, সিদ্ধপুর, সুরাট, উল্লা (এস, বি), ভিসনগর আজারা।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ভক্টর ডি ভাইওকারটোন, এম, জি, পারিখ,
ফেলোজ অব্ লণ্ডন, ম্যানেজার, এষ্টার ব্রাঞ্চ, কলিকাতা

চাহিদানুযায়ী বৃদ্ধির অভ অবিলম্বে বৃদ্ধির দরকার। এই অভ আমদানীর ফলে মফঃস্বলের বিভিন্নস্থানে অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়াছে বা বলিয়া মফঃস্বলে সাইজ বাজার তেজী। ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ডুমরাও অতিরিক্ত ডুমোই সাই অভ অবিলম্বে বর্ধিতেছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৪ই এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় বেশ অবনতির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাহের প্রথম ভাগ এবং মধ্য ভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দর ৪টা-৮।০ আনা করিয়াও আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দরে বেশ অবনতি দেখা যায়। বোম্বাইয়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ প্রচারিত হয় যে, বোম্বাইয়ের তুলার বাজার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহাই আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে বোম্বাইয়ের তুলার মূল্যের অবনতির প্রধানতম কারণ।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বিশেষ-কিছুর অবস্থার বোধই উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। কলিকাতার বাজারে প্রকাশ্যে যে দোকান প্রকার মূল্য অথবা মাত্রা বেশী-বেশী এরকমের বন্ধ রহিয়াই গিয়াছে। অবশ্যেতিক দোকান মালিকদের বন্ধ করিবার যে পরিকল্পনা সম্প্রতি কলিকাতার জন্য করা করা হইয়াছে (সুতোর বন্ধ সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়া) তদনুযায়ী এখনও কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ অবলম্বন করেন নাই। সম্প্রতি পুলিশ যে সমস্ত কাপড় বাজেয়াপ্ত করিয়াছে, সেই সমস্ত কাপড় কমিশন এজেন্টদের মারফৎ মফঃস্বলে পাঠানোর ফলে আজি মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে অবস্থার সামান্য উন্নতি হইয়াছে। তবে মফঃস্বলের অধিকাংশ স্থানেই কাপড়ের অভাব সুতোর যথেষ্ট তীব্র আছে।

লোহা ও স্টীল

কলিকাতা, ১৪ই এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে লোহার দরে পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় বেশীরকমই পরিবর্ত্তন হয়। বিভিন্ন ব্যাণ্ড অভ ৪ ফাতার ঢেলাই লোহা প্রতি টন ১৪৫৲ আনা হতে বিক্রয় হইয়াছে। অভ বোম্বাইয়ের বাজারে রেলিংএর ফলকেরই মূল্য সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোহার বিভি-ভিন্নি অনেকটা নীচাদরে হয় এবং লোহার দরে উন্নতি দেখা যায়। পূর্ব্ব সপ্তাহে কলিকাতার এবং বোম্বাইয়ের বাজারে লোহার দর ছিল যথাক্রমে ৭৪৲ আনা এবং ৭৪৲ আনা। বর্ত্তমানে তাহা যথাক্রমে ৭৩৲ আনা এবং ৭৪৲ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি টন মিল্ড প্লেটসের ৪০৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

তুলা—পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই লোহার দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তুলার দরেও বেশ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ব্যাণ্ড অভ ৪০০ গাঁট তুলা প্রতি মণ ১০০ টাকা ১৪৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

অমূল্য কুমার দাঁতা

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সফলতা লাভের একমাত্র অভিজ্ঞতা পুস্তক :—

সায়েন্টিফিক

হোমিওপ্যাথিক প্রাক্‌টিস্

মূল্য ৪৲

পার্সিয়া ও পোষ্টেজ অতন্ত্র

ড্র্যাক ফার্মেসী

রায়পোপালপুর (বঙ্গদেশ)

ক্যালকাটা ন্যাশনাল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্

ডিমন হো, কলিকাতা।

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	মধু
বড়বাজার	লক্ষ্মৌবাজার	কলাবেগী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	(দিল্লী)	ভাওয়ানী হোড
রায়বাজার	আগ্রা	(বম্বে)
ভবানীপুর	কীরাট	আহমেদাবাদ
বালীগঞ্জ	মেরঠ	মনজীবাজার
ঢাকা	এলাহাবাদ	(আহমেদাবাদ)
নারায়ণগঞ্জ	ভাইরা	ভরাটী
ময়মনসিংহ	(এলাহাবাদ)	আজমীর
চট্টগ্রাম	লক্ষ্মৌ	রাজপুর
পাটনা	আলিগড়	রাজপুর
গয়া	(লক্ষ্মৌ)	টীকমগড়
মজঃফরপুর	কানপুর	(রাজপুর)
বেতিয়া	মোম রোড	জয়পুর
রাঁচী	(কানপুর)	জয়পুর ব্যাঙ্ক
	অমরাবতী	লিমিটেড

এজেন্ট—

নিউম্যান ব্যাঙ্ক লিঃ

ঘরোয়া

ন্যাশনাল রবার প্রোডাক্টস্

বাবেলি এজেন্টস্ : ঘরকো,

১৩৩, বিডন রো, কলিকাতা।

বর্ত্তমান

বৈশিষ্ট্যের যুগে

আপনার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার আমাদের বিশেষজ্ঞের উপদেশ একটী অমূল্য সুযোগ।

অর্থ পরিচালনার বৈজ্ঞানিক ও নিশ্চিত পন্থা আপনার ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়াইয়া দিবে।

নিরাপত্তা ও জনসাধারণের সেবা যে ব্যাঙ্কের লক্ষ্য ইহাই সেই

ক্যালকাটা

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জে. এম. সেন, বি-এ, এফ-আর-ই-এস্ (লণ্ডন), জেনারেল ম্যানেজার।

বি: এন্, বসু, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

যুদ্ধোত্তর ভারতে আর্থিক অভিজ্ঞতার সময় নির্ভর করুন

দি রেডিয়েণ্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৮ হেড অফিস—কুমিল্লা

সেণ্ট্রাল অফিস : ৩০।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : বি বি ৫৪৪১ গ্রাম : ব্যাঙ্কব্যালিয়ন্স

অন্যান্য শাখাসমূহ

বাবুঘাট (ঢাকা), বড়বাজার (কলিকাতা), চন্দ্রঘুরিয়া (কুমিল্লা)

আমাদের বেনারস শাখা ২৫শে এপ্রিল, ১৯৪৫ খোলা হইবে।

এস্ কে ঘোষ, বি-এল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

বি এন চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজার

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৯ই এপ্রিল	১০ই এপ্রিল	১১ই এপ্রিল	১২ই এপ্রিল	১৩ই এপ্রিল	১৪ই এপ্রিল
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা)	৭৩৫/০	৭৪৬/০	৭৫।০	৭৪৮০	৭৫/০	—
ঐ ঐ (বোম্বাই)	৭৩৮/০	৭৪৬০	৭৪৬০	৭৫\	৭৪৬/০	৭৪৫/০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা)	১০১।০	১০১৫০	১০২৬০	১০০৲	১০৪।০	—
ঐ ঐ (বোম্বাই)	১০২।৵০	১০২।০	১০২\	১০৩।০	১০২\	১৩৯৲০
বিবিধ দর—প্রতিভরি (কলিকাতা)	৫০\	৫০\	৫০/০	৫০\	৫০\	
বোম্বাইয়ে তাপমান—সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন ডিগ্রী	৯৯৲/০-৯৯৷৵০	৯৯৷০-৯৯৷৵০	—	৯৯৷৵০-৯৯৷৩	৯৯৲/০-৯৯৷৵০	
খেয়াদের দর (সুদের ও লভ্যাংশ)						
ইণ্ডিয়া জেনারেল এণ্ড ইমে মিঃ	—	৩৯\ ৩৯৷৵০	৩৯।৵০-৩৯।০	৩৯।৵০-৩৯।০	৩৯।৵০-৩৯৷৵০	
ইমে কর্পোরেশন—অফি	—	৩২।৵০-৩২৷৵০	৩২৷০-৩২।৵০	৩২৷৵০-৩২।৵০	৩২৷০-৩২৷৵০	
কুমারধুবী—অফি	১০।০-১০৷৵০	১০।০-১০৲	১০।৵০-১০৷৵০	১০৷৵০-১০।০	১০৷৵০-১০৷৵০	
অফিসার ইমেণ্টিং ও ইমে	—	২১৷৵০-২১৷৵০	—	২২৷৵০-২১৷০	২১৷০	
কেমপ্	—	২৪\ — ২৫৷৵০	—	২৪।০-২৫৷৵০	২৪।০-২৪।০	
বার্মাশেল	—	৪৸০-৪৸০	—	৪৸৵০-৪৷৵০	৪৸০-৪৸০	
ব্রাণ্ডরাম আয়রণ এণ্ড ইমে	১১৷৵০-১১।৩০	১১৷৵০	—	১১৷৵০-১১৷০	১১৷৵০-১১।৩০	
আর্মার সাইনার	—	২৫৷৵০-২৫৷৵০	—	—	—	
ব্যাঙ্ক—ব্যাঙ্ক অফ কমার্শিয়াল	৫৵০	৫/০-৫\	৫/০-৫\	৫৵০-৫/০	৫৩/০-৫\	
ইণ্ডিয়ান ওভার কমার্শিয়াল	২৸৵০	২৸৩/০-২৸৵০	২৸৵০	২৸৩/০	২৸৩/০-২৸০	
ব্যাঙ্ক—ক্লিয়ার ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	১০৩\	১০২\	১০৩\-১০২\	১০২৷০	—	
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	—	—	১১৷৵০	—	১১৷০	
কামেরাটী ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক	১৪৷০-১৪।৵০	—	১৪৷০-১৪।৵০	১৪৷০-১৫\	১৪৷০-১৫৵০	
কয়লা—অ্যাডব কোল্ ফো ...	—	৪১।০-৪০৸৵০	৪১৸০-৪১৷৵০	৪২৷০-৪১৸৵০	৪২।৵০-৪১৸৵০	
আনন্দেব	১১৸০-১১৷৵০	১১৷৩/০-১১৷৵০	১১৸৵০	১১৸৵০-১১৸৵০	১১৸০	
বার্ণপুর	—	৪৮৸০	—	৪২।৵০-৪১৸৵০	৪২।৵০-৪১৸০	
ইণ্ডিয়ান	৬৫৸০	৬৭৵০-৬৬৵০	৬৭৷৩০-৬৭।০	৬৭৷০-৬৭।৩০	৬৬।৵০	
লাইট কোম্পানী	২৮।০-২৮\	২৮৸৩/০-২৮।৵০	২৯৩/০-২৮৸৵০	৩০৩/০-২৯।৵০	৩০\-২৯।৵০	
কাগজের কল—নিউ সিমলাইয়া কটন মিলস লিঃ	৭/০-৭\	৭।৵০-৭\	৭।০	—	৭।০-৭/০	
বেঙ্গল ...	—	—	—	১১৸৩/০	১১৸৩/০-১১৸৵০	
কামরুপ টেক্সটাইলস্	—	—	১২৸৵০-১২৸৩/০	১২৸৵০	—	
নিউ সিমলাইয়া কটন মিলস লিঃ	৬২৸০-৬১।০	—	৬০৩০	—	৬০৩০-৬১৩০	
বেঙ্গোবায়	১৬৩৵০-১৬৩০	১৬৩৩/০	১৬৸৵০	—	১৭।০	
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	—	—	—	২২২\-২২১৩০	—	
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ	—	১৮৩০-১৮৵০	১৮।০	১৮৵০-১৮/০	—	
টীটাগড়	২৬৩৵০	২৭৵০-২৬৸৵০	২৭।০	২৭।০	২৭\	

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

পত্রিকার মতো দরের জন্য লিখুন।
দেওয়াল পঞ্জিকা প্রেস
বঙ্কিমপ্রসাদ ঘোষ,বালী,(হাওড়া)

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" ফোঃ বড় কেল—৫৫৯
প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান
ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ
হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর —শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস : বিরকাদিঘ
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৯ই এপ্রিল	১০ই এপ্রিল	১১ই এপ্রিল	১২ই এপ্রিল	১৩ই এপ্রিল	১৪ই এপ্রিল
ইন্সিওরেন্স—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	—	—	—	[illegible]	—	
আসাম ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
কাঞ্চনপল্লী ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	
কমীজ ...	[illegible]	—	—	[illegible]	—	
প্রেসিডেন্সী ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
বিদ্যাসেন্স ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
বীরকাডা ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	
বাসরা ...	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ডিভিসন কল—বেলসুর সুগার কোং লিঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
চলাবন সুগার কোং লিঃ ...	—	—	[illegible]	—	[illegible]	
কেন এণ্ড কোং লিঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	
চা বাজার—কেলসুর টি কোং লিঃ	—	[illegible]	[illegible]	—	—	
বিজনাথ টি কোং লিঃ	—	—	—	—	[illegible]	
বিবিধ—আসিয়া ফিনেন্স কোং লিঃ	—	—	—	[illegible]	[illegible]	
বি আই কর্পোরেশন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	—	—	[illegible]	[illegible]	—	
মোটর ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	
ইণ্ডিয়া কেবারেল ফেডিকেশন কোং লিঃ ...	—	—	[illegible]	[illegible]	—	
আসাম-বেঙ্গল ফিনেন্স ...	—	—	[illegible]	[illegible]	—	
আসাম ইনভেস্টমেন্ট কেবল ...	—	—	—	[illegible]	—	
লবি কেবারেল ...	—	—	—	[illegible]	—	

রেজিঃ ১৯২৮

ভারত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৫ বৎসরের কর্মনিপুণতা

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬ ক্রস ষ্ট্রীট

ফোন : বড়বাজার—১৯৭

শীঘ্রই পাটনা সিটি শাখা খোলা হইবে।

অন্যান্য শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, ফুলিয়া, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্টকান্দি, সিরাজগঞ্জ, পুরাণবাজার (টাঙ্গাইল) সিলেট, ঢাকা।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

ক্যালকাটা সিটি

—ব্যাঙ্ক লিঃ—

ডিপোজিটের আকর্ষণীয় সুবিধাযুক্ত

হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৩৪৪৮

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার, বেলেঘাটা, ভবানীপুর, আলমবাগান, টালাবাজার, বিবেকানন্দ, নারায়ণগঞ্জ, শ্রীহট্টকান্দি, ময়মনসিংহ, ডায়মণ্ডহারবার, জামালপুর, সাবলঙ্গ, বাহড়াকান্দি, বালুচর (মি-পি), পাটনা, ভিক্টোরিয়াক্রাস, খোলাহাটী ও ভাটারহাটী (পাটনা ষ্ট্রীট)।

পাটনা সিটি ব্রাঞ্চ

২৯শে এপ্রিল খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ বি পাল এম-এ, বি-এল

নির্ভরযোগ্য ডিরেক্টরস বোর্ড

কর্তৃক পরিচালিত

১। মিঃ এস, কে বসু, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডালহৌসী স্কয়ার ফিনান্স লিঃ।
২। মিঃ এস চ্যাটার্জী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ফেডারেল ফিনান্স সিন্ডিকেট প্রভৃতি।
৩। মিঃ বি বি সরকার, ম্যানেজিং এজেন্টস, বাইনা বাইনাম এণ্ড ট্রেডিং কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ প্রভৃতি।

ও

৪। মিঃ কে কি রায়, সিনিয়র পার্টনার, হরিদাস রায় এণ্ড কোং, ব্রিফকেস, লন্ডন সিটি এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স লিঃ।

ডিরেক্টরস বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন।

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক

— অফ এশিয়া লিঃ —

১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন ক্যাল ৬৮৮০

এম পাল, এম এ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : ক্যাল ৩৪৩ হেড অফিস— ৭ পোলাক লেন

—শাখা— কলিকাতা

শ্যামবাজার	নারকেলডাঙ্গা	শ্রীহট্ট
কলেজ ষ্ট্রীট	নারকেলিয়া	বেলঘরিয়া
হাটখোলা	মেদিনীপুর	বরাহনগর
বাগবাজার	বহরমপুর	শোভাবাজার
চন্দননগর	শিলিগুড়ি	বড়বাজার
কলিমপুর	রিলাসপুর	বেলেঘাটা
ভাওয়ালী	কুমারখালী	বেলঘরিয়া
উত্তরপাড়া	বাগবাজার	পাটনা সিটি
কুষ্টিয়া	কুচবিহার	ঢাকা

নতুন প্রথায় সেভিংসের জন্য, যিনি অত এককালীন একটি রকম, আমানতের এক নগদমূল্যের গ্যারান্টি করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জে সি চক্রবর্তী

প্রাচীনতম আর্য্য ঋষিগণ অনুমোদিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাদি ও মহাবৃহৎ তৈলাদি সহযোগে প্রস্তুত ইহাদের সুগন্ধি মাখিলে এবং কেশের পুষ্টিতা সম্পাদন করিতে অতুলনীয়—

কল্যাণী

স্নিগ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া কলিকাতা.

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি: ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা ; অফিস ও মফঃস্বলস্থিত ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায়ের সর্ব্বিধ সুযোগ সুবিধা দেওয়াই ইহার প্রধান লক্ষ্য, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাইকা, খেলারাম, বাজার, মহকুমার (কলিঃ), ডায়মণ্ডহারবার (অফিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, ফরিদপুর, পাবনা, বাটোয়া, শ্রীরাম, কুষ্টিয়া, জয়পুর, শিলচর, শান্তিপুর, ফরিদাবাদ, ভাঙ্গা, নওপাড়া, ঈ' মদার (বাজার), মেদিনীপুর।

আমানতের সুদ ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ভারতীয় ইউরিপীয় ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

চন্দননগর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি: ১১৪৪

ব্রাঞ্চ অফিস :—

চাঁদমারি, লালবাগ আর্কেড, ঔরঙ্গাবাদ, জলীপুর, ক্যানিং, পাঁকুড়, রামপুরহাট, মুলিচাক, বারহারওয়া, বাহিরখণ্ড, ও ফোরাম্বর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি এন চাটার্জ্জী

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস : সিলেট

কলিকাতা অফিস—

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য শাখা—

শিলং, শিলচর, শেরপাটি, ঢাকা, করিমগঞ্জ, ডাউকি, সরমী, করিমগঞ্জ বাজার, হবিগঞ্জ, কি খোরাম গঞ্জ, মেঘলোবা, মৌলভিবাজার, চট্টগ্রাম, মৌলবী-বাজার, নারায়ণগঞ্জ।

- কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ এক কোটি টাকার উপর
- শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্যাশ ক্রেডিটে টাকা ধার দেওয়া হয়
- ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিল ভাঙ্গিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

জেনারেল ম্যানেজার—জে এম দাস।

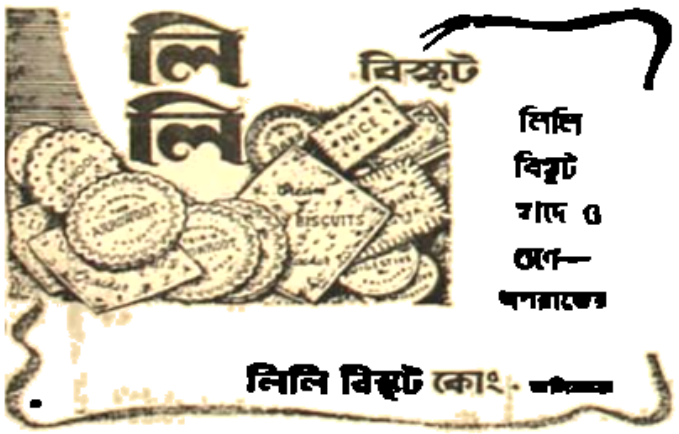

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং

লিলি বার্লি আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি-বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

৯ম বর্ষ] Monday, 23rd April, 1945. সোমবার, ১০ই বৈশাখ, ১৩৫২ [৫০শ সংখ্যা

ভারতে নূতন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা

যুদ্ধের দরুণ মুদ্রাস্ফীতির ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বিপুল সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছে। টাকার বাজারের অচলাবস্থার জন্য পুরাতন ব্যাঙ্কসমূহের আদায়-দেওয়ার কাজ দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। নূতন দেওয়ার বিষয় কমিয়া অনেক ব্যাঙ্ক তাহাদের মূলধন বাড়াইয়া তুলিতেছে। কেবল পুরাতন ব্যাঙ্কগুলির শ্রীবৃদ্ধি নহে, যুদ্ধকালীন সুযোগ-সন্ধানেরা নতুন নতুন অনেক নূতন ব্যবসায়ীও ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে আসিয়া জুটিয়াছেন। ফলে দেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিক দিয়া আমাদের এগুলির দুই দিকই লক্ষ্যণীয় ছিল। যে হিসাবে যুদ্ধের সময়ে ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে এই অভিনব উদ্যম দেশের পক্ষে আশার একটা শুভ-লক্ষণ বলিয়াই মনে করি। কিন্তু একটি বিপদের সম্ভাবনার বিষয় এই যে, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে দেশের দরিদ্রতম শ্রেণীর ও কৃষকসম্প্রদায়ের কোন সুযোগ সুবিধার না হইয়া মূলতঃ মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থের বা দেনিয়া-পাওনার ব্যাপারের হিসাবনিকাশ ব্যবসায়ী সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। এদেশে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক বা বিশ্ব ব্যাঙ্কের সংখ্যা বিশেষ কম বলিয়া শিল্পের প্রয়োজনে উপযুক্ত মূলধন সরবরাহের বাধন আটকিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই আটকিয়া থাকার এখনো উপযুক্ত সময়ে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনে কেহই বড় একটা আগ্রহ দেখাইতেছেন না। আবার শিল্প ক্ষেত্রে এগুলির ব্যাঙ্ক বা বিনিময় ব্যাঙ্ক নাই। বিদেশী-দের পরিচালিত বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলির মারফতে এদেশের আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্যের কাজ-কারবার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এইভাবে আজ চালাইবার অসুবিধা ও দেশবাসীর দুইই খুব বেশী। কিন্তু এই যুদ্ধের সুযোগসন্ধ এদেশের ব্যবসায়ীরা ঐ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক স্থাপনে কোন মনোযোগ বিষয় করিতেছেন না। এদেশের ব্যাঙ্ক অনেক বড় ব্যাঙ্কিং ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইলেও এগুলির ব্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তি ঐ সব ব্যাঙ্কের কারবারের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিবার কোন কারণ হয় নাই। আমাদের অনেক দেশে ডিপোজিট ব্যাঙ্কের প্রচলন আছে। ঐ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক, বৃদ্ধি সরকার কারকারবারে এবং বিশেষ করিয়া-টাকা খাটাইবার ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ভারতে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আজ পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি বিশেষ কিছু নিবদ্ধ হইতেছে না। অর্থের প্রাচুর্য্য এবং যুদ্ধকালীন সুযোগ-সন্ধানের সন্ধেত তাহারা এক-দেশেরাবে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরই নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের নূতন দিকে ব্যবসায়ীর প্রতিভা বিকাশের পথ উন্মোচিত না হইয়া শুধু কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা তীব্র হইয়া দেখা দিতেছে। এদেশের অবস্থানের জন্য এখন হইতে উপযুক্ত সংখ্যক ইণ্ডাষ্ট্রি-য়াল ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ও ডিসকাউণ্ট ব্যাঙ্ক স্থাপন করার সময় হইয়াছে। উহাতে দেশের আর্থিক উন্নতির কাজ সহজসাধ্য হইয়া উঠে। যে সব ব্যবসায় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এবং ইণ্ডিয়া এণ্ড এক্সিস লিমিটেডের হেডঅফিস ছিল সাম্প্রতিক সময়ে সেগুলি ঐ ব্যাঙ্কের ব্যবসায় এবং বন্ধুবর্গের দেশের আর্থিক দিক হইতে বিশেষ অসুবিধা এই সময় টাকার বুদ্ধির অভিপ্রায়ে করিয়াছেন। অবশ্য তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সরকারী কর্মচারী এবং ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধের ব্যবসায়ের প্রসার বন্ধের দুঃখ করিয়া আসিলেও টাকা লেনদেনের কাজ আরম্ভ করেন এই সময় ব্যাঙ্কের হেডঅফিস দেশের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ও নিজ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে টাকা সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক লোককে এমনও অনেক ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণের ব্যবস্থার এই বৈষম্য কি ভাবে দূর করা যায় সরকারেরই ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সে বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। তাহার এই সময়ে আমরা খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি।

মিঃ সাক্সেনার বক্তব্যে বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময়েই যে কেবল টাকার সুদের হার কম থাকা প্রয়োজন তাহা নয়, যুদ্ধের পরের দেশের আর্থিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্যও সুদের হার কম করিয়া রাখা উচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের যুদ্ধোত্তর আর্থিক উন্নতির জন্য পরিকল্পনা সমিতি পরিকল্পনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেশে অনেক নূতন নূতন শিল্পের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। এই সব সঙ্গত কাজে পরিকল্পনা করিতে হইলে নিম্নের টাকার সরকার হইবে। সাধারণের নিকট হইতে ঋণ সুদে সেই টাকা তুলিবার প্রয়োজন এ যাবৎ

সাময়িক প্রসঙ্গ

সম্প্রতি দেশের উন্নতিশীল লোকদের মনোযোগ বিশেষভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে।

"সস্তা টাকার যুগ"

এক যুদ্ধের সময়ে এদেশে টাকার সুদের হার খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। এবার অর্থমন্ত্রী ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইতোমধ্যে ঘোষণা করিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম হইতে টাকার সুদের হার যথাসম্ভব নিম্নতর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলে যুদ্ধের ফল-স্বরূপ বিভিন্ন এবার বাজারে কম টাকা সুদে সরকারী ব্যবসায় ও অন্য অনেক বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্যবসায় বাড়াইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে। কাজেই টাকার বাজারের বর্তমান অবস্থাকে 'চীপ মনি এরা' বা সস্তা টাকার যুগ বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে। সুদের হার কম বাজারে আসিলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের পক্ষে সুবিধা হইয়া থাকে।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০১৩-১০১৬
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১০৫৭
রাজধানী বিশ্লেষণ সাময়িক	১০১৮-১০১৯
দেশলাইয়ের বাজার	১০২০-১০২১
আর্থিক ও শিল্পের অবস্থাবলম্বন	১০২২-১০২৫
কোম্পানী সংবাদ—	১০২৬
বাজারের বাজারদর—	১০২৭-১০২৯

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "হেডঅফিস" কলিকাতা
ফোন : বি কে—৭৬৭১

বি, মুখার্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

প্রয়োজনীয় নিত্য প্রতিদিন খরিদ করেন ও আপনি আমার মারফৎ আর্থিক উন্নতির আশা চালাবেন নিজের জীবন গঠন করিয়া লইবেন। আমা দ্বারা যে পারিবারে অনেকদিন আর একটী বিশেষ আমদানের সুযোগ আমে টাকার সুদের হার কম থাকা নিজের ব্যবসায় বসিয়া করতে পারিবেন। সুদের সময়ে সাময়িক আকারে, অনেকটাকারে বিক্রয় করা আর করা হইবেছে। সুদের আমে সাময়িক প্রয়োজনের অধিকারের এই সময় বিশেষভাবে ব্যবসায়ীদের। আমে আমে যেমন বিক্রেতার ও বিক্রেতাদের সুবিধা দেয়া দিবে। অর্থ সংগ্রহ ও আর্থিক ব্যবসা যে সোনালীর পরিণতি হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইবে সেদের লোকের ব্যবসায়িক অর্থ-অসুবিধা অনুভব রাখার জন্য সুদের সময়ে টাকার সুদের হার কম রাখিবার ব্যবস্থা একান্ত দরকার। মিঃ সাহিত্যলাল বক্তব্যের এই, সব বিশেষ যে সকল দিক বিষয়ই খুব বিবেচনার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

মুক্ত সোনার বাজার

গত ১৯শে এপ্রিল তারিখে যেমন ব্যবসায়ীদের ঘোষণা অনুযায়ী কলিকাতায় একটা মুক্ত সোনার বাজার স্থাপিত হইয়াছে। সোনা-রীতি কারবার, যারা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায় ও বিক্রেতার এবং অলঙ্কারব্যবসায় সোনার বিভিন্নভিন্ন জন্য সরকারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা করিয়াছে। এই শ্রেণীর বাজারে অনিবার্য পক্ষ পক্ষ ক্রেতা ও বিক্রেতা সোনাশীর আসবে, সোনার, বিক্রেতার ইত্যাদি জন্য বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহার ফলে সাধারণ লোকের মধ্যে যারারা স্থায়িত সোনার জন্য বা বিক্রয় করিতে চাহে তাহাদের পক্ষে ইহা জন্য বা বিক্রয় করার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় না। সোনার বাজার না থাকিলে এই শ্রেণীর ক্রেতা ও বিক্রেতাকে নিজে-দের সোনার জন্য বিক্রয়ের জন্য লোক খুঁজিতে হইত এবং এজন্য অনেকেরই ইমারত সোনার জন্য করিতে অথবা স্থায়িত সোনার বিক্রয় করিতে সমর্থ হইত না। ইহার ফলে অনেকেরই সোনার জন্য বিক্রয় অনেক বন্ধ হইত না এবং এজন্য দেশের শিল্প-সংস্থা অনেক ক্ষতি হইত। কলিকাতায় যে ব্যবসায়ী ঐক এসোসিয়েশন লিঃ, নামে একটী সমবেত ও পরিচালনী সোনার বাজার স্থাপিত হইয়াছে এবং এই বাজারে ঐক এসোসিয়েশনের তালিকাভুক্ত সোনারের বিক্রিবিক্রি হইয়া থাকে। কিন্তু বাজারে বাজারীর পরিচালিত এবং আমের মূল্যনির্ধারণ ইসব প্রতিষ্ঠান এবং মুক্ত সমাজের অনেকগুলি শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ইহাদের দ্বারা উপরোক্ত এসোসিয়েশনের তালিকাভুক্ত নয়, এবং এজন্য এই সব প্রতিষ্ঠানের সোনার উপরোক্ত এসোসিয়েশনে বিক্রিবিক্রি হয় না। ইহার ফলে বাজারী শিল্প পরিচালকদের পক্ষে সোনার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করার অনেক অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। সুখের বিষয় যে এব প্রতিষ্ঠিত যে ঐক এসোসিয়েশন এর যেমন উপরোক্ত শ্রেণীর বাজারী পরিচালিত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সোনার জন্য বিক্রয়ের সুযোগ সুবিধা করিয়াছে। আমরা আশা করি এই প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীর বাজার ও বাজারের বাহিরে বাজারী পরিচালিত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতি-ষ্ঠানের সোনার ও বিক্রেতার অধিকতর সুবিধা হইবে।

ভবিষ্যৎ সুদের হার

ইমারীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা এবারে আর বিশেষ বিস্তার সুদের সুদ আলোচনা করিয়াছি। তিন আমার, সাধিকের [illegible] সুদের ইহার সুদের যে পরিচালিত ভবিষ্যতে আমাদের দেশে আমরা আছি। সুদের বিষয় যে, আমাদের আমার আমদে এই বছরের মধ্য সময়ের জন্য অনেক আমাদের [illegible] ঐক্যের ব্যবসায়মহলে এবার পর্যন্ত এই বিষয়ে যেমন কোন আলোচনা হয় নাই। সম্প্রতি ভবিষ্যতের একটী বড় ঐক্য সুদ এসোসিয়েশন এবং ঐক্যের ঐক্যের এক ১০ টন ঐক্য সুদ আমদ হয়, অর্থাৎ ভবিষ্যতের আমার ১০ টন ভবিষ্যৎ এই সুদ আমদের হয় এবং সমস্ত বাজারের ঐক্যে যে পরিমাণ সুদ আমদ হয় আমার পরিমাণ ১০০০ টনের কম হইবে না।

আমাদের যেমনি ঐক্যের উৎপাদন হয় এবং ভবিষ্যতেই বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এই সব ঐক্যের হইতে ঐক্যের সুদ আমদ ভবিষ্যৎ পারিলে দেশের অর্থ দেশেই থাকিয়া যাইতে পারে। বাজারের বিশেষজ্ঞ ভবিষ্যতে এই বিষয়ের প্রস্তাবের পক্ষে একটী আমদ দেয়। আমরা ভবিষ্যৎ সুখী হইবার যে, বর্তমানে এই প্রস্তাবে ঐক্যের সুদ আমদের ঐক্যের ভবিষ্যৎ আমদানী বাজারের ঐক্যের আয়োজন চলিতেছে। আমা করা যায় যে, আমদ সরকার এই বিষয়ে আপত্তি ও প্রস্তাবের জন্য ঐক্য বিষয়ের ঐক্যের সমস্ত-প্রস্তাবে সাহায্য করিবেন। বাজারের এই বিষয়ের প্রস্তাবের জন্য যারারা আমদের হইয়াছেন বর্তমানের বিষয় হইতে তাঁহারা উপযুক্তরূপ সমাধান করিবেন না বলিয়া আমরা ভবিষ্যৎ পারিতেছি। এই ব্যবস্থা ঐক্য ব্যাপারে বর্তমানেই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আমরা আবশ্যক মোধ করিতেছি।

ঘুষ ও দুর্নীতি সম্বন্ধে মন্তব্য

বিদায়ীসভার অনুরোধের অধ্যক্ষ মিঃ হে হে চৌধুরী বাজারের মাঝির বর্তমানের সময় এবং এই প্রসঙ্গে একটী সর্বজনীন মন্তব্য প্রকাশের আমা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটী বিবৃতি প্রদান করেন। বাজার ইমারীর যে ঘুষ ও দুর্নীতির আলোচনা করিয়াছে তাহা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিবার জন্য একটী বিশেষজ্ঞ তদন্ত কমিটী গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। অধ্যক্ষ মিঃ হে হে চৌধুরী বলেন যে, এই কমিটী সমস্ত সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, ব্যবসায়ীদের ও ব্যবসায়ীর খাতে আমা টাকা আনুষঙ্গিক ভাবে কি ভাবে কীসিমা উঠিয়াছে তাহা তদন্ত করিয়া দেখিবেন। বিশেষজ্ঞ এই কমিটী যেদের সমস্ত যেসেজেরী আপিসের কাগজপত্র দেখিবা ইমারীর যে কি পরিমাণ ঘুষপ্রাপ্তি জন্য করিয়াছে এবং ইহার জন্য অর্থ কি ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা তদন্ত করিবেন। তদুপরি তিনি যেখানে যেখানে সন্দেহের রেই সব স্থানে ইমারী বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের কি পরিমাণ অর্থ ও অন্যান্যপ্রকার ঐক্য করিয়াছে তাহা কমিটির অনুসন্ধান তদন্ত দেখা বিষয় হইবে। চৌধুরীর বর্তমানে যারারা নিজ নিজ্জিয়ার স্থানসমূহ জন্য বিভিন্নের ঘোষণাপত্রী কমিটি করিয়াছেন তাঁহারা এই সব ঘোষণাপত্রে মোট কি পরি-মাণ অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছেন এবং এই অর্থ তাঁহারা কি ভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন, উদ্দেশ্যে তদন্ত করিবেন তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। সেদের বাজারে যারারা যোগ্য সেদের জন্য করিয়াছেন তাহাদের সমস্তের অনুসন্ধান তদন্ত করা হইবে। সমস্তঃ ইমারী যারারা সরকারী চেয়ারীতে অতি হইয়াছেন তাহাদের নিকট, ঘোষণাপত্র, সেদের, চেয়ারীর সর্ত কিরূপ তাহা কমিটী বিচার করিয়া দেখিবেন। যারারা সরকারী কর্মচারী ও নেদি এসেসী পাইয়াছেন তাঁহাদের ঘোষণাপত্র সমস্তের কমিটী বিচার করিয়া দেখিবেন।

অধ্যক্ষ মিঃ চৌধুরীর বিদায়ের অনুরূপ ব্যবসায়ের তদন্ত হইলে বাজারের সরকারী ও বেসরকারী মহলে ঘুষখোরী হইতে দেশ রক্ষা করা পক্ষে যারারা খুব, দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, অযোগ্য বাজারের ইমারীর জন্য সাধারণের মন আকৃষ্ট হইয়া বলিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলা পরিবেন। তিনি যে প্রকার ব্যাপকভাবে আজ কেন্দ্রিকে রাষ্ট্রিকেন্দ্রের তদন্তকারী আজ হইতে তাঁহার অভীপ্সিত উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিক শ্রেণী-বক্তৃতা যারারা সমর্থনে ইতিহা দিলেন এবং ইমারী যারারা হাতের পুতুল হইয়া আজ করিয়া-ছেন তাঁহারা এই প্রস্তাবে নিতুতেই তাকী হইবেন না। তদন্তেরে যে কমিটির জন্য যে কোন প্রকার সহযোগই ইমারী উপযুক্ত সত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। সুখের আমার চৌধুরীর প্রস্তাব করেন পরিষদ হইয়াছে আমা নাই। তথাপি তাঁহার প্রস্তাবটী বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য বাজারের কর্তৃপক্ষের কর্তা মিঃ সেলিকে আমরা অনুরোধ জানাইতেছি।

ঘুষ সমস্যা ও ফেডারীর সহযোগ

গত ২৭শে এপ্রিলের 'সাময়িক প্রসঙ্গে' আমরা ভারতের ঘুষ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া-ছিলাম এবং ঘুষ উৎপাদন বৃদ্ধিকরে সরকার নীতি প্রয়োগের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি ফেডারীর সরকার ঘুষ ও তথ্য উৎপাদন বিষয়ে তথ্যাবলী অবলম্বনের উদ্দেশ্যে নীতি নির্ধারক সমিতি (পলিসি কমিটি) গঠন করিয়াছেন। উক্ত সমিতি কৃষির উন্নতির জন্য সরকার নীতির সুপারিশ করিয়াছেন। ঘুষ উৎপাদন সম্পর্কে প্রদেশের জিলায় জিলায় বর্তমানে পতন উন্নতির প্রয়োজন বাবস্থা করে ফেডারী সরকার স্থাপন এবং ঘুষকার প্রয়োজনীয় উৎপাদনের জন্য ফেডারী জমি স্থাপন করিতে সুপারিশ করিয়াছেন। ফেডারী কোন সরকার অভিযোগ ঘুষ করিবার জন্য একটী কমিটী সমিতি স্থাপন এবং কমিটির সদস্যেরসুলভ সুপারিশ ও প্রস্তাব ঘোষণা করা। বাজারেরই নিজা ঐক্যিক বাজারে হইয়া গিয়াছে। এই সব সমিতির সুপারিশ কার্যকরী করা বিষয়ে বর্তমানেই তথ্যের বিশেষ

—: শাখা :—
বড়বাজার
পার্কস্ট্রীট
উল্টাডিঙ্গি
আমহার্ষ্ট
ভোলা
চৌমুহানি
দক্ষিণ কলিকাতা

দি সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেডঅফিস "সোনাপুর হাউস", ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা। স্থাপিত ১৯১৮

কলিকাতা সহরে ফিক্সড্ ডিপোজিট গৃহীতার একমাত্র
আয়কর রহিত
৫%
ডিবেঞ্চার ঘোষণা করা হইতেছে।

ঢাকা শাখার কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

মনোযোগ দেন না। তবু আমরা সরকারী কর্মীদের সুপারিশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি কারণ এই সব সমিতি কর্মিগণের ফলে দেশের আমদানি রপ্তানি ও উৎপাদনের সঠীক দেশবাসীর কর্মাধিক্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়। গত বৎসর এপ্রিল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, ভারতে তুলা ও তুলজাত দ্রব্যের অভাব মিটাইবার জন্য উৎপাদনের ব্যবস্থা না করিয়া ইহাকে হইতে আর ও বাড়ান উচিত তুলজাত দ্রব্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতের ব্যবহার প্রয়োজনীয় তুলজাতীয় উৎপাদনের সুবিধা না দিয়া ইহাদিগকে একটার পর একটা অজানেরই সৃষ্টি করিয়া, ইংলেণ্ডজাত তথা আমদানী করিয়া সেই অভাব দূর করার দীর্ঘ মার্কিণ মৌসিই কর্তৃপক্ষ বজায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। তুলনায় আমরা কি এর করিতে পারি না—যদি আন্তরিকভাবে দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিবেই কর্তৃপক্ষ মহাশয়িগণ, তবে কি কারণে এই সব সমিতি কর্মিগণ করিয়া দেশবাসীকে মোক্ষ দিবার ?

বস্ত্র সমস্যার একদিক

বস্ত্রের অভাবে বাঙ্গালার মোকদ্দমের দুঃখদুর্দশা আজ চরমে উঠিয়াছে। দেশে এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিষটির যোগান আজ এমনই কম দাঁড়াইয়াছে যে মৃতদেহ ঢাকিবার আবরণটুকুর সকল স্থানে মিলিতেছে না। যা যোগানের সম্ভা বিদেশনের জন্য আজকের সমাজে কোন কোন স্থলে লোকে যেকোন পাই পাচ্ছে দুই করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে নানা স্থান হইতে অসহায় আর মারীদের আত্মহত্যার খবর পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু দেশের শাসন ব্যবস্থা যাহাদের হাতে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিকেও তাঁহাদের চেতনা হইতেছে না। সিভিলিয়ান অফিসে বর্ষা ও অন্যান্য দিয়া তাঁহারা সরকারী সম্প্রদের ট্রাই সম্ভার উল্লিখিত করিয়াছেন। আর এক সম্ভা সমাধানের অসাধ্য প্রয়াস তাঁহারা দিয়াছেন যে, বস্ত্রাদিকে দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর ও দামী দুর্মূল্যিতেছেন। তুলের সময়ে কাপড়ের দেশী কলে চাহিয়া দেখা যাচ্ছে সম্ভের ঠাঁহারা তাংতে উহার উৎপাদন দিনের কিছু বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই অসম্ভব সম্ভের মোলায়িক অসম্ভাব-মূলকে বর্ধিত করিয়া দেশের বস্ত্র উৎপাদন হইতে দেশী পরিধান বস্ত্র সমস্ত নিকাশের জন্য চাঁদিয়া ফেলিয়াছেন। সেই সঙ্গে মূলীন কর্তৃপক্ষদের সম্প্রসারণের বার্থে আমার একুল কাপড় বাহিরের রপ্তানী করা হইতেছে। ভারতের উৎপন্ন কাপড় লইয়া এইভাবে হিসিবিধি মেরিয়ার সঙ্গেই দেশে বাজারদের ব্যবস্থাদের, জন্য এই পাওয়া আজ নিজের অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুলের সময়ে টৈন্য বিভাগের জন্য কিছু পরিধান বস্ত্র আবশ্যিক বাধা হয়ত অসঙ্গীতির নহে। কিন্তু দেশের এমনত দুর্দিনে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী করার বস্ত্র নিকাশ অধিকারের আর কিছু হইতে পারে না। এই প্রকার রপ্তানীর বিরুদ্ধে, প্রথম হইতেই তুলুল বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ হইতেছে। সেই প্রতিবাদের ফলে উৎপন্নি করিয়া কর্তৃপক্ষেরা বাহিরে বস্ত্র দেশের বস্ত্র করিবেন তুলের কথা তাহারা মিথ্যিকারে তাঁরা রপ্তানি করিবারই ঠলিয়াছেন। কিন্তুদিন পূর্বে দিল্লি হইতে ভুল পাওয়া বিভাগিল ভারতবর্ষ হইতে ৩০ লক্ষ গজ বস্ত্র ও দেশে বিদ্যা গেছিয়াছে। বাজনার চরম দুর্দিনে বস্ত্র আজই নামে এই প্রকার হইতে সরকারী নির্দেশে চীনে বস্ত্র প্রেরণের সোনার বন্দরে "পিপলস্ ডেইলী" পত্রে সম্প্রতি সমালোচিত হইয়াছে। বাজনা সরকারের দেওয়ান টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ জি উৎসোফ টীনা ব্যবসায়ী মিঃ এ এল ডেভে তাহার ইজারের বস্ত্র সোনাইবার জন্য বাজনায় কোটা অফিস এক্সপিডিসনের সেক্রেটারীর নিকট যে অসমান জানী করিয়াছিলেন তাঁ পত্র তাহা ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন। নাগরীরা সুতা উৎপাদের পূর্ণ ছুটেই, বস্ত্র আজই বাজে, বাজনার তখন কাপড়ের দেশীবস্ত্র অভাব দেখা দিয়াছিল। তুলার সময়ে কিছু বেশী কাপড় রপ্তানের ব্যবস্থার জন্য এ প্রদেশের চুলাবাজার বাজনা সরকার ও ভারত সরকারের নিকট সরকার দাবী উপস্থিত করিয়াছিল। সরকারকে তাহাদের সে দাবী অনুযায়ী কাপড়ের যোগান বাড়াইবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই সময়ে বাজনার ফ্যোক্টরে নমিত করিয়া এ প্রদেশের বস্ত্র যোগান হইতেই টীনে বস্ত্র রপ্তানী করিতে উৎসাহের সাথে নাই। দেশ হইতে বিভিন্নভাবে বস্ত্র রপ্তানীর এই নীতি বস্ত্র সম্পর্কে আমাদের অসমান আমরা নিম্ন নিম্ন বাজারীয় প্রতিবাদ। অথচ নানা অসমান দৃষ্টি সেখানের কর্তৃপক্ষগণ এমনকি এই নীতিকেই সমর্থন করিতেছেন। দেশের লোকদের একান্ত প্রয়োজন সময়ে সরকারী উদাসীনতা উদাসিনতার এমন নিদারুণ দৃষ্টান্ত আধুনিক সভ্য জগতে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

রপ্তানীর আমদানীর প্রশ্ন

বন্ধুত্বের পরে নিম্ন কারখানার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হইবে তাহার কর্তৃপক্ষেরই তালিকা দেশের লোকদের এখন হইতেই অর্ডার দেওয়ার অনিবার্য নির্দেশ দিয়াছেন। নিয়োগকারি প্রয়োজন অনেক উদ্যোগী ব্যবসায়ী ঐ নির্দেশ অনুযায়ী এখন হইতেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য অর্ডার দিয়া রাখিতেছেন। কিন্তু রপ্তানি ব্যবসায়ী মূলধনের যে একটা অংশ সব চেয়ে অধীন হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহা হইতেছে উহার মূল্য বিনিময়ের প্রশ্ন। তুলের পরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য এক সঙ্গে বহু দেশ হইতে মার্কী-বাজনা সুরু হইবে। ভারিবার আশিকা দেখিয়া যন্ত্রপাতির নির্মাতারা যে সময়ের হয় চড়াইয়া দিতে সরুর করিবেন না। সেইজন্য চড়তি বাজে রপ্তানি সম্প্রের করিয়া নিজ-ব্যবসায়ের সমুচিত উন্নতি সাধন করা এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। তবু দুশ্চিন্তার স্বাধীন দেশের লোকেরা নানা দেশের বাজার লক্ষ্য করিয়া নিজেদের সুবিধামতন ভাবে যে কোন স্থান হইতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের একটা সুযোগ পাইবে। কিন্তু ভারতের পরাধীন বলিয়া এদেশের লোক সেইরূপ সুবিধার পাইবে না। তুলের সময়ে ভুটেক্সে বাজনার বিনা সাহায্য করিতে বিনা ঐ দেশের বিদেশী ভারতের অংশী ইন্টিং পাওনা করিয়া হইয়াছে। অত সময়ের উপায়ে সেই পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা না করিয়া তুলীন কর্তৃপক্ষেরা তুলের পরে বাজনার বিনা তাহা ক্রমে ক্রমে শোধ করিবার কথা বলিতেছেন কিন্তাবী প্রস্তুতের সেই বার্তার নির্দেশ ভারত সরকার নিয়োগকারীদিগকে জানিয়াছেন। ভারতের লোকদের অধীনী যন্ত্রপাতি-গুলিকে দুধাঃ তুলীন হইতে সময়ে করিবারই সময়ের করিয়াছেন। ফলে আমরা এই ঔপনিবেশিক যে স্বাধীন বিদায় বুদ্ধি ঘটাইয়া ও ঔদ্বিতের বন্ধ আমাই করিয়া ভারতবর্ষ যে কোন দেশ হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে পারিবে না। দেশের একান্তরূপে তুলীন শিল্প-ব্যবসায়ীদের মতামত ও অভিমতের উপরই একমাত্র নির্ভর করিতে হইবে। ভারতের সেই অসহায়তা দেখিয়া তুলীন পরিদেরা মোটা লাভ করিতে ছাড়িবে না। ফলে অন্য দেশের লোক-দের তুলনায় ভারতের লোকদিগকে যন্ত্রপাতির জন্য বেশী মূল্য দিয়া করিতে হইবে। যন্ত্রপাতির মূল্য সম্পর্কে এই অতুল সম্ভাবনা দেশের শিল্পোদ্যোগীদের মনেই আশঙ্কার সঞ্চার করিতেছে। অধিকন্তু বর্তে যন্ত্রপাতি কিনিয়া তুলে শিল্প কারখানা স্থাপন করিতে গেলে দুধানো কারখানা দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। সেই জন্য বিশেষজ্ঞ করিয়া করিলেন অনিশ্চিত ব্যবসায়ী যন্ত্রপাতির তুলন অর্ডার সম্পর্কে একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। এই বাজনের সাবধান বাণী আন্তরিক না অন্তরের তা ইহাদের ভারতের তুলোভর বিদেশাভিমুখি প্রয়োজনীয়তা বিশেষজ্ঞ করিয়া আমরা জানা আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করিয়াছি। যন্ত্রপাতির অর্ডার বস্ত্র না করিয়া আগে ব্যবস্থাদের কল ঘরে কি ভাবে সাজান্ত করা যায় সে চেষ্টাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত। ইংলণ্ড হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে গেলে তাহার মূল্য সম্পর্কে যদি সুবিধাজনক পাওয়ার আশা না থাকে তবে আমীন বিভাগ বুদ্ধি বাড়াইয়া আমেরিকা। বা অন্যান্য দেশ হইতে উহা সংগ্রহ করার ব্যবস্থাই আমের কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায়। সে কর্তৃপক্ষ সময়ে কর্তৃপক্ষেরা যাহাতে অধীনের হয় সেজন্য দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একযোগে তাঁহাদের উপর চাপ দেওয়া উচিত।

অন্যান্য

আলোচ্য সপ্তাহে এশিয়া অঞ্চলের ইউরোপ বন্দরগুলে তুলের রপ্তানির পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে। উহার অধিকাংশে আমেরিকানীর অভিযোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলেও সমগ্র উহার তুলনায় আমাদের অবস্থাই হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মার্কিন অন্তর্বাণী বন্দ মার্কিনের উপকরণে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সর্বত্রের সংবাদে জানা গিয়াছে। তুলীন মার্কিনী ওজনপুর সমস্ত আমদানি হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। তথ্য অঞ্চলে তুল পরিস্থিতি হইয়াছে। এই অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যার জন্য জাহাজগুলি এখন বিলম্বমানের প্রতীক্ষায়। মার্কিন মার্কিনী অবস্থান প্রকাশ সময় তুলেরপুর্ণ বন্দর করিয়াছে এক দিনেরিতের অনিশ্চিতের উপনীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মার্কিন টৈন্যদল দর্শনার্থে তেজোত্তোলনিয়ার অবস্থানে তুল অধিকারে বলিয়া জানা গিয়াছে।

যুদ্ধ শেষ হ'য়ে এলো। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সামনে। এখনও নিজের ও পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য সক্রিয় হউন। আগামী যুদ্ধোত্তর শিল্পবিপ্লবের দিনে জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে টেনে নিতে অগ্রণী হ'য়ে দাঁড়ান।

ই

ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

২৩।১সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—আসাম (৭৩ শাখা)

পূর্ব রণাঙ্গনে বাহিনীর যুদ্ধ পুরোদমে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া সঙ্কেতস্থলে প্রকাশ। মাতৃভূমিরক্ষা বাহিনী আজি বাঙ্কিম হইতে মাত্র ১৪ মাইল দূরে আছে। প্রায় ৩০ লক্ষ সৈন্যের ১টী দল বিভিন্ন মাধ্যমিক হইতে ফের পীরাজ পর্যন্ত ২১০ মাইল ব্যাপী ভূমিতে বাহিনীর দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বাহিনী দুইদলের যুদ্ধ চুক্তির পরবর্তে উপনীত হইয়াছে।

অনেক দিন নিষ্ক্রিয়তার পর আলোচ্য সপ্তাহে ইটালী রণাঙ্গন হইতে কয়েকটিমাত্র খবর পাওয়া গিয়াছে। মিঃ আলেকজাণ্ডারের অধীনে এই ৩৪ আর্মি এই রণাঙ্গনে শ্রীষ্মকালীন যাবতীয় ও প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। ৮ম আর্মি বাহি অত্যন্তপূর্ব সহযোগিতায় মন্ত্র সহরে মাইল খুবই উপরিস্থ হইতে সক্ষম হইয়াছে।

ফ্রে ব্রাডলী বলিয়াছেন যে সমস্ত আমেরীর অর্থনৈতিক বেশী ঘাম হইয়াছে বিমানসেনার আবহাওয়ার হইয়াছে। আমাদের অনেকগুলি আক্রিয়া পশ্চিমে সাথে এই আশঙ্কায় ঘিরিবার আর্মি সম্প্রসংলগ্নের অধিকার রাজধানী ঘুরি করিবার নিক্ষেপ বিমানের। পশ্চিম রণাঙ্গনে আলোচ্য সপ্তাহে যুদ্ধের গতিবিধি অত্যন্ত লক্ষিত হইয়াছে। বাহিনীর উপর ৬ষ্ঠ অবতরণের সুদক্ষ বিমানবাহিনীর অক্লান্তকর্মী সৈন্যদল পলায়নপর বাহিনীর অনুসরণের জন্য অপেক্ষা করিতেছে বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রতি আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি ও সেবাবাহের অসুবিধার উপরোক্ত রণপদ্ধতির অবসান আনয়ন হইতে পারে। বাহিনীর পক্ষদের পর বিমানপক্ষ আর্মি অবশিষ্ট যুদ্ধক আমার বাহিনীর উপরে সপ্তাহ যাবতেরই সময়ে দিয়া আক্রমণের এক চরম পত্র প্রচার করিবেন। এই নির্দেশ মানিয়া না হইলে নিশ্চিহ্নের ধ্বংস করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইবে এবং ইটালীর সাধারণের দৃষ্টি এই চরম পত্রের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে আরাকান উপকূলে শেষ ঘাপ-টীটি ইংরেজ বিমানপক্ষ অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ব্রহ্মের বৈমানিক অঞ্চলের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে এবং সঙ্কেতস্থলে প্রকাশ যে ইরাবতীর ৩৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বৈমানিক অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী সহর মাণ্ডলে মিত্র-পক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনী দখল করিয়াছে।

প্রধানসেনাপতীর রণাঙ্গনে বিজয়পতাকা তীন বাহিনী মহুর অবতরণ করিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। জাপান সরকার সংবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, ওকিনাওয়া দ্বীপ অঞ্চলে জাপবিরোধ বাহিনী বিমানবাহী জাহাজে, যাইন-সিল ইত্যাদির এক বৃহৎ বাহিনী লেইতের বিরোধিতা করিয়াছে। "ইউরোপ রণাঙ্গন হইতে সৈন্যদল ও সরঞ্জাম এশিয়া রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত হইতেছে" আলোচ্য সপ্তাহে ঘোষিত এক মাস আমাদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সুপারফোর্টস বিমান বহর প্রেরণ বিমান আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ২-৫-৪৪

অজয় কুমার নাহা

দি সিমেন্ট
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস—৪৭, ব্রাবাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি. নারায়ণ চৌধুরী

অফিসের সরঞ্জাম
- বই বাঁধাই
- লিটল ম্যাগাজিন
- ডবার ষ্ট্রাম্প
- এমবসিং মেশিন
- সিমল প্যাড,
- মেম, স্লেট,
- চৌকেন্ট ও কেশ
- মেডেল ও ওজনযোগ্য বাটু চিহ্ন
- ছিদ্রে-করা প্যাড,
- খালার সীলমোহর
- পরমার্থ, সরকার বাটু-চিহ্ন
- চুম্বিকের নামাবিধ ওষধাদি
- সিট্ট ষ্টোরের তৈরি বিবিধপত্র

● অর্ডারের সঙ্গে ইংরেজি ৪৫-পাতি আমাদের নিয়ে সংবাদপত্র ছুধাবা ওজন-মতন আসে ৪৩। যাচাই করা সেটুন।

ব্রহ্মচারী
১০৩, চিত্র রো, কলিকাতা।
ফোন : বি বি ১৪০০

শ্রমশক্তির হিসেব

একজন লোক এক ঘণ্টায় "ক" মুটি মাল তৈরি করে।
একশো জন লোক এক ঘণ্টায় ১০০ "ক" মুটি মাল তৈরি করবে। সেইরকম একশো জন লোক ৮ ঘণ্টায় ৮০০ "ক" মুটি মাল তৈরি করবে।

উপরের হিসেবটা স্কুলে অ্যালজেব্রার অঙ্কের কথা মনে পড়ে। কিন্তু কারখানার কাজের ব্যাপারে এ রকম হিসেব মোটেই খাটে না। তার কারণ, একটানা কাজ করতে করতে কাজের দিকে দেখা দেয় শ্রমিকদের উদ্যম কমে যায়। কাজেই এই উদ্যম যাতে বজায় থাকে কারখানার মালিকদের তাই আজ এত চেষ্টা। এ ক্ষেত্রে চায়ের মতো মজার সহায় আর কিছুই নেই। গরম চা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ তো বাড়েই, কাজ করবার উৎসাহও ফিরে আসে। কাজের মাঝামাঝি শ্রমিকদের চা দিয়ে দেখুন, মোট উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক থাকবে। ভারতের অন্যান্য কারখানায় এই উপায় অবলম্বন করে উৎপাদন বাড়ানো আজ সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁরা কলকাতায় ১০১ নম্বর ক্লাইভ ষ্ট্রীটে "ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানসান বোর্ড" থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানসান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান
বম্বে মিউচুয়াল
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ
(প্রতিষ্ঠিত —১৮৭১ সাল)
বীমা করুন
এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—
- কোম্পানীর লভ্যের লাভ পলিসিগ্রাহক-দের মধ্যে বণ্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম বা বিলাত স্থায়ী অবস্থানকালের জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়
- অল্পমাত্র প্রিমিয়াম দিয়ে দুর্ঘটনা-জনিত অতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ও বোনাস হারের উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্রলেখুন

দক্ষিণাঞ্চল এজেন্সি সপ্লাই
চীফ এজেন্টস্,
২, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর বিশ পার্টি কংগ্রেসে যোগদান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পরেই মহাত্মা গান্ধী একটি পার্টির উপায় সম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি তাঁহার সাধারণ বুদ্ধির সহিত বলিয়াছেন—খুব ও তাহার আনুষঙ্গিক বিষয়ের ও পরিবার বিষয়ে আন্দোলন করিয়া সকল সম্প্রদায় ও জাতির স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে যদি পার্টি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না হয়, তাহা হইলে কখনও পার্টি আসিবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন—অন্যের পার্টি স্থান-কর্মিয়া হইলে তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দানিয়া সকল একান্ত প্রয়োজন। তাহাদের স্বাধীনতায় ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে, সকল দেশিয় জাতির মুক্তি অনুবর্তী। জাপানী ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিযোগ করিবার যে মনোভাব তাহার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তিনি মনের বলমুক্তির সহিত কয়েকটি জাতিকে বিরুদ্ধ করিবার পর অগ্রসর পার্টি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে হইলে প্রকৃত পার্টি আসিতে পারে না।

• • •

পাশ্চাত্য দেশগুলিকে মহাত্মা গান্ধী পার্টিকারী (practical) বলিয়া পরিচিত কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ পার্টিকারীর সহিত মহাত্মা গান্ধীর তুলনা চলে না। তাঁহাদের অনেকেই খৃষ্টের ভাবন লইয়াই উন্মাদিন; খৃষ্টের বীজমন্ত্রের তাঁহাদের অন্তর নীতির ছন্দ বলিয়াই তাঁহারা খৃষ্টের বিরোধী। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নিকট খৃষ্টের প্রকৃত কারণ মুল্যহীন। এই ভাবন খুব করিয়া অনুভব তিনি পার্টি প্রতিষ্ঠার সহজ ও সরল পথ তিনি বেছিয়া পাইয়াছেন। জাতীয় ক্ষেত্রে মানুষের দ্বারা মানুষের যে শোষণ তাহাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতির দ্বারা জাতির শোষণে পরিণত হইয়াছে। এই শোষণ-প্রথা অনুর পার্থিবার জন্যই মানুষ বিশ্ব হইয়াছে। জাতীয় ক্ষেত্রে এই ভাবনেই ধনবাদের হানাহানির প্রকৃত কারণও এই। যতদিন মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ চলিবে, জাতির দ্বারা জাতির শোষণ বন্ধ হইবে না, ততদিন পার্থিবসভায় ও আন্তর্জাতিক ভাবে মানুষ বিশ্ব থাকিবে। তাই, মহাত্মা গান্ধীর প্রথম কথা—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি পার্টি প্রতিষ্ঠা করিতে চাও, তাহা হইলে সর্বাগ্রে জাতির দ্বারা জাতির শোষণ বন্ধ কর। সকল জাতির স্বাধীনতা ও সমানাধিকার মানিয়া লও। বিশ্বের পার্টির জন্য তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা যে একান্ত প্রয়োজন, ইহা অন্যের বিশ্লেষক পার্টিই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই প্রাথমিক সত্য জাতিকে সম্পূর্ণ সম্মানের সহিত জাতির বাদানুবাদিকে অনুসরণ ও শোষণের ক্ষেত্র করিয়া তাহিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যসাম্যি মানিবেই। পার্টিকারীরা যদি ভারতবর্ষকে অবিলম্বে পূর্ণস্বাধীনতা করিবার কথা না ভাবেন, তাহা হইলে মনে রাখিতে হইবে আমাদের বিপ্লবীরা পার্টিকে সকল প্রকার অকল্যাণের অধীনেতিক মনু তাহিলার জন্যই তাঁহারা মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর বন্দরে বসিয়াছে রাইতেছেন। তাঁহারা পার্টি চান না—চান অন্যকে অর্থনৈতিক শোষণের অধিকারকে নিরন্তর রাখিতে।

• • •

জাপান ও জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিযোগ করিতে মহাত্মা গান্ধী নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি—পার্টিকারের কখনও প্রতিযোগপরায়ণ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যে পরিমাণ শোষণের ক্ষেত্রে জাপান ও জার্মানীকে প্রতিবাদী বলে করিয়া আজ বাহন করিয়াছে এবং তাহার প্রতিবাদীদের পরাজয় আজ মুক্তার শোষণ-ব্যবস্থাকে নিরর্থক করিবার আয়োজন করিতেছে, তাহাদের বলে এই যুক্তির প্রকার কতটুকু পরিবে? জাতি হিসাবে জাপান ও জার্মানী মুক্তির-মন্ত্র দাবী নয়—দাবী এই দুইটী দেশের মুক্তবাদী শাসক শ্রেণী। তাহাদের অন্যায়ের সমর্থন জাতির বিরুদ্ধে প্রতিযোগ করিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত নয়। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, জাপান ও জার্মানীর বিরুদ্ধে এখন যে সব দেশ মুক্তবাদ, সেই সব দেশেই একটী শ্রেণী মুক্তবাদী জাপানী ও জার্মানীদের পক্ষি মুক্তিতে সাহায্য করিয়াছে। মুক্তবাদী শাসক পক্ষিতে উহাদের করিতে অন্যায়ী যদি জাপানের ও জার্মানীর জনসাধারণের অন্যায় হয়, তাহা হইলে এই শ্রেণীর পক্ষি মুক্তিতে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদের অন্যায়ও কম নয়।

• • •

মিঃ জিন্না ও তাঁহার সহকর্মীরা যে পার্টিকারের কথা বিশ্ব বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃত রূপ তাহাদের জানা নাই। মোটামুটী তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমানকে দুইটী পৃথক জাতি (নেশন) বলিয়া তাহাদের দুই ভাগে বিভক্ত করিতে চান। তাঁহাদের এই মতবাদ বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদ হইয়াছে। সম্প্রতি দুই জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের আজন্মসাধীন তাহার আরও বিস্তারের পরিবর্তনকে আরও তথ্যাদি উল্লিখিত সম্পূর্ণ পরিসংখ্যা সহিত বর্জন করিয়াছেন। দুইজনেরও, তাঁহারা দুই জনই অমুসলমান। কাজেই, মিঃ জিন্না তাঁহাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সমান পাইতে পারেন। অবশ্য, মুসলমান হইলেও হিন্দু ও কংগ্রেসের হালকে সহিত তাঁহাদের অভিন্নিত হইবার আশঙ্কা থাকিত। তবু বিশিষ্টভাবে মিঃ জিন্না বলিয়াছেন—"ভারতে বিভাগ আন্দোলনের ভুল হইবে। আমরা ইহাকে কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না।" তাঁর যেসকল দাবী এখানে লিখিবার উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়াছেন। লিখন বলিয়াছেন—প্রয়োজন হইলে সব কয় যুদ্ধের চালাইব। তবুও তিনি নিজের প্রতিশ্রুতিকে উপেক্ষা হইতে বিচ্যুত হইতে দিব না। বিশিষ্ট আমেরিকানদের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দুই জন বৈজ্ঞানিকই বলিয়াছেন—ইংলণ্ডের বিভাগ আমেরিকাই হইতেছে মাকিনীদের অন্যতিনীয় ঐতিহ্য প্রকৃত কারণ, আমরা যদি দুই ভাগে বিভক্ত হই, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অবিভাগ ঐক্যের সব চিরদিনের জন্য নষ্ট হইবে। কিন্তু মিঃ জিন্নার যুক্তি অন্যরূপ। তিনি একবারের ভারতের কোন মুসলমান সম্প্রদায়কে বিশ্লেষণ ও বলকাই দেখিতে পান; তাহার কোন উদ্ভব ও মুখের ভুল তাঁহার কল্পনাপুরীতে পরিত্যক্ত হয় না। এই জন্য তিনি ভুলিয়া যান যে, তাঁহার পরিকল্পিত হিন্দুস্থানে ও পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান ও হিন্দু পাকিবে এবং তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া একটা বিরাট বিভেদ চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। পাকিস্থানের আন্তর্জাতিক আয়োজনে হিন্দুস্থানের সহিত উহার সন্ধি ও চুক্তি হইতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় মিঃ জিন্না আশা করেন। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এত সহজে বিভাগ যদি না মিটে, তাহা হইলে হিন্দুস্থানে ও পাকিস্থানে স্থায়ী, সমঝোতা কখনও সম্ভব হইবে না।

• • •

মিঃ জিন্নার অন্যতম প্রধান সমর্থক মিঃ আমেদ হুসেন সিদ্দিকি সম্প্রতি মহাত্মাজীর সহিত করিয়া আলিয়া ফেডারেশনে এক সভায় বলিয়াছেন—হিন্দুরা, স্যাক্সোনরাই, ইংরাজ ও ফ্রান্সবাসিদের মুসলিমই সর্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপ বিদেশ করে; নীতিরা ও ফেডারেশনে তাহাদিগের অংশগ্রহণ মুসলমানের প্রতিপত্তিই বেশী। মিঃ সিদ্দিকি আরও বলেন—"এক প্রতিনিধির আমরা নীতির প্রকৃতপক্ষে কোন প্রাধীন সত্তা থাকিবে না; মুসলমান সমিতির সাথে সম্পর্ক থাকিলে উহার অস্তিত্বই লোপ পাইবে। অন্যদের যে সব পার্টিকারপন্থী মাদ্রাজে মহাত্মাজীর ফেডারেশন সমিতিকে মিলে মুসলিম বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন, মিঃ সিদ্দিকির এই উক্তিতে তাঁহাদের উৎসাহের হইতে বলিয়া আশা করা যায়। আমাদের সাধারণ ধারণার উপরের মুসলমান মিলিটারী সাইকলির প্রতি মুসলমান বিশ্লেষণই লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপার মুসলিম সমাজ কৌশলে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। পার্লামেন্টের নির্বাচন ও অধিবেশনের কথা এই সব রাষ্ট্রে সাধারণতন্ত্রী মহলে হইতে পরিজ্ঞান পায় নাই। বর্তমানে ব্যবস্থাপক আমেরিকা মুসলিমের প্রতিনিধী হইয়া উঠিয়াছে। তাই, মুসলিমের প্রভুত্বাধীনে এই সমস্যার সাধারণিক সমাধানের প্রয়োজন পরিবার প্রয়োজন পরিয়াছে। অন্য অধিকারে এই প্রয়োজন যদি বিচিত্র হয় এবং তাহার সীমা যদি মুসলিম সমর্থন বিরোধী হইয়া উঠে, তাহা হইলে উহার অস্তিত্ব বিলোপের চেষ্টাই হইবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও অধিবাসের ফলে ভারতবর্ষ যদি আজ খণ্ডবিখণ্ড হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ সেই সব খণ্ড হবে সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্তের দীপ্ত ক্ষেত্র হইবে। বর্তমানে আমরা সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে সম্প্রসারণে বিশ্বে ফাঁদে যে চক্রান্ত হইতেছে, অধিকাংশ পক্ষির ভারতে যাহা যাহা সেই বিশ্বে বাড়াইয়া তুলিবার সহায় হইবে। এই ষড়যন্ত্রের হাত হইতে বাঁচিতে হইলে সর্বাগ্রে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব মুক্ত করা প্রয়োজন। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবিতে সর্বাগ্রে এই প্রভাব হইতে মুক্তিই দাবানো উচিত।

• • •

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সাম্প্রতিক মন্তব্যে মিঃ জিন্না বলিয়াছেন—মুসলিম অন্যের বাধা মুসলিম প্রতিনিধি সম্মেলনে আন্তর্জাতিক বিষয়ে মুসলিম সমর্থন দিতে পারে। কিন্তু তাঁহার মুসলিম ধর্ম যে, ব্রিটেন্ যুদ্ধোদ্যমে তাহাদের সহিতের দিয়ে এখনও কোন পরিবর্তন করেন নাই। সাম্প্রতিক মন্তব্যে—রাজনৈতিক সমস্যাগুলির মধ্যে একমাত্র কমুনিষ্টদের দ্বারা সমাধান করিতে সাম্রাজ্য; অন্যদের ধারণা মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক মুসলিম আছে, অন্যের আবার অন্যরূপ আন্তর্জাতিক প্রকৃত মুসলিম যোগ হারাইতে চায় না। মুসলিম প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতির মোলে আন্তর্জাতিক মনুষ্যেতিকদের হাতে পরিবর্তন বলিয়াও অনেকে আশঙ্কা করেন। মুসলিম রাজনৈতিক সমস্যাগুলির পক্ষে সাম্রাজ্য সম্বন্ধে ইঙ্গিতের ধারণাই যথেষ্ট। রাজনৈতিক সমস্যাগুলি, যেমনঃ প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পাকিস্থান, আর আন্তর্জাতিক প্রকৃত মুসলিমের বাস অধিকারীর ব্যাপার। অন্যান্য মনোযোগিতার জন্য অধিকারীরা কী করা যায় না। পক্ষতঃ এই দুইয়ের মধ্যে যে কোন সমস্যা পাকিস্থানে সম্ভব না ইহা আন্তর্জাতিক মুসলিমে নিশ্চিন্তে। মুসলিমের পূর্ববর্তী প্রকৃতি পার্লামেন্টের নিকট হইতে আন্তর্জাতিক বিষয় অধিকারের অর্জন করিয়াছিল; সেই পার্লামেন্টের আবারেই ব্যাপার প্রকৃতির হয় নিজ বিষয়ে আছে রাখিবার চাহিবে। আন্তর্জাতিক আমে মুসলিমের কোন মতের সাহায্যে তাহারা আন্তর্জাতিক সাধারণ না। আন্তর্জাতিক সম্পূর্ণ বিষয়ে পরিস্থিতে যে অধিকার অর্জন করিতে হইবে। কাজেই, মুসলিমের বলমত বিরোধ সম্পর্ক আন্তর্জাতিক বিশ্বের।

• • •

জীবনের বিভিন্নমুখী পরিচয় মিঃ জিন্না এক সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন—১৯৩১ সাল হইতে আন্তর্জাতিক জাতীয় কংগ্রেস আমাদের ও আমাদের পরিচয় পরিচালনার বিরুদ্ধে পরিচয় জানাইয়া আসিতেছে। খুব আশ্চর্য হইলে জাতীয়তা ও ধনতন্ত্রকে অনুকূল করিবার জন্য কংগ্রেস সমর আন্দোলন সম্প্রতি করিতে আন্তর্জাতিক হয়। কিন্তু সাধারণ মুসলিম প্রকৃত জন স্পষ্ট হইয়া উঠে, কংগ্রেস তখন আন্তর্জাতিক ও ইসলামিক প্রভাবে অনুকূল রাখিবার মুসলিম সমাজে করিতে অসমর্থ হয়ে। জীবনের

(১০৪৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ্য)

হায়দরী মিশনের 'সাফল্য'

'অর্থনৈতিক অস্ত্র' বা অবরোধের ব্যবস্থা মুসলমানদের আবশ্যকীয় সম্পর্কে বিশ্বব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সার আকবর হায়দরীর নেতৃত্বে গতবর্ষে একটী মিশন প্রেরিত হইয়াছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বুঝাপড়া করিয়া ও ভারতের বিভাগী পণ্য আমদানীর সঙ্কোচকল্পে সুবন্দোবস্ত করিয়া ঐ মিশন সম্প্রতি ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ঐ মিশন প্রেরিত হওয়ার সময়ে গবর্ণমেণ্ট উহার মহান উদ্দেশ্য ও সার্থকতার কথা ঢোল পিটাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন। হায়দরী মিশনের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে একটী সুদীর্ঘ সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত তাহার 'সাফল্যের' কথাও আলোচনাদি বর্ণনা করা হইয়াছে।

নানা অসুবিধার মধ্যেও ভারতের হাতে বিলাতী পণ্য আমদানী করিয়া বৃটিশ বণিকেরা অনেক দিন হইতে এদেশকে বিক্রিবাটার ঢোকান করিয়া আসিতেছেন। যুদ্ধের সময় ভারতের অভাব দেখা যাওয়ায় বৃটিশ বিল-ব্যবসায়ীরা অবশ্য প্রথম প্রথম এদেশে বেশী করিয়া তাহাদের বৈদেশী মাল চালাইবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু ভারতে চলাচলের সুবিধা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের অভাবমোচনের প্রয়োজন মিটাইবার নামে বিলাত হইতে যন্ত্র, সরঞ্জাম ছাড়া, ঔষধপত্র ও বহুবিধ প্রয়োজনী দ্রব্য আমদানি করিয়াই মুক্ত করা হইয়াছে। ইহার উপর যুদ্ধের দরুণ করিয়া হায়দরী মিশনের সদস্যরা ভারতে বিলাতী পণ্য আমদানীর একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া সম্ভবতঃ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আর কোন সুযোগ দেখিতে পান নাই। তাহাই ভারত সরকার হায়দরী মিশনের সদস্যরা বর্ষণ করিতে গিয়া ইহা ভারত অভাবমোচনের বিশেষ ও সাময়িক প্রয়োজনের কথা বুঝিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, ভারতে সমরিক কাজে ব্যবহারযোগ্য কাঁচামাল বাড়িয়া যাওয়ায় এবং দেশের উৎপাদনের কতকাংশ তাহা পূরণে নিয়োজিত হওয়ায় দেশের বেসামরিক প্রয়োজনের পরিমাণে বিলাতের ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনমত জিনিষপত্র পাঠানো যাইতেছে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য হায়দরী মিশন বিলাতী পণ্যের সরবরাহ বিশেষ 'রিলিফের' ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই চারটি প্রকার বিশেষ হইতেছে এই :—(১) এদেশে হায়দরের ব্যবহার্য জিনিষপত্রের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য ইহার কারখানার লোক-সরঞ্জাম ও শিল্পোপযোগী কাঁচামাল আমদানী করা। (২) সমর বিভাগ ও সমরবন্ধু বিভাগের প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য এদেশের উৎপাদনের উপর একান্তভাবে নির্ভর না করিয়া বিলাতী মাল বন্দর ও উৎপাদনের সাহায্যে ঐ সব বিভাগের অধীনে স্থায়ী স্থানীয় ভৈয়ারের ব্যবস্থা করা। (৩) সমর বিভাগের প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে অন্তর্ভাগে ইংলণ্ড হইতে আমদানি করা। (৪) অবরোধের ব্যবস্থায় জিনিষের কিছু যাহা এদেশে উৎপন্ন হয় না বা উৎপন্ন হইলেও সামান্য পরিমাণ দুধই হয় সে সমস্ত জিনিষ যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে ইংলণ্ড হইতে আমদানী করা।

গবর্ণমেণ্টের মতে ঐ সব রকমের বিশেষ 'রিলিফের' দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হায়দরী মিশন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত একটী বুঝাপড়া করিয়া আসিয়াছেন। ১৯ ও ৩২ লক্ষের উল্লিখিত রিলিফের জন্য তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে ভারতে তরলার ঘরির আমদানি, ছবি আমদানি, রাস ও লাস তৈয়ারের উপকরণ, চৌরিকেলের সরঞ্জাম, কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি মাল চলন, এবং রাস্তা, সাইকেল ও লরির জন্য প্রয়োজনের উপকরণ আমদানীর চুক্তি করিয়া-ছেন। এই ৩ কর্ষ লক্ষের উল্লিখিত রিলিফের জন্য উক্ত বিষয় ইংলণ্ড হইতে নিম্ন মাল, অতিরিক্তমাত্রায় নিম্ন, বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ, সাইকেল, কাপড়, কলকব্জা সামগ্রী, লোহা-লক্কড়, ঔষধের জিনিষ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও বহু লক্ষটি আবশ্যকীয় দ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন।

লোক সংখ্যা অনুপাতে ভারতের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষেরই উৎপাদন কম। তাহার উপর যুদ্ধের সময়ে নৈত্য বিভাগের সাময়িক প্রয়োজন গবর্ণমেণ্ট এদেশের স্বাভাবিক যোগান হইতে মিটাইবার চেষ্টা করায় অসামরিক প্রয়োজনের সমস্ত উপযুক্ত পরিমাণে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সংগ্রহ করা আজ নিতান্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমরা প্রথম হইতেই গবর্ণমেণ্টকে এদেশে সমস্ত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে ও যে সমস্ত জিনিষ দেশে উৎপাদন করা সম্ভবপর নয় তাহা বাহির হইতে আমদানী করা সম্পর্কে, বিশেষভাবে মনোযোগী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এতদিন ঐ রকমের অনুরোধে কোন কর্ণপাত করেন নাই। বহু আলোচনা ও বহু দুঃখ-দুর্দশার পর মুখ সামলিবার সাময়িক প্রয়োজনে এদেশে তাঁহারা সেই রকমের 'রিলিফের' কথা ভুলিয়াছেন ইহা বড়ই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই রিলিফ প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে যাহাদের আমদানী সম্পর্কে হায়দরী মিশনের সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন তাহাদের দেশের প্রয়োজন মিটিবে কতটা আমরা তাহা বিচার করিতে পারি না। এই সুযোগে দেশে সাধারণ উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কবি সরঞ্জামাদি, ওষধের কাঁচা সরঞ্জামাদি এবং রাস্তা ও সাইকেল প্রভৃতির উপকরণ আমদানী করা আশু দরকার। কিন্তু তাহার বৈদেশের সরঞ্জামাদি, মোটরযান প্রভৃতির উপকরণ আমদানির কথা সরঞ্জামাদি ও ইহার নির্মাণের সুযোগ এই আশিতার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ কি? ঐ সব রকমের অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের অভাবে এদেশে যুদ্ধের সময়ে অথবা দুর্ভোগ জনসাধারণকে ভোগ করিতে হইয়াছে। ঐ সব জিনিষ এদেশে তৈয়ারের ব্যবস্থা হইলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের তৈয়ারী জাহাজ, মোটর, ইঞ্জিন ও যন্ত্র বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটিবে এই আশঙ্কাই কি গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে এই সমস্ত তৈয়ারের উপকরণ এদেশে আমদানী করিতে চান না? যুদ্ধের সময়ে ভারতে ঔষধপত্র, সেলাইয়ের কল ও কাপড় প্রভৃতির যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়াছে আশিতার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাড়াতাড়ি

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল, ৪৮৯৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্তে গবর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—রায় অমলকুমার চাটার্জ্জী, এম্‌পি

ক্রিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলিঃ SHILLBANK হেড অফিস—শিলং ফোন: শিলং—১৮৬

কলিকাতা শাখা

১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট. টেলিঃ BANESHILLO ফোন: ক্যাল ৪৮৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, ধরিমপুর ও করিমগঞ্জ।

পোহাটি ও নওগাঁ (আসাম) শাখা খোলা হইয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

একটি নির্ভরযোগ্য জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮ টেলিগ্রাম :—"PURSE" Calcutta.

হেড অফিস :—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—ধরিমপুর ও শেলিয়াখাটা

জলপাইগুড়ি ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

জীবন বীমার জন্য—

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

বি. মেহরুত্তা— ম্যানেজিং ডিরেক্টর

করিয়া এদেশে উপযুক্ত পরিমাণে এ সমস্ত জিনিষের উৎপাদন বাড়াইবার সুবিধা নাই। সে হিসাবে কনস্টিট্যুয়েন্ট গভর্নমেণ্ট এ সমস্ত বাহির হইতে আমদানীর ব্যবস্থা হয় নাই। কিন্তু আমদানী দ্রব্যের জিনিষের তালিকায় বেশী করিয়া দেখিতেছি, এঞ্জিনের ট্রলি, লোহা-লক্কড়, বৈদ্যুতিক দ্রব্য প্রভৃতি অত্যন্ত জরুরি করিবার কি সার্থকতা আছে তাহা আমরা বুঝি না। এদেশের অর্থনীতিবিদের জন্য এগুলির সামগ্রী মোটেই অত্যাবশ্যকীয় নহে। তাহা বেশী পরিমাণে আমদানী করিয়া দিয়া দুটীদের পাওনা বাড়াইয়া তোলার অর্থ নাই। কিন্তু যন্ত্র, লোহালক্কড়, সাইকেল, টীন দ্রব্য ও বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম তৈয়ারের কাঁচা মালগুলি এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কেবল উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার অভাবেই এ সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণে তৈয়ার করা সম্ভবপর হইতেছে না। কাজেই ইহার উপর হইতে ঐ সমস্ত তৈয়ারী জিনিষ আমদানীর ব্যবস্থা না করিয়া যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আনিয়া এদেশে তৈয়ারের ব্যবস্থা করিলে অধিকতর লাভ হইত। অর্থনীতির দিক হইতে এ সমস্ত আমদানী হইতে বাহির হইয়া আসিবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার ইহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া ঐ সমস্ত তৈয়ারের দেশীয় শিল্প কারখানা বিশেষ হইয়াছে। যন্ত্রপাতী বিভাগের ব্যবস্থা অনুযায়ী করিয়াছে দেখে ব্যাপকভাবে এ সমস্ত আমদানী হইতে বাহিরে তখন দেশীয় শিল্পের অভিযুক্ত বজায় রাখা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠাইবে। সে সব কথা বিবেচনা না করিয়া যন্ত্রপাতী বিভাগ যেভাবে সিদ্ধান্তে আসিয়াছে তাহাতে জিনিষ আমদানী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যাপারে আমাদের অর্থনীতিবিদের কলাকৌশল অনেক ক্ষেত্রে দুটীশ বণিকী মানিকা সম্প্রসারণের সুযোগ প্রদানের জন্যই উহাদের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়।

সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, যন্ত্রপাতী বিভাগ যে সব বিধিব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালে আমাদের বিদেশী পণ্যের আমদানী ২৬ কোটি টাকা অনুমানে ও ১৯৩৯ সালে ৪৮ কোটি টাকা অনুমানে বৃদ্ধি পাইবে। অর্থনীতিবিদের প্রয়োজন সম্বন্ধে যে কর্তৃপক্ষের কতদূর সজাগ এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রপাতী বিভাগ যে কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন আমদানী বৃদ্ধির ঐ অঙ্ক দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু জিনিষপত্রের পরিমাণ বাড়িবার জন্য, না, আমাদের মূলধনবৃদ্ধির জন্য আমদানীর অঙ্ক এইভাবে স্ফীত হইয়া উঠিবে তাহা কর্তৃপক্ষই কিছুই প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। বৃটীশ বণিকেরা আমাদের অর্থনীতিকে সাহায্য করিবার জন্য এদেশে মালপত্র প্রেরণে আগ্রহান্বিত হইবে না—বাণিজ্যের লাভের জন্যই তাহারা এই কাজে আসিয়া জুটিবে। যন্ত্রপাতী বিভাগের পরিকল্পিত ব্যবস্থায় সেই লাভের সুযোগটা তালমতোই প্রদানিত হইবে বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি ঐ বিভাগের সাফল্য সম্বন্ধে বীর বিবৃতি দিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহার ফলে বিদেশ হইতে জিনিষপত্র আমদানী করা হইবে এবং অন্যান্য দেশের বাজার দরের তুলনায় তাহা সস্তায় সাধ্য হইবে সে সব কথা কর্তৃপক্ষই একেবারেই উল্লেখ করিতেছেন না কেন?

আমরা কথা রাষ্ট্রীয়ভাবে যে কোন দেশ হইতে মাল আমদানীর সুযোগ দিতেছেন না করিয়া কনস্টিট্যুয়েন্ট গভর্নমেণ্ট বর্তমানে দেশের বৃটীশ হইতেই শুধু মাল আনার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে এদেশের লক্ষ লক্ষ ক্রেতার ক্রয়ের ক্ষমতা কিরূপ দিন দিনই বিদেশ বণিকদের হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশের লোকদের জন্য কি কিরূপ ব্যবস্থা বৃটীশ ব্যবসায়ী মানিকের সুযোগ সন্ধানের হিসেবে করিয়া আমাদের অভিভাবকস্বরূপে বৃটীশ গভর্নমেণ্টই আমরা স্থির করিয়া দিতেছেন। সেই সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানিতে বৃটীশ হইতেই নানান করিতে হইবে। যে জিনিষ বৃটীশে পাওয়া যায় না প্রয়োজনীয় হইলেও সে জিনিষ অন্য দেশ হইতে আমদানীর আশা আমাদিগকে ছাড়িতে হইবে। বৃটীশ হইতে কোন জিনিষ আমদানী করিতে গিয়া অন্যান্য দেশের বাজার দরের কথা তুলিয়া বৃটীশ বণিকদের চরিত্র ভাঙা দিয়া দর কষাকষি করা চলিবে না। আমদানের অভিজ্ঞতাতে ও বৃটীশ ব্যবসায়ী মানিকের সমস্ত সুযোগের হিসাবে বৃটীশ গভর্নমেণ্ট যে সব স্থির করিয়া দিবেন আমরা সরকারের বিনয় প্রতিনিধিদিগকে আমরা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। এই ব্যবসার ব্যবস্থায় আমাদের কোন কলাকৌশল নাই। আমাদের অনভিজ্ঞতাদের প্রয়োজন বিনিময়ের মারে উহা বুঝিয়া পরে এদেশে বৃটীশ ব্যবসায়ী মানিকদের আমাদের বুঝিয়ে সাহায্য করিবে আর সেই সঙ্গে আমাদের এদেশে মূলধন করিয়া বৃটীশের অর্থনৈতিক শোষণ কায়েম করিবে।

ভারতের সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান—

ওরিয়েণ্ট সেফ্ এণ্ড ক্যাবিনেট ষ্টোরস

চোর ডাকাত ও আগুণ হইতে যদি আপনার মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে চান তবে ওরিয়েণ্ট সেফ্, ক্যাবিনেট, ট্রেজরী চেষ্ট, ক্যাশবাক্স ও তালা ব্যবহার করুন।

ফোন : কে, বি ৪৮৯০

শো রুম :- ১৫৩এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার,) কলিকাতা।

টাকা খাটাইবার জন্য নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কার প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন

ব্যাঙ্কিং লিমিটেড

হেড অফিস—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

শাখা :—কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বড়বাজার (কলিকাতা)।

শিয়াখালি, ঢাকা, ইছাপুর, বহরমপুর (বেলল) ও দক্ষিণ কলিকাতা শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

চেয়ারম্যান ম্যানেজার
এস. সি. বাড়রী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস. এস. দাসগুপ্ত
এম-এ বা, বি, এল।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯৪১ টেলিগ্রাম :—ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—১০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : বড়ি ৪১৭০

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বড়বাজার, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—মালদহ, চট্টগ্রাম, কেণী, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, সুজাপুর, সুজাগঞ্জবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, রাজবাড়ীয়া, পাবনা, নারায়ণগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, মুঙ্গের, ছাপরা, ভাগলপুর, সাউথ সিটি এবং ভাগলপুর :

এলাহাবাদে শাখা ৮৮নং জিরো রোডে শীঘ্রই খোলা হইবে।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—
ঐ অনুরূপ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এম কে গুহ

খেয়ালীর খাতা

কেরানীর সংসারের একটা গুণ আছে, তাঁহাদের কন্যাদায়ের জন্য তাঁহারা একটু আগেই ভাবনা চিন্তা করিয়া থাকেন। কন্যাদায়ের অভিধায় যাহারা, তাহাদের 'ফ্রক, ফ্রক, ফ্রিল, বলা ইত্যাদি যোগাড় সবই কিছু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ১৯৩৭ সালের শেষের দিকেই পরবর্তনের সিজনে তাঁহাদের কন্যাদায়ের জন্য ফুলদের মাথাকে সাজার ফ্রক, বস, বলনা ইত্যাদি পাইবার ব্যবস্থা করেন। তবু যে বিশেষ পাওয়ার সুবিধা তাহা নয়, যে-সব কন্যাদায়ের বাড়িতে বর তাহাদের জন্য তার লাগে বিশেষ পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তনে বাড়িতে বিলাস করিয়া ফুলন দিতেন। মুইশ টাকার কম মাহিনার কন্যাদায়ের ফুলদের একটা বিশেষ টিক থাকিত। সেই ফুলন দিয়া তাহারা সিনিয়ি দোকান হইতে বিনিব কিনিতে অনেক সময় পাইত। দোকানদার ঐ ফুলন দেখ করিলে পরবর্তনে তাহাকে বাজের ফুলগুলি কিছু বহিনি হইতে দিতেন। ইহার ফলে এই বিনিব—যেমন চাল—আসাই টাকার টাকা মাহিনার কেরানী ২৫ টাকা মণ দরে কিনিতেছেন এবং ১৫০ টাকা মাহিনার কেরানী বাবু পাইতেছেন মাত্র ৯০ টাকায়। সাধারণতঃ ফুলন ঐ আনুপাতিক হারেরকমের উপরে ঘোর দেওয়ার নিয়ম আছে। সাধারণতঃ ফুলন হাজারের মাসিক যে বেতন নিয়ে হয় তাহা ক্লাশ অনুসারে নির্দিষ্ট। যেমন ক্লাশ বিশ্ব নয়ন হাজারেই মাসে নিয়ে হয় আড়াই টাকা, ক্লাশ বাইরে পাঁচ। এমনিভাবে মাহিনাটা যেমন কোন ক্লাশে পরিবর্তনে তাহার উপরে কিছুটা নির্ভর করে বটে। কিন্তু তাহার চাবটা বেশীর ভাগ টিক হয় ফুলের বাবার আয়ের ভাগ দিয়া। আমি চারশ টাকা মাহিনার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। আমার মেয়ে হাজারটি সাইনার ফুলের ক্লাশ নিয়ে মাসে মাহিনা দেয় চার টাকা। টিক ঐ ফুলে ঐ ক্লাশেই যেন্টী এগারোটাকা মেজাজের ফুল মাহিনার মেয়েকে দিতে হইবে—অন্ততঃ যদি পড়ে—আট টাকা। কারণ তাহার বাবার মাহিনা দুই হাজার।

* * *

'যদি পড়ে'—কথাটা বলিবার বিশেষ তাৎপর্য। কন্যা করিয়াছি তাহাদিগের মধ্যে মাহিনা পড়ে ছাত্রী কলেজ তাহাদের মেয়েদেরকে সাধারণ ছাত্রী ফুলে যায় না। আই, সি, এসদের তো কথাই নাই, অধিক, ডেপুটিদের, কাঁহাদের বড় অফিসার এমন কি বড় বড় ব্যবসায়ীর ও বিলাতফেরত ডাক্তার মেয়েদেরকে বেশীরভাগেরই বিলাতে যাইতে হয় অল্পবয়সে। মার্কিনদেশের বলিয়া শুনিয়াছি সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষা দেয়। কিন্তু কলিকাতার মেয়েরা বলেন, অল্পবয়সে মেয়েরা মেমসাহেবী হইতে অনেকের ইংরেজীতে কথা বলিতে দেখে, টিক যেন সাহেবদের মতো। কাঁহাদের কথাটা বুঝি। যে-সমাজে ফুল ইংরেজী ভাল বলিতে পারিবার উপরেই তাহার নির্ভর করে, সে-সমাজের মায়েদের ভাবে আর কী প্রভাবনা করেন? সেখানে ইংরেজী ভাষাদের চাইতে এক্সপেরিয়েন্স ভাল বেশী, ম্যালসের চাইতে ব্যাকবিজনেস। এবার একটি সিভিলিয়ান বন্ধুর বাড়ীতে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। হঠাৎ গৃহকর্ত্রীর বারো বছরের বালকটী আসিয়া বলিল,—"মা আমার পেন্সিলটা পাচ্ছি না।" মায়ের চৌদ্দটি আরও দুই ছেলে। বাঙালী আই-সি-এস দম্পতী ছিলেন। তাঁহারা হাসিয়াছেন পরে হইলেন। এর মধ্যে ছেলে, একবছর—? বলিলাদের মধ্যে একটী ছেলে পড়ায় বিশেষ চাপিতে না পারিয়া বলিয়াই ফেলিলেন—"আপনার ছেলে আপনাকে বুঝি না আছে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "না তো কি বাবি আসিবে?" তাহার পরে ভোজনপর্ব চলিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের উপরার ভোজ্য যায় এবং পুরিতে মধুর ঠেকে নাই। আধুনিক ট্রেন-এর সময়ে অনেকে 'আমী' ও অন্যদের 'আমি' না তুলিয়া পারিলে নিজের ভবের তাঁহাদের বাড়ারা বাস্তবে ব্যর্থ নয়।

বাঙ্গালের চাইতে বাঙালের মনোভাবটা প্রাক্-ঐতিহাসিক। তাঁহারা আজও ছেলেদের ভবিষ্যৎ চাকুরীতে। ভালো চাকুরী—আই-সি-এস, আই-পি, কিংবা—ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পাস না করিলে বিলেত না। তাহার অল্প দেশী হাইস্কুলের চাইতে বিলাতী অবশ্যকেই ছেলে পাঠানো ভালো। অবশ্য বিলাতী না বলিয়া আবাসিলাতী বলিলেই ঠিক হয়। এদেশের কলাকৌশলগুলি দেশীর চাইতে আমেরিকান ছেলেদেরকে ভয়। খাঁটি বিলাতী সাহেবের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা খুবই কম। যেখানে আছে সেখানেও তাহাদের জন্য বলিবার ব্যবস্থা আলাদা। Caste system না থাকিলেও colour system আছে। কিন্তু এসব ঠিক যে, আমাদের হাই বা মিডল ইংলিশ স্কুলগুলির চাইতে অবশ্যকেই ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে শেখায় ভালো, ৪টনটে তবে বেশী এবং সাধারণ জ্ঞান তাহার অনেক। তাহাতে শুধু যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার 'আইলা'তে বেশী নম্বর পাওয়া যায় তাহা নয়, যে-কোন ইংরেজিটিতে মেলামেশায়, কথাবার্তায় সাধারণ লাভ—অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে make an impression—করা যায়। পরীক্ষার খাতায় নম্বরের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের সাফল্যের অনেক সময়েই মিল থাকে না। কলেজে যে ছেলে ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স পাইয়াছে তাহার চাইতে কেন করা ক্লাশ চাকুরী বা ব্যবসায়ে অনেক বেশী উন্নতি করে এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। আমরা বলি কপাল। কিন্তু কপালের উপরেও আরও কিছু যে থাকিতে পারে সে-কথা যে একটা মনে হয় না। আসল কথা আমাদের ফলকল্পিতে যাহা পড়ানো হয় তাহা অবশ্যই, যে ভাবে পড়ানো হয় তাহা অনুপযুক্ত এবং যাহারা পড়ান তাহারা অনুপযুক্ত। ইংরেজী আমরা ইংরেজের কাছে শিখি না বলে যাহা হয় তাহা আমার বলব নয়,—ব্যাকরণের বলব। টমসন সাহেব মেঘনাদ বধ কাব্য পড়াইতেছেন শুনিলে আমাদের হাসি পায়, কিন্তু সুরেশ সমাজ কাছে ব্যাকরণ পড়িয়ে আমাদের বিদ্যা হয় না। ইংরেজী শেখাটা ব্যবহার কি অবশ্যক সে-তর্ক আলাদা। কিন্তু যদি শিখিতেই হয় তবে সেটা ইংরেজের ইংরেজী করাটাই ভালো।

* * *

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারপ্রাপ্ত—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হিমগিরির কল্যাণ হাত...

হিমকল্যাণ বাসকল একটী স্বদেশী প্রতিষ্ঠান। ভারতের শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবশ্যকী বস্তুগুলি বিভিন্ন হিমগিরির কল্যাণ হাতের স্পর্শ ও যত্ন করিয়াই 'হিমকল্যাণ' নামকরণ করা হইয়াছে। ইহাতে বহিরাগত মাল ও আমের অপূর্ব সমাবেশ। এখানকার সৌরভ-সমৃদ্ধ এসেন্স ও তৈরি খাদ্য ইহা অনেক কল্যাণকর। এ বাজারের সার্থকতা ইহাদিগকে ইহার প্রসাধনসুলভ প্রতিষ্ঠান। ইহার কর্মচারিগণ সাধারণতঃ কর্মচারীদের স্বার্থ এখানকার, তাই ফেরত-বিলাসের অনুরোধে পাইবে আমাদের 'হিমকল্যাণ' অনুরোধের আপিসটী দেখিবেন।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্
কলিকাতা।

খোলার কলাইয়ের কিনিয়া আনা যাইবে। বেঙ্গলীর সরকার তাহাদের নিজ কর্মচারীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অবশিষ্টদের বড়দাহের পাশে পরিবর্তের সময় হইতে খুব কম করিয়া সাধারণ ইমপ্রুভমেন্ট সরকারী বাড়ীর ব্যবস্থা আছে—অর্থাৎ খুব কম ভাড়ায় আগে পর্য্যন্ত ছিল। এখন সে-ব্যবস্থারও একেবারে কিছু বাকী না আছে, মোটের উপর সুবিধাজনক ছিল নিঃসন্দেহ। বাহিরের সরকার যদি আজ সরকারী বাড়ীভাড়ার বহু কমীরা বাহিরে সরকারী বাড়ীতে কর্মচারীদের থাকিতে দেন। বহু ফ্লাটবিশিষ্ট বাসগুলি খুবই সুবিধাজনক এবং সুবিধার। ছোট ফ্লাটবিশিষ্ট বাড়ীগুলি সেদিনে ভালো নয়, কিন্তু থাকিতে কষ্ট নাই। ৩০ টাকা মাহিনার বেঙ্গলী ৩ টাকা ভাড়া দিয়া যে-কোয়ার্টার পায় তাহাতে তিনখানা থাকার ঘর একটী রান্নাঘর ও একটী ভাঁড়ার ঘিরিয়া মোট একটী আঙ্গিনা। একটাকা বারো আনা ভাড়া দিয়ে সরকারী একেবারে আনন্দময়। ভাড়ার ঘরে একটী ইলেকট্রিক পাখা, বাথ ঘিরিয়ে গাই, ছোট টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি আছে। বাসস্থানের ঘরে ছাড়িয়াই বিলায়। কলিকাতার ঐ ঘরে একটী বাড়ীর ভাড়া অন্তত তিন টাকা। খুব কম ভাড়ার পর হইতে নিম্নের সরকারী বাসস্থানের কর্মচারী বাহিরে আছেন। তাহাদের জন্য সেবারের গভর্ণমেণ্ট এবারে অনেক নূতন বাড়ীর ব্যবস্থা করিতেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কোয়ার্টার ঘিরিয়ে গভর্ণমেণ্ট এবার আফিসার ছাড়া কেরানী ও অন্যান্য কর্মচারীর জন্য বাড়ী তৈয়ার করিতেছেন। বাড়ী ম' বলিয়া একটা 'অলোনী' বলিলেই ঠিক হয়, তাহাতে সব শুদ্ধ বাড়ী হইবে দুই হাজার। 'অলোনী'তে বাজার, ছেলেদের স্কুল, ডাক্তারখানা, পার্ক, খেলার মাঠ ইত্যাদি সবই থাকে। ঘর হইবে মোট তিন কোটী টাকা। বাসস্থানের সবগুলি বাড়ীগুলি শেষ হইবে। পার্থসিক ডিপার্টমেণ্ট হিসাবিবেচনার একজন ইঞ্জিনিয়ার সে-দিন বলিতেছিলেন যে অন্তে ছোট বড়ী বাড়ী তৈয়ার শেষ হইতেছে—অর্থাৎ ১৮ মিলিটে একটী।

এবার একবার কলিকাতার কথা ভাবুন। এখানে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অন্তরে কর্মচারী আছে হাজার হাজার। তাহাদের জন্য ব্যবস্থা নাই কিছুই। গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কেরানী ও অফিসারদের জন্য নিজস্ব কতকগুলি বাড়ী রাখেন নাই কেন? যান সহরে না হইল অন্তত কলিকাতার উপকণ্ঠে—বালীগঞ্জ, টালীগঞ্জ, সরষুনা, বজবজে—গভর্ণমেণ্ট নিজস্ব কর্মচারীদের কলোনী তৈয়ার করিলে অন্ত বাহিরের কর্মচারীদের উপকার হইত। মুস্কিল আসে কলিকাতায় বাড়ীভাড়া পাওয়া খুব সহজ ছিল না। তাহারা বেশী সময় ধরে করিতে পারেন অথবা বহু করিতে হয়ে তাহারা কোথায় ইট না দিলেই পারে বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকুন। কিন্তু যাহারা তাহা পারেন না তাহাদের জন্য গভর্ণমেণ্ট কেন ব্যবস্থা করেন নাই বা করেন না? মুস্কিল হিসিবে কলিকাতায় বাড়ী পাওয়া যাওয়া পাওয়ার যো নাই। এ সময়ে গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব কোয়ার্টার থাকিলে তাহাদের হিসেবের কর্মচারীদেরও যেমন সুবিধা হইত, সাধারণ লোকও সরকারী কর্মচারীর নামে বাড়ী ভাড়ার প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাইত। মুস্কিল খালী-ঘরটা-আনা বহু ফ্লাটবিশিষ্ট এখন কলিকাতায় বাড়ী খুঁজিয়া হয়রান, খুব সম্ভ্রান্ত বাড়ী থাকিলে যে-অফিসারী অনুরূপ, অথবা হইতে-ছেন দিয়া তাহাদের তাঁহার পরিচয়ের বাড়ীটী ঠিক পাইতে পারিতেন।

বিলাতী আসল একটা দিক হইতে দেখিবার আছে। কলিকাতায় কতো বহু সহরে বাড়ীভাড়া খোয়াইবার নামর্থ্য নাই অথচ অনেক লোক ছুটী-নয় পরিবর্তন হইতে ফিরিয়া হইয়া যেন, মোটের বাহিরে যাবে হয়। সাধারণ কলকাতের দিক হইতে ইহা অত্যন্ত অসুবিধার। গভর্ণমেণ্টের ইহার এ বিষয়ে অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া। যাঁহারা বিদেশে যেমন বিদেশের কর্মচারীদের জন্য বাড়ীর ব্যবস্থা করিতে পারেন, অন্যান্য সেবকারী আপিস-অফিসেরও এগোনোদের হাত দিতে পারেন। বাণী-সেন, হাসিমির রাজেন্দ্রী, বিলেজার প্রভৃতি আপিস এজেন্টেই কলিকাতায় নিজ আছার আশে পাশে নিজেদের কর্মচারীদের কলোনী রাখিতে পারেন। যেমন ই, আই, রেলওয়ে নিজুরদের আছাদের জন্য কর্মচারীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বি, এন, আর আমীনপুরে তাহা-দের অনেক অফিসারদের ভালো বিয়াছেন। সিমলেস্ বেরিকিট, আর্কেনেস্ কলেজসেনাদের মতো নূতন নূতন বহু কোম্পানীরেই তাহাদের সাহেব এবং বিদেশ আসা কর্মচারীদের বাসস্থান সমস্যার কথা আর বলিতে আইন করিয়া তাহা করা যাইতে পারে। মুস্কিল সেখানে অনেক কোম্পানীর এমন টাকা রাখিবার আবশ্য নাই। অতিরিক্ত আয়কর্তের সময়ে কর্মচারীদের বাস-স্থানের জন্য টাকা খরচ আয়কর হইতে আপত্তি হইবে না। গভর্ণমেণ্ট এজোগেশান ও বিভিন্ন কোম্পানী মিলিতভাবে একটী প্রকল্প পরিকল্পনা করিলে অর্থসমস্যারও সমাধান হইতে পারে। ইহাতে অন্তপাদাহের কমিয়া যাইবে, সহরের বিস্তার ঘটিবে, এবং তাহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও এজোগেশান এবং সরকারের আয় বাড়িবে।

—বেঙ্গলী

সামান্য সঞ্চয় আপনি
সুখ ও শান্তি পেতে পারেন
যৌথবিমার নিয়মাবলীর সাহায্যে
ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ফোন বড়বাজার ৫১৩০

আকাশ প্রদেশের
স্বাস্থ্য সুরক্ষা হেতু

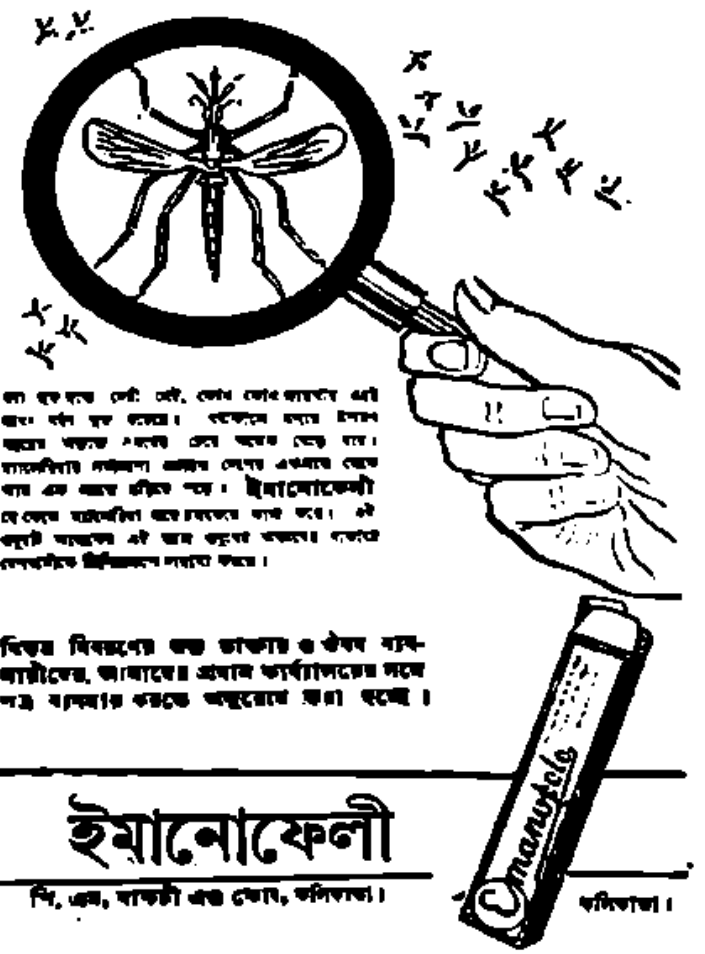

এরা ছড়ায় রোগ। মেরে, মেরে মেরে আমরা এই রোগ দূর করেছি। এদেরকে দমন করার উপায় আমরা সকলে জেনে আমরা মেরে যাব। মালেরিয়ার সর্বনাশা প্রকোপ থেকে দেশের একমাত্র ভরসা এই আমাদের ঔষধ। ইমানোফেলী যে দেশে মালেরিয়া আছে সেখানে পাওয়া যায়। এই ওষুধটী আমাদের এই আশ্চর্য ওষুধের সঙ্গে। সকলের দেশবাসীকে ইমিউনাইজ করার জন্য।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য ডাক্তার ও ঔষধ ব্যবসায়ীদের, আমাদের প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইমানোফেলী

পি, এম, বাকচী এণ্ড কোং, কলিকাতা।

Emanuphele

কলিকাতা।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাংলার শুল্ক সচিব—বঙ্গীয় গেজেট সচিব জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা বুক এজেন্সের পর্ষদসমূহের নিকট সম্প্রতি বাংলার শুল্ক সচিবের বর্ধমান ফোটা বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বুক এজেন্সে সচিবের বর্ত মাসিক বেতন ১০৭ টাকা হইতেছে বুকএজেন্স হইতে সচিবের আয়কারীকারকগণকে বাংলার ডেপুটির ক্ষমতা আছে যে মাসিক বেতন সচিবের ১৪০ আনা হইতে ১৮৮০ আনা পর্যন্ত দিতে হয়। বাংলা পর্ষদসমূহ বাকি উক্ত টাকা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন।

শুল্কের মূল্য বৃদ্ধি—বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, বুকএজেন্স ও বাংলার ডেপুটিমেন্টে শুল্কের মূল্য এবং পাইকারী হার পার্শ্বের মূল্যের ফলে কলিকাতার বর্তমান অঞ্চলে শুল্কের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। বর্ধিত হার অনুযায়ী প্রতি মণ শুল্ক ১৫৲ টাকা এবং প্রতি সের শুল্ক সাড়ে পাঁচ আনা ধরে বিক্রয় করা হইবে বলিয়া উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ডেবেঞ্চারের ডেবেঞ্চারের প্রারম্ভিক অঙ্ক—বাংলা পর্ষদসমূহ সম্প্রতি কারবারের বিশেষ অনুমোদনে বঙ্গীয় ডেবেঞ্চারের ডেবেঞ্চারের প্রারম্ভিক অঙ্ক আদেশ জারী করিয়াছেন। উহা কলিকাতা সহর ও পার্শ্ববর্তী বিউনিসিপ্যালিটিতে প্রযোজ্য হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত আদেশে আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অনুমোদনী ঘোষ অধিনস্থ ডেবেঞ্চারের মালিকের সম্পর্কে কারবারের নিকট কিছু জানিতে চাহিলে তাহাকে তাহা অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫৫ এম টাটা অর্থভাণ্ডারে—বোম্বাইএর সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ যে, ৫৫ এম টাটা অর্থভাণ্ডার হইতে বর্তমান বৎসরে আবশ্যক ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ জন ছাত্রকে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ে বিদেশে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত ১২ জন ছাত্রের মধ্যে ৬ জন আমেরিকায় এবং ৬ জন ব্রিটেনে শিক্ষালাভ করিতে গমিয়া জানা গিয়াছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত কে এম মেহতা ও শ্রীযুক্ত এস কে চক্রবর্তী রহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন, মেসোরল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন ছাত্রও এই বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

বাংলার যাতায়াত সমস্যা—প্রকাশ, বাংলা থেকে যাতায়াত সমস্যা অবহিত অনুধাবন করা সেজন্যে বাংলা পর্ষদসমূহ যাতায়াত সমস্যা সম্পর্কিত সম্প্রতি একটি মূল্যবান বক্তব্য পুনিয়াছেন। বাংলা পর্ষদসমূহের বক্তব্যে বিভাগের সেক্রেটারীকে উক্ত বিভাগের সঙ্গে আর কিছা প্রাদেশিক ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের পদে বাকি নিযুক্ত করা হইবে। উক্ত ট্রান্সপোর্ট কমিশনারকে সাহায্য করিবার জন্য একজন ডেপুটি কমিশনার এবং একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার নিয়োগ করা হইবে বলিয়াও জানা গিয়াছে। বর্তমানে ডেপুটি সেক্রেটারী এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী পদবিলোপের ফলে উক্ত দুই পদে নিযুক্ত হইবেন। প্রাদেশিক ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের পদবিলোপ ফলে প্রাদেশিক ট্রান্সপোর্ট অথরিটির ক্ষেত্রেরমান হইবেন। যাতায়াত সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে প্রাদেশিক ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের নিকট (রাইটার্স বিল্ডিং) এই সম্পর্কে সমুদয় সমস্যার আদান-প্রদান করিতে হইবে।

ভারতে কারিগরী শিক্ষা—প্রকাশ, ভারতে একটী উচ্চশ্রেণীর কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্পর্কে পরামর্শ করিবার জন্য বিটীশ পলিটেকনিক অধ্যক্ষ মিঃ ব্রাউন উক্ত মাসেই বুকলাণ্ড ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করিতে যাইবেন। তিনি বুকলাণ্ড ও আমেরিকা হইতে ভারতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক আনয়ন সম্পর্কে উক্ত দেশসমূহের পর্ষদসমূহের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিবেন বলিয়াও প্রকাশ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নতুন ঋণের জন্য সাহায্য—বাংলা পর্ষদসমূহ সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনকে জানাইয়াছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন ৭০ বাদ নতুন ঋণের জন্য যে দরখাস্ত করিয়াছেন সেই সমস্ত নতুন ডেবেঞ্চারী সরকার সুদেরই নতুনভাবে দান দেওয়া হইবে, কর্পোরেশনের এইরূপ বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি অধিনস্থে প্রাদেশিক ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের নিকট পাঠাইতে হইবে। এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য কর্পোরেশনকে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা অতিরিক্ত দিতে হইবে বলিয়া পর্ষদসমূহ এই পরিমাণ অর্থ কর্পোরেশনের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, কর্পোরেশন ডিবেঞ্চারসমূহ সুদাসুদি ভাবে পরিশোধ করিবার জন্য আরও ৯০লাখ নতুন ঋণ প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে অনুরোধ করিয়া বাংলা পর্ষদসমূহের নিকট সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, সেই সম্পর্কে বাংলা পর্ষদসমূহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

কি-মোসার আক্রমণ—সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৩৪ সালের ১৫ই জুন প্রথম কি-মোসার আক্রমণ আরম্ভ হইবার পর ৮৩৩৩ জন নিহত এবং ৫৪১০ জন জখম আরও হইয়াছে।

বন্দরের বন্যাত্রাণ ব্যবস্থা—সিভিল সার্জারীন এডমিনিস্ট্রেশন অফিসার মিঃ ডব্লিউ ফেনারেস মিঃ পি, কে, ব্রিস্টিন্ড্ সম্প্রতি কলিকাতার এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, সমস্ত বাংলা দেশে সন্তোষ পুনরায় বসাইবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে আরও প্রায় দুই তিন মাস সময় লাগিবে।

'ডেথ-ডীলস' সম্পর্কে—বার্মিংহামের সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ, আমেরীর পরাজয়ের পরও মার্কি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য হিটলার 'ডেথ-ডীলস' নামক একটী নতুন গঠন করিয়াছেন।

বিক্রয়কর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ—কলিকাতা নগরীর বিক্রয়কর ব্যবস্থার কর্তৃপক্ষের কর্মাধিক্য বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রকাশ প্রকাশ রাস্তার ৩৪টী সংযোগস্থলের আলোর আবরণ পুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুলিশের চলাচল বিভাগ (ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট) জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে আরো ৪৪টী সংযোগস্থলে আলোর আবরণ পুলিশে ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতার যুদ্ধ ঘোষণা—প্রকাশ, যে কলিকাতার কি পরিমাণ যুদ্ধ ও যুদ্ধকাল ব্যয় উৎপাদিত হয় এবং কি পরিমাণ বাহির হইতে যেসে আসে অথবা অন্য উপায়ে আসে এই সব বিষয়ে সংখ্যা নিরূপণের চেষ্টা করিতেছে। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার যুদ্ধকর্মী পরিচালনা ও তাহাদের প্রকৃত যুদ্ধের পরিমাণেরও হিসাব করা হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রাপ্ত যুদ্ধের কি ভাবে ব্যবহার হয় তাহা জানিবার জন্য বাড়ি প্রত্যেক দোকানে ও ঘরে ঘরে খবরাখবর করা হইতেছে।

ফলপুকুরেমিস্বাদে বিশাল সরঃপরিকল্পনা—"ষ্টেটসম্যানে" প্রকাশ, সিটার ডি ফ্রেটের মার্শিক লাভের ও লাভের সীমাবদ্ধের সহিত তালিকাকে সমুক্ত করিবার বহুকে কল ইঞ্জিনিয়ারগণ কাজে পরিণত করিতে যাইতেছেন। কলপুকুরেমিস্বাদে প্রায় ৩৭১ মাইল লম্বা একটী খাল কাটিয়া আমুদারিয়া নদীর জলকে আকৃষ্ণায় ও ইহার সীমান্তবর্তী মুরাব ও ভেজের অবহাহিকার নেওয়ার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। পরিকল্পিত জলপ্রণালী এই অবহাহিকা তাড়াইয়া তাসখন্দ মরুভূমির উপর

সেকাল —ও— একাল

সৌভাগ্যের আশা
বহু বিবাহের অল্প প্রচলন
ঔষধের কঠোর সংযম
সতী নারীর মৃদু-সংযত

বাল্য-বিবাহ দুর
বহু বিবাহের উৎসব
বিধবার, দুর্ভাগ্যের
সতীদাহ নিবারণ

কিন্তু

সেকালের নারী যে আদর্শ এবং যুদ্ধ
স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন একালে
আমাদের সেই সৌভাগ্য নাই।

মস্তকের
রক্তসংক্রান্ত ব্যাধি
একালের স্ত্রী-জাতির
রীন ও দুর্বল
স্বাস্থ্যের কারণ।

ইহার একমাত্র প্রতিকার **হরমোজেন**

মাথার, মাইগ্রেন, হৃদরোগ, অকাল-মার্কিন, সন্ধ্যায় প্রভৃতি মস্তিষ্কসংক্রান্ত সকল ব্যাধিই বুক করিয়া দেহের লাবণ্য ও স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য বিধান করে।

—সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়—

হিসা করিয়া আপিসার নামের নিম্ন পরিমাণ করিয়া প্রদান। এই পরিবর্তনের ফলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে উৎপন্ন ও পক্কাবল করিবে করিয়া কর্তৃপক্ষগণকে সকল করিতেছেন।

ডাকমাশুল বিভাগ—গত ৯লে মার্চ ডাকমাশুল বিভাগের যে বাৎসরিক সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল তাহার কার্য বিবরণী হইতে জানা যায় যে ১৯৫৪ সালে উক্ত বিভাগ ১৭টি দেশের সহ নিজ আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাট্টা, আর্জেন্টিনা, ইসরাএল, ব্রিটিশ-এমুখি স্থানে উহার প্রতিনিধি নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে আরও জানা যে, ১৯৫৪ সালে উক্ত বিভাগের মোট আয় হইয়াছিল ৩৬৭৭৬৭৩/১০ পাই এবং মোট ব্যয় হইয়াছিল ৩৬৭৭৪৭৪/১১ পাই।

উন্নয়ন বিভাগ ভঙ্গ বিদেশে ডাক প্রেরণ—সম্প্রতি একখানি একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, উন্নয়ন বাহিক বিভাগ ভঙ্গ বিদেশে ডাক পাঠাইবার যে পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে বৃহিত ভঙ্গ করা হইবার শেষ তারিখ ১৯৫৫ সালের ১৫ই হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিদেশে তাহার আন্তর্জাতিক প্রেরিত এই অসুবিধা যাহাতে নিম্ন প্রতিবাদ দূরে করিতে হইতে পারেন, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ডাক কর্তৃপক্ষগণ সময় বর্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন দিন আসা দিয়া দিন আসার ট্রিকিট পাঠাইয়া "আরেক আর এক পাবলিসিটি—বিটী" এই ঠিকানা হইতে এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া আমাদের সকল পর্যবেক্ষণের প্রকাশিত পুস্তিকাটি আনাইয়া লওয়া যাইতে পারে বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

সাকসজী ও ফলমূল বিক্রয়ীকরণ—ভারত পর্যবেক্ষণের ভার বিভাগের পরামর্শ দেওয়া বিশেষজ্ঞ; তা; নীতেশচন্দ্র এর সম্প্রতি আপিল মুক্তরাষ্ট্র ও মুক্তির সফর করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতার বিষয়ে বর্ণনা করিতে গিয়া তা এর ভারতে একটি ভাল বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের কোন সময়ে মূলধিষ্ঠানিক মানের সাধারণ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ফোটোগ্রাফ ও নিম্নলিখিত কলের ব্যবসায় পরিচালিত হওয়া উচিত। রাজ্যের যেসব ব্যবসায়ের আরও উন্নতি ও প্রসার আবশ্যক হইতে পারে বলিয়াও তিনি মত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে আরও উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করিতে হইবে। তাঁর তা আরও বলেন যে, খাদ্য বিজ্ঞানে বাহির মুক্তরাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা বেশী অগ্রসর, প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সেখানে উৎপন্ন হয়। খাদ্য এবং বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিভিন্ন আমেরিকার বহু সেখানে বাস করে। সেখানকার মূলধন আমেরিকার বৈদেশিক ১৭ টন বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই তুলনায় তা; ভারতের মতো আমেরিকার কারখানাগুলি হইতে খাদ্যে খাদ্য বৈদেশিক ১ হইতে ২ টন মাত্র।

ব্যবসায়ে ভারত-মার্কিন সহযোগিতা—সম্প্রতি নয়াদিল্লী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক বক্তৃতায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাস হিসাবেক্টরীর সেকেণ্ড সিঃ এ, জে সিম্পাই বলিয়াছেন যে, যদ্ধ প্রতিরোধ ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যথন ভারতীয় অর্থনীতি ও শিল্পোন্নতি ব্যাপারে সহযোগিতা লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে।

ভারতসরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস—ভারতসরকারের শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত ২৬শে এপ্রিল পুলিসের অশ্বারোহী বাহিনীর এক কুচকাওয়াজ হয়। শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ খোন্না ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। অবশ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ খোন্না তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, বর্তমান অবস্থায় এরূপ উৎসব হয়, ভারতসরকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত আলাবোহন হাবভে ভারতীয় আকাশ ফুর্তির কথিয়া বিবাহেন। সভাপতি মহাশয়ের কাহিনী এই যে, শ্রীযুক্ত বাবু রেল সেই আকাশ পৌরুষ ও সাধারণ উদ্যোগের দৃষ্টি করেন। শ্রীযুক্ত খোন্না বলেন যে, এজন্যেরে অনেক শিল্প করা যাইতে পারে। কিন্তু অভাব হইতেছে উৎসাহের ও প্রেরণ জনীর। শ্রীযুক্ত আলাবোহন বাবুদের মধ্যে এই দুই গুণেরই প্রাচুর্য আছে বলিয়াই তিনি বর্তমানের দিনে এত উন্নতি করিতে পারিয়াছেন। শ্রীযুক্ত খোন্না বলেন যে, এই শাসনতন্ত্র শিল্পবিধি পূর্বাঞ্চল অবলে পরিপূর্ণ ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতার অনুসরণীয় পদ্ধতি বলে ইহা এখনে বিরোট শিল্প ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ রায় চাঁদ, শ্রীযুক্ত বি বামাচারি প্রভৃতির বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র কুমার, সভাপতি ও অতিথিবর্গকে ধন্যবাদ দেন।

ফাইন্যান্স অ্যাক্টে সংশোধন আনা—সম্প্রতি সরকারী আদেশ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৫ সালের ফেডারেল ফিনান্স অ্যাক্টে (আর্থিক সংস্থান বিষয়ক আইন) বর্তমান সংশোধন আনয়ন করিয়াছেন।

খাদি-প্রচারের দান—সম্প্রতি হায়দরাবাদের আইনসভার সভাপতিত্বে মিঃ হায়দরাবাদ দেশীয় খাদি-প্রচার সঙ্ঘ অবলে সঙ্ঘ হাজার টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

কুইনীন ইঞ্জেক্সন ও জল আইন—গত ১২ই এপ্রিল কুইনীন ইঞ্জেক্সন ও জল আইন সম্পর্কে ডেপুটি ষ্ট্রাম বলেন যে, আমেরিকা ও আমাদের সম্পূর্ণ পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত ইঞ্জেক্সন ও জল তুলিয়া লওয়া যাইবে।

ভারতীয় শিল্প বিজ্ঞান অনুসন্ধানাগার—ভারতীয় শিল্পের বিজ্ঞান অনুসন্ধানাগার ও ফেডারেল শিল্প জগৎ প্রতিষ্ঠায় পরিচালনার জন্য বোম্বাইয়ের ইঞ্জিনিয়ারেরা শিল্প প্রতিষ্ঠান এসোসিয়েশন সম্প্রতি একটী কমিটি গঠন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ডাঃ যোগী যোগী এই কমিটির সভাপতি হইয়াছেন, জানা গিয়াছে।

ভারতের রাজের হারের দ্বিতীয় পূর্ণাবয়ব—ভারত সরকারের পরিচয় বিভাগ হইতে ১৯৪৩-৪৪ সালের রাজ হারের যে দ্বিতীয় পূর্ণাবয়ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে মোট ১১১৫০০০০ একর জমিতে এবং ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে ৭৩৪৮০০০০ একর জমিতে রাজ চাষ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ১৯৪৩-৪৪ সাল অপেক্ষা সরকারী এবং ব্যক্তি জমিতে রাজ চাষ হইয়াছে বলিয়াও উক্ত দ্বিতীয় পূর্ণাবয়বে প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতায় ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি প্রস্তাব—ইণ্ডিয়াইটের রেল জানিতে পারিয়াছেন যে, কলিকাতার ভাই-ভিই ট্রেডিং কোম্পানীর নামে আর কি এম এস ই পত্র সংখ্যার ট্রাম সরকারের পক্ষ হইতে কলিকাতার ১ লক্ষ অধিক ভিন্ন ভাড়া বৃদ্ধির করিয়াছেন। প্রকাশ, ভারত সরকারের ট্রাম পরিচালকের ভারতবর্ষ হইতে বহু প্রবাসী পরিবার অন্যত্র বিবাহিতেন। ইহার পরিণামে ট্রাম পরিচালক প্রায়শঃই বৈজ্ঞানিক পরিবার ভাড়া আদায়ের নিম্ন সরকারও করিবেন। ট্রাম পরিচালকের সংবলে যুক্তি নয় পক্ষ নিম্ন সরকারের আপত্তি করা ছিল। এই সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, ভারত সরকারের আপত্তি এই প্রতিবেদন দেওয়া হইয়াছিল যে, ভাড়া বৃদ্ধির যে পরিমাণ বহু টাকা সরকার করা হইবে সেগুলি পরিচালক দ্বারা পূরণ করিয়া দিবেন।

শিল্প অবলেশে কৃষি উন্নতি—কুড়ির পরবর্তী কালে কৃষির ক্রম উন্নতির জন্য শিল্প সরকারের কৃষি বিভাগ একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। পরিকল্পনাটির মূল উদ্দেশ্য হইবে আরও অধিক জমীতে রবিশস্যাদির চাষের ব্যবস্থা এবং অধম দুষ্টিকরে কৃষিবিদ্যা উন্নতকরণ বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা। এই উদ্দেশ্যে প্রথম বৎসরের জন্য ৩ কোটি টাকা এবং পরবর্তী বৎসর সমূহে ২ কোটী করিয়া টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া শিল্প সরকার অনুমান করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত কৃষি বিভাগের কর্তিপক্ষ কর্তৃপক্ষীয়কে ভারত সরকার কৃষি বিভাগে উক্ত বিভাগ উদ্দেশ্যে মুক্তহাতে প্রেরণের সঙ্গে করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

শিক্ষার্থী নির্বাচক সমিতি—যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসাবে কৃষি এবং অন্যান্য কার্যকরী বিদ্যালয়ের জন্য যে সব শিক্ষার্থীদের বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাদিগের যোগ্যতা নিরূপণের জন্য ভারত সরকার একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। স্যার সমিতি গঠার উক্ত সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। এবং ভারত সরকারের শিক্ষোপদেষ্টা ডাঃ জন সার্জেন্ট, ডাঃ স্যার এস এস ভাটনগর, স্যার পলাস আহমদ খান ও অ্যাপাটেন সর্দার মৌজিলাল সিং অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাদের দ্বারা যে সব বিষয়ে শিক্ষালাভার্থ ছাত্রদের প্রেরণ করা হইবে সেই সব প্রত্যেক বিষয়ের এক একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেও উক্ত সমিতিতে গ্রহণ করা হইবে। আগামী মাসের শেষ ভাগে সিমলাতে সভা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ভারত সরকারের ঋণ গ্রহণ—১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে এক ঘোষণাতে প্রকাশিত হয় যে, সরের মূল্য যদি অধিক হইলে উৎপাদনকারীদের সাহায্যে অতি না হয় সেজন্য ভারত সরকার প্রয়োজন হইলে, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং সিন্ধুদেশে যব প্রতি ৭৮ আনা দরে যব কিনিবেন। ভারত সরকারের মূল্য উপদেষ্টা সমিতি (প্রাইস এডভাইসারী কমিটী)র সুপারিশ ক্রমে ভারত সরকার উপরোক্ত প্রস্তাবটি সুপ্রযোগের পরীক্ষা করিয়া করেন। আগে এক বৎসরের জন্য ধার্য করিয়া ছিল করিয়াছেন।

ব্রিজ-সমিতি রেল পথ—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত সরকারের ব্রিজ-সমিতি রেলপথ বিভিন্ন করিয়াছেন এবং ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে উহা রেলে এক আনায় রেলওয়ের অধীনস্থ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারত সরকারের উক্ত রেল পথ করিবার পূর্বে আনায় রেলওয়ের এক ব্রেডিং কোম্পানী ব্রিজ-সমিতি রেলপথের মালিক ছিলেন।

পূর্তি প্রকাশিত জল ঘোরোবার বিপদ—বিশেষজ্ঞের সাম্প্রতিক অনুমানে প্রকাশ, বিলা ষ্ট্রীমের পূর্তিবাহার ফলে বিশেষজ্ঞ মধ্যপ্রদেশ (বিলনী ও ইটনা বাদার অধীন ৭৮৪টী ইউনিয়নের ঘোরোবারের প্রচুর শক্তি হইয়াছে। উক্ত পূর্তিবাহা প্রায় এক শতাব্দীকাল স্থায়ী হইয়াছিল এবং ইহার ফলে প্রায় এক লক্ষ প্রায় শক্তিশ্রম হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পূর্তিবাহার ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৫ লক্ষ মনেরও অধিক হইবে বলিয়াও অনুমান করা হইয়াছে।

অন্যের সহিত বাণি বিজ্ঞান—নব আবশ্যকী সাম্রাজ্যিকতার অন্যতম ফলের ফলে বাণের সরকারের অন্যান্য সরকার বিভাগ এই বাণের সমাধান হইতে অন্যের সহিত সম্পর্কের দূর ভাগ বাণি বিশ্বাইবের সমর করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত বিষয়ের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী ১লা মে হইতে উক্ত বিষয় কার্যে সরকার ১৫ ভাগ হ্রাস করা হইবে। কিন্তু আগামী জুলাই মাস হইতেই উহা হ্রাস করা হইবে। বিজ্ঞানীর অনুমানের ফলে এই বিজ্ঞপ্তির ফলে বাণের বৈশিষ্ট্য বাণি খুব হইবে না।

ভারতে মন্ত্রোৎপাদন—মন্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় নির্দেশের জন্য ভারত সরকারের মিঃ জন্মন বহিবন্ধুকে নেতৃত্বাধীন করিয়া যে সাহায্য সমিতি গঠন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি উক্ত কমিটী ভারত বিদেশী ভারত সরকারের নিকট বাণিজ্য করিয়াছেন। কমিটী বাণি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মন্ত্র চাষ উন্নয়নের জন্য নিখিল ভারত ভিত্তিতে একটী স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ

জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : হাবড়া | স্থাপিত : ১৯৪৩ | হেড্‌ অফিস : ২৬৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা অফিস : ৪৮-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২৭৮এ আপার চিৎপুর রোড, ৪২এবং বহুবাজার ষ্ট্রীট (নিজস্ব), ১৩৩বি, ছাতাবাজারী এভেনিউ (বালিগঞ্জ)।

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্বত্র

১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর উপর সরকারী ৫½ টাকা হারে এ্যাক্ট-ইন্টিরেষ্ট বিশিষ্টের ঘোষণা করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস মজুমদার

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন ক্যাল ৩৯৫৩ (৩ লাইন)

—অধিনস্থ—

কলিকাতা—ভবানীপুর, বাইবোনা, বালিগঞ্জ, নেক বাজেট, বড়বাজার, বহুবাজার, ভবানীপুর, ভাটিয়ার মোড়, হাওড়া। মফস্বল—লোকনাথ, চৌমুহনী, চট্টগ্রাম, মনোরঞ্জিয়ে, ঢাকা, আরালবাজ, টাঙ্গাইল (মুক্তাগাছা), কুষ্টিয়া। যুক্তপ্রদেশ—দিল্লী, বরেলিয়ী, কানপুর, মেরঠ রোড (কানপুর)। বিহার—পাটনা, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, সাহাবাদ, হাজীপুর, কটিহার মজঃফরপুর। আসাম—গৌহাটি, যুক্ত, ডেকেরগড়, শিলং, মরিগাঁও। বোম্বাই শাখা ২৩শে জানুয়ারী খোলা হইয়াছে। কাশীপুর শাখা খোলা হইয়াছে।

এম, এল, বালাজ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

করিয়া সমস্ত আয়ের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে কর ধার্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব উক্ত কমিটি সমর্থন করিয়াছেন যে, বর্তমানে সমস্ত ভারতে যে ব্যয়সংকোচের ধুম পড়িয়াছে তাহার পরিণাম মারাত্মক হইবে। ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের আশাতীত ব্যবস্থার পক্ষে উক্ত পরিমাণ কর নিতান্ত অতিরিক্ত বলিয়া কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন।

কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি—সম্প্রতি সেন্ট্রাল জুট কমিটির বার্ষিক সভায় সভাপতির ভাষণে মিঃ এফ ই জেমস্ বলেন যে, কমিটির তিন তিন স্থানীয় অফিসের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট, খাদ্য ও কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য রায় বাহাদুর মিঃ উমাপতি মজুমদার কমিটির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। খাদ্যের উন্নত প্রণালীতেকৃষি-সম্পর্কিত অনুসন্ধানের ব্যবস্থার ফলে উৎপাদন কিরূপ বাড়িতে পারে সেই বিষয় উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্পর্কে উক্ত অধিবেশনে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়।

ইক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন—বহু বিশিষ্ট শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ীর উদ্যোগিতায় যেসন ব্রাবোর্ন রোডস্থিত মেট্রিকেটে মিঃ আই সি সেন গত ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যায় অপরাহ্ণে একদা ব্যাবাজার ইক্‌চে, ইক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন নাম যেসন এক উদ্বোধন করেন। মিঃ সেন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, ইক এক্সচেঞ্জ ব্যবসায় অনেকের মাথে মেলে। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন তাঁহা মেলে বলেন। তিনি আরও বলেন যে, সম্প্রতীয় ইক এক্সচেঞ্জ মেলেনারের অবাধ ব্যবসায়ের সহায়ক হয় অধিকন্তু ব্যবসায়কে উহা চালুও রাখে। মিঃ সেন অতঃপর কলিকাতা ইক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে, এই নূতন ইক এক্সচেঞ্জ যদি যথারীতি নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে উহা এই প্রদেশের এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। নূতন ইক এক্সচেঞ্জের কার্যকরিবের পক্ষ হইতে মিঃ এস চ্যাটার্জি সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত বে সি বাগ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক, আর্থিক জগৎ) শ্রীসন্তোষ পতিত, অধ্যাপক বিমলকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত আশাবোধন দাস, মিঃ সমরেন্দ্রীন আহমদ, শ্রীযুক্ত গীরেন মুখার্জি এবং শ্রীযুক্ত ইন্দু মুখার্জি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

কলিকাতায় ইংরিজি এসোসিয়েশনের শাখা—সম্প্রতি কলিকাতায় লন্ডনের ইংরিজি এসোসিয়েশনের এক শাখা গঠিত হইয়াছে। মঃ সিরিল ও মিঃ আর্থার সি ডেভার্স সভাপতি এই সমিতির সহ-সভাপতি, ডাঃ আই এম সে মিঃ অটেবর্নিক সেক্রেটারি, মিঃ এ কে চন্দ, ফ্রেডারিক ও মিঃ এম মোর জয়েন-সেক্রেটারি নির্বাচিত হইয়াছেন। ডাঃ এম এম চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত বাগচি, অধ্যাপক আহমদ আলী, ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী, মিঃ পি কে গুহ, মিঃ আর্থার মোরাই ও মিসেস মুখার্জি এবাবদল উক্ত সমিতির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

প্রতিনিধিদের ভারতীয় ছাত্র—যে সকল ভারতীয় ছাত্র প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধি হইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে সর্বপ্রথম বৎসরে ৮৬৭ পৃষ্ঠের মধ্যে আবেদন করিবার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন। এই সম্পর্কে সমিতি কর্তৃপক্ষ আরও জানাইয়াছেন যে, যে ছাত্র বিদেশে আবেদন করিবার পূর্বে ঠিক সময়ে অধি হইতে পারে না, তাহাদিগকে পরবর্তী সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনকর্পোরেশন ছুয়োর সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, যে সকল ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বৃত্তি লাভ করিবার জন্য বিলাত অভিমুখে অধি হইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে আগামী জুলাই এপ্রিলের পূর্বে যথাসময়ে করিতে হইবে।

ভারতে আমেরিকার সংবাদপত্র—ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত এবং চীনাদের মুখপত্র মুক্তরাষ্ট্রের সাময়িক সংবাদপত্রীদের উপলক্ষ্যে 'লিবার্টি মাগেজিন', 'লিবার্টি', 'কুরিয়ার' 'টাইমস' এবং 'ইউথ হেরাল্ড' সংবাদপত্রগুলি বর্তমানে আমেরিকা ভারতে প্রকাশিত হইতেছে। ভারতে প্রকাশিত এই একমাত্র দুইটি ইংরিজি পত্রের 'লাস্টার মেল' এবং উপরোক্ত সাময়িক পত্র দুইটির 'ফরেনার মেল' পৃথকভাবে দুইয়ে বিমান যোগে প্রেরিত হইবে বলিয়া প্রকাশ, উক্ত প্রত্যেক খানি পত্রের মূল্য সমস্ত খরচ সহ ১৫ হাজার।

আমেরিকার ফোরস্থ আর্মিস—প্রকাশ, ফেডারেল রেজিস্ট্রার বিভিন্ন ফো-অপারেশন কমিটির রেজিস্ট্রেশন ফরম বি বি ভারতে আমেরিকার যাবতীয় ফোরস্থ আর্মিস কমিটি এবং ফোরস্থ এক্সচেঞ্জ ইউনিট ফেডারেল রেজিস্ট্রার বিভিন্ন ফো-অপারেশন কমিটির নিকট ৩ মাসের মধ্যে প্রতি মাসে ৪৮০০৲ টাকা করিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন কিস্তির টাকা আসি ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, মিঃ এস এম বোসী এস এস এ (ফেডারেল) লণ্ডনস্থ ভারতীয় দূতিকে সাহায্য সমিতির নিকট হইতে আরও ৭৫০০৲ টাকা ফেডারেল রেজিস্ট্রার বিভিন্ন ফো-অপারেশন কমিটির নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ঢাকায় বক্তৃতা প্রথা প্রবর্তন—প্রকাশ, ঢাকা ও মাধারণসমস্ত সহরে আমানী করের নিমের মধ্যে যে ব্যাপক সমাজ প্রথা প্রবর্তিত হইবে, তাহা কলিকাতা আইনের সমাজ প্রথা পরিচালনা অনুযায়ী হইবে। এই সম্পর্কে যে লোক কমনা করা হয়, তাহাতে প্রকাশ, ঢাকা সহরে প্রায় ৫ লক্ষ ২৩ হাজার লোক বাস করে এবং মাধারণমধ্যে প্রায় ৮০ হাজার লোক আছে। ঢাকা সহরকে ৫টি অঞ্চলে এবং মাধারণমধ্যে সহরকে ২টি অঞ্চলে ভাগ করা হইবে। প্রত্যেক অঞ্চলের ভার দেওয়া হইবে এক একজন সহকারী রেজিস্ট্রি অফিসারের উপর। ঢাকা ও মাধারণমধ্য সহরের ভার দেওয়া হইবে একজন রেজিস্ট্রি অফিসারের উপর। এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, সদরে চাউল, ঘর, সরকারী প্রভৃতি, চিনি ও লবণ সমাজ প্রথার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। কমিটি সম্পর্কেও সহরে প্রথা অবলম্বিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

রেজিস্ট্রার রিলিফ ইউনিট আসাম—হিন্দুস্থান রেজিস্ট্রার রিলিফ কমিটির রেজিস্ট্রার রেজেস্টারীর সাহায্যে বিভিন্ন এলাকা, ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৬ সালের মার্চ পর্যন্ত কমিটি পরীক্ষে ৭১টি ব্যাবসায় রেজিস্ট্রার রিলিফ ইউনিট স্থাপন করিয়াছে। এই সময় ইউনিট ৫৯৮০০০ মন তন্তু ব্যাবসায়ের রেজিস্ট্রেশন রিলিফ করিয়াছে বলিয়া একটি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

মিঃ বি এন মজুমদার—প্রকাশ, মিঃ বি এন মজুমদার আই সি এস ইলেকট্রনারী ভারতীয় সিভিলিয়ান সভার (ইণ্ডিয়ান ইংরেজিয়ান সেলিমেন্স) এর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

বেসামরিক বিমান চলাচল—টাটা এবং নাইজাম সরকার বেসামরিক বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা বোম্বাই এবং কলিকাতার মধ্যে বেসামরিক যাত্রীদের জন্য বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করিবেন। বর্তমানে এই ব্যবস্থা সপ্তাহে দুইবার—সোমবার ও বুধবার—চলিতেছে। এই ভাবে দুইটি বিমান—একটি সোমবারে এবং অন্যটি বুধবারে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু অতি উক্ত ব্যবস্থা টালিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই বিমান যাত্রায় বোম্বাই হইতে কলিকাতা আসিতে এবং যাইতে লাগে। পথে মাদ্রাজে একবার বিমান থেমে হয়। এই যাত্রায় ভাড়া ৭৩০৲ টাকা—ফেরত এবং মেরীর ভাড়া হইতে আর ১০০৲ টাকা বেশী। উপরোক্ত বিমান পথ ছাড়া টাটা কোম্পানী বোম্বাই ও দিল্লীর মধ্যেও অতি বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

একটি নতুন আবিষ্কার—একটি মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, লণ্ডনের সরকারী চিকিৎসক ডাঃ এডওয়ার্ড এলসটন ওয়েলের মহেন মোলাইট খুব আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কঠিন রিমার্ক এসোসিয়েশন আক্রান্ত রোগী বহু আবিষ্কার অধিকে সমর্থ হইয়াছে। এই ওষুধ সিরেমের ফলে যে, ইহার মূলপ্রতি এবং ওষুধের পাকার ধাতে যে ফলল সিদ্ধুর প্রস্তুতির জন্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার ফলে আক্রান্ত রোগী বহু আবিষ্কার অধিকে সমর্থ হইয়াছে। এই ওষুধ সিরেমের ফলে যে, ইহার মূলপ্রতি এবং ওষুধের পাকার ধাতে যে ফলল সিদ্ধুর প্রস্তুতির জন্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার ফলে আক্রান্ত রোগী বহু আবিষ্কার অধিকে সমর্থ হইয়াছে। এই ওষুধ সিরেমের ফলে যে, ইহার মূলপ্রতি এবং ওষুধের পাকার ধাতে যে ফলল সিদ্ধুর প্রস্তুতির জন্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার ফলে আক্রান্ত রোগী বহু আবিষ্কার অধিকে সমর্থ হইয়াছে।

ছুটিতে আলোক বিজ্ঞান—সম্প্রতি কলম সভার স্থায়ী সমিতি মিঃ রবিনস উপস্থিতির পরে লাইনের স্থায়ী কলম বাতীত ছুটিতে কলম্বুদের আলোক বিজ্ঞান ব্যবস্থার বিষয়ে সাধারণ সভাকে বিশেষ বোঝা করেন। আগামী ১৫শে এপ্রিল হইতে উক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে বলিয়াও মিঃ রবিনস উল্লেখ করিয়াছেন।

(ডাকটেলিক প্রসঙ্গ ১০৫৯ পৃষ্ঠার পর।)

পত্রিকা কলেজ—যুদ্ধে আমেরিকার অসহযোগিতা ইউরোপীয় যুদ্ধের পক্ষে যত ব্যাপার না হইতে পারে, কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইহার ফল খুব বেশী। জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকার সমর পক্তি প্রয়োগের জন্য আন্তর্জাতিকতাকে ব্যবস্থা আজই প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। এই কারণেই সে সবয় প্রচেষ্টার কর্তৃত্ব পাইবার জন্য অধীর হইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকার আজ বিমানের ইহার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আমেরিকার আজ সাধারণতন্ত্রের প্রভাব করিয়া যুদ্ধ জয়ী হইলে তাঁহাদের লাভ কি? তাঁহারা জাপানকে ও পরাজয়ে অন্যতম করিতে চাহে না—তাই আপনাদের ঐশ্বর্যশালিত ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করিবে। সেই ব্যবস্থাকে আপনাদের পরাজিত করিবার ব্যবস্থা আজ্ঞাধীন তাঁহাদের অবোধ্য।

* * *

বাংলার ৯৩ ধারা প্রযুক্ত হইবার পর হইতে কোন কোন মহলে বলা হইতেছিল যে, বাণিজ্য বহিমণ্ডল আইনের ১৯ ধারা অনুযায়ী হইবার ঐ বহিমণ্ডল আবার বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু বর্তমানের গাইড লেকার্স পার্লামেন্টারী সাহি এই বিষয়ে বিভিন্ন মোক্ষ করেন। তাঁহার মতে বহিমণ্ডল মন্ত্রীর না হইলেও উহা আসন হইতেই আসিয়া বিসাবে। কিন্তু তাহার পর কি? বাংলার জন্য আসন্ন-তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই কি অধিষ্ঠিতকালের জন্য বজায় থাকিবে?

ভারত টুথ পাউডার

পাইরোরিয়া, দাঁতের বেদনা, মাড়ি ফোলা, রক্ত ও পুঁজ পড়া প্রভৃতি

সকল প্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

অর্ডারসাইজার ও এজেন্ট আবশ্যক।

ভারত কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ

১৪, ডাঃ রমেশচন্দ্র মেন, বহুবাজার, কলিকাতা

কোম্পানী প্রসঙ্গ

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে ব্যাঙ্কের দুর্বল জমতী আগামী উপলক্ষে গত ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় ৯৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট উক্ত ব্যাঙ্কের কলিকাতা অফিসে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ ও পৃষ্ঠপোষকগণকে এক প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মিঃ এস কে পাত্রে ও কর্তৃপক্ষীয়গণ আগন্তুক অতিথিবর্গের স্বাগতমের প্রতি বিনয় ভাষা ব্যক্তিগতভাবে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মেসার্স বি: সরকার এন্ড কোং, মিঃ ভরতরাম খাদান, মিঃ এস এল পুরী, মিঃ কে পি আগরওয়াল, মিঃ বিশ্বনাথ দে, মিঃ এস চৌধুরী, মিঃ আলাবোহন খান ও মিঃ বি এল সেন প্রমুখ।

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৪ঠা এপ্রিল হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাশী শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ফিতা কাটিয়া ব্যাঙ্কের শুভারম্ভ করেন। ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর মিঃ বি কে বসু, ডিরেক্টর মিঃ কে পি খৈতান এবং কাশী শাখার ম্যানেজার মিঃ এস এস ঘোষ প্রমুখ অভ্যাগতগণকে আদর আপ্যায়নে তুষ্ট করেন।

নব নবর্দের কেরোসিন পাম্প

আমরা এতদ্বারা দুর্গা লক্ষ্মীর দেশ কলিকাতায় দেশের পাম্পশিল্পের কোম্পানী এবং ১১৪নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতায় মেসার্স খৈতান পাম্পের বিক্রয় হইতে বাজার মত মাঝে ছোট বেতারের পাম্প উপহার পাইয়াছি।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ব্রিটিশ ইন্ডিয়া মেশিনারীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস বসুমজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। বাণিজ্যিক কারবার।

লক্ষ্মী ট্রেডার্টাইল মিলস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস পি সাহু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫১ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল।

মেসার্স কমার্শিয়াল এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর পি বসুমজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। সাধারণ ব্যবসা।

অমর আইরন ফাউণ্ডরী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর এল রাজাবিরা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২৩, ক্লাইভ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ঢালাইয়ের কারবার।

আসাম ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এক্সচেঞ্জ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি কি চ্যাটার্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ৬ষ্ঠ ও বন্ধের আমদানী রপ্তানীর কাজ।

আমবলুয়ু কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ কি লাখা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, বিশ্বনাথ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কয়লাখনির ব্যবসা।

মহেন্দ্র প্রোপার্টীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ সি ঈমানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, বিশ্বনাথ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। জমিজমাদির ব্যবসা।

মেসার্স কমার্শিয়াল কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সাদেক। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা ক্রয় আমদানী রপ্তানীর কাজ।

বঙ্গলক্ষ্মী জুট সাপ্লাই লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি সি চ্যাটার্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। পাট, চট ও বস্তার ব্যবসা।

আকাশ ব্রাইকিল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর এল রাজাবিরা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, চাঁদনী চক, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ব্রিকিলের ব্যবসা।

ইষ্টার্ণ ফ্রান্সলাল কনষ্ট্রাকশনস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ এম পাঠুনী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৯, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ঘুনতি ব্যবসা।

মেসার্স কে এল বক্স এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে এল বক্স। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ব্রিকিলের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

মর্ডু এণ্ড এলবোকেম মিল্স মিল কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা আসবস্ত মূল ৪৲ টাকা। পূর্ব বৎসর এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল ৮০ আনা, বোনাস সহ ২৷৷০ আনা। অবলিপ্তুত স্যাণ্ড সিমেন্ট মিলস লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৩ বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে ৪০ আনা। পূর্ব বৎসরের লভ্যাংশের পরিমাণ ইহাই ছিল। মহেশ্বরী দেবী জুট মিলস্ লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৫৲ টাকা। কি মোহে ভাইব্রিং এন্ড ম্যাগ্নেসিয়া কর্পোরেশন কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৩০৲ টাকা। পূর্ব বৎসর এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৪০৲ টাকা। কি ফ্রেজি-আরিয়া জুট মিলস কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৬৷৷০ আনা। পূর্ব ছয় মাসের লভ্যাংশের হার ইহাই ছিল। কেলসকাডিয়ার জুট মিলস কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ১০৲ টাকা। পূর্ব বাজারিক লভ্যাংশের হার ইহাই ছিল। মিষ্টি মেশার্স জুট মিলস কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৭৷৷০ আনা। পূর্ব ছয় মাসের অনুরূপ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। কি ইউনাইটেড প্রাওভার মিলস কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ৬৷৷০ আনা। পূর্ব বাজারিক লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল ৭৷৷০ আনা। বজবজ কোল কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ২৷৷০ আনা বোনাসসহ লভ্যাংশে ৭৷৷০ আনা। পূর্ব ছয় মাসের জন্য লভ্যতা প্রতি শেয়ারে ১৷৷০ আনা বোনাস সহ ৩৷৷০ আনা লভ্যাংশে দেওয়া হইয়াছিল। কি ভূলনবরাজী কোল কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ২৷৷০ আনা বোনাস সহ লভ্যাংশে ৭৷৷০ আনা। পূর্ব বাজারিক লভ্যাংশের পরিমাণও প্রতি শেয়ারে লভ্যতা ২৷৷০ আনাই ছিল।

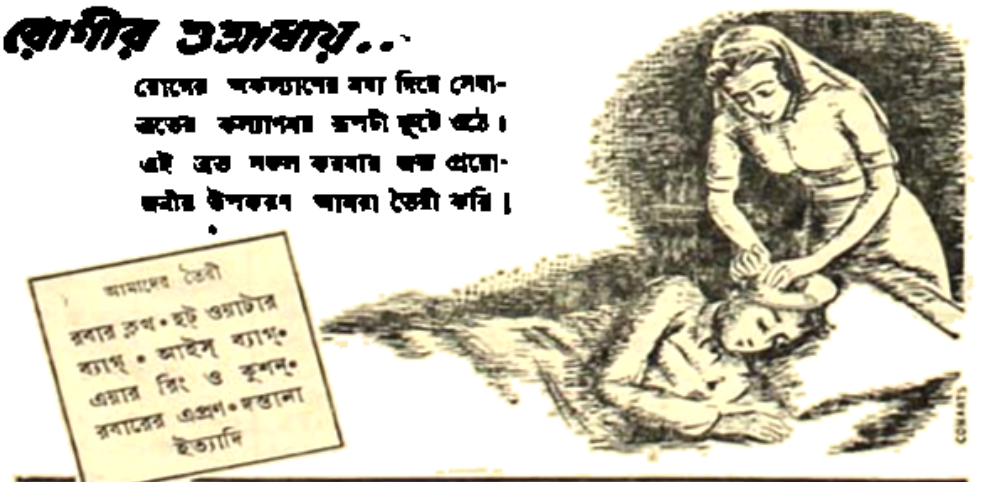

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

কলিকাতা • মাদ্রাজ • বোম্বাই

AX811

ইহা ঘোষণা মাত্র, প্রসপেক্টাস নহে

বাঙ্গলার অন্যতম ইক কোম্পানীসমূহের ৫ ডিরেক্টার মহোদয়ের নিকট প্রসপেক্টাসের এক খণ্ড নকল দাখিল করা হইয়াছে।

গ্রেট ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী লিঃ

(১৯১০ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুযায়ী একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে সংযোজিত।)

পূর্ব্ব হইতে কোন প্রকার নোটিশ না দিয়া ডিরেক্টরবর্গ যাবতীয় শেয়ার লিঃ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

অনুমোদিত মূলধন—৫,০০,০০,০০০৲ (পাঁচ কোটী টাকা)

প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা করিয়া ৪০,০০,০০০টি অগ্রাধিকার শেয়ার এবং প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা করিয়া শতকরা ৬৲ টাকা হারের ১,০০,০০০টি কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত।

বর্ত্তমানে বিক্রয়ের শেয়ার

প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা করিয়া শতকরা ৬৲ টাকা হারের ১০,০০০টি কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার—১০ লক্ষ টাকা।
প্রত্যেকটি ১০৲ করিয়া ৮,০০,০০০টি অগ্রাধিকার শেয়ার— ৮০ লক্ষ টাকা।

শেয়ারের টাকা এইভাবে আদায় দিতে হইবে :—

অগ্রাধিকার শেয়ারের জন্য বন্টনান্তের সঙ্গে ১০৲ টাকা, দ্বিতীয় বার ২০৲ টাকা এবং পরবর্ত্তী ৫৲ টাকা প্রত্যেক বারে ১০৲ টাকা করিয়া দুইটি সমান কিস্তিতে অনুন দুই মাসের ব্যবধানে আদায় দিতে হইবে। প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য বন্টনান্তের সঙ্গে ১০৲ টাকা ও দ্বিতীয় বার ৭৫৲ টাকা। উপরোক্ত শেয়ার সমূহের মধ্যে ১,০০,০০০টি অগ্রাধিকার শেয়ার ডিরেক্টরবর্গ এবং তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবগণ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে উহা বণ্টন করা হইয়াছে।

ডিরেক্টরবর্গ

মিঃ আশুতোষ ঘোষ
সাধনপথ, হাওড়া।

ডিরেক্টর : অবেক দুই বিলস্ লিঃ
দি ইণ্ডিয়া রেসিডেন্সী কোং লিঃ
হাওড়া ইঞ্জিনিয়রিং কোং লিঃ
নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ প্রভৃতি
কোম্পানীর।

মিঃ সূর্য্যকুমার বসু
হাওড়া

ডিরেক্টর : চাঙেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ
ভূমিজা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

মিঃ আশুতোষ পোদ্দার
ম্যানেজার ও সেক্রেটারী বরাহনগর সমবায়
কোঅপারেটিভ, বরাহনগর।

মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ আঢ্য
ভূমধিকারী ও মিল মালিক, কলিকাতা।

মিঃ অমরেন্দ্রলাল মুখু
চাল ও সেলার ব্রোকার, কলিকাতা।

মিঃ প্রফুল্লকুমার সরকার
ব্যারিষ্টার, কলিকাতা।

মিঃ নিশিরঞ্জন দাস
ডিরেক্টর : বঙ্গ লক্ষ্মী কটনোৎপাদন মিঃ
হাওড়া ইঞ্জিনিয়রিং কোং লিঃ
নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ প্রভৃতি
কোম্পানীর, হাওড়া।

ব্যাঙ্কার্স

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
ভূমিজা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ

অডিটার্স

মে মেসার্স এস ঘোষ
ইনকর্পোরেটেড একাউন্ট্যান্টস্ এবং
রেজিষ্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্।
১, রয়েল্স্ ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রোকার্স

মেসার্স আশুতোষ এস ঘোষ
চাল এন্ড সেলার ব্রোকার্স
১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড অফিস

২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য

প্রধানতঃ বাষ্পচালিত জাহাজ ও অন্যান্য জলযান, নৌকা, বার্জ এবং লাইটার ভাড়া দেওয়া, নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করা, মেরামত করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, ডক ও পন্টুনের ব্যবস্থা করা এবং বিক্রয় করার জন্য বা ভাড়া দেওয়ার জন্য বাষ্পচালিত জাহাজ ও অন্যান্য জলযান ক্রয় করা এবং ঐ সম্পর্কে অন্যান্য উদ্দেশ্যে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে।

বিধিনিষেধ

যে সমস্ত শেয়ারের উপর কোম্পানীর "লিয়েন" আছে সেই সমস্ত শেয়ারের হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে এবং যে সমস্ত শেয়ারের মূল্য টাকা আদায় দেওয়া হয় নাই, সেই সব শেয়ার যদি এমন লোকের নিকট হস্তান্তর করিতে হয় যাহাদিগকে কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ অনুমোদন করেন না, তবে এমন শেয়ারের হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে ডিরেক্টরবর্গ অস্বীকার করিতে পারেন এবং যদি কোন শেয়ার হস্তান্তর করিতে হয় তবে ডিরেক্টরবর্গ তাহার কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।

ব্রোকারেজ

কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য কোম্পানী ব্রোকারকে কোন ব্রোকারেজ দিবে না।

ডিরেক্টরবর্গের ক্ষমতা

ডিরেক্টরবর্গ কোম্পানীর যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিবেন এবং যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। তাঁহারা কোম্পানীর যে কোন সম্পত্তি বন্ধক দিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং যে কোন ব্যক্তিকে কোম্পানীর পক্ষে ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

ডিরেক্টরবর্গের পারিশ্রমিক

ডিরেক্টরবর্গ প্রত্যেকে কোম্পানীর লাভের শতকরা ১৲ টাকা হারে পারিশ্রমিক পাইবেন।

ডিরেক্টরবর্গের যোগ্যতা

ডিরেক্টরবর্গের কোন যোগ্যতা সূত্র নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই।

ডিরেক্টরবর্গের অবসর গ্রহণ

ডিরেক্টরবর্গের অবসর গ্রহণ সম্বন্ধে কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের ১১৭ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ডিরেক্টরবর্গের ক্ষতিপূরণ

কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা করিতে গিয়া ডিরেক্টরবর্গ বা তাঁহাদের কোন এজেন্ট যে ক্ষতি স্বীকার করিবেন, তাহা কোম্পানী পূরণ করিবে।

ডিরেক্টরবর্গের চুক্তি

কোম্পানীর সহিত ডিরেক্টরবর্গের কোন চুক্তি নাই।

ডিরেক্টরবর্গের স্বার্থ

ডিরেক্টরবর্গ কোম্পানীর কোন কন্ট্রাক্ট বা ব্যবসায়ে স্বার্থবান নহেন।

ডিরেক্টরবর্গের ঋণ গ্রহণ

ডিরেক্টরবর্গ কোম্পানীর কার্য্যের জন্য যে কোন পরিমাণ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং যদি কোন ব্যক্তির নিকট কোন ঋণের টাকা পাওনা থাকে, তাহা তিনি কোন বিলে বা প্রতিশ্রুতি বিলের বাট্টা করিতে পারিবেন না এবং উহাকে 'ঋণদান' বলিয়া গণ্য হইবে না।

দলিলপত্রাদি

কোম্পানীর দলিলপত্রাদি রেজিষ্টার্ড অফিসে দেখা যাইতে পারে।

আবেদনপত্র

কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস হইতে অথবা ব্রোকারদের নিকট হইতে অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারদের যে কোন ব্যাঙ্ক হইতে শেয়ারের জন্য আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে। বন্টনের সঙ্গে সেই টাকা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারদের যে কোন ব্যাঙ্ক বা ব্রোকারদের নিকট জমা দেওয়া যাইতে পারে এবং ঐরূপে টাকা জমা দিয়া ব্যাঙ্কার বা ব্রোকারদের রসিদ আবেদনের সহিত পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজিং এজেন্টস

দাশ ব্রাদার্স

২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

Phone : CAL. 3388
(Three lines)

Telegram :—"MARVELLOUS"
"SEAHAWK"

অনিবার্য্য কারণবশতঃ ইহার মূলধনের যে অংশ আবেদনের সঙ্গে দেয় বলিয়া ধার্য্য করা হইবে না বলিয়া বেসরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে, তাহার সেই অংশ বিভিন্ন কিস্তি-গুলি বিভিন্নভাবে বন্টনের সময় দিতে হইবে, কোম্পানীর এই সংবাদে বেসরকারী মহলে এই কোম্পানীর বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন ব্রোকারের নিকট টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করায় তাহারা বেসরকারী সংবাদে (কোন কোন ব্রোকার সাক্ষাতে বার বার্ত্তা আনিয়া প্রত্যেক বিভিন্ন বন্টন সময়ে জানিতে) বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, উক্ত টাকা তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে কি না এবং এই সময়ে ব্রোকারের যে কোন বিশ্বাসভাজন বিশেষ লক্ষ্য রাখে এমন কোন ইংরেজই টাকা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে কি না এবং যাহারা লওয়া হইবে তবেই উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। এবং পরিচালকগণ কাজেই বেসরকারী সূত্রে এই অসুবিধা এড়াইবার জন্য আবেদনকারীদের নিকট হইতে কোন পরিচয়পত্র আদায় করিবেন কিনা সন্দেহ এবং বিভিন্ন ব্যবস্থা লওয়া কোন আবেদনকারীর প্রয়োজন হয়।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২০শে এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মুখ্য চাহিদাসমূহ পূর্ব্বের ন্যায় অপরিবর্ত্তিতই আছে। বিনিময়ের বাজারে কিন্তু অল্প একটুকরো নামমাত্র কারবার হইয়াছে। গত ১৭ই এপ্রিল তারিখ সরকার কর্ত্তৃক আনুমানিক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট আবেদনের পরিমাণ হইয়াছিল ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহের মোট আবেদনের পরিমাণের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের আবেদনের পরিমাণ অল্প হওয়ায় গড়পড়তা সুদের হার কিঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উচ্চহারে আবেদনের মধ্যে ৯৯৩/৮ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৩/৯ পাই মূল্যের আবেদনের শতকরা আনুমানিক ৩১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে নিম্নতর মূল্যের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/৪ পাই বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের গৃহীত টেণ্ডারের সুদের হার ১/৭ পাই ছিল।

আগামী ২৪শে এপ্রিল বুধবার মেয়াদ ১১টা পর্য্যন্ত দেখাইয়া এবং ২৫শে এপ্রিল তারিখের মধ্যে ৯৯৩/৮ পাই অপেক্ষা কোন নিম্নতর হারে সরকার কর্ত্তৃক আনুমানিক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট আদেশে প্রাপ্ত হইবে আগামিকল্য আগামী ২৫শে এপ্রিল তারিখে টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্বমত।

গত ১৭ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে আবগারী সরকার কর্ত্তৃক বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ইন্সা বিলসমূহের সমক্ষে মোট ৪২ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিভিন্ন বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন হার নিম্নরূপ ছিল :—

টেলিগ্রাফিক (প্রতি টাকায়)	১ পাই ৩২/৩২ শেয়ার
ঐ বম্বাই (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ পাই ৩২/৩২ শেয়ার
ডি এ ছয় মাস (,,)	১ পাই ৩২/৩২ শেয়ার
হুণ্ডী (প্রতিশত)	৯৯৯৷৷৷ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৩রা এপ্রিলের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২১০০ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই নোটের পরিমাণ ছিল ১০৯৯ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। গত ৩রা এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৩০৩ কোটি ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও ২২১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও সেয়ার

কলিকাতা, ২০শে এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সেয়ার বাজারে ফ্রেঞ্চ কোম্পানী কর্ণ চলতা পরিলক্ষিত হয় এবং চাহিদার চাপে অধিকাংশ কোম্পানির সেয়ারের লভ্যাংশ মূল্য বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি যাহাই হউক না কেন, সেয়ার বিভিন্ন ইন্ডাষ্ট্রি অবলম্বনের ফলে আজ যুদ্ধ বিরতির একান্ত সম্ভাবনায় মোটেই ভেণ অসুবিধা বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহাদের ক্রমোন্নতির নিদর্শনস্বরূপ সম্ভাবনায় উপরই বর্ত্তমানে সেয়ার ক্রয়ে আগ্রহ অসাধারণ বেশী ভোর ইনভেষ্টমেণ্ট এজেন্সীসমূহ এই আশা পোষণ করেন যে, যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর বিভিন্ন কলকারখানা আবার সজীবতা লাভ করিবে এবং সেয়ার মানুষের মূল্যও বিশেষ অবনতি ঘটিবে না। ঘটনার এ সপ্তাহে কলিকাতার সেয়ার-বাজারে প্রায় সমস্ত সেয়ারেরই উন্নতি দেখা যায়। অবশ্য ১৪টনের সেয়ারসমূহের এ সপ্তাহে সম্ভাবনার অধিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। ইউরোপবাসী ইনভেষ্টর অত্র কলিকাতার সেয়ার-বাজারে যত আসিবে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য সরকারের মূল্যের দিক হইতে দিন ভাব পরিলক্ষিত হইলেও, বিভিন্নটির বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে সরকারী এক টাকা মূল্যের কোম্পানীর কাগজ ১০৩/০ আনা পর্য্যন্ত ক্রয়বিক্রয় হইয়াছিল। মেয়াদী কাগজসমূহের মধ্যে ৩½ টাকা মূল্যের কাগজ (১৯৪৭) ৯৯৩/০ আনায়, ৩½ মূল্যের কাগজ (১৯৪৯—৫২) ১০৭/১০ আনায়, ৩½ টাকা মূল্যের কাগজ (১৯৫৩—৫৫) ১০½ টাকায় আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রিবিলি হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণ সরকারসমূহের মধ্যে আলোচ্য সপ্তাহে কেবলমাত্র ৩½ টাকা মূল্যের ইউ পি (১৯৬৮) ৯৯৷৷ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কাগজের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কাগজের কলের সেয়ার সমূহে উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং সেয়ার সমূহের চাহিদার বৃদ্ধি পায়। বিলি ডিস্ট্রিবিউটার্স ৭৮/০ আনায়, এসোসিয়েটেড ৩৩৩০ আনায়, বালকাট ১৫/০ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রিবিলি হইয়াছে।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার সেয়ারসমূহে সাধারণভাবে সামান্য উন্নতির ভাব দেখা যায়। বরাকর ৩৪৫/০ আনায়, আসানসোল ১৫৲ টাকায়, বার্ণপুর ৪৩৷৷ আনায়, ইন্ডিয়ান্স ৩৩৩৷৷/০ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে চটকল সমূহের সেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক দিয়াও লাভজনক উন্নতি দৃষ্ট হয়। অকল্যাণ্ড ১৩১৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ৫৩৮৲ টাকা, ক্যামাক ৫৭৫৲ টাকা, নর্থব্রুক ১২৭৷৷ আনা, হাওড়া ৯১৫/০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ সেয়ার-বাজারে সাধারণভাবে অল্প সপ্তাহের মত স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৪৩৲ টাকা, টিস কর্পোরেশন ৩৩৩/০ আনা, বুমার মূল্য ১০৩/০ আনা, আর্মার ষ্টীলস ২৩৩৷৷ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ সেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বেলসুণ্ড ১৪৷৷ আনা, চন্দ্রানগর ৩৩৲ টাকা, কেশ এণ্ড কোং ২২৯/০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চা বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ অন্তর্নিহিত ইণ্ডাষ্ট্রের ভেমন কোন চাহিদা না থাকায়, এই বিভাগের সেয়ার বিক্রেতা পক্ষের মধ্যে অধিকতর দেখা গিয়েছে, মূল্যের দিক হইতে ভেমন কোন লক্ষণীয় উন্নতি অথবা অবনতি দেখা যায় নাই। বিভাগীয় আলোচ্য সপ্তাহে ৩৩/০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২০শে এপ্রিল :—আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে অপেক্ষাকৃত মন্দাবস্থার দরুণ হুগলীর মোটামুটি পাটের বাজারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্তাহের ভেজী ভাব আলোচ্য সপ্তাহেরও রক্ষিত হইয়াছে। ইউরোপ ব্যবসায়ে যুদ্ধের আশু বিরতি সম্পর্কে আশা-নিরাশা—পাটজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এখন ধারণা হইয়াছে যে ইউরোপের যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইবে এবং শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশসরকার হাত যুদ্ধ করিয়া যাইবে। আজ দুইবিভিন্ন বাজার আমার অপর দিকে আজা পাটের বাজার জন্যেই ভেজী হইয়াছে। আমা পাটের ব্যবসায়ীরা মনে করিতেছেন যে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই পাটকলগুলি আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করিবে সুতরাং পাটের চাহিদাও বাড়িবে। এই কারণে পাটের বাজার চড়িতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে চটকলগুলি আগামী মার্চ মাস পর্য্যন্ত ফেলিভারী সেয়ার সমেত অনেক মাল বিক্রয় করিয়াছে। এই সব বিক্রয় সন্তোষজনক হওয়া হইয়াছে। গত মার্চ মাসে চটকলগুলি মোট ৯০ হাজার ৩ শত ৩১ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া ভারতীয় চটকল সমিতি হিসাবে প্রকাশ। এই পরিমাণ গত ফেব্রুয়ারী মাসের উৎপাদনের পরিমাণ হইতে বর্দ্ধমান আগামী মাসের উৎপাদনের পরিমাণ আরও ১৩ হাজার ৩ শত ৯০ টন বেশী বাড়িতে পারে বলে হয়। আলোচ্য সপ্তাহে গড়পড়তা দৈনিক ৩৮ গাড়ী করিয়া কলিকাতায় রেলযোগে আসিয়াছে। বাগবাজারের কলগুলির মধ্যে কয়েকটী এক বিশেষ কাজ করিয়াছে। পরিবর্ত্তে যে সব বলে কলসমূহের জন্যে যন্ত্রপাতি আছে তাহাদের

আজকের কাজে ও আজকে আপনার জীবন সার্থক হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার সুখ ও শান্তির কথা ভেবে দেখেছেন? পঁচিশ বছর পরে কর্ম্মক্লান্ত জীবনে নিশ্চিন্ত শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য আপনি কিসেই বা কামনা করেন। আপনি আমাদের সাহায্যে আপনার সেই কামনাকে সফল করতে পারেন।

ন্যাশনাল

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ,

৭, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন কলিঃ ৫৪৫০

বিলাপ লাক্সি মূল্যবাই অর্ডার জন্য তরিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে সব বালির দরা ষ্টকলন্ডনের জন্যে বন্ধুক আছে তাহাদের পরিমাণও ২০ হাজার টনের অধিক হইবে। নতুন উৎপাদিত ব্রহ্মদেশ বালিপার স্থান সঙ্কুলানের জন্য এইগুলি সরান আশু প্রয়োজন। মলমলের পাটের বাজারে তেজি ভাব বজায় আছে। কোন কোন বেলার পাটের দাম সপ্তাহান্ত দামের প্রায় সমান হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। সুর্যাস্তে যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার ফলে পাইকারগণিগের বেচা ভাল হইয়াছে আশায় নূতন ফসলীয় ফসিয়া হইয়াছে। কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে কোন কোন জিলায় এখনও বিশেষ বৃষ্টি হয় নাই বলিয়া ফসল সন্তোষজনক হইতেছে না। আশা করা গিয়াছিল যে বৃষ্টি পাওয়ার ফলে কলিকাতার ও মফস্বলে পাটের ফসলে অবনতি দেখা যাইবে কিন্তু তাহা কোন লক্ষণ আমোদা। সপ্তাহে প্রকাশ পায় নাই।

আশা পাটের বাজারে ষ্টকলন্ডনে বেচা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইউরোপীয় ন্যাশনি বিক্রম ওজনে বস্তাকরে ১৬৯০ আনা ও ১৬৯০ দরে বিক্রীত হইয়াছে এবং ফুলারডাইজড্ বিক্রম্ ও ষ্টেন্ বস্তাকরে ১৪।০ আনা ও ১৬০ আনা দরে বিক্রীত হইয়াছে।

লাক্ষাবেলা বিভাগে বস্তাবী বিশেষ কর নাই এবং কলকারখানাদের হাতে অবশ্য মাল থাকায় তাহারাও অধিকতর চাহিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল নয়। আসামপাটের বাজার তেজী থাকায় লাক্ষাবেলা বিভাগেও দরের সামান্য উন্নতি লক্ষিত হয়। কলম্বুর কাচ লাইটনি তেজীর দাম ১৲ টাকা অধিকদরে ক্রয় করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা ২৩শে এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে পত সপ্তাহের তুলনায় তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাহের আরম্ভভাগে এবং মধ্যভাগে বোম্বাইয়ের তুলার উক্ত তেজীভাব মোটামুটি বজায় থাকিলেও, সপ্তাহের শেষের দিকে বোম্বাইয়ের তুলার তেজীভাব আর পরিলক্ষিত হয় নাই। পত সপ্তাহে যে মাসে তেজি-তরি সেকেণ্ডার সর্ব্বোচ্চ দরিদ্র তুলার দর ছিল ৪১৩৲ আনা। বর্ত্তমানে তাহা ৪১৩৲ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে পত সপ্তাহে তুলাই মাসে তেজিমন্দি সেকেণ্ডার সর্ব্বোচ্চ তুলার দর ছিল ৪২৫৲ টাকা। বর্ত্তমানে তাহা ৪৩৩৲ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—সুদিন অর্থাৎ বাজেটের সময় কাপড় ব্যবসায়ি এসোসিয়েশনের বিশেষ প্রচেষ্টার ফলে আশা করা গিয়াছিল যে আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে প্রকৃত্ত কিছিকিনির অবস্থার কিছু উন্নতি লক্ষিত হইবে; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা একেবারেই লক্ষ্য হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার কাপড়ের বাজারে আর যে কোন প্রকার বৃদ্ধি অথবা শাড়ী বেচা বেড়া এক রকম বন্ধই বলে। তাহার অবশ্যম্ভাবী ষ্টেপ্টাইল কলিকাতা আমিরা বিক্রি হোয়ার অব ডমার্স-এর সূত্রে বাংলার বস্ত্র সমস্যা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। বিক্রির অবস্থার কোন। সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এখনও কিছু নিশ্চয় পূর্ণীত হয় নাই বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৩শে এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দরে পত সপ্তাহের তুলনায় কোন উল্লেখযোগ্য নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। বিলাতী পত শুক্রবার পত শুক্রবারের বন্ধই ২৫ হাজার তোলা বোম্বাই প্রতিতরি ৭৯৮০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সপ্তাহের প্রথমভাগে সোণার দরে তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়; আবার সপ্তাহের দ্বিতীয়ভাগে কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই সোণার দরে অবনতি দেখা দিলেও, সপ্তাহের শেষ ভাগে আবার সোণার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সোণার দরেও তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। পত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দর ছিল যথাক্রমে ৭৫/০ আনা এবং ৭৬৵০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা যথাক্রমে ৭৬৵০ আনা এবং ৭৬৸/০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতিতরি বিনি বর্ত্তমানে ৫০।০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে পত সপ্তাহের তুলনায় অবস্থানিত ভাবই পরিলক্ষিত হয়। বিলাতী বাজে পত কোন রূপা বিক্রয় করে নাই। সপ্তাহের প্রথম ভাগের তুলনায় সপ্তাহের দ্বিতীয়ভাগে এবং শেষভাগে কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই রূপার দর হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, সামান্য ভাবে আলোচ্য সপ্তাহে পত সপ্তাহের তুলনায় রূপার দরে অবনতির ভাবই লক্ষিত হয়। পত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ তরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩৪।০ আনা এবং ১৩৪৸০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা যথাক্রমে ১৩৪।০ আনা এবং ১৩১৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আর্থিক জগতের বার্ষিক সংখ্যা

আগামী মে মাসে আর্থিক জগতের একটি বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যায় কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায় প্রভৃতি সম্পর্কে ও অন্যান্য সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে সময়োচিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

এই সংখ্যার মূল্য ১৷৷০ টাকা হইবে। যাঁহারা এই সংখ্যা কিনিতে চাহেন তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই ম্যানেজারের নিকট মূল্য জমা দিন

বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিলে জানান হয়

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৯শে এপ্রিল	১৯শে এপ্রিল	১৯শে এপ্রিল	১৯শে এপ্রিল	১৯শে এপ্রিল	২০শে এপ্রিল
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	—	৭৪৫/০	৭৪৫/০	৭৪৫/০	৭৪৫/০	৭৪৫/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৪৬/০	৭৪৬/০	৭৪৫/০	৭৪৬/০	৭৪৫/০	—
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	—	১৩৪৫০	১৩৪৫০	১৩৪৫০	১৩৪৫০	১৩৪৫০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৪৫০	১৩৪১০	১৩৩১০	১৩০৲	১৩১১০	—
বিবিধ দর—প্রতিযোগা (কলিকাতা) ...		৫০৲০	৫০৲	৫১৲	৫০।৩	৫০।৩
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা এক মূল্যের খেরাজের দর (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন) ...		১০০৲/০-১১৬৲/০	১০০৲/০-১১৬৲/০	১০০৲/০-১১০৲/০	১০৪৲/০-১১০৲/০	
ইণ্ডিয়ালাইজিং—						
ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ						
ষ্টীল কর্পোরেশন—প্রতি		৩৩৫/০-৩৪৫/০	৩৩৫০-৩৩১০	৩৩৬/০-৩৩৬৲/০	৩৩৲-৩৩৫/০	
কুমারধুবী—প্রতি		৩৪৬৲/০-৩৪৬/০	৩৪৬/০-৩৪১/০	৩৪৬০-৩৪১/০	৩৪৬৲/০-৩৪৬/০	
অফিসিয়া ইলেকট্রিক ও ষ্টীল		১১৬৲/০-১০৬৩	১০৬৲/০	১০৬৲/০	১০৬৩-১০৬৲/০	
কোম্পানী ...		৭৪/০-৭১৲/০	৭১৬৲/০	৭১৬৲/০-৭১৲	—	
মার্শালস্ ...		৭৩৲/০-৭৪৬/০	৭৩৫/০-৭৩১/০	৭৩৬৲/০-৭৪৬/০	৭৩৬৲/০-৭৩৫/০	
ভ্রাতৃবান আয়রন এণ্ড ষ্টীল ...		৫৬৲/০	—	—	৫৬৲/০	
আর্থার বাটলার্স ...		১১৩৫/০-১১৬/০	১১৩৫	১১১৲/০-১১১/০	১১৩৫-১১১/০	
খনি—বরাকর কর্পোরেশন ...		৭৪৬৩	—	—	—	
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...		৪৲/০-৪/০	৪৲০-৪৩/০	৪৲/০-৪/০	৪৲০-৪৩/০	
ব্যাঙ্ক—বিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...		—	২৭৬৲/০	৪৲-৪৬৲/০	২৭৬৲/০	
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...		১০৩৫০	—	১০৩৫০-১০৪৲	১০৩৫০	
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...		—	৯১৫-১৩৫০	১১৬০-১১১০	১১১০	
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...		—	১৪১৲/০	—	১৪১০-১৪১৲/০	
কামদহর ...		৫২১/০-৫১৲/০	৫২/০-৫১৬০	৫১৲/০-৫১৬৲/০	৫১৲০-৫১৬৲/০	
রাণীগঞ্জ ...		১৪৲-১১৬/০	১১৬৲/০-১১৬৲/০	১১৬৲/০	১১৬৲/০	
ইকুইটেবল ...		৫৩৩০-৫২৲	৫৩৬০-৫৩৩০	৫৩৬০-৫৩৩০	৫৩৩৩০-৫৩৩০	
সাউথ করণপুরা ...		৩৩৬৲/০-৩৬৬৲/০	—	৩৬৬৲/০-৩৭।০	৩৬৬৲/০-৩৬৬৲/০	
কাপড়ের কল—সিমলা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিঃ ...		৩৩৲/০-৩৩৲	৩৩।৩/০-৩৩৲	৩৩।৩/০-৩৩।০	৩৩।০-৩৩/০	
কেশোরাম ...		৭৩/০	৭৩/০-৭৩/০	৭৩/০-৭৩/০	৭৩/০-৭৩/০	
কামারহাটি ম্যানুফ্যাকচারিং ...		—	—	১১৬৩/০	১১৬৩-১১১/০	
এলগিন কটন মিলস লিঃ ...		১২১৬/০	১৪৬৩/০-১৪১৬/০	১১৬৲/০-১১১৬/০	১১৬৲/০-১১১৬/০	
বাসন্তী ...		—	৩৩৫০	৩৩৫০	—	
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...		—	—	—	১৪৲/০-১৪৲	
ষ্টেপাল পেপার মিলস লিঃ ...		—	—	—	২২৬৲-২৩১৬/০	
ষ্টোরস্ ...		—	১৩৫০	১১৬৩	—	
		১২৬/০	—	২৭৬/০-২৩৬৲/০	২১৩/০-২৩৩/০	

বাজার বন্ধ

বাজার বন্ধ

সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—

বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস

" :— ১৩৯২ ফ্যাক্টরী

টেলিগ্রাম—"ষ্টীমসাবাই"

ব্যবহার্য্য জিনিষ—সিলিকেট: সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোসিটার • প্রভৃতি পাইকেট

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, ক্যাকলস লেন, কলিকাতা।

পাঠিকার মতামত মতের জন্য লিখুন।

দেওয়াল পঞ্জিকা

বঙ্কিম প্রসাদ ঘোষ, বর্ণী, (হাওড়া)

টেলিগ্রাম—"আর্থিক ব্যাঙ্ক" ফোন বড়বাজার—৬৫৩৩

প্রতিশ্রুতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং নোয়াপাড়া লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীযুক্ত সুধাংশু বাসতী

জাতীয় শিল্পের সংগঠন প্রচেষ্টায় আমরা আপনার সহায়তা কামনা করি

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : বি বি ৪১৮৮

কলিকাতা শাখা— ৮১, ষ্ট্রাণ্ড রোড, ফোন। বি বি ২৯৮০

অন্যান্য শাখা—হাওড়া, চন্দননগর, বালুরঘাট, শিয়াকুল, নারায়ণগঞ্জ, অমলসাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

সুদ : চলতি—১% মেয়াদি—২%

আমাদের স্থানীয় শাখাসমূহ, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত বিষয়, প্রতিনিধি পদ, লোন ও ওভারড্রাফট বিষয়াবলীর জন্য পত্র লিখুন।

সুবিধাজনক সর্ত্তে দেয়ার ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। বিভিন্নরূপ ও কোম্পানীর কাগজের সুদ আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৩০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যজ্ঞনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাওড়া (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ।

সে-অফিস : সিমলাবিদ

ফোন : বি বি ৪৭৭১

মেয়াদের মেয়াদান্তে :

এ চ্যাটার্জি, বি-এল, সি-এ, আই, আই, বি

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৬ই এপ্রিল	১৯ই এপ্রিল	২১ই এপ্রিল	২৩ই এপ্রিল	২৪শে এপ্রিল	২৫শে এপ্রিল
ইটখোলা—অকল্যাণ ষ্টুই বিলস লিঃ ...		—	[illegible]	—	[illegible]	
আলোচা ইণ্ডিয়া ষ্টুই বিলস লিঃ ...		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
কামারহাটী ...		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
কমীরা ...		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
কেশিরেডলী ...		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
বিলাসেন্স ...		[illegible]	—	[illegible]	—	
ক্লিকলাতা ...		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
হাওড়া ...		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ডিমির ক্লাস—বেঙ্গল প্রপার্স কোং লিঃ ...		[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	
ইণ্ডিয়ান প্রপার্স কোং লিঃ ...		[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	
টেক এন্ড কোং লিঃ ...		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ডা ব্যাঙ্কার্স—ব্যাঙ্ক অব কোং লিঃ		—	—	—	—	
বিশ্বনাথ ষ্টী কোং লিঃ ...		—	[illegible]	—	—	
বিবিধ—ব্যাঙ্গালোর সিমেন্ট কোং লিঃ ...		—	—	—	[illegible]	
বি আই কর্পোরেশন ...		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
বেঙ্গলীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...		[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	
বোর্ডান ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ		—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ইণ্ডিয়া কেমারেল ইন্ডিকেশন কোং ...		[illegible]	—	—	[illegible]	
আলায়েন্স সিমেন্ট ...		[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	
ডাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী ...		—	—	[illegible]	—	
ষ্টেক মোটরকার ...		—	—	—	[illegible]	

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম. এম. গ্যাটিঙ্কে

নিউট্রিমেণ্টস্ মিল্ক বিস্কুট

স্বাদে ও গুণে অতুলনীয়

—প্রস্তুতকারক—

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ, কলিকাতা

—ডিষ্ট্রিবিউটর্স—

কোম্পিঞ্চ এ্যাণ্ড কোম্পানী

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পটারী মেসিন

প্রস্তুতকারক :

কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং

কোম্পানী লিঃ

পৃষ্ঠপোষক : কর্ণধার আলোদোহন দাস

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—এইচ, সি, বোস এণ্ড আদার্স লিঃ
২৪, মোহনের লেন :: কলিকাতা।

আপনার সহায়তা কামনায়
ঘি

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩, বর্ণওয়ালা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২১৭০ (৩ লাইন)

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	
(অতিরিক্ত জমা সহ)	১০,৩৬,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,০৮,১৮,০০০৲
সমস্ত, কোম্পানীর	
কাগজ প্রভৃতি	১,১২,৩৮,০০০৲
রিজার্ভ	২,০৬,০০০৲

আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য
আমাদের উপর নির্ভরে নির্ভর করুন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : হেড অফিস—
ক্যাল ৪৬৩ ৭ নোয়াপো লেন

—শাখা—

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট	কলিকাতা	ডিহরী
বালেশ্বর	কাকদ্বীপ	জেমসপুর
বাহিরাগাছি	কেরিমীপুর	নবগ্রাম
বাসীপুর	গড়বেতা	পোড়াদহ
ভবানীপুর	ঘিরনি	বড়শোলা
মজিদপুর	দিঘাকাপুর	বেলাবন্দ
মাকড়দহ	দুর্গাবেলানী	বেলঘর
মেদিনীপুর	বালুচরী	মাইতীনা
মুর্শিদা	মুন্সী	মহিষ

নগদ প্রদান সেফটিবক্স ব্যাঙ্ক, ফিক্স ডিপোজিট প্রভৃতি ব্যতীত, আমানতী এবং সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কি কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জে সি চক্রবর্ত্তী

কোকোলা

কেশ পরিচর্য্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। কি প্রকারে কি ভাবে ইহার ব্যবহারে কেশের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হয়। কেশ কুঞ্চিত, দীর্ঘ ও ভ্রমরকৃষ্ণ করিয়া নারীর শ্রীবৃদ্ধি করিতে ইহা অদ্বিতীয়। তাহা আমরা বলিয়া দিব। অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন সম্পাদনে উহার অদ্ভুত ক্ষমতা এবং ইহার বহু বীজধারী, স্নিগ্ধ ও আরামপ্রদ।

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া কলিকাতা

চেকের অভ্যাস

সকল রকম অভ্যাস অপেক্ষা অধিক লাভজনক

আজই হোক বা কয়েক বছর পরে হোক এরূপ অভ্যাসদ্বারা আপনার জীবন পরিচালিত করিতেই হইবে। সুতরাং আপনার সঞ্চিত অর্থ খুব অল্পই হউক আর বেশীই হউক, আজই এই অভ্যাস খুব ছোট ছোট প্রারম্ভ চেকের সাহায্যে সুরু করুন

অ্যাকাউন্টস্ খোলা হয়

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এম্, বসু
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মে. এম, সেন, বি-এল-এর, বার-ই-এল্
(লণ্ডন) কোম্পানীর ম্যানেজার।

স্থাপিত—১৯৩৩ ফোন : বড়বাজার ৪৪৫৮

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চলতি হিসাবের সুদ ... ১%
মেয়াদী আমানতের সুদ ৫%

গত ১লা জানুয়ারী, বহুদিন কলিকাতা শাখা, ৮৩এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে অতিরিক্ত অফিস খোলা হইয়াছে।

অনুমোদিত জামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ এম্ চ্যাটার্জ্জি

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৮ ফোন : বড়বাজার ৪৪৫৮

হেড অফিস—৮৬বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, চাঁচাদহ, সিউড়ী, পুরুলিয়া, এলাহাবাদ, লাহোর, কাশীপুর, বালিয়া, খাঁড়াউরা, বেঙ্গুরিয়া, পুরুলিয়া, সাধারণ এক্সিবিশন, বড়বাজার, মোহানন্দ ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন রেঞ্জ, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

- সহজ সর্ত্তে টাকা মঞ্জুর দেওয়া এবং বিল ডিসকাউন্ট করা হয়।
- বিনামূল্যে ডিপোজিট এবং সেফ আমানতের উপযুক্ত সুবন্দোবস্ত রাখা হয়।
- ব্যাঙ্কের "ব্যাঙ্কিং-বুক ইন্‌ফরমেশন"-এর জন্য আবেদন করুন।

শাখাসমূহ—

বোম্বে, ঢাকা, ঔরঙ্গাবাদ, নবদ্বীপ, বড়বাজার, চাইবাসা, চন্দ্রনগর, আসাম মলিকাতা, রায়পুর, আলাহিয়া, খোয়াই, নৈহাটী, লাহারপাড়, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ (আসাম) ও বালিয়া।

আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

১৪৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত।

PHONE—B. B. 6362 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

নবম বর্ষ] Monday, 30th April, 1945. সোমবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৫২ [৫১শ সংখ্যা

ব্যক্তিগত আয়ের উপর আয়কর

ভারতবর্ষে আয়কর আইন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর যে আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য হইয়া থাকে তাহা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা—(১) ব্যক্তিগত বয়োবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার ব্যতীত যে আয় হয় এবং (২) বিশেষ্যুদ্ধের সঞ্চিত সম্পত্তি হইতে বিশেষ শ্রেণীর যে আয় হইয়া থাকে। ভারতীয় আয়কর আইন অনুসারে আয়কর ধার্য্যের ব্যাপারে এই দুই শ্রেণীর আয়ে কোন পার্থক্য করা হয় না এবং ব্যক্তিগত পরিশ্রম লব্ধ আয় ও বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত আয়ের উপর সমান হারে আয়কর আদায় করা হয়। অথচ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই দুই শ্রেণীর আয়ের মধ্যে প্রয়োজনে শ্রেণীর আয়ের উপর কম হারে আয়কর ধার্য্য করিবার রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকারের আয়ের উপস্থিত করার কালে তদানীন্তন অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইজম্যান জানান যে, চলতি বৎসর হইতে ব্যক্তিগত পরিশ্রমলব্ধ আয়কর ব্যবসায়ের আয়ের শতকরা ৯৫ ভাগের উপর কোন আয়কর ধিতে হইবে না। তবে সর্ব্বোচ্চে ছোটোটি ৫০০০ টাকার আয়েরই এই ভাবে আয়কর হইতে রেহাই দেওয়া হইবে। আর জেরেমি আয়কর আদায় যে সৌথ কোম্পানীর আয় অথবা সেয়ারের লভ্যাংশ, কোম্পানীর কাজের মূল, কি সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী আয়কর হইতে রেহাই পাইবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান যে, উপরোক্তভাবে ব্যক্তিগত পরিশ্রমলব্ধ আয়ের আয়কর হইতে অব্যাহতি দিলে আয়কর বিভাগে সর্ব্বসাকুল্যে আয় বৎসরে ৩৫ কোটী টাকা কমিয়া যাইবে এবং উহা পূরণের জন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, বাষিক আয় বৎসরে ১৫ হাজার টাকার বেশী আয়ের আয়কর ও উপর লাভ্যাংশের পরিমাণ প্রতি টাকায় এক পয়সা করিয়া বৃদ্ধি করা হইবে।

স্যার জেরেমির প্রস্তাব মত বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম হইতে ১৫ হাজার টাকার উপর আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অতিরিক্ত হারে লাভ্যাংশ ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিশ্রমলব্ধ আয়ের শতকরা ১০ ভাগকে আয়কর হইতে অব্যাহতি দিবার যে পরিকল্পনা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে আয়কর আইন সংশোধন বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন পরিষদবিধি বিভিন্ন দলের বিরোধিতার ফলে তাঁহারা ঐ বিল প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলে একদিকে ব্যক্তিগত পরিশ্রমলব্ধ আয়ের কতকাংশকে আয়কর হইতে রেহাই দিবার দাবী লইয়া পরিষদের ১৫ হাজার টাকার উপরের আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে অতিরিক্ত লাভ্যাংশ গ্রহণ করিতেছেন—কিন্তু অন্য দিকে ব্যক্তিগত পরিশ্রম দ্বারা অর্জ্জনাগমন করিতেছে তাহাদের কোনই সুবিধা হইতেছে না। এই বিষয়টির প্রতি সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে

সাময়িক প্রসঙ্গ

সদস্য ভাক্তারাচারি আয়েঙ্গার সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। উহার উত্তরে অর্থসচিব বলেন যে, বিষয়টি সম্বন্ধে ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, ভারত সরকার একটী অভিজ্ঞাপন দ্বারা ব্যক্তিগত পরিশ্রমলব্ধ আয়ের কতকাংশের উপর আয়কর গ্রহণ না করার রীতি বলবৎ করিয়াছেন। সরকারী ঘোষণায় এক বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিকে আয়করের কবলকাল হইতে রেহাই দিতে সরকার করিয়াছেন যে, ৫৫ বৎসর বয়স্ক আই-সি-এস শ্রেণীর উচ্চ সেয়ারের সরকারী কর্ম্মচারীদের দুটী বিভাগই উহাদের লভ্য। তদুপরি নীতি হিসাবে ব্যক্তিগত পরিশ্রমলব্ধ আয়ের উপর কিছু কম হারে আয়কর ধার্য্য করার প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি। সেই হিসাবে সরকার যদি একটী অভিজ্ঞাপন দ্বারা এই নীতি বলবৎ করেন তাহা হইলে উহা কোন দোষের বিষয় হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

কোম্পানী আইনের সংশোধন

দেশের দুর্দ্দিনের বিভিন্নাণী লোক বাহাতে শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর উপর অহিফেনভাবে ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার না করিতে পারে সেজন্য ভারত সরকার অনুত্ত করিয়াছেন ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধন সম্পর্কে একটী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। প্রকাশ, ঐ আইনের যতগুলি ধারা পুনর্লিখিতকরণ করা হইবে তন্মধ্যে কতকগুলি বিদেশক অভিমতের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। সৌথ কোম্পানীর রিজেষ্টার বিভাগ সম্পর্কে পরিচালনে যে বিভিন্নতির প্রশ্ন আছে তাহাতে এতদ্দেশ লোকের এক সঙ্গে অনেক-গুলি কোম্পানীর রিজেষ্টার হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই। এই সুবিধা থাকায় বহু দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের কর্ত্তৃত্ব অনেক ক্ষেত্রে দুষ্টলোকের হাতে বিনা বেদীভূত হইতেছে। দুষ্টলোক অবশ্য এতদ্ভাবে আমাদেরই সর্ব্বনাশ হইতেছে। এই সব

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১০৮৩-১০৮৫
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১০৮৬
বিক্রয়কর সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি	১০৮৬-১০৮৮
বঙ্গীয় হিন্দু নারীগণের সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিল	১০৮৯
বেনামীর খাতা	১০৯০
প্রাদেশিক মুদ্রিয়ার অবস্থাবলম্ব	১০৯১-১০৯৩
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	১০৯৩
বাজারের খবরাখবর—	১০৯৭-৯৮

অবস্থাবের ফলে ভারতে অবস্থানরত সৌথ কোম্পানীর রিজেষ্টার বিভাগ সম্পর্কে কোম্পানী আইনের বিধান পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তাহা ছাড়া সৌথ কোম্পানীর সেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে কোম্পানীসমূহের রিজেষ্টার ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ যাহাতে যে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করিতেছেন সরকারের তাহাও সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন না বলিয়া মনে হয়। মূতন কোম্পানীর প্রসপেক্টাসে মাহিত করিতে বিদ্যা কোম্পানীর উদ্যোক্তারা উহার বেশী পরিমাণ সেয়ার রিজেষ্টার, প্রমোটার ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদের নিকট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন। কোম্পানীর আর্থিক স্থিতি সম্পর্কে একটা অতিরঞ্জিত ধারণা সৃষ্টি করিবার জন্যই অনেক ক্ষেত্রে সাময়িক-ভাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। কোম্পানী সম্পর্কে আকৃষ্টাধিক হইয়া লোকে যখন তাহার সেয়ার ক্রয় করিতে আসে তখন রিজেষ্টার ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবেরা সেই সুযোগে তাঁহাদের কেনা অতিরিক্ত সেয়ারগুলি বাজারে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এইভাবে সাধারণকে সেয়ার গছাইবার পর যেসব সময় হয় সেসময় কোম্পানীর রিজেষ্টার ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কিনিবার বা বাজারি মূল্যে সেয়ার ফিরাইয়া দিবার দুর্দ্দিনা হয়। এই বৎসরের দুর্দ্দিনি বন্ধ করিবার জন্য আমরা সর্ব্বপ্রথমে এদিক দিয়াও কোম্পানী আইনের বিধান সংশোধন করিবার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছিলাম বলিয়া আমরা।

ভারতীয় কোম্পানী আইনের বর্ত্তমান সৌথ-উদ্যোগ এবং সৌথ কোম্পানী স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে আমরা সময়ই দুর্নীতি লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই দুর্নীতি সম্পর্কে উদ্যোগ লইয়া কোম্পানী আইনটীকে বাজারে সংশোধন করা একান্ত দরকার বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু সমস্ত দিক বিবেচনাপূর্ব্বক বিস্তারিত-বিশ্লেষণ না করিয়া ভারত সরকার শুধু দুই একটী ছোটখাট বিষয় লইয়া যেভাবে কাজে অগ্রসর হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাতে প্রকৃত সুফল বিশেষ কিছুই পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ মূল যাইতেছে তাহাদের মূল সেয়ার হইতেছে কোম্পানীর রিজেষ্টারদের বিরুদ্ধে। সৌথ এবং কোম্পানীর রিজেষ্টার থাকিবে কেন তাহা কোম্পানীর রিজেষ্টার হন ইহা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। কোম্পানীর রিজে-ষ্টার ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা কোম্পানীর সেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন ইহাও তাঁহারা চান না। এই দুই প্রধান অভাব দূরীকরণ ব্যতীত কোম্পানী স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে যে দুর্নীতির অভাব ঘটে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেসব বর্ত্তমান অবস্থায় এই সব প্রধান বড় অভিযোগ সেসে সৌথ কারবারের প্রসার ও শিল্প-ব্যবসায়ের সুপ্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে প্রতিবন্ধক হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। এমনকি সৌথ কোম্পানী

কোম্পানীর হিসেবটা ইহলে তাহাতে নিজ-ব্যবসায়ে মুদ্রিতের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার সম্ভাবনা কতিপয়ের নয়, কিন্তু যে ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের বিশ্বাস করিয়া যৌথ কোম্পানীতে অর্থ নিয়োগ করিতে হয় না, অথচ যেখানে লোকসানের একমাত্র ঝুঁকিটা হইল না যে, কোম্পানী হিসেবটা হইলে তা দিলে যে ক্ষেত্রে যৌথকোম্পানী গঠন ও মূলধনের উল্লেখের সম্ভাবনা না প্রকাশ হইবে কি করিয়া? হিসেবটা ও তাঁহার সহকারিগণের বেতন করিয়া দেওয়ার জন্য না করিলে কোম্পানীর মূলধনের বা আয়ের কোথা হইতে?

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া হিসেবটা নিয়োগ সম্পর্কে ও বেতার বিলের সম্পর্কে উপরোক্ত বক্তব্যের সরকারী প্রস্তাবগুলি আমরা আলোচনার অযোগ্যিতের অধিকারী মনে করি।

মজুরি ও মি: জেনোকি

ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ এস্ এ জেনোকি সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশে সফর করিতে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গলার প্রধান মুদ্রিত মুদ্রিত ব্যবসায় এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যগণ এক্সচেঞ্জের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মিঃ জেনোকির আগমনে এই কঠিন সমস্যা সমাধানের সহায়তা নিশ্চয়ই হইবে মনিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু টেক্সটাইল কমিশনারের মহাশয় বাঙ্গলার মুদ্রিত প্রকাশের সাহায্য করিবেন কি, এসোসিয়েশনের যে সকল মুদ্রিত আলো করিবার ইহাই তিনি বীকার করেন না। সাংবাদিক সম্মেলনে এক বক্তৃতায় তিনি বোলা করিয়াছেন, "বাঙ্গলার সকল করিয়া আমার যে ধারণা হইয়াছে তাহাতে এক্সচেঞ্জে সকল মুদ্রিত দেখা বিষয়ে বলিয়া সাধারণ: কোন কথা উঠিতে পারে না। যদি কেহ আমার অবস্থানে দেখানে কথা করেন তবে তাহা নিতান্ত অনিচ্ছিত ও অসমত হইবে।" বাঙ্গলার সকল সম্বন্ধে যেরূপ মুদ্রি পাইয়াছে এবং এখানে সকল মুদ্রি নিয়াছে স্থানে স্থানে পরিদর্শন করা যেরূপ মুদ্রাদায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এই অবস্থানে কারখানের মুদ্রিত ছাড়া কথা কি ভাবে অভিহিত করা যায় তাহা আমরা জানি না। মিঃ জেনোকি আরও বলেন, ব্যক্তিগতভাবে বাঙ্গলা সকল করিয়া এবং সকলে সকল দেখিয়া তিনি তাঁহার নিজাতে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সকলটা যে কলিকাতা ও ঢাকা সহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ইহা বলিতেই আমরা। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আরও বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গলা বলিতে কেবল কলিকাতা ও ঢাকা সহরই বুঝায় না। ইহা আরও একটা বৃহৎ অংশ আছে। এই দুই সহরের বাহিরে যে বিরাট অঞ্চল পড়িয়া রহিয়াছে সেই অঞ্চলের লোকের অবস্থা সম্বন্ধে কোন ধারণা মিঃ জেনোকির আছে কি? আমা দ্বারা কলিকাতা সহরে বর্ধমানে এক্সচেঞ্জেই চেম্বারে কারখানা বিভিন্নভাবে না আসাতে ঐ সহরেই যা কারখানের মুদ্রিত নাই বলিয়া একটা বিষয় উক্তি তিনি করিলেন কি করিয়া? মিঃ জেনোকি তিনীয় মুদ্রি হইতেছে তিনি বাঙ্গলার কারখানা সহরকারের পরিমাণ সম্বন্ধে যৌজখবর লইয়াছেন এবং সেইরূপ যৌজখবর লইয়াই এক্সচেঞ্জে অঞ্চলে কোন মুদ্রিত নাই বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে। ঐরূপ যৌজখবরের মূল সূত্রটা তিনি প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গলা সহকারের বেসামরিক বাণ সরবরাহ বিভাগের অধিকর্তাকে যে এ বিষয়ে তিনি প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অধিকর্তার উপর মিঃ করিয়া মুক্তকণ্ঠে আছে মুরাদাবাদী সাহেব গত ১৯৪০ সালের যে মাসে (মুদ্রিতের পূর্বে মুহূর্তে) বাঙ্গলার চাউলের কোন অভাব নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই অধিকর্তার উপর নির্ভর করিয়াই মি: জেনোকি বাঙ্গলার ব্যবহার মাথা পিছু ১১ পঞ্চ বহু কাটতি ধরা করিয়া বহাল করিয়াছিলেন। আর অন্যদিকে কারখানের উৎপন্ন বহু হইতে বোম্বাই ও পাঞ্জাবের লোকের জন্য ১৮ পঞ্চ হিসাবে কাপড় চালান দিয়া বাঙ্গলার লোকদিগের জন্য মাথা পিছু ১০ পঞ্চ হারে বস্ত্র সরবরাহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের বিশ্বস্তের উপর নির্ভর করিয়া যৌথ কোম্পানীর কর্ম নিয়োগ করিতে যাওয়া যে নিতান্ত মুদ্রি, কিন্তু মি: জেনোকি তাহা স্বীকার করিতে রাজী নহেন। তিনি বলিয়াছেন, এক্সচেঞ্জে সকল মুদ্রিত দেখা বিষয়ে বলিয়া সাধারণ: কোন কথা উঠিতে পারে না। যদি কেহ আমার অবস্থানে দেখানে কথা করেন তবে তাহা নিতান্ত অনিচ্ছিত ও অসমত হইবে।" বাঙ্গলার সকল সম্বন্ধে যেরূপ মুদ্রি পাইয়াছে এবং এখানে সকল মুদ্রি নিয়াছে স্থানে স্থানে পরিদর্শন করা যেরূপ মুদ্রাদায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এই অবস্থানে কারখানের মুদ্রিত ছাড়া কথা কি ভাবে অভিহিত করা যায় তাহা আমরা জানি না। মিঃ জেনোকি আরও বলেন, ব্যক্তিগতভাবে বাঙ্গলা সকল করিয়া এবং সকলে সকল দেখিয়া তিনি তাঁহার নিজাতে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সকলটা যে কলিকাতা ও ঢাকা সহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ইহা বলিতেই আমরা। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আরও বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গলা বলিতে কেবল কলিকাতা ও ঢাকা সহরই বুঝায় না। ইহা আরও একটা বৃহৎ অংশ আছে। এই দুই সহরের বাহিরে যে বিরাট অঞ্চল পড়িয়া রহিয়াছে সেই অঞ্চলের লোকের অবস্থা সম্বন্ধে কোন ধারণা মিঃ জেনোকির আছে কি? আমা দ্বারা কলিকাতা সহরে বর্ধমানে এক্সচেঞ্জেই চেম্বারে কারখানা বিভিন্নভাবে না আসাতে ঐ সহরেই যা কারখানের মুদ্রিত নাই বলিয়া একটা বিষয় উক্তি তিনি করিলেন কি করিয়া? মিঃ জেনোকি তিনীয় মুদ্রি হইতেছে তিনি বাঙ্গলার কারখানা সহরকারের পরিমাণ সম্বন্ধে যৌজখবর লইয়াছেন এবং সেইরূপ যৌজখবর লইয়াই এক্সচেঞ্জে অঞ্চলে কোন মুদ্রিত নাই বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে। ঐরূপ যৌজখবরের মূল সূত্রটা তিনি প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গলা সহকারের বেসামরিক বাণ সরবরাহ বিভাগের অধিকর্তাকে যে এ বিষয়ে তিনি প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অধিকর্তার উপর মিঃ করিয়া মুক্তকণ্ঠে আছে মুরাদাবাদী সাহেব গত ১৯৪০ সালের যে মাসে (মুদ্রিতের পূর্বে মুহূর্তে) বাঙ্গলার চাউলের কোন অভাব নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই অধিকর্তার উপর নির্ভর করিয়াই মি: জেনোকি বাঙ্গলার ব্যবহার মাথা পিছু ১১ পঞ্চ বহু কাটতি ধরা করিয়া বহাল করিয়াছিলেন। আর অন্যদিকে কারখানের উৎপন্ন বহু হইতে বোম্বাই ও পাঞ্জাবের লোকের জন্য ১৮ পঞ্চ হিসাবে কাপড় চালান দিয়া বাঙ্গলার

মি: জিন্নাহের সুবুদ্ধিবৃদ্ধি

মি: জেনোকি বলিতেছেন, বাঙ্গলায় কাপড়ের মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু কাপড় কোথায় আছে এবং কি করিয়া তাহা পাওয়া যাইতে পারে সিভাগ্য কমিশনার তাহাই সে প্রশ্নের জবাব তিনি বাঙ্গলার এড়াইয়া গিয়াছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে সকলের সমক্ষে জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি অনায়াসভাবে শুধু তাঁতবস্ত্রের বেসাতের ফর্দাই উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গলার হাটবাজারে এই বস্ত্র অভাব নাই, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। কিন্তু সম্মেলনে তিনি আবার বীকার করিয়াছেন যে, তাঁতবস্ত্র পাওয়া সেলেও তাহার দর এত বেশী যে, সেলের লক্ষিত লোকদের পক্ষে উহা সংগ্রহ করা সাধ্যাতীত নহে। সুতরাং অভাবে অভাবে তাঁত চালানো যেরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এ অঞ্চলের হাটবাজারে তাঁতবস্ত্রের যোগান বর্ধমানে কিছুতেই বেশী হইতে পারে না। অথচ যিল মুদ্রি যেখানে বাজারে এরূপবাবেই পাওয়া যায় না সেখানে কাপড়ের যোগানে তাঁতবস্ত্র কিছু কিছু দেখা যায় ইহা সত্য। আসল কথা হইতেছে দর অত্যন্ত বেশী বলিয়াই সে সকল এখনও বিক্রয় হইতেছে না। তাঁতবস্ত্র বাজারে পাকিলেও চড়া দামের জন্য তাহা যে অধিকাংশ লোকের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে মিঃ জেনোকি তাহা বীকার করিবেন কি?

১৯৪০ সালে বাঙ্গলার চাউলের মুদ্রিত দেখা যাওয়ার পর এখন এখন সরকারী কাপড়ের ভাতাদি করিয়া মুদ্রিত কমাইতে এগাইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সরকারী সরবরাহের উদ্যোগের বন্ধুতা ও বিশৃঙ্খলার এই অঞ্চল সকলকে সকলে পরিহার করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে মুদ্রিত এবারি সাহেব হইতে বাঙ্গলা সরকারের মুদ্রে ঐরূপবলম্বন অভিযোগ পর্যন্ত, সকলেই মুদ্রিতের অভিযোগ শেষ পর্যন্ত বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বাঙ্গলার বস্ত্র-সমস্যা সম্পর্কে সেই ইতিহাসটুকু একটা পুনরাবৃত্তির মূলে আমরা মুদ্রণ করিয়াছি।

ভারতের নিরোগোক্তি ও বৃটিশ সহযোগিতার প্রশ্ন

ভারতের নিরোগোক্তি সম্পর্কে বৃটিশ নিয়ন্ত্রিতদের সহায়তা ও সহযোগিতার কথা উঠিয়াছে। এক শ্রেণীর এজেন্সীধারী ব্যক্তি নিজ-ব্যবসায়ের মূলধন, কাঁচা পরিচালনা ও মূলধন বন্টন সম্পর্কে খাঁটি-আটি খবরা ঠিক ভারতবর্ষকে সেই সাহায্য ও সহযোগিতা আমাদের পরামর্শ দিতেছেন। এখনে তাঁর বিরোধ নাই, এই সবলের প্রস্তাব উপযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে বৃটিশ ফেডারেশন, যার ইস্তাহার কতিপয় সদস্য সেইরূপ প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্পর্কে উহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তাহ বৃটিশ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এ ডি হিল সম্প্রতি ঢাকাই "আয়ুর-আমি খবরার সঙ্গে ভারতবাসীকে বৃটিশ সহযোগিতা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ভারতের নিরোগোক্তি জন্য উপযুক্ত মূলধনি ও অভিজ্ঞ বিদেশী সরকার। বৃটিশ শিল্পপতিরা এখন দিয়া ভারতবর্ষকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু বৃটিশ শিল্পপতিরা নিজের পরার্থপরতার আজ হইতে সে সাহায্য এখন করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন না। ভারতবাসীরা যদি বাস্তবিক নিরোগোক্তি করিতে চান তবে আগে-আগি খবরা দিয়াই বৃটিশ নিয়ন্ত্রিতদের সেই সাহায্য আদায়িত্বের আদায় করিতে হইবে। ভারতবাসীরা যদি বাস্তবিকই ভারতে ঐরূপ সঙ্গে বৃটিশ সহযোগিতা গ্রহণে আগ্রহান্বিত হন তবে তাহাদের ঐ ক্ষেত্রের আবিষ্ট উপস্থিত আগে নিয়ন্ত্রণে বাধ্য হইবে।

ভারতবর্ষে যাবতীয় নিজস্ব ও নিয়োগযোগী উদ্যোগদের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইতেছে

বৃটিশ রপ্তানী-বাণিজ্যের অবস্থতি

বৃটিশ রপ্তানী-বাণিজ্যের যে সর্বনেশে বিপদ পাওনা গিয়াছে তাহা যুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে এদিক দিয়া একটা মোটামুটি অবস্থতির আভাস পাওয়া যায়। পূর্বে অন্যদের যত্ন লেখের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্যের সংযোগ ছিল, যুদ্ধের ফলে বাহিরে বিস্তর পরিমাণ বিলাতী লোকের আটকি হইল। যুদ্ধের ফলে বৃটিশের বৃহৎ রপ্তানী-বাণিজ্য বিলুপ্ত হওয়া দেখা যায়। ১৯৩৯ সালে বৃটেন যাহাকে যে পরিমাণ বৃটিশ রপ্তানী করিয়াছিল, ১৯৪৬ সালে সে মুলুকগুলিতে তার মোট রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র শতকরা ৩৭ ভাগ। ১৯৪৩ সালে তাহা আরও হ্রাস পাইয়া শতকরা ২৯ ভাগে পর্যবসিত হয়। ১৯৪৪ সালে তাহা আরও কিছু বাড়িয়া শতকরা ৩১ ভাগে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু যুদ্ধের সাময়িক কারণসমূহ বিনা সাহায্য করিলে নিশ্চয়ই তাহা ৩৫ কিংবা ততোধিক পরিমাণে হ্রাস পাইত। এখানে রপ্তানী সম্বন্ধে কিছু কিছু বৃটিশ পরিসংখ্যান-পদ্ধতি আলোচনা করিলে ভাল হয়, ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালের তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগ, আপাতদৃষ্টিতে রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ১১ ভাগ ও বস্ত্রের রপ্তানী শতকরা মাত্র ৯৯ ভাগ উল্লেখ করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বিলাতী দরুণ বৃটিশ বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ হিসাবে গণ্য হইয়াছে। কিন্তু এই বিভিন্নরূপ রপ্তানীর তুলনা ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালে একপক্ষমাণে পরিবর্তন হইয়াছে। রপ্তানী-বাণিজ্যই বৃটেনের আয়ের প্রধান অবলম্বন। ঐ দেশের লোকদের জীবনযাত্রার মান উচ্চ রাখিবার পক্ষে রপ্তানী-বাণিজ্যই কারণের মূল। বৃটেনে বাহ্য-সামগ্রীর উৎপাদন কম। সেজন্য বাহিরে বিস্ত-পণ্য বিক্রয় করিয়া তাহিরিয়ের বিনিময় হইতে লোকের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী আমদানীর সুযোগ বৃটেনকে করিতে হয়। সেজন্য বিশেষে প্রভূত পরিমাণ বৃটিশ মূলধন বিদেশীদের হাতের দলে রহিয়াছে, আর বিদেশ পূর্বে যাহির হইতে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ আমদানীর একটা সুযোগ ছিল। যুদ্ধের ফলে এখন বৃটেনের সে মূলধন অনেক পরিমাণে উঠিয়া গিয়াছে। আয়ের পরিমাণ বর্তমানে ৩০০ কোটি পাউণ্ড পরিমাণ বৈদেশিক খেলার জন্যে আজ বৃটেনের অনেক বিপত্তির হইয়াছে। এই অবস্থায় রপ্তানী-বাণিজ্যের শ্রেণীগত অবস্থতির কথা ভাবিয়া বৃটেনের লোক আজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। বৃটিশ বর্তমানে ও বৃটেনের বিদেশবিহা বিভিন্ন মূল্যে করিয়া আজ রপ্তানী-বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। রপ্তানী-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সরকারীভাবে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। 'বেটো' ও 'বিটাক' (Beteo and Betak) নামক দুইটি প্রতিষ্ঠান পরিচয় বৃটিশ এজেন্সীর মারফতে বিদেশে বিলাতী পণ্য চালানির সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে ব্যবস্থা চালাইবার জন্য এজেন্সীর মারফতে বিদেশে বিলাতী পণ্যের প্রচারকার্য চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমদানী সম্প্রসারণে বৃটেনের লোকেরা তাহাদের বাণিজ্য সম্প্রসারণে অনেক দূরে, ইহাতে আমাদের কিছু আসিবে যায় না। তবে উদ্যমের ঐ অভিযানের ফলে অবশ্যের সম্প্রতি দেশ সমূহে বৃটিশ পণ্যের বাজারের প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি।

'কমনিউজার ওয়ার্ল্ড' আমদানীর খোরাক কথা

বৃটিশ রপ্তানী-বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে উপরে যে উদ্যোগ-আয়োজনের কথা বলা হইল তাহার জন্য বলে তাহিনে 'কমনিউজার ওয়ার্ল্ড' বা অন্ন-সাধারণের ব্যবহার্য জিনিষের নামে অনেকে বিলাতী দ্রব্য আমদানীর বহর দেখে অনেকেরই অনুমান করা হয়। ১৯৪৩ সালে বৃটিশ রপ্তানী বন্ধ হইয়া ১৯৪৬ সালে তুলনায় তাহারা শতকরা ৭৯ ভাগ দাঁড়ায়, ইহার পূর্বে আর কোনও বছরই এত হ্রাস পায় নাই। ফলে বিদেশে বৃটিশ বৃটিশ প্রতিযোগী ঐ সময় হইতে আমদানীর সুযোগ অনেক পরিমাণে বিলাতী পণ্য আমদানীর সুযোগ করিতে থাকে তবেন। যুদ্ধের সময়ে সরবরাহের চলতেরেই দেশী পরিমাণ আমদানি হিসাবিক্ষিত রাখিতে হয়। এই বিষয় তত্ত্ব করিয়া বৃটিশ রপ্তানী-বাণিজ্যের সমস্ত আমদানি যোকাই করিয়া অন্যান্য বিলাতী মাল আমদানী করা হোক্ত হইবে না। আমদানীকারক ইহাতে নিরাশ বোধ হইয়া উঠিবে। কাজেই দুই বিশ্ব সমান বাড়িয়ে বৃটিশ সর্বসাধারণ আমদানীর উৎসাহার্থে অন্যান্যদেশীয় 'কমনিউজার ওয়ার্ল্ড' আমদানীর সুযোগ উদ্যমের করিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে এদেশবাসীর একমাত্র বিটেইয়া সমর-সংক্রান্ত সম্পর্কে আমাদের 'সরকার ইনডিয়ারি' বা দৈনিক ব্যয়ের অনুমান করিবার সময়ে বৃটিশ সর্বসাধারণ ১৯৪৩ সাল হইতে এদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর বিলাতী মাল রপ্তানী করিয়াছেন। ১৯৪৩ সালে ভারতে ব্রাউন ও অন্যের অভাবে বস্ত্র লোকদের না পাইয়া মরিতে হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষাইনের অভাবে এদেশে ম্যানচেষ্টারের বিলাতী ম্যানচেষ্টার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। কিন্তু 'কমনিউজার ওয়ার্ল্ড' নামে বৃটিশ সর্বসাধারণ অন্যান্য বাহির হইতে ঐ সময়ে কিনিব চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন নাই। বৃটিশ ও ভারতীয়দের 'কমনিউজার' কিনিব অবলোকনের একান্ত অনেক-জনীয় উহা হিসাবে যখন তাঁহারা এদেশে নয়, এদেশের মূল্য ও লাইসেন্স প্রভৃতি বিলাতী পণ্যই রপ্তানী করিয়াছিলেন।

'কমনিউজার ওয়ার্ল্ড' আমদানীর এই নমুনা দেখিয়া ভারতবাসীরা এখন হইতে তাহার বিষয়ে বিশেষ রূপক-ধারণা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ভারতে বৃটিশ রপ্তানী-বাণিজ্য কর্তারাই বৃটিশের এই সময় কথা বৃটিশ সর্বসাধারণ আজও পরিবর্তন করিতেছেন না। যদি ১৯৪৬ প্রতিযোগ ও সমর বিভাগ উপেক্ষা করিয়া 'কমনিউজার ওয়ার্ল্ড' আমদানীর চেষ্টাকে 'অধিক সুবিধার আশায় আশির করিবার চেষ্টাই ধরিয়া করিতেছেন। অন্যান্যদেশের প্রয়োজনীয় কি'এর নাম এতদিন মাত্র কতিপয় শ্রেণীর বিলিষ্ট এদেশে আমদানী হইত। হাজারটি বিলাসের মাহমতে' আজ অর্থসাধারণের সহিত একটা বৃটিশ করিয়া সইয়া করিবার মাল শ্রেণীর বেশী পরিমাণ বিলাতী মাল তাঁহারা এদেশে চালান দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'কমনিউজার ওয়ার্ল্ড' আমদানীর নামে আজকে বৃটিশ রপ্তানী-বাণিজ্য সম্প্রসারণের এই তীব্র চেষ্টার ইহাদের আশির অবৈধভাবে লোকদের সুযোগের সুযোগ দৃষ্টান্ত।

মহাজনদের পতি

আলোচ্য সপ্তাহে যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় সুযোগ লাভলোকের বাণিজ্যের অবস্থতে উপস্থিতি। যুদ্ধের বাণিজ্যের ফলে ফলে এমন একটা মূল ধারণার হয়ে, যেসব বীমালোক ও মালবহনকারিগণ সহজে ভাগ করিতে পারে নাই তাহাদের পক্ষে এই সময় বর্তমানে খুবই অবসর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মালবহনের অভাব বাণিজ্য পরিচালকদের হইতেই পরিচয় প্রকাশ। বাণিজ্যের উন্নতি বাড়ানোর জীবন প্রকাশ করার চেষ্টায় এবং অভাব জীবনেরই প্রকাশই মালবহন-কর্তৃপক্ষ অধিকার হইয়াছে। ১৯৪৫ সালে ৬৫৩ মাস ভাসিয়াছে যুদ্ধে আমদানী পণ্য আমদানি হৈতেছে। ১৯৪৬ সালে ৬৮ মাইল পূর্বে আমদানী মাইলী জীব প্রতি-আমদন করিয়াছে - সম্ভবতঃ মালবহনের আমদন হইতে মাল আমদানির মূল। যাহাই এই প্রতি-আমদনের উপেক্ষা হউক।

'পশ্চিম ওপারের' যে অবৈধোয়ারীর বৈদেশিক কর্তৃক অন্যান্য সমস্ত মেরেমেরের অধিকারে গণ্য হইয়াছে এই বাণী আমদের জন্য তীব্র হাহাকারি যুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যে প্যাসেঞ্জার বাহিনী আইনের আমদানে প্রকাশ করিতে পারিতেছে তিনিরা আজ বিমুখে। সাধারণ সমাধানে প্রকাশ যে, কলাবী মাঁকেরা বাহিনী পূর্ব-ইউরোপ-আমদের সীমা অবধী আমদান সমস্ত অন্যান্যের যুদ্ধিতে সমর্থ হইয়াছে। বিভিন্নরি অধিকারে প্যাসেঞ্জার বাহিনীর আমদানির সুযোগ পাওয়া বিয়াছে।

ইস্টার্ণী ব্যাপারে কিন্তু মাঃ আমেরিকাদারের বৈদেশিক দেশ সমূহ অধিকার করিতে পারিয়াছে এবং বিদেশ, যা সিঙ্গিয়া, মেডেরেরা প্রভৃতি অবৈধী গুরুত্বপূর্ণ সমর সমস্ত করিয়াছে পরিচয় প্রকাশ। দ্বিতীয়শ্রেণীর বৈদেশিকের মেরেমেরের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত উদ্যম ইস্টার্ণীদের মেরেমেরিক বৈদেশিক আমদানিদের, বিশেষ করিয়াছে করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই মেরেমেরিকদের সহিত প্যাসেঞ্জার বিভাগ মুসোলিনীকে মেরেমের করিয়াছে।

মেঃ আইসেনহাওয়ার সরকারীভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার অধীনস্থ বাহিনীর সহিত সাম-রৌকরের এমন নদীর তীরে নিশানিদের উদ্যম পূর্বে পোরমার্ণ নামক স্থানে সংযোগ সরকীয় হইয়াছে। আমাদিগের, আমরা এবং সকল ইহাদের এই সংবাদ সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত হইয়াছে। দুই রাজ-নৈতিকমহল অনুমান করিতেছেন যে, শীঘ্রই বাহিনীর সকল হইতে এক সকল আমদানীর মাল-বাহী জাহাজ সমুদ্রের প্রবাসাভিমুখে হয় হইবে। এই উদ্দেশ্যে লাভি জাহাজ সমুদ্রের আমদানের ব্যবস্থাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে বৈদেশিক সকল প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিভিন্নদীয় অধিকারী বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে। বৃটিশ ও ভারতীয় বাহিনী এতদিনের বিটেইনা হইতে ১৯৪ মাইল অগ্রসর হইয়া অন্যতম প্রধান আমদানী রেঙ্গুন সমর অধিকারে পরিচয় অন্যান্য।

প্রাচ্যরণাঙ্গনীয় রণাঙ্গনে যুদ্ধের অবসরে বিভিন্নদের বৈদেশিকের অন্যান্যদের অন্তর্ভুক্ত আমদানী বাহিনী বিভা-বিভক্ত হইয়া পরিচয়ে পরিচয় আমদানি গিয়াছে। অধিকারের অবসরে প্রায় ৩৫০০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বাহিনী বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। প্রায় আমদান আক্রান্তদের উদ্দেশ্যে অধিকারকার প্রধান বাহী ঘাটিসমূহ হইতে—আইল-এন্ডমিরাল সেনা ঘাঁটির প্রধান বন্ধ সন্ধান করিয়াছেন।

চীন রণাঙ্গনের বিষয় কোন খবর নাই।

আমাদের বিষয়ে খুব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলো-চনার জন্য বিভিন্নদীয় সামরিক মেরেমের ব্রিটিশ সমাবেশ হইয়াছেন। বাণিজ্যের সমস্যের পর কথা উঠিয়েছেন যুদ্ধের ভীরতা উপনয়ের পর বিশেষ আমাদের বিষয়ে গুরুত্ব ও ব্যাপক আক্রমণ গুরু হইবে বলে মনে হয়।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, আমাদীর পক্ষ হইতে বিস্তার বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভাগ সমূহের আক্রমণাত্মক প্রকাশ উপস্থিত করিয়াছেন। বাণিজ্যের বাহ বিয়া মেরেম বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভাগ আক্রমণাত্মক প্রকাশ হওয়ার বিস্তারিত ঐকমত্য হয়া গ্রহণ করেন নাই।

দি ডাকপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৬
৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ অফিস—ডাকপুর (মিলুয়া)
শাখাসমূহ—
পুরানবাজার, বাহাদুরিয়া, নারায়ণগঞ্জ, লৌহজঙ্গ, পাবনা, ঢাকা, বিক্রমপুর, কালীবাড়ি, এজেন্সি মাকেট, কলিকাতা, মেহেরপাড়ি, ইস্টাপুর।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, আর, দাস।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

লাল্ জগৎনিমূক্ত। সুতরাং আসন হইয়াছে। এই সম্পর্কে আর রাজন-উপাদানের কথা হয় নাই, পদ-প্রার্থনা এখন হইয়াছে, অথবা-অভাবের অবধি নাই। কিন্তু দেখ পদের সোভাগ্য অপেক্ষা দেশের দীনাবস্থা হয়, তাহাই বলিয়াই সোনা গিয়াছে। এই সম্পর্কে মন্ত্রিমিশনের পক্ষ সমর্থনের উদ্দিশ্য রাজনৈতিক বন্দি অসম্ভব হয়।' বাস্তুরা বিশেষ তিন নহিলে প্রতিনিধি লাল্ বহির মহিলা সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছেন, সোনাগাছ সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাবেই বন্দি হওয়া হয় তাঁহাদের আন্দোলন পরিবার উপলব্ধি করা যায়। সোনাগাছের মূলকে দেবি—প্রাচীন প্রতিষ্ঠিতরা সক্রিয় প্রতি একটা সর্বপূর্ণ হয়। কিন্তু প্রাক্তনকালীন রাজনৈতিক অবস্থানে নিম্ন স্তরে উপজাতিরা বিষয়ে মুক্তির ও মূলধনের পরিবার অবশ্যই আন্দোলন যদি অভাব ঘটে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বিরোধের চীন কখনই আর হইবে না। আন্দোলন আবহাওয়ার সে চীন আবার মহীয়ের পরিবর্তন হইবে।

* * *

লাল্ জগৎনিমূক্তের মুক্তির প্রতিনিধি মন্ত্রিসভার সদস্যদের সহযোগ বাড়াইবার জন্য তিন জন লোক জাতীয়তাবে নেপালে পাঠানো হইয়াছে। সম্মেলন-মন্ত্রে তাঁহারাই আন্দোলনের পক্ষ হইতে কথা বলিবেন। তবে সম্মেলন-মন্ত্রের বাহিরে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে আনিয়া তাঁহাদিগকে আন্দোলনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বুঝাইবার ব্যাপক আয়োজন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং আমেরিকার মার্কিনের সেক্রেটারী তাঃ অমূল লিং এই আয়োজনে অগ্রণী। এই উপলক্ষে প্রকাশিত 'আন্দোলনের বাণী' নামক পুস্তিকায় আন্দোলনের বিভিন্ন আন্দোলনের বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। 'আন্দোলনের বাণীসমূহ' এর লাল্ জগৎনিমূকার আলোচ্য বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। আন্দোলনের বাণীতে ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে, "লাল্ জগৎনিমূকার যদি আন্দোলনের সমাধান না হয়, তাহা হইলে কোথায় ইহার সমাধান হইবে?" বস্তুতঃ লাল্ জগৎনিমূকারই আন্দোলনের সমাধানের একমাত্র ক্ষেত্র। আন্দোলনের বাণীসমূহের এর মূলের মধ্যেও ব্যাপার হয়—ইহার সহিত আন্তর্জাতিক শান্তির প্রশ্নের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহা নীতিগত প্রশ্ন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বশান্তি বিভিন্ন হইবার প্রধান কারণ। ইহাই আন্দোলনের উদ্ভব হইবার অন্যতম হেতু। অন্যান্যদিন দেশে রাজনৈতিক প্রশ্ন প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তারের জন্য যে প্রতিযোগিতা, তাহা হইতেই বিশ্বব্যাপী রাজ-শান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঔপনিবেশিক অধিকারে বন্দির অর্থনৈতিক ভাগ্যেই আন্দোলনের উদ্ভব হয়। এই সাম্রাজ্য প্রথা সমস্যে যদি লাল্ জগৎনিমূকার আলোচনা না হয়, তাহা হইলে সেখানে বিশ্বশান্তির কি অভিনব পরিকল্পনা আন্দোলন হইতে পারে?

* * *

মঃ মলোটভ শান্তি সম্মেলনীয় রাজনীতির সম্বন্ধে স্থান গ্রহণ এক পরিকল্পনা লইয়া আন্দোলনের বিচারেন। ইহাতে যুক্তরাষ্ট্রের আন্দোলন ও আন্দোলনের প্রধান শান্তি আলোচিত হইয়াছে। সোভিয়েট কমিশনার এই পরিকল্পনার পরিপূর্ণ বিবরণ, তা পাওয়া পর্যন্ত এই সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নহে। মঃ মলোটভের ভাষণগুলির মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তিদের অভিমত কথা সাম্রাজ্যবিরোধের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ কি না, তাহাও এখন বলা যায় না। ভারতীয় প্রশ্ন লইয়া লাল্ জগৎনিমূকার মুক্তির প্রতিনিধিদের, অনুমিমার পরিচয় সম্ভাবনা আছে। তাহাদের, অন্তরীণ সমস্যা কর্তৃক আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদীর ভারতীয় কমিশনার কোন প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদীর এই বহৎ উপলব্ধি করিতে পারিবে। সোভিয়েট কমিশনার পক্ষ হইতে যদি সকলই স্থান প্রথার ঘোষণা পরিকল্পনা উপস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আশা করা যায়, পক্ষ মহাযুদ্ধের পর যে দুনিয়াজোড়ী প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা বিশেষই তাহা হইতে স্বতন্ত্র। পক্ষ মহাযুদ্ধের সময় পরস্পরের অধিকার করা হইবে না বলিয়া বিভাগের আশ্বাস দিয়াছিলেন। এই আশ্বাসের ভাষা বলেই রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী আর্থ নিষ্ক্রিয়-প্রভু মাত্রকেটারী প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী অন্তর্যুদ্ধের পরিবর্তন না হইলে এবারও ইহার প্রধান প্রতিষ্ঠা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের উপায়রূপে ব্যবহারের চেষ্টা হইবে।

* * *

মুক্ত সমকারী ভারত সচিব লর্ড পিথিক্রেন্স সমাক-আছিন। ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের এই ধরণের বিশেষজ্ঞ ভারতবাসীর কতৃত্বস্থায় দেখতে পাবে না। ভারত মুক্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবহৃত ব্যাপকতাবোধের সহিত তাহাদের প্রস্তাব পরিচয় হইবার। সেদিন সমাজতান্ত্রিক লর্ড পিথিক্রেন্স পিথিক্রেন্সবোধের ভারত সম্বন্ধে এক দুর্বীর বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহা ও প্রধানমন্ত্রীর দিক হইতে বক্তৃতাটি খুব-পিথিক। এই বক্তৃতায় সমস্যার মূল কথিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে এই—ভারতবর্ষকে অনির্দিষ্টকাল সমাজ ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের অধিক রাখা হইবে না। তবে মুক্তিদের পক্ষে ভারতের জন্য একটা শাসনতন্ত্র ঠিক করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়—ভারতবর্ষকেই ঐকামতভাবে সে সম্বন্ধে রায় করিতে হইবে। সুতরাং ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করুন, ইত্যাদি। এতদিনে কিন্তু আশ্চর্যই বোঝা দিয়া। তবে, তাঁহার সমাজ-তান্ত্রিক উদ্যোগ আছে। পৃথিবী হইতে রাশিয়া মুক্ত করিবার জন্য এক অবস্থায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্বলের ও ভারতবর্ষের অন্যের নিয়ন্ত্রণ আশা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। আশার কথাই বটে—রাশিয়ের হাতাহাত হতকেপ না হওয়াই ভারতীয় স্বাধীনতা লাভ, যেমন ভারতবাসের রাশিয়ে বাসাই স্বাধীনতা লাভ। এই কথাগুলির মধ্যে আশার আশ্বাস এই—ভারতবর্ষ এখন মুক্তির কর্তৃত্ব করেন, যেন তার ভাগিয়া যাইবার দিন। তা-ভাবে। এখানেই আমার মোক্ষ, এখানেই আমার ভিন শান্তি।

* * *

লর্ড ওয়াভেল্ ভারতীয় মন্ত্রি আলোচনা অতি ভারতীয় সমস্যা সমাধান করিবার। তাঁহার সহযোগিতাগুলি ইতিমধ্যে "অন্তর্ম অবস্থার মধ্যে প্রথম অবস্থা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই নতুন 'নিউজ ক্রনিকলের' ভারতবিষয়ক সংবাদদাতা ইহাই মেনুহার প্রকাশ করিয়াছেন,—যিঃ জাহিন ও তাঁহার মন্ত্রি-সভাকে এই কথা জানাইবার জন্য লর্ড ওয়াভেল্ ইসমেও বিমানযোগে যে, কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভাপতিকে মুক্তি দিয়া আলোচনা আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা না হইলে তিনি আর অগ্রসরভাবে কাজ করিতে পারিবেন না। লর্ড ওয়াভেল দেশবাসীর রাজনৈতিক মন-রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি আন্তরিক। রাজিক-আবেদী কোম্পানীর সেবার রাজনৈতিক প্রশ্ন তাহা করিয়া তিনি যদি ভারতীয় পরিস্থিতির এই দিকটা দেখিতে পারেন থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধতা করাই প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহাদের রাজনৈতিক অজ্ঞতা অবিচার তাঁর লর্ড ওয়াভেলের বিশ্বস্তার অবস্থিত অবিচার আমরা ইতিপূর্বে পাই নাই। বিভিন্ন সময়ে তাঁহার উক্তিতে মুসলিম লিঃ আবেদীর তথার প্রতিনিধিই সোনা গিয়াছে। তিনি এবারিকল্পনা তাঁহার শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্যদের গণ-জীবন করিয়াছেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মনোভাব পরিবর্তিত হয় হওয়ার জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা রাজনৈতিক সমস্যার বহু করিয়া এ যেখিয়া আর্থনৈতিক মুক্তিদানের প্রতি আন্দোলনী হইবেন উপদেশক বিবাহেন। এখানে যদি সকলই তাঁহার ঠৈকল্যাবার হইয়া থাকে, তিনি যদি সকলই বুঝিয়া থাকেন যে, শাসন পরিষদের মনো-নীত সব সদস্য ভারতীয় হইলেও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে সমস্যার সমাধান হইতে পারে না, তাহাদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অন্তরোধ করা নীলকাগজই পরি-চায়ক এবং জাতীয় শাসন-ব্যবস্থা গঠনের জাতীয় মুসলিম আলোচ্য, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রশংসা করিব।

* * *

সীমান্ত রাজনৈতিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়া কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকারই গঠন করিতে বলা হইয়াছে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক প্রশ্ন অবলম্বন সমাধানের জন্য এখন সমস্যার আন্তরিক, ইহা তাঁহাদের এই মুল্যবান বাণী হইতেই বুঝা যায়। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভ্য ডাঃ সাহু এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়া-ছিলেন। প্রথম প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করিয়া তাঁ আন্তরিক মন্তব্য করেন। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় পরিষদের আবেদনী সদস্য মেজর মিঃ খুরশাইদ মেনাই। কাজেই ইহা সমাধীনি সম্মেলনের প্রস্তাব না হইলেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পর্যবান মনোভাবের পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। কিন্তু দেখাই মন্তব্যপ্রসঙ্গে বলেন যে, সীমান্ত প্রদেশে ডাঃ খাঁ সাহেব মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায় কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তিত হয় নাই - মুসলিম ও অন্যান্য দল মন্ত্রিত্বের জন্য ডাঃ খাঁ সাহেব শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তবু সীমান্ত প্রদেশে মন্ত্রি - দলের ভারতে অসন্তোষ এবং মুসলিম ও অন্যান্য দল বিশেষী। তাই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শাসন-ব্যবস্থা চালাইবার সুযোগ অবশ্য পাইলেই শাসনের দায়িত্ব সহিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহাতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ ক্ষুণ্ন হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। বস্তুতঃ খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ বলিয়াছেন, "ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের শেষ লক্ষ্য। তবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য আমাদের কার্যসূচী অন্য অন্য পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইতে পারে। শেষ লক্ষ্যে অবিচলিত থাকিয়াই কৌশলগতিতে বিভিন্ন অবস্থার কখনও সমঝোতা হয়, কখনও বা সংগ্রামপরায়ণ হওয়া।"

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

২—৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্মবীর আশুতোষ দাশ

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শিল্পোন্নতি সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি

ভারত সরকার সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এদেশের মূলধনের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তাঁহাদের নতুন ও অগ্রগামী নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যুদ্ধের পরে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করিয়া ব্যক্তিগত উদ্যমের সম্মুখে অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করিবার যে সকল পরিকল্পনা বিভিন্ন মহল হইতে পেশ করা হইয়াছে, সরকারী বিবৃতিতে তাহার কোনটিকেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করা হয় নাই। বরং ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যতটুকু সম্ভব ব্যক্তিগত উদ্যমকে কাজে লাগাইয়া এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা প্রবর্তন করিয়া দেশের শিল্পোন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হইবে, ইহাই সরকারী বিবৃতির মূল কথা। এই বিবৃতি সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন মহলে যে সকল মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বোম্বাই ব্যবসায়ী সঙ্ঘের মন্তব্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বোম্বাই ব্যবসায়ী সঙ্ঘ ভারতের বৃহত্তম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। ইহার সভ্যগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের প্রতিনিধিস্থানীয়। সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত লালভাই সমলদাস তাঁহার অভিভাষণে সরকারী বিবৃতির যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীযুক্ত লালভাই বলিয়াছেন যে, সরকারী বিবৃতিতে শিল্পোন্নতি সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা ভারতের শিল্পোন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে বিরাট পরিকল্পনা প্রয়োজন, সরকারী বিবৃতিতে তাহার কোন ইঙ্গিত নাই। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিবার কোন ব্যবস্থা সরকারী বিবৃতিতে নাই। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে বিপুল সংখ্যক দক্ষ কর্মী প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিবার কোন ব্যবস্থা সরকারী বিবৃতিতে নাই। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিবার কোন ব্যবস্থা সরকারী বিবৃতিতে নাই। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিবার কোন ব্যবস্থা সরকারী বিবৃতিতে নাই। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ পরিবহন ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিবার কোন ব্যবস্থা সরকারী বিবৃতিতে নাই।

শ্রীযুক্ত লালভাই বলিয়াছেন যে, সরকারী বিবৃতিতে ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে সকল ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তাহা ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যথেষ্ট নহে। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিবার কোন ব্যবস্থা সরকারী বিবৃতিতে নাই। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে বিপুল সংখ্যক দক্ষ কর্মী প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিবার কোন ব্যবস্থা সরকারী বিবৃতিতে নাই। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিবার কোন ব্যবস্থা সরকারী বিবৃতিতে নাই। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিবার কোন ব্যবস্থা সরকারী বিবৃতিতে নাই। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ পরিবহন ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিবার কোন ব্যবস্থা সরকারী বিবৃতিতে নাই।

টাকার নিরাপত্তা

যখন ইচ্ছা

টাকা খাটাইতে হইলে

ব্রাঞ্চীস্ত্র অপ্রাক্ষ

পঞ্চম বারের টাকা খাটান।

স্থায়ী আমানতের

—সুদের হার—

১ বৎসরের জন্য ৫%

২ বৎসরের জন্য ৫½%

৩ বৎসরের জন্য ৬%

৪ ও ৫ বৎসরের জন্য ... ৬½%

দি ইনভেষ্টার্স লিঃ

৬, রুসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাব হইয়াছে তাহা শীঘ্রই কিছু কিছু সমর্থনযোগ্য হইলেও বর্ত্তমানে অবস্থাসেটীর আমলে এদেশের তাহা দ্বারা প্রকৃত সুফল পাওয়া যাইবে না। এদেশে বর্ত্তমান অবস্থাসেটীর সমর্থনকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের উপর বেশী, তাহার উপর রহিয়াছে রাষ্ট্রিক্ষেত্রে উদ্বেগের আবহাওয়া ও মুদ্রাস্ফীতিজনিত ভয় ও অনিশ্চয়তা। কাজেই যৌক্তিক দিকের ক্ষেত্রে যাক্তিসঙ্গত প্রস্তাবের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমান অবস্থাসেটী যদি তাহা কিছু কালের পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন তবে সেদের কিছু কিছু জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় আর্থ সুযোগ এর উপযোগিক হওয়ার ফলে উহাদের অধিক ও অসাধারণ সম্ভাবনাই বেশী করিয়া দেখা কিছু বলিয়া আমাদের মনে হয়।

যুদ্ধের পরে শিল্প-ব্যবসায়ের উপর প্রয়োজিক কিছু নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ সম্পর্কে সরকারী বিবৃতিতে যে সব প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে অনুমান করিলে তাহার যথাযথ সমাধানের সম্পর্কের আমরা মোটেই আশান্বিত নহি। দেশীয় শিল্পের কল্যাণে জাতীয় বিশ্বাসী সংগঠন আমরা কী ধরনের কথা সম্পর্কে বর্ত্তমান অবস্থাসেটী আজও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন না। যুদ্ধের বণিকদের টাকার প্রয়োগে যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে দেশের অন্যান্যের অবাধিক প্রতিযোগিতার সহি করিয়া উহারা আজও অব্যাহতভাবে দেশীয় শিল্পের অস্তি লাভন করিতেছে। অবশ্যের শিল্পোন্নতির জন্য ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কিছিবি দিয়া উহারা নীচ মজুরী প্রভৃতি করিয়াছেন যুদ্ধের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের হেই সাথপাশ হইতে দেশের আর্থ রক্ষা করা সম্পর্কে তাঁহারা উহাদের একটী কথাও বলেন নাই। এইরূপ অবস্থায় দেশীয় শিল্পের উপর সরকারী সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ নীতি জাতির করিবার প্রস্তাব তাহাতেই হইলে তাহা আমলে কোন্ ধরনের কাজে লাগিবে সে বিষয়ে আমরা একটা ধারণা করিতে পারি। যুদ্ধের সময়ে এই নীতির পরিণাম দেশের লোক তাহাতে কিছু অনুভবও করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কাজেই আমাদের কথা হইতেছে যুদ্ধের পরে যদি এদেশে শিল্প-ব্যবসায়ে সরকারী সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তিত করিতে হয় তবে তাহার পূর্বে দুর্নীতি বণিকদের কবলেই নাথপাশ হইতে এদেশের সর্ব্বাঙ্গীণভাবে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা দরকার। আর বিশেষতঃ তথা আর্থিক উন্নতি, ব্যবসায়ীর লাভির ও অর্থাভাবের ফলে সরকার অন্য এদেশে সর্ব্বাগ্রসরে একটী পুরাপুরি জাতীয় সরকারই প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ। সে রকমের অভাবেরক্ষীয় ব্যবস্থা যেখানে আজও হইতেছে না সেখানে শিল্প ব্যবসায়ে সরকারী সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগের প্রস্তাব লোকের মনে শুধু উদ্বেগেরই জাগাইবে—কোন দিক দিয়া আশান্বিত করিতে পারিবে না।

তবে অবশ্যের বিরোধিতার জন্য শুধু প্রয়োজিক দিয়া সহায়তা ও সহযোগিতা বিস্তারের যে প্রস্তাব সরকারী বিবৃতিতে উপস্থিত করা হইয়াছে এখন হইতে তাহা কাজে পরিণত করার পক্ষে কোন বাধা নাই। দেশের কিনিয়া ও কল কিনা শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দিবার, সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া দেশীয় শিল্পকে আত্মনির্ভরশীল করিবার, সরকারী ট্যাক্সের কিছু কিছু ভারলাঘবসমূহকে ব্যবস্থা করেরই বিবার ও সরকারী প্রয়োজনে দেশীয় কারখানার দ্রব্য কিনিবার প্রস্তাব খুবই সঙ্গত। আর যুদ্ধের পরে দেশের বিরোধিতি করিয়া তুলিতে হইলে এই সব দিক দিয়া অচিরেই কার্য্যকরী বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ। কিন্তু বর্ত্তমানে যে ভাবে তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন তা বিরোধিতার জন্য ভবিষ্যতে কি করা যাইতে পারে তাঁহাদের বিবৃতিতে শুধু সে বিষয়েই আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে কোন্ দিক দিয়া সেই কাজ আরম্ভ করিতে সুরু করা যাইতে পারে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। ভবিষ্যতে অনেক কিছু করিবার কথা বলিয়া বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য তাঁহারা অবহেলা করিতেছেন। [illegible] পরে আবশ্যের হাতে বিদেশী প্রতিযোগিতা তীব্র হইয়া দেখা দিবে। সেই প্রতিযোগিতার সময়ে দেশীয় শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে এখন হইতে একটা সুচিন্তিত সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদিগকে, যুদ্ধোত্তর সংরক্ষণ নীতি সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিতে তাঁহাদের নির্দেশ হইবে। সকল দেশীয় শিল্পের জন্য ব্যবসায়ের সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্য জন্য কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদ তাঁহাকে আলোচনা করিবেন। তাঁহাকে মূলধনীয় শিল্পগুলির জন্যই শুধু সংরক্ষণ সমর্থনের কথা বিবেচনা করিবেন। যে ধরনের ভিত্তি-বিস্তারণের কাজ এখনও সুরু হয় নাই। অথচ অবিলম্বে তাহা সুরু হইবে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বনের কাজ এই ভাবে অবিলম্বের জন্য নিয়াইয়া রেখেরার আমরা দেশীয় শিল্প সম্পর্কে সরকারীদের দুর্বল ও বিরোধিতা মনোভাবেরই পরিচয় পাইতেছি। যুদ্ধের সময়ে সরকারী শিক্ষিকারে ট্যাক্স দাতাদের চলার ভাবনাকে দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের উপর একটা সুদূর চাপ বিস্তারিত হইয়াছে। এই অবস্থার হইতে শিল্প কোম্পানীকে কতক পরিমাণে রেহাই না দিলে অবিলম্বে কথা সম্প্রসারণের জন্য এখন হইতে কোন বস্তুর অবসিদ্ধ পরিমা ফোলার সুযোগ তাহারা পাইবে না। আর যে ভাবের অবিলম্ব বিস্তারিত বাধা-দান হইবে। কিন্তু সরকারীদের বর্ত্তমানে শিল্প কোম্পানীর মেরু চাপ লাঘব না করিয়া এই ধরনের আশঙ্কা যুক্তিতর্কালের অন্তই মুনাফাখুরী বাধিয়াছেন। দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের অবিলম্ব কল্যাণ কামনা করিয়া তুলিতে সরকারী এবং হইতে উদ্যোগিক প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছেন। আবার সরকারের পরিচালনার নিয়ের জন্য অর্থ সাহায্যের যে ছোটখাট প্রস্তাব করিয়াছে তাহা বর্ত্তমানে কাজে পরিণত করা হইবে না, ভবিষ্যতেই শুধু এসম্পর্কে বিবিধব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। অধিক কি, শিল্প বিষয়ে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থাটুকুও এখন সুরু করা হইবে না, যুদ্ধোত্তর কালের জন্য অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য তাহা ফেলিয়া রাখা হইবে। ইহা শুধু দেশীয় শিল্পের বর্ত্তমান প্রয়োজন সম্পর্কেই সরকারী উদাসীনতা ও উদাসিনতার পরিচায়ক নহে—দেশের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতি সম্পর্কেও বর্ত্তমানে যে এখন পর্য্যন্ত আন্তরিকভাবে কোন সত্য গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থাবলম্বন হইতে তাহারও যেন আভাষ পাওয়া যায়।

দি ক্রিসেণ্ট

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস—৪৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মি. বি. নারায়ণ চৌধুরী

ঢাকেশ্বরীর তৈরী ধুতি ও শাড়ী আজকাল এত দুষ্প্রাপ্য কেন?

এ সম্বন্ধে আমাদের কাছে নিয়তই অনুসন্ধান আসে।

মিলের কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে জনসাধারণকে জানাতে চান যে, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিকালে বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও এমন সব কারণে এই বস্ত্র-সঙ্কটের উদ্ভব হয়েছে যে, তাদের উপর তাঁদের কোন হাত নেই।

এই সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, ১৯৪২ এবং ১৯৪৩ সালে প্রথম যখন কাপড়ের অভাব দেখা দেয়, তখন মিলের কর্তৃপক্ষ অবস্থার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। ঢাকেশ্বরীর কল যাতে সকল সময়ে সবাই পেতে পারেন, সে জন্য তাঁরা বাজার সর্বত্র অবস্থাপ্রাপ্ত এজেন্ট ও বিক্রেতা নিযুক্ত করেছিলেন।

কিন্তু ১৯৪২ সালের যে মাসে যখন ভারত সরকার বাধ্যতামূলক কোটা স্কীম (Compulsory Quota Scheme) প্রবর্তিত করেন, তখন মিলের কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনাটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভারত সরকারের ১৯৪০ সালের কাপড়সম্ভার বস্ত্র ও সূতা (নিয়ন্ত্রণ) আদেশের ১৮-এ ধারা অনুসারে, কেবল মাত্র অঞ্চলের মিলের স্থানে এবং মিলের বিশেষ ব্যক্তিকেই কাপড় দেওয়া চলে। অধিকন্তু মিলের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ উৎপাদনই সরকার সরবরাহ করার জন্য নিযুক্ত আছে।

উপরন্তু শুধু যে কোটা স্কীমের ফলে মিলের উৎপন্ন বস্ত্রাদি কতকগুলি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে চালান হচ্ছে তা নয়, এর উপরে আছে—রেল চলাচলের উপর নানা বাধানিষেধ। রেলে মাল চালান দেওয়ার ব্যাপারে এতই ঝুলুনি। আমাদের পক্ষেই সময়ই মিল থেকে কলিকাতার এক গুদামের এক বস্ত্র-কেন্দ্র হতে অন্য বস্ত্র-কেন্দ্রে মালের বুকিং (Booking) এমনকি রদ্দ করে দেওয়া হয়।

তবে আশা করা যায় যে, যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব অসুবিধার অবসান হবে এবং সবাই আবার প্রয়োজনমত ঢাকেশ্বরীর তৈরী ধুতি ও শাড়ী পাবেন।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ

কর্তৃক প্রচারিত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীসুধাংশুকুমার বসু

বঙ্গীয় হিন্দু নারীগণের ক্ষিভূমির উত্তরাধিকার বিল

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের সভায় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের উত্থাপিত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের হিন্দুনারীগণের উত্তরাধিকার বিলটী এখনে বাঙ্গের মতো অবশ্য সংস্কারীয় হওয়ায় উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হওয়ায় এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়া কলিকাতা থেকে-টের ৮ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বিলটী সময়ে তাহাদেই সময়োপযোগী ও অবশ্যপূর্ণ। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস এজন্য ধন্যবাদার্হ বলাবাহুল্য।

বিলটীর উদ্দেশ্য বর্ণনায় এইরূপ বলা হইয়াছে যে, চাষীজমির সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন প্রাদেশিক আইন পরিষদের বিষয় বিধায় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ঐ প্রস্তাব কৃষিভূমি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করার অধিকার নাই। সম্প্রতি কেন্দ্রাতোলে কোর্ট এইরূপ সাব্যস্ত করায় কেন্দ্রীয় পরিষদের ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের হিন্দুনারীগণের উত্তরাধিকার আইনের বলে হিন্দু বিধবাগণ কৃষিভূমিতে উত্তরাধিকার দাবী করিতে অধিকারী নহেন। অথচ ভারতীয় এই আইন কৃষিভূমি সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিয়া সকল বিচারে এই আইনের বলে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত চাষীজমিতে হিন্দু বিধবাগণ কৃষীয় পক্ষের পরিচ্ছে যে সকল বিধি-অনুশাসন কবিরাজগণ অনুসরণই কেন্দ্রা-তোল কোর্টের এই সিদ্ধান্তের বলে পক্ষ ও বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত কেন্দ্রীয় আইনের বলে হিন্দু বিধবাগণ অন্যান্য সম্পত্তির যেরূপ অধিকার প্রাপ্ত কবিরাজগণ কৃষি ভূমিতেও তাহার সমান অধিকার প্রদান ও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল উক্ত কেন্দ্রীয় আইন কার্য-করী হওয়ার পর কৃষিভূমি সম্বন্ধে হিন্দু বিধবাগণের বাবতীয় বিধি-অনুশাসন রৈত ও আইনসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা এই আইনের উদ্দেশ্য।

হিন্দু বিধবাগণকে পরিত্যক্ত স্বামী-সম্পত্তিতে এক জন পুত্রের তুল্য অংশ ও ঐ সম্পত্তি পূরণ তত্ত্বাবধা-ধানের ন্যায় গাইজমাবা ভোগদখল করার অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুনারীগণের উত্তরাধিকার আইন কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে পাশ হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল হইতে উক্ত আইন কার্যকরী হয়। উহাসূলে সম্পত্তির বিধি-ব্যবস্থা না করিয়া কোন হিন্দু বিধবা পত্নী বর্তমান থাকিয়া যদি কোন স্বামীর সম্পত্তিতে স্বামীর বিধবা পত্নী বা মৃত পুত্রের বিধবা কিরূপ অধিকার লাভ করিবেন উক্ত আইনে তাহার বিধান করা হইয়াছিল। কিন্তু বিলটীর অবস্থায় কোন হিন্দুর মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা পুত্রবধূ ঐ আইনের বলে কোন অধিকার লাভ না হওয়ায় এবং "হিন্দু নারীগণের উত্তরাধিকার আইন" আখ্যায় উক্ত আইনের সাহায্যে স্বামীকর্তা পারিলেও কর্তা বা পৌত্রীগণকে উক্ত আইন দ্বারা কোন অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্য না থাকায় অথচ উক্ত আইনে হাসবদ্ধ করত পর দ্বারা কর্তা বা পৌত্রীগণের বিধবা পত্নী বা বিধবা পুত্রবধূ এতদ্ভিন্ন তাহার অধিকারী হওয়া প্রতীয়মান হওয়ায় এবং আইনটির দ্বারা সম্বন্ধে অনাবশ্যক জটিলতা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় পরিষদে উক্ত আই-নের সংশোধনমূলক অপর একটী আইন পাশ হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের সংশোধিত আইনের ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল হইতে পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিষদের ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের উত্তরাধিকার আইন বা ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের সংশোধিত আইনের বলে হিন্দু বিধবাগণ কৃষিভূমিতে উত্তরাধিকার লাভ করিবেন কি না তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য।

কৃষিভূমির উত্তরাধিকার বিষয়টী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের সময় তদানীন্তনের বিটীশ পার্লিমেন্টের প্রাদেশিক বিষয় বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ভারত শাসন আইনের কৃষীয় ভাগ কার্যকরী হওয়ার পর হইতে প্রাদেশিক বিষয় সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আইন প্রণয়ন করার পূর্ণ ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে এবং প্রাদেশিক আইন সভাগুলিই উপযুক্ত বিষয় আইন করার একমাত্র অধিকারী। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের হিন্দুনারীগণের উত্তরাধিকারসূত্রে আইন আলোচ্য ব্যবস্থা পরিষদে (Legislative Assembly) গঠিত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৪র্থ ফেব্রু-য়ারী পাশ হয়েছি। কিন্তু ভারতীয় রাজ্যপাল সভা (Council of State) ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল উক্ত আইন পাশ করিবার পর ১৪ই এপ্রিল বহুদাই রাজ্যসূত্রের সম্মতি লাভ করিয়া ঐ আইন কার্যে পরিণত হওয়ায় কৃষিভূমির সম্পর্কে উক্ত আইনের বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

ভারত শাসন আইনের ২১০ ধারার বিধানমতে জমিদারীসংক্রান্ত পক্ষে কলকী আইনসঙ্গত কোন প্রশ্নের বিচার ও মীমাংসার ভার বহুদাই রাজ্যসূত্র কেন্দ্রাতোলে কোর্টে অর্পণ করিতে পারেন। কেন্দ্রা-তোল কোর্ট মীমাংসার নিকার বহুদাই রাজ্যসূত্রকে জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। ভারত শাসন আইনের এই বিধানমতে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের হিন্দুনারীগণের উত্তরাধিকার আইন ও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের সংশোধিত আইন হিন্দুনারীগণের কৃষিভূমির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে কি না এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার বহুদাই রাজ্যসূত্র কেন্দ্রাতোল কোর্টে অর্পণ করেন। বহুদাই রাজ্য-সূত্রের উপরিউক্ত এই প্রশ্নের বিচারকালে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিপক্ষ কেহ না থাকিলেও ভারতসরকার এজন্যেতোলে কেন্দ্রাতোল কোর্টের নির্দেশ-মতে প্রাদেশিক এডভোকেট জেনারেলগণের বক্তব্য শুনিতে মনস্থ করেন। ভারত সরকারের পক্ষে ভারত-সচিবের এডভোকেট জেনারেল একটী এবং মাদ্রাজ প্রদেশের এডভোকেট জেনারেলগণ এ বিষয়ে তাহাদের বক্তব্য পেশ করেন। ভারতসচিবের এডভোকেট জেনারেল হাজার আরল ইহাদের প্রাদেশিক এডভোকেট জেনারেলের বক্তব্য প্রবণ করিয়া জেনারেল কোর্ট আরও কয়েক মাস সময় ও সুযোগ প্রদানের এডভোকেট জেনারেলের পর উপস্থিত হইয়া বিষয়টি বোঝাইয়া দেন। এডভোকেট জেনারেলগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ ও এই প্রশ্নের সমাধান আইন ও নজিরের পর্যালোচনান্তে কৃষিভূমি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পরিষদের ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের হিন্দুনারীগণের উত্তরাধিকার আইন ও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের সংশোধিত আইন প্রযোজ্য নহে বলিয়া জেনারেল কোর্ট সিদ্ধান্ত করেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কোর্ট এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মুসলমান সাধারণকে জ্ঞাপন করেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের আলোচ্য বর্তমান বিলটী আইনে পরিণত হইলে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল হইতে ঐ আইন কার্যকরী হওয়ার বিধান করা হইয়াছে। এই আইনে কৃষিভূমির সংজ্ঞার অধিক উন্নয়ন ও আভাবে মুক্ত করা হইয়াছে। সাধা-রণতঃ হিন্দু আইনের বিধান-বলিয়ে কোন হিন্দু আইনের অন্যান্য কৃষিভূমির উইলমূলে বিধি-ব্যবস্থা না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার বিধবা বা বিধবাগণ এতদ্বারে একটী সুত্রের অংশ লাভ করিবেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে কোন পুত্রের অনুপস্থিতি অবস্থায় কিংবা পুত্র বা পৌত্র বর্তমান থাকিয়া মৃত্যু হইলে অনুরূপ অবস্থায় মৃত পুত্রের বিধবা পুত্রের ন্যায় এক পুত্র বা পৌত্র বর্তমান থাকিয়া মৃত্যু হইলে উক্ত মৃত পুত্রের বিধবা পৌত্রের ন্যায় উত্তরাধিকার লাভ করিবেন। যে ক্ষেত্রে বিধবা মৃত্যুর পূর্বেই পুত্রের এবং পুত্রের মৃত্যুর পূর্বেই পৌত্রের মৃত্যু হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত মৃত পৌত্রের বিধবার পূর্বোক্তরূপ উত্তরাধিকার লাভ করিবেন। তাহাড়া বর্তমান হিন্দু আইনের অধীন কোন বিধান-বলিয়ে হিন্দুর মৃত্যুকালে তাহার হিন্দু ধৌথ পরিবারের কৃষিভূমিতেও তাহার বিধবা মৃত্যু পরিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। এই আইনের অন্য নাম হিন্দু বিধবাগণের মত হিন্দু-নারীগণের জীবনকালোপযোগী জীবিত স্বত্ব হইবে, কিন্তু পূর্ণ ওয়ারিশানের ন্যায় তাহারা আইনতঃ অধি-কারী হইবেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের আলোচ্য বিলের এই বিধানগুলি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের আলোচ্য বিলের বিধানগুলি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের কেন্দ্রীয় আইনের বিধান অনুসারে রচিত হইলেও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিলের পর কৃষিভূমির সম্বন্ধে হিন্দু বিধবাগণ যে সকল বিধি-ব্যবস্থা করিবারের দ্বারা আইনতঃ কার্যকরী বলিয়া গণ্য হওয়ার বিধান এই বিলে থাকায় এই বিলটী বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। এইরূপ বিল সত্বর আইনে পরিণত করার ব্যবস্থা হইলে দেশের সকলে তাহা অভিনন্দন করিবে।

পঞ্জিকার মত। সকলের জন্য নিখুঁত।
দেওয়ান পঞ্জিকা
বঙ্কিমপ্রসাদ ঘোষ, বাঘা, (হাওড়া)

Post Box 649 Telegram Bankcorp
নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
18, ক্লেয়ার রোড, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :
রাঁচি, মিয়া-পরিচ, মোজাফরপুর,
পুরুলিয়া, হাজারিবাগ ও ভাগলপুর
ক্লেসার রোডে
পাটনা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে
মিঃ এস. আর, মুখার্জি
ম্যানেজার।
মিঃ সি. গুহ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

খেয়ালীর খাতা

ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘ একটী ভালো কাজ হাত দিয়াছেন। উঁহারা একটী পরিভাষা সমিতি-মুদ্রাতিরি গঠন করিয়াছেন। ইংরেজী শব্দের বাংলা ঠিক করা। এখনের সংবাদ বিভাগগুলি হয় মোক ইংরেজী জানে না, অথবা আমাদের খুব, অনেক, অনিচ্ছায়, আমাদের ইংরেজীনবীশী ভাষাকর্ষণ হেতু। কমন-মার্কেট, রাজনীতি, আইন সভা এবং বিছুই ইংরেজী ভাষায় ভাবাইতে হয়। অনুবাদকারকে এ সম্বন্ধে আমাদের-মুক্তাইতে হইলে তাহা বাংলায় লেখা যা কথা বলিতে হয়। কিন্তু ইংরেজী শব্দের ঠিক বাংলা না জানা থাকিলে তাহা বলিতে পারা যায়। এই অসুবিধাটা খুব বিশেষ করিয়া অনুভব করেন বাংলা সংবাদপত্র-সেবীরা। উঁহাদিগকে ইংরেজীর বাংলা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। The Bengal Assembly had to be adjourned at 5 P.m. owing to want of quorum—এ কথা ইংরেজী শব্দের কাপড়ে হাপিয়া এখনো কন্সাক্টিটার ছাড়া আর তাহাদের কোন সুবিধাদের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু বাংলা কাগজের অনুবাদী সম্পাদক—উঁহাদিগে উহা অনুবাদ করিতে হয়—quorum কথাটার বাংলা খাটি করিতে বিষদিয় খায়। ফরাসী-পন্থার coup d'état-এর কথা ইংরেজী কাগজে যাহারা পড়েন তাঁহাদের সহিত আমার আলাপ নাই। কিন্তু বাংলায় পাঠকদের ঐ কথাটা বুঝাইবার জন্য কোন পথ নাই। কাজেই অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজী শব্দের প্রতিশব্দ না পাইয়া অনুবাদের সময়ে থামিয়া যাইতে হয়। সম্প্রতিকালে যুদ্ধের কয়ে এই অসুবিধা আরও অনেক বাড়িয়াছে। এমন সব পদ প্রয়োগই যুদ্ধের সময়ে ব্যবহার হইতেছে যাহা ইহার আগে কখনও শোনা যায় নাই। ফলে অনুবাদকদের বিপদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। depth charge কথাটার বাংলা কি? tactical airforce বলি কি? general mobilisation কি ভাবে বুঝাইব? ছাড়া ছাড়া একই ক্রিয়ার কথা, আকার ও অবস্থানের ইংরেজীতে বিভিন্ন পদ আছে, বাংলায় তাহা বুঝাইবার জন্য পদ নাই। যেমন—war, battle, engagement, fighting, skirmish এর বাংলা এক 'যুদ্ধ' লিখিয়া সারা করিলে হয় না, বলিয়া মনে করিয়াছেন।

* * *

ইংরেজী শব্দের বাংলা করিতে গিয়া যেমন বড় অসুবিধা হিন্দের করিয়াছেন। আমাদের বাংলা যে 'অসহায়' এ দেশের উহার কথা হইতেই বাহির করা সহজ। এ বিষয়ে উহার উদাহরণ দিব এখন। মনে আছে কাশিমবাজার রেসের ক্রিকে অনেক অনুরূপ হইয়া পড়েন, অনেকেরা উহাকে নির্বাচন পূর্ণ বিশ্রামের উপদেশ দেন, চিকিৎসক দেখা পর্যন্ত অনেক দিন বিলম্ব হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় সুস্থতাই সর্বাপেক্ষা বিপদ হয়ে ক্রিকে কি চিকিৎসক অবস্থা দেখেন তাহা একটী খাতা বড় সুন্দর-পড়া হোলেন। হোলেন অবশ্যই ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আবিষ্কার করিয়া চমকিত করিতে চিঠি লিখিয়াছিলেন। অবশ্যই বাংলাভাষাভক্ত ক্রিকেটী অনেক ইংরেজী শব্দের বাংলা করিয়াছিলেন। সে সব যেমন বিভাগিরি, অন্যান্য মুখোটি চট্টোপাধ্যায়, ক্রিকেট বাজনেরও সহজ আছে ইংরেজী শব্দের বাংলা করিয়াছেন, অথবা তাহার সবগুলিই সর্বজনগ্রাহ্য হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহু অনেক আগে একটী পরিভাষা সমিতি গঠন করিয়া অনেক-গুলি ইংরেজী শব্দের বাংলা বাহির করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্রিয়া কথাটা বজায়ানি করিয়া তাহার চাইতে অনেক বেশী করিয়া চালাইতে। যেমনদের বাংলা 'লৌহবর্ত্ম' অর্থাৎ ক্রিয়া ক্রিয়া হয়তো ঠিক হইতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ লোক যেমনদের বলিবে, লৌহবর্ত্ম' নয়। আমরা-অধিক মতো তাহারও বলবো সঙ্কটে অবস্থার মোহাম্মদ। যেমন কথাটা শিক্ষিত বাংলা ভাষার ক্রিয়া করিয়াই বলিবাই আজ 'যেমন-রাইড' তাহার বিপক্ষে 'ঘিয়ী' বিলেত তাহাকে উদাহরণ করা করিব। এই ঠিক বিষয় বাংলা বলবার কাজকর্মের বাহির অনেক। 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা' বন্ধ দিন একটী পদ ব্যবহার করিলে তাহা রাষ্ট্র হয়। অথচ পত্রিকাটী নাহিত্য সভা করিয়া একটী পদ ঠিক করিলেও তাহা সর্বত্র করা করিব। সাধারণসম্পাদকেরা সভা যদি অন্তত্তঃপক্ষে প্রতি ইংরেজী শব্দের প্রতিশব্দ ঠিক করিয়া দিতে পারেন এবং বাংলা সংবাদপত্রগুলি সকলেই যদি তাহা ব্যবহার করেন তবে,তাঁহারা দেশের ও বঙ্গের সত্যকার উপকার করিবেন। বাংলা ভাষা-জননী তাঁহাদের কাছে চিরঋণী হইবেন।

* * *

আমার এবার বাজেটের কথাটার বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষায় সংস্কারের জন্য একটী কমিটী করিয়া-ছিলেন। উঁহারা কতকগুলি নির্দেশ দেন। অবশ্য কমিটীর আলোচনাটী ও মতীবলম্বীদের মধ্যে মতের মিল হয় নাই বলিয়া ঘোষ হয় জানা এবং মূল দুই রায়িবার ক্রেটারই বেশী হইয়াছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ই "বিষয়ের পরিবর্তন বাজার চলিবে" বলিয়া দুই বলকে খুলী রায়িবার প্রমাণ খুঁজিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এমন দুই একটী ক্ষুদ্রাকৃতি চিন যাহা এখন করিতে তাহাদের আপত্তি হওয়া উচিত নয়। যেমন বেক-এর পরে ব্রিজ। বর্তমানের বলনে বর্তমান লিখিলে ছাপাখানার কম্পোজের সুবিধা হয় এবং পরিবর্তনের একটা ও বর্তমান করিলে তাহাতে আপত্তির কারিবার আশঙ্কা নাই—আমার করিবে মনে হয়। এ সম্বন্ধে অনুরোধটা কিছু বাহুল্য নয়। বাজনার বলনে বাংলা লিখিলে অনি আই এবং সর্বাঙ্গের বানান সহজীয় আমরাদী করিলে নিরীহ ছাত্রের ক্ষতির কারণ হইবে না। ইংরেজী শব্দের বানান লইয়াও বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা অনেক সময়েই বিপন্ন হন। ইংরেজী কাগজে অনি লিখিলে করিতে হয় না। আমরা Lord Wavell লিখিয়াই খালাস। কিন্তু বাংলা কাগজকে পদের উচ্চারণ বাংলাইয়া দিতে হয় বলিয়াই কেহ কেহ কোন কথাকেও কেহ না করিলেন। অর্থাৎলাই প্রায় ৪৬ করিলেন যে সহকারী সম্পাদক করিলেন লেখেন তাঁহার ঘোষ হয় করিব। সিনেমা-উপরে মাসিক বিজ্ঞাপন কি বিজ্ঞাপন ঠিক তাহা সইয়া অনেকের কাছে ইহাদের প্রেসনের প্রায় যাতায়াতির উপক্রম হইতে দেখিয়াছি। কলিকাতার আজ সরকারের ট্রেজারীর করিলেন যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে আনন্দের সম্পর্কে নকল বাংলা কাগজেই বহুটী এমনও তাঁহার মানের উচ্চারণ বা বানান সম্পর্কে কথাটা নয়। কেহ লিখিয়াছেন ফ্রেসেসি, কেহ ফ্রেঞ্চি, কেহ বা একেবারে ফ্রেসোসি। আমাদের বাংলা পত্রিকাগুলির সম্পাদকেরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিদেশী আমদানী ও বিদেশী ফোনেসের আমের বাংলা বানান সম্পর্কে কি একটা সর্বজন-গ্রাহ্য নিয়ম করিতে পারেন না?

* * *

"কলকাতা থেকে আসছি"। করিম বীর বেকর্ড গায়কার পর এবার শ্রীযুক্ত প্রেমের মুখার্জীর গানের পালা ছিল। তিনি অনিবার্য কারণে অনুপস্থিত হওয়াতে তাঁর বদলে আমরা নিয়েই গানের একখানা রেকর্ড বাজিয়ে শোনাছি। গানখানা হলো—তোমার সাথে যে ক্ষণটি।" এ হেন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী বেতার-শ্রোতের মধ্যে দুই তিন হইতেই পরিচিত। কিন্তু সভাটি "অনিবার্য" কারণ যে আর পাইবাদী সেটা খুব হইয়াছে। ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য উৎসুক হওয়াটা স্বাভাবিক। ব্যাপারখানা আর কিছুই নয়—বেতার-কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালী। উঁহাদের অজানাতে অথচি হইয়া কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের দক্ষ বিদায় শিল্পীরা বেতারের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখিতেছেন। বিটঠলদের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। রবিয়া সাইকেলি আপনাদের সঙ্গেও নাই। কিন্তু তিনি বেতার হইতে পারেন যে সম্পর্কে একটা ধারণা পাইতে হইলে আপনাদের একবার কলিকাতা বেতার-কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে আসিতে হবে কলিবেন। মাত্র অনুরোধের মোহাম্মদ পরিচালক ও প্রোগ্রাম-কর্মী, উপকর্তাদের বেতার-সূচীর উপর বেতর কথিত এমিয়ানের শিল্পীদের নাম ধাওয়া-না-পাওয়া নির্ভর করে আমার পক্ষিত পাইলে আপনারাই পক্ষিত হইবেন—উঁহারা নহেন। পক্ষ বক্তিদের চাইতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধ্বনি-শিল্পী ও বিদেশ ধারণা বেশে বিরীর কেহ নাই। বেশের, নাহোর, আমেরিকা, এমনকি, সুদূর সেনেগালে পর্যন্ত যে বাঙালীর ঘরে রেকর্ড আছে তাহাতেই রবিবার সকাল বেলা নাহোরে পড়ন রবীন্দ্রের গানের আসর 'বসিতে' দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি যখনই অনুরোধ হইল না কেন কলিকাতার কোন নাম, অন্ত, নাহোরে বা আমেরিকা, আমেরিকা বিজ্ঞাপন সঙ্গে মর্মর্ণে যে যে ক্রিয়া তাহা না রাখিতে পারিলে এত অনুরোধ ঘোষার তাঁহাদের বেতার হইতে বিদায়গ্রহণ হইতে হইবে। হইতে হইয়াছেন। তিনি এখন বন্ধ, আমরা অনেকে।

* * *

সমাবিবাহ নাহোরে বিদায়টেবলে সম্পর্কে একটা অতি প্রচলিত কৌতুক আছে। The knack chosing always the wrong man। কি বিয় একজন লিখিল ইতিহিয়াছ। নাহোরে বিদায়-বেলে তিনি কেবিনেটের ভাইরেক্টরের কর্তা হইয়া প্রেরিত প্রাপ্তি বিনিয়োগেছেন। কি পেটেন এজাতের বেশেরই বিদায়ী চিঠী লইয়া আসিয়া-ছেন। তিনি ইংরেজেনসাবে চিন বছে তাই তিনি-ছেন। চৌধুরী নাহেব সোজাসুজি "ঠিকনা করিলেন। এখন বিদেশীর সব চেয়েটাইমনুজন নিয়ে এজাতই হইয়াছেন। না আমাটাই তাঁহাদের বড় বড় প্রোগ্রামিকেনার। কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের কর্তার সঙ্গেও বাংলা না-আমাটাই যোগাযোগ সম্বন্ধে বড় গাড়াগাড়ি। কলিকাতা বেতারের আরি পর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বেতারের আরি পর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বেতারের আরি পর্ব হইতে আজ পর্যন্ত

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিভিন্ন বস্ত্র-বিভাগে অর্থদান—প্রকাশ, ১৯৪৮ সালের বস্ত্র-বিভাগ প্রাথমিক পুনর্গঠনের জন্য নিম্ন পর্যবেক্ষণী আয়োগ ২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, এই পর্যন্ত বস্ত্র-বিভাগ প্রাথমিক পুনর্গঠনের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছে এবং সেচকার্য প্রায় পুনর্গঠিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়া কার্টিলিন অব ওয়ার্ল্ড এডেলার্স—ইণ্ডিয়া কার্টিলিন অব ওয়ার্ল্ড এডেলার্স এর শাখা সম্প্রতি ডাক্তার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার সভাপতি হইয়াছেন ডাক্তা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এস এস বসু। সম্পাদকমণ্ডলে ডাক্ত করিয়েন ডাঃ এ বি বসু। এই শাখা সমিতির প্রথম অধিবেশনে ডাঃ এ আলেকজান্ডার ইহাদি জাতির সমস্যা সম্পর্কে এক বক্তৃতা দেন। ডাঃ বসু, ডাঃ এস হলেন, ডাঃ আবেদ এবং অন্যান্য অনেকে এই বিষয় সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেন।

ভারতে কিল্স শিল্প প্রচেষ্টা—বোম্বাইয়ের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ইণ্ডিপেনডেন্ট কিল্স প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি যে কমিটি গঠন করিয়াছেন তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মনোনীত হইয়াছেন: ডাঃ প্রেমী বেরজা (ডেনমার্ক), মিঃ ফোকিন ডি বেলমুর, এম, এস, এ (ফরাসী পরিষদ), ডাঃ কে এ হামিদ (বোম্বাই), ডাঃ মাজিদ আহমেদ (বোম্বাই), ডাঃ রেমনাথ সাহা (কলিকাতা), ডাঃ কে এস কৃষ্ণন (এলাহাবাদ) ও অধ্যাপক বি বি সেনগুপ্তে (বোম্বাই)।

ভারতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা আমদানী—প্রকাশ, ভারত সরকারের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি হইতে আনুমানিক ২ কোটি পাউণ্ড মূল্য আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহার মধ্যে প্রথম কিস্তির ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্য শীঘ্রই মাদ্রি ভারতে আসিয়া পৌঁছিবে।

রাঁচা কোম্পানীর পরিচালন ব্যবস্থা—সম্প্রতি সরকারীভাবে এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত সরকারের রাঁচা কোম্পানীগুলি পরিচালনা ব্যাপারে কতকগুলি অযাচিত বিষয় প্রতিরোধকল্পে আরও ও উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বনের সুপারিশ করিবার জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া উক্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে—ডাঃ ভাভাদা-দী ভাহাবীয় (চেয়ারম্যান), মিঃ জামসেদজি হোসেন, স্যার এলান লড্ডেল, মিঃ কে কে বিড়লা, স্যার জর্জ টমাস, মিঃ কে আর দি এফ ও মিঃ এস এস বৈদ্যনাথন্ (সেক্রেটারী)।

বাংলার তুলা চাষের তৃতীয় পূর্ণাভাষ—সম্প্রতি বাংলার ১৯৪৯-৫০ সালের তুলা চাষের তৃতীয় পূর্ণাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে তৃতীয় পূর্ণাভাষবর্ষে আনুমানিক ১০৭-৭৮ একর জমিতে তুলা চাষ হইয়াছে। উহার পূর্ববর্তী বৎসর তৃতীয় পূর্ণাভাষ এবং দ্বিতীয় পূর্ণাভাষবর্ষে ১০৭৬৪ একর জমিতে তুলা চাষ করা হইয়াছিল বলিয়া আনুমান করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে তৃতীয় পূর্ণাভাষে আনুমানিক ৩১৮৮৭ বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। উহার পূর্ববর্তী বৎসরে তৃতীয় এবং দ্বিতীয় পূর্ণাভাষে ২১৫৮৮ বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আনুমান করা হইয়াছিল।

ধান ও পাটের বন্ধ—সম্প্রতি ভাগলপুর জিলার সোহাগপুরাগ্রামে মিঃ সাদুল্লিন আহমেদের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, কৃষক প্রজাদের ঋণী উদ্ধার করিতে হইবে তাহাদের দিয়া, আয়া প্রভৃতির উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি এবং কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উক্ত সম্মেলনে পাট ও ধানের উপযুক্ত সর্বনিম্ন মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার দাবী জানাইয়াও এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে পাঁচ শ্রেণীর পাটে সর্বনিম্ন আছি মণ ২৫৲ টাকা এবং ধান আছি মণ ১৮ টাকা ধার্য করারও সুপারিশ করা হইয়াছে।

ভারতীয় ব্যবসায়ে বৃটিশ মার্ক সম্বন্ধে গান্ধীজী—বোম্বাইএর ভারতীয় বণিক সভার সভাপতি মিঃ এম এ মাস্টার ও সহঃ সভাপতি মিঃ মহম্মদ ইসমে ধানার প্রেরণী সম্প্রতি বোম্বাই-এ বিড়লা ভবনে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারের সময় তাঁহারা গান্ধীজীকে বলেন যে, ফেডারেশন বৃটিশ ও ভারতীয় মূলধনের প্রতিযোগিতার উপরেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেছেন—অতএব ও ইহাতে এই জাতীয় মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। গান্ধীজী বলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্তব্য এই প্রস্তাব ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কে অসহযোগিতা করা। এইরূপ করিলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কারণ, গান্ধীজী বলেন যে, অসহযোগিতা কখনও ব্যর্থ হয় না। বৃটিশ ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি পরিলক্ষিত হইলে বলিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের যে তীব্রবিদ্রূপ সঞ্চার প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মিঃ মাস্টার ও মিঃ প্রেমী গান্ধীজীকে জানান। তাহাতে গান্ধীজী এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, ফেডারেশন ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যই হবে, তাহাকে ইহাতে স্থান গ্রহণ করিতে হইবে।

ফিরোজপুর-ঝিরিয়া লাইন পুনরায় খোলা—সম্প্রতি পূর্ব রেলওয়ের ফিরোজপুর-ঝিরিয়া বিভাগের সরাসরি যাত্রিবাহী ও মালবাহী ট্রেন চলাচলের পুনরায় ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেল-কর্মচারী সেতোরে আসিলেই সেতো ও পাণ্ডুর মধ্যে আবার সরাসরি যাত্রিবাহী ট্রেন চলিবে।

ঈদ্যা সেতুরার সময় বর্ধিত—ঘোষিত হইয়াছে যে, সরকারী হিসাব মতে বিভিন্নদেশের জন্য যে সরকারী বিদেশ আসা হয়া হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া আরও ৬ মাস উহা সেতুরার সময় আমাদী চাই যে পর্যন্ত পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বস্ত্র সরবরাহের অতিরিক্ত ব্যবস্থা—কানপুর মিউনিসিপ্যালিটি ফুল মোর মিউনিসিপ্যাল ও উহার সংলগ্নাঞ্চল বিভাগের অসামরিক বাসিন্দাদিগের অতিরিক্ত উপরে বস্ত্র সরবরাহের পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রকাশ, মিউনিসিপ্যালিটি এই উদ্দেশ্যে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনার সুযোগে ৫ হাজার ভাতাভোগী এবং তাহাদের নির্ভরশীলদের (যাহাদের আয় বার্ষিক ১০০৲ টাকার কম) বৎসরে উপকার হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পরিকল্পনাটি এখনও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয় নাই।

ভারতে মোটরগাড়ী নির্মাণ—সম্প্রতি বোম্বাইয়ের বিদ্যুৎবাণ কর্পোরেশন কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ ভারতে প্রস্তাবকের সঙ্গে বলিয়াছেন যে, মুক্তকণ্ঠে এবং ভারতের সহিত সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত মুক্তির পর তাহার নিজের প্রয়োজনীয় মোটর গাড়ী ও ট্রাক তৈয়ার করিবার সময় করিবেন। মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ আরও বলেন যে, বর্তমানে ভারতে মোটর গাড়ীর চাহিদা নাই বলিলেই হয়, কিন্তু কয়েক বছর পরে নিশ্চয়ই মোটর গাড়ীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে, কারণ তাঁহার মতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে ভারতের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হইবে।

কয়লা সম্বন্ধে বৃদ্ধি—বার্ষিক রাষ্ট্র বিভাগ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, ভারতে দুইবার কয়লা খাদ্য না হয় এবং রেল ও কয়লা সেতুরা এড়াইতে না পারে তজ্জন্য মুক্তকণ্ঠে ও বৃটিশ সম্প্রতি এবং বৃদ্ধি

ক্ষুধিত কঙ্কাল

জীবনের আশা না মিটেতেই যারা অকালে
দিনে দিনে শুকিয়ে অরে যায়, চোখের
দীপ্তি হেরফ আশা হয়ে যায়
বলিত, কালের কবাল
গ্রাস হয়ে যাবের
অত্যাচারিত
ঘোষণা
?

পরাধীন বিদেশ অবস্থায়
তার উপর বিদেশে—
মানুষের অসহনের অবধি
তার দুর্ভাগ্য আরও বাড়ায়।
পৌষ, বিসূচি-অহি, বিভাগীয়ভাবে
দুর্বল মানুষ এমিয়ে চলবে
অত্যাবশ্যিক পরিস্থিতির দিকে
তাদের কম মোর করতে পারে
বি-আই-ইমালসন অব
কড-লিভার অয়েল।

বি-আই
ইমালসন
অব
কড-লিভার
অয়েল

দৌর্বল্য, অহি-বিসূচি, ফুসফুস ও
কম রোগে অত্যন্ত উপকার
—সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়—

সম্পাদন করিয়াছে। এজন্য উক্ত ফুটি ১৯৪ এপ্রিল পাওনিয়ে হইয়াছে।

ষ্টীমারে মাল বুকিংয়ের ব্যবস্থা—গত ১৫শে এপ্রিল হইতে ষ্টীমারে মাল বুকিংয়ের ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। পরিবর্তে এজেন্ট নিয়োগের জন্য দরখাস্ত করিয়া আগামী ৫ই মে তারিখের মধ্যে ম্যানেজার, ষ্টীমার সার্ভিস, ৩৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

মোর্স অব এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টবেঙ্গল ষ্টীমার এক্সটেনশন—স্থানীয় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান 'মোর্স অব এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টবেঙ্গল ষ্টীমার এক্সটেনশন'এর ৪৩তম অধিবেশন সম্প্রতি গাইঘাটা বিল্ডিং-এ বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের সহ-পরিচালক সভাপতিত্বে হইয়াছে। উক্ত অধিবেশনে ১৯৪৭-৪৮ সালে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টবেঙ্গল ষ্টীমার-সের শিক্ষার খাতে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা পুনরালোচিত হয়। কুলগুলিতে সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি করা, স্কুলের শিক্ষা-মন্ত্রীদের বাসগৃহ নির্মাণ করা, বর্তমান হারে ফ্রি স্টোর্সি-এর ব্যবস্থা, অতিরিক্ত ভূমির জন্য সরকারী সাহায্য দান এবং যেসব ক্ষেত্রে স্কুল পুরাতন অতিরিক্ত ব্যয় ব্যবস্থাদির জন্য যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিয়াছে তাহা মিটাইবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন-ব্যবস্থা সুপোষণ করিবার জন্য এক প্রস্তাব ডেপুটেশন নিয়োগ উক্ত অধিবেশনে গ্রহণ করা হয়। কেবলিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানীয় পরীক্ষা পরিচালকমণ্ডলী উক্ত ও মিঃ উক্ত পরীক্ষাগুলি আগামী ১৯৪৯ সাল হইতে 'আরবান' পরীক্ষার প্রবর্তনের যে নিয়োগ গ্রহণ করিয়াছেন, এই মোর্স তাহা অনুমোদন করেন এবং কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ভারতীয় ছাত্রদিগকে একটি ভারতীয় ভাষা 'আবশ্য পার্ট' হিসাবে লইতে হইবে বলিয়া তাঁহারা সুপারিশ যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উপর জোর না দিবার জন্য উক্ত সভা অনুরোধ করেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়—ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টের সার জন এণ্ডারসন তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, গত সরকারী বৎসরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব খাতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৭৯ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা প্রাক্কলিত পরিমাণের তুলনায় ৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী। এই বাড়তি পরিমাণের শতকরা ৫০ ভাগ করদাতাদের নিকট হইতে ট্যাক্স হিসাবে আদায় হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে যে, গত মার্চ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধির যে ৫১ বৎসর অতীত হইয়াছে তাহাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব খাত হিসাবে মোট ৫৭১০ কোটি পাউণ্ড লাভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১০৩০ কোটি পাউণ্ড (মোট আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ) করদাতাদের নিকট হইতে ট্যাক্স হিসাবে আদায় হইয়াছে। গত বৎসর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আয়কর বাবদ ১৪১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং মুনাফার বাবদ ১১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড পাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আরও অনিয়াছেন যে, বর্তমানে বিদেশের নিকট ইংলণ্ডের দেনার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৩০ কোটি পাউণ্ড এবং যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪০০ কোটি পাউণ্ড। যুদ্ধের সুরুপাত হইতে এই পর্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের ডোমেন নিকট হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার পরিমাণ ১৪৩০ কোটি পাউণ্ড।

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কোম্পানী কমিটি—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ভারতে পাওনার যাবতীয় মূল্য এবং ভারতে পাওনার উৎপাদন, ব্যবহার ও বিক্রয় সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন সমস্যাসমূহের বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কোম্পানী কমিটি গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পার্ট, কুলে ইণ্ডাস্ট্রির বস্ত্র ডেলেগে কমিটি গঠিত হইয়াছে, সেণ্ট্রাল কোম্পানী কমিটির সেই ভারত গঠিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। তাহাদের উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থার এবং এই সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারের সুষ্ঠার ও উন্নতি সাধনে সহায়তা করা উক্ত কমিটির কার্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। ভারতীয় ভারতের কুবেরের উৎপাদন বিভাগের অধিক উক্ত কমিটি বিশেষ ব্যবস্থাদির প্রবর্তন করিবেন, জানা গিয়াছে। কুবেরের উৎপাদন বিভাগের জন্য পৌরী গবেষণা আরম্ভ হইবে বলিয়া প্রকাশ। কমিটির ব্যয়-নির্বাহের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট উক্ত কমিটিকে বার্ষিক মন্ত্র ৫০ হাজার সাহায্য প্রদান করিবেন বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন—কলিকাতা মেডেক্টের সভায় সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কলিকাতা কর্পোরেশন কলিকাতা ইলেকট্রিক ষ্টীমেক্টে বার্ষিক যে টাকা বিদ্যুৎ পাবেন, তদ্ভিন্ন কর্পোরেশনের মোট বার্ষিক মোট মন্ত্র টাকা আদায় হইবে ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আগামী ৩ বৎসরের জন্য আর দিতে হইবে না, স্থিরিত পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে প্রকাশ যে, আইন অনুসারে কলিকাতা কর্পোরেশনের ইলেকট্রিক ষ্টীমেক্টে যে টাকা দিতে হয়, কর্পোরেশন বিদ্যুৎ বিক্রয় হইতে তাহার পরিমাণ ৫০ লাখ টাকা ছাড়াও বাকী টাকা আদায় করিতে পারিবেন। কর্পোরেশনের হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৪-৪৫ সালে কর্পোরেশনের মোট এই অর্থের পরিমাণ ছিল ৭০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা।

মাসুল ও বি প্রস্তুতকরে অল্প আমদানী—ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে ডাক মাসুল ও বি প্রস্তুতকরে অল্প আমদানী হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ঐ বৎসর ডাক বিভাগে ৩৫৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে এবং ঐ বৎসর ডাক বিভাগে ৩৫৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ঐ বৎসর ডাক বিভাগে ৩৫৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ঐ বৎসর ডাক বিভাগে ৩৫৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের লাভ—ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ১৯৪৭-৪৮ সালের লাভের পরিমাণ ৩৫৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা প্রাক্কলিত পরিমাণের তুলনায় ৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী। এই বাড়তি পরিমাণের শতকরা ৫০ ভাগ করদাতাদের নিকট হইতে ট্যাক্স হিসাবে আদায় হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে যে, গত মার্চ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধির যে ৫১ বৎসর অতীত হইয়াছে তাহাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব খাত হিসাবে মোট ৫৭১০ কোটি পাউণ্ড লাভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১০৩০ কোটি পাউণ্ড (মোট আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ) করদাতাদের নিকট হইতে ট্যাক্স হিসাবে আদায় হইয়াছে। গত বৎসর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আয়কর বাবদ ১৪১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং মুনাফার বাবদ ১১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড পাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আরও অনিয়াছেন যে, বর্তমানে বিদেশের নিকট ইংলণ্ডের দেনার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৩০ কোটি পাউণ্ড এবং যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪০০ কোটি পাউণ্ড। যুদ্ধের সুরুপাত হইতে এই পর্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের ডোমেন নিকট হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার পরিমাণ ১৪৩০ কোটি পাউণ্ড।

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কোম্পানী কমিটি—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ভারতে পাওনার যাবতীয় মূল্য এবং ভারতে পাওনার উৎপাদন, ব্যবহার ও বিক্রয় সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন সমস্যাসমূহের বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কোম্পানী কমিটি গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পার্ট, কুলে ইণ্ডাস্ট্রির বস্ত্র ডেলেগে কমিটি গঠিত হইয়াছে, সেণ্ট্রাল কোম্পানী কমিটির সেই

বিমান ভাড়া—ভারতীয় বিমান কোম্পানীগুলি কর্তৃক যাত্রীদের নিকট হইতে যে ভাড়া আদায় করা হয়, তাহা সম্প্রতি হ্রাস করা হইয়াছে। ভারতীয় বিমান কোম্পানীগুলি কর্তৃক যাত্রীদের নিকট হইতে যে ভাড়া আদায় করা হয়, তাহা সম্প্রতি হ্রাস করা হইয়াছে। ভারতীয় বিমান কোম্পানীগুলি কর্তৃক যাত্রীদের নিকট হইতে যে ভাড়া আদায় করা হয়, তাহা সম্প্রতি হ্রাস করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিমান বন্দর—কলিকাতা বিমান বন্দরে ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩৫৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ঐ বৎসর ডাক বিভাগে ৩৫৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ঐ বৎসর ডাক বিভাগে ৩৫৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ঐ বৎসর ডাক বিভাগে ৩৫৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের লাভ—ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ১৯৪৭-৪৮ সালের লাভের পরিমাণ ৩৫৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা প্রাক্কলিত পরিমাণের তুলনায় ৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী। এই বাড়তি পরিমাণের শতকরা ৫০ ভাগ করদাতাদের নিকট হইতে ট্যাক্স হিসাবে আদায় হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে যে, গত মার্চ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধির যে ৫১ বৎসর অতীত হইয়াছে তাহাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব খাত হিসাবে মোট ৫৭১০ কোটি পাউণ্ড লাভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১০৩০ কোটি পাউণ্ড (মোট আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ) করদাতাদের নিকট হইতে ট্যাক্স হিসাবে আদায় হইয়াছে। গত বৎসর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আয়কর বাবদ ১৪১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং মুনাফার বাবদ ১১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড পাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আরও অনিয়াছেন যে, বর্তমানে বিদেশের নিকট ইংলণ্ডের দেনার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৩০ কোটি পাউণ্ড এবং যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪০০ কোটি পাউণ্ড। যুদ্ধের সুরুপাত হইতে এই পর্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের ডোমেন নিকট হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার পরিমাণ ১৪৩০ কোটি পাউণ্ড।

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কোম্পানী কমিটি—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ভারতে পাওনার যাবতীয় মূল্য এবং ভারতে পাওনার উৎপাদন, ব্যবহার ও বিক্রয় সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন সমস্যাসমূহের বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কোম্পানী কমিটি গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পার্ট, কুলে ইণ্ডাস্ট্রির বস্ত্র ডেলেগে কমিটি গঠিত হইয়াছে, সেণ্ট্রাল কোম্পানী কমিটির সেই

ক্রিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলিঃ SHILLBANK | হেড অফিস—শিলং | ফোন : শিলং—১৬৩

কলিকাতা শাখা

১৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলিঃ BANKSHILLO ফোন : ক্যাল ৫৪৮৩

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

গৌহাটি ও নওগাঁ (আসাম) শাখা খোলা হইয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৪৬ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, খাটাল, চাটানদার, সিউড়ীপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কানপুর, বালিয়া, আরাউরা, বেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাধারণ এভিনিউ, বড়বাজার, মোরাদাবাদ ও মোরাদাবাদী (বাঁকুড়া)।

মিমতলা ও বেলগাছিয়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

করিবার পর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরিষদের সদস্যদের করিবার জন্য যে আর্থিক দান হইবে তাহা বছর করিবেন 'জনসেবা' সম্পাদক মিঃ এস সি মিত্রকে।

হুগলী জেলায় লোকাল বোর্ড—আগামী ১লা জুন হইতে হুগলী জেলায় সমস্ত লোকাল বোর্ড বাতিল করিয়া একটি বোর্ড গঠিত করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বাংলার অস্থায়ী আদেশনামা—বাংলাদেশে সরকার আদেশনামার পুনর্বার উদ্ভব হইয়াছে। পূর্বেকার অস্থায়ীভাবে সরবরাহ বিভাগে একজন পরামর্শদাতা নিয়োগ করার সময় করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, বেঙ্গল এক্সপিডিটেন্স অর্ডার করিবার সার্ভিস মেম্বারদের ৪৪ এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া জুলাই মাসে তিনি আর্থিক উক্ত কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

মুসলিম লেখার জন্য কলকাতা—গত ২৯শে এপ্রিল মুসলিম লেখার জন্য কলকাতার যে বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে সভাপতিত্বে মিঃ এম এ জিন্নাহ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

কলিকাতার বাজারের কর্মচারীর সংখ্যা—'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতার সরকারী ৫১টি বাজার আছে। উক্ত ৫১টি বাজার হইতেই কলিকাতার ৪০ লক্ষ লোক তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকে। উক্ত ৫১টি বাজারের মধ্যে ৮টি কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়, বাকি ৪৩টি প্রাইভেট ব্যক্তিদের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকিতেছে। উক্ত ৫১টি বাজারের মধ্যে ১৮টি বাজার বস্তি অঞ্চলে অবস্থিত হইয়াছে, উক্ত বস্তি অঞ্চলের লোক সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সংবাদদাতার মতে বস্তি অঞ্চলের বাজারগুলির অবস্থা সর্বাপেক্ষা বেশী অবহেলিত।

বিদেশী উৎপাদন বৃদ্ধি—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত সরকারের বাৎসরিক বিদেশী উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া আগামী ১৯৪৫ সালে উক্ত পরিমাণ বিদেশী উৎপাদনের পরিমাণ ৩০ লক্ষ টন অতিরিক্ত নির্ধারণ করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এসোসিয়েটেড বিদেশী কোম্পানীসমূহ এবং ভারতীয় সম্প্রতি ভারত সরকারের বিদেশী বিদেশের বার্ষিক উৎপাদন ১১,০০,০০০ টন বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ভারত সরকার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। আরও বলা হয়ে বার্ষিক ১,০০,০০০ টন বিদেশী উৎপাদনের এক পরিমাণ ভারত সরকারের আছে বলিয়া উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কর্পোরেশনের হাতে তহবিল মুলতবী—সংবাদে প্রকাশ যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, গত ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত কর্পোরেশনের হাতে ১ লক্ষ ৯০ হাজার তহবিল মুলতবী ছিল।

বিদ্যুতের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীদের বেতন—প্রকাশ, বিদ্যুৎ সরবরাহ মন্ত্রণালয় আছে এক সরকার পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীদের বেতন ৪০০৲ টাকা হইতে ১০০০৲ টাকা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সরকারী কর্মচারীদের মাসোহারা ভাতা বাড়ানোর বিষয়ও তাহি উক্ত সভায় আলোচিত হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সম্মেলন—আগামী ১০ই, ১১ই এবং ১২ই মে বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত ফুল্লপ্রসাদ লাহিড়ী উক্ত সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ পঠিত করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলেরায় মৃত্যু—সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে, গত ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে ২২,৯,৪৮৮ জন কলেরায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, বহরমপুর জেলে ৪৩,২০০ জন লোক বাংলার কলেরার মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মুদ্রিত বিল—প্রকাশ, পাকিস্তান সেকুর ও অনুমোদনের জন্য যে পাকমুদ্রণ কমিটী গঠিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবে অভিমত করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মুদ্রিত বিল সম্বন্ধে উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কারদের আলোচনার সম্মতির বিভিন্ন সভায় সম্প্রতি এক মুদ্রণ আলোচনা প্রকাশ করা হইবে। বিভিন্নবিধ বিষয়গুলি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে—(১) আর্থি, (২) মুদ্রিত বিল, (৩) মেয়াদ আসল, (৪) সমবায়ের ভিত্তিতে অর্থ আদায়করণে ত্রুটি সংশোধন, (৫) পত্রী আদায়, (৬) ব্যয় ও অন্যান্য বেলা-বিরোধী আলোচনা, (৭) পত্রী অঞ্চলের মেয়াদ, (৮) পত্রী অঞ্চলের বিলা ও বণিকদের বিলা, (৯) বিশ্বস্থানী সভায়, (১০) বিশ্ব-মুদ্রণের সমস্যা, (১১) অন্যান্য ও উপজাতি সমস্যা, (১২) পত্রী অঞ্চলের ব্যবসায়।

কমার্শিয়াল সোসাইটী—সম্প্রতি কমার্শিয়াল সোসাইটীর এক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া উহার কার্যকরী সমিতি গঠন করা হইয়াছে :—সভাপতি—অধ্যক্ষ প্রফুল্লকুমার বসু। সহ-সভাপতি—অধ্যাপক রাধাচরণ কর্মী, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচি। সম্পাদক—নিরঞ্জন ঘোষ। সহ-সম্পাদক—ইন্দুভূষণ সরকার, ইন্দিরা মুখার্জি, শ্রীনিবাস সোমানী। কোষাধ্যক্ষ—ইন্দুভূষণ বসু।

বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্কে নতুন নিয়ম—বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন ঐ ব্যাঙ্কে লেখিবার সময়ের (লেখন) নিয়ের উন্নতির সাহায্যকল্পে নিম্নলিখিত আদেশ করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্কের উন্নতির যে ব্যাঙ্কে অবস্থিত এবং লেখিবার সময় ব্যাঙ্কের নিজের কারবারে আসার মূল্যে (মূল আসল) অর্থাৎ আর ৬ লক্ষ টাকার নিম্নে করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই ৬ লক্ষ টাকার নিম্নে প্রত্যেক

ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—
৭ নোয়াপাড়া লেন
—শাখা—
কলিকাতা
শাখাবাজার | মাণিকতলা | জিরাট
ডালহৌসি স্কোয়ার | সাবরিয়া | বেলঘরিয়া
ষ্ট্রাণ্ড রোড | বেলিয়াঘাটা | বরাহনগর
ধর্মতলা | বহরমপুর | সোদপুর
চাঁদপাল ঘাট | শিবপুর | বজবজ
ফরিদপুর | শিলাজপুর | বেলঘরিয়া
বাহুড়বাগান | কৃষ্ণনগরী | বেলঘর
টাঙ্গাইল | বাজারটী | ঘাটশীলা
বুটিয়া | মুন্সী | ৭১০
সকল প্রকার ব্যাঙ্কের কার্য, বিল অব এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি ক্রয়, ব্যালেন্সটি এবং সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কি কার্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মে মি ভট্টাচার্য্য

সুর বেঁধে নিন
অতি সূক্ষ্ম ও সৌখীন যেয়ারিংয়ের যন্ত্রগুলি ঠিক সুরে বাঁধা থাকে তখনই নির্ভুল ভাবে বাজে। মানুষের পাকস্থলীর জন্য সূক্ষ্ম ও নির্ভুল যন্ত্রকেও এই রকম সুরে বাঁধা দরকার। সাধারণতঃ পারীপার্শ্বিক অসুস্থতার প্রধান লক্ষণ যেমন পাকস্থলীর অনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া থেকে। সুর ঠাওর পেয়ে হলে সুস্থ পাকস্থলী সবসময় সবল রাখা প্রধান দরকার। আপনার পাকস্থলীতে যদি কোনো অনিয়মের লক্ষণ দেখেন তাহলে ক্যাস্কিট, নিয়ে আজ থেকে নিন।
STOMACH REGULATOR
ক্যাস্কিট
পি.এম. বাক্চি এণ্ড কোং কলিকাতা

এক টাকা মূল্যের নতুন নোটিশের সাদাকালোতে মুদ্রণ করা হইবেছে। উক্ত কারখানাসমূহে প্রত্যেহ মাসের একটী নির্দিষ্ট সময়ের নিমিত্তে ঐ মাসের কর্তৃপক্ষ কারখানা প্রয়োজনীয় কয়েকখানি ছবিসহ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই মূল কারখানিক প্রয়োজনসমূহ কারখানাতে নিয়মে হইতে আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হইবে। ফলতঃ ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের নির্দেশক্রমে যৌথ-পুরে ঐ কারখানাটী খোলা হইয়াছিল। এই কারখানাটির বর্তমানে ১০০০ টন ক্ষমতা, ইহাকে ব্যবস্থা আছে এবং বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিবেন যে, যোগানের মাসে মোট ৩ লক্ষ টন লোহিতার সাদাকাটি আছে।

কর্পোরেশন-ট্রামওয়ে সমস্যা—আমরা বিশ্বাস যে, কলিকাতা কর্পোরেশন যাহাতে সত্বরে এখানকার বৃহত্তম কলিকাতা যানবাহন সমিতি (ক্রোর ক্যালকাটা ট্রান্সপোর্ট বোর্ড) গঠন করা সম্পর্কে এক চিঠি লিখিয়াছেন। উক্ত সমিতির ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় ট্রাম ব্যবস্থা চালাইবার কথা ছিল। ঐ চিঠিতে কর্পোরেশন জানাইয়াছেন যে, তাহাদের অভিমতে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে সমিতিটী গঠিত না হইলে বাংলা সরকার যেন কর্পোরেশন কর্তৃক ট্রাম ব্যবস্থা চালাইবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইহার জন্য যদি বিধিবিধিলিপাস আইনের কোন পরিবর্তন করিতে হয় অথবা নূতন কোন আইন পাস করিতে হয়, তাহার জন্যও কর্পোরেশনের চিঠিতে বাংলা সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থানুযায়ী আমানী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ট্রাম চলাচলের ব্যবস্থা ট্রামওয়ে কোম্পানীর হাতে থাকিবে।

কলিকাতায় টেক্সটাইল কমিশনার—ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ এম কে ভেলোদি সম্প্রতি কলিকাতার সাংবাদিকদের এক বৈঠকে বলেন, "বাংলা সরিষাকরণে আমার সাহায্যকারে এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, বাংলার কাপড় ও সুতা সরবরাহের বন্টনের ব্যবস্থার দুষ্টিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল এবং, বস্তুতঃ উহা তাহাই অভিপ্রেতছিল"।

আন্তর্জাতিক ভারতীয় বণিক প্রতিনিধি-দল—মিঃ ইভের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ইটা আগামী এক মাস কোম্পানীর যে অর্থ কি ইটা স্থির এই বিষয় আন্তর্জাতীয় বণিক প্রতিনিধি-দল সম্বন্ধে মিঃ ইভের উপস্থিত হইবেন। মিঃ কি কি বিষয়ের আছে ঐ প্রতিনিধিদলে থাকিবেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, মিঃ ইভের ভারতের অবিষ্যৎ বাণিজ্য সম্পর্কে খুব আশার প্রকাশ করা হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের সঙ্গে সাত ৪ পর কোন কোন দেশের বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবে, এমন সময়ে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের আগমন অত্যন্ত উপযোগী হইবে, তাহা বিশ্বাস।

বৈদ্যুতিক বাল্বের মূল্য হ্রাস—আমেরিকার সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, আমেরিকা সরকার দেশীয় বাজারের সর্বোচ্চ মূল্য হ্রাস করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট—১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের কার্যনির্বাহক সমিতি নিম্নলিখিত-ভাবে গঠিত হইয়াছে। সভাপতি—স্যার সি ভি রমণ (বিদায়ী স্যার জন উইলিয়ম' সভাপতি), সহকারী সহ-সভাপতি—স্যার পরিমল রায়েরা, ডিরেক্টর সভিনীরঞ্জন সরকার। সহ-সভাপতি—ডাঃ সি এম যোশী, স্যার এ এইচ মুখার্জী, স্যার ডি ই রোজেনী, ডাঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, স্যার সি ভেঙ্কটেশ্বর, সি সিদ্ধান্ত বাজপেয়ি, স্যার জেমস, স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার, মিঃ জাস্টিস বি কে মুখার্জী, ডাঃ এইচ এল ডুবাশী। কোষাধ্যক্ষ—ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সম্পাদক—অধ্যাপক পি সি মহলানবিশ, এফ-আর-এস। যুগ্ম-সম্পাদক—অধ্যাপক কে এন উকিলকী, এম-এস-সি, মুখার বিদ্যালয় লিঃ, এম-এ।

কলিকাতার ন্যায্য মূল্যের দোকান—ভারত সরকারের সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগের কলেক্টরের দোকানের কলিকাতার অধিবাসিগণ বাজারে ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি কিনিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কলিকাতার ১৪টী লোকাল সমিতি নির্বাচন করিয়াছেন। উক্ত লোকালগুলির উপর ভারত সরকারের সরবরাহ কোন কর্তৃত্ব না থাকিলেও ভারত সরকারের সরবরাহ ঐ সমস্ত দোকানের জিনিষপত্র বিভিন্নভাবে উপর দৃষ্টি রাখিবেন এবং ঐ সমস্ত দোকানে প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া সংবাদ। নিম্নোক্ত ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলির নাম দেওয়া গেল :—(১) ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী (অকল্যাণ্ড রোড, আনোয়ারপুর)। (২) ভবানীপুর ষ্টোরস লিঃ (১৪৯, বালিগঞ্জ ষ্টেশন)। (৩) দি সোদা আই, (৫৫, কালিঘাট ষ্টেশন)। (৪) ডাক্তার রায় এণ্ড কোং, ৩৭, রাসবিহারী এভিনিউ)। (৫) বাড়ি আছেন, কিন্তু এর এর ৫৫, ডাক্তার ইন্দুমাধব ঘোষ রোড)। (৬) বেঙ্গল কোং ষ্টোর ইষ্টার্ন রোডের আছেন। (৭) বাবর আলি সরকার, ১২, ডাক্তার ইন্দুমাধব ঘোষ রোড)। (৮) বেঙ্গল ট্রেডার্স এসোসিয়েশন, ২৫২, আমিনি ষ্ট্রীট। (৯) ইণ্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক কোং লিঃ, ৫৫৫ ডাক্তার রোড, বালিগঞ্জ ষ্টেশন রোড।

(খেয়ালীর খাতা—১০৭৬ পৃষ্ঠার পর)

ভিন্ন বাঙ্গালীই হউন, আর অবাঙ্গালীই হউন বেয়ারের জোগাড় বিষয়ে যেসকলের বেয়ারের দায়িত্ব করা কর্তব্যের অধিক উপরে নির্ভর করা উচিত নয়। বেয়ারের দ্বারায় জোগা উহাদের ভাড়ি, আর্দ্র এবং অভিজ্ঞতা দায়িত্ব বেয়ারের জোগাড়ের ব্যবস্থা চাই—যেমন চাই যাত্রীদের সুখ-সুবিধা অনুযায়ী বেল ব্যবস্থা। বেল কোম্পানীকে যাত্রীদের সম্পর্কে পরামর্শ বেয়ারার জন্য বেয়ারকারী পরামর্শ সমিতি থাকে, বেয়ারের পরিচালনা সম্পর্কে পরামর্শ বেয়ারার জন্যও তেমনি প্রত্যেক বেয়ার-কেন্দ্রে একটী স্থানীয় পরামর্শ সমিতি গঠন করা যাইতে পারে। বেয়ারের ট্রেনার ডিরেক্টার সমিতির সভাধিকার বলে সভাপতি হইবেন। ইউরোপীয় ও ভারতীয় জোগাড়ের সদস্য হইতে দুই জন করিয়া সদস্য থাকিবে, বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য সভা এবং প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের প্রতিনিধি সমিতির সভ্য হইবেন। শিল্পীদের আর্থ, জোগাড়ের চাহিদা, বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন ইত্যাদি সকল বিষয়ে এই সমিতির পরামর্শ অনুযায়ী বেয়ারের জোগাড় ও পরিচালনা নিয়ন্ত্রিত হইবে। প্রতি মাসে সমিতির এক বা একাধিক বৈঠক হইবে। এই ব্যবস্থায় ভাড়াবৃদ্ধি আপত্তি, অভিযোগ বা অসন্তোষের কারণ থেকেই যা—অবশ্য একমাত্র সরকারী জিপ ছাড়া। তাহার কথা আলাদা।

—খেয়ালী।

সূতা হস্তান্তর করা বা ডেলিভারী দেওয়া

নূতন নির্দেশ দান

১৯৪৩ সালের বন্টন ঋতু এবং ইহার কন্ট্রোল আদেশ অনুযায়ী যাহারা সাইনেন্স প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, এতিনাল ডিরেক্টর অব টেক্সটাইল (২) এর নিম্নে অনুমতি-পত্র দ্বারা এবং এই অনুমতি পত্রের সর্ত সাপেক্ষ ব্যতিরেকে অন্য কোন ভাবে তাঁহারা নিম্নলিখিত বিভিন্নভাবে বিক্রয়কারীর বর্ণিত এবং যেমন, ট্রেবার, ব্যাঙ্গা কি মৌজাপুরে অথবা অন্য কোন উপায়ে কলিকাতা ও শিল্প এলাকার বাহিরে কোন সূতা—এই সূতা যাহারা অনুমতিপত্র যে কোন অঞ্চল হইতেই আসুক অথবা বাঙ্গলা প্রদেশের বাহির হইতেই আসুক না কেন—হস্তান্তরিত করিবার অথবা ডেলিভারি দিতে পারিবেন না।

কলিকাতা ও শিল্প এলাকার যে সকল সাইনেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি বিক্রয় অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অধিকার করিবার অথবা বাঙ্গলা প্রদেশের কোন অঞ্চল হইতে যেমন, ট্রেবার, ব্যাঙ্গা বা মৌজাপুরে অথবা অন্য কোন উপায়ে সূতা পাইবেন তাঁহাদিগকে বাঙ্গলার বাহির হইতে তাঁহারা সূতা পাইবা মাত্রেই তাঁহাদের নাম সূতা পাইবার পর অবশ্যিকিনারে এতিনাল ডিরেক্টর অব টেক্সটাইল (২) এর নিকট সূতা ডেলিভারীর স্থান এবং প্রাপ্ত সূতার বিস্তৃত বর্ণনা ইনভয়েস সহ দাখিল করিতে হইবে।

কলিকাতা ও শিল্প এলাকা ব্যতীত বাঙ্গলা প্রদেশের অন্য কোন অঞ্চলে যেমন, ট্রেবার, ব্যাঙ্গা ও মৌজাপুর অথবা অন্য কোন স্থানে যদি কোন কার্পাসজাত সূতা আমিয়া পৌঁছে তাহা হইলে উক্ত মালের গ্রাহক অথবা ধারকের নামে মাল আনা হইয়াছে তাঁহাদিগকে অবশ্যিকিনারে উক্ত অঞ্চলের সাবডিভিশনাল অফিসারের নিকট ইনভয়েস এর মালের বিস্তৃত বর্ণনা দাখিল করিতে হইবে এবং ডিলিভারি দিবার পূর্বে মালের কোন অংশ যাহাতে সাবডিভিশনাল অফিসারের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে হস্তান্তরিত করা অথবা ডেলিভারি দেওয়া যাইতে না।

ইতিপূর্বে উক্ত বিষয়ে এতিনাল ডেপুটি কন্ট্রোলার অথবা ডিরেক্টর অব টেক্সটাইল যে সকল আদেশ জারী করিয়াছেন উপরোক্ত আদেশ দ্বারা তাহা সকল বাতিল করা হইল।

ডিক্লিভি

আর "রাই ইয়ার্ন" সহ সকল শব্দের সূতা—অর্থে (১) 'কোয়ের' আকারে ডেলিভারীর জন্য সূতা এবং (২) সেলাইয়ের সূতা হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য এবং ডিজার্ভ প্রভৃতি অবশিষ্ট ২০০ পাউণ্ড নম্বর সূতা এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত নহে।

বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ

অন্তরের নিয়ত অনাদায়িক অধিবাসী—সম্প্রতি ভবন সভায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কৃষক খাজনা হইতে এই সবার সরল এলাকার ৮০৪০৭ জন অনাদায়িক অধিবাসী নিয়ত হইয়াছে।

বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়নের কৃষ্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ—ভারত পর্যবেক্ষণীর ক্ষমতাধিকার উইন্টেলিজেন্স এক ইনটিগ্রেটিভ বিভাগ সম্প্রতি বিভিন্ন ভারত উন্নয়নের কৃষ্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গায় প্রকাশিত করিয়াছেন। উক্ত পূর্ণাঙ্গায়ানুযায়ী অনুমান করা হইয়াছে যে, ১৯৫৪-৫৫ সালে সমগ্র ভারতে ৫১৩০০০০ এবর অধিকে উন্নয়ন করা হইয়াছে। উহার পূর্ণবর্তনর (১৯৫৩-৫৪ সালে) কৃষ্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গায় অনুমানী সমগ্র ভারতে ৫২৭৪০০০ এবর অধিকে উন্নয়ন করা হইয়াছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলনায় সমগ্র-ভারতে উন্নয়নের পরিমাণ পরবর্তী ২ ভাগ হ্রাস পাইবারে বলিয়াও উক্ত কৃষ্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। আলোচ্য সময়ের (১৯৫৩-৫৪ সালে) সমগ্র ভারতে আকের উৎপাদন অনুমান করা হইয়াছে ৫৪৪২০০০ টন; উহার পূর্ণবর্তী সময়ে (১৯৫৩-৫৪ সালে) উক্ত কৃষ্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গায়ে সমগ্র ভারতে ৫৮৫৮০০০ টন আক উৎপাদন করা হইয়াছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলনায় ১৯৫৪-৫৫ সালে সমগ্রভারতে আকের উৎপাদন পরবর্তী ২ ভাগ হ্রাস পাইবারে বলিয়াও উক্ত কৃষ্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গায়ে জানান হইয়াছে।

নির্বাচকমণ্ডলীর নূতন তালিকা প্রণয়ন—প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদের জন্য সাধারণ নির্বাচনের নির্বাচকমণ্ডলীর নূতন তালিকাসমূহ প্রণয়ন করার কাজ যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ভোটারদের প্রাথমিক যে সব তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে তথ সম্বন্ধে আপত্তি ও দাবীসমূহ দাখিল করার জন্য ৩০শে এপ্রিল শেষ তারিখ নির্ধারিত হইয়াছে। আশাকী ১লা জুন তারিখের মধ্যে নির্বাচকমণ্ডলীর চূড়ান্ত তালিকা সমূহ ছাপাইয়া প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আসন্ন ভাতার হারে বৃদ্ধি—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, রাজ্য-সরকারের কর্মচারীদের আসন্ন ভাতার হার ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাস হইতে আরও বর্ধিত করিয়াছেন। রাজ্য সরকারের যে সকল নিম্নতন অধিকারী ২ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পান, তাঁহারা তাঁহাদের মাসিক মাহিনার শতকরা ১৭॥০ টাকা হারে মাসুলী ভাতা পাইবেন এবং উহা ৫০৲ টাকার কম বা ২৫০৲ টাকার বেশী হইবে না। যাঁহারা ২ হাজার টাকা বেশী বেতন পান, তাঁহারা বেতন ও মাসুলী ভাতা মিলিয়া মোট ২২৫৲ টাকা পাইবেন। যে সকল অধিকারিক সরকারী কর্মচারীর বেতন এক হাজার টাকা বেশী নয়, তাঁহারা তাঁহাদের বেতনের শতকরা ৭॥০ টাকা মাসুলী ভাতা পাইবেন এবং উহা ৩০৲ টাকার কম হইবে না। যাঁহারা ১ হাজারের বেশী বেতন পান, তাঁহারা বেতন ও মাসুলী ভাতা মিলিয়া মোট ১৭৫৲ টাকা পাইবেন। সাব-অফিসের সাফিসের যে সকল কর্মচারী ৩০৲ টাকার কম বেতন পান, তাঁহারা ৫০৲ টাকা মাসুলী ভাতা ও যাঁহারা ৩০৲ টাকা বা তাহার বেশী বেতন পান তাঁহারা বেতনের শতকরা ১৭॥০ টাকা মাসুলী ভাতা পাইবেন। তবে এই মাসুলী ভাতা কোন সময়েই ৫২৲ টাকার কম হইবে না বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যবস্থা—প্রকাশ, কলিকাতা কর্পোরেশন ৫ হাজার ভাইরিং (বসানোর) প্রকল্প করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মোট সরঞ্জামের কথা জানাইয়া বর্তমানে টেন্ডার আহ্বান করিয়াছেন। এই ভাইরিংগুলি করা হইলে কলিকাতা কর্পোরেশন বাতি সংক্রান্ত বিভাগের আয় বৎসরে ৫ লক্ষ টাকা বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। কলিকাতা কর্পোরেশন ঐ ভাইরিংগুলি নিজেদের তত্ত্বাবধানে বৈদ্যুতী করিবেন। কলিকাতা কর্পোরেশন আরও ঐ সব বাড়ি-উপরোক্ত জায়গাগুলির বিভিন্ন ফুটের বাসিন্দাদের মুখার্থ আলোর ব্যবস্থা করিবেন। ভাইরিংগুলি বিজলীর আলোর সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশন এইসব এলাকার বিজলী প্রবাহ করিয়া ঐ সব অঞ্চলের ফুটপাতের বাসিন্দাদের অন্ধকারের ক্ষেত্রে একটা নিশ্চিত সময়ের মধ্যে ঘর ফুটের মধ্যে ভাইরিং করা আবশ্যকমূলক বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। অবশ্যই বাসিন্দাদের বিনামূল্যে আলো পাওয়ার ব্যবস্থা করিবে বলিয়াও ঘোষণা করা হইবে। রাজস্বসমূহ হইতে আরও জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা কর্পোরেশন সহ ৫ শহরে এই আলোয়ারের অধিক সংখ্যক ভাইরিং প্রকল্প করিবার এক ঐক্যমত্যে বিভিন্ন স্থানে এলোমেলো ভাইরিংগুলির পরিবর্তে ঘরা হইতেছে। এখন সম্পর্কে আলো কর্পোরেশন বাতি এইরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, কর্পোরেশনকে রাস্তার আলো ভাইরিংগুলির পরিবর্তে নূতন ভাইরিং প্রকল্প করিতে হইবে।

টেলিগ্রাম—"আর্থিক লাভ" ফোন নং ৫৫—৪৪৫৩

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু বাগচী

ভবিষ্যতের জন্য লাভজনক সংস্থান করুন

এবং

টাকা খাটাইয়া উহা বৃদ্ধি করুন

পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্র একথা একটা উৎকণ্ঠার পৃথিবী ঘটিয়া চলিতে থাকে করিয়াছেন—যে পৃথিবীর স্থিতি হইবে থাকি, উহাতে ও উহাতে জীবনযাত্রার যান। কোনও নিজ ব্যবসায় এই ব্যাপারে আমরা আগে আগে প্রথম না করিলে ইহা কোনোকালেই সম্ভব হয় এবং আমরা সকলেই আজি যে, পৃথিবী এইদিকে অগ্র অগ্রসর হইতেছে। ভারতকেও আমরা বর্ধিষ্ণুতার আগে প্রথম করিতে হইবে এবং তা নিজেই আমার ইতিমধ্যে সম্ভব হইয়াছে, তাহার পৃথিবীর মেটে ৪টিল বিভিন্ন শত কোটী টাকা ভারের মধ্যে আমাদেরই আমার পূরণ করিয়া আসিতেছে।

চা বাগানের ধেয়ার

এখনে ৩৫০,০০০৲ টাকা মূল্যের ৩৫০০টি অভিনারী ধেয়ার বিক্রয়ার্থ বাজারে ছাড়া হইতেছে। প্রতি ধেয়ার বাবদ বরখাস্তের সঙ্গে ২৲ টাকা, বিলির পর ২৲ টাকা এবং বাকী ৬৲ টাকা অন্যূন ৩০ দিনের ব্যবধানে ৩৲ টাকার দুইটি সমান কিস্তিতে আদায় দিতে হইবে। প্রত্যেক বরখাস্তের সঙ্গে এ্যাডমিশন ফী বাবদ ১৲ টাকা দিতে হইবে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন :

দি

চরগোলা ভ্যালী টি

এষ্টেটস্ লিমিটেড

হেড অফিস :—৩১, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা

ফোন : সি কে ২৬৮১ : : গ্রাম—"Rainbow" : : বাগান—চরগোলা

দি, মুখার্জি, ম্যানেজিং এজেন্ট।

ভারতরক্ষা আইনের ৪৪-এ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এবং সম্পর্কে বুঝাইবার ইহা জানিয়া রাখিতে হইবে যে, ধেয়ার বিক্রয়ের অনুমতিদানকারে ভারত সরকার এবং সম্পর্কে এরূপ আর্থিক কোন হিসাবে বা দায়ভারের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।

ধেয়ার আবেদন ফর্ম

দি চরগোলা ভ্যালী টি এষ্টেটস্ লিঃ
৩১, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা।

অনুমতিসমূহ,

আমি আপনাদের ফোনের প্রতিশ্রুতি ১০৲ টাকা মূল্যের ——খানি ধেয়ার বাবদ প্রতিটি ২৲ হিঃ এবং প্রথম কি বাবদ ১৲ টাকা মোট —— পাঠাইলাম। বেয়ারেরাকার এ্যাণ্ড আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের বিধান সাপেক্ষে আপনারা যত সংখ্যক ধেয়ার আমার নামে বন্টন করিবেন, তাহা অথবা উপরোক্ত সংখ্যক ধেয়ার আমি গ্রহণ করিতে রাজী আছি। আমার নাম ফোন সংক্রান্ত ডেলিভারীর লিপিবদ্ধ করুন।

পূরা নাম.....

ঠিকানা ও পেশা.....

পিতা, স্বামী বা অভিভাবকের নাম.....

তারিখ.....স্বাক্ষর.....

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইউনিয়ন কেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৯শে এপ্রিল বুধবার ১০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ইউনিয়ন কেডিট ব্যাঙ্কের অফিস দ্বার উদ্ঘাটনের উদ্যোগ হয়। শ্রীযুক্ত সুবিমল মুখোপাধ্যায়, এম-এস-সি ব্যাঙ্কারদের শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ডাঃ সৌম্যেন্দ্রনাথ বসুর সমর্থনে ব্যাঙ্কের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল ঘোষ মহাশয় মুখর মুখর ব্যাঙ্কের আবির্ভাবে আনন্দপ্রকাশ করেন। কিন্তু বর্তমানে ইহাদের কার্য পরিচালনার জন্য ইহাদের সভ্যসংখ্যা যথেষ্ট নহে বলিয়া তিনি মনে করেন। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা হেতু যত হইবে, দেশের সমৃদ্ধি তত বাড়িবে। তবে ব্যাঙ্ক পরিচালনার জন্য সতর্কতা ও দূরদর্শিতা দ্বারা প্রয়োজন আজ হইয়া পড়িয়াছে। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত অধিনাশ চন্দ্র সরকার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আনন্দ জানাইয়া ঘোষণা করেন যে, শ্রীযুক্ত বসুমার মুখোপাধ্যায় এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া আরও অনেকের নিকট হইতে ও বাঙালী ডিরেক্টর ডিরেক্টর বোর্ডে যোগদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত ঘোষেন্দ্রনাথ মুখার্জি, মুখোপাধ্যায় আর্কিটেক্ট এবং শ্রীযুক্তা শৈলবালা মুখার্জির সহযোগে শ্রীযুক্ত বসুমার ব্যাঙ্ক সভাপতিকে চন্দনের ফোঁটা দেন। উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

চন্দ্রমোহন ব্যানার্জী ট্রি এষ্টেট্‌স্ লিঃ

পৃথিবীতে যে সমস্ত শিল্প প্রসার লাভের আশু করিবার আবশ্যক চা-শিল্প তাহার অন্যতম। প্রথম মহাযুদ্ধের এই শিল্প খুব ভাল ফলাও দেয়। ইহার চা কোম্পানীর অংশ ক্রয় করিয়া অথবা চায়ের বাগানের টাকা লাভ করিয়া উহারা সকলেই কম সময়ের মধ্যে বড়লোক হইয়া যায়। এবং ফলে ক্রমবর্ধমানহারে বাগান লাগাইয়া ফেলিবার ধুম পড়িয়া যায়। বাঙালীদের যে সমস্ত অর্থ উপার্জনের চা-বাগান আছে তাহার মধ্যে চন্দ্রমোহন চা-বাগান অন্যতম। বাজারে এই বাগানের চা'র খুব চাহিদা আছে এবং চায়ের নীলামী বাজারে এই চা বিক্রয় হইতেছে। চন্দ্রমোহন ব্যানার্জী ট্রি এষ্টেট্‌স্ লিঃ দেশের অধিক অর্থিক উন্নতির উদ্দেশ্যে বাহিরে, উহারা যে লিমিটেড কারবার করিবেন, এই ভরসা আমাদের আছে। আমরা এই কোম্পানী লিমিটেড সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

এলাহেড এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৯শে এপ্রিল, সোমবার, ৩৮-৩ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে এলাহেড এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের আনুষ্ঠানিক কার্যারম্ভ উপলক্ষে একটি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জী, এম-এ, বি-এল মহাশয় উক্ত উদ্দেশ্যে সৌহার্দ্যিকা করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সুধাংশু মোহন বসু, এম-এ, বি-এল-এস, বি-এইচ-ডি মহোদয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। এলাহেড এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ যে এন সাহা মহাশয় প্রস্তাবে ঐ ব্যাঙ্কের অনুমোদিত এবং বেশের ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কটির স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উৎসবের সভাপতি এবং প্রধান অতিথি উভয়েই ব্যাঙ্কটির কার্যকলাপের সাফল্য কামনা করেন।

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত বছর এপ্রিল, সোমবার, প্রথম অধিবেশনে ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের কার্যারম্ভের সাফল্য উৎসব করা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা-অর্থাবেষণের সাইমিনার ডাঃ সুধাংশুমোহন বসু উক্ত উৎসবে সৌহার্দ্যিকা করিয়াছেন এবং ব্যাঙ্কের বিভিন্নমতে ডাইরেক্টর উদ্বোধন-বাণী প্রদান করিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

ইন্দ্রডোরস লিঃ—ব্রতীন্দ্রনগর

কলিকাতা ও সংলগ্নস্থানের বর্ধমান জনসাধারণের বাসস্থানের যে অভাব রহিয়াছে, তাহাদের কলিকাতার বিভিন্নস্থানী অঞ্চলে তুলনামূলক উপযুক্ত বাসস্থানের সুব্যবস্থার নিমিত্ত প্রস্তাবিতরূপে গঠিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত ইন্দ্রডোরস লিঃ (৫৩৩ এস্ প্লীট, কলিকাতা) উদ্যোগে এই বহুদের একটী বাসস্থান পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা হইতেছে জেনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। কোম্পানী উক্ত উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে বালী ও চুঁচুড়া স্টেশনের নিকট একটী এক হাজার বিঘা পরিমিত ভূমি-বিস্তৃতি ক্রয় করিয়াছেন। উহাতে রাস্তাঘাট, বাজার, স্কুল, হাসপাতাল, ডাকের ঘর, ব্যাঙ্কিং, রামশাস্তাল, প্রভৃতি আধুনিক বিলাস, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদি সমস্তের ব্যবস্থা থাকিবে। অধিকন্তু উহাতে ব্রতীন্দ্র ডেভেলপিমেন্ট এন্ড নামে একটী সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠান থাকিবে। পরিকল্পিত সমস্তটিকে ব্রতীন্দ্র নামের সহিত ইন্দ্রডোরস নাম দেওয়া হইবে।

উক্ত স্থানে যাতায়াত সহজ করার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি বিশেষ বাঞ্ছনীয় বলিয়া ইন্দ্রডোরস লিঃ ১৫ মাইল ১৫ মাইল ব্যাপী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটী বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করিবেন। এই ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা ও সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়।

মুক্তল সৌখ কোম্পানী

সহর আইন ব্যাঙ্কিং কোং লিঃ—রিজার্ভ লিঃ বি এ ব্যাঙ্কিং। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮৫ ব্রাবির্ন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। বহুমুখী ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর সভ্যাংশ

দোয়ার্স লিমিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বছরের জন্য প্রতি শেয়ারে ৬৭৫ টাকা। পূর্ণ বছরের এই অঙ্কের পরিমাণ ছিল প্রতি শেয়ারে ৮৫৲ টাকা।

ডিমক্রস লিমিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বছরের জন্য প্রতি শেয়ারে ৮৫৲ টাকা। পূর্ণ বছর প্রতি শেয়ারে ১০৲ টাকা। পূর্ণ বছরে প্রতি শেয়ারে ১২৲ টাকা সভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **খোয়াজাবয়র লিমিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বছরের জন্য প্রতি শেয়ারে সভ্যাংশ ১০৲ টাকা। পূর্ণ বছরে প্রতি শেয়ারে সভ্যাংশ ১৫৲ টাকা সভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ওয়েষ্টার্ন ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বছরের জন্য প্রতি শেয়ারে সভ্যাংশ ১০৲ টাকা। ইহা ছাড়া প্রতি শেয়ারে সভ্যাংশ ৮৲ টাকা বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে। পূর্ণ বছরে প্রতি শেয়ারে সভ্যাংশ ৯৲ টাকা বোনাস দেওয়া হইয়াছিল। **বি আসাম ফ্লোর মিল কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে সভ্যাংশ ১৫৲ আনা। পূর্ণ ছয় মাসের জন্য কোন সভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। **বি চুরুলিয়া কোল কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে সভ্যাংশ ৩৫৲ আনা। পূর্ণ বছরের সভ্যাংশের পরিমাণ ছিল। **বৈদ্যবাটী এন্ড হাওড়া লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে সভ্যাংশ ৪৲ টাকা। পূর্ণ বছরের সভ্যাংশের পরিমাণ ছিল। **বি মেসার্স বি চুরুলিয়া কোল কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে সভ্যাংশ ৫৲ টাকা। পূর্ণ ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে সভ্যাংশ ৫৲ আনা সভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বি মোরিয়া কোল কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে সভ্যাংশ ৯৲ টাকা। পূর্ণ বছরের অনুরূপ হারে সভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **বি মেসার্স বি চুরুলিয়া ই কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বছরের জন্য প্রতি শেয়ারে সভ্যাংশ ১০৲ টাকা। পূর্ণ বছরের সভ্যাংশের পরিমাণ ছিল প্রতি শেয়ারে সভ্যাংশ ৯০৲ টাকা।

অর্থনৈতিক পুস্তক ও পুস্তিকা

Ancient System of Irrigation in Bengal—By Sir William Willcocks. Pp136, Rs. 1-8-0. Calcutta University Publication.

Industrial Problems of India—By P. C. Jain. Price Rs. 5-4-0. Kitabistan. Allahabad.

বাংলার ব্যাঙ্কি—ডাঃ ভবিনচন্দ্র লিখিত। ১৩০ পৃষ্ঠা। দাম ছয় টাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৭শে এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। বাজারমুদ্রের অবস্থা প্রতিদিন একই রূপের থাকায় কলিকাতার পরকারী ৮৮ আনা ও বেসরকারীর পরকারী ৮৮ আনা বজায় আছে। বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময়হার বন্ধ এই যে, বিলাতী বাজে যেসকল কলিকাতার যে, পরকার বাজারমুদ্রের বিলাতী ১৮৫৭ টাকা ১৮৫৭ হইতে ১ শি: ৪৫/৮ পেন্স বাজে টাকা বিক্রয় করা হইবে। টেলাগ্রাফী বিনিময় টেলাগ্রাফে টাকা এই যোগাযোগ ৭৮ প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকায় বাজারে কলিকাতার বিষয়। কারণ বিলাতী বাজারে এই প্রকার বন্ধ থাকায় বাজারমুদ্র হইবামাত্র অধিকতর ক্রয়বিক্রয়ের ফলে আমদের টাকা বন্ধ বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে। আলোচ্য সপ্তাহে বিল বাজে এমনকোন অবস্থা লক্ষিত হইতেছে।

বন্ধ ২৫শে এপ্রিল বজার সরকার হইতে আমদের তিন বছরের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার টেলাগ্রাফী বিনিময় বন্ধ যোগাযোগের পরিমাণ ধার্য্যাইয়াছিল ৫ কোটি ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহের আলোচনার পরিমাণ আরও কম হওয়ায় মূল্যের হ্রাসও বিশেষ পরিলক্ষিত হইয়াছে। টাকা বাজারের অবস্থা ১৮৫৮/০ পাই এবং সর্ব্বনিম্ন মূল্যের সমস্ত ১৮৫৮/০ পাই মূল্যের আলোচনার পরকারী প্রায়প্রায়ি ও আর আলোচনা হইতে হইয়াছে। মেয়াদী ৪ কোটি টাকার টেলাগ্রাফী বিনিময় ক্রয়ীত হইবারের পরকারী মূল্যের হ্রাস পরকারীর সাহিত ১/০ পাই বাকী রহিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের মূল্যের হ্রাস ছিল ১/৩ পাই।

আমাদী মাস যে মজবুতের মেয়াদ ১১টা পর্যন্ত বোম্বাইয়ের এবং বন্ধের এপ্রিল মাসের শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোন তিন মাসের মেয়াদী ৮-কোটি টাকার টেলাগ্রাফী বিনিময় টেলার আমদের কথা বলিয়াছি। প্রায়ের আলোচনা এখনো টেলাগ্রাফী, বিনিময় ক্রয়ীত হইবারের পরকারী ১/৩ পাই বাকী রহিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের মূল্যের হ্রাস ছিল ১/৩ পাই।

আমাদী মাস যে মজবুতের মেয়াদ ১১টা পর্যন্ত বোম্বাইয়ের এবং বন্ধের এপ্রিল মাসের শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোন তিন মাসের মেয়াদী ৮-কোটি টাকার টেলাগ্রাফী বিনিময় টেলার আমদের কথা বলিয়াছি। প্রায়ের আলোচনা এখনো টেলাগ্রাফী, বিনিময় ক্রয়ীত হইবারের পরকারী ১/৩ পাই বাকী রহিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের মূল্যের হ্রাস ছিল ১/৩ পাই।

বন্ধ ২৫শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে আমদের বন্ধের বিলাতী বাজের ইহা বিক্রয়ের সম্বন্ধে মোট ১৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার টেলাগ্রাফী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিভিন্ন-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন হার আমরা দিব।—

প্রতিটি বন্ধি (প্রতি টাকায়)	১ শি: ৩৫/৮ পেন্স
ঐ ৭ দিন („)	„ „
ঐ ৩ মাস („)	১ শি: ৬৯/৩২ পেন্স
ঐ ৬ মাস („)	১ শি: ৬৯/৩২ পেন্স
হুণ্ডী (প্রতিশত)	৯৯৮৫/০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৯ই এপ্রিলের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১১৫ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ৮ এবং মজুত মূল্যে ঐ নোটের পরিমাণ ছিল ১১০৫ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। গত ১৯শে এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকামূলক ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও দেনী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৯৭ কোটি ৯০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ও ২১৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৭শে এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম এবং তার কলিকাতার শেয়ার বাজারে বন্ধ সপ্তাহের তেজীভাব পূর্ব্বসপ্তাহ আসা ছিল নাই, কিন্তু সপ্তাহের শেষভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কিছিৎভাব ফিরিয়া আসে। আর আলোচ্য সপ্তাহের ইহাতেও বন্ধের মূল পরিস্থিতি কলিকাতার শেয়ার বাজারের তেজী-মিহিভাবের মূলে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহাতেও মূল বিষয়ে এখন আছে কলিকাতার শেয়ার বাজারের তেজী-মিহিভাবের মূলে কোন উল্লেখযোগ্য হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় নাই। সপ্তাহি, আলোচ্য বন্ধের তেজী মূল্যের মূলের সিদ্ধান্তই বলা করিয়া যে বিভিন্ন বিভাগের, আলোচ্য সপ্তাহেই এই আলোচ্য শেয়ার কলিকাতার যে, মূল্যের-সমূহ তালিকা শেয়ারসমূহের মূল্য ছিলের তেজী আলোচ্য পরিল না। এইজন্য শেয়ারসমূহ এই সপ্তাহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবৃদ্ধি পায়।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ডিবেঞ্চারসমূহের মূল্যের কিছু হইতে বিভাগ পরিলক্ষিত হইয়াছে বিভিন্নভাবে বন্ধ সপ্তাহের মূল্যের আলোচনা বাজার। আলোচ্য সপ্তাহে পরকারী ৪ কোটি টাকার (১৯৪৭) ১০৯৯/০ আনায়, ৫ টাকা মূল্যের কোম্পানীর কাগজ (১৯৫৮-৫২) ১০৯৯ আনায়, ৫ টাকা মূল্যের ডিবেঞ্চার (১৯৫৩-৫৫) ১০০৮ আনায়, ৫ টাকা মূল্যের ডিবেঞ্চার (১৯৬০-৬৫) ১০৯/ টাকায় বিক্রিবিক্রি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ডিবেঞ্চারসমূহের মধ্যে আলোচ্য সপ্তাহে ৫ টাকা মূল্যের ইষ্ট বি (১৯৫৫) ১০৯/০ আনা মূল্য বিক্রিবিক্রি হইয়াছে।

ডিবেঞ্চারের মূল্য—আলোচ্য সপ্তাহের শিল্পের মধ্যের ডিবেঞ্চারসমূহ বন্ধ সপ্তাহের তেজীভাব লক্ষিত হইয়াছে। ডিবেঞ্চারসমূহের মধ্যে ৫ টাকা মূল্যের ইষ্ট বি (১৯৫৫) ১০৯/০ আনা মূল্য বিক্রিবিক্রি হইয়াছে।

ডিবেঞ্চারের মূল্য—আলোচ্য সপ্তাহের শিল্পের মধ্যের ডিবেঞ্চারসমূহ বন্ধ সপ্তাহের তেজীভাব লক্ষিত হইয়াছে। ডিবেঞ্চারসমূহের মধ্যে ৫ টাকা মূল্যের ইষ্ট বি (১৯৫৫) ১০৯/০ আনা মূল্য বিক্রিবিক্রি হইয়াছে।

ডিবেঞ্চারের মূল্য—আলোচ্য সপ্তাহের শিল্পের মধ্যের ডিবেঞ্চারসমূহ বন্ধ সপ্তাহের তেজীভাব লক্ষিত হইয়াছে। ডিবেঞ্চারসমূহের মধ্যে ৫ টাকা মূল্যের ইষ্ট বি (১৯৫৫) ১০৯/০ আনা মূল্য বিক্রিবিক্রি হইয়াছে।

১৯৪৪ সালে

মূলধন বীমাকারী বিক্রয় করা হইয়াছে

২,১৩,৫২,৮২৫ টাকার

(দুই কোটি তের লক্ষ বাহান্ন হাজার আট শত পঁচিশ টাকা।

১৯৪৩ সালে

কোম্পানীর মূলধন বাজারে পরিমাণ ছিল

১,০২,২৫,৭৭৫ টাকার

(এক কোটি বত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার সাত শত পঁচাত্তর টাকা।

মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোং, লিঃ

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯১৯

অনুমোদিত মূলধন	...	৩০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	...	১৫,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	৮,৩৮,৫১৫৲ টাকা
আদায়ের	...	১,৫৮,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	...	১,৬৮,০০,০০০৲ ...

পৃষ্ঠপোষক।

ত্রিপুরাধিপতি—শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই, হাজেলিজ, ডিরেক্টর।

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত বিশ্বাস আইয়ার

হেড অফিস :
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

ব্রাঞ্চ অফিস :
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

কলিকাতা অফিস :
৩, ক্লাইভ রো ও ২০১, হারিসন রোড, কলিকাতা।

সকল ও আদায়ের সমস্তই গ্রাহ্য করা হয়।

বাজারের সকল প্রকার কার্য্য করা হয়।

বৃদ্ধি পাই। রাজেন্দ্র ৪৯৫/০ আনা, বিলাসপুর ৭৩১০ আনা, নরসীন ১৩১৲ টাকা, এরোনো ইন্ডিয়া ৪৭৫৲ টাকা, রাজমহেন্দ্রী ৪৭১০ আনা পর্য্যন্ত দরে আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রি-কিনি হইয়াছে।

ডিসির কল—আলোচ্য সপ্তাহের এই বিভাগের অধিকাংশে খেরাসমূহের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যেরও কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। জলপাইগুড়ি ১৩৯০ আনা, রাজমহেন্দ্রী ১৩৯০ আনা, রাজমন্দর ১৪১০ আনা, ইষ্ট ডি ডুমার ২৬৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রি-কিনি হইয়াছে।

ছাঁ-বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ কলিজ খেরাসের প্রায় একেবারেই চাহিদার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে মূল্যের দিক হইতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বিভাগ ৪৭১০ আনা, তেজপুর ৫১৪/০ আনা, সেন্ট্রাল কাছাড় ১১০৲ টাকায় ইষ্ট ইন্ডিয়া ১৩৮০ পর্য্যন্ত দরে বেচাকেনা হইয়াছে।

ইঁ জরিয়াহিং—আলোচ্য সপ্তাহের এই বিভাগের অধিকাংশে খেরাসমূহের মূল্যের দিক দিয়া যথেষ্ট উন্নতি দৃষ্ট হয় এবং এই বিভাগের চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। যেমন ৫৩১০ আনা, রেবেকাহী ১১৮/০ আনা, কুমারকুণ্ডী ১০৯/০ আনা, তাজমাল্ বারদন এণ্ড ব্রীদ ১১১০ আনা পর্য্যন্ত দরে আলোচ্য সপ্তাহে বেচাকেনা হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৮শে এপ্রিল।—আলোচ্য সপ্তাহে পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের উভয় বাজারেই মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। পাটের বাজারে মন্দার কারণ অনুসন্ধান করা যাইলে দেখা যাইবে যে, আলোচ্য সপ্তাহে আবশ্যকাতীত অধিক আন হওয়ায় পাটের মূল্য হ্রাস হইয়াছে, সুতরাং পাটকলওয়ালাগণ আগামী পাটের আন হইতে এই আধার আহরণের অনুরূপ পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে আগ্রহশীল নয়। বিশেষতঃ পাটের বিদেশী চাহিদা অধুনা সাময়িক ভাবে বিক্ষিপ্ত থাকায় ও পাটকলওয়ালাগণ পাট কিনিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নয়। অনুরূপ কারণে হইতে কলিকাতার বাজারে এক পাই আগামী ছইমাসের মে, আগষ্ট এবং ছটি পাটকলমিল অনুরূপ মাস আগাম এ. এম আদি হইলে মফঃস্বল হইতে আগত পাটের আন অনুমানই সমস্যার বিষয় হইবে। অপর দিকে মফঃস্বলের পাট অনুসন্ধানকারিগণের ধারণা যে, বর্ষিক আগামী পাটচাষে সম্পূর্ণে আশানুরূপ ফসল পাওয়া যাইতেছে তথাপি নূতন পাট বাজারে আসিবার ২৩শে পূর্ব্বে পুরাতন পাটের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং অনুরূপ কারণে অধুনা আপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যে পাট কিনিতে বাধ্য হইবে—এই অনুমান অনুরূপ কারণে পাট ক্রয়িতেছে না।

দফর পূর্ব্ব অবধি বস্তা ব্যবসায়ের অবস্থা শোচনীয় ছিল এবং মূল্যও হ্রাস পাইয়াছিল সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ আসিয়াছে। কিন্তু উহার অনুরূপ এবং পশ্চিম ও উহার অন্যান্য স্থানে স্থানে বৃদ্ধির পরিমাণ এখনো অতিরিক্তের।

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে ব্যবসায়ী মহলের আশার এই ধারণা হইয়াছে যে, ইউরোপের যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হইলে বিনিময়ক্ষেত্রে মূল্য অতিরিক্ত কমিয়া যাইবে, এই মনোভাবেই পাটজাত দ্রব্যের বাজারে মন্দার আধার আসে। বিশেষতঃ চট কেনিয়ারী হেসিয়ার সম্বন্ধে আশার চাহিদা খুব সামান্য হইলেও বিদেশের পূর্ব্বে কেনিয়ারী হেসিয়ার সম্বন্ধে চাহিদা রহিয়া আছে। বিদেশের

পটারী মেসিন

প্রস্তুতকারক :

কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং

কোম্পানী লিঃ

পৃষ্ঠপোষক : কর্ম্মবীর আশুতোষ দাস

ম্যানেজিং এজেন্ট্স :—এইচ, সি, বোস এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ

১২, মেয়োহাট লেন : : কলিকাতা।

Gram : Cocoomba Post Box No. 228

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১১, ক্লাইভ লেন, কলিকাতা।

সুদক্ষ ডিরেক্টরবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :

মিঃ এস বি বিশ্বাস

ভারতের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান—

ওরিয়েণ্ট সেফ্ এণ্ড ক্যাবিনেট ষ্টোরস

চোর ডাকাত ও আগুন হইতে দামি আপনার মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে চান তবে ওরিয়েণ্ট সেফ, ক্যাবিনেট, ষ্টীলরুম, চোর, ক্যাশবাক্স ও তালা ব্যবহার করুন।

ফোন : বি, বি ৩৮৯০

শো রুম :—১৩৩এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট (এলবার্ট মেন্স পার্কিং), কলিকাতা।

বর্ত্তমান

বৈশিষ্ট্যের যুগে

আপনার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার আমাদের বিশেষজ্ঞের উপদেশ একটি অমূল্য সুযোগ।

অর্থ পরিচালনার বৈজ্ঞানিক ও নিশ্চিত পথ আপনার ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়াইয়া দিবে।

নিরাপত্তা ও জনসাধারণের সেবা যে ব্যাঙ্কের লক্ষ্য ইহাই সেই

ক্যালকাটা

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কে. এল. বোস, বি-এ, এক-আর-ই-এস (লণ্ডন), বোর্ডের ম্যানেজার।

মিঃ এল, বসু,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সেপ্টেম্বর মাসে তাহা নিম্নে প্রকাশ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে, তাহাদের কাছে যতদূর সম্ভব কম বিক্রয় করিতে এমন বিশেষ অসুবিধা হইবে না যাহাতে এই কাজের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা বা অন্য কোনরূপের সুবিধা দেওয়া দরকার।

আজ পাটের বাজারে মোটামুটি কাজ হইয়াছে। ইউরোপীয় পার্টির বিক্রয় ও ক্রয় যথাক্রমে ১৯৮০ আনা ও ১৯৮০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে এবং ফুলারটনের, বিক্রয় ও ক্রয় যথাক্রমে ১৯৮০ আনা ও ১৯৮০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। তোষা শ্রেণী বস্তা প্রতি ।০ আনা অধিক দরে এবং বুরুল পাই পুরাতন পাই অপেক্ষা বস্তা প্রতি ।০ আনা হইতে ।০ আনা অধিক দরে বিক্রয় হইয়াছে।

পাকা থেলা বিভাগে বেচাকেনা কারবার হয় নাই। আজী নাইটিয়ি ১৮০৲ টাকা হইতে ১১০৲ টাকা দরে এবং এস এস এস আর ৪৯৲ টাকা দরে লাভার ক্রয় হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৭শে এপ্রিল :—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে পত সপ্তাহের তুলনায় বেশ আবশ্যিক ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে পত সপ্তাহের তেজীভাব অনেকটা বজায় থাকিলেও সপ্তাহের শেষ ভাগ এজন্য বেসমাদে পত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট অবনতি পরিলক্ষিত হয়। তাহিরা হাল এবং বোম্বাইয়ের তুলা ব্যবসায়ীদিগের মনে আশঙ্কা-জনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি যে অধিকতর বেগে চলিয়াছে আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দরের হ্রাস তাহার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। পত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে যে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তের তুলির তুলার দর ছিল ৩৩৮০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা ৩০৫০ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাই-য়ের বাজারে তুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তের তুলার দর পত সপ্তাহে ছিল ৩৩৮০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা ৩২৮৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বিক্রি-কিনির অবস্থার কোন প্রকার উন্নতি লক্ষণ লক্ষ্যগোচর হয় নাই। প্রকাশ্য বাজারে অবস্থাবাজারের দলে যে কোন প্রকার কাপড় ক্রয় করা আলোচ্য সপ্তাহের এক প্রকার বন্ধ ছিল। সপ্তাহে কলিকাতার আরও দর্শকমণ্ডলীর টেলিগ্রাইন কলিদারার ঘোষণা করিয়াছেন যে, শীঘ্রই কলিকাতা মহানগরীতে এক সম্পর্কিত বিরাট ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। আরও দর্শকমণ্ডলীর টেলি-গ্রাইন কলিদারার এই আশার কোরণ করিয়াছেন যে, উক্ত ব্যবস্থা ব্যবস্থাধারী আশা দিয়ু (১২ সপ্তাহের অধিক বয়সের সন্তান) ২ আনা বুদ্ধি আশা ২ আনা নাড়ী আশা ১ পত আনার (২টী আনার উপযোগী) আশা সম্ভব হইবে (সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণতঃ বহুবিধ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে পর্যন্ত)। বাংলা দর্শকমণ্ডলী কর্তৃক সম্প্রতি নিযুক্ত ডাক্তার এলেকজেণ্ডার মহাশয়কে পুলিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কাপড়কোপড় সরবরাহ করিবার ভারে থাকায় তাহা সম্বন্ধে মন্তব্যকরণে অনেক ব্যাপারে এখনও তাহাকে এমন অনেক পূর্ণ ব্যাপার নিরাকরণ করিতেছে। তবে সম্প্রতি বোম্বাই হইতে অধিক মূল্যের বুদ্ধি এবং নাড়ী বাজারে সর্বাঙ্গীনের যে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে আশু অধিকাংশই হওয়া যা সাধা সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার উপরে কিছু পরিমাণ লাঘব হইবে। বাজার অবস্থার বুদ্ধির বেগা বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য করা-নিতে নহে, পরন্তু উহাই অভিজ্ঞতাসিদ্ধ, তাহার দর্শকমণ্ডলীর টেলিগ্রাইন কলিদারার কলিকাতার সম্প্রতি আমুর সাপ্তাহিক হিসাব এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৭শে এপ্রিল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সাধারণভাবে পত সপ্তাহের তুলনায় সাধারণ তেজীভাব পরি-লক্ষিত হয়। বিলাতী বাজারে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে। বিলাতী বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে সোনা ৭৪৸৵ আনা (প্রতি ভরি) দরে বিক্রয় হইয়াছে। পত সপ্তাহের বিলাতী বাজার হইতে আলোচ্য সপ্তাহে এই প্রকার সোনা কিনিতে পাওয়া যায় নাই। পত সপ্তাহে বিলাতী বাজারে সোনার বিক্রয়ের দর বৃদ্ধি হওয়াতেই সোনার দরে এই সপ্তাহে পত সপ্তাহের তুলনায় উন্নতি দেখা যায়। পত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর তিন যথাক্রমে ৭৪৸০ আনা এবং ৭৪৸০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে যথাক্রমে ৭৪৸০ আনা ও ৭৪৸৵ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি পত তিন সপ্তাহে যথাক্রমে ৫০।০ আনা ও ৫১৸০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরের পত সপ্তাহের তুলনায় উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতা ও বোম্বাই, এই উভয় বাজারেই আলোচ্য সপ্তাহের সোনার দর বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করাই উহার কারণ। বিলাতী বাজার অদ্য ৬০০ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১৩৪৸৵ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। পত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর তিন যথাক্রমে ১৩৪০ আনা ও ১৩১৸০ আনা। সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৩৪৸০ আনা ও ১৩৪৸৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আর্থিক জগতের বার্ষিক সংখ্যা

আগামী মে মাসে আর্থিক জগতের একটি বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যায় কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায় প্রভৃতি সম্পর্কে ও অন্যান্য সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে সময়োচিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

এই সংখ্যার মূল্য ১৷৷০ টাকা হইবে। যাঁহারা এই সংখ্যা কিনিতে চাহেন তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই ম্যানেজারের নিকট মূল্য জমা দিন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিলে জানান হয়

সাপ্তাহিক বাজার দর

বিবরণ	২০শে এপ্রিল	২৭শে এপ্রিল	২৪শে এপ্রিল	২৯শে এপ্রিল	২৬শে এপ্রিল	২৫শে এপ্রিল
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৪৯/০	৭৪৯/০	৭৪/০	৭৪৯/০	৭৪৯/০	৭৪৮/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	৭৪৯০	৭৪৯০	৭৪৯/০	৭৪৯/০	৭৪৯/০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১০৪৯০	১০৪৯০	১০৪৯০	১০৪৯০	১০৪৯০	১০৪৯০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	১০৪৯/	১০৪৯/০	১০৪৯/০	১০৪৯/০	১০৪৯/০
বিলাতি দর—এক্সচেঞ্জ (কলিকাতা) ...	৫০১০	৫০১০	৫০১০	৫০১০	১৯৮/০	৫০১৮
ঐ ঐ (বোম্বাই)		৫১৯০	৫১৯	৫১৪০	—	৫১৯০
২ টাকার আসলের হুণ্ডির দর (শতকরা বাটিয়া)		৯ টাকা	৯ টাকা	৯ টাকা	৯ টাকা	৯ টাকা
সোনামুখীর আসর—						
সোনামুখীর আসর—শতকরা ৯ হুণ্ডির		৯০৯/০	—	—	—	—
ঐ ঐ ৯৫০ টাকা হুণ্ডির		১০০।৫-১০০৷০	১০০।৫-১০০৷	১০০৷৫-১০০৷	১০০৷৫-১০০৷০	১০০৷০-১০০৷
৯ টাকা হুণ্ডির বদলায় (১৯৪৩-৪৪)		৯৯৭/০	৯৯৭/০	৯৯৭/০	৯৯	—
৯ টাকা হুণ্ডির বদলায় (১৯৪৪-৪৫)		৯৯৭/০-৯৯৭/০	—	—	—	—
৯ টাকা হুণ্ডির বদলায় (১৯৪—৭০)		—	—	—	১১২।৫/০	—
৯ টাকা হুণ্ডির বদলায় (১৯৪৫-৪৫)		১০২/০	১০২।৫/০	১০১৯৫/১৬	১০১৷৫/০-১০১৯৫/০	—
ইন্ডিমিনিটির ও ইন্সেওরেন্স— ...						
ইন্ডিমনিটি আসলে এক টাকা কোম্পানি ...		৪০৴০-৪৯৷৫/০	৪০৷৫/০-৪৯৷৫/০	৪১৴০-৪৯৴০	৪০৴০-৪৯৷৫/০	৪০৷৫/০-৪৯৷৫/০
ফিনিক্স ফায়ার—অফিস ...		৪৭৷৫০-৪৯৷৫/০	৪৭৷৫০-৪৯৷৫/০	৪৭৴০-৪৯৷৫/০	৪৭৷৫০-৪৯৷৫/০	৪৭৷৫০-৪৯৷৫/০
হুমায়ুনী—অফিস ...		—	১০১০	১০১০	১০১০-১০৴	১০৫/০
ম্যাঞ্চেস্টার কোং ...		—	—	—	—	—
ফোনিক্স ...		৯৯৴০-৯৯৷৫/০	৯৯৴০-৯৯৷৫/০	৯৯৴০	৯৯৴০	৯৯৴০
রাশীয়ান ...		৪৯৷৫/০-৪৯৷৫/০	৪৴-৪৯৷৫/০	৪৯৷৫/০-৪৯৷৫/০	—	—
ওরিয়েন্টাল আয়রন এণ্ড ষ্টীল ...		১১৫/০-১১৯৷৫/০	১১৫৫-১১৯৷৫/০	১১৫—১১৯৷৫/০	১১৫৷০	১১৫৫/০-১১৫৫
আর্থার পাইলার ...		—	—	—	১৪৯৷৫/০	—
ফোনিক্স ইন্সেওরেন্স ও ব্যাঙ্ক ...		১১৫৷০	—	—	—	—
ন্যাশনাল ইন্সেওরেন্স ...		৯৯৷০	—	—	—	—
ব্যাঙ্ক—আর্থা অর্গেনাইজেশন ...		৪৯/০-৪৯/০	৪৯/০-৪৯/০	৪৯/০-৪৯/০	৪৯/০-৪৯/০	৪৯/০-৪৯/০
ইন্ডিয়ান ওভার অর্গেনাইজেশন ...		৯৯৷৫/০	—	—	৯৯	—
ব্যাঙ্ক—ন্যাশনাল অব ইন্ডিয়া ...		১০৫৷	১০৫৷-১০৫৷০	—	১০৫৷	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...		১৯৷০	১৯৷০	৯০৷-১৯৷০	—	—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...		—	৯—	১৪৯৷০-১৪৯/০	১৪৯৷০-১৪৯/০	১৪৯/০
কোম্পানি ব্যাঙ্ক ...		১৯৷-১৯৷০/০	১৯৷১০-১৯৷০/০	১৯৯/০-১৯৯।৫	১৯৯/০	১৯৯/০-১৯৯৷০
ভূমিজা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...		১৯৯৷০-১৯৯/০	—	১৯৯৷০	—	—
মহাজনী ব্যাঙ্ক ...		১০৯/০	১০৯/১০	১০৯/৫	১০৯/০	—
মিডি ইন্ডাস্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...		১১৯-১১৯০	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...		৪৯৷	—	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...		৫১৷	—	—	—	৫১৷
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...		৪১৷-৪১৷০	৪১৷-৪১৷০	৪১৯০-৪১৯৷০	৪১৯৷০-৪১৷০	৪১৴০-৪১৯৷০
বালেশ্বর ...		১১৯৷০	—	১১৯৷০	১১৯৷০-১১৯৷০	১১৯৴০-১১৯৴০
রাণীগঞ্জ ...		—	৪১৯০	৪১৯৴০	—	—
ইন্ডিয়ান ...		৯৯৷০	—	৯৯৯০-৯৯৷০	৯৯৯০	৯৯৯০
নাইন কলমুরা ...		৯৯৷০-৯৯৷০	৯৯৴০-৯৯৯০	৯৯৯০-৯৯৯০	৯৯৯০-৯৯৯০	৯৯৴০-৯৯৯০
ফুলঝরারি ...		৯৯৷-৯৯৷০	৪১৯৴০	৪১৯৴০-৪১৯৴০	—	—
সেন্ট্রাল বারকেও ...		৪৯৯৷০-৪৯৯৴০	—	৪১৯৴০	৪৯৯৷০-৪৯৯৴০	—
সিঙ্গি ফুলদিহা ...		১৯৯৴০-১৯৯৴০	১৯৯৴০	১৯৯৴০-১৯৯৷০	১৯৯৴০	১৯৯৴০
টাটাগড় ...		৪৯৯৴০	—	—	৪৯-৪১৯৴০	৪৯৷-৪১৯৴০

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংহাউসের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৫,০৯,৫০০৲
আদায়ীকৃত ও মজুত আমানত ৮,০৯,০০০৲ কার্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, এম, চ্যাটার্জি

সাবান প্রস্তুতের

কোর :—

বড়বাজার :— ১৯৯৯ ফলিস
:— ১৯৯২ পার্কষ্ট্রীট
টেলিগ্রাম—"টীনাসাবী"

যাবতীয় কিমিক্স—সিলিকেট সোডা • সোডাএস
পাউডার • কষ্টিক সোডা • গ্লিসারিন • সিট্রোনেলা
অয়েল • গ্লু • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৯৯, আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা।

অফিসের সরঞ্জাম

- বই বাঁধাই
- লিথো ষ্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এমবসিং মেসিন
- পিতল ব্যাজ
- সেল, সীল
- টোকেন্ ও মেডেল
- বেতের ও অন্যান্য বাস্কেট
- ছিদ্র-করা ব্যাজ
- খাতার মলাটের
- সবরকমের লাক্ষার বাক্স-চিহ্ন
- প্রতিষ্ঠানের পোষাকের ব্যাজাদি
- সিল্ক মোটোর তৈরী বিভিন্নরূপ

• সাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে আমাদের প্রস্তুত কোন সামগ্রীর সহিত আমাদের নামের সহিত অন্য কোন নাম ব্যবহার করা হয় না। ব্যবহার করা বেআইনী।

জয়ন্তী ওয়ার্কস
১৯৯, সিমলা রো, কলিকাতা।
ফোন : সি সি ১১৯৯

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৮শে এপ্রিল	২৯শে এপ্রিল	৩০শে এপ্রিল	২রা মে	৩রা মে	৪ঠা মে
কাপড়ের কল—লিষ্ট ডিস্ট্রীক্টরিয়া কটন মিলস লিঃ		৭১/০-৭৬০	৭১/০-৭৬/০	৭১/০-৭১/০	৭১/০-৭৬/০	—
বেঙ্গল্স		১৯১/-১৯৬/০	—	—	—	—
কানপুর উলেন্ট্রাইলস্		১৯৬/০	১৯৬/০	১৯৬/০	১৯৬/০	১৯৬/০
এম্পিরিয়ল কটন মিলস লিঃ		৬৪৲ ৬৬৬/০	৬৫৬৲-৬৪৲	—	৬৬৬/০	—
ভাগ্যকুল		—	—	—	—	৩৮০৲
বঙ্গশ্রী		১৪৪/০	১৪৪/০	১৪৬০	—	—
মহেশ্বরী কটন মিলস্		৭৯০	—	৭৯০	—	৭৮/০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ		৪২৬৲	—	৪২৬৲	১১৬৲-১২৫৲	—
ইণ্ডিয়ান পেপার মিলস লিঃ		—	—	১৭৫/০	—	—
ষ্টীলস		২৭৬৲-২৭৫/০	২৭৬৲-২৭৫/০	২৭৬৲-২৭৫/০	২৭৬৲-২৭৫/০	—
ষ্টেইভর্স—অক্সফোর্ড ষ্টুই মিলস লিঃ		৩৩১৲-৩৪০৲	৩৪০৲	—	৩৩৭৲	—
এসোসিয়েটেড ষ্টুই মিলস লিঃ		৪৮১৲-৪৭৯৲	৪৮১৲-৪৮০৲	৪৮৩৲-৪৮০৲	৪৮৯৲-৪৮০৲	৪৮৯৲
কামারহাটী		৭১৯৲-৭৩০৲	৭২১৲	৭২১৲-৭২৯৲	৭২৬৲-৭২৯৲	৭২৫৲-৭২৯
মহীয়া		১১৯ ১২৬৲	১১৯৫০-১২৬৲	১০১৫০-১১৮৫০	১৩১৲-১৩৯৲	—
মেদিনেপুর		১৫/০-১৬৲	১৫/০-১৬৫/০	১৫৫/০-১৬৲	১৫৫/০ ১৬/০	১৫৫/০-১৫৫/০
রিলায়েন্স		৭৭৬৲-৭৯৲	—	৭৮৲-৭৯৫০	৭৭৬৫০-৭৭৯৫০	৭৬৫০-৭৮৲
বীরভূম		৪৪৬৲-৪৫৯৲	৪৪৬৲-৪৪৯৲	৪৬৬৲-৪৪৯৲	৪৪৯৲-৪৪৬৲	৪৬৬৲-৪৪৬৲
বাগড়া		৪৫৲-৪৪৬৲	৪১৲-৪৬৬/০	৪৪৬৲-৪৫৲	৪৫৫৲-৪৬৬/০	৪৬৫/০-৪৫৮৫০
ভাগলপুরী		৭৫৬৲	৭৫৫৲	৭৫৫৲	৭৫৮৲	৭৫৬৲
বেঙ্গলবাব		৫৬৬৬-৫৫৫/০	—	—	—	—
ইণ্ডিয়ার্ড		৫০০৲	৫০৫৲	৫০৫৲-৫০৬৲	৫৯৮৲	—
এসোসেন্স		৫১৫৲-৫৪১৲	—	৫৩১৫০-৫৪৬৲	—	৫৪৬৲
বিবিধ কল—বেঙ্গল্স ফুডার্স কোং লিঃ		১৪১০-১৪৯/০	১৪৬/০-১৩/০	১৪ ৫/০-১৪/০	১৪১০	১৩৬/০-১৪১/০
ইন্ডিয়ান ফুডার্স কোং লিঃ		৬৬৬/০-৬৬৬০	—	—	৬৬৬০	—
দেশ এন্ড কোং লিঃ		৫৬৫০	৫৬৫/০-৫৬৫০	৫৬৫/০-৫৬/০	৫৬৫/০-৫৬৫/০	—
এন্ড ব্যাঙ্কার্স—এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক		১১৲	—	—	—	—
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স		১৪৫০	—	—	—	—
ন্যাশনাল		৪৬৫০	—	—	৪৭৫০	—
নেদার এন্ড বিদারেল		১৪৫০	—	১৪৬০	—	—
মেকেন্জি		২১৫/০	২১৫/০	—	—	—
বিশ্বনাথ		—	—	৪৫৫০-৪৬৫/০	—	—
বিবিধ—ক্যালকিয়া ফিনেন্স কোং লিঃ		১৪৫০-১৪৫/০	—	১৬৬০	—	—
ডি আই কর্পোরেশন		৬ ৩-৬৲/০	৫১০	—	—	৬৲/০-৬৫/০
বেঙ্গলী এন্ড ইন্ডিয়ান কোং লিঃ		১৭১৫০-১৭৬৲	১৭১৲-১৭১৲	১৭১৫০-১৭১৫০	১৭১৫০-১৭১৲	১৭১৲
মোটর ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ		১৪১০	—	১৫৪৫/০-১৫১/০	১৫৬৩০-১৫৪৫/০	—
ইন্ডিয়া কেমিক্যাল মেডিকেশন কোং লিঃ		—	১৬৩৫০-১৬৩৲	১৬৩৲	১৬৯৲-১৬৩৲	১৬৫৫০
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট		১৪১৫০-১৪১০	১৪১৫/০-১৪১/০	১৪১৫০-১৪১০	১৪১০	১৪১৫০-১৪১/০
ভালমান ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কেমিক্যাল		—	—	—	১৩৬৫/০-১৪৬৬০	—
নিউ এশিয়াটিক ইন্সিওরেন্স		৯৬/০	—	৯৬/০	—	—

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল. ৫১৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ডালহৌসী, বরিষহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে সেভিংসের ও মিনিমাম ব্যালেন্স টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্‌এ

একটি নির্ভরযোগ্য জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯১৮ টেলিগ্রাম :—"PURSE" Calcutta.

হেড অফিস :—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—এবিডন ও বেলিয়াঘাটা

জলপাইগুড়ি ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

জীবন বীমার জন্য—

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

ডি. হেড অফিস— ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যজ্ঞনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও ময়মনসিংহ।

সে-অফিস : দিল্লীতে

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার :

এ চ্যাটার্জি, বি-এস, বি-এ, আই, আই, বি

নীর্ঘের চারিটি

নিম্ন খেলার "নো ট্রাম্পেস" প্রস্তুটী খেলার সময় ভুয়েলের সুপ্রসিদ্ধ কেশতৈল লগাইয়া—উহাদের দীর্ঘস্থায়ী সুরভি ও অনুপম গুণের কথাই তৈল ব্যবহারে দীর্ঘস্থান অধিকার করিয়া জোর সমাজে লাভ করিয়াছে।

♠ কোকোলা ♣ জুয়েল আমলা
♠ কল্যানী ♦ ত্রিগুণ

কে দ তৈ ল
ভুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

অক্ষয় কুমার নাগ

ক্যালকাটা সিটি
—ব্যাঙ্ক লিঃ—
ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত
হেড অফিস—১০৯বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলি ৩৪৮৭
—শাখাসমূহ—
বড়বাজার, বেলেঘাটা, ভবানীপুর, আলমবাজার, টালীগঞ্জ, বিডনষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, বীডনষ্ট্রীট, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, মাদুরা, গয়া, মজঃফরপুর (নিঃ পিঃ), পাটনা, ডিহিরিআনাম, বোলাগীর ও কাটাখালী (পাটনা জেঃ)।
পাটনা সিটি ব্রাঞ্চ
২১শে এপ্রিল খোলা হইয়াছে।
ম্যাঃ ডিরেক্টর—এইচ সি সাহা, এম-এ, বি-এল

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—৮৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড ইত্যাদি :— } পঞ্চাশ লক্ষ টাকার উপর
মজুদমেণ্ট সেভিংস ও অন্যান্য ডিপোজিটসমূহের :— মাসান্তে গড় } চার কোটি সাড়ে সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকার উপর
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ জে সি দাস।

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা
এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের হাউজিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে সুবিধাপ্রেক্ষুক জমাদাতাকে কম দেওয়া হয়।...কম আসল হয়, কিন্তু এই ইন্সিওর-সহিত-বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি সর্ব্বাবস্থায় অক্ষুণ্ণ রহিবে নিরাপদ থাকে। উপরে ভয়ে সোর হইয়া যায় এবং অবশেষে যা তাঁহার পরিবারবর্গের সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হয় না।
পদ্ধতির সমস্ত এখানে আলোচনা এখানে দেওয়া হইল। সুযোগ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।
ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড
হেড অফিস : ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লিলি বিস্কুট খাদ্য ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১৫।১।১ রমানাথ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্যিক জগৎ প্রেসে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত